লক্ষ পর্যটকের
প্রশংসাধন্য

ভারত ভ্রমণের
অপরিহার্য গাইড বুক

প্রকাশিকা
শ্রীমতী গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ☐ কলকাতা-৭০০ ০০৭
ডি টি পি সেটিং
এ পি সি লেজার
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড ☐ কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রাকর
শ্রীকার্তিক কুণ্ডু ও শ্রী তরুণ কুণ্ডু
ইউনিক কলার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন ☐ কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ ও ম্যাপ মুদ্রণ
শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
সান লিথোগ্রাফিক কোম্পানি ☐ পি-২০ সি আই টি রোড
কলকাতা-৭০০ ০১০
রঙিন ছবি মুদ্রণ
শ্রীতিমিরকান্তি পাল
তিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রা. লি. ☐ ১ চাঁদনি অ্যাপ্রোচ
কলকাতা-৭০০ ০৭২
বাঁধাই
বিদ্যুৎ বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ
শ্রীবিদ্যুৎ চক্রবর্তী
কলকাতা-৭০০ ০২৬

অঙ্গসজ্জা
শ্রীরমেন আচার্য
শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দিন্দা
প্রথম প্রকাশ
রজত জয়ন্তী বর্ষ
আশ্বিন ১, ১৩৮৫
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৭৮
ঊনবিংশ সংস্করণ
১৫০তম মুদ্রণ
মাঘ ১৪, ১৪০৪
জানুয়ারি ২৮, ১৯৯৮

ভ্রমণ সঙ্গী □ ১৯৯৮

বিশ্ব ভ্রমণে প্রতি ৮জন পর্যটকের মধ্যে ১ জন জার্মানি—আর, ভারত ভ্রমণে প্রতি ১০ জন ভারতীয় পর্যটকের মধ্যে ৬ জন বাঙালি। ক্রম হারে বাঙালির পরই গুজরাট ও পাঞ্জাবের স্থান। ভারত ভ্রমণে বিশ্ব পর্যটকের স্থান উল্লেখ্য না হলেও ভারতের তাজ বিশ্ব ভ্রমণ মানচিত্রে ধ্রুবতারা হয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক আকর্ষণ করে। শুধু তাজই বা কেন—অজন্তা, ইলোরা, দিলওয়ারা, বারাণসী, দার্জিলিং, রবীন্দ্র ও বিদ্যাসাগর সেতু (হুগলী নদী), মীনাক্ষী মন্দির, খাজুরাহোর মন্দিররাজি, হিমালয়ের শিখররাজি অদর্শনে বিশ্ব দর্শন অপূর্ণ থাকে যেন। পর্যটকও আসছেন এদের আকর্ষণে দেশ-দেশান্তর থেকে। অতীত রেকর্ড ম্লান করা ১৯৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণে বিশ্ব পর্যটকদের সংখ্যাটিও উল্লেখ্য।

ভারত ভ্রমণে উৎসাহ যোগাতে ১৯৯১ বর্ষটি পালিত হয় পর্যটন বছর রূপে। আর ওই পর্যটন বছরেই ভ্রমণ সঙ্গীর ১০০০০০ কপি মুদ্রণ মহীয়ান করে রেখেছে ভ্রমণ সঙ্গী-কে।

তবে পরিতাপের বিষয়—ভ্রমণ সঙ্গীর সুনামকে বেসাতি করে বেশ কিছু প্রকাশন সংস্থা ভাষার মারপ্যাঁচে সবার প্রিয় ভারত ভ্রমণের অপরিহার্য গাইড বুক **ভ্রমণ সঙ্গী** শিরোনামটি ব্যবহার করছেন নানান ছলে। ফলে বিভ্রান্তি বেড়েছে ভ্রমণ সঙ্গীর শুভানুধ্যায়ীদের। এমনই এক বই-এর লেখক তিনি তো আমাদের অনুকরণ করতে গিয়ে কল্পলোকের গল্প ফেঁদেছেন এঁদো গলির বদ্ধ কূপে বসে। নানান তথ্যের-বিকৃতিও ঘটেছে অনভিজ্ঞতার দোষে। এ ব্যাপারে পাঠক বন্ধুদের যথেষ্ট সচেতন হতে অনুরোধ রাখব।

নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে ভারত রাষ্ট্রে পর্যটনে বাঙালি আজ অগ্রগণ্য। সেই অগ্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভ্রমণ সঙ্গীর আত্মপ্রকাশ। ভ্রমণকে সহজ সরল ও সুন্দরতর করে তুলতে ভারত ভ্রমণের পথে ভ্রমণ সঙ্গী অপরিহার্য। ভ্রমণ সঙ্গী ১৯৭৮ থেকে বছরের পর বছর যথেষ্ট পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত হয়ে নতুন নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়ে আসছে। অতীতের প্রতিটি সংস্করণের গৌরবকে সঙ্গী করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী-বর্ষে ভ্রমণ সঙ্গীর ১৫০তম মুদ্রণ ১৯৯৮ বের হল। নতুন নতুন ছবি, নতুন নতুন ম্যাপ আর তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোজন ১৯৯৮-এ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তবুও বলব ভ্রমণ কাহিনী বলতে যাঁরা রম্য-উপন্যাস বা কল্পলোকের গল্পকথা বোঝেন তাঁদের জন্য নয় এ-বই। ভ্রমণ-সাহিত্যও নয় ভ্রমণ সঙ্গী। পথে বেরিয়ে চেনা-অচেনা হাজার রকমের সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিতে সঙ্গী হতে চায় **ভ্রমণ সঙ্গী**। এতে সহজ সরল ভাষায় রাজ্যের পটভূমিকা, জায়গার মাহাত্ম্য, সহজভাবে বেড়াবার পথনির্দেশ, থাকার হোটেল-হলিডে হোম-ধরমশালা-সরকারি আবাসন ছাড়াও পাবেন অল্পখরচে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বেড়াবার সবরকম নির্দেশিকা।

তার চেয়েও বড় কথা অচেনা-অজানা জায়গায় যাবার আগে বা পৌঁছে ভ্রমণার্থীদের যাতে করে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার নিরসন হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রচিত হয়েছে ভ্রমণ সঙ্গী। বাহুল্য বর্জিত নিতান্ত কাজের কথাটুকুই স্থান পেয়েছে এ বই-এ।

পরিশেষে অস্বীকার করার নয়, ভ্রমণ সঙ্গী প্রকাশে উৎসাহ যুগিয়েছে বেশ কিছু ভ্রমণ সাহিত্য—যা পদে পদে বিভ্রান্তি বাড়ায় পর্যটকদের। আর সহায়তা করেছেন আমাদের অগণিত পর্যটক বন্ধু—তাঁদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে অমূল্য সময়ের বিনিময়ে। বিশেষ করে শ্রীঅশোককুমার মিত্র, শ্রীমাণিক্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার মুখার্জী, শ্রীশ্যামলেন্দু পাল, শ্রীচন্দনকুমার ঠাকুরতা, শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিতাই রায়, শ্রীদেবজ্যোতি দে, শ্রীরাজকুমার ঘোষ, শ্রীমতী অরুন্ধতী দে, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু, শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়—এঁদের সহযোগিতা উল্লেখ্য। ঠিক তেমনই ছবিতে সহযোগিতা করেছেন—শ্রীবিশ্বরঞ্জন রক্ষিত, শ্রীসুব্রত পত্রনবীশ, শ্রীঅশোক বসু, শ্রীমোনা চৌধুরী, শ্রীশ্যামল মৈত্র, শ্রীবিকাশ দাস, শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত, শ্রীরাজীব বসু, শ্রীশৈলেন্দ্র মাল, শ্রীকল্যাণ দে, ডা. সীতাংশু মৈত্র, শ্রীঅশোক দে, শ্রীমতী স্মৃতি সেনগুপ্ত, শ্রীসোমনাথ ঘোষ, শ্রীনির্মলেন্দু সামুই, শ্রীইন্দ্রনীল ঘোষ, শ্রীদেবাঞ্জন প্রামাণিক। আমরা কিছু ছবি নিয়েছি ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের নাম-না-জানা নানান চিত্রশিল্পীর সংগ্রহ থেকে। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর ভ্রমণ সঙ্গীর অঙ্গসজ্জায় শিল্পীবন্ধু শ্রীরমেন আচার্যের ঐকান্তিক সহযোগিতাও ভুলবার নয়। তেমনই সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীসত্যব্রত দাস, শ্রীতরুণ বসু, শ্রীঅপূর্ব দাস, শ্রীমতী কল্পনা হালদার, শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়দের কাছ থেকেও ভ্রমণ সঙ্গীকে নির্ভুল রূপ দিতে। সহযোগিতা পেয়েছি শিল্পীবন্ধু শ্রীবিদ্যুৎ চক্রবর্তী ও শ্রীবিমল দাস মহাশয়ের কাছ থেকেও ভ্রমণ সঙ্গীর শ্রীবৃদ্ধিতে। এশিয়ার ও এ পি সি লেজার কর্মীদের সহযোগিতাও ভ্রমণ সঙ্গীর সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভব করে তুলেছে। সবশেষে কৃতজ্ঞ থাকব সেই সব পাঠক-বন্ধুদের কাছে যদি তাঁরাও এগিয়ে আসেন ভুলত্রুটি সংশোধন বা আরও নতুন নতুন দিশার বার্তা পৌঁছে দিয়ে। খুশি হব ভাবীকালের পর্যটকদের স্বার্থে তাঁদের এই সহযোগিতা পেলে।

গীতা দত্ত □ মৃণাল দত্ত

CLIMATE

Average Temperature in °c & Rainfall in mm

Month :		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Agra 169m	Maxi	22	26	32	38	42	41	35	33	33	33	30	22
	Mini	7	10	16	20	27	29	27	26	24	19	12	8
	Rain	15	10	11	5	10	60	210	265	152	25	2	4
Ahmedabad 53m	Maxi	28	31	36	40	41	37	33	32	33	35	33	30
	Mini	11	14	18	23	26	27	26	24	23	21	16	12
	Rain	4	-	1	2	5	100	315	213	164	13	5	1
Ajanta/ Ellora 275m	Maxi	28	31	36	38	40	35	30	29	30	32	30	29
	Mini	12	14	20	24	25	24	22	21	21	20	16	14
	Rain	3	3	4	7	16	140	190	145	180	63	32	9
Amritsar 234m	Maxi	18	22	28	34	39	40	36	34	34	32	27	20
	Mini	5	7	12	16	22	25	26	25	23	17	9	5
	Rain	38	10	26	10	11	32	168	168	106	55	10	15
Bangalore 920m	Maxi	25	30	32	33	33	29	27	27	28	28	26	25
	Mini	14	16	18	21	21	20	18	19	19	19	16	15
	Rain	3	10	6	45	117	80	117	147	144	185	54	16
Bhopal 523m	Maxi	26	29	34	38	41	37	32	29	30	31	29	26
	Mini	10	12	16	21	26	25	23	23	22	64	12	11
	Rain	17	5	10	3	11	137	430	308	230	37	15	6
Bhubane-swar 45m	Maxi	27	32	35	38	39	35	32	31	31	31	29	28
	Mini	14	18	22	25	27	26	25	25	25	23	18	15
	Rain	12	25	16	12	61	225	302	336	305	265	51	3
Bombay 11m	Maxi	28	29	30	32	33	32	30	30	30	32	32	31
	Mini	19	19	22	24	27	26	25	24	24	25	23	21
	Rain	2	1	-	2	16	522	710	440	295	88	21	2
Calcutta 6m	Maxi	27	30	34	36	36	34	32	32	32	32	29	27
	Mini	12	17	22	25	27	27	26	26	26	24	18	13
	Rain	14	24	26	44	121	258	301	305	291	160	35	3
Kochi (Cochin) Sea-Level	Maxi	31	31	31	31	32	29	28	28	28	29	30	30
	Mini	22	23	26	26	26	23	24	24	24	24	24	23
	Rain	10	34	50	140	364	756	572	385	235	333	185	36
Darjeeling 2134m	Maxi	8	11	15	18	19	19	20	20	20	18	15	11
	Mini	1	3	8	11	14	14	14	15	15	12	7	3
	Rain	22	27	52	107	185	522	714	572	416	116	14	5
Delhi 216m	Maxi	21	24	31	36	41	39	35	34	34	35	29	23
	Mini	7	10	14	20	26	28	27	26	24	18	11	8
	Rain	23	18	13	8	12	74	185	172	117	10	2	10

Month :		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gaya/Rajgir Bodhgaya	Maxi	22	26	34	39	41	40	36	34	33	31	29	24
	Mini	8	10	17	23	27	27	26	26	26	23	13	9
	Rain	24	21	10	6	18	108	288	364	194	51	6	50
*Gir Forest 157m	Maxi	28	29	31	32	31	31	30	29	30	33	33	29
	Mini	12	14	18	22	26	28	26	26	25	22	19	15
	Rain	1	1	-	5	5	130	305	146	70	29	5	1
Hydrabad 563m	Maxi	29	30	35	38	39	34	31	30	30	30	29	27
	Mini	12	16	20	24	26	24	23	22	22	21	16	12
	Rain	2	11	13	25	32	106	161	145	165	71	25	6
Jaipur 390m	Maxi	22	24	31	36	41	40	34	32	33	33	29	24
	Mini	7	10	16	21	26	27	26	24	23	18	12	8
	Rain	14	10	10	4	10	52	155	240	90	20	3	4
Jaisalmir 242m	Maxi	23	27	32	38	42	42	38	36	36	36	31	25
	Mini	7	10	17	21	26	27	27	26	25	20	13	8
	Rain	2	1	3	2	4	6	90	85	14	1	5	2
Jodhpur 224m	Maxi	25	28	33	38	42	41	36	34	35	36	31	26
	Mini	10	11	16	22	27	29	27	25	24	20	14	10
	Rain	6	5	2	2	6	32	122	145	46	7	3	2
Kathmandu 1331m	Maxi	18	20	24	27	29	29	27	28	27	26	22	19
	Mini	1	3	7	11	14	19	20	20	18	13	6	1
	Rain	16	26	31	62	69	285	318	360	365	63	13	3
Leh 3521m	Maxi	-3	1	6	12	16	20	25	24	21	15	8	2
	Mini	14	12	-6	-2	1	7	10	10	5	-1	-7	-11
	Rain	10	8	8	5	5	5	13	15	8	3	3	5
Lucknow 111m	Maxi	23	25	33	38	41	39	35	33	33	33	30	24
	Mini	8	11	16	21	26	27	27	26	25	20	13	9
	Rain	24	17	9	6	12	95	298	302	182	40	1	5
Madras 16m	Maxi	29	31	33	35	38	38	36	35	34	32	29	29
	Mini	19	20	23	26	28	27	26	26	25	24	22	21
	Rain	24	7	15	25	52	52	85	124	117	266	309	140
Mandu 634m	Maxi	24	28	34	38	40	36	32	28	29	31	28	26
	Mini	8	10	15	20	26	24	23	22	21	18	12	9
	Rain	8	1	4	4	12	146	315	268	221	48	22	3
Mount Abu 1195m	Maxi	18	21	25	29	32	29	24	23	24	27	24	21
	Mini	6	11	16	20	22	21	18	18	18	17	14	11
	Rain	6	7	60	67	11	90	632	665	249	13	8	3
Mysore 770m	Maxi	27	31	34	34	33	29	27	28	29	28	27	26
	Mini	16	17	20	21	21	20	20	20	19	20	18	16
	Rain	3	6	12	65	156	61	72	80	150	180	67	15
Udhaga-mandalam Ooty2286m	Maxi	18	20	22	22	22	18	20	17	18	19	18	18
	Mini	4	5	8	10	11	11	11	11	10	10	8	6
	Rain	26	12	30	108	173	139	177	128	110	214	127	59

Month :		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Panaji 57m	Maxi	31	31	32	33	33	31	29	29	29	31	33	32
	Mini	20	29	23	25	27	25	24	24	24	24	23	21
	Rain	2		4	17	18	500	900	345	277	122	20	37
Port Blair 79m	Maxi	29	32	32	32	31	34	29	29	29	29	29	29
	Mini	23	20	23	25	26	29	24	25	24	24	24	23
	Rain	29	26	3	71	363	590	435	437	516	329	205	157
Pune 559m	Maxi	31	33	36	38	37	32	28	28	30	32	31	30
	Mini	11	12	17	21	22	23	22	22	21	19	15	12
	Rain	2		2	16	35	103	185	105	126	92	37	5
Puri Sea-Level	Maxi	26	28	30	31	32	32	30	31	31	31	29	27
	Mini	16	20	24	27	28	27	26	26	26	25	21	17
	Rain	9	20	14	12	63	186	295	256	258	242	75	8
Shillong 1496m	Maxi	15	16	22	24	24	24	24	24	24	22	19	16
	Mini	4	5	11	14	16	16	17	18	17	13	8	5
	Rain	15	29	60	136	325	545	395	335	315	220	35	6
Shimla 2213m	Maxi	8	10	14	19	23	24	21	20	20	18	15	10
	Mini	1	3	7	11	15	16	15	15	14	11	7	2
	Rain	65	48	57	38	54	148	415	385	195	45	7	24
Srinagar 1768m	Maxi	5	7	14	19	24	29	31	30	28	22	15	10
	Mini	2	1	3	7	11	14	18	18	12	5	0	2
	Rain	74	71	91	94	61	35	58	60	38	30	10	33
Trichy 88m	Maxi	29	33	36	38	38	36	36	35	34	32	30	28
	Mini	21	21	23	27	27	27	26	25	25	24	23	21
	Rain	18	8	8	70	80	34	42	107	108	175	160	71
Thiruvananthapuram Trivandrum Sea-Level	Maxi	30	31	33	32	32	29	29	29	30	30	29	30
	Mini	20	22	24	25	25	24	23	23	23	23	22	21
	Rain	20	20	44	122	249	331	215	165	123	271	207	73
Udaipur 582m	Maxi	23	28	32	36	39	36	32	29	31	32	29	26
	Mini	7	9	15	20	25	25	24	23	22	19	11	8
	Rain	9	4	4	3	5	87	195	205	120	16	5	3
Varanasi 76m	Maxi	23	27	33	39	42	39	36	32	33	33	29	23
	Mini	8	12	17	22	27	27	26	26	25	21	12	9
	Rain	19	18	9	5	14	116	301	305	185	55	9	7
Visakhapatnam 3 m	Maxi	27	28	31	34	35	34	32	32	32	31	29	28
	Mini	17	18	23	26	28	27	26	26	26	25	21	18
	Rain	7	15	9	13	54	88	22	132	165	259	91	18

ভারত কথা

বিশাল দেশ ভারত। তাই দেশ না বলে উপমহাদেশও বলে থাকে লোকে মহামানবের তীর্থভূমি ভারতকে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশও আমাদের ভারত। তবে, আয়তনে বিশ্বের ৭ম আর এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারত। জনসংখ্যায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম—চীনের পরেই ভারতের স্থান। ব্যাপ্তি এর ৩.২৮ মিলিয়ন বর্গ কিমি—উত্তর-দক্ষিণে ৩২২০, আর পুব থেকে পশ্চিমে ২৯৮০ কিমি। পাহাড়-পর্বত-মরু সবেরই সমন্বয় ঘটেছে দক্ষিণ এশিয়ার এই ভারত-ভূমে। আর সমুদ্র—সে তো পুব-পশ্চিম-দক্ষিণ জুড়ে। মিলন ঘটেছে ভারতের দক্ষিণ বিন্দু কন্যাকুমারিকায় বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের। ৬১০০ কিমি তটরেখা ভারতের পুব-পশ্চিম-দক্ষিণে। উত্তর জুড়ে গিরিরাজ হিমালয় আকাশকে বিদীর্ণ করে রজত-শুভ্র কিরীট ভালে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তারই ঢালে ভারতের উত্তর-পুব জুড়ে চীন-নেপাল-ভুটানের অবস্থান, পুবে বার্মাদেশ, দক্ষিণ-পুবে বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রথম বনের উল্লেখ মিললেও বন কেটে বসত গড়ে তোলা হয়েছে আজ। স্বাভাবিক বনাঞ্চল ৩৩ শতাংশ হলেও ভারত রাষ্ট্রে বনভূমির ব্যাপ্তি মাত্র ১৪ শতাংশ। তবুও, ভারতের মতো বৈচিত্র্য বিশ্বের দ্বিতীয় কোনো দেশে দুর্লভ। চিরহরিৎ, পর্ণমোচি ও পার্বত্য সব ধরনের অরণ্য ভারতে মেলে। ৩৫০ জাতীয় স্তন্যপায়ী, ২১০০ ধরনের পাখি, ৩৫০ রকমের সরীসৃপের দর্শন মেলে ভারতের অরণ্যে। ৮০০টি জাতীয় অভয়ারণ্য, ৪৪১টি পাখিরালয়, ২৩টি ব্যাঘ্র প্রকল্প রয়েছে ভারতে।

৮৪ কোটি ৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৬১ মানুষের বাস ভারত রাষ্ট্রে। জাতীয়তায় ভারতীয় হলেও ধর্মে ও বর্ণে নানান ব্যবধান। আহার-বিহার-বসনেও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ্য। ভাষাও এদের বিবিধ—অধিকাংশের ভাষা না হয়েও একক গরিষ্ঠ রূপে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি। আর সংবিধান স্বীকৃত ভাষা ১৫ হলেও দেবনাগরী হরফে হিন্দি সরকারি ক্রিয়া-কর্মে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গৃহীত। স্বীকৃত পনের—অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কানাড়া, কাশ্মীরি, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবি, বাংলা, মারাঠি, মালয়ালাম, সংস্কৃত, সিন্ধি, হিন্দি। স্বীকৃত ভাষা হলেও সরকারি ভাষারূপে প্রচলন নেই কাশ্মীরি, সংস্কৃত ও সিন্ধি এই ত্রয়ীর। তেমনই পাঞ্জাবি স্বীকৃত ভাষা হলেও লেখার মাধ্যম ১৬ শতকে গুরু অঙ্গদের সৃষ্ট গুরুমুখী। ভাষায় স্বকীয়তা থাকলেও নাগরী লিপির সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে। উপভাষা ১৬৫২, লেখার মাধ্যম মূলত ১৩ ধর্মী হরফ সারা ভারতে। ইংরেজিও সরকারি ক্রিয়াকর্মে স্বীকৃত ভাষা—তবে শহরাঞ্চলে মাত্র ৩% ভারতীয় ইংরেজি বলে। ৮২.৬৪% হিন্দু, ১১.৩৫% মুসলিম, ২.৪৩% খ্রিস্টান, ১.৯৬% শিখ, ০.৭১% বৌদ্ধ, ০.৪৮% জৈন, ০.৪২% বিবিধের (০.০১% অনুল্লেখিত) বাস এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। শুধু আহার-বিহার-বসন আর মুখের ভাষাই বা কেন, বৈচিত্র্য আছে এর প্রকৃতিতেও। এমন বৈচিত্র্যের দেশ বিশ্বে দ্বিতীয়টি খুঁজে মেলা ভার। *India is the Epitoph of the World.* পৌরাণিক হিন্দু রাজা চন্দ্রবংশীয় দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সূত প্রথিতযশা নৃপতি ভরত থেকে ভারত (ভারতবর্ষ) নামকরণ। আর গ্রিকরা নাম দেন ইন্ডিয়া ভারতকে। তেমনই মধ্যপ্রাচ্যে, এমনকি পাকিস্তানে লোকে আজও হিন্দুস্তান বলে থাকে ভারতকে।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে (বছরে ৫০০") মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে, পথ-ঘাটে জল জমে শহর কলকাতায়; দুকূল ভাসিয়ে সৃষ্টি ধ্বংস করে গঙ্গা-যমুনা-কৃষ্ণা-কাবেরী-নর্মদা-ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও নানান নদ-নদী। তেমনই অনাবৃষ্টির জন্য আক্ষেপ ক'রে রাজস্থানের মরুবাসী। সারা উত্তর-পুবে যখন শৈত্য প্রবাহ—সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিমে তখন মেলে ক্রান্তিয় আবহাওয়া। হিমালয়ও গৌরবান্বিত করেছে ভারতকে। সুদূর পুবে বার্মা সীমান্তে ভারতে ঢুকে মিনি তিব্বত লাডাকে ভারত ছেড়ে হিন্দুকুশ/আফগানিস্তান হয়ে মধ্য প্রাচ্যের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার ঘটলেও নানান নয়ন মনোহর শিখরের অবস্থান ভারতে। তিব্বত চীনের দখলে যেতে লাসা থেকে আসা দলাই লামাও মঠ গড়েছেন হিমালয়ের ধরমশালা পাহাড়ে। তেমনই পৌরাণিক যুগ থেকে নানান হিন্দুদেবতার বাস হিমালয়ের গিরিকন্দরে।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

যুগে যুগে দেশ-দেশান্তর থেকে নানান জাতি-উপজাতি এসে ভারতআত্মার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। Neolithic agri-culturist-রা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বালুচিস্তানের পাহাড়ে এসে জনপদ গড়ে। সিন্ধুর অববাহিকা জুড়ে চাষবাসে সমৃদ্ধি আসে। কালে কালে প্রগতির সাথে শিক্ষাদীক্ষায়ও যথেষ্ট উন্নত হয় এরা। এমনকি বিশ্বের ডাইনিং টেবিলে Chicken অর্থাৎ মুরগির জোগান এদেরই কালে। ইরান ও মেসোপটেমিয়া থেকে হিন্দুকুশ পেরিয়ে ভারতে আসে আর্য জাতি। বসতি গড়ে পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবে। তবে, ধ্বংসে পায় অতীত বার বার সিন্ধুর ধারা পরিবর্তনে; আর সবশেষে খ্রিপূ ১৭০০র ভূমিকম্পে। নিদর্শন মিলেছে তার (খ্রিপূ ৩৫০০-২৫০০) অধুনা পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োয়। স্থানীয়দের

(কালা) যুদ্ধে হারিয়ে দাস করে বশে রাখে নতুন বাসভূমে আর্যরা। ধর্মে এরাও হিন্দু। রাজার অনুপস্থিতিতে পুরোহিতরাই সমাজ চালাত প্রাক আর্য কালে। ব্রাহ্মণীকাল হিন্দুত্বের সঙ্গে মিলে মিশে কালে কালে শ্রেণী ভেদ, বর্ণ ভেদ, ধর্ম ভেদ গড়ে ওঠে আর্য সমাজে। গোড়াতে যোদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও সাধারণ—৩ স্তরে বিভক্ত ছিল আর্য সমাজ। দাসদের উদ্ভবে নবরূপে বর্ণ ভেদের সূচনা ঘটে—ক্ষত্রিয় (যোদ্ধার জাত), বৈশ্য (কৃষি ও বাণিজ্য), শূদ্র (ভূমিদাস)-এ। আরও পরে (খ্রিপূ ১৫০০-১০০০) জাতিভেদ আসে আর্যসমাজে। যার বিষময় ফল কলুষিত করছে ভারতবর্ষকে আজও। প্রসারও ঘটে পঞ্চনদের দেশ ছাড়িয়ে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা ধরে আর্য সাম্রাজ্যের। ভারতীয় আর্যজাতির প্রাচীনতম ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। তেমনই ত্রেতাযুগের আর এক তীর্থ অযোধ্যার পুণ্যভূমে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মক্ষেত্র। সারা বিশ্বে এক আলোড়িত নামও আজ অযোধ্যার শ্রীরামমন্দির। লিখিত হয় ঋগবেদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ—হিন্দু ধর্মের চার ক্লাসিক গ্রন্থ তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবিরূপে। ৩৩০ মিলিয়ন দেবতার উল্লেখ মেলে হিন্দু পুরাণে। তবে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তিন দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মুখ্য ত্রয়ী। হিন্দু পুরাণের দেবতারা বার বার নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যধামে ভক্তদের বাঞ্ছাপূরণে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—দশ অবতাররূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবে সঙ্কট কেটেছে বারবার। দেবতাদের সে আখ্যানও ছড়িয়ে রয়েছে সারা ভারতময়। আর সেই থেকে আজও বিশ্বের প্রাচীনতম চলমান ধর্ম হিন্দুধর্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীন ভারতের আকাশে। দর্শন তার আত্মার বিনাশ নেই—জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম ঘটে চলেছে পর্যায়ক্রমে। কর্মফলই প্রভাব ফেলে পরজন্মে।

আর দক্ষিণে আগে-ভাগেই (4000 BC) বসতি গড়েছে মধ্য-পূর্ব ও মধ্য এশিয়া থেকে এসে দ্রাবিড়ীয়রা। ধর্মে এরাও হিন্দু। তবে, পোশাক-আশাক, আহার-বিহার এমনকি ভাষাও এদের ভিন্ন। প্রসারও ঘটে সারা দক্ষিণী অববাহিকায় দ্রাবিড়ীয় সাম্রাজ্যের।

আর রাজতন্ত্রের জন্ম খ্রিপূ ৬০০তে গঙ্গার অববাহিকায়। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও রাজতন্ত্রের পেষণে জর্জরিত হিন্দু সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট জন্মের ৫৬৩ বছর আগে অধুনা নেপাল রাষ্ট্রের লুম্বিনীতে কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয় রাজা শুদ্ধোধন সূত বিষ্ণুর ৯ম অবতাররূপী সিদ্ধার্থের জন্ম। এক সন্তানের জনক সিদ্ধার্থ (563-483 BC) একদা পরিক্রমায় বেরিয়ে জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ, শব ও যোগী দর্শনে বিচলিত হয়ে মোক্ষলাভের পথের সন্ধানে ২৯ বছর বয়সে রাজ্যপাট ছেড়ে ৩৫ বছরে গয়ার অনতিদূরে ৪৯ দিনের ধ্যানে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন। ৪৫ বছর বয়সে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা জীবনক্ষয়ী হিংসা নিরোধে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ঘটে সারনাথে। প্রসারও পায় বৌদ্ধধর্ম ভারত ছাড়িয়ে বহির্ভারতে। আর ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে বুদ্ধের পরিনির্বাণ। সম্রাট অশোকের কালে রাজধর্মের রূপ নিতে বৌদ্ধধর্মের রমরমা, পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম Hinayana ও Mahayana দুটি শাখায় টুকরো হয়। মৌর্য ও সাতবাহন কালে হীনযান মূর্তি বিরোধী বৌদ্ধধর্ম প্রতীকে অর্থাৎ গুপ্তকালের স্বর্ণযুগের প্রতীক থেকে সরে এসে প্রতিকৃতিতে অর্থাৎ মহাযান যুগের সূচনা। কিছুটা স্তিমিত হলেও প্রভাব তার আজও বিশ্বের দিগ্বিদিকে।

বুদ্ধেরও আগে অহিংসা পরম ধর্ম বাণী শোনালেন ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর (শেষ) বর্ধমান মহাবীর (550-475 BC)। প্রাচীন গণতান্ত্রিক রাজ্য বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ড গ্রামে খ্রিস্ট জন্মেরও সাড়ে পাঁচ শ বছর আগে বর্ধমান মহাবীরের জন্ম। পিতা—ক্ষত্রিয় নায়কের পুত্র সিদ্ধার্থ, আর মাতা রাজকন্যা ত্রিশলা। বিয়েও করেন মহাবীর। স্ত্রী যশোধরা, আর কন্যা অনুজা। ৩০ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন মহাবীর। দীর্ঘ ১২ বছরের কঠিন তপস্যায় কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ জয় করে জিতেন্দ্রীয় অর্থাৎ জীন হলেন মহাবীর। আর জীন থেকে তাঁর ধর্মমতের নাম হয় জৈন। অতীতে আরও ২৩ জন [১. ঋষভনাথ (আদিনাথ), ২. অজিতনাথ, ৩. সম্ভবনাথ, ৪. অভিনন্দন, ৫. সুমতিনাথ, ৬. পদ্মপ্রভু, ৭. সুপার্শ্বনাথ, ৮. চন্দ্রপ্রভু, ৯. সুবিধিনাথ, ১০. শীতলনাথ, ১১. শ্রেয়াংশনাথ, ১২. বাসুপূজা, ১৩. বিমলনাথ, ১৪. অনন্তনাথ, ১৫. ধর্মনাথ, ১৬. শান্তিনাথ, ১৭. কুন্থুনাথ, ১৮. অরিনাথ, ১৯. মল্লিনাথ, ২০. মনিসুব্রত, ২১. নেমিনাথ, ২২. অরিস্টনেমি, ২৩. পার্শ্বনাথ,

২৪. মহাবীর] তীর্থঙ্কর মানবাত্মার মোক্ষলাভের উপায় বাতলালেন। ধর্ম নয়—দর্শনই এদের মুখ্য উপজীব্য। সঠিক শব্দটিও এদের চিন্তাধারার মূলে। তবে, মহাবীরের মৃত্যুর পর দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর ২টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে জৈনধর্ম। উন্মেষ ভারতে যেমন, এর পরিকাঠামোও ভারতে সীমিত। তবে, আজ ক্ষয়িষ্ণু হলেও বিদ্যমান।

খ্রিস্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে দক্ষিণ ভারতের গোঁড়া হিন্দু সাম্রাজ্যে। যীশুর মৃত্যুর পর (52 AD) যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সেন্ট টমাস (গৃহীনাম ডাইডিমাস) ভারতে আসেন প্রভুর ধর্ম প্রচারে। তবে, মধুর নয় সে আখ্যান। জীবন দিতে হয় ঘাতকের হাতে সেন্ট টমাসকে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক prophet Mohammed-এর জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আজকের সৌদি আরবের মক্কায়। আল্লার প্রত্যাদেশ (revelation) পান ৬১০-এ মোহম্মদ—যা বাণী হয়ে সঙ্কলিত হয় পবিত্র মুসলিম গ্রন্থ কোরাণে। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রচার করলেন মোহম্মদ। মক্কাবাসীদের পছন্দ নয়—প্রতিবাদে ৬২২-এ মক্কা ছেড়ে মেদিনা (Medina) গেলেন। ৬৩০-এ অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে মক্কায় ফেরেন মোহম্মদ। ৬৩২-এ মৃত্যু ঘটে মোহম্মদের। মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে সারা আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম ধর্ম। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রাঙ্গানোরে ইসলামধর্মের আগমন ঘটে বাগদাদ থেকে। কালিকটের হিন্দুরাজার আনুকূল্যে প্রচারও পায় ইসলামধর্ম হিন্দু প্রজাদের মাঝে। আর ৭১১য় আরবের বাণিজ্য জাহাজ ভারতীয় (Chaldea) জলদস্যুর হাতে লুণ্ঠিত হতে ইরাকী গভর্নর ৬০০০ ঘোড়া, ৬০০০ উটের বাহিনী পাঠায় সিন্ধ অভিযানে। ফরমান তার—হয় যুদ্ধ করে মর, না-হয় ইসলাম হয়ে জান বাঁচাও। ধীরে ধীরে মোগল কালেও বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে দীক্ষা নেয় ইসলামে। ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম ধর্ম ভারতময় কালে কালে। পরে ইসলাম ধর্মও টুকরো হয় ২টি ভাগে—সিয়া ও সুন্নি (Shia & Sunnite) দুই সম্প্রদায়েরই প্রচলন দেখতে মেলে ভারতরাষ্ট্রে।

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমত Zorathustranism. প্রবক্তা Zorathustra—আজকের আফগানিস্তানের Mazar-i-Sharif-এ ৬-৭ খ্রিস্টপূর্বে। অগ্নির উপাসক এরা। ইসলাম থেকে ধর্ম বাঁচাতে পারস্য হতে জরথুস্ট্রিয়ানরা ভারতে আসে ৭ শতকে গুজরাটের সঞ্জনে। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে ভারতীয়দের সাথে মিলেমিশে সংখ্যায় উল্লেখ্য না হয়েও ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে আজ। আগমন পারস্য (ইরান) থেকে, তাই ভারতে এরা পার্সি নামে খ্যাত। আর ১৫ শতকে গুরু নানকের শিখধর্মের প্রবর্তন। দেবতা ও মানুষে মেলবন্ধনই উদ্দেশ্য তাঁর। সবশেষে এক জাতি এক প্রাণ একতাকে রূপ দিতে বাহাইধর্মের উন্মেষ ১৮৪৪এ পারস্যে। ভারতে আগমন ১৮৭২এ বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম বাহাই-এর।

Religious Members in INDIA

Religions	Membership	Percentage
Hindus	549,779,481	82.64
Muslims	75,512,439	11.35
Christians	16,165,447	2.43
Sikhs	13,078,146	1.96
Buddhists	4,719,796	0.71
Jains	3,206,038	0.48
Other Religions	2,766,285	0.42
Religions not stated	60,217	0.01

পারসীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে খ্রিপূ ৫৩০এ ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে পারসীয় মুদ্রার প্রচলন আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হয়ত-বা উত্তরকালে সম্রাট অশোকের শিলালিপি পারস্য-সম্রাট দরায়ুসের পাহাড় লিখনের প্রতিফলন। খ্রিপূ ৫১৪-৫১২য় ভারত অভিযানে এসে পাঞ্জাব দখল করে পারস্যের রাজা দরায়ুস। তবে খ্রিপূ ৩২৭-৩২৫এ ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানে বিদায় নেয় পারসীয়ান প্রভুত্ব ভারত থেকে। আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর একটা অংশ ভারতে থেকে গেলেও হাতির পিঠের সুদৃশ্য হাওদা ছাড়া গ্রিক প্রভাব ভারতে মেলে না আজ আর। তবে, গ্রিক শিল্পকলার সাথে বৌদ্ধ শৈলীর মিশ্রণে গন্ধর্ব চিত্রকলার উদ্ভব ঘটে ভারতে।

পূর্ব ভারতে রাজ্য বিস্তারে বাধার সাথে মনসুনের প্রতিকূলতা ও পেটের পীড়ায় বিফল মনোরথ আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাগমনে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জয় করে চলেন পুব থেকে পশ্চিমে। বিশ্বের বৃহত্তম নগরীও ছিল সেকালে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র। সাম্রাজ্য বিস্তারে সফলতা পেলেও বৈরাগ্য আসে ভোগ-বিলাসে। অহিংসাকে সারমর্ম করে জৈন

হলেন চন্দ্রগুপ্ত (321-297 BC)। অনশনে মৃত্যুও বরণ করেন শ্রবণবেলগোলায় সম্রাট। আরও পরে খ্রিপূ ২৬২তে মৌর্য বংশেরই আর এক শাসক সম্রাট অশোক (269-232 BC) কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তক্ষয়ে বিচলিত হয়ে ধর্ম নেন বুদ্ধের। ব্রত হয় সম্রাটের—অসি নয় প্রেম আর ভালবাসাই হবে জয়ের মন্ত্র। আর গড়েন ৮০০০ স্তূপ, যুদ্ধ জয়ের মর্মবেদনা লেখেন শিলায় (সাঁচী, ভুবনেশ্বর, জুনাগড়, সারনাথ, দিল্লী)—যা আজও ভারত পর্যটনে অনন্য দ্রষ্টব্য।

খ্রিপূ ২৩২-এ অশোকের মৃত্যু হতে মৌর্য সাম্রাজ্য (321-185 BC) টুকরো হয়ে হয়ে খ্রিপূ ১৮৪তে পতন ঘটে। ভারত আবার বিদেশী শক্তির লালসার শিকার হয়। ইরান থেকে এসে পহ্লব আর গ্রিকরা শাক্য হল ভারতে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্ষমতা দখলের লড়াই চলতে থাকে পরস্পরে। এমনই দিনে মধ্য-এশিয়া থেকে আসা আর এক যাযাবর Yuchi-chi-সীমান্ত জুড়ে দখল কায়েম করে। Yuchi-chi-এর সাথে শাক্যদের সংঘাতের সুযোগে (78 AD) কুষাণরাজ কণিষ্ক সাম্রাজ্য গড়লেন উত্তর ভারত থেকে মধ্য-এশিয়া জুড়ে। সেই সাথে চীন ও পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে ওঠে ভারত। শিল্পের পূজারী কণিষ্ক প্রথম মূর্তি গড়েন পাথর ও ব্রোঞ্জে বুদ্ধের। আর বৌদ্ধ ও জৈন ব্যবসায়ীরা গড়ে তোলেন নানান গুহামন্দির দাক্ষিণাত্যের গিরিকন্দরে।

WEIGHTS AND MEASURES

India uses the metric system everywhere

Temperature

°C 30 -25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
°F -20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Length

cm 0 5 10 15 20 25 30
inches 0 2 4 6 8 10 12
metres 0 1 m 2 m
ft 0 1 ft 1 yd 2 yd.

Weight

grams 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 kg
ounces 0 4 8 12 1 lb 20 24 28 2 lb

Fluid measures

imp gals 0 5 10
litres 0 5 10 20 30 40 50
US gals 0 5 10

Kilometres to miles

km 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
miles 0 ½ 1 1½ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

৩১৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ২-এর হাতে গুপ্ত বংশের (310-606 AD) প্রতিষ্ঠা। রাজ্যপাটের স্থানান্তর ঘটে পাটলিপুত্র (পাটনা) থেকে অবন্তিকায় (আজকের উজ্জয়িন)। প্রসারও পায় রাজ্য ভারতের পুব-উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে। এই বংশের রণকুশলী রাজা সমুদ্রগুপ্তের কালে গুপ্ত সাম্রাজ্যে স্বর্ণযুগ আসে। প্রথম হানায় বিতাড়িত হুনদের দ্বিতীয় আক্রমণে লুপ্ত হয় গুপ্ত বৈভব। গান্ধাররাও বিতাড়িত হতে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পশ্চিম ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা দখলে যায় হুনদের। ৭ শতকে হর্ষবর্ধন—আর এক প্রতাপশালী সম্রাটের সাম্রাজ্য প্রসার পায় সারা উত্তর-ভারতে। তবে, ভোগ-বিলাস ছেড়ে প্রজাদের হিতার্থে যথাসর্বস্ব দান করেন রাজা। প্রয়াগের স্নান-যাত্রার উদগাতাও এই হর্ষবর্ধন।

দক্ষিণেও শাসক তখন নানান। মন্দির-তীর্থ কাঞ্চিপুরমে পহ্লবরাজদের (700-900 AD) ব্যারক শৈলীর অবিনশ্বর মন্দিররাজি আজও ভারত পর্যটনে দর্শন তালিকায় উল্লেখ্য। মহাবলীর সাগরবেলায় রক টেম্পল পহ্লবরাজদের আর এক সৃষ্টি। তেমনই কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারভাট, জাভার বোরোবুদুর এঁদের অবিনশ্বর সৃষ্টি। আর কাবেরী উপত্যকায় সাংস্কৃতিক

কেন্দ্র গড়ে তোলে চোল রাজারা (850-1350 AD)—রাজধানী হয় তাদের তাঞ্জোরে। প্রসার পায় চোল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ছাড়িয়ে সুদূর বার্মা, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। মন্দিরও গড়েন চোল রাজারা দেশ-দেশান্তরে। তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর আজও অবিনশ্বর। এমনকি হিন্দু ক্লাসিক রামায়ণও প্রভাব ফেলে দ-পূ এশিয়ার জনমানসে। তেমনই বাদামীতে রাজধানী গড়েন আর এক প্রতাপশালী হিন্দু রাজা চালুক্য সাম্রাজ্যের। সারা দাক্ষিণাত্য জুড়ে রাজত্বও করেন চোল রাজারা ৫৫০-৭৫৩ ও ৯৭২-১১৯০ খ্রিস্টাব্দে। দ্রাবিড় সংস্কৃতির পীঠস্থান মাদুরাই-এ খ্রিস্ট জন্মেরও আগে পাণ্ড্য রাজারা রাজ্য গড়েন। ১০ শতকে পাণ্ড্য থেকে চোলদের হাতে দখল গেলেও ১২ শতকে পাণ্ড্যদের হাতে দখল ফেরে মাদুরাই-এর আবার। ১৪ শতকে মালিক কাফুর দখল করে মাদুরাই। কাফুরকে হঠিয়ে আবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বিজয়নগরের রাজারা মাদুরাইতে। অবশেষে ১৫৬৫তে টালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পতনে নায়ক রাজাদের দখলে যায় মাদুরাই। এঁদের অনবদ্য সৃষ্টি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাস্কর্যময় মীনাক্ষী মন্দির।

উত্তর ভারতে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণে হিন্দু রাজাদের হিন্দু সাম্রাজ্যে প্রসার পাচ্ছিল। আর উত্তরে হানা দিচ্ছিল মুসলিমরা একে একে দেশান্তর থেকে এসে। ৭১২ শতকে প্রথম মুসলিম হানায় সিন্ধ (মরু এলাকা) দখল করে বাগদাদের খলিফার সেনাপতি মোহম্মদ-বিন-কাশিম। আর ১০০১এ *Sword of Islam* সুলতান মামুদ এল গজনী থেকে এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে কোরাণ নিয়ে। উদ্দেশ্য—হয় যুদ্ধ করে মর, না-হয় বশ মান ইসলাম হয়ে। ধ্বংস করে নানান হিন্দু মন্দির মামুদ; দখলও করে পেশোয়ার থেকে পাঞ্জাবের আধা। লুণ্ঠনের নেশায় মেতে বারবার মামুদ এসেছে সম্পদ আহরণে ভারতে। ১০৩৩এ মামুদের মৃত্যুতে তার উত্তরসূরী বারাণসীও দখল করে। তবে, ১০৩৮এ গজনী বিপন্ন হতে ভারত থেকে দেশে ফেরে তারা।

১১৭৩এ ঘোরি থেকে সুলতান মোহম্মদ ভারতে পৌছান। সঙ্গে তার আফগান বাহিনী ও জেনারেল (দাস) কুতবুদ্দিন আইবক (*Mameluke* (Slave) General Qutb-ud-din-Aybak). পেশোয়ার, লাহোর, দিল্লী দখল করে সুলতান। কালে কালে বারাণসী থেকে আজমের প্রসার পায় সাম্রাজ্য। আরও পরে ১২০২এ ফৌজ চলে বাংলা দখলে। চলার পথে ধ্বংস করে নানান কিছু। এমনকি নালন্দাও ধ্বংস হয় সুলতানী ফৌজী বাহিনীর হাতে। কুতবকে দখল ছেড়ে গজনী ফেরে মোহম্মদ। ১২০৬এ মোহম্মদকে হত্যা করে দাস থেকে দিল্লীর সুলতান হলেন কুতব। ভারতের হিন্দু সাম্রাজ্যে প্রথম মুসলিম শাসনের পত্তনও কুতবের হাতে দিল্লীর মসনদে। চলেও দীর্ঘ ৩২০ বছর সুলতানী শাসন। তবে, মাত্র ৪ বছরের সুলতানী জীবনে পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মৃত্যু ঘটে কুতবের। আর দিল্লী জয়ের স্মারকরূপে মিনারও গড়েন কুতব, নাম রাখেন তার—নিজ নামে কুতব মিনার। যা আজ দিল্লী পর্যটনে অন্যতম দ্রষ্টব্য। আর দিল্লীর প্রগতিরও শুরু কুতবের কালে সুলতান আমলে। পথঘাট হতে শুরু করে দিল্লী নগরীতে। পারসীয় শিল্প-সংস্কৃতি-স্থাপত্যও প্রভাব ফেলে উত্তর ভারতের জনমানসে। এমনকি সংস্কৃত নির্ভর উত্তর ভারতীয় ভাষায় পার্সি শব্দের সমন্বয় ঘটিয়ে হিন্দুস্তানি ভাষার উদ্ভব ঘটে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নানানজনা রাজদরবারের আনুকূল্য পেতে। সুলতানি কালের আর এক উল্লেখ্য চরিত্র কুতবের নাতনি সুলতান রিজিয়া (Raziyya). ভারত রাষ্ট্রে প্রথম ও শেষ মুসলিম নারী ৩ বছরের সুশাসনের গুণে ইতিহাসখ্যাত। তবে, নারী জন্মের অপরাধে প্রাণ দিতে হয় ঘাতকের হাতে রিজিয়াকে। ১৪ শতকের আরব্য পর্যটক ইবন বতুতা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে দিল্লীকে অন্যতম সুন্দরী নগরী বলে আখ্যায়িত করেন।

১২৯৭এ আলাউদ্দিন খিলজীর ভারত অভিযান আর এক কলঙ্কময় আখ্যান। সুদূর দক্ষিণে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের ধনরত্নের সাথে সোনার দেবমূর্তিও সঙ্গে যায় আলাউদ্দিনের। চিতোরগড়ের আজকের পরিণতিও আলাউদ্দিনের লালসার শিকার। আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুরও ১৩১২য় অভিযানে চলেন দক্ষিণে। সুদূর রামেশ্বরমেও পৌছান কাফুর। খেয়ালি রাজা মোহম্মদ-বিন-তুঘলক দিল্লী থেকে দেবগিরি গেলেন রাজ্যপাট নিয়ে ১৩৩৮এ। তবে প্রত্যাবর্তন ঘটে স্বল্পকালের ব্যবধানে দেবগিরি থেকে আবার দিল্লীতে। রাজকোষ শূন্য হতে মুদ্রাও ছাপেন মোহম্মদ। সেও আর এক

বিভ্রাট ডেকে আনে দুষ্কৃতীকারীদের হাতে মুদ্রা জাল হয়ে। আর ১৩৯৮এ সমরখন্দের নায়ক তৈমুর লঙ এলেন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভারতের সম্পদ আহরণে।

উত্তর ভারত যখন একের পর এক বিদেশী হানায় বিব্রত দক্ষিণ তখনও শান্ত। স্থায়ীভাবে রাজ্যও গড়েনি কোন বিদেশী শক্তি দক্ষিণে। আর্য প্রভাব থেকেও মুক্ত দক্ষিণ। তবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পৌঁছেছে—মুসলিম শক্তিও গড়ে উঠেছে দক্ষিণে। প্রথিতযশা হোয়সলরাজদের (1000-1300 AD) পতন ঘটে মোহম্মদ-বিন-তুঘলকের হাতে। তবে, মন্দিরতীর্থ বেলুড়, হ্যালেবিদ, সোমনাথপুর আজও হোয়সলরাজাদের মন্দির স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। হোয়সল রাজাদের পতনে হুক্কা ও বুক্কার হাতে আর এক হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে কর্ণাটিকেই তুঙ্গভদ্রার পাড়ে হস্তিনাবতী বা বিজয়নগর তথা আজকের হাম্পীতে ১৩৩৬-এ। সুদক্ষ শাসক, রণনিপুণ কৃষ্ণদেব রায়ের (1509-29) কালে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। প্রসার পায় রাজ্য কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ জুড়ে। লাগোয়া উত্তরে আর এক শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য ১৩৪৭এ গড়া বাহমনী রাজ্য। ১৪৮২তে সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো হয়ে গড়ে ওঠে বিদার, আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার—এই ৫ স্বাধীন রাষ্ট্রে। ১৫২৮এ কৃষ্ণদেব রায় জয় করেন বিদার। ঐতিহাসিকদের মতে বিশ্বের অন্যতম নগরী ছিল সেকালে বিজয়নগর। তবে, ১৫৬৫র ২৩শে জানুয়ারি টালিকোটার যুদ্ধে সম্মিলিত মুসলিম শক্তির কাছে পতন ঘটে বিজয়নগরের। দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক যাচ্ছেন আজও বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে অতীত গরিমার সন্ধানে।

অধিক ক্ষমতার লোভে অসন্তোষ উত্তর ভারতের দিকে দিকে। সিন্ধ ও পাঞ্জাবের গভর্নররা চক্রান্ত করে কাবুলি বাঘ সমরখন্দের সম্রাট বাবরকে আমন্ত্রণ জানায় ভারতে। তৈমুরের উত্তর-পুরুষ, আবার মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিজের রক্ত যার ধমনীতে সেই বাবর ১৫২৬-এর ২১শে এপ্রিল পানিপথের (১ম) যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে হারিয়ে মসনদ দখল করেন দিল্লীর। অর্থাৎ সুলতানী শাসনের অবসানে মোগল শাসন কায়েম হয় ভারতে। অল্পকালেই রাজপুতদের দমন করে, বাংলা ও বিহারের আফগান নায়ককে জয় করে উত্তর থেকে পুবে প্রসারও পায় মোগল শাসন। বংশ পরম্পরায় শাসন করেন বাবর (১৫২৬-১৫৩০), হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬), আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭), শাজাহান (১৬২৭-১৬৫৮), ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ছাড়াও নানান। প্রতিষ্ঠাতা বাবর হলেও তাজ গড়ে অমরত্ব পেয়েছেন শাজাহান। আর নিরক্ষর আকবরের কালে সুশাসনের গুণে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। আফিম প্রিয় হুমায়ুনকে হারিয়ে সাময়িকভাবে (১৫৪০-১৫৪৫) দখল যায় বাবরের জেনারেল আফগান নায়ক শের শাহ সুরীর হাতে দিল্লীর। সুশাসক শের শাহর কীর্তি যশোর থেকে পেশোয়ার সড়ক সৃষ্টি। রাজকীয় ডাক দপ্তরও গড়েন শের শাহ। ১৫৪৫এ যুদ্ধক্ষেত্রে শের শাহ সুরীর মৃত্যুতে পুত্র ইসলাম শাহ মসনদে বসেন। আর হুমায়ুন পারসিয় ফৌজসহ কাবুল থেকে ফিরে দখল করেন দিল্লী ১৫৫৫য় নতুন করে। হুমায়ুনের মৃত্যুতে পিতার আসনে বসেন ১৪ বছরের বালক জালাল-উদ্দিন মোহম্মদ আকবর। রণদক্ষতার সাথে সর্ব-ধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে মনোরঞ্জন করেন প্রজা সাধারণের। পূর্ব-সূরীদের ঐতিহ্য ভেঙে ১৫৬৪তে হিন্দুদের ওপর আরোপিত *জিজিয়া* বা *পোল ট্যাক্স রদ*-এর সাথে নানান হিন্দুকে দক্ষতার গুণে মোগলি দরবারে ঠাঁই দেন মহামতী আকবর। শাদিও করেন হিন্দু-রমণী যোধাবাঈকে সম্রাট। আকবরের নবরত্ন সভা—সেও এক ইতিহাসের কিংবদন্তী। দরবারে বসতেন নিরক্ষর সম্রাট সর্বধর্মের পণ্ডিতদের নিয়ে। আকবরের আর এক সৃষ্টি—সর্ব ধর্মের সারমর্ম নিয়ে নতুন এক ধর্মমত *দিন-ই-ইলাহী*-র প্রবর্তন। গোঁড়া ইসলামিরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন—আশঙ্কা, ইসলাম বিপন্ন! প্রতিবাদও ওঠে সাম্রাজ্যের দিকে দিকে। বিক্ষোভ দেখা দেয় বাংলা, বিহার, পাঞ্জাবে। এমনই দিনে ১৬০১এ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত সম্রাট—পিতার অনুপস্থিতিতে সিংহাসনের দখল নেয় পুত্র। দখল ফিরলেও মৃত্যু ঘটে পুত্রেরই হাতে বিষক্রিয়ায় ১৬০৫এ সম্রাটের।

পুত্র জাহাঙ্গীরের (World Seizer) নিসর্গপ্রেম যথেষ্ট প্রসিদ্ধি পেলেও শাসকরূপে গরিমা যেন স্তিমিত। বেগম নূরজাহানের উপর রাজ্যভার সঁপে কাব্যচর্চা ও বিলাস-ব্যসনেই মগ্ন ছিলেন সম্রাট। কাশ্মীর ছিল তাঁর নয়নের মণি। এমনকি মৃত্যুও ঘটে কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে—সমাধিস্থও হন লাহোরে। আর, শাজাহানের বৈভব—সেও তো ইতিহাসের কিংবদন্তী। আকবর

Union of India: Basic Data

Region	Capital	Area (sq km)	Population (1991)	
INDIA	New Delhi	3,287,263@	843,930,861	
States :	Capital :	Area (sq km)	Population (1991)	Percentage to All India
1. Andhra Pradesh	Hyderabad	275,068	66,304,854	7.85
2. Arunachal Pradesh	Itanagar	88,743	858,392	0.10
3. Assam	Dispur	78,438	22,294,562	2.64
4. Bihar ●	Patna	173,877	86,338,853	10.23
5. Goa	Panaji	3,702	1,168,622	0.13
6. Gujarat	Gandhinagar	196,024	41,174,060	4.87
7. Haryana	Chandigarh	44,212	16,317,715	1.93
8. Himachal Pradesh	Shimla	55,673	5,111,079	0.60
9. Jammu & Kashmir	Srinagar/Jammu*	222,236	7,718,700	0 91
10. Karnataka	Bangalore	191,791	44,817,398	5.31
11. Kerala	Thiruvananthapuram	38,863	29,011,237	3.43
12. Madhya Pradesh ●	Bhopal	443,446	66,135,862	7.83
13. Maharashtra	Mumbai	307,690	78,706,719	9.32
14. Manipur	Imphal	22,327	1,826,714	0.21
15. Meghalaya	Shillong	22,429	1,760,626	0 20
16. Mizoram	Aizawl	21,081	686,217	0.80
17. Nagaland	Kohima	16,579	1,215,573	0 14
18. Orissa	Bhubaneswar	155,707	31,512,070	3.73
19. Punjab	Chandigarh	50,362	20,190,795	2.39
20. Rajasthan	Jaipur	342,239	43,880,640	5.19
21. Sikkim	Gangtok	7,096	403,612	0.04
22. Tamil Nadu	Chennai	130,058	55,638,318	6.59
23. Tripura	Agartala	10,486	2,744,827	0.32
24. Uttar Pradesh ●	Lucknow	294,411	138,760,417	16.44
25. West Bengal	Calcutta	88,752	67,982,732	8.05
Union Territories	Headquarters	Area (sq km)	Population 1981	Percentage to All India
1. Andaman & Nicobar Islands	Port Blair	8,249	277,989	0.03
2. Chandigarh	Chandigarh	114	640,725	0.07
3. Dadra & Nagar Haveli	Silvassa	491	138,542	0 01
4. Daman & Diu	Daman	112	101,439	0.01
5. Delhi	Delhi	1,483	9,370,475	1.11
6. Lakshadweep	Kavaratti	32	51,681	0.00
7. Pondicherry	Pondicherry	492	789,416	0 09

* Srinagar : (Summer Capital). Jammu : (Winter Capital)

● Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh account for 31.2 percent or more than one-third of the total population of India.

● The total area of the country represents provisional geographical area as on 31st March 1982, supplied by the Survey of India. The area includes 78,114 sq km under illegal occupation of Pakistan 5,180 sq km illegally handed over by Pakistan to China and 37.555 sq km under illegal occupation of China.

The 1991 Census has not yet been conducted in Jammu & Kashmir. The figures are as per projections prepared by the Standing Committee of Experts on Population Projections, October, 1989.

আগ্রা ছেড়ে ফতেপুর সিক্রি ঘুরে লাহোর গেলেও আগ্রায় ফেরেন আবার। আর শাজাহান আগ্রা ছেড়ে দিল্লী এলেন রাজ্যপাট নিয়ে। যমুনা কিনারে দুর্গ গড়লেন—লালকেল্লা। মণি-মুক্তা খচিত নানান প্রাসাদ, মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন আজও ইতিহাসের কিংবদন্তী। আর বেগম মমতাজ মহলের জাঁকাল সমাধি তাজমহল—সে তো নিজেই এক ইতিহাস। তবে প্রজাহিতসাধনে রাজকোষ হয় সঙ্কুচিত। এমনকি ১৬৩১এর প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ মহামারীতে রাজকোষ থেকে সাপ্তাহিক বরাদ্দ ছিল ৫০০০ টাকা মাত্র। আর বৈভব-বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব পিতাকে (শাজাহান) বন্দী করে আগ্রায় পাঠান। জীবনের শেষ ৮ বছর বন্দীজীবন কাটান আগ্রা দুর্গে শাজাহান। সুদূর দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটলেও গোঁড়া নিষ্ঠাবান মুসলিম ঔরঙ্গজেব নানান হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ গড়েন রাজ্যময়। নতুন করে জিজিয়া করও আরোপিত হয়, রাজস্বও অমুসলিমদের অধিক হারে ধার্য হয়। যার বিষময় ফল হয়ত-বা সুদূর প্রসারী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে ১৭০৭এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে সাথে। পরবর্তী শাসকদের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ১৭৩৯এ পারস্য থেকে নাদির শাহ এসে দিল্লী দখল করেন। তবে, মসনদ ছেড়ে লুঠের মালে তুষ্ট হয়ে দেশে ফেরেন নাদির। সঙ্গে যায় ময়ূর সিংহাসন ছাড়াও নানান মণিমুক্তা ও বিপুল পরিমাণ ধনদৌলত। আর সবশেষে দীর্ঘ ৩০০ বছরের মোগল শাসনের অবসান ঘটে ব্রিটিশের হাতে। নামকা ওয়াস্তে মোগল শাসকরা আরও শতাধিক বছর মসনদে বসলেও কার্যত গরিমা হারিয়ে ব্রিটিশের ক্রীড়নক হয়ে শোভাবর্ধন করে তারা। ১৮৫৭য় সিপাহী বিদ্রোহের অপরাধে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে মসনদ থেকে বিতাড়িত করে বার্মায় নির্বাসনে পাঠায় ব্রিটিশ। আর ১৮৫৬য় অযোধ্যার শেষ (১০) নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে অলস আর অমিতব্যয়িতার দায়ে নির্বাসনে পাঠায় কলকাতায়। তবে, ব্রিটিশের প্রভুত্ব মেনে মিত্ররাজ্যও থেকে যায় নানান।

১৭ শতকের মধ্যভাগে ডাচদের সাথে সাথে ব্রিটিশও ভারতে আসে বাণিজ্য করতে। আর পর্তুগিজ ভাস্কো-ডা-গামা আবিষ্কারের নেশায় গোয়ায় পৌছান ১৪৯৮এ। মসলার গন্ধে ব্যবসায়ীরাও আসে পিছে পিছে। আর আসেন মানব সেবায় উৎসর্গিকৃত প্রাণ ক্যাথলিক মিশনারীরা মালাবার তটভূমির গোয়ায়। পর্তুগিজ আধিপত্য ভেঙে সুরাটে ঘাঁটি গড়ে ব্রিটিশ অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথারিনকে বিয়ের সুবাদে *ডাউরি*রূপে বম্বেও দখলে আসে ব্রিটিশরাজ চার্লস দ্বিতীয়ের। আর ফরাসিদের হটিয়ে ১৬৪২এ *Mandaraz* অর্থাৎ মাদ্রাজ দখল করেন লর্ড ক্লাইভ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তেমনই ১৬৯৮-এর ফরমান বলে কলকাতাতেও প্রভুত্ব গড়ে কোম্পানি। জুন ২০, ১৭৫৬য় বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লা জয় করে নেয় ব্রিটিশের গড়া দুর্গ কলকাতায়। তবে ১৭৫৭য় পলাশীর আমবাগানে চাতুর্যের সাথে সিরাজ তথা মোগল ভাইসরয়ের ফৌজকে হারিয়ে বাংলাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে কোম্পানি। ১৭৬৪তে বক্সারের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় ফৌজকে হারিয়ে বাংলা-বিহার-ওড়িশা দখল করে কোম্পানি। পুব-পশ্চিম-দক্ষিণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখল কায়েম হলেও

Prime Ministers and Presidents of India since 1947

Period	Prime Ministers	Presidents
1947-64	Jawaharlal Nehru	
1950-62		Rajendra Prasad (2 terms)
1962-67		S Radhakrishanan
1964-66	Lal Bahadur Shastri	
1966-77	Indira Gandhi	
1967-69		Zakir Hussain
1969-74		V V Giri
1974-77		Fakrruddin Ali Ahammed
1977-79	Morarji Desai	
1977-82		Neelam Sanjiva Reddy
1979-80	Charan Singh	
1980-84	Indira Gandhi	
1982-87		Zail Singh
1987-92		R Venkataraman
1984-89	Rajib Gandhi	
1989-90	V P Singh	
1990-91	S Chandrasekhar	
1991-96	P V Narasimha Rao	
1992-97		S D Sharma
1996-96	Atal Behari Bajpaee	
1996-97	H D Deve Gowda	
1997	Indra Kumar Gujral	
1997		K R Narayanam

সংঘাত চলে দক্ষিণী শার্দুল টিপু সুলতান ও হিন্দু সাম্রাজ্যের রূপকার মারাঠীবীর শিবাজী মহারাজের উত্তরপুরুষদের সাথে। ব্রিটিশের সাথে বারবার সংঘাতে হীনবল মারাঠা শক্তি পরাভূত হয় ১৭৬১তে আফগান শাসক আহম্মদ শা দুরানীর হাতে পানিপথে। ১৭৯৯এ টিপুর পতন, আর ১৮০৩এ মারাঠা শক্তির বিনাশ ঘটে ব্রিটিশের কাছে। তেমনই আর এক স্বাধীনচেতা যোদ্ধার জাত রাজস্থানের রাজপুতদের সাথে বারবার সংঘাত ঘটে দিল্লীর মসনদের। তবে, সুচতুর ব্রিটিশ মিত্রতার সূত্রে রাণাদের হাতে স্বাধীনতা ছেড়ে রাজপুতানা গড়ে। অবশেষে শেষ স্বাধীন রাজ্য পাঞ্জাবও ব্রিটিশের দখলে আসে ১৮৪৮এ। কায়েম হয় সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশরাজ। ইতিপূর্বেই ১৮১৮য় ব্রিটিশ দরবারের অঙ্গীভূত হয়েছে ভারত। শাসন চলে দীর্ঘ ১৩০(১৮১৮-১৯৪৭) বছর ভারতে ব্রিটিশরাজের। ১৮৩৪এ আঞ্চলিক মুদ্রায় মোগল শাসকের মুখ খোদিত হলেও ১৮৩৫এ ব্রিটিশ রাজের মুখ খোদিত জাতীয় মুদ্রার প্রচলন করে ব্রিটিশ। গড়ে ওঠে রাস্তাঘাট, রেল ভারতভূমে। ১৬১২য় প্রথম শিল্পও গড়ে গুজরাটের সুরাটে ব্রিটিশ।

তবে, ব্রিটিশের আগেই (১৪৯৮) ভারতে পৌছান ইয়োরোপেরই পর্তুগাল থেকে ভাস্কো-ডা-গামা। গড়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের সাথে পর্তুগালের। ১৫১০এ গোয়া দখল করে পর্তুগীজরা। দখল থাকে ১৯৬১ পর্যন্ত পর্তুগীজদের হাতে গোয়া দমন দিউ-এর। কেবল পর্তুগীজ আর ব্রিটিশই নয়—ইয়োরোপ থেকে ফরাসি ও দিনেমাররাও ভারতে আসে পরে পরে।

ব্রিটিশের অত্যাচার আর অনাচারে দেশময় অসন্তোষ গড়ে ওঠে। তারই সাথে যোগ হয় শূকরের চর্বি লাগানো বন্দুকের টোটা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা। শূকর হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে অস্পৃশ্য। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর সেনানীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে সারা ভারতে। সূত্রপাত দিল্লীর ৪০ কিমি উত্তরে মীরাটে। ১৮৫৭র এই বিদ্রোহ সিপাহী-বিদ্রোহ নামে পরিচিতি পেলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এই জন-জাগরণ। ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ভাইসরয় নিয়োগ করে সরাসরি রাজতন্ত্র কায়েম করে ভারতে। নানান জনমুখী কর্মসূচীও নেয় ব্রিটিশ। ১৮৭৬এ এমপ্রেস অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত সম্রাজ্ঞী হলেন মহারানী ভিক্টোরিয়া। তেমনই ব্রিটিশের অনাচার প্রতিরোধে ভারতবাসীও একজোট হয়ে ১৮৮৫তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করে। ১৯০৫এ বাংলার শক্তিকে খর্ব করতে বঙ্গভঙ্গ করে ব্রিটিশ। আন্দোলনে গর্জে ওঠে সারা বাংলা। ১৯০৬এ স্বরাজের দাবি তোলে ভারত। ১৯১৫য় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে প্রতিবাদে মুখর হলেন। ১৯১৯এ অহিংস আন্দোলন—নেতৃত্ব দিলেন গান্ধীজী। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা অর্থাৎ মহান আত্মার শিরোপা পরালেন গান্ধীজীর শিরে। ১৯১৯এর ১৩ই এপ্রিল সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে পাঞ্জাবে নিরস্ত্র জনতার উপর ডায়ারের গুলি চালনা সঙ্ঘবদ্ধ করল সারা ভারতকে। ১৯২২এ গান্ধী হলেন বন্দী। আর এক ব্রাহ্মণ সন্তান জওহরলাল নেহরুও তখন জেলে। বিলেতে লেখাপড়া করা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির জন্য পণ্ডিত হয়েছেন মহাত্মার প্রিয় জওহরলাল। দেশকে নেতৃত্ব দিতে ডাক পড়ে নেহরুর। ১৯৩০এ ব্রিটিশের লবণ আইনের প্রতিবাদে ডাণ্ডী পদযাত্রা, বিদেশী বস্ত্র বর্জনের আওয়াজও তোলেন গান্ধীজী। ১৯৩০-এই মুসলিম কবি মোহম্মদ ইকবাল প্রস্তাব তোলেন মুসলিম হোমল্যান্ড পাকিস্তান (*পাক* অর্থ পবিত্র, *স্তান* অর্থাৎ দেশ)-এর। এমনই দিনে ১৯৩৮এ সংঘাত দেখা দেয় কংগ্রেসে। পাওয়ার পলিটিক্সের প্রতিবাদে চরমপন্থীরা বাম সংহতি সাধনে ফরোয়ার্ড ব্লক গড়েন ১৯৩৯এ। পূর্ণাঙ্গ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বীর সেনানী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অন্তরীণ অবস্থায় ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে কাবুলে গেলেন ১৯৪১এ। ১৯৪২এ প্রথম ভাষণ দিলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে নেতাজী সুভাষ—"*তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।...*" ইতালি, জার্মানি ও জাপান সরকারের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীরা জাতীয় পতাকাও তোলেন ১৯৪৩এ আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে, ১৯৪৪এ মণিপুরের ময়রাং-এ। স্বাধীনতার উষাকালে মোহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগের ভারত ভাগের আওয়াজ ওঠে: *I will have India divided, or India destroyed—Jinnah* ১৯৪২এর ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে প্রস্তাব ওঠে—ব্রিটিশ, ভারত ছাড়ো। ৯ই আগস্ট সকাল থেকেই সারা ভারত আন্দোলনের শরিক হয়। ব্রিটিশের দমননীতির কাছে সাময়িকভাবে আন্দোলন দমিত হলেও ৫ বছর পর ১৯৪৭এ স্বাধীনতা আসে ভারতভূমে। ধর্মের কৃপাণে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে ১৯৪৭এর ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে। জন্ম নেয় ভারত থেকে টুকরো হয়ে পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র। অবস্থানের তারতম্যে নাম তাদের পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। তবে, বিপ্লবের মাঝ দিয়ে নতুন করে পালাবদল ঘটে—১৯৭১এ পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে আর এক স্বাধীন রাষ্ট্র—বাংলাদেশ। আর ভারত ভারতই রয়েছে—যাপিতও হলো মহা ধূমধামে স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ ১৯৯৭-এর ১৫ই আগস্ট। তবে, *India* নামে আজ বিশ্বপরিচিত মহান ভারত।

রাজ্যভিত্তিক সূচীপত্র

পর্যটন শিল্পে ৯০ বছর
ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেল
• সী-বীচ রোড, পুরী •
○ খোলামেলা ঘর ○ ২৪ ঘণ্টা জল
○ সংলগ্ন বাথরুম ○ সম্পূর্ণ বাঙালি
পরিবেশে খাওয়া থাকার সুবন্দোবস্ত
অফ সিজনে বিশেষ ছাড়
স্থাপিত : ১৯০৭ • ফোন : ২২০০৫/ ২২৯২০/ ২২৫৮৩
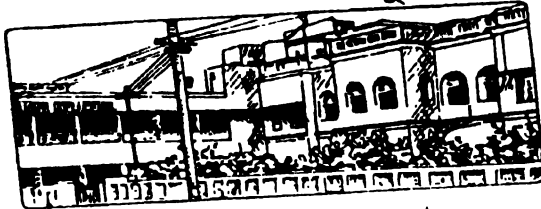
কালমেঘ ও ত্রিফলার
এক অপূর্ব সংমিশ্রণ
লিভোনিয়া
লিভার ও পেট সুস্থ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক
মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভার। অসুস্থ লিভার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়। ফলে বদহজম, ক্ষুধামন্দ, অরুচি, কোষ্ঠকাঠিন্য, জনডিস ইত্যাদি জটিল রোগে আক্রান্ত হয় শরীর।
ভারতীয় বনৌষধির সঠিক সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রক্রিয়ায় তৈরী লিভোনিয়া। লিভোনিয়ার প্রভাবে লিভার থাকে সতেজ ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানব শরীর থাকে সুস্থ-সবল।
LIVONIA
লিভোনিয়া
সুস্থ সবল ভবিষ্যতের সাথী
বিশদ বিবরণ ও পুস্তিকার জন্য লিখুন
ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩১
স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক
ব্রেনোলিয়া
ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদি ভারতীয় বনৌষধীর যথার্থ প্রয়োগে তৈরী ব্রেনোলিয়া। স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, মানসিক একাগ্রতা বাড়াতে এবং শরীর সুস্থ, সবল ও কার্যক্ষম রাখতে ব্রেনোলিয়ার তুলনা নেই।
ব্রেনোলিয়া
কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৩১
বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন।
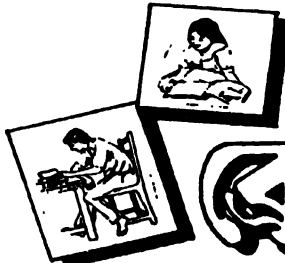
আলোলিত
উৎসবঅঙ্গন
Jamini
SAREES
রুচিশীলার স্বপ্নের অনুভূতি

HOTEL BELA NIBAS

(SARADA BOARDING EXTENSION HOUSE)

DIGHA ❑ MIDNAPORE ❑ WEST BENGAL

PIN CODE : 721428

DIAL : STD 03220, DIGHA 66243

CALCUTTA BOOKING OFFICE

EX-SERVICEMEN'S DEPENDENT TOURIST SERVICE

Opposite : C. S. T. C. Bus Terminus ❑ Esplanade, Calcutta-700001 ❑ Dial : 350 4256

HOTEL
BELA NIBAS

ESTD. 1948
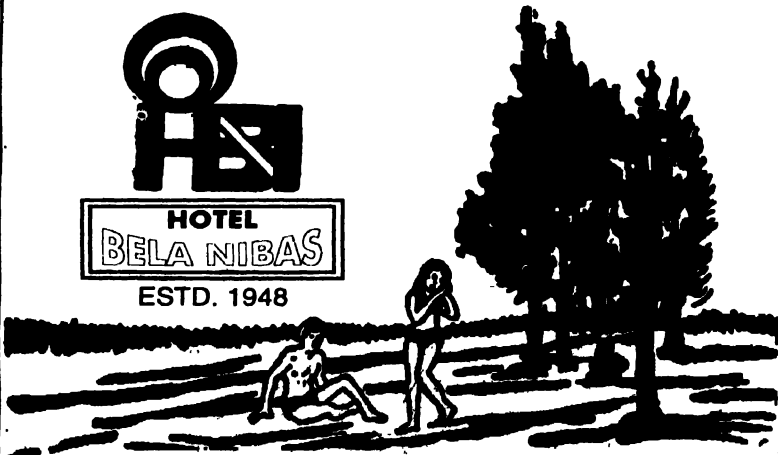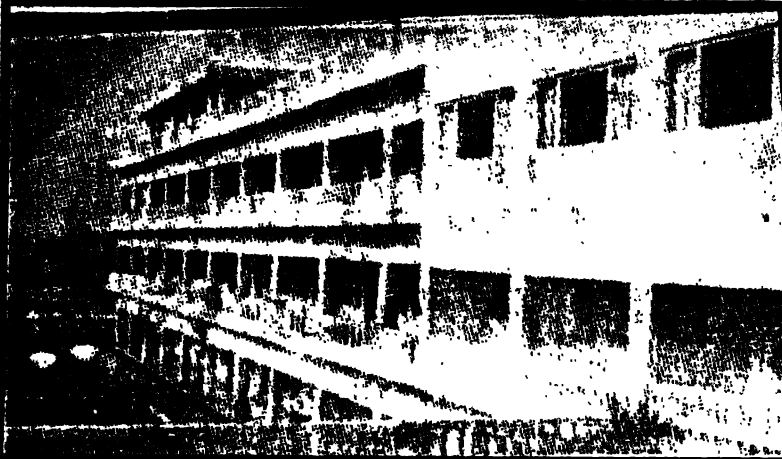
পুরী ভ্রমণে হোটেল পুলিনপুরী
পুরী ভ্রমণে হোটেল পুলিনপুরী
পুলিনপুরী
স্বর্গদ্বাব ✪ পুবী-৭৫২০০১
নিজস্ব জেনারেটর
কলকাতা বুকিং
৪৮এ, ডা সুন্দবীমোহন এভিনিউ
(লেডিস পার্কেব বিপ

ভ্রমণ

পিয়াসিদের

মন টানলেই বেড়িয়ে পড়া
সঙ্গে লাগেজ আর
বাহারি ছাতা
সারা
বছরের
সাথী
সবার প্রিয়
দি মহেন্দ্র দত্ত গ্র্যান্ডসন্স

হারিয়ে
যাওয়ার
নেই মানা
ভারত ভ্রমণের
অপরিহার্য গাইড বুক
ভ্রমণ সঙ্গী
এশিয়া

বিষয়ভিত্তিক সূচী

প্রস্তাবিত ভ্রমণ সূচী

কলকাতায় নানান রাজ্য পর্যটন দপ্তর

Govt of India Tourist Office
4, Shakespeare Sarani, Cal-71 ✆ 2421402
ITDC
Embassy, 4 Shakespeare Sarani, Cal-71 ✆ 2421402
Delhi Tourism
4 Shakespeare Sarani, Cal-71 ✆ 2425454
Darjeeling Gorkha Hill Council
4 Shakespeare Sarani, Cal-71 ✆ 2425454/1402
Govt of West Bengal Tourism
3-2 B B D Bag (E), Cal-1 ✆ 2488271
West Bengal Tourism Development Corpn
Netaji Indoor Stadium, Cal-1 ✆ 2487318/2487302
Tourism Centre-WBTDC
3-2 B B D Bag (E), Cal-1 ✆ 2485917/5168
Uttar Pradesh Tourism
12-A, N S Bose Rd, 2nd Floor, Cal-1 ✆ 2207855
GMVN ✆ 2206798
Assam Tourism
8 Russel Street, Cal-71 ✆ 298331/32/35
Meghalaya Tourism Development Corpn
9 Russel Street, Cal-71 ✆ 290797/1775/1776
Bihar Tourism Information Centre
26 Camac Street, 1st Floor, F-Block, Cal-16
✆ 2470821
M P Tourism Development Corpn
230A, A J C Bose Road, 6th Floor, Room 7, Cal-20
✆ 2478543
Orissa Tourism
55 Lenin Sarani, Cal-13 ✆ 2443653
Tripura Tourist Information Centre
3 Pretoria Street, Cal-71 ✆ 2425703
Nagaland Tourist Information Centre
11 Shakespeare Sarani, Cal-71 ✆ 2425247/5269
Jammu & Kashmir Tourist Information Centre
12 Jawaharlal Nehru Road, Cal-13 ✆ 2485791
Arunachal Tourist Information Centre
4B, Chowringhee Place, Roxy Cinema Building
Cal-13 ✆ 2286500
Sikkim Information Centre
Poonam Building, 4th Floor, 5/2 Russel Street,
Cal-71 ✆ 297516/6716/8983
Rajasthan Tourist Information Centre
2 Ganesh Chandra Avenue, 1st Floor, Cal-13
✆ 279740
Andaman & Nicobar Islands
3A, Auckland Place, Cal-17 ✆ 2472604
Manipur Tourism
25 Ashutosh Sastri Rd, Cal-10 ✆ 3505019
Mizoram Tourism
24 Old Ballygunj Road, Cal-19 ✆ 4757034 / 4757887
Tamilnadu Tourism
G-26, Dakshinapan, 2 Gariahat Road (South)
Dhakuria, Cal-68 ✆ 4720432
Himachal Tourism
1/1A, Biplabi Anukul Chandra St (2nd Floor), Cal-72
✆ 271792
Tourism Corporation of Gujarat Ltd
8 Ho-Chi-Minh Sarani, 1st floor, Cal-71 ✆ 2820923
or
Information Inc, Travel Division
17 Justice Dwarakanath Rd, Cal-20 ✆ 4754502

মানচিত্র সূচী

চিত্রসূচী: এক

পশ্চিমবঙ্গ

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।

রঙ্গ বাংলার আকাশে-বাতাসে। রঙ্গ বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সেই রঙ্গ বলেই এগিয়ে চলেছে বাংলা, মহামতি গোখলের অবিস্মরণীয় উক্তি:

What Bengal thinks to-day
India thinks to-morrow
& other World thinks day after to-morrow !

-কে শিরোপা করে।

বাংলা আজকের নয়। ঋগ্বেদের অনুগামী *ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়ন সূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ* প্রভৃতি মহাপুরাণ ও নানান উপপুরাণে, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে, কালিদাসকৃত *রঘুবংশে*এবং বরাহ মিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ মেলে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গৌতমের বরে বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে ৫ পরাক্রমশালী পুত্রের জন্ম। উত্তরকালে এই ৫ ভ্রাতার নামে ভারতের ৫ জনপদের নামকরণ। ভারতের আজকের মানচিত্রে এদের উল্লেখ না মিললেও অঙ্গের অবস্থান বিহারের ভাগলপুরে, বঙ্গ বাংলার ঢাকায়, কলিঙ্গ দক্ষিণ ওড়িশায়, সুহ্ম রাঢ়দেশ বা বর্ধমানে আর পুণ্ড্রের অবস্থান উত্তরবঙ্গ বা রাজশাহী বিভাগে। মহাভারতে মেলে তিন বাঙালি রাজা পাণিপ্রার্থীর লিপ্সা নিয়ে হাজির ছিলেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। শুধু কি তাই—গ্রিক বীর আলেকজান্ডারকেও বাঙালির (গঙ্গারিডি) বিক্রমের কাছে ভারত জয়ের স্বপ্ন ভুলতে হয়েছিল সেদিন। বাংলার শাসকরা বিস্তার করেছিল তাদের সাম্রাজ্য সারা আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য জুড়ে। এমনকি কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধেও কৌরব পক্ষে অংশ নিয়েছেন বঙ্গাধিপতি। গৌড়ের রাজা বাসুদেব কৃষ্ণর সঙ্গে যুদ্ধও করেন দ্বারকায়। সুদূর লঙ্কাতেও রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বাংলার বিজয়সিংহ। এই সেদিনও বাংলা বিহার ওড়িশার সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কর কাছে উত্তরাখণ্ডের অধীশ্বর হর্ষবর্ধন রাজ্য বিস্তারে বাধা পান। ৮ থেকে ১২ শতকে পাল রাজাদের কালে বাংলার রমরমা আজও ইতিহাসখ্যাত। মোগল কালে আকবর জয় করলেও বাংলা স্বতন্ত্র প্রভিন্সে রূপ নেয়। আর ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলা হয় স্বাধীন মুসলিম রাজ্য। আবার বাংলারই বুকে শেষ স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয় পলাশীর আমবাগানে ১৭৫৭তে লর্ড ক্লাইভের কাছে সিরাজের পতনে। তবে ৭ বছর চলে দ্বৈত শাসন—চাতুরী করে সিরাজকে হারাবার ইনাম স্বরূপ সিরাজের খুড়ো তথা সেনাপতি মিরজাফর আর মিরকাশিমের সহযোগে ব্রিটিশের। ১৭৬৪তে বক্সারের যুদ্ধে উৎখাত হলেন মিরকাশিম; বাংলা গেল ব্রিটিশ শাসনে।

শুধু শৌর্য আর বীর্যই বা কেন—অতীতে বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলার বস্ত্রশিল্পেরও খ্যাতি ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে। এমনকি বাংলার চা বাক্সবন্দি হয়ে আমেরিকায় যেত—বোস্টন বন্দরে সেই চায়ের বাক্স সমুদ্রে নিক্ষেপ থেকেই আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের শুরু—কালে কালে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ। সেও আর এক চমকপ্রদ ঘটনাপ্রবাহ। বাংলার বণিক চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা বাংলার পণ্য নিয়ে ভিড়ত বিশ্বের বাজারে। তেমনই গ্রিস, চীন ও পারস্য থেকে বণিকরা এসেছে বাণিজ্যের তরে বাংলায়। তাম্রলিপ্ত ছিল সেকালের সমৃদ্ধ বন্দর-নগরী। সম্রাট অশোকের ভ্রাতা (সিংহলী মতে পুত্র) মহেন্দ্র ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রাকে সঙ্গী করে তাম্রলিপ্ত থেকেই লঙ্কায় গিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের বার্তা নিয়ে। হরপ্পার সমসাময়িক আর এক হারানো অতীতের সন্ধানও মিলেছে কলকাতারই উপকণ্ঠে চন্দ্রকেতুগড়ে।

এমনকি প্রকৃতিও মহিমান্বিত করে গড়ে তুলেছে বাংলাকে। ভারত রাষ্ট্রের উপকূলবর্তী ৯ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পর্বত-সমুদ্র-অরণ্য এই তিনের সমন্বয় ঘটেছে। উত্থান তার বঙ্গোপসাগরের জলে, আর শ্বেত-শুভ্র হিমালয় কিরীট হয়েছে ভালে। সারা উত্তর জুড়ে নগাধিরাজ হিমালয়—সিকিম তার বিউটি স্পট; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুবে বাংলাদেশ, অসম আর পশ্চিম জুড়ে বিহার, ওড়িশা ও নেপাল।

বাংলার মাটি খণ্ডিত হয়েছে বার বার। ব্রিটিশের গড়া Bengal Province-এ সেদিন ছিল বাংলা, বিহার, ওড়িশা এমনকি আগ্রা পর্যন্ত। ১৮৬৩তে আগ্রা ছেঁটে আনা হল অসমকে। আর ১৮৭৪এ নতুন করে প্রদেশ হল অসম। ১৯০৫এ লর্ড কার্জন আবার সীমারেখায় বদল ঘটালেন বাংলাকে ছেদ করে অসম এবং পূর্ব বাংলা পৃথকভাবে প্রদেশ গড়ে—ঢাকা হল তার রাজধানী। বাংলা রইল বিহার ও ওড়িশার অংশ নিয়ে। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পথে নামলেন বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ—গর্জে উঠল ভারত। রদ হল বঙ্গভঙ্গ। তবে বাংলার রাজনৈতিক চেতনায় শঙ্কিত ব্রিটিশ ১৯১১-য় ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিল। ১৯১২র ১লা এপ্রিল সাধিতও হল এই স্থানান্তর। রাজনৈতিক চেতনাবোধ আজও বাংলার আকাশ ছেয়ে—তবে, তেরঙার বদলে কম্যুনিজম (মার্কসবাদ)-এর প্রভুত্ব সারা বাংলা জুড়ে। আর ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে খণ্ড

করেছে স্বাধীনতার ছুরি ১৯৪৭-এ বাংলাকে আবার। শুধু খণ্ডই বা কেন—নামেও অলংকার জুড়ে বাংলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal) কলকাতাকে রাজধানী করে। সঙ্গে এল স্বাধীন রাজ্য কোচবিহার ১৯৫০-এ; আর ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর অক্টোবর ২, ১৯৫৪-য় পশ্চিমবাংলায়। আরও পরের কথা—ভাষার ভিত্তিতে আন্দোলনের ফলে বিহার থেকে মানভূম এল পশ্চিমবাংলায় পুরুলিয়া জেলা হয়ে। বাংলার ভাষা বঙ্গভাষা বা বাংলা। ইন্দো-এরিয়ান ভাষার সংস্কৃতনির্ভর মাগধী থেকে উদ্ভব। উত্তরকালেও নানান দেশী-বিদেশী ভাষা থেকে শব্দাবলী বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাজধানী ☐ কলকাতা। আয়তন: ৮৭৮৫৩ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৬৭৯৮২৭৩২। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৮.৫%। পুরুষ: ৩৫৪৬১৮৯৮। নারী: ৩২৫২০৮৩৪। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ১৩৪০২০৮৫। বৃদ্ধির হার: ২৪.৫৫%। প্রতি বর্গকিমিতে বাস: ৭৬৬। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯১৭। সাক্ষরের হার: ৫৭.৭২%। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৩৯৬৩.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)। বেড়াবার মরসুম: সারা বছর। তবে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস মনোরম। মে-জুনে গরম আর জুলাই-সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটায় ভ্রমণে। তবে, অঞ্চলভেদে বৃষ্টির তারতম্য ১২০—৪০০ সেমি হলেও গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫ সেমি।

১৭ দিনে উত্তরবঙ্গ—মিরিক ১ দার্জিলিং ৩ কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও ৩ গ্যাংটক ২ পেলিং ২ জলদাপাড়া ১ ফুন্টশোলিং ১ পথ চলায় ৪ দিন। দফায় দফায় সপ্তাহান্তিক ছুটিতে—মুর্শিদাবাদ, মালদহ-গৌড় পাণ্ডুয়া-কুলিক, বিষ্ণুপুর-মুকুটমণিপুর, নবদ্বীপ-মায়াপুর-কৃষ্ণনগর, দীঘা-চন্দনেশ্বর-তালশেরী-জুনপুট-শঙ্করপুর, অযোধ্যা পাহাড়, সুন্দরবন, বকখালি-সাগরদ্বীপ; আর কলকাতা দেখুন প্রতিদিন।

কলকাতা

গঙ্গা বা ভাগীরথীর পুব পারে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতা। বয়স তার ৩০৮ বছর। কেউ-বা বলেন আজব শহর, কেউ-বা বলেন মিছিল নগরী, আবার কারো কারো মতে বস্তির শহর কলকাতা। প্রাসাদ নগরী বলেও আখ্যায়িত হয়েছে কলকাতা। তাই কলকাতা কলকাতাই। সে কল্লোলিনী, তিলোত্তমা—সিটি অব জয়। এর ইথারে ভেসে ওঠে সারা বিশ্বের হৃৎস্পন্দন। নানান কিংবদন্তী আছে কলকাতা নামটি ঘিরে। কারো কারো মতে, সাহেবী মুখে বাংলা ভাষা কাল কাটাই নাকি হয়েছে কলকাতা। আবার শোনা যায়, ১৭৪২এ শহরের তিন দিকে কাটা খাল অর্থাৎ খাল কাটা থেকেই নাকি কলকাতা নামের উৎপত্তি। কেউ-বা বলেছেন কলকাতা নামটি এসেছে কালিকট নামের সাথে সমতা রেখে। তবে যে যাই বলুক কলকাতা আজকের নয়। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের *মনসামঙ্গল* কাব্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ মেলে কলকাতার। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে*ও উল্লিখিত হয়েছে কলকাতার নাম। ১৬ শতকের শেষভাগে লেখা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থেও উল্লেখ মেলে কলকাতা নামের। তাই সন্দেহ জেগেছে গবেষকদের। সম্ভবত আরও অতীতে কলকাতা গ্রামের আদি বাসিন্দা কোল সম্প্রদায়ের *কোলকাহোতা* থেকেই নাম হয়েছে সেদিনের কোলকাতা, কালে কালে কলকাতা বা কলিকাতা।

নামে কিবা আসে যায়—ব্রিটিশেরই সৃষ্টি শহর কলকাতা। শহর লুণ্ঠনের অপরাধে নবাবী ফৌজ এড়িয়ে ১৬৮৬তে হুগলি ছেড়ে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জোব চার্ণক এলেন হুগলি (গঙ্গা) নদী বয়ে সেদিনের সুতানুটি গ্রামে। পণ্ডিতদের বিধানে সেই থেকে জন্ম হল কলকাতার। বিয়েও করেন সতী হতে-যাওয়া এক ব্রাহ্মণীকে চার্ণক। ১৬৯২-এর ১০ই জানুয়ারি চার্ণকের মৃত্যু আর ১৬৯৮-এর জুলাই মাসে ১৬০০০ টাকায় কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—৩ গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কেনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৯৯-এ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গও গড়ে আজকের GPO-র পাশে বিবাদী বাগে কোম্পানি। আর ১৭১৭য় দিল্লীর মোগল বাদশাহ ফারুকশিয়ারের ফরমান পেয়ে আরও ৩৮ খানা জমি কিনে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়ে কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ। ১৭৫৬য় বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার কাছে পরাজয় ঘটলেও ১৭৫৭র প্রথমেই নবাবের সঙ্গে শান্তি-চুক্তিতে দখল ফেরে কলকাতার। আর ঐ বছরেই সিরাজকে হারিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত করেন লর্ড ক্লাইভ। আর ১৭৭২-এর প্রথম গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে ব্রিটিশরাজের রাজধানী গড়েন কলকাতায়। নবজাগরণও ঘটে কলকাতার ১৭৮০-১৮২০তে।

কলকাতা সার্বজনীন শহর। পরকে আপন করে অতি সহজেই কলকাতা। সারা বিশ্ব থেকে প্রতিনিধি এসেছেন

এর নগরজীবনে। ভারতে প্রথম আর বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শহরও এই কলকাতা। টোকিও, নিউইয়র্ক আর লন্ডনের পরেই কলকাতার স্থান। তবে, বসতির ঘনত্বে কলকাতা আজ দ্বিতীয়—মুম্বাইর পরে স্থান এর। অতীতে লন্ডনের পরেই ছিল কলকাতা। বাসও ছিল সেকালের কলকাতায় ৫০% ব্রিটিশ নাগরিকের। আর আজ রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যের নাগরিকের বাস আধারও বেশি কলকাতায়। ১১ মিলিয়ন লোকের বাস শহরে। আর বিশ্বের দরবারের সঙ্গে বন্দর হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে সারা পূর্ব ভারতের হয়ে কলকাতা। তবে সেও যেন কিংবদন্তীর গাথা। ফারাক্কা বাঁধের জলে গঙ্গায় লঞ্চ চললেও পোতাশ্রয়ের অভাব—পলি পড়ে পড়ে নাব্যতা হারিয়েছে গঙ্গা। বড় জাহাজের বন্দর থেকে সমুদ্রে চলা দুরূহ আজ।

কলকাতার আর এক বিভ্রম তার নামের বদল। স্বাধীনোত্তর ভারতে নতুনের অভাবে পুরাতনের তকমা খুলে নামান্তরিত হচ্ছে নতুন করে। তবে, নতুন আর পুরাতনের জগাখিচুড়ি চলছে আজও সমানে। পুরাতন *হ্যারিসন রোড* হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড, *চৌরঙ্গী রোড* হয়েছে জওহরলাল নেহরু রোড, *থিয়েটার রোড* হয়েছে শেক্সপিয়ার সরণী, *ওয়েলিংটন স্ট্রিট* হয়েছে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, *হ্যারিংটন স্ট্রিট* হয়েছে হো-চি মিন সরণী, *রেড রোড* হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী সরণী, *বৌবাজার স্ট্রিট* হয়েছে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, *চিৎপুর রোড* হয়েছে রবীন্দ্র সরণী, *কর্নওয়ালিস স্ট্রিট* হয়েছে বিধান সরণী, *লোয়ার সার্কুলার রোড* হয়েছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, *ল্যান্সডাউন রোড* হয়েছে শরৎ বসু রোড, *বালিগঞ্জ স্টোর রোড* হয়েছে গুরুসদয় রোড, *ওয়েলেসলি স্ট্রিট* হয়েছে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, *ফ্রি স্কুল স্ট্রিট* হয়েছে মির্জা গালিব স্ট্রিট, *গড়িয়াহাট রোড* হয়েছে সি ভি রামন রোড, ছাড়াও নানান।

কথায় বলে ভাঙা কুলো লাগে ছাই ফেলতে। তেমনই সারা ভারত থেকে উপেক্ষিতের ঠাঁই মেলে শহর কলকাতায়। এমনকি স্বাধীনোত্তর ভারতের বৃহত্তম সমস্যা—পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশে কলকাতা আজও সমস্যাকীর্ণ। উদ্বাস্তু এসেছে আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন কালে ১৯৭১-এ নতুন করে।

এত সবের মাঝেও কলকাতার আকাশে বাতাস বয়—সে বাতাসে ভেসে বেড়ায় কলকাতার সৃষ্টি বাঙালি কৃষ্টি। সাহিত্যপ্রিয় বাঙালি—আড্ডাও তার রক্তে মিশে। উত্তর মেরু থেকে উত্তুঙ্গ হিমালয় তার আড্ডার বিষয়। তেমনই অংশ পায় ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায় থেকে লর্ডসের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলীর অভিষেক। কর্মে বিমুখতা, শ্রমে অসন্তোষ—শিল্প ও বাণিজ্যে সঙ্কট বাড়িয়েছে। না পাওয়ার বেদনা কম্যুনিজমের প্রসার ঘটিয়েছে। মূর্তি বসেছে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস, হো-চি মিনের কলকাতার রাজপথে। পথঘাটও নামান্তরিত হয়েছে ব্রিটিশরাজকে মুছে দিয়ে কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিকদের নামে। আবার অভাব-যাতনা হেলায় ভুলে ঝাঁপিয়েও পড়ে পরহিতার্থে কলকাতা। সমস্যা আছে যানবাহনের, রাস্তাঘাটের কলকাতায়। আকাশ ঢাকা কলকাতার বাতাসও যেন দূষিত। ফুটপাত—সেও যেন লুকোচুরি খেলে হকার আর পুলিশে। গাড়িও থমকে দাঁড়ায় ফাঁক-ফোঁকর পেতে। মডার্ন সিটিতে ৩০% হলেও কলকাতা শহরে পথের বহর ৬% মাত্র। তেমনই আদর্শ নগরীতে প্রতি বর্গকিমিতে গাছের সংখ্যা ১০০ হলেও কলকাতায় সংখ্যা মাত্র ২১। পুর এলাকা ১০৪ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ১০.৮ মিলিয়ন। মাথা পিছু খোলা জায়গা—কলকাতায় ২০ বর্গ ফুট, লন্ডনে ২৫০ বর্গ ফুট, মস্কোয় ৪৫০ বর্গ ফুট। লোড শেডিং অর্থাৎ পাওয়ার কাট আজ কিছুটা প্রশমিত হলেও সেও যেন আর এক বিড়ম্বনা কলকাতার।

তবুও, কলকাতা অদর্শনে ভারতদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর, পর্যটক আকর্ষণও কলকাতা শহরের অচিন্তনীয়, আয়োজনের ত্রুটি নেই তার। ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রয়েছে কলকাতার। সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের তোরণদ্বার কলকাতা।

অবস্থান মাহাত্ম্যে কলকাতা বিমানবন্দর দমদম বিমানবন্দর হলেও আবার নামান্তর ঘটে সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর হয়েছে। ১৪টি বিদেশী বিমান সংস্থা কলকাতা থেকে পাড়ি দিচ্ছে বিশ্বের দিগ্বিদিকে। আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় দুইয়েরই টারমিনাল একই কমপ্লেক্সের ভিন্ন চত্বরে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, হোটেল-রেস্তোরাঁ, কফি বার, ট্যুরিস্ট বুথ, যাত্রীসেবায় সদাই ব্যস্ত। IAC'র বিমান, সহযোগী বায়ুদূত ও নানান প্রাইভেট সংস্থার বিমান সংযোগ গড়েছে কলকাতার সাথে ভারতের নানান শহরের। বিমান যাচ্ছে I 3 4 5 6 দিন ৯-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ২৭৭০/২১২৫ টাকায় ১½ ঘণ্টায় নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। ফেরে I 3 4 5 6 দিন ১১-৩৫এ। আর রয়্যাল নেপাল এয়ার যাচ্ছে বাকি দিনগুলিতে কলকাতা থেকে কাঠমাণ্ডু। ঢাকা যাচ্ছে IAC-র বিমান I 3 4 5 6 দিন ১৩-৩০এ ছেড়ে ১-১০ মিনিটে। চট্টগ্রাম যাচ্ছে প্রতি সোমবার ১১-২০এ ছেড়ে ১-২০ মিনিটে। ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে। বাংলাদেশ বিমানও যাচ্ছে কলকাতা থেকে ঢাকায়। আর সিঙ্গাপুর যাচ্ছে ৬½ ঘণ্টায় 2 4 6 দিন, রেঙ্গুন যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় 3 7 দিন, ব্যাঙ্কক যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায় 2 4 5 7 দিন IAC-র উড়ান; ফেরেও একই দিনগুলিতে কলকাতায়।

পোর্ট ব্লেয়ার যাচ্ছে I 3 5 দিন ৫-৩০এ কলকাতা ছেড়ে ৭-৩০এ; ফেরে 2 4 6 দিন ৮-১৫য়।

আগরতলা যাচ্ছে ৫০ মিনিটে I 3 6 দিন ৬-২০এ, 2 7 দিন ৯-২০এ, 2 3 4 5 6 7 দিন ১৩-০০টায়; ফেরে I 4 7 দিন ৯-৩০, 2 7 দিন ১১-০০, 2 3 4 5 6 7 দিন ১৪-৩০এ আগরতলা থেকে। ভাড়া ১৮৯৫/১৩০৫। I 3 5 দিন ৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ৭-২০এ শিলচর পৌঁছে ইম্ফল যাচ্ছে ৮-২৫এ, 4 6 দিন ৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ৭-২০এ শিলচর যাচ্ছে, রবিবার ৬-১৫য় ছেড়ে ৭-২০এ শিলচর পৌঁছে জোড়হাট যাচ্ছে ৮-২৫এ; ফেরে যথাক্রমে ১০-০০/৭-৫০/৭-৫০এ। ডিমাপুর যাচ্ছে I 3 5 7 দিন; ইম্ফল যাচ্ছে শিলচর হয়ে I 3 5 দিন 2 4 6 7 দিন সরাসরি IAC-র

উড়ান; ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে কলকাতায়। 1 2 3 5 6 দিন ১০-০০টায়, 4 6 দিন ১০-০০টায়, 1 4 7 দিন ৬-২০এ কলকাতা ছেড়ে ১-১০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি যাচ্ছে IAC-র উড়ান। 1 2 3 4 5 6 দিন ৬-৪৫ কলকাতা ছেড়ে ৮-৩০এ আইজল পৌঁছে ১০-০০টায় গুয়াহাটি যাচ্ছে বায়ুদূতের বিমান। ফেরে গুয়াহাটি থেকে 1 2 3 5 6 দিন ১২-০০, 4 7 দিন ১২-০০, 1 3 6 দিন ৯-২০, 4 7 দিন ১২-০০, 1 3 6 দিন ৯-২০, 4 7 দিন ১৬-০০টায় ছেড়ে সরাসরি; 1 3 দিন ১৩-২০, 2 4 5 দিন ১২-৪০, শনিবার ১০-২০এ গুয়াহাটি ছেড়ে ১-১০ ঘণ্টায় আইজল পৌঁছে কলকাতায় আসছে বায়ুদূত। 3 7 দিন ১১-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে ১২-৩৫এ তেজপুর গিয়ে ১৪-০০টায় ডিমাপুর পৌঁছে ১৪-৩০এ ডিমাপুর ছেড়ে ১৫-৪০এ সরাসরি কলকাতায়। বাগডোগরা যাচ্ছে 1 2 7 দিন ১২-৩০টায় বৃহস্পতিবার ১০-০০, শনিবার ১১-০০টায় ছেড়ে ৫৫ মিনিটে; ফেরে যথাক্রমে ১৪-০৫/১১-২৫/১২-৩৫এ।

1 3 6 দিন ১৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ভুবনেশ্বর ১৭-১০, নাগপুর ১৯-১০, হায়দ্রাবাদ ২০-৫৫য় পৌঁছে কলকাতায় ফেরে একই দিনগুলিতে হায়দ্রাবাদ ১৭-১৫, নাগপুর ১৮-৫৫, ভুবনেশ্বর ২০-৫০এ ছেড়ে ২১-৪৫এ। 2 4 দিন ১৭-৪০এ কলকাতা ছেড়ে ১৮-৩৫এ ভুবনেশ্বর পৌঁছে ফেরে ১৯-০৫এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে ২০-০০টায় কলকাতায়। 2 4 দিন ১৭-০০টায় কলকাতা ছেড়ে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ১৯-০৫এ সরাসরি; ফেরে ১৯-৫০এ হায়দ্রাবাদ ছেড়ে ২১-৫৫য় কলকাতায়। চেন্নাই যাচ্ছে প্রতিদিন ১৭-২০এ ছেড়ে ১৯-২৫এ সরাসরি; ফেরে চেন্নাই থেকে ২০-১৫য়। 2 4 6 দিন ১১-৩০এ ছেড়ে বিশাখাপতনম ১২-৫০এ পৌঁছে চেন্নাই যাচ্ছে ১৪-২৫এ; ফেরে ১১-০০টায় চেন্নাই ছেড়ে একইভাবে। প্রতিদিন ৬-০০টায় কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৮-২৫এ সরাসরি; ফেরে ৯-১৫য় ব্যাঙ্গালোর থেকে।

মুম্বাই যাচ্ছে প্রতিদিন ৭-৩০ ও ১৯-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে যথাক্রমে ১০-১০/ ২২-২৫-এ। মুম্বাই ছেড়ে কলকাতায় আসছে ৬-০০ ও ১৬-৩০এ। 1 3 5 দিন ১৬-০০টায়ছেড়ে ১৮-২০এ জয়পুর, আমেদাবাদ ২০-০০টায় পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ২১-৪০এ; ফেরে ১৬-২০এ মুম্বাই ছেড়ে আমেদাবাদ১৭-২০, জয়পুর ১৯-১০এ পৌঁছে ২২-০৫এ কলকাতায়।

প্রতিদিন ৭-০০, ১৭-১৫, 4 7 দিন ১৮-৩০এ কলকাতা ছেড়ে দিল্লী যাচ্ছে ৯-০৫/১৯-২০/২০-৩৫এ সরাসরি; 1 3 5 6 দিন ১৭-৩০এ ছেড়ে পাটনা ১৮-২৫, লক্ষ্ণৌ ১৯-৫০এ পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ২১-১৫য়। দিল্লী থেকে কলকাতায় আসছে প্রতিদিন ৭-০০, ১৮-৪৫, 1 3 5 7 দিন ১৭-৩০এ ছেড়ে লক্ষ্ণৌ ১৮-২৫, পাটনা ১৯-৫০এ পৌঁছে ২১-১৫য়। 2 4 6 দিন ৬-১০এ কলকাতা ছেড়ে ৭-০৫এ রাঁচি পৌঁছে পাটনা যাচ্ছে ৮-৩০এ; ফেরে ৯-১০এ পাটনা ছেড়ে ১০-০৫এ সরাসরি কলকাতায়। এছাড়া বিমান যাচ্ছে 2 4 6 দিন আমেদাবাদ; 4 7 দিন দিল্লী; 1 3 5 7 দিন ডিব্রুগড়; 1 2 5 দিন জোড়হাট; ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে কলকাতায়।

প্রাইভেট বিমান সংস্থা : NEPC Airlines ✆ 4755660, Modiluft ✆ 299864, Jet Airways ✆ 290247, Sahara India Airlines ✆ 2427686, East West Air Service ✆ 3755167/299257, Damania Airways ✆ 4757090, City Link—এদের বিমানও কলকাতা থেকে মুম্বাই, দিল্লী, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, গোয়া, জয়পুর, আমেদাবাদ, জম্মু, বারাণসী, ইন্দোর, পুনে, হায়দ্রাবাদ, আগরতলা, গুয়াহাটি, জোড়হাট ছাড়াও ভারতের নানান শহরের সংযোগ গড়েছে। ভাড়াতেও কিছুটা সাশ্রয় মেলে প্রাইভেট বিমানে। আর গুয়াহাটি থেকে বিমান যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের জোড়হাট, লীলাবাড়ি, তেজপুর, ডিমাপুর, ইম্ফল, ডিব্রুগড় ছাড়াও নানান।

শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর। বাস যাচ্ছে বিমানযাত্রী নিয়ে IAC-র সিটি অফিসে। CSTC-র S15, S10, L30B প্রাইভেট বাস 30B, 45, 45A ও মিনিবাস সংযোগ গড়েছে বিমানবন্দর থেকে শহরের। প্রিপেড ও মিটারে ট্যাক্সিও মেলে যাতায়াতে।

১৮৫৪-র ১৫ই আগস্ট হাওড়া থেকে প্রথম ট্রেন চলে হুগলি পর্যন্ত। সেই থেকে কলকাতার রেল সংযোগ গড়ে উঠেছে ভারতের নানান প্রান্তের সঙ্গে। ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে দুইয়েরই সদর দপ্তর বসেছে কলকাতায়। পাড়িও দিচ্ছে শিয়ালদহ থেকে ইস্টার্ন ও হাওড়া থেকে উভয় রেলের দ্রুতগামী সুপার ফাস্ট এক্স, শীতাতপ, মেল, এক্স ও সাধারণ যাত্রী গাড়ি (বিস্তারিত রেল পরিষেবা দেখুন)। আসছেও এরা যাত্রী নিয়ে ভারতের নানান প্রান্ত থেকে কলকাতার দুই প্রবেশ তোরণ শিয়ালদহ ও গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে হাওড়া স্টেশনে। হাওড়া স্টেশন লাগোয়া রবীন্দ্র সেতু ও ২ কিমি দক্ষিণে বিদ্যাসাগর সেতু সংযোগ গড়েছে হাওড়া ও কলকাতার। ট্যাক্সি, বাস ও মিনিবাস যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে। জলযানও যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন থেকে গঙ্গার পুবে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণে।

রাজ্য জুড়ে বাস যাচ্ছে CSTC (কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন), CTC (কলকাতা ট্রাম-ওয়েজ করপোরেশন), ভূতল পরিবহণ (Surface Transport), SBSTC (সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন)-এর কলকাতার বাবুঘাট ও শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে। এমনকি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গেও বাস সংযোগ গড়েছে কলকাতার। পাটনা, গয়া, ঘাটশিলা, টাটা, রাঁচি, ধানবাদ, জসিদি, দেওঘর, দুমকা, ছাপড়া, হাজারিবাগ, রাজগীর, গোপালপুর-অন-সী, পুরী, বারিপাদা, কটক, বারবিল, কেওন-ঝড়ের সঙ্গেও বাসপথে কলকাতা যুক্ত। বাস যাচ্ছে বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহণের। বাস ছাড়ছে ময়দানের উত্তর প্রান্তে শহীদ মিনারের পাদদেশে CSTC-র গুমটি থেকে। অগ্রিম টিকিটও মেলে বিশেষ বিশেষ বাসে। তবে, চূড়ান্ত অব্যবস্থা এদের বুকিং বুথে। দিনের শুরুতে সে যেন আরও পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ, সারি চলে এঁকে বেঁকে টিকিট কাউন্টারে। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় টিকিট মিললেও নির্ধারিত বাস মেলা সেও দুষ্কর। পকেটমারদের মক্কানগরীও যেন এই বাস গুমটি।

এছাড়া, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসও যাচ্ছে এসপ্ল্যানেড বাস গুমটি ও উল্টোডাঙা ভি আই পি রোড বাস টার্মিনাল থেকে মালদহ, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, হিজলি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে। এমনকি সরাসরি দার্জিলিং-এরও টিকিট মেলে NBSTC-র বাসে। ৪ দিন আগে থেকে অগ্রিম বুকিং উল্টোডাঙায় VIP Rd Terminal-এ। CSTC ও SBSTC-র রকেট ও এক্স বাস যাচ্ছে ময়দান থেকে শিলিগুড়ি। বাস যাচ্ছে ভূটানের ফুন্টশোলিং, সিকিমের গ্যাংটক, নেপালের জনকপুরও কলকাতা থেকে। আর যাচ্ছে নানান প্রাইভেট সংস্থার শীতাতপ, Video, ডিলাক্স, সুপার

কলকাতা থেকে ভারতীয় রেলের পরিষেবা

ট্রেনের নাম	সার্ভিস	ট্রেনের নম্বর	গন্তব্য	ভায়া	ছাড়ার সময়	গন্তব্যে পৌঁছায়
রামপুরহাট এক্স	Daily	3017	রামপুরহাট	বর্ধমান/বোলপুর via H B Chord	৬-০০	১১-১৫
শতাব্দী এক্স	1 2 3 4 5 6	2019	বোকারো স্টিল সিটি	আসানসোল/ধানবাদ	৬-০৫	১১-১৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড	D	3317	ধানবাদ	আসানসোল/বরাকর	৬-১৫	১১-৩০
আজিমগঞ্জ প্যা	D	333	আজিমগঞ্জ	ব্যান্ডেল/কাটোয়া via BAK Loop	৬-৩৫	১৩-৫০
*ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	D	311	মজঃফরপুর	নৈহাটি/আসানসোল/মধুপুর	৫-৪২	২৩-৪৫
*ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	D	329	দ্বারভাঙ্গা	বোলপুর/সাহেবগঞ্জ লুপ	৭-১৫	৯-৩৫
*কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স	D	5657	গুয়াহাটি	সাহেবগঞ্জ লুপ/বোলপুর/মালদহ	৬-২৫	১৮-১০
কামরূপ এক্স	D	5659	গুয়াহাটি	ব্যান্ডেল/আজিমগঞ্জ/মালদহ/এন জে পি	১৫-২৫	১৬-০০
সরাইঘাট এক্স	2 3 6	3045	গুয়াহাটি	বর্ধমান/মালদহ/এন জে পি	২২-০০	১৬-৪৫
*দার্জিলিং মেল	D	3143	নিউ জলপাইগুড়ি	বর্ধমান/বোলপুর/মালদহ	১৯-১৫	৮-১৫
কোচি-গুয়াহাটি এক্স	2	5623	গুয়াহাটি	মালদহ/এন জে পি	১৪-০৫	১২-১৫
তিরুভনন্তপুরম-গুয়াহাটি	4	6321	গুয়াহাটি	মালদহ/এন জে পি	১৪-০৫	১২-১৫
ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি	6 7	5625	গুয়াহাটি	মালদহ/এন জে পি	১৪-০৫	১২-১৫
*তিস্তা-তোরসা এক্স	D	3141	হলদিবাড়ি/আলিপুরদুয়ার	BAK Loop/মালদহ/এন জে পি	১৩-৪০	৭-০০
মালদহ ফাস্ট প্যা	D	347	মালদহ	ব্যান্ডেল/কাটোয়া/আজিমগঞ্জ/ফারাক্কা	২১-২০	৭-৪৫
*গৌড় এক্স	D	3153	মালদহ	ব্যান্ডেল/বোলপুর/নিউ ফারাক্কা	২২-০০	৬-৩০
পূর্বা এক্স	3 4 7	2381	নিউ দিল্লী	ধানবাদ/গয়া/বারাণসী/এলাহাবাদ	৯-১৫	৮-০৫
পূর্বা এক্স	1 2 5 6	2303	নিউ দিল্লী	পাটনা/মোগলসরাই/এলাহাবাদ	৯-১৫	৮-০৫
রাজধানী এক্স	3 7	2305	নিউ দিল্লী	মধুপুর/পাটনা/এলাহাবাদ	১৩-৪৫	১০-০০
রাজধানী এক্স	1 2 4 5 6	2301	নিউ দিল্লী	গয়া/মোগলসরাই/এলাহাবাদ	১৭-০০	৯-৪০
রাজধানী এক্স	3 7	2421	ভুবনেশ্বর-হাওড়া-নিউ দিল্লী	ভুবনেশ্বর/হাওড়া/মুঘলসরাই	১৭-০০	৯-৪০
কালকা মেল	D	2311	দিল্লী জং-কালকা	দুর্গাপুর/গয়া/মোগলসরাই/এলাহাবাদ	১৩-১৫	৫-০০
জনতা এক্স	D	3039	দিল্লী জং	মধুপুর/পাটনা/এলাহাবাদ/তুণ্ডলা	২১-০০	৮-৩৫
উদ্যান আভা তুফান	D	3007	শ্রীগঙ্গানগর	মধুপুর/পাটনা/এলাহাবাদ/আগ্রা ক্যান্ট/মথুরা/নতুন দিল্লী	৯-৪৫	৭-১০
*লাল কেল্লা এক্স	D	3111	দিল্লী জং	পাটনা/এলাহাবাদ/কানপুর	২০-১৫	৩-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্স	D	3015	বোলপুর	বর্ধমান/গুসকরা	৯-৫৫	১২-২৫
*জম্মু তাওয়াই এক্স	D	3151	জম্মু	গয়া/বারাণসী/ফৈজাবাদ/লক্ষ্ণৌ	১১-৪৫	৯-২০
হিমগিরি এক্স	2 5 6	3073	জম্মু	পাটনা/বারাণসী/লক্ষ্ণৌ/মোরাদাবাদ	২৩-০০	১২-৫৫
ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	D	327	দানাপুর	বোলপুর/সাহেবগঞ্জ/ভাগলপুর	১১-১০	৮-৪০
*প্যাসেঞ্জার	D	337	রামপুরহাট	বোলপুর/সাঁইথিয়া	১৩-০০	১৯-৪০
পূর্বাচল এক্স	1 3 5 7	5047	গোরক্ষপুর	দুর্গাপুর/জসিডি/বরায়ুনি	১৩-০০	৬-২০
*গঙ্গা সাগর এক্স	2 4 6	5285	দ্বারভাঙ্গা	আসানসোল/জসিডি/বরায়ুনি	১২-৪০	০-১৫
প্যাসেঞ্জার	D	345	বারহাড়োয়া	কাটোয়া/আজিমগঞ্জ via BAK Loop	১৩-০৫	২৩-৩০
শক্তিপুঞ্জ এক্স	D	1448	জব্বলপুর	ধানবাদ/ডালটনগঞ্জ/চোপান/সিংরৌলি	১৪-৩০	১৯-০০
চম্বল এক্স	5	1181	আগ্রা ক্যান্ট	গয়া/এলাহাবাদ/ঝাঁসী/গোয়ালিয়র	১৫-১৫	২০-৪০
চম্বল এক্স	1 2 4	1159	গোয়ালিয়র	গয়া/এলাহাবাদ/মাণিকপুর/ঝাঁসী	১৫-১৫	১৮-০০
শিপ্রা এক্স	3 6 7	9306	ইন্দোর	ধানবাদ/গয়া/এলাহাবাদ/সাতনা/ভূপাল/উজ্জয়িন	১৫-১৫	৪-০০
প্যাসেঞ্জার	D	331	আজিমগঞ্জ	ব্যান্ডেল/কালনা/কাটোয়া/সালার	১৫-৪২	২৩-১৫
মিথিলা এক্স	D	3021	রক্সৌল	মধুপুর/কিউল/বরায়ুনি/সমস্তিপুর	১৬-০০	৮-৫০
অমৃতসর মেল	D	3005	অমৃতসর	পাটনা/বারাণসী/লক্ষ্ণৌ/মোরাদাবাদ	১৯-২০	৯-০৫
অমৃতসর এক্স	D	3049	অমৃতসর	পাটনা/লক্ষ্ণৌ/মোরাদাবাদ	১৩-১০	৯-৩৫
বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যা	D	335	রামপুরহাট	বর্ধমান/বোলপুর	১৬-৩৫	২১-৫০
ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যা	D	55	রামপুরহাট	অণ্ডাল/দুবরাজপুর/সিউড়ি/সাঁইথিয়া	১৬-২৫	২২-২০
কোল ফিল্ড এক্স	D	3029	ধানবাদ	দুর্গাপুর/আসানসোল/সীতারামপুর	১৭-১১	২২-১০
আসানসোল এক্স	D	3035	আসানসোল	বর্ধমান/দুর্গাপুর/অণ্ডাল	১৮-২০	২১-৫০
মুম্বাই মেল	D	3003	মুম্বাই	গয়া/এলাহাবাদ/সাতনা/ইটারসি	২০-০০	১১-৩৫
ডুন এক্স	D	3009	দেরাদুন	ধানবাদ/গয়া/বারাণসী/লক্ষ্ণৌ	২০-১৫	৭-১৫
দানাপুর এক্স	D	3231	দানাপুর	মধুপুর/মোকামা/বখতিয়ারপুর/পাটনা	২১-০৫	৮-১০
*মোগলসরাই এক্স	D	3133	মোগলসরাই	বোলপুর/বারহাড়োয়া/সাহেবগঞ্জ	২০-৫৫	১৮-২৫
কাঠগোদাম এক্স	D	3019	কাঠগোদাম	মধুপুর/কিউল/বরায়ুনি/গোরক্ষপুর/লক্ষ্ণৌ/বেরিলী	২১-৪৫	৮-৪৫
জামালপুর এক্স	D	3071	জামালপুর	বোলপুর/সাহেবগঞ্জ/ভাগলপুর	২২-৩০	১৮-০০
মোকামা প্যা	D	319	মোকামা জং	আসানসোল/মধুপুর/কিউল	২২-৪০	১০-৩৫
গোরক্ষপুর সাপ্তাহিক এক্স	4	5049	গোরক্ষপুর	দুর্গাপুর/ঝাঝা/পাটনা/বারাণসী	২৩-০০	২১-২৫
যোধপুর এক্স	D	2307	যোধপুর	পাটনা/মোগলসরাই/সওয়াই মাধোপুর/জয়পুর/মেরতা	২৩-৩০	১০-০০
ভদ্রক প্যা	D	467	ভদ্রক	খড়্গপুর/বালাসোর	১৫-১০	২৩-৩৫
পুরুলিয়া এক্স	D	8017	পুরুলিয়া	খড়্গপুর/বিষ্ণুপুর/বাঁকুড়া/আদ্রা	১৬-৪৫	২৩-০৫
চক্রধরপুর/বোকারো স্টিল সিটি	D	315	পুরুলিয়া	আদ্রা/পুরুলিয়া	২২-১৫	

শতাব্দী এক্স	Except 6	2021	বাউবকেলা	খড়্গপুব/টাটা/চক্রধবপুব	৬-০০	১২-২৫
ধৌলী এক্স	D	2821	ভুবনেশ্বব	বালাসোব/ভদ্রক/কটক	৬-১৫	১৩-৩৫
ইস্পাত এক্স	D	8011	সম্বলপুব	ঝাড়গ্রাম/ঘাটশিলা/টাটা/বাউবকেলা	৬-৫০	১৮-১০
কাবলা এক্স	D	8030	কাবলা (মুম্বাই)	ঘাটশিলা/বিলাসপুর/নাগপুব/জলগাঁও	১০-৪৫	৬ ০০
মুম্বাই মেল	D	8002	মুম্বাই	বিলাসপুব/নাগপুর/জলগাঁও/মানমাদ	১১-২০	৭-৩০
গীতাঞ্জলী এক্স	D	2860	মুম্বাই	টাটা/বিলাসপুব/নাগপুব/ভুসুওযাল	১২-২৫	২১-৪০
আজাদ হিন্দ এক্স	7	1030	পুনে	টাটা/বায়পুব/নাগপুব/মানমাদ	১৫-৪৫	৪-৫০
করমণ্ডল এক্স	D	2841	চেন্নাই সেন্ট্রাল	ভুবনেশ্বব/বেবহামপুর/বিশাখাপত্তনম/বিজযওযাড়া	১৪-০০	১৭-৩৫
চেন্নাই মেল	D	6003	চেন্নাই সেন্ট্রাল	ভুবনেশ্বব/বিজয়ওয়াড়া/গুড়ুব	২০-১৫	৫-১৫
ব্যাঙ্গালোর এক্স	1 7	5626	গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোব	ভুবনেশ্বর/চেন্নাই/জলাবপেট	৬-৫০	২০-০০
কোচি এক্স	5 6	5624	কোচি	ভুবনেশ্বর/চেন্নাই/সালেম/কোয়েম্বাটুব	২২-৩৫	১৮-৩০
তিরুভনন্তপুরম এক্স	2 3	6324	তিরুভনন্তপুরম	চেন্নাই/সালেম/কোয়েম্বাটুব/পালঘাট	২২-৩৫	২৩-৫৫
ফলকনুমা এক্স	D	2703	সেকেন্দ্রাবাদ	খড়্গপুর/ভুবনেশ্বব/বেবহামপুর/বিশাখাপত্তনম/ বিজয়ওয়াড়া/গুন্টুর	৭-৫০	১১-০০
ইস্ট কোস্ট এক্স	D	8045	হায়দ্রাবাদ	ভুবনেশ্বব/বিশাখাপত্তনম/সেকেন্দ্রাবাদ	১০-১৫	১৯-০৫
তিরুপতি এক্স	D	8079	তিরুপতি	বালাসোর/খুর্দা বোড/বিজয়ওয়াড়া/গুড়ুব/বেনীগুন্টা	২৩-৩০	১৫-২৫
পুরী এক্স	D	8007	পুরী	খড়্গপুব/বালাসোর/কটক/খুর্দা রোড	২২-০০	৮-২০
শ্রীজগন্নাথ এক্স	D	8409	পুবী	খড়্গপুর/যাজপুর-কেওনঝড/ভুবনেশ্বব/খুর্দা বোড	১৯-০০	৬-০৫
পুরী প্যাসেঞ্জার	D	201	পুবী	খড়্গপুর/কটক/ভুবনেশ্বর	২৩-১৫	..
স্টিল এক্স	D	8013	টাটানগর	খড়্গপুব/ঝাড়গ্রাম/ঘাটশিলা	১৭-৩০	২১-৪৫
হাতিয়া এক্স	D	8015	হাতিয়া	খড়্গপুর/ঘাটশিলা/টাটা/রাঁচি	২১-৩৫	৮-১০
সম্বলপুর/রায়গাড়া এক্স	D	8005	সম্বলপুর	ঝাড়গ্রাম/টাটা/ঝাবসুগুদা	২০-৪০	১৭-০০
আমেদাবাদ এক্স	D	8034	আমেদাবাদ	টাটা/নাগপুর/জলগাঁও/সুবাট/ভাদোদরা	২০-৩০	১৫-২৫
*কাটিহার এক্স	D	5663	কাটিহার	কাটোয়া/আজিমগঞ্জ/মালদহ	২০-০০	৭-৪৫
*ভাগীরথী এক্স	D	3103	লালগোলা	রানাঘাট/কৃষ্ণনগর/বহরমপুর/জিয়াগঞ্জ	১৮-২০	২৩-২৫

ফেরেও নিয়মিত প্রতিটা ট্রেন হাওড়া ও শিয়ালদহে। *চিহ্নিত ট্রেনগুলি শিয়ালদহ থেকে অন্যান্য ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে ছাড়ে। এছাড়াও প্রত্যূষ থেকে গভীর রাতে লোকাল ট্রেন যাচ্ছে শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে।

ডিলাক্স নানানধর্মী বাস রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকে কলকাতার শহীদ মিনার, বাবুঘাট ও হাওড়া স্টেশন থেকে।

সারা শহর জুড়ে মাকড়সার জালের মতো CSTC-র S অর্থাৎ Special, L অর্থাৎ Limited Stop Service, CTC ও CSTC/SBSTC-র মিডি ও সাধারণ বাসের সঙ্গে সহস্রাধিক প্রাইভেট বাস যাত্রী নিয়ে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলছে। আর চলছে মিনি বাস, অটো ও ট্যাক্সি; শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জেও ছুটে চলেছে এরা। তবুও যেন কিছুটা বিভ্রান্তি আছে কলকাতার ট্যাক্সিতে। গন্তব্য অপছন্দে চলতে অসম্মতি জানায় এরা। তবে রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরে কিউ প্রথায় যেতে বাধ্য হয় ট্যাক্সি। সেক্ষেত্রে মিটার ডাউন ৫ টাকায়, পেমেন্ট প্রতি ৫০ পয়সায় ১.০০ হারে; অর্থাৎ ডাবল। অটো রিকশাও একইভাবে মিটারে চলতে অস্বীকৃত হয়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট অর্থাৎ শেয়ার প্রথায় যাত্রী নিয়ে চলে। এছাড়াও শহরে চলছে বৈদ্যুতিক ট্রাম। ভারতের অন্যত্র আজ আর ট্রামের চল নেই। পর্যটক স্পেশাল ডিলাক্স ট্রামও চলছে রাজপথে পাতা লাইন ধরে। আর চলছে মানুষে (অমানবিক) টানা রিকশা। প্রচলন যদিও ১৮ শতকে চীন থেকে আসা শরণার্থীদের জীবিকার অন্বেষণে—তবে আজ চীনা চালক বদল হলেও হাজার ত্রিশ রিকশা চলছে শহরে। ১৯৮৪-র ২৪শে অক্টোবর শুরু হয়ে ভারতের একমাত্র শহর কলকাতার মাটির তলা দিয়ে টিউব রেল অর্থাৎ মেট্রো রেলও চলছে (সোম থেকে শনিবার ৭-১৫—২১-২০, রবিবার (১৫-০০—২০-৩০) টালিগঞ্জ থেকে দমদম। কলকাতা ভ্রমণার্থীদের ভ্রমণ তালিকায় আজ মুখ্য স্থান নিয়েছে মেট্রো রেল অর্থাৎ পাতাল ভ্রমণ। এছাড়া চলছে ১৯৮৫ থেকে চক্র না হয়েও সার্কুলার রেল উত্তর কলকাতার দমদম জং থেকে উল্টোডাঙা রোড বাগবাজার হয়ে গঙ্গার তীর ধরে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত। জলপথেও সংযোগ গড়ে উঠেছে শহরতলী থেকে গঙ্গাবক্ষে—লঞ্চ আসছে যাত্রী নিয়ে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বাবুঘাটে।

কনডাকটেড ট্যুর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটন, ৩/২ বি বা দী বাগ থেকে সকাল ৭-৩০এ গিয়ে—ইডেন গার্ডেনস, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়ে ১১-৪০এ ফেরে মেট্রোর সামনে ময়দানে। ১ ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক। আবার দ্বিতীয় দফায় ১২-৪০এ ছেড়ে—ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার, গঙ্গা দেখিয়ে এসপ্লানেড ফেরে ১৭-০০টায়। ভাড়া ৭৫্। তেমনই প্রতিদিন ৮-৩০এ গিয়ে ইডেন গার্ডেনস, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, জৈন মন্দির, যুব ভারতী, নিক্কো পার্ক, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম, নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ম, মেরিন মিউজিয়ম, বটানিক্যাল গার্ডেন, বিদ্যাসাগর সেতু দেখিয়ে এসপ্ল্যানেডে ফেরে ১৭-৪৫এ। এ ট্যুরেরও ভাড়া ৭৫্। প্রবেশ মূল্য স্বতন্ত্র। তবে সোমবার মিউজিয়ম ও ভিক্টোরিয়া বন্ধ থাকায় নেতাজী ভবন ও কালীঘাট মাতৃমন্দির দেখিয়ে আনে রাজ্য পর্যটন।

টিকিট—Tourist Centre, 3/2 Benoy-Badal-Dinesh Bag (Dalhousie Sqr East), Calcutta-1, ✆ 2488271/72 ও হাওড়া রেল স্টেশন বুথে মেলে। শহর বেড়াবার জন্য নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। কমপক্ষে ৩০ যাত্রী হলে ১৭—২০-০০টায় ৬০ টাকায়, আর রবিবার ১৬-৩০—২১-০০টায় লঞ্চ বিহারে সূর্যাস্ত দেখাতেও যাচ্ছে ডিনার সহ ১৬৫্ শিশু ১১০্; সুন্দরবন যাচ্ছে অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে নানান প্যাকেজে; ১ রাতের অবস্থানে জলযানে গাদিয়ারা-ডায়মন্ড-হারবারও যাচ্ছে পর্যটন দপ্তর।

আর ITDC-র ট্রাভেল ইউনিট—Ashoke Travels & Tours, Embassy, 4 Shakespeare Sarani, Cal-71, ✆ 2421402/2420901 থেকে যাচ্ছে—সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় গিয়ে বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দির, জৈন মন্দির, নিক্কো পার্ক, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, জওহর শিশুভবন দেখিয়ে ১৭-৩০টায় ফেরে। লাঞ্চ ব্রেক নিক্কো পার্কে। টিকিট ৭৫্ করে। তবে নিক্কো পার্কের প্রবেশ ফ্রি হলেও অন্যান্য স্বতন্ত্র। এদের কাছেও নানানধর্মী ট্যুরিস্ট কার ভাড়ায় মেলে। বুকিং: ৭-৩০—১৮-০০টা, ছুটির দিনে ৭-৩০—১৩-০০টায়।

এছাড়া ছুটি ও উৎসবে প্যাকেজ ট্যুরে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত পর্যটনে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। দীঘায় যাচ্ছে এদের বাস প্রতিদিন ৭-১৫য়, এক পিঠের ভাড়া ৪০্। আর যাচ্ছে কলকাতা ও শহরতলি থেকে বেশ কিছু Travel Agent বাংলা তথা ভারত বেড়িয়ে আনতে প্যাকেজ ট্যুরে। বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে এদের নানানজনা।

তেমনই Travel Makers Pvt Ltd, 34-A, Sarat Bose Rd, Cal-20, ✆ 4761951 থেকে শীতাতপ লঞ্চে প্রতি শনি ও রবিবার ১৭-৩০—১৯-০০টায় ৬০ টাকায় গঙ্গা বিহার; প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ১৫-৩০এ ১৫০ টাকায় বেলুড় বেড়িয়ে আনে। লঞ্চও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। বুকিং: ইডেন গার্ডেনের পিছে আউটরাম জেটি নম্বর ২-এ মেলে।

কিছুকাল আগেও কলকাতায় ছিল ভারত রাষ্ট্রের রাজধানী। বাংলার দেশাত্মবোধে ভীত ব্রিটিশরাজ ১৯১১-র সিদ্ধান্ত মতো পরের বছর কলকাতা থেকে দপ্তর তুলে নতুন করে রাজধানী গড়ে নতুন দিল্লীতে। সেই থেকে কলকাতা কেবল বাংলার রাজধানী। জ্যোতি কমলেও দ্যুতি কমেনি শহর কলকাতার। ১৯৪৭এ বাংলা ভাগের পর কলকাতার গুরুত্ব বেড়েছে আরও বেশি।

কলকাতাতেই গবেষণা করে ডা. রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে, সাহিত্যে নোবেল পান রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩য়, কাবেরী উপত্যকা তাঞ্জোরে জন্ম হলেও কলকাতায় কর্ম—স্যার ভেঙ্কটরমন নোবেল পান পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯৩০এ, আর ১৯৭৯তে শান্তির জন্য নোবেল পেলেন মাদার টেরিজা—এঁদের প্রত্যেকেরই কর্মকাণ্ড এই শহর কলকাতায়। মাদার টেরিজা তথা কলকাতা মিশনের নিরলস মানবসেবা কলকাতাবাসীর আর এক গর্ব। কলকাতার পাহাড় প্রমাণ সমস্যার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন মাদার। ইন্টালি মার্কেটের অদূরে ৫৪-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে *নির্মল হৃদয়ে* কর্মযজ্ঞ চলছে মিশনের। ১৯১০এ Serbiaতে জন্ম, ১৯২৯এ Irish Order of Loreto Nunsএ যোগদান, দার্জিলিংএ আগমন শিক্ষিকা হয়ে, ১৯৩৭এ কলকাতায় স্থানান্তর মাদার টেরিজার। কলকাতার দারিদ্র্য পীড়া দেয় মাদারকে। ১৯৪৮এ

৩০০ বছরের কলকাতা

➲ ১৬৯০র ২৪শে আগস্ট জোব চার্ণক এলেন হুগলি নদী বয়ে সেকালের সুতানুটি গ্রামে। তাত্ত্বিকরা বিধান দিলেন—জন্ম হল কলকাতার। সেই সুবাদে ৩০০ বছরের জন্মদিন পালিত হল শহর কলকাতার।

➲ ১৬০০ টাকায় কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটি তিন গ্রাম কেনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আজকের লালদিঘির কাছে কলকাতার প্রথম পাকা বাড়ি (লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের) ভাড়া নিলেন সাহেব। অফিস বসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৬৯১এ। সেই থেকে তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়েছে শহর কলকাতা।

➲ ১৭৭৩এ চেন্নাই থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারতে ব্রিটিশরাজের প্রথম রাজধানীর পত্তন (১৭৭৩-১৯১২) কলকাতায়।

➲ ১৮০৩এ কলকাতার উন্নতি বিধানে Improvement Committee গড়লেন Lord Wellesley.

➲ প্রথম ইউনিয়ন জ্যাক কলকাতার আকাশে ওড়ে ১৭০২এ দুর্গ শিরে।

➲ ১৮৪৭এ ৭জন কাউন্সিলার নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি আর ১৮৬৫তে করপোরেশন গঠন কলকাতায়।

➲ ১৭৫৬য় বাংলার নবাব সিরাজের কাছে পতন ঘটলেও ১৭৫৭য় সিরাজকে হারিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সোপান গড়লেন ক্লাইভ।

➲ কলকাতার মূল প্রবেশ তোরণ হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু। কলকাতা ও হাওড়া দুইয়ের মাঝে মেলবন্ধন গড়েছে ১৯৪৩এ তৈরি ১৫০০ × ৭১ ফুটের ক্যান্টিলিভার ব্রিজ। বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম, তবে যাত্রী ও গাড়ি পারাপারে বিশ্বে প্রথম। আর তার আগে ১৮৭৪এ পরপর ভেলা সাজিয়ে Pontoon Bridge গড়ে পাবাপারের সূত্রপাত।

➲ এশিয়ায় পঞ্চম ভারত রাষ্ট্রে মেট্রোর একমাত্র প্রচলন কলকাতায়। ১৯৭২এর ২৯শে ডিসেম্বর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে শিলান্যাস হয়ে ১৯৮৪র ২৪শে অক্টোবর মেট্রোর প্রবর্তন। চলতেও থাকে টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেড ও দমদম থেকে শ্যামবাজার। কালে কালে মেলবন্ধন ঘটে সম্পূর্ণতা পেয়েছে ১৯৯৫র ২৯শে সেপ্টেম্বর। রেলও চলছে দীর্ঘ ১৬½ কিমি পথে দমদম থেকে টালিগঞ্জে ৩৩ মিনিটে। কলকাতা দর্শনে পাতাল ভ্রমণ আজ অন্যতম।

➲ কলকাতাই একমাত্র শহর বৈদ্যুতিক ট্রাম চলছে রাজপথে পাতা লাইন ধরে।

➲ ভারতে প্রথম প্লানেটেরিয়াম—কলকাতায় এম পি বিড়লা প্লানেটেরিয়াম; সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৬২ প্রদর্শন শুরু।

➲ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি নিয়ে বৃহত্তর কলকাতায় ৩৩টি যাদুঘর কলকাতার আর এক গৌরব।

কলকাতা থেকে দূরপাল্লার বাস সার্ভিস

গন্তব্য	ছাড়ার স্থান		ছাড়ার সময়	যাত্রা সময়	ভাড়া
দীঘা	এসপ্লানেড	CSTC	৬-০০, ৬-১৫, ৬-৪৫, ৭-০০, ৭-১৫, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-১৫, ৮-৪৫, ৯-০০, ৯-৩০, ১০-৩০, ১১-০০, ১১-৩০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৩-৪৫, ১৪-৪৫, ২১-১৫, ২১-৪৫, ২২-০০	৪-৩০ ঘন্টা	৩৮ ৫০/ ৪২.৫০ ৫০.০০
			৭-০০, ৭-৩০ নন স্টপ সার্ভিস কেবল শনিবার		৪৭ ০০
দীঘা	ডানলপ	"	৬-৩০	৫-৩০ "	৩৪ ৫০
দীঘা	উল্টোডাঙা	"	৬-৩০	৫-০০ "	৩৩ ০০
দীঘা	গড়িয়া	"	৪-০০, ৪-৩০, ৫-০০, ৬-০০, ৬-১৫, ৬-৩০, ৭-১৫, ৮-২০	৬-০০ "	৩৭ ৫০
দীঘা	এসপ্লানেড	SBSTC	৮-০০ (রকেট)	৬-০০ "	৫০.০০
দীঘা	হাওড়া	CSTC	৫-০০, ৫-৩০, ৬-৫০	৫-৩০ "	
দীঘা	"	SBSTC	৫-১০, ৫-৪০, ৬-১৬, ৯-১৫	৫-৩০ "	
নিউ দীঘা	হাওড়া স্টেশন	"	৫-১৫ থেকে ১৫-৩০এ প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর	৪-৩০ "	৩২ ৫০
দীঘা	বেলঘরিয়া	"	৫-০০, ৫-৩০, ৬-০০, ৭-১৫, ৭-৪৫, ৮-১৫	৫-৩০ "	৩৫ ০০
নিউ দীঘা	হাওড়া স্টেশন	Private	৫—১৮-০০টায় ১৫ থেকে ৪৫ মিনিট অন্তর	৪-৩০ "	৪০ ০০
দীঘা	BBD Bag	রাজ্য পর্যটন	৭-০০	৪-৩০ "	৪০ ০০
চন্দনেশ্বর	এসপ্লানেড	SBSTC	১০-০০ (ভায়া দীঘা)	৬-১৫ "	৩৫ ০০
দীঘা চন্দনেশ্বর	হাওড়া	CSTC	১৩-০০, ১৩-৪৫, ১৪-৪৫	৬-০০ "	
কামারপুকুর	এসপ্লানেড	CSTC	১৫-১৫	৩-১৫ "	২২.০০
জয়রামবাটি	"	"	৬-০০, ৬-৩০, ৭-৩০, ১০-০০, ১৫-৪৫, ১৬-৪৫ ছাড়াও ৬—১০-০০ ও ১৫-৪৫—১৯-৩০এ ১ ঘণ্টা অন্তর নানানমুখী	৩-৩০ "	২৩ ০০
জয়রামবাটি	ডানলপ	"	৬-৪৫,		
বীরসিংহ	হাওড়া স্টেশন	প্রাইভেট	ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিনভর	৪-০০ "	১৫ ০০
বীরসিংহ	এসপ্লানেড	SBSTC	৭-০০, ১৩-০০, ১৭-০০	৪-০০ "	২০ ০০
হারুদ উদ পরেন্ট লট ৮		ভূতল পরিবহণ	৬-১৫, ৭-৩০, ৯-৩০, ১১-৩০, ১৩-৩০, ১৪-৪৫, ১৫-১৫, ১৬-১৫, ১৭-১৫		১৬ ০০
"	"	CSTC	৭-৪০, ৮-৪৫, ১১-২০, ১১-৩০, ১৫-৩০, ১৬-৩০		১৬ ৫০
মায়াপুর	"	NBSTC	৬-৩০, ৭-০০	৬-৩০ "	২৪ ৫০
মায়াপুর	এসপ্লানেড	CSTC	৬-০০, ৭-০০, ১৪-৩০	৬-৩০ "	২৯ ০০
আঁটপুর	বাবুঘাট	CSTC	৭-১৫, ১২-৩০, ১৮-৩০	১-৪০ "	৮ ৫০
আঁটপুর	হাওড়া স্টেশন	প্রাইভেট	৮-০০—১৮-৩০টায় ২০ মিনিট অন্তর		
বাসন্তী	বাবুঘাট	CSTC	৬-০০, ৬-৩০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-৩০, ৮-৪৫, ৯-০০, ৯-১৫, ১০-০০, ১০-৩০, ১১-০০, ১১-৩০, ১১-৪৫, ১৪-৩০, ১৫-৩০, ১৬-৩০, ১৭-০০	২-৩৫ "	১৭ ৫০
গাদিয়াড়া	হাওড়া	প্রাইভেট	৫-৫০ থেকে ২০-০০টায় ৩০ মিনিট অন্তর	৩-৩০ "	৭ ৫০
গাদিয়াড়া	এসপ্লানেড	CTC	৫-১৫ থেকে ১৮-০০টায় ১ ঘণ্টা অন্তর	৩-৩০ "	১৭ ৫০
নূরপুর	এসপ্লানেড	CSTC	৬-১৫, ১০-২০, ১১-০০, ১৩-১৫, ১৬-০০, ১৭-১৫	১-৪৫ "	১১ ০০
নূরপুর	এসপ্লানেড	CTC	৫-৩০—১৯-০০টায় ১ ঘণ্টা অন্তর	" "	১০ ০০
মুকুটমণিপুর	"	CSTC	৬-১৫, ৭-০০, ৯-০০, ২১-০০	১০-০০ "	৫১ ০০/ ৫৬ ০০
মুকুটমণিপুর বাঁকুড়া via	"	SBSTC	২২-০০ (ঝিলিমিলি)	৯-৩০ "	৫৬ ০০
আরামবাগ	"	SBSTC	১০-০০, ১৩-২০, ১৩-৪৫, ১৪-৪৫, ১৫-১৫, ২২-০০	৪-৩০ "	৩৯ ৫০/ ৪৩ ০০
আরামবাগ	"	CSTC	৯-১৫, ১২-৪৫, ১৫-৪৫, ১৭-০০	৪-৩০ "	
হলদিয়া	বেলঘরিয়া	SBSTC	১১-৪০	৪-৩০ "	
হলদিয়া	এসপ্লানেড	প্রাইভেট	৯-৪৫, ১০-৪৫, ১৭-৩০ (রায়চক হয়ে)	৪-৩০ "	
হলদিয়া	এসপ্লানেড	CSTC	৬-৪৫, ৮-০০, ৯-৩০, ১১-৪৫, ১৫-৩০, ১৭-১৫	৩-৩০ "	২৬ ৫০
হলদিয়া	হাওড়া স্টেশন	SBSTC ও প্রাইভেট	দিনভর ৩০ মিনিট অন্তর	৪-০০ "	২৪.০০
রায়চক	এসপ্লানেড	Private	দিনভর		
রায়চক	"	SBSTC	"		৭.৫০
নামখানা	বেলঘরিয়া	SBSTC	৫-০০, ৫-১৫, ৫-৩০, ৬-০০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৪-৪৫ (এসপ্লানেড হয়ে)	"	২০.৫০
বিষ্ণুপুর	এসপ্লানেড	প্রাইভেট	৬-০৫, ৬-৫০, ৮-১৫, ১৩-০৫, ১৩-৩০, ১৫-২০	৪-৩০ "	২৭.০০
বিষ্ণুপুর	"	CSTC	৫-৩০, ৬-০০, ৬-৩০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-১৫, ১০-০০, ১১-৩০, ১১-৪৫, ১২-৪৫, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-২০, ১৬-০০, ১৬-৪৫, ২২-০০		৩৪.০০

বিষ্ণুপুর		SBSTC	৫-১৫, ৫-৪৫, ১১-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৫-১৫, ১৬-১৫, ২১-০০, ২২-০০		৪০ ০০
বারবিল	বাবুঘাট	ORT	৫-৩০ (যোশীপুর/কেওনঝড় হয়ে)		৮৩ ০০
পুরী	"	ORT	১৭-৩০ (কটক/ভুবনেশ্বর হয়ে)	১৪-৩০ "	৯৮ ০০
পুরী	এসপ্লানেড	CSTC	১৬-৩০ "	১৪-০০ "	১০৫.০০
পুতামুণ্ডাই	বাবুঘাট	ORT	১৬-০০ (ভুবনেশ্বর/পুরী হয়ে)	১৫-০০ ঘণ্টা	
বারিপাদা	বাবুঘাট	ORT	১৬-৩০ ছাড়াও ১২ বাস	৭-০০ "	৪০ ০০
চাঁদবালি	"	ORT	১৮-০০		৮৪ ০০
চাঁদবিল	এসপ্লানেড	ORT	১৮-০০	১২-০০ "	৭১ ০০
সিংপুর	"	ORT	১৭-০০ (যাজপুর টাউন হয়ে)		৬০.০০
রাজগীর	এসপ্লানেড	CSTC	১৫-৩০ (নওদা হয়ে)	১৩-০০ "	১০৬.০০
রাজগীর	বাবুঘাট	BST	১৭-০০ " "	১৪-০০ "	৭৭ ৪০
বিহার শরীফ	বাবুঘাট	BST	১৭-০০	১৪-০০ "	৭৭ ৪০
নওয়াদা	"	BST	১৭-০০	১৫-০০ "	৭০ ৯০
দেওঘর	"	BST	৮-০০	১১-০০ "	৭৫ ০০
দেওঘর	এসপ্লানেড	CSTC	৮-০০	১১-৩০ "	৭৬ ০০
হাজারীবাগ	এসপ্লানেড	CSTC	৬-৪৫ (আসানসোল/বাগোডর হয়ে)	১০-৩০ "	৬০ ০০
হাজারীবাগ	বাবুঘাট	BST	১৯-০০	১১-০০ "	৫৭ ০০
ছাপরা	বাবুঘাট	BST	৮-৩০ (হাজারীবাগ হয়ে)	২৪-০০ "	৮০ ৬০
রাঁচি	এসপ্লানেড	CSTC	৭-১৫ (ঘাটশিলা হয়ে)	৯-৪০ "	৮৩ ০০
রাঁচি	বাবুঘাট	BST	২০-০০	১০-০০ "	৭৫ ০০
দুমকা	বাবুঘাট	BST	১৯-৩০ (সিউড়ি/মসানজোড় হয়ে)	১০-৩০ "	৪১ ৪৫
গিরিডি	"	BST	১৮-০০, ১৯-৩০ (জমুই/দুর্গাপুর/গোভিনপুর হয়ে)	১১-০০ "	৫১ ০০
ফুন্টসোলিং	এসপ্লানেড	BGTS	১৯-০০ বুধবার ছাড়া (জলদাপাড়া হয়ে)	১৫-০০ "	২০৫ ০০
জয়গাঁও	"	WBTDC	১৮-০০ (একই পথে)	১৮-০০ "	১৮০ ০০
জয়গাঁও	"	CSTC	১৮-০০	১৭-০০ "	১৮০ ০০
গ্যাংটক	এসপ্লানেড	SNT	১৯-৩০	১৬-৩০ "	২১০ ০০
শান্তিনিকেতন	"	CSTC	৯-০০		৪১ ৫০
বক্রেশ্বর	"	CSTC	৬-৩০, ১৮-৩০	৬-০০ "	৪২ ০০
বহরমপুর	"	NBSTC	৬-৪৫, ১২-০০, ১৩-১৫, ১৫-৩০	৫-০০ "	৩৭ ০০
বহরমপুর	"	CSTC	৬-৩০, ৯-১৫, ছাড়াও উত্তরবঙ্গের নানান বাস	৫-০০ "	৩৭ ০০
রামপুরহাট	"	CSTC	৭-০০, ৯-০০ (বহরমপুর হয়ে)	৮-০০ "	৫১.৫০
খেজুরিয়াঘাট	"	CSTC	৮-১৫ (বহরমপুর/ফরাক্কা হয়ে)		৫৫ ৫০
ফরাক্কা	"	CSTC	১০-৩০, ১২-০০ (বহরমপুর হয়ে)	৭-৩০ "	৫৪ ০০
হাজারদুয়ারী	"	CSTC	৫-৪৫ " "	৫-০০ "	৪৫ ০০
বনগাঁও	"	প্রাইভেট	৬-১০—১৭-৪০ ঘণ্টায় ঘণ্টায় (বারাসাত/অশোকনগর হয়ে)		১৪ ০০
রায়গঞ্জ	"	NBSTC	৫-০০, ৬-০০, ৭-৩০, ৮-০০, ২১-০০, ২১-৩০ (রকেট), ২২-০০ (মালদহ হয়ে)	১২-০০ "	৭৭ ০০ ৯৫ ০০
রায়গঞ্জ	"	CSTC	৬-৩০, ৭-৪৫, ১৯-৩০	১২-০০ "	৮৪.৫০/ ৯৩ ০০
চাঁচোল	"	NBSTC	৫-৩০, ২১-০০ (সুপার), ২১-৩০ রকেট)	১১-৩০ "	৬৫-৯৪
শিলিগুড়ি	"	CSTC	৪-১৫, ১৬-০০, ১৮-০০, ২০-০০		১৩২ ৫০/১৫২.০০
শিলিগুড়ি	"	SBSTC	৪-৪৫, ৬-১৫, ১৭-৩০, ২০-০০	১২-০০ "	১১৯ ০০/ ১৪৭ ০০
শিলিগুড়ি	"	NBSTC	৬-০০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০ ২০-০০, ২০-০০	১৩-০০ "	১২৪ ০০ ২৫০ ০০
শিলিগুড়ি	উল্টোডাঙ্গা	NBSTC	১০-৩০, ১৮-৩০ ও ২০-০০ (রকেট), ১৮-৩০ ছাড়াও নানান	১৩-০০ "	১০৭ ০০ ১৪২.০০
দার্জিলিঙ	উল্টোডাঙ্গা	NBSTC	১৮-০০	১৬-০০ "	১৭৫ ০০
কোচবিহার	"	NBSTC	১৪-০০ এক্স, ১৮-০০, ২০-০০ (রকেট)	১৬-০০ "	১৬৫.০০
কোচবিহার	এসপ্লানেড	NBSTC	১৪-০০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০ (ভিডিও), ২০-০০ (রকেট)	১৫-০০ "	১৭২ ০০
মালদহ	এসপ্লানেড	NBSTC	৬-৩০, ৯-০০, ১০-০০, ২১-৩০ (রকেট) ২১-৩০, ২১-৩০ (ভিডিও)	১০-৪৫ "	৬৮.০০ ১০০.০০
মালদহ	"	CSTC	৭-৪৫, ৯-৩০, ১৯-৩০, ২১-৩০, ২২-০০	"	৬৯.৫০/৭৬.০০

এছাড়াও মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে— কল্যাণী, বহরমপুর, কলতা, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, নামখানায়। এমনকি কল্যাণী, বসিরহাট, নামখানা থেকে সরাসরি দীঘারও বাস মেলে। বাস যাচ্ছে গোলপার্ক, এসপ্লানেড থেকেও নানান প্রাইভেট সংস্থার দীঘায়। ছুটির দিনগুলিতে নন স্টপ সার্ভিসে বিশেষ বাসও মেলে এসপ্লানেড থেকে দীঘায়। এমনকি নানান প্রাইভেট ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, A/c কোচ শিলিগুড়ি, রাঁচি যাচ্ছে এসপ্লানেড ও হাওড়া স্টেশন থেকে প্রতি সন্ধ্যায়। ওড়িশা রাজ্যের গোপালপুর, আস্কুল, দেওগড়-ও বাস যাচ্ছে কলকাতা থেকে।

➲ আজ আকাশ বিদীর্ণ করে বহুতল বাড়ি ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র দেখা গেলেও প্রথম বহুতল বাড়ির জন্ম (১৩ তলার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং) ১৯৫৪য় কলকাতায়।

➲ ৩০০ বছরের জন্মোৎসবে যৌতুকও মিলেছে শহর কলকাতার নানান—শহীদ মিনার আলোকিত হয়েছে, প্রতি সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়ার বিপরীতে আলোর ঝরনাধারা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কলকাতা গ্যালারি, ভিক্টোরিয়া অঙ্গনে Son-et Lumiere প্রদর্শনীতে কলকাতার ইতিবৃত্ত, সৌধটিও আলোকমালায় উদ্ভাসিত। তেমনই আর এক যৌতুক এশিয়ার দীর্ঘতম কেবল স্টেড ব্রিজ—দ্বিতীয় হুগলি (বিদ্যাসাগর) সেতু কলকাতার ৩০০ বছরে।

➲ আর উল্লেখ্য যৌতুক Man-of-War জেটিতে গঙ্গাবক্ষে বিশ্বের প্রথম ভাসমান নৌ-বিষয়ক জাদুঘর রিভার গঙ্গা। অর্থাৎ ৩০০ বছরের কলকাতার সচিত্র আখ্যান তুলে ধরেছে ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট।

➲ ৩০০ বছরের আর এক ভেট রোমাঞ্চের সাথে বৈচিত্র্যে ভরা গড়ের মাঠ থেকে আকাশ বিহার। দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছে এয়ারবোর্ন প্রোমোশনস আকাশ বিহারের ব্যবস্থা নিয়ে। ৭ তলা সম বেলুনের নিচে ঝুড়িতে বসে প্রতিবারে ৪ জনার আধ ঘণ্টার প্রমোদ বিহারের টিকিট ২৫০০ প্রতি জনা।

➲ কলকাতার নবতম ভেট পুলিশ মিউজিয়ম। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার কিংসফোর্ডকে মানিকতলার বিপ্লবীদের পাঠানো উপহার বই-বোমা, কানাইলাল দত্তের রিভলভার, দীনেশ গুপ্তর চিঠি, টেগার্ট সাহেবের গাড়ির দরজা ছাড়াও অগ্নিযুগের নানান স্মারক নিয়ে মিউজিয়ম গড়েছে মানিকতলার অদূরেই ডি সি অফিসের চত্বরে। শুধু আগ্নেয়াস্ত্র নয় বাজেয়াপ্ত করা বিপ্লবীদের গোপন নির্দেশ, লিফলেট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ফেলা মাল্টিপল বোম্ব ইউনিটও প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে। প্রদর্শিত হয়েছে ব্ল্যাক ডেপুটির কাল থেকে কলকাতা পুলিশের বিবর্তনের ইতিহাসও মিউজিয়মে।

➲ সর্বশেষ যৌতুক জুলাই ১, ১৯৯৭এ পার্ক সার্কাস এক্সটেনশন-ই এম বাই পাস সংযোগে কলকাতার গর্ব এশিয়ায় প্রথম সায়েন্স সিটি। ড. সরোজ ঘোষের প্রেরণায় ৩ বছরে ৫০ একর জমিতে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞাননগরী তৈরি হয়েছে ডিজনিল্যান্ড সম চোরাবালি থেকে মহাশূন্যের বিজ্ঞানের নানান কারিকুরির মাধ্যমে। দর্শকদের পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। ডায়নামোশন ও স্পেস থিয়েটার দর্শকের বিহ্বল ঘটায়। আর আছে কনভেনশন সেন্টার, মিনি অডিটোরিয়াম, সেমিনার হল, স্যুভেনির হল, ক্যাফেটেরিয়া প্রথম পর্যায়ে গড়া বিজ্ঞান নগরীতে। প্রতিদিন ৯—২১-০০টায় খোলা। কলকাতা দর্শনে একান্তই উচিত হবে দেখে নেওয়া।

When you are in Calcutta

Calcutta State Transport Corporation (CSTC)
Local Service Enquiry ✆ 261970/271212
Long Distance Enquiry CTO ✆ 2481916
Babughat ✆ 2489996
South Bengal State Transport Corporation (SBSTC)
CTO ✆ 5530340/5530440 (10—17-00 hrs)
Esplanade ✆ 2486259
Durgapur ✆ 4662
North Bengal State Transport Corporation (NBSTC)
Ultadanga ✆ 361687/3504766
Esplanade ✆ 2430736
Surface Transport
Esplanade ✆ 4716388/3737
Sikkim Nationalized Transport (SNT)
22 Rabindra Sarani ✆ 268593
Bhutan Govt Bus ✆ 2487734
Railway Enquiry :
Howrah Station ✆ 6603535/2581
Howrah Stn
New Complex ✆ 6602217
Sealdah Station ✆ 3503535
Central Enquiry ✆ 2203535-44
Reservation Enquiry :
Eastern Rly ✆ 135/2203496
SE Rly ✆ 2203500
Train Service
Automatic Announcement ✆ 1331
Information ✆ 131
Computerised Enquiry ✆ 135
Reservation position —Hindi ✆ 137
Reservation position—English ✆ 136
Reservation position—Bengali ✆ 138
Indian Airlines:
City ✆ 26-4433, 26-2548 (9-00 am to 7-00 pm), 26-0730, 26-0810, 26-0870
Reservation: ✆ 26-3135 (7am to 7 pm), ✆ 26-6859
Airport: ✆ 511-9433, 511-9637, 220-4433, 26-7007
Flight Enquiry: ✆ 511-9841-44
Reservation: ✆ 511-9638
Jet : City: ✆ 240-8192, 240-8079
Airport: ✆ 511-8767-87 (Extn: 4263-65), 511-8836 (Dir)
Sahara: ✆ 242-7686/8969.
Vayudoot: City: ✆ 26-0730, 26-0810, (Extn: 4613, 4713)
Airport: ✆ 511-9360/3, 511-8787 (Extn. 4244).
Modiluft : ✆ 299864
Damania Airways: ✆ 4757090
Royal Nepal Airlines:
41, J L Nehru Rd, Cal-16, ✆ 298549
Druk Air (Bhutan)
51 Tivoli Court
1-A, Ballygunj Circular Rd, Cal-19 ✆ 4402419
Bangladesh Biman:
30-C, J L Nehru Rd, Cal-71, ✆ 292844
Automobile Association of Eastern India
13 Promothesh Barua Sarani, ✆ 4755131

কলকাতার বস্তিতে এককভাবে মাদারের মানব সেবা শুরু আর ১৯৫০এ Missionaries of Charity গঠন—আজ ১০০০-এরও বেশি সিস্টার উৎসর্গিত। ৮১টি স্কুল, ৩২৫ ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়, ২৮ ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার, ৬৭ কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র, ৩২ অর্ফান হোম গড়েন মাদার। তিরোধানও ঘটেছে ১৯৯৭-র ১০ই আগস্ট কলকাতায় মাদারের। সমাহিতও হয়েছেন নির্মল হৃদয়ে মাদার। আজও দেশ-দেশান্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন বিশ্বজননী টেরিজাকে মাতৃমন্দির তথা নির্মল হৃদয়ে। বিকালে (১৬—১৮-০০) দেখে নেওয়া যায়।

কলকাতার আর এক গর্ব—ভারতরত্ন, বিশেষ অস্কারে ভূষিত, চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়। ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯২ প্রয়াণ ঘটলেও চলচ্চিত্র, শিল্প ও সাহিত্য সৃজনের মাঝে তিনি আজও ভারত তথা বিশ্বে সমুন্নত শিরে শাশ্বত। নন্দন-এ সত্যজিৎ আর্কাইভ অর্থাৎ চলচ্চিত্র, শিল্প, সাহিত্য তথা ব্যক্তি-জীবনের নানান সম্ভার নিয়ে গবেষণাগার বসেছে। এটিও আজ কলকাতা দর্শনে অন্যতম সংযোজন।

কলকাতায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ৫ দিন ব্যাপী জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা আর অক্টোবর-নভেম্বরে কালীপূজার পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। সারা শহর সেজে ওঠে উৎসবের সাজে। সাময়িক মন্দির তথা প্যান্ডেল গড়ে ওঠে। দেবী আসেন ঝলমলে সাজে কুমোরটুলি থেকে। প্রতিযোগিতা চলে পাড়ায় পাড়ায়—প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা ও দেবীমূর্তিতে। চন্দননগরের কারিগরদের আলোর কারিকুরি মুগ্ধ করে দর্শককে। রাতভর দর্শক চলেন প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে দেবীদর্শনে। বিশেষ গাড়িরও ব্যবস্থা থাকে উৎসবের রাতগুলোতে। স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি, ব্যবসা জগৎ বন্ধ থাকে উৎসবে অংশ নিতে। শেষ দিনের জাঁকজমকপূর্ণ নিরঞ্জন শোভাযাত্রা—সেও এক রমণীয় দৃশ্য। দূর-দূরান্ত থেকে প্রবাসী বাঙালিরা তখন গৃহাভিমুখী। আসেন দর্শকরা দেশ-দেশান্তর থেকে।

আর রয়েছে মন্দির, মসজিদ ও গির্জা—শহরের অলিতে গলিতে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৬৫-৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ২৩৫টি মন্দির গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরে। এদের মধ্যে তীর্থযাত্রী তথা পর্যটকমুখর মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। আর প্রাচীনতম মন্দিরটি রয়েছে উত্তর কলকাতার চিৎপুরে গান ফাউন্ডারি রোডে। জোব চার্ণকের কলকাতা আগমনের ৭০ বছর আগে ১৬২০এ চিতে ডাকাতের হাতে গড়ে ওঠে মন্দির। দেবী এখানে কালী—নাম তার **চিত্তেশ্বরী**। আর প্রাচীনতম মসজিদটি ধর্মতলায় টিপু সুলতানের মসজিদ।

কালীঘাটের কালীমন্দির: দেশময় মন্দির—শিব ও কালীর, তার মধ্যে কালীঘাটের কালীমন্দির অন্যতম। প্রজাদের মঙ্গলার্থে বড়িশার শিবদেব রায়চৌধুরীর হাতে

শুরু হয়ে শেষ হয় পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মীকান্তর হাতে। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি আটচালা এই মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ কালের কবলে আজ নষ্ট হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে জনৈক সন্তোষ রায়ের হাতে সংস্কার হয় মন্দির। আর ১৯৭১এ মন্দিরের তোরণটি তৈরি করেন বিড়লা সংস্থা। সংস্কারও হয় নতুন করে ৯০ ফুট উঁচু মন্দির বিড়লাদের হাতে। তবে, তারও অতীতে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গড়া আদি মন্দিরটি লুপ্ত।

আদি গঙ্গার পাবে কালীঘাটের দেবী কালিকা খুবই জাগ্রতা। ভৈরব তার নকুলেশ্বর। মহাযোগী গোরক্ষনাথ-জীর প্রতিষ্ঠিত দেবীর অধোভাগ দৃশ্যমান নয়। মুখ কালো পাথরে তৈরি। জিভ, দাঁত, হাত, সোনার পাতে মোড়া। দেবীর হাতের খড়্গটি রূপায় তৈরি। মুণ্ডটি রূপার, গলার মুণ্ডমালা সোনা ও রূপায়, মুকুট সোনায় তৈরি। আর রয়েছে রূপার ছাতা ও রূপার চালচিত্র। শিবমূর্তিও রূপায় তৈরি। প্রতি বছর স্নানযাত্রার দিন স্নান করেন দেবী। চোখ বাঁধা রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্নান করান প্রধান পুরোহিত। ৫১ সতী পীঠের এক পীঠও এই মন্দির। সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়ে এখানে। রাসবিহারী এভিন্যুগামী যে-কোনও ট্রামে-বাসে বা মেট্রো রেলে কালীঘাট পৌঁছে মন্দির চলা যায়। পাণ্ডাদের উৎপীড়ন আছে মন্দিরে। ৫০ টাকার টিকিটে দেবী দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থাবও প্রচলন হয়েছে। অদূরে কেওড়াতলা মহাশ্মশান। বাংলার বাঘ আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয় এখানেই—স্মারক সৌধও হয়েছে। ভূকৈলাসের মন্দিবটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি: বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর সংযোগে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। দেবী এখানে সিদ্ধেশ্বরী মাতারূপে পূজিতা। মন্দিরটি বাংলা ৯০৫ সনে তৈরি। অতীতে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিতে দেবীর আশিসে আরোগ্য পেতে অর্ঘ্য নিয়ে ফিরিঙ্গি সাহেবরাও এসেছে মন্দিরে। সেই থেকে ফিরিঙ্গি কালী-বাড়িও বলে থাকে লোকে একে। বিগ্রহটি স্থানীয় পালদের। শিব, কালী, অষ্টধাতুর দুর্গা, শালগ্রাম শিলা, শীতলা, মনসা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, মহাবীর ও দামোদর নারায়ণ শিলাও রয়েছে মন্দিরে।

ঠনঠনিয়া কালীমন্দির: কলেজ স্ট্রিট-মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে শ্যামবাজারগামী বিধান সরণীতে এই মন্দির। বাংলা ১১১০ সনে শঙ্কর ঘোষ তৈরি করান। দেবী এখানে সিদ্ধেশ্বরী, মূর্তি হয়েছে মাটির। প্রতি বৎসরই সংস্কার হয় দেবীমূর্তির। মন্দির সংলগ্ন রয়েছে আটচালা শিবমন্দির। অদূরেই সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মভিটা আর এক তীর্থমন্দির।

সামান্য উত্তরে বিধান সরণীতে ছবি ও ভাস্কর্যে বাংলার লোকশিল্পের প্রদর্শনশালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **আশুতোষ মিউজিয়ম**। পুরাতত্ত্বের নানান সম্ভারও আকর্ষণ বাড়িয়েছে—ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়া প্রথম এই মিউজিয়মে। সোম থেকে শুক্র ১০-৩০—১৬-৩০, শনিবার ১০-৩০—১৫-০০টায় খোলা।

মদনমোহন মন্দির: বাগবাজারের এই মন্দিরকে ঘিরে নানান জনশ্রুতি আছে। আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিং বাগবাজারের গোকুল মিত্রর কাছে ১ লক্ষ টাকা কর্জের বিনিময়ে বন্ধক রাখেন বিগ্রহকে। অকটারলোনি মনুমেন্ট থেকেও উচ্চ ১৭৩০এ গড়া মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন রূপার সিংহাসনে দেড় ফুট উঁচু অষ্টধাতুর দেবতা। ১৮২০-র ভূমিকম্পে মন্দিরটি ধ্বংস পেতে মন্দির হয় নতুন করে। মন্দিরের বাইরের অষ্টভুজাকৃতি ৯ চূড়োর রাসমঞ্চটিও সুন্দর।

পরেশনাথ মন্দির: কলকাতার উত্তর-পুবে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটে (গৌরীবাড়ি) জৈন তীর্থ পরেশনাথ মন্দির। নামে পরেশনাথ হলেও আসলে ১৮৬৭তে রায় বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুরের হাতে তৈরি ২৪ জৈন তীর্থঙ্করের অন্যতম শীতলানাথজীর (১০ম) মন্দির এটি। আর পরের বছর সুখলাল জহুরী গড়ান জৈন শ্বেতাম্বর মন্দির। মন্দির রয়েছে আরও নানান। শ্বেতমর্মরের বিগ্রহ, ক্রিস্টাল, ডায়মন্ড, রুবি, মুক্তা, কোরাল ছাড়াও মূল্যবান সব ধাতু, রঙিন কাচ আর মন্দির স্থাপত্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। শিল্পী গণেশ মুসকরের আঁকা ছবিগুলিও সুন্দর। সারা মন্দিরময় পর্যটক বিমোহন বাগিচা। ফোয়াবা, জলাশয়, রঙিন মাছ, মর্মর মূর্তি, সবকিছু মিলিয়ে নন্দনকানন সম। মন্দিরের মূল মূর্তি শীতলানাথজীর ভালের বিরাটাকার ডায়মন্ডটি দর্শকদের দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায়। রাসপূর্ণিমায় জাঁকালো উৎসব, ঝলমলে মিছিল বেরোয়। ৬—১২-০০ ও ১৫—১৯-০০টায় মন্দির খোলা। বেলগাছিয়া ব্রিজের কাছে **দিগম্বর জৈন মন্দিরটির** পর্যটক আকর্ষণও কম নয়।

নাখোদা মসজিদ: মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে চিৎপুর ধরে দক্ষিণমুখী ৫ মিনিটের পথে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট সংযোগে নাখোদা মসজিদ। অতীতে আকারে ছোট ছিল মসজিদ। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কচ্ছবাসী আবদার রহিম ওসমান ১.৫ মিলিয়ন টাকায় গড়ে তোলেন কলকাতার বৃহত্তম মসজিদ নাখোদা। আগ্রার সিকান্দ্রাতে তৈরি আকবরের সমাধির আদলে ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে লাল বেলেপাথরে রূপ পেয়েছে। পিঁয়াজধর্মী গোলাকার গম্বুজ, ৪৬ মি উঁচু ২টি মিনারেট। ১০০০০ ধর্মার্থী একত্রে নামাজ পড়তে পারেন। মহরমে উৎসবের সাজে সেজে ওঠে এলাকা। সুসজ্জিত দুলদুল সহ তাজিয়া নিয়ে মিছিল বেরোয়—সঙ্গে চলে লাঠি খেলা ও অস্ত্রখেলার প্রদর্শনী।

পাশেই রয়েছে সিঁদুরিয়া পট্টিতে হাফিজ জালাল-উদ্দিনের মসজিদ। আর সুন্দর কারুকার্যময় মুর্শিদাবাদের নবাবের তৈরি মানিকতলায় **কারবালা মসজিদটির** আকর্ষণও

কম নয়। টিপু সুলতানের বংশধরদের তৈরি মসজিদ ১৩টিও উল্লেখ্য। এদের মধ্যে ১৮৪২এ টিপুর পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদের তৈরি ধর্মতলার মসজিদটি টিপু সুলতানের মসজিদ নামে প্রসিদ্ধি।

আর্মেনিয়ান চার্চ: Aga Nazar-এর উদ্যোগে আর্মেনিয়ানদের আর্থিক সাহায্যে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। দ্বিমতে, ১৭২৫এ তৈরি আর্মেনিয়ান চার্চ। এর মুখ্য স্থপতি আসেন সুদূর পারস্য থেকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর্মানি গির্জা নামে খ্যাত। আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের এই চার্চের পাশেই ছিল ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি আর্মেনিয়ানদের উপাসনালয় অর্থাৎ কাঠের চ্যাপেল। জনৈক আর্মেনিয়ান মহিলা রেজা বিবির সমাধিও রয়েছে—সম্ভবত কলকাতায় প্রাচীনতম সমাধি এটি।

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল: শহরের গির্জাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। ময়দানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ভিক্টোরিয়ার বামে প্ল্যানেটেরিয়াম ও রবীন্দ্রসদনের মাঝে ক্যাথিড্রাল রোডে এই ক্যাথলিক চার্চ। ১৮৪৭এ বিশপ উইলসনের উদ্যোগে শুরু হয়ে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইন্দোগথিক শৈলীতে ক্যান্টারবেরি ক্যাথেড্রালের রেপ্লিকা রূপে গড়ে ওঠে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ২৪৭×৮১ ফুট, উচ্চতা ২০১ ফুট। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই অক্টোবর প্রাচ্যের প্রথম Episcopal Church-এর মর্যাদা পায় সেন্ট পলস। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত চুড়োটির সংস্কার হয় সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৩৪এর ভূমিকম্পের ক্ষতকেও সারিয়ে তোলা হয়। বিশপ উইলসনকে উপহার দেওয়া মহারানী ভিক্টোরিয়ার কমিউনিয়ন প্লেটটিও স্থান পেয়েছে সেন্ট পলসে। ক্যাথিড্রালের পুব দেওয়ালের রঙিন কারুকার্য সুন্দর। সূর্যাস্তে পশ্চিমের জানালায় রঙবেরঙের (stained glass) কাচে সূর্যালোকের প্রতিফলন মনোহর। আর ফ্লোরেন্টাইন ফ্রেস্কো দুটি অনবদ্য। নানান বিপ্লবে নিহত ব্রিটিশদের স্মারকরূপে স্ল্যাবও বসেছে দেওয়ালে। যে-কোনও অনুষ্ঠানে ক্যাথিড্রালের হল্ সহ প্রাঙ্গণ ভাড়ায় মেলে। ৯—১২-০০ ও ১৫—১৮-০০টায় খোলা।

সেন্ট জেমস চার্চ: এটি আজ লোকমুখে জোড়াগির্জা নামে খ্যাত। ইন্টালি বাজারের দক্ষিণপাশে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি গির্জা দুটির আকর্ষণও কম নয় পর্যটকদের কাছে।

সেন্ট জনস চার্চ: কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে বি বা দী বাগের দক্ষিণে কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে সেন্ট জনস চার্চ বা পাথুরে গির্জা। জোব চার্ণকের সমাধি অঙ্গনে ১৭৮৪তে শুরু হয়ে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রিক স্থাপত্যশৈলীতে শেষ হয় ১৭৮৭তে। মেঝে হয়েছে গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে আনা পাথরে, চুনার থেকেও পাথর এসেছে। এমনকি এর ১৭৪ ফুট উঁচু চুড়োটিও পাথরে তৈরি। এর আর এক আকর্ষণ দক্ষিণের গলিপথে জোফানির আঁকা তৈলচিত্র *The Last Supper* ছবিটি। চার্চের আর এক আকর্ষণ কলকাতা শহরের স্থপতি, ১৬৯২এর ১০ই জানুয়ারি মৃত, জোব চার্ণকের অষ্টকোণী সমাধিটি ১৬৯৫এ গড়ে ওঠে। ভারতে ব্রিটিশের প্রাচীনতম masonry-ও চার্ণক সাহেবের এই সমাধি। এছাড়াও সমাধি রয়েছে চার্ণক-দুহিতাদের ও ১৭৫৭য় কলকাতা দখলের নায়ক ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সেন্ট জনসে।

শহীদ মিনার: ১৮১৪-১৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশের নেপাল জয়ের স্মারক রূপে গড়া **অক্টারলোনি মনুমেন্ট** ১৯৬৯এ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে নামান্তরিত হয়ে হয়েছে শহীদ মিনার। ময়দানের উত্তর-পুবে ২১৮ ধাপের সিঁড়ি বেয়ে ৫২ মি অর্থাৎ ১৫৮ ফুট উঁচু মিনারে চড়ে শহর কলকাতা সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস, পুলিস হেড কোয়ার্টার্স, ৩য় তল, লালবাজার থেকে *মনুমেন্ট পাস* নিয়ে অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে নিজে উঠছেন—হলফনামা দিয়ে সোম থেকে শুক্রবার উপরে ওঠার অনুমতি মেলে।

যুদ্ধজয়ের নায়ক স্যার ডেভিড অকটারলোনির সম্মানে ১৮২৮এ ৮২টি ১০ ইঞ্চি মোটা ২০ ফুট লম্বা শালবল্লা ৮ ফুট মাটির গভীরে গেঁথে জে পি পারকারের তৈরি মিনারের কলামটি সিরিয়ান, পাদদেশ ইজিপশিয়ান আর ডোমটি হয়েছে তুর্কি স্থাপত্য-শৈলীতে। আলোকিতও হচ্ছে প্রতি রাতে শ্বেত-শুভ্র মিনার। বাসও যাচ্ছে শহর তথা পূর্ব ভারতের দিকে দিকে শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে। বাঁয়ে চৌরঙ্গী রোড তথা জওহরলাল নেহরু রোড, দোকান-পাট, হোটেল, সিনেমা হল, ইংরেজিয়ানার ঢল। শহরের ব্যস্ততম শপিং সেন্টারও এই চৌরঙ্গী। ব্রিটিশের অবর্তমানে পাঁচমিশেলির বাস। লাগোয়া কেনাকাটার মক্কা—**নিউ মার্কেট**।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম—যাদুঘর: ভারতীয় মিউজিয়মগুলির মধ্যে অনন্য সংগ্রহের অধিকারী কলকাতার মিউজিয়ম। এশিয়ার অন্যতম এই মিউজিয়ম যাদুঘর রূপে সমধিক খ্যাত। চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিটের সন্নিকটে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হাল আমলের নানানধর্মী অমূল্য সব সংগ্রহ স্থান পেয়েছে এই যাদুঘরে। আর জুওলজিক্যাল ও জিওলজিক্যাল সংগ্রহের জন্য এর বিশ্বখ্যাতি আছে। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে এর যাত্রা শুরু। আর ১৮৭৮এ ইতালীয় স্থাপত্য রীতিতে রূপ পায় বর্তমানের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ফসিল ও স্টাফড জন্তুর সংগ্রহ—বিশেষ করে তিমির চোয়াল, বৃহদাকার কুমির ও কচ্ছপের ফসিল দুটি উল্লেখ্য। এক কথায় বলা যেতে পারে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপর্যায় প্রদর্শিত হয়েছে কলকাতা যাদুঘরে। চার হাজার বছরের মিশরীয় মমি, ঘর জোড়া উল্কাপিণ্ড তথা এশিয়ার অন্যতম ৪১৪টি সংগ্রহ—বৃহত্তমটির ওজন ৫৬২৮৭ গ্রাম—পতন ঘটে ১৯২০এ, মুদ্রার সংগ্রহ, মূল্যবান জহরত, ১২ ফুট লম্বা কাঁকড়ার ফসিল, শাজাহানের পান্নার পেয়ালা, বুদ্ধের অস্থির আধার—এগুলিও মর্যাদা বাড়িয়েছে সংগ্রহের। খ্রিপূ ২ শতকের Bharhut Gallery, বৌদ্ধ স্থাপত্যের নানানধর্মী ভাস্কর্যের সংগ্রহ Gandhara Gallery-ও উল্লেখ্য।

তেমনই ছবির সম্ভারও মিউজিয়মের আর এক গৌরব। যাদুঘরে ঢুকতেই বাঁয়ের বিক্রয়কেন্দ্রটিও আদরণীয় হবে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা, ✆ 4405435. দর্শনী ২, শুক্রবার ফ্রি, ১২ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন ফ্রি।

১৭৮৪তে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত (ভারতে প্রাচীনতম) **এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল** লাইব্রেরির সংগ্রহও উল্লেখ্য। পার্ক স্ট্রিট-চৌরঙ্গি সংযোগে সংস্কৃত, আরবি, পার্সী, হিন্দী ভাষার ২০ হাজার অমূল্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে কয়েন, জার্নাল, পেইন্টিং রয়েছে। জ্ঞান-পিপাসুদের কাছে এর আকর্ষণও কম নয়। সোম থেকে শুক্রবার ১২—১৯-০০টায় খোলা।

জওহর শিশু ভবন: চৌরঙ্গী-লোয়ার সার্কুলার রোড সংযোগে রামায়ণ, মহাভারত, দেশ-বিদেশের পুতুলের প্রদর্শনশালা নিয়ে জওহর শিশু ভবন। শিশু চিত্ত বিনোদনের নানান পসরার সাথে বিজ্ঞানের মডেলও স্থান পেয়েছে এই শিশু ভবনে। সোম ছাড়া ১২—২০-০০টায় খোলা, ✆ 2483517. প্রবেশমূল্য ২ করে, ১২ বছরের কম ১।

নেতাজী মিউজিয়ম: সামান্য দক্ষিণে এলগিন রোড অর্থাৎ লালা লাজপত রায় সরণীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়িতে অন্তরীণ থাকাকালীন ১৯৪১এ ব্রিটিশের চোখ এড়িয়ে ঐতিহাসিক নিষ্ক্রমণে বের হন সুভাষচন্দ্র। স্মারকরূপে নেতাজীর ব্যবহৃত নানান জিনিস, চিঠি, ছবির মিউজিয়ম বসেছে। এটিও আজ কলকাতা দর্শনে অন্যতম।

এম পি বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম: এটিও কলকাতার অনন্য। চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোড সংযোগে ভিক্টোরিয়ার পুবে রূপ পেয়েছে। ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই প্ল্যানেটেরিয়াম বা তারামণ্ডল ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর। দিগন্তবিস্তৃত দিকচক্রবাল রেখার মতো দু-প্রান্ত মিলেছে মেঝেতে গিয়ে। সাঁচির বৌদ্ধ-স্তূপের ধরনে গোলাকার একতলা এই তারামণ্ডলটির মাঝের ব্যাস ২৩ মি। দিনের বেলায় ছত্রাকার ছাদে নেমে আসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় ধারাভাষ্যে সৌরজগৎকে চিনিয়ে দেওয়া হয় নিয়মিত প্রদর্শনীতে। সপ্তাহের প্রতিদিনই ১২-৩০ থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রদর্শন। ছুটির দিনগুলিতে অতিরিক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও থাকে। দর্শনী ৮ করে, ✆ 2481515. কলকাতা দর্শনে অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। চিত্রে ও ভাস্কর্যে জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রদর্শনও বসেছে অলিন্দে। প্রদর্শনী শুরুর আগেই আসন গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল: প্ল্যানেটেরিয়ামের বিপরীতে ময়দানের দক্ষিণে জানুয়ারি ৪, ১৯০৬এ প্রিন্স অব ওয়েলস, উত্তরকালের রাজা পঞ্চম জর্জের হাতে ভিত্তি স্থাপন। ডিসেম্বর ২১, ১৯২১এ আর এক প্রিন্স ডিউক অব উইন্ডসর উদ্বোধন করেন ভারতের নকল তাজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ১৯০১এ কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ব্রিটিশকে তুষ্ট করতে রাজা-মহারাজাদের দানে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ বছর ধরে ২৬ হেক্টর জমি জুড়ে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মারক রূপে গড়ে উঠেছে শ্বেত মর্মরে ২০০ ফুট উঁচু এই সৌধ। আসলে ভারতে ব্রিটিশরাজ মিউজিয়ম বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহারানীর সংস্পর্শে আসা ৩৫০০ জিনিস প্রদর্শিত হয়েছে এর ২৫টি কক্ষে। ব্রিটিশ স্থাপত্যধারার সাথে মোগলী শৈলীর সমন্বয় ঘটেছে এর স্থাপত্যে। অপূর্ব এর কারুকার্য। প্রেরণা যুগিয়েছে তাজ। পাথরও এসেছে তাজ তৈরিতে ব্যবহৃত রাজস্থানের মারকানা থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ব্রোঞ্জ মূর্তি হয়েছে মহারানীর। আর চূড়োয় ইতালিতে তৈরি ৪.৯ মি উঁচু ৩ টনের ব্রোঞ্জের ঘূর্ণায়মান পরী 'ভিক্টরি' মূর্তি।

আর ভেতরে প্রদর্শিত হয়েছে—ছবি ও মূর্তিতে সেইসব ব্রিটিশ প্রতিনিধি যারা সেকালের ভারত শাসনে অংশ নিয়েছিলেন। প্রদর্শিত হয়েছে জলরঙে আঁকা নানান যুদ্ধকাহিনী, রেখাচিত্রে তৎকালীন কলকাতা, পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৭৬-এ রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়পুর ভ্রমণ, রানীর করোনেশন, আলবার্টকে বিয়ের দৃশ্য, মহারানীর বসন-ভূষণ, গোলাপ কাঠের পিয়ানো, ম্যুরাল অলঙ্করণ, চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপি, গম্বুজের হুইসপারিং গ্যালারি, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মিনি মডেল, সিরাজের কালো-পাথরের সিংহাসন, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ব্যবহৃত ফরাসি কামান, আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও নানান কিছু। প্রাসাদ সংলগ্ন চত্বরটিও কলকাতার হাওয়া-বিলাসীদের কাছে রমণীয়। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন মার্চ-অক্টোবর ১০—১৭-০০, নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি ১০—১৬-০০টায় খোলা মেমোরিয়াল। ✆ 2480953. টিকিট ২; শিশু, ছাত্র, প্রতিবন্ধী ও জওয়ানদের ১ করে। আর দলবদ্ধ ছাত্রদের টিকিট লাগে না।

জানুয়ারি ৬, ১৯৮৭ থেকে টাটা স্টিলের ব্যবস্থাপনায় আলোকসজ্জায় রমণীয় করে তোলা হয়েছে এই সৌধ। সৌধের নবতম (এপ্রিল ১৯, ১৯৯২) আকর্ষণ ফটোপ্রিন্টে ৩০০ বছরের গৌরব-গাথা নিয়ে কলকাতা গ্যালারি। নীল আকাশের নিচে আলো ও ধ্বনির প্রদর্শনী *Son-et Lumiere*-এ কলকাতার ৩০০ বছরের গৌরব ও গরিমার প্রদর্শনীও বসছে সোমবার ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় শীতে ১৮-৪৫/১৯-৪৫এ আর গ্রীষ্মে ১৯-১৫য় বাংলা, ২০-১৫য় ইংরেজি ধারাভাষ্যে ভিক্টোরিয়া অঙ্গনে। টিকিট ৫ ও ১০। ১৬—২০-০০টায় টিকিট মেলে, ✆ 2480953. কিউরেটরের অনুমতিতে দলবদ্ধ ছাত্রদের রিবেট মেলে। বর্ষা ঋতুতে বন্ধ থাকে প্রদর্শন। আর বিপরীতে CESC-র উপহার সঙ্গীতের (বিঠোফেন ও জাতীয় স্তোত্র) তালে তালে Musical Fountain অর্থাৎ ঝরনা ও আলোর মূর্ছনা প্রতি সন্ধ্যায় শহরের অন্যতম আকর্ষণ।

ভাসমান যাদুঘর: তেমনই ৩১শে জুলাই ১৯৯৩এ রূপ পেয়েছে Man-Of-War জেটিতে কলকাতার গঙ্গায় বিশ্বের

প্রথম ভাসমান নৌ-বিষয়ক যাদুঘর **রিভার গঙ্গা**। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দ্বিশতাধিক নানানধর্মী প্রদর্শনের সাথে ৩০০ বছরের কলকাতার সচিত্র ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে ভাসমান জাহাজ রিভার গঙ্গায়। ছোটদের মনোরঞ্জনের নানান ব্যবস্থা। ক্যান্টিনও হয়েছে। সোম ছাড়া প্রতিদিন ১১—১৭-০০টায় খোলা। টিকিট ২্, শিশু ১্।

রেস কোর্স: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিমে রেস কোর্স অর্থাৎ ঘোড়দৌড়ের মাঠ। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর থেকে মার্চ মাসে শনিবারের বারবেলায় আসর বসে রেসের। সারা কলকাতা তখন একমুখী, গন্তব্য তাদের রেসে। ১৮১৯ থেকে Royal Calcutta Turf Club-এর পরিচালনায় বসছে এই আসর। পোলো খেলারও আসর বসে রেস কোর্স ময়দানে।

জুওলজিক্যাল গার্ডেন—চিড়িয়াখানা: ময়দানের দক্ষিণে বেলভেডিয়ার রোড ধরে সামান্য যেতেই কলকাতা চিড়িয়াখানা। জন্ম এর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। বয়সে যেমন প্রবীণ, আকারে ও সংগ্রহেও এটি ভারতে অন্যতম। ৪৫ একর ভূমি জুড়ে রূপ পেয়েছে। এর সরীসৃপের ঘর, সাদা বাঘ, বাঘ ও সিংহের সঙ্করে টাইগন, শিশু উদ্যান, লেকের বুকে পাখির বাসর বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়াও জীবজন্তু এসেছে সারা বিশ্ব থেকে। শীতের দিনে দেশ-দেশান্তর থেকে উড়ে আসা পাখিরাও পরিবেশকে রমণীয় করে তোলে। ১২০০ মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামও বসেছে প্রবেশ দ্বারের বিপরীতে। ছোট বড় সকলের কাছে এর আকর্ষণ অদ্বিতীয়। বৃহস্পতি ছাড়া প্রতিদিন ৯—১৭-০০টায় খোলা, ✆ ৪৭৯১১৫০। তবে, বৃহস্পতিবার ছুটির দিন হলে খোলা থেকে বন্ধ হবে পরের দিন চিড়িয়াখানার দরজা। প্রবেশ মূল্য ৩.০০ টাকা।

অদূরে জাতীয় গ্রন্থাগারের পিছে ১ আলিপুর রোডে ১৮২০এ জন্ম **অ্যাগ্রো হরটিকালচারাল সোসাইটি গার্ডেন**-টিও দেখে নেওয়া যায়। এদের বিশাল নার্সারিটি দেখবার মতো। চেনা-অচেনা হাজারো ফুল ও ফলের গাছের সাথে ম্যাডট্রি, পদ্মভরা পুকুর। ৬৩ বিঘা ব্যাপ্ত জুড়ে সবুজ ওয়েসিস গড়েছে কিনতেও মেলে ফুল-ফলের চারা ছাড়াও বাগিচার টুকিটাকি এদের ফ্লোরিস্ট শপে। এমনকি যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে আপনার হয়ে পৌঁছেও দেয় ফুলের *বোকে* ঈপ্সিত প্রিয়জনের হাতে। শিক্ষা লাভেরও কোর্স চালু। মানুষ ও প্রকৃতি, জীব ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এদের ব্রত। গ্রন্থাগারটিও সোসাইটির আর এক সম্পদ। বৃহস্পতিবার ছাড়া ৭—১০-০০ ও ১৪—১৮-০০টায় খোলা।

জাতীয় গ্রন্থাগার: আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি মেটকাফ হল্-এ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন লর্ড কার্জন। তবে, কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির গোড়াপত্তন তারও আগে ১৮৩৬-এর ২১শে মার্চ। আর ১৯৪৮-এ সেদিনের ইম্পিরিয়াল হয় জাতীয় গ্রন্থাগার। নামের সঙ্গে জায়গারও বদল ঘটল আজকের বেলভেডিয়ারে। তবে বাড়িটি তৈরি হয় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসের (১৮৫৮-১৯১২) জন্য। তবে তারও আগে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের পৌত্র মৃগয়া ভবন গড়ে বেলভেডিয়ারে। ১৭ লক্ষ বই আর ৫ লক্ষ নথিপত্র আছে এর সংগ্রহে। দৈনিক পাঠকের সদস্য সংখ্যা ১৮ হাজার। প্রতিদিন সাতশ থেকে হাজার পাঠক আসেন এর পাঠাগারে। চিড়িয়াখানার দক্ষিণ প্রান্তে বেলভেডিয়ার রোডের উপর এই গ্রন্থাগার। এর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশও সুন্দর।

ফোর্ট উইলিয়াম: গড়ের মাঠ অর্থাৎ মাঠের নিচুতে অষ্টভূজবিশিষ্ট, পরিখা বেষ্টিত গড় বসেছে। গড় তো নয় রীতিমত শহর এক। ১০০০০ জওয়ানের জন্য রয়েছে—প্রমোদ ভবন, সিনেমা হল, বাজার-ঘাট, দোকান-রেস্তোরাঁ, ধোবিখানা, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, স্টেডিয়াম, ডাকঘর, লাইব্রেরি মায় ব্যাঙ্ক পর্যন্ত। ১৭৫৬য় সিরাজের কলকাতা জয়ে পরাজিত ব্রিটিশ Treaty of Alinagar স্বাক্ষর করে আলিনগর অর্থাৎ আজকের আলিপুরে। আর ১৭৫৭য় সিরাজকে হারিয়ে ১৭৫৮য় গোবিন্দপুরে ভিত গেড়ে ১৭৭৩এ ২ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড ব্যয়ে গড়ে তোলে এই গড় ব্রিটিশরাজ। রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে নাম হয় ফোর্ট উইলিয়াম। ৭টি গেট হয়েছে প্রবেশের—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বীর সেনানীদের নামে নাম। ৫৩২ বিঘা জমিতে গড়া পূর্ব ভারতের প্রহরী ফোর্ট উইলিয়ামে ইস্টার্ন কম্যান্ডের সদর দপ্তর বসেছে। তবে খুবই আনন্দ সংবাদ, আজ পর্যন্ত একটিও গোলা খরচ হয়নি শত্রুসেনার জন্য এই গড় থেকে। অফিসার কম্যান্ডিং-এর বিশেষ অনুমতিতে বা বিশেষ বিশেষ দিনে সাধারণের প্রবেশাধিকার মেলে। সম্প্রতি সাধারণ দর্শকের জন্য দ্বার খুলেছে ফোর্ট উইলিয়াম।

মার্বেল প্যালেস: রাজা রাজেন মল্লিক বাহাদুরের একক সংগ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ ভজনার এই মিউজিয়ম। আকারে ও সংগ্রহে সালার জং আরও ব্যাপক হলেও উদ্দেশ্য একই। মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে উত্তরগামী সেন্ট্রাল এভিন্যুতে **মহাজাতি সদন** পেরুতেই **রাম মন্দিরের** বিপরীতে চোরবাগানে ৪৬ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট। উত্তরমুখী বাম হাতে মার্বেল প্যালেস—নামকরণ লর্ড মিন্টোর। স্থপতি এসেছেন দেশ-বিদেশ থেকে। ১২ একর ভূমিতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১২৬ধর্মী মার্বেলে ৫০০০ কারিগরের ৫ বছরের শ্রমে রূপ পায় প্যালেস।

বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি, মর্মর মূর্তি, ঝরনা, অলঙ্কৃত ৮২টি ঘড়ি, কাচের আসবাবপত্রের সংগ্রহ দর্শকদের মুগ্ধ করে। এমনকি রুবেন্সের আঁকা সেন্ট ক্যাথারিনের বিয়ের ছবি, দ্য লাস্ট সাপার, ব্যাটেল অব আমাজনস, হর্সকেয়ার মর্যাদা বাড়িয়েছে সংগ্রহের। সারা বিশ্বের ৯০টি দেশ থেকে আহৃত সেরা সংগ্রহ নিয়ে মার্বেল প্যালেস। কৃত্রিম পাহাড়, পার্ক, মিনি চিড়িয়াখানাও বসেছে পামের ছায়ায় সবুজ

মখমলের লন জুড়ে চত্বরে। উত্তর-পশ্চিমে মিনি লেক, লেকের মাঝে ফোয়ারা—দেবতারাও এসেছেন গ্রিক পুরাণ থেকে। প্রচারের অভাবে দর্শক কম। সোম ও বৃহস্পতিবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। দর্শনী ফ্রি, তবে অনুমতি লাগে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর থেকে। বাসও করছেন মল্লিক পরিবার প্রাসাদের অংশে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি: কলকাতা দর্শনার্থীদের কাছে ঠাকুরবাড়ির আকর্ষণও কম নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই ঘটে এই বাড়িতে। বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ঠাকুর পরিবারের নানান ঐতিহাসিক স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে। *ঘরে বাইরে* লেখার ঘরখানি, *দক্ষিণের বারান্দা* আজও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রতি ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-পূজারীদের সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে আজও। চিৎপুর রোড ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগে এই ঠাকুরবাড়ি। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরও বসেছে। আর বসেছে মিউজিয়ম রবীন্দ্র স্মারক নিয়ে। সোম থেকে শুক্র ১০—১৯-০০, শনিবার ১০—১৩-০০, রবিবার ১১—১৪-০০টায় খোলা। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্ররূপে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রূপ পেতে চলেছে ঠাকুরবাড়ি। পুরাতন পরিকাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে বাতানুকুল সংগ্রহশালা, গবেষণা-গার, গেস্ট হাউস, আর্ট গ্যালারি, লাইব্রেরি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, বাগিচা গড়ে তোলা হচ্ছে। অদূরেই নিমতলা মহা-শ্মশানে কবিগুরুর সমাধি মন্দির। আর আছে আনন্দময়ী কালী, অতিকায় শিবলিঙ্গ নিমতলায়।

রবীন্দ্র সরোবর: শহরের দক্ষিণ প্রান্তে রূপ পেয়েছে এই কৃত্রিম লেক। কিছুকাল আগেও নাম ছিল এর ঢাকুরিয়া লেক। শান্ত সুমধুর লেকের পরিবেশ শহরবাসীকে প্রলুব্ধ করে সকাল-সাঁঝে। লেকের দক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট দ্বীপ। কাঠের সেতুতে পারাপার। সেতু থেকে মাছেদের জলকেলি দেখা সেও এক মনোহর। এছাড়াও লেকের পাড়ে হয়েছে রোয়িং ক্লাব, মূল লেকের দক্ষিণতটে জাপানিজ বৌদ্ধ মন্দির, সুইমিং পুল, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম। আর হয়েছে শিশুচিত্ত বিনোদনের জন্য টয় ট্রেন ও চিলড্রেন্স পার্ক। তেমনই আর এক নবতম আকর্ষণ তার মুক্তমঞ্চ। এদেরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ এই সরোবর। বিপরীতে **বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার**, ১০৯ সাদার্ন এভিন্যু। সোম ছাড়া প্রতিদিন ১৬-৩০—১৯-০০টায় মডার্ন আর্ট ও ভাস্কর্যের নানান সংগ্রহ দেখে নেওয়া যায়। মূর্তিও হয়েছে ৬০ ফুট উঁচু ২০০টন ওজনের ভগবান শ্রীকৃষ্ণর। অদূরেই গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম: গড়িয়াহাট ছেড়ে সৈয়দ আমীর আলি এভিন্যু ধরে পার্কসার্কাসমুখী যেতে গুরুসদয় রোড সংযোগে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম। বিজ্ঞানের নানান কারিকুরি মডেলে প্রদর্শিত হয়েছে। এমনকি কয়লাখনি দর্শনের স্বাদও মেটায় এই মিউজিয়ম। সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

বিড়লা মন্দির: গড়িয়াহাটার অদূরে বালীগঞ্জ পোস্ট অফিসের বিপরীতে কলকাতা দর্শনে আর এক সংযোজন বিড়লা মন্দির তথা রাধাকৃষ্ণ মন্দির। ২৬ বছর ধরে ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৪ কাঠার উপর ১৬০ ফুট উঁচু মন্দির হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬এ। বিষ্ণুপুর ও সোমপুরা শৈলীর সমন্বয়ে তৈরি মন্দিরে বহির্ভাগ পান্না থেকে আনা স্যান্ড স্টোন, অন্দর মারকানার শ্বেত মর্মরে। ইতালিয়ান মার্বেলও ব্যবহৃত হয়েছে ভূষণ বাড়াতে। সনাতন শৈলীর সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সমন্বয়ে গড়া কারুকার্যময় মন্দিরটির ভাস্কর্যে অভিনবত্ব আছে। ভাস্কর এসেছে আগ্রা, মির্জাপুর, মজঃফরপুর থেকে। দরজার উপরে রুপোর কাজ, থামগুলির মাথায় সূক্ষ্ম কাজ, গর্ভগৃহে বেলজিয়াম কাচের ঝাড় অনবদ্য। দেবতা—রাধা, কৃষ্ণ, শিব ও দুর্গা মন্দিরে। গীতার আলেখ্যও মূর্ত হয়েছে মর্মরে। পূজার বিধানেও বৈচিত্র্য আছে। প্রণামী বাক্সে দেওয়া রীতি। তেমনই সাঁঝে ফিলিপস সংস্থার আলোর দ্যুতি ও সুর মায়াজাল গড়েছে। প্রতিদিন ৫-৩০—১১-০০ আবার ১৬-৩০—২১-০০টায় মন্দির খোলা।

রাজভবন: ময়দানের উত্তর প্রান্তে গভর্নর হাউস বা রাজভবন। লর্ড মারকুইস ওয়েলেসলির হাতে ২ মিলিয়ন টাকায় ১৭৯৮-১৮০৫এ লর্ড কার্জনের পূর্বপুরুষদের ডার্বি-শায়ারের বাড়ি কেডলিসটন হল-এর রেপ্লিকারূপে তৈরি। সেই থেকে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের বাস ছিল। নানান দুর্লভ সংগ্রহের সঙ্গে এর থ্রোনরুমে টিপু সুলতানের সিংহাসনটি রয়েছে। সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই।

বিবাদী বাগ: পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের ব্যবসা জগৎ বসেছে কলকাতায় বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগকে কেন্দ্র করে। অতীতে নাম ছিল এর ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, আরও পরে হয় ডালহাউসি স্কোয়ার। মাঝে তার *ট্যাঙ্ক স্কোয়ার* বা লালদিঘি। জোব চার্ণকের এই ট্যাঙ্ক থেকেই সেকালে জল যেত ভিস্তিতে ব্রিটিশের ঘরে ঘরে। বাগের উত্তর পাড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর **রাইটার্স বিল্ডিংস**। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্লার্ক অর্থাৎ রাইটার্সদের বাসস্থানরূপে তৈরি হয় ১৭৮০তে এই ভবন। পশ্চিমে আধুনিকতার জয়যাত্রা **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক**। পাশেই করিন্থিয়ান শৈলীর পিলারওয়ালা গম্বুজ শিরে ১৮৬৪তে শুরু হয়ে ৪ বছর ধরে গড়া **জিপিও**। ফিলাটেলিক ব্যুরো ছাড়াও ১৯৭৯তে রূপ পেয়েছে GPO লাগোয়া **পোস্টাল মিউজিয়ম**। ডাক ও তার দপ্তরের অতীত ইতিহাস প্রদর্শিত হয়েছে। এদের মাঝে ছিল ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি ব্রিটিশের প্রথম দুর্গ। ১৭৫৬র ২০শে জুন বাংলার নবাব সিরাজ জয় করে নেন দুর্গ। এখানেই ব্রিটিশের মনগড়া অন্ধকূপ হত্যা বা *ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি* অর্থাৎ গার্ড রুমে আশ্রয় নেওয়া শতাধিক (১২৩) ব্রিটিশের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে

মৃত্যু ঘটে। ১৭৫৭র ফেব্রুয়ারি মাসে সন্ধি-চুক্তি মতো কলকাতা ফেরে ক্লাইভের হাতে। GPO-র উত্তর-পুবে দুর্গের ফলকটি আজও দেখতে মেলে। দক্ষিণে **টেলিফোন ভবন**। আর পুবে সওদাগরি অফিস ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর। নতুন করে মূর্তি হয়েছে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের লালদিঘির উত্তরে। তাঁরই পাশে মূর্তি হয়েছে বাংলার তিন বীর সন্তান—বিনয়-বাদল-দীনেশের। আর হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মঙ্গল পাঁড়ের স্মারকস্তম্ভ। দিনের বেলায় খুবই কর্মচঞ্চল থাকে এলাকা। বাস, মিনিবাস, ট্রাম, মেট্রো ও সার্কুলার রেল সংযোগ গড়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে। লঞ্চে জলপথ পেরিয়েও আসছেন অগণিত যাত্রী গঙ্গার এপার-ওপার উভয় পার থেকে। এমনকি লক্ষ লক্ষ যাত্রী পায়ে হেঁটে পাড়ি দিচ্ছেন সম দূরত্বের রেল সংযোগকারী দুই স্টেশন শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে।

বাগের পুবে বেনটিঙ্ক স্ট্রিটে চীনাদের জুতোর দোকান সারি দাঁড়িয়ে। অদূরে টেরেটি বাজার, লাগোয়া অতীতখ্যাত **চায়না টাউন**। চীনারা ট্যাংরায় স্থানান্তরিত হলেও Sea Ip Temple আজও রয়েছে। চীনা বাজার থেকেও চীনা দোকান হটে গেছে। তবে, গুজরাটি জৈন মন্দির, পার্সিদের ফায়ার টেম্পল ও মুসলিম মসজিদ রয়েছে।

ময়দান: এটি কলকাতার অনন্য। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এত ব্যাপক সবুজের সমারোহ ভারত তথা বিশ্বে দ্বিতীয়টি খুঁজে মেলা ভার। উত্তরে নেতাজীর হস্ত সঞ্চালনে যার যাত্রা শুরু দক্ষিণে রেস কোর্স ছাড়িয়ে স্বামীজীর চরণবন্দনায় তার সমাপ্তি। পুবে জনাকীর্ণ চৌরঙ্গি রোড (কালীঘাটের দেবী কালীর পূজারী সাধু চৌরঙ্গীনাথের নামে নাম) পশ্চিমে গঙ্গা। ভারতীয় রাজনীতির মক্কানগরীও এই ময়দান। দিনের শেষভাগে মুখর করে তোলেন রাজনীতিবিদরা ময়দানের আকাশ-বাতাস। যান স্তব্ধ করে মিছিল চলে পায়ে পায়ে কলকাতার দিগ্বিদিক থেকে ময়দানে। এও যেন কলকাতার একান্তই নিজস্ব। জীবন বাঁচাতে ধন্বন্তরির গুণাগুণ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বিক্রেতা—বিশ্বের লণ্ডভণ্ড রোধ করতেও তার বটিকা অব্যর্থ। তেমনই ধর্মকথার আসর বসান সাধু-সন্তর দল ময়দানের দিগ্বিদিকে।

এই বিস্তীর্ণ (৩×১ কিমি) ভূ-ভাগে গড়ে উঠেছে **গড়ের মাঠ**। এরই বুকে বসেছে খেলার জগৎ। বিশ্বনন্দিত ক্রিকেট-স্বর্গ **রঞ্জি স্টেডিয়াম**টিও এই গড়ের মাঠে। ১৮০২এ ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম আসরও বসে ময়দানে। আর ১৯৮৭র ৮ই নভেম্বর বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালও অনুষ্ঠিত হয় ইডেনে। ১৯৯৬র ১৩ই মার্চ সেমিফাইনালও হয়ে গেল আর এক বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইডেন উদ্যানে। তারও পশ্চিমে ১৮৪০এ জন্ম ভ্রমণবিলাসীদের **ইডেন উদ্যান**। অকল্যান্ডের বোন ইডেনের নামে নাম। কলকাতার আর এক গর্ব এশিয়ার বৃহত্তম **নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম**টিও রূপ পেয়েছে এই ইডেনে। বার্মা (মায়ানমার-Myanmar) দেশ জয় বরণীয় করে তুলতে ১৮৫৬য় প্রোম নগরী থেকে লর্ড ডালহৌসী বার্মিজ প্যাগোডা তুলে এনে ইডেনে বসান। প্যাগোডাটি লুপ্ত হলেও সংস্কার হচ্ছে নতুন করে। তবে, ব্যান্ড স্ট্যান্ডটি আজও প্রতি সন্ধ্যায় কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। একটি লেকও সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে উদ্যানের মাঝ দিয়ে।

এরই উত্তর-পশ্চিমে ১৮৭২এ সেরাসেনিক শৈলীতে বেলজিয়ামের ইয়েপ্স টাউন হলের রেপ্লিকা রূপে তৈরি হয়েছে **হাইকোর্ট** ভবন—চুড়োটি তার ৫৫মি উঁচু; তারই পাশে ১৮১৪য় তৈরি ডোরিক স্টাইলে **টাউন হল**, সামনে এর **বিধানসভা** ভবন, তার সামনে **আকাশবাণী**, এগুলিও কলকাতা দর্শনার্থীদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়। আর বাংলার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক **অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস**, **রবীন্দ্র সদন** মুখর হয়ে ওঠে প্রতি সন্ধ্যায় ময়দানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চৌরঙ্গি ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগে ক্যাথিড্রাল রোডে। সোমবার ছাড়া নানানধর্মী প্রদর্শনীর নিয়মিত আসরও (১৫—১৮-০০) বসে অ্যাকাডেমিতে। আর আসর বসে **কলামন্দিরে**, থিয়েটার রোড অর্থাৎ শেক্সপিয়ার সরণিতে। তেমনই বাংলার আর এক কৃষ্টি তার **নন্দন** সৃষ্টি। রবীন্দ্রসদনের পিছনে কলকাতার এই নন্দনকাননে নিয়মিত সাংস্কৃতিক আসর বসছে। নন্দনে সত্যজিৎ আর্কাইভ—সেও আর এক দর্শন। লাগোয়া শিশির মঞ্চ, কলকাতা ইনফর্মেশন সেন্টার; বিপরীতে ক্যালকাটা ক্লাব। কলকাতার আর এক কৃষ্টি বাংলা নাটক। প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিনগুলিতে বিকালে আসর বসে স্টার (বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে গত কিছুকাল বন্ধ); অদূরে রঙমহল (বিধান সরণী); বামহাতি রাজা রাজকিষেণ স্ট্রিটে—বিশ্বরূপা, বিজন, রঙ্গনা, সারকারিণা; মিনার্ভা (বিডন স্ট্রিট); অহীন্দ্র মঞ্চ (বেহালা); তপন, কাশী বিশ্বনাথ, প্রতাপ, নেতাজী, মুক্তঅঙ্গন, সুজাতা, উত্তম, আশুতোষ ছাড়াও আরও নানান মঞ্চে নাটক অভিনয়ের।

এছাড়া কলকাতা ভ্রমণে অবশ্যই উচিত হবে সারা বিশ্বের অন্যতম সাহিত্য বাসর—**কলেজ স্ট্রিট** বেড়িয়ে নেওয়া। এতবড় বই বাজার দ্বিতীয়টি খুঁজে মেলা ভার। পুরনো বই-এর অমূল্য রতন মিলবে প্রেসিডেন্সি কলেজ-রেলিংয়ে। স্কুল, কলেজ, এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিও এই কলেজ স্ট্রিটে। তেমনই রয়েছে ইন্ডিয়ান কফি হাউস বই জগতের শিরোমণি হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিপরীতে। কফির কাপে তুফান তোলে কলকাতার ছাত্র থেকে বিদ্বজ্জনসমাজ দিনভর। এমনকি এই কফি হাউসের অ্যালবার্ট হল-এ ১৮৮৫তে জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনও বসে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সাথে পার্বণ বেড়েছে আরও এক—ময়দানে জানুয়ারির শেষ বুধবার শুরু হয়ে ১২দিন ব্যাপী **কলিকাতা পুস্তক মেলা** মাতোয়ারা করে তোলে কলকাতাকে।

কেনাকাটা: কলকাতার আর এক কৃষ্টি তার মিঠাই সৃষ্টি।

WEST BENGAL
SIKKIM
BHUTAN
NEPAL
DARJILING
JALPAIGURI
ASSAM
MEGHALAYA
BALURGHAT
ENGRAJBAZAR
BANGLADESH
BIHAR
Murshidabad
BAHARAMPUR
PURULIYA
BANKURA
CALCUTTA
Diamond Harbour
Kulpi
ORISSA
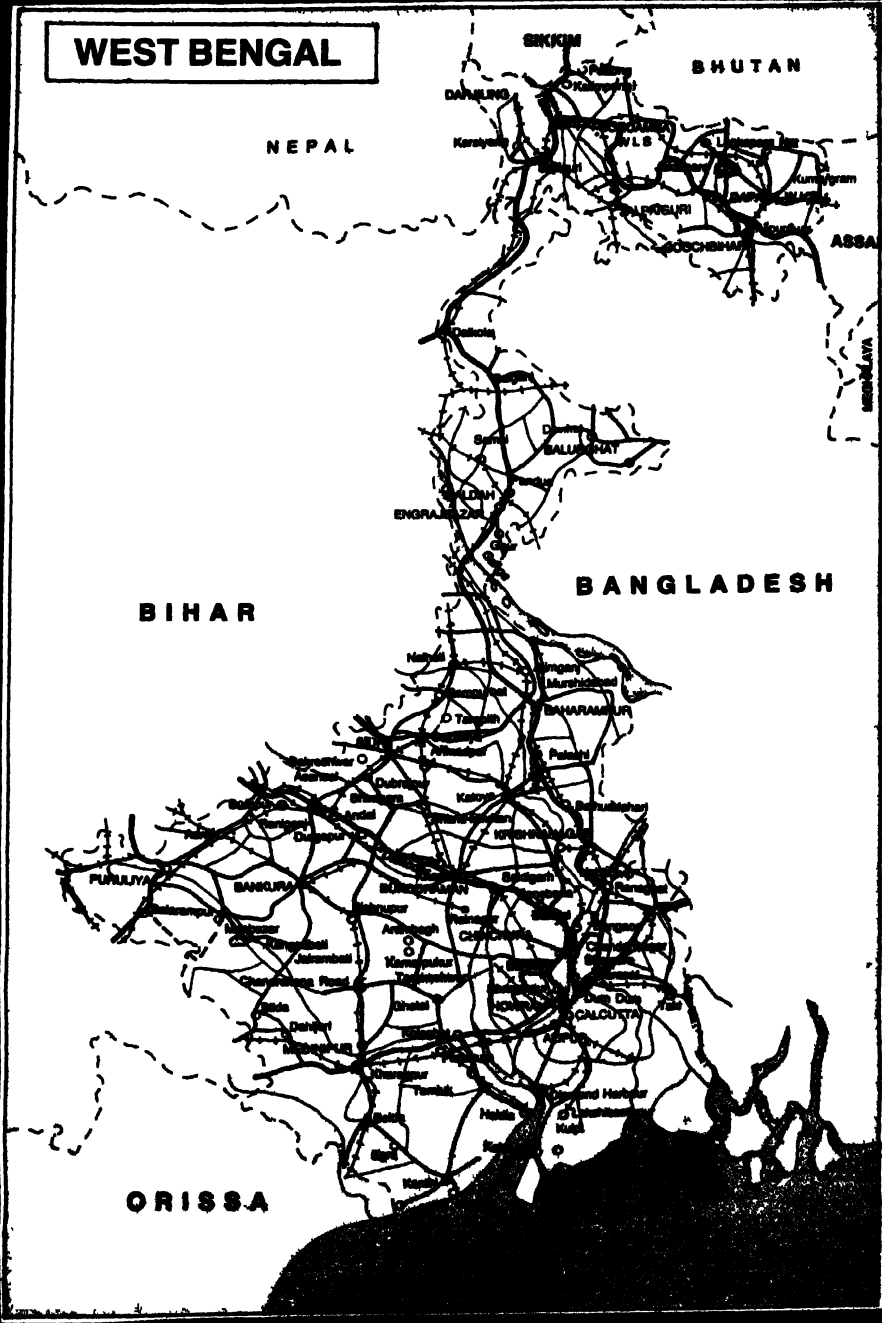
পদ্মপুকুর রোডের বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিকের (ভবানীপুর) সন্দেশ ছাড়াও নানান কিছু, কে সি দাসের রসোমালাই, সন্তোষের (কলেজ স্ট্রিট) দই, শর্মার (গিরীশ পার্ক) রাবড়ি, ভীমনাগের সন্দেশ, চিত্তরঞ্জনের (এ ভি স্কুল) রসগোল্লা, তেওয়ারির গোলাপজাম, নকুড়ের (হেদুয়া) কড়াপাক, গাঙ্গুরামের মিষ্টি দই, অমৃত (শ্যামবাজার)-র মিষ্টি দই আজও রসনা মেটায় কলকাতা ভ্রমণে। তাঁত শিল্পেও বাংলা অদ্বিতীয়। রাজ্য সরকারের তন্তুজ ও তন্তুশ্রী তাঁতজাত বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে বিপণী খুলেছে সারা শহরময়। এদেরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

তেমনই কলকাতার আর এক আকর্ষণ Auction House দর্শন। প্রতি রবিবার সকালে সমাজ-সংসারের A to Z কিনতে মেলে চৌরঙ্গী রোড-পার্ক স্ট্রিট-রাসেল স্ট্রিট এলাকার নানান অকসান মার্টে। ক্রেতারাই দাম নিরূপণ করে এখানে। হাতুড়ি পিটুনির ছন্দের সাথে দামও উঠতে থাকে পছন্দের নিরীক্ষে। কিনতেও মেলে Antique-এর বেড়াজাল ডিঙিয়ে অতীত দিনের নানানকিছু। আগ্রহীরা Modern Exchange. 12-B, Russell St; Russell Exchange. 12-C, Russell St; Dalhousie Exchange. 13-F, Russell St; Suman's Exchange, 2/1, Russell St; Chowringhee Sales Bureau, 12-B, Park St; ছাড়াও নানান।

আগুনের লেলিহান শিখায় (১৯৮৫) পুড়ে যেতে নব সাজে, নতুনভাবে অতীতের পুলিশ কমিশনার স্যর স্টুয়ার্ট হগ স্থাপিত ঐতিহ্যশালী *হগ মার্কেট* তথা নিউ মার্কেট আজ হয়েছে **নিউ নিউ মার্কেট**। কেনাকাটায় আজও অগ্রগণ্য। কার্পেট থেকে হ্যান্ডিক্রাফটস সবই মেলে নিউ মার্কেটের দ্বিসহস্রাধিক দোকানে। তবুও যেন মান ও দামে সাবধানতা পালনীয়। কলকাতার নতুন আকর্ষণ তার *পাতাল বাজার*। সত্যনারায়ণ পার্কের পাতাল বাজারটি ইতিমধ্যেই কলকাতা ভ্রমণার্থীদের কেনাকাটায় আদরণীয় হয়ে উঠেছে। অদূরে **বড়বাজার**—বসন-ভূষণের নানান সম্ভার নিয়ে অভিজাত *রামকানাই রমণীকান্ত পাল*; স্বল্পদূরে কলেজ স্ট্রিটে *ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস* সংস্থা। তেমনই আছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটায় পাঁচ দশকের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রবিপণী *ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লী*। আর এক অভিজাত বস্ত্র বিপণী *আদি ঢাকেশ্বরীর* শাড়ির সম্ভারও উল্লেখ্য। তেমনই ইতিহাস গড়েছে পাজামা-পাঞ্জাবী খ্যাত *কিংবদন্তী, নিউ পাঞ্জাবী স্টোর্স* গড়িয়াহাটায়। আর হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের ২৭টি রাজ্যের এম্পোরিয়ামের সাথে শতাধিক প্রাইভেট মালিকানাধীন দোকানপাটের কমপ্লেক্স—দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কের সন্নিকটে *দক্ষিণাপণ* ও উত্তর কলকাতায় বিধান শিশু উদ্যানের বিপরীতে VIP রোডে *ন্যাশানাল হ্যান্ডলুম হাভেলী*। হস্তজাত শিল্পের কারিকুরির জন্য—মঞ্জুষার নানান বিপণী, রিফিউজি হ্যান্ডিক্রাফট—গড়িয়াহাট-বন্ডেল রোড জং, খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন—চিত্তরঞ্জন এভিন্যু-মিশন রো জং ছাড়াও নানান সংস্থায় চলা যেতে পারে। স্বর্ণালঙ্কারের জন্য চলা যেতে পারে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটে—ডি কে জুয়েলার্স, রাজলক্ষ্মী, সেনকো, বি সরকার জহুরী, পি সি চন্দ্র বা রাসবিহারী এভিন্যুর ক্যালকাটা জুয়েলারীতে। তেমনই বিদেশী পণ্যের নানান সম্ভার মেলে খিদিরপুরের ফ্যান্সী বাজারের দোকানপাটে। এছাড়াও দোকানপাট রয়েছে সারা শহর জুড়ে কলকাতায়। উচিতও হবে মুর্শিদাবাদের সিল্ক, হাতির দাঁতের নানান সম্ভার, বিষ্ণুপুরের বালুচরী, শান্তিপুর ও ধনেখালির টাঙ্গাইল, জামদানি, কাঁথা স্টিচ, বাঁকুড়ার ঘোড়া বাংলা ভ্রমণের স্মারক রূপে সঙ্গী করা। তবে, রবিবার বন্ধ থাকে কলকাতার দোকানপাট।

সল্টলেক সিটি: কলকাতার আর এক আকর্ষণ তার নতুন গড়ে ওঠা উপনগরী **বিধাননগর বা সল্টলেক সিটি**। শহরের উত্তর-পুবে পরিকল্পিত শহর রূপ পাচ্ছে। এরও প্রশস্তি আজ পর্যটকদের মুখে মুখে। নতুন চিলড্রেন্স পার্ক **ঝিলমিল**-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। নব সাজে নতুন রূপে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা হয়েছে ঝিলমিলের। ঝিলমিলের আর এক আকর্ষণ **নিক্কো পার্ক**। ৪০ একর জমি জুড়ে শিশু চিত্ত বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে। টয় ট্রেন, কেব্‌ল কার অর্থাৎ রোপওয়ে, মুনরেকার, ওয়াটার শুটে ছাড়াও আরও কত কি! শিশুদের জন্য জল, ফল ও খাদ্য গ্রাহ্য হলেও সাধারণের সঙ্গে খাবার নেওয়া মানা—আহার মেলে ফুড পার্কে। পার্কের সময়: ১১—২০-৩০টা, রাইডের সময় ১১-৩০—২০-০০টা। টিকিট ২০ করে। এছাড়াও টিকিট লাগে পার্ক অন্দরের নানান দর্শনে। ৫০-এর অধিক দলে কাজের দিনগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% রিবেট মেলে। যোগাযোগ ✆ 334-6052. C-2, T4, C8, MS35, M6, 35-C, S18, S22, 215A এবং সল্টলেকের করুণাময়ী বা ই এম বাইপাসের সুকান্তনগর পৌঁছে নিক্কো পার্কের শাটল্ বাস মেলে। নগরীর আর এক আকর্ষণ এশিয়ার বৃহত্তম **যুব ভারতী** ক্রীড়াঙ্গন ইতিমধ্যেই ক্রীড়া-রসিকদের প্রিয় হয়ে পড়েছে। তেমনই এশিয়ার সর্বপ্রথম ইন্টেলিজেন্ট সিটিও গড়ে উঠছে সল্টলেকে।

সল্টলেকের আর এক আকর্ষণ সবুজ মরূদ্যান—**বনবিতান**। অতীতের সেন্ট্রাল পার্কের অংশ ৫০ একর জুড়ে ১৯৯২-এ রূপ পেয়েছে। করুণাময়ীমুখী বাসে বিকাশভবন নেমে বিপরীতে বনবিতান। বনবিতানের মূল আকর্ষণ U-শেপের ঝিল অর্থাৎ লেক, শীতে দেশী-বিদেশী পাখিরাও আকর্ষণ বাড়ায়। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে, মৎস্য শিকারি-দেরও স্বর্গ এই লেক। প্রবেশদ্বারের বাঁয়ে হাজার দেড়েক গোলাপ গাছে রঙবেরঙের গোলাপের সৌরভ আমোদিত করে। তেমনই চড়ুইভাতিরও স্বর্গ ব্রিজ পেরিয়ে প্যাগোডা দ্বীপ। চিলড্রেন্স পার্কে আবোলতাবোলের চরিত্ররা কসরৎ দেখাতে ব্যস্ত, বিপরীতে প্রিমিটিভ হাউস, রেস্ট রুম

কোজিনুক, কৃত্রিম পাহাড়, রাক্ষসমুখী ঝরনা, চেনা-অচেনা রকমারি গাছের নার্সারি ছাড়াও নানানকিছু আকর্ষণ বাড়িয়েছে বনবিতানের। শীতে যাত্রীর আধিক্য ঘটলেও সারাবছর ধরে চলা যায় বনবিতান। ৮-০০টা থেকে সূর্যাস্তে সাধারণের জন্য দ্বার খোলা। ছোট ও ছাত্রদের রিবেট মেলে দর্শনীতে।

বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে আর এক বরেণ্য অতুল্য ঘোষের উদ্যোগে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ উদ্বোধন করেন **বিধান শিশু উদ্যান**। এটিও আজ কলকাতা দর্শনে উল্লেখ্য। কলকাতার উত্তর-পূব প্রান্তে ভি আই পি রোডে ৬৪ বিঘা জমি নিয়ে রূপ পেয়েছে। শিয়ালদহ-দমদমের মাঝে বিধাননগর রোড রেল স্টেশনের বিপরীতে শিশুদের প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এই উদ্যান। অডিটোরিয়াম, পাঠাগার, খেলাধুলা, অ্যাথলেটিকসের নিয়মিত আসর বসে। এর ফুলবাগিচাটিও সুন্দর। কেবল ছোটদের সাথে বড়দের প্রবেশাধিকার মেলে। তবে গত কিছুকাল এটিও শিকার হয়েছে হাল-আমলের।

বিজ্ঞাননগরী: কলকাতার গর্ব এশিয়ার একমাত্র বিজ্ঞাননগরী রূপ পেয়েছে ই এম বাইপাস ও পার্ক সার্কাস সংযোগে কলকাতা-৭০০০৪৬, ✆ ৩৪৩৪৩৪৩-এ। আজব হলেও বিজ্ঞানের কারিকুরিতে ত্রাস, আনন্দ ও শিহরণে ভরা জুরাসিক অরণ্যে ডায়নোসর, সেরেঙ্গেটির নিবিড় অরণ্যে জীবজন্তু, মহাশূন্যে প্রাণের সন্ধান, টাইম মেশিনে মহাকাশ অভিযান, আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তর, পায়ের তলার মাটি কাঁপছে ভূমিকম্পে, চোরাবালির গোলকধাঁধা, ঘূর্ণিঝড়, বাজনার তালে আলো ঝলমল ফোয়ারার নাচ, চেনা-অচেনা পাখির সাথে প্রজাপতি-পঙ্গপাল-মৌমাছি ছাড়াও আরও কত কি। এমনকি গুহামানবের সঙ্গে পৌঁছে যান সৌর-জগতের নানান গ্রহে। প্রবেশ মূল্য ১০, স্পেস থিয়েটার ৩০, টাইম মেশিন ১০। ছাত্র-ছাত্রীদের রিবেট মেলে কমপক্ষে ৫০ হলে। বাস যাচ্ছে S19, C2, C3, C8, রবীন্দ্রসদন থেকে S23, গড়িয়া-বাগবাজার S2। ছাড়াও নানান বিজ্ঞান নগরী হয়ে। ছুটি ও রবিবার সহ প্রতিদিন ৯—২১-০০টায় খোলা।

দক্ষিণেশ্বর: দক্ষিণেশ্বর আজ তার কালীমন্দিরের জন্য খ্যাত। কাশী চলার পথে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কৈবর্তের মেয়ে জানবাজারের রানী রাসমণি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ একর জমির উপর ১৮৪৭এ শুরু করে ১৮৫৫য় গড়ে তোলেন এই মন্দির। মূল অর্থাৎ নবরত্ন মন্দিরে সহস্র পাপড়ির রৌপ্য পদ্মের উপর শিব দেবী কালীকে বুকে নিয়ে শায়িত। একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে দেবীমূর্তি। আর আছে দ্বাদশ শিব মন্দির গঙ্গার পাড় ধরে। পঞ্চবটি (অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী) বেদীটিও দর্শনার্থীদের নিবিড় শান্তি যোগায়।

সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে। বাসও করতেন রামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে। ঘরটিতে আজও ভক্তজনদের সমাগম ঘটে চলেছে। এছাড়া মন্দির হয়েছে প্রবেশদ্বারে রানী রাসমণির। আর রয়েছে *International Guest House*. লাগোয়া মন্দির হয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর নতুন করে। কল্পতরু বিশেষ উৎসব দক্ষিণেশ্বরে। ৫-৩০—১০-৩০ ও ১৬-৩০—১৯-৩০টায় খোলা মেলে মন্দির।

আদ্যাপীঠ: অদূরেই আর এক হিন্দু-তীর্থ আদ্যামায়ের মন্দির। মানুষকে প্রেম ও আদর্শে দীক্ষিত করতে বাংলা ১৩৪০এ শুরু হয়ে ১৩৭৫ সনের মকর সংক্রান্তিতে স্বপ্নে দেখা মন্দির গড়েন শ্রীঅন্নদা ঠাকুর। ৩ চুড়োওয়ালা ধাপে ধাপে ৩ ধাপে গড়া মন্দিরের প্রথম ধাপে উপবিষ্ট শ্রীরাম-কৃষ্ণ, বেদীতে লেখা গুরু। দ্বিতীয় ধাপে ইডেন গার্ডেনের ঝিলে পাওয়া আদ্যামায়ের আদলে পদ্মাসনে শায়িত শিবের বুকে অষ্টধাতুর দেবীমূর্তি, বেদীতে লেখা জ্ঞান ও কর্ম। তৃতীয় ধাপে রাধাকৃষ্ণর যুগল মূর্তি, বেদীতে লেখা প্রেম। সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা আগে মঙ্গলারতি, সকাল ১০-৩০টায় ভোগারতি, সূর্যাস্তের ১½ ঘণ্টা পর শীতলারতি। বছরে ৫২ দিন মঙ্গলারতি থেকে ১২-০০, আবার ১৫-০০টা থেকে শীতলারতি পর্যন্ত খোলা থাকে মন্দির। অন্যান্য দিন পূজাপাঠের কালে দর্শন মেলে। সম্মুখস্থ দর্শন মণ্ডপ থেকে দেখার প্রথা। বাকি সময় দ্বার রুদ্ধ—দর্শনও মানা। দুপুরে ভক্তদের অন্ন প্রসাদ মেলে প্রণামীতে।

এসপ্ল্যানেড থেকে বাস যাচ্ছে শ্যামবাজার হয়ে S17, ৩৪, ৩২ ও মিনিবাস। আর ট্রেন যাচ্ছে শিয়ালদহ থেকে ডানকুনি শাখায় ১৪ কিমি দূরের দক্ষিণেশ্বর হয়ে। অত্যুৎ-সাহীরা যে কোনও বাসে বরানগর বাজার পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানটিও দেখে নিতে পারেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণর নশ্বর দেহ পূতাগ্নিতে বিলীন হয় এই মহাশ্মশানে। ফিরতি পথে রতনবাবু রোড ধরে বামহাতি চন্দ্রকুমার রায় লেনের দশমহাবিদ্যা মন্দিরে দারুনির্মিত দেবী কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা দর্শন করে যেতে পারেন। এমনকি রামকৃষ্ণদেবও আসতেন মাতৃদর্শনে। অদূরে কাশীপুর রোডে ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত উদ্যানবাটি-ও রামকৃষ্ণ-ভক্তদের আর এক তীর্থ। ১ কিমি দূরে মালিপাড়ায় বৈষ্ণব পাটবাড়িও আর এক দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীপাট এসেছেন পাটবাড়ির পুণ্যতীর্থে। মন্দিরে গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ। আর আছে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির ও বৈষ্ণব মিউজিয়ম। শ্রীচৈতন্য-দেবের হস্তাক্ষরও দেখে নেওয়া যায়।

বেলুড় মঠ: দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার অপর (পশ্চিম) পারে জি টি রোডে গড়ে উঠেছে মঠ বেলুড়ে। শহর থেকে দূরত্ব ১০ কিমি আর হাওড়া থেকে ৬ কিমির মতো। বাস ও মিনিবাস যাচ্ছে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া হয়ে। তবে দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণার্থীদের নৌকায় বেলুড় যাওয়াই সুবিধার। নৌকা থেকে ১৯২৭-৩২এ তৈরি বিবেকানন্দ (ওয়েলিংডেন

ব্রিজ) সেতুটির সৌন্দর্যও দেখে চলা যায়। বাসও যাচ্ছে ৫১ ও ৫৬ রুটের দক্ষিণেশ্বর হয়ে বেলুড়ে।

১৮৮৬তে প্রয়াত ঠাকুরের পূত অস্থি ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ স্বামী বিবেকানন্দ কাঁধে করে বয়ে এনে প্রতিষ্ঠা করেন বেলুড়ে। আর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত এই মঠ রূপ পায় সেই পুণ্য ভূমে। মঠের স্থাপত্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন রয়েছে। চার্চ, মসজিদ আর মন্দির—এই তিনের সমন্বয়ে রূপ পেয়েছে বেলুড় মঠ। মঠটি পরিচালনা করেন ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের মূল দপ্তরও এই মঠে। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯০২এর ৪ঠা জুলাই দেহ রাখেন বিবেকানন্দ। সমাধিও হয়েছে মঠপ্রাঙ্গণে। মঠের উত্তর-পুবে গঙ্গার তীরে দ্বিতল বাড়ি—স্বামী বিবেকানন্দ বাস করতেন; স্মারকরূপে স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের প্রদর্শনী বসেছে। আর আছে গঙ্গার পাড়েই ব্রহ্মানন্দ মন্দির, মাতৃ মন্দির, স্বামীজীর মন্দির ও রামকৃষ্ণ শিষ্যদের সমাধি পীঠ।

মঠের আর এক আকর্ষণ (মে ১৩, ১৯৯৪) ন্যাশানাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়মের সহায়তায় গড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিউজিয়ম। শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়াও নানান শিষ্যের স্মৃতিপূত সম্ভারের সাথে তদানীন্তন পরিবেশ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মিউজিয়মে।

আর হয়েছে মঠের মূল প্রবেশ পথ GTRdএ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির। সারদা মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ রামকৃষ্ণ দর্শন অর্থাৎ ছবি ও পুতুলে ঠাকুরের কথামৃত রূপ পেয়েছে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৩-০০ আবার ১৪—১৮-০০টায় ৫০ পয়সার টিকিটে দেখে নেওয়া যায়। মিশনের বিক্রয়কেন্দ্রও বসেছে রামকৃষ্ণ দর্শনের নিচুতে। সকাল ৬-৩০ থেকে ১০-৩০ আবার ১৫-৩০ থেকে ১৯-৩০টায় খোলা থাকে বেলুড় মঠ।

বটানিক্যাল গার্ডেন: শহরের উপকণ্ঠে হাওড়া রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি দক্ষিণে হাওড়া জেলার শিবপুরে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে রূপ পেয়েছে বটানিক্যাল গার্ডেন। ভারতের প্রাচীনতম এই বটানিক্যাল গার্ডেন ১৭৮৬র ৬ই জুলাই কর্নেল কিডের হাতে প্লেজার রিট্রিট রূপে জন্ম নেয়। ২৭২ একর ব্যাপ্ত গার্ডেনে ৩৫০০০ ফুল ও ফল ছাড়াও ১৫০০০ নানানধর্মী গাছ স্থান পেয়েছে। ৬৫ রকম তার বিদেশী। এর মূল আকর্ষণ ২৫০ বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষ। ১৮৬৪-৬৭তে ঘূর্ণি ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির পর মূল গুঁড়িটি ফ্যাঙ্গাস ধরায় ১৯৪৫এ অপসারিত হলেও ২৪½ মি উঁচু ৪০৪ মি (১.২ হেক্টর) ভূমি জুড়ে ১৮২৫টি ঝুরি নেমেছে বিশ্বের বৃহত্তম এই বটবৃক্ষের। তেমনই জলাশয়ের নানান জলজ উদ্ভিদ—সেও আর এক আকর্ষণ। ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকা অর্থাৎ কাঁটা পদ্মের বিশালাকার পাতায় স্বচ্ছন্দে একটি শিশু বসিয়ে রাখা চলে। আর আছে সিসিলি দ্বীপ থেকে আনা ডাবল কোকোনাট বা জোড়া নারকেল, রঙবেরঙের বাঁশ, ব্রাজিল থেকে আনা শাখা-প্রশাখাওয়ালা তালগাছ, ম্যাড ট্রি অর্থাৎ পাগলা গাছ, নানানধর্মী ক্যাকটাস, অর্কিড ও ফুলের সম্ভার। এমনকি চীন থেকে আনা চায়ের গাছ এখানেই প্রথম বড় হয়ে দার্জিলিং ও অসম যায়। সর্পিল গতিতে গার্ডেনের বুক চিরে বয়ে চলেছে লেক। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। বটানিকসের বই-এরও অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে এর লাইব্রেরিতে। তেমনই অফিস লাগোয়া চরক উদ্যানের আয়ুর্বেদিক গাছপালাও উল্লেখ্য। সারাদিনের ছুটি কাটাবার সুন্দর পরিবেশ; চড়ুইভাতিরও আদর্শ জায়গা। চড়ুইভাতির জন্য কটেজও ভাড়ায় মেলে অগ্রিম বুকিংএ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত খোলা থাকে গার্ডেন। শহীদ মিনার থেকে ৫৫ রুটের বাস ও মিনিবাস যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন হয়ে বটানিক্যালে। হাওড়া স্টেশন থেকে ৬১, ৬১এ, ৬২; সল্টলেক থেকে বকুলতলার মিনিবাস যাচ্ছে গার্ডেন হয়ে। CTC-র বাস মেলে শ্যামবাজার, রাজাবাজার, সিঁথি ও ধরমতলা ট্রাম গুমটি থেকে বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে গার্ডেনের। নিজস্ব ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে যাতায়াত সুবিধা। চাঁদপাল বা তক্তাঘাট থেকে ফেরিতেও গঙ্গা পেরিয়ে যাওয়া চলে বটানিক্যালে। অদূরে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

রবীন্দ্র ও বিদ্যাসাগর সেতু: কলকাতা শহরের প্রবেশ তোরণ হাওড়া সেতু। নতুন করে নাম হয়েছে রবীন্দ্র সেতু। কলকাতার পুবে আর হাওড়ার পশ্চিমে প্রবাহিত হুগলি (গঙ্গা) নদীর উপর ১৯৩৯এ শুরু হয়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩এ শেষ হয় এর নির্মাণ। ২১৫০ ফুট দীর্ঘ, ৭১ ফুট প্রস্থ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার সেতুর উচ্চতা ১৯৬ ফুট। ২৬৫০০ টন ইস্পাতে গড়া—থাম নেই একটিও। ৮ সারি গাড়ি চলতে পারে একত্রে পাশাপাশি। এছাড়া রয়েছে পায়ে চলার পথ দুপাশে। ৫৭০০০ গাড়ি আর ২ মিলিয়ন যাত্রী পারাপার হয় বিশ্বের ব্যস্ততম এই সেতু দিয়ে। ১৯৪৩ থেকে গাড়িও চলছে দুদ্দাম বেগে সেতু দিয়ে। তার আগে ১৮৭৪ থেকে নৌকা সাজিয়ে পাটাতন (পনটুন ব্রিজ) গড়ে গাড়ি পেরুত গঙ্গা। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর উপহার। এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে যে-কোন দর্শনার্থীকে মাঝ গঙ্গায় যেতে হবে। গ্রীষ্মের খরতাপে প্রতিদিন ৪ ফুট বেড়ে গিয়ে আবার স্বাভাবিকতা পায় রাতে। সেতুর ছবি তোলা নিষেধ। সেতুর চাপ লাঘব করতে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে ২ কিমি দক্ষিণে ১০ই অক্টোবর, ১৯৯২এ তৈরি হয়েছে এশিয়ার দীর্ঘতম, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কেবল স্টেড ব্রিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় হুগলি সেতু গঙ্গায়। ৪৫৭.২০ মি লম্বা × ১১৫ মি চওড়া এই সেতু ৪টি পাইলন অর্থাৎ স্তম্ভে ১২১টি তারের রশিতে ঝুলন্ত। ভিত এর ১০০ ফুট গভীরে। ৩৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের এক উজ্জ্বল প্রতীক দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু।

তারকাখচিত হোটেলের সংখ্যা সীমিত হলেও সাধারণ হোটেলের অভাব নেই শহর কলকাতায়। বিভিন্ন মানের বিবিধ দামের হোটেল রয়েছে সারা শহরময়। শিয়ালদহ ও হাওড়া দুই রেল স্টেশন ঘিরেই সাধারণ হোটেলের অবস্থান। আর পাশ্চাত্যধর্মী হোটেলের অবস্থান ময়দান অর্থাৎ এসপ্লানেড-এর চারপাশে।

শহর থেকে ১১ কিমি উত্তরে বিমান বন্দরের সন্নিকটে ITDC-র *Airport Ashok*, Netaji Subhas Airport-700052, ✆ 5529111, S ৪২০০ D ৪৭০০ স্যুইট ৭৫০০-৯৫০০; *Air Link GH*, Air Port Gate No 2, 2/11 Jessore Rd-81, ✆ 5118340, S ১৫০ D ২২৫ A/c D ৪৫০; *Continental L*, Air Port Gate No 2, Cal-81, ✆ 5119380, SAB ১৭৫ DAB ২২৫; *Mariot L*, Airport Gate 2, SAB ১২৫ DAB ১৭৫ A/c D ৩৫০; *L Oasis*, Airport Gate-2, SAB ২২৫ DAB ২৭৫ A/c D ৪৫০; *Airways L*, Jessore Rd-81, ✆ 5118280, S ১৭৫ D ২০০ A/c S ২৫০ D ৩০০; *L Titan*, Airport Gate-2, ✆ 5119250, S ১৫০ ১৭৫ D ২০০ ২৫০ A/c S ৩০০ D ৫৫০ ৬৫০; *Raj G H*, Airport Gate No 2, ✆ 5119964, SAB ১৭৫ DAB ২৫০; *VIP GH*, VIP Rd-81, D ২৭৫ A/c D ৪৫০; *Paragon Inn*, 550/1, P K Guha Rd-28, near Airport Gate 1, ✆ 5119743, SAB ১৫০ DAB ২৭৫; *Airport Plaza*, Tarun Sengupta Sarani-79, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *H Banerjee International*, Baguihati, VIP Rd, Cal-59, ✆ 592097; *Titumeer G H*, near Airport, Kaikhalir Morh, ✆ 593438/2401555, SAB ৫০০ DAB ৬০০ A/c S ৬০০-৭০০ D ৬০০-৮৫০; *H Host International*, Tegharia, VIP Rd-59, ✆ 596617, S ৩৯০ D ৫০০ A/c S ৪৫০ D ৭২৫ স্যুইট ১০০০; *Aparna Resorts*, 121 Lake Town, Block B, Cal-89; *North Star H*, 66/1, Dum Dum Rd, Cal-74, ✆ 5514171, S ২৫০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *Airport R H*, Lake Town.

শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকা আলিপুরে তাজ গ্রুপের **Taj Bengal*, 34-B, Belvedere Rd-27, ✆ 2483939, A/c S ১৯০-২০০ D ২১০-২২৫ স্যুইট ২৭৫-৫৫০ US$. কৌলিন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ময়দানের বুকে ধরমতলায় **H Oberoi Grand*, 15 J N Rd-13, ✆ 2492323, A/c S ২০০ D ২২০ US$. পাশেই **Peerless Inn*, 12 J N Rd-13, ✆ 2280301, A/c S ১৭৫০ D ২১৫০ ২৮০০ স্যুইট ৩৫০০; নানানধর্মী আহার্যের সাথে বাঙালি খানাতেও যথেষ্ট সুনাম এদের। **H Hindusthan International*, 235/1, Acharjya J C Bose Rd-20, ✆ 2472394, A/c S ১৩০ D ১৬০ স্যুইট ২৫০ US$; *Sourya Continental H* 233/3 AJC Bose Rd-20, ✆ 2476850, A/c S ৪৯৫ D ৫৯৫ স্যুইট ৬৯৫-৮৯৫; *H Circular*, 177/A, A J C Bose Rd-14, ✆ 2441533, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০ A/c S ৫২৫ D ৬৫০-১০০০। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **Great Eastern H*, 1-3, Old Court House St-69, ✆ 2482311, SAB ৭৮৭ DAB ৯৬৮ A/c S ১২৭১ D ১৮১৫, মিল চার্জ: ভেজ/নন ভেজ ৩৮৫; **Kenilworth H*, 1-2, Little Russel St-71, ✆ 2828394, A/c S ২৪০০ D ২৮০০ স্যুইট ৩৬০০-৪০০০; **Park H*, 17 Park St-16, ✆ 2497336, A/c S ৪৯৫০ D ৫৫৫০ স্যুইট ৬৫৫০-৭৫০০; *H Gulshan International*, 21B, Royd St-16, ✆ 290566, A/c S ৭০০ D ৮০০ ৮৫০; **H Rutt Deen*, 21-B, Loudon St-16, ✆ 2475240, A/c S ৮০০-৮৫০ D ৯৫০-১১০০; *The Astor H*, 15 Shakespeare Sarani-71, ✆ 2429957, A/c S ৯৫০ ১১৭৫ ১১৯৫ D ১০৫০ ১১৭৫ ১১৯৫ স্যুইট S ১২৯৫ D ১৫৫০; *Akash Ganga G H*, 1 Orient Row, near Park Circus Maidan, Cal-17, ✆ 2473341, A16R7, A/c S ৫০০ D ৬৫০ ৭৫০ স্যুইট ৯৫০; *H Restoria*, 13/L, Bright St-17, A/c S ৩২৫-৪৫০ D ৪৫০-৬৭৫ স্যুইট ৬৫০-৮৫০; *Marble Palace GH*, 5, Beck Bagan Row-17, S ৩০০ D ৪৫০ A/c D ৬৫০; *East West GH*, 15 Circus Avenue-17, S ২৫০ D ৩৫০ A/c D ৬০০; *H Executive Tower*, 52 Ananda Palit Rd-14, ✆ 2451348, A/c S ৫৫০ ৭০০ D ৮০০ ৯৫০।

কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ময়দানকে ঘিরে, *H Majestic*, 4/C, Madan St-72, ✆ 271089, S ৬০০ D ৭০০ ৯০০ A/c S ৭০০ ৮০০ ১০০০; *H Holiday Home*, 16 Princep St-72, S ২৪০-২৮০ D ৩৪৫-৩৭০ A/c D ৫১০-৫৫০; *H Prince*, 133/1, S N Banerjee Rd-13, ✆ 2441137, SAB ১৬০ DAB ২০০; *New Lodge H*, 137/11, S N Banerjee Rd-13, S ৭০ ৮০ D ১০০ ২০০; *H Sana*, 6-A, S N Banerjee Rd-87, ✆ 2446210, SAB ২০০ ২৫০ DAB ৩০০ A/c S ৪০০ D ৫০০; একই বাড়িতে *H Raunak*, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ TAB ৩০০; *H Atlantic*, 6-A, S N Banerjee Rd-87, ✆ 2447517, SAB ২০০ DAB ২৫০, একই বাড়িতে A/c D ৪০০; *H Arshi*, DAB ২৫০; *Meena GH*, ✆ 2441696, S ২৪০ D ২৯৫ A/c D ৪৫০; *H Henna*, 6-A, S N Banerjee Rd-87, ✆ 2447421, DAB ২৫০ TAB ৩০০; একই বাড়িতে *H Savera*, opp Society Cinema, ✆ 2451763, SAB ২০০ DAB ২৫০; *Central G H*, (6A), ✆ 2443707, DAB ২৫০ TAB ৩৭৫; **H Shalimar*, 3 S N Banerjee Rd-13, opp USIS Library, ✆ 2485030, A/c S ৫২৫ D ৬৫০-৯৫০; *H Ganga*, (133/1), near Elite Cinema, ✆ 2298449, S ১৬০ D ২২৫ T ৩২৫; *H Paradise*, 5 Lenin Sarani-13, SAB ১৩০ DAB ১৭০-২২৫; একই বাড়িতে *H Kapoor Cottage*, SCB ১২০ SAB ১৮০ DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; **H Regal*, 5 Lenin Sarani-13, ✆ 2282805, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *H Apsara*, 7/7 Lenin Sarani-13, S ১৫০ ২০০ D ২০০ ২৫০; *H Mayur*, 157/C, Lenin Sarani-13, ✆ 271162, S ১৫০ D ২২৫; *H Sunshine*, 167/1 Lenin Sarani-13, ✆ 276868, SAB ১৭৫ DAB ২৫০; *H Basera*, 171A, Lenin Sarani-13, S ১২০ D ১৭৫ ২০০; *H Kapoor*, 172 Lenin Sarani-13, ✆ 278405, SCB ৮০ DCB ১২৫; *H Dinar*, 17 Prafulla Sarkar St-72, DAB ৩০০ A/c D ৪০০; *Central GH*, 18 Prafulla Sarkar St-72, ✆ 274876, S ১৯০ D ২৭৫-৩৫০; *H Capital*, 11-B, Chowringhee Rd-13, ✆ 2450598, S ১৫০-২০০ D ২৫০-৩০০; *H Palace*, 13 Chowringhee Lane-16, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ ৩০০ A/c D ৫৫০; *H Chowringhee*, 1 J N Rd-13, ✆ 2487905, SCB ৮০ SAB ১৫০ DAB ২২৫-২৭৫ TAB ২০০-৩০০;

Raman's GH, 2 J N Rd-13, ✆ 2484105, S ১০০, D ১৭৫, ডর্মি ৪৫; *Kamala Vilas,* 4-B, J N Rd-13, S ১০০, ১৭৫, D ১৪০, ২০০; **Calton H.* 2 Chowringhee Rd-13, AP-S ১৭০-২৫০, D ৩৫০-৪৫০; *Calcutta GH,* 3 Chowringhee Rd-16, DCB ১৫০, DAB ২০০, ২৫০, TCB ২৫০, TAB ৩০০; *H Continental,* 2 Chowringhee Place-13: **Lindsay GH & H,* 8-B, Lindsay St-87, ✆ 2441039, SAB ৪৫০, DAB ৬৫০, A/c S ৬২৫, ৮৫০, D ৮০০-১২৫০; *CKT Inn,* 12/1 Lindsay St-87, A/c S ৪৭৫, D ৬৫০। *Camac GH,* 3F, Camac Court-16 ; ত্রিতারকা সম *H Victoria,* 1-B, Victoria Terrace, off Camac St-17, ✆ 2404063; *H Bel-Air,* 12 Russel St-16; *Metropole H,* 4 Dacers Lane; *Gulshan L,* 115/2, Collin St-16, ✆ 2447599, SAB ১২৫, DAB ২২৫; *H Heera International,* 115 Ripon St-16, ✆ 295954, A/c S ৮০০, ৯০০, ৯৫০, D ১০০০, ১২০০, স্যুইট ১৫০০; *Heera Holiday Inn,* 51 Elliot Rd-16, ✆ 291642, S ২০০, D ৩০০, A/c S ৩৫০-৪৭৫, D ৪০০-৬০০, স্যুইট ৭৫০।

Dr M Ishaque Rd-এ—*East End H,* 9/1, Kyd St-16, ✆ 298921, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c D ৬০০; বিপরীতে *Neelam H,* S ১৭৫, D ২৭৫, A/c D ৪৫০; স্বল্প যেতে *Classic H,* 6/1A, Kyd St-16, ✆ 297390, SAB ১৫০, DAB ২৬০, A/c D ৫৫০; *Waverly H,* 11 Kyd St; *International GH,* 11/1 Kyd St-16, ✆ 291477, SCB ১২৫, SAB ১৫০, DCB ১৭৫, DAB ২০০; *H Crystal,* ✆ 2266400, SAB ৩০০, DAB ৪২৫, A/c D ৭৫০; *H Oscar,* 26-H, Grant St-13, SCB ৯০, DCB ১৩০, SAB ১২০, DAB ১৫০; *H Blue Moon,* 26-H, Grant St-13, ✆ 2285932, SAB ১২৫, DAB ১৭৫; *H Heera,* 28 Grant St-13, ✆ 2288516, SAB ৩০০, DAB ৩৭৫, A/c S ৫৫০, D ৭০০, স্যুইট ৮৫০; *Deluxe L,* 87/B, Grant St-13, SCB ৮০, DCB ১২৫।

অতীতের ফ্রি স্কুল স্ট্রিট বর্তমান Mirza Ghalib St, Cal-16-তে—*Deeba GH,* (18), DAB ১৫০, ২০০; *Continental G H,* (30-A), ✆ 2450663, SCB ১২০, DCB ১৫০, SAB ১৭০, ১৮০, DAB ২০০, ২৫০; *H Green Land,* (33/3), ✆ 295918; *H Shabnam,* (B/33/H/4), ✆ 296061, SAB ১৭০, DAB ২৫০, TAB ৩২৫; *H Deluxe,* (B/33/H/4), ✆ 292703, SAB ১৮০, DAB ২০০; *H Royal Palace,* (30F), ✆ 2455168, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, TAB ৪৫০, A/c D ৪৫০, ৬৫০; *Khaja Habib H,* (33), ✆ 293305, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c D ৫৫০; *H Ruby,* (B/33/H/4), ✆ 297529, D ২৭৫, T ৩২৫; *Hotel VIP International,* (51), ✆ 290345, A/c D ১০৪৫-১০৯৫; *Centre Point GH,* (20), ✆ 2448184, SAB ১৩৫, DAB ১৭৫; *Sonali GH,* (21-A), SAB ২০০, DAB ৩০০, A/c D ৫০০; *H Paramount,* (B/33/H/4), ✆ 290066, S ২৭৫, D ৩২৫। Merquies St-16-য়—*Paradise GH,* (18), ✆ 2450778, SAB ১৫০, DAB ২২৫-২৭৫, TAB ২৭৫-৩২৫, ডর্মি ৬০; *Mansukh GH,* SAB ২২৫, DAB ৩০০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; *Taj L,* (17/1-E), SCB ৬০, SAB ১০০, DAB ১৭৫-২৫০। *H Green Inn,* 17 Rafi Ahmed Kidwai Rd-13, near Majestic Cinema, S ৯০, D ২০০, স্যুইট ৩৫০, A/c ৩৫০/ ৪৫০/ ৬৫০; *H Aafreen,* ✆ 2444146, SAB ১৫০, DAB ২২৫, A/c S ২৫০, D ৩৫০; *Wasim L,* (22), ✆ 2452564, SCB ৭০, DCB ১৪০, DAB ১৫০; *Shaheen L,* (22), S ৫৫-৮৫, D ৯৫-১৫০; *Amina L,* 22 RAK Rd-16, S ১০০, D ২০০; *H Wellesley,* 28 R A K Rd-16, near New Market, ✆ 2449114, D ৫০০, A/c ৬০০, ৭০০। *Calcutta GH,* 3 Cowia Lane-16, ✆ 2447990, DCB ১৩০, DAB ১৫০, ২০০; *Timestar H,* 2 Tottee Lane-16, ✆ 2450028, SAB ১২০, DAB ২০০, TAB ২৫০। *Woodland GH,* 5 Mustaq Ahmed St-16, ✆ 2444201, DCB ২০০, DAB ২৫০।

কলকাতা যাদুঘর লাগোয়া উত্তরে চৌরঙ্গি রোড থেকে ডানহাতি Sudder Street, Cal-16-য়, বেশ কিছু সাধারণ হোটেল—যথেষ্ট পপুলার *Salvation Army Red Shield GH,* ✆ 2450599, DCB ১২৫, DAB ১৫০-৩০০, A/c D ৭০০, ডর্মি ৫০; *H Modern L,* SCB ১০০, DCB ১২০, DAB ২০০; *Times G H,* (3), ✆ 2451796; *Tourist Inn,* (4/1), S ১০০, D ১৫০, F ২৫০; *Hilton H,* (5/A), ✆ 2451512, S ২০০, D ২৭৫, T ৩২৫, স্যুইট ৬০০; লাগোয়া *H Maria,* (5/1), ✆ 2459936, SCB ১০০, DCB ১৫০, SAB ৩০০, DAB ৩৫০, ডর্মি ৬০; *H Astoria,* (6-2/3), ✆ 2450241, A/c S ৬৬০, D ৭৭০; *Hilson H* (4), ✆ 2490864, SCB ১৫০, DCB ২৫০, DAB ৩৫০; সাহেব বাড়িতে সাহেবি পরিচালনায় **Fairlawn H,* (13/A), ✆ 2451510, S ৪০/৪৫, D ৫০/৫৫/৬৫ US$; *H White Hall,* (5/1); **Lytton H,* (14), A/c S ১২৯০, D ১৮০০, ডিলাক্স ২০০০, স্যুইট ২৫০০; বসত বাড়িতে *H Diplomat,* (10), S ১৫০-১৭৫, D ১৭৫-৩০০; *H Plaza,* (10), ✆ 2492435, A/c D ৩৭৫, ৪৭৫, ৭৫০; *Continental GH,* 30-A, Free School St-16, S ৮০, D ১০০-১৭৫; পাশেই Stuart Lane-এ—*Modern L,* (1), DCB ১৫০, DAB ২০০; লাগোয়া একই মানের *H Paragon* (2), SCB ১০০, DCB ১৪৫, DAB ১৬০-২০০; *H Galaxy* (3), DAB ৪৫০, ৫৫০, হোটেল দুটি বিদেশী বাজেট ট্যুরিস্টদের কাছে খুবই পপুলার।

দক্ষিণ কলকাতায়—*H Saptarshi,* 23 Gariahat Rd-29, ✆ 4405907, (বেড এবং ব্রেকফাস্ট) SAB ৩০০, DAB ৪০০, ৪৫০, TAB ৪৩০-৫০০; *South Calcutta H,* 19 S P Mukherjee Rd-25, S ১০০, D ১৬০; *H Swagath,* 37 Hazra Rd-29, ✆ 4756150, SAB ৪০০, DAB ৪৫০, A/c S ৫১৫, D ৫৫০-৬৫০; **H The Samilton,* 37 Sarat Bose Rd-29, ✆ 4648805, S ৩০০, ৪৫০, D ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০, স্যুইট ১১০০; *Chandras GH,* 64 South End Park-29, D ২৭৫-৩৫০, A/c ৪৫০-১৫০০; *Transit House,* Raja Basanta Roy Rd-26, S ৩০০, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; *H Tristar,* 89 Sarat Bose Rd-26, S ১৭৫-২২৫, D ২৭৫-৩৫০; *Anita Luxury GH,* 122/A, Southern Avenue-29, SAB ৩৫০, ৪০০, DAB ৪৫০, ৬০০, A/c S ৬০০, D ৮০০, স্যুইট ৮০০-১০০০; *H Saroj Deep,* 16/1, Hindusthan Rd-29, ✆ 4643895, S ২০০-২৫০, D ৩৫০-৪৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০। আর হতে যাচ্ছে ভাসমান পাঁচতলা হোটেল কলকাতার গঙ্গায়।

International GH, Ramkrishna Mission, Golpark, Calcutta-700029, অনু: The Secretary ✆ 4641303; *H*

Southway, P-401 Keyatala Lane-29, ✆ 4642372, S ২২০, ২৮০, ৩২০, D ৩১০, ৪১৫, ৫০০; *Sharani L.* 1/B, Ramani Chatterjee Rd-29, ✆ 4664826, SCB ২৫০, DCB ২৭৫, SAB ৩০০, DAB ৩৭৫, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *Lake View GH*, 4-D, Panchanantala Rd-29, ✆ 4405495, SCB ১৩৫, DCB ২৫০, SAB ২০০, DAB ৩০০-৩৫০, A/c D ৫৫০; *Atithi GH*, 4-H, Panchanantala Rd-29, ✆ 4408567; DAB ৪৫০, A/c ৮০০; *Golpark GH*, 132-B, Meghnad Saha Sarani-29, ✆ 4640444, SCB ১৪৫, DCB ২৪৫; *H Asia*, 11/A, Jamir Lane-19, S ১০০, D ২০০; *Eldorado GH*, 8 Dover Lane-29, ✆ 4643245, S ১০০, ১৫০, D ২০০, ৩০০; *Dover G H*, 8/1, Dover Lane-29, ✆ 4663446, SAB ১৫০, DCB ২০০, DAB ২৫০-৩৫০, TCB ২৭৫; *Regency G H*, opp Birla Temple, Ballygunj, ✆ 2406848; *Park GH*, 20/C, Gariahat Rd (S)-31, ✆ 4731126, S ১৫৩, D ২০৪-৩০৬; *Sunview GH*, 20/1/1A, Ballygunj Stn Rd-19, SAB ১৫০, DAB ২০০, TAB ২৫০, A/c D ৩০০; *Ballygunj GH*, 19/A, Jatin Das Road-29, DCB ২০০, DAB ২৫০; *H Bliss*, 5 Jatin Das Rd-29, ✆ 4664833, A22R10B4, SAB ২৭০-৩৫০, DAB ৩৪০, ৪১৫, A/c S ৫৩০, D ৬০০; *Maharashtra Niwas*, 15 Hazra Rd, Cal-26, DAB ২২৫; *H Florence*, 53/1/3 Hazra Rd-19, DAB ১৫০-২৫০; *H Siddharth*, 113-1A Hazra Rd-26, ✆ 4555822, DAB ৩০০, ৪০০, ৫০০, ৫৫০; *H Southway*, 128 Hazra Rd-26, ✆ 4553027, SAB ২৯০, DAB ৩৯০; *H Trimoorti*, 24 Royd St-20, S ১৫০, D ২২৫, A/c S ৩০০, D ৩৫০; *H Homelyraj*, 10/2 Monoharpukur Rd, ✆ 4754344, S ৪৭৫; ৫৫০, D ৬২৫, A/c ৬৭৫, ৭২৫, D ৭৫০, ৮২৫; *Kamalavilas*, 73 Rashbehari Ave-26, ✆ 4641960, SCB ১৮৫, DAB ৩৫০, A/c S ৩০০, D ৪৫০, ৪২৫, ৬০০; *H Bliss*, 193/2 R B Ave-19, ✆ 4404637, S ২৬০-৩৫০, D ৩৩০-৪৫০, A/c S ৫৩০, D ৬০০। দক্ষিণ শহরতলী ছাড়িয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে *Omar H Resort*, Diamond Harbour Rd, Joka, ✆ 2427607, A35R23B19, D ৩০০, A/c D ৬০০, স্যুইট ১৮০০; *Palm Village*, Joka-Bhasa, কল বুকিং: ✆ 2421846; শহরের বন্দর এলাকা খিদিরপুরে *Port View GH*, 23 Satya Doctor Rd-23, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৪০০, D ৬৫০। *H Eastern View*, Santoshpur Avenue, near Santoshpur Mini Bus Stand, Cal-75, ✆ 4724462, SAB ১০০, DAB ১৫০, ১৭৫, ২৫০।

আর রয়েছে শিয়ালদহ রেল স্টেশনের বিপরীতে—*Ashoka H*, 133 A J C Bose Rd-14, ✆ 2275904, S ৮০, D ১৩০, ১৪০, ১৫০; *Purna L*, 134/1, A J C Bose Rd-14, SCB ৬৫, DCB ১১৫, DAB ১৫০; *S B Lodge*, 68/A, Sarpentine Lane-14, opp N R S Hospital, DCB ১২৫, DAB ১৩৫; *Tower H*, 27 A P C Rd-9, ✆ 3501680, AP-S ১৩৪, D ২৪০; *Beauty L*, 29, APC Rd-9, DCB ১৫০, DAB ১৮০; *Modern L*, 53/1, Surya Sen St-9, SCB ৪০, DCB ১০০; *Tower L*, 53/A, Surya Sen St-9, SCB ২৮, SAB ৩৫, DCB ৪৮, DAB ৬৫-৮৫; *Central Lodging House*, 6/A, Dr Drbendra Mukherjee Row-9, SCB ৫৫, DCB ৮৫, DAB ১২০; *Paradise L*, 10 Dr Devendra Mukherjee Row-9, SCB ২৭-৩২, DCB ৫২-৬২ ডর্মি ২৪; *New Tajmahal H*, 8/2, A P C Rd-14, SCB ৬০, DCB ১২০; *New Calcutta H*, 12 A P C Rd-9, DCB ১৬০, ডর্মি ৪০; *Purbarag H*, 28 APC Rd-9, opp Sealdah Rly Stn, ✆ 3500553, SCB ৮০, SAB ১০০, DAB ১৭০-২০০; *Santinibas H*, 1 M G Rd-9, DCB ১১০, DAB ১২৫, ডর্মি ৩০; *Anurag*, 2/A, M G Rd-9, SCB ৫০, SAB ৬৬, DAB ১১০; *Pantha Nibas*, 9/1A, MG Rd-9, AP-S ৮৫, D ১৫০; *Kalyani L*, 13 M G Rd-9, ✆ 3515480, SCB ১০০, SAB ১২৫, DCB ১৪০, DAB ১৬০-২৭৫; *Fly-Over L*, 11 M G Rd-9, SCB ১২০, SAB ১৫০, DCB ১৮০, DAB ২০০। ডানহাতি Manindra Mitra Row-৭এ—*H Niketan*, ✆ 3507950, S ৭০, D ১২০, T ১৫০; *Midland H*, S ৫০, ৭০, D ১০০, ১২৫; *H The Cozy*, SCB ৬০, DCB ১০০, SAB ৮৫, DAB ১৩০; *Lovely L*, S ৭০, D ১১০-১২৫; *H De Bengal*, 17 M G Rd-9, S ৮০, D ১২৫; *Palace H*, 31/2, M.G.Rd-9, SCB ১১০, DCB ২০০।

দুই রেল স্টেশন হাওড়া ও শিয়ালদহের সংযোগকারী Mahatma Gandhi Rd-এ—*City Boarding*, 27 M G Rd-9, SCB ৪৫, DCB ৮৫; *Sealdah L*, 152 B B Ganguly St-12, SCB ৪৫, DCB ৬৫, DAB ৮৫; *Santiniketan H*, 16/B, M G Rd-9, ✆ 3501661, SCB ৮০, SAB ১৪০, DCB ১৬০, DAB ২৩০, ডর্মি ৬০; *Bengal Boarding House*, 46/7 MG Rd-9, SCB ৫০, DCB ৮০; *India H*, 62 Surya Sen St-9, SCB ৯০, SAB ১৭৫, DCB ১৫০, DAB ২০০-২৫০; *Hotelliers & Associate*, 37 M G Rd-9, ✆ 3500360, SAB ১২০-১৮০, DAB ১৮০-৩৫০, A/c D ৪৫০; *Ideal Home*, 63/2A, Surya Sen St-9, SCB ৮০-৯০, DCB ১২০-১৫০, DAB ১৮০-২০০, TAB ২৪০; *Lipika Inn*, 68/1 Surya Sen St-9, ✆ 2418222, SAB ২০০, DAB ২০০, ৩০০, A/c S ৩০০, D ৪০০; *Touring G H*, 6-B, Ramanath Mazumdar St-9, ✆ 2416382, SAB ১৫০, DAB ১৭৫, ২০০, ২৫০, ৩০০; *Imperial L*, 28 M G Rd-9, SAB ১৫০, DAB ১৫০, ২২০, ২৫০, ৩৫০; *Paramount Boarding*, 44/3 M G Rd-9, SCB ৩৫, DCB ৬০, FR ৯০; *H Bengal L*, 7 Baithak Khana 1st Lane-9, D ১৩০-১৮০, ডর্মি ৩৫; *H Deluxe*, 145 Raja Rammohan Sarani-9, ✆ 2417004, SCB ৬০, DCB ১০০; *Crown L*, 27/A-C, Amherst St-9, SCB ৪০-৫০, SAB ৭০, DCB ১০০, DAB ১২৫; *H Alkapuri*, 101 M G Rd-7, S ৫০-৬০, D ৮০-৯০; *Raja H*, 8/2 Bhawani Dutta Lane, Cal-73, ✆ 2413827, SAB ২৯০, DAB ৩৭৫, A/c S ৪০০, ৫০০, D ৫৫০, ৬৫০; *Service GH*, 108, M G Rd-7, SCB ৮৫, DCB ১৫০, DAB ২০০, TAB ২৫০; *H Himalaya*, 134/1 M G Rd-7, ✆ 2381961, A15R2, S ৬২৫, D ৭৫০, A/c S ৭৭৫, D ৯০০; *A V Hotels*, 1 Sambhu Mullick Lane-7, ✆ 2387740, S ১৭৫-২৭৫, D ২২০-৩৫০; *Plaza G H*, 6 Botai Dutta St-73, ✆ 250100, SCB ১০০, DCB ১৬০, FR ১৮০; *Kunja H*, 18 Black Burn Lane-73, ✆ 272970, SAB ১০০, DAB ১৫০; *Ambassador GH*, 3/5 Rajmohan St-73, near Krishna Cinema, SCB ৭০, DCB ১৪০, DAB ২১০; *H Samrat*, 144 M G Rd-7, SCB ৭৫, DCB ১২৫; *H Cecil*, opp

Medical College, 52/1/1 College St-73, SCB ৫০৲ DCB ৮০৲; *H Savoy*, 27 Sashi Bhusan Dey St-12, ✆ 273216, SCB ৮০৲ SAB ১৩০৲ DCB ১৫০৲ DAB ২০০৲ A/c D ৩৫০৲; *Tarun H*, 149/2, B B Ganguly St-12, SCB ৩৫-৬৫৲ DCB ৪৫-৮০৲; *Tirupati L*, 126-A, B B Ganguly St-12, SCB ৬০৲ DCB ৮০৲; *Oriental Home*, 135 B B Ganguly St-12, SCB ৬০৲ DCB ১০০৲ SAB ১১০-১৫০৲ DAB ১১০-২৫০৲; *Madhumita H*, 151-B, B B Ganguly St-12, S ৮০৲ ১০০৲।

মধ্য কলকাতায়—*H Embassy*, 27 Princep St-72, ✆ 279040, SAB ৩০০৲ DAB ৩৫০৲ A/c S ৩৭৫৲ D ৫০০-৮০০৲; *Asia GH*, 65 Bentinck St-69, ✆ 276214, S ২১০-২৫০৲ D ৩১০-৩৫০৲; *Central Calcutta H*, 64 Bentink St-69, ✆ 269328, S ৭৫৲ D ১২৫৲; *H Penguin*, 18 Jadunath Dey Rd-12, opp Airlines City Office, ✆ 275312, DAB ২৫০৲ ৩০০৲ TAB ৪০০৲ A/c D ৪০০৲ T ৫০০৲; *H Airlines*, 2 Kapalitala Lane-12, ✆ 264167, S ২৫০৲ ৩৫০৲ D ৪০০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬০০৲; *Broadway H*, 27/A, Ganesh Ch Ave-13, ✆ 263930, SCB ১৯০৲ SAB ২২০৲ DAB ২৭৫-৩২০৲ স্যুইট ৫০০৲; *H Minerva*, 11 G C Ave-13, ✆ 264505, S ৫৫০৲ D ৬০০৲ A/c S ৮০০৲ D ১০০০৲; *Cosmos GH*, 9 C R Ave-72, opp Hindusthan Building, ✆ 261383, SCB ৯০৲ SAB ১৬০৲ DAB ২০০৲ ২৫০৲ ৩২৫৲; একই বাড়িতে *City Heart*, S ২১৫-২৩৫৲ D ৩০০-৩৫০৲ A/c S ৩৬০৲ D ৪০০৲ ৪৫০৲; একই বাড়ির ৪র্থ তলে *H Avenue*, 95/A, C R Ave-72, ✆ 2257337, A/c S ৫৭৫৲ ৭০০৲ ৮৯০৲ ৯৯০৲ D ৬৭৫৲ ৯৯০৲ ১০৯০৲; *Central Imperial H*, 47/A, C R Ave-12, ✆ 274020, SCB ১২৫৲ SAB ১৫০৲ DCB ২০০৲ DAB ২৫০৲; *New Central H*, 90 C R Ave-12, ✆ 272360, SAB ১৬০৲ DAB ২২৫-৩০০৲; *H Ananda Bhawan*, 95 C R Ave-73, ✆ 274014, SAB ১২৫৲ DAB ১৫০-২২৫৲; *Tip Top G H*, 29-B, Rabindra Sarani-73, ✆ 258908, SAB ১১৫৲ DAB ১৫০৲ FR ২৫০৲; *Metro GH*, 52 Rabindra Sarani-73, ✆ 261701; *Star G H*, 44-A, Rabindra Sarani-73, ✆ 276786, SAB ১২৫৲ DAB ২০০৲; *New India GH*, 104 Rabindra Sarani-73, S ৪৫-১০০৲ D ৮০-১৫০৲; *Rajasthan GH*, 19 Zakaria St-73, ✆ 253407, S ১৫০-২৫০৲ D ২৭৫-৩৫০৲ স্যুইট ৪০০-৬০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৭৫৲ স্যুইট ৫০০-৬৫০৲; *H Moon GH*, 17 Zakaria St-73, ✆ 252212, S ২৫০৲ D ৩৫০৲ A/c D ৪৫০-৬০০৲; *Motimahal G H*, 22 Zakaria St-73, DCB ১২৫-২০০৲; *Deluxe G H*, (15), ✆ 254276, SAB ১২০৲ DAB ২২০৲; *H Circular*, 177/A, AJC Bose Rd-14, ✆ 2441533, S ৪২৫৲ D ৫৫০৲ A/c S ৬২৫৲ D ৮০০৲ স্যুইট ১২০০৲; *Executive Tower*, 52 Ananda Palit Rd-14, A/c S ৫০০-৬৭৫৲ D ৬৫০-৮২৫৲; *Larica Holiday Resort*, 11 East Topsia Rd-46, SAB ২৯৫৲ DAB ৪২৫৲ A/c S ৩৯৫৲ D ৬০০৲।

হাওড়া রেল স্টেশনের বিপরীতে—*H Shivam*, P-19 Dobson Lane, Howrah-711101, ✆ 6666071, SAB ১১০৲ DAB ২২৫৲ A/c D ৩৮৫৲; *Ashoka H*, P-24 Dobson Lane-1, ✆ 6665222, DAB ১৭৫৲ A/c S ৪০০৲ D ৫০০৲; *H Cosy*, P-12, Debson Lane-1, SAB ১০০৲ DAB ১৫০৲ A/c D ৩০০৲; *Centaur H*, P-11 Dobson Lane-1, ✆ 6662577, DAB ১৫০৲; *Nataraj H*, 5 Dobson Lane-1, ✆ 6662536, DAB ২৭৫-৩৫০৲ A/c D ৩৮৫৲ ৪৫০৲; *Howrah H*, 1 Mukram Kanoria Rd-1, ✆ 6603877, SCB ৬০৲ DCB ১২০৲ SAB ১০৫৲ DAB ১৮০-২৫০৲ A/c D ৩৫০৲; *New Ashoka H*, 19/1/1/4 Mukram Kanoria Rd-1, ✆ 6663667, SAB ১১০৲ DAB ১৬০৲ ২০০৲ A/c D ৩৫০৲; *H Balaji*, 21 Mukram Kanoria Rd-1, SCB ১০০৲ SAB ১৫০৲ DCB ১৭০৲ DAB ২১০৲ ডর্মি ৬০৲; *H Manish*, P-1 Dobson Lane-1, ✆ 6666317, DAB ৪০০৲ A/c D ৬৫০-৮৫০৲ স্যুইট ৮৫০-১২৫০৲; *H Meghdoot*, P-3A, Dobson Lane, Howrah-1, ✆ 6664018, SAB ১২৫৲ DAB ১৬৫-২২৫৲ A/c D ৩০০৲ ৪০০৲; *H Saket*, 23 M K Rd-1, ✆ 6664054, SCB ১০০৲ SAB ১২৫৲ DCB ১২৫৲ DAB ২২০৲ A/c D ৩৮৫৲; *Bhim Sain H*, 2 Rishi Bankim Ch Rd-1, SCB ৮০৲ SAB ১২০৲ DCB ১৩০৲ DAB ২০০-২২৫৲ TAB ২৫০৲ ডর্মি ৫০৲; *Luxmi L*, 13 Moulana Abul Kalam Azad Rd-1, ✆ 6662976, SCB ৭০৲ DCB ১০০৲ FR ১২০৲; *Banzara L*, M K Rd-1, ✆ 6605444, SCB ৬০৲ DCB ১২০৲; *R S Lodge*, 30 M K Rd-1, SCB ৭০৲ DCB ১৪০৲; *H Akash*, 17 I C Bose Rd-1, SAB ১৬০৲ DAB ২০০৲ A/c D ৩৫০৲; *Vinode L*, 1/1, I C Bose Rd-1, SCB ৪০৲ DCB ৮০৲; *Chandraloke H*, 71 Hari Mohan Bose Rd, SCB ৬০৲ DCB ১২০৲; *Bridge L*, 71 H M Bose Rd-1, SCB ৮০৲ DCB ১৬০৲ SAB ১২০৲ DAB ১৫০-২০০৲ ডর্মি ৪০৲; *Lovely L*, Moulana Abul Kalam Azad Rd (Dobson)-1, ✆ 6662404, SCB ৮৫৲ DCB ১৫০৲ ডর্মি ৪০৲।

এছাড়াও হোটেল রয়েছে আরও নানান সারা শহরময়। আর মেলে *Paying Guest* প্রথায় থাকার ব্যবস্থা কলকাতায়। *Mr Avinash Jain*, 90/C, Alipur Rd, Calcutta-700027, ✆ 2480263, S ৩০০৲ D ৪০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৫০৲; *Mrs P Sen*, 47/A, Lake Avenue-26, ৩ ঘরের সেট ৪০০৲; *Mrs Kalpana Basu*, Arona Villa, 42/150 New Ballygunj Rd-39, ✆ 4409731, S ৩০০৲ D ৪০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৫০৲; *Mr Kamal Roy*, 8/A-1A, Ekdalia Place-19, ✆ 4408030, S ২৫০৲ D ৩০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪০০৲; *Mrs Nandita Sen*, Flat 52, Shalimar Apartment, 42-B, Shakespeare Sarani-71, ✆ 2476834, S ৩৫০৲ D ৪০০৲ A/c S ৪০০৲ D ৫৫০৲; *Mrs Niva Rani Sinha*, Ellora Apartment, Flat-31, Gariahat Rd (South)-68, ✆ 4736624, S ৩০০৲ D ৩৫০৲ A/c S ৪০০৲ D ৪৫০৲; *Smt Saroj Kapoor*, 107/4A, Satyendranath Mazumdar Sarani (Manohar Pukur Rd)-26, S ৩০০৲ D ৩৫০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৫৫০৲; *Mr Rabindranath Sen*, 52-C, Avinash Chandra Banerjee Lane-10, ✆ 3506907, S ২০০৲ D ২৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *Mrs. Manjusree Mukherjee*, 4/B, Gopal Banerjee St-25, ✆ 2483031, S ৩০০৲ D ৩৫০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪০০৲; *Smt K Bhattacharya*, AA-39 Salt Lake-64, ✆ 3375332, S ২৫০৲ D ৩০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৩৯০৲; *Mrs Sajjan Jain*, Geetanjali Buildings, Flat-5G, 8B, Middleton St-71, ✆ 299119, S ৩৫০৲ D ৪০০৲ A/c S ৫০০৲ D ৬০০৲; *Sri Partha Dutta*, 1B-60, Sector-III, Salt Lake City-91, ✆ 3340621, S ২০০৲ D ৩০০৲। এদের সরাসরি বা Govt of

India Tourist Office, 4 Shakespeare Sarani-71, ✆ 2421402-কে যোগাযোগ করে চলাই উচিত হবে।

আর আছে *Shyam Dev Bhakta Dharamshala*, 150 M G Rd-7; *Seth Jamandas Tibrawalia Dharamshala*, 164 C R Avenue-7; *Babulal Dharamshala*, 169/A, M G Rd-7; *Bara Sikh Sangat*, 172 M G Rd-7; *Binani Dharamshala*, 81 Pathuriaghata St-5, অবু: Organiser, Binani Trust, 38 Strand Rd-1; *Dhansukhdas Jaithmull Jain Dharamshala (for Jains)*, 44 Badridas Temple St-4; *Daga Dharamshala*, 41 Kali Krishna Tagore St-6; *Digambar Jain Bhawan Dharamshala*, 10/1 Madan Mohan Burman St-7; *Kalighat Gurudwara*, 31 Rashbehari Avenue-26; *Netram Bazar Dharamshala*, 25 Battala St-7; ছাড়াও নানান ধরমশালা কলকাতায়।

এছাড়া রেল যাত্রীদের জন্য আছে *রিটায়ারিং রুম* শিয়ালদহ ও হাওড়া রেল স্টেশনে। তেমনই ভারতীয় রেলও হোটেল গড়েছে ১১৫ বেডের *রেল যাত্রী নিবাস—যাত্রিক* হাওড়ায়। SE Rly ও Eastern Rly দুই স্টেশনের মাঝে গঙ্গামুখী মনোরম পরিবেশ, DAB ২০০, TAB ২২৫, A/c D ৩০০, ডর্মি ৫০, করে। তবে ঘর পেতে রেল টিকিটও লাগে এদের। বিমান যাত্রীদের জন্য *Air Port Rest House* আছে বিমান বন্দরে। *Automobile Association of Eastern India*, 13 Pramothesh Barua Sarani-তে সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা আছে। *Tollygunj Club*, 120 Deshapran Shasmal Rd, Cal-700033, সাময়িক সদস্য হয়ে রমণীয় পরিবেশে ৪৪ হেক্টর জুড়ে নানান ব্যবস্থা নিয়ে থাকার সুব্যবস্থা, DAB ৪৫০, কটেজ ৭৫০-৮৫০, স্যুইট ১০০০, থেকে। *YMCA*-রও দুটি শাখা আছে ধরমতলা এলাকায়—25 J N Rd ও 42 S N Banerjee Rd-এ; বেডটি-ব্রেকফাস্ট-ডিনার সহ রেট এদের, S ২৫০, D ৩৫০, A/c S ৪৫০, D ৬০০, ডর্মি ১৪০-১৫০; *YWCA*-রও দুটি শাখা—134 S N Banerjee Rd ও 1 Middleton Row-এ; তবে স্বল্পকালীন থাকা এদের পছন্দ নয়, কম পক্ষে সপ্তাহের ভিত্তিতে ঘর মেলে। আর হয়েছে রাজ্য পর্যটনের ৮৬ বেডের *Udayachal T L*, DG Block, Sector II, Salt Lake-91, ✆ 3378246, DCB ২০০, ২৫০, DAB ৩০০, TCB ৩০০, TAB ৩২৫, A/c D ৬০০, ডর্মি ৬০। আর আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসের *ইয়ুথ হোস্টেল* রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালী ও বিধাননগর যুবভারতী স্টেডিয়ামে। শহর থেকে দূরে হাওড়ায় 10 Dr J B Anonda Dutta Lane ✆ 6604338, *Youth Hostel*-এ ডর্মি প্রথায় বেড ১৫। বাস যাচ্ছে শ্যামাশ্রী সিনেমা অর্থাৎ ইয়ুথ হোস্টেল হয়ে ৫২ ও ৫৮ রুটের হাওড়া স্টেশন থেকে।

আহার্যেও বৈচিত্র্য মেলে কলকাতার হোটেল-রেস্তোরাঁয়। তবে, পাঁচমিশেলির ভিড়ে বাঙালির স্বকীয়তা কেন যেন হারিয়ে বসেছে আজ। বাঙালিয়ানার অভাবে দেশী-বিদেশী মেনু সাজিয়েছেন এরা। পাঞ্জাবি, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় মিলের সাথে মোগলাই খানাও মেলে। আর সারা শহরময় আলো-আঁধারির চীনা রেস্তোরাঁ গড়ে উঠলেও চীনা স্বকীয়তা পেতে পূর্ব কলকাতার ট্যাংরায় চলুন। চায়না টাউন থেকে চীনারা আজ ট্যাংরায় স্থানান্তরিত হয়ে উপনিবেশ গড়েছে। কয়েকটি পারিবারিক চীনা রেস্তোরাঁও হয়েছে ট্যাংরায়। চীনা স্বকীয়তার রন্ধন তথা মেনুর রকমফেরে যথেষ্ট খ্যাত এরা। কলকাতার আর এক পপুলার ডিশ—মোগলাই খানা। বাবরের সাথে সমরখন্দ থেকে ভারতে এলেও কলকাতায় আগমন ১৮৫৬য় অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ হয়ে মোগলী কৃষ্টির এই রন্ধন-প্রণালী।

মাছ-ভাতের দেশ বাংলা। মাছেরও রকমভেদ উল্লেখ্য। বিশেষ করে—দই-ইলিশ, ইলিশ-পাতুরি, স্মোকড ইলিশ স্বাদে অতুলনীয়। তেমনই কই মাছের গঙ্গা-যমুনা অর্থাৎ একই মাছের দু'পিঠে দুই স্বাদ—অনবদ্য। রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারি ছাড়াও রকমারি মেনুতে মুখ্য। আহারান্তে মুখমিষ্টিরও নানান ব্যবস্থা। বাংলার নিজস্ব কৃষ্টি পায়েস-মিষ্টান্ন বা সন্দেশ-রসগোল্লা-মিষ্টি দই। তারও পরে মিঠা পানের প্রচলন। মাছের এত রমরমা থাকলেও নিরামিষ আহার্যও অমিল নয়। সকাল থেকে গভীর রাতে ২৫ থেকে ১৫০ টাকায় মিলও মেলে এইসব হোটেলে। তবুও যেন উচিত হবে *Suruchi*, 89 Elliot Rd বা Peerless Inn-এর *Aaheli*, 12 J L Nehru Rd-13-তে বাঙালির নিজস্ব খাবারের স্বাদ নেওয়া। এসপ্লানেড এলাকাকে ঘিরেও নানান হোটেল-রেস্তোরাঁ কলকাতায়। দেশি বিদেশি নানান মেনু এদের খাদ্য-তালিকা জুড়ে। পিয়ারলেস ইন-এর *নিশিদিন*, ১২ জওহরলাল নেহরু রোড-১৩, ✆ ২৪৩০৩০১—দিন-রাত্রি জুড়ে সার্ভিস এদের। পুরো বাঙালি খানার সাথে অসামান্য সব মেনুর রকমফের —চিকেন লালিপপ খাদ্য রসিকদের দূরান্ত থেকে টেনে আনে। পার্ক হোটেল-এর *জেন*, পার্ক স্ট্রিট— চীনা আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। চীনা, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং ছাড়াও পুরো এশিয়া মহাদেশটাই এদের কম্পুটারাইজড কিচেনে ভরা। রিমোট কন্ট্রোলে আহারও হাজির। কফিও মেলে ১২ রকমের পার্কের জেন-এ। তবে, দামে কিছুটা আধিক্য যেন! *রয়েল ইন্ডিয়ান হোটেল*, ১৪৭ রবীন্দ্র সরণী-৭৩, (মহাত্মা গান্ধী রোডের সামান্য দক্ষিণে চিৎপুর রোডে) ✆ ২৩৮১০৭৩—কলকাতা ভ্রমণে রয়েলের চাপ সর্বজনপ্রিয়। তেমনই এদের মেনুতে রয়েছে নানান মোগলাই খানার রকমারি। *আলিয়া*, ৩১ বেন্টিক স্ট্রিট-৬৯, ✆ ২৪৮৮৮৫৮—ওয়াটারলু স্ট্রিটের মুখে আলিয়ার চিকেন বিরিয়ানির সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন পথ চলতে শহরবাসী। *সাগর*, ১/১ মেরিদিত স্ট্রিট-৬৯, ✆ ২৭৭৯৭৯—তন্দুরির রকমভেদে এদের সুনাম সারা শহর জুড়ে। প্রন তন্দুরিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। *আমেনিয়া*, ৬-এ, এস এন ব্যানার্জী রোড-১৩, ✆ ২৪৪১৩১৮— এলিট সিনেমার বিপরীতে মোগলাই খানার জন্য এদের প্রশস্তি। চিকেন তন্দুরি, মুরগা মুসাল্লম, রুমালি রুটি, আরও কত কি। *বাদশা*, ৫ লিন্ডসে স্ট্রিট-৮৭, ✆ ২৪৯৭২৬১—গ্লোব সিনেমার কাছে রোলের রকমভেদে প্রকৃতই বাদশা এরা। কলকাতায় আজ ফাস্ট ফুডে রোল যথেষ্ট পপুলার। রুটির মোড়কে মাছ-মাংস-ডিমের পুরে তৈরি। চিকেন বিরিয়ানির জন্য *সিরাজ*, ৫৬ পার্ক স্ট্রিট, কল-১৭, ✆ ২৪৭৭৭০২, এদেরও খ্যাতি আজ শহর জুড়ে। মূল্যে সাশ্রয়ের সঙ্গে চটজলদি আহার রূপে গড়ে উঠেছে রোল কর্নার সারা শহর জুড়ে। তবুও যেন নিউ মার্কেটের *নিজাম* যথেষ্ট খ্যাত রোল ও কাঠি কাবাবের জন্য। *দি ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট ওয়েল-কুক সারথী*, আউট্রাম ঘাট, জেটি নং ২-২১, ✆ ২৪৩০৪৬৭—রাজ্য পর্যটন ও ওয়েলকুকের যৌথ প্রয়াসে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান ত্রিতলিকা সারথী আকর্ষণে অনবদ্য। গঙ্গার শোভার সাথে আহারে বৈচিত্র্য আছে। তবে, লাগামছাড়া দাম বিকর্ষণ ঘটায়। *অ্যাস্টর হোটেল*, ১৫ শেক্সপিয়ার সরণী-৭১, ✆ ২৪২৯৯৫০—নীল আকাশের নীচে বসে কাবাবের রকমারিতে এদের জুড়ি নেই। রোলেও এদের সুনাম যথেষ্ট।

তেমনই বিধান সরণী-বিবেকানন্দ রোড সংযোগে *চাচার হোটেল* পূর্ণিমার চাঁদের মতো ফাউল কাটলেটে পুরাতন ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছে। গ্রে স্ট্রিট-চিত্তরঞ্জন এভিনিউর সংযোগে *মিত্র কাফের* ফাউল কবিরাজি কাটলেট—সেও এক অতুলনীয়; বিধান সরণী-গ্রে স্ট্রিট সংযোগে *ম.লঞ্জ-র* ফিশ কবিরাজি আজও তুলনাহীন। বিডন স্ট্রিট-চিৎপুর সংযোগে *অ্যালেন হোটেলের* প্রন কবিরাজি স্বাদে ও গন্ধে ম-ম করে—উচিতও হবে চলতে-ফিরতে পরখ করা।

তেমনই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পরিচালনাধীন *Ambar*, (11—23-00), 11 Waterloo St-এ মোগলাই খানা; *Chang Wah* (11—22-30), 13A, C R Ave. near The Statesman; *Golden Dragon*, Park St; Waldrof, Park St; বা *Nanking*, 22 Blackburn Lane বা *Peiping*, 1/1 Park St-এ চীনা ডিশের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। *Peter Cat Restaurant* (10-30—23-30), 18 Park St ; *Mokambo Restaurant* (11—23-00), 25-B, Park St; *Blue Fox* (11—23-00), 55 Park St; *Shamiana* (11—23-00), 17-G, Mirza Ghalib St ; *Hindusthan Restaurant*, (10—22-00), 20 J N Rd ; *Kwality Restaurant* (10—24-00), 17 Park St; বন্ডেল রোড ও গড়িয়াহাট ক্রসিং-এ *Kwality Restaurant* (10—23-00), 2-A, Gariahat Rd; *Trincas Restaurant* (11—23-00), 178 Park St ; লোয়ার সার্কুলার রোড-পার্ক স্ট্রিট কর্নারে মোগলাই খানার জন্য *Rehmania;* কোয়ালিটি আইসক্রিমের ব্যবস্থাপনায় *Gay Rendezvous* (11—23-00), 71 Strand Rd; *Sky Room* (10-30—24-00), 57 Park St; *Maninder Singh's Dhaba*, Ballygunj Phanri; এদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সুনাম দেশীয়, মহাদেশীয়, তন্দুরী পরিবেশনে। ১৮ পার্ক স্ট্রিটের আর এক আশ্চর্য *Flury's*-র (6-30—20-00) রকমারি পেস্ট্রি চলতে ফিরতে স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। তেমনই নানান দোকান খুলেছে *Kathleens* তার পেস্ট্রী ও কেকের পসরা নিয়ে। আর কলকাতার পথে-ঘাটে *Kwality* বা *Magnolia*-র Ice Cream-এরও স্বাদ নেওয়া উচিতহবে। তবে, *Kwality*- র সুনামকে বেসাতি করে বানানের হেরফেরে নানান সংস্থার ব্যবসায়িক চাতুরী থেকে সদা সতর্কতা দরকার। অতি সম্প্রতি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছে *মনজিনিস*(monginis)—দোকানও খুলেছে আন্তর্জাতিক মানের কেক-পেস্ট্রির পসরা নিয়ে।

শ্রীরামপুর

কলকাতা থেকে ২৪ কিমি দূরে ভাগীরথীর তীরে অতীতে দিনেমারদের কলোনি গড়ে উঠেছিল শ্রীরামপুরে। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত তাদের কীর্তি-কলাপের নিদর্শন আজও শ্রীরামপুরকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। এমনকি বাংলা হরফের জন্মও এই শ্রীরামপুরে ড. উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে পঞ্চানন কর্মকারের ছেনিতে। পটে আঁকা ছবি কেরী সাহেবের গড়া ভারতের প্রথম বট্যানিক্যাল গার্ডেনে কালে কালে কলেজ বাড়িটিও রূপ পায় মিশনারিদের হাতে। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ*, প্রথম বাংলা গ্রন্থ *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*-র প্রকাশও এই পুণ্যভূমে। দিনেমার সরকারের বাড়িঘর, চার্চ ও সমাধিক্ষেত্র আজও পর্যটকদের অতীত রোমন্থন করায়। দিনেমার গভর্নরের প্রাসাদবাড়িতে এস ডি ও কোর্ট বসেছে। অতীত লুপ্ত হলেও তোরণটি আজও রয়েছে। অদূরে ১৮০৮এ তৈরি প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ সেন্ট ওলফ গির্জা। চার্চের সামনে ত্রিকোণ পার্কে দিনেমারদের ব্যবহৃত ডজনখানেক কামানও দেখে নেওয়া যায়। তেমনই রেল স্টেশনের কাছে সঙ্কীর্ণ গলিপথে শায়িত রয়েছেন উইলিয়াম কেরী ছাড়াও সেদিনের নানান দিকপাল শ্রীরামপুরের সমাধিক্ষেত্রে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে দখল যায় ১৮৪৫এ শ্রীরামপুরের। ৩ কিমি দূরে মাহেশের রথ-এরও প্রশস্তি আজ সারা ভারতজুড়ে। ৬০১ বছরের প্রাচীন এই রথযাত্রা। তবে ১১২ বছর আগে ২০ হাজার টাকায় লৌহে নির্মিত ৪৫ ফুট উঁচু ১২৫ টনের বর্তমান রথটি তৈরি করেন হুগলির দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র বসু। বহেরা বা তিলক উৎসবে রথ চলে মাহেশ থেকে জি টি রোড ধরে বল্লভপুরের রাধাবল্লভ জিউ মন্দিরে। দেববিগ্রহও ৬০১ বছরের প্রাচীন। আকার ও মাহাত্ম্যে পুরীর রথের পরেই মাহেশের স্থান। দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রী আসেন। শ্রীচৈতন্যও এসেছেন— রথ টেনেছেন মাহেশের। তেমনই, অতীতের বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীরামপুরের চাতরায় শ্রীগৌরাঙ্গ জিউর মন্দির, রঙ্গকালী মন্দির, শিবমন্দির, শীতলামন্দির দেখে নেওয়া যায়। বল্লভপুরের আটচালা রাধাবল্লভ জিউর মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। এরই পুবে মার্টিনস প্যাগোডা নামে খ্যাত বাংলা চালা স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন অতীতের রাধাবল্লভ জিউর মন্দিরটি আজ দীর্ণ।

হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেন যাচ্ছে ভোর থেকে গভীর রাতে, ২ থেকে ১০ মিনিটের ব্যবধানে। SBSTC-র বাস SS 4, প্রাইভেট বাস 3 ও মিনিবাস যাচ্ছে শ্যামবাজার হয়ে শ্রীরামপুরে।

চন্দননগর

শ্রীরামপুর থেকে ১৩ কিমি দূরে চন্দননগর—কলকাতা থেকে দূরত্ব ৩৭ কিমি। অতীতে ফরাসিদের কলোনি ছিল। আগমন ১৬৭৩এ ঘটলেও ঔরঙ্গজেবের সনদ বলে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মঁসিয়ে দেলান্দ—খলসানি, বোড়ো ও গোলন্দপাড়া তিন গ্রাম কিনে গঙ্গার পাড়ে চন্দননগরের ভিত গড়েন। দুর্গও গড়ে গঙ্গাতীরে আলিয়া দুর্গ ফরাসিরা। আর উত্তর-কালে ফরাসি গভর্নর দ্যুপ্লের কর্মকুশলতায় চন্দননগরের শ্রীবৃদ্ধি। অবশেষে ১৯৪৭এ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে জনরোষে ১৯৪৯এর গণভোটে ভারত রাষ্ট্রে (২রা মে, ১৯৫০) শামিল হয়ে ১৯৫৪র ২রা অক্টোবর পশ্চিমবাংলার অংশ হয় চন্দননগর। অতীতকালে বন্দরনগরী রূপেও প্রসিদ্ধি ছিল চন্দননগরের। তেমনই চন্দনকাঠের পণ্যে রমরমা ছিল সেকালে—হয়তো বা নামকরণও সেই থেকে করে থাকবে ফরাসিরা। আবার ফরাসডাঙাও বলে থাকে লোকে চন্দননগরকে। তবে অতীত লুপ্ত হলেও আজও সুন্দর সাজানো শহর চন্দননগর।

এর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ খুবই পর্যটকপ্রিয়। চন্দননগরের হুগলি নদী (গঙ্গা) আজও পায়ে পায়ে বেড়াবার স্বর্গ বিশেষ।

গঙ্গার ধারে স্ট্যান্ড লাগোয়া দক্ষিণে রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত পাতাল বাড়িটিও অতীত রোমন্থন করায়। কবি বারবার এসেছেন, অবস্থানও করেছেন, সঞ্চয়িতার নানান কবিতাও এই বাড়িতে লেখেন কবি। ফরাসিদের তৈরি *ইনস্তিতিউত দে মিউজিয়ম*, চার্চ, কনভেন্ট ও সমাধিভূমির পর্যটক আকর্ষণও অনস্বীকার্য। আর রয়েছে মন্দির—নন্দদুলাল ও দেবী ভুবনেশ্বরীর। এছাড়া চন্দননগরের আর এক আকর্ষণ তার জগদ্ধাত্রী পূজা। চালচিত্র নিয়ে ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু বিরাটাকার দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি হয় মণ্ডপে মণ্ডপে, সোলার সাজে সজ্জিতা দেবী। আলোর মালা পরে সারা শহর। বৈচিত্র্যও আছে এই আলোর সাজে। সপ্তমী-অষ্টমীতে গাড়ি চললেও নবমী ও দশমীর রাতে গাড়ির চল নেই চন্দননগরে। পায়ে পায়ে ১০-১২ কিমি পরিক্রমায় সাঙ্গ করতে হয় দেবী দর্শন। রেল স্টেশনের পুবে শীতলাতলা আর পশ্চিমে খলিসানি, ফটকগোড়া, মধ্যাঞ্চল, বাগবাজার, বড়বাজার, উর্দিবাজার, লক্ষ্মীগঞ্জ, বিদ্যালঙ্কার, পালপাড়া, সন্তান সঙ্ঘ ছাড়াও শতাধিক পূজা হয় ভদ্রেশ্বর থেকে চন্দননগর জুড়ে। তবুও যেন দশমীর রাতভর রঙবেরঙ আলোর রোশনাই-এ নানান ট্যাবলোয় সজ্জিত শতাধিক দেবীর শহর পরিক্রমা অর্থাৎ নয়নলোভন নিরঞ্জন শোভাযাত্রা সত্যই মনোহর। দর্শনার্থীও আসেন দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ দশমীর রাতে চন্দননগরে। এমনকি *ITDC* ও *WB Tourism* কলকাতা থেকে গিয়ে ঠাকুর দেখিয়ে আনে। দুর্গাপূজার এক মাস পরে হয় জগদ্ধাত্রী পূজা। তেমনই খ্যাত চন্দননগরের মিষ্টি—জলভরা ও ভাপানো সন্দেশ। সূর্য মোদকের দোকানে স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। আর সম্প্রতি ফরাসি সরকারের উদ্যোগে অতীত রোমন্থনের বহুমুখী পরিকল্পনা রূপ পেতে চলেছে চন্দননগরে। রিকশায় ৩০-৪০, অটোয় ৬০-৮৫ টাকায় সাঙ্গ করা যায় চন্দননগর দর্শন। থাকারও ব্যবস্থা মেলে রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন *Municipal G H*-এ, বুকিং: চন্দননগর পৌরসভা।

Around Calcutta

ব্যাণ্ডেল
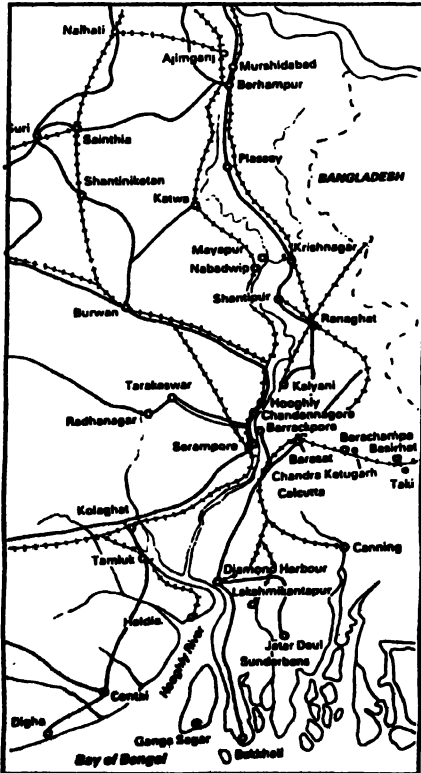
যে কোন ভ্রমণার্থীর কাছে ব্যাণ্ডেলের আকর্ষণ বহুমুখী। সঙ্গে আহার্য নিয়ে সারাদিনের ছুটি কাটাতে চলুন ব্যাণ্ডেলে। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ এই ব্যাণ্ডেল। ১৫৩৭এ পর্তুগিজরা ফ্যাক্টরির সাথে কলোনি গড়ে। ১৫৯৯এ তাদেরই গড়া চার্চ ও মনাস্ট্রি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬৩২এ পর্তুগিজদের হারিয়ে দেয় শাজাহান। তবে ফিরেও আসে পর্তুগিজরা পরের বছর আবার। আর শাজাহানের হাতে ধ্বংস হলেও নতুন করে গড়েওঠে ১৬৪০এ চার্চ। বাংলার মাটিতে সুন্দর কারুকার্য-মণ্ডিত এটিই প্রাচীনতম চার্চ। সম্মুখভাগ গ্রিসের ডোরিক স্থাপত্যে গড়া। *Nossa Senhora di Rozario*র নামে উৎসর্গীকৃত। কাচের আধারে মূর্তিও রয়েছে Rozario-র। পুবে লুড গুহা। আজকাল স্কুল বসেছে একটা অংশে। কলকাতারও আগে হুগলির প্রসিদ্ধি ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে। তারও আগে থেকে হুগলির ১০ কিমি উত্তরে সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার মুখ্য বন্দর। আর ব্রিটিশ অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে হুগলির নদী তটে—কারখানাও গড়ে ১৬৫১য় গৌরী সেনের দেশে। তবে অতীতের বন্দরনগরী ও ব্রিটিশের প্রথম উপনিবেশ তথা হুগলির অতীত গৌরব লীন হলেও চার্চ থেকে ২ কিমি দূরে ১৮৬১তে পৌনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের তৈরি মুসলিম তীর্থ ইমামবাড়া আজও অনবদ্য। এর সূর্য ঘড়ি ও টাওয়ার ক্লক দুই-ই দর্শনীয়। ১ কিমি দক্ষিণে চুঁচুড়ারও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। ডাচ কলোনি গড়ে উঠেছিল ১৭ শতকের মাঝে চুঁচুড়ায়। ১৬৭৮এ তৈরি অষ্টকোণী ডাচ চার্চ, ডাচ সিমেট্রি ও ডাচ *General Peron*-এর বসতবাড়ি তথা আজকের মহসীন কলেজ দেখে নেওয়া যায়। ডাচরা চুঁচুড়া

ছাড়ে ১৮২৫এ ব্রিটিশের কাছ থেকে বদলিরূপে সুমাত্রা পেয়ে। চুঁচুড়ার আর এক আকর্ষণ জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম বাড়ি—হুগলির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়িতেই বন্দেমাতরম সৃষ্টি।

ব্যাণ্ডেল থেকে ৪ কিমি উত্তরে অতীতের বন্দর নগরী সপ্তগ্রাম আজ হয়েছে বাঁশবেড়িয়া। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা এর বাসুদেব ও হংসেশ্বরী মন্দিরের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। বাসুদেব মন্দিরটি ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামেশ্বর দত্তর তৈরি। বাঁশবেড়িয়া মন্দির নামেও সমধিক খ্যাত বাসুদেব। মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ খুবই চিত্তাকর্ষক। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান উৎকীর্ণ হয়েছে একরত্ন শৈলীর মন্দিরে। গর্ভগৃহে দেবতা বাসুদেব অর্থাৎ বিষ্ণু, চারপাশের ঘরগুলিতে শিবলিঙ্গ। আর বাসুদেবের পাশেই রাজবাড়ির অঙ্গনে ১৮০১এ বাঁশবেড়ের রাজা নৃসিংহদেবের হাতে শুরু হয়ে ১৮১৪য় ছোট রানী শঙ্করীর হাতে শেষ হয় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হংসেশ্বরী মন্দির। তন্ত্রমতে তৈরি মন্দিরের ৫টি তলা মনুষ্যদেহের ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিণী পাঁচ নাড়ীর ইঙ্গিত বহন করছে। মন্দিরের ইট, কাঠ ও পাথরের কাজ অতুলনীয়। পাথর এসেছে চুনার থেকে আর কারিগর জয়পুরের। পোড়ামাটির কাজও রয়েছে। ২১ মি উঁচু এই মন্দিরে সহস্র পাপড়ির পাথুরে চুড়ো তথা ১৩টি মিনার—রূপ তার না ফোটা কমল। মন্দির স্থাপত্যে এটি অনন্য। দেবী এখানে দক্ষিণাকালীর বীজ হংসেশ্বরী—নিমকাঠে তৈরি নীলরঙা চতুর্ভুজা। ১১—১৫-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের।

এবার চলুন দেবানন্দপুর। রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরে গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্য-প্রেমিকদের আর এক তীর্থ। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম এই দেবানন্দপুরে। খুবই পরিতাপের বিষয় বাড়িটির মালিকানা অতীতেই হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে শরৎ স্মৃতিতে লাইব্রেরি ও মিউজিয়ম বসেছে। বুধবার বন্ধ থাকে মিউজিয়ম।

ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল ও বর্ধমানের লোকাল ট্রেন যাচ্ছে মুহুর্মুহু। এক ঘণ্টার পথে ব্যাণ্ডেল, দূরত্ব ৪৩ কিমি। ব্যাণ্ডেল পৌঁছে চুক্তিতে রিকশা নিয়ে সাঙ্গ করা যেতে পারে এ-পরিক্রমা। আবার হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া (BAK Loop) লাইনের বাঁশবেড়িয়া পৌঁছেও সাঙ্গ করা যায় এ-সফর। G T Road-ও চলেছে হুগলি চিরে ব্যাণ্ডেল হয়ে। তেমনই ট্রেনে নৈহাটি পৌঁছেও ফেরিতে গঙ্গা পেরিয়ে চলা যেতে পারে হুগলি তথা ব্যাণ্ডেল।

সবুজ দ্বীপ: হুগলি জেলা পরিষদ ও মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কলকাতা থেকে ৭৫ কিমি দূরে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছে স্বপ্নে ঘেরা, মায়াময় সবুজ দ্বীপ। বেহুলা ও হুগলি (গঙ্গা) নদীর সঙ্গমে চর জেগে রূপ পেয়েছে ২ কিমি দীর্ঘ, ৪০ ফুট প্রশস্ত, ১৮০ বিঘা ব্যাপ্ত ঝাউ, আকাশমণি, পাম, ইউক্যালিপটাস, অর্জুন, শাল, সেগুন, মেহগনী, সুপারি, নারকেল, দেবদারু ছাড়াও নানান বৃক্ষে অরণ্যময় সবুজে ছাওয়া দ্বীপভূমি—নামটিও তাই সবুজ দ্বীপ। সূর্য লুকোচুরি খেলে গাছ-গাছালির পাতার ফাঁকে ফাঁকে—চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে কোন এক ছুটির সকালে চলুন যাই সবুজ দ্বীপে চড়ুইভাতিতে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে দ্বীপ চিরে পথ—দুপাশে নারকেলের সারি। চিলড্রেন্স পার্ক, ভিউ টাওয়ারও হয়েছে দ্বীপে। আর আছে দুটি হোটেল, *রাজা* ও *তৃপ্তি*—ভাত থেকে চায়ের সঙ্গে টা মেলে। ৯—১৩-০০টায় প্রবেশাধিকার, অবস্থান ১৬-৩০টা পর্যন্ত। টিকিট ১০, ছাত্র-ছাত্রী ৫ (প্রধান শিক্ষকের সুপারিশ লাগে); চড়ুইভাতির (হুগলি জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, ✆ 402139 বা বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতি, সোমড়া বা মীন ভবন, রবীন্দ্র-নগর, চুঁচুড়া, ✆ 402692-এর অনুমতি সাপেক্ষে) ফি ২০। সোমড়াবাজার রেল স্টেশন থেকে ১০ মিনিটের পথে সুখরিয়া গ্রাম তথা সবুজ দ্বীপ ঘাট—লঞ্চ বা যন্ত্রচালিত নৌকায় পারাপার।

চলার পথে সুখরিয়া জমিদার বাড়িতে টেরাকোটায় সমৃদ্ধ ৩০০ বছরের প্রাচীন সুউচ্চ আনন্দময়ীর মন্দিরটিও দেখে চলা যায়। আর আছে দ্বাদশ শিব মন্দির, হরসুন্দরী ও নিস্তারিণীর মন্দির আনন্দময়ীকে ঘিরে। তেমনই রিকশায় চলা যায় শ্রীপুর জমিদারবাড়িতে দারুতে তৈরি কারুকার্যময় আটচালার দুর্গামণ্ডপ দর্শনে। রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। শ্রীপুর বাজারে নৌ-শিল্পের কারখানাগুলিও আর এক দর্শন। তেমনই বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির তথা গুপ্তি-পাড়ার রথেরও যথেষ্ট প্রশস্তি।

হাওড়া থেকে ৪০ কিমি দূরের ব্যাণ্ডেল হয়ে BAK Loop লাইনে ত্রিবেণী ৪৮, বলাগড় ৬৫, সোমড়াবাজার ৬৮ কিমি অর্থাৎ ত্রিমুখী ৩ প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে পায়ে বা রিকশায় সুখরিয়া ঘাট গিয়ে ট্রলারে চলা যেতে পারে সবুজদ্বীপ। সরাসরি ট্রেনও যাচ্ছে ৬-৩৫এ হাওড়া ছেড়ে হাওড়া-আজিমগঞ্জ প্যা. ব্যাণ্ডেল ৭-৩৭, ত্রিবেণী ৮-১০, বলাগড় ৮-৫৬, সোমড়াবাজার ৯-০১এ পৌঁছে কাটোয়া/বাজারসাউ হয়ে আজিমগঞ্জ; আর শিয়ালদহ থেকে ৭-৪৫এ ছেড়ে বাজারসাউ প্যা. যাচ্ছে ব্যাণ্ডেল ৯-১৬, ত্রিবেণী ৯-৪২, বলাগড় ১০-০৮, সোমড়াবাজার ১০-১২য়। ব্যাণ্ডেল-নলহাটি, হাওড়া-বারহাড়োয়া, হাওড়া-আজিমগঞ্জ, হাওড়া-মালদহ টাউন ফাস্ট প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে এপথে। ফেরার পথে উচিত হবে নলহাটি-ব্যাণ্ডেল প্যাসেঞ্জারে ১৮-০৩এ সোমড়াবাজার ছেড়ে ১৯-১৫য় ব্যাণ্ডেল পৌঁছে এমু লোকালে ২০-৩০টায় কলকাতায় ফেরা। এছাড়াও ট্রেন মেলে ১২-২০, ১৯-১৮, ২০-৪৯এ সোমড়াবাজার থেকে কলকাতার। চুঁচুড়া-কালনা (৮ রুটের) বাসে কোড়লার মোড়ে নেমেও ১০/১২ মিনিটে চলা যায় সুখরিয়া ফেরি ঘাটে।

আঁটপুর

বর্ধমান পরগনার দেওয়ান আটোর খাঁ-র নামানুসারে অতীতের বিষখালির নাম হয়েছে আঁটপুর। শান্তিপুর, ধনেখালির মতো আঁটপুরও তাঁতবস্ত্রের জন্য খ্যাত। তবে

হুগলি জেলার আঁটপুরের খ্যাতি মূলত ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান রাজের দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্রের গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি আর ইটে গাঁথা ১০০ ফুট উঁচু রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরের জন্য। বাস থেকে নামতেই ডাইনে আয়তাকার পুবমুখী এই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ অতুলনীয়। বাঙলার নিজস্ব শৈলীতে চার চালা ছাদ, চারটি খিলান সমৃদ্ধ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন্দিরের সম্মুখভাগ ও দুই পাশের দেওয়ালে পোড়ামাটির অজস্র প্যানেল। প্যানেলের ভাস্কর্য ও বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যে ভরা। নানান পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে তদানীন্তন সমাজ জীবন মূর্ত হয়েছে সুন্দর ভাস্কর্যে। দু'একটি ইট সম্প্রতি বদল হলেও অধিকাংশ প্যানেলই আজও অক্ষত। মন্দিরের দোল মঞ্চটিও সুন্দর। মন্দির লাগোয়া চণ্ডীমণ্ডপের কারুকার্যও মুগ্ধ করে দর্শকদের। কাঁঠাল কাঠে তৈরি, সুন্দর কারুকার্য-খচিত, নির্মাণ ও আঙ্গিকের দিক থেকেও অনবদ্য। কাঠের ফ্রেমের উপর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। এছাড়াও মন্দির আছে টেরাকোটায় সমৃদ্ধ বাণেশ্বর, রামেশ্বর, জলেশ্বর, ফুলেশ্বর। বিপরীতে সারদা ভবন; সকাল ৯টার মধ্যে কুপন সংগ্রহে অন্নভোগের ব্যবস্থা মেলে। অদূরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীর স্মৃতিপূত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রেমানন্দ অর্থাৎ বাবুরাম ঘোষদের দুর্গা-বাড়ি। এই বাড়িতেই ১২৯৩ সনের ১০ই পৌষ (১৮৮৬র ২৪শে ডিসেম্বর) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রিত ও বিশেষ কৃপাপুষ্ট ৯ যুবক—নরেন্দ্র *বিবেকানন্দ*, বাবুরাম *প্রেমানন্দ*, শরৎ *সারদানন্দ*, শশী *রামকৃষ্ণানন্দ*, তারক *শিবানন্দ*, কালী *অভেদানন্দ*, নিরঞ্জন *নিরঞ্জনানন্দ*, গঙ্গাধর *অখণ্ডানন্দ*, সারদা *ত্রিগুণাতীতানন্দ* প্রজ্জ্বলিত ধুনির লেলিহান শিখাকে সাক্ষী রেখে জগতের কল্যাণে মানব সমাজকে উদ্ধারের ব্রতে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প নেন। সেই অচিন্তনীয় ঘটনার স্মরণে মন্দির হয়েছে। উৎসব হয় আজও ঐদিনে।

আর রয়েছে বাজার থেকে বামহাতি পথে মিনিট পনেরোর পায়ে হাঁটা দূরত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ রূপে চিহ্নিত আঁটপুরের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, মন্দিরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সেবিত খড়দহর আদি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর দেবের বিগ্রহ। দেবমূর্তি সুন্দর। তিন শতাধিক বছরের পুরাতন বকুল গাছটিও দর্শনীয়। তবে ১২—১৫-৩০টায় বন্ধ থাকে প্রতিটি মন্দির আঁটপুরের। চলার পথে তাঁতবস্ত্রও দেখে নেওয়া যেতে পারে বাজারের দোকানপাটে।

আঁটপুরের ৬ কিমি দূরে রাজবলহাটও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা বাসে বা রিকশায়। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা চতুর্ভুজা মৃন্ময়ী দেবী রাজবল্লভীর মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। অপরূপা এই দেবীর বামহাতে রুধির পাত্র, ডানহাতে ছুরি। দণ্ডায়মান দেবীর এক পা ভৈরবের বুকে অপর পা বিরূপাক্ষ মহাদেবের মস্তকে আসীন। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান রাজবলহাটে। রাজবলহাট থেকে বাসে সরাসরি কলকাতা বা হরিপাল বা আঁটপুরে ফিরে ফেরা যেতে পারে ঘরপানে।

চলার পথে কৌশিকী নদীর পাড়ে **হরিপাল**-এর রায়-পাড়ায় নানান মন্দির দেখে চলা যেতে পারে। ৪০০ থেকে ১০০০ বছরের প্রাচীন এই সব মন্দিরও টেরাকোটায় সমৃদ্ধ। রাধাগোবিন্দ মন্দির, শিবমন্দির এগুলির মধ্যে অন্যতম। থাকারও ব্যবস্থা মেলে হরিপালের ধরমশালায়। তেমনই হরিপাল থেকে ১২ কিমি দূরে টেরাকোটার আর এক পীঠস্থান দ্বারহাট্টায় ১৭২৯-এ তৈরি রাজ-রাজেশ্বর মন্দির ছাড়াও নানান মন্দির দেখে নেওয়া যেতে পারে রিকশা বা ৯, ৯এ, ১০ রুটের বাসে।

হাওড়া-তারকেশ্বর লোকালে হরিপাল পৌঁছে রসিদপুরের বাসে যাওয়া যেতে পারে আঁটপুরে। তবে কলকাতার বাবুঘাট থেকে CSTC-র বাস যাচ্ছে ৭-১৫, ১২-৩০, ১৮-৩০টায়। সময় নেয় ১ ঘ ৪০ মিনিট, দূরত্ব ৪৭ কিমি। আর হাওড়া স্টেশন থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে ৮—১৮-৩০এ ২০ মিনিট অন্তর। ভাড়া ৮.৮০। আঁটপুর থেকে CSTC ফেরে ৭-৪৫, ৯-৩০, ১৪-৪৫এ; আর প্রাইভেট ৪-৪৫এ প্রথম ছেড়ে ১৭-১৫য় শেষ বাস। ৭-৪৫ ও ১৩-৩০এ কলকাতা ছেড়ে রাজবলহাটেও যাচ্ছে আঁটপুর হয়ে CSTC-র বাস। ফেরে ১০-৩০ ও ১৬-১৫য় রাজবলহাট থেকে। সময় এক নিলেও ভাড়া কম প্রাইভেটে। ডোমজুড়/ বড়গাছিয়া/ জাঙ্গিপাড়া হয়ে পথ গিয়েছে। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই আঁটপুরে। উচিতও হবে বাসে বাসে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা। তবে, গত কিছুকাল CSTC সার্ভিস স্থগিত।

তারকেশ্বর

অনাদি স্বয়ম্ভু দেবতা আদিনাথ। আবিষ্কার মুকুন্দ ঘোষের আর স্বপ্নাদিষ্ট রাজা ভারামল্ল জঙ্গল কেটে মন্দির গড়েন ১৭২৯এ তারকনাথের। রেল স্টেশন থেকে ৫ মিনিটের পথে আজকের আটচালা মন্দিরটি শিয়াখালার গোবর্ধন রক্ষিতের তৈরি। খুবই জাগ্রত এই দেবতা। আর আছেন মন্দিরে বাসু-দেব, দ্বিমতে ব্রহ্মা। দেশ-দেশান্তর থেকে তীর্থযাত্রী আসেন, বিশেষ করে শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে। আর আসছেন শ্রাবণের প্রতি সোমবার পায়ে হেঁটে শেওড়াফুলি হয়ে গঙ্গার জল নিয়ে পুণ্যার্থীর দল। মন্দির লাগোয়া দুধপুকুরে স্নানে পুণ্য হয়। লাগোয়া রাজবাড়িটিও দেখে নেওয়া যায়।

থাকার জন্য সাধারণ হোটেল, ধরমশালা ও পাণ্ডা ঠাকুরদের বাড়িতে ঘর মেলে। আর হয়েছে দুধপুকুরের উত্তর পাড়ে *Tarakeswar Municipal Guest House*. DCB ৪০, DAB ৮০, ডর্মি বেড ১০ হারে, পৃথক মূল্যে একটি মিল বাধ্যতামূলক। থাকা ও আহার্যে অনন্য এই গেস্ট হাউস। স্টেশন লাগোয়া *কালোরিয়া অতিথি ভবনটিও* থাকার পক্ষে রমণীয়।

হাওড়া থেকে দিনভর (৪-৩০—২২-৫৫) লোকাল ট্রেন যাচ্ছে তারকেশ্বরে। ফেরার ৩-৫৫য় প্রথম ছেড়ে ২২-০২এ শেষ ট্রেনটি তারকেশ্বর ছেড়ে হাওড়া আসছে। দূরত্ব ৫৮ কিমি। ঘণ্টা দুয়েকের পথ। CSTC-র আরামবাগের বাসও যাচ্ছে শহীদ মিনার

থেকে। তারকেশ্বর থেকে বাসে বাসে ২৮ কিমি দূরের আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর ৪৫ ও জয়রামবাটী ৫১ কিমি বেড়িয়ে নেওয়া যায়। মুহুর্মুহু বাস ও মিনি বাস যাচ্ছে রেল স্টেশনের বিপরীতের বাস স্ট্যান্ড থেকে।

রাধানগর

তারকেশ্বর থেকে বাসেই চলুন ৪৫ কিমি দূরের রাধানগর। আরামবাগ-কামারপুকুর পথের মায়াপুর হয়ে রামনগর পৌঁছে রিকশা/অটোয় শেষ ৩ কিমি গিয়ে রাধানগর। কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৪ ঘণ্টায় CSTC-র বাস যাচ্ছে ১৬-১৫য়, আর প্রাইভেট ১৪-২০এ; ফেরে ৬-৩০/৬-০০এ যথাক্রমে। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি (১৭৭২) রাধানগর আজ পর্যটন মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। দামোদর নদের পাড়ে গ্রাম বাংলার আকর্ষণও কম নয় রাধানগরে।

কামারপুকুর

কলকাতা থেকে ১০৪, তারকেশ্বর ৪৫, আরামবাগের ১৬ কিমি দূরে কামারপুকুর। আর বিষ্ণুপুর ৪৬, বাঁকুড়া ৮৫, বর্ধমানের দূরত্ব ৫৮ কিমি। কলকাতার শহীদ মিনার থেকে CSTC-র বাস যাচ্ছে কামারপুকুর ১৫-১৫ ও জয়রামবাটি। আবার জয়পুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, মুকুটমণিপুর, শুশুনিয়া, সাঁওতালদি, দুর্গাপুরের নানান (CSTC, SBSTC, প্রাইভেট) বাসও কামারপুকুর-জয়রামবাটি হয়ে যাচ্ছে। বাস মেলে দিনভর ½ ঘণ্টা অন্তর, ৩ ঘণ্টার পথ। তেমনই বাসে আরামবাগ পৌঁছে আবার বাসে চলা যেতে পারে কামারপুকুর। নিকটতম রেল সংযোগকারী স্টেশন তারকেশ্বর, বিষ্ণুপুর ও বর্ধমান। বাস সংযোগ গড়েছে ত্রয়ী থেকে কামারপুকুরের। মিনিবাসও চলে তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ/ কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি। আর ফেরার পথে ৫-১৫য় প্রথম ছেড়ে ১৭-০০টায় শেষ বাসটি কলকাতায় আসছে কামারপুকুর থেকে। আর দূরান্ত থেকে আসা বাসের ভিড় এড়িয়ে কামারপুকুর বা জয়রামবাটি বা জয়পুরের বাসে কলকাতা ফেরাই উচিত হবে।

কামারপুকুর আজ এক বিশ্ব-তীর্থ। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম এই কামারপুকুরে। শিল্পী নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত অনুপম মন্দির (৪৫ ফুট উঁচু) হয়েছে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মে রামকৃষ্ণদেবের জন্মভিটা তথা ঢেঁকিশালে, মূর্তিও হয়েছে শ্বেতমর্মরে কমলে-আসীন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর। লাগোয়া বাঁয়ে রঘুবীর মন্দির, ঠাকুরের বসতবাড়ি ও ঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ। শীতে ৬-৩০—১১-৩০ আবার ১৫-৩০—২০-৩০, গ্রীষ্মে ৬—১১-০০ ও ১৬—২১-০০টায় খোলা থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। তবে, মঙ্গলারতি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা মেলে ভোর ৪-০০টেয়। আর রয়েছে মঠের প্রবেশ ফটকে কিংবদন্তীতে ঘেরা যোগী শিবমন্দির। কথিত আছে এই শিবলিঙ্গ থেকে বিকীর্ণ দ্যুতিতে মাতা চন্দ্রমণি দেবীর সন্তান ধারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণর আবির্ভাব। মঠের বিপরীতে ঠাকুরের স্মৃতিপূত হালদার পুকুর। মঠ রেখে ডানহাতি—লাহাবাবুদের বাড়ি ও পাঠশালা, গোপেশ্বর শিবমন্দির, সীতানাথ পাইনের বাড়ি, অপত্যস্নেহে ধন্য ঠাকুরের ভিক্ষামাতা ধনী কামারনীর বাড়ি, প্রগাঢ় ভগবদ ভক্ত শ্রীনিবাস অর্থাৎ চিনু শাঁখারির বাস্তুভিটা। প্রতিটাই পায়ে পায়ে ১ ঘণ্টায় দেখে নেওয়া যায়। তবে দর্শন নয়, অনুভবই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উৎস। আর বসে মেলা ১৫ দিনের—ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে কামারপুকুরে।

রিপ্লাই কার্ডে President Maharaj, Sri Ramkrishna Math, Kamarpukur, Hooghly, WB-712612, ✆ (03211) 44221-এর অনুমতি সাপেক্ষে *শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গেস্ট হাউসে*, থাকা ও অন্নপ্রসাদ (আহার্য) মেলে দিনভর। আর আছে গ্রাম বাংলার চার চালার আদলে ডর্মিটরি প্রথায় দ্বিশতাধিক বেডের *অতিথি ভবন* ও মেঝেতে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে *যাত্রী নিবাস।* ৯-৩০টার মধ্যে কুপন সংগ্রহে ১১-৩০টায় অন্নপ্রসাদ মেলে। সবই প্রণামী প্রথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। আর বাস স্ট্যান্ডেই আছে প্রাইভেট মালিকানায় *কামারপুকুর ট্যুরিস্ট লজ,* D ৫০, ৬০ ও ১ কিমি দূরে হাসপাতালের কাছে *জিলা পরিষদ ডাকবাংলো।* আর আছে ঠাকুরের প্রিয় কামারপুকুরের বোঁদে ও সাদা জিলাপি; স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। আরামবাগমুখী পথে ২ কিমি দূরে মুকুন্দপুরের শিবমন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা।

তেমনই আরামবাগমুখী ৬ কিমি গিয়ে কামারপুকুর চটি থেকে ১½ কিমি বাসে বাসে চলা যায় আর এক হারানো অতীত গড় মান্দারণ। পাশেই রয়েছে আর এক গড়—ভিতরগড়। তবে গড় দুটিই আজ মাটির নিচে চাপা। বাস রাস্তার অদূরে ওড়িশা গেটে মোগলী দুর্গের প্রবেশ। মোরাম বিছানো পথে ২ কিমি যেতে টিলার টঙে গাজী ও পীর সাহেবের দরগা। পাথরের সমাধি হয়েছে—গৌড়াধীপ হোসেন শাহর সেনাপতি ইসমাইল গাজির। হিন্দুরা আজও ধর্মঠাকুরের ঘোড়া দেন আর মুসলমানেরা বাতি জ্বালেন সমাধিতে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে আমোদর নদী। ১ কিমি দূরের তালগাছকে নিশানা করে আলপথে মাঠ পেরিয়ে দেবী মালিনী পাষাণ। অদূরে কাজলা দিঘি। আর পথেই পড়ে পিকক কর্নার, ডিয়ার পার্ক, লেক, দেওয়ান পীরের আস্তানা পর পর। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লক্ষ্মীজলা লেকের জলে। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ গড় মান্দারণ। এবার গ্রাম্য পথে চটি-আরামবাগ বাসপথের কাঁঠালীতে পৌঁছে আয়েষা-জগৎ সিংহর শৈলেশ্বর শিব মন্দির বেড়িয়ে বাসেই ফিরুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। প্রাপ্তি ভুলে ইতিহাস রোমন্থন করে নেওয়া যেতে পারে। শীতে দূর-দূরান্ত থেকে পাখিরা আসে গড় মান্দারণে। তেমনই যাতায়াতের পথে আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডে শ্রীবিষ্ণু ভাণ্ডারে স্বাদ নেওয়া যেতে পারে চিত্তরঞ্জন মিঠাই-এর। থাকারও ঘর মেলে H Anandamayee, Arambagh-এ।

জয়রামবাটি

কামারপুকুর থেকে ৬ কিমি আর বিষ্ণুপুর থেকে ৪৩ কিমি দূরে বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটি। কামারপুকুর থেকে বাস, মিনিবাস বা রিকশায় জয়রামবাটি পৌছান। তারকেশ্বর, আরামবাগ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া থেকেও মুহুর্মুহু বাস আসছে জয়রামবাটির। বাস আসছে দুর্গাপুর, বর্ধমান, শুশুনিয়া তথা রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকেও জয়রামবাটিতে। তবে, শীতের ছুটিছাটায় কলকাতা থেকে কনডাকটেড ট্যুরে তারকেশ্বর/কামারপুকুর/ জয়রামবাটি একই দিনে বেড়িয়ে ফেরার ব্যবস্থাও থাকে West Bengal Tourism ও ITDC-র Ashoke Travels & Tours-এর। CSTC-র বাসও যাচ্ছে ৬-৩০, ৭-৩০, ১০-০০, ১৫-৪৫, ১৬-৪৫এ শহীদ মিনার ছেড়ে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি। ভাড়া ২৩.০০ টাকা। এছাড়া বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের নানান বাসও যাচ্ছে কামারপুকুর/ জয়রামবাটি হয়ে। ডানলপ থেকেও বাস মেলে কামারপুকুর-জয়রামবাটি হয়ে দূরান্তের নানান দিকের। বিষ্ণুপুর থেকেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে বাসে জয়রামবাটি/কামারপুকুর।

অতীতের অখ্যাত গ্রাম জয়রামবাটিও আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের এক মহান তীর্থ। ১৮৫৩র ২২শে ডিসেম্বর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদামণির জন্ম। পিতা—রামচন্দ্র, মাতা—শ্যামাসুন্দরী। মাতৃমন্দির হয়েছে জন্ম-ভিটায় ১৯২৩র ১৯শে এপ্রিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়। মূর্তি হয়েছে মর্মরে মায়ের। অক্টোবর থেকে মার্চ ৪-৩০—১১-০০ ও ১৫-৩০—২০-০০, আর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে ৪—১১-০০ ও ১৬—২০-৩০টায় খোলা থাকে মন্দির। প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় মহাসমারোহে পালিত হয় মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব। আর আছে ১৮৬৩—১৯১৫ পর্যন্ত মায়ের বাসগৃহ—পুরানো বাড়ি। বিপরীতে ১৯১৬—১৯২০র বাসগৃহ অর্থাৎ নতুন বাড়ি; লাগোয়া মায়ের ব্যবহারপূত পুণ্যিপুকুর; তারই পাড়ে মায়ের কুলদেবতা সুন্দর নারায়ণ ও শ্রীশ্রী শীতলাদেবীর মন্দির, অদূরে বাস স্ট্যান্ডে মায়ের গঙ্গাঘাট। আর রয়েছেন দেবী সিংহবাহিনী সঙ্কীর্ণ গলিপথে গ্রাম অন্দরে। সিংহবাহিনীর মাটি আজও ধন্বন্তরি। সর্পবিষ ও নানান ব্যাধির উপশম ঘটায়। অদূরেই হয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন পরিচালিত বিবেকানন্দ মঠ তথা নর-নারায়ণ মন্দির জয়রামবাটিতে। শিবজ্ঞানে জীব সেবার আদর্শে কুমার পূজার প্রথাও আছে মন্দিরে, ৭—১২-০০ আবার ১৬—২০-০০টায় খোলা।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে *মাতৃমন্দিরের যাত্রী নিবাসে।* রিপ্লাই কার্ডে অধ্যক্ষ মহারাজ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটি, বাঁকুড়া-722161, ✆ (03211) 44222-কে লেখা যেতে পারে। দুপুরে ভক্তদের অন্নপ্রসাদও মেলে সকাল ৯-০০টার মধ্যে অগ্রিম কুপন সংগ্রহে। তবে সবই জনহিতার্থে—প্রণামী দেয়। আর আছে *বিবেক মিশনের রেস্ট হাউস,* থাকা-খাওয়া ৪০ প্রতি জন। প্রাইভেট হোটেল *Saruda Tourist L,* ✆ 44263, SCB ৮০, DAB ১৫০-১৮৫, ডর্মি বেড ৫০, কল বুকিং: DA 127, Sector I, Salt Lake-64, ✆ 3341081; সাধারণ সাজে *নীলাচল লজ,* মায়ের ঘাট বাস স্ট্যান্ড, DCB ৮০, DAB ১০০; *জয়রামবাটি অতিথি নিবাস* জয়রামবাটিতে।

তেমনই জয়রামবাটির ৩ কিমি দূরে শিহড় গ্রামের বামুনপাড়ায় ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদে বা হৃদয় মুখার্জিদের পৈতৃক ভিটে। আজও তালপাতায় ঠাকুরের স্বহস্তে লেখা চণ্ডীর পুঁথি দেখে নিতে পারেন রিকশা বা পায়ে গিয়ে। আর আছেন ঠাকুরের পূজিত শান্তিনাথ শিব শিহড়ে। মাকড়া পাথরে তৈরি শিখরধর্মী ওড়িশি মন্দিরটি ভাস্কর্যময়। আবার বাসে বিষ্ণুপুরমুখী ৮ কিমি গিয়ে কোয়ালপাড়ায় মায়ের বৈঠকখানা অর্থাৎ কলকাতায় যাতায়াতের পথে মায়ের বিশ্রামস্থল দেখে চলতে পারেন উৎসাহীরা।

বিষ্ণুপুর

কামারপুকুর, জয়রামবাটি বেড়িয়ে বাসেই চলুন বিষ্ণুপুর। প্রাইভেট, SBSTC ও CSTC-র বাস যাচ্ছে। কলকাতা থেকে দূরত্ব: রেল ২১০, সড়ক পথে ১৫১ কিমি। খড়্গপুরের দূরত্ব ৮১, জয়রামবাটি ৪৩ কিমি। বাস সংযোগ রেখেছে নিয়মিত। আর কলকাতার শহীদ মিনার থেকেও ৪ ঘণ্টায় ৩৪.০০ টাকায় CSTC-র বাস যাচ্ছে ৫-৩০, ৬-০০, ৬-৩০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-৪৫, ১০-০০, ১১-৩০, ১১-৪৫, ১২-৪৫, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-২০, ১৬-০০, ১৬-৪৫, ২২-০০টায় বিষ্ণুপুরের। আর SBSTC-র বাস যাচ্ছে ৫-১৫, ৫-৪৫, ৫-৫০, ১১-৩০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৫-১৫, ১৬-১৫, ২২-০০টায় ছেড়ে বিষ্ণুপুর হয়ে নানান দিকে। প্রাইভেট বাস যাচ্ছে ৫-৪৫, ৬-৩০, ৮-১৫, ১৫-২০এ। ট্রেনও যাচ্ছে ২২-১৫য় হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ও শনিবার ছাড়া প্রতিদিন ১৬-৪৫এ 8017 পুরুলিয়া এক্স হাওড়া থেকে। বিষ্ণুপুর পৌঁছায় যথাক্রমে ৩-১০ ও ২০-২০এ। আবার ট্রেনে দুর্গাপুর গিয়েও বাসে বিষ্ণুপুর চলা যায়। বাস ও মিনিবাস চলছে মুহুর্মুহু দুর্গাপুর থেকে ৮১ কিমি দূরের বিষ্ণুপুরে। কলকাতায় ফেরার বাস ৫-৪০এ প্রথম ছেড়ে দিন-রাত্রি জুড়ে বিষ্ণুপুরে মেলে।

১৪ শতকে ঊনবিংশ মল্লরাজ জগৎমল্ল অতীতের প্রদ্যুম্নপুর থেকে সরে এসে রাজধানী গড়েন লালমাটির দেশ বিষ্ণুপুরে। সেই মল্লরাজদের ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ, ললিতকলা, টেরাকোটায় সমৃদ্ধ প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য পর্যটন মানচিত্রে বিষ্ণুপুরকে আজ অনন্য করে তুলেছে। পোড়ামাটির ভাস্কর্যের শৈল্পিক আকর্ষণ অনবদ্য। মন্দিরের খিলানগুলিও শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ। মানব-মানবী, সমাজজীবন, ঘোড়া-পালকি-গরুর গাড়িতে যাত্রী, ফুল-লতা-পাতা, শিকার, পশুপাখির নানান মোটিফ, রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার আখ্যানও মূর্ত হয়েছে মন্দির গাত্রের টেরাকোটায়। কালাচাঁদ, লালজী, মদনগোপাল, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, নন্দলাল মন্দিরগুলি ল্যাটেরাইট পাথরে গড়া; আর মল্লেশ্বর, মদনমোহন, মুরলীমোহন, শ্যাম

রায়, জোড় বাংলা ইটে তৈরি। প্রতিটা মন্দির স্ব স্ব মাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল, দৃষ্টিনন্দন টেরাকোটা অর্থাৎ পোড়ামাটির অলঙ্করণে অতুলনীয়। ইটের কার্ভিং-এর কাজও মনোহর। মল্লরাজা বীর সিংহর আর এক কীর্তি সাধারণ মানুষ ও দুর্গের জলাভাব মেটাতে খনন করা বিশালাকার দিঘি তথা বাঁধ। লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ, চৌখনবাঁধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

কার্যত বীর হাম্বির, বীর সিংহ, রঘুনাথ সিংহ প্রমুখ মল্লরাজাদের কালে প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থানও হয়ে ওঠে বিষ্ণুপুর। সঙ্গীত জগতে বিষ্ণুপুর ঘরানা আজও প্রশস্তি কুড়ায়। সঙ্গীতাচার্য যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী নিজস্ব ঘরানাকে পৌঁছে দিয়েছেন সঙ্গীতের জলসাঘরে। বিষ্ণুপুরের নবতম আকর্ষণ বিষ্ণুপুর মেলা। ৭ই পৌষ শুরু হয়ে (ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ) জম্পেশ শীতে সপ্তাহব্যাপী পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি তথা মিলনমেলা আজ জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। তেমনই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঝাপান অর্থাৎ সাপুড়েদের সাপ খেলার প্রতিযোগিতা—সেও আর এক অদম্য আকর্ষণ। রাজ্যপাটের সাথে মল্লরাজদের রাজপ্রাসাদটি বিধ্বস্ত হলেও মন্দিরগুলি রয়েছে আজও। ১৬ শতকের শেষ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিষ্ণুপুরের মন্দিররাজি মল্লরাজাদেরই হাতে। পরবর্তীকালে মল্লরাজাদের রাজত্ব যায় বর্ধমানরাজদের দখলে।

বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে ট্যুরিস্ট লজের পিছনে লালবাঁধের পথে দলমাদল কামানটি দর্শনীয়। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে রাজা গোপাল সিংহর রাজত্বকালে এই কামান দিয়েই বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। কিংবদন্তী, স্বয়ং কুলদেবতা মদনমোহন কামান দাগেন। বর্গীর দল মর্দনকারী কামান তাই নাম এর দলমর্দন, কালে কালে দলমাদল। আকারে ৩.৮ মি লম্বা, নলের ব্যাস ১১½ ইঞ্চি। ৬৩টি লৌহবলয় ছিল সেকালে, ওজন ২৯৬ মণ। কামানটির কারুকার্যেও দক্ষতার নিদর্শন মেলে। পাশেই হয়েছে নতুন করে দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির।

মানিকলাল সিংহর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনটিও বিষ্ণুপুর পর্যটকদের দেখে নেওয়া উচিত। পশ্চিম রাঢ় তথা মল্লরাজদের ঐতিহাসিক শিল্প-সম্ভারের নানান সংগ্রহ স্থান পেয়েছে। আর রয়েছে অতীত কালের প্রত্নতত্ত্বের নানান সম্ভার এই ভবনে। ১০—১২-০০ আবার ১৫—১৮-০০টায় খোলা থাকে। উচিত হবে লজের বিপরীতে বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখাটিও বেড়িয়ে নেওয়া। এর বিপরীতে লালবাঁধ অর্থাৎ দিঘি। তারই পাড়ে অনাড়ম্বর, কারুকার্যহীন দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির। বিপরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। লাগোয়া রামানন্দ কলেজ।

তবুও বৈচিত্র্যে অনবদ্য, অলঙ্করণে অনন্য, পঞ্চরত্ন শৈলীতে ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে নবাবি সিংহ খেতাবে ভূষিত মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের তৈরি শ্যামরায় মন্দির। গোপ-গোপিনী সহ শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলা, হিন্দু পুরাণের দেব-দেবীরা মূর্ত হয়েছেন দেওয়াল-গাত্রের ছন্দোময় টেরাকোটায়। উৎকর্ষতা অনুপম করে তুলেছে শ্যামরায়কে।

১৬৫৫তে মল্লরাজ রঘুনাথ দেব সিংহর তৈরি যমজ মন্দির জোড়বাংলা। বাংলা চালার ছাঁদে তৈরি শিখর এর বৈশিষ্ট্য। মন্দির গাত্রে টেরাকোটার কাজও অনবদ্য। মৃন্ময়ীর বিপরীতে ১৭৫৮তে চৈতন্য সিংহর তৈরি রাধেশ্যাম মন্দির। বাংলা চালার ছাঁদে মাকড়া পাথরের ভাস্কর্য যেমন মহীয়ান করেছে তেমনই একরত্ন মন্দিরের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই রাধেশ্যাম মন্দির। পোড়ামাটির ব্যঞ্জনা অনুপস্থিত, কলি-চুনের প্রলেপে রূপ পেয়েছে এর স্থাপত্য। পৌঁছে যান ছোট ও বড় পাথর-দরজা দিয়ে কীর্তিধন্য মল্লরাজদের গড় অর্থাৎ রাজবাড়ির চত্বরে। রাজবাড়ি আজ বিধ্বস্ত, পাশেই আড়ম্বর ও ভাস্কর্যহীন মৃন্ময়ী অর্থাৎ দেবী দুর্গার শ্রীমন্দির। তবে, আজও এর দুর্গাপুজোয় অভিনবত্ব আছে। দশমীতে মাটির তৈরি রাবণকাটা—সেও বৈচিত্র্যময়। অতীতে মহাসমারোহে রাস উৎসব উদযাপিত হত। চত্বরে ৯ বৃক্ষের একীভূত রূপ—সেও আর এক দ্রষ্টব্য। তেমনই উচিত হবে একমাত্র শিবমন্দির রেখ দেউলের অনন্য নিদর্শন মল্লেশ্বর দেখে নেওয়া। রাজবাড়ির বিপরীতে রাধালাল জিউর মন্দির। ১৬৫৮তে বীর সিংহর কালে মাকড়া পাথরে তৈরি। কারুকার্যহীন মন্দিরের দেবতা স্থানান্তরিত হয়েছেন শহরের পশ্চিমে হাটতলায় নতুন মন্দিরে। মন্দির আজ রুদ্ধ। তবে, পাথরের বিশাল রথটি আজও অতীত কীর্তন করছে।

শাঁখারি বাজারে ১৬৯৪এ মল্লরাজ দুর্জন সিংহর তৈরি মদনমোহনের শ্রীমন্দিরটিও অনবদ্য টেরাকোটায় সমৃদ্ধ। তবে অষ্টধাতুর মূলদেবতা আজ কলকাতাবাসী হলেও নতুন করে দেববিগ্রহ হয়েছে। ট্যুরিস্ট লজের বিপরীতে বাংলার চালাঘর আর মিশরীয় পিরামিডের সমন্বয়ে ঝামাপাথরে তৈরি রাসমঞ্চটিরও অভিনবত্ব আছে। ৩টি গ্যালারি সমন্বিত ত্রিস্তরের ৬৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ৩৫ ফুট উঁচু আর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮০ ফুটের এই মঞ্চটি সম্ভবত ১৫৮৭তে বীরহাম্বিরের তৈরি। মল্লরাজদের কালে রাস উৎসবের আসর বসত এই মঞ্চে। উচিত হবে ঘণ্টা তিনেকের চুক্তিতে ২৫-৩০ টাকায় রিকশায় বিষ্ণুপুর দেখে নেওয়া। গত কিছুকাল প্রতি শনি, রবি ও ছুটির দিনে ১৮—২১-০০টায় আলোকিত হচ্ছে শ্যামরায়, জোড়বাংলা, রাধেশ্যাম, রাসমঞ্চ। সাজ হল বিষ্ণুপুর দর্শন। এবার সঙ্গী করুন বিষ্ণুপুরের বালুচরী, মল্লভূম শাড়ি, তসর সিল্ক, শঙ্খশিল্পের নানান সম্ভার, পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্প তথা পোড়ামাটির ঘোড়া, ধোকরা শিল্পের নানান কিছু বিষ্ণুপুর ভ্রমণের স্মারক রূপে। কেনাকাটায় চলা যেতে পারে রঘুনাথ সায়ের-এর সিল্ক খাদি সেবামণ্ডল-এ। বিষ্ণুপুরের আর এক স্যুভেনির হিন্দু পুরাণের দেব-দেবীদের প্রতিকৃতি আঁকা ১২০ তাসের দশাবতার তাস। বর্ণবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল, দৃষ্টিনন্দন এই তাস তৈরিও দেখা যেতে পারে মদনমোহন মন্দিরের কাছে

শাঁখারিবাজারের ফৌজদার বাড়িতে। আবার বিষ্ণুপুর থেকেই বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় কামারপুকুর ও জয়রামবাটি। মুকুটমণিপুরও বেড়িয়ে ফেরা অসম্ভব নয় বিষ্ণুপুর থেকে বাসে বাসে দিনে দিনে।

WBTDC-র ২৪ বেডের *ট্যুরিস্ট লজ* হয়েছে বিষ্ণুপুরে, DAB ২২৫ ২৫০ A/c D ৩৭৫ ৪০০ ডর্মি ৬০ করে; অবু: Manager, PC-722122. ✆ (03244) 52013 বা Tourist Centre, BBD Bag, Cal-1. পাশেই পৌরসভার ২৪ বেডের *পৌর পর্যটন আবাস*, কলেজ রোড, ✆ 52200, ১টি বাথ সংলগ্ন ডাবল বেডের ঘর ৭০ দশ বেডের (২টি) হলে বেড ৩০, বাস পার্টিদের ৩০০ টাকায় ঘর মেলে দশ বেডের। রান্নার জন্য অতিরিক্ত ৫০। *PWD IB, কংসাবতী প্রোজেক্ট রেস্ট হাউস;* ছাড়াও লালবাঁধের কাছে প্রাইভেট *H Udayan*, লাগোয়া একই মালিকানায় *H Bishnupur*, College Rd, ✆ 52243, DCB ৮০ ৯০ ১০০ DAB ১২৫ ১৫০ ১৭৫ FAB ২০০ ২৫০ ছয় বেডের ঘর ২৫০; ১০ মিনিটের পথে শহরের কেন্দ্রস্থলে *বিষ্ণুপুর লজ*, বৈলাপাড়া, ✆ 52173, DAB ১০০-১৫০; অদূরে *রেস্ট অ্যান্ড গেস্ট হোটেল; হোটেল রঙ্গিনী*, চকবাজার, ✆ 52296, D ১০০-১৩০ ডর্মি ৪০; পরিবেশের জন্য চকবাজারের *লালী হোটেলটি* এড়িয়ে চলা উচিত হবে; রসিকগঞ্জে বাস স্ট্যান্ডের কাছে *মল্লভূম লজ*, ✆ 52765, D ৮০-১২৫; *মেঘমল্লার হোটেল*, ✆ 52258, DCB ১০০ DAB ১২৫; *তারা মা লজ*, সতাপীর তলা, ✆ 52350, DCB ৮০ DAB ১০০-১৫০ ডর্মি ৩৫। তবুও যেন থাকা ও আহার্যে *ট্যুরিস্ট লজ, পর্যটন আবাস, উদয়ন* আজও সেরা বিষ্ণুপুরে।

মুকুটমণিপুর

স্বর্গ কোথাও আছে কিনা জানি না, কিন্তু স্বর্গে থাকার স্বাদ পাওয়া যায় মুকুটমণিপুরে জ্যোৎস্নালোকিত রাত কাটালে। অনুচ্চ ৩ পাহাড়ী টিলায় থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে মুকুটমণিপুরে। লক গেট পেরুতেই *কংসাবতী ভবন*, বাঁয়ে তার *ইয়ুথ হোস্টেল*। অদূরেই বিপরীতে *ট্যুরিস্ট লজ*। লজের সামনে কেয়ারি করা প্রশস্ত লন, তারই সামনে কুমারী ও কংসাবতীর বাঁধ। ১০০৯৮ মি দীর্ঘ ৩৮ মি উঁচু বাঁধে বশ মেনেছে কংসাবতী। জলাধার হয়েছে ৮৬ বর্গ কিমির, সূর্যাস্ত সুন্দর দেখায়। গ্রাম বাংলার নয়নাভিরাম প্রকৃতির ক্রোড়ে সবুজে ছাওয়া লেকের নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ। স্লুইস গেটের ছাড়া-জলে ঝরনার মিষ্টি-মধুর তান স্বর্গের নন্দন-কানন সম। আঁকা-বাঁকা, পায়ে চলা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উধাও। দিকচক্রবাল রেখা—সেও ঢাকা পড়েছে অনুচ্চ পাহাড়ী টিলায়। সূর্যোদয়েরও প্রশস্তি আছে মুকুটমণিপুরে।

মেঠো পথে ৩ আর ড্যাম টপ-রোড ধরে ৬ কিমি গিয়ে কংসাবতী ও কুমারী নদীর সঙ্গমে পরেশনাথ পাহাড়ী টিলায় হিন্দুর দেবতা শিব ও জৈন দেবতা ক্লোরাইট পাথরের পার্শ্বনাথস্বামী। এছাড়াও মূর্তি রয়েছে নানান। তবে, অতীত আজ লুপ্ত। ফেরিতে নদী পেরিয়ে পরপারে আরও ১½ কিমি গিয়ে জলাধারের মাঝে মহুয়া, কেন্দু, পলাশ, আমলকীতে ছাওয়া সবুজ দ্বীপ বনপুকুরিয়া মৃগদাবটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে। শীতে বোটও যাচ্ছে, ঘণ্টা চারেকে যাতায়াত —২৫ হারে। ট্যুরিস্ট লজ থেকে গোরাবাড়ি পেরিয়ে ৪ কিমি দূরে অম্বিকা নগর—জৈন সংস্কৃতির অতীত পীঠভূমি। আর আছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রাজা রাইচরণ ধবল দেবের বিধ্বস্ত রাজবাড়ি। দেবতাও রয়েছেন অম্বিকা দেবী ও সাবিত্রী দেবী—স্ব-স্ব মন্দিরে অম্বিকা নগরে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্নিযুগের বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, নরেন গোঁসাই ও প্রফুল্ল চাকীদের অস্ত্র কারখানা তথা অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে ওঠে ঝিলিমিলি থেকে ১৯ কিমি দূরে ছেঁদাপাথরে। খাতড়া-ঝিলিমিলি পথের রানীবাঁধ থেকেও পথ গিয়েছে। বাসও যাচ্ছে দুপুর ১২-০০টায় বাঁকুড়া ছেড়ে খাতড়া/ রানীবাঁধ হয়ে বারিকুলে। বারিকুল থেকে ৮/১০ কিমি হেঁটে ছেঁদাপাথর। তবে জীপ চলে। রানীবাঁধে *জেলা পরিষদের বাংলো* আছে থাকার।

বিষ্ণুপুর বা কলকাতা থেকে বাসে বাঁকুড়া পৌঁছান। ট্রেনও যাচ্ছে হাওড়া থেকে ১৬-৪৫এ পুরুলিয়া এক্স, ২২-১৫য় হাওড়া-চক্রধরপুর প্যা. বিষ্ণুপুর হয়ে ২০-৫০/৪-০০টায় বাঁকুড়ায়। রাতের প্যাসেঞ্জারে sleeper class-ও মেলে। আবার এম্যু লোকালে ২½ ঘণ্টায় খড়্গপুর পৌঁছে খড়্গপুর থেকে ৪-৫০এ খড়্গপুর-আসানসোল, ৮-২০এ খড়্গপুর-হাতিয়া, ১৩-৪০এ খড়্গপুর-গোমো, ১৭-১০এ খড়্গপুর-আদ্রা, ২০-০০টায় খড়্গপুর-আদ্রা প্যাসেঞ্জারে ২ ঘণ্টায় বিষ্ণুপুর পৌঁছে বাঁকুড়া চলা যেতে পারে। আর বাঁকুড়ার মাচানতলা থেকে ৪-৪৫এ প্রথম ছেড়ে ১৭-১৫য় শেষ বাসটি মুকুটমণিপুর ছেড়ে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস, দূরত্ব ৫৬ কিমি আর বিষ্ণুপুর থেকে ৮২ কিমি। খাতড়া হয়ে যাচ্ছে বাস, খাতড়া থেকে দূরত্ব ১১ কিমি। আবার দুর্গাপুর স্টেশন থেকেও ৮-০০, ১০-১৫, ১১-০৫, ১৩-২০, ১৪-৪৫, ১৬-০০, ১৯-০০টায় সরাসরি বাস যাচ্ছে SBSTC ও প্রাইভেট দুর্গাপুর ব্যারেজ/ বাঁকুড়া/খাতড়া/মুকুটমণিপুর হয়ে গোড়াবাড়ির। ফেরার পথে ৫-০০টায় প্রথম আর ১৭-৪৫এ শেষ বাস মুকুটমণিপুর থেকে বাঁকুড়ার। দুর্গাপুর যাচ্ছে ৫-০০, ৫-২০, ৭-৪০, ১২-১৫, ১৪-২০এ। তাই কলকাতা যাত্রীদের ৬-১৫র ব্ল্যাক ডায়মন্ডে ৯-০৯এ দুর্গাপুর পৌঁছে ১০-১৫র বাসে মুকুটমণিপুরে যাওয়াই সুবিধার। সরাসরি বাসের অমিলে বাঁকুড়া হয়েও চলা যেতে পারে। ট্রেন যাচ্ছে আরও নানান হাওড়া থেকে দুর্গাপুরে। তবে সরাসরি বাসও যাচ্ছে CSTC-র কলকাতা থেকে ৭-০০, ৯-০০ ও ২১-০০টায় আরামবাগ/ বিষ্ণুপুর/ বাঁকুড়া/ খাতড়া হয়ে ১০ ঘণ্টায় মুকুটমণিপুরে। ফেরে ৪-৪৫, ৯-০০ ও ২২-০০টায়। দূরত্ব ২৪৪ কিমি, ভাড়া ৫১.০০/৫৬.০০। আর SBSTC-র বাস রাতভর জার্নিতে ২২-০০টায় শহীদ মিনার ছেড়ে ভোর ৪-৩৫এ মুকুটমণিপুর পৌঁছে ঝিলিমিলি যাচ্ছে ৬-০০টায়। ফেরে ২১-১৫য় ঝিলিমিলি ছেড়ে ২১-৪৫এ মুকুটমণিপুর হয়ে SBSTC। এছাড়াও CSTC, SBSTC ও নানান প্রাইভেট বাস যাচ্ছে কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে বাঁকুড়ায়।

থাকার জন্য সেচ ও জলপথ দপ্তরের সুসজ্জিত ৮ ঘরের *কংসাবতী ভবনে* DAB ২০০ A/c ৩০০, অবু: Supdt Engr, Kansabati Project, Bankura বা ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস,

কলকাতা। আর আছে ডর্মিটরি প্রথায় ৩২ বেডের *ইয়ুথ হোস্টেল,* বেড ১৫, অবু: অধিকর্তা, যুব কল্যাণ দপ্তর, ৩২/১ বি বা দী বাগ (দক্ষিণ), ✆ 2480626. রাজ্য পর্যটনের *ট্যুরিস্ট লজ,* DAB ৫০, ডর্মিতে ১০, করে; আহারও মেলে লজের ক্যান্টিনে। অবু: রাজ্য পর্যটন দপ্তর, ৩/২ বি বা দী বাগ, কলকাতা-১। আর হয়েছে *H Amrapali,* DAB ৩০০, ডিলাক্স ৩৫০, চার বেডের ঘর ৪০০, ডর্মি ৭৫, অবু: Rik, 19-A, Justice Monmotho Mukherjee Row, Cal-9, ✆ 3506263. *ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁও* গড়েছে আম্রপালী বাঁধ-টপে। আর আছে লেকের অপর পাড়ে দিনভর বিশ্রামের ব্যবস্থা সহ ১২ ঘরের পিয়ারলেস হোটেলস অ্যান্ড ট্রাভেলস-এর *পিয়ারলেস রিসর্ট,* DAB ৩৫০, ৩৭৫, A/c D ৪৫০, ডর্মি বেড ৫০, অবু: ট্রাভেল ডিভিসন, ১ চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কল-৬৯, ✆ 2487181. গোড়াবাড়ি *গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন*-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে। আর হচ্ছে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের *ট্যুরিস্ট লজ* মুকুটমণিপুরে। ২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে পিয়ারলেস ট্রাভেল ডিভিশন বিষ্ণুপুর, কামারপুকুর, জয়রামবাটি, মুকুটমণিপুর দর্শনে।

রানীবাঁধ: বাঁকুড়া থেকে ঝিলিমিলির পথে রানীবাঁধ—শাল, মহুয়া, শিশু, কেন্দু, পলাশের সাথে অর্জুন, বহেড়া, আমলকী, পিয়ালশালের অরণ্যে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওরাঁও আদিবাসীদের বাস। অদূরে পাহাড় টঙে আদিবাসী-দের দেবতা। পাহাড় থেকে কংসাবতীর জলাধারও দৃশ্যমান। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *রানীবাঁধ ফরেস্ট রেস্ট হাউসে;* অবু: DFO, Bankura. রানীবাঁধ হয়েই পথ চলেছে ঝিলিমিলি পেরিয়ে বাঁশপাহাড়ি-তামাজুড়ি-শিয়ারবেঁদা-ভোলাবেদা-বেলপাহাড়ি-শিলদা-ঝাড়গ্রাম। কাঁকড়াঝোড়েরও পথ গিয়েছে শিয়ারবেঁদা ও ভোলাবেদা দুই-ই থেকে।

ঝিলিমিলি: বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রান্তসীমায় ঝিলিমিলি। নামেতেই মাধুর্য আছে। প্রকৃতিও নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঝিলিমিলির আকাশ ছাওয়া সূর্য-তারা; সেও যেন চাপা পড়ে আমলকী, হরিতকী, বহেরা, শাল, পিয়ালের শাখায়। তারই মাঝে মিষ্টি মধুর তানে বয়ে চলেছে কাঁসাই নদী। শান্ত-স্নিগ্ধ সমীরে ছোট ছোট ঢেউ—সূর্যালোকে ঝিলিমিলি ঝিলমিল করে। পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর জেলায় নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা আদিবাসীদের দেবী টুসুকে ঘিরে টুসু পরব—সে এক বৈচিত্র্যের গাথা। মেলা বসে টুসুর কংসা-বতীর তীরে ঝিলিমিলিতে। দূর-দূরান্ত থেকে আদিবাসীরা আসে তাদের পসরা সাজিয়ে। মাদলের তানের সাথে নাচ-গানের আসর বসে। চেনা-অচেনা পাখির কূজন—এমনকি শীতে দলমা পাহাড় থেকে হাতিরাও নেমে আসে রূপসী ঝিলিমিলির রূপের খোঁজে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে এদৃশ্য সত্যিই নয়নলোভন। খাতড়া থেকে রানীবাঁধ পেরিয়ে ঝিলি-মিলি। বাঁকুড়া থেকে বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু। মুকুটমণিপুর থেকে বাস বা ট্রেকারে খাতড়া ফিরেও সে বাসে চলা যায় ঝিলিমিলি। অদূরে গাছগাছালিতে ছাওয়া ছোট্ট টিলা দিয়ে ঘেরা তালবেড়িয়ার বিশাল জলাধারটিও চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। এপথে আরও যেতে কাঁকড়াঝোড়-বেলপাহাড়ী-ঝাড়গ্রাম। আবার মশক পাহাড়ে শিব মন্দিরটিও দেখে চলা যায় খাতড়ায়। সাধারণ সাজে *বাপী লজ, রুক্মিণী লজ, শান্তি-নিকেতন লজ* আছে খাতড়ায়। খাতড়া-বাঁকুড়া বাসপথে হাতিরামপুরের বাঁয়ে ক্যানাল পথের শিলাবতী নদীতে বাঁধ পড়েছে কদম দেউল-এ। মুকুটমণিপুরের তুল্য মনোরম প্রকৃতি দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। সেচ দপ্তরের *রেস্ট হাউসও* আছে।

রাত্রিকালীন সার্ভিসে SBSTC-র বাস যাচ্ছে ২২-০০টায় কলকাতা (ধর্মতলা) ছেড়ে ৩-২০এ বাঁকুড়ায় পৌঁছে ৪-৩৫এ মুকুটমণিপুর গিয়ে রানীবাঁধ হয়ে ৫-১০এ ঝিলিমিলি। ফেরে একইভাবে ২১-০০টায় ঝিলিমিলি ছেড়ে পরদিন ৬-০০টায় কলকাতায়। ঝাড়গ্রাম-ঝিলিমিলি বাসও যাচ্ছে মুকুটমণিপুর/ আখোঠা হয়ে। আর ঝাড়গ্রাম-রঘুনাথপুর বাস যাচ্ছে মুকুটমণিপুর/ ঝিলিমিলি/ বাঘমুণ্ডি হয়ে। দূরত্ব—খাতড়া ৩৬, মুকুটমণিপুর ৪৩ আর বাঁকুড়া ৮১ কিমি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*-এ ঝিলিমিলিতে।

শুশুনিয়া

ট্রেন বা বাসে বাঁকুড়া-আদ্রা পথে বাঁকুড়া থেকে ১৩ কিমি দূরের ছাতনায় পৌঁছে আরও ৭ কিমি উত্তরমুখী যেতে পুব থেকে পশ্চিমে ৩.২ কিমি ব্যাপ্ত ৪৪০ মি উঁচু শুশুনিয়া পাহাড়। বয়সে হিমালয় থেকেও প্রাচীন। শিরে ছোটবড় পাথর জড়ো করে নাম হয়েছে তার পপিন্স পিক। আর নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে গন্ধেশ্বরী নদী। ৪ শতকে রাজস্থানের যোধপুর জেলার পুষ্করণা (পোখরান)-র অধিপতি চন্দ্রবর্মা বঙ্গ জয় করে আরণ্যক শুশুনিয়া পাহাড়ে এক দুর্গ গড়েন। আর, ৪র্থ শতকের শেষভাগে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে চন্দ্রবর্মার। এমনকি বৌদ্ধকালেও শুশুনিয়ার প্রশস্তির উল্লেখ মেলে। আর আজ প্রতি বছর নভেম্বর থেকে রক ক্লাইম্বিং কোর্সের শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং সেন্টার শুশুনিয়া। এখানে চন্দ্রবর্মার শিলালিপি ও নানান পুরাকীর্তির খোঁজ মিলেছে। সবুজে ছাওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ঝরনা, বিপরীতে ৫ ফুট উঁচু বীরস্তম্ভ—সিঁদুরে চর্চিত এই শিলামূর্তি স্থানীয়দের কাছে নৃসিংহদেব রূপে পূজা পান। বারুণী স্নানে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। পাথরে তৈরি শুশুনিয়ার স্থানীয় শিল্পীদের হস্তশিল্পেরও বিশ্বখ্যাতি আছে।

শুশুনিয়া যাতায়াতের পথে অতীতের সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনায় বিশালাক্ষী (বাসুলি) দেবীর প্রাচীন মন্দিরটিও দেখে চলা যেতে পারে। স্বপ্নাদিষ্ট রাজা হামীর উত্তরের প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজারী ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। উত্তরকালে মূল দেবী বীরভূমের দুবরাজপুরে স্থানান্তরে তেল-সিঁদুরে চর্চিত ভগ্ন এক শিলাখণ্ড দেবীর প্রতীকে পূজা পাচ্ছেন।

সরাসরি বাস আসছে পাহাড়তলিতে বাঁকুড়া থেকে। বাস আসছে খড়্গপুর থেকেও শুশুনিয়ায়। বিষ্ণুপুর থেকেও সকাল ৭-০০টায় একমাত্র বাস মেলে সরাসরি শুশুনিয়ার। তাই ৬-১৫ বা ৭-১৫র বাসে এসে শুশুনিয়া অভিযান সেরে ১৫-০০টায় ফেরাও যায় বাঁকুড়ায়। থাকার জন্য *ইয়ুথ হোস্টেল, পঞ্চায়েত রেস্ট হাউস, কোলে রেস্ট হাউস* আছে শুশুনিয়ার বাস সড়কে।

আর বাঁকুড়া শহরে আছে *H Siddhartha*, Rashtala Morh, R½B½, ✆ 4813, SCB ৪৫ SAB ৮০-১০০ DAB ১১০-১২৫ TAB ১৫০ A/c D ৩০০। Cinema Rd-এ পরপর—*Adhunik L*, DCB ৮০ DAB ১০০; *Chowdhury L*, SAB ৬৫-১০০ DAB ১২৫-১৭৫ A/c D ৪০০; *Ma Sankari L*, DCB ৭০ DAB ১০০ ডর্মি ৩০; *H Blue Star*, Station Morh, ✆ 3341, SAB ৮০-১০০ DCB ১০০ DAB ১২৫-১৭৫ A/c D ৩০০; বাঁকুড়ায় সেরা *H Saptarshi*, Lalbazar Morh, Bankura-722101, ✆ (03242) 4183, SAB ১০০ DAB ২৫০ ৩০০ A/c D ৪৫০ ৬০০ ডর্মি ৭৫, প্যাকেজ ট্যুরেরও নানান ব্যবস্থা মেলে এদের কাছে। ১৬ যাত্রীর মিনিবাসও মেলে অগ্রিম যোগাযোগে। কল বুকিং: Rik, 19-A, Justice Monmotho Mukherjee Row, Cal-9, ✆ 3506263 Ext 35. আর আছে সাধারণ সাজে *Gauranga L*, Patpur; *Famous L*, Machantala; *Punjab H*, *Sri Sarada L*, *H Aristocrat*, Rashtala Morh; *Mrinalini L*, *Sreema L*, Baro Kalitala; বিপরীতে *Banerjee Boarding*. এদের কাছে S ৩০-৬৫ D ৮০-১২৫ টাকায় মেলে। বুকিং: Manager, Bankura-722101. আর আহারে *Saptarshi* ও সিনেমা রোডের *Laxmi H* দুটি ভালই। আর হয়েছে খ্রিশ্চিয়ান কলেজের বিপরীতে *জেলা পরিষদের অতিথিশালা* ও শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতাপ বাগানে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের *ইয়ুথ হোস্টেল* বাঁকুড়ায়।

পর্যটন মানচিত্রে বাঁকুড়ার স্থান উল্লেখ্য না হলেও যাতায়াতের পথে জংশন স্টেশন রূপে বাঁকুড়ার আবেদন অগ্রাধিকার পাবে। SBSTC-র বাস যাচ্ছে বাঁকুড়া থেকে—শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, দীঘা, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, তারকেশ্বর, টাটা ভায়া ঘাটশিলা, নামখানা, কলকাতা ছাড়াও নানান। প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে কলকাতা তথা বাংলা ও বিহারের নানানদিকে বাঁকুড়া থেকে। বাঁকুড়া জেলায় পুরাকীর্তির আধিক্য ঘটলেও জেলাসদর বাঁকুড়া শহরে তার অভাব চোখে পড়বার মতো। তবে, শহরতলীর বিকনা গ্রামের ডোকরা শিল্পের বিশ্বপ্রশস্তি আছে। আর আছে ৩ কিমি দূরে ১০ম শতকের সূর্য মন্দির, ৫ কিমি দূরে একতেশ্বর আর এক প্রাচীন মন্দির।

তবুও যেন যাতায়াতের পথে বাঁকুড়ায় এক রাত অবস্থান করে অত্যুৎসাহীরা অমরকাননের বাসে ২৪ কিমি গিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত শ'চারেক ফুট উঁচু সবুজে মোড়া কোড়ো পাহাড় অভিযান করে নিতে পারেন। প্রাচীরে ঘেরা দুর্গা অর্থাৎ অষ্টভুজা দেবী পার্বতীর মন্দিরও রয়েছে। মন্দিরের পিছনে পাথরের শিবলিঙ্গ ও বাহন নন্দী। মন্দিরের পেছন থেকে দূরে বহুদূরে শালি নদীর গাংদুয়া ড্যাম (৮ কিমি), শুশুনিয়া পাহাড় (১২ কিমি)ও দৃশ্যমান। আর আছে পাহাড়তলিতে তপোবন আশ্রম। তেমনই আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র অমর-কাননে সেবা ও স্বনির্ভরতার প্রতীক রামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে পাহাড়-নদী-জঙ্গল-আশ্রম-মন্দির সবে মিলে সত্যই স্বর্গের অমরকানন গড়েছে। চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা। সরাসরি যাত্রায় দুর্গাপুর-বাঁকুড়া ভায়া মালিয়াড়া SBSTC-র বাস ও প্রাইভেট মিনিবাস যাচ্ছে অমরকানন ছুঁয়ে। দূরত্ব— দুর্গাপুর ৩৯, বাঁকুড়া ২২ কিমি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে রামকৃষ্ণ সেবাদল *আশ্রমের গেস্ট হাউস, মন্দির গেস্ট হাউস* ও *ফরেস্ট বাংলোয়*; বাংলোর বুকিং: DFO, Bankura North Division. আবার বাঁকুড়া-শালতোড়া-তিলুড়ি বা বাঁকুড়া-মধুকুণ্ডা বাসে তিলুড়ি পৌঁছে ১০ কিমি পায়ে গিয়ে ৪৪৮ মি উঁচু ক্রৌঞ্চ পর্বতে নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা বিহারীনাথ শিব মন্দিরটিও দেখে ফিরতে পারেন ভক্তজনেরা।

তেমনই বাঁকুড়া-দুর্গাপুর/বর্ধমান বাসপথে বাঁকুড়া থেকে ২১ কিমি উত্তর-পুবে মিলিয়ে নিতে পারেন প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের পটে আঁকা ছবির সঙ্গে শিল্পীর জন্মভূমি বেলিয়াতোড়ের ছান্দার গ্রাম। *দেখি নাই তারে*-এর কিংবদন্তী ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-এর জন্মও বাঁকুড়ার যোগীপাড়ায়। দুইয়েরই স্মারকরূপে যাদুপুরী গড়েছে সত্তর দশকে অধ্যাপক উৎপল চক্রবর্তীর উদ্যোগে স্থানীয় সংস্থা অভিব্যক্তি। যামিনী রায় ও রামকিঙ্কর বেইজ-এর শিল্প-কলার সঙ্গে সাধারণের পরিচয় আর গ্রামবাসীদের হাতের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে নীলাকাশের নিচে রাঙামাটির পটে লোকশিল্পের স্থায়ী মেলা —আঙিনায় ভাস্কর্য, দেওয়ালে তুলির পরশ, যত্রতত্র কাটুম-কুটুম, আরও কতকি! ছান্দার বাস স্ট্যান্ড থেকে পায়ে হাঁটা পথে বাগানে ঘেরা শিল্পমহল। ভাস্কর্য ও আলপনায় সুসজ্জিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ হয়েছে নীল আকাশের চাঁদোয়া তলে। অদূরে রামকিঙ্কর ও যামিনী রায়ের পাশাপাশি অবস্থান। মূর্তির নিচে যামিনী রায় ভবনে লোকশিল্পের সম্ভার আর রামকিঙ্কর ভবনে অভিব্যক্তির শিল্প নিদর্শনের সংগ্রহশালা বসেছে। আর আছে ধর্মরাজের মন্দির ৩ কিমি দূরের বেলিয়াতোড়ে। চলার পথে একটা বাস ছেড়ে পায়ে পায়ে/ অটো বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় ত্রয়ী। বাঁকুড়ার আর এক কৃষ্টি তার মিঠাই সৃষ্টি। বাঁকুড়ার কালাকাঁদ, চিত্তরঞ্জন এবং নিখুঁতি সেও যেন এক পুরাকীর্তি।

অযোধ্যা পাহাড়

পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় পাহাড়ী শহরের রূপরেখা এঁকেছিলেন অযোধ্যা বুরুঅর্থাৎ পাহাড়কে দেখে ডা. বিধান-চন্দ্র রায়। বাস্তবে রূপ না পেলেও পাহাড়ে চড়ার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অযোধ্যায়। বাঁকুড়া থেকে বেড়িয়ে নেওয়া যায় পুরুলিয়া জেলায় বিহার সীমান্তে দলমা পাহাড়ের অংশ হাজার দুয়েক ফুট উঁচু অযোধ্যা পাহাড়। বাঁকুড়া থেকে ট্রেন

ও বাস যাচ্ছে পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া থেকে আবার বাসে দ্বিমুখী পথে চলা যেতে পারে অযোধ্যা পাহাড়ে। অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্ব দুয়ার সিরকাবাদ আর পশ্চিমদ্বার বাঘমুণ্ডিতে। পুরুলিয়া থেকে বাসে ২৬ কিমি দূরের সিরকাবাদ পৌঁছে ১২ কিমি ট্রেক করে চলা যায় অযোধ্যায়। নিজস্ব ব্যবস্থায় বাস/ মিনিবাসও পৌঁছে যাচ্ছে এপথে। অনিয়মিত হলেও পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে ১৬-২০এ ছেড়ে সিরকাবাদে বান্দু নদীতে সেতু পেরিয়ে ১৮-০০টায় অযোধ্যায় যাচ্ছে ২৬ আসনের মিনিবাস; ফেরে পরদিন সকাল ৭-০০টায় অযোধ্যা পাহাড় থেকে। সিরকাবাদেও অরণ্যের স্বাদ মেলে। থাকারও ঠাঁই মেলে *ফরেস্ট রেস্ট হাউসে;* বুকিং: DFO, Purulia. তবে পথ নির্জন, চড়াই-এর আধিক্য; প্রাকৃতিক শোভারও ঘাটতি এপথে। তাই ট্রেকারদের উচিত হবে এপথ পরিহার করে পুরুলিয়া থেকে বাসে বলরামপুর ৩১-মাঠা ১৯-বাঘমুণ্ডি ৬ কিমি গিয়ে ৯ কিমি ট্রেক করে অযোধ্যা পাহাড়ে চলা। পাহাড়ী বাঁক, টুরগা ড্যাম, ড্যামের জলে লেকও বামনী নদীর জলপ্রপাত আকর্ষণ বাড়িয়েছে এপথের। পাহাড়, অরণ্য ও ড্যামের জল—মিলে মিশে চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ গড়েছে টুরগা।

কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে বলরামপুর বা হাওড়া-রাঁচি-হাতিয়া এক্সে সুইসা পৌঁছে বাসে ২৫ কিমি দূরের বাঘমুণ্ডি গিয়ে পাহাড় চড়া উচিত হবে। নিকটতম রেল স্টেশনও হাওড়া-রাঁচি রেলপথের সুইসা। নিজস্ব ব্যবস্থায় ভ্যান/জিপও মেলে শ'দুয়েক টাকায় বাঘমুণ্ডি থেকে ১৬ কিমির গাড়িপথে অযোধ্যা চলায়। বাঘমুণ্ডির আর এক আকর্ষণ সুইসা মুখী ৩ কিমি দূরে মুখোশ শিল্পের পীঠস্থান চড়িদা বা চোড়দা গ্রাম। মুখোশ তৈরি দেখা ও কেনার ব্যবস্থা মেলে। তেমনই চৈত্র সংক্রান্তির ১ দিন আগে অযোধ্যার মোড় থেকে ৪ কিমি দূরে ২ দিন ব্যাপ্ত লহরিয়া বাবার চড়ক মেলাও দেখে নিতে পারেন। ছৌ-নাচের প্রতিযোগিতা মুখ্য আকর্ষণ মেলার। আর মুকুটমণিপুর ফেরৎ যাত্রীরা খাতড়া থেকে ৭-০০ ও ১৩-০০টার বাসে ঝিলিমিলি হয়ে ঘণ্টা চারেকে বলরামপুর পৌঁছে বাঘমুণ্ডি হয়ে অযোধ্যায় পৌঁছান।

তেমনই বাঘমুণ্ডি থেকে ৬ আর পুরুলিয়ার ৪০ কিমি দূরে আর এক *বুরু* মাঠা। সামনে পাহাড়— পাহাড় ডাইনে-বাঁয়ে-চারপাশে। অসংখ্য ছোট ছোট ধূসর পাহাড়, নীলাকাশ, সবুজ বন—মিলেমিশে মনোরম পরিবেশ। খুবই দুরূহ মাঠার খাঁড়া পাহাড় চড়া। স্থানীয়রাও মাঠাকে এড়িয়ে বাঘমুণ্ডি হয়ে অযোধ্যায় চলেন।

সবুজে ছাওয়া—নিথর-নিস্পন্দ অধিত্যকা অযোধ্যা পাহাড়। শাল-শিরীষ-সেগুনে ছাওয়া অরণ্যভূমি—ঋতু-ভেদে রঙ বদলায় অযোধ্যায়। গহীন বন, ছোট-বড় পাহাড়ী ঝোরা, অসংখ্য গিরিশিরা—উচ্চতম এদের মধ্যে গোরগাবুরু (২৮৫০ ফুট) শিখর। পাহাড় ঢালে আদিবাসীদের (১৬০০০) বাস। চাষ-আবাদ হচ্ছে। ৩৪৫১৭ একর ব্যাপ্ত পাহাড়ী অরণ্যে হাতি, হরিণ, বন-বরা, নেকড়ে, চিতাবাঘের দর্শন মেলে। কিংবদন্তী, অজ্ঞাতবাসকালে দণ্ডকের পথে রামচন্দ্রও আসেন সীতাদেবী সহ অযোধ্যা পাহাড়ে। সীতাদেবীর তৃষ্ণা মেটাতে পাতালভেদী বাণে জল তোলেন শ্রীরাম—রূপ নেয় কূপে। আজও বুদ্ধ-পূর্ণিমার *দিসুম সেন্দ্রা* অর্থাৎ শিকার-উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে আসা আদিবাসী যুব সম্প্রদায় তুড্রা ও বামনী জলপ্রপাতে স্নান সেরে সীতা কুণ্ডের জল পান করে পবিত্র হয়ে মেতে ওঠে শিকারে। শিকারে পসার বাড়ে সমাজে। তেমনই বুরবুরি পেরিয়ে কুণ্ডের সামনে শালবনে দেখে নেওয়া যায় কেশ বিন্যাস-কালে উড়ে গিয়ে শালের শাখে জড়িয়ে যাওয়া সীতাদেবীর কেশ। আবার ট্যুরিস্ট হোস্টেলের বাঁয়ে পায়ে পায়ে যোগিনী অর্থাৎ ময়ূরী পাহাড় চড়েও দেখে নেওয়া যায় অযোধ্যার প্রকৃতি। পাইন-শাল-শিমুলের শনশন আওয়াজ, দূরান্ত থেকে ভেসে আসা মাদলের তান, চাঁদিনী রাতে আরণ্যক শোভা প্রকৃতি প্রেমিকদের মাতোয়ারা করে তোলে। অত্যুৎসাহীরা ৫ কিমি দূরে আরণ্যক পরিবেশে বাঁধঘটুতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। রেশম চাষও হচ্ছে আজ অযোধ্যা পাহাড়ে।

থাকার জন্য রাজ্য পর্যটনের ৫০ বেডের *অযোধ্যা হিল ট্যুরিস্ট হোস্টেল*-এ বেড ৮, ২ বেডের ৮টি কটেজ ৫০ করে; অবু: W B Tourism, 3/2 B B D Bag, Calcutta-1, ✆ 2488271. বিদ্যুৎহীন পাহাড়ে সৌরশক্তিতে আলো জ্বলছে লজে—তবে বেহাল অবস্থা। আর আছে বন দপ্তরের ২ ঘরের *ফরেস্ট বাংলো,* অবু: DFO, Purulia বা CFO, Calcutta-1; *Comprehensive Area Development Corpn* (CADC)-র ৩ ঘরের *বাংলো,* অবু: 6 Subodh Mallick Sqr. Cal. এদের ২৫ বেডের ডর্মিটরি হতে চলেছে। আর আছে কফি কর্নার CADC-র। আহার মেলে হোস্টেল লাগোয়া *অরুণ সিং সর্দারের* ক্যান্টিনে। তবুও যেন আহার-বাসস্থান-যাতায়াত ত্রয়ীর ব্যবস্থা অপ্রতুল। আর বাঘ-মুণ্ডিতে আছে *সেচ দপ্তরের বাংলো।* অনন্যোপায়ীরা *সম্মেলনী ক্লাবেও* ঠাঁই পেতে পারেন বাঘমুণ্ডিতে। মাঠার মায়াবী পরিবেশেও *FRH* আছে। ফেরার পথেও উচিত হবে ঘণ্টা দু'য়েকে বাঘমুণ্ডি নেমে ১৬-০০টার শেষ বাসে বলরামপুর বা পুরুলিয়া গিয়ে চক্রধরপুর-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে ঘর পানে চলা। আবার পুরুলিয়া থেকে নানান বাসে দুর্গাপুর বা বর্ধমান গিয়েও ফেরা যেতে পারে ঘরপানে।

ট্রেনও যাচ্ছে হাওড়া থেকে ১৬-৪৫এ পুরুলিয়া এক্স (শনি ছাড়া) খড়্গপুর / বিষ্ণুপুর / বাঁকুড়া হয়ে ২৩-০৫এ পুরুলিয়ায়। আর ২২-১৫য় হাওড়া ছেড়ে পরদিন ৭-২৩এ যাচ্ছে হাওড়া-চক্রধরপুর প্যা। কলকাতায় ফেরে পুরুলিয়া-হাওড়া এক্স ৫-৪০, চক্রধরপুর-হাওড়া প্যা ২০-১৭; আসানসোল যাচ্ছে ১০-৫০, ১৪-১৫; নতুন দিল্লী যাচ্ছে পুরুষোত্তম এক্স, রাঁচি যাচ্ছে ১৪-৫৫য় খড়্গপুর-হাতিয়া প্যা; টাটা যাচ্ছে ছাপরা/কাটিহার-টাটা এক্স; টাটা-ধানবাদ প্যা, চক্রধরপুর-গোমো প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে পুরুলিয়া হয়ে।

বাসও যাচ্ছে কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৮ ঘণ্টায় CSTC-র ১০-৪৫ ও SBSTC-র ৫-২০, ৯-০০, ১৩-৩৫, ১৮-৫০, ২২-০০টায় বাঁকুড়া/ বরাভূম হয়ে পুরুলিয়ায়। প্রাইভেট বাসও চলে এপথে। কলকাতায়

ফেরে CSTC ৬-১৫, SBSTC ৪-৩০, ৬-৩০, ১১-৩০, ১৬-৩০, ১৯-৪৫এ। বাস যাচ্ছে পুরুলিয়া থেকে SBSTC-র দীঘা ৬-০০, ১৫-৩০; কৃষ্ণনগর ৫-১৫, ১৩-২০; ঝাড়গ্রাম ১২-৩০, ১৭-০০; বর্ধমান ১০-৫০, ১২-৩০, ১৩-৩০, ১৭-০৫, ১৮-০০, ১৮-৪৫; তারকেশ্বর (৪ বাস); মালদা ৫-১৫, ১৭-১৫; হাজারীবাগ ১৩-১৫, ১৮-৩০; বহরমপুর ৫-৪৫, ১৫-১০। *H Oasis,* Bus Std, DAB ১২০-১৭৫; *H Mayur,* D ১০০-১৫০; *H Aristocrat,* Chowk Bazar, DAB ৮০-১৫০; *Sree H,* S N Sarkar Rd, near GPO, D ৮৫-২২৫; *H Dikshit,* Barakar Rd, D ৮০-১২০; ছাড়াও হোটেল আছে নানান পুরুলিয়ায়।

তেমনই পুরুলিয়া শহরে সাহেববাঁধ অর্থাৎ ১৮৪৩এ শুরু হয়ে ১৮৪৮এ মানভূম জেলার ডেপুটি কালেক্টর কর্নেল টিক্‌লের উদ্যোগে জেলখানার কয়েদিদের দিয়ে খনন করা ৫০ একর ব্যাপ্ত জলাশয়ে চিল্কার থেকেও বিচিত্র ও ব্যাপক সংখ্যক পাখি দেশ-দেশান্তর থেকে শীতে এসে আবাস গড়ে। উত্তর ইউরোপ থেকে পিন্‌টেইল, বালুচিস্তান থেকে লাল ঝুঁটি পোচার, সাইবেরিয়া থেকে গডওয়াল, দুষ্প্রাপ্য গার্গেনি, শোভলাল ছাড়াও নানান বর্ণের নানান ধর্মের পরিযায়ী পাখি দেখে নেওয়া যায়। আর আছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়মের ধাঁচে গড়া বিজ্ঞান ভবন পুরুলিয়ায়। তারামণ্ডলও বসেছে মিউজিয়মে। মডেলে বিজ্ঞানের নানান কারিকুরিও দেখে নেওয়া যায়।

অত্যুৎসাহীরা পুরুলিয়া থেকে ঝালদাগামী বাসে গড়-জয়পুর পৌঁছে পায়ে পায়ে তুনতায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে গড়ের ধ্বংসাবশেষ ও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির দেখে নিতে পারেন।

গাদিয়ারা

যে কোনও সকালে *ফোর্ট মর্নিংটন* অর্থাৎ ক্লাইভের দুর্গে চলুন। তবে, দুর্গটি পরিত্যক্ত হয় উত্তরকালে, আর বিধ্বস্ত হয় ১৯৪২-এর ভয়াবহ বন্যায়। কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়া জেলায় নয়নলোভন হুগলি নদীর তীরে মনোরম পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়ারা। গঙ্গা অর্থাৎ হুগলি নদীর ব্যাপ্তি যথেষ্ট গাদিয়ারায়। রূপনারায়ণ নদও এসে মিলেছে হুগলি নদীতে। অদূরে গড়চুমুকের দিক থেকে দামোদরও মিলেছে এসে হুগলি নদীতে। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি—রূপ নিয়েছে মিনি সমুদ্রের। বৈচিত্র্যের অভাব ঘটলেও শান্ত-স্নিগ্ধ গাদিয়ারার প্রকৃতিও সুন্দর। দূষণহীন নির্মল বাতাস। বাঁধের পাড় ধরে হাঁটুন—জলে ধোয়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ। তবে, অতীতের নির্জনতা লোপ পেয়ে কিছুটা যেন ঘিঞ্জিভাব গাদিয়ারায় আজ। প্রাইভেট হোটেলগুলিও পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অদূরেই রূপনারায়ণে সৃষ্ট মায়া-চর। নৌকায় বেড়িয়ে নেওয়া যায়। তেমনই অভিযান করে ফেরা যায় লজের বাঁয়ে লাইটহাউসটি। গাদিয়ারার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তও সুন্দর। আরও সুন্দর গাদিয়ারা থেকে লঞ্চে নুরপুর গিয়ে নুরপুর থেকে ফেরি লঞ্চে গেঁওখালি পৌঁছে আবার লঞ্চে গাদিয়ারায় ফেরা। নিয়মিত লঞ্চ সার্ভিস চলছে ত্রিমুখী তিন জেলা—হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর-এর মাঝে। ঘণ্টা দুয়েকে ২.৩০ + ১.৫০ + ২.০০ টাকায় সাঙ্গ করা যায় চিত্ত-বিমোহন এ জলবিহার।

চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ গাদিয়ারা। ট্যুরিস্ট লজ চত্বরে ২টি শেডও হয়েছে পিকনিকের। ৫০-এর অনধিক দলের (৪টি) জন্য শেড প্রতি ভাড়া ১৫০ আর নীলাকাশের নিচে ১০০ হারে। বুকিং: ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, কলকাতা-১।

থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে সঙ্গম-পাড়ে WBTDC-র ৩৫ ঘরের *রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ,* DAB ১৭৫ ২০০ ২২৫ A/c ৩৫০ TAB ২৭৫ FAB ৩০০ কটেজ ২০০ আর ৬ বেডের ডর্মিতে বেড ৬০ করে। অবু: ট্যুরিস্ট সেন্টার, ৩/২ বিবাদী বাগ, কলকাতা-১, ✆ 2488271. আর হয়েছে বাস স্ট্যান্ডে *চলন্তিকা ট্যুরিস্ট লজ,* DAB ৬০। স্বল্প যেতে *রামকৃষ্ণ লজ,* ✆ (03172)2307, DCB ৮০-১৫০, জেনারেটরে আলো জ্বলছে; পিকনিক পার্টিদের নানান ব্যবস্থা— আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও মেলে রামকৃষ্ণে। বিপরীতে *প্রিয়া লজ,* DAB ৮০—বিজলীর অভাবে হারিকেন নির্ভর প্রিয়া।

প্রাইভেট বাস যাচ্ছে গাদিয়ারায় হাওড়া স্টেশন (হাওড়া বাস স্ট্যান্ড) থেকে ৫-৫০এ প্রথম ছেড়ে ১৮-০০টায় শেষ। ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাগনানে লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে শ্যামপুর হয়ে যাচ্ছে বাস। আধঘণ্টা অন্তর সার্ভিস, সময় নেয় ৩½ ঘণ্টা; ভাড়া ৮.৮০ টাকা। ফেরার পথে ৩-৪০এ প্রথম ছেড়ে ১৮-০০টায় শেষ বাস গাদিয়ারা থেকে হাওড়ার। আর যাচ্ছে ভোর থেকে গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়্গপুর শাখায় লোকাল ট্রেন ৪৬ কিমি দূরের বাগনানে। বাগনান থেকে হাওড়া ছেড়ে আসা বাসে ২৭ কিমি দূরের শ্যামপুর হয়ে আরও ৫ কিমি গিয়ে গাদিয়ারা অর্থাৎ শিবপুরে চলা শেষ। শিবপুর তথা গাদিয়ারা বাস স্ট্যান্ড থেকে বাঁহাতি পথে ১ কিমি যেতে ট্যুরিস্ট লজ।

আবার কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ১১-০০ ও ১৬-৩০এ CSTC-র বাসে সরিষা হয়ে ১¾ ঘণ্টায় ৫২ কিমি দূরের নুরপুর পৌঁছেও ফেরি লঞ্চে চলা যেতে পারে গাদিয়ারা। ৬-৩০ থেকে ১৯-৩০টায় ½ ঘণ্টা অন্তর লঞ্চও মেলে নুরপুর থেকে গাদিয়ারার। সময় নেয় ১০ মিনিট, ভাড়া ২.৩০ টাকা। এপথে অর্থে সামান্য আধিক্য লাগলেও সময়ে ঘণ্টা দেড়েক সাশ্রয় মেলে। লজের সামনেই ফেরিঘাট, হাঁটারও ঝক্কি নেই এপথে। নুরপুর থেকে কলকাতায় ফেরে ১৩-৪০ ও ১৯-০০টায় CSTC-র বাস। আর CTC-র এক্স বাস যাচ্ছে ৫-০০—১৮-৪৫এ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট অন্তর এসপ্লানেড ট্রাম গুমটি থেকে নুরপুরে। ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও সময়ে সাশ্রয় মেলে CTC-র বাসে। সরাসরি গাদিয়ারা যাচ্ছে এসপ্লানেড গুমটি থেকেই ৪-৪৫—১৯-০০টায় ২ ঘণ্টা অন্তর ছেড়ে বিদ্যাসাগর সেতুতে গঙ্গা পেরিয়ে বাগনান হয়ে CTC. আবার শহীদ মিনার থেকে United Transport Co, CTC বা SBSTC-র রায়চকের বাসে রায়চকের মোড় পৌঁছেও লোকাল বাস বা ভ্যান রিকশায় নুরপুর চলা যেতে পারে। ডায়মন্ডহারবারের বাসে সরিষা পৌঁছেও চড়া যায় ডায়মন্ডহারবার-নুরপুর লোকাল বাসে।

নূরপুরও যেন শান্ত নদীর পটে আঁকা আর এক ছবি। অতীতে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। বাঁধের মুখে স্কন্ধকাটা সাহেব-মেমের সমাধি। বাস থেকে নামতেই নারিকেল বীথিকায় আকাশ ঢাকা মিশনারিদের অরফানেজ। চোখ চাইতেই হুগলি নদী। ভেসে চলেছে লঞ্চ, পাল তুলে দেশি নৌকা, ভটভটি হুগলি নদী বেয়ে। তারই মাঝে পাড়ি দিচ্ছে দেশী-বিদেশী নানান জাহাজ গভীর সমুদ্রে। এ দৃশ্যও নয়ন মনোহর।

গেঁওখালি: পরপারে মেদিনীপুরের গেঁওখালি—সেও আর এক পটে আঁকা ছবি। গাদিয়ারা আজ বাণিজ্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় স্নিগ্ধ সমীরের পরশ পেতে পর্যটক যাচ্ছেন গেঁওখালিতে। থাকারও নানান ব্যবস্থা—হুগলি নদীর তটে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির *Triveni Sangam Tourist Complex*-এ DAB ১৫০, ২০০, A/c ৪০০, দু'ঘরে চার বেডের স্যুইট ৩০০, ৪০০, আহার্য *গঙ্গা ক্যান্টিনে;* অবু: এ্যামবাসী ট্রাভেলস, ৯ লালবাজার স্ট্রিট, মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৩য় তল, ব্লক-সি, কল-১, ✆ 220 8495. আর আছে *সেচ দপ্তরের বাংলো* জেটি ঘাটের ডাইনে। অবস্থান মাহাত্ম্যে উইক এন্ড ট্যুরে ত্রিবেণী আজ মনোরম। যাতায়াত নূরপুর হয়ে। ফেরি লঞ্চ যাচ্ছে ৫-৩০—১৯-৩৫এ, ½ ঘণ্টা অন্তর সার্ভিস, ভাড়া ১.৫০ টাকা। বাজার পেরুতেই বাস স্ট্যান্ড। বাস যাচ্ছে মেদিনীপুরের নানানদিকে। মিনিট বিশেকের পথে মহিষাদল রাজবাড়িটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন গেঁওখালি থেকে বাসে। আর ট্রেনে মেচেদা পৌঁছেও বাসে চলা যায় গেঁওখালি।

বাগনান থেকে ৫ আর হাওড়া থেকে কোলাঘাটমুখী দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৫১ কিমি দূরের দেউলটি স্টেশনে নেমে রিকশায় পানিত্রাস বা সামতাবেড়ে শরৎতীর্থও বেড়িয়ে নেওয়া যায় যে কোনও ছুটির সকালে। অতীতের রূপনারায়ণ আজ সরে গেলেও শরৎচন্দ্রের দ্বিতল বাড়িতে মিউজিয়ম বসেছে। প্রতি বছর ৩১শে ভাদ্র সপ্তাহব্যাপী জন্মোৎসব পালিত হয় কথাসাহিত্যিকের।

অদূরে চড়ুইভাতির আর এক তীর্থ রূপনারায়ণের তীরে **কোলাঘাট**। নীলাকাশের নিচে কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে। সূর্যাস্তে রুজ পরে সারা কোলাঘাট। দামোদরের জলেও রঙ ধরায় বিদায়ী সূর্য। ছল ছল শব্দে জেলে নৌকা কুলায় ফেরে। চেনা-অচেনা নানান পাখির কূজন মুখরিত করে তোলে বিশ্বভুবন। তারই মাঝে পায়ে পায়ে হাঁটুন দামোদরের পাড় ধরে—সত্যই নয়নাভিরাম দামোদরের এ-সৌন্দর্য। উৎসাহীরা অনুমতি সাপেক্ষে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও দেখে নিতে পারেন। থাকারও ব্যবস্থা মেলে কোলাঘাট রেল স্টেশন থেকে রিকশায় ১০ মিনিটের পথে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে রূপনারায়ণের পাড়ে দেনান-এ *সেচ দপ্তরের বাংলোয়।* আর আছে *PWD (Roads) Bunglow* কোলাঘাটে।

তেমনই চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ তথা পায়ে পায়ে বেড়াবার আর এক স্বর্গ **গড়চুমুক**। গড়চুমুকের পুবে হুগলি নদী, পশ্চিমে দামোদর নদ। ৫৮টি স্লুইস গেট—বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে। খালের পাড় ধরে ৩ হেক্টর জুড়ে সংরক্ষিত বন, ডিয়ার পার্ক।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে গড়চুমুকে—*হাওড়া জেলা পরিষদের* ৩ ঘরের *হলিডে হোম,* অবু: সেক্রেটারি, হাওড়া জেলা পরিষদ, ১০ বিপ্লবী হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সরণী (দ্বিতল), হাওড়া-৭১১১০১। আর আছে *সেচ দপ্তরের বাংলো,* অবু: এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, লোয়ার দামোদর কনস্ট্রাকশন—হাওড়া ডিভিশন, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। আর হচ্ছে *জেলা পরিষদের গেস্ট হাউস* গড়চুমুকের গঙ্গা তীরে।

কলকাতা থেকে ট্রেন বা বাসে উলুবেড়িয়া গিয়ে কোর্ট বাস স্ট্যান্ড থেকে ৭০ রুটের বাসে উলুঘাটা ৫৮ নম্বর গেট স্টপেজ পৌঁছে লাগোয়া গড়চুমুক।

দীঘা

কলকাতা থেকে মেচেদা/নরঘাট হয়ে ১৮৩, খড়্গপুর হয়ে ২৩৪ কিমি দক্ষিণ-পুবে বঙ্গোপসাগরের বুকে পশ্চিমবাংলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র দীঘা। *ব্রাইটন অফ দি ইস্ট*—দীঘা বীচ। খড়্গপুরের দূরত্ব ১২৩, কন্টাই ৩১ কিমি দীঘা থেকে। দীঘার সমুদ্র আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাবার মনোরম পরিবেশ দীঘা। কিছুকাল আগেও প্লেন নেমেছে দীঘা বীচে। তবে, গাড়ি আজও চলে দীঘা বীচে ভাঁটার কালে। এর শান্ত সমাহিত রূপটি ধীরে ধীরে উত্তাল হয়ে উঠছে। সমুদ্র এগিয়ে আসছে—গ্রাস করছে নগরজীবন। বড় বড় পাথরখণ্ডে রোধ করা হয়েছে সামুদ্রিক গ্রাস। তবুও যেন ঢেউ-এর তালে তালে দেহটা নাচিয়ে তুলে অতি সহজেই উপভোগ করা যায় সমুদ্র-স্নান। বাজারের নিচু দিয়ে মাইলখানেক জুড়ে চলে স্নানের দৌরাত্ম্য। মাইল পাঁচেক দীর্ঘ সাগরবেলাটি আজ নতুন করে জীবন পেয়েছে। জোয়ারের জলে স্নাত এই সাগরবেলা ভেসে ওঠে ভাঁটায়। নতুন করে মাথা তুলেছে ঝাউ-বীথিকা আজ দীঘা বীচে। সাঁঝের বেলায় বিজলী আলোয় সমুদ্রের চিকমিকানি হাসি পর্যটকদের ঘর থেকে টেনে আনে বেলাভূমিতে। এমনকি বিদায়ী সূর্যের সোনালি দীপ্তি পশ্চিম আধাকে শ্বেতশুভ্র; আর বাকি আধা সমুদ্রকে নীলাভ করে তোলে। বর্ণময় আলো-আঁধারির এই বর্ণালী দীঘার এক অনন্য প্রাপ্তি। তেমনি আকর্ষণ দীঘার সূর্যোদয়ের। অসীম নীলাকাশ আর সীমাহীন বারিধি—তারই পাড়ে লেক হয়েছে—সীমান্তের পথে কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট অমরাবতী। বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে লেকের জলে। অমরাবতীর কাজলাদিঘিতে দুর্বল সংগ্রহের সর্প উদ্যান গড়েছেন সর্প বিশারদ দীপক মিত্র। আর হয়েছে এশিয়ায় বৃহত্তম ম্যারিন অ্যাকোয়ারিয়াম নতুন আর পুরাতনের মাঝপথে হাসপাতালের বিপরীতে। শহরও প্রসার পাচ্ছে সীমান্তমুখী ২ কিমি জুড়ে পুরাতন থেকে নতুনে—নামও তার নিউ

দীঘা। দীঘার প্রশস্তি যদিও আজ লোকের মুখে মুখে, তবে অতীতে ওয়ারেন হেস্টিংসের হাতেই এর আবিষ্কার। আর নবজন্ম পায় ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে। তবুও যেন পুরনো দীঘা আজ চটকহীন, ভিড়ে টইটম্বুর।

শঙ্করপুর: দীঘা থেকে ১৩ কিমি দূরে নতুন গড়ে তোলা মৎস্য প্রকল্পটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে। লোকাল বাস যাচ্ছে দীঘা-কলকাতা সড়কে ৮ কিমি দূরের রামনগর পেরিয়ে আরও ১ কিমি দূরের চোদ্দমাইল হয়ে। চোদ্দমাইল থেকে ভ্যান রিকশা যাচ্ছে চম্পাখালের বুক বেয়ে ৪ কিমি দূরের শঙ্করপুরে। কলকাতা-দীঘা ১০-৩০টার বাসটি সরাসরি শঙ্করপুর হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে। আর ৯-০০টায় দীঘা ছেড়ে শঙ্করপুর হয়ে কলকাতায় আসছে CSTC-র একমাত্র বাস। ভ্যান স্ট্যান্ডের ডাইনে শঙ্করপুর ফিশিং হারবার প্রোজেক্ট। সিধে যেতে সাগরবেলা। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান ১কিমি। বাঁয়ে *H Ashoka,* ✆ (03220) 64275, DAB ১৫০-২৫০, আহার মেলে ক্যান্টিনে, অবু: ম্যানেজার, পো-রামনগর, শঙ্করপুর বা কল বুকিং: H Penguin (P) Ltd, 18 Jadunath Dey Rd. Cal-12, ✆ 275312: *Saikatsree Hotel & Lodge,* ✆ 64344, DAB ২০০-৩০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485; আর মৎস্য প্রকল্পে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারিজ কর্পোরেশনের *মৎস্যগন্ধা রেস্ট হাউস,* D ১৭৫, A/c ৩৫০, ডর্মি ২৫; অবু: শঙ্করপুর ফিশিং হারবার, পো-বোধড়া, জেলা-মেদিনীপুর, ✆ (03220) 64300. অদূরে বেনফিসের *কিনারা গেস্ট হাউস,* D ১০০, ৩০০, স্যুইট ৪০০, ১০টি কটেজও গড়েছে বেনফিশ শঙ্করপুরে; অবু: বেনফিশ, ৪র্থ তল, P-161 VIP Rd. Cal-54, ✆ 3344931.

ঝাউ ও কেয়ায় ছাওয়া সবুজের বনানী, ধু-ধু করছে চারপাশ—রূপালি বালিয়াড়ি। সামনে দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশের নীলে গোলা বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি। নিরালা সাগরবেলায় ভারতের বৃহত্তম জেটি হয়েছে মৎস্য প্রকল্পের শঙ্করপুরে। ট্রলার ও জেলে নৌকার আনাগোনা, কর্মযজ্ঞ চলছে মাছেদের নিয়ে। তেমনই সাথী খোঁজে *হারমিট ক্র্যাব* বা সন্ন্যাসী কাঁকড়া সারা বীচে। প্রশস্ত বীচ, মাটি শক্ত; ঘন সন্নিবিষ্ট ঝাউবীথিকা—উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি। টাটা শিল্প সংস্থার তাজ হোটেল গ্রুপ রূপ দিতে চলেছে *Tourist Village* শঙ্করপুরে। আর গড়তে চলেছে সিঙ্গাপুরের এক সংস্থা, রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগম ও ন্যাশানাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন—ত্রয়ীর উদ্যোগে ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ কিমি ব্যাপ্ত পর্যটক নগরী শঙ্করপুরে।

দীঘা-কাঁথির মাঝপথের চাউলখোলা থেকে ডাইনে ৭ কিমি যেতে বেঙ্গল সল্ট ফ্যাক্টরি—লবণ তৈরি হচ্ছে প্রাক স্বাধীনতার কাল থেকে। প্রাচীন হলেও বহুল প্রচলিত প্রথায় লবণ তৈরি দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

চন্দনেশ্বর: দীঘা যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে ওড়িশাও বেড়িয়ে আসতে পারেন—চন্দনেশ্বর শিবমন্দির গিয়ে। দেবতা এখানে নিরাকার। খুবই জাগ্রত। দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী সমাগম ঘটে। জাঁকালো মেলা হয় চৈত্রে। থাকার জন্য পাণ্ডা ঠাকুরদের বাড়ি ছাড়াও *হোটেল ঝিলমিল* DAB ৮০ হয়েছে চন্দনেশ্বরে। বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু দীঘা থেকে ৩ কিমি দূরের কিয়াগেড়িয়া অর্থাৎ ওড়িশা সীমান্তে। ওড়িশা রাজ্যের ৩ কিমিতে ভ্যান রিকশা মেলে। পথ পাশে কাজু বাদামের বন। তবে, দীঘা থেকে রিকশাও যাচ্ছে, যাতায়াত ভাড়া ২০-২৫ টাকা। আর যাচ্ছে হাওড়া-চন্দনেশ্বর, হাওড়া-বালাশোর ও দীঘা-বারিপাদা বাস দীঘা/চন্দনেশ্বর হয়ে। আর চন্দনেশ্বর থেকে মেলে ওড়িশার দিগ্বিদিকের বাস। তাই দীঘা ভ্রমণার্থীরা চন্দনেশ্বর বেড়িয়ে চাঁদিপুরও যেতে পারেন বাসে বাসে।

তালশেরী: চন্দনেশ্বর থেকে রিকশায় ৪ কিমি দূরের শান্ত-স্নিগ্ধ সাগরবেলা তালশেরীও বেড়িয়ে নিতে পারেন। স্বচ্ছ নীল জল—পাড় ধরে শাল-পিয়াল-ঝাউয়ের অরণ্য। লুটোপুটি খায় সফেন ঊর্মিমালা সাগরবেলায়। সাগর আর ঝাউবনে রোমান্টিক মিতালি—নির্জনতা যাদের পছন্দ তাদের কাছে তালশেরী অনবদ্য। সূর্যের উদয় ও অস্ত দুইয়েরই প্রশস্তি আছে তালশেরীতে। তবে, চর পড়ে সূর্যাস্ত আজ আর দৃশ্যমান নয় সাগরবেলায়। নৌকায় গিয়ে অভিযানের সাথে সূর্যাস্ত দেখে নেওয়া যায় চর থেকে। দোকানপাটের অভাব—ক্ষণে ক্ষণে জেলে নৌকার আনাগোনা। ভাটায় জল যায় সরে ১½ কিমি অন্দরে। দখল নেয় ঝিনুকখচিত বালুকাময় তটভূমি সন্ন্যাসী কাঁকড়ায়। সবুজের শ্যামলিমা, চারপাশে ধু ধু বালিয়াড়ি—তারই মাঝে তালশেরী সাগর-বেলায় ওড়িশা ট্যুরিজমের *পান্থশালাটি* থাকার পক্ষে রমণীয়। এদের ভাড়া DAB ১০০, তিন বেডের ডর্মি ২০, বেড, আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে; অবু: Asstt Tourist Officer, Panthasala,Talasari, PO-Chandaneswar, Orissa-756039, ✆ (06781) 7528.

তালশেরী থেকে ফেরার পথে ডাইনে ওড়িশা বাঁয়ে পশ্চিমবঙ্গ ধরে ১ কিমি গিয়ে নবতম সাগরবেলা উদয়পুরও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। নিরালা-নির্জনে ঝাউবীথিকায় ছাওয়া নীলাকাশের নিচে প্রশস্ত বীচে লাল কাঁকড়ার লুকোচুরি। জেলে নৌকার আনাগোনা। থাকার কোন হোটেল নেই উদয়পুরে। *বনবাংলো* মেলে ওড়িশা সরকারের।

জুনপুট: দীঘার নবজন্মের আগে পশ্চিমবাংলার সৈকতনগরী খুঁজে পেতে জল্পনাকল্পনা যখন চলছে তখন দীঘার পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী জুনপুটের প্রতি রায় ছিল নানান জনের। তবে, ভাটার কালে জল সরে যাওয়ায় ভেটো পড়ে জুনপুটের বিরুদ্ধে। কালে কালে সামুদ্রিক মাছের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে জুনপুটে। গবেষণা হচ্ছে মাছ নিয়ে, আর হচ্ছে শুঁটকি মাছ। মিউজিয়মও বসেছে মৎস্য দপ্তরের। প্রচার বিমুখ, সবুজে ছাওয়া, ঝাউয়ে ঘেরা সমুদ্রের বিরাট বেলাভূমিটি বৈচিত্র্যের স্বাদ আনে। ভাটায় জল নেমে যেতে ব্যাপ্তি বাড়ে কয়েক মাইল দীর্ঘ বেলাভূমির। কর্দমাক্ত

জুনপুটের বেলাভূমি। তবে, জোয়ারের কালে জল আসে কিনারা ছাপিয়ে। থাকার জন্য আছে একমাত্র *বাংলো* মৎস্য দপ্তরের। আর, কন্টাই অর্থাৎ কাঁথিতে আছে একাধিক *সাধারণ হোটেল* ও পূর্ত দপ্তরের *বাংলো।* তাই দীঘা থেকে বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে জুনপুট। বাস আসছে অবিরাম দীঘা থেকে ৩২ কিমি দূরের কন্টাই-এ। কন্টাই থেকে নতুন করে ৯ কিমি গিয়ে জুনপুট। বাস চলছে—রসুলপুর-কন্টাই-জুনপুটের। অটো, রিকশাতেও চলা যায়। বাস স্বল্পতায় উচিতও হবে কন্টাই থেকে চুক্তিতে অটো বা রিকশা নিয়ে জুনপুট বেড়িয়ে ফেরা।

আবার দরিয়াপুরের লাইট হাউস লাগোয়া ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন জুনপুট থেকেই রসুলপুরের বাসে পেটুয়াতে নেমে শেষ ৩ কিমি পায়ে গিয়ে। বঙ্কিমের বাংলো আজ লীন হলেও ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমমেলা বসছে দরিয়াপুরে। কন্টাই হয়েই যাচ্ছে এই বাস। কন্টাই থেকে দূরত্ব ১৫ কিমি। দিনে দিনে বেড়িয়েও ফেরা যায় দীঘায়।

এছাড়া কন্টাই থেকে বাসে খেজুরি সমুদ্রসৈকত বেড়িয়ে রিকশায় অতীতের বন্দর নগরী হিজলিও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। রসুলপুর নদী ও গঙ্গার সঙ্গম-স্থলের দক্ষিণ তীরে দরিয়াপুর আর উত্তর তীরে হিজলি। অতীতের বন্দর নগরী হিজলির অন্যতম দ্রষ্টব্য ১৬৪৮-৪৯এ তৈরি *মসনদ-ই-আলা মসজিদ* অর্থাৎ যাহার আসন উচ্চে। আর এই হিজলিতেই ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্ণক চাতুরীর সাথে যুদ্ধ জিতে ভারতে ব্রিটিশরাজের বীজ বপন করেন। গঙ্গাও যথেষ্ট প্রশস্ত। পরপারে সাগরদ্বীপ। থাকারও ব্যবস্থা মেলে পূর্ত দপ্তরের *বাংলোয়।* নির্জন হলেও মনোরম হিজলির সমুদ্রসৈকত। আবার কন্টাই-এ এক রাত কাটিয়ে কিয়া-গেড়িয়ার বাসে মারিশদায় পৌঁছে ৩ কিমি মেঠো পথে ৪০০ বছরের প্রাচীন জগন্নাথদেবের জোড়া মন্দির, এগরার বাসপথে আলমগিরি নেমে অদূরেই পায়ে হাঁটা পথে রাধা-বিনোদ ও ষড়ভুজ মন্দির, এগরার দিঘির পাড়ে ১৫৬০-৬২তে তৈরি শিব মন্দিরগুলিও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎ-সাহীরা। প্রতিটা মন্দিরই অলঙ্কৃত। জীর্ণ হলেও ওড়িশা ও বাংলার শিল্প-সুষমামণ্ডিত। প্রাচীন বাংলার রাজধানী তথা খ্রিপূ কালের বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত—আজকের তমলুকও বেড়িয়ে নিতে পারেন চলার পথে। দীঘা-মেচেদা বাসও যাচ্ছে তমলুক হয়ে। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে প্রাচীন তারামূর্তি রয়েছে। পৌষ সং-ক্রান্তিতে বারুণীর মেলা মন্দিরের আকর্ষণীয় উৎসব। আর আছে তাম্রলিপ্ত মিউজিয়ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তমলুকে। থাকারও *হোটেল* আছে পৌরভবনের কাছে *শ্রীনিকেতন* ও হাসপাতালের কাছে *ক্লাসিক লজ।* মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে ১৬ কিমি দূরের মহিষাদল, আরও ৮ কিমি যেতে গেঁওখালি।

তেমনই তমলুকের ১৬ কিমি দূরে পরিখায় ঘেরা দ্বীপ অতীতের ময়নাগড়-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। পুব ও উত্তর জুড়ে কংসাবতী, দক্ষিণে কেলেঘাই আর পশ্চিমে চণ্ডিয়া নদী। পরিখায় ঘেরা বৌদ্ধ নরপতি মহাবীর লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামও গড়ে ওঠে সেকালে। তবে, অতীত লুপ্ত হয়ে আজকের ময়নাগড় খ্যাত রাসমেলার জন্য। রাসপূর্ণিমায় সপ্তাহব্যাপী প্রতি রাতে শ্যামসুন্দর জিউ আসেন আলোয় ঝলমল সুসজ্জিত নৌকায় চড়ে গড় থেকে রাসমঞ্চে। যাত্রীও আসেন দূর-দূরান্ত থেকে শ্যামসুন্দরের শোভাযাত্রার সাথে অতীত ইতিহাস রোমন্থন করতে। থাকার কোন ব্যবস্থা নেই ময়নাগড়ে—নিকটতম *হোটেল* তমলুকে। সরাসরি যাত্রায় হাওড়া থেকে ট্রেনে মেচেদা (৫৯ কিমি) পৌঁছে বাসে শ্রীরামপুর (২৬ কিমি) হয়ে চলায় দূরত্ব কমে। শ্রীরামপুর থেকে ১ কিমি দূরে ময়নাগড়। হাওড়া রেল স্টেশন থেকে বাসও মেলে ৯২ কিমি দূরের শ্রীরামপুরের। ঘণ্টা তিনেকের পথ। দিনে দিনে ফেরাও যায় ময়নাগড় বেড়িয়ে কলকাতায়।

নরঘাটে হুগলি নদীতে মাতঙ্গিনী সেতু হতে কলকাতা-দীঘা পথের দূরত্ব কমে আজ হয়েছে ১৭৪ কিমি। অতীতে খড়্গপুর হয়ে দূরত্ব ছিল ২৩৪ কিমি। কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৬-১৫, ৬-৪৫, ৭-৪৫, ৮-৪৫, ৯-০০, ১০-১৫, ১১-০০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-১৫, ১৬-৩০; উল্টাডাঙ্গা থেকে ৬-১৫; রথতলা থেকে ৭-১৫; ঢাকুরিয়া থেকে ১২-১৫, ১৩-০০টায়; গড়িয়া থেকে ৪-১৫, ৪-৩০, ৫-০০, ৫-৪৫, ৬-০০, ৬-১৫, ৬-৩০, ৬-৪৫, ৭-০০, ৮-০০, ৮-৩০টায় ছেড়ে এসপ্লানেড হয়ে CSTC-র বাস যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায় দীঘায়। ভাড়া ৩৭.৫০ টাকা। দীঘা থেকে ফেরে ৫-০০, ৬-০০, ৭-১৫, ৮-০০, ১১-৩০, ১১-৩৫, ১২-৩০, ১২-৫০, ১৩-০০, ১৩-১০, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-৩০, ১৬-৩০এ। রিটার্ন টিকিটও মেলে—৭ দিন আগে থেকে অগ্রিম বুকিং এদের। তবে দীঘায় ২দিন আগে মেলে অগ্রিম টিকিট। ছুটিছাটায় এক্স/নন স্টপ সার্ভিসে বিশেষ বাসও মেলে এদের। এছাড়া CSTC-র বাস যাচ্ছে কল্যাণী, ব্যারাকপুর, দমদম, বসিরহাট ও নামখানা থেকেও দীঘায়। এমনকি রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে ২১-৩০এ কলকাতা ছেড়ে কোলাঘাট/ খড়্গপুর/বেলদা হয়ে দীঘায়। দীঘা থেকে ফেরে ২২-৩০এ, ভাড়া ৬৫.০০ টাকা।

শহীদ মিনারের বিপরীত থেকে ইউনাইটেড ট্যুরিস্ট সার্ভিস-এর ৬-৪৫এ, এরই পাশ থেকে বাস যাচ্ছে প্রাক্তন সৈনিকদের সমবায় সংস্থার সকাল ৭টায়; এদের দীঘা বুকিং হোটেল বেলা নিবাসে। আর হিজলি সমবায়ের বাস যাচ্ছে ৭১ লেনিন সরণী থেকে ১৫-৪৫এ তালতলা ছেড়ে ১৬-০০টায় বাবুঘাট পৌঁছে ২৩-০০টায় দীঘায়। এদেরও ভাড়া ৪০্। এছাড়া প্রতিদিন ৬-৩০এ গোলপার্ক ছেড়ে দীঘা যাচ্ছে ১১-৩০এ, এদের যাতায়াত টিকিট ৮০্। MIG সংস্থারও একটি সুপার ডিলাক্স বাস যাতায়াত করে দীঘায়। পর্যটকরাও যাচ্ছেন মেচেদা/নরঘাট/কন্টাই হয়ে ৫ ঘণ্টায় দীঘা।

আর যাচ্ছে দীঘা হয়ে নিউ দীঘায় হাওড়া রেল স্টেশন থেকে সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ৫-১৫য় প্রথম ছেড়ে ১৫-৩০এ শেষ বাস, ½ ঘণ্টা অন্তর সার্ভিস এদের, সময় নেয় ৫ ঘণ্টা; ভাড়া ৩২.৫০।

দীঘা ছেড়ে আসে ১৬-৩০টায় শেষ বাসটি এদের। কলকাতা ময়দান থেকে SBSTC-র ৮-০০ টায় রকেট, ১০-০০টায় চন্দনেশ্বরের বাসটিও দীঘা/নিউ দীঘা হয়ে যাচ্ছে। SBSTC-র বাস যাচ্ছে উল্টোডাঙা থেকে ৫-০০, ৫-৩০, ৬-০০, ৭-১৫, ৭-৪৫এ বেলঘরিয়া ডিপো থেকে: ৫-০০, ৫-৩০, ৬-০০, ৭-১৫, ৭-৪৫এ ছেড়ে হাওড়া হয়ে দীঘায়। ভাড়া ৩৯৲। SBSTC বেলঘরিয়া ফেরে ১২-১৫, ১২-৫০, ১৩-২০, ১৩-৫০, ১৪-২০, ১৪-৫০এ; পুরুলিয়া ৫-৪৫; হলদিয়া ৮-২০, ১৭-০০; দুর্গাপুর ৯-০০টায়। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল ৫-০০টায় প্রথম ছেড়ে ১৮-০০টায় শেষ বাস দীঘায়। অগ্রিম টিকিট না মিললেও ফেরার বাস মেলে ৪-১৫য় প্রথম ছেড়ে ১৬-১৫য় শেষ বাসটি দীঘা থেকে হাওড়ার। ১৫ থেকে ৪৫ মিনিটের ব্যবধানে সার্ভিস এদের, সময় নেয় ৪ ঘ ৪৫ মিনিট; ভাড়া ৩২৲।

আর যাচ্ছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর প্রতিদিন ৭-১৫য়, এদের ভাড়া ৪০৲ যাতায়াত ৮০৲। রিটার্ন টিকিটও মেলে অগ্রিম বুকিং-এ। যাতায়াতে আদরণীয়ও হবে এদের বাস।

আর সময়ে সাশ্রয় না মিললেও প্রায় আধা ভাড়ায় দীঘা চলা যেতে পারে। হাওড়া থেকে মুহুর্মুহু লোকাল ট্রেন যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মেচেদা/পাঁশকুড়া/ খড়্গপুর/মেদিনীপুরের। ৫৯ কিমি দূরের মেচেদায় পৌছে বাসে ৯৯ কিমি দূরের দীঘায় পৌছান কন্টাই হয়ে। ভোর ৪-০০টায় দিনের প্রথম বাস আর শেষ বাসটি মেচেদা ছাড়ে রাত ২১-০০টায়; দীঘা থেকে সকাল ৫-০০টায় প্রথম ছেড়ে সন্ধ্যা ১৮-০০টায় শেষ বাসটি মেচেদায় ফেরে। ২০ মিনিট অন্তর সার্ভিস এদের।

এছাড়াও বাস যাচ্ছে ১০ ঘণ্টায় আসানসোল, ৮ ঘণ্টায় দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বোলপুর, বর্ধমান, বালাসোর হয়ে বারিপাদা ছাড়াও ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, খড়্গপুর মুহুর্মুহু দীঘা থেকে।

আর প্রস্তুতি চলছে জলপথে দ্রুতগামী ক্যাটাম্যারান যোগে ৩½ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে দীঘা সার্ভিসের। অতি শীঘ্রই চালু হতে চলেছে এই ক্যাটাম্যারান সার্ভিস।

আবার, নুরপুর-গেঁওখালি-মহিষাদল-নন্দকুমার-কাঁথি হয়ে নবতম পথে হলদি নদী পেরিয়ে ৫৫ কিমি পথ কমিয়ে ১ ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে সহজতম পথ পৌছাচ্ছে কলকাতা থেকে দীঘায়। গাড়ি পারাপারের ব্যবস্থাও হচ্ছে কার ফেরি বা ভেসেলে।

Digha-721428, STD 03220-য় পর্যটকদের প্রথমেই আকর্ষণ করে শহরে ঢুকতেই দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের *সৈকতাবাস*। তোয়ালে ছাড়া সজ্জিত দুই বেডের ঘর বাথসহ দ্বিতলে ৬০৲ একতলায় ৫০৲, তিন বেডের ঘর ৬০/৭০, আর ২ ঘরে ৪ বেডের স্যুইট দ্বিতলে ৯০৲ একতলায় ১০০; *কটেজ* (ওল্ড)— *অপরাজিতা*, চার বেডের ৬০৲ দুই বেডের ৫০৲; *কটেজ* (নিউ) — *নবগীতিকায়*, কিচেন সহ চার বেডের ৮০৲ দুই বেডের ৫০৲; লেকের পাড়ে *নিরালায়*, ৪ বেডের ফ্ল্যাট ১ তলায় ৫০৲ দ্বিতলে ৭০৲ ত্রিতলে ৬০৲; নিরালার সামনে *মালঞ্চ*, তিন বেডের ইউনিট ৬০৲ করে; চীপ ক্যানটিন লাগোয়া *সংযোজন* ও *হায়ানটে* ডর্মি প্রথায় বেড একতলায় ৮.২৫ দ্বিতলে ১১.২৫; নিউ টাউনে সাগর পাড়ে *কণিকায়* মেঝেতে দিনভর বিশ্রাম ৩৲ হারে প্রতিজনা। ৩ মাস আগে থেকেই বুকিং এদের। ৬০% টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে ১০ দিনের বুক করা যায়: The Administrator, Digha Development Board, Digha, Midnapur-721428কে লিখুন।

আরও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে রয়েছে শহরে ঢোকার মুখে বীচ থেকে সামান্য দূরে WBTDC-র *Tourist L* বার সহ, SAB ২০০৲ DAB ২০০৲ ২৫০৲ ৩০০৲ TAB ২৭৫৲ ৩০০৲ স্যুইট ৩৭৫৲ ৪০০৲ ডর্মিতে ৬০৲ A/c D ৪০০/৫০০৲ রাতের মিল ও ব্রেকফাস্ট পৃথক মূল্যে বাধ্যতামূলক। অতিরিক্ত একজন থাকাও যায় ২৫৲ বেশি দিয়ে সিঙ্গল বেডের ঘরে। এদের বুকিং: Manager ✆ (03220) 66256; বা Tourist Centre, 3/2 B B D Bag, Cal-1. সৈকতাবাস ও কটেজের আংশিক বুকিংও করে থাকে Tourist Centre. তাই *ট্যুরিস্ট লজ, সৈকতাবাস* বা *কটেজ* অগ্রিম বুক করে দীঘা চলাই উচিত হবে। আর আছে বাঁকের মুখে রমণীয় পরিবেশে রান্নার ব্যবস্থা সহ ২ ঘরে ৬ জন থাকার *কল্যাণ কুটির রেস্ট হাউস* ৩০ টাকায়। অবু: Directorate of Social Welfare —Govt of WB, 45 Ganesh Ch Ave, Cal-13, 2nd Floor/ SDO—Contai /Asst Secretary—S W Dept. Writers Buildings, Cal-1থেকে আংশিক বুকিং মেলে।

৩ কিমি ব্যাপ্ত শহরে দীঘা ও নিউ দীঘার প্রাইভেট হোটেল-রাজি। বাসও চলছে দীঘা (ওল্ড) হয়ে নিউ দীঘা পেরিয়ে ৪ কিমি দূরের সীমান্ত অর্থাৎ কিয়াগেড়িয়ায়। শহরের মুখে পাশাপাশি অবস্থানে *SBI HH, Model Cooperative Credit Society HH, ESI* (64 G C Avenue, Cal-13) *HH, Jardine Anderson Staff HH* (4 Clive Row, Cal-1), *Batanagar Recreation Club HH, H Gaurab, Sagar L* D ১৮৫-৩৫০; *WBSEB*-র *HH*.

ট্যুরিস্ট লজের পিছে ভবা পাগলা সরণীতে—*H Purbasha* DAB ২০০৲ ৩০০৲ ৩৫০৲ কল বুকিং : Rumani, ✆ 273687, *Abakash L, Chowdhury L* behind Tourist Lodge, D ১৫০-২২৫; *Uma L*

শহরে ঢুকতেই সৈকতাবাসের পিছে Barister Colony-তে সমুদ্র বিলাসীদের কাছে বিশেষভাবে আদৃত—**H Sea Hawk*, ✆ 66246. DAB এক তলায় ৮০৲ ১১০৲ ২৩০৲ ২৪০৲ ২৬০৲ দ্বিতলে ১২০৲ ১৬০৲ ২০০৲ ২৩০৲ ৩০০৲ ৩৬০৲ ত্রিতলে ১৬০৲ ১৮০৲ ৩৭০৲ TAB ২৩০৲ চার বেডের স্যুইট ৩০০৲ ৪০০৲ ৪৩০৲ ৪৭৫৲ ৫৫০৲ পাঁচ বেডের ৫৫০৲ ৬০০৲ ৭৫০৲ ছয় বেডের ৬৫০৲ তিন ঘরে সাত বেডের ৮৫০৲ ১০০০৲ পনেরো বেডের ডর্মি ৪০০৲ অবু: Manager, Digha ✆ 66235 বা Kalindi Housing Estate, Kalindi Housing Bus Stop, Calcutta-89, ✆ 3342834/ 6284 বা সাউথ ইলেকট্রিক এম্পোরিয়াম, ৪৬/৭০ গড়িয়াহাট রোড, কল-১৯; বা Modern Exchange, 12B, Russel St-71, ✆ 290756; *Saha L; Krishna L* D ১৫০-২২৫৲; *H Dolphin*, D একতলায় ২০০৲ ২৮০৲ ৩৭০৲ দ্বিতলে ২০০৲ ২৫০৲ ২৭৫৲ ৩৩০৲ ৩৭০৲ ৪০০৲ ৪৫০৲ ৮০০৲ TAB ৩০০৲ ৩৭০৲ FAB ৪৬০৲ কটেজ ৪০০৲ A/c ৫৫০৲ A/c D ৫৫০৲ ১২০০৲ কল বুকিং: 47 Bhupen Bose Avenue, Cal-4, ✆ 5554652/ Modern Travels, 309 B B Ganguly St-12, Room 4, ✆ 274582; *Samudra Villa*, D ১২৫৲ ১৫০৲ ২০০৲ ২২৫৲ T ১৭৫৲ ২০০৲ ২৫০৲ ৩২৫৲ F ২২৫৲ ২৫০৲ কল বুকিং: ডলফিন-এর মত বা Prafulla Cinema, 10 B T Rd, Khardaha, ✆ 5531437. *H Apsara*, **H Omega*, ✆ 66325, DAB ২৫০-৬০০৲ A/c ৮০০৲ কল বুকিং: ৬৬ দমদম রোড, কলি-৭৪, ✆ 5512132; **H Host*, DAB ২৭৫৲ ৩০০৲ ৩৫০৲ ৪০০৲ ৪৫০৲ ৬০০৲ A/c-র জন্য ৩০০৲ অতিরিক্ত, কল বুকিং: Tourist Point, WBTDC, 3/2 BBD Bag (E)-1, ✆ 2485917/

Samcon Resort. AA-7 Salt Lake City, Cal-64, ✆ 3372931; *H Kanishka*, D ২৫০_৩০০; *Indian Oil H H, The Waves*, D ৪০০, কলি বুকিং: Friends Mills Stores, 38 Strand Rd, ✆ 250815; **H Sea Coast*, DAB লন ফেসিং ৬০০ দ্বিতলে ৮০০ A/c ১০০০ স্যুইট ২০০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485/22/1B, Ballygunj Stn Rd-19, ✆ 4404092.

ট্যুরিস্ট রিসেপশন দিশারী পেরিয়ে ডাইনে— *Ajanta H*, DCB ১২০ DAB ১৮০-২৫০; লাগোয়া গলিপথে রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে *Duke H*, (অজন্তার পিছে) DAB ১৮০-৪৫০; পাশেই *H Pushpak*, D ২০০-৩০০, অবু: Bina Jewellers, 77 Ekdalia Rd-19, ✆ 4405450/4733835/Linkage ✆ 2464485; *H Suryamani*, D ১৫০-২৭৫; *Williamson Magor Institute H H*, 4 Mango Lane, Cal; *CESC-Main HH; Bina L*, D ১৫০-২৭৫; *Bantra Cooperative Bank HH; Boral Union Bank HH; Dunlop Recreation Club HH*—হোটেল পুষ্পকে এদের অবস্থান; *Staff Welfare Society HH*—Jadavpur University. মূলপথে বিপরীতে পাশাপাশি *পূর্বাশা/ পারিজাত/ বালুচরী* পাইস হোটেলের অবস্থান।

গলিপথে দোকানপাট রেখে সাগরমুখী রমণীয় পরিবেশে দীঘার অনন্য *H Blue View*, ✆ 66219, DAB ২২০ ২৮০ সমুদ্রমুখী ৩৫০ ৪০০ স্যুইট: দোলনা ৩৭৫ হনিমুন ৪৫০ A/c ৫৫০ ৬৫০, অবু: ম্যানেজার বা দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা-৭৩, ✆ 2412330/2419266; বিপরীতে *Cafeteria L*, DAB ১৫০-২০০, কল বুকিং: S Mallick, B C Roy Poly Clinic, ✆ 262492; অপর পাড়ে *Balaka L*, D ১৭৫-৪০০; বলাকায় *Bokaro Steel Employees' HH*, 13 Camac St ও *UCO Bank HH*, 2 India Exchange. কাছেই মেইন রোড ও শিবালয় রোড ক্রসিং-এ *Sandhyadweep L*, D ২০০-৪৫০।

ডানহাতি Shibalaya Rd-এ—*Gouri L*, DAB ১৮০-২৭৫; *H Sea Queen*, D ২০০-৩২৫; *H Kichhukshan*, D ২০০-৩৫০; *H Shantinivas*, ✆ 66306, D ১৫০-২৭৫, অবু: মডার্ন অ্যাসবেসটস, বালটিকুরি, বকুলতলা, হাওড়া; *H Suvashree*, D ২০০-৩২৫; *UBI Sealdah Branch HH, New Barrackpur Municipality HH, Income Tax HH, Ashirbad H*, Rajbari Complex, ✆ 66337, D ২৫০-৫৫০, অবু: Rumani, ✆ 273686; *Ekanta Apan L*, D ১৮০-২৫০; *Sindhu Nivas L*, D ১৭৫-২২৫; *Anandam L*, D ১৭৫-৩৫০; *Cozy H*, D ১৭৫-৫৫০, অবু: 84 AJC Bose Rd, ✆ 2444831; *Chalantika H*, D ১৮০-৪০০; *Sun N Sea H*, opp Super Mkt, D ২০০-৪৫০, অবু: Universal Tourist Co; কোজির পাশে নবসাজে *Sathi H*, D ১৫০-৩৫০ A/c ৬০০, অবু: Dev Associates, 2/1A, Hindusthan Park, Cal-29, ✆ 742774 বা সাথী ট্রাভেলস, সোদপুর, ✆ 5535679; কোজির পিছে *H Samudra Samrat*, D ১৪০-৩৫০ T৩০০-৪০০ FR ৪৫০ কল বুকিং: 47 Bhupen Bose Ave, Cal-4, ✆ 5550702; লাগোয়া *Shyam Sundar Abash*, D ১৫০-৩২৫; এপথেই *Annapurna Resort & L*, কল বুকিং: উজ্জ্বল বুক স্টোর্স, ৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট-৭৩, ✆ 2416258; *Bank of Baroda* (MG Rd Branch) *HH; UBI Barasat Branch HH; CSTC Employees' HH; LIC Employees' HH*, 16 C R Avenue, Cal-12, *H Satyabhanu, Baranagar Cooperative Bank HH*.

মূলপথে বাঁয়ে *Vivekananda Niwas*, D ১৫০-৪০০; পাশেই *Neelachal L*, D ১৭৫-৩০০; বিপরীতে Nehru Market পেরুতেই *H Sarada*, D ১২৫-২৫০, অবু: এয়ারল্যান্ড ট্র্যাভেল, ৬৪ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট-১২, ✆ 265438; *Saikatshree H*, D ১৫০-৩৫০; *H Bela Niwas* DAB একতলায় ৯৫ ১০৫ দ্বিতলে ১০৫ ১১৫ ১২৫ ১৫৫ ২২৫ ত্রিতলে ১২৫ ১৬৫ ২৫৫ ২৬৫ A/c ৩৬৫, ৫০ টাকা অতিরিক্তে TV মেলে, অবু: ম্যানেজার, ✆ 66243 বা Ex Servicemen Tourist Service, opp CSTC Bus Std, Esplanade, Calcutta. বিপরীতে পুরাতন কটেজ *ছায়ানট* ও *সংযোজন*। প্রবেশদ্বারে CSTC-র Bus Stand তথা বুকিং কাউন্টার। সামান্য যেতে পুলিশ স্টেশন, লাগোয়া *H Ranjana*, D ২০০-৩০০; পাশেই *H Sea Bird*, D ১৭৫-৩৫০; লাগোয়া *Forest HH*; বিপরীতে Marine Aquarium and Research Centre—তবে, দ্বার রুদ্ধ আজও। তেমনই হতে চলেছে Larica India Pvt Ltd-এর ব্যবস্থাপনায় WBTDC নির্মিত ভবনে *Larica Inn*, কল বুকিং: Larica, 74 Park St-17, ✆ 2403583. অদূরে Water Supply রেখে প্রস্তাবিত দীঘা রেল স্টেশন। বিপরীতে SBSTC-র Bus Stand.

দিশারী থেকে ২ কিমি যেতে নিউ বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া নিউ দীঘায়—*H Asha, H Priyadarshini, New Moti L, DVC Holiday Home, H Holiday Inn, Sunny H*, ✆ 66302; *H Casurina*, ✆ 66282, DAB ১৫০-৩৫০ FR ৪৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485/Classic Travels, 2 & 3 Stephen House, 1st floor, North Block, 4 BBD Bag (E), Cal-1, ✆ 2483166; *H Holiday Home*, D ৮০-২৫০ কল বুকিং: S D Enterprise, 3 Mango Lane, 1st floor, Cal-1 ✆ 2481378; *H Ocean View, H Mallika*, S ১৫০ D ১৭৫ থেকে; *H Sea Voyage*, ✆ 66203, DAB ২০০-৩২৫ FAB ৪০০, কল বুকিং: ✆ 4680260; *H South End*, ✆ 66202, DAB ২২৫-৩৫০ স্যুইট ৪০০, কল বুকিং : 8 NN Banerjee Rd, Panihati-734176, ✆ 5532503; *H Serena*, ✆ 66353, DAB ২২৫ ডর্মি ৫০, কল বুকিং: Iswar Ch Paul Ganga Prasad Paul & Co, 225 MG Rd, Cal-7, ✆ 2381977 বা 73 Kankulia Rd, Cal-29, ✆ 4406743 বা 349-B, Jodhpur Park, Cal-68, ✆ 4736217; *H Manasi*, DAB ১৭৫-৩৫০; *H Daffodil*, ✆ 66229, DAB ১৫০-২৭৫ TAB ২৫০-৩২৫, কল বুকিং: 6 Ashok Garh (E), Cal-35; নিউ দীঘায় অনন্য *H Gitanjali*, DAB ১৭৫ ২৫০ স্যুইট (৪ বেড) ৪৫০, বুকিং: ম্যানেজার বা 63 Seal Tagore Bari Rd, (অজন্তা-তারাতলার মাঝে), Behala, Cal-38, ✆ 4786188 বা Mayur Travels, Mayurmahal Restaurant, Yashoda Bhawan, 2 Gariahat Jn, ✆ 4406722; *Allahabad Bank HH; H Manaskanya*, ✆ 66213, ২ শিশু সহ ২ জনার ৩৫০। বিপরীতে *নিউ কটেজ, নিরালা*। অমরাবতী লেক পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের *ইয়ুথ সার্ভিসের ইয়ুথ হোস্টেল*; অদূরেই সীমান্তবর্তী *শ্রমিক-জনতা নিবাস*। আহারও মেলে বাঙালি ধাবা ছাড়াও নানান হোটেলে নিউ দীঘায়।

এছাড়াও হোটেল আছে নানান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দীঘায়—*The Sagarika*, D ১৭৫-২৫০; সৈকতাবাসের পথে *Sea View Lodge*, D ২০০-৩৫০; *Sagar Kanya*, D ২২৫-৩৫০; *Shivam Kuthi*, D ১৫০-৩৫০; *Oceania L*, D ১৫০-৩০০; *Ambar H*, behind Nehru Mkt, D ১৭৫-৩২৫; *Annapurna L*, D ১৮০-৩২৫; *Ashok H*, Rajbari, D ২০০-৩০০; *Amit H*, D ১৭৫-৩৭৫; *Blue Birds H*, D ২৫০-৩৫০; *Daisy H*, D ২০০-৪৫০; *Digha L*, Barister Colony, D ২২৫-৩২৫; *Hemangini L*, D ১৫০-২৭৫; *Jayanidhi L*, D ১৫০-৩০০; *Janhabi Bhawan*, D ১৫০-২৫০; *Kanyakumari L*, D ১৪০-২২৫।

আর আছে *PWD Roads*, সেচ দপ্তর ও মৎস্য দপ্তরের *ডাকবাংলো* ও নানান বাণিজ্যিক সংস্থার *হলিডে হোম* দীঘায়। খাবারের জন্য *পারিজাত, সৈকতশ্রী, পূর্বাশামন্দ* নয়। *ট্যুরিস্ট লজ, ব্লু ভিউ, সী হকের* ক্যান্টিন ৩টিরও আহার্যে সুনাম আছে।

দীঘায় হলিডে হোম

UBI Staff Recreation Club behind Tourist Lodge
CB: 15 India Exchange Place-1. ✆ 2206867.
All India Allahabad Bank Employees' at New Digha.
CB: 14 India Exchange Place-1. ✆ 2208375-Ext 133.
UBI Employees' Cooperative Cr Society Ltd
beside Irrigation Bungalow
CB: 4 N C Dutta Sarani-1. 4th floor. ✆ 2200841.
Mancha Bharati
CB: Bank of India. 23A. N S Rd-1. ✆ 2202301.
CESC Construction Dept Recreation Club
CB: 18 Rabindra Sarani. Poddar Building
(2nd Floor)-1 ✆ 2253550-Ext 249
Standard Chartered Bank Recreation Club
at Shibalaya Rd ◻ CB: 4 N S Rd-1, ✆ 2206902.
Standard Chartered Bank Cooperative Society
CB: 4 N S Rd-1. ✆ 2206902.
R B I Employees' Co-op Cr Society
behind Saikatabas ◻ CB: 13 N S Rd-1.
UBI Staff Recreation Club near Tourist Lodge
CB: 226/A. APC Road-4, ✆ 5546590.
Kamarhati Municipality Employees' Welfare Society
at Raj Bari Complex. Shibalaya Rd
CB: 1 M M Feeder Rd. Belghoria-700 056. ✆ 5531646
Union Bank Employees' Co-op Credit Society
CB: Indian Exchange Place-1. ✆ 2206868.
Allahabad Bank Recreation Club at Shibalaya Rd
CB: 14 India Exchange Place-1, ✆ 2208376
(Draft Dept).
All India Allahabad Bank National Employees' Federation
CB: 14 India Exchange Place-1. ✆ 2208375.
Shawalace Institute H H
CB: 4 Bankshal St-1. ✆ 2485601.
Aajkal Recreation Club at Hotel Ajanta
CB: 96 Raja Rammohan Sarani-9. ✆ 3509803.
IOB Employees' Co-op Society
at Hotel Priyadarshini, opp Amarabati Lake. N D
CB: P-35 India Exchange Place-1, ✆ 2254055.
Grindlays Bank Employees Co-op Cr Society
at Sagar Nibas, Barister Colony
CB: 6 Church Lane-1 (16—18-30).
Indian Overseas Bank H H
CB: P-35 India Exchange Place-1. ✆ 2253187.
Steel Authority of India Employees' Co-op Cr Society
at New Digha Holiday Home Sector
CB: 2 Fairlie Place-1. ✆ 2208129-Ext 325/430.
PNB Employees' Union, at New Digha Holiday Home Sector
CB: 8 Lyons Range-1. ✆ 2202181 (RCC).
Syndicate Bank Staff Recreation Club at Shibalaya Hotel
CB: 3-B, Lalbazar St-1. 2nd floor. ✆ 2486055.
Canara Bank Staff Recreation Club at Shibalaya Rd
CB: 25 Princep St-73. ✆ 275306.
Indian Bank Employees' Co-op Cr Society Ltd
at New Digha Holiday Home Sector
CB: 3/1 R N Mukherjee Rd-1. ✆ 2207675/2484325.
UCO Bank Staff Club at Shibalaya Rd
CB: 10 Brabourne Rd-1, 2nd floor,
✆ 2254120-28, Ext 227, 231.
Punjab And Sind Bank Employees Union (WB)
CB: 27/5. Waterloo St-1, ✆ 2485990.
Union Bank Employees' Co-op Cr Society Ltd
at Shibalaya Rd
CB: 38 Strand Rd-1. ✆ 2206868
Panihati Municipal Employees' Co-op Cr Society
at New Digha
Abk: B T Road near Mina Cinema. Sodepur. ✆ 5532903.
Bantra Co-operative Bank Ltd near Bus Stop. Old Digha
Abk: 10 Narasinha Dutta Rd. Howrah-1.
CSTC Employees' Co-op Cr Society Ltd at Shibalaya Rd
CB: 45 Ganesh Ch Avenue-13. ✆ 271212.
ABTA at New Digha
CB. P-14 Ganesh Chandra Avenue-13. ✆ 268856.
SBI Recreation Club at Shibalaya Rd
CB: 8 N S Rd-1. ✆ 2202875.
Bank of Baroda Zonal Office Staff Recreation Club
at Shibalaya Rd
CB: 2/7 Sarat Bose Rd-20. 3rd floor. ✆ 4757255.
Bank of Baroda Employees' Association
near Petrol Pump,
CB: 172 M G Rd-7. ✆ 2388834
The Burn Standard Emplocees' Co-op Cr Society Ltd
at Shibalaya Rd.
Abk: 20 Nityadhan Mukherjee Rd. Howrah-711101.
✆ 6602601-Ext 61.
Tata Sports Club at Shantinibas.
CB: Tata Centre, 43 Chowringhee Rd-71. ✆ 2479251.
Tea Board H H Committee at Shibalaya Rd
CB: 14 Brabourne Rd-1.
Central Bank of India Employees' Co-op Society Ltd
at Hotel Puspak. Rajbari.
CB: 10 Lindsay St-87, ✆ 2446789.
Howrah Municipal Corporation Recreation Club
at Shibalaya Rd
Abk: 4 Mahatma Gandhi Rd. Howrah-1, ✆ 6603123.
UCO Bank Employees' Co-op Cr Society at Hotel Puspak
CB: 3 Lindsay St-87.
CESC Main Staff Association at Shibalaya Rd
CB: 18 Rabindra Sarani (2nd floor), ✆ 2253550.
UBI (Royal Exchange Branch) Recreation Club
at Old Digha. opp SBI
CB: 10 N S Rd-1. ✆ 2207652.
UBI (Dharmatala Branch) Employees' H H Committee
behind Tourist Lodge

CB: 39 Lenin Sarani-1, ✆ 2441101.
UBI (Gariahat Branch) Employees' H H Society at Madhuban
CB: 26 Hindusthan Park-29, ✆ 4643392.
SBI Staff Association at Shibalaya Rd
CB: Calcutta Main Unit ☐ 1 Strand Rd-1, ✆ 2202215-Ext 58.
Shibpur Co-operative Bank Ltd at Barister Colony
Abk: 173 Shibpur Rd, Howrah-2, ✆ 6602058.
Kasundia Co-operative Bank Ltd at Shibalaya Rd
Abk: 122/1 Swami Vivekananda Rd, Howrah-1, ✆ 6602654.
Gramophone Co of India Ltd at New Digha
CB: 33 Jessore Rd-28, ✆ 5514773.
Uttarpara-Kotrang Municipality at New Digha
Abk: Uttarpara, Hooghly, ✆ 642298.
UBI (Belgharia Branch) Friends' H H at Shibalaya Rd
CB: 17 M B Rd, Belghoria, ✆ 5392210
Registration Directorate Recreation Club HH
near New Digha Bus Stand
CB: F-Block, Top Floor, Writers' Building, Cal-1, ✆ 2155601, Ext 383.

ঝাড়গ্রাম

দীঘা থেকে সরাসরি বাস যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম। CSTC-র বাস যাচ্ছে ৯ ঘণ্টায় কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ১২-০০টায় ছেড়ে কলকাতা-মুম্বাই NH6 ধরে ২৪৬ কিমি দূরের লোধাশুলি থেকে ডানহাতি পথে ১৪ কিমি গিয়ে ঝাড়গ্রামে। ফেরে ভোর ৫ ০০টায়। ভাড়া ৪৭্। আর হাওড়া স্টেশন থেকে ১৯০ কিমির সড়ক দূরত্বে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে ৫-৫০, ৬-৪৫, ১২-৫০, ১৫-২০এ; ফেরে ৫-৩০, ৯-৫০, ১১-৫০, ১৩-১৫য়। সময় নেয় ৮½ ঘণ্টা।

হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেনও যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় ১৫৫ কিমি দূরের ঝাড়গ্রামে। ৬-৫০এ ইস্পাত এক্স, ১০-৪৫এ কারলা এক্স, ১৭-৩০এ স্টিল এক্স, ২১-৩৫এ হাওড়া-হাতিয়া এক্স, ২০-৪০এ হাওড়া-সম্বলপুর-রায়গাড়া এক্স যাচ্ছে হাওড়া থেকে খড়্গপুর/ঝাড়গ্রাম হয়ে। আর বেলপাহাড়ী/কাঁকড়াঝোড় যাত্রায় ৬-৫৫র মেদিনীপুর লোকালে খড়্গপুর পৌঁছে খড়্গপুর থেকে ৯-৫০এর টাটা প্যাসেঞ্জারে ১০-৪৪এ ঝাড়গ্রাম গিয়ে ১২-৩০এ SBSTC-র পুরুলিয়ার বাসে চলা যেতে পারে।

শাল, পিয়াল আর মহুয়ার দেশ ঝাড়গ্রাম। কাজুও হচ্ছে। আর হয়েছে নতুন করে ডিয়ার পার্ক, চিড়িয়াখানা ঝাড়গ্রামে। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। ঝাড়গ্রামের জল উদরঘটিত ব্যাধিতে মহৌষধির কাজ করে। ঋতুভেদে বদলও ঘটে প্রকৃতিতে। গ্রীষ্মের দিনগুলিতে মহুয়ার মৌতাত বাতাসকে ভারী করে তোলে। আর বর্ষায় মঞ্জরী ধরে শালের শাখে শাখে। বর্ষার রিমঝিম তান—সেও যেন মৌতাত ধরায় ঝাড়গ্রামের মাধুর্যে। মাধুর্য বাড়ে আরও যেন বেশি চাঁদনি রাতে। শাল-পিয়ালের গা বাঁচিয়ে লাল কাঁকুরে পথঘাট। শহরের উপকণ্ঠে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি। মন্দিরও আছে ঝাড়গ্রামের গড়ে সবিতার দাসী সাবিত্রীর। মূর্তিহীন মন্দিরে খড়্গ ও মানবী দেবীর কেশগুচ্ছ পূজিত হচ্ছে আজও। আর আছেন চতুর্মুখী শিব, লোকেশ্বর বিষ্ণু, মনসাদেবী মন্দিরে। ৩৪.৫ হেক্টর ব্যাপ্ত মধুবনে বিশাল এক দিঘির পাড়ে ঝাড়গ্রাম মৃগদাব তথা মিনি চিড়িয়াখানা। রেল স্টেশন থেকে ১০ কিমি দূরে জঙ্গলমহল হর্টিকালচার উদ্যানটিও আর এক দ্রষ্টব্য। রংবেরঙের শতাধিক প্রজাতির গোলাপ মাতোয়ারা করে তোলে। রাজবাড়ির পুবে ডুলুং নদী পেরিয়ে গহন অরণ্যের মাঝে কনকদুর্গার মন্দির। আদিবাসী সংস্কৃতি পরিষদটিও চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায়। বসতও গড়ে উঠেছে শাল-পিয়ালের ফাঁকে ফাঁকে। তবুও যেন প্রকৃতিই মুখ্য দ্রষ্টব্য ঝাড়গ্রামে। অনুমতি নিয়ে রাজবাড়িটিও দেখে নেওয়া যায়।

মল্লরাজদের রাজবাড়িতে ৩১ বেডের *ট্যুরিস্ট লজ* হয়েছে। আর আছে *শান্তিনিকেতন বোর্ডিং, আবাসিক, অশোকা হোটেল ও শালবীথি গেস্ট হাউস*—রঘুনাথপুর; *ওয়েসিস*—কলেজ মোড়; *জয়দীপ গেস্ট হাউস*—শালবনী, কল বুকিং: ✆ 5558824; *নিরিবিলি* ও *সম্রাট*—বাছুরডোবা, ঝাড়গ্রামে। *নিরিবিলি* লজটি থাকার পক্ষে ভালই। ডাবল বেডের ঘরও মেলে ১০০-২২৫ টাকায় এদের কাছে। থাকা ও আহারে শান্তিনিকেতনেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। এছাড়া আছে *UCO Bank Officers Congress HH*, বুকিং: ১৬এ, ব্রাবোর্ন রোড, কল-১, ৩য় তল, *PWD IB, FIB, অগ্রসেন ধরমশালা*।

তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় গিধনিগামী বাসে লোধাশুলি সড়কে ২ কিমি গিয়ে ডানহাতি ১১ কিমি দূরের জামবনী। আধ ঘণ্টার পথ। জামবনীর প্রশস্তি চিলকিগড় বা জঙ্গলমহল দুর্গ, মন্দির ও দিঘির জন্য। অতীতের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পরিত্যক্ত হতে ১৩৪৮এ নতুন গড়া মন্দিরে অশ্বারূঢ়া, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা দেবী কনকদুর্গা। অতীতে প্রতি অমাবস্যায় নরবলির প্রথা ছিল। আর আজ ছাগ ও মহিষ বলি হয় নবমীর রাতে কনকদুর্গা সকাশে। আঁকাবাঁকা গলিপথ, আরণ্যক পরিবেশ; বয়ে চলেছে ডুলুং নদী—স্বর্গীয় স্বপ্নরাজ্য যেন।

ঝাড়গ্রামের পরের স্টেশন গিধনি। রেল দূরত্ব ১৫ কিমি। গিধনির প্রকৃতিও আপন মহিমায় উজ্জ্বল। রাঙা পথের বাঁকে বাঁকে ছোট গ্রাম, মেটে বাড়ি। পুটুশ, বনতুলসি, কুসুম, মহুয়া বনে মুণ্ডা, সাঁওতাল, মহালি, শবরদের বাস। ১৯৫৫র ১লা এপ্রিল ২২ হেক্টর বনভূমি ৩ বিটে ভাগ হয়ে নাম হয়েছে তার আমতোলিয়া, কানাইসোল আর গদরাসোল। গিধনি রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে কানাইসোল বাংলোর অদূরে একদিকে পড়িহাটি অপরদিকে চিলকিগড়, জাম্বনি ছুঁয়ে ঝাড়গ্রাম। অদূরে দলমা পাহাড়—ভালুক, হাতি, হায়নারা অভিসারে নামে পাহাড় থেকে। থাকার জন্য *FIB* আছে গিধনিতে, বুকিং: DFO, Midnapur-W, Jhargram. ঝাড়গ্রাম-শালবনি-লোধাশুলি পথে গোলাপ বাগিচা তথা চিড়িয়াখানাটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

বেলপাহাড়ী

ঝাড়গ্রাম থেকে বাসে চলুন বেলপাহাড়ী। নিয়মিত বাস মেলে বেলপাহাড়ী, তামাজুড়ি ও ঝিলিমিলি-র। ঝাড়গ্রাম

থেকে ৪৫ কিমি দূরে শালে ছাওয়া সুন্দর পাহাড়ী অধিত্যকায় বেলপাহাড়ী। মহুয়া, পিয়াল, ইউক্যালিপ্টাস, সোনাঝুরি, ঝাউ আর শিরীষও রয়েছে। সুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে সহজ সরল মানুষজন। ছোট্ট বাজার। বাজারের পিছনে বনদপ্তরের তিন ঘরের *ফরেস্ট বাংলো,* অবু: DFO, West Midnapur Division, P O-Jhargram, Midnapur। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাবার মনোরম পরিবেশ।

২৫ কিমি দূরে প্রকৃতির আর এক লীলাভূমি বাঁশ-পাহাড়ী। পাহাড়-জঙ্গল-আদিবাসীদের বাস। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *FIB*-তে।

আর আছে বেলপাহাড়ী থেকে মিনিট চল্লিশের ট্রেক পথে ৯ কিমি দূরে আর এক স্বপ্নপুরী ঘাঘরা। শাল ও ইউ-ক্যালিপ্টাসের গহন অরণ্যানী—চারপাশে পাহাড়। তারই মাঝে এলোমেলো পাথরখণ্ডে ৬০ ফুট উঁচু থেকে তারাফেনির অনাবিল জলধারা নিস্তব্ধতা ভাঙছে মৌনী বনভূমির। স্বল্পদূরে তারাফেনি ব্যারেজ। আরণ্যক শোভার আকর্ষণেও উচিত হবে ঘাঘরা বেড়িয়ে নেওয়া। বন্য-হাতিরাও মাঝে-মধ্যে অভিসারে বেরোয় এপথে।

বেলপাহাড়ী-ঝাড়গ্রাম ভায়া বিনপুর বাসপথে ৮ কিমি যেতে আদিবাসী অধ্যুষিত শিলদা। গিধনি থেকে দূরত্ব ৯ কিমি। অটো যাচ্ছে। জঙ্গলমহলের বিখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম ঘাঁটি ছিল শিলদা। আর আছে রাজাদের গড়বাড়ি, নানান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, শিলদা বাঁধ অর্থাৎ দিঘি। তেমনই প্রশস্তি আছে দশমীতে ভৈরব মেলার শিলদায়। ধামসা বাজে, মাদল বাজে—যৌবন নাচে তার সঙ্গে। বিকাল থেকে পাহাড়-বন পেরিয়ে ঢল নামে মানুষের বাংলা-বিহার-ওড়িশা থেকে। গভীর রাতে দেবী রণকিনীও আসেন ঘাটশিলা থেকে ভৈরবের সঙ্গে মিলিত হতে। শুক্রবারের হাটেরও বৈচিত্র্য আছে শিলদায়।

কাঁকড়াঝোড়

বেলপাহাড়ী পেরিয়ে আরও ১০ কিমি যেতে তামাজুড়ির বাসপথে পড়ে ভোলাবেদা। ভোলাবেদা থেকে ১৮ কিমি সাইকেল বা পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় *কাঁকড়া* অর্থ পাহাড় আর *ঝোড়* হচ্ছে জঙ্গল অর্থাৎ কাঁকড়াঝোড় ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। কাঁকড়াঝোড়ের শালবনের মাতাল করা বিহ্বলরূপ পর্যটকদের স্বপ্নময় করে তোলে। বন দপ্তরের ট্রাক মেলাও অস্বাভাবিক নয় এপথে। অগ্রিম বুকিং না থাকলে ভোলাবেদা বা বেলপাহাড়ী রেঞ্জ অফিস থেকেও রেস্ট হাউসের বুকিং মেলে। *রেস্ট হাউসে* বিছানা, বাসনপত্র সবই আছে। রাতে কেরোসিনের আলো। টর্চ সঙ্গে নেওয়া ভাল। আর জিপের পথ গিয়েছে ভোলাবেদা রেখে বাঁশপাহাড়ীর পথে আরও ১৮ কিমি এগিয়ে শিয়রবেদা থেকে। শিয়রবেদা থেকেও রেস্ট হাউসের দূরত্ব ১৮ কিমি। অ্যাম্বাসাডর গাড়িও সতর্কতার সাথে পাড়ি দেয় এপথ। ৭৬ কিমি দূরের ঝাড়গ্রাম (ট্যুরিস্ট লজ) থেকে ২টি জিপ মেলে ভাড়ায়। যাতায়াত ৬০০, রাতের অবস্থান ৫০। মাঝে মধ্যে চড়াই ও উতরাই পেরুতে হয়। পথ বন্ধুর, দু'পাশে গহীন বন। মানুষজনের হদিস মেলে না সারা পথে। পথভুলের আশঙ্কাও তাই পদে পদে। রেস্ট হাউসের সাঙ্কেতিক বোর্ড থাকলে পথ চলতে সুবিধা।

কুসুম, শাল, সেগুন, মহুয়া, আকাশমণিতে ছাওয়া ৯০০০ হেক্টরের এই গহীন বনে ভাল্লুক, বুনো শুয়োর চরে বেড়ায়। রাতের বেলায় কেন্দু ও মহুয়া খেতে আসে এরা। কখনও-সখনও বাঘ, লেপার্ড আর হাতিও বিহারে বেরোয় বিহারের দলমা পাহাড় থেকে। রাতের বেলায় দলমা পাহাড় থেকে ভেসে আসে আদিবাসীদের মৃদঙ্গ ও মাদলের তান। কাজু, কফি ও কমলারও চাষ হচ্ছে কাঁকড়াঝোড়ে। শীতকাল মনোরম হলেও প্রখর গ্রীষ্ম এড়িয়ে বছরের যে কোনও চাঁদনি রাতে বেড়িয়ে আসুন কাঁকড়াঝোড়। ছোট্ট অবকাশ যাপনের কুহকী পরিবেশ। পাহাড়ী নদীর পাড়ে পাড়ে শতাধিক পরিবারে ৭৫০-এর মত মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ উপজাতির বাস কাঁকড়াঝোড়ে। জীবিকা এদের চাষবাস। মুরগি চরতে দেখা যায়, কিনতে মেলে না, ডিমও অমিল। খাবারের সব-রকম ব্যবস্থা সঙ্গে নিতে হয় নিকটতম বড় বাজার ঝাড়গ্রাম থেকে। রান্নার জন্য খানসামা অর্থাৎ চৌকিদার ভরসা।

ফরেস্ট রেস্ট হাউসে সার্ভিস চার্জে থাকা। আর হচ্ছে বন দপ্তরের *পর্যটক আবাস* FRH-এর পিছে। রাজ্য পর্যটনের ১১ বেডের *ট্যুরিস্ট হোস্টেলে* ডর্মি প্রথায় ১০ বেড। তবে, অগ্রিম বুকিং ছাড়া যাওয়া উচিত নয়। আর হয়েছে অতি সাধারণ সাজে *গোপীনাথ মাহাতোর চটির হোটেল*। ৯ ঘরের *মাহাতো লজ*-এ চাটাই বালিশ ও কম্বল সম্বল। আহার্যও মেলে অতি সাধারণ মানের। কাঁকড়াঝোড়ে বিশ্রাম নিয়ে বিহারের ঘাটশিলাও চলা যেতে পারে ৭ কিমি পায়ে হেঁটে হল্লুম পৌঁছে সেখান থেকে বাসে আরও ১৫ কিমি গিয়ে। নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপও চলে এপথে। সরাসরি কাঁকড়াঝোড় যাত্রায় যাতায়াতে ঘাটশিলা আদরণীয় হবে।

পারমাদান মৃগমেলা

ছলাৎ ছল, ঘাটের কাছে
গল্প করে ইছামতীর জল।

কলকাতা থেকে ৭৭ কিমি দূরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত শহর বনগাঁ থেকে আরও ২৮ কিমি নদীয়ামুখী যেতে নলডুগরি। সরাসরি বাসও যাচ্ছে সকাল ৮-৩০টায় CSTC ও ১৩-০০টায় প্রাইভেট শহীদ মিনার থেকে বারাসাত/বনগাঁ/হেলেঞ্চা/নলডুগরি হয়ে দত্তফুলিয়ায়। ৩ ঘণ্টার পথ, ভাড়া ২১.৫০ টাকা। CSTC ফেরে ১২-২০এ নলডুগরি থেকে। নলডুগরি থেকে ভ্যান রিকশায় ৫ কিমি দূরের পারমাদান মৃগ মেলা। নিজস্ব ব্যবস্থায় গাড়িও পাড়ি দেয় এপথ। আর সরাসরি বাসের অমিল হলে শিয়ালদহ-বনগাঁ

শাখা রেলে ২½ ঘণ্টায় বনগাঁ পৌঁছে রিকশায় মতিগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দত্তফুলিয়ার বাসে ১½ ঘণ্টায় নলডুগরি পৌঁছে ভ্যান রিকশায় পারমাদান। CSTC ও প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে শহীদ মিনার থেকে বনগাঁয়। আবার শিয়ালদহ থেকে ৭৪ কিমি দূরের রানাঘাট পৌঁছে, রিকশায় বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসে দত্তফুলিয়া পৌঁছে বনগাঁর বাসে নলডুগরি চলা যেতে পারে। ভাড়ায় সামান্য আধিক্য লাগলেও সময়ে সাশ্রয় মেলে রানাঘাট/ দত্তফুলিয়া/নলডুগরি পথে। ট্রেন ও বাসের চলও বেশি এপথে।

অতীতের পারমাদান ২৮-৩-৮৫তে নতুন করে নাম হয়েছে বরেণ্য সাহিত্যিক *পথের পাঁচালী*-র স্রষ্টার নামে **বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণালয়**। তবে, সরকারি নথি-পত্রে, লোকমুখে আজও এর পরিচিতি পারমাদান ডিয়ার পার্ক বলে। শিশু, বাঁশ, মিনজিরি, তুঁত, অর্জুন, শিমুল, শিরীষে ছাওয়া ৬৪০ হেক্টর বনভূমিতে তিন শতাধিক স্পটেড ডিয়ার অর্থাৎ হরিণের বাস। সোনা-ঝরা মিঠে রোদে খেলে বেড়ায় হরিণেরা, গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায় বানরেরা; তারই মাঝে মিষ্টিমধুর তান ধরে সবজে বসন্ত-বৈরী, সোনালী কাঠঠোকরা, শঙ্খচিল, নীলকণ্ঠ, ফুলটুসি ছাড়াও চেনা-অচেনা হাজারো পাখি পারমাদানের বৃক্ষশাখে। সকাল ৯-০০ ও বিকাল ১৫-০০টায় হরিণদের আহার খেতে আসার দৃশ্যও পুলকিত করে দেহ-মন। পূর্ণিমা রাতে লজের ছাদ থেকে আরণ্যক শোভাও মনকে উদাস করে। শিশু উদ্যান, মিনি চিড়িয়াখানাও বসেছে পারমাদানে। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম বেষ্টন করে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী—ধীর স্থির তার গতি। টিকিট ৪ ছাত্র ২ লাগে পারমাদান দর্শনে।

থাকার ব্যবস্থা প্রবেশ ফটকের বাঁয়ে রাজ্য পর্যটনের *Tourist Hostel*-এ DAB ১০০ ডর্মি ২৫, অবু: টুরিস্ট সেন্টার, ৩/২ বি বা দী বাগ, কলকাতা-১, ✆ 2488271. আর আছে ডাইনে বন দপ্তরের অফিস পেরুতেই ইছামতীর ঘাটে ৩ ঘরের DFO *Rest House* পারমাদানে, D ১২৫ সরকারি কর্মী ৮ হারে; অবু: The Conservator of Forests, Central Circle, Survey Building, 35 Gopalnagar Rd, Cal-700027. তবে, আহার্য নিজ ব্যবস্থায় সঙ্গে নিতে হয়। বাসনপত্র, রান্নার সাজ-সরঞ্জাম, পাচকও মেলে সার্ভিস চার্জে।

তেমনই চলার পথে বনগাঁয় ইছামতীর পাড়ে সুন্দর পরিবেশে *CH*, যশোহর রোডে *হোটেল পান্থনিবাস*, বা সাধারণ হোটেলে এক রাত কাটিয়ে ছঘরিয়া গ্রামে দেখে নেওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ণ রাজবাড়ি; চাকদহগামী বাসে ব্যারাকপুরে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, একইপথের বেলে গ্রামে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা ভবানন্দ মজুমদারের প্রাচীন রাজধানীতে গোপালভাঁড়ের মন্দির, নগরউখড়াগামী বাসে চৌবেড়িয়া গ্রামে নীলদর্পণ রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি, গোবরাপুরে গ্লোব নার্সারি; চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব, ডাকাত সাত ভাই-এর কালীতলা, কলকাতামুখী ঠাকুরনগরে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের হরিমন্দির তথা চৈত্র মাসের বারুণী তিথিতে ঠাকুরের ৪ দিন ব্যাপী জন্মোৎসব একে একে।

ব্যারাকপুর

কলকাতা থেকে ২৫ কিমি দূরে ব্যারাকপুর রিভার সাইড রোডে **গান্ধীঘাট**। গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জিত হয় এখানেও। স্মারকরূপে গঙ্গার পাড়ে ১৯৬৬র ৭ই মে গড়ে তোলা হয়েছে গান্ধী স্মৃতি-মন্দির অর্থাৎ মিউজিয়ম। গান্ধী-জীবনের নানান অধ্যায় রূপ পেয়েছে কারুকার্যে। ৬টি মনোরম গ্যালারি ও ৭০০০ গ্রন্থের লাইব্রেরি নিয়ে এই সংগ্রহশালা। ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের আঁকা ১০০ ফুটের দেওয়ালচিত্রে জন্ম থেকে মৃত্যু—গান্ধীজীবন তুলে ধরা হয়েছে। আলোকচিত্র ও নানান তথ্যে গান্ধীজী তথা তৎকালীন ভারতের নেতৃবৃন্দের গ্যালারিটিও অনবদ্য। গ্যালারিতে নানান মনীষীর ৩৮টি তৈলচিত্রও শোভা বর্ধন করেছে। এছাড়া গান্ধীজীর হাতে লেখা চিঠি, নানান ছবি, গান্ধীজীর স্মৃতি-পূত আসবাবপত্র, মডেলে নোয়াখালি অভিযান ছাড়াও নানান সম্ভার আকর্ষণ বাড়িয়েছে সংগ্রহ-শালার। বুধবার ছাড়া প্রতিদিন ১১—১৭-০০টায় খোলা। স্বল্প দূরে গঙ্গার পাড়েই রানী রাসমণির **কালীমন্দির**।

এমনকি ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নেয় ক্যান্টনমেন্ট নগরী এই ব্যারাকপুর। ফাঁসি দেয় সেদিনের ব্রিটিশ রাজ বিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পাঁড়েকে ব্যারাকপুরের লাটবাগান তথা আজকের আর্মড পুলিস ব্যারাকের বটবৃক্ষে। সেই স্মৃতিতে শহীদ স্মারক হয়েছে বি টি রোডের ধুবিঘাটে। আর হয়েছে মঙ্গল পাঁড়ে উদ্যান রিভার সাইড রোডে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মও ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে। পথেই পড়ে স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির আশ্রম। অদূরে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস।

যে কোনও বিকালে শহীদ মিনারের বাসগুমটি থেকে CSTC-র L20, S11; আর শ্যামবাজার থেকে L20A, SBSTC-র M6, ৭৮ রুটের প্রাইভেট বাস; হাওড়া স্টেশন থেকে SBSTC-র S32; সল্ট লেক থেকে M6 বাসে ধুবিঘাট পৌঁছে ৫-৭ মিনিটে পায়ে পায়ে বা রিকশায় গান্ধীঘাট চলা যেতে পারে। ট্রেনও যাচ্ছে শিয়ালদহ থেকে ভোর থেকে গভীর রাতে ব্যারাকপুরে। অপর পাড়ে শ্রীরামপুর। থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে গান্ধীঘাটের অদূরে গঙ্গার পাড়ে WBTDC-র *মালঞ্চ ট্যুরিস্ট লজ*, DAB ২২৫। আহারও মেলে মালঞ্চে। অবু: Manager, Barrackpur-743101, ✆ 5601942 বা ট্যুরিস্ট সেন্টার, ৩/২ বি বা দী বাগ, কলকাতা-১, ✆ 2485917.

কল্যাণী

যে কোনও ছুটির সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরুন কল্যাণী বেড়িয়ে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৪৮ কিমি। পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা এই কল্যাণী উপনগরী। এর নগর-পরিকল্পনা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,

সেন্ট্রাল পার্ক, পিকনিক গার্ডেনগুলির পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। আর রয়েছে কল্যাণী-সীমান্ত শাখা রেলের ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শ্রীক্ষেত্র। অমোঘ মন্ত্র এদের—*ভেদ নাই মানুষে মানুষে, খেদ কেন ভাই এ-দেশে!* বৈষ্ণবদের বিশ্বাস মানুষকে বৈরাগ্য ধর্মশিক্ষা দিতে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে লীন হয়ে আউলচাঁদের মাঝে নবরূপে প্রকাশ। আউলচাঁদের অন্যতম শিষ্য রামশরণ পাল। রামশরণের পত্নী সরস্বতী দেবী হয়েছেন সতীমা। নানান অলৌকিক মাহাত্ম্যে ভরা হিমসাগরে স্নানে দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম মেলে। তেমনই সতীমায়ের সিদ্ধপীঠ ডালিমতলায় মানত করেন, ঢিল বাঁধেন ভক্তের দল। মনোবাঞ্ছাও পূরণ হয় দেবীর আশিসে। দোল অনন্য উৎসব। মেলাও বসে জাঁকালো। দূর-দূরান্ত থেকে বাউলেরা আসেন উৎসবে। শিয়ালদহ থেকে (৩-৩৫—২৩-৪০) লোকাল ট্রেন ও বাবুঘাট থেকে (৫-৪৫—২০-১৫) প্রাইভেট বাস মুহুর্মুহু যাচ্ছে কলকাতা থেকে কল্যাণী। শিয়ালদহ থেকে সীমান্তেরও সরাসরি ট্রেন মেলে। ট্রেনে ১½ ঘণ্টা, বাসে ২½ ঘণ্টার পথ।

কৃষ্ণনগর

লোকশ্রুতি, অতীতকালে সবে দ্বীপ জেগেছে গঙ্গায়—বসতিও গড়া শুরু হয়েছে। এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন *ন দীয়া* অর্থাৎ নয়টি প্রদীপ জ্বেলে তন্ত্র সাধনা করতেন। আর এই ন দীয়া-ই কালে কালে নদীয়া, জেলাসদর কৃষ্ণনগর। অতীতে নাম ছিল রেউই। আর কৃষ্ণনগর নামকরণ মহারাজ রুদ্রর। সেকালে বাস ছিল শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত গোপ সম্প্রদায়ের রেউই-এ। তবে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর কালে উন্নতির চরম
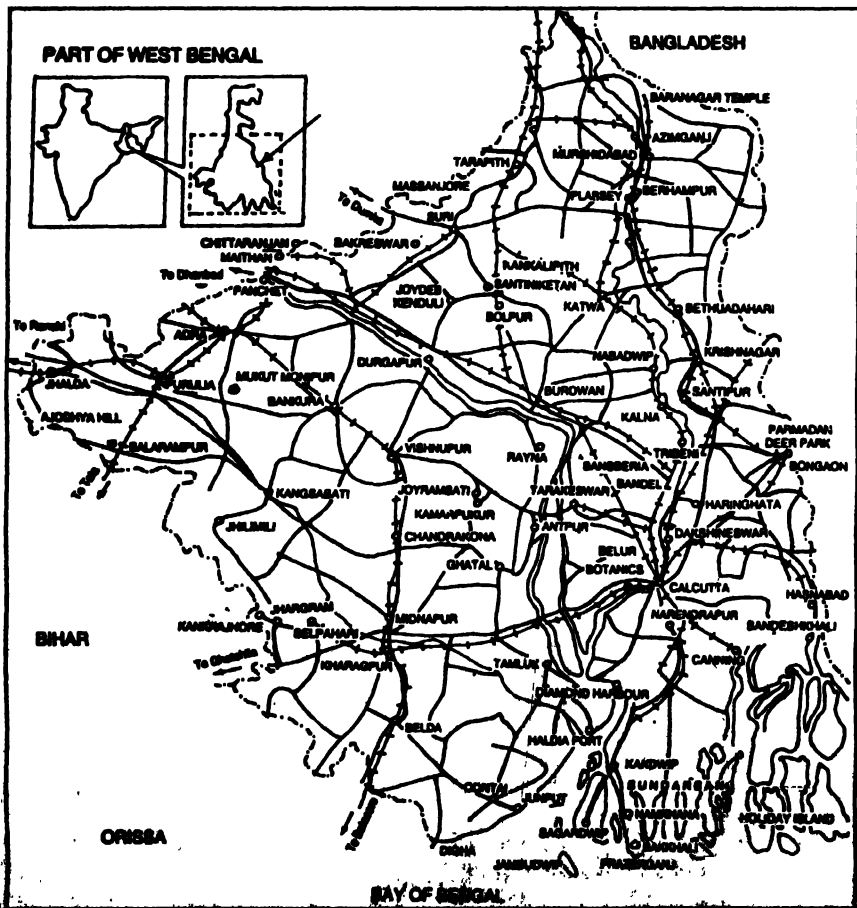
শিখরে ওঠে নদীয়া রাজ্য। সিরাজের বিরুদ্ধে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের পক্ষ নিয়ে রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি পান কৃষ্ণচন্দ্র। এমনকি ভেট রূপে পাওয়া পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি কামান রয়েছে রাজবাড়ির অঙ্গনে।

কলকাতা থেকে রেল দূরত্ব ১০০ কিমি, আর NH 34 ধরে ১১৮ কিমি। শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল, বহরমপুর ও লালগোলার ট্রেনগুলি যাচ্ছে কৃষ্ণনগরে। ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ।

বাসও যাচ্ছে কলকাতা থেকে CSTC, SBSTC ও NBSTC-র কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ছাড়াও উত্তর বাংলার নানান দিকের জাতীয় সড়ক ধরে কৃষ্ণনগর হয়ে। আর মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে শান্তিপুর, ফুলিয়া হয়ে রানাঘাট, বেথুয়াডহরী হয়ে বহরমপুর, ধুবুলিয়া হয়ে মায়াপুর, নবদ্বীপ ছাড়াও বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ-এর দিগ্বিদিকে কৃষ্ণনগর থেকে। রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে বাস স্ট্যান্ড। সিটি বাস ও রিকশা দুই-ই চলছে। শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য আছে কৃষ্ণনগরে।

কৃষ্ণনগরের মূল আকর্ষণ তার মৃৎশিল্প। সারা জগৎ জুড়ে এর প্রশস্তি। জলঙ্গী নদীর পাড়ে ঘূর্ণিতে বসেছে মৃৎশিল্পর আসর। খ্যাতনামা শিল্পীরা নিপুণ হাতে কাজ করছেন—বিক্রয়েরও ব্যবস্থা আছে। হিউম্যান ফিগার তৈরিতে এদের দক্ষতা বিশ্ব-বিশ্রুত। এছাড়া কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িটিও কম আকর্ষণীয় নয়। রাজপরিবারের বীরত্বের গাথা আজও নদের কাব্যে গাথা হয়ে ফেরে। শুধু বীরত্বই বা কেন, জ্ঞান ও গুণেরও কদর ছিল সেকালের রাজদরবারে। চত্বরের দুর্গা মন্দিরটিও সুন্দর। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পঙ্খের শেষ কাজ শোভিত নাটমন্দিরটি আজ লুপ্ত হতে বসেছে। চারমিনার বিশিষ্ট কারুকার্য শোভিত রাজবাড়ির প্রবেশ তোরণ সেও আজ অবক্ষয়ের পথে। প্রতি বছর—চৈত্র (এপ্রিল) মাসে বারোদোল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণর দ্বাদশ বিগ্রহ দোলায় বসে। মেলা বসে রাজবাড়িকে ঘিরে। জগদ্ধাত্রী পূজারও প্রশস্তি আছে কৃষ্ণনগরের। কৃষ্ণনগরের আর এক আকর্ষণ তার রোমান ক্যাথলিক চার্চ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অনন্য। ২৭টি তৈলচিত্রে যীশু-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইতালীয় ভাস্করদের তৈরি কাঠের মূর্তিগুলিও সুন্দর। এছাড়া হয়েছে মাতৃ (মারিয়া) স্মৃতি ১৯৮৮র ১৫ই আগস্ট চার্চ অঙ্গনে।

আর আছে রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর পৈতৃক বসতবাড়ি রানী কুটির, ১৮৪৬এ প্রতিষ্ঠিত কলেজ ভবন, ১৮৫৬র পাবলিক লাইব্রেরি, রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে কৃষ্ণনগর একাডেমি, প্রোটেস্টান্ট চার্চ কৃষ্ণনগরে। রেল স্টেশনের বিপরীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বসতবাড়ি আজ লুপ্ত। আর আছে আধুনিক ভাস্কর্যের নিদর্শন রূপে জাতীয় সড়কের ধারে স্থাপত্য বা ভাস্কর্য বাগান। কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়ারও খ্যাতি আছে ভ্রমণার্থীদের রসনা তৃপ্তির জন্য। নেদিয়ার পাড়ার অধরচন্দ্র দাসের দোকানে (✆ 52139) স্বাদ নেওয়া যেতে পারে।

তেমনই কৃষ্ণনগরের আর এক আকর্ষণ গেদে-মাজদিয়া-ভাজনঘাটের বাসে ১½ ঘণ্টায় ২৪ কিমি দূরের শিবনিবাস দর্শন। আড়াইশো বছরের অতীত—বর্গীর আক্রমণ থেকে রাজ্য বাঁচাতে চূর্ণীর পাড়ে রাজধানী গড়েন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। নগরীর নিরাপত্তা বাড়াতে কঙ্কনাকারে পরিখা গড়ে চূর্ণী। তবে, কালের গ্রাসে রাজধানী বিধ্বস্ত হলেও রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির (১৭৫৪), বাগীশ্বর শিব মন্দির (১৭৬২), রাম-সীতার মন্দির (১৭৬২)এ পূজা হয় আজও। আর আছে সাধক জাফর খাঁর দরগা তথা সমাধি-ভূমি। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সিন্নি চড়ায়, বাতি দেয় আজও সাধকের উদ্দেশে।

থাকার জন্য প্রথমেই আদরণীয় বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া ৭ ঘরের *Krishnanagar Municipal Tourist L,* Dr Sachin Sen Rd, Krishnanagar-741101, ✆ (03472) 52080, SAB ৪০, DAB ৬০, ডর্মি বেড ২৫, অবু: ম্যানেজার। অদূরেই *H Basashree*, Rabindranath Tagore Rd, SCB ২৫, SAB ৪০-৬০, DCB ৬০, DAB ৮০-১২০। আর আছে *সান্ত্বনা হোটেল অ্যান্ড লজিং*, হাই স্ট্রিট, ✆ 52485; *লজ শিবম*, বিট মার্কেট, চাষাপাড়া মোড়; *পূর্বাসা গেস্ট হাউস*, হাই স্ট্রীট, ✆ 52730; *গোল্ডেন লজ*, আমিন বাজার, ✆ 53472; বাস স্ট্যান্ডেই সাধারণ সাজে *হোটেল অশোকা, বাসন্তী* ছাড়াও *ডাক বাংলো* ও *সার্কিট হাউস* কৃষ্ণনগরে। আহার্যের জন্য বাস স্ট্যান্ডে *সেবা হোটেলটি* মন্দ নয়। উচিতও হবে *ট্যুরিস্ট লজে* ২ রাত অবস্থান করে প্রথম দিনে কৃষ্ণনগর শহর, শিবনিবাস ও বেথুয়াডহরী, দ্বিতীয় দিনে মায়াপুর ও নবদ্বীপ, তৃতীয় দিনে শান্তিপুর ও ফুলিয়া বেড়িয়ে রানাঘাট বা শান্তিপুর বা কৃষ্ণনগর থেকেই ঘরপানে ফেরা।

বেথুয়াডহরী

পশ্চিমবাংলার অভয়ারণ্য বেথুয়াডহরী। কৃষ্ণনগর থেকে ২৮ কিমি পেরিয়ে বহরমপুরের পথে বেথুয়াডহরী রেল স্টেশন। কলকাতা থেকে রেল দূরত্ব ১২৭ কিমি, সড়ক দূরত্ব ১৪৮ কিমি। ভাগীরথী এক্স ও লালগোলার প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর/বেথুয়াডহরী হয়ে। বাসও যাচ্ছে কলকাতা থেকে CSTC, SBSTC, NBSTC, নানান প্রাইভেট পলাশী, বহরমপুর ছাড়াও উত্তর বাংলার নানান—জাতীয় সড়ক ৩৪ ধরে বেথুয়াডহরী হয়ে। আর কৃষ্ণনগর থেকে সরকারি ও বেসরকারি বাস যাচ্ছে, ঘণ্টা দেড়েকের পথ।

রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে NH 34-এ বেথুয়া-ডহরী অভয়ারণ্য। নামে অভয়ারণ্য হলেও মূলত মৃগ উদ্যান এটি। ১৬৫ একর ভূমি জুড়ে টিক, অর্জুন, সেগুন, শিরীষ, বাবলা, শিশু, মেহগনি, শেওড়া, ভাঁটের বনভূমিতে ৫৫০ হরিণের বাস। শিংয়েল হরিণ, চিতল হরিণ ছাড়াও রয়েছে দেশী খরগোশ, বনবিড়াল, হনুমান ও শম্বর। বর্ষায় সাপেরও দেখা মেলে অভয়ারণ্যে। মিনি চিড়িয়াখানাও হয়েছে। পায়ে পায়ে সাঙ্গ করতে হয় বনবিহার। ৮—১৬-০০টায় দর্শনের জন্য দ্বার খোলা। টিকিট ৪, ছাত্র ২ করে।

চাঁদনি রাতে রেস্ট হাউসের দরজায় হরিণের আনা-গোনা শিহরণ খেলায় দেহ-মনে। তেমনই ৭-০০ ও ১৫-০০টায় হরিণের খাবার খেতে আসার দৃশ্যও পুলকিত করে

তোলে। গ্রীষ্ম এড়িয়ে যে কোন ছুটির দিনে আপনিও বেড়িয়ে আসুন বেথুয়াডহরী।

থাকার জন্য ২টি *FRH* আছে। জাতীয় সড়ক লাগোয়া প্রবেশ দ্বারে *রেস্ট হাউস* ১, আর আধ কিমি অন্দরে *রেস্ট হাউস* ২-এ চার বেডের ঘর ১২৫ করে। আহার্য নিজ ব্যবস্থায়। থাকার পক্ষে ২ নম্বর রেস্ট হাউসটি রমণীয়। অবু: পারমাদানের মত। *ডে সেন্টার*-ও হয়েছে WBTDC-র জাতীয় সড়কে—আহার্য মেলে।

মায়াপুর •

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম,
হেথা হতে সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে মায়াপুর আজ স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অতীতের মিয়াপুর আজ হয়েছে মায়াপুর। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে অদ্বৈত আচার্যর কঠোর সাধনায় মহাপ্রভুর মর্ত্যে আবির্ভাব। দ্বীপাকার মায়াপুরেই জন্ম শ্রীচৈতন্যর—যোগপীঠ অর্থাৎ আবির্ভাব স্থানে শ্রীশ্রী যোগপীঠ মন্দির গড়ে উঠেছে। মতান্তরও আছে অতীত আর বর্তমানের মায়াপুরের অবস্থান তথা জন্মভূমি নিয়ে। তবে, বৈষ্ণবশাস্ত্রে মেলে, গঙ্গার পূর্বতটে নবদ্বীপের অবস্থান ছিল সেকালে। ব্যাপক চত্বর জুড়ে কর্মকাণ্ড চলছে ISKCON অর্থাৎ International Society for Krishna Consciousness-এর। মায়াপুরের মূল আকর্ষণও ISKCON-এর তৈরি চন্দ্রোদয় মন্দির। ঢুকতেই ডাইনে প্রভুপাদের সমাধি মন্দির তথা ১৪ বছর ধরে ১০ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়ে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের জন্মশতবার্ষিকীতে (২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫) গড়া বর্ণাঢ্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী স্মৃতিমন্দির। মনোহর বাগিচা পেরিয়ে চন্দ্রোদয়ে মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ আখ্যানও প্রদর্শিত হয়েছে। ৪-১৫ (শীতে ৪-৩০) মঙ্গল আরতি, ৭-১৫ দর্শন আরতি, ৮-০০ ভাগবৎ পাঠ, ১২-০০ ভোগ আরতি, ১৬-০০ ধূপ আরতি, ১৮-৩০ (শীতে ১৮-০০) সন্ধ্যা আরতি, ১৯-৩০ ভাগবৎ গীতা পাঠ, ২০-১৫য় শয়ন আরতি নানানধর্মী প্রসাদও কিনতে মেলে চন্দ্রোদয় মন্দিরে। অদূরে বিশ্ব প্রদর্শনী—ম্যাজিক আয়নায় কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখে নিন নিজের। রাতে আলোর বর্ণালী সেও আর এক দ্রষ্টব্য।

আর রয়েছে ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ মঠ; জন্মভিটা তথা শ্রীমন্দির; খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বা শ্রীবাস অঙ্গন; অদ্বৈত ভবন; ২৯ চুড়োর শ্রীচৈতন্য মঠ, বিপরীতে পুণ্যিপুকুর শ্যামকুণ্ড; শ্রীচৈতন্য মঠ, একই চত্বরে—রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন, বৃন্দাবনের তমালবৃক্ষ, চৈতন্যলীলার প্রদর্শনশালায় মাসি ও মেসোর মন্দির। অদূরে বামুনপুকুরে চাঁদকাজীর (মৌলানা সিরাজুদ্দিন) সমাধিপীঠ তথা ৫০০ বছরের গোলকচাঁপা ফুলগাছটিও ভক্তপ্রাণাদের দেখে নেওয়া উচিত। জনশ্রুতি, এই চাঁদকাজি ঘোর বিরোধী ছিলেন শ্রীচৈতন্যর। নামকীর্তনও বন্ধ করেন কাজী। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মশাল মিছিল তথা সংকীর্তন শোভাযাত্রা নিয়ে কাজীর বাড়ি যান শ্রীচৈতন্য। যুক্তি-তর্কে পরাভূত হয়ে ভক্ত হন শ্রীচৈতন্যর কাজীসাহেব। সমাধি পীঠের ½ কিমি দূরে বাজারের পেছনে আর এক অতীত বল্লাল সেনের ৪০০ ফুট লম্বা, ৩০ ফুট উঁচু ঢিপিটিও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। খননে প্রাসাদপুরী আবিষ্কৃত হয়েছে বল্লাল সেনের। চন্দ্রোদয় ১৩-০০টায় বন্ধ হলেও অন্যান্য মন্দির ১২—১৬-০০টায় বন্ধ থাকে মায়াপুরে। চন্দ্রোদয় থেকে ৩ কিমির মধ্যে অবস্থান এদের। পায়ে পায়ে বা ২০-২৫ টাকার চুক্তিতে রিকশায় দেখে নেওয়া যায় মায়াপুর। শ্রীচৈতন্যর জন্মদিন ফাল্গুনী (দোল) পূর্ণিমা রমণীয় উৎসব।

থাকারও নানান ব্যবস্থা *ISKCON*-এর *International GH*-এ *শঙ্খ, চক্র, গদা* ও *পদ্ম* চার বাড়িতে। চন্দ্রোদয়ের দক্ষিণে *শঙ্খে*—VIP, *পদ্মে*—লাইফ মেম্বার, *চক্রে*—সাধারণ, *গদায়*—ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। রিসেপসন তথা থাকা ও আহারের বুকিং মেলে চক্রের ১১১ নম্বর ঘরে। ঘর ৭০, ১০০, ১৬৫, ২৬৫, A/c ৬০০, *ধরমশালা*ও আছে এদের। আহার মেলে ক্যান্টিনে: ব্রেক ফাস্ট ১২, মিল ২০ করে। জনতা প্রসাদও মেলে গেটের ডাইনে দুপুরে। ISKCON, Mayapur ✆ (03472) 45250 Ext 211; কল বুকিং: 3C অ্যালবার্ট রোড, কল-১৭, ✆ 2473757. আর আছে *শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অকিঞ্চন কুটীর যাত্রী নিবাস, বিড়লা গেস্ট হাউস* মায়াপুরে। এছাড়া আছে সাধারণ মানের নানান খাবার হোটেল চন্দ্রোদয়ের বিপরীতে ও হুলোর ঘাটে। নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতিও হোটেল গড়েছে *নীলাচল লজ*, DCB ৪০, ডর্মি ১৫, হুলোর ঘাটে।

চিত্রসূচী: দুই

১৮ ইমামবাড়া—হুগলী ছবি মোনা চৌধুরী *১৯ গঙ্গাসাগর মেলা* ছবি অশোক বসু *২০ বকখালিতে সূর্যাস্ত* ছবি রাজীব বসু *২১ ব্রহ্মচর্যাশ্রম—শান্তিনিকেতন* ছবি অশোক বসু *২২ কালিম্পং শহর* ছবি মৃণাল দত্ত *২৩ ইয়ুমথাং-এর প্রতিবেশী—কাটাও* ছবি মৃণাল দত্ত *২৪ কাটাও-এর পথে* ছবি মৃণাল দত্ত *২৫ দার্জিলিং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘা* ছবি মৃণাল দত্ত *২৬ ইয়ুমথাং* ছবি মৃণাল দত্ত।

কৃষ্ণনগর থেকে সরাসরি বাস বা মিনিবাসে মায়াপুর চলুন। ধুবুলিয়া হয়ে যাচ্ছে বাস, ঘণ্টা দেড়েকের পথ কৃষ্ণনগর থেকে। আবার কৃষ্ণনগর থেকে বাসে নবদ্বীপ পৌঁছে বড়াল ঘাটে ফেরি নৌকায় ভাগীরথী পেরিয়েও চলা যেতে পারে হুলোর ঘাট অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুর। CSTC-র বাসও যাচ্ছে কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৬-০০, ৭-০০ ও ১৪-০০টায় ছেড়ে বারাসাত/কৃষ্ণনগর হয়ে; ভাড়া ২৯.০০ টাকা। CSTC ফেরে ৬-০০, ১০-৩০ ও ১৫-০০টায় মায়াপুর থেকে। আর যাচ্ছে ট্রেন—হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহারোয়া (BAK) লুপ লাইনের নবদ্বীপধাম; নদী পারাপারে মায়াপুর। EMU Local-ও চলছে ব্যান্ডেল থেকে নবদ্বীপধাম হয়ে কাটোয়া। এছাড়া প্রতিদিন যাচ্ছে মায়াপুর দেখাতে এক রাত থাকা ও প্রসাদ সহ ১৫০, কেবল
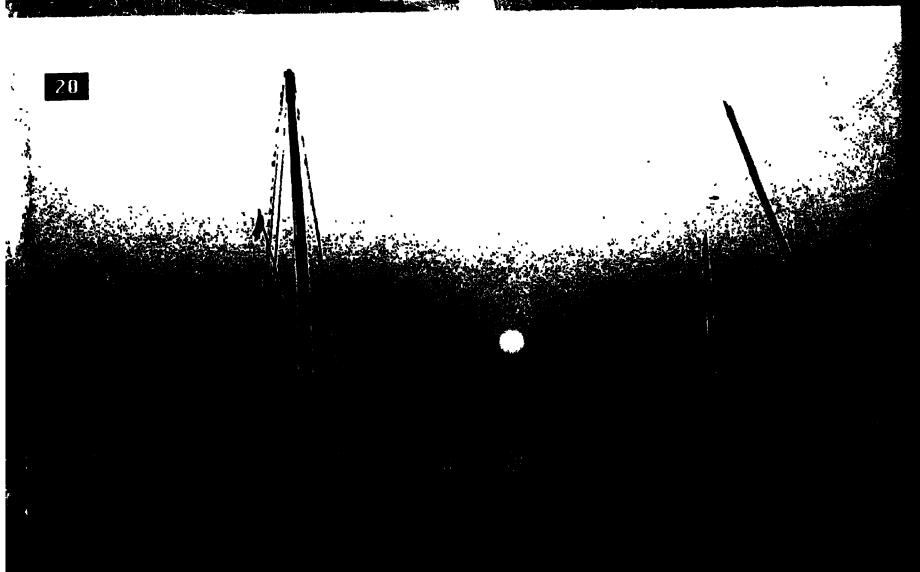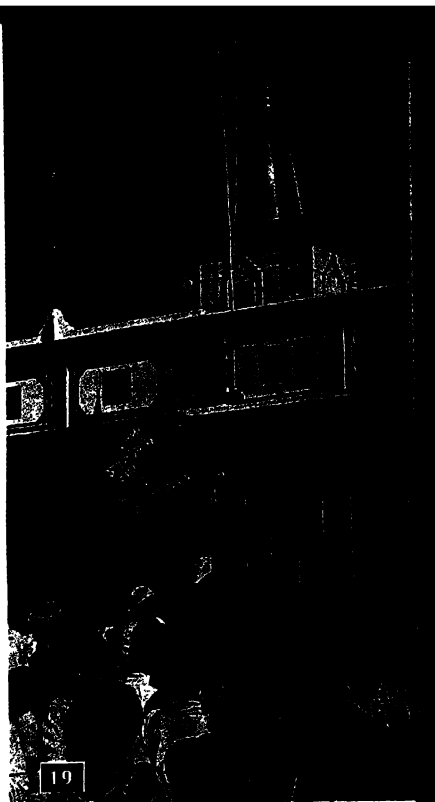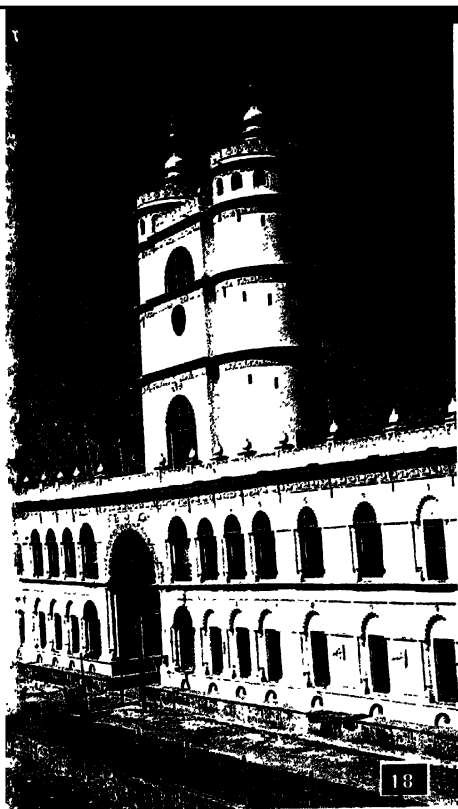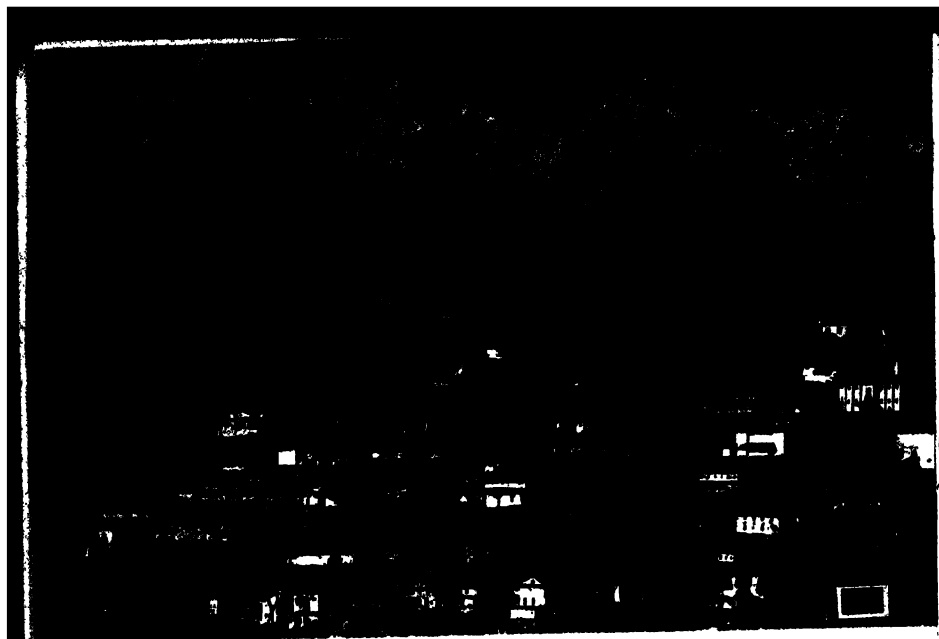
যাতায়াত ৭৫ টাকায় ৩সি অ্যালবার্ট রোড, কলকাতা-১৭, ✆ 2473757/6075/8242 থেকে ISKCON.

পক্ষী প্রেমিকরা ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে মায়াপুর থেকে ২ কিমি জলযানে গঙ্গার চরে শঙ্করপুরে দেশ-দেশান্তর থেকে আসা হাজারো পরিযায়ী পাখির মেলা দেখে নিতে পারেন। পাখির রকমভেদে রঙের বর্ণালীতে মাধুর্য বাড়ে। আবার হাওড়া-আজিমগঞ্জ প্যা ৬-৩৫, হাওড়া-বারহারোয়া প্যা ১৩-০৫ আর শিয়ালদহ থেকে ৭-৪৫এর আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে যথাক্রমে ৯-৫০, ১৫-৪৮, ১১-০০টায় পূর্বস্থলী পৌঁছেও নৌকায় চলা যেতে পারে রিভার স্যাঙ্কচুয়ারি শঙ্করপুরে। দিনভর বেড়িয়ে কাটিয়ে পূর্বস্থলীতে ফেরার ট্রেন মেলে ১৯-০৩এ আজিমগঞ্জ প্যা, ১৭-৪৭এ রাজারসাউ প্যা।

নবদ্বীপ

ফাগু খেলত গোরা বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে।
কুমকুম মারত দুহুঁ দোঁহা অঙ্গে।।

ঘরে নদীর ঘাটে ফেরি নৌকা চেপে ভাগীরথী পেরিয়ে দ্বীপভূমি মায়াপুর থেকে 'গৌর গঙ্গার দেশ' নবদ্বীপ পৌঁছান। জলঙ্গীর জলে জেগে ওঠা *নব দ্বীপ*—কালে কালে নবদ্বীপ। দ্বিমতে, গঙ্গার পুব পাড়ে ৪টি দ্বীপ (অন্ত, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য); আর পশ্চিম পাড়ে ৫টি দ্বীপ (কোল, ঋতু, মোদদ্রুম, জহ্নু ও রুদ্র) এই ৯-এর সমন্বয়ে নবদ্বীপ। শৈব-বৌদ্ধ-শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ও ঘটেছে নবদ্বীপে।

সরাসরি বাস আসছে গৌরাঙ্গ সেতু পেরিয়ে কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপে। ঘণ্টা খানেকের পথ, মুহুর্মুহু বাসও চলে কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ। বাস যাচ্ছে বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ছাড়াও পশ্চিম-বাংলার দিকে-দিগন্তরে নবদ্বীপ থেকে। আবার কৃষ্ণনগর থেকে ন্যারো গেজের রেলে নবদ্বীপ ঘাটে পৌঁছে ফেরি পেরিয়েও চলা যেতে পারে নবদ্বীপ। ট্রেন যাচ্ছে শান্তিপুরেও নবদ্বীপ ঘাট থেকে।

ভাগীরথীর পাড়ে নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের দোল পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। গঙ্গার প্রবাহ বদলে বিভ্রান্তি ঘটেছে জন্মভিটায়। তবে, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্ম আজকের নবদ্বীপে। জন্মভিটায় বিভ্রান্তি ঘটলেও ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির। অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থও নবদ্বীপ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত দারু নির্মিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ মন্দির, বুড়ো শিব, হরিসভা, পোড়া-মাতলা, মহাপ্রভু মন্দির, অদ্বৈতপ্রভু মন্দির, জগাই-মাধাই, শচীমাতা-বিষ্ণু-প্রিয়ার জন্মভিটায় নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দির, বড় আখড়া, শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ, সোনার গৌরাঙ্গ, বড়ভুজ মহাপ্রভু, শ্রীবাস অঙ্গন পাড়ায় সোনার মূল গৌরাঙ্গ, সমাজবাড়ি, বড় রাধেশ্যাম, রাধাবাজারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, কেশবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মণিপুর পাড়ায় সোনার গৌরাঙ্গ, বঙ্গবাণীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, বিতর্কিত শ্রীচৈতন্যের জন্মভিটা ছাড়াও মন্দির রয়েছে নানান নবদ্বীপে। গৌরসভার রেকর্ডে মেলে ১৮৬টি মন্দির নবদ্বীপে। দর্শনীও লাগে প্রতিটি মন্দিরে। এখানে ভজনের বিরাম নেই—চব্বিশ ঘণ্টাই চলে এই দেবভজন। অতীতে সংস্কৃত ও বৈষ্ণব দর্শনের পীঠস্থানও ছিল এই নবদ্বীপ। লক্ষ্মণ সেন গৌড় থেকে রাজ্যপাট তুলে রাজধানী গড়েন নবদ্বীপে। ১১ ও ১২ শতকে বাংলার রাজধানীও ছিল নবদ্বীপে।

নবদ্বীপের আর এক আকর্ষণ তার রাস উৎসব। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাস মেলা সে তো বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের রাসে মূর্তি পূজায় বৈচিত্র্য আছে নবদ্বীপে। রাসকালে শাক্তমতে পূজার্চনা সেও আর এক বৈশিষ্ট্য। নানানরূপে বিশালাকার শাক্ত দেবী দুর্গা, কালী ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীও পূজিত হচ্ছেন রাসে। যোগনাথ-তলার গৌরাঙ্গী, তেকড়িপাড়ার বড় শ্যামা, বঙ্গপাড়ার নীল বিন্ধ্যবাসিনী, ব্যাদরাপাড়ার শবশিবা, আমড়াতলার মহিষ-মর্দিনী, রামসীতাপাড়ার প্রাচীনতমা মহিষমর্দিনী ও বামা-কালী, চারিচারাপাড়ার ভদ্রকালী, দণ্ডপাণিতলার মুক্তকেশী, ফাঁসিতলাঘাটের কৃষ্ণকালী, উডবার্ন রোডের কমলেকামিনী, ব্যানার্জিপাড়ার দেবীগোষ্ঠ, মহাপ্রভুপাড়ার গোঁসাইগঙ্গা; আর বৈষ্ণবী রাস রাধাকৃষ্ণের মিলন—শ্রীবাস অঙ্গনের কাছে সমাজবাড়ি, হরিসভা, নতুন আখড়া, বড় আখড়া, রাসলীলা মঠ উল্লেখ্য। নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বের হয় পরদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যায় পোড়ামাতলা রোড ধরে। নাচ-গান-বাজনায় মুখরিত ভাসান মিছিলে খেমটা নাচও অংশ নেয় নবদ্বীপে। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শক আসেন ভাঙা রাসের মিছিল দেখতে। নবদ্বীপের আর এক প্রশস্তি তার চন্দ্রচূড় দই-এর জন্য। পায়ে পায়ে বা টাকা পনেরোর চুক্তিতে রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় নবদ্বীপের মন্দিররাজি।

থাকার দরকার হয় না—মন্দির দেখে নবদ্বীপ ধাম থেকে BAK লুপ লাইনে কাটোয়া/ব্যাণ্ডেল হয়ে বা কৃষ্ণনগর হয়ে ঘরপানে ফেরা উচিত হবে। তবে হোটেলও আছে—*নদীয়া লজ, বৈশাখী লজ, গ্যালেক্স ভিউ লজ* ✆ 40607, *নবদ্বীপ লজ, হোটেল ইন্দ্রজিৎ* ভাগীরথীর পাড়ে বড়াল ঘাটে। এদের কাছে কমন বাথের ঘর ৬০-৮৫ টাকায় মেলে। আর বাথ সংলগ্ন ঘর মেলে রাধাবাজারের *লক্ষ্মী বোর্ডিং* ✆ 40264-এ DAB ১৫০। আর আছে নেতাজী সুভাষ রোডে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ;* রাধাবাজারে *অশ্বিনী দাস,* শ্রীবাস অঙ্গনপাড়ায় *সমাজবাড়ি* ছাড়াও নানান ধরমশালা। তবুও যেন নবদ্বীপধাম রেল স্টেশনের কাছে বাস স্ট্যান্ডে *Nabadwip Municipal Tourist Lodge*টি থাকার পক্ষে শ্রেয়।

ফুলিয়া

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।।

কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাটের বাসে কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়াপাড়ায় চলুন। দূরত্ব ২৬ কিমি, আর কলকাতা থেকে ৯২ কিমি। শান্তিপুর হয়ে বাস যাচ্ছে, মুহুর্মুহু বাস চলে NH-34 ধরে। জাতীয় সড়কেই শ্রীকানাই দেউড়ি-কৃত তোরণ পেরিয়ে ১½ কিমি যেতে কৃত্তিবাসের (১৪৪০এ জন্ম)

বাস্তুভিটায় লাইব্রেরি তথা কৃত্তিবাস তথ্যকেন্দ্র বসেছে। লাগোয়া হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ভজনস্থলী মন্দির। মুসলমান হয়ে বৈষ্ণবীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকার অপরাধে প্রাদেশিক শাসকের বিচারে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েও যীশুর মত প্রার্থনা মাগেন—*এসব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ। মোরে দোহে নহ এ সবার অপরাধ॥* তরুকুঞ্জ শোভিত সাধনপীঠে মন্দিরও হয়েছে হরিদাসের। সামনে দিয়ে বয়ে যেত গঙ্গা সেকালে। চলার পথেই খেলার মাঠে বেদী করে ঘেরা ঐতিহাসিক বটবৃক্ষ (বিতর্কিত)—যার মিষ্টি ছায়ায় বসে কবি বাংলায় *রামায়ণ* লেখেন। প্রতি মাঘ মাসের শেষ রবিবার কৃত্তিবাস জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে আজও। আর হয়েছে রাধাগোবিন্দর মন্দির চলার পথেই।

পাশেই বাংলার টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি হচ্ছে ফুলিয়া তাঁত-কেন্দ্রে অর্থাৎ ফুলিয়া গ্রামে। তাঁতিদের হাতে তৈরি দেখা ও কেনা দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। ফুলিয়া থেকে বাসে ১০ কিমি দূরের রানাঘাট বা শান্তিপুর হয়ে বা কৃষ্ণনগর হয়ে গৃহপানে ফিরুন। তবে, উচিত হবে এই পরিক্রমায় দু'টি রাত কৃষ্ণ-নগরে অবস্থান করে বেথুয়াডহরী, ফুলিয়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণ-নগর ও নবদ্বীপ বেড়িয়ে নেওয়া। অত্যুৎসাহীরা বিখ্যাত যুগলকিশোর মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন আড়ংঘাটায়।

চলার পথে চূর্ণী নদীর তীরে দস্যু সর্দার রণার ঘাঁটি অর্থাৎ রাণাঘাট পৌঁছে পান্তুয়ার স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। রণার প্রতিষ্ঠিত দেবী সিদ্ধেশ্বরীও রয়েছেন রাণাঘাটে।

শান্তিপুর

কৃষ্ণনগর থেকে ২০ কিমি দূরে শান্তিপুর। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে NH-34 ধরে কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরে। কৃষ্ণনগর-রানাঘাট বাসও যাচ্ছে শান্তিপুর, ফুলিয়া হয়ে। ফুলিয়ার দূরত্ব ৬, রানাঘাট ১৬, কলকাতা ১০১ আর কালনা ঘাটের দূরত্ব ৯ কিমি। দিনভর লোকাল ট্রেনও যাচ্ছে শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট/ফুলিয়া হয়ে শান্তিপুরে। ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। বাসও যাচ্ছে NBSTC, SBSTC, CSTC-র কলকাতা থেকে বহরমপুর, হাজারদুয়ারী, কৃষ্ণনগর, পলাশী ছাড়াও উত্তরবাংলার নানান দিকের NH-34 ধরে ফুলিয়া, শান্তিপুর হয়ে। আর শান্তিপুর থেকে ন্যারো গেজের রেল যাচ্ছে ১৯ কিমি দূরের নবদ্বীপ ঘাটে। ভাগীরথী পারে মায়াপুর।

শান্তমুনির বাসস্থান শান্তপুর বা শান্তিপুর। নবদ্বীপ, মায়াপুরের মত শান্তিপুরও বৈষ্ণব ধর্মের আর এক পীঠস্থান। ১৪৩৪ খ্রি শ্রীহট্টের নবগ্রামে কমলাক্ষর জন্ম। বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করে বেদ-পঞ্চানন বা অদ্বৈত আচার্য হন কমলাক্ষ। দেহত্যাগ ১২৫ বছরে আচার্যের। আচার্যের ৫২ বছর বয়সে কঠোর সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধরায় নামেন নবদ্বীপে। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের মহামিলনও ঘটে বাবলা গ্রামের শ্রীপাটে। এমনকি সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তথা জটিয়া বাবার জন্মও এই শান্তি-পুরের অদ্বৈত বংশে। শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ, জলেশ্বর ছাড়াও মন্দির আছে নানান শান্তিপুরে। তাঁতবস্ত্রের জন্যও প্রসিদ্ধি আছে শান্তিপুরের। শান্তিপুরের আর এক আকর্ষণ কার্তিক পূর্ণিমায় (নবদ্বীপের পরদিন) রাস উৎসব। ৪ দিন ধরে চলে উৎসব, ৩য় রাতে ভাঙা রাসের বর্ণাঢ্য মিছিলের প্রশস্তি আজ ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে। নানান পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত মৃৎ-মূর্তি, সঙরূপী নানান অবতার, ১০৮ ঢাকির নাচ, ময়ূরপঙ্খীতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, সুসজ্জিত নানান হাওদা, অভিনব আলোকসজ্জা মাতোয়ারা করে তোলে শান্তিপুরকে ঐ রাতে। কুমারী মেয়েরা দেবীর সাজে সজ্জিত হয়ে আসন নেয় হাওদায়। অভিনবত্ব আছে অন্যতম আকর্ষণীয় রাইরাজা হাওদার। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Municipal GH*-এ শান্তিপুরে। শান্তিপুরের নিখুঁতিও যথেষ্ট সুবিদিত।

পলাশী

লাখো লাখো পলাশের রক্তিম আগুনে সমগ্র জাতির ললাটে লেপে দেয় মসি পলাশী। কলকাতা থেকে NH-34 ধরে ১৭২ কিমি উত্তরে আর বহরমপুরের ৩৯ কিমি দক্ষিণে নদীয়া জেলায় পলাশী। বামহাতি পথে ২ কিমি যেতে ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র। অস্ত যায় বাংলার স্বাধীনতা সূর্য—ক্লাইভের সাথে মিরজাফরের গোপন আঁতাতে ফরাসি সাহায্যপুষ্ট সিরাজের পরাজয়ে (২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার) ১৭৫৭তে। রানী ভবানীর (লাখো) আমবাগান আজ আর নেই, শেষ আমগাছটির শুকনো গুঁড়ি ১৮৭৯তে পলাশী বিজয়ের স্মারকরূপে বিলেতে যায়। পলাশও ফোটে না, তবে নির্বাক মুখে ১৫ মি উঁচু ব্রিটিশের গড়া বিজয় মিনারটি রোমন্থন করায় ইতিহাসের সে-গ্লানি।

শিয়ালদহ-লালগোলা ট্রেন যাচ্ছে পলাশী হয়ে। আর যাচ্ছে CSTC-র বাস শহীদ মিনার থেকে ৮-০০টায় ছেড়ে ৪½ ঘণ্টায় পলাশী, ফেরে ১৩-০০টায় পলাশী ছেড়ে কলকাতায়। ভাড়া ৩১। এছাড়াও বহরমপুর ও উত্তর বাংলার বাসও যাচ্ছে NH-34 ধরে পলাশীপাড়া হয়ে। থাকার জন্য *PWD DB* আছে মিনারের কাছে।

মুর্শিদাবাদ

জেলা মুর্শিদাবাদ—নবাবদের রাজ্যপাট লালবাগ আর ব্রিটিশের রাজধানী শহর বহরমপুর। মহম্মদী বেগের তরোয়ালের কোপে নিহত সিরাজের আর্তনাদ আজও ভারাক্রান্ত করে তোলে বাংলা-বিহার-ওড়িশার রাজধানী মুর্শিদাবাদের আকাশ-বাতাস।

জনশ্রুতি বৈষ্ণব দ্বিমতে নানকপন্থী সন্ন্যাসী মুক্‌সূদন দাসের নামানুসারে মুক্‌সুদাবাদ নামকরণ। গৌড়েশ্বর হুসেন শা'র অসুখ সারিয়ে ভেট পান বিপুল ভূসম্পত্তি—সেই থেকে নাম। ভিন্নমতে বণিক-পুত্র মুকসুস খাঁন থেকে মুক্‌সুদাবাদ। আর আকবরনামায় মেলে বাংলার শাসক সায়েদ খাঁর ভাই মুকসুদ খাঁর নাম থেকে নামকরণ। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে মোগল সেনাপতি মানসিংহের হাতে পাঠানশক্তি পরাভূত হতে রাজমহলে রাজধানী বসে বাংলায়। তবে জাহাঙ্গীরের কালে

ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জাত ইরান দেশীয় বণিকের কাছে লালিত স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় বাংলার দেওয়ান হয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে এনে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ঢাকা (পূর্ববঙ্গীয় মুখে ঢাহা) পাড়া বা মহল্লা গড়ে পত্তন করেন। কালে কালে ডাহাপাড়া। আরও পরে রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ভাগীরথী পেরিয়ে পশ্চিম থেকে পুবে মুকসুদাবাদে এসে আশ্রিত হয়। নামান্তরও ঘটে —নিজের নামে নাম করেন শহরের মুর্শিদাবাদ। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে দেওয়ানির সঙ্গে খেতাবও মেলে— মুর্শিদকুলি মতিমন্ উল্ মুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী নাসির জঙ্গ। তার ৪০ স্তম্ভের উপর *চেহল সেতুন* কেল্লা দরবার তথা প্রাসাদটি আজ লুপ্ত। আর ১৭৫৩র ৯ই এপ্রিল আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হতে বাংলা-বিহার-ওড়িশার মসনদে বসেন সিরাজ-উদ্-দৌল্লা।

কলকাতা থেকে ১৯৭ কিমি দূরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতি বিজড়িত মুর্শিদাবাদের পর্যটক আকর্ষণ আজ দুর্নিবার। এই মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতামুখী ৫৩ কিমি যেতে পলাশীর আমবাগানে মিরজাফরের শঠতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পরাজয় ঘটে জুন ২৩, ১৭৫৭য়। সিরাজের পতনে মিরজাফর সিংহাসনে বসেন। তবে, মধুর নয় নবাবীজীবন। ইংরেজ থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস পান মিরজাফর। ইংরেজও মিরজাফরকে হঠিয়ে জামাতা মীরকাশিমকে মসনদে বসান। মীরকাশিম রাজধানী স্থানান্তর ঘটান মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে। স্বাধীনচেতা নবাবের পরাজয় ঘটে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট মুর্শিদাবাদের ৩২ কিমি উত্তরে সুতীর কাছে গিরিয়ার প্রান্তরে। গিরিয়ায় হেরে উধুয়া নালায় শিবির গড়ে নবাবী ফৌজ। অবশেষে ৫ই সেপ্টেম্বর (১৭৬৩) প্রাতে ইংরেজ অতর্কিত হানায় জয় করে নেয় নবাবী শিবির। আবার নবাব মিরজাফর—তবে, কায়েম হয় ব্রিটিশরাজ বাংলায়। ভারতে ব্রিটিশরাজের প্রথম রাজধানীও গড়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের ১৪ কিমি দূরে বহরমপুরে। নবাবদের আর এক কৃষ্টি—আম্রকাননে ১০৮ রকমের আম সৃষ্টি। তবে সেও আজ লোপ পেয়েছে।

শিয়ালদহ থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ঘণ্টা পাঁচেকের পথে বহরমপুর। দ্রুততম ভাগীরথী এক্স ১৮-২০এ শিয়ালদহ ছেড়ে ২২-২৩এ বহরমপুর কোর্ট, ২২-৩৭এ মুর্শিদাবাদ পৌঁছে লালগোলা যাচ্ছে ২৩-২৫এ। ভাগীরথী ফেরে ৫-৩৫এ লালগোলা, ৬-২৭এ বহরমপুর ছেড়ে ১০-২৫এ শিয়ালদহে। এছাড়া যাচ্ছে ৪-০০, ৭-৫৫, ১২-২০, ১৪-১০, ১৭-২৫, ২২-৫৫য় শিয়ালদহ ছেড়ে বহরমপুর হয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার।

আর, বাস যাচ্ছে শহীদ মিনার থেকে ৫½ ঘণ্টায় CSTC-র ৬-৩০, ৬-৪৫, ৭-০০, ৮-০০, ৮-৩০, ৯-১৫, ১০-০০, ১০-৩০, ১১-১৫, ১২-০০, ১৩-০০, ১৩-৪৫, ১৫-০০, ১৬-৩০টায়। ভাড়া ৩৯। NBSTC যাচ্ছে ৬-৪৫, ১২-০০ ছাড়াও উত্তরবঙ্গমুখী নানান বাস। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে সকাল ৪-২০ থেকে ১৭-৩০এ প্রতি ২৫ মিনিট অন্তর ছাড়াও ২২-০০ ও ২২-৩০টায়, এদের ভাড়া ৪৫। আর যাচ্ছে SBSTC-র দুর্গাপুর-লালগোলা, দুর্গাপুর-শিকারপুর, দুর্গাপুর-বহরমপুর ছাড়াও উত্তরবঙ্গগামী নানান বাস NBSTC, CSTC, SBSTC ও প্রাইভেট বহরমপুর হয়ে। ৩½ ঘণ্টায় মালদহ, ৭ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি, ৪ ঘণ্টায় শান্তিনিকেতন যাচ্ছে বাস বহরমপুর থেকে। আর প্রস্তুতি চলছে জলপথে দ্রুতগামী ক্যাটাম্যারান সার্ভিসে কলকাতা থেকে বহরমপুরের সংযোগ গড়ার। রানাঘাট, শান্তিপুর থেমে বহরমপুর পৌঁছাবে ৪½ ঘণ্টায় ক্যাটাম্যারান।

Calcutta-Malda-Siliguri-Guwahati NH-34

0	KM	Calcutta	
28	”	Barasat	
82	”	Ranaghat	
92	”	Fulia	
101	”	Santipur	
116	”	Krishnagar	
148	”	Bethuadahari	
172	”	Palasi	
211	”	Baharampur	
		To Murshidabad	14 km
245	”	Morgram	
		To Kiriteswari	19 km
		” Baranagar	25 km
314	”	Farakka	
349	”	Malda	
		To Gour	21 km
369	”	Adina	
425	”	Raiganj	
474	”	Dalkhola	
533	”	Islampur	
597	”	Bagdogra	
606	”	Siliguri	
		To Mirik	52 km
		” Darjeeling	80 km
		” Kalimpong	69 km
		” Gangtok	114 km
		” Kathmandu	550 km
0	”	Siliguri	
44	”	Jalpaiguri	
55	”	Maynaguri	
		To Garumara Sanctuary	33 km
64	”	Jaldhaka	
97	”	Birpara	
112	”	Madarihat	
		To Jaldapara W.L.S.	7 km
		” Phuntsholling	26 km
120	”	Torsha	
316	”	Manas River	
343	”	Barpeta	
		To Manas National Park	40 km
411	”	Guwahati	
		To Kaziranga N. P.	217 km
		” Shillong	103 km
		” Kohima	342 km
		” Aizal	538 km
		” Imphal	487 km
		” Itanagar	420 km

থাকার জন্য বহরমপুর কোর্ট রেল স্টেশন থেকে রিকশায় ১৫ মিনিটের পথে WBTDC-র *Tourist L* আছে বহরমপুরে, DAB ২২৫ A/c D ৪০০ ৪৭৫ চার বেডের ঘরে ডর্মি প্রথায় বেড ৬০, একটি মিল বাধ্যতামূলক; অবু: Manager, Berhampur-742101, ✆ (03482) 50439 বা Tourist Centre, 3/2, BBD Bag-E, Cal-1, ✆ 2485917. বিপরীতে *Modern H,* 6 Krishnanath Rd, ✆ 20220, SCB ৪০ SAB ৬০ DCB ৬৫ DAB ৮০-১২৫ ডর্মি ৩০; স্টেশনমুখী *Ideal L,* 30 K N Rd, SCB ৩০ SAB ৪০ DCB ৪৫ DAB ৬৫-৮৫; *H Samrat,* NH-34, Panchanantala, ✆ 21147, SAB ১২০-২০০ DAB ১৫০-২৭৫ A/c D ৩৭৫-৫০০; *Baharampur L,* 5 R N Tagore Rd, Laldighi, ✆ 52952, SAB ৬০-১০০ DAB ১২৬-১৪৭; একই মালিকানায় লাগোয়া *Baharampur L* Pvt Ltd, ✆ 21830, SAB ১২৫ DAB ১৭৫-২৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; পাশেই *Laldighi H,* S ৪৫ D ৮০; *Nivedita L,* Near Rly Stn, SAB ৪৫ DAB ৮৫। ট্যুরিস্ট লজের বিপরীতে কাদাই বাজারে কল্পনা সিনেমাকে ঘিরে—*Basanta Niwas, Munal H;* অদূরে খাগড়া বাজারে *Travellers' L,* এদের রেট S ৪০-৬০ D ৮০-১২৫। *H Mayur,* 92/8 Pilkhana Rd, ✆ 21276, SAB ৮৫ DAB ১৫০; *H Sagar,* R½B1½, SCB ৪৫ SAB ৬০ DCB ৮৫ DAB ১২৫; *Manindar Abasik H,* Stn Rd, SAB ৩০-৪৫ DAB ৬৫-১০০; *H Prince,* 30 K N Rd, SCB ৪৫ SAB ৬৫ DCB ৮৫ DAB ১০০-১২৫ ডর্মি ২৫; *Mulan H,* 49/1 R M Sen Rd, DCB ৬০ DAB ৮৫-১২০; একই পথে *Pallav H,* R2B1, SCB ৩০ DCB ৬০ DAB ৮৫; *Basanta Niwas,* SCB ৪০ DCB ৮০; *H Ashirbad,* 77 Vivekananda Rd, ✆ 55214। তবুও যেন থাকা ও আহারে WBTDC-র *Tourist L*টি আজও রমণীয়। *Modern H, H Samrat, Baharampur L*-ত্রয়ীও থাকার পক্ষে ভালই।

আর আছে হাজারদুয়ারীর বিপরীতে থাকা ও আহারের ব্যবস্থা নিয়ে—*H Manjusha,* Lalbagh, Murshidabad-742149, ✆ (03483)55321, SAB ১০০ DAB ১২৫-২০০; *H Anurag,* DCB ৫০ ৬০ ৭০ DAB ৭৫ ১১০; *H Yatrik, H Omrao, H Historical* ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসের *Youth Hostel.* এছাড়া *PWD Rest Shed,* নতুন ও পুরাতন ২টি *Circuit House*ও আছে ব্যারাককে ঘিরে বহরমপুরে। *Municipal Tourist Lodge*-ও হয়েছে opp SBI হাজারদুয়ারীতে। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম*— বহরমপুরকোর্ট ও মুর্শিদাবাদে।

বহরমপুর কোর্ট থেকে ১½, বাস স্ট্যান্ড থেকে ½ কিমি পশ্চিমে আর খাগড়া ঘাট রোড স্টেশনের ৩ কিমি পূর্ব-দক্ষিণে ব্যারাকের মাঠ। জাতীয় সড়ক 34 যাচ্ছে ব্যারাকের মাঠের বুক বেয়ে। ব্রিটিশের হাতে গড়ে ওঠে সেনানিবাস ১৭৬৭তে; রমরমাও সেই থেকে ব্যারাকের মাঠকে ঘিরে বহরমপুরে। নয়নলোভন স্নিগ্ধ-সুমধুর পরিবেশে বৃক্ষরাজি ছাতা ধরেছে সারি করে দাঁড়িয়ে। এমনটি আর খুঁজে পাওয়া ভার দ্বিতীয় কোন জেলাসদরে। কোর্ট-কাছারি, জেল, হাসপাতাল ছাড়াও নানান সরকারি দপ্তরও বসেছে ব্রিটিশের গড়া অতীতের ব্রিটিশ সেনানীদের বাড়ি-ঘরে ব্যারাকের মাঠকে ঘিরে। এমনকি আজকের সার্কিট হাউসে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসও বাস করে গেছেন সেকালে। আবার ১৮৫৭র ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহে সবার আগে গর্জে ওঠে এই ব্যারাকের মাঠ। সেই স্মৃতিতে শহীদ স্মারক হয়েছে শতবর্ষ পরে ১৯৫৭র ১৫ই আগস্ট ব্যারাকের মাঠের উত্তর-পশ্চিমে। আরও উত্তরে ট্যুরিস্ট লজ আর দক্ষিণে সেনানিবাসের প্রধান বাজার গোরাবাজার।

মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশন থেকে ২½ আর ট্যুরিস্ট লজ থেকে ১৪ কিমি দূরে শহরের মধ্যমণি লালবাগে ভাগীরথীর উত্তরপাড়ে অতীতের *নিজামত কেল্লায়* মুর্শিদাবাদের অন্যতম আকর্ষণ হাজারদুয়ারী। ১৮২৯এর ২৫শে আগস্ট ভিত্তি স্থাপন করে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৩৭ সালে তদানীন্তন নবাব নাজিম হুমায়ুন জাঁর বাসের জন্য ব্রিটিশ স্থপতি স্যার ডানকান ম্যাকলিয়ডের নকশায় ব্রিটিশরাজ তৈরি করান ইতালিয়ান শৈলীতে ৮০ ফুট উঁচু ৪২৫×২০০ ফুটের ত্রিতলিকা গম্বুজওয়ালা এই প্রাসাদ। ৮টি গ্যালারি সহ ১১৪ ঘরের এই প্রাসাদের ১০০০টি দরজা থেকে নাম হয়েছে হাজারদুয়ারী। তবে, প্রকৃত দরজার সংখ্যা ৯০০, বাকি ১০০ কৃত্রিম। গথিক শৈলীর অন্যতম নিদর্শন হাজারদুয়ারী নবাব প্রাসাদ নামে খ্যাত হলেও সেদিনের নবাব কিন্তু বয়কট করেন বাসগৃহ রূপে একে। তবে, দরবারে বসতেন নবাব রুপোর সিংহাসনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুরস্কার দেওয়া ১৬১টি ঝাড়যুক্ত বিশাল ঝাড়বাতির নিচে দ্বিতলে। মন্ত্রণাকক্ষের লুকোচুরি আয়না, মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র, আর্ট গ্যালারিতে দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা বিশ্বখ্যাত মার্শাল, টিশিয়ান, র‍্যাফেল, ভ্যান ডাইক ছাড়াও নানান শিল্পীর আঁকা চার শতাধিক অয়েল পেন্টিং, মর্মর মূর্তি, ফুলদানি, রকমারি ঘড়ির সংগ্রহ, সে যুগে অনন্য করে তোলে একে। সুবে বাংলার নবাবী আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও পুঁথিপত্রের অমূল্য সংগ্রহশালা—মুর্শিদাবাদের অন্যতম আকর্ষণ হাজারদুয়ারীর সংস্কারও হয়েছে ১৯৯১এ। নবাবদের ব্যবহৃত জিনিস-পত্রের প্রদর্শনী দেখতে পর্যটক আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে। চাইনিজ পোর্সেলিন প্লেটগুলিও অভিনবত্বে ভরা। নবাবরা খেতেন এই প্লেটে। খাবারে বিষ থাকলে প্লেটটি ফেটে যাবে। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সর্বশেষ নবাব—তৈলচিত্রে বংশ-পরম্পরা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া নিচুতলার অস্ত্রাগারে ২৭০০ অস্ত্রের সম্ভার, এমনকি সিরাজকে খুন করা মহম্মদী বেগের ছুরি, সিরাজ ও আলিবর্দীর ব্যবহৃত তরোয়াল আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ত্রিতলে ইংরেজি ও পার্শি ভাষায় লেখা লাইব্রেরির ১০৭৯২টি বই, ৩৭৯১টি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহও উল্লেখ্য। সোনা দিয়ে মোড়া কোরাণ শরীফ, আবুল ফজল লিখিত আইন-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপি, নবাবী চিঠিপত্র উল্লেখ্য। ১০— ১৬-৩০টায় খোলা; প্রতি শুক্র ও ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় বুধবার বন্ধ থাকে হাজারদুয়ারী। দর্শনী ৫০ পয়সা।

আর রয়েছে প্রাসাদেরই সামনে—কারবালা থেকে আনা মাটিতে সিরাজের তৈরি মদিনা মসজিদ, ঘড়িঘর। আর আছে ১৬৪৭এ জনার্দন কর্মকারের তৈরি ১৮ ফুট দীর্ঘ, ১৬৮৮০ পাউন্ডের কামান। ১৮ সের বারুদ লাগত একবার তোপ দাগতে। জনশ্রুতি, একদা কামানের বিকট আওয়াজে গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব হতে নাম হয় এর **বাচ্চাওয়ালি কামান**। আর চত্বর পেরিয়ে প্রাসাদের বিপরীতে **বড় ইমামবাড়া**। সিরাজের তৈরি দারুর ইমামবাড়াটি ১৮৪৬এ ভস্মীভূত হতে ৭ লক্ষাধিক টাকায় ১৮৪৮এ তৈরি করেন বাংলার বৃহত্তম (২০৭ মি) এই ইমামবাড়া নবাব নাজিম মনসুর আলি। এর মাঝের মেদিনা অংশ খুবই সুন্দর। চীনা ও ওলন্দাজি রঙিন টালিতে দেওয়াল অলঙ্কৃত। আর পশ্চিমের বিশালাকার কক্ষে হজরত মহম্মদের কবরের নানান রেপ্লিকাও দর্শনীয়। তেমনই রয়েছে সঙ্করজাত অদ্ভুত সব জীবজন্তুর নানান মূর্তি। তবে, দর্শন কেবল মহরমের কালে ১০ দিনের তরে মেলে। হাজারদুয়ারীর পিছে দক্ষিণে যেতে বাঁয়ে নিউ প্যালেস তথা ওয়াসেফ মঞ্জিল।

হাজারদুয়ারী থেকে ৩ কিমি উত্তরে মহিমাপুরে পাঞ্জাব থেকে আসা যোধপুর নিবাসী *জগৎশেঠ* উপাধি ভূষিত মানিকচাঁদ-ফতেচাঁদদের কুঠি বাড়ি ঘেঁষে পথ গিয়েছে কাঠগোলার। কেবল উপাধিই নয় জগতের অন্যতম শেঠও ছিলেন এই জৈন পরিবার—জগৎশেঠের বিশাল আর্থ-নীতিক সাম্রাজ্যের নিদর্শন মিলবে কুঠি বাড়িতে। অদূরে **কাঠগোলা**। ১৮৭৩এ জিয়াগঞ্জের ধনকুবের ধনপৎ সিং দুগার ও লক্ষ্মীপৎ সিং দুগার সুরম্য প্রাসাদের সাথে আদিনাথের মন্দির গড়েন। সুন্দর তোরণ পেরিয়ে উদ্যান ধরে পুবমুখী যেতে মনোহর নন্দনকাননে ৪তলা প্রাসাদ। পাশ্চাত্য-শৈলীর নানান বিলাস-সামগ্রী যাদুপুরী করে তুলেছে প্রাসাদকে। ঠিক তেমনই সুন্দর ১৭৮০তে মর্মরে গড়া কারুকার্যময় আদিনাথ মহারাজ মন্দির।

আখড়ার সামান্য উত্তরে জগৎশেঠের বাড়ির কাছেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুরের তৈরি হাজারদুয়ারীর মিনি সংস্করণ **নসীপুর রাজপ্রাসাদ**। রাজ-বাড়িটি জীর্ণ হলেও হিন্দু-পুরাণের নানান দেব-দেবীর অবস্থানে দেবালয়ের রূপ নিয়েছে। নসীপুরের ঝুলনেরও প্রসিদ্ধি আছে। অদূরেই **মোহনদাসের আশ্রম**। আরও যেতে **জাফরাগঞ্জ দেউড়ি** অর্থাৎ মিরজাফরের প্রাসাদ। তবে সে আজ লীন—একই চত্বরে মিরনের বাড়ি। ১৭৫৭র ২রা জুলাই মাত্র ২০ বছর বয়সে সিরাজ-উদ্-দৌল্লা এই বাড়িতেই খুন হন মহম্মদী বেগের হাতে। তবে, গৃহটি বিধ্বস্ত হতে প্রাচীর বেষ্টিত হয়ে মূক মুখে দাঁড়িয়ে। আর সেই থেকে নাম হয়েছে জাফরাগঞ্জের—**নিমকহারাম দেউড়ি**। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ব্লু-প্রিন্টও তৈরি হয় এই বাড়িতে। ব্রিটিশের কাছ থেকে মিরজাফরের ভেট পাওয়া কামান দুটিও দেখে নেওয়া যায় চত্বরে। গঙ্গার অপর পাড়ে সিরাজের গড়া **হীরাঝিল** অর্থাৎ মনোরম বিলাসভবন তথা লালগড় প্রাসাদ ভাগীরথীর করাল গ্রাসে বিধ্বস্ত।

দেউড়ির বিপরীতে **জাফরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র**। মিরজাফর ও তাঁর বংশের সহস্রাধিক সমাধি হয়েছে। গেট বরাবর শেষ (পুব) থেকে তৃতীয়ে শায়িত রয়েছেন বাংলার মিরজাফর। মিরজাফরের বিবি মণি বেগম, বব্বু বেগম— এঁরাও শায়িত রয়েছেন সমাধিভূমে।

অদূরে মহিমাপুরে মুর্শিদকুলি-কন্যা **আজিমউন্নিষার সমাধি**। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কন্যাও সমাহিত হয়েছেন ১৭৩০এ সোপানতলে। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মসজিদও ছিল সেকালে। তবে, লীন হয়েছে ভাগীরথীর জলে। ৪টি তোরণের ১টি আজও অতীত রোমন্থন করায়।

অদূরেই *কাটরা* অর্থাৎ বাজারঘাট ছিল অতীতে। কাটরার পথে রেললাইন পেরুতেই **কদম শরীফ**। অতীতে মহম্মদের পদচিহ্ন ছিল—যা আজ গৌড়ে দৃশ্যমান। মসজিদটি আজ পরিত্যক্ত হলেও এর গঠন-নৈপুণ্য চলার পথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বল্প যেতে মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের ১½ কিমি উত্তর-পুবে শহরান্তে **কাটরা মসজিদ**। মক্কার কাবা মসজিদের অনুকরণে ১৭২৩এ মুর্শিদকুলি খাঁর হাতে রূপ পায় ৪০×৭½ মি ব্যাপ্ত সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত এই মসজিদ। উপাদান এসেছে এলাকার নানান হিন্দু মন্দির থেকে। ৬৭ ধাপ উঠে ২২ মি উঁচু চারকোণে চারের ২টি বিধ্বস্ত হলেও অবশিষ্ট দুই মিনার চড়ে চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। ৩টি বিধ্বস্ত হলেও ১৫মি ব্যাসের ২টি গম্বুজ রয়েছে ছাদে। এর নির্মাণশৈলী ভাবতেও বিস্ময় জাগে। ৭০০ *কারী* অর্থাৎ কোরাণ পাঠকের বাস ছিল। কালো পাথরের খিলানযুক্ত বিশাল প্রবেশ দ্বারের শিরে ইরানি ভাষায় লেখা: *স্বর্গ মর্ত উভয় লোকের যিনি গৌরব, আরবের মহম্মদের জয় হউক। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাঁহার মস্তকে ধূলিবৃষ্টি হউক।* অতীতের চন্দ্রাতপটি লীন হলেও পুবের ১৪ ধাপের সিঁড়ির নিচুতে সমাহিত রয়েছেন ১৭২৫এ মৃত নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। তবে, ১৮৯৭-র ভূমিকম্পে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয় কাটরা মসজিদ। আর আছে চারচালা শিব মন্দির মসজিদ চত্বরের ডাইনে কাটরায়।

কাটরা থেকে ১ কিমি দক্ষিণ-পুবে গোবরনালার তীরে দেশের সুরক্ষার্থে গড়ে ওঠে দুর্গ তথা *তোপখানা*। তারই নিদর্শন মেলে ১৬৩৭এ জনার্দন কর্মকারের তৈরি **জাহান-কোষা** অর্থাৎ বিশ্বজয়ী কামানে। ৫.৩৫ মি দীর্ঘ জাহানকোষার বেড় ১.৩৫মি, আর মুখের বেড় ৪৫.৫ সেমি, ওজন ৮ টনের মত। বারুদ লাগে গোলা ছুঁড়তে ৩০ কেজি প্রতিবারে। তবে, দেবজ্ঞানে পূজা করেন স্থানীয়রা জাহানকোষাকে।

হাজারদুয়ারীর ২ কিমি দক্ষিণে সদরঘাটে ভাগীরথী পেরিয়ে ১½ কিমি দক্ষিণে যেতে নবাব পরিবারের সমাধি-ক্ষেত্র **খোশবাগ** অর্থ তার আনন্দের বাগিচা। শান্ত-স্নিগ্ধ-

সুমধুর পরিবেশে নবাব আলিবর্দী, নবাব সিরাজ, বেগম লুৎ-ফা-উন্নেষা ছাড়াও নবাব পরিবারের নানানজন চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। আর রয়েছে জাতীয় বিশ্বাসহন্তা ব্রিটিশের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সেই দানশাহ ফকির—যার সহায়তায় সিরাজ ধৃত হন রাজমহলে। যাত্রী-নিবাসও হয়েছে খোশবাগে। অদূরে বর্গীর নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের শিব মন্দির। রোশনীবাগ অর্থাৎ সুশোভিত উদ্যানের মাঝে ১৭৩০এ মসজিদ গড়েন নবাব আলিবর্দী খাঁ। সমাহিতও রয়েছেন সুজাউদ্দৌলা ছাড়াও নবাব পরিবারের নানান জনা। সামান্য উত্তরে সুজার তৈরি *ফর্হাবাগ* বা সুখকাননটি আজ বিধ্বস্ত। তেমনই দেখে নেওয়া যায়—১৭৯৯এ কলকাতায় গেলেও রাজধানী-মুর্শিদাবাদের শেষ নিদর্শন টাকশালের ধ্বংসস্তূপ। রিকশা চলছে এপারে। অদূরে ব্যাণ্ডেল-খাগড়া ঘাট-আজিমগঞ্জ শাখা রেলের লালবাগ কোর্ট স্টেশন।

হাজারদুয়ারী থেকে ৩ আর লালবাগের ১ কিমি দক্ষিণে বহরমপুর সড়কে মোতিঝিল। অশ্বক্ষুরাকৃতি মোতির ঝিল অর্থাৎ লেকের পাড়ে সুন্দর পরিবেশে *সাংহীদালান* অর্থাৎ ত্রিতল প্রাসাদ গড়েন আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ জামাতা নবাব নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ। উত্তরকালে নওয়াজেসের মৃত্যু হতে বেগম মেহেরউন্নিষা (আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) অর্থাৎ ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ হয় মোতিঝিল। সেকালে মোতির চাষও হত ঝিলে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগসূত্রের বশে নবাব সিরাজ বন্দী করেন পিসি মেহেরউন্নিষাকে। সিরাজের পতনের পর ১৭৬৫তে ক্লাইভের অভিষেক, আরও পরে ইংরেজের রেসিডেন্সী বসে মোতিঝিলের সাংহীদালান প্রাসাদে। তবে, আজ বিধ্বস্ত। রূপসী ঝিলটিও আজ এঁদো পুকুরে রূপ নিয়েছে। আর আছে মসজিদ ও দরজা-জানালাহীন স্তূপাকার কিংবদন্তীর টিপি। জনশ্রুতি, যক্ষের ধন আজও নাকি সঞ্চিত রয়েছে টিপিতে। উদ্ধারে গিয়ে রক্ত উঠে মৃত্যুও ঘটেছে নাকি নানানজনের। সূর্যাস্ত সুন্দর দৃশ্যমান মোতিঝিলে।

নবাবী মুর্শিদাবাদে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেলেও পর্যটক-প্রিয় জয়কালী মন্দির রয়েছে ট্যুরিস্ট লজের সামনে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে উত্তরমুখী নতুনবাজারে। কষ্টিপাথরে সুন্দর মূর্তি হয়েছে দেবী মহিষমর্দিনীর। জনশ্রুতি, সেন আমলের দেবী এই দশভূজা। দশভূজা থেকে ১ কিমি উত্তর-পুবে চন্দ্রশেখর মুখার্জি রোডে ১৮ শতকের বুড়ো শিব-মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন চলতে-ফিরতে। পথ চলে আরও উত্তরে —ডাইনে-বাঁয়ে খাগড়া বাজার। একান্তই উচিত হবে খাগড়ার দোকানপাটে কাঁসার বাসনপত্র, মুর্শিদাবাদের রেশমী বসন, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় হাতির দাঁতের ভূষণ তথা নানান কিছু স্মারক রূপে সঙ্গী করা। সরকারি সিল্ক রিসার্চ সেন্টারটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

বাজার ছাড়িয়ে আরও উত্তরে মুর্শিদাবাদ অর্থাৎ হাজারদুয়ারীর পথে সৈদাবাদ। বহরমপুরের প্রাচীন জনপদ সৈদাবাদ। এককালে ফরাসিরাও উপনিবেশ গড়েছিল। এমনকি ডুপ্লেও (Dupleix) বাস করে গেছেন কিছুকাল এই সৈদাবাদে। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় হার আর ১৮২৯এ সড়ক তৈরি করতে ফরাসি উপনিবেশের বিলুপ্তি ঘটলেও জায়গার নাম ফরাসডাঙা সে সাক্ষ্য বহন করছে আজও। তবে তাদেরও আগে ১৬৬৫তে আর্মেনীয় বণিকদের আগমন ঘটে সৈদাবাদে ফরাসডাঙার পুবে। তাদেরই গড়া প্রাচীন গির্জার পুবে ১৭৫৮য় গড়া সুবৃহৎ আর্মানি গির্জাটির। এর অলঙ্করণ অনবদ্য। সমাধিও রয়েছে নানান গির্জা চত্বরে—আর্মেনীয় ভাষায় ফলকও দেখতে মেলে। আর সৈদাবাদের রাজবাড়িটি বিধ্বস্ত হলেও সামনের খিলানের অভিনবত্ব আজও দেখে নেওয়া যায়। তেমনই রয়েছে নানান মন্দির— শিবই মুখ্য দেবতা। রাজবাড়ি থেকে সামান্য উত্তরে পঞ্চমুখী শিব। আবার উত্তর-পুবে মুর্শিদাবাদের বৃহত্তম চার-চালা শিবমন্দিরটির অলঙ্করণেও অভিনবত্ব আছে।

সৈদাবাদ বাজার পেরুতেই ডাইনে নবাব মিরজাফরের দেওয়ান নন্দকুমারের জামাতার কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ি। মিরজাফরের উমেদারিতে দিল্লীর বাদশাহ মহারাজা উপাধি প্রদান করেন নন্দকুমারকে। ১৭৭৫এ নন্দকুমার কিছুকাল বাসও করেন। নন্দকুমারের চিঠি, শাল, উত্তরীয়, অঙ্গবস্ত্র, বালাপোশ, তরবারি ছাড়াও নানান কিছু প্রদর্শিত হয়েছে স্মারকরূপে। আর আছে নন্দকুমারের উপহার পাওয়া চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় আঁকা তৈলচিত্র এক। মূল প্রাসাদটি বিধ্বস্ত হলেও সম্মুখভাগ, দুর্গা দালান—শিব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরত্রয় দেখে নেওয়া যায়।

তেমনই আছে সৈদাবাদের পুবে কাশিমবাজার রেল স্টেশন টপকে লাইন পেরিয়ে আরও উত্তরে যেতে কাশিম-বাজার ছোট রাজবাড়ি, কাটরা মসজিদের অনুকরণে ১৮ শতকে তৈরি মসজিদ, ১৭৮৮তে চটজলদি পথে সংযোগ-কারী কাটা খাল কাটিগঙ্গার কাছে দশ শিবমন্দির, রাজবাড়ির উত্তরে ভাগীরথীর মজে যাওয়া বাঁওড়ের কাছে রেসিডেন্সীর ভগ্নাবশেষ ও সমাধিভূমি, ১ কিমি দক্ষিণে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাশিমবাজার রাজবাড়ি। পদ্মা, ভাগীরথী, জলঙ্গীতে বেষ্টিত অতীতের বন্দরনগরী কাশিমবাজার আজ পর্যটকদের কাছে উপেক্ষিত। অতীতের বাণিজ্যকেন্দ্র তথা রেশমের রমরমা আজ লোপ পেয়েছে। সেকালে এত ঘন সন্নিবিষ্ট বাড়ি ছিল যে একের পর এক ছাদ ডিঙিয়ে ৮-১০ কিমি চলা যেত। ১৬৫৮য় জোব চার্ণক ৩০৲ বেতনে সহ অধ্যক্ষের চাকরিও করেন কাশিমবাজার কুঠির। ১৭৫৬য় সিরাজ জয় করে নেয় কাশিমবাজার। তবে, কাশিমবাজার রাজবাড়ির ঠাকুর দালান ও দ্বিতলের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটির অভিনবত্ব আছে। কারুকার্যময় ১০০ থাম ও ৫০ খিলানে শোভিত অলিন্দটি সুন্দর। টেরাকোটা ও পদ্মের অলঙ্করণও শোভা বর্ধন করেছে। অভিনবত্ব আছে মন্দির

তথা প্রাসাদপুরীর। মহাজনটুলির নেমিনাথ জৈন মন্দিরে ২৪ জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ও পদচিহ্ন আর এক দ্রষ্টব্য।

অতীতের নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্যে গঙ্গার পলি চাপা পড়লেও পঞ্চাননতলায় অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত নীল-কুঠিতে আজ জেলা পরিষদ বসেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেপ্লিকা ১৮৬৯-এ ব্রিটিশের গড়া বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ বাড়িটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। আবার ভাগীরথীর পাড়ে লাল বাঁধ ধরেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় সকালে ও সাঁঝে পায়ে পায়ে বহরমপুরে।

ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবার ১৬—২৩-০০টায় জলদেবতা খোজা ও খিজিরের উদ্দেশ্যে কলার-ভেলা ভাসানো হয় ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে। বর্ণাঢ্য, কারুকার্যময় রকমারি ভেলা ও আলোর বর্ণালী দেখতে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে খোজা খিজির বা বেরা (ভাসান) উৎসবে। আতসবাজি পোড়ে। মহরমও আর এক বরণীয় উৎসব মুর্শিদাবাদে। নবাবরাই এর উদ্যোক্তা।

বহরমপুর দর্শনে টাঙা মিললেও রিকশাই সহজতম যান। ৩৫ থেকে ৪৫ টাকার চুক্তিতে রিকশা নিয়ে সকাল ৭-০০টায় বেরিয়ে বিকাল ১৭-০০টায় সাঙ্গ করা যায় **বহরমপুর/ মুর্শিদাবাদ/কাশিমবাজার** দর্শন। তবে, কেবল নবাবী মুর্শিদা-বাদ দর্শন ঘণ্টা পাঁচেকে সাঙ্গ করাও অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নেমে চলাই শ্রেয়। সময়, অর্থ ও দূরত্ব—ত্রয়ীতেই সাশ্রয় মেলে। শ'দেড়েক টাকায় অটোতেও শেষ করা যায় এ-সফর। মিটারহীন প্রাইভেট কারও ভাড়ায় মেলে বহরমপুরে। কারের যাত্রীরা একই দিনে ত্রয়ীর সাথে ডাহাপাড়া/কিরীটেশ্বরী/বড়নগরও জুড়ে নিতে পারেন।

আবার হাজারদুয়ারীর ১ কিমি উত্তরে ডাহাপাড়া ঘাটে ফেরিতে ভাগীরথী পেরিয়ে রিকশায় বা পায়ে পায়ে জগবন্ধু ধাম ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীনতম মন্দির কিরীটেশ্বরী দেখে ফেরা যেতে পারে বহরমপুরে। রেলও যাচ্ছে BAK লুপ লাইনে খাগড়া ঘাট রোড রেল স্টেশন থেকে ৭-১৯, ১০-১৩, ১১-১২, ১৩-০৯এ লালবাগ/ ডাহাপাড়া ধাম হয়ে আজিমগঞ্জে। ডাহাপাড়া রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরে মন্দির। সতীর কিরীট অর্থাৎ মুকুট পড়ে এখানে। তাই সতীপীঠ বলে খ্যাত হলেও উপপীঠও বলে থাকে লোকে। খুবই জাগ্রতা এই দেবী, পুণ্য হিন্দু তীর্থও এই **কিরীটেশ্বরী**। নাম ছিল অতীতে কিরীটকণা এর। ১৪০৫এর মূল মন্দিরটি ধ্বংস হলেও কারুকার্যময় প্রস্তর বেদীটি আজও অতীত সাক্ষ্য বহন করছে। আর বর্তমান মন্দিরটি ১৮ শতকে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের তৈরি। দেবীর কোন মূর্তি নেই—দেবীর কিরীট পূজিত হত মন্দিরে। তবে কিরীটও স্থানান্তরিত হয়েছে পথের বিপরীতে রানী ভবানীর তৈরি গুপ্তমঠে। *সয়ের-উল-মুতাক্ষারিনে* উল্লেখ মেলে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত মিরজাফর অন্তিমকালে জ্বালা জুড়াতে দেবীর চরণামৃত পান করেছিলেন। এছাড়াও রয়েছে আরও নানান মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও দেবদেবীর ভাঙা মূর্তি কালীসায়র দিঘির পাড়ে কিরীটেশ্বরীর চত্বর জুড়ে। থাকার কোন ব্যবস্থা নেই কিরীটেশ্বরী মন্দিরে। তবে ৪ কিমি পুবে ডাহাপাড়ায় জগবন্ধু ধামে ২৮ ঘরের *ভক্তাবাসে* থাকার ব্যবস্থা মেলে। আবার ১৫-২১ বা ১৮-১১এর ট্রেনে খাগড়া ঘাট বা আজিমগঞ্জেও চলা যেতে পারে বড়নগর দর্শনে। আজিমগঞ্জ থেকেও রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় ডাহাপাড়া। তেমনই খোশবাগ সফরেও রিকশায় দেখে নেওয়া যায় ডাহাপাড়ার আশ্রম ও মন্দির। ডাহাপাড়ার আর এক অতীত সুজা খাঁর গড়া *ফর্হাবাগ* বা সুখকানন। অতীতে স্বর্ণমুদ্রাও তৈরি হত ডাহাপাড়ায়—তার নিদর্শন আজও ভাগীরথীর তীরে ভগ্নগৃহে মেলে।

উৎসাহীরা বহরমপুরের বাস স্ট্যান্ড থেকে সালারগামী বাসে ১১ কিমি গিয়ে রাঙামাটি অর্থাৎ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী (৭ শতক) কিংবদন্তীতে ঘেরা অতীতের **কর্ণসুবর্ণও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। এমনকি বুদ্ধদেবও এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এখানে—স্মারক রূপে গড়ে ওঠে বৌদ্ধ-বিহার। আর সেই বৌদ্ধবিহারকে বরণীয় করে তুলতে স্তূপ গড়েন সম্রাট অশোক। কর্ণসুবর্ণে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। দিনান্তে বহরমপুর ফিরুন।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৭-২০, ১০-১৩, ১১-১৫, ১৩-১১, ১৪-০৬, ২-৩৮এ খাগড়া ঘাট রোড থেকে ১২ কিমি দূরের কর্ণসুবর্ণ স্টেশনে। ১৯৩ কিমি দূরের হাওড়া থেকেও নানান ট্রেন আসছে ব্যাণ্ডেল, কাটোয়া হয়ে BAK লুপ লাইনের কর্ণসুবর্ণে।

রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি পায়ে হাঁটা পথে ৬ থেকে ৮ মি উঁচু টিপির নিচে ১৯৬২তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে দীর্ঘকালের (খ্রিস্টীয় ২—১৩) হারানো অতীত। ৭৭ বর্গ কিমি জুড়ে বাক্‌হারা অতীতের গৌড়েশ্বরের রাজধানীর সঠিক নির্ণয় সম্ভব না হলেও রাজবাড়িডাঙার পরিখাবেষ্টিত দেওয়ালে ঘেরা রক্ত-মৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারটি রাজধানীর অংশবিশেষ বলে বিধান মিলেছে পণ্ডিতদের। যাতায়াতের সুব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় পর্যটন মানচিত্রে আজও অবহেলিত কর্ণসুবর্ণ। উৎসাহীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের প্রদর্শনশালায় দেখে নিতে পারেন খননে পাওয়া সম্ভার।

আবার খাগড়া ঘাট রোড স্টেশন থেকে ট্রেনে আজিম-গঞ্জ সিটি পৌঁছে মাইল খানেকের হাঁটা পথে গঙ্গার তীরে বাংলার কাশী বড়নগরের মন্দিররাজি দেখে নিতে পারেন। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাটোরের রানী ভবানীর (১৭১৪-৯৩) হাতে মন্দিরের পর মন্দির গড়ে ওঠে নাটোর রাজ-পরিবারের গঙ্গাবাস বড়নগরে। বঙ্গেশ্বরীর ইচ্ছা ছিল কাশী-ধামের সম পর্যায়ে বড়নগরকে গড়ে তোলা। সামনে ভাগীরথী—ওপারে মুর্শিদাবাদ, বড়নগরও ছিল বিশাল গঞ্জ সেকালে। ½ কিমি জুড়ে ডজনখানেক মন্দিরের *টেম্পল কমপ্লেক্স* বড়নগর। চলার পথে সর্বদক্ষিণে এক বাংলা পঞ্চানন শিব। শিব ঠাকুর এখানে মূর্তিতে—পাঁচটি আনন তাঁর। খিলানে পোড়ামাটির কাজ। উত্তরমুখী সামান্য যেতে বড়নগরের

অনন্য কীর্তি, ১৭৬০এ তৈরি চারবাংলা মন্দির। তিন খিলানযুক্ত প্রবেশপথে চতুষ্কোণ চত্বরের চার পাশে চার মন্দির—১½মি উঁচু ভিতের উপর মুখোমুখি অবস্থান। দেবতা শিবঠাকুর, প্রতিটি মন্দিরে তিন জনা। টেরাকোটায় আবৃত মন্দির, অলঙ্করণেও বৈচিত্র্য আছে। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও নানান পৌরাণিক আখ্যান ভাস্কর্যে মূর্ত হয়েছে চারবাংলায়।

এদেরই উত্তর-পশ্চিমে অষ্টকোণী ভবানীশ্বর শিবমন্দির, মুর্শিদাবাদের নিজস্ব শৈলীতে ১৭৫৫য় রানী ভবানীর অনন্য কীর্তি এই ভবানীশ্বর। ১৮ মি উঁচু মন্দিরের ছাদের গম্বুজটি উল্টানো কমল যেন। তার শিরে পদ্মের পাপড়ি ৮ দিকে বিকশিত। প্রবেশ দ্বারও এর আট। ভাস্কর্যময় মন্দিরকে ঘিরে অলিন্দও হয়েছে চারপাশে। অদূরেই পথের বাঁকে রানী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর তৈরি গোপালমন্দিরটি আজ জীর্ণ। দেবতাও স্থানান্তরিত হয়েছেন রাজবাড়িতে। দু'পাশে ভগ্ন দুই শিবমন্দির। এদেরই বাঁয়ে রানী ভবানীর রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির। অনাড়ম্বর মন্দিরে অষ্টধাতুর মূর্তি হয়েছে পুত্র-কন্যাসহ মহিষমর্দিনী দুর্গার। ৬"×৩" প্যানেলের ভেতর এমন সুন্দর দুর্গা মূর্তি অনবদ্য। নিখুঁত তার কারুকার্য। অলঙ্করণ ও রণসম্ভার অতুলনীয়। এছাড়া দেবতা রয়েছেন—দারুনির্মিত মদনগোপাল, জয়দুর্গা, করুণাময়ী মহালক্ষ্মী, ঘোড়ার মত গ্রীবাযুক্ত বিষ্ণু রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে। সামান্য উত্তরে অতীতের রাজবাড়িটি আজ বিধ্বস্ত। এই বাড়িতেই ৭৯ বছর বয়সে ১৭৯৫ খ্রি তিরোধান ঘটে রানী ভবানীর। বাসও করছেন রাজপরিবারের উত্তর পুরুষ আংশিক সংস্কার করে রাজবাড়ি। *তৈলচিত্রে রাজপরিবারের বংশ পরম্পরাও* দেখে নেওয়া যায়। রাজবাড়ি রেখে আরও উত্তরমুখী যেতে জোড়বাংলা শিবমন্দির। মন্দিরের টেরাকোটার কাজ খুবই সুন্দর। আরও উত্তরে রানী ভবানীর গুরুবংশের মঠবাড়ি। বিপরীতে জোড়বাংলা—টেরাকোটায় সমৃদ্ধ গঙ্গেশ্বর শিবমন্দির। কস্তুরীশ্বর শিবও রয়েছেন গঙ্গেশ্বর চত্বরে। আরও উত্তরে দেবতার অবর্তমানে টেরাকোটায় সমৃদ্ধ নাগেশ্বর মন্দিরটিও সুন্দর। মন্দিরের শেষ নেই বড়নগরে—মন্দির রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বড়নগরের পথেঘাটে আরও নানান। বড়নগরের আর এক কৃষ্টি তার পেতল-কাঁসার শিল্পী সৃষ্টি। তবে সেও যেন অতীত আজ।

সাঙ্গ হল নবাবী দর্শন—এবার ঘরে ফেরার পালা। আজিমগঞ্জ থেকে খাগড়া ঘাট হয়ে বহরমপুর বা সরাসরি কলকাতায় চলা যেতে পারে রাতের ট্রেনে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে আজিমগঞ্জ সিটিতে একমাত্র *হোটেল অন্নপূর্ণায়*। মেছো বাঙালিদের কাছে দ্বার রুদ্ধ হলেও *জৈন ধরমশালা* আছে আজিমগঞ্জে। অতীতকালে বহিরাগত জৈন ব্যবসায়ীদের কৃতিত্বে অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্রের রূপ নেয় আজিমগঞ্জ। জৈন প্রভাবও শহরে। তবে, বাঙালিয়ানা এদের চাল-চলনে, কথোপকথনে, সমাজ জীবনে। নওলাক্ষা, নাহার, কোঠারি, দুধোরিয়া, জৈন ব্যবসায়ীদের প্রাসাদোপম বাড়িগুলিও চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায়। তেমনই আছে মসজিদরূপী জৈন মন্দির, বহু চুড়োয় শোভিত নিমনাথজী মহারাজ মন্দির আজিমগঞ্জে। তবে বাঙালি দর্শক অচ্ছুৎ যেন এই সব মন্দিরে।

আবার ফেরি নৌকায় ভাগীরথী পেরিয়ে চলা যেতে পারে জৈন ব্যবসায়ীদের আর এক বাণিজ্যনগরী জিয়াগঞ্জ দর্শনে। নেহালিয়া, দুগার, সিংহীদের বাস। এদেরই কর্তৃত্বে গড়ে উঠেছিল নানান জৈন মন্দির জিয়াগঞ্জে। বিশালাকার আদিনাথের মন্দির, পাথরের বহু চুড়োওয়ালা বিমলনাথজী, শম্ভুনাথজী এদের মধ্যে উল্লেখ্য। অবস্থানও এদের জিয়াগঞ্জ বাজারে। বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডা বংশীয় বৃদ্ধা *জিয়া* থেকে অতীতের গাম্ভীলা হয় জিয়াগঞ্জ। গাম্ভীলা শ্রীপাট আজও পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ। শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর প্রার্থনায় নরোত্তম দাস ঠাকুর চিতা থেকে উঠে আসেন। এই গাম্ভীলা পাটে অন্তর্ধানও ঘটে সাধকের। আর আছে শহরের দক্ষিণে চোংরাবালি গ্রামে মুর্শিদাবাদের অন্যতম মস্তরাম সাধকের বৈষ্ণব আখড়া সাধকবাগ। নানান অবতাররূপী বিষ্ণুর ৫০০ মূর্তি ও সহস্রাধিক শালগ্রাম শিলার সংগ্রহ উল্লেখ্য। জিয়াগঞ্জের নবতম আকর্ষণ মুর্শিদাবাদ প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা।

তেমনই মুর্শিদাবাদের মিষ্টিও যথেষ্ট সুবিদিত। স্বাদও নেওয়া যেতে পারে—আজিমগঞ্জে বরফি সন্দেশ, রেজি-নগরে পটলের মোরব্বা, খাগড়ায় ছানাবড়া, রঘুনাথগঞ্জে রসকদম্ব, ধুলিয়ানে ক্ষোয়া চমচম-ক্ষীরমোহন-কমলা রসগোল্লা-জোড়ামন্দা ছাড়াও নানান কিছু।

জিয়াগঞ্জে থাকার কোন হোটেল নেই। জৈন ধরমশালায় মেছো বাঙালি অচ্ছুৎ জিয়াগঞ্জেও। তাই উচিত হবে জিয়াগঞ্জ থেকে ২২-১২র প্যাসেঞ্জারে ঘর পানে ফেরা। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ৪-৩৩, ৬-০১ (দ্রুতগামী ভাগীরথী এক্স), ৭-৩৫, ৯-১৫, ১৩-৫০, ১৬-৫৭য় জিয়াগঞ্জ ছেড়ে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর হয়ে ঘণ্টা ছয়েকে ২১৭ কিমি দূরের শিয়ালদহে লালগোলা প্যাসেঞ্জার। CSTC-র বাসও ১৩-০০টায় কলকাতা ছেড়ে ১৮-৪৫এ জিয়াগঞ্জ পৌঁছে ফেরে পরদিন সকাল ৭-৩০টায়। ভাড়া ৪০.৫০ টাকা। যে কোনও উইক এন্ডে সাঙ্গ করা যেতে পারে এ-সফর।

বর্ধমান

হাওড়া থেকে ৯৫ কিমি দূরে দামোদর নদের তীরে বর্ধমান শহর। G T Road চলেছে শহরকে বিদীর্ণ করে। মুহুর্মুহু (৪-১০এ প্রথম ছেড়ে ২৩-০৭এ শেষ) লোকাল ট্রেন যাচ্ছে শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে বর্ধমানে। আবার হাওড়া থেকে দুটি পৃথক রুটে—মেন ও কর্ড লাইনে ট্রেন যাচ্ছে বর্ধমানে। ২½ ঘণ্টার পথ। আর বর্ধমান থেকে ট্রেন যাচ্ছে ন্যারো গেজে কাটোয়ায়। ট্রেন যাচ্ছে বর্ধমান-রামপুরহাট প্যা বোলপুর হয়ে। আর SBSTC-র বাস যাচ্ছে বর্ধমান সদর থেকে মালদহ, দীঘা, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হলদিয়া, বরাকর, নবদ্বীপ, সোনামুখী ছাড়াও বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়া জেলার নানান দিকে। প্রাইভেট বাসও চলছে বর্ধমান থেকে দিকে দিকে।

২৪তম জৈন মহাবীর তীর্থঙ্কর (550-475 BC) বর্ধমান

কলকাতা থেকে নানান ট্রেন যাচ্ছে বর্ধমান/দুর্গাপুর/আসানসোল

	হাওড়া	বর্ধমান	দুর্গাপুর	আসানসোল
	UP DN	UP DN	UP DN	UP DN
বোকারো স্টিল সিটি শতাব্দী এক্স	৬-০৫/২১-১০		৭-৫৮/১৮-৫১	৮-৩২/১৮-২৩
ব্লাক ডায়মন্ড	৬-১৫/২১-২৫	৮-১১/১৯-২৩	৯-১২/১৮-১৬	১০-১০/১৭-২৮
শিয়ালদহ-মজঃফরপুর ফাস্ট প্যা	*৫-৪৫/০৩-১৫	৮-৫৩/০০-১২	১০-০১/২৩-০০	১১-২০/২১-৩৫
পূর্বা এক্স	৯-১৫/১৬-১৫	১০-৩৩/১৪-৪১	১১-২২/১৩-৪৭	১১-৫৭/১৩-১৫
উদ্যান আভা তুফান	৯-৪৫/১৮-১০	১১-৪৫/১৫-২৬	১২-৪৭/১৪-১৩	১৪-০০/১৩-২৫
পূর্বাচল এক্স (1 3 5 7)	১৩-০০/০৪-১৫	১৫-১১/০১-২৫	১৫-৫৯/০০-১০	১৬-৫৩/২৩-৩৫
গঙ্গাসাগর এক্স (2 4 6)	*১২-৪০/০৪-২৫	১৫-১১/০১-২৫	১৫-৫৯/০০-১০	১৬-৫৩/২৩-৩৫
অমৃতসর এক্স	১৩-১০/১৫-৩০	১৫-৪৩/১২-৪৯	১৭-০১/১১-৩৫	১৮-২৫/১০-৪৩
শক্তিপুঞ্জ এক্স	১৪-৩০/০৪-৩০	১৫-৫৮/০২-৩০	১৬-৫২/০১-৩০	১৭-৪৩/০০-৫০
চম্বল/শিপ্রা এক্স	১৫-১৫/০৭-৫৫	১৭-২৩/০৫-৫০	১৮-২১/০৪-৩০	১৯-৩০/০৩-৩৩
মিথিলা এক্স	১৬-০০/০৫-০০	১৮-১৬/০১-৫৯	১৯-১১/০০-৫৬	২০-৪২/০০-০৬
কোল ফিল্ড এক্স	১৭-১১/১০-৩০		১৯-৩৩/০৭-৪৮	২০-৫১/০৬-৫৯
আসানসোল এক্স	১৮-২০/০৮-৪৫	১৯-৪৫/০৭-১৫	২০-৪৪/০৬-১৯	২১-৫০/০৫-৩৫
কালকা মেল	১৯-১৫/০৬-৪৫	২০-৪৮/০৫-০৬	২১-৩৯/০৪-১৯	২২-১৫/০৩-৪৫
অমৃতসর মেল	১৯-২০/০৭-৩৫	২১-১০/০৫-৩৫	২২-০৫/০৪-৩৬	২২-৫০/০৪-০০
মুম্বাই মেল	২০-০০/১৩-১৫	২১-৩৫/১০-৫২	২২-৪০/০৯-৪৯	২৩-৩০/০৮-৫০
ডুন এক্স	২০-১৫/০৭-০০	২২-৪৭/০৪-২৬	২৩-৫৪/০৩-২৪	০০-৩৯/০২-৪৫
লাল কেল্লা এক্স	*২০-১৫/০৭-১৫	২২-২০/০৩-৩২		০০-১৫/০১-৫০
দিল্লী জনতা এক্স	.২১-০০/০৫-১৫	২৩-১৭/০২-৩৫	০০-০৯/০১-১৮	০১-১৫/০০-৩০
দানাপুর এক্স	২১-০৫/০৬-৩০	২২-৩৭/০৪-০৬	২৩-৩৭/০৩-০৪	০০-৪৮/০২-২৫
কাঠগোদাম এক্স	২১-৪৫/১১-৫৫	২৩-৫৫/০৯-২৮	০০-৫৯/০৮-০০	০২-০৭/০৭-১০
মোকামা প্যা	২২-৪০/০৩-০০	০১-২২/২৩-৫০	০২-২৩/২২-০১	০৪-০২/২০-৪০
জম্মু তাওয়াই এক্স	*১১-৪৫/১৫-৫০	১৩-৫৪/১৩-২৫	১৪-৫২/১২-২০	১৫-৪৭/১১-৩৫

প্রথম ধর্মপ্রচার করেন এখানেই। তীর্থঙ্করের নাম থেকে নামও হয় জায়গার বর্ধমান। তবে, আলেকজান্ডারের কালে **পার্থেনিস** নাম ছিল আজকের বর্ধমান। আধুনিকতার গোড়াপত্তন ১৫৬৭তে সুলেমান কররানীর হাতে দুর্গ হতে। আর ১৭ শতকে পাঞ্জাব থেকে সঙ্গম রায় এলেন ব্যবসা করতে বর্ধমানে। রায় বংশের কৃষ্ণরাম রায় ঔরঙ্গজেবের ফরমান বলে জমিদার হলেন বর্ধমানের। কালে কালে রাজা খেতাবে জমিদারি করে রায় বংশ ১৯৫৫ পর্যন্ত।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের কথা, লর্ড কার্জনের সম্মানে তৈরি হয় কার্জন গেট অর্থাৎ তোরণ। সুন্দর স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন এই তোরণ। কালে কালে নির্মাতার নামে নামান্তরিত হয়— **বিজয় তোরণ**। সংস্কারের সাথে আলোর সাজ পরেছে তোরণ। ১ কিমি দুরে রাজপ্রাসাদে আজ মেয়েদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর বসেছে। **পীর বাহারামে** বর্ধমানের জায়গীরদার নূরজাহানের ভূতপূর্ব স্বামী শের আফগানের সমাধিটি আজও ভারাক্রান্ত করে তোলে বাতাসকে। উপেক্ষা আর অবহেলায় অবলুপ্তির অপেক্ষায় মোগল যুগের দুই সেনাপতি খাজা আনোয়ার ও খাজা আবুল কাশেমের স্মৃতি-সৌধ, প্রাসাদ, মসজিদ, জলাশয়ের মাঝে হাওয়া মহল তথা নবাববাড়ি মধ্যযুগীয় সৌধের স্মারক রূপে আকর্ষণীয় হতে পারত। আর আছে বোরহাটে **কমলাকান্তর সাধনপীঠ** তথা **দেবী কালী**, শহরান্তের কাঞ্চননগরে **কঙ্কালীকালী**, সদরঘাটের পথে আলমগঞ্জে অনাদিকালের বিপুলাকার **বর্ধমানেশ্বর শিব**, অষ্টাদশভুজা সিংহবাহিনী, দেবী সর্বমঙ্গলা, তেজগঞ্জে বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ি।

আর রয়েছে রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি উত্তর-পশ্চিমে বর্ধমান-গুসকরা রোডে নবাবহাটায় **১০৮ শিব মন্দির**। ১৭৮৯তে রানী বিষ্ণুকুমারী গ্রাম বাংলার মাটির ঘরের আদলে তৈরি করান এই মন্দিররাজি। মেলা হয় শিবরাত্রিতে। অদূরেই ৩ কিমি বিস্তৃত পরিখাবেষ্টিত **তালিতগড় দুর্গে** বর্গী হামলাকালে আশ্রয় নিতেন রাজ পরিবার।

এছাড়া রেল স্টেশন থেকে পশ্চিমমুখী জি টি রোড যেতে বামহাতি পথ বেরিয়েছে গোলাপবাগের। অতীতে গোলাপ ফুটলেও আজ আম-জাম-পলাশ, শিমুল-ঝাউ-ইউক্যালিপ্-টাসে ছাওয়া গোলাপবাগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বসছে। অতীতের রাজাদের হাওয়ামহল, কৃষ্ণসায়র হ্রদ আজও তৃপ্ত করে পর্যটকদের। কৃষ্ণসায়রের দু'পাশ ঘিরে মাটির প্রাচীর আজও দৃশ্যমান। এই প্রাচীরে কামান বসিয়ে বর্গীর হানা প্রতিহত করা হত। নতুন করে মৃগ উদ্যানও বসেছে গোলাপবাগে। পাশেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজ্যের দ্বিতীয় মেঘনাদ সাহা **তারামণ্ডল**—৯ই জানুয়ারি ১৯৯৪এ উদ্বোধন হয়ে নিয়মিত প্রদর্শন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক গৌরব তার **বিজ্ঞানকেন্দ্র**। সোমবার ছাড়া ১১-৩০—১৯-০০টায় বিজ্ঞানের নানানকিছু দেখে নেওয়া যায়। প্রাণী

জগৎ, পরিবেশবিজ্ঞান, যাদুর খেলায় অভিনবত্ব আছে। আর হয়েছে অ্যাকোয়ারিয়াম ১৯৯৫এ বর্ধমানে। রমনার বাগানে নবনির্মিত চিড়িয়াখানা ও পক্ষীনিবাসটিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বর্ধমানে। বর্ধমানের আর এক লোভনীয়—তার সীতা ভোগ ও মিহিদানা। বড়বাজারে ভৈরব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, তেঁতুলতলা বাজারে গণেশ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, বি সি রোডে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। চুক্তিতে রিকশা করে বর্ধমান দেখে সেরে কুলায় ফিরুন দিনান্তে। ফেরার শেষ ট্রেনটি ২১-৪৫এ ব্যাণ্ডেল হয়ে আর ২১-৪৮এ ডানকুনি হয়ে হাওড়া আসছে। তবুও যেন উচিত হবে ১৯-২৩র ব্ল্যাক ডায়মন্ডে বর্ধমান ছেড়ে ২১-২৫এ হাওড়ায় ফেরা।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে শহরের প্রাণকেন্দ্র বিজয় তোরণে—*H Nataraj, H Kalyani, H Braibhi, Burdwan Boarding, H Anita*—Cinema Lane, *Annapurna H*, Stn Bzr ; *Jyoti H*, opp Rly Stn ; *Burdwan Bhawan*, opp Rly Stn. ডাবল বেডের ঘরও মেলে এদের কাছে ৮৫-২২৫ টাকায়।

দুর্গাপুর

পূর্ব ভারতের রূঢ় দুর্গাপুর। কলকাতা থেকে ১৬১ কিমি দূরে গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্পনগরী দুর্গাপুরে। অ্যালয় স্টিল প্রোজেক্ট, এ ভি বি, দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রোজেক্ট, মাইনিং অ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারিজ কর্পোরেশন, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়া রয়েছে নানান সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুরে।

আর হয়েছে রেল স্টেশন থেকে ৬ কিমি দূরে ১৯৫৫য় দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের দুর্গাপুর ব্যারেজ। ৬৯২ মি লম্বা এই বাঁধ ২৪৮০ কিমি খালপথে জল দিচ্ছে চাষে। আর হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ DVC-র দুর্গাপুর প্রকল্পে। শীতে দেশ-দেশান্তর থেকে পাখিরা থেকে এসে ভিড় করে ব্যারেজের জলাধারে। অপর পাড়েই বাঁকুড়া জেলা। পরিবেশ সুন্দর। দুর্গাপুর টাউন-শিপেরও তুলনা মেলে না। লেক, বাগিচা, ডিয়ার পার্ক, টয় ট্রেনে তিলোত্তমা করে তোলা হয়েছে নগরীকে। সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাবার রমণীয় পরিবেশ। তবে, সকালের দিকে দুর্গাপুর পৌঁছে দিনে দিনে দুর্গাপুর বেড়িয়ে সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুরও চলা যেতে পারে। নিয়মিত বাসও চলে এপথে। স্টিল প্ল্যান্ট দর্শনার্থীদের PRO. Durgapur Steel Plant থেকে অনুমতি লাগে। এমনকি, রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট লজ থেকে কনডাকটেড ট্যুরে দুর্গাপুর দর্শনের ব্যবস্থা মেলে। গাড়িও ভাড়ায় মেলে লজে।

ত্রিতারকা **Peerless Inn*, City Centre-713216, ✆ (0343)546601, S ৬০০, ৭৭৫, ৯৫০, D ৮০০, ৯৭৫, ১১৫০, অবু: কল ✆ 2487181/মুম্বাই ✆ 2651500/ দিল্লী ✆ 3747034; *H Samrat*, Benachity, Durgapur-713213, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩৫০, A/c S ৩৭৫, D ৪৭৫, স্যুইট ৮০০; *H Kasino International*, Nachan Rd-13, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০; *Qaiser H*, Nachan Rd, S ১২৫, D ২০০, A/c D ৩৫০; **H Maharaja International*, City Centre-16, R9, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮০০; *Durgapur L*, Near Rly Stn; *Kwality H*, Near Steel Plant; *Visitor L*, Stn Rd: *H Paradise*, Bhiringhi Morh, G T Rd; *Gourishankar L*, Benachity-13; *Sweet Grill Boarding House*, Stn Rd. এছাড়া *Durgapur House*, অবু: PRO, Durgapur Steel Plant; WBTDC-র *Durgapur Tourist L*, Durgapur-2, ✆ 555760, DAB ২০০, ২৫০, A/c D ৪০০, এদেরই *Pathik Motel*, Gandhi Morh, Durgapur-713216, ✆ 546399, A/c D ৫৫০, ৬৫০; অবু: Manager বা Tourist Centre, Cal-1; *Tagore House*, অবু: PRO, D S P; *Youth Hostel*, near Rly Stn; শীতাতপ **H Rajmahal*, Bhiringhi-13, R8B1, A/c D ৪৫০, ছাড়াও হোটেল আছে নানান দুর্গাপুরে।

১০ দিনে বেড়িয়ে আসুন বীরভূম

কলকাতা থেকে ট্রেনে ২০৭ কিমি দূরের রামপুরহাট গিয়ে অটো/মিনি/বাসে ১১ কিমি দূরের তারাপীঠ পৌঁছান। ঐ দিনই একচক্রাগ্রাম ও বীরচন্দ্রপুরও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে রিকশায় বা বাসে বাসে। রাতের অবস্থান তারাপীঠ বা রামপুরহাটে। ২য় দিন চলুন সতীপীঠের আর এক পীঠ ১৬ কিমি দূরে নলহাটির নলাটেশ্বরী দর্শনে। দেবী দেখে নলহাটি থেকে আবার বাসে ১২ কিমি দূরের ভদ্রপুর পৌঁছে গুহ্যকালী ও আকালীকালী দেখে বাসেই ফিরুন সাঁইথিয়ায়। সাঁইথিয়ায় নন্দীকেশ্বরী দেখে মিনি বা বাসে সিউড়ি হয়ে বক্রেশ্বর পৌঁছে যান বা সাঁইথিয়ায় রাত কাটিয়ে ৩য় দিন চলুন বক্রেশ্বর। ৪র্থ দিন বক্রেশ্বর থেকে দুবরাজপুর বেড়িয়ে নিন বাসে। ৫ম দিন বক্রেশ্বর থেকে বাসে বাসে সিউড়ি হয়ে মসানজোড় বেড়িয়ে মসানজোড়/ সিউড়ি/ বক্রেশ্বরে রাতের অবস্থান। ৬ষ্ঠ দিন বক্রেশ্বরের ৩২ কিমি দূরের কেন্দুলী হয়ে আরও ৪১ কিমি গিয়ে বোলপুর পৌঁছে যান। ৭ম দিন কঙ্কালীতলা ও শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে রাতের অবস্থান বোলপুরে। ৮ম দিন বোলপুর থেকে রেল বা বাসে ২০ কিমি দূরের আহমদপুর পৌঁছে ৩-৩৫, ৭-১৫, ১২-৩০, ১৬-৩০, ২০-০০টায় আহমদপুর-কাটোয়া ন্যারো গেজ রেলে ১২ কিমি দূরের লাভপুর পৌঁছে ফুল্লরা দর্শন সেরে লাভপুর থেকে কাটোয়ামুখী ২৪ কিমি দূরের নিরোল গিয়ে অট্টহাসও দেখে ফেরা যেতে পারে বোলপুরে। ৯ম দিন বোলপুর থেকে বাসে গিয়ে নানুর দেখে পরের বাসে কেতুগ্রামের দেবী বহুলা দর্শন সেরে উদ্ধারণপুরের ঘাট মহাশ্মশান বেড়িয়ে কাটোয়া যাওয়া যেতে পারে ফেরিতে গঙ্গা পেরিয়ে। ১০ম দিনে বাসে বা ৩-০৫, ৭-৩৫, ১২-০০, ১৬-১০, ১৯-৩৫-র কাটোয়া-বর্ধমান ন্যারো গেজ রেলে ১৭ কিমি দূরের কৈচার স্টেশনের অদূরে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা উমা দর্শন সেরে বাসে বাসে নবদ্বীপধাম পৌঁছে যান বা কাটোয়া থেকেই ট্রেনে বা বাসে কুলায় ফিরুন।

আর বাস যাচ্ছে CSTC ও SBSTC-র ৫-৪৫, ৬-৩০, ৭-০০, ৮-১৫, ৯-৩০ ও ১৪-০০টায় কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৬ ঘণ্টায় দুর্গাপুরে। আর SBSTC-র বাস যাচ্ছে দুর্গাপুর, থেকে—জামসেদপুর,

বোকারো, ধানবাদ, রাঁচি, শিলিগুড়ি, মালদহ, বালুরঘাট, সিউড়ি, শিকারপুর, কৃষ্ণনগর, মায়াপুর, নবদ্বীপ, বহরমপুর, বোলপুর, দীঘা, বাঁকুড়া, পলাশী, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, তারকেশ্বর, মুকুটমণিপুর ছাড়াও বাংলা ও বিহারের দিগ্বিদিকে।

আসানসোল

চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুরের মাঝপথে আসানসোল। ট্রেন ও বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর মাঝে। বাস যাচ্ছে শহীদ মিনার থেকে CSTC-র ৭-০০ ও ১০-২০এ আসানসোল হয়ে ৭½ ঘণ্টায় চিত্তরঞ্জন। ফেরে ৭-০০ ও ১০-০০টায়। ভাড়া ৫৪.০০। সরাসরি যাত্রায় ৬-০৫এ শতাব্দী, ৬-১৫য় ব্ল্যাকডায়মন্ড, ১৭-১১য় কোল্ড-ফিল্ড, ১৮-২০এ হাওড়া-আসানসোল বিধান এক্স যাতায়াত আদরণীয় হবে। আর SBSTC-র বাস যাচ্ছে শিলিগুড়ি, বোলপুর, বহরমপুর, দীঘা, বাঁকুড়া, হলদিয়া, বসিরহাট, বনগাঁ, ঝাড়গ্রাম, মালদহ ছাড়াও নানান আসানসোল থেকে। আবার লোকাল ট্রেনে বর্ধমান পৌঁছে কোর্ট স্ট্যান্ড থেকে বাসে ৩ ঘণ্টায় আসানসোল পৌঁছে মিনিবাসে চুরুলিয়া বা মাইথন চলা যেতে পারে।

কয়লাকুঠির দেশ আসানসোল, শিল্পনগরীও বটে। আসানসোলকে কেন্দ্র করে ৪ কিমি দূরে বার্নপুর শিল্পনগরী তথা নেহরু পার্ক, নানান কয়লাখনি; ১১ কিমি দূরে অজয়ের তীরে চুরুলিয়ায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভূমে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ইং ২৪শে মে ১৮৯৯) নজরুল আকাদেমি—৭দিন ব্যাপী মেলারও আকর্ষণ আছে জ্যৈষ্ঠ ১১—১৭-য়; ২৪ কিমি দূরে DVC-র মাইথন ড্যাম, তেমনই DVC-র আর এক প্রকল্প পাঞ্চেত ড্যামটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। উইক এন্ডে দুর্গাপুর/ আসানসোল/ চিত্তরঞ্জন বেড়িয়ে ফেরা যায়।

Asansol-713301. STD 0341-এ নানান হোটেল—*H Arti*, 7 G T Rd. ✆ 206455; *H Taj Residency*, ✆ 206746; *H Sassi*, 357 G T Rd-1, ✆ 203143; **H Asansol International*, 66 G T Rd (E)-3, ✆ 204162, R2B1, A/c S ৩৯০, D ৪৯০, ৫৯০; *H Classic*, Bastin Bazar, ✆ 202355; *H Atithi*, 1 G T Rd-1, ✆ 204760, S ১৮০, D ২৫০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; লাগোয়া *Maharaja H*, DAB ২০০-৩২৫; ছাড়াও হোটেল আছে নানান আসানসোলে। আর আছে *Burnpur H*, 20 Crescent, Burnpur-713325, R8, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, A/c S ৩৫০-৪৭৫, D ৫৫০-৬৫০। আর *যুব আবাস* হতে চলেছে চুরুলিয়ায়।

চিত্তরঞ্জন

আসানসোল থেকে ২৫, দুর্গাপুর ৬৭ আর কলকাতা থেকে ২২৫ কিমি দূরে গড়ে উঠেছে আর এক শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জন। ট্রেন ও বাস দুই-ই যাচ্ছে দুর্গাপুর ও আসানসোল থেকে। কলকাতা থেকে শিয়ালদহ-মজঃফরপুর প্যা, পূর্বা এক্স, তুফান, পূর্বাচল, গঙ্গাসাগর, অমৃতসর এক্স, মিথিলা এক্স, দিল্লী জনতা, দানাপুর এক্স, কাঠগোদাম এক্স, মোকামা প্যা, হিমগিরি ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে দুর্গাপুর ও আসানসোল হয়ে মেইন লাইনে চিত্তরঞ্জন। ৭½ ঘণ্টায় বাসও যাচ্ছে CSTC-র ৭-১৫য় শহীদ মিনার থেকে। কলকাতায় ফেরে ৬-০০টায় চিত্তরঞ্জন থেকে। ভাড়া ৫৭.০০ টাকা।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপে রেলের ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে। Administrative Officer-এর অনুমতি নিয়ে ওয়ার্কশপ দেখারও ব্যবস্থা মেলে। থাকার জন্য আছে *সাধারণ হোটেল*, *চিত্তরঞ্জন হাউস* ও *মিহিজাম হাউস* চিত্তরঞ্জনে। অবু: Public Relations Estate Officer, Chittaranjan, Burdwan.

হাওড়া থেকে সাহেবগঞ্জ লুপ হয়ে ট্রেন যাচ্ছে

	হাওড়া	বর্ধমান	বোলপুর	রামপুরহাট
	UP DN	UP DN	UP DN	UP DN
গণদেবতা (রামপুরহাট) এক্স	৬-০০/২১-৪৫	০৭-৫৭/১৯-৩২	০৮-৫০/১৮-৩০	১০-২০/১৭-১০
দ্বারভাঙ্গা প্যা	০৭-১৫/০২-৩০	১০-০৩/২৩-৩০	১১-২১/২১-০০	১৩-২০/১৯-৩০
শান্তিনিকেতন এক্স	০৯-৫৫/১৫-৪০	১১-২০/১৪-০২	১২-২৫/১৩-০০	...
দানাপুর ফা প্যা	১১-১০/১১-৪৫	১৩-৫৮/০৭-২০	১৫-০৩/০৫-২৬	১৭-১০/০৪-১০
রামপুরহাট প্যা	*১৩-০০/২২-৪৫	১৬-৩৫/১৯-৩০	১৮-০৩/১৭-৩৪	১৯-৪০/১৬-০০
বর্ধমান-রামপুরহাট প্যা	...	১৭-২০/০৮-৪৫	১৮-৩০/০৭-৩২	২০-০৫/০৬-০৫
বিশ্বভারতী ফা প্যা	১৬-৩৫/১০-০০	১৮-৩৭/০৮-০০	১৯-৫৭/০৬-১৬	২১-৫০/০৪-৫০
বর্ধমান-রামপুরহাট প্যা	...	২০-১০/১২-৩৫	২১-২০/১১-০৪	২২-৫৫/০৯-৩০
দার্জিলিং মেল	*১৯-১৫/৮-৪৫	২১-৪০/০৬-২২	২২-৩২/০৪-১৬	২৩-৫০/০৩-০৮
মোগলসরাই এক্স	*২০-৫৫/১২-৩০	২৩-০৪/১০-১০	০০-০৭/০৮-২০	০১-২৪/০৬-৪৩
সরাইঘাট এক্স (2 3 6)	২২-০০/০৬-০০	২৩-৩৯/০৩-৫২	০০-৩৩/০২-৪০	...
জামালপুর এক্স	২২-৩০/০৫-১০	০০-১৫/০৩-৩১	০১-১৫/০২-১৪	০২-২৮/০০-৪৮
গৌড় এক্স	*২২-০০/০৫-১৫	০০-৫০/০২-২৩	০১-৫৪/০০-৫০	০৩-১৩/২৩-৩৪
তারাপীঠ প্যা	...	০৯-০৫/১৭-০৫	১০-১২/১৫-৪০	১১-৫৫/১৪-১৫
বারহারোয়া প্যা	...	০৫-৪৫/২১-০০	০৭-১১/১৯-০৭	০৯-২০/১৭-৩০
কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স	*০৬-২৫/২০-৩৫	০৮-৪৫/১৭-৫৫	০৯-৩১/১৬-২৯	১০-৪৫/১৫-২৪

রামপুরহাট থেকে নলহাটি যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ০৮-৪৫, ১৪-৫০, ১৭-৩০, ২২-১৫য়।

শান্তিনিকেতন

পূর্ব রেলপথের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে বোলপুর স্টেশন। বয়ে চলেছে অজয় নদ। রেল স্টেশন থেকে জয়দেব রোড ধরে ইলামবাজার যেতে সুপুর, রায়পুর, কাঁকুটিয়া ও দেউলির অবস্থান। রিকশা বা বাসে একে একে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ৪ কিমি দূরে ইতিহাস ও কিংবদন্তীর মিলনক্ষেত্র সুপুর। ইলামবাজারমুখী যে কোনও বাসে শিবতলায় নেমে রাজা সুরথের তৈরি সুরথেশ্বর শিব মন্দির দেখে ৩ কিমি পশ্চিমে শাক্ত ও বৈষ্ণবতীর্থ কাঁকুটিয়ায় বামাক্ষ্যাপার স্মৃতি বিজড়িত হাটপুকুর কালীবাড়ি ও লোচনদাস প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মন্দির দেখে নেওয়া যায়। দ্বীপান্বিতা কালীপূজার রাতে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তের দল আসেন। কাঁকুটিয়া গ্রাম পেরিয়ে অজয় নদের তীরে শৈবতীর্থ দেউলীর খ্যাতি সুপ্রাচীন দেউলীশ্বর শিব মন্দিরের জন্য। হালকা গোলাপী রঙের মন্দিরের ডাইনে বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের সিদ্ধাসন। জনশ্রুতি, এখানে বসেই চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন কবি। আর রায়পুরের জমিদার বাড়ি আজ দীর্ণ হলেও লাগোয়া নারায়ণ মন্দির, গৌড়ীয় মঠ, গোপীনাথ ধর্মঠাকুরের গড় দেখে নেওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মেলে, ভাগ্য বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দেবীর আরাধনায় হৃতসম্পদ ফিরে পেতে স্বপুরের মহারাজা সুরথ লক্ষ বলি ভেট দেন দেবী চণ্ডী (কালী)-কে। সেই থেকে জায়গার নাম হয় বলিপুর। কালে কালে বোলপুর। দ্বিমতে, স্বপুরের অপভ্রংশ।

কলকাতা থেকে রেলে ১৩৬ কিমি দূরে শান্তির স্বর্গ বসেছে বোলপুর থেকে ৩ কিমি গিয়ে শান্তিনিকেতনে। ১৮৬১তে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে নিকডাঙ্গায় ২০ বিঘা জমি কিনে পরের বছর শান্তির নীড় গড়েন, নাম রাখেন শান্তি-নিকেতন। কালে কালে বাড়ি থেকে জায়গারও নাম হয় শান্তিনিকেতন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের গড়ে তোলা আশ্রমটি ১৯০১এর ২২শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) রবীন্দ্র-নাথের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে ৫টি ছাত্র নিয়ে রূপ পায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। ইটে গড়া বাড়িগুলি থেকে দূরে নীল আকাশের নিচে সেদিনের সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমটি আজ সারা বিশ্বে বন্দিত। পড়ুয়া আসছে দেশ-দেশান্তর থেকে। ১৯২২এর ১৬ই মে গড়ে ওঠে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—এরও প্রশস্তি আজ দুনিয়া জুড়ে। বিশ্ব এখানে এক। জগৎ সংসারের প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। আজও ক্লাস বসছে শাল-বকুল-আম্রকুঞ্জের ছায়ায় নীলাকাশের নিচে। সহশিক্ষার প্রথা চালু। আর রয়েছে দীর্ঘ ৪০ বছরের রবীন্দ্র-স্মৃতি (প্রথম আগমন ১৮৭৩এ) শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে। ১৯৪১এর ৭ই আগস্ট রবীন্দ্র প্রয়াণে ভারত সরকার অধিগ্রহণ করে। আর ১৯৫১র ১৪ই মে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের স্বীকৃতি মেলে বিশ্বভারতীর। পশ্চিমবাংলা তথা ভারত পর্যটকদের কাছে শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

শান্তিনিকেতনের মূল আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের আবাস **উত্তরায়ণ**। বেশ কয়েকটি ভবনের সমষ্টি উত্তরায়ণের বিচিত্রা ভবনে বসেছে রবীন্দ্র মিউজিয়ম। নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) ছাড়াও নানান পুরস্কার পাওয়া পদক, কবির ব্যবহৃত চটি-জোব্বা-কলম, বসন, ভূষণ, ছবি, পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়েছে এখানে। ১৯১৫য় নাইটহুড শিরোপা দেন কবিকে ব্রিটিশরাজ। তবে ১৯১৯এর জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ ফেরত দেন ব্রিটিশরাজের খেতাব। আর এক অংশে বসেছে গবেষণা কেন্দ্র। কবির ব্যবহৃত অস্টিন গাড়িটিও প্রদর্শিত হয়েছে চত্বরে। পাশেই রবীন্দ্রভবন। আর রয়েছে রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী। কবির স্বহস্তে রোপিত মালতীলতা আজও কোনার্কের সামনে শিরীষ গাছে স্মারক হয়ে বিকশিত। উদীচীর ডাইনে গোলাপবাগিচা। অদূরে স্টুডিও চিত্রভানু—সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ হলেও রথীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৩শে নভেম্বর দর্শন মেলে। ২ টাকার টিকিট লাগে উত্তরায়ণ দেখতে। ৬ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ ব্যাগ, ক্যামেরা ও অন্যান্য কাউন্টারে জমা রাখার প্রথা। এছাড়া মহর্ষির সাধনবেদী **ছাতিমতলা**টিও আর এক দ্রষ্টব্য—সপ্তপর্ণী বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্বেতমর্মরের বেদীতে বসে মহর্ষি লাভ করেছিলেন প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, জীবনের পরিপূর্ণতা। অদূরে ১৮৮১তে তৈরি **ব্রহ্মচর্যাশ্রম** অর্থাৎ রঙিন কাচে তৈরি উপাসনা মন্দির। আজও উপাসনা হয় প্রতি বুধবার প্রত্যূষে। সংস্কারও হয়েছে সম্প্রতি। এছাড়া কলাভবনে শিল্পী নন্দলাল বসুর ম্যুরাল ও অঙ্গন জুড়ে রামকিঙ্কর বেইজের স্টুকো ভাস্কর্য, চীন ভবনে প্রাচীন বৌদ্ধ-জৈন পুঁথির সংগ্রহ, সঙ্গীত-ভবন, নন্দন-প্রদর্শনশালা, মূল পাঠাগার ভবন, বহু বিচিত্র মূর্তি খোদিত কালোবাড়ি ছাত্রাবাস—এদেরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

শান্তিনিকেতনের জন্মদিন ৭ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর, ১৯০১), উৎসব হয় জাঁকালো—মেলা বসে, আতশবাজি পোড়ে আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে—এরই নাম **পৌষমেলা**। খুবই আকর্ষণীয় এই পৌষমেলা—আজ জাতীয় উৎসবের চেহারা নিয়েছে। দিন-রাত ধরে বিকিকিনি চলে। বাউলেরাও আসে গ্রাম-গঞ্জ থেকে—তান ধরে, গান গায় তিন দিন তিন রাত মেলার আসরে। আর ঋতুরাজ বসন্তে শান্তিনিকেতনের আর এক আকর্ষণীয় উৎসব—*আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে*—**বসন্তোৎসব** বা হোলির সূচনা। প্রত্যূষ থেকে গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। ফাগ ওড়ে বাতাসে। এরও খ্যাতি আছে পর্যটক মহলে। পর্যটকদের একান্তই উচিত হবে সময় করে এই উৎসব দু'টি দেখে নেওয়া। তবে, শান্তি-নিকেতনের দপ্তরগুলি বন্ধ থাকে উৎসবকালে। এছাড়াও উৎসব আছে বর্ষশেষ, নববর্ষ, খ্রিস্টোৎসব, মাঘোৎসব শান্তি-নিকেতনে। দেখার সময়—বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার

১০-৩০—১৬-৩০টা, মঙ্গলবার ১০-৩০—১২-৩০টা, বুধবার বন্ধ। মে-জুনে গরমের ছুটিতে ৭—১১-০০টায় পর্যটকদের দেখার ব্যবস্থা থাকে। আর আধ ঘন্টার নোটিসে PRO-র বিশেষ ব্যবস্থায় ১৪-৩০—১৬-৩০টায় শান্তিনিকেতন ও ১০—১২-৩০টায় শ্রীনিকেতন দেখে নেওয়া যেতে পারে। ছবি তোলারও অনুমতি লাগে PRO থেকে।

শান্তিনিকেতনের আর এক আকর্ষণ—উত্তরায়ণ পেরুতেই ত্রিমুখী বাঁকের মুখে তালধ্বজ। আরও যেতে ক্যানালের পাড়ে **বল্লভপুর অভয়ারণ্য বা ডিয়ার পার্ক**। ১৯৭৭এর ১১ই জুলাই ৭০০ একর জমি জুড়ে শাল, পিয়াল, শিশু, কাজু, হরিতকী, আমলকী, বহেরা, শিরীষ, জাম, মহুয়া, সোনাঝুরি, আকাশমণিতে ছাওয়া পার্কে শতাধিক চিতল হরিণ, বিশেরও অধিক কৃষ্ণসার, ময়ূর ছাড়াও খরগোশ, বেজি, শেয়াল, সাপ ও পাখির বাস। সকাল ৮টা ও বিকাল ১৫টায় দলবদ্ধভাবে খাবার খেতে আসে এরা। শান্তিনিকেতন ভ্রমণার্থীদের কাছে এরও আকর্ষণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *FRH*-এ, অবু: DFO, Birbhum Divn, Suri, Birbhum. আর হয়েছে **বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি** শান্তিনিকেতনে। ডিয়ার পার্ক লাগোয়া ঝিলের বুকে শীতের দিনগুলিতে বালিহাঁস, মরাল, পানডুবি, মেটেহাঁস, জলপিপি, তিতির, মাছরাঙা ছাড়াও হর্নবিল, পোকার্ড, গ্যাডওয়াল, শোভেলার, পিনটেল, ইগ্রেট ও হাজারো পরিযায়ী পাখির মেলা বসে। দিনান্তে কুলায় ফেরার দৃশ্য খুবই চিত্তগ্রাহী। আর আছে অজস্র কচ্ছপ ঝিলের জলে। তেমনই সকাল-সাঁঝে পায়ে-পায়ে খোয়াই-এর পাড়ে পাড়ে দেখে কাটান *উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়।* আর আছে প্রতিবেশিনী কোপাই—শান্তিনিকেতনের আর এক উচ্ছল কবিতা।

শান্তিনিকেতন থেকে ৩ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে **শ্রীনিকেতন** অর্থাৎ অতীতের সুরুলে ১৯২৩এ গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতীর পল্লী শিল্পকেন্দ্র বিভাগ। এর কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রের প্রশস্তি আজ সারা ভারত জুড়ে। অতীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নীল চাষ ও চিনি তৈরি করত সুরুলে। ঠিক তেমনই প্রশস্তি এর হস্তজাত শিল্পপণ্যের ভারত তথা বিশ্বজুড়ে। তৈরি দেখা ও কেনা দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। উচিতও হবে স্মারক রূপে এদের হস্তজাত পণ্য সঙ্গী করা। ঝোলা ব্যাগ, কারুকার্যময় মোড়া, শান্তিনিকেতনের একান্তই আপন। বাস চললেও রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। পথে পড়ে পিয়ার্সন পল্লী, অ্যান্ড্রুজ ভবন, বিনয় ভবন, কালীসায়র।

কবির ১২৫তম জন্মবর্ষে বোলপুর রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মটিও দেওয়াল-চিত্রে অলঙ্কৃত হয়েছে। আর ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসেছে আর্ট গ্যালারি—কবির স্মৃতিপূত নানান সম্ভার নিয়ে। এমনকি কবিগুরুর বোলপুর থেকে হাওড়ায় শেষ যাত্রার সেলুনকারটিও প্রদর্শিত হয়েছে রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই সুন্দর মণ্ডপ গড়ে।

Bolpur-731204, STD 03463-তে হোটেল আছে নানান। বোলপুর-শান্তিনিকেতন পথের পূর্বপল্লী তথা ভুবনডাঙ্গায়— *WBTDC*-র ৯৭ বেডের *Shantiniketan Tourist L* ✆ 52699, DAB ২২৫ ২৫০, তিন বেডের ঘর ৩০০ A/c D ৫০০ ৬০০ ৬৫০ ডর্মি ৬০; অবু: Manager বা Tourist Centre, 3/2 BBD Bag-1. বিপরীতে *Bolpur L* D ১৫০ ২০০ স্যুইট ৩৫০ A/c D ৪৫০। সন্নিকটে *H Rangamati*, D ২০০-৩৫০, কল বুকিং: ✆ 3343857. এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের *Ratan Kuthi GH* (for VIP's), Ratanpally; সাধারণের জন্য *Purbapally GH, International GH; Foreigners' GH;* ছাড়াও অগ্রিম বুকিং-এ ১৫ ও ৪৫ কটের ২টি ডর্মিটরি মেলে। অবু: PRO, Visva-Bharati, Santiniketan.

বোলপুর রেল স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন মুখী Santiniketan Roadএ—*Advaita L*, opp Rly Stn: *Chaiti L, Chitrali L* ✆ 52111, *Kabiguru L* ✆ 52267, *Chowdhury L* ✆ 52101, *Dream L, Santiniketan Lodging Cottage, Suravi L, Ghare Baire L* ✆ 52081, *Manasi L* ✆ 53200, কল বুকিং: 491688; শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে প্রথম গেটে *H Nisha* ✆ 53101, D ১৫০ T ২০০ F ২৫০।

বক্রেশ্বর থেকে সড়ক দূরত্ব	
সিউড়ি	১৯ কিমি
দুবরাজপুর	১৩ ”
শান্তিনিকেতন	৫৯ ”
জয়দেব-কেন্দুলি	৩৩ ”
সাঁইথিয়া	৩৯ ”
মসানজোড়	৫৭ ”
দুমকা	৮৮ ”
দেওঘর	১৫৩ ”
তারাপীঠ	৭৪ ”
নলহাটি	৮৫ ”
ইলামবাজার	২১ ”
কলকাতা	২২৯ ”

আর আছে—*Khelaghar RH*, Purbapally, অবু: Bolpur ✆ (03463) 52544, Delhi ✆ (011) 8536759, Mumbai ✆ (022) 7669144, Calcutta ✆ 3373140; *Bansari*, Ratanpally, কল বুকিং: ✆ 2828607; উত্তরায়ণের বিপরীতে *Paushali*, Sripally, AP-S ১২৫-২২৫; আরও যেতে *Park G H*, near Deer Park, ✆ 52866, কল বুকিং: 270786; *Santiniketan TouristCentre*, Ratanpally; মেজর ঘোষের *Akshaya Janalaya*, ঘরোয়া পরিবেশ, আহারও মেলে অগ্রিম অর্ডারে; *ক্ষণিকা হলিডে রিসর্ট*, কল বুকিং: AA7 Salt Lake, ✆ 3372931/3582100, *Chhuti Holiday Resort*, চারুপল্লী, কটেজধর্মী DAB ৪৫০, অবু: Manager বা Ilaco House, 1-3 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2208305-07; শান্তিনিকেতনের আর এক আকর্ষণ রিসর্ট আয়োজিত *Son-et Lumiere* প্রদর্শনীতে রবীন্দ্র রোমন্থন। *Mayurakshi H*, D ৪৫০ A/c D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০, অবু: Manager বা 5/2 Garstin Place, Calcutta-1, ✆ 2482887 বা Instant Holidays, ✆ 2482817; *Prantik*, D ২০০; *লাল পাহাড়ী গেস্ট হাউস*, সীমান্ত পল্লী, কল বুকিং: ✆ 4759336; *বনপুলক গেস্ট হাউস*, শ্যামবাটি, ✆ 53193; *Ratanpally GH*, behind Market, কল বুকিং: 1/4/H1A, Selimpur Rd, Cal-31; *Dreamland GH*, NRI Complex, Prantik, অবু: G R Industries, 222, A J C Bose Rd, Calcutta; নবতম *Camellia Hotel & Resort*, Prantik, DAB ৪০০ A/c

৬৫০, স্যুইট ১০০০, কল বুকিং: Trust House, 32A, C R Avenue, 7th floor, Cal-12. ✆ 271007; *Mark Meadows,* DAB ৬৫০ A/c D ৯৫০ ১২০০, কল বুকিং: 48-A, Sundari Mohan Avenue, Cal-14, ✆ 2448254 বা WBTDC, BBD Bag, Cal-1. আর হয়েছে—বাস স্ট্যান্ডে নবতম *ক্ষণিকা ডে সেন্টার* দিনভর বিশ্রাম ও বাথরুমের ব্যবস্থা নিয়ে। *শ্রীশ্রীমোহনানন্দ যাত্রী নিবাস,* প্রভাত সরণী, বোলপুর, ✆ 53084; এদের কল বুকিং: 252266. বোলপুর রেল স্টেশনে *বোলপুর আবাসিক* ছাড়াও রয়েছে সাধারণ সাজে *রঙ্গোলী লজ, হোটেল মহামায়া, বিন্দা বোর্ডিং* / আর *গেস্ট হাউস* আছে *Public Health Engineering, Forest, Irrigation, CESC, District Board, PWD*-র বোলপুরে। *রেলের রিটায়ারিং রুম* আর *ইয়ুথ হোস্টেলও* আছে বোলপুরে।

হাওড়া থেকে বর্ধমান হয়ে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে ট্রেন যাচ্ছে বোলপুরে। ঘণ্টা চারেকের পথ। যাতায়াতে শান্তিনিকেতন এক্স ট্রেনটি আদরণীয় হবে। তবুও যেন আধা ভাড়ায় হাওড়া/শিয়ালদহ থেকে লোকালে বর্ধমান পৌঁছে প্যাসেঞ্জারে বোলপুর চলা যেতে পারে। আর পানাগড় হয়ে সড়ক সংযোগ গড়ে উঠেছে সারা ভারতের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের। বাসও আসছে রাজ্যের নানান প্রান্ত থেকে শান্তিনিকেতনে। CSTC-র বাস যাচ্ছে শহীদ মিনার থেকে ৯-০০টায় ছেড়ে ২১২ কিমি দূরের শান্তিনিকেতন, ফেরেও সকাল ৯-০০টায় শান্তিনিকেতন থেকে।

অত্যুৎসাহীরা চলার পথে গুসকরা থেকে রিকশায় ৫ কিমি গিয়ে ডোকরা শিল্পীদের নিজস্ব গ্রাম **ডরিয়াপুরে** লোকশিল্পের শিল্পকলা তথা জীবজন্তু ও দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি দেখার সাথে কিনতে পারেন স্মারক রূপে।

কঙ্কালী পীঠ

কাঞ্চিদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম,
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম।

বোলপুর রেখে পরের স্টেশন প্রান্তিক। রেল স্টেশন থেকে মাঠ পেরুতেই পিচ ঢালা পথ গিয়েছে সোজা কঙ্কালী পীঠ। পথ যদিও পিচের তবে পায়ে হেঁটে যেতে হয়, কোনও গাড়ির চল নেই প্রান্তিক থেকে। তাই শান্তিনিকেতন ভ্রমণার্থীদের পায়ে পায়ে বা রিকশায় যাওয়া সুবিধার। দূরত্ব ৮ কিমি, যাতায়াতে রিকশা ভাড়া ২৫/৩০। আবার বোলপুর থেকেও রিকশায় বা আধ ঘণ্টা অন্তর সাঁইথিয়া ও লাভপুরের বাসে কঙ্কালী পীঠ যাওয়া চলে।

গ্রামের নাম বেঙ্গুটিয়া। নতুন মন্দির হয়েছে কুণ্ডের পাড়ে। দেবীর প্রতীকরূপী দেবতা ত্রিশূল, আর আছে পটে কালীরূপী কঙ্কালী। মূল দেবী জলমগ্না। মন্দির লাগোয়া কুণ্ডেই অবস্থান তাঁর। খুবই জাগ্রতা এই দেবী। ৫১ পীঠের শেষ পীঠও এই কঙ্কালী পীঠ। সতীর *কাঁকাল* অর্থাৎ কোমর পড়ে এখানে। চৈত্র সংক্রান্তিতে উৎসব হয়। লাগোয়া শ্মশানভূমি—বয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা উত্তরবাহিনী কোপাই নদী। অদূরেই কাঞ্চীশ্বর শিব ও দেবীর রুরু ভৈরবথান।

বক্রেশ্বর

শান্তিনিকেতন থেকে ৫৯ কিমি দূরে বক্রেশ্বর, আর সিউড়ির দূরত্ব ১৯ কিমি। বাসেই চলুন শান্তিনিকেতন থেকে সিউড়ি হয়ে বক্রেশ্বরে। তারাপীঠ যাত্রীদের ৫-৩০, ৬-২০র বাসে সরাসরি বা রামপুরহাট ও সিউড়ি বাস বদল করে যাওয়াই উচিত হবে। আবার ৫-০০, ৮-০০, ৯-০০, ৯-২০, ১৩-১৫, ১৪-০০, ১৫-৩০এ বোলপুর থেকে রাজনগরের বাস যাচ্ছে বক্রেশ্বর হয়ে। ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। তাই, বোলপুর থেকে সিউড়ি বদল করে বাসে বাসে বক্রেশ্বর চলায় সুবিধা। বাসও মেলে এপথে মুহুর্মুহু। সময়েও ঘণ্টাখানেক সাশ্রয় মেলে সিউড়ি হয়ে বক্রেশ্বর চলায়। তবে, সরাসরি বক্রেশ্বর যাত্রায় হাওড়া থেকে ময়ূরাক্ষী এক্সে অণ্ডাল হয়ে সিউড়ি বা দুবরাজপুরে নেমে বাসে বা সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের সাঁইথিয়া থেকে বাসে বা অণ্ডাল শাখা রেলে দুবরাজপুর পৌঁছে ১৩ কিমি বাসে যাওয়াই সুবিধার। আমোদপুর থেকেও সিউড়ি হয়ে চলা যেতে পারে বাসে বাসে। তবে, সংযোগকারী বাসের অভাব ঘটে ময়ূরাক্ষী যাত্রীদের বক্রেশ্বর যাত্রায়। আর যাচ্ছে কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৬-৩০টায় CSTC-র সিউড়ির বাস ডানকুনি/ বর্ধমান/ পানাগড়/ ইলামবাজার হয়ে ৬ ঘণ্টায় ২২৯ কিমি দূরের বক্রেশ্বর পৌঁছে সিউড়ি। তবে গত কিছুকাল বক্রেশ্বর যাতায়াত স্থগিত। সিউড়ির দ্বিতীয় বাসটি ১১-৩০টায় কলকাতা ছেড়ে দুবরাজপুর হয়ে যাচ্ছে। তেমনই ৯-৫৫র শান্তিনিকেতন এক্সে হাওড়া ছেড়ে ১২-২৫এ বোলপুর পৌঁছে বাসে চলা যেতে পারে বক্রেশ্বর। তবুও যেন সরাসরি যাত্রায় কলকাতা যাত্রীদের সিউড়ির প্রথম বাসটির যাত্রী হওয়াই উচিত হবে। তবে, গত কিছুকাল অজানা কারণে বাসটি অনিয়মিত।

চলার পথে নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা মামা-ভাগ্নের পাহাড়টিও দেখে নিন **দুবরাজপুরে**। একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে রূপ পেয়েছে যেন। ওরাওঁদের বাস পাহাড়-ভূমে। আর আছে পাহাড় শিরে মামা-ভাগ্নে দুই তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। রামায়ণ-মহাভারতেও উল্লেখ মেলে মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের। কিংবদন্তী, বনবাসকালে পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরকে এখানেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন—সেই থেকে নাম হয় জায়গার যুবরাজপুর; কালে কালে দুবরাজপুর। তেমনই আছে সীতাদেবীর ব্যবহৃত সঞ্চিত জল পাহাড়ে। বাঘেরা না থাকলেও বাঘসুনি গুহা ছাড়াও গুহা রয়েছে আরও নানান। চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান মামা-ভাগ্নে পাহাড়। আর আছে পাহাড়ী পথে পাহাড়েশ্বর শিব ও বিপুলাকার শ্মশানকালীর মন্দির। জনশ্রুতি রঘু ডাকাতের আরাধ্যা এই দেবী। অদূরেই দরবেশ আশ্রম। মহোৎসব হয় মাঘ মাসের ৪ তারিখে আশ্রমে। আজও গোধূলি লগ্নে আনন্দকাননের *শিবাভোগ* অর্থাৎ শিয়াল ও কুকুরের একত্রে ভোগ গ্রহণ দর্শনীয়। মন্দিরও আছে নানান—শিবই মুখ্য। মুদিপাড়ায় টেরাকোটার মন্দির ৩টিও দ্রষ্টব্য। বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব আছে। মাহাতো পাড়ায় বিধ্বস্ত মোগল কুঠিও দেখে নেওয়া যায়। বাজারের কাছে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ইটে গড়া টেরাকোটায় সমৃদ্ধ ১৩-চুড়োর ত্রয়োদশরত্ন শিবমন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। নমোপাড়ায় পাশাপাশি ৫

শিবমন্দিরেও অভিনবত্ব আছে। জেলার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রও এই দুবরাজপুর।

আর হতে যাচ্ছে বক্রেশ্বর থেকে ১৩ কিমি দূরে দুবরাজ-পুরের উপকণ্ঠে সিউড়ির বাসপথে মুথাবেড়িয়ায় পশ্চিম বাংলার আঁধার দূরীকরণে রক্ত দিয়ে গড়া বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প।

দুবরাজপুর থেকে ৩ কিমি দূরে দুবরাজপুর-সিউড়ি সড়কে হেতমপুরও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। ট্রেন, বাস, রিকশা যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারীর আদলে রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুরের প্রাসাদবাড়ি রঞ্জন প্যালেসটি দর্শনীয়। নানান চিত্রকলা ও আসবাবপত্রের সংগ্রহ উল্লেখ্য। অনুমতিতে দেখে নেওয়া যায় প্রাসাদ। বীরভূম জেলার প্রাচীনতম কৃষ্ণচন্দ্র কলেজটিও হেতমপুরে। সামনে বিশালাকার লালদিঘি বা *সায়র*। দিঘির ডাইনে কদমতলায় ৫টি শিবমন্দির—অদূরে আরও ৩ শিবমন্দির। আর প্রাচীনকালের রাজবাড়িতে স্কুল বসেছে। রাজপরিবারের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ জিউ-এর মন্দিরও হয়েছে বিশাল চত্বর জুড়ে রাজবাড়ির অঙ্গনে।

তবু যেন বাতাসকে ভারী করে তোলে হেতমপুরের দক্ষিণ প্রান্তের গড়ের মাঠ। শেরিনা-হাফেজের প্রেম-আখ্যান আজও গাথা হয়ে ফেরে হেতমপুরের জনমুখে। সুলতান আহমেদ শা'র রূপবতী কন্যা শেরিনা আব্বাজানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী হাফেজকে শাদি করে ঘোড়া ছুটিয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে আশ্রয় নেয় হেতমপুর গড়ে। সৈনিকের চাকরি নেয় হাফেজ। হাতেম খাঁর মৃত্যুতে স্বীয় অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যে হাতেমের প্রিয়পাত্র হাফেজ সর্বাধিনায়ক হয় গড়ের। তেমনই আব্বাজানের পছন্দের পাত্র হোসেনও খুঁজে বেড়ায় শেরিনাকে। অবশেষে মারাঠাদের সাথে যোগসাজসে গড় আক্রমণ করে হোসেন। যুদ্ধে হাফেজ নিহত হতে শেরিনা আসেন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। শত্রুসেনার মাঝে হোসেনকে দেখে শেরিনা *মেরে হাফেজ* নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দিঘির জলে। আর ব্যর্থ প্রেমিক হোসেন সৌধ গড়েন শেরিনার কবরে গড়ের মাঠে। মাধুর্যে ম্লান হলেও মহিমায় বাংলার তাজ শেরিনা বিবির কবরে বাতি জ্বালে মেয়েরা আজও।

হেতমপুরের আর এক দিঘি গোবিন্দ সায়রের পাড়ে অষ্টকোণাকৃতি শিব মন্দিরটিও অভিনবত্বে ভরা। অদূরে দেওয়ানজী শিব মন্দিরটি টেরাকোটায় সমৃদ্ধ। সম্প্রতি প্রস্তরযুগের নানান নিদর্শনও মিলেছে হেতমপুরের গিরি-ডাঙার প্রান্তরে। হোটেল নেই হেতমপুরে। তবে গড়ের মাঠের মনোরম পরিবেশে *বনদপ্তরের ফরেস্ট বাংলোয়* ঘর মেলে ভ্রমণার্থীদেরও।

তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় বোলপুর থেকে ১৮, বক্রেশ্বর থেকে ২১ কিমি দূরের ইলামবাজার। দুবরাজ-পুরমুখী ২ কিমি যেতে ডাইনে বারুইপুর গ্রামের পুকুর পাড়ে বিশাল এক বটবৃক্ষতলে লাউসেনের যজ্ঞাগার। দেবতাহীন সাদামাটা মন্দিরে পূজিত হচ্ছে লাউসেনের চিতাভস্ম। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে পূজা ও মেলা বসে। মানত করে ভক্তের দল—পূরণও হয় তাদের সে মনস্কামনা।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা মহান-তীর্থ **বক্রেশ্বর ধাম**। মাহাত্ম্য এর অপরিসীম। শৈব তীর্থ বলে খ্যাত হলেও উষ্ণ জলের প্রস্রবণের জন্য অধিকতর প্রসিদ্ধি বক্রেশ্বরের। তেমনই একান্নপীঠের অন্যতম পীঠও এই বক্রেশ্বর। সতীর ভ্রূ-মধ্যস্থ মনঃ পড়ে বক্রেশ্বরে। মন্দির চত্বরের পাশে ছোট্ট এক পাথুরে গর্তের অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে হাত দিলে পরশও মেলে দেবীর ভ্রূ-র। পুব আর উত্তর ধরে বক্রেশ্বর নদী আর দক্ষিণে বয়ে চলেছে পাপহরা নদী বক্রেশ্বরের।

পৌরাণিক আখ্যান—সত্যযুগে সুরতমুনি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর সভায় যথাযথ সমাদর না পেতে অপমানে ক্রুদ্ধ মুনির দেহের অষ্ট অঙ্গ বেঁকে-চুরে যায়। নামও সেই থেকে মুনির অষ্টাবক্র। উপশম পেতে নানান তীর্থ ঘুরে স্বপ্নাদেশে গৌড় দেশের গুপ্তকাশী অর্থাৎ বক্রেশ্বরে এসে তপস্যায় বসেন মুনি অষ্টাবক্র। গহীন অরণ্যে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন মুনি। মুনির তপস্যায় তুষ্ট মহাদেবের আবির্ভাব ঘটে বক্রেশ্বরে। বক্রেশ্বর তাই সিদ্ধপীঠ। তপস্যায় তুষ্ট শিবের আশিসে আরোগ্য লাভ করেন মুনি—কালে কালে মুনির সাধনপীঠ বক্রেশ্বর হয়ে ওঠে সিদ্ধপীঠ বক্রেশ্বর। দ্বিমতে, ভগবান নারায়ণ নৃসিংহ অবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভক্ত-হত্যার পাপে জ্বালা ধরে নারায়ণের হাতে-পায়ে। অষ্টাবক্রমুনি নিজ শিরে ধারণ করেন নারায়ণের সে-জ্বালা। ভক্তের জ্বালায় উপশম ঘটলেও মুনির জ্বালা অসহনীয় হতে থাকে। নারায়ণের পরামর্শে মুনি বক্রেশ্বরে এসে আরাধনায় বসেন শিবের। তুষ্ট শিবের নির্দেশে সমস্ত তীর্থের বারি সুড়ঙ্গপথে এসে মুনির শিরে পড়তেই সেই জ্বালার উপশম ঘটে। আর মুনির জ্বালার পরশে জল তপ্ত হয়ে গিয়ে পড়ে পাপহরা নদীতে। সেই তপ্ত জলেই সৃষ্ট বক্রেশ্বরের **তপ্ত কুণ্ড**।

বক্রেশ্বরে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ খুবই পর্যটকপ্রিয়। ব্রহ্মাকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জীবিতকুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড বা সৌভাগ্য কুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, খরকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড—মন্দিরকে ভর করে পাশাপাশি অবস্থান এদের। জলের উষ্ণতা ৩৬ থেকে ৭২° সেন্টিগ্রেড। অগ্নিকুণ্ডের জলপানে অম্ল রোগের নিরাময় মেলে—গরম বেশি অগ্নিকুণ্ডের জল। বিক্রিও হচ্ছে গ্লাসে। ৭২° সেল-সিয়াসের তপ্ত জল। এমনকি দূর-দূরান্তের দোকান-পাটেও কিনতে মেলে বক্রেশ্বরের তীর্থসলিল। খরকুণ্ডের জল যথেষ্ট গরম। আর জীবিতকুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। সন্তান কামনার্থে বন্ধ্যা নারীরা জীবিতকুণ্ডে স্নান করেন। সৌভাগ্যকুণ্ডের জল ঈষৎ উষ্ণ। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সৌভাগ্যের জল দুধের মত সাদা থাকে। তবে, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে স্বাভাবিক রঙ নেয় দুগ্ধধবল সৌভাগ্য।

কুণ্ডের জলে সালফার আছে। গবেষণাও চলছে সাল-

ফার নিয়ে। হিলিয়াম গ্যাসেরও সন্ধান মিলেছে বক্রেশ্বরের অগ্নিকুণ্ডে। স্নানের ব্যবস্থা আছে—নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক বৈতরণী গঙ্গা অর্থাৎ কুণ্ডের ঘেরাটোপে। জল আসছে পাইপে কুণ্ড থেকে। বাতজ ব্যাধির উপশমও মেলে কুণ্ডের জলে স্নানে।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা শৈব ও শাক্ত তীর্থ বক্রেশ্বরে মন্দিরও আছে নানান। মূল মন্দিরটি বক্রনাথ শিবের। রাজনগরের পাঠান জায়গীরদার আসাদুল্লা খানের দানের জমিতে ওড়িশার রেখ দেউলের শৈলীতে বক্রনাথ শিবের বক্রেশ্বর ধাম মন্দির, লাগোয়া ধাতুময়ী দশভূজা মহিষমর্দিনী মন্দির দুটিতে ভিড় হয় তীর্থযাত্রীদের। মূল মন্দিরের সামনে পঞ্চশিব। আর আছে অক্ষয় বটের নিচুতে কালাপাহাড়ের বিনষ্ট করা হর-গৌরীর ভাঙা শিলামূর্তি। বিপরীতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পদচিহ্ন রক্ষিত ছোট্ট মন্দির ও বৈতরণীর অপর পাড়ে শ্মশানভূমি—তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান। মন্দিরও হয়েছে শ্মশান লাগোয়া দেবী রুদ্র চণ্ডীর। আর আছে ক্ষেত্রপাল বটুক ভৈরব ও শ্বেতগঙ্গার উত্তর পাড়ে চতুর্ভুজা হরিশ্বরী কালী। ফাল্গুনের শিবচতুর্দশী তিথিতে বক্রনাথ শিবের উৎসব ও চৈত্রের শিবরাত্রি বক্রেশ্বরের বরণীয় উৎসব। জাঁকালো মেলাও বসে উৎসবকালে। যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। আর শীতে উৎসব লাগে পর্যটকদের বক্রেশ্বরে।

তেমনই বক্রেশ্বরের অদূরে তাঁতিপাড়ায় তসর কিনতে পারেন স্মারক রূপে। রসগোল্লারও স্বাদ নিতে পারেন চলার পথে দুবরাজপুরে।

থাকার জন্য কুণ্ডের বাঁয়ে ১½ কিমি দূরে *Youth Hostel*, দূরত্ব ও আহার্যের অব্যবস্থার জন্য বর্জনীয়। এদেরই মাঝপথে অতীতের Tourist Lটি আজ হয়েছে *Larica Hot Spring Plaza*, DAB ১৯০, ডিলাক্স স্যুইট ৪৪০, ডর্মি বেড ৬০, কল বুকিং: Larica, 74 Park St. Cal-17. ☎ 2403583; পাশেই *Panchanan Villa*, DAB ১২৫-১৭৫; ডাইনে *H Ashirvad, H Madhabi Alaya*, DCB ৬০, DAB ১০০-১৫০; *Bakreshwar L*, DCB ১০০, DAB ১২৫; *Radha Gobinda L* কুণ্ডমুখী পথে অতি সাধারণ হোটেল—*Pratima, Sreema, Maya, Tripti, Tirthashree, Mukherjee*. আর আছে *PWD (Roads) Bungalow* ও *ABTA*-র *Holiday Home* বক্রেশ্বরে। খাবার হোটেল কুণ্ডমুখী পথের ডাইনে-বাঁয়ে যথেষ্ট মিললেও থাকা ও আহার্যে *লারিকা* রমণীয়; পুল ছাড়িয়ে *হোটেল আশীর্বাদ*ও যথেষ্ট ভাল। *মাধবী আলয়*-এর বুকিং কলকাতায় মানিকতলার মোড়ে মাধবী আলয় বাসনের দোকানে করা চলে।

তেমনই যে কোনও সকালে বোলপুর-বীরনগর ভায়া বক্রেশ্বর বাসে ৯ কিমি পশ্চিমে বীররাজার রাজধানী **বীরনগরও** বেড়িয়ে ফেরা যায়। তবে, সবই আজ অতীত—রাজধানীও বিধ্বস্ত। রাজার রাজত্ব যায় বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার লালসার শিকারে। চক্রান্ত করে রাজাকে মেরে রাজা হন পাঠান সেনাপতি জোনেদ খাঁন। রানী রানীই রইলেন জোনেদের কণ্ঠাভরণ হয়ে। জনশ্রুতি, সেন বংশের বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ থেকে নাগর—কালে কালে রাজনগর বা বীরনগর হয়ে থাকবে। তবে, ১৮ শতকে মীরকাশিমকে সহযোগিতার দোষে ব্রিটিশের রোষানলে রাজ্য ও রাজধানী দুই-ই ধ্বংস পায়। অতীত লোপ পেলেও বীররাজার বীরত্ব গাথা হয়ে ফেরে জনমুখে আজও। হাটতলার কাছে বিধ্বস্ত দ্বিতল ইমামবাড়ায় আজও শায়িত রয়েছেন সিরাজের কলকাতা জয়ের দুই সেনানি—আহম্মদ উল জমা খাঁ ও মহম্মদ আলিনকি খাঁ। তেমনই রয়েছে **কালীদহ**—বিরাটাকার মজা দিঘি; অতীতকালের দেবী কালিকার মন্দিরটিও বিধ্বস্ত। আর রয়েছে ঝোপ-জঙ্গলে আকীর্ণ হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যধারায় গড়া বিধ্বস্ত **মতিচূড়া মসজিদ**। থাকার কোন হোটেল নেই, ঘণ্টা দুয়েকে অতীত রোমন্থন করে বাসে ফিরুন বক্রেশ্বরে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। দুপুর ১২-৩০টায় সিউড়ি ছেড়ে ১৩-০০টায় বক্রেশ্বর পৌঁছে ১৮-০০টায় কলকাতায় যাচ্ছে CSTC-র বাস। আর ময়ূরাক্ষী এক্স ৬-২৯এ সিউড়ি, ৬-৫২য় দুবরাজপুর, ৮-০০টায় অন্ডাল ছেড়ে হাওড়ায় পৌঁছায় ১১-৩০এ। আবার বাসে বোলপুর পৌঁছেও চলা যেতে পারে ঘরপানে। নানান ট্রেন যাচ্ছে বোলপুর থেকে কলকাতায়। তবুও যেন ১৩-০০টার শান্তিনিকেতন এক্সে বোলপুর ছেড়ে ১৫-৪০এ হাওড়া চলায় সুবিধা।

মসানজোড়

বক্রেশ্বর বা শান্তিনিকেতন থেকে সিউড়ি পৌঁছে দেওঘর/দুমকাগামী বাসে ৪০ কিমি দূরের মসানজোড়ও বেড়িয়ে ফেরা যায় দিনে দিনে। চলার পথে **সিউড়ির** সোনাতোড় পাড়ায় দ্বিশত বছরের প্রাচীন দামোদর মন্দিরটি দেখে নিতে পারেন। বিগ্রহহীন ৩৫ ফুট উঁচু মন্দিরে তিন শতেরও অধিক টেরাকোটার প্লেটে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি অনবদ্য। অযত্ন আর অবহেলায় মন্দিরটি আজ জীর্ণ—ফাটলও ধরেছে যত্রতত্র। বাউড়ি পাড়ায় সাঁউড়ালি পুজোর থানে নিমগাছের দেবতা বোঁটেনি বুড়ির ভরে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জেনে নিতে পারেন উৎসাহীরা। আর শহরান্তে **তিলপাড়া ব্যারেজটিও** দেখে চলা যায় বাসে বসেই। নানান হোটেলও আছে সিউড়িতে। বাস যাচ্ছে মসানজোড় থেকে শান্তিনিকেতন ৭৭, বক্রেশ্বর ৫৯, সাঁইথিয়া ৫০, তারাপীঠ ৭০, রামপুরহাট ৬২, দুমকা ৩০, দেওঘর ৯৮ কিমি ছাড়াও নানান। এমনকি কলকাতার বাবুঘাট থেকে বিহার সরকারের বাস ১৯-৩০টায় ছেড়ে বর্ধমান/সিউড়ি হয়ে পরদিন ভোর ৪-১৫য় মসানজোড় পৌঁছে দুমকা যাচ্ছে ৫-০০টায়। ফেরে ২০-০০টায় দুমকা ছেড়ে মসানজোড় হয়ে পরদিন ৪-০০টায় কলকাতায়। থাকারও নানান ব্যবস্থা মসানজোড়ে মেলে।

ব্যারেজ থেকে ২ কিমি দুমকামুখী সুন্দর পরিবেশে *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসের ইয়ুথ হোস্টেল;* আর আছে মাঝ পথে টিলার টঙে *ময়ূরাক্ষী ভবন বাংলো;* বাংলোর বুকিং: Dy Secretary, I & W Dept, Writers' Buildings, Calcutta-1. আর আছে বাস স্টপেই বাঁধের মুখে আর এক টিলায় বিহার সরকারের *ইরিগেশন ইনস্পেকশন বাংলো*, অবু: Superintendent Engineer, Irrigation Dept, Dumka, Bihar. প্রাইভেট হোটেল নেই মসানজোড়ে। তবে, আহার্য মেলে চায়ের দোকানপাটে।

ছোট্ট অবকাশ যাপনের মনোরম পরিবেশ মসানজোড়। ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ পড়েছে বিহারের সাঁওতাল পরগনায়। ১১৩ ফুট উঁচুতে ২১টি লকে ২০০০ ফুট দীর্ঘ কানাডা সরকারের সাহায্যে গড়া এই বাঁধ *কানাডা ড্যাম* নামেও সমধিক খ্যাত। বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, আর জল যাচ্ছে কৃষিতে। এর জলাধার ও পার্কটিও সুন্দর। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, সবুজ প্রকৃতির মাঝে নয়নাভিরাম পরিবেশ। বাঁধ থেকে চারপাশের শোভা স্বর্গের নন্দনকানন সম। চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা।

কেন্দুবিল্ব

অজয় নদের পাড়ে কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলী গ্রাম, গীত-গোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান—জয়দেব কেঁদুলী নামে সমধিক খ্যাত। বোলপুর স্টেশন থেকে বাস যাচ্ছে, ঘণ্টা দেড়েকের পথ; দূরত্ব ৪৩ কিমি। আর সিউড়ির দূরত্ব ৩৫ কিমি, ইলামবাজার ১৩ কিমি দূরে। বাস আসছে পানাগড়, দুর্গাপুর থেকেও ঘণ্টাখানেকে। দক্ষিণ ধরে বয়ে চলেছে অজয় নদ। বছরভর গঙ্গাস্নান করে মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে গঙ্গায় যেতে না পারার ব্যথায় কাতর কবি জয়দেব। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন—মা গঙ্গাই অবতীর্ণ সম্মুখে তার। বলছেন —*তোমার স্নানে ব্যাঘাত ঘটবে না, আমিই কাল হাজির হব কদম্বখণ্ডির ঘাটে। দেখবে উজানে পদ্ম বইছে—বুঝবে আমি এসেছি।* সেই কিংবদন্তীকে গাথা করে স্নান চলছে আজও। তবে কদম্বখণ্ডির ঘাটে আজ আর পদ্ম বয় না অজয়ের উজানে মকর সংক্রান্তিতে, মেলারও স্থানান্তর ঘটেছে অজয়ের বালুচর থেকে গ্রাম জুড়ে। মেলা বসে আজ রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে জয়দেবের দেহান্তর অর্থাৎ বৃন্দাবনে দেবদেহে লীন স্মরণে। জম্পেশ শীতে ২রা মাঘ ধুলোট হয়ে মেলা শেষ হয় তৃতীয় দিনে। তবে সরকারিভাবে তিন হলেও মেলার রেশ চলে দিন পনেরো ধরে। সনাতনী টানে অংশ নেয় গ্রাম-গঞ্জ থেকে বাউলের দল, আর আসে পর্যটক দূর-দূরান্ত থেকে। জয়দেবের ভিটের উপর রাধাবিনোদের নয়চুড়ো নবরত্ন মন্দিরের টেরাকোটার কাজ সুন্দর। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ছাড়াও শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বায়ু, যম, ইন্দ্র ও দশাবতার-গণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ হয়েছে। ১৭০২-৪০এ বর্ধমানেশ্বরী রানী ব্রজসুন্দরীর তৈরি। তেমনই রয়েছে কুশেশ্বর শিব ছাড়াও আরও নানান মন্দির ও বাউলের আখড়া কেন্দুলীতে। জয়দেবের সিদ্ধিপ্রাপ্ত অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত পাষাণখণ্ড আজও দৃশ্যমান কুশেশ্বরে। আর আছে ফুলেশ্বর ঘাটের কাছে জয়দেবের 'সিদ্ধাসন' পাথরখণ্ড। এই সিদ্ধাসনেই গৌড়াধীপ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দমের অসম্পূর্ণ শ্লোক পূর্ণতা পায়—*দেহি পদ পল্লব মুদারম্*দেবতা রাধাগোবিন্দের হাতে। তেমনই বিল্বমঙ্গলের ঢিপি তথা বসতবাড়ির লুপ্তাবশেষ আজও দেখে নেওয়া যায়। স্নানেও পুণ্য হয় অজয়ের জলে মকর সংক্রান্তিতে। থাকার সুব্যবস্থা নেই কেন্দুলীতে। মেলাকালে সাময়িক তাঁবু পড়ে পর্যটন দপ্তরের; আর মেলে বসতবাটি ও আখড়া অতি সাধারণ মানের। আহারও মেলে পংক্তি ভোজনে নানান আখড়ায়।

এপথের আর এক আকর্ষণ মরুভূমির বুকে **বাবলি ওয়েসিস**। উঁচু-নিচু টিলার টঙে ৩ একর জুড়ে স্থানীয়দের স্বনির্ভরতা দিতে রুক্ষ রাঢ়ভূমিকে চাষযোগ্য করে বহুমুখী কর্মকাণ্ডের স্বপ্ন-সফল মরূদ্যান বাবলি। নিঃশব্দ প্রকৃতির কোলে নিরালা-নির্জনে চেনা-অচেনা পাখির কলকাকলিতে মুখর স্বপ্নমেদুর বাবলিতে থাকারও ব্যবস্থা মেলে। ডাবল বেডের কটেজধর্মী ঘর ১৫০; আহার মেলে পৃথকভাবে। অবু: Babli, Dwaronda, via Sreeniketan, PS-Ilambazar, Birbhum; কল বুকিং: ✆ 4747822।

অজয়ের অপর পাড়ে বর্ধমান জেলার শিবপুর। ঘাট থেকে ৫ কিমি যেতে শ্যামরূপা মোড়। মোড় থেকে আরও ৫ কিমি গিয়ে দেবী দুর্গা অর্থাৎ শ্যামরূপা মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। আর আছে গহন অরণ্যে খোলা আকাশের নিচে শক্তির উপাসক ইছাই ঘোষের দুর্গা ও নারায়ণ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। জনশ্রুতি, আজও নাকি রহস্য-ময় তোপধ্বনি হয় অষ্টমী তিথিতে। বাসও চলছে দুর্গাপুর (১৮ কিমি), শিবপুর (৫ কিমি) শ্যামরূপা মোড় হয়ে।

নানুর

বোলপুর-কীর্ণাহার বাসপথে বোলপুর থেকে ২৩, কীর্ণাহারের ৯ কিমি দূরে নানুর। নিয়মিত বাস চলছে এপথে। বাস যাচ্ছে লাভপুর, আহমদপুর, সিউড়ি, নেলোর, কাটোয়া ছাড়াও বীরভূম ও বর্ধমানের দিকে দিকে। অতীতে নানুর ছিল নানোর। তবে লোকমুখে আজ নানুর নামে খ্যাত হলেও সরকারি নথিপত্রে চণ্ডীদাস-নানুর নাম রয়েছে আজও। নানা মুনির নানা মত—তেমনই দ্বিজ চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নিয়ে গবেষকরা আজও দ্বিধান্বিত। তবে, নানুর ও কীর্ণাহারের বাতাসে চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম কাহিনী, চণ্ডীদাসের সাধন-ভজন আখ্যান, চণ্ডীদাসের মৃত্যু, কিংবদন্তীর গাথা হয়ে ফেরে। জনশ্রুতি ১৪ শতকের কবি চণ্ডীদাসের জন্ম এই নানুরেই। সেই স্মৃতিতে নানুরও এক পুণ্য তীর্থ। প্রথম জীবনে কবি ছিলেন শক্তির উপাসক। বাজার লাগোয়া থানার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কবির আরাধ্যা দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির। চারচালা দেউলে ললিতাসনে উপবিষ্টা দেবী এখানে *পুস্তাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতী*—দুই হাতে বীণা, অপর দুই হাতে বই ও অক্ষমালা। এছাড়া মন্দির রয়েছে চত্বরে শিবঠাকুরের ডজনখানেক। লাগোয়া ঢিপিটি আজও কবির বসতবাড়ির সাক্ষ্য বহন করছে। জনশ্রুতি, কীর্ণাহারের নবাব কীরগীজ খাঁ-র কন্যা (মতান্তরে স্ত্রী) কবির কীর্তনে আকৃষ্ট হতে রুষ্ট নবাব কামানের গোলায় ধ্বংস করেন কবির বাড়ি —কবিরও মৃত্যু ঘটে। আর আছে থানার ডাইনে রামী

ঘোপানির পাট ও রক্ষাকালী মন্দির। সম্প্রতি খননে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির নানান নিদর্শনও মিলেছে নানুরে। আশ্বিনে দুর্গাপূজার কালে বিশালাক্ষী পূজা ও কার্তিকে উত্থান তিথিতে ৯ দিন ধরে চণ্ডীদাস স্মরণোৎসব নানুরের বরণীয় উৎসব।

নিরোলে অট্টহাস

নানুর বেড়িয়ে উদ্ধারণপুর বা কাটোয়ার বাসে কীর্ণাহার হয়ে নিরোল গ্রাম হল্ট চলুন। সরাসরি বাসের অমিলে কীর্ণাহার বদল করেও চলা যেতে পারে নিরোলে। দূরত্ব কীর্ণাহার থেকে ১৫, আর কাটোয়া আরও ১৫ কিমি দূরে। বাস থেকে ৪ কিমি যেতে ঈশানী নদীর পাড়ে আরণ্যক পরিবেশে দক্ষিণদিঘি গ্রামে দেবী **অট্টহাস মন্দির**। দেবীর কোন মূর্তি নেই মন্দিরে—ঠোঁটই তার প্রতিভূ। সতীপীঠের অন্যতমও এই অট্টহাস—দেবীর ঠোঁট পড়ে এখানে। আর আছে দেবীর ভৈরব বিল্লেশ শিব। থাকার অতি সাধারণ ব্যবস্থা, অন্নপ্রসাদও মেলে মন্দিরে। পথ দুর্গম—রিকশা মেলে নিরোলে, মন্দির যাতায়াত ১৫-২০্।

উদ্ধারণপুর ঘাট মহাশ্মশান

অট্টহাস দেখে নিরোল ফিরে বাসেই চলুন উদ্ধারণপুর ঘাট মহাশ্মশান। কাটোয়ামুখী ২ কিমি যেতে পাচণ্ডী থেকে বামহাতি পথে ১১ কিমি গিয়ে উদ্ধারণপুর। নিকটতম রেল স্টেশন ৬ কিমি দূরের কাটোয়া। ভটভটি যাচ্ছে উদ্ধারণপুরের বাঁধাঘাটে কাটোয়া থেকে। সরাসরি ভটভটির অমিল হলে ফেরি নৌকায় শাঁখাই ঘাটে পৌঁছেও বাস বা রিকশায় চলা যেতে পারে উদ্ধারণপুরে। তাই নিরোল থেকে কাটোয়া পৌঁছেও চলা যেতে পারে উদ্ধারণপুর দর্শনে।

৫০০ বছরের অতীত। দিবাকর দত্ত বৈষ্ণব হলেন, নামেরও বদল হল—উদ্ধারণ দত্ত। সেই থেকে গঙ্গাতীরবর্তী রাধাকেষ্টপুর হয়েছে উদ্ধারণপুর। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা মহাশ্মশান ও নিত্যানন্দর প্রিয় শিষ্য দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবাহু অর্থাৎ উদ্ধারণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির ও সমাধি রয়েছে বাঁধাঘাটের ডাইনে-বাঁয়ে। তবে, সবই আজ অতীত। দারু নির্মিত গৌরাঙ্গদেবও সারাবছর সোনানন্দী রাজবাড়িতে কাটিয়ে মন্দিরে ফেরেন ২৮শে পৌষ ৮ দিনের তরে। আজও ১লা মাঘ মৎস্য উৎসব ও মেলা বসে। থাকার কোন ব্যবস্থা নেই উদ্ধারণপুরে। উচিতও হবে দিনভর দেখে দিনান্তে গঙ্গা পেরিয়ে কাটোয়া পৌঁছে বিশ্রাম নেওয়া। আর আছে ১ কিমি দূরে শ্রীমদ ব্রহ্মানন্দ সঙ্ঘের মন্দির শাঁখারিঘাটে। শাঁখারিঘাট থেকেও ফেরি মেলে কাটোয়ার।

কাটোয়া

নিরোল থেকে সরাসরি ১৯ কিমি দূরের কাটোয়ায় চলা যেতে পারে বাসে। এছাড়াও বাস আসছে নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের দিগ্বিদিক থেকে কাটোয়ায়। ন্যারো গেজে খেলনা ট্রেনও চলছে কাটোয়া থেকে ৫৩ কিমি দূরের বর্ধমান ও ৫২ কিমি দূরে বীরভূম জেলার আহমদপুরে। এমনকি ৭-২৫এ কলকাতা (শহীদ মিনার) ছেড়ে বারাসাত/ রানাঘাট/ শান্তিপুর/ গৌরাঙ্গ সেতু/ নবদ্বীপ হয়ে ১১-২০এ কাটোয়ায় যাচ্ছে CSTC-র বাস। কাটোয়া ছেড়ে কলকাতায় ফেরে ১৩-৩০টায়। ভাড়া ৩১্।

ট্রেনও আসছে ঘণ্টা পাঁচেকে ১৪৪ কিমি দূরের হাওড়া থেকে ৬-৩৫এ আজিমগঞ্জ প্যা, ১৩-০৫এ বারহারোয়া প্যা, ১৫-২৫এ কামরূপ এক্স, ১৫-৪২এ আজিমগঞ্জ প্যা, ২১-২০এ মালদা টাউন ফা প্যা আর শিয়ালদহ থেকে ৭-৪৫এ বাজারসাউ প্যা, ১৩-৪০এ তিস্তা-তোরসা, ২০-০০টায় কাটিহার এক্স ব্যাণ্ডেল/নবদ্বীপধাম হয়ে BAK Loop লাইনের কাটোয়ায়। ৪ জোড়া EMU Train-ও চলছে নবদ্বীপধাম হয়ে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া-ব্যাণ্ডেল। কলকাতায় ফেরে যথাক্রমে ২৩-০৭, ১০-১৫, ৩-০০, ২৩-০৭, ০০-৪০, ১৭-০০, ২-০০, ২৩-৪০এ কাটোয়া থেকে।

বর্ধমান জেলার এক প্রাচীন নগর কাটোয়া। পুণ্যতোয়া দুই নদী ভাগীরথী ও অজয়ের সঙ্গমে অতীতের কণ্টকদ্বীপ বা কাঁটাদিয়া কালে কালে কাটোয়া হয়ে থাকবে। বয়েও চলেছে এরা কাটোয়াকে ঘিরে—রূপও যেন তাই দ্বীপাকার। গঙ্গা সরে গেলেও মহাপ্রভু পাড়ার গৌরাঙ্গবাড়ি আজও মহান বৈষ্ণবতীর্থ। রেল তথা বাস স্ট্যান্ড থেকে স্টেশন রোড/ কাছারি রোড টপকে মহাপ্রভু পাড়ার বাজার রেখে সঙ্কীর্ণ গলিপথে গৌরাঙ্গবাড়ি। নিমাই এলেন নবদ্বীপ থেকে দ্বিতীয় দফার দীক্ষা নিতে গুরু কেশব ভারতীর কাছে কাটোয়ায়। মধু পরামাণিকের কাছে মস্তক মুড়িয়ে গঙ্গায় স্নান সেরে সন্ন্যাস নেন নিমাই। নাম দিলেন গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যগিরি—ছেঁটে হল শ্রীচৈতন্য। তারই প্রতিচ্ছবি এই গৌরাঙ্গবাড়ি।

গেট দিয়ে ঢুকতেই ডাইনে অন্যতম পার্ষদ দাস গদাধর, মধু পরামাণিকের সমাধি, আর বাঁয়ে মস্তক মুণ্ডনের স্থান—তারই পাশে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নাম প্রকাশের স্থান। আরও বাঁয়ে শ্রীচৈতন্যর গুরু কেশব ভারতীর সমাধি ছাড়াও গুরু-শিষ্যের পায়ের ছাপ রয়েছে মর্মরে। মূর্তিও হয়েছে মন্দিরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দর। ভোর ৪—২১-০০টায় খোলা, তবে ১২—১৬-০০টায় বন্ধ থাকে মন্দির। ৯-০০টার মধ্যে টিকিটে অন্নপ্রসাদও মেলে।

অদূরে বাগানিয়া পাড়ায় দিল্লী থেকে আসা সৈয়দ শাহ আলমের গড়া **বড় মসজিদ**। তেমনই আছে শহরের আর এক প্রান্তে রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দক্ষিণ-পুবে মাধাই-তলা—অর্থাৎ প্রাচীরে ঘেরা মঠবাড়ি। নবদ্বীপ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ঘোষহাটের গঙ্গার ঘাটে মাধবীতলায় বিশ্রাম নেন নিমাই। মূর্তিও হয়েছে নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যর। জগাই-মাধাইয়ের বাড়িটিও এই মাধবীতলা অর্থাৎ আজকের মঠপ্রাঙ্গণে। ব্যাপক চত্বর জুড়ে মঠবাড়ি—নাম কীর্তন চলছে হাজার বছরের তরে নাটমন্দিরে। এরই পেছনে শ্রীমন্দির। গৌর-নিতাই, রাধা-গোবিন্দ, গোপীনাথ রয়েছেন স্ব-স্ব মন্দিরে আর চতুর্থ মন্দিরে মাধাই সমাধিস্থ। শ্রীমন্দিরের পেছনে গুরুকুঞ্জ। লাগোয়া নাটমন্দিরে ছবিতে মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণলীলা মূর্ত হয়েছে। সকাল ৯টার মধ্যে টিকিট নিলে

এখানেও অন্নপ্রসাদ মেলে। থাকার অতি সাধারণ ব্যবস্থা মঠবাড়িতে। চলার পথে আর এক তীর্থ দাঁইহাট রোডে মনোহর বাগিচার মাঝে গুরু নানক গুরদ্বারা। থাকারও ব্যবস্থা মেলে গুরদ্বারায়। চলতে-ফিরতে মন্দির রয়েছে আরও নানান কাটোয়ার পথে-প্রান্তরে।

মনোরম পরিবেশে গৌরাঙ্গবাড়ির পথে মণ্ডল-পাড়ায় *Municipal R H—Shrabani,* DAB ৬০, ডর্মি বেড ২০; আহার্য হোটেল নির্ভর হলেও অর্ডারে ঘরেও মেলে। আর আছে রেল ও বাস স্টেশনের সন্নিকটে *H Satyam,* SCB ৪০-৬৫, DAB ৮০-১২৫, ডর্মি ২০; *H Nirala,* Stn Rd; *PWD IB; District Board IB* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল আছে কাটোয়ায়।

ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যা

কাটোয়া-বর্ধমান ন্যারো গেজ রেলপথে কাটোয়া থেকে ১৭ আর বর্ধমানের ৩৬ কিমি দূরে কৈচর স্টেশন। বাস বা রিকশায় কৈচর থেকে ৪ কিমি যেতে ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে দেবী যোগাদ্যা উমা অর্থাৎ সিংহপৃষ্ঠে আসীন দশভুজা মহিষ-মর্দিনী। মন্দির লাগোয়া ক্ষীরদিঘির জলে দেবীর বাস। বছরে একদিন বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির প্রত্যূষে জল থেকে ডাঙায় ওঠেন দেবী। অধিষ্ঠান করেন গ্রামের মধ্যমণি প্রাচীরে ঘেরা মন্দিরে—পূজা হয় মহাসমারোহে। বসে মেলা—আসেন ভক্তের দল দূর-দূরান্ত থেকে।

জল থেকে উঠতেই ছাগবলি দিয়ে দেবীর বোধন। অতীতে নরবলির প্রথা ছিল দেবীর স্বপ্নাদেশ মত। রহিতও হয় নরবলি দেবীরই বিধানে। তারপর পূজাপাঠ, হোম, বলিদান—এমনকি মহিষও বলি হয় দুপুরে। দিন-রাত ধরে পূজা চলে নানান উপাচারে। পরদিন প্রত্যূষে আবার দেবীর জলযাত্রা। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠও দেবীকে তোলা হয় জল থেকে। অভিষেক, পূজা ও বলি হতেই আবার শয়নে যান দেবী। এছাড়া আরও পাঁচ তিথির গভীর নিশীথে: আষাঢ়-নবমী, বিজয়াদশমী, ১৫ই পৌষ, মকর সংক্রান্তি ও পাটনড়ান অর্থাৎ বৈশাখী সংক্রান্তির দু'দিন আগে দেবী ডাঙায় ওঠেন রুধির পানে। পূজা ও বলি-অন্তে দেবীর জলযাত্রা। তবে সাধারণের দেবী দর্শন মানা এই ৫ তিথিতে।

অদূরে দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ শিব—অনুচ্চ এক টিলার টঙের মন্দিরে। ডাইনে ক্ষীরদিঘি রেখে আরও যেতে জল শুধু জল—বিশালাকার ধামাসদিঘি। পুরাণখ্যাত শাঁখা পরেছিলেন উমা যুবতীর বেশে এই ধামাসদিঘির ঘাটে। সেই থেকে শাঁখা পরেন দেবী প্রতি বছর উৎসবের দিনে। শাঁখা পরেন ক্ষীরগ্রামের এয়ো বধূরা সারা বছর প্রতীক্ষায় থেকে। একান্ন সতীপীঠের এক পীঠ—চত্বারিংশ মহাপীঠ ক্ষীরগ্রাম। দেবীর ডান পায়ের আঙুল পড়ে এখানে।

লোকশ্রুতি, রাবণবধের পর ব্রহ্মার গড়া মন্দিরে বীর হনুর প্রতিষ্ঠিত মূল দেবীমূর্তির অনুপস্থিতিতে নতুন করে মূর্তি গড়েন দাঁইহাটের ভাস্কর নবীনচন্দ্র। দ্বিমতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মহাযান দেবী মূর্তি অতীতে ক্ষীরদিঘির জলে খুঁজে না পেয়ে রাজাজ্ঞায় মূর্তি গড়েন ভাস্কর নবীনচন্দ্র। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মন্দিরের অতি সাধারণ *যাত্রীনিবাস*-এ। উচিত হবে কাটোয়া থেকে বাসে এসে ক্ষীরগ্রাম দেখে বাসে কাটোয়ায় গিয়ে রাতের বিশ্রাম নেওয়া। বাসও মেলে মুহুর্মুহু এপথে। বাসপথ থেকে ১ কিমির মধ্যে অবস্থান এদের। আবার, ট্রেন বা বাসে বর্ধমান গিয়েও চলা যেতে পারে ঘরপানে। কাটোয়া-বর্ধমান বাসও চলছে ক্ষীরগ্রাম/কৈচর হয়ে। আবার কাটোয়া থেকে বাসে ১৬ কিমি দূরের কেতুগ্রাম পৌঁছে দেবী বহুলা দর্শন সেরেও চলা যেতে পারে। জন-শ্রুতি, কেতুগ্রামও সতীপীঠ, দেবীর বাম পা পড়ে এখানে।

কালনা

গঙ্গার এক পাড়ে কালনা অপর পাড়ে শান্তিপুর। বৈষ্ণব ও শাক্ত তীর্থ কালনা অর্থাৎ **অম্বিকা কালনা**। দার্জিলিং পাহাড় সূচনার আগে বন্দরনগরী কালনায় বর্ধমান রাজাদের গ্রীষ্মাবাসও ছিল।

কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ পেরিয়ে কলকাতামুখী ৫৭ কিমি দূরের কালনাও বেড়িয়ে চলা যায় একই যাত্রায়। ঘণ্টা দুয়েকের পথ। সরাসরি বাসের অমিলে ট্রেনে চলাই সুবিধাব। সড়ক, রেল ও জলপথে ৮২ কিমি দূরের কলকাতার সঙ্গেও সংযোগ গড়েছে কালনা। হাওড়া-কাটোয়ার প্রতিটি ট্রেন কালনা হয়ে যাচ্ছে। ১০-১৫য় বারহারোয়া-হাওড়া প্যা, ১৫-৪৫এ নলহাটি-ব্যাণ্ডেল, ১৭-০০টায় আজিমগঞ্জ-শিয়ালদহ প্যা, ১৮-১৫য় আজিমগঞ্জ-হাওড়া প্যা, ২৩-০৭এ আজিমগঞ্জ-হাওড়া প্যা, ২৩-৪০এ কাটিহার-শিয়ালদহ এক্স, ০-৪০এ মালদহ-হাওড়া ফা প্যা, ২-০০টায় তিস্তা-তোরসা এক্স, ৩-০০টায় কামরূপ এক্স কাটোয়া ছেড়ে নবদ্বীপধাম-কালনা-ব্যাণ্ডেল হয়ে যাচ্ছে। চার জোড়া এম্যু লোকালও চলছে কাটোয়া থেকে নবদ্বীপধাম-অম্বিকা কালনা হয়ে ব্যাণ্ডেল। আর সরাসরি যাত্রায় ৬-৩৫এ আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারে হাওড়া, ৭-৪৫এ বাজারসাউ প্যাসেঞ্জারে শিয়ালদহ ছেড়ে ৯-১৮/১০-২৯এ চলা যেতে পারে অম্বিকা কালনায়। ২৫-৩০ টাকার চুক্তিতে রিকশায় ঘণ্টা চারেকে দেখে সারা যায় কালনা।

মনোহর বাগিচায় ঘেরা গৃহী সাধক ভবা পাগলা তথা ভবেন্দ্রমোহন চৌধুরীর আরাধ্যা দেবী ভবানীর পঞ্চাশ দশকের ছোট্ট মন্দিরে বিশেষ পূজা হয় বৈশাখের শেষ শনিবার। ভবা-বাবার নিজ হাতে তৈরি নানান সূচীশিল্প ও অমৃতকথা আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

অদূরে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অর্থাৎ **শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির**। জনশ্রুতি, নবদ্বীপে যে নিম বৃক্ষতলে জন্ম হয়েছিল নিমাই-এর সেই নিম দারুতে তৈরি শ্রীচৈতন্য বিগ্রহে আজও নাকি আবির্ভাব ঘটে মহাপ্রভুর। কথাও বলত দারুমূর্তি অতীতে গৌরীদাসের সনে। ঝলক দর্শনে দেবদর্শন প্রথা। মহাপ্রভুর নায়ের বৈঠা, পাদুকা ও হাতে লেখা পুঁথি সযত্নে রক্ষিত। লাগোয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থল অমলীতলায় পায়ের ছাপ আজও দৃশ্যমান।

৬৮৮ শকাব্দে সাধক অম্বরীশ দেবী অম্বিকার কৃপায় সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সুবাদে সিদ্ধিধাত্রী দেবী কালী সিদ্ধেশ্বরী নামে খ্যাত। ১৭৫১য় মন্দির হয়েছে গঙ্গামুখী যেতে ভাদুড়ীপাড়ায় বর্ধমানেশ্বর মহারাজ চিত্র সেনের তৈরি দেবী অম্বিকার। খুবই জাগ্রতা এই দেবীর নাম থেকেই কালনা হয়েছে অম্বিকা কালনা। তবে, পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, জৈন দেবী অম্বিকা কালে কালে হিন্দুদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তেমনই আছে ১৭৪০এ গড়া প্রাঙ্গণ জুড়ে ৫ শিব মন্দির। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-নিতাই-গৌরের শ্রীমন্দিরেও দেবতা রয়েছেন নিতাই-গৌর-শ্যামসুন্দর-বসুধা-সূর্যদাস পণ্ডিত-বলাই ছাড়াও নানান।

উইক এন্ডে চলুন দেবী দর্শনে

হাওড়া থেকে ৭-১৫র দ্বারভাঙা প্যাসেঞ্জারে ১৩-৩৯এ নলহাটি পৌছান। রিকশায় বা পায়ে নলাটেশ্বরী দেবী দর্শন করে বাসে চলুন ১২ কিমি দূরের ভদ্রপুরে। ভদ্রপুরে ভদ্রকালী আর বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া আকালীপুরে আকালী কালী দর্শন সেরে সরাসরি বা নাগরার মোড়ে এসে বাসে রামপুরহাট পৌছে যান ঘণ্টা দেড়েকে। রাতের অবস্থান রামপুরহাটে বা ১১ কিমি দূরের তারাপীঠে। দ্বিতীয় দিন সকালে সাঁইথিয়া পৌছে নন্দীকেশ্বরী দর্শন করে সাঁইথিয়া থেকে ১৪-৪৮এর তারাপীঠ (বামদেব) প্যাসেঞ্জারে ১৭-০৫এ বর্ধমান এসে লোকাল চেপে কলকাতা পৌছান ২০-০০টায়। আর সাঁইথিয়া থেকে ১৫-৫১য় কাঞ্চনজঙ্ঘা, ১৬-৩৭এ রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার শিয়ালদহ যাচ্ছে সরাসরি ২০-৩৫ ও ২২-৪৫এ। আবার সাঁইথিয়া থেকে নন্দীকেশ্বরী দেখা সেরে রামপুরহাটের বাসে কোটাসুর পৌছে আবার বাসে বীরচন্দ্রপুর বেড়িয়ে পরের বাসে তারাপীঠ চলা যেতে পারে। তেমনই সাঁইথিয়ায় অবস্থান করেও দেখে নেওয়া যায় ত্রয়ী।

কালনার আর এক অনন্য দ্রষ্টব্য তার নবকৈলাস বা **১০৮ শিব মন্দির**। ১৮০৯এ বর্ধমানরাজ তেজবাহাদুরের গড়া শিল্প-সুষমামণ্ডিত গঠনশৈলী ও স্থাপত্যে অনবদ্য—প্রাচীরে ঘেরা দুই সারিতে বৃত্তাকারে মন্দির হয়েছে। প্রথম বৃত্তে ৭৪—একটি শ্বেত মর্মরে একটি কালো পাথরের লিঙ্গে শিবঠাকুর। দ্বিতীয় বৃত্তের ৩৪টি মন্দিরে সবই শ্বেতমর্মরের শিবঠাকুর। অবস্থান মাহাত্ম্যে চত্বরের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়ালে প্রতিটা লিঙ্গ মূর্তিই একযোগে দৃশ্যমান। বিপরীতে **লালজির বাটী** বা প্রতাপেশ্বর মন্দির। ১৭৫১-৫২য় তৈরি প্রাচীরে ঘেরা সুউচ্চ পঁচিশ চুড়োর কৃষ্ণচন্দ্রর মন্দির ত্রয়ীর ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে অভিনবত্ব আছে। নানান পৌরাণিক আখ্যান রূপ পেয়েছে টেরাকোটায়। তবে দুপুর ১৩---১৬-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে প্রতিটি মন্দিরের। লাগোয়া **রাজবাটী**—অন্দরে প্রতাপেশ্বর শিব মন্দিরটিও টেরাকোটায় সমৃদ্ধ। নানান পৌরাণিক আখ্যানের সাথে অন্তঃপুরিকাদের রোজ-নামচা রূপ পেয়েছে। **সাধক কমলাকান্তর** জন্মও এই কালনার বিদ্যাবাগীশপাড়ায়। আর আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণর পদস্পর্শ-পূত সিদ্ধ সাধক ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম ব্রহ্মবাড়ি চকবাজারে, বুদ্ধমন্দির কালীনগরপাড়ায়, পাঠান কালের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ কালনায়। কালনার নবতম আকর্ষণ শীতে দূর-দূরান্ত থেকে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে এসে জুড়ে বসে গঙ্গার বুকে জাগা বিশাল চরে।

থাকার ব্যবস্থা মেলে পৌরসভার *ট্যুরিস্ট লজ, PWD IB* ও *H Relax, H Maluxmi*. ✆ (03454) 55367. কল বুকিং: ✆ 4737549; *H Durga*-য়। দিনান্তে ১১-৫৯, ১৭-৪৪, ১৮-৪৯, ২০-২৯, ০-৩৮, ০-৫৯, ২-০৩, ৩-২১, ৪-০০) ট্রেনে কলকাতায় ফিরুন কালনা থেকে। তবুও যেন উচিত হবে কাটোয়া ও কালনার মাঝে নদীয়া জেলার নবদ্বীপধাম একই ট্যুরে দেখে নেওয়া।

ফুল্লরা

বোলপুর থেকে নানুর/কীর্ণাহার হয়ে নানান বাসে লাভপুরে নেমে ফুল্লরা চলুন। মুহুর্মুহু বাস মেলে। ঘণ্টা দুয়েকের পথ। দূরত্ব ৫০ কিমি। আবার আমোদপুর জংশন থেকেও বাসে বা আমোদপুর-কাটোয়া শাখা রেলে আধ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে ফুল্লরায়। বাস আসছে সাঁইথিয়া, সিউড়ি, কাটোয়া থেকেও। সতীর ওষ্ঠ পড়ে, ৫১ পীঠের এক পীঠ এই ফুল্লরা। রেল ও বাসের অদূরে ১৩০২ বঙ্গাব্দে তৈরি মন্দিরে দেবীর কোন বিগ্রহ নেই। সিন্দুরে চর্চিত কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডই দেবীর প্রতিভূ। জয়দুর্গার স্বরূপে পূজা হয় দেবীর। বিশ্বেশ তার ভৈরব। মাঘী পূর্ণিমায় ১০ দিন ধরে উৎসব হয় জাঁকালো, মেলাও বসে। মন্দির লাগোয়া দেবীদহ। লোকশ্রুতি, রামচন্দ্রর মহাপূজার জন্য বীর হনু ১০৮টি নীলপদ্ম এখান থেকেই সংগ্রহ করে। এমনকি ৩ কিমি দূরে দুবসো গোপালপুরে দুর্বাসা মুনির আশ্রমও ছিল অতীতকালে। মন্দিরের অদূরে লাভপুরে বরেণ্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভিটা ধাত্রীদেবতায় সংগ্রহশালা গড়তে চলেছে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *লাভপুব গেস্ট হাউসে।* তেমনই উৎসাহীরা আমোদপুর স্টেশন থেকে রিকশায় ৩ কিমি দূরের **বেলে**-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ধর্মরাজের মন্দিরের জন্য বেলের প্রসিদ্ধি। দূর-দূরান্ত থেকে বাতজ ব্যাধিগ্রস্তেরা আসেন মন্দির লাগোয়া দিঘির জলে স্নানান্তে দৈব (দ্রব্য) গুণ সম্পন্ন তেল মালিশে আরোগ্য পেতে।

নন্দীকেশ্বরী মন্দির

এছাড়াও পীঠ রয়েছে বীরভূমে আরও এক। হাওড়া থেকে ১৭৯ কিমি দূরে সাঁইথিয়া রেল স্টেশন চত্বর পেরুতেই বিপরীতে দেবী নন্দিনী মন্দির। বোলপুর থেকে ট্রেনে তারাপীঠের পথে বেড়িয়ে নেওয়া চলে। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও ভক্তজনেদের সমাগম ঘটে চলে আজও। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তৈরি মন্দিরের অঙ্গনটি পাথরের টালিতে বাঁধান। অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের বাঁধান বেদীর প্রকোষ্ঠে তেল-সিন্দুরে চর্চিত ত্রিকোণাকার এক শিলাখণ্ডই দেবী প্রতিভূ। দেবীর

ভৈরব নন্দীকেশ্বরও মূর্তিহীন—বৃক্ষদ্বয়ের কোটরে শিব-জ্ঞানে পূজা পান নন্দীকেশ্বর। দেবতা রয়েছেন কালীয়দমন মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ, শীতলা, গণেশ, গৌরী ছাড়াও নানান। শারদীয়া বিজয়াদশমী মন্দিরের বরণীয় উৎসব। আর রয়েছেন অদূরে রক্ষাকালী, নন্দীকেশ্বরীর বিপরীতে। সাঁইথিয়াও একান্ন সতীপীঠের এক পীঠ—সতীর কণ্ঠনালী পড়ে এখানে। দ্বিমতে, সতীর কণ্ঠহাড় পড়েছিল অতীতের নন্দীপুর অর্থাৎ আজকের সাঁইথিয়ায়।

থাকার জন্য PWD-র *বাংলো*, সাধারণ সাজে *দত্ত বোর্ডিং হাউস, হ্যাপি লজ* আছে। আর আছে বাথসংলগ্ন ২০ ঘরের *শ্রীশ্রীনন্দীকেশ্বরী মাতা বালানন্দ তীর্থাশ্রম,* ঘর ৪০, বিছানাও মেলে ১০ টাকায় সেট। থাকার পক্ষে সাঁইথিয়াব সেরা এই *তীর্থাশ্রম যাত্রীনিবাস।*

তারাপীঠ

উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদীর পুব পাড়ে অতীতের চণ্ডীপুর আজ হয়েছে তারাপীঠ। কারও কারও মতে একান্ন পীঠের এক পীঠ—তবে, সতীর চোখের তারা পড়ায় সতীপীঠ নয়, মহাপীঠ তথা শক্তিপীঠ বলে খ্যাত তারাপীঠ। সাধক বশিষ্ঠ দ্বারকার কূলে মহাশ্মশানের শ্বেত শিমূলের তলে পঞ্চমুণ্ডির (শৃগাল-সর্প-সারমেয়-বৃষ-নৃমুণ্ড) আসনে বসে তারামায়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তবে অতীতের শিমুল বৃক্ষ আজ আর নেই। নেই সেই খরস্রোতা দ্বারকা নদীও। মহাশ্মশানের ভয়াবহতাও লোপ পেয়েছে জনারণ্যে। বশিষ্ঠের সিদ্ধপীঠ এই তারাপীঠে—কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, বিশেক্ষ্যাপা, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতিবাবা, শঙ্করবাবা, ন্যাংটাবাবা ছাড়াও নানান সাধক সিদ্ধিলাভ করেছেন। সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বামাক্ষ্যাপাও এই তারাপীঠে। তারামায়ের প্রাচীন মন্দিরটি আজ বিধ্বস্ত। উত্তরমুখী আটচালা বর্তমান মন্দিরটি ১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের জগন্নাথ রায় তৈরি করান। মন্দিরটি অলঙ্কৃতও— প্রবেশ পথের খিলানের উপর দেবী মহিষাসুরমর্দিনী সপরিবারে উৎকীর্ণ। বামে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ডাইনে রামায়ণ বর্ণিত হয়েছে। আর রয়েছে নানান পৌরাণিক আখ্যান মন্দিরে। দেবী এখানে তারাময়ী কালী—মুখমণ্ডল ছাড়া সারা অঙ্গ বসনে আবৃত। আর সাঁঝে দর্শন মেলে বশিষ্ঠকে দর্শন দেওয়া কষ্টিপাথরের মহাকাল (শিব) মহাকালীর স্তন্যপীযূষ পানে রত মূল মূর্তি।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা জীবিত কুণ্ড ও বিরাম মন্দিরটিও দর্শনীয়। বামাক্ষ্যাপার পর্ণকুটিরে মূর্তি হয়েছে সাধকের। মন্দির হয়েছে মুণ্ডমালীতলায়—অর্থাৎ তারামা গলার মুণ্ডমালা যেখানে রেখে দ্বারকায় স্নানে যেতেন। পঞ্চমুণ্ডির আসনপাতা মহাশ্মশান আজ তান্ত্রিক, সাধু-ফকিরদের উপনিবেশে রূপান্তরিত। পরিবেশও কিছুটা যেন কলুষিত। আনন্দময়ী মার আশ্রমও হয়েছে আজকের তারাপীঠে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২রা শ্রাবণকে স্মরণ করে বামাক্ষ্যাপার তিরোধান উৎসব হয় আজও। আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে ৭ দিনের মেলা ছাড়াও উৎসব রয়েছে সারা বছর জুড়ে তারাপীঠে।

শান্তিনিকেতন থেকে দূরত্ব ৭৮ কিমি, আর কলকাতা থেকে ২৯৪ কিমি। CSTC-র বাস যাচ্ছে শহীদ মিনার থেকে সকাল ৮-০০টায় ছেড়ে বর্ধমান/শান্তিনিকেতন/ সিউড়ি/ তারাপীঠ হয়ে, আর ৭-০০ ও ৯-০০টায় যাচ্ছে শহীদ মিনার ছেড়ে বারাসাত/ কৃষ্ণনগর/ বহরমপুর/সাঁইথিয়া/ তারাপীঠ হয়ে ৮ ঘণ্টায় রামপুরহাটে। কলকাতায় ফেরে রামপুরহাট থেকে ৬-৩০ ও ৮-০০টায় CSTC. আবার বোলপুর আগত যেকোন ট্রেনে রামপুরহাট গিয়ে রেল স্টেশন থেকেই ৯ কিমি সড়ক পথে ট্রেকার, অটো, মিনি, বাসে তারাপীঠ যাওয়া চলে। আর তারাপীঠ থেকে বাস যাচ্ছে ১১-৩০এ ছেড়ে দুমকা হয়ে দেওঘরে। সিউড়ি হয়ে ৩½ ঘণ্টায় বক্রেশ্বর যাচ্ছে ৫-০০, ৫-২৫, ৮-২০এ; সাঁইথিয়া, নলহাটি যাচ্ছে নানান বাস। কৃষ্ণনগর যাচ্ছে বহরমপুর হয়ে ১১-৪০, ১২-২০; কলকাতায় যাচ্ছে ৬-২০, ৭-১০এ; বহরমপুর যাচ্ছে ৬-২০ ও ৭-১০ ছাড়াও কৃষ্ণনগর ও কলকাতার বাস। রামপুরহাট রেল স্টেশন যাচ্ছে প্রত্যুষ থেকে গভীর রাতে মুহুর্মুহু। তবুও যেন রামপুরহাট থেকে বাসের আধিক্য মেলে। দূরত্ব রামপুরহাট থেকে—নলহাটি ১৬, নলাটেশ্বরী ১৮, কোটাসুর ৩৭, সিউড়ি ৫১, দুমকা ৬২, দেওঘর ১২৯ কিমি। দুমকা যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে ৪-০০টেয় প্রথম ছেড়ে ১৭-৪০এ শেষ বাস, আধ ঘণ্টা অন্তর সার্ভিস, ভাড়া ১৫—সময় নেয় ২½ ঘণ্টা। রামপুরহাট ফেরে দুমকা থেকে ৫-১৫য় প্রথম ছেড়ে ২০-০০টায় শেষ বাস।

থাকার জন্য নানান হোটেল তারাপীঠে। অবস্থানও বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫ মিনিটের পথে। ভাড়া এদের লাগাম ছাড়া। অমাবস্যা ও উইক এন্ডে ১৫০-১৫০০ টাকায় চড়লেও উইক ডেজে ৭৫-২৫০ টাকায় ঘর মেলে তারাপীঠের হোটেলে। তবুও যেন পরিবেশের আকর্ষণে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (ডোনেশন প্রথায়) বা নগেন বাবার আশ্রমে DCB ১০/২০ টাকায় থাকা যেতে পারে। বাস স্ট্যান্ড থেকে মন্দিরের পথে—*H Suvam, New Binapani L, Binapani L, Satima Niwas, Tirthabas L, Dhiren Saila Dharamshala, Sankar L,* মন্দির পেরিয়ে *Basanti L, Sabitri L, Ramkanai Jamini Dharamshala*।

মন্দিরের বিপরীতে বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে—*Mohan L, Ashirbad L, Keshari L, Sabitri Bhavan, Nataraj L, H Santinivas, Ma Tara L, Sandip L, Shailabas, Bharat Sebashram Sangha, Nagen Baba Ashram*।

বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া দ্বারকা নদীর পুল পেরিয়ে বাস সড়কে—*Dwaraka L, Hotel Smriti L, Mahadev Bhavan L, H Chhuti, H Purbasha, Tarapith G H, Renuka L, Asha L, H Alaka, H Sathi, H Shelter, Upasana L, Dreamland L*। আর আছে ভিড়ে ঠাসা মন্দিরের পথে *জয় মা কালী সন্তান সঙ্ঘ,* শ্মশানের পাশেই বামা মিশনের *নয়া নিবাস, সুনীতকুমার, বামদেব সঙ্ঘ, তারাপীঠ সঙ্ঘ, শিবানন্দ আশ্রম* ছাড়াও নানান। ম্যানেজারদের লিখে অগ্রিম বুক করা যায়। শৈলাবাসের কল বুকিং: শৈল স্যুইটস, লেকটাউন থেকে মেলে। আর খাবারের হোটেল অজস্র তারাপীঠে।

আর আছে *জেলা পরিষদ ও সেচ দপ্তরের বাংলো, রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে রামপুরহাটে। আর আছে বাস স্ট্যান্ডে—*মুখার্জী লজ, নিউ সিটি লজ;* রেল স্টেশনের কাছে—*রামপুরহাট লজ; হোটেল প্রাচী, বলরাম লজ, রাধা লজ, অনির্বাণ লজ* ছাড়াও নানান। সাঁওতাল বিদ্রোহকালীন হ্যামটন সাহেবের তৈরি গোল-ঘরটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে রামপুরহাটে।

উৎসাহীরা তারাপীঠ থেকে বাসে সাঁইথিয়ামুখী ১০ কিমি গিয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান (১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী) গর্ভাবাস নামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ **বীরচন্দ্রপুর**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাস সড়কের ডাইনে নিত্যানন্দর আরাধ্য দেবতা বাঁকারায়ের আটচালা মন্দির। আর হয়েছে ষষ্ঠীতলা, বিশ্বরূপতলা, শ্রীক্ষেত্রের দেবতা জগন্নাথদেবের মন্দির চলার পথেই। মূর্তিটিও সুন্দর। ভক্তদের প্রসাদ মেলে। মহাভারতের পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস কালে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এখানেও নাকি অবস্থান করে-ছিলেন। নাম ছিল সেকালে এর **একচক্রাগ্রাম**। সাঁইথিয়ামুখী আরও ৪ কিমি যেতে সাঁইথিয়ার ৮ কিমি উত্তর-পুবে **কোটাসুর**। মদনেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদীপাকার প্রস্তরখণ্ড আজও কুন্তীদেবীর প্রদীপ নামে অভিহিত। আর আছে বকরাক্ষসের মালাইচাকি। ২টি শিবমন্দিরও রয়েছে প্রাঙ্গণে। এছাড়াও আছে সূর্য ও বিষ্ণুর কষ্টিপাথরের সুদর্শন মূর্তি মদনেশ্বর চত্বরে। লোকশ্রুতি, ভীম এখানেই বকরাক্ষসকে বধ করে হিড়িম্বাকে বিয়ে করে।

নলহাটি

সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে কলকাতা থেকে বোলপুর/সাঁইথিয়া/তারাপীঠ/রামপুরহাট হয়ে ট্রেন যাচ্ছে নলহাটি। দূরত্ব নলহাটি থেকে কলকাতা ২২১, বোলপুর ৭৫, রামপুরহাট ১৪ কিমি। আর শান্তিনিকেতনের সড়ক দূরত্ব ৯১ কিমি। রেল স্টেশন থেকে ১ আর বাস থেকে ২ কিমি দূরে অনুচ্চ টিলার ঢালে দেবী পার্বতী অর্থাৎ নলাটেশ্বরী মন্দিরের জন্য নলহাটির প্রসিদ্ধি। চারচালা মন্দিরে পাষাণ খণ্ডের মাঝে দেবী বিরাজিতা। সতীর নলা পড়ে এখানে। স্বপ্নাদেশে আবিষ্কার করেন কামদেব ২৫২ বঙ্গাব্দে। আর মন্দিরটি গড়েন রানী ভবানী। দ্বিমতে রামশরণ শর্মা স্বপ্নাদিষ্ট হন—মন্দির তৈরি করেন বাণিজ্য করতে বেরিয়ে সওদা-গরেরা। ৫১ পীঠের এক পীঠ। অতীতে একটি প্রস্রবণ ছিল। গড়ও ছিল সেকালে। আর আছে মন্দিরের পিছনে টিলার টঙে বর্গীযুদ্ধে শহীদ পীর কেবলা আনা শহীদ মাজার শরীফ। চোখ ভরে দেখে নেওয়া যায় টিলা থেকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মিরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশের লড়াই ক্ষেত্র উধুয়ানালার মাঠ। টিলার আর এক আকর্ষণ তার প্রাচীন-কালের নিমগাছ। গাছের বৈশিষ্ট্য—এর মন্দিরমুখী ডালের পাতা স্বাভাবিক তেতো আর মাজারমুখী ডালের পাতা মিষ্টি না হলেও তেতো নয়। টিলার পশ্চিমে খননে ১৯৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন, মধ্য ও প্রস্তরযুগের নানান অস্ত্রশস্ত্র। উৎসাহীরা কলকাতার যাদুঘরে দেখেও নিতে পারেন সে নিদর্শন। থাকার ব্যবস্থা আছে মন্দিরে। আর আছে রেল স্টেশনের কাছেই *ইন্দ্রপুরী হোটেল* ও *পূর্ত দপ্তরের বাংলো* নলহাটিতে।

উৎসাহীরা নলহাটি থেকে ভদ্রপুরের বাসে বা NH-2 ধরে বহরমপুরগামী যে-কোনও বাসে নগরার মোড়ে নেমে দেখে নিতে পারেন নন্দকুমারের জন্মস্থান (১৭০০) **ভদ্রপুর**। ভদ্রপুর বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে আকালীপুরে দেবী আকালীর মন্দির। মহারাজ নন্দকুমারের স্বপ্নে পাওয়া দেবী কালীর মূর্তিতে বৈচিত্র্য আছে। সর্পাসীনা, সর্পাভরণা, বরাভয়দায়িনী দ্বিভুজা, শ্মশানবাসিনী জগন্মাতা শ্রীশ্রীগুহ্যকালিকার মূর্তি হয়েছে কষ্টিপাথরে। মন্দিরটি নির্মাণকালেই বিদীর্ণ হয় এর দেওয়াল। উত্তরদিকের ফাটলটি আজও সে সাক্ষ্য বহন করছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের অসাধুতার প্রতিবাদ করায় মন্দিরটির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ফাঁসি হয় নন্দকুমারের। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি আজ জীর্ণ। জনশ্রুতি, মগধরাজ জরাসন্ধের পূজিত দেবীকে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় আনেন উত্তর ভারত থেকে। প্রাথমিক সখ্যতার সুবাদে মূর্তি পান নন্দকুমার। অত্যুৎসাহীরা বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে হাট-তলায় বর্গীদের হাতে খণ্ডিত ভদ্রকালী ও অদূরে গ্রামান্তরে নন্দকুমারের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপও দেখে নিতে পারেন। মূক-মুখে দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদবাড়ির দেওয়ানখানা ও অন্দর মহলের কিছু অংশ। তবে সেও আজ জরাজীর্ণ, ঝোপ-ঝাড় গ্রাস করেছে প্রাসাদকে। অদূরে ব্রাহ্মণী নদী তীরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশম কুঠিটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে পায়ে পায়ে। এবার ফিরুন ১২ কিমি দূরের নলহাটি বা আরও ১৪ কিমি গিয়ে রামপুরহাট হয়ে তারাপীঠে। মুহুর্মুহু বাসও চলে এপথে।

বাস/মিনি বাস যাচ্ছে রামপুরহাট রেল স্টেশন থেকে প্রত্যূষ থেকে গভীর রাতে তারাপীঠের। ৫-৩০ ও ৬-২০এ যাচ্ছে বক্রেশ্বরে; নলহাটি হয়ে ভদ্রপুর যাচ্ছে ৬-০০, ৭-২৫, ৮-২০, ৯-০০, ৯-৪০, ১৫-১৫, ১৬-১৫, ১৭-২০, ১৭-৫০, ১৮-১৫য়। বাস যাচ্ছে নলহাটি, সাঁইথিয়া, সিউড়ি, বোলপুর, দুমকা, দেওঘর, ফারাক্কা, বহরমপুরেও রামপুরহাট থেকে।

মালদহ

পর্যটন মানচিত্রে আজ গৌড় ও পাণ্ডুয়া কিছুটা স্তিমিত হলেও মালদহ যথেষ্ট আদৃত। মালদহরই দক্ষিণে গৌড় আর উত্তরে পাণ্ডুয়ার অবস্থান। তাই উচিতও হবে মালদহকে বুড়ি করে মালদহ-গৌড়-পাণ্ডুয়া বেড়িয়ে নেওয়া। অতীতে বাংলার রাজধানী ছিল মালদহর উপকণ্ঠে গৌড়ে। আর সেই মধ্যযুগীয় ধ্বংসাবশেষ আজও পর্যটকআকর্ষণ করে চলেছে। মালদহ শহরটিও আজকের নয়। গৌড় ও পাণ্ডুয়া থেকে একে একে মুসলিমরাজ লোপ পেতে মালদহ শহরের পত্তন। ১৭৭০এ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মাঝে রেশম কারবারের সুবিধার্থে ছোট্ট এক গ্রাম কিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কুঠি গড়ে। নাম হয় তার *ইংলেজাবাদ* অর্থাৎ ইংরেজের আবাদ। কালে কালে

ইংলেজাবাদই হয় ইংলিশবাজার। ব্যবসার স্বার্থে তাঁতি ও জোলারা এসে বসতি গড়ে কুঠিকে ঘিরে। আর ১৭৭১এ কুঠি থেকে দুর্গ গড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ। নেমে আসে ব্রিটিশরাজ সেদিনের মালদহতে। ১৯৩৭এ জন্ম মালদহ মিউজিয়মে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতত্ত্বর নানান সংগ্রহও উল্লেখ্য। তেমনই রেল স্টেশন চত্বরে পূর্ব রেলের তৈরি পার্কটি স্থানীয়দের সান্ধ্য ভ্রমণের মনোরম পরিবেশ। আর আছে গোলাম হুসেনের কবর, চিত্রশালা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও জহরতলা থান অর্থাৎ শক্তিপীঠ। তবুও যেন আজকের মালদহ আমাদের কাছে সমধিক খ্যাত তার ফজলি আমের জন্য। তেমনই মালদহর আর এক কৃষ্টি তার গম্ভীরা সৃষ্টি।

গৌড় : জনশ্রুতি, অতীতে গুড় ব্যবসার প্রসিদ্ধির জন্য গুড় থেকে গৌড় নামকরণ। তবে, পুরাণে মেলে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন।

মালদহ থেকে NH-34 ধরে ফারাক্কামুখী ৩ কিমি যেতে বামহাতি বাংলাদেশ সীমান্তের মহদীপুর পথে ৭ কিমি গিয়ে পিয়াস বারি বা পিয়াজবাড়ি। পিয়াস বারি থেকে ডানহাতি পথে ৩ কিমি জুড়ে গৌড়ের অতীত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। গৌড়ের নিজস্ব কোনো বাস না থাকলেও মালদহ বাস স্ট্যান্ড থেকে ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-৩০, ১০-১৫, ১১-০০, ১২-০০, ১৪-৩০, ১৫-৩০, ১৭-০০, ১৮-০০, ১৯-৩০টায় মহদীপুরের বাসে পিয়াস বারি পৌঁছে পায়ে পায়ে ৫ কিমি পরিক্রমায় সাঙ্গ করা যায় বৌদ্ধ-হিন্দু-নবাবী রাজধানী গৌড় দর্শন। লুকোচুরি গেট হয়ে পথ পৌঁছায় মহদীপুর-মালদহ বাস সড়কে। ফেরাও যেতে পারে শহরে ফিরতি বাসে। তবে হাঁটতে বিমুখ যাত্রীদের উচিত হবে মালদহ থেকে ১০০ টাকায় টাঙা, ২০০ টাকায় ট্যাক্সিতে ঘণ্টা তিনেকে গৌড় বেড়িয়ে ফেরা। রিকশাতেও সাঙ্গ করা যায় গৌড় দর্শন। *জেলা পরিষদের ট্যুরিস্ট লজও হয়েছে* পিয়াস বারিতে।

দীর্ঘ অতীতে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি দ্রাবিড় ও প্রাক আর্য কোমেরা বাস করত গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা ও করোতোয়ার দোয়াবে। গুপ্ত যুগের সুবর্ণময় কালে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য মগধ থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন উত্তর ভারতের উজ্জয়িনীতে। আর সংঘাতেরও শুরু সেই থেকে আজকের গৌড় অর্থাৎ সেকালের বৌদ্ধ সাম্রাজ্য পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে। ইতিহাসের নানান টালমাটালের মধ্য দিয়ে সামন্ত-রাজা শশাঙ্কের অভ্যুত্থান। তরুণ শশাঙ্ক রাজা হয়েই স্বাধীনতা ঘোষণা করে নামের বদল ঘটান রাজ্যের। পুণ্ড্রবর্ধন হল স্বাধীন গৌড়রাজ্য ৬০২ খ্রিস্টাব্দে। রাজধানী তার কর্ণসুবর্ণ। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষের অনাচার দূর করতে গৌড়বাসী রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করলেন পুণ্ড্রবর্ধনের উত্তরপুরুষ গোপাল-দেবকে। গোপালদেব রাজ্য পেয়ে রাজধানী গড়েন কালিন্দী নদীর তীরে গৌড়ে। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল ও ধর্ম-পালের পুত্র দেবপালের কালে গৌড়ের রমরমা। গড়ে ওঠে মন্দিরের পর মন্দির গৌড়ের আকাশ ছেয়ে। তাদেরই কালে দুই বিশিষ্ট ভাস্কর ধীমান ও বীটপালের অনুপম ভাস্কর্য মহীয়ান করে তোলে গৌড়কে। রাজ্যও প্রসার পায় ধর্মপাল ও দেবপালের কালে—উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সেতুবন্ধ আর পশ্চিমে আরবসাগর থেকে পুবে বঙ্গোপসাগর। ১১২০এ বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুতে গৌড় যায় বৌদ্ধ থেকে হিন্দু রাজা সেন বংশের হাতে। ১২ শতকে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গৌড়ের প্রশস্তি ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে। ১২০২এ শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের কালে গৌড় যায় বখতিয়ার খিলজির দখলে। হিন্দু-রাজ লোপ পেয়ে শুরু হয় মুসলিম নবাবী শাসন গৌড়ে। আজকের গৌড়ের স্মৃতিসৌধগুলি তাঁদেরই কীর্তিকলাপের স্মারক হয়ে অতীত রোমন্থন করায়।

মালদহ-মহদীপুর বাস সড়কে গৌড় দর্শনার্থীদের প্রথম দ্রষ্টব্য **পিয়াস বারি** বা পিয়াজবাড়ি। বাড়িটি আজ লুপ্ত হলেও ৩৩ একর ব্যাপ্ত দিঘির *পিয়াস বারি* আজও নসরৎ শাহর নির্মমতার কাহিনী শোনায়। অভিনব ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতেন সম্রাট। আকণ্ঠ মিষ্টি খাইয়ে বদ্ধ ঘর থেকে দিঘির জল দেখে পিয়াসা যেত বেড়ে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু। আকবর-নামায় মেলে—দিঘির জলও ছিল বিষাক্ত।

পিয়াস বারির ডাইনে বাঁক খাওয়া গ্রাম্য পথের পশ্চিমে যেতে **রামকেলি**। ১৫০৬এর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে বৃন্দাবনের পথে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আসেন গৌড়ে। অবস্থান করেন মহাপ্রভু কয়েকদিনের তরে এখানে। পদচিহ্ন রয়েছে পাথরের বুকে চৈতন্যদেবের তমালতলের ছোট্ট মন্দিরে। একই বেদীতে ২টি তমাল ও ২টি কদম্ব বৃক্ষ আজও রয়েছে যার নিচে গৌড়ে অবস্থানকালে বসতেন শ্রীচৈতন্য। হুসেন শাহর দুই মন্ত্রী: সাকর মল্লিক—*রূপ* আর দবীর খাঁন—*সনাতন* সান্নিধ্যে আসেন চৈতন্যদেবের। দীক্ষা নেন তাঁরা তমালতলে চৈতন্যদেবের কাছে বৈষ্ণবধর্মে। মন্দিরও গড়েন রূপ ও সনাতন শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউ-এর। তবে, সেটি ধ্বংস হতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বর্তমান মন্দিরটি গড়ে ওঠে। দেবতা—শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধিকা ছাড়াও নানান। রূপসাগর, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, সুরভীকুণ্ড, রঙ্গাকুণ্ড, ইন্দুলেখাকুণ্ড—৮টি কুণ্ডও রয়েছে মন্দিরের ডাইনে-বাঁয়ে। এগুলিও খনন করেন রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনী ঢঙে। আজও প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে স্মরণোৎসব পালিত হয় শ্রীচৈতন্যর। জাঁকালো মেলা বসে ৭ দিন ধরে। পরম পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থ রামকেলিকে গুপ্ত বৃন্দাবনও বলে থাকে লোকে।

রামকেলি থেকে ½ কিমি দক্ষিণে **বারোদুয়ারী**। গৌড়ের স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে অন্যতম আর বৃহত্তমও বটে এই বারোদুয়ারী। নামে বারো দুয়ারী হলেও আসলে এটি এগারো দুয়ারী। ১৬৮×৭৬ ফুট ব্যাপ্ত ৪০ ফুট উঁচু মসজিদ আলাউদ্দিন হুসেন শাহর হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৫২৬এ তারই পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহর হাতে। চারধারের বারান্দা খিলানের কাজে সমৃদ্ধ। সুন্দর কারুকার্যময় চতুষ্কোণ মসজিদটি ইঁটে

শুরু হয়ে সম্পূর্ণতা পায় পাথরে। ইন্দো ও আরবীয় শৈলীতে তৈরি মসজিদের নির্মাণ ও অলঙ্করণ পর্যটকদের অভিভূত করে। পাথরখণ্ডগুলি এমনই নিখুঁতভাবে বসানো যে জোড় খুঁজে পাওয়া ভার। সম্ভবত বাদশাহ আসতেন এই বারো-দুয়ারীতে নামাজ পড়তে। উত্তর দেওয়ালের *মোঝিন* মঞ্চটি বাদশাহর নামাজস্থল হয়ে থাকবে। আর *মুয়াজ্জিন* দক্ষিণের এক পীঠ থেকে ঘোষিত হত। মহিলাদের প্রকোষ্ঠটিও বিধ্বস্ত। ৪৪টির মধ্যে ১১টি গম্বুজ আজও অতীত রোমন্থন করায়। গম্বুজের সোনালি চিক্কন কাজের জন্য সোনা মসজিদ আর আকারে বড় থেকে বড় সোনা মসজিদও বলে থাকে একে। খাদ্যের বিনিময়ে শ্রম প্রথায় তৈরি হয়েছিল গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট এই হর্ম।

পরিখাবৃত প্রাচীরে ঘেরা হাভেলী খাস প্রাসাদের মূল প্রবেশ পথে ছিল উত্তরমুখী **দাখিল দরওয়াজা**। ফারসি শব্দ *দাখিল*—অর্থ তার প্রবেশ। অতীতে কামান দাগা হত এরই কাছ থেকে। তাই সালামী দরওয়াজা নামেও খ্যাত এটি। ৭০ ফুট উঁচু, ১১৩½ ফুট প্রশস্ত পোড়ামাটি ও লাল ইটে তৈরি দাখিল দরওয়াজার নির্মাণ ও অলঙ্করণশৈলী অনন্য করে তুলেছে একে। বিশ্বের সুন্দরতম ইটের কাজ বলে স্বীকৃতিও দিয়েছে *The Cambridge History of India* দাখিল দরওয়াজাকে। ১৪২৫এ বারবাক শাহর হাতে তৈরি মনোহর এই দাখিল দরওয়াজা। পেরুতেই খরস্রোতা পরিখা, গভীর জল—কুমিরে আকীর্ণ। পারাপার ছিল ভাঁজ করা সাঁকো ফেলে সেকালে। ভাঁজ খুলে তুলে নিলে পারাপার অসাধ্য।

দাখিল দরওয়াজা থেকে ১ কিমি দূরে কুতবের আদলে তৈরি ২৬ মি উঁচু ৫ তলার **ফিরোজ মিনারটি** গৌড়ের আর এক দ্রষ্টব্য। বারবাক শাহকে হত্যা করে গৌড় জয়ের স্মারক রূপে তৈরি করেন হাবসি সুলতান সৈইফ উদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪৮৫-৮৯ খ্রিস্টাব্দে। পীর-আশা-মিনার বা *চিরাগদানি*ও বলে থাকে একে। আলোর ইশারায় সংবাদ আদান-প্রদান হতো অতীতে। ৮৪ ধাপের ঘোরানো সিঁড়ি উঠে জয় করে নেওয়া যায় মিনার। তুঘলকি শৈলীতে তৈরি, দেওয়াল টেরাকোটায় সমৃদ্ধ। নীল ও সাদা মীনা করা টালিতে অলঙ্কৃত। এমনকি এর চমৎকারিত্বে মুগ্ধ ফিরোজ নিজ গলা থেকে মোতির মালা খুলে শিল্পী পিরু মিস্ত্রিকে পরিয়ে দেন। দিশেহারা পিরুর নির্বুদ্ধিতার দোষে দাম্ভিক রাজার বিধানে প্রাণও দিতে হয় তাকে মিনারের চুড়ো থেকে পড়ে।

ফিরোজ থেকে ½ কিমি যেতে **কদম রসুল** মসজিদ। *কদম* অর্থ পদ আর *রসুলহচ্ছেন* পয়গম্বর (হজরত মহম্মদ) অর্থাৎ পাথরের বুকে যুগল পদচিহ্ন রয়েছে পয়গম্বরের। জনশ্রুতি, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ মদিনা থেকে আনেন হজরত মহম্মদের এই পায়ের ছাপ। তবে দিনভর কদম রসুলে অবস্থান করে দিনান্তে মহদীপুরে ফিরে যায় মহম্মদের পায়ের ছাপ। আর ১৫৩০এ কারুকার্যমণ্ডিত মসজিদটি গড়েন সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ। চারকোণে কালো মর্মরে চার মিনার, শিরে গম্বুজ। কদম রসুল লাগোয়া বিপরীতে বাংলার দোচালার ঢঙে ইটে তৈরি মসজিদে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলওয়ারের পুত্র ফতে খাঁ শায়িত রয়েছেন। মৃত্যু ঘটে রক্ত বমি করে ফতে খাঁর।

কদম রসুল থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে **নেক বিবির সমাধি**। নানান অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে নিপুণা ছিলেন নেক বিবি। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ হয় আজও।

১৪৭৫এ ফকিরের সম্মানে সুলতান ইউসুফ শাহর তৈরি বিরাটাকার এক গম্বুজওয়ালা **চিকা মসজিদ**। *চিকা* অর্থাৎ বাদুড়দের বাস ছিল সেকালে। সুন্দর চাকচিক্যময় অলঙ্করণের জন্য *চামখানা* নামেও খ্যাতি আছে এর। অলঙ্করণে হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে। প্রবেশ দ্বারের বাঁয়ে দেওয়ালের পাথর থেকে গণেশ মূর্তিটি চেঁছে তোলার প্রচেষ্টা আজও পরিস্ফুট। মসজিদ নয়—সম্ভবত রাজ দরবার বসত সুন্দর-সুশোভিত ৯৫ মি দৈর্ঘ্যপ্রস্থের চিকা অর্থাৎ চামখানে। দ্বিমতে, মামুদ শাহ সমাধিস্থ চামখানায়। তবে, রূপ ও সনাতনের বন্দী জীবন কাটে এই চামখানায়। সুড়ঙ্গপথও ছিল সেকালে চিকা থেকে গুমটি ঘরের। এরই পাশে **দাতন মসজিদ**।

চিকার উত্তর-পশ্চিমে ১৫১২-য় হুসেন শাহর তৈরি **গুমটি দরওয়াজা**। রঙবেরঙের কারুকার্যমণ্ডিত ইট ও টেরাকোটায় সুশোভিত গুমটি দরওয়াজা আজ রুদ্ধ। রঙবেরঙের নকশাও লুপ্ত হতে বসেছে। শোনা কথা হলেও সোনারও নাকি প্রলেপ ছিল এর অলঙ্করণে।

কদম রসুলের দক্ষিণ-পূবে ১৬৫৫য় শাহ সুজার হাতে মোগলী ধাঁচে তৈরি **লুকোচুরি গেট** বা লক্ষছিপি দরওয়াজা। দ্বিমতে ১৫২২-এ হুসেন শাহর তৈরি এই দরজা। কার্যত রয়্যাল গেট ছিল দুর্গের পূর্ব দ্বার ৬৫×৪২.৪ ফুটের দ্বিতল এই গেট। অবকাশে লুকোচুরি খেলতেন সুলতান বেগমদের সাথে। দুপাশে প্রহরীকক্ষ, নক্করখানা, দ্বিতলে নহবত ছিল—বাজনাও বাজত সকাল-সাঁঝে। স্থাপত্যে অভিনবত্ব আছে।

১৫ শতকে যদু অর্থাৎ জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর পাঠান সেনাপতি নাসিরুদ্দিন গৌড় দখল করেন। তার পুত্র বারবাক শাহ প্রাসাদ গড়েন নতুন করে। প্রাসাদ সুরক্ষার্থে ২২ গজ উঁচু প্রাচীরও গড়েন ১৪৬০এ চিকার ½ কিমি পশ্চিমে। অভিনব এই প্রাচীর নিচুতে ১৫ ফুট, ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিক ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। ঘোড়ায় চড়ে কোতোয়াল পাহারা দিত বাইশ গজী প্রাচীরে। কার্যত, ত্রি-স্তরে বিন্যস্ত ছিল রাজপ্রাসাদ এই বাইশ-গজী প্রাচীর থেকে। মূল প্রবেশপথ দাখিল দর-ওয়াজা হয়ে চাঁদ দরওয়াজা পেরিয়ে নিম দরওয়াজা দিয়ে রঙবেরঙের টালিতে অলঙ্কৃত মনোহর দরবার হলের পথও ছিল। দ্বিতীয় অংশে সুলতানের বাস। **হারেম মহল** তথা বেগমদেরও বাস ছিল এই দ্বিতীয় অংশে। তবে, অনাদর আর অবহেলায় লুটেরাদের পণ্য হয়ে প্রাসাদপুরী আজ লুপ্ত।

কোতোয়ালী দরওয়াজা রেখে ২ কিমি দক্ষিণে বল্লাল

সেনের দিঘি পেরিয়ে আরও ২ কিমি দক্ষিণে যেতে শহরতলি ফিরোজপুরে ১৫৫৯-এ সুলেমান কররানির কালে গড়া নিয়ামৎ উল্লার মসজিদ। অদূরে টাঁকশাল, দিঘির ধারে সুন্দর নক্সা খোদিত গৌড়ের মণি পাথরের **ছোট সোনা মসজিদ**।

অবশেষে বাঁক খাওয়া গৌড়ীয় পথ গিয়ে মিলেছে মহদীপুরের বাস সড়কে। লুকোচুরি গেট থেকে ১½ কিমি যেতে **তাঁতিপাড়া মসজিদ**। উমর কাজীর স্মৃতিতে ১৪৮০তে সুলতান মিরশাদ খানের তৈরি। বিপুলাকার চারকোণা ১০ গম্বুজ বিশিষ্ট তরঙ্গায়িত ছাদের সূক্ষ্ম কারুকার্যময় টেরা-কোটায় সমৃদ্ধ এই মসজিদ গৌড়ের অন্যতম সুন্দর মসজিদ ছিল সেকালে। তবে, ১৮৮৫র ভূমিকম্প ধ্বংস করে একে। ১৩ ফুট চওড়া দেওয়াল ৪টি মূক মুখে আজও অতীত রোমন্থন করায়।

তাঁতিপাড়া থেকে মহদীপুরমুখী ১ কিমি যেতে বাস সড়কে **লোটন মসজিদ**। চতুষ্কোণ কক্ষের লোটন মসজিদ ১৪৭৫এ তৈরি করেন সুলতান শমস উদ্দিন ইউসুফ। দ্বিমতে, রাজ-দরবারের নর্তকীর তৈরি। অষ্টভুজ স্তম্ভের উপর ধনুকাকারে ছাদ ও গম্বুজ। সবুজ, নীল, হলুদ, পীত ও সাদা রঙে মিনা করা টালিতে দেওয়াল। সূর্যালোকে রঙের বর্ণালীতে দূর থেকে মনে হবে নৃত্যের তালে তালে এক নর্তকী চলেছে দেব-অভিসারে। ভেতরেও রঙের বর্ণালী। স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে সূক্ষ্মতার অভাব ঘটলেও চিক্কণ অলঙ্করণের উৎকর্ষতা অনন্য করে তুলেছে একে।

লোটনের বিপরীতে ১ কিমি মোরাম পথে পায়ে গিয়ে **গুণমন্ত মসজিদটি**ও দেখে ফেরা যায়। অতীতে ভাগীরথীও বয়ে যেত লোটনের নিচ দিয়ে। কালো পাথরের বিশালাকার মসজিদটির খিলান ও গম্বুজ হয়েছে ইটে। ফতে শাহর তৈরি গুণমন্তে আদিনার আদল মিললেও লুটেরাদের পণ্য হয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

লোটন থেকে শহরমুখী ফিরতে তাঁতিপাড়া/লুকোচুরি রেখে ২ কিমি উত্তরে **চামকাটি মসজিদ**। এটিও তৈরি করেন ১৪৭৫এ সুলতান ইউসুফ শাহ দানশীল এক ফকিরের স্মারক রূপে।

সুলতান ইউসুফের আর এক কীর্তি—**ফজলি আম** সৃষ্টি। সুলতানের প্রিয় নর্তকী ছিলেন ফজলবিবি। ইউসুফ তাকে খুঁজে পেতে নিবাস গড়ে দেন আম্রকাননে। বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে পড়েন বিবিসাহেবা। অতি অল্পকালেই ফুলে ফেঁপে বপু হয়ে ওঠে বিপুলাকার। ফজলবিবির আবাস লাগোয়া কাননের কোন এক বৃক্ষে আমও ফলত বিপুল আকারের। ফজলবিবির অঙ্গকে ব্যঙ্গ করে লোকে বলত ফজল বা ফজলি আম। ফজলবিবি আজ আর নেই, তবে ফজলি আম হচ্ছে মালদহতে গাছে গাছে বিপুলহারে।

১৫৩৯এ স্বাধীন সুলতানীরাজের অবসানে বাংলা যায় শেরশাহর দখলে। ১৫৪৫এ শেরশাহর মৃত্যু হতে দাউদ কররানী হলেন বাংলার সুবেদার। আর দাউদের সেনাপতি অতীতের গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ রায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে *কালাপাহাড়*নামে সারা পূর্ব-ভারতের সাথে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় এসে ধ্বংস করে হিন্দুর মন্দিররাজি। শহরমুখী যেতে NH-34 সংযোগের পশ্চিমে মালতীপুরে **কালাপাহাড়ের গড়টি**ও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। তেমনই শহরমুখী আরও যেতে যদুপুরের বাঁয়ে শাদুল্লাপুরমুখী ৩ কিমি গিয়ে বল্লাল সেনের আর এক কীর্তি **বড় সাগরদিঘি**ও দেখে চলা যায়। সম্প্রতি সংস্কার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর মৎস্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। তেমনই দেখতে মেলে বল্লাল ভিটা অর্থাৎ বল্লাল সেনের দুর্গ ও মাটির প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ আজও। আর ছোট সাগরদিঘির অবস্থান লোটনের উত্তর-পুবে—রাজপ্রাসাদে জল যেত এই দিঘি থেকে। এমনকি ধনপতি চাঁদ সওদাগরের বাসও ছিল দিঘির পাড়ে।

পাণ্ডুয়া : গৌড় দর্শন সাঙ্গ করে শহরে ফিরে স্নানাহার সেরে মালদহ থেকে NH-34 ধরে মহানন্দা নদী পেরিয়ে ১৬ কিমি উত্তরে পাণ্ডুয়া চলুন। ট্যাক্সি যাচ্ছে ঘণ্টা দু'য়েকের সফরে ১৫০-২০০ টাকায়। টাঙাও মেলে ১২৫ টাকায় যাতায়াত। আর যাচ্ছে বাস—সরকারি/বেসরকারি জাতীয় সড়ক ধরে পাণ্ডুয়া হয়ে উত্তরবঙ্গের দিকে দিকে মালদহ থেকে। মুহুর্মুহু বাস মেলে এ-পথে। পাণ্ডুয়াতেও গৌড়ের মতই বাঁহাতি বাঁক খাওয়া ৩ কিমি দীর্ঘ এক গ্রাম্যপথে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ। দরগা শরীফে বাস সড়ক ছেড়ে গ্রাম্যপথ ঘুরে-ফিরে আদিনা হয়ে মিলেছে আবার জাতীয় সড়ক অর্থাৎ বাসপথে। নির্ভরতা কম হলেও এই পরিক্রমায় ভ্যান রিকশা মেলে পাণ্ডুয়ায়। তবে, হাঁটতে বিমুখ যাত্রীদের উচিত হবে মালদহ থেকে ট্যাক্সি নিয়েই পাণ্ডুয়া চলা। রাত্রিবাসের কোন ব্যবস্থাই নেই পাণ্ডুয়ায়। দিন-রাত বাস মেলে আদিনা/পাণ্ডুয়া থেকে মালদহে ফেরার।

পাণ্ডুয়াতেও বসেছিল অতীতকালে বাংলার রাজধানী। সেইসব মুসলিম শাসকদের কীর্তিকলাপের নানান ধ্বংসা-বশেষ আজও অতীত রোমন্থন করায়। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও ঐতিহাসিক মূল্য এর অপরিসীম। আগে নাম ছিল এর পাণ্ডুনগর। সম্ভবত মহাভারতের পাণ্ডুরাজার রাজত্ব ছিল সেকালে। আজও পাণ্ডবরাজ দালান নামে বাড়ি আছে এক।

পাণ্ডুয়ার প্রথম দ্রষ্টব্য **বড় দরগা**—NH-34 অর্থাৎ বাস সড়কেই অবস্থান। ১৩৪২এ সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহর হাতে রূপ পায় হিন্দু সাম্রাজ্যে মুসলিম ধর্মের প্রচারক পারস্য থেকে আগত পীর সৈয়দ মখদুম শাহ জালাল তব্রিজীর নকল সমাধি। ১৪১৪য় মৃত্যু হয় পীর সাহেবের। আর ১৪৫৮য় দরগাহটি গড়েন সুলতান শমসউদ্দিন ইউসুফ শাহ। শিরে ৩টি গম্বুজ। এরই পুবে দীর্ণ *মুরিদখানা*—অতীতে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হত। জলের উপর দিয়ে গঙ্গা পার ছাড়াও সৈয়দ শাহর নানান অলৌকিক ঘটনায়

মুগ্ধ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন দরগা শরীফের জুম্মা মসজিদটি গড়ে তাঁকে ভেট দেন। আর দেন রাজা ২২০০০ টাকা আয়ের উপযোগী জমি ফকিরকে। ফকির সাহেবের ব্যবহৃত নানান জিনিস রয়েছে মসজিদে। আর আছে উত্তরে সিরাজের হাতে রুপোর বেষ্টনীতে ঘেরা ফকির সাহেবের আসন তথা তপস্যাবেদী বা চিল্লাখানা, ভান্দুরখানা, চাঁদ খানের সমাধি, হাজি ইব্রাহিমের সমাধি, ছাড়াও নানান বাড়ি-ঘর দরগা শরীফে। চত্বরের দাড়িম্ব গাছে বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় ইট বাঁধেন আজও। প্রতি বছর আরবি রজব মাসে ফকিরের *ফাতিহা* অর্থাৎ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় ২২ দিন ধরে। সুলতান আলাউদ্দিনের আর এক কীর্তি তাবরেজির সম্মানে ইট আর পাথরে ১৩৪২এ তৈরি **সালামী দরওয়াজা**। ২২ ফুট দীর্ঘ, ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত সালামী দরওয়াজা অর্থাৎ পাণ্ডুয়ার প্রবেশ দ্বার আজও স্বাগত জানায় যাত্রীদের। অদূরে মিঠা তালাও ডাইনে রেখে কাজী মসজিদ। বাঁয়ে ১৫০-রও অধিক সমাধি বেদী, সালামী দরজা পেরুতেই দরগা শরীফ অর্থাৎ **বড় দরগাহ**। আর এরই ½ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ১৩৯৮এ তৈরি নূর কুতব-উল আলমের **মাজার** তথা **ছোট দরগাহ**। নূর কুতব-উল আলম ছিলেন সিদ্ধ পীর। নানান অলৌকিক ঘটনায় দক্ষ ছিলেন তিনিও। এমনকি হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন এই পীর সাহেবের কাছে। ১৩২৫এ অধুনা বাংলাদেশের সিলেটে মৃত্যু ঘটে তাবরেজির।

ছোট দরগা থেকে আরও উত্তর-পশ্চিমে যেতে **একলাখী মসজিদ**। স্থানীয়রা এক লক্ষ্মীও বলে থাকেন একে। হিন্দুরাজা যদু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ হলেন। স্বীয় নিষ্ঠা প্রতিপন্ন করতে এক লাখ টাকা ব্যয়ে ১৪১৪-২৮এ গড়ে তোলেন মসজিদ। গৌড়ের চিকা মসজিদের আদলে তৈরি, টেরাকোটায় সমৃদ্ধ— কারুকার্য সুন্দর। বাংলার পাঠান সুলতানদের স্থাপত্য শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমাধিস্থ রয়েছেন জালালউদ্দিন একলাখীতে। আর আছে পুত্র ও তাদের মাঝে বেগম সাহেবা। হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের নানান উপকরণও ব্যবহৃত হয়েছে একলাখীতে। জনশ্রুতি হিন্দুরাজা কংসের দালানই মসজিদে রূপান্তর ঘটে থাকবে।

একলাখী লাগোয়া চত্বরে ১৫৮৪তে ইট আর পাথরে গড়ে উঠেছে ১০ ডোমের **কুতবশাহী মসজিদ**। মুসলিম ধর্মগুরু নূর কুতব-উল আলমের সম্মানে তাঁরই উত্তরপুরুষ মুখদুম উবেদকাজির তৈরি। উজ্জ্বল নীল রঙা ইটে গম্বুজগুলি মোড়া ছিল সেকালে। সূর্যালোকে স্বর্ণাভ দেখাত— তাই, সোনা মসজিদও বলে থাকে একে। আর আকারে ছোট বলে ছোট সোনা মসজিদ নামে সমধিক খ্যাত। এরও কারুকার্যে হিন্দুপ্রভাব আজও বিদ্যমান। ভেতরে বামে পাথরের সিংহাসনে পীর সাহেব বাণী দিতেন ভক্তদের।

তবে পাণ্ডুয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য ৭৭০ হিজিরা অর্থাৎ ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিকন্দর শাহর হাতে শুরু হয়ে পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর হাতে ১৩৬০এ সমাপ্ত **আদিনা মসজিদ**। ৩ দিক বিধ্বস্ত হলেও পশ্চিম আজও মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন হয়ে অতীত কীর্তন করছে। ৪০০টি স্তম্ভে ৩৭০টি গম্বুজওয়ালা চতুষ্কোণ ৫০৭×২৮৫ ফুটের বিশালাকার মসজিদটি আকার-আয়তন-অনুকরণে দামাস্কাসের জুম্মা মসজিদের মতো। ১২৭টি সমভুজে বিভক্ত ছিল— ১২০০০ ধর্মার্থী একত্রে নামাজ পড়তে পারেন। মেঝে থেকে ৮ ফুট উঁচুতে রথাকার কালো পাথরের বেদীতে *বাদশাহকী তখত*। ৩টি মেহেরাব ও ২টি দরজা। কক্ষপ্রাচীর গাত্রে *তোগরা* হরফে কোরাণের বয়েত লিখিত —*মর্তবাসী! তোমরা মাথা নামাইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আল্লাহর উপাসনা কর।* তেমনই রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরের নানান ভাস্কর্য এর স্থাপত্যে। এমনকি হিন্দুর দেব-দেবীও মূর্ত হয়েছেন অঙ্গ সৌষ্ঠবে। উপাসনা বেদীর সোপানের সর্বোচ্চধাপে হিন্দু দেবমূর্তি মূর্ত। সম্ভবত গৌড়ের হিন্দুমন্দির ও প্রাসাদ ভেঙে উপকরণ আসে এর। পশ্চিম দরজা দিয়ে ঢুকতেই সিকান্দার শাহর সমাধি। ফারসি ভাষায় *আদিনা* অর্থ জুমা বার অর্থাৎ নামাজ পড়ার দিন। দ্বিমতে আরবের মুসলিম তীর্থ মদিনার সাথে সাদৃশ্য রেখে আদিনা নামকরণ। এমনও শোনা যায় হিন্দুরাজা গণেশের দেবতা আদিনাথ শিবের মন্দির ছিল অতীতে এখানে। আর আদিনাথ থেকেই আদিনা নাম। তবে এর বিশালত্ব অভিভূত করে। খিলান ও বেদীর চারপাশের কারুকার্য অতীব সুন্দর। তেমনই ব্যথিত করে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে আদিনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ১৯৩২এর সাঁওতাল বিদ্রোহেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় আদিনা। আজ ভবঘুরেদের রেস্ট রুমে পর্যবসিত হয়েছে আদিনা।

আদিনা দেখে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে ১ কিমি পুবে বনঅন্দরে **সাতাশ ঘরা** অর্থাৎ সুলতান সিকান্দার শাহর ২৭ ঘরের ধ্বংসস্তূপ। গড়ও ছিল সেকালে প্রাসাদকে ঘিরে। আর আছে রাজা গণেশের খনিত দিঘি প্রাসাদ দ্বারেই। সম্প্রতি বন দপ্তরের কর্মযজ্ঞ চলছে এলাকা জুড়ে। ডিয়ার পার্ক হয়েছে শাল-শিশু-সেগুনে ছাওয়া ধ্বংসস্তূপে।

শহরে ফেরার পথে সেতুর মুখে কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমে অতীতকালে ছিল পাণ্ডুয়া রাজাদের বন্দরনগরী প্রাকারে ঘেরা নিমাসরাই। সেকালে রেশম বা সুতি কাপড়ের বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। প্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে পরে ইংরেজ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কুঠি গড়ে। ১৬৫৬য় প্রথম ব্রিটিশ ফ্যাক্টরিও গড়ে ওঠে নিমাসরাই-এ। আর ১৭৭০এ ইংরেজ কুঠি স্থানান্তরিত হয় ইংরেজ বাজারে। আজ ওল্ড মালদহ নামে পরিচিত সেকালের বন্দরনগরী।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ ১১ কেজি ৯০০ গ্রামের তাম্রশাসন প্রাপ্তিতে ব্যাপক এলাকা জুড়ে খননে মালদহর জগজীবনপুর গ্রামের তুলাভিটায় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বৌদ্ধ পুরাকীর্তির সন্ধান মিলেছে। মূল বিহার এলাকায় আংশিক

খননে ৯ম শতকের প্রায় ৮০টি পোড়ামাটির ভাস্কর্যখচিত ফলক পাওয়া গেছে। আরও নানান কিছু খননের অপেক্ষায়। গৌড়-পাণ্ডুয়া-জগজীবনপুর ত্রয়ীকে জুড়ে পর্যটন কেন্দ্রও গড়তে চলেছে মালদহে।

রেল থেকে ২ কিমি দূরে শহরের মাঝে বাস স্ট্যান্ড। হোটেলগুলিও গড়ে উঠেছে এই দুইয়ের সংযোগকারী NH-34 ও রবীন্দ্র এভিন্যু, Maldah-732101, STD 03512-এ। শহরের দক্ষিণে মহানন্দামুখী জাতীয় সড়কে *H Purbachal*, Sukanta Morh, NH-34, Maldah, ✆ 66183, R1B2, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০; অবু: Manager বা D Chakraborty, 18 N S Road, 3rd Floor, Cal-1, ✆ 2205829, *H Mayur*, NH-34, D ১০০-১৫০। শহরমুখী— *H Meghdoot*, NH-34; পাশেই *Joy L, H Samrat*, Rathbari, NH-34, DAB ১২৫-১৭৫; বিপরীতে WBTDC-র *Malda Tourist L*, ✆ 66123, DCB ১২৫ DAB ২৫০ A/c D ৪০০ ৫০০ অবু: Manager, Maldah-732101 বা Tourist Centre, 3/2 BBD Bag-1. আর হয়েছে আধুনিক সাজে লিফট্ সহ নবতম *H Continental*, 21 K T Sanyal Rd, near NBSTC Bus Stand, ✆ 52388, SAB ৮৫-১৫০ DAB ১৫০-৩৮০।

উড়ালপুল পেরুতেই Rabindra Avenue-তে—*Holiday Inn, H Natraj*, SAB ৪৫-৮৫ DAB ৮৫-১৭৫ A/c S ২২৫ D ৩২৫; *Maldah L*, SAB ৬০ DAB ৮৫-১৫০; বামহাতি গলিপথে *Central L* আবার রবীন্দ্র এভিন্যুতে—*Sanjibani L, Bangashree H, H Inn, Raj H, Paradise H, H Indrani*. সাধারণ সাজের এই হোটেলগুলিতে S ৪৫-৮০ D ৮৫-১৫০ টাকায় মেলে। অবস্থানও এদের বাস থেকে ৫-১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে রবীন্দ্র এভিন্যুতে। আর আছে স্টেশন রোডে—*H Navarun*, মখদমপুরে— *H Santiniketan*, নেতাজী সুভাষ রোডে—*অন্নপূর্ণা, নিউ তৃপ্তি, আদর্শ* ছাড়াও নানান হোটেল মালদহে। *W B Govt Youth Services*-এর *যুব আবাস*ও হয়েছে মালদহের শিবরাম ভবনে। বেড ছাত্র ৫ অছাত্র ১৫ T ৭০। রেলের *রিটায়ারিং রুম*ও আছে মালদা টাউন রেল স্টেশনে। আর আছে *সার্কিট হাউস, মহানন্দা ভবন, গৌড় ভবন* মালদহে। তেমনই *সম্রাট, কন্টিনেন্টাল* ও *ট্যুরিস্ট লজে* দেশী-বিদেশী নানান ধর্মী আহার্য মেলে। থাকার পক্ষে *ট্যুরিস্ট লজটি* আদরণীয় হবে মালদহে।

শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স ৬-২৫, দার্জিলিং মেল ১৯-১৫, কাটিহার এক্স ২০-০০, তিস্তা-তোরসা এক্স ১৩-৪০; আর হাওড়া থেকে কামরূপ এক্স ১৫-২৫, 2 3 6 দিন সুপারফাস্ট সরাইঘাট এক্স ২২-০০, 1 2 4 6 দিন তিরুভনন্তপুরম/কোচি/ ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্স ১৪-০৫এ ছেড়ে ২১৬ কিমি দূরের মালদহ যাচ্ছে যথাক্রমে ১৩-৪৫, ৩-১৫, ৫-০৫, ২২-৪৫, ০-১০, ৪-৫০, ২১-১০এ। আর যাচ্ছে গৌড় এক্স ২২-০০টায় শিয়ালদহ ছেড়ে পরদিন ৬-৩০এ মালদহে। শিয়ালদহ ফেরে মালদহ থেকে ২০-৩০এ গৌড় এক্স, ১২-৪২এ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স। এছাড়া ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া-মালদহ ফা প্যা, সাহেবগঞ্জ-মালদহ ফা প্যা, মালদহ-ভিওয়ানি ফারাক্কা এক্স, দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল, দিল্লী-গুয়াহাটি, গৌড়ের যাত্রী নিয়ে কাটিহার যাচ্ছে আদিনা এক্স ও ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ-মালদহ ফা প্যা, নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার মালদহ থেকে।

আর শীতাতপ, রকেট, ডিলাক্স ও এক্স বাস যাচ্ছে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট—NBSTC, SBSTC, CSTC ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থার কলকাতা থেকে বহরমপুর হয়ে ৮ ঘণ্টায় মালদহ পৌঁছে উত্তরবঙ্গের দিকে দিকে দিন-রাত্রি জুড়ে। মালদহর নিজস্ব বাসও যাচ্ছে CSTC-র ৪-১৫, ১৬-০০, ১৮-০০, ২০-০০, রকেট ২০-০০টায়; নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের ৬-৩০, ৯-০০, ১০-০০, ২১-৩০, রকেট ২১-৩০এ; কলকাতা ময়দান ও উল্টাডাঙার ভি আই পি টার্মিনাস থেকে। ভাড়া ৬৯.৫০/ ৭৬.০০/ ৯০.০০। তবুও মালদহ যাতায়াতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স ও গৌড় এক্স ট্রেন দু'টি আদরণীয় হবে। আর মালদহ থেকে NBSTC-র বাস যাচ্ছে— কলকাতা ৫-০০, ৬-০০, ৭-০০, ২২-০০; শিলিগুড়ি ৫-০০, ২২-০০; বহরমপুর ৫-৩০, ১২-৪৫; বালুরঘাট ১০-০০, ১৭-০০, ১৮-০০; ছাড়াও কোচবিহার, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, আসানসোল, বসিরহাট, বনগাঁ, চুঁচুড়া ছাড়াও বাংলা ও বিহারের নানানদিকে।

তেমনই পাণ্ডুয়া থেকে ৫৬ আর মালদহর ৭৩ কিমি দূরে রায়গঞ্জের বাস পথে কুলীক নদীর পাড়ে **কুলীক পক্ষী আলয়**টিও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে বাসে। উত্তরবঙ্গগামী নানান বাসও যাচ্ছে কলকাতা থেকে মালদহ-কুলীক-রায়গঞ্জ অর্থাৎ জাতীয় সড়ক চৌত্রিশ ধরে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে হাজার হাজার পরিযায়ী অর্থাৎ মাইগ্রেটরি পাখির দর্শন মেলে জাতীয় সড়ক লাগোয়া সেগুন, পাকুড়, খয়ের, কদম, শিশু, জারুল গাছে ছাওয়া রায়গঞ্জ ঝিলে। ১৪০.২২ একর জুড়ে দোয়েল, কোয়েল, বুলবুলি, বউ কথা কও ফিঙে, ছাতারে, বক, জলপিপি, মাছরাঙার সাথে ওপন-বিল্ড-স্টরক বা শামুকখোল, নাইট হেরন, ওয়াকার, বড় করমোরেসেন্ট, এগ্রেটস ছাড়াও নানানধর্মী পরিযায়ী পাখিরা সাময়িক আবাস গড়ে। নীড় বাঁধে গাছ থেকে গাছে—আসে এরা দেশ-দেশান্তর থেকে। ডিম পাড়া থেকে পাখিদের রোজনামচা দেখে নেওয়া যায় কুলীকের বনবাসে ওয়াচ টাওয়ার থেকে। পরিবেশও সুন্দর। জল ভরা কালো মেঘের ক্যানভাসে পাখি ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। আকাশও ঢাকা পড়ে তাদের রঙবেরঙের পাখনায়। দিন-রাত জুড়ে পাখিদের কাকলি মুখরিত করে তোলে। তারই মাঝে ঝিনিক ঝিনিক আওয়াজে বয়ে চলে কুলীক নদী।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে পক্ষী আলয় লাগোয়া WBTDC-র ২০ বেডের *Raiganj Tourist L*, PO- Madhupur via Raiganj, Uttar Dinajpur, PC-733134, ✆ (03523) 52177, DAB ২৭৫ ডর্মিতে ৬০; *FRH* ও *PWD (Roads) IB*-তে। আর আছে সাধারণ হোটেল ৫ কিমি দূরে রায়গঞ্জ শহরে।

তেমনই মালদহ যাত্রীরা ঘরপানে যেতে **ফারাক্কা ব্যারেজ**টিও দেখে চলতে পারেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন, আর এক মুখ্য স্থপতি দেবেশ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতীয়

কলাকুশলীর শ্রমে রূপ পেয়েছে নতুন ভারতের নতুন তীর্থ ফারাক্কা। কলকাতা থেকে ৩১৪, বহরমপুরের ১০৩ কিমি উত্তরে আর মালদহর ৩৫ কিমি দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলায় সেতুবন্ধন ঘটেছে গঙ্গায়। NH-34 গঙ্গা পেরুচ্ছে, রেলও গঙ্গা পেরুচ্ছে ব্যারেজ চড়ে ফারাক্কায়। অনেক সুগমও হয়েছে ভারতের বিস্তীর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যারেজ হতে কলকাতা থেকে। আর বেড়েছে নাব্যতা বছরভর গঙ্গায়। তেমনই ফলন বাড়ছে কৃষিক্ষেত্রে বাঁধ থেকে জল পেয়ে। NTPC-র থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের চিমনিও আকাশ ছুঁই ছুঁই।

ব্যারেজকে ঘিরে ছবির মত পটে আঁকা শহরও গড়ে উঠেছে ফারাক্কায়। ৩৫০০ বাসভবন হয়েছে কর্মীদের। তেমনই NTPC-র আর এক উপনগরী ব্যারেজ পেরিয়ে মালদা ভূমে। ব্যারেজ ধরে হাঁটুন, মন প্রফুল্ল হবে স্নিগ্ধ সমীরের পরশে। ব্যারেজের নীল জলে মাছেদের জলকেলি —সেও আর এক মনোহর দৃশ্য। গঙ্গায় বিহারও করা যেতে পারে নৌকা বা ফেরি স্টিমারে। শীতের দিনগুলিতে চড়ুইভাতিরও ধুম পড়ে ফারাক্কায়।

ব্যারেজ থেকে ৩ কিমি উত্তরে গুমানী নদী ও গঙ্গার সঙ্গমে এক দ্বীপাকার ভূমে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আজও দৃশ্যমান। পার্ক হয়েছে—হরিণ না মিললেও নাম তার ডিয়ার পার্ক। গঙ্গার নাব্যতা বাড়াতে গিয়ে মাটি কাটতে আবিষ্কৃত হয়েছে আর এক হারানো অতীত। খননে মিলেছে —নানান মূর্তি, মৃৎপাত্র, টেরাকোটার মাতৃকামূর্তি, মুদ্রা, মোগল যুগের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও নানান কিছু। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা রায় দিয়েছেন সুদূর অতীত কাল থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত ফারাক্কা ছিল সমৃদ্ধ এক নগরী। মোগলযুগে নাম ছিল এর ফারাক্কাবাদ।

থাকারও নানান ব্যবস্থা ফারাক্কায়। ব্যারেজ নগরীতে *VIP Guest House*-এ SAB ৪২; *Field Hostel*-এ SAB ২২, ডর্মি বেড ১৬/১৪ করে। আহার্য পৃথক মূল্যে ক্যান্টিনে মেলে। অবু: Estate Cell Officer, Farakka Barrage, Farakka-742212. তবে, বুকিং থাকা সত্ত্বেও ঘরের সঙ্কুলান কখনও-সখনও দুষ্কর হয়ে পড়ে। সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ হলেও রেল থেকে ১ কিমি দূরে তালতলা ঘাটে সুন্দর পরিবেশে NTPC-র *VIP Guest House*টি রমণীয়। আর আছে এদেরই *Tourist Camp, Field Hostel* ফারাক্কায়। এছাড়া *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রী নিবাস*ও হয়েছে ব্যারেজ নগরীতে। আর আছে রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি কলকাতামুখী পথে *H Daffodil*, SAB ৮০, DAB ১৫০-২৫০, A/c D ৩৫০, ডর্মি ৫০; অবু: Manager, PO- Nabarun, Farakka-742236.

কলকাতা থেকে মালদহর প্রতিটা ট্রেন নিউ ফারাক্কা হয়ে যাচ্ছে। ৬-২৫এ শিয়ালদহ ছেড়ে ১২-৫১য় ফারাক্কায় পৌঁছে মালদহ যাচ্ছে ১৩-৪৫এ কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ফেরে ১৩-২১এ ফারাক্কা ছেড়ে ২০-৩৫এ শিয়ালদহে। আর বাস দিন-রাত জুড়ে ছুটে চলেছে জাতীয় সড়ক ৩৪ ধরে ফারাক্কা হয়ে কলকাতা তথা দিকে-দিগন্তরে। CSTC-র বাস ১০-৩০ ও ১২-০০টায় কলকাতা ছেড়ে বারাসাত/ রানাঘাট/ কৃষ্ণনগর/ বেথুয়াডহরী/ পলাশী/ বহরমপুর/ ধুলিয়ান হয়ে ফারাক্কা যাচ্ছে ৭½ ঘন্টায়, ফেরে সকাল ৬-০০ ও ৮-৩০এ ফারাক্কা ছেড়ে কলকাতায়। NBSTC-র মালদহর ১০-৩০, ১৩-৩০টার বাস দুটি ফারাক্কা কলোনী হয়ে যাচ্ছে। তবে, উচিত হবে কাঞ্চনজঙ্ঘায় ফারাক্কা পৌঁছে দিনভর বেড়িয়ে কাটিয়ে দিনান্তে মালদহ পৌঁছে রাতের বিশ্রাম মালদহতে; দ্বিতীয় সকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়া দেখে রাতের গৌড় এক্সে কলকাতায় ফেরা।

শিলিগুড়ি

IAC-র বিমান I 27 দিন ১২-৩০, বৃহস্পতিবার ১০-০০, শনিবার ১১-০০টায়। কলকাতা ছেড়ে বাগডোগরা যাচ্ছে ৫৫ মিনিটে; ফেরে যথাক্রমে ১৪-০৫/ ১১-২৫/ ১২-৩৫এ। I 35 দিন IAC-র দিল্লী-গুয়াহাটি উড়ানও বাগডোগরা হয়ে যাচ্ছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ১৪ কিমি দূরে শিলিগুড়ি শহর। IAC-র দপ্তর বসেছে Hotel Sinclair, ✆ 23201 শিলিগুড়িতে। Skyline NEPC, Jet Airways-ও শিলিগুড়ি থেকে সার্ভিস গড়েছে উত্তর-পূর্ব
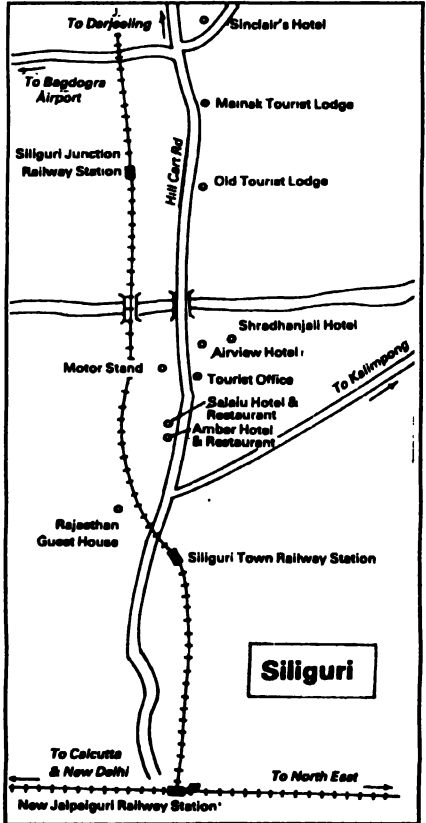
ভারতের। বাস ও ট্যাক্সি মেলে বিমানবন্দর থেকে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও গ্যাংটক যাতায়াতে। DGHC Tourism ও Mintri Travels এর মিনিবাস যাচ্ছে বিমানবন্দর থেকে দার্জিলিং ও গ্যাংটকে। আর IAC-র কোচ যাত্রী নিয়ে শহরে যাচ্ছে বাগডোগরা থেকে।

নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার মিটার গেজ রেলে শিলিগুড়ির নিজস্ব স্টেশন শিলিগুড়ি জং। রেল যাচ্ছে জং থেকে লক্ষ্ণৌ, কাটিহার, গুয়াহাটি। তবুও যেন যাতায়াতে ৭ কিমি দূরে ব্রডগেজ রেলে নিউ জলপাইগুড়ি জং (NJP) আদরণীয় হবে। ট্রেন যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স প্রতিদিন সকাল ৬-২৫এ শিয়ালদহ ছেড়ে বর্ধমান/ বোলপুর/ রামপুরহাট/ নিউ ফারাক্কা/ মালদহ/ বারসোই/ কিষেণগঞ্জ হয়ে ১৮-১০এ NJP। তবে, দ্রুতগতিতে গিয়ে পৌঁছালেও পাহাড়ী যাত্রীরা NJP বা শিলিগুড়িতে রাত কাটিয়ে যেতে বাধ্য হন। তাই পাহাড়ী যাত্রীদের শিয়ালদহ থেকে ১৯-১৫য় ছাড়া দার্জিলিং মেল আজও অগ্রগণ্য। আর যাচ্ছে হাওড়া থেকে কামরূপ এক্স ১৫-২৫, 2 3 6 দিন ২২-০০টায় হাওড়া-গুয়াহাটি সুপারফাস্ট সবাইঘাট এক্স, 1 2 4 6 দিন ১৪-০৫এ তিরুভনন্তপুরম/ কোচি/ ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্স, NJP পৌঁছায় পরদিন যথাক্রমে ৮-১৫, ৫-৩০, ৯-২৫, ২-০৫এ। কলকাতায় ফেরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ৮-০০, দার্জিলিং মেল ১৯-০০, কামরূপ এক্স ১৬-৪৫, গুয়াহাটি-কোচি এক্স মঙ্গলবার ১৫-০০, গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম রবিবার ১৫-০০, গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর বুধ ও শনিবার ১৫-০০এ NJP থেকে। আর যাচ্ছে তিস্তা-তোরসা এক্স ১৩-৪০এ শিয়ালদহ ছেড়ে পরদিন ৪-১৫য় NJP পৌঁছে ৭-০০টায় হলদিবাড়ি। তিস্তা-তোরসা শিয়ালদহ ফেরে ১৩-৩০এ হলদিবাড়ি ছেড়ে ১৫-৩০এ NJP পৌঁছে পরদিন ৬-৩৫এ শিয়ালদহে। তিস্তা-তোরসার এক অংশ আলিপুরদুয়ার যাচ্ছে জলপাইগুড়িতে পৃথক হয়ে।

1 3 5 দিন গুয়াহাটি-নিউদিল্লী রাজধানী এক্স, N E Exp যাচ্ছে NJP/কাটিহার/বরাউনি/পাটনা/মুগলসরাই/ এলাহাবাদ/ কানপুর হয়ে গুয়াহাটি-নিউদিল্লী, Avadh-Assam Exp যাচ্ছে NJP/ কাটিহার/ মজঃফরপুর/ গোরক্ষপুর/ লক্ষ্ণৌ হয়ে গুয়াহাটি-দিল্লী, ব্রহ্মপুত্র মেল যাচ্ছে মালদহ/ পাটনা/ এলাহাবাদ হয়ে ডিব্রুগড়া-দিল্লী জং। দূরত্ব—বরায়ুনি হয়ে ১৫০৩, ফারাক্কা হয়ে ১৬২৮ কিমি NJP থেকে দিল্লী জং। সময় নেয় ২০½ থেকে ৩৩ ঘণ্টা। আর ৪২৩ কিমি দূরের গুয়াহাটি পৌঁছায় ৬½ থেকে ১১ ঘণ্টায়। North East Exp এদের মধ্যে রাজধানীর পরেই দ্বিতীয় দ্রুততম। আর NJP থেকে Link Exp কাটিহারে গিয়ে মহানন্দার সাথে জুড়ে বরায়ুনি/ পাটনা/মুগলসরাই/ এলাহাবাদ হয়ে দিল্লী জং যাচ্ছে।

1 4 দিন NJP/ বরায়ুনি/ পাটনা/মুগলসরাই/ এলাহাবাদ/ জব্বলপুর/ ইটারসি/ নাসিক হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে গুয়াহাটি-দাদার এক্স; দাদার ছাড়ে 3 6 দিন ৭-৫৫য় দাদার-গুয়াহাটি এক্স। সাপ্তাহিক লোহিত এক্স (সোম) গুয়াহাটি-জম্মু যাচ্ছে NJP হয়ে। NJP/ হাওড়া/ ভুবনেশ্বর/ ওয়ালটেয়ার/ চেন্নাই হয়ে তিরুভনন্তপুরম (7) কোচি (2) ব্যাঙ্গালোর (3 6 দিন) যাচ্ছে গুয়াহাটি এক্স। আর মিটার গেজে সমস্তিপুর-আলিপুরদুয়ার 5716 এক্স যাচ্ছে ১২-১০এ শিলিগুড়ি ছেড়ে ১৬-৪৫এ আলিপুরদুয়ার, ১৪-১০এ ছেড়ে ১৯-৩৫এ কাটিহার হয়ে সমস্তিপুর। আলিপুরদুয়ার থেকে লিঙ্ক এক্স ও প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে রঙ্গিয়ায়। ৫-১০এ শিলিগুড়ি ছেড়ে ইন্টারসি [illegible] যাচ্ছে ১১-০০টায় কাটিহার, প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে মিটার গেজে শিলিগুড়ি থেকে কাটিহার জং। ১৭-০০টায় শিলিগুড়ি ছেড়ে নিউ মাল-হাসিমারা-রাজাভাতখাওয়া হয়ে ২১-১০এ আলিপুরদুয়ার থেকে। ৯-০০টায় আলিপুরদুয়ার ছেড়ে ১৩-২৫-এ শিলিগুড়ি আসছে 5715 সমস্তিপুর এক্স। দার্জিলিং যাচ্ছে ন্যারোগেজে ৭-৩০ ও ৯-০০টায় NJP ছেড়ে ১৫-৫০/১৭-১৫য়। রেলের এনকোয়ারি: NJP ✆ 21199, শিলিগুড়ি জং ✆ 20017.

NJP থেকে শিলিগুড়ি শহর যাচ্ছে আধ ঘণ্টায়—রিকশা ১৫৲ ট্যাক্সি ৩০৲ বাস ২ টাকায়। NJP থেকে ৫ কিমি উত্তরে শিলিগুড়ি টাউন রেল স্টেশন তথা বাণিজ্যিক শহরের শুরু। আরও ২ কিমি উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস রেখে হিলকার্ট রোড অর্থাৎ মেইন রোড ধরে মহানন্দা সেতু পেরিয়ে শিলিগুড়ি জং ও তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে-দিগন্তরে। CSTC, SBSTC, Assam State Transport-এর বাসও ছাড়ছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে। সিকিম ন্যাশানালাইজড ট্রান্সপোর্ট (SNT)-র বাস যাচ্ছে সেন্ট্রাল স্ট্যান্ডের বিপরীত থেকে। আর ভূটান রাষ্ট্রীয় বাস যাচ্ছে মহানন্দা পেরিয়ে বর্ধমান রোড থেকে। আর দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক, গ্যাংটক, জোরথাং অর্থাৎ Hilly Region Mini Bus Owners' Association-এর বাসও ছাড়ছে সেন্ট্রাল স্ট্যান্ড থেকে। দোকানপাট, হোটেল সবেরই অবস্থান হিলকার্ট রোড ও সেবক রোডে।

শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব:

মিরিক	৫২	কিমি
দার্জিলিং	৮০	,,
কালিঝোরা	২৭	,,
মংপু	৪৯	,,
কালিম্পং	৬৯	,,
লাভা	১০৩	,,
লোলেগাঁও	১২২	,,
গ্যাংটক	১১৪	,,
পেলিং	১২২	,,
গরুমারা	৭৮	,,
জলদাপাড়া	১২১	,,
আলিপুরদুয়ার	১৮০	,,
বক্সা পাহাড়	২১০	,,
জয়গাঁও	১৬০	,,
ফুন্টসোলিং	১৬১	,,
গুয়াহাটি	৫১৩	,,
মালদহ	২৫৭	,,
বহরমপুর	৩৮৪	,,
কলকাতা	৬৫১	,,
পাটনা	৪৬৬	,,
কাকারভিটা	৩৭	,,
কাঠমাণ্ডু	৬০০	,,

আর কলকাতা ময়দানের বাস গুমটি ও উল্টাডাঙা (VIP Rd) বাস টার্মিনাল থেকে NBSTC-র ডজনখানেক বাস সকাল ও সাঁঝে দিন-রাতের সার্ভিসে (৬-০০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০টায় এক্স, সুপার এক্স, রকেট ও শীতাতপ) ১২ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি যাচ্ছে। ভাড়া এক্স ১১৫৲ সুপার এক্স ১৩২.৫০ রকেট ১৫২৲। শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়েও এরা একইভাবে। আর যাচ্ছে CSTC ৪-১৫, ১৬-০০, ১৮-০০, ২০-০০, ২০-০০ রকেট ও SBSTC-র ৪-৪৫, ৬-১৫, ১৭-৩০, ২০-০০টায় সুপার ফাস্ট ও রকেট বাস কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি। ফেরেও এরা শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে একইভাবে। এদের ভাড়া ১৩২.৫০ ১৫২৲, অগ্রিম টিকিটও মেলে ১৪—২০-০০টায় ধরমতলার বাস গুমটিতে। এছাড়াও কলকাতা থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, জয়গাঁও, ফুন্টসোলিং, গ্যাংটক, আলিপুরদুয়ার, দিনহাটার বাস যাচ্ছে শিলিগুড়ি হয়ে। এমনকি নানান প্রাইভেট সংস্থার ডিলাক্স, Video ও A/c বাসও যাচ্ছে কলকাতা থেকে

শিলিগুড়ি। এদের ভাড়া ১২৫ থেকে ২২৫। তবে যাত্রী সমাগমে প্রাইভেট বাসের ভাড়ায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফেরেও এরা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের চারপাশ থেকে।

শিলিগুড়ি থেকে SBSTCর বাস যাচ্ছে দুর্গাপুর ১৫-৩০, ২০-০০টায়; আসানসোল যাচ্ছে ১৬-০০, ১৭-০০টায়; বোলপুর যাচ্ছে ১৭-০০; বাঁকুড়া যাচ্ছে ১৮-৩০টায়; কলকাতা যাচ্ছে ১৭-৩০, ২০-০০টায়। CSTC কলকাতায় যাচ্ছে ৫-১৫, ১৬-০০, ১৮-০০, ১৮-৩০, ২০-০০টায়। NBSTC কলকাতায় যাচ্ছে ৬-০০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০টা ছাড়াও দূরান্ত থেকে আসা নানান বাস। অসম স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি ৭-৩০, ১৭-০০; শিলং যাচ্ছে ১৬-০০; বঙ্গাইগাঁও ৭-০০, ধুবড়ি ৮-৩০, ১৩-৩০; তেজপুর ১৪-০০টায়। মালদহ যাচ্ছে ৫ ঘণ্টায়, বহরমপুর যাচ্ছে ৭ ঘণ্টায় CSTC/SBSTC/NBSTC-র নানান বাস। ফুন্টসোলিং তথা জয়গাঁও যাচ্ছে ৭-০০, ১০-৩০, ১২-৩০, ১৫-৩০এ NBSTC-র বাস; প্রাইভেট বাস যাচ্ছে বিধান মার্কেট থেকে ৬-৩০—১৪-৩০টায়, আর ভূটান ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস যাচ্ছে ৭-৩০, ১২-০০, ১৫-০০টায় ছেড়ে ৩২ টাকায়, এদের ডিলাক্স মিনি যাচ্ছে ১৬-০০টায় ছেড়ে ৫০ টাকায় জয়গাঁও-এ তোরণ পেরিয়ে ফুন্টসোলিং-এ। আলিপুরদুয়ার যাচ্ছে ৬-০০, ৭-০০, ১০-৩০, ১৩-৩০, ১৪-৩০, ১৫-৩০; বসিরহাট ১৫-৩০; সিউড়ি ৫-৩০; রানাঘাট ১৮-০০; ঝালং ৭-০, ১৪-৪৫। এছাড়া নানান প্রাইভেট ডিলাক্স ও Video বাস যাচ্ছে পূর্ব-ভারতের নানান দিকে শিলিগুড়ি থেকে—পাটনা যাচ্ছে ১১ ঘণ্টায়, শিলং যাচ্ছে ১৪ ঘণ্টায়, গুয়াহাটি যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায়, কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে ১৮ ঘণ্টায়, পোখরা যাচ্ছে ১৫ ঘণ্টায়।

আর শিলিগুড়ি থেকে আন্তঃ রাজ্য সার্ভিসে NBSTC যাচ্ছে— তেজপুর ১৪-০০ (রকেট); গুয়াহাটি ৭-৩০, ১৭-০০; ধুবড়ী ৭-০০; রাঁচি ১১-০০; দ্বারভাঙ্গা ১৫-০০; পাটনা ১৬-০০; মতিহারী ১৫-০০; ঠাকুরগঞ্জ ৬-০০, ১০-৩০, ১৪-৩০; গ্যাংটক ৬-০০, ৭-০০; ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের নানানদিকে।

আর পাহাড়ী যাত্রী নিয়ে টয় ট্রেন যাচ্ছে ৭-১৫ ও ৯-০০টায় NJP ছেড়ে শিলিগুড়ি টাউন/জং/কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং পাহাড়ে। আর বাস NJP ও শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫২ কিমি দূরের মিরিক যাচ্ছে ৬-৪৫, ৭-০০*, ৮-৩০, ১২-০৫, ১২-৪৫, ১৩-৩৫, ১৪-২০, ১৪-৩০*, ১৫-০০, ১৫-৩০, ১৬-০০টায়, সময় নেয় ২½ ঘণ্টা; ভাড়া ২৫। ফেরে ৬-৩০এ প্রথম ছেড়ে ১৪-৪৫এ শেষ বাসটি মিরিক থেকে। ৬৯ কিমি দূরের কালিম্পং যাচ্ছে ৬-১৫য় প্রথম ছেড়ে ১৬-৩৫এ শেষ বাসটি, ৪০ মিনিট অন্তর সার্ভিস এদের, সময় নেয় ২½ ঘণ্টা—ভাড়া ৩০ টাকা। স্বরাজ মাজদা মিনিও যাচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং-এ। ৮০ কিমি দূরের দার্জিলিং যাচ্ছে ৩৪ টাকায় ৩½ ঘণ্টায় ৩০ মিনিট অন্তর ৫-৪০এ প্রথম ছেড়ে ১৬-০০টায় শেষ বাসটি। ট্যাক্সি ও ল্যান্ডরোভারও চলে শেয়ারে এপথে। ৫½ ঘণ্টায় ১১৬ কিমি দূরের গ্যাংটক যাচ্ছে ৫৮ টাকায় ৬-৩০, ৭-১৫, ৮-০০, ৯-০০, ৯-৩০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-০০টায়। আর ৭-০০, ৮-৩০, ১১-০০, ১২-১০, ১৩-০০, ১৪-০০টায় যাচ্ছে সিকিম ন্যাশানালাইজড ট্রান্সপোর্টের বাস; ভাড়া ৪৭, ৮০। পেলিং/ পেমিয়াংশি অর্থাৎ গেজিং যাচ্ছে SNT-র মিনি বাস ১২-০০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায়; নামচি যাচ্ছে ১৩-০০টায় ছেড়ে ৪ ঘণ্টায়; রুমথাং, জোরথাং যাচ্ছে নানান বাস।

কনডাকটেড ট্যুর : রাজ্য পর্যটন দপ্তর বসেছে হিল কার্ট রোডে। যথেষ্ট যাত্রী সমাগমে প্যাকেজ ট্যুরে হলং বাংলোয় এক রাতের অবস্থানে ৭০০, মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজে অবস্থানে ৬৪০ (শিশু ৬২০/ ৫৬০) টাকায় জলদাপাড়া, ফুন্টসোলিং সহ ডুয়ার্স; জলঢাকা-জলদাপাড়া-বক্সা-জয়ন্তি-ভূটানঘাট যাচ্ছে ৬ দিনের ট্যুরে; মিরিক-দার্জিলিং যাচ্ছে ৪ দিনের ট্যুরে। নভেম্বর থেকে মার্চে প্রতি রবিবার ১২-৩০—১৭-৩০টায় ৭৫ টাকায় যাচ্ছে মহানন্দা অভয়ারণ্য; দিনভর ভ্রমণে মিরিক যাচ্ছে ৭৫ টাকায় এরা। বুকিং : West Bengal Tourism, NJP Rly Stn বা Mainak Tourist Lodge বা H C Rd, Siliguri, ✆ 431974.

পর্যটন মানচিত্রে শিলিগুড়ির আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও উত্তর বাংলার তোরণদ্বার এই শিলিগুড়ি। শুধু উত্তর বাংলাই বা কেন ভারত রাষ্ট্রের সবচেয়ে স্পর্শকাতর এলাকা—উত্তর-পূর্ব ভারতের সড়ক সংযোগও গড়ে উঠেছে শিলিগুড়ি হয়ে। নেপাল, চীন, ভূটান, বাংলাদেশ পরিবৃত সিকিম, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরার পথ গিয়েছে ৩৯২ ফুট উঁচু শিলিগুড়ি হয়ে। শিলিগুড়ি থেকেই পথ গিয়েছে মিরিক, দার্জিলিং, মংপু, কালিম্পং, লোলেগাঁও, লাভা, গ্যাংটক, জলদাপাড়া। বাস, ল্যান্ডরোভার ও জিপও যাচ্ছে প্রতিটি পাহাড়ী শহরে শিলিগুড়ি থেকে। আর ৬০৬ কিমি দূরের কলকাতায় যাচ্ছে বিমান, রেল ও বাস শিলিগুড়ি থেকে।

চা ও কমলালেবুর জন্য শিলিগুড়ির শ্রীবৃদ্ধি। অরণ্য সম্পদও সমৃদ্ধি এনেছে শিলিগুড়ির ব্যবসা-বাণিজ্যে। সঙ্গীও করা যেতে পারে চা-আনারস-কমলালেবু শিলিগুড়ির দোকানপাটে। পরপর কয়েকটি আন্তর্জাতিক খেলার আসর বসায় আধুনিকতার সাজ পরেছে শিলিগুড়ি। স্টেডিয়াম হয়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে কাছারি রোডের সন্নিকটে। করপোরেশনও গড়েছে—প্রশস্ত হয়েছে পথ-ঘাট, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি-ঘর রাজপথের দু'পাশে। শিলি-গুড়ির আর এক আকর্ষণ তার হংকং মার্কেট। বিদেশী পণ্যের সম্ভার নিয়ে দোকান সাজিয়েছে হিল কার্ট রোড ও সেবকের সংযোগে। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি-ও রূপ পেয়েছে শহরের ঘিঞ্জিভাব কাটিয়ে বাগডোগরার পথে শিলিগুড়িতে। তবুও কেন যেন গাড়ি-ঘোড়ায় ঠাসা ঘিঞ্জিভাব বাণিজ্যিক শহর শিলিগুড়ির। ট্যুরিস্টও তাই পালাই পালাই ভাব গন্তব্যমুখী যান পেয়ে।

অতীতের Hill Cart Road নতুন করে নাম হয়েছে Tenjing Norgey Sadak. তবে, জনমুখে আজও অতীত নামে খ্যাত—শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্রও এই হিল কার্ট রোড। বাসও পৌঁছয় হিল কার্ট রোডকে ঘিরে চারপাশে। হোটেলগুলিও গড়ে উঠেছে Hill Cart Rd ও Sevoke Rd, Siliguri, STD-0353, PC-734401-এ। *H Nataraj*, Station Rd Morh, ✆ 431714, SAB ৮০, DAB ১২০-১৫০, TAB ১৫০, FAB ১৮০; *Venus H*, ✆ 431723, SCB ৪৫-৫০, SAB ৭০, ৮০, ১২০, DCB ৯০, ১০০, DAB ১৪০, ১৭৫, ২০০, ৩৫০, A/c ৬৫০; *Anita L*; বিপরীতে *Shuhashini L*; *H Savoy*, DCB

১২৫ ডর্মি ৫০; *New Ranjit H.* SAB ৮৫ ১০০ DCB ১০০ ১২০ DAB ১৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০ TAB ৩০০ FAB ৪০০; *Ranjit H & L* মান ও দাম একই। বিপরীতে *H Prakash.* ✆ 436368. SAB ১০০ ১২৫ DAB ১৮০ ২০০ ২২৫ ২৫০ TAB ২৮০ ৩০০; *Everest L. H Blue Star.* সেবকের মুখে *H Samrat.* SCB ৭০ ১০০ DAB ২০০ ২২৫; *H Chancellor.* SAB ৯৫ DAB ১৮০ ১৯৫ TAB ২৩০ FAB ২৯০; বিপরীতে *H Vinayak.* ✆ 431130. DAB ৩০০ ৪০০ ৫০০ A/c ৬৫০; মূল প্রবেশপথ এক হলেও বাঁয়ে *H Saluja.* ✆ 431684. SCB ৭০ DCB ১২০ SAB ১১০ ১৭৫ ৩৫০ DAB ১৭৫ ২৫০ ৪৫০ TAB ২৭৫ FAB ৩৫০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০; মাঝে *Saluja Boarding.* SAB ৮০ ১০০ ১২৫ DAB ১৮০ ২০০ ২২৫ TAB ২৫০; ডাইনে *H Kabira.* ✆ 431706. SAB ২৭৫ ৩৭৫ DAB ৪২৫ ৬০০ A/c D ৬৫০ ৭০০; বিপরীতে *Mahabir GH.* S ৪৫-৬৫ D ৮০-১২৫ T ১০০-১৫০; *H Air View.* ✆ 431533. SAB ১৫০ ২০০ ২৫০ DAB ২০০ ৩০০ ৫৫০ TAB ২৫০। বামহাতি Nabin Sen Rd-এ—*H Shradhanjali-1.* ✆ 431508. SAB ৮০ DAB ১৬০-২৫০ TAB ২৫০ FAB ৩০০।

মহানন্দা নদী পেরিয়ে শিলিগুড়ি জং ও সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Pradhannagar. Siliguri-734403এ—WBTDC-র *H Yatrika. TSA Guest House.* (0353) 430872. D ১৫০-৩৫০. কল বুকিং: ✆ 2485029: *H Hill View. Delhi H. H Simla. H Sharada. H Kanchanjanga.Siliguri L.* এদের ভাড়া S ৬০-১২৫ D ১২০-২২৫। সামান্য পূবে বামহাতি Patel Rd-এ—*H Apsara.* D ১৭৫ T ২৫০; বিপরীতে *H Kasturi.* D ২৫০ ৩২৫; বাস স্ট্যান্ডের উত্তরে Hill Cart Rd-এ—*H Padma.* ✆ 434974. S ৮৫ D ১২৫-১৫০ T ২০০; পাশেই *H Mount View.* DAB ৩০০ ৩৫০ ৪৫০ A/c D ৬৫০। **H Sinclairs.* Pradhannagar. Siliguri-734403. ✆ 522674. SAB ৬০০ DAB ৭২৫ A/c S ১২০০ D ১৯০০ স্যুইট ২৫০০. কল বুকিং: 56/A. Mirza Ghalib St-16. ✆ 295261; *H Hindusthan.* Pradhannagar ; *H Payasi.* Tea Auction Rd-3. ✆ 432614. SAB ৩২৫ DAB ৫০০ A/c S ৬০০ D ৮৪০ ১০২০ ১২০০ স্যুইট ২২০০, কল বুকিং: S K Biswas. A Tosh & Sons. P-32 India Exchange Place. Cal-1. ✆ 2251899; WBTDC-র *Mainak Tourist L.* Pradhannagar-734401. ✆ 432830. DAB ৪০০ ৪৫০ A/c D ৬০০ ৭০০ ৮৫০ স্যুইট ১২০০; *H Viramma Resorts.* Hill Cart Road-3. ✆ 432497. S ৩৯০ D ৫৩০ A/c S ৬৩০ D ৮৫০-৯৫০ স্যুইট ১২৫০-১৫৫০, কল বুকিং : 8-C Alipur Rd. Cal-27. ✆ 4791360: *H Godawari.* ✆ 530337. DAB ২৫০ TAB ৩০০ FAB ৩৫০, কল বুকিং: Kolay Travel. 15/A. Clive Row. Cal-1. ✆ 2204297.

বাস স্ট্যান্ডের অনতিদূরে হিলকার্ট রোডের বাঁয়ে Sevoke Road-734401-এ—*H Chancelor.* SAB ৮৫ DAB ১৫০; বিপরীতে *H Samrat.* SAB ৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *Mahabir G H.* 31/A. K C Dey Rd. Sevoke Morh. ✆ 433496. S ৬০-১০০ D ৮৫-১২৫; *H Sabera.* SCB ৩৫ SAB ৬০ DCB ৬৫ DAB ৮৫-১২৫ TCB ১০০ TAB ১৫০; *H Sevoke.* SCB ৪০ SAB ৬০ DCB ৮০ DAB ১২৫; *H Ratna. L Amardeep.* SCB ৩৫ SAB ৪৫ DCB ৬০ DAB ৮৫ TCB ৮৫ TAB ১০০; *H Mayur.* ✆ 432085. SAB ১১০ ১৮০ DAB ১৫০ ১৮০; *H Gateway.* ✆ 430041. SAB ৩০০ DAB ৪৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০; *Tera H.* SCB ৪০-৬৫ DCB ৬০-৮০ DAB ৮৫-১৫০ TCB ১০০ TAB ১৫০; *H Cindrella.* 3rd Mile. SAB ৫৫০ DAB ৭৫০ A/c S ৭৫০ D ৯৫০; কল বুকিং: Himalayan Holidays Tours. 309 B B Ganguly St. 1st floor. Cal-12. ✆ 263506/2201338.

Bidhan Market-এ—*H Broadway.* DAB ৮০-১২৫ TAB ৮৫-১৫০; *Prince H.* মোটর স্ট্যান্ডের বামে Burdwan Rd-এ—*Priyo L. Sovaraj H.* SAB ৬০ DAB ৮৫-১৫০। Siliguri Town Stn. near Rail Gate—*Hariyana GH.* Khalpara. SAB ৪০-৬৫ DAB ৬৫-১২৫ TAB ১২৫ ডর্মি ২৫; *Rajasthan H.* near Rail Gate. SAB ৪৫ DAB ৮৫-১৫০; *Rajasthan GH.* Mongtoram Compound. SAB ৬০-৮৫ DAB ৮৫-১৫০। *Gitanjali H.* SAB ৪৫ DAB ৮৫ TAB ১০০ A/c S ১৫০ D ২৫০ T ৩০০; *Pantha Niwas.* opp Municipality Office. D ৬০ ডর্মি ২০, ছাড়াও হোটেল আছে নানান শিলিগুড়িতে।

শিলিগুড়ি জং ও সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে নানান হোটেল শিলিগুড়িতে। তেমনই হোটেল হয়েছে হিলকার্ট রোড ও সেবক রোডকে ভর করে নানান। *মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ, হোটেল, সিনক্লেয়ার, হোটেল পদ্মা, হোটেল নটবাজ, হোটেল প্রকাশ, হোটেল বিনায়ক, TSA গেস্ট হাউস, হোটেল শ্রদ্ধাঞ্জলি, হোটেল এয়ার ভিউ, হোটেল গেটওয়ে* শিলিগুড়ি অবস্থানে আদরণীয় হবে। *Rajasthan GH*-টিও থাকার পক্ষে মন্দ নয়।

আর আছে ধরমশালা—খালপাড়াতে *Maheswari Bhawan* ও *Agra Bhawan;* মহানন্দা পুল পেরুতেই *Arya Samaj Mandir ধরমশালা* তথা *গেস্ট হাউস।* দার্জিলিং জিলা পরিষদ *IB* রয়েছে হাকিমপাড়ায়, *PWD DB* হয়েছে কোর্ট রোডে; আর আছে *Muncipal Panthanibas.* Bagha Jatin Rd. D ৪০, অবু: পৌর ভবন, ✆ 22250; *Youth Hostel*-এ সভ্য ১০ সাধারণ ২০ D ৪০ T ৭৫, কলেজ রোড শিলিগুড়িতে। এছাড়া রেলের *রিটায়ারিং রুম*ও আছে শিলিগুড়ি জং ও নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে। তেমনই বাসযাত্রীদের জন্য হয়েছে তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে *রিটায়ারিং রুম।* DCB ৭৫ DAB ১১২ A/c ২০০ ২২৫ চল্লিশ বেডের ডর্মিতে ২০, প্রতি তিন ঘণ্টার বিশ্রাম ৫ হারে প্রতিজনা। তবুও যেন যাত্রী সমাগমের তারতম্যে শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে ক্ষণে ক্ষণে বদল ঘটে চলে রেটে।

খাবার হোটেলও নানান শিলিগুড়িতে। হিলকার্ট রোডের *এয়ার ভিউ-এর* খাবারের ব্যবস্থা ভালই। অদূরে *অম্বর, সালুজা, শেরে পাঞ্জাব* এদেরও আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। আর নিরামিষ আহার্যের জন্য *রাজস্থান গেস্ট হাউসটিও* যথেষ্ট খ্যাত। মৈনাক ট্যুরিস্ট লজের রেস্তোরাঁটিরও যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে আহারে। শিলিগুড়ি অবস্থানে ক্ষীরের সিঙাড়ার স্বাদ নেওয়াও উচিত হবে যাত্রীদের। ঠিক তেমনই দই-এর স্বাদ নিন সৃষ্টিধরের দোকানে শিলিগুড়ি রেলগেটে বা হিল কার্ট রোডে হীরালাল ঘোষের জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে।

শিলিগুড়ি-কাঁকরভিট্টা-কাঠমাণ্ডু/পোখরা

শিলিগুড়ি কাছারি বাস স্ট্যান্ড থেকে দিনভর বাস যাচ্ছে নেপালের যাত্রী নিয়ে তিব্বতীয় ভাষায় শিকারের উপযুক্ত নকশালবাড়ি হয়ে ভারত সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি। উৎসাহীরা নকশালবাড়ির পথে ৮ কিমি আগে বেলগাছি মোড় পৌঁছে ৮ কিমি দূরের লোহাগড় বেড়িয়ে নিতে পারেন পায়ে পায়ে। পাহাড়ী ঢালে চা বাগিচা, মনোরম প্রকৃতি— আদিবাসীদের বাস। মেছি নদীর এপারের পানিট্যাঙ্কি থেকে রিকশায় প্রশস্ত পুলে নদী পেরিয়ে অপরপারে নেপালের কাঁকরভিট্টা। ঘণ্টা দুয়েকের পথ, ভাড়া ৭.০০+৪.০০=১১.০০ টাকা। আর শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন থেকে অটো, জিপ ও ট্যাক্সি যাচ্ছে সেতুতে মেছি নদী পেরিয়ে সরাসরি কাঁকরভিট্টায়. সময় নেয় ঘণ্টা দেড়েক, ভাড়া শেয়ারে ১০৲ ১৫৲ ২০৲। NBSTC-র বাসও যাচ্ছে ১১-২০এ শিলিগুড়ি থেকে। বিদেশী পণ্যের দোকানপাট, হোটেলও আছে কাঁকরভিট্টায়। এমনকি ট্যুরিস্ট অফিসও বসেছে নেপাল রাষ্ট্রের। কাঁকরভিট্টা থেকে ডজন খানেক বাস যাচ্ছে রাতভর জার্নিতে প্রতিদিন ১৬—১৭-০০টায় ছেড়ে ১৫ ঘণ্টায় ২৫০ টাকায় কাঠমাণ্ডু। পোখরা যাচ্ছে ৩ খানা বাস ১৬—১৭-০০টায় ১৪ ঘণ্টায় ২০০ টাকায়। বীরগঞ্জ যাচ্ছে ১৫০ টাকায় ১০ ঘণ্টায় সকাল ও সন্ধ্যায়। জনকপুর যাচ্ছে সকাল, দুপুর ও বিকালে, ঘণ্টা আটেকে ১২৫ টাকায়। এছাড়াও বাস যাচ্ছে বিরাটনগর তথা নেপালের নানানদিকে কাঁকরভিট্টা থেকে। শিলিগুড়িতে টিকিট মেলে এইসব বাসের। উৎসাহীরা Tourist Service India. behind Delhi Hotel, Pradhannagar দেখতে পারেন। বাস জার্নির ধকল কমাতে কাঁকরভিট্টা থেকে বাসে বিরাটনগর পৌঁছে রয়্যাল নেপালের বিমানে কাঠমাণ্ডু চলা যেতে পারে। আবার কাঁকরভিট্টা থেকে ৬ কিমি দূরে বিদেশী পণ্যের জমজমাট বাজার ধোলাবাড়িও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। বাস, মিনি ও টেম্পো যাচ্ছে মুহুর্মুহু।

হোটেলও আছে নানান কাঁকরভিট্টায়। বাস স্ট্যান্ডেই—H New Sher-e-Punjab, DAB ২০০-৩০০৲, থাকা ও খাবারের জন্য অনন্য। অদূরে বাজারের পেছনে ABC L, DCB ১৫০৲, Everest L, DCB ১২৫-১৭৫৲; Apsara L, DCB ১৫০৲; Basanti L. পায়ে পায়ে ৩—৫ মিনিটের দূরত্বে প্রতিটি হোটেল। কাঁকরভিট্টা অংশে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক নেপালি কারেন্সীতে।

শিলিগুড়ি থেকে ১৮ কিমি দূরে তিস্তা ও মহানন্দার মাঝে পাহাড় ঢালে ধাপে ধাপে ১৫০ থেকে ১৩০০ মি উঁচুতে প্রকৃতির গড়া বটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানার সমন্বয়ে ১২৭.২২ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত **মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিটি**ও দেখে চলা যেতে পারে। ১৯৭৬এ অভয়ারণ্যের শিরোপা চেপেছে মহানন্দার শিরে। সুকনা হয়ে পথ গিয়েছে —প্রবেশ তোরণও সুকনায়। NH-31ও চলেছে স্যাঙ্কচুয়ারির বুক চিরে। বাঘেরা (১১) চরে বেড়ায়, দর্শন না মিললেও গর্জন শোনা অসম্ভব নয় বাঘের। আর রয়েছে চিতাবাঘ, শম্বর, নানানধর্মী হরিণ, বন্য শুয়োর ছাড়াও নানান জন্তু। এমনকি শীতে চেনা-অচেনা নানান পাখি, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, হাতিরও দর্শন মেলে মহানন্দায়। নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের আরণ্যক সংগ্রহশালাটিও উল্লেখ্য। নভেম্বর থেকে মার্চে প্রতি রবিবার রাজ্য পর্যটন শিলিগুড়ি থেকে ১২-৩০টায় গিয়ে ১৭-৩০টায় ফেরে মহানন্দা দেখিয়ে। জলখাবার ও প্রবেশ মূল্য সহ টিকিট ৭৫৲। থাকারও ব্যবস্থা মেলে সুকনা ও কালিঝোরায় ফরেস্ট বাংলোয়। অবু: DFO, Kurseong.

তেমনই মিরিক পথে কিমি দশেক যেতে চড়ুইভাতির আর এক নন্দনকানন **মধুবন**। হরিণ, ময়ূর ছাড়াও নানান জন্তু আকর্ষণ বাড়িয়েছে মধুবনের। তেমনই তিস্তা ব্যারেজ ও সুকনা লেকও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাস/অটো/ট্যাক্সিতে শিলিগুড়ি থেকে।

কোচবিহার

কিছুটা বিবর্ণ হলেও ছবির মত সাজানো ছোট্ট শহর কোচবিহার। কোচরাজাদের করদ মিত্র স্বাধীন রাজ্য ১৯৪৯-এর ১২ই সেপ্টেম্বর ভারতভুক্তি হতে কামতা (অতীতের সৌমার পীঠ) বা কোচবিহার একটি জেলায় রূপ পেয়েছে। জেলার সদরও বসেছে কোচবিহারে। ১৫২২এ বিশ্ব সিংহর হাতে রাজ্যের পত্তন হলেও *রায়কত* শিরোপায় ভূষিত শিশু সিংহর হাতে ১৫৩৩এ রায়কত বংশের প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম জেলা শহর কোচবিহার। অসংখ্য দিঘি শহরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শহরের প্রাণকেন্দ্রে সাগরদিঘি—শীতে পরিযায়ী পাখিরা ভেসে বেড়ায়। বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে। আলোকিতও হচ্ছে আজকাল। পুরসভার উদ্যোগে সকাল ও সাঁঝে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরমেদুর করে তোলা হচ্ছে দিঘিকে। তেমনই বসেছে প্রশাসনিক নানান দপ্তর সাগরদিঘির পাড়ে। ভূপবাহাদুর নৃপেন্দ্রনারায়ণের হাতে গড়া শহর কোচবিহার। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রোমের সেন্ট পিটার্সের অনুকরণে এফ বার্কলের তৈরি ইতালীয় শৈলীর অনুপম নিদর্শন কোচবিহারের রাজবাড়িটি আজ জরাজীর্ণ হলেও সেকালে অনন্য ছিল। সারা বিশ্ব থেকে আসবাব এসেছে একে অলঙ্কৃত করতে। প্রাসাদের দরবার হলটি অনবদ্য। তবে, ভ্রমণার্থীদের প্রাসাদ দর্শন আজও প্রতিকূল হয়ে আছে। আর আছে দেবী-বাড়ি, মদনমোহন মন্দির, বৈরাগীদিঘি, পার্ক, ১৭ শতকের কামেতেশ্বরীর মন্দির কোচবিহারে। বৈরাগীদিঘির উত্তরপাড়ে চারচালা শৈলীতে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি মদনমোহন মন্দিরের দ্বিশত বছরের প্রাচীন স্বর্ণ ও অষ্টধাতুর মূল বিগ্রহ রাজপরিবারের কুল দেবতা জোড়া মদনমোহন অপহৃত হতে সারা শহর আজও মুহ্যমান। কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার প্রশস্তি আছে। চলতে-ফিরতে নিউ ডিসপেনসন চার্চ, পুরাণী মসজিদ, জেংকিনস স্কুলও উচিত হবে দেখে নেওয়া। কোচবিহারের আর এক আকর্ষণ ধূলিয়াবাড়ি ও ঘুঘুমারির সুন্দর মোটিফ ও রঙবেরঙের শীতলপাটি। কোচবিহার জেলা প্রশাসন বক্সাপাহাড় সফারিও গড়তে চলেছে। তেমনই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ইকো ট্যুরিজম প্রবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ৩টি ট্যুরিস্ট লজও গড়তে চলেছে রাজাভাত-খাওয়ায়।

হাসিমারা থেকে বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে। শিলিগুড়ি থেকেও বাস ও মিনিবাস যাচ্ছে কোচবিহারে। আর কলকাতার উল্টাডাঙা VIP স্ট্যান্ড থেকে ১৪-০০, ১৮-০০, ১৯-০০ ও ২০-০০টায় নানান বাস ও ময়দানের বাস গুমটি থেকে ১৮-০০টায় এক্স, ২০-০০টায় সুপার/ ভিডিও কোচ/ রকেট যাচ্ছে ১৩৩, ১৫২, ১৬৫, ১৭২ টাকায় NBSTC-র মালদহ/ শিলিগুড়ি/ জলপাইগুড়ি হয়ে ১৭ ঘণ্টায় কোচবিহার। কোচবিহার থেকে ফেরে সকাল ১১-৩০টায় এক্স, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৬-০০টায় সুপার, রকেট ও ভিডিও। কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে সুবর্ণজয়ন্তী এক্স বাস যাচ্ছে কলকাতা হয়ে দীঘায়। এছাড়াও NBSTC-র বাস যাচ্ছে কোচবিহার থেকে—মজঃফরপুর ৮-০০, ৯-১৫, ১১-৩০, ১৭-৩০, ২০-০০; জয়গাঁও ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০; সিউড়ি ১৪-০০; নবদ্বীপ ১২-০০; ধাপড়া ১৫-০০, ১৬-০০; শিলিগুড়ি ৫-৩০, ৭-১০, ৮-৩০, ১২-৩০; মালদহ ৮-৩০; বালুরঘাট ৭-০০, ১১-০০; ধুবড়ী ৬-৩০, ৯-৩০, ১৩-০০; বঙ্গাইগাঁও ৭-১৫; তেজপুর ১৭-৫০; নর্থ লখিমপুর ১৩-০০; গুয়াহাটি ৯-৩০; ২০-০০; ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের দিগ্বিদিকে। শিয়ালদহ থেকে তিস্তা-তোরসা ও হাওড়া থেকে কামরূপ ও 1237 দিন তিরুভনন্তপুরম/ কোচি/ ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্সে নিউ কোচবিহার পৌঁছে রিকশায় চলুন শহরে। আবার দার্জিলিং মেলে NJP পৌঁছেও ট্রেনে বা রেল স্টেশন থেকে দিনহাটার বাসে কোচবিহার যাওয়া চলে।

সার্কিট হাউস, পৌরসভার পান্থনিবাস, জেলা পরিষদের রেস্ট হাউস, PWD-র *IH* ছাড়াও *কোচবিহার হোটেল, সারদা, তৃপ্তি, হোটেল বি ভি, অশোক ও পার্ক* আছে। এদের কাছে S ৪০-১২৫, D ৮০-২২৫ টাকায় মেলে।

উৎসাহীরা কোচবিহার থেকে বাসে দিনহাটা পৌঁছে অতীতের বিধ্বস্ত কামতানগরের গোঁসানী দেবীর মন্দির, ৬০০ বছরের প্রাচীন গোঁসানীমারির রাজ্যপাট বেড়িয়ে নিতে পারেন। এমনকি আটিয়ামোচর বিলে নৌকাবিহারও করে নেওয়া যায় একই যাত্রায়। NBSTC-র কলকাতা-দিনহাটা বাসও ১১-৩০এ ছেড়ে ১৭২ টাকায় যাচ্ছে মালদহ/ শিলিগুড়ি/ কোচবিহার হয়ে।

তেমনই দিনহাটা-আলিপুরদুয়ার পথে বাণেশ্বর শিব মন্দির, কোচবিহার-ফালাকাটা পথে বৈষ্ণবতীর্থ মধুপুরও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। তুফানগঞ্জে নাগুরহাট জঙ্গলের রসিকবিলে রঙবেরঙের পাখিও দেখে নেওয়া যায় কোচবিহার থেকে।

বক্সাপাহাড়

কোচবিহার থেকে বাস/মিনি/ট্যাক্সিতে ২৪ কিমি দূরের আলিপুরদুয়ার পৌঁছে আলিপুরদুয়ার থেকে ৭-০০ ও ১৪-০০টায় NBSTC-র জয়ন্তীর বাসে ১১ কিমি দূরে বক্সা-জয়ন্তী-রায়ডাক বন পরিক্রমার গেটওয়ে রাজাভাতখাওয়া হয়ে আরও ১০ কিমি দূরের বক্সা মোড় পৌঁছে গাড়ি-চলা ৪ কিমি আরণ্যক পথে সান্তলাবাড়ি গিয়ে আরও ৫ কিমি পাহাড় বেয়ে সিনচুলা পাহাড়ের ৮৬৭ মি উঁচুতে ভারত-ভূটান সীমান্তের বক্সাপাহাড় পৌঁছান। কলকাতা থেকে সরাসরি তিস্তা-তোরসা, কামরূপ বা গুয়াহাটি এক্সে নিউ আলিপুরদুয়ার বা ১৯-০০টায় NBSTC-র বাসে ৮-৩০টায় আলিপুরদুয়ার পৌঁছে রিকশায় চৌপথি গিয়ে বাসে শামুকখোলা পৌঁছে ভূটানঘাট/রায়ডাক বা সরাসরি বাসে জয়ন্তী। ১৭-০০টায় শিলিগুড়ি জং ছেড়ে নিউ মাল, চালসা, বানারহাট, হাসিমারা, রাজাভাতখাওয়া হয়ে মিটার গেজে ২১-১০এ আলিপুরদুয়ার জং পৌঁছে ২১-৪৫এ আলিপুরদুয়ার যাচ্ছে 5741 Intercity Exp। এছাড়াও ৬-০০টায় প্যাসেঞ্জার, ১২-১০এ সমস্তিপুর-আলিপুরদুয়ার এক্সও আসছে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার। NJP থেকেও শিলিগুড়ি/আলিপুরদুয়ার হয়ে একইভাবে চলা যেতে পারে বক্সা। আর জলদাপাড়া দর্শনার্থীরা মাদারীহাট থেকেও গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে নিতে পারেন ৬০ কিমি দূরের বক্সা। জয়ন্তীর দূরত্ব ৭৫, ভূটানঘাট ৮৫ কিমি মাদারীহাট থেকে। মার্চ-মে আবার সেপ্টেম্বর-নভেম্বর বেড়াবার মরসুম।

১৮৬৪র ৭ই ডিসেম্বর ভুটিয়াদের হঠিয়ে বক্সাগিরি দুর্গের দখল নেয় ব্রিটিশ। আর ১৯৩০এ সংস্কার করে বন্দী-শিবির গড়ে ত্রৈলোক্য মহারাজ, ভূপেন দত্ত, হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, নিকুঞ্জ সেন প্রমুখ অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আটক রাখে ব্রিটিশ। আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত বক্সাদুয়ার বিধ্বস্ত হলেও স্বদেশী বন্দীদের অতীত রোমন্থন করায়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে নবোদ্যমে মিউজিয়ম হচ্ছে দুর্গে। এমনকি ১৯৫৯এ দালাই লামার সাথে আসা তিব্বতীয় শরণার্থীদের আশ্রয়-স্থলও হয় বক্সাদুয়ার। ১৯৭০এ তিব্বতীয়দের স্থানান্তরের সাথে বক্সাদুয়ারের অবক্ষয়ের শুরু। আর ১৯৯৩-এর ভয়াবহ বৃষ্টিতে ও প্রশাসনের উদাসীনতায় তরান্বিত হয় ধ্বংস। একে ঘিরেই ১৯৮৩তে রূপ পেয়েছে **বক্সা টাইগার রিজার্ভ**। জাতীয় উদ্যানের শিরোপা চেপেছে ১৯৯২তে চিলপাতা বনাঞ্চলের বক্সার শিরে। শিমূল, শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারুর সাথে গুল্মে আবৃত ৭৬৫ বর্গ কিমির মৌসুমী অরণ্যে ৬৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর দর্শন মেলে—২৩ তার বিলুপ্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অরণ্য বৈচিত্র্যেও বক্সা অনন্য। কোর এলাকা তার ৩০৪ বর্গ কিমি। '৯৫এর সুমারি মতে ৩১ বাঘ, ১০০ চিতা, ১২৫ হাতির সাথে নানান বনচরের বাস। ২৩০ প্রজাতির পাখিরও দর্শন মেলে বক্সায়। তেমনই ১৫০ রকমের বৃক্ষরাজি, ৩২ রকমের লতা, ১১২ ধরনের অর্কিড, ৩৬ ধর্মী ঘাস, ৭ রকমের বাঁশ, ৬ ধরনের বেতের সহাবস্থান ঘটেছে বক্সায়। বক্সা অরণ্যে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ৩৬টি গ্রামে ডুকপাদের বাস। আর মেলে ডলোমাইট; চা-ও হচ্ছে বক্সায়। বয়ে চলেছে রায়ডাক নদী অরণ্যচিরে। পায়ে পায়ে অভিসার করে নিন বক্সাপাহাড়।

এমনকি ভারত-ভূটান সীমান্ত সিনচুলাও বেড়িয়ে ফেরা যায় বক্সায়। তেমনই সীমান্ত পেরিয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর রূপম উপত্যকাও অভিযান করে আসা যায় ট্রেক করে। তবে যাত্রীর আনাগোনা কম এপথে। পুব গিয়ে মিলেছে মানস অভয়ারণ্যে। মানস নদী বয়ে চলেছে দুইয়ের মাঝে। আর উত্তরে ভূটান পাহাড় প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। পথেই পড়ে ডিমা, বালা ও জয়ন্তী নদী। শীতে কমলা সাজ পরে কালেঙ নদী কমলা লেবুর রঙে। এদৃশ্যও অনুপম।

আলিপুরদুয়ার থেকে ৪০ কিমি দূরে তুরতুরি চা বাগিচা, আরও ৮কিমি আরণ্যক পথে মনোরম প্রকৃতির মাঝে রায়ডাক নর্থ রেঞ্জের **ভুটানঘাটও** উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। পাহাড় আর জঙ্গল, পক্ষীকুলের সাম্রাজ্য ভুটানঘাট। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে রায়ডাক নদী। জল তার নীলাভ। বনচরেরা আসে নদীতটে—কখনও তৃষ্ণা মেটায় কখনও নুন চাটে। তেমনই তুরতুরি চা বাগিচার পাশ দিয়ে পথ গিয়েছে আর এক অরণ্য **রায়ডাক**। সবুজ চা বাগিচার মাঝে রাভাদের বাস। চেনা-অচেনা হাজারো পাখির সাথে হাতিরাও খেলায় মাতে রায়ডাক অরণ্যে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ২ ঘরের *রায়ডাক ফরেস্ট বাংলোয়*। সরাসরি যাত্রায় আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে শামুকখোলায় নেমে আরণ্যক পথে ৩কিমি দূরে রায়ডাক বন বাংলো। আর ভুটানঘাট বাংলোর দূরত্ব ৪কিমি শামুকখোলা থেকে। তবুও যেন যাতায়াতে আলিপুরদুয়ার থেকে গাড়ি নিয়ে সরাসরি বনবাংলোয় চলা সুবিধার। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ভারত-ভূটান সীমান্তে ভারত রাষ্ট্রের *ভুটানঘাট ফরেস্ট বাংলোয়*, অবু: DFO. Baxa T P. Alipurduar-736122.

শীতের দিনে ভুটানঘাট বাংলো থেকে ½ কিমি দূরে রায়ঢাক নদী পেরিয়ে আরও ½ কিমি গিয়ে কমলালেবুর সাময়িক আড়ত সাখিয়াবাজারও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। পিপিং খোলার রোমান্টিক পরিবেশ সেও এক নয়নলোভন দৃশ্য। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় বক্সাদুয়ার থেকে ১৩ কিমি বন পথে **জয়ন্তী**। পাহাড়-অরণ্য-নদী, ঝরনার ছন্দোময় কলতান—তারই সাথে হাজারো পাখির সুমধুর কাকলি মাতোয়ারা করে তোলে জয়ন্তী। আকাশ ছেয়ে শাল-সেগুন-শিমুল-পলাশ-শিরীষ—নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া জয়ন্তী নদী। নদীর পশ্চিমে বনবাংলো; পুব জুড়ে পাহাড় আর জঙ্গলে আকীর্ণ বক্সা টাইগার প্রোজেক্ট। ঘণ্টা দুয়েকের দুর্গম হাঁটা পথে পাহাড় শিরে আরণ্যক পরিবেশে সতীর বামজঙ্ঘা পড়ে—একান্ন পীঠের এক পীঠও জয়ন্তী। দেবীও এখানে জয়ন্তী, ভৈরব তার ক্রমদীশ্বর। আর আছে তিন গুহায় মহাকাল মন্দির। একটিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দ্বিতীয়ে ভোলানাথ আর তৃতীয়ে মহাকালী। শিবরাত্রিতে জাঁকালো উৎসব হয়। বাস আসছে আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তী।

থাকার জন্য সজ্জিত *ফরেস্ট বাংলো* আছে বক্সা পাহাড়ে। *জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, ভুটানঘাট, সঙ্কোষ, রায়ডাকেও ফরেস্ট বাংলো* মেলে। অবু: ফিল্ড ডাইরেক্টর, বক্সা টাইগার রিজার্ভ, আলিপুরদুয়ার-736122. রান্নার সরঞ্জাম মিললেও আহার্য নিজ ব্যবস্থায় সঙ্গে নিতে হয়। আর আছে Nature Lovers Expedition ও RMC-র *রেস্ট হাউস* বক্সা পাহাড়ে। এদের বুকিং: নেচার লাভার্স, রেড ক্রস বিল্ডিং, কাছারি রোড, শিলিগুড়ি; RMC-র বুকিং: North Bengal Explorers Club থেকে। বক্সার খবরাখবরও মেলে এদের থেকে। আর জয়ন্তীতে CESC-র *Holiday Home* আছে। অবু: CESC. 18 Rabindra Sarani, 2nd floor, Cal-1. ✆ 2253550 Ext 249. *ডে সেন্টার* হচ্ছে রাজাভাতখাওয়ায়। আর শামুকতলা রোড, চৌপথি, আলিপুরদুয়ারে আছে—*H Elite*, বিপরীতে *Santoshi H*, অদূরে *Gama L*, *Kanchanjanga H*; স্টেশন রোডে *Raj Luxmi H*। *পর্যটক আবাসও* গড়তে চলেছে আলিপুরদুয়ারে। এমনকি আলিপুরদুয়ারে অবস্থান করে শ'চারেক টাকায় গাড়িতে বেড়িয়ে ফেরা যায় বক্সা।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য

জয়ন্তী থেকে ৭০ আর শিলিগুড়ি থেকে ১১৯ কিমি দূরে ৬১ মি উচ্চে জলপাইগুড়ি জেলায় ১১৪ বর্গ কিমি জুড়ে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছে এই অভয়ারণ্য। হাসিমারার ১২ কিমি দূরে মাদারিহাটে অভয়ারণ্যের প্রবেশদ্বার। নিয়মিত বাস ও মিনিবাস আসছে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জয়গাঁও তথা ফুন্টসোলিং থেকে হাসিমারায়। মাদারিহাট হয়েও যাচ্ছে এর কোন কোন গাড়ি। পথ পাশে বুক উঁচু ঢেউ তুলে বিস্তীর্ণ চা-বাগিচা। রঙবেরঙের সাজে পিঠে চুপড়ি চাপিয়ে দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি তুলছে দিনভর। চলার পথে এও আর এক নয়নলোভন দৃশ্য।

সবুজের বাসর বসেছে হলং ডাকবাংলোকে ঘিরে—গহীন অরণ্য, বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী তোরসা ও মালঙ্গী পুব থেকে পশ্চিমে। নদী পারে সল্ট লিক—বন্যপ্রাণীরা আসে নুন ও জল খেতে। পরদিন সকালে হাতির পিঠে যাত্রীরা যান বন্যজন্তু দেখতে। এক শৃঙ্গী গণ্ডার দর্শন তালিকায় মুখ্য। তবে, সংখ্যা কমতে বসেছে। শোনা যায়, খাবারের অভাব এর কারণ। ২৭.৪.৯২এর গণনা মতে ৩৩টি গণ্ডার আছে জলদাপাড়ায়। আর আছে নানান প্রজাতির হরিণ, ময়ূর, বাঘ, লেপার্ড, বন্য হাতি, শম্বর, শুয়োর, ছাড়াও নানান। আর হয়েছে চিতাবাঘ পালন কেন্দ্র। কাছেই অভয়ারণ্যর অফিস, মিউজিয়ম তথা ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার মাদারীহাটে। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মে মাস। জুনের ১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৫ বন্ধ থাকে জলদাপাড়ার দ্বার।

কলকাতা থেকে সরাসরি জলদাপাড়া যাত্রায় বিমানে বাগডোগরা আর রেলে দার্জিলিং মেল, তিস্তা-তোরসা, কাঞ্চনজঙ্ঘা বা কামরূপ এক্সে NJP পৌঁছে রিকশায় শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট গিয়ে কোচবিহার, জয়গাঁও, আলিপুরদুয়ারের বাস বা মিনিবাসে মাদারিহাট পৌঁছান। তবে, CSTC ও পশ্চিমবঙ্গ টুরিজমের কলকাতা-জয়গাঁও বাস ১৮-০০টায় ও কলকাতা-ফুন্টসোলিং ভুটান রাষ্ট্রীয় বাস ২০-০০টায় ছেড়ে মাদারিহাট হয়ে যাচ্ছে। আবার শিলিগুড়ি থেকে মিটারগেজ রেলে হাসিমারা পৌঁছেও ট্যাক্সিতে হলং বাংলো চলা যেতে পারে। পূর্ব ব্যবস্থা না থাকলে হাসিমারা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে অভয়ারণ্যের ৬ কিমি অন্দরে *Hollong Forest Lodge*, ✆ 62228, যাওয়াই উচিত হবে। ৭ ঘরের সুসজ্জিত লজে দু'জনের থাকা ভারতীয় ৩৫০, অভারতীয় ৮০০, ডিনার ও ব্রেকফাস্ট ১৫০ টাকায় প্রতিজনা বাধ্যতামূলক। আগে থেকে জানিয়ে এলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি যাত্রী নেওয়া-আনা করে। গহীন অরণ্য, পথও দীর্ঘ—তাই পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত নয়। আর মাদারিহাট বাস সড়কে WBTDC-র *Jaldapara Tourist Lodge*, AP প্রথায় DAB ৭০০, ১০ বেডের

ডর্মিতে ২১০ প্রতি জনা। অবু: Manager, ✆ (03563) 62230 বা Tourist Centre, 3/2 B B D Bag, Cal-1, ✆ 2485917. সকালে ট্যুরিস্ট লজ থেকে গাড়িতে ৭ কিমি দূরের হাতি পয়েন্টে যাতায়াত ১২৫, দশের বেশি যাত্রী হলে প্রতিজনা ২৮। আর, হলং ফরেস্ট লজ থেকে যাত্রী নিয়ে হাতি যাচ্ছে ১½ ঘণ্টার সফরে, প্রতিজনা ৬৫ শিশু ৫০ অভারতীয় ১১৫। আর লাগে প্রবেশ দক্ষিণা, গাড়ি, পারমিট ও ক্যামেরার চার্জ, মান হারে ভিন্ন ভিন্ন।

আবার ফরেস্টের আর এক প্রান্ত ৪ কিমি দূরের নীলপাড়ায় ২ ঘরের *ফরেস্ট বাংলো;* ১৬ কিমি দূরে ৩ ঘরের *বরোদাবাড়ি ফরেস্ট বাংলো* ও *বরোদাবাড়ি ইয়ুথ হোস্টেলেও* যাত্রী থাকার ব্যবস্থা মেলে। হলং ফরেস্ট লজ ও অন্যান্যের আংশিক বুকিং: W B Tourism, Hill Cart Rd, Siliguri, ✆ 431974 বা W B Tourism, 3/2 B B D Bag, Cal-1, ✆ 2488271 বা Divisional Forest Utilisation Officer, 8 Lyons Range, Cal বা DFO, Cooch Behar থেকে মেলে। বুকিং ছাড়া যাওয়া নিরাপদ নয়।

ডুয়ার্স

ডুয়ার অর্থাৎ ভূটানের দুয়ার। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা সীমান্তে ৪৭৫০ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে T'অর্থাৎ Tea, Timber, Tourism দুনিয়া ডুয়ার্সে। রোমাঞ্চে ভরা এর পথঘাট, ১৫২টি চা-বাগিচা; ১২৫০ কিমি বনভূমিতে হাজারো পাখির কলকাকলি, নানানধর্মী অর্কিড মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। বয়ে চলেছে তোরসা, তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক, সঙ্কোষ, কালজানি ছাড়াও নানান পাহাড়ী নদী ডুয়ার্সের উপর দিয়ে। ওরাওঁ, মুণ্ডা, রাভা, টোটো ছাড়াও নানান উপজাতির বাস। জলদাপাড়া, গরুমারা ও চাপড়ামাড়ি—তিন অভয়ারণ্যই ডুয়ার্সে। এমনকি ভূটানের রাজপথও গিয়েছে এই ডুয়ার্সের উপর দিয়ে। তেমনই লুকিয়ে রয়েছে আর এক অতীত আলিপুরদুয়ারের পশ্চিমে বুড়া তোরসার পুবপাড়ে অর্থাৎ জলদাপাড়ার কাছে চিলাপাতার জঙ্গলে। ১.২৯৫ বর্গ কিমি জুড়ে গুপ্তযুগের (৪-৬ শতক) নলরাজার গড় ব্রিটিশের মেন্দাবাড়ি আজও জঙ্গলাকীর্ণ।

মালবাজার থেকে ১½ কিমি দূরে বিস্তীর্ণ চা-বাগিচার মাঝে অজস্র গোলাপ আর নানানধর্মী মরসুমী ফুলের কাননে অর্কিড হাউস। কানন লাগোয়া মালবাজার বাস স্ট্যান্ডেই WBTDC-র ২৯ বেডের *Malbazar Tourist L*, Mal-735221, ✆ (03562) 55183, DAB ৩০০ A/c ৪৫০ ডর্মি বেড ৬০। NBSTC-র বাসও যাচ্ছে কলকাতা থেকে ৫-০০, ১৮-৩০এ শিলিগুড়ি হয়ে মালবাজার। এছাড়াও বাস যাচ্ছে কলকাতা তথা শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার হয়ে নানান। বাস যাচ্ছে ডুয়ার্সের উপর দিয়ে—জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জয়গাঁও তথা ফুন্টসোলিং-এ। মালবাজার ট্যুরিস্ট লজ থেকে দিনে দিনে গরুমারা বেড়িয়ে আনে লাঞ্চ সহ ১৮০ টাকায়। এমনকি Apex Tours, 21A, Rani Sankari Lane, Cal-26, ✆ 485236 কলকাতা থেকে ডুয়ার্স প্যাকেজে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে।

মংপং: শিলিগুড়ি থেকে ২৫ কিমি দূরে দামাল নদ তিস্তার পাড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি মংপং। বাস যাচ্ছে বিধান মার্কেট স্ট্যান্ড থেকে NH 31 ধরে মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির মাঝ দিয়ে দিনভর মুহুর্মুহু। ১ ঘণ্টার পথ। আজও অনাবিল প্রকৃতির আদিম মাধুর্যের স্বাদ মেলে মংপং-এ। পশ্চিমে সিভোক পাহাড়, উত্তর ও পুবে মালভূমি জুড়ে গহন অরণ্য। আর দক্ষিণে অন্তহীন নীলাকাশ। বন্য হাতি, বাইসন, হরিণ চরে বেড়ায়। তেমনই বনটিয়া, তিতির, ময়না, বনমোরগ, হরিয়াল ছাড়াও চেনা-অচেনা নানান পাখির আনাগোনা মধুময় করে তোলে পরিবেশকে। করোনেশন ব্রিজে তিস্তা পেরিয়ে ডুয়ার্সমুখী ৩ কিমি যেতে মংপং ফরেস্ট চেকপোস্ট। পথপাশে বিটবাবুর অফিসে ১২ বার্থের *লগ হাটের* স্পট বুকিং মেলে। বার্থ ৪০, ব্যবস্থাপনা ভালই। আর আছে সুসজ্জিত *ফরেস্ট বাংলো,* DAB ৪০০; অবু: DFO, Kalimpong. অবস্থান হিসাবে লগ হাটটি আদরণীয় হবে। দু'য়েরই অবস্থান বিট অফিস থেকে ২ মিনিটের পথে। তেমনই আছে খেলাধূলা ও বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে মংপং পিকনিক স্পট—চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা। দিনভর দেখেশুনে দিনান্তে মালবাজার তথা ডুয়ার্স বা শিলিগুড়ি ফেরা যেতে পারে। আবার করোনেশন ব্রিজ পৌঁছে বাসে মংপু, কালিম্পং বা গ্যাংটকও চলা যেতে পারে।

চলার পথে হাসিমারা-জলপাইগুড়ি বাস পথে গরুমারা স্যাঙ্কচুয়ারিটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। ১৯৪০-৪১এর সংরক্ষিত শিকারভূমি ১৯৭৬এ ৮.৬১ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত গরুমারা অভয়ারণ্যের শিরোপা পরে। আবার শিরোপা বদল—গরুমারা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৫ম জাতীয় উদ্যান। আয়তন বেড়ে গরুমারা আজ ৭৯.৪৫ বর্গ কিমি। ওদার, বহেড়া, কাটুস, লালী, সিধা, জাম, শিমূল, শিরীষের জঙ্গলে ১৪টি একশৃঙ্গী গণ্ডার, ৫০এরও অধিক হাতি, ৩০০ বাইসন, ২৫ চিতাবাঘ, গৌর, বাঘ, শম্বর, নানান প্রজাতির হরিণের দর্শন মেলে। শীতে বিরল প্রজাতির ময়ূরেরা নাচ দেখায় পেখম মেলে। পক্ষীকূলও আকর্ষণ বাড়ায়। বয়ে চলেছে মূর্তি ও রায়ঢাকা নদী, দূরে দূরান্তরে পাহাড়শ্রেণী—আরও দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। থাকারও ব্যবস্থা আছে ৪ কিমি অরণ্য অন্দরে *ফরেস্ট বাংলোয়,* বেড ১০০ হারে, আহারও মেলে ক্যান্টিনে; অবু: DFO, Jalpaiguri, ✆ 22838।

গরুমারার ঠিক নিচে দক্ষিণ লাগোয়া চাপরামারি। গরুমারা থেকে ১২ কিমি দূরের চালসা পৌঁছে চাপরামারি হয়ে চলা যেতে পারে নানানদিকে। আর সরাসরি যাত্রায় ৭৮ কিমি দূরের শিলিগুড়ি থেকে NBSTC-র বিন্দুর বাসে চলা যায় NH 31-এ সেবক ব্রিজ, মালবাজার, চালসা, খুনিয়ার মোড় ছাড়িয়ে বাঁয়ে আরও ৪ কিমি দূরের চাপরামারির তোরণদ্বারে। তবে, চালসা যাতায়াতে বাসের আধিক্য মেলে। চালসা থেকে একটা পথ বেঁকে গেছে ডানদিকে বক্সার দিকে।

চালসার কিছুটা আগে পথ দ্বিমুখী হয়ে বাঁয়ে যেতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল আর ডাইনে গরুমারা। রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে চাপরামারি পয়েন্ট। ১½ কিমি অরণ্য অন্দরে বনবাংলো। অরণ্যের শোভা সুন্দর দৃশ্যমান বাংলো থেকে। কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান বাংলোর সামনে থেকে। চাঁদিনীরাতে নয়নলোভন এ-দৃশ্য মুগ্ধ করে দর্শককে। ৯.৬০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ১৯৭৬এ ঘোষিত পর্ণমোচি বৃক্ষের চাপরামারি অভয়ারণ্যেও গরু-মারার প্রতিচ্ছবি মেলে। অরণ্যের জলায় দিনান্তে বন্য বরাহ, নীলগাই ছাড়াও নানান অরণ্যচরেরা আসে জল খেতে—স্নান করে হাতির দল। গরুমারা লাগোয়া মাটিয়া ড্যাম অর্থাৎ জলাশয়। বয়ে চলেছে ন্যাওরা নদী একদিকে, আর বামনি ও মূর্তি অপরদিকে; ওরাওঁ, মুণ্ডা ও রাজবংশীদের বাস। তারই মাঝে বিহারে বেরয় গণ্ডার, হাতি, গৌর ছাড়াও নানান অরণ্যচর লেককে ঘিরে। বামনিঝোরা হয়ে পথ গিয়েছে। শীতে হেল্প ট্যুরিজম শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স সফারিতে বামনিঝোরাও যাচ্ছে।

তেমনই গরুমারার অদূরে অভয়ারণ্যের পিছে গড়তে যাচ্ছে রাজ্য পর্যটন ও সিনক্রেয়ার্স হোটেল গ্রুপের উদ্যোগে শিলিগুড়ি-গুয়াহাটি সড়কের চালসা পাহাড়ে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ২৫ একর জুড়ে হলিডে রিসর্ট অর্থাৎ ১০০টি কটেজ, ভিলা, রেস্তোরাঁ, বার, কফি শপ, শপিং সেন্টার ছাড়াও নৌকাবিহারের ব্যবস্থা নিয়ে নয়ন মনোহর লেক। চালসা হয়ে ভুটান বর্ডারের কাছে মনোরম প্রকৃতির মাঝে সামসিং-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

চালসা থেকে ৮২ কিমি দূরে **সামসিং**-এর প্রশস্তি তার নয়নলোভন প্রাকৃতিক শোভার জন্য। মিনিবাস যাচ্ছে বিধান মার্কেট থেকে মালবাজার রেখে ১০ কিমি দূরে চালসা মোড় —বাঁয়ে পথ উঠেছে সামসিং, ডাইনে গরুমারা হয়ে জলপাইগুড়ি। আর সোজা পথ চলে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য চিরে বানারহাট, বীরপাড়া হয়ে আলিপুরদুয়ার। চালসা থেকে চা বাগিচার বুক বেয়ে পথ ওঠে ৮ কিমি দূরের মেটেলি হয়ে আরও ১০ কিমি দূরের সামসিং। অদূরে ভূটান পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখে নেওয়া যায় মনোরম প্রকৃতি—গাছে গাছে কমলালেবু ফলে, বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। অপর পাড়ে জলঢাকা পাহাড়। DGHC-র ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে। দিনে দিনে শিলিগুড়ি বা মালবাজার থেকে বেড়িয়ে ফেরা যেতে পারে মিনি বা নিজস্ব ব্যবস্থায় গাড়িতে।

আবার গরুমারা থেকে বামনিঝোরা হয়ে চলা যেতে পারে ডুয়ার্সের আর এক রূপসী কন্যা **লাটাগুড়ি**। লাটা-গুড়ির আরণ্যক শোভাও মনোরম। বনচরেরা বিহারে বেরয়। ফরেস্ট বাংলোও আছে লাটাগুড়িতে। লাটাগুড়ি থেকে বেড়িয়ে নেওয়া যায় বামনিঝোরা। নদী আর নির্জনতা এখানে মিলে মিশে কাব্য গড়েছে। হাতিরাও আসে গাছে গাছে ফুটে থাকা ফুলের বাহার দেখতে। তেমনই গাছে গাছে অর্কিডের মেলা। অদূরে মূর্তি নদী।

আবার ময়নাগুড়ি বাজার থেকে ৩ কিমি গিয়ে উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত শৈবতীর্থ **জল্পেশ শিবমন্দিরটিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা জল্পেশ শিকারের পথে ১ শতকে আবিষ্কার করেন জলমগ্ন ভূগর্ভস্থ এই অনাদি শিব-লিঙ্গ। প্রাচীন মন্দির ধ্বংস পেতে ১৬৬৫তে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের তৈরি মন্দিরে মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন মেলে। জল্পেশ থেকে জলপাইগুড়ির দূরত্ব ১৫ কিমি। রাত্রিবাসেরও নানান ব্যবস্থা মেলে জেলাসদর জলপাই-গুড়িতে। কদমতলায়—*রুবি বোর্ডিং, হোটেল রেণুকা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ; প্রভাত হোটেল*—ডি বি সি রোড; *মিউনিসিপ্যাল গেস্ট হাউস* ছাড়াও নানান।

কালিম্পং

দার্জিলিং থেকে ৫১, গ্যাংটক ৭৫ আর শিলিগুড়ি থেকে ৬৯ কিমি দূরে ১২৫০ মি উঁচুতে পাহাড়ী শহর সুন্দরী কালিম্পং। দার্জিলিঙের মতো উচ্ছলতা নেই। তবে, আয়তন ও আয়োজনে পর্যটক সমাগম উল্লেখ্য না হলেও দেলো ও দুর্পিনদারা দুই পাহাড়ের মাঝে ফারে ছাওয়া ফুল আর অর্কিডের দেশ কালিম্পং-এর শান্ত-স্নিগ্ধ-প্রশান্ত রূপটি অবকাশ যাপনের পক্ষে মনোরম। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। উত্তরে সেকেন্দার পর্বতমালার পিছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও তুষারাবৃত কাং, জানু, কাব্রু, পানডিম, সিমভু, সিনিয়লচু, চোমিও মো, নানান শিখর। দিনভর রুপোলি, সূর্যাস্তে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়—আগুনে-লাল থেকে তামা, তামা থেকে সীসা। উত্তর-পূব আকাশ জুড়ে রঙের বদল বিশ্বের অন্যত্র বিরল। পশ্চিমে গ্রেট রঙ্গিতের শ্যামল উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ সিঞ্চল পাহাড়, দক্ষিণে বাংলার সমতল, পুবে রেলি নদীর সুন্দর উপত্যকা, তারও পিছে নিবিড় অরণ্যে ছাওয়া পর্বতমালা—কালিম্পংকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি করে তুলেছে। তিস্তা বাজারে ১৯৯৬-এ গড়া নতুন ব্রিজে তিস্তা পেরিয়ে ১ কিমি যেতেই ডানহাতি পথ উঠেছে পাহাড় বেয়ে হাজার থেকে চারহাজার ফুট উঁচু পাহাড়ী হ্যামলেট কালিম্পং-এ। আর সোজা উর্ধ্বমুখী গ্যাংটক। দার্জিলিং থেকে চলার কালে ঘুম পেরুতেই পুবমুখী সাইটেমারিয়া, শাল, ওক, ম্যাপেলের গহীন অরণ্যের মাঝ দিয়ে, হ্যাপি ভ্যালি ও লোপচু চা বাগিচার বুক চিরে, রঙ্গিত ও তিস্তা নদীর কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলে নেমে। প্রথম আধায় পথ নামে আট হাজার থেকে এক হাজার ফুটে। মিলনও ঘটেছে রক্তিম সলিলের রঙ্গিত ও তিস্তার পথিমধ্যে, পথশোভা মনোহর। কালিম্পং থেকে ২০ কিমি দূরে ভিউ পয়েন্টও হয়েছে।

অতীতে সিকিম রাজের দখলে ছিল কালিম্পং। ১৭০৬এ কালিম্পং-এর অংশ দখল করে ভূটান। ভূটানিজ গভর্নরের মূল দপ্তরও বসে কালিম্পংএ। নামটিও নাকি সেই থেকে। A *Kaleen* অর্থ রাজার মন্ত্রী আর *pong* হচ্ছে দুর্গ। দ্বিমতে,

কৌলিম গাছ থেকে নাকি অতীতের ডালিংকোট হয়েছে কালিম্পং। আবার *ব্ল্যাক স্পার* থেকে কালিবং-ও বলে থাকে স্থানীয় লোকে। আর লেপচা ভাষায় দুই পাহাড়ের মাঝে খেলার মাঠ অর্থাৎ কালিম্পং। ১৭৮০তে বাকি অংশ দখল করে গোর্খারা। আর ১৯ শতকে ব্রিটিশের দখলে যায় কালিম্পং। অর্থাৎ কালিম্পং আসে বেঙ্গলে—কালে কালে পশ্চিমবাংলায়। অতীতে সিকিম তথা তিব্বতের সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের মূল ঘাঁটি ছিল কালিম্পং। ৩.৫ বর্গকিমি ব্যাপ্ত শহরে ৪০০০০ নেপালি, তিব্বতীয়, ভুটানিজ ও লেপচাদের বাস।

চলুন যাই ভুটান

হাসিমারা/জলদাপাড়া থেকে বিদেশ ভ্রমণও করে নিতে পারেন। নিয়মিত শেয়ার ট্যাক্সি, বাস ও মিনিবাস যাচ্ছে হাসিমারা থেকে ভারত সীমান্ত জয়গাঁও। পথের দূরত্ব ১৬ কিমি। তোরণ পেরুলেই ভুটান রাষ্ট্রের শুরু। ভুটানের সহজতম সড়কও ভারত থেকে হাসিমারা হয়ে ফুন্টসোলিং যাচ্ছে। আর শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশনের অদূরে Tourist Bureau—Govt of WB-এর বিপরীতে বর্ধমান রোড থেকে রয়্যাল ভুটান ট্রান্সপোর্টের বাস যাচ্ছে ৩২ টাকায় ৭-৩০, ১২-০০, ১৫-০০, ১৬-০০টায় (ডিলাক্স ৫০); প্রাইভেট বাস যাচ্ছে বিধান মার্কেট থেকে মুহুর্মুহু; NBSTC যাচ্ছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে ৭-০০, ১০-৩০, ১২-৩০ ও ১৫-০০টায়। পথের দূরত্ব ১৫০ কিমি। বাস যাচ্ছে কালিম্পং থেকেও ফুন্টসোলিং-এ। এমনকি কলকাতার ধরমতলা বাস গুমটি থেকে ভুটান ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের বাস বুধবার ছাড়া প্রতিদিন ১৯-০০টায় ছেড়ে ২০৫ টাকায় শিলিগুড়ি হয়ে ফুন্টসোলিং যাচ্ছে।

ভুটান যেহেতু বিদেশ—টাকায় রূপান্তর ঘটেছে। ভারতীয় মুদ্রার তুল্য ভুটানি মুদ্রা নগরট্রম। ভারতীয় মুদ্রারও চল আছে সারা ভুটান রাষ্ট্রে। তেমনই ইংরেজির থেকে হিন্দী সরগরম বেশি সারা ভুটানে। তবে, তারতম্য ঘটে সময়ে—ভারতীয় সময় ১২-০০টা আধ ঘণ্টা পিছিয়ে ভুটানে তখন ১১-৩০টা।

ভারতীয়দের কাছে ফুন্টসোলিং-এর দ্বার অবারিত। তবে থিম্পু যেতে অনুমতি লাগে। ফুন্টসোলিং অতি আধুনিক শহর, বাণিজ্যিক শহরও বটে। বিদেশী পণ্য থরে-বিথরে ঠাসা। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে তোরসা নদী। থাকার জন্য Welcom group-এর H Druk, Phuntsholling, Bhutan, S ৬০০৲ D ৮০০৲ A/c S ৭৬০৲ D ৮৭০৲ A/c স্যুইট ২৫০০৲; H Kuenga, DAB ১৫০-২৫০৲ TAB ১৭৫-২৭৫৲; H Blue Dragon, DCB ১০০৲ DAB ১২৫-১৭৫৲; Madras H, DCB ৬৫৲ DAB ৮৫-১৫০৲; H Rigya, DAB ১০০-১৭৫৲; H Paradise, DAB ১২০-১৫০৲; H Dechhan, S ৬৫৲ D ১২০৲ T ১৮০৲; ছাড়াও হোটেল রয়েছে নানান।

ফুন্টসোলিং থেকে ১৭২ কিমি দূরে ৭৯৫০ ফুট উঁচু রাজধানী শহর থিম্পুর বাস্ যাচ্ছে ৭-৩০, ৮-৩০ ও ৯-৩০টায়। সময় নেয় ৮ ঘণ্টা, ভাড়া ৯০৲। BGTS-এর মিনিবাস যাচ্ছে ৭-০০ ও ১৪-০০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায়, এদের ভাড়া ১১৫৲। Dendrup Travels যাচ্ছে ৭-০০ ও ১১-০০টায়, এদের ভাড়া ৮৫৲। যথেষ্ট শীতবস্ত্রও সঙ্গে নিতে হয়। উচ্চতার তুলনায় শীতের আধিক্য থিম্পু শহরে।

হোটেলও আছে থিম্পুতে—H Takshang, H Kaysang, DCB ১০০৲ DAB ১২৫-২০০৲; H Riwang, DCB ৮০-১২৫৲ DAB ১০০-১৫০৲; H Rignam DCB ৮৫৲ DAB ১২৫৲; L Rabsel, DCB ৮০-১২৫৲; H Methopemu, D ৮৫-১৫০৲; H Degong, DCB ১০০৲। আর আছে Welcomegroup এর H Druk, ✆ (009752) 22966, A/c S ৮৫০৲ D ১২৫০৲ ১৮৫০৲ স্যুইট ৩০০০৲; H Keylong, S ৪৫০৲ D ৬৫০৲; ভুটান ট্যুরিজমের Motithang H ছাড়াও নানান। আর আছে হোটেল গেইশল, SCB ১০০৲ SAB ১২৫৲ DCB ১৬০৲ DAB ২২৫৲ TAB ২৫০৲; হোটেল চমস, SCB ৮০৲ DCB ১৫০৲; হোটেল স্নো লায়ন, SCB ৮০৲ DCB ১২৫৲ TCB ১৫০৲।

থিম্পুর ৩১ কিমি আগেই পথ গিয়েছে পারোর। থিম্পু থেকে এসে দিনে দিনে পারোও বেড়িয়ে নিতে পারেন। পারোর মিউজিয়মটি খুবই আকর্ষণীয়। বেড়াবার উপযুক্ত সময় মার্চ থেকে মে, আবার মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস। হোটেলও আছে H Olathang, D ৬০০৲; H Kinlay Penjore, D ৪০০-৬৫০৲ পারোয়। আর পুনাখায় H Langthog Pelri, D ১১০০৲। আরও তথ্যের জন্য ভ্রমণ সঙ্গী: নেপাল ও ভুটান দেখুন। তবে, Liaison Officer, India House, Phuntsholling, Bhutan এর কাছ থেকে ভারতীয়দের থিম্পু যাবার পারমিট নেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও সহজেই প্রাপ্য। শনি, রবি ও ছুটি ছাড়া ৯-৩০—১১-৩০ ও ১৬—১৭-০০টায় খোলা। পাসপোর্টহীন যাত্রীদের উচিত হবে ভারতীয় নাগরিকত্বের নিদর্শন স্বরূপ রেশন কার্ড বা নির্বাচন কমিশনের পরিচয় পত্রের জেরক্স কপি সঙ্গী করা।

শহর থেকে ২ কিমি দক্ষিণে দুর্পিনদারা (১৩৭২ মি) পাহাড়চুড়োয় ঝলমলে সাজে ৩ তলা **জং দং পারলি** তিব্বতীয় বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি। হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের (Geluk-pa) এই মনাস্ট্রি ১৯৩৭এ তৈরি। ১৯৭৬এ মহামান্য দালাই লামার দেওয়া উপহার ১০৮ খণ্ডের *কাঞ্জুর* ধর্মগ্রন্থ মনাস্ট্রির আর এক সম্পদ। ছাদ থেকে চারপাশের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। সামনেই জলাধার, তারও সামনে দুর্পিনদারা ভিউ পয়েন্ট—বয়ে চলেছে তিস্তা, রেলি, রিয়াং, ছাড়াও নানান পাহাড় চুড়ো। তেমনই নীলাকাশ, রজতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা, অসীম শূন্যতা এক অপার প্রশান্তি এনে দেয় দর্শক মনে। ঢালে সবুজে ছাওয়া সেনাবাহিনীর তৈরি গল্ফ কোর্স। শহর থেকে ২ কিমি দূরে পথেই পড়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুর ভবন—চিত্রভানু। এই বাড়ি থেকেই ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে জন্মদিন কবিতা আকাশবাণীতে আবৃত্তি শোনান টেলিফোনে কবি। সম্প্রতি সমবায় ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বসেছে গৌরীপুর ভবনে।

এপথেই ১ কিমি উত্তরে ১৭০৪ মি উঁচু দেলো (Deolo) পাহাড়ে ড. গ্রাহামস হোম। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ৩৫টি দুঃস্থ ও অনাথ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশুদের নিয়ে ড. জন অ্যান্ডারসন গ্রাহামসের প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রম। কালক্রমে বেড়ে বেড়ে

৫০০ একর জমিতে ৭০০-রও অধিক ছাত্রের পঠন-পাঠনের সাথে নানানধর্মী হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৪২এ ড. গ্রাহামের মৃত্যুও ঘটে কালিম্পং-এ। আর রয়েছে, দেলোর উপরে নেওড়াখোলা জলপ্রকল্প। পাহাড়-তলীতে ১৬৯২এ তৈরি তংসা বা ভুটানিজ গুম্ফা অর্থাৎ মনাস্ট্রি কালিম্পং-এ। তবে, মূল মনাস্ট্রি গোর্খাদের হাতে ধ্বংস পেতে নতুন করে তৈরি হয় এটি।

ফুল আর ক্যাকটাসের জন্যও কালিম্পঙের বিশ্বপ্রশস্তি আছে। প্রতিটা বাড়িতেই বাগিচা—আর হয়েছে নয়ন-লোভন নার্সারি। কালিম্পং পর্যটকদের কাছে ৭০০ রকমের অভিনব ক্যাকটাসের পাইন ভিউ নার্সারি আকর্ষণে অনবদ্য। কিনতেও মেলে ৮০ থেকে ৮০০০০০ টাকায়। আর আছে ঋষি রোডে ইউনিভার্সাল, স্ট্যান্ডার্ড, বৃন্দাবন, সাংগ্রিলা, গ্রিন হিল, শান্তিকুঞ্জ, টুইন ব্রাদার্স, তুলসী প্রধান, গণেশ মণি প্রধান নার্সারি ছাড়াও নানান। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাঙালির দেবী কালীর মন্দিরটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে চলতে ফিরতে। তেমনি আছে অর্কিড ফুল আর পাইনে ছাওয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পার্ক, শান্ত-স্নিগ্ধ-মনোরম পরিবেশে মঙ্গলধাম, ১৮৩৭এ গড়া ভুটানিজ পেদং মনাস্ট্রি, তিব্বতীয় মনাস্ট্রির আদলে গড়া ক্যাথলিক চার্চ, কাঠমাণ্ডুর স্বয়ম্ভুনাথের আদলে গড়া নেপালি বৌদ্ধদের ধর্মোদয় বিহার। কিংবদন্তী খ্যাত সুইস মিশনারী-দের সুইস ওয়েলফেয়ার ডেয়ারিটি আজ আন্দোলনে শহীদ হয়েছে। হাতের কাজ দেখা ও ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে মোটর স্ট্যান্ডের বিপরীতে হাঁটা দূরত্বে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে লেডি ক্যাথারিন গ্রাহামের গড়া কোঅপারেটিভ হস্তশিল্প কেন্দ্র—কালিম্পং আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস্ সেন্টারে। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নিন কালিম্পং শহর। আবার বাঁ-হাতি পথে সামান্য যেতেই হাসপাতাল ছাড়িয়ে হিলডিয়াম হোম ভিউ পয়েন্ট। চোখ ভরে দেখে নিন সর্পিল গতিতে বয়ে চলা দামাল নদী তিস্তা ও তার চারপাশ। এমনকি বুধ ও শনিবারের কালিম্পং ভ্রমণার্থীরা মোটর স্ট্যান্ডের নিচুতে রাজা দোরজে হাটটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। জাতীয় সাজে সজ্জিত হয়ে স্থানীয়রা আসেন কেনা-বেচা করতে।

পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নিন কালিম্পং শহর। আবার Himalayan Travels, ✆ 55023, Kalimpong Motor Transport ✆ 55719, Mintri Transport, Main Rd, ✆ 55741 থেকে ৩০০-৩৫০ টাকায় মারুতি ভ্যান, জিপ ৪০০-৪৫০ টাকায় ভাড়ায় মেলে শহর দেখার। রেল না পৌঁছালেও রেলের আউট এজেন্সীর বুকিং দপ্তর বসেছে কালিম্পঙের মোটর স্ট্যান্ডে। বাসও যাচ্ছে রেলের শিলিগুড়ি-কালিম্পং-শিলিগুড়ি।

Kalimpong, STD 03552, PC-734301-এ শহরে ঢোকার মুখে বাস পথে সিনেমার আগেই বামহাতি ঢালপথে মধ্যমানে অনন্য DGHC-র *Shangrila Tourist Lodge,* ✆ 55230, AP প্রথায় DAB ৪৭৫, TAB ৫৫০, ডর্মি ১৯০। আর আছে এদেরই বিলাসবহুল *Morgan House Tourist L,* Durpin Hill, ✆ 55384, AP S ৬৫০, D ১১০০, ১২৫০, ১৭০০; একই চত্বরে *TashiDing Tourist L,* ✆ 55929, AP-S ৬০০, ৬৫০, D ১১৫০; *Hill Top Tourist L,* ✆ 55654, AP D ৬০০, ৮৫০, ডর্মি বেড ২১০; আর আছে ২৫ বেডের *Youth Hostel, IB* ও *DB* কালিম্পং-এ। অবু: Manager, Kalimpong, PC-734301 বা Tourist Centre, 3/2 B B D Bag, Cal-1. আর হয়েছে শহর থেকে দূরে দেলো পাহাড়ের চূড়োয় DGHC-র নবতম *Tourist L* কালিম্পং-এ।

আর আছে মোটর তথা বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে Ongden Rd-এ অতি সাধারণ—*Kohinoor L, Pradhan L, Kozy Nook L, Janakee L, Classic L, Himalshree L, Sherpa L;* এদের কাছে S ৬০-১২৫, D ১২০-২০০ টাকায় মেলে। তবে নলে জলের অভাব এইসব সাধারণ হোটেলে। মোটর স্ট্যান্ড থেকে বামহাতি ঢাল নেমে গলিমুখে *Crown L,* Murgihatta, DAB ৩৫০, TAB ৪৫০; বিপরীতে Ongden Rd-এ *Mayuri H,* ✆ 55858, DAB ২৫০, ৩০০, ৩৫০; হোটেল দু'টি ভালই। অগ্রিম অর্ডারে আহারও মেলে ময়ূরীতে। *H Classic,* opp Mayuri Hotel। *Panchabati L,* ✆ 56165, D ১৫০-২২৫। *L Himalshree,* Ongden Rd, S ৮৫-১২৫, D ১৫০-২৫০, T ২৫০-৩৫০; *Kosy Nook,* ✆ 55541, DAB ১৫০, ২০০, TAB ২৭৫; *Janakee L,* ✆ 55479, D ১২৫-২৫০; *Punjab L,* D ১২৫-২০০। সামনেই মেইন রোডে—অতি সাধারণ সাজে বাঙালির *Tripti H,* ✆ 55885, SCB ৭৫, SAB ১২৫, DAB ২৫০, TAB ৩০০; *H Gompu's,* ✆ 55818, DAB ২০০, ২৫০, TAB ৩০০, FAB ৪০০। অবস্থানে মনোরম। বামহাতি মাল্লি রোডে—*Munal L,* ✆ 55404, DAB ৩০০, ৪০০, TAB ৪০০, স্যুইট ৮০০; *Flower L*। Rinkingpong Rd-734301-এ *Kalimpong Park H,* ✆ 55304, A80R70B1, S ৬০০, D ৮৫০, স্যুইট ১২৫০, কল বুকিং: ডায়মন্ড ট্যুরস, ৩০ যদুনাথ দে রোড, কল-১২, ✆ 276714. *H Madhuban,* কটেজ ২২৫-৩৫০। Rishi Rd-এ—*L Moyal Lyang,* ✆ 55333, SAB ১২৫, DAB ২৫০; *H Norling,* DAB ২৫০; মিউনিসিপ্যাল অফিসের বিপরীতে প্রাইভেট লিজে মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস তথা *H Kalimpong Delight,* ✆ 56199, DAB ১৫০, ১৭৫, ২০০; পোস্ট অফিসের শিরে পাথরে গড়া নানান কীর্তিখ্যাত David Macdonald-এর বসতবাড়িতে *Himalayan H,* Upper Cart Rd, ✆ 55248, AP-S ১৪০০, D ২২০০; কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান হোটেল থেকে। অদূরে এস ডি ও বাংলোর কাছে U Cart Rd-এ *H Gardenreach,* ✆ 55091, S ১২৫-২০০, D ২৫০-৩৫০, T৩০০-৪২৫; *Mount View G H,* ✆ 55466, D ২৫০-৩৭৫।

Novelty Cinema-র অদূরে শাংগ্রিলার পথে *Drolma H,* ✆ 55909, D ৩০০-৪৫০; স্বল্প দূরে *Sood's G H,* ✆ 56207, দুই বেডের কটেজধর্মী ঘর ৫০০, ৬০০, ৬৫০, AP-D ৮৫০। আর আছে *J P Lodge,* near Fire Brigade, প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাশয়ের *Manjuri L; Gurudongma House,* Hill Top Rd, ✆ 55204, S ৬০০, D ৮০০, তাঁবু ১০০; *Diamond L,* B1; *Deki L,* B1; Ongden Rd-এ—*Sherpa L;* Pritam Rd-এ—*H Sunnydale, Maa L, Hillside H, Paradise,* ১২৫-১৭৫ টাকায় দু'বেডের ঘর মেলে এদের কাছে। মোটর স্ট্যান্ডের নিচুতে রয়েছে *রতিরাম বংশীলাল ধরমশালা* কালিম্পং-এ। আর শহর থেকে পোস্ট

অফিসের মাঝপথে *H Silver Oaks, ✆ 55296, AP-S ২১০০, D ২৫০০, কল্ক বুকিং: 47 Park St-16, ✆ 2269878; *H Chimal,* ✆ 55776, DAB ২৫০, ৩৫০, এরও বুকিং ডায়মন্ড ট্যুরস-এ মেলে। *Thakuri Guest Cottages,* ✆ 55955; *Daffodils,* ✆ 55823; *Panchavati L*। তবুও থাকার জন্য *সাংগ্রিলা, ময়ূরী, ক্রাউন* ও *মুনাল লজ* অগ্রগণ্য কালিম্পং-এ। অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য Manager, Kalimpong-734301কে লিখুন।

খাবার হোটেলও নানান কালিম্পং-এ। বাঙালি মিলের জন্য মেইন রোডে বাটার পাশে কল্পতরু, বিপরীতে মাসীমার হোটেল আছে। তেমনই চৌরাস্তায় *H Gumpu's*-এরও যথেষ্ট সুনাম ভারতীয়-চীনা-তিব্বতীয় আহার্য পরিবেষবায়। বাস স্ট্যান্ডে *Mandarin Restaurant*-টি চীনা মিলে যথেষ্ট খ্যাত। লজ কোজি নুকের নিচে *Pure Vegi Punjab Restaurant*টির ব্যবস্থাপনা ভালই। *L Mayal Lyang* এরও যথেষ্ট সুনাম চীনা মিল পরিষেবায়। পাহাড়ী শহর কালিম্পংএ সুরাপানের কোন বিধিনিষেধ নেই। কিনতেও মেলে যত্রতত্র হোটেল-রেস্তোরাঁয়।

দার্জিলিং থেকে ২½ ঘণ্টায় ৭—১৫-০০টায় ৪৫/৫৫ টাকায় জিপ ও ল্যান্ডরোভার যাচ্ছে কালিম্পঙে। আর DGHC-র বাস যাচ্ছে মংপু হয়ে ৩½ ঘণ্টায় ৬-৪০, ৭-৩০ ও ১২-২০এ। ঘুম পেরিয়ে ১২ কিমিতে পথ নামে ৭৪০৭ থেকে ৭০০ ফুটে তিস্তা বাজারে। কাঁচা সবুজ এলাচ বাগানের মাঝ দিয়ে, চা বাগানের বগল ঘেঁষে পথ চলে পাহাড় পেঁচিয়ে। ঘন ঘন বাঁক এপথে। আর কলকাতা থেকে সরাসরি কালিম্পং যাত্রায় শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে Hilly Region Mini Bus Owners' Association-এর ৬-১৫, ৬-৪৫, ৭-৩০, ৮-১৫, ৮-৫৫, ৯-৪০, ১০-৪০, ১১-২০, ১২-০০, ১২-২৫, ১২-৫০, ১৩-১৫, ১৩-৪০, ১৪-০৫, ১৪-৩০, ১৪-৫৫, ১৫-২০, ১৫-৪৫, ১৬-০৫, ১৬-৩৫এর মিনি বাসে তিস্তা বাজারে উত্তর সিকিমের *Tsolhamu Lake* থেকে জাত *দিসতাং* অর্থাৎ তিস্তা পেরিয়ে দার্জিলিং-কালিম্পং সড়ক ধরে কালিম্পং চলুন ২½ ঘণ্টায়। জিপ ও ল্যান্ডরোভার যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় বাস স্ট্যান্ডের চারপাশ থেকে কালিম্পং-এ। আর যাচ্ছে NBSTC-র বাস ৭-০০, ১০-০০, ১৩-৩০ ও ১৫-০০টায় শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে কালিম্পঙে। বাসের ভাড়া ৩০; ল্যান্ডরোভারে ৫০, ৬০, শ্রেণীভেদে। আর নিকটতম রেল স্টেশন ৭২ কিমি দূরে শিলিগুড়ি জং, বিমান ৭৮ কিমি দূরের বাগডোগরায়। বাস যাচ্ছে বিমান যাত্রী নিয়ে Mintri Travels-এর কালিম্পং-বাগডোগরা-কালিম্পং-এ। দার্জিলিং মেলের যাত্রীদের NJP থেকেই কালিম্পঙের গাড়ি মেলে।

আবার গ্যাংটকও চলা যেতে পারে কালিম্পং থেকে। সিকিম রাষ্ট্রীয় (SNT) জিপ যাচ্ছে ৬-০০, ৬-৩০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-৩০, ১৩-২০, ১৪-১০, ১৪-৪৫এ, ভাড়া ৫৫; বাস যাচ্ছে ৭-১৫ ও ১৩-০০টায়; ভাড়া ৩৭। NBSTC-র বাস যাচ্ছে ৭-০০টায় ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় ৩৫ টাকায়। Guransh Travel-এর জিপ যাচ্ছে ৬-০০, ৭-৩০, ১৩-২০, ১৪-১৫, ১৪-৪৫এ কালিম্পং ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় ৫৫ টাকায়। প্রাইভেট বাস যাচ্ছে ৭-৩০, ৮-০০, ৮-৩০, ১৩-৩০, ১৪-০০টায়। বাস যাচ্ছে ২০৯ কিমি দূরের ভূটানের ফুন্টসোলিং-ও কালিম্পং থেকে প্রতি বুধ, শুক্র ও রবিবার সকাল ৯-০০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় প্রাইভেট আর NBSTC-র বাস যাচ্ছে ৮-৪০এ প্রতিদিন। পানিটাঙ্কি যাচ্ছে NBSTCর বাস ৬-১৫য় ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় ৩৬ টাকায়; শিলিগুড়ি যাচ্ছে ৬-১৫, ১৪-১৫য় ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় ৩০ টাকায়; জলডাকায় যাচ্ছে ১৪-০০টায় ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় ৩২ টাকায়; দার্জিলিং যাচ্ছে ১২-০০টায় ছেড়ে মংপু হয়ে ৪ ঘণ্টায় ৩৫ টাকায়। Kalimpong Motor Transport Syndicate, ✆ 55719-এর জিপ দার্জিলিং যাচ্ছে ৭-০০, ৮-০০, ৯-০০, ১০-০০, ১১-০০, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৫-০০টায় ছেড়ে ৪৫/৫৫ টাকায়; পুরো জিপ যাচ্ছে ৬৫০ টাকায় কালিম্পং থেকে দার্জিলিং। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে। শিলিগুড়ি যাচ্ছে প্রাইভেট ডিলাক্স বাস ৭-১৫, ৮-১৫, ৯-১৫, ১১-৩০, ১৩-৩০ রেল বাস, ১৫-৩০, ১৬-৩০এ কালিম্পং থেকে। এমনকি শিলিগুড়ি থেকে ছাড়া কলকাতার রকেট বাসেরও টিকিট মেলে NBSTC মোটর স্ট্যান্ডে কালিম্পঙে।

মংপু: কালিম্পং-শিলিগুড়ি সড়কের রাম্বি থেকে ডান-হাতি ৯ কিমি গিয়ে পাহাড়ের উপত্যকার খাঁজে আর এক রমণীয় পাহাড়ী শহর মংপু। রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত মংপুর উচ্চতা ৩৭৫৯ ফুট। বিখ্যাত কবিতা *জন্মদিন* এখানেই লেখেন মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে অবস্থানকালে কবি। সিনকোনার চাষ হচ্ছে—ছাল থেকে হচ্ছে কুইনাইন। দূরত্ব কালিম্পং থেকে ৩৮, শিলিগুড়ি ৪৯ আর দার্জিলিং ৫৭ কিমি। সরকারি ও বেসরকারি বাসে নিয়মিত সংযোগ রয়েছে ত্রয়ীর সঙ্গে মংপুর। বাস যাচ্ছে গ্যাংটকেও মংপু থেকে। রাম্বি থেকে আরও ১৩ কিমি নেমে শিলিগুড়ির ২৭ কিমি আগেই **কালীঝোরা**। পাহাড় আর অরণ্য, ৫৫০ ফুট উঁচু থেকে ধারা নামছে—জলের রঙ কৃষ্ণাভ। বয়ে চলেছে তিস্তা—নৈসর্গিক শোভার জন্য কালীঝোরার প্রশস্তি। থাকার জন্য কালীঝোরায় আছে *PWD IB,* অবু: EE, PWD, Darjeeling ও *FRH,* অবু: DFO, Kurseong.

লাভা: উৎসাহীরা কালিম্পং থেকে ডামডিম পথে ঘণ্টা দুয়েকে ৩৪ কিমি গিয়ে ২১৯৫ মি উঁচু লাভাও বেড়িয়ে নিতে পারেন। পাহাড় আর জঙ্গল—চারপাশের নৈসর্গিক শোভা মনকে আবিষ্ট করে লাভায়। আর আছে ছোট্ট বাজার ও বৌদ্ধ মনাস্ট্রি লাভায়। লাভার বৈশিষ্ট্য ৩ কিমি দূরের শেরপা ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও তুষারমৌলী নানান শিখর যেমন দৃশ্যমান তেমনই সমতল মালবাজার দেখে নেওয়া যায়। মার্চ-এপ্রিলে চাঁপ, চিমল, ক্রিপটোমারিয়া বনজ ফুলেদের সাথে নানানধর্মী অর্কিডে আরও সুন্দর করে তোলে লাভাকে। জনপ্রিয়তায় লাভা অগ্রগণ্য হলেও সৌন্দর্যে লোলেগাঁও এগিয়ে। লাভার ১০ কিমি দূরে রেচিলা পাহাড়ে নেওড়া ভ্যালি ন্যাশানাল পার্কটিও আর এক দ্রষ্টব্য। বন্য-বরাহ, ভালুক, হরিণ, দেখতে মেলে। ১২ কিমি দূরে রোচেলা পাস। পথেই পড়ে কালিম্পং থেকে ২০ কিমি দূরে Rissisum চড়ুইভাতির মক্কা। তুষারধবল পর্বতরাজিও সুন্দর দৃশ্যমান।

থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ডের শিরে Lava-734301এ *Forest Rest House,* D ২৫০, ৪৫০, লাগোয়া রান্নার ব্যবস্থা নিয়ে ২ বেডের লগ হাউস (ইগমি) ৪৫০, বিশ বেডের ডর্মিতে বেড ৮০, নিরালা নির্জনে ঢাল নেমে

মনোরম আরণ্যক পরিবেশে দু'বেডের তাঁবু ২২৫; আংশিক বুকিং: Divisional Manager, WB Forest Development Corpn Ltd, Kalimpong Division, Kalimpong, ✆ 55783/ Administrative Officer, WB Forest Development Corpn, 6-A, Subodh Mullick Sqr, Cal-13, ✆ 270060/WBTDC, 3/2, BBD Bagh, Cal-1/Siliguri থেকে মেলে। আহারও মেলে রেস্ট হাউসে। আর আছে প্রাইভেট হোটেল রেস্ট হাউসের নিচুতে বাস স্ট্যান্ডে—*Neora L;* বামহাতি *Yankee Resort,* DAB ৪৫০; *Unique L* লাভা বাজারে। তবে মানের তুলনায় দামে আধিক্য ঘর ও আহারে।

বাস যাচ্ছে ১৩-০০টায় কালিম্পং ছেড়ে ২ ঘণ্টায় লাভা পৌঁছে ১৬-৩০এ লোলেগাঁও-এ। আর যাচ্ছে ১২-০০টায় শিলিগুড়ি (পানিট্যাঙ্কি), ১৪-০০টায় কালিম্পং ছেড়ে ১৬-০০টায় লাভায়। অনিয়মিত হলেও জিপও যাচ্ছে কালিম্পং থেকে লাভা হয়ে লোলেগাঁও-এ। দূরত্ব কালিম্পং থেকে লাভা ৩৪, লাভা থেকে লোলেগাঁও ২২, ডামডিম ১৩, গরুবাথান ৪২ কিমি। লাভা থেকে কালিম্পং ফেরে বাস ৮-০০, ৮-৩০ ও ৯-০০টায়; শিলিগুড়ি যাচ্ছে লাভা থেকে সকাল ৮-০০টায়। কালিম্পং-লাভা-গরুবাথান বাসও যাচ্ছে। আবার গরুবাথান পৌঁছেও আধ ঘণ্টা অন্তর বাস মেলে শিলিগুড়ির। আর মেলে জিপ ৭—৯-০০টায় লাভা থেকে কালিম্পং-এর। লাভাও যাচ্ছে একইভাবে শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং হয়ে।

লোলেগাঁও: ঘন ধুপিবন, নির্জন পাহাড়, আরণ্যক শোভা—তারই মাঝে ধ্যান মৌনী লোলেগাঁও অর্থাৎ আনন্দের গ্রাম। পর্যটন মানচিত্রে লোলেগাঁও হলেও স্থানীয় মুখে Kaffer নামেই সমধিক খ্যাত। সবুজ পাহাড় চারপাশ ঘিরে ব্যূহ গড়েছে লোলেগাঁও-এ। টোপর হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপা তুষারচুড়ো। ন্যাচারাল ট্রাঙ্কুলাইজার-এর জন্য লোলেগাঁও-এর প্রসিদ্ধি। কালিম্পং থেকে লাভার ২ কিমি আগেই ডানহাতি পথে ২০ কিমি যেতে লোলেগাঁও। দিনের একমাত্র বাস ১৩-০০টায় কালিম্পং ছেড়ে লাভা হয়ে চার ঘণ্টায় লোলেগাঁও অর্থাৎ Kaffer যাচ্ছে। ভাড়া ২৭। জিপও যাচ্ছে ১৩—১৪-০০টায় খানতিনেক। আর মারুতি ভ্যান যাচ্ছে ৭০০ টাকায় কালিম্পং থেকে লোলেগাঁও। কালিম্পং থেকে আসা বাসেও চলা যেতে পারে লাভা থেকে লোলেগাঁও। আর, ঘণ্টা দেড়েকে জিপ, ল্যান্ডরোভার, ট্যাক্সি মেলে শ'তিনেক টাকায় লাভা থেকে ৫৬০০ ফুট উঁচু লোলেগাঁও-এর। তেমনই কালিম্পং থেকে জিপে ৯ কিমি দূরের রেলির ঝোলা ব্রিজে পৌঁছে ঘণ্টা পাঁচেকে ট্রেক করেও চড়া যেতে পারে লোলেগাঁও। বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে ক্ষতবিক্ষত চড়াই পথে ৪ কিমি গিয়ে লোলেগাঁও-এর সানরাইজ পয়েন্ট ঝাণ্ডি-দাঁড়া থেকে সূর্যোদয়ের মোহিনী রূপ টাইগার হিলকেও হার মানায়। পূর্ব হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে সূর্যাস্তও নয়নাভিরাম লোলেগাঁও-এ। কুম্ভকর্ণ, রোতাং, কাব্রু, তালুং, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পাণ্ডিম, জোপুনো, শিম্ভো, নারসিং, সিনিয়লচু সুন্দর দৃশ্যমান।

থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ডের পিছে পশ্চিম ঢালে ৭ ঘরের *Forest Rest House*-এ DAB ২৫০, ৩৫০, TAB ৪৫০; রেস্ট হাউসের নিচুতে দু'বেডের তাঁবু ২২৫। আহার মিললেও রেশন সঙ্গে নেওয়া ভাল। রান্নার বাসনপত্র মেলে। বুকিং: লাভারই মত। আর আছে *Councillor's Hotel,* কমন বাথের ঘরে বেড ১০০। রেস্ট হাউসের আরও নিচে DGHC-র *Tourist L*টি আজও দ্বারোদঘাটনের অপেক্ষায়।

সামথার: লোলেগাঁও থেকে জিপে ৩০ কিমি দূরে সবুজে মোড়া সামথার। পথ ক্ষতবিক্ষত, চড়াই-এর আধিক্য। ঘণ্টা তিনেকে ট্রেক করে চলা যায় লোলেগাঁও থেকে সামথার। রোমাঞ্চে ভরা সামথারের প্রকৃতি। থাকার জন্য আছে প্রাইভেট *Tourist Resort* ও *The Farm House Inn,* Samthar, DAB ৩৫০, ৬০০, ৮৫০, তাঁবু ১০০। অনন্যোপায়ীরা হাসপাতালের গেস্ট হাউসেও রাত কাটাতে পারেন সামথায়। ১৪০০ মি উঁচু সামথার-এর আকর্ষণ তার নৈসর্গিক শোভা। মেঘেরাও নেমে আসে পাহাড়-অরণ্য-নদীর ত্রিবেণী সঙ্গম ছোট্ট গ্রাম সামথার-এ। সামথার থেকে ১২ কিমি ট্রেক করে উতরাই নেমে সেপখোলা। সারাপথে ছিপছিপে নদী রেলিখোলা সঙ্গ দেয়। সামকো রোপওয়ে চলছে সেপখোলা থেকে ২৭ মাইল। জিপ ও বাস মেলে ২৭ মাইল থেকে ৩৮ কিমি দূরের শিলিগুড়ির।

কার্শিয়াং

১৮৩৫এ খার্সাং যৌতুক দিয়ে ব্রিটিশের অধীনতা মেনে নেয় সিকিমের রাজা। নেপালি ভাষা *খার্সাং* অর্থাৎ ভোরের ধ্রুবতারা ব্রিটিশের মুখে হয়েছে কার্শিয়াং। দ্বিমতে, *Karsan Rup* অর্থাৎ সাদা ফুলের স্থান কার্শিয়াং। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং পথে দার্জিলিং থেকে ৩২ কিমি আগেই ১৪৫৮ মি উঁচুতে পাইন, ফার আর বার্চে ছাওয়া কার্শিয়াং। শিলিগুড়ির দূরত্ব ৪৮ কিমি। পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়ে মিরিকের দূরত্ব ৪৬, ঘুম হয়ে ৭৬ কিমি। শিলিগুড়ি-পাঙ্খাবাড়ি-দার্জিলিং পথেরও মিলন ঘটেছে কার্শিয়াঙে। ১৮৮০র ২৩শে আগস্ট রেল পৌঁছাতে গুরুত্ব বাড়ে কার্শিয়াঙের। যাতায়াতের পথে জংশন স্টেশন কার্শিয়াং—টয় ট্রেন ও অন্যান্য যান বিশ্রাম নেয়। শহরের জনকোলাহল থেকে বেশ কিছুটা নিরালায় সিস্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ, অতুলপ্রসাদের স্মৃতিবিজড়িত মনোরম স্বাস্থ্যনিবাস কার্শিয়াং। জলবায়ুর গুণে প্রসার পাচ্ছে শহর। সাহেবিয়ানা আছে —এমনকি মার্ক টোয়েন ১৮৮৫তে কিছুকাল কার্শিয়াঙে অবস্থান করেন। ভারতের বেশ কয়েকটি সেরা স্কুলের অবস্থানও কার্শিয়াঙে। ঢালে ঢালে চা বাগিচা। তেমনই ফুল থেকে ফুলে রঙের বর্ণালী কার্শিয়াঙের বাড়িঘরে। অর্কিডের শহর বলেও খ্যাতি আছে কার্শিয়াঙের। বিশ্বের ৩য় উচ্চতম কাঞ্চনজঙ্ঘাও প্রথম দৃশ্যমান কার্শিয়াঙে। রেল স্টেশনের শিরে ১ কিমি চড়াই উঠে Eagle's Crag থেকে সমতল বাংলার দৃশ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও তুষার কিরীট শোভিত নানান

গিরিশৃঙ্গ সুন্দর দৃশ্যমান। Constantia. Castleton Tea Estate উচিত হবে দেখে নেওয়া। পাহাড় চড়ে ১২ কিমি উত্তর-পুবের ডাউহিল থেকেও সুন্দর নৈসর্গিক শোভা দেখে নেওয়া যায়। ফরেস্ট মিউজিয়ম, ফরেস্ট স্কুলও হয়েছে ডাউহিলে। পথে ৪ কিমি যেতে ডাউহিলের ঢালে ডিয়ার পার্ক ও মিনি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। শহর থেকে ২ কিমি দূরে হিলকার্ট রোডে ১৯৩৬এ নেতাজীর কারাবাসের স্মৃতি বিজড়িত গিদ্দা-পাহাড়। মন্দিরও হয়েছে শিবের। ৪ কিমি দূরে বিখ্যাত মকাইবাড়ি টি এস্টেট। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন চা পাতার কর্মপ্রণালী দেখার সাথে কেনা যেতে পারে। আর আছে নানান গির্জা, মন্দির ও মসজিদ কার্শিয়াঙে। গয়াবাড়ি স্টেশন পেরুতেই দার্জিলিং পথের নয়নাভিরাম **পাগলাঝোরা** জলপ্রপাত।

থাকার জন্য *WBTDC*-র *Kurseong Tourist L*-এ DAB ৪৫০, ৫০০, অবু: Manager. ✆ (03554) 44409. PC-734203; *New Plaza H*, T N Rd; *Shyams Batlo H*, H C Rd; *L M B Lodge*, H C Rd. ✆ 44522; *H Shyams*, H C Rd. ✆ 44620; *Snow View. Youth Hostel; Amarjeet H* ছাড়াও হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে নানান কার্শিয়াঙে। সবেরই অবস্থান রেল স্টেশনকে ভর করে হিল কার্ট রোডে। রেলেরও ক্যান্টিন আছে বাথরুমের ব্যবস্থা নিয়ে স্টেশনে। রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট সেন্টারও বসেছে হিল কার্ট রোডে।

তেমনই কার্শিয়াং-দার্জিলিং পথে কার্শিয়াং থেকে ২২ আর দার্জিলিং-এর ১০ কিমি আগেই ৬০০০ ফুট উঁচু সোনাদা-তেও কালু রিনপোচে প্রতিষ্ঠিত দুর্জয় চোলিং গুম্ফাটি দেখে চলা যায়। দেবতা— সোনায় তৈরি শান্তির দূত সুবিশাল বুদ্ধ মূর্তি। গুম্ফায় থঙ্কাস ছাড়াও সিল্ক কাপড়ে আঁকা নানান দেব-দেবী তথা জাতককাহিনী উল্লেখ্য। আর আছে বুদ্ধমূর্তির পাশে এক কাচের বাক্সে হীরে-মুক্তো খচিত মমি। সাঁঝে হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয় দুর্জয় চোলিং গুম্ফা। ট্রেন ও বাস দুই-ই চলছে সোনাদা হয়ে দার্জিলিং-কার্শিয়াং-শিলিগুড়ি।

সন্দকফু

মাউন্ট এভারেস্টের শৈল সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সিঙ্গলীলা পর্বতে সন্দকফুর আকর্ষণ অদ্বিতীয়। সন্দকফু থেকে সূর্যোদয়ের খ্যাতি আছে পর্যটক মহলে। আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে সোনালি সূর্য ফাগ খেলে সারা হিমালয়ের সাথে। রূপসী কাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঁচা সোনা রঙে ঝকমকিয়ে ওঠে। তবুও যেন শনশনে হিমেল হাওয়া আর মেঘেদের দৌরাত্ম্যে ঢাকা পড়ে সন্দকফু অহরহ। তাই নির্মেঘ আকাশ পেতে নভেম্বর মাস *সন্দকফু* অর্থাৎ উঁচুতে বিষাক্ত গাছ পরিক্রমার মাহেন্দ্রক্ষণ। দার্জিলিং থেকে দূরত্ব ৫৮ কিমি। পথ গিয়েছে প্রকৃতির গড়া বটানিক্যাল ও জুলজিক্যাল গার্ডেনের মাঝ দিয়ে। ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন (লোলি গুরাস), পাইন আর সিলভার ফারে ছাওয়া এপথে চেনা-অচেনা পাখির কূজন ক্লান্তি ভোলায়। চমরি গাইয়েরও দর্শন মেলে চলার পথে। পথ বন্ধুর—চড়াই ও উতরাই-এর সমন্বয় ঘটেছে সারা পথে। ল্যান্ডরোভারও যাচ্ছে ঘণ্টা পাঁচেকে দার্জিলিং থেকে সন্দকফু। এক রাতের অবস্থানসহ ২৭৫০ টাকায় যাতায়াত। তবে গাড়ি চলে হরিণ শিশুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে বোল্ডারের উপর দিয়ে। তাই গাড়ি পরিহার করে পায়ে হাঁটাই শ্রেয়। উচিতও হবে দার্জিলিং থেকে বাসে সুখিয়া পোখরি (শুকনো পুকুর) হয়ে ১ ঘণ্টায় ২৪½ কিমি দূরের ২১৩৪ মি উঁচু মানেভনজং পৌঁছে দু'দিনে ১০/১২ ঘণ্টায় ২৮ কিমি ট্রেক করে ট্রেকারদের স্বর্গ সন্দকফুতে পৌঁছে যাওয়া। ৭-৩০, ১২-৩০, ১৩-০০টায় বাস যাচ্ছে দার্জিলিং থেকে মানেভনজং। পোর্টার কাম গাইডও মেলে মানেভনজং-এ। তবে, অনিশ্চয়তার উপর না থেকে দার্জিলিং থেকেই ট্যুরিস্ট অফিস বা ইয়ুথ হোস্টেল বা সরকার অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট (Himalayan Travels, Hotel Sinclairs; Trek Mate, Nehru Rd, etc) থেকে পোর্টার/গাইড সঙ্গী করা উচিত হবে। চার্জ ৮০/১৫০ প্রতিদিন।

১ম রাত কাটান ২১৩৪ মি উঁচু **মানেভনজং**-এর *ইয়ুথ হোস্টেল, ট্রেকার্স হাট* বা *ফরেস্ট বাংলোয়।* বিজলীও পৌঁছেছে মানেভনজং-এ। ২য় দিন সকাল ৬টায় পায়ে হাঁটা শুরু। ৮ কিমি চড়াই ভেঙে ২৮৯৫ মি উঁচু মেঘমায় চায়ের দোকান ও হোটেল পাবেন। মেঘমা থেকে গাড়ির পথ গিয়েছে ৩০৭০মি অর্থাৎ ১০০৫১ ফুট উঁচু টংলু হয়ে। টংলুতে *ডি আই বাংলো, ইয়ুথ হোস্টেল* ও *ট্রেকার্স হাট* আছে। সারা দার্জিলিং পাহাড় তথা কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ নানান গিরিশিখর সুন্দর দৃশ্যমান টংলু থেকে। তবুও টংলুর টঙে না উঠে মেঘমা থেকেই বাঁহাতি পথে আরও ৫ কিমি গিয়ে **জৌবাড়িতে** দুপুরের আহার সারুন। রাত্রিবাসের জন্য আছে *এভারেস্ট, ইন্দিরা* ও *টিচার্স লজ* জৌবাড়িতে। আরও ২ কিমি উতরাই নেমে ২৬৮২ মি উঁচু **গৈরীবাসে** দ্বিতীয় রাতের বিশ্রাম নিন *ফরেস্ট বাংলো, ট্রেকার্স হাট, ইয়ুথ হোস্টেল* বা *চন্দ্রকুমার তামাং*-এর হোটেলে। বিজলী না পৌঁছালেও আহার্য মেলে। ৩য় দিনে ২ কিমি চড়াই পেরিয়ে কয়াকাটায় চায়ের গ্লাসে উষ্ণ হয়ে আবার চড়াই—৪কিমি গিয়ে ৩১৭০ মি উঁচু **কালপোখরি**। থাকাও যেতে পারে কালপোখরির *কে বি হোটেলে*। কালপোখরি থেকে ৪ কিমি দূরে বিকেভঞ্জন। বিকেভঞ্জনেও হোটেল আছে *শেরপা লজ।* বিকেভঞ্জন থেকে সন্দকফুর দূরত্ব আরও ৩ কিমি। শেষ ৪ কিমিতে প্রাণান্তকর খাড়া চড়াই নানানধর্মী রডোডেনড্রন ও ম্যাগনোলিয়ার ঘন অরণ্যের মাঝ দিয়ে পেরুতে হয়। আর ফিরুন কালপোখরির পথে ২ কিমি চড়াই বেয়ে পাকদণ্ডী পথ ধরে উতরাই নেমে ঘণ্টা পাঁচেকে ১৬ কিমি দূরের রিম্বিকে। তবে লোকালয় বা দোকানপাট নেই এপথে। গাইড ছাড়া পথভ্রান্তির সম্ভাবনাও পদে পদে। *ফরেস্ট বাংলো, ট্রেকার্স হাট ও ইয়ুথ হোস্টেল* আছে রিম্বিকে। তবে এদের পিছনে রেখে আরও ২ কিমি উতরাই নেমে ২২৮৬ মি উঁচু রিম্বিক বাজারে পৌঁছে
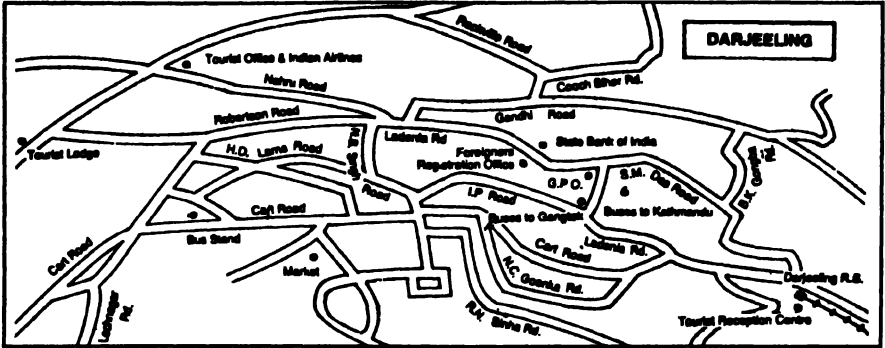
শিবপ্রধান হোটেলে (রিম্বিক, দার্জিলিং-734201) আস্তানা নেওয়াই উচিত হবে বাস যাত্রীদের। গুম্বাদাড়া বাস স্ট্যান্ডেও *শেরপা হোটেল, তেনজিং শেরপা হোটেল* ছাড়াও *সাধারণ হোটেল* আছে। রিম্বিক থেকে দার্জিলিং শহর ও বরফে মোড়া নওলেখ সুন্দর দৃশ্যমান। নৈসর্গিক শোভাও রিম্বিকের নয়নাভিরাম। লোকালয়ের মাঝে অলৌকিকত্বের স্বাদ মেলে রিম্বিকে। ৪র্থ দিন ১½ কিমি উতরাই নেমে গুম্বাদাড়া থেকে ৬-৩০ বা ৭-০০টার বাসে ৪½ ঘণ্টায় দার্জিলিং চলুন। তবে দ্বিতীয় বাসটি NBSTC-র, দেরিতে ছেড়েও দার্জিলিং পৌঁছায় আগে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে মেঘমা/জৌবাড়ি/কালপোখরিতেও রাতের বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। সাধারণ হোটেলে থাকা ও আহার্য দুই-ই মেলে। আবার দার্জিলিং থেকে বাসে লোধামা পৌঁছেও পায়ে হাঁটা শুরু করা যেতে পারে—গৈরীবাস হয়ে সন্দকফু। DGHC-র ১৫ বাঙ্কের *ট্রেকার্স হাট*ও হয়েছে মানেভনজং, টংলু, গৈরীবাস, ধোটে, সন্দকফু, রামাম ও রিম্বিকে—বেড ১০ করে।

আর পায়ে হাঁটতে উৎসাহীরা রিম্বিক থেকে লোধামা (৮ কিমি) হয়ে ১৭ কিমি দূরের ১৬২৪ মি উঁচু ঝেপি পৌঁছে *ফরেস্ট বাংলো* বা *সাধারণ হোটেলে* ৪র্থ রাতের বিশ্রাম নিয়ে ৫ম দিনে ৮ কিমি গিয়ে *বিজনবাড়ি PWD বাংলো, ফরেস্ট বাংলো* বা *সাধারণ হোটেলে* রাত কাটিয়ে ৬ষ্ঠ দিন আরও ৮ কিমি পায়ে সিংথাম ফটক হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যান। ঝেপিতে অনিয়মিত বাসও মেলে বিজনবাড়ির। আর বিজনবাড়ি থেকে ঘুরপথে গাড়িও যাচ্ছে দার্জিলিং। কালে কালে ৩৮ কিমি দূরের ৭৬২ মি উঁচু বিজনবাড়িও রমণীয় পর্যটন কেন্দ্রে রূপ পেতে চলেছে। বিজনবাড়ির শিরে ৮ কিমি দূরে কাইজলিয়া—পথ বন্ধুর, চড়াই-এর আধিক্য। তবে রডোডেনড্রন, মন্দার, চিমল, পাহাড়ী ফুলের বর্ণালী এপথের ক্লান্তি ভোলায়। তেমনই, হিমালয়ের নানান শৃঙ্গও সুন্দর দৃশ্যমান কাইজলিয়ায়। থাকার কোন ব্যবস্থা নেই কাইজলিয়ায়। উচিতও হবে দিনান্তে দার্জিলিং ফেরা।

৩৬৫৮ মি অর্থাৎ ১১৯২৯ ফুট উঁচুতে ডজনখানেক বাড়ি নিয়ে সন্দকফু। এপ্রিল/মে মাসে ফুলেরা সাজিয়ে তোলে সন্দকফুকে আরও সুন্দর করে। রূপ যেন তার ফেটে পড়ে। নির্মেঘ আকাশে মাকালুর পিছে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (২৯০২৮ ফুট)ও সুন্দর দৃশ্যমান। পাখি-ওড়া দূরত্ব—১৪০ কিমি। এছাড়াও পরপর দাঁড়িয়ে থাকা নাপসে ২৫৭০০, লোটসে ২৭৮৯০, এভারেস্ট, মাকালু ২৭৭৯০, কোকতাং ২০১৬২, জানু ২৫২৯৪, কুম্ভকর্ণ ২৫২৮৮, কাব্রু সাউথ ২৪১৪৬, কাব্রু নর্থ ২৪২১৫, কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮১৫৬, পাণ্ডিম ২২০১০, নারসিং ১৯১৩০, নওলেখ ২১৫২২, চামলাঙ ২৪০১২, ডোম মাখেরি ২৭৭৯০ ফুট উঁচু শৃঙ্গগুলিও সন্দকফু থেকে সুন্দর দৃশ্যমান। তুষার-মৌলী হিমালয়ের এ-দৃশ্য দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে।

HOTEL থাকারও নানান ব্যবস্থা সন্দকফুতে। *PWD IB*, অবু: EE, PWD; *DI Bungalow*, অবু: Deputy Commissioner, Darjeeling Improvement Fund Department, Darjeeling. *ট্রেকার্স হাট*, অবু: পর্যটন দপ্তর; *Youth Hostel* ও *Forest Bungalow*-র অবু: Divisional Manager of W B Forest Development Corporation, Darjeeling. DGHC-ও *বাংলো* গড়েছে সন্দকফুতে। তবুও, *PWD* ও *DI বাংলো* দু'টি থাকার পক্ষে রমণীয়। বিছানাপত্র, আহার্যও মেলে প্রতিটি বাংলোয়। আহার্য সারা পথে মিললেও রেশন সঙ্গে নেওয়া ভাল। *ট্রেকার্স হাটে* বেড ২৫ মিল ১৫ হারে মেলে। কেরোসিনের আলো মিললেও মোমবাতি, টর্চ সঙ্গে নেওয়া উচিত। শীতবস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে নেওয়া দরকার। একটি রেইনকোটও সঙ্গে থাক ভাল। এমনকি, ট্রেক পথের যাত্রীরা দার্জিলিঙের ইয়ুথ হোস্টেল বা Trek Mate, Nehru Rd; U-Trek, N B Singh Rd ছাড়াও নানান ট্রাভেল এজেন্ট থেকে ভাড়ায় রুকস্যাক, স্লিপিং ব্যাগ, এয়ার ম্যাট্রেস, বেড রোল, তাঁবু, সঙ্গী করতে পারেন। ফালুট যাত্রায় তাঁবু সঙ্গে থাকা উচিত। একটা রাত সন্দকফুতে কাটিয়ে পরদিন ফালুট বেড়িয়ে দার্জিলিং ফিরুন।

ফালুট

সন্দকফু থেকে ২৩ কিমি দূরে ৩৬০০ মি উঁচুতে *ফাকলুট* বা ফালুট অর্থাৎ খোলা ছড়ানো পাহাড়। পথে পড়ে আর এক সুন্দর সুবিন্যস্ত *দি লাস্ট ভ্যালি*—Samanden

ভিলেজ ফালুটেও থাকার নানান ব্যবস্থা। *ডি আই বাংলোটি* ক্ষতবিক্ষত। বাংলোর বুকিং: D C, Darjeeling. আর আছে *ট্রেকার্স হাট*ও ১২ বাঙ্কের *ইয়ুথ হোস্টেল* ফালুটে। এছাড়া ফালুট-রামাম পথের Molle-তেও *Didi's H* আছে—থাকা ও আহার মেলে। সন্দকফু থেকে ঘণ্টা পাঁচেকে মোলে পৌঁছে ৪র্থ রাতের বিশ্রাম। ৫ম দিনে ফালুট দেখে ঘণ্টা ছয়েকে গোর্কে পৌঁছে DGHC-র *ট্রেকার্স হাটে* রাতের অবস্থান। গোর্কে থেকে রিম্বিক পৌঁছান ঘণ্টা সাতেকে পরদিন।

সন্দকফু থেকে ৩ কিমি উতরাই গিয়ে পথ হয়েছে সমতল। আবার শেষ ৫ কিমিতে হাল্কা চড়াই চড়তেই ফালুট। আর মোলেয় অবস্থানকারীরা সাবারকুম ফিরে ঘণ্টা দু'য়েকে ফালুট পৌঁছান। পুরো পথটাই পায়ে হাঁটা। দার্জিলিং ও সিকিম প্রান্তসীমায় নেপাল সীমান্তে ফালুটের অবস্থান। হিমালয়ের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ফালুটের প্রশস্তি। পাখি-ওড়া পথে ১৪৪ কিমি দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার মোহিনী রূপ পাগলপারা করে তোলে। নির্মেঘ আকাশে উত্তর-পশ্চিমে এভারেস্টও দৃশ্যমান ফালুটে। পথশোভারও তুলনা হয় না। ফালুটের সূর্যোদয়েরও খ্যাতি আছে। সবরকম প্রস্তুতি সঙ্গে নিতে হয়। সন্দকফু-ফালুট যাত্রীরা চতুর্থ রাত ফালুটে কাটিয়ে পঞ্চম দিনে ১৬ কিমি গিয়ে ২৫৬০ মি উঁচু রামামে *ট্রেকার্স হাট, ফরেস্ট বাংলো, ইয়ুথ হোস্টেল* বা *সাধারণ হোটেলে* রাতের বিশ্রাম নিন। রামামে *শেরপা হোটেল*টি থাকার পক্ষে ভালই। আর ৫ম দিনে পথ যাচ্ছে গহীন বনের মাঝ দিয়ে রামাম থেকে ফালুট। রডোডেনড্রন, সিলভার ফার, ওক, ম্যাগনোলিয়া, হেমলোক, আরও সব বনফুলেরা চলার পথকে মধুময় করে তোলে। নানান অর্কিডও দেখতে মেলে এপথে। তেমনই পাখিরাও কোরাস গায় সারাপথে। মাঝপথে আর এক সুন্দর Sirikhola-র দোকানপাটে বিশ্রামের সাথে আহারও মেলে। ৬ষ্ঠ দিনে ১৯ কিমি দূরের রিম্বিক পৌঁছে যান ধোটেপাস হয়ে। রিম্বিক থেকে সন্দকফুর মতই অর্থাৎ সপ্তম দিনে দার্জিলিং ফিরুন। এপথে *Trekkers Hut* মেলে—Tonglu, Gairibas, Sandakphu, Molley, Phalut, Gorkhey, Siri-khola, Rimbick-এ।

দার্জিলিং

ভারত রাষ্ট্রে পাহাড়ের রানীর স্বয়ম্বরায় সিমলা, ম্যুসৌরি, শিলং, উটি, দার্জিলিং ছাড়াও প্রতিযোগী নানান। তবুও যেন ভারতীয় শৈলশহরগুলির মধ্যে দার্জিলিং অন্যতম। পাহাড়ী শহরের রানীর কিরীট চেপেছে দার্জিলিং-এর শিরে। কলকাতা থেকে ৬৬৩ আর শিলিগুড়ি থেকে ৮০ কিমি দূরে ২১৮৫ মি অর্থাৎ ৭১০০ ফুট উঁচুতে পশ্চিমবাংলার শিরে কোহিনুর মণি হয়ে দার্জিলিং-এর অবস্থান। রূপসী দার্জিলিং-এর রূপের তুলনা হয় না। মেঘেরা এখানে কানে কানে কথা কয়। ঘরেতেও হানা দেয় জানালা খোলা পেলে। সামনেই চিরহরিৎবর্ণ ঘনপল্লব বিটপী মণ্ডিত পর্বতরাজি বেষ্টিত দিগন্ত প্রসারিত সুমহান কাঞ্চনজঙ্ঘা। সারাবছরই বরফে মোড়া—ঘরে বসেই এর রূপে পাগলপারা হয়ে ওঠেন পর্যটকরা। তেমনই বার্চ হিল থেকে সূর্যাস্তও মনোরম। এমনটি আর খুঁজে মেলা ভার। দার্জিলিং অপরূপা, দার্জিলিং অনন্যা—কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রাণের আনন্দ, আত্মার শান্তি।

বেড়াবার মনোরম সময় এপ্রিল-মে আবার মাঝ সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস। এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টি মাঝে মাঝে বাদ সাধলেও ম্যাগনোলিয়া ও রডোডেনড্রন ফুলেরা মধুময় করে তোলে। আর জুন থেকে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যভাগে বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটায় দার্জিলিং ভ্রমণে। পাহাড় ছেয়ে থাকে মেঘে। ঠিক তেমনই পথঘাটে ধস নামে অতি বৃষ্টিতে। গাড়ি-ঘোড়াও স্তব্ধ হয়ে পড়ে পাহাড়ী পথ চলতে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের প্রথমভাগেও গগনবিহারী মেঘেদের আনাগোনা ঘটে চলে। অক্টোবরের শেষে ও নভেম্বরে দার্জিলিং নির্মেঘ থাকে। তবে শীতের প্রকোপ আছে। ডিসেম্বর থেকে বরফ পড়াও অস্বাভাবিক নয় দার্জিলিং-এ। নভেম্বরে যথেষ্ট উলেন সঙ্গে নেওয়া দরকার। গ্রীষ্মে ৮.৫°-১৮.৫° আর শীতে ১°-১১° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান।

দার্জিলিং নামটিতেও বৈচিত্র্য আছে। *দোর্জে* অর্থাৎ বজ্র থেকেই দোরজি লিং বা বজ্রপাতের দেশ (Land of Thunder bolt) থেকেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি। দ্বিমতে *দুর্জয়লিঙ্গ* (অবজারভেটরি হিল) বা তিব্বতী ভাষায় বড় পাহাড়ই হল দার্জিলিং। আবার কেউবা বলেন, লেপচা ভাষায় ভগবানের বাসস্থান অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ *দার্জুল্যাঙ্গ* থেকেই দার্জিলিং নামের রূপান্তর।

সিকিম রাজের অধীন ছিল দার্জিলিং। ১৭৮০তে নেপাল থেকে গোর্খারা এসে দখল নেয় দার্জিলিং-এর। আর ১৮২৮এ হঠাৎই আগমন ঘটে Lloyd ও Grant নামে দুই ব্রিটিশের সেদিনের সাংগ্রিলায়। দেখে-শুনে দুই ব্রিটিশ অফিসার প্রেমে পড়ে দার্জিলিং-এর। বাসনা জাগে স্যানাটেরিয়াম ও হিল স্টেশন রূপে দার্জিলিং পেতে। শুধু হিল স্টেশন কেন নেপাল ও তিব্বতের চাবিকাঠি রূপেও দার্জিলিং-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এরা। অবশেষে ১৮৩৫এ সুচতুর ব্রিটিশ গোর্খা হটাতে সিকিম রাজের সাহায্যে গিয়ে চাহিদা মত পারিতোষিক রূপে দখল নেয় দার্জিলিং-এর বার্ষিক ৩০০০ টাকার বৃত্তিতে। অর্থাৎ দার্জিলিং আসে ব্রিটিশ ভারতে সিকিম থেকে। বয়স তাই ১৬৪ বছর দার্জিলিং পাহাড়ের। ১৮৪০এ চোরাপথে চায়ের বীজও আনে ব্রিটিশ চীন থেকে। কুশলীও আসে চীন থেকে আর শ্রমিক আসে নেপাল থেকে; শুরু হয় চায়ের চাষ দার্জিলিং পাহাড়ে। আর আজ ভারতীয় চায়ের ২৫% তৈরি হচ্ছে ৭৮টি চা-বাগিচায় দার্জিলিং-এ। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় *দার্জিলিং-এর চা। দার্জিলিং-এর চায়ের বিশ্বপ্রশস্তিও আছে।* পাড়িও দিচ্ছে বিদেশের বাজারে দার্জিলিং-এর চা। এমনকি ১৯৯১এ জাপানের নিলামে প্রতি কেজি চা ৬০১০ (২৭৫ US$) টাকায় বিক্রি হয়ে বিশ্বরেকর্ডও গড়েছে। উচিতও হবে

ভ্রমণের স্মারক রূপে সঙ্গী করা। চল্লিশেই দ্রুতগতিতে গড়ে ওঠে রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর-হোটেল—রূপ পায় স্যানা-টেরিয়াম ব্রিটিশরাজের। বসতিও বাড়ে ১০০ থেকে ১০০০০ লোকে ১৮৪৯এ দার্জিলিং পাহাড়ে। কালে কালে চা বাগানের কাজে নেপালিদের আগমন বেড়েই চলে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখা দেয় ১৯৮০র মধ্যভাগে। ভারতীয় সংবিধানে নেপালি ভাষার স্বীকৃতি লাভ, সরকারি ক্রিয়াকর্মে নেপালি-দের অবাধ সুযোগ দানের সাথে পৃথক রাষ্ট্র গোর্খাল্যান্ডের দাবীতে Gurkha National Liberation Front (GNLF) আন্দোলনের শরিক হয়। শান্ত-সুনিবিড়-শান্তির নীড়ে রক্ত ঝরে, আগুনের লেলিহান শিখায় ঘর পোড়ে, বারুদেরও গন্ধ মেলে দার্জিলিং-এর হিমেল বাতাসে। শতাধিক জীবনও আন্দোলনে শহীদ হয় নেপালি অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলার নানান পাহাড়ে।

দীর্ঘ ২½ বছরের আন্দোলন প্রশমিত হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ দার্জিলিং-এর ৩টি পাহাড়ী মহকুমার সাথে শিলিগুড়ির নেপালী অধ্যুষিত এলাকা জুড়ে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবাংলারই অংশ রূপে **দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ** অর্থাৎ **হিল কাউন্সিল**। গান্ধী রোড শেষ হতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড গিয়ে মিলেছে দার্জিলিং-এর নবতম আকর্ষণ নব সাজের **লালকুঠি**তে। মে ১৯, ১৯৮৯ দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের সদর দপ্তর বসেছে কোচবিহারের মহারাজার অতীতের গ্রীষ্মাবাস লালকুঠিতে। কুঠির অন্দরমহল সাধারণের কাছে রুদ্ধ হলেও সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে মনোরম লালকুঠি চত্বর ঘুরে দেখে নেওয়া যায়। চারপাশে পাহাড়ী ঢাল—ঢাল জুড়ে বসতি। দূরে-দূরান্তরে পথ চলেছে সর্পিল গতিতে। এপথেই আরও যেতে শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ১৯৭২এ জাপানি বৌদ্ধদের তৈরি Nipponzan Myohoji Temple। আর ১৯৯২এর ১লা নভেম্বর **শান্তি স্তূপ** হয়েছে মন্দিরে। কাঞ্চনজঙ্ঘাও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। কার্ট রোড ছেড়ে ম্যালমুখী গাড়ির পথে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলের নিচে স্যার যদুনাথ সরকারের বাড়ি তথা ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তেনজিং নোরগের বাসভবনে মিউজিয়ম বসেছে। তবে, আজকের যুব সম্প্রদায় হতাশা আর রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হতে দার্জিলিং তার সামাজিক পরিবেশ হারিয়ে ফেলেছে। শিকারও হচ্ছেন নানান অছিলায় পর্যটকরা দার্জিলিং পাহাড়ে। তাই অঘোষিত আঁধারি কার্ফু যেন আজ দার্জিলিং-এ। সূর্য পাটে যেতে যাত্রীদের উচিত হবে ডেরায় ফেরা।

রেল স্টেশনে শহরের শুরু। বাস ও গাড়ি পৌঁছায় আরও এগিয়ে বাজার স্ট্যান্ডে। দুইয়েরই অবস্থান হিল কার্ট রোডে। এদেরই কাঁধে ভর দিয়ে এলোমেলো ভাবে শহর উঠেছে ধাপে ধাপে পশ্চিমমুখী এক শৈলশিরায়। সবার উপরে দার্জিলিং পাহাড়ে কাটাপাহাড়। তার নিচুতে আগুনে জলা-জঙ্গল জলাপাহাড়। শহরের কাঁধ বরাবর ম্যাল—দোকানপাট-হোটেল অর্থাৎ পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের সবরকম পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে। ট্যুরিস্ট অফিসটিও ম্যাল লাগোয়া ল্যাডেন-লা রোড তথা আজকের নেহরু রোডে। তাই উচিতও হবে ম্যালকে ভর করে হোটেল বেছে নেওয়া। তবে, নিচের ধাপের হোটেল রেট নামতে থাকে নিচুতে। জিপিও, সিকিম ন্যাশানালাইজড় ট্রান্সপোর্ট (SNT), কাঠমাণ্ডুর নানান বাস, ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিস সবেরই অবস্থান ল্যাডেন-লা রোডে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের অফিস বসেছে ম্যাল তথা চৌরাস্তায় Bellevue Hotel বাড়িতে। সবুজে ছাওয়া শহর। পূর্ব নেপাল থেকে গোর্খারা, পশ্চিম নেপাল থেকে গুরুং, আর তিব্বত থেকে তিব্বতীয়রা এসে আস্তানা গেড়েছে দার্জিলিং-এ। এদের হাতের কাজ পর্যটকদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া বছরের বিভিন্ন ঋতুতে চেনা-অচেনা হাজার চারেকধর্মী পাহাড়ী ফুলের সাজ পরে মোহিনী দার্জিলিং। তিন শতাধিক বৃক্ষরাজিও রয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। মেক্সিকো থেকে পাইনেরা এসে আকাশ ঢেকেছে শহর জুড়ে। বানর, বন বিড়াল, বাঘ, লেপার্ড, শিয়াল, খট্টাশ দর্শনও আনন্দ বাড়ায় পর্যটকদের।

ম্যাল লাগোয়া চৌরাস্তা জুড়ে দোকান-পাট, পশমে তৈরি নানান বসন, পাহাড়ী ভূষণের নানান কিছু, থঙ্কাস (Thankas), জপমালা, ব্রাসের নানান মূর্তি, গোর্কা ছুরি খুকরি, রকম-সকম কিউরিওর পসরা সাজিয়ে ভুটিয়ারা বসে পথপাশে। বিদেশী পণ্যও মিলছে দোকানপাটে। তেমনই নেহরু রোডে GPO-কে ঘিরেও নানান দোকান। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মঞ্জুষাও পসরা সাজিয়েছে হস্তজাত পাহাড়ী পণ্যের নেহরু রোডে। Hayden Hall-এও চলা যেতে পারে মহিলাদের সমবায় North Point Alumni Association এর হাতে বোনা উলেন টুপি, সোয়েটার, ব্যাগ, কার্পেট ছাড়াও নানান কিছুর আকর্ষণে। আবার হিল কার্ট রোডে বাস ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের অদূরে উলেন বসন ও বিদেশী পণ্য কিনতে মেলে বাজারের দোকানপাটে। দামেও সুবিধা মেলে। তবে, কেনাকাটায় মান ও দামে সাবধানতা পালনীয়। তবুও যেন সবকিছু ছাপিয়ে সুবাস মেলে দার্জিলিং চায়ের। একান্তই উচিত হবে চলতে-ফিরতে সঙ্গী করা।

ভারতের যে কোনও প্রান্ত থেকে শিলিগুড়ি বা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছান। NJP থেকে ন্যারো গেজের পাহাড়ী ট্রেন ৭-৩০ ও ৯-০০টায় যাচ্ছে শিলিগুড়ি টাউন-জং/সুকনা/তিনধারিয়া/ কার্শিয়াং/সোনাদা হয়ে দার্জিলিং। দার্জিলিং পৌঁছায় ১৫-৫০ ও ১৭-১৫য়। ৮ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রেল বসায় ব্রিটিশ দার্জিলিং পাহাড়ে। ১৮৭৯তে কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৮১-র ৪ঠা জুলাই ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট Franklin Prestage-র হাতে। আর ১৮৮৫তে ১ কিমি দীর্ঘ হয়ে রেল বাজারে পৌঁছালেও এখন ১ কিমি আগেই চলায় বিরতি টানে রেল। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১ রূপ পায় Darjeeling Steam Tramway Co— চলতেও শুরু করে ট্রেন শিলিগুড়ি

থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, গহন বন। কখনও হারিয়ে যাচ্ছে ট্রেন গহীন বনের মাঝে। পথহারা ট্রেন আতঙ্কে হুইসল বাজিয়ে চা-বাগিচার গা বাঁচিয়ে শাল, চীনা সীড্যার, টিকের মাঝে ফোকর খুঁজে বেরিয়ে আসছে আবার। এ ট্রেন চড়ায় রোমাঞ্চ আছে। আরও রোমাঞ্চ একটিও টানেল নেই এপথে। তবে সময়ে আধিক্য লাগে। লোকেও টয় ট্রেন বলে থাকে একে। একান্তই উচিত হবে পাহাড়ে চড়ার কালে মজা আর কৌতুকে ভরা টয় ট্রেনের যাত্রী হওয়া। সময়ের অপ্রতুলতায় টয় ট্রেনে Joy Ride অর্থাৎ দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং বেড়িয়েও উপভোগ করা যায় হিমালয়ান রেল। ৩ বগির ট্রেন যাচ্ছে, যাতায়াত ভাড়া ৬০্।

তাই নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন বা শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি বা ল্যান্ডরোভারে দার্জিলিং যাওয়াই উচিত হবে। ৫-৪০—১৬-০০টায় ৩৪ টাকায় প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর Hilly Region Mini Bus Owners' Association-এর মিনিবাস যাচ্ছে স্ট্যান্ড থেকে। মরসুমে পর্যটন দপ্তরের বিশেষ বাসও চলে এপথে। এমনকি উল্টোডাঙা VIP টার্মিনাল থেকে NBSTC-র বাসে সরাসরি টিকিট কেটে শিলিগুড়ি থেকে লিঙ্ক বাসে চলা যেতে পারে দার্জিলিং। ফেরার পথেও একইভাবে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতার সরাসরি টিকিট মেলে NBSTC, 1st floor, Super Market দার্জিলিং থেকে। ৪ দিন আগে থেকে এদের বুকিং। নিয়মিত সার্ভিস বাসও চলছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে (৪-০০, ১০-৩০, ১১-৩০) NBSTC-র। শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব ৮০ কিমি। সময় নেয় ৪ ঘণ্টা। আর যাচ্ছে ট্যাক্সি ৮৫-১৫০ টাকায় ৩½ ঘণ্টায়; ল্যান্ডরোভারে ৬০-৯০্ প্রতিজনা। তবে অনিয়ম আর অনাচার পাহাড়ী পথের যানবাহনে কিছুটা যেন অস্বস্তিকর। নিকটতম বিমান বন্দর শিলিগুড়ির বাগডোগরায়। বিমান-যাত্রী নিয়ে মরসুমে ৮-০০টায় বাগডোগরায় যাচ্ছে DGHC-র ট্যুরিস্ট বাস। ফেরেও শহরে বাগডোগরা থেকে একইভাবে। তবে, ট্রেন চালুর আগে ১৮৪০এ সব পথ হয়েছে পাহাড় কেটে। পণ্য যেত গরুর গাড়িতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে। নামটিও তাই রয়ে গেছে সেকালের *হিল কার্ট রোড।* সম্প্রতি নামের বদল ঘটে—হিল কার্ট রোড হয়েছে *তেনজিং নোরগে সড়ক।*

কনডাকটেড ট্যুর : মরসুমী পর্যটকদের দার্জিলিং পাহাড়, টাইগার হিল ও মিরিক দেখাবার ব্যবস্থা আছে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ পরিচালিত Tourist Bureau, DGHC Tourism, 1 Nehru Rd, Chowrasta, Darjeeling-734101, ✆ 54214 (রবি ছাড়া ১০—১৬-৩০) থেকে। সিঙ্কোনা অর্থাৎ মংপু ট্যুরেও যাচ্ছে DGHC। নানান প্রাইভেট কোম্পানিও দার্জিলিং/মিরিক-পশুপতিনগর/টাইগার হিল দেখিয়ে আনে। গাড়িও ল্যান্ডরোভারও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। সুপার বাজারেও নানান ট্রাভেল এজেন্ট—যাচ্ছেও এরা শহর দেখাতে। কালিম্পং, গ্যাংটক, কাঠমাণ্ডও গাড়ি যাচ্ছে এদের। পায়ে পায়ে শহর বেড়ান—ল্যান্ডরোভার ও জিপ মেলে।

শহর থেকে ৩ কিমি দূরে রঙ্গিত উপত্যকায় প্রথম ভারতীয় যাত্রী রোপওয়ের জন্ম। চা বাগিচার উপর দিয়ে, রঙ্গিতনদী পেরিয়ে ৮ কিমি দীর্ঘ ৬ যাত্রীর ৪ কেবিনের এই রোপওয়ে ৪৫ মিনিটে সিঙ্গলা বাজারের সাথে সংযোগ গড়েছে দার্জিলিং-এর। রবি ও ছুটি ছাড়া ৮-৩০, ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৩০, ১৩-৩০, ১৪-৩০টায় সিংমারী ছেড়ে; ফেরে ৯-০০টায় প্রথম ছেড়ে ১৫-০০টায় শেষ রোপওয়ে। মাঝে ৩টি স্টেশন—যাত্রী ওঠা-নামা করে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। টিকিটের প্রচুর চাহিদা। তবে, বিদ্যুতের অভাব হেতু সম্প্রতি ৩০ টাকায় ১টি কেবিন ১ স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করে। ১ দিন আগে Officer-in-Charge, Darjeeling-Rangeet Valley Ropeway Station, North Point, Darjeeling, ✆ 52731 থেকে বুকিং এদের। রোপওয়ে স্টেশন সিংমারী পর্যন্ত বাসও যাচ্ছে শহরের বাজার স্ট্যান্ড থেকে। পথেই পড়ে স্নো লেপার্ড ব্রিডিং ফার্ম। উৎসাহীরা ৯—১১-০০, ১৪—১৬-০০টায় দেখে নিতে পারেন। আর মরসুমে একান্তই উচিত হবে হিমা-লয়ান রেলে দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং Joy Ride করে নেওয়া।

দার্জিলিং থেকে কাঠমাণ্ডু যাত্রায় সরাসরি টিকিট না মিললেও সিট মেলে অগ্রিম বুকিংএ। বুকিংও করছে নানান সংস্থা দার্জিলিং থেকে কাঠমাণ্ডুর। নিজস্ব বাসের অভাবে আংশিক ভাড়া নিয়ে সিট সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয় এরা। যাত্রীদের পৌঁছাতেও হয় এককভাবে—দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি হয়ে বাসে পানিট্যাঙ্কি (ভারত), পানিট্যাঙ্কি থেকে রিকশায় কাঁকরভিট্টা (নেপাল)। কাঁকরভিট্টা থেকে বাস যাচ্ছে কাঠমাণ্ডু ও পোখরার। তবুও যেন ল্যাডেন-লা রোডে GPO-র কাছে Assam Valley Tours & Travels বা Mohendra Tours দেখা যেতে পারে। আবার এককভাবে কাঁকরভিট্টা পৌঁছেও চলা যেতে পারে পোখরা বা কাঠমাণ্ডু। নানান বাস, ১৬—১৭-০০টায় কাঁকরভিট্টা ছেড়ে পরদিন ৯—১১-০০টায় কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে। তেমনই গ্যাংটক চলায় SNT-র মিনিবাসে অগ্রিম (৭ দিন) বুক করা উচিত হবে।

দার্জিলিং ভ্রমণার্থীদের কাছে শহর থেকে ১১ কিমি দূরে ২৫৯০ মি উঁচু **টাইগার হিল**-এর আকর্ষণ অন্যতম। ওক, ম্যাগনোলিয়ায় ছাওয়া ঘুম হয়ে পথ গিয়েছে। এর সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক আকর্ষণ করে। ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল, উদিত সূর্যালোকে গোলাপি থেকে পিঙ্ক, যার দ্বিতীয়টি নেই সারা বিশ্বভুবনে। ৬৪ কিমি উত্তরে ৮৫৯৭মি উঁচু ৫ শিখরের কাঞ্চনজঙ্ঘায় এর প্রতিফলন সত্যই অনুপম। আরও দূরে (২২৫ কিমি) কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তরে খাঁজ কাটা মাউন্ট এভারেস্টও দৃশ্যমান নির্মেঘ দিনে। আর দৃশ্যমান কাব্রু, জানো, পাণ্ডিম, নরসিং, মাকালু, লোটসে; ১৩৫ কিমি উত্তর-পুবে চুমুলহারি ছাড়াও নানান তিব্বতীয় শৈলমালা। জিপ যাচ্ছে ভোর ৪—৪-৩০টেয় শহর থেকে যাত্রী নিয়ে। আগের রাতে হোটেলে হোটেলে হানা দেয় যাত্রীর খোঁজে জিপ। পর্যটন দপ্তরও যাচ্ছে টাইগার হিল প্যাকেজে। তবে, অনেক পর্যটকের মুখে শোনা যায় বার বার গিয়েও তাঁরা সূর্যোদয় দেখতে পাননি; মেঘেরা বাদ সাধে। সূর্যোদয় দেখার পক্ষে মার্চ/এপ্রিল ও অক্টোবর/নভেম্বর মাস মনোরম। তবে, শীতের আধিক্য আছে। সম্প্রতি দর্শনী প্রথা

চালু হয়েছে ভিউ টাওয়ারে ২ ও উষ্ণ VIP লাউঞ্জে ৭ হারে। রেস্তোরাঁও বসেছে নিচুতে। থাকারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে DGHC-র *Tiger Hill Tourist L*-এ, ডর্মি প্রথায় বেড ১০০। আর হয়েছে WBTDC-র *তাঁবুর কলোনি* টাইগার হিলে। অবু: Tourist Office, Darjeeling বা Tourist Centre, 3/2 B B D Bag, Cal-1. উচিতও হবে একটা রাত শহর থেকে দূরে প্রকৃতির রাজ্যে কাটিয়ে চোখ ভরে উদিত সূর্যের বর্ণালী দেখে পরদিন পায়ে পায়ে ঘুমে ফিরে টয় ট্রেন বা পথ চলতি গাড়ি ধরে দার্জিলিং ফেরা।

দার্জিলিংবাসীদের টালা ট্যাঙ্ক অর্থাৎ শহরের জল আসছে ১০ কিমি দক্ষিণ-পুবের কৃত্রিম লেক **সিঞ্চল** থেকে। পাশাপাশি ৩টি লেক, পরিবেশ সুন্দর। আর এই লেককে ঘিরেই ১৯১৫য় রূপ পেয়েছে **সিঞ্চল গেম স্যাঙ্কচুয়ারি**। ওক, কাপাসি, কাটুস, কাওলায় ছাওয়া বার্কিং ডিয়ার, বন্য শুয়োর ও কালো ভাল্লুকদের বাস। যাত্রীবাসের জন্য *Tourist Lodge* হয়েছে। আর হয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চে গল্ফ কোর্স সিঞ্চলে। টিকিটও লাগে লেক দর্শনে।

সূর্যোদয় দেখে ফেরার পথে প্যাকেজ ট্যুরের দ্বিতীয় দর্শন **ঘুম বুদ্ধ মনাস্ট্রি**। শহর থেকে ৮ কিমি দূরে সীমানা/ শিলিগুড়ি/ কালিম্পং-দার্জিলিং ত্রিরাস্তার সঙ্গমে সুন্দর পরিবেশে ঘুম রেল স্টেশনের নিচুতে গড়ে উঠেছে গেলুগ-পা সম্প্রদায়ের তিব্বতীয় বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি ঘুমে। ধর্মে মহান, আকারে বৃহত্তম —১৮৫০-এ মঙ্গোলিয়ান লামা *সারা ইয়াংচো*-র তৈরি মনাস্ট্রিতে ১৫ ফুট উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তিও হয়েছে। অদূরে নিচুমুখী পথে হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের নিউ ঘুম মনাস্ট্রি। সবার তরে মনাস্ট্রির দরজা খোলা। ৭৪০৭ ফুট উঁচুতে রেলও উঠেছে, এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে রেল স্টেশনটিও এই ঘুমে। ঘুমের নবতম আকর্ষণ অত্যাধুনিক *স্টারলিং রিসর্ট*। এভারেস্টও দৃশ্যমান এদের রেস্তোরাঁ থেকে।

ঘুম থেকে ৩ আর শহরের ৫ কিমি আগেই ট্রেন পথকে ১৮৭৯তে অতি আশ্চর্যজনকভাবে ঘুরিয়ে তোলা হয়েছে। নাম তার **বাতাসিয়া লুপ**—এই অভিনব চলার পথ শহরবাসীদের আকর্ষণ করে। লুপ থেকে দার্জিলিং শহর প্রথম দর্শন ও কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোহর দৃশ্য বিমোহিত করে। ট্রেন যাত্রীরাও চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে নেমে এর অভিনবত্ব উপভোগ করেন আবার চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়েন, তবে খুবই বিপজ্জনক এই ওঠা-নামা।

দার্জিলিং ভ্রমণার্থীদের কাছে **ম্যাল**-এর আকর্ষণ অনস্বীকার্য। অবজারভেটরি হিলের সামনে, **চৌরাস্তা** জুড়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে পর্যটক বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে ম্যাল। দোকান-পাটে ঠাসা, হোটেল-রেস্তোরাঁ মায় ট্যুরিস্ট অফিসটিও এই ম্যাল লাগোয়া। ঘোড়া চলেছে পায়ে পায়ে যাত্রী নিয়ে—দূরে আরও দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। চৌরাস্তার সামান্য ডাইনে থেকে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম কাঞ্চনজঙ্ঘা সুন্দর দৃশ্যমান। সকাল-বিকালে ভ্রমণার্থীদের রঙবেরঙ সাজে রামধনু ফোটে ম্যালে। চারপাশ রেলিং-এ ঘেরা। বেঞ্চ হয়েছে বসার জন্য। রীতিমত প্রতিযোগিতা লেগে যায় খালি আসনটির দখল পেতে। স্থানীয় ও ভ্রমণার্থী দুইয়েরেই মিলনস্থল এই ম্যাল। ম্যাল লাগোয়া **অবজারভেটরি হিল**। অতীতের মান মন্দির আজ লোপ পেলেও এর অন্যতম আকর্ষণ কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা। পুবে দার্জিলিং শহরও দেখে নেওয়া যায়। এমনকি রাতে কালিম্পং-এর আলোকমালাও দৃশ্যমান। অবজারভেটরি হিলের আর এক আকর্ষণ **মহাকাল গুহা** অর্থাৎ শিব মন্দির। অতীতে লাল টুপি বুদ্ধিস্টদের মনাস্ট্রি ছিল—ধ্বংস হয় ১৯ শতকে। রঙবেরঙের অসংখ্য *প্রেয়ার ফ্ল্যাগ*—বানরেরা ট্র্যাপিজ দেখায়।

শিলিগুড়ি থেকে সড়ক দূরত্ব

দার্জিলিং	৮০	কিমি	ট্রেন/বাস	৭½/৩½ ঘণ্টা
কার্শিয়াং	৪৮	"	" "	৩½ "
কালিম্পং	৬৯	"	"	২½ "
লাভা	১০১	"	"	২½ "
মিরিক	৫২	"	"	২½ "
মংপু	৪৯	"	"	২½ "
গ্যাংটক	১১৪	"	"	৫½ "
গেজিং	১২২	"	"	৫½ "
পেমিয়াংশি	১২৯	"	"	৬ "
জলদাপাড়া	১২১	"	"	৩ "
ফুন্টসোলিং	১৬১	"	"	৩½ "
থিম্পু	৩৩২	"	"	১২ "
কাঁকরভিট্টা (ভারত-নেপাল সীমান্ত)	৩৭	"	"	১ "
কাঠমাণ্ডু	৫৫০	"	"	১৮ ঘণ্টা
গুয়াহাটি	৪১১	"	" " "	১৪ "
শিলং	৫৭৮	"	" "	১০/১২ "
পাটনা	৪৬৬	"	" "	১১ "
মালদহ	২৫৭	"	" "	৫/৪½ "
কলকাতা	৬০৬	"	" "	১২½/১২ "

আর দার্জিলিং মোটর স্ট্যান্ড (বাজার) থেকে বাস যাচ্ছে নানান পাহাড়ী শহরে : মিরিক ৪৯ কিমি ২½ ঘণ্টায়, কালিম্পং ৫১ কিমি ২½ ঘণ্টায়, গ্যাংটক ৯৭ কিমি ৫ ঘণ্টায়।

ম্যাল থেকেই পথ নেমেছে ভুটিয়া বস্তির। মিনিট পনেরোর হাঁটা দূরত্বে বৌদ্ধ মঠ বা গোম্ফা দেখে নেওয়া যায়। তৈরি যদিও সিকিমের ফোদং মনাস্ট্রির শাখা রূপে তবে মনাস্ট্রি হয়েছে Nygmpa সম্প্রদায়ের। ম্যাল থেকে ৩ মিনিটের পথে **স্টেপ অ্যাসাইড**। স্বাস্থ্য উদ্ধারে এসে জুন ১৬, ১৯২৫এ মৃত্যু ঘটে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই বাড়িতে। এমনকি এই বাড়িতেই বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে মারা যান ভাওয়াল সন্ন্যাসী। সম্প্রতি মাতৃসদন বসেছে নিচুতে।

ম্যাল থেকে ২ কিমি পশ্চিমে **জহর পর্বতে** ১৯৫৪য় গড়ে উঠেছে ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। এটিও ডা. বিধানচন্দ্রের সৃষ্টি। পাহাড়ে চড়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। যদিও উত্তরকালে উত্তরকাশী, মানালি ও কাশ্মীরেও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রূপ পেয়েছে। ১৯৫৩র মে মাসে প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগে (এডমন্ড হিলারির সঙ্গে) ছিলেন শিক্ষকতায়। ১৯৫৪য় নামের বদল ঘটে হিমালয়ান হয়েছে **তেনজিং নোরগে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট**। এর এভারেস্ট মিউজিয়মটি সাধারণের কাছে খুবই আদরণীয়। পাহাড়ে চড়ার প্রণালী ও সাজ সরঞ্জামের সাথে ১৮৫৭ থেকে হিমালয়ের নানান শিখর অভিযান পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। তেমনই উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংগ্রহও উল্লেখ্য। ফিল্ম শো ছাড়াও টেলিস্কোপে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে নেওয়া যায়। মঙ্গলবার ছাড়া ৯—১৩-০০ আবার ১৪—১৬-৩০টায় খোলা।

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট লাগোয়া গড়ে উঠেছে **পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জ্যুলজিক্যাল গার্ডেন** অর্থাৎ চিড়িয়াখানা। সাইবেরিয়ান টাইগার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, পাণ্ডা, হরিণ, প্যান্থার, লেপার্ড দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। ৮—১৬-০০টায় খোলা।

যদিও আকারে ছোট তবে বিশ্বের সর্বোচ্চে (১৮০৯ মি) ম্যাল থেকে নির্জন ছায়াচ্ছন্ন পথে ৮ কিমি যেতে ১৮৮৫র প্যারেড গ্রাউন্ডে **রেস কোর্স** বসে লেবং অর্থাৎ আলিবং-এ। পরিবেশ সুন্দর। মার্চ থেকে জুন ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রেসের আসর বসত অতীতে। পথেই পড়ে **অবজারভেশন পয়েন্ট**। থরে-বিথরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়শ্রেণী। সূর্যাস্তে ফাগ খেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দূরে আরও দূরে শ্বেতশুভ্র কাব্রু, কুম্ভকর্ণ, পাণ্ডিম, জানো, নরসিং পাহাড়চুড়োয় সোনা রঙ ধরে। খুবই নয়নাভিরাম রঙবদলের এদৃশ্য। সূর্যোদয়েও অরুণ-রাগে অপূর্ব দ্যুতিমান হয়ে ওঠে হিমালয়ের শিখররাজি। পথেই পড়ে গোর্খা স্টেডিয়াম।

এছাড়া রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের নিচুতে বাজারের কাছে পর্যটক আকর্ষণীয় ১৮৭৮এ Mr W. Lloyd-এর দেওয়া ১৬ হেক্টর জমিতে Sir Ashley Eden গড়ে তোলেন **লয়েড বট্যানিক্যাল গার্ডেন**। ২৫০০ ধর্মী পাহাড়ী তরু, ২০০০ অর্কিড ও পাহাড়ী ফুল পরিবেশকে মধুময় করে রেখেছে। ৬—১৭-০০টায় খোলা। অদূরে **ভিক্টোরিয়া ফলস**। তবে, ভারতের প্রথম হাইডেল প্রোজেক্টটি গড়ায় ধারা কমে বিদ্যুৎ হচ্ছে। ম্যাল থেকে ৩মিনিটের পথে ১৯০৩এ গড়া **ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়মে** বৃহস্পতি ছাড়া ১০—১৬-০০টায় (বুধ ১০—১৩-০০) মথ, প্রজাপতি, সরীসৃপ, পাখি ছাড়াও নানানধর্মী চার হাজারেরও অধিক মৃত জীবের জীবন্ত রূপ; শহরের পথে ২ কিমি দূরে আভা দেবীর আঁকা ছবি ও এমব্রয়ডারি সম্ভারের প্রদর্শনশালা **আভা আর্ট গ্যালারি**, শহর থেকে ২ কিমি দূরে **হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেটে** চায়ের রকমারি কর্মপ্রণালী Curling, Tearing and Crushing অর্থাৎ CTC রবি ও সোম ছাড়া ৮—১৬-৩০টায় দেখে নেওয়া যায়। কিনতেও মেলে চা। পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে ১৯৩৯এ গড়া রেল স্টেশনের নিচুতে হিন্দু মন্দির **ধীরধাম**, এদেরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়।

চীনের তিব্বত দখলে দলাই লামার সাথে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে ১৯৫৯এ গড়ে ওঠা **তিব্বতীয় রিফিউজি সেন্টার**-এ তিব্বতীয়দের হাতের কাজ দেখা ও কেনার ব্যবস্থা মেলে। কার্পেট, পশম-জাত বসন, কাঠ ও চামড়ার নানান সম্ভার, উড কার্ভিং, থঙ্কাস, তিব্বতীয় মুদ্রা ছাড়াও নানান কিউরিও কিনতে মেলে। এমনকি ১৯১৯-২২এ ভারত সফরকালে ১৩তম দালাই লামা এখানেই অবস্থান করেন। নৈসর্গিক শোভার আকর্ষণেও উচিত হবে চৌরাস্তা থেকে ½ ঘণ্টায় ঢাল নেমে বেড়িয়ে নেওয়া। জলাপাহাড়ের পথে ইয়ুথ হোস্টেল ছাড়িয়ে **ভুটিয়া মনাস্ট্রিটিও** দেখে নিতে পারেন পায়ে পায়ে। সিকিমের ফোদং থেকে স্থানান্তর ঘটে ১৮৭৯তে Nygmapa Sect-র এই মনাস্ট্রি। আবার নেপালের **পশুপতিনগর** বেড়িয়ে আসতে পারেন মিরিক ট্যুরে সকালে গিয়ে দিনে দিনে। জিপ ও ল্যান্ডরোভার যাচ্ছে বাজার স্ট্যান্ড থেকে। বিদেশী পণ্যের সম্ভার আকর্ষণ করে যাত্রীদের। তবে যথেচ্ছ ক্রয়ে বিপদ আছে সীমান্ত পারাপার থেকে সারা পথে। পথশোভার আকর্ষণও কম নয়।

হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য **ছত্তকপুরের** আকর্ষণ আজ টাইগার হিলকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। টাইগার হিল থেকেও
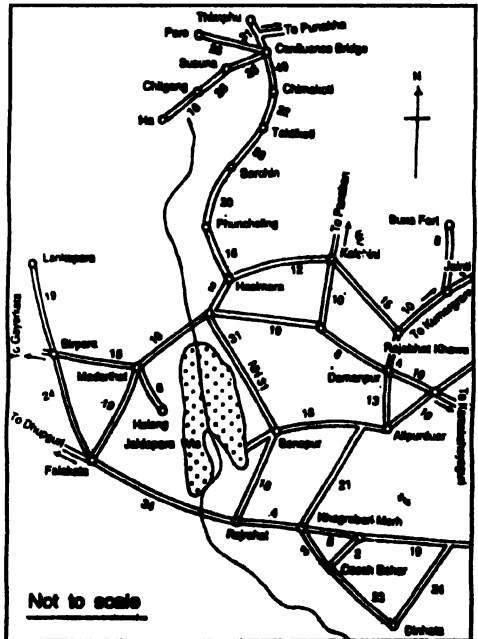
সামান্য অধিক উচ্চে আর এক অসামান্য অবজারভেটরি বড়া দুরপিন। তেমনই চলা যায় ওল্ড মিলিটারি রোড ধরে সোনাদার শিরে সানডাহ-এ। সানডাহ থেকে রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত সুরেল ডাকবাংলো বেড়িয়ে নিন—বাংলোয় অবস্থানকালে এখানেও নানান কবিতা লেখেন কবি।

হোটেল হয়েছে নানান দার্জিলিং পাহাড়ে। তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান বিভিন্ন হোটেলের নানান ঘর থেকে। দুর্দম বেগে দার্জিলিং পাহাড়ে যাত্রী সমাগম বেড়ে চললেও জলাভাব সঙ্কট তৈরি করে গ্রীষ্মের দিনগুলিতে আজ। উচিতও হবে দেখে শুনে হোটেল নির্বাচন করা। জুলাই, আগস্ট, নভেম্বর ১৫ থেকে মার্চ ১৫য় অফ সিজন—২৫ থেকে ৫০% রিবেটও মেলে দার্জিলিং-এর হোটেলে। বছরের বাকি সময়টা সিজন। তাপমানের সাথে সাথে রেটও ওঠানামা করে দার্জিলিং পাহাড়ে। অফ সিজনে যাত্রীকেই উদ্যোগ নিতে হয় রেট নির্ধারণের টাগ অব ওয়ারে।

ম্যাল লাগোয়া WBTDC-র *Darjeeling Tourist L*, Bhanu Sarani, ✆ (0354) 54411, ডাবল বেডের ঘরে প্রতি ২ জনার ১২৫০৲ ১৫০০৲। *Maple Tourist L* ✆ 54413, Old Kutchery Rd, DAB AP প্রথায় প্রতি দু'জনা ৬০০৲ ৮০০৲ ৯০০৲ AP-T ১২০০৲, কিচেন সহ ঘরও মেলে এদের; তবে গত কিছুকাল DGHC-র দপ্তর বসেছে ম্যাপেলে। রেল স্টেশনের নিচুতে Dr S K Paul Rd-এ ঐতিহ্যপূর্ণ স্যানাটেরিয়ামটি নতুন করে হয়েছে *Lowis Jubilee Complex*, DCB ১০০৲ DAB ১৫০৲ ছয় বেডের ঘর ১৮০৲, পৃথক মূল্যে আহার বাধ্যতামূলক। অংশ বিশেষে লজ বসলেও Dept of Tourism, Darjeeling Gorkha Hill Council, ✆ 54525 ছাড়াও নানান দপ্তর বসেছে কমপ্লেক্সে। আর হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৪ বেডের নবতম *সাগরমাথা পর্যটন কেন্দ্র* দার্জিলিঙের চকবাজারে। রেল স্টেশন থেকে জলাপাহাড়ের পথে মিনিট পনেরো যেতে পাহাড়শিরে Dr Zakir Hussain Rd-এর *Youth Hostel*-এ বেড : সভ্য ১৫৲ সাধারণ ৩০৲। ২টি ঘরও আছে ডাবল বেডের ৪০৲ হারে। আহার্য মেলে ক্যান্টিনে। অবস্থান ও ব্যবস্থাপনা ভালই। ট্রেক রুটের বসন-ভূষণও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

পাশ্চাত্য প্রথায় : Gandhi Rd, Darjeeling, STD 0354, PC-734101-এ—**H Oberoi Mount Everest*, AP-S ১৬৫০৲ D ২৭০০৲ স্যুইট ৩৫০০৲; **H Sinclairs*, ✆ 56431, AP-D ২৩০০-৩৮০০৲, কল বুকিং: 56/A, Mirza Ghalib St-16, ✆ 295261; *H Pradhan*, AP-S ৭৫০৲ D ১২৫০৲; *Swiss H* (B-B) DAB ৮৫০৲; *H Lunar*, ✆ 54195, SAB ৬৫০৲ DAB ৮৫০৲। ম্যাল লাগোয়া Nehru Rd-এ—**H Bellevue*, ✆ 54075, DAB ৬৫০-৮৫০৲; *H Cosy Home*, (B-B), D ৬০০-৮০০৲; অতীতের Tea Planters Club-এ বসেছে *Darjeeling Club*, S ৪৫০৲ D ৬৫০৲ স্যুইট ৮৫০৲; ম্যাল লাগোয়া *Pineridge H*, 1 Nehru Rd, ✆ 54074, S ৪২৫-৬৫০৲ D ৬৫০-৮৫০৲, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ট্র্যাভেলস ✆ 2388676. *H Camino*, near Mall, D ৬৫০৲ T ৮৫০৲, কল বুকিং: Camino Tour, Kamalaya Centre, Room 225, 2nd Floor, ✆ 267123; *H Shambala*, ✆ 52715, কল বুকিং: Diamond ✆ 2259639। H D Lama Rd-এ—**H Mohit*, ✆ 54818, S ৬০০৲ D ১২০০৲ ১৫০০৲ স্যুইট ২৫০০৲, কল বুকিং: ✆ Linkage 2464485; *H Mishru*, 11 H D Lama Rd, ✆ 54499, EP-D ৬০০-৭০০৲ T ১১০০-১২০০৲, কল বুকিং: 3216127/3344641; **H Seven Seventeen*, ✆ 52717, AP প্রথায় S ৯০০-১২৫০৲ D ১২৫০-১৫০০৲।

Rockville Rd-এ—*H Valentino*, ✆ 52228, (B-B) S ৭০০৲ D ৯০০-১০৫০৲, কল বুকিং: New Embassy Restaurant, 53 Chowringhee Rd-16, ✆ 2470670. Robertson Rd-এ—*H Chanakya*, DAB ৪০০-৮৫০৲, কল বুকিং; ✆ Linkage ✆ 2448087; **Central H*, ✆ 54480, AP-S ১২০০৲ D ১৭৫০৲, কল বুকিং: Chatterjee International, 19th floor, R-10, Cal-72, 290013/0401. H D Lama Rd-এ—**New Elgin H*, ✆ 54114, AP-S ২১০০৲ D ২৫০০৲, কল বুকিং: ✆ 2269878; *মোহিত, নিউ এলগিন, চাণক্য ও সেন্ট্রালের* কল বুকিং: Peerless Travels, ✆ 2487181. *Alice Villa H*, ✆ 54181. DAB ৬৫০৲ TAB ৭৫০৲, কল বুকিং: 47 Bhupen Bose Avenue, Cal-4, ✆ 5554652. GPO-র বিপরীতে নবতম *H Chancellor*, 5 SM Das Rd, ✆ 52935, AP প্রথায় S ১৩০০৲ D ১৯০০৲ T ২৫০০-৩১০০৲, কল বুকিং: Royal Travels, 25-A, Circus Avenue, Cal-17, ✆ 2409972/Linkage ✆ 2464485; *H Mahakal Palace*, ✆ 54026, S ১২৫০৲ D ১৭৫০৲, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *Pradhan's H Polynia*, DAB ৬৫০-৮৫০৲ স্যুইট ৮৫০-১৫০০৲, কল বুকিং: ✆ 297045। Bhanu Sarani-তে—**Windamere H*, ✆ 54041, AP-S ৮৫ D ১২৫ T ১৪৫ US$. Franklyn Prestige Rd-এ—*Tiffani H*, ✆ 54390, S ৪৫০৲ D ৬৫০৲। Laden La Rd-এ—*Apsara H*, ✆ 54486, EP-D ৬০০-১২০০৲; *H Garuda*, ✆ 54562, AP-S ১০০০৲ D ২০০০৲ T ২৮০০৲, কল বুকিং: Chamba Lama, F60 New Market, Cal-87, ✆ 2446408. Upper Beachwood Rd-এ—*Shamrock H*; *H Shambhu*, 73 Gandhi Rd, ✆ 54350, AP-D ১২৬০৲। শহর থেকে দূরে ঘুমে *Sterling Holiday Resorts*, Ghoom Monastry Rd-734102, ✆ (0354) 2691, A/c D ১৫৫০৲ স্যুইট ২২০০৲।

ভারতীয় প্রথায় : দার্জিলিং-এর হোটেলগুলিতে AP প্রথায় অর্থাৎ থাকা ও খাওয়া মিলিয়ে রেট, দিনের শুরু দুপুর ১২-০০টায় এদের। শহরে ঢুকতেই রেল স্টেশনকে ঘিরে Hill Cart Rd-734101-এ—*Kanchenjunga H*, S ১২৫-২৭৫৲; *H Angel*, AP প্রথায় প্রতিজনা ১৪০-১৮৫৲, অবু: পাল ট্রাভেলস, ১২৩/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কল-৩৬; *H Anandam*, 1/1 Tenzing Norgey Rd, ✆ 55063, AP-D ৪০০-৬৫০৲, কল বুকিং: ✆ 2487160/2259639/2448087; *H Purni*, 2/1 Tenzing Norgey Rd, AP-S ২০০-৩২৫৲ কল বুকিং: Ramkrishna Travels, 39 M G Rd-9, ✆ 3509199; *Snow View H*, AP-D ৩০০-৪৫০৲; *Kailash H*, AP-S ১৫০৲ D ২৫০৲; *Darjeeling H*, Belembre Rd, S ১৪০-১৭৫৲; *Pratima GH*, AP-S ১২৫-২২৫৲; *Wayside Inn*, S ১৪৫৲; *Milan H*, S ১৪০৲; *H New Pratima*, Chota Kakjhora, near Rly Stn, AP-D ৩২৫-৪৫০৲; *H Magnolia*, S ১৬০৲। N C Goenka Rd-এ—*Central Boarding*, AP-S ১২৫-২০০৲; Laden La Rd-এ—*Asia H*, AP-S ১৭৫-২২৫৲; *Buddhist L*, AP-S ১৭৫-

Dragon L, AP-S ২২৫-৪৫০; *Janta L*, AP-S ২২৫ ৫০; *Timber L*, D ২৫০-৪০০ কেবল থাকা; *Taj H*, AP- ৮৫০; *Shrestha L*, AP-S ১৫০-২৫০; একইমানের একই দামে *H Himalchuly*; *Penang L*, AP-S ৩০০-৩৫০; *Hindu Boarding*, Chachan Mansion, AP-S ২২৫; *Prestige H*, AP-S ২৭৫-৩৫০; *Shabnam H*, S ১৭৫; *H Godawari*, 4 Belembre Rd, near Rly Stn, AP-S ১৭৫-২২৫ ডর্মিতে ১২৫, কল বুকিং: Kolay Travel, 15-A, Clive Row (GF) Cal-1, ✆ 2204297; *H Hill Prince*, *H Grand View*, D ২২৫-৩০০, দুইয়েরই অবু: Mitra Special, 62 Bentinck St-69. ক্যাপিটল সিনেমার শিরে Gandhi Rd-এ—*Rex H*, S ১৪৫-২২৫; *Mayfair*, DAB ৩০০-৫০০, কল বুকিং : Mayfair Travels, ✆ 299315; *Capital H*, AP-D ৪৫০-৬০০; *Kadambari H*, AP-S ১৭৫-২৫০; *H Nirvana*, AP-S ১৪৫-২২৫; *Spring Burn H*, AP-S ২৭৫ D ৫৫০ T ৬৫০; *Tara H*, AP-S ২০০-২৭৫।

এদের মাথার উপর Rockville Rd-এ—*Kundus H*, AP-S ২২৫-২৭৫; *Ashoka H*, AP-S ১৮৫-২৫০, কল বুকিং: Rumani Tours, ✆ 273687; *Anamika H*; *H Continental*, D ৩০০-৪৫০; *Hotel d' Kundu*, AP প্রথায় DAB ৩২৫-৪৫০, অবু: কুণ্ডু স্পেশাল, ১ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু-৭২, ✆ 271785; **H Sudarshan*, AP-S ২০০-৩২৫; *H Daffodil*, AP-S ২৫০-৩৫০; *Gitanjali H*, S ১০০-২২৫, অবু: Yubaraj Travels, 9 Lalbazar St, Block-A, 4th floor, Cal-1, ✆ 2482406; *Himland H*, AP-S ১৪০-১৮৫ D ২৭৫-৩৫০ T ৩৫০-৪৫০; *Labella H*, AP-S ১৭৫; *Pinewood H*, AP-S ১২৫-২২৫; *Rockvill H*, AP-S ২২৫-৩৫০। ডাইনে Cooch Bihar Rd-এ—*Broadway H*, S ২৫০-৩৫০; *Purnima H*, AP-S ২৫০-৩০০। জলাপাহাড়ের পথে Dr Z H Rd-এ—*Sunrise H*, AP-S ১৫০-২২৫, কল বুকিং: গুইন ট্রাভেলস, ৫৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ✆ 271976; *H Hill Top*, AP-S ১২৫-১৮৫; *H New Galaxy*, AP-S ২২৫; *H Tashi Deelek*. Clark Rd-এ—*Summer Boon H*, AP-S ১৫০-২৫০। ইয়ুথ হোস্টেলের বিপরীতে *Triveni GH*, D ২৫০ ডর্মি বেড ৬০; এরই নিচুতে *Nabin L*, মান ও দাম একই। অদূরে T V Tower-এর কাছে সাধারণ হলেও যথেষ্ট পপুলার *H Tower View*, DAB ২২৫-২৭৫ (B&B); এপথেই স্বল্প নেমে মনোরম পরিবেশে *View Point Lodging*, D ১৭৫-২৫০।

আর কেবল থাকার জন্য ম্যাল লাগোয়া Chowrastha-য়—*H Sunflower*, ✆ 54991, EP-D ১২০০-১৫০০ T ১৮০০-২৫০০, কল বুকিং: Voyage Tours, P-39 Princep St, Cal-72, ✆ 275896; *H Araniko*, AP D ৪৫০-৬৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485; *Chalet H*, DAB ২২৫ TAB ৩২৫; *H Valley View*, S ১৫০-২২৫, অবু: রাখী ট্রাভেলস, ১৫৮ লেনিন সরণী-১৩, ✆ 268833. বিপরীতে Nehru Rd-এ—*Shangrila*, AP-S ২২৫-৩৫০; *Dekeling*, AP-D ৫৫০। Robertson Rd-এ—*Society H*, AP-S ২২৫-৩০০। Botanical Garden Rd-এ—মসজিদ লাগোয়া *Anjuman-E-Islamia GH*, ✆ 52971, DAB ৮০ চার বেডের ঘর ১৫০। B M Chatterjee Rd-এ—*DCM Lodge*, D ১৯০-৩৭৫।

আর আছে: *H Siddhartha*, Mall, কল বুকিং: Kohinoor Travels, 185 Santoshpur, ✆ 4724462 বা Darjeeling Playmate, 46/70 Gariahat, ✆ 4125299; *H Gourab*, কল বুকিং : ✆ 2204736; *H Crown*, The Mall, AP প্রথায় ডাবল বেডের ঘরে প্রতিজনা ২৫০, তিন বেডের ঘরে প্রতিজনা ২০০, কল বুকিং: রামকৃষ্ণ ট্রাভেলস, ৩৯ এম জি রোড, কল-৯,
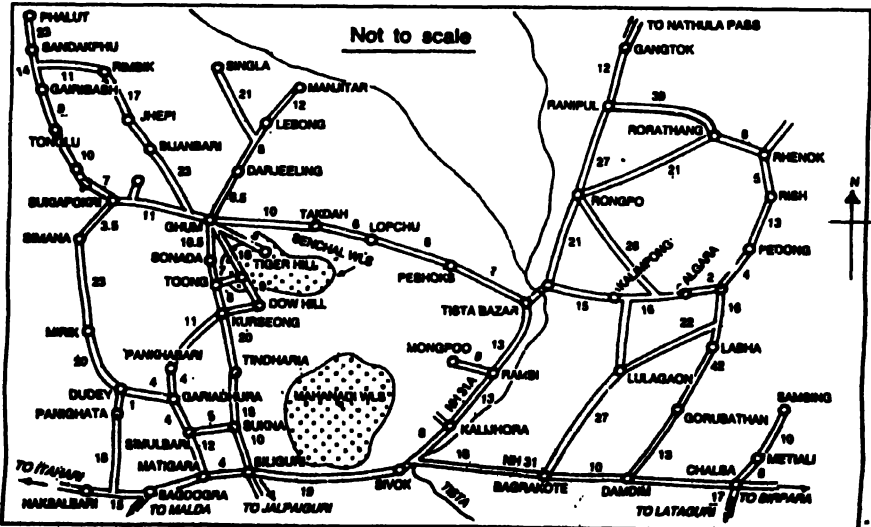
✆ 3509199; *H Sakura*, কল বুকিং: 2483166; *H Moon Star*, Mall, কল বুকিং: 28 Waterloo St, Cal-69, ✆ 2485677; *H Dikila*, AP-D ৫০০, কল বুকিং: Diamond Tours, 30 Jadunath Dey Rd, Cal-12, ✆ 279639; *H Mount Meridian*, D ৪৫০-৬৫০, T ৮০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485/City Wings Travel, 10 K S Roy Rd-1, ✆ 2485030; *H Ashirwad*, 2 Lower Beach Wood, Behind Rink Cinema, AP-S ১৭৫; *Beachwood GH*, S ১২৫-১৭৫; *Grand View H*, Rockwood, S ১৫০-২২৫; *Hill View H*, Anna Cot, EP-S ১৫০-২২৫; *H Flora*, S M Das Rd, AP-S ২৫০। R K Kussari Rd-এ—*Everest Glory H*, AP-S ১৭৫-২২৫; *Samrat H*, AP-S ১৮০-২২৫; *New Star H*, AP-S ১৪০-২২৫; *Shree L*, Ballenvilla Rd, R½ B0, DAB ২২৫ চার বেডের স্যুইট ৪৫০; *Evergreen H*—Burdwan Rd, SCB ১০০ DCB ২০০ DAB ২২৫-৩২৫; *Majestic H*, 2 M C Rd, AP-S ১৭৫; *New Mount View H*, M N Banerjee Rd, AP-S ১৫০-২২৫; *Nataraj H*, Rockwood, AP-S ১৫০-২২৫; *H Aristrocrat*, T B Monastery Rd, AP-S ১৮৫-২৫০, অবু: G S Dhar & Sons, 4-A, Jackson Lane, Cal-1; *H Crystal* ও *H Monalisa*, Toong Soong Rd, AP-D ২৫০-৪২৫; *H Raat-Din*, অবু: জে ফার্নিচার্স, ২৬৮ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ✆ 274163; *H Kanchanview*, J N Kussari Rd, AP-S ১৬৫-২৫০; *Panorama H*, 18 T B M Road, *H Moti*, near R K B T College, AP-S ১৫০-২২৫।

এছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান দার্জিলিং পাহাড়ে: *Hindusthan GH*, C R Das Rd, near Mall, ✆ 54118, AP প্রথায় ১৬০, ১৭০, ২০০, ডর্মিতে ১৩০ প্রতি জনা, কল বুকিং: Hindusthan Travels, 183/2 Lenin Sarani-13, ✆ 274893; *Morning Glory*, AP-D ৪০০-৪৫০, কল বুকিং: Sujan Chatterjee ✆ 2429757/Linkage ✆ 2464485; *H Blue Diamond*, 6/1, S M Das Rd, AP-S ২২৫-২৭৫, কল বুকিং: Bishnu Tours, Room F/66, Kamalalaya Centre, ✆ 269501; *H Alakapuri*, 8 A J C Bose Rd, DAB ৪৫০ FAB ৬০০, অবু: Kosseli, 5 Nandi St, Cal-29; *H Regal*, AP-S ১৫০-২২৫; *Himgiri L*, AP-S ২০০-২৭৫; *H Sujata*, AP-S ১৭৫; *Pagoda H*, Upper Beechwood, AP-S ১৮৫; *Rap Khang*, 5 N B Singh Rd, AP-S ১৮০-২৫০; *Orchard GH*, 15 M C Rd, AP-S ১৮৫; *Tshring Denzongpa*, DAB ৩০০-৪৫০; *Emperal H*, 204 T N Rd; *Dreamland H*, Toong Soong Rd; *Darjeeling GH*, 16 D B Giri Rd; *Agarwala H*, Dr S M Das Rd; *H Hill Queen*, 51 Tenzing Norgey Rd, AP-S ২২৫-৩৫০, কল বুকিং: কুণ্ডু হোটেল বুকিং, ৬২ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ✆ 273525; *H Konark*, কল বুকিং: Ramkrish ✆ 3509199.

ম্যালের ডাইনে ঘোড়ার আস্তাবল পেরিয়ে ৫ জাকির হোসেন রোড-এ সাধারণ সাজে *H Abhi Satya*, AP-S ১৭৫-২৫০; হোটেলটি অতি সাধারণ মানের হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা কোনও কোনও ঘর থেকে দৃশ্যমান। আর আছে *H Deepak, Sonali, Snow Peak Cottage, Asha GH, H Monalisa, Golden Orchids GH, Gujarati GH* ছাড়াও নানান। যাত্রী সমাগমে এদের রেটের ওঠানামা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তবুও থাকা ও খাবারের জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে গান্ধী রোডের *Spring Burn*, হিল কার্ট রোডের *স্নো ভিউ*, *রবার্টসন*রোডের *চাণক্য*ও *সেন্ট্রাল*,আর কেবল থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ডের শিরে *Anjuman-E-Islamia Guest House*-টি মন্দ নয়। দরজা এর সবার তরে খোলা। রান্না করেও খাবার ব্যবস্থা করা যায়, বাসনপত্রও মেলে আঞ্জুমানে। আর সরকারি হোটেলগুলি তিন মাস আগে থেকে শুরু হয়ে সাতদিন আগে পর্যন্ত Tourist Centre, 3/2 B B D Bag, Cal-1-এ অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রাইভেট বাড়ি-ঘরও ভাড়ায় মেলে দার্জিলিং-এ—*Shri Bulu Mustaffi*, Chachan Mansion, Darjeeling; *Shri S M Roy*, 21 Beechwood, Laden La Rd—এদের যোগাযোগ করা যেতে পারে।

তেমনই নানান বাণিজ্যিক সংস্থাও *হলিডে হোম* খুলেছেন দার্জিলিং পাহাড়ে। এদের কাছে ঘর নিয়ে থাকা ও রান্নার ব্যবস্থা করে স্বল্পবিত্তে চিত্ত বিনোদনের সুব্যবস্থা মেলে। ২ থেকে ৫ বেডের ঘর বা স্যুইট রান্নার বাসনপত্র সহ ৬০ থেকে ১৫০ টাকায় মেলে। বুকিং এদের কলকাতা মূল কেন্দ্রে। ম্যালের ডাইনে ড. জাকির হোসেন রোডে—*Allahabad Bank H H*, 2 N S Rd, Cal-1; *Steel Authority of India Employees' C C Society*, near Mall, CB: 2 Fairlie Place, Cal-1, ✆ 2202371-79 Ext 325; *Alloy Steel of India H H; UBI H H*—Tivoli Court, 225-C, Acharaya J C Bose Road, Cal-20, ✆ 2472860; *Macneil Magor Co-Operative H H*, Majerhat; *Shawlace Institute H H*, 4 Bank Shall St, Cal-1, ✆ 2485601.

জলাপাহাড়মুখী তেনজিং নোরগে সড়কে—*Jessop Employees H H*, ম্যালে ঘোড়ার আস্তাবলের সন্নিকটে, CB: Jessop & Co, 63 N S Rd-1, ✆ 2432041 (PRO— Dipankar *Chatterjee*); *UBI Employees Association HH*, CB: 16 Old Court House St (4th Flr), Cal-1, ✆ 2487471 Ext 211, 207; *UBI—Gariahat Branch Employees Welfare Society H H*, 26 Hindusthan Park, Cal-29; *UBI Staff Recreation & Cultural Society H H*, 45/3 South Rd, Cal-75, ✆ 2475100; *Central Bank of India Employees' Co-operative Society Ltd H H*, 10 Lindsay St, Cal-87, ✆ 2446789; *Lovelock & Lewes Employees' Co-operative Credit Society H H*, CB: 4 Lyons Range (5th flr.), Cal-1, ✆ 2204794-95.

ম্যাল থেকে ১½ কিমি দূরে লালকুঠীমুখী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে—*UBI Employees' Co-operative H H*, CB: 4 N C Dutta Sarani (4th flr), Cal-1, ✆ 2200841; *Burn Standard Co-operative Credit Society H H*, 10/C, Hunger Ford St, ✆ 2471067, *Damodar Valley Corporation H H; UBI—Royal Exchange Branch Recreation Club H H*, 10 N S Rd, Cal-1, ✆ 2207452.

ডি বি গিরি রোডে—*British Paints Employees Mutual Benefit Fund H H*, 32, Chowringhee Rd, Cal-71, ✆ 299724; *Capexil Recreation Club World Trade Centre H H*, CB: 14/1 Ezra St (3rd flr), Cal-1, ✆ 2258216; *Industrial Reconstruction Bank of India Employees' H H*, 19 N S Rd, Cal-1, ✆ 2209941; *Bank of India Staff Recreation Club H H*, 8 Lindsay St, Cal-87, ✆ 2445817.

বাসপথ হিল কার্ট রোডে—*Kristi Chakra Tram Ways (CTC) Recreation Club H H,* 12, R N Mukherjee Rd, Cal-1, ✆ 2482681; *Burns Sports Club H H,* 20 Nityadhan Mukherjee Rd, Howrah-711001, ✆ 672601; *UBI-Bidhan Sarani Club,* at Hotel Gay-Lord, CB: UBI, 203/1/1 Bidhan Sarani, Cal-6, ✆ 2414557; *Indian Bank Employees' Union H H,* 17 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 261111/12; *National & Grindlays Bank Staff Benifit Trust H H,* 19 N S Rd, Cal-1; *RBI Supervisors Staff H H,* at Chhota Kakjhora, CB: RBI (Cal) 7th floor, ✆ 2208337 Ext 167; *Reserve Bank of India Workers Co-operative Credit Society H H,* CB: RBI, ✆ 2208331 Ext-PDO.

পথ থেকে উঠে কাঁকঝোড়ায়—*UCO Bank Staff Recreation Club H H,* CB: 10 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254120-28 Ext 220; *Punjab & Sind Bank Employees' Union (WB) H H,* CB: 83-85 N S Rd, Cal-1, ✆ 2431416. রেল স্টেশনের অদূরে মহতাব চাঁদ রোডে —*Canara Bank Staff Recreation Club H H,* CB: 2 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254966; *Syndicate Bank Staff Recreation Club,* CB: 3-B, Lalbazar St, 2nd floor, Cal-1, ✆ 2486055; এদের আর একটি শাখা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পিছে হোটেল ভ্যালেনটিনোর পাশে রকভিল রোড-এ। *New Bank of India Employees' Union H H,* 6 Princep St, Cal-72, ✆ 272705; *Syndicate Bank Employees' Trust Mutual Club H H,* 6 N S Rd, Cal-1, ✆ 2480985; *Indian Overseas Bank H H,* Cal Main, CB: P-35 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2253187.

আর আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সারা শহর জুড়ে—*UBI H H,* 28 APC Rd, Cal-9, ✆ 3506857 at Hindusthan GH; *PNB Employees' Union,* Kachhari Rd, CB: PNB-RCC, 8 Lyons Range, Cal-1, ✆ 2202181; *Union Bank Employees Cooperative Credit Society,* Beside Maple Tourist Lodge, CB: 38 Strand Rd, Cal-1, ✆ 2206868; *Allahabad Bank Employees' R W Society,* Gandhi Rd, CB: 7 Red Cross Place, Cal-1, ✆ 2482823; *Union Bank Em Co-op Credit Society,* CB: 15 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2202701; *All India Allahabad Bank National Employees' Federation,* Tenzing Norgay Rd, CB: 14 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2208375; *Allahabad Bank Recreation Club* at Mall, CB: 14 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2208376 (Draft Dept); *Kamarhati Municipal Employees' Welfare Society,* Tenzing Norgey Rd, CB: 1 MM Feeder Rd, Cal-56, ✆ 5531646; *Dena Bank Employees' Association,* at Ashoka Hotel, CB: Dena Bank, 16-A, Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 251387; *Standard Chartered Bank Recreation Club,* CB: 4 N S Rd, Cal-1, ✆ 2206902; *UCO Bank Office Congress,* CB: 16/A, Brabourne Rd (3rd Floor), Cal-1, ✆ 251778; *Allahabad Bank H H,* CB: 2/13-A, B B Ganguly St, Cal-12, ✆ 274915; *New Bank of India Employees' Union,* CB: 6 Princep St, Cal-1, ✆ 272705; *PNB Employees' Union,* CB: 6 Princep St, ✆ 272705; *Bank of India Employees' Recreation Club,* 8/9 Bankim Chatterjee St, Cal-73, ✆ 2415179; *SBI Staff Holiday Home,* 2-A, Girish Avenue, Cal-3, ✆ 5556815; *SBI Staff Association,* 50-A, Gariahat Rd, Cal-19, ✆ 4758701; *SBI Staff Association Commercial Branch Unit,* 24 Park St, Cal-16, ✆ 295454 Ext 46.

বটানিক্যালের কাছে ফরেস্ট রোডের ভূত বাংলোয়—*Bank of Baroda Employees' Association H H,* Ruby House, 8 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2426692; *PNB Employees' Union H H,* 31 C R Avenue, Cal-72, ✆ 268201; *CTC Engineering Recreational Club H H,* 183 J C Bose Rd, Cal-14, ✆ 292317. এছাড়াও হলিডে হোম রয়েছে আরও নানান দার্জিলিং পাহাড়ে। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়ে শহরের মধ্যমণি হয়ে রেল স্টেশনের দ্বিতলে হলিডে হোম গড়েছে রেল দপ্তর তার নিজস্ব কর্মীদের জন্য। সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ এর। তেমনই অবস্থান মাহাত্ম্যে *Steel Authority H H, DVC H H, UBI— Dunlop Branch H H*গুলিও রমণীয়।

চলতে-ফিরতে নেহরু রোডে টিফিনের সাথে দুধের কাপে গলা ভেজান *Kev's* অর্থাৎ *Kaveter's Snack Bar* এ। আহারের সাথে নৈসর্গিক শোভা দেখুন দু'নয়ন ভরে ক্যাভেন্টারে। তেমনই নেহরু রোডে *Dekevas Restaurant, Glenary, Shangri-La, Hasty Tasty*—এদেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি দেশী-বিদেশী নানান আহার্য পরিবেষায়। আর চৌরাস্তায় মানের সঙ্গে দামে উন্নত চীনা মিলের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে *Snow Lion Restaurant*-এ। আর *ফাস্ট ফুডের* জন্য চৌরাস্তার *Amigo*-রও যথেষ্ট সুনাম। তবুও যেন চীনা মেনুতে হোটেল ভ্যালেনটিনোর *New Embassy Chinese Restaurant*-টি দার্জিলিং পাহাড়ে আজও অনন্য। নীল আকাশের নিচে দক্ষিণ ভারতীয় আহার্যের জন্য চৌরাস্তার *Star Dust Restaurant*-ও যথেষ্ট খ্যাত। আহার-বিহারে *বেনিজ কাপ-এরও* প্রসিদ্ধি আছে; *রিগ্যাল হোটেলটিও* স্বল্পমূল্যের আহার্যে যথেষ্ট খ্যাত দার্জিলিং পাহাড়ে। আর নিরামিষ আহার্যে N C Goenka Rd এ *মাড়োয়ারি ভোজনালয়টির*ও সুনাম যথেষ্ট। তবে, গ্রীষ্মের দিনগুলিতে জলাভাব আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে দার্জিলিং-এ।

মিরিক

দার্জিলিং-এর ভিড় এড়িয়ে শৈলসৌন্দর্য আস্বাদনে ১৯৭৯তে নতুন করে গড়ে উঠেছে হিল স্টেশন মিরিক। কার্শিয়াং-তিনধারিয়া পথে না গিয়ে গারিধুরা-মিরিক-সীমানা সড়ক ধরে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে প্রায় মাঝামাঝি দূরত্বে গড়ে উঠেছে এই শৈলশহর। দার্জিলিং থেকে ফেরার পথেও চলা যায় ঘুম পেরিয়ে সুখিয়া/সীমানা হয়ে মিরিকে। চা বাগিচার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে পথ চলেছে দার্জিলিং থেকে। পথের আকর্ষণেও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। দার্জিলিং থেকে দূরত্ব ৪৯, ঘুম ৪১, কার্শিয়াং ৪৬, বাগডোগরা ৫৫, শিলিগুড়ি ৫২ কিমি।

সিংহলীলা পাহাড়ের বুকে ১৭৬৭ মি উঁচুতে ছোট্ট উপত্যকা মিরিক। মিরিকের মূল আকর্ষণ তার পাঁচ একর ব্যাপী সমতল ভূমি আর তারই মাঝে প্রকৃতিদত্ত সামেন্দু *ধাপ।* অর্থ যার: *সা* = মাটি, *মেন্দু* = নেই, *ধাপ* = পুকুর বা জলা বা লেক। সামেন্দু লেক পেরিয়ে পাহাড় চড়ে রামিতেদাঁড়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘার রজতশুভ্র নয়নাভিরাম তুষার চুড়ো অনেক স্পষ্ট দেখা যায় মিরিকে। *রামিতেদাঁড়া* অর্থাৎ পাহাড় চড়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান। উপত্যকাও সুন্দর দেখে নেওয়া যায় রামিতেদাঁড়া থেকে। আর এক অবজারভেটরি পয়েন্ট দেওসিদাঁড়া। তেমনই মিরিকের পানীয় জল আসছে আর এক দৃষ্টিনন্দন রাইধাপ থেকে। মিরিকের আবহাওয়াও মনোরম। গ্রীষ্মে তাপমান ওঠে ২৯° আর শীতে নামে ১৩° সেন্টিগ্রেডে। দার্জিলিং-এর মতো হিমশীতল নয় মিরিক। ১৬০০০ লোকের বাস মিরিকে।

মিরিকের মূল আকর্ষণ পাহাড়ী ঝোরা, বর্ষার জলে পুষ্ট লেক। এমনকি প্রতিফলনও ঘটে ১.২৫ কিমি লেকের জলে কাঞ্চনজঙ্ঘার। জলের গভীরতায় তারতম্য আছে—৩ থেকে ২৬ ফুটে। ৪০ টাকায় (৪ যাত্রী) আধঘণ্টা বোটিং করে নেওয়া যায় লেকে। আর আছে মাছেদের জলকেলি লেকের জলে। লেকের পাড়ে মনোহর বাগিচা। পশ্চিম পাড়ে সু-উচ্চ পর্বতমালা—ঢালে তার কমলা, এলাচ ও জাপানি সিজার বৃক্ষ তথা পাইনের ঘন সবুজ বন। দার্জিলিং-এর কমলা লেবুর সিংহভাগই মিরিকে হচ্ছে। বিপরীতে মন্দির—**দেবী সিংহলীলার**। আর আছে বাস স্টপের বিপরীতে মিরিক গুম্ফা—উচিত হবে পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া। মিরিক যাত্রীদের আর এক আকর্ষণ ১১ কিমি দূরে নেপালের পশুপতি নগর—বিদেশী পণ্যের সম্ভার নিয়ে পসরা সাজিয়েছেন দোকানী।

দার্জিলিং-ঘুম-মিরিক পথে নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে জোড়াপুকুর অর্থাৎ জোড়পোখরি। সীমানা অর্থাৎ পশুপতি নগর (নেপাল)-এর পথও পৃথক হয়েছে জোড়পোখরি থেকে। সন্দকফুর যাত্রীও যাচ্ছেন ঘুম-জোড়পোখরি-সুকিয়াপোখরি-মানেভনজং হয়ে। DGHC-র *Tourist L*টিও সবুজ পাহাড় জোড়পোখরির নবতম আকর্ষণ। পথেই পড়ে দার্জিলিং থেকে ১৩ কিমি এসে নীল আকাশের নিচে আদিগন্ত সবুজে মোড়া লেপচা জগৎ। *FRH* আছে লেপচা জগতে।

মিরিকে *দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ডে-সেন্টার* হয়েছে লেকের পাড়ে। বিশ্রাম ও আহার্য মেলে। আর হয়েছে *Tourist Cottage*. D ৭৫০, অবু: West Bengal Tourism, 3/2 BBD Bag, Cal-1. ৬০ বেডের *Tourist Hostel*-এ সুসজ্জিত ২ বেডের ২টি ঘর ৩৫০ ডর্মি বেড ৩০ করে, অবু: DGHC. আর আছে: ১ কিমি দূরে মিরিক বাজার-734214-এ *Vasthan H*, DCB ১৫০ DAB ২০০, অবু: মিত্র স্পেশাল, ৬২ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট-৬৯; *H Map VII*, D ১৫৫-২২৫; *Bharati H, D D Hotel*. লেকের শিলিগুড়ি প্রান্তে *Manjusha H*, D ১৮০-২২৫, অবু: 24 Strand Rd-1. আর আছে *H Samjhana. Chandrama, Ashirwad, Mrigaya, Parijat, Chinhari, Hitaisi L*, এদের কাছে S ৬৫-১২৫ D ১২৫-২২৫ টাকায় মেলে। *Zilla Parishad DB*-ও আছে মিরিকে; অবু: Administrator. Zilla Parishad, Darjeeling। আহার্যে কটেজ লাগোয়া DGHC-র *ক্যান্টিন* বা *Day Centre* বা *জগজিৎ* আদরণীয় হবে। আর হয়েছে মিরিক-শিলিগুড়ি পথের দুধিয়ায় DGHC-র *Gakul Wayside Inn* আহার ও থাকার ব্যবস্থা নিয়ে।

ছোট্ট অবকাশ যাপনের মনোরম পরিবেশ মিরিক। আবার দার্জিলিং বা শিলিগুড়ি থেকেও দিনে দিনে বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে মিরিক। এমনকি দার্জিলিং থেকে সকালে এসে মিরিক বেড়িয়ে বিকালে শিলিগুড়িও ফেরা যেতে পারে। শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে Hilly Region Mini Bus Owners Association-এর মিনিবাস যাচ্ছে ৬-৪৫, ৮-৩০, ১২-০৫, ১২-৪৫, ১৩-৩৫, ১৪-২০, ১৫-০০, ১৫-৩০, ১৬-০০টায়; সময় নেয় ২½ ঘণ্টা ভাড়া ২৫। আর NBSTC-র বাস যাচ্ছে ৭-০০ ও ১৪-০০টায়। শিলিগুড়ি ফেরে ৬-৩০টায় প্রথম ছেড়ে ১৫-০০টায় শেষ বাসটি মিরিক থেকে। দার্জিলিং যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় ৭-০০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-০০, ১৩-০০ ও ১৩-৩০টায় মিরিক থেকে। দার্জিলিং থেকে মিরিক আসছে ৮-৩০, ৯-০০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০ ও ১৫-০০টায়। ভাড়া ২৫ করে। এছাড়া মরসুমী পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুরে বেড়িয়েও আনে DGHC/WB Tourism—দার্জিলিং/শিলিগুড়ি দুইই থেকে। ভাড়া দার্জিলিং থেকে ১০০, শিলিগুড়ি থেকেও ১০০; টিকিট ট্যুরিস্ট অফিসে। মিরিকের পথে পশুপতিনগরও বেড়িয়ে আনে এরা। একাধিক প্রাইভেট কোম্পানিও যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে মিরিক দর্শনে। আর যাচ্ছে অজস্র ল্যান্ডরোভার দার্জিলিং থেকে মিরিক ও পশুপতি-নগর প্যাকেজে। যাতায়াত ১২৫-১৫০।

তেমনই মিরিক-শিলিগুড়ি পথে স্বপ্নপুরী গোকুলও দেখে চলতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। রক্তি থেকে বামনপোখরি হয়ে পথ গিয়েছে গোকুলের। গয়াবাড়ি চা-বাগানের কোলে পাহাড়-অরণ্য-নদীর সমন্বয়ে পটে আঁকা ছবি গোকুল। ভিউ পয়েন্ট থেকেও দেখে নেওয়া যায় গোকুলের মনোরম প্রকৃতি। পথশোভাও সুন্দর। পথপাশে Wayside Inn. থাকারও ব্যবস্থা মেলে, আহার মেলে রেস্তোরাঁয়। তবে, খরচ-খরচা সাধারণের নাগাল ছাড়া।

ডায়মন্ডহারবার

অতীতের হাজিপুর—ব্রিটিশের ডায়মন্ডহারবার অর্থাৎ হীরক বন্দরের অতীত গৌরব ম্লান হলেও কলকাতা থেকে ৪৮ কিমি দূরে আজ চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। অতীতের লাইটহাউস, প্রাচীন পর্তুগিজ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দৃশ্যমান। ডায়মন্ডহারবারের নবতম আবিষ্কার কুলপিতে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি—অত্যুৎসাহীরা জয়নগরে কালিদাস দত্তের সংগ্রহশালায় দেখে নিতে পারেন। তেমনই রায়দিঘি জেলার কঙ্কনাদিঘি গ্রামে মিলেছে ১১-১২ শতকের কষ্টিপাথরের বুদ্ধমূর্তি, মহাবীরের মূর্তি, মহিষমর্দিনী, বিষ্ণু মূর্তি, পোড়ামাটির তৈজসপত্র, প্রাচীন লিপি ছাড়াও প্রত্নতত্ত্বের নানানকিছু। শীতের ছুটিছাটায় প্যাকেট লাঞ্চ সঙ্গে নিয়ে দিনভর বেড়িয়ে-কাটিয়ে দিনান্তে কুলায় ফিরুন অনাবিল আনন্দ সাথী করে। গঙ্গা এখানে প্রশস্ত, গতিও তার বদল

হয়েছে দক্ষিণে সাগরমুখী। নৌকা বিহারের ব্যবস্থাও আছে গঙ্গাবক্ষে। আবার ফেরি লঞ্চ যাচ্ছে অপর পাড়ের কুঁকড়াহাটি। কুঁকড়াহাটি থেকে বাসে হলদিয়া বন্দর নগরীও চলা যেতে পারে।

শিয়ালদহ (দক্ষিণ) থেকে লোকাল ট্রেন যাচ্ছে ৩-৪৫এ প্রথম ছেড়ে ২৩-৪২এ শেষ ট্রেনটি ডায়মন্ডহারবারের। ডায়মন্ডহারবার থেকে শিয়ালদহে আসছে ২-৫৫য় প্রথম ছেড়ে ২২-১০এ শেষ ট্রেন। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। আর CSTC, SBSTC, ভূতল পরিবহণের বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু শহীদ মিনার থেকে ডায়মন্ডহারবারে। এছাড়া রায়দিঘি, লট নং ৮, কাকদ্বীপ ও নামখানার বাসগুলিও যাচ্ছে ডায়মন্ডহারবার হয়ে। আর বেসরকারি বাস যাচ্ছে ৭৬ রুটের বাবুঘাট থেকে সরিষা হয়ে ডায়মন্ডহারবারে।

থাকার জন্য Diamond Harbour, STD 0317455. P C-743331-এ আছে WBTDC-র *Sagarika Tourist L*, DAB ২০০, ২৫০, ৩০০, A/c ৪০০, ৪৫০, ৫৫০, ডর্মি বেড ৪০; অবু: Manager, Diamond Harbour, South 24 Parganas, ✆ 55246 বা Tourist Centre, 3/2 BBD Bagh, Cal-1.

ডাবল বেডের ৮ ঘরের *জেলা পরিষদ বাংলোয়*, DAB ৫০, অবু : ✆ 4791385; PWD-র *ডাকবাংলো*তেও থাকার ব্যবস্থা মেলে। আর আছে গঙ্গাতীরে *H Hangsharaj*, ✆ 55461, *H Ambi, Omar H, H Piyasa, H Mahuya* ডায়মন্ডহারবারে। গঙ্গার পাড় ধরে খাবার হোটেলও অজস্র। চলার পথে আর এক তীর্থনীড় সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটিও দেখে ফেরা যায়।

ফলতা

ভাগীরথীর পুবপাড়ে পশ্চিমবঙ্গের নবতম বাণিজ্য নগরী ফলতা। বন্দর নগরীও বটে ফলতা। গঙ্গাও যথেষ্ট প্রসারিত—অদূরে দামোদর নদের মিলন ঘটেছে গঙ্গায়। ১৭৫৬য় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজের কাছে হেরে গিয়ে ফলতায় ঘাঁটি গড়ে—গোলাকার দুর্গও গড়ে সঙ্গম মুখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তবে, তারও আগে ওলন্দাজরা কুঠি ও পোতাশ্রয় গড়ে ফলতায়। তবুও যেন বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মায়াপুরী কানন আজও ফলতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। গঙ্গার পাড়ে মনোরম পরিবেশে গাছেরও প্রাণ আছে আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী। CSTC-র বাস কলকাতা বাবুঘাট থেকে ৬-৪৫, ৭-১৫, ৭-৩০, ৯-০০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ১৯-৪৫; তারাতলা থেকে ৭-৩০, ১১-৪৫, ১৫-৪৫এ ছেড়ে ৫১ কিমি দূরের ফলতায় যাচ্ছে ২ ঘণ্টায়। ফেরেও এরা নিয়মিত। আর যাচ্ছে দিনভর ৮৩ রুটের প্রাইভেট বাস বাবুঘাট থেকে ফলতায়।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে ত্রিতারকা সহ *H Rajhans*, Falta Industrial Growth Centre, Sector IV, S-24 Parganas-743504, ✆ (03172)2403, SAB ৩০০, ৫০০, DAB ৪০০, ৬০০, A/c S ৭০০, D ৮০০, কল বুকিং: 59 Gangapuri, Cal-93, ✆ 4710398/0961; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ বাংলোয় DAB ৫০, কল বুকিং: 4791385।

কলকাতা থেকে ৬০ কিমি দূরে দক্ষিণে হলদিয়া, উত্তরে ফলতা দুই শিল্পনগরীর মাঝে রায়চকে গল্ফ কোর্স গড়তে চলেছে ১৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রিসর্ট লিমিটেড ও আমেরিকার র‍্যাডিসন গোষ্ঠী। দ্বিতীয় বিশ্ব সমরে জাপ আক্রমণে বিধ্বস্ত ব্রিটিশের রায়চক দুর্গের আদলে রূপ পেয়েছে আন্তর্জাতিক মানের শতাধিক ঘরের এই রিসর্ট। ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়া দুর্গরূপী বিলাসবহুল ৫ তারা রায়চক রিসর্ট-এ ন্যূনতম ২৫০ টাকার মধ্যাহ্নভোজে দুর্গ দেখে দিনান্তে কুলায় ফেরা যেতে পারে। বিলাস আর বিশ্রান্তিতে রাত কাটানোর নিলয়ও এই রায়চক রিসর্ট, ✆ (03174) 75444 বা কল অফিস: র‍্যাডিসন গ্রুপ, ২১৬ লোয়ার সার্কুলার রোড, ✆ 2472193.

আর আছে *H Roychawk*, near Fish Harbour, Roychawk, PO-Maheswara, ✆ Nurpur 224; কল বুকিং: Mr. Mazumder, 4/2A, Waterloo St, Cal-69, ✆ 2489888. সাধারণ হোটেলও আছে জেটিঘাটে—আহার মেলে। পথে পড়ে *Omar H & Resort*, Vasa, Diamond Harbour Rd, near Joka, DAB ৪০০, A/c D ৬৫০-৮৫০, স্যুইট ১৫০০; কল বুকিং: 135 Biplabi Rash Behari Bose Rd, Cal-1, ✆ 2427607. *Gupta Garden*, Joka, কল বুকিং: Gupta Garden, ✆ 2421329.

হলদিয়া

কলকাতা বন্দরের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে কলকাতার ৯৬ কিমি দক্ষিণে হুগলি নদীতে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন করে বন্দর হলদিয়ায়। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম লক গেটটিও হলদিয়া পোতাশ্রয়ে—দৈর্ঘ্যে ১০১০, প্রস্থে ১৩০ আর গভীরতায় ৪৮ ফুট এটি। কনভেয়ার প্রথায় পণ্য তোলা-নামার ব্যবস্থা। তেমনই গড়ে উঠেছে ব্যাপক চত্বর জুড়ে হলদিয়া রিফাইনারি, হলদিয়া ফারটিলাইজার, পেট্রোকেমিক্যাল ছাড়াও নানান কারখানা। বন্দরের জওহর টাওয়ার থেকে দেখে নেওয়া যায় পটে আঁকা ছবি হলদিয়া বন্দর নগরী। তবে, অনুমতি লাগে এদের দর্শনে। বন্দরের সাথে সাথে পর্যটন মানচিত্রেও যথেষ্ট খ্যাতি পেতে চলেছে হলদিয়া। টাউনশিপের দক্ষিণে হুগলি নদী আর পশ্চিম ধরে বয়ে চলেছে কাঁসাই ও কেলেঘাই নদীদ্বয়ের জলে পুষ্ট হলদী নদী। নামটিও এসেছে হলদী থেকে হলদিয়া। হুগলি নদীর স্নিগ্ধ সমীরে সকাল-সাঁঝে পায়ে পায়ে বেড়াবার মনোরম পরিবেশ। তেমনই সেন্টিনারি পার্কটিও দেখে নেওয়া যায় হলদিয়া টাউনশিপে। ছোট্ট অবকাশ যাপনে হলদিয়া আজ অনবদ্য। হলদিয়ার আর এক আকর্ষণ তার হলদিয়া উৎসব।

নানানপথে যাওয়া চলে কলকাতা থেকে হলদিয়া বন্দর নগরীতে। ডায়মন্ডহারবার ভ্রমণ পথেও বেড়িয়ে ফেরা যায় হলদিয়া। আবার গেঁওখালি যাত্রীরা ভ্যান রিকশায় চৈতন্যপুর পৌঁছে বাসে চলুন হলদিয়া, এপথের দূরত্ব ৭+১৩ = ২০কিমি।

কলকাতা ধর্মতলা বাস গুমটি থেকে CSTC-র বাস যাচ্ছে ৬-৪৫, ৭-৪৫, ৯-৩০, ১১-৪৫, ১৫-৩০, ১৭-১৫য় কোলাঘাট হয়ে ৩½ ঘণ্টায় হলদিয়ায়। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে United

Transport Co-র 210 রুটের ৫-৫০—১৮-২৫এ প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর শহীদ মিনার থেকে সরিষা হয়ে রায়চকে। এদের ফেরার বাস মেলে ৬—১৯-৩০এ। ফেরি লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে অপর পাড়ের কুঁকড়াহাটি থেকে আবার বাসে হলদিয়া। সরাসরি টিকিটও মেলে এদের বাসে। আর যাচ্ছে CTC-র বাস এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপো থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর সকাল থেকে সাঁঝে। ধরমতলা থেকে SBSTC-র বাসও চলছে ৫-৩০—১৮-৩০এ প্রতি ৪০ মিনিট অন্তর। কলকাতা থেকে সহজতম পথও এই রায়চক/কুঁকড়াহাটি হয়ে ৩ ঘণ্টায় হলদিয়ায় চলা।

আর যাচ্ছে হাওড়া স্টেশন থেকে SBSTC-র বাস ১২-৩০ ও ১৬-২০এ; ফেরে ৬-০০ ও ১৪-০০টায়। বেলঘরিয়া থেকে SBSTC-র বাস যাচ্ছে ১১-৪০এ, ফেরে ৫-০০টায়। প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাওড়া স্টেশন থেকে ৭-০০টায় প্রথম ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় হলদিয়া। আর হলদিয়া থেকে SBSTC-র বাস যাচ্ছে—আসানসোল, বর্ধমান, চিত্তরঞ্জন, বাঁকুড়া, বেলপাহাড়ি, মগরাহাট ছাড়াও নানানদিকে। ট্রেনও যাচ্ছে ৫-৪৫ ও ১৮-২০এ হাওড়া ছেড়ে পাঁশকুড়া হয়ে ৩½ ঘণ্টায় হলদিয়ায়; ফেরে ৫-৩৫ ও ১৭-১০এ হলদিয়া থেকে। আর ১৪-৪৩এ পাঁশকুড়া ছেড়ে ১৬-৩৫এ হলদিয়া যাচ্ছে পাঁশকুড়া-হলদিয়া লোকাল। আবার বাস যাত্রার ধকল এড়াতে হাওড়া-খড়্গপুর শাখা রেলের মেচেদা পৌঁছে SBSTC বা প্রাইভেট বাসে চলা যেতে পারে হলদিয়ায়।

তবুও যেন হলদিয়া যাতায়াতে Silverjet Travel-এর শীতাতপ বিলাসবহুল Catamaran Service নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে কলকাতা-হলদিয়া জলপথে। সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন ৭-৪৫ ও ১৬-০০টায় ১৪ নম্বর গেট (স্ট্যান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রিটের মোড়) থেকে কলকাতা ছেড়ে ৯-৩০ ও ১৭-৪৫-এ হলদিয়া যাচ্ছে। হলদিয়া ছাড়ে ৯-৫০ ও ১৮-০০টায় হলদি নদীর উপর ইন্ডিয়ান অয়েল টাউনশিপের বিপরীত থেকে। ভাড়া: ইকনমি ৪০০ (মেইন ডেক), বিজনেস ৫৫০ (মেইন ডেক), ফার্স্ট ক্লাস ১০০০ (আপার ডেক)। বুকিং: কলকাতায়— Caravan Travels ✆ 295658, Everett (I) Pvt Ltd ✆ 2486295, Mercury Travels ✆ 2423555, Peerless Travel ✆ 2471052, Sita World Travels ✆ 291025. হলদিয়ায়— Development Consultants Ltd, New Market Complex, Durgachawk; Anirban Transport Service, Chiranjibpur. আরও তথ্যের জন্য: Development Consultants Ltd, 24-B, Park St, Cal-16, ✆ 2497603.

আর Haldia, STD 03224-এ আছে শহরে ঢুকতেই *Port Land H,* near Manjusha Cinema; টাউনশিপমুখী বাসপথে Durgachawk-721602-এ—*H East Coast,* ✆ 74161, R1B½, SAB ১৫০ DAB ২৭৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; বিপরীতে *India H,* ✆ 74450, SAB ৮০ DAB ১৫০ TAB ১৭৫ ডর্মি ৪৫, এদের লজে SCB ৪০ DCB ৮০ TCB ১০০; ডানহাতি গলিপথে *Ananda L* SAB ১২৫ DAB ২২৫; বিপরীতে *Samrat L* SAB ৮০ DAB ১৫০; *Haldia L* ✆ 74185. শহরমুখী ১ কিমি দূরে Ranichawk-এ ত্রিতারকা সম *H Balaji Continental,* ✆ 52156, SAB ৩০০ DAB ৩৫০ A/c S ৫২৫ D ৬২৫-৮২৫; কল বুকিং: Embassy Travels, 9 Lalbazar St, Cal-1, ✆ 2208495. হলদী নদীর পাড়ে HFC Guest House-এ *H Embassy,* ✆ 63252, D ৩০০ A/c ৫০০ স্যুইট ৭৫০, অবু: Embassy, Cal-1, ✆ 2208495. *Modern Continental,* I.O.C. Gate No 2. সবশেষে টাউনশিপে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির Haldia Bhawan, Makhan Babu Bazar, ✆ 63438-এ প্রাইভেট লীজে *Neptune H* বসেছে, DAB ৪২৫ স্যুইট ৬৫০ A/c ৬০০/৮৫০, কল বুকিং: ✆ 2156041/2151749 (অফিস সময়ের পরে)। সিলভার জেট-এর টিকিটও মেলে এদের কাছে। আর আছে Township Bazar-এ *Tripti L* বা *Hotel*; বাস স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে হলদী নদীর তটে Indian Oil-এর *Rest House.* তবুও যেন ভ্রমণার্থীদের থাকার জন্য *হলদিয়া ভবন* অবস্থান মাহাত্ম্যে অনবদ্য। তেমনই আহার্যে দুর্গাচকে *সমাজ কল্যাণ মহিলা সমিতি* পরিচালিত *H Ruchira* মান ও দামে সর্বজনগ্রাহ্য।

কাকদ্বীপ

ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাসে চলুন কাকদ্বীপ। দূরত্ব ৪৩ কিমি। প্রশস্ততা আরও বেড়েছে গঙ্গার। ইউক্যালিপ্টাস আর ঝাউ বীথিকা পরিবেশকে মধুময় করে তুলেছে। দিগন্ত বিস্তৃত নীল জল উথালি-পাথালি করে। তেমনই অবিভক্ত বাংলায় তে-ভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান কাকদ্বীপ আজ অধিকতর খ্যাত তার জলযানের সংযোগকারী জংশন রূপে।

থাকার জন্য PWD-র সুসজ্জিত *ডাকবাংলো* আছে। জেলা পরিষদের *ডাকবাংলোটি* ক্ষতবিক্ষত। আর হয়েছে *H Arindam, H Sagar* কাকদ্বীপে।

শহীদ মিনার থেকে CSTC-র নামখানার বাসে বা ৬-১৫, ৭-৩০, ৮-২০, ১০-০০টায়; গড়িয়া থেকে ৬-৩০, ৭-৩০, ১৩-১৫, ১৪-২৫এ কাকদ্বীপের বাসে সরাসরি যাওয়া চলে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৯১ কিমি, ২½ ঘণ্টার পথ, ভাড়া ১৬.৫০।

সাগর দ্বীপে সাগর মেলা

সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার। কপিলমুনির দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ, দুই-ই অসীম—সেই অসীমতার প্রাপ্তি ঘটে সাগরতটে। বার বার নয় এ প্রাপ্তি একবার।

ভারতীয় হিন্দু তীর্থগুলির মধ্যে অতি পবিত্র তীর্থ এই গঙ্গাসাগর। প্রবর্তন অযোধ্যার ঈক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের কালে গঙ্গাসাগর তীর্থের। চারপাশে জল মাঝে পড়েছে চর —নাম তার সাগরদ্বীপ। ছোটবড় ৫১টি দ্বীপের সমন্বয়ে সাগরদ্বীপ—আয়তনে ৫৮০.৯ বর্গ কিমি। ১৬৮৮র জল-প্লাবনে জনহীন, শ্রীভ্রষ্ট সাগরদ্বীপে লোক নেই, জন নেই, না আছে পথঘাট; ধু-ধু করছে বালু আর বালু। ১৮২২-এ সরকারের দৃষ্টি পড়ে সাগর দ্বীপে। আরাকানের ৫টি মগ পরিবার পাঠিয়ে জনবসতি গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেয় *সেদিনের ব্রিটিশরাজ। পরিকল্পনা সফল হয়। সেদিনের* ৫ আজ দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার পরিবারে, লোকসংখ্যা লাখ তিনেক। তবে, ১৮৩৩ ও ১৮৬৪র সাইক্লোনে ধ্বংসের সাথে জীবনহানি ঘটে বিপুল হারে। মৈত্র মহাশয়ের সাগর সঙ্গমের সেই ভয়াবহতা আজ আর নেই—তবে, পথ দুর্গম, আর রয়েছে জানা-অজানা বিপদ সারা পথে ওত পেতে।

ঘণ্টা তিনেকে সরকারি বাস যাচ্ছে কলকাতা থেকে ১০৫ কিমি দূরের নামখানায়। নামখানা থেকে মেলার যাত্রী নিয়ে লঞ্চ যাচ্ছে চেমাগুড়িতে। চেমাগুড়ি থেকে ১½ কিমি পথ পায়ে হেঁটে ছয়ের ঘেরি। ছয়ের ঘেরি থেকে বাস বা তিন চাকার ভ্যানে ৯ কিমি পেরিয়ে মেলা প্রাঙ্গণ। আবার চেমাগুড়ি থেকে পায়ে হেঁটেও ৬ কিমি দূরের মেলায় যাওয়া চলে শ্রীধাম হয়ে। মেলার যাত্রীদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থাও থাকে কলকাতার আউটরাম ঘাট ও হাওড়া স্টেশন থেকে। লঞ্চও যাচ্ছে কলকাতা থেকে সাগরমেলায় মেলাকালে সরাসরি।

আবার কাকদ্বীপ হয়েও যাওয়া চলে সাগরে। এপথে হাঁটার ঝক্কি নেই। কলকাতা থেকে একই পথে এসে নামখানার ১৪ কিমি আগেই কাকদ্বীপ। আরও ৪ কিমি আগে হারউড পয়েন্ট ফেরিঘাট স্টপে নেমে লোকাল বাস বা রিকশায় ৩ কিমি দূরের Harwod Point Lot No 8 পৌঁছে ৫-৩০—১৯-৫৫য় ফেরি ভেসেলে গঙ্গা পেরিয়ে পর পারে কচুবেড়িয়া। কচুবেড়িয়া থেকে বাস যাচ্ছে ৩০ কিমি দূরের সাগরমেলায়। আর চলে ট্রেকার—৮ প্রতি জনা। যাতায়াতে এপথই সুবিধার। জোয়ারে গাড়ি পারাপারের (কার/ ট্যাক্সি/ জিপ ১৫০ মিনি বাস ১৫০, বাস ৩০০) ব্যবস্থাও মেলে। তবে, শহীদ মিনার থেকে বাস যাচ্ছে—CSTC-র ৭-৪০, ৮-৪৫, ১১-২০, ১১-৩০, ১৫-২০, ১৬-৩০; ভূতল পরিবহণ ৬-৩০, ৭-৩০, ৯-৩০, ১১-৩০, ১৩-৩০, ১৪-৪৫, ১৫-১৫, ১৬-১৫, ১৭-১৫য় ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় সরাসরি হারউড পয়েন্ট ৮ নম্বর লট ঘাটে। তবুও যেন দূরত্বের অনুপাতে সময়ের আধিক্য (৫½ ঘ) লাগে। ভাড়া ১৬.৫০ + ১.৩০ + ৩.০০ টাকা কলকাতা থেকে সাগরের। ফেরার পথে ভেসেল মেলে ৫-৩০—১৯-৫৫য় কচুবেড়িয়া থেকে লট ৮-এর। আর বাস মেলে কলকাতার ৬-১৫ থেকে ১৭-০০টায় CSTC ও ভূতলের আধ ঘণ্টার ব্যবধানে লট ৮ থেকে।

পৌষ সংক্রান্তির পিঠে-পুলির মতো সাগর মেলাও সাজতে শুরু করে মাসখানেক আগে থেকে। ৩ একর জমি জুড়ে ঘর ওঠে হোগলার, গড়ে ওঠে দোকানপাট, জমে ওঠে সাগর মেলা। মন্দির সংলগ্ন সাগরতটে মকর সংক্রান্তির আগে-পিছে দিন সাতেক ধরে চলে কেনা-বেচা। আর পাঁচটা গ্রাম্য মেলার চেহারা নেয় সাগর মেলা। সবার উপরে তীর্থ। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন সারা ভারত থেকে সাগর সঙ্গমে স্নানের তরে। গঙ্গা যেদিন সাগরে মিলেছে সেই দিন সেই মোহনায় মকর সংক্রান্তির ভোর না হতেই স্নান শুরু হয় পুণ্যার্থীদের। হিন্দুদের পরম মুক্তিতীর্থ এই গঙ্গাসাগর সঙ্গমের স্নানে। অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়।

অতীতে কপিলমুনির আশ্রমটিও ছিল আজকের মোহনায়। কপিলমুনিও কঠোর তপোশ্চর্যায় অভীষ্টে সিদ্ধি-লাভ করে স্থানকে পূত করেন। পুরাণে মেলে রামচন্দ্রর ১৩শ পিতৃপুরুষ অযোধ্যারাজ সগর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি নেন। ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞের একমাত্র অধিকারী দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হয়ে যজ্ঞের ঘোড়া ধরে কপিলমুনির আশ্রমে বেঁধে আসেন। ঘোড়ার অন্বেষণে বেরিয়ে সগর রাজার ষাটহাজার সন্তান ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আশ্রমে ঘোড়া দেখে মুনিকে চোর সাব্যস্ত করে কটূক্তি করে। ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটায় কুপিত মুনির শাপে ভস্মীভূত হয়ে নরকে পতিত হয় ষাট হাজার সগর-সন্তান। আর গঙ্গার স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে আগমন সেই ষাট হাজার সন্তানের নশ্বর দেহে জীবন দিতে। সপ্তধারায় স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন গঙ্গা। ৩টি ধারা—সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু পুব দিকে প্রবাহিত; আর হ্লদিনী, পার্বণী ও নন্দিনী ত্রিধারা পশ্চিম প্রবাহিণী। আর মূল ধারা গঙ্গা—ভগীরথের পিছু পিছু এসে মোহনায় সগর-সন্তানদের নশ্বর দেহে জীবন দিয়ে নিজেকে বিলীন করে দেয় সমুদ্রে। কপিলমুনির সেদিনের সেই আশ্রম আজ আর নেই। গ্রাস করেছে সমুদ্র তাকে। নতুন মন্দির হয়েছে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সাগর বেলা থেকে বালিয়াড়ি পেরিয়ে বেশ কিছুটা দূরে।

দেবতা যোগাসনে উপবিষ্ট মনুর দৌহিত্র সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলমুনি। জপমালা হাতে ডানহাত ওপরে তোলা, বামহাতে কমণ্ডলু। ডাইনে মকরবাহিনী চতুর্ভুজা গঙ্গাদেবী। দেবীর ডাইনে গদা হস্তে বীর হনুমান। আর কপিলমুনির বাঁয়ে সগররাজা। তাঁর বাঁয়ে সিংহবাহিনী অষ্টভুজা দেবী বিশালাক্ষী ও ইন্দ্রদেব-শ্যামকর্ণ ঘোড়া। মন্দিরের সেবাইত অযোধ্যার Akhil Bharatiya Pancha Sree Ramanandiya Nirbani Akhara থেকে নিযুক্ত।

মেলাকালে সাময়িক যাত্রীকলোনী, হাসপাতাল, পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী সবেরই সুব্যবস্থা গড়ে ওঠে সরকার থেকে। তবুও লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে অনাচার হবেই। তাই মেলায় যেতে টিকা ও কলেরার ইঞ্জেকশন নিয়ে চলা বাধ্যতা-মূলক। সার্টিফিকেটও দেখাতে হয় চেকপোস্টে। বছরের অন্যান্য সময়ও কাকদ্বীপ হয়ে যাওয়া চলে একইভাবে সাগর দ্বীপে। টিকাদিরও বিধি নেই মেলা ছাড়া অন্যসময় সাগরে যেতে। আলো জ্বলে জেনারেটরে রাতভর সাগরে।

সাগর থেকে দূরত্ব

কচুবেড়িয়া	৩০ কিমি
কাকদ্বীপ	৩৮ "
ডায়মন্ডহারবার	৭৮ "
কলকাতা	১২৮ "

থাকার জন্য মেলা বাস স্ট্যান্ডে আছে কলকাতা *বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির ধরমশালা*, কল বুকিং: সদাসু কাটরা, বড়বাজার; বাস স্ট্যান্ডে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ওঙ্কারনাথ আশ্রম; PWD IB*, অবু: EE, PWD Roads, Diamond Harbour; *সেচ দপ্তরের বাংলো, Public Health Engineering*-এর *IB—উর্মিমুখর*; বিপরীতে *D M Bunglow*. অদূরে *Zilla Parishad Bangalow*, কল বুকিং : ✆ 4791385; বিপরীতে সাগরমুখী *ইয়ুথ হোস্টেল*, পিছে *পঞ্চায়েতের যাত্রী নিবাস*। আর হয়েছে লারিকা গ্রুপের *H Larica Sagar Vihar*, Sagar Island, STD 03210 ✆ 40226. DAB ২৪০, ২৮৫, ডর্মি বেড ৬০; কল বুকিং: Larica, 74 Park St-17, ✆ 2403583. আর হচ্ছে ভারতীয় যাত্রী নিবাস সমিতির *যাত্রিকা*

ও লোকনাথ যাত্রী নিবাস সাগরে। আহারও মেলে প্রায় সর্বত্র—আর হয়েছে সাধারণ মানের *রাজেশ্বরী, অন্নপূর্ণা* ছাড়াও নানান হোটেল আহারের ব্যবস্থা নিয়ে বাস স্ট্যান্ডকে ভর করে সাগরে। আবার, কাকদ্বীপে রাত কাটিয়ে পরদিন সাত সকালে গঙ্গা পেরিয়ে গঙ্গাসাগর বেড়িয়ে কলকাতায় ফেরাও যেতে পারে ঐদিনে।

বকখালি

কলকাতা থেকে ১৩০, ডায়মন্ডহারবার থেকে ৮২ আর নামখানার ২৫ কিমি দূরে সবুজে ছাওয়া ঝাউবীথিকা আর নীল আকাশী চাঁদোয়া মাথায় নিয়ে বঙ্গোপসাগরের পুব পাড়ে পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় সমুদ্র সৈকত—বকখালি। সোনাঝরা মিঠে রোদে দূর থেকে মনে হয় রূপালি পাতে মুড়ে দেওয়া হয়েছে বকখালির সাগরবেলা। এর শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ পর্যটকদের মন জয় করে। সরকারি প্রশাসন একটু যত্নবান হলে দীঘাকেও হার মানাবে কালে কালে। সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাবার মনোরম পরিবেশ। তবে নানান গাছের গুঁড়ি আর কর্দমাক্ত এঁটেল মাটি—দুইয়ে মিলে সমুদ্রস্নানে কিছুটা যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে বকখালিতে। লাল সন্ন্যাসী কাঁকড়ার সাথে লুকোচুরি খেলে পায়ে পায়ে ২ কিমি দূরের **ফ্রেজারগঞ্জ** (নারায়ণীতলা) বেড়িয়ে নিন বকখালি থেকে ডানহাতি বীচ ধরে। নামখানার বাসও যাচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে।

বাংলার ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজার প্রেমে পড়েন সেদিনের নারায়ণতলার। নামান্তর ঘটে ১৫×৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত দ্বীপাকার নারায়ণতলার—সাহেবের নামে নাম হয় ফ্রেজার-গঞ্জ। সাহেবের উদ্যমে গড়ে ওঠে সৈকতনগরী, রূপ পায় স্বাস্থ্যাবাসে। আকাশ ভরা সূর্য-তারা সেও ঢাকা পড়ে নারিকেল বীথিকায়। তবে ফ্রেজার সাহেবের নারকেলকুঞ্জ আজ সমুদ্রগর্ভে বিলীন। দোকানপাট, পথ-ঘাট, স্বাস্থ্যাবাস সেও সমুদ্র গ্রাস করেছে। তবুও যেন ফ্রেজারগঞ্জের সাগর-বেলা অনেক বেশি মোহময়। জেলে নৌকার আনাগোনা—ফিশিং হারবার হয়েছে ১৯৯৫র ২২শে এপ্রিল ফ্রেজার-গঞ্জের ভাণ্ডাহাটে। মৎস্য দপ্তরের শীতাতপ *সাগরকন্যা রেস্ট হাউস* ও ১০টি কটেজ আছে ফ্রেজারগঞ্জে, কল বুকিং: বেনফিশ, ৪র্থ তল, P-161, VIP Rd. Cal-54, ✆ 3344931. আর হয়েছে বাস সড়কে *ইন্দ্রকানন রিসর্ট*, DAB ২৫০ ৩০০; কল বুকিং: 298136/4671190।

আবার উৎসাহীরা শীতের দিনে ভটভটিতে সমুদ্র বিহারেরও স্বাদ পেতে পারেন বকখালির দক্ষিণ-পশ্চিমে **জম্বুদ্বীপ** বেড়িয়ে। নীলজল আর নীলাকাশ—দুইয়ে মিলে জম্বুদ্বীপ। ৮×২ কিমি ব্যাপ্ত গেঁও, গরান, কেওড়া, হেঁতালের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বন্য শুয়োর, চিতল, শম্বর, চৌশিঙা দেখতে মেলে। তেমনই মেলে শাঁখামুটি, করাটিয়া, গোক্ষুরা, কেউটে, পাইথন জম্বুদ্বীপে। পাখিদের রকমফেরও উল্লেখ্য। অগুণতি সামুদ্রিক লাল কাঁকড়ার অবাধ বিচরণ। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নীরব নির্জন অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ছোট্ট দ্বীপ জম্বু। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে জেলেদের উপনিবেশ বসে আরণ্যক জম্বুদ্বীপে। মৎস্যই এদের জীবিকা—শুঁটকি হচ্ছে, বাতাসও ভারি হয়ে ওঠে শুঁটকির কটু গন্ধে। দেবী আছেন বিশালাক্ষী ও বনবিবি মন্দিরে। অদূরে পরিত্যক্ত লাইট হাউস। ভটভটি যাচ্ছে বকখালির ৪ কিমি আগে ডানহাতি ১ কিমি যেতে ফ্রেজারগঞ্জের ফিশিং হারবার প্রোজেক্ট জেটি থেকে সকাল ৯-০০ ও ১০-৩০টায় ছেড়ে এডওয়ার্ড ক্রিক হয়ে ১ ঘণ্টায় ১০ কিমি জলপথে জম্বুদ্বীপের চারশো বিশ গ্রামে। ভাড়া ৮্। ফেরে ১২-৩০ ও ১৩-৩০টায় জম্বু থেকে ফ্রেজারগঞ্জে। আর যাচ্ছে ভটভটি প্রতিদিন ১৩-০০টায় নামখানায়, বৃহস্পতিবার ও রবিবার ১২-০০টায় সাগর যাচ্ছে জম্বু থেকে। তবে জোয়ারের কালে ১ ফার্লং হাঁটু-জল পেরুনো বাধ্যতামূলক, আর ভাঁটায় ½ কিমিরও অধিক হাঁটু-কাদা পেরিয়ে জলযান জম্বুদ্বীপে।

তেমনই বকখালি বাস স্ট্যান্ডের পিছে সাঁকো পেরিয়ে বা বীচ ধরে পায়ে পায়ে জয় করে নিন সংরক্ষিত বন, ইঞ্জিন খাল, ম্যানগ্রোভ অরণ্য বকখালিতে। সুন্দরবনের সুন্দরীদের সাথে ডিয়ার পার্ক, কুমির প্রকল্প, কচ্ছপ প্রকল্পও দেখে নেওয়া যায়। তেমনই সকাল ৯-০০টায় কুমিরদের খাবার খেতে দেওয়ার দৃশ্যও আনন্দ বর্ধন করে।

থাকার জন্য বকখালিতে আছে WBTDC-র *Bakkhali Tourist L.* PO-Lakshmipur Prabartak, via Namkhana, S 24 Parganas. ✆ (03210) 44284, DAB ২০০, আট বেডের ঘরে (৮×৩) ডর্মি প্রথায় বেড ৬০। ১টি মিল ও ব্রেক ফাস্ট পৃথক মূল্যে লজের *স্বাগতা* ক্যান্টিনে বাধ্যতামূলক। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে প্রাইভেট হোটেল—*Balaka L.* DAB ১২৫ ১৫০ ২০০ TAB ১৭৫ ২০০ ২৫০, কল বুকিং: হোটেল ডলফিন, ৪৭ ভূপেন বোস এভিন্যু, কল-৪, ✆ 5554652; *Bay View Tourist L.* DAB ১৭৫ TAB ২২৫ ডর্মি ৫০, অবু: Desh Medical, 150 B B Ganguly St, Cal-12 বা PNB, Regional Collection Centre, 8 Lyons Range, Cal-1, ✆ 2203155; PNB-র *Holiday Home*-ও বসেছে বে ভিউ লজে। দুইয়ের মাঝে অতি সাধারণ—*Rajbala Tourist L. Sahana L. Narayani L. Ma Kali L:* এদের কাছে কমনবাথের ডাবল বেডের ঘর ৮০-১২৫ টাকায় মেলে। তবুও থাকা ও খাবারে বাস স্ট্যান্ডের বামহাতি *Bakkhali Tourist L*-এর আবেদন সর্বাগ্রে। বিকল্পে *Bay View, Balaka* চলা যেতে পারে। সাধারণ সাজে খাবার হোটেল *বনশ্রী, ওয়েসিস* ছাড়াও *রাজবালা, সাগরকন্যা, নিরালা* আছে বাস স্ট্যান্ডে। সবেরই অবস্থান বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে-বাঁয়ে। *বনশ্রী* এদের মধ্যে কুলীনশ্রেষ্ঠ। বীচটিও ট্যুরিস্ট লজ লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫ মিনিটের পথে।

তেমনই আছে বাস স্ট্যান্ডের পাশে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের *হলিডে হোম—অবসারিকা*, কল বুকিং: ৩৭ কলুটোলা স্ট্রিট, ৩য় তল, কল-৭৩; *ফরেস্ট রেস্ট শেড*, বুকিং: DFO, 24 Parganas (S), Survey Building, Gopalnagar, Alipur, Cal-27.Central Bank of India Employees' Co op Society Ltd, CB : 10 Lindsay St-87, ✆ 2446789; *The Shibpur Co-operative Bank Ltd,* CB: 173 Shibpur Rd, Howrah-2,

✆ 6602058; *Bantra Co-operative Bank Ltd,* CB : 10 Narasingha Dutta Rd, Howrah-1, *Kasundia Co-operative Bank Ltd,* CB : 122/1 Swami Vivekananda Rd, Howrah-1, ✆ 6602654.

আর PWD Roads-এর সুসজ্জিত *বাংলো* আছে নামখানাতে। অগ্রিম অনুমতিতে থাকার ব্যবস্থা মেলে।

কলকাতার শহীদ মিনার থেকে সকাল ৬-০০ থেকে সন্ধ্যা ১৮-৩০টায় আধ ঘণ্টা অন্তর CSTC-র বাসে নামখানায় পৌঁছে ৬—২০-০০টায় নৌকায় হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পেরিয়ে অপর পাড়ে প্রাইভেট বাস চেপে বকখালি। গড়িয়া থেকেও বাস যাচ্ছে ৬-০০, ১৩-৩০এ; হাওড়া থেকে ৬-৪৫, ১২-২০, ১৫-৩০এ CSTC-র। আর SBSTC-র বাস যাচ্ছে ৫-০০, ৫-১৫, ৫-৩০, ৬-০০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৪-৪৫এ বেলঘরিয়া ছেড়ে নামখানায়। ঘণ্টা চারেকের পথ কলকাতা থেকে। ভাড়া ১৯.০০+ ০.২০+২.৭০ = ২১.৯০ টাকা। ট্রেকারও মেলে শেয়ারে ৮৲ হারে নামখানা থেকে বকখালি। ফেরার পথে ৫-০০টায় প্রথম আর ১৯-১৫য় শেষ বাসটি নামখানা ছেড়ে কলকাতায় আসে। SBSTC বেলঘরিয়ায় ফেরে ৮-৪৫, ৯-০০, ৯-৪৫, ১৬-৪৫, ১৭-১৫, ১৭-৪৫, ১৮-৩০এ নামখানা থেকে। যাতায়াত সুগম করতে ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৯৬এ গাড়ি পারাপারের এল টি সি বার্জও বসেছে, জেটিও হয়েছে বার্জ পারাপারের হাতানিয়া-দোয়ানিয়ায়। বাস ও গাড়িও নদী পেরুচ্ছে মৎস্য নিগমের উদ্যোগে গড়া ভূতল পরিবহণের ব্যবস্থাপনায় বার্জ চেপে ২৬.২.৯৭ থেকে। আর নামখানা থেকে বকখালি যাচ্ছে ৫-১৫য় প্রথম ছেড়ে ২১-১৫য় শেষ বাসটি। ৪৫ মিনিট অন্তর এদের সার্ভিস, সময় নেয় ১১/৪ ঘণ্টা। ফেরার পথে ৪-৪৫এ প্রথম ছেড়ে ২০-১৫য় শেষ বাসটি বকখালি ছেড়ে নামখানা আসে। দিনে দিনে বেড়িয়েও ফেরা যায় বকখালি এককভাবে বা কনডাকটেড ট্যুরে। আবার শিয়ালদহ-করঞ্জিয়া লোকাল ট্রেনে করঞ্জিয়া পৌঁছেও বাসে নামখানা চলা যায়। ট্রেনও পৌঁছতে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে নামখানায়।

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান

বিভিন্ন নদীর মোহনায় অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপের জলাভূমিতে আপনা থেকে গড়া ম্যানগ্রোভ ঘন অরণ্যানীর নাম সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোহময়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক কথায় রহস্যময়। প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে সুন্দরবনের আকর্ষণ দুর্নিবার।

সবুজে ছাওয়া দ্বীপভূমি—ডাঙায় বাঘ জলে কুমির—তার সঙ্গে হাঙর, কামট ও আরও কত কি! তেমনই আছে খানা-গর্তে বিষধর কেউটে, গোখরো, কালনাগিনী আর গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ায় লাউডগা, বেতসি, গেছো বোড়া ছাড়াও নানান সর্পকুল। এমনকি বিশ্বের সাত প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের পাঁচধর্মীর দর্শন মেলে সুন্দরবনে। সুদূর অতলান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে অলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ শীতে এসে ঘর-সংসার পাতে সুন্দরবনের কলস ও হ্যালিডে দ্বীপে। কলকাতার কাছাকাছি আরণ্যক আকর্ষণ এই সুন্দরবন। ভারতের আর কোনও মহানগরীর এত কাছে এমন নয়নাভিরাম আরণ্যক সৌন্দর্যের খনি নেই। ১৯৮৪তে জাতীয় উদ্যানের শিরোপা চেপেছে ২৫৮৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ২৪২ (১৯৯৪-৯৫এর সুমারি মতে) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসভূমি ৯ম ব্যাঘ্র প্রকল্প সুন্দরবনের শিরে। ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের কোর এলাকা ১৩৩০ বর্গ কিমি। ১০০টি দ্বীপের ৩০টিতে বসতিও গড়ে উঠেছে।

কলকাতার ৪০ কিমি দক্ষিণ-পুবে ক্যানিং শহরকে বলা হয় গেটওয়ে অব সুন্দরবন। যে কোনও সকালে শিয়ালদহ (সাউথ) থেকে ক্যানিংগামী লোকাল ট্রেনে ১ ঘণ্টায় ক্যানিং পৌঁছে লঞ্চ বা ভটভটিতে মাতলা-পুরন্দর পেরিয়ে ডক ঘাট থেকে ভ্যান/শেয়ার অটো/বাসে সোনাখালি গিয়ে আবার ভটভটিতে ১১/২ ঘণ্টায় বিদ্যাধরী নদীর তীরে সুন্দরবনের পূর্ব প্রান্তিক গেটওয়ে গোসাবা দ্বীপে পৌঁছান। গোসাবা থেকে দুপুর ১৩-০০টায় ছেড়ে একমাত্র ভটভটি ১৬-০০টায় সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজ পৌঁছে সাত-জেলিয়ায় যাচ্ছে। তাই উচিত হবে পায়ে পায়ে জমজমাট গোসাবা বাজার টপকে ভ্যান রিকশায় দ্বীপের অপর প্রান্তের পাখিরালয় গ্রামে গিয়ে ৭—১৮-০০টায় ভটভটিতে মাতলা পেরিয়ে পরপারে গোমতী ও পীচখালি নদীর সঙ্গমে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের—দ্বীপাকার সজনেখালি পৌঁছে যাওয়া। ওঠা-নামার ধকল এড়াতে উচিত হবে কলকাতার বাবুঘাট থেকে ৬-৩০টায় CSTC-র বাসন্তীর বাসে ১০-০০টায় সোনাখালি পৌঁছে গোসাবা/পাখিরালয়
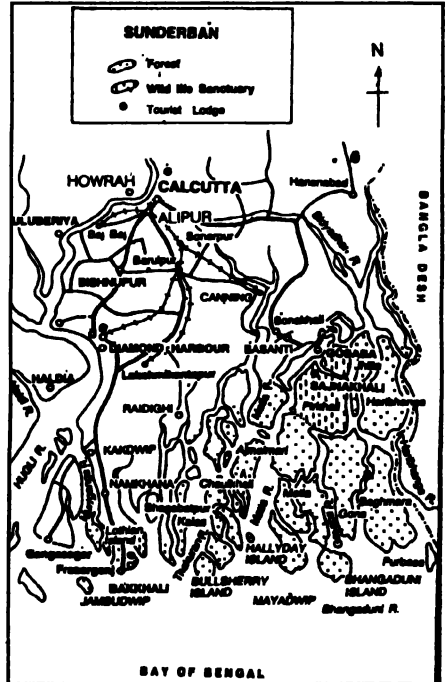
হয়ে সজনেখালি চলা। সময়েও সাশ্রয় মেলে ঘণ্টা দুয়েক এপথে। ভাটার কালে ক্যানিং-এ কর্দমাক্ত চরও পেরুতে হয়। এছাড়াও বাস যাচ্ছে ৬-০০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-৩০, ৮-৪৫, ৯-০০, ১০-০০, ১০-৩০, ১১-০০, ১১-৩০, ১১-৪৫, ১৪-৩০, ১৫-৩৫, ১৬-৩০, ১৭-০০টায় বাবুঘাট থেকে সোনাখালির। আর ফেরার বাস ৬-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ১০-০০, ১০-৩০, ১১-৩০, ১২-০০, ১২-৩০, ১৩-১৫, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-০০, ১৫-৩০, ১৫-৪৫এ সোনাখালি ছেড়ে কলকাতায় আসছে।

সজনেখালি জেটি ঘাটেই রাজ্য পর্যটনের ২৯ ঘরের *Sajnekhali Tourist L*, Gosaba, S 24 Parganas, ১টি মিল ও ব্রেক ফাস্ট সহ প্রতি ২ জনা ৩৫০, ডর্মি ১৫০, অবু: ট্যুরিস্ট সেন্টার, ৩/২ বি বা দী বাগ, কলকাতা-১। বসতি নেই, দোকানপাটও নেই সজনেখালি দ্বীপে। আহার্য লজের ক্যান্টিননির্ভর। সোলার এনার্জিতে আলো জ্বলছে সজনেখালি লজে। সজনেখালি পৌঁছে লাগোয়া বন দপ্তরের বীট অফিস থেকে অভয়ারণ্যে অবস্থানের পারমিট করে নিতে হয়। ভারতীয়দের প্রথম দিন ৫ পরের দিনগুলি ২ হারে।

আর আছে লজ ও বীট অফিসের মাঝে কুমির পুকুর, কচ্ছপ পুকুর, কামট পুকুর। প্রতি বিকালে আহার্য দেওয়া হয় এদের। তেমনই আসে হরিণেরা বৈকালীন আহারে কুমির পুকুরের পাড়ে। ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার অর্থাৎ মিউজিয়মটিও সজনেখালির আর এক দর্শন। যথেষ্ট যাত্রী হলে Video Film Show-এ দেখে নেওয়া যায় অরণ্যচরদের রোজনামচা মিউজিয়মের অডিটোরিয়ামে। ১৯৯১এ ২টি বাঘও রাত কাটায় লজের লনে। আর সঙ্গী করুন সুন্দরবনের মধু—বন দপ্তরের বীট অফিসে কিনতে মেলে।

লজ লাগোয়া **পাখিরালয়**। ভটভটিতে যাতায়াত। জুন থেকে অক্টোবরে দেশ-দেশান্তর থেকে পাখিরা এসে নীড় বাঁধে, ডিম থেকে শাবক—সেও এক মনোহর দৃশ্য। হাজার হাজার বিচিত্র পাখির কলকাকলিতে মুখরিত বনভূমি। পাখিদের পাখায় নানান রংয়ের বর্ণালী। হেতাল, গরান, হোগলা, সুন্দরী গাছের বাসায় বক, কাস্তেচরা, শামুকখোল, পানকৌড়ি, টিউবি, সাদা কাক, জংহিল, গরান, বাটাস, টিয়া, খঞ্জনি, মিনিভেট ছাড়াও ৫০০রও অধিক প্রজাতির পাখির ভিড়। আর ভিড় রঙিন প্রজাপতির। কত রকমের যে প্রজাপতি এখানে দেখতে মেলে সেও গুণে শেষ করা যায় না। ভটভটিতে চলতে চলতে বা টাওয়ার থেকে দেখে নেওয়া যায়। তবে, নিরস্ত্র ও অসতর্ক অবস্থায় জলযান ছেড়ে ডাঙায় ওঠা নিরাপদ নয়। সাপের লেখা কি বাঘের দেখা কোনটাই অস্বাভাবিক নয় অভয়ারণ্যে। তেমনই কুমির ও কামট থেকেও সদা সাবধানতা দরকার চলতে-ফিরতে জলযানে।

অদূরে সুধন্যখালি নদীর পাড়ে **সুধন্যখালি** ওয়াচ টাওয়ার। জল আর জঙ্গলে ভরা খাঁচার মাঝ দিয়ে পথ উঠেছে টাওয়ারে। দৃষ্টিও অগম্য গহীন বনের গহন অরণ্যে। ৬৬ধর্মী উদ্ভিদও রয়েছে সুন্দরবনে। ৬ থেকে ১২ ফুট উঁচু ম্যানগ্রোভ এরা—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট। তারই মাঝে ওয়াচ টাওয়ারের নিচুতে মিঠা জলের পুকুরে বনচরেরা আসে তৃষ্ণা মেটাতে। এমনকি, বাঘেরও দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয় সুধন্যখালির টাওয়ার থেকে। শ দেড়েক টাকায় ঘণ্টা তিনেকের সফরে ভটভটিতে সাঙ্গ করা যায় এ-সফর। চলা যায় দিনভর মিনি লঞ্চ সফরে শ পাঁচেক টাকায় সড়কখাল হয়ে গাজিখালি, পঞ্চমখালি, নেতিধোপানি, সুধন্যখালি। ১০০ টাকায় গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। ক্যামেরারও চার্জ লাগে। তেমনই ভেসে পড়া যায় অক্টোবর থেকে মার্চে সোনা ঝরা মিঠে রোদে ভটভটি বা লঞ্চে সুন্দরবনের দিগ্বিদিকে। ২৫১ বাঘের সাথে ত্রিশ সহস্রাধিক চিতল হরিণের বাস সুন্দরবনের বাদাবনে। সব ধরনের সতর্কতা নিয়েই এখানকার বনভূমিতে যেতে হয়। ওয়াচ টাওয়ার হয়েছে—সজনেখালি, নেতিধোপানি, হলদিবাড়ি, বুড়িরধাবরি, চোরা-গাজিখালিতে। আর জবরদস্ত লঞ্চের ব্যবস্থা থাকলে বঙ্গোপসাগরের মুখেও বেড়িয়ে আসতে পারেন এই সুযোগে।

ক্যানিং ছাড়া কাকদ্বীপ/ নামখানা/ বাসন্তী/ রায়দিঘি থেকেও সুন্দরবনে যাওয়া চলে। নিয়মিত বাস সংযোগও রয়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে কলকাতার। ঠাকরুন নদীপথে শেষ দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের কোলে বাঘের রাজ্য ২৪৮৫৪ একরের **কলস দ্বীপ**। অদূরে ঢুলিভাসানি ও মাতলা নদীর সঙ্গম। ডাইনে যেতে বিশাল বালিয়াড়ি। মায়াময় কুহকী এই বালিয়াড়ি হাতছানি দেয়—চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। অন্দরে নারিকেল বীথিকায় ছাওয়া মিষ্টিজলের পুকুর।

বাঘেরা আসে তৃষ্ণা মেটাতে। বিপদও তাই পদে পদে। তবে, ভাটার কালে জঙ্গল যায় সরে—চর বাড়ে, নামা যেতে পারে বালিয়াড়িতে। উত্তর-পুব বরাবর মাতলা নদী-মুখে **হ্যালিডে দ্বীপের** অভয়ারণ্যেও ঐ পথে যাওয়া যেতে পারে। শীতের অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ২-৩ দিন আগে-পরে সামুদ্রিক কাছিমেরা ডিম পাড়তে আসে হ্যালিডে ও কলস দ্বীপে। হ্যালিডে ছেড়ে উত্তরে যেতে প্রশস্ত হয়েছে মাতলা নদী। এপথেই ডাইনে বাঁক নিতে নেতিধোপানির ঘাট। চাঁদ সওদাগরের শিব মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে আজ নাকি বাঘেরা মজলিস বসায়। ছোট ছোট নদী আর সরু সরু ভারালি হয়ে পঞ্চমুখানি, গাজিখালি, চোরাগাজিখালি, সুধন্যখালি হয়ে চলা যেতে পারে সজনেখালি। তেমনই সোনাখালি থেকে লঞ্চে বা ভটভটিতে বিদ্যাধরী নদী পেরিয়ে অপর পাড়ে বাসন্তীও বেড়িয়ে চলা যেতে পারে। বাসন্তী থেকে মিনি/অটোয় মসজিদবাড়ি গিয়ে ভটভটিতে গোসাবা পৌঁছেও চলা যেতে পারে সজনেখালি। আদর্শ পল্লী রূপে অতীতে খ্যাতি ছিল গোসাবার। এমনকি আঞ্চলিক লেনদেনে গোসাবার কারেন্সি নোটেরও প্রচলন ছিল হ্যামিলটন সাহেবের কালে।

গোসাবাতে সাধারণ সাজে হোটেলও আছে—*অন্নপূর্ণা, ভাগ্যলক্ষ্মী, জয় মা তারা।* আর আছে *PWD* ও *সেচ দপ্তরের বাংলো* গোসাবায়। স্কটল্যাণ্ডের সন্তান স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সাহেব ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করেন গোসাবায়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *সাহেবের বাংলোয়* গোসাবা ও হ্যামিলটনগঞ্জে। আর হয়েছে ৬কিমি দূরে গোমর নদীর তীরে গোসাবা দ্বীপের পাখিরালয় গ্রামে *জেলা পরিষদের* ১৬ বেডের *ট্যুরিস্ট লজ,* DAB ১২৫, ডর্মি বেড ৩৫; আহারও মেলে —আলোও জ্বলছে সোলারে। অবু: South 24 Parganas Zilla Parishad, New Administrative Building, 2nd floor, 12 Biplabi Kanai Bhattacharya Sarani, Cal-27. ✆ 4791385। আর আছে বিকশা স্ট্যাণ্ডের পাখিরালয়ের *Indrakanan Resort & Hotel,* DAB ২০০, ডর্মি বেড ৫০; অবু: Ajit Kr Shill, Chatterjee International, 33A, J L Nehru Rd, Room No 7-A, 12th floor, Cal-71. ✆ 298136/4671190।

বাসে নামখানা পৌঁছে ফেরি লঞ্চেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় সুন্দরবনের দিগ্বিদিক। নামখানা থেকে ২০ কিমির জলদূরত্বে লোথিয়ান দ্বীপের ভাগবতপুরে **কুমির প্রকল্প** হয়েছে। কুমিরের চাষ হচ্ছে প্রকল্পে। ডিম থেকে ৩-৪ বছরের কুমির শাবকদের দর্শন মেলে। আর **মৎস্য প্রকল্প** হয়েছে ধাঞ্চি ফরেস্টে। ভ্রমণের সঙ্গে এসবের আকর্ষণও কম নয়। যাত্রী ভটভটি যাচ্ছে ১৩-০০, ১৪-৩০, ১৫-০০টায়। ভটভটি যাত্রীদের কুমির প্রকল্প দেখে সে-রাতে নামখানায় ফেরা সম্ভব নয়। তবে শীতের ছুটিছাটায় ভটভটি মেলে যাতায়াতে। থাকার ব্যবস্থা অতি সাধারণ ২ ঘরে ভাগবতপুরে। তাই অত্যুৎসাহীরা কাকদ্বীপ সেচ দপ্তর থেকে সীতারামপুর বাংলো বুক করে একটার ভটভটিতে নামখানা ছেড়ে ভাগবতপুরে পৌঁছে এক ঘণ্টায় প্রকল্প দেখে ভাগবতপুর থেকে নামখানা ছেড়ে আসা দ্বিতীয় ভটভটি চেপে দিনান্তে সীতারামপুর পৌঁছে সেচ দপ্তরের বাংলোয় রাতের বিশ্রাম নিতে পারেন। দ্বিতীয় সকালে একই ভটভটিতে নামখানা ফিরে বাসে কলকাতায়।

পথেই পড়ে সুন্দরবনের তিন অভয়ারণ্যর অন্যতম সপ্তমুখী নদীর পাড়ে **লোথিয়ান দ্বীপ।** বাঘের অভাব ঘটলেও সাপের আধিক্য জনবসতিহীন লোথিয়ানে। ১৪৪৪ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত লোথিয়ানে ম্যানগ্রোভ বট্যানিক্যাল গার্ডেন গড়ে উঠতে যাচ্ছে। নামখানা থেকে পাথর প্রতিমার জলযানে ১½ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে লোথিয়ানে। ১ ঘরের *রেস্ট শেড* আছে; বুকিং: DFO, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সুন্দরবনের আর এক অংশ বসিরহাটের দিকে—হাসনাবাদ ৮০ কিমি ও ন্যাজাট ৯৪ কিমি হয়েও চলা যেতে পারে সুন্দরবনের অন্দরে। তবে এদিকের পথঘাট পর্যটনে আজও তত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

তেমনই কলকাতা থেকে ৬০ কিমি দূরে ২ ঘণ্টার পথে নীল আকাশের নিচে পিয়ালি নদীতে ঘেরা স্বপ্নময় দ্বীপ **পিয়ালি।** জনহীন এই দ্বীপে সূর্যিঠাকুর লুকোচুরি খেলে বাদাবনের সাথে। নবোদ্যমে পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠলেও আজ যেন রাজাহীন রাজবাড়ির মত উদাসীন। শিয়ালদহ সাউথ থেকে ট্রেনে বা ধরমতলা থেকে বারুই-পুরের বাসে দোসরহাট পৌঁছে লঞ্চে পিয়ালি। রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট কটেজগুলি সম্পূর্ণতা পেয়েও দ্বার আজও রুদ্ধ পিয়ালি দ্বীপে। তাঁবু মেলে রাতের অবস্থানে। এমনকি বিলাস ভ্রমণের জন্য তৈরি যন্ত্রচালিত সুসজ্জিত জাহ্নবী ও ভাগীরথী বোট দু'টিও পড়ে পড়ে বেহাল আজ।

শীতকাল সুন্দরবন ভ্রমণের মনোরম সময়। তবে, পাখিরালয় দর্শনার্থীদের উচিত হবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে চলা। তেমনই প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বনের দেবী বনবিবির পুজোতে অংশ নেয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিচারে সুন্দরবনে। নিজেদের ব্যবস্থায় ভেসে পড়তে পারেন ভাড়ায় লঞ্চ নিয়ে আপনজনদের সঙ্গী করে। পর্যাপ্ত খাবার সঙ্গে নিন। আমোদ-প্রমোদের টুকিটাকিও সঙ্গী করুন। তবে, সুন্দরবনে প্রবেশে অনুমতি লাগে— Chief Conservator of Forest, Govt of WB, 3rd Floor, P-16 India Exchange Place, Cal-1 বা Field Director, Sundarban Tiger Reserve, Canning, South 24 Parganas থেকে। টিকিট লাগে প্রকল্প দর্শনার্থীদের, ছবি তোলারও অনুমতি লাগে বনবিভাগ থেকে। ওয়াচ টাওয়ারে রাত কাটাতেও বিশেষ অনুমতি লাগে Forest Secretary বা Chief Conservator-এর। আর সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাসে রাজ্য পর্যটন নানানধর্মী সফরে সুন্দরবনের হলুদ নদী আর সবুজ বনের পরশ পাওয়ার ব্যবস্থা করে। চেনা যায় সেই মানুষদের, যারা বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে কিংবা সাপের মাথায় নাচে—বাঙালি নামক জাতির এক অংশকে—যাদের জীবনযাত্রা আজও আপনার অজানা। মরসুমে ক্যানিং থেকেও প্রাইভেট লঞ্চ যাচ্ছে

নানানধর্মী প্যাকেজে। টিকিটও মেলে সহজে। ভাড়ায় সুবিধা মেলে প্রাইভেট লঞ্চে।

চন্দ্রকেতুগড়

কলকাতা থেকে ২৮ কিমি দূরের বারাসত পেরিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আরও ৪৩ কিমি গিয়ে বসিরহাট। দুইয়ের মাঝপথে বেড়াচাঁপা। বাস থেকে নেমে ডাইনে হাড়োয়ামুখী পথে ১৫ মিনিট যেতে চন্দ্রকেতুগড়ে ১৯৫৫য় আবিষ্কৃত হয়েছে মহেঞ্জোদড়োরই সমকালের এক বন্দর-নগরী তথা রাজা চন্দ্রকেতুর গড়। দেবালয়, হাজিপুর, শান-পুকুর, ঝিকড়া প্রভৃতি গ্রামের ৩ বর্গ কিমি জুড়ে ২৫ ফুট উঁচু চন্দ্রকেতু গড় ঢিপি। মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, সেন ও পাল যুগের নিদর্শন মিলেছে এই ঢিপির নিচে। মিলেছে মাটির পাইপ, নর্দমা, ছাঁচে ঢালা তামার মুদ্রা, হাতির দাঁতের বলয় ও মালা, দর্পণ হাতে ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি, মিথুন মূর্তি, পোড়ামাটির ফলকে নৃত্যরতা নারী, মাটির পাত্র, হিন্দু পুরাণের নানান দেব-দেবী, পোড়ামাটির নাগদেবী, নানানধর্মী সিলমোহর, নিত্যব্যবহার্য টুকিটাকি, টেরাকোটায় রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণের আখ্যান, অশোকবনে সীতা ও হনু, যক্ষিণী মূর্তি, গাছে চড়ছে পুরুষ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছাড়াও ৪৫ ফুটের খ্রিস্টপূর্ব ৭-৬ শতকের বর্গাকার উপাসনা গৃহ, আরও কত কি! এমনকি (খ্রিপূ ৬-৪ শতকের) খরোষ্টি লিপিও মিলেছে চন্দ্রকেতুগড়ে। বিধান মিলেছে—২৫০০ বছরের অতীত টলেমির গঙ্গারিডিই আজকের চন্দ্রকেতুগড় বলে। গঙ্গার শাখা আজকের কালিন্দী বয়ে যেত নগরীর পাশ দিয়ে। ঘোড়ার ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্রও চন্দ্রকেতুগড়। তবে, পরিতাপের বিষয় অনাদর আর অবহেলায় চন্দ্রকেতুগড়ের হারানো মানিক আজও লোকচক্ষুর অগোচরে। উৎসাহীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম (বিধান সরণী)-এ দেখে নিতে পারেন খননে পাওয়া নানান সম্ভার। ঠিক তেমনই স্থানীয় অনুসন্ধিৎসু হাড়োয়ার আব্দুল জব্বরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা বেড়াচাঁপা বাস স্ট্যান্ডের কাছে দেবালয়ে দিলীপকুমার মৈতে-র সংগ্রহশালায় প্রতি রবিবার দেখে নেওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়ের পুরাতত্ত্বের নানান নিদর্শন। পরিতাপের বিষয় ঢিপি সর্বস্ব চন্দ্রকেতুগড়ে আজও কোনো প্রদর্শনশালা গড়ে ওঠেনি। নিত্য-নতুন আবিষ্কারও ব্যক্তি স্বার্থের পণ্য হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে। তেমনই আবিষ্কৃত হয়েছে বাসপথের বাঁয়ে গুপ্তযুগের মন্দির, অমৃতকুণ্ড, বহুভুজ ইমারত দমদমা তথা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির ও তার স্ত্রী ভারতখ্যাত খনার খনা-মিহিরের ঢিপি বেড়াচাঁপায়।

শ্যামবাজার (খালপাড়) থেকে ৭৯, ৭৯এ, ৭৯সি বা দক্ষিণেশ্বর থেকে বা ধরমতলা থেকে ২৪৮ রুটের লাক্সারি বাস, CSTC-র হাসনাবাদ/ন্যাজাট/বসিরহাটের ৩০ খানা বাসে ১½ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে বেড়াচাঁপায়। ট্রেনও যাচ্ছে শিয়ালদহ/ বারাসাত থেকে হাড়োয়া/ বসিরহাট/ টাকি হয়ে ১½ ঘণ্টায় হাসনাবাদ। হাড়োয়া রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরে চন্দ্রকেতুগড়। দর্শন না মিললেও রোমন্থন করে আসা যায় সে যুগের জীবন-আলেখ্য চন্দ্রকেতুগড়ে। থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই চন্দ্রকেতুগড়ে। দিনান্তে কুলায় ফিরুন বাসে।

বেড়াচাঁপার ৮ কিমি দূরে ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার আবির্ভাব ঘটে ১১৩৭ বঙ্গাব্দে **চাকলা** গ্রামে। মন্দির হয়েছে ভ্রমণ মানচিত্রের নতুন তীর্থ পুণ্যভূমি চাকলায়। *যাত্রীনিবাস*ও আছে **লোকনাথ মন্দিরে**। শিয়ালদহ-বনগ্রাম শাখা রেলের গুমা থেকেও পথ এসেছে চাকলায়। ভ্যান রিকশা চলছে বেড়াচাঁপা ও গুমা থেকে। গাড়িও পৌঁছে যায় নিজস্ব ব্যবস্থায়।

তবুও যেন উচিত হবে বসিরহাট থেকে ১৮ কিমি দূরে প্রশস্ত ইছামতীর পাড়ে টাকি মিউনিসিপ্যালিটির *নৃপেন্দ্র অতিথিশালায়* DAB একতলায় ৮০-১০০, দ্বিতলে ১০০-১২৫; একরাত কাটিয়ে অপর পাড়ে বাংলাদেশের (খুলনা জেলার সাতক্ষীরা) পরশ নিয়ে ফেরা (বুকিং: চেয়ারম্যান, টাকি পৌরসভা, টাকি, পিন-৭৪৩৪২৯)। ভাটা এড়িয়ে অতিথিশালার মুখের ফেরি ঘাট থেকে ভটভটিতে আধ ঘণ্টায় ভেসে চলা যায় ইছামতীর জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট রাজনগর দ্বীপে। বসতিহীন ছোট্ট দ্বীপ—থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই রাজনগরে। টাকির রাজবাড়িটিও ইছামতী গ্রাস করেছে। ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান শঙ্কর রায়চৌধুরীর পৈতৃক বাড়িটিও আজ ইছামতীর কবলে। অদূরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ টাকির ইছামতী তথা শচীন্দ্র বন বীথি পিকনিক স্পট। বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে ইছামতীর জলে। দিনভর চড়ুইভাতির ব্যবস্থা সহ *রাজবাড়ি পিকনিক সেন্টার*, ✆ (03217) 47227, স্যুইট ২০০, ২৫০, ৩৫০, ৪৫০, পাঁচ জনের থাকার কমন বাথ ১৫০, বাথ সংলগ্ন ২০০। CSTC-র বাসও যাচ্ছে ৭-০০, ১০-১৫, ১৪-০০টায় ধরমতলা থেকে; ফেরে ৬-৪৫, ১০-২৫, ১৪-০০টায় টাকি থেকে কলকাতায়। তেমনই উচিত হবে সুন্দরবনের দুই তোরণ-দ্বার দানশা নদীর পাড়ে হাসনাবাদ ৮০ কিমি ও ন্যাজাট ৯৪ কিমি বেড়িয়ে নেওয়া। ফেরি নৌকায় দানশা পেরিয়ে চলা যায় পাড় হাসনাবাদ হয়ে হিঙ্গলগঞ্জ বা সন্দেশখালি ছাড়াও নানানদিকে। হিঙ্গলগঞ্জের রাধাগোবিন্দ মন্দিরটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। থাকারও *হোটেল* মেলে সাধারণ সাজে, খাবার হোটেল অজস্র হাসনাবাদ ও ন্যাজাট-এ। আর হিঙ্গলগঞ্জে জেলা পরিষদের ৩২ বেডের ২টি *পর্যটক আবাস* হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ন্যাজাট, হাসনাবাদ, টাকি থেকে বসিরহাট হয়ে বাস আসছে কলকাতায়। চলার ফাঁকে শাহী মসজিদটি দেখে নেওয়া যায় বসিরহাটে। থাকারও হোটেল আছে *Town H, New Town H* বসিরহাটে। ট্রেনও যাচ্ছে হাসনাবাদ থেকে টাকি/বসিরহাট/বারাসত হয়ে শিয়ালদহে।

সিকিম

হিমালয়ের বিউটি স্পট সিকিম। পশ্চিমবাংলার শিরে কিরীট হয়ে অবস্থান সিকিমের। আর কিরীটের মধ্যমণি বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘায় বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ময়ী আলোয় দীপ্ত পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চার জেলায় গড়া সিকিম রাজ্য। তেমনই বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন সারা রাজ্য জুড়ে। ধর্মই এদের সমাজ-জীবন প্রভাবিত করে। ১৯৪টি মনাস্ট্রি ও মণি লাখাং সারা রাজ্য জুড়ে। তবে, উল্লেখ্য এদের মধ্যে পশ্চিম সিকিমের Pemayangtse এবং Tashiding ; পূর্ব সিকিমের গ্যাংটকে Enchy ও Rumtek; দক্ষিণ সিকিমে Ralong ; আর উত্তর সিকিমে Phodong ও Tolung. আয়তনে ভারত রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্যও এই সিকিম। রাজধানী তার গ্যাংটক। পুরো রাজ্যটাই পাহাড়ী—উত্তর-দক্ষিণে ১০০ কিমি আর পুব-পশ্চিমে ৬০ কিমি এর বিস্তার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এলাকাভেদে ২৪৪ থেকে ৮৫৪০ মি এর উচ্চতা। দক্ষিণে পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল, উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিব্বত, পুবেও তিব্বত ও ভুটান আর পশ্চিমে নেপাল। তিস্তা নদ বয়ে চলেছে এই নয়নলোভন প্রকৃতির মাঝ দিয়ে। অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের অধিকারী পাহাড়ী রাজ্য সিকিমের তুলনা হয় না। চলার পথেও বারবার চোখ ধাঁধায় Sikkim is Jewel in the Crown of India. তেমনই চোখে পড়ে বৈচিত্র্যের নানান গাথা—Keep your nerves on a sharp curve. It is better to be 15 minutes late in this world, than to be 15 minutes earlier in the next. Drive on horse power, not on rum power পথপাশের পাথরের ফলকে।

দীর্ঘকাল ধরে সিকিম ছিল ভারতেরই আশ্রিত রাজ্য। শাসক যদিও মহারাজা তবে বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা ছিল ভারতের হাতে, এমনকি তার দেওয়ান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করত ভারত সরকার। ১৮৬১ থেকে চলে আসা এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৫এ সিকিমের ভারতভুক্তিতে। ভারতীয়দের কাছে সিকিমের দরজা অবারিত হলেও পুবে রোংলি ও উত্তর সিকিমের ফোডং-এর পর দ্বার আজও রুদ্ধ—Restricted Area Permit লাগে। আর বিদেশীদের স্পেশাল এরিয়া পারমিট লাগে সিকিম ভ্রমণে। Sikkim Tourist Information Centre, Mahatma Gandhi Marg, Gangtok, ✆ 22064, Fax 23425 বা 14 Panchasheel Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021, ✆ 3015346 বা S N T Colony, H C Rd, Pradhan Nagar, Siliguri, ✆ 24602 বা Bagdogra Airport বা 4-C, Poonam Building, 5/2 Russel St, Calcutta-700017, ✆ 297516 বা Immigration Office—Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai Airport-কে পাসপোর্টসহ ১ কপি ছবি দিয়ে আবেদনের প্রথা। অনুমতিও মেলে ১৫ দিনের যথাসত্বর। তবে, উত্তর ও পূর্ব সিকিমে বিধি-নিষেধ আছে। ৪ থেকে ২০ জনের দলের ট্রেকিং-এর অনুমতি মেলে পশ্চিম সিকিমে (Dzongri Region). Foreigners' Registration Office, Gangtok থেকে ট্রেকিং-এর অনুমতির সাথে সময়ও মেলে অতিরিক্ত।

সিকিমের ৩৬% বনাঞ্চল। শাল, শিমুল, টৌনি, ফার, ওক, বার্চ, ম্যাপেল, নানানধর্মী বাঁশ প্রভৃতি বনজ সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ সিকিম। ৪০০০ধর্মী বৃক্ষ-তরু, ৬৫০ রকমের ফুল ফোটে সিকিমে। রঙবেরঙের রডোডেনড্রন, প্রিমুলা ও অ্যালপাইন ফুল এপ্রিল থেকে জুনে রমণীয় করে তোলে উপত্যকা। সঙ্গে মেলে ৬০০ধর্মী অর্কিড ও ক্যাকটাসের স্বর্গীয় সুষমা। বড় এলাচ, কমলাও হচ্ছে সিকিমে। তেমনই রয়েছে নাম না-জানা ৫৫০ রকমের পাখি ও ৬০০ ধরনের প্রজাপতি। যে-কোনও পর্যটকের চোখ ও কানকে তৃপ্ত করে প্রকৃতি রানীর নিপুণ হাতে গড়া সুন্দর এই উপত্যকা। লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ কিমিতে মাত্র ৪৪। মোট জনসংখ্যার ৭৫% নেপালী, লেপচা ১৮%, ভুটিয়া ৬% আর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরা পূরণ করেছেন বাকি ১ ভাগ। ৬০% হিন্দু, ২৮% বৌদ্ধের বাস সিকিমে। কিংবদন্তী আর পৌরাণিক আখ্যান আজও এদের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। ইয়েতির ভয়ে ভীত এরা আজও।

১৫ ও ১৬ শতকে লামাতন্ত্রে সংঘাত বাধে তিব্বতে। দালাই লামা পন্থী Galuk-pa অর্থাৎ *হলুদ টুপির* প্রতিপত্তি তিব্বতে। সিকিমে তখন *লাল টুপি* অর্থাৎ Nyingma-pa বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। তাই সংঘাতে জর্জরিত *লাল টুপির* বুদ্ধিস্টরা তিব্বত ছেড়ে এসে সিকিমে আশ্রয় নেয়। পরবাসে, নতুন দেশে গড়ে তোলে লিম্বু ভাষায় *Su Khim* অর্থাৎ নতুন রাজগৃহ বা প্যালেস। কালে কালে অতীতের দেনজং বা দেমাজং তিব্বতীয়দের সুখিম্ বা সু-হিম ব্রিটিশের কলমে সিকিম হয়েছে। দ্বিমতে নেপাল রাজকন্যার সুখের ঘর *সু-হিম* থেকেই সিকিম হয়ে থাকবে। ১৩ শতকে অসমের পাহাড় থেকে এসে লেপচারাই প্রথম বসতি গড়ে *Nye-mae-el Paradise* অর্থাৎ সিকিমে। আর ১৬৪১এ লাসার দালাই লামা নিয়োগ করলেন *গিয়ালপো* অর্থাৎ প্রথম বৌদ্ধ রাজা সিকিমের রাজনৈতিক ইতিহাসে। দ্বিমতে, Lhatsun Namkha Jigme তিব্বত থেকে সিকিম অর্থাৎ জোংরি হয়ে ইয়াকসাম এলেন ১৬৪১এ। অভ্যর্থনা জানাতে প্রধান লামারাও এলেন ইয়াকসামে। সেই তিন প্রধান লামা পুব থেকে আসা Phuntsog Namgayal কে প্রথম *চোগিয়াল*

মনোনীত করেন সিকিমের। আজও দেখে নেওয়া যায় সেদিনের সেই পাথুরে করোনেশন থ্রোন ইয়াকসামে। রাজ্যও ছিল আরও বিস্তৃত সেকালে। এমনকি নেপালের পূর্বাংশ, তিব্বতের চুম্বী উপত্যকা, ভূটানের হা উপত্যকা, ভারতের সমতল তরাই অঞ্চলের সাথে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাও ছিল সিকিম রাজ্যের অংশ।

১৭১৭-৩৪এ সিকিমের ৪র্থ রাজার কালে নানান যুদ্ধে জিতে ভূটান দখল করে দক্ষিণী পাহাড়তলীর সাথে কালিম্পং। পুবও দখল করে তিব্বত থেকে ভুটিয়ারা এসে। আর ১৭৮০তে নেপাল থেকে আসা গোর্খারা দখল নেয় পশ্চিম সিকিমের। চীনের নেতৃত্বে ভূটান ও লেপচাদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে দক্ষিণে যেতে ভারতে ব্রিটিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে গোর্খারা। ১৮১৭য় ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধিতে বসে নেপালের সীমানা গড়ে গোর্খারা। সিকিম রাজার অধিকৃত অঞ্চলও ছেড়ে দেয় তারা। ভূটানও দখল ছাড়ে সিকিম-রাজকে। সংঘাত মেটে প্রতিবেশীদের সাথে নেপাল-তিব্বত-ভূটানের মাঝে বাফার রাষ্ট্র সিকিমের।

সিকিম ☐ রাজধানী: গ্যাংটক। আয়তন: ৭০৯৬ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৪০৩৬১২। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.০৪%। পুরুষ: ২১৪৭২৩। নারী: ১৮৮৮৮৯। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৮৭২২৭। বৃদ্ধির হার: ২৭.৫৭%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৫৭। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৮০। সাক্ষরের হার: ৫৬.৫৬%। প্রধান ভাষা : সিকিমীজ ও গোর্খালী। লেপচা, লিম্বু, ভূটিয়া, ইংরেজি ও হিন্দীর চল আছে সিকিমে। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৪৩৯৬.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)। সারা রাজ্যটাই পাহাড়ী। বেড়াবার মরসুম: মার্চ থেকে জুন আবার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যভাগ। তবে, এপ্রিল থেকে জুন ও অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ফুলেরা রমণীয় করে তোলে সারা সিকিম রাজ্য। এপ্রিল-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে হাল্কা উলেন বসন চললেও শীতের দিনগুলিতে ভারী উলেন প্রয়োজন গ্যাংটক ভ্রমণে। তাপমান: গ্রীষ্মে ২৮—১৩.১° আর শীতে ১৮.৫—০.৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে।

দিন সাতেকে বেড়িয়ে আসুন সিকিম। তবুও যেন দার্জিলিং ভ্রমণ-পথে কালিম্পং থেকে গ্যাংটক আর শিলিগুড়ি থেকেই সরাসরি পেলিং অর্থাৎ পেমিয়াং-শি চলাই সুবিধার।

আর ১৮৩৫এ শৈলাবাসের চাহিদা পূরণে ছলে-বলে-কৌশলে ব্রিটিশ পেল দার্জিলিং বাৎসরিক ৩০০০ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে। ১৮৪৬এ বৃত্তি বাড়ে—৩ থেকে ৬০০০ টাকায়। তিব্বতের সীমান্তরাজ্য তথা বাণিজ্যপথে সিকিমের এই হস্তান্তরে তিব্বত প্রতিবাদে মুখর হয়। এমনকি ইতিহাসের কালের কিংবদন্তীর আলোছায়ায় ঘেরা ৭০০০ মাইল দীর্ঘ রেশমি পথ বা *সিল্ক রুটটিও* সিকিমের সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত ছিল চীন থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে।

ব্রিটিশের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত সিকিম রাজ ১৮৪৯এ বন্দী করলেন লাচেন এলাকায় ব্রিটিশের অনুসন্ধানী দলকে। নিঃশর্তে মুক্তিও মেলে ১ মাস পরে বন্দীদের। আবার ১৮৫৯এ সুচতুর ব্রিটিশের লিপ্সা প্রতিহত হল সিকিম-রাজের হাতে। প্রতিশোধ-লিপ্সু ব্রিটিশ দখল নিল দার্জিলিং ও মোরাঙের। বন্ধ করল বৃত্তি দান রাজাকে। ১৮৬১-র পারস্পরিক সন্ধি চুক্তিতে সিকিমে ব্রিটিশ ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হল। বৃত্তিও চালু হয় বর্ধিত হারে সিকিম-রাজের। ৬ হয় ৯০০০, আর ১৮৭৪এ ৯ থেকে ১২০০০ টাকায়। এমনকি সিকিমের সমতল খণ্ড ব্রিটিশ ভারতে জুড়ে নিতে সিকিম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সমতল থেকে। ব্রিটিশের আচরণে ক্ষুব্ধ তিব্বত ১৮৮৬তে সিকিমে হানা দেয়। তিব্বতী হানা প্রতিহত করে বদলা নিতে ব্রিটিশ ফৌজ যায় লাসায় ১৮৮৮তে। আবার খর্ব হয় শক্তি সিকিম-রাজের।

প্রথম রাজনৈতিক অফিসার নিয়োগ করল ব্রিটিশ ১৮৮৯তে সিকিমে। শক্তির পরাভবে বিমর্ষ রাজা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন লাসায় ১৮৯২এ। অবশ্য ব্রিটিশ ফিরিয়েও আনে রাজাকে প্রত্যয় জন্মিয়ে। এতসব কাণ্ড ঘটলেও ব্রিটিশ ক্ষমতা ছাড়েনি সিকিম-রাজকে। আর সেই ক্ষমতা বলেই স্বাধীন ভারতেও সিকিমের উপর ভারতের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হল। নবীকরণ হল চুক্তি ডিসেম্বর ৫, ১৯৫০এ। নাগরিক অধিকারের দাবি প্রশমিত হতেই ১৯৬৫তে সিকিম-রাজ চোগিয়ালের আমেরিকান মহিলা বিবাহ, স্বাধীনতার স্বপ্ন গৃহযুদ্ধের চেহারা নেয়। উড়ে এলেন রাজা ভারত রাষ্ট্রে আশ্রয় পেতে। আর চুক্তিমত ভারতীয় ফৌজ গেল ১৯৭৩-এর এপ্রিলে চোগিয়ালের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ দমনে। মে মাসের ৮, স্বীকৃত হল শাসন ক্ষমতায় জনগণের অধিকার। ১৯৭৩-এর ২৩শে এপ্রিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আর ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৫ গণ-রায়ে (৯৭%) সিকিম হল ভারতের ২২-তম রাজ্য।

সীমান্ত রাজ্য তিব্বত আজ চীনের দখলে। তাই প্রতিরক্ষার স্বার্থে অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে সিকিম। গড়ে উঠেছে রাজপথ সীমান্ত বরাবর। ছুটেও চলেছে ব্যস্ততম সামরিক যান এপথে। এমনকি সিকিমের পথে সামরিক ক্যারাভানকে জায়গা দিতে থমকে দাঁড়ায় যাত্রীগাড়ি চলতে-ফিরতে। এই কিছুকাল আগের হিমালয়ের এক শ্যাংগ্রিলা সিকিমে আজ নবোদ্যমে রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, বিদ্যুৎ, জল, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অতি দ্রুতগতিতে গড়ে উঠছে।

পথশোভা মনোরম। মহানন্দা স্যাঙ্কচুয়ারির মাঝ দিয়ে গাড়ি চলে। করোনেশন ব্রিজ, সেবক ব্রিজকে পাশ কাটিয়ে কালীঝোরা পেরিয়ে গাড়ি পৌঁছায় তিস্তা বাজারে। নতুন ব্রিজে তিস্তা পেরিয়ে আরও এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শেষ হতে রংপুতে সিকিম রাজ্যের শুরু। এপথে আরও যেতে সিংতাম। এই সিংতাম হয়েই পথ গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম অর্থাৎ সিকিমের দিকে দিগন্তরে। সারি সারি উল্টে রাখা ইস্কাবনের মতো নিথর ঝাউ, সপ্রতিভ বার্চ, প্রগলভ পাইন, আর বিষণ্ণ দেবদারুর ফাঁকে ফাঁকে দূরে-দূরান্তে শ্বেত-শুভ্র কিরীট ভালে পাহাড়শ্রেণী। সূর্যোদয়ের মনোহারিত্ব চিত্ত জয় করে। উদিত সূর্য ফাগ খেলে সারা হিমালয়ের সাথে সিকিমে।

আর বিমান যাত্রীদের 1 3 5 দিন ১০-৩০, 4 7 দিন ১২-৫০এ কলকাতা ছেড়ে ৫৫ মিনিটে ২৬৪০/১৭৮৪ টাকায় বাগডোগরায় পৌঁছে সিকিম ট্যুরিজমের বাসে বা প্রাইভেট বাসে বা ট্যাক্সিতে ১২৪ কিমি দূরের গ্যাংটক যাবার ব্যবস্থা। ফেরার পথে সকাল ৭-০০টায় গ্যাংটক ছেড়ে বাগডোগরায় আসছে বাস। বিমান আসছে গুয়াহাটি/ইম্ফল/ দিল্লী থেকেও বাগডোগরায়। IAC-র দপ্তর বসেছে গ্যাংটকের Tibet Rd, ✆ 23099-এ। আর 2 4 6 দিন বায়ুদূতের উড়ান যাচ্ছে ১০-৩০এ কলকাতা ছেড়ে ১১-৫০এ কোচবিহার পৌঁছে ১২-৩০এ বাগডোগরায়। ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে।

রেল পৌঁছায়নি সিকিমে। তবে, রেলের সিটি বুকিং বসেছে (৯-৩০—১১-৩০ ও ১৩-৩০—১৪-৩০) SNT বাস স্ট্যান্ডে, ✆ 22016. ট্রেন যাচ্ছে গ্যাংটকের রেল সংযোগকারী স্টেশন পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি জং হয়ে ভারত রাষ্ট্রের দিগ্বিদিকে। শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক ৩১ এসে সেবকে ৩১-এ হয়ে তিস্তাবাজারে তিস্তা পেরিয়ে আরও ১ কিমি যেতে ডানহাতি কালিম্পঙের পথ ছেড়ে সোজা উর্ধ্বমুখী পথ গিয়েছে গ্যাংটকে। তিস্তা সেতু পেরিয়ে ২৫ কিমি যেতে Rangpoতে সিকিম রাজ্যের শুরু। দার্জিলিং থেকেও পথ এসে মিলেছে তিস্তাবাজারে। সরকারি ও বেসরকারি বাসে সংযোগও গড়েছে ত্রয়ীর সঙ্গে গ্যাংটকের। দূরত্ব—শিলিগুড়ি ১১৪, দার্জিলিং ৯৭ আর কালিম্পং ৭৫ কিমি।

শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে NBSTC-র বাস যাচ্ছে ৬-০০ ও ১৫-০০টায় গ্যাংটক। আর একই স্ট্যান্ড থেকে ৬-৩০, ৭-১৫, ৮-০০, ৯-০০, ৯-৩০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৫-০০টায় Hill Region Mini Bus Owners Association-এর সিকিম বিউটি, সিকিম গ্লোরী, অপ্সরা, জয়শ্রী যাচ্ছে ৭-০০ ডিলাক্স, ৮-৩০, ১১-০০, ১২-১০, ১৩-০০, ১৩-০০ ডিলাক্স, ১৪-০০টায়। এদের ভাড়া ৫৮, ডিলাক্স বাসে ৮০; সময় নেয় ৫½ ঘণ্টা। বিপরীতে সামান্য ডাইনে থেকে সিকিম ন্যাশানালাইজড ট্রান্সপোর্ট (SNT) যাচ্ছে ৭-০০ ডিলাক্স, ৮-৩০ মেল, ১১-০০, ১২-১০, ১৩-০০, ১৩-০০ ডিলাক্স, ১৪-০০টায়; শিলিগুড়ি ফেরে SNT-র বাস ৬-২০, ৬-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-০০ ডিলাক্স, ১০-০০, ১১-০০ ডিলাক্স, ১২-১৫য়; সময় নেয় পাঁচ ঘণ্টা। দুই বাস স্ট্যান্ডের মাঝ থেকে জিপ যাচ্ছে শেয়ারে ৮০.০০ টাকায় প্রতিজনা। মারুতি ভ্যান যাচ্ছে ৮৫০-১০০০ টাকায় শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক।

দার্জিলিং GPO-র কাছ থেকে SNT-র বাস আসছে ১৩-০০টায় ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় ৬৫ টাকায়, বিপরীত থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে সকাল ৭-০০টায়। টিকিটের যথেষ্ট চাহিদা এপথে। সুপারবাজার থেকেও নানান প্রাইভেট সংস্থা যাচ্ছে গ্যাংটক। প্রাইভেটে দিনে দিনে, আর SNT-র বাসে ৭ দিন আগে থেকে অগ্রিম বুকিং। কালিম্পং থেকে SNT-র জিপ যাচ্ছে ৬-০০, ৬-৩০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-৩০, ১৩-২০, ১৪-১০, ১৪-৩৫এ; বাস যাচ্ছে ৭-১৫, ১৩-০০টায়। সময় নেয় জিপে ২½, বাসে ৩½ ঘণ্টা; ভাড়া ৩৭/৫৫। প্রাইভেট Guransh Travel-এর জিপ যাচ্ছে ৬-০০, ৭-৩০, ১৩-২০, ১৪-১৫, ১৪-৪৫এ। এদেরও ভাড়া ৫৫; সময় লাগে একই। ফেরেও নিয়মিত গ্যাংটক থেকে এরা। আর মেলে ল্যান্ডরোভার এপথে। এমনকি ১২৫ কিমি দূরের NJP থেকে জিপ/ল্যান্ডরোভার মেলাও অস্বাভাবিক নয় দার্জিলিং মেলের যাত্রীদের। জিপ ও ল্যান্ডরোভারে দুটি শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে বসে চলার পথ সুন্দর দেখতে মেলে। ড্রাইভারের পাশেও আগেভাগে আসন নিতে পারেন। আর পেছনের সিটে ভাড়ায় কিছুটা সাশ্রয় মিললেও দর্শনে ঘাটতি ঘটে।

এমনকি SNT-র বাস প্রতিদিন ১৯-৩০টায় কলকাতা (ধরমতলা) ছেড়ে শিলিগুড়িতে লিঙ্ক ধরে ২১০ টাকায় গ্যাংটক যাচ্ছে ১৬½ ঘণ্টায়; ফেরে ১৪-০০টায় গ্যাংটক ছেড়ে পরদিন সকাল ৭-০০টায় কলকাতায়। এদের টিকিট: Sikkim Tourism, 4-C, Poonam Building, 5/2 Russel St, Cal-17, (৪ দিন আগে) বা SNT, 22 Rabindra Sarani, ✆ 268593 (১ দিন আগে) আর গ্যাংটকে Hotel Tashi Delek, M G Marg-এ মেলে। শহরে চলছে মিটারহীন মারুতি ট্যাক্সি, জিপ, মিনি বাস ও ভ্যান-ট্যাক্সি।

গ্যাংটক

সিকিমের নতুন রাজ্যপাট বসেছে ৯৫৪ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত পূর্ব সিকিমে ১৫৪৭ মি উঁচু *গ্যাংটক* অর্থাৎ মহিমান্বিত পাহাড় চুড়োয়। তবে অতীতে রাজ্যপাট ছিল ২১ কিমি দূরের Tumlong-এ। ছোট্ট শহর গ্যাংটক, সাজানো গোছানো পটে আঁকা ছবি যেন। পুরো শহরটাই সোজা গিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়েছে। ঘণ্টা তিনেকে দেখে ফুরিয়ে ফেলা যায়। তবে এর আকর্ষণ প্রাকৃতিক শোভা—যার কোনো শেষ নেই। শহর থেকে সামান্য পশ্চিমে গেলে বিশ্বখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিবিড়ভাবে দেখতে মেলে। তুষারাচ্ছন্ন গিরিশিখর—পানদিম, নরসিং, সিনোল চু-ও দৃশ্যমান। সিকিমের আর এক আকর্ষণ গুম্ফা। সারা রাজ্যে গুম্ফার সংখ্যা ১৪০। শহরের সূচনাও ১৭১৬য় গুম্ফা গড়তে। শহর থেকে জহর মার্গ ধরে ৫২ কিমি যেতে তিব্বত সীমান্ত। ১৪৩০০ফুট উঁচু নাথু-লা পাসের দূরত্ব ৫৯ কিমি। ভারতভুক্তির পর পর্যটক আকর্ষণ বাড়ছে দুর্দম বেগে। আর বাড়ছে শহর—আশপাশ চারপাশকে গ্রাস করে। ২৫০০০ লোকের বাস

শহরে। গ্রীষ্মে তাপমান থাকে ২০.৭°—১৩.১°, শীতে ১৪.৯°—৭.৭°সেন্টিগ্রেডে।

বাস থেকে নামতেই ৩ কিমি দূরে পাহাড় চুড়োয় ট্যুরিস্ট লজের শিরে জেল পেরুতেই ১৮৪০এ তৈরি **এনচে (Enchey) মনাস্ট্রি** অর্থাৎ গুম্ফা। তৈরি হয়েছে তান্ত্রিক গুরু Lama Druptab Karpa-র পুণ্যভূমে। ঝলমলে সাজে নানান দেবদেবীর সমাবেশ ঘটেছে। দ্বিতলে লাইব্রেরিও বসেছে *এনচে* অর্থাৎ *দ্য প্লেস অব সলিটুড*-এ। লামা নৃত্যের মুখোশের সংগ্রহ উল্লেখ্য। ডিসেম্বরে *ছাম*(Chaam) অর্থাৎ লামা নৃত্যের উৎসবও হয়। লজের নিচুতে ব্রিটিশ তথা ইন্ডিয়ান রেসিডেন্সি। অনতিদূরে ছাপাখানার কাঁধে ভর করে সেক্রেটারিয়েটের নিচুতে পাহাড় ঢালে সারনাথের রেপ্লিকা রূপে গড়ে তোলা হয়েছে **মৃগ উদ্যান**। মূর্তিও হয়েছে সারনাথী মুদ্রায় বুদ্ধের। আর হয়েছে মিউজিয়ম মৃগ উদ্যানে। দ্বার রুদ্ধ হলেও অদূরেই **মহারাজার** (*চোগিয়াল*) **প্রাসাদ**, পাশেই রয়্যাল চ্যাপেল (Tsuk-La-Khang). দরবার হল্ অর্থাৎ মহারাজার বিধানসভা। এদের শিরে রাজভবন। কর্মজগৎ দেখার সুযোগ না থাকলেও হস্তজাত পণ্যের সম্ভার দেখা ও কেনা যেতে পারে সরকারি **ইনস্টিটিউট অব কটেজ ইনডাস্ট্রিজের** সেলস এম্পোরিয়ামে—দ্বিতীয় শনিবার, ছুটি ও রবিবার ছাড়া ৯-৩০—১২-৩০ ও ১৩—১৫-৩০টায়। এদের তৈরি কার্পেট, শাল, কম্বল, কাপড়ের পুতুল, মুখোশ, কাঠের নানান সম্ভার, আসবাবপত্র *(Bakus)*, ফোল্ডিং টেবিল *চোকসে (Choktye)* সিকিমিজ স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। এপথে সাঁইবাবার মন্দির রেখে আরও উত্তরমুখী যেতে শহর থেকে ৮ কিমি দূরে নর্থ সিকিম সড়কে **তাশী ভিউ পয়েন্ট** থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাউন্ট সিনিয়লচু তথা নৈসর্গিক শোভা দেখে নেওয়া যায়। সূর্যোদয়ে এদৃশ্য আরও মনোরম। DO-TA-BU অর্থাৎ পাথরের বাড়ি, তৈরি হয়েছে ১৯৪৫এ। বহুমূল্য স্মৃতিসম্ভারে গড়ে উঠেছে এই স্তূপ। তিব্বতীয় লালটুপি অর্থাৎ Nymgma-pa বৌদ্ধদের তীর্থবিশেষ। ১০৮ প্রেয়ার হুইল সমৃদ্ধ করেছে, আপনিও প্রদক্ষিণ করে পাপস্খালন করে নিন। লাগোয়া মনাস্ট্রি—মূর্তি হয়েছে ভারতীয় বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবার। পাথুরে বাড়ি অর্থাৎ স্তূপের অদূরেই রূপ পেয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তিব্বতীয় গ্রন্থের সম্ভার নিয়ে **রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব টিবেটলজি**। ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৫৭য় দালাই লামার হাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, আর অক্টোবর ১, ১৯৫৮-য় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাতে এর উদ্বোধন। ত্রিতল এই জ্ঞানভাণ্ডারে গবেষণা চলছে সারা বিশ্ব থেকে আসা জ্ঞানতাপসদের। একতলায় কিংবদন্তীতে ভরা সিল্কের এমব্রয়ডারি করা তঙ্খা, মূর্তি, নানান তিব্বতীয় সংগ্রহ, দ্বিতলে বিশ্বের অন্যতম সংগ্রহ মহাযান বৌদ্ধধর্মের ৩০০০০ পুঁথি; আর ত্রিতলে অজন্তা শৈলীর দেওয়াল চিত্র খুবই চমকপ্রদ। ছুটি ও রবিবার ছাড়া ১০—১৬-০০টায় খোলা। এর নিচুতে **অর্কিড ফার্মটিও** দর্শন তালিকায় অংশ জুড়েছে। সংগ্রহ উঁচু মানের না হলেও ৪০০-এরও অধিক ধর্মী অর্কিড দেখে নেওয়া যায়। শহর থেকে ১৪ কিমি দূরে রুমটেকের পথে **অর্কিডোরিয়াম** তথা ট্রপিক্যাল গাছ-গাছালির বাসর সাজিয়েছেন বন দপ্তর। পাহাড় চুড়োয় TV Tower লাগোয়া গণেশ মন্দিরটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। শহরের দৃশ্যও সুন্দর দেখে নেওয়া যায় পাহাড় থেকে। সিকিমে প্রথম ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার Claude Whiteএর স্মারক রূপে ১৯৩২এ গড়া ওয়াইট হলে আজ অফিসারস ক্লাব বসেছে।

গ্যাংটক থেকে সড়ক পথে		
শিলিগুড়ি	১১৪	কিমি
বাগডোগরা	১২৪	”
কালিম্পং	৭৫	”
দার্জিলিং	৯৭	”
গেজিং	১১২	”
মঙ্গন	৬৫	”
ইয়ুমথাং	১৪১	”
রুমটেক	২৪	”
ছঙ্গু লেক	৩৫	”
নাথু-লা	৫২	”
জোরথাং	৮৫	”
রংপু	৪০	”
সিংতাম	২৮	”

তেমনই মার্চ থেকে মে মাসে গ্যাংটক **ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যালও** আর এক দ্রষ্টব্য শহরের। ৬০০ধর্মী অর্কিড, ২৪০ধর্মী গাছ-গাছালি, ৪৬ধর্মী রডোডেনড্রন, ১৫০ধর্মী গ্লাডিওলি, নানানধর্মী ম্যাগনোলিয়া ছাড়াও নানানকিছু অংশ নেয় ফেস্টিভ্যালে। গ্যাংটকের অন্যতম লাল টুকটুকে পপি ফুলও আকর্ষণ বাড়ায় প্রদর্শনীর।

গ্যাংটকের আর এক আকর্ষণ ১৯৯২এ গড়া ভারতের একমাত্র প্রজাপতি পার্ক। চার শতাধিক ধর্মী রঙবেরঙের প্রজাপতির আকর্ষণে অনবদ্য।

চিত্রসূচী: তিন

২৭ পেলিং-এ সূর্যোদয় ছবি দেবাঞ্জন প্রামাণিক *২৮ সিংশোর ব্রিজ* ছবি মৃণাল দত্ত *২৯ রাবডান্টসের পাথরের করোনেশন থ্রোন* ছবি হিন্দুস্তান ট্রাভেলস *৩০ এখলাখি মসজিদ* ছবি মৃণাল দত্ত *৩১ রুমটেকের মনাস্ট্রি* ছবি মৃণাল দত্ত *৩২ বিশ্বশান্তি স্তূপ—রাজগীর* ছবি পর্যটন দপ্তর *৩৩ গোলঘর—পাটনা* ছবি পর্যটন দপ্তর *৩৪ পাওয়াপুরী* ছবি পর্যটন দপ্তর *৩৫ নালন্দার ধ্বংসাবশেষ* ছবি বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত *৩৬ পাটনা শহর* ছবি পর্যটন দপ্তর *৩৭ আগরতলা প্রাসাদ তথা অ্যাসেম্বলী* ছবি অশোক বসু *৩৮ অসমের পথে অর্কিড* ছবি পর্যটন দপ্তর *৩৯ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির* ছবি অশোক বসু।

পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব নয় গ্যাংটক শহর। আবার শ'আড়াই টাকার চুক্তিতে প্রাইভেট ট্যাক্সি নিয়ে ঘণ্টা তিনেকে সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন। আর SNT বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে সিকিম ট্যুরিজমের Tourist Information
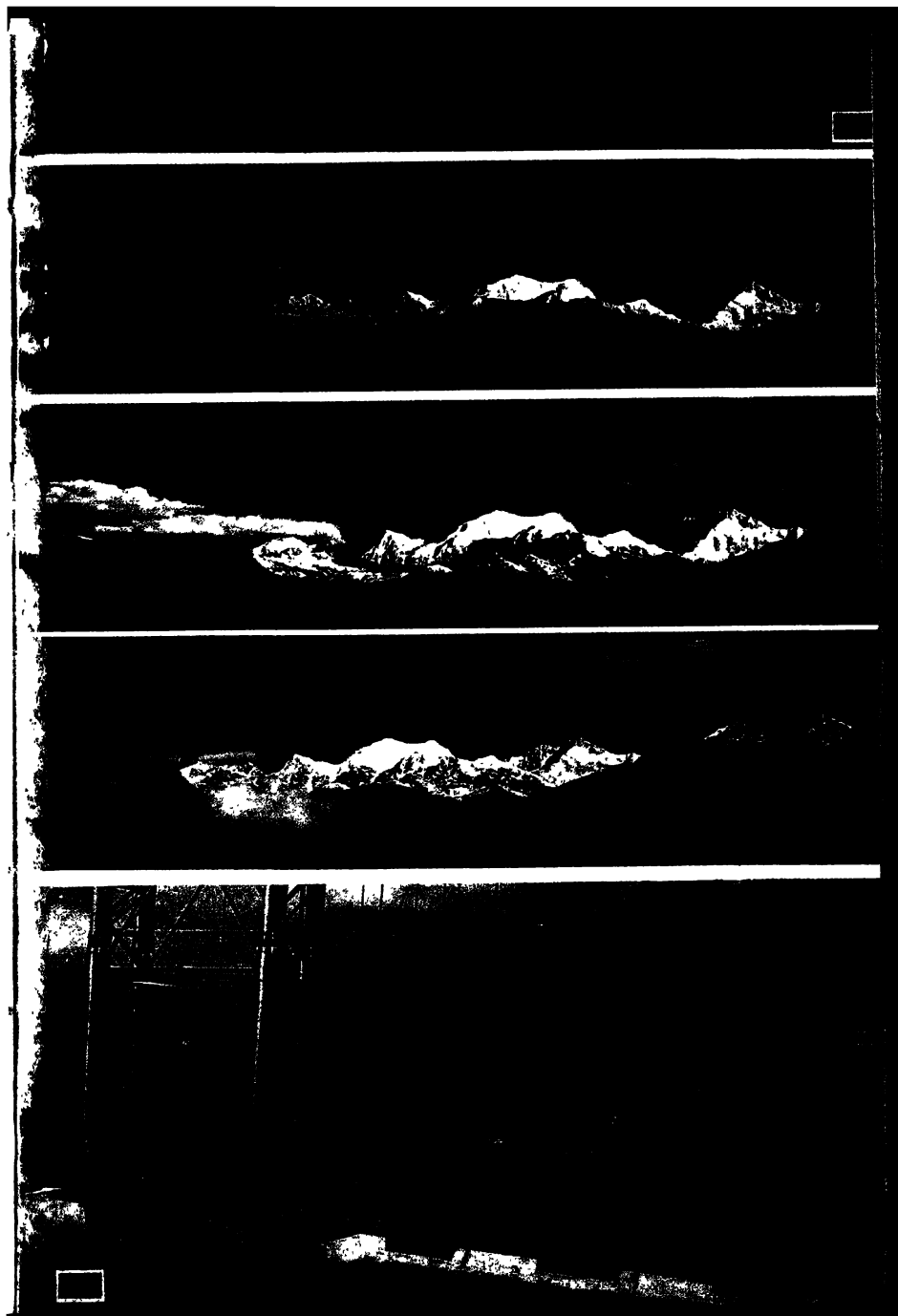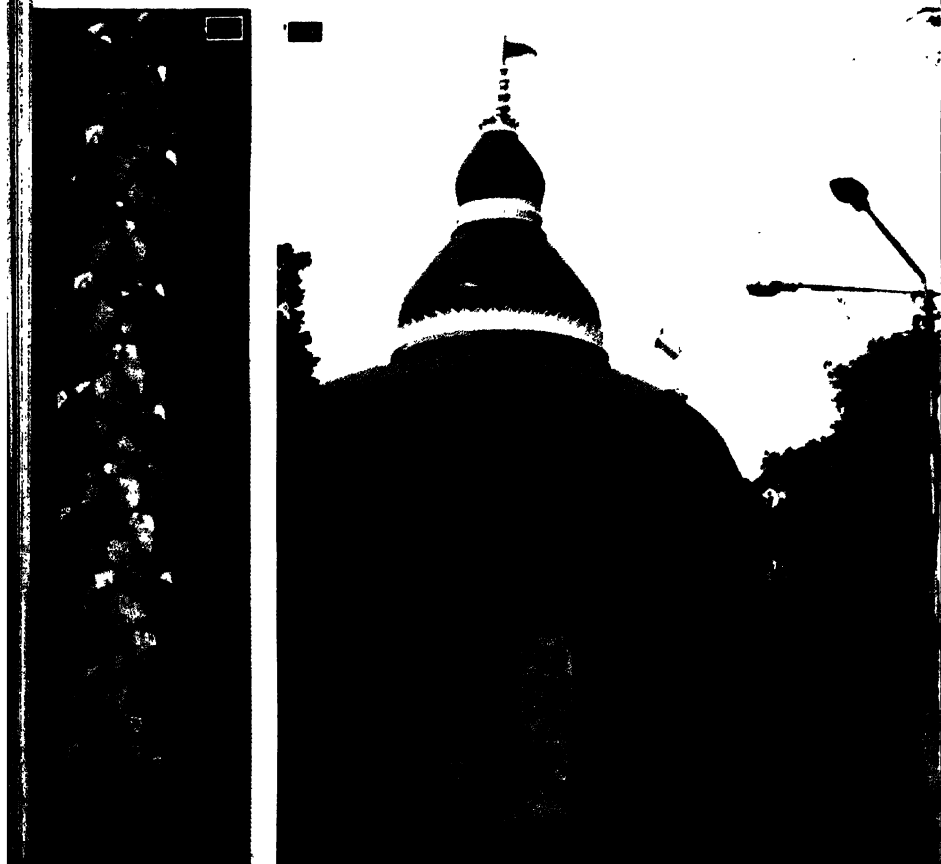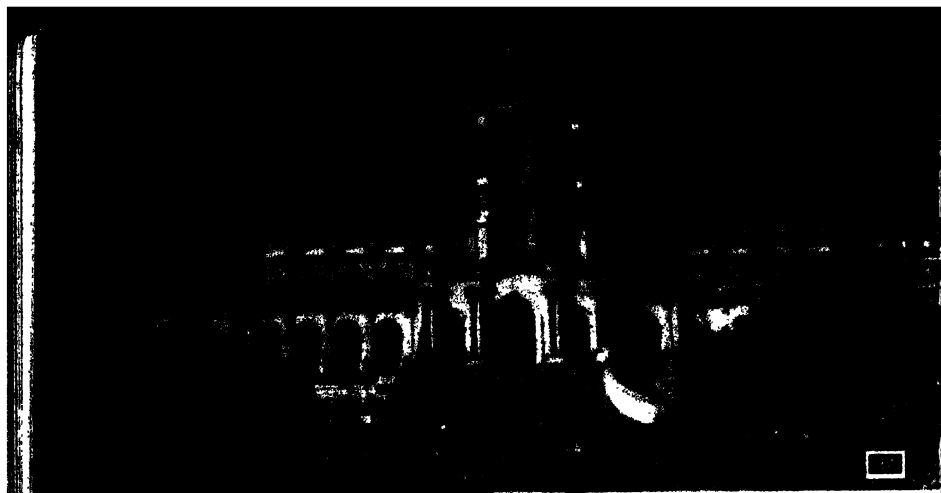
Centre, M G Road, ✆ 22064 (রবি ছাড়া প্রতিদিন ৮-০০--১৬-০০টায় খোলা), মিনি কোচ বা কার ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুন আবার ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই নভেম্বরের মরসুমী পর্যটকদের সকাল ৯-৩০এ গিয়ে ১২-৩০টায় ফিরে শহর দেখিয়ে আনে। ভাড়া ৫০্। আর বিকালে ১৩-৩০টায় গিয়ে রুমটেক ও অর্কিডোরিয়াম দেখিয়ে ফেরে ১৬-৩০টায়। এ-ট্যুরেরও ভাড়া ৬০্ করে। তাশী ভিউ পয়েন্ট যাচ্ছে ২৫ টাকায়। নাথু-লা মুখী ৩৫ কিমি দূরের ১২৪০০ ফুট উঁচু ছঙ্গু লেক যাচ্ছে (৮—১৪-৩০) ১৩০ টাকায় এরা। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। তবুও কেমন যেন এলোমেলো এদের পর্যটন দপ্তর, তেমনই অনাচার আর অনিয়মে ভরা SNT-র ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস। তবে সহজ, সরল, বন্ধুবৎসল সিকিমের মানুষজন। শিলিগুড়িতেও দপ্তর বসেছে Sikkim Tourist Information Centre, SNT Colony, Siliguri, ✆ 24602-এ। এছাড়া M G Road ও Tibet Rd থেকে নানান ট্র্যাভেল এজেন্ট—ব্লু স্কাই ট্যুরস ✆ 23330, মার্কোপোলো ওয়ার্ল্ড ট্রাভেলস ✆ 24116, মৈনাক ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস ✆ 25127, ময়ুরস ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস ✆ 24462, সিনিয়লচু ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস ✆ 24213, এভারেস্ট ট্যুরস অ্যান্ড ট্রেকস ✆ 22556, পোটালো ট্যুরস অ্যান্ড ট্রেকস ✆ 24434 যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে সিকিম প্যাকেজে। গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

১৫ দিনে সিকিম ভ্রমণ

১ম দিন কালিম্পং/দার্জিলিং/শিলিগুড়ি থেকে বাস বা জিপে ঘণ্টা পাঁচেকে গ্যাংটক পৌঁছান। বিকালে শহর বেড়ানো। ২য় দিন সকাল ৯-০০টায় গিয়ে ছঙ্গু বিহার করে শহরে ফিরুন ১৫-০০টায়। ৩য় সকালে শহর আর বিকালে রামটেক বেড়িয়ে নিন শ'পাঁচেক টাকায় মারুতি ভ্যানে। ৪র্থ সকালে জিপে ৩ দিন ২ রাতের উত্তর সিকিম প্যাকেজে লাচুং-ইয়ুমথাং-কাটাও বেড়িয়ে ৬ষ্ঠ দিন সাঁঝে গ্যাংটক ফিরে রাতের অবস্থান। ৭ম দিন রাবাংলা পৌঁছান ঘণ্টা তিনেকে। ৮ম দিন মৈনাম পর্বত বেড়িয়ে নিন রাবাংলা থেকে ট্রেক করে। ৯ম দিন সকালে পেলিং চলুন বাস বা জিপে লেগশিপ/গেজিং/পেমিয়াং-শি হয়ে। ১০ম দিন পেলিং শহর দর্শন কনডাকটেড ট্যুরে। ১১শ দিন পায়ে পায়ে হিমালয় দর্শন। ১২শ দিন সকালের জিপে শিলিগুড়ি/NJP ফিরে ট্রেন ধরুন ঘরপানের। উৎসাহীরা আরও ৩ দিন গ্রেস জুড়ে ফুলের উপত্যকা ভার্সে বেড়িয়ে নিন পেলিং বা জোরথাং থেকে। সিকিমে রডোডেনড্রন ফুল তোলার লোভ সম্বরণ করুন চলার পথে। সিকিমের জাতীয় বৃক্ষ রডোডেনড্রন—ফুল তোলায় ৫০০্ জরিমানা। জাতীয় পাখি এদের—রেড ফেজেনট; আর জাতীয় পশু—রেড পান্ডা।

রুমটেক গুম্ফা: গ্যাংটক থেকে ২৪ কিমি পশ্চিমে শহরের বিপরীতে Ranipool Valley-র শিরে ৫৫০০ ফুট উচ্চে বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী রুমটেক ধর্মচক্র সেন্টার তথা গুম্ফা।

গ্যাংটক থেকে দিনের একমাত্র বাস যাচ্ছে প্রতিদিন ১৬-০০টায় ছেড়ে ১ ঘণ্টায় রুমটেকে; ফেরে পরদিন সকাল ৮-০০টায়। বাসযাত্রায় দু'রাত থাকা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে রুমটেক দেখে ফিরতে। তাই উচিত হবে রাজ্য পর্যটনের প্যাকেজ ট্যুরে বা ৩০০ টাকায় ট্যাক্সিতে রুমটেক দেখে ফেরা। ৮৫-১৫০ টাকায় সাধারণ মানের হোটেলও আছে রুমটেকে। মনাস্ট্রি চত্বরে *The Kunga Delak H.* বাথ সংলগ্ন ঘর মিললেও জলাভাব নোংরা করে তুলেছে সারা হোটেলকে। সামান্য নিচুতে *H Sangay,* বিছানাপত্র সবই মেলে; দুইয়ের মধ্যে ভালই। আর হয়েছে নবতম *Shambala Mountain Resort,* ✆ (03592) 30766, AP-S ১৮০০ D ২৫০০।

চতুর্থ চোগিয়ালের তৈরি মূল মনাস্ট্রিটি ভূমিকম্পে বিনষ্ট হতে মনাস্ট্রি হয়েছে নতুন করে রুমটেকে। ১৯৬০এ চীনের দখলে তিব্বত যেতে তিব্বত থেকে এসে *Kagyu-pa* সম্প্রদায়ের ১৬তম গুরু *গেলওয়া কর্মা পা (Gyalwa Karma-pa)* আশ্রয় নেন সিকিমে। মৃত্যুও ঘটে গুরুর ১৯৮২তে রুমটেকে। চোগিয়ালের দেওয়া ভূমিতে ১৯৬৮তে গড়ে তোলেন তিব্বতের *ছোফুক গুম্ফার* রেপ্লিকা রূপে মনাস্ট্রি রুমটেকের পাহাড় ঢালে ধাপে ধাপে। গুম্ফার পিছে গুম্ফা—মাঝে ছোট্ট আর এক। ধর্মচক্র হয়েছে, আর হয়েছে দু'টি স্বর্ণহরিণ, সোনার বুদ্ধ ও বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত সোনার স্তূপ। চুড়োও সোনায় মোড়া। তেমনই আঁধারি প্রার্থনা ঘরটির গাম্ভীর্যও আকর্ষণ করে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের নানান গাথা ম্যুরালে রূপ পেয়েছে ১৭১৭ সালে তৈরি বর্ণাঢ্য এই মনাস্ট্রিতে। সম্প্রতি ধর্মচক্র সম্প্রদায়ের মূল দপ্তর বসেছে। আর আছে ১৯৬০এ গড়া বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতির Rumtek Dharma Chakra Centre. জুনে *সো চু ছাম* ছাড়াও উৎসব লেগে আছে বছরভর রুমটেকে। লামাদের মুখোশ নাচ উৎসবের আর এক অঙ্গ। প্রকৃতির গড়া বটানিক্যাল গার্ডেন তথা চিড়িয়াখানা মধুময় করে তুলেছে পরিবেশকে। নতুন মনাস্ট্রির ১ কিমি দূরে ৪র্থ চোগিয়ালের কালের পুরাতন মনাস্ট্রিটিও উচিত হবে পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া। সংস্কার হয়েছে ১৯৮৩তে, চিত্রিতও হয়েছে নতুন করে। ৯ শতকের গুরু পদ্মসম্ভবার পায়ের ছাপও রয়েছে পাথর খণ্ডে।

ছঙ্গু লেক: গ্যাংটক ভ্রমণে অন্যতম আকর্ষণ ১২৪০০ ফুট উঁচুতে Tssango Lake. চীন (তিব্বত) সীমান্তের নাথু-লা মুখী ৩৫ কিমি দূরে গ্যাংটক-নাথু-লা হাইওয়েয় বরফ রাজ্যের নয়নলোভন প্রকৃতির মাঝে মাইলখানেক লম্বা, আধ মাইল চওড়া; ৫০ ফুট গভীর পবিত্র এই লেক। লেক থেকে ১৭ কিমি দূরে ১৪৪০০ ফুট উঁচু নাথু-লা গিরিবর্ত্ম অর্থাৎ তিব্বত তথা চীন সীমান্ত। সারাপথে চড়াই-এর আধিক্য—মেঘেরা নেমে এসে পথ রোধ করে; ২½ ঘণ্টার

পথ। মে-আগস্টে রডোডেনড্রন, প্রিমূলা, পপি ফুলেরা রমণীয় করে তোলে এপথ। চারপাশে প্রাচীর হয়ে তুষারমৌলী পাহাড়শ্রেণী—স্বচ্ছ টলটলে জল, লেকের জলেও বরফ ভাসে। ১৯৮৮-৮৯এ একই দিনে ১২৫ cm বরফ পড়ে রেকর্ডও গড়েছে ছঙ্গু। আর আছে ছঙ্গুবাবার মন্দির, নানা রঙের প্রেয়ার ফ্লাগ, দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের প্রিমূলা গার্ডেন। লেকের ধারে প্রার্থনা করে সাঁকোতে রঙিন রুমাল বাঁধায় প্রার্থনাও ফলে। সাঁকো পেরিয়ে বিচরণ করুন বরফ রাজ্যে। বরফে চলার সাজ-সরঞ্জাম ভাড়ায় মেলে ৫০-এরও অধিক দোকানে। চমরী গাই অর্থাৎ ইয়াক ও পনি মেলে— বিহার করুন পিঠে চেপে। উচ্চতা হেতু শীতের আধিক্য। জনবসতি নেই। মরসুমে চা ও আহার মেলে। আর হচ্ছে ITDC-র উদ্যোগে সিকিম রাজ্য পর্যটনের ব্যবস্থাপনায় *ক্যাফেটেরিয়া।* তবুও উচিত হবে ছঙ্গু যাত্রায় শহর থেকে প্যাকেট লাঞ্চ সঙ্গী করা। আর হয়েছে Kyongnosla Alpine Sanctuary বরফ রাজ্যের জীব-জন্তু-ফুল আর তরুর সম্ভার নিয়ে ছঙ্গুকে ঘিরে।

সীমান্তবর্তী এলাকা—ছবি তোলায় নানান মানা। চলা-ফেরায়ও বিধিনিষেধ নানান। Restricted Area Permit লাগে ভারতীয়দের Superintendent of Police, Gangtok, আর বিদেশীদের Department of Tourism, Govt of Sikkim, M G Marg, Gangtok থেকে। আর, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আঞ্চলিক সেনা প্রধানের বিশেষ অনুমতিতে নাথু-লার দর্শন মেলে। মরসুমে শহর থেকে শতাধিক জিপ ও মারুতি ভ্যান যাচ্ছে ১৩০ টাকায় ৯—১৪-০০টায় ছঙ্গু বেড়াতে। প্রয়োজনীয় RAP সংগ্রহ করে চালকেরা একদিন আগের বুকিং-এ। এককভাবে ৮৫০ টাকায় জিপ, ৬০০ টাকায় ৩ যাত্রীর মারুতি ভ্যান মেলে ছঙ্গু বিহারে।

দার্জিলিং থেকে ট্রেক করে গ্যাংটক: *এছাড়া হিমালয়কে যাঁরা আরও নিবিড় করে পেতে চান তাঁদের জন্য হাঁটা পথ গিয়েছে দার্জিলিং থেকে গ্যাংটক। এমন পথও আছে ৩টি। তিন রাত পথে কাটিয়ে চতুর্থ দিনে গ্যাংটক পৌঁছানো যায় এপথে। দার্জিলিং থেকে প্রথম ১৩ কিমি উতরাই নেমে বাদামতাম হয়ে চড়াই পথে ১৬ কিমি গিয়ে সিকিম রাজ্যে ৫২০০ফুট উঁচু নামচিতে সিকিম সরকারের ডাকবাংলো/ প্রাইভেট হোটেলে ১ম রাত, নামচি থেকে ১৮ কিমি দূরে ৪৮৮০ ফুট উঁচু টেমির বাংলোয় ২য় রাত। অরণ্যের শোভা তৃপ্ত করে যাত্রীদের এপথে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে Rathong হিমবাহ থেকে জাত রঙ্গীত নদী—সবশেষে নাথু-লাও ক্লান্তি দূর করে পথশ্রমের; টেমি থেকে ১১ কিমি উতরাই নেমে সেতুতে তিস্তা পেরিয়ে আরও ৮ কিমি গিয়ে ৪৫০০ ফুট উঁচু সাং-এর বাংলোয় ৩য় রাত কাটিয়ে ৪র্থ দিনে ১০ কিমি চড়াই পথে রুমটেক পৌঁছে আরও ১৪ কিমি গিয়ে গ্যাংটক পৌঁছে যান। সারা পথের নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়।*

উৎসাহীরা গ্যাংটক থেকে ২০ কিমি দূরের ৫২৮০ হেক্টর ব্যাপ্ত **ফামবাংলো** (Fambong Lho) **ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিটিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাস ও জিপ যাচ্ছে এপথের ১৪ কিমি দূরের পাংথাং গ্রামে। পাংথাং থেকে ৬ কিমি ট্রেক করে স্যাঙ্কচুয়ারি। ৭০০০ ফুট উচ্চে কাঠের টাওয়ার থেকে রেড পান্ডা, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ছাড়াও নানান জন্তু দেখে নেওয়া যায়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ২ ঘরের বনবাংলোয়। বাংলোর বুকিং ও স্যাঙ্কচুয়ারি প্রবেশের অনুমতি পেতে—ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, ফাম-বাংলো ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, দেওরালি, গ্যাংটক, সিকিম, PC-737102কে লেখা যেতে পারে। গাইডও মেলে বনবাংলোয়। তবে, জিপ বা বাসে পাংথাং পৌঁছে ঘণ্টা পাঁচেকে যাতায়াতে ১২ কিমি ট্রেক করে দিনান্তে গ্যাংটক ফেরা যেতে পারে।

দার্জিলিং পাহাড় আজ স্বাভাবিকতা পেতে পর্যটক চলেছেন দার্জিলিং বেড়িয়ে সিকিমে। যাত্রী সমাগম অস্বাভাবিক বেড়ে যেতে সাধারণ মানের হোটেল রেটও আজ আকাশছোঁয়া। হোটেলও হচ্ছে নিত্য নতুন গ্যাংটক শহরে। শহরে ঢোকার মুখে ১ কিমি আগে Gangtok, STD 03592, PC- 737101এ—*Kanchan View*, NH-31A, ✆ 22762, SAB ১৫০, DAB ২৫০, TAB ৩০০, থেকে, তারও আগে *Dolphin Inn,* S ১৫০, D ২২৫-৩৫০। *H Panda International,* DAB ৬৫০, ৮৫০, ১২৫০, কল বুকিং, শিবশক্তি ট্রাভেলস, ✆ 261416/4408124, বাস থেকে নামতেই বিপরীতে *Paradise L,* SAB ৮৫, DAB ১৭৫-২৫০, TAB ২৭৫; বামহাতি *H Woodlands,* M G Rd, ✆ 23414, SAB ১৫০, DAB ২৭৫, TAB ২৫০, থেকে, কল বুকিং: ✆ 4756051/ 277006; এদের কোনো কোনো ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেলেও অব্যবস্থা যেন পদে পদে। বিপরীতে বিধানসভা, বামে *H Hungry Jack,* ✆ 22276, DAB ৩৫০- ৪২৫, কল বুকিং ✆ 4714633, লাগোয়া *Sunny GH,* DAB ৩৫০-৪৫০, TAB ৪৫০; অবস্থান ও ব্যবস্থাপনা ভালই। *Azev's GH,* AP-S ২৫০, ২৭৫, ৩৫০, কল বুকিং: ✆ 5515811/5503905/2206953/ 5579204; বামে *H Sher-E Punjab* SCB ১৫০, DCB ২০০, DAB ৩০০, TAB ৩৫০; *H Central,* NH-31A, ✆ 22105, SAB ৬৫০, DAB ৯০০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০; কল বুকিং: ✆ 2260401; *View Point L,* below Bus Stand, ✆ 22549, DAB ৩০০-৪৫০; বাঙালির ব্যবস্থাপনায় *Lotus L,* below Bus Std, DAB ২৭৫-৪২৫, আহার্যেও বাঙালিয়ানা এদের; কল বুকিং: Kundus Hotel Booking, ✆ 275959/5509128.

অ্যাসেম্বলী হাউসের কাছে Kazi Rd-এ—*Canaan L,* ✆ 23363, AP-D ৫০০, ৫৫০, AP প্রথায় ছয় বেডের স্যুইটে ২০০, প্রতিজনা, গ্রুপে রিবেট মেলে, কল বুকিং: Hindusthan Travels, 183/2, Lenin Sarani, 2nd floor, Cal-13, ✆ 274893; *H Gochala,* ✆ 22344, কল বুকিং: ✆ 276714.

H Blue Heaven, Hospital Point, ✆ 23837, DAB ৪৫০, ৬৫০, TAB ৫৫০, ডর্মি বেড ১০০, কল বুকিং: Anjan Banerjee, Tourist Information Centre, 4-C, Poonam Building,

5/2 Russell St-17, ✆ 298933/Guwahati ✆ 560120/Delhi ✆ 3015346.

SNT বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Paljor Stadium Rd-737101-এ বাঁয়ে হাসপাতাল/GPO রেখে—*Tendong L; H Lhakhar,* DAB ১২৫-২৫০; *H Asia,* ✆ 23814, DAB ২৫০ ৪৫০, ৬০০, বাঙালির আহারও মেলে এদের রেস্তোরাঁয়। *H Vinayak,* ✆ 23474, DAB ৭০০; *H Palkhil,* DAB ৩০০ ৩৫০, TAB ৪৫০; ঢাল নেমে বাঁয়ে *H Alankar Lodge,* DAB ২০০,২৫০,৩০০, TAB ৩০০, ৩৫০, AP প্রথায়—৩ জনের দলে ১৬০, চারজনের দলে ১৫০, প্রতিজনা। *H Mount View,* ✆ 23647, DAB ৩৭৫-৬৫০; *H Starlit, H Norkhil,* beside Stadium, ✆ 23186, AP-S ২৪০০, D ২৮০০, স্যুইট ৩৩০০, কল বুকিং: 47 Park St, 5 Park Row, above Oasis Restaurant-16, ✆ 2269878. বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে *H Kasturi,* ✆ 24639, DCB ৩৫০, DAB ৪৫০, ৪৭৫, ৫৭৫, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *H Chumila,* ✆ 23361, SAB ১৫০, DAB ২০০, TAB ৩০০; **H Norbu Gang,* ✆ 50566, SAB ৪৫০, ৫০০, DAB ৫৫০, ৬০০, ৭০০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/2443779, তিব্বতীয় শৈলীতে গড়া বাড়িতে **H Tibet,* ✆ 22523, Fax (03592) 22707, SAB ৫২০, ৬৩০, ৭৫০, ৭৭৫, ১৩১০, DAB ৬৯৫, ৮৫০, ১০০০, ১০৩০, ১৭৫০, অবু: Kathmandu ✆ 470378, New Delhi ✆ 3713309, লাগোয়া সিকিম ট্যুরিজমের *H Mayur,* ✆ 22825, DAB ৪৫০-৮৫০, তবে হোটেলটি সাময়িকভাবে বন্ধ; *H Dreamland,* SAB ২০০, DCB ১৫০, DAB ৩০০, অবু: পাল ইলেকট্রিকস, চৌরাস্তা, অশোকনগর, নর্থ ২৪ পরগনা; *H Mt Jopuno,* ✆ 23502, SAB ৪০০, ৫০০, DAB ৪৫০, ৫৫০; *Swagat L,* ✆ 24295, DCB ৩০০-৫০০, DAB ৪৫০-৭০০।

SNT বাস স্ট্যান্ডের শিরে বামহাতি NH31A অর্থাৎ হাইকোর্টের পথে—*H Kharka,* ✆ 22395, DAB ৩০০, ৪০০, TAB ৩৫০, FAB ৪০০, AP প্রথায় প্রতিজনা ২০০, ২২৫, ২৭৫, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; লাগোয়া *H Top,* ✆ 23936, DAB ৪৫০, TAB ৫৫০, AP-S ২২৫, ৩০০; *Urbashi L,* DAB ৩৮০, রাজস্থানী আহারও মেলে এদের রেস্তোরাঁয়; *Rambasera G H, H Mount Olive;* near Community Hall, ✆ 25717, AP প্রথায় ২৭৫, ৩২০, কল বুকিং: 47, Bhupen Bose Avenue-4, ✆ 5550702. এপথেই আরও যেতে *Holiday Inn,* Development Area, ✆ 22707, D ৩২৫, ৩৭৫, ৪৭৫, ৫৫০, T ৪২৫, ৬৫০, F ৬৫০, স্যুইট ১২৫০, কল বুকিং: Biwi Travels, 57 Canal St, Cal 48; *H Paramount,* Development Area, ✆ 23896, AP-S ২২৫, ২৫০, ৩০০, EP প্রথায় D ৪০০, T ৪৭৫, F ৫৫০, S ৭০০, কল বুকিং: 47 Bhupen Bose Avenue-4, ✆ 5554652; শহরের কেন্দ্রবিন্দু TNHS Rdএ— WBTDC-র *H Mandar Tourist Lodge,* Development Area, ✆ 24314, AP প্রথায় DCB ৭০০, DAB ৮০০, ৯০০, ১২৫০, অবু: WBTDC, কলকাতা/ শিলিগুড়ি/দার্জিলিং।

বাস থেকে ১ কিমি দূরে Baluakhali, NH31-Aতে—বাঙালির ব্যবস্থাপনায় *H Cauvery,* ✆ 22697, AP-S ২০০, ২৫০, ৩০০; *H Diplomat,* ✆ 23003, AP-S ২২৫-৩০০, দুইয়েরই কল বুকিং: Dolphin Travels ✆ 278968; *H Madhavi,* ✆ 23820, S ২৫০-৪৫০, D৩৫০-৬৫০, কল বুকিং: ✆ 276714/2465171/2389476; *H Malancha; H Midway; H Meenakshi,* ✆ 26059, DAB ২২৫, ২৭৫, ৩০০, কল বুকিং: A Gupta, 123/1B, B B Ganguly St-12, ✆ 276708; *H New Green,* North Sikkim HW-737101, D ২৭৫-৫৫০।

প্রাইভেট বাসের শিরে SNT বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে বাঁক নিয়ে New Market তথা M G Marg-এর মুখে *Gangtok L,* DAB ৪৫০। ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার রেখে *Green H,* ✆ 22011, DCB ২০০, TCB ১৫০, SAB ১৫০, DAB ৩০০, ৪৫০, TAB ৪৫০, অতি সাধারণ মানের হোটেলটি অবস্থান মাহাত্ম্যে সদাই ব্যস্ত। বিপরীতে আর এক সাধারণ *H Kanchanjunga,* DCB ১৫০, TCB ২০০; অদূরে **H Karma,* ✆ 24258, DCB ১৫০, DAB ২০০, ২২৫, TAB ৩৫০, সাধারণ হলেও ব্যবস্থাপনায় ভাল, কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান তিনতলার নানান ঘর থেকে; পাশেই অতি সাধারণ *Rajasthan L.* বামহাতি ঢাল উঠে *H Rendezvous,* behind Telephone Exchange, NH-31A, ✆ 22199, Fax 03592-24626, SAB ৩০০, ৫০০, DAB ৫০০, ৭০০, TAB ৬০০, অবু: Help Tourism, Cal ✆ 294610

Star Cinema-র কাছে এম জি রোডে *হোটেল ওবেরয়,* বিপরীতে সিঁড়ি উঠেছে টঙে অর্থাৎ Nam Nang Rdএ—*The Retreat,* ✆ 24671, AP-S ৩৫০, D ৪৫০, ঘরোয়া পরিবেশ—আহারে অতুলনীয়, অবু: Blue Sky Travels, Calcutta ✆ 4746704; আর এক বাঙালির *H Tashi Thondup,* ✆ 24260, DAB ৪০০-৬০০, কল বুকিং: Horizon Travels, AA 265 Salt Lake City, Sector-I, ✆ 3342852/ Wonderlust, Golpark, ✆ 4640284, *H Teesta Rangit,* AP-D ২৫০, ৩০০, ৩৫০, কল বুকিং: Rumani ✆ 265438; *Sushanta Awaas,* ✆ 22110, D ২২৫-৩০০; *Sukkim G H,* ✆ 22277, D ৪৫০-৬০০।

বিপরীতে ঢাল নেমে *Jayashree L,* SCB ৪০-৮০, DCB ৬৫-১২৫, TCB ৮৫-১৬০; মুখোমুখি *New Jayashree L,* মান ও দাম একই। নিরামিষ আহার্যের জন্য দুই-এরই সুনাম আছে।

পরিবেশ মধুর না হলেও লালবাজারে *Deeki H,* ✆ 22402, DCB ১৭৫, DAB ২৫০, TCB ২৫০; বাজারের মাঝে *Ladenla H,* SCB ৮০, DCB ১৫০; পাশেই *Sonam H, H Lhasa,* Denzong Cinema Rd, DCB ১২৫, TCB ১৭৫, FCB ২২৫। *Green Hills,* Denzong Cinema Rd, Lall Bazar, D ৪৫০, T ৫৫০, ডর্মি ১০০; *H Marigold,* NH-1A, ✆ 24089, S ৩৫০, D ৪৫০। *Denzong Inn,* Denjong Cinema Complex, ✆ 22692, S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ১২৫০-২৫০০, কল বুকিং: ✆ 268593/2489014; বাস স্ট্যান্ড থেকে ১০ মিনিটের পায়ে হাঁটা দূরত্বে অবস্থান এদের।

H Orchid, ✆ 23151, DCB ২০০, DAB ২৫০-৩৫০, FAB ৩২৫-৪৫০, কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান এদের ঘরের জানালায়, কল বুকিং: ✆ 4680639; *H Norbu Samphel,* ✆ 22980, SCB ৩৫০, DCB ৪৫০; *H Bayul,* DAB ৪৫০, ৫৫০, ৬০০; *H Quality.*

বাঁয়ে ধাপ উঠে Tibbet Rd. সিধে চলেছে M G Rd. বাঁকের মুখে ডাইনে *H Geetanjali,* near Taxi Stand. Tibbet Rd-1এ *H New Merigold,* কল বুকিং: ✆ 2465171/2487181; *H Lhakpa,* DCB ১৫০, TCB ১৭৫, DAB ২২৫, TAB ২৫০; *H*

Mig Tin, DCB ১৫০, DAB ২৫০, ডর্মি ৪৫; *H Palbher*, ✆ 24254, D ৪৫০; *H Sonam Delek*, ✆ 22566, S ২২৫-৩৫০, D ৩৫০-৪৫০; *Modern Central H*, ✆ 24317, DAB ৩৫০, ৪৫০, কল বুকিং: ✆ 290401; *H Blue Sky*, DAB ২৫০, ৩৫০, ৪৫০, কল বুকিং: ✆ 2426592/2465171/4660536/4555236/2485677; *H Sunflower*, DCB ২৫০, DAB ৩০০, ৫০০, TAB ৪৫০, ৫৫০, কল বুকিং: S Chatterjee, 1st floor, R No-53, 14/2 Old Chinabazar St-1, ✆ 2429757.

এছাড়াও হোটেল আছে শহর জুড়ে আরও নানান। M G Marg-এ—**H Tashi Delek*, ✆ 22991, AP-S ২০০০, D ২৫০০, স্যুইট ৩০০০-৩৫০০, কল বুকিং: ✆ 2465171/268593; বিপরীতে বাঙালির *H Ben*, ✆ 24322, DAB ৩৫০, ৫০০, ৬০০, TAB ৪০০, কল বুকিং: Dolly Roy, 1 Nepal Bhattacharya St-26, ✆ 4666584/264476; বাঙালি মালিকানায় *Subash L*, কল বুকিং: Mitra Special ৬২ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট-৬৯, ✆ 4644707/277006; *H Doma*, DAB ২৫০, ৩০০, TCB ২৫০; *H Hill View*, New Market, ✆ 22669, S ৪৫০, D ৫৫০, ৬৫০; *H Himalchuli*, NH-31A, ✆ 22714, SAB ৪৭৫, DAB ৬৫০, স্যুইট ১০০০; *H Sherny* M G Marg, D ৩৫০, T ৪৫০, কল বুকিং: Mou Travels, 14 N S Rd, 1st Floor, Cal-1, ✆ 2201919; *H Dongkheala*, D ৫০০, ৬০০, ৬৫০, কল বুকিং: ✆ 4714633; *H Yum Thang*, Church Rd, ✆ 23841, D ৩৫০-৬০০, কল বুকিং: ✆ 4714633; *H Anola*, M G Marg, ✆ 24233, SAB ৫০০, ৫৭৫, D ৬০০, ৭০০, স্যুইট ১২০০, কল বুকিং: Linkage, ✆ 2465171/Diamond ✆ 276714; *Red Ruby*, D ৩৫০, ৪৫০; *H Siddhartha*, M G Marg, D ৩২৫, T ৪৫০, কল বুকিং: ✆ 2280025; *Glenz L*, কল বুকিং: 268/A, B B Ganguly St-12, ✆ 4405492/271976; *H Satyam*, NH 31A, Panihouse, S ৪৫০, D ৬৫০; *H Sunakhari*, Diesel P H Rd, S ২২৫-২৭৫, D ৩৭৫-৪৫০; *Holiday Home*, NH31A, ✆ 23076, S ৩০০, D ৪৫০। PS Rd-এ—*H Orient*, S ২০০, D ৩০০; অতি সাধারণ *H Sikkim*, D ২৫০, ৩০০; *Yuma Lodge*, near SNT Bus Std, কল বুকিং: Rumani, ✆ 265438; *H Soyang*, M G Marg, ✆ 22331, D ৬৫০, ৮৫০, ১২৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; *H Four Seasons*, DAB ৪৫০, ৫৫০, ৬৫০, কল বুকিং: ✆ 2465171/276714; *Bassera G H*, ✆ 22677, DAB ৩০০-৪৫০; *Crown L*, New Market, SCB ১২৫, DCB ২২৫; *Sunshine L*, New Market, DCB ২২৫, DAB ৩৫০; *H Hill Queen*, কল বুকিং: Ramkrishna Travels ✆ 3509199; দুইয়েরই অগ্রিম বুকিং—কলকাতা ✆ 4680237/5557182/4700407; *Neelam H*, *Shanti Bhawan*, অবু: দার্জিলিং স্টোরস; *H Valley View*, D ৩০০-৪০০, কল বুকিং: ✆ 5534397/2465171; *Annapurna H*, কল বুকিং: ✆ 262119/5523227/5514862; *H Oasis*, কল বুকিং: ✆ 2312935/6602235; *H Sukham*, কল বুকিং: Picon Travels, 87 Lenin Sarani-13, ✆ 2446339; *H Blue Star*, Diesel Power House Rd, ✆ 23023, DAB ৩০০, ৪৫০, ৫০০, কল বুকিং: Sujon Chatterjee, ✆ 2429757/Linkage ✆ 2465171/Diamond ✆ 2259639; *H Sherna*, কল বুকিং: Guin ✆ 271976; *H Prantik*, Diesel Power House Rd, DAB ২৫০, TAB ৩০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2448087; *Gyado Tshang*; ছাড়াও নানান। আর আছে *সিকিম গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউস* ও *সার্কিট হাউস* গ্যাংটকে।

নির্জনতা যাঁদের পছন্দ তাঁদের জন্য রয়েছে বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩ কিমি দূরে রাজবাড়ির শিরে সিকিম ট্যুরিজমের *Siniolchu L*, ✆ 22074, SAB ১২৫, DAB ২২৫, অবু: Dy Director, Tourist Information Centre, M G Rd, Gangtok-737001, ✆ 22064; থাকার পক্ষে মনোরম, সূর্যোদয়ও সুন্দর দৃশ্যমান নানান ঘরে। সকালে ও বিকালে নামা-ওঠায় নিখরচায় ট্যুরিজম থেকে গাড়ির ব্যবস্থা মিললেও যাতায়াত মূলত ৬৫-৮০ টাকার ট্যাক্সি নির্ভর হয়ে পড়ায় স্বল্পকালীন অবস্থানে টঙে উঠতে অনুৎসাহীদের উচিত হবে এড়িয়ে চলা। তেমনই সিকিম ট্যুরিজমের অদূরে *H Ben*, *Retreat*, *H Norbu Gang*, *H Mt Jopuno*, *H Tashi Thondup*, *H Rendezvous*, *Canaan L*, *Alankar L*, *H Karma*, *H Orchid*, *Sunny GH*, *H Hungry Jack*, *H Tibet*, *Kanchan View*, *H Mayur*-কে নির্বাচন করা যেতে পারে গ্যাংটক অবস্থানে। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য হোটেল ম্যানেজারদের লিখুন। আর আছে বাস থেকে ৫ মিনিটের পথে বাঙালির *H Sherna*, M G Marg, Opp Star Cinema, ✆ 22384, এদের কল বুকিং: ডলফিন ট্র্যাভেলস, ২৬/২এ, শশীভূষণ দে স্ট্রিট-১২, ✆ 278968.

হলিডে হোম: আর আছে নানান বাণিজ্যিক সংস্থার হলিডে হোম গ্যাংটক শহরে। বুকিং এদের মূল দপ্তরে। *UBI Employees' H H* at Hotel Cauvery, CB : 4 N C Dutta Sarani, 4th floor, Cal-1, ✆ 2200841; *Bank of Baroda H H*, CB : 4 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2201475; *Standard Chartered Bank Cooperative Society H H*, CB : 4 N S Rd-1, ✆ 2206902; *Standard Chartered Bank Recreation Club H H*, CB : 4 N S Rd-1, ✆ 2206902; *Uco Bank Employees' Credit Society*, CB : 3-4 Lindsay St-87; *Dena Bank Employees (W.B) HH*, opp S T Bus Stand, CB : 11 Brabourne Rd-1, ✆ 2421113; *Syndicate Bank Staff Recreation Club H H*, Lall Market, CB : 3-B, Lalbazar St, 2nd floor, Cal-1, ✆ 2486055; *Indian Overseas Bank H H*, CB : P-35 Indian Exchange Place-1, ✆ 2253187; *I O B Employees' Co operative Society H H*, Development Area, CB : P-35 India Exchange Place-1, ✆ 2254055; *Calcutta Reserve Bank Workers' Credit Society H H*, CB : RBI, PDO (3rd floor), ✆ 2208331; *RBI Employees Credit Society H H* at Alankar L; *Cal RBI Supervisor Staff H H*, Development Area, CB : RBI, 7th floor, ✆ 2208331 Ext 167; *Canara Bank Staff Recreation Club H H*, (no cooking arrangement) M G Marg ও Development Area য় ২টি ইউনিট এদের, CB : 2 Brabourne Rd-1, ✆ 2254966; *Kamarhati Municipal Employees' Welfare Society*, near SNT Bus Stand, CB : 1, M M Feedar Rd, Cal-56, ✆ 5531646; *Bank of India Officers' Association H H*, Lall Market, CB : 23A-B, N S Bose Rd-1, ✆ 2204446; *Punjab & Sind Bank Staff Federation H H*, near Govt Bus Stand, 8, Old Court House St, Cal-1, ✆ 2430954; *Uco Bank Officers' Asso-*

ciation H H, near SNT Bus Stand, CB : 1, R N Mukherjee Rd, 4th floor, Cal-1, ✆ 2480277 ছাড়াও নানান।

আর আহার্যের জন্য M G Marg-এ *Blue Sheep* বা *H Orchid* বা হোটেল তিব্বতের *Snow Lion*-এ চীনা ডিশের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। তেমনই স্থান মাহাত্ম্যে ভারতীয়, চীনা ও তিব্বতীয় আহার্যের জন্য *H Green*, বিপরীতে *House of Bamboo* যথেষ্ট পপুলার। আর নিরামিষ আহার্যের জন্য জয়শ্রীর *Marwari Bhojanalaya* বা নিউ জয়শ্রীর *Sri Ganesh* চলনসই। M G Marg ও NH31A-র সংযোগে *Khoo-Chi-Restaurant*টির যথেষ্ট সুনাম চীনা ডিশ পরিবেশনে। Taxi Standএ *Sip N Bite*এও চলা যেতে পারে দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্যের জন্য। প্রাইভেট লিজে *SNT বাস স্ট্যান্ডের ক্যান্টিন*টিও আহার্য পরিষেবায় আদরণীয় হবে। আর সিকিমি আহার্যের স্বাদ নিন ময়ূর হোটেলের *Shaepi* বা তাশি ডেলেকের *Blue Poppy*তে। তেমনই চলতে ফিরতে জলপান সারুন M G Marg-এ *দে'জ সুইটস* বা *নারায়ণ দাসের* দোকানে। আর ট্যুরিস্ট অফিসের পথে NH 31A-তে *Metro's Fast Food* সদাই ব্যস্ত চা-কফি-আইসক্রিমের সঙ্গে নিরামিষ ফাস্ট ফুড পরিষেবায়। কেনাকাটার জন্য নিউ মার্কেট বা লাল মার্কেটে চলুন। তবে, মঙ্গলবার বন্ধ থাকে গ্যাংটকের দোকানপাট।

সিকিমের হস্তশিল্পের যথেষ্ট প্রশস্তি আছে পর্যটক মহলে। কেনাকাটায় সরকারি ইনস্টিটিউট অব কটেজ ইনডাস্ট্রিজ দেখা যেতে পারে। ফারের টুপি, রকমারি জুতো, চেয়ার ও সোফার কার্পেট সঙ্গী করতে পারেন স্মারক রূপে। আর মেলে দেওয়াল চিত্র, রূপার তৈরি আভরণ, টেমি বাগিচার চা, বড় এলাচ, গ্যাংটকের দোকানপাটে। তবে, সরকারি দোকানে দাম ফিক্সড হলেও প্রাইভেট দোকানে টাগ-অব-ওয়ার চলে দাম নিয়ে।

সিকিমে সুরাপানে কোনও বিধি-নিষেধ নেই। সিকিমের Rangpoতে তৈরি সুরা যেমন দামে সস্তা তেমনই সহজলভ্যও। তবে রাজ্যের বাইরে নেওয়া আইনে মানা। অনুমতিতে সীমিত পরিমাণ সঙ্গে আনা যায়। স্বাদ নিতে পারেন *মোমো*-র সঙ্গে *ছ্যাং* পানীয়ের গ্যাংটকের রেস্তোরাঁয়।

এবার ঘরে ফেরার পালা। গ্যাংটক থেকে ৪½ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি যাচ্ছে SNT-র বাস ৬-২০, ৬-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ১০-০০, ১২-১৫য়; ডিলাক্স যাচ্ছে ৮-০০, ১১-০০টায়; কালিম্পং যাচ্ছে ৭-১৫, ১২-৩০এ; দার্জিলিং ৭-০০; বাগডোগরা ৭-০০; কলকাতা ১৪-০০; জোরথাং ৭-০০, ১৪-০০; নামচি যাচ্ছে ৭-৩০, ১৪-০০; গেজিং যাচ্ছে ৭-০০ ও ১৩-০০টায় গ্যাংটক থেকে। এছাড়া প্রাইভেট বাস, স্বরাজ মাজদা লাক্সারি বাস, জিপ ও ল্যান্ডরোভার যাচ্ছে গ্যাংটক থেকে কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এ। তবুও যেন টিকিটের হাহাকার। এমনকি কাউন্টারের প্রথমে থেকেও আগে-ভাগে টিকিট মিলবে সে সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। তাই উচিত হবে (৯—১২-০০ ও ১৩—১৫-০০টায়) অগ্রিম টিকিট কেটে যাত্রাকে সুনিশ্চিত করে রাখা।

উত্তর সিকিম

সিকিম পর্যটনে মুখ্য স্থান নিয়েছে আজ উত্তর সিকিম। ফুলে ভরা উপত্যকা, ৫০০রও অধিক জলপ্রপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ, হিমবাহ, তুষারমৌলী হিমালয়—সবে মিলে উত্তর সিকিম আজ স্বর্গের নন্দনকানন সম। যাত্রীও যাচ্ছেন Gangtok-Kabi 23-Phodong 40-Mangan 67-Singhik 72-Chungthang 98-Lachung 117 কিমি হয়ে ১৪১ কিমি দূরের ফুলের উপত্যকা ইয়ুমথাং (Yumthang)। পথে পড়ে সিনবা (Singhba) রডোডেনড্রন স্যাঙ্কচুয়ারি। SNT-র বাসও যাচ্ছে গ্যাংটক থেকে ৮-০০ ও ১৩-০০টায় ছেড়ে মঙ্গন পৌঁছে আরও ৫ কিমি এগিয়ে সিংঘিক। চুংথাং যাচ্ছে সকাল ৮-
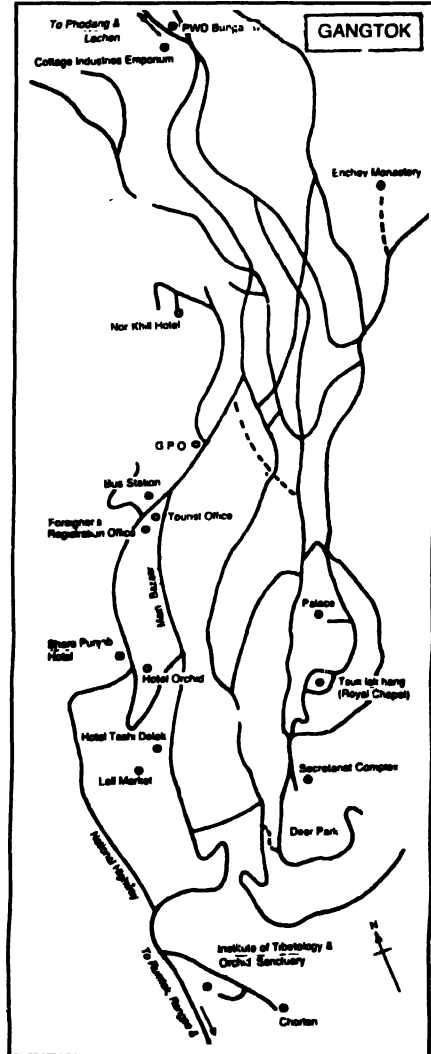
০০টায় মেল বাস, লাচুং যাচ্ছে সকাল ৯-০০টায় আর্মি বাস। তবে, খুবই অনিয়মিত এপথের বাস চলা। মঙ্গন-সিংঘিক হয়ে টুং ব্রিজ পর্যন্ত ভারতীয়দের যাতায়াত অবাধ হলেও টুং ব্রিজের উত্তরে যেতে Superintendent of Police, Gangtok থেকে RAP লাগে।

ফোদং: গ্যাংটক থেকে পাহাড় পেঁচানো পথে ৪০কিমি উত্তরে ৫৭০০ফুট উঁচু থামলঙে ফোদং মনাস্ট্রি বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। ১৭৪০এ তৈরি মনাস্ট্রি সংস্কার হয়েছে সম্প্রতি। পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখ্য না হলেও সুন্দর প্রকৃতির মাঝে সিকিমের অন্যতম সুন্দর মনাস্ট্রির প্রাচীন ম্যুরাল চিত্র অনন্য করে তুলেছে একে। মনাস্ট্রির শিরে ২ কিমি দূরে অতীতের **লাবরাঙ** গুম্ফাটিও ট্রেক করে আধ ঘণ্টায় দেখে নেওয়া যায় ফোদং থেকে। সিকিম-রাজদের তৃতীয় রাজধানী বিধ্বস্ত হলেও নতুন করে ১৯ শতকের প্রথমভাগে রাজ্যপাট বসে সিকিমের Tumlongএ।

মঙ্গন: ফোদং থেকে ২৭ কিমি যেতে ৩৯৫০ ফুট উচ্চে উত্তর সিকিমের জেলা সদর মঙ্গন। মঙ্গন থেকে ৫ কিমি গিয়ে **সিংঘিক**। নয়নলোভন কাঞ্চনজঙ্ঘার নয়নাভিরাম শোভা সুন্দর দৃশ্যমান। তেমনই আছে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে পাহাড় চুড়োয় সিংঘিক গুম্ফা ও চোর্তেন। গুম্ফার শিল্পকর্ম, ফ্রেস্কো চিত্র, নানান মূর্তি অনবদ্য।

চুংথাং: সিংঘিক থেকে ২৬ কিমি আর গ্যাংটক থেকে ৯৮ কিমি উত্তরে ৩৫০০ ফুট উচ্চে মিলিটারি ছাউনি চুংথাং। পাঞ্জাবিতে *চাঙ্গি থা* অর্থাৎ সুন্দর জায়গা সিকিম গেজেটিয়ারে হয়েছে চুংথাং—অর্থ তার দুই নদীর বিয়ে। মঙ্গনের অদূরে জেমি হিমবাহ থেকে জাত লাচেন *চু* ও লাচুং *চু* দুই পাহাড়ী নদীর সঙ্গম। লাচেন ও লাচুং-এর মিলিত ধারায় পুষ্ট হয়েছে তিব্বত সীমান্তে উত্তর সিকিমের সোলামু হ্রদ (Tsolhamu lake) থেকে জাত *দিসতাং* বা তিস্তা নদ। দ্বিমতে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা ও করতোয়া-র ত্রিস্রোতা-ই হল তিস্তা। সঙ্গমের মনোহর পরিবেশে PWD Bungalow আছে চুংথাং-এ। আরও উত্তরে ২০ কিমি যেতে ৯৫০০ ফুট উঁচুতে লাচেন গ্রামেও মনাস্ট্রি আছে—দেবতা স্বর্ণকান্তি গৌতম বুদ্ধ। *বাংলো*ও আছে লাচেন-এ। উত্তর সিকিমে পথের শেষ ১৩০০০ ফুট উঁচু **থাংগু**-র বরফরাজ্যে। এরপর তিব্বতি মালভূমির অপার বিস্তৃতি। আর আছে কনকনে উত্তুরে হাওয়া থাংগু-তে। বসতি নেই, থাকার ব্যবস্থা মেলে থাংগু-র একমাত্র *ডাকবাংলোয়*।

গ্যাংটক থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে ফোদং-এ। ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। দিনে দিনে ফোদং বেড়িয়ে ফেরাও যেতে পারে গ্যাংটকে। এমনকি মঙ্গনও যাচ্ছে ৮-০০, ১৩-০০, ১৬-০০টায় ছেড়ে ঘণ্টা পাঁচেকে বাস। আবার শ'চারেক টাকায় জিপ নিয়েও কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মনাস্ট্রি দেখে ফেরা যায় ঘণ্টা পাঁচেকে। তবে, বিকাল ১৬-০০টায় গ্যাংটকের শেষ বাসটি ফোদং ছেড়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে দর্শনে সময়ের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে লাবরাঙ-ও চলা যেতে পারে।

লাচুং: গ্যাংটক থেকে ১১৭ কিমি দূরে নয়নলোভন প্রকৃতির মাঝে ছোট্ট উপত্যকা লাচুং। *দি মোস্ট পিকচারাস্কি ভিলেজ*—চিত্রময়ী লাচুং-এ ভুটিয়াদের বাস। বার্লির আটা বা *ছাম্পা* আর মাংসের তৈরি *স্যাফালে* এদের প্রিয় খাদ্য। তেমনই মাখন চায়ের প্রচলন আছে এদের বাড়ি-ঘরে। শীতের সঙ্গে শ্রান্তি ও ক্লান্তি কমাতে ইয়াকের দুধে তৈরি *ছুরপি* এদের মুখে মুখে। জীবনধারায় তিব্বতের ছাপ। গৃহের কর্মী এদের জননী। তুষারধবল পাহাড় চক্রাকারে ব্যূহ গড়েছে। রঙেরও বদল ঘটে পাহাড়ে। প্রত্যূষের নীলাভ থেকে ধীরে ধীরে সাদা ও সবজে রঙ ধরে পাহাড়। গভীর রাতে রঙ নেয় পাহাড় গৈরিকে। ২৭৩৪ মি উঁচু লাচুং-এ হাজার *পা* অর্থাৎ লোকের বাস। দোকানপাটের অভাব। তবে এপ্রিল-মে মাসে নানান বর্ণের ২৪ ধর্মী রডোডেনড্রন ফোটে বটানিক্যাল অডিসি লাচুং-এ। লাচুং-এর মুখ্য আকর্ষণ ইয়ুমথাং প্যাকেজ যাত্রায় রাত্রিবাসের জংশনরূপে। বয়ে চলেছে লাচুং নদী। সমুখেই ধরিত্রী কাঁপিয়ে পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামছে—ছুমাজং। বর্ষায় জোঁকের উপদ্রব আছে লাচুং-এ। আর আছে মনাস্ট্রি নদী পারে লাচুং-এ।

মার্চ থেকে জুন আবার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর (প্রথম) মাসে গ্যাংটক থেকে যাত্রী আসছেন প্যাকেজ ট্যুরে। রাত্রিবাস লাচুং-এ। ২ দিন ১ রাত ১২০০-১৪০০; ৩ দিন ২ রাত ১৯০০-২৫০০; ৪ দিন ৩ রাত প্যাকেজের ভাড়া ৩০০০.০০ টাকা। কোম্পানি ও বিলাস-ব্যসনের তারতম্যে ভাড়ায় ব্যতিক্রম ঘটে। ৪ দিন ৩ রাতের সফরে ইয়ুমথাং-এর সঙ্গে কাটাও জুড়ে সূচি। তবে মে-জুন ও অক্টোবর-

ডিসেম্বর মাসের প্রথমপাদে কাটাও দর্শনে চলা গেলেও মার্চ-এপ্রিলে এপথ রুদ্ধ থাকে বরফে। যাতায়াত-আহার-অবস্থান জুড়ে প্যাকেজ ভাড়া। প্যাকেজ যাত্রায় RAP-রও ব্যবস্থা করে স্ব স্ব ট্রাভেল এজেন্ট।

উৎসাহীরা (ক) Blue Sky Tours & Travels, Tibbet Rd, Gangtok-737101, ✆ 23330, Fax 03592-23330; সিকিম ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের কাছেও শাখা বসেছে ব্লু স্কাই-এর। এদের কলকাতা দপ্তর 53/2/4B, Hazra Rd, Cal-19, ✆ 4746704. (খ) Marcopolo World Travels, P S Rd, Gangtok, ✆ 24116, Fax 03592-22707. এদের কলকাতায় যোগাযোগ: 30 Jadunath Dey Rd, (2nd Floor) off IAC, Cal-12, ✆ 2259639. (গ) Khangri Tours & Travels, Tibbet Rd, Gangtok, ✆ 22556; ছাড়াও নানান ট্রাভেল এজেন্ট উত্তর সিকিম প্যাকেজে যাত্রী বুক করে থাকে গ্যাংটকে।

তবুও যেন উচিত হবে মিডিয়া পরিহার করে সরাসরি ত্রয়ীর সঙ্গে যোগাযোগ গড়া। লাচুং-এ রাত্রিবাসের রিসর্টগুলি এই ত্রয়ীর দখলে। আহারও মেলে প্রতিটা রিসর্টে। লাচুং-এ আছে—Blue Sky-এর: The Apple Valley Inn (২০), Alpyne Resort (১৬), Blue Khang G H (১০), Lali Guras (৯), Yakshiay Resort (১৪), Lecoxay Resort; Marcopolo-র: Snow Line Resort (২৮); Khangri Travels-এর: Dubla Inn (৩০)। বন্ধনীর মধ্যে শয্যা সংখ্যা। আর এক প্রাইভেট বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা মেলে লাচুং-এ। এমনকি বাঙালি মালিকানাধীন Hotel Ben ও Sanyal Hotel গ্যাংটক থেকে ৩ দিন ২ রাতের প্যাকেজে ইয়ুমথাং বেড়িয়ে আনে। এছাড়াও থাকার নানান ব্যবস্থা মেলে উত্তর সিকিমের সারা পথে।

ফোদং-এ আছে মনাস্ট্রির ডাইনে সিকিম ট্যুরিজমের *Tourist L.* ২ কিমি দূরে আছে *Yak & Yeti, Evergreen H;* **মাংশিলায়** আছে সিকিম ট্যুরিজমের *Tourist L.* **মঙ্গনে** আছে *Himalaya L.* অতি সাধারণ *Ganga, Assam H* ও *PWD Bungalow*. **সিংঘিক**-এ আছে সিকিম ট্যুরিজমের *Tourist L.* আর *Forest Log Hut* আছে **লাচুং, ফনি ও ইয়াকসে**। আহার সর্বত্র মিললেও লাচুং থেকে ১৮ কিমি দূরে ইয়ুমথাং-এর ৬ কিমি আগে অনিন্দ্যসুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে ৯০০০ ফুট উঁচু ইয়াকসে-র ফরেস্ট লগ হাটে আহার ও শয্যার অভাব। তবুও যেন ভোজনবিলাসীদের উচিত হবে রেশন ও টুকিটাকি গ্যাংটক থেকে সঙ্গী করা।

ইয়ুমথাং অ্যালপাইন প্যাকেজ ট্যুর

তবুও যেন উচিত হবে ইয়ুমথাং-এর সঙ্গে কাটাও জুড়ে প্যাকেজ ট্যুরে বেড়িয়ে নেওয়া। ৩ দিন ২ রাতের সফরে প্রথম দিন গ্যাংটক থেকে যাত্রা করে লাচুং পৌঁছে রাতের বিশ্রাম। দ্বিতীয় সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ইয়ুমথাং বেড়িয়ে লাচুং ফিরে অবস্থান। তৃতীয় সকালে আবহাওয়া অনুকূল হলে কাটাও ও লাচুং মনাস্ট্রি দেখে মঙ্গনে লাঞ্চ সেরে গ্যাংটক চলা। ইয়ুমথাং যাত্রায়—মার্চ-জুন, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসের প্রথম চলা গেলেও মার্চ ও অক্টোবর-ডিসেম্বর (প্রথম ভাগ) মাস উজ্জ্বল নীলাকাশ আকর্ষণ বাড়ায়। তবে, মার্চ-এপ্রিল মাসে বরফাচ্ছাদিত থাকায় কাটাও যাত্রীদের মে-জুন ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর চলা উচিত হবে। ইয়ুমথাং প্যাকেজ যাত্রায় উচিতও হবে লাচুং-এ পৌঁছে জিপ চালকের সঙ্গে শ'পাঁচেক টাকায় কাটাও দেখে ফেরা। আর একক যাত্রায় Superintendent of Police, Gangtok থেকে Restricted Area Permit করে নিতে হয়। কমান্ডার জিপও নিজস্ব ব্যবস্থায় হাজার তিনেক টাকায় মেলে। তবে লজিং ব্যবস্থা সময়ে সময়ে সঙ্কট হয়ে দেখা দেয় লাচুং-এ। নির্ভরতা কম হলেও স্থানীয় বাড়ি-ঘর ভরসা একক যাত্রায়। লজিং হাউসগুলি প্যাকেজ প্রোগ্রামে ফুল থাকে মরসুমে। শীতের আধিক্য আছে এপথে। ভারী উলেন সঙ্গী করা দরকার। দোকানপাট মিললেও চাহিদাভিত্তিক নয় লাচুং-এ। ইয়ুমথাং ও কাটাও দুইয়েরই অদূরে চীন (তিব্বত) সীমান্ত। সামরিক ঘাঁটি সারাপথে—ছবি তোলা মানা। ক্যামেরাও জমা রাখতে হয় ইয়ুমথাং-এর পথে লাচুং থেকে ১ কিমি দূরের মিলিটারি চেকপোস্টে। কাটাও হিমবাহে ছবি তোলায় মানা নেই কোনও। তবে ২ দিন ১ রাতের সফর যাত্রায় কাটাও দেখার সময় সঙ্কুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে। হিমবাহের অদূরে মিলিটারি চেকপোস্ট—সাধারণের প্রবেশ মানা।

ইয়ুমথাং: প্রকৃতির স্বর্গলোক ইয়ুমথাং। হিমালয় প্রেমিকদের অন্যতম আকর্ষণ গ্যাংটক থেকে ১৪১ কিমি

দূরে উত্তর সিকিমে ৩৬৪৫ মি উঁচুতে অনিন্দ্যসুন্দর অ্যালপাইন ফুলের উপত্যকা ইয়ুমথাং। প্রাইমুলা ফুলের কার্পেটে মোড়া সারা উপত্যকা। হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য, তেমনই উষ্ণ প্রস্রবণ, হিমবাহ, শিবমন্দির, জলপ্রপাত—সবে মিলে সিকিম ভ্রমণে আজ অদম্য।

খরস্রোতা তিস্তা নদের পাড় ধরে সবুজ অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ করে অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির মাঝ দিয়ে জিপ চলে এগিয়ে। ৬৭ কিমি দূরের মঙ্গন হয়ে সিংঘিক পেরিয়ে টুং ব্রিজে RAP দেখাতে হয়।

দ্বিতীয় সকালে লাচুং থেকে জিপ চলে এঁকেবেঁকে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। এপ্রিল-মে মাসে প্রাইমুলা ফুলের জাজিমে মোড়া উপত্যকায় রঙবেরঙের রডোডেনড্রন, চেরি, ওক, মেপল, ম্যাগনোলিয়া, জুনিপার, পাইন ছাতা ধরে এপথে। রঙবেরঙের ফুলের সঙ্গে অর্কিডের বর্ণালী রোমাঞ্চিত করে সারা পথে। আর আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা—লুকোচুরি খেলে যাত্রীর সঙ্গে। হিমবাহেরও শুরু লাচুং-এর ১৮ কিমি দূরে ইয়াকসে-য়। ডাইনে-বাঁয়ে-সমুখপানে বরফ শুধু বরফ। গাড়িও চলে বরফ মাড়িয়ে মার্চ-এপ্রিলে এপথে। পথের শেষ আরও ৬ কিমি গিয়ে ইয়ুমথাং-এ বিচিত্র বর্ণের ঘাসের জাজিমে মোড়া দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকায়। অদূরে ডানহাতি কাঠের সেতুতে *চু* পেরিয়ে *সাচু* বা উষ্ণ প্রস্রবণ। জলে গন্ধক আছে। স্নানেরও ব্যবস্থা মেলে। বয়ে চলেছে লাচুং *চু* অর্থাৎ নদী। নদীর ধার ধরে পায়ে পায়ে পৌঁছান ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস বা অ্যালপাইন ফুলের জলসায়। মে-জুনে ৩৩ রকমের রডোডেনড্রনের সঙ্গে অ্যালপাইন ফুলেরা ফাগ খেলে সারা ইয়ুমথাং-এ। ইয়াকেরা চরে বেড়ায়—দূর-দূরান্তে শ্বেত-শুভ্র হিমালয় ফুলের সুবাস নেয়। আর, আছে ফুলে ফুলে উড়ে বসা বাহারি প্রজাপতি, মথ ও মৌমাছি। নিকট-দূরে তুষার কিরীট ভালে হিমালয়ের শিখররাজি। তারও ওপরে চাঁদোয়া হয়ে নীলাকাশ। ডিসেম্বরে *ছাম-লো সুঙ* আকর্ষণীয় উৎসব লাচুং-এ।

কাটাও: হিমালয়ের হিম সৌন্দর্য আস্বাদনে ইয়ুমথাং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কাটাও আজ সমধিক খ্যাত। লাচুং নদী পেরিয়ে লাচুং-এর শিরে ২৪ কিমি দূরে ১২৬৬৬ ফুট উচ্চে কাটাও। প্রকৃতিতে ইয়ুমথাং সম—তবে আধিক্য ঘটেছে ফুল ও বরফে। ইয়ুমথাং-এর মতোই প্রিমুলা ফুলের জাজিমে রঙবেরঙের লাখো রডোডেনড্রনের বর্ণালী সারাপথকে রমণীয় করে তোলে। ইয়াকেরা চরে বেড়ায়। বরফে মোড়া পাহাড়রাজি ব্যারিকেড গড়ে। চলতে ফিরতে বরফ, বরফ ডাইনেবাঁয়ে ফসিল হয়ে। মে মাসেও গাড়ি চলে বরফ গুঁড়িয়ে এপথে। নয়নলোভন এ-প্রকৃতির মাঝে যাত্রীও যেন দিশেহারা। কেউবা স্লিপ খাচ্ছেন বরফরাজ্যে—কেউবা বরফ ছুঁড়ছেন তাল পাকিয়ে সহযাত্রীদের দিকে। অদূরে মিলিটারি চেকপোস্ট—সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। উচিত হবে ইয়ুমথাং প্যাকেজ ট্যুরে জিপ চালকের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছে কাটাও বেড়িয়ে নেওয়া।

দক্ষিণ সিকিম

রাবাংলা: সিকিমের আর এক দিগন্ত পড়ে রয়েছে রাবাংলাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ সিকিমে। গ্যাংটক-গেজিং পথের মাঝ দূরত্বে ৮০০০ ফুট উঁচুতে রাবাংলার অবস্থান। দুইয়েরই দূরত্ব ৬৬ কিমি রাবাংলা থেকে। গ্যাংটক-গেজিং/পেলিং বাস/জিপ যাচ্ছে রাবাংলা হয়ে। আবার শিলিগুড়ি SNT বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস বা জিপে ৮৪ কিমি দূরের সিংতাম পৌঁছে নতুন করে ৩৭ কিমি দূরের রাবাংলা চলা যায় জিপে। দিনভর জিপ মেলে—শেষ জিপ ১৫-০০টায় সিংতাম ছেড়ে রাবাংলা যায়। আর সপ্তাহের 12456 দিন ১৪-০০টায় শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি জিপ মেলে রাবাংলার। তেমনই SNT-র বাসে ১৩-০০টায় শিলিগুড়ি ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় ৯৬ কিমি দূরে পটে আঁকা ছবি দক্ষিণ সিকিমের জেলা সদর **নামচি** পৌঁছেও বাস বা জিপে চলা যায় ২৬ কিমি দূরের রাবাংলায়। গ্যাংটক থেকেও ৭-৩০ ও ১৪-০০টায় বাস আসছে নামচি। H Susagatam, কল বুকিং: ✆ 4407124 ছাড়াও হোটেল আছে নানান নামচিতে।

সবুজে ছাওয়া রাবাংলা ঋতুভেদে রং বদলায়। মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে চেনা-অচেনা নানান ফুলের বর্ণালী রমণীয় করে তোলে রাবাংলাকে। শীতে বরফ পড়ে রাবাংলার শিরে। চলতে-ফিরতে সংগ্রহ করা যায় তিব্বতীয়দের হাতে বোনা কার্পেট ও দারু-শিল্প রাবাংলার স্মারকরূপে। প্রতি বুধবার হাট বসে। ১৮০ ধাপের সিঁড়ি উঠে মনাস্ট্রি থেকেও দেখে নেওয়া যায় রাবাংলার প্রকৃতি। ঘণ্টা চারেকে ১২ কিমি ট্রেক করে ১০৬০০ ফুট উঁচু মৈনাম পর্বতচূড়ো থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভাও নয়নাভিরাম। সূর্যোদয়ে ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল—ফাগ খেলে সারা পর্বতমালা। সূর্যাস্তও মনোরম। আর আছে নিরালা নির্জনে দারুর তৈরি ক্ষয়িষ্ণু মনাস্ট্রিতে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ। আগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরের শুরুতে পুজো হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার—দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন, বসে মেলা; নাচ-গান-বাজনায় মেতে ওঠে রাবাংলা। কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান এই বিশেষ দিনে। পথ এসেছে ৩৫ কিমি ব্যাপ্ত **মৈনাম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি** হয়ে। ব্লাড ফেজেন্ট, ব্ল্যাক ঈগল, রেড পান্ডা, লেপার্ড ক্যাট ছাড়াও নানান জন্তু দেখে নেওয়া যায় মৈনামে।

মনাস্ট্রি রেখে আধ ঘণ্টায় ১½ কিমি ট্রেক করে একই শৈলশিরায় **ভালেদুঙ্গা** চলা যায়। দূরান্ত থেকে দেখে নেওয়া যায় মোরগের মাথার মতো ক্লিফ সম ভালেদুঙ্গা পাহাড়। কাঞ্চনজঙ্ঘাও সুন্দর দৃশ্যমান ভালেদুঙ্গায়। তেমনই সুদূর শিলিগুড়িও দেখে নেওয়া যায়—বয়ে চলেছে পাইথন রূপী তিস্তা। মৈনাম ফরেস্ট লগ হাটটি ক্ষতবিক্ষত। রাত্রিবাসে আগ্রহীদের উচিত হবে তাঁবু সঙ্গে নেওয়া। আহারাদি নিজস্ব ব্যবস্থায়। রাবাংলা থেকে ১৬ কিমি দূরে টেমির চা-বাগান—পথের আকর্ষণেও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ডামথাং হয়ে পথ

গিয়েছে। নামচি থেকে ১৪ কিমি দূরে ডামথাং। তেমনই ডামথাং থেকে ৯ কিমি ট্রেক করে ১০৮০০ ফুট উঁচুতে মৃত আগ্নেয়গিরি টেনডং-ও দেখে নেওয়া যায়। টেনডং অভয়ারণ্য চিরে পথ চলেছে। পশ্চিম জুড়ে সিঙ্গলীলা, কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী দৃষ্টি রোধ করে টেনডং-এ। আর দক্ষিণে শিলিগুড়ির সমতলও দৃশ্যমান। এমনকি পেলিং-ও দৃশ্যমান সিকিমের অন্যতম ভিউ পয়েন্ট টেনডং থেকে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে রূপ বাড়ে টেনডং-এর। তবে, থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই টেনডং-এ। দিনে দিনে নামচি ফিরে যাওয়া উচিত হবে। রাত্রিযাপনে আগ্রহীদের তাঁবু সঙ্গে নেওয়া উচিত। আবার রাবাংলা থেকেই বেড়িয়ে নেওয়া যায় ২৬ কিমি দূরে রোরং উষ্ণ প্রস্রবণ। পথে পড়ে রালং গুম্ফা। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নতুন বছরের সমৃদ্ধি কামনায় *কাগিয়াৎ* নৃত্যোৎসবেরও প্রশস্তি আছে রালং-এ। গুম্ফাও হচ্ছে নতুন করে ১০ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়ে রালং-এ। রাবাংলা থেকে ২৬ কিমি দূরে রঙ্গীত নদীর পাড়ে লেগশিপের আকর্ষণ তার উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য—শিব মন্দিরও আছে লেগশিপে। পথও পৃথক হয়েছে—ত্রিমুখী পথ গিয়েছে রাবাংলা হয়ে গ্যাংটক, গেজিং হয়ে পেলিং, জোরথাং/মেলি হয়ে শিলিগুড়ি।

হোটেলও আছে নানান রাবাংলায়। *H Mainam*, Kewsing Rd, PO-Rabangla, Dist-South Sikkim-737134, ✆ (03592) 60862 থাকার পক্ষে ভাল। এদের DCB ২৫০৲ ৩০০৲ ৩৫০৲ DAB ৩৫০৲ ৪০০৲ ৪৫০৲ ডর্মি বেড ১০০৲ করে। ট্রেকিং-এরও ব্যবস্থা মেলে হোটেল মৈনাম-এ; কল বুকিং: Sumit Dey ✆ 2433337.

পশ্চিম সিকিম

প্রকৃতি প্রেমিকদের আর এক স্বর্গ পড়ে রয়েছে সিকিমের পশ্চিমে। NH-31A ধরে সিংথাম, রংপো, নামথাং, নামচি, রাবাংলা, লেগশিপ, গেজিং হয়ে পথ গিয়েছে পশ্চিম সিকিমের। পথের শেষ হাজার পাঁচেক ফুট উঁচু গেজিং-এ। দূরত্ব—মেলি/ জোরথাং হয়ে ১৩৮, আর রাবাংলা হয়ে ১১২ কিমি গ্যাংটক থেকে গেজিং। দুই পথেরই মিলন ঘটেছে লেগশিপে। কমান্ডার জিপ আসছে ১০০ টাকায় প্রতিজনা গ্যাংটক থেকে গেজিং হয়ে পেলিং। বাস যাচ্ছে গ্যাংটক থেকে গেজিং ৭-০০ ও ১৩-০০টায়। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। পথ এসেছে পশ্চিমবাংলার শিলিগুড়ি থেকেও গেজিং-এ। করোনেশন ব্রিজ/ তিস্তা বাজার/মেলি/জোরথাং/ নয়াবাজার/ লেগশিপ হয়ে। এপথের দূরত্ব ১২২ কিমি। SNT-র বাস যাচ্ছে ১২-০০টায় শিলিগুড়ি ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় গেজিং, ভাড়া ৫০৲। কমান্ডার জিপ যাচ্ছে ১০০ টাকায় শেয়ারে।

শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স, দার্জিলিং মেল, তিস্তা-তোরসা এক্স; আর হাওড়া থেকে কামরূপ এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক গুয়াহাটি এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সে NJP পৌঁছে শিলিগুড়ি হয়ে চলা যেতে পারে গেজিং তথা সিকিমের দিগ্বিদিকে। বেড়াবার মরসুম মার্চ থেকে জুন; আবার অক্টোবর-নভেম্বর মাস। মার্চ-এপ্রিলে ফুলের জলসা বসে পাহাড়ে।

গেজিং: ছোট্ট জেলা শহর গেজিং (Gyazing)। কিছুকাল আগেও নাম ছিল এর গিয়ালসিং (Gyalshing)। দোকানপাট, হাটবাজার বসেছে। TV, Video সেন্টারও পৌঁছেছে। হোটেলও আছে নানান গেজিং-এ। আবার পায়ে পায়ে বা ১৪-০০টার বাসে বা জিপে পেমিয়াং-শি গিয়ে সূর্যাস্ত দেখে পেলিং-ও চলা যেতে পারে একই দিনে।

থাকা ও আহার্য দুই-এরই ব্যবস্থা মেলে গেজিং-এ সাধারণ, পেমিয়াং-শিতে উচ্চ ও পেলিং-এ মিশ্র-মানের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। গেজিং বাজার স্ট্যান্ডে *No Name H* টি চলনসই। বাথ সংলগ্ন ঘর মেলে, D ১২৫৲ T ১৫০ টাকায়। লাগোয়া *H West End*, ডাইনে *H Mayalu*, আর আছে *H Orchid* এদেরই মাঝে। এছাড়া পেমিয়াং-শি মুখী জিপ পথে ২ কিমি যেতে *PWD*-র *RH*, থাকার পক্ষে রমণীয়। পথেই হয়েছে গেজিং-এর অন্যতম *H Attri*, D ৩০০-৫৫০৲।

পথ গিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার অন্দরমহলে গেজিং থেকে। বাস যাচ্ছে দুপুর ১৪-০০টায় গেজিং ছেড়ে পেমিয়াং-শি ৭, পেলিং ৯ হয়ে ৪৫ কিমি দূরের ইয়াকসাম (Yaksom)-এ। এছাড়াও বাস যাচ্ছে আরও নানান গেজিং থেকে ইয়াকসাম। পাহাড় ঘুরে পথ উঠেছে বাস স্ট্যান্ড তথা বাজার শিরে। ৪ কিমি জুড়ে শহরের বিস্তার। শহর শেষ হতে আরও ৩ কিমি আরণ্যক পথ পেরিয়ে আর এক পাহাড় শিরে মনোহর পরিবেশে *PWD*-র *বাংলো*, অবস্থানে অনবদ্য। লাগোয়া সিকিম ট্যুরিজমের ট্যুরিস্ট লজ *H Mt Pandim*, Pemayangtse, ✆ (03593) 756, DAB ৫৫০৲, অবু: Manager বা Sikkim Tourism, Gangtok. বা সিকিম ইনফরমেশন সেন্টার, ৫ম তল, পুনম বিল্ডিং, ৫/২ রাসেল স্ট্রীট, কল-৭১, ✆ 291576। আর আছে শয্যাহীন অতি সাধারণ *ট্রেকার্স হাট* পান্ডিমের নিচুতে।

পেমিয়াং-শি: দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী। সারা উত্তর জুড়ে শ্বেত-শুভ্র শাল মুড়ে গিরিরাজ হিমালয়ের কোকতাং ৬১৪৭ মি, কুম্ভকর্ণ ৭৭১০, রাতোং ৬৬৭৯, কাব্রু সাউথ ৭৩৩৮, কাব্রু নর্থ ৭৩৩৮, কাব্রু ডোম ৬৬০০, তালুং ৭৩৪৯, কাঞ্চনজঙ্ঘা ৮৫৮৫, পান্ডিম ৬৬৮০, জোপুনো ৫৯৩৬, সিম্ভো ৬৮১১, নারসিং ৫৮২৫, সিনিয়লচু ৬৮৮৭ ছাড়াও নানান শৃঙ্গ প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক আসছেন ২০৭৬.৬৪ মি উঁচু পেমিয়াং-শিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাউন্ট পান্ডিম কাছ থেকে পেতে। হয়তো-বা হাত বাড়ালেই নাগালও মেলে।

আর রয়েছে পেমিয়াং-শিতে বাংলোর বিপরীতে আর এক টিলার টঙে **বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি**। ৯ শতকের গুরু পদ্মসম্ভবা (রিমপোচে)-র প্রবর্তিত *তান্ত্রিক নিঙমা পা* (লাল টুপি) সম্প্রদায়ের কাছে খুবই পবিত্র এই মনাস্ট্রি। সম্ভবত সিকিমের প্রথম চোগিয়ালের কালে ১৭০৫-এ তৈরি। বয়সে সিকিমের দ্বিতীয় প্রাচীন। তবে, শৈল্পিক নিদর্শনে অন্যতম এই মনাস্ট্রি। ১৯১৩ ও ১৯৬০-এর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সংস্কার হয়েছে বার বার। নানান মূর্তি, দেওয়ালও চিত্রিত; পরিবেশ রমণীয়। তিন তলায় ৫ বছর ধরে ডানজিন রিমপোচের হাতে দারুতে তৈরি মহাগুরুর প্যারাডাইস *Sangthopalri*-রও অভিনবত্ব আছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দ্রাগমার *ছাম* উৎসবে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের দল আসেন, আসর বসে নাচের, মেতে ওঠে পেমিয়াং-শি উৎসবের সাজে।

আর পেমিয়াং-শি যাত্রীদের উচিত হবে পেমিয়াং-শিতে অবস্থান এড়িয়ে গেজিং-এর হোটেলে রাত্রিবাস করা। মান ও দাম দুই-ই সাধারণ। বাসও যাচ্ছে ইয়াকসামের ১৪-০০টায় গেজিং ছেড়ে পেমিয়াং-শি/পেলিং হয়ে। আর দিনভর জিপ যাচ্ছে শেয়ারে ১৫ হারে গেজিং থেকে পেলিং। আধ ঘণ্টায় পেমিয়াং-শি পৌঁছে বাংলো চত্বরে শুয়ে-বসে দিনভর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে সূর্যাস্তে জিপের পথে উতরাই নেমে এক ঘণ্টায় গেজিং ফেরা যায়। গেজিং-এর শেষ বাসটি পেমিয়াং-শি ছেড়ে আসে ১৬-০০টায়। জিপের পথটি কেটে-ছেঁটে ২½ কিমি সংক্ষিপ্ত হলেও প্রাণান্তকর চড়াই হেতু ট্রেকারদেরও উচিত হবে ওঠার কালে সংক্ষিপ্ত পথটি পরিহার করে বাস সড়ক ধরে এগিয়ে চলা। মিতব্যয়ীদের আহার্যও সঙ্গে আনা উচিত হবে এ-সফরে গেজিং থেকে। *Mt Pandim*-এর ক্যান্টিন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দোকানপাট নেই পেমিয়াং-শিতে।

পেলিং: গেজিং থেকে পেমিয়াং-শি পেরিয়ে আরও ৩ কিমি যেতে ২০৮৫ মি উঁচু ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ পেলিং। বাম থেকে ডাইনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে—কোকতাং, কুম্ভকর্ণ, রাতোং, কাব্রু ডোম, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্ডিম, জোপুনো, সিম্ভো, নারসিং, সিনিয়লচু ছাড়াও খ্যাত-অখ্যাত নানান শিখর। দিন-রাত জুড়ে ক্ষণে ক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘার মোহিনী রূপ পাগলপারা করে তোলে। উদিত সূর্যের মায়াজাল দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘায়। গাড়িপথে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের সবচেয়ে কাছে আর যথেষ্ট পপুলার এই পেলিং। বসন্তে ফুলেরা মোহময় করে তোলে পেলিং-এর প্রকৃতি। আর পাঁচটা পাহাড়ী শহরের মতো ম্যালের অভাব পেলিং-এ। তবে হেলিপ্যাড অভাব পূরণ করেছে ম্যালের। দোকানপাটেরও অভাব পেলিং-এ। চলতে ফিরতে পায়ে পায়ে দেখুন লোয়ার পেলিং-এ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টার। স্টেট ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে লোয়ার পেলিং-এ। তেমনই হেলিপ্যাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘণ্টা খানেকে ৪ কিমি ট্রেক করে ৯০০০ ফুট উঁচু পাহাড় চুড়োয় সিকিমের দ্বিতীয় প্রাচীন (১৬৮৭) সাঙ্গা চোলিং (Sanga Choeling) মনাস্ট্রি দেখে নেওয়া যায়। ১৬৯৭-এ তৈরি মনাস্ট্রির ধ্বংসস্তূপের পাশে ঝলমলে সাজের নবতম মনাস্ট্রিটি আকর্ষণে অনবদ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘাও দৃশ্যমান। রডোডেনড্রন ছাড়াও নানান ফুলে-ফলে ছাওয়া পথপাশ। তেমনই হেমলক, ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন ফুলের উপত্যকা **ভার্সে** (Varshay)ও দৃশ্যমান মনাস্ট্রি থেকে। পেলিং থেকে ট্রেক করে ৩ দিনে বেড়িয়ে নেওয়া যায় ভার্সে।

তবে দিনভর জিপ ট্যুরে যাত্রী প্রতি ২০০ টাকা হারে দেখে নেওয়া যায় একে একে—পেলিং থেকে ১২ কিমি দূরে **রিমবি ফলস**। বয়ে চলেছে রিমবি নদী। পাশেই রিমবি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট। রিমবি থেকে ১৪, পেলিং থেকে ২৯ কিমি দূরে কিংবদন্তীর হোলি লেক **কেচিপেরি** (Khechopalri) বা *উইশিং* (Wishing) লেক। ইচ্ছা পূরণের জন্য খ্যাত ১৮২০ মি উঁচু কেচিপেরির চারপাশ প্রেয়ার ফ্ল্যাগ ও গাছ-গাছালিতে ছাওয়া। তবে, পাতা পড়ে না লেকের জলে। পড়লেও পাখিরা

তুলে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। স্নানে পুণ্য হয়— নানান ব্যাধির উপশমও মেলে লেকের স্বচ্ছ জলে। জনশ্রুতি. যে কোনও কামনা পূরণ হয় উইশিং লেক কেচি-পেরিতে। আর আছে ছোট্ট গুম্ফা লেকের পাড়ে। ফেব্রুয়ারি-মার্চের উৎসবে হিন্দু ও বৌদ্ধরা প্রার্থনার সাথে কাঠের খোলায় মাখনের প্রদীপ ভাসায়। জিপে ঘণ্টা দেড়েকের পথ পেমিয়াং-শি থেকে। তবে, পাকদণ্ডী পথে ঘণ্টা চারেকে ট্রেক করেও চলা যেতে পারে কেচিপেরি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Pilgrim Hut* ও *Trekkers Hut* এ। আহারও মেলে সাধারণ রেস্তোরাঁয়। জিপ ট্যুরে পেলিং থেকে ২৯ কিমি দূরে ২টি পাহাড়ের খাঁজে ৩০০ ফুট উঁচু থেকে নামা **কাঞ্চনজঙ্ঘা** বা রেইনবো ফলস; আকর্ষণে অনবদ্য। আবিষ্কার এটি জিপ চালক Topzor Bhutia-র। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে ৬ কিমি দূরে ইয়াকসাম। দেখে নেওয়া যায় জিপ ট্যুরে ২৭ কিমি দূরের ডেনডামে জানুয়ারি ২০, ১৯৯৩এ তৈরি এশিয়ার দ্বিতীয় গভীরতম গর্জ সেতু Singshore Bridge—পথে পড়ে Sangay Falls. আর মেলে সারাপথে ফুল-ফলে ভরা বড় এলাচ গাছ জিপ ট্যুরে।

থাকারও নানান হোটেল Pelling-737113, STD 03593-এ। ১ কিমি পরিসরে পেলিং-এর হোটেলরাজি। শহরে ঢুকতেই পেলিং-এ—*H Kabur*, DAB ৩৫০-৬০০; পরপর সারি দিয়ে *H Pradhan*, ✆ 50615, DCB ১৫০, TCB ১৮০, FCB ২০০; *Window Park GH*, ✆ 50614, DAB ২৮০, TAB ৩৮০, কল বুকিং: Tourist Corner ✆ 2489049; *Sikkim Tourist Centre*, AP প্রথায় ডাবল বেডের ঘরে দু'জনা ৮৫০, ৯০০ FR ১২৫০, গাড়ি ছাড়াও ট্রেকিং-এর সাজ-সরঞ্জাম ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। অবু: Manager ✆ 50855 বা Help Tourism, 143 Hill Cart Rd, Siliguri-734401, ✆ 433683 বা Help Tourism, 15 Stephen Court, 4th Floor, Lift 2, 18A, Park St.-71, ✆ 294610, *H Norbu Gang*, DAB ৫৫০, ৬০০, ৭০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485/Diamond Tours ✆ 276714, *H Garuda*, ✆ 50614, DAB ২৬০, ২৮০, ৩০০, AP S ১৯০-২৮০, কল বুকিং Tourist Corner, ✆ 2489049; *Family G H*, DCB ১৬০, ডর্মি ৫০; *H Kalchakra*, স্বল্প যেতে হেলিপ্যাডে *H View Point*, ✆ 50638, DAB ৩০০, ৩৫০, TAB ৪৫০, ৫০০, কল বুকিং: Apex Tours, 21A, Rani Sankari Lane-26, ✆ 4555236; ঘর আশানুরূপ না হলেও অবস্থানে মনোরম, আহারে অনবদ্য *Hindusthan G H*, ✆ 50813, AP প্রথায় ডাবল বেডের ঘরে ২৫০, ২৭৫, তিন বেডের ঘরে ২১০, ২৩০, পাঁচ বেডের ঘরে ১৫০, ১৮০, প্রতি জনা; কল বুকিং: Hindusthan Travels, 183/2 Lenin Sarani, 2nd floor, Cal-13, ✆ 263753/ Nan & Co. 9-A, B B D Bagh (E), Cal-1, ✆ 2206625.

নিচুর ধাপে অর্থাৎ লোয়ার পেলিং-এ—*H Parozang*, ✆ 50621, AP-S ২৭৫, ৩০০, ৩২৫, কল বুকিং: Dolphin Travels, ✆ 278968; সাধারণ *Shenga G H*, DCB ১০০; *H Pelling*, ✆ 50707, AP প্রথায় ২৭৫, ৩০০, ৩২৫, প্রতিজনা, কল বুকিং: New Mitra Special, 62 Bentink St, Cal-69, ✆ 277066; *Magnolia L*, DAB ৪০০, TAB ৫০০, সারাদিনের আহার ১০০, প্রতিজনা, কল বুকিং: Paritosh Tarafdar, 9/12 Lalbazar St-1, Block-C, 2nd floor, ✆ 2481672; *Resort Stellate*, DCB ৩০০, DAB ৩৫০, ৪০০, TAB ৫৫০, কল বুকিং: Tapashi Roy, Block-BC, 36/5 Salt Lake City-64, ✆ 3375075 বা Linkage ✆ 2464485, *H Tashiling*, ✆ 50683, DAB ২৫০, ৩০০, AP-S ২৫০, কল বুকিং: Hotel Tours, 28 Waterloo St, (GF), Cal-69, ✆ 2485677; *H Samten Ling*, DCB ১০০, FCB ২৫০; *H Bintan*, ✆ 50682, DAB ৩০০, ৪০০, TAB ২৫০, ৫৫০, ৬০০, FAB ৫০০, সারাদিনের আহার ১৫০ প্রতি জনা, কল বুকিং: Mrs Dolly Roy, 1 Nepal Bhattacharya St-26, ✆ 4666584; ঘর ও আহার দুইয়েরই প্রশংসা জনমুখে। *H Silver Peak*, DAB ৪৫০, ৫০০, অবু: কল ✆ 2429757; *H Pemachen*, DCB ২০০, DAB ২৫০-৪০০, TCB ২৫০, TAB ৩৫০, কল বুকিং: S B Associates, 66-B, Maniktala St-6, ✆ 3503612/Salt Lake ✆ 3348323/Howrah ✆ 6603700; *H Khechupari*, ✆ 50681, DCB ৩৫০, DAB ৪০০, TAB ৫৫০, দিনের আহার্য ১২৫, প্রতিজনা, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485, SBI-এর বিপরীতে *H Sun*, DAB ৪৫০, ৫৫০, TAB ৬০০, কল বুকিং: S Chatterjee, 14/2 Old China Bazar St-1, Room-52, ✆ 2429757; *H Panchak*, কল বুকিং: ✆ 4405654; *Mandal L*, ✆ 50684, DAB ২৫০, TAB ৩৫০। প্রায় প্রতিটা হোটেলেই কোনো কোনো ঘর থেকে শিখররাজি সুন্দর দেখতে মেলে। তাই উচিত হবে ঘর দেখে হোটেল নির্বাচন করা। তেমনই জিপে শেয়ার যাত্রীদের একই ভাড়ায় নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছে দেওয়া কানুন পেলিং-এ।

ইয়াকসাম: ১৪-০০টায় গেজিং ছেড়ে আসা বাসে পেলিং থেকে ঘণ্টা চারেকে ইয়াকসাম (Yaksom) চলুন। বাস যাচ্ছে লেগশিপ হয়েও গেজিং থেকে ইয়াকসাম। মনোরম পাহাড়ী উপত্যকায় তিন লামার মিলন স্থল অর্থাৎ *ইয়াকসামে*
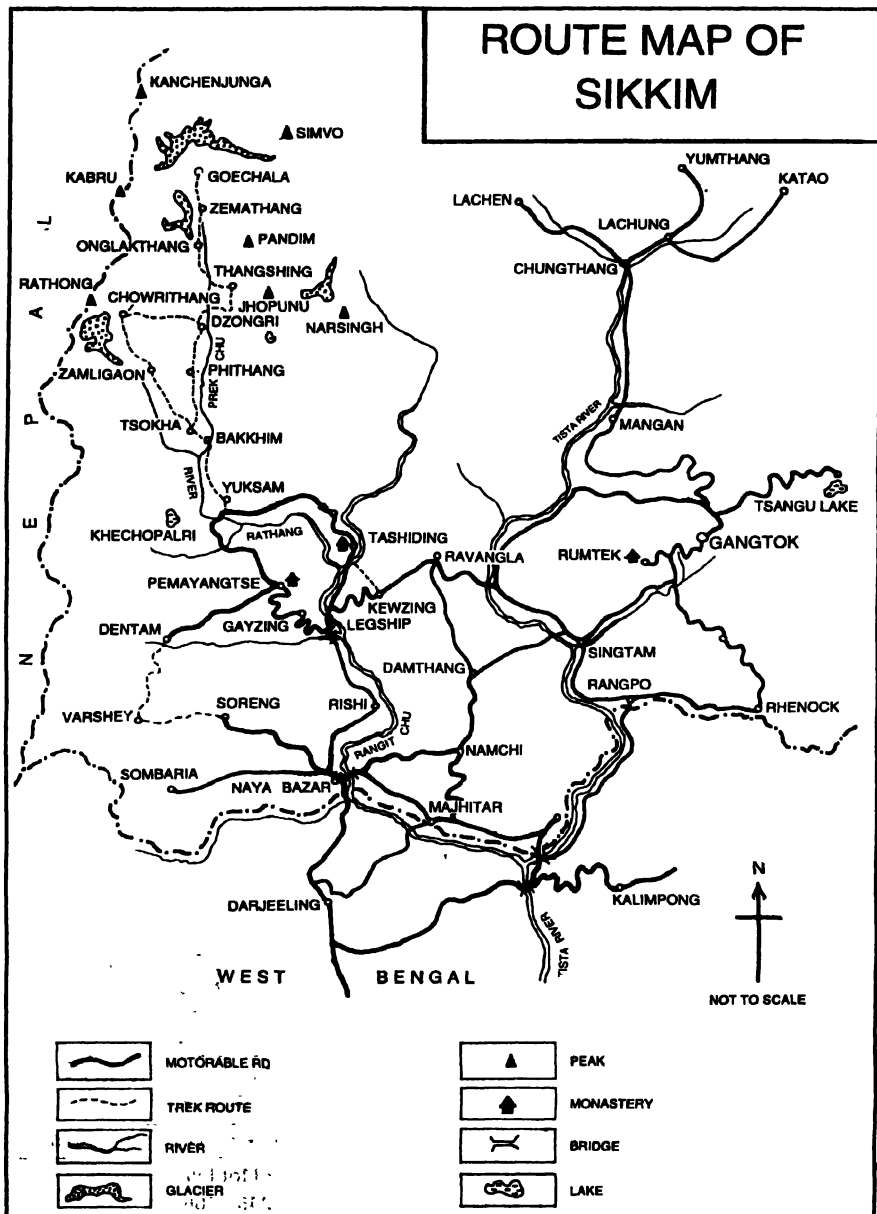
সিকিমের প্রথম রাজধানীও ছিল অতীতকালে। সিকিম রাষ্ট্রে *চোগিয়ালের* (রাজার) পত্তনও ১৬৪১-এ ইয়াকসামের নরবুগাং-এ। তবে স্থানান্তর ঘটে রাজ্যপাট ১৬৭০-এ ইয়াকসাম থেকে পেমিয়াং-শির অদূরে রাবডান্টসে-য়। আজও দেখে নেওয়া যায় প্রথম চোগিয়ালের (Chogoyal Phenstok Namgyal) করোনেশন থ্রোন সুপ্রাচীন বৃক্ষতলে। চোর্তেনও হয়েছে নরবুগাং। আর আছে পাহাড় টঙে সিকিমের প্রাচীনতম দুবদি (Dubdi) গুম্ফা ও কাটোক লেক ইয়াকসামে। ট্রেকারদেরও স্বর্গরাজ্য এই ইয়াকসাম। থাকারও নানান ব্যবস্থা—*H Tashigang*, ✆ 03593-50587, কল বুকিং: Ganguli Commercial Point, 79 Lenin Saranı, Room 502, Cal-13, ✆ 2451875/3505451; *Trekkers Hut, FRH, Dzongrila H, Demazong H, H Norbu Gang* আছে ইয়াকসামে। আহারেরও নানান হোটেল ইয়াকসামে। ইয়াকসাম থেকে পায়ে হাঁটা পথ গিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার অন্দরমহলে। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পাহাড় চড়ার ট্রেনিং কোর্সের কর্মকাণ্ড চলছে ইয়াকসামকে কেন্দ্র করে জোংরি বেস ক্যাম্পে।

জোংরি : ইয়াকসাম থেকে ১৬ কিমি দূরে ৯০০০ ফুট উঁচু **বাখিম**, আরও ২ কিমি পেরিয়ে ১০০০০ ফুট উঁচু **ছোকা** (Tsoka); এপথের শেষ বসতিও ছোকায়। ট্রেকারদের উচিত হবে বাখিম *ফরেস্ট বাংলো/ ট্রেকার্স হাট* বা ছোকায় *ট্রেকার্স হাট/ লজে* প্রথম রাত কাটিয়ে দ্বিতীয় দিনে ৮ কিমিতে হাজার পাঁচেক ফুট চড়ে **জোংরি** (Dzongri) পৌঁছে যাওয়া। ৩৯৩৯ মি উঁচু জোংরির সামনেই জোংরি পিক। তেমনই ডান থেকে বাঁয়ে মাউন্ট পান্ডিম, জানু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু, ব্ল্যাক কাব্রু, ডোম ছাড়াও নানান গিরিশিখর সুন্দর দৃশ্যমান। বামে ১৪ কিমি দূরে গোচা-লা (Goccha-La) গিরি-সঙ্কট। সূর্যাস্তের তরঙ্গায়িত বর্ণচ্ছটা শ্বাসরোধ করায় পর্যটকদের। তেমনই সূর্যোদয়ে জোংরি পিক থেকেও দেখে নেওয়া যায় মহান হিমালয়ের মোহিনী রূপ। জোংরির বুকের উড়নিও কাঁপিয়ে তোলে কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বাস-প্রশ্বাস। সারা পথের নৈসর্গিক শোভারও তুলনা হয় না। পাহাড় আর পাহাড়, গহন অরণ্যের মাঝ দিয়ে পথ এসেছে ইয়াকসাম থেকে। পথ দুস্তর না হলেও বন্ধুর। চড়াই-এরও আধিক্য ছোকার পথে। তবে, ২০-এরও অধিক ধর্মী রঙবেরঙের রডোডেনড্রন পথপাশে ফাগ খেলে। এমনকি অরণ্যচরদের দর্শন লাভ সেও যেন পুলকিত করে তোলে দেহ-মন। জোংরিতেও *ট্রেকার্স হাট* ও *বাড়ি-ঘরে* থাকার ব্যবস্থা মেলে। উচিতও হবে দ্বিতীয় রাত জোংরিতে কাটিয়ে তৃতীয় দিনে ৯ কিমি দূরের **বেস ক্যাম্প** ট্রেক করে জোংরিতে ফিরে রাতের অবস্থান করা। আহার্যও মেলে সারাপথের দোকানপাটে। তবে, ভোজনবিলাসীদের উচিত হবে পানীয় জল ও আহার্য সঙ্গে নেওয়া। চতুর্থ দিনে ইয়াকসাম পৌঁছে রাতের অবস্থান। তবে অভিযাত্রীরা ৬৮৯০মি উঁচু মাউন্ট পান্ডিমও যাচ্ছেন জোংরি থেকে।

অত্যুৎসাহীরা ইয়াকসাম থেকে ১৯ কিমি ট্রেক করে **টাসিডিং** (Tashiding)ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। চলার পথে দেখে চলা যায় নরবুগাং চোর্তেন (১ কিমি), ডুবডি মনাস্ট্রি (৪ কিমি), ফামরাং জলপ্রপাত (৫ কিমি)। ১৬ কিমি দূরের লেগশিপ থেকেও পথ এসেছে টাসিডিং-এ। বাস আসছে গেজিং থেকেও লেগশিপ হয়ে। নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপও চলে এপথে। গহীন অরণ্যানীর মাঝে এক পাহাড় চুড়োয় নয়নাভিরাম পরিবেশে ৩য় চোগিয়ালের কালে ১৭১৬য় তৈরি টাসিডিং মনাস্ট্রি পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ। দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রঙ্গীত ও রোটিং নদী।

বসন্তের (তিব্বতীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের ১৪ ও ১৫) বুমচু (Bumchu) উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তের দল আসেন। বুমচু অর্থাৎ বিরাটাকার পাথরের জারের মুখ খোলা হয় এক বছর পর পর উৎসবকালে। ৩০০ বছরের এই জারের জল আজও অফুরন্ত। বৌদ্ধদের কাছে ধন্বন্তরি। রীতিমতো ভিড়ও পড়ে পবিত্র এই জলের জন্য। বাস যাত্রায় এক রাত থাকতে হয় টাসিডিং-এ। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *ট্রেকার্স হাট, ফরেস্ট রেস্ট হাউস-এ*। *মনাস্ট্রি*-তেও যাত্রী সেবার ব্যবস্থা মেলে। এবার লেগশিপ হয়ে ঘর-পানে ফেরাই উচিত হবে। লেগশিপের অদূরে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ফুরসাচুও দেখে নেওয়া যায়। রঙ্গীত নদীর পাড়ে লেগশিপে হোটেল আছে নানান বা ইয়াকসাম ফিরে রাতের বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালের বাসে গেজিং চলুন বা পাকদণ্ডী পথে পেলিং-ও চলা যেতে পারে দিনভর ট্রেক করে।

শীতের আধিক্য থাকলেও ফেব্রুয়ারি থেকে মে, আবার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর জোংরি অভিযানের মনোরম সময়। প্রয়োজনীয় ট্রেকিং সম্ভার—তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, জ্যাকেট, কুলি, গাইড ছাড়াও ট্রেক পথের মন্ত্রণা পেতে গ্যাংটকে Yak & Yeti Travels, National Highway, ✆ 22714; Bigfoot Tours & Treks, opp Hotel Tibbet, Paljor Stadium Rd; Snow Lion Travels, Sıkkim Himalayan Adventure, Gangtok-737101-কে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নানান ট্রেক ট্যুরেও যাচ্ছে এরা।

উৎসাহীরা পেলিং থেকে পায়ে ১ ঘণ্টায় ৪ কিমি দূরে পেমিয়াং-শি-গেজিং বাস ও জিপ পথের সঙ্গম Tigjuk-এর অদূরে **রাবডান্টসের** (Rabdentse) ধ্বংসাবশেষও দেখে চলতে পারেন। অতীতের চোর্তেনটি ভগ্ন অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে। ইয়াকসামের পরে রাবডান্টস-এ দ্বিতীয় চোগিয়ালের রাজধানী গড়ে ওঠে ১৭ শতকের শেষভাগে। লাগোয়া *Dra Lhagang*. সাঙ্গ হল পশ্চিম সিকিম দর্শন। এবার ঘরে ফেরার পালা। দিনের একমাত্র বাস যাচ্ছে সকাল ৬-৩০টায় গেজিং ছেড়ে লেগশিপ/জোরথাং/মেলিবাজার হয়ে সাসপেনসন ব্রিজে রঙ্গীত নদী (সীমান্ত) পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি। ৬-০০ ও ৭-০০টায় জিপ যাচ্ছে পেলিং থেকে শিলিগুড়ি। গ্যাংটকও যাচ্ছে সকালে নানান জিপ

পেলিং থেকে। শিলিগুড়ি/গ্যাংটকের ভাড়া ১০ যাত্রীর কমান্ডারে ১০০্ প্রতিজনা। যাত্রীর আধিক্যে বিশেষ জিপও মেলে—সেক্ষেত্রে ভাড়ায় আধিক্য লাগে। আর একক রিজার্ভেশনে কমান্ডার জিপ মেলে পেলিং থেকে গ্যাংটক ১২৫০্ দার্জিলিং ১২৫০্, শিলিগুড়ি ১৫০০ টাকায়। শিলিগুড়িতে অমরদীপ সার্ভিস, ৩৭ সেবক রোড (গুরুদ্বারার কাছে) থেকেও জিপ মেলে পেলিং যাতায়াতে। ভাড়ায় কিছুটা সুবিধা মেলে শিলিগুড়ি থেকে পেলিং যেতে। আর N J P রেল স্টেশন থেকে জিপ যাচ্ছে পেলিং-এ ৭-৩০ ও ১০-০০টায়। পেলিং থেকে N J P ফেরে ৭-৩০ ও ৮-০০টায়। ভাড়া ১২৫্ প্রতি জনা। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য Top/or Bhutia, Mt Simvo Travels, Lower Pelling-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। মারুতি ভ্যানও পাড়ি দেয় এপথ—ভাড়ায় সাশ্রয় মেলে ভ্যানে। তেমনই শিলিগুড়ি যাত্রায় টিকিটের অমিলে গেজিং থেকে সরাসরি বা জোরথাং ফিরে নানান বাসে চলা যেতে পারে শিলিগুড়ি। মরসুমে প্রতি বিকালে শেয়ারেও যাচ্ছে জিপ পেলিং-শিলিগুড়ি-পেলিং। জোরথাং যাচ্ছে ৮-০০, ১০-০০, ১১-০০, ১৬-০০টায় ছেড়ে ২ ঘণ্টায়; আর গ্যাংটকের বাস যাচ্ছে ৮-০০ ও ১৩-০০টায় গেজিং থেকে। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে ৭-৩০, ৯-০০ ও ১৪-০০টায় বাস মেলে জোরথাং-এর। ৪½ ঘণ্টার পথ। দূরত্ব ৮৪ কিমি। ভাড়া ৩৫্। দক্ষিণ-পশ্চিম ঘিরে বয়ে চলেছে রঙ্গীত নদী জোরথাং-এর। পশ্চিম সিকিমের বাস জংশন জোরথাং-এর ১২ কিমি আগে পাহাড়ী ঝোরা ও গাছপালায় ঘেরা সুন্দর উপত্যকা মানপুং। ২১ কিমি দূরের নামচিরও পথ গিয়েছে মানপুং থেকে। জোরথাং থেকে গেজিং-এর নানান বাস। এপথের দূরত্ব ৪২ কিমি। ৭৮ কিমি দূরের ইয়াকসাম যাচ্ছে ৭-৩০-এ জোরথাং ছেড়ে গেজিং/পেলিং হয়ে ৭½ ঘণ্টায়। শেয়ার ট্যাক্সিও চলে জোরথাং থেকে ইয়াকসাম। তেমনই পেলিং বা গেজিং থেকে দার্জিলিং যাত্রায় উচিত হবে সকালের বাসে গেজিং ছেড়ে ২ ঘণ্টায় জোরথাং পৌঁছে জোরথাং থেকে শেয়ার জিপে ১½ ঘণ্টায় ২৬ কিমি দূরের দার্জিলিং চলা। দুপুরের পর থেকে জিপ অমিল হয়ে পড়ে—বাসের চল নেই এপথে। বাস স্ট্যান্ডে *হোটেল নামগিয়াল*, অদূরে *হোটেল স্পেট ইন, জোংরি, পুষ্পাঞ্জলি* ছাড়াও *হোটেল* আছে নানান বাণিজ্যিক শহর জোরথাং-এ। আহারে *মাড়োয়ারি ভোজনালয়, আপনি পসন্দ* আদর্শ।

তেমনই জোরথাং থেকে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে রমণীয় ভার্সে-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। বাস যাচ্ছে জোরথাং থেকে ১৩-০০টায় ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় ৫২ কিমি দূরের রিবদি। রিবদি থেকে ৮ কিমি চড়াই বেয়ে ঘণ্টা চারেকে পৌঁছে যান ১০৫০০ ফুট উঁচু ভার্সে-য়। এপ্রিল-মে মাসে রঙবেরঙের হেমলক, ম্যাগনোলিয়া, *গুরাঁস* অর্থাৎ রডোডেনড্রন পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে পর্যটন দপ্তর ও পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে গড়া *গুরাসকুঞ্জ অতিথি নিবাস*-এ। প্রাইভেট লজও আছে ভার্সেয়। আহারও মেলে।

ভার্সে থেকে দিনে দিনে ডেন্টাস (১৪ কিমি), সোরেং (১০ কিমি), বুরিকহোপ (৯ কিমি) পায়ে পায়ে ট্রেক করে নিন একে একে। এদের প্রশস্তি নৈসর্গিক শোভার জন্য। তেমনই ৪ কিমি ট্রেক করে ১০১০০ ফুট উঁচু হিলে হয়ে আরও ৯ কিমি গিয়ে রিবদি-জোরথাং পথের ওখর-এ গিয়েও চড়া যায় ৫ কিমি দূরের রিবদি থেকে আসা বাসে। তবে, জোরথাং থেকে জিপে সরাসরি হিলে পৌঁছে ৪ কিমি ট্রেক করে চড়া যায় ভার্সে। সারা পথের নৈসর্গিক শোভা নয়নাভিরাম।

ভারতে পর্যটন কেন্দ্র

তামিলনাড়ু—চেন্নাই, মহাবলীপুরম, তাঞ্জাভুর, ত্রিচি, ইয়ারকাদ, কোদাইকানাল, মাদুরাই, রামেশ্বরম, তিরুচেন্দুর, কন্যাকুমারী, উতকামণ্ড, মুধুমালাই। **পণ্ডিচেরী**—পুডুচেরী, অরোভিল। **কেরল**—তিরুভনন্তপুরম, কোভলম, পোনমুড়ী, পেরিয়ার, কোচি। **লাক্ষাদ্বীপ**। **কর্ণাটক**—মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর, বেলুড়, হ্যালেবিদ, শ্রবণ বেলগোলা, বিজাপুর, বাদামী-পাট্টাডাকাল-আইহোল, যোগ, হাম্পী। **অন্ধ্রপ্রদেশ**—হায়দ্রাবাদ, তিরুপতি, আর্কুভ্যালি, অমরাবতী। **মহারাষ্ট্র**—অজন্তা, ইলোরা, পুনে, মহাবালেশ্বর, মুম্বাই। **গোয়া**—পানাজি। **দমন ও দিউ**। **গুজরাট**—আমেদাবাদ, জুনাগড়, গীর, সোমনাথ, পোরবন্দর, দ্বারকা। **রাজস্থান**—বিকানের, যোধপুর, আবু পাহাড়, উদয়পুর, চিতোর, আজমের, জয়পুর, ভরতপুর। **মধ্য প্রদেশ**—খাজুরাহো, অমরকণ্টক, বৈষ্ণোদেবী, বান্ধবগড়, কানহা, জব্বলপুর, পাঁচমাড়ী, ভূপাল, সাঁচী, ইন্দোর, মাণ্ডু, উজ্জয়িন। **দিল্লী**—নতুন দিল্লী, পুরানো দিল্লী। **জম্মু ও কাশ্মীর**—চিত্রকোট, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, লে। **পাঞ্জাব**—অমৃতসর, পাতিয়ালা। **হরিয়ানা**—চণ্ডীগড়, কুরুক্ষেত্র। **হিমাচল প্রদেশ**—সিমলা, মানালী, ডালহৌসী, কাংড়া ভ্যালি। **উত্তর প্রদেশ**—লক্ষ্ণৌ, নৈনীতাল, কৌশানী, রানীক্ষেত, আলমোড়া, বিনসার, মায়াবতী, চৌকোরি, করবেট, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, বারাণসী, আগ্রা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, ম্যুসৌরী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী, হৃষীকেশ। **বিহার**—পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, রাজগীর, রাঁচি, নেতারহাট, পালামৌ, হাজারীবাগ। **ওড়িশা**—ভুবনেশ্বর, কোণারক, পুরী, গোপালপুর-অন-সী, চাঁদিপুর, সিমিলিপাল, কেওনঝড়। **অসম**—গুয়াহাটি, কাজিরাঙ্গা, হাফলঙ, মানস। **মণিপুর**—ইম্ফল। **মেঘালয়**—শিলং, চেরাপুঞ্জি। **সিকিম**—গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, পেলিং। **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**—পোর্ট ব্লেয়ার। **পশ্চিমবঙ্গ**—কলকাতা, শান্তিনিকেতন, দীঘা, সুন্দরবন, বিষ্ণুপুর, অযোধ্যা পাহাড়, বকখালি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মিরিক, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলদাপাড়া, বক্সা।

বিহার

বৌদ্ধ মঠ বা **মনাস্ট্রি** *Vihara* থেকেই নাম এসেছে বিহার। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম ও শিখ ধর্মের পুণ্যধাম বিহার। সারা পুব জুড়ে রয়েছে পশ্চিমবাংলা, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ আর দক্ষিণে ওড়িশা। বিহার রাজ্যের সদর দপ্তর বসেছে পাটনায়। পাটনা আজকের নয়—অতীতে নাম ছিল এর পাটলিপুত্র। আড়াই হাজার বছর আগে মৌর্যদের রাজধানীও ছিল এই পাটলিপুত্রে। তারও আগে রাজ্য প্রসার পেতে অজাতশত্রু রাজগৃহ থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন পাটালি গ্রামে। সম্রাট অশোকও তাঁর ঐতিহাসিক রাজাজ্ঞা এখান থেকেই পৌঁছে দেন প্রজাদের কাছে, দিকে দিকে মিশনও পাঠান বৌদ্ধধর্মের বার্তা দিয়ে। বুদ্ধের কর্মজীবনের বড় একটা অংশও এই বিহারেই অতিবাহিত হয়। নিরঞ্জনার তীরে উরুবিল্ব গ্রামে পিপুল গাছের নিচে সিদ্ধিলাভও করেন বুদ্ধ আজকের বুদ্ধগয়ায়। খ্রিস্টপূর্ব দিনগুলিতে জৈন ধর্মও যথেষ্ট প্রসার পেয়েছিল সেকালের বিহারে। এমনকি, ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম ৫ শতকের বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার অনতিদূরে কুন্দনপুরে। ১০ম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহ-র জন্মও বিহারের পাটনায় ১৬৬৬তে।

মৌর্যদের পর গুপ্তরাজাদের হাতে যায় বিহার। সে যুগে বিহার ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। এরপর বিহার যায় মোগল সম্রাট আকবরের দখলে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। আর তখন থেকেই গড়ে ওঠে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে নতুন এক সংস্কৃতি যা বিহারের একান্তই আপন। মোগলদের পর বিহার যায় বাংলার নবাবদের হাতে। সিরাজের মৃত্যুর পর ১৭৬৪তে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ে বিহারের দখল যায় ব্রিটিশের হাতে। বিহার তখন বাংলা প্রভিন্সের মধ্যে। ১৯১১য় বিহার ও ওড়িশাকে পৃথক করা হয় বাংলা থেকে ছেঁটে। আর, ১৯৩৬এ প্রভিন্স রূপে স্বতন্ত্র মর্যাদা পায় বিহার। আয়তনে ভারত রাষ্ট্রের নবম বৃহত্তম রাজ্য হলেও জনসংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের পরেই এর স্থান। আর সাক্ষরতায় ভারতের ২৭তম স্থানে বিহার রাজ্য। মুখের ভাষা মৈথিলী, ভোজপুরী, মাগধী ও ঝাড়খণ্ডী। *ছট* বা সূর্য পূজা বিহারের জাতীয় উৎসব। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিহারের বাৎসরিক সূচী। শীতে শৈত্য-প্রবাহ, গ্রীষ্মে খরা আর বর্ষায় প্লাবন বিহারের নিত্যসঙ্গী। বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী *feud and fire and flood* আজও ঘটে চলেছে বিহারে। ১৯৭৫-এর সেই ভয়াবহ দিনগুলি আজও শিহরণ জাগায়—জানুয়ারিতে শৈত্যপ্রবাহে বলি ২৫০, মে মাসে সর্দিগমিতে বলি ৫০; হাজারীবাগে ৪২° সেন্টিগ্রেড রেকর্ড তাপমান; আর জুলাইতে—বাঘমতী, বাকীয়া, বুরহী, গন্ধক, কোশী নদীর জলে রাজ্য জুড়ে প্লাবন। ১৯৯২এ জাতি-বিদ্বেষের শিকার হয়েছে ৩৪ জন গয়ার অনতিদূরে বরা গ্রামে। তবুও ভারতের পর্যটন মানচিত্রে আজ উল্লেখ-যোগ্য স্থান দখল করেছে বিহার। তেমনই ভারতের *রূঢ়* বিহারের ছোটনাগপুর। নানান আকরিক সম্পদের সাথে বাকহারা অতীত আজও সারা বিহার ভূমে লোকচক্ষুর অগোচরে। বিহারের মাটিতে রয়েছে ভারতের ৪১% ধাতব সম্পদ। তেমনই স্বর্ণগর্ভাও এই বিহার। খননে রাঁচির কাছে সুবর্ণরেখা ও বাল্মিকীনগরের গোবর্ধন নদী তটে আবিষ্কৃত হতে চলেছে ভারতের বৃহত্তম স্বর্ণভাণ্ডার।

পাটনা

বিহার রাজ্যের রাজধানী শহর পাটনা। আফগান নায়ক শের শাহ্ সুরী হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ১৬ শতকে আজকের শহর গড়েন। তাঁর রাজধানীও ছিল সেদিনের পাটলিপুত্রে। তবে, খ্রি পূ ৩ শতকে সম্রাট অশোকের রাজ-ধানীও ছিল এই পাটলিপুত্রে। গঙ্গার পাড় ধরে ৩×১২ কিমি ব্যাপ্ত নগরী ছিল সেকালে। এমনকি গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে মেলে ৫ শতকে মগধ সম্রাট অজাতশত্রু রাজগীর থেকে রাজধানীর স্থানান্তর ঘটান পাটলিপুত্রে অর্থাৎ অতীতের আজিমাবাদে। ১০০০ বছর ধরে সমৃদ্ধ নগরীও ছিল পাটলিপুত্র। তবে সে আজ ইতিহাসই বটে। আর ১৯ শতকে ব্রিটিশ আফিম চাষের মূল ঘাঁটি গড়ে পাটনায়। আর পাটনার অতীত বেশ কিছুটা ধ্বংস হয় ১৯৩৪-এর বিধ্বংসী ভূমিকম্পে।

আজকের রাজধানী শহর নতুন করে গড়ে উঠেছে গঙ্গা ও শোন নদীর বুকে ইতিহাসের কুসুমপুরে। গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরে ১৫ কিমি ব্যাপ্ত শহর। সুন্দর পরিকল্পিত শহর। প্রশস্ত রাজপথ। লাখ এগারো লোকের বাস ৫৩ মি উঁচু শহরে। নতুন নতুন প্রাসাদোপম অট্টালিকা রূপ পাচ্ছে অতীত দিনের স্থাপত্য শৈলীকে অক্ষুণ্ণ রেখে। মিউজিয়ম, খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি, গোলঘর—এর উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন।

রেল স্টেশন ও বিমান বন্দর দুইয়েরই অবস্থান শহরের পশ্চিমপ্রান্তে বাঁকিপুরে, আর ইতিহাসের পাটনা আজকের শহরের পুবে। শহরের হৃৎপিণ্ড—গান্ধী ময়দান। দোকান-পাট, বাজার-ঘাট, তথা পর্যটক দুনিয়াও এই গান্ধী ময়দান লাগোয়া অশোক রাজপথ জুড়ে। বিহার রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস, ✆ 225295 বসেছে রেল স্টেশন লাগোয়া ফ্রেজার রোড অর্থাৎ আজকের মজহারুল হক পথে। রেল স্টেশনেও দপ্তর বসেছে এদের। আর ভারত

সরকারের পর্যটন দপ্তর বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গে বিহার ট্যুরিজমের পর্যটন ভবনে।

শুধু শহর নয়—পাটনা থেকে ভ্রমণ শুরু করছেন পর্যটকেরা রাজ্যের দিকে দিকে। এমনকি পপুলার বৌদ্ধ সার্কিটের সংযোগকারী সহজতম পথও এই পাটনা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু যাবার পক্ষেও পাটনা আদরণীয় হবে। শহর বেড়াবার জন্য টাঙা, সাইকেল রিকশা, অটো ও ট্যাক্সি মেলে। আর চলছে সিটি বাস সারা শহর জুড়ে।

বিহার ☐ রাজধানী: পাটনা। আয়তন: ১৭৩৮৭৭ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৮৬৩৩৮৮৫৩। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ১০.২৩%! পুরুষ: ৪৫১৪৭২৮০। নারী: ৪১১৯১৫৭৩। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ১৬৪২৪১১৯। বৃদ্ধির হার: ২৩.২৯%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৪৯৭। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯১২। সাক্ষরের হার: ৩৮.৫৪%। প্রধান ভাষা: হিন্দী। অঞ্চলভেদে বাংলা ও ইংরেজিরও চল আছে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ২১২২.০০টাকা (১৯৮৯-৯০)। শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য আছে। বর্ষাকালে প্লাবন অবশ্যম্ভাবী এলাকা বিশেষে। সারা বছর জুড়ে পর্যটক সমাগম ঘটে চললেও বিহার বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

১৫ দিনে বিহার করুন: পাটনা ২ গয়া ১ বোধগয়া ১ রাজগীর-নালন্দা-পাওয়াপুরী ৩ বৈশালী ১ নেপাল ৫ পথ চলায় ২ দিন। ১০ দিনে বেড়ান: শিমুলতলা-জসিদি-দেওঘর-দুমকা-পরেশনাথ-মধুপুর। ১৪ দিনের বনবাসে: হাজারীবাগ-রাজরাপ্পা-পালামৌ-নেতারহাট-রাঁচি-দশম-হুড্রু-গৌতমধারা-টাটা-ঘাটশিলা। ৭ দিনের সফরে: কিংবদন্তীর গাথা সারাণ্ডার জঙ্গল সঙ্গে কিরিবুরু-চাইবাসা জুড়ে সাঙ্গ করুন বিহার দর্শন।

IAC-র উড়ান 1 3 5 7 দিন ২০-২০এ, 2 4 6 দিন ৯-১০এ ছেড়ে ৫৫ মিনিটে কলকাতায় যাচ্ছে সরাসরি; কলকাতা ছেড়ে পাটনা আসছে 1 3 5 7 দিন ১৭-৩০এ সরাসরি, 2 4 6 দিন ৬-১০এ ছেড়ে ৭-০৫এ রাঁচি পৌঁছে ৮-৩০এ। প্রতিদিন ১২-০৫এ পাটনা ছেড়ে ১২-৫০এ রাঁচি পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ১৫-১০এ; 1 3 5 6 দিন ১৮-৫৫য় পাটনা ছেড়ে ১৯-৫০এ লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ২১-১৫য়। পাটনা ফেরে দিল্লী থেকে প্রতিদিন ১০-০০টায় ছেড়ে ১২-৫০এ; 1 3 5 6 দিন ১৭-৩০এ ছেড়ে ১৮-২৫এ লক্ষ্ণৌ পৌঁছে ১৯-৫০এ। আর Skyline NEPC-র বিমান যাচ্ছে 3 5 দিন কলকাতা-পাটনা-বারাণসীর মাঝে।

তেমনই আর এক পর্যটকপ্রিয় পাটনা-কাঠমাণ্ডু রয়্যাল নেপাল এয়ার লাইনসের বিমানও চলছে পাটনা থেকে। কাঠমাণ্ডু যাত্রায় পাটনা থেকে ট্রেনে মজঃফরপুর হয়ে রক্সৌল চলা যেতে পারে। তবে সময়ের আধিক্য হেতু উচিত হবে পাটনা থেকে বাসে ঘণ্টা পাঁচেকে রক্সৌল চলা। সকাল থেকে রাতে সরকারি ও বেসরকারি নানান বাস পাটনা ছেড়ে মজঃফরপুর হয়ে রক্সৌল তথা নেপাল সীমান্তে যাচ্ছে। রাতভর সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে এপথে। ভারত ভূমে রক্সৌল, আর নেপালের সীমান্ত শহর বীরগঞ্জ। রিকশায় যাতায়াত, আধ ঘণ্টার পথ। সীমান্তও খোলা মেলে ভোর ৪-০০টে থেকে রাত ২২-০০টা পর্যন্ত। হোটেলও আছে নানান রক্সৌল ও বীরগঞ্জে।

মজঃফরপুর-রক্সৌল-বীরগঞ্জ ছাড়াও আরও ২টি ভিন্ন পথেও চলা যেতে পারে পাটনা থেকে নেপালে। নিয়মিত বাসও চলছে পাটনা থেকে সীতামাঢ়ী হয়ে জনকপুরে বা পাটনা থেকে গোরক্ষপুর-সোনেউলি হয়ে ভৈঁরোয়া অর্থাৎ নেপালে।

কলকাতা-দিল্লী মেন লাইনে পাটনা জংশন স্টেশন। হাওড়া থেকে ৫৪৫ আর দিল্লীর দূরত্ব ৯০৮ কিমি পাটনা থেকে। ট্রেনও যাচ্ছে কলকাতা থেকে 1 2 5 6 দিন 2303 পূর্বা এক্স ৯-১৫, দিল্লী জনতা ২১-০০, তুফান উদ্যান আভা এক্স ৯-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে কম-বেশি ৮-৯ ঘণ্টায় পাটনা পৌঁছে ১৪ থেকে ১৭ ঘণ্টায় দিল্লী। আর 3 7 দিন ১৩-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে মধুপুর হয়ে ২০-৫০এ পাটনা যাচ্ছে 2305 রাজধানী এক্স। অমৃতসর মেল ১৯-২০, অমৃতসর এক্স ১৩-১০এ হাওড়া ছেড়ে পরদিন যথাক্রমে ৪-৫০ / ২-১৫য় পাটনা পৌঁছে অমৃতসর যাচ্ছে। 2 5 6 দিন 3073 হিমগিরি এক্স ২৩-০০টায়, 3231 হাওড়া-দানাপুর এক্স ২১-০৫; আর শিয়ালদহ থেকে ২০-১৫য় 3111 শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্স, ২০-৫৫য় 3133 শিয়ালদহ-মোগলসরাই এক্সও পাটনা হয়ে যাচ্ছে।

ভাগলপুর থেকে আসা বিক্রমশীলার অংশ জুড়ে 2391 মগধ-বিক্রমশীলা এক্স ১৯-১০এ, পাটনা-নিউ দিল্লী 2401 শ্রমজীবী ১১-১০এ পাটনা ছেড়ে নতুন দিল্লী; আর দিল্লী জং যাচ্ছে ৬-১৫য় 3483/3413 মালদহ-ভিয়ানি-মালদহ ফারাক্কা এক্স। 2 4 7 দিন নতুন দিল্লী-গুয়াহাটি রাজধানী এক্স, নতুন দিল্লী-গুয়াহাটি NE Exp. দিল্লী জং-গুয়াহাটি-লামডিং-ডিমাপুর-ডিব্রুগড়-ব্রহ্মপুত্র এক্স, দিল্লী জং-নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছে লিঙ্ক এক্সের সাথে জুড়ে মহানন্দা এক্স পাটনা হয়ে। 3 7 দিন গুয়াহাটি-দাদার এক্স, 1 2 4 6 দিন ভাগলপুর-দাদার এক্স, ২৩-২০এ পাটনা-কারলা এক্স, 3 5 7 দিন ছাপরা-কারলা এক্স, প্রতি মঙ্গলবার মজঃফরপুর-দাদার শ্রমশক্তি এক্স মুম্বাই যাচ্ছে পাটনা হয়ে।

প্রতি 2 6 দিন ১৯-০০টায় পাটনা ছেড়ে 2309 রাজধানী এক্স বারাণসী/ লক্ষ্ণৌ/ কানপুর হয়ে নতুন দিল্লী যাচ্ছে পরদিন ১০-০০ টায়; নতুন দিল্লী ছাড়ে 4 7 দিন ১৭-০০টায় 2310 রাজধানী এক্স। 3 7 দিন যাচ্ছে কলকাতা রাজধানী এক্স, 2 4 6 দিন যাচ্ছে ডিব্রুগড় রাজধানী এক্স পাটনা হয়ে; অর্থাৎ সপ্তাহের প্রতিদিন রাজধানী এক্স যাচ্ছে পাটনা থেকে নতুন দিল্লী।

প্রতি বৃহস্পতিবার ১৩-০০টায় পাটনা-কোচি এক্স যাচ্ছে মধুপুর/আসানসোল/খড়্গপুর/চেন্নাই হয়ে। 4 6 দিন ১৪-৪৫এ পাটনা-চেন্নাই এক্স যাচ্ছে মোগলসরাই/ জব্বলপুর/ ইটারসি/

নাগপুর/বিজয়ওয়াড়া হয়ে। ধানবাদ যাচ্ছে ২৩-২০এ গঙ্গা-দামোদর এক্স; ১৫-৫০এ পাটনা ছেড়ে ধানবাদ/রাঁচি হয়ে হাতিয়া যাচ্ছে পাটলিপুত্র এক্স। গয়া/বোকারো হয়ে ১১ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছে হাতিয়া যাচ্ছে ১০-২৫ ও ২১-৪৫এ পাটনা-হাতিয়া এক্স। ২০-৪৫এ পাটনা ছেড়ে পরদিন ৮-৪৫এ ৪৭৪ কিমি দূরের বরকা-খানায় যাচ্ছে পালামৌ এক্স; পাটনা ফেরে ১৬-২০এ বরকাখানা থেকে পালামৌ। মোকামা জসিদি/মধুপুর/আসানসোল হয়ে পুরী যাচ্ছে প্রতি বুধবার ৯-০০টায় পাটনা-পুরী এক্স, পাটনা ফেরে পুরী থেকে সোমবার ১৩-০০টায়। ১০ ঘণ্টায় টাটানগর যাচ্ছে ২০-৩০এ পাটনা-রাউরকেলা সাউথ বিহার এক্স, ৬-৪৭ টাটা, ১৮-৪০এ দানাপুর যাচ্ছে দানাপুর-টাটা এক্স; প্রতি রবিবার ১৫-৪৫এ পাটনা-সুরাট এক্স; কাটিহার-দানাপুর-কাটিহার যাচ্ছে ক্যাপিটাল এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক দাদার-গুয়াহাটি, নর্থ ইস্ট এক্স ও মহানন্দা লিঙ্ক এক্স।

গয়া যাচ্ছে ১০-০৫এ হাতিয়া এক্স, ২১-১৫য় হাতিয়া এক্স, ২৩-০০টায় গঙ্গা-দামোদর এক্স, ২০-১৫য় পাটনা-বরকাখানা পালামৌ এক্স ছাড়াও ৬-৩৫, ৮-৪৫, ১০-৪০, ১৩-২০, ১৫-৪০, ১৬-৩৫, ১৮-৩০, ২১-৩০এ প্যাসেঞ্জার। এক্স ট্রেনে ২$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা, প্যাসেঞ্জারে ৩ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ৯২ কিমি পাটনা থেকে গয়ার। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া-দানাপুর ফাস্ট প্যা, হাওড়া-দানাপুর এক্স, পাটনা-বরায়ুনি প্যা, রাজগীর-দানাপুর প্যা, মোকামা-দানাপুর প্যা, মোকামা-পাটনা প্যা, পাটনা-মোগলসরাই প্যা, বখতিয়ারপুর-দানাপুর প্যা, পাটনা-কিউল প্যা, ফাটুয়া-বক্সার প্যা, দ্বারভাঙ্গা-পাটনা ফা প্যা, পাটনা-বক্সার প্যা, পাটনা সাহিব-দানাপুর, কিউল-দানাপুর প্যা, টাটা-দানাপুর, পাটনা-আরা ফা প্যা, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, মোগলসরাই ছাড়াও রাজ্য তথা পূর্ব-ভারতের দিকে দিকে পাটনা থেকে।

সুন্দর বাস সংযোগও গড়ে উঠেছে রাজ্যের দিগ্বিদিকের সঙ্গে পাটনার। ১৯৮২তে পাটনা ও হাজি-পুরের মাঝে ৩ কিমি ব্যাপ্ত গঙ্গায় গান্ধী

সেতু তৈরি হওয়ায় সড়কপথে উত্তর বিহার যাতায়াত অনেক সুগম হয়েছে পাটনা থেকে। সময়ও কম লাগে ট্রেন থেকে বাসে যেতে। বাস যাচ্ছে পাটনা জং রেল স্টেশনের বামে GPO তথা হার্ডিঞ্জ পার্কের বিপরীত থেকে উত্তর বিহার তথা রাজ্যের দিকে দিকে। আর সরকারি পরিবহণ নিগম ছাড়ছে রেল স্টেশনের ডাইনে থেকে। বাস যাচ্ছে—গয়া ৩ঘ, রাঁচি ৮ঘ, সাসারাম ৪½ঘ, বৈশালী ৩ঘ, রক্সৌল ৫ঘ, বিহার শরীফ ২½ঘ, ডালটনগঞ্জ ৮ ঘ, মজঃফরপুর, সীতামাঢ়ী, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, বাল্মীকিনগর, রাজনগর, মধুবনী, রাজগীর, পাওয়াপুরী, বরায়ুনি, ধানবাদ, টাটা, দেওঘর, হাজারীবাগ, ভাগলপুর, জসিদি ছাড়াও রাজ্যের নানানদিকে। নানান ট্রাভেল এজেন্সীরও ডিলাক্স বাস যাচ্ছে রাতভর সার্ভিসে। অগ্রিম টিকিটও মেলে এইসব বাসে। এমনকি দার্জিলিং-এর যাত্রী নিয়ে ১২ ঘন্টায় শিলিগুড়িও যাচ্ছে দিন-রাতের সার্ভিসে বাস; বাস যাচ্ছে কলকাতাতেও পাটনা থেকে। আর শহরে চলছে রিকশা, অটো, ট্যাক্সি ও বাস।

পাটনা থেকে দূরত্ব

গয়া	৯২	কিমি
বোধগয়া	১০৪	”
নালন্দা	৮৯	”
পাওয়াপুরী	৮০	”
রাজগীর	১০২	”
বৈশালী	৫৪	”
মজঃফরপুর	৭২	”
রক্সৌল	২০৬	”
কাশিয়া	২৩২	”
বখতিয়ারপুর	৪৯	”
রাঁচি	৩২৬	”
সাসারাম	১৫২	”
ধোবী	১১৭	”
বেতলা	৩১৬	”
ধানবাদ	৩২২	”
বারাণসী	২৪৬	”
এলাহাবাদ	৩৬৮	”
শিলিগুড়ি	৪৬৬	”
কলকাতা ধোবী হয়ে	৫৭৯	”
” বখতিয়ারপুর হয়ে	৩৭৯	”

কনডাকটেড ট্যুর: বিহার রাজ্য পর্যটন বিকাশ নিগম, বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গ, পাটনা-৮০০০০১ থেকে সকাল ৭-৩০টায় গিয়ে ৬৫ টাকায় পাটনা শহর, রাজগীর, নালন্দা ও পাওয়াপুরী বেড়িয়ে ফেরে ১৯-৩০টায়। যথেষ্ট যাত্রী হলে পাটনা শহর দেখাবারও ব্যবস্থা আছে BTDC-র। রাঁচি, রক্সৌল, বারাণসী, দ্বারভাঙ্গাও যাচ্ছে BTDC-র ডিলাক্স বাস পাটনা থেকে। আবার ITDC-ও শহর দেখাতে যাচ্ছে Hotel Patliputra Ashok থেকে কনডাকটেড ট্যুরে। এমনকি মরসুমে ভারতীয় রেলের সহযোগিতায় বিহার ট্যুরিজম কলকাতা থেকে প্যাকেজ ট্যুরে রাজগীর ও বেতলা-নেতারহাট-তিলাইয়া-দেওঘর-বোধগয়া বেড়িয়ে আনে। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। গ্রীষ্মে ২০—৪৩° আর শীতে তাপমান থাকে ৬—২১° সেন্টিগ্রেডে।

অশোকেরও (274-237BC) আগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (321-297BC), বিম্বিসার (297-274BC) ও অজাতশত্রু (491-459BC)-র রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। পর্যটন ভবন থেকে ৮ কিমি দক্ষিণে পাটনা বাইপাসে মাটির নিচুতে তার ধ্বংসাবশেষ মিলেছে কুমরাহর গ্রামে। মৌর্য কালের প্রাসাদ তথা অ্যাসেম্বলি (Stumps of 80 Wooden Pilar) হল্ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজপ্রাসাদের কঙ্কালসার ঘরগুলি আজও পর্যটকদের অতীত রোমন্থন করায়। ইটে তৈরি বৌদ্ধ মনাস্ট্রি—আনন্দ বিহারেরও ধ্বংসাবশেষ মিলেছে খননে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অতীত দিনের সংগ্রহ নিয়ে মিউজিয়মও হয়েছে। সোমবার ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা।

১৭৭০-এর মন্বন্তরের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত ব্রিটিশরাজ ব্রিটিশ ফৌজের খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুলাই ক্যাপ্টেন জন গারস্টিন আজকের গান্ধী ময়দানের পুবে গঙ্গার তীরে পাটনায় ১৪০০০০ টনের সংগ্রহশালা SILO অর্থাৎ গোলঘর গড়ে তোলেন। আজ এটি কেন্দ্রীয় শস্যাগার। এশিয়ার সর্বপ্রথম, বিশ্বের বৃহত্তম এই গোলঘরের স্থাপত্যেও অভিনবত্ব আছে। আকার তার মৌচাকের মতো গোল। পিলারহীন ৩.৬ মি চওড়া দেওয়ালের গোলঘর উচ্চতায় ২৯মি। ধনুকাকার সিঁড়ি পথে ১৪৫ ধাপ উঠে উপর থেকে পাটনা শহরও দেখে নেওয়া যায়। এর হুইসপারিং গ্যালারিটিও অনবদ্য। প্রস্তুতি চলছে Son-et Lumiere-এর গোলঘর চত্বরে। বিপরীতে গান্ধী সংগ্রহালয়।

অদূরে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের বসতবাটি **সদাকত আশ্রম**। এর মিউজিয়মে রাষ্ট্রপতির ব্যবহৃত ও পুরস্কার পাওয়া নানান সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯২১এ এই বাড়িতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহার বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিহার শাখার কেন্দ্রমণিও ছিল এই সদাকত আশ্রম।

ভবন থেকে ১ কিমি দূরে বুধমার্গে মোগল ও রাজপুত শৈলীতে তৈরি **পাটনা মিউজিয়মে** ১৭ মি উঁচু বিশ্বের বৃহত্তম ফসিল বৃক্ষটি রক্ষিত। বয়স এর ২০০ মিলিয়ন বছরেরও বেশি। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুরস্কার পাওয়া নানান সম্ভার আকর্ষণ বাড়িয়েছে মিউজিয়মের। মৌর্য (খ্রিপূ ৩ শতকে) ও গুপ্ত (৫—৭ খ্রিস্টাব্দে) যুগের স্থাপত্য, নানান মূর্তি, টেরাকোটা, মুদ্রা, ব্রোঞ্জ ও মিনিয়েচার পেইন্টিংও সমৃদ্ধ করেছে মিউজিয়মকে। স্টাফড জীবজন্তু, নালন্দার নানান সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে। দ্বিতলে চীনা ও তিব্বতীয় পেইন্টিং ও থঙ্কাস আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সোমবার ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় খোলা।

জংশন থেকে ১০ কিমি দূরে পাটনা সিটি রেল স্টেশনের পাশে **নবাব শহীদ-কি-মকবারা**। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা তাঁর পিতার স্মারক রূপে সাদা-কালো মর্মরে তৈরি করান এটি।

১০ম বা শেষ শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহ-র জন্মস্থান (ডিসেম্বর ২২, ১৬৬৬)-কে ঘিরে পুরনো পাটনার ঝাউগঞ্জে (চক) গড়ে উঠেছে পবিত্র শিখতীর্থ তখত **শ্রীহরমন্দির সাহিব** বা পাটনা সাহিব। পবিত্রতম পাঁচ তখতের অন্যতমও এই হরমন্দিরজী। স্বর্ণমন্দিরের পরেই এর স্থান। স্থাপত্যও সুন্দর। তবে, অতীতের হরমন্দির আগুনে পুড়ে যেতে নবরূপে শ্বেত মর্মরে গড়ে তোলেন মহারাজা রণজিৎ সিং ১৮৩৯এ। সেটিও ধ্বংস পায় ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পে।

আবার নতুন করে গড়ে ওঠে ১৯৫৪য় আজকের হরমন্দির। মিউজিয়মও হয়েছে নিচের তলায়—ছবিতে শিখ ধর্মের পরম্পরা, গুরুর পাদুকা, দোলনা ছাড়াও নানান স্মারক নিয়ে। গ্রন্থসাহিব পাঠ চলছে দ্বিতলে। গুরুর জন্মোৎসব পালিত হয় সাড়ম্বরে। খালি পায়ে, মাথা ঢেকে ঢোকা বাধ্যতামূলক; ব্যবস্থাও মেলে প্রবেশদ্বারে। গলিপথের দোকানপাটে বাঁশ ও চর্মজাত নানান পণ্য কিনতে মেলে। ১ কিমি পশ্চিমে ব্রিটিশ সিমেট্রিটিও দেখে চলা যেতে পারে।

হরমন্দির লাগোয়া দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর আফগান স্থাপত্যে শের শাহ সুরির গড়া প্রাচীনতম (১৫৪৫) মসজিদ—**শের শাহী মসজিদ** আজও অনন্য। রাস্তা জুড়ে শের শাহর **কিল্লা হাউস**। বিশেষ অনুমতিতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের **জালান মিউজিয়মে** অতীত দিনের চীনা, মোগলী ও আফগান শৈলীর নানান স্থাপত্য, পোর্সেলিনের বাসনপত্র দেখে চলা যায়। আর আছে শহর জুড়ে ১৮ শতকের রোমান ক্যাথলিক চার্চ—**পাদরি কি হাভেলি**; ১৬২১এ জাহাঙ্গীর-পুত্র পারভেজ শাহ-র তৈরি—হরমন্দির লাগোয়া গঙ্গার কিনারে সঈফ খানের মসজিদ বা **পাথথর-কি-মসজিদ**; গান্ধী ময়দান; রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই পবন-পুত্রের (হনুমান) মহাবীর মন্দির। জাতীয় গ্রন্থাগার তথা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরিতে** মোগল ও রাজপুত শৈলীর ছবি, আরবি ও পার্শী পাণ্ডুলিপি, স্পেনের করডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ধার করা একমাত্র বই, এক ইঞ্চি চওড়া কোরান ছাড়াও একক সংগ্রহের বই ও পাণ্ডুলিপির সম্ভার উল্লেখ্য। শহরের পুবে গুলজারবাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আফিমের গুদামে বিহার সরকারের ছাপাখানা; বাঁকিপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ তথা বিড়লা মন্দির; ভবন থেকে ডানহাতি ½ কিমি দূরে বিধানসভা, তার সামনে ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরি ১৯৪২-এর কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনে আত্মাহুতি দেওয়া ৭ শহীদের **শহীদ স্মারক**; বিধানসভার পেছনে পুরনো সেক্রেটারিয়েট—অদূরে রাজভবন, বায়োলজিক্যাল পার্ক তথা চিড়িয়াখানা; ভবনের ১ কিমি উত্তরে বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গে ২মি চওড়া প্রাচীরে ঘেরা ওল্ড ওয়াটার টাওয়ারটিও চলতে-ফিরতে দেখে নেওয়া যায় পায়ে পায়ে।

আর রয়েছে শহরান্তে পশ্চিম দরওয়াজা, ছোটি পাটলদেবী, বড়ি পাটলদেবী, গান্ধী সেতু, নতুন গুরদ্বারা, আগম কুয়া (জনশ্রুতি, সম্রাট অশোক তাঁর ছয় ভাইকে হত্যা করে এই কুয়োয় ফেলে সিংহাসনে বসেন)। একে একে দেখে নেওয়া যায় অটোয় ঘণ্টা পাঁচ-ছয়েকে অতীতের পাটলিপুত্র তথা আজকের রাজধানীকে। অটো ভাড়া—প্রতিঘণ্টা ৪০-৪৫ হারে। তবে, সদাকত আশ্রম, গোলঘর, গান্ধী সংগ্রহালয়, গান্ধী ময়দান, মিউজিয়ম, স্বাধীনতার স্বপ্ন, বিধানসভা, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, কুমরাহর, হরমন্দিরজী দেখেও সাঙ্গ করা যেতে পারে পাটনা দর্শন।

পাটনা থেকে ২৯ কিমি দূরে মানার-এ ১৩ শতকের সুফী সন্ত পীর হজরত মাখদাম আহিয়া মানেরীর বাস। শায়িতও রয়েছেন পীর সাহেব। সেই স্মৃতিতে হয়েছে দরগা অর্থাৎ বড়ি দরগা শরীফ। শিষ্য শাহ দৌলতের স্মারকরূপে গড়া ছোটি দরগা শরীফও পবিত্র মুসলিম তীর্থ। ১২ দিক বিশিষ্ট টাওয়ার, ডোম ও বারান্দার ভাস্কর্যও সুন্দর।

রেল স্টেশনের ডাইনে Majharul Haque Path অর্থাৎ অতীতের Frazer Rd, Patna-800001, STD 0612-এর ডাক বাংলো চকে মেলা বসেছে সাধারণ হোটেলের—*H Rajasthan*, R1B2, DAB ১৫০-২০০, A/c D ৩৫০, থাকা ও ভেজ মিলে সুনাম আছে এদের; *H Ruby*, S P Verma Rd-1, SAB ১০০, DAB ১৭৫; *H Park; Grand H*, DAB ১২৫-১৭৫; *Avanti H*, A6R1B½, ✆ 221959, SAB ৩০০, DAB ৪০০, ৪৫০, স্যুইট ৬০০, ৬৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; *Ananda Bhawan H, H Mayur*, SAB ১৫০, DAB ২৫০, A/c S ৩২৫, D ৪০০; **H Samrat International*, ✆ 220560, A5R1, SAB ৪০০, DAB ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০, স্যুইট ৮০০-১২৫০; *H Satkar International*, ✆ 220551, A/c S ৫৫০-৭৫০, DAB ৬৫০-৮৫০, স্যুইট ১২৫০; *H Five Diamond*, S ১২৫, D ২০০; **H Sheodar Sadan; H Marwari Awas Griha*, ✆ 220625, SAB ১৫০-২৭৫, DAB ২২৫-৩৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮০০-১০০০; *Sreeprakash H*, S ৮০-১৫০, D ১৫০-২২৫। Off Frazer Rd-1এ; *H President*, A6R½, ✆ 220600, SAB ৩০০, D ৪০০, A/c S ৫২৫, D ৮০০, স্যুইট ১৭৫০।

রেল স্টেশনের কাছেই *H Anandalok*, ✆ 223960, DAB ২৫০, ৩০০, ৩৫০, A/c-র জন্য ১০০, অতিরিক্ত; স্বল্পদূরে বীণা সিনেমা লাগোয়া বাঙালির *Patna H*, D ১০০-১৭৫; *H Central, H Ajit, H Meenakshi*, D ১৫০-২২৫; *Bihar H*, D ১২৫-২০০; *H Suraj*, D ৬৫-১২৫; *H Adarsha*, D ১২৫-১৭৫; *H Blue Star, H Rajkamal*, D ১২৫-২০০; *H Amin, H New Welcome, Flora H, Hotel D Light* ছাড়াও নানান।

Dak Bungalow Road-1এ—*H Rajdhani*, D ১৫০-৩২৫, মধ্যমানে থাকার পক্ষে ভালই; বিপরীতে *H Daichi* S ৬৫, D ১২৫; *H Princess* S ৮০, D ১৫০। ডানহাতি Exhibition Rd নতুন নামে Braja Kishore Path-1এ: *H Vikram*, S ৬৫, D ১২৫-২০০, A/c S ২৭৫, D ৩২৫; *H Gita*; **H Republic*, ✆ 655021, A5R1B1, SAB ৪৫০, DAB ৬৫০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১২৫০; *Shyama H*, SAB ৬৫-১২৫, DAB ১২৫-২২৫; একই মানে একই দামে *Rajkumar H*. *Welcomgroup's *H Maurya Patna*, South Gandhi Maidan, ✆ 222060. F Rd-1, A6R2, A/c S ১৫৯৫-২১৫০, D ২২৫০-৩০০০, স্যুইট ৪৫০০-৬০০০; *India H*, SAB ৬০-১২৫, DAB ১০০-২২৫।

East Gandhi Maidan তথা ময়দানের পুবে Asoke Rajpath-4এ—*H Ajanta*, S ৬০-৮৫, D ১০০-১৭৫; *H Tulsi*, Bankipur; *H Ritz*. Kankarbagh Rd-এ—*H Jayasarnin*, S ১৭৫, D ২৭৫, A/c D ৪৫০; *H Sunway*. Kadamkuan-য়: *H Menka*, S ৮৫, D ১৫০; *H Anupam, H Tara, H Apsara*,

DAB ২০০-২৭৫। রেল স্টেশনের বাঁয়ে প্রাইভেট বাস স্ট্যান্ড পেরিয়ে অতীতের Gardiner Rd আজকের Birchand Marg Path-800001-এ: **H Chanakya* ✆ 223141, A5R1, A/c S ৯৫০-১২৫০, D ১২৫০-১৭৫০, স্যুইট ১৭৫০-২২৫০; BTDC-র *H Kautilya Vihar*, A5R1, ✆ 225411, DAB ২২৫-২৭৫, A/c D ৪০০, ডর্মি বেড ৬০, হোটেল কৌটিল্যে অবস্থানে আহার্যও মেলে রিবেট মূল্যে নিচের ক্যান্টিনে। আহার্যে যথেষ্ট সুনাম এদের। ITDC-র **H Patliputra Ashok*, ✆ 226270, A/c S ১১৯৫, D ১৮০০, স্যুইট ২২৫০; কেবল দিনের বিশ্রামেও ঘর মেলে রিবেট মূল্যে। *H Meghdoot*, Sahid Nagar, S ২৭৫, D ৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *H Sujata* ছাড়াও হোটেল আছে নানান পাটনায়।

অজন্তা হোটেল, অমর হোটেল, গেলর্ড হোটেল, হোটেল জয়পুর, হোটেল কৃষ্ণা, প্রদীপ হোটেল, সূর্য হোটেল, হোটেল ললিতা, মমতা হোটেল—এদের কাছেও ঘর মেলে S ৪০-১৫০, D ৮০-২২৫ টাকায়। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* পাটনা জংশনে; *Automobile Association of Eastern India; ইয়ুথ হোস্টেল* রাজেন্দ্রনগর ও গান্ধী ময়দানের দক্ষিণে, বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গে *সার্কিট হাউস; PWD-র রেস্ট হাউস* এয়ারপোর্টে আর *ডাকবাংলো* বাঁকিপুরে— এদের কাছেও ঘর মেলে পাটনা ভ্রমণে। আর আছে—*বিড়লা ধরমশালা*, সবজিবাগ-4; *হরমন্দিরজী গুরদ্বারা*, পাটনা সাহিব; *পাটলিপুত্র ধরমশালা*, সবজিবাগ-4; *কদমকুয়া ধরমশালা*, পাটনা-3; ছাড়াও নানান ধরমশালা পাটনায়।

আহার্যেরও নানান হোটেল পাটনায়। ইস্ট গান্ধী ময়দানে *Gokul Mini Restaurant*, ✆ 653120-এর মিল্ক শেকস-আইসক্রিম-মিঠাইএ যথেষ্ট সুনাম। ফ্রেজার রোডে *Navneet Restaurant*, ✆ 221270, (৬-৩০—১০-৩০ ও ১৬-৩০—২২-৩০টায়) থালি প্রথায় নিরামিষ আহার্য; *Mamta Restaurant, Ashoka Restaurant*-এরও ননভেজ মিলে যথেষ্ট সুখ্যাতি। চিকেন কাবাবের জন্য চলা যেতে পারে *Jai Annapurna Restaurant*-এ।

পাটনা শহর দেখার জন্য একটা দিন যথেষ্ট। তবে, দু'দিনের বেশি থাকার দরকার হয় না পাটনায়। সময় স্বল্পতায় দিনে দিনে শহর দেখে ২০-১৫-র পালামৌ এক্সে বা ২১-১৫-র হাতিয়া এক্সে বা ২৩-০০-টার গঙ্গা-দামোদর এক্সে পাটনা ছেড়ে ২২-৩০/২৩-৩০/১-১৫য় গয়ায় পৌঁছান। আর ১০-০৫-এর পাটনা-হাতিয়া এক্স গয়া পৌঁছায় ১২-২০এ। এছাড়া ৬-৩৫, ৮-৪৫, ১০-৪০, ১৩-২০, ১৫-৪০, ১৬-৩৫, ১৮-৩০, ২১-১০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৩ ঘণ্টায়। বাসও যাচ্ছে মুহুর্মুহু পাটনা থেকে গয়ায়।

গয়া

ব্রাহ্মযোনী, রামশিলা ও প্রেতশিলা—তিন পাহাড়ে ঘেরা গয়া। ভারতীয় হিন্দুতীর্থগুলির মধ্যে গয়া অন্যতম। অনাদিকাল ধরে সারা ভারত থেকে হিন্দু যাত্রী আসেন পঞ্চক্রোশী গয়াক্ষেত্রে তাঁদের মৃত বারো পুরুষের আত্মার শান্তি কামনার্থে পিণ্ডদান করতে। স্বর্গবাসের অধিক সম্ভাবনায় পিতৃপক্ষ—আশ্বিনের ১—১৫ই যাত্রী আসেন লক্ষ লক্ষ। মেলাও বসে পিতৃপক্ষে। কথিত আছে, গয়ায় পিণ্ডদান করলে আত্মার স্বর্গারোহণ ঘটে।

বায়ুপুরাণে মেলে, দেবতা আর অসুরে অশান্তি লেগেই ছিল। শিব বধ করলেন ত্রিপুরাসুরকে। ব্রহ্মার বরে পবিত্রতম ত্রিপুরাসুরের ছেলে মহাপরাক্রমশালী গয়াসুর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে দেবভূমি আক্রমণ করতে দেবতারা হেরে গেলেন যুদ্ধে। স্বয়ং নারায়ণ এলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ চলল গয়াসুর আর নারায়ণের মাঝে শ'খানেক বছর ধরে। তখন গয়াসুর শান্তি প্রস্তাব রাখল নারায়ণের কাছে। নারায়ণের ইচ্ছামত গয়াসুর পাষাণে রূপান্তরিত হল। মাথা তার গয়া অর্থাৎ বিষ্ণুক্ষেত্রে, অন্ধ্রের পিঠাপুরমে পদযুগল, ওড়িশার বিরজাক্ষেত্রে নাভি। তবে, স্বর্গে যেতে অনিচ্ছুক গয়াসুর। গয়াসুরের ইচ্ছা দু'টিও পূরণ করলেন নারায়ণ। গয়াসুরের পাষাণ মূর্তির মাথায় পদযুগল রাখা আর এই পদচিহ্নে যে আত্মার জন্য পিণ্ডদান করা হবে তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি। নারায়ণের তথাস্তু বাস্তবে রূপ পেল। আর এই গয়াসুর থেকেই শহরের নাম গয়া।

সেই থেকে গয়াসুর পাথর হয়ে রয়েছে নারায়ণের পায়ের ছাপ মাথায় নিয়ে। আর পিণ্ডদান প্রথাও চলে আসছে মৃত আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যে। কালে কালে ৪৩টি বেদিতে পিণ্ডদান প্রথা চালু হলেও ফল্গুর বালুচরে, বিষ্ণুপাদপদ্মে ও অক্ষয় বটে পিণ্ডদান করা হয়। এখানে পিণ্ডদানের জন্যে পাণ্ডা অর্থাৎ পুরোহিত মেলে। আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও মেলে পাশের বাজারে। তবুও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় পিণ্ডদানের আয়োজন করাই শ্রেয়। থাকারও ব্যবস্থা আছে সঙ্ঘের ধরমশালায়।

অন্তঃসলিলা ফল্গুর পশ্চিমপাড়ে **বিষ্ণুপাদ মন্দির**। ৩০মি উঁচু অষ্টকোণী চুড়ো—রুপোর আধারে মোড়া। ভিতরে পাথরের বুকে ৪০ সেমি দীর্ঘ বিষ্ণুর পায়ের ছাপ। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে খুবই পবিত্র। পরিবেশও সুন্দর। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাঈ মন্দিরটির সংস্কার করেন। তৈরি এটি কলকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের। রেল স্টেশন থেকে টাঙা ও রিকশা যাচ্ছে ২.৪ কিমি দূরের মন্দিরে।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ১ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০০০ সিঁড়ি উঠে **ব্রাহ্মযোনী পাহাড়** চুড়োয় শিব মন্দির আর নিচুতে অক্ষয়বট। রামায়ণের সীতাদেবীর আশীর্বাদধন্য এই বট-বৃক্ষতলে পিণ্ডদান সমাধা হয়। একদা ফল্গুও বয়ে যেত নিচু দিয়ে। সীতাদেবীর শাপে সে অন্তঃসলিলা।

গয়ার উত্তরে **রামশীলা পর্বত**—চুড়োয় পাতালেশ্বর মন্দির। আর আছে প্রেতশিলা। অপঘাতে মৃতদের পিণ্ডদান হয় এই প্রেতশিলায়।

গয়ার ২০ কিমি দূরে বিষ্ণুপাদ মন্দিরের উত্তরে শোন নদীর তীরে দেও-এর **সূর্যমন্দিরটি**ও তীর্থযাত্রীদের কাছে আর এক পুণ্য তীর্থ। দেওয়ালির ৬ দিন পর (নভেম্বর) পুণ্যার্থীরা গঙ্গায় কোমর জলে দাঁড়িয়ে নতুন কাটা ফসল, ফল-মূল আর ঘরে তৈরি মিষ্টাদি দিয়ে দেবতা সূর্যের অর্চনা

করেন। নাম তার ছট পূজা। জাঁকালো মেলাও বসে ছট পূজার কালে। তেমনই GT Rd-এর মদনপুরেও আর এক প্রাচীন সূর্যমন্দির দেখে চলা যায়।

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে গড়ে তোলা গান্ধী মণ্ডপটিও পর্যটকদের আর এক দ্রষ্টব্য গয়ায়।

৫ কিমি উত্তর-পূবে কুরকিহর গ্রামে স্তূপাকৃতি নানান ধ্বংসাবশেষ মিলেছে খননে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, ৭ শতকে হিউয়েন সাং-এর উল্লিখিত কুক্কুটপদগিরি বা Cock's Foot Mountain হয়ে থাকবে আজকের কুরকিহর। পাটনা মিউজিয়মে এর নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে।

বরাবর গুহা: গয়া থেকে ২০ কিমি উত্তরে বেলা স্টেশন। বেলা থেকে পায়ে হাঁটা পথে ৭ কিমি আর টাঙা বা রিকশায় ১০ কিমি যেতে বৌদ্ধ গুহা বরাবর। গয়া-পাটনা লোকালে গয়ার দু'টি স্টেশন পর বেলায় নেমে রিকশায় চলুন। যাতায়াত ভাড়া ৩০-৪৫্। সরাসরি বাসও যাচ্ছে গয়ার কিনারি ঘাট থেকে বেলা হয়ে বরাবর গুহায়। E M Forster-এর বিখ্যাত উপন্যাস *Passage to India*-য় উল্লিখিত হয়েছে বরাবর আখ্যান।

সম্রাট অশোকের (খ্রিপূ ২০০) কালে পাহাড় কেটে তৈরি এই গুহা। গুহা হয়েছে পরবর্তীকালেও। জাতকের আখ্যান উদ্ধৃত হয়েছে এর শিলায়। সংখ্যায় শতাধিক হবে। তবে জঙ্গলাকীর্ণ ও কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে গুহা। ৭টি আজ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে। তিন ধরনের গুহা আছে বরাবরে: (১) নাগার্জুনীয়—অর্থাৎ আকারে বড়। প্রবেশপথে ধনুকাকৃতি খিলান। ভিতর পালিশ করা, চক্রাকার, হলঘর, মিনি গুহাও আছে। আর হয় echo অর্থাৎ প্রতিধ্বনি নাগার্জুনে। স্থাপত্য সুন্দর। লোমশ ও সুদামা এই পর্যায়ের গুহা; (২) পঞ্চ পাণ্ডব গুহা—আকারে ছোট, বনবাসকালে অবস্থান করেন পাণ্ডবেরা; (৩) হাট-কেভ গুহা—কুটির আকার, একদিক খোলা, তিনদিকে পাথুরে দেওয়াল। আর আছে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ে সিদ্ধনাথ শিব বরাবরে।

জনশ্রুতি, বরাবর পাহাড়ের অন্ধেরী গুম্ফায় আজ ডাকাত, ঠগী আর লুঠেরাদের ঘাঁটি। তবে, কেবল সোমবার যাত্রী সমাগম ঘটে দূর-দূরান্ত থেকে। বসে দোকানপাট। তবুও উচিত হবে নিরাপত্তার অভাব হেতু বরাবর পরিহার করে চলা। থাকারও কোনো ব্যবস্থা নেই বরাবর বা বেলায়।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন, এক্স ও বাস নিয়মিত সংযোগ রেখেছে পাটনা থেকে গয়ার। ২½-৩ ঘণ্টার পথ। দূরত্ব ৯২ কিমি। কলকাতা-দিল্লী গ্রান্ড কর্ড লাইনে গয়া জংশন। হাওড়া থেকে 1 2 4 5 6 দিন ১৭-০০টায় রাজধানী এক্স, ১৯-১৫য় হাওড়া-দিল্লী-কালকা মেল, 3 4 7 দিন ৯-১৫য় 2381 পূর্বা এক্স, ২০-০০টায় মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদ, ২৩-৩০এ যোধপুর এক্স, ২০-১৫য় দুন এক্স, ১৫-১৫য় শিপ্রা এক্স-চম্বল এক্স; আর শিয়ালদহ থেকে ১১-৪৫এ জম্মু তাওয়াই এক্স গয়া হয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে ঘণ্টা আটেকের পথ, দূরত্ব ৪৫৮কিমি। পাটনা-বরকাকানা পালামৌ এক্স, ধানবাদ-পাটনা গঙ্গা দামোদর এক্স, পাটনা-হাতিয়া এক্স, ধানবাদ-লুধিয়ানা গঙ্গা শতদ্রু এক্স, প্রতিটি ট্রেনই গয়া হয়ে যাচ্ছে। ৫৮৯ কিমি দূরের পুরী যাচ্ছে ১৪ ঘণ্টায় নিউ দিল্লী-পুরী পুরুষোত্তম এক্স, 2 4 5 7 দিন নিউ দিল্লী-পুরী এক্স, 1 3 6 দিন নিউ দিল্লী-পুরী নীলাচল এক্স। আর ২২০কিমি দূরের বারাণসী যাচ্ছে নানান ট্রেন ৪ থেকে ৬ ঘণ্টায় গয়া থেকে। ৬-৩০এ আসানসোল থেকে; ১৬-৪৫এ হাজারীবাগ থেকে; ৫-১৫, ৯-২৫, ১৩-৩০, ১৮-৩৩, ২০-৪৫এ কিউল থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে গয়ায়।

কিরানি ঘাট থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে রাজগীর, বেলা, বরাবর গুহা। গান্ধী ময়দান থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস যাচ্ছে—গিরিডি, দেওঘর, চাইবাসা, মজঃফরপুর, হাজীপুর, রাঁচি (৭ঘণ্টায়), হাজারীবাগ, টাটা, ধানবাদ, ধোবী ৩০, রাজগীর (২ঘণ্টায়) ৬৬, পাওয়াপুরী ৮৩, পাটনা (৩ঘণ্টায়) ৯৭ কিমি ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে। প্রাইভেট ডিলাক্স যাচ্ছে TV স্টেশনের কাছ থেকে রাজ্যের নানান দিকে। বাস যাচ্ছে জাহানাবাগ-কলকাতা ১৮-২০তে ছেড়ে রাতভর জার্নিতে কলকাতায়। কলকাতা ছাড়ে ১৭-৩০টায়, গয়ার নিকটতম বিমানবন্দর পাটনায়। রিকশা ও অটো চলছে শহরে।

স্টেশন চত্বর পেরুতেই Station Road, STD 0631, Gaya-823001এ— *Ajatshatru H*, opp Rly Stn, ✆ 21514, DAB ১৭৫-২৫০; *Anand H; Station View H, Pal R H, H Madras, Ajit R H, Punjab R H, H Satkar, Punjab H, H Saluja*, এদের কাছে S ৬০-১২৫ D ৮৫-২২৫ টাকায় মেলে। *H Siddartha International*, Stn Rd, Gaya-2, ✆ 21480, SAB ৬৫০-৮৫০ DAB ১০০০-১২৫০ A/c S ১২৫০ D ১৫০০ স্যুইট ২০০০।

১.৫ কিমি দূরে Swarajpuri Road-1এ—*H Samrat*, DAB ২০০-২৭৫; *Bharat Sevashram Sangha*, ✆ 20579, দান ভিত্তিতে ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা; *H Chanakya; Abantika H*. বাস স্ট্যান্ডের কাছে: Church Rd-1এ—*H Sarogi*, R1B0, SCB ৬০ SAB ৮০ DAB ১৫০; কাছেই *Lodging House Committee*-র *Rest House*-এ DAB ১০০, এদেরই আর এক শাখা বিষ্ণুঘাটে *Ashok Yatri Niwas*, DAB ১২৫, থাকার পক্ষে মনোরম; লজিং কমিটির রেস্ট হাউসের কাছেই *Sainik Rest House*-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে। রেল স্টেশন থেকে মিনিট দশেকের পথে কিরানি ঘাট বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া Gandhi Chowk তথা Krishna Prakash Path এ—*Motimahal H, H Raman, Veez H, Kripal L, Kamala L, Indira Basa*—এদের কাছে S ৬০-১০০ D ৮৫-১৭৫ টাকায় মেলে। এছাড়াও হোটেল আছে সারা শহরময়—*H Raman*, Gandhi Chowk-1, SAB ৮৫ DAB ১৫০ A/c S ২৭৫ D ৩৫০; *H Surjya*, Dakbungalow Rd, ✆ 24004, DAB ২৭৫ ৩৫০ ৪৫০; *H Anandalok*, 66 Law Rd, Chowk, R1B1, SAB ৮০ DAB ১৫০ A/c S ২২৫ D ৩০০; *H Shyam*, Ramna Rd; *Gopal Niwas*, Sahid Rd; *Kalpana R H*, Cachari Rd; *Narayan R H, H Rajpal, SCB* ৪৫ SAB ৬৫ DCB ৮৫ DAB ১২৫; *Sri Kailash GH*, North Azad Park (FBS Rd), Gaya-823001; ছাড়াও নানান।

আর আছে সার্কিট হাউস, *PWD IB*, অবু: EE, PWD-Building; *District Board D B*, Civil Lines, অবু: District Board; ১০ দিন আগে লিখতে হয়। বাস স্ট্যান্ডে *Lodging*

House Committee Rest House ছাড়াও *রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে গয়ায়। এছাড়া *ভারত সেবাশ্রম সংঘ, জৈন ধরমশালা, মারোয়াড়ি ধরমশালা, পঞ্চায়েতি ধরমশালা, স্টেশন ধরমশালা, তিলহা ধরমশালাতেও* ঘর মেলে থাকার। তবে বাঙালি যাত্রীদের ভিড় বেশি রেল স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে স্বরাজপুরী রোডের *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে।* রেল স্টেশনেও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাউন্টারের কাছে *পিলগ্রিমস ওয়েলফেয়ার এনকোয়ারি অফিস* বসেছে সঙেঘর। গয়ায় হোটেল নির্বাচনে সতর্কতাও দরকার। এমনকি দু'নম্বরী নিউ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নামেও একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে গয়ায়।

বুদ্ধগয়া

নেপালের লুম্বিনীতে বুদ্ধের জন্ম, বারাণসীর অদূরে সারনাথে বৌদ্ধ-ধর্মের উন্মেষ, গোরক্ষপুরের কাছে কুশী-নগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ আর বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ অর্থাৎ সিদ্ধার্থের দিব্যজ্ঞান বা বোধের উন্মেষ ঘটে। এই চার পুণ্যধাম বৌদ্ধধর্মীদের কাছে তীর্থ বিশেষ। তবুও যেন বিশ্বের অন্যতম বৌদ্ধ তীর্থ বুদ্ধগয়া। এমনকি প্রতি ডিসেম্বরে দলাই লামাও আসেন ধরমশালা থেকে বুদ্ধগয়ায়।

গয়া থেকে বাস, অটোরিকশা বা ট্যাক্সিতে চলুন সেকালের মগধ সাম্রাজ্যের বুকে গড়ে ওঠা বুদ্ধগয়ায়। বাসের চলা অনিয়মিত হলেও ভারত সেবাশ্রমের অদূরে কাছারি চক থেকে মুহুর্মুহু অটো যাচ্ছে শেয়ারে; ভাড়া ৬ করে। পিণ্ডদানের অনুষ্ঠান না থাকলে বুদ্ধগয়াতে অবস্থান করা সব রকমে ভাল। থাকার ব্যবস্থাও গয়ার থেকে বুদ্ধগয়ায় ভাল। বুদ্ধগয়ার নিকটতম রেল স্টেশন ১২ কিমি দূরের গয়া জংশন। তবে, রাতে এপথে যাতায়াত এড়িয়ে চলা উচিত হবে।

২৫০০ বছরের অতীত—নিরঞ্জনা নদীর পাড়ে উরুবিল্ব গ্রামে পিপুল গাছের নিচে একাসনে বসে সিদ্ধার্থ তপস্যা করে ৪৯ দিনে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় সিদ্ধি লাভ করেন। কালে কালে নিরঞ্জনার নাম হয়েছে ফল্গু, উরুবিল্ব হয়েছে বুদ্ধগয়া, আর পিপুল আজ বোধিবৃক্ষ নামে খ্যাত। বুদ্ধের স্মৃতিকে ঘিরে বুদ্ধগয়া। সম্রাট অশোকও আসেন উত্তর-কালে। বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। তবে গরমের আধিক্য হেতু গ্রীষ্ম এড়িয়ে চলা যেতে পারে। মে মাসের বুদ্ধজয়ন্তীতে দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তের দল আসেন। রূপ নেয় বুদ্ধগয়া জাঁকালো উৎসবের।

যে পিপুল গাছের নিচে অনিমেষলোচন স্তূপ অর্থাৎ মহাপরিনির্বাণ স্থলে বসে সিদ্ধার্থের দিব্যজ্ঞান বা বোধের নবোদয় ঘটে, পরবর্তীকালে সেই গাছের একটি চারা সম্রাট অশোক শ্রীলঙ্কায় পাঠান কন্যা সঙ্ঘমিত্রার সাথে। মূল গাছটি মারা যেতে শ্রীলঙ্কা (অনুরাধাপুরা) থেকে চারা এনে বুদ্ধগয়ায় রোপিত হয়। মূলের ৪র্থ প্রজন্ম আজকের এই **বোধিবৃক্ষ**। বৃক্ষতলে লাল বেলেপাথরের পদ্মাকার বজ্রাসন অর্থাৎ ডায়মন্ড থ্রোন-এ ধ্যানে বসতেন বুদ্ধ। পাথরে পায়ের ছাপে বুদ্ধের উপস্থিতি, আর পাথরের পদ্মাকার পানপাত্রে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বুদ্ধের পদক্ষেপের প্রকাশ। পাশেই সুজাতা দিঘি। জনশ্রুতি, এই দিঘির জলে স্নান করে সুজাতা পায়েস নিবেদন করেন বুদ্ধদেবকে।

৬০ ফুট চওড়া, ১৮০ ফুট উঁচু পিরামিডধর্মী চূড়োওয়ালা দ্বিতল **মহাবোধি মন্দিরের** নিচুতে রয়েছে বিশাল বুদ্ধমূর্তি, আর দ্বিতলে উপাসনা গৃহ। পুবে দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে গড়া বৌদ্ধধারার তোরণে প্রবেশ। চার কোণে চার চুড়ো—নানান ভঙ্গিমায় বুদ্ধ, পদ্ম, পাখি ও বিভিন্ন জীব-জন্তুর সঙ্গে জাতকের কাহিনীও অলঙ্কৃত হয়েছে দেওয়ালে। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন এই মন্দির। মন্দিরের পাথরের দেওয়াল—সেও অশোকের কালের; দ্বিমতে সুঙ্গদের (184-172 BC) কালে তৈরি। মূল মন্দিরের সঠিক জন্ম ইতিহাস না মিললেও পণ্ডিতেরা বলেন 289 BC-তে সম্রাট অশোকের হাতে তৈরি হয়েছিল মন্দির এখানে। চীনা পর্যটক Hiuen Tsang (635 AD)-এর বিবরণীতে মন্দিরের উল্লেখ মেলে। আর ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে এটির সংস্কার করেন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধরা। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত বুদ্ধের মূর্তিটি সেই থেকে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করেন মন্দির। সম্প্রতিও আমূল সংস্কার হয়েছে মন্দিরের।

এছাড়া মন্দিরের উত্তরে চক্রমাণা, ঘেরা প্রাঙ্গণে অনিমেষলোচন চৈত্য, মোহান্তর মনাস্ট্রি, রত্নাগার, এগুলিও দ্রষ্টব্য। আর ২ কিমি দূরে নিরঞ্জনা নদী-তীরে ঝোপ-জঙ্গলে আকীর্ণ উঁচু স্তূপটিই নাকি গোপবালা সুজাতার গৃহ। ৩ কিমি দূরে মুচলিন্ড সরোবর। সর্পরাজ মুচলিন্ড ফণা মেলে ছাতা ধরে ধ্যানস্থ বুদ্ধকে ঝড়-জল-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করত। এই লেকের পাড়েই গড়ে উঠেছিল সেকালের মগধ বিশ্ব-বিদ্যালয়। তবে আজ বিধ্বস্ত।

দেব মাহাত্ম্যে মহাবোধি মন্দিরের আকর্ষণ অন্যতম হলেও বুদ্ধের ২৫০০ বর্ষ পূর্তিতে বিশ্ব থেকে আসা বিত্ত ও শিল্প সুষমায় বুদ্ধগয়া আজ অনন্য হয়ে উঠেছে। মহাবোধি মন্দিরের পশ্চিমে বাজার পেরুতেই ১৯৩৪এ তৈরি **তিব্বতীয় মনাস্ট্রি**। দ্বিতল মন্দিরের অলঙ্করণের ঔজ্জ্বল্যে আকর্ষণীয়। দেবতা বুদ্ধ। আর রয়েছে ২০০ কুইন্টাল ওজনের পিতলের ধর্মচক্র। বাম থেকে ডাইনে তিন পাক ঘুরিয়ে অতীত পাপের বোঝা হালকা করে নিন আপনিও। অদূরেই ১৯৪৫এ তৈরি ইন্দো-চীনা শৈলীর সফেদ রঙা **চীনা বুদ্ধিস্ট মন্দির**। বুদ্ধের মূর্তিটি এসেছে চীন থেকে। বিপরীতে চিড়িয়াখানা তথা প্রত্নতাত্ত্বিক **মিউজিয়মে** বৌদ্ধ স্থাপত্যের নানান কিছু দেখে নেওয়া যায়। শুক্র ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। সামান্য এগুতেই **থাই মনাস্ট্রি**। ১৯৬৭তে থাই সরকারের তৈরি প্যাগোডাধর্মী মন্দিরে ব্রাসে বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরের স্থাপত্যেও অভিনবত্ব আছে। এরপর **ভুটান মনাস্ট্রি**—এটিও প্যাগোডাধর্মী, মন্দিরের স্থাপত্যও সুন্দর। তবে, অন্দরের অলঙ্করণে আধিক্য হেতু জড়তা এসেছে। লাগোয়া International Buddhist Brotherhood Association-এর নানানধর্মী কর্মযজ্ঞের দপ্তর। দেবতা বুদ্ধও

রয়েছেন মন্দিরে। বিপরীতে Jamyang Khyentse Wangpo Monastry অর্থাৎ তিব্বতীয় বুদ্ধ মন্দির। লাগোয়া Daijokyo Buddhist Temple. এটি জাপানি বুদ্ধ মন্দির। রঙের ঔজ্জ্বল্যের অভাব মিটিয়েছে সাদামাটা প্যাগোডাধর্মী মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য। ১৫০ ফুট উঁচু ধ্যানস্থ বুদ্ধের সুন্দর মূর্তিটিও এসেছে জাপান থেকে। বার্মাও মনাস্ট্রি গড়েছে ১৯৩৬এ। শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনামও মনাস্ট্রি গড়েছে বুদ্ধগয়ায়। Jai Bodhi Kham মনাস্ট্রিটি অসম ও অরুণাচলের বৌদ্ধদের যুগ্ম উদ্যোগ। তেমনই সর্বশেষ Nepalese Temang মনাস্ট্রিটি ১৯৯২এ-নেপালের তৈরি। লাওস-ও মনাস্ট্রি গড়েছে বুদ্ধগয়ায়। শঙ্করাচার্য মঠও মন্দির গড়েছে বৌদ্ধতীর্থে। বিশাল বিশাল চত্বর নিয়ে রূপ পেয়েছে প্রতিটি মন্দির। পথের শেষ—সেও আর এক আকাশচুম্বী বুদ্ধ মূর্তিতে। নীল আকাশের নিচে ২৫মি উঁচু বুদ্ধ মূর্তিটি উন্মোচন করেন ১৯৮৯এ দালাই লামা। তেমনই বিশ্বশান্তির প্রতীক রূপে মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তিও হয়েছে বুদ্ধগয়ায়। ঠিকমত দেখতে কম করে একটা দিন বোধগয়ায় দেওয়া উচিত হবে। পায়ে পায়ে বা রিকশায় দেখে নেওয়া যায় ৩ কিমি ব্যাপ্ত বুদ্ধগয়া। তবে, ১২—১৪-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মহাবোধির।

থাকার জন্য আছে ITDC-র *H Bodhgaya Ashok*, Bodhgaya-824231, ✆ 22708, S ৯৫০, D ১৪৫০, A/c S ১১৯৫, D ২৩৫০, স্যুইট ২৩৯৫, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে রিবেট মেলে। BTDC-র ৪৮ বেডের *H Buddha Vihar*, ✆ 400445, ডর্মি প্রথায় বেড ৪৫ করে; আর এদেরই *H Siddhartha Vihar*, DAB ২০০, A/c D ২৭৫, ডর্মি বেড ৪৫ করে; অবু: Manager বা Bihar Tourism, 26-B, Camac St, Calcutta-16. PWD-র *IB*, অবু: EE, West Division, Gaya. আর আছে হোটেল অশোকের বিপরীতে *H Niranjana*, DAB ৬৫০, A/c D ৮৫০-১০০০; ছাড়াও *H Motimahal, Ramlakshan Singh Lodging House, H Kuntika, H Amar, H Sashi*. BTDC-র *Youth Hostel*-ও আছে বুদ্ধগয়ায়। এছাড়া *বিড়লা ধরমশালা, মহাবোধি রেস্ট হাউস, শ্রীলঙ্কা গেস্ট হাউস, জাপানিজ রেস্ট হাউস, থাই রেস্ট হাউস, ভুটান রেস্ট হাউস, টিবেট রেস্ট হাউস, বার্মিজ মনাস্ট্রি, চীনা মনাস্ট্রি, ইন্টারন্যাশানাল বুদ্ধিস্ট হাউস*, এদের কাছেও ঘর মেলে ডোনেশনে।

দেশী-বিদেশী নানান মেনু বোধগয়ার হোটেলে। *শ্রীলঙ্কা গেস্ট হাউসের মহাবোধি ক্যান্টিনের* যথেষ্ট সুখ্যাতি চীনা মিল পরিবেষবায়।

রাজগীর

বুদ্ধগয়া থেকে বাসে রাজগীর চলুন। গয়া হয়েই বাস যাচ্ছে। তাই গয়া থেকেও যাওয়া চলে। ট্রেনে যাবার ঝক্কি নানান, বাসই সুবিধার। গয়া থেকে ৬৬, আর বুদ্ধগয়ার দূরত্ব ৭৮ কিমি। বাস আসছে পাটনা ছাড়াও রাজ্যের নানান শহর থেকেও রাজগীরে। তবুও যেন পাটনা-রাজগীর যাতায়াতে বিহারশরীফ হয়ে বাসের আধিক্য মেলে। বাস যাচ্ছে বিহার সরকারের রাত ২০-০০টায় কলকাতার শহীদ মিনার ও ১৭-০০টায় বাবুঘাট ছেড়ে ধানবাদ/নওদা হয়ে ১৪ ঘন্টায় রাজগীর পৌঁছে বিহারশরীফ/নওদায়; ফেরে ১৬-৩০টায় রাজগীর থেকে। নানান প্রাইভেট ডিলাক্সও চলে এপথে। আর CSTC-র বাস যাচ্ছে ১৫-৩০এ ছেড়ে ১৩ ঘণ্টায়, ফেরেও ১৫-৩০এ রাজগীর ছেড়ে কলকাতায়। এদের ভাড়া ১০৪।

ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া থেকে—তুফান ৯-৪৫, হাওড়া-দানাপুর ফা প্যা ১১-১০, অমৃতসর এক্স ১৩-১০, অমৃতসর মেল ১৯-২০, হাওড়া-দিল্লী জনতা এক্স ২১-০০, হাওড়া-দানাপুর এক্স ২১-০৫; আর শিয়ালদহ থেকে লালকেল্লা এক্স ২০-১৫, মোগলসরাই এক্স ২০-৫৫য় ছেড়ে যথাক্রমে ১৯-৩৯, ৫-৫৩, ০-৫৫, ৩-৪৮, ৭-২৫, ৬-০১, ৫-৪০, ১১-২০এ মেন লাইনে ৪৮৭ কিমি দূরের বখতিয়ারপুর জং পৌঁছায়। ট্রেন যাচ্ছে কাটিহার-দানাপুর ক্যাপিটাল এক্স, কিউল-দানাপুর প্যা, মালদহ-ভিওয়ানি ফারাক্কা এক্স, বখতিয়ারপুর-দানাপুর প্যা, মোকামা-দানাপুর প্যা, দ্বারভাঙ্গা-পাটনা প্যা, রাজগীর-দানাপুর প্যা, রাউরকেলা-পাটনা সাউথ বিহার এক্স, হাতিয়া-পাটনা পাটলিপুত্র এক্স, মোকামা-পাটনা প্যা, পাটনা-হাতিয়া পাটলিপুত্র এক্স, ভাগলপুর-দাদার এক্স, গুয়াহাটি-দাদার এক্স, কিউল-পাটনা প্যা, বিক্রমশীলা এক্স বখতিয়ারপুর জং হয়ে। আর বখতিয়ারপুর থেকে ৮-৩৫, ১৭-২৬এ দানাপুর-রাজগীর প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় ৫৫ কিমি দূরের রাজগীরে। বিহার-শরীফ/পাওয়াপুরী/ নালন্দা হয়ে যাচ্ছে ট্রেন। সরাসরি স্লিপার ক্লাসও যাচ্ছে 3111 শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্সে, বখতিয়ারপুর থেকে ৮-৩৫এ 2DBR লোকাল হয়ে ১১-০০টায় রাজগীরে। বখতিয়ারপুর বা বিহারশরীফ থেকে শেয়ার ট্যাক্সি, ট্রেকার, বাসও যাচ্ছে রাজগীরে। রাজগীর থেকে কলকাতার দূরত্ব ৫৪০, বখতিয়ারপুর ৫৫, বিহারশরীফ ২৩ আর পাটনা ১০২ কিমি। থাকার জন্য বাথ সংলগ্ন ২০ ঘরের *Mamata H* আছে বখতিয়ারপুরে।

কনডাকটেড ট্যুর : রাজগীর থেকে Nalanda Travels, 2 Kunda Market, opp Sri Ramkrishna Math, সকাল ৭-৪৫, ৮-০০, ১৩-৩০ ও ১৪-০০টায় ৫ ঘণ্টার সফরে ৮০ টাকায় নালন্দা ও পাওয়াপুরী বেড়িয়ে আনে। নানানধর্মী গাড়ির ব্যবস্থা এদের। গয়া ও বুদ্ধগয়ায় যাচ্ছে সকাল ৮-০০টায় ১১০ টাকায়। ৭৫ কিমি দূরের কাকোলাত ওয়াটার ফলস বেড়িয়ে আনে এরা ৮০টাকায়। Rajgir Travels, Paradise Travels ছাড়াও আরও নানান সংস্থা যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে।

অতীতে রাজগীরের নাম ছিল **রাজগৃহ** অর্থাৎ *দি রয়্যাল প্যালেস*। আর অজাতশত্রু নাম রাখেন এর **গিরিব্রজ**। পাঁচপাহাড়ীও বলে থাকে লোকে রাজগীরকে। খ্রিপূ ৫ শতকে অজাতশত্রু রাজগীর থেকে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তর ঘটান। সেকালে রাজগৃহ ছিল ভারতের এক সমৃদ্ধ নগর। বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোনগিরি—পাঁচ-পাহাড়ে চক্রাকারে ঘেরা ছিল সেকালে। মগধরাজ জরা-সন্ধের রাজধানীও ছিল রাজগৃহে। মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের হাতে মৃত্যু ঘটে জরাসন্ধর। এমনকি রামায়ণেও উল্লেখ মেলে রাজগৃহের আখ্যান। বুদ্ধের রাজগৃহ আগমনে মৌর্য সম্রাট বিম্বিসার দীক্ষা নেন বৌদ্ধ ধর্মে। বুদ্ধের কর্মজীবনের সঙ্গেও রাজগৃহ ও নালন্দা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। ১২ বছর বাসও করেন বুদ্ধদেব রাজগীরে। তেমনই ২৪তম অর্থাৎ শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর তাঁর কর্মজীবনের ১৪টি বছর এখানে কাটান। বিপুল পর্বতে প্রথম ধর্মসভাও করেন মহাবীর। মহাবীর পাঠও দিতেন শিষ্যদের এখানে। স্মারক রূপে দিগম্বরী জৈন তীর্থ মন্দির হয়েছে পাহাড় চুড়োয়। ত্রিপিটকও লেখা হয় এখানে। সপ্তর্ষী কুণ্ড থেকেই সিঁড়ি উঠেছে বিপুল শিরে। ঘণ্টা দেড়েকে অভিযান করে নেওয়া যায় ১৮০০ ফুট উঁচু বিপুল পর্বত। বিপরীতে বৈভার পর্বত। তবে অতীত থেকে সরে এসে নতুন শহর গড়ে উঠেছে রাজগীরে। আজকের রাজগীরের অন্যতম আকর্ষণ বেণুবনের দক্ষিণ-পুবে সরস্বতী নদী পেরিয়ে **সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মকুণ্ড**। ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মূর্তি হয়েছে গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ ও পরাশর অর্থাৎ সপ্তঋষির। আর পাহাড় ঢালে উষ্ণ জলের **প্রস্রবণ**—৭টি ধারায় বেরিয়ে আসছে জল। প্রতিটাতেই উষ্ণতার তারতম্য আছে। প্রথমেই বাঁয়ে ব্রহ্মার তপস্যায় সৃষ্ট ব্রহ্মকুণ্ড—জল ৪৫° সে গরম। অন্য ধারাগুলি হল—শতধারা, শালীগ্রাম, সপ্তর্ষি, সীতারাম, গণেশ ও সূর্যকুণ্ড। নিচেও একটি কুণ্ড হয়েছে স্নানের। জলে সালফার আছে। এমনকি কুণ্ডের জলে স্নানে চর্মরোগ ও বাতজ ব্যাধির নিরাময় ঘটে। তবে এক লাগোয়া ৫ সেকেন্ড আর বার বার মিলিয়ে সারাদিনে ২০ সেকেন্ডের বেশি জলের ধারা মাথায় দেওয়া উচিত নয়। তেমনই স্নানের আগে গায়ে তেল মাখাও উচিত নয়। স্নানের পর কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে কুণ্ডের বাইরে যাওয়া বিধেয়। শীতের দিনে স্নানান্তে বসন পরিধান করা উচিত। আবার প্রস্রবণের উষ্ণ জলে খালি পেটে স্নান অনুচিত। জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ, তাই স্বাস্থ্য উদ্ধারে হাজার হাজার ভ্রমণার্থী আসেন বছরের পর বছর—সারা বছর ধরে রাজগীরে। তবে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস রাজগীর ভ্রমণের মনোরম সময়। রাজগীরের খাজারও প্রশস্তি আছে।

প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে রাজা বিম্বি-সারের পুত্র অজাতশত্রু খ্রিস্টজন্মেরও ৬০০ বছর আগে দুর্গ গড়েন। নামটিও তাই **অজাতশত্রু দুর্গ**। ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত রোমন্থন করায়। ৬.৫ বর্গ মি জমির উপর **অজাতশত্রু স্তূপ**টিও অজাতশত্রুর তৈরি। সম্ভবত বুদ্ধের নখ ছিল এই স্তূপে।

আর **আম্রবন** বা **জীবকের আমবাগান**টি ছিল মগধ-রাজের গৃহচিকিৎসক জীবকের ডাক্তারখানা। বুদ্ধ একদা চিকিৎসার জন্য জীবকের কাছে আসেন।

পুত্র অজাতশত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিলেন মগধরাজ বিম্বিসার। ১.৮মি পুরু দেওয়ালে ঘেরা ১৮.৫৮ বর্গ মি জমির উপর তৈরি জেলে বন্দী ছিলেন বিম্বিসার। নামটিও তাই **বিম্বিসারের জেল**। অদূরেই গৃধ্রকূট পাহাড়ে দেখতেও পেতেন বুদ্ধকে জেলে বসে বন্দী রাজা বিম্বিসার।

মগধরাজ বিম্বিসারের খাজাঞ্চিখানা অর্থাৎ **স্বর্ণভাণ্ডার**—আকার অনেকটা গুহার মতো। দ্বিতল ছিল সেকালে। তবে দ্বিতলটি আজ বিধ্বস্ত, সিঁড়িটি আজও অতীত রোমন্থন করায় ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের নিচুতে সমতলে এক উদ্যানভূমি। অতীতে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হত। কিংবদন্তী, ২৮ দিন ধরে দ্বন্দ্বযুদ্ধও চলে ভীম আর জরাসন্ধে জরাসন্ধর আখড়ায়। মৃত্যুও ঘটে ভীমের হাতে জরাসন্ধর। আরও পরে এক সাধু এসে আশ্রম গড়েন। সাধু আজ লোকান্তরিত। তবে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রেখেছে রাজগীর—জায়গার নাম **মণিয়ার মঠ** রেখে। বিপরীতে জয়প্রকাশ নারায়ণ পার্ক। অদূরে জরাসন্ধর ধনাগার **শোন-ভাণ্ডার**। লোকশ্রুতি, এই গুহার পেছনে ধনরত্ন লুকানো আছে। দেওয়ালের ৩২টি লিপিতে ধনরত্নের হদিশ লেখা—যার পাঠোদ্ধার হয়নি আজও।

মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বুদ্ধর বাসের জন্য রাজা তাঁর প্রমোদ কাননে **বেণুবন** মনাস্ত্রি গড়ে ভেট দেন। এটিই ছিল রাজার প্রথম গুরুদক্ষিণা। বাসও করেন বেশ কয়েকটি বর্ষা ঋতু এই বেণুবনে বুদ্ধ।

কুণ্ডের বাঁয়ে **বীরায়তন** ব্রাহ্মী কলা মন্দিরম। ৬ টাকার টিকিটে ঝলমলে সাজে ৯৫টি আধারে পুতুলে মহাবীরের জীবন-আখ্যান দেখে নেওয়া যায়। পথেই পড়ে জাপানিজ মন্দির।

রাজগৃহের উত্তরে **গৃধ্রকূট পাহাড়**। তবে আজ যেমন দুর্গম তেমনই বিপদসঙ্কুল। পাহাড় চুড়োয় আছে দু'টি গুহা ও বিধ্বস্ত এক চত্বর—দীর্ঘকাল বাসও করেন বুদ্ধদেব ও প্রিয় শিষ্য এখানে। কথিত আছে, সুজাতার হাতে মিষ্টান্ন এখানেই গ্রহণ করেন বুদ্ধ। এমনকি মগধরাজ বিম্বিসারও

নিয়মিত আসতেন এখানে। অসি ছেড়ে অহিংসা ব্রতে দীক্ষাও নেন বিম্বিসার গৃধ্রকূটে। রথে এসে যে জায়গায় নামতেন তিনি আজও লোকে তাকে বলে রথকে উতোর।

প্রথম জীবনে বিরাগ থাকলেও উত্তরকালে তথাগতর ভক্ত হয়ে পড়েন অজাতশত্রু। আর অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বৌদ্ধ কাউন্সিল বসে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর শহর থেকে ১২ কিমি দক্ষিণে রত্নগিরি পাহাড়ের সপ্তপর্ণী গুহায়। সেই স্মৃতিতে জাপানের বৌদ্ধসঙ্ঘ বুদ্ধের ২৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮ মাস ধরে রত্নগিরি পাহাড় চুড়োয় তৈরি করেছে সুন্দর এক স্তূপ। মনোহর পরিবেশে ১২৫ ফুট উঁচু ১৪৪ ফুট ব্যাসের বিশ্বশান্তি স্তূপের ডোমটির ব্যাস ৭২ ফুট। মন্দিরও হয়েছে বুদ্ধের। শহর থেকে কুণ্ড পেরিয়ে ৫ কিমি দূরের গৃধ্রকূট পাহাড় থেকে বৈদ্যুতিক রোপওয়ে চড়ে যেতে হয়। খোলা চেয়ারে ১৫ মিনিটের এই রোপওয়ে ভ্রমণ সেও আর এক রোমাঞ্চে ভরা। বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন ৯-১৫—১৩-০০ আবার ১৪—১৭-০০টায় চালু থাকে রোপওয়ে। টিকিট ১০ করে। পায়ে হাঁটা পথও উঠেছে বিশ্বশান্তি স্তূপে।

এছাড়াও রাজগীরে রয়েছে ঝলমলে সাজে জৈন মন্দির—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের, বাগিচায় ঘেরা সুন্দর পরিবেশে বার্মিজ মন্দির, বুদ্ধ মন্দির, আনন্দময়ী মা'র আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ডিয়ার পার্ক, পুণ্য স্নানের জন্য মুসলিম তীর্থ মুকদুমকুণ্ড, ছোট্ট শহর ও অতীত দিনের নানান স্মৃতি সারা শহরময়। ৭০-৮০ টাকার চুক্তিতে রিকশা বা ১২৫ টাকায় টাঙায় ঘণ্টা চারেকে দেখে নেওয়া যায় রাজগীর। কেনাকাটায় Magadh Handicrafts Emporiumটি আদরণীয় হবে।

Rajgir-803116, STD 06119-এ নানান হোটেল। শহরে ঢুকতেই BTDC-র *H Gautam Vihar*, ✆ 5273, DAB ১৭৫ A/c D ২৭৫ ডর্মি ৪৫; প্রস্রবণের পথে এদেরই ৪৮ বেডের *H Ajatshatru Vihar*-এ ডর্মি প্রথায় বেড ৪৫; আর হয়েছে *H Tathagat Vihar*, ✆ 5273, DAB ২০০, অবু: Manager বা Bihar Tourism, 26/B, Camac St, Cal-16, ✆ 2470821. হোটেল গৌতমের বিপরীতে *H Basera*, D ১২৫-২০০। অদূরে বাজার বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে Dharamshala Road-এ—*H Ajatshatru*, AP-S ১৩০-১৮৫; *H Anand*, SCB ৬০ DCB ১০০; *H Rajgir*, R$\frac{1}{2}$B$\frac{1}{4}$, SAB ৬০-১২০ DAB ১২৫-১৮৫; *H Mamta*, AP-S ১৪৫-২০০, কল বুকিং: Ramkrishna Travels ✆ 3509199; *Triptee H*, R$\frac{1}{2}$B$\frac{1}{4}$, AP-S ১৪০-১৮০। Bus Standএ—*H Prince*, একই মালিকানায় *H Grand View*, AP-S ২০০, ঘরও মেলে কেবল থাকার; *H Meghdoot*, D ১৫০- ২০০, কল বুকিং: Rumani Tours, ✆ 273687; *H Vandana*, বাথ সংলগ্ন রান্নাঘর সহ চার বেডের ঘর ১০০, কল বুকিং: ট্যুরিস্ট কর্নার ✆ 2489049; *Ananda Bhawan L; H Abakas*, SCB ৬০ SAB ৮০ DAB ১৫০। Main Roadএ—*L Piku; H Aroma; H Sarada*, AP-S ১৪০-১৮০; *H Hill View*, এদের রেট সারদা তুল্য; *Bidesh Ghar*, Opp Police Station, AP প্রথায় থাকা; কল বুকিং: 5 B B Ganguly St-12, ✆ 260833. *H Royal India; H Siddhartha*, Near Hot Spring, R1$\frac{1}{2}$B1, SCB ৫৫ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১৫০ FR ১৭৫। *H Samrat*, AP-S ১৪০-১৮৫, অবু: কল বুকিং: Rumani Tours, ✆ 273687; *H Raj*, D ১৪০-১৭৫; *H Goodwish*, D ১৫০-২০০, অবু: EP/3, Prafulla Kanan, Keshtapur-VIP Crossing, Cal-59; *H Luxmi Palace*, Bengali Para, DAB ২২৫-২৭৫; *H Sujata*, DAB ১৬০-২৫০। তবুও থাকার জন্য *H Grand View*, *H Rajgir*, *H Prince* ও *Tripti H* ভালই। *মহালক্ষ্মী, অজাতশত্রু, সারদা ও হিল ভিউ*-র কল বুকিং: মিত্র স্পেশ্যাল, ৬২ বেন্টিংক স্ট্রিট, কলকাতা-৬৯, ✆ 277006. আর হয়েছে বীরায়তনের পাশে পাশ্চাত্য প্রথায় *H The Centour Hokke, ✆ 5245, R2B1, S ৭৮ D ১১২ US$ রাজগীরে। *District Board IB*-র নতুন ও পুরাতন দু'টি বাংলো, অবু: District Engineer, District Board, Nalanda. *সার্কিট হাউসের* অবু: SDO, PWD. *Ministerial R H* এ কিচেন সহ দুই ঘরের ফ্ল্যাট, অবু. EE, PWD, Rajgir ; *FRH, Youth Hostel, রেলের রিটায়ারিং রুম*ও আছে রাজগীরে। সরকারি ব্যবস্থায় ঘর পেতে ১০ দিন আগেই বুকিং-এর জন্য Superintendent Engineer, PWD, Patna-কে লিখুন।

হলিডে হোমও গড়েছেন নানান বাণিজ্যিক সংস্থা রাজগীরে, থানার কাছে *Syndicate Bank Staff Recreation Club*, CB: Central Accounts Office, 3B Lalbazar St, 2nd floor, Cal-1, ✆ 2486055 ; *Kamarhati Municipal Employees' Welfare Society* : CB-1 M M Feedar Rd, Cal-56, ✆ 5531646; *Andhra Bank Employees' Forum* : CB-14/1B, Ezra St, Cal-1, ✆ 250352; *UBI Employees' Co-operative* : CB-4 N C Dutta Sarani, Cal-1, ✆ 2200841; *Canara Bank Staff Recreation*, ২টি ইউনিট এদের, CB : Subir Sen, 2 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254966 ; *Grindlays Bank Employees' Co-op Credit Society*, 6 Church Lane, Cal-1; *Friends Association-UBI Bowbazar Branch*, 235/2 B B Ganguly St, Cal-12, ✆ 271471; *Shawalace Institute*, CB : 4 Bank Shall St, Cal-1, ✆ 2485601 ; *Bank of Baroda Staff Recreation Club*-Brabourne Rd Branch, 4 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254553 ; *Cal Reserve Bank Employees' Co-op Credit Society*, N S Rd, Cal-1, ✆ 2208331 Ext-PDO; *UBI-Garpar Branch*, ✆ 3507648-এর ৩ তলায় ২ ঘরের, *UBI-Hazra Rd Branch*, Cal-26, ✆ 4754768; *UBI Employees' Association*, Old Court House St Branch, CB : 16 Old Court House St, Cal-1, ✆ 2487471 (Extn 211); *UBI Employees' Union*, 57/A, N S Rd, Cal-1, ✆ 2431716; *UBI Staff Recreation Club*, 226/A, APC Rd, Cal-4 ✆ 5546590; *Allahabad Bank Recreation Club*, 14 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2208375-6 (Draft Sec); *CSTCs' Employees' Co-operative*, 45 Ganesh Ch Ave, Cal-13, ✆ 271212 Ext-40; *Union Bank Employees' Co-operative Society*, CB : 15 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2206868 ; *CTC Recreation Club*, CB : 12 R N

Mukherjee Rd, Cal-1, ✆ 2482681; *PNB Staff Recreation*, 5 Clive Row, Cal-1, ✆ 2209370; *Standard Chartered Bank Recreation Club H H*, 4 N S Rd, Cal-1, ✆ 2206902; *Bank of India Recreation Club*, 44 Chowringhee Rd, Cal-71, ✆ 2427856; *UCO Bank Staff Club H H*, 10 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 225 4120 Ext-220.

আর রয়েছে ধরমশালা—বাঙালি তীর্থ *কালীবাড়ি*, অবু: চন্দ্র স্যানিটারি, ১৪১ অরবিন্দ সরণী, কল-৬, ✆ 5556684; *বারী সঙ্গত ধরমশালা, বুদ্ধিস্ট টেম্পল, বার্মিজ টেম্পল, বার্ণওয়াল ধরমশালা—(কুণ্ডের পাশে)*; *দিগম্বর জৈন ধরমশালা, গোরস্ত্রী জৈন ধরমশালা।* মেইন রোডে— *শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন মঠ ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সনাতন ধরমশালা, সারদা আশ্রম* (পুলিশ স্টেশন), ছাড়া আরও বেশ কিছু ধরমশালা রাজগীরে। আবার প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায় রাজগীরে থাকার জন্য। *বিজয় ভবন, বীরেন্দ্র ভবন, নাগেশ্বর ভবন, রাজেন্দ্র ভবন, বুদ্ধদেব ভবন* দেখা যেতে পারে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের *যুব কল্যাণ দপ্তরের ইয়ুথ হোস্টেলও* হয়েছে রাজগীরে।

নালন্দা

রাজগীর থেকে (৫-৪০ ও ১৬-০০) ট্রেন ও বাস যাচ্ছে নালন্দায়। শেয়ারে ট্রেকারও মেলে রাজগীর থেকে ১১ কিমি উত্তরের নালন্দায়। রাজগীর-বখতিয়ারপুর শাখা রেলে নালন্দা স্টেশন। আর নিকটতম বিমান ৯০ কিমি দূরেব পাটনায়। বাস আসছে রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকেও নালন্দায়।

অতীতের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নালন্দার প্রশস্তি। তবে, আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই ধ্বংসস্তূপ দেখতে সারা বিশ্ব থেকে পর্যটক আসেন ৬৭ মি উঁচু নালন্দায়। *নালম* অর্থ পদ্ম আর *দা* হচ্ছে প্রদত্ত। পদ্ম জ্ঞানের প্রতীক। অর্থাৎ জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নালন্দা। সম্রাট অশোকের হাতে খ্রিপূ ৩ শতকে এর পত্তন। আর গুপ্ত রাজাদের কালে ৬০০ বছর পর বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রের রূপ নেয় কুষাণ স্থাপত্যে গড়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, সাহিত্য-দর্শন-বেদ-ন্যায়-ব্যাকরণ-শব্দশাস্ত্র-অলঙ্কার-জ্যোতিষ-রসায়ন-আয়ুর্বেদ সুচারুরূপে পঠন-পাঠন হত। বিদ্যার্থী এসেছে সারা বিশ্ব থেকে। এমনকি ভারত ভ্রমণে এসে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ নালন্দায় আসেন—৫ বছর অধ্যয়নও করেন নালন্দায় তিনি। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে মেলে—সেকালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০০০০, অধ্যাপক ২০০০ আর প্রধান আচার্য ছিলেন ধর্মপালের ছাত্র সর্বশাস্ত্রে বিশারদ শীলভদ্র। সম্রাট হর্ষবর্ধন উপঢৌকন দেন ২৬ মি উঁচু বুদ্ধের তাম্র মূর্তি। বিভিন্ন রাজার দানে ১২০০টি গ্রামও আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সেকালে। এরই আয় থেকে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩ শতকের শেষভাগে অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজা মহীপাল পুনর্নির্মাণ করেন মহাবিহার। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে কুতবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি বখতিয়ারের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্তি পর্যন্ত শিক্ষাদানে এটি ছিল অগ্রগণ্য। বখতিয়ারের ধ্বংসের পর মুদিতভদ্র নামে এক ভিক্ষু সংস্কার করেন। আবার আগুন লাগায় দুই ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ নালন্দায়।

ভারতের বৌদ্ধধর্মের শেষ লীলাভূমি নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে মঠ, স্তূপ, বুদ্ধমূর্তি, ছাত্রাবাস, ক্লাসঘর, মন্দির, চৈত্য, সঙ্ঘারাম, আরও নানান কিছু।

প্রবেশপথ পশ্চিমে, রেল স্টেশন দক্ষিণে, পুবে মিউজিয়ম আর উত্তর জুড়ে বড়গাঁও সড়ক— এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ। পশ্চিম দিয়ে প্রবেশ করে সোজা দক্ষিণের সঙ্ঘারাম দু'টির বড়টিতে ক্লাসঘর, ছোটটিতে বাসস্থান ছিল। এরই সামনে প্রধান স্তূপ। এক একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর বারবার নির্মাণে স্তূপটি মন্দিরে রূপ পেয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি ষষ্ঠের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়া। তারাদেবী ছিলেন নালন্দার মুখ্য উপাস্য দেবী সেকালে। চারকোণে ছিল সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত চারটি বুরুজ। দু'টির ধ্বংসাবশেষ আজও সে সাক্ষ্য বহন করছে। গর্ভমন্দিরে নানান দেব-দেবীর মূর্তি। প্রদক্ষিণ পথও হয়েছে মন্দিরে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের গড়া প্রাচীরে ঘেরা ছিল মন্দির তথা মহাবিহার সেকালে। প্রধান স্তূপের উপর থেকে দেখে নেওয়া যায় নালন্দার ধ্বংসাবশেষ। বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এত বড় লোকালয় সেযুগে বিরল। আর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে উদ্যান, মনুমেন্ট, নব নালন্দা মহাবিহার ও আর্ট গ্যালারি। ৩২ একর জমি খুঁড়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া নানান সম্ভারের প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ম হয়েছে (শুক্রবার বন্ধ) প্রবেশপথের ডাইনে। বৌদ্ধধর্মের গবেষণাকেন্দ্রও বসেছে ১৯৫১য় নালন্দায়। আর হয়েছে নতুন করে ইন্দিরা গান্ধী মুক্তাঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয়, ভুটানীদের তৈরি Hiuen Tsang Memorial Hall.

এমনকি বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের জন্মও এই নালন্দায়। দিগম্বরী মতে ১৮ কিমি দূরে কুন্দনপুরে (দ্বিমতে বৈশালীর উপকণ্ঠে) ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম। সেই স্মৃতিতে জৈন তীর্থ। ২ কিমি দূরে সূরযপুর-বাড়গাঁও গ্রামের সূর্য মন্দির ও লেকটি দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। ছট বরণীয় উৎসব। অক্টোবর/নভেম্বর ও এপ্রিল/মে মাসে মেলা বসে।

নালন্দায় কোনো হোটেল নেই। তবে, *PWD IB*, অবু: Superintendent, Archaeological Survey of India; *Nalanda R H*, অবু: SDO, PWD; *Pali Institute Hostel*, নিখরচায় কেবল ছাত্রদের থাকা, অবু: Director; *Youth Hostel*-ও আছে নালন্দায়। আর আছে *বার্মিজ, জাপানিজ, জৈনী রেস্ট হাউস।*

পাওয়াপুরী

পাটনা থেকে ৮০ কিমি পুবে পাটনা-রাঁচি সড়কে পাওয়াপুরী বা অপাপুরী। রাজগীর থেকে বখতিয়ারপুরের ট্রেনে পাওয়াপুরী রোড চলুন। দূরত্ব রাজগীর থেকে ৩১, নালন্দা ১৮, আর বখতিয়ারপুর থেকে ২৩ কিমি। বাস ও ট্রেকার যাচ্ছে রাজগীর

থেকে। এছাড়াও কোডার্মা, নওয়াদা, গয়া, পাটনা, মোকামা, বখতিয়ারপুর থেকেও বাস আসছে পাওয়াপুরীতে।

জৈন তীর্থগুলির মধ্যে পাওয়াপুরী অন্যতম। এখানকার কমল সরোবরের জলমন্দিরটি খুবই পবিত্র। পদ্মে ভরা বিশাল সরোবর, মনোহর পরিবেশ—তারই মাঝে শ্বেত-মর্মরে শ্বেতাম্বর মন্দির। ভাস্কর্য অতুলনীয়। আর আছে অজস্র পাখি লেকের জলে। কথিত আছে, জৈন ধর্মের প্রবর্তক শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর এইখানেই নির্বাণ লাভ করেন খ্রিপূ ৪৯০এ। জনশ্রুতি, মহাবীরের অন্ত্যেষ্টি হতে পূতাগ্নি অর্থাৎ পবিত্র ভস্ম তুলে নেন ভক্তের দল। ভস্মের ঘাটতি ঘটায় টান পড়ে মাটিতে। ওঠে জল, রূপ নেয় জলাশয়ে; কালে কালে সরোবর। সেই স্মৃতিতে মর্মরে জলমন্দির হয়েছে কমল সরোবরে। পদচিহ্ন রয়েছে মহাবীরের—ডাইনে-বাঁয়ে দুই শিষ্যের। মহাবীরের জন্মদিন—দীপাবলীর রাতে পদচিহ্নের ঢাকনা আপনা থেকে সরে যায়—উপস্থিতি ঘটে ভগবান মহাবীরের। দূর-দূরান্ত থেকে আসেন ভক্তের দল এই বিশেষ দিনে দেব দর্শনে।

জল মন্দির থেকে ১ কিমি দূরে পঁচিশ শ বছর আগে (556 BC-তে) জ্ঞানপ্রাপ্তির পর প্রথম উপদেশ (Sermon) দেন মহাবীর—সেই স্মৃতিতে স্তূপ গড়েন মহাবীরভ্রাতা রাজা নন্দীবর্ধন। জৈন শ্বেতাম্বর মন্দিরও হয়েছে শ্বেতমর্মরে। তারই পিছে অতীতকালের স্তূপ। মন্দিরও হচ্ছে আরও নানান—বিপরীতে। রিকশা ও টাঙা যাচ্ছে জল মন্দির থেকে। আর আছে গুর্গস্থান মন্দির, গৌণ মন্দির, নয়া মন্দির, সমাশরণ মন্দির পাওয়াপুরীতে। পাওয়াপুরীতে কোনও হোটেল নেই, জৈন ধরমশালা আছে; তাই রাজগীরে ফিরে যাওয়াই উচিত হবে।

উৎসাহীরা বখতিয়ারপুরমুখী ১২ কিমি দূরের বিহার-শরীফও বেড়িয়ে নিতে পারেন। জনশ্রুতি, এখানকার পীরপাহাড়ী পাহাড়ে বুদ্ধও বাস করেছেন, এসেছেন হিউয়েন সাঙ-ও বিহারশরীফে। গুপ্তযুগের একটি স্তম্ভও আছে। বাংলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের তৈরি বিহার থেকে জায়গা তথা রাজ্যের নাম হয়েছে বিহার। আর শরীফ এসেছে ১৪ শতকের শরীফ আদমী পীর মখদুম শাহ থেকে। মালিক ইব্রাহিম বায়া সাহেবের সমাধি তথা মাজারটিও সর্বধর্মীদের মহান তীর্থ।

রাজগীর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে নালন্দা ও পাওয়া-পুরী বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আবার সার্ভিস বাসে গিয়ে দিনে দিনে নালন্দা, বিহারশরীফ ও পাওয়াপুরী বেড়িয়ে ফেরা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নালন্দা দেখে, বিহারশরীফ পৌঁছে, পাওয়াপুরী বেড়িয়ে রাজগীর ফেরাই উচিত। মুহুর্মুহু বাস, ট্রেকার ও জিপ চলে শেয়ারে এপথে।

শোনপুর মেলা

উৎসাহীরা গান্ধী সেতুতে গঙ্গা পেরিয়ে পাটনা থেকে ২৫ কিমি দূরের শোনপুরে গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গমে কার্তিক পূর্ণিমায় এশিয়ার বৃহত্তম পশু মেলাটি দেখে নিতে পারেন। কলকাতা থেকেও কাঠগোদাম এক্স যাচ্ছে ১৫ ঘণ্টায় ৬৪৭ কিমি দূরের শোনপুর হয়ে। দিল্লী-গুয়াহাটি আয়ুধ অসম এক্স, জম্মু-গুয়াহাটি লোহিত এক্স, দিল্লী-মজঃফরপুর লিচ্ছবি এক্স, হাতিয়া-গোরক্ষপুর মৌর্য এক্স, টাটা-ছাপরা এক্স, শোনপুর-কাটিহার হরিহরনাথ এক্স, শোনপুর-ফরবেশগঞ্জ কোশী এক্স, নতুন দিল্লী-মজঃফরপুর সদ্‌ভাবনা এক্স, নতুন দিল্লী-বরায়ুনি বৈশালী এক্স, লক্ষ্ণৌ-বরায়ুনি এক্স, অমৃতসর-বরায়ুনি এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে শোনপুর হয়ে। দূরত্ব—গোরক্ষপুর ১৩৫, বরাউনি ৯২, মজঃফরপুর ৫৯, ছাপরা ৫৬, কাটিহার ২৭২ কিমি।

সমাজ-সংসারের প্রতিটা জিনিস বিকিকিনি হয় শোনপুরের মেলায়। পশুপাখি, গাছপালা, জীবজন্তু মায় হাতি, ঘোড়া, উট, ভালুক কিনতে মেলে। এমনকি বাঘ আর মানুষও নাকি কিনতে মেলে চুপিসারে শোনপুর মেলায়। একমাস ধরে চলে এই মেলা মজঃফরপুরের ৫৯ কিমি দূরে হরিহর মন্দিরকে ঘিরে। মন্দিরে দেবতা হরি ও হরের সহ অবস্থান। তাই হরিহরক্ষেত্র নামেও প্রসিদ্ধি আছে এর। লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। স্নান করেন গঙ্গা ও নারায়ণীর সঙ্গমে—পূজা দেন হরি (বিষ্ণু) ও হর (মহাদেব)-এর। এছাড়াও দেবতা রয়েছেন আরও নানান। আর আছে চ্যবনকুণ্ড মন্দির লাগোয়া। অতীতে শালগ্রাম শিলাও মিলত মন্দির লাগোয়া গঙ্গায়। শুধু বৃহত্তম মেলা নয়—ভারতের দীর্ঘতম রেল সেতুটিও হয়েছে শোন নদীতে ডেহরী অন শোন-এ। দৈর্ঘ্যে ১০০৫২ ফুট। বিশ্বের বৃহত্তমটি সুইডেনের স্টরভিক, ১০৫২৭ ফুট। জি টি রোডও শোন নদী পেরুচ্ছে এই সেতুতে। থাকারও সাময়িক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে মেলাকালে রাজ্য পর্যটনের তাঁবুর কটেজে। আর ৯ কিমি দূরের হাজিপুরে সাধারণ হোটেল মেলে বছরভর।

বৈশালী

কলকাতা থেকে কাঠগোদাম, মিথিলা, গোরক্ষপুর, রক্সৌল ও মজঃফরপুর প্যা / এক্সে মজঃফরপুর চলুন। দূরত্ব ৫৮৭ কিমি। ট্রেন আসছে পাটনা, ধানবাদ, বরায়ুনি, রক্সৌল, শোনপুর, টাটানগর, আমেদাবাদ, মুম্বাই, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, নারকাটিয়াগঞ্জ, দিল্লী থেকেও মজঃফরপুরে। নিকটতম রেলস্টেশন হাজীপুর ৩৬ কিমি বা মজঃফরপুর ৩৪ কিমি থেকে বৈশালী চলায় সুবিধা। চলার পথে হাজিপুরে ফুল-ফলের বারোমেসে বাগিচা জরুহা দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। বিহার রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস মজঃফরপুর থেকে বৈশালী যাচ্ছে। বাস আসছে রাজ্যের নানান শহর থেকেও বৈশালীতে। রাজগীর ভ্রমণার্থীরা রাজগীর থেকে বিহারশরীফ পৌঁছে সকালের বাসে মজঃফরপুর এসে বৈশালী যেতে পারেন। আবার বিহারশরীফ, বরায়ুনিতে বদল করেও মজঃফরপুর যাওয়া চলে বাসে বাসে। তবে, সহজতম পথ পাটনা হয়ে। বাসও আসছে পাটনা হার্ডিঞ্জ পার্কের বিপরীত থেকে ঘণ্টা তিনেকে ৫৪ কিমি উত্তরের বৈশালীতে। নিকটতম বিমানবন্দরও পাটনায়। নেপাল ভ্রমণার্থীরাও মজঃফরপুর থেকে বৈশালী বেড়িয়ে

রক্সৌল যেতে পারেন। বাস ও ট্রেন দুই-ই যাচ্ছে। আবার জনকপুর হয়েও চলা যেতে পারে নেপালে।

বৈশালী আজকের নয়, খ্রিপূ ৬০০ বছর আগে গণতান্ত্রিক রাজ্য রূপে বৈশালীর খ্যাতির কথা রামায়ণে মেলে। লিচ্ছবি-রাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিশাল-এর নাম থেকে রাজ্যের নাম বিশালপুরী—কালে কালে বৈশালী। ভগবান বুদ্ধ বার বার ৩ বার বৈশালী এসেছেন—তাঁর জীবনের বেশ কিছুকাল কাটে এখানেই। শেষ বাণীটিও দেন বুদ্ধ গন্ধকী নদীর বাম পাড়ে ৫২ মি উঁচু বৈশালীর উপকণ্ঠে কলুহাতে। স্মারক রূপে বুদ্ধের নির্বাণের ১০০ বছর পরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ কাউনসিলও বসে বৈশালীতে। এই বৈশালীকে ঘিরেই ১৩টি বৌদ্ধ স্তূপ গড়ে উঠেছিল যার ৬টির ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত রোমন্থন করায়। রাজনর্তকী আম্রপালী আম্রকানন যৌতুক দেন বুদ্ধকে—সন্ন্যাসও নেন বৌদ্ধধর্মে এই বৈশালীতে। এমনকি, জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর (১ম জৈন তীর্থঙ্কর) খ্রিপূ ৫৫০এ বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বৈশালী থেকে ৪ কিমি দূরে কলুহায় রয়েছে সম্রাট অশোকের তৈরি অশোক পিলার। লায়ন পিলার বা ভীমসেন কি লাঠি নামেও খ্যাত এটি। লাল বেলেপাথরের ১৮মি উঁচু পিলারের মাথায় সিংহ মূর্তি—তৈরি হয়েছে বুদ্ধের শেষ বাণী প্রচারের স্মারকরূপে। সামনে বৌদ্ধস্তূপ ১। ৪ শতকের স্বয়ম্ভু দেবতা চতুর্মুখী মহাদেবও রয়েছেন অদূরে। সামান্য যেতে মিউজিয়মের পথে ১৯৫৮য় আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ ২। লিচ্ছবি রাজাদের কালের স্তূপটি আজ বিনষ্ট। এছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছে খননে বুদ্ধের ভস্ম, তাম্র মুদ্রা, কাঠের বিডস, সোনার টুকরো ছাড়াও নানান কিছু। মিউজিয়মটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে ১০—১৭-০০টায়। খননে পাওয়া প্রত্নতত্ত্বের নানান সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে। আর হয়েছে জাপানিজ বৌদ্ধ মন্দির। সামনেই করোনেশন ট্যাঙ্ক অর্থাৎ অভিষেক পুষ্করিণী। এর পবিত্র জলে পূত হয়ে শপথ নিত সেকালে বৈশালী রাজরা। কিংবদন্তী, বানরেরা খনন করে ভেট দেয় এটি বুদ্ধকে। পরিবেশ মনোরম।

আর রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের পিছে রাজা বিশাল কা গড়। আজ মাটির স্তূপ প্রতীয়মান হলেও ৭৭০৭ সাংসদের পার্লামেন্ট হাউস ছিল অতীতে এই গড়ে। গড় থেকে ½ কিমি গিয়ে অনুচ্চ এক টিলার টঙে ১৫ শতকের দরবেশ শেখ মহম্মদ কাজিম-এর কবর মিরণ জি কি দরগা। অদূরেই হরিকাটোরা মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। আর আছেন দেবতা কার্তিক মন্দিরে। ১৯৩৪এর ভূমিকম্পে মন্দিরটি বিধ্বস্ত হলেও দেবতারা অটুট রয়েছেন। সামান্য যেতে পাল যুগের *বাওয়ান পোখর* অর্থাৎ ৫২ তীর্থের জল এনে সঞ্চিত হয়েছিল ৫২ কুণ্ডে—কালে কালে কুণ্ড থেকে পুকুর হয়েছে এক। এরই পাড়ে জৈন মন্দির। ৪০ টাকার চুক্তিতে রিকশায় ঘণ্টা তিনেকে সাঙ্গ করা যায় বৈশালী দর্শন। ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসের ডাইনে-বাঁয়ে ১ কিমির মধ্যে অবস্থান এদের। তবে অশোক পিলারের অবস্থান ৪ কিমি বামে।

থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ডে *Tourist R H,* DAB ১৫০, ডর্মি ৪০, অবু: Tourist Officer; ভবন নির্মাণ বিভাগের *বিশ্রাম ভবন ও ইয়ুথ হোস্টেল* আছে মিউজিয়মের ডাইনে-বাঁয়ে বৈশালীতে। বৈশালী থেকে ১১-০০টার বাসে মজঃফরপুর পৌঁছে ১৪-০০টায় মজঃফরপুর ছেড়ে ১৫-৪৫এ সীতামাঢ়ী চলা যেতে পারে। মুহুর্মুহু বাস। পথের দূরত্ব বৈশালী থেকে মজঃফরপুর ৩৪ কিমি, মজঃফরপুর থেকে সীতামাঢ়ী ৬৪ কিমি। পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে ভিটা মোড়ে ভারত সীমান্ত পেরিয়ে জনকপুর অর্থাৎ নেপাল রাষ্ট্রে। বাসও মেলে জনকপুর থেকে— কাঠমাণ্ডু, পোখরা, বীরগঞ্জের। সীতামাঢ়ী বাস স্ট্যান্ডের ৪ কিমি আগেই ডুমরায় বিহার পর্যটনের *পর্যটক ভবন,* DAB ৪০, থাকার পক্ষে ভালই। আর বাস স্ট্যান্ডে আছে *H Sitayan,* DAB ১০০-১৭৫।

পূর্ব ভারত থেকে নেপাল যাত্রায় জংশন স্টেশন মজঃফরপুর। থাকারও নানান ব্যবস্থা মজঃফরপুরে। রেল স্টেশনের কাছে *H Elite,* Saraiya Ganj-842001, A5R¼; *H Deepak,* ছাড়াও *সাধারণ হোটেল* আছে নানান মজঃফরপুরে। আর আছে *ধরমশালা, PWD RH* ও *Rest Shed;* অবু: SDO, PWD, Hajipur বা EE, PWD, Muzaffarpur.

ঘণ্টা চারেকে বৈশালী বেড়িয়ে বাসে মজঃফরপুর ফিরে বাস বা রাতের ট্রেনে রক্সৌল হয়ে নেপাল যাওয়া যেতে পারে। তেমনই চলা যেতে পারে গোরক্ষপুর, বরায়ুনি ১০০, সমস্তিপুর ৪৯, হাজিপুর ৫৬, শোনপুর ৬১, রক্সৌল ১৩০, দ্বারভাঙ্গা ৬০, মধুবনী ১০০, জনকপুর ১৩৬ কিমি মজঃফরপুর থেকে দিন-রাত্রি জুড়ে নানান ট্রেন বা বাসে। আবার বাসে সীতামাঢ়ীও চলা যেতে পারে। কলকাতারও ট্রেন যাচ্ছে মিথিলা এক্স ১৩-৫৫, কাঠগোদাম এক্স ২০-৫০, 2 4 6 7 দিন পূর্বাচল এক্স ১৫-৪৯, দ্বারভাঙ্গা-হাওড়া প্যাসেঞ্জার ২১-৩০; 1 3 5 দিন দ্বারভাঙ্গা-শিয়ালদহ গঙ্গা সাগর এক্স ১৫-৫৫, শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার ৭-০০তে মজঃফরপুর থেকে বরায়ুনি হয়ে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে—গুয়াহাটি/গোরক্ষপুর/বরায়ুনি-জম্মু এক্স, গোরক্ষপুর-হাতিয়া এক্স, শোনপুর-টাটা এক্স, আয়ুধ-অসম এক্স, বরায়ুনি-লক্ষ্ণৌ এক্স, ছাপরা-টাটা এক্স, মজঃফরপুর-আমেদাবাদ সবরমতী এক্স, নতুন দিল্লী-বরায়ুনি বৈশালী এক্স, দিল্লী-মজঃফরপুর লিচ্ছবি এক্স, অমৃতসর-বরায়ুনি এক্স, মজঃফরপুর-ভাগলপুর জনসেবা এক্স ছাড়াও দিল্লী, কারলা, দাদার অর্থাৎ ভারতের দিকে দিগন্তরে মজঃফরপুর থেকে। কলকাতার পথে শিমূলতলা, জসিদি, দেওঘর, মধুপুর, গিরিডি বেড়িয়েও ফেরা যেতে পারে।

শিমূলতলা

রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই ডাইনে-বাঁয়ে স্টেশন রোডে অতীতকালে গড়েউঠেছিল স্বাস্থ্য গড়ার আনন্দ-নিকেতন। টিলা টিলা শিমূলতলায় ভিলা ভিলা বাড়ি। বাঁয়ে সেকালের *হাউস অব লর্ডস* অর্থাৎ লর্ড এস পি সিংহর বাড়ি আর ডাইনে *হাউস অব কমন্স*। চারপাশ ঘিরে প্রহরী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পাহাড়শ্রেণী—দিকচক্রবাল রেখা ঢেকে। খুবই শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্জন পরিবেশে স্বাস্থ্যকর স্থান শিমূলতলা।

প্রকৃতিও মনোরম, জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। তাই শহর থেকে দূরে—প্রকৃতির ডাকে ছুটে যান স্বাস্থ্যান্বেষীর দল আজও। অবকাশ যাপনের মনোরম জায়গা অধুনা মুঙ্গের জেলার শিমূলতলা।

পাহাড়, টিলা, শাল, মহুয়ার অরণ্যে প্রাকৃতজনের গ্রাম দেখতে দেখতে হারিয়ে যান ভোরের শিশির ভেজা লাল মোরামের পথে পথে। দিনান্তে স্টেশন জুড়ে চেঞ্জারবাবুদের হুটোপাটি—রঙবেরঙের পোশাকে রামধনু ফোটে চত্বর জুড়ে। পাহাড়ী ম্যালের মতো শিমূলতলার এই রেল স্টেশন। তেমনই ভিড় বাড়ে বাঙালি চেঞ্জারবাবুদের গুপ্তর মিঠাইয়ের দোকানে। বাড়ি ফেরে পায়ে পায়ে আকাশটা যখন নেমে আসে কাছে।

রেল স্টেশনের মুখোমুখি ১½ কিমি দূরে শিমূলতলার মূল আকর্ষণ লাট্টুপাহাড়। টিলার টঙে দুর্গাকার পাটনা লজ, রাজবাড়ি, সেন সাহেবদের লন টেনিস কোর্টকে নিশানা করে মাঠ পেরিয়ে পায়ে পায়ে অভিযান করে ফেরা যায় ১০০০ ফুট উঁচু লাট্টুপাহাড়। উপরে উঠে দেখে নেওয়া যায় আদিবাসীদের দেবতাদের থান। সূর্যাস্তও মনোরম লাট্টুপাহাড়ে। স্টেশন রোডেই বাজারঘাট, দোকানপাট। আর আছে ৫ কিমি দূরে টেলবা বাজার। উৎসাহীরা ৬ কিমি দূরে পাহাড় ও অরণ্যের সহ অবস্থানে মনোরম পরিবেশে হলদি ফলস, আরও ২ কিমি গিয়ে লীলাবরণ ফলস—চলার পথে সিকেটিয়া আশ্রম, অটো বা জিপে ১৭ কিমি দূরে টেলবা নদী পেরিয়ে ভঁয়রোগঞ্জ পৌঁছে শেষ ২ কিমি পায়ে গিয়ে ধীরহারা ফলস, এগুলিও দেখে নিতে পারেন। অরণ্যচরদেরও দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয় ফলস পরিক্রমা পথে। রিকশা, টাঙা, অটো ও ট্রেকার চলছে শিমূলতলায়।

আবাসিক হোটেলও হয়েছে রেল স্টেশন থেকে ৫ মিনিটের পথে—*হোটেল দেহলী,* DCB ১০০, DAB ১৫০, আহার্য মেলে রেস্তোরাঁয়, কল বুকিং: বিদ্যুৎ সেন, ৪৪ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কল-৩, ✆ 5553609. আর আছে রেলস্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে নূপুর বাঁড়ুজ্যের *সৃজনী হোটেল।* কল বুকিং: কুঞ্জ হোটেল, ৬২ বেন্টিংক স্ট্রিট, কল-৭০০০৬৯, ✆ 273525; *শ্রীমা হলিডে হোম,* DAB ১৫০-২৭৫, অবু: N R Sengupta & Co, 11/A, Bose-para Lane, Cal-3, ✆ 555 4735 (9—11-00 & 17—19-00 Hrs) বা ৪১-বি কালী টেম্পল রোড, কল-২৬; *ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলো ও ধরমশালা।*

আর *হলিডে হোম* গড়েছে—*Bank of Baroda Staff Recreation Club,* 4 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2201475 ; *Reserve Bank Employees' Co-operative Credit Society,* N S Rd, Cal-1; *Lovelock & Lewes Employees' Co-operative Credit Society Ltd,* 5th Floor, 4 Lyons Range, Cal-1, ✆ 2204794; *UBI Employees' Association,* Baranagar, Branch, 57 Cossipur Rd, Cal-36, ✆ 5573078; *New Bank of India Employees' Union,* 6 Princep St, Cal-1, ✆ 272705; *Syndicate Bank Recreation Club H H,* 6 N S Bose Rd-1, ✆ 2480985; *Syndicate Bank Recreation Club,* 3B, Lalbazar St, Cal-1, ✆ 2486055, *Kilburn Employees' Co-operative Credit Society Ltd,* 2 Fairly Place, Cal-1, ✆ 2201340; *PNB Office Staff Recreation Club,* Zonal Office, 15 Park St, 4th floor, Cal-16, ✆ 299523; *Hongkong Bank Employees Association,* 31 B B D Bagh, Cal-1; *Jyotsna Holiday Home,* কল বুকিং: S M Enterprise, 4 BBD Bag, Cal-1 ✆ 2207094; *সৌম্যধাম,* ৮ জন থাকার ঘর ১২০, ৪ জনের ঘর ৫০, অবু: বাপ্পা রায় চৌধুরী, ৯ কর্নফিল্ড রোড, কল-১৯। দৈনিক ৬০-১২৫ টাকায় প্রাইভেট বাড়ি-ঘরও ভাড়ায় মেলে শিমূলতলায়। উচিতও হবে স্টেশনে পৌঁছে দেখেশুনে নির্বাচন করা। প্রয়োজনে—Arun Singh/Dilip Singh, Sweet Shop/Kishen Yadav, Lakshmi Niwas, Simultala, Mongher, Bihar-কে ঘরের জন্য লেখা যেতে পারে। গঙ্গা-যমুনা, বেঙ্গল, কাজল ডেকরেটার্সদেরও লেখা যেতে পারে ঘরের জন্য শিমূলতলায়। অগ্রিম অর্ডারে আহারও মেলে *আরাধনা* ও *তৃপ্তি হোটেলে।*

মজঃফরপুর থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে এসে শিমূলতলায় নামুন। কলকাতা থেকেও অনেকগুলি ট্রেন যাচ্ছে মেইন লাইনে ৩৪৩ কিমি দূরের শিমূলতলা হয়ে। তবে, শিমূলতলা যাত্রায় তুফান এক্স ৯-৪৫, অমৃতসর এক্স ১৩-১০, শিয়ালদহ-মজঃফরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ৫-৪৫এ ছেড়ে যথাক্রমে ১৬-২৯, ২১-০৪, ১৫-১০এ শিমূলতলায় পৌঁছান। আর যাচ্ছে হাওড়া-মোকামা প্যাসেঞ্জার ২২-৪০এ, হাওড়া-দিল্লী জনতা এক্স ২১-০০ টায় ছেড়ে পরদিন ৭-২৭, ০৩-৩৪এ শিমূলতলায়। এছাড়া দ্রুতগামী নানান মেল বা এক্সে আসানসোল বা জসিদি বা ঝাঁঝায় নেমেও চলা যেতে পারে শিমূলতলায়। জসিদি-ঝাঁঝা ১০-০৫, ১৭-৫৫; জসিদি-কিউল ১১-২৫এ ছেড়ে ½ ঘণ্টায় শিমূলতলা হয়ে যাচ্ছে। রবিবার ছাড়া প্রতিদিন ৯-৩৫এ আসানসোল ছেড়ে মধুপুর-জসিদি-শিমূলতলা হয়ে ঝাঁঝা যাচ্ছে DMU প্যাসেঞ্জার। হাতিয়া-পাটনা পাটলিপুত্র এক্সও যাচ্ছে শিমূলতলা হয়ে। দেওঘর থেকেও জসিদি হয়ে ১০-০৫এর ট্রেনে এসে দিনভর শিমূলতলায় কাটিয়ে দিনান্তে ১৬-০৪, ১৬-২০, ১৬-২১, ১৭-১০, ২০-২২, ২১-৪৭-এর ট্রেনে ফেরা যেতে পারে দেওঘরে। বাসের চল নেই দেওঘর থেকে শিমূলতলার। তবে, সুন্দর পার্বত্য পথ গিয়েছে সাঁওতাল পরগনার মাঝ দিয়ে দুমকা পাহাড়ের উপর দিয়ে। কলকাতা থেকে গাড়ি করেও যাওয়া চলে শিমূলতলায়। তেমনই দিনে দিনে যাত্রায় তুফান এক্স ট্রেনটি আদরণীয় হবে।

জসিদি

শিমূলতলা থেকে কলকাতামুখী ২৫ কিমি গিয়ে জসিদি। আর কলকাতার দূরত্ব ৩২৩ কিমি। ট্রেনে চলুন শিমূলতলা থেকে। হাওড়া থেকেও নানান ট্রেন যাচ্ছে জসিদি জং হয়ে। শিমূলতলার প্রতিটি ট্রেনই জসিদি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে 1 2 5 6 দিন 2303 পূর্বা এক্স ৯-১৫, মিথিলা এক্স ১৬-০০, অমৃতসর মেল ১৯-২০, শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্স ২০-১৫, হাওড়া-কাঠগোদাম এক্স ২১-৪৫, 1 3 5 7 দিন হাওড়া-গোরক্ষপুর-লুধিয়ানা পূর্বাচল এক্স ১৩-০০, হাওড়া-দানাপুর এক্স ২১-০৫, হাওড়া-গোরক্ষপুর এক্স (বৃহস্পতিবার)

২৩-০০, ত্রিসাপ্তাহিক হাওড়া-জম্মু হিমগিরি এক্স ২৩-০০, 246 দিন শিয়ালদহ-গোরক্ষপুর গঙ্গাসাগর এক্স ১২-৪০ জসিদি পৌঁছায় ৫ থেকে ৭ ঘণ্টায়। রাউরকেলা-পাটনা সাউথ বিহার এক্স, হাতিয়া-গোরক্ষপুর মৌর্য এক্স, টাটা-ছাপরা এক্স, সাপ্তাহিক পুরী-পাটনা এক্স, টাটা-পাটনা এক্স, টাটা-গোরক্ষপুর এক্সও যাচ্ছে জসিদি হয়ে।

আর আসানসোল থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৭-৫০, ৯-৩৫, ১০-১৭, ১৭-১০এ ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় জসিদি জং। ফেরেও নিয়মিত এরা জসিদি থেকে।

শিমুলতলার মতো জসিদির পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও জল-হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্যান্বেষীর কাছে আদর্শ জায়গা। এস পি চ্যাটার্জির গোলাপ বাগিচাটিও জসিদির অনন্য আকর্ষণ। আর আছে রতন পাহাড়, নবাব কুটীর, বরদা কুটীর, ডাবর ফ্যাক্টরি, পাগলাবাবার আশ্রম, হিল ভিউ, কালীবাড়ি ও দিঘাড়িয়া পাহাড় জসিদিতে। স্বদেশী কালে বিপ্লবীদের ঘাঁটিও ছিল জসিদির অরণ্য। দেওঘরের সংযোগকারী রেল স্টেশনও এই জসিদি জংশন।

জসিদিতেও হোটেলের অভাব। খোলামেলা প্রকৃতির মাঝে প্রাইভেট বাড়ি, ঘর ভাড়া নিয়ে স্বাস্থ্যান্বেষীদের থাকাই শ্রেয়। আর আছে *জসিদি আরোগ্য ভবন,* কটেজ ধর্মী ঘর, কল বুকিং: ৩৬ এজরা স্ট্রিট, তিসরি মঞ্জিল, কল. ✆ 252074; *Garden Resort.* Paglababa Rd. ✆ 70254. DAB ২৫০, থাকার পক্ষে রমণীয়, কল বুকিং: ✆ 4760297; *যুগলকিশোর ধরমশালা* ও Bank of India. 23A-3, N S Rd. Cal-1-এর *Holiday Home* জসিদিতে।

দেওঘর

কলকাতা থেকে দেওঘরের দূরত্ব ৩২৯ কিমি। মেন লাইনে ৬ কিমি দূরের জসিদি জং হয়ে রেল যাচ্ছে। আর জসিদি থেকে শাখা রেল, বাস, ট্রেকার ও অটো যাচ্ছে দেওঘর অর্থাৎ বৈদ্যনাথধামে। ১৭-১০এ ছেড়ে আসানসোল-বৈদনাথধাম ডি এম ইউ প্যাসেঞ্জার ২½ ঘণ্টায় সরাসরি দেওঘর যাচ্ছে। পুরী-পাটনা এক্স (সাপ্তাহিক)ও যাচ্ছে দেওঘর/আসানসোল/খড়্গপুর হয়ে। আর বাস যাচ্ছে টাটা, আসানসোল, মাইথন, ৮-১৫য় ছেড়ে ৬½ঘণ্টায় সিউড়ি, ৫-৪৫এ ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় বর্ধমান, মুহুর্মুহু যাচ্ছে ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, দুমকা, গিরিডি ছাড়াও বাংলা ও বিহারের দিকে দিকে দেওঘর থেকে। এমনকি CSTC-র বাস সকাল ৮-০০টায় কলকাতা ছেড়ে ১১ ঘণ্টায় দেওঘর যাচ্ছে। ট্রেকারও চলছে ধানবাদ, দুমকা ছাড়াও নানান দিকে দেওঘর থেকে।

সাঁওতাল পরগনা জেলার *দেবগৃহ* অর্থাৎ দেবতার ঘর আজ হয়েছে দেওঘর। বৈদ্যনাথধাম নামেও সমধিক খ্যাত। কিংবদন্তী, ব্রহ্মার বরে মহাপরাক্রমশালী লঙ্কাধিপতি রাবণ কৈলাস থেকে শিব নিয়ে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে প্রতিষ্ঠার মানসে। শিবের শ্রীলঙ্কা যেতে অনীহায় বরুণের ছলনায় বিভ্রান্ত রাবণ শর্ত ভেঙে কাঁধ থেকে দেবতাকে নামান এই দেওঘরে। অনাদি দেবতার অবস্থান নাকি সেই থেকে। লর্ড শিবের মন্দিরটি এক মহান হিন্দু তীর্থ। চকবন্দী, গোলাকার মন্দিরে— পুষ্পমাল্যে ভূষিত দেবতার স্বরূপ দর্শন মেলে সন্ধ্যায় স্নান-অভিষেককালে। আর রয়েছেন মুখোমুখি অন্নপূর্ণা ছাড়াও বৈদ্যনাথ, সিদ্ধিনাথ, কেদারনাথ, ইন্দ্রেশ্বর, গণপতেশ্বর, কাশীর বিশ্বেশ্বর, রাবণেশ্বর, ভূতেশ্বর ও মহাকাল অর্থাৎ ৯ অনাদি শিব ছাড়াও নানান দেবদেবী মন্দির চত্বরে। তেমনই আছে মন্দিরের উত্তরে ১৫০ সিঁড়ির ক্ষীরগঙ্গা দিঘি। ক্ষীরগঙ্গার জলে দেবতাকে স্নান করিয়ে দর্শনে সহস্র জপের ফল মেলে। পাণ্ডারও উৎপাত আছে দেবমন্দিরে। ১৫ থেকে নানান অঙ্কের পূজায় দেব-প্রসাদ মেলে। প্রসাদ পেতে আগ্রহীদের অফিসে টাকা জমা দেওয়া উচিত হবে। ৫—১৫-০০ আবার ১৮—২১-০০টায় মন্দির খোলা। ৫১ পীঠের এক পীঠও দেওঘর—সতীর হৃদয় পড়ে এখানে।

সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পর্যটক আসেন দেওঘরে। আবার স্বাস্থ্যান্বেষীদেরও ভিড় লাগে দেওঘরে। স্টেশন রোড গিয়ে মিলেছে কলকাতার এসপ্লানেড সম ক্লক টাওয়ারে। শহরের মধ্যমণি দেওঘরের প্রাণকেন্দ্র ২৫ ফু উঁচু ক্লক টাওয়ারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাজারঘাট অর্থাৎ পুরনো শহর। তারই চারপাশে চার প্রধান সড়কে প্রসার পেয়েছে নতুন শহর—ক্যাস্টর টাউন, উইলিয়ামস টাউন, বম্পাস টাউন এবং বিলাসী টাউন। এদের বাগিচায় ঘেরা ফুলে ফলে ভরা বাংলো ধরনের বাড়িগুলিও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শহরের।

ক্লক টাওয়ার থেকে ৬ কিমি দূরে শহরের উপকণ্ঠে তপোবন। চলার পথে শহর থেকে ২ কিমি যেতে জগবন্ধু আশ্রম রেখে নওলাক্ষা মন্দির। আরও ১ কিমি যেতে বীর হনুমানের মূর্তির ডাইনে ½ কিমি যেতে দেবী কুণ্ডেশ্বরী। আর হনুমান মূর্তির বামহাতি পথ ৩ কিমি গিয়ে শেষ হয়েছে তপোবনে। উঁচু-নিচুর সমন্বয়ে পথ। তাই যাতায়াতে শ খানেক টাকায় অটো বা টাঙাই শ্রেয়। রিকশাও যাচ্ছে এপথে। নওলাক্ষা, তপোবন ও কুণ্ডেশ্বরী বেড়িয়েও ফেরা যায় ঘণ্টা চারেকে। পথশোভাও সুন্দর।

তপোবনের ছোট্ট ভজন গুহায় (১৮৪৮ খ্রি) বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রহরী ছিল বাঘ। গোলকধাঁধা সম তপোবনের নয়নাভিরাম প্রকৃতি মোহিত করে। সঙ্কীর্ণ গুহা পথে সরু ফাটল পেরুনো সেও যেন *দেওতা কী কিরপা।* স্মারকরূপে শহরমুখী করণীবাগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মন্দির হয়েছে বালানন্দর। হাল্কা লাল আভার পাথরে সুন্দর এই মন্দিরটি নয় লাখ টাকায় তৈরি বলে নওলাক্ষি মন্দিরও বলে থাকে লোকে। মূর্তি হয়েছে শ্বেত মর্মরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর। আর প্রবেশ দ্বারে মন্দির নির্মাতা চারুশীলা দেবীর মর্মর মূর্তি। আশ্রমও হয়েছে মন্দির লাগোয়া। ১২—১৪-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের।

১৮৪৪এ স্বপ্নাদিষ্ট রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় কুণ্ড থেকে উদ্ধার করে মন্দির গড়েন দেবী কুণ্ডেশ্বরীর। দেবী এখানে চতুর্ভুজা, করিঙ্গাসুরের পিঠে সিংহাসীনা—জগদ্ধাত্রী। খুবই সুন্দর দেবীমূর্তি, জাগ্রতাও বটে। আর হয়েছে ১৩৬০এ টাওয়ার থেকে ৩ কিমি দূরে বমপাস টাউনে নবদুর্গা মন্দির। সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে দেবী দুর্গা ছাড়াও দেবতা রয়েছেন

আরও নানান। অষ্টমাতৃকারাও স্থান পেয়েছেন দেওয়াল চিত্রে। ৬—১০-০০ আবার ১৫—২০-০০টায় খোলা থাকে মন্দির।

স্বাস্থ্য, চরিত্র আর শিক্ষা এই তিন ব্রত নিয়ে গড়ে উঠেছে **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম** বিদ্যালয় ক্লক টাওয়ার থেকে ২ কিমি ডাইনে উইলিয়ামস টাউনে। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে আবাসিক এই বিদ্যালয় দেওঘরের আর এক মুখ্য আকর্ষণ। মন্দিরও হয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর।

যে-কোনও সকালে ক্লক টাওয়ার থেকে দুমকার বাস বা ট্রেকারে দুমকা রোডে ১৬ কিমি গিয়ে **ত্রিকূট পাহাড়** অভিযান করে নেওয়া যায়। তবে বাসযাত্রায় ২ কিমি হাঁটতে হয়, ট্রেকার পৌঁছায় পাহাড়ী পাদদেশে। পাহাড় চড়ায় রোমাঞ্চ আছে অরণ্যের গিরিশৃঙ্খল আর অরণ্যের যুগলবন্দী বারবার আকৃষ্ট করে পর্যটককে। নানান জীবজন্তুও চরে বেড়ায় পাহাড়ভূমে। গাইড নেওয়া উচিত হবে ৫৫০০ ফু উচ্চ ত্রিকূট অভিযানে। তেমনই ক্লক টাওয়ার থেকে ৪ কিমি গিয়ে কাছারি রোডে অনুচ্চ নন্দন পাহাড়ও জয় করে ফেরা যায় যে-কোনও সকাল বা বিকেলে। পথেই পড়ে টাওয়ার থেকে রেল স্টেশন-মুখী ৩ কিমি দূরে **সৎসঙ্গ নগর** অর্থাৎ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রর আশ্রম। মনোরম পরিবেশে ঠাকুরের সমাধিবেদীতে ভক্তেরা আসেন দিনভর। এছাড়াও চলছে নানান কর্মকাণ্ড ব্যাপক চত্বর জুড়ে আশ্রমে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই আশ্রমের মূল কেন্দ্রও দেওঘরে। তবে, আশ্রমটি আজ টুকরো হয়েছে। বিরাগও যেন পরস্পরে।

রেল স্টেশন থেকে ½ কিমি দূরে ক্লক টাওয়ারকে ঘিরে নানান হোটেল দেওঘরে। Clock Tower, Deoghar-814112এ—*H Yatrik*, DAB ১৫০-২২৫ TAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *H Baseera*, DCB ১০০ DAB ১৫০; *H Indralaya; H Rohit*, DCB ৮০ DAB ১০০; *H Jyoti*, S ৮০ D ১৭৫ T ২২৫ স্যুইট ৪৫০; *H Vijay*, DAB ১২৫-১৫০ A/c ৪০০; *H Gupta*, SAB ৬০ DAB ১০০-১৫০; *H Rambha*, DCB ৬০ DAB ১০০-১৫০; *Singh H; H Chandrajyoti, Anamika H; Deoghar H; H Sarita*, H K Sah Lane, SAB ৬০ DAB ১০০-১৭৫।

Station Roadএ—রেল স্টেশনের বিপরীতে বাঙালির *Sen L*, S ৬৫ D ১০০ T ১২৫ F ১৫০; *H Grand (New)*, DCB ৮০ DAB ১২৫; *H Aman*, S ৪৫ DCB ৮৫ DAB ১২৫; *H Baidyanath*, SAB ৬৫ DAB ১২৫ TAB ১৫০; *H Babadham*, DAB ১২০-১৭৫ TAB ১৫০; *Kailash H*. Upper Bazarএ—*Shital Chhaya*, D ১০০; *Aram L; Prince L; H Chetna*, Near State Bus Std. DAB ১৫০-২০০। Old Mina Bzrএ—*H Suvidha*, Palika Bzr, R1B0, DCB ১২৫ DAB ১৫০-২২৫ ডর্মি ৫০; *H Prava*, Assam Exchange Rd, কল বুকিং: 31 Kishanlal Barman Rd, Salkia, ✆ 6659517. Court Rdএ—*H Neelkamal; Khalsa L*, S ৪৫-৮০ D ১০০-১৫০; *H Manorama*. নির্জনতা যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের জন্য আদর্শ *Dremland H*, Williams Town-814112, R3CT2, opp RKM, DAB ১৫০-৩০০ চার বেডের ঘর ৪০০। *Ashok H*, D ১৫০-২২৫; *H Siddhartha* বজরঙ্গবলী চক, DAB ১৪০-২০০।

আর আছে BTDC-র *H Nataraj Vihar*, Old Mina Bzr, opp Bus Std, ✆ (06432) 22422, DAB ১২৫ A/c D ২০০ ডর্মি ৪৫। বিহার পর্যটনের ট্যুরিস্ট অফিসটিও বসেছে নটরাজে। এদেরই *H Baidyanath Vihar*, Castor Town, Near Rly Stn, DCB ৭০ ডর্মি ৩৫ স্যুইট ১৫০, অবু: Manager; এদের কলকাতা দপ্তরেও আংশিক বুকিং-এর ব্যবস্থা মেলে। ৬০ দিন আগে থেকে সরকারি হোটেলে বুকিং-এর প্রথা।

ধরমশালাও আছে নানান দেওঘরে—*Marwari Kanoar Sang*, near Lord Shiva Temple; *Luxmi Narayan Kamaria*, Kamaria Rd; *Ghanashyam Ramchandra*, near Sabji Mkt; *Bengali Dharamshala*, near Rly Stn; *Doodhwala*, Stn Rd; *Barnal*, Court Rd; *Kesharwani Ashram*, Sabji Mkt ছাড়াও নানান। *PWD*-র *IB* আর DB-ও আছে দেওঘরে।

*হলিডে হোম*ও গড়েছে কলকাতার *Canara Bank Staff Recreation Club*—2 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254966; *Calcutta Tram Co Engineering Recreation Club*, 183 A J C Bose Rd, Cal-14, ✆ 292317; *Reserve Bank Employees' Union*, RBI, Cal-1, ✆ 2208331 Ext 262; *UBI Employees' Co-operative*, 4 N C Dutta Rd, Cal-1, ✆ 2000841; *Shawalace Institute*, 4 Bankshall St, Cal-1, ✆ 2485601; *Grindlays Bank Employees' Co-operative Credit Society*, 6 Church Lane, Cal-1 (16—18-30 hrs); *Bank of Baroda Recreation Club*, 8 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2422697; *The Burns Employees' Co-operative Credit Society Ltd*, 20 Nityadhan Mukherjee Rd, Howrah-711101, ✆ 6602601; *Ira Holiday Home, Sankar HH*, দুইয়েরই কল বুকিং: Eastern, 4 BBD Bag(E)-1, ✆ 2208452. এছাড়া বেশ কিছু প্রাইভেট বাড়িও ভাড়ায় মেলে দেওঘরে। তবুও থাকার জন্য *যাত্রিক, সরিতা, বৈদ্যনাথ, বাবাধাম, চেতনা, সুবিধা, ড্রিমল্যান্ড* ও BTDC-র *হোটেল নটরাজ* আদরণীয় হবে। ঠিক তেমনই উচিত হবে ক্লক টাওয়ারের অদূরে S B Roy Road-এর *অবন্তিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বা গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে* রসগোল্লার স্বাদ নেওয়া। আর প্যাঁড়ার জন্য প্যাঁড়া গলিতে—*ভাগীরথ শা, কানাই শা, ছোটু শা*-র যথেষ্ট সুখ্যাতি। তেমনই দেওঘরের মুখশুদ্ধিরও যথেষ্ট সুনাম। সঙ্গী করা যেতে পারে আমলা রসায়ন মুখশুদ্ধি দেওঘর থেকে।

মধুপুর

এবার চলুন মধুপুর। দেওঘর থেকে জসিদি হয়ে রেল যাচ্ছে মধুপুর, দূরত্ব ৩৫ কিমি। আর কলকাতা থেকে ২৯৪ কিমি। জসিদির প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে মধুপুর হয়ে। বাসও যাচ্ছে মুহুর্মুহু দেওঘরের ওল্ড মিনা বাজার বাস স্ট্যান্ড থেকে মধুপুরে। যাতায়াতে বাসই সুবিধার।

তীর্থের সাথে জলবায়ুর গুণে দেওঘর অধিক খ্যাত হলেও স্বাস্থ্যান্বেষীদের কাছে স্বাস্থ্যকর জায়গা রূপে মধুপুর

অধিক প্রিয়। তবে, অতীতের শাল, শিমুল ও মহুয়া আজ আর নেই। মধুও হয় না মৌচাকে গাছে গাছে। তবুও, মিষ্টি জল ও স্নিগ্ধ সমীরের আকর্ষণে হাওয়া বিলাসী বাবুরা আজও আসেন অক্টোবর থেকে মার্চে মধুপুরের মধুপানে। তবে চিমনিও বসেছে গ্লাস কারখানার, ধূলাকীর্ণ স্টেশন রোডটিও যথেষ্ট ঘিঞ্জিরূপ নিয়েছে মধুপুরে আজ।

'নানান ছাপের জমলো শিশি
নানান মাপের কৌটা হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়ো
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।'

রূপনারায়ণের তীরে মিহিজাম অর্থাৎ আজকের চিত্তরঞ্জন থেকে শিমুলতলা পেরিয়ে ঝাঁঝা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল স্বাস্থ্য গড়ার আনন্দ-নিকেতন অর্থাৎ সেকালের পশ্চিম। শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশে ছাওয়া ৫৪.৭০ বর্গমাইল জুড়ে পাহাড়ী মালভূমি সাঁওতাল পরগনায় কোল, ভীল, সাঁওতাল আদিবাসীদের বাস। অবস্থানও ছিল সেকালে এর বাংলার মানচিত্রে। ১৯১২য় বাংলা থেকে ছেঁটে বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সাঁওতাল পরগনা। মাজা-ঘষা হয়েছে বার বার পরেও আবার।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ। মধুপুর থেকে গিরিডি রেললাইনের ঠিকাদারি কাজে বাংলার ছেলে বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু এলেন মধুপুরে। মধুপুরের জল-হাওয়ার জাদুগুণে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে মন্ত্রমুগ্ধ বিজয়নারায়ণ গড়ে তোলেন স্বাস্থ্যাবাস। পশ্চিমী হাওয়া পৌঁছে দেয় সে বারতা বাংলার আকাশে। শুরু হয় চেঞ্জারবাবুদের আনাগোনা সাঁওতাল পরগনার দিকে দিকে। গড়ে ওঠে বাংলো ধরনের সুন্দর সুন্দর বাড়ি-ঘর অবকাশ যাপনের জন্য। সেকালের আদিবাসীদের সরলতা, মিষ্টি জল, মধুর পশ্চিমা বাতাস—অক্টোবর থেকে মার্চে চেঞ্জারবাবুদের আগমনে মুখর হয়ে উঠত সাঁওতাল পরগনা। কালের আবর্তে পশ্চিমের সেই রমরমাভাব আজ আর নেই। ড্যাম চিপ অর্থাৎ 'ড্যানচিবাবুরা'ও আজ আর আসেন না আগের মতো। বাড়িগুলিও আজ জীর্ণ-শীর্ণ, দেখে যেন মনে হয়—

'স্মৃতি ভারে আমি পড়েআছি
ভার মুক্ত সে এখানে নাই।'

সবুজে ছাওয়া পাহাড়, পাথুরে-প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন শান্ত, নির্জন, তেমনই মনোরম। জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানকার জলের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে—যে-কোনো উদরঘটিত ব্যাধিতে অব্যর্থ ফল লাভ। তাই ভ্রমণবিলাসীদের থেকেও স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় আজও বেশি। অঘ্রাণের শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি-পর্বও শুরু হয় পশ্চিম যাত্রায় আজও। বাড়ি ভাড়া করে থাকা আর রান্না করে খাওয়ায় খরচ-খরচাও কম। তবে, মশার উৎপাত আছে সারা সাঁওতাল পরগনায়। ঠিক তেমনই রাতের অতিথির উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে নির্জনতা পরিহার করে লোকালয়ে অবস্থান করা উচিত হবে। আপনিও বেরিয়ে পড়ুন দিন পনেরোর অবকাশে শিমুলতলা, জসিদি, দেওঘর, মধুপুর, গিরিডি, জামতারা, মিহিজাম বা অন্য কোথা অন্য কোনোখানে। তবে, পর্যটন মানচিত্রে বাঙালির সেকেন্ড হোম তথা সেকালের বাবুদের পশ্চিম আজও অবহেলিত, রাজ্য পর্যটনের অনীহা—সেও যেন পীড়াদায়ক।

রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই বামহাতি ডালমিয়া কূপ। ডাইনে কালীপুর। আরও এগিয়ে প্রাচীনতম পাথরচাপটি ছাড়িয়ে বৃহত্তম তথা নিকটতম বাহান্ন বিঘার একান্তে কাপিল মঠ। সামনে শেখপুরা অর্থাৎ হাওয়া বিলাসী চেঞ্জারবাবুদের তীর্থনীড়। এমনকি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের গঙ্গা-প্রসাদ ভবনটিও এই শেখপুরায়। তবে, বাড়িটির মালিকানা আজ হস্তান্তরিত হয়েছে। বাজার ছাড়িয়ে রেল লাইন পেরুতেই ডালমিয়া কূপ। ডাইনে থেকে দিনভর বাস যাচ্ছে দেওঘরে। দেওঘরমুখী লালগড়ের পথেও চেঞ্জারবাবুদের বাড়ি-ঘর গড়ে উঠেছিল সেকালে। এপথেই ৬ কিমি যেতে **পাতরোল**। স্বপ্নাদিষ্ট দেবী কালী এসেছেন কলকাতা থেকে পাতরোলে। মন্দিরও হয়েছে দেউলধর্মী—অতীতের শ্মশানভূমিতে। বেদিটি স্বয়ম্ভু। ৩০০ বছরেরও প্রাচীন এই দেবী খুবই জাগ্রতা। শনি-মঙ্গলে যাত্রী সমাগমে রীতিমত মেলা বসে। এছাড়াও দেবতা রয়েছেন—শিব, পার্বতী, শীতলা, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, স্ব-স্ব মন্দিরে। কাছেই অতীতের রাজবাড়ি। বাসে বাসে, টাঙা বা রিকশায় সাঙ্গ করা যায় দেবী দর্শন। রিকশা বা টাঙায় পাতরোলে দেবী দর্শন সেরে শেখপুরা/হরলাটার বেড়িয়ে কালীপুর হয়ে বাহান্ন বিঘা দেখে ঘণ্টা পাঁচেকে সাঙ্গ করা যেতে পারে মধুপুর দর্শন। তবে, দর্শন নয় উদরঘটিত ব্যাধিতে মধুপুরের জল অত্যাশ্চর্য ফল দেয় আজও। তাই স্বাস্থ্যোদ্ধারে যান স্বাস্থ্যান্বেষীর দল মধুপুরে বিশ্রাম লাভের জন্য। গড়েও তোলেন ফুলে-ফলে ছাওয়া বাংলো শৈলীর বাড়িগুলি কলকাতার বিত্তবানরা অতীতকালে।

তেমনই অত্যুৎসাহীরা মধুপুর থেকে গিরিডি পথে ৮ কিমি দূরে বোকালিয়া ঝরনা, ৫১ কিমি দূরে বুরাই পাহাড়ও বেড়িয়ে নিতে পারেন।

থাকার জন্য আছে রেল স্টেশনের পেছনে মিনিট তিনেকের পথে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের টেগোর কটে বাঙালির হোটেল—*Rajbari R H*, SCB ৫০, DCB ১০০, DAB ১২৫-১৭৫; আর স্টেশন থেকে মিনিট দশেকের পথে ডালমিয়া কূপের বাঁয়ে *Moon G H*, DCB ১০০, DAB ১৫০। আর আছে *Embassy H*; *রেল স্টেশনে রিটায়ারিং রুম*; স্টেশনের বিপরীতে ওভারব্রিজ থেকে নামতেই *PWD-র বাংলো* ও ডালমিয়া কূপে *ধরমশালা— Agarsan Bhawan, Mudarmal Ramchand Dalmia.*

হলিডে হোমও হয়েছে—Union Bank Employees' Congress H H, at Patharchapti, 15 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2206867; ***Standard Chartered Bank Recreation Club***, 4 N S Rd, Cal-1, ✆ 2206902; ***JCI Recreation Club***, 1 Shakespeare Sarani, 5th floor, Cal-71, ✆ 2428831. ***Skill India Employees' Co-operative Credit Society Ltd***, Transport Depot Rd, Majerhat, Cal-88. এমনকি ***প্রাইভেট বাড়ি-ঘরও*** ভাড়ায় মেলে স্বল্পকালীন অবস্থানে মধুপুরে।

Calcutta-Allahabad-Mathura-Delhi NH-2			
0	Km	Calcutta	
34	"	Baidyabati	
70	"	Panduah	
119	"	Burdwan	
166	"	To Santiniketan	46 km
		" Bakreshwar	63 km
		" Messanjore	110 km
		" Tarapith	114 km
182	"	Durgapur	
		To Bankura	47 km
		" Vishnupur	81 km
223	"	Asansol	
234	"	Niamatpur	
		To Dumka	118 km
274	"	Govindpur	
		To Giridih	52 km
308	"	Topchanchi	
319	"	Nemiaghat	
		To Parsanath	12 km
350	"	Bagodar	
		To Hazaribagh	53 km
		" Konar Dam	24 km
400	"	Barhi	
		To Hazaribagh Town	37 km
		" Tilaya Dam	18 km
460	"	Dhobi	
		To Gaya	30 km
		" Patna	198 km
519	"	Aurangabad	
		To Palamau N P	117 km
666	"	Mughalsarai	
		To Chandraprava W L S	49 km
681	"	Varanasi	
806	"	Allahabad	
		To Chitrakoot	133 km
		" Vindhyachal	83 km
		" Kausambi	40 km
		" Ajodhya	175 km
1001	"	Kanpur	
		To Lucknow	77 km
1287	"	Agra	
1343	"	Mathura	
		To Vrindavan	10 km
1395	"	UP-Haryana Border	
1461	"	Faridabad	
1470	"	Haryana-Delhi Border	
1490	"	Delhi (New Delhi)	

গিরিডি

মেন লাইনে গিরিডির রেল সংযোগকারী স্টেশন ৩৭ কিমি দূরের মধুপুর। হাওড়া থেকে 3031 UP/32 DN হাওড়া-দানাপুর এক্সে স্লিপার ক্লাস, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরাসরি বগিও যাচ্ছে মধুপুর হয়ে গিরিডি। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে মধুপুর থেকে ৪-০৫, ৮-৩০, ১৬-২০, ২১-২০এ; ১ ঘণ্টার পথ।

এমনকি গিরিডি থেকে গোবিন্দপুর হয়ে ৩২১ কিমি দূরের কলকাতায় বিহার সরকারের বাসও যাচ্ছে বিকাল ১৬-০০টায় ছেড়ে ১২ঘণ্টায়। কলকাতা ছাড়ে ১৯-৩০টায় বাবুঘাট থেকে। আবার ব্ল্যাক ডায়মন্ড বা যে-কোনও ট্রেনে ধানবাদ পৌঁছেও রিকশায় বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসেও চলা যেতে পারে গিরিডি। কলকাতা থেকে গিরিডি যাতায়াতে এপথটি আদরণীয়ও হবে।

সারা পশ্চিমের মতো গিরিডিতেও চেঞ্জারবাবুদের আনন্দ নিকেতন গড়ে উঠেছিল রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে বারগাণ্ডায়। বাঙালি উপনিবেশ নতুন বারগাণ্ডায়। শ্রীমাতৃ নিকেতন অর্থাৎ সারদেশ্বরী আশ্রমের ডাইনে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের *মহুয়ায়* শ্রীরামকৃষ্ণ মহিলা বিদ্যালয় বসেছে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে উশ্রী নদী। অদূরে খাণ্ডোলী পাহাড়। তার নিচুতে শিরশিরা ঝিল—পানীয় জল আসছে শহরে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *গোলকুঠি*, রবীন্দ্রনাথ, নলিনীরঞ্জন সরকার, সুনির্মল বসুর স্মৃতিধন্য অতীত আজ লোপ পেলেও জেলখানার বিপরীতে জেলা জজ অমৃতনাথ মিত্রের একতলা *শান্তিনিবাসে* মাইকা এক্সপোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর বসেছে। স্যার জগদীশচন্দ্র হাওয়া বদল করতে আসতেন শান্তিনিবাসে। এমনকি ১৯৩৭এ মারাও যান বিজ্ঞানী এই বাড়িতে।

মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি অনাবিল,
উশ্রী নদীর জল করে ঝিলমিল,
আমলকি বনে বনে ছায়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে
শিরশির করে ওঠে শিরশিরা ঝিল।

নানান পটবদলের মাঝ দিয়ে বিহার রাজ্যের নতুন জেলা গিরিডির জেলা সদরও এই গিরিডি। অভ্র, তামা ও কয়লায় সমৃদ্ধ গিরিডির মিষ্টি জল ও মধুর বাতাস আজও অক্টোবর থেকে মার্চে চেঞ্জারবাবুদের স্বপ্নমেদুর করে তোলে। কলকারখানা মাথা তুলছে, শহরও প্রসার পাচ্ছে ঘিঞ্জিভাবে —তবুও গিরিডির জলবায়ুর অত্যাশ্চর্য যাদুবলে আজও হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন স্বাস্থ্যান্বেষীর দল গিরিডিতে।

শহর থেকে ধানবাদ-কুলটি সড়কে ৭ কিমি গিয়ে ডাইনে লালমাটির বনজ পথে আরও ৪ কিমি যেতে গিরিডির অন্যতম পর্যটক আকর্ষণ **উশ্রী ফলস**। চলার পথে দূরে বহুদূরে পরেশনাথ পাহাড়ও দৃশ্যমান। শান্ত-শিষ্ট নদীর জল পাহাড়ী ঢালে পাথরখণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্দম বেগে নামছে ৩টি ধারায়। বর্ষায় গতি বাড়ে আর শীতে বাড়ে যাত্রী। দোকান-পাটও বসে শীতের দিনগুলিতে উশ্রীতে। শ'দেড়েক টাকায়

ঘণ্টা পাঁচেকে টাঙায় বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ট্যাক্সিতে ২৫০-৩০০ টাকায় যাতায়াত। আর রয়েছে ২৪ কিমি দূরে অতীতের **কারমাটার,** নতুন করে নাম হয়েছে **বিদ্যাসাগর**। জলবায়ুর গুণে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে বাস করেন। মৃত্যুও ঘটে বিদ্যাসাগরের কারমাটারে। রেল স্টেশনের ওপারে সঙ্কীর্ণ বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত নন্দনকাননে মেয়েদের স্কুল বসেছে। অনুমতিতে দর্শন মেলে। হোটেল নেই কারমাটারে। মধুপুর থেকে দিনে দিনে বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। আবার কারমাটার বেড়িয়ে বিদ্যাসাগর স্টেশন থেকে ১৫-১৬, ১৮-৪২, ১৯-১৯এ বা সকালের নানান প্যাসেঞ্জারে চিত্তরঞ্জন ৩২ বা আসানসোল ৫৭ কিমি চলা যেতে পারে জামতারা হয়ে। তেমনই গিরিডি থেকে ৩৮ কিমি দূরের জৈনতীর্থ **পরেশনাথ পাহাড়ও** চলা যেতে পারে। জিপও চড়ছে পাহাড়ে নিজস্ব ব্যবস্থায়। উৎসাহীরা পরেশনাথের পথে **তোপচাঁচি লেকটিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। গিরিডি থেকে ৩৫০-৪০০ টাকায় ট্যাক্সি নিয়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় উশ্রী, পরেশনাথ ও তোপচাঁচি দিনে দিনে।

থাকার জন্য হোটেলও আছে নানান গিরিডিতে। রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে মেইন রোডের কালীবাড়ি চকে Chandouri Rd-815301-এ—*Apna R H,* SCB ৪৫-৬৫, DCB ৮০-১০০; *Kanak R H,* SCB ৪০, SAB ৬০, DCB ৮০, DAB ১০০-১২৫; *Anand H; Alka R H,* S ৪৫, DAB ৮৫। চকের বাঁয়ে *Rest Inn,* DAB ১৫০; *H Swagat,* Kalimanda Rd-1, ✆ 2977. Court Rd-815301এ—*Khalsa L,* R ½ B0, SCB ৪০, SAB ৬০, DCB ৮০, DAB ১২০; *Mourya R H; Ranjit R H,* S ৪৫-৬০, D ৮০-১২৫; *H Nikhar,* SAB ১২৫, DAB ২০০-৩২৫। আর আছে ধরমশালা, PWD-র *রেস্ট হাউস*ও *বাংলো* রেল স্টেশনের অদূরে। এমনকি *প্রাইভেট বাড়ি-ঘর*ও স্বল্পকালীন অবস্থানে ভাড়ায় মেলে গিরিডিতে। তবুও থাকার জন্য কোর্টের কাছে *নিখার* ও কালীবাড়ি চকের অদূরে *কনক রেস্ট হাউস* বা *হোটেল স্বাগত* মন্দ নয়। আর জলপানের জন্য কালীবাড়ি চকে *তৃপ্তি জলপান* ও আহার্যের জন্য *হোটেল নিখার* ভালই। এমনকি *শ্রীমাতৃ নিকেতন সারদেশ্বরী আশ্রম রেস্ট হাউসে*ও থাকার ব্যবস্থা মেলে—কলকাতা দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে।

তোপচাঁচি লেক / ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি

জাতীয় সড়ক দুই-এ বাজার থেকে ১ কিমি দূরে হোটেল গুলসান লাগোয়া ডাইনে পথ গিয়েছে বৃত্তাকার পাহাড়ে ঘেরা কৃত্রিম লেক তোপচাঁচির। ১৯১৫তে ঝরিয়াকে জল দিতে তৈরি হয় পরেশনাথ পাহাড়ের ঢালে তোপচাঁচি লেক। শান্ত-স্নিগ্ধ মনোহর পরিবেশ। সকালে পাহাড়ের পেছন থেকে উঁকি মারে সূর্য, হাসির গমকে অভ্র ছড়ায় লেকের জলে। সাঁঝেরও মাধুর্য আছে। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে পলাশ ও মহুয়ার মিষ্টি মৌতাতে। অতীত গরিমা ম্লান পেলেও তোপচাঁচি আজও প্রকৃতি প্রেমিকদের স্বর্গ বিশেষ। তেমনই লেককে ঘিরে পাহাড়ী অরণ্যে গড়ে উঠেছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। বাঘেরাও নাকি প্রকৃতির শোভার সাথে মিষ্টি জলের স্বাদে বিহারে আসে লেকে।

অদূরে তোপচাঁচির রেল সংযোগকারী গোমো স্টেশন। এই গোমো থেকেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১-এর ১৮ই জানুয়ারি ঐতিহাসিক নিষ্ক্রমণের পথে ট্রেন চাপেন। স্মারক রূপে মূর্তি হয়েছে তোপচাঁচি বাজারে নেতাজীর। পথেরও নামান্তর ঘটেছে—অতীতের স্টেশন রোড হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড।

ধানবাদ থেকে দূরত্ব ৩৭, মাইথন ৫৮, গোমো ৬, আর কলকাতার দূরত্ব ৩০৩কিমি। হাওড়া থেকে ৬-১৫র ব্ল্যাক ডায়মন্ডে ১১-৩০এ ধানবাদ পৌঁছে তোপচাঁচি লেক বেড়িয়ে দিনে দিনে হাজারীবাগও চলা যেতে পারে বাসে। চটজলদি যাত্রীরা কলকাতায়ও ফিরতে পারেন DN 3318 ব্ল্যাক ডায়মন্ডে ১৬-২০এ ধানবাদ ছেড়ে ২১-২৫এ। আর কোলফিল্ড ৫-৫০এ ধানবাদ ছেড়ে হাওড়ায় পৌঁছায় ১০-৩০এ। হাওড়া-বোকারো শতাব্দী এক্সও ৬-০৫এ হাওড়া ছেড়ে ৯-১১য় ধানবাদ পৌঁছে ফেরে ১৭-৪৩এ ধানবাদ ছেড়ে ২১-১০এ হাওড়ায়। এছাড়া জসিদি, শিমুলতলার প্রতিটি ট্রেন যাচ্ছে ঝাঁঝা-কিউল-মোকামা জং হয়ে।

থাকার নানান ব্যবস্থা তোপচাঁচি লেকে। CMADA-র *Lake Palace,* DAB ৭৫, A/c ১০০; লাগোয়া *Rest House*এ DAB ৪০, অবু: Secretary, Coal Mining Area Development Authority, Dhanbad; বাথরুমহীন ৬ বেডের *Youth Hostel*-এ বেড ১; G T Rdএ *ডাকবাংলো* ও *H Gulshan,* DAB ১৫০-২২৫।

আর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা মেলে **ধানবাদে**। কয়লাকুঠীর দেশ তথা শিল্পকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক শহর ধানবাদ। নিচুতে ভারত খ্যাত ঝরিয়ার কয়লাখনি, উপরে জনপদ। **H Skylark,* Bank Morh, Dhanbad, PC-826001, STD 0326, ✆ 303024, A5R2, S ৩২৫, D ৪০০, A/c S ৫৫০, D ৬৫০, Suite ৮০০; * *H Black Rock,* Bank Morh-1, ✆ 302027, A5R2, S ৩৭৫-৪৫০, D ৫২৫-৬৫০, A/c S ৬৭৫, D ৮৫০; *Ajanta H,* Bank Morh, Super Mkt-1, S ১৭৫, D ২৫০; *H Bonanza,* Katras Rd-1; *Everest H,* Naya Bzr; *Kumar H,* opp Rly Stn ; *H Kohinoor,* Tacker Market; *H Woodland,* Hirapur ; **Savoy H* ; ছাড়াও নানান হোটেল আছে ধানবাদে। আর আছে BTDC-র *H Ratna Vihar,* DAB ১২৫ ধানবাদে। তবে সরাসরি লেক যাত্রায় হাওড়া-দিল্লী গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের গোমো পৌঁছে লেকে চলাই সুবিধার। ট্রেনও যাচ্ছে ঘণ্টা ছ'য়েকে হাওড়া থেকে ৬-০৫এ বোকারো স্টিল সিটি শতাব্দী ৬-০৫, চম্বল/শিপ্রা এক্স ১৫-১৫, কালকা মেল ১৯-১৫, মোগলসরাই ২০-০০, ডুন এক্স ২০-১৫; শিয়ালদহ থেকে জম্মু তাওয়াই ১১-৪৫; আসানসোল থেকে ৫-২০, ৬-৩০, ৮-৫০, ১৮-৪০এ প্যাসেঞ্জার। ফেরেও এরা নিয়মিত। বাসও আসছে রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে তোপচাঁচি ও ধানবাদে।

পরেশনাথ পাহাড়

গিরিডি-ডুমরি সড়কে গিরিডি থেকে ২৬, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের

ডুমরি থেকে ১৬ কিমি দূরে বাঁহাতি আরও ৪ কিমি গিয়ে মধুবন। মধুবন থেকে ৯ কিমি পাহাড়ী পথ পেরিয়ে ১৩৬৬ মি উঁচুতে জৈনতীর্থ পরেশনাথ পাহাড়। তবে, জিপও যাচ্ছে ঘুরপথে ১৬ কিমি দূরের ওয়ারলেস সেন্টার দ্বারে। আরও ১ কিমি গিয়ে পার্শ্বনাথস্বামী মন্দির। ডুলিও মেলে যাতায়াতে—২৫০-৩৫০ টাকায়, যাত্রীর ওজনের তারতম্যে ভাড়ায় ব্যবধান। যাত্রীও যাচ্ছেন প্রতি রাত ২টোয় দলবদ্ধ হয়ে মধুবন থেকে। গহন বনের মাঝ দিয়ে পথ, চড়াই-এর আধিক্য; শেষ ৩ কিমিতে প্রাণান্তকর চড়াই পেরুতে হয়।

সরাসরি যাত্রায় কলকাতা থেকে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনে ধানবাদ/গোমো পেরিয়ে ৩০৬ কিমি পশ্চিমে পরেশনাথ স্টেশন। নিমাইয়াঘাট ৭, গোমো জং ১৮, ধানবাদ ৪৭ কিমি কলকাতামুখী পুবে। আর হাজারীবাগ রোড ২৭, কোডারমা ৭৬, গয়া ১৫২ কিমি পশ্চিমে পরেশনাথ থেকে। কলকাতা থেকে জম্মু তাওয়াই, শিপ্রা এক্স, চম্বল এক্স, ডুন এক্স, যোধপুর এক্স, মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদ ট্রেনে ঘণ্টা সাতেকের পথ। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে আসানসোল-মোগলসরাই প্যা, ধানবাদ-গয়া প্যা, ধানবাদ-হাজারীবাগ প্যা, আসানসোল-বারাণসী প্যা, পুরী-নিউ দিল্লী নীলাচল, হাতিয়া-পাটনা এক্স, ধানবাদ-হাজারীবাগ প্যা, ধানবাদ-মোগলসরাই গঙ্গা-শতদ্রু এক্স, ধানবাদ-পাটনা গঙ্গা-দামোদর পরেশনাথ হয়ে।

রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই ১ কিমি দীর্ঘ স্টেশন রোডে নানান ধরমশালা। বাস যাচ্ছে দিগম্বর জৈন ট্রাস্টের সকাল ও বিকালে ২৫ কিমি দূরের মধুবনে। যাত্রীর আধিক্যে প্রাইভেট বাসও মেলে। স্টেশন রোড শেষ হতে জি টি রোড ক্রশিং-এ Isri Bazar. বাজার লাগোয়া জি টি রোড-এ আছে *H Bhuvan*. অদূরে বাস স্ট্যান্ড—গিরিডির বাসে গিয়ে শেষ ৫ কিমি নিয়মিত যানের অভাবে পায়ে পায়ে চলা যেতে পারে মধুবন। ধানবাদ থেকেও গিরিডির বাসে একইভাবে চলা যেতে পারে। তবে নিজস্ব ব্যবস্থায় ধানবাদ বা ইসরি বাজারে জিপ/ট্যাক্সি/অটো মেলে ভাড়ায়। আবার কলকাতা থেকে তোপচাঁচি পেরুতেই ৩১৯ কিমি দূরে G T Rd-এর নিমাইয়াঘাট থেকে ১২ কিমি পাহাড় বেয়েও চড়া যায় পরেশনাথে।

আর মধুবনে শ্রীসম্মেতশিখর দিগম্বর জৈন ধরমশালাকে ভর করে ১ কিমি জুড়ে দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, ধরমশালা। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের ডজনখানেক ধরমশালায় হাজার দেড়েক ঘরে যাত্রীবাসের ব্যবস্থা। ১০-৫১ টাকায় ঘর। তবে, দিগম্বরে দিগম্বরী জৈনদের ঘর পেতে অগ্রাধিকার মেলে। আর আহার্যে দিগম্বর কোঠীর *মারোয়াড়ি বাসার* নিরামিষ আহার খাসা।

মধুবনের শিরে টোপর হয়ে পাহাড়। ২৩তম জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী ১০০ বছর বয়সে শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই পাহাড়ে এসে দেহ রাখেন। সেই থেকে তাঁরই নামে নাম হয়েছে পরেশনাথ পাহাড়। তবে, জৈন পুঁথিতে সম্মেতশিখর নামে সমধিক খ্যাত। পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণ পার্শ্বনাথ স্বামীর মন্দির। মন্দিরে পাথরের বুকে পায়ের ছাপ—দেবতার প্রতিভূ হয়ে পূজিত হচ্ছেন আজও। মন্দির রয়েছে আরও চব্বিশ—প্রতিটাতেই পায়ের ছাপ তীর্থঙ্করদের। তবে, জল মন্দিরে মূর্তি হয়েছে তীর্থঙ্করদের। আর আছে পাহাড়ের প্রবেশদ্বারে গৌতম স্বামীর সমাধি মন্দির জৈন তীর্থ পরেশনাথে।

যাত্রীও চলেছেন প্রতিটা মন্দির দর্শন করে ৯ কিমি পরিক্রমা সেরে পার্শ্বনাথে। পার্শ্বনাথ থেকে বিকল্প পথ নেমেছে সীতা নালায়। কেবল পার্শ্বনাথ স্বামী দর্শনার্থীদের উচিত হবে মাঝপথের সীতা নালা থেকে ডানহাতি পথে যাতায়াত করা। আর ধর্মার্থীরা সীতা নালা থেকে সিধে পথে গিয়ে যাতায়াতে ৯+৯+৯ কিমি পরিক্রমায় ঘণ্টা দশেকে নেমে আসেন মধুবনে। তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণার্থী দুইয়ের কাছেই অতি পবিত্র আর মনোরম এই পরেশনাথ।

দুমকা

দেওঘর থেকে বাসে চলুন ৫৮ কিমি দূরের দুমকা পাহাড়ে। চক্রাকারে পাহাড় শ্রেণী—শাল, মহুয়া, পলাশে ছাওয়া সাঁওতাল পরগনার জেলা সদর দুমকাও স্বাস্থ্যকর স্থান। জলে হজমি গোলা। বসন্তে প্রকৃতি মাতোয়ারা করে তোলে—সারা পাহাড়ে আগুন ধরায় পলাশ তার রক্তিম আভায় দুমকায়। বাস স্ট্যান্ড থেকে ১½ কিমি দূরে শহরান্তে শিব পাহাড়ে মন্দির হয়েছে শিব ঠাকুরের। আর আছেন কালী, হনু, নাগদেবী লাগোয়া মন্দিরে। রিকশা যাচ্ছে ৫ টাকায়।

থাকার জন্য Dumka-814101, STD 06434 বাস স্ট্যান্ডের অদূরে বাজারকে ভর করে Main Rd-এ—*H Suman, H Sangam, H Raj*, ✆ 23311, D ১৩০, ১৭০, A-c ২২৫, ২৫০, ৩৫০; *H Kanak, H Suvidha*, ✆ 22155, DAB ১২৫, ১৫০; *H Anand*, ✆ 22322, DCB ৯০, DAB ১৫০, ২০০; *H Satyadarshi*, ছাড়াও *কাবেরী, ভোজপুর, সঙ্গম* আছে। এদের রেট S ৪০-৬৫, D ৬০-১২৫ টাকা। আর আছে *PWD Bungalow* দুমকায়। আহারে *সঙ্গম* ও *গ্রিনের* সুনাম আছে। আর হোটেল সুবিধায় আছে *মাড়োয়াড়ি ভোজনালয়।* দিনে ভাত ও রুটি মিললেও রাতে সঙ্গম ও মারোয়াড়িতে কেবল রুটির প্রথা। গ্রিনে দিনে-রাতে নন-ভেজ মেনুর সাথে ভাত ও রুটি দুই-ই মেলে।

কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় বিহার সরকারের বাসে ১৯-৩০টায় বাবুঘাট ছেড়ে বর্ধমান/সিউড়ি/পানাগড় হয়ে বা ৬-০০টায় হাওড়া-রামপুরহাট গণদেবতা এক্স, ৬-২৫এ শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স, ৭-১৫য় হাওড়া দ্বারভাঙ্গা প্যা, ১১-১০এ হাওড়া-দানাপুর ফা প্যা, ১৩-০০টায় শিয়ালদহ-রামপুরহাট প্যা, ১৬-৩৫এ বিশ্বভারতী ফা প্যা, ১৯-১৫য় দার্জিলিং মেল, ২০-৫৫য় শিয়ালদহ-মোগলসরাই এক্স, ২২-৩০এ হাওড়া-জামালপুর এক্স, ২২-০০টায় গৌড় এক্সে যথাক্রমে ১০-২০, ১০-৪৩, ১৩-০০, ১৭-০২, ১৯-৪০, ২১-৫০, ২৩-৪৫, ১-১৯, ২-২৩, ৩-০৮এ বা ৬-২০এর হাওড়া-বর্ধমান লোকালে ৮-৪০এ বর্ধমান

গিয়ে বর্ধমান থেকে ৯-০৫এর তারাপীঠ প্যাসেঞ্জারে ১০-১০এ বোলপুর, ১১-৫৫য় রামপুরহাট পৌঁছে বাসে ৬২ কিমি দূরের দুমকা যাওয়াই সুবিধার। রেল স্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর ৪-০০টেয় প্রথম ছেড়ে ১৭-৪০এ শেষ বাসটি রামপুরহাট ছেড়ে দুমকা যাচ্ছে। ২½ ঘণ্টার পথ। আর দুমকা থেকে মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে রামপুরহাট ও দেওঘর। বাস যাচ্ছে সিউড়ি, সিউড়ি হয়ে বোলপুর, পাকুর, বর্ধমান, ধানবাদ, টাটা, রাঁচি, পাটনা, ভাগলপুর, গিরিডি ছাড়াও বিহার রাজ্যের নানানদিকে দুমকা থেকে। বীরভূমের সীমান্ত পার হলেও লাল মাটি সঙ্গ ছাড়ে না—শাল, সেগুন, মহুয়া ও কেন্দু গাছের গহন অরণ্যের মাঝ দিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় টপকে বাস চলে। অবণ্য-আদিবাসী-টিলা সব মিলিয়ে রোমাঞ্চে ভরা এপথে বাসে চলা।

রামপুরহাট-দুমকা বাসে ১২ কিমি যেতে সুড়িচুয়ার মোড় থেকে বাঁয়ে ৪ কিমি গিয়ে বাংলা-বিহার সীমান্তে শক্তি সাধকদেব তন্ত্রভূমি মালুটি গ্রাম। রামপুরহাট থেকে মিনিবাস যাচ্ছে মালুটি। অতীতের শতাধিক মন্দিরের মধ্যে টেরাকোটায় সমৃদ্ধ ৭২টি শিব-পার্বতী-বিষ্ণু-গজলক্ষ্মীর দীর্ণ মন্দির দেখে নিতে পারেন শাল, আমলকী, মহুয়ায় ছাওয়া মালুটিতে। তবুও যেন মালুটির অন্যতম আকর্ষণ শ্যামাপূজা। শ্যামাপূজার রাতে সেজে ওঠে সারা মালুটি গ্রাম উৎসবের সাজে। বাজি পোড়ে—পূজা হয় দেবী মৌলীক্ষা কালী, রাজরাজেশ্বরী কালী, ভয়াল ভয়ঙ্করী শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী শ্মশান কালী ছাড়াও নানান। ভক্তের সাথে দর্শক আসেন ঐ রাতে দূরদূরান্ত থেকে। এমনকি বামাদেবও আসেন পুরোহিত হয়ে—সিদ্ধিলাভ করেন তারার বোন মৌলীক্ষার (মৌলী অর্থ মস্তক আর ঈক্ষা হচ্ছে দেখতে পাওয়া) পঞ্চমুণ্ডীর আসনে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Govt G H*, Malutiতে।

তেমনই দুমকা থেকে ৫ কিমি দূরে আদিবাসীদের গ্রাম করুয়া। করুয়ার প্রশস্তি তার বনস্পতি উদ্যান তথা বটানিক্যাল গার্ডেন বা সাক্ষরতার পাহাড় সৃষ্টি। সহস্রাধিক নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামবাসীর কঠোর শ্রমে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে ৭০০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে অনুচ্চ পাহাড় ঘিরে প্রাচীর। ১০½ হেক্টর জায়গা জুড়ে হাজার দুয়েক গাছের সৃষ্টির নিচুতে মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট আর ওপর অংশে ক্যাকটাস। সূর্যাস্তও মনোরম পশ্চিমের ভিউ পয়েন্ট থেকে। মন্দিরও আছে দুর্গা, কালী, পার্বতী, মহাদেব, বজরংবলীর পেছনের পাহাড়ঢালে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। তবে, রান্না মানা সৃষ্টি পাহাড়ে। হোটেল নেই—থাকা ও আহার মেলে মন্দির-আশ্রমে। তবে, পরিতাপের বিষয় ব্যক্তিস্বার্থের শিকার হয়ে সৃষ্টিও আজ আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে।

মুঙ্গের

মহাভারতের মোদগিরি আজ হয়েছে মুঙ্গের। বিহারের শেষ নবাব মীরকাশিমের রাজধানীও ছিল মুঙ্গেরে। ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় অতীত। তারই মাঝে রয়েছে—মীরকাশিমের বিধ্বস্ত দুর্গ। লোকশ্রুতি, দুর্গটি মহাভারতের কালের। আজ অফিস-কাছারি-জেল বসেছে। গঙ্গার কষ্টহারিণী ঘাটে স্নানে আজও কষ্ট হরণ হয়। ঘাট থেকে দৃশ্যমান জলে ঘেরা পাহাড়ী টিলায় সীতাচরণ মন্দির। নৌকায় যাতায়াত। ঘাটের সামনে মীরকাশিমের গুহা, শাহ সুজার প্রাসাদ। দুর্গের পুবদ্বারে জয় প্রকাশ উদ্যান—শিশু চিত্ত বিনোদনের সুন্দর পরিবেশ। মূল ফটকের বাঁ-হাতি পথে গোয়েঙ্কা হাসপাতাল ও ধরমশালা লাগোয়া জলে ঘেরা শিব মন্দিরটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। এরই পাশে যোগবিদ্যার স্কুল। শহরের ৬ কিমি পুবে মুঙ্গেরের মূল আকর্ষণ সীতাকুণ্ড। রাম, ভরত ছাড়াও কুণ্ড রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি। লোক-শ্রুতি, সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার কালে এই কুণ্ডের উদ্ভব। বিরামহীন ফুটছে জল সেই থেকে। হাত দিলে জ্বালা অনুভব হলেও জ্বলে না। তবে পাণ্ডার জ্বালাতন আছে। অত্যুৎসাহীরা ঘুরপথে পীর পাহাড়ে পীরসাহেবের সমাধিটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। শহরের পথে সিগারেট কোম্পানি পেরিয়ে নেতাজী চক হয়ে চাণক্য মন্দিরটি দেখে নিন। খুবই সুন্দর এই মন্দির। মূর্তি রয়েছে দেবী চণ্ডীর, দ্বিতলে কালী ও শিব ঠাকুরও রয়েছেন। চুক্তিতে রিকশা নিয়ে দিনে দিনে সাঙ্গ করা যায় এপরিক্রমা। বরিয়ারপুরের পথে সীতাকুণ্ড ছাড়িয়ে আরও ১০ কিমি দক্ষিণে আরণ্যক পরিবেশে গরম জলের প্রস্রবণ ঋষিকুণ্ডটিও চিত্তাকর্ষক। তবে, লোকমুখে বিহারের চম্বল বলে পরিচিতি এর। শহর থেকে ৪৩ কিমি দূরে বরিয়ারপুর হয়ে খড়্গপুর পৌঁছে দুর্গামন্দির, মসজিদ, লেক, টিলার টঙে শিবমন্দিরটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। পাহাড়ে ঘেরা লেক, পরিবেশ সুন্দর। বাসে বাসে বেড়িয়ে নিন মুঙ্গের থেকে।

রেল অঙ্গের রাজধানী মুঙ্গের পৌঁছালেও শিয়ালদহ থেকে ২০-৫৫য় 3133 মোগলসরাই এক্সে পরদিন সকাল ৮-১০এ জামালপুর পৌঁছে ট্যাক্সি/ট্রেকার/বাস বা অটোয় ৯ কিমি দূরের মুঙ্গের চলুন। আর যাচ্ছে 3071 জামালপুর এক্স ২২-৩০এ হাওড়া ছেড়ে পরদিন ৮-৫০এ জামালপুরে। হাওড়া-কিউল সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে হাওড়া থেকে ৪৬৬, ভাগলপুর থেকে ৫৩, কিউলের দূরত্ব ৪৩ আর পাটনার ৭৯ কিমি দূরে জামালপুর জং। হাওড়া-দানাপুর ফা প্যা, হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা প্যা, সাহেবগঞ্জ-জামালপুর প্যা, ফারাক্কা এক্স, ব্রহ্মপুত্র মেল ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে জামালপুরে। আর জামালপুর থেকে মুঙ্গের যাচ্ছে ৫-২০, ৭-২০, ৮-৫০, ১০-২৫, ১২-১০, ১৪-২০, ১৭-৫০, ২০-৩০এ।

হিরণ্য পর্বতমালায় ঢেউখেলানো অপূর্ব শোভার মাঝে জামালপুর। জামালপুরেও কালীপাহাড় অর্থাৎ পাহাড়ী টঙে কালীমন্দির, শিব ও গণেশ মন্দির দেখে নিতে পারেন। জামালপুর শহরও সুন্দর দৃশ্যমান পাহাড় থেকে। আর আছে রেলের ওয়ার্কশপ জামালপুরে।

থাকার জন্য *ভারত রেস্ট হাউস, দীপক রেস্ট হাউস, সিঙ্গী হোটেল, অ্যাপেলো রেস্ট হাউস, মারোয়াড়ি বাসা, CH, IB, DB* ছাড়াও *বৈদ্যনাথ, গোয়েঙ্কা ও জৈন ধরমশালা* আছে Monghyr-এ।

ভাগলপুর

সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে কলকাতার ৪১৩ কিমি দূরে ভাগলপুর জং। মুঙ্গের থেকে ট্রেন বা বাসে চলুন ৬২ কিমি দূরে রবীন্দ্র-শরৎ-বনফুলের স্মৃতি-রঞ্জিত ভাগলপুরে। স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে

রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্র মিউজিয়ম বসেছে। আর বাঙালি টোলায় গঙ্গার ধারে মাতুলালয়ে মামার উত্তরসূরীরা বাস করছেন। জনশ্রুতি, অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবরাও ভাগলপুরে আসেন। অবস্থানও করেন গঙ্গার ধারে যোগসারে দ্বাপর যুগের বূঢ়ানাথের মন্দিরে। মন্দিরটি আজও বর্তমান। কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় জামালপুরের প্রতিটা ট্রেনে চলা যেতে পারে ভাগলপুরে।

রেল স্টেশনকে ঘিরে নানান হোটেল ভাগলপুরে। স্টেশনের বিপরীতে *H Gaylord,* Station Chowk, Bhagalpur-812002, SCB ৪৫, SAB ৬০-৮৫, DCB ৬৫-৮৫, DAB ১০০-১৫০; **H Nihar,* Shiv Mkt-1, ✆ 21116, R2B2, S ১৫০, D ২৫০-৩২৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০-৬২৫; *অলকা, নির্মল,* ছাড়াও হোটেল আছে নানান ভাগলপুরে।

চুক্তিতে রিকশা নিয়ে ভাগলপুর শহরটা বেড়িয়ে নিন। উঁচু টাওয়ার রেখে দুধেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখে, বিশ্ব-বিদ্যালয় পেরিয়ে দাঙ্গার শহর বলে খ্যাত নাথনগরে জৈন তীর্থঙ্কর বাসুপুজ-এর জন্মস্থানে দিগম্বর মন্দিরটিও দেখে নিন। অন্যতম জৈন-তীর্থ নাথনগরে ২৪ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মন্দিরে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ৪ কিমি দূরের নাথনগরে। দর্শন সেরে শহরে ফিরে পুলিশ চৌকির পাশ দিয়ে রিকশাতেই চলুন গঙ্গার তীরে মনোরম পরিবেশে কুপপা ঘাট আশ্রম দর্শনে। ফেরার পথে কৃষি কলেজটিও দেখে নিন। ভাগলপুরের সিল্কেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। পরদিন৫-৪০এর প্যাসেঞ্জার (রবি ছাড়া) বা ৬-৫৪-র শিয়ালদহ-মোগলসরাই এক্স বা ৭-৩৫এর হাওড়া-জামালপুর এক্স বা ৯-৫০এর প্যাসেঞ্জারে ২৫ কিমি দূরের সুলতানগঞ্জ পৌঁছান ৬-১৩/৭-২৪, ৮-৫০/১১-১০এ। গঙ্গার মাঝে শৈল শিখরে মন্দির হয়েছে **আজগৈবি-নাথ** অর্থাৎ শিবের। দেবতা রয়েছেন আরও নানান। নৌকায় পারাপার। বাস/ মিনিবাসও আসছে ভাগলপুর ও ২৩ কিমি দূরের মুঙ্গের থেকে। তাই মুঙ্গের যাত্রীরা যাতায়াতের পথে দেবদর্শন করে নিতে পারেন।

তেমনই বাসুপুজের সাধনক্ষেত্র ১৫০০ ফুট উঁচু **মান্দার হিল**-ও আর এক জৈন-তীর্থ। মান্দার হিল টপেও মন্দির হয়েছে দিগম্বর জৈনের। মন্দিরে রয়েছে বাসুপুজের পদ-যুগলের ছাপ। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাসভূমিও এই নাথনগর। লোহার বাসরঘর আজ মাটি চাপা পড়লেও চাঁদ সদাগরের পূজিতা দেবী মনসার মন্দিরটি আজও দৃশ্যমান।

তেমনই আছে পাহাড়ে ২০ ফুটের বুদ্ধমূর্তি, ৫ ফুটের বিষ্ণু, শাকম্ভরী দেবী, জৈন তীর্থঙ্করদের নানান মূর্তি। পাহাড়ের পথে জলাশয়ের ধারে জেলা পরিষদের বাংলোটিও থাকার পক্ষে রমণীয়। ট্রেন যাচ্ছে ভাগলপুর থেকে শাখা রেলে ৫-০০, ১৫-৩০, ২১-০০টায় ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় ৫০ কিমি দূরের মান্দার হিল। ভাগলপুর ফেরে ৭-৪৫, ১৮-১৫, ২৩-৪৫এ মান্দার হিল থেকে। বাসও যাচ্ছে ভাগলপুর থেকে মান্দার হিল। ভাগলপুর-দুমকা বাসে বংশী নেমেও চলা যেতে পারে মান্দার রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরের পাহাড়ী সানুদেশে। পায়ে চলতে অক্ষম যাত্রীদের জন্য ডুলী মেলে শ'তিনেক টাকায়। ২টি ধরমশালাও আছে রেল স্টেশনের কাছে মান্দার হিলে। সরাসরি কলকাতা যাত্রায় বংশী থেকে বাসে দুমকা হয়ে রামপুরহাট থেকেও ট্রেন চড়া যায় ঘরপানের।

পরদিন ৫-২০, ৯-০০ বা ১০-৩০এর প্যাসেঞ্জারে ১ ঘণ্টায় হাওড়ামুখী ৩৬ কিমি দূরের বিক্রমশীলা হল্ট পৌঁছে টাঙায় রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরে ধর্মপালের তৈরি ধ্বংসপ্রাপ্ত **বিক্রমশীলা** বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো অতীত রোমন্থন করে আসুন ঘণ্টা দু'য়েকে। সেকালে পূর্ব ভারতের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বিক্রমশীলা। দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্র এসেছে পাঠ নিতে। ছাত্রের সংখ্যা ৮০০০ আর পণ্ডিত ছিলেন ১০৮ জন। সেন বংশের রাজত্বকালে বখতিয়ার খিলজির হাতে দুর্গ ভ্রমে ধ্বংস পায় বিক্রমশীলা। ১৯৬২তে ২৫০ একর জুড়ে ২০ বছরের খননে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির টেরাকোটা, প্রাচীন স্থাপত্য, বুদ্ধের ছোট-বড় নানান মূর্তি, ১০০ ফুট উঁচু স্তূপ, জলাশয়, ছাত্রদের আবাসস্থল তথা ২০৮টি ঘর, লাইব্রেরি ছাড়াও নানান কিছু। সংগ্রহশালাও বসেছে খননে পাওয়া প্রত্নতত্ত্বের সম্ভার নিয়ে। তবে দর্শনার্থীদের জন্য সুব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। থাকারও কোনো ব্যবস্থা নেই। পরের স্টেশন কয়েলগাঁও-এ একটি হোটেল মেলে। ১৬-২১এর সাহেবগঞ্জ-জামালপুর প্যাসেঞ্জারে ভাগলপুর ফিরে ২০-০০টায় জামালপুর-হাওড়া এক্স বা ২০-৫০-এ দানাপুর-হাওড়া প্যা বা ২৩-৫৪য় মোগলসরাই-শিয়ালদহ এক্সে কলকাতা পৌঁছান পরদিন ৫-১০/১১-৪৫/১২-৩০এ।

আবার বিক্রমশীলা থেকে ১০-১১, ১২-০০, ১৪-৩৪এর প্যাসেঞ্জারে ১¼ ঘণ্টায় ৩৮ কিমি দূরের **সাহেবগঞ্জ** চলা যেতে পারে আর এক ইতিহাস সন্দর্শনে। অতীতে সাহেবগঞ্জের ৩ কিমি দূরে ছিকোরগড়ের সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মই ছিল বাংলা-বিহারের প্রবেশদ্বার। তবে, সবই আজ অতীত —গড় বিধ্বস্ত, নামেরও বদল ঘটেছে, ছিকোরগড় আজ হয়েছে শকরুগড়। বয়ে চলেছে গঙ্গা—পরপারে পূর্ণিয়া জেলা।

সাহেবগঞ্জের আগের স্টেশন ৯ কিমি দূরে করমাটোলা —নিরালা-নির্জন করমাটোলার চারপাশ ঘিরে পাহাড় আর পাহাড়। স্টেশনের শিরে টোপর হয়ে তেলিয়াগাড়ির দুর্গ। সেকালে বাংলার বিস্তারও ছিল এই দুর্গ পর্যন্ত। নানান যুদ্ধ জেতা দুর্গ আজ দীর্ণ। ৭৪ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা—ছড়িয়ে-ছিটিয়ে স্মারক হয়ে অতীত রোমন্থন করায়। থাকারও নানান হোটেল মেলে সাহেবগঞ্জে—ধরমশালাও আছে বাটার মোড়ে।

সাহেবগঞ্জ থেকে ২-৩০, ৪-০০, ৫-০০, ৬-০০, ১২-০০, ১৪-১৫, ১৪-৪৫, ১৭-০০, ১৯-৪০, ২১-৫০, ২৩-৩০এ ট্রেন যাচ্ছে ৩৭ কিমি দূরের **তিনপাহাড় জং।**

ঘণ্টাখানেকের রেলপথ। পটে আঁকা ছবি তিনপাহাড়ের চারপাশ ঘিরে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়—পাহাড় কেটে পাথর হচ্ছে। তবুও যেন তিনপাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণ রাজবাড়ি বা রাজার মহল তথা রাজমহলের জন্য। ট্রেন যাচ্ছে ৬-২০, ৯-৫০, ১৩-৩০, ১৭-১৫, ১৯-৩৪, ০-৩০এ তিনপাহাড় ছেড়ে আধ ঘণ্টায় ১২ কিমি দূরের রাজমহল-এ। দুইয়েরই অবস্থান তিনপাহাড়-রাজমহল রেঞ্জে। সুবেদার মানসিংহর রাজ্যপাট বসে মুসলিম অধ্যুষিত রাজমহলে। বাংলা-বিহার-ওড়িশা-অসমের রাজ্যপাটও ছিল মোগল-কালে ১৫৯২এ। ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরীও ছিল সেকালে রাজমহল। আজ গঙ্গার গর্ভে লীন হতে বসেছে। তেমনই লীন পেতে বসেছে নানানকিছু অনাদর আর অবহেলায়। মানসিংহর তৈরি বিশাল শিব মন্দিরটি আজও রয়েছে। বয়ে চলেছে গঙ্গা রাজমহলের উপর দিয়ে। কালো মর্মরে ১৫৮০তে তৈরি সিংহী দালান থেকে গঙ্গার শোভা দর্শন তথা অভ্যাগতদের সমাদর জানাতেন রাজা।

রেল স্টেশন থেকে ৬ কিমি দূরে মোগলী স্থাপত্যে গড়া জুম্মা মসজিদটি আজও অনন্য। এছাড়াও নানান মন্দির, নানান মসজিদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে রাজমহলে। মিরণও শায়িত রয়েছেন মুর্শিদাবাদ থেকে এসে রাজমহলে। তবে, অতীত আজ মূক মুখে দীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে। তেমনই রাজমহলের আর এক অনুপম তার পাথরের চাল-ডাল-গম ছাড়াও নানানকিছু। স্মারকরূপে সঙ্গী করা যায় চলতে-ফিরতে পথে-প্রান্তরে। জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ রাজমহল ও তিনপাহাড়ের। শ্রীচৈতন্যদেবও এসেছেন রাজমহলে—পদযুগলের ছাপ স্মারকরূপে অতীত রোমন্থন করায় পাহাড়ী মন্দিরে।

টাঙা মেলে ৭০-৮০ টাকায়—ঘণ্টা তিনেকে সাঙ্গও করা যায় রাজমহল দর্শন। থাকারও ব্যবস্থা মেলে গঙ্গা কিনারে *PWD-র বাংলোয়*। তবে, ৩-০০, ৭-১০, ১১-৪২, ১৪-৫৫, ১৮-০৫, ২০-২৪এর ট্রেনে তিনপাহাড় ফিরে চড়া যেতে পারে ঘরপানের ট্রেন।

হাওড়া-কিউল সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে হাওড়া থেকে বোলপুর ১৪৬, রামপুরহাট ২০৭, বারহারোয়া ২৮৫, তিনপাহাড় ৩০২, সাহেবগঞ্জ ৩৩৯, বিক্রমশীলা ৩৭৭, ভাগলপুর ৪১৩, জামালপুর ৪৬৬, কিউল ৫০৯ কিমি দূরে পর পর দাঁড়িয়ে। ট্রেনও যাচ্ছে হাওড়া থেকে ৭-১৫য় দ্বারভাঙ্গা প্যা, ১১-১০এ দানাপুর ফা প্যা, ২২-৩০এ জামালপুর এক্স, ২০-৫৫য় শিয়ালদহ-মোগলসরাই এক্স এপথে। সাহেবগঞ্জ-জামালপুর প্যা, শিয়ালদহ-রামপুরহাট-ভাগলপুর-গয়া প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন ধরে। রামপুরহাট-সাহেবগঞ্জ প্যা, সাহেবগঞ্জ-মালদহ টাউন প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে তিনপাহাড়/বার-হারোয়া হয়ে। ফেরেও প্রতিটা ট্রেন ডাউন হয়ে। তবে, প্যাসেঞ্জারে সময়ের আধিক্য হেতু যাতায়াতে 3071 হাওড়া-জামালপুর এক্স ও 3133 শিয়ালদহ-মোগলসরাই এক্স ট্রেন দু'টি আদরণীয় হবে।

ভীমবাঁধ অরণ্য

জামালপুর থেকে জামালপুর-খড়্গপুর-জামুই বাসে ৫৬ কিমি দূরে খড়্গপুর পাহাড়ের কোলে সুষমামণ্ডিত রহস্যময় ভীমবাঁধ অরণ্য। জিপ, ট্রেকার, ট্যাক্সি ও বাস চলে এপথে। তবে, বাস যাত্রায় জিলোরিয়া মোড়ে নেমে শেষ ১০ কিমি ট্রেক করে চলতে হয়। তেমনই ভাগলপুর থেকে ৭-৩৫এর হাওড়া-জামালপুর এক্সে ৮-১৭য় ৪২ কিমি দূরের বারিয়ারপুর পৌঁছে রেল স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে মিডি বাসে ৪১ কিমি দূরের খড়্গপুর চলা যেতে পারে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ৫-৪০, ৬-৫৪, ৯-১৫, ৯-৫০, ১১-৫৫, ১২-৪০, ১৩-২০, ১৭-৫০, ২২-২৮, ২৩-৫৭, ০-৪৬এ ভাগলপুর থেকে। খড়্গপুর থেকে জামালপুরের দূরত্ব ১১, কলকাতা ৪৫৫ কিমি। আর খড়্গপুর থেকে জিপে ৩০ কিমি দূরে ভীমবাঁধ ফরেস্ট বাংলো। জিলোরিয়ায় ফরেস্ট চেকপোস্ট বসেছে। বনবিহারের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ মানা। পথ-ভুলেরও সম্ভাবনা পদে পদে বনপথে—গাইড সঙ্গে থাকা ভাল। বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে মার্চ। চলার পথে বন-বিহারের অনুমতির সাথে ফরেস্ট বাংলোর বুকিং করে নেওয়া যায় খড়্গপুরে বনদপ্তরের অফিসে।

খড়্গপুর থেকে জিপে ৩০ কিমি দূরে মহাদেব পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম আরণ্যক পরিবেশে ২ ঘরের নতুন ভীমবাঁধ ফরেস্ট বাংলো। লাগোয়া পুরাতন *বাংলো*। আরও ২টি *বনবাংলো* হতে যাচ্ছে বনে। দুইয়েরই বুকিং: ডি এফ ও, পো-খড়্গপুর, জে-মুঙ্গের, বিহার থেকে মেলে। পাশেই উষ্ণকুণ্ডে জল টগবগ করে ফুটছে। কুণ্ডের জল নালা দিয়ে গিয়ে পড়ছে অদূরের ভীম সরোবর, গান্ধী সরোবর, মানস সরোবরে। স্নানেরও সুব্যবস্থা আছে। বাংলোর শিরে মহাদেব পাহাড়ে ২ কিমি চড়ে শিব মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যায়। তেমনই চলতে-ফিরতে নানান কুণ্ড, পাহাড়ী ঝোরা-নদী-নালা হিরণ্য পর্বত জুড়ে।

জনশ্রুতি, বনবাসকালে পাণ্ডবভ্রাতা ভীমবাঁধ গড়ে জল ধরে সুজলা-সুফলা করেন এলাকাকে। নামও তাই ভীম বাঁধ। শাল-মহুয়া-শিমুল-পলাশ-কুসুম-কার্পাস-বহেড়া-আমলকী-হরীতকী-অর্জুনে ছাওয়া ৬৮১ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত অভয়ারণ্যে চিতা-নেকড়ে-ভালুক-শম্বর-বাইসন-চিতল ছাড়াও নানান অরণ্যচরদের বাস। তেমনই কূজন শোনায় মৌটুসি-তিতির-বসন্তবৌরি-দোয়েল-পরাগ-ছাতার-শামুকখোল-কাদাখোঁচা-ধনেশ ছাড়াও চেনা-অচেনা হাজারো পাখি দিন-রাত্রি জুড়ে। সঙ্গে জিপ থাকলে সকাল-বিকাল বিহার করুন—উপভোগ করুন রোমাঞ্চের সাথে অরণ্যের মনমোহিনী রূপ। তবে, সাঁঝের আগে কুলায় ফেরা একান্তই উচিত হবে। বিজলীহীন বাংলোয় আহারও নিজ ব্যবস্থায় খড়্গপুর থেকে সঙ্গী করতে হয়।

জিলোরিয়ার বিপরীতে ৯ কিমি যেতে লছিমপুর—দোকানপাট মেলে। তেমনই বেড়িয়ে ফেরা যায় ডাকাতদের মক্কানগরী গরুমারা ২০ কিমি, বসরা ২৮ কিমি বনবাংলো থেকে। যাতায়াতের পথে খড়্গপুর বাজার থেকে ৪ কিমি

দূরে মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বাঁক নেওয়া সুন্দর লেকটিও দেখে নেওয়া যায়। নৌকা বিহারও করা যেতে পারে লেকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *ইরিগেশন বাংলোয়*। অবু: সার্কেল অফিসার, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, মুঙ্গের, বিহার। আবার জামালপুরের পথে লেক থেকে ৫ কিমি দূরে পঞ্চকুমারী ফলসটি দেখে বারিয়ারপুর বা রেল-শিল্প নগরী জামালপুর ফিরে ট্রেন চড়া যায় ঘরপানের।

সীতামাঢ়ী

সমস্তিপুর-দ্বারভাঙ্গা-রক্সৌল রেল পথে সীতামাঢ়ী স্টেশন। ৬৪ কিমি দূরের মজঃফরপুর থেকে বাসে ২ ঘণ্টায় চলা যায় সীতামাঢ়ী। বাস আসছে, পাটনা, টাটা, রাঁচি ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে।

থাকার জন্য শহরে ঢুকতে ৪ কিমি আগে ডুমরায় BTDC-র *H Janki Bihar*, DAB ৪০; বাস স্ট্যান্ডে *H Sitavan*, DAB ১২৫-১৭৫; বাজারে *H Bishram*, *H Rajkumar*, DAB ৮০-১৫০ আছে সীতামাঢ়ীতে। ধরমশালাও আছে সীতামাঢ়ীতে—*অর্জুন দাস, চতুর্ভুজ, খেমকা, ভারতীয় ও বিন্ধ্যাশ্রম।* আর আছে *D B*, অবু: Administrator, District Board ; *PWD IB*. অবু: EE PWD; *Bagmati RH*, অবু: EE, Bagmati Project. তবুও থাকার পক্ষে *পর্যটক ভবন ও হোটেল সীতায়ন* ভালই।

সীতামাঢ়ী বাস স্ট্যান্ডের ২ কিমি দূরে জানকী মন্দির। মন্দিরে দেবতা—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, পাশেই কুণ্ড। জনকপুরধাম (নেপাল) থেকে বৈদ্যনাথধাম পর্যন্ত ছিল রাজর্ষি জনকের রাজ্য সেকালে। হলকর্ষণের কালে রাজর্ষির সীতাদেবীকে প্রাপ্তি সীতামাঢ়ীর কুণ্ডস্থলে। লালনও করেন সীতাকে এই সীতামাঢ়ীতে রাজর্ষি। সেই স্মৃতিতে মন্দির। রামনবমীতে ৭ দিন ব্যাপী মেলা বসে মন্দিরকে ঘিরে।

ঘণ্টাখানেকে মন্দির দেখে বাসে ভারত সীমান্তের বিঠা মোড় পৌঁছে বিদেশ ভ্রমণও করে নিতে পারেন নেপালের **জনকপুরে**। পুণ্য হিন্দুতীর্থ—মিথিলার রাজধানী জনকপুর-ধামে আছে রাম-সীতার বিবাহ বাসর, লাগোয়া প্যাগোডা-ধর্মী মন্দির—১৮৯৫এর স্বপ্নাদেশ মতো মধ্যপ্রদেশের টিকমগড়ের রানীর তৈরি শ্বেতমর্মরে শ্রীজানকী মন্দির ছাড়াও মন্দির রয়েছে নানান। সীতার স্বয়ম্বর সভায় শ্রীরাম ধনুকে গুণ চড়াবার কালে ধনুক ভেঙে এক টুকরো গিয়ে পড়ে ধনুষধামে—আধ ঘণ্টার বাসে ধনুষায় গিয়ে দেখে নেওয়া যায় হরধনুর মধ্যভাগ। আবার রক্সৌলও চলা যেতে পারে ট্রেন বা বাসে। বাস যাচ্ছে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু ও পোখরায়ও জনকপুর থেকে। RNAC-র বিমানও যাচ্ছে জনকপুর থেকে কাঠমাণ্ডু। আবার, জনকপুর থেকে ঘণ্টা দেড়েকে ভারতের **জয়নগরও** চলা যেতে পারে নেপালি রেলে। জয়নগর থেকে ২২ কিমি দূরে **রাজনগর**। রাজনগরের রাজপ্রাসাদটি দর্শনীয়। প্রস্তরের চার হস্তীপৃষ্ঠে এই প্রাসাদপুরী দাঁড়িয়ে। সরকার অধিগ্রহণ করে কলেজ বসিয়েছে। আর আছে দুর্গা মন্দির। শ্বেত মর্মরে তৈরি মন্দিরে দেবী কালী—খুবই সুন্দর।

রাজনগর থেকে ট্রেনে বা বাসে ১০ কিমি গিয়ে আর এক যাদুপুরী **মধুবনী** দেখে নেওয়া যেতে পারে। রেল স্টেশন থেকে শুরু করে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে মৈথিলী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা—সামাজিক, ধর্মীয় ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির চিত্র আজও এঁকে চলেছেন বংশপরম্পরায় মধুবনীর মহিলা শিল্পীরা। আর রয়েছে কালী ও কপিলেশ্বর মন্দির মধুবনীতে। অত্যুৎসাহীরা মধুবনী থেকে রিকশায় ৮ কিমি দূরের **সৌরাটে** মোহিনীদের স্বয়ম্বর সভায় দিনক্ষণ (জুন-জুলাইএ পক্ষকালব্যাপী) জেনে হাজিরও হয়ে যেতে পারেন। মিথিলাপুরীর মৈথিলী ব্রাহ্মণরা আসেন ছেলে ও মেয়ের শাদি নির্ধারণে। বসে *গাছি* অর্থাৎ *কুঞ্জবন* বা বিয়ের বরের স্বয়ম্ভর সভা। পাত্র খুঁজে পেতে *পঞ্জিকাকারের* সিদ্ধান্ত মেনে দূতিয়ালী শুরু হয় ঘটকের। চূড়ান্ত হয় পাত্র-পাত্রী বরপণের নিরিখে। ট্রেন বা বাসে দ্বারভাঙ্গা/মজঃফরপুর ফিরে ট্রেন ধরুন ঘর পানের বা নেপাল চলুন জয়নগর থেকেই।

আবার মৈথিলী সংস্কৃতি ও হস্তজাত শিল্পে সমৃদ্ধ **দ্বারভাঙ্গা** থেকে ৯২ কিমি দূরে রামায়ণের লব ও কুশের স্মৃতিমণ্ডিত **বাল্মীকিনগরও** বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে। মন্দির হয়েছে লব-কুশের। বয়ে চলেছে পুরাণখ্যাত ৩ নদী—তমসা, গন্ধক ও নারায়ণী। অদূরেই হাতছানি দেয় হিমালয়। এই সুন্দর নৈসর্গিক শোভায় বসে রামায়ণ লেখেন মুনি বাল্মীকি। আর আছে অতীতখ্যাত জটাশঙ্কর শিব মন্দির ও মকবারা। একালের গন্ধক প্রোজেক্টটিও রূপ পেয়েছে বাল্মীকিনগরে।

থাকার জন্য BTDC-র *H Basuki Vihar*, DAB ১৫০ ও গন্ধক প্রোজেক্টের *IB* আছে বাল্মীকিনগরে। আর মধুবনীতে আছে—*হোটেল সুমন্ত, হোটেল দীপক, হোটেল এলচি, হোটেল আরাধনা* ছাড়াও নানান।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন—(ডি ভি সি)

বছরের পর বছর দামোদর তার ভয়াল মূর্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ধ্বংস করেছে জনপদ, বিনষ্ট হয়েছে শস্য-সম্পদ। তাই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এগিয়ে এল ভাগ্যহত মানুষের কাছে আশীর্বাদ হয়ে। ১৯৪৩এ বরেণ্য বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহার সুপারিশে বিশেষজ্ঞ এলেন W L Vourdwin of Tennessee Valley Authority, USA থেকে। বিশেষজ্ঞের রায়ে টেনেসী ভ্যালির ধাঁচে স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৪৮-এর ৭ জুলাই গঠিত হয় দামোদর ভ্যালি করপোরেশন বা DVC. পরিকল্পিতভাবে সে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল ৪৯২ কিমি দীর্ঘ দামাল নদ দামোদরকে। কোথাও-বা বাঁধ দিয়ে জলাধার হল—সেই জল গেল কৃষিক্ষেত্রে। আবার কোথাও বা জলবিদ্যুৎ তৈরি করে কলকারখানার

যন্ত্র চালাল। এই পরিকল্পনায় চারটি বাঁধ পড়েছে—তিলাইয়া ও মাইথনে বরাকর নদে, কোনারে কোনার ও পাঞ্চেতে মূল দামোদর নদে। এছাড়া তাপবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে বোকারো, চন্দ্রপুরা, দুর্গাপুর ও মেজিয়ায়। আর জলবিদ্যুৎ হচ্ছে মাইথন, তিলাইয়া ও পাঞ্চেতে।

মাইথন: পশ্চিম বাংলা ও বিহার সীমান্তে ১৫৭১২ ফুট লম্বা আর ১৬৫ ফুট উঁচু কংক্রিটের বাঁধ গড়ে ৬৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত জলাধার হয়েছে বরাকর নদে। উদ্বোধন করেন ১৯৫৭য় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। আর বাঁধের নিচুতে হয়েছে 60MW জলবিদ্যুৎ তৈরির প্রকল্প অর্থাৎ হাইডেল পাওয়ার স্টেশন। পাহাড়ের অন্দরে ১৩৫ ফুট গভীরে এই প্রকল্প। এছাড়া আছে বাঁধের নিচুতে ডিয়ার পার্ক আর শীতের দিনে—উড়ে এসে জুড়ে বসা পাখিদের বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি মাইথনে। তবে প্রকল্প দেখতে অনুমতি লাগে APRO-র। গাইডও মেলে এদের কাছে। আর আছে টিলা—লেকের জলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। DVC-র মোটর লঞ্চ যাচ্ছে ১০্ হারে কমপক্ষে ১৪ যাত্রী নিয়ে ১৫ মিনিটের লেক বিহারে। প্রাইভেট নৌকাও মেলে ৫০ টাকায় ½ ঘণ্টার লেক বিহারে। তারই ফাঁকে পায়ে পায়ে ব্যারেজ ডিঙিয়ে বেড়িয়ে নিন বিহার। জলাধারটিও বিহার রাজ্যে।

আর আছে *মল্লভূমে রা শিখরভূমে পা* ট্যুরিস্ট লজ থেকে ½ কিমি বরাকরমুখী বরাকর-দেন্দুয়া ভায়া মাইথন বাসপথে—হ্যাংলা পাহাড়ে পাঁচশ' বছরের প্রাচীন কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দির। জনশ্রুতি কুষাণদের তাড়া খেয়ে ৩ শতকে হরিগুপ্ত পালিয়ে এসে রাজ্য গড়েন হ্যাংলা পাহাড়ে। মন্দিরও গড়েন তিনি। তবে, বর্তমান মন্দিরটি পঞ্চকোটের রাজার তৈরি। অতীতে নরবলিরও প্রথা ছিল দেবীর থানে। কালে কালে এই মায়ের থান থেকেই সেকালের সালনপুর হয়েছে মাইথন। কৃত্রিম গুহামন্দির দেবীর। গুহার দ্বার রুদ্ধ। গুহামুখে অষ্টধাতুর মূর্তি হয়েছে দেবীর। আর অন্দরে সোনার তৈরি দেবীর মূল মূর্তি। মন্দিরের উত্তরে স্রোতস্বিনী চালনার পাড়ে দেবী কল্যাণেশ্বরী (শ্যামা) যেখানে শাঁখা পরেন স্মারক রূপে মন্দির হয়েছে। পায়ের ছাপও আছে পাষাণ বেদিতে দেবীর। আর রয়েছে চতুর্দশ শিবমন্দির মন্দির-চত্বরে। শীতলা মায়ের থানে মনস্কামনা পূরণে ঢিলও বাঁধেন ভক্তের দল। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরও হয়েছে নতুন করে কল্যাণেশ্বরীর প্রবেশ পথে। জমজমাট বাজারও বসেছে বাস স্ট্যান্ডকে জুড়ে।

থাকার জন্য *H Samrat,* ধরমশালা ও *PHE Guest House* আছে, অবু: EE, Public Health Engineering, Asansol.

আর মাইথনে আছে পশ্চিমবাংলা প্রান্তে টিলার টঙে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটনের ১৮ বেডের *Tourist Lodge,* SAB ২৫্ DAB ৩৫্ স্যুইট ৫০্ চার বেডের ডর্মিতে ১০্; অবু: ট্যুরিস্ট ব্যুরো, বিবাদী বাগ, কলকাতা-১। মূলপথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসের *Youth Hostel,* অবু: 32/1 BBD Bag, Cal-1; *FRH,* অবু: DFO, Burdwan. আর লেকের জলে দ্বীপাকারে DVC-র অতীতের *Janata* হয়েছে *Majumdar Niwas,* DAB ৪০্ স্যুইট: কল্যাণী ৭৫্ রাজগীর ১০০্ মহারাজা ১৫০্, অবু: Maithon Dam Division, Maithon, Burdwan বা ৫টি ঘরের বুকিং: CPRO, DVC Towers, CIT Housing Complex, VIP Rd, Cal-54, ☏ 3215402 (সূচনা বিভাগ) আর বিহার প্রান্তের টাউনশিপে আছে DVC-র *IB—ট্যুরিস্ট উইং-এর* বুকিং: মজুমদার নিবাসের মতো।

পাঁচ রেল সংযোগকারী স্টেশন—আসানসোল ২৪, বরাকর ৮, কুমারডুবি ১১, চিত্তরঞ্জন ২৬, ধানবাদ ৫০ কিমি থেকে বাস, মিনিবাস, ট্রেকার সংযোগ গড়েছে মাইথনের। এমনকি দেওঘরেরও সরাসরি বাস মেলে মাইথন থেকে। আর দেন্দুয়ার মোড় থেকে বাস যাচ্ছে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের দিকে দিকে মাইথন থেকে। তবে নিকটতম রেল স্টেশন পশ্চিমবঙ্গের বরাকর থেকে ৪০-৪৫ টাকায় অটো বা স্টেশনের অদূরে বেগুনিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে চলা যেতে পারে। ঠিক তেমনই বিহারের কুমারডুবি থেকেও শেয়ারে ট্রেকার যাচ্ছে মুহুর্মুহু মাইথনে। তবুও যেন আসানসোল রেল স্টেশন থেকে মিনিবাসে মাইথন যাওয়ায় সুবিধা। উচিতও হবে কলকাতা যাত্রীদের ৬-১৫-এর ব্ল্যাক ডায়মন্ডে ১০-০৬এ ২০০ কিমি দূরের আসানসোল পৌঁছে মিনিবাসে ½ ঘণ্টায় মাইথন চলা। ব্ল্যাক ডায়মন্ড ২১৮কিমি দূরের বরাকর যাচ্ছে ১০-৩৭, ২২১ কিমি দূরের কুমারডুবি ১০-৪৪এ। হাওড়া-বোকারো স্টিল সিটি শতাব্দী এক্স যাচ্ছে ৬-০৫এ হাওড়া ছেড়ে ৮-৩১এ আসানসোল ৯-১১য় ধানবাদ পৌঁছে বোকারো যাচ্ছে ১১-১৫য়। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে আসানসোল/বরাকর/ কুমারডুবি/ চিত্তরঞ্জন হয়ে নানান।

পাঞ্চেৎ বাঁধ: ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে দামোদর নদের উপর রূপ পেয়েছে ১৩৪ ফুট উঁচু, ২২১৫৫ ফুট দীর্ঘ বাঁধ পাঞ্চেৎ। মাইথনের মতো পর্যটক বিনোদনে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটলেও ডি ভি সি-র প্রকল্পগুলির মধ্যে পাঞ্চেৎ বৃহত্তম। ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি। ১২১৪০০০ একর ফুট জল ধরে রাখার ক্ষমতা এর জলাধারের। 40MW জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে এর হাইডেল পাওয়ার স্টেশনে। নিকটতম রেল স্টেশন—কুমারডুবি ১০, বরাকর ১২, আসানসোল ৩১, ধানবাদ ৫০ কিমি থেকে নিয়মিত বাস ও ট্রেকার আসছে পাঞ্চেতে। বাস আসছে ১৬ কিমি দূরের মাইথন থেকেও। কয়লাকুঠির উপর দিয়ে পথ—বৈচিত্র্যও মেলে সারাপথে। তবে, পথের ধুলো সে যেন কয়লার গুঁড়ো। বাতাসও যেন কয়লার রঙে কালো। মাইথন থেকে সরাসরি বাসের অমিল হলে কলেজ মোড় তথা বাইপাসে গিয়ে বাস ধরা যেতে পারে পাঞ্চেতের বা কল্যাণেশ্বরী দেবী দর্শনান্তে বাস/ট্রেকার/অটোয় বরাকর অর্থাৎ বেগুনিয়া মোড় পৌঁছে পায়ে বা রিকশায় নদী পেরিয়ে বিহার রাজ্যের চিরকুণ্ডা গিয়ে শেয়ারে অটো বা বাসে চলা যেতে পারে পাঞ্চেৎ বাঁধে। মুহুর্মুহু যানও মেলে এপথে। সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ হলেও DVC-র *IB* আছে পাঞ্চেতে।

তিলাইয়া বাঁধ : জাতীয় সড়ক ২, ৩১ ও ৩৩ সংযোগের বারহী থেকে ১৮, কোডারমা ১৬, হাজারীবাগ শহর থেকে ৫৩ কিমি দূরে বরাকর নদীতে DVC-র প্রথম প্রকল্প

তিলাইয়া বাঁধ। জানুয়ারি ১৯৫০এ শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩য় তৈরি হয়েছে ১৪ গেটে ১২০০ ফুট দীর্ঘ ৯৯ ফুট উঁচু এই বাঁধ। ৩২০০০০ একর ফুট জল ধরে রাখার ক্ষমতা এর জলাধার অর্থাৎ লেকের। ৪টি পাওয়ার প্ল্যান্টে জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে তিলাইয়ায়। আর হয়েছে জলাধারে স্বর্গদ্বীপ, পাহাড়ী অধিত্যকায় বাগিচা তিলাইয়ায়। বোটিংও করা যেতে পারে লেকের জলে। ঘণ্টা খানেকে জলবিহারের সাথে Whispering Islandটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। লেকের জলে বৃহত্তম দ্বীপ হুইসপারিং—নতুন করে নাম হয়েছে চাচা নেহরু দ্বীপ। অরণ্যময় দ্বীপে কুমির প্রকল্প গড়ে উঠেছে। চড়ুইভাতিরও স্বর্গ চাচা নেহরু আইল্যান্ড। বোটে যাতায়াত। বাংলো লাগোয়া ডিয়ার পার্কটিও দেখে নেওয়া যায় চলতে-ফিরতে। আর হয়েছে সৈনিক স্কুল ড্যাম কলোনিতে।

কলকাতা বা মাইথন থেকে কোডারমা হয়ে চলায় সুবিধা। 347 দিন ৯-১৫য় হাওড়া ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় ৩৮২ কিমি দূরের কোডারমা যাচ্ছে 238। পূর্বা এক্স। সিট রিজার্ভেশন মেলে। বিফলে সাধারণ বগিতে ন্যূনতম দূরত্ব ৪৮০ কিমির টিকিট কেটে চলা যেতে পারে কোডারমায়। আর যাচ্ছে ঘণ্টা সাতেকে—১১-৪৫এ শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই, 367 দিন ১৫-১৫য় শিপ্রা এক্স, 1245 দিন১৫-১৫য় চম্বল এক্স, ২৩-৩০এ হাওড়া-যোধপুর এক্স, ১৯-১৫য় কালকা মেল, ২০-০০টায় 3003 মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদ, ২০-১৫য দুন এক্স হাওড়া ছেড়ে আসানসোল/ বরাকর/ ধানবাদ/ গোমো/ পরেশনাথ/ হাজারীবাগ রোড তথা গ্র্যান্ড কর্ড লাইনে কোডারমা হয়ে। আবার ৬-১৫-এর ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সে হাওড়া ছেড়ে ১১-৩০এ ধানবাদ পৌঁছে সংযোগকারী একমাত্র মিনিবাসে চলা যেতে পারে তিলাইয়ায়। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে পুরী-দিল্লী নীলাচল এক্স, পুরী-দিল্লী পুরুষোত্তম এক্স, পুরী-নিউ দিল্লী এক্স, হাতিয়া-পাটনা এক্স, গঙ্গা-দামোদর এক্স, গঙ্গা-শতদ্রু এক্স, আসানসোল-বারাণসী প্যাসেঞ্জার, হাজারীবাগ-গয়া প্যাসেঞ্জার কোডারমা হয়ে।

কোডারমা রেল স্টেশনের অদূরে বাস স্ট্যান্ড—ট্রেকার যাচ্ছে দিনভর (৬—১৮-০০), ৫ টাকা হারে শেয়ারে। তিলাইয়া বাস স্ট্যান্ডের শিরে টিলার টঙে লেকের পাড়ের মনোহর পরিবেশে DVC-র *Tourist Bungalow*, ৮ ঘরের *Genl Bhagat House*, DAB ৮০, A/c D ১২০, আহারও মেলে অগ্রিম অর্ডারে। সিঁড়ি উঠেছে খাড়া, আর গাড়ি যাচ্ছে ২ কিমি দীর্ঘ পাহাড় পেঁচানো পথে। ১ মাস আগে থেকে ২টি ঘরের বুকিং মেলে CPRO, DVC Towers, CIT Housing Complex, VIP Rd, Cal-54, ✆ 3215402 থেকে। আর আছে স্পট বুকিং প্রথায় নিচুতে সাধারণ সাজে ৬ ঘরের *Tourist Bungalow No 2*-এ ৫ হারে প্রতিজনা; বুকিং: Tilaiya Power House, ✆ 2307. আর রেল স্টেশনের বিপরীতে *H Sheetal Chhaya, Sundar H* আছে কোডারমায়।

তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় যাতায়াতের পথে ধানবাদের বাসে ৩৯ কিমি দূরে NH2-এ বারকাঠায় উষ্ণ জলের প্রস্রবণ সূরযকুণ্ড। পাথরে ঘেরা মূল কুণ্ড থেকে অবিরাম বাষ্প উঠছে। জলে সালফার আছে। জলের তাপ ৮৮° সেন্টিগ্রেড। আর আছে সীতাকুণ্ড, লক্ষ্মীকুণ্ড, ভরতকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড। লাগোয়া জীর্ণ বিষ্ণু মন্দির। অদূরে নবতম সূরযমন্দির। কুণ্ডের স্বল্প দূরে জেলা বোর্ডের ৩ ঘরের *বাংলো* আছে। আবার চলা যেতে পারে হাজারীবাগ ৫৩, পরেশনাথ পাহাড় ১১০, তোপচাঁচি ১০০, বোকারো ১১৭, কোনার ৯৩, ধানবাদ ১৫০, মাইথন ১৭৭, রাঁচি ১৪৫, পাটনা ১৮৪ কিমি তিলাইয়া থেকে। ৭ কিমি দূরের উরমা হয়েও বাস যাচ্ছে দিকে দিকে। তবুও যেন উচিত হবে পরেশনাথ ও তোপচাঁচি বেড়িয়ে গোমো থেকে শাখা লাইনে ১৭ কিমি দূরের চন্দ্রপুরায় গিয়ে বোকারো স্টিল সিটি বা ৪৩ কিমি দূরের বোকারো থার্মাল পৌঁছে বোকারো ও কোনার বেড়িয়ে রাতের আপ শক্তিপুঞ্জে বেতলা বা ডাউন শক্তিপুঞ্জে কলকাতায় ফেরা। অত্যুৎসাহীরা কোডারমা রেল স্টেশন থেকে ১২ কিমি দূরে (Jhumri-Tilaiya) চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ তথা Tourist Complex Worama বেড়িয়ে নিতে পারেন। রূপসী তিলাইয়ার রূপও সুন্দর দৃশ্যমান, আর আছে লেক—বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে; কুমির প্রকল্পও হয়েছে ওড়ামা-য়।

বোকারো থার্মাল পাওয়ার: হাজারীবাগ শহর থেকে ৭৩ কিমি দূরে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোকারোতে গড়ে ওঠে এই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। এখানকার প্রকৃতিও সুন্দর। কলকাতা থেকে হাওড়া-দিল্লী রুটের গোমো স্টেশনে পৌঁছে শাখা লাইনের রেলে বা শক্তিপুঞ্জ এক্সে ২১-০৬এ সরাসরি বোকারো থার্মাল স্টেশনে যাওয়া চলে। হাওড়া থেকে দূরত্ব ৩৩১ কিমি। গোমো-চোপান প্যা. গোমো-বারওয়াদি প্যা. গোমো-বরকাকানা প্যা বোকারো থার্মাল হয়ে যাচ্ছে।

থাকার জন্য DVC-র *GH, IB* ও *Director's Bungalow* আছে; অবু: Chief Engineer, P O-Bokaro Thermal, Hazaribagh. আর আছে ১½ কিমি দূরে Kathara-য় প্রাইভেট মালিকানায় *Tourist L* ও *Blue Bird H* বোকারোয়।

তেমনই চলা যায় বোকারো থার্মাল পাওয়ার থেকে ৯০ কিমি দূরে গোমো-রাঁচি পথে SAIL-এর স্টিল প্ল্যান্ট (৪ মিলিয়ন টন) বোকারোতে। স্টিল প্ল্যান্টের সহজতম পথ গিয়েছে ধানবাদ থেকে। ধানবাদ থেকে দূরত্ব ৫০, গোমো ৫১, কলকাতা ৩০৬ কিমি।

নিয়মিত বাসও যাচ্ছে এপথে। আর প্রতিদিন দুপুর ১৪-৩০এ হাওড়া ছেড়ে হাওড়া-জব্বলপুর 3327 শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস ধানবাদ ১৯-০০, কাতরাসগড় ১৯-৪৪এ গিয়ে ২১ কিমি দূরের চন্দ্রপুরায় ২০-২৭এ পৌঁছে বোকারো থার্মাল/বরকাকানা/ম্যাকলাসকিগঞ্জ/ ডালটনগঞ্জ/ চোপান হয়ে জব্বলপুর যাচ্ছে। শক্তিপুঞ্জ হাওড়া ফেরে রাত ২১-৪৩এ চন্দ্রপুরা থেকে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে পুরী-দিল্লী নীলাচল এক্স, হাওড়া-ধানবাদ-বোকারো স্টিল সিটি শতাব্দী এক্স, পাটনা-হাতিয়া এক্স, গোরক্ষপুর-হাতিয়া মৌর্য এক্স, ধানবাদ-হাতিয়া প্যা, বোকারো-চেন্নাই-আলেপ্পী, বোকারো স্টিল সিটি হয়ে।

থাকার জন্য Bokaro Steel City-তে আছে **H Blue Diamond*, Western Avenue-827001, ✆ 40277, A1R7B0, SAB ৪৫০, DAB ৬৫০, A/c S ৬৫০-১০০০, D ৮৫০-১৫০০, স্যুইট ১২৫০-১৭৫০; *H

Limcas, Sector 1 Market, A1R12B0, SAB ৩০০, DAB ৪৭৫, A/c S ৪৫০, D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *Gujarat Lodging & Boarding,* Chas, R5B3, SCB ৪০, SAB ৬০-৮৫, DCB ৮০, DAB ১০০-১৭৫; *H Hindusthan,* Main Rd, Bokaro Steel City, PO-Chas, Dist-Dhanbad, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০; ছাড়াও নানান হোটেল।

কোনার: বোকারো থার্মাল থেকে ৩০ কিমি দূরে অক্টোবর ১৯৫৫য় কোনার নদীতে বাঁধ পড়েছে কোনারে। দৈর্ঘ্যে ১২০৮০ ফুট (১১১৭০ ফুট মাটি আর ৯১০ ফুট কংক্রিটে)। মনোহর প্রকৃতির মাঝে ১৭ বর্গ কিমি জুড়ে জলাধারে ২৭৩০০০ একর ফুট জল ধরে রাখার ক্ষমতা এর। জল যাচ্ছে কৃষিতে।

তিলাইয়া থেকে গোমো পৌঁছে শাখা লাইনের গাড়িতে বোকারো থার্মাল বা গুমিয়া হয়ে কোনারে চলা যেতে পারে, দূরত্ব তিলাইয়া থেকে ১১৭ কিমি। কলকাতা থেকেও সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে ৩৭৩ কিমি দূরের কোনারে। ৩৯ কিমি দূরের হাজারীবাগ রোড, ৫১ কিমি দূরের হাজারীবাগ শহর থেকেও বাস ও ট্রেকার মেলে। থাকারও ব্যবস্থা চার ঘরের DVC-র *Rest House*-এ, বুকিং: EE, Konar Dam, DVC, Konar. আর লেকের ভালে টিলার টঙে *FRH*টি থাকার পক্ষে রমণীয়। বুকিং: DFO, Hazaribagh. তবে, দুই-ই মূলত অফিসিয়ালদের জন্য সংরক্ষিত। তাই, উচিত হবে বোকারো থার্মালে অবস্থান করে বাস বা ট্রেকারে কোনার বেড়িয়ে নেওয়া।

দুর্গাপুর: দুর্গাপুর রেল স্টেশন থেকে ৬ আর কলকাতা থেকে ১৬১ কিমি দূরে ভারতের *রূঢ়* দুর্গাপুরে ১৯৫৫য় বাঁধ পড়ে দামোদর নদে। ৬৯২ ফুট লম্বা বাঁধে ২৪৮০ কিমি খালপথে জল যাচ্ছে চাষে। আর হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ DVC-র দুর্গাপুর প্রকল্পে। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ।

মেজিয়া: DVC-র নবতম প্রয়াস মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ১৫ কিমি, কলকাতা থেকে ২০০ কিমি পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বাঁধ পড়েছে দামাল নদ দামোদরে। তৈরি হচ্ছে ৩×২১০ MW তাপবিদ্যুৎ মেজিয়ায়।

চন্দ্রপুরা: DVC- র আর এক প্রকল্প ধানবাদ থেকে ৫১, মাইথন থেকে ১০০, বোকারোর ১০৮ কিমি দূরে চন্দ্রপুরায় রূপ পেয়েছে। ১৬০০ MW ক্ষমতাসম্পন্ন চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বায়ু ও জলদূষণ রোধেও উল্লেখ্য।

সিন্ধ্রি সার কারখানা

ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানাটি হয়েছে ধানবাদ থেকে ২৭কিমি দূরে সিন্ধ্রিতে। ট্রেন যাচ্ছে ৬-৪০, ১০-০৫, ১৩-০৫, ১৮-১০এ ধানবাদ থেকে সিন্ধ্রি। ১ ঘণ্টার পথ। ধানবাদ ফেরে সিন্ধ্রি থেকে ৮-৪০, ১১-২৫, ১৪-৪৫, ২০-০৫এ। বাস, ট্যাক্সিও সংযোগ গড়েছে ধানবাদ থেকে সিন্ধ্রির। মাইথন থেকে ৭৭ কিমি দূরে সিন্ধ্রি। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে সিন্ধ্রি সার কারখানা। ১৯৫১ থেকে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার তৈরি হচ্ছে সিন্ধ্রিতে। বিশেষ অনুমতি নিয়ে কারখানা দেখা যেতে পারে। সিন্ধ্রির লেকের পাড়ও কম আকর্ষণীয় নয়। সান্ধ্য ভ্রমণে রমণীয়।

হাজারীবাগ

মাত্র ৬১৫ মি উঁচুতে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অধিত্যকায় ব্রিটিশের গড়া পটে আঁকা শহর *হাজার বাগ* অর্থাৎ হাজারীবাগ। প্রহরী হয়ে চারপাশ ঘিরে ধূসর পাহাড়। স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেও এর প্রশস্তি। ভিড়ও তাই বেশি পর্যটক থেকে স্বাস্থ্যান্বেষীর। তবে, হাজারীবাগ জাতীয় উদ্যানের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। আর হাজারীবাগের নবতম আবিষ্কার শহর থেকে ৪০ কিমি দূরে বিশ্বের প্রাচীনতম গুহাচিত্র ইসকো।

বনবাসে চলুন ১৪ দিনের

সকাল ৬-১৫এর ব্ল্যাক ডায়মন্ডে হাওড়া ছেড়ে ধানবাদ পৌঁছান ১১-৩০এ। রেল স্টেশন থেকেই বাস যাচ্ছে—ঘণ্টা তিনেকে হাজারীবাগ পৌঁছে যান। অত্যুৎসাহীরা তোপচাঁচি লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন ধানবাদ থেকেই। ২য় সকালে হাজারীবাগ থেকে ৬-০০টায় সরকারি বাসে সরাসরি রাজরাপ্পা। ঘণ্টা তিনেকের বিরাম মেলে মন্দির দর্শনের। ফেরে ১২-০০টায় রাজরাপ্পা থেকে হাজারীবাগ। বা রামগড় বদল করেও যাওয়া চলে রাজরাপ্পা। মুহুর্মুহু বাস ও ট্রেকার চলে হাজারীবাগ-রামগড় ও রামগড়-রাজরাপ্পার মাঝে। ৩য় দিন শহর বেড়িয়ে সন্ধ্যায় চলুন জাতীয় উদ্যান দর্শনে। ৪র্থ দিন ৫-৩০-এর একমাত্র বাসে ঘণ্টা ছয়েকে ডালটনগঞ্জ পৌঁছে—ডালটনগঞ্জ থেকে ৬-০০, ৮-০০, ১২-০০ ও ১৪-৩০-এর বাসে বেতলা অর্থাৎ পালামৌ জাতীয় উদ্যানের তোরণদ্বারে। সময় নেয় ৪৫ মিনিট। প্রত্যূষে বা গোধূলিতে জানোয়ার দেখুন পালামৌ জাতীয় উদ্যানে। ৫ম দিন বেতলায় কাটিয়ে ৬ষ্ঠ দিন বেতলা থেকেই বাসে চলুন ৭২ কিমি দূরের মহুয়াডার। সরাসরি বাসের অমিলে মহুয়াডার থেকে নতুন করে বাস চেপে ৪৩ কিমি দূরের নেতারহাট পৌঁছে যান ৭ম দিনে। সূর্যাস্ত দেখুন ঐ সন্ধ্যায়। ৮ম দিন সূর্যোদয় দেখে পায়ে পায়ে বেড়িয়ে কাটিয়ে বিশ্রাম নেতারহাটে। ৯ম দিন রাঁচি চলুন নেতারহাট থেকে বাসেই। ১০ম দিন শহর বেড়িয়ে নিন। ১১শ দিন প্যাকেজ ট্যুরে ফলস অর্থাৎ দশম/হুড্রু/জোনা বেড়িয়ে আসুন। ১২শ দিন সকাল ৭-টায় ডিলাক্স বাস বা সরকারি বাসে টাটা পৌঁছান ঘণ্টা তিনেকে। টেম্পোয় ডিমনা লেক ও জুবিলী পার্ক বেড়িয়ে ১৪-৫০এর টাটা-খড়্গপুর লোকালে ১৭-৪০এ খড়্গপুর পৌঁছে খড়্গপুর থেকে ১৮-৩০এর মেদিনীপুর-হাওড়া লোকালে ২১-০৫এ কলকাতা। বা ১৬-৪০এর সম্বলপুর-হাওড়া ইস্পাত এক্সে ২১-৩৫এ সরাসরি কলকাতায়। শতাব্দী আসছে ১৭-০৫এ টাটা ছেড়ে ২১-০০টায় কলকাতায়। তবে ১২শ দিনের লোকালে বা বাসে ৬০কিমি দূরের ঘাটশিলায় যাত্রায় বিরতি টেনে আরও একটা দিন কাটিয়ে যেতে পারেন। ১৪শ দিন ৬-০০টায় টাটা ছাড়া স্টিল এক্সে ৬-৩৬এ ঘাটশিলায় চেপে কলকাতায় চলুন ১০-২০এ।

শহরে রয়েছে ক্যানারী পাহাড় বা অবজারভেটরি হিলস। রিকশায় ৫ কিমি গিয়ে ৫০০ সিঁড়ি উঠে শহরের দৃশ্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে নেওয়া যায় পাহাড় থেকে। *ফরেস্ট বাংলোও* আছে ক্যানারী পাহাড়ে। চলার পথের দৃশ্যও সুন্দর। পথেই পড়ে হাজারীবাগের **লেক** অর্থাৎ ঝিল। সাঁঝ-সকালে পায়ে পায়ে বেড়াবার মনোরম পরিবেশ। গ্রীষ্মের লু এড়িয়ে চলাও যেতে পারে বছরভর হাজারীবাগে।

হাজারীবাগ শহর থেকে NH-33 ধরে বারহীমুখী ১৭ কিমি যেতে পোখারিয়া অর্থাৎ **জাতীয় উদ্যানের** প্রবেশ তোরণ। উদ্যান অন্দরে ১০ কিমি গিয়ে রেস্ট হাউস। নিজস্ব গাড়ি ছাড়া পায়ে চলায় বিপদ। তবে ৩ কিমি আগেই শালপর্ণী নেমেও চলা যেতে পারে জাতীয় উদ্যানে। শালপর্ণী থেকে ডানহাতি যেতে ৪ ঘরের *ফরেস্ট রেস্ট হাউস,* DAB ৫৩্। আহার্য মেলে অগ্রিম অর্ডারে *ক্যান্টিনে*। আর ১৪ কিমি দূরে রাজদেবওয়ারায় *Tourist R H*-এ ৪ বেডের কটেজধর্মী ঘর ৮৪্ চব্বিশ (৪×৬) বেডের ডর্মিটরিতে বেড ৭্। অবু: DFO, Hazaribagh-West Forest Division, Hazaribagh-825301, ✆ (06546) 22339 (near Private Bus Std)। আর আছে রেস্ট হাউস লাগোয়া রাজ্য পর্যটনের *ট্যুরিস্ট লজ* জাতীয় উদ্যানে। হাজারীবাগ ভ্রমণার্থীদের মূল আকর্ষণও এই জাতীয় উদ্যান। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামগড়ের মহারাজার মৃগয়াভূমি—১৮৩.৮৯ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে। গড় উচ্চতা এর ১৮০০ ফুট। উদ্যান সফরের মনোরম সময় অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস। ৮—২১-০০টায় খোলা থাকে জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার।

দশের অধিক যাত্রী হলে শহর থেকে বন দপ্তর যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে জাতীয় উদ্যান দেখাতে। বেলা ১৭-০০টায় বন দপ্তর থেকে মিনি বাস যাচ্ছে, ঘণ্টা তিনেকের প্যাকেজ, ভাড়া ৩৫্ প্রতি জনা। আর নিজ ব্যবস্থায় শ'পাঁচেক টাকায় জিপে ১ রাত উদ্যানে অবস্থানের সাথে শহর ও জাতীয় উদ্যান দেখে নেওয়া যায়। স্পট লাইটও সঙ্গে নিতে হয়—ভাড়া ৭্ করে। আর লাগে টোল উদ্যান প্রবেশে—মিনিবাস ৭৫্ স্টেশন ওয়াগন/ট্রেকার ৫০্ গাড়ি ২৫্ বাস ১০০্ স্কুটার/মোটর সাইকেল ৪্ যাত্রী ৫০ পয়সা হারে। ১০টি ভিউ টাওয়ারও হয়েছে সারা উদ্যানে জন্তু দেখার জন্য। কোনো-রকম আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস মনোরম হলেও বসন্তের সমাগমে রমণীয় হয়ে ওঠে উদ্যান তথা হাজারীবাগ ভ্রমণ। দিগন্ত জুড়ে আগুন জ্বলে পলাশের শাখে শাখে। শাল, শিমুল ছাড়াও নানান বনজ বৃক্ষেরা সবুজের পসরা সাজায়। তারই মাঝে অগুনতি নানান প্রজাতির হরিণ, ৪০০ শম্বর, ৪০০ চিতল, ভাল্লুক, নীলগাই, বাইসন, প্যান্থার, বুনো শুয়োর রাতের অভিসারে বেরোয়। গাড়িতে চলতে চলতে এ-দৃশ্য নয়নকে তৃপ্ত করে। আবার কখনও-সখনও বাঘ ও চিতাবাঘের দর্শনও মেলে চলার পথে।

কলকাতা থেকে সরাসরি রেলও যাচ্ছে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনের হাজারীবাগ রোড স্টেশনে। হাওড়া থেকে দুন এক্স, কালকা মেল, শিপ্রা ও চম্বল এক্স, মুম্বাই মেল (ভায়া এলাহাবাদ); আর শিয়ালদহ থেকে জম্মু-তাওয়াই এক্স যাচ্ছে হাজারীবাগ রোড হয়ে। ৬-৭ ঘণ্টার পথ কলকাতা থেকে। দূরত্ব ৩৩৩ কিমি। আসানসোল-বারাণসী প্যা, ধানবাদ-হাজারীবাগ প্যা, হাজারীবাগ-গয়া প্যা, হাতিয়া-পাটনা এক্স, গঙ্গা-শতদ্রু এক্সও যাচ্ছে হাজারীবাগ রোড হয়ে। রেল স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব ৬৬ কিমি। বাস ও ট্রেকার যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে ২ ঘণ্টায় শহরে। তবুও যেন কলকাতা থেকে ৩৮২ কিমি দূরের কোডারমায় পৌঁছে বাসে/ ট্রেকারে চলা যেতে পারে সমদূরত্বের হাজারীবাগ শহর। চম্বল, শিপ্রা, 347 দিন পূর্বা এক্সেরও স্টপেজ আছে কোডার-মায়। বাস পথেও হাজারীবাগ রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত। বাস যাচ্ছে—পাটনা, গয়া, রাঁচি মুহুর্মুহু। এমনকি কলকাতার বাবুঘাট থেকে ৮-৩০ ও ১৯-০০টায় ছেড়ে বিহার রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ৯½ ঘণ্টায় হাজারীবাগ যাচ্ছে। ফেরেও সকাল ও সাঁঝে হাজারীবাগ থেকে। আর CSTC-র বাস যাচ্ছে ৬-৩০এ কলকাতা ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় পানাগড়/আসানসোল/ তোপচাঁচি/ বাগোদব হয়ে। ফেরে ৬-৪৫এ হাজারীবাগ থেকে CSTC; এদের ভাড়া ৮৩্। তবুও যেন কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় ব্ল্যাক ডায়মন্ডে ধানবাদ পৌঁছে বাসে ১৩৪ কিমি দূরের হাজারীবাগ চলায় সুবিধা।

পাশ্চাত্য প্রথার কোনো হোটেল নেই হাজারীবাগে। ভারতীয় প্রথায় স্কট সাহেবের বাংলোয়—*H Prince,* Club Rd, near Bus Std, SCB ৪০-৬০্ DCB ৬৫-৮৫ DAB ১০০-১৫০; *H Samrat,* Matoary, SAB ৮০্ DAB ১২৫-১৭৫; *H Upkar,* Barhi Rd, ভাড়া ও মানে সম্রাট তুল্য। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের কাছেই *Ajanta R H*, SCB ৪৫্ SAB ৬৫্ DCB ১০০্ DAB ১২৫-১৫০; *Ashoka H,* Rabindra Path, মান ও দাম অজন্তা তুল্য; *H Pagoda,* SCB ৪৫্ SAB ৬০্ DCB ৮০্ DAB ১০০-১৫০; *Mahua R H,* DAB ১২৫; *Devi R H,* S ৪০্ D ৮০্ DAB ১০০্ TAB ১২৫; *Standard H,* S ৫০-৭৫ D ৮০-১২৫; *H Nataraj,* SAB ৬০্ DAB ১০০; *H Satkar, H Royal, Mourya H, Rose H* ছাড়াও নানান হোটেল হাজাবীবাগে। আর আছে *CH, DB, Forest IB,* অবু: D C Hazaribagh. PWD-র *IB* ও DVC-রও *বাংলো* আছে হাজারীবাগে। তবুও থাকার জন্য *সম্রাট ও প্রিন্সের* আবেদন অগ্রগণ্য। আর তেমনই বনবিহারের সাথে একটা রাত জাতীয় উদ্যানে কাটিয়ে যাওয়া উচিত হবে।

রাজরাপ্পা

NH-33এ হাজারীবাগ থেকে ৪৮ আর রাঁচি থেকে ৪৩ কিমি অর্থাৎ হাজারীবাগ-রাঁচির মাঝপথে রামগড় থেকে আরও ৩২ কিমি গিয়ে রাজরাপ্পা জলপ্রপাত। হাজারীবাগ থেকে দিনের একমাত্র বাস যাচ্ছে সকাল ৬-০০টায়—রামগড়/চিত্তারপুর/গোলা হয়ে। গোলা যাত্রীদের ভেরা নদীর হাঁটু জল পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হয়। আর চিত্তারপুরের পথটি মন্দির চত্বরে পৌঁছে দেয়। এছাড়া মুহুর্মুহু বাস ও ট্রেকার যাচ্ছে হাজারীবাগ থেকে পল্টন শহর রামগড়ে।

রামগড়ে বদল করেও চলা যেতে পারে রাজরাপ্পায়। তেমনই হাজারীবাগ-রাঁচি যাতায়াতেও রামগড় হয়ে ট্রেকার/বাসের আধিক্য মেলে। বাস ও ট্রেকার যাচ্ছে রামগড় থেকে বিহার রাজ্যের দিকে-দিগন্তরে। ঘণ্টা তিনেকে মন্দির দেখে রাঁচি বা হাজারীবাগ ফিরুন। রাঁচি থেকে প্যাকেজ ট্যুরেরও ব্যবস্থা থাকে বিহার ট্যুরিজমের। Maurya Travels, Main Rd, Ranchi-834001ও রাজরাপ্পা আসছে ১ দিনের প্যাকেজে।

ভেরা অর্থাৎ ভৈরবী নদী গিয়ে পড়ছে দামোদর নদে। আর এরই সঙ্গমে মন্দির হয়েছে অনুচ্চ পাহাড়ী টিলায় রাজরাপ্পায়। ৫১ পীঠের এক পীঠ। দেবী এখানে ছিন্নমস্তা কালী দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। মুণ্ডমালা বিভূষিতা হয়ে রতি ও কামের উপর দাঁড়িয়ে বাম করে নিজের ছিন্ন মস্তক ধারণ করে লোল জিহ্বায় নিজেরই কণ্ঠ নিঃসৃত শোণিতধারা পানরতা। বাম ও দক্ষিণ হস্তে নরকপাল ও কর্তরী, গলায় নাগ যজ্ঞোপবীত ও মুণ্ডমালা। *প্রচণ্ড চণ্ডিকা* নামেও খ্যাতি আছে দেবী ছিন্নমস্তার। দেবীর তুষ্টিতে ভক্তের শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তেমনই মনোবাঞ্ছাও পূরণ হয় দেবীর আশিসে। এছাড়াও অষ্টমাতৃকা, দক্ষিণা কালী ছাড়াও মন্দির হয়েছে আরও নানান রাজরাপ্পায়। প্রকৃতিও সুন্দর রাজরাপ্পার। থাকার জন্য ২টি *ধরমশালা* আছে। সোরেনবাবুর *ধরমশালা*টি ভালই।

উৎসাহীরা হাজারীবাগ থেকে ৭২ কিমি দূরের NH-2এ বারকাঠিয়ায় সূরযকুণ্ড উষ্ণ জলের প্রস্রবণটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ৫৫ কিমি দূরের তিলাইয়া, ৫১ কিমি দূরের কোনার বাঁধটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় হাজারীবাগ থেকে বাস বা ট্রেকারে। রাঁচি যাত্রীরা চলার পথে ক্রোকোডাইল ফার্মটিও দেখে চলতে পারেন। আদিবাসী অধ্যুষিত আরণ্যক পরিবেশে নিরালা নিভৃতে রূপ পেয়েছে এই কুমির প্রকল্প।

পালামৌ জাতীয় উদ্যান

হাজারীবাগ মোহন টকিজ থেকে ভোর ৫-৩০টায় দিনের একমাত্র বাসে ১৮২ কিমি দূরের ডালটনগঞ্জ পৌঁছান ৫½ ঘণ্টায়। ৬-০০, ৮-০০, ১২-০০ ও ১৪-৩০টায় বাস যাচ্ছে ডালটনগঞ্জ থেকে রাঁচিমুখী ১০ কিমি গিয়ে খুদিয়া মোড় থেকে ডানহাতি আরও ১৪ কিমি দূরের বেতলা অর্থাৎ পালামৌ জাতীয় উদ্যানের তোরণদ্বারে। হাজারীবাগ থেকে রাঁচি হয়েও চলা যেতে পারে ডালটনগঞ্জ পৌঁছে বেতলায়। পথের দূরত্ব ২৫৮ কিমি, মুহুর্মুহু বাস মেলে এপথে। পাটনা থেকেও সরকারি-বেসরকারি নানান বাস আসছে ডালটনগঞ্জ। নানান ট্রাভেল এজেন্সীর ডিলাক্স বাসও চলছে রাতভর সার্ভিসে ৮-১০ ঘণ্টায় পাটনা থেকে ডালটনগঞ্জ। বেতলার নিকটতম রেলস্টেশন ডালটনগঞ্জ।

কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় প্রতিদিন দুপুর ১৪-৩০এ 1448 শক্তিপুঞ্জ এক্সে হাওড়া ছেড়ে হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে পরদিন ৩-৩৫এ ৫৭৪ কিমি দূরের ডালটনগঞ্জ পৌঁছে বাসে বেতলা চলুন। শক্তিপুঞ্জ যাচ্ছে চোপান/সিংরৌলি হয়ে জব্বলপুর। শক্তিপুঞ্জ ফেরে বিকাল ১৪-১৯এ ডালটনগঞ্জ ছেড়ে পরদিন ৪-৩০এ হাওড়ায়। টাটা-হাতিয়া-পাঠানকোট এক্স, পাটনা-দিল্লী পালামৌ এক্স, বারওয়াদি-চুনার প্যা, বারওয়াদি-দেহরি-অন-শোন প্যা, গোমো-চোপান প্যা, বরকাকানা-মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ডালটনগঞ্জ হয়ে। আবার রাঁচি বা ধানবাদ থেকেও চলা যেতে পারে বাসে বাসে বেতলায়। সময়েও সাশ্রয় মেলে এপথে। নিকটতম বিমান রাঁচিতে।

বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে-বাঁয়ে গড়ে উঠেছে সরকারি আবাস বেতলায়। বন দপ্তরের কার্যালয়টিও এই বাস স্ট্যান্ডে। বিপরীতে চার ঘরের *Tourist L*, DAB ১০০, ক্যান্টিনটিও ট্যুরিস্ট লজ লাগোয়া, আহার্য মেলে। সাময়িক বন্ধ থাকলেও পাশেই হয়েছে গাছের টঙে দু' বেডের অভিনব *Tree House*. আর অদূরেই রাস্তার বিপরীতে *FRH*-এ ঘর ১০০; *Tourist Cottage*, DAB ৭৫; *Janata L*, T ৪৫; ১৫ বেডের ডর্মি ১৮০; বিছানা ছাড়া ১০ জনের দুটি *Swiss Tent*-ও আছে। আর আছে ৯ কিমি দূরে *Kerh FRH*, DAB ৭৫। এদের বুকিং: Field Director, Tiger Project, Palamou National Park, Daltonganj-822101. এছাড়া বিহার ট্যুরিজমের *H Van Vihar*, ✆ (06562) 68513, DAB ১৫০, ১৭৫, A/c D ২২৫; থাকার পক্ষে অনন্য। অবু: Manager, Betla NP, PC-822111 বা বিহার ট্যুরিজম, ২৬ বি ক্যামাক স্ট্রিট-১৬, ✆ 2476847.

আর আছে বাস স্ট্যান্ডেই **H Debjani*, SAB ১৩৫, DAB ১৭৫, ডর্মি বেড ৪০, অবু: Debcon Housing, 143 Santoshpur Avenue, Cal-75, ✆ 723157; *H Sunrise*, D ১৫০-২২৫; অদূরে *H Naihar*, ✆ (06562) 86508, DAB ২৭৫, A/c ৩৫০, ডর্মি ৮৫, কল বুকিং: 22B, Suren Tagore Rd, Cal-19, ✆ 4407527; Engineering Co-operative Society-র *Madhuvan H*, DAB ১৫০-২২৫, অবু: Sardeo Agarwalla, Ispat Factory, Daltonganj. থাকার পক্ষে বন দপ্তরের *Tourist L*, BTDC-র *H Van Vihar*, বাঙালি মালিকানাধীন *H Debjani* ও *Naihar* ভালই।

এছাড়া জাতীয় উদ্যানকে ঘিরে ২৩ কিমি দূরে *Mundu FRH*, ৪৬ কিমি দূরে *Lat FRH*, ১১ কিমি দূরে আরণ্যক পরিবেশে কোয়েল ও ঔরঙ্গা নদীর সঙ্গমে *Ketchki FRH*, *Aksi FRH*, *Dokmatory FRH*, ১৪ কিমি দূরে *Barwadih FRH*-এও থাকা যেতে পারে। এদের বুকিং: DFO, Daltonganj South F Dn, Daltonganj, Palamou-822101, ✆ (06562) 22993 থেকে।

আবার ডালটনগঞ্জেও থাকার ব্যবস্থা মেলে সাধারণ সাজের একাধিক প্রাইভেট হোটেলে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Jyotiloke*, DAB ১৭৫-২৭৫; স্বল্প যেতে *H Pink Palace*, DAB ২০০-৪৫০; বাজারের কাছে *Amrapali R H*, *Gitanjali G H*, *H Manas*, *Punjab*, *Sarogi*, *Maharaja*, *Tourist RH*, *Rajdhani* ছাড়াও নানান। রেটও এদের S ৬০-৮৫, D ৮০-১৫০। এমনকি ডালটনগঞ্জে অবস্থান করে জিপ বা ট্রেকারে যাতায়াত-বিহার নিয়ে ৪৫০-৫০০ টাকায় বেড়িয়ে ফেরা যায় বেতলা। বা বাসে বেতলা পৌঁছে বেতলা থেকেও জিপ নিয়ে চলা যেতে পারে অরণ্য সাফারি-তে।

ছোটনাগপুরের অধিত্যকায় পালামৌ জেলায় ১৯৭৪এ ৯৩০ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় অষ্টাদশ ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্যতম **পালামৌ বা বেতলা ব্যাঘ্র প্রকল্প**। কোর

এলাকা ২০০ বর্গ কিমি। তবে জাতীয় উদ্যানের আয়তন ২১৬ বর্গ কিমি। পর্যটকদের কাছে উন্মুক্ত ৩৫ বর্গ কিমি। উত্তর থেকে দক্ষিণে ৬০ বর্গ কিমি বিস্তৃত শাল, মহুয়া, পলাশে ছাওয়া পালামৌ। গহীন বন, গহন অরণ্য—গড় উচ্চতা ১০০০ ফুট। সারা বছরই খোলা থাকে পর্যটকদের কাছে পালামৌ। তবে অক্টোবর থেকে এপ্রিল জন্তু দেখার মরসুম হলেও ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস অতীব মনোরম। লালে লাল সাজ পরে অরণ্যানী। পর্ণমোচী বৃক্ষের পাতায় পাতায় রঙের বর্ণালী মোহময় করে তোলে। গালচে পাতে বনদেবী অরণ্য জুড়ে বহুবর্ণ মুচমুচে শুকনো পাতায়। তাপমান: গ্রীষ্মে ৪০°থেকে শীতে ৩°সে-তে ওঠানামা করে। প্রতিদিন ৫—১৮-০০টায় খোলা থাকে জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার। বেরুবার দরজা খোলা মেলে আরও কিছুকাল।

জিপ যাচ্ছে বন দপ্তরের ৩০বর্গ কিমিতে ৪০৲ হারে—নিজস্ব গাড়িতেও যাওয়া চলে অরণ্যবিহারে। গাড়ির প্রবেশ টোল ৪০৲, জিপের ৪০৲, মিনিবাস/ভ্যান ৬০৲, বাস ১০০৲, সঙ্গে নিতে হয় স্পট লাইট—৭ টাকায় মেলে। গাইডও মেলে ঘণ্টা প্রতি ১৫৲ হারে। আর বন দপ্তরের গাড়ি নিলে ভাড়া কিমি প্রতি—৬ যাত্রীর জিপ ৯৲, ১৬ যাত্রীর মিনিবাস ১৫৲ হারে। হাতিও যাচ্ছে সকাল ৬-০০ ও ৭-০০টায় ৪ যাত্রী নিয়ে ঘণ্টা ৫০ টাকা হারে। আর লাগে ক্যামেরার চার্জ মান হারে। তবে জন্তু দেখার পক্ষে জিপই ভাল—গোধূলি বা উষাকালে।

সুন্দর প্রকৃতির মাঝে বন্য জন্তুর বিহার দেখবার মতো। সকালের ঘুম ভাঙায় হরিণেরা এসে ট্যুরিস্ট লজের দ্বারে দ্বারে। তেমনই রয়েছে অজস্র হাতি, বাইসন, শম্বর, নীলগাই, গৌর, চিতল, বনবিড়াল, লাঙ্গুল, পাহাড়ী শিয়াল, ভাল্লুক, শজারু, চিংকারা আরও কত কি। আর রয়েছে বাঘ, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ জাতীয় উদ্যানে। শতাধিক ধর্মী পক্ষীকুলও আস্তানা গেড়েছে জাতীয় উদ্যানের গাছের শাখে। গাড়িতে চলার পথে এদের দর্শন লাভে ভীতি ও আনন্দ-মিশ্রিত অভিব্যক্তি মাতোয়ারা করে। ৫টি টাওয়ারও হয়েছে জাতীয় উদ্যানে জন্তু দেখার জন্য। তবে, বনবিহারে কয়েকটি বনাচার মেনে চলা উচিত যাত্রীদের—বসনের ক্ষেত্রে সাদা বা উজ্জ্বল রঙা বাতিল করে অলিভ গ্রিন বা খাকি রঙা শ্রেয়, নীরবতা অবশ্যই পালনীয়, ধূমপান বর্জনীয়, কোনোরকম আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেওয়া মানা।

পরদিন ৫ কিমি উত্তর-পুবে চেরো রাজা মেদিনী রায়ের বিধ্বস্ত দুর্গটি বেড়িয়ে নিন পায়ে পায়ে বা গাড়িতে। অনতি-দূরে ঔরঙ্গা নদীর পাড়ে ৫ কিমি জুড়ে রয়েছে ১৫ শতকের আর এক বিধ্বস্ত কেল্লা। উচিত হবে বেতলা থেকে বাসে বা জিপে ৯ কিমি দূরের কেচকি বেড়িয়ে নেওয়া। আর ১৯ কিমি দূরের ডালটনগঞ্জ থেকে জিপ, বাস, প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসছে কেচকি। শক্তিপুঞ্জের স্টপ নেই কেচকিতে। নিরালা-নির্জনে ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট স্টেশন কেচকি। রেস্ট হাউসের সামনে কোয়েল ও ঔরঙ্গা নদীর সঙ্গম—আশ্চর্য সুন্দর তার প্রকৃতি। টিলা টিলা সবুজে ছাওয়া আরণ্যক পরিবেশ— জঙ্গল তেমন ঘন নয়। লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে মিনিট বিশেকের পথে মায়াময় পরিবেশে রেল স্টেশনের কাছে *CESC Holiday Home* গড়েছে কেচকিতে। বুকিং: Electro Urban Cooperative Cr Society Ltd, CESC, Victoria House, Cal. আর মনোরম পরিবেশে *Forest Rest House*টি নিরাপত্তার অভাবে পরিত্যক্ত। অবু: DFO, Daltonganj South, Daltonganj-822101. দুরন্ত কোয়েল নদী সঙ্গ নেয় সারা কেচকিতে। আবার কেচকি থেকে বেতলা ফিরে কের-ও চলা যায়। ৫ কিমি দূরে আরণ্যক পরিবেশে ছিমছাম কের *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*। বিপরীতে গহন বন। চলতে-ফিরতে বনচরদের (হরিণ, হাতি, বাইসন) দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয় এপথে। চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ সত্যজিৎ রায়-এর অরণ্যের দিনরাত্রি-র নানান দৃশ্য কেচকিতেই গৃহীত হয়। আর রয়েছে ফরেস্ট মিউজিয়ম বেতলাতেই, ৬-৩০—৯-৩০ ও ১৫-৩০—১৮-৩০টায় খোলা মেলে।

ডালটনগঞ্জ-বেতলা-মহুয়াডার-নেতারহাট বাসও চলছে জাতীয় উদ্যান ছুঁয়ে। বেতলা-মহুয়াডার বাস পথে বেতলা, কেড়, মাণ্ডু, মারোমার, বারেসাঁড়। বারেসাঁড় থেকে ১½ কিমি অরণ্য অন্দরে সুগাবাঁধ জলপ্রপাত। সেও আর এক দ্রষ্টব্য। তবে ডাকাতের দৌরাত্ম্য বিভীষিকা গড়েছে আজ এপথে। যাত্রীও চলেন আর্ম গার্ড পরিবেষ্টিত হয়ে বেতলা থেকে ৩১ কিমি দূরের গারু পর্যন্ত।

নেতারহাট

বেতলা থেকে ৭-০০টার বাসে ৭২ কিমি দূরের মহুয়াডার গিয়ে আবার নতুন করে বাস চেপে ৪৩ কিমি দূরের নেতারহাট পৌঁছান। ৩½ ঘন্টার পথ। তবে সংযোগকারী বাসের অভাবে *Janata L* SCB ৪৫৲ DCB ৮৫৲ FCB ১২৫৲ ডর্মি ২৫ টাকায় থাকাও যেতে পারে মহুয়াডারে। সরাসরি বাসও যাচ্ছে দিনে ২টি বেতলা থেকে ঘণ্টা ছ'য়েকে নেতারহাটে। তবে, বেতলায় সিট মেলা দুষ্কর। আবার ডালটনগঞ্জ গিয়ে রাঁচি হয়েও যাওয়া চলে নেতারহাটে। এপথের দূরত্ব (২৪+১৬৭+১৫৬) ৩৪৭ কিমি। তবে ডালটনগঞ্জ-কুরু-রাঁচি পথে রাঁচির ৫৫ কিমি আগে কুরুতে নেমেও রাঁচি-কুরু-নেতারহাটের বাস ধরা যেতে পারে। বেতলা-ডালটনগঞ্জ-কুরু-নেতারহাট হয়ে পথের দূরত্ব (২৪+১১২+১০১) ২৩৭ কিমি। আর সরাসরি যাত্রায় রাঁচি হয়ে চলায় সুবিধা। রাঁচি রেলস্টেশনের বিপরীত থেকে সরকারি বাস যাচ্ছে ৭-১৫ ও ১১-০০টায়, আর রাতু রোড থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে ১০-৩০, ১২-৩০ ও ১৩-৩০ টায়। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। দূরত্ব ১৫৫ কিমি। প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে রাজ্য পর্যটন ও নানান প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্ট রাঁচি থেকে নেতারহাটে।

ছোটনাগপুর পাহাড়ের অধিত্যকায়, মধ্য প্রদেশ সীমান্তে পালামৌ জেলায় ১২৫০মি উঁচুতে শাল-মহুয়া-পলাশে ছাওয়া পাইন আর ইউক্যালিপটাসের শহর নেতারহাট।

তবে, অতীতে *নেতা* অর্থাৎ বাঁশের গহীন ঝাড় ছিল, নামটিও সেই থেকে। শান্ত-স্নিগ্ধ পাহাড়ী শহর। বৈচিত্র্য আছে এর প্রকৃতিতে। আর পাঁচটা পাহাড়ী শহরের মতো কলকোলাহল নেই, না আছে দোকানপাট, না জনতার ভিড় নেতারহাটে। ছোট্ট অবকাশ যাপনের মনোরম পরিবেশ। সাহেবী মুখে নেতারহাট হল *কুইন অব ছোটনাগপুর*। ১০ কিমি দূরের ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত আর ট্যুরিস্ট বাংলো বা পালামৌ বাংলো থেকে সূর্যোদয় নয়নাভিরাম। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে সূর্যাস্ত দেখাতে (অনিয়মিত) গাড়িও যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে পাবলিক স্কুল থেকেও দেখে নেওয়া যায় সূর্যের অস্ত। সূর্যের উদয় ও অস্ত নেতারহাটের মূল আকর্ষণও বটে। বাস থেকে নামতেই ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার। বামহাতি পথে এগুতেই বিহার রাজ্যের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস, ডাইনে গিয়ে রাজ্য সরকারের আবাসিক স্কুল। ম্যাগনোলিয়ার পথে ২ কিমি যেতে কোয়েল নদীর সুন্দর দৃশ্যও দেখে নেওয়া যায় পায়ে পায়ে। আর রয়েছে আরণ্যক শোভা সারা নেতারহাটে। গ্রীষ্মের শীতলতা, বর্ষার জলভরা মেঘের ঘনঘটা, এমনকি শীতের দিনগুলিও বৈচিত্র্যে ভরা নেতারহাটে। শীতে সর্বনিম্ন ১° আর গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ৩৮° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। পর্যটক সমাগম ঘটেও চলে বছরভর নেতারহাটে। তবুও যেন বিহার পর্যটনের অবহেলায় নেতারহাট আজও দুয়োরানীর মতো অবহেলিত।

বাস স্ট্যান্ডে অর্থাৎ ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে ১½ কিমি পায়ে হাঁটা দূরত্বে কেন্দ্রীভূত হয়েছে নেতারহাটের সরকারি ও বেসরকারি আবাসগৃহ। যাতায়াতে কুলিই ভরসা—বিকল্প কোনো যান নেই, যথেষ্ট হোটেলেরও অভাব নেতারহাটে। BTDC-র ৪৮ বেডের *H Parvat Vihar*, SAB ১২৫, DAB ১৮৫, ডিলাক্স ২৬০, ডর্মি বেড ৪৫, অবু: Manager, Netarhat-835218; এদের কলকাতা অফিসেও আংশিক বুকিং মেলে। ১০ বেডের *FRH*-এর অবু: DFO, West Division, opp Ranchi Club, Main Rd, Ranchi; ১২ বেডের *PWD IB*, অবু: EE, PWD, Building Division, Doranda, Ranchi ; ৮ বেডের *Palamou Dak Bungalow*, অবু: Administrator, District Board— Palamou, Daltonganj; ৪ বেডের *Revenue Bungalow*, অবু: SDO, Civil Latahar, Palamou ; *PHED RH*, অবু: EE, PHED, Daltonganj; ২০ বেডের *Youth Hostel*-এ ডর্মি প্রথায় বেড ২০; ছাড়াও রয়েছে প্রাইভেট *Netarhat R H Cum Panchayat Canteen, Bhagawat H, Valley View* নেতারহাটে। এদের কাছে ঘর ১২৫-২৫০ টাকায় মেলে। *হোটেল পর্বত বিহারে* ক্যান্টিন থাকলেও খাবার *পঞ্চায়েতে* ভালো।

অত্যুৎসাহীরা ৬ কিমি দূরের আপার ঘাঘরি জলপ্রপাত, আরও ১ কিমি দূরে লোয়ার ঘাঘরি, ৩৫ কিমি দূরে সর্পিলাকার সিধনী জলপ্রপাত, ৬১ কিমি দূরে ৪৬৮ফুট উঁচু থেকে নামা লোধ জলপ্রপাতটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন জিপ বা গাড়িতে। আবার একরাত মহুয়াডারে কাটিয়েও দেখে নেওয়া যায় সবুজ লাবণ্যময় পাহাড়ে বিহারের উচ্চতম লোধ, সিধনী ও সুখা বাঁধ। স্থানীয় ভাষায় সুখা তথা সুগ্গা অর্থ টিয়াপাখি। টিয়ায় ভরা পাহাড়ে ঝাঁপিয়ে নামছে সুখা—পুষ্ট হয়েছে সুখার জলে কোয়েল নদী। তেমনই বেতলা থেকে ৬০, মহুয়াডারের ১২ কিমি দূরে বেতলা-মহুয়াডার বাস সড়কে অক্সি নদীর পাড়ে অক্সি ফরেস্ট বাংলোতেও এক রাত বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। আরণ্যক পরিবেশ, দূরে-দূরান্তে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বাংলোর বুকিং: DFO, South Forest Division, Daltonganj, Palamou-822101, ✆ (06562) 22993 থেকে।

রাঁচি-কুরু-নেতারহাট পথে রাঁচি থেকে ৩০ কিমি যেতে মাণ্ডার। আর মাণ্ডার থেকে ২ কিমি দূরের বিজুপাড়া হয়ে আরও ২৮ কিমি গিয়ে ম্যাক্‌লাসকিগঞ্জ। ডালটনগঞ্জ থেকে নানান ট্রেন—দূরত্ব ১২২ কিমি, ঘণ্টা তিনেকের পথ। তবে, কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় ১৪-৩০-এর শক্তিপুঞ্জ এক্সে পরদিন ১-০৯এ ৪৫২ কিমি দূরের ম্যাক্‌লাসকিগঞ্জ চলায় সুবিধা। তেমনই ডুন এক্সের বরকাকানা কোচে বরকাকানায় পৌঁছে চৌপান এক্সের সাথে চলা যায় ম্যাক্‌লাসকিগঞ্জ। ট্রেন যাচ্ছে বরকাকানা-মোগলসরাই প্যা, গোমো-চোপান প্যা, গোমো-বারওয়াদি প্যা, পালামৌ এক্স, টাটা-পাঠানকোট এক্স গোমো/বোকারো থার্মাল/বরকাকানা/ম্যাক্‌লাসকিগঞ্জ/বারওয়াদি হয়ে।

বিলেতের আদলে ম্যাক্‌লাসকি সাহেবের স্বপ্নে গড়া মিনি ইংল্যান্ড ম্যাক্‌লাসকিগঞ্জ। শালবন, লালমাটি, আরণ্যক ম্যাক্‌লাসকিগঞ্জ, নীরবে-নিভৃতে ছোট্ট অবকাশ যাপনের মনোরম পরিবেশ। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মুখে MaCluskies nose নামে খ্যাত হলেও স্থানীয়রা ম্যাক্‌লাসকি বলে থাকে একে। অতীতে অ্যাংলোদের প্রিয়ও ছিল MaCluskieganj. আদিবাসীদের বাস। জল-হাওয়া তুলনাহীনা। এমনকি এপ্রিল মাসেও শীতের আমেজ মেলে বাতাসে। ভরা বর্ষায় মালভূমির রুক্ষতা ও শ্যামলিমা, বসন্তে শিমুল-মাদার-পলাশ-কৃষ্ণচূড়ার লালের সাথে জাকারাণ্ডার বেগুনি হাসি ও অমলতাসের হলুদ-সোনালী মুড়ে দেয় ম্যাক্‌লাসকিকে। বাতাসের গুনগুনানি, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ নীলাকাশে চাঁদোয়া হয়ে অরণ্যানীর শিরে ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে। দূরে-দূরান্তে কুহকী অরণ্যের মায়াবী জাদু। তারই মাঝে রেল লাইন ধরে পশ্চিমে বয়ে চলে মিষ্টি-মধুর তানে ছোট্ট নদী চাট্রী।

Queens Cottage, D ১২৫-১৭৫, অবু: R Mitra, McCluskieganj, Dist-Palamou, PC-829208; *Shantiniketan GH*, অবু: Amit Ghosh; *মিলার সাহেবের গেস্ট হাউস* ছাড়াও বেশ কিছু সাহেবী বাংলোয় ঘর মেলে ভাড়ায়।

রাঁচি

সকাল ৭-০০ ও ১৩-০০টায় সরকারি; আর ৬-০০, ৭-১৫, ৮-০০ ও ১২-০০টায় বেসরকারি বাস যাচ্ছে নেতারহাট থেকে রাঁচি। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। আর সরাসরি যাত্রায় হাওড়া থেকে ২১-৩৫-এর 8015 হাওড়া-রাঁচি-হাতিয়া এক্সে রাঁচি পৌঁছান পরদিন ৮-০০টায়। দূরত্ব ৪১৯ কিমি। ফেরে ১৯-৩৫এ রাঁচি থেকে হাওড়ায়। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে বোকারো স্টিল সিটি-চেন্নাই-আলেপ্পি এক্স, হাতিয়া-পাটনা

পাটলিপুত্র এক্স, হাতিয়া-কালকা এক্স, টাটা-অমৃতসর এক্স, হাতিয়া-পাটনা এক্স, ধানবাদ-হাতিয়া-গোরক্ষপুর মৌর্য এক্স—প্রতিটা ট্রেনই যাচ্ছে রাঁচি হয়ে ভারতের নানানদিকে। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন মেলে আদ্রা-বরকাকানা, ঝারসুগুদা-রাঁচি, লোহারডাগা-রাঁচি, ধানবাদ-চন্দ্রপুরা, বর্ধমান-হাতিয়া, খড়্গপুর-হাতিয়া, ছাড়াও গোমো থেকে রাঁচি পাহাড়ের।

আর রেল স্টেশনের বিপরীতের বাস স্ট্যান্ড থেকে রাজ্য পরিবহণের বাস রাজ্যের নানান শহরের সঙ্গে সংযোগ গড়েছে রাঁচির। বাস যাচ্ছে নেতারহাট ৫ ঘ, হাজারীবাগ ৩ ঘ, গয়া ৭ ঘ, পাটনা ৮ ঘণ্টায় রাঁচি থেকে। এমনকি রাজ্য ছাড়িয়ে প্রতিবেশী রাজ্যেও বাস যাচ্ছে রাঁচি থেকে। পুরী থেকেও ১৫ ঘণ্টায় বাস আসছে রাঁচি। বাস আসছে দুর্গাপুর থেকেও বাঁকুড়া/ পুরুলিয়া হয়ে। আর যাচ্ছে কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ৭-১৫য় CSTC, ২০-০০টায় বিহার সরকারের বাস ঘাটশিলা/টাটা হয়ে ৯½ঘণ্টায় রাঁচি। ভাড়া ৮৩। এমনকি প্রতি সন্ধ্যায় নানান প্রাইভেট ডিলাক্স/ভিডিও/ শীতাতপ কোচও যাচ্ছে শহীদ মিনার থেকে রাঁচি। রাঁচির মেইন রোড থেকে ছাড়ে প্রাইভেট ডিলাক্স।

আর IAC-র বিমান কলকাতা থেকে 2 4 6 দিন ৬-১০এ ছেড়ে ৭-০৫এ রাঁচি পৌঁছে পাটনা যাচ্ছে ৮-৩০এ। কলকাতায় ফেরে পাটনা থেকে সরাসরি। ১০-০০টায় দিল্লী ছেড়ে ১১-২৫এ পাটনায় পৌঁছে ১২-৫০এ রাঁচি এসে একইভাবে দিল্লী ফেরে ১৩-৩০এ রাঁচি থেকে প্রতিদিন IAC-র উড়ান।

Ranchi-834001, STD 0651-এ পাশ্চাত্য প্রথায়—**S E Railway H*, Stn Rd-1, ✆ 208048, S ২২৫ ২৫৮ D ২৫০ ৩১৬ AP প্রথায় S ২৯৫ ৫০০ D ৩৯০ ৬০০ A/c S ৩৯০ ৪০৫ D ৪৭৫ ৫০৫ (প্রথম শ্রেণীর রেল-যাত্রীর টিকিটের সঙ্গে হোটেলও বুক করার ব্যবস্থা আছে এদের); কল বুকিং: Asst Commercial Manager (Reservation), 3 Koilaghat St, Cal-1, ✆ 2489494. **H Yubaraj*, Doranda-2, ✆ 300403, A2R1B½, SAB ৩০০-৪০০ DAB ৪৫০-৬০০ A/c S ৪৫০-৬৫০ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ৮০০ ১০০০; **Yubaraj Palace*, ✆ 500326, A/c S ৯৫০-১২৫০ D ১২৫০-১৭৫০ স্যুইট ১৭৫০-২০০০; ITDC-র **H Ranchi Ashok*, Doranda-2, ✆ 300037, A5R3, A/c S ৭৫০ D ১০৫০ ১২০০, স্যুইট ১৫০০; **H Arya*, H B Rd, Lalpur-1, ✆ 209000, A6R3B1, SAB ৪৫০ DAB ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০।

ভারতীয় প্রথায়—রেল স্টেশনের বিপরীতে: *H Mount*, Old Hazaribagh Rd-1, SAB ৮০ DAB ১৫০; *H Highland Inn*, near Rly Stn, ✆ 309537, S ১৫০ D ২৫০ A/c স্যুইট ৪৫০-৬০০; রেল আর বাস স্টেশনের মাঝে Station Road-1এ: *H Ashoka*, ✆ 311082, D ১৫০-২০০; *H Embassy; H Satkar*, SAB ৮০-১২৫ DAB ১৫০-২০০ TAB ২২৫; *H Konark, H Amrit*, SAB ৯০-১৪০ DAB ১২৫-২২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Ambasador*, D ১২৫-২০০; *H Nataraj*, D ২৫০; *H Rajdhani*, D ১০০-১৭৫; *Kwality Inn*, ✆ 305128, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৭৫ স্যুইট ১২৫০।

ডানহাতি Main Road-834001এ—*H Baseera*, D ২২৫; *H Monarch*, DAB ১৫০-২২৫; *H Jayasree; Raj H*, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *India H*, SCB ৬০ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১২৫-২২৫; *H Blue Heaven, H Arya Nivas*, SCB ৬০ SAB ৮০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫; *H Hindusthan*, Makhija Towers-1, ✆ 303988, A5R2, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৪৭৫ D ৬০০-৭৫০ *H Chinar*, ✆ 304327, A8R3, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট S ৮৫০ D ১০০০।

Central Street-1এ—*Shanti Nibash H*, SCB ৬৫ SAB ৮৫ DCB ১০০ DAB ১২৫-২৫০; *H Samrat*, SAB ৬৫-৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *Midland H*, Doranda-2; *H Maharaja*, Radium Rd, R4B4, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A/c S ৩০০ D ৪২৫; *Palace H; H Akashdweep*, Kadru; *H Akashbani*, Ratu Rd Bus Std, SCB ৬০ SAB ৮৫ DCB ১০০ DAB ১২৫-২০০; *Central H*, Purulia Rd; *Kamala H, Bimala H*.

আর রয়েছে—*বিনোদ আশ্রম, আনন্দ হোটেল, H The Retreat, Gujarati H*, Main Rd Taxi Stand, A4R4B3, SCB ৬৫ SAB ৮০-১২৫ DCB ১০০ DAB ১২৫-২২৫; *সঙ্গম হোটেল, প্যালেস হোটেল, অলকা হোটেল*, Radium Rd, near Court, R½B3, SCB ৪৫ SAB ৬৫ DCB ৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *চারুবালা হোটেল* রাঁচিতে। এদের কাছে কেবল থাকা S ৬৫-১২৫ D ১২০-২২৫ টাকায় মেলে। আর আছে BTDC-র *Hotel Virsa Vihar, CH, IB, রেলের রিটায়ারিং রুম, ধরমশালা* ও *রাঁচি রেস্ট হাউস*, মেইন রোড-1-এ।

ছোটনাগপুর পাহাড়ের অধিত্যকায় ৬৫২ মি উঁচুতে রাঁচি শহর। পশ্চিমে রাঁচি পাহাড় আর উত্তরে মোরাবাদী অর্থাৎ টেগোর হিল। তারই মাঝে রাঁচি লেকের কাঁধে ভর করে গড়ে উঠেছে শহর। লেকের মাঝের দ্বীপগুলিও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শহরের। সূর্যাস্তে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের। জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ রাঁচি পাহাড়ের। গ্রীষ্মে ২০.৬° থেকে ৩৭.২° আর শীতে ১০.৩° থেকে ২২.৯° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। তবে, বর্ষা এড়িয়ে সারা বছরই চলা যেতে পারে রাঁচি পাহাড়ে।

রাঁচি এগিয়ে চলেছে শিল্পনগরীর রূপ নিতে। তবে শহরের ঘিঞ্জিভাব, অপরিচ্ছন্নতা যেন পীড়া দেয় পর্যটকদের। শহর থেকে ৮ কিমি উত্তরে কাঁকেতে রাঁচির অন্যতম উল্লেখ্য **উন্মাদআশ্রম** অর্থাৎ মানসিক রোগীদের হাসপাতাল। বিশেষ অনুমতিতে দেখার ব্যবস্থা। তবুও যেন উচিত হবে আশ্রম দর্শনে গিয়ে অযথা পরিবেশকে ভারাক্রান্ত না করে তোলা। শহরমুখী ফিরতেই ডাইনে **জাহাজবাড়ি**। লাগোয়া হয়েছে **প্লেন বাড়ি**। আরও এগিয়ে **কাঁকেড্যাম** অর্থাৎ বাঁধ। পরিবেশ রমণীয়।

শহর থেকে ৪ কিমি উত্তরে প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে **মোরাবাদী পাহাড়**। এটি টেগোর হিল নামেও সমধিক পরিচিত। এরই শিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত ভবন। বাসও করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বাড়িটির পরিবেশ সুন্দর।

সম্প্রতি গান্ধী শান্তি কমিটির দপ্তর বসেছে। অতীত আজ বিস্মৃতির পথে। পাহাড়তলীতে **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**।

রাঁচি লেকের কাঁধে ভর করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে **রাঁচি হিলস**। মন্দির হয়েছে শিবের—দেবতা রয়েছেন আরও নানান পাহাড় শিরে। শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। আর আছে রাঁচির উপকণ্ঠে ৬ কিমি দূরে **নামকুম**। ইতিউতি পাহাড়, গাছগাছালিতে ছাওয়া; ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে রাঁচির থেকেও প্রশস্তি এর বেশি। দশম যাত্রীরা চলার পথেই দেখে নিতে পারেন। অত্যুৎসাহীরা ১৩ কিমি দূরের রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত টি বি স্যানাটোরিয়াম, ১২ কিমি দূরে হাতিয়া বাঁধ, ১১ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন তথা বাঁধ, ৬ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে আকারে ছোট হলেও পুরীর আদলে তৈরি জগন্নাথ মন্দির, শহরে নবতম সান টেম্পল, মছলিঘর, মিউজিয়ম, ডিয়ার পার্ক, চিড়িয়াখানা ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটও বেড়িয়ে নিতে পারেন অটো বা বাসে বাসে।

পরদিন চলুন প্যাকেজ টুরে ফলস অর্থাৎ **দশম/হুড্রু/সীতা/জোনা** দর্শনে। রাজ্য পর্যটন, রাঁচি চক, ✆ 20426; Maurya Darshan, Overbridge, Main Rd; Maruti Travels, Station Rd ; ছাড়াও নানান সংস্থা ১০০ টাকায় দেখিয়ে আনে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে। সঙ্গে প্যাকেট লাঞ্চ নেওয়া যেতে পারে। তবে হুড্রুতে দোকানপাট ও সাধারণ হোটেল আছে—আহার্য মেলে। শহর দর্শনে যাচ্ছে ৮০, হাজারীবাগ ৮৫, রাজরাপ্পা ১২০, দলমা-ডিমনা লেক ১২৫, নালন্দা-রাজগীর-পাওয়াপুরী-বোধগয়া ৩৫০, নেতারহাট ২০০; এমনকি নেতারহাট/ বেতলাও বেড়িয়ে আনে এরা ২ দিনের প্যাকেজে। তবুও যেন অটো বা ট্যাক্সিতে এককভাবে দেখে নেওয়ায় অর্থ ও সময়ে সাশ্রয় মেলে।

শহর থেকে নামকুম হয়ে রাঁচি-টাটা সড়কে ২৬ কিমি গিয়ে ডানহাতি পথে আরও ৯ কিমি যেতে **দশম জলপ্রপাত**। কাঞ্চি নদী পড়ছে ১৪৪ ফুট উঁচু থেকে, গিয়ে মিলেছে সুবর্ণরেখায়। পাহাড় থেকে নামছে দশ ধারায়, নামও তাই দশম। হুড্রুর জলধারা রুদ্ধ হওয়ায় দশমই আজ পর্যটক বিনোদনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে; পরিবেশ সুন্দর। থাকারও ব্যবস্থা আছে *FIB*-তে দশমে।

দশম থেকে ৬৯ আর শহরের উত্তর-পুবে হুড্রুর দূরত্ব ৪৩ কিমি। জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্য বাঁধ তৈরিতে জলের ধারা কমলেও আকর্ষণ আজও এর অদ্বিতীয়। ৩২০ ফুট উঁচু থেকে জলধারা পড়ছে সুবর্ণরেখায়। চারপাশে বড়বড় পাথরখণ্ড। বিপদ তাই পদে পদে। নামতেও হয় ত্রয়ীর মধ্যে বেশি। সাবধানতা পালনীয়। চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। বাসও যাচ্ছে শহর থেকে নিয়মিত **হুড্রু ফলসে**।

আকারে ছোট হলেও নবতম **সীতা ফলস** অনবদ্য। গহীন জঙ্গলের মধ্যে আরণ্যক পরিবেশ মোহময় করে তোলে।

হুড্রু থেকে ৩৩ আর শহর থেকে ৩৮ কিমি দূরে নিথর-নির্জনে **গৌতমধারা জলপ্রপাত**। রাঁচি-পুরুলিয়া রোডে জোনা হয়ে পথ গিয়েছে। অতীতে নামও ছিল এর **জোনা ফলস**। ১৪০ ফুট উঁচু থেকে জলের ধারা পড়ছে। ২৮০টি সিঁড়ি ভেঙে, সেই জল ডিঙিয়ে পথ গিয়েছে আদিবাসীদের গাঁয়ে। মন্দিরও হয়েছে গৌতম বুদ্ধের—মূর্তি হয়েছে মর্মরে। ট্রেন ও বাস দুই-ই যাচ্ছে শহর থেকে গৌতমধারায়।

১৫ দিনে বেড়িয়ে আসুন

১ম ও ২য় দিন পাটনা, ২য় দিন সন্ধ্যায় গয়া চলুন। ৩য় দিন সকালে গয়া বেড়িয়ে বিকালে বুদ্ধগয়াও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ইচ্ছা করলে বিশ্রামও নিতে পারেন বুদ্ধগয়ায়। ৪র্থ দিন সকালে রাজগীর চলুন। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ দিন রাজগীরকে বুড়ি করে বিশ্রাম ও বেড়ান। ৭ম দিন সকালের বাসে মজঃফরপুরে পৌঁছে বৈশালী দেখে রাত ১৬-৫৫য় দ্বিসাপ্তাহিক দিল্লী-মজঃফরপুর-রক্সৌল এক্সে মজঃফরপুর থেকে সাগাউলি ১৯-৫৫, রক্সৌল ২১-০৫এ পৌঁছান। মজঃফরপুর-রক্সৌল এক্স যাচ্ছে ১৬-৪৫এ মজঃফরপুর থেকে। সরাসরি নেপাল যাত্রীরা হাওড়া থেকে ১৬-০০টার হাওড়া-রক্সৌল মিথিলা এক্সে আসানসোল ২০-১২, কিউল ০-৫৪, বরায়ুনি ২-৪০, সমস্তিপুর ৪-০৮, মজঃফরপুর ৫-৪০এ পৌঁছে রক্সৌল পৌঁছান ৮-৫০এ। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ২১-৫০এ কাঠগোদাম এক্স, 1 3 5 7 দিন ১৩-০০টায় হাওড়া-গোরক্ষপুর পূর্বাচল এক্স, 2 4 6 দিন ১২-৪০এ শিয়ালদহ-দ্বারভাঙ্গা গঙ্গা সাগর এক্স, ৫-৪৫এ শিয়ালদহ-মজঃফরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, ৭-১৫য় হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা প্যাসেঞ্জার-এ যথাক্রমে ১০-৩১, ০-১১, ০-৪৫, ৯-৩৫এ মজঃফরপুর পৌঁছে মজঃফরপুর থেকে ৬-০৫, ৭-০০, ১২-০৫, ১৫-৪৫, ১৮-৩৫এর ট্রেনে রক্সৌল পৌঁছান ৯-১৫, ১১-৪৫, ১৬-৩০, ১৯-২০, ২২-৪০এ। আলিপুরদুয়ার-নারকাটিয়াগঞ্জ এক্স যাচ্ছে সমস্তিপুর/দ্বারভাঙ্গা/জনকপুর/ সীতামাঢ়ী/রক্সৌল হয়ে। রক্সৌল বা বীরগঞ্জে রাতের অবস্থান। রক্সৌলে—H Taj, Main Rd; H Kaveri, Ajanta H, Ashram Rd, Raxaul-845305, E. Champaran, ✆ (06255) 22019; এদের কাছে S ৬৫-১২৫, D ৮৫-১৭৫ টাকায় মেলে। আর নেপাল-সীমান্ত শহর বীরগঞ্জে—H Kailash, H Diyalo, H Suraj ছাড়াও প্রকাশ লজ, ভগবতী লজ, কৃষ্ণা লজ, হোটেল সমঝানা, মাড়োয়াড়ি সেবা সদন ছাড়াও হোটেল আছে নানান। ৮ম দিন রক্সৌল রেল স্টেশন থেকে টাঙায় ৩ কিমি গিয়ে বীরগঞ্জ পৌঁছে বাসে ২০০ কিমি দূরের কাঠমাণ্ডু পৌঁছান সাঁঝে। ভারতীয় সীমান্তের চেক পোস্টে বিদেশী ক্যামেরা, ঘড়ি বা অন্য কিছু সঙ্গে থাকলে Customs Office-এ রেজিস্ট্রি করিয়ে নিন। H Mahakal, Lagan; H Crystal, New Rd; H Del Annapurna, Durbar Marg; Yak & Yeti; Central H; H Rara, কল বুকিং: DLS Express, 24 Lansdowne Terrace, ✆ 2426462; ছাড়াও হোটেল আছে অজস্র বিবিধ মানের বিভিন্ন দামের কাঠমাণ্ডুতে। তবুও হোটেল মহাকাল, মারোয়াড়ি সেবা সমিতির ধরমশালাতে আগে থেকেই ঘর বুক করে কাঠমাণ্ডু চলা যেতে পারে। ৩ দিনে কাঠমাণ্ডু, ২ দিনে পোখরা বেড়িয়ে রক্সৌল/মজঃফরপুর বা সমস্তিপুর হয়ে অথবা বাসে কাঁকরভিট্টা/শিলিগুড়ি বা ভৈরোয়া/সোনেউলি/গোরক্ষপুর হয়ে কলকাতা ফিরুন। পথ চলতে ৪ দিন অর্থাৎ ১৫ দিনে কলকাতা।

নেপাল ভ্রমণে

সারা বিশ্বের কাছে নেপালের দ্বার অবারিত হলেও পাসপোর্ট ও ভিসা দুইয়েরই প্রয়োজন। তবে ৩০ দিনের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা করে নিতে পারেন Royal Nepal Embassy বা Consulate থেকে। আর বিমান যাত্রায় কাঠমাণ্ডু পৌঁছে ত্রিভুবন বিমান বন্দর বা নেপালের যে-কোনও সীমান্তের প্রবেশদ্বারে ৭ দিনের ভিসা করে নেওয়া যায়। প্রয়োজনে ভিসাকে ৩ মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করানো যেতে পারে। তারও অধিক কালের ক্ষেত্রে Home and Panchayat Ministry, HMG-এর বিশেষ অনুমতি লাগে। যোগাযোগ : Central Immigration Office, Maiti Devi (Dilli Bazar), Kathmandu, ✆ 412337. যেখানে Immigration Office নেই সেখানে Police Office থেকেও ৭ দিনের জন্য বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে ভিসা। তবে, ভারতীয়দের জন্য দ্বার অবারিত। পাসপোর্ট ও ভিসা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে, Municipal Magistrate বা District Magistrate-এর কাছ থেকে একটি Identity Card করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। আইনঘটিত প্রশ্নের মোকাবিলায় এটি সঙ্গে থাকা ভাল। স্মল পক্স, টাইফয়েড ও কলেরার ইঞ্জেকশন নেওয়া আইনানুগ হলেও তেমন বাধ্যতামূলক নয়। তবে, ট্রেকিং বা মাউন্টেনিয়ারিং রুটের বিশেষ অনুমতি লাগে—Central Immigration Office, Maiti Devi (Delli Bazar-Old Airport Rd), Kathmandu থেকে। ৩ দিন আগেই ২খানি পাসপোর্ট ফটো-সহ নির্ধারিত ফি (১.০০+ ৬০.০০ হারে প্রথম মাসের প্রতি সপ্তাহ+ ৭৫.০০ হারে পরবর্তী সপ্তাহ) সঙ্গে দিয়ে লিখুন। শনিবার বন্ধ থাকে অফিস-কাছারি, ব্যাঙ্ক ও সরকারি দপ্তর—রবিবার কাজের দিন নেপালে।

*নেপাল যেতে মোট ১২টি প্রবেশ পথ রয়েছে ভারত রাষ্ট্রের নানাদিকে : (১) **কাকারভিটা**—উত্তরবঙ্গ, সিকিম, অসম, এমনকি কলকাতা যাত্রীদেরও সহজতম পথ নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি হয়ে কাকারভিটা; (২) **রানী সিকাহী**—যোগবানী/ বিরাটনগর; (৩) **জলেশ্বর**—সীতামাঢ়ী/ জনকপুর পথে; (৪) **বীরগঞ্জ**—কলকাতা, পাটনা থেকে মজঃফরপুর/ রক্সৌল হয়ে ; (৫) **সোনাউলি**—বারাণসী/ গোরক্ষপুর/ভৈঁরোয়া, (৬) **কাকারওয়া**—লক্ষ্ণৌ, বস্তি, লুম্বিনী পথে ; (৭) **নেপালগঞ্জ** ; (৮) **কৈলাবাস**—রাপ্তী জোন; (৯) **ধানগধী**—সেতি জোন; (১০) **মহেন্দ্রনগর**—মহাকালী জোন; (১১) **কোডারি**—তিব্বত সীমান্তে; (১২) **ত্রিভুবন বিমানবন্দর**—কাঠমাণ্ডু। তবে, ভারতীয়দের কাছে কাকারভিটা, বীরগঞ্জ ও সোনাউলি এই তিনের আকর্ষণ বেশি। আর কলকাতা থেকে যাত্রায় কাকারভিটা বা বীরগঞ্জ হয়ে নেপাল যাওয়াই সুবিধার। প্রতিটি সীমান্ত শহর থেকেই সকাল ও বিকালে বাস যাচ্ছে কাঠমাণ্ডু ও পোখরায়।*

Useful ✆ Numbers :
Royal Nepal Airlines
Kantipath ✆ 220757
Biman Bangladesh Airlines ✆ 422669
Indian Airlines, Hattisar ✆ 419649
Tourist Guide Association of Nepal ✆ 225102
Trekking Agents Association of Nepal ✆ 419245
Nepal Airways, Hattisar ✆ 410099
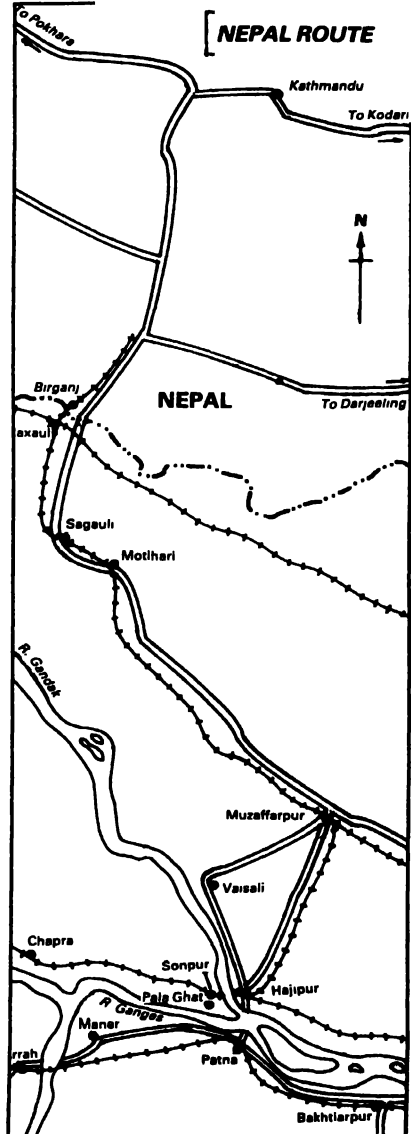
Embassy of India, Laimchaur ✆ 411811
Hotel Association Nepal, Thamel ✆ 412705
Tourist Information Centres,
Basantapur-Kathmandu ✆ 220818
Tribhuvan International Airport ✆ 470537
Pokhra ✆ 20028.

জামসেদপুর/টাটানগর

পরদিন ৭-০০টার ডিলাক্স বাসে ৩ ঘণ্টায়, পাহাড়, অরণ্য, হ্রদ, নদী অর্থাৎ দলমা-ডিমনা-জুবিলি দর্শনে ইস্পাতনগরী জামসেদপুর চলুন। রেল স্টেশনের বিপরীতে বাস স্ট্যান্ড থেকেও মুহুর্মুহু সরকারি বাস যাচ্ছে জামসেদপুর তথা টাটানগরে। আর যাচ্ছে প্রাইভেট বাস, মিনি ও ট্রেকার রাঁচি থেকে ১৩১ কিমি দূরের টাটানগরে। কলকাতা থেকে ২৫১ কিমি দূরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুম্বাইগামী রেলপথে টাটানগর স্টেশন। হাওড়া-সম্বলপুর ইস্পাত এক্স ৬-৫০, স্টিল এক্স ১৭-৩০, রাঁচি/হাতিয়া এক্স ২১-৩৫, হাওড়া-সম্বলপুর-রায়গাডা এক্স ২০-৪০, আমেদাবাদ এক্স ২০-৩০, মুম্বাই মেল ১৯-২০, কারলা এক্স ১০-৪৫, হাওড়া-রাউরকেলা শতাব্দী এক্স ৬-০০টায় হাওড়া ছেড়ে টাটানগর পৌঁছায় যথাক্রমে ১০-৫৫, ২১-৪৫, ১-৫৫, ১-৩৫, ০-৫৫, ২৩-১২, ১৬-০০, ৯-৪০এ। 3 5 7 দিন পুরুষোত্তম এক্স, নীলাচল এক্স, উৎকল কলিঙ্গ এক্সও যাচ্ছে পুরী থেকে এসে টাটানগর/খড়্গপুর/ গোমো হয়ে দিল্লী। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে নীলাচল যাচ্ছে খড়্গপুর/গোমো হয়ে দিল্লী। রেল যাচ্ছে—হাওড়া-মুম্বাই গীতাঞ্জলী এক্স, হাওড়া-পুনে সাপ্তাহিক (7) আজাদ হিন্দ এক্স, টাটা-রাউরকেলা-আলেপ্পি এক্স, পাটনা-টাটা-রাউরকেলা এক্স, টাটা-পাঠানকোট এক্স, কাটিহার-ছাপরা-টাটা, ধানবাদ-টাটা এক্স, টাটা হয়ে। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে খড়্গপুর-টাটা ৫-২৫, ৯-৫০, ১৪-৪০, ১৭-৫৫; টাটা-বাদামপাহাড় ৬-০০; টাটা-গুয়া ৮-১৫; টাটা-বারবিল ১৬-৪৫; টাটা-চক্রধরপুর ১৮-৩০; টাটা-নাগপুর ৬-১০, ১৭-০০; টাটা-আসানসোল ৮-৩০; টাটা-বরকাকানা ১৫-৪৫এ। রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে শহর। বাস ও অটো যাচ্ছে শহরের দুই প্রান্ত—সাকচি ও বিষ্টুপুরে।

রাজ্য পরিবহণের বাস সংযোগ গড়েছে সাকচি থেকে রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকের। কলকাতা-রাঁচির বাসও যাচ্ছে টাটানগর হয়ে।

Main Rd, Bishtupur, Tatanagar-831001, STD 0657-এ—*Marwari Boarding; Modern H; H Siddartha,* ✆ 425435, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৫৫০, D ৮৫০; *Nalanda H,* ✆ 425201, SAB ২০০, DAB ৩০০, A/c S ৪০০, D ৬০০; *H Rajhans,* ✆ 426186; *H Nataraj,* ✆ 426061; *Kohinoor H, Baby H, Mid Town H,* 11 J Road, Bisthupur, ✆ 432979, S ২৫০, D ৩৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০; **H Centre Point,* 2 Inner Circle Rd-1, ✆ 431324, A/c S ১০৫০-১৫৫০, D ১২৫০-১৭৫০। *Boulevard H,* Bisthupur-1, ✆ 425321, A3R, SAB ৩৫০, DAB ৪৫০, A/c S ৬০০, D ৮০০, স্যুইট ৮৫০/১০৫০। Station Rd-এ—*H Saubhagya,* S ১২৫-১৭৫, D ১৭৫-২৫০, A/c S ৩৫০-৪৫০, D ৪৫০-৬০০; *H Raj; H Ashoka Green; Rani Boarding; Ganesh Star.* Sakchi-তে—*Man Sarovar,* ✆ 428652, *H Virat,* New Kalimati Rd, Sakchi-831001, SAB ১৫০-২২৫, DAB ২০০-৩৫০, A/c S ৪২৫, D ৬০০; *H Trimurti.* আর আছে *Gujarat Boarding, Hindu Boarding, Rekhi, The Kanchan H,* 51 Thakurbari Rd, ✆ 428033; *H Basundhara,* ✆ 430231; *H Neelkamal,* New Kalimati Rd, Sakchi-1, ✆ 429949, *H Abhishek, H Asian Inn,* Dhatkidi-5; ছাড়াও নানান হোটেল টাটানগরে। এদের কাছে S ৬৫-১৭৫, D ১২৫-২৫০ টাকায় মেলে। তেমনই আছে *CH, DB, IB, FRH, Tata Steel GH, Dimner Lake House, রেলের রিটায়ারিং রুম* ও বেশ কয়েকটি *ধরমশালা* টাটানগরে।

এই সেদিনের কথা—**জামসেদপুর** তথা টাটানগর ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত এক অখ্যাত গ্রাম, নাম তার **সাকোহী**। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানাটি জন্ম নেয় সাকোহীতে। আজ বিশ্বের ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে TISCO অন্যতম। ম্যানেজারের অনুমতিতে দেখে নেওয়া যায় কারখানা। Tisco-র প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজী টাটার নামে গড়ে উঠেছে জামসেদপুর বা টাটানগর। ছবির মতো পটে আঁকা সুন্দর শহর। মেতে ওঠে উৎসবের সাজে টাটাজীর জন্মদিন ৩রা মার্চ সারা টাটানগর।

দলমা পাহাড়, ডিমনা লেক, সুবর্ণরেখা ও খড়কাই নদীতে ঘেরা জামসেদপুরের মূল আকর্ষণ মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনের ধাঁচে ধাপে ধাপে গড়া **জুবিলী পার্ক**। পার্কে রয়েছে চিলড্রেন্স পার্ক, গোলাপ বাগিচা, ঝিলের পাশে গাছগাছালির নার্সারি ও ওপেন এয়ার জু। প্রতি রবি, মঙ্গল ও শনিবার সাঁঝে আলোয় ঝলমল ফোয়ারাগুলিও আকর্ষণ বাড়ায় পার্কের। জুবিলির পাশেই টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও কিনান স্টেডিয়াম। শহর থেকে ১১ কিমি দূরে দলমা পাহাড়ের কোলে **ডিমনার লেকটিও** টাটার আর একদ্রষ্টব্য। জল যাচ্ছে শহরে। লেকের পাড়েই হয়েছে *ডিমনার লেক হাউস*। থাকার পক্ষে রমণীয়। Tisco-র অনুমতিতে ঘর মেলে থাকার। সুবর্ণরেখা নদীর পরিবেশও সুন্দর। অত্যুৎসাহীরা সাকচি থেকে বাসে বা অটোয় গিয়ে দোমোহানিতে সূর্যাস্তও দেখে আসতে পারেন। সুবর্ণরেখা ও খড়কাই নদীর মিলনও ঘটেছে দোমোহানিতে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। ১০ কিমি দূরের হুডকো ড্যামটিও আর এক দ্রষ্টব্য টাটায়।

এই তো সেদিন কাগজের শিরোনাম হয়েছিল দলমা। বন থেকে বেরিয়ে পশ্চিমবাংলা দাপিয়ে গেল হাতির যূথ। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-টাটা NH-33-এ পুরুলিয়া থেকে ৬৮ কিমি যেতে গেটওয়ে টু দলমা। বাঁহাতি ২১ কিমি পাহাড়ী পথে জিপ যাচ্ছে। টোলের বিনিময়ে অনুমতি মেলে দলমা পাহাড়ে। টাটার দূরত্ব (২১+২২) ৪৩ কিমি। টাটা থেকে মানগো হয়ে পাঞ্জি বা পারিডি মোড়ে হাইওয়ে ধরে বাঁয়ে চান্ডিল/রাঁচি মুখী ৪ কিমি যেতে দলমা পাহাড়ের পদপ্রান্তে মনোরম

পরিবেশে হিল ভিউ রিসর্ট তথা দলমার প্রবেশ তোরণ। তোরণ পেরিয়ে ৯ কিমি চড়াই বেয়ে পথ উঠেছে পশ্চিমবাংলা লাগোয়া ৩০৬০ ফুট উঁচু দলমা পাহাড়ে। একদিকে কাটাসনি, অপরদিকে চন্দ্র—দুই পাহাড়। মহুয়া, পলাশ, কুসুম, শিমুল, কুর্চি, বনচামেলি, করঞ্জ, বন গন্ধরাজে ছাওয়া নানান রঙের ফুলে-ফলে ভরা ১৯৩ বর্গ কিমির গহন অরণ্যে বছরভর সূর্য অনুপস্থিত। গা ছমছম করা আরণ্যক পরিবেশে পাহাড়ী গুহায় শিবমন্দির। আর হয়েছে টিলার টঙে হনুমানজীর মন্দির। নিবিড় আরণ্যক শোভা, আদিবাসী ও অসংখ্য বন্য হাতি, ভাল্লুক, শেয়াল ছাড়াও নানান বনচরদের সহাবস্থান পরিবেশকে মোহময় করে তুলেছে। গহন বনের মাঝে হয়েছে বড়কাবাঁধ, মেজকাবাঁধ, ছোটকাবাঁধ, বিজলিঘাঁটি, সল্ট লিক ও ওয়াটার হোল দলমায়। বনচরেরা আজও আসে নুন ও জলের তৃষ্ণা মেটাতে। এমনকি গ্রীষ্মের দিনগুলিতে অযোধ্যা পাহাড় থেকে বিহারে আসে বন্য হাতির দল। তেমনই চেনা-অচেনা পক্ষীকুলও নীড় বাঁধে শীতের দিনে দলমার বৃক্ষ শাখে। স্যাঙ্কচুয়ারিও হয়েছে ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে দলমায়। রক ক্লাইম্বিং-এর আসরও বসেছে দলমা পাহাড়ে। আর হয়েছে পাহাড়ী পথে অরণ্য অন্দরে নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার ও বিপরীতে ডিয়ার ব্রিডিং সেন্টার।

থাকার জন্য আছে বনদপ্তরের *মউকাল ফরেস্ট রেস্ট হাউস, মউকাল বাংলো, কনকদশা রেস্ট হাউস,* টাটার *দলমা রেস্ট হাউস* ছাড়াও নানান। এদের বুকিং: ডি এফ ও, বন্যপ্রাণী প্রমণ্ডল, নেপাল হাউস, ডোরাণ্ডা, রাঁচি-834002 বা ফরেস্ট রেঞ্জার, দলমা বন্যপ্রাণী আশ্রায়ণী, ফরেস্ট কলোনি, মানগো, জামসেদপুর-831011. আর হয়েছে ভীম (দলমা) বাবার আশ্রম—অনন্যোপায়ীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও মেলে। দলমা পাহাড়ের পদপ্রান্তে ফাদলাগোড়া, NH 33এ মনোরম *হিল ভিউ হলিডে রিসর্টে* DAB ৩০০, অবু: ✆ TATA 24762, কলকাতা ✆ 2395790. আর আছে *Motel Highway,* Ramgarh, NH-33; *H Shakuntalam,* Kandrabera, NH-33এ। অনিয়মিত বাস যাচ্ছে NH-33 ধরে। তবে নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপ ও দিন তিনেকের আহার্য সঙ্গী করে চলা যেতে পারে দলমা অভিসারে শীত বা বসন্তে।

রাঁচি থেকে এসে ভরদুপুরে একটা অটোয় চেপে টাটানগর বেড়িয়ে বিকাল ১৪-৫০এর টাটা-খড়্গপুর লোকালে ১৭-৪০এ খড়্গপুর পৌঁছে ১৮-২৫এর মেদিনীপুর/খড়্গপুর-হাওড়া লোকালে কলকাতা পৌঁছে যান রাত ২১-০৫এ। তবে একটা রাত টাটায় কাটিয়ে পরদিন সকাল ৬-০০টার স্টিল এক্সে ঘরপানে চলাই উচিত হবে। আবার চলার পথে ৩৬ কিমি দূরের ঘাটশিলায় জার্নি ব্রেক করে আরও ২/১টা দিন বিশ্রাম নিয়ে ফেরা যেতে পারে ঘর পানে।

ঘাটশিলা

টাটা থেকে ৬-০০টায় স্টিল এক্স, ২৩-৫৫য় রায়াগাদা-হাওড়া এক্স, ১-৪৫এ হাতিয়া-হাওড়া, ১৬-৩৫এ ইস্পাত, ১০-৪০এ কারলা-হাওড়া এক্স, ৪-১৫, ৯-০০, ১৪-৫০, ১৮-৩০এ টাটা-খড়্গপুর প্যাসেঞ্জার, ২২-৪৫এ কলিঙ্গ-উৎকল এক্সে আধ ঘণ্টায় ঘাটশিলা পৌঁছান। দূরত্ব ৩৬ কিমি। এছাড়া বাস ও ট্রেকারও আসছে টাটানগর থেকে ঘাটশিলায়। আর কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় হাওড়া-টাটার যে-কোনও ট্রেনে চলা যেতে পারে ঘাটশিলায়। ৩½ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ২১৫ কিমি। আবার লোকাল ট্রেনে খড়্গপুর পৌঁছে ৫-২৫, ৯-৫০, ১৪-৪০, ১৭-৫৫-র খড়্গপুর-টাটা প্যাসেঞ্জারে ২ ঘণ্টায় ঘাটশিলায় চলা যেতে পারে। প্যাসেঞ্জারে ১ ঘণ্টা সময় বেশি লাগে—তবে, ভাড়া লাগে আধা। কলিঙ্গ-উৎকল এক্সও যাচ্ছে খড়্গপুর/ ঘাটশিলা/ টাটা হয়ে। এমনকি কলকাতা-রাঁচি বাসও যাচ্ছে ঘাটশিলা হয়ে।

Ghatsila-832303, STD 06585-য় নানান হোটেল। রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই বামে *মারোয়াড়ি ধরমশালা,* ঘর ১৫, শয্যা সস্তার ১০ হারে; ডাইনে *Snehalata H,* DCB ১২০, DAB ১৫০, ১৭৫, TAB ২০০। আর রেল স্টেশনের ডাইনে ১ থেকে ১½ কিমি পশ্চিমে Main Rd, Dohigora-3এ—*Mukul Bhawan G H,* R1, DCB ১০০, FAB ২২৫, তবে হোটেলটি আজ টুকরো হয়েছে; *Japani L,* R1¼, DAB একতলায় ১০০, দ্বিতলে ১৫০, ত্রিতলে ১৭৫; পথ ছেড়ে বাঁয়ে অপুর পথ-এ—*Safari L,* R1¼, SCB ৬০, DAB ১২৫, FAB ১৭৫, A/c D ৩০০; লাগোয়া *H Anandita,* R1¼, DCB ৮০, DAB ১০০-১৭৫, A/c D ৩৫০; অতীতের বাগানবাড়িতে *Matridham,* এদের ছাদ থেকে সুবর্ণরেখা দৃশ্যমান; বিপরীতে *হোটেল আরণ্যক;* আরও দূরে পাহাড়শ্রেণী—পরিবেশ রমণীয়। আর হয়েছে *H Shalimar,* DAB ১৫০-২০০, FAB ২২৫, ডর্মি বেড ৪৫, কুলারও মেলে অতিরিক্তে; *H Jyoti Palace,* Shankar Talkies Complex, DAB ১২৫-১৭৫; *H Green,* DCB ১০০, TCB ১২৫, DAB ১৫০; *H Abhishek.* লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে ফুলডুঙ্গরীর পথে বিভূতি সংস্কৃতি পরিষদমুখী যেতে

হনুমান মন্দিরের বিপরীতে *Sananda L*, SAB ১০০, DAB ১২৫, ডর্মি ৪০, কল বুকিং: বনহুগলি, ✆ 5573572. বা Linkage ✆ 2464485. এপথে আরও যেতে *H Oasis*, R1, DAB ১২০-১৭৫, FAB ২৫০; *H Aranyak;* আর আছে *সারদা লজ*, জাপানির পাশে *শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গেস্ট হাউস*, NH 44এ *হোটেল* রনধাওয়া ও ফুলডুঙ্গুরী পাহাড়ের সুন্দর পরিবেশে *ফরেস্ট রেস্ট হাউস* ঘাটশিলায়। তবুও যেন থাকার পক্ষে *সানন্দা, ওয়েসিস, শালিমার, স্নেহলতা* আজও রমণীয় ঘাটশিলায়।

হলিডে হোম-ও হয়েছে নানান ঘাটশিলায়। *UCO Bank, Staff Recreation Club,* 10 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254120 (Ext 58), ৩য় তল; *UBI Employees' Association,* 10 N S Rd, Cal-1, ✆ 2207652/2205875; *Bank of Baroda Staff Recreation Club,* বুকিং: 4 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254553; *Bank of Madura Em-ployees' Association,* 19 Synagouge St, Cal-1, ✆ 254721/259123; *UBI Employees' Co-operative,* 4 N C Dutta Sarani, Cal-1, ✆ 2200841; *Bank of India,* 23 A-B, N S Rd, Cal-1, ✆ 2202301; *Syndicate Bank Staff Recreation Club,* বুকিং: 3B, Lalbazar St (2nd floor) Cal-1, ✆ 2486055; আর, হাওয়া বদল করতে যেতে চান যারা তাদের জন্য স্বল্পকালীন মেয়াদে প্রাইভেট ঘর-বাড়িও ভাড়ায় মেলে ঘাটশিলায়।

আজও নাকি সোনা মেলে বালুতটে—দেখতেও মেলে নদী-চরে সকাল-সাঁঝে। নামও তাই নদীর **সুবর্ণরেখা**। সেই সুবর্ণরেখার ঘাটে শিলা অর্থাৎ ঘাটশিলা। চন্দ্রালোকে দূর থেকে শায়িত হাতি বলে বিভ্রম ঘটায় এই শত শত শিলাখণ্ড। দূরে—আরও দূরে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়-শ্রেণী। বাঁয়ে মৌভাণ্ডারে চিমনি উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে ব্রিটিশের গড়া হিন্দুস্থান কপারের। মোসাবনী ছাড়াও নানান খনি থেকে তাম্র আকর আসছে। পাথর গুঁড়িয়ে তাম্র মিলছে—এমনকি সোনা ছাড়াও মিলছে নানান ধাতু পাথর থেকে। ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর। কেবল শনিবার বারবেলায় ইনডেমনিটি বন্ড সই করে কারখানা ও ৩০০০ ফুট নিচে নেমে খনি দেখার অনুমতি মেলে যাত্রীদের। তারই মাঝে গুটি গুটি পা ফেলে কুমারমঙ্গলম সেতু দিয়ে মিলিয়ে যায় আদিবাসী রমণী। সত্যিই স্বপ্নে দেখা ইন্দ্রলোকের পটে আঁকা ছবি যেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদিবাসী গ্রাম। চলুন যাই শীতের ছুটিছাটায় দিন সাতেকের বিশ্রামে ঘাটশিলায়। স্বাস্থ্যকর জায়গা, জলে হজমি গোলা। উচিতও হবে আদিবাসী গাঁয়ে পাহাড়তলির আরণ্যক পরিবেশে ছোট্ট কুণ্ডের হজমি গোলা জল পান করে ফেরা।

রেল লাইনের সাথে, সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা—মাঝে তাদের রাজপথ। আর সুবর্ণরেখা নদীকে ভর করে শহরের বিস্তার। বাজারঘাট রেল স্টেশন জুড়ে। দহিজোড়া মুখী বাঁহাতি অপুর পথে বিভূতিভূষণের বসত-বাড়ি। অদূরে পঞ্চপাণ্ডব টিলায় বনবাসের কিছুকাল বাসও করেন পাণ্ডবরা। শাল, আমলকিতে ছাওয়া দহিজোড়া ও মোসাবনীর পরিবেশও সুন্দর। দূরে-দূরান্তরে পাহাড়ী টিলা, নিচুতে তার সুবর্ণরেখা নদী। নদীর জল রক্তিম-নীলাভ। ধীর-স্থির তার প্রবাহ। রিকশা, অটো বা বাসে দহিজোড়া/মোসাবনী তথা শহর পেরিয়ে মোহন কুমারমঙ্গলম সেতুতে সুবর্ণরেখা ডিঙিয়ে ডানহাতি পথে আরও ১ কিমি যেতে **রাতমোহনা** অর্থাৎ পাহাড়ী টিলায় সূর্যাস্ত দেখা সেও আর এক রমণীয়। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা সোনা রঙ ধরায় প্রকৃতিকে। সুবর্ণরেখার নিস্তরঙ্গ জলে সে দৃশ্যও অভূতপূর্ব। তবে নির্জনতা হেতু টিলার টঙ রাতের আঁধারে নানান ব্যভিচারে দুষ্ট। আর বাঁয়ে ২কিমি দূরে ঘাটশিলা রাজাদের প্রাসাদপুরীতে, আজ আদালত বসেছে। অদূরে সুবর্ণরেখার সুন্দর প্রকৃতি।

রেল স্টেশনের পুবে থানা লাগোয়া পশ্চিমে আদি-বাসীদের দেবী কালী অর্থাৎ **রণকিনির মন্দির**। বৈচিত্র্য আছে দেবীমূর্তিতে। অতীতে গালুডির জঙ্গলে অধিষ্ঠিত ছিলেন দেবী। শিশুবলির প্রথাও ছিল দেবীর থানে সেকালে। ব্রিটিশই সে-প্রথার রোধ মানসে নানান সংঘাতের মাঝ দিয়ে দেবীকে তুলে এনে মন্দির গড়ে পূজার প্রথা চালু করে শহরে। কালে কালে দেবী আজ ভক্ষক থেকে শিশুদের রক্ষক। আশ্বিনে বিশেষ পূজা—মহিষও বলি হয় দুর্গা পূজার ১৫ দিন আগে। তেমনই হয়েছে ঠাকুর **শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির** দহিজোড়ায়। আর রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি-বিজড়িত **বিভূতি সংস্কৃতি পরিষদ**। পায়ে পায়ে ২ কিমি গিয়ে ফুলডুঙ্গুরী টিলাটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ব্যর্থ প্রেমিকদের মনস্কামনা পূরণে খ্যাতি আছে ফুলডুঙ্গুরীর। ঘাটশিলার প্রকৃতিও সুন্দর দৃশ্যমান টিলার টঙ থেকে।

শহর থেকে ৯ কিমি দূরে বুরুডিতে ড্যাম অর্থাৎ বাঁধ গড়ে পাহাড়ী ঝোরার জল ধরে তৈরি হয়েছে **লেক**। জল যাচ্ছে চাষের কাজে। চারপাশে পাহাড়—পরিবেশ রমণীয়। অটোয় ১০০-১২৫ টাকায় যাতায়াত—সকাল বা সাঁঝে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। তেমনই শ'দেড়েক টাকায় অটো, টেম্পো বা জিপে বুরুডির সাথে জুড়ে ১৪ কিমি দূরের **ধারাগিরি জলপ্রপাত**টিও দেখে ফেরা যায় ঘাটশিলা থেকে। বন্য-হাতিরও দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয় এপথে। মহুয়ার মৌতাতে ভালুকও চরে বেড়ায়। বুরুডি ছাড়িয়ে ৩টি পাহাড় ডিঙিয়ে পথ চলে ধারাগিরি। চারপাশে পাহাড়, গিরি থেকে ধারা নামছে—পারিপার্শ্বিক পরিবেশ রোমাঞ্চকর। গরুর গাড়িতে দিনভর প্রোগ্রামে পাহাড় পাহাড়—আরণ্যক পরিবেশে চড়ুইভাতিও সেরে আসা যায় সওয়া শ' টাকায়। যান্ত্রিক যান শেষ ১ কিমি চলতে অক্ষম। আরণ্যক পথে পায়ে চলায় পথ ভুলের সম্ভাবনা—চলার পথে বাসাডেরা গ্রাম থেকে গাইড সঙ্গী করা ভাল।

৮ কিমি দূরে সিংভূম জেলার **গালুডিও** আর এক স্বাস্থ্যকর স্থান। জলবায়ুর গুণে শীতের দিনগুলিতে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসেন দূর-দূরান্ত থেকে স্বাস্থ্যান্বেষীরা। পাহাড় আর অরণ্য, বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা, পশ্চিমে যদুগোড়া মাইনস।

ঘাটশিলা-টাটা বাস যাচ্ছে গালুডি হয়ে; রেলও যাচ্ছে ঘাটশিলার পরের স্টেশন গালুডিতে। অটো, জিপও মেলে শ'খানেক টাকায় যাতায়াতে। *H Subarnarekha Resorts* হয়েছে গালুডি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে। আহার্যও মেলে। DAB ৩৫০-৪৫০, FAB ৪৫০, ডর্মি ৬০, A/c D ৫৫০, ৬০০, কল বুকিং: World Express Travels & Tours, 2/2 Nirmal Ch Street, Cal-12, ✆ 278625/5553367/Linkage ✆ 2464485. আর আছে *হোটেল সরমন্দিরা*, কল বুকিং: 4710117/ 2443109. শীতের দিনে প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে WBTDC গালুডি-ঘাটশিলা-টাটা সফরে। আবার প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায় গালুডিতে। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় ঘাটশিলা থেকে মোসাবনীর বাসে ক্রসিং পৌঁছে যদুগোড়ার বাসে গিয়ে আর এক জাগ্রতা অনার্যদের দেবী উগ্ররূপা রণকিনির মন্দির। মূর্তিতে বৈচিত্র্য আছে। শহর থেকে দূরত্ব ২২ কিমি। আবার রেল বা বাসে ঝাড়গ্রামমুখী ১২ কিমি গিয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত শাল ও সেগুনে ছাওয়া পাহাড়ী অধিত্যকা **ধলভূমগড়ের** সুন্দর প্রকৃতির সাথে অরণ্যের মাঝে ধল রাজাদের প্রাসাদটি উচিত হবে দেখে চলা। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ধলভূমগড়ের শালের বনে *FIB*-তে; অবু: DFO, Jamshedpur, Bihar.

অত্যুৎসাহীরা ৭৫ কিমি দূরে ৩০৬০ ফুট উঁচু হেসাডি গিয়ে নিরালা-নির্জনে দুর্গম ৩½ কিমি দূরের **হিরণী জলপ্রপাতটিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। দুধসাদা প্রপাতের জল ২৫০০ ফুট উঁচু থেকে পাথরে পড়ে সহস্রধারায় ঝরে পড়ছে। বাস যাচ্ছে। দিনে দিনে ফেরাও যেতে পারে হিরণী বেড়িয়ে ঘাটশিলায়। থাকাও যেতে পারে বিদ্যুৎহীন হেসোডি *FRH*-এ, অবু: EE, PWD Roads, Chaibasa Sadar. তেমনই হেসাডি থেকে ১২ কিমি দূরে **টেবো পাহাড়ও** বেড়িয়ে নেওয়া যায়। চক্রধরপুর (সিকেপি) থেকে ২৫ আর রাঁচির ৮৯ কিমি দূরে হাজার তিনেক ফুট উঁচুতে অরণ্যময় পাহাড় টেবো। টেবোর খ্যাতি তার আদিম প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ার জন্য। টেবো থেকে ১৫ কিমি ট্রেক করে শাল, কেন্দু, পলাশে ছাওয়া **রোগদও** অভিযান করে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। এই রোগদ পাহাড় থেকেই বীরসা মুণ্ডা ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। রোগদের বনবাংলোটি আজ শহীদ হয়েছে ঝাড়খণ্ডীদের সংগ্রামের লেলিহান শিখায়। চলতে-ফিরতে বনচরদের দর্শনও মেলে এপথে।

আবার চলা যেতে পারে ২২ কিমি দূরে পশ্চিমবাংলার **কাঁকড়াঝোড়** ঘাটশিলা থেকে। মুম্বাই রোডে বাস যাচ্ছে হুল্লুম হয়ে ঘাটশিলা থেকে। আধঘণ্টার পথ। হুল্লুম থেকে ৭ কিমি পায়ে গিয়ে কাঁকড়াঝোড় ফরেস্ট বাংলো। জিপ ছাড়া চলতে কলকাতা যাত্রীরাও যেতে পারেন এপথে কাঁকড়াঝোড়ে। জিপও মেলে শ'চারেক টাকায় যাতায়াতে। এমনকি টাটানগরও বেড়িয়ে নেওয়া যায় ঘাটশিলা থেকে প্যাকেজ ট্যুরে দিনে দিনে।

সারাণ্ডা

প্রকৃতির পূজারীরা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সারাণ্ডার জঙ্গলও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ঘাটশিলা থেকে বাস বা ট্রেনে টাটা পৌঁছে ৮-১৫, ১৬-৪৫এর টাটা-গুয়া/বরবিল প্যাসেঞ্জারে ৯-৪৫/১৮-০০টায় চাইবাসা, ১২-০১/২০-২৩এ বড় জামদা পৌঁছে প্রথম ট্রেনটি ১২-৩০এ গুয়া আর দ্বিতীয় ট্রেনটি ২১-০০টায় বরবিল যাচ্ছে। তেমনই টাটা-নাগপুর প্যাসেঞ্জারে ৬-১০, ১৭-০০এ টাটা ছেড়ে ঘণ্টা তিনেকে মনোপুর পৌঁছেও চলা যায় সারাণ্ডায়। কিরিবুরুর নিকটতম রেল স্টেশন গুয়া (২১ কিমি) হলেও যাতায়াতে ৩০ কিমি দূরের বড় জামদা আদরণীয় হবে। গুয়াতে বাসের অভাব।

আর, বাস যাচ্ছে ঘাটশিলা থেকে চাইবাসায় বদল করে বড় জামদা হয়ে সরাসরি কিরিবুরু। ১ ঘণ্টার পথ জামদা থেকে, বাসও মেলে ৭—১৯-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। এছাড়াও বাস আসছে টাটা, বোকারো, চক্রধরপুর, রাঁচি থেকেও বড় জামদা হয়ে কিরিবুরু পাহাড়ে। সারা শহর পরিক্রমা সেরে হোস্টেলের সামনে দিয়ে বাস পৌঁছায় বাজাবে। তেমনই কলকাতা (বাবুঘাট) থেকে ১৭-৩০টায় ORT-র বারবিলের বাসে রাতভব জার্নিতে কেওনঝড় বা বারবিল পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে কিরিবুরু। বাস যাচ্ছে ঠাকুরানী পাহাড়ের নিচে ওড়িশাব হালফিল শহর বারবিল থেকে কিরিবুরু পাহাড়ে। জিপও মেলে এপথে। আর কিরিবুরু থেকে বাস যাচ্ছে—টাটায় ৪-৩০, ৬-৫০, ১২-৪৫, ১৩-৩০; বোকারো যাচ্ছে ৬-৫০; চক্রধবপুর ৫-০০, ৫-৩০, ৮-০০, ৮-৪৫, ১৪-৪৫; রাঁচি যাচ্ছে ৫-০০, ৭-৩০; চাইবাসা যাচ্ছে রাঁচি ও টাটার প্রতিটা বাস।

কিরিবুরু : *হো* ভাষায় *মেঘাতুবুরু* অর্থ জমাট বাঁধা মেঘেদের মতো জমাটি *বুরু* অর্থাৎ জঙ্গল। তেমনই ছিল *কিরিদের বুরু* অর্থাৎ পোকাদের জঙ্গল কিরিবুরুতে। কিরিদের সাথে সাথে বুরুতেও আজ টান ধরেছে। দুই-এরই অবস্থান পাশাপাশি একই শৈল শিখরে সারাণ্ডার জঙ্গলে। মেঘাতু বুরুতে (Meghatuburu) বোকারো স্টিল আর কিরিবুরুতে কিরিবুরু আয়রন ওর কোম্পানির কারখানায় পাথর গুঁড়িয়ে লৌহ মিলছে। লৌহ যাচ্ছে বোকারো ছাড়াও ভারতের নানান ইস্পাত প্রকল্পে। এদেরই কর্মকাণ্ড চলছে বিহার ও ওড়িশা সীমান্তের সারাণ্ডা ঘেঁষা ২৯৫০ ফুট উঁচু অরণ্যে ছাওয়া কিরিবুরু ও মেঘাতুবুরুতে।

পাহাড় আর পাহাড়, থরে-বিথরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে; আর আছে গহীন অরণ্য কিরিবুরুতে। তারই শিরে নীল চাঁদোয়া হয়ে নীলাকাশ। গরমের আধিক্য নেই, শীতেরও প্রকোপ কম। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। তবে, ক্ষণে ক্ষণে আবহাওয়ার বদল ঘটে চলে দিনে রাতে কিরিবুরুতে। মেঘেরাও নেমে এসে ছাতা ধরে বৃক্ষের শাখে শাখে। পাহাড়ী শহরের মাদকতার অভাব ঘটলেও নিরালা নিভৃতেআরণ্যক পরিবেশে ছোট্ট অবকাশ কাটাবার মনোহর পরিবেশ কিরিবুরু। মার্চ ও অক্টোবরে হাল্কা উলেন আর শীতে ভারী উলেন দরকার হয়ে পড়ে কিরিবুরু ভ্রমণে।

গেস্ট হাউস লাগোয়া ভিউ পয়েন্ট থেকে জলে ভাসা

মরালের মতো ৭০০ পাহাড়চুড়ো গুণে নেওয়া যায় একে একে। দেখে যেন মনে হয় সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো পাহাড়ী টাইফুন আছড়ে পড়বে গেস্ট হাউসের দেওয়ালে। তেমনই পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় ৫ কিমি দূরের হিল টপ অর্থাৎ খনি এলাকা। হিলটপে ওয়াচ টাওয়ার থেকে পুরো সারাণ্ডা দৃশ্যমান। উচিত হবে সকাল বা সাঁঝে শহরটা পাক খেয়ে নেওয়া। মন্দিরও হয়েছে দেবী কালীর হোস্টেলের অদূরে।

প্রাইভেট হোটেলের অভাব। তবে, একান্তই অফিসিয়ালদের জন্য হলেও অগ্রিম অনুমতিতে যাত্রীদেরও থাকার ব্যবস্থা মেলে *Meghahatuburu Bokaro Steel Plant Hostel* ও ১ কিমির ব্যবধানে এদেরই শীতাতপ *Guest House*-এ। হোস্টেলে বাথ সংলগ্ন ডাবল বেডের ঘরে বেড ৮্ হারে। আর গেস্ট হাউসে ২০্ হারে প্রতিজনা। হোস্টেলে ক্যান্টিনের অভাব। মিনিট দশেকের পায়ে হাঁটা পথে আহার্য মেলে দোকানপাটে। তবে গেস্ট হাউসের ক্যান্টিনেও সাঙ্গ করা যায় আহারপর্ব। Hostel বা GH-এর বুকিং: Incharge, Sail Hostel/GH, Meghahatuburu, Singhbhum, Bihar, PC-833233. এদের কলকাতা বুকিং—Sail, 10 Camac St, Cal. আর আছে *PWD IB* ও *GH* কিরিবুরুতে। এবার ঘরে ফেরার পালা—৪-৩০টায় কিরিবুরু ছেড়ে টাটা পৌঁছে মুম্বাই-হাওড়া এক্সে বা খড়্গপুর প্যাসেঞ্জারে টাটা ছেড়ে কলকাতায় ফিরুন দিনান্তে।

আবার কিরিবুরু থেকে জিপে ঘণ্টা চারেকে সারাণ্ডার বন অভিযানও করে আসা যায় **থলকোবাদ, শশাংবুরু** ও **কুমডি** অরণ্য বেড়িয়ে। হাজার দুয়েক ফুট উঁচুতে চলতে ফিরতে বন্য হাতি, বন্যকুকুর, শম্বর, ভালুক, বাইসন, চিতা ছাড়াও নানান বনচরদের দর্শন লাভ অস্বাভাবিক নয় থলকোবাদ ও কুমডিতে। বড় জামদা থেকে ৫০ কিমি দূরে থলকোবাদ; কুমডির দূরত্ব ৩০ কিমি। চেকপোস্টের অদূরে টিলার টঙে (১৮০০ ফুট) *থলকোবাদ বাংলো*—থাকার পক্ষে মনোরম। বাংলো লাগোয়া ভিউ পয়েন্ট। বাংলো থেকে ৫ কিমি দূরে টোয়েবু ফলস্। তেমনই অভিযানপ্রিয়রা থলকোবাদ থেকে আরণ্যক পথে ৪০ কিমি গিয়ে সিমলিপালও পৌঁছে যেতে পারেন জিপে। ভার্জিন অরণ্যের মায়াবী রূপ ও জন্তু দর্শনে রোমাঞ্চ মিললেও পথ ভুলের সম্ভাবনা পদে পদে সারাণ্ডায়। ছুটে চলেছে কোয়না নদী মরচে লাল জল বুকে নিয়ে। বাঁধ পড়েছে অদূরে। বনবিভাগের *রেস্ট হাউস*ও আছে শালে ছাওয়া-শান্ত নির্জনতায় আচ্ছন্ন থলকোবাদ ও কুমডি অরণ্যে। এছাড়াও ফরেস্ট বাংলো আছে আরও ৯—সারাণ্ডার জঙ্গলে। **কিরিবুরু রেঞ্জে**—বরাইবুরু, করমপদা, কুমডি; **কোয়না রেঞ্জে**—মনোহরপুর, সালাই, আনুকুয়া, ছোটানাগরা, পোঙ্গা; **সামটা রেঞ্জে**—সেরাইকেলা, তিরিনপোসি, থলকোবাদ।

আর বড় জামদা থেকে ৬ কিমি দূরে মূল জঙ্গলের প্রবেশ তোরণ ঘোড়ার জিনের মতো—স্যাডেলপয়েন্ট। সাঁকোতে কোরো নদী পেরিয়ে আরণ্যক পরিবেশে বরাইবুরুর টিলার টঙে *ডাকবাংলো* মেলে। ডাইনে গুয়া পাহাড়, বাঁয়ে কিরিবুরু; সমুখপানে গহন অরণ্য—ল্যান্ডস অব সেভেন হান্ড্রেড হিলস সারাণ্ডা। অরণ্যচররাও নেমে আসে সারাণ্ডা থেকে ডাকবাংলোর চারপাশে।

তেমনই রঙবেরঙের নানান ফুল, নানা পাখি পরিবেশকে রমণীয় করে তোলে। এমনকি ৮ বছর অন্তর ফোঁটা *হুঁতিতি* ফুল-এরও দর্শন মেলে সারাণ্ডার গভীরে। কুমডি থেকে কয়েক মাইল দূরে আদিম উপজাতি বিরহড়দের গ্রাম। আধুনিক জীবন মানে অনভ্যস্ত এরা—চাষ-আবাদ পৌঁছায়নি, বানর-ডুমরি (উই পোকা)-পিঁপড়ের ডিম এদের খাদ্য। আর *ভিয়েন*(হাঁড়িয়া), *আরকি*(মহুয়া জাত মদ) এদের অপরিহার্য পানীয়।

থলকোবাদ থেকে ৪০ কিমি গিয়ে কোয়না রেঞ্জের *সালাই বাংলো।* গহন বনের মাঝে মালভূমির টঙে ২ ঘর, ১ আউট হাউস নিয়ে বাংলো। অদূরে বয়ে চলেছে কোরো নদী। গিয়ে মিলেছে কোয়েলের সঙ্গে। প্রকৃতিতে থলকোবাদ থেকেও **সালাই** আরও আদিম। হিংস্রতম বন্যকুকুর, চিতা, বন্য ভাল্লুক যত্রতত্র দেখতে মেলে। আর আছে নদী পারে চিড়িয়া মাইনস। চলার পথে ঝোরা, প্রপাত, মহাশাল, বিজা, ধাতুপ সম্ভাষণ জানায়। **সালাই** থেকে গুয়া ফিরে চলা যেতে পারে ঘরপানে।

৭০০ পাহাড়ের দেশ ৫০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত বিহারের সিংভূম জেলার সারাণ্ডার জঙ্গল। অনাবিল-অকৃত্রিম-আদিম অরণ্যভূমে *হো*-দের বাস। শাল-পিয়াল-জারুল-আমলা-মহুলের সবুজ সামিয়ানায় সূর্যেরও প্রবেশ মানা। তাই পথের নিশানা পেতে একান্তই উচিত হবে জামদা থেকে সারাণ্ডায় চলা। তেমনই উচিত হবে শ'আড়াই কিমি পরিক্রমায় ৩ থেকে ৫ দিনের প্রোগ্রামে রেশন-ব্যসন চাইবাসা বা বড় জামদা থেকে সঙ্গী করা। জিপও ভাড়ায় মেলে বড় জামদায়। তবে, বনবাসের বাংলো বুকিং: District Forest Officer, Chaibasa, Singhbhum, Bihar-833201 থেকে। অনুমতিও লাগে সারাণ্ডার জঙ্গলে যেতে DFO, Chaibasa-র। উচিতও হবে চলার পথে বা আগে ভাগেই সংগ্রহ করে নেওয়া।

অরণ্যময় পাহাড়ভূমির আর এক আকর্ষণ আদিবাসীদের দেশ **চাইবাসা**। সিংভূম জেলার সদরও বসেছে চাইবাসায়। ছোট ছোট টিলা, ভিলাধর্মী বাড়িঘর; শাল সেগুনে ছাওয়া উঁচু-নিচু পথ-ঘাট। যেন পটে আঁকা ছবি এক। ওরাওঁ মুণ্ডাদের বাস—আওয়াজও উঠেছে *ঝাড়খণ্ডীদের দেশের* চাইবাসার আকাশে। বাঙালিয়ানাও আছে শহরে। চাইবাসার জল সেও যেন এক ধন্বন্তরি। জলে যেন হজমি গোলা। ক্ষিদে বাড়ে চাইবাসার জলে। দিঘির পর দিঘি, নাম তার বাঁধ—

মধুবাঁধ, রানীবাঁধ, শিববাঁধ, জুবিলি বা সাহেববাঁধ। এরাও পরিবেশকে মধুময় করে তুলেছে। বোটিং, চিলড্রেন্স পার্কও গড়ে উঠেছে পর্যটক বিনোদনে সাহেববাঁধে। তেমনই চাইবাসার আর এক আকর্ষণ মুঙ্গালাল রুংটা গার্ডেন।

হোটেলও আছে নানান চাইবাসায়। থাকার জন্য *H Akash*, near Jail, চাইবাসায় সেরা; শীতাতপ ঘরও মেলে। *H Annapurna*, Sadar Bazar, Chaibasa-833201, SCB ৪০, DCB ৮০, SAB ৬৫, DAB ১০০-১৫০। ঘর এদের অতি সাধারণ মানের, তবে *হোটেল অন্নপূর্ণার* খাবারের ব্যবস্থা ভালই। আর আছে *রঘু হোটেল*, অতি সাধারণ সাজে *জনতা লজ*, মধু বাজার; *ভারত লজ*, ক্লথ মার্কেট; *ট্রাই লজ ছাড়াও মারোয়াড়ি ধরমশালা ও রুংটা গেস্ট হাউস*, জৈন মার্কেট। PWD-র *IB*-ও আছে কাছারিব বিপরীতে চাইবাসায়। বাংলোব বুকিং: EE, PWD, Chaibasa, Bihar, PC-833201, আর হাওয়া বিলাসীদের প্রাইভেট বাড়ি ঘরও ভাড়ায় মেলে চাইবাসায়।

কলকাতা যাত্রীদের চাইবাসায় যেতে সহজতম পথ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-রাউরকেলা রেল পথের ত্রিমুখী তিন রেল সংযোগকারী স্টেশন—টাটানগর ২৫১, রাজখারসওয়ান ২৯৩, চক্রধরপুর ৩১৪ কিমি। ট্রেনও যাচ্ছে ইস্পাত এক্স, মুম্বাই এক্স, তিতলাগড় এক্স ত্রয়ী হয়ে। ইস্পাত থামে না রাজখারসওয়ানে। বাসও যাচ্ছে প্রতিটি রেল সংযোগকারী স্টেশন থেকে চাইবাসায়। তবে, ৬৫ কিমি দূরের টাটা থেকে বাসের আধিক্য মেলে চাইবাসা যেতে। তেমনই ট্রেন যাচ্ছে নানান কলকাতা থেকে টাটায়। সরাসরি যাত্রায় উচিতও হবে টাটা হয়ে চাইবাসায় চলা। প্রতি বিকালে কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে বিহার সরকারের বাসও যাচ্ছে পরদিন সকালে চাইবাসা/বড় জামদায় পৌঁছে বরবিলে। ঠাকুরানী পাহাড়ের নিচে হালফিল শহর ওড়িশার বরবিল। চাইবাসা ছাড়িয়ে ৭৭ কিমি যেতে জামদা অর্থাৎ বড় জামদা। বন-পাহাড়ে ঘেরা স্টেশন। বাঁয়ে বিহার রাজ্য ডাইনে ওড়িশা—বিচিত্র মেলবন্ধন ঘটেছে দুই-এ। কিরিবুরুর বাস যাচ্ছে বড় জামদা হয়ে। সারাণ্ডার সিংহদ্বারও এই বড় জামদা। জিপও যাচ্ছে বড় জামদা থেকে সারাণ্ডা জঙ্গলে। *রেলের রিটায়ারিং রুমে* থাকারও ব্যবস্থা মেলে বড় জামদায়।

পথের পাঁচালী—১

Namastay.	Good Morning.	শুভ প্রভাত।
Turist afis kahan hai?	Where is the tourist office?	ট্যুরিস্ট অফিসটি কোথায়?
Yahan kaunsi jagah dekhne ki hain?	What are the places worth visiting?	এখানে দেখার উল্লেখযোগ্য কি কি আছে?
Mujhe shahar ka naksha chaiye.	I want a city guide map.	আমি শহরের একটি গাইড ম্যাপ চাই।
Shukriya.	Thank you.	ধন্যবাদ।
Namastay.	Bye Bye	বিদায়কালীন সম্ভাষণ
Hotal kitni dur hai?	How far is the hotel?	হোটেলটি কতদূর?
Mujhe wahan le chalo.	Take me there.	আমাকে সেখানে নিয়ে চল।
Duri ke hisab se kya kiraya hai?	What is the fare by the distance?	ভাড়া কত এই দূরত্বের?
Mujhe singal kamra chahiye.	I want a single room.	আমি একটি সিঙ্গল বেডের ঘর চাই।
Mujhe yeh kamra pasand hai.	This room suits me.	আমার এ ঘরটি পছন্দ হয়েছে।
Iska kiraya kya hai?	What is the rent?	ভাড়া কত?
Portar ko bulao.	Call a porter.	একটি কুলী ডাকুন।
Mere pas ek sutkes aur ek beg hai	I have a suitcase and a bag.	আমার একটি সুটকেশ ও একটি ব্যাগ আছে।
Yeh bas kahan jayegi?	Where does this bus go?	এ বাসটি কোথায় যাবে?
Main Qutb jana chahta hun.	I want to go to the Qutb Minar.	আমি কুতব মিনার যেতে চাই।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা বলতে আগরতলাকেই বুঝি আমরা। অতীতে মহারাজাদের স্বাধীন রাজ্য ছিল ত্রিপুরা। দীর্ঘ ১৩০০ বছর ধরে স্বাধীনভাবে রাজত্বও করে এই রাজবংশ। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন *মাণিক্য* খেতাবে ভূষিত করেন ত্রিপুরারাজদের। তবে ১৭৮৪তে প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর শামসের গাজির দখলে যেতে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর ছেড়ে আগরতলায় এসে প্রাসাদ গড়েন। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এই মহারাজাদের। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্রও গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শামিল হয় ত্রিপুরা। ১৯৫৭-র ১লা নভেম্বর কেন্দ্রশাসিত আর ১৯৭২-এর ২১শে জানুয়ারি রাজ্যের মর্যাদা পায় ত্রিপুরা। আয়তনে ভারত রাষ্ট্রে চতুর্থ ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা। মূলত আদিবাসী-দের দেশ ত্রিপুরা। তবে জাতিগত প্রভেদ নানান—সমাজ-সংস্কৃতিও ভিন্ন এদের। আর, স্বাধীনোত্তর কালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি উদ্বাস্তরাই মুখ্য অংশ নিয়েছে এর নগর জীবনে। তেমনি আছে ৫৮৬টি চা-বাগিচা শিল্পবিমুখ রাজ্য ত্রিপুরায়।

প্রকৃতি অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছে ত্রিপুরাকে। এর পাহাড় অরণ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। সারা রাজ্যটাই বটানিক্যাল গার্ডেনে রূপ নিয়েছে। *Deotamura* অর্থাৎ দেবতাদের পাহাড় উদয়পুর থেকে অমরপুর দ্রুত রূপ নিচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রে। তেমনই গুমতীর বাম পাড়ে বাংলাদেশ সীমান্তের সোনামুড়ায় সন্ধান মিলেছে প্রত্নতত্ত্বের। ৩৫৮৮ বর্গকিমি ব্যাপ্ত রিজার্ভ ফরেস্ট সারা রাজ্য জুড়ে। ৪টি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিও হয়েছে ত্রিপুরায়। উত্তর ত্রিপুরায় Rowa WLS; পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় Sepahijala WLS; আর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় Trishna WLS ও Gumti WLS-এর অবস্থান। ত্রিপুরার হাতের কাজেরও সমাদর আছে শিল্পরসিক মহলে। নানান বর্ণের নানান ঢঙের ফ্যাব্রিক শাড়ি, শীতলপাটি, বাঁশ-কাঠ-বেতের নানান সম্ভার পর্যটকদের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হয়।

তবে, ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান পর্যটক বিমুখ করে তুলেছে পর্যটকদের। অবিভক্ত ভারতে আগরতলার রেল সংযোগকারী স্টেশন ১০ কিমি দূরের আখাউরা জং আজ বাংলাদেশে। ত্রিপুরার উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ এমনকি দক্ষিণ-পুবও ঘিরে রেখেছে বাংলাদেশ। আর খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের মতো ঝুলে রয়েছে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারত অর্থাৎ অসম ও মিজোরামের কটিবন্ধে।

তবে, ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসও যথেষ্ট গৌরবময়। মহাভারতেও এর উল্লেখ মেলে। পৌরাণিক রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু কিরাত দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজ্য গড়ে তোলেন সেকালের ত্রিপুরায়। আর দ্রুহ্যুর ৪০তম উত্তর-সুরি মহারাজ ত্রিপুরের নাম থেকেই নামান্তর ঘটে রাজ্যের —ত্রিপুরা। এমনকি ত্রিপুর-পুত্র ত্রিলোচন মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ডেলিগেট রূপে হাজির ছিলেন। জনশ্রুতি, রাজপরিবারের কুলদেবতা *চতুর্দশ বিগ্রহ* মহারাজ ত্রিলোচনই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

পর্যটনের স্বার্থে ত্রিপুরার দ্বার আজ বিশ্ববাসীর কাছে অবারিত। অতীতের RAP প্রথাও রদ হয়েছে ত্রিপুরা থেকে আজ।

আগরতলা

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী শহর আগরতলা। ১২.৮০মি উঁচুতে সুন্দর ছবির মতো শহর, শহরের প্রাণকেন্দ্রে মহারাজাদের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ থেকেই প্রশস্ত রাজপথ গিয়েছে তিনটি। রাজপথের দু'পাশে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, মায় আগরতলা শহর। বাড়িগুলিতেও বৈশিষ্ট্য আছে। স্থাপত্যও অভিনব—রঙ এদের সাদা, সামনে বারান্দা প্রতিটি বাড়িতে। দূর থেকে মনে হয় একটাই বারান্দা চলেছে পথপাশে দু'পাশ জুড়ে।

আগরতলা যাত্রীদের বিমানই সহজতম যান। 1 3 6 দিন ৬-২০এ, 2 7 দিন ৯-২০এ, 2 3 4 5 6 7 দিন ১৩-০০টায় কলকাতা ছেড়ে ৫০ মিনিটে আগরতলায় যাচ্ছে IAC-র উড়ান। ফেবে 1 4 7 দিন ৯-৩০, 2 7 দিন ১১-০০, 2 3 4 5 6 7 দিন ১৪-৩০এ আগরতলা থেকে কলকাতায়। 1 3 6 দিন ৭-৫৫য় আগরতলা ছেড়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে ৮-৩৫এ; গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসছে 1 4 7 দিন ৮-১০এ ছেড়ে ৮-৫০এ IAC-র বিমান। Skyline NEPC 4 5 7 দিন আগরতলা থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছে সকাল ৭-৩৫এ। বিমানবন্দর থেকে ১০ কিমি দূরে আগরতলা শহর। IAC-র বাস, ট্যাক্সি, অটো যাচ্ছে বিমানবন্দর থেকে শহরে। শেয়ারেও যাচ্ছে ট্যাক্সি ও অটো এপথে।

আর রেল যদিও পৌঁছেছে ত্রিপুরায়, তবে আগরতলার নিকটবর্তী রেল স্টেশন ১৩২ কিমি দূরে কুমারঘাট। N F Rail যাচ্ছে। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি/লামডিং/লোয়ার হাফলঙ/বদরপুর হয়ে গিয়েছে এই রেল। 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল ১৪-১৫য় গুয়াহাটি ছেড়ে ১৮-১৫য় লামডিং পৌঁছে ডিমাপুর-তিনসুকিয়া হয়ে ডিব্রুগড় যাচ্ছে। ১৩-০০টায় গুয়াহাটি-লামডিং এক্স, ১৯-০০টায় গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্সও যাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে যথাক্রমে ১৭-১৫/২২-৩০এ লামডিং। 3 4 7 দিন ১৮-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে ২১-১৮য় লামডিং পৌঁছে ডিব্রুগড় যাচ্ছে 2424 ডিব্রুগড় রাজধানী এক্স।

গুয়াহাটি-লামডিং প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে ৬-৩০এ গুয়াহাটি ছেড়ে ১৩-০০টায় লামডিং। আর লামডিং থেকে ৪-০০টায় ছেড়ে 204 ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার লোয়ার হাফলং ৯-৩০, বদরপুর ১৫-২০, করিমগঞ্জ ১৬-২০, ধর্মনগর ১৯-১০এ পৌঁছে কুমারঘাট যাচ্ছে ২১-২০এ। কলকাতা থেকে পথের দূরত্ব ১৪৮৮ কিমি। সময় নেয় ২½ দিন। তাই ধকল, সময় ও খরচ-খরচা—এই তিনের যোগফল বিমান ভাড়ার থেকে কম নয়।

ত্রিপুরা □ রাজধানী: আগরতলা। আয়তন: ১০৪৯১ বর্গ কিমি। লোক সংখ্যা : ২৭৫৭২০৫। ভারতের লোকসংখ্যার: ০.৩২%। পুরুষ: ১৪১০৫৪৫। নারী: ১৩৩৪২৮২। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৬৯১৭৬৯। বৃদ্ধির হার: ৩৩.৬৯%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২৬২। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৪৬। সাক্ষরের হার: ৬০.৩৯%। প্রধান ভাষা: বাংলা। সঙ্গে চলে ককবরক ও মণিপুরি; হিন্দি ও ইংরেজিরও চল আছে রাজ্য জুড়ে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ২৮৬৬.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

বেড়াবার মরসুম: সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস। গ্রীষ্মে সাধারণ সুতি আর শীতে উলেন বসন লাগে ত্রিপুরা ভ্রমণে। শীতের আধিক্যও আছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে। শীতলতম দিনগুলিতে ২৭° থেকে ৪.২° আর গ্রীষ্মে ৩৮° থেকে ১৬.৬° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। আর জুন থেকে আগস্ট মাসে বৃষ্টির পরিমাণ ২২৪.৬ মিমি। রাজ্যের ৬০ ভাগ পাহাড়ী, বাকি অংশ বন। শিল্পে বিমুখ, অরণ্য সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্য।

৭ দিনে ত্রিপুরা রাজ্য—তবুও যেন উচিত হবে উত্তর-পূর্ব ভারত ভ্রমণের সাথে জুড়ে ত্রিপুরা বেড়িয়ে নেওয়া।

আগরতলা শহর থেকে বাসও যাচ্ছে সুন্দর পাহাড়ীপথ ধরে রাজ্যের দিকে দিকে। এমনকি ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন ও নানান ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির বাস যাচ্ছে অসমের শিলচরে। সড়ক পথে কলকাতার দূরত্ব ১৮০৮, গুয়াহাটি ৫৯৭, শিলং ৪৯৬, শিলচর ৩০৮ কিমি আগরতলা থেকে।

Agartala, STD 0381-এ শহরের কেন্দ্রস্থলে—*H Radha International*, 54 Central Road, Agartala-799001, ✆ 224530, S ১৫০-২২৫, D ২৫০-৩২৫, A/c S ৩৫০, D ৬০০, স্যুইট ৬৫০ ১০০০; *Royal GH*, Palace Compound (West), A10B½, ✆ 225652, SAB ১৫০-২২৫, DAB ২৫০-৩৭৫, A/c S ৪০০, D ৫৫০-৮০০; *Broadway GH*, Palace Compound, Colonel Chowmohani, ✆ 225613, DAB ১৫০-২৭৫ A/c D ৪৫০; *H Kakali*, Post Office Chowmohani, ✆ 223234, SAB ১২৫, DAB ২২৫, TAB ২৫০, FAB ২৭৫; *Rajdhani H*, B K Rd, ✆ 223387, S ১৭০-২৭৫, D ২৫০-৩২৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০-৬০০; *Tripura G H*, Mantribari Rd, ✆ 227995, S ১২৫, D ২০০, A/c D ৩০০; *Indian GH*, Mantribari Rd; *H Ambar*, Sakuntala Rd, ✆ 223587, SAB ৮৫-১৭৫, DAB ১৫০-২৭৫, A/c S ৩০০, D ৪৫০; *Hotel A B*, Chittaranjan Rd, SAB ৮০, DAB ১৫০; *Sagarika GH*, Sakuntala Rd, S ১০০, D ১৫০; *H Minakshi*, H G Basak Rd, ✆ 223430, SAB ৮৫-১৭৫, DAB ১৫০-২৭৫, A/c S ২৫০, D ৪০০; *H Heaven*, H G Basak Rd, ✆ 225737, S ১৬৫-২৫০, D ২৫০-৪৫০; *Ritz H*, SCB ৬০, SAB ৮৫, DCB ১০০, DAB ১৫০, FAB ২০০; *Hotel O K*, H G Basak Rd, S ৪০-৮৫, D ৮০-১৫০; *Saurashtra H*, H G Basak Rd, S ৩৫-৬০, D ৬৫-১২৫; *Moon Light H*, opp Rabindra Bhavan, SCB ৪৫, DCB ৮৫; *Geetanjali GH*, Office Lane, SCB ৬৫, DCB ১২৫, SAB ৮৫, DAB ১৫০-২২৫; *Jay Ram G H*, Office Lane, ✆ 227994, S ৮০-১২৫, D ১২৫-১৭৫; *Deep G H*, L N Bari Rd, ✆ 227482, S ১২৫, D ২২৫; *মৈত্রী গেস্ট হাউস*, বটতলা; *অজন্তা হোটেল*। গান্ধীঘাটের বামে N S Rd-1এ—*New Sankar H*, SCB ৬০, DCB ১০০; *Sankar GH*, S ৪৫ D ৮৫; *Kalpataru G H*; *Ashoke G H*, S ৪০-৬৫, D ৮৫-১২৫; *Uttarayan GH*, DAB ১০০-১৫০। Motor Stand Rd-এ—*Santi H*, *H Janata*, *H Tripuri*, *Vivekananda H*-এ থাকার ব্যবস্থা মেলে।

এছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে শহরের পথে ৩ কিমি আগেই কুঞ্জবনে হয়েছে *Agartala Club-cum-GH*, PC-799005, DAB ২০০; *Sonali RH*, S ১৫০ D ২০০-৩২৫; *সার্কিট হাউস*, অবু: D M, Tripura-West ; রাজ্য পর্যটনের *Tourist Lodge*, DAB ৮০, A/c D ১৫০; *Yatrika*, রাজ্য পর্যটনের *Rajarshee Yatri Niwas*, ✆ 225930, DAB ১৫০, ২০০, ডিলাক্স A/c D ৪০০, চার বেডের ঘরে প্রতিজনা ৬৫, ৬ বেডের ঘরে ৫০, কুঞ্জবনে। *Bhagat Singh Youth Hostel*, ✆ 225432, D ৩০, ডর্মি ১০; ২টি *MLA Hostel*, PWD-র *ডাকবাংলোও* আছে আগরতলায়। তবে পর্যটকদের কাছে সরকারি আবাসের দ্বার আজও রুদ্ধ। তাই শহরে ঢুকতেই *Radha*, *Royal*, *Broadway*, *Rajdhani*, বা হকার্স কর্নারের পাশে *Minakshi*-তে অগ্রিম ঘর বুক করে চলা যেতে পারে আগরতলায়। আর খাবারের জন্য ঘরোয়া পরিবেশে *রয়্যালের* আকর্ষণ কম নয়। এছাড়া *নিউ শঙ্কর*, *মীনাক্ষী*, *গুজরাটি হোটেল* বা *চন্দনাতেও* রসনা তৃপ্ত করা যেতে পারে। আর উচিত হবে অগ্রিম অর্ডারে বাঁশের কোঁড় ও পুঁটি মাছের শুটকির মিশ্রণে তৈরি অভিজাত চাটনি *গোধক*-এর স্বাদ নেওয়া আগরতলার হোটেল-রেস্তোরাঁয়।

আর কেনাকাটায়—*Tantumita*-য় তাঁতজাত বস্ত্র; *Purbasha*, M B Sarani-তে বাঁশ-কাঠ-বেতের আসবাবপত্র; *Aitorma*-তে হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফটস্ দুই-ই মেলে। তেমনই বিদেশী পণ্যে আগ্রহীদের উচিত হবে বটতলায় চলা।

কনডাকটেড ট্যুর : Tour No 1: ১৯-সিটের লাক্সারি মিনিবাস কনডাকটেড ট্যুরে যাত্রী নিয়ে প্রতি রবি ও ছুটির দিনে সকাল ৮-০০টায় গিয়ে সিপাহীজলা ও নীরমহল দেখিয়ে আনে ৪৮ টাকায়।

T No. 2: প্রতি শুক্রবার সকাল ৮-০০টায় যাচ্ছে সিপাহীজলা, মাতাবাড়ি; ভাড়া ৫২।

T No. 3: শুক্র ছাড়া প্রতিদিন ১৩-০০টায় গিয়ে সিপাহীজলা দেখিয়ে ১৭-০০টায় ফেরে রাজ্য পর্যটন। ভাড়া ৪০।

T No. 4: নীরমহল ও মাতাবাড়ি যাচ্ছে রাজ্য পর্যটন ৬২ টাকায়।

T No. 5: কমলাসাগর ও নীরমহল যাচ্ছে ৫২ টাকায়।

T No. 6: জম্পুইপাহাড় যাচ্ছে ২ রাতের অবস্থানে ২১৫ টাকায়।

T No. 7: জম্পুই-উনকোটি যাচ্ছে ২ দিনের প্যাকেজে ২৫৫ টাকায়।

Directorate of Information, Cultural Affairs & Tourism, Swetmahal, Gandhighat, Agartala-799001, ✆ (0381) 225930 থেকে বাস ছাড়ে এদের। অগ্রিম টিকিটও মেলে। আগরতলা ভ্রমণার্থীদের ১নম্বর ট্যুরটি বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। কমপক্ষে ১০ জন যাত্রী হলে বিশেষ ট্যুরের ব্যবস্থাও করে পর্যটন দপ্তর।

এছাড়া রাজ্য পর্যটন ১২ জনের দলে ৬ দিন ৫ রাত ১২৪০ ও ৪ দিন ৩ রাতের প্যাকেজ ট্যুরে ৫১৪ টাকায় ত্রিপুরা দর্শনের ব্যবস্থাও করে। শিশুদের (৫-১০) ২৫% রিবেট মেলে। এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্ট—যাতায়াত ও থাকা নিয়ে এদের ভাড়া। আগ্রহীদের উচিত হবে Tourist Information Centre, Tripura Bhawan, 1 Pretoria St, Calcutta-71, ✆ 2425703কে যোগাযোগ করা। দিল্লীতে—Resident Commissioner, Tripura Bhawan, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021, ✆ 3014607.

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ: ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে শহর থেকে ১০ কিমি দূরে অতীতের রাজপ্রাসাদটি ধ্বংস হতে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে এই প্রাসাদপুরী। ত্রিতলিকা প্রাসাদ শিরে গম্বুজ। আয়তনে যেমন বিরাট, স্থাপত্যও এর অভিনব। গ্রিক স্থাপত্যশৈলীতে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের হাতে তৈরি। চীনা রুমের সিলিং অনবদ্য। দু'টি জলাশয় সৌন্দর্য বাড়িয়েছে প্রাসাদের, মোগলি গার্ডেনের ধাঁচে বাগিচাও হয়েছে। প্রাসাদের চারপাশে লক্ষ্মী-নারায়ণ, উমা-মহেশ্বর, কালী, জগন্নাথ মন্দির। এদেরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। অতীতের রাজপুরীতে আজ ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা বসেছে। প্রাসাদের নবতম আকর্ষণ মিউজিক্যাল ফাউন্টেন অর্থাৎ বাজনার তালে তালে ঝরনার নৃত্য। রঙবেরঙের আলোর বর্ণালীও রমণীয়।

মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ : বটতলা থেকে ২ রুটের বাসে এক ঝলকে বেড়িয়ে আসা যায়—কলেজ টিলা। প্রাসাদ থেকে ৩ কিমি দূরে শহরের পূর্ব প্রান্তে এক টিলার ঢঙে সুন্দর পরিবেশে গড়ে উঠেছে কলেজ। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়ির পর বাড়ি। তৈরি যদিও মহারাজা বীর বিক্রমের হাতে, তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ১৯৪৭-এ। এর ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরির সংগ্রহ উল্লেখ্য। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও অভিনবত্ব আছে। ঝিলটিও পরিবেশকে মোহময় করে তুলেছে।

চতুর্দশ দেবতা বাড়ি : গোলবাজার থেকে ১ নম্বর রুটের বাসে খয়েরপুর নেমে বেড়িয়ে ফেরা যায়। আবার অটো বা ট্যাক্সিতেও দেখে নেওয়া যায় ১৪ দেবতার বাড়ি ও অতীত দিনের বিধ্বস্ত প্রাসাদ। শহর থেকে দূরত্ব ১০ কিমি। খুবই জাগ্রত এই দেবতারা। জুলাই মাসের শুক্লা সপ্তমীতে জাঁকালো উৎসব হয়। ত্রিপুরার জাতীয় উৎসব *খার্চির* রূপ নিয়েছে এই উৎসব। দেবতারা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে উপজাতিদের। সংখ্যায় চোদ্দ তারা, নামটিও তাই চতুর্দশ দেবতা বাড়ি। তবে শিব ও বুদ্ধ এই দুই দেবতা সারা বছরই অবস্থান করেন মন্দিরে। একটি নাটমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ নিয়ে মূল মন্দির—শিরে গম্বুজ। মূর্তি হয়েছে অষ্টধাতুর অর্থাৎ— *সোনা, রূপা, সীসা, কাঁসা, পিতল, লোহা, তামা*ও *দস্তার*মিশ্রণে। এছাড়াও উৎসব রয়েছে সারা বছর জুড়ে ত্রিপুরা রাজ্যে। চোদ্দ দেবতার দেশ বলেও পরিচিতি আছে ত্রিপুরার।

এছাড়া শহর পর্যটকদের কাছে কুঞ্জবনে রাজাদের অবসর বিনোদনের জন্য তৈরি মালঞ্চ-ও উল্লেখ্য। ১৯১৯এ রবীন্দ্রনাথও বাস করেন এই মালঞ্চ নিবাসে। অতীতে সুড়ঙ্গ পথও ছিল উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সাথে মালঞ্চের। আর আছে রাজভবন—অতীতের পুষ্পবন্ত প্রাসাদ তথা কুঞ্জবন। পথপাশে বুদ্ধমন্দির—বেণুবনবিহার, নেতাজী সুভাষ হাইস্কুল, পোস্ট অফিস, চৌমুহনীতে মিউজিয়ম, বাজার, বটতলায় বিদেশী পণ্যের পসরা—এদেরও আকর্ষণ কম নয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও বসেছে আগরতলায় ২রা নভেম্বর ১৯৮৭তে।

সিপাহীজলা: শহর থেকে ৩৫ কিমি দূরে ১৮.৫৩ বর্গ কিমি জুড়ে রূপ পেয়েছে সিপাহীজলা। অতীতে মহারাজা বীর বিক্রম উপঢৌকন দেন জলাসমেত এই জমি কোনো এক সিপাহীকে। নামটিও তাই সিপাহীজলা। সুন্দর আরণ্যক পরিবেশে কৃত্রিম লেক, ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, জ্যুলজিক্যাল ও বটানিক্যাল গার্ডেনের সমন্বয় ঘটেছে সিপাহীজলায়। তক্ষক, হুল্লোক, ভাল্লুক, চশমা বানর, কাঁকড়াভোজী নেউল, নীলগাই ছাড়াও নানান কিছু দেখতে মেলে। তেমনই সাপেদেরও স্বর্গরাজ্য সিপাহীজলা। পর্যটক বিনোদনে হাতি ও টয় ট্রেন চলছে। লেকের জলে বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রূপ দেওয়া মৃগ উদ্যানটিও যথেষ্ট পর্যটকপ্রিয় হয়ে পড়েছে। চলার পথে দু'পাশের রবার-বাগিচা ভ্রমণকে আরও মধুময় করে তোলে। পানপাতার মতো দেখতে গোলমরিচ গাছেরও চাষ হচ্ছে সিপাহীজলায়। স্থানীয়দের কাছে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ সিপাহীজলা। শহর থেকে এক ঘন্টার পথ। কনডাকটেড ট্যুরে বা ট্যাক্সি করে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে বেড়িয়ে নেওয়া

যায়।এছাড়া প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনে সরকারি বাস যাচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যায় শহর থেকে সিপাহীজলায়। তেমনই বটতলা থেকে সার্ভিস বাসে বিশালগড় পৌঁছে রিকশা বা অটোয় ৩ কিমি দূরের সিপাহীজলায় চলা যায়। থাকারও ব্যবস্থা আছে লেকের পাড়ে ১৩ বেডের *Abasarika Forest Lodge*-এ; অবু: Chief Conservator of Forest, Kunjaban, Agartala. বা Wildlife Sanctuary, Sepahijala ✆ (0381) 225649.

উদয়পুর: সিপাহীজলা থেকে ৩৫ আর আগরতলা থেকে ৪৫ কিমি দূরে উদয়পুর। কনডাকটেড ট্যুরে বা সার্ভিস বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। পথ গিয়েছে বিশ্রামগঞ্জ হয়ে। সোনামুড়া থেকে উদয়পুর সড়ক তৈরি কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন মহারাজ। অসুস্থ মহারাজ বিশ্রাম নেন এখানে। সেই থেকে জায়গার নাম হয় বিশ্রামগঞ্জ। যাত্রীদেরও বিশ্রাম দেয় গাড়ি বিশ্রামগঞ্জে।

২১ *দিনে ভারতের পূর্বাঞ্চল*

১ম দিন বিমানে আগরতলায় পৌঁছে শহর বেড়িয়ে নিন। ২য় দিন সিপাহীজলা-উদয়পুর-নীরমহল বেড়িয়ে আসুন। ৩য় দিন সকালে বাসে ধরমনগর পৌঁছে ট্রেনে/বাসে বা সরাসরি বাসে শিলচর পৌঁছে যান বা বিমানে চলুন শিলচর। ৪র্থ দিন শিলচর বেড়ানো, মিজোরামের ইনার লাইন পারমিট, বাস টিকিটের ব্যবস্থা ও ইম্ফলের এয়ার টিকিট করে রাখুন। আবার শিলং-ও যেতে পারেন শিলচর থেকে বাসে। ৫ম দিন সকালে রওনা হয়ে বিকালে আইজল। ৬ষ্ঠ দিন আইজলে কাটিয়ে ৭ম দিনে শিলচর ফিরুন। ৮ম দিন সকালের বিমানে ইম্ফল পৌঁছে শহর বেড়ানো ও কেনাকাটা। ৯ম দিন বিষ্ণুপুর বেড়িয়ে আসুন বাসে বাসে। ১০ম দিন ইম্ফল থেকে সকালে নাগাল্যান্ড রাজ্য সরকারের বাসে কোহিমা পৌঁছে শহর বেড়িয়ে নিন। ইনার লাইন পারমিট লাগে নাগাল্যান্ডে। ১১শ দিন বিকালের বাসে চলুন ডিমাপুর। ডিমাপুর থেকে রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে শিমুলগুড়িহয়ে ১২শ দিন সকালে শিবসাগর পৌঁছান। দিনে দিনে শিবসাগর বেড়িয়ে নিন। ১৩শ দিন সকালের বাসে জোড়হাট হয়ে কাজিরাঙ্গা পৌঁছান দুপুরে। ১৪শ দিন সকালে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান বেড়িয়ে সন্ধ্যায় গুয়াহাটি পৌঁছে যান। ১৫শ দিন সকালে কামাখ্যা ও শহর দর্শন। ১৬শ দিনে চলুন শিলং পাহাড়ে। চেরাপুঞ্জি বেড়িয়ে আসুন ১৭শ দিনে। ১৮শ দিন পায়ে পায়ে বেড়িয়ে কাটিয়ে ১৯তম দিনটিও বিশ্রাম নিন শিলং পাহাড়ে। ২০তম দিনে তুরা, মানস বা তেজপুর বেড়িয়ে নিতে পারেন গুয়াহাটি হয়ে বা শিলং পাহাড় থেকে সরাসরি টিকিট কেটে গুয়াহাটি/তেজপুর হয়ে ইটানগর চলুন ২০তম দিনে। ইটানগর থেকে বাসে বমডি-লা। বমডি-লা থেকে তাওয়াং বেড়িয়ে নিন। আবার পাশিঘাটেরও বাস মেলে ইটানগর থেকে। পাশিঘাট বেড়িয়ে মারকংশেলেক বা শিলাপাথার হয়ে গৃহাভিমুখী পথ ধরুন। ইনার লাইন পারমিট লাগে অরুণাচলে যেতে। অথবা ২০তম দিনে গুয়াহাটি-নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে ট্রেনে কলকাতা পৌঁছান ২১তম দিনে।

দিঘি আর মন্দির এই দুয়ে মিলে উদয়পুর। মন্দিরের শহর বলেও খ্যাতি আছে উদয়পুরের। অতীতের সব মন্দির আজ আর নেই। তবুও মন্দির রয়েছে উদয়পুরের পথে প্রান্তরে। তবে, কোনোটি তার পরিত্যক্ত, কোনোটিতে দেবতা আসীন; প্রত্যেকেরই দীনবেশ। দেবতাও শিব, দুর্গা, বিষ্ণু অর্থাৎ শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবধর্মের প্রতিভূ। উদয়পুর শহরের ৫ কিমি দূরে মাতাবাড়িতে অনুচ্চ পাহাড়ী টিলায় **ত্রিপুরা-সুন্দরী বা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির**। রাজ্যের নামটিও নাকি দেবীর নাম থেকে। তবে, দ্বিমতও আছে এই নাম নিয়ে। ত্রিপুরী ভাষায় *Tui* মানে জল, আর *Pra* হচ্ছে কাছে। অর্থাৎ *Tuipra* থেকেই নাকি *ত্রিপুরা* নামের উদ্ভব। দৃষ্টিনন্দন ৬টি বিশাল দিঘিও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে উদয়পুরের।

ইতিহাসগ্রাহ্য না হলেও **রাজমালা**-র মতে, যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর হাতে প্রতিষ্ঠা পায় রাজ্য। আর দ্রুহ্যুর পুত্র ত্রিপুর থেকেই নাকি রাজ্যের নামকরণ। নামও ছিল সেকালে রাঙামাটি। বাস পৌঁছায় মন্দিরের পাদদেশে। মহারাজা ধান্য মাণিক্য ১৫০১-এ তৈরি করেন এই মন্দির। বাংলার চালাঘরের আদলে ৭৫ ফুট উঁচু মন্দিরের শিরে স্তূপ—তার ওপর কলস। আর বজ্রাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের সংস্কার হয় ১৬৮১তে। অনেক কিংবদন্তী আছে এই মন্দিরকে ঘিরে। দেবতা এখানে কালী। কষ্টিপাথরে বিগ্রহ হয়েছে দেবীর। বিগ্রহও হয়েছে দুই মন্দিরে দুই। মূল দেবীমূর্তি ২ ফুট উঁচু ছোটি মা, দ্বিতীয় দেবী ৫ ফুটের। খুবই জাগ্রতা এই দেবী। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তেরা আসেন। পূজা হয় ১১—১২-০০টায়। ৫১ পীঠের এক পীঠও এই দেবী মন্দির। বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত সতীর ডান পা পড়ে এখানে। দীপাবলীতে জাঁকালো মেলা বসে। মন্দির লাগোয়া কল্যাণ সাগরে স্নানেও পুণ্য হয়। কনডাকটেড ট্যুরের বাস ১½ ঘন্টা অবস্থান করে মন্দিরে। আর লাঞ্চ-ব্রেক দেয় মন্দির দেখে ফিরে উদয়পুর শহরে। নিয়মিত বাস সার্ভিসও আছে আগরতলা থেকে উদয়পুরের। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Gouri H, Joy Govinda H. Udaipur DB*, শহর থেকে ৮ কিমি দূরে *Peratia FRH*-এ উদয়পুরে। আর আছে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের *Matabari Pantha Niwas*, Matabari, Udaipur, ✆ (03821) 22432, বেড ৩০ ̲হারে।

অষ্টাদশ (১৭৮৪ খ্রি) শতকে শামসের গাজির আক্রমণের আগে উদয়পুরই ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। ১৭৭০এ কৃষ্ণ মাণিক্যের হাতে পুরাতন আগরতলায় রাজ্যপাট স্থানান্তরের সাথে অতীতও ধ্বংস পায় গাজির হাতে। তবে, ১৮৩০এ আবার উদয়পুর জয় করে নেন মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্য। লাঞ্চ অন্তে উৎসাহীরা ৩ কিমি দূরে গুমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে টিলার টঙে মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যের তৈরি বিধ্বস্ত ভুবনেশ্বরী মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। মন্দিরের অদূরে অতীতের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আজও দেখে নেওয়া যায়। ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণে জরাজীর্ণ বিষ্ণুমন্দির, গুণবতী মন্দিরেও দেবতা বিষ্ণু, পথেই পড়ে পীরের সমাধি। তবে, পায়ে হাঁটা পথ। তাই ভুবনেশ্বরী বা প্রাসাদ না গিয়ে জগন্নাথ দিঘি, দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে

বিধ্বস্ত জগন্নাথ মন্দির, বিজয়সাগরের তীরে ত্রিপুরেশ্বরীর ভৈরব অর্থাৎ শিব মন্দির (বলিরও প্রথা আছে শিব তথা ভৈরব মন্দিরে), দেবতাহীন চতুর্দশ দেবতার মন্দির ছাড়াও নানান মন্দিরের সাথে শহর দেখে বিশ্রাম নিন বাসে।

নীরমহল : উদয়পুর থেকে ৩৯ আর বাংলাদেশ সীমান্ত শহর সোনামুড়া থেকে ৮ কিমি দূরে রুদ্রসাগর লেকের দ্বীপে গড়ে উঠেছে নীরমহল প্যালেস। ৫০ কিমি দূরের আগরতলা থেকেও নিয়মিত বাস আসছে। চলতি শতকের প্রথম ভাগে মহারাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের হাতে তৈরি হয় নীরমহল বা প্যালেস অব ওয়াটার— প্রমোদভবন রূপে। নামকরণ রবীন্দ্রনাথের। চারপাশে জল টল-টল নীরমহল। আধ ঘন্টার জলপথ। ৮ যাত্রীর ফেরি নৌকা যাচ্ছে, যাতায়াত ভাড়া ৭ প্রতি জনা। অপেক্ষাও করে নৌকা নীরমহলে। অতীতে জলযান পৌঁছত প্যালেসের অন্দরমহলে। বিজলি বাতিও জ্বলত সেকালে। নীরমহলের জলে সূর্যাস্তের দৃশ্যও নয়নাভিরাম। তবে খুবই পরিতাপের বিষয়, অযত্ন আর অবহেলায় এই নয়নাভিরাম বিলাসবহুল নীরমহল আজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। চরও জাগছে জল সরিয়ে রুদ্রসাগরে। পর্যটক মাত্রই হতাশার নিঃশ্বাস ফেলেন এই ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে। চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। টিকিটও লাগে ২ শিশু ১ নীরমহল দর্শনে। থাকার জন্য আছে রাজ্য পর্যটনের ৪৪ বেডের *Sagarmahal Tourist L*, Melaghar, Sonamura, ✆ 225930. SAB ৫০ DAB ৮০ ডর্মি বেড ৩০ A/c D ১৫০ টাকায়। আহারও মেলে লজের ক্যান্টিনে।

ডম্বুর ফলস : ত্রিপুরা পর্যটকদের কাছে ডম্বুর ফলসের আকর্ষণ বহুবিধ। পাহাড় থেকে নামছে ঝরনা—গুমতী নদীর মুখে। জলের নিনাদে মৃদঙ্গের সুর বাজে। খুবই নয়নাভিরাম এ-দৃশ্য। পথশোভাও সুন্দর। পাশেই গুমতীর উৎস —গৌমুখ বা তীর্থমুখ। প্রবাদ, বিষ্ণুর পদচিহ্ন রয়েছে তীর্থমুখে। স্নানে পুণ্য হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে উপজাতিদের ৩ দিনের *খার্চি* উৎসব—সেও আর এক রমণীয়। মেলা বসে জাঁকালো। দূর-দূরান্ত থেকে জাতীয় সাজে সজ্জিত হয়ে উপজাতীয়রা আসে উৎসবে।

আগরতলা থেকে ১১০ কিমি দূরে ত্রিপুরার প্রথম হাইডেল প্রোজেক্টটিও রূপ পেয়েছে গুমতীতে। বাঁধ পড়েছে, তৈরি হয়েছে কৃত্রিম লেক ৪০ বর্গ কিমি জুড়ে। লেকের জলে ৪৮টি দ্বীপ। লিচু, আনারস, নারকেল, কমলার চাষ হচ্ছে অরণ্যময় দ্বীপ থেকে দ্বীপে। অস্তমিত সূর্য রাঙিয়ে তোলে ডম্বুরকে। সেও এক মনোহর দৃশ্য। লেকের জলে মিষ্টি-মধুর তান। দেশী নৌকা ও মোটর বোটের ব্যবস্থা আছে। চাঁদনী রাতে ভেসে পড়ুন ঢেউ তোলা স্বচ্ছ নীল লেকের জলে। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত রূপ পাচ্ছে ডম্বুর। *কাফেটেরিয়া* হয়েছে ৪ কিমি দূরে নারিকেল কুঞ্জে ছাওয়া লেকের এক দ্বীপে। আর হয়েছে *Mandirghat Tourist Complex* তীর্থমুখের বোট-ঘাটে ; অবু: Dy Director— Tourism, Agartala, ✆ 225930. আর যতনবাড়িতে আছে *Raima Tourist Lodge*, Jatanbari, DAB ৮০ A/c D ১৫০; *FRH* ও *IB*. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বরণীয় করে রেখেছেন গুমতীকে তাঁর বিসর্জন নাটকে। গুমতীর অন্যতম আকর্ষণ ত্রিপুরার বৃহত্তম অভয়ারণ্য ৩৮৯.৫৪ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত গুমতী অভয়ারণ্যে বাইসন, বন্য শুয়োর ছাড়াও নানান জন্তু-জানোয়ার দর্শন।

আগরতলা থেকে বাসে উদয়পুর গিয়ে উদয়পুর থেকে আবার নতুন করে বাসে অমরবাড়ি হয়ে যতনবাড়ি পৌঁছান। মহকুমা সদর **অমরপুরে**ও রাজধানী বসে ১৫৩তম মহারাজা অমর মাণিক্যের। পুরোনো কেল্লা, চণ্ডীমন্দির, রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে মেলে। আর আছে বিশালাকার দুই দিঘি—অমরসাগর ও ফটিকসাগর অমরপুরে। অমরপুর থেকে ২২ কিমি যেতে **যতনবাড়ি**। গুমতীর কাঁধে ভর দিয়ে আরও ৭ কিমি দূরে চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা বিশালাকার কুণ্ড গৌমুখ বা **তীর্থমুখ**। তীর্থমুখ থেকে ৩ কিমি গাড়ির পথে মন্দিরঘাট। মন্দিরঘাট থেকে মোটরবোট/দেশী নৌকায় ঘন্টা দু'য়েকে ডম্বুর লেকের নারিকেলকুঞ্জে পৌঁছান। ত্রিপুরা ট্যুরিজমের *Tourist Lodge*ও হচ্ছে নারিকেলকুঞ্জে ছাওয়া দ্বীপে। যতনবাড়ি থেকে নিয়মিত যানের অভাব। PWD ও Project-এর গাড়ি চলার পথে যাত্রী নিয়ে চলে। তবে, আগরতলা থেকে ৫০০ টাকায় ট্যাক্সি নিয়েও সিপাহীজলা, উদয়পুর, ডম্বুর, নীরমহল বেড়িয়ে ফেরা যায় দিনে দিনে। কনডাক্টেড ট্যুরেও দেখে নেওয়া যায় ডম্বুর ছাড়া ত্রয়ী।

যতনবাড়িতে থাকারও নানান ব্যবস্থা। শতাধিক বেডের *Inspection Bungalow*, অবু: The Sub-Divisional Officer, IB-Power and Electric Supply, Govt of Tripura, Jatanbari, Amarpur Sub-Division, Tripura (South), 799101.

পিলক: ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রত্নরত্ন ভাণ্ডার পিলক। উদয়পুর থেকে ২৬, আগরতলা থেকে ১০০ কিমি দূরে ৮ থেকে ১০ শতকের হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের সন্ধান মিলেছে পিলকে। পূর্ব ও পশ্চিম পিলকে ছড়িয়ে আছে অমূল্য সব প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য। তবে, অযত্ন আর ঔদাসীন্যে হারিয়ে যেতে বসেছে পোড়ামাটির অমূল্য রতন—নানান টেরাকোটার মন্দির, স্তূপ, ৮ হাতের শক্তি, নৃসিংহ, অবলোকিতেশ্বর, প্রাচীন মুদ্রা ছাড়াও নানানকিছু। আরাকান, বার্মিজ স্থাপত্যেরও নিদর্শন মেলে পিলকের ভাস্কর্যে। আগরতলা মিউজিয়মেও দেখতে মেলে পিলক সম্ভার। বাস যাচ্ছে আগরতলা থেকে। থাকার নিকটতম ব্যবস্থা মেলে *Belonia DB* ও *PWD IB*-তে। তেমনই খোয়াইও বেড়িয়ে ফিরতে পারেন আগরতলা থেকে সকালের বাসে গিয়ে দিনে দিনে। উচিত হবে আখাউরা রোড ধরে রিকশা বা পায়ে পায়ে ৩ কিমি গিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত দেখে নেওয়া।

কসবা: অতীতের কমলাসাগর আজ হয়েছে কসবা। সাময়িকভাবে রাজ্যপাটও বসে কমলাসাগরে। শহর থেকে ২৭ কিমি দূরে ১৫ শতকে মহারাজা ধান্য মাণিক্যের কাটা বিশালাকার লেক কমলাসাগর। লেকের পাড়ে টিলার টঙে

১৬ শতকের মন্দিরে বেলে পাথরের দেবী মহিষাসুরমর্দিনী কালী রূপে পূজা পান। শহর থেকে সার্ভিস বাস বা প্যাকেজ ট্যুরে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

ব্রহ্মাকুণ্ড: শহর থেকে ৪৮ কিমি উত্তরে ব্রহ্মাকুণ্ড। আগরতলা-সিমনা বাস যাচ্ছে ব্রহ্মাকুণ্ড হয়ে। চা বাগিচার মাঝ দিয়ে পথ, পথশোভা সুন্দর। লর্ড শিবের মন্দিরের জন্য ব্রহ্মাকুণ্ডর প্রসিদ্ধি। তেমনই এপ্রিল ও নভেম্বরের উৎসবেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই ব্রহ্মাকুণ্ডে।

তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি: বেলোনিয়া থেকে ১৮ কিমি দূরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় জল আর জঙ্গলে ১৯০.৭ বর্গ কিমি জুড়ে তৃষ্ণা বন্য জন্তু সংগ্রহালয় আর এক দ্রষ্টব্য। বানরের রকমফের তৃষ্ণার বিশেষত্ব। চশমা বানর, সোনালী বানর, লজ্জাবতী বানর, গুহাবানর, অসমিয়া বানর, উল্লুক ছাড়াও নানান জন্তু-জানোয়ারের বাস। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *FRH*-এ তৃষ্ণায়। অবু: Chief Wildlife Warden, Agartala.

দেবতামুড়া: আগরতলা থেকে বাসে ৯০ কিমি দূরের অমরপুর পৌঁছে নৌকায় গুমতীর জলে যাতায়াতে ঘন্টা ছয়েকে দেখে ফেরা যায় ১৫-১৬ শতকের অভিনব ভাস্কর্যের সম্ভার। গুমতীর তীরে ক্যানভাস হয়ে বেলে পাথরের অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড় খুদে মূর্ত হয়েছে হিন্দু পুরাণের নানান দেব-দেবীর সাথে তদানীন্তন সমাজ-জীবন, ৪০ ফুট উঁচু ক্যানভাসে শিব-বুদ্ধ-নরসিংহ—তিন দেবমূর্তি। স্বল্প যেতে সমান্তরাল ৩ সারিতে ৩৭টি ভাস্কর্যে অভিনবত্ব আছে। বৈচিত্র্য আছে ষণ্ডপৃষ্ঠে শিব, পাছরা (ত্রিপুরী বসন) পরিহিতা দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার ভাস্কর্যে। তবে, কালের কবলে আর অনাদরে আজ ধ্বংসের কাল গুনছে মধ্যযুগের এই অমূল্য ভাস্কর্য। আগ্রহীদের উচিত হবে যাতায়াতে ১ রাত অমরপুর বা উদয়পুরে অবস্থান করে দেবতামুড়া দর্শনে চলা। অমরপুরে *ডাকবাংলো* আছে। আহারও মেলে চৌকিদারের ব্যবস্থাপনায়। অবু: SDO, Amarpur, Tripura South, PC-799101. আর আছে প্রাইভেট হোটেল উদয়পুরে।

ঊনকোটি

ত্রিপুরা রাজ্যের আর এক দিগন্ত পড়ে রয়েছে ধর্মনগরকে ঘিরে ত্রিপুরার উত্তর-পশ্চিমে। আগরতলা থেকে ৮-৩০-এর বাসে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর কৈলাশহর পৌঁছে, কৈলাশহর থেকে ধর্মনগরের বাসে আরও ১০ কিমি গিয়ে ঊনকোটি। আগরতলা থেকে দূরত্ব ১৭৫ কিমি। আবার সকাল ৫-৪৫, ৬-০০, ৬-০৫, ৭-০০, ১০-০০, ১৩-০০টার বাসে আগরতলা থেকে ধর্মনগর গিয়েও কৈলাশহরের বাসে ঊনকোটি চলা যায়। এ-পথের দূরত্ব আগরতলা থেকে ধর্মনগর ২০০আর ধর্মনগর থেকে ঊনকোটি ১৯ অর্থাৎ ২১৯ কিমি। ঘন্টা সাতেকের পথ। নিকটতম রেল স্টেশন কুমারঘাট থেকে ডানহাতি পথ গিয়েছে জাতীয় সড়ক-৪৪ ছেড়ে ঊনকোটির। আগরতলা থেকে জাতীয় সড়ক চলেছে অসমে। তেলিয়ামোড়, আঠারমুড়া, লঙতরাই—তিন পাহাড় পেরুতে পথ নিয়েছে সর্পিলাকার। ঘন ঘন বাঁক, বিশেষ করে আঠারমুড়ায় বাঁকের আধিক্য। বমি এপথে সংক্রামক হয়ে দেখা দেয় যাত্রীদের। তাই একটি অ্যাভোমিন খেয়ে বাসে ওঠা উচিত হবে।

কোটি থেকে এক কম অর্থাৎ ঊনকোটি—মাহাত্ম্যে দেবী কালীর কোটি তীর্থের পরেই এর স্থান। ৪৫ মি উঁচু রঘুনন্দন পাহাড় কেটে খোদিত ও প্রোথিত মূর্তিময় পুণ্য হিন্দুতীর্থ ঊনকোটি। অতীতে নাম ছিল এর ছাম্বুল। শাল, সেগুন, দেবদারু আর আগরে ছাওয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের (৮-৯ শতক) অরণ্যময় এই শৈব তীর্থে পুবো পাহাড়টাই ভাস্কর্যময়। মূর্তি হয়েছে শিব, হরগৌরী, সিংহবাহিনী দুর্গা, পঞ্চমুখী শিব, বিষ্ণুপদ, ৩০ ফুট মুখমণ্ডলের বিশালাকার কালভৈরব-বাসুদেব, রাম-লক্ষ্মণ, হনুমান, গণপতি ছাড়াও নানান পৌরাণিক দেব-দেবীর সারা পাহাড় জুড়ে। ১২ মি উঁচু জটাজুটধারী শিব এখানে কালভৈরব নামে খ্যাত। অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন ৩ মি দীর্ঘ শিবের নিখুঁত জটা আজও অনবদ্য। শিবের বাহন ৩ ষাঁড়ের মূর্তি মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে। এলাকা থেকে পাওয়া নানান শিলামূর্তিও রয়েছে পাহাড় চুড়োয়। তেমনই বেগবতী ঝোরা নামছে পাহাড় থেকে। ঝোরার জলে সৃষ্ট শিব, সতী ও ব্রহ্মাকুণ্ডর জলে স্নানে পুণ্য হয়। আর আছে উষ্ণ প্রস্রবণ এক। বসন্তে মেলা বসে অশোকাষ্টমী তিথিতে। শিবরাত্রি, মকর সংক্রান্তিতেও পুণ্যার্থীরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। অদূরে গহন জঙ্গলে ৩ ফুট উঁচু চার মুখের শিব রয়েছেন। কিংবদন্তী, কৈলাস থেকে কাশী যাবার পথে পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত দেবতাদের অনুরোধে পারিষদবর্গসহ শিব বিশ্রাম নেন এখানে। পরদিন যাত্রার সময় পেরিয়ে যেতেও দেবতারা ঘুমে কাতর। শিব ব্রাহ্মমুহূর্তে কাশীর পথে রওয়ানা দিলেন একা। বাকিরা দিবাকরের আবির্ভাবে পাখিদের কলরব শুনে পাষাণে রূপান্তরিত হয়। সেই থেকে *কৈলাস হর* কালে কালে কৈলাশহর। দ্বিমতে, রাজ পরিবারের ইতিহাস রাজমালায় মেলে—স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্থানীয় ভাস্কর কালু কামার এক রাতের মধ্যে রঘুনন্দন পাহাড়ে ১ কোটি দেব-মূর্তি করে নব কাশীধাম গড়তে গিয়ে কম থেকে যায় এক। আর্য-অনার্য দেবতারা মিলেমিশে এক হয়েছেন এখানে। তবে, ১৮৯৭ ও ১৯৫০এর ভূমিকম্পের সাথে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঊনকোটি আজ ধ্বংসের কাল গুনছে।

ঊনকোটিতে হোটেল নেই। তবে, ত্রিপুরা পর্যটনের *Unakuti Tourist Lodge* (Hulplongcherra), DAB ৮০ আছে। আর কৈলাশহরে *Sri Krishna, Sri Durga, Tripureswari H, Shova H* ছাড়াও *CH, DB, FRH* ত্রিপুরা ট্যুরিজমের *উত্তরমেঘ পর্যটক নিবাস* আছে। আহারে *শোভা হোটেলটি* ভালই।

জম্পুই পাহাড়

ঊনকোটি বেড়িয়ে ধর্মনগরের বাসে প্যাঁচারথল

পৌছান। প্যাঁচারথল থেকে বাস, অটো বা জিপে কাঞ্চনপুর *PWD IB*তে পৌছে রাতের বিশ্রাম। পরদিন জিপে চলুন চির বসন্তের দেশ জম্পুই পাহাড়ে। চলার পথে উৎসাহীরা বৌদ্ধ মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন প্যাঁচারথল-এ। আগরতলা থেকেও সরাসরি বাস মেলে জম্পুই পাহাড়ের।

আগরতলা থেকে ২৫০ কিমি দূরে ৩০০০ ফুট উঁচুতে চির বসন্তের দেশ জম্পুই পাহাড়। ৬টি পাহাড় নিয়ে জম্পুই। লুসাইদের বাস, ধর্মে খ্রিস্টান এরা, পাশ্চাত্যের ভাবধারায় গড়ে উঠেছে এদের সমাজ-জীবন। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোহর। শীতের আগমনে ঝলমলে সাজ পরে জম্পুই পাহাড়। পাহাড়ী ঢালে ঢালে গাছে গাছে থরে থরে রঙ ধরে কমলায়। রঙবেরঙের অর্কিড আর আদিগন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে হাত মেলায় লুসাই মেয়েদের রঙ-বেরঙের জাতীয় সাজ। গান ধরে খুশির নেশায়। সবুজে মোড়া চির বসন্তের দেশ জম্পুই-এর তুলনা হয় না। উদ্যোগের অভাবে পর্যটক কম। থাকার জন্য ভাল হোটেলেরও অভাব জম্পুই পাহাড়ে। তবে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের *Eden Tourist Lodge*, Vanghmun, Jampui Hills, ✆ (03824) 225930, DAB ৮০; *সাধারণ হোটেল, DB* ও *FRH* আছে। সূর্যোদয়ও সুন্দর দৃশ্যমান ইডেন লজ থেকে। আর সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখুন ভাঙ্গমুন হেলিপ্যাড থেকে। আর হয়েছে *Uttarayan Pantha Niwas*, near Rail Stn, ডর্মি বেড ৩০ কুমারঘাটে। জম্পুই পাহাড়ের Vanghmun এবং Phuldunsai-তেও *Tourist Lodge* হয়েছে রাজ্য পর্যটনের। ভাঙ্গমুন থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই সুন্দর। তেমনই মিজোরামও দৃশ্যমান ভাঙ্গমুনে। আরও উত্তরে পাহাড় শিরে ফুলডুঙ্গসাই—মিজোতে অর্থ তার লম্বা ঘাসের বন। পথ গিয়েছে ফুলডুঙ্গসাই থেকে মিজোরামের আইজলে। বাংলাদেশ সীমান্তও মিলেছে এসে বেতলিঙ-সাই-এ। দেবতাও রয়েছেন বেতলিঙ শিব পাহাড়ে। আবার জম্পুই পাহাড় বেড়িয়ে দিনে দিনে ধর্মনগরে ফেরাও যেতে পারে। *হোটেল মন্দিরা, হোটেল এ কে, রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে ধর্মনগরে। আর আছে *H Sun*, D ১৫০ ডর্মি বেড ৪০ থেকে। রাজ্য পর্যটনের *Uttarmegh T L*, Hulplong-cherra, D ৮০ হয়েছে শহর থেকে ২ কিমি দূরে ধর্মনগরে।

আর কুমারঘাট রেল স্টেশনের অদূরে *Wayside Amenity*, Pabiacherra-য় চার বেডের ঘরে ডর্মি প্রথায় বেড ৩০ গড়েছে ত্রিপুরা ট্যুরিজম।

তবে, পূর্ব ভারত ভ্রমণার্থীরা দিনের প্রথম ৩টি বাসে (৫-৪৫, ৬-০০, ৬-০৫) আগরতলা থেকে ধর্মনগর পৌছে ১৫-০৫এর প্যাসেঞ্জারে ২১-০০টায় শিলচর পৌছান বা ১৭-৪৮এ করিমগঞ্জ পৌঁছে ট্রেন, বাস বা শেয়ার ট্যাক্সিতে শিলচর চলুন। রেলে ঘন্টা তিনেক, ট্যাক্সিতে দু'ঘন্টার পথ করিমগঞ্জ থেকে শিলচর। তবে, আগরতলা থেকে ৬-০০টায় সরকারি ও বেসরকারি বাসও যাচ্ছে ১০ ঘন্টায় শিলচরে। রাতেও যাচ্ছে বাস এপথে। পরদিন সকালের বাসে মিজোরাম চলুন শিলচর থেকে।

মিজোরাম

মি হচ্ছে মানুষ, *জো* মানে উচ্চভূমি বা পাহাড় আর *রাম* অর্থ দেশ। মি-জো-রাম—লুসাই ভাষায় অর্থ তার পাহাড়ী মানুষের দেশ। তিনটি জেলা নিয়ে মিজোরাম। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিস্তৃতি, গড় উচ্চতা ৯০০ মিটারের মতো। উত্তরে অসম, উত্তর-পুবে মণিপুর, দক্ষিণ-পুবে মায়ানমার (বার্মা) আর পশ্চিমে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও বার্মার সাথে ১০০৮ কিমি জুড়ে মিজোরাম সীমান্ত। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে *লু* অর্থাৎ উপজাতিদের বাস। ১৭ শতকের শেষে বা ১৮ শতকের গোড়ায় ব্রহ্মদেশের শান রাজ্য থেকে কয়েকটি *লু* এসে ডেরা বাঁধে পশ্চিম সীমান্তের চীন পাহাড়ে। কালে কালে আরও পশ্চিমে গড়ে তোলে বসতি এরা। সংখ্যায় এরা *সে* অর্থাৎ *লু সে* = দশ উপজাতি। আরও পরে লুসে হয় লুসাই। মূলত মিজো, পাওয়ি, লাখের ও চাকমা সম্প্রদায়ের বাস। অতীতের অসম রাজ্যের এক জেলা লুসাই পাহাড়কে নিয়ে গড়ে উঠেছে মিজো হিলস ডিস্ট্রিক্ট ১৯৫৪য়। ১৯৫৫য় গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত হয় গ্রাম পরিষদ সেদিনের মিজো পাহাড়ে। লুসাইরাও আজ মিজো নামে গর্ব বোধ করে। নানান কিংবদন্তীও আছে *লুসেদের* ঘিরে। যেমন যুদ্ধপটু, তেমনই কষ্টসহিষ্ণু এরা। অতীতে ব্রিটিশরাজও পর্যুদস্ত হয়েছে বার বার এদেরই হাতে। স্বাধীনচেতা এরা।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ঘৃতাহুতি দেয় এদের পৃথক রাষ্ট্রের লিপ্সাকে। দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে লালডেঙ্গার গড়া রিলিফ দল মিজো ন্যাশানাল ফেমিন ফ্রন্ট থেকে ফেমিন ছেঁটে ১৯৬১-র ২২শে অক্টোবর মিজো ন্যাশানাল ফ্রন্ট বা এম এন এফ রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব। ১৯৬৬র ১লা মার্চ ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন মিজোরাম রাষ্ট্রের দাবিতে এম এন এফ। সামাল দেয় ভারতীয় জওয়ান। নিষিদ্ধ হয় এম এন এফ। ১৯৭২-এর ২১শে জানুয়ারি অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউনিয়ন টেরিটরির মর্যাদা পায় মিজোরাম। তবুও বারুদের গন্ধ মেলায় না বাতাস থেকে। অবশেষে দীর্ঘ ২০ বছরের অশান্ত মিজোরাম ১৯৮৬র ৭ই আগস্ট সংবিধান সংশোধনী বলে অনুমোদন পেয়ে ১৯৮৭র ২০শে ফেব্রুয়ারি ভারত রাষ্ট্রের ২৩তম রাজ্যরূপে গড়ে ওঠে। পৃথক রাষ্ট্রের দাবি ছেড়ে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে প্রথম নির্বাচনও হয় ১৯৮৭-র ১৬ই ফেব্রুয়ারি। মিজো ন্যাশানাল ফ্রন্টের নেতা লালডেঙ্গার নেতৃত্বে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা। পরিতাপের বিষয় লালডেঙ্গা আজ লোকান্তরিত।

মনোরম প্রকৃতির মাঝে বর্ণময় সংস্কৃতির দেশ মিজো-রাম। প্রকৃতি অতি নিপুণ হাতে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে মিজোরামকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। তবে, জলাভাব আছে সারা মিজোরামে। প্রতিটি বাড়িতে নল নেমেছে টিনের চাল থেকে রিজার্ভারে। বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখে এরা। সেই জলেই চলে সারা বছর। বনজ সম্পদেও খুবই সমৃদ্ধ মিজোরাম। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল। তেমনই আছে নানান রকম আয়ুর্বেদিক গাছপালা মিজোরামের পাহাড়ে। মিজোরামের আদা দূর দূরান্তের রান্নাঘরে পৌঁছাচ্ছে আজ। আর আছে দুষ্প্রাপ্য সব অর্কিড ও বনজ ফুলের বাসর। 'বটানিস্টস প্যারাডাইস' নামেও প্রসিদ্ধি আছে মিজোরামের। তিন শতাধিক প্রজাতির প্রজাপতিও দেখতে মেলে মিজোরামে। শুধু নানান বর্ণের প্রজাপতি আর পাখিই নয় ফুলও ফোটে নানান বর্ণের নানান ধর্মের মিজোরামে। তেমনই রঙ-বেরঙের উপজাতিও দেখতে মেলে মিজোরামের গ্রামে-গঞ্জে।

নাগাল্যান্ডের মতো মিজোরামেও প্রতিটা গ্রামে একটি করে যুদ্ধশিবির অর্থাৎ *জোলবুক* ছিল অতীতে। বাড়ির যুবকেরা জোলবুক থেকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষা নিত। প্রতিটা জোলবুকের প্রবেশ পথে বাঁশের পোলে নরমুণ্ড ঝোলানো। আর নরমুণ্ডের সংখ্যাধিক্যে জোলবুকের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই হত। আজও সেলিং (Seling)-এ দেখতে মেলে অপূর্ব শিল্পকর্মের নিদর্শন মিজো শৈলীতে গড়া বাঁশের বাড়িঘর। পুরো বাড়িটাই বাঁশে তৈরি—মেঝে, দেওয়াল, চাল এমনকি আসবাবপত্রও বাঁশের। মিজোরামের আর এক কৃষ্টি ইয়ং মিজো অ্যাসো-সিয়েশন অর্থাৎ অরাজনৈতিক YMA সৃষ্টি। মিজোরামের প্রতিটা গ্রামে এদের শাখা মেলে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে এদের অবদান উল্লেখ্য।

সীমান্তবর্তী রাজ্য—তাই প্রবেশাধিকারও সীমিত মিজোরামে। Inner Line Permit লাগে মিজোরামে যেতে। ভারতীয় পর্যটকদের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই পারমিট পেতে। ২ খানা পাসপোর্ট সাইজ ফটোসহ নির্ধারিত ফর্মে সকালে দিয়ে বিকালে সংগ্রহ করা যেতে পারে চলার পথে শিলচরে —Liaison Officer, Mizoram House, Rangir Kharia, Sonai Rd, Silchar-5, Assam, PC-788005, ✆ 20142 বা Christian Basti, G S Rd, Guwahati-5, ✆ 564626 বা Tripura Castle Rd, Shillong-793003, ✆ 225068 বা Mizoram House, Circular Rd, Chanakyapuri, New Delhi-110021, ✆ 3016408 বা Teen Murti Lane, ✆ 3016697. পারমিট ফি পাঁচ টাকা লাগে। আর IAC-র যাত্রীরা নাম, বয়স, পিতার নাম, ঠিকানা, ২ কপি পাসপোর্ট ফটো স্বাক্ষরান্তে, ৫ ফি সহ নির্ধারিত ফর্মে লিখে যাবার কারণ ও থাকার সময়-সীমা জানিয়ে সোম থেকে শুক্রবার ১১—১২-৩০টায় Deputy

Director of Supply, Govt of Mizoram, 24 Old Ballygunge Rd, Calcutta-19, ✆ 4757034 বা Mizoram House, Salt Lake City, Block-IB, Plot 168, Sector 3, Calcutta-700091, ✆ 3343209-কে জমা দিয়ে পরদিন ১৫—১৬-০০টায় ILP পেতে পারেন। তবে, ভারত সরকারের কর্মীদের আইডেনটিটি কার্ড ILP-র পরিবর্তরূপে গ্রাহ্য। আর বিদেশীদের কমপক্ষে ৪ জনের দলের Restricted Area Permit পেতে Resident Commissioner, Chanakyapuri, New Delhi-21 বা Ministry of Home Affairs—Govt of India-কে লিখুন।

মিজোরাম ◻ রাজধানী: আইজল। আয়তন: ২১০৮১ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৬৮৯৭৫৬। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.৮০%। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ১৯২৪৬০। বৃদ্ধির হার: ৩৮.৯৮%। পুরুষ: ৩৫৬৬৭২। নারী: ৩২৯৫৪৫। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৩৩। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯২৪। প্রধান ভাষা: মিজো। সঙ্গে চলে ইংরেজি। সাক্ষরের হার: ৮৭.৪৯%। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৪০৭৭.০০ টাকা (১৯৮৭-৮৮)। তাপমান: শীতে ১০.৮-২১.৩° সে, গ্রীষ্মে ২০.৩৮-২৯.৮° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। বর্ষার ব্যাপ্তি বেশি। মে থেকে অক্টোবর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে বৃষ্টি হয় মিজোরামে। বৃষ্টির গড়: ২৫৪ সেমি। তবে, আইজলে ২০৮ সেমি, লুঙ্গলেই ৩০৮ সেমি। শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য কম। শীতে যেমন বৃষ্টি নেই—বরফও পড়ে না মিজোরামে। বেড়াবার মরসুম সারাবছর হলেও অক্টোবর থেকে মার্চ মনোরম। আর জুন-সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি এড়িয়ে চলা উচিত হবে মিজোরাম ভ্রমণে।

৫ দিনে এককভাবে বা পূর্ব ভারতের সঙ্গে জুড়ে মিজোরাম বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

মিজোদের বিশ্বাস ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে আপার বার্মা থেকে আসে এরা বসবাসের জন্য। তারও আগে দক্ষিণ-পশ্চিম *চীন থেকে বার্মায় এসে বসতি গড়ে পূর্বপুরুষরা।* মঙ্গোলিয়ানদের উত্তরপুরুষ এরা। দ্বিমতে ইহুদি রাজা মেনাসিয়া খ্রিপূ ৬৮৭-৫৪২ অ্যাসিরীয় আক্রমণে পারস্যে গিয়ে বসতি গড়ে। দীর্ঘ পরে আলেকজান্ডারের আক্রমণে খ্রিপূ ৩১৩য় পারস্য ছেড়ে আফগানিস্থানে যায় ইহুদিরা। আরও পরে খ্রিপূ ২৩১এ চীনে যায় এরা। চীন থেকে বার্মা ঘুরে থিতু হয় ভারতের অসমে। তবে নানান সম্প্রদায়ের উপজাতির বাস। আরও পরে ১৮৯১-এ ব্রিটিশের আগমনে খ্রিস্টিয় প্রভাবে সংস্কারমুক্ত হয় এরা, প্রসার পায় শিক্ষাদীক্ষা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুরাগী ও অনুসারীও বটে মিজোবাসী। আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র এবং মার্জিত—অতিথি-বৎসলও এরা। জুম চাষ জীবিকা এদের। আজও এদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কমিউন প্রথায় উৎসব হয়। ধর্মে ৯৫% খ্রিস্টান —মাতা মেরী ও যীশু এদের উপাস্য দেবতা। মুখের ভাষা মিজো—লেখার মাধ্যম রোমান স্ক্রিপ্ট। মেয়েরা পোঁয়ান পরে লুঙ্গির মতো করে, অনেকটা বার্মিজ ঢঙে। তবে, বৈচিত্র্য আছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে। এরা ধর্মে যেমন বৌদ্ধ, মুখের ভাষাও তেমন বাংলা। বোধিসত্ত্ব ও হিন্দুর দেবী গঙ্গা, লক্ষ্মী ছাড়াও নিজস্ব আদি দেবতা সুগোলঙের উপাসক এরা। বিবাহ প্রথাতেও বৈচিত্র্য আছে মিজো সমাজে। তরুণরা বেরিয়ে পড়ে *নুলারিম* অর্থাৎ দয়িতার খোঁজে। খুঁজে পেতে অভিভাবকরা এগিয়ে আসেন। ছেলে পক্ষের কনে-পণ দেওয়ার প্রথা। বিচ্ছেদও অতি সহজে মেলে—আর পছন্দ নয় বললেই পাট চোকে এদের। কনেও পারে বিচ্ছেদ আনতে—সেক্ষেত্রে কনে-পণ ফেরত দেওয়া রীতি। সঙ্গীতপ্রিয় এরা। মিজো মেয়েদের *চেরো* (*Cheraw*) নাচেরও প্রশস্তি আজ সারা ভারত জুড়ে। বাঁশ চৌকো করে সাজিয়ে তারই ফাঁকে ফাঁকে অতি নিপুণভাবে তালে তালে নাচে মিজো মেয়েরা দলবদ্ধভাবে—সঙ্গে চলে বাজনা। মিজো শব্দ *Kut* অর্থ উৎসব—নাচে-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মিজোরামের আকাশ-বাতাস। ৩টি মুখ্য *Kut* এদের সমাজে। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ফসল তোলার *Mim Kut*, মার্চে জুম কেটে ঘরে তোলার উৎসব *Chapchar Kut* অর্থাৎ বসন্তোৎসব; আর আছে ডিসেম্বরে *Pawl Kut*. আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের *Chheihlam* নৃত্যেরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আর চালের চোলাই স্থানীয় মদ *জু* এদের প্রিয় পানীয়।

✈ রেল মিজোরামে পৌঁছালেও কোলা শিবের অদূরে বৈরবিতে তার চলা শেষ। নিকটতম বিমান বন্দর ও রেল স্টেশন দুই-ই শিলচরে। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি হয়ে রেল গিয়েছে শিলচর। আড়াই দিনের পথ (গুয়াহাটি/শিলচর দ্রষ্টব্য)। তাই কলকাতা থেকে প্রতিদিন ৬-১৫য় IAC-র উড়ানে ১ঘ ৫ মিনিটে শিলচর পৌঁছে সড়ক পথে মিজোরাম অর্থাৎ আইজল যাওয়াই উচিত হবে। জোড়হাট, ইম্ফল থেকেও IAC-র সার্ভিস মেলে শিলচরের। (শিলচর দেখুন।) Skyline NEPC-ও ত্রিসাপ্তাহিক সার্ভিস গড়েছে শিলচর-গুয়াহাটি-ইম্ফলের।

আর IAC-র সহযোগী সংস্থা বায়ুদূতের উড়ান 1 2 3 4 5 6 দিন ৬-৪৫-এ কলকাতা ছেড়ে ৮-৩০-এ আইজল পৌঁছে ফেরে 1 3 দিন ১৪-৫০, 2 4 5 দিন ১৪-১০, 6 দিন ১১-৫০এ আইজল থেকে কলকাতায়। গুয়াহাটি যাচ্ছে 1 2 3 4 5 6 দিন ৮-৫০এ আইজল ছেড়ে ১০-০০টায়। আইজল আসছে গুয়াহাটি থেকে 1 3 দিন ১৩-২০, 2 4 5 দিন ১২-৪০, 6 দিন ১০-২০এ। এছাড়াও উড়ান যাচ্ছে পূর্ব ভারতের নানানদিকে আইজল থেকে। তবে, আবহাওয়া খুবই অনিয়মিত করে তোলে বায়ুদূতের আইজল সার্ভিস। আর ফড়িং-এর মতো উড়ে উড়ে মিজোরামের সর্বোচ্চ
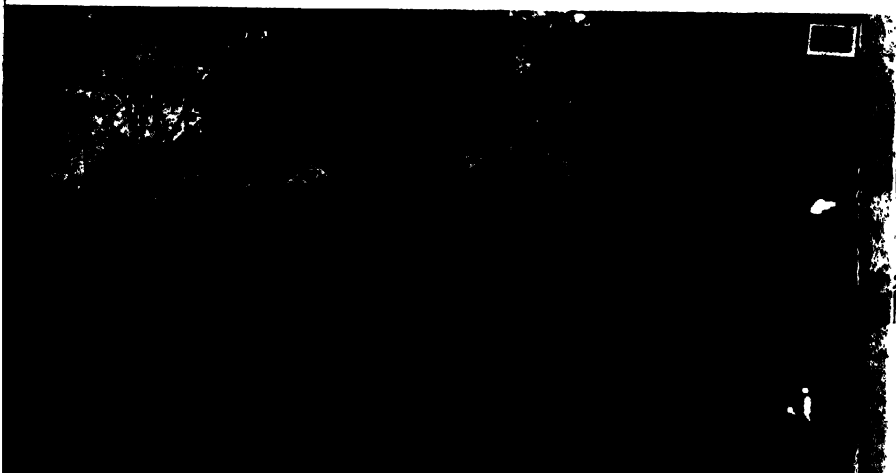
(৭১০০ ফুট) চুড়ো ব্লু মাউন্টেন অর্থাৎ ফাওয়াংপুই-কে পাক খেয়ে পালক হ্রদের জল ছুঁয়ে বিমান নামে শহর থেকে ২৫ কিমি দূরের তুইরিয়াল বিমান বন্দরের ছোট্ট রানওয়েতে। প্রথম থেকে শেষ অবধি থ্রিল-এ ভরা এ-সফর।

সমতল ভারতের সঙ্গে মিজোরামের সংযোগকারী একমাত্র জাতীয় সড়ক NH-54 গিয়েছে অসমের শিলচর থেকে। প্রতিদিন সকাল ৬-৩০-এ ডিলাক্স, ৭-৩০ ও ১০-৩০-এ সাধারণ বাস যাচ্ছে মিজোরাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট (MST) সোনাই রোড থেকে। আর প্রাইভেট ডিলাক্স যাচ্ছে শিলচরের কদম্ব সিনেমা থেকে আইজল। রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে শিলচর থেকে আইজল। তবে, ভ্রমণার্থীদের উচিত দিনের বাসে চলা। চলার পথের নৈসর্গিক শোভা তুলনাহীন। পথের দূরত্ব ১৮০ কিমি। সময় নেয় ৮—১০ ঘণ্টা। ভাড়া: ৭০-২২৫। বাস টিকিটের যথেষ্ট চাহিদা। যাত্রার আগের দিন যাত্রী তালিকায় নাম লেখাবার প্রথা চালু আছে শিলচরে। যাত্রার এক ঘণ্টা আগে টিকিট মেলে সরকারি বাসে। তবে, আইজলে অগ্রিম টিকিট মেলে বাসের। পর্যটকদের ইনার লাইন পারমিট ও বাস টিকিটের জন্য অগ্রিম লিখে যাওয়াই উচিত হবে। আর মোতি ট্রাভেলস, গ্রীন ভ্যালী ট্রাভেলস, ক্যাপিটাল ট্রাভেলসের নানানধর্মী বাস শিলচর, শিলং, গুয়াহাটি যাচ্ছে আইজল থেকে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে শিলচর থেকে আইজল—২ দিন অবস্থানে যাতায়াত ৩০০০, কেবল যাওয়া ২৫০০।

শিলচর থেকে ৪৩ কিমি দূরে ভাগাবাজার পেরুতেই মিজোরাম রাজ্যের শুরু। পাহাড়েরও শুরু সীমান্ত পেরুতেই। চেকপোস্ট বসেছে আরও ৩ কিমি এগিয়ে ভাইরেঙ্গ (Vairengte)-য়। ৯৫ কিমি এগিয়ে কোলাশিব (Kolasib)-এ যাতায়াতের পথে লাঞ্চ-ব্রেক দেয় বাস। নেপালি অর্থাৎ গোর্খা হোটেল আছে, আর আছে মিজো হোটেল। তবে, পানীয় জল থেকে সতর্কতা পদে পদে পালনীয়। *রেস্ট হাউসও* হয়েছে ৩ ঘরের কোলাশিবে। বিশ্রাম ও পানীয় জল মেলে। থাকার দরকার পড়ে না কোলাশিবে।

আইজল

আই মানে ফল আর ***জল*** হচ্ছে বাগান। সেই আই অর্থাৎ ফলের বাগানে বসেছে নতুন রাজ্য মিজোরামের সদর দপ্তর। ছোট্ট পাহাড়ী শহর আইজল। হাজার চারেক ফুট উঁচুতে ধাপে ধাপে—পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁচু থেকে নিচুতে নেমেছে শহর। ছবির মতো সাজানো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলনাহীন। ২ লক্ষ লোকের বাস শহরে। অতিথি-বৎসল এরা। মূলত নন ভেজ—ভাত এদের মুখ্য খাদ্য।

কেবল লুসাই থেকে মিজো নয়—পরিবর্তন এসেছে সমাজ-জীবনেও এদের। কিছুকাল আগেও মিজোরা ছিল অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন। ধারণা ছিল এদের, পাথিয়ান পৃথিবীর মঙ্গল করে, আর দানবেরা করে অমঙ্গল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে অতি দ্রুত পরিবর্তন আসে মিজো সমাজে। মিজোরা আজ অনেক সভ্য, অনেক উন্নত।

রাস্তা-ঘাটে হাটে-বাজারে মিজো মেয়েদের দেখা মিলবে বেশি। এমনকি মিজো মেয়েরা হোমগার্ডের উর্দি পরে দায়িত্ব নিয়েছে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের। ভারতের অন্যত্র এ-দৃশ্য চোখে পড়ে না। শহরে কুলির অভাব। যানবাহন বলতে একমাত্র সড়কে সিটি বাস। আর মেলে মিটারহীন ট্যাক্সি-—মারুতির আধিক্য। কলা ও পেঁপে প্রথমেই নজরে পড়ে আইজলের দোকানপাটে। তেমনই আতার মতো দেখতে টক-মিষ্টি-সুগন্ধী Passion fruit-এরও কদর আছে আইজলে। আর নজর কাড়ে বিদেশী বসনভূষণ। চেহারায় সতেজ হলেও— দামে ততটা নয়। তেমনই স্মারকরূপে সঙ্গী করতে পারেন ধূমপানের পাইপ, মিজো ক্যাপ *লাখুম*, হ্যান্ডিক্র্যাফট এম্পোরিয়ামে বাঁশের তৈরি নানান জিনিস। আজও টাকাকে *টিমা* বলে এরা। তবে বেলা চারটেয় ঝাঁপ পড়তে শুরু করে দোকানপাটে। পাঁচটার মধ্যে ঘরে ফেরা অলিখিত ধারা মিজোরামে। রবিবার বন্ধ থাকে আইজলের দোকানপাট।

চিত্রসূচী: চার

৪০ জাতীয় সাজে মিজো মেয়েরা **ছবি** অশোক বসু *৪১ খাইরম্বাও বাজার-ইম্ফল* **ছবি** অশোক বসু *৪২ কোহিমা শহর* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৪৩ জাতীয় সাজে সেমা দম্পতি* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৪৪ কোহিমা শহর* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৪৫ নৃত্যের অপেক্ষায়-সেমা নাগা* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৪৬ নৃত্যেরই তালে তালে* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৪৭ রাতের ইটানগর* **ছবি** অশোক বসু *৪৮ সামাজিক প্রতিপত্তির নিদর্শন বাড়িতে মহিষের শিং* **ছবি** অশোক বসু *৪৯ শিলং পীকে* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৫০ যাত্রা হলো শুরু* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৫১ নির্ঝেবরী কটেজ* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৫২ সেলুলার জেল* **ছবি** পর্যটন দপ্তর *৫৩ অসমের চা বাগানে* **ছবি** মৃণাল দত্ত।

শহরের উত্তর প্রান্তে সবচেয়ে উঁচুতে হ্যালি টিলা ছাড়িয়ে ডার্টল্যাঙ (Durtlang) হিলস আর দক্ষিণে খাটলা বাজার অর্থাৎ অতীতের শিবাজী টিলাটিও ভাল লাগবে দর্শকদের। ট্যাক্সি, সিটি বাস বা পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। জ্যুলজি-ক্যাল গার্ডেন অর্থাৎ চিড়িয়াখানাও বসেছে আইজলের বেথেলহামে। সার্কিট হাউসের মাথার উপর রাজভবন, অ্যাসেম্বলি হাউস, সরকারি দপ্তর, স্টেট ট্রান্সপোর্ট অফিস। আর রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত অসম রাইফেল্‌সের সেই সব বীর সেনানীর শহীদ স্মৃতি যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সেদিন। আর উচিত হবে ভিউ পয়েন্ট থেকে রাতের আইজল শহর দেখে নেওয়া। সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান আইজলে। উচিত হবে মিজো সংস্কৃতির সংগ্রহশালা Macdonald Hill-এর Babu Tlang-এ স্টেট মিউজিয়মটি দেখে নেওয়া। মঙ্গল থেকে শুক্র ৯-৩০—১৬-০০, সোমবার

১২—১৬-০০, শনি ও রবিবার বন্ধ থাকে মিউজিয়ম। মিউজিয়মের বিপরীতে ম্যাকডোনাল্ড পাহাড়ে গোসপেল গির্জাটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

বিমানবন্দরের পথে ১৫ কিমি দূরে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ Bung; ১৬ কিমি দূরে Paikhai-এরও প্রশস্তি চড়ুইভাতির জন্য—নৈসর্গিক শোভাও মনোরম এদের। তেমনই *Kut* এদের জাতীয় উৎসবের চেহারা নিয়েছে। উদযাপিতও হয় মার্চ, আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে। স্টেট ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে মিজোরাম ক্লাবের বিপরীতে সার্কিট হাউসের পথে। Govt of Mizoram Tourist Information Office-ও বসেছে আইজলে। আর Directorate of Tourism, Govt of Mizoram, Chandmari, Aizawl-796007, ✆ (03832) 23161-এ।

আইজল থেকে মিজোরাম রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে। লাখের উপজাতি অধ্যুষিত ২৩৫ কিমি দূরের দক্ষিণ মিজোরামের জেলা সদর মনোরম পাহাড়ী শহর **লুঙ্গলেই** (Lunglei) পৌঁছে আরও ৮৫ কিমি দূরের বাংলাদেশ সীমান্তের **লাবাং** (Tlabung) বা দেমাগিরি, আবার মহকুমা শহর লুঙ্গলেই থেকে বার্মা সীমান্ত শহর ১৪০ কিমি দূরের **সাইহা** (Saiha)-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ৪ ঘরের *IB* আছে সাইহা-তে। আর লুঙ্গলেই-এ রাজ্য পর্যটনের *Tourist Lodge*, Zotlang, ✆ (03833) 21365, *সাধারণ হোটেল, সার্কিট হাউস* আছে। আবার আইজল থেকে সরকারি বাস (৬-০০) বা জিপে ঘণ্টা দশেকে ২০৪ কিমি দূরে আর এক বার্মা (Myanmar) সীমান্ত-শহর **চম্পাই** (Champhai)-ও বেড়িয়ে ফেরা যায়। রাজ্য পর্যটনের *Tourist Lodge* ও PWD-র *IB* আছে চম্পাই-এ। আর নাইট সার্ভিসে বাস যাচ্ছে: Champhai ও Lunglei—Samuel Travels, Khatla Bazar থেকে ; Capital Travels-এর বাস যাচ্ছে Lunglei ছাড়াও রাজ্যের নানান দিকে। Langlei যাচ্ছে Lunglei হয়ে Benjamin Travels. পথশোভা অতীব সুন্দর। তবে সাধারণ পর্যটকদের জন্য নয় এপথ।

তেমনই ১৯৭৬-এ গড়া **ডাম্পা অভয়ারণ্যও** চলা যেতে পারে আরণ্যক শোভার সাথে হরিণ, বাঘ, হাতি, চিতা দর্শনে। আর মিজোরামের উচ্চতম জলপ্রপাতটির অবস্থান আইজল থেকে ১৩৭ কিমি দূরে ভানতোয়াং (Vantawng)-এ। ৫ কিমি দূরে মনোরম শৈলাবাস থেনজাউল।

ভানতোয়াং জলপ্রপাতটির আকর্ষণও অনবদ্য। আইজল থেকে ২৩৫ কিমি দূরে ৭৫০ ফুট উঁচু থেকে ধারা নামছে, আরণ্যক পরিবেশ। আইজল থেকে লুঙ্গলেই-এর পথে ৭৫ কিমি দূরে **তামডিল** (Tamdil) **লেকটির** পর্যটক আকর্ষণও অনস্বীকার্য। ছোট্ট লেক, চারপাশ ঘিরে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়। লেকের পাড়ে *ট্যুরিস্ট লজও* হয়েছে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকে। পথপাশ শাল, সেগুন, বাঁশ, কলায় ছাওয়া—পথশোভা মনোরম। চলার পথে ৮ কিমি আগে সাইটল। তেমনই চলা যেতে পারে থিয়ানজল (Thenzawl) পার্বত্য শহর-এ। হস্তশিল্প কেন্দ্র রূপে থিয়ানজলের প্রসিদ্ধি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে Saitual-এর ট্যুরিস্ট কটেজে।

থাকার জন্য *সার্কিট হাউস* ও *ডাকবাংলো* আছে আইজলে। অবু: D C, Aizawl, Mizoram. আর আছে **H Moonlight*, Chattlang, D ৪০০ A/c D ৬০০ স্যুইট ৮৫০; *H Sangchia*, Zarkawt, ✆ 26287; *Rrajj H*, Treasury Sqr, S ৩০০ D ৪৫০ ডর্মি ১০০; *H Embassy*, Chandmari, S ১০০ D ১৫০-২২৫; *Deluxe H*, D ২০০-২৭৫; *H Rajdoot*, Treasury Sqr, DAB ২২৫-৩৫০; *H Raj International*, S ৮৫-১৫০ D ২২৫-৩৫০; *H Chowlhra*, Zarkawt, S ১১০ D ১৭৫; বাঙালি মালিকানায় *Peru H*, S ৬৫ D ১২৫; *H Shangrila*, Bara Bazar, D ১৫০-২২৫; *H Ritz*, Bara Bazar-1, ✆ 23131, S ১২৫ D ২২৫ স্যুইট ৪৫০; *H Ahimas*, Zarkawt-1, ✆ 23446, D ৪০০-৬৫০; এছাড়া অতি সাধারণ সাজে বাঙালির হোটেল *H Hill View*, S ৪৫-৬৫ D ৮০-১৫০; *Ashoka H*, S ৬০ D ১০০। খাবারের জন্য বাঙালি মালিকানার *টৌপাজ*-কে বেছে নেওয়া যেতে পারে। থাকারও ব্যবস্থা আছে এদের। *MLA Hostel, Air Lines Hostel, Aizawl Club Rest House*-ও আছে আইজলে। শহরান্তে Chattlang পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে *Tourist Lodge*, ✆ 23526, D ১৫০-৩০০, অবু: Director, P R & Tourism, Govt of Mizoram, Aizawl-796001, ✆ (03832) 23161; এদেরই *Yatri Niwas*, Luangmual, ✆ 32263, D ৮০ ডর্মি বেড ২৫। ট্যুরিস্ট লজের *ক্যান্টিনটির* আহার্যও উপাদেয়। সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান লজের ছাদ থেকে। তেমনই Zarkawt-এ—*Ahimsa Tandoor*; Treasury Sqr-এ—*Vayudoot, H Rrajj*; Hospital Rd-এ—*New Plaza*-এদেরও সুনাম যথেষ্ট আহার্য পরিবেষায়।

মণিপুর

কেউ বলেন—A Little Paradise on Earth, কেউ বা বলেন Switzerland of the East. কারো কারো মতে, The Jewel of India, বা A Flower on Lofty Heights. তবে মণিপুর অর্থ—A Jewelled Land. সবুজ পাহাড়ের ডিম্বাকার মণিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। প্রকৃতি তার ভাণ্ডার উজাড় করে সাজিয়ে তুলেছে মণিপুরকে। এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পুবের কাশ্মীর বলেছিলেন মণিপুরকে। ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য মণিপুর। নীল-সবজে পাহাড়, নিচুতে ফুলের জাজিম পাতা—চাঁদোয়া হয়েছে নীলাকাশ। তারই মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী ঝোরা-নদী-নালা সারা উপত্যকা জুড়ে।

তবে, রাজ্যটি আজকের নয়। খ্রিস্টপূর্ব কালেও মণি-পুরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মহাভারতে এর উল্লেখ মেলে—কখনও মনফুর, কখনও বা মনলুর, আবার কখনও বা মনয়ুর নামে। অর্জুন-পত্নী চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুর। দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন রাজ্য ছিল মণিপুর। স্বাধীনতার সে ইতিহাস বড়ই বেদনাময়। কলহ যুদ্ধবিগ্রহ আর রক্তক্ষয় কলঙ্কিত করেছে সে ইতিহাসকে। 7 years devastation অর্থাৎ ১৮১৯ থেকে ১৮২৬-এর যুদ্ধে মণিপুরের দখল যায় ব্রহ্মদেশের হাতে। ১৮৯১এ ব্রিটিশের হাতে শেষ স্বাধীন রাজা টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসির পর মণিপুর যায় ব্রিটিশ দখলে। ১৯৪৭-এ মণিপুরের শাসনভার আসে ভারতের হাতে। কিছুকাল মণিপুর ছিল মুখ্য প্রশাসকের অধীন। ১৯৫০-এ মণিপুর হয় 'গ' শ্রেণীর রাজ্য। ১৯৫৬-তে রাজ্য পুনর্গঠনের সময় মণিপুর যায় কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে। আর ১৯৭২-এর ২১শে জানুয়ারি রাজ্যের মর্যাদা পায় মণিপুর। সারা ভারত থেকে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন মণিপুর ভারত ইতিহাসের পাতায় প্রথম স্থান পায় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে।

ভারতের সীমান্ত রাজ্য মণিপুর। পুবে বার্মা, উত্তরে নাগাল্যান্ড, পশ্চিমে অসম আর দক্ষিণে মিজোরাম। আয়-তনে ২২,৩৫৬ বর্গ কিমি। ৫টি জেলা নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের মণিপুর। এর ১০% সমতল হলেও মোটামুটি সারা রাজ্যটাই পাহাড়ী। সমতলে *মৈতেই* সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী হিন্দু আর পাহাড় অঞ্চলে মুখ্যত ২৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস। ধর্মে খ্রিস্টান এরা। তবে মণিপুরও আজ জড়িয়ে পড়েছে সমতল আর পাহাড়ী সংঘাতে।

শুধু প্রাকৃতিক সম্পদই নয়—*মণিপুরি নৃত্য* আজ ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের নৃত্য রসিকদের মনোরঞ্জন করে চলেছে। *রাস* জাতীয় উৎসবের চেহারা নিয়েছে মণিপুরে। দেবতা শ্রীগোবিন্দজীকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের চিন্তা-প্রসূত ক্লাসিকাল নাচ *রাসলীলা*—গোপীবালাদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের লীলা থেকে উদ্ভব। তেমনই এপ্রিল-মে মাসে ফসল ঘরে তোলার উৎসব *লাই-হারোবা (Lai-Haroba)* নৃত্যও জাতীয় উৎসবের ভূমিকা নিয়েছে। ১০ দিনের *হলংকা* অর্থাৎ বসন্তোৎসব (ফাল্গুনের শুক্লা একাদশী থেকে কৃষ্ণা পঞ্চমী) আর এক মন রাঙানো উৎসব। সারা বিশ্বের খেলাধুলার দরবারে পোলো খেলাটি উপহার দিয়েছে এই মণিপুর। আজও অক্টোবর-নভেম্বরে আসর বসে রাজকীয় খেলা পোলোর। ঘরে ঘরে তাঁত—ঘরোয়া শিল্পের রূপ নিয়েছে তাঁতশিল্প। তেমনই প্রশস্তি আছে মণিপুরী হস্তশিল্পের। বেত ও বাঁশের নানান জিনিস, টেবল ম্যাট, মনোহারী ব্যাগ, বিছানার চাদর ছাড়াও নানান আসবাবপত্র পর্যটকদের বিড়ম্বনায় ফেলে ছেড়ে আসতে। হ্যান্ডলুম আজ গৃহশিল্পের রূপ নিয়েছে মণিপুরে। শতকরা ৬৮% জমিতে বন হলেও কৃষি এদের মুখ্য জীবিকা। ৫০০-রও অধিকধর্মী অর্কিড দেখতে মেলে মণিপুরের বনাঞ্চলে।

১৯৪২-এর ১০ই মে, জাপান বোমা ফেলে ইম্ফলে। মণিপুর তখন দ্বিতীয় বিশ্বসমরের মূল রণাঙ্গনে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ (ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি) জাতীয় পতাকা তুলে ব্রিটিশের হাত থেকে মণিপুরের একটা অংশ মুক্ত করে নেয় সেদিন।

অতীতে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সড়কপথ ছিল কাছাড় রোড। আজও এপথ রয়েছে শিলচর থেকে মণিপুর যেতে। শিলচর থেকে জিরিঘাটে জিরি নদী পেরুতেই অপর পারে জিরিবাম অর্থাৎ মণিপুর রাজ্যের শুরু। ট্রেন চলেছে শিলচর থেকে সকাল ৭-৪৫এ শতাধিক সেতুতে নদী পেরিয়ে ৩½ ঘণ্টায় ৪৭ কিমি দূরের জিরিবামে। শিলচর ফেরে ১১-৫৫য় জিরিবাম থেকে। সরাসরি বাসও চলছে শিলচর থেকে ইম্ফলে। ঘণ্টা দশেকের পথ, দূরত্ব ২২৪ কিমি। পাহাড়ী পথ, পথ বন্ধুরও।

1 3 5 দিন ৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ৭-২০এ শিলচর পৌঁছে ইম্ফল যাচ্ছে ৮-২৫এ, 4 7 দিন ১২-৪০এ ছেড়ে ইম্ফল যাচ্ছে ১৩-৪৫এ, 2 দিন ৬-১৫য় ছেড়ে ৭-২০, 6 দিন ৯-৩০এ ছেড়ে সরাসরি ইম্ফল যাচ্ছে ১০-৩৫এ IAC-র উড়ান। কলকাতায় ফেরে 1 3 5 দিন ৮-৫৫য় ইম্ফল ছেড়ে ৯-৩০এ শিলচর পৌঁছে ১১-০৫এ, 4 7 দিন ১৪-২৫এ ছেড়ে ১৫-১৫য় গুয়াহাটি পৌঁছে ১৭-১০এ, 2 দিন ৭-৫০এ ছেড়ে ৮-২০এ জোড়হাট পৌঁছে ১০-১৫য়, 6 দিন ১১-০৫এ ছেড়ে ১২-১০এ সরাসরি। দিল্লী যাচ্ছে 2 6 দিন ১৪-২৫এ ইম্ফল ছেড়ে ১৭-৩৫এ সরাসরি। ভাড়া ইম্ফল থেকে শিলচর ৬২৫, কলকাতা ৩১০৫/২১১৫, দিল্লী ৯৮৩৫/ ৬৫৯৫। ৬ কিমি দূরের এয়ারপোর্ট থেকে IAC-র বাস বা শেয়ার ট্যাক্সিতে শহরে পৌঁছান। আর শহরে রিকশা, অটো ও ট্যাক্সি চলছে।

আর Skyline NEPC প্রতিদিন ১০-১৫য় কলকাতা ছেড়ে

2357 দিন গুয়াহাটি ১১-২০, জোড়হাট ১৫-০৫, ডিমাপুর ১৬-০৫এ পৌঁছে ২০-১৫য় ইম্ফল যাচ্ছে; 146 দিন গুয়াহাটি ১৩-৪০এ পৌঁছে ইম্ফল যাচ্ছে। 2467 দিন ১০-১৫য় ছেড়ে ৪৫ মিনিটে শিলচর যাচ্ছে NEPC-র উড়ান। ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে।

মণিপুর ☐ রাজধানী: ইম্ফল। আয়তন: ২২৩২৭ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ১৮২৬৭১৪। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.২১%। পুরুষ: ৯১৩৫১১। নারী: ৮৯৫২০৩। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৪০৫৭৬১। বৃদ্ধির হার: ২৮.৫৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৮২। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৬১। সাক্ষরের হার: ৬০.৯৬%। প্রধান ভাষা: মণিপুরী। সঙ্গে চালু ইংরেজি। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৩৫০২.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)। বেড়াবার মরসুম: অক্টোবর থেকে এপ্রিল। তবে দুর্গাপূজা/রাসলীলা/দোলে মণিপুর ভ্রমণ আরও মধুর হয়ে ওঠে। নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে উলেন, অন্যান্য সময় সুতি বসনই যথেষ্ট মণিপুর ভ্রমণে। বৃষ্টির গড় ২০২ সেমি।

উত্তর-পূর্ব ভারত ভ্রমণকালে বা এককভাবে ১ম দিন ইম্ফল পৌঁছে বিশ্রাম ও শহর বেড়ানো। ২য় দিন লোকতাক-ময়রাং-বিষ্ণুপুর, ৩য় দিন সিমেট্রি-মন্দির-কেনাকাটা সারুন ইম্ফলে, ৪র্থ দিন উখ্রুল, ৫ম দিন কায়না, ৬ষ্ঠ দিন মোরে-প্যারেল-থংগজম, ৭ম দিনে আকাশপথে কলকাতা বা সড়কপথে কোহিমা অর্থাৎ নাগাল্যান্ড চলুন।

আবার নতুন জাতীয় সড়ক (NH 39) হয়েছে ডিমাপুর রোড থেকে নাগাল্যান্ডের উপর দিয়ে রাজধানী শহর ইম্ফলের। পাহাড়ী পথ, পথ উঠেছে ৭০০০ ফুট উঁচুতে মাও-এ। চেনা-অচেনা গাছের সাথে লতা-গুল্ম-অর্কিডের সমাবেশে পথশোভা নয়নাভিরাম। নাগাল্যান্ড ও মণিপুর রাজ্য পরিবহণের সুপার ডিলাক্স, এক্স ও সাধারণ বাস ৮৫-২২৫ টাকায় ৭ ঘণ্টায় প্রতিদিন সকালে ডিমাপুর ছেড়ে ইম্ফল যাচ্ছে। এ-পথের দূরত্ব ২১৯ কিমি। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি হয়ে লামডিং পৌঁছে, গুয়াহাটি থেকে ২৫০ কিমি দূরে গুয়াহাটি-লামডিং-তিনসুকিয়া রেলপথের মধ্যবর্তী স্টেশন ডিমাপুর রোড। ব্রডগেজ রেলও পৌঁছেছে ডিমাপুর হয়ে ডিব্রুগড়ে। (ডিমাপুর অংশে দেখুন)। ঘণ্টা আটেকে রেল ও বাস দুই-ই আসছে গুয়াহাটি থেকে ডিমাপুরে। নাগাল্যান্ডের উপর দিয়ে যেতে নাগাল্যান্ড সরকারের ILP লাগে। আর ভারতীয়দের কাছে দ্বার অবারিত হলেও বিদেশীদের মণিপুরে যেতে অনুমতি লাগে—Ministry of Foreign Affairs, New Delhi থেকে।

ইম্ফল/ইম্ফাল

ইম্ফলের মাটিতে পা দিতেই বাংলা হরফে লেখা বোর্ডগুলো যতটা উৎফুল্ল করবে *ঠিক* ততোধিক বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটাবে ওদের মুখের কথা। মণিপুরি এদের মাতৃভাষা। লেখার মাধ্যম বাংলা হরফ। ধুতির সঙ্গে কোট পরেন পুরুষেরা। গলায় চাদর। তবে, প্যান্টেরও চলন যুবসমাজে দৃশ্যমান। আর মেয়েরা পরেন *ফানেক* (Fanck) অর্থাৎ রঙিন লম্বা জামা। মণিপুরের রাজধানী শহর ইম্ফল। স্থানীয়রা বলেন **ইম্ফাল**। নামটি এসেছে *য়ুম-ফল* অর্থ যার—*য়ুম* অর্থ বাড়ি আর *ফল* হচ্ছে সংগ্রহ—অর্থাৎ ঘরবাড়ির সংগ্রহ থেকে। ডিম্বাকার মণিপুরের কেন্দ্রস্থলে, ৭৯০ মি উঁচু উপত্যকায় বসেছে রাজধানী শহর। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, সুন্দর ছবির মতো সাজানো ছোট্ট শহর। বিমানে বসেই দেখে ফুরিয়ে ফেলা যায় পুরো শহরটা। ১৭.৪৮ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত শহরে লাখদু'য়েক লোকের বাস। শহরটি আজকের নয়। ভারতের অন্যান্য রাজধানী শহরগুলির মধ্যে ইম্ফল খুবই প্রাচীন, জন্ম এর ৩৩ খ্রিস্টাব্দে। রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রও এই ইম্ফল। তবুও কেন যেন অতৃপ্তির বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে ইম্ফল পর্যটকদের।

শহরের কেন্দ্রস্থলে নীল আকাশের নিচে গড়ে উঠেছে অভিনব **খ্বাইরাম্বণ্ড (Khwairamband) বাজার** বা Imma Market. ইম্ফলের এক বিশেষ আকর্ষণও এই বাজার। ৩০০০ *ইমাস* অর্থাৎ মণিপুরি মেয়েরা রকমারি দোকান সাজিয়ে বসে। মণিপুরি তাঁতবস্ত্র ও হস্তজাত শিল্প বিশেষ করে বেডকভার, ব্যাগ, বাঁশ ও বেতের নানান সম্ভার পর্যটক-দের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হয়। সম্ভবত ভারতে এটিই একমাত্র মহিলা পরিচালিত বাজার। তবে ভাষা কখনও কখনও প্রতি-বন্ধকতার আবরণ গড়ে। আর পাইকারি বাজারে মারোয়াড়ি প্রভাব বিদ্যমান। তবুও যেন দোকানপাটের রমরমা থঙ্গল বাজার ও পাওনা বাজার-এ।

শহর থেকে ৮ কিমি দূরে ইন্দো-বার্মা সড়কে **লংথবালে** রয়েছে মণিপুরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। বেশ কয়েকটি মন্দিরও রয়েছে লংথবালে। কাঁঠাল আর পাইন বনের মাঝে মন্দিররাজি। পাশেই নেহরু ইউনিভার্সিটি সেন্টার। সিটি বাস, অটো, ট্যাক্সি বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন সুবর্ণ মন্দির **শ্রীগোবিন্দজী মন্দির**-এর আকর্ষণও কম নয় পর্যটকদের কাছে। দেবতা—বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথ। বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান এই মন্দিরের রাসলীলা, গোষ্ঠলীলাও পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ। নিয়মিত নাচের আসরও বসে। দুপুর ১২—১৫-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের। মন্দির থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে বাঁধের পাড়ে মহাবলী ঠাকুরের মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যায়। তবে, হনু থেকে সতর্কতা দরকার।

পোলো গ্রাউন্ডের কাছে মণিপুর **স্টেট মিউজিয়ম**টির

আকর্ষণও কম নয় ভ্রমণার্থীদের কাছে। প্রাণীতত্ত্ব, ছবি, পোশাক ছাড়াও নানান সংগ্রহ রয়েছে। রবি ও ছুটি ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় খোলা। তেমনই আর এক আকর্ষণ প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা, মুদ্রা ও বয়নশিল্পের ব্যক্তিগত সংগ্রহ-শালা **মুটুয়া মিউজিয়ম**। ১৮৯১-এ ব্রিটিশের সাথে স্বাধীনতার যুদ্ধে নিহত শহীদদের স্মরণে শহরের প্রাণকেন্দ্রে শহীদ মিনারও হয়েছে বীর টিকেন্দ্রজিৎ পার্কে।

শহরান্তে NH 39 থেকে সরে ডিমাপুর রোডে ট্যুরিস্ট লজ ছাড়িয়ে গড়ে তোলা হয়েছে মণিপুর ভ্রমণার্থীদের আর এক তীর্থ—**ইম্ফল ওয়ার সিমেট্রি**। দূর-দূরান্ত থেকে আসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ মিত্র বাহিনীর সৈনিকরা শায়িত রয়েছেন ইম্ফলের মাটিতে—কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস কমিশন-এর তদারকিতে। এছাড়া গান্ধী মেমোরিয়াল হলটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে পায়ে পায়ে।

ডিমাপুর রোড থেকে সিটি বাসে NH-39এ ১২ কিমি দূরের খোনাম পার্কে নেমে **অর্কিড** (Khonghampat Orchidarium) **ফার্মটিও** দেখে নেওয়া উচিত। ২০০ একর ব্যাপ্ত পার্কে শতাধিকধর্মী অর্কিড দেখতে মেলে। ৬ কিমি দূরের **চিড়িয়াখানাটিও** দেখে নেওয়া যেতে পারে সময় করে। এক শিং নাচুনে হরিণের জন্য এর প্রশস্তি। তেমনই সেপ্টেম্বরে *Heikru Hitong-ba* বোট রেসের পর্যটক আকর্ষণও কম নয়।

বিষ্ণুপুর

ইম্ফলের ২৭ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ময়রাং-এর পথে পাহাড়ের পাদদেশে ছবির মতো ছোট্ট শহর বিষ্ণুপুর। ১৪৬৭-তে চীনা শৈলীতে তৈরি বিষ্ণুমন্দিরের জন্য খ্যাত। অতীতের একমাত্র সড়ক পথ কাছাড় রোডটি বিষ্ণুপুর থেকেই শুরু হয়েছে। বাস যাচ্ছে শহর থেকে।

ময়রাং/লোকতাক

বিষ্ণুপুর থেকে ১৮ কিমি পেরিয়ে ময়রাং, ইম্ফলের দূরত্ব ৪৫ কিমি। মণিপুর ভ্রমণার্থীদের মূল আকর্ষণও ইন্দো-বার্মা সড়কের এই ময়রাং। লেকের পাড়ে শহর। দ্বীপও হয়েছে লেকের বুকে। খাম্বা ও থৌইবীর অমর প্রেমের গাঁথা *খাম্বা-থৌইবী*নৃত্যকলার উদ্ভাবকও এই ময়রাং। আজও গীত হয়ে ফেরে এদের প্রেমকাহিনী। তেমনই রয়েছে বনদেবতা থংজিং-এর প্রাচীন মন্দির। মে মাসে জাঁকালো উৎসব বসে। প্রাচীন মণিপুরি লোক সংস্কৃতির পীঠস্থান ময়রাং-এর আর এক প্রসিদ্ধি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জন্য। মূল দপ্তর বসে ফৌজের। এমনকি ব্রিটিশ ভারতে মূল ভূখণ্ডের ময়রাং-এ জাতীয় বাহিনী প্রথম জাতীয় পতাকাও তোলে ১৯৪৪-এর ১৪ই এপ্রিল। স্মারক রূপে স্মৃতিসৌধ হয়েছে। মূর্তিও হয়েছে সুভাষচন্দ্রের আই এন এ মেমোরিয়ালের সামনে। খোদিত রয়েছে INA Memorial-এ—The Indian tri-colour flag was hoisted here for the first time on the sacred soil of India by the Indian National Army on the 14th April 1944. তবে অতি সম্প্রতি মূর্তিটি ধ্বংস হয়েছে দুষ্কৃতীদের হাতে। ১৯৪৫-এ সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরলিপির প্রতিলিপিও বসেছে। আর হয়েছে লাইব্রেরি ও নেতাজী তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের নানান স্মারক নিয়ে মিউজিয়ম। সোমবার বন্ধ থাকে মিউ-জিয়ম। নিয়মিত বাস যাচ্ছে শহর থেকে। সকালের বাসে গিয়ে ময়রাং দেখে ফেরার পথে বিষ্ণুপুর বেড়িয়ে দিনে দিনে ফেরাও যায় ইম্ফলে। আবার ট্যাক্সিতেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় শ'তিনেক টাকায় একই দিনে বিষ্ণুপুর/ময়রাং/লোকতাক লেক।

ময়রাং ভ্রমণে অন্যতম আকর্ষণ **লোকতাক লেক**। উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লেকও এই লোকতাক। আয়তন এর ৬৪ বর্গ কিমি, বর্ষায় ব্যাপ্তি বেড়ে হয় ১০৩ বর্গ কিমি। শুটিং ও মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। পাখিরাও আসে দেশ-দেশান্তর থেকে, নীড় বাঁধে লেকের পাড়ের বৃক্ষ শাখে। আর হয়েছে *ফুমদি*অর্থাৎ ছোট-বড় নানান আকারের দ্বীপ লেকের বুকে। পর্যটক আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে বাগিচা হয়েছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে। মাথা তুলেছে পাহাড়ী টিলা নানান দ্বীপে। উচ্চতম টিলাটি ১৪১ মি। এমন কি বন্য জন্তুরাও আসে ভাসমান *ফুমদি*তে শিকার ধরতে। নৌকা বিহারেরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে—বিহার করুন দ্বীপ থেকে দ্বীপে। নিয়মিত বাস যাচ্ছে শহর থেকে। দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায়। আবার থাকারও ব্যবস্থা মেলে লেকের বুকে সেন্দ্রা দ্বীপের টিলার টঙের মনোরম পরিবেশে চার ঘরের *Sendra Tourist Home*-এ; অবু: Dy Director, Tourism, Imphal.

লোকতাকের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪০ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে আর এক বিস্ময়—বিশ্বের একমাত্র ভাসমান ন্যাশানাল পার্ক Keibul Lamjao National Park. **কেইবুল লামজাও** অর্থ তার ব্যাঘ্র সঙ্কুল বিস্তৃত অঞ্চল। ১৯৬৬তে অভয়ারণ্য আর ১৯৭৭-এ জাতীয় উদ্যানে রূপ পায়। ১৯৯৩-এর সমীক্ষা মতে সারা বিশ্বে লুপ্ত হতে যাওয়া ৯৬টি সাঙ্গাই অর্থাৎ শিং-ওয়ালা নাচুনে হরিণীর বাস। আর রয়েছে বন্য শুয়োর ও প্যান্থার জাতীয় উদ্যানে। বিলের জলে নানান গাছগাছালি আর ফুমদি গুল্মে সাঙ্গাই, হগ ডিয়ার, ভোঁদড়, বন্য ভাল্লুক ছাড়াও নানান জন্তু চরে বেড়ায়। শীতকাল জন্তু দেখার মনোরম সময়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *ফরেস্ট রেস্ট হাউসে*। জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ ও রেস্ট হাউসের বুকিং: ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার—ওয়াইল্ড লাইফ, কেইবুল লামজাও ন্যাশানাল পার্ক থেকে মেলে। রাজ্য পর্যটন কনডাকটেড ট্যুরে জাতীয় উদ্যান দেখিয়েও আনে ইম্ফল থেকে। লোকতাকের পশ্চিমে নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে আর এক মনোরম *Phubala Tourist Complex.*

মোরে

ইম্ফল থেকে ১১০ কিমি দূরে ভারত-বার্মা সীমান্তে সীমান্ত শহর মোরে। বাস যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *IB* ও *ধরমশালায়*। পথে পড়ে **প্যালেল**। আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে প্রথম মুক্তির স্বাদ পায় এই প্যালেল। প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর। ইম্ফল থেকে ৩৭ আর প্যালেল থেকে ১৮ কিমি দূরে এই পথেই পড়ে **থংগজম**। প্যালেল থেকে পথও হয়েছে পাহাড়ী। আর এক শহীদের বীরত্ব-গাথা মিশে রয়েছে এর মাটিতে। ১৮৯১-এ আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে প্রাণ দেন মেজর জেনারেল পাওন থংগজমে।

কাঞ্চিপুর

অতীতে জয় সিং ও গম্ভীর সিং-এর কালে মণিপুরের রাজধানী ছিল ইম্ফলের শহরতলি এই কাঞ্চিপুরে। ভারত-বার্মা সড়কে নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়টিও এই কাঞ্চিপুরে।

থৌবাল

১৮৯১-এ ব্রিটিশের সঙ্গে মণিপুর রাজের যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সাবডিভিশন্যাল শহর। ভারত-বার্মা জাতীয় সড়কে নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে ইম্ফল থেকে থৌবালের।

ককচিং

ছোট্ট শহর। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বার্মার সঙ্গে মণিপুরের একের পর এক যুদ্ধ ঘটে এখানে।

কায়না

ইম্ফল থেকে ২৯ কিমি উত্তর-পুবে ৯২১ মি উঁচুতে কায়না আর এক বৈষ্ণব তীর্থ। কথিত আছে শ্রীশ্রী-গোবিন্দজী দর্শন দেন মহারাজ জয় সিংকে এই কায়নায়। আর গোবিন্দজীর ইচ্ছামতো মন্দিরও হয় কাঁঠালগাছে ঘেরা কায়নায়। পরিবেশ সুন্দর। নিয়মিত বাস যাচ্ছে। এক ঘণ্টার পথ। থাকার জন্য *Kaina Tourist Home* আছে।

উখ্রুল

ইম্ফল থেকে ৭১ কিমি উত্তর-পুবে ৬০০০ ফুট উঁচুতে মণিপুরের মনোরম শৈলাবাস। জলবায়ুর সঙ্গে সিমলার আদল মেলে। উখ্রুলের আর এক বৈশিষ্ট্য—থরে থরে ফুটে থাকা লিলি ফুল। টাংখুল নাগাদের বাস উখ্রুলে, ধর্মে খ্রিস্টান, যুদ্ধপটুও এরা। খ্রিস্টমাসে সারা উখ্রুল সেজে ওঠে উৎসবের সাজে। বাস যাচ্ছে ইম্ফল থেকে। ঘণ্টা তিনেকের পথ। পথশোভাও সুন্দর। রাজ্য পর্যটন শহর থেকে বেড়িয়েও আনে উখ্রুল। থাকার জন্য *PWD IB* আছে। অবু: EE, Ukhrul Divn-1.

কাংচুপ

ইম্ফল থেকে ১৬ কিমি পশ্চিমে ৯২১ মি উঁচুতে সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা। চারপাশের প্রকৃতি খুবই সুন্দর। বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহর থেকে। থাকার জন্য *PWD IB* আছে।

মাও

ইম্ফল-ডিমাপুর জাতীয় সড়কে মাও। ইম্ফল থেকে দূরত্ব ১০৬ কিমি, উচ্চতা ১৭৮৮ মি। সীমান্তবর্তী শহর। চেকপোস্ট বসেছে। ডিমাপুর বা কোহিমা থেকে ইম্ফল যাতায়াতের পথে লাঞ্চ ব্রেকও দেয় গাড়ি। মাও নাগাদের বাস। জাতীয় সড়কও সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছে এই মাও-এ। মেঘেরা এখানে কানে কানে কথা কয়। স্বাস্থ্যকর স্থান, জলবায়ু সুন্দর। তাই উচিত হবে চলার পথে দু'চোখ ভরে মাওকে উপভোগ করে নেওয়া।

চুরাচাঁদপুর

ইম্ফল থেকে ৬০ কিমি দক্ষিণে মনোরম প্রকৃতির মাঝে অন্যতম সাংস্কৃতিক তথা বাণিজ্যিক শহর চুরাচাঁদপুর।
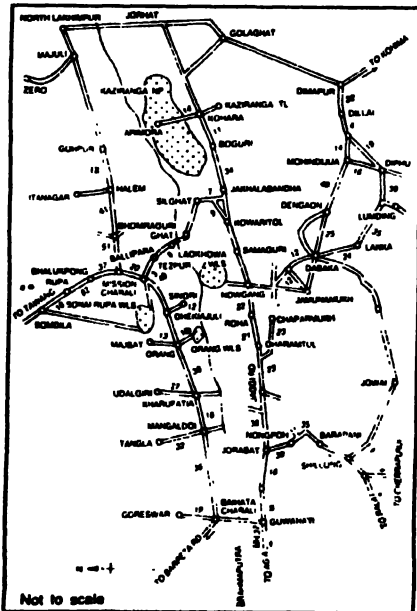
উপজাতিদের বাস। চুরাচাঁদপুরের ৩২ কিমি দূরে টঙলন গুহাটির পর্যটক আকর্ষণও অদম্য। নানান জন্তু-জানোয়ারও আবাস গড়েছে টঙলনে। খুগা উপত্যকার পর্যটক আকর্ষণও উল্লেখ্য।

তিন তারা হোটেলের বিলাস নিয়ে শহরান্তে ডিমাপুর রোডে হয়েছে *H Imphal,* ✆ 220459, S ২২৫-৩৭৫ D ৪২৫-৬০০ স্যুইট ৮৫০; অবু: Manager, Imphal *সার্কিট হাউস*-এও ঘর মেলে থাকার, অবু: DC-Central, Imphal. *Youth Hostel*ও হয়েছে Khumanhampak-এ। এছাড়া প্রাইভেট হোটেলও আছে নানান বিভিন্ন মানের বিবিধ দামের মণিপুরে। *Grand H,* SCB ৬০ SAB ৮০-১২৫ DCB ১০০ DAB ১২৫-২০০ TCB ১৭৫; বাঙালি মালিকানায় অতি সাধারণ সাজে *H Neela,* S ৪৫ D ৮৫-১২৫; *Oriental L, H Cineview; Imphal Tourist H,* SAB ৬৫-১০০ DAB ১২৫-১৭৫; *Gil Gal, Ambassador, Raj H, Guest House,* প্রতিটিই Paona Bazar Road-এ।

Polo View, H Diplomat—Sir Tikendrajit Rd, opp Bus Stand, SAB ৬০-৮৫ DCB ১০০ DAB ১২৫-২৫০। *H Pintu,* A T Line, North AOC, ✆ 222703, S ১২৫-২০০ D ২২৫-৩৭৫; *Nataraj H, H Deesh Deluxe,* S ১২৫ D ২২৫; *H Ranjit,* SAB ৮৫-১৫০ DCB ১০০ DAB ১২৫-২৫০; *H Eastern Star,* Nagamapal, ✆ 222154, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫; *H Ananda Continental,* ✆ 223433; *H Excellency,* ✆ 223231; *H White Palace,* M G Avenue, ✆ 220599, S ১০০-১৭৫ D ২০০-৩২৫ স্যুইট ৬০০; *H Prince,* Thangal Bzr, ✆ 220587, S ৩০০ D ৬০০ স্যুইট ৮৫০ A/c S ৪৫০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; *Air Lines H* ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সাধারণ হোটেল Thangal Bazarএ। IAC ✆ 220999-র অফিসটিও থঙ্গল বাজারে। আর রয়েছে *Shri Marwari Dharamshala* থঙ্গল বাজারে; খাট-বিছানা সহ দু-বেডের ঘর ১৬। ফ্যামিলি নিয়ে ৩ দিন থাকার পক্ষে ভালই। অবু: The Secretary, Marwari Dharamshala Trust, Imphal-কে লিখুন।

আহার্যেও বৈচিত্র্য আছে মণিপুরের হোটেলে। ভাতের সঙ্গে মাংসের প্রতিপত্তি মণিপুরে। ফ্রায়েড রাইস *Kabok* অধিক প্রিয় মণিপুরিদের কাছে। সঙ্গে মেলে মাছের চাটনি *Iromba.* উৎসাহীরা স্বাদ নিতে পারেন চলতে ফিরতে ইম্ফলের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। তাই বলে দেশী-বিদেশী আহার্যও অমিল নয় ইম্ফলে।

তেমনই সংস্কৃতি-প্রবণ পর্যটকদের উচিত হবে *Rupamahal Artists' Association,* B T Rd; *Manipur Dramatic Union,* Police Line বা *Manipur State Kala Akademy*-র যে-কোনো অনুষ্ঠান দেখে নেওয়া ইম্ফল অবস্থানকালে। আর কেনাকাটায় পাওনা বাজারে *Manipur Handloom & Handicrafts, Manipur State Handloom* বা *Eastern Handloom Handicrafts*-এ নির্ভরতা বেশি।

Director of Tourism, Govt of Manipur, Imphal থেকে কনডাকটেড ট্যুরে City, Keibul Lamjao National Park ও Ukhrul বেড়িয়ে আনে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। প্রয়োজনে Tourist Information Centre, Directorate of Tourism, Imphal, ✆ 20802কে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বিমানবন্দরেও দপ্তর বসেছে এদের। আর কলকাতায় দপ্তর এদের 25 Ashutosh Shastri Rd, Cal-700010, ✆ 365012/3505019-এ। ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস বসেছে Old Lambulance, Jail Rd, Manipur-795001, ✆ 22113-এ।

নাগাল্যান্ড

নাগাদের রাজ্য নাগাল্যান্ড, রাজধানী তার কোহিমা। সাতটি লেক আর সাত তোরণের গাঁও বলে খ্যাতি ছিল অতীতে কোহিমার। মহাভারতেও উল্লেখ মেলে নাগরাজ্যের কথা। এমনকি বনবাসকালে অর্জুন নাগকন্যা উলুপীকে বিয়ে করেন। আর উইনহুয়ো গড়ে তোলেন বসতি কোহিমাতে। তবে কবে কোথা থেকে এসেছিল এই উইনহুয়ো—সেকথা আজ বিস্মৃত। কিছুকালের জন্য মণিপুরের দখলে গেলেও ব্রিটিশ আসে ১৮৭৯তে নাগাল্যান্ডে। উত্তর-পশ্চিমে অসম, দক্ষিণে মণিপুর আর সারা পুব বার্মায় (মায়ানমার) বেষ্টিত। ৬৩৬৬ বর্গ মাইল পার্বত্যভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই নাগা রাজ্য। এই সেদিনও ছিল অসমেরই একটি পার্বত্য জেলা। অতীতের নেফা থেকেও এসেছে তিয়েংসাং এলাকা নাগা রাজ্যে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পৃথক প্রশাসন গড়ে ওঠে নাগা ভূমিতে। খুশি নয় নাগারা। দাবি ওঠে পৃথক রাষ্ট্রের। সূত্রপাত যদিও তারও আগে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা মিলেছে সবে। ১৯১৯এ ব্রিটিশকালে ফ্রান্স থেকে ঘরে ফেরে একদল নাগা মিলিটারি অফিসার। দেশে ফিরে মিলিটারি ক্লাব গড়ে অফিসাররা। কালে কালে ক্লাবের সদস্য বাড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে। ১৯২৯এ সাইমন কমিশনের কাছে সনদও পেশ করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে নাগাল্যান্ডের। আজকের বৈরিতার মূল সুরটিও এই সনদ থেকে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহী নাগারা স্বাধীন নাগারাষ্ট্র ঘোষণা করে হংকিনের নেতৃত্বে। তারপর ফিজোর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ। এমনকি বৈরী নাগারা ফিজোর নেতৃত্বে নাগা ফেডারেল গভর্নমেন্ট গঠন করে ১৯৫৬-র মার্চে—স্বাধীনতাও ঘোষণা করে ফিজো। আর, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে আগস্ট লোকসভায় গৃহীত বিল মতো ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর কোহিমাকে রাজধানী করে গড়ে ওঠে ভারতের ১৬তম রাজ্য নাগাল্যান্ড অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

পদতলে সামান্য সমতল ছাড়া পাহাড়ী রাজ্য নাগাল্যান্ড। চতুর্দশ উপজাতির দেশও এই নাগাল্যান্ড। গায়ের রং রক্তিম, আর্য ও মঙ্গোলিয়ান রক্ত রয়েছে এদের ধমনীতে। নাসিকা আর্যদের মতো। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাগা নারী ও পুরুষ। ধূসর নীল পাহাড়, অসংখ্য নদী-ঝোরা। রঙবেরঙের ফুলের সঙ্গে অর্কিডের রঙের বর্ণালী, সর্বোপরি উজ্জ্বল বৈচিত্র্যময় পোশাকে নাগা নারী-পুরুষ—নাগাল্যান্ডকে আকর্ষণীয় করে তোলে। পথের দুর্গমতা প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে হার মানে। পথশ্রান্তি দূর করে নয়নলোভন প্রকৃতি। তবুও যেন এক জেলা থেকে আর এক জেলায় যাতায়াতে দূরত্বের তুলনায় সময় লাগে অধিক, যানেরও অপ্রতুলতা পীড়া দেয় সময়ে সময়ে। দুই থেকে দশ হাজার ফুটের মধ্যে নাগাল্যান্ডের অবস্থান। ৭টি জেলায় ৮৬০টি গ্রামে বাস করে লাখ সাতেক নাগাবাসী। গ্রামগুলি বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে পাহাড়ী ঢঙে। গাছপালা নেই বললেই চলে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুন্দর। জাতে নাগা, ধর্মে খ্রিস্টান—কিরাতদের বংশোদ্ভূত এরা। রাজ্যের প্রধান ভাষা রোমান লিপিতে নাগামিজ। মূলে ১৬ হলেও বেশ কিছু শাখা উপজাতি বা সম্প্রদায় রয়েছে নাগাল্যান্ডে। অঙ্গামি, চাকাছাং, কাছারী, জেলিয়াং ও কুকি সম্প্রদায়ের বাস কোহিমে; ওখাতে লোথা; মককচুং-এ আও; জানুবট-এ সেমা; মন-এ কনিয়াক; ফেক-এ চাকাছাং; আর তুয়েংসাং জেলায় ছাং, ইমচুংগার, খেমুইঙ্গাং, ফোম ও সাংতাম সম্প্রদায়ের বাস। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, বেশবাস, এমনকি ভাষাও এদের বিবিধ। রোমান স্ক্রিপ্ট মূল মাধ্যম। ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি অনুযায়ী ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা এদের অক্ষর শেখায়। অঙ্গামী নাগারা সংখ্যায় যেমন বেশি তেমনই লেখাপড়া ও আধুনিকতায় উন্নত এরা। পাশ্চাত্য প্রথায় গড়ে উঠেছে এদের সমাজ জীবন। চলতে-ফিরতে হ্যান্ডশেকে সেলাম জানায় পরস্পরে। তবে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে আজও জাতীয় সংস্কৃতি মেনে চলে এরা।

রঙবেরঙের বসনের সঙ্গে ভূষণও পরে নাগাবাসী। পাখির পালক থেকে শুরু করে হাতির দাঁত, শুয়োরের দাঁত ও বাঁশের তৈরি *কংগন* পরে এরা। মালাও পরে নানান বর্ণের—*দেওমণি* অর্থাৎ পাথর ছাড়াও নানান কিছুর। গলার হার আর হাতের চুড়িতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিচয় মেলে। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি নেই নাগা সমাজে। তালাচাবির প্রচলনও তাই এদের অজানা। দরজায় এক টুকরো বাঁশের *কামি* অর্থাৎ খিল দিয়ে যাচ্ছে এরা দূরে-দুরান্তরে। তবে ঘৃণ্য রাজনীতির ব্যাপারীরা কিছুটা যেন কলুষিত করেছে এদেরও আজ।

এদের বাড়িঘরগুলিও আত্মরক্ষার জন্য অভিনব ভাবে তৈরি, একতলা কাঠের বাংলোধর্মী—রঙ সাদা। প্রতিটা বাড়ির সামনে মরসুমি ফুলের কেয়ারি। প্রবেশপথ খুবই সংকীর্ণ। গ্রামগুলিতেও একটি করে প্রবেশপথ। প্রবেশপথে হয়েছে *মরুঙ্গ*। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেরা থাকে এই মরুঙ্গে। অনেকটা Civil Defence-এর ঢঙে গড়া। গ্রামকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রও থাকে মরুঙ্গে। এরা যেমন যুদ্ধপটু তেমনই স্বাধীনচেতা, সাহসী, সচ্চরিত্র আর সত্যবাদী। সহজ ও সরল জীবনে অভ্যস্ত এরা। অতিথিপরায়ণও বটে নাগাজাতি। নারী জাতির সম্মান দেয় নাগাবাসী। নারী এদের কাছে ধরিত্রীর প্রতীক। কিরাতদেশের রাজেন্দ্রনন্দিনীরা আজও পিঠে কাপড় দিয়ে বাচ্চা বেঁধে পথ চলে। ঘরে-বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে চিত্রাঙ্গদার দেশের মেয়েরা।

নাগাল্যান্ড ❑ রাজধানী: কোহিমা। আয়তন: ১৬৫৭৯ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ১২১৫৫৭৩। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.১৪%। পুরুষ: ৬৪৩২৭৩। নারী: ৫৭২৩০০। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৪৪০৬৪৩। বৃদ্ধির হার: ৫৬.৮৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৭৩। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৯০। সাক্ষরের হার: ৬১.৩০%। প্রধান ভাষা: আও, কোনিয়াক, অঙ্গামি, সীমা, লোথা। ইংরাজিরও চল আছে রাজ্য জুড়ে। তবে, ডিমাপুরে বাংলার প্রচলন উল্লেখ্য। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৩৪৬৪.০০ টাকা (১৯৮৮-৮৯)।

শীত ও বৃষ্টি দুইয়েরই আধিক্য আছে নাগাল্যান্ডে। বেড়াবার মরসুম মার্চ-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। তবে, ফেব্রুয়ারির সেক্রেনি খুবই জমকালো উৎসব। এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। জুন-সেপ্টেম্বরে তাপমান ৩১—১৬° আর অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪.৪—৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। বৃষ্টির গড় ২৫০ মিমি।

৭ দিনে এককভাবে তবুও যেন অসম ও মণিপুরের সঙ্গে জুড়ে বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধা নাগাল্যান্ড রাজ্য।

নাগারাজ্যে যেতে Inner Line Permit লাগে। ভারতীয়দের ট্যুরিস্ট পারমিট পেতে কোনোরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। পারমিট প্রতি ৫ M O যোগে পাঠিয়ে Addl Deputy Commissioner, Govt of Nagaland, Dimapur-কে লিখুন। তবে ডাকে পারমিট পাওয়া দুরাশা। তাই চলার পথে ডিমাপুর থেকে সংগ্রহ করে চলাই উচিত হবে। আবার Deputy Resident Commissioner, Nagaland House, 11 Shakespeare Sarani, Calcutta-71, ✆ 2425247/2421967 থেকেও ভারতীয়দের ৭ দিনের জন্য ILP মেলে। নির্বাচন কমিশনের Identity Card বা রেশন কার্ডের জেরক্স কপি সঙ্গে দিয়ে আবেদনের প্রথা। তেমনই Asstt Resident Commissioner, Nagaland House, Nongrim Hills, Shillong-3, ✆ 23839 বা Deputy Resident Commissioner, Nagaland House, 29 Aurangzeb Rd, New Delhi, ✆ 3024289 থেকেও ভারতীয়দের ILP মেলে। আর মণিপুর ভ্রমণার্থীরা SDO, Imphal-এর কাছ থেকে জাতীয় সড়ক ধরে নাগাল্যান্ডে চলার পারমিট করে যেতে পারেন কোহিমায়। কোহিমায় পৌঁছে D C-র কাছ থেকে নতুন করে আন্তঃরাজ্য ILP করে নেওয়া যেতে পারে। আর বিদেশীদের Restricted Area Permit-এর জন্য Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt of India, North Block, New Delhi-110001-কে নাম, জীবিকা, জন্মসাল, স্থান, যাবার উদ্দেশ্য ও থাকার সময় সীমা বিস্তারিত লিখে আবেদন করতে হয়।

✈ 1 5 দিন ১১-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে ১৩-০৫এ জোড়হাট পৌঁছে ডিমাপুর যাচ্ছে ১৪-০০টায় IAC-র উড়ান। ফেরে ১৪-৩০এ ডিমাপুর ছেড়ে ১৫-৪০এ সরাসরি কলকাতায়। 3 7 দিন ১১-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে ১৩-০০টায় তেজপুর পৌঁছে ডিমাপুর যাচ্ছে ১৩-৫৫য়; ফেরে ১৪-৩০এ ডিমাপুর ছেড়ে ১৫-৪০ সরাসরি কলকাতায়। আর Skyline NEPC 2 3 5 7 দিন ৬-৩০এ কলকাতা ছেড়ে গুয়াহাটি/জোড়হাট হয়ে ডিমাপুর যাচ্ছে ১৬-০৫এ; ফেরে ১৬-৩০এ ডিমাপুর থেকে। ডিমাপুর থেকে সড়ক পথে কোহিমা। আবার বিমানে ইম্ফল পৌঁছেও কোহিমা চলা যেতে পারে সড়ক পথে।

রেল আসছে ভারতের নানান প্রান্ত থেকে অসমের গুয়াহাটিতে। গুয়াহাটি থেকে ব্রডগেজে কোহিমার রেল সংযোগকারী স্টেশন ডিমাপুর। হাওড়া থেকে কামরূপ এক্স, 2 3 6 দিন সরাইঘাট এক্স, 2 4 6 7 দিন গুয়াহাটি এক্সে গুয়াহাটি পৌঁছে গুয়াহাটি থেকে ১৪-১৫য় দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল, ১৯-০০টায় গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্স, 3 4 7 দিন ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সে লামডিং হয়ে ডিমাপুর পৌঁছান যথাক্রমে ২০-০০/০-১০/২২-৪০এ ডিমাপুর পৌঁছান। ডিমাপুর থেকে ৭০ কিমি দূরে লামডিং আর গুয়াহাটির দূরত্ব ২৫১ কিমি।

বাসও যাচ্ছে নাগাল্যান্ড ও অসম রাজ্য পরিবহণের গুয়াহাটি থেকে ৮ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি দূরের ডিমাপুরে। ডিমাপুর থেকে NH-39 ধরে ৭৪ কিমি দূরে কোহিমা। সকাল ৭ থেকে ১৬-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস, সময় নেয় ২½ ঘণ্টা। ডিমাপুর-মণিপুর বাসও কোহিমা হয়ে যাচ্ছে। ডিমাপুর থেকে ১৪ কিমি যেতে চুমুকেডিমা চেকপোস্টে ILP দেখাতে হয়। চেকপোস্ট পেরুতেই পথ ওঠে পাহাড় বেয়ে। স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদী ধানসিরি লুকোচুরি খেলে সারাপথে। দু'পাশে রুক্ষ পাহাড়, গাছপালার অভাব—মাঝে মধ্যে লতাগুল্ম, বন্য কলা গাছ। তিরতিরে ঝরনা নামছে পাহাড় বেয়ে। কোহিমার ১৬ কিমি আগেই জুবজা সেতু, বাঁক ঘুরতেই দেখে নেওয়া যায় পটে আঁকা ছবি—কোহিমা সিটি।

ইম্ফল থেকেও নিয়মিত সড়ক সংযোগ রয়েছে কোহিমার। এপথের দূরত্ব ১৪৫ কিমি। গহীন বনের মাঝ দিয়ে পথ—দৃষ্টিনন্দন পাহাড়ী পথ। বনজ ফুলেরা রাঙিয়ে তোলে পথপাশ, তোরণ সাজায় অর্কিডের দল। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা ডিফু নদী। দূরে, বহুদূরে পাহাড়ী টিলায় নাগা গাঁও। পথশোভা নয়নাভিরাম—ভারতে অদ্বিতীয়। তেমনই সড়কটিও দ্বিতীয় মহাসমরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ব্রিটিশ এপথেই কোহিমা ও ইম্ফলে জাপ শক্তিপুষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রতিহত করে। আবার ৩৪২ কিমি দূরের গুয়াহাটি (পল্টন বাজার) থেকে ব্লু হিলস ট্রাভেলসের ডিলাক্স বাস ২০-০০, ২০-১৫, ২০-৩০এ ছেড়ে ১৩ ঘণ্টায় NH-39 ধরে সরাসরি কোহিমা যাচ্ছে। তবুও যেন কলকাতা

যাত্রীদের সরাসরি যাত্রায় উচিত হবে সরাইঘাট বা গুয়াহাটি এক্সে গুয়াহাটি পৌঁছে ইন্টারসিটি এক্স বা সরাসরি বাসে কোহিমা বা ডিমাপুর এসে আবার বাসে কোহিমা চলা।

আর ইম্ফল থেকে কোহিমায় যেতে নাগাল্যান্ড স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে চলা উচিত হবে। ৬-৪৫এ কোহিমার একটি বিশেষ বাসও যাচ্ছে ইম্ফল থেকে। তাছাড়া, ডিমাপুরের বাসেও কোহিমার টিকিট মেলে। আর মণিপুর রাজ্য পরিবহণের বাসে কোহিমার কোনো টিকিট না মিললেও ডিমাপুরের টিকিট কেটে কোহিমায় নামা যেতে পারে। এদেরও গাড়ি ডিমাপুর রোড থেকে ছাড়ে।

কোহিমা

নাগাল্যান্ড রাজ্যের সদর দপ্তর বসেছে ১৪৯৫ মি উঁচু পাহাড়ী শহর কোহিমায়। বৈচিত্র্যে ভরা কোহিমার পর্যটক আকর্ষণ বহুবিধ। জাপানি সহযোগিতায় আর নাগাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিসংগ্রাম ঘটেছিল এই কোহিমায়। তবে, সত্য বিকৃত হয়ে ব্রিটিশের ভাষায় খোদিত হয়ে আছে পাথরের গায়ে—Here Invasion of India by Japan was halted, March 1943. পর্যটকমাত্রই অভিভূত হয়ে পড়েন। কোহিমা শহরের মূল আকর্ষণও কোহিমার সিমেট্রি। কমনওয়েলথ ওয়ার গ্রেভস কমিশনের ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্ব থেকে আসা মুক্তিসংগ্রামে নিহত ১৪২১ জন ব্রিটিশ মিত্রশক্তির সৈনিক শায়িত রয়েছেন ধাপে ধাপে।

ততোধিক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে পথের অপর পাশে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর টেনিস কোর্টে। টেনিস কোর্ট আজ কবরখানা হয়েছে যুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ সৈনিকদের।

WHEN YOU GO HOME TELL THEM
OF US AND SAY FOR YOUR TO-MORROW
WE GAVE OUR TO-DAY.

ইতিহাসের পাতায় পুবের সুইজারল্যান্ড কোহিমা বিশ্বের পট পরিবর্তনের মূল ভূমিকা হয়ে থাকবে।

ডাকবাংলো রেখে সামান্য এগুতেই কোহিমা বাজার, পথের দু'পাশে গড়ে উঠেছে কাঠের একতলা বাড়ি। বাড়িগুলি অতি সাধারণ। আধুনিক ইমারতও মাথা তুলেছে এরই ফাঁকে ফাঁকে। নিচুতলায় দোকানপাট। নাগা, বাঙালি, পাঞ্জাবি ও মণিপুরিরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। তারই মাঝে জাতীয় পোশাক পরে নাগা দোকানিও রয়েছে। সংখ্যায় নগণ্য এরা। ক্রেতাদের মাঝে জাতীয় পোশাকের সঙ্গে অতি আধুনিক সাজেও দেখা যাবে নাগাবাসীদের। সাপ, ব্যাঙ, বাঁদর সবেরই মাংস খায় এরা। মদ অর্থাৎ মধু এদের প্রিয় পানীয়। তেমনই বাঁশের কোঁড় এদের প্রিয় খাদ্য। ভিক্ষাবৃত্তি নাগাবাসীদের স্বভাববিরুদ্ধ। আজ অমিল হলেও বাঁশের তৈরি মগ বা পুতুল নাগাল্যান্ড ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গী হতে পারে পর্যটকদের। নাগা শালেরও যথেষ্ট প্রশস্তি পর্যটক মহলে। NST বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে নাগা এম্পোরিয়ামে কিনতে মেলে।

বাজার রেখেই বসতি এলাকা—স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়। ক্লাবও গড়ে উঠেছে ইনডোর গেমের ব্যবস্থা নিয়ে। ক্লাবঘরে দেখা মিলবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভারতবাসীর; শিক্ষকতার কাজে রয়েছেন বাঙালি ও অসমীয়া, প্রতিরক্ষায় পাঞ্জাবি। বাঙালির দেবী দুর্গা ও কালী পুজোও পৌঁছেছে প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে কোহিমায়। নাগাল্যান্ডের ফুলের সমারোহ পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ। দেশী-বিদেশী নানান ফুল সৌন্দর্য বাড়িয়েছে কোহিমার। জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ সারা নাগাল্যান্ডের।

ছোট্ট শহর কোহিমা। ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। সরকারি স্কুল থেকে শহরের শুরু, আর শেষ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নিবাস পেরিয়ে। ৮ কিমির মতো বিস্তৃতি। একদিনে শহর বেড়িয়ে নেওয়াও অসম্ভব নয়। মিটারহীন অটো ও ট্যাক্সি চলছে শহরে। সকালেই দেখুন শহরের প্রাণকেন্দ্রে **কোহিমা সিমেট্রি**। ভারতীয়দের কাছে আজ এক মহান তীর্থ এই সিমেট্রি। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ব্রিটিশদের হারিয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তুলেছিল নেতাজী সুভাষের বীর জওয়ানরা। পরিতাপের বিষয় সরকারি উদ্যোগের অভাবে অতীত লোপ পেতে বসেছে। আর সত্য চাপা পড়ে ব্রিটিশের ভাষায়—*ব্রিটিশ সেনা জাপানি অভিযান প্রতিহত করে* এখানে। ১০-০০টায় চলুন ৩ কিমি দূরে অতীতের নাগা সংস্কৃতির প্রদর্শনশালা **স্টেট মিউজিয়ম**। বাংলার কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের অনবদ্য মডেলে সংস্কৃতির সাথে উপকথা ও ইতিহাস দেখে নেওয়া যায়। চ্যাং কারেন্সির মুদ্রাও প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে, যার সালতামামি আজও অজ্ঞাত। বেসমেন্টে উত্তর-পূর্ব ভারতের জীব-জন্তুর প্রদর্শন কক্ষটিও অনবদ্য। দর্শন সেরে শহরে ফিরে আহার ও বিশ্রাম।

ROUTS WITH DISTANCES :

Route	Distance
Dimapur-Kohima	74 km.
Dimapur-Wokha via Kohima	154 km.
Dimapur-Imphal (Manipur)	216 km.
Dimapur-Mariani-Mokokchung	208 km
Dimapur-Mon via Jorhat Namtola	286 km.
Dimapur-Amguri	178 km.
Dimapur-Peren	76 km.
Kohima-Meluri	170 km.
Kohima-Phek	134 km.
Kohima-Zunheboto	150 km.
Kohima-Tuensang via Wokha/Mokokchung	270 km.
Kohima-Mokokchung	162 km.
Dimapur-Guwahati	292 km.
Dimapur-Zunheboto via Chazouba	225 km.

এবার শহর দেখুন চলতে ফিরতে ডাইনে বাঁয়ে। এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম আর সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ *Barra* অর্থাৎ গ্রাম **কোহিমা ভিলেজ** বা *বড়াবস্তি*। পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে নেওয়া

যায়। নাগা সংস্কৃতির ধারক—নাগা যোদ্ধা, অস্ত্র, মিথুনের শিং, মানুষের মুণ্ডুশোভিত বিশাল তোরণ হয়েছে কাঠের। বাড়িগুলিও কাঠের। সমাজের উঁচু সম্প্রদায় আজও বাড়ির ত্রিকোণ অংশে আড়াআড়িভাবে মিথুনের শিং ঝুলিয়ে রাখে। আধুনিকতা নাগাল্যান্ডে পৌঁছালেও, ঝলমলে জাতীয় সাজ আজও এদের প্রিয়। সমতলের উপর বিরাগ আছে নাগাল্যান্ডেও। তাই সূর্যাস্তের আগেই কুলায় ফিরুন। পর্যাপ্ত সময় থাকলে আরও একটা দিন বিশ্রাম নিন কোহিমায়।

কোহিমার ১৫ কিমি দক্ষিণে ৩০৪৩ মি উঁচু জাপ্‌ফু চুড়ো থেকে কোহিমা শহরের শোভা ও বরফে মোড়া রজতশুভ্র হিমালয় দৃশ্যমান।

আর, আও নাগা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করতে উৎসাহীরা ১৩২৫ মি উঁচু **মককচুং**-এ একটা রাত কাটিয়ে পরদিন তুয়েংসাং বেড়িয়ে আসতে পারেন বাসে বাসে। কোহিমা থেকে ৬-৩০ ও ৭-৩০এ বাস যাচ্ছে ১৫৪ কিমি দূরের জেলা সদর মককচুং-এ। ১০৬ কিমি দূরের জোড়হাট থেকেও বাস আসছে, বাস আসছে ২০৭ কিমি দূরের ডিমাপুর থেকেও মরিয়ানি হয়ে মককচুং-এ। ডিমাপুর থেকে ১০৮, শিমালগুড়ির ৫৪ কিমি দূরে ডিমাপুর-তিনসুকিয়া রেলপথে মরিয়ানি জংশন। নিকটতম রেল স্টেশনও এই মরিয়ানি। বাস আসছে তুয়েংসাং ১১০, ওখা ৮০ কিমি থেকেও মককচুং-এ। মন (Mon) থেকেও বাস মেলে সোনারি ও আমগুরি হয়ে মককচুং-এর।

ছোট্ট শহর মককচুং। বাস স্ট্যান্ডকে কেন্দ্রমণি করে শহরের বিস্তার। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় ঘণ্টা দু'য়েকে। বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে নাগা এম্পোরিয়াম তথা বাজার, বাঁয়ে DC Office ; অদূরে SBI. কমলালেবুর জন্যও প্রশস্তি আছে মককচুং-এর। আবার মককচুং থেকে বাসে আও নাগাদের বাস প্রথম নাগা গ্রাম **উঙ্গমাও** বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

রাতের বিশ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে টাউন পার্কের পাশেই সরকারি *Tourist Lodge*-এ। আর আছে *CH, Madras H, Grace H, Secret Inn, Step Inn, Magnet H, Monega, Kitu, Solty, Rainbow, Quinhol* মককচুং-এ। এদের কাছে S ৬৫-১০৫, D ৮০-১৭৫ টাকায় মেলে।

মককচুং থেকে ৮০, আবার কোহিমারও ৮০ কিমি দূরে **ওখা**। ১৩১৩ মি উঁচু ওখার প্রসিদ্ধি তার নয়নলোভন ঝলমলে নাগা শালের জন্য।

মককচুং থেকে বাসে **তুয়েংসাং** চলুন। এ-পথের দূরত্ব ১০৩ কিমি। অতীতের নেফা থেকে এসেছে এই তুয়েংসাং জেলা নাগা রাজ্যে। জেলা সদর ১৩৭১ মি উঁচু তুয়েংসাং-এ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপজাতির বাস। *Tourist Lodge*-ও হয়েছে তুয়েংসাং-এ। তবে, মককচুং বা তুয়েংসাং যাবার আগে কোহিমায় **Directorate of Tourism, Govt of Nagaland, A G Junction, Kohima-797001, ✆ 21607** থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে কোহিমা থেকে। সকালে গিয়ে বিকালে ফিরেও আসা যায় কোহিমায় ৬৫ কিমি দূরের ৮৯৭.৬৪ মি উঁচু **মন** বেড়িয়ে। কনিয়াকদের মুখের উল্কি, পাখনার টুপি, কানের রিং খুবই আকর্ষণীয়।

কোহিমা থেকে ১৩৪ কিমি দূরে **ফেক**—চাকাছাং নাগাদের বাস। মার্চ-এপ্রিলের উৎসবের সাথে নানানধর্মী অর্কিডের জন্য ফেকের প্রসিদ্ধি।

নাগাল্যান্ডের আর এক আকর্ষণ নাগা নৃত্য। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রশস্তি এর। তেমনই নানান উৎসব বছরভর নাগাল্যান্ডে। ফেব্রুয়ারির শেষে ১০ দিন ধরে সৌভাগ্য-এর *Sekreney* উৎসব চলে অঙ্গামি নাগাদের; সেমাদের ফসল ভালর *Tuluni* উৎসব ৮ই জুলাই শুরু হয়ে চলে ৫ দিন ধরে; আগস্ট মাসে আও নাগাদের ফসল কাটার *Tsungrem Mong* ; আর নভেম্বরের ৭ শুরু হয় লোথা নাগাদের ফসল কাটার উৎসব *Tokhu Emong*. নাচ-গান-বাজনার সঙ্গে ভোজ চলে উৎসবে। এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। তেমনই রাজ্য পর্যটনের ব্যবস্থাপনায় মে মাসে ১০ দিনের সামার ফেস্টিভ্যাল ও অক্টোবরে ১০ দিনের অটাম ফেস্টিভ্যাল—দুই-এরই পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামারে পুষ্প প্রদর্শনী ও অটামে অর্কিড প্রদর্শনী আকর্ষণে অনবদ্য।

পর্যটন দপ্তরের ১৬ ঘরের *Tourist Lodge*, New Ministry Hill, ✆ 22417এ S ১০০, D ১৫০। থাকার পক্ষে উত্তম হলেও শহর থেকে ৩ কিমি দূরে টিলার টঙে এই লজ। যানবাহনের অভাব যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায়। রান্না করে খাবার ব্যবস্থাও মেলে লজে। আর আছে *Yatri Niwas*, ✆ 22708, S ৬০, D ৮০; *CH, DB, IB; Officers' Mess, VIP Guest House;* অবু: Deputy Secretary (Home), Kohima. ৩২ ঘরের *MLA Hostel*-এও ঘর মেলে পর্যটকদের; অবু: Secretary, Assembly, Govt of Nagaland, ✆ 22280.

আর আছে নাগাল্যান্ড সরকারের *H Japfu*, P R Hill, ✆ 22721, B1, S ৭৫০, D ১০০০, ১২৫০, স্যুইট ১৬০০; *H Ambassador*, D ৩৭৫-৫২৫; *Moyase H*, Old NST Rd, S ১৫০, D ৩০০; *H Capital*, S ১০০-১৫০, D ১৮০-২৫০; *H Amba*, S ২২৫, D ২৭৫, ৩৫০; *H Vally View*, Old NST Rd, S ২০০, D ৩২৫; *H Pine*, near Transport Commissioners' Office, S ২৫০, D ৪৫০।

বাথসংলগ্ন ঘরের অভাব কোহিমার সাধারণ হোটেলে। তবে সিমেট্রির পাশে *Regal H*, opp MLA Hostel-797001-এ ফ্যামিলি নিয়ে থাকার পক্ষে ভালই, S ৮০-১২৫, D ১০০-২২৫। *Travel L*, below MLA Hostel, S ১২৫, D ২০০। শহরের অপর প্রান্তে *Razhu H*-টিও মন্দ নয়। এদের খাবারের ব্যবস্থা আরও ভাল, SCB ৬০, SAB ৮০, DCB ১০০, DAB ১৫০-২২৫, TAB ১৭৫-২৫০। বাস স্ট্যান্ডে *Friend H*, S ৬০, D ১০০; *Evergreen H*, SCB ৪০, DCB ৮০, DAB ১২৫; *H West View*, opp NST Bus Stand, S ৮০-১২৫, D ১৫০-২২৫; *H Concorde*, ছাড়াও হোটেল রয়েছে—*Stay Inn H, Bob, Sharon, Royal, Naga, Gracia Annex, Hill Men, Oking, Brook,*

Tip-Top, Woodland, Moon Light, Sunny, Ramu, West Inn, Everest, Zion, Gilead: এদের ব্যবস্থাপনা, খরচ-খরচা দুই-ই অতি সাধারণ। ঘরও মেলে S ৪০-৮৫ D ৮০-১৫০ টাকায়।

ডিমাপুর

কোহিমা থেকে বাসে চলুন ডিমাপুর। দূরত্ব ৭৪ কিমি, ২½ ঘন্টার পথ। নাগাল্যান্ড রাজ্যটি পাহাড়ী হলেও ডিমাপুর সমতলে, উচ্চতা মাত্র ১৯৫মি। বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে ডিমাপুরের সমৃদ্ধি। সারা ভারত থেকে প্রতিনিধি এসেছে এর নগরজীবনে। তবে বাঙালিয়ানা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ডিমাপুরে। নাগাল্যান্ডের একমাত্র ফিজো বিমান ঘাঁটিটিও ডিমাপুরে। বিমান ও রেল সংযোগ গড়েছে গুয়াহাটি ও কলকাতা হয়ে সারা ভারতের সঙ্গে ডিমাপুর (কোহিমা অংশে দেখুন) তথা নাগাল্যান্ডের। দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল, গুয়াহার্টি-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক রাজধানী এক্স, লামডিং-তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার সরাসরি ডিমাপুর যাচ্ছে গুয়াহাটি/লামডিং হয়ে। কলকাতার দূরত্ব ১২৪৮, তিনসুকিয়া ২৬৩, ডিফু ৫৬, কাজিরাঙ্গা ১৫৫, শিলং ৪৩৬, ইম্ফল ২১৯ কিমি। ট্রেনে ফারকেটিং গিয়ে কাজিরাঙ্গায়ও চলা যেতে পারে ডিমাপুর থেকে। ডিমাপুর থেকে রেল যাচ্ছে মেন লাইনের শিমূলগুড়ি হয়ে শাখা লাইনে অসমের শিবসাগর। পথের দূরত্ব ১৬৩+১৫=১৭৮ কিমি ডিমাপুর থেকে শিবসাগরের। এছাড়া সরকারি বাস যাচ্ছে ১৭৪ কিমি দূরের জোড়হাটে প্রতিদিন সকাল ৭-০০টায় ডিমাপুর থেকে। জোড়হাট থেকেও নিয়মিত শিবসাগরের বাস মেলে। আর জাতীয় সড়ক ৩৯ গিয়েছে ডিমাপুর থেকে রাজ্যের রাজধানী কোহিমা হয়ে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। সকাল ৬-৩০টায় পরপর যাচ্ছে নাগাল্যান্ড ও মণিপুর রাজ্য পরিবহণের এক্স ও সুপার এক্স বাস ইম্ফলে। আর ৭—১৬-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে কোহিমায়। কোহিমা থেকে ফেরেও এরা একইভাবে। রবিবার গাড়ির সংখ্যা কম থাকে এপথে। এমনকি গুয়াহাটিও যাচ্ছে ৮ ঘণ্টায় নাগাল্যান্ড রাজ্য পরিবহণের বাস ডিমাপুর থেকে।

অসম বেড়িয়ে নাগাল্যান্ড বা মণিপুর যাত্রীদের একটা রাত থাকার দরকার হয়ে পড়ে ডিমাপুরে। নাগাল্যান্ডের পারমিট সংগ্রহ আর সকালে বাস মণিপুরের। তাই হোটেলও হয়েছে বিভিন্ন মানের বিবিধ দামের ডিমাপুরে। পাশ্চাত্য প্রথায়—*H Tragopan,* Circular Rd-797112, ✆ 21416, A2½ R½, A/c S ৩৫০-৮৫০ D ৪৫০-১২৫০; *H Saramati,* ✆ 20054, SAB ২৫০-৪৫০ DAB ৪০০-৬৫০; *H Nagi,* ✆ 21043, SAB ২৫০-৩২৫ DAB ৩৫০-৪৫০; *City Tower,* Circular Rd, ✆ 20173, S ৪২৫ D ৪৫০-৮০০; *H Senti,* ✆ 20659, SAB ৩০০ DAB ৪৫০; *H Swagat,* Circular Rd, ✆ 20157, D ৪৫০-৬০০, শীতাতপ ঘরও মেলে স্বাগতে। *H Kunga,* Hazi Park, ✆ 21630, S ২২৫ D ৩০০; *H Yak,* Station Rd, ✆ 20703, S ২০০-২৭৫ D ২৫০-৩২৫।

ভারতীয় প্রথায়—*H Amber,* ✆ 22273, SAB ৮৫ DCB ১০০ DAB ১৫০ TAB ১৭৫; *H International,* S ৬৫ D ১২৫; *H Fantacy,* ✆ 22476, S ৩০০-৪৫০ D ৪২৫-৬৫০; *H Siddharth,* ✆ 22779; *H North East,* ✆ 23301; *H Galaxy,* ✆ 20714, S ৮৫ D ১৫০; *H Changsang,* ✆ 22973; *Crown H,* DAB ১৫০; *H Maharaja,* SCB ৪৫ SAB ৬৫ DCB ৮০ DAB ১২৫; *Palace H,* S ৬০ D ১০০; *ট্যুরিস্ট হোটেল, পাঞ্জাব হোটেল, হোটেল ডিলাক্স, ভেনাস, ইডেন, মাদ্রাজ, ভ্যালিভিউ, টাউন ডাউন, ওরিয়েন্ট, পার্ক হোটেল, রাজপুতানা হোটেল, শের-ই পাঞ্জাব, হোটেল সাধনা, জনতা, মন্দিরা হোটেল* ছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান ডিমাপুরে; S ৪০-৮৫ D ৬০-১৫০ টাকায় মেলে। রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড দুইয়েরই কাছে নাগাল্যান্ড ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট লজ,* অবু: *Caretaker,* ✆ 22147. অদূরেই *সার্কিট হাউস,* অবু: Adl Deputy Commissioner, Dimapurকে ৭ দিন আগেই লিখুন।

উৎসাহীরা ট্যাক্সি বা অটোয় শহরটা বেড়িয়ে নিতে পারেন। রিকশাও চলছে। বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভও রয়েছে ডিমাপুরকে ঘিরে। অতীতে দিমাসা কাছারি-রাজদের রাজধানীও ছিল ডিমাপুরে। রেল স্টেশনের অদূরে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—ভীমাকৃতি স্তম্ভ, খিলান আজও দেখে নেওয়া যায়। আর রয়েছে ধানসিরি নদী, ৫ কিমি দূরে চা-বাগিচা, নিউ মার্কেট, নাগা এম্পোরিয়াম ডিমাপুরে।

ডিমাপুর থেকে ৩৭ আর কোহিমার ১১১ কিমি দূরে Intaki Wildlife Sanctuary-টিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। ভারতে বেবুন ও গিবনের একমাত্র বাস **ইনটাকি বন্যজন্তু স্যাঙ্কচুয়ারিতে**। এছাড়াও হাতি, শম্বর, ভাল্লুক, উড়ন্ত কাঠবিড়ালি ছাড়াও নানান জন্তু দেখতে মেলে। বাঘও আছে ইনটাকিতে। নানানধর্মী পাখিও মধুময় করে তোলে ইনটাকি-কে।

অসম

ব্রিটিশের আসাম থেকে 'া' ছেঁটে নতুন করে হয়েছে অসম। অসম আজকের নয়। অনেক পৌরাণিক গ্রন্থে অসম ভূখণ্ডের নামোল্লেখ মেলে। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এর গোড়াপত্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, তখন নাম ছিল এর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। স্বনামধন্য রাজা নরাকা-র হাতে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই নরাকা-র পুত্র ভগদত্ত বিরাট হস্তিবাহিনীসহ অংশ নেন কৌরবপক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। তারও আগের কথা, সতীর দেহত্যাগের পর শোকাতুর শিব নীলাচল (মদন কামদেব) পাহাড়ে গভীর ধ্যানে বসেন। ইন্দ্রের ইচ্ছায় কামদেব এলেন শিবের মনে কামের উদ্রেক ঘটিয়ে ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটাতে। ক্ষুব্ধ শিব ভস্ম করেন প্রেমের দেবতা কামদেবকে। কামদেবের স্ত্রী রতিদেবীর প্রতি তুষ্ট শিব নতুন করে রূপ দিলেন কামের। অর্থাৎ কাম পেল রূপ আর সেই থেকে ভারতের উত্তর-পুবের এই ভূখণ্ডের নামও হয় কামরূপ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামটি অসমের আজকের মানচিত্র থেকে মুছে গেলেও কামরূপ নামটি জেলা রূপে রয়ে গেছে আজও।

যুগে যুগে বিভিন্ন বংশের রাজারা রাজত্বও করে গেছেন হিমালয়ের এই তরাই অঞ্চলে। ছোট ছোট স্বাধীন রাজাদের পরাজিত করে ব্রহ্মদেশ থেকে অহোমরা এসে ১৩ শতকে দখল করে অসম ভূখণ্ড। পরবর্তীকালের অসম নামটি নাকি এই অহোমের অপভ্রংশ। দ্বিমতে সংস্কৃত শব্দ *অ-সম* অঞ্চল থেকেই নাম হয়ে থাকবে অসম। ১৮২৬ পর্যন্ত অহোমদের দখলেও থাকে অসম।

সুশাসনের জন্য ভাইসরয় নিয়োগ করেন অহোমরাজ। ক্ষমতালিপ্সু, অযোগ্য শেষ ভাইসরয় বদনচন্দ্র সাহায্য চাইল বর্মার। সাহায্যে এসে বিতাড়িত করল বদনচন্দ্রকেই বর্মীরা। নিরুপায় হয়ে ব্রিটিশের সাহায্যপ্রার্থী হল ভাইসরয়। একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত বর্মীরা ১৮২৬-এর সন্ধি-শর্তে অসম ছাড়ে—আর কার্যত দখল যায় ব্রিটিশের হাতে অসমের। ১৮৩২এ কাছাড়, ১৮৩৫এ জয়ন্তিয়া পাহাড় এল অসমে। আর ১৮৩৯এ আপার অসম গেল বাংলায়। চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে ১৮৭৪এ প্রভিন্সে রূপ পায় অসম। ১৯০৫এ বঙ্গ-ভঙ্গ—অর্থাৎ বাংলার পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে অসমের মিলন ঘটায় সেদিনের ব্রিটিশরাজ। স্বাধীনোত্তর ভারতেও অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে বার বার অসম রাজ্যের। অতীতের ২ লক্ষ থেকে ছেঁটে ছেঁটে ৭৮৫২৩ বর্গ কিমি, অর্থাৎ ২ ভাগ গিয়ে একে দাঁড়িয়েছে অসম। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতায় করিমগঞ্জ ছেড়ে সিলেট গেল পূর্ব-পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশে। ১৯৪৮এ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সুদৃঢ় করতে NEFA-র জন্ম। আর উত্তর কামরূপের দেয়ানগিরি যৌতুক পেল ভূটান ১৯৫১য়। এখানেই শেষ নয়, খণ্ডিত হল অসম আবার—১৯৬৩তে অসম থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নিল নাগাল্যান্ড রাজ্য, ১৯৭২-এর ২১শে জানুয়ারি, মেঘালয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনাধীন মিজোরাম। যদিও প্রত্যেকেই এরা আজ স্বতন্ত্র রাজ্য, তবে এদের প্রত্যেকেরই সড়ক সংযোগ ঘটেছে অসমের উপর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডর হয়ে ভারত রাষ্ট্রের দিগ্বিদিকের সঙ্গে। নেপাল, চীন, ভূটান, মায়ানমার (বার্মা), বাংলাদেশ পরিবৃত খুবই স্পর্শকাতর এলাকা উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা। অতীতের Restricted Area Permit রদ হয়ে বিদেশীদের কাছে দ্বার খুলেছে অসম-মেঘালয়-ত্রিপুরা ভ্রমণের। তবে, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম যেতে ভারতীয়দের ILP মিললেও ত্রয়ীর সঙ্গে মণিপুর জুড়ে বিদেশীদের কাছে দ্বার আজও রুদ্ধ।

১৯৮৩র পর গণ-আন্দোলন কিছুটা প্রশমিত হলেও *বঙাল* তথা বিদেশী অর্থাৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি (বাংলাদেশী?) উচ্ছেদ আজও অব্যাহত। বিদেশীর সঠিক সংজ্ঞা আজও অনাবিষ্কৃত। তাই, বিদেশী সমস্যায় সমস্যাকীর্ণ আজও অসমের জনজীবন। তেমনই আছে বর্ষাকালের ভয়াবহতা সারা অসমে। ভূমিকম্পের ভয়াবহতা কমলেও বন্যা অসমের ফি-বছরের রুটিনমাফিক যেন। দু-কূল ভাসিয়ে বয়ে চলে চীনের (তিব্বত) মানস সরোবর থেকে জাত বিশ্বের দীর্ঘতম (১৮০০ মাইল) ব্রহ্মপুত্র নদ ও বরাক নদী। অসম তখন জলে ভাসে—বিনষ্ট হয় শস্যসম্পদ, বিপন্ন হয় মানুষ-জন। অসন্তোষ আছে রাস্তাঘাট, যানবাহন নিয়েও অসমে।

প্রাকৃতিক সম্পদেও অসম ভারত যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে রয়েছে। কয়লা, চুনাপাথর, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সিমেন্ট অফুরন্ত। বনজ-সম্পদেও সমৃদ্ধ অসম। রাজ্যের ৩০ শতাংশ বনাঞ্চল। ঠিক তেমনই বনচরদেরও স্বর্গরাজ্য এই অসম। সারা রাজ্যটাই যেন প্রকৃতির গড়া চিড়িয়াখানা। নথিভুক্ত ৪১ধর্মী ভারতীয় বন্যজন্তুর মধ্যে ২০ রকমের দর্শন মেলে অসমে। গণ্ডার, হাতি, বন্য মহিষ দেখতে আজও যেতে হয় অসমের কাজিরাঙ্গা বা মানসে। কাগজ কলও বসেছে অসমে। ২টি পাতা ১টি কুঁড়ির দেশও অসম। আদিগন্ত চা বাগিচা—৮৫০এরও অধিক টি-এস্টেটে ভারতীয় চায়ের ৫৫% আর বিশ্বের ⅙ ভাগ চা অসমেই হচ্ছে। স্বাদে দার্জিলিং অগ্রগণ্য হলেও লিকারে আধিক্য মেলে অসম চায়ে। তেমনই ভারতে চা-নিলামের বৃহত্তম ঘরটিও অসমের গুয়াহাটিতে। CTC চায়ের নিলাম

ঘর রূপেও গুয়াহাটি বিশ্বে বৃহত্তম। ভারত থেকে প্রথম বিদেশ (লন্ডন) পাড়িও দেয় অসম-জাত ৮ পেটি চা। প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে অতি নিপুণভাবে দক্ষ শিল্পীর মতো অসমকে। পাহাড়, নদ-নদী আর বন—এই ত্রয়ীর সমন্বয়ে পর্যটকদের স্বপ্নরাজ্য ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অসম। অসমের মঙ্গলসূত্র ব্রহ্মপুত্রের সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা যেমন নানান উপজাতীয় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ তেমনই অসমের কামাখ্যাও এক অনন্য তীর্থ। কামরূপের খাজুরাহো মদন কামদেবের ভাস্কর্য তথা মন্দিররাজি—সেও আর এক দ্রষ্টব্য।

অসম □ রাজধানী: ডিসপুর। আয়তন: ৭৮৫২৩ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ২২২৯৪৫৬২। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ২.৬%। পুরুষ: ১১৫৭৯৬৯৩। নারী: ১০৭১৪৮৬৯। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২৮৪। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯২৫। সাক্ষরের হার: ৫৩.৪২%। প্রধান ভাষা: অসমিয়া। তবে, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিরও চল আছে অসম রাজ্যে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৩১৭৯.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

বেড়াবার মরসুম: অক্টোবর থেকে এপ্রিল হলেও সারাবছর ধরেই পর্যটক সমাগম ঘটে চলে অসমে। তবে, বর্ষাকাল এড়িয়ে অসম যাওয়াই উচিত হবে। বর্ষাকালে অসম ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। প্লাবন অবশ্যম্ভাবী—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পথ-ঘাট, স্তব্ধ হয়ে পড়ে যানবাহন সারা রাজ্য জুড়ে। অসমের আর এক ভীতি ভূমিকম্প। বছরে বার বার আসে বিধ্বংসী রূপ নিয়ে সারা অসমে।

গুয়াহাটি ২ মানস ১ কাজিরাঙ্গা ১ জোড়হাট ১ শিবসাগর ১ ডিব্রুগড় ১ পথ চলতে ৪ দিন, অর্থাৎ ১১ দিনে বেড়িয়ে আসুন অসম রাজ্য। তবে অসমের পথে মেঘালয়ের শিলং পাহাড়ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। ঠিক তেমনই উচিত হবে অরুণাচল/নাগাল্যান্ড/মণিপুর/মিজোরামও বেড়িয়ে নেওয়া অসম সফরের সঙ্গে জুড়ে।

তেমনই দৃষ্টিনন্দন অসমের কারুশিল্প। লোকশিল্পের আখ্যান তুলে ধরেছেন শিল্পীরা তাদের হাতের যাদুতে। জিপসি রমণীদের সূচিশিল্প নজর কাড়ে পর্যটকদের। আর আছে পিতলের নানান সম্ভার, বিদ্রি, রূপোর ঝালরের কারুকাজ, নানান আভরণ, বাঁশ-বেত-কাঠের নানানকিছু, চিত্রকলা, পাথরের দেবদেবী, হাতির দাঁত ও মোষের শিঙ-এর নানান সম্ভার। ব্রহ্মপুত্রের তীরে গোয়ালপাড়ায় বাংলার পাঁচমুড়ারই তুল্য পোড়ামাটি ও শোলায় পৌরাণিক আখ্যান রূপ পাচ্ছে। অসম ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গী হতে পারে এসব।

বসন্তে দোল উৎসব হোলিরই আঞ্চলিক রূপান্তর। তেমনই কৃষি উৎসব *বিহু* এদের জাতীয় উৎসব। সংস্কৃতির পূজারী কিংবদন্তীর রাজা Bishwa Singh এর প্রবর্তক—নামটিও হয়েছে Bishwa থেকে Bihu. চৈত্র সংক্রান্তিতে ৩ দিন ধরে ফসল বোনার উৎসব *বোহাগ* বা *রঙালি* তথা বৈশাখ বিহু; *কাঙালি* বা *কাটি বিহু* অর্থাৎ ফসল কাটার উৎসব আশ্বিন সংক্রান্তিতে শুরু হয়ে চলে সারা কার্তিক জুড়ে—তাই কার্তিক বিহুও বলে থাকে একে। আর ফসল তোলার উৎসব *ভোগালি* বা *মাঘ বিহু* চলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে ২ দিন ধরে সারা অসমে। তবে রঙালির মাদকতা বেশি, নাচে-গানে চলেও মাসভর রঙালির রেশ। অসম পর্যটনে বোহাগ বিহু (আমোদ-আহ্লাদের) বা রঙালির বর্ণালী মাধুর্য বাড়ায়। এতসবের মাঝেও অসম আজ অশান্ত। আওয়াজ উঠেছে বোড়োল্যান্ডের অসম মানচিত্রে। রক্তও ঝরছে নানান অছিলায় অসমের সবুজ জাজিমে।

গুয়াহাটি

অতীতের প্রাগ্জ্যোতিষপুর আজ হয়েছে গুয়াহাটি শহর। *গুয়া* অর্থ সুপারি আর *হাটি* হচ্ছে হাট অর্থাৎ সুপারির হাট গুয়াহাটি। অসম তথা সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বারও এই গুয়াহাটি বা গুরাহাটি। ব্রহ্মার পুত্র দামাল নদ ব্রহ্মপুত্রর দক্ষিণ তীরে ৫৫ মি উঁচুতে গড়ে উঠেছে শহর। ব্রহ্মপুত্রর শোভাও খুবই সুন্দর। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমান ৩২.২° আর শীতে নামে ১০° সেন্টিগ্রেডে। বৃষ্টির গড় ১৬°cms. পাহাড়ী রাজ্য মেঘালয় জন্ম নিতে ১৮৭৪ থেকে ১৯৭৫ (জানুয়ারি) চলে আসা রাজধানী শহর শিলং থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে গুয়াহাটির উপকণ্ঠে ১০ কিমি দূরে গুয়াহাটি-শিলং পথের ডিসপুরে বসেছে নতুন করে রাজধানী। শহর গড়ে উঠেছে পরিকল্পিতভাবে ডিসপুরে। এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। শিলং চলার পথে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যায়। তবে আবার স্থানান্তর হতে চলেছে রাজধানী—গুয়াহাটি থেকে ২০ কিমি দূরে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত চন্দ্রপুরে। সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক শহররূপেও পূর্ব-ভারতে খ্যাতি আছে গুয়াহাটির। অতি দ্রুত আধুনিক সাজে প্রসার পাচ্ছে শহর। সর্বধর্মের—শৈব, বৈষ্ণব, তন্ত্র (শক্তি), বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সহাবস্থান ঘটেছে অসমের গুয়াহাটিতে। শহরের উপকণ্ঠে N F Rail-এর সদর দপ্তর পাণ্ডু, ব্রহ্মপুত্রর উপর দ্বিতল সেতুটিও পর্যটক তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। জল, স্থল ও আকাশপথে সারা পূর্ব-ভারতের সঙ্গে গুয়াহাটি যুক্ত।

✈ Indian Airlines, East West Airlines, Jet Airways, Damania, Skyline NEPC-র বিমান নিয়মিত সার্ভিস গড়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের নানান শহরের সঙ্গে গুয়াহাটির। 1 2 3 5 6 দিন ১০-০০টায় কলকাতা ছেড়ে ১-১০ মিনিটে গুয়াহাটি পৌঁছে ১২-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে কলকাতায় ফেরে ১৩-১০এ; 1 4 7 দিন ৬-২০এ কলকাতা ছেড়ে

৭-৩০এ গুয়াহাটি পৌঁছে ফেরে 1 3 6 দিন ৯-২০এ, 4 7 দিন ১০-০০টায় কলকাতা ছেড়ে ১১-১০এ গুয়াহাটি, 1 2 3 4 5 6 দিন ৬-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে ৮-৩০এ আইজল পৌঁছে গুয়াহাটি যাচ্ছে ১০-০০টায়; ফেরেও একইভাবে আইজল হয়ে কলকাতায় IAC-র উড়ান। লীলাবাড়ি যাচ্ছে 1 3 দিন ১০-২০এ ছেড়ে ১১-৩০, ডিমাপুর যাচ্ছে 2 4 5 দিন ১০-২০এ ছেড়ে ১১-১০এ গুয়াহাটি থেকে বায়ুদূতের বিমান। আগরতলা যাচ্ছে 1 4 7 দিন ৮-১০এ ছেড়ে ৪০ মিনিটে, ফেরে 1 3 6 দিন ৭-৫৫য় আগরতলা থেকে। ইম্ফল যাচ্ছে 2 6 দিন ১২-৫৫য় ছেড়ে ৫০ মিনিটে; ফেরে 4 7 দিন ১৪-২৫এ ইম্ফল থেকে। দিল্লী যাচ্ছে 2 6 দিন ১২-৫৫য ছেড়ে ১৭-৩৫এ, 1 3 5 দিন ১০-২৫এ ছেড়ে ১৩-০০টায় সরাসরি; দিল্লী থেকে গুয়াহাটি ফেরে 2 6 দিন ১০-০০টায় ছেড়ে ১২-১৫য় সরাসরি; 1 3 5 দিন ৬-২০এ ছেড়ে ৮-১৫য় বাগডোগরায় পৌঁছে ৯-৪৫এ গুয়াহাটি।

আর প্রাইভেট বিমান Skyline NEPC প্রতিদিন গুয়াহাটি থেকে ১৮-৩০এ কলকাতা; প্রতিদিন ৮-৪৫এ ইম্ফল; 2 3 5 7 দিন ১৪-১৫য় ছেড়ে জোড়হাট ১৫-০৫এ পৌঁছে ডিমাপুর যাচ্ছে ১৬-০৫এ; 1 4 6 দিন ১৪-১০এ ছেড়ে লীলাবাড়ি ১৫-১৫, ডিব্রুগড় ১৬-২০এ; 3 5 7 দিন তেজপুর যাচ্ছে ১১-৫০এ; 1 4 6 দিন শিলচর যাচ্ছে ৮-৪৫এ; ফেরেও এরা নিয়মিত গুয়াহাটিতে।

2 4 6 7 দিন সাহারা ইন্ডিয়া এয়ারলাইনস সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়-গুয়াহাটি-দিল্লীর মাঝে। শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে Borjhar Airport. ট্যাক্সি মেলে ৩০০ টাকায় বিমান বন্দর থেকে শহরে যেতে। শেয়ারেও ট্যাক্সি মেলে এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যেতে। বাসও যাচ্ছে IAC ও Rhino Travels-এর। দপ্তর বসেছে—IAC, Guwahati-Shillong Rd, Paltan Bazar, ✆ 563630; Vayudoot, Chatribari তে। NEPC-র দপ্তর বসেছে G S Rd, near Medical College, ✆ 566437.

নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলে গুয়াহাটি জংশন। ব্রড গেজ ও মিটার গেজ রেল দুই-এরই প্রচলন। রেল যাচ্ছে ১৫-২৫এ হাওড়া ছেড়ে 5659 কামরূপ এক্স পরদিন NJP ৫-৩০, নিউ কোচবিহার ৮-২৫, নিউ আলিপুরদুয়ার ৮-৪৮, নিউ বঙ্গাইগাঁও ১১-৪৫এ পৌঁছে ৯৯১ কিমি দূরের গুয়াহাটি যাচ্ছে ১৬-০০টায়। 2 3 6 দিন সুপার ফাস্ট 3045 সরাইঘাট এক্স যাচ্ছে ২২-০০টায় হাওড়া ছেড়ে পরদিন ১৬-৪৫এ গুয়াহাটি। আর 6321 তিরুভনন্তপুরম-গুয়াহাটি এক্স শনিবার ১৪-০৫, 5625 কোচি-গুয়াহাটি এক্স মঙ্গলবার ১৪-০৫, 5625 ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্স 6 7 দিন ১৪-০৫এ হাওড়া ছেড়ে NJP হয়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে পরদিন ১২-১৫য়। ফেরে গুয়াহাটি থেকে ৭-০০টায় কামরূপ এক্স, 1 4 5 দিন ১০-০০টায় সরাইঘাট এক্স, শনিবার ৫-০০টায় তিরুভনন্তপুরম এক্স, সোমবার ৫-০০টায় কোচি এক্স, মঙ্গল ও শুক্রবার ৫-০০টায় ব্যাঙ্গালোর এক্স গুয়াহাটি ছেড়ে হাওড়া-ভুবনেশ্বর-চেন্নাই হয়ে যাচ্ছে।

গুয়াহাটি-ডিমাপুর-ডিব্রুগড় রেল ব্রডগেজ হওয়ায় দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল ১৪-১৫য় গুয়াহাটি ছেড়ে ডিমাপুর হয়ে ৩৮০ কিমি দূরের ডিব্রুগড় যাচ্ছে পরদিন ৬-৪৫এ সরাসরি। 3 4 7 দিন ডিব্রুগড় রাজধানী এক্স ১৮-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে লামডিং ২১-১৮, ডিমাপুর ২২-৪০, মরিয়ানি ০১-১৫, নিউ তিনসুকিয়া ৬-০০টায় পৌঁছে ডিব্রুগড় যাচ্ছে ৭-৪০এ। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ৬-৩০এ লামডিং প্যাসেঞ্জার, ১৯-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে লামডিং ২২-৩০, ডিফু ২৩-১১, ডিমাপুর ০-১০, মারিয়ানি ২-৪৫, শিমালগুড়ি ৪-২৫এ পৌঁছে নিউ তিনসুকিয়া যাচ্ছে ৭-৪৫এ ইন্টারসিটি এক্স। ১৩-০০টায় গুয়াহাটি-লামডিং এক্স; চাপারমুখ হয়ে হাইবারগাঁও যাচ্ছে ১০-৩০এ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, ১৭-৩০এ এক্স। আর লামডিং থেকে ৭-০০টায় ছেড়ে ১৩ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ট্রেন যাচ্ছে লামডিং থেকে ১৯-৩০এ 5801 কাছাড় এক্স, ৯-০০টায় 5811 বরাকভ্যালী এক্স মিটার গেজে লোয়ার হাফলং/ হাফলং/বদরপুর হয়ে ২১৬ কিমি দূরের শিলচর যাচ্ছে ১১ ঘণ্টায়; ৪-০০টায় লামডিং ছেড়ে 204 ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার ২১-২০এ কুমারঘাট যাচ্ছে লোয়ার হাফলং/ হাফলং হিল/ বদরপুর/করিমগঞ্জ/ধর্মনগব হয়ে।

গুয়াহাটি থেকে সড়ক দূরত্ব :

কাজিরাঙ্গা	২১৭	কিমি
ডিব্রুগড়	৪৪৫	”
শিবসাগর	৩৬৯	”
মানস	১৭৬	”
থিম্পু	৫৪৯	”
ওরাং	১৪০	”
লামডিং	২২১	”
হাফলং	৩৫৫	”
ডিফু	২৬৯	”
দরং	১০০	”
শিলচর	৩৯৮	”
আইজল	৫৩৮	”
আগরতলা	৫৯৭	”
ডিমাপুর	২৮০	”
কোহিমা	৩৪২	”
ইম্ফল	৪৮৭	”
পরশুরামকুণ্ড	৬১৩	”
লেডো	৫৬৭	”
মারকংশেলেক	৪৭৫	
জিরো	৪৮০	”
নওগাঁ	১২০	”
তাওয়াং	৫৩২	”
তেজপুর	১৮১	”
নর্থ লখিমপুর	৪১৫	”
ইটানগর	৪২০	”
বমডিলা	৩৪২	”
শিলং	১০৩	”
তুরা	২৮৪	”
শিলিগুড়ি	৫১৩	”
দার্জিলিং	৫৮৭	”
গ্যাংটক	৩২৪	”
কলকাতা	১১৬৪	”
দিল্লী	২১৬০	”

প্রতি রবিবার ৫-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে হাওড়া/ ভুবনেশ্বর/ ওয়ালটেয়ার/ চেন্নাই/ কোয়েম্বাটুর/ কুইলন হয়ে ৩৫৭৪ কিমি দূরের তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে বুধবার ৭-৪৫এ 6322 গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্স; বুধবার ৫-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে একই পথে কোচি যাচ্ছে শনিবার ৩-৩০এ 5624 কোচি এক্স; মঙ্গল ও শনিবার ৫-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে তৃতীয় দিন ২০-২০এ 5626 গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর এক্স। ফেরে মঙ্গলবার ১২-০০টায় তিরু-ভনন্তপুরম, রবিবার ১৫-৪০এ কোচি, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২৩-৩০এ ব্যাঙ্গালোর থেকে গুয়াহাটি এক্স।

প্রতিদিন ১২-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি/ কাটিহার/ বরায়ুনি/ গোরক্ষপুর/ লক্ষ্ণৌ হয়ে দিল্লী যাচ্ছে 5609 আয়ুধ-অসম এক্স; ৪-৩০এ গুয়াহাটি ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি/ কাটিহার/ বরায়ুনি/ পাটনা/ এলাহাবাদ/ কানপুর/ তুণ্ডলা হয়ে ৩৬ঘ ৩৫ মিনিটে নিউ দিল্লী যাচ্ছে 5621 নর্থ ইস্ট এক্স; ১৭-০০টায় ডিব্রুগড় ছেড়ে ডিমাপুর ৩-৩০, লামডিং ৫-৪৫, গুয়াহাটি ১০-৩০এ ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি/ মালদহ/ নিউ ফারাক্কা/ ভাগলপুর/ পাটনা/ এলাহাবাদ/ তুণ্ডলা হয়ে দিল্লী যাচ্ছে তৃতীয় দিন ৫-৩০এ 4055 ব্রহ্মপুত্র মেল। 2 4 7 দিন ১৫-০০টায় ডিব্রুগড় ছেড়ে পরদিন ৪-৪৫এ গুয়াহাটি পৌঁছে নিউ বঙ্গাইগাঁও-নিউ জলপাইগুড়ি-কাটিহার-বরায়ুনি-পাটনা-মোগলসরাই-

কানপুর থেমে ৪৩ ঘণ্টায় নতুন দিল্লী যাচ্ছে 2423 ডিব্রুগড় রাজধানী এক্স, গুয়াহাটি থেকে দিল্লীর দূরত্ব ২০৫০ কিমি। দ্রুততম এদের মধ্যে নর্থ ইস্ট এক্স। ফেরে দিল্লী জং থেকে ৮-৪০এ আয়ুধ-অসম, ২১-০৫এ ব্রহ্মপুত্র মেল; আর নতুন দিল্লী থেকে 2 3 6 দিন ১৪-০০টায় ডিব্রুগড় রাজধানী এক্স, ২৩-৪০এ নর্থ ইস্ট এক্স।

মুম্বাই অর্থাৎ দাদার যাচ্ছে 3 7 দিন 5646 গুয়াহাটি-দাদার এক্স ১১-১৫য় গুয়াহাটি ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি/বরায়ুনি/পাটনা/জব্বলপুর/ইটারসি/ভুসুয়াল/মানমাদ হয়ে ৩৬ ঘণ্টায়। দাদার ছাড়ে 3 6 দিন ৭-৫৫য় দাদার-গুয়াহাটি এক্স। জম্মু যাচ্ছে 5651 লোহিত এক্স প্রতি সোমবার ১১-৩০টায় গুয়াহাটি থেকে; লোহিত ফেরে বুধবার ২২-১০এ জম্মু থেকে।

১৯-৪৫এ তেজপুর ছেড়ে রাঙ্গাপাড়া নর্থ ২০-৪৫, রঙ্গিয়া ০-৩০, নিউ বঙ্গাইগাঁও ৪-৫০, আলিপুরদুয়ার জং ৯-০০, শিলিগুড়ি ১৩-২৫, কাটিহার ১৯-৪০, সহর্ষ ০-৩০এ পৌঁছে সমস্তিপুর যাচ্ছে ৬-০০টায় 5715 তেজপুর-সমস্তিপুর এক্স; তেজপুর ফেরে সমস্তিপুর থেকে ২০-৪৫এ। তবে, গত কিছুকাল সমস্তিপুর-আলিপুরদুয়ারের মাঝে 5715 এক্স যাতায়াত করছে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে গুয়াহাটি থেকে।

সড়ক পথেও NH-31, 37 ও 40-এর সংযোগে গুয়াহাটি শহর। বাস যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে রাজ্য তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে দিকে গুয়াহাটি থেকে। বাস যাচ্ছে অসম, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের এক্স ও সুপার এক্স সরকারি বাস। ৩½ ঘণ্টায় শিলং ১০৩, তুরা ৩০৮, মানস ১৭৬, কাজিরাঙ্গা ২১৭ কিমি ছাড়াও বাস যাচ্ছে শিলচর, তেজপুর, ইটানগর, বমডিলা, ডিমাপুর, জোড়হাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়েও গুয়াহাটি থেকে। তবে সারা অসমে বাসের টিকিট যত্নে রাখবেন। নামবার কালে সরকারি বাসে টিকিট ফেরত দেওয়া কানুন এদের। পল্টনবাজার থেকে নেটওয়ার্ক ট্র্যাভেলস, অসম ভ্যালি ট্র্যাভেলস্ ও ব্লু হিলস ট্র্যাভেলসের ডিলাক্স বাস যাচ্ছে পূর্ব ভারতের নানান দিকে। শহরে চলছে মিটারহীন ট্যাক্সি ও অটো, রিকশা, সিটি বাস। ফেরি লঞ্চও যাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে নানানদিকে।

উত্তরবঙ্গ ভ্রমণার্থীরা নিউ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বা নিউ কোচবিহার থেকে ট্রেন ধরুন গুয়াহাটির। আর, দার্জিলিং ভ্রমণার্থীরা শিলিগুড়ি বা নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে গুয়াহাটি যেতে পারেন—দূরত্ব ৫৭৩ কিমি। রেল, বাস ও বিমান যাচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটি।

Guwahati, STD-0361এ নানান হোটেল। ওভার ব্রিজ পেরুতেই ASTC বাস স্ট্যান্ডের সামনে গুয়াহাটি-শিলং রোড। ডানহাতি Paltan Bazar, Guwahati-700008-এ ভারতীয় প্রথায়—*H Tourist*, S ৬০-৮৫, D ১২৫-১৭৫; *H Vandana*, ✆ 643475, SCB ৬৫, DCB ১০০, SAB ৮৫-১৫০, DAB ১৫০-২০০, A/c S ৩০০, D ৪৫০; অতি সাধারণ *H Apurba; H Mayur*, ✆ 541115, S ৮৫-১২০, D ১২৫-১৬৫, T ১৫০-২০০; *H Bob*, SCB ৪০, SAB ৬০, DCB ৮০, DAB ১২৫; *H Eden*, SAB ৮০, DAB ১৫০, TAB ২০০; *H Metro*, DCB ৮৫, DAB ১০০-১৫০, TAB ১৬৫, FAB ২০০; গলিপথে Md Shah Rd-8এ *H Starline*, ✆ 542450, SAB ২০০-২৫০, DAB ২৫০-৩৫০, FAB ৩৫০-৪৫০, A/c S ৪০০, D ৫৫০; মূলপথে *Vikash L*, S ৬০, D ১০০, থেকে; *H Rajmahal*, Aara Kashan (A T) Rd-1, ✆ 522476, S ৬৫০-১২০০, D ৮৫০-১৫০০, স্যুইট ১৮০০- ২৫৫০। বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে অবস্থান এদের।

ওভার ব্রিজ থেকে নেমে বামহাতি K C Sen Rd, Paltan Bazar, Guwahati-781008এ সারি দিয়ে—*H Indira*, SAB ১০০-১৫০, DAB ১৫০-২২৫; সাধারণ সাজে *H Vaishali; H Ambassador*, ✆ 554886, SCB ৬০, DCB ১০০, SAB ১১০-১৭৫, DAB ১৫০-২৫০, TAB ২২৫-২৭৫, A/c D ৩৫০; *H Embassy*, SCB ৬০, DCB ১০০, SAB ১৫০, DAB ২০০, TAB ২৫০; *H Rajdoot*, ✆ 542661, SAB ৮৫-১৫০, DAB ১৫০-২৫০, TAB ২২৫; *H Sukhamani*, ✆ 522160, SAB ৮০-১২৫, DAB ১২৫-২৫০, TAB ২২৫-২৭৫; *H Joydurga*, ✆ 541138, SCB ৬৫, DCB ১০০, TCB ১৫০, SAB ৮৫, ১০০, DAB ১২৫-১৭৫, TAB ১৬৫; গলিপথে *H Greatway, H Sodhi;* মূলপথে *H Prince*, ✆ 510128, S ৮৫-১৫০, D ১৫০-৩২৫, T ১৯০-৩৭৫, F ৩৫০-৬৫০, শীতাতপের জন্য ৭৫ অতিরিক্ত।

ওভার ব্রিজ থেকে নেমে ৫ মিনিটের সোজাপথে G S Rd-781008এ—সাধারণ সাজে *Hotel K K*, একই বাড়িতে অতি সাধারণ *H Orion, H Kanchanjangha, H Arolla*, বিপরীতে *H Gangotri*, DAB ১২৫-১৭৫; *Hotel M M*, ✆ 520659, S ৮৫-১২০, D ১৪৫-১৭৫; *H Gitanjali; H Maharaja*, ✆ 542176, SAB ১৫০, DAB ২২৫, A/c S ৩২৫, D ৪৫০; *H Trimurty International*, ✆ 542169, S ১২৫-১৭৫, D ২২৫-৩০০, T ২৭৫; **H Nandan* ✆ 540855, SAB ৩৫০- ৪৫০, DAB ৫০০-৬৫০, A/c S ৫৭৫-৭৫০, D ৭৫০-১০৫০, স্যুইট ১২৫০; লাগোয়া গলিপথে *H Chilarai Regency*, H P Bramachari Rd, Paltan Bazar-8, ✆ 546877, SAB ৩৫০, DAB ৪৫০, A/c S ৫০০-৬৫০, D ৬০০-৮৫০। তবে G S Road-এর হোটেলগুলিতে প্রত্যূষ থেকে গভীর রাতে যন্ত্রশকটের নিনাদ পরিবেশকে ভারী করে রাখে।

রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরুতেই Station Rd-781001এ—অসম পর্যটনের *Tourist Lodge*, SAB ১০০, DAB ১৭০, ডর্মি বেড ১৫/৩০; অবু: Tourist Officer, Assam Tourism, Guwahati-1, ✆ 544475. রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট অফিসটিও বসেছে লজে। আর আছে *PWD-র বাংলো* লজ চত্বরে।

রেল ওভার ব্রিজ থেকে নামতেই Panbazar-781001এ—*H Silver Line;* বিপরীতে *Broadview L*, ✆ 523338, SAB ৮৫, DCB ১০০, DAB ১৫০, TAB ২০০; লাগোয়া *Space L*, SCB ৬৫, DCB ১০০, SAB ৮৫, DAB ১৫০, TAB ২০০; মুখোমুখি *H Broadview*, ✆ 520250, DAB ৩২৫-৪২৫, A/c D ৪৫০-৮০০, স্যুইট ৮০০-১০৫০; বামহাতি গলিপথে *Malabar H*, M N Rd; মূলপথে *Ananda L*, ✆ 544832, SCB ৪৫-৬৫, DCB ৬০-৮৫, DAB ১২৫; গলিপথে *Vijoy H;* মূলপথে ভেজি মিলের *H Suradevi*, ✆ 545050, SCB ৮০, DCB ১২৫, SAB ১০০, DAB ১৫০, TAB ১৭৫, FAB ২৫০। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিপরীতে পানবাজারের G N B Rd-1এ—*Strand H*, SCB ৬০, DCB ১০০, SAB ৮০, DAB ১২৫-১৭৫; *Premier L*, S ৬৫-১০০, D ১২০-১৫০; *H Regal*, S ৬০, D

১০০; *H President*, S ১৭৫-২৫০ D ২৫০-৩৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; **H Prag Continental*, ✆ 540850, R½, S ২৫০-৪২৫ D ৪০০-৬৫০ A/c S ৪২৫-৫৫০ D ৬৫০-১২৫০; *H Abhinandan; H Kalpana*, S ৬০-৮০ D ১০০-১৫০ FR ১৭৫, একটি মিল বাধ্যতামূলক কল্পনায়। *H Blue Diamond*, Jasobanto Bazar, D ১২৫-২৫০; *H Tiendee* (টিএনডি), D ১৫০-২৭৫; *H Comfort*, S ৮৫-১৫০ D ১৫০-২৭৫; S S Rd-1এ—*H Gajraj*, Lakhtokia-1, SAB ১২০ DAB ২০০ TAB ২৫০; **H The Dynasty*, ✆ 510496, A21R1, S ১০৫০-২০৫০ D ১৬৫০-২৫০০ স্যুইট S ৩০০০- ৪৫০০ D ৩৫০০-৬০০০। পানবাজারের স্ট্রান্ড ও কল্পনা হোটেল দু'টি বাঙালি মালিকানাধীন।

রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে Fancy Bazar-781001এ —*H Nova*, ✆ 523464, SAB ১৭৫ ২০০ ৩০০ DAB ২৫০ ৩৫০ ৪০০ ৪৭৫ A/c-র জন্য ১২০ অতিরিক্ত। নোভার বিপরীতে *H Urvasi*, near Urvasi Cinema, SCB ৮০ DCB ১২০ SAB ১৫০ DAB ২২৫; উর্বশী সিনেমাকে ঘিরে সাধারণ সাজে *H Mahaluxmi, Rajasthan H, Rajhans H, Matri Hindu H; H Maruti*, ✆ 512142, Radha Bazar, S ১৯০ ২১০ D ২৭০ ২৯০ A/c S ২৯০ D ৩৭০ স্যুইট ৭০০; *H Nisha*, S S Rd-1, ✆ 522971; *H Kuber International*, Hem Barua Rd, ✆ 520807/541465, SAB ৩০০-৪৫০ DAB ৩২৫-৫৫০ A/c Suite ৬০০-১২৫০; *H Rituraj*, Kedar Rd, A20R1, ✆ 522495, S ৪০০ D ৫০০ A/c S ৫৫০ ৬০০ D ৬৫০ ৭০০ স্যুইট ১১০০; *H Siddhartha*, H B Rd, R1, S ২৫০ D ৩৭৫-৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *H Empire*, H B Rd, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০-১০৫০; *H Nav-Alka*, S C B Rd, ✆ 541074, DAB ২৫০ A/c ৪৫০; *H Amber*, H B Rd-1, SCB ৮০ DCB ১২৫ SAB ১০০ DAB ১৫০-২২৫; *H East India*, G R Rd, opp Apsara Cinema, D ১২৫-২০০। আর আছে *H Alka*, M S Rd, R1B1, SAB ১৫০ DCB ১৭৫ DAB ২৫০; *H Luit*, Machkhowa, SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫; *H Broadway*, Machkhowa, M G Rd-9, S ১২৫ D ২০০; *H Appolo*, Balarmukh, T R Phookun Rd-9, S ৬৫-১২৫ D ১২৫-১৭৫ T ২০০; *H Gaylord*, S ৬০-৮৫ D ১০০-১৫০; *H Alankar*, Chandmari, SAB ৮৫ DAB ১২০-১৭৫; *H Kirandeep*, Beltala, SAB ৮৫ DAB ১৫০; **H Samrat*, A T Rd, Santipur-9, A 20R3B1, SAB ২০০ DAB ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪৫০।

আর আছে সারা শহরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান হোটেল: গুয়াহাটিতে। পাশ্চাত্য প্রথায়: হাইকোর্টের বিপরীতে ITDC-র বিলাসবহুল **H Brahmaputra Ashok*, M G Rd-781001, A23R1, ✆ 541064, S ১১৯৫ D ১৪০০ স্যুইট ২০০০; **Belle View H*, M G Rd-1, ✆ 504848, A24R4B2, A/c S ৬৫০ D ৮৫০; *H Oberoi*, G S Rd, Ulubari-7, SAB ২৭৫ DAB ৪২৫; *Urvasi*, ✆ 882219; *Airport H*, Borjhar-15, ✆ 82292, S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ১২৫০; **H North Eastern*, G N Bardoloi Rd, SAB ১২৫-১৭৫ DAB ১৫০-২৭৫ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; *H Princes*, NH-37, Jawahar Nagar-28, S ২৫০ D ৩২৫-৪০০; *H East Inn*, Zoo-Narengi Rd-24, DAB ২২৫-৩৫০ A/c D ৪৫০; *H Prugyotish*, Manipuri Basti, G S Rd-7, near Rly Stn., SAB ১৫০-২৭৫ DAB ২৫০-৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *R G Barua G H*-7, SAB ২২৫ DAB ৩০০ A/c S ৩০০ D ৫৫০; *H Orchid*, opp Indoor Stadium GH, ✆ 544471; কল বুকিং: ✆ 3370662; *H Shyamalee*, Mangaldai, near Circuit House, ✆ (03713) 22247 ছাড়াও নানান।

ডিসপুরে—*H Shib, Bilas, Rajhangsha, Royal, Rajmal, Star*, এদের রেট D ১৫০-২৭৫। এছাড়াও হোটেল আছে নানান গুয়াহাটিতে। আর আছে ২টি *সার্কিট হাউস*—হাইকোর্টের বিপরীতে ও উজানবাজার ঘাটে, অবু: Special Officer, near High Court, Guwahati-1; *FIB, AOC GH, YMCA*, (Pan Bazar), *YWCA* ও *রেলের রিটায়ারিং রুম* গুয়াহাটিতে।

বাংলার মতো ভাত-ডাল-মাছের দেশ অসম। তবে, মশলার আধিক্য নেই বাংলার মতো। স্বকীয়তাও মেলে *খার, খারোলি, খরিসা* নানান আহার্যে। তেমনই নানানধর্মী *পিঠা* (মিষ্টান্ন)-রও ভক্ত অহোমবাসী। স্বাদও নেওয়া যেতে পারে চলার পথে নানান রেস্তোরাঁয়। *H Paradise, Sangmari*-রও খ্যাতি আছে আঞ্চলিক আহার্য পরিবেশনে। দক্ষিণ ভারতীয় ডিসের জন্য *Noodlandi—Ulubari* চলা যেতে পারে। আর *চীনা, মোগলাই, তন্দুরী, কন্টিনেন্টাল* মিলের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে হোটেল নন্দন কমপ্লেক্সের *Utsab*, G S Rd-এ। ফ্যান্সিবাজার, পানবাজার, জি এস রোডেও খাবার হোটেল আছে নানান।

কনডাকটেড ট্যুর: যথেষ্ট যাত্রী হলে (কমপক্ষে ১০) রাজ্য পর্যটন Tourist Information Office, Station Road, Guwahati-781001, ✆ 547102/544475, near Rly Stn থেকে কনডাকটেড ট্যুরে প্রতিদিন শহর দেখাবার ব্যবস্থা আছে। সকাল ৯টায় গিয়ে কামাখ্যা, ভুবনেশ্বরী মন্দির, মিউজিয়ম, কটেজ ইনডাসট্রিজ এম্পোরিয়াম, জু, গান্ধী মণ্ডপ, ডিসপুর, বশিষ্ঠ আশ্রম, ব্রহ্মপুত্রের সরাইঘাট সেতু ও সূর্যাস্ত দেখিয়ে শহরে ফেরে গাড়ি। টিকিট ৫০, শিশু ৪০। আবার নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে প্রতি সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার ৯-০০টায় গিয়ে পরদিন ১৭-৩০টায় ফেরে কনডাকটেড ট্যুরে কাজিরাঙ্গা দেখিয়ে; থাকা-খাওয়া-যাতায়াতে ৪৭০, বারো বছর পর্যন্ত শিশুদের ৩৬৫। শিলং-ও বেড়িয়ে আনে দিনে দিনে রাজ্য পর্যটন প্রতি বুধ ও রবিবার ১৫০ (শিশু ১০০) টাকায়। হাজো, শুয়ালকুচি ও মদন কামদেব যাচ্ছে প্রতি রবি, ২য় শনি ও ৪র্থ শনিবার ৮০, শিশু ৭০ টাকায়। প্রতি বুধবার হিল প্যাকেজে যাচ্ছে ৩ দিনের ট্যুরে দিফু-হাফলঙ-জাতিঙ্গা দর্শনে অসম ট্যুরিজম ১০০০, শিশু ৬০০ টাকায়। এক রাতের অবস্থানে তেজপুর-ভালুকপঙ যাচ্ছে ২ দিনের ট্যুরে ৫২০/৪০০ টাকায়। দীর্ঘ বিরতির পর মানস অভয়ারণ্যও যাচ্ছে ATDC. ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। ITDC, Ulubari, ✆ 547407—এদের কাছেও গাড়ি মেলে ভাড়ায়। Govt of India Tourist Information Office বসেছে B K Kakati Rd, Ulubari, ✆ 547407-এ। রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরেও দপ্তর বসেছে অসম ট্যুরিজম ও ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন শুক্লেশ্বর ঘাট (আমিনগাঁও পার ঘাট) থেকে ATDC-র জলপরী লঞ্চ যাচ্ছে ১৫-০০ ও ১৬-৩০টায় ৩৫ টাকায় ১ ঘন্টার জলবিহারে।

গুয়াহাটিতে:

Indian Airlines—City Office	✆ 563630
Borjhar Airport	✆ 84265
Vayudoot	✆ 331941
Air India	✆ 561881
Damania	✆ 566093
Skyline NEPC	✆ 566437
East West Airlines	✆ 543330
Sahara India Airlines	✆ 54867
Jet Airways	✆ 520202
Rail Station Enquiry	✆ 540330/29
Recorded Information	✆ 131/133
Assam State Transport	✆ 544709
Meghalaya State Transport	✆ 547668
Tourist Office—Assam	✆ 544475
Govt of India Tourist Office, Ulubari	✆ 547407
Directorate of Tourism—Govt of Assam	✆ 547102
Govt of Meghalaya Tourist Information Office—Meghalaya	✆ 547668

তেমনই অসম ভ্রমণে থাকা-খাওয়া-ট্যুর প্ল্যানিং—বহুমুখী সহযোগিতা মেলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন Destination, Md Tayabullah Rd, Dighalipukhuri (East), Guwahati-781001, ✆ 31080/33566 থেকে। আগ্রহীদের উচিত হবে সরাসরি যোগাযোগ করা।

আবার Blue Hill Travels, Paltan Bazar, Guwahati-781008, ✆ (0361) 520604/547911 থেকে North Eastern Exposition-এ যাচ্ছে নানানধর্মী প্যাকেজে—৫ রাতের অবস্থানে গুয়াহাটি-শিলং-মানস; ১ রাতের অবস্থানে কাজিরাঙ্গা; ১ রাতের অবস্থানে শিলং, ৩ রাত ৪ দিনের প্যাকেজে বমডিলা; ৬ রাত ৫ দিনের সফরে গুয়াহাটি-তেজপুর-ভালুকপং-টিপি-বমডিলা-তাওয়াং-সেলাপাস; ৪ রাত ৩ দিনে জোয়াই-শিলং-মানস-

গুয়াহাটি; হাজো-গুয়ালকুচি; গুয়াহাটি শহর-কামাখ্যা মন্দির ট্যুরেও যাচ্ছে ব্লু হিল ট্রাভেল।
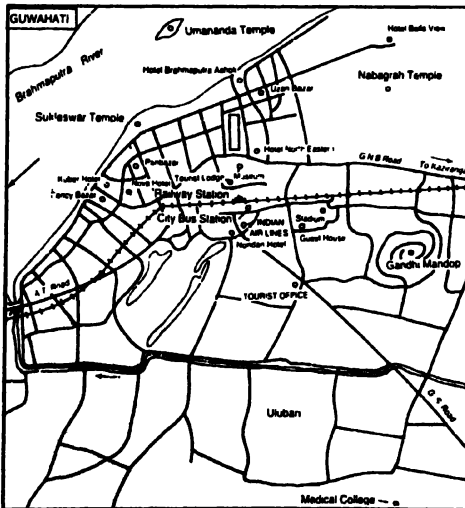
তেমনই যাচ্ছে নানান ট্রাভেল এজেন্ট গুয়াহাটি থেকে দিন-রাত্রের সার্ভিসে অসম তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকে :

Net Work Travels, Paltanbazar,	✆ 522007
Green Valley Travels, Paltanbazar,	✆ 543646
Blue Hill Travels, Rehabari,	✆ 547911
Assam Valley Travels, Paltanbazar,	✆ 546133
Pelican Travels, Hotel Brahmaputra Ashok,	✆ 541064
Rhyno Travel, Panbazar,	✆ 540666

গুয়াহাটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে নেহরু পার্কের বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কাছারি প্রাঙ্গণ। আদালতের বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের জলে অতীতের ভস্মাচল বা ভস্মকুট আজ হয়েছে পিকক আইল্যান্ড বা **উমানন্দ দ্বীপ**। এই পাহাড়ী দ্বীপে টিলার টঙে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি মন্দিরে শিব উপাস্য দেবতা। জনশ্রুতি, এখানেই শিবের ক্রোধাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়। শিবরাত্রিতে উৎসব হয়। মন্দির রয়েছে আরো ২টি অহোম রাজাদের কালের। তবে আজ অবহেলিত। কয়েক ধাপ নামতেই সঙ্কটমোচন হনুমানমন্দির। কাছারি ঘাট থেকে যান্ত্রিক বোট বা লঞ্চে পারাপার। ভাড়া ২৫/৩০্। জলপথের মাঝ-দূরত্বে অতীতের উর্বশী আজ বিধ্বস্ত।

গুয়াহাটির প্রাণকেন্দ্র ব্রহ্মপুত্রর শুকলেশ্বর ঘাটের কাছে শুকলেশ্বর টিলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন **জনার্দন মন্দিরটিও** উচিত হবে দেখে চলা।

অদূরেই পানবাজার—অসম সিল্ক-এন্ডি-পাটজাত ও মুগার বসন কেনাকাটা করা যেতে পারে। তেমনই বাঁশ ও বেতের তৈরি নানান বিলাসপণ্য ও হস্তশিল্পও কেনা যেতে পারে। ফ্যান্সিবাজারের দোকানপাটে বা অসম স্পান সিল্ক মিলের শোরুম—গণেশপুরী বা জি এন বরদলুই রোডের *পূর্বশ্রী*থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে অসম ভ্রমণের স্মারক।

শহরের আমবাড়িতে হয়েছে ট্যুরিস্ট লজ লাগোয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পিছনে অতীত অসমের নিদর্শন নিয়ে **অসম স্টেট মিউজিয়ম**। সোমবার, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছাড়া অন্যান্য দিন গ্রীষ্মে ১০—১৭-০০ শীতে ১০—১৬-১৫য় খোলা।

তেমনই উজানবাজারে **গুয়াহাটি তারাঘর** (প্লানেটরিয়াম) ✆ 548962, প্রতিদিন ১১—১৯-০০টায় ১ ঘণ্টার প্রদর্শনীতে দেখে নেওয়া যায়; টিকিট ১০্।

অসমের শিল্প সংস্কৃতি আর প্রাচীন সম্পদের অনন্য সংগ্রহশালা **অসম রাজ্যিক সংগ্রহালয়** বসেছে দিঘলিপুকুর, গুয়াহাটি-১-এ। শীতে ১০—১৬-১৫, গ্রীষ্মে ১০—১৭-০০, দেওবারে ৯—১৩-০০টায় খোলা। সোমবার বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রীদের দর্শনী লাগে না।

এমনকি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম বিজ্ঞান সংগ্রহালয় **আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র** (✆ 561699) বসেছে খানাপারায় —সোম ছাড়া প্রতিদিন অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ৯-

৩০—১৭-০০ আর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরে ১০-৩০—১৮-০০টায় দেখে নেওয়া যায় তারামণ্ডল, মহাকাশ, নদী উপত্যকা, সাগরীয় তরঙ্গ, ভূমিকম্প, বিজ্ঞান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, আকাশ নিরীক্ষণ ছাড়াও নানানকিছু।

আর রয়েছে শহরের ৩ কিমি পুবে চিত্রাচল পাহাড়ের পশ্চিমে **নবগ্রহর মন্দির**। নবগ্রহর প্রতীকস্বরূপ পাথরের ৯ মনোলিথ মূর্তি হয়েছে মন্দিরে। অতীতে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা হত। আর এই জ্যোতিষশাস্ত্র থেকেই নাম হয়েছিল সেকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

শহর থেকে ১০ কিমি দূরে নীলাচল পাহাড়ে ৫২৫ ফুট উঁচুতে **কামাখ্যা মন্দির**। তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান কামাখ্যা, পুণ্য শক্তিপীঠ। দৈত্যরাজ নরকাসুরের তৈরি মূল মন্দিরটি ১৫৫৩য় কালাপাহাড়ের কালো হাতে বিনষ্ট হতে নতুন করে মন্দির গড়েন ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নবনারায়ণ। ডিম্বাকার মৌচাকের আদলে শিখর—৭টি চুড়ো, প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ৩টি স্বর্ণকলস, তার উপর সোনার তৈরি ত্রিশূল। মন্দিরটি কারুকার্যময়—হিন্দুপুরাণের দেবদেবীরা মূর্ত হয়েছেন দেওয়ালে। এমনকি দাড়িগোঁফওয়ালা শিবও রয়েছেন মন্দিরে। প্রাচীন অহোম স্থাপত্যের নিদর্শন এই মন্দিরে দুর্গা, কালী, তারা, কমলা, উমা ও চামুণ্ডার প্রতিভূ রূপে পূজিতা হচ্ছেন পঞ্চরত্নের সিংহাসনে অষ্টধাতুর দেবী কামাখ্যা। খুবই জাগ্রতা এই দেবী। ৫১ পীঠের এক পীঠ। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর যোনি পড়ে এখানে। আলো-আঁধারিতে সিঁড়ি নেমে দেবীর অবস্থান অন্তঃপুরে। সুন্দরভাবে বাঁধানো যোনি-বেদীর ফাটল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা জলে থৈ-থৈ অন্তঃপুর অর্থাৎ দেবীকুণ্ড। অম্বুবাচীতে (আষাঢ় ৭ই/আগস্ট) দেবী ঋতুমতী হন। জলেরও রঙ বদলে লাল হয়। এই জলপানে নানান দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় ঘটে। দেবীর রক্তবস্ত্রের মাহাত্ম্যও অপরিসীম। অম্বুবাচীতে মহাসমারোহে উৎসব হয়। প্রদীপের আলোয় দেখে নিতে হয় লাল সালুতে ঢাকা দেবী অর্থাৎ যোনিমূর্তি। মহিষ বলি হয় উৎসবে। সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রী আসেন, ভিড় জমে পর্যটকদেরও। তবে, ৩ দিন বন্ধ থাকে মন্দির অম্বুবাচীতে। কামেশ্বরের সঙ্গে দেবীর বিবাহ উৎসব পৌষ বিয়া, বসন্তে বাসন্তী উৎসব ছাড়াও উৎসব আছে নানান কামাখ্যায়। থাকার জন্য *পাণ্ডা ঠাকুরদের বাড়িই* ভরসা কামাখ্যায়। নানান সংস্কার, ভীতি, রোমাঞ্চ ও রহস্যে ঘেরা এই দেবীমন্দির। কিংবদন্তী, পুরুষরা ভেড়া বনে কামাখ্যা পাহাড়ে। দেবী রুষ্ট হলে বংশলোপের আশঙ্কা। আবার বন্ধ্যা নারী সন্তানসম্ভবা হয় দেবীর আশিস পেলে। সকাল ৮-০০টা থেকে সূর্যাস্ত খোলা; তবে দুপুর ১৩-০০টায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বন্ধ হয় মন্দিরদ্বার। আর আছে মন্দিরের সামনে ছোট্ট জলাশয়—সৌভাগ্যকুণ্ড। তেমনই আছে কামাখ্যা মন্দিরকে ঘিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দশমহাবিদ্যা, সিদ্ধেশ্বর, কামেশ্বর ছাড়াও নানান মন্দির।

কামাখ্যা বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে উমাচল আশ্রম তথা স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ভারতে প্রথম যোগবলে রোগ আরোগ্যের শিবানন্দ যৌগিক হাসপাতালটিও আর এক দর্শন।

কামাখ্যা মন্দির থেকে ১৬৫ ফুট উচ্চে পাহাড় চূড়োয় ছোট্ট সফেদ রঙা **ভুবনেশ্বরী মন্দির**। মন্দির অন্দরে এক গহ্বরে রক্তপ্রস্তরে দেবী বিরাজ করছেন। ফুলে ফুলে ঢাকা—বলিরও প্রথা আছে মন্দিরে। ভুবনেশ্বরী চত্বর থেকে গুয়াহাটি শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। তেমনই ব্রহ্মপুত্রে সূর্যাস্তের দৃশ্যও পাহাড় থেকে মনোহর। কামাখ্যা বাস স্ট্যান্ড থেকে মিনিট পনেরোর পায়ে হাঁটা পথে ভুবনেশ্বরী। ট্যাক্সি যাচ্ছে, ৩৫ টাকায় যাতায়াত কামাখ্যা মন্দির থেকে ভুবনেশ্বরী। কাছারি অর্থাৎ নেহরু পার্ক থেকে সকাল ৭টা থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সরকারি বাস যাচ্ছে কামাখ্যা মন্দিরদ্বারে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে ১২৫ টাকায়। শেয়ারেও মেলে ট্যাক্সি। আবার পাণ্ডুগামী বাসে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে পায়ে হেঁটেও চড়া যায় মন্দিরে। অটোও যাচ্ছে পাহাড়ে।

অদূরে রেল উপনগরী **পাণ্ডু**। পাণ্ডুরাজার নামে নাম। মন্দিরও আছে টিলার টঙে পাণ্ডুনাথ। এমনকি বনবাসকালে পাণ্ডবরা আসেন—বাসও করেন গণেশের ছদ্মবেশে। মূর্তিও হয়েছে গণেশরূপী পঞ্চপাণ্ডবের। এছাড়াও মূর্তি হয়েছে আরও নানান। বৈচিত্র্য আছে নৃসিংহ অবতারের মূর্তিতে। তবে, অযত্ন আর অবহেলায় ধ্বংসের কাল গুনছে পাণ্ডুর এই অতীত ভাস্কর্য। আরও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদে সূর্যাস্ত মনোরম।

শহর থেকে ১২ কিমি দক্ষিণে সন্ধ্যাচল পাহাড়ে **বশিষ্ঠ আশ্রম**। লোকশ্রুতি, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তপোবন ছিল এখানে। পায়ের ছাপ রয়েছে, মূর্তিও হয়েছে মুনির। আশ্রমের পাশ দিয়ে দামাল তিন পাহাড়ী নদী—সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা বয়ে চলেছে। মিলেছেও এরা আশ্রমের কাছে—মিলিত ধারাই বশিষ্ঠ গঙ্গা। এই গঙ্গায় অবগাহন করে বশিষ্ঠ মুনি শাপমুক্ত হন। গঙ্গা রেখে গ্রামের পথে যেতে পাথরের হাতির মূর্তিতেও বৈচিত্র্য আছে। পেটের গহ্বরে ছোট গণেশ। পর্যটকদের জন্য বিশ্রামগৃহও আছে। আশ্রম শিরে শিবমন্দির। আর পথেই পড়ে গুরুদ্বার ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির।

কাছারি স্ট্যান্ড থেকে বাস, কনডাকটেড ট্যুরে বা অটোয় (৮০/১০০ টাকায়) ৫ কিমি দূরে আর জি বড়ুয়া রোডে মনোরম পাহাড়ী পরিবেশে **অসম স্টেট জু**-এর বন্যজন্তুর সংগ্রহও পর্যটকদের মনোরঞ্জন করে। ৭—১৫-০০টায় খোলা, শুক্রবার বন্ধ। লাগোয়া বটানিক্যাল গার্ডেন। তেমনই চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায় অতীতের আশ্রমে ১৯৪৮এ গড়া গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিদ্যা সংগ্রহর মিউজিয়ম, দিঘালিপুকুরে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, লাইব্রেরিতেই আর্ট গ্যালারি, গান্ধী মণ্ডপ, বি বড়ুয়া রোডে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে নেহরু স্টেডিয়াম, কনকলতা ইনডোর স্টেডিয়াম, আবিতা ইনডোর স্টেডিয়াম, বি পি চালিহা সুইমিং পুল,

নুরুল আমিন টেনিস কমপ্লেক্স, আমবাড়িতে ১০—২০-০০টায় দিঘালিপুখুরিতে (লেক) বোটিং, নুনমাটি তৈল শোধনাগার, পেট্রোলজাত নানান পণ্য, ১০ কিমি দূরে ডিসপুর রাজধানী শহর, ১২ কিমি দূরের আশ্রম, কাছারির সন্নিকটে নেহরু পার্কে আবালবৃদ্ধবণিতার মনোরঞ্জক নৃত্যরতা ঝরনা, বাঁশ-দড়ির সাঁকো, মুক্তাঙ্গন রেস্তোরাঁ, মজার খেলা—বেলুনের সমুদ্র ছাড়াও মনোরঞ্জনের নানান ব্যবস্থা মেলে ৫ টাকার টিকিটে। তেমনই শহরের অন্যতম আকর্ষণ ব্রহ্মপুত্র। সকাল-সাঁঝে পাড় ধরে হাঁটুন। বোটিং বা ফেরিতে জলবিহারের সঙ্গে স্থানীয়দের সমাজ-জীবন দেখুন দ্বীপ থেকে দ্বীপে। সূর্যাস্ত—সেও এক রমণীয় ব্রহ্মপুত্রে।

হাজো: শহর থেকে সরাইয়াঘাট সেতু পেরিয়ে শিঙি-মারীচক হয়ে ২৫ কিমি দূরে ব্রহ্মপুত্রর উত্তর পাড়ে মনোরম প্রকৃতির মাঝে ৮ কিমির ব্যবধানে দুই পাহাড়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম তীর্থ হাজো। তেমনই পিতল-কাঁসা-তাঁতবস্ত্রের জন্যও হাজো যথেষ্ট খ্যাত। এমনকি মোগল ঘাঁটিও ছিল মধ্যযুগে হাজোয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (4AD) মণিকূট, কালিকা-পুরাণে (11AD) অপুনর্ভয়, বৈষ্ণবশাস্ত্রে (15 AD)-ও উল্লিখিত হয়েছে হাজো। তবে, হাজোর নামকরণে নানান বিভ্রান্তি— যোগভ্রষ্ট মুনির আর্তনাদ *হত যোগই* নাকি হাজো হয়ে থাকবে। দ্বিমতে গৌতমবুদ্ধ এই পুণ্যভূমে (মাধব মন্দির) নির্বাণ লাভ করতে শোকার্ত শিষ্যের দলের *হজ-জু হজ-জু* (সূর্য গেল অস্তাচলে) আর্তনাদ থেকেই নাকি হাজো নামের উদ্ভব। আবার ভিন্নমতে ১৫ শতকের রাজা হাজু থেকেই নাকি হাজো নামকরণ।

তেমনই শুনতে মেলে মক্কায় যেতে অক্ষম মুসলিমরা হজ করতে আসতেন ১৩ শতকের তাব্রিজ থেকে আগত পীর গিয়াসুদ্দিন আউলিয়ার তৈরি মসজিদ তথা মাজারে। মক্কা থেকে এক পোয়া মাটি এনে ভিতও গড়া হয় মসজিদের। পবিত্রতায় মক্কার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ পোয়া মক্কা (poa Mecca) গরুড়াচল পাহাড়ের এই মসজিদ।

নামে কিবা আসে যায়—হাজো-র মূল আকর্ষণ ৯৩টি ধাপ উঠে ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড় চূড়োয় ৫-৬ শতকের শ্রীশ্রীহয়গ্রীবামাধব দেবালয়। দেবতা বিষ্ণু হয়াসুর দৈত্যকে বধ করে *ঠাঁই* নেন এখানে। গর্ভগৃহে পাথরের উঁচু বেদীতে দেবতা—বাঁয়ে বুঢ়ামাধব ও বাসুদেব, ডাইনে জগন্নাথ, দ্বিতীয় মাধব ও গরুড়, দশভুজা দেবী দুর্গা, পাথরের মঠাকৃতি দৌলগৃহ ছাড়াও নানান কিছু মাধব চত্বরে। আর আছে বসতি ছাড়িয়ে গ্রাম পেরিয়ে একই চত্বরে অর্ধনারীশ্বররূপী লিঙ্গ-মূর্তি কেদারেশ্বর ও কমলেশ্বর, লিঙ্গরূপী কামেশ্বর, বিপরীতে গণেশ মন্দির হাজোয়। তাই পঞ্চতীর্থও বলে থাকে লোকে হাজোকে। গণেশ পথপাশে হলেও অন্য দেবতারা সবাই টিলার টঙে। তবে, প্রকৃতির করাল গ্রাসে অতীত ধ্বংস হতে মন্দির হয়েছে বার বার। হাজোর নানান ধ্বংসাবশেষ দেখে নেওয়া যায় মিনি মিউজিয়মে। সর্বধর্মাবলম্বীদের কাছেই হাজো এক মহান তীর্থ। শহরের মাছখাওয়া স্ট্যান্ড থেকে বাস যাচ্ছে। মুহুর্মুহু বাস মিললেও শেষ বাস ১৮-৩০টায় হাজো ছেড়ে গুয়াহাটি আসছে। থাকার অতি সাধারণ হোটেল মেলে হাজো বাস স্ট্যান্ডে।

শুয়ালকুচি: হাজো থেকে ২০ কিমি দূরে উত্তর ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে **শুয়ালকুচি সিল্ক সেন্টার**। ফেরি সার্ভিস ও বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে ২৪ কিমি দূরের গুয়াহাটি থেকে শুয়ালকুচির। পথপাশে ঘরে ঘরে *ডুবি* অর্থাৎ তাঁত —তৈরি হচ্ছে এন্ডি, মুগা, পাটজাত বসনের নানান সম্ভার। দোকানও হয়েছে প্রতিটি বাড়িতে। দেখা ও কেনার ব্যবস্থা মেলে।

মদন কামদেব: গুয়াহাটি থেকে NH-51 ধরে ৩৪ কিমি গিয়ে রঙ্গিয়া-তেজপুর পথে বাইহাটা *চারিআলি* অর্থাৎ চৌরাস্তায় পৌঁছে ডানহাতি ১½ কিমি দক্ষিণ-পুবের তোরণ থেকে আরও ৩½ কিমি যেতে শাল ও সেগুনে ছাওয়া এক টিলায় কামরূপের খাজুরাহো—২৪টিরও অধিক মন্দিরের কমপ্লেক্স **মদন কামদেব** বেড়িয়ে ফেরা যায়। পুবে বরনদী, পশ্চিমে NH-31, উত্তরে SH-52 আর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ। সঠিক জন্ম ইতিহাস না মিললেও ১০ থেকে ১২ শতকে পালরাজাদের কালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অপরূপ প্রকৃতির মাঝে ৫ ভাগে গড়ে উঠেছে মদন কামদেব বা পঞ্চরথ। ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরে নাগারা শৈলীতে গড়া একশিলার নানান মূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে। শৃঙ্গার মূর্তিও রূপ পেয়েছে এর অলঙ্করণে। উমা ও মহেশ্বর (শিব) উপাস্য দেবতা। এছাড়াও দেবতা রয়েছেন ছয় মাথার ভৈরব, চতুর্ভুজ শিব, বিকট দর্শনের রাক্ষস, নরনারী ছাড়াও নানান। মদন-রতির মন্দিরে আজও পূজা পাচ্ছেন দেবতা। পূর্ণিমা রাতে চন্দ্রালোকে মদন কামদেব স্বর্গের অমরাবতী সম। অনাদর আর অবহেলায় লুপ্ত হয়েছে নানানকিছু। মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত হলেও ধ্বংসস্তূপ আজও অবগুণ্ঠিত অতীত রোমন্থন করায়। নতুন করে Assam Bio Research Centre বসেছে পাহাড়ে। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই মদন কামদেবে। উচিতও হবে গুয়াহাটি থেকে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে বাইহাটা চারিআলি। মিনিবাসও চলে এপথে। রঙ্গিয়া ও তেজপুর বাসও যাচ্ছে বাইহাটা চারিআলি হয়ে।

চান্দডুবী: গুয়াহাটি থেকে গোয়ালপাড়ার পথে ৬৪ কিমি যেতে চান্দডুবী লেক। এর গভীরতা কম হেতু লেক বা হ্রদ না বলে লেগুন বা উপহ্রদ বলা উচিত হবে। নৌকাবিহার ও মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে লেকে। প্রাকৃতিক শোভা মনোরম। লেকের পাড়ে অসম ট্যুরিজমের *Tourist L*-এ DAB ১৭০ টাকায় থাকা। আর আছে *পিকনিক কটেজ* চান্দডুবীতে। ৮০ কিমি দূরে ভুটান সীমান্তে দরং-এর অবস্থান। ভুটানিজ জিনিসপত্র কিনতে মেলে।

মানস

অসম ভ্রমণে বড়পেটা দিয়ে অসম দর্শন শুরু করা যেতে পারে। নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ৪৫ কিমি পুবে বড়পেটা রোড। হাওড়া ছেড়ে যাওয়া কামরূপ এক্স পরদিন ১৩-০০টায় বড়পেটায় যাচ্ছে। তিরুভনন্তপুরম/কোচি/ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্স ৯-০২এ বড়পেটা পৌঁছায়। ত্রিসাপ্তাহিক সরাইঘাট এক্সের স্টপ নেই বরপেটায়। আয়ুধ-অসম ৮-১০, ব্রহ্মপুত্র এক্স ১০-৩৫, দাদার-গুয়াহাটি এক্স ৯-২৮, নিউ বঙ্গাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার ৬-০৩এ, আলিপুরদুয়ার-রঙ্গিয়া প্যাসেঞ্জার ১২-০০টায় বরপেটা ছেড়ে যাচ্ছে। বড়পেটা রোড থেকে NH-31 ধরে গুয়াহাটির দূরত্ব ১৭৬, শিলিগুড়ি ৩৪৬ কিমি। বাস নিয়মিত যাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে বড়পেটা রোডে। ৪½ ঘণ্টার পথ। নিকটতম বিমানবন্দর গুয়াহাটিতে।

বহুবিধ আকর্ষণ রয়েছে বড়পেটার। বৈষ্ণব মঠের জন্যও খ্যাতি আছে এর। আচার্য মাধবদেবের মূর্তি রয়েছে মঠে। মঠ ও কীর্তনঘর দর্শনীয়। সাব-ডিভিশন্যাল টাউন বড়পেটা হয়েই সড়ক গিয়েছে মাথানগুড়ি অর্থাৎ মানস বন্যজন্তু সংগ্রহশালার। দূরত্ব ৪০ কিমি। নিয়মিত যানের অভাব। জিপ ও ট্যাক্সি মেলে শ'পাঁচেক টাকায় বড়পেটা থেকে মানস যাতায়াতে। আর যাত্রী বাস যাচ্ছে বড়পেটা থেকে মানসমুখী ২০ কিমি দূরের বাঁশবাড়িতে। বাঁশবাড়ি থেকে মানসের দূরত্ব আরও ২০ কিমি। প্রতি শুক্রবার অসম পর্যটন ২২৫ টাকায় মানস আসছে গুয়াহাটি থেকে। উচিতও হবে প্যাকেজ ট্যুরের যাত্রী হয়ে মানস দেখে নেওয়া। ব্লু হিলস ট্রাভেলস-ও প্যাকেজ ট্যুরে যাচ্ছে জোয়াই ও শিলঙের সাথে জুড়ে মানস দেখাতে। তবে, গত কিছুকাল পরিস্থিতি জনিত কারণে ট্যুরটি বিঘ্নিত।

গুয়াহাটির উত্তর-পশ্চিমে ভূটান সীমান্তে হিমালয়ের পাদদেশে মানস নদীর পাড়ে ৭০ মি উঁচুতে গড়ে উঠেছে বিশ্বের সুন্দরতম স্যাঙ্কচুয়ারি মানস অভয়ারণ্য। ১৯২৮এ ঘোষিত রিজার্ভ ফরেস্ট মানস ১৯৭৩এ রূপান্তরিত হয় ব্যাঘ্র প্রকল্পে। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের ১৮টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে মানস ৯ম। আয়তনে ৫৪০ বর্গ কিমি। মানস ও তার শাখা নদী বেঁকী ও হাকুয়া সীমান্ত টেনেছে ভারত ও ভূটানের মাঝে, আর পশ্চিমে সংকোশ, পুবে ধানসিরি নদী। বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে এপ্রিল হলেও, জানুয়ারি থেকে মার্চ মনোরম। মে থেকে অক্টোবরের বর্ষায় বন্যজন্তুর দর্শন দুর্লভ হলেও প্রাকৃতিক শোভার আকর্ষণে বছরের যে-কোনো সময় যাওয়া চলে মানস। ফেব্রুয়ারি-মার্চে মৎস্যশিকারীদেরও স্বর্গ মানস। আবহাওয়া কাজিরাঙ্গারই মতো। তবে, গত কিছুকাল উপদ্রুত এলাকা ঘোষিত হওয়ায় মানসের দ্বার পর্যটকদের কাছে রুদ্ধ।

গণ্ডার, হাতি, বন্যমহিষ, গোল্ডেন লাঙ্গুর (লম্বা লেজ-ওয়ালা বানর), নানান প্রজাতির হরিণ, শম্বর, শুয়োর, বাইসন, ক্লাউডেড লেপার্ড, হিসপিড হেয়ার, পিগমি হগ ছাড়াও ১৪০ বাঘের বাস শিমুল, খয়ের, সিদা, বহেরা, কাঞ্চনে ছাওয়া মানস বনভূমে। শীতের পক্ষীকুলও মানসের আর এক সম্পদ। নীড় বাঁধে নদীর পাড়ে গাছের শাখে শতাধিক প্রজাতির নানান বর্ণের পাখ-পাখালি। সকালে চিত্র-বিচিত্র ধনেশ পাখিরা ভূটানে উড়ে যায় খাবারের খোঁজে। দিনান্তে কুলায় ফেরে দল বেঁধে এরা। খুবই তৃপ্তি-দায়ক এই আসা-যাওয়ার দৃশ্য। তেমনই আছে প্রজাপতি, রেপটাইল ছাড়াও নানান বন্যপ্রাণী পর্যটক প্রিয় মানসে। আবার নদীর জলে বোটিং ও মাছ ধরার ব্যবস্থাও আছে।

হাতির পিঠে চেপে বন্যজন্তু দেখার ব্যবস্থা আছে মানসে। সকাল ৫-৩০ ও ১৫-০০টায় হাতি যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে বনবিহারে। যাত্রী প্রতি ভাড়া ৪০্। দর্শনীর সাথে ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে। ছাত্রদের রিবেট মেলে।
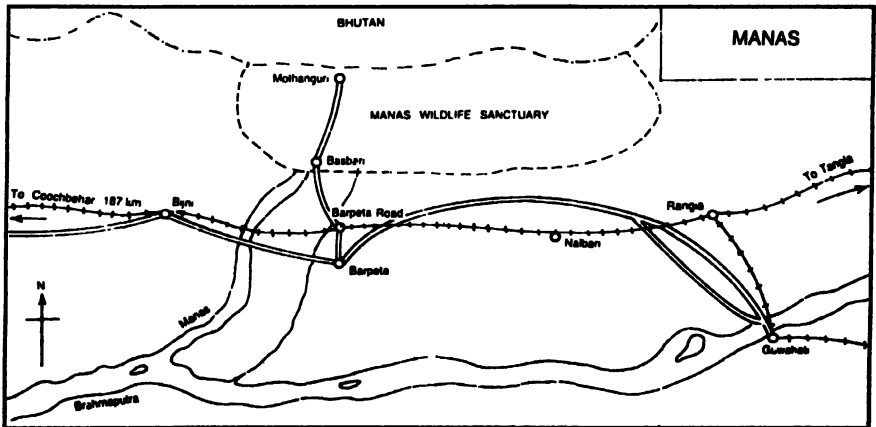
থাকার জন্য বিদ্যুৎহীন ২টি *Forest Bungalow* আছে পার্ক-অন্দরে মাথানগুড়িতে। টিলার টঙের মনোরম পরিবেশে আপার বাংলোয় আপার ফ্লোর DAB ৮০, লোয়ার ফ্লোর DAB ৪০; আর লোয়ার বাংলোয় আপার ফ্লোর DAB ৬০; কটেজে কেবল তক্তপোশে জনা প্রতি ১৫। তাঁবুও ভাড়ায় মেলে। খাবার নিজ ব্যবস্থায়। আর হচ্ছে মাথানগুড়ির পথে ২০ কিমি আগে বাঁশবাড়িতে ATDC-র *Tourist L.* প্রয়োজনে Field Director, Tiger Project, Manas, P O-Barpeta Rd, Kamrup, Assam, ✆ 153-কে লিখুন। আবার ভ্রমণবন্ধু Tapan Roy Chowdhury, Barpeta Road-781315-কেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আর বড়পেটা রোডে আছে দুই ঘরের *Tourist Information Office-cum-Tourist Camp,* ✆ 49, বেড ১০০, DAB ১৭০। গাড়ির ব্যবস্থাও মেলে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে। আর আছে *R R R, Irrigation RH; Forest IB, PWD IB, Doli H, H Casino, H Chandraprabha* ছাড়াও *সাধারণ হোটেল* বড়পেটায়। এদের কাছে S ৪৫-৮৫, D ৮৫-১৭৫ টাকায় মেলে।

নওগাঁ

১৪-১৫য় ব্রহ্মপুত্র মেল, ১৩-০০টায় গুয়াহাটি-লামডিং এক্স, ১৯-০০টায় গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্স, ৬-৩০, ১০-৩০, ১৭-৩০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ব্রডগেজে গুয়াহাটি থেকে নওগাঁয়। ASTC ও নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাস যাচ্ছে দিন-রাত্রি জুড়ে গুয়াহাটি থেকে নওগাঁ হয়ে তেজপুর, ডিমাপুর, কাজিরাঙ্গা, জোড়হাট, শিবসাগর, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় ছাড়াও দূর-দূরান্তের নানান দিকে। শেয়ার ট্যাক্সি, মিনি বাসও চলে গুয়াহাটি-নওগাঁ-এর মাঝে। দিনে একমাত্র ASTC-র বাস সকাল ১০-০০টায় নওগাঁ ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় হাফলঙ যাচ্ছে। আর Net Work-এর নাইট সুপার গুয়াহাটি থেকে নওগাঁ হয়ে হাফলঙ যাচ্ছে ১০ ঘণ্টায়। জাতীয় সড়ক এ টি রোড ধরে দূরত্ব ১২০ কিমি।

থাকার জন্য *CH, DB* আছে; অবু: DC, Nowgang. আর আছে বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে বামহাতি *H Bidisha,* A T Rd, DAB ১৭৫-২৫০; বাস থেকে সোজা *H Relax,* J M Rd, D ৮০, ৯০, ১০০, ১২৫; *H Bahagi,* Barabazar, ✆ 22188, SAB ৮৫, DCB ১২৫, DAB ২০০; বিপরীতে গলিপথে *Chowdhury L* D ৮০; *Neelachal L; Boras Inn,* near D C Office, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩২৫, A/c S ৩২৫, D ৪২৫; *Amber, Devagiri, H Nataraj, H Bharali, Shree Rajasthan H* ছাড়াও নানান নওগাঁয়। এদের কাছে S ৪৫-৮৫, D ৮০-১৫০ টাকায় মেলে। *অসম ট্যুরিজমের ট্যুরিস্ট লজ*ও আছে নওগাঁয়, S ১০০, D ১৭০, আর হয়েছে বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে *Rest House* নওগাঁয়।

নিজস্ব পর্যটন আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও নওগাঁর ১১ কিমি দূরে বরদুয়ায় বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের জন্ম। সেই স্মৃতিতে বৈষ্ণবতীর্থ—মন্দির ও নামঘর আছে। নওগাঁ থেকে ৪৮ কিমি দূরে জাতীয় সড়ক এ টি রোডে পর্যটকপ্রিয় ডবকার অবস্থান। স্থানীয় *খেদা* প্রথায় বন্য হাতি ধরা দেখা ও ইতিহাসের নানান ধ্বংসাবশেষের জন্য ডবকার প্রশস্তি।

কাজিরাঙ্গা

নওগাঁ থেকে ৯৩ কিমি দূরে NH-37এ কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান। জোড়হাট ৯০, গুয়াহাটি ২১৭, কলকাতা থেকে ১৪২৭ কিমি দূরে কাজিরাঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। কলকাতা যাত্রীদের সরাসরি যাত্রায় ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গুয়াহাটি পৌঁছে বাসে ৪½ ঘণ্টায় কাজিরাঙ্গা চলায় সুবিধা। তেমনই শিবসাগর বা জোড়হাট থেকেও ২ ঘণ্টায় বাস আসছে কাজিরাঙ্গায়।

আবার গুয়াহাটি-লামডিং-ডিমাপুর ব্রডগেজ রেলে দিল্লী থেকে আসা 4056 ব্রহ্মপুত্র মেল ও ত্রিসাপ্তাহিক রাজধানী এক্স গুয়াহাটি ছেড়ে লামডিং পৌঁছে ডিমাপুর হয়ে ডিব্রুগড় যাচ্ছে। হাওড়া থেকে কামরূপ, ত্রিসাপ্তাহিক সরাইঘাট, তিরুভনন্তপুরম/ কোচি/ ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্সে গুয়াহাটি পৌঁছে ব্রহ্মপুত্র মেল ১৪-১৫, রাজধানী এক্স ১৮-০০, ইন্টারসিটি এক্স ১৯-০০টায় যথাক্রমে ২০-০০/২২-৪০/০-১০এ ডিমাপুর পৌঁছে ব্রডগেজে লামডিং-তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জারে ৩ ঘণ্টায় ৭০ কিমি দূরের ফারকেটিং পৌঁছে বাসে চলা যেতে পারে ৭২ কিমি দূরের সড়ক দূরত্বের কাজিরাঙ্গায়। তেমনই গুয়াহাটি-লামডিং রেলের চাপারমুখ নেমেও চাপারমুখ-শিলঘাট শাখা রেলে ৭৩ কিমি দূরের ঝাকলাবান্দায় পৌঁছেও ৪৫ কিমি বাসে চলা যেতে পাবে কাজিরাঙ্গায়। নিকটতম রেল স্টেশনও ঝাকলাবান্দা। তবে গত কিছুকাল সার্ভিস স্থগিত।

ট্রেন বদলের ঝক্কি থেকে অব্যাহতি পেতে বাসে চলাই উচিত হবে গুয়াহাটি বা জোড়হাট থেকে কাজিরাঙ্গায়। সরকারি ও বেসরকারি নানান বাস যাচ্ছে দিন ও রাতের সার্ভিসে গুয়াহাটি, নওগাঁ, তেজপুর থেকে NH-37 ধরে জোড়হাট, শিবসাগর, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়—কাজিরাঙ্গা অর্থাৎ জাতীয় সড়ক সংযোগকারী কোহরা হয়ে। এক্স, সুপার এক্স বাসও চলে এপথে। যাতায়াতে এক্স বাসে সময় ও অর্থ দুইয়েতেই সাশ্রয় মেলে।

নিকটতম বিমানবন্দর জোড়হাট ৯০, গুয়াহাটি ২১৭ কিমি দূরে। IAC সংযোগ গড়েছে কলকাতা তথা পূর্ব ভারতের নানান শহরের সঙ্গে গুয়াহাটি ও জোড়হাটের। প্রাইভেট বিমানও সার্ভিস গড়েছে গুয়াহাটি ও জোড়হাটের সারা পূর্ব ভারতের সঙ্গে। ট্যাক্সি, ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও মেলে গুয়াহাটি, জোড়হাট ও গোলাঘাট থেকে কাজিরাঙ্গার। আর ফেরার পথে Tourist Officer-এর সহযোগিতা নিন কাজিরাঙ্গায়।

আবার গুয়াহাটি থেকে রাজ্য পর্যটন নভেম্বর থেকে এপ্রিলের প্রতি সোম, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার এক রাতের অবস্থানে আহার ও বিহার সহ ৪৭০ টাকায় (শিশু ৩৬৫) প্যাকেজ ট্যুরে কাজিরাঙ্গা দেখিয়ে ফেরে। জোড়হাট থেকে প্রতি রবিবার, তেজপুর থেকে প্রতি বুধবার প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থাও করে অসম পর্যটন।

কোহরা বাস স্ট্যান্ড থেকে পায়ে হাঁটা পথে ১ কিমিরও কম দূরত্বে কোহরা নদীর পাড়ে টিলার ঢালে সুন্দর পরিবেশে গড়ে উঠেছে রাজ্য পর্যটনের *Tourist L.* নিচ দিয়ে বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে চা-বাগিচা, অবকাশ যাপনের মনোরম পরিবেশ। টিলার টঙে *Bonani L;* পাশ্চাত্য

প্রথায় দ্বিতলে A/c S ৩৫০, D ৪৫০,। অদূরে ভারতীয় প্রথায় অর্কিডে ছাওয়া *Banashri L.* SAB ১০০, DAB ১৭০,। এদেরই বিলাসবহুল **Kaziranga Aranya Tourist L*এ S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৫৫০, অতিরিক্ত বেড ১০০,; ব্রেকফাস্ট পৃথক মূল্যে বাধ্যতামূলক। অগ্রিম অর্ডারে আহার্য ক্যান্টিনে মেলে। ব্রেকফাস্ট ২৫/৪০, লাঞ্চ-ডিনার ৮৫,। আর আছে ৩০ বেডের *ইয়ুথ হোস্টেল: কুঞ্জবন লজ,* ডর্মি প্রথায় বিছানা সহ প্রতিজনা ৩০, তক্তপোষে ১৫ টাকায় থাকা। অফ সিজনে রিবেট মেলে। থাকার পক্ষে *বনশ্রী লজটির* পরিবেশ মনোহর। এদের বুকিং: Deputy Director, Assam Tourism, Kaziranga NP, Sibsagar, Assam, PC-785109. ✆ (037765) 5423/5429. এছাড়া *Wild Grass Resort,* ✆ 5437; এদের গুয়াহাটি অফিস ✆ 546827. ৫ কিমি দূরে *PWD IB;* ১৭ কিমি দূরে *Arimarah*-য় বিদ্যুৎহীন ৩ ঘরের *FIB,* ১১ কিমি দূরে Baguriতে সাজসজ্জাহীন *FIB, Kohara*য় ২ ঘরের *FIB, Soil Conservation IB*তেও থাকার ব্যবস্থা মেলে। আহার্যও মেলে এদের কাছে অগ্রিম অর্ডারে। আর আছে *ওয়াইল্ড গ্রাস ট্যুরিস্ট রিসর্ট, গ্রিন ভ্যালী লজ* ছাড়াও বিলাসবহুল নানান প্রাইভেট হোটেলও লজ কাজিরাঙ্গায়।

গুয়াহাটির উত্তর-পুবে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পাড়ে ভারতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডারের জন্য কাজিরাঙ্গার বিশ্ব প্রশস্তি। চেহারায় প্রাগৈতিহাসিক—২ মি উঁচু, ২ টনেরও অধিক ওজনের এই গণ্ডার চলা-ফেরায় যথেষ্ট দ্রুত ও চটপটে। গণ্ডার দর্শন সহজে মিললেও বাঘ ও হাতির দর্শনও অরণ্য অন্দরে অস্বাভাবিক নয়। জিপেও চলা যেতে পারে অরণ্য গভীরে। ১৯৯৪এর সেনসাস মতে ১২০০ গণ্ডার, ১০৯৪ হাতি, ১০৩৪ বন্য মহিষ, ৩০ বাইসন (গউর), ৩৫৮ শম্বর, অগুনতি হরিণ, ৭২ বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, ৪ সহস্রাধিক বন্য শুয়োর ছাড়াও নানা ধরনের বন্যজন্তুর অবাধ চারণভূমি গোলাঘাট জেলায় অসমের একমাত্র জাতীয় উদ্যান কাজিরাঙ্গা। বিবিধধর্মী অর্কিড ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরাজিও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। তেমনই পক্ষী প্রেমিকদের স্বর্গও এই কাজিরাঙ্গা। পেলিক্যান, হর্নবিল, ধনেশ ছাড়াও তিন শতাধিক প্রজাতির পক্ষীকুলও আস্তানা বেঁধেছে কাজিরাঙ্গার বিলে। দক্ষিণে মিকির পাহাড়, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, পুবে বোকাঘাট আর পশ্চিমে বোরা পাহাড়ে ঘেরা ৬৫-৭০ মি উঁচুতে ৪৩০ (৪০×১৩ কিমি) বর্গ কিমিতে ৫.৫৮% বিল, ৬৬.৪৪% ঘাস জমি, ২৭.৯৮% অরণ্য জুড়ে রূপ পেয়েছে জাতীয় উদ্যান। আর অতীতের পার্ক ১৯২৬এ রূপান্তরিত হয় গেম স্যাঙ্কচুয়ারিতে। বয়ে চলেছে ডিফলু, মোরা, বরজুরি, ভালুকঝুরি নদী অরণ্যের বুক চিরে।

সকাল ৫টায় জিপ বা মিনিবাসে ফরেস্টের মিহিমুখ হাতি পয়েন্টে পৌঁছে হাতির পিঠে বন্যজন্তু দেখার ব্যবস্থা বনবিভাগ থেকে। ট্যুরিস্ট লজের পাশেই বনবিভাগের অফিসে টিকিট মেলে। আগের রাতেই টিকিট কেটে রাখুন। ৫-০০ ও ৬-৩০টায় ঘণ্টাখানেকের সফরে ২৫টি হাতি যাচ্ছে খাল-বিল-জলায়, ৬ মি উঁচু শরবনের জংলায়। তারই মাঝে দুলকি চালে হাতি চলে যাত্রী নিয়ে গণ্ডার দর্শনে। জনা প্রতি হাতি ভাড়া ৫০, দর্শনী ৫, করে। আর লাগে ক্যামেরার চার্জ মান হারে। জিপও যাচ্ছে ৮-০০ ও ১৪-০০টায় ২ ঘণ্টার অরণ্য সফারিতে। অনধিক ৭ যাত্রী হলে ৭৫, হারে। আবার এককভাবে চলা যায় কিমি প্রতি ৯, হারে। উচিতও হবে সকালে হাতি, বিকালে জিপে বেড়িয়ে নেওয়া। আবার বাগুরী থেকেও চলা যেতে পারে বন অভিসারে। বাগুরীর প্রকৃতিও সুন্দর।

কাজিরাঙ্গাকে ঘিরে আর আছে হাঁটা দূরত্বে মিকির উপজাতিদের গ্রাম, চা ও কফি বাগিচা, রবার বাগিচা—এগুলিও পর্যটকদের দেখে নেওয়া উচিত হবে। রাজ্য পর্যটনের দপ্তর বসলেও ব্যাঙ্কের কোনো শাখা নেই কাজিরাঙ্গায়। বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে মে হলেও ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস মনোরম। গ্রীষ্মে ৩৫°—১৮.৩° আর শীতে ২৪°—৭.২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বৃষ্টির গড় ২৩০ সেমি। প্রতিটি বিশ্বমানবের তরে দরজা খোলা কাজিরাঙ্গার।

জোড়হাট

ফারকেটিং-মরিয়ানী শাখা রেলে জোড়হাট স্টেশন। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে। IAC-র বিমান 1 5 দিন ১১-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে ১৩-০৫এ জোড়হাট পৌঁছে ডিমাপুর যাচ্ছে; 2 দিন ৬-১৫য় ছেড়ে ইম্ফল হয়ে ৮-২০এ, 7 দিন ৬-১৫য় ছেড়ে শিলচর হয়ে ৮-২৫এ জোড়হাট যাচ্ছে। কলকাতায় ফেরে ১৩-৩৫/৮-৫৫য়। প্রাইভেট বিমানও যাচ্ছে জোড়হাট থেকে পূর্ব ভারতের নানান দিকে। তবে, কাজিরাঙ্গা দেখে বাসেই চলুন NH-37 ধরে ৯০ কিমি দূরের জোড়হাটে।

অহোম রাজাদের অতীতের রাজধানী জোড়হাটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উল্লেখ্য। আর আছে বুড়ি গোহানির মন্দির, ব্রিটিশের গড়া নানান স্মারক, জেলখানার সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসির মঞ্চ ছাড়াও নানান কিছু। তেমনই জলবায়ুর গুণে চায়ের শহর জোড়হাট। চা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে ৫ কিমি দূরের চিন্নামারাতে।

আর হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদসৃষ্ট ৭৭৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত *মাঝালি* অর্থাৎ জলের মাঝে চর তথা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ **মাজুলী**। অতীতে আয়তন ছিল ২৮২১৬৫ একর। নানান মঠ, নানান আখড়া—অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ মাজুলী। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের মিলনও ঘটে এখানে। ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাসে আয়তনের সাথে সত্র কমে কমে ২২-এ দাঁড়িয়েছে। কমলাবাড়ি মাজুলীর প্রধান কেন্দ্র। জোড়হাট থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে নিয়ামতিঘাট পৌঁছে ভটভটি বা লঞ্চে পারাপার। গাড়িও নদী পেরোয় ফেরী বোটে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে কমলাবাড়ি ঘাট থেকে গড়মুরে *সার্কিট হাউস, PWD IB* ও কমলাবাড়ি *সত্রের গেস্ট হাউসে।* সার্কিট হাউসের বুকিং: SDO-Civil, Majuli, Assam, ✆ (03775) 425 থেকে। দ্বীপের উত্তরে লখিমপুর, উত্তর-পশ্চিমে শোণিতপুর, দক্ষিণে গোলঘাট/জোড়হাট, পুবে শিবসাগর। বিহু, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিষ্ণুপুজোর উৎসবে মেতে ওঠে মাজুলী দ্বীপ। নানানধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও দেখাতে মেলে উৎসবে।

থাকার জন্য Jorhat-785001, STD 0376-এ—*CH, DB, PWD RH* ছাড়াও *Tourist Information Office-cum Tourist L*-এ SAB ১০০, DAB ১৭০, ডর্মি ৩০/৪০; **H Paradise,* Solicitor's Rd, ✆ 321521, A5R1, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c D ৬০০; *H Eastern,* Gar Ali-1, SAB ২০০, DAB ২৫০-৩৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০; *H Solace,* Phikan Rd, SAB ১৫০, DAB ২৫০; *Baruna Travellers L,* A T Rd, SAB ১৫০, DAB ২৫০। আর আছে সাধারণ সাজে *Broadway,* S ৪৫-৮০, D ১০০-১৭৫; *H Pabitra,* S ৪৫-৮৫, D ১০০-১৭৫; *Bedi, H Dilip,* Solicitor's Rd-1, ✆ 321610, S ১৫০, D ২২৫, A/c S ৩০০, D ৪৫০; *H Neera, H Madras, H Majuli,* ছাড়াও নানান হোটেল।

জোড়হাট থেকে ৫০ কিমি দূরে গোলাঘাট সাব-ডিভিশন্যাল টাউন। হোটেলও আছে গোলাঘাটের জেল রোডে—*H Madhuban,* S ৬০-১০০, D ১২৫-১৭৫, T ২০০। ট্রেন ও বাস দুই-ই যাচ্ছে। তেজপুরের বাস মেলে গোলাঘাট থেকে। আবার গোলাঘাট থেকে NH-39 ধরে ৭২ কিমি যেতে নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুর। পথে পড়ে গরম জলের প্রস্রবণ—**গরমপানি**। আর ডিমাপুর থেকে পথ গিয়েছে নাগাল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী শহর কোহিমায়। দূরত্ব ৭৪ কিমি। পথ গিয়েছে মণিপুরেও ডিমাপুর থেকে কোহিমা হয়ে।

শিবসাগর

অতীতের অহোম রাজাদের রাজধানী শহর—নাম ছিল তার রঙ্গপুর। জোড়হাট থেকে দূরত্ব ৫৬ কিমি। নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। আর রেলে গুয়াহাটি-লামডিং-তিনসুকিয়া ব্রডগেজ রেলের শিমালগুড়ি থেকে ১৬ কিমি দূরে শিবসাগর। ট্রেন যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র মেল, গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্স, লামডিং-তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার ব্রডগেজে, ডিমাপুর-ফারকেটিং-শিমালগুড়ি হয়ে তিনসুকিয়ায়। আর শিমালগুড়ি থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বাস, অটো, ট্যাক্সি যাচ্ছে শিবসাগর। শিবসাগর দেখার জন্য একটা বেলা যথেষ্ট। ৩/৪ ঘণ্টার চুক্তিতে রিকশায় বেড়িয়ে নিন শিবসাগর। বিকালে চলুন ডিব্রুগড় বা গুয়াহাটি। বা পরদিন সকালের বাসে কাজিরাঙ্গা বা তেজপুরও চলা যেতে পারে।

শিব আর সাগর এই দুয়ে মিলে শিবসাগর। ১২৯ একর ব্যাপ্ত দুইশত বছরেরও অধিক প্রাচীন এই **শিবসাগর** অর্থাৎ জলাশয়। আকারে সাগরেরই মতো। তারই পাড়ে **শিবডোল** অর্থাৎ শিবমন্দির। শিবসিংহর রানী মাদামবুকা ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করান। সম্ভবত ভারতীয় শিবমন্দিরগুলির মধ্যে এটিই উচ্চতম (১০৪ ফুট)। শিবরাত্রিতে দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন। এই দুইয়েরই স্রষ্টা অহোমরাজ শিবসিংহ। এরই ডাইনে-বাঁয়ে **বিষ্ণুডোল** ও **দেবীডোল** অর্থাৎ দুর্গা মন্দির।

দুই সাগরের মাঝপথে দিখৌ নদী, পেরুতেই ডিম্বাকার দ্বিতল **রঙঘর**। এটি অহোমরাজ প্রমত্ত সিংহ ১৭৪৪এ তৈরি করান। এই রঙঘর প্যাভিলিয়নে বসে হাতির যুদ্ধ ও নানান জন্তুর খেলা অর্থাৎ রঙ্গ দেখতেন রাজা। আজ জাঁকজমকপূর্ণ বিহু উৎসবের আসর বসে এখানে।

শিবসাগর থেকে ৫ কিমি দূরে ৩১৮ একর জমি নিয়ে জল টলটল **জয়সাগর**। মাতৃস্মৃতিতে ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজ রুদ্র সিংহর হাতে ৪৫ দিনে তৈরি হয় জয়সাগর। আকারে শিবসাগরের থেকেও বড়। এরই পাড়ে বসেছে কলেজ, মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও মন্দিররাজি—জয়ডোল ও শিবডোল। আর আছে বাঙালি স্থপতি ঘনশ্যামের ডেরা বা নিত গোঁসাই। জয়সাগর থেকে ১৬ কিমি দক্ষিণে **গৌরীসাগর**। ১৫০ একর ব্যাপ্ত গৌরীসাগর খনন করান শিব সিংহের প্রথমা স্ত্রী রানী ফুলেশ্বরী ১৭২৩এ। মন্দিরও হয়েছে দেবী দুর্গার গৌরী-সাগরের পাড়ে।

শিবসাগর থেকে ১৩ কিমি পুবে গড়গাঁওয়ে অতীতের কারেঙ্গ ঘর অর্থাৎ পিরামিডধর্মী রাজপ্রাসাদটিও দেখে নেওয়া

যেতে পারে বাসে গিয়ে। অতীতের কারুকার্য বিনষ্ট হলেও ভাস্কর্য সুন্দর। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গদেব চাও চুকেনমুঙে কাঠ আর পাথরে গড়েন ৭ তলার এই প্রাসাদ। এর সিংহ-দরজাটি প্রমত্ত সিংহের তৈরি। আর বর্তমান রূপ পায় ১৭৫২য় রাজেশ্বর সিংহের হাতে। তবে, ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজ রুদ্র সিংহ স্থানান্তর ঘটান রাজধানীর—তৈরি করেন নতুন করে কারেঙ্গ ঘর, রঙঘরের অদূরে পথের বিপরীতে। তলাতল ঘর নামেও সমধিক খ্যাত এটি। এরও ৪টি তলা ওপরে, ৩টি তলা মাটির তলে। মাটির তলে ছিল সেনানিবাস, রানী মহল—এমনকি ২টি সুড়ঙ্গপথও ছিল সেকালে। একটিতে গড়গাঁওয়ের কারেঙ্গ ঘর, দ্বিতীয়টিতে দিখৌ নদীর সঙ্গে সংযোগ ঘটে। তবে আজ সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ।

শিবসাগরের মিকির উপজাতির জীবনযাত্রাও পর্যটক-দের কাছে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনে। ২৮ কিমি দূরে প্রথম অহোমরাজ সুখাফার (১২২৯) রাজধানী শহরটিও বাসে গিয়ে বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। ২২ কিমি দূরে আজান পীর দরগা ছাড়াও শিবসাগরকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে নানান অতীত। বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। তেমনই চা ও তেলের জন্যও আধুনিকতা পেয়েছে জেলা-সদর শিবসাগর। ২২ কিমি দূরে আজান পীর দরগা শরীফ ভক্ত-জনেদের সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে উরস উৎসবে আজও।

শিবসাগরের পাড়ে অসম ট্যুরিজমের *Tourist Lodge*, SAB ১২৫ DAB ২০০, অবু: Asstt Tourist Officer, Sibsagar, ✆ 2394. *CH, DB*ও আছে; অবু: SDO. আর আছে—*H Brahamaputra*, B G Rd, SAB ১৫০ DAB ১৭৫-২৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *Kareng H*, Dolormukh, R1B½, S ৬০-১২৫ D ১০০-১৭৫; *H Piccolo*, Boarding Rd, SCB ৪৫ SAB ৬০-৮৫ DCB ৮০ DAB ১২৫-২০০; *H Brindavan*, A T Rd-785640, ✆ 2974, SAB ২৫০ DAB ৪৫০ A/c D ৬০০ স্যুইট ৮৫০; *H Priya, Amaravati* ছাড়াও নানান হোটেল।

ডিব্রুগড়

লখিমপুর জেলার সদর চা-বাগিচায় ঘেরা, সবুজে ছাওয়া, বাঙালি অধ্যুষিত ডিব্রুগড়। বাণিজ্যিক শহর রূপেও খ্যাতি আছে এর। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও Assam Medical College-কে ঘিরে পরিকল্পিত শহর গড়ে উঠেছে বারবাড়িতে। আর আছে ব্রহ্মপুত্রের বিধ্বংসী বন্যা থেকে শহর বাঁচাতে বিপুল অর্থ ব্যয়ে তৈরি বাঁধ, পরিবেশ সুন্দর।

দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র এক্স, 2 3 6 দিন ডিব্রুগড় রাজধানী এক্স সরাসরি ডিব্রুগড় যাচ্ছে নবতম ব্রডগেজে গুয়াহাটি-লামডিং-ডিমাপুর-তিনসুকিয়া হয়ে। গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এক্স, লামডিং-তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে এপথে। গুয়াহাটি ফেরে ১৭-০০টায় ব্রহ্মপুত্র এক্স, 2 4 7 দিন ১৫-০০টায় রাজধানী এক্স ডিব্রুগড় থেকে; ১৭-৩০এ ইন্টারসিটি এক্স তিনসুকিয়া থেকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ১৭-২০এ তিনসুকিয়া ছেড়ে ২ ঘন্টায় ডিব্রুগড়ে। বাসও যাচ্ছে নানান গুয়াহাটি থেকে ৫৫৮ কিমি দূরের ডিব্রুগড়ে। এছাড়াও বাস ও ট্রেন আসছে রাজ্যের নানান শহর থেকেও ডিব্রুগড়ে। আর জোড়হাট ১৩৬, শিবসাগর ৮০ কিমি থেকেও নিয়মিত বাস যাচ্ছে ডিব্রুগড়ে।

IAC-র বিমান 1 3 5 7 দিন ১১-৩০এ কলকাতা ছেড়ে সরাসরি ডিব্রুগড় যাচ্ছে ১৩-০০টায়; ফেরে ১৩-৪০এ ডিব্রুগড় ছেড়ে ১৫-১০এ কলকাতায়। Sahara India Airlines-ও সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়-গুয়াহাটি-দিল্লীর মাঝে। আর Skyline NEPC-র উড়ান চলছে 2 4 6 7 দিন ডিব্রুগড়-কলকাতা, 1 4 6 দিন গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়ের মাঝে।

থাকারও নানান হোটেল Dibrugarh-786001, STD 0373এ। *CH, DB*-ও আছে; অবু: D C, Dibrugarh. আর New Market-এ আছে—*H Monalisa*, S ১৭৫ D ২৫০-৩৫০ স্যুইট ৬০০; *Sunrise H*, S ৪০-৮৫ D ৮০-১২৫; *H Ellora*, S ৪৫-৮৫ D ১০০-১৫০; *H Manas*, S ৪০-৬০ D ৮০-১২৫; *H East End*, New Market, ✆ 220098, A12R½, SAB ১৫০-২৭৫ DAB ২৫০-৪২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০। আর আছে *Goswami GH*, Chowkidinghee, S ৮৫-১২৫ D ১৫০-২৭৫; *H Nataraj*, H S Rd, ✆ 21275, A17R½, S ১৬৫-২৭৫ D ২৫০-৩৫০ A/c S ৩৫০ D ৬০০ স্যুইট ১০০০; *হিন্দুস্থান, অপ্সরা, রিভার ভিউ, নিউ কুসুম, আশা, ডায়মন্ড* ছাড়াও নানান হোটেল ডিব্রুগড়ে।

ডিগবয়

তেলের শহর ডিগবয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে অসম অয়েল কোম্পানি প্রথম শোধনাগারটি গড়ে ডিগবয়ে। আরও পরে বার্মা অয়েল কোম্পানির সঙ্গে মিলে যেতে অতি আধুনিক তৈল শোধনাগারের রূপ নেয় ডিগবয়। *ক্রুড অয়েল* শোধন হচ্ছে। তেমনই হচ্ছে ৩৪ ধর্মী নানান *বাই-প্রোডাক্ট* তেল থেকে। মোম থেকে জাত নানান পুতুলও হচ্ছে ডিগবয়ে। শোধনাগারকে নিয়েই শহর। ব্রিটিশের গড়া শহরটি পটে আঁকা ছবির মতো। শহরান্তে আরণ্যক পরিবেশ। বন্য হাতিরা মাতিয়ে বেড়ায়। একদা এক হাতির চলার কালে পায়ের চাপে তেলের প্রথম সন্ধান মেলে ডিগবয়ে। এমনকি বাঘ, গণ্ডার দর্শনও অস্বাভাবিক নয় শহরান্তের বনাঞ্চলে। ডিগবয়ের ৩২ কিমি দূরে নাহারকাটিয়াতে তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৫ কিমি দূরে আর এক তেলের শহর দুলিয়াযান। আর ভারত ও বার্মার মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোর পাদদেশে অসম-অরুণাচল সীমান্তে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ছোট্ট কোলিয়ারি লেডো ও মার্ঘারিটা। ডিগবয়ে হোটেলের অভাব। সাধারণ সাজে—*Niraja* ও *Golden H* আছে। *অসম অয়েল কোম্পানির গেস্ট হাউসে* পর্যটকদেরও ঘর মেলে অগ্রিম অনুমতিতে।

আর, ডিব্রুগড় ও ডিগবয়ের মাঝে তিনসুকিয়া। তিনসুকিয়া থেকেও বেড়িয়ে নেওয়া যায়—ডিব্রুগড় ৪৭, ডিগবয় ৩৩, অরুণাচলের তেজু ১০৮, পরশুরাম কুণ্ড ১২৯ কিমি। ডিব্রুগড়-লেডো ব্রডগেজ রেলে ৭-০০টায় ডিব্রুগড়

ছেড়ে নিউ তিনসুকিয়া ৯-০০, ডিগবয় ১০-৫৪য় পৌঁছে ১২-১৫য় ১০৪ কিমি দূরের লেডো যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন/১৪-০০টায় লেডো, ১৪-৫৭য় ডিগবয় ছেড়ে ডিব্রুগড় ফেরে প্যাসেঞ্জার। বাসও সংযোগ গড়েছে ডিব্রুগড়ের সাথে তিনসুকিয়া হয়ে ডিগবয়ের।

থাকার জন্য Tinsukia-786125, STD 0374এ আছে—*H Palace,* A T Rd, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ A/c S ৩০০ D ৩৫০-৫০০; *Kamakhya H,* near Rly Stn; *Madras H,* S ৪৫-৮৫ D ১০০-১৫০; *Deluxe, Hong Kong, Jyoti, Rex, Mim*—এদের কাছে S ৪৫-৮৫ D ৮০-১৫০ টাকায় মেলে। **H Highway,* A T Rd-5, ✆ 22820, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০; *H Ballerim,* A T Rd, S ৬০-১২৫ D ১০০-১৭৫; *H Ritz,* Shiv Bari Rd, S ৮০ D ১৫০ A/c D ২৫০; *H President,* Stn Rd, S ৬৫-১২৫ D ৮৫-১৮০; *H Ashok International,* Chirwapatty Rd-5, ✆ 21912, R½, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ১০০০-১২৫০; **H Urmila Continental,* Rangogara Rd, Tinsukia-786125, ✆ 22990, S ৩২৫ D ৪৫০ A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ৩৫০০-৫৫০০।

তেজপুর

অসমের আর এক দিগন্ত পড়ে রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপাড়ে তেজপুরে। তেজপুরের দু'পাশ ঘিরে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। অতীতের দরং আজ হয়েছে শোণিতপুর—শোণিতপুর জেলার সদরও এই তেজপুর। কিংবদন্তী, শিবের অবতার ভৈরবনাথের উপাসক অসুর-রাজ বাণের রাজত্ব ছিল অতীতে। অসুররাজ বাণের রূপসী কন্যা উষা স্বপ্নে দেখেন দয়িতকে। সখি চিত্রলেখা রূপ দেয় চিত্রে—খুঁজেও মেলে স্বপ্নে দেখা রাজকুমার দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধকে। বিয়ে হয় গান্ধর্ব মতে উষা ও অনিরুদ্ধর। বাণ জানতে পেরে কারাগারে পাঠায় অনিরুদ্ধকে। দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণ (হরি) আসেন নাতি উদ্ধারে। এদিকে শিবও (হর) আসেন ভক্ত বাণের আহ্বানে। মিনতি বিফলে অসি যুদ্ধ—হরি আর হরের যুদ্ধে রক্ত ঝরে সারা শহরে, সেই থেকে নাম হয় *শোণিত* বা *তেজ* পুর অর্থাৎ রক্তের শহর। বাসা বাঁধে উষা ও অনিরুদ্ধ শহর থেকে ৫ কিমি দূরে বামুনী পাহাড়ে। ৭টি মন্দির ছিল সেকালে—শিব ও বিষ্ণু উপাস্য দেবতা। তেমনই পাহাড় চুড়োয় উষা হরণের নানান আখ্যান।

আর শহরে D C Office-এর পিছে ব্রহ্মপুত্রের স্নানঘাটে মন্দির হয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশের। পাথর কুঁদে তৈরি গণেশ মূর্তিটি সুন্দর। ঘাট থেকে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্যও মনোরম। বিপরীতে উষা ও অনিরুদ্ধ পরিবেশ উদ্যান অর্থাৎ মনোহর বাগিচা, মূর্তি হয়েছে উষা ও অনিরুদ্ধের। তবে, টিলাটিও আজ টুকরো হয়ে DC Bungalow বসেছে আধায়। এর সমুখে আর এক টিলা অর্থাৎ অগ্নিগড়। ১৭৫ ধাপ উঠে দামাল নদ ব্রহ্মপুত্রের শোভা টেনে আনে শহরবাসীকে। সাঁঝের সূর্যাস্তে পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্যের রঙের বর্ণালী আর এক নয়নলোভন দৃশ্য। মূর্তি হয়েছে—উষা ও সখি পত্রলেখার। তেমনই ট্যুরিস্ট লজের সামনে কোল পার্কটিও স্বর্গের নন্দন কানন সম। কাছারির কাছে District Museumটিও চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায় সোম ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায়। শহরের অপর প্রান্তে মহাভৈরব শিবমন্দিরটিও যথেষ্ট আদৃত ভক্তজনেদের কাছে। তেজপুরের ৫১ কিমি পশ্চিমে বিশ্বনাথ মন্দিরটির ভগ্নস্তূপ আজও পর্যটকদের অতীত রোমন্থন করায়। লেক, পার্ক আর গাছ-গাছালিতে ছাওয়া সুন্দর সাজানো শহর তেজপুরের প্রকৃতিও সুন্দর। শীত ও গ্রীষ্ম কারোরই আধিক্য নেই, জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ তেজপুরের। জলবায়ুর গুণে তেজপুরও চায়ের কেন্দ্র হয়েছে। ৫৫টি চা বাগিচা রয়েছে শোণিতপুর জেলায়। এককালে ব্রিটিশেরও প্রিয় ছিল তেজপুর। রেস কোর্স, পোলো গ্রাউন্ড ব্রিটিশেরই গড়া। তেমনই ১৯৪২এ জাতীয় পতাকা তুলে ব্রিটিশের বুলেটে শহীদ হন ১৪ বছরের কনকলতা তেজপুরের অদূরে গহপুরে। তেজপুরের মানসিক রোগের হাসপাতালটিরও প্রশস্তি আছে।

কলকাতা তথা সারা ভারত থেকে নিউ বঙ্গাইগাঁও-গুয়াহাটি রেলপথের রঙ্গিয়া জংশন পৌঁছে ১১-০০টার প্যাসেঞ্জারে, ১৭-০০টায় তেজপুর চলায় সুবিধা। গত কিছুকাল গুয়াহাটি-তেজপুর, আলিপুরদুয়ার-রাঙ্গাপাড়া নর্থ ট্রেন সার্ভিস স্থগিত। এমনকি সমস্তিপুর-তেজপুর এক্সও আলিপুরদুয়ারে যাত্রায় বিরতি টানছে। সেকারণে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে উচিত হবে এপথে চলা। পরিস্থিতি হেতু বাসই এপথের একমাত্র যান। দিনে দিনে শহর দেখে বাসে রঙ্গিয়ায় ফিরুন বা রাতের বাসে ইটানগর চলুন তেজপুর থেকে বা মানস ব্যাঘ্র প্রকল্প বেড়িয়ে বাসেই চলুন তেজপুর। বড়পেটা রোড থেকে রঙ্গিয়ার দূরত্ব ৫৭ কিমি। আবার তেজপুর থেকে ৩.৫ কিমি দীর্ঘ *কলিয়া ভোমরা* সেতুতে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শিলাবাড়ি হয়ে নওগাঁ চলা যেতে পারে বাসে। রাজ্য পরিবহণের বাস সরাসরি সংযোগও গড়েছে কাজিরাঙ্গা, জোড়হাট, শিবসাগরের সঙ্গে তেজপুরের। বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে তেজপুর থেকে। আর দিনভর নানান বাস যাচ্ছে ১৯০ কিমি দূরের গুয়াহাটিতে তেজপুর থেকে। শিলিগুড়িরও বাস মেলে তেজপুর থেকে। আবার অরুণাচলের সহজতম পথও গিয়েছে এই তেজপুর হয়ে। ইটানগর ২১২ কিমি, বমডিলা ১৬০ কিমি, তাওয়াং ৩০০ কিমি—দিন ও রাতে বাস যাচ্ছে তেজপুর থেকে। তাওয়াং যাচ্ছে ১ দিন অন্তর রাতে অরুণাচল রাজ্য পরিবহণ ও প্রাইভেট নাইট সুপার বমডিলা হয়ে। তবুও যেন বেশ কিছুটা অনিশ্চিত এপথে বাসের চলা। বাস এলে টিকিট মেলে। প্রাইভেট বাসে পুশব্যাক সিট—ভাড়ায় আধিক্য লাগে। আর অরুণাচলের রেল গিয়েছে ৮-৩০টায় রঙ্গিয়া ছেড়ে ৪½ ঘণ্টায় ২৬ কিমি দূরের রাঙ্গাপাড়া নর্থ।

আর IAC-র বিমান 3 7 দিন ১১-৪৫এ কলকাতা ছেড়ে ১৩-০০টায় তেজপুর পৌঁছে ডিমাপুর যাচ্ছে ১৩-৫৫য়। ফেরে ১৪-৩০এ ডিমাপুর ছেড়ে ১৫-৪০এ সরাসরি কলকাতায়। আর NEPC সার্ভিস গড়েছে 3 5 7 দিন কলকাতা-গুয়াহাটি-তেজপুরের।

থাকারও নানান ব্যবস্থা Tezpur-784001, STD-03712এ। *CH, DB, PWD RH* ছাড়াও অরুণাচল সরকারের *সার্কিট হাউসও* হয়েছে তেজপুরে। আর হয়েছে—অসম ট্যুরিজমের *Tourist L.* ✆ 21016, SAB ১০০, DAB ১৭০, ডর্মি বেড ৩০, তেজপুরে। আর প্রাইভেট হোটেল—*H Luit*, Ranu Singh Rd, Tezpur, R1B0.5, ✆ 21220, new wing : S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৪২৫, D ৬০০, সুপার ডিলাক্স S ৬৫০, D ৮০০, old wing : S ১০০-১৫০, D ১৬০-২০০; অদূরে *H Parijat*, Main Rd, ✆ 20565, SAB ৮০, DAB ১২৫, TAB ১৫০, আহার্যেও যথেষ্ট সুনাম এদের; *H Tawang*, M C Rd, ✆ 30686, SAB ৮৫, DCB ১২০, DAB ১৫০; লাগোয়া *H Chaliha's Inn*, দামে ও মানে তাওয়াং তুল্য। *H Basant*, Main Rd, ✆ 30831, SCB ৮৫, DCB ১২৫, SAB ১২৫, DAB ১৭৫-২৫০; *H Meghdoot*, Cemetry Rd, ✆ 20714, SCB ৬০, SAB ৮০, DCB ১০০, DAB ১২৫-২৫০, TCB ১২৫, TAB ১৭৫; লাগোয়া সাধারণ সাজে *H Rest House*, D ১০০-১২৫; *Blue Star*, SCB ৬০, SAB ৮০, DCB ১০০, DAB ১৭৫; *H Frontier*, *H Himalaya*, N C Rd, SCB ৪৫, DCB ৮৫, TCB ১২৫; *Central L*, Binu Raj Rd, SCB ৬০, SAB ৮৫, DCB ১০০-১২৫, DAB ১৫০-২২৫; *H International*, Masjid Rd, SAB ৬৫-১০০, DAB ১২০-১৭৫, A/c D ৩৫০; *H Kanyapur*, Hati Pilkhana, SAB ৮০, DAB ১৫০; ছাড়াও হোটেল আছে নানান তেজপুরে।

এছাড়া তেজপুর থেকে ৬০ কিমি দূরে পাহাড়-পাহাড় সবুজে ছাওয়া আরণ্যক ভালুকপঙ-ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। হিমালয়ের পাদদেশে শোণিতপুর জেলায় আর এক বন্যজন্তু সংগ্রহালয় ১৭৫ বর্গকিমি ব্যাপ্ত সোনাই ও রূপাই-এর উপর দিয়ে পথ গিয়েছে অসম ও অরুণাচল রাজ্যের সীমান্ত জোড়া শহর ভালুকপঙে। অরুণাচলের প্রবেশ তোরণ তথা চেকপোস্ট বসেছে ভালুকপঙে। বমডিলা যাত্রীদের ILP এনট্রি করাতে হয়। নীল খরস্রোতা দামাল নদী *জিয়াভরলি* অর্থাৎ জীবন্ত নদী বয়ে চলেছে। সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া দুই রাজ্যের সীমান্তে অসম পর্যটনের *ট্যুরিস্ট লজে* DAB ১৭০ টাকায় থাকার ব্যবস্থা। লোকাল বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহর থেকে। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে মিটারগেজে ৫-৩০এ ৪৫ কিমি দূরের রাঙ্গাপাড়া নর্থ ছেড়ে ৭-০৫এ ভালুকপঙ পৌঁছে ফেরে ৭-৪৫এ। তেজপুর-ভালুকপঙ পথে তেজপুর থেকে ২৪ কিমি, আর ভালুকপঙের ৩৬ কিমি দূরে বালিপাড়া চারিআলি। বালিপাড়া থেকে পথ গিয়েছে রাঙাপাড়া নর্থ ১২ কিমি, মিশামারী ২০ কিমি, বি চারিআলি ৫০ কিমি, নর্থ লখিমপুর ১৯১ কিমি। বাসও চলে তেজপুর থেকে বালিপাড়া হয়ে দিকে দিকে।

পথ গিয়েছে ভালুকপঙ ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে ১০০ কিমি দূরের বমডিলায়। উৎসাহীরা রেভিন্যু অফিসার—অরুণাচল, পার্বতীনগর থেকে ILP করে বেড়িয়ে নিতে পারেন অরুণাচল রাজ্য।

ওরাং: তেজপুর থেকে বাসে তেজপুর-গুয়াহাটি সড়কে ৪৫ কিমি পশ্চিমে ওরাং চারিআলি পৌঁছে চারিআলি থেকে ১৮ কিমি দক্ষিণে **ওরাং বন্যজন্তু সংগ্রহালয়**। চারিআলি থেকে সকাল ও সাঁঝে ২টি বাস যাচ্ছে ওরাং। বাস যাত্রায় একরাত ওরাং-এ থাকা বাধ্যতামূলক। তবে তেজপুর থেকে শ'ছয়েক টাকায় জিপে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় ওরাং। তবে, ১৯৯২এর ১লা অক্টোবর নামান্তর ঘটে **রাজীব গান্ধী অভয়ারণ্য** হয়েছে ওরাং। এপথে গুয়াহাটিমুখী আরও যেতে বাইহাটা চারিআলি থেকেও পথ গিয়েছে ১৮ কিমি দূরের ওরাং। তেজপুর থেকে ওরাং চারিআলি হয়ে ওরাং-এর দূরত্ব ৯০ কিমি। আর গুয়াহাটি থেকে বাইহাটা চারিআলি হয়ে ১৩২ কিমি দূরে ওরাং।

শাল-সেগুন-শিমুল-ইউক্যালিপ্টাসে ছাওয়া ৭২ বর্গ কিমি জুড়ে এক শৃঙ্গী গণ্ডার, হাতি, লেপার্ড, শম্বর, অগুনতি হরিণ ছাড়াও নানান প্রজাতির বনচরদের বাস। কাজিরাঙ্গার মিনি সংস্করণ এই ওরাং। শীতে দূর-দূরান্ত থেকে চেনা-অচেনা পাখিরা এসে নীড় বাঁধে অরণ্য জুড়ে বৃক্ষ শাখে। দুধ সাদা পেলিক্যানেরাও আসে সুদূর আমেরিকা থেকে। বিদ্যুৎহীন, আধুনিকতা বর্জিত ওরাং-এর ২টি *ফরেস্ট বাংলোয়* রাতের অবস্থান—সেও এক রোমাঞ্চে ভরা। অরণ্যের প্রবেশ পথে *শিলবড়ি ফরেস্ট বাংলোটি* অবস্থানে মনোরম। আর ৫ কিমি অরণ্য অন্দরে *সাত শিমুল বাংলো*। আহার্য নিজ ব্যবস্থায়। দুয়েরই বুকিং: DFO, Western Assam Wildlife Division, Tezpur থেকে। আর হচ্ছে অসম ট্যুরিজমের *Tourist Cottage* ওরাং-এ। অরণ্য অন্দরে পায়ে চলা মানা। জিপে যাতায়াত।

হাফলঙ

শিলং পাহাড় অসম ছাড়া হওয়াতে রাজ্যের নতুন পাহাড়ী শহর গড়ে উঠেছে ৬৮০ মি উঁচু আপার হাফলঙে। ভাষা এদের দিমাশী। দিমাশী ভাষায় *হাঁফলাঁও* (হাফলং) অর্থ উইয়ের ঢিপি। সবুজে ছাওয়া—দৃষ্টিনন্দন নীল অর্কিডের দেশ হাফলঙ। নাশপাতি, আনারস, কমলা হচ্ছে। হাফলঙের প্রকৃতিই মূল আকর্ষণ। ২টি লেকও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শৈল শহরের। নর্থ কাছাড় হিল ডিস্ট্রিক্টের সদর দপ্তরও আপার হাফলঙে। শহরের হৃৎপিণ্ড তার চক। লেকের জলে বোটিং, উষ্ণ জলের প্রস্রবণ—গরমপানি, চুড়ো থেকে সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য পর্যটকদের মন হরণ করে। আগস্ট থেকে নভেম্বরে ৯ কিমি দূরে blue vandas অর্কিডে ছাওয়া হাফলঙ-শিখরে **জাটিঙ্গায়** দূর-দূরান্ত থেকে উড়ে আসা নানান প্রজাতির পরিযায়ী পাখির মেলা রমণীয় করে তোলে। জাটিঙ্গার আর এক আকর্ষণ বছরের পর বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বিভিন্ন প্রজাতির অজস্র পাখির আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহনন।

তবুও যেন পর্যটক বিনোদনের নানান ঘাটতি পাহাড়ী শহর আপার হাফলঙে। ছোট্ট শহর—চক অর্থাৎ বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে ডি সি অফিস ছাড়িয়ে লেক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

আধ ঘণ্টায় পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া যায় আপার হাফলঙ শহর।

গুয়াহাটি-লামডিং-লোয়ার হাফলঙ-হাফলঙ হিল-বদরপুর-ধরমনগর-কুমারঘাট রেলপথে গুয়াহাটি থেকে ২৯৭ কিমি দূরে হাফলঙ হিল স্টেশন। ১১৬ কিমি দূরের লামডিং থেকে ৯-০০টায় বরাক ভ্যালি ও ১৯-৩০এ কাছাড় এক্স যাচ্ছে পাহাড়ী শহর আপার হাফলঙের রেল সংযোগকারী স্টেশন হাফলঙ হিল হয়ে। ৪½ ঘণ্টার পথ। ৪-০০টায় লামডিং ছেড়ে ৯-৩০এ লোয়ার হাফলঙ, ১০-২১এ হাফলঙ হিল পৌঁছে ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে এপথে। সর্পিল গতিতে ট্রেন চলে এঁকেবেঁকে লামডিং থেকে বদরপুরে। আলো-আঁধারির সাথে লুকোচুরি খেলে ট্রেন চলে ৩৬টি সুড়ঙ্গ পেরিয়ে। রোমাঞ্চে ভরা এপথে ট্রেনে চলা। পাহাড়ী শহর আপার হাফলঙ থেকে ৩ কিমি দূরে হাফলঙ হিল রেল স্টেশন, লোয়ার হাফলঙের দূরত্ব ৫ কিমি। দূরপাল্লার বাস লোয়ার হাফলঙ, হাফলঙ হিল হয়ে পাহাড় চড়ে। আর যাচ্ছে অটো ও জিপ রেল স্টেশন থেকে পাহাড়ে।

বাসও যাচ্ছে ASTC-র গুয়াহাটি থেকে Karbi Anglong জেলার সদর ২৭১ কিমি দূরের দীফু। দীফু থেকে ১৩-০০টায় যাচ্ছে হাফলঙের বাস। ফেরে সকাল ৭-০০টায় হাফলঙ ছেড়ে ৭ ঘণ্টায় দীফু। দীফু থেকে হাফলঙের দূরত্ব ১৭২ কিমি। ২০২ কিমি দূরের নওগাঁ থেকে সকাল ১০-০০টায় ASTC-র একমাত্র বাস ৮ ঘণ্টায় ৪৪ টাকায় আপার হাফলঙ আসছে লঙ্কা হয়ে। ৩৫০ কিমি দূরের গুয়াহাটি থেকে Net Work Travels-এর নাইট সুপার আসছে নওগাঁ হয়ে ১০ ঘণ্টায় ১৫০ টাকায় আপার হাফলঙে। আর আপার হাফলঙ অর্থাৎ চক থেকে ASTC-র বাস নওগাঁ যাচ্ছে ৭-০০টায়; ৫ ঘণ্টায় ১১০ কিমি দূরের শিলচর যাচ্ছে ৬-০০, ১৩-০০টায়; ১৭৮ কিমি দূরের দীফু যাচ্ছে ৬-০০টায়; গুয়াহাটি যাচ্ছে ২০-০০; ১১২ কিমি দূরের উমরাঙসো যাচ্ছে ৭-০০ ও ১৩-০০টায় ছেড়ে ৪ ঘণ্টায়। Blue Hills Travels-এর বাস যাচ্ছে লামডিং ১৪১/দীফু ১৭৮ হয়ে ২৫৮ কিমি দূরের ডিমাপুর ৬-১৫; শিলচর ৬-০০; উমরাঙসো ৬-০০ ও ১১-৪৫এ। Net Work Travels-এর নাইট সুপার গুয়াহাটি যাচ্ছে ২০-০০টায় ছেড়ে নওগাঁ হয়ে ১০ ঘণ্টায়।

থাকার জন্য আছে—অসম পর্যটনের *Tourist L*, ✆ (03673) 2468, DAB ১৭০; সুন্দর প্রকৃতির মাঝে *সার্কিট হাউস ও ডাক বাংলো;* অবু: DC, Halflong-788819, ✆ 2223; *District Council GH* আর *RH*ও আছে হাফলঙে। আর আছে প্রাইভেট হোটেল—শহরে ঢুকতেই সিনেমা হল লাগোয়া *H Elite*, SAB ১০০ DAB ১৭৫; বাঁক নিয়ে চকের মুখে *H Joyeswary*, Main Rd, S ৮৫-১২৫ D ১২০ ১৭৫; চক পেরিয়ে D C Office-এর পথে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে *H Eastern*, DCB ৮০ DAB ১২৫; চক-কে ঘিরে সাধারণ সাজে *Anand H*, Opp UBI; *Barail H*, Market; *Romario H*, Hill Haflong Rd; *Haflong H* ছাড়াও নানান হোটেল আপার হাফলঙে।

আর দীফুতে আছে অসম পর্যটনের *Tourist L*, বেড ১০০ DAB ১৭০। আর আছে প্রাইভেট হোটেল—*H Hill View*, Sivbari Rd, Diphu-782460, R1½, SCB ৬০ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১৫০ FR ১৭৫; *H Enterprise*, *H Kamakhya*, *Ideal H*, *Labina H*, Stn Rd, *Matri H*, *Bharat L*, *Sunrise L* ছাড়াও নানান সাধারণ হোটেল দীফুতে। এদের কাছে S ৪০-১২৫ D ৮০-২২৫ টাকায় মেলে।

চলার পথে লামডিং-এও *H Swagata*, *H Veshah*, *H New Grand* ছাড়াও হোটেল মেলে নানান।

উমরাঙসো

হাফলঙ থেকে ১১২ কিমি দূরে অসম ও মেঘালয় সীমান্তে উমরাঙসো। বাস যাচ্ছে আপার হাফলঙ থেকে ৭-০০ ও ১৩-০০টায় ASTC; ৬-০০ ও ১১-৪৫এ Blue Hills Travels-এর। ৪ ঘণ্টার পথ। নর্থ কাছাড় হিলস-এর নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝ দিয়ে পথ গিয়েছে। পথের আকর্ষণেও উচিত হবে হাফলঙ পাহাড় থেকে উমরাঙসো বেড়িয়ে জোয়াই হয়ে শিলঙ পাহাড় চলা।

উমরাঙসোর ৭ কিমি দূরে মেঘালয় রাজ্যের অতীতের গরমপানি প্রস্রবণটির আজ সলিল সমাধি হয়েছে Kapili Hydro Electric Project-এর জলের তলায়। বাঁধ পড়েছে কপিলি নদীতে দুই প্রস্তে। উমরাঙসো থেকে গরমপানি ১৯ কিমি জুড়ে কর্মকাণ্ড চলছে প্রোজেক্টের। লেক হয়েছে। বিদ্যুৎ হচ্ছে 250 MW, আঁধার দূরীভূত হয়েছে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের। পটে আঁকা আর এক ছবি প্রোজেক্টের উপনগরী।

হাফলঙ থেকে জোয়াই হয়ে শিলং বাস যাত্রায় ১ রাত উমরাঙসোতে অবস্থান বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। হোটেলও আছে Umrongso-788931এ *Lily H*, SCB ৩৫ ৪৫ DCB ৬০ ৮০ DAB ১০০ টাকায়। বাজারে সমমানের *Purabi H.* আর আছে প্রোজেক্টের *Inspection Bungalow*, বেড ৪০ হারে। অসম পর্যটনের *Tourist Lodge*-ও হয়েছে IB-র বিপরীতে কপিলি নদীর পাড়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে।

বাসও যাচ্ছে উমরাঙসো থেকে—হাফলঙ ৭-০০, ১২-০০টায় ASTC; ৬-০০, ১১-৩০এ Blue Hills; শিলং যাচ্ছে ৬-০০টায় জোয়াই হয়ে; জোয়াই যাচ্ছে ৫-১৫, ৬-০০ ও ১৩-০০টায়।

শিলচর

কাছাড় জেলার সদর দপ্তর বসেছে শিলচরে। বাঙালি প্রধান এলাকা। বরাক নদী বয়ে চলেছে শহরের পুব প্রান্ত দিয়ে। মনোরম প্রকৃতির মাঝে সূর্যোদয়ও সুন্দর *Surma Valley*-র শিলচরে। পাহাড়ের পিছু থেকে উদিত সূর্যের প্রথম কিরণ নদীর জলে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়।

শিলচর থেকে এয়ারপোর্টের পথে ১৭ কিমি গিয়ে উধারবন্ধে শ্রীশ্রীকাঁচাকান্তি দেবীর মন্দিরটি বেড়িয়ে নেওয়া যায়। খুবই জাগ্রতা এই দেবী। দুর্গা ও কালীর সমন্বয়ে এই দেবী। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বপ্নাদিষ্ট রাজা দেবীর চতুর্ভুজা

স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নানান কিংবদন্তীও আছে দেবীকে ঘিরে। প্রতি রবিবার পূজা হয়। ১৮১৮ খ্রি পর্যন্ত মহালয়াতে নরবলির প্রথাও ছিল মন্দিরে। অতীতের মন্দিরটি আজ আর নেই। নতুন মন্দির হয়েছে দেবীর। আরও ২ কিমি এগিয়ে ব্রজমোহন গোস্বামী আশ্রমের স্বপ্নাদিষ্ট বৃক্ষতলে মনস্কামনা বৃথা হবার নয়। দুপুরে আহার্যও মেলে ভক্তজনেদের। সেও আর এক কিংবদন্তীর গাথা।

আশ্রম থেকে বামহাতি পথে আরও ৩ কিমি গিয়ে খাসপুর। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে আজও উৎসাহীদের ভিড় জমে। মূল প্রাসাদ লুপ্ত হলেও সিংহদ্বার, সূর্যদ্বার, দেবালয় রয়েছে আজও। প্রতিটি প্রবেশ তোরণ হাতির ঢঙে। সিটি বাসে শাল গঙ্গায় নেমে বা ট্যাক্সি/অটোয় বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

৫০ কিমি দূরে ভুবন পাহাড়ে ভুবনেশ্বর মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। দেবতা এখানে হর-পার্বতী। শিলচর থেকে ৩৭ কিমি দূরে ভুবননগর পর্যন্ত বাসে গিয়ে বাকিটা পায়ে হাঁটা পাহাড়ীপথ। মন্দির থেকে আরও ৫ কিমি উত্তরে গেলে মণিহরণ সুড়ঙ্গ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করতেন বলে জনশ্রুতি। সুড়ঙ্গের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া ত্রিবেণী নদী। আর রয়েছে মন্দির বেশ কয়েকটি। মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, গরুড়, হনুমানের পূজা হয়। দোলপূর্ণিমা, বারুণী ও শিবরাত্রিতে উৎসব হয়।

এছাড়া রিকশায় ঘণ্টা দুয়েকে শহরটাও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে পর্যটকদের। বিশেষ করে নতুন গড়ে তোলা মেডিক্যাল কলেজ, লেকের পাড়ে গান্ধীবাগে ভাষা আন্দোলনে (১৯৬৪) ১১ শহীদের রক্তে রাঙা শহীদ স্তম্ভটি পর্যটকদের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১১টি স্তম্ভ হয়েছে ১১ শহীদের স্মরণে। অদূরে হরিসভা ও দেবী লক্ষ্মীর মন্দির।

IAC-র বিমান 1 3 5 দিন ৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ৭-২০এ শিলচর পৌঁছে কলকাতায় ফেরে শিলচর থেকে ১০-০০টায়। 4 6 দিন ৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ৭-২০এ শিলচর পৌঁছে ৭-৫০এ শিলচর ছেড়ে কলকাতায় আসছে ৮-৫৫য়। 7 দিন ৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে শিলচর হয়ে ৮-২৫এ জোড়হাট পৌঁছে কলকাতায় ফেরে ৮-৫৫য় জোড়হাট ছেড়ে ১০-১৫য় সরাসরি। প্রাইভেট বিমান NEPC 1 3 5 দিন শিলচর-গুয়াহাটি, 1 4 6 দিন শিলচর-ইম্ফল সার্ভিস গড়েছে। ২৫ কিমি দূরের কুম্ভীর গ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে IAC-র বাস, যাত্রীবাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহরে।

আর ট্রেন যাচ্ছে কলকাতা থেকে ঘুরপথে গুয়াহাটি-লামডিং হয়ে শিলচরে। ৯-০০টায় 5811 বরাক ভ্যালি এক্স, ১৯-৩০এ 5801 কাছাড় এক্স লামডিং ছেড়ে হাফলঙ/বদরপুর হয়ে ২টি ভিন্ন পথে ২১৬ কিমি দূরের শিলচর পৌঁছায় ১৭-৩০/পরদিন ৬-৩০এ। পাহাড় কেটে রেল গিয়েছে। টানেলের আধিক্য এপথে। লামডিং ফেরে ৯-৪৫এ বরাক ভ্যালি, ১৮-৩০এ কাছাড় এক্স শিলচর থেকে। করিমগঞ্জ যাচ্ছে ৫-১৫ ও ১৩-০০টায় শিলচর ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় প্যাসেঞ্জার।

সড়ক পথ যাচ্ছে শিলং / জোয়াই হয়ে গুয়াহাটি থেকে শিলচরে। বাসও চলে এপথে। অসম রাজ্য পরিবহণের (ASTC) দ্বিসাপ্তাহিক রাজধানী এক্স বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি থেকে শিলচরে। আর সকাল ৭-৩০, ১০-০০টায় ASTC ও রাত ২২-০০টায় প্রাইভেট সুপার ডিলাক্স যাচ্ছে শিলং থেকে ৯½ ঘণ্টায় ২৪০ কিমি দূরের শিলচরে। মেঘালয় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের (MTC) বাসও চলছে শিলং থেকে শিলচর। গুয়াহাটিও যাচ্ছে প্রাইভেট সুপার ডিলাক্স। ত্রিপুরার সঙ্গেও সড়ক ও রেল সংযোগ রয়েছে ধর্মনগর/কুমারঘাট হয়ে শিলচরের। প্রাইভেট ও রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস যাচ্ছে সরাসরি শিলচর থেকে আগরতলায়। রেল ও সড়ক সংযোগ রয়েছে মণিপুরেরও শিলচর থেকে। আর, 1 3 5 দিন ৩৫ মিনিটে আকাশী বিমান শিলচর থেকে ৬২৫ টাকায় মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল যাচ্ছে। খুবই পর্যটকপ্রিয় এই আকাশী উড়ান। মিজোরামেরও প্রবেশ তোরণ এই শিলচরে। এতসব মিলে শিলচরের পর্যটক আকর্ষণ অপরিসীম। আর পূর্ব ভারত ভ্রমণার্থীদের আগরতলা বেড়িয়ে শিলচর যাওয়াই উচিত হবে।

রেল স্টেশন থেকে ২ আর এয়ারপোর্ট থেকে ২৫ কিমি দূরে শহরের মধ্যমণি গান্ধীবাগকে ঘিরে গড়ে উঠেছে হোটেলরাজি শিলচরে। বামহাতি Club Rd-788001-এ—*H Geetanjali*, SAB ১৫০, DAB ২২৫, A/c S ২৭৫, D ৪৫০; *H Ellora*, SAB ১০০-১৫০, DAB ১৫০-২২৫; *Cachar Club*-এ কমন বাথের ঘরে AP প্রথায় ১৫০-২২৫ প্রতিজনা। ডাইনে Central Rd-1এ—*H Swagat*, SAB ৮০, DAB ১৫০; অদূরেই *Kusumananda H*, Tulapatty-1, SAB ৮০, DAB ১৫০; বিপরীতে *Maya H*, DCB ১০০; *Bani H*, SCB ৪৫, DCB ৮৫, SAB ৮০, DAB ১৫০; *Happy L*, Shillongpatty-1, SCB ৪০, DCB ৮০; *Ajanta H*, S ৪০-৬৫, D ৮০-১২৫; *H Great Eastern*, Premtala-1, SCB ৪৫, DCB ৮৫, DAB ১২৫; *H Renu*, Panpatty-1, SAB ৬০, DAB ১২৫; *H Marudona*, Lakhipur Rd-1, SCB ৪০, SAB ৬০, DAB ১০০-১৭৫, TAB ২০০, ডর্মিতে ৩০; *H Rajmahal*, Ukilpatty-1, SAB ৮০-১২৫, DAB ১০০-১৭৫; *Bassi, Grand, Joy Lakshmi, Tripti, Gautam, Ashoka* ছাড়াও হোটেল আছে নানান শিলচরে। বরাকের পাড়ে *Paradise H* টিও রমণীয়। আর আছে *সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো*, অবু: D C, Silchar. তবুও থাকার জন্য *কুসুমানন্দ* আর খাবারের জন্য *কুসুমানন্দ ও মায়া* আদরণীয় হবে। অসম ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট লজ*, SAB ১০০, DAB ১৭০, হয়েছে রেল স্টেশন থেকে শহরের পথে শিলচরে। আর হয়েছে রয়্যাল লাক্সারি—*H Monoranjan*, Steamer Ghat Rd-এ।

মেঘালয়

মেঘেদের আলয়—মেঘালয়। মেঘেদের স্বর্গরাজ্যও (Abode of the clouds) এই মেঘালয়। ১৯৭২এর ২১শে জানুয়ারি অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাঁচটি জেলা নিয়ে জন্ম হয় ভারতের ২১তম রাজ্য মেঘালয়ের। তবে সংখ্যায় বেড়ে জেলা আজ সাত মেঘালয় রাজ্যে। সারা রাজ্যটাই পাহাড়ী —১২০০ থেকে ১৯৬৫মি উঁচুতে মেঘালয়ের অবস্থান। পাহাড়, বন আর তৃণভূমি ত্রয়ীরই সমন্বয় ঘটেছে মেঘালয়ে। ২টি ন্যাশানাল পার্ক— Nokrek N P ও Balpakram N P, ২টি ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি—Nongkhyllem ও Siju W L S রূপ পেয়েছে মেঘালয়ে। ফুলে-ফলে ভরা, অরণ্য সম্পদে যথেষ্ট মহীয়ান—বৈচিত্র্য আছে প্রাণীসম্পদ ও উদ্ভিদকুলেও।তেমনই হাজারোধর্মী মথ ও প্রজাপতির সঙ্গে নানানধর্মী অর্কিড দেখতে মেলে। খাসি, জয়ন্তীয়া আর গারো পাহাড় নিয়ে গড়া মেঘালয় রাজ্যে খাসি, জয়ন্তীয়া ও গারো সম্প্রদায়ের বাস। ফুল এদের অতি প্রিয়, প্রতিটি বাড়িঘরে ফুলের সৌরভ মেলে। সারা বিশ্বে ১৭০০০, ভারতে ১২৫০ মিললেও মেঘালয়ে ৩০০ধর্মী অর্কিড দৃশ্যমান। নাচে-গানে আনন্দোচ্ছল এরা। গানের সাথে গীটার বাজায় প্রতিটি মেঘালয়বাসী। বন্ধু বৎসলও এরা। এদের সমাজজীবন আজও মাতৃতান্ত্রিক, গৃহকর্তৃত্ব মেয়েদের হাতে। মেয়েরাই গৃহকর্ত্রী, মেয়েদের পদবিতে চলছে সমাজ-সংসার। মেয়েরাই করছে হাটবাজার, ছেলেরা এখানে গৃহাসক্ত।

খাসি পাহাড়ের সংস্কৃতির পীঠস্থান ১১ কিমি দূরের স্মিট গ্রামে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে খাসিদের দেশীয় রাজ্য হিমার স্মারকরূপে শস্যসম্পদ ও সমৃদ্ধির কামনায় ৫ দিন ব্যাপী *নংক্রেম (Nongkrem)* নৃত্যের পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। এপ্রিলে শিলং পাহাড়ে বসে নংক্রেম নাচের অনুকরণে *Seng Khasi*-দের ২ দিনের *Shad Sukmyn siem* নাচের আসর। সারাদিন ধরে চলে জাতীয় সাজে সজ্জিত হয়ে নাচ-গান-বাজনা। উদ্দেশ্য—জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। শুয়োরের মাংস সহ *জাডো* অর্থাৎ ফ্রায়েড রাইস এদের প্রিয় খাদ্য। আর খায় এরা চায়ের সঙ্গে *পুথারো* বা *পুমলয়* অর্থাৎ *ইডলি;* চালের তৈরি *কাকিয়াদ* এদের প্রিয় পানীয়। আর প্রিয়—পান ও কাঁচা সুপুরি সারা মেঘালয়ে। সমতল ভারতের সঙ্গে সংযোগকারী একমাত্র সড়ক গিয়েছে অসমের গুয়াহাটি হয়ে। অবিভক্ত অসমের রাজধানী শহর শিলংয়েই বসেছে মেঘালয় রাজ্যের সদর দপ্তর। আন্তঃ-রাজ্য পাহাড়ী সড়ক গড়ে উঠলেও আজও গারো পাহাড়ের যোগসূত্র শিলং থেকে অসমের গুয়াহাটি/গোয়ালপাড়া হয়ে। মেঘালয়ের উত্তরে অসমের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা, পুবে অসমের কাছাড় জেলা, দক্ষিণে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলা আর পশ্চিমও মিলেছে গিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে।

শিলং

গৃহদেবতা *Shulong* চাষীর ঘরে জন্ম নিয়ে স্বীয় দক্ষতায় রাজ্য গড়ে *Shyllong* (Hima Shyllong)। ১৮৩০এ টুকরো হয় রাজ্য—Mylliem ও Khyrim দুই রাষ্ট্রে। আর কালে কালে শিলং। ভারতের শৈল শহরগুলির মধ্যে শিলং পাহাড়ের আকর্ষণ অন্যতম। পাইন ও ফারে ছাওয়া—ফুল ও ফলে শোভিত ১৪৯৬ মি উঁচুতে মেঘালয়ের রাজধানী পপুলার শৈলশহর শিলং। অবিভক্ত অসমের রাজধানীও ছিল (১৮৭৪-১৯৭৪) শিলং পাহাড়। ৬৪৩৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত শহরে ২½ লাখ লোকের বাস। নাচ-গান-বাজনা অতি প্রিয় এদের। শিলং পাহাড়ের নৈসর্গিক শোভা অতীব সুন্দর। জলবায়ুও মনোরম। শীতে যেমন বরফ পড়ে না—গ্রীষ্মে তেমনই আধিক্য নেই গরমের। বসন্তের পরশ মেলে শীতের দিনগুলিতে, আর বর্ষায় মেঘেরা লুকোচুরি খেলে পাইনের সাথে—তেমনই বর্ষায় ফলস অর্থাৎ জলপ্রপাতগুলি মাধুর্য বাড়ায় শিলং পাহাড়ে। বেড়াবার মনোরম সময় মার্চ থেকে জুন—আবার অক্টোবর-নভেম্বর হলেও সারা বছরই যাওয়া চলে শিলং পাহাড়ে। এককালে সাহেবদের খুব প্রিয় ছিল শিলং। শিলং ছিল তাদের কাছে Scotland of Orient খাসি পাহাড়ের এই পার্বত্য শহর সাহেবদের যেমন প্রিয় ছিল তেমনই প্রিয় ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও। নানান রবীন্দ্রস্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে শিলং পাহাড়ের সঙ্গে। শেষের কবিতার যন্ত্র সংঘর্ষও ঘটেছিল এই শিলং পাহাড়ে। রবীন্দ্র-নাথের বসতবাটি রিবং-এ পাইনে ছাওয়া *মালঞ্চ* আজও অতীত রোমন্থন করায়। তবে, মেঘালয় সরকারের Art & Craft Centre বসলেও শ্বেতমর্মরে Here lived Rabindranath Tagore in Oct 1919 লেখা দেখতে মেলে। প্রিয় ছিল ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়েরও শিলং পাহাড়। তাঁরই বাড়িতে বসেছে আজকের সার্কিট হাউস। যদিও খাসিদের শহর শিলং—তবে, অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি সম্প্রদায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে নগরজীবনে। শিলং পাহাড়ের আর এক বৈশিষ্ট্য—খাসি মেয়েরাই দোকানি শহরের দোকানপাটে।

অতীতের বাঙালি প্রভাব খর্ব হলেও বাঙালিয়ানা আজও রয়েছে শিলং পাহাড়ে, বাংলাও সহজবোধ্য শিলং পাহাড়ের হাটে-বাজারে, দোকানপাটে। শিলং-সুন্দরী পাইন ও ফারেরা আজ বিদায় নিচ্ছে—গড়ে উঠছে নতুন নতুন অট্টালিকা। আধুনিকতার জয় হলেও রূপে যেন ঘাটতি

ঘটছে। শুধু তাই বা কেন জিনিসপত্রের দামও অট্টালিকার সাথে পাল্লা দিচ্ছে শিলং-এ আজ। গলফ খেলারও রমরমা গিয়েছে। পোলো আর রেস সে তো অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে শিলং থেকে। আর আছে জলাভাব গ্রীষ্মের দিনগুলিতে শিলং-এ। পর্যটন দপ্তরের অনীহা প্রকট হয়ে দেখা দেয় শিলং পাহাড়ে। তেমনই যেন সমতলের প্রতি বিদ্বেষ সংঘাতে রূপ নিচ্ছে শিলং পাহাড়ে আজ।

IAC সংযোগকারী নিকটতম বিমানবন্দর ১২৭ কিমি দূরে অসমের গুয়াহাটির সঙ্গে কলকাতা ছাড়াও সংযোগ রয়েছে বাগডোগরা ও দিল্লীর। [গুয়াহাটি দেখুন] আর বায়ুদূতের কলকাতা-শিলং ও গুয়াহাটি-শিলং সার্ভিস গত কিছুকাল স্থগিত। তবে, নানান প্রাইভেট বিমান সংস্থা সার্ভিস গড়েছে কলকাতা ও গুয়াহাটির সঙ্গে শিলং পাহাড়ের। শিলং শহর থেকে ৩২ কিমি দূরে উমরয়-এ বিমান বন্দর। মেঘালয় পর্যটনের ডিলাক্স বাস বিমানযাত্রীদের নিয়ে গুয়াহাটি ও উমরয় বিমানবন্দর থেকে শহরে যাচ্ছে। ট্যাক্সিও মেলে যাতায়াতে, তবে ট্যাক্সির ভাড়া লাগাম ছাড়া।

মেঘালয় ☐ রাজধানী: শিলং। আয়তন: ২২৪২৯ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ১৭৭৪৭৭৮। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.২০%। পুরুষ: ৯০৪৩০৮। নারী: ৮৫৬৩১৮। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৪২৪৮১০। বৃদ্ধির হার: ৩১.৮০%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৭৮। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৪৭। সাক্ষরের হার: ৪৮.২৬%। প্রধান ভাষা: খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো। বাংলারও চল আছে সারা রাজ্যে। তেমনই চলে ইংরেজি ও হিন্দি মেঘালয়ে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৩২৫০.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

২৫°-২৬.১৫° উত্তর অক্ষাংশে আর ৮৯.৪৫°-৯২.৪৭° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে মেঘালয়ের অবস্থান। তাপমান—গ্রীষ্মে ২৩.৩-১৫° আর শীতে ১৫.৬-৩.৯° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। বৃষ্টির গড়: ১০০০-১২৭০ সেমি মেঘালয়ে। তবে নজিরবিহীন ২৩০০ সেমি বৃষ্টিও হয়ে থাকে কোনো এক বছর মেঘালয়ে। আর শিলং-এ বৃষ্টির গড় ২৪১.৫ সেমি। গ্রীষ্মে হালকা বসন (ট্রপিক্যাল) চললেও শীতে ভারী উলেন দরকার শিলং পাহাড় বেড়াতে। বেড়াবার মরসুম: মার্চ ১ থেকে জুলাই ১৫ আবার সেপ্টেম্বর ১৬ থেকে নভেম্বর ১৫। সম্প্রতি বিশ্বমানবের কাছে দরজাও খুলেছে মেঘালয় রাজ্যের।

৫-৭ দিনে বেড়িয়ে আসুন শিলং পাহাড়। তবুও যেন অসমের সাথে জুড়ে বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে।

রেল সংযোগকারী স্টেশনও অসমের গুয়াহাটি। কলকাতা যাত্রীদের হাওড়া থেকে কামরূপ/ত্রিসাপ্তাহিক সরাইঘাট বা সপ্তাহের ৪ দিন গুয়াহাটি এক্সে কমবেশি ২৪ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছে সড়ক পথে শিলং। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৩১২ আর শিলিগুড়ি থেকে ৬৬১ কিমি। মেঘালয়ে রেল না পৌঁছালেও রেলের আউট এজেন্সী বসেছে Meghalaya Road Transport Corporation স্ট্যান্ডে, ✆ 223200.

গুয়াহাটি রেল স্টেশনের বিপরীতে বাস স্ট্যান্ড থেকে মেঘালয় রাজ্য পরিবহণ ও অসম রাজ্য পরিবহণের বাস ৬—১৭-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুয়াহাটি ছেড়ে শিলং যাচ্ছে NH-40 ধরে। পথের দূরত্ব ১০৩ কিমি, সময় নেয় ৩½ ঘণ্টা। ভাড়া ৩৮, ৪০, ৮০,। অগ্রিম টিকিটও মেলে ১০-৩০ থেকে ১৫-০০টায়। আর যাচ্ছে একাধিক ট্রাভেল এজেন্সির ডিলাক্স কোচ গুয়াহাটি থেকে শিলং পাহাড়ে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে ৮০০, শেয়ারে ২৫০, হারে রেল স্টেশন লাগোয়া A T Rd থেকে শিলং-এ। আজকাল পথ প্রশস্ত হয়েছে। অতীতের লক গেট প্রথা অর্থাৎ একমুখী যান দ্বিমুখী হয়েছে। মনোরম পাহাড়ী পথ, মাঝপথে নঙ্পুতে বিশ্রাম দেয় গাড়ি।

আর শিলং পাহাড় থেকে M T C-র বাস যাচ্ছে—গুয়াহাটি, দিনভর নানান বাস; তুরায় ৭-০০ ও ১৭-০০টায়; শিলচর ৭-০০ ও ১৮-০০টায়; আইজল ১৬-০০টায়; করিমগঞ্জ ১৮-০০টায়। ASTC-র বাস যাচ্ছে—শিলিগুড়ি ১৪-০০টায় ছেড়ে ২০০ টাকায় নাইট সুপার; গুয়াহাটি ৭—১৬-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়; আগরতলা প্রতি বুধবার; শিলচর ২১-৪০এ গুয়াহাটি থেকে আসা রাজধানী এক্স। Assam Valley Travels-র বাস যাচ্ছে—তুরা ১৬-৩০এ ছেড়ে ১১০ টাকায় ১২ ঘণ্টায়; গুয়াহাটি ১০-৪০, ১৩-৪৫, ১৪-৪৫, ১৫-৩০, ১৬-৩০এ। D D Travels-এর বাস যাচ্ছে তুরায়। Net Works-এর বাস যাচ্ছে— গুয়াহাটি ৯-৪৫, ১১-৩০, ১২-১৫, ১৩-০০, ১৩-৪৫, ১৪-৩০, ১৫-১৫, ১৫-৪৫, ১৬-৩০এ; ডিমাপুর ১৬-০০; ধরমপুর ১৭-০০; ৪৮৭ কিমি দূরের আগরতলাতেও যাচ্ছে ২২৫ টাকায়। Blue Hills Travels-এর বাস যাচ্ছে—গুয়াহাটি ১১-১৫, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৫-০০; ডিমাপুর ১৬-০০; ইম্ফল ১৬-০০; মিজোরাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট আইজল যাচ্ছে ত্রিসাপ্তাহিক সার্ভিসে। রাতভর জার্নিতে শিলং থেকে ২৪০ কিমি দূরের শিলচর যাচ্ছে ৯½ ঘণ্টায় প্রাইভেট সুপার ডিলাক্স। এছাড়াও নানান বাস যাচ্ছে পূর্ব ভারতের দিকে দিকে শিলং পাহাড় থেকে। আর শহরে চলছে সিটি বাস, মিটারহীন ট্যাক্সি। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভাড়ায় শেয়ারেও ট্যাক্সি মেলে। তবুও পায়ে পায়ে বেড়িয়ে উপভোগ করুন শহরের মাধুরিমা।

পর্যটকদের শহর শিলং—হোটেলও হয়েছে নানান পুলিস বাজারকে ভর করে শিলং পাহাড়ে। শহরে ঢুকতেই পুলিস পয়েন্ট। সাতমুখী সাত পথ বেরিয়েছে পুলিস পয়েন্ট থেকে। গুয়াহাটি-শিলং রোড অর্থাৎ G S Rd ধরে শহরে প্রবেশ, ডাইনে পরপর Keating Rd, Kachari Rd, G S Rd Approach, Jail Rd, Thana Rd, Khyadailad অর্থাৎ Police বাজারের অবস্থান। হোটেলগুলিও পুলিস পয়েন্ট তথা বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ থেকে ১০ মিনিটের পথে Shillong-793001, STD 0364এ গড়ে উঠেছে। G S Rd-1এ—*H Centre Point,* ✆ 225210, SAB ৪০০, ৪৫০, ৫৭৫, ৭৫০, DAB

৪৫০, ৫২৫, ৬৫০, ৮৫০; *H Monsoon,* ✆ 227106, SAB ১২৫-১৭৫, DAB ১৭৫-৩২৫; *H Broadway,* ✆ 226996, SCB ১০০, SAB ১৫০-২২৫, DAB ২৭৫-৪০০; বিপরীতে বাঙালি মালিকানায় *Neo Hotel,* ✆ 224363, SAB ১২৫-২০০, DAB ১৭৫-২৫০; *H Lotus,* ✆ 227182, S ৮৫-১৫০, D ১৬০-২৭৫; *H Blue Pine,* ✆ 225910, S ১৭৫, D ৩৫০; *H Grand,* ✆ 223622, SCB ৬৫, DCB ১২৫, DAB ১৫০, TAB ১৭৫; *H Indiana,* S ৬৫-১০০, D ১২৫-২০০।

G S Rd সিধে গিয়ে G S Rd Approach তথা Police Bazar-1এ পুলিস চৌকির মুখে—*H Magnam,* ✆ 227797, SAB ২০০-২৭৫, DAB ৩৫০-৪৫০; সাধারণ সাজে ম্যাগনামের পাশে *Happy Lodge H;* স্বল্প যেতে *H Pegasus Crown,* ✆ 220667, SAB ৩৫০, ৪৭৫, ৬০০, ৭৫০, DAB ৪২৫, ৫৭৫, ৬২৫, ৮০০; অদূরে মনোরম পরিবেশে অতীতের T B Sanatoriumটি আজ হয়েছে *The Earle Holiday Home,* ✆ 228614, DAB ১৫০; আরও নেমে হোটেল পোলো টাওয়ার্স।

বামহাতি Jail Rd-1এ—*H Utsav,* opp Bus Std, ✆ 226715, S ১৫০-২০০, D ২৫০-৩২৫, কিছুটা যেন অব্যবস্থার সাথে বাস স্ট্যান্ডের যন্ত্রনিনাদ বাতাস ভারী করে রেখেছে। অতীতের Quinton Rd আজকের Thana Rd-1এ—*H Seven Sister, H Hariom,* S ৬০-৮৫, D ১০০-১৫০; *Anand H,* S ৬৫, D ১২৫, T ১৫০; *Garden H,* ✆ 226775, SCB ৬০, SAB ১০০, DCB ১০০, DAB ১৫০-২২৫, TAB ২৫০; *H Nataraj,* ✆ 222137, SCB ৫০, DCB ১০০, TCB ১২০, FCB ১৫০; **H Alpine Continental,* ✆ 220991, SAB ৩৭৫-৬৫০, DAB ৬০০-৮৫০, Suite S ১০০০, D ১২৫০; *Poyal Tourist H,* S ১৭৫, D ২৭৫, T ৩০০; বিপরীতে *Anuradha H,* S ১২৫, D ২০০, T ২২৫; *Rajasthan H,* ✆ 223724, S ৬৫-১০০, D ১২৫-১৭৫, T ১৫০-২০০।

Khydailad অর্থাৎ Police Bazar-1এ—*H Pine Borough,* ✆ 227523, SAB ১৫০-২২৫, DAB ২৫০-৪০০; *H Marwari Basa,* A C Lane, SCB ৬০, DCB ১০০; বিপরীতে *H Ashoka,* S ৬৫, D ১০০; *H Embassy,* ✆ 223164, Sri Guru Sabha Mkt Complex, DAB ১৭৫-৩৫০, একক থাকায় 20% রিবেট মেলে; বিপরীতে *Delhi H,* S ৮০, D ১৫০, T ১৭৫; *Rajhans H,* ✆ 229581, S ৮৫, D ১২৫-২০০, T ১৫০-২২৫। Keating Rd-এ—*Society H, Sunny H, Shantiniketan H.* ডাইনে অ্যাসেম্বলি/ হাইকোর্ট/ লেক পেরুতেই Kachari Rd-1এ—লেকের পাড়ে *Shillong Club,* ✆ 225497, SAB ২৫০, DAB ৩৭৫, স্যুইট ৪৭৫; কাছারির পিছে *Peak H.*

লেকের পিছে Ritu Rd-1এ—MTDC-র ব্যবস্থাপনায় **H Pinewood,* European Ward, ✆ 223116, S ৫৫০, ৮৮০, D ৮২৫, ১১৫৫, কটেজ S ৭১৫, D ১০৪৫। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে Jail Rd ধরে মিনিট দশেক উতরাই নেমে Polo Hills-এ MTDC-র *Orchid H,* ✆ 224933, SAB ১৫১, ২৭০, DAB ২২৯, ৩৭৫; আর এদেরই *Orchid Lake Resort* হয়েছে উমিয়ম লেকে, SAB ৩৫২, ৪৪০, DAB ৪৬২, ৫৫০; খাবার ত্রয়ীতেই পৃথক মূল্যে মেলে। থাকার পক্ষে ভালই। এদের বুকিং: Manager Orchid Hotel, MTDC, Shillong-793001, ✆ 224933 বা Tourist Officer, MTDC, 9 Russel St, Cal-71, ✆ 290819 থেকেও আংশিক বুকিং হয়ে থাকে ত্রয়ীর। অর্কিড হোটেলের নিচুতে ত্রিতারকাসম **H Polo Towers,* Polo Grounds-1, ✆ 222341, S ৪৯৫-৬৯৫, D ৬৫০-৮৫০, স্যুইট ১২৫০-১৮০০; কল বুকিং: 30 C R Avenue, Ground floor, Cal-12, ✆ 277902. এছাড়াও হোটেল রয়েছে আরও নানান শিলং পাহাড়ে। অবস্থান এদের বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫-৭ মিনিটের পায়ে হাঁটা দূরত্বে। ঘরও মেলে এদের কাছে SCB ৬০-৮৫, SAB ৮০-১৭৫, DCB ১০০-১৫০, DAB ১৫০-৩২৫ টাকায়। তবে যাত্রী সমাগমে রেটে হেরফের ঘটে চলে শিলং-এর হোটেলে।

সারা শহরময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শিলং পাহাড়ে—*Lake View Cottage,* Barapani; *Park, Ashoke, Monorama Pice H, Prakash, H Lotus,* ✆ 227182, S ১০০-১৫০, D ১৭৫-২৫০; *H Liza,* Malki, S ১০০-১৫০, D ১৭৫-৩০০; *Abhinandan H,* Dhankheti, S ৮৫, D ১৫০, T ১৭৫; *Mount Elite G H,* Labang-4, D ৩০০, স্যুইট ৬৫০; *Godwin H,* S ১৫০-২২৫, D ১৭৫-৩২৫; *Highway L,* S ৮০, D ১৫০, T ২০০; *H I Rani,* Mowlong Hat, near Jowai Bus Std-2, D ১২৫-২৫০ ছাড়াও নানান। আহার্যও মেলে এদের কাছে পৃথক মূল্যে। অগ্রিম বুকিংএর জন্য স্ব স্ব Manager-দের চিঠি লিখে চিঠির কপি Tourist Officer, Govt of Meghalaya, 9 Russel St, Calcutta-700071, ✆ 290797 বা Tourist Officer, Meghalaya House, 9 Aurangzeb Rd, ND-110011, ✆ (011) 3014417-কে পাঠানো যেতে পারে।

আর আছে লাবাং-এ—*D B* ও *C H* অবু: DC; পুলিস বাজারে *M L A Hostel,* অবু: Secretary, Meghalaya Legislative Assembly; বিবেকানন্দ রোডে *Youth Hostel,* অবু:

Warden, ✆ 222246; *YMCA*, Main Rd; *YWCA*, Mawkhar Main Rd-2, ✆ 225461; *Railway GH*, Kench's Tarrace-4, ✆ 224469; *Indian Bank'H H*, Nongrim Hills-3; *Oil India GH*, Barik Point-1, ✆ 224148; *North Eastern Hill University GH*, Mawlai-2, ✆ 760026; *SBI Guest House*, Lummawarie-3, ✆ 225687; *North Eastern Electric Power Corpn GH*, Risa Colony, ✆ 226453.

আহারেরও নানান ব্যবস্থা শিলং পাহাড়ে। খাসিদের প্রিয় খাদ্য শুয়োরের মাংস ও ভাত। সঙ্গে চলে *Tung Tap* অর্থাৎ চাটনি জারানো ভাজা মাছ। তেমনই প্রিয় *জাডো* অর্থাৎ ফ্রায়েড রাইস। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ মেনু পিঁয়াজ-রসুনে রান্না করা শুয়োরের মাথা। সঙ্গে চলে চালে তৈরি *কিয়াদ* ও *ক্যাট* সুরা। আগ্রহীদের উচিত হবে বড়বাজারের সাধারণ হোটেলে খাসি ডিসের স্বাদ নেওয়া। আর ট্যুরিস্টদের শহর শিলং-এর পুলিস বাজার। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হোটেল-রেস্তোরাঁ-বার। আহারও মেলে ভারতীয়, চীনা ও অন্তর্দেশীয়। G S Rd-এর বাঙালির *নিও হোটেলে* বাঙালিয়ানা মেলে। তেমনই চীনা ডিসের জন্য G S Rd-এ—*Abba's, New World, Hongkong* আজও সেরা। আর ভারতীয় ভেজ মিলের জন্য G S Rd-এ—*Chiraag, Orchid*-এর প্রশস্তি যথেষ্ট। তেমনই পাঁচমিশেলির সাথে কন্টিনেন্টাল মিলের খোঁজে—*Polo Towers, Centre Point, Hotel Alpine Continental, Hotel Pinewood*-এ চলা যেতে পারে।

কনডাকটেড ট্যুর : দশের অধিক যাত্রী হলে মেঘালয় পর্যটন উন্নয়ন দপ্তর (MTDC), Police Bazar, opp Bus Stand, ✆ 226220; বা Orchid Hotel, ✆ 224933 থেকে কনডাকটেড ট্যুরে সপ্তাহের রবি/ বুধবার সকাল ৮-৩০টায় গিয়ে ৫৫ টাকায় ৩½ ঘণ্টায় শিলং পাহাড়; শনি/মঙ্গলবার ৭৫ টাকায় চেরাপুঞ্জি; নারটিআঙ ও থাডলাসকেনও বেড়িয়ে আনে এরা। আবার ৩৫০-৪০০ টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সি নিয়েও সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন। চেরাপুঞ্জি প্যাকেজে ট্যাক্সি যাচ্ছে ৭০০ টাকায়। যাত্রীর আধিক্যে বিশেষ ট্যুরের ব্যবস্থাও করে MTDC. নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। গাড়ির জন্য: Transport Control Room, Orchid Hotel, ✆ 222129. আরও প্রয়োজনে Tourist Information Centre, Directorate of Tourism—Govt of
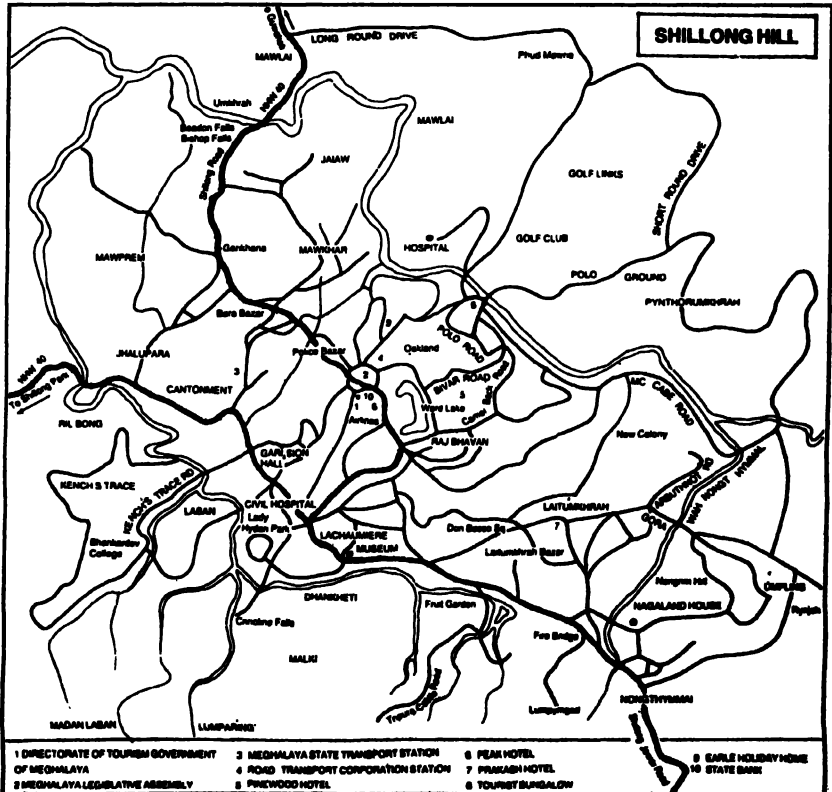
Meghalaya, Transport Building, Bus Std, Police Bazar, Shillong 793001, ✆ 223206/226054কে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আর Govt of India Tourist Office বসেছে G S Rd, Police Bazar-1, ✆ 225632এ।

শিলং পাহাড়ের আর এক আকর্ষণ **গলফ ক্লাব**। শহরান্তে নিচের ধাপে পাইন বনে ঘেরা গলফ মাঠ—১৮৮৯এ গড়া ৯ হোল ১৯২৪এ রূপান্তর ঘটে ১৮ হোলে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই Gleneagle of the East. পাশেই এর রেস কোর্স/পোলো গ্রাউন্ড। পোলো শিলং থেকে বিদায় নিলেও তীরন্দাজদের প্রতিযোগিতার আসর বসে পোলো গ্রাউন্ডে আজও। বাজিও ধরা হয় নিশানার উপর। খুবই আকর্ষণীয় কারনিভ্যালধর্মী এই প্রতিযোগিতা। ত্রয়ীরই স্রষ্টা ব্রিটিশ। আর হয়েছে পোলো গ্রাউন্ডের বিপরীতে ট্যুরিস্ট লজের নিচুতে পাহাড় ঢালে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে বাঙালির দেবী কালীর মন্দির।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৮৯৩-৯৪এ অসমের চিফ কমিশনার William Ward গড়ে তোলেন বাগিচাসহ **ওয়ার্ড লেক**। কৃত্রিম এই লেকের মাঝে দ্বীপ—কাঠের সেতুতে পারাপার। সেতু থেকে মাছের জলকেলি খুবই চিত্তাকর্ষক। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। লেকের বুক বেয়ে রাজপথ চলেছে। ওপারে বটানিক্যাল গার্ডেন তথা বটানিক্যাল মিউজিয়ম, মুখ্যমন্ত্রীর বাংলো, রাজভবনও আকর্ষণ বাড়িয়েছে ওয়ার্ড লেকের।

শিলং পাহাড়ের আর এক অভিনব আকর্ষণ ডেলিমোর ওয়াংখার **প্রজাপতির মিউজিয়ম**। নানান বর্ণের, নানান ধর্মের সহস্রাধিক প্রজাপতি দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে রঙবেরঙের এই প্রজাপতি। রবিবার ছাড়া ১০—১৬-০০টায় খোলা।

তেমনই বসেছে G S Rd-এ মেঘালয়ের সংস্কৃতি ও উপজাতীয় সমাজ জীবনের প্রদর্শনশালা **স্টেট মিউজিয়ম**, মেঘালয় **কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ** অদূরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কমপ্লেক্সে। রাজ্যের সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, অস্ত্রশস্ত্র, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সাথে পুরাতত্ত্বের নানান সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে।

শহরের অন্যপ্রান্তে **বড়বাজার** অর্থাৎ *le duh.* খাসিয়া মেয়েরা দোকানি এখানে। এদের হাতের কাজ, বিশেষ করে লাল-সাদা ডুরে কাটা মিজো শাল, মধু, বাঁশের তৈরি নানান জিনিস পর্যটকদের বিমোহিত করে। পুলিস বাজারে বাস স্ট্যান্ডের সামনে কেনাকাটার জন্য সাপ্তাহিক হাট বসে। আর আছে **পুলিস বাজার** বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে।

এয়ার ফোর্সের ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মাঝ দিয়ে ১০ কিমি যেতে আপার শিলংয়ে ১৯৬৫ মি উঁচুতে **শিলং পিক**। মেঘালয়ের উচ্চতম এই শিলং পিক চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে নেওয়া যায়; বাস চলছে, ট্যাক্সিও যাচ্ছে শহর থেকে শিলং পিকে। পিক থেকে শিলং পাহাড় সুন্দর দেখায়। নির্মেঘ দিনগুলিতে হিমালয়ের শৃঙ্গরাজিও দৃশ্যমান শিলং পিক থেকে। বসন্তে *U Shylong* উৎসবেরও খ্যাতি আছে। জোয়াই/শিলচর সড়কটিও গিয়েছে আপার শিলং হয়ে পিকের পাশ কাটিয়ে।

পরিক্রমার দ্বিতীয় সফরে শহরান্তে হেলিপ্যাড রেখে শিলং-চেরাপুঞ্জি পথে ১২½ কিমি যেতে **এলিফ্যান্ট ফলস**। ১৭৭ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে পথ নেমেছে। অনন্য সুন্দর এর প্রকৃতি। বিপরীতে দুই পাহাড় জুড়ে সেতু, নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে মিষ্টিমধুর তানে ঝরনা। তারই সাথে তান ধরে চেনা-অচেনা নানান পাখি। তবুও যেন শ্রমের তুলনায় প্রাপ্তি কম।

ঝলমলে Cathedral of Mary Help of Christians বা **ডন বসকো ক্যাথিড্রালটিও** দর্শন তালিকায় উল্লেখ্য। তৈলচিত্রে যীশুখ্রিস্টের নানান আখ্যান আকর্ষণ বাড়িয়েছে। রঙিন কাচে আলোর বিচ্ছুরণ মনোরম করে তুলেছে। ৬—১৮-০০টায় খোলা। Lady Hydary Park, মিনি Zoo, Forest Museum আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও একই ক্যাম্পাসে ২ টাকার টিকিটে দেখে নেওয়া যায়। ক্যামেরার চার্জ ১০। জাপানি প্রথার উদ্যানে ক্যামেলিয়া গাছ ও ফুল দেখতে মেলে। প্যাকেজ ট্যুরের বাস চলে ওয়ার্ড লেক, গলফ ক্লাব দেখিয়ে শহরান্তে ৫ কিমি দূরের **বিডন ও বিশপ জলপ্রপাত** দেখাতে। পাহাড় বেয়ে ধারা নামছে—বায়ে বিডন, ডাইনে বিশপ। ৬ কিমি দূরে **গানার্স ফলস**। শ'খানেক ফুট উঁচু থেকে পড়ে মিলেছে ৫ কিমি দূরের বিশপের সাথে। এই মিলিত ধারা থেকে উমিয়ম নদীর জন্ম। বাঁধ পড়েছে, লেক হয়েছে **উমিয়মে**। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা—মনোরম পরিবেশ। দাঁড় টানা নৌকা থেকে ওয়াটার স্কুটার উমিয়মের জলে চলছে। তেমনই মৎস্য শিকারীরা অনুমতি নিয়ে ছিপ ফেলে বসে যেতে পারেন মৎস্য (Mahaseers) শিকারে। শিলং পাহাড়ের আঁধার দূরীকরণে জলবিদ্যুৎ হচ্ছে উমিয়মে। আর হয়েছে ভারতে প্রথম ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স শহর থেকে ১৬ কিমি দূরে শিলং-গুয়াহাটি সড়কের উমিয়ম লেকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে MTDC-র *Orchid Lake Resort*, Umiam (Barapani), PC-793103, ✆ 64258এ। *ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট* উমিয়মের আর এক অনন্য সৃষ্টি। এমনকি অ্যাকোয়ারিয়াম ও মিউজিক্যাল ফাউন্টেন-এরও প্রস্তুতি চলছে পার্কে। রিসর্ট লাগোয়া *লাম (Lum)* নেহরু পার্কের ফুল ও ফলের বাগিচাও রমণীয় করে তুলেছে পরিবেশকে।

এছাড়াও ফলস অর্থাৎ **জলপ্রপাত** রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি শিলং পাহাড়কে ঘিরে। এদের মধ্যে শহর থেকে ১½ কিমি দূরে ক্রিনোলাইন ফলস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শহরান্তে ১৬ কিমি দূরে হ্যাপি ভ্যালীর কাছে স্যুইট ফলস—বছরভর জলধারা শ্বাসরোধ করে দর্শকদের। রবীন্দ্রনাথের নামকরণ স্প্রেড ঈগল ফলস, রেস কোর্সের পাশে সতী ফলস পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া যায়।

মফলং

বালাটের পথে আপার শিলং অর্থাৎ আট মাইল ছাড়িয়ে

বামহাতি চেরাপুঞ্জি/ডাওকি সড়ক রেখে ডানহাতি এলিফ্যান্ট পেরিয়ে আরও এগিয়ে শিলং থেকে ২৪ কিমি দূরে মফলং। নানানধর্মী বৃক্ষরাজি ও অর্কিডের সাথে নৈসর্গিক শোভার জন্য এর প্রশস্তি। চলার পথের পথশোভাও মুগ্ধ করে। নিয়মিত বাস যাচ্ছে শিলং থেকে। পথেই পড়ে ১৮৯৭এর ভূমিকম্পে সৃষ্ট সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট—পর্যটকদের আর এক দ্রষ্টব্য।

চেরাপুঞ্জি

শিলং থেকে ৫৪ কিমি দক্ষিণে ১৩০০ মি উঁচুতে চেরাপুঞ্জি—শিলং ভ্রমণার্থীদের একদিনের ভ্রমণে মুখ্য স্থান দখল করে। চেরাপুঞ্জিও ব্রিটিশের অবদান। এমনকি উত্তর-পুবের সদর দপ্তর বসে ব্রিটিশের এই চেরাপুঞ্জিতে। খাসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থানও এই চেরাপুঞ্জি। তেমনই চেরাপুঞ্জি খ্যাত তার চুনাপাথরের গুহা, কয়লা, কমলা ও মধুর জন্য। খাসি লিপির জন্মও মিশনারিদের হাতে এখানে। চেরাবাজারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বসতি। সুন্দর এই খাসি গ্রামটির নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। সকালে গিয়ে বিকালে ফিরেও আসা যায় শিলংয়ে। তবে, লোকাল যানের অভাবে উচিত হবে MTDC-র কনডাকটেড ট্যুরে চেরাপুঞ্জি বেড়িয়ে নেওয়া। সবুজ পাইনের গা বাঁচিয়ে একের পর এক পাহাড় টপকে মাওজং, মাওপেং, নিমপো, সাইসোপেন, মাওফ্লাঙ-কে পাশে রেখে পথ চলে এগিয়ে। আধাআধি পথ পেরুতেই সবুজ গালচেয় মোড়া পাহাড় চুড়ো মরালের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বাস চলে তারই কাঁধে ভর রেখে তির তির করে এগিয়ে। চলার পথের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক শোভার তুলনা হয় না। তবে পথপাশের গভীর খাদ কিছুটা যেন ভীতির সঞ্চার করে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় চেরাপুঞ্জিতে। ঐতিহাসিক রেকর্ড রয়েছে বছরে ৫০০ ইঞ্চির মতো। জুলাইতেই বৃষ্টি হয় ৩৬৬" অর্থাৎ সিংহভাগ। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৯০৫ ইঞ্চি। তবে গত কিছুকাল চেরাপুঞ্জিতেও বৃষ্টি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

শিলং থেকে ৫৫ কিমি দূরে চেরাপুঞ্জির কাছে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালের **মাওসিনরাম** (Mawsynram) বছরে ২৩০০ cm বৃষ্টি হয়ে রেকর্ড গড়েছে। মাওসিনরামের আর এক দ্রষ্টব্য, চেরাপুঞ্জির বিস্ময় একপ্রাচীন গুহায় স্ট্যালাগমাইট পাথরের শিবলিঙ্গ। দেব শিরে বছরভর জল ঝরে গরুর বাঁটের (স্তন) মতো ঝুলন্ত চুনাপাথরের দণ্ড থেকে। স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠলেও আরণ্যক পরিবেশের এই গুহাটির জন্ম-ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। দৈর্ঘ্য ও গভীরতাও অজানা। জনশ্রুতি, গারো পাহাড়ের সিজুগুহার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এর। বেশ কয়েকটি মনোলিথ পিলার তোরণ সাজিয়েছে প্রবেশ পথে। তোরণ পেরিয়ে ১½ কিমি পায়ে গিয়ে গুহা। নানানধর্মী পাথরদণ্ড গুহাময়। শরীর ও মাথা বাঁচিয়ে পাথর চুঁইয়ে পড়া জল ডিঙিয়ে ভেতরে যাওয়া চলে। থ্রিলিং-এ ভরা গুহায় চলা। তবে, আলো সঙ্গে থাকা একান্তই দরকার। ৫ টাকার টিকিট লাগে গুহা দেখতে।

থাকার জন্য আছে *CH, DB, রামকৃষ্ণ মিশন অতিথি ভবন ও আমেরিকান মিশন*। আর হয়েছে MTDC-র ৩০ বেডের *Orchid Hotel* ক্যান্টিন সহ মোসমাই-এর মুখে।

চেরাপুঞ্জি পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ বাজার থেকে ৬ কিমি দূরে বিশ্বের চতুর্থ উচ্চতম জলপ্রপাত **মোসমাই ফলস**। হাজার দু'য়েক ফুট উঁচু থেকে কয়েকটি জলের ধারা নামছে। বর্ষায় ভয়ংকর আকার নেয় এই ফলস। Dain-thlen, Nohkai-likai ছাড়াও ফলস রয়েছে আরও নানান। ডাইনে বাংলাদেশের (সিলেট) মাঠ-প্রান্তর।

আর রয়েছে চেরা বাজারের ১ কিমি আগেই **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সেলাতে প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থানান্তরিত হয় চেরাপুঞ্জিতে ১৯৩১এ। পাঁচ শতাধিক পড়ুয়া পাঠ নিচ্ছে আশ্রমের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আর আছে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিক্রয়কেন্দ্র ও অতিথি ভবন আশ্রমে। দুপুর ১২—১৫-৩০টায় দ্বার বন্ধ থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের।

চেরা বাজার থেকে ৩ কিমি দূরে **পল কালিকাই ফলস**। মোসমাই-এর থেকেও আকর্ষণীয়। নানানধর্মী অর্কিড ও প্রজাপতি মধুময় করে তুলেছে পরিবেশকে। আবার সেলার পথে ১০ কিমি গিয়ে **কেইনরেম ফলস**টিও দেখে নিতে পারেন নিজ ব্যবস্থায়। আর আছে Presbyterian Church চেরায়। চেরা বাজারের সাধারণ হোটেলে আহার্য মিললেও প্যাকেট লাঞ্চ সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে শিলং থেকে। আর স্মারকরূপে সঙ্গী করুন চেরা বাজারের মধু।

ডাওকি

শিলং-চেরাপুঞ্জি পথে ২২ কিমি যেতে উমতিগর থেকে আবার বামহাতি ৫৮ কিমি গিয়ে ডাওকি। খাসি পাহাড়ের শোভা দর্শনের সাথে বাংলাদেশ সীমান্ত শহর ডাওকি বেড়িয়ে ফেরা যায় দিনে দিনে। ডাওকি শহর থেকে ১½ কিমি দূরে বাংলাদেশ সীমান্ত। নিয়মিত বাস যাচ্ছে শিলং থেকে। ১০ কিমি দূরের সিনডাই গুহা আর এক দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তিয়া হিলস

শিলং পাহাড় থেকে ৬৫ কিমি পুবে NH 44-এ ১৩৮০ মি উঁচুতে জয়ন্তিয়া জেলার সদর জোয়াই (Jowai). জয়ন্তিয়াদের বিশ্বাস মঙ্গোলিয়ানদের উত্তরপুরুষ এরা। জোয়াই-এরও মূল আকর্ষণ তার নৈসর্গিক শোভা। ঘিঞ্জি শহর। ভাষাতেও সঙ্কট আছে। হিন্দি, ইংরেজি বা বাংলার চল নেই—কেন যেন সঙ্কট বাড়ে জয়ন্তিয়াদের সঙ্গে কথা বলতে। হোটেলেরও

অভাব জোয়াই শহরে। অতি সাধারণ মানের *H Broadway* আছে বাসস্ট্যান্ডের বাঁকে। আর আছে *CH* ও *IB*, অবু: DC, Jowai. বাস, মিনিবাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে জোয়াই থেকে শিলং পাহাড়ে (মউলং তথা বড়বাজার)। শিলং-শিলচর বাসও যাচ্ছে জোয়াই হয়ে। পথেই পড়ে শিলং থেকে ৫৬ আর জোয়াই-এর ৯ কিমি আগে থাডলাস-কেন (Thadlaskein) লেক। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও থাডলাসকেন-এর প্রশস্তি তার ঐতিহাসিক লেকের জন্য। জয়ন্তিয়া রাজার বিদ্রোহী বোড়ো (Bodo) বংশোদ্ভূত প্রধান (*U Sajiar Niangli*)-এর ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিবাদকে বরণীয় করে তুলতে তাঁর স্ববংশীয় উপজাতীয় ২৯০ অনুগামী প্রথামাফিক ধনুক দিয়ে লেক খনন করেন। চড়ুইভাতির আদর্শ পরিবেশ। লেকের পাড়ে MTDC-র *Orchid Inn* গত কিছুকাল পরিত্যক্ত হয়ে বন্ধ। জুলাই মাসে জয়ন্তিয়াদের ভাল ফসলের কামনায় ৪ দিনের *Behdein khlam* উৎসবে নাচ-গান-বাজনায় বিভোর হয়ে ওঠে। নানান লৌকিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে জয়ন্তিয়া পাহাড়।

তেমনই জোয়াই-এর আর এক অতীত অসমের হাফ-লংমুখী পথে ৫৮ কিমি যেতে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ গরম-পানিরও সলিল সমাধি ঘটেছে North East Electric Power Corporation (NEEPCO)-এর কপিলি নদীতে বাঁধে গড়া লেকের জলে। উৎসাহীরা আরও ৬ কিমি দূরে অসমের উমরাঙসোয় এক রাতের অবস্থানে দেখে নিতে পারেন বৃহত্তম হাইডেল প্রোজেক্ট। ১৯ কিমি জুড়ে কর্মকাণ্ড চলছে KHEPA-র। বাঁধ পড়েছে কপিলি নদীতে দুই প্রস্থে। NEEPCO প্রকল্পে জলবিদ্যুৎ হচ্ছে 250 MW.

MTC ও ২টি প্রাইভেট বাস যাচ্ছে জোয়াই থেকে ৩½ ঘণ্টায় উমরাঙসো। থাকারও হোটেল মেলে *H Lily* ও *H Pubali* বাস পথের বাজারে। আর আছে বাসের বিপরীতে ১ কিমি দূরে কপিলি নদীর পাড়ে মনোরম পরিবেশে KHEPA-র *Inspection Bungalow* ও অসম ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট লজ* প্রোজেক্ট ক্যাম্পাসে।

শিলং থেকে ৬৫ আর জোয়াই-এর ২৪ কিমি উত্তরে ভ্রমণার্থীদের আর এক স্বর্গ নারটিআঙ। হিন্দুধর্মের পীঠ-স্থানও এই নারটিআঙ। ৫০০ বছরের প্রাচীন দুর্গা অর্থাৎ জয়ন্তেশ্বরীর মন্দির রয়েছে। আর আছে পাহাড় কুঁদে তৈরি মনোলিথ পিলার। একটি তার ২৭ ফুট উঁচু, ব্যাস ২ ফু ৬ ই আর প্রস্থে ৬ ফু। জয়ন্তিয়াদের বিশ্বাস ১৫০০-১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি উপদেবতা মার ফালিংকির ছড়ি এই পিলার। রক্‌ গার্ডেন নামেও সমধিক খ্যাত নারটিআঙ। জোয়াই থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে নেওয়া যায় গরমপানি ও নারটিআঙ। তবে, ত্রয়ীর দর্শনার্থীদের একটা রাত জোয়াই বা উমরাঙসোয় থাকা দরকার হয়ে পড়ে।

শিলং থেকে ১৪০ কিমি দূরে রানীকোর—আর এক সুন্দর প্রকৃতি। মৎস্য প্রেমিকদের মাছ ধরারও ব্যবস্থা মেলে।

গারো হিলস

পর্যটকবিমুখ আর এক দিগন্ত পড়ে রয়েছে মেঘালয়ের পশ্চিমে গারো পাহাড়ে। তুরা ও আরাবেল্লা পর্বতশ্রেণীর বিস্তার গারো পাহাড় হয়ে। *গারো* অর্থ গহীন অরণ্য। তেমনই রয়েছে অসংখ্য বন্যপ্রাণীর বাস গারো পাহাড়ের চিরসবুজ অরণ্যে। গারো সম্প্রদায়ের বাস গারো পাহাড়ে। তবে *Achiks* বলে গর্ববোধ করে। তেমনই এদের বসত-ভূমিকে *Achiks Land* বলে থাকে এরা। সংখ্যায় লাখ চারেক হবে। অতীতে এরা তিব্বতের তরুয়া প্রদেশ থেকে গারো পাহাড়ে আসে বসবাসের জন্য। জেলা সদর বসেছে ৬৫৭মি উঁচু তুরায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহাড়চুড়ো, ধাপে ধাপে বাড়িঘর। প্রকৃতিই গারো পাহাড়ের মূল আকর্ষণ। ৫ কিমি ট্রেক করে ১৪০০ মি উঁচু তুরা পিক থেকে সূর্যাস্তও রমণীয়। সর্বোচ্চ (১৪১২ মি) নকরেক পিক। সিঙ্কোনা বাগিচাটিও দেখে নেওয়া যায় তুরা পিকে। ঠিক তেমনই বৈচিত্র্যে ভরা এদের সমাজজীবন। গারোদের মধ্যেও মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ প্রথার প্রচলন। বিমাতা ও শাশুড়িকে বিবাহের প্রথাও চালু আছে এদের সমাজে।

অসমের গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি হয়ে পথ গিয়েছে। MTC-র বাস সকাল ৭টায় শিলং ছেড়ে ১০টায় গুয়াহাটি পৌঁছে ৩২৩ কিমি দূরের তুরায় যাচ্ছে ১৯-০০টায়। এদের দ্বিতীয় বাসটি ১৭-০০টায় শিলং ছেড়ে তুরায় যাচ্ছে। Assam Valley Travels ও DD Travels-এর নাইট সুপারও চলছে শিলং থেকে তুরায়—গুয়াহাটি হয়ে। আর যাচ্ছে ২২০ কিমি দূরের গুয়াহাটি থেকে সকাল ৬-০০টায় MTC-র বাস। ১৭০কিমি দূরের গোয়ালপাড়া থেকেও সকাল ৬-০০টায় প্রাইভেট বাস আসছে তুরায়। ধুবড়ি থেকেও বাস মেলে তুরার। কলকাতা যাত্রীদের সহজতম পথ—নিউ বঙ্গাইগাঁও পৌঁছে ফেরিতে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গোয়ালপাড়া হয়ে তুরায় চলা।

গারোরা যুদ্ধপটু, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে এদের মধ্যে। চাল থেকে তৈরি *চু* মদ এদের প্রিয় পানীয়, সঙ্গে চলে তামাকু। গো-মাংস, বাঘ ও সাপের মাংসও খায় এরা। এদের আর এক প্রিয় খাদ্য কুকুরপিঠে। অভিনব এর প্রস্তুতপ্রণালী। একটা কুকুরকে আকণ্ঠ চাল খাইয়ে তাকে আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর কেটে কেটে ভোজ চলে গারোদের। অনেকটা চিকেন রোস্ট-এর মতো আর কি! এদের বিবাহ-প্রথা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও বৈচিত্র্যে ভরা। তেমনই বসন্তে চার দিন চার রাত ধরে গারোদের ফসল কাটার উৎসব *ওয়াঙ্গালা* (Wangala)-র পর্যটক আকর্ষণও উল্লেখ্য। উৎসবের অঙ্গ দেবতা *Patigipa Rarongipa*-র আশিষ লাভ। উৎসবের সমাপ্তি দিনে *Dance of a Hundred Drums* আকর্ষণে অনবদ্য। বৈচিত্র্যে ভরা, ঝলমলে জাতীয় পোশাকে সেজে নাচে-গানে অংশ নেয় আবালবৃদ্ধবনিতার দল। সঙ্গে চলে ভোজ গ্রামবাসীদের।

আরাবেল্লা ও তুরা গিরিশ্রেণীর মাঝে বালপাক্রাম

উপত্যকায় তুরা থেকে ১২৭ কিমি দূরে **বাঘমারা**। বাঘমারা থেকে ২০ কিমি গিয়ে আরণ্যক পরিবেশে পর্যটকপ্রিয় *সিজু গুহা*। চুনাপাথরের এই গুহার সাথে কাপ্রি দ্বীপের ব্লু গ্রোটোর সাদৃশ্য মেলে। পথশোভাও সুন্দর। অদূরে **নাফাক লেক**, মৎস্য শিকারীদের কাছে স্বর্গবিশেষ। তেমনই পাখিদেরও স্বর্গরাজ্য এই নাফাক। বাঘমারা থেকে শিলংমুখী নতুন পথে আরও ৪০ কিমি গিয়ে ৫ কিমি পায়ে হাঁটা দূরত্বে **বালপা-ক্রাম**। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য এর প্রশস্তি। তেমনই abode of perpetual winds বলেও খ্যাতি আছে বালপাক্রামের। গারোদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা সাময়িক বিশ্রাম নেয় বালপাক্রামে। এদের জারিজুরিতে স্থানীয়রা শঙ্কিত। তুরা থেকে বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। থাকারও ব্যবস্থা আছে বাঘমারায় *PWD IB*-তে। তবে রিজার্ভ জিপে তুরা থেকে দিনে দিনে বাঘমারা/সিজু/বালপাক্রাম বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে অত্যুৎসাহীদের। অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়ভূমি, রডোডেনড্রন ও অর্কিড পথপাশকে মধুময় করে তোলে। হাতিদের স্বর্গরাজ্য গারো পাহাড়ে রেডপাণ্ডা, বিরল প্রজাতির স্লো লারিস, বিনটুরঙ, পিচার প্ল্যান্ট, নানান বর্ণের নানান আকারের মথ ও প্রজাপতির সাথে বনচরদের দর্শন লাভ অসম্ভব নয় এপথে। তেমনই নাফাক লেকের কাছে **সিজু গুহা/স্যাঙ্কচুয়ারি ও বালপাক্রাম ন্যাশানাল পার্ক** আজও আরণ্যক নির্জনতায় কাল গুনছে পর্যটক আগমনের। সিজুতেও *বনবাংলো* ও সিমসাং নদীর পাড়ে *ট্যুরিস্ট লজ* হয়েছে।

গাবো পাহাড়ে ভাল হোটেল নেই। সাধারণ সাজে রয়েছে বাস গ্যারেজের পিছনে প্যারেড গ্রাউন্ডের ডাইনে *রাজকমল*, নিচুতে *ওয়েস্টার্ন* আর বামে *মিঙ্ক হোটেল*। এদের কাছে S ৬০-১০০, D ১০০-১৭৫ টাকায় মেলে। *H Mangum*, DAB ২৭৫-৬০০। আর আছে শহরে ঢুকতে ৪ কিমি আগেই ১৪০০ মি উঁচু তুরা পিকে যাতায়াতে অসুবিধা সত্ত্বেও থাকার পক্ষে মনোরম *সার্কিট হাউস ও ডাকবাংলো*। দুয়েরই বুকিং: D C, Tura; *District Council Members Hostel*-এর অবু: Secretary, Tura, Meghalaya. আর হয়েছে MTDC-র *Orchid L*, S ১৬৭, D ২১৫, T ২৫৬, ডর্মি বেড ৩০ তুরা পিকে। ৬০ বেডের *যাত্রী নিবাস*ও হয়েছে অর্কিড অঙ্গনে।

পথের পাঁচালী—২

হিন্দী :	ইংরাজি :	বাংলা :
Inquiri ka daftar kahan hai?	Where is the enquiry office?	অনুসন্ধান দপ্তরটি কোথায়?
Kya Agra ke liye thru tren hai?	Is there a through train for Agra?	আগ্রা যাবার জন্য কোনো থ্রু ট্রেন আছে কি?
Tren ane/chhutne ka kya taim hai?	What time does the train arrive/depart?	ট্রেনটি আসা/যাবার সময় কি?
Taj Ekspress steshan se kab chhutati hai?	When does the Taj Express leave the station?	তাজ এক্সপ্রেস কখন ছাড়বে?
Agra kis taim pahunchegi?	What time does it reach Agra?	ট্রেনটি আগ্রায় কখন পৌঁছাবে?
Agra wali gari kis pletform se chhutegi?	Which is the platform for the train to Agra.	আগ্রা যাবার ট্রেন কোন প্লাটফর্মে?
Gari chhutne wali hai.	The train is about to start.	ট্রেনটি এখনই ছাড়বে।
Yahan se Agra kitni dur hai?	How far is Agra?	আগ্রার দূরত্ব কত?
Rail ka kya kiraya hai?	What is the rail fare?	রেল ভাড়া কত?
Tikat ghar kahan hai?	Where is the booking office?	বুকিং অফিসটি কোথায়?
Agra ke liye ek sit buk kar dijiye.	Book me a seat for Agra.	আগ্রার জন্যে একটি সিট বুক করুন।
Is steshan ka kya nam hai?	What is the name of this station?	এ স্টেশনটির কি নাম?
Yahan ka mashhur bazar kaunsa hai?	Which is the main shopping centre here?	এখানকার প্রধান বাজার কোনটি?
Mujhe koi bharose/aitbar layak dukan batlao.	Suggest me some dependable shop.	নির্ভরশীল এমন কয়েকটি দোকানের নাম বলুন।
Dukanen kis taim khulti hain?	When do the shops open?	কখন খোলে দোকানগুলি?
Main kal kuchh kharidari karne jana chahta hun.	I shall go shopping tomorrow.	আগামীকাল কিনতে যাব আমি।
Iski-kya kimat hai?	What is the price of this?	এর দাম কত?

অরুণাচল

ল্যান্ড অব ডন-লিট মাউনটেনস অর্থাৎ অরুণাচল। জাতীয় স্বার্থে বোরখা চেপেছে প্রকৃতির রূপ-রসে মদির অতীতের Hidden Land অরুণাচলে। মহাভারত তথা পৌরাণিক নানান আখ্যানও ছড়িয়ে আছে এর পথে-প্রান্তরে। একদিকে গগনচুম্বী তুষারশুভ্র হিমালয়, অপরদিকে আদিম অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়ী উপত্যকায় বিরল প্রজাতির বন্য-প্রাণীর পাশে অরণ্যচারী উপজাতির বাস—এই নিয়ে অরুণাচল। পশ্চিম আর উত্তর থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হিমালয়; পুব ঢেকে পাটকোই পর্বত। দক্ষিণে খরস্রোতা নদ। আর অশ্বক্ষুরাকার অরুণাচলের বুক চিরে বয়ে চলেছে কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত ও তিরাপ পাঁচ পাহাড়ী নদী। সীমান্তকে সুদৃঢ় করতে ১৯৪৮এ গড়ে ওঠা North East Frontier Agency অর্থাৎ NEFA ১৯৭২-এর ২০শে জানুয়ারি নতুন করে নাম হয়েছে অরুণাচল। শুধু নামেই নয়—কার্যত ভারত রাষ্ট্রের *অরুণ* (সূর্য) *আঁচল* (কিরণ) ৪-৩০টেয় এসে পড়ে এই অরুণাচল রাজ্যে। ভারতের ২৪তম রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে ১৯৮৭র ২০শে ফেব্রুয়ারি অরুণাচল; সদর দপ্তর বসেছে ইটানগরে।

সারা রাজ্যটাই পাহাড়ী, ঘন সবুজে ছাওয়া। গ্রীষ্মে হাজারো রকম ফুল বাসর সাজায়—তেমনই কূজন শোনায় রঙবেরঙের হাজারো পাখি অরুণাচলের পথে-প্রান্তরে। অর্কিড গার্ডেনের জন্য টিপির বিশ্ব প্রশস্তি আছে। পাহাড়ী নদীর যৌবনোদ্ধত রূপ, মনপা-আকা-আপতানি-আদি-মিরি-ওয়াংচু-মিশমি-নোক্‌টে সম্প্রদায়ের মঙ্গোলিয়ানদের বাস। মূলে ২০ হলেও ৮২ সম্প্রদায়ের উপজাতি মিলে রাজ্যের ৭৯% বাসিন্দা তপশিলীভুক্ত উপজাতি। বনজ সম্পদেও সমৃদ্ধ এই অরুণাচল। কৃষি ও বনজ সম্পদ এদের জীবিকার মুখ্য মাধ্যম। এদের অনিন্দ্য লাবণ্যমিশ্রিত বর্ণালী চেহারা, আতিথ্যপূর্ণ রমণীয় ব্যবহার পর্যটকদের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা বিশেষ। প্রকৃতির পূজারী এরা। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী—খ্রিস্টধর্মের প্রভাব পড়েনি আজও এদের মাঝে। গরু ও মোষের সঙ্করে জাত মিথুন এদের আরাধ্য দেবতা। এমনকি পাহাড়ী রাজ্যের সংঘাত থেকেও মুক্ত এরা। হয়তো বা রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা ব্যবস্থা হেতু প্রভাবিত হয়নি আধুনিকতার বিষময় ফলে এদের সমাজজীবন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মহীয়ান অরুণাচল, তেমনই হস্তশিল্পেও যথেষ্ট পারদর্শী অরুণাচলবাসী। বেত ও বাঁশের নানান সম্ভার পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বিমান বা রেল আজও পৌঁছায়নি অরুণাচলে। সড়ক সংযোগ দ্রুত গড়ে উঠছে সারা রাজ্য জুড়ে। ৭৪০১ কিমি সড়ক পথে যান চলাচল করে। তবে, ১৯৪৪এ ব্রিটিশ জেনারেল Vinegar Joe Stillwell-এর তৈরি অরুণাচলের দক্ষিণের Ledo থেকে Myanmar (বার্মা)-এর উত্তর-পুবে Myitkyinya পর্যন্ত ৪৩০ কিমি দীর্ঘ (বিশ্বের সর্বাধিক ব্যয়ে) ১৩৭ মিলিয়ন US$ ব্যয়ে গড়া Stillwell সড়কটিও আজ বন্ধ। তবুও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অরুণাচল কেন যেন পর্যটক থেকে দূরে সরে রয়েছে।

১০টি জেলায় গড়া রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থানও বৈচিত্র্যে ভরা। দক্ষিণে অসম ও নাগাল্যান্ড, পুবে মায়ানমার, পশ্চিমে ভুটান আর উত্তর, পুব ও পশ্চিম জুড়ে চীন। অর্থাৎ ভুটান, চীন ও বার্মায় বেষ্টিত পাহাড়ী রাজ্য অরুণাচল। Inner Line Permit প্রথা চালু রয়েছে সীমান্তবর্তী রাজ্য অরুণাচল যেতে। তবে, ভারতীয় পর্যটকদের ILP পেতে কোনো বাধানিষেধ নেই। উচিতও হবে নির্ধারিত ফর্মে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য ১৫ দিন করে ILP অর্থাৎ Tourist Card করে নেওয়া। (1) Joint Secretary (Political), Govt of Arunachal, Itanagar-791111; বা Deputy Commissioner—Tezu, Along, Ziro, Bomdila, Khonso; বা Liaison Officer, Arunachal Pradesh, Parbati Nagar, Tezpur, Assam-কেও লেখা যেতে পারে। আবার Deputy Resident Commissioner, Govt of Arunachal Pradesh, Roxy Cinema, 4-B, Chowringhee Place, Calcutta-700013, ✆ 2286500; বা Resident Commissioner, Govt of Arunachal, Kautilyamarg, Chanakyapuri, ND, ✆ 3013956; বা Liaison Officer, Govt of Arunachal Pradesh, R G Barua Rd, Guwahati-781021, ✆ 26544/ Jorhat/Mohanbari/Shillong/Lilabari-থেকে রাজ্যের নানান পয়েন্টের জন্য পৃথক পৃথক এন্ট্রি পারমিট করে চলা যেতে পারে অরুণাচলে। ফি—প্রতি পয়েন্ট ১৫৲ হারে প্রতি জনা।

আর বিদেশীদের অরুণাচল ভ্রমণে details of name, address, passport reference, profession, duration of stay, purpose of visit জানিয়ে Restricted Area Permits-এর জন্য The Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt of India, (F-1) Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110001, ✆ 619709-কে লিখতে হয়।

বমডিলা

কলকাতা থেকে অরুণাচলের কাছের জেলা কামেং। কামেং টুকরো হয়েছে পুব আর পশ্চিমে। পশ্চিম কামেং জেলার সদর দপ্তর বসেছে ২৫৩০ মি উঁচু বমডিলায়। মেঘেরা এখানে ঘরে ঘরে হানা দেয়, কুয়াশা রোধ করে দৃষ্টি—দিনভর। শীত বেশি বমডিলায়। ডিসেম্বর থেকে মার্চের

প্রথম সপ্তাহে বরফও পড়ে বমডিলায়। বরফে মোড়া হিমালয়ের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক শোভার জন্য বমডিলার প্রশস্তি। উঁচু-নিচু—ধাপে ধাপে পাহাড়, ভিলাধর্মী বাড়িঘর। বর্ণময় মনপা উপজাতিদের বাস। তান্ত্রিক বৌদ্ধ এরা। আর আছে পাহাড় শিরে বৌদ্ধ গুম্ফা, নিচুতে লোক সংস্কৃতির ছোট্ট মিউজিয়ম, লাইব্রেরি, আর্ট এ্যান্ড ক্র্যাফট সেন্টার ও আপেল বাগিচা। তেমনই চলতে-ফিরতে দেখতে মেলে চেরি ফুলের গাছ। পায়ে পায়ে তিব্বতীয় কলোনি তেনজিং গ্যাং-ও বেড়িয়ে নিন। ১৯৬২র ২১শে নভেম্বর চীন এই বমডিলা দখল করে আরও ৩০ কিমি নেমে টেঙ্গা হয়ে মিশামারীর পথে ফুটহিলসে পৌঁছায়। বেড়াবার পক্ষে এপ্রিল-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস মনোরম। তবুও যেন অক্টোবরে মাধুর্য বাড়ে।

নিকটতম বিমান বন্দর তেজপুর ১৬০ কিমি, আর রেল ১০০ কিমি দূরের ভালুকপঙে। ট্রেন যাচ্ছে মিটার গেজে NJP-গুয়াহাটি রেলপথের রঙ্গিয়া থেকে ১১-০০টায় ছেড়ে ১৫-৩০এ রাঙ্গাপাড়া নর্থ পৌঁছে ১৭-০০টায় ১৫১ কিমি দূরের তেজপুর। আর ৮-৩০এ রঙ্গিয়া ছেড়ে ১৩-০০টায় রাঙ্গাপাড়া নর্থ যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। রাঙ্গাপাড়া নর্থ থেকেও প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৮-১৫য় ছেড়ে ১$\frac{১}{৪}$ ঘণ্টায় তেজপুর। ৫-০০টায় রাঙ্গাপাড়া নর্থ ছেড়ে ১০-৫০এ নর্থ লখিমপুর পৌঁছে ১৭-৩০এ ৩২৭ কিমি দূরের মারকংশেলেক যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ৫-৩০এ রাঙ্গাপাড়া নর্থ ছেড়ে অসম ও অরুণাচলের সীমান্ত ভালুকপঙ-এ যাচ্ছে ৭-০৫এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ফেরে ৫-০০টায় মারকংশেলেক-রাঙ্গাপাড়া নর্থ, ৭-৪৫এ ভালুকপঙ-রাঙ্গাপাড়া নর্থ, ৫-১৫ ও ১১-৩০এ রাঙ্গাপাড়া নর্থ-রঙ্গিয়া প্যাসেঞ্জার। পরিস্থিতিজনিত কারণে সমস্তিপুর-তেজপুর এক্স ও কামাখ্যা-রাঙ্গাপাড়া নর্থ অরুণাচল এক্স ট্রেন দু'টির যাত্রা স্থগিত। রাঙ্গাপাড়া থেকে বমডিলা ১৪৬ কিমি।

বাস যাচ্ছে ১৬০ কিমি দূরের তেজপুর থেকে ৭ ঘণ্টায় বমডিলায়। বাস আসছে রাজ্যের রাজধানী শহর ইটানগর থেকেও বমডিলায়। বাস আসছে ৫-৩০এ প্রতি সোম, বুধ ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে নওগাঁ/তেজপুর হয়ে ৩৪২ কিমি দূরের বমডিলায়। আর বমডিলা থেকে অরুণাচল রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে—তাওয়াং ৭-৩০, ১৯-৩০এ প্রতি ১ দিন অন্তর ১২ ঘণ্টায়; ইটানগর যাচ্ছে ৬-০০টায় (শুক্র ছাড়া); নাফরা যাচ্ছে ১৪-০০টায় শুক্র ছাড়া প্রতিদিন; দিরাং যাচ্ছে ১৫-০০টায় প্রতিদিন; গুয়াহাটি যাচ্ছে ৬-০০টায় শুক্র, রবি, মঙ্গলবার; তেজপুর যাচ্ছে ৭-৩০টায় ও সাঁঝে তাওয়াং থেকে আসা নাইট সুপার। এছাড়া Net Work Travels ও Blue Hill Travels-ও সার্ভিস গড়েছে বমডিলা থেকে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের নানান দিকের। তবুও যেন এপথের বাস চলা বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তায় বাঁধা। প্রয়োজনে—বাস স্ট্যান্ড ✆ 22018, Resi ✆ 22125 থেকে সার্ভিসের খবর জানা যেতে পারে। গহন অরণ্যানীর মাঝ দিয়ে কামেং নদীর সাথে লুকোচুরি খেলে সর্পিল গতিতে পথ ওঠে পাহাড় বেয়ে বমডিলার। তেজপুর থেকে সমতল পথে সোনাই-রূপাই অভয়ারণ্যের মাঝ দিয়ে ৬০ কিমি যেতে অসম ও অরুণাচল সীমান্তে ভালুকপঙ চেকপোস্টে ILP দেখাতে হয়।

অসুররাজ বাণের পৌত্র ভালুক-এর রাজধানী ছিল ভরেলি নদীর দক্ষিণপাড়ে **ভালুকপঙ**-এ। জনশ্রুতি, বিধ্বস্ত দুর্গটি নাকি অসুররাজের। মৎস্য শিকারীদের স্বর্গরাজ্যও ভালুকপঙ। ভারতের বৃহত্তম (৭৫০০রও অধিক) অর্কিড ও ক্যাকটাসের অর্কেডারিয়ামটিও উচিত হবে দেখে চলা ভালুকপঙের ৭ কিমি দূরে **টিপি** (Tipi)-তে। টিপি থেকে ৬ কিমি দূরে অসম ও অরুণাচলের সীমানা জুড়ে **নামেরি অভয়ারণ্য**। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে ইকো ক্যাম্প গড়েছে নামেরি অরণ্যে। তাঁবুতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও মেলে। টিপি হয়ে পথ পৌঁছায় টেঙ্গা ভ্যালি। উপত্যকা জুড়ে সেনা ছাউনি। আরও যেতে দুই নদীর সঙ্গমে রূপা-র *IB*, রূপা থেকে পথ ওঠে চড়াই বেয়ে বমডিলায়। পথে পড়ে জিরো পয়েন্ট।

অরুণাচল ❑ রাজধানী: ইটানগর। আয়তন: ৮৩৭৪৩ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা : ৮৫৮৩৯২। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.১০%। পুরুষ: ৪৬১২৪২। নারী ৩৯৭১৫০। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ২২৬৫৫৩। বৃদ্ধির হার: ৩৫.৮৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ১০। বসতির ঘনত্ব সবচেয়ে কম অরুণাচলে। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৬১। সাক্ষরের হার: ৪১.২২%। প্রধান ভাষা: মনপা, আকা, মিজি, খামতি; এ ছাড়াও নানান উপজাতীয় ভাষার প্রচলন আছে অরুণাচলে। তবে, সরকারি দপ্তরে ইংরেজির প্রচলন রাজ্য জুড়ে। বাংলা, অসমিয়া ও হিন্দির প্রচলনও উল্লেখ্য অরুণাচলে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয় : ৪১৭৬.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

অঞ্চলভেদে শীত, গ্রীষ্ম ও বৃষ্টিতে তারতম্য আছে। বৃষ্টিপাত: কামেং ৩৩, সুবনসিরি ২৬৬, সিয়াং ২২৯, লোহিত ৩৯৩, তিরাপ ৩৭০ ইঞ্চি। তাপমান: কামেং ০.৫-২৩.৩°, সুবনসিরি ২.২-২৮.১°, সিয়াং ৩.১-৩৩.০,° লোহিত ৪.৭-৩৭.৩°, তিরাপ ৯.১-৩১.২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। রেল না পৌঁছালেও বিমান যাচ্ছে অরুণাচলের তেজু, পাশিঘাট, আলং, জিরো, দাপোরিজো পাঁচ বিমানবন্দরে।

বাজার ছাড়িয়ে শহর পেরিয়ে বাস ওঠে ৮০০০ ফুট উঁচু পাহাড় শিরে বমডিলায়। সামনে নেহরু পার্ক—পার্কের ডাইনে অরুণাচল পর্যটনের *ট্যুরিস্ট লজ,* অবু: Tourist Information Assistant, Bomdila-790001, ✆ (03752)22049. লাগোয়া *সার্কিট হাউস,* তার উপরে পি ডাবলু ডি-র *পর্যবেক্ষণ বাংলো;* দুইয়েরই অবু: D C, West Kameng, Bomdila-1, ✆ 22028.

বিপরীতে বাঁয়ে প্রাইভেট *Hotel La*, DCB ১২৫ DAB ২২৫। আর আছে নিচুতে বাস স্ট্যান্ডে *Dawa H, H Chuki*, এদের কমন বাথের ২ বেডের ঘর ৮০ থেকে; দুইয়ের মাঝে বাজারে প্রাইভেট *Yatri Nibas* আছে বমডিলায়। ভালুকপঙে আছে বাস স্টপ লাগোয়া দুই রাজ্যের সীমান্ত জুড়ে অসম ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট লজ;* টিপি-তে নদীর ধারে আছে *Forest IB.*

তাওয়াং

সিমলা-মুসৌরী-দার্জিলিং-এর মতো বহুমুখী পর্যটক আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও গুম্ফা ও নৈসর্গিক শোভার জন্য উচিত হবে তাওয়াং বেড়িয়ে নেওয়া। *তাওয়াং* অর্থ ঘোড়ার আশীর্বাদ। বমডিলা থেকে বাসেই চলুন ১৮০ কিমি দূরের তাওয়াং। অরুণাচল রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে প্রতি ১ দিন অন্তর বমডিলা থেকে সকাল ৭-৩০টায়, ঘণ্টা নয়েকের পথ; ভাড়া ৫৯। AP State Roadways ও প্রাইভেট সাংগ্রিলা ট্রাভেলসের তেজপুর-তাওয়াং নাইট সুপারও যাচ্ছে প্রতি ১ দিন অন্তর ১৯-৩০টায় বমডিলা হয়ে। দিরাং হয়ে পথ গিয়েছে। দিরাং-এ আপেল বাগিচা, বৌদ্ধ মনাস্ট্রি দেখে চলা যায়। তেমনই মেলে বৈশাখী পেরিয়ে আরও যেতে ১৯৬২র চীনা যুদ্ধের স্মৃতিরঞ্জিত নানান ওয়ার মেমোরিয়াল এপথে। বমডিলা থেকে ১০৩ কিমি দূরে ৪২১৫ মি উঁচু বরফাবৃত **সেলা টপ**ও পেরুতে হয় এপথে। ১ কিমি দীর্ঘ প্যারাডাইস লেকটি সেলার আর এক অনন্য দর্শন। লেকের জলে বরফ ভাসে। ট্রাউট হ্যাচারিও হয়েছে সেলা পাস পেরুতেই Nuramang-এ। চাষবাস হচ্ছে পাহাড়ী ঢালে। পাহাড়ী নদী বেরিয়েছে সেলা থেকে। চমরী গাই চরে বেড়ায়—ইয়াক-দেরও দর্শন মেলে সেলায়। শিবমন্দির ও বৌদ্ধ গুম্ফাও হয়েছে সেলায়। পথ যথেষ্ট বন্ধুর, চলার পথের নৈসর্গিক শোভা আকর্ষণ করে পর্যটকদের। রঙবেরঙের ফুলের বর্ণালী পথপাশকে রমণীয় করে তোলে। তবে, দুর্বল ফুসফুসধারীদের এপথ পরিহার করা উচিত হবে।

৩০৪৮ মি উঁচু তাওয়াং-এরও প্রশস্তি তার নৈসর্গিক শোভার জন্য। শহর থেকে দৃশ্যমান হলেও ৫ কিমি দূরে *গেলু পা* অর্থাৎ মহাযানপন্থীদের বৌদ্ধতীর্থ জঙ বা তাওয়াং মনাস্ট্রি। ১৩৫ বর্গ মি জুড়ে ১৬৪৩-৪৭এ Mera Lama নামে সমধিক পরিচিত Monpa Lama Loore Gyaltse-র গড়া Golden Namgyel Lhatse আজ হয়েছে তাওয়াং মনাস্ট্রি। জনশ্রুতি, ঘোড়ায় চেপে লামা বেরিয়েছেন মনাস্ট্রি গড়ার জায়গার খোঁজে। ঘোড়া যায় থেমে তাওয়াং-এ। গড়ে ওঠে মনাস্ট্রি। দেবতা সোনার তৈরি ২৬ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি। মনাস্ট্রির সিলিং-দেওয়াল বৌদ্ধ আলেখ্যে অলঙ্কৃত। লাইব্রেরির সংগ্রহও উল্লেখ্য।

মনাস্ট্রির পথেই পড়ে তাওয়াং-এর আর এক দ্রষ্টব্য আনি গুম্ফা। মহিলা সন্ন্যাসিনী পরিচালিত পাহাড়ের গহন কন্দরে নিরালা নির্জনে ৩৫০ বছরের প্রাচীন এই গুম্ফা। নভেম্বর থেকে মার্চে বরফ পড়ে। শীতের তাণ্ডব আছে। তাপমান ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে যায় অহরহ। তবে, মেঘেদের আনাগোনা নেই বমডিলার মতো তাওয়াং-এর আকাশে। নৈসর্গিক শোভা স্বর্গের সুষমামণ্ডিত। হাতছানি দেয় হিমালয় প্রকৃতি প্রেমিকদের। উৎসব হয় জানুয়ারিতে। লামাদের বর্ণাঢ্য মুখোশ নৃত্য, মনপা জাতির লোসার লোকনৃত্য দেখা যায় উৎসবে। *সোম* অর্থাৎ মনপাদের মাথার টুপি বা মনপাদের শাল সঙ্গী করতে পারেন স্মারক রূপে। আর মেলে *চুরপী*—চিবিয়ে খান চুইংগামের মতো, শরীরকে উত্তপ্ত রাখতে। ইয়াকের মাংসেরও চলন আছে তাওয়াং-এ। *শাস্বা* এদের প্রিয় খাদ্য। তেমনই *ছাং* সুরাও মেলে যত্রতত্র।

তাওয়াং থেকে তেজপুর যাচ্ছে সাংগ্রিলা ট্রাভেলস ১১-৩০টায় ছেড়ে ১৯০ টাকায়; অরুণাচল রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ১২-০০টায় ছেড়ে ১২৭ টাকায়। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া Shambala Traders-এ টিকিট মেলে সাংগ্রিলার। ভালুকপঙে ভোর ৪টেয় ২টি বাস একজোট হয়ে পুলিস প্রহরায় তেজপুর পৌঁছায় ১১-০০টায়। তাই ভালুকপঙ থেকে ৫-৩০/৬-০০টার লোকাল বাসে ২ ঘণ্টায় তেজপুর চলায় সময়ে সাশ্রয় মেলে। তেজপুর থেকেও যাচ্ছে একইভাবে বাস। পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে বুমলা হয়ে তিব্বতে। ১৯৫৯এ এপথেই ভারতে এসেছিলেন দালাই লামা।

বাস স্ট্যান্ডের সমুখে পাহাড় চুড়োয় *Circuit House, DB* ও *PWD IB* আছে তাওয়াং-এ; অবু: DC, Towang বা Deputy Commissioner, Towang, Arunachal-790104. আর হয়েছে সার্কিট হাউসের পথে বাজারের শিরে A P Tourism-এর ২০ বেডের *Tourist Lodge*, বাথ সংলগ্ন ঘর; থাকার পক্ষে অন্যতম। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে বাজারের মাঝে পর পর দাঁড়িয়ে—*H Shangrila, H Samjhana, H Tashi Delek, H Kailash, H Shankara, H Gori Chen*। কমনবাথের ঘর এদের—বেড ৬৫-১০০ টাকা হারে। মান সাধারণ হলেও চলন সই। *গোরী চেন*-এর ব্যবস্থাপনা এদের মধ্যে ভাল।

সেপ্পা: অসম রাজ্যের জিয়াভরলী নদী অরুণাচলে নাম নিয়েছে কামেং। নদীর নামে কামেং জেলা। কামেংও আজ টুকরো হয়ে পুব আর পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত। পূর্ব কামেং জেলার সদর দপ্তর বসেছে নতুন গড়ে তোলা শৈলশহর হাজার দুয়েক ফুট উঁচু সেপ্পায়। পথও পৃথক হয়েছে তেজপুর-ভালুকপঙ হয়ে বমডিলা সড়কের ৫০০০ ফুট উঁচু জিরো পয়েন্টে। মেঘেদের রাজ্য জিরো পয়েন্ট। বিরামহীন মেঘবালাদের আনাগোনা। বমডিলা উর্ধ্বমুখী হলেও সেসা-বানা হয়ে পথ চলে নিম্নগামী জিরো পয়েন্ট থেকে সেপ্পায়। পূর্ব হিমালয়ের বন্ধুর পার্বত্য প্রকৃতি, আর্দ্র আবহাওয়া, নিবিড় সবুজ অরণ্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা ছোট্ট এক উপত্যকা সেপ্পার নৈসর্গিক শোভা মনোরম। চারদিকে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়শ্রেণী। তারই মাঝে সরকারি অফিস, কোয়ার্টার, দোকানপাট, মন্দিরও গড়ে উঠেছে শিব ঠাকুরের। ক্রাফট

সেন্টারও বসেছে উপজাতিদের হস্তশিল্পের। ডফলা বা বাগনি ছাড়াও নিশি, আপাতানি সম্প্রদায়ের উপজাতিদের বাস সেপ্পায়। মিথুনও দেখতে মেলে সেপ্পায়।

থাকার জন্য *Inspection Bungalow* ও *Circuit House* আছে; অবু: DC, PO-Seppa, PC-790102, Dist-East Kameng, AP. প্রাইভেট হোটেল নেই সেপ্পায়।

সরাসরি চলায় তেজপুর হয়ে যাওয়া সুবিধা। প্রতিদিন A P State Roadways-এর বাস যাচ্ছে ২১২ কিমি দূরের তেজপুর থেকে। আর প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার ইটানগর যাচ্ছে বাস সেপ্পা থেকে তেজপুর হয়ে। Inner Line Permit লাগে সেপ্পা যেতে। পথে ভালুকপঙে ILP এন্ট্রি করাতে হয়।

ইটানগর

অরুণাচলের রাজধানী শহর ইটানগর। কলকাতা যাত্রীদের সহজতম পথ কামরূপ এক্সে ১৪-৩৫, 257 দিন তিরুভনন্তপুরম/ কোচি/ ব্যাঙ্গালোর-গুয়াহাটি এক্সে ১০-২০এ রঙ্গিয়ায় পৌঁছে রঙ্গিয়া থেকে ১১-০০টায় রঙ্গিয়া-তেজপুর প্যাসেঞ্জারে ১৭-০০টায় তেজপুর গিয়ে বাসে ২২৬ কিমি দূরের ইটানগর চলা। নিয়মিত বাসও চলে এপথে। আবার ১৬-০০, ১২-১৫য় গুয়াহাটি পৌঁছেও বাসে সরাসরি চলা যেতে পারে ইটানগর। ত্রিসাপ্তাহিক সরাইঘাট এক্স রঙ্গিয়ায় না থামলেও গুয়াহাটি যাচ্ছে ১৬-৪৫এ। A P Road Transport প্রতিদিন ৬-৩০, ১৬-০০টায় গুয়াহাটি ছেড়ে ইটানগর যাচ্ছে। আর পল্টনবাজার থেকে বাস যাচ্ছে অসম ভ্যালি ট্র্যাভেলস ও ব্লু হিলস ট্র্যাভেলসের রাতভর জার্নিতে ৩৮১ কিমি দূরের ইটানগর অর্থাৎ পুরাতন শহর নাহারলগন-এ। কলকাতা থেকে ইটানগরের দূরত্ব ১৫২৯ কিমি। শিলং পাহাড় থেকেও সংযোগকারী সার্ভিস রয়েছে এদের। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসও যাচ্ছে ইটানগর থেকে গুয়াহাটি ও শিলং। শিলিগুড়ি থেকেও বাস যাচ্ছে তেজপুরে। বমডিলা/ তাওয়াং যাত্রীদের তেজপুর থেকে বাসে যাওয়াই সুবিধার। রেলযাত্রীদের উচিত হবে রাঙ্গাপাড়া নর্থ ফিরে ৫-০০টার প্যাসেঞ্জারে ৯-১৫য় হারমোতি পৌঁছে ১ কিমি গিয়ে বাসে ইটানগর চলা। নিকটতম রেল স্টেশন হারমোতি ৩৩ কিমি আর বিমান ৬৭ কিমি দূরের লীলাবাড়ি। ৬০ কিমি দূরের নর্থ লখিমপুর থেকেও বাস আসছে লীলাবাড়ি/হারমোতি হয়ে ইটানগরে। ত্রয়ীরই অবস্থান অসম রাজ্যে। হোটেলও মেলে—*আরতি, আশা, জয়া* নর্থ লখিমপুরে। পথে বান্দরদেওয়াতে অরুণাচল রাজ্যের শুরু। ILP দেখাতে হয়।

IAC-র বিমানও সংযোগ গড়েছে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি, তেজপুর, জোড়হাট, লীলাবাড়ি, ডিব্রুগড়ের। Skyline NEPC, Jet Airways ছাড়াও নানান প্রাইভেট বিমান কলকাতা থেকে গুয়াহাটি, তেজপুর, জোড়হাট, ডিব্রুগড়, লীলাবাড়ির সার্ভিস গড়েছে। সহজতম পথ বিমানে অসমের জোড়হাট পৌঁছে বাসে ইটানগর/বমডিলা/ তাওয়াং চলা। ট্যাক্সি, ল্যান্ডরোভারও মেলে এপথে।

আর নাহারলগন থেকে অরুণাচল রাজ্য পরিবহণের ২টি বাস যাচ্ছে গুয়াহাটি হয়ে শিলং। বমডিলা যাচ্ছে প্রতিদিন বাস। বাস যাচ্ছে—৭-০০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় জিরো; ৭-৪৫ ও ১৮-০০টায় হারমোতি; ৬-০০টায় ছেড়ে ১২ ঘণ্টায় গুয়াহাটি; ৭-৪৫, ১১-০২, ১৪-৩০, ১৮-০০টায় নর্থ লখিমপুর। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে সকাল ৬-০০টায় ছেড়ে ১৪ ঘণ্টায় আলং; ৬-৩০টায় ছেড়ে ৯ ঘণ্টায় পাশিঘাট; ৬-৩০টায় ছেড়ে ১৬ ঘণ্টায় দাপোরিজো; তিনসুকিয়া ৪১৫ কিমি, ডিব্রুগড় ৩৭৫ কিমি, কোহিমা ৩৫০ কিমি ছাড়াও গুয়াহাটি যাচ্ছে ১৭-০০টায় ছেড়ে পুরাতন ইটানগর থেকে। রেল না পৌঁছালেও রেলের আউট এজেন্সি বসেছে নাহারলগনে। শহরে চলছে ট্যাক্সি আর নাহারলগনে রিকশা মেলে।

শহরে ঢুকতেই *H Alena*, SCB ৬০, DCB ১০০, DAB ১৫০; বাজার পেরুতেই *MLA Hostel*, ডাইনে *H Hornbill*, SAB ৮০, DAB ১২৫-২৫০; আর আছে *H Lakshmi*, S ৬০-৮৫, D ১০০-১৭৫; *H Ganesh*, S ৬০, D ১০০; *CH, IB*. আর *Youth Hostel* এ ঘর ৬০, বেড ২০, হারে নাহারলগনে; তবে থাকার পক্ষে ২৪ ঘরের *MLA Hostel*-টি রমণীয়, অবু: Chief Engineer, PWD, Zone-11, Itanagar বা Additional Deputy Commissioner, Naharlagun-791110.

১০ কিমির ব্যবধানে নতুন আর পুরাতন দুই শহর গড়ে উঠেছে ইটানগরে। পুরাতন—বয়সে আজও সে নাবালক, মাত্র ১৯৭৩এ জন্ম—নাম তার নাহারলগন। ২০০মি উঁচুতে পটে আঁকা ছবির মতো ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর শহর নাহারলগন। চারপাশ অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে ঘেরা। বাজারঘাট, দোকানপাট, বহিঃরাজ্যের বাস মায় আবাসস্থল সবই এই পুরাতন ইটানগরে। আর আছে অরুণাচল স্টেট এম্পোরিয়াম, অপরপ্রান্তে পোলো পার্ক অর্থাৎ বটানিক্যাল গার্ডেন তথা মিনি চিড়িয়াখানা। অসমিয়া/ হিন্দি/ ইংরেজি ত্রয়ীরই চলন আছে। বাংলাও অচ্ছুৎ নয় ইটানগরে। শহরের নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে অচিন নদী। পাড়ে পাড়ে উপজাতিদের বাস। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরও বসেছে সেক্টর-সি নাহারলগনে। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। তবে, শীতের আধিক্য আছে। ভারী উলেনও দরকার শীতের দিনগুলিতে অরুণাচল ভ্রমণে।

রাজ্যপাট বসেছে লোয়ার সুবনসিরি জেলায় ৭৫০ মি উঁচুতে ১১ শতকের জিতারী বংশের শেষ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন রাজধানী মায়াপুরের ধ্বংসাবশেষের কাছে। নাম হয়েছে তার ইটানগর। আয়তনে ২৫০০ একর। হাজার পাঁচিশেক বাসিন্দার বাস। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, স্বাস্থ্যপ্রদও বটে। রাজ্য পরিবহণ ও বেসরকারি বাস দুই-ই যাচ্ছে মুহুর্মুহু নাহারলগন অর্থাৎ পুরাতন থেকে নতুন শহরে। শহরের ৩ কিমি আগে ব্যাংক-তিনালি—বামহাতি টিলার টঙে রাজভবন, সেক্রেটারিয়েট। ডাইনে আর এক টিলায় বৌদ্ধগুম্ফা **ইটাফোর্ট**। গুম্ফা থেকে শহর সুন্দর দৃশ্যমান। আরও এগুতে সেক্রেটারিয়েট। অদূরে আর এক টিলায় বটানিক্যাল তথা পোলো পার্ক। বাসে বসেই সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন। সুপার মার্কেটে বাসের চলা শেষ। সামান্য যেতে বামহাতি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও হাসপাতাল। আর একান্তই উচিত হবে সোম ছাড়া প্রতিদিন নবগঠিত জওহর

মিউজিয়মে নানান প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণময় প্রদর্শনী তথা অরুণাচলের উত্থান-পতন, অরুণাচলের প্যানোরামিক ভিউ দেখে নেওয়া। ৬ কিমি দূরের প্রকৃতিদত্ত গঙ্গা শেখী লেকটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় পায়ে পায়ে বা জিপে। বোটিং-এর ব্যবস্থা আছে লেকে। আরণ্যক পরিবেশ, যুদ্ধপটু নিশিদের বাস। আজও এরা হর্নবিলের পাখনার টুপি পরে, ঝোলায় *OTYO* অর্থাৎ ছুরি এদের নিত্যসঙ্গী।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে *আশ্রমের অতিথি নিবাসে।* আর আছে ২৪ ঘরের *Field Hostel,* অবু: Chief Engineer, CPWD, Zone-II, Itanagar, ✆ 2536. ITDC-র *H Donyi Polo Ashok,* Sector-C, Itanagar-791111, ✆ (03781) 2626, S ৮৫০ D ১২০০ স্যুইট ১৫০০; *H Arun Subansiri,* Zero Point-791111, ✆ 3258, S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; *H Itafort, H Sangrila, H Himalaya, H Ganga, Bomdila H,* ✆ 2664; *Blue Pyne H,* ছাড়াও হোটেল আছে নানান ইটানগরে। এদের কাছে S ৬৫-১২৫ D ১৫০-৩২৫ টাকায় মেলে।

জিরো

লোয়ার সুবনসিরি জেলার সদর ১৫৩৮ মি উঁচুতে পাইনে ছাওয়া জিরো। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা অপরিসর উপত্যকার সমতল প্রান্তদেশে জিরোর অবস্থান। জিরোরও খ্যাতি তার নৈসর্গিক শোভার জন্য। বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী সুবনসিরি, নিশি, আপাতানি, দফলা, মিরি। আপাতানি উপজাতিদের বাস। শিকারপ্রিয় এরা। আর করে চাষবাস পাহাড়ী ঢালে। জুম চাষ হচ্ছে। সুন্দর বলেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে আপাতানিদের। স্থানীয় সুরা *আপাং* এদের প্রিয় পানীয়। তেমনই এদের পছন্দ উজ্জ্বল রঙচঙে বেশভূষা। সাজেও বৈচিত্র্য আছে। মেয়েরা কালো উল্কি পরে কপাল ও চিবুকে। আর নাকে ঝোলে বেতের নাকচাবি। এদের বিশ্বাস আদিম মানব-মানবী—*আরো-তানির* বংশধর এরা। *দয়নি-পোলো* অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এদের উপাস্য দেবতা। মার্চ-এপ্রিলে ১০ দিন ব্যাপী *মিকো* উৎসব আপাতানিদের বসন্তোৎসব। তেমনই নিসুদের *সিরোম মোলো, সোছাম, দ্রি, নিয়োকুম* উৎসবেরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়।

রাজধানীর মতো জিরো শহরও ৫ কিমির ব্যবধানে দু'টি ভাগে গড়ে উঠেছে। পুরাতন জিরো অর্থাৎ ১৭৫০ মি উঁচু হাপোলি পেরিয়ে পথ চলে নেমে ২০০ মি নিচু নতুন শহর জিরোয়। দোকানপাট, হোটেলের আধিক্য। ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে। আর আছে শহরান্তে সরকারি হস্তশিল্প কেন্দ্র।

রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে সকাল ৬-৩০টায় ইটানগর ছেড়ে নর্থ লখিমপুর হয়ে ৬ ঘণ্টায় জিরো। আর মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বাস যাচ্ছে নন-স্টপ সার্ভিসে সকাল ৮-০০টায়। সর্পিল পাহাড়ী পথ, পথপাশে গহন জঙ্গল—শাল, কলা ও বাঁশের ঝাড়। পথ ওঠে আরও উঁচুতে। উচ্চতার সাথে সাথে জঙ্গলও ঘন হয়—গাছেরাও মাথা তোলে আরও উঁচু পানে। আবার হারমোতি ফিরে নর্থ লখিমপুর পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে জিরো। দূরত্ব ৯৪ কিমি। লীলাবাড়ি থেকেও ৯৪ কিমি।

থাকার জন্য—টিলার টঙে *Circuit House*টি রমণীয়। আর আছে *IB,* কিছুটা যেন অপরিচ্ছন্ন। দুই-এরই বুকিং: Deputy Commissioner, Zero থেকে মেলে। সাধারণ হোটেলও আছে জিরোয়। তবে, হাপোলিতে হোটেলের আধিক্য। উচিতও হবে হাপোলিতে অবস্থান করে অটোয় জিরো বেড়িয়ে ফেরা।

উৎসাহীরা জিরো থেকে ১৯৩ কিমি দূরে আপার সুবনসিরি জেলার আর এক সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ **দাপোরিজোও** বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে বাসে। সবুজে ছাওয়া চারপাশ, অনুচ্চ পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা। ক্রাফট সেন্টার, বেত ও বাঁশের তৈরি অভিনব সেতুটিও দাপো-রিজোর দ্রষ্টব্য। জেলাসদর তথা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র দাপো-রিজোয় তাগিন ও হিলমিরি উপজাতিদের বাস। সাজগোজ এদের প্রিয়। ছেলেরা ঝুঁটি করে সামনের চুল বেঁধে রাখে। হিলমি মেয়েরা বেতের রিং-এর আকর্ষণীয় আভরণে ঢেকে রাখে উর্দ্ধাঙ্গ। তেমনই উচিত হবে শহর থেকে অটো বা বাসে (দিনে ৩ বাস) ১৯ কিমি দূরের মেঙ্গায় প্রাকৃতিক গুহা দেখে নেওয়া। সঙ্কীর্ণ ফাটল পথে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় গুহায়। টর্চ সঙ্গে থাকা ভাল। গুহার বাইরে আর এক গহ্বরে দেবতা মহাদেবের অবস্থান। এপথেই আরও ২৩ কিমি যেতে তালিয়া, আরও ১০ কিমি গিয়ে কোদক থেকে বরফাচ্ছাদিত হিমালয় দেখে নেওয়া যায়। আরও উত্তরে তাকসিঙ—না উপজাতিদের বাস। নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপে যাতায়াত। আর হেলিকপ্টার মেলে দাপোরিজো থেকে অরুণাচলের নানানদিকের। *IB, CH,* সাধারণ হোটেল আছে দাপোরিজোয়।

আলং

জিরো থেকে দাপোরিজো বেড়িয়ে বাসেই চলুন পূর্ব সিয়াং জেলার সদর সিয়ম নদীর দক্ষিণ পাড়ে ৬৫০ ফুট উঁচু আলং-এ। বাস আসছে ইটানগর থেকে সকাল ৬-০০টায় ছেড়ে ১৪ ঘণ্টায়। ১৪৭ কিমি দূরের অসমের নর্থ লখিমপুর থেকেও বাস আসছে আলং-এ। বাস আসছে নিকটতম রেল স্টেশন ১৬৯ কিমি দূরের শিলাপাথার থেকেও। আবার লিকাবালি ও পাশিঘাট থেকেও বাস বা গাড়িতে চলা যেতে পারে আলং। নিকটতম বিমান বন্দর ২৬৩ কিমি দূরের লীলাবাড়ি।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জন্য আলং খ্যাত। আর রয়েছে নবনির্মিত দয়নি পোলোর মন্দির। *দয়নি* অর্থ সূর্য আর *পোলো* হচ্ছে চন্দ্র। চন্দ্র ও সূর্য আদিবাসীদের উপাস্য দেবতা। হাসপাতালের পাশে মিউজিয়ম ও ক্রাফট সেন্টারটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে।

৮ শতকের কালিকাপুরাণে পবিত্র সতী পীঠ বলে

উল্লিখিত—সতীর মস্তক পড়ে আকাশীগঙ্গায়। আলং থেকে অসমের শিলাপাথারের পথে ২৫ কিমি যেতে ধারা নামছে পাহাড় থেকে—নাম তাই **আকাশীগঙ্গা জলপ্রপাত**। বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান ও মেলা বসে। দামাল নদ ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্যও মনোরম। থাকার জন্য Along-এ আছে *CH, DB, H Yambo,* behind Bus Stand. শিলাপাথারেও হোটেল মেলে সাধারণ মানের।

মালিনীথান

আকাশীগঙ্গা থেকে শিলাপাথারের পথে ২৩ কিমি যেতে লিকাবালিতে—পাহাড় যেখানে সমতলে মিলেছে—আবিষ্কৃত হয়েছে এক অতীত ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ৮০০ বছরের পুরাতন হবে পাথরে গড়া মন্দির ও রাজপ্রাসাদ। পুরাণে মেলে ভীষ্মকনগর থেকে দ্বারকার পথে শ্রীকৃষ্ণ নববধূ রুক্মিণীদেবীকে নিয়ে আশীর্বাদ মাগেন দেবীর। বরণ করেন দেবী পার্বতী ফুলের মালা দিয়ে নব-দম্পতিকে। আর মালার গঠন নৈপুণ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুচারু মালিনী বলেন পার্বতীকে—কালে কালে মালিনীথান। ১৯৭০এ জঙ্গল কেটে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে কারুকার্যময় দশভুজা দুর্গার প্রস্তর মন্দির। এছাড়াও, সপ্ত অশ্বচালিত রথে গ্রানাইট পাথরে দণ্ডায়মান দেবতা সূর্য, ফ্যালিক পাথরের শিবলিঙ্গ, ঐরাবতে উপবিষ্ট ইন্দ্র, ময়ূরাসনে কার্তিকেয় ছাড়াও শতাধিক দেব-দেবী, নৃত্যরতা যক্ষী, খিলানে মিথুনমূর্তি, আরও কত কি! তবে, মূল মন্দির অক্ষত থাকলেও দেবতারা বিধ্বস্ত। মালিনীথানের নয়নলোভন প্রকৃতিও মুগ্ধ করে দর্শককে।

নিকটতম রেল শিলাপাথার, বিমান লীলাবাড়ি বা ডিব্রুগড়। বাস আসছে ইটানগর থেকে নর্থ লখিমপুর হয়ে মালিনীথানে। দূরত্ব শিলাপাথার ১০, লীলাবাড়ি ১১০, নর্থ লখিমপুর ১০৯, ইটানগর ১৮৫ কিমি। থাকার জন্য আছে *সার্কিট হাউস ও মালিনীভবন, অবু:* Extra Assistant Commissioner, Likabali, West Siang.

পাশিঘাট

সিয়াং নদীর অববাহিকায় সিয়াং জেলার অন্যতম সুন্দর শহর পাশিঘাট। মনোরম পর্যটককেন্দ্রও বটে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। অতীতের নেফার সদর দপ্তর বসেছিল এই পাশিঘাটে। *CH, IB* আছে, অবু: DC, Pasighat. আর আছে *Anchal Samiti GH, H Siang, H Arun, H Sanggo* পাশিঘাটে। পাশিঘাটের আর এক আকর্ষণ *আদি* সম্প্রদায়ের *সোলুং লোক-উৎসব*। ৭দিন ধরে চলে মনমাতানো এই উৎসব বৈশাখ মাসে।

৮-৩০টায় রঙ্গিয়া ছেড়ে ১৩-০০টায় রাঙ্গাপাড়া নর্থ যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন; আর ৫-০০টায় রাঙ্গাপাড়া নর্থ ছেড়ে নর্থ লখিমপুর ১০-৫০, লীলাপাড়ি ১১-৩৪, সুবনসিরি ১২-২১, শিলাপাথার ০৪-৪৫এ পৌঁছে মারকংশেলেক যাচ্ছে ১৭-৩০টায় প্যাসেঞ্জার। মারকংশেলেক থেকে ট্যাক্সি, জিপ ও বাস যাচ্ছে ৪২ কিমি দূরের পাশিঘাটে। পথশোভা রমণীয়। আবার অসমের শিলাপাথার থেকেও বাসে যাওয়া চলে পাশিঘাটে। বাস আসছে ইটানগর থেকেও ঘণ্টা নয়েকে। আর গুয়াহাটি থেকে ১৬-০০টায় অরুণাচল রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে পাশিঘাটে। তবুও যেন তেজপুর হয়ে চলায় বাসের আধিক্য মেলে।

তেজু/পরশুরাম কুণ্ড

পাশিঘাট থেকে বাসে শিলাপাথার। শিলাপাথার থেকে আরও মাইল দশেক গিয়ে ব্রহ্মপুত্র পারাপার—সোনারী ঘাটে। চরিত্রে ভয়ঙ্কর, তবে জলাভাবে সময় লাগে পারাপারে। অপর পাড়ে অসমের ডিব্রুগড়। ট্রেন বা বাসে চলুন তিনসুকিয়া। তিনসুকিয়া থেকে ১২০ কিমি দূরে তেজু। রেল যাচ্ছে তিনসুকিয়া থেকে মাকুমডাঙ্গরী। ঘণ্টা আড়াইয়ের রেলপথ। তবে, ট্রেন চলার অস্থিরতার জন্য বাসেই চলুন তিনসুকিয়া থেকে তেজু। মাকুম/দুম দুমা/নামসাই হয়ে ধালাঘাটে লঞ্চে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে অরুণাচল রাজ্যের সদিয়া। পথে শোনপুরায় চেক পোস্ট বসেছে—ILP দেখাতে হয়। সরাসরি যাত্রায় গুয়াহাটি থেকে রেল বা বাসে তিনসুকিয়া পৌঁছে তেজু চলাই সুবিধা।

সদিয়ার পশ্চিম ধরে বয়ে চলেছে ডিহং ও দিবং নদী। মিলন ঘটেছে লোহিতের সঙ্গে। ব্রহ্মপুত্র নামকরণও এই ত্রিধারা থেকে সদিয়াতে। আধুনিক শহর রূপে গড়ে উঠেছিল **সদিয়া**। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ বদলে ধ্বংস পায় সে জনপদ। আজ দ্বীপাকার। অদূরেই দিগারু—পেঁড়ার স্বাদ নিতে পারেন চলার পথে। আর মেলে গরু ও মহিষের সঙ্করে জাত মিথুন এপথে। সদিয়া থেকে ৬৪ কিমির বাসপথে তেজু। তেজুর নিকটতম বিমান ১৪০ কিমি দূরে ডিব্রুগড় বা ১৪৮ কিমি দূরে মোহনবাড়ি। বায়ুদূতের এয়ার সার্ভিস কিছুকাল স্থগিত। তেজু শহর থেকে ২০ কিমি দূরে বিমানবন্দর।

অরুণাচলের কাশ্মীর লোহিত জেলার সদর **তেজু**। বয়ে চলেছে তাজেব নদী। তাজেব থেকেই তেজু নামকরণ। অতীতের শোণিতপুরের অংশ নাকি এই অঞ্চল। তেজুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। কাঠের বাড়ি-ঘর—মিশমিদের বাস। সরল ও শান্ত এই মিশমিরাই নাকি পরশুরামের বংশধর। আর রয়েছে শিবমন্দির ও বৌদ্ধবিহার তেজুতে। মিশমিদের তৈরি বেতের টুপিরও প্রসিদ্ধি আছে।

তেজুর একদিকে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে হিমালয়, আর একদিকে সুউচ্চ সৌরশিলা পর্বতের পাদদেশে নদ-নদী বিধৌত চিরহরিৎ বনাচ্ছাদিত **ডিকরাং উপত্যকা**। ডিকরাং-এর পুবে সৌরশিলা, পশ্চিমে স্বর্ণ-শ্রী নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র আর উত্তরে মানস সরোবর। কালিকাপুরাণে ডিক্কারা-

বাসিনী নামে উল্লিখিত হয়েছে ডিকরাং। বয়ে চলেছে ডিকরাং নদী—মিলেছে সদিয়াতে গিয়ে ডিবাং-এর সঙ্গে। উদীয়মান সূর্যের প্রথম কিরণও এসে পড়ে এই সৌরশিলা পাহাড়ে।

উপত্যকার আর এক আকর্ষণ **ওয়ালং**—সুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধের গোলাবারুদে তেতে ওঠে ওয়ালং। তবে, আজ স্বাভাবিকতা ফিরেছে—বারুদের গন্ধও মিলিয়ে গেছে ওয়ালং-এর বাতাস থেকে।

তেজু-সদিয়া সড়কে ২২ কিমি দূরে সৌমরাপীঠে আদিদের মুখে *কেসাইখাতি* অর্থাৎ কাঁচা খেকো ভয়ঙ্করী দেবী তাম্রেশ্বরীর মন্দির। দেবী কালীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। অতীতে চতুষ্কোণ মন্দিরের ছাদটি তামায় মোড়া ছিল—সেই থেকে তাম্রেশ্বরী নামকরণ। নরবলিরও প্রথা ছিল দেবী সকাশে। তবে, আজ দেবীও নেই, মন্দিরও নেই—তবুও ধ্বংসস্তূপ আজও পবিত্র শাক্ততীর্থ।

পরশুরাম কুণ্ড : খড়্গাচর্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত
ভীমবেশে ভার্গব হইল উপস্থিত।

ভারতের উত্তর-পুবে, অরুণাচলেরও পুবে লোহিত জেলা। মিশমিদের বাস। বয়ে চলেছে তিব্বত থেকে আসা লোহিত নদী। লোহিতের দক্ষিণ তীরে এক বাঁকের মুখে সৃষ্ট ৭০ ফুট লম্বা ৩০ ফুট চওড়া কুণ্ড—পবিত্র হিন্দু তীর্থ। মুনি শান্তনুর পরমাসুন্দরী স্ত্রী অমোঘা ও প্রজাপতি ব্রহ্মার আদিরসাত্মক কাহিনীই এই কুণ্ডের উৎস। কালিকাপুরাণে আছে, যৌবনবিলাসী ক্ষত্রিয় রাজা চিত্ররথের লালসার শিকার হন মহাতেজা মুনি জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকা। ক্ষিপ্ত মুনির শাস্তির বিধানে পুত্র-ভার্গব মা রেণুকাকে হাতের *পরশু* (কুঠার) দিয়ে হত্যা করে এই কুণ্ডের জলে স্নান ও জল পান করে পাপমুক্ত হন। সেই থেকে অতীতের ব্রহ্মাকুণ্ড হয়েছে পরশুরাম কুণ্ড। মন্দিরও হয়েছে পরশুরামের—মর্মরে মূর্তি।

মকর (মাঘী পূর্ণিমা) সংক্রান্তিতে মেলা বসে, স্নান করে পুণ্যার্থীর দল। প্রবাদ, এক ডুবে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। তবে মা-বাবা জীবিত থাকতে ডুব নৈব নৈব চ। অতীতের মূল কুণ্ড আজ আর নেই—১৯৫০-এর ভূমিকম্পে লোহিত গর্ভে বিলীন হয়েছে।

কলকাতা যাত্রীদের সহজতম পথটি গিয়েছে নিউ বঙ্গাইগাঁও/ গুয়াহাটি/ ডিমাপুর/ তিনসুকিয়া/ তেজু হয়ে। তেজু থেকে ২১ কিমি জিপে পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে আরণ্যক পথে লোহিত পার হয়ে আরও ৩ কিমি চড়াই চড়ে ধরমশালা, ধরমশালা রেখে সামান্য উতরাই নামতেই কুণ্ড। কুণ্ড ছাড়িয়ে পাহাড় বেয়ে পরশুরাম মন্দির। অতীতের তাম্রেশ্বরীর মন্দিরটি আজ লুপ্ত। নতুন করে মন্দির হয়েছে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-গণেশ ও হনুর পরশুরামে। পথের সৌন্দর্য বিমোহিত করে যাত্রীদের। অত্যুৎসাহীরা পায়ে পায়ে পাহাড় চড়ে গ্লো লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন।

সরাসরি বাস যাচ্ছে ১৯৮৬তে তৈরি পথে তিনসুকিয়া থেকে। বাস যাচ্ছে তিনসুকিয়া/ ডুমডুমা/ ডিরকগেট/ ওয়াক্রো হয়ে আরও ১৭ কিমি দূরের পরশুরাম কুণ্ডে।

চলার পথে ডিরকগেট, নামসাই, চৌখাম, ওয়াক্রো-তে *IB* ও *ধরমশালা* মেলে। হাঁটার ঝক্কি নেই এপথে। মেলাকালে বিশেষ বাসের ব্যবস্থাও হয় তিনসুকিয়া থেকে। সাময়িক আবাসও গড়ে ওঠে মেলাকালে পাহাড়ের পাদদেশে।

কুণ্ডে *ধরমশালা, PWD IB ও DB* আছে। আর *রেস্ট হাউস* আছে তিমাইয়া ঘাটে। তেজুতে আছে *CH, IB, DB, H Sharma* ছাড়াও সাধারণ হোটেল। এয়ারপোর্ট ও শহরের মাঝপথে রাজ্য পর্যটনের *ট্যুরিস্ট লজ*। তাই যাতায়াতের পথে একটা রাত তেজুতেই কাটিয়ে চলা উচিত। নামসাই-তেও হোটেল, ধরমশালা ও বনবাংলো মেলে। সইকিয়া ঘাটে অসম ও অরুণাচল সরকারের *IB*, সদিয়াতে অসম সরকারের *IB* ও *DB* আছে। বাংলোর বুকিং; DC, Tezu থেকে। আর ধরমশালা আছে ডিরকগেট, চৌথাম, ওয়াক্রো-য়।

খোনসা

তিরাপ জেলার সদর দপ্তর বসেছে ৩০০০ ফুট উঁচু খোনসায়। সাধারণ হোটেল আছে খোনসায়। অদূরেই নরোত্তম নগরে রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদা আবাসিক বিদ্যালয়। নিকটতম (৮৯ কিমি) রেল স্টেশন অসমের নাহারকাটিয়া থেকে বাস যাচ্ছে। নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলে তিনসুকিয়ার ২৪ কিমি আগেই নাহারকাটিয়া স্টেশন। আবার তিনসুকিয়া-ডিগবয়-মার্গারিটা-লিখাপানি রেলের মার্গারিটা থেকেও উঁচু-

নিচু সংকীর্ণ বনপথে ১২০ কিমি দূরের খোনসায় যাওয়া চলে বাসে। পথে নামচিক নদী অসম ও অরুণাচল রাজ্যের সীমান্ত টেনেছে। ILP দেখাতে হয় চেকপোস্টে। সীমান্ত পেরিয়ে অরুণাচলের প্রথম জনপদ খারশাং রেখে নোয়া-ডিহিং নদী পেরিয়ে মিয়াও। পাহাড়ে ঘেরা ২০০মি উঁচু সাজানো-গোছানো ছোট্ট শহর মিয়াও-এ চাংলাং জেলার সদর দপ্তর বসেছে। নামডাফা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টরের অফিসও বসেছে মিয়াও-এ। থাকার জন্য মিয়াও-এ ৭ ঘরের *ট্যুরিস্ট লজ, CH, DB* আছে।

কুম্ভ : 'হর হর গঙ্গাধর বম বম'। পুরাণ বলে, সমুদ্রের নিচে অমৃতের সন্ধান পেয়ে কূর্মরূপী বিষ্ণুর পিঠে মন্দার পর্বত চাপিয়ে রজ্জুরূপী বাসুকী দিয়ে দেবতা ও অসুরে মিলে সমুদ্রমন্থন কালে অমৃতকুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন ধন্বন্তরি। প্রমাদ গণলেন দেবতারা। পিতার নির্দেশে হীন ষড়যন্ত্রে ইন্দ্রপুত্র-জয়ন্ত হরণ করলেন কুম্ভ। ছুটলেন স্বর্গপানে। গুরুদেব শুক্রাচার্যের ইঙ্গিতে ধাওয়া করল অসুররা। পথিমধ্যে ১২ জায়গায় কুম্ভ নামান জয়ন্ত বিশ্রামের তরে। ৮ জায়গা তার দেবলোকে, বাকি ৪—মর্তধামের নাসিক, প্রয়াগ, হরিদ্বার ও উজ্জয়িন-এ। ফলস্বরূপ পবিত্র হল উজ্জয়িন-এর শিপ্রা, নাসিকের গোদাবরী, প্রয়াগে ত্রিবেণী (গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী) সঙ্গম ও হরিদ্বারের গঙ্গা। সেই স্মৃতিতে প্রতি ১২ বছর অন্তর অমৃত কুম্ভযোগ ঘটে ভারত রাষ্ট্রের এই চার পুণ্যভূমে। আর চলকেও পড়ে কুম্ভ থেকে অমৃত হরিদ্বার ও প্রয়াগে—সেই সুবাদে পূর্ণকুম্ভ এই দুই-এ। হিন্দুধর্মের প্রবক্তা আদিগুরু শঙ্করাচার্যই রূপকার এই কুম্ভ-মেলার। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে কুম্ভে। গত কুম্ভমেলা এপ্রিল ১৭—মে ১৬, ১৯৯৩এ ঘটে গেল।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ : ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুই দেবতায় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সংঘাত। দু'জনই অটল, অনড় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ছাড়তে। সংঘাত যখন জটিল থেকে জটিলতর— হঠাৎ এক আলোকস্তম্ভ থেকে উদ্ভাসিত জ্যোতিতে দুই দেবতাই দম্ভ ভুলে পরম বিস্ময়ে বিহ্বল। বিষ্ণু বরাহ রূপ নিয়ে পাতাল আর ব্রহ্মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ঈগলের রূপ নিয়ে হাজার বছর ধরে জ্যোতির উৎস উদ্ভাবনে বিশ্ব-চরাচর তোলপাড় করেও ব্যর্থ হলেন। দাম্ভিক দেবতাদ্বয় চিন্তায় আকুল। একান্তই বিহ্বল হয়ে অবলোকন করলেন জ্যোতির স্তম্ভ থেকে স্বয়ং শিবঠাকুরের উদ্ভব। দুই দেবতাই তখন দাবি ভুলে শ্রদ্ধা নিবেদনের সাথে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি জানালেন শিবঠাকুরকে। লিঙ্গরূপী দ্বাদশ জ্যোতি স্তম্ভ অর্থাৎ দ্বাদশ লিঙ্গ থেকেই জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকবে—শিবঠাকুরেরও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের উদ্ভব ঘটে এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ থেকে। অবস্থান এদের: (১) সোমনাথ [গুজরাট] (২) শ্রীমল্লিকার্জুন [তামিলনাড়ু], (৩) শ্রীমহাকালেশ্বর [উজ্জয়িন], (৪) ওঁকারেশ্বর [ইন্দোর], (৫) শ্রীকেদারনাথ [গৌরীকুণ্ড], (৬) ভীম-শঙ্কর [মহারাষ্ট্র], (৭) শ্রীবিশ্বেশ্বর [কাশী], (৮) শ্রীবৈজনাথ [পালামপুর], (৯) শ্রীনাগেশ্বর [ওখা], (১০) শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর [নাসিক], (১১) শ্রীরামেশ্বরম [ধনুষ্কোটি], (১২) ঘৃষনেশ্বর [ঔরঙ্গাবাদ]।

নামডাফা ব্যাঘ্র প্রকল্প

কলকাতা-গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়/তিনসুকিয়া হয়ে বাসে ৩½ ঘণ্টায় মিয়াও পৌঁছে নামডাফা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সহজতম পথ। ইটানগর থেকেও সরাসরি বাস আসছে তিনসুকিয়ায়। আবার সহজতম পথে নর্থ লখিমপুর হয়ে লঞ্চে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ডিব্রুগড় হয়েও তিনসুকিয়া পৌঁছে মাকুম/ডিগবয়/লেডো/তিরাপ হয়ে পথ গিয়েছে মিয়াও। তবে, ধকল আছে জল-পথে। ভাটায় চর পেরুতে হয়। আর নিকটতম রেল স্টেশন মার্গারিটা ৬৪, বিমানবন্দর ১৪০ কিমি দূরের ডিব্রুগড়। বাস যাচ্ছে ডিব্রুগড় থেকেও তিনসুকিয়া, মার্গারিটা হয়ে মিয়াও। থাকারও নানান ব্যবস্থা —*Tourist L, CH, IB* আছে মিয়াও-এ। মিয়াও থেকে নোয়া-ডিহিং-এর পাড় ধরে গহীন বনের মাঝ দিয়ে ২৪কিমি উত্তরে জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ ফটক ডিবান পৌঁছান জিপসি বা জিপে। সারাপথেই সঙ্গ নেয় নোয়া-ডিহিং নদী। গিয়ে মিলেছে ডিবান নদীতে। প্রজাপতির রকমফের—সেও আর এক উল্লেখ্য নামডাফায়। চলার পথে মার্গারিটা পেরিয়ে ২ কিমি যেতে নামডাঙ চেকপোস্টে ILP দেখাতে হয়। ডাইনে সবুজের উড়নি উড়িয়ে চলেছে হিমালয়। ঝরনা নামছে পাহাড় বেয়ে। এমনই এক নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে ডিবান-এ আছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের ৫ ঘরের *Deban Forest L* কাচে মোড়া কাঠের দ্বিতল বাড়ি, থাকার পক্ষে রমণীয়। চেনা-অচেনা নানান পাখি ও হুলুকের ঐকতান ঘুম ভাঙায় লজের। জিপ ও লজের বুকিং: Field Director, Namdapha Tiger Project, PO-Miao, Dist-Changlang, Arunachal-792122 থেকে মেলে। তবে, টর্চ ও মোমবাতি সঙ্গী করা ভাল। বাসনপত্র মিললেও আহার্য মিয়াও থেকে সঙ্গী করা উচিত হবে। পায়ে পায়ে বা হাতির পিঠে বনবিহার। গাইড মেলে প্রকল্প দর্শনে।

বিশ্বে অনন্য নামডাফায় উচ্চতার তারতম্য। ২০০ থেকে ৪৫০০ মি উঁচুতে ১৮০৮ বর্গ কিমি জুড়ে ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে পাহাড় ঢালে তিরাপ জেলায় এই নাম-ডাফা। নদীর নামে নাম। অতীতের জাতীয় উদ্যান ১৯৮৩তে ব্যাঘ্র প্রকল্পের শিরোপা পরেছে। নামডাফার আর এক উল্লেখ্য বিড়াল প্রজাতির বাঘ, লেপার্ড, স্নো-লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড। ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ী পথ, পথপাশে ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ আদিম অরণ্যানী। হলক, হলং, মেকাই, বট-অশ্বত্থ, ধূপ, হরীতকী, আমলকী, লোহাগাছ ছাড়াও নানান মহীরুহ ছাতা ধরেছে জাতীয় উদ্যানের পথে। আর পাহাড়ের নিচু ঢালে দুর্ভেদ্য ঝোপ-ঝাড়, বাঁশ, ফার্ন, বেত ছাড়াও চেনা-অচেনা নানান উদ্ভিদ। তেমনই উচ্চতার তারতম্যে উদ্ভিদের সাথে সাথে জানোয়ারের অবস্থানেও বদল ঘটে। শোনা যায় ৪৫০ প্রজাতির বনচরের বাস এই নামডাফায়। নিচের ভাগে প্রায় সমতলে—কাকার হরিণ, শম্বর, বনকুকুর, শুয়োর, বাঘ, চিতাবাঘ, চিতাবিড়াল, মেছোবিড়াল; হাজার সাতেক ফুট উঁচুতে—হিমালয়ের লালপাণ্ডা, বিন্টুরং ও গোরাল-

জাতীয় দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর অবস্থান; আরও উঁচুতে—লুপ্তপ্রায় তুষার চিতা ও মেঘবরণ চিতাবাঘের দর্শন মেলে। উচ্চতার তারতম্যে বৃক্ষরাজির প্রকৃতিতেও বদল ঘটে চলে।

তেমনই লাফিয়ে বেড়ায় নানান প্রজাতির বানর নামডাফার গাছ থেকে গাছে। হরিণের রকমফেরও নামডাফায় উল্লেখ্য। হাতি, বাইসন অবাধে চরে বেড়ায়। হাজারো পাখির কলকাকলি মাতিয়ে রাখে নামডাফার জলসাঘর। চারধর্মী রঙবেরঙের ধনেশ ছাড়াও, মোনাল, কালিজ, পিকক ফেজেন্ট, নানান জাতের মিনিভেট, টিয়া, কেশোরাজ, সাদা কাক ছাড়াও নানান ধরনের বিচিত্র সব পাখি কূজন শোনায়। নানান বৈচিত্র্যের অধিকারী নামডাফায় যাতায়াতের সুব্যবস্থা গড়েনা ওঠায় আজও দুর্গম হয়ে রয়েছে পর্যটক মানচিত্রে। শীতের আধিক্য থাকলেও ডিসেম্বর প্রথম থেকে মার্চ ১৫ নামডাফা ভ্রমণে রমণীয়।

বিজয়নগর

গহন বন আর পাহাড়— বয়ে চলেছে নোয়া-ডিহিং নদী। তিন পাশ বার্মায় ঘেরা। এই হচ্ছে অরুণাচলের অন্যতম বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান বিজয়নগর। ১৭ শতকের কথা—বার্মা থেকে এসে বসবাস গড়ে খামতি ও সিংফো সম্প্রদায় বিজয়নগরে। গড়ে তোলে বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র—রূপ পায় স্তূপ ও বিহার। নতুন করে আবিষ্কার ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রবাহাদুর দামাই-এর হাতে এই বৌদ্ধ বিহার। আর রয়েছে লিসু সম্প্রদায় বিজয়নগরের আশেপাশে। মঙ্গোলিয়ান আর আর্য মিলনের চমৎকার নিদর্শন এই লিসু উপজাতি। কথিত আছে, গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের সৈন্যবাহিনীর একটা অংশের উত্তরপুরুষ এরা।

খোনসা থেকে বাস ও জিপ মেলে বিজয়নগরের। আবার মার্গারিটা থেকেও সড়ক সংযোগ রয়েছে। দূরত্ব ২৪০ কিমির মতো। আবার নোয়া-ডিহিং-এর বুক বেয়ে মিয়াও থেকেও পথ এসেছে বিজয়নগরে। পথশোভা সুন্দর। নামডাফা থেকে এপথের দূরত্ব ১২০ কিমি। থাকার জন্য *CH, IB* আছে। আহার্য চৌকিদারের হেপাজতে। অত্যুৎসাহীরা লিখাপানি-জয়রামপুর হয়ে বার্মা সীমান্তে পাম্সিসানও বেড়িয়ে নিতে পারেন।

পথের পাঁচালী-৩
ইংরেজী থেকে তামিল

How much	Ennavilai	Back	Pinpakkam
Reduce	Kuraikkavum	North	Vadakku
Bring	Kondu vaa	South	Therku
Out of order	Sarlyaha illai	East	Kizhakku
Please call a	...Koopidungal	West	Merku
Give	Kodu	Go Straight	Nerahapo
Take	Yedu	Turn	Thirumbu
Go	Po	Yes	Aam
Boy	Siruvan	No	Illai
Girl	Sirumi	Good	Nallathu
Man	Manithan	Bad	Kettathu
Woman	Penn	Sorry	Varunthukiren
One	Onru	Excuse me	Manniyungal
Two	Irandu	Good morning	Vanakkam
Three	Moonru	Good night	Vanakkam
Four	Naangu	Good bye	Pol Varukiren
Five	Ainthu	Alright	Sari
Left side	Idathu pakkam	Thank you	Nandri
Right side	Valathu pakkam	I need	Vendum
Stop	Niruththu	Come	Vaa

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

বঙ্গোপসাগরের জলে উত্তর থেকে দক্ষিণে ৫৭০টি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে পান্নাসবুজ দ্বীপমালা টুইন আইল্যান্ড— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। অবস্থান এদের ১৩.৫° উত্তর থেকে ৬° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২° থেকে ৯৪° পূর্ব দ্রাঘিমায়। ভারত থেকে বার্মামুখী ⅜ অংশ যেতে বঙ্গোপ-সাগরের জলে মূলত এগুলি পাহাড়ের চুড়ো। নিউগিনি থেকে শুরু করে বোর্নিও, বালি, সুমাত্রা পেরিয়ে উত্তরে বাঁক নিয়ে গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হয়ে কার নিকোবর, লিটল আন্দামান, মিডল দিয়ে উত্তর আন্দামান দ্বীপ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে ৭২৫ কিমি জুড়ে দ্বীপমালা বা আইল্যান্ড আর্ক রূপে বিস্তার এদের। গড় উচ্চতা হাজার চারেক ফুট। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরি। উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, বারাটাং আর রাটল্যান্ড এই পাঁচটি এদের মধ্যে বৃহত্তম। পরিচিতিও এদের গ্রেট আন্দামান গ্রুপ নামে। গ্রেট আন্দামানের দক্ষিণে লিটল আন্দামান। লে. গভর্নর শাসিত রাজ্য এই দ্বীপপুঞ্জ। কার নিকোবর ছাড়া বাকি সব পাহাড়ী, অরণ্যময়—চন্দ্রাতপ গড়েছে দ্রাক্ষালতায়। আন্দা-মান গ্রুপের দ্বার ভারতীয়দের কাছে অবারিত। তবে, লিটল আন্দামান ও নিকোবরের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেতে বিশেষ অনুমতি লাগে Deputy Commissioner, A & N Islands, Port Blair বা Nicobar থেকে। বিদেশীদের অনুমতি নেই নিকোবরে যাবার।

আর বিদেশীদের আন্দামান যেতেও RAP লাগে Deputy Secretary, Govt of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-1 বা নিকটতম Indian Embassy থেকে। তবে, পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছেও Immigration Office থেকে পারমিট পেতে পারেন পৌর এলাকায় ৩০ দিন ভ্রমণের। তেমনই পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে Deputy Superintendent of Police Office-এ নাম নথিভুক্ত করতে হয় বিদেশীদের। আবার Foreigners' Registration Office : কলকাতায়— 237 Acharjya J C Bose Rd, ✆ 2473301/ চেন্নাই/মুম্বাই/ দিল্লী থেকেও ১৫ দিনে (Municipal Area—Port Blair, Havelock, Long Island, Neil Island, Mayabunder, Diglipur, Rangat). আন্দামান ভ্রমণের ১৫ দিনের বিশেষ *পারমিট মেলে।* আর দিনে দিনে Jolly Buoy, South Cinque, Red Skin, Madhuban, Ross, Wandoor, Chidya Tappu বেড়াবার অনুমতি মেলে বিদেশীদের।

জনবসতি গড়ে উঠেছে মাত্র ১৩০টি দ্বীপে আন্দামান ও নিকোবরে। প্রস্তুতি চলছে আরও দ্বীপে বসতি গড়ে তুলতে। সদর দপ্তর বসেছে দক্ষিণ আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে। সারা দেশের সঙ্গে ১৯৪৭এ এই দ্বীপপুঞ্জও স্বাধীনতা পায় ব্রিটিশ শাসন থেকে। আর ১৯৫৬র ১লা নভেম্বর কেন্দ্রের শাসনাধীনে যায় আন্দামান। সেই থেকে আন্দামান ও নিকোবর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবস্থান হিসাবে সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম আন্দামানের।

আন্দামানের ইতিহাস আজকের নয়। রামায়ণেও এর উল্লেখ মেলে। উল্লেখ মেলে জেরিনি ও টলেমির লেখাতেও। এমনকি ২ শতকে রোমান ভূতত্ত্ববিদের বিশ্ব মানচিত্রে *গুড ফরচুন* নামে উল্লেখ মেলে দ্বীপপুঞ্জের। ৭ শতকে চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও নগ্ন মানুষদের দেশ নামে উল্লিখিত হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর। ১০৫০এ চোল রাজাদের তাঞ্জোর শিলালিপিতেও *Nakkavaram* অর্থাৎ নগ্ন মানুষদের দেশ নামে অভিহিত হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর। ১২৯২এ মার্কো পোলো উল্লেখ করেছেন *Necuveron* বলে নিকোবরকে। সমকালের চীনা লেখকরা *Lo-Tan Kvo* নামে অভিহিত করেছেন কার নিকোবরকে। আর, আন্দামান নামটি এসেছে মার্কো পোলোর Angamanian থেকে। দ্বিমতে, লর্ড হন্ডুমান বা হনুমান থেকেই নাকি আন্দামান নামের উৎপত্তি। শ্রীলঙ্কা যাতায়াতে সমুদ্র পেরুতে হনুর ধাপ (পায়ের) পড়ত দ্বীপশিরে। অর্থাৎ *স্টেপিং স্টোন* রূপে ব্যবহৃত হত দ্বীপ।

২৫৮০ বর্গ মাইল বিস্তৃত এই দ্বীপপুঞ্জকে টলেমি নাম দিয়েছেন গুড স্পিরিট আইল্যান্ড, আর ভারতীয় বণিকেরা আন্ধার মাণিক্য। আবার কারও কারও মতে উদিত সূর্যের দেশ, কারও বা মতে গোল্ড ফ্লাওয়ার। কেউ বলেছেন— ল্যান্ড অব মেরিগোল্ড, কেউ বা বলেন অভিমানী আন্দা-মান, কেউ বা বলেন বিভীষিকাময় আন্দামান, আবার কারও কারও মতে কালাপানির দেশ আন্দামান। আর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে নেতাজী সুভাষ নাম রেখেছিলেন এর শহীদ দ্বীপপুঞ্জ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।

আন্দামান ও নিকোবর দু'টি পৃথক দ্বীপপুঞ্জ। বঙ্গোপ-সাগরে ১০ ডিগ্রি চ্যানেলের দু'দিকে দুই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। একের নাম আন্দামান গ্রুপ—নর্থ, মিডল, সাউথ ও লিটল নিয়ে। আর গ্রেট নিকোবর, কার নিকোবর, কাচাল, নানকৌড়ি, চাওরা, টেরেসা ও ক্যাম্বেল বে নিয়ে নিকোবর গ্রুপ। দ্বীপ আছে আরও নানান দুইয়েতেই। ব্রিটিশের হাতে সংযুক্তি ঘটে আন্দামান ও নিকোবরের ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। তারও শ'খানেক বছর আগে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের কালে হাইড্রোগ্রাফার ক্যাপ্টেন আর্কিবল্ড ব্লেয়ার বাংলা থেকে লোকজন নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের চাথামে এসে বসতি গড়েন। সভ্য জগতের আলো পড়ে আন্দামানে। আর ১৮৫৭র প্রথম স্বাধীনতা

সংগ্রামে শঙ্কিত ব্রিটিশরাজ ১৮৫৮য় প্রথম দ্বীপান্তরে *(কালাপানি)* পাঠায় রাজদ্রোহে দণ্ডিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দামানে।

তবে সংযোগ ঘটে তারও আগে মারাঠাদের হাতে ১৭ শতকের শেষভাগে ভারত ভূখণ্ডের সাথে আন্দামানের। ১৮ শতকের প্রথম—বার বার সংঘাতও ঘটে মারাঠা অ্যাড-মিরাল কানৌজী আংরের নৌবাহিনীর সাথে ব্রিটিশ, ডাচ ও পর্তুগিজদের। দখল আগলে আমৃত্যু (১৭২৯ খ্রি) দমনও করেন একের পর এক বিদেশী হানা আংরে। অবশেষে পর্তুগিজ ও ডাচরা পরে পরে এসে দখল গাড়ে আন্দামানে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ □ রাজধানী: পোর্ট ব্লেয়ার। আয়তন: ৮২৪৯ বর্গ কিমি; আন্দামানের ৬৩৪০ আর নিকোবর ১৯০৯ বর্গ কিমি। দৈর্ঘ্যে: উত্তর থেকে দক্ষিণ—৮০০কিমি; কোস্ট লাইন—২০০০ কিমি। লোকসংখ্যা: ২৭৭৯৮৯। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.০৩%। পুরুষ: ১৫২৭৩৭। নারী: ১২৫২৫২। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৮৯২৪৮। বৃদ্ধির হার: ৪৭.২৯%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৩৪। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮২০। সাক্ষরের হার: ৭৩.৭৪%। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৬৭৫১.০০ টাকা (১৯৯২-৯৩)। প্রধান ভাষা: আন্দামানিজ; বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, নিকোবরীজ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালাম ভাষারও প্রচলন আছে আন্দামান ও নিকোবরে। ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের দেশ আন্দামান। ভূখণ্ডের সর্বাধিক উচ্চতা ৭৩২ মিটার। বেড়াবার মরসুম মধ্য অক্টোবর থেকে মে-র মধ্য ভাগ হলেও মধ্য নভেম্বর থেকে মার্চ মাস আন্দামান ভ্রমণের মনোরম সময়। শীতের দিনগুলিতে ৭৫-৮৫° আর গ্রীষ্মে ৭৮-৯৫° ফারেনহাইটে ওঠানামা করে তাপমান। আর্দ্রতা সারাবছরেই ৮০%। বর্ষা বছরে দু'বার—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে মধ্য মে থেকে অক্টোবর, আর উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে বৃষ্টি হয় আন্দামানে। বছরের গড় ১২৫″। তবে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি প্রায় সারাবছর জুড়েই। তবুও জুনেই বৃষ্টির আধিক্য, ঠিক তেমনই গরমও বেশি মার্চ থেকে মে মাসে আন্দামানে।
দিন দশেকে বেড়িয়ে আসুন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাহাজ বা বিমানে কলকাতা বা চেন্নাই থেকে।

আর দ্বিতীয় মহাসমর কালে (মার্চ ২৩, ১৯৪২—অক্টোবর ৭, ১৯৪৫) জাপানের দখলে যায় দ্বীপপুঞ্জ। তৈরি হয় রাস্তাঘাট, বিমান অবতরণক্ষেত্র, জাহাজ নোঙরের জেটি—সেজে ওঠে আধুনিক সাজে আন্দামান। তবে এই আধুনিকতা দ্বীপবাসীদের পছন্দ নয়—সুযোগ সুবিধা মতো গেরিলা হানা হানে জাপদের উপর। আর, ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩এ জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর ঘোষণা বলে দ্বীপপুঞ্জের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় Provisional Govt of Azad Hind অর্থাৎ নেতাজী সুভাষের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর হাতে। প্রথম জাতীয় পতাকাও ওড়ে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৪৩এ পোর্ট ব্লেয়ারে। বাস্তবায়িত হয় প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন আন্দামানে। দখল ফেরে ব্রিটিশের হাতে আবার ১৯৪৫এ, আর ১৯৪৭এ স্বাধীনতা।

মূলত আদিবাসীদের দেশ আন্দামান। স্বীকৃত গোষ্ঠীর সংখ্যা ছয়। মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড বংশোদ্ভূত এরা। শাম্পেন ও নিকোবরীরা মঙ্গোলয়েড গ্রুপের আর আন্দামানী, ওঙ্গে ও সেন্টিনেল সম্প্রদায় নিগ্রোয়েড গোষ্ঠী ভুক্ত। দক্ষিণ আন্দামানের পশ্চিম জুড়ে ৭০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত পাহাড় আর বন—হিংস্র জারোয়াদের বাস, সংখ্যায় এরা ২৫০; সভ্য জগতের আলো পৌঁছায়নি আজও এদের মাঝে। ১৯৬৮তে ধৃত একদল জারোয়াকে সভ্য সমাজের বৈভব দেখাতে পোর্ট ব্লেয়ারে আনা হয়। আধুনিকতার রোশনাই দেখে ঘরে ফিরতে সমাজ তাদের বয়কট করে। আজও তারা উপদল গড়ে বাস করছে পৃথকভাবে। নানান মহামারীতে সংখ্যায় কমে কমে ৬০৩ হেক্টরের স্ট্রেট আইল্যান্ডে আজ ২০ গ্রেট আন্দামানিজ-এর বাস। লিটল্ আন্দামানের ১০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত দুগং ও দক্ষিণ খাঁড়িতে উল্কি আঁকা ১০২ নগ্ন ওঙ্গের মাঝে বসন পৌঁছেছে। এমনকি টিনের হাটও গড়ে দিয়েছে এদের বাসের জন্য সরকার; স্কুলও হয়েছে। তবে জনসংখ্যা এদের কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। নর্থ সেন্টিনেলে ১০০ সেন্টিনেলিজ, হিংস্রতায় জারোয়াতুল্য এরা, আজও লোকচক্ষুর অগোচরে আদিম জীবন যাপন করছে। শুভেচ্ছার নানান যৌতুক নিয়ে প্রতিনিধি যেতে ২মি দীর্ঘ তীর ছোঁড়ে বিষ লাগিয়ে সভ্য জগতের মানুষ দেখে এরা। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শিকারই এদের একমাত্র জীবিকা। আর নিকোবরে ২৯০০০ নিকোবরী, ক্যাম্বেল বে-তে মঙ্গোলীয়ানদের বংশোদ্ভূত ২১৪ শাম্পেন ছাড়াও নানান সম্প্রদায়ের আদিবাসীর বাস। এদের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক দ্বীপ। আর আছে কয়েদীদের বংশধরেরা, যারা বংশপরম্পরায় আজ আন্দামানী হলেও *লোকাল বর্ন* রূপে পরিচিতি এদের। এছাড়া ১৯৫০এ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ৮০০০ বাস্তুহারাদের সঙ্গে সিংহল ও বার্মা প্রত্যাগত প্রবাসী ভারতীয়রাও বাসিন্দা হয়েছেন আন্দামানে। এসেছেন দক্ষিণীরাও তামিলনাডু ও কেরল থেকে আন্দামানে। গত
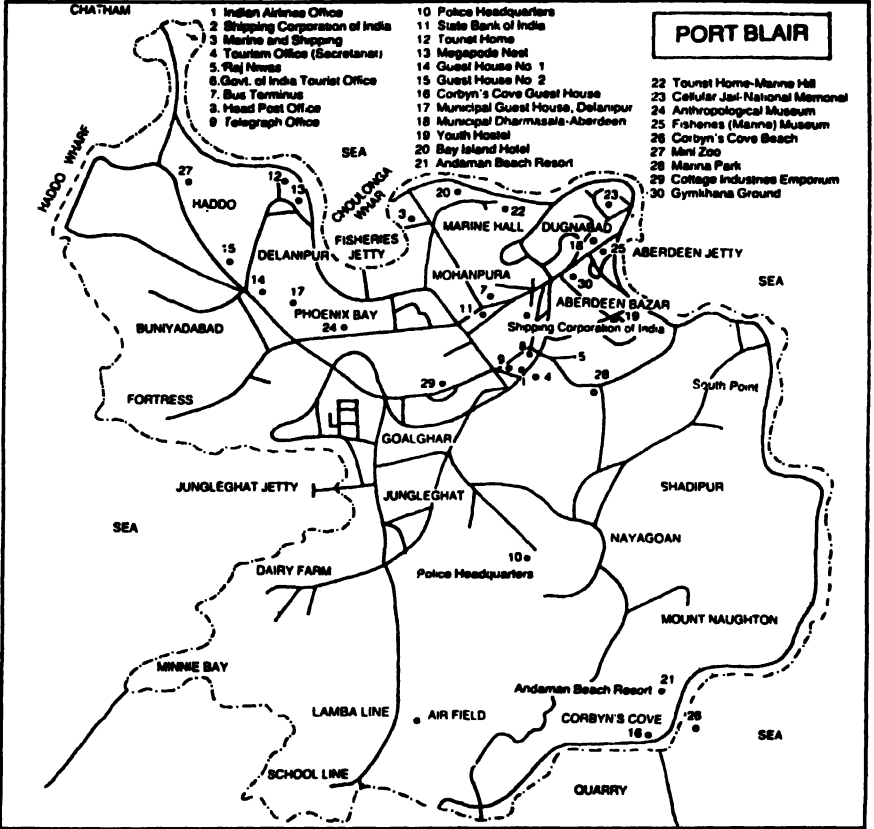
এক দশকে সিংহল থেকে প্রত্যাখ্যাত লক্ষাধিক তামিলও উপনিবেশ গড়েছে আন্দামানে। আন্দামানে ভিখারির অভাব। অপরাধপ্রবণতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও অশ্রুত।

যে যাই বলুক, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রূপের তুলনা হয় না। সূর্যকরোজ্জ্বল দিন; মৃদু-মন্দ নির্মল বাতাস। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশের নীলে গোলা অথৈ বঙ্গোপসাগর। তারই মাঝে সফেন ভেজা রুপোলী বালুকাবেলা দ্বীপ থেকে দ্বীপে। অগভীর সমুদ্রে রঙিন মাছেদের জলকেলি, নয়ন মনোহর প্রবাল, জলজ উদ্ভিদ রমণীয় করে তোলে দ্বীপমালাকে। প্রকৃতিরানী অতি নিপুণ হাতে দক্ষ স্থপতির মতো বঙ্গোপসাগরের বুকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছেন পাহাড় আর অরণ্য দিয়ে আন্দামানকে। ৮৬% অর্থাৎ ৭১৪৪ বর্গ কিমি বনভূমি রয়েছে আন্দামানে। দ্বীপপুঞ্জের মূল সম্পদও বনজসম্ভার। ২০০০ ধর্মী উদ্ভিদ হচ্ছে আন্দামানে যার ২২১ রকম বিশ্বের অন্যত্র মেলে না। আর ৪৫ রকম ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে স্থানীয়দের মধ্যে। টিক, মেহগনি, রোজউড হচ্ছে, রবার চাষও গুরুত্ব পেয়েছে নতুন করে। তারই মাঝ দিয়ে পথ চলেছে বন মাড়িয়ে। দু'পাশে নারকেলের সারি। বসতিও গড়ে উঠেছে বন কেটে পাহাড় গুঁড়িয়ে আন্দামানে। ১৯৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে ৫৭৯.০২ লক্ষ টাকা আহৃত হয়েছে বন থেকে। তেমনই ২৪২ প্রজাতির পাখি কোরাস ধরে বনভূমের গাছের শাখে শাখে। ৪৬ ধর্মী স্তন্যপায়ী জীবের সাথে ৭৮ধর্মী সরীসৃপেরও বাস আন্দামানে। আর রঙবেরঙের প্রজাপতির বর্ণালীর সাথে অর্কিড ও ট্রপিকাল ফুলেদের রঙের বাহার সারা দ্বীপভূমে। ভ্রমণে-স্বর্গরাজ্য আন্দামানের আকর্ষণ আজও তাই অদম্য। শীত ও গ্রীষ্ম দু'য়েরই প্রকোপ কম। আবহাওয়া সারা বছরই আর্দ্র। তবে বর্ষায় সমুদ্র অশান্ত হয়ে পড়ে। তাই বর্ষা ঋতুতে আন্দামান ভ্রমণ পরিহার করাই উচিত হবে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারির প্রথম আন্দামান ভ্রমণের মনোরম সময়। বৃষ্টির

জল সঞ্চিত রেখে পানীয় জলের সংস্থান করে পোর্ট ব্লেয়ার। জিনিসপত্রের দামেও কিছুটা আধিক্য ঘটে পোর্ট ব্লেয়ারের দোকানপাটে।

পোর্ট ব্লেয়ার

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সদর দপ্তর বসেছে দক্ষিণ আন্দামানের উঁচু-নিচু পাহাড়ী শহর পোর্ট ব্লেয়ারে। ছোট ছোট সবুজ টিলায় আধুনিক শহর ছড়িয়ে। চারপাশ জুড়ে বঙ্গোপসাগর। অগভীর সমুদ্র—স্বচ্ছ জল, নয়নলোভন প্রবালেরা হেলেদুলে মাথা নেড়ে স্বাগত জানায়।তবে, পর্যটকদের দুনিয়া আবারডিন বাজারকে ঘিরে। নানান হোটেল, বাস স্ট্যান্ড, যাত্রী ডক, শিপিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া অফিস, সবেরই অবস্থান আবারডিন বাজার এলাকায়। ভারত সরকারের Tourist Office বিমানবন্দরগামী দক্ষিণমুখী VIP Rd-এ মিনিট পনেরোর পথে। আর আন্দামান ও নিকোবর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের Tourist Office বসেছে মিনিট বিশেকের পথে ট্যুরিস্ট হোম—হাডোয়; সেক্রেটারিয়েটেও দপ্তর আছে এদের। বাংলোধর্মী কাঠের বাড়িঘর, বোগেনভিলা তোরণ করে দাঁড়িয়ে। ১৯৯১এর আদমসুমারি মতে ২০৩৯৬৮ জনের বাস আন্দামান জেলায় আর নিকোবর জেলায় ৩৯০২১ জনের বাস। এসেছে এরা ভারতের নানান প্রান্ত থেকে। ভারতের মূল ভূখণ্ডে কলকাতা ও চেন্নাই/ওয়ালটেয়ার থেকে বিমান ও জলপথে সংযোগ গড়ে উঠেছে মিনি ভারত—পোর্ট ব্লেয়ারের।

কলকাতা থেকে জলপথে পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব ১২৫৫, বিশাখাপতনম থেকে ১২০০, চেন্নাই থেকে ১১৯৩ কিমি। আর রেঙ্গুন থেকে ৫০০, গ্রেট চ্যানেলের ব্যবধানে সুমাত্রা থেকে ১৪৫ কিমি। আর বার্মার কেপ নেগ রেইস থেকে আন্দামানের দূরত্ব ১৯০ কিমি মাত্র।

IAC-র বিমান সপ্তাহের 1 3 5 দিন ৫-৩০এ কলকাতা ছেড়ে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে আন্দামানের গেটওয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে যাচ্ছে ৭-৩০এ। ফেরে 2 4 6 দিন সকাল ৮-১৫য়। ভাড়া কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ৫৩০৫। আর 2 4 6 দিন ৫-৩০এ চেন্নাই ছেড়ে পোর্ট ব্লেয়ার যাচ্ছে ৭-৩৫এ; ফেরে ৮-১০এ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে 1 3 5 দিন চেন্নাই। ভাড়া ৫৩৬৫। যথেষ্ট চাহিদা হেতু আগেভাগে OK টিকিট করে রাখা উচিত হবে। আর প্রাইভেট বিমান ইস্ট ওয়েস্ট এয়ারলাইন চেন্নাই-পোর্ট ব্লেয়ার-চেন্নাই ত্রিসাপ্তাহিক সার্ভিস গড়েছে।

তবে, ব্যস্ততা না থাকলে আন্দামান ভ্রমণার্থীদের জাহাজের আকর্ষণ সম্ভবত বেশি। বঙ্গোপসাগর দিয়ে ৪ খানা জাহাজ মাসে ৩/৪ বার যাতায়াতও করে কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের হ্যাডো হার্ফে বন্দরে। সাধারণত চারদিন অপেক্ষা করে প্রতিটা জাহাজ বন্দরে। সময় সময় চেন্নাইও যায় এরা। তাই প্রয়োজনে ৪ দিনে সফর সেরে ঐ জাহাজেই ফেরা যেতে পারে। তবে টিকিট আগে থেকে কেটে রাখাই বাঞ্ছনীয়। ভাড়া শীতাতপ M V Nicobar-এ বাঙ্ক : ৯৫৫, কেবিন: ৬ বার্থের কমন বাথ ২২৪৩, ৪ বার্থের বাথ সংলগ্ন ২৮৫২, ২ বার্থের বাথ সংলগ্ন ৩৪৫০। সময় নেয় ৩ থেকে৪ দিন। দিনভর আহার্য: বাঙ্ক শ্রেণী ৫০,কেবিন ১০০ প্রতিদিন প্রতিজনা। ভেজ ও নন ভেজ দুই-ই মেলে। শীতাতপ M V Harshabardhan বাঙ্ক ৯৫৫ কেবিন: ৪/৬ বার্থের কমন বাথ ২২৪৩ ১৭২৫ ৪ বার্থের বাথ সংলগ্ন ২৮৫২ ২ বার্থের বাথ সংলগ্ন ৩৪৫০ ১ বার্থের বাথ সংলগ্ন ৩৪৫০; M V Akbar-এ বাঙ্ক ৮২৮ A/c ডর্মি ১৪৪৯ ২ বার্থের বাথ কমন ২৪২৭ ২ বার্থের বাথ সংলগ্ন ৩৪৫০। M V Nancowry-ও যাচ্ছে মূল ভূখণ্ড থেকে পোর্ট প্লেয়ারে। তবে, বাধ্যবাধকতা নেই জাহাজি আহারে। আন্দামান যাতায়াতে নিকোবর বা হর্ষবর্ধনকেই বেছে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। যাত্রী যাচ্ছেন হর্ষবর্ধনে (কেবিন ১৫০+বাঙ্ক ৫৯৬) ৭৪৬, নানকৌরীতে ১৫৭৫, নিকোবরে ১১৯৪ জনা। উল্লিখিত ভাড়া যাত্রী পিছু এক পিঠের।

আর, লাগেজ কেবিন যাত্রীদের ২৫০ কেজি, বাঙ্ক যাত্রীদের ৫৫ কেজি ফ্রি। অতিরিক্ত লাগেজের ক্ষেত্রে মাশুল লাগে। লাগেজের আকার ৩×২ ফুটের মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক।

আর চেন্নাই থেকে M V Najd-II & III (শীতাতপ ফ্লোর স্পেস, সোফা/চেয়ার, কেবিন)—ভাড়া কলকাতারই তুল্য। T S Nancowry মাসে ২/৩ বার পোর্ট ব্লেয়ার যাচ্ছে। বিশাখাপতনম (Bhanojiraw & Guruda, Pattavirama & Co, PB 17, Visakhapatnam) থেকেও জাহাজি সার্ভিস মেলে ২ মাসে একবার পোর্ট ব্লেয়ারের। রেল না পৌঁছালেও রেলের কম্প্যুটার চালিত Out Station Booking Office বসেছে সেক্রেটারিয়েটে।

আরও তথ্যের জন্য দি শিপিং করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া লি., শিপিং হাউস, ১৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-১, ✆ 2482354, সংবাদ ✆ 2485420 আর চেন্নাই-এ The Shipping Corpn of India Ltd, Jawahar Building, Rajaji Salai, Chennai-600001, ✆ 514537-কে যোগাযোগ করুন। আর ফেরার পথে যোগাযোগ করুন The Shipping Corpn of India Ltd, Aberdeen Bazar, Port Blair-744101 বা The Harbour Master, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair-কে।

অতীতের প্যাসেজ বুকিং প্রথার আমূল বদল ঘটেছে। খবরের কাগজ/রেডিও-তে বিজ্ঞাপিত যাত্রার ৪/৫ দিন আগেই বাঙ্ক ও কেবিন ক্লাস টিকিটের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ৩ খানা পাসপোর্ট সাইজের ফটোসহ দুই প্রস্থে পূরণ করে সরাসরি আবেদন করতে হয়—দি শিপিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া (প্যাসেজ ডিপার্টমেন্ট), কলকাতা বা চেন্নাই দপ্তরে। যাত্রার দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ফেরার রিটার্ন টিকিটও মেলে এদের কাছে। Resident Commissioner, A & N Administration, F-105 Curzon Road, New Delhi-110001, ✆ (011) 3782945 থেকেও আবেদন পত্র মেলে। তেমনই সরকারি বিধান বা ভি আই পি সফরে যাত্রার অন্তত ৫ দিন আগেই টিকিটের জন্য—Chief Liaison Officer, A & N Administration, 3A, Auckland Place, 2nd floor, Calcutta-700017, ✆ 2475084-কে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কর্মরত সরকারি কর্মীদের আইডেনটিটি কার্ড পাসপোর্ট

ফটোর পরিবর্তরূপে গ্রাহ্য। ছাত্রদের ৫০% রিবেটও মেলে ভাড়ায়। দ্বীপবাসীদেরও রিবেট মেলে ভাড়ায়।

আন্দামান যাতায়াতে জলপথের আকর্ষণ সর্বাগ্রে। সামুদ্রিক পীড়া ব্যক্তি ভেদে কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটালেও নানান মাছের সাথে ডলফিন, তিমি, হাঙর ছাড়াও সামুদ্রিক প্রাণীর জলকেলি, নৃত্যরত শুশুকের দল, জলের রঙ বদল, বিশেষ করে পূর্ণিমা রাতে সমুদ্রের রূপের তুলনা হয় না।

পোর্ট ব্লেয়ার বেড়াবার জন্য ট্যাক্সি ও বাস চলছে। ট্যাক্সির মিটার অধিকাংশ ক্ষেত্রে খারাপ থাকে। চুক্তিতে যেতে আগ্রহী চালকরা। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভাড়ায়ও ট্যাক্সি চলছে পোর্ট ব্লেয়ারে। সাইকেল, মোপেডও ভাড়ায় মেলে পোর্ট ব্লেয়ারে। আর দ্বীপ থেকে দ্বীপে যাচ্ছে হেলিকপ্টার ও জলযান ফেরি সার্ভিসে। Nicobar, Cholunga, Onge, Little Andamans, Maya Bunder, Yerewa-তে ফেরি জাহাজ যাচ্ছে সপ্তাহে সপ্তাহে। আর যাচ্ছে হেলিকপ্টার— Rangat, Maya Bunder, Little Andaman, Diglipur, Car Nicobar, Campbell Bay দ্বীপে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। টিকিটের প্রচুর চাহিদা। আগ্রহীদের উচিত হবে জলযানের জন্য : Harbour Master ; ফেরি সার্ভিসের জন্য : Marine Office (Inter Islands Ferry), Port Blair ; হেলিকপ্টারের জন্য: Director of Transport, Port Blair-কে যোগাযোগ করা। তেমনই পর্যটন দপ্তরও যাচ্ছে নানান প্যাকেজ ট্যুরে দ্বীপ থেকে দ্বীপে।

বাস স্ট্যান্ডের শিরে ফোনিক্স বে আর ডানহাতি বাজার ছাড়িয়ে জিমখানা গ্রাউন্ড রেখে জি বি পন্থ রোডের শেষ আবারডিন জেটি তথা সেলুলার জেলে। জেটির দক্ষিণে ফিসারিজ মিউজিয়ম, মেরিন পার্ক। আর বামে পাহাড় চড়ে হাড্ডো। এপথেই অ্যানথ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়ম, মিনি জু, ফরেস্ট মিউজিয়ম পর পর দাঁড়িয়ে। বাস থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে শহরের প্রাণকেন্দ্র মিডল পয়েন্টে জ্যুলজিক্যাল মিউজিয়ম, কটেজ ইনডাসট্রিজ, খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের অবস্থান। আরও দক্ষিণ-পুবে ডিলথামান ট্যাঙ্ক। শহরের সর্ব দক্ষিণে করবাইনস কোভ সাগরবেলা। সেতু দিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে শহরের উত্তরে চাথাম দ্বীপ।

সেলুলার জেল: শহরের উত্তর-পুবে ১৮৭৯তে ব্রিটিশ জেনারেল ক্যাদালের হাতে ভিত্তিপ্রস্তর, আর ১৮৯২ থেকে ১৯১০এ ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে কুখ্যাত সেলুলার জেল। সাগরমুখী পাহাড়ের উপর, পিছনেও খাড়া পাহাড়—গিয়ে মিলেছে সাগরে। ত্রিতল এই জেলে ৭টি শাখায় (wing) সারি সারি ৭৫৬টি সেল ছিল সেকালে। জানালাহীন সঙ্কীর্ণ সেল অর্থাৎ কক্ষ—৩ মি উঁচুতে ছোট্ট গবাক্ষ। ফালক্রাম হয়ে সেন্ট্রাল টাওয়ার। টাওয়ার চড়ে চারপাশের প্রকৃতি সুন্দর দৃশ্যমান। ১৮৫৮-১৯৩৮ ব্রিটিশরাজ রাজদ্রোহের অপরাধে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বীপান্তরে পাঠায় সেলুলারে। ব্রিটিশের অত্যাচার সইতে না পেরে শহীদও হন নানানজনা। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ১৭-৩০টায় টিল হাউস ও ট্যুরিস্ট হোমে নিখরচায় ১ ঘণ্টায় VDO প্রদর্শনীতে Man in search of man অর্থাৎ সেলুলারের অতীত আখ্যান ছাড়াও জারোয়া ও ওঙ্গীদের সমাজ জীবন দেখে নেওয়া যায়। টাওয়ারের দ্বিতলের দেওয়ালে ১৩টি ফলকে নামাঙ্কিত রয়েছে তেমনই ৩৩৬ জন শহীদের।

Conducted tours organised by Tourism Department (All tours commence from Andaman Teal House)

	Adult Rs	Child Rs
I. Jolly Buoy / Redskin Islands (8-30 to 16-30 hrs) (J/Buoy)	Bus 75	38
	Boat 75	40
(R/Skin)	Boat 50	25
II Wandoor Beach via Sippighat Agri Farm & Rubber Plantation (8-30 to 12-30 hrs)	Bus 75	38
III Chiriyatapu (8-30 to 16-30 hrs)	Bus 75	38
IV Corbyn's Cove Beach (8-30 to 12-30 hrs)	Bus 40	20
V Mini City includes (Gandhi Park) Water Sports & L & Sound Show (14-00 to 19-00 hrs)	Bus 40	20
VI City Sight Seeing (8-30 to 12-30 hrs) & (13-30 to 17-00 hrs)	Bus 40	20
VII. Trips to L & Sound and back	Bus 15	8

NB: Trips will be subject to the sufficient bookings

Trips organised by Marine Department
✆ 20742/20526

	Adult Rs	Child Rs
I Jolly Buoy/Red Skin Island	Boat 75	40
From Wandoor at 10-00 hrs (Monday off)	Boat 50	25
II Ross Island from Phoenix Bay Jetty (Wednesday off) (8-30/10-30/12-30 hrs)	13	4
III. Harbour Cruise or Seven Points from Phoenix Bay Jetty (Everyday) (15-00 to 17-00 hrs)	20	7

For more information : Tourist Information Centre, Secretariat, Port Blair, ✆ 20694/20642

১৯৪১-এর ভূমিকম্প ও জাপানী হানায় ৭টির মধ্যে ৪টি উইং বিধ্বস্ত হতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল বসেছে স্বাধীনোত্তর কালে নবসাজে। অবশিষ্ট তিনের একটিতে সাধারণ জেল থাকলেও ১৯৭৯র ১১ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় স্মৃতি মন্দির হয়েছে ব্রিটিশের গড়া সেলুলার। রূপও পেয়েছে মিউজিয়ম—বিপ্লবীদের নানান স্মারক নিয়ে। সোম ও ছুটি ছাড়া ৯—১২-০০, ১৪—১৭-০০টায় দর্শন। এমনকি ২০শে অক্টোবর ১৯৯০ থেকে *Son-et-Lumiere* প্রদর্শনীতে ১৮-০০টায় হিন্দি, ১৯-১৫য় ইংরেজি ধারাভাষ্যে এক ঘণ্টায় (দশের অধিক যাত্রী হলে) দেখে নেওয়া যায় বীর সাভারকর থেকে উল্লাসকর দত্তদের আমৃত্যু সংগ্রামের সাথে নেতাজী সুভাষের আন্দামান আগমন আখ্যান। টিকিট ৬। অগ্রিম টিকিট ৮-৩০—১০-০০টায় Tourist Information Centre, Haddo; ১৪—১৬-৩০টায় Tourism Office-এ মেলে। বিশেষ বাসও যাচ্ছে Tourism Office থেকে ১৭-
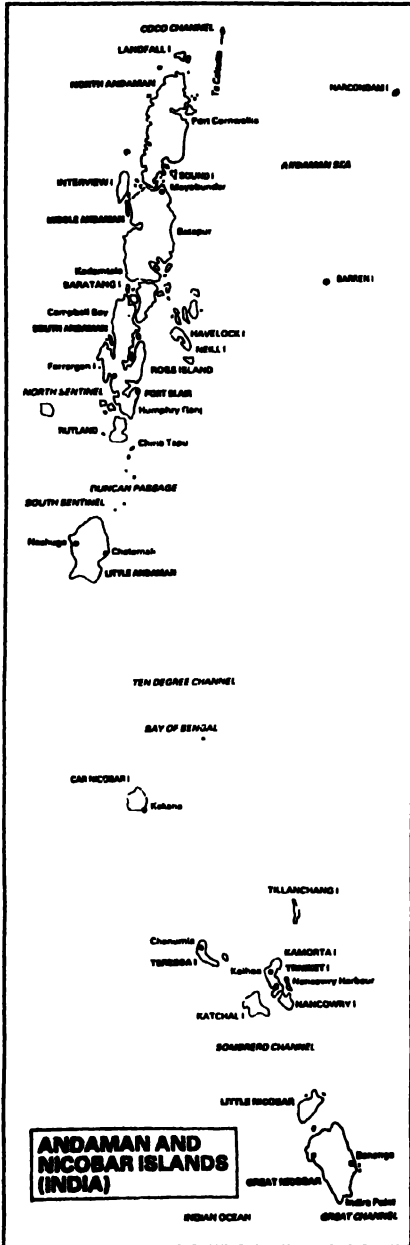
১৫য় Son-et-Lumiere দর্শনে। আর ৯—১৭-০০টায় দেখে নেওয়া যায় সেলুলার।

জিমখানা গ্রাউন্ড : ১৯৪৩এর ৩০শে সেপ্টেম্বর স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা তোলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ আন্দামান ক্লাবের বিপরীতে অতীতের জিমখানা গ্রাউন্ডে। সেও এক বরণীয় ঘটনা পোর্ট ব্লেয়ার তথা সারা ভারতের। পায়ে পায়ে বেড়াবার মনোরম পরিবেশ।

গান্ধী পার্ক: আন্দামান বাসে শহরের নবতম আকর্ষণ চিলড্রেন্স পার্ক, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ডিয়ার পার্ক, ওয়াটার স্পোর্টস, জাপানিজ টেম্পল, লেক, গার্ডেন, রেস্তোরাঁ ছাড়াও আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্ত-বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়া উদ্যান তথা গান্ধী পার্ক।

ফিশারিজ মিউজিয়ম: দুইয়ের মাঝে সাগরপাড়ে ফিশারিজ মিউজিয়ম। কুমির, হাঙর, ডলফিন, গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া ছাড়াও ৩৫০-এরও অধিকধর্মী সামুদ্রিক প্রাণী ও প্রবালের সংগ্রহ উল্লেখ্য। পোর্ট ব্লেয়ারের অনন্য দর্শনও অনিন্দ্যসুন্দর এই মিউজিয়ম। ছুটি ও রবি ছাড়া ৯-০০—১২-৩০ আবার ১৩-০০—১৭-০০টায় খোলা।

লাগোয়া **ম্যারিন পার্কে** টয় ট্রেন থেকে নাগরদোলা পর্যটক বিনোদনের নানান ব্যবস্থা। পাশেই খেলার মাঠ— নেতাজী স্টেডিয়াম। অদূরে, রামকৃষ্ণ মিশন।

জ্যুলজিক্যাল মিউজিয়ম: মেরিন পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে শহরের প্রাণকেন্দ্র মিডল পয়েন্টে ২০০ ধর্মী প্রাণীর প্রদর্শনশালা জ্যুলজিক্যাল মিউজিয়ম। অদূরে কটেজ ইন্ডাসট্রিজ এম্পোরিয়ামে দ্বীপবাসীদের হস্তজাত মুক্তো, শঙ্খ, ঝিনুক, দারুর তৈরি নানান কিছু দেখার সঙ্গে ক্রয়ের ব্যবস্থা মেলে। রবি ও ছুটি ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা।

মিডল পয়েন্টের শিরে হাড্ডোমুখী পথে ফোনিক্স বে-তে ১৯৭৫-৭৬এ গড়া **অ্যানথ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়ম**। শনি ও ছুটি ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় মডেলে ও আলোক-চিত্রে দ্বীপবাসীদের জীবনযাত্রা তথা অতীত প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রদর্শিত হয়েছে। হস্তজাত নানান সম্ভারও দেখতে মেলে। উচিতও হবে আন্দামান ভ্রমণে দেখে নেওয়া।

মিউজিয়ম রেখে আরও উত্তরে পাহাড় চড়ে **হাড্ডো**। হাড্ডো থেকে বঙ্গোপসাগর সুন্দর দৃশ্যমান। পথেই পড়ে **মিনি জ্যু** অর্থাৎ চিড়িয়াখানা। সোমবার ছাড়া ৮—১৭-০০টায় দ্বীপভূমির দ্বিশতাধিক প্রজাতির জীবজন্তু ও পাখি দেখে নেওয়া যায়।

এপথেই স্বল্প যেতে **ফরেস্ট মিউজিয়ম**। দ্বীপভূমির অরণ্য সম্পদ প্রদর্শিত হয়েছে হাড্ডোর এই মিউজিয়মে। হাড্ডো রেখে ২ কিমি উত্তরে এশিয়ার প্রাচীনতম তথা বৃহত্তম **চাথাম শ মিল**। সেতুতে খাঁড়ি পেরিয়ে দ্বীপাকার চাথামে দ্বীপভূমির নানানধর্মী দুষ্প্রাপ্য ট্রপিক্যাল বৃক্ষের সাথে পাডুক, মার্বেল, সাটিন দেখতে মেলে। সহস্রাধিক কর্মী

কর্মরত। হাড্ডোতেও একটি শো-রুম আছে এদের। তবে, আর্থিক ক্ষতির বহর ন্যুব্জ করেছে একে আজ। কলকাতার জাহাজও চাথাম হয়ে যাচ্ছে। ছুটি ছাড়া প্রতিদিন ৯—১২-০০, ১৪—১৭-০০টায় দর্শন।

ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স: শহরের কেন্দ্রবিন্দু দিলথামানে নানানধর্মী জলক্রীড়ার সাথে সাঁতার সেতু, পেডাল ও রোয়িং বোটের ব্যবস্থা মেলে। চিলড্রেন্স ট্রাফিক রুল শিক্ষার ট্রাফিক পার্ক (১৬—২০-০০) ছাড়াও ছোটদের চিত্ত বিনোদনের নানান ব্যবস্থা। ১৮৫৯এ ব্রিটিশের সঙ্গে আন্দামানীদের যুদ্ধের স্মারকও হয়েছে। বিধ্বস্ত এক জাপানি মন্দিরও রয়েছে। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ দিলথামান। অতীতে পানীয় জলের একমাত্র সংস্থানও ছিল এই **দিলথামান ট্যাঙ্ক**। প্রতিদিন খোলা (৮—২০-০০), ✆ 30799. পাহাড় বেয়ে সিঁড়িও উঠেছে সেলুলারে।

নাভাল মেরিন মিউজিয়ম: দেলানিপুরের এই মিউ-জিয়মটি আন্দামান ভ্রমণে দেখে নেওয়া উচিত। সামুদ্রিক প্রাণীর সাথে সমুদ্রজাত নানানকিছু (৩৫০রও অধিক) প্রদর্শিত হয়েছে, সমুদ্রিকায়। দ্বীপভূমির নানান তথ্যও মেলে এর সংগ্রহালয়ে। ৯—১২-০০ ও ১৪—১৭-৩০টায় খোলা।

কারবাইনস কোভ সাগরবেলা: শহরের নিকটতম (১০ কিমি), হাড্ডো থেকে ৭ কিমি দক্ষিণে শহরেরও সর্ব দক্ষিণে মেরিনা পার্ক। রামকৃষ্ণ মিশনের পাশ দিয়ে পথে তাল ও নারকেলে ছাওয়া নিরালা-নির্জনে সৈকত সৌন্দর্যে অনন্য কারবাইনস। সমুদ্র স্নানে রমণীয়, জেলে নৌকার আনাগোনা —চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স তথা শীতাতপ রেস্তোরাঁ হয়েছে। পাশেই ব্ল্যাক আইল্যান্ড। অদূরে স্নেক আইল্যান্ড। স্বল্প যেতে পিয়ারলেস রিসর্ট। বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে। প্রতি রবিবার বিশেষ বাসেরও ব্যবস্থা মেলে শহর থেকে। বাস যাত্রায় শেষ ১ কিমি হাঁটতে হয়। বিমানবন্দর ৪ কিমি দূরে।

থাকারও নানান ব্যবস্থা—*Peerless Resort,* ✆ 21462, D ২০০০, স্যুইট ২৫০০; বিচ থেকে ১½ কিমি আগে নিরালা-নির্জনে ট্যুরিস্ট লজ—*Hornbill Nest,* D ২৫০, ডর্মি বেড ৫০, ও টিলার টঙে *Tourist Home* আছে; বুকিং: A & N Tourism Office থেকে।

লক্ষ্মীবাঈ দ্বীপ: পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের মুখে ছোট ছোট খাঁড়িতে আবৃত ০.৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত লক্ষ্মীবাঈ তথা অতীতের **রস আইল্যান্ড**। ১৫ই আগস্ট ১৯৯৬ রস আইল্যান্ড দ্বীপের নামান্তর ঘটে *লক্ষ্মীবাঈ দ্বীপ* হয়েছে। ১৮৫৮র ১০ই মার্চ Dr James Pattison Walker অর্থাৎ ব্রিটিশের (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) আগমন ঘটে দ্বীপে। ব্রিটিশের প্রশাসনিক দপ্তর বসে, ব্রিটিশ চিফ কমিশনারের বাসও ছিল রস দ্বীপে সেকালে। ১৯৪১এর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত রস ১৯৪২এ জাপ গোলায় বিধ্বস্ত হয়। দখলও যায় জাপানের হাতে রসদ্বীপের। ১৯৪৫এ দখল ফিরলেও দপ্তর ফেরে না ব্রিটিশের রস-এ। সেই থেকে বসতিহীন রস দ্বীপে ব্রিটিশ ও জাপ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের স্মারক হয়ে লাইট হাউস, চার্চ, চিফ কমিশনার্স হাউস, হাসপাতাল, টেনিস কোর্ট ও সিমেট্রি অতীত রোমন্থন করায়। ভারতীয় নেভির ব্যবস্থাপনায় দ্বীপের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে *স্মৃতিকা* মিউজিয়ম গড়ে। আর আছে প্রকৃতির গড়া চিড়িয়াখানা। শ'দুয়েক ফুট উঁচু গর্জন গাছের অরণ্যে চিতল হরিণ ও ময়ূরেরা স্বাগত জানায়। আর উপকূলে প্রবাল ও ট্রকার্স শঙ্খও দেখে নেওয়া যায়। দেশী-বিদেশী সবার তরেই রস দ্বীপের দরজা খোলা। লঞ্চও যাচ্ছে হাড্ডোর নিচুতে ফোনিক্স বে জেটি থেকে বুধবার ছাড়া প্রতিদিন ৮-৩০, ১০-৩০, ১২-৩০, ১৪-১৫, ১৬-৩০টায়—আধ ঘণ্টার জলপথ। ২ ঘণ্টা সময় দেয় পায়ে পায়ে অতীত রোমন্থন করে নিতে রসে। পানীয় জল মিললেও আহার্য সঙ্গী করা উচিত হবে রস সফরে। টিকিট জেটিতে মেলে। প্রস্তুতি চলেছে ট্যুরিস্ট ভিলেজ গড়ার রসে।

Distance From Port Blair :

To	Nautical Miles	Km
Diglipur	101	190
Mayabunder	66	136
Ranaghat	50	93
Long Island	46	85
Have Lock	21	38
Dralkatcha	35	65
Wrafter Creek	27	50
Long Island via Have Lock	75	139
Little Andaman	66	122
Car Nicobar	150	276
Narcondum	140	259
Nancowrie	235	435
Nancowrie via Car Nicobar	230	426
Barren Island	75	139
Niel Island	20	35
Baratang	35	65
Kadamtala (Uttara Jetty)	50	93
East Island	120	222
Katchal	228	422
Campbell Bay	294	544
South Bay (Great Nicobar)	300	555

মাউন্ট হ্যারিয়েট: চাথামের বিপরীতে—উত্তরে ৩৬৫ মি উঁচুতে মাউন্ট হ্যারিয়েট। ব্রিটিশ চিফ কমিশনারের গ্রীষ্মা-বাস ছিল অতীতে। সুন্দর প্রাকৃতিক শোভার জন্য অরণ্যময় হ্যারিয়েটের প্রশস্তি। সূর্যোদয়, সমুদ্র, পোর্ট ব্লেয়ার শহরও সুন্দর দৃশ্যমান পোর্ট ব্লেয়ারের উচ্চতম হ্যারিয়েট থেকে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে ৪৫ কিমি দূরের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ঘণ্টা দুয়েকে। আবার মেরিন জেটি থেকে লঞ্চে ১০ মিনিটে হোপ টাউন গিয়ে ট্রেক করে আধ ঘণ্টায় চড়া যেতে পারে হ্যারিয়েটের শিরে। ট্যাক্সি মেলে শ'তিনেক টাকায়। দূরত্বও এপথে ১৫ কিমি মাত্র। সম্প্রতি জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পরেছে মাউন্ট হ্যারিয়েট। ২ ঘরের A/c *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*-ও আছে হ্যারিয়েট পাহাড়ে।

ভাইপার দ্বীপ: ফিশারিজ জেটি থেকে ৩ কিমি দূরে পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের মুখে আকারে ছোট হলেও আকর্ষণে অনন্য Viper Island. সেলুলার তৈরির আগে রাজবন্দিদের আশ্রয়স্থল ছিল এই ভাইপার। নীরব সাক্ষী হয়ে টিলার

টঙে ভাঙাচোরা ফাঁসিকাঠগুলি আজও নিষ্ঠুরতার কাহিনী শোনায়।

চিড়িয়া টাপু: এপথের শেষ করবাইনস কোভে—আর তারও দক্ষিণে, দক্ষিণ আন্দামানের সর্ব দক্ষিণে *চিড়িয়া টাপু* অর্থাৎ পাখির টিলা। নিরালা-নির্জনে মনোরম সাগরবেলা। আর আছে পাহাড় পাহাড় সবুজ ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া সঙ্কীর্ণ খাড়ি। ১৫টি দ্বীপ নিয়ে ২৮০ বর্গ কিমি জুড়ে রূপ পেয়েছে জাতীয় উদ্যান। অগভীর পান্না সবুজ জলে প্রবালের সাথে মাছেদের জলকেলি আর গাছের শাখে রঙবেরঙের নানান পাখি ও প্রজাপতির বর্ণালী পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। সূর্যাস্তও সুন্দর চিড়িয়া টাপুতে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। শহর থেকে ১৭ কিমি দূরে এপথের বার্মা নালায় মাল বহনে দক্ষ হাতির কর্মকাণ্ডও দেখে চলা যায়। ২৬ কিমি দূরের পোর্ট ব্লেয়ার (আবারডিন বাজার) থেকে বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে চিড়িয়া টাপু—১ ঘণ্টার পথ। রোমাঞ্চে ভরা এপথে চলা। থাকারও ব্যবস্থা মেলে টিলার টঙের *ফরেস্ট রেস্ট হাউসে,* অবু: Conservation of Forest—Andaman Circle, Port Blair, ✆ 21321.

চিনকুই অ্যাইল্যান্ড: পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ২৬ কিমি দূরে প্রবাল ও সাগরবেলার জন্য Cinque-এর প্রশস্তি। ডলফিনও দেখা দেয় চিনকুই-এ। চিড়িয়া টাপু থেকে বোটে ২ ঘণ্টায় বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ফোনিক্স বে থেকেও চলা যেতে পারে ঘণ্টা তিনেকে। নবোদ্যমে পর্যটন কেন্দ্রে রূপ পেতে চলেছে চিনকুই।

ওয়ান্ডুর বীচ: পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বাসে ৩০ কিমি দূরে ১ ঘণ্টার পথে দক্ষিণ আন্দামানের পশ্চিমে নির্জন সাগরবেলা ওয়ান্ডুর। কোরাল আইল্যান্ড অর্থাৎ প্রবাল দ্বীপে স্ফটিক স্বচ্ছ জলে রঙবেরঙের প্রবাল ও নানান সামুদ্রিক প্রাণীর আকর্ষণে যাত্রী যাচ্ছেন শহর থেকে ওয়ান্ডুরে। ন্যাশানাল মেরিন পার্কের শিরোপা চেপেছে ২৮১.৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ছোট-বড় ১৩টি দ্বীপ নিয়ে গড়া ওয়ান্ডুরের শিরে। নাম হয়েছে তার মহাত্মা গান্ধী মেরিন ন্যাশানাল পার্ক। থাকারও ব্যবস্থা মেলে জেটির অদূরে *ফরেস্ট রেস্ট হাউসে।*

শহর থেকে স্টেট বা প্রাইভেট বাসে বা প্যাকেজ ট্যুরে ঘণ্টা খানেকে ওয়ান্ডুর পৌঁছে ওয়ান্ডুর জেটি থেকে যন্ত্রচালিত বোটে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশানাল পার্কের অংশ গোলকধাঁধাতুল্য ১৫টি দ্বীপের পুঞ্জ—Grub, Boat, Red Skin, Chester, Jolly Buoy Islands বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আকারে এরা ছোট হলেও পাহাড়ী এই দ্বীপপুঞ্জের সোনালী বালুকাবেলা, নীল জলে প্রবাল অলঙ্কার হয়ে সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তবুও যেন এদের মধ্যে জলি বয় আকর্ষণে অনন্য। সোম ছাড়া প্রতিদিন সকালে (১০-০০) ওয়ান্ডুর থেকে ১ ঘণ্টার বোটে ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া সঙ্কীর্ণ খাড়ি পথে চলা যেতে পারে ন্যাশানাল পার্ক তথা সামুদ্রিক অভয়ারণ্যে। ফাইবার গ্লাস লাগোনো বোটে দেখে নেওয়া যায় ৫০-এরও অধিকধর্মী প্রবাল ও নানান সামুদ্রিক প্রাণী জলি বয় সাগরবেলায়। স্নানেও মেতে ওঠেন আবালবৃদ্ধ-বনিতা। ডুব দিয়ে বিশেষধর্মী চশমায় প্রবাল দেখার অনাবিল আনন্দ মাতোয়ারা করে তোলে। আর এক প্রবাল দ্বীপ রেড স্কিন। আর, উচিত হবে প্যাকেট লাঞ্চ ও পানীয় জল সঙ্গী করা। পথে ঝিরকাটাঙ চিরহরিৎ অরণ্যে জারোয়াদের বাস।

সিপ্পিঘাট: পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৪ কিমি দূরে ওয়ান্ডুরের পথে ৮০ একর জুড়ে সিপ্পিঘাট ফার্ম অর্থাৎ নানানধর্মী ফুল-ফল, মশলা ও গাছ-গাছালির গবেষণা কেন্দ্র। চাষ-আবাদ হচ্ছে—নারকেল, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, রাবার, জায়ফলের। কিনতেও মেলে ফার্মে। ১ কিমি দূরে SAI Water Sports Complex. কায়াক, বোট, মোটর বোটে আশমানি রঙের জলে জল-ক্রীড়ার নানান ব্যবস্থা। সুইমিং পুলও বসেছে। সোম ছাড়া ৮—১৭-০০টায় খোলা। কনডাকটেড ট্যুরে দেখে নেওয়া যায়। বাসও যাচ্ছে ট্যুরিস্ট হোম থেকে সিপ্পিঘাটে।

হ্যাভলক দ্বীপ: পোর্ট ব্লেয়ারের ৩৮ কিমি পুবে ১০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত Havelock Island. সবুজে ছাওয়া সুন্দর বালুকাবেলা—অগভীর স্বচ্ছ জলে অগুন্তি প্রবাল। মাছেদের আনাগোনা। সূর্যোদয়েরও মাধুর্য আছে হ্যাভলকে। আর উচিত হবে কিং কোকোনাট অর্থাৎ হলুদ ডাবের স্বাদ নেওয়া। হ্যাভলক দ্বীপভূমে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি শরণার্থীদের বাস। দেশী-বিদেশী সবার কাছেই হ্যাভলকের দ্বার খোলা। ডাইরেক্টরেট অব শিপিং সার্ভিসের ফেরি বোটও যাচ্ছে ফোনিক্স বে জেটি থেকে হ্যাভলকে। থাকার ব্যবস্থা মেলে ৫ কিমি দূরে *ডলফিন যাত্রী নিবাস* হ্যাভলক দ্বীপে। ১৩টি কটেজধর্মী ঘর ১৫০, ২০০, ৪০০, বুকিং: ট্যুরিস্ট অফিস, পোর্ট ব্লেয়ার। আর ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা মেলে ৭ কিমি দূরে রাধানগর বীচে। অর্ধ বৃত্তাকার বালির সৈকতবেলা, পাহাড় আর আরণ্যক রাধানগরে সূর্যাস্তও সুন্দর।

নীল দ্বীপ: পোর্ট ব্লেয়ারের ৩২ কিমি পুবে বাঙালি প্রধান আর এক দ্বীপ নীল (Neil)। আকারে ছোট (১৮.৯০ বর্গ কিমি) হলেও আকর্ষণে হ্যাভলক তুল্য। প্রবালে ভরা অগভীর সমুদ্র, বালুকাবেলা, সবুজ দ্বীপ নীল। সপ্তাহে ৩/৪ দিন ফেরি সার্ভিসে মোটর বোটও যাচ্ছে ফোনিক্স বে, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। থাকার ব্যবস্থা মেলে APWD-র *রেস্ট হাউসে।*

কনডাকটেড ট্যুর: Directorate of Information, Publicity and Tourism, Secretariate, A & N Administration, Port Blair–744101, ✆ 20933 বা Tourist Home, Haddo, ✆ 20380 থেকে ৭—১১-০০ ও ১৪—১৭-০০টায় কোচ যাচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ার শহর দেখাতে। ☐ আর Tourist Information Centre-এর দ্বীপ বিহারিণী লঞ্চ যাচ্ছে প্রতিদিন বিকাল ১৬-০০টায় ২ ঘণ্টার সফরে দ্বীপ বিহারে। ☐ বুধ ছাড়া প্রতিদিন রস দ্বীপ যাচ্ছে

ফোনিক্স বে থেকে। □ সোম ছাড়া প্রতিদিন ৮-১৫, ১০-৩০, ১২-১৫য় বাসে ওয়ান্ডুর পৌঁছে বোটে জলি বয় ও রেড স্কীন যাচ্ছে। □ বুধ ও রবিবার ৯—১৩-০০টায় করবাইনস কোভ; বৃহস্পতি ও শনিবার ৯—১৩-০০টায় চিড়িয়া টাপু-বার্মা নালা; মঙ্গল ও শুক্রবার ৯—১৩-০০টায় ওয়ান্ডুর-সিপ্পিঘাট দেখাতে যাচ্ছে পর্যটন দপ্তর।

আবার ফিশারিজ জেটি থেকে ফেরি লঞ্চে ঘণ্টা চারেকের বিহারে জেটি থেকে জেটি বেড়িয়েও জলপথে পোর্ট ব্লেয়ার বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। ফোনিক্স বে জেটি থেকেও প্রতি বিকালে (১৫-০০) লঞ্চ যাচ্ছে ভাইপার দ্বীপে ১½ ঘণ্টার সফরে। খুবই রমণীয় এই ভ্রমণ। Bay Island Hotel-এর Island Travels, Shompen Travels—Middle Point, এদেরও কনডাকটেড ট্যুরে পোর্ট ব্লেয়ার দেখাবার ব্যবস্থা আছে। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরও বসেছে পোর্ট ব্লেয়ারের মিডল পয়েন্টে।

এছাড়া আবারডিন বাজার, আবারডিন জেটি থেকে সূর্যোদয়, মেরিন হিল থেকে সমুদ্রের দৃশ্য, বাম্বু ফ্ল্যাট, রাইট মাও, উইমকো ফ্যাক্টরি, বটানিক্যাল গার্ডেন, ফুচি চাঙ বৌদ্ধ মঠ, টাওয়ার ক্লক, কালীবাড়ি, শাদীপুর, বঙ্গা-চঙ্গে সরকারি কয়ার ইন্ডাস্ট্রি, রামকৃষ্ণ মন্দির, মুরুগাঁও মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, পর্যটকদের দেখে নেওয়া উচিত। তেমনই উচিত হবে ফাইবার গ্লাস লাগানো বোটে জলিবয়, রেড স্কিন ও সিঙ্ক দ্বীপের স্বচ্ছ অগভীর জলে রঙবেরঙের প্রবাল, মাছ, নানান জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী দেখে নেওয়া।

এছাড়া সারা আন্দামানেই রয়েছে সুন্দর সুন্দর সমুদ্র-সৈকত। বিশেষ করে কালীঘাট, লিটল আন্দামান, কাচাল, মালাক্কা সমুদ্রতীরের তুলনা হয় না। কামোটার জেটিতে বসে স্বচ্ছ জলে হাজারো রকম রঙিন মাছের জলকেলি, নয়ন মনোহর প্রবাল, জলজ উদ্ভিদ দেখতে দেখতে পর্যটক-মাত্রই অভিভূত হয়ে পড়েন। এরও আকর্ষণ অনস্বীকার্য। ফেনিক্স বে থেকে বোটে (সপ্তাহে ৩ দিন) ৮২ কিমি দূরে লালাজি উপসাগরের লং আইল্যান্ড সৈকতবেলাটিও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। রুপোলি বালুকাবেলা—আরণ্যক পরিবেশ। পোর্ট ব্লেয়ারের নবতম উৎসব প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসে ১০ দিন ব্যাপী ট্যুরিজম ফেয়ার।

রাতভর সমুদ্রযাত্রায় চলা যায় ১৩৬ কিমি জলপথের **মায়া বন্দর** (Maya Bunder)। প্রতিদিন ৫—৬-৩০টায় সরকারি/বেসরকারি নানান বাসও যাচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ২৪০ কিমি দূরের সড়কপথে মায়া বন্দর। মাঝে মাঝে খাড়ি—লঞ্চে পারাপার। যাত্রীর সঙ্গে বাসও পার হয় জল-পথ। পথশোভা মনোরম। পান্না-সবুজ জলে ঘেরা জমজমাট জনপদ মায়াবন্দর। কাছেই অস্টিন দ্বীপ। আর আছে রামপুর, পোখাডেরা, কারমাতাঙ সাগরবেলা মায়া বন্দরের কাছে-পিঠে। মায়া বন্দর থেকে ৫৪ কিমি উত্তরে **দিঘলিপুর**। মজায় ভরা দিঘলিপুরের সমুদ্র—সূর্যও কৌতুকে মাতে সমুদ্রের সাথে। আন্দামানের একমাত্র নদী কালপং-এর তীরে গড়ে উঠেছে হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট দিঘলিপুরে। তেমনই উচ্চতম স্যাডেল পীকের (৭৩২ মি) অবস্থানও দিঘলিপুরে। ফেরি ও সড়ক সংযোগ গড়েছে মায়া বন্দর ও দিঘলিপুরের মাঝে। মায়াবন্দরের অদূরে মোটর লাগানো ডুঙ্গিতে বেড়িয়ে নেওয়া যায় নারকেলে ছাওয়া রত্নদ্বীপ এভিস। যত্রতত্র কোরাল-শাঁখ ও ঝিনুক।

পোর্ট ব্লেয়ার-মায়া বন্দর বাসপথে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৭০ আর মায়া বন্দরের ৭০ কিমি আগে রঙ্গতের অবস্থান। রঙ্গতের প্রসিদ্ধিও তার সাগরবেলার জন্য। সূর্যোদয়ও মনোরম রঙ্গতে। তেমনই ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে হাজার হাজার হক বিল অর্থাৎ কচ্ছপ আসে রঙ্গতে; ডিম পাড়ে সী বীচে—সেও আর এক রমণীয়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে বাস স্ট্যান্ড থেকে ২০ কিমি দূরে বাস সড়কে আন্দামান পর্যটনের *হকস বিল নেস্ট*, D ২৫০, A/c ৪০০, ডর্মি বেড ৭৫; ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল—*হরিকৃষ্ণ লজ, চন্দ্রমোহন লজ* আছে রঙ্গতে। বাস যাত্রায় আগে থেকে বলে হকস বিল নেস্ট-এ নামারও সুযোগ মেলে। এমনকি হকস বিল নেস্ট, রঙ্গত থেকে প্যাকেজ ট্যুরে মায়া বন্দর, কারমাটাং, পোখাডেরা বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। মায়া বন্দরেও থাকার ব্যবস্থা মেলে আন্দামান পর্যটনের *ট্যুরিস্ট লজ* ও APWD-র *বাংলোয়*। হকস বিল নেস্ট বা লজের বুকিং: Director of Tourism, Port Blair-744101, ✆ 20933.

তেমনই পোর্ট ব্লেয়ারের ১২২ কিমি দক্ষিণে **লিট্‌ল আন্দামানে** বসেছে অতীতের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি উদ্বাস্তুদের কলোনি। বাঙালি পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণও কম নয়। নিকোবরের পথে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ফেরি জাহাজও যাচ্ছে লিটল আন্দামানে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

আন্দামান গ্রুপের দক্ষিণে ১৫০ নটিক্যাল মাইল দূরে ৮ ঘণ্টার জলপথে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সদর দপ্তর **কার নিকোবর**। ১০ ডিগ্রি ল্যাটিচিউডের উপর বলে টেন ডিগ্রি চ্যানেল (বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলনস্থল)ও বলা হয় একে। আর অশান্ততম এই ১০ ডিগ্রি ল্যাটিচিউড পৃথক করেছে নিকোবরকে আন্দামান গ্রুপ থেকে। ২৮টি দ্বীপ নিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ১২টিতে তার উপজাতিদের বাস। তবে কার নিকোবরেই সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর নিকোবরী এরা। সংখ্যায় ২৯০০০। উপজাতীদের মধ্যে সবচেয়ে সভ্যও এই নিকোবরীরা। মিশনারীদের সংস্পর্শে খ্রিস্ট ধর্ম নেয় এরা। দ্বীপভূমির স্বকীয়তার সঙ্গে আধুনিকতা মিলে মিশে সৃষ্টি হয়েছে নিকোবরী কৃষ্টি তথা সংস্কৃতি। সমতলও বটে এই কার নিকোবর। তবে, ৬১মি উঁচু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম। ৭ ফুট উঁচু *Tochuvi Pati* অর্থাৎ হাট ধর্মী বাড়ি আজ লুপ্ত হয়ে টিনের চালের বাড়ি হচ্ছে কার নিকোবরে। বাড়ির সামনে ন্যুব্জ দেহে বল্লম হাতে ভূত তাড়াতে মূর্তি হয়েছে *Kareau*-এর। শান্ত-শিষ্ট-উচ্ছ্বাসপ্রবণ-আমোদপ্রিয় এরা—ধর্মে খ্রিস্টান, চেহারায় মঙ্গোলীয়ান।

নারকেল-মিষ্টি আলু-কলার সাথে চাষ-বাস, পশুপালন, এদের জীবিকা। আরও অভিনব দলপতি অর্থাৎ Captain নির্বাচিত হয় এদের গণতান্ত্রিক প্রথায় ১৫-র অধিক বয়সীদের ভোটে। তাল, নারকেল, ঝাউ বীথিকায় ছাওয়া কার নিকোবরে বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলা নৌকা বাইচ খুবই চমকপ্রদ। কাকানা, লাপাতি ও মালাক্কার সমুদ্র সৈকত, কাচাল দ্বীপে রবার চাষ, ইন্টারভিউ দ্বীপে বন্য হাতিদের অভিসার পর্যটকদের মুগ্ধ করে। চ্যাম্পিনে আজও মাতৃতান্ত্রিক সমাজপ্রথার প্রচলন। উচিতও হবে দ্বীপ থেকে দ্বীপের জাহাজি সার্ভিসে ৮ থেকে ১০ দিনে হাট বে, কার নিকোবর, কাচাল, নানকৌড়ি, ক্যাম্পবেল বে বেড়িয়ে নেওয়া।

সর্ব দক্ষিণে ভারতের শেষ ভূখণ্ড গ্রেট নিকোবর। উপকূল ধরে নিকোবরীদের বাস। গড়ে উঠেছে পুবের বিশাল উপকূল জুড়ে পাঞ্জাব থেকে আসা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মীদের উপনিবেশ। আর নদী-নালা ও পাহাড়ী গ্রেট নিকোবরের গহন জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে আদিমতম উপজাতি শাম্পেনদের বাস। এসব পেরিয়ে আরও দক্ষিণে অতীতের Pygmalion আজ হয়েছে ক্যাম্পবেল বে বা ইন্দিরা পয়েন্ট। পিগম্যালিয়ান শেষ হতেই জল শুধু জল—অন্তহীন মহাসাগর গিয়ে মিলেছে তুষার মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকায়। যাত্রী জাহাজ যাচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ারের ফোনিক্স বে জেটি থেকে হাট বে, কার নিকোবর, চাওরা, টেরেসা, কাচাল, নানকৌড়ি, পিলোমিলো, কণ্ডুল হয়ে ক্যাম্পবেল বে। বিশেষ অনুমতিতে মোটর বোটে ঘণ্টা পাঁচেকে ওঙ্গেদের বাসভূমি ডুগং ক্রীকও বেড়িয়ে নেওয়া যায় লিটল আন্দামানের হাট বে দ্বীপে। তেমনই দেখে নেওয়া যায় আন্দামানের একমাত্র জলপ্রপাত হাট বে-য়। রাতভর জাহাজ চলে, নোঙ্গর করে নতুন দ্বীপে পরের সকালে। টিকিট ও তথ্যের জন্য Directorate of Shipping Services, A & N Island, Phoenix Bay-কে যোগাযোগ করুন। আর ট্রাইবাল পাসের জন্য Deputy Commissioner of Police, Port Blair, ✆ 21082-কে লিখুন।

আন্দামানে থাকার জন্য সরকারি ব্যবস্থায় :

দক্ষিণ আন্দামানে : আবারডিন বাজার থেকে ২০ মিনিটের পথে Haddo, Port Blair-744102এ— *Tourist Home, Circuit House, Rest House;* Corbyn's Coveএ—*Tourist Home*, PWD-র *Rest House;* Neil Islandএ—*Rest House.*

মধ্য আন্দামানে : (1) *Rest House*—Betapur ; (2) *Rest House*—Kadamtala; (3) *Rest House*—Ranaghat.

উত্তর আন্দামানে : (1) *Rest House*—Aerial Bay; (2) *Rest House*—Kadamtala; (3) *Rest House*—Diglipur; (4) *Circuit House*—Maya Bunder.

নিকোবরে : (1) *Circuit House*—Car Nicobar; (2) *Inspection Bungalow*—Car Nicobar; (3) *Guest House*—Kamotar.

For Further Information Contact :
Department of Tourism, Information & Publicity
Andaman & Nicobar Administration
Secretariat, Port Blair-744101
✆ (03192) 20694, 20747, Fax : (03192) 30933
Resident Commissioner
A & N Administration
12 Chanakyapuri, New Delhi-110021
✆ (011) 3783642/6878120.
Chief Liaison Officer,
A & N Administration
3-A, Auckland Place, 2nd floor
✆ 2475084, Calcutta 700017.
Shipping Corporation of India Ltd
Shipping House, 13 Strand Road
Calcutta-700001 ✆2482354/2485420
Shipping Corporation of India Ltd
Aberdeen Bazar, Port Blair-744101 ✆ 21347
Shipping Corporation of India Ltd
Jawahar Building, Rajaji Salai
Chennai-600001,✆ 514537
M/s A V Bhanojiraw & Gaurua
Pattabiramayya & Co,
Post Box No 17, Vishakhapatnam, A P
(Agent–Shipping Corpn of India).
Deputy Resident Commissioner
of A & N Administration
Andaman Govt Timber Depot
Near War Memorial
St Fort George, Chennai 600009, ✆ 582669
Useful Telephone Numbers:

Secretary (Information, Publicity & Tourism)	21345
Deputy Commissioner (Andamans)	21082
Superintendent of Police	21077
Director (I & P)	20933
Deputy Director (Tourism)	20694
Public Relations Officer	20694
Tourist Information Centre & Tourist Home	20380
Warden—Youth Hostel	20459
Indian Airlines (IAC)	21108
Airport Office	20983
Manager—Shipping Corporation of India Ltd, Aberdeen Bazar, Port Blair	21347
Cellular Jail National Memorial	20759
Cellular Jail-L S Show	21388
OPD–GB Pant Hospital	20102
Marine Office (Inter Island Ferry Service)	20725
Island Service and Harbour Cruise	20528
Bus Stand	20278
Megapode Nest	20207
Marine Hill Tourist Home	20365
Corbyn's Cove Tourist Home	20211
Bay Island Hotel Fax: 21389 ✆	20881
Andaman Beach Resort	21381
Police Station	20100
State Bank of India	20457
Head Post Office	20226
Govt of India Tourist Office, VIP Road	21006
Tourism Office Secretary	20694

সাধারণত কেবল থাকার জন্য *সার্কিট হাউসে* S ২৫ D ৫০; *ট্যুরিস্ট হোম ও গেস্ট হাউসে* D ১০৫; *ডাকবাংলোয়* D ২৫০। তবে, বিদেশীদের আধিক্য লাগে। দিনের খাবার প্রতিক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রতিজনা ৩২ থেকে ৪৫ টাকা। এদের বুকিং: Deputy Director, Tourist Information Centre, Tourist Home, Haddo, Port Blair থেকে।

আর রয়েছে ২টি *Municipal GH*, Aberdeen Bazar, নতুনে D ৭৫ T ৮০ পুরাতনে F ১০০ ডর্মি বেড ১৫; *Municipal GH*, Dilanipur; এদের বুকিং: Secretary, Municipal Council, Aberdeen Bazar-744101, ✆ 20696. Manuar Park-এ *Marine Hill GH;* হাড্ডোতে *ট্যুরিস্ট হোম।* এছাড়া Gymkhana Ground-এ ৪০ ঘরের *Youth Hostel*-এ বেড সদস্য ও ছাত্র ১০ সাধারণ ২০ ঘর ৪০; অবু: Warden, ✆ 20459. *Hornbill Nest*, DAB ২৫০ FAB ৪০০; *Andaman Teal House*, Dilanipur, DAB ২৫০ A/c ৪০০; *Dolphin Yatri Niwas*, Havelock, DAB ২০০ ৩০০ A/c ৮০০; *Havelock*, D ২৫০; *New GH*, Mohanpura, D ১৫০; *Sainik Vishram Ghar*, Haddo, ডর্মি প্রথায় বেড ৩০। *Nook Nest*-এ বেড ২০ হারে। এদের বুকিং-এর জন্য: Director of Tourism, Port Blair-744101, A & N, ✆ 20747, Fax (03192) 30933-কে লেখা যেতে পারে। অবস্থান মাহাত্ম্যে অনন্য হোম লাগোয়া *Megapode Nest*, Haddo, ✆ 20207/20380, DAB ৩৫০ A/c D ৫০০। ২ বেডের *Nicobari Cottage*, DAB ৬০০ A/c ৮০০, আহারও মেলে ক্যান্টিনে। এদের বুকিং: General Manager, A & N Islands Integrated Development Corporation LTD (ANIIDCO), New Marine Dry Docks, Port Blair-744101, ✆ 20076/20380. বুকিং ছাড়া ঘরের সঙ্কুলানে সমস্যা দেখা দেয় আন্দামানে।

আর হয়েছে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৫ কিমি দূরে করবাইনস কোভে *Peerless Resort, Corbyn's Cove*, Port Blair-744101, ✆ (03192) 21463, A/c D ২০০০ কটেজ D ২৫০০; অবু: কলকাতা ✆ 2487181, মুম্বাই ✆ 2651500, দিল্লী ✆ 3329399. করবাইনস-এর পথে **H Sinclairs Bay View*, South Point, Port Blair-6, ✆ 20937, SAB ১০৫০ DAB ১২৫০ A/c S ১২৫০ D ১৫০০ স্যুইট ৩০০০, কল বুকিং: Hotel Sinclairs, Calcutta ✆ 295261, Delhi ✆ 3313236, Mumbai ✆ 2043607, Siliguri ✆ 22674/ Trimurty Travels, 76-B, N S Rd, Cal-7, ✆ 2388678; *Hotel Shampa*, Marine Hills, SAB ২৭৫ DAB ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬২৫; মেরিন হিলের শিরে দারুতে তৈরি অভিনব বাড়িতে পোর্ট ব্লেয়ারের অনন্য Welcomgroup-এর *H Bay Island*, Marine Hill, Port Blair-744101, ✆ 20888, A/c D ৩২০০ ৩৫০০ A/c D ৩৫০০-৪৫০০; **Shompen H*, 2 Middle Point-1, ✆ 20360, A1.5, SAB ৪৫০ DAB ৬৫০-৮০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০; হাড্ডোর পথে *N K International H*, Anarkali, Sea Shore Rd, ✆ 21066, DAB ৩০০-৪৫০ A/c D ৬০০; মনোরম পরিবেশে *H Abhishek*, Gol Ghar, ✆ 21565, S ৩২৫ D ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০, ঘর থেকে সূর্যাস্তও দৃশ্যমান।

জাহাজ যাচ্ছে ৪ দিনে

পৌঁছায়		ছাড়বে
	পোর্ট ব্লেয়ার	৭-০০
১৪-০০	হাট বে	২০-০০
৬-০০	কার নিকোবর	২০-০০
৫-০০	চাওরা	৬-০০
৭-০০	টেরেসা	৮-০০
১১-০০	কাচাল	১৫-০০
১৬-৩০	নানকৌড়ি	৪-৩০
৮-৩০	পিলোমিলো	৯-৩০
১১-০০	কণ্ডুল	১২-৩০
১৪-০০	ক্যাম্পবেল বে	৪-৩০

ফেরেও জাহাজ একই ভাবে।

আর Aberdeen Bazar-এ—*Dhanalakshmi H*, ✆ 21953, SAB ২২৫ DAB ২৭৫ A/c S ৩৭৫ D ৬০০; *Ram Niwas L*, S ১০০ D ১৫০; *Modern L; H Bengal KP*, D ২০০ A/c D ৩২৫; *H Kavita*, S ১২৫ D ২০০; *Sampat L*, কার্ড-বোর্ড পার্টিশনে জানালাহীন D ১২৫-২০০; *Krishna L*, D ১৫০; *K K Guest House*, ✆ 20964, SCB ৮০ DCB ১৫০; *Phoenix Bay L*, Phoenix Bay, ✆ 21820, D ১২৫-১৭৫; *Central L*, Golghar, ✆ 21632, D ১২৫-২৭৫; *Ananda L*, Haddo, ✆ 21252, S ৮০-১২৫ D ১০০-১৭৫; *Jai Hind H*, VIP Rd, S ৬৫ D ১২৫; *Jagannath GH*, Phoenix Bay, ✆ 21140, SAB ১০০ DAB ১৭৫; *H Shalimar*, Dilanipur, ✆ 21963, SAB ২০০, DAB ২৭৫ A/c D ৪৫০; *Ratan L*, Supply Lane, S ৮৫ D ১২৫; *Manohar L*, Dugnabad, S ৮৫ D ১২৫; *Sagar Alok L*, ✆ 21587, S ৮০ D ১৫০; *H Kavitha*, ✆ 21742, S ৮০ D ১৫০; *Tourist Cottage*, Babu Lane, ✆ 21021, DAB ১২৫-২০০। এছাড়াও মহিলা যাত্রীদের জন্য *মহিলা সমিতির গেস্ট হাউস; জয়সওয়াল লজ*—হাড্ডো; ড. *দেওয়ান সিং ধরমশালা* (behind SBI), আবারডিনে *মুসলিম মুসাফিরখানা* ছাড়াও রয়েছে স্থানীয় বাঙালিদের মিলনতীর্থ—*অতুল স্মৃতি সমিতি;* আন্দামান ভ্রমণে নানান সহযোগিতা মেলে এদের কাছে। *গেস্ট হাউস*ও গড়েছে সমিতি।

তবুও পোর্ট ব্লেয়ারে থাকার জন্য সাগর পাড়ে শৈল শিখরে *Megapode Nest, Nicobari Cottage* বা *Tourist Home* আজও রমণীয়। এদের বুকিং: Deputy Director, Information, Publicity and Tourism, A & N Administration, Port Blair-744101, ✆ 20694.

আর আহার্যে গলদা চিংড়ির স্বাদ নিন হোটেল-রেস্তোরাঁয়—নানানধর্মী সামুদ্রিক মাছও সহজলভ্য পোর্ট ব্লেয়ারের হোটেলে। আবারডিনে *ধনলক্ষ্মী হোটেল*, থাকা ও আহার্যে যথেষ্ট খ্যাত। অদূরে *Kaltappamman H* টি স্বল্পমূল্যে আহার্য পরিবেষায় সদাই ব্যস্ত। হাড্ডোর পথে *New India Cafe*টির প্রশস্তি দক্ষিণ ভারতীয় আহার্যে। আর চীনা মেনুর জন্য বসতবাড়ি লাগোয়া বার্মিজ দম্পতির *China Room*-এর যথেষ্ট সুনাম পোর্ট ব্লেয়ারে। তেমনই প্রশস্তি আছে দেশী-বিদেশী খাবারে মেরিন হিলে Bay Island হোটেলের *Mandalay*-এর, ✆ 20881 (6-30—22-30 hrs). Shompen-এর কাছে বাস স্ট্যান্ডে *Annapurna Cafe*টিরও যথেষ্ট সুনাম ভেজ ও নন ভেজ মিলে। Aberdeen Bazar-এ *Chai Cafe, Manila Cafe* ছাড়াও নানান রেস্তোরাঁ—চায়ের সঙ্গে টায়ের ব্যবস্থা ভালই। তবে, দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাব পোর্ট ব্লেয়ারের হোটেলে। আন্দামানের ফলেরও যথেষ্ট খ্যাতি। নারকেল, কলা, পেঁপের স্বাদ নিন চলতে-ফিরতে।

আন্দামান ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গী করুন দ্বীপবাসীদের নানানধর্মী হস্তশিল্প। মুক্তো খচিত আভরণ থেকে নারকেল, ঝিনুক ও শঙ্খ খোলের নানান জিনিস সঙ্গী হতে পারে। তবে, সংগ্রহ তালিকায় প্রবালকে সরিয়ে রাখুন। প্রবাল বধ যেমন আইনের চোখে দণ্ডনীয় তেমনই দ্বীপের বাইরে প্রবাল নেওয়া কঠোরভাবে মানা। কেনাকাটায় Govt Cottage Industries Emporiumটি আদরণীয় হবে।

ওড়িশা

সমুদ্র মন্দির পর্বত অরণ্য—ভ্রমণার্থীদের কাছে কার আকর্ষণ কত বেশি সে বিতর্কিত প্রশ্নে না গিয়ে বলা যায় পুরীতে সমুদ্র দেখেননি এমন ভ্রমণার্থী খুঁজে পাওয়া ভার। ওড়িশার পুরো পূর্ব উপকূলভাগে আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপ-সাগর। দীঘার অদূরে তালশেরীতে শুরু হয়ে গোপালপুর-অন-সী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে সাগরবেলা, দৈর্ঘ্যে ৪৮২ কিমি। আর পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। ওড়িশার আর এক সম্পদ তার অমূল্য রত্নভাণ্ডার। কোরা-পুটকে ঘিরে হাজার তিনেক বর্গ কিমি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতিদত্ত এই অফুরন্ত ভাণ্ডার। লৌহ আকরিক ওড়িশার অমূল্য সম্পদ। শিল্প সংস্থাও গড়ে উঠছে নিত্য নতুন নানান। তেমনই বন্যজন্তু ও অরণ্য সম্পদেও যথেষ্ট বলীয়ান ওড়িশা। কৃষিতে সমৃদ্ধ ওড়িশায় তাল-কাজুও হচ্ছে। ল্যান্ড ফর অল রিজনস বলে থাকে লোকে ওড়িশাকে। তবুও যেন দারিদ্র্য কশাঘাত করে ওড়িশার অর্থনীতিকে। কৃষিভিত্তিক ওড়িশায় বন্যা, খরা, টর্নেডো লেগেই আছে প্রতি বছর। মাথা পিছু বাৎসরিক আয় দারিদ্র্য সীমার অনেক নিচে।

ওড়িশার আর এক আকর্ষণ তার উপজাতি। রাজ্যের লোকসংখ্যার ২৩% উপজাতি। নানান সম্প্রদায়ের এরা—সংখ্যায় ৬২। বাস এদের মধ্য ওড়িশার পাহাড়ী অধিত্যকায়। এমনকি কোরাপুটের বোন্দা পাহাড়ে ৫০০০ *বোন্দা* অর্থাৎ নগ্ন উপজাতিও দেখতে মেলে। ঝলমলে জাতীয় পোশাকে আজও এদের সামাজিক অনুষ্ঠান অনবদ্য। উৎসাহীরা ফুলবনী গিয়ে দেখে নিতে পারেন এদের ঘর-সংসার তথা সমাজজীবন। তবে বিদেশীদের Home Department— Orissa, Bhubaneswar থেকে অনুমতি লাগে ফুলবনী যেতে।

পাহাড়-পর্বত-অরণ্যে আকীর্ণ গঞ্জাম জেলা আজও পর্যটকদের বিমোহিত করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও ওড়িশার অবদান উল্লেখ্য। *ওড়িশি* নৃত্যের সুমহান ঐতিহ্যও যুগ যুগ ধরে নৃত্য-রসিকদের মনোরঞ্জন করে চলেছে। তেমনই আর এক বর্ণময় লোকনৃত্য *ছৌ* ওড়িশি স্বাতন্ত্র্যে ভরা। উৎসব-অনুষ্ঠানেও ওড়িশা পর্যটকপ্রিয়। সারা ভারতের সাথে হোলি, দশেরা ও দীপাবলীও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ওড়িশায়। তবে, বর্ষার আগমনে (মধ্য জুন) রাজা সংক্রান্তি বা রাজা পর্ব, নভেম্বরে ভাল ফসলের আশায় গর্ভানা সংক্রান্তি উৎসব, দশেরার ৫দিন পরে কুমারোৎসব অর্থাৎ ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ-এরও পর্যটক আবেদন যথেষ্ট। তবুও যেন জুন-জুলাই-এ ওড়িশার (পুরী) ঝলমলে রথযাত্রা অর্থাৎ কার ফেস্টিভ্যালের আকর্ষণ দেশ-দেশান্তর জুড়ে। বুদ্ধের জন্মোৎসব বা দন্তোৎসবের সাদৃশ্য মেলে এই রথে।

ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যও আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। সূক্ষ্ম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ পাথর কুঁদে মন্দির হয়েছে সারা ওড়িশায়। তবুও যেন গোল্ডেন ট্রায়ো—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ, পুরীর জগন্নাথ ও কোণারকের সূর্য মন্দির ভারত দর্শনে মুখ্য আকর্ষণ। ওড়িশার হস্তশিল্পের প্রশস্তিও আজ সারা বিশ্ব জুড়ে। স্যান্ড স্টোন ও সোপ স্টোনের নানান শিল্প, কটকের কটকী শাড়ি, সম্বলপুরী তাঁতশিল্প, ব্যাগ-ছাতা ছাড়াও পিপলির নানানধর্মী অ্যাপ্লিক শিল্প, খুর্দা রোডের গামছা, কারুকার্যময় সোনা-রুপোর নানান আভরণ, পুরীর ঝিনুক ও শঙ্খ শিল্প স্মারকরূপে সঙ্গী করা যেতে পারে ওড়িশা ভ্রমণে। কেনাকাটায় ওড়িশা গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়াম—উৎকলিকা বা ওড়িশা স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কোঅপারেটিভ আদরণীয় হবে। উচিতও হবে ভুবনেশ্বর, পুরী, কটক, সম্বলপুর, রাউরকেলায় কেনাকাটা সাঙ্গ করা।

ওড়িশার উত্থান-পতনের গাথা খুবই রোমাঞ্চকর। আর্য-অনার্য যুগের ওড়িশার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জয় করবার লিপ্সা ছিল সেদিনের উৎকল-ভূমিকে। ২৬১ খ্রি-তে সম্রাট অশোক ও কলিঙ্গরাজের যুদ্ধের কথাও ভুলবার নয়। কলিঙ্গের পরাজয় আর যুদ্ধে জিতেও ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহতায় জীবনধারায় পরিবর্তন আসে অশোকের। অসি ছেড়ে *সবাই আমার সন্তান* বাণী শোনালেন সম্রাট। দীক্ষা নিলেন বৌদ্ধধর্মে। প্রচারও পায় বৌদ্ধধর্ম ওড়িশায়। তার প্রভাব ওড়িশার মন্দিররাজিতে দেখতে মেলে। ওড়িশার কণ্ঠহারের ত্রিরত্ন—ললিতগিরি-উদয়-গিরি-রত্নগিরি। ভুবনেশ্বরের ৮ কিমি দক্ষিণে ধৌলীতে আজও অশোকের রাজাজ্ঞা পাথরের গায়ে খোদিত হয়ে আছে। দ্বিতীয় শিলালিপির অবস্থান জৌগড়ে। তেমনই ওড়িশার ২০ জায়গায় বৌদ্ধ স্থাপত্যের সন্ধান মিলেছে। এমনকি ওড়িশারই কুমার পদ্মসম্ভবা তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তবে, বৌদ্ধধর্ম লোপ পায় অতি দ্রুত—প্রভাবিত হয় জৈনধর্মে ওড়িশা। আর ২ শতকে নবরূপে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে—চলেও দীর্ঘকাল। ৭ শতকে হিন্দুধর্ম এসে বৌদ্ধধর্মকে উচ্ছেদ করে ওড়িশা থেকে। কার্যত ওড়িশার সুবর্ণ যুগের কেশরী ও গঙ্গারাজদের গড়া মন্দির-রাজি আজও অতীত গৌরব-গাথা রোমন্থন করায়।

সেকালে বঙ্গোপসাগরে ওড়িশারাজদের প্রতিপত্তি ছিল অবাধ। দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্যতরী যেত ওড়িশা থেকে। তারই নিদর্শন হয়ে নৌকা মূর্ত হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির, ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর মন্দির ভাস্কর্যে। বোরোবুদুরের মন্দিরেও রেপ্লিকা হয়ে নৌকা মূর্ত। এমনকি আজও কটকের বারবাটি দুর্গের কাছে মহানদীতে কার্তিক পূর্ণিমার সাঁঝে

মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নৌকা ভাসানো হয় বালি যাত্রার স্মারক রূপে। সপ্তাহব্যাপী মেলাও বসে *বালী যাত্রা*উৎসবে।

তারও আগে পৌরাণিক যুগে দানবরাজ বলির ৩য় পুত্র কলিঙ্গই প্রথম এই রাজ্য গড়েন। এমনকি মহাভারতে মেলে, দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ অঙ্গদের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পট বদল হয়েছে বারবার উৎকলভূমির। চেদী রাজারাও রাজত্ব করে গেছেন ওড়িশায়। তাঁদের আমলে প্রসার পেয়েছে জৈনধর্ম। এসেছেন মগধের সমুদ্রগুপ্ত, বাংলার রাজা শশাঙ্ক; এসেছেন কনৌজের হর্ষবর্ধন—জয় করেছেন এঁরাও ওড়িশাকে। কলিঙ্গ রাজকুমার বিজয় প্রথম রাজ্য গড়েন সিংহলে। এমনকি জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, বালিতেও ভারতীয় সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেয় এই কলিঙ্গ রাজবংশ। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ ভারতে আসেন হর্ষের কালে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে মেলে, সে যুগে বৌদ্ধরা ছয় ঘোড়ায় টানা রথে বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘের প্রতিকৃতি নিয়ে বিহারে বেরুত। আজকের পুরীর রথের জগন্নাথ, সুভদ্রা আর বলরামের কথা ভাবিয়ে তোলে। প্রবাদ, রথের রশি টানায় বা চলন্ত রথে দেবদর্শনে স্বর্গলোকের পারমিট মেলে।

১৫৬৮তে শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেব পরাজিত হন ইসলামে ধর্মান্তরিত গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ রায় তথা কালাপাহাড়ের কাছে। বিভীষিকা নেমে আসে ওড়িশায়। কোণারকের সূর্যমন্দিরে এই কালাপাহাড়ের অপকীর্তির নিদর্শন মেলে। আফগানদের শাসনে থাকে ১৫৯২ পর্যন্ত ওড়িশা। তারপর আসে মোগল। ধ্বংসও পায় মন্দিরের পর মন্দির কেশরী ও গঙ্গারাজদের কালে মোগলদের হাতে। মোগলদের পর ওড়িশা যায় মারাঠাদের দখলে। আর ব্রিটিশ আসে ১৮০৩এর ১লা এপ্রিল উৎকলে। ১৯১২য় বাংলা থেকে বিহারে আর ১৯৩৬এ বিহার থেকে পৃথক হয়ে জন্ম নেয় ওড়িশা প্রদেশ। স্মারকরূপে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল জন্মদিনের উৎসব-সাজে সেজে ওঠে সারা রাজ্য—আতসবাজি পোড়ে আকাশ ছেয়ে। অর্থাৎ ওড়িশা দিবস পালিত হচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে। আর ১৯৪৭এ স্বাধীনতার পর ২৬টি স্বাধীন অঙ্গরাজ্যও যোগ দেয় ভারত রাষ্ট্রে ওড়িশার সঙ্গে। রূপ পায় নতুন আঙ্গিকে আজকের ওড়িশা ভুবনেশ্বরকে রাজধানী করে ১৯৪৯-এর ১৯শে আগস্ট। ওড়িশার পুবে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ আর বিহার, পশ্চিমে মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণে অন্ধ্র প্রদেশ।

ভুবনেশ্বর

লিঙ্গকোটি সমাযুক্তং বারাণসী সমপ্রভম

ওড়িশার নতুন রাজধানী শহর ভুবনেশ্বর। অতীতে নাম ছিল এর *একাম্রক্ষেত্র*। বারাণসীতে শিবের বাস—আর হেলথ রিসর্ট ভুবনেশ্বর। মাহাত্ম্যেও বারাণসীর পরেই এর স্থান। দিল্লীর মতো ভুবনেশ্বরকেও দুটো ভাগে গড়ে তোলা হয়েছে। একদিকে খ্রি পূ ৩ থেকে ১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড়া ওড়িশার বিশ্বখ্যাত মন্দিররাজি—অপর দিকে অফিস-কাছারি বসতবাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা নতুন রাজধানী শহর। রেল লাইন বিচ্ছেদ টেনেছে নতুন আর পুরাতনে।

এই ভুবনেশ্বরই ছিল অতীতে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। সম্রাট অশোকের ঐতিহাসিক কলিঙ্গ যুদ্ধও ঘটে আজকের ভুবনেশ্বরে। রক্তে রাঙা *দয়ার* জলে বিচলিত সম্রাট শপথ নেন—জয় আর অসি দিয়ে নয়, প্রেম আর ভালবাসাই হবে জয়ের মন্ত্র। তেমনই খননে সন্ধান মিলেছে ২০০০ বছরের অতীত শিশুপাল গড়-এর। আবার ভুবনেশ্বর থেকে ১ দিনের প্যাকেজে জয় করে আসা যায় বিশ্ববিখ্যাত কোণারকের সূর্যমন্দির ও সৈকতনগরী তথা শ্রীক্ষেত্র পুরী।

ওড়িশা □ রাজধানী: ভুবনেশ্বর। আয়তন: ১৫৫৭০৭ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৩১৫১২০৭০। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৩.৭৩%। পুরুষ: ১৫৯৭৯৯০৪। নারী: ১৫৫৩২১৬৬। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৫১৪১৭৯৯। বৃদ্ধির হার: ১৯.৫০%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২০২। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৭২। সাক্ষরের হার: ৪৮.৬৫%। প্রধান ভাষা: ওড়িয়া। সঙ্গে চলে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৩০৬৬ টাকা (১৯৮৯-৯০)। শীত-গ্রীষ্ম-বৃষ্টি কারোরই আধিক্য নেই। বৃষ্টির গড় ১৫০। তবে, সামুদ্রিক ঝড় অভিশাপ হয়ে দেখা দেয় প্রতি বছর ওড়িশায় এক বা একাধিক বার। বেড়াবার মরসুম বছরভর। তবে সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ ওড়িশা বেড়াবার মনোরম সময়।

১৫ দিনে ওড়িশা অর্থাৎ গোপালপুর-অন-সী ২ তপ্তপানি ১ চিল্কা বেড়িয়ে পুরী ৩ (কোণারক ও ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে নিন পুরী থেকে একই দিনে) কটক ১ যাজপুর ১ চাঁদিপুর ১ সিমলিপাল ২ কেওনঝড় ১ পথ চলতে ৩ দিন। তবে সিমলিপাল-কেওনঝড় পৃথক ট্যুরেও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আর অন্ধ্র প্রদেশের ওয়ালটেয়ারের পথে কোরাপুট বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে উৎসাহীদের। তেমনই রাউরকেলা ও সম্বলপুর বেড়িয়ে আসুন যে-কোনও উইক এন্ডে। আর রথ দেখুন সৈকতনগরী শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে জুলাই-আগস্ট মাসে।

অনেক উত্থান-পতনের মাঝ দিয়ে যযাতি কেশরী রাজা হলেন ওড়িশার। তিনি অযোধ্যা থেকে ১০০০০ ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন নিজ রাজ্যে। গড়ে তোলেন মন্দিরের পর মন্দির
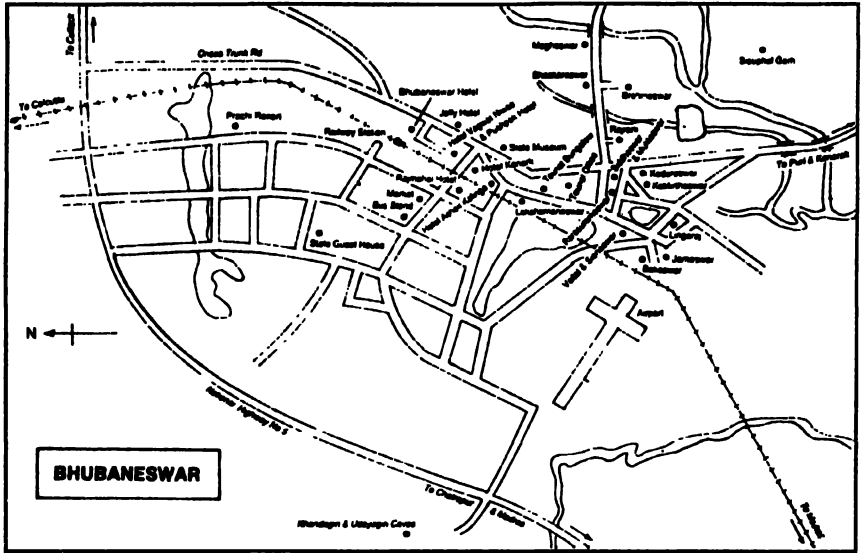
বেলেপাথরে, কালে কালে মন্দিরের সংখ্যা ৭০০০ ছাড়িয়ে যায়। তবে, আজ আর সব মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। শ'খানেক আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—আজকের পর্যটকদের অতীত আখ্যান শোনায়। Fergusson বলেছেন—The truest fusion of dream and reality.....perhaps the finest example of a purely Hindu temple in India লিঙ্গরাজকে।

ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন থেকে ৩.৬ কিমি দূরে ভুবনেশ্বরের অন্যতম মন্দির—বিশ্ববিখ্যাত লিঙ্গরাজ। দেবতা এখানে স্বয়ম্ভু—আধা শিব, আধা বিষ্ণু অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত-পাতালের অধীশ্বর ত্রিভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বর নামকরণও এই ত্রিভুবনেশ্বর থেকে। গর্ভগৃহে বিশাল শক্তিপীঠের ওপর গ্রানাইট পাথরের ছত্রাকার লিঙ্গ মূর্তি। পুরীর মতো এখানেও রথযাত্রা, দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা উৎসব হয়। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া থেকে পরবর্তী শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত চন্দনে চর্চিত হয়ে বিন্দু সরোবরে নৌকাবিলাস অর্থাৎ চন্দনযাত্রায় যান দেবতা। শিবরাত্রি আর এক বরণীয় উৎসব।

রাজা যযাতি কেশরীর মৃত্যুর পর তাঁর আয়োজিত ও পরিকল্পিত লিঙ্গরাজ মন্দির গড়ে তোলেন ললাট কেশরী। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বেলেপাথরে তৈরি মন্দিরে লোহা ব্যবহৃত হলেও কাঠের কোনো ব্যবহার নেই। লিঙ্গরাজের চারপাশ ১২৭ ফুট উঁচু, ৭½ ফুট চওড়া প্রাচীরে ঘেরা। মন্দিরের প্রাঙ্গণ ৫২০×৪৬৫ ফুটের। ১০৮টি মন্দিরের উপনিবেশ এই লিঙ্গরাজ। পুরীর মন্দিরের থেকে আকারে ছোট এটি। প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। তবে লর্ড কার্জনের জন্য তৈরি উত্তরের দেওয়ালে পাথরের পাটাতন থেকে অহিন্দুরা দেখে নিতে পারেন মন্দির। প্রবেশপথও তিন—পুবে মূল প্রবেশপথ সিংহদ্বার, জোড়া সিংহ গেট পাহারায় রত।

ওড়িশার মন্দির সাধারণত একই আঙ্গিকে—বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ এই চার স্তরে গড়ে উঠেছে। *ভোগমণ্ডপ* অর্থাৎ দেবতাকে অর্ঘ্য দেওয়ার ঘর, *নাটমন্দিরে* নৃত্য, *জগমোহন হচ্ছে* মূল মন্দিরে প্রবেশের গাড়িবারান্দা, আর সবশেষে *বিমান* অর্থাৎ গর্ভমন্দিরে দেবতার অবস্থান। বিমানের মাথায় চুড়ো। সিংহ বিক্রম দেখাচ্ছে হাতিকে পিষ্ট করে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বৌদ্ধধর্মকে খর্ব করে।

হিন্দু মন্দির নির্মাণের সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়ে বলা যায় বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ নিয়ে লম্বায় ৩০০ ফুট, চওড়ায় ৬০ থেকে ৭৫ ফুট এই লিঙ্গরাজ। মন্দিরে প্রথম ছিল বিমান আর জগমোহন। ১০৯০-১১০৪এ কোণারকের সূর্যমন্দির নির্মাতা নরসিংহ দেব বর্তমান রূপ দেন। প্রথা অনুযায়ী বিমানের উচ্চতা ১৬১ ফুট হলেও এ-মন্দিরের বিমানটি ১৬২ ফুট উঁচু। জগমোহনের দ্বিতল ছাদটি কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। পুরীর থেকেও সুন্দর এই জগমোহন। মন্দিরের বাইরে দেওয়ালের খোপে খোপে রয়েছেন অষ্ট দিকপাল। উত্তরে কুবের, পুবে ইন্দ্র, দক্ষিণ-পুবে অগ্নি, দক্ষিণে যম, দক্ষিণ-পশ্চিমে নিঋতি আর পশ্চিমে রয়েছেন দেবতা বরুণ। এছাড়া দেওয়ালে ফুল-লতা-পাতা ও হিন্দু পুরাণের নানান দেব-দেবীর সাথে মিথুন মূর্তিও স্থান পেয়েছে মন্দির গাত্রে। তবে কোণারক বা পুরীর থেকে সংখ্যায় কম।

লিঙ্গরাজকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে অন্যান্য মন্দির ভুবনেশ্বরে। পাশেই রয়েছেন নিশাগণেশ—বিশালাকার গণেশ, কার্তিক ও পার্বতীর মূর্তি। নিশাপার্বতীর কারুকার্য, বিশেষ করে পাথর কুঁদে বসন খুবই সুন্দর। মুক্তেশ্বর ও পার্বতী মন্দিরের কারুকার্যও দর্শকদের মুগ্ধ করে।

লিঙ্গরাজ থেকে ৭/৮শ' ফুট উত্তরে **বিন্দুসরোবর**। পুরাণ বলে, অতীতে জায়গার নাম ছিল একাম্রকানন। পার্বতীর খুব প্রিয় ছিল। একদিন বিহারে বেরিয়ে পথে কৃত্তি ও বাস নামে দুই দৈত্যের সামনে পড়েন পার্বতী। বিয়ে করতে চায় ওরা পার্বতীকে। পার্বতীও রাজি। তবে শর্ত এক! সেই মতো দুই দৈত্য কাঁধে তুললেন পার্বতীকে। দেবীর ভারে পিষে গেল ওরা। পার্বতী ক্লান্ত, পিপাসার্ত। হাজির হলেন শিব। পার্বতীর পিপাসা মেটাতে তৈরি হলো সরোবর। শিবের আহ্বানে সমস্ত নদ-নদী-সরোবর বিন্দু বিন্দু করে জল দিল। নামও তাই বিন্দুসরোবর। ১৪০০× ১৫০০ ফুটের বিন্দু সরোবরের গভীরতা ১৫ ফুট। খুবই পবিত্র এই জল, স্নানে সর্ব পাপ নাশ হয়। লিঙ্গরাজ থেকেও দেবতা আসেন জন্মোৎসবে বিন্দু-সরোবরে স্নান করতে।

বিন্দু-সরোবরের পুব পারে **অনন্ত বাসুদেব মন্দির**। বহু প্রাচীনও এই মন্দির দেবতা বিষ্ণুর। কারুকার্যও সুন্দর। এর এক শিলালিপিতে ভবদেব ভট্টর নাম মেলে। সম্ভবত তিনিই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। আর সরোবরটিও নাকি তাঁরই খনন করা। তবে, তাত্ত্বিকরা বলেন, ভবদেব ভট্টর হাতে সংস্কার হয় ৬০ ফুট উঁচু মন্দির ও বিন্দু-সরোবরের। আর মন্দির গড়েন ১২৭৮এ অনঙ্গ ভীম দেবের কন্যা চন্দ্রাদেবী।

সিদ্ধারণ্য বা সিদ্ধ অরণ্য। ভুবনেশ্বর-পুরী সড়কে আম্রকাননে ঘেরা সুস্বাদু জলের প্রস্রবণ ছিল অতীতে। আজ আর আমের কানন নেই। তবে ৪৬ x ২০ হাতের কেদার-গৌরী বা গৌরীকুণ্ড প্রস্রবণটি রয়েছে। কেদার-গৌরীর পাড়ে হাত বিশেক উঁচু ৯ শতকের মন্দির **মুক্তেশ্বরে** দেবতা শিব। স্বপ্ন রূপ পেয়েছে এর বেলেপাথরে। ভাস্কর্যে বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটেছে। ঢুকবার মুখে বৌদ্ধ আঙ্গিকে পদ্মাকার চন্দ্রাতপ। প্রতিটি পাপড়ি রূপ পেয়েছে এক এক দেবমূর্তিতে। দু'টি থামের উপর এক অর্ধবৃত্ত। অদ্ভুত এর গঠন, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান মূর্ত হয়েছে। ব্যাস-রিলিফে হাতি ও ঘোড়ার মিছিলও অভিনব। বৈচিত্র্যে ভরা সপ্তমাতৃকা, নবগ্রহের মূর্তিও রয়েছে মুক্তেশ্বরে। গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর আর কোলে শিশু; অভিনবত্ব আছে মূর্তিতে। মন্দিরের পাশে মরীচী পুষ্করিণী। স্নানে বন্ধ্যাত্ব নাশ হয়।

মুক্তেশ্বরের বিপরীতে **পরশুরামেশ্বর** মন্দিরে দেবতা শিব-তনয় কার্তিক। ৪০ ফুট উঁচু মন্দিরটি নাকি সবচেয়ে প্রাচীন—৬৫০এ তৈরি। রামায়ণ, মহাভারত ও নানান পৌরাণিক আখ্যান চিত্রিত হয়েছে এর দেওয়ালে। ব্যাস-রিলিফে হাতি ও ঘোড়ার শোভাযাত্রা অনবদ্য। জানালার জাফরির কাজও সুন্দর। পরশুরামেশ্বরের সন্নিকটে **স্বর্ণজালেশ্বর** মন্দির। অদূরে কোটিতীর্থ পুষ্করিণী। তবে, জনশ্রুতি—৪৫ ফুট উঁচু **কেদার-গৌরী** মন্দিরটি আরও প্রাচীন, তৈরিও নাকি ৬ শতকে। কেদার-গৌরীতে রয়েছেন শিবজায়া গৌরী অর্থাৎ সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে দেবী দুর্গা। এমন সুন্দর শ্রীমণ্ডিত দেবীমূর্তি খুব কম দেখা যায়। আর রয়েছে ৮ ফুট উঁচু পবনপুত্র হনুমান, গৌরী মন্দির ও গৌরীকুণ্ড। কেদারেশ্বরে ঢুকতেই বামহাতি **দুধগঙ্গার** জল পান করতে ভুলবেন না। জলে নানান ব্যাধির উপশম মেলে। আর আছে একই চত্বরে মুক্তেশ্বর লাগোয়া **সিদ্ধেশ্বর** মন্দির। সিদ্ধেশ্বরে দেবতা গণেশের দাঁড়ানো মূর্তিটিও সুন্দর।

সিদ্ধারণ্যের অদূরে সুন্দর বাগিচার মাঝে ১১ শতকে তৈরি ৫৮ ফুট উঁচু **রাজা-রানী** মন্দিরের কারুকার্যও সুন্দর। মূর্তি হয়েছে লতা-পাতার মাঝে গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অলঙ্কারভূষিতা সুন্দরী ও নানান ভঙ্গিমায় নরনারীর; তেমনই রয়েছে দেব-দেবীর মূর্তি। কুলুঙ্গিতে হাতি, সিংহ; থামগুলিও কারুকার্যময়। পিরামিডধর্মী মন্দির, পিছে শিখর। অষ্ট দিকপালরা মন্দির পাহারায় রত। জনশ্রুতি, বাদামি রঙা রাজা আর হলুদ রঙা রানিয়া পাথরে মন্দির তৈরি, আর রাজা-রানিয়া থেকে নাম রাজা-রানী। দ্বিমতে, রানীর ইচ্ছায় রাজা উদ্যতকেশরী এই মন্দির গড়েন তাঁর মায়ের জন্য। নামটি নাকি তাই রাজা-রানী। তবে, দেবতাহীন মন্দির আজ সবার তরে খোলা।

মন্দিরের শেষ নেই ভুবনেশ্বরে। সব দেখাও সম্ভব নয় পর্যটকদের। তাই এবার চলা যাক রাজা-রানী থেকে ১ কিমি পুবের **ব্রহ্মেশ্বর** দেখে মন্দির থেকে রাজধানীর পথে। সারা মন্দিরময় ভাস্কর্য—নৃত্যরতা সুন্দরী, অভিনবত্বে ভরা চটুল এমনকি শৃঙ্গার মূর্তিও রূপ পেয়েছে ব্রহ্মেশ্বরে। জগ-মোহনের চন্দ্রাতপটি ফোটা পদ্মের আকার। লিঙ্গরাজেরই প্রতিচ্ছবি, দ্বারও খোলা সবার তরে ৯ শতকে তৈরি ব্রহ্মেশ্বরের। বিপরীতে ৫মি উঁচু ভাস্করেশ্বর শিব, সামান্য পুবে মেঘেশ্বর।

উৎসাহীরা শহর থেকে ৫ কিমি দক্ষিণ-পুবে ব্রহ্মেশ্বর থেকে মাঠ পেরিয়ে সম্প্রতি খননে মেলা অশোকের কালের (খ্রিপূ ২-৪) **শিশুপাল গড়টিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। প্রাকারে বেষ্টিত প্রাচীন নগরের সন্ধান মিলেছে। কুষাণ যুগের মুদ্রাও মিলেছে খননে। খরবেলার রাজ্যপাট ছিল এই শিশুপাল-এ। নাম ছিল সেকালে এর তোসালি। তেমনই শহর থেকে ৬ কিমি দূরে হীরাপুরে ৯ শতকের বৃত্তাকার মাতৃকা বা যোগিনী মন্দিরটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

পান্থনিবাসের অদূরে হোটেল অশোক কলিঙ্গের বিপরীতে কল্পনা স্কোয়ারে ওড়িশার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও পুরাতত্ত্বের সংগ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছে **মিউজিয়ম**। নানান উপজাতীয় সম্ভারও প্রদর্শিত হয়েছে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৩-০০ আবার ১৪—১৭-০০টায় খোলা।

দর্শনী ২। তেমনই হয়েছে হ্যান্ডিক্রাফ্টস মিউজিয়ম, সায়েন্স মিউজিয়ম ভুবনেশ্বরের সেক্রেটারিয়েট রোডে। প্ল্যানেটেরিয়ামও বসেছে জাতীয় সড়ক-৫এ ভুবনেশ্বরে। সোম ছাড়া প্রতিদিন ১৫-০০ ও ১৬-৩০টায় প্রদর্শন। আর উচিত হবে রবিবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় CRP Sqr-এর ট্রাইবাল রিসার্চ সেন্টারে ওড়িশার উপজাতীয় সংস্কৃতি দেখে নেওয়া। তেমনই উচিত হবে ভুবনেশ্বরের নতুন সংযোজন—রবীন্দ্রমণ্ডপ, বিড়লা গ্রুপের তৈরি রাম মন্দির, নয়াপল্লীতে ইসকনের মন্দির, সেক্রেটারিয়েটের বিপরীতে ইন্দিরা গান্ধী পার্কটিও দেখে নেওয়া। এই পার্কেই ১৯৮৪-র ৩০শে অক্টোবর জীবনের শেষ ভাষণ দেন শ্রীমতী ইন্দিরা। মূর্তিও হয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর।

মন্দিরের শহর ভুবনেশ্বর। তাই মন্দিরগুলির আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে এত বেশি যে নতুন গড়ে তোলা রাজধানী শহরও হারিয়ে যায় মন্দিরের ভিড়ে। লিঙ্গরাজ মন্দির দেখে উদয়গিরি যাবার পথে গাড়িতে বসেই সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন। তবে, শহর থেকে ২০ কিমি উত্তরে নীল আকাশের নিচে ৪২৬ হেক্টর জুড়ে গড়া নন্দনকানন অর্থাৎ দেবতাদের নন্দনবনে বটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানাটি দেখে নেওয়া উচিত হবে। সোম ছাড়া ৮—১৭-০০টায় খোলা। জন্ম এর ১৯৬০এ হলেও পর্যটকপ্রিয় নন্দনকাননের সংগ্রহ উল্লেখ্য। বিশেষ করে দ্বি-শতাধিক বাঘ, সাদা বাঘ, সাদা কুমির, গরিলা, গিরগিটি জাতীয় ইগোয়ানা, স্কুইরেল অনন্য করে তুলেছে একে। ২০ হেক্টর জুড়ে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ সিংহের লায়ন সফারি পার্কও হয়েছে ১৯৮৪তে। সোমবার ছাড়া ৯—১১-০০ ও ১৫—১৮-০০টায় ব্যাটারি চালিত ১৯ সিটের সুরক্ষিত সফারি বাসে ৫ টাকার টিকিটে ৩ কিমি পথে দেখেও নেওয়া যায় শাল-সেগুনের নিস্তব্ধ অরণ্যে সিংহদের রোজনামচা। সন্ধে ছটায় সিংহদের আহারপর্ব সেও আর এক দ্রষ্টব্য। তবুও সোমবার উপবাসে রেখে মঙ্গলবার ১১টায় বাঘ-সিংহদের লাঞ্চ পরিবেবা এক বিরল দৃশ্য। রোপওয়েও বসেছে সফারি পার্কে। তেমনই হয়েছে বিশ্বে প্রথম সাদা বাঘের সফারি ১৯৯১-এর ১লা এপ্রিল নন্দনকাননে। ১২ হেক্টর ব্যাপ্ত সফারিতে ২৫টি সাদা বাঘ চরে বেড়ায় স্বাধীনভাবে—যাত্রী চলেন ঘেরা গাড়িতে সফারি দর্শনে।

শীতে দেশ-দেশান্তর থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে রমণীয় করে তোলে। হাতি যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে, টয় ট্রেন চলছে; রোপওয়েও বসেছে নন্দনকাননে। ১৩৪ একর ব্যাপ্ত কাঞ্জিয়া লেকের জলে বোটিং-এরও নানান ব্যবস্থা আছে। আর হচ্ছে ১৮৯ বর্গ কিমি জুড়ে চাঁদকা হস্তী অভয়ারণ্য নন্দনকাননে।

নিকটতম রেল স্টেশন ভুবনেশ্বর-কটক রেলপথের বরাং থেকে ২ কিমি রিকশা বা পায়ে চলা যায় নন্দনকানন। আর বাস যাচ্ছে ভুবনেশ্বর বাস স্ট্যান্ড থেকে সকাল ৯-৩০টায় *নন্দনকানন স্পেশাল।* প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। প্যাকেজ ট্যুরেও বাস আসছে পুরী ও ভুবনেশ্বর থেকে নন্দনকানন দর্শনে। তবে, প্যাকেজ ট্যুরের ১ ঘণ্টায় অনাস্বাদিত থেকে যায় নন্দনকাননের নানানকিছু। গাইডও মেলে দর্শনে। ২ টাকার টিকিট লাগে নন্দনকানন দর্শনে। থাকারও ব্যবস্থা আছে নন্দনকাননের *Tourist Cottage* ও *FRH*-এ। অবু: Assistant Conservator of Forests, Nandankanan, Po-Barang, Dist- Cuttack, ✆ 51580.

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি: রেল স্টেশন থেকে ৮ কিমি পশ্চিমে, কলকাতা-চেন্নাই জাতীয় সড়কের সন্নিকটে, পূর্বঘাট পর্বতমালার একই পাহাড়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৌদ্ধগুহা উদয়গিরি (Sunrise Hill) ও জৈনগুহা খণ্ডগিরি। খ্রি পূ ২ শতকে ১২৩ ফুট উঁচুতে গ্রানাইট পাহাড় কুঁদে তৈরি খণ্ডগিরি আর উদয়গিরির উচ্চতা ১১৩ ফুট। উচ্চতায় কম হলেও গুহার আধিক্য ও আকর্ষণে উদয়গিরি উল্লেখ্য। তৈরি সম্ভবত বৌদ্ধ সাধু-সন্তের বাসের জন্য। আর খণ্ডগিরি আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও মন্দির হয়েছে খণ্ডগিরি শীর্ষে ১৮ শতকে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর (২৪তম) ও পার্শ্বনাথের (২৩তম)। তেমনই আছে চলার পথে অ্যাটলিট, নারী ও হাতি ছাড়াও নানান মূর্তি খোদিত বেশ কয়েকটি জৈন গুম্ফা খণ্ডগিরিতে। এমনকি খণ্ডগিরির চুড়ো থেকে বিমানবন্দর, লিঙ্গরাজ, ধৌলীও দৃশ্যমান। আর আছে বাঁদর সারা পাহাড়খণ্ডে।

আর পথের ডাইনে উদয়গিরিতে সিঁড়ি দিয়ে অল্প উঠতেই প্রথমে পড়ে স্বর্গপুরী গুম্ফা। এর দেওয়ালে লতা-পাতার সঙ্গে রয়েছে সুন্দর এক হস্তীমূর্তি। এরপর রানী গুম্ফা অর্থাৎ রানীর প্রাসাদ। উত্তর পূর্ব আর পশ্চিম কেটে তৈরি হয়েছে এই দ্বিতল প্রাসাদপুরী। দৈর্ঘ্যে ৪৯ ফুট আর প্রস্থে ২৪ ফুট এটি। পিলারগুলির মাথার ব্রাকেটে হস্তী-নারী-নর্তকী মূর্তি। মন্দিরের মতো কারুকার্য তত সূক্ষ্ম নয়। রানী গুম্ফার উপরে গণেশ গুম্ফা। একতলা এই গুম্ফাটি অলিন্দ সংলগ্ন। দু'পাশে দুই হস্তীমূর্তি, সীতাহরণের আখ্যানও রয়েছে দেওয়ালে। অলিন্দের কারুকার্যও সুন্দর। নীতিকথা রূপ পেয়েছে অলিন্দে।

সাধারণের কাছে সাদাসিধে হস্তী গুম্ফার আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও পালিভাষার শিলালিপিটি এর মূল সম্পদ। শিলালিপির স্বস্তিক চিহ্নের জন্য কারও কারও মতে এটি বৌদ্ধ, আবার জৈন বলেও দাবি করেন নানান জনে। সম্ভবত, কলিঙ্গরাজ খরবেলার জীবনচরিত ও তাঁর ১৩ বছরের (খ্রি পূ ১৬৮—১৫৩) রাজ-কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে ১৭ লাইনে। কথিত আছে খ্রি পূ ৬ শতকে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচারের মানসে ভুবনেশ্বরে আসেন। অবস্থান করেন কুমারী পাহাড়ে—সে নাকি আজকের এই উদয়গিরি।

এছাড়াও ব্যাঘ্র গুম্ফা, সর্প গুম্ফা, অনন্ত গুম্ফা, দ্বিতল জয়া-বিজয়া, জৈন গুম্ফাগুলিও একে একে দেখে নেওয়া উচিত হবে। উদয়গিরি থেকে শুরু করে ঘণ্টাখানেকে নেমে যাওয়া যায় খণ্ডগিরি দেখে। পথ গিয়েছে বনের মাঝ দিয়ে

গাছপালা সরিয়ে। গুহার সংখ্যা উদয়গিরিতে ৪৪ আর খণ্ডগিরিতে ১৯। তবে সবগুলি দেখা সম্ভব নয়। ধৈর্য ও সময় দুয়েরই অভাব ঘটে। সংখ্যায় অল্প হলেও শহর থেকে বাস, ট্যাক্সি, রিকশা আবার প্যাকেজ ট্যুরেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় ভুবনেশ্বর বা পুরী থেকে। ৮—১৮-০০টায় খোলা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। দর্শনীও লাগে উদয়গিরিতে। ১২ কিমি দূরের হীরাপুরেও দেখে নেওয়া যায় ২টি যোগিনী মন্দির ভুবনেশ্বর থেকে।

ধৌলী: শহর থেকে ভুবনেশ্বর-পুরী/কোণারক রোডে ৫ কিমি যেতে ডাইনে ৩ কিমি গিয়ে ধৌলী। পুরী বা কোণারকের বাসে বা প্যাকেজ ট্যুরে ধৌলী চলুন। রিকশা বা ট্যাক্সিতেও চলা যেতে পারে ধৌলী। আজকের ধৌলীতেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ঘটে খ্রি পূ ২৬১তে কলিঙ্গরাজ ও অশোকের। এই যুদ্ধের রক্তক্ষয় দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন সম্রাট অশোক। শপথ নেন—*অসি দিয়ে নয়, এবার জয় প্রেম আর ভালবাসা দিয়ে।* আজও খোদিত রয়েছে ৫×৩ মিটারের এক প্রস্তরখণ্ডে সম্রাট অশোকের ১৩টি রাজাজ্ঞা ধৌলীর পাদদেশে। ঘোষিত হয়েছে—All men are my children. সম্প্রতি মুকুট পরেছে ধৌলী পাহাড়। অনুচ্চ পাহাড়চুড়োয় শ্বেত-শুভ্র শান্তি স্তূপ গড়েছে জাপানের বৌদ্ধ সঙ্ঘ ১৯৭২এ। মনাস্ট্রিও হয়েছে—সদধর্ম বিহার। মূর্তিও হয়েছে গৌতম বুদ্ধের—চার রকমের চার। আর হয়েছে ধবলেশ্বর শিবের মন্দির ধৌলীতে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে রক্তে রাঙা দয়া নদী।

ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মারকরূপে ওড়িশার হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্প সঙ্গী করা যেতে পারে। কেনাকাটায় জনপথ বা মার্কেট বিল্ডিং কমপ্লেক্স—রাজপথ চলা যেতে পারে। স্টেট এম্পোরিয়াম উৎকলিকা—রাজপথ, ওড়িশা স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কোঅপারেটিভ—জে এন মার্গ, ওড়িশা স্টেট হ্যান্ডলুম ডেভেলমমেন্ট করপোরেশন—জনপথ ছাড়াও প্রাইভেট মালিকানায় দোকানপাট রয়েছে অজস্র।

কনডাকটেড ট্যুর : ওড়িশা পর্যটনের Tourist Office, 5 Joyadev Nagar, Kalpana Chowk, opp Museum, Bhubaneswar-751002, ✆ 432314 সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ৯৫/১২০ টাকায় ভুবনেশ্বর পান্থনিবাস থেকে ৯-০০টায় গিয়ে ১৭-৩০টায় ফেরে নন্দনকানন, খণ্ডগিরি-উদয়গিরি, ধৌলী ও মন্দির দেখিয়ে। আর প্রতিদিন ৯-০০টায় যাচ্ছে ১০০/১৫০ টাকায় পিপলি, পুরী ও কোণারক, ফেরে ১৮-০০টায়। প্রতিদিন OTDCর বাস সম্বলপুর যাচ্ছে ২২-০০টায় ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় ৯০ টাকায়; বেরহামপুর যাচ্ছে প্রতিদিন ৭-০০টায় ছেড়ে ৪ ঘণ্টায়—ভাড়া ৫৫। ফেরে যথাক্রমে ২২-০০/১৪-৩০টায়। A/c ও non A/c নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। বুকিং: Manager, Panthanivas, ✆ 431515. রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরেও দপ্তর বসেছে এদের। আর ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর, B/21 Kalpana Area, Behind Museum, ✆ 54203এ। আবার এককভাবে ট্যাক্সিতেও সাঙ্গ করা যায় ভুবনেশ্বর দর্শন। পুরী ও কোণারকও যাচ্ছে ট্যাক্সি। আবার রিকশা চেপেও ২৫—৩০ টাকায় দেখে নেওয়া যায় ভুবনেশ্বরের মন্দিররাজি। নানান প্রাইভেট সংস্থাও যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে ওড়িশা দেখাতে। গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

আর OTDC, Utkal Bhawan, 55 Lenin Sarani, Cal-13, ✆ 2443653 থেকে ২ দিন ১ রাতের ইকোনমিক প্যাকেজে চাঁদিপুর-পঞ্চলিঙ্গেশ্বর বেড়িয়ে আনে। যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থা সহ যাত্রীভাড়া এদের। ২ দিন ১ রাতের উইক এন্ড ট্যুরে পুরী-ভুবনেশ্বর-কোণারকও যাচ্ছে এরা। একইভাবে ভুবনেশ্বর-কোণারক-পুরী যাচ্ছে OTDC. সব ক্ষেত্রেই আহার্য নিজ ব্যয়ে। তেমনই OTDC-র ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক, তপ্তপানি, চাঁদিপুর, লুলুং, চিল্কার পান্থনিবাসের আংশিক বুকিংও করে এরা।

অত্রি: শহর থেকে ৪০ কিমি দূরে গরম জলের জন্য অত্রির প্রশস্তি। জলে সালফার আছে—চর্মরোগের নিরাময় ঘটে। দেবতাও রয়েছেন হটকেশ্বর অত্রিতে।

বিমানবন্দর থেকে ৪ কিমি দূরে শহর—ট্যাক্সি যাচ্ছে। আর রেল ও বাস শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২ কিমির ব্যবধানে ভুবনেশ্বরে। IAC-র বিমান I 3 6 দিন ১৬-১৫য় কলকাতা ছেড়ে ১৭-১০এ ভুবনেশ্বর, ১৯-১০এ নাগপুর, ২০-৫৫য় হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে; 2 4 দিন ১৭-৪০এ কলকাতা ছেড়ে ১৮-৩৫এ ভুবনেশ্বর যাচ্ছে। আর ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লী যাচ্ছে প্রতিদিন ১৩-২৫এ ছেড়ে ২ঘ ১০ মিনিটে। কলকাতায় যাচ্ছে ৫৫ মিনিটে I 3 6 দিন ২০-৫০, 2 4 দিন ১৯-০৫এ ভুবনেশ্বর থেকে। ভুবনেশ্বর আসছে দিল্লী থেকে প্রতিদিন ১০-৪০এ। মুম্বাই যাচ্ছে I 3 5 দিন ১৫-৫০এ ছেড়ে ২ ঘ ৫ মিনিটে; ফেরে মুম্বাই থেকে ১২-১৫য়। চেন্নাই যাচ্ছে I 3 5 দিন ১৯-৫০এ ছেড়ে ২১-১০এ হায়দ্রাবাদ পৌঁছে ২২-৪৫এ; ফেরে চেন্নাই থেকে ১৬-৩০এ ছেড়ে ১৭-৩০এ হায়দ্রাবাদ পৌঁছে ১৯-২০এ। I 3 6 দিন ১৭-৫০এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে ১৯-১০এ নাগপুর পৌঁছে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ২০-৫৫য়; ফেরে ১৭-১৫য় হায়দ্রাবাদ ছেড়ে নাগপুর হয়ে ২০-১০এ। আর প্রাইভেট বিমান Skyline NEPC 4 6 দিন ভুবনেশ্বর-বিশাখাপতনম-চেন্নাই-ত্রিচি-কোয়েম্বাটুর-মাদুরাই-ভুবনেশ্বর; 3 5 দিন ভুবনেশ্বর-কলকাতা-বাগডোগরা-ভুবনেশ্বর সার্ভিস গড়েছে।

হাওড়া-চেন্নাই রেলপথে হাওড়া থেকে ৪৩৭ কিমি দক্ষিণে ভুবনেশ্বর। নানান ট্রেন যাচ্ছে কলকাতা থেকে খড়্গপুর-বালাসোর-ভদ্রক-কটক হয়ে ভুবনেশ্বরে। ৬-১৫য় কলকাতা অর্থাৎ হাওড়া ছেড়ে ১৩-৩৫এ ভুবনেশ্বর পৌছায় 2821 ধৌলী এক্স; ধৌলী ফেরে ১৪-০৫এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে ২২-০৫এ হাওড়ায়। আর যাচ্ছে ১৯-০০টায় 8409 শ্রীজগন্নাথ এক্স, ২২-০০টায় 8007 পুরী এক্স, ১০-১৫য় 8045 ইস্ট কোস্ট এক্স, ২৩-৩০এ 8079 তিরুপতি এক্স হাওড়া থেকে ভুবনেশ্বর হয়ে। কম বেশি ৯ ঘণ্টার পথ। তেমনই খড়্গপুর থেকেও ট্রেন মেলে দিল্লী থেকে আসা ১-৩০এ কলিঙ্গ-উৎকল, ৬-২৫এ পুরী এক্স, ১০-৫০এ নীলাচল, ২২-৫৫য় পুরুষোত্তম এক্স, বুধবার ২০-২০এ পাটনা-পুরী বৈদ্যনাথধাম এক্স আর করমণ্ডল, চেন্নাই মেল বা তিরুভনন্তপুরম/ ব্যাঙ্গালোর/ কোচি এক্স, ফলকনুমা এক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রায় নিম্নতম দূরত্ব খুর্দা রোডের টিকিট কেটে জার্নি ব্রেক করা যায় ভুবনেশ্বরে। তবে, আপার ক্লাশ যাত্রায় এই বিধিনিষেধ নেই।

১৬-৩০এ পুরী ছেড়ে ১৮-৩৫এ ভুবনেশ্বর এসে খড়্গপুর

১-০৫, টাটানগর ৩-৪০, চক্রধরপুর ৫-০০, রাউরকেলা ৬-৫৫, বিলাসপুর ১৩-১৫, অনুপপুর ১৬-৫০, কাটনি ২২-০০, ঝাঁসী ৫-৩৫, আগ্রা ক্যান্ট ৯-২০এ পৌঁছে হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে ১৩-২০এ 8477 উৎকল-কলিঙ্গ এক্স; কলিঙ্গ ফেরে ১০-৫৫য় হজরত নিজামুদ্দিন থেকে। 2 5 7 দিন 8475 নীলাচল এক্স ৯-০৫এ পুরী ছেড়ে ভুবনেশ্বর ১০-৪০, খড়্গপুর ১৬-৪০, টাটা ১৯-০০, বোকারো স্টিল সিটি ২৩-২০, বারাণসী ৭-২৫, লক্ষ্ণৌ ১৩-০০, কানপুর ১৪-৪৫এ পৌঁছে নতুন দিল্লী যাচ্ছে ২১-২০তে; নীলাচল ফেরে 2 5 7 দিন ৬-৩৫এ নতুন দিল্লী থেকে। 1 3 4 6 দিন 2815 পুরী-নিউ দিল্লী এক্স ৯-০৫এ পুরী ছেড়ে ভুবনেশ্বর ১০-৪৫, খড়্গপুর ১৬-৩৫, আদ্রা ২০-০৫, গয়া ১-১৯, এলাহাবাদ ৭-১৫, কানপুর ১০-০৫এ পৌঁছে নতুন দিল্লী যাচ্ছে ১৭-০০টায়; পুরী ফেরে 1 3 4 6 দিন ৬-৩৫এ নতুন দিল্লী থেকে পুরী এক্স। সুপার ফাস্ট 2801 পুরুষোত্তম এক্স ২০-১০এ পুরী ছেড়ে ভুবনেশ্বর ২১-৪৫, খড়্গপুর ৩-৪৫, টাটা ৬-১৫, গয়া ১৩-৩২, মোগলসরাই ১৬-৩৫, এলাহাবাদ ১৮-৫৫য় পৌঁছে নতুন দিল্লী যাচ্ছে ৪-৩৫এ; পুরুষোত্তম পুরী ফেরে ২২-৩৫এ নিউ দিল্লী ছেড়ে ৩২½ ঘণ্টায়। আর যাচ্ছে 3 7 দিন 2421 ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্স ৯-১০এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে কটক ৯-৪৫, হাওড়া ১৬-৩০, আসানসোল ১৯-১০, ধানবাদ ২০-০০, মোগলসরাই ০-৩৮, কানপুর ৪-৪২এ পৌঁছে ৯-৪০এ নতুন দিল্লী; রাজধানী ফেরে 1 5 দিন ১৭-১৫য় নতুন দিল্লী থেকে।

ভুবনেশ্বর থেকে সড়ক দূরত্ব	
কোণারক	৬৪ কিমি
পুরী	৫৬ "
কটক	৩৭ "
পারাদ্বীপ	১২১ "
যাজপুর	১২১ "
চাঁদিপুর	২০৫ "
সিমিলিপাল	৩২৩ "
হীরাকুদ বাঁধ	৩৩৬ "
কেওনঝড়	২৩৫ "
রাউরকেলা	৫১৪ "
সম্বলপুর	৩২১ "
চিল্কা	৯৪ "
গোপালপুর-অন-সী	১৮৪ "
বিশাখাপতনম	৪২৬ "
তিরুপতি	১১৭২ "
হায়দ্রাবাদ	১০৬৩ "
কলকাতা	৫১২ "
মুম্বাই	১৭৪২ "
চেন্নাই	১২২৫ "

1020 কোণারক এক্স ১৮-০০টায় ভুবনেশ্বর ছেড়ে বেরহামপুর/ ওয়ালটেয়ার/ বিজয়ওয়াড়া/ সেকেন্দ্রাবাদ/ গুলবর্গা/ সোলাপুর/ পুনে হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে। কোণারক ভুবনেশ্বরে ফেরে মুম্বাই (CST) থেকে ১৫-০০টায়। হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনুমা এক্স, 3 7 দিন গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর, 4 দিন গুয়াহাটি-কোচি, 1 দিন গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্সও যাচ্ছে ৩-৫০এ হাওড়া ছেড়ে পরদিন ১২-৫৪য় ভুবনেশ্বর হয়ে। চিল্কায় যাচ্ছে ৭-৫৫, ১০-০০, ১৩-০০ ও ১৮-৪০এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় ভুবনেশ্বর-বালুগাঁও প্যাসেঞ্জার। খুর্দা রোড, তালচের, কটক যাচ্ছে নানান প্যাসেঞ্জার। পুরী যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় ৯-৪০, ১৩-৪০, ১৭-৪১এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন ভুবনেশ্বর থেকে। আসানসোল যাচ্ছে পুরী প্যাসেঞ্জার। ১৬-১০এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে রাউরকেলায় যাচ্ছে ২৩ ঘণ্টায় হীরাকুদ এক্স; ভুবনেশ্বর ফেরে ৮-১৫য় রাউরকেলা থেকে হীরাকুদ। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে ভুবনেশ্বর থেকে। রেল অনুসন্ধান ✆ 402233, রিজার্ভেশন ✆ 402042 ভুবনেশ্বরে।

কলকাতা থেকে জাতীয় সড়ক-৫ যাচ্ছে ভুবনেশ্বর হয়ে চেন্নাই। শহীদ মিনার থেকে CSTC, ORTC ও হিজলী সমবায়ের পুরীর বাসও যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে ভুবনেশ্বর হয়ে। আর ৪—২২-৩০টায় ৫ থেকে ৭ মিনিটের ব্যবধানে বাস যাচ্ছে ভুবনেশ্বর থেকে ১½ ঘণ্টায় পুরী। ৪—২৪-০০টায় মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে ১ ঘণ্টায় কটক; ১½ ঘণ্টায় কোণাবক; ৪—২১-০০টায় চিল্কা হয়ে ৫ ঘণ্টায় বেরহামপুর; কটক/ বালাসোর হয়ে ৭ ঘণ্টায় বারিপাদা যাচ্ছে নানান বাস; আর যাচ্ছে বাস রাউরকেলা, সম্বলপুর, কোরাপুট, সুন্দরগড় ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিকে ভুবনেশ্বর থেকে। স্লিপার কোচও যাচ্ছে সম্বলপুর, বারিপাদা ছাড়াও নানান দূরপাল্লার পথে ভুবনেশ্বর থেকে। বাস যাচ্ছে—বিশাখাপতনম, রাঁচি, টাটানগর, রায়পুরও রাজধানী থেকে। ORTC-র অনুসন্ধান ✆ 400540. বাস স্ট্যান্ডও শহরে দুই। রাজপথ থেকে সরে গিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে ক্যাপিটাল বাস স্ট্যান্ড (Unit 2) আর শহর থেকে ৬ কিমি দূরে নতুন বাস স্ট্যান্ড হয়েছে ভুবনেশ্বরে। নানানধর্মী প্রাইভেট বাসও চলছে ভুবনেশ্বর থেকে রাজ্যের দিকে দিকে। তবে, বাসে সবকিছুই উৎকল ভাষায় লেখা। শহরে চলছে সিটি বাস, ট্যুরিস্ট কার, মিটারহীন ট্যাক্সি, অটো ও সাইকেল রিকশা। তবুও যেন পুরী পর্যটকদের পুরী থেকেই কনডাকটেড ট্যুরে ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে।

রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড দুইয়েব মাঝে ব্যবধান ২ কিমি। মাঝপথে কল্পনা চক—মালা গেঁথেছে সাধারণ হোটেল এই কল্পনা চকে মিউজিয়মকে ঘিরে। তেমনই বাস সড়কে মিউজিয়মের বিপরীতে কল্পনা চকেই Gautam Nagar, Bhubaneswar, STD 0674, PC-751014-এ—ITDC-র *H Kalinga Ashok,* ✆ 431055, A4R1, A/c S ৯৫০, ১১৯৫, D ১২০০, ১৮০০, স্যুইট D ২৩৯৫। লাগোয়া বাঁয়ে OTDC-র *Panthanivas,* Lewis Rd-14, ✆ 431515, DAB ৩০০, TAB ৩৭৫, A/c ৫০০, ৫৫০; **H Konark,* A/c S ৬৭৫, D ৭৫০, স্যুইট ১২৫০।

রেল স্টেশনের পেছনে Kalpana Chowk-6-এ—বাঙালি মালিকানায় যথেষ্ট পপুলার *Bhubaneswar H,* ✆ 416977, SAB ১০০, ১২৫, DAB ১৫০, ১৭৫, ৩৫০, TAB ২০০, A/c D ৫০০, (TV সহ), প্রতিটি ঘরে চ্যানেল মিউজিক ও টেলিফোন। বাঙালি আহার্যের জন্যও এদের প্রশস্তি আছে। Cuttack Rd-6-এ *H Swagat,* ✆ 416686, DAB ১৫০, ২০০, ৩০০, ৩৫০; *Bishram Bhawan,* ✆ 412331 S ৬৫, D ১২৫। পাশেই Kalpana Sqr-14য় *H Ekamra,* ✆ 416732, D ১০০-১৭৫, T ১৫০-২৫০, A/c D ৩৫০; *H Padma,* ✆ 416626, S ৮০, D ১৫০; *H Sunrise,* D ১২০; *H Puspak,* SAB ৬৫, DAB ১২৫, A/c D ৩৫০; *H Gajapati,* 77 Buddhanagar-14, ✆ 417893, S ৬০, D ১০০-১৫০, A/c D ৩০০; *H Sahara,* 76 Buddhanagar-14, ✆ 917331, S ১৭৫, D ৩০০, A/c D ৪৫০, T ৫২৫; *Samita L,* 77 Buddhanagar-6, S ৪৫-৮০, D ৬৫-১০০, FR ৮০-১৫০; বিপরীতে **New Kenilworth H,* 86/A-1 Gautam Nagar, A4R1B2, ✆ 411723, A/c S ১১৭৫, D ১৫০০, স্যুইট ২০০০; *Bhagabat Nivas,* R½B1, SAB ৮০-১২৫, DAB ১৫০-২৭৫, FR ২২৫-৩২৫, A/c D ৪০০; *Zooly L,* D ১০০-১৫০; *Aristo L,* S ৬৫, D ১০০, T ১২০; *Ratna*
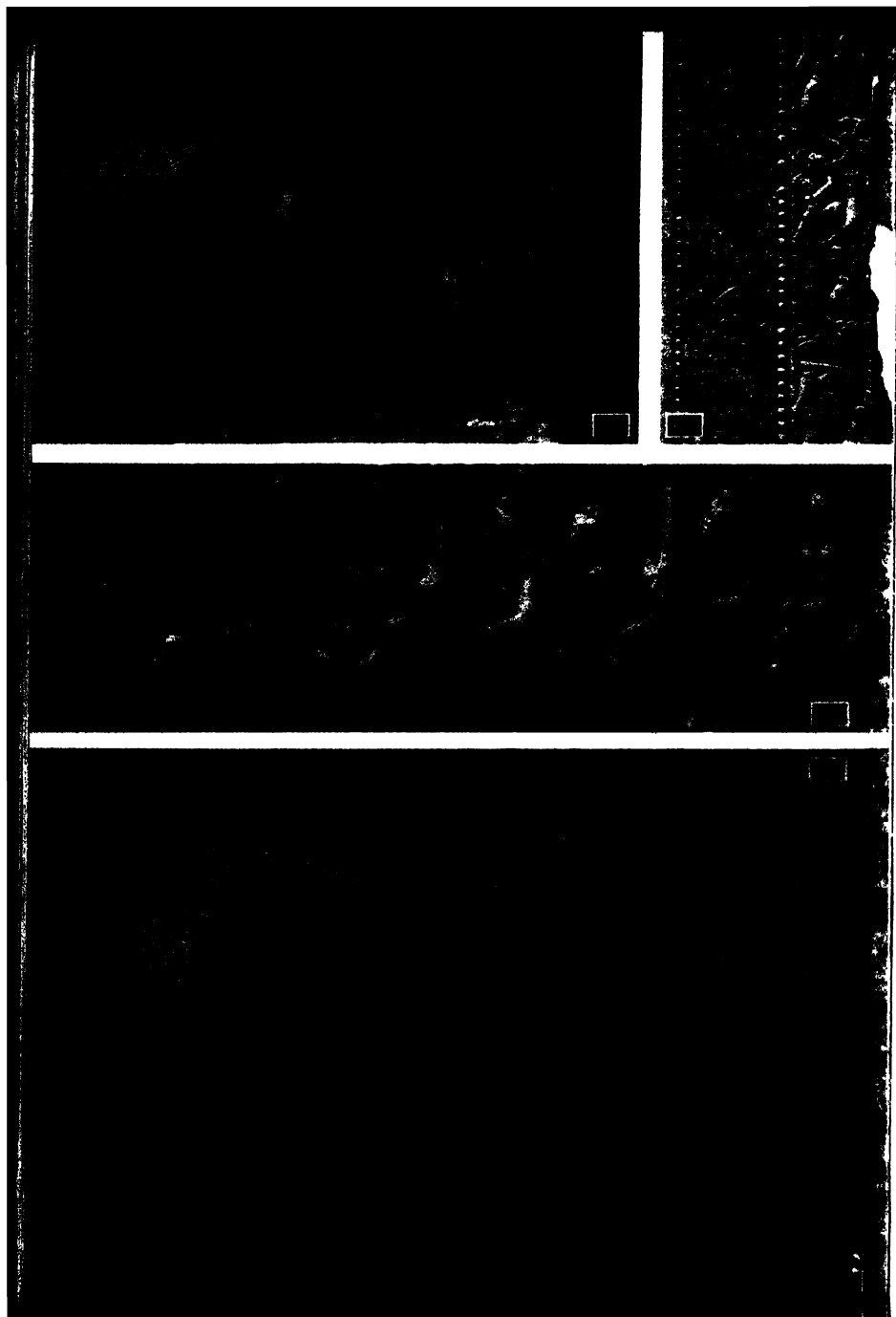
L, S ৪৫-৮৫ D ৮৫-১২৫; *H Trident*, Rajmahal Sqr-9, ✆ 405180, S ১০০ D ১৭৫ FR ২৫০; *H Joyram*, ✆ 403252, SCB ৬০ DCB ১০০; *H Benaraswalla*, SCB ৬০ SAB ৮০ DAB ১৫০।

Janpath-751011-এ—**H Prachi*, ✆ 402366, A/c S ৮৫০ D ১২৫০ ; *H Safari International*, 721 Rasulgarh-10, ✆ 480552, A7R4B4, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০; নবতম পাঁচতারা সম *The Garden Inn*, Janpath-751001, ✆ 414120, Fax 0674-400053, S ১২৫০ D ১৫৫০ ডিলাক্স ১৮৫০ স্যুইট ২৫৫০; **H Swasti*, 103 Janpath-1, Fax 91-674-407524, ✆ 404179, A3R$\frac{1}{2}$, A/c S ১৬৫০-২২৫০ D ২২৫০-২৭৫০, কল বুকিং: 10 Meher Ali Rd, Cal-17, Telefax 91-33-2409534. Bapuji Nagarএ—*Venus Inn*, S ৮০-১২৫ D ১২৫-২০০ A/c D ২৫০; *H Janpath*, S ৬০-১০০ D ১০০-১৭৫ A/c D ২৫০; *H Casino*, S ৬০ D ১০০-১৫০; *H Rajmahal*, ✆ 402448, SAB ৬৫ DAB ১০০ FR ১৫০ A/c D ২৫০; *H Venus Inn*, ✆ 401738, D ২২৫-৩০০; *H Swagat Inn*, ✆ 408486, S ১২৫ D ২২৫; *H Poonam*, R1B$\frac{1}{2}$, S ১০০ D ১৭৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০।

রেল স্টেশনের কাছে Kharbela Ngr-1-এ—*H Anarkali*, ✆ 404031, S ২০০ D ৩০০ FR ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬৫০; *H Jajati*, ✆ 400352, S ১৭৫-২৫০ D ২২৫-৩৭৫ A/c S ৩২৫ D ৪৫০ স্যুইট ৬০০; *H Nupur*, ✆ 404254, S ১২৫ D ২০০ A/c S ২৫০ D ৩০০-৪৫০। Stn Sqr-এ—*H Nandan*, D ১৭৫; **H Keshari*, ✆ 408593, S ৬০০ D ৮০০ A/c S ৮২৫ D ১০০০ স্যুইট ১৭৫০; *H Richi*, ✆ 406619, S ১০০ D ১৮০-২৫০ FR ২৭৫ A/c D ৪০০; *Chandan L*, S ৬০ D ১০০। Ashok Ngrএ—*City G H*, S ৬০ D ১০০; *Prince L*, S ৬০ D ১০০; *H Nilagiri*, S ৬০ D ১০০; *Tourist G H*, ✆ 400857, S ১৫০ D ২২৫; *Sashirekha L*, S ৪৫-৮০ D ৮৫-১২৫; *Central L*, R$\frac{1}{2}$B$\frac{1}{2}$, ✆ 407903, S ৬০ D ৮০-১২৫ T ১৫০; *Santosh L*, S ৬০ D ১০০। Saheed Ngr-এ—*H Swapanpuri*, D ১০০-১৫০; *H Meghdoot*, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪৫০-৬০০ D ৬৫০-৮৫০; *H Blue Wheel*, Market Building, D ১২৫-২০০ A/c D ৩৫০; *H Upendra*, SAB ৪০-৮৫ DAB ১০০-১৫০। Rajmahal Sqr-এ—*Venus L*, D ১২৫ T ১৫০; *Marwari H*, S ৮৫ D ১৫০; *H Chand*, ✆ 408692, S ৬০-১০০ D ১২৫-১৭৫।

Old Station Rd-এ—*H Lingaraj*, R$\frac{1}{2}$B5, D ১২৫-২০০; *H Jogendra*, D ১২০-১৫০ A/c ২৫০; *H Kamala*, S ৮০ D ১২৫ FR ১৭৫ ডর্মি বেড ৪০। Cuttack Rd-এ—*Birla G H*, S ৬০ D ১২৫; *H Rajdhani*, S ৬০ D ১০০; *H Siddhartha*, 19A, Cuttack-Puri Rd-6, ✆ 413496, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৫০০-৬৫০ D ৬০০-৮৫০; *Jolly L*, D ৬৫-১২৫; *H Nataraj*, D ২০০ A/c D ৪৫০; **H Oberoi Bhubaneswar*, Plot-CB1, Nayapalli-13, A8R6, ✆ 440890, A/c S ৬৫ D ৮৫ US$; *H Raja Rani*, Gauri Kedar S ৮০ D ১৫০; *State G H*, R1$\frac{1}{2}$B1; *Bhubaneswar Club*; ছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান ভুবনেশ্বরে।

এছাড়া *CH*, PWD*IB*; খণ্ডগিরিতে *Youth Hostel*-ও আছে; অবু: Tourist Officer. ভুবনেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটিও কটক রোডে *Yatri Niwas* গড়েছে, ডর্মি প্রথায় বেড ১৫-২৫ D ৮০ হল ২০০। আহারও মেলে রেস্তোরাঁয়। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম*, বাস স্ট্যান্ডে *রিটায়ারিং রুম* ও *ধরমশালা* ভুবনেশ্বরে। *দুধওয়ালা, ডালমিয়া*, রেল স্টেশনে *পতঙ্গিয়া*, খণ্ডগিরিতে *জৈন* ঘরের জন্য দেখা যেতে পারে। *রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমও* হয়েছে *রেস্ট হাউসের* ব্যবস্থা নিয়ে লিঙ্গরাজের পথে ভুবনেশ্বরে।

চিত্রসূচী: পাঁচ

৫৪ কোণারকের সূর্যমন্দির ছবি মৃণাল দত্ত *৫৫ পুরীর রথ* ছবি মৃণাল দত্ত *৫৬ সূর্যমন্দিরের রথের চাকা* ছবি মৃণাল দত্ত *৫৭ চুল ছাঁটছে বোন্ডা নারী* ছবি পর্যটন দপ্তর *৫৮ লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর* ছবি মৃণাল দত্ত *৫৯ চন্দ্রভাগা সাগরবেলা* ছবি মৃণাল দত্ত *৬০ পুরীর সমুদ্র* ছবি সোমনাথ ঘোষ *৬১ উদয়গিরির ধ্বংসাবশেষ* ছবি দেবীপ্রসাদ সিংহ *৬২ উদয়গিরির ভাস্কর্য* ছবি পর্যটন দপ্তর *৬৩ রত্নগিরির ভ্রিজ* ছবি পর্যটন দপ্তর *৬৪ কাজিরাজার গভার* ছবি পর্যটন দপ্তর।

তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে রেল স্টেশনেব পেছনে কল্পনা চকে মধ্য মানের *হোটেল ভুবনেশ্বর, হোটেল পুষ্পক, হোটেল ভাগবত;* বুদ্ধনগরে *হোটেল গজপতি, হোটেল আনারকলি* বা OTDC-র *পান্থনিবাস* নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাবে। আহার্যও মেলে এদের কাছে। তেমনই, *আনারকলি*—স্টেশন স্কোয়ার, *স্বপনপুরী*—শহীদনগর, *ভেনাস্ ইন*—বাপুজী নগর, এদেরও প্রসিদ্ধি আছে ওড়িয়ার সাথে নানানধর্মী আহার্য পরিবেশনে। আহার-বিহারে বাংলারই মতো—ভাত-মাছের দেশ ওড়িশা। তবে, দেব-মাহাত্ম্যে নিরামিষ আহার্যের প্রচলন স্থানীয়দের মাঝে। লিঙ্গরাজ মন্দিরে স্বাদও নেওয়া যেতে পারে ওড়িশি স্বকীয়তায় অন্নভোগের। এছাড়া নিরামিষ আহার্যের ব্যবস্থা নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় হোটেলও আছে নানান ভুবনেশ্বরে। রাজমহলের পিছে *Modern South Indian Hotel*-টি ভালই। *Hare Krishna Restaurant*-টির ভেজ মিল মানে উন্নত হয়েও দামে স্বাভাবিক। তেমনই **Surya Restaurant*, H Prachi, 6 Janpath, ✆ 402689-এ ভারতীয়, চীনা, অন্তর্দেশীয়, মোগলাই; **Swasti Executive*, 103 Janpath, Unit-III, ✆ 404178-এ ভারতীয়, চীনা, অন্তর্দেশীয় ছাড়াও ওড়িশি ডিসের যথেষ্ট প্রশস্তি। আর বাঙালিয়ানায় কটক রোডে *ভুবনেশ্বর হোটেল*টির যথেষ্ট সুনাম।

কোণারক

ভুবনেশ্বরের ৬৪ কিমি দক্ষিণ-পুবে কোণারক। পুরী থেকে দূরত্ব পুরী-কোণারক মেরিন ড্রাইভ ধরে ৩৬ কিমি—৬ কিমিতে তার সমুদ্র দৃশ্যমান; আর পিপলি হয়ে ৮৫ কিমি। ভুবনেশ্বর থেকে ১$\frac{1}{2}$ ঘণ্টায় বাসও যাচ্ছে কোণারকে। আর পুরী থেকে ৬-৩০, ৮-৩০, ১০-৩০, ১২-৩০, ১৫-৩০ ও ১৬-৩০টায় ছেড়ে ১ ঘণ্টায় যাচ্ছে মেরিন ড্রাইভ ধরে কোণারকে। ট্রেকার ও ম্যাটাডোরও আসছে ১ ঘণ্টায় পুরী বাস স্ট্যান্ড থেকে দিনভর মুহুর্মুহু। অটোও মেলে শ'দুয়েক টাকায় পুরী-কোণারক-পুরী ভ্রমণে। আবার

ভুবনেশ্বর-পুরী বাসপথের পিপলিতে নেমেও সূর্যমন্দির যাওয়া চলে। পিপলি থেকে দূরত্ব ৪৪ কিমি। আর ভুবনেশ্বর থেকে পিপলির দূরত্ব ২০ কিমি। তাই পুরী বা ভুবনেশ্বর থেকে একক-ভাবে বা কনডাকটেড ট্যুরে কোণারক বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে পর্যটকদের। তবে, নিখুঁতভাবে দেখতে আগ্রহীদের সার্ভিস বাসে এসে দেখে ফেরাই সুবিধার।

পিপলির আকর্ষণ রঙবেরঙ কাপড়ের মনোলোভা applique শিল্প। বর্ণবৈচিত্র্যে, শিল্পসুষমায়, সৌন্দর্যে অতুলনীয় পিপলির অ্যাপলিক শিল্প। বাসপথেই দর্জিশাহী মহল্লা। সারি দিয়ে বাড়ি—দোকানপাট। হাতের কাজ দেখা ও কেনার ব্যবস্থা মেলে। পুরী-ভুবনেশ্বর বাসে পুরী থেকে ৪০, ভুবনেশ্বরের ২০ কিমি দূরে পিপলি। মুহুর্মুহু বাস, ঘণ্টা খানেকের পথ।

কোণারক তার সূর্যমন্দিরের জন্য বিশ্ববন্দিত। দীর্ঘকালের অনাদর আর অবহেলায় হারিয়ে ছিল কোণারক। লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ১৯০৪-এ বালি ও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নতুন করে লোকচক্ষুর সমক্ষে আসে কোণারক। তবে, মূল মন্দিরটি আজ প্রকৃতির গ্রাস ও মানুষের লালসার শিকার হয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তবুও পাথরে বিশ্বের অনুপম শিল্পকর্ম বলে মূল মন্দিরের মুখশালা বা জগমোহন সারা বিশ্বে বন্দিত। দীর্ঘকালের বন্ধ দুয়ারও খুলেছে জগমোহনের। সংরক্ষণের স্বার্থে নতুন করে রূপ পেতে চলেছে জগমোহন। পর্যটক আকর্ষণও দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এর।

পুরাণ বলে, ৫০০০ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের শাপে পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মৈত্রেয়ারণ্য অর্থাৎ আজকের কোণারকে এসে আরাধনা করেন সূর্যের। ১২ বছরের আরাধনায় তুষ্ট সূর্যদেব বর দেন শাম্বকে। রোগমুক্ত হন শাম্ব। আর আরোগ্য লাভের পর মন্দির গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন দেবতা সূর্যের মূর্তি। সেই স্মৃতিতে মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে উৎসব হয়, মেলা বসে আজও ৩ কিমি দূরের চন্দ্রভাগা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে। স্নানেও পুণ্য হয়, ঢেউ-এরও প্রবণতা বেশী চন্দ্রভাগায়। সাবধানতা পদে পদে—খোলা বালি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। নানান দোকান-পাট, চায়ের সঙ্গে টা মেলে।

পূর্ব দুয়ারি সূর্য মন্দিরের মূল প্রবেশ পথে মর্মরের দুই সিংহমশাই হস্তী দলনে ব্যস্ত। মন্দিরের ১২০ ফুট উঁচু বিমানটি ১৮৬৯-এ ধ্বসে পড়ে। তবে, ৬০ ফুট উঁচু জগমোহনটি ব্রিটিশের হাতে সংস্কার হয়ে আজও বর্তমান। সিঁড়িও আছে জগমোহনে উঠবার। চুড়োয় উঠবার আগেই তিন ধাপ বারান্দা, সারি সারি ৩ ক্লোরাইট সূর্য মূর্তি। আজও প্রত্যূষ, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তে কিরণ এসে পড়ে দেবতার মুখে। ছাদ যেখানে সমতল তার নিচুতে লোহার কড়ি, লম্বায় এগুলি ২০ ফুট, চওড়ায় ৮ থেকে ১১ ইঞ্চি, আর ওজন ৭১ মণ প্রতিটার। ২০০০ টন পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল মন্দির তৈরিতে। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ছিল সূর্য, চন্দ্র, শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু মূর্ত ২০×৪ ফুটের নবগ্রহ পাথর। ওজন তার ২০ টন। ১৮৬৯-এ ধ্বসে পড়ে—তবে, অক্ষত এই পাথর খণ্ড মন্দিরে ঢুকতে ডাইনের অঙ্গনে আজও দৃশ্যমান। ১৯৭৮-এর ক্ষতকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। ব্যাপক সংস্কারও হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের হাতে কোণারক। মন্দিরটি আজ UNESCO-র World Heritage Site প্রোগ্রামে গৃহীত।

পুরো মন্দিরটাই একটা রথের আকারে গড়ে উঠেছে। রূপ তার ঘোড়ায় টানা রথ। ঘোড়ার সংখ্যা সাত অর্থাৎ সপ্তাহের সাত দিন। দু'পাশে বারো বারো—চব্বিশটি চাকা। অর্থ তার বারো মাসের চব্বিশটি পক্ষ। চাকায় আটটি করে স্পোক, তার অর্থ—দিনের অষ্টপ্রহর। মন্দিরের সঙ্গে ৯ ফুট ব্যাসের চাকাগুলিও আজ ধ্বংসের মুখে। একটি চাকা অক্ষত রয়েছে আজও। যেমন অনবদ্য কারুকার্য তেমনই বলিষ্ঠ এর চিন্তাধারা—ভাবতেও বিস্ময় জাগে। সূর্যালোকের প্রতি-ফলনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ মনে হবে চাকাগুলি চলমান। মন্দিরের দেওয়ালময় নানান দেব-দেবী, নাচ-গান-বাদ্যরতা মোহিনীদের অপরূপ মূর্তি; মিথুন মূর্তিও মূর্ত হয়েছে মন্দির গাত্রে। আধিক্যও ঘটেছে মিথুন মূর্তিতে। তেমনই আছে ব্যাস-রিলিফ—যুদ্ধে চলেছেন রাজা, রাজার মৃগয়া, রাজ দরবারের নানান আখ্যান, খেদা প্রথায় হাতিধরা মন্দিরময়। নিচু থেকে সিঁড়ি পথে উপরে উঠে প্রথম চাতালের কন্যা-মূর্তিগুলিও সুন্দর। চার কোণে আটটি নৃত্যশীল ভৈরব মূর্তিও দেখবার মতো। তেমনই প্রাঙ্গণ থেকে দৃশ্যমান দেউলের সূর্য দেবতার (তিন) মূর্তিতেও অভিনবত্ব আছে। তেমনই প্রাঙ্গণের প্রায় শেষে সুসজ্জিত যুগল হস্তী ও রণসাজে সজ্জিত ঘোড়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অভিনবত্বের সাথে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে অনন্য কোণারকের এই শিল্পকর্ম। তেমনই সূর্য-পত্নী ছায়াদেবীর ছাদহীন মন্দিরটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। মন্দিরটি ভাঙা হলেও বেশ কিছু কারুকার্য আজও রয়েছে।

জগমোহনের পিছনের ২২৭ ফুট উঁচু রেখ দেউলটি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। সূর্যদেবের সবুজ ক্লোরাইট পাথরের মূল মূর্তিটিও অপসারিত। মন্দিরের উপরে কুম্ভপাথর নামে বিরাট একখণ্ড চুম্বক ছিল অতীতকালে। চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিও ছিল ব্যাপক। সমুদ্রপথে জলযান এর আকর্ষণে গতিপথ হারাত। সময়ে সময়ে যন্ত্রও বিকল হয়ে পড়ত। তেমনই একটি বিপদগ্রস্ত জাহাজের নাবিকেরা এসে চুম্বকটি নাকি ভেঙে দেয়। যবনেরা মন্দির ধ্বংস না করলেও মন্দির শীর্ষে সুবিশাল আমলকের ওপর বসানো ধাতব কলস ধ্বজদণ্ড তুলে নিয়ে যায়। তবে, অতীতেই (১৭ শতক) যবন হানার আশঙ্কায় রাজা মুকুন্দদেব নিরাপত্তাহেতু দেব বিগ্রহ পুরীর মন্দিরে পাঠিয়ে দেন। তবে বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয় এ আখ্যান। আর দেবতাও দিল্লীর মিউজিয়মে অধিষ্ঠিত। যে-কোনো ধর্মের যে-কোনো বর্ণের পর্যটকদের কাছে কোণারকের দ্বার আজ উন্মুক্ত।

হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা সঠিক খুঁজে পাওয়া ভার। তবে সিবাই সাঁতরার কর্তৃত্বে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ১২০০০

শ্রমিকের শ্রমে, ১২০০ স্থপতির নিরলস স্থাপত্য অমর করে রেখেছে কোণারককে। হয়ত বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের গরিমাকেও ম্লান করত সূর্যমন্দির। হিউ-এন-সাঙ লিখেছেন —এখানে একটি বন্দর ছিল, নাম তার চেলিতালা। খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল এর চারপাশে। আবার *আইন-ই-আকবরী* প্রণেতা আবুল ফজলের অভিমত—কেশরী বংশের রাজা ৯ শতকের শেষ ভাগে একটি সূর্যমন্দির গড়েন। ১২ বছরের রাজস্ব খরচ হয়েছিল সেই মন্দির গড়তে। আর সেই মন্দির-টিই আজকের কোণারকের সূর্যমন্দির। প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হন—ইতিহাস বলে, গঙ্গা বংশের অমিতবিক্রম রাজা নরসিংহদেব ১ম সূর্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তৈরি ১২৪৩-৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয়ের স্মারকরূপে। আঙ্গিকে ভারতীয় মন্দির থেকে স্বতন্ত্রতা পেয়ে প্যাগোডাধর্মী, রঙও তার কালো; তাই জলপথের নাবিকদের কাছে *ব্ল্যাক প্যাগোডা* নামেও খ্যাতি ছিল সেকালে। কোণারক ছিল সেযুগে প্রাচ্যের সম্পন্ন বন্দর। সূর্যমন্দিরের সামনে দিয়ে ছিল বঙ্গোপসাগর, অদূরে চন্দ্রভাগা নদী। সেকালে উদিত সূর্যের প্রথম কিরণ পড়ত মন্দিরে সূর্যদেবের মুখে কোণাকুণি হয়ে। তাই নামটিও হয়েছে: কোণ+অর্ক=কোণার্ক। অর্ক অর্থাৎ সূর্য। বিজলী আলোয় ১৮—২২-০০টায় দেউড়ি থেকে মন্দির দেখবার ব্যবস্থাও হয়েছে আজকাল। তবে, ৬—১৭-৩০টায় মন্দির চত্বর খোলা মেলে। টিকিটও লাগে ৫ টাকার কোণারক দর্শনে, ১৪ বছর পর্যন্ত ফ্রি। আর শুক্রবার টিকিট ছাড়াই দর্শন।

মন্দিরের অদূরে প্রত্নতাত্ত্বিক **মিউজিয়ম**ও বসেছে কোণারকে পাওয়া নানান ভাস্কর্য ও পুরাতত্ত্বের সম্ভার নিয়ে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা। তেমনই ফেব্রুয়ারির কোণারক ড্যান্স ফেস্টিভ্যালের আকর্ষণও কম নয় নৃত্যরসিকদের কাছে। নীলাকাশের নিচে সূর্য মন্দিরের পিছে স্থায়ী মঞ্চে আসর বসে ওড়িশি নৃত্যের। সারা ভারত থেকে শিল্পীরা আসেন নৃত্যে অংশ নিতে। থাকারও নানান সাময়িক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে উৎসবকালে।

থাকার জন্য Konark-752111, STD 06758এ আছে—OTDC-র *Travellers' Lodge,* এদেরই *Panthanivas* ✆ 35823, DAB ২০০, ২৫০, A/c D ৩৫০, ৯—১৭-০০টায় ৫০% রিবেট মেলে; এদেরই মিউজিয়মের কাছে *Yatrinivas,* D ১০০, চার বেডের ঘর ১৫০; অবু: Tourist Officer, Konark, ✆ 35820. দেশী থেকে বিদেশীর কাছে বেশী পপুলার *Labanya Lodge,* S ৬৫-১০০, D ১২৫-১৭৫; *Shanti H, Sun Temple, Banita, Sunrise L*—এদের কাছে S ৪৫-৮৫, D ৮০-১৫০ টাকায় মেলে। আর আছে *Youth Hostel, CH,* PWD *IB* ও অতি সাধারণ প্রাইভেট হোটেল কোণারকে। ম্যানেজারদের লিখে অগ্রিম বুক করা যায়। দুপুরের আহার্যও মেলে এই সব হোটেলে। *পান্থনিবাসের Gitanjali Restaurant*এ বহিরাগতদেরও আহার্য মেলে। থাকার দরকার হয় না। সকালের বাসে পুরী বা ভুবনেশ্বর থেকে এসে দিনভর কোণারক দেখে দিনান্তে বাসেই ফেরা যেতে পারে। ১৭-৩০টায় ভুবনেশ্বর আর ১৯-০০টায় পুরীর শেষ বাসটি ছেড়ে যাচ্ছে কোণারক। তবে, নির্জনতা যারা ভালবাসেন তাদের কাছে কোণারকে অবস্থান আদরণীয় হবে।

কুরুম: কোণারকের ৮ কিমি দূরে কুরুম গ্রাম। সপ্তম ও অষ্টম শতকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের যে মেলবন্ধন ঘটে তার নিদর্শন মিলেছে অখ্যাত গাঁও কুরুমে। তবে, হিউ-এন সাঙ-এর (৬৩৪ খ্রি) ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ধিষ্ণু জনপদ রূপে উল্লিখিত হয়েছে কুরুমের নাম। আবিষ্কার হয়েছে শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, বৌদ্ধবিহারের নানান কিছু ১৯৬৩ থেকে UGME স্কুলের মাটির তলায়। উৎসাহীরা কোণারক থেকে অটো বা গাড়িতে দেখে নিতে পারেন স্কুল লাগোয়া চালাঘরে শিক্ষক শ্রীব্রজ দাসের ব্যবস্থাপনায় এই অমূল্য রতন।

পুরী

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে
বলভদ্রসুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ।

ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রী দুইয়ের কাছেই পুরীর আকর্ষণ অদ্বিতীয়। ভারতের চার ধামের অন্যতম বঙ্গোপসাগরের পাড়ে পুরী। (বাকি তিন—বদ্রীনাথ, দ্বারকা ও রামেশ্বরম।) পুরাণে মেলে প্রভু জগন্নাথ বদ্রীতে স্নান করে দ্বারকায় বেশ-ভূষা পরে পুরীতে অন্নভোগ সেরে রামেশ্বরমে শয়ন করেন। তীর্থযাত্রীদের জন্য রয়েছে ১২ শতকের বিশ্বখ্যাত বিষ্ণু তথা শ্রীকৃষ্ণর অবতাররূপী জগন্নাথদেবের মন্দির। তেমনই রয়েছে ভ্রমণার্থীদের জন্য মনোরম সমুদ্র সৈকত। তুলনা হয় না ভারতের *ব্রাইটন*পুরীর সমুদ্রের। অতীতের বাঙালি প্রভাব আজ ক্ষীয়মাণ হলেও বাঙালিয়ানা আছে শহরে। বাঙালির ভ্রমণে অঙ্গ হিসাবে সঙ্গও নিয়েছে পুরী। আধিক্যও তাই বাঙালি ট্যুরিস্টের পুরীতে। বাংলা ভাষাও সর্বজনগ্রাহ্য পুরীর সর্বত্র। আর, স্বর্গদ্বার তথা সী বীচ রোড বাঙালির কাছে অধিক প্রিয়। তেমনই নবসাজে গড়ে ওঠা চক্রতীর্থ এলাকাও আজ জমজমাট পাঁচমিশেলির ভিড়ে। তবে, ধর্মই যাদের কর্ম তাদের উপস্থিতি মন্দির লাগোয়া গ্রান্ড রোডে। প্রবাদ, ৩ দিন ৩ রাত পুরী অবস্থানে স্বর্গপ্রাপ্তি মেলে।

সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে কলকাতা থেকে পুরীর। ১৯-০০টায় 8409 শ্রীজগন্নাথ এক্স, ২২-০০টায় 8007 পুরী এক্স হাওড়া ছেড়ে পুরী যাচ্ছে যথাক্রমে ৬-০৫ ও ৮-২০এ। দূরত্ব ৫০০ কিমি। আবার ৬-১৫র ধৌলী এক্সে হাওড়া ছেড়ে ১৩-৩৫এ ভুবনেশ্বর পৌঁছে বিকেল চারটেয় পুরী চলা যেতে পারে বাসে। হাওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জারও চলছে এপথে। এছাড়া দিল্লী থেকে আসা উৎকল-কলিঙ্গ, 1 3 6 দিন নীলাচল এক্স, সুপার ফাস্ট পুরুষোত্তম, 2 4 5 7 দিন নিউ দিল্লী-পুরী এক্সও পুরী যাচ্ছে যথাক্রমে ১-৩০, ১০-৫০, ২২-৫৫, ৬-২৫এ খড়্গপুর ছেড়ে। আবার চেন্নাইগামী ট্রেনে খুর্দা রোড নেমেও শাখা লাইনে ৬-০০, ১০-০০, ১২-৩০, ১৮-৩০, ১৮-৫০, ২১-২৫এর প্যাসেঞ্জারে ১½ ঘন্টায় পুরী চলা যায়। আর পুরী ছাড়ে ১৮-৩০এ 8008 হাওড়া এক্স ও ২১-০৫এ 8410 শ্রীজগন্নাথ এক্স। আবার পুরী থেকে ১০-

০০টার হাওড়া প্যাসেঞ্জারে ১২-১৫য় বা বাসে ভুবনেশ্বর পৌঁছেও ১৪-০৫য় ধৌলী এক্সেও ফেরা যেতে পারে ২২-০৫এ হাওড়ায়। তেমনই ৯-০৫এর নীলাচল/দিল্লী সুপার ফাস্ট এক্সে পুরী ছেড়ে ১০-৪০এ ভুবনেশ্বর, ১৬-৪০এ খড়্গপুর পৌঁছে এমু কোচে ২০-০০টায় চলা যেতে পারে হাওড়ায়। তবুও যেন যাতায়াতে ধৌলী আজ অগ্রগণ্য এপথে। পাটনা যাচ্ছে সোমবার ১৩-০০টায় 8449 পুরী-পাটনা বৈদ্যনাথধাম এক্স খড়্গপুর-আসানসোল-মধুপুর-জসিদি-মোকামা হয়ে। পুরী ফেরে বুধবার ৯-০০টায় 8450 পাটনা-পুরী এক্স একই পথে। ওখা যাচ্ছে প্রতি রবিবার ৬-২০এ 8401 পুরী-ওখা এক্স। আমেদাবাদ যাচ্ছে ৬-২০এ ত্রিসাপ্তাহিক এক্স। তিরুপতি যাচ্ছে পুরী-তিরুপতি সাপ্তাহিক এক্স ৬-২০এ পুরী ছেড়ে বেরহামপুর/ বিশাখাপতনম/ বিজয়ওয়াড়া/ গুন্টুর হয়ে। রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা নিয়ে রেলের সিটি বুকিং বসেছে বাস স্ট্যান্ডের অদূরে পুলিস স্টেশনের বিপরীতে গ্রান্ড রোডে।

১০ দিনে ওড়িশা

হাওড়া থেকে চেন্নাই মেলে ভুবনেশ্বর/খুর্দা রোড হয়ে বেরহামপুর পৌঁছে গোপালপুর-অন-সী চলুন বাসে। ১ম দিনে গোপালপুর বেড়িয়ে ২য় দিনে বেরহামপুর ফিরে বাসে বাসে তপ্তপানি বেড়িয়ে রাতের বিশ্রাম তপ্তপানি বা বেরহামপুরে। ৩য় দিন সকালের বাসে রম্ভা বা বালুগাঁও পৌঁছে চিল্কা বেড়িয়ে বিকালের ভাইজাগ এক্স বাস ধরে পুরী পৌঁছে যান। ৪র্থ দিন মন্দির দর্শন ও বিশ্রাম। ৫ম দিনে কোণারক ও ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে নিন প্যাকেজ ট্যুরে। ৬ষ্ঠ দিন সাগরবেলা। ৭ম দিনে বাসে কটক পৌঁছে শহর দেখে নিন। ৮ম দিন সকালের বাসে যাজপুর টাউন গিয়ে দিনে দিনে যাজপুর বেড়িয়ে কেওনঝড়ের বাসে সিমলিপাল বা বালেশ্বর পৌঁছান বাসে বাসে। বালেশ্বর থেকে চাঁদিপুর পৌঁছে যান ৯ম দিনে। ১০ম দিনে কলকাতা।

কলকাতার শহীদ মিনার থেকে ১৬-০০ ও ১৭-৩০এ ওড়িশা সরকার (ORT), ৬-৩০এ তালতলা থেকে হিজলী কোঅপারেটিভের বাস যাচ্ছে ১৪ ঘণ্টায় পুরী, ভাড়া ৯৪-১০৫। আর CSTC-র বাস যাচ্ছে ৬-০০ ও ৬-৩০টায় কলকাতা ছেড়ে ১৪ ঘণ্টায়; পুরী থেকে ফেরে ৬-০০ ও ১৪-০০টায় CSTC.

আর পুরী থেকে ৫-৩০টায় ORT, ৯-০০টায় প্রাইভেট বাস যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায় চিল্কা পৌঁছে ৬ ঘণ্টায় বেরহামপুর। ৮-৩০টায় ORT-র পুরী-রায়গড় বাস যাচ্ছে চিল্কা/বেরহামপুর/তপ্তপানি হয়ে; রাউরকেলা যাচ্ছে ১৩-০০ ও ১৫-০০টায়; সম্বলপুর যাচ্ছে ৬-০০টায়; দুর্গাপুর যাচ্ছে ১৭-০০টায় SBSTC, ১৫-০০টায় প্রাইভেট; রাত্রিকালীন সার্ভিসেও প্রাইভেট বাস যাচ্ছে দুর্গাপুরে; টাটা যাচ্ছে ৫-৩০, ৭-৩০টায় প্রাইভেট; রাঁচি যাচ্ছে ৫-৩০টায় পুরী ছেড়ে ১৪ ঘণ্টায়; এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে পুরী থেকে।

আর যাচ্ছে ৬-৩০, ৮-৩০, ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৩০, ১৪-৩০, ১৫-৩০ ও ১৬-৩০টায় ছেড়ে ১ ঘণ্টায় কোণারক; ট্রেকার ও ম্যাটাডোরও চলছে পুরী থেকে কোণারকে মুহুর্মুহু; ভুবনেশ্বর যাচ্ছে ১½ঘণ্টায় ৫/৭ মিনিটের ব্যবধানে ৫-০০ থেকে ২০-৩০টায়; নন স্টপ সার্ভিসেও নানান ক্যান্টার মিনিবাস, ডিলাক্স বাস চলছে পুরী ও ভুবনেশ্বরের মাঝে। উচিতও হবে ভুবনেশ্বর যাতায়াতে ননস্টপ সার্ভিসে চলা। ২ ঘণ্টায় এক্স, ৩ ঘণ্টায় সাধারণ বাস যাচ্ছে ভুবনেশ্বর হয়ে মুহুর্মুহু কটক। বাস স্ট্যান্ডটি মাসির বাড়ি লাগোয়া। পুরীর নিকটতম বিমানবন্দর ভুবনেশ্বরে। আর শহরে চলছে রিকশা, অটো ও ট্যাক্সি।

বাঙালিদের কাছে শহরের পশ্চিমে বীচ রোড তথা স্বর্গদ্বার, আর অবাঙালিদের কাছে শহরের পূবে চক্রতীর্থ রোড আদৃত। হোটেলও গড়ে উঠেছে স্বর্গদ্বার ও চক্রতীর্থ দুই এলাকাকে ভর করে পুরীতে। পশ্চিমে মিশ্রমানের আর পুবে পাশ্চাত্য শৈলীতে গড়া ইকোনমিক ও তারকাখচিত হোটেল। আর মন্দিরের সামনে গ্রান্ড রোডে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধরমশালার অবস্থান শ্রীক্ষেত্রে। মরসুমও এদের অক্টোবর থেকে জানুয়ারি ও মে-জুন মাস—বাকি সময় অফ সীজন; রিবেট মেলে হোটেলে।

রেল স্টেশন থেকে স্টেশন রোড/VIP রোড ধরে ২, বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩, আর মন্দিরের ১ কিমি দূরে বীচকে ভর করে মেলা বসেছে হোটেলের Sea Beach Rd, Puri, STD 06762, PC-752001-এ। রিকশায় ৮-১০ টাকায় আপনিও পৌঁছান ১ কিমি দীর্ঘ বীচ রোডে। বাঁয়ে আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগর, ডাইনে হোটেলের সারি। প্রথমেই নবসাজে নতুন বাড়িতে *Sri Sri Balananda Tirthashram,* ✆ 22561, DAB ৯০, ১৫০, TAB ১২৫, FAB ২০০, তিন মাস আগে থেকে বুকিং এদের। এর পিছে *Motel Kingfisher,* ✆ 23134, SAB ১৫০, DAB ২০০-৬০০; লাগোয়া *Rameswari L*। গলিপথে Gopal Ballav Rdএ—*H Enclave,* ✆ 23867, DAB ১৭৫, ৩০০, ৩৫০; কল বুকিং: হাওড়া মোটর, 16 R N Mukherjee Rd, Cal-1, ✆ 2481806; *L De Comfort,* ✆ 23110, D ১২৫-৩৫০; *H Rumani,* SAB ১৫০, DAB ২৫০, TAB ৩০০, কল বুকিং: Rumani Tours, ✆ 273687. পুরী হোটেলের পিছে গলিপথে *H Beach Bengal,* ✆ 26623, DAB ১৫০-৫৫০, কল বুকিং: ✆ 2393273; পুরী ভ্রমণে প্রথমেই নজর কাড়ে পুরীর উচ্চতম *Puri H,* ✆ 23809, কেবল থাকা SAB ১২০, DAB ১৫০, ১৮০, ২০০, ২৫০, ৩৮০, TAB ২০০, ৩২০, ৪৭০, FAB ২৫০, ২৭০, ৩৮০, ৫৫০, A/c D ৫০০, স্যুইট ৬৫০, ২৪ ঘণ্টায় দিন এদের, গাড়িও মেলে রেল স্টেশনে পুরী হোটেলের—নিখরচায় যাতায়াত, ঘর প্রতি ৪০০, অগ্রিম পাঠিয়ে বুকিং-এর প্রথা; কল বুকিং: রবিবার ছাড়া ১০—১৯-০০টায় 16-K, Fern Rd, near Ballygunj Bus Stand, Cal-19, ✆ 4405040; *SBI Officers' HH Akhankya; Holiday Home; Siddharth GH,* OTDC-র *Panthabhawan,* ✆ 23526, গত কিছুকাল সাধারণের কাছে ভবনের দ্বার রুদ্ধ; *Swapan Puri;* কৌলিন্যে অনন্য *H Victoria Club,* ✆ 22005, DAB ১৫০, ১৭০, ২৪০, ২৫০, ডিলাক্স ৩০০, ৩৫০, চার বেডের ঘর ৩০০, ৩৫০, ৪০০, A/c ৭০০, ; *Sea View H,* ✆ 23417, D ১০০-২২০, T ১৫০-২৫০, ; *Sagarika H,* ✆ 24063, SAB ১০০, ১২০, DAB ২০০-৩৫০, TAB ৩৫০, ৪০০, F ৩৫০, ৪০০,। বামহাতি গলিপথে নব সাজে *Grand H,* ✆ 23962, DAB ১৫০-৪০০, কল বুকিং: 2383389; বিপরীতে *Sunny H, Renuka H,* SCB ৮০, DAB ১২৫-১৫০, FAB ২০০; গলিপথের সিধে *H Tourist Home,* ✆ 23030, DAB ২০০, ২৫০, ৩০০; গলিপথে পর পর দাঁড়িয়ে *Sudha L, Pulin Kutir L, Shridevi L, Bengal L, Sagar Tirtha, Marina G H.* বীচ রোডেই *H Ocean View,* ✆ 23352, DAB ২৫০-৪০০, TAB ৩৫০-৪৫০; *H Park,*

✆ 23366, DAB ২০০-৪৫০, প্রতিটি ঘরে TV; নবসাজে *H Pulin Puri,* ✆ 22360, DAB ২০০-৩৯৫ ডিলাক্স ৪৫০-৫০০ FAB ৩৫০-৫৫০, কল বুকিং: ৪৮-এ, ডঃ সুন্দরীমোহন এভিন্যু, কলকাতা-১৪, ✆ 2450578; লাগোয়া *H Sonali,* ✆ 23377, DAB ২৩০ ২৮০ ৪০০ ৪৫০ ৫৫০ TAB ৪৫০ FAB ৫০০ স্যুইট ৬৫০, কল বুকিং: ৩ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় তল, ✆ 2484698, কল-১/9 Hindusthan Park, 1st floor, Cal-29, ✆ 4648368; নবসাজে *H Sea Gull,* ✆ 23618, DAB ৩৫০ ৬০০, কল বুকিং: হোটেল ডলফিন, 47 Bhupen Bose Avenue, Cal-4, ✆ 5550702; *Neelachal L,* ✆ 23387, SAB ২০০ DAB ৩০০ ৪৫০ ৫৫০ ৬০০ FAB ৭০০ A/c D ৭০০।

মহাভারত লজ, স্বর্গদ্বার, D ২০০-৩৫০, অবু: বঙ্গশ্রী বস্ত্রালয়, opp Shyambazar Tram Depot, ✆ 5553557 (18—20-30 hr)। স্বর্গদ্বার পেরিয়ে *H Meenakshi,* opp Burning Ghat, ✆ 22231, DAB ২৫০ FAB ৩৫০; *Maa Bhawan:* একই বাড়িতে *Anandam G H,* ✆ 23390, DAB ২০০ ২৫০ ৩৫০, কল বুকিং: Trimurty Tours, 76-B, N S Rd; বিপরীতে *H Mayur,* ✆ 22195, DAB ১২৫-১৭৫; *H Rohit,* ✆ 23453, DAB ১৫০-৩২৫, কল বুকিং: Sujan Chatterjee ✆ 2426592; *Bidesh Ghar,* অবু: ৫ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কল-১২, ✆ 260833; বিপরীতে *H Prince,* ✆ 23890, DAB ৪০০ ৪৫০; *Shantiniketan L; Sri Jagannath L,* Kakatua Sweet, ✆ 23815, D ২০০; পাশে *H Tulsi,* D ২০০-৩২৫।

নবতম মেরিন ড্রাইভে সবুজের গালিচায় মোড়া লন, শিশু উদ্যান তথা সাগরপারের মনোরম পরিবেশে *H New Sea Hawk,* ✆ 23168, 23500, DAB ৩৫০ ৪৫০ FAB ৬৫০, কল বুকিং: ৪৮-এ ডঃ সুন্দরীমোহন এভিন্যু, লিন্টন স্ট্রিট পোস্ট অফিসের বিপরীতে, কলকাতা-১৪, ✆ 2450578. *H Rani,* behind Haridas Math, ✆ 26425, DAB ২০০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ TAB ৩৫০ ৪০০, কল বুকিং: ✆ 4405040. চলার পথে মেরিন ড্রাইভে নতুন হচ্ছে *H Heaven,* ✆ 25151, DAB ২৫০ ৩৫০ ৫০০ TAB ৪০০ A/c ৬০০, কল বুকিং: Sanyal Associates, ✆ 5515811/5552852/3503612; *Bangaluxmi H,* ✆ 22711; *Sagar Sangam, Sagar Nibas, H Sagar Parni,* ✆ 23723—পাশাপাশি অবস্থান এদের। সাগর-বিলাসীদের কাছে আদরণীয় হলেও ঘরের ভাড়া এদের চাহিদার নিরিখে DAB ১৫০-৪৫০ টাকায় ওঠানামা করে। বঙ্গলক্ষ্মীতে ভিলা ধর্মী ঘরও মেলে। তেমনই হোটেল সাগর পারনীতে কুণ্ডু স্পেশ্যাল, ১ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কল-৭২-এর *হোটেল কুণ্ডুস-*র শাখা বসেছে। হোটেল রাজ-এও *হোটেল কুণ্ডুস-*এর শাখা আছে। স্বর্গদ্বার থেকে ১ কিমি দক্ষিণে *H Raj,* ✆ 23783, DAB ২০০-৩৫০ ডিলাক্স ৪০০ A/c ৫৫০, কল বুকিং: 295545/6678036; অদূরে *H Gajapati,* ✆ 23724, D ১৫০-৩২৫; স্বর্গদ্বার থেকে ২ কিমি দূরে শহরান্তে সাগরপারে Hans Group's *H Hans Coco Palms,* Swargadwar-1, ✆ 22638, A/c D ১২৫০; পথে পড়ে *Birla GH,* S ১০০ D ১৫০ ২৭৫ স্যুইট ৩৫০; কল বুকিং: ৭৮ সৈয়দ আমির আলি এভিন্যু, পার্ক সার্কাস, ✆ 2477564.

আর আছে যাত্রীসেবার নানান ব্যবস্থা নিয়ে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ* স্বর্গদ্বারে। এদের লাইব্রেরিটিও যাত্রীদের কাছে অবারিত। নানানধর্মী ঘরেরও ব্যবস্থা আছে সঙ্ঘের। বৃহত্তর স্বার্থে ডোনেশন প্রথায় এদের ক্রিয়াকর্ম। তবুও থাকার জন্য স্বর্গদ্বারে—*পুরী হোটেল, ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেল, নিউ সী-হক, পার্ক হোটেল, পুলিন পুরী, সোনালী, নীলাচল লজ* আজও বরেণ্য।

আর রয়েছে রেল থেকে ২, বাস থেকে ২, স্বর্গদ্বারেরও ২ কিমি দূরে Chakratirtha Rd, Puri-752002-এ—সাগরপারে রমণীয় পরিবেশে *H Repose,* ✆ 23376, DAB ৩৫০ ৪৫০ A/c ৫৫০, অবু: BD-50, Sector-1, Salt Lake City, Cal-64, ✆ 3371709; লাগোয়া নবসাজে নতুন হোটেল **Mayfair Beach Resort,* ✆ 24041, S ১২০০ D ১৩৫০ স্যুইট ১৬৫০ ২০০০, কল বুকিং: Mayfair Travel ✆ 299315; চলার পথে ডাইনে OTDC-র *Panthanivas,* ✆ 22562, DAB ২৫০ ৩৫০ ৪৫০ FR ৫০০ A/c D ৫৫০ স্যুইট ৮০০ ১০০০, অবস্থান মাহাত্ম্যে অন্যতম; সমুদ্রও দৃশ্যমান নানান ঘর থেকে। এদের আংশিক বুকিং—ওড়িশা ট্যুরিজম, ৫৫ লেনিন সরণী-১৩, ✆ 2443653 থেকে; *H Vijoya International,* ✆ 23705, D ৪৫০ A/c D ৮০০ স্যুইট ১০০০; *H Samudra,* ✆ 22705, R1B1½, SAB একতলায় ১৮০ ২২৫ দ্বিতলে ২২৫ ২৭৫ ৩৫০ DAB একতলায় ২৫০-৩৭৫ দ্বিতলে ৩০০-৪৫০ A/c D ৫৫০, কল বুকিং: ট্রাস্ট হাউস, ৭ম তল, ৩২-এ, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কল-১২ ✆ 267934; সমুদ্র দৃশ্যমান না হলেও ১৪ ঘরের ভিলাধর্মী *H Sea Land,* ✆ 23982, DAB ৩৫০ ৪০০ A/c ৫৫০ ৭৫০; অদূরে বামহাতি লেডি অসওয়ার্থের বাসভবনে ১৯২৫এ প্রতিষ্ঠিত বিশাল লনে সমুদ্রমুখী প্রশস্ত ঘরের *S E Railway H,* ✆ 22063, AP-S ৫০০ D ৮০০ T ১০৫০ A/c ৬০০ ৯০০ ১২০০, অবু: Chief Catering Services Manager, 14 Strand Rd, Cal-1, ✆ 2482936; বিপরীতে মনোরম পরিবেশে ৪৯ বেডের রাজকীয় *Youth Hostel*-এ বেড সাধারণ ৪০ সভ্য ২০, পুরুষ ও নারী পৃথক পৃথক ব্লক, আহার্যও মেলে; অবু: Tourist Officer বা

Warden, ✆ 22424; *H Holiday Resort,* ✆ 22440, DAB ৪৩০, FAB ৬৩০, A/c D ৮৩০, স্যুইট ১২৩০, কল বুকিং: P K Gupta, 1st floor, Room-183, 25-A, Camac St, Cal-16, ✆ 2406338 Resi ✆ 5307704; ভিলা টাইপের বাড়িতে *Bay View H,* D ১৫০-২৭৫; *H Divine,* SAB ১৫০, DAB ২০০-৩২৫, ডর্মি বেড ৪০, কল বুকিং: G S Service, 7-C/2 Abinash Banerjee Rd-10; *H Love & Life,* ✆ 24433, S ১০০-১৫০, D ১৫০-৩০০; *H Chhaya,* ✆ 24524, DCB ১২৫, DAB ১৫০, কল বুকিং; Rohit Travels, 128 Akhil Mistry Lane, Cal-9, ✆ 3505224; *H Shankar International,* ✆ 23637, DCB ১০০-১৫০, DAB ২৫০-৪৫০, TAB ৩৫০-৬০০; বিপরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। *H Sea Foam; H Gandhara,* ✆ 24117, SCB ৮০, DCB ১০০, ১২৫, DAB ২০০-৪০০, A/c D ৪৫০-৬৫০; *H Sandpiper,* DAB ১২৫-২০০; *Sun Row Cottage,* D ১২৫-২২৫; *H Apsara; H Holiday Inn,* ✆ 23782, DAB ২২৫, ২৫০, ৩৫০, সমুদ্রমুখী ২৭৫, ৪০০; *H Tanuja; Travellers Inn,* DAB ১২৫-১৭৫; মহারাজার অতীতের প্রাসাদে *Hotel Z,* ✆ 22554, সমুদ্রমুখী প্রশস্ত ঘর, DCB ২০০, DAB ৩০০, সান বাথেরও সুব্যবস্থা আছে ছাদে; *Derby H; Nundy Cottage; L Sagar Saikat; H Bay-La;* নবতম *H Akash International,* ✆ 24204, DAB ১৫০, TAB ২০০; *H Golden Palace,* D ১৬০-২৫০; ফ্যামিলি চালিত *H Sri Balaji* ছাড়াও নানান। অবস্থানও করেন মূলত বিদেশী ইকোনমিক ট্যুরিস্ট এইসব হোটেলে। সমুদ্রকে নিবিড়ভাবে পেতে উচিত হবে—*হোটেল রিপোজ, পান্থনিবাস, এস ই রেলওয়ে হোটেল, হলিডে রিসর্ট, হোটেল সমুদ্র, হোটেল বিজয়া, শঙ্কর ইন্টারন্যাশানাল, হোটেল জেড, হোটেল হলিডে ইন্, হোটেল আকাশ*-কে নির্বাচন করা। পরিবেশও মনোরম প্রতিটা হোটেলের।

আর আছে বাস স্ট্যান্ড অর্থাৎ মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ মন্দিরমুখী Grand Rd, Puri-752002-এ—*H Paradise,* ✆ 23711, DAB ১৫০, ২০০, A/c D ৩৫০, চার বেডের ঘর ৪০০; বিপরীতে গলিপথে *H Luxmi, H Basanti,* DAB ১২৫-২২৫, FR ২২৫; *H Shreeram,* near Bus Stand; *Dharmajyoti L, Bhabani L, Sri Lokenath L, H Subhadra,* R1½B1, SAB ৬০-৮৫, DAB ১০০-১৭৫; *Neelachal L, Niladri L, Luxmi L, H Jyoti, Birla G H, শ্রীরাম, জগন্নাথ, শর্মা, গণেশ, ভারতী, সাগর, সূর্য, সারদা, বেবি, সবিতা লজ* ছাড়াও নানান। অতি সাধারণ মানের এই লজগুলিতে S ৪০-৬৫, D ৬০-১২৫ টাকায় মেলে। তবে রথযাত্রাকালে এদের রেট যুক্তিতর্কের বাইরে বাড়ে। দেব-রথও চলে ২ কিমি দীর্ঘ গ্রান্ড রোড ধরে হোটেলগুলির মাঝ দিয়ে।

আর আছে সারা শহরময় ছড়িয়ে—ITDC-র **H Nilachal Ashok,* VIP Rd-1, A5R1, A/c D ২০০০, স্যুইট ২৩৯৫, মার্চ-সেপ্টেম্বর ১৬০০; *H Sun-N-Beach,* Balia Panda, A/c D ৬৫০; *Tourist Information cum Rest House-Govt of Bihar,* Station Rd; *Mohini L,* Station Rd; *Janata L,* Station Rd, ✆ 23353, DAB ১৮০, ২৫০, চার বেডের ঘর ৩০০; সামান্য যেতে *Lee Garden;* বিপরীতে *Shamruck L;* শহর থেকে দূরে নিরালা নির্জনে মনোরম পরিবেশে **Toshali Sands Resort,* Puri-Konarak Marine Drive, Puri 8, Konarak 23, Puri-752002, ✆ 22888, Fax: 06752-23899, D কটেজ ১৬০০, ঘর ২১০০, ভিলা ২৭০০, স্যুইট ৩০০০, ৪০০০, ৫০০০; বুকিং: কলকাতা ✆ 290606, দিল্লী ✆ 6480783, মুম্বাই ✆ 6911910, ভুবনেশ্বর ✆ 415074.

Govt of WB Youth Services-এর *Youth Hostel*-ও হয়েছে মন্দির ও সমুদ্রের মাঝ দূরত্বে Temple Rd-এ DAB ৬০/৩০, বেড ২৫/২০; কল বুকিং: ✆ 2480626 ছাড়াও নানান হোটেল পুরীতে।

ধরমশালাও আছে নানান পুরীতে। মন্দিরের সামনে Grand Road-এ— *Bagala Yatri Niwas, Bagadia Dharamshala, Doodwalla Dharamshala, Goenka Dharamshala;* Dolavedi-তে: *Kothari, Muljee, Danjee Muljee;* Mochi Sahi-তে—*Khemka Dharamsala* ছাড়াও নানান। এদের কাছে সামান্য সার্ভিস চার্জে থাকার ঘর মেলে।

পুরীর আর এক আকর্ষণ নানান বাণিজ্যিক সংস্থার সহস্রাধিক *Holiday Home.* অবস্থান ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি উল্লেখ্য না হলেও স্বল্প মূল্যে ঘর নিয়ে থেকে নিজ ব্যবস্থায় রান্না করার আনুষঙ্গিক বাসনপত্র মেলে। আবার ভাড়াতেও মেলে বিছানাপত্র, বাসন-কোসন মায় কেরোসিন স্টোভ/গ্যাস স্বর্গদ্বারের দোকানপাটে। বীচ রোড তথা স্বর্গদ্বারে—পুরী হোটেলের সন্নিকটে *SBI Officers' H H-Akankhya,* Strand Rd Main Branch, Cal-1; সোনালী হোটেল লাগোয়া বাড়িতে একতলায়—*The Shipping Corpn of India,* 13 Strand Rd, Cal-1, ✆ 2482354; একই বাড়ির দ্বিতলে *Jessop & Co Ltd,* 63 N S Rd-1, ✆ 2432041 (Ext : RPD); দ্বিতলের পিছনে *State Bank of Mysore* SRC, 1&2 Old Court House Corner-1, ✆ 2200987; *Dena Bank Employees Co-operative Cr Society,* 11 Brabourne Rd-1, ✆ 2421113. পাশেই Sea View Hotel-এ *Steel Authority of India Employees' Co-operative Cr Society,* 2 Fairlie Place-1, ✆ 2211458; *Brook Bond Co-operative Credit Society,* 9 Shakespeare Sarani-71, ✆ 2428331. গ্রান্ড হোটেলের একতলায় *New Barrackpur Municipality* ও CMDA-এর হলিডে হোম বসেছে। বিদুর মন্দিরের গলিপথে একান্ত-য় *Martin Burn Employees Co-operative Cr Society,* 12 Mission Row-1, ✆ 2203371; *Burn Standard Employee Co-operative Cr Society,* 20 Nityadhan Mukherjee Rd, Howrah-711101, ✆ 6602601 Extn 61; *UBI—Alambazar Branch;* একই বাড়িতে অবস্থান ত্রয়ীর। *Canara Bank Staff Recreation Club,* 25 Princep St, Cal-73, ✆ 275306—স্বর্গদ্বার রোডে Sriniketan/Swetalaya/Saikat/Swargabela-য় ৪টি Unit এদের।

গৌড়বাটশাহী বাজারকে ঘিরে কল্যাণীতে—*Calcutta Municipal Corpn Cr Society,* 1 Hogg St, Cal-13, ✆ 2443471 (Ext 542); *The Premier Co-operative Cr Society Ltd,* C/o, Mackinnon Mackenzie & Co Ltd, 16 Strand Rd, Cal-1, ✆ 2200480; *Metro Railway Men's Union,* 33/1 Chowringhee Rd, Cal-16, ✆ 291152 Ext 5153; *Cycle Corpn of India Office Employees Co-operative Cr Society Ltd,* 1 Middleton St, 5th floor, Cal-

71, ✆ 2474130; *UBI Employees Recreation Club*, 67-A, N S Bose Rd, Cal-1, ✆ 2431715; *UBI Staff Recreation Club*, 9 Old Post Office, Cal-1, ✆ 2483819; *Punjab and Sind Bank Staff Recreation Club*, 73 Ashutosh Mukherjee Rd, Cal-25, ✆ 4752003; *Bank of India Employees Recreation Club*, 8/9 Bankim Chatterjee St, Cal-12, ✆ 2415179; *SBI Staff Association-Zonal Office*, 11 Shakespeare Sarani, Cal-71, ✆ 2421140.

রাজ হোটেলের সামনে গজপতিতে—*Bank of Baroda Employees Co-operative*, 4 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2201457; *Bank of Baroda Employees Co-operative*, 27/3 Grand Trunk Rd (South), Howrah-711101, ✆ 687430; *Bank of Baroda Employees Cultural Wings*, 3B, Camac St, Cal-16, ✆ 291720; *Corporation Bank Employees Union Cultural Circle*, 61 Rashbehari Avenue, Cal-26, ✆ 4642692; *The Bank of Rajasthan Employees Union*, 25 Strand Rd, Cal-1, ✆ 254147.

রাজ হোটেলের কাছে বিধবা আশ্রমের পাশে কুন্টিয়া নিবাস-এ—*SBI Staff Co-operative Cr Society*, 8 Old Post Office St, Cal-1, ✆ 2485075; *SBI Staff Association Commercial Branch*, 24 Park St, Cal-16, ✆ 295454; *SBI Foreign Dept Staff Recreation Club*, 43 Chowringhee Rd (10th floor), Cal-71, ✆ 2478781; *Union Carbide Employees Recreation Club*, Jeebandweep (5th floor), 1 Middleton St, Cal-71, ✆ 2473950.

অদূরে কালীধাম-এ—*Bata Sports Club*, 6-A, S N Banerjee Rd, Cal-13; *Saha Institute of Nuclear Physics*, 1-AF, Salt Lake City, Cal-64, ✆ 3370571; *UBI Employees Union*, 4 N C Dutta Sarani, Cal-1; *UBI Employees*, 39 Lenin Sarani, Cal-13, ✆ 2442136; *Indian Bank Employees Union*, 3/1 R N Mukherjee Rd, Cal-1, ✆ 2207675; *National Bank for Agriculture Employees' H H*, 6 Royed St, Cal-16, ✆ 295264.

এছাড়া Gaur Badshahi-কে ভর করে হলিডে হোম গড়েছে—*Allahabad Bank Employees' Recreation Welfare Society*, 7 Red Cross Place, Cal-1, ✆ 2482823; *UBI Employees' Association*, 16 Old Court House St, Cal-1, 4th floor (D D Department), ✆ 2487471-Ext 207/211; *Indian Overseas Bank Employees' Co-operative Cr Society*, P-35 India Exchange Place, Cal-1, ✆ 2254055; *Indian Bank Employees' Co-operative*, 3/1 R N Mukherjee Rd, Cal-1, ✆ 2484325; *RBI Supervisors' Staff Cooperative Society*, Reserve Bank of India, Cal, 7th floor, ✆ 2208331-Ext 167; *RBI Workers' Co-operative Cr Society*, Reserve Bank of India, 3rd floor, ✆ 2208331-Ext: PDO; *Hongkong & Shanghai Bank Recreation Club*, 31 B B D Bag-1, ✆ 2486363; *State Bank of Saurashtra*, 9 Trailokya Maharaj (Brabourne) Rd-1, ✆ 2424965; *State Bank of Mysore Staff Recreation Club*, 24-A, Shakespeare Sarani-17, ✆ 2472528; *SBI Cultural Club*, 9-B, Esplanade East-69, ✆ 2028670; *Central Bank Staff Recreation Club*, 11 Bhupen Bose Avenue-4, ✆ 5556143; *Shibpur Co-operative Bank*, 173 Shibpur Rd-711102, ✆ 6602058; *Bank of India Employees' Co-operative Cr Society*, 23A-B, N S Rd-1, ✆ 2202302 Ext 208; *Bank of Baroda Staff Cultural Seminer*, 8-C, Maharshi Debendra Rd-7, ✆ 2396397; *Bank of Baroda Staff Recreation Club*, Station Rd, Sodepur, ✆ 5531589; *Bank of India Employees' Recreation Club*, 3 C R Avenue-72, ✆ 270996; *Vijoya Bank Employees' Association*, 25 N S Rd-1, ✆ 2200065; *Kasundia Co-operative Bank*, 122/1, Swami Vivekananda Rd, Howrah-1, ✆ 6602654; *Konnagar Co-operative Bank*, 66 G T Rd (West), Konnagar, ✆ 6630669; *UBI*, 4-A, Ekdalia Place-19, ✆ 4406054; *UBI Staff Welfare & Cultural Society*, Hazra Morh-26, ✆ 4751006; *UBI Employees' Welfare Society*, 26 Hindusthan Park-29, ✆ 4643416; *UBI Staff Recreation Club*, 6-A, S N Banerjee Rd-13, ✆ 2441093; *UBI Employees' Association*, 16 Old Court House St-1, ✆ 2487471; *UBI Employees' Recreation Committee*, 32/1 Girish Ghosh Avenue-3, ✆ 5553431; *UBI Employees' Congress*, 140 Bidhan Sarani-4, ✆ 5554130; *UBI Club*, 203/1/1 Bidhan Sarani-6, ✆ 2414557; *Hooghly River Waterways Co-operative*, 4/5 Rishi Bankim Ch St, Howrah Stn Ferryghat; *Hindusthan Fertilizer Corpn Mktg Divn Recreation Club*, 41 Chowringhee Rd-71, ✆ 291151; *Housing Board Recreation Club*, 105 S N Banerjee Rd-14; *Lovelock & Lewes Employees' Cr Society*, 4 Lyons Range-1, ✆ 2204794.

এছাড়াও হলিডে হোম হয়েছে আরও অজস্র স্বর্গদ্বারকে বুড়ি করে— *Punjab and Sind Bank Staff Federation*, IBD Branch, 14/15 Old Court House St-1, ✆ 2482276; *Capexil Recreation Club*, 14/1B, Ezra St-1, ✆ 2258216 at Sri Sri Maa; *UCO Bank Staff Club*, 10 Brabourne Rd-1, 2nd floor, ✆ 2254120-28 Ext 234 at Bengal Lodge; Mancha Bharati, *Bank of India*, 23/A, N S Bose Rd-1, ✆ 2202301 at Sea View Hotel; *UCO Bank Office Congress*, 16-A, Brabourne Rd-1, ✆ 251778; *Bank of Baroda Recreation Club*, 8 India Exchange Place-1, ✆ 2422611; *Standard Chartered Bank Recreation Club*, 4 N S Rd-1, ✆ 2206902; *Indian Overseas Bank*, P-35 India Exchange Place-1, ✆ 2253187; *Central Bank of India Employees' Association*, 33 NS Rd-1, ✆ 2208925 at Sagarbela; *Indian Bank Employees' Co-operative Cr Society*, 3/1 R N Mukherjee Rd-1, ✆ 2487903; *PNB Staff Cultural Association*, 18-A, Brabourne Rd-1, ✆ 252046; *Grindlays Bank Employees' Co-operative Cr Society*, 6 Church Lane-1, at Taradham; *Grindlays Bank Employees' Staff Benifit Trust Fund*, 19 N S Rd-1; *Dena*

Bank Employees' Association, 16/A, Brabourne Rd-1, ✆ 251387, opp Tourist Home; *UBI Employees' Co-operative Cr Society,* 15 India Exchange Place-1, ✆ 2206867 at Karar Ashram Lane; *Allahabad Bank,* 213/A, B B Ganguly St-12, ✆ 274915; *Engineers' Export Promotion Council (EEPC),* 14/1B, Ezra St-1, ✆ 250442—near Balisahi H S School; *Calcutta Stock Exchange Recreation Centre,* 7 Lyons Range-1, ✆ 2208636 at Taradham; *UBI Employees' Co-operative,* 4 N C Dutta Sarani-1, ✆ 2200841 at VIP Rd; *Union Jute Staff Recreation Club,* Chartered Bank Building, 4 N S Rd-1, ✆ 2201149; *Standard Chartered Bank Cooperative Society,* 4 N S Rd-1, ✆ 2206902; *Bank of India,* 111 C R Avenue-73, ✆ 277724 at Binodan; *Allahabad Bank Recreation Club,* 14 India Exchange Place-1, ✆ 2208375—beside Sagarika Hotel; *Allahabad Bank Workers Union,* 14 India Exchange Place-1, ✆ 2208375—beside New Sea Hawk Hotel; *All India Allahabad Bank National Employees' Federation,* 14 India Exchange Place-1, ✆ 2208375; *All India Allahabad Bank (NCBE),* 14 India Exchange Place-1, ✆ 2208375; *NJMC Employees' Recreation Club,* Chartered Bank Building, 3rd floor, 4 N S Rd-1, ✆ 2206127; *Friends Association*—UBI , 235/2 B B Ganguly St-12; *Union Bank Employees Cr Society,* 38 Strand Rd-1, 15 India Exchange Place-1, ✆ 2206868; *Syndicate Bank Staff Recreation Club,* 3-B, Lalbazar St-1, ✆ 2486055; *Andhra Bank Employees' Forum,* 14/1B, Ezra St-1, ✆ 250352; *Export Inspection Council Recreation Club,* 14/1B, Ezra St-1, 7th floor, at Nirikshan Bhawan, CT Rd; *Punjab & Sind Bank Employees' Union,* 14/15 Old Court House St-1, ✆ 2485867; *R B Employees' Co-operative Cr Society,* Reserve Bank of India, B B D Bag-1—behind Sonali Hotel; *Indian Aluminium Employees' Co-operative Cr Society,* 39 G T Rd, Belur, Howrah-12, (শুক্র ও শনিবার ছাড়া ৯-৩০—১০-৩০ ও ১৪—১৫-৩০); *Bhadreswar Municipality,* Bhadreswar, Hooghly; *Shaw Wallace Institute,* 4 Bankshall St-1, ✆ 2485601; *Gillanders' Co-operative Cr Society,* 8 NS Rd-1, ✆ 2202331; *Tea Board H H Committee,* 14 Brabourne Rd-1, ✆ 251411-Ext License Section; *Calcutta Tram Co Recreation Club,* 12 R N Mukherjee Rd-1, ✆ 2482681—behind Bharat Sevashram; *Dunlop Recreation Club,* 57-B, Mirza Galib St-16, ✆ 294507; *Duncans Bros Employees' Union,* 31 N S Rd-1, ✆ 2206831-Ext 139; *Nilhat Recreation Club,* 11 R N Mukherjee Rd-1, ✆ 2486201; *Panihati Municipality,* Panihati, 24 Parganas-N, ✆ 5532909; *Bokaro Steel Employees' Cr Society,* 13 Camac St-17, ✆ 2478351; *Mahindra & Mahindra Employees' Cr Society,* 31 J L Nehru Rd-16, ✆ 298421; *Britannia Biscuit Co Employees' Union,* 15 Taratala Rd-83, ✆ 4784850; *LIC Employees' Cr Society,* Metropolitan Building, 7 J L Nehru Rd-13; *Siemens Employees' Cr Society,* 6 Nandalal Bose Sarani-71, ✆ 2478374 at Anandamela, Beach Rd; *Howrah Municipal Corporation Recreation Club,* 4 M G Rd, Howrah-1, ✆ 6603123; *Canara Bank Staff Recreation Club,* 27 Brabourne Rd-1, ✆ 2427105 (৪টি ইউনিট এদের); *Bank of Baroda Zonal Staff Recreation Club,* 2/7 Sarat Bose Rd-20, ✆ 4757255; *Bantra Co-operative Bank,* 10 Narasinha Dutta Rd, Howrah-1; *PNB Employees' Union,* 18-A, Brabourne Rd-1; *SBI*—Tata Centre; *UBI*—College St; *UBI*—Garpar; *UBI*—Cossipur; *UBI*—Santoshpur; *SBI*—Tata Centre; *Haldia Port Authority; SBI*—Cossipur; *WBS Electricity Board; PNB Employees' Union,* 6 Princep St-72, ✆ 272705; *Aajkal Recreation Club,* 96 Raja Rammohan Sarani-9, ✆ 3509803; ছাড়াও নানান।

চক্রতীর্থ রোডে—*Dunlop, S E Railway, Allahabad Bank*- Main, *PNB*-Main, *Tisco,HMV, Allahabad Bank*-Foreign Exchange, *The New India Mutual Benefit Society, Eveready House H H, Nicco.* গ্রান্ড রোডে—*Indian Air Lines, CESC Credit Society* ছাড়াও নানান। বুকিং এদের মূল দপ্তর থেকে।

তবে, সমুদ্রকে নিবিড় করে পেতে *Jessop* (১ নম্বর ঘরটি রমণীয়)—63 N S Rd, *The Shipping Corpn*-13 Strand Rd, *Burn Standard*—Howrah-1, *Martin Burn*-Mission Row, *SBI Officers'-Akankhya, Aajkal, UBI*-HO, *Indian Aluminium Employee's Co-operative, Indian Oxygen Holiday Home*-এর আকর্ষণ সর্বাগ্রে। এদের কাছে ঘর নিয়ে থেকে নিজ ব্যবস্থায় রান্না বা স্বর্গদ্বারে *দ্রৌপদী, বিদেশ ঘর, আনন্দমেলা* হোটেলে খাবার ব্যবস্থা করা যায়। তেমনই সোনালী হোটেলের *রেস্টুরেন্ট রুচিরাও* পুরী ভ্রমণার্থীদের আহার্য পরিবেবায় যথেষ্ট খ্যাত। এদের শীতাতপ Classic-এর মোগলাই-চীনা-কন্টিনেন্টাল সেও যেন তারকাসম। আর চক্রতীর্থে আছে *Xanadu, Sambhu Restaurant, Mickey Mouse Restaurant;* শঙ্কর হোটেলের *Om Restaurant;* গ্রান্ড রোডে *Jagannath South Indian Restaurant;* পুরী হোটেলের পিছনে চীনা পারিবারিক রেস্টুরেন্ট *Chung Wah* পুরীতে। তেমনই *S E Railway H, Toshali Sands, Hans Coco Palms*—এদেরও যথেষ্ট প্রশস্তি দেশী-বিদেশী আহার্য পরিবেবায়।

কনডাকটেড ট্যুর: স্বর্গদ্বার থেকে নানান প্রাইভেট কোম্পানি কন্ডাকটেড ট্যুরে সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সুপার লাক্সারি ভিডিও কোচে ৯০-৯৫ টাকায় ২৮৬ কিমি পরিক্রমায় চন্দ্রভাগা সাগরবেলা, কোণারক, ধৌলী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, নন্দনকানন, সাক্ষীগোপাল বেড়িয়ে আনে। সোম, বুধ, শুক্র চিল্কায় যাচ্ছে এরা ১০০-১২০ টাকায়। তবে, N N Mukherjee & Co, Chakratirtha Rd, ✆ 22988/23124; Konarak Travels, Sea Beach; Mahapatra Travels, Stn Rd-এদের নিজস্ব গাড়ি, ব্যবস্থাপনা ভালই। আর OTDC পান্থভবন থেকে সকাল ৬-

৩০টায় গিয়ে ১৮-৩০টায় ফেরে কোণারক ও ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে। ভাড়া ৩৫ সিটের ২×২ সুপার লাক্সারি ভিডিও কোচে ১০০, সুপার ডিলাক্স ১২০, A/c বাসে ১৫০, আর সোম, বুধ, শুক্র সকাল ৬-৩০টায় ১০০ টাকায় চিল্কায় (সাতপুড়া) যাচ্ছে OTDC, ফেরে ১৯-০০টায়। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার ৬-৩০টায় বিশেষ ট্যুরে নন্দনকানন যাচ্ছে ১০০ টাকায় এরা। বুকিং: Tourist Officer, Orissa Tourism, Station Rd, ✆ 22664/ Manager, Panthabhawan, ✆ 23526/ Manager, Panthanivas, ✆ 22740/ Youth Hostel, ✆ 22424/ Rail Stn Tourist Counter, ✆ 23536. নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

ভারতীয় সামুদ্রিক শহরগুলির মধ্যে পুরী অন্যতম। যেমন উত্তাল তেমনই দুর্দম পুরীর সমুদ্র। ক্ষণে ক্ষণে প্রলয়ঙ্কর গর্জনে আছড়ে পড়ছে অর্ধ চক্রাকার বঙ্গোপসাগর। নীল জল, ক্ষণে ক্ষণে ঢেউ এসে সোনালী বালুকাবেলায় সফেদ ফেনা রেখে ছুটে পালায় ক্ষণিকে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনকোলাহলও চলে ভোর থেকে গভীর রাতে সাগরবেলায়। অগভীর সমুদ্র—স্নান পর্ব শুরু হয় সকাল থেকেই ভ্রমণার্থীদের। অনভিজ্ঞদের স্নান-সহযোগী অর্থাৎ *নুলিয়া* সঙ্গে নেওয়া ভাল। তবে ঢেউ-এর সাথে সাথে তাল রেখেও শরীরটা দুলিয়ে দিয়ে অতি সহজেই উপভোগ করা যায় সমুদ্রস্নান। আবার রবারের টিউব নিয়েও নামা যেতে পারে জলে। তবুও যেন বাঁধাধরা ছক ছাড়াও বেশ কিছুটা খামখেয়ালি পুরীর সমুদ্র। তাই নাস্তানাবুদও হয়ে পড়েন বারবার স্নানার্থী। পুরীর বীচের আর এক আকর্ষণ তার ঝিনুক। সোনালী বালুকাবেলায় ঝিনুক সংগ্রহের নেশায় মেতে ওঠেন আবালবৃদ্ধবণিতা। পুরীর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আকর্ষণও অনস্বীকার্য। তেমনই আকর্ষণ আছে প্রত্যূষে ও সাঁঝে নির্মল বায়ু সেবনের পুরীর বীচে। বৈচিত্র্য আছে পুরীর জেলে নৌকারও। ৩-৪ খণ্ড কাঠের টুকরো গুঁজে-গেঁথে ভেসে পড়ে এরা গভীর সমুদ্রে। নৌকা চলে পাখির মতো ঢেউয়ে উড়ে।

পুরীর সমুদ্রে স্বর্গদ্বারেই প্রথম স্নান করার প্রথা। পুণ্যতীর্থও এই **স্বর্গদ্বার**। শ্রীচৈতন্যদেবও প্রথম স্নান করেন স্বর্গদ্বারে। লীনও হন ব্রহ্মে এই নীলাচলেই মহাপ্রভু। প্রবাদ, দৈববাণী মতে নীলমাধবের মূর্তি হবে মালবদেশে—তবে, শিলায় নয় দারুতে। দারুও আসে ভেসে সমুদ্রের জলে চক্রতীর্থে। আর সেই দারু থেকেই তৈরি হয় জগন্নাথদেবের বিগ্রহ।

স্বর্গদ্বার অর্থাৎ স্বর্গের দরজা, লাগোয়া **কানপাতা হনুমান/বিদুরপুরী/মহোদধি/সুদামাপুরী**। শোনা যায়, বীর হনুমান আজও কান পেতে রয়েছে প্রলয়ঙ্করী সমুদ্রের গতিবিধি নজরে রাখতে। বিদুরের স্মৃতি বিজড়িত গলিপথের বিদুরপুরীতে আজও শাক ও খুদের প্রসাদ মেলে। তেমনই আছে নানান নারায়ণ শিলা বিদুরপুরীতে। আর মহোদধি হলো স্বর্গদ্বারসংলগ্ন সমুদ্র অংশটুকু। এখানে তীর্থযাত্রীরা শাস্ত্রমতে স্নান করেন। পুণ্যলাভের সাথে অতীত পাপের নাশ হয় স্বর্গদ্বারের সমুদ্র স্নানে। সুদামাপুরীতে পাতাল-গঙ্গা, গুপ্ততীর্থের অবস্থান পাশাপাশি। আর হয়েছে নতুন করে—শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ৯ শতকের গোবর্ধন মঠ—মঠের লাইব্রেরির সংগ্রহ উল্লেখ্য; নানক মঠ, কবীর মঠ, শঙ্করাচার্য মঠ, কারার আশ্রম, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীঅনুকূল ঠাকুরের আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, নীলাচল আশ্রম, যতিরাজ মঠ, টোটা গোপীনাথ হাঁটা দূরত্বে পুরীতে। নামান্তরও ঘটেছে বার বার—নীলগিরি, নীলাদ্রি, নীলাচল, পুরুষোত্তম, শঙ্খ-ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথ-ধাম সর্বশেষে পুরী।

পুরীর আর এক আকর্ষণ **জগন্নাথ মন্দির বা শ্রীক্ষেত্র**। পৌরাণিক যুগে সূর্যবংশীয় রাজা অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মন্দির গড়েন। সেটি ধ্বংস পেতে রাজা যযাতি কেশরী মন্দির গড়েন নতুন করে। আর ব্রাহ্মণ নিধনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮এ গড়েন আজকের এই মন্দির। ৫ লক্ষ তোলা সোনা খরচ হয় মন্দির গড়তে। তারও পরে গজপতি রাজদের অর্থানুকূল্যে এর শ্রীবৃদ্ধি। ওড়িশার প্রতিটি দেবমন্দির একই আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে—বিমান, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, জগমোহন। ৬৭০×৬৪০ ফুট ব্যাপ্ত জগন্নাথ মন্দির ২০ থেকে ২৪ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। চারপাশে ৪ প্রবেশদ্বার—সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার, অশ্বদ্বার ও খাঞ্জাদ্বার। পুবমুখী মূল প্রবেশ তোরণ, সিংহদ্বারের সামনে কোণারক থেকে আনা ৩৪ ফুট উঁচু ক্লোরাইট পাথরের অরুণা স্তম্ভ, শিরে তার গরুড়। প্রস্তরের দুই সিংহমশাই গেট পাহারায় রত। তেমনই দক্ষিণ, পশ্চিম আর উত্তরের গেটে ঘোড়া, বাঘ ও হাতি র অবস্থান। ২২টি ধাপ উঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিরের প্রাঙ্গণও ২২ ফুট উঁচু। আবার প্রাচীর ৪২৪×৩১৫ ফুট আয়তাকারের। এরও তোরণ ৪টি। পুবে রয়েছে ভোগমন্দির ৫৮×৫৬ ফুটের। তোরণে নবগ্রহের মূর্তি। নাটমন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮০ ফুট। পশ্চিমে জগমোহন ৮০×১২০ ফুটের। আর তার পিছনে বিমান বা বড় দেউল। এটিরও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ৮০ ফুট, উচ্চতা ১৯২ ফুট। দ্বিতীয় প্রাচীর পেরতেই হিন্দু দেব-দেবীর অভিনব সমাবেশ ঘটেছে। কাশীর বিশ্বনাথ, রামচন্দ্র, জয়-বিজয়, বদরীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ, মঙ্গলাদেবী, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বটেশ্বর লিঙ্গ, ইন্দ্রাণী, সূর্যদেব, ক্ষেত্রপাল, নরসিংহদেব, গণেশ, ভূষণ্ডীকাক, বলরাম পত্নী তান্ত্রিক দেবী বিমলা, জগন্নাথ পত্নী লক্ষ্মী, সর্বমঙ্গলা, কালী, সূর্যনারায়ণ, পাতালেশ্বর, শীতলামাধব, বুদ্ধদেব, গৌরাঙ্গদেব অর্থাৎ সর্বতীর্থের সমন্বয় ঘটেছে শ্রীক্ষেত্রে। আর রয়েছে নাটমন্দিরের শেষে স্তম্ভাংশ যাতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হাত রেখে বিভোর হতেন জগন্নাথদেবে। ভক্তজনেরা আজও পরশ নেন শ্রীচৈতন্যর হাতের ছাপের স্তম্ভে। জনশ্রুতি লীনও হন দেবসনে শ্রীচৈতন্য। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নরনারীর শৃঙ্গার মূর্তিও রূপ পেয়েছে মন্দির গাত্রে। মন্দিরের

কারুকার্য ও দেব-দেবীর সমাবেশ দুই-ই আকর্ষণ করে পর্যটকদের। মন্দিরের অন্দরের দেওয়ালে পৌরাণিক আখ্যানে সমৃদ্ধ পটচিত্র ও স্তম্ভের ব্যাস রিলিফের খোদাই কাজেও বৈচিত্র্যের সাথে অভিনবত্ব আছে। বিষয়বৈচিত্র্য ও রঙের জৌলুস উল্লেখ্য। তেমনই গর্ভগৃহের বিপরীতে দেওয়ালের আধা জুড়ে দশাবতারের ছবিতেও বৈচিত্র্য মেলে—বুদ্ধর বদলে ৯ম অবতার রূপে স্বয়ং জগন্নাথদেব উপস্থিত।

মূল মন্দিরের রত্নবেদিতে রয়েছেন সাত মূর্তি অর্থাৎ সাতরত্ন। সফেদ রঙা মুখাবয়বের বলরাম, সঙ্গী তার কালোমুখী ভাই জগন্নাথ—ভালে হীরক, মাঝে তাদের হলদিমুখী বোন সুভদ্রা। এঁদের পাশে সুদর্শন চক্র। বামদিকে সোনার লক্ষ্মী, ডাইনে রূপার তৈরি সরস্বতী, পিছনে নীলমাধব। মূল দেবতা ব্রহ্মদারুতে তৈরি। কিংবদন্তী, কৃষ্ণর নাভি অর্থাৎ পরমব্রহ্ম দ্বারকা থেকে ভেসে আসে পুরীর সমুদ্রে ব্রহ্মদারু রূপে। যে বছর একসঙ্গে ২টি সৌর আষাঢ় মাস অর্থাৎ আষাঢ় মাসে ২টি অমাবস্যা পড়ে—সেবছরই দেবতার বিগ্রহ নতুন করে হয়ে থাকে। নাম তার নব-কলেবর। গত ১৯৯৬এ জাঁকজমকের সাথে নবকলেবর উৎসব যাপিত হয়েছে। মন্দিরের পিছে প্রাচীরের বাইরে বৈকুণ্ঠ বাগান—দেবতার নবকলেবর হতে পুরাতন বিগ্রহ সমাধিস্থ হয় বৈকুণ্ঠধামে। কিংবদন্তী, শিল্প শাস্ত্রের আদি প্রবর্তক প্রজাপতি ব্রহ্মা তনয়, বিশ্বকর্মা তথা জগন্নাথদেব শর্তাধীনে সূত্রধরের বেশে মূর্তি গড়তে আসেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ২১ দিনে সম্পূর্ণ হবার কথা মূর্তি। এই ২১ দিনে সূত্রধর দরজা না খুললে কারুর না আসার শর্তাধীনে রাজা রাজি। অধৈর্য রানীর তর সয় না। শর্ত ভেঙে দ্বাদশ দিনে দরজা খোলেন রানী। ঘরে ঢুকে দেখেন সূত্রধর উধাও, দেবমূর্তি অসম্পূর্ণ—হাত-পা হতে বাকি। প্রতিষ্ঠা করেন রাজা সেই অসম্পূর্ণ মূর্তি মন্দিরে। আর আজ দারু ভেসে না এলেও স্বপ্নাদেশে দারুর সন্ধান মেলে। তিথির রকমভেদে ২১টি বেশে সজ্জিত হন জগন্নাথদেব। দিনের নানান সময়ে বেশেরও বদল হয়। পূজার পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আছে। *আটকিয়া* বলে তাকে। চার পুরুষের নাম-ধাম লেখাতে হয় খাতায়। ২২.৫০ থেকে ১৩২০০০ টাকা পর্যন্ত রকমফের আছে পূজার। কমেও পূজা দেওয়া যায়—তবে, অন্নদান আটকিয়া নয়। ৬০০০ পুরোহিত আর ২০০০০ নানানধর্মী কর্মী জীবিকা নির্বাহ করেন মন্দির থেকে। তবে নানান শ্রেণী বিন্যাস এদের মাঝে। বিশ্বের বৃহত্তম রান্নাঘরটিও হয়েছে এই মন্দিরে। ৪০০রও অধিক রাধুনী ২০০ উনুনে ১০০ ধরনের মহাপ্রসাদ অর্থাৎ দেবতার ভোগ রান্না করেন। প্রতিদিন ১০০০০ ভক্তের জন্য ৭০ কুইন্টাল চালের অন্ন হচ্ছে। মন্দিরের *আনন্দবাজারে* মহাপ্রসাদ কিনতেও মেলে। বিবিধ দামে বিভিন্নধর্মী মহাপ্রসাদ। উচ্ছিষ্ট হয় না এই মহাপ্রসাদ। ৬—২৪-০০টায় দ্বার খোলা থাকে মন্দিরের। সকাল বিকালে ৫ টাকার টিকিটে কাছ থেকে দেবদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থাটিও অনেক তৃপ্তিদায়ক। তবে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা থেকে আষাঢ় মাসের অমাবস্যায় দেবতার *অনবসর* অর্থাৎ জ্বর হয়—দেবদর্শনও তাই মানা। দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। মন্দিরের ছবি তোলাও কঠোরভাবে নিষেধ। উৎসাহীরা বিপরীতের রঘুনন্দন লাইব্রেরি ভবন থেকে ছবি নিতে পারেন। অ-হিন্দুরাও এই ভবন (৯—১২-০০ ও ১৬—২০-০০টায়) থেকে দেখে নিতে পারেন দেবমন্দির। তবে, দান প্রত্যাশা করে লাইব্রেরি। ৮ মি উঁচু টাওয়ার শিরে বিষ্ণুচক্র ও পতাকা—দূর-দূরান্ত থেকে দৃশ্যমান। ভক্তরাও পতাকা বাঁধতে পারেন মন্দির অফিসে নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে। অতি সম্প্রতি ২ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার হয়েছে জগন্নাথ মন্দির।

মাসির বাড়ি অর্থাৎ **গুণ্ডিচাবাড়ি** বা বাগানবাড়ি। গুণ্ডিচাদেবী হলেন অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। এই রাজাই তৈরি করেন জগন্নাথ মন্দির। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া মাসির বাড়ি প্রাচীরে ঘেরা। গোকুল থেকে ব্রজে এলেন শ্রীকৃষ্ণ—সেই স্মৃতিতে আষাঢ়-শ্রাবণ (জুলাই) মাসে জগন্নাথদেব বোন সুভদ্রা আর দাদা বলরামকে সঙ্গী করে অবকাশ যাপনে মাসির বাড়ি আসেন। ১০ দিন অবকাশে কাটিয়ে ফিরে যান আবার শ্রীমন্দিরে। দেবতা আসেন ১৩.৫ মি উঁচু, ১০মি বর্গাকার, ২.১ মিটারের ১৬ চাকার ৩ রথে জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল করে শ্রীমন্দির থেকে ২½ কিমি দীর্ঘ গ্রান্ড রোড পেরিয়ে। নাম তার **রথযাত্রা**। আবার ফেরেনও দেবতা একইভাবে মিছিল করে—তার নাম *বহুড়া* অর্থাৎ উল্টোরথ। দেবতা ফিরতে রথের কাঠ ভক্ত মাঝে বিক্রি হয় স্যুভেনির রূপে। দেশ-দেশান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন, আসেন পর্যটক এই রথযাত্রায় সামিল হতে। এমনকি চৈতন্যদেবও একদা রশি টেনেছিলেন এই রথের। অতীতে *জাগ্যারন্যাট* অর্থাৎ জগন্নাথদেবের রথের চাকায় আত্মাহুতি দিতেন ভক্তের দল। হাজার হাজার লোকের টানে রথ চলে গড়-গড়িয়ে—চলতে থাকলে থামা তার মুশকিল। সেই চলন্ত চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ দিতেন ভক্তেরা। রথ তৈরিও হয় প্রতি বছর নতুন নতুন। অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হয়ে ১০৭২টি গাছের গুঁড়ি থেকে ২১৮৮টি কাঠের টুকরোয় তৈরি হয় *নন্দিঘোষ* বা গরুড়ধ্বজা (১৩.৫ মি) অর্থাৎ জগন্নাথের রথ, *দর্পদোলনা* বা পদ্মধ্বজা (১১.৫ মি) অর্থাৎ সুভদ্রার রথ, *তালধ্বজা* (১২ মি) অর্থাৎ বলরাম বা বলভদ্রের রথ। প্রতি রথে-ই মূলদেবতা ছাড়াও ৯ জন পার্শ্ব দেব-দেবী, ২ জন দ্বারপাল, ১ জন সারথি, ১ জন ধ্বজা-দেবতা বা শীর্ষদেবতা অধিষ্ঠিত হন। সবাই দারুতে তৈরি। ১৬০০ মি উজ্জ্বল রঙা কাপড়ে সুসজ্জিত করা হয় রথত্রয়ীকে। নব কলেবর অর্থাৎ নতুন দেবমূর্তি তৈরি হলে পুরাতন মূর্তি সমাধিস্থ হন উত্তরের গেটে বৈকুণ্ঠবাগানে। এছাড়াও ৬২ ধর্মী উৎসব ঘটে চলেছে বছরের পর বছর জগন্নাথ মন্দিরে।

এবার চলুন পায়ে পায়ে বা রিকশায় ৩৫/৪০ টাকার চুক্তিতে ঘণ্টা তিনেকের সফরে পুরী দর্শনে। **সিদ্ধ বকুল** অর্থাৎ যবন হরিদাসের সাধনপীঠ তথা বকুল গাছটি দেখে **গম্ভীরা** অর্থাৎ কাশী মিশ্রর ভবনে পৌছান—

"অদ্যাপীহঁ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।"

এই ভবনেই নিমাই ১৫১৫ থেকে ১৫৩৩-এর ২৯শে জুন (তিরোধান পর্যন্ত) ১৮ বছর অবস্থান করেন। আজও কাঁথা, কমণ্ডলু ও পাদুকা পূজিত হয় শ্রীনিমাই-এর। দ্বিতলে ৫০ পয়সার টিকিটে চৈতন্যলীলাও দেখে নেওয়া উচিত হবে। ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত শ্রীমন্দিরের উত্তরে **শ্বেতগঙ্গায়** স্নানে পুণ্য হয়। আর আছে শ্রীমন্দিরের কাছেই **যশেশ্বর**। লোকশ্রুতি, যশেশ্বর পূজায় কোটি লিঙ্গ পূজার ফল মেলে। বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ি দর্শনান্তে **মার্কণ্ডেয়েশ্বর** মন্দির ও সরোবরটিও দর্শনীয়। খুবই পবিত্র এই সরোবরের জল, স্নানে পুণ্য হয়। শ্রীমন্দির থেকে ৩ কিমি পশ্চিমে **লোকনাথ** অর্থাৎ শিবমন্দির। মন্দির লাগোয়া সরোবর, দেবতা প্রায়ই জলে থাকেন। রায় রামানন্দের বাড়ি, চন্দন সরোবর দর্শনান্তে ১৩১৮তে তৈরি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে চলুন। বিপরীতে তদীয় শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি—১৩৪৫এ নির্মিত শ্রীমন্দির। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে আঠার-নালা ও লক্ষ্মী-জলা। তবে ৮৫×১১ মিটারের **আঠারনালা** সেতুটি রূপ পেয়েছে মুটিয়া নদীর উপর ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে। সেযুগে এই আঠারনালা ছিল শ্রীক্ষেত্রের প্রবেশফটক। শ্রীক্ষেত্রের শুরুও ছিল এই আঠারনালা সেতু থেকে। সেকালের শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন এই সেতু। ১৮টি পাথরের ফোকর রয়েছে সেতুতে কথিত আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজের ১৮টি ছেলেকে দেশের কল্যাণার্থে বলি দিয়েছিলেন এখানে। যাত্রীরাও প্রথম দর্শনের সঙ্গে প্রণাম সারেন।

জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে **ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরটি** আর এক তীর্থ। স্নান ও তর্পণে পুণ্য মেলে। প্রবাদ, রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে দান করা সহস্র গাভীর পায়ের খুরে তৈরি হয় সরোবর। জলে কচ্ছপ আছে। আর রয়েছে **চক্রতীর্থে** সোনার গৌরাঙ্গ। তবে, দেবতা বংশীধারী কৃষ্ণর পাশে গোপাল মূর্তি। জনশ্রুতি, শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল বেশে সাধক রামানন্দকে দর্শন দেন। তারই স্মারক রূপে মন্দির। পাশেই সঙ্কটমোচন, বামে গিয়ে নদীয়া গৌরাঙ্গ। বিপরীতে জগন্নাথদেবের শ্বশুরবাড়ি, বালুতটে বড়ঠাকুর অর্থাৎ শনি ও চক্রতীর্থ।

সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত **সাক্ষীগোপাল** বা সত্যবাদীর মন্দির। ভক্তের সাধনায় তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে শর্তাধীনে কলিঙ্গে এলেন সাক্ষ্য দিতে। শর্ত লঙ্ঘনে লীন হয়ে রূপ নিলেন মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ। কালে কালে মন্দির। পুরী থেকে ১৭ কিমি উত্তরে পুরী-ভুবনেশ্বর বাসে দেখে নেওয়া যায় সাক্ষীগোপাল। লোকাল ট্রেনও যাচ্ছে পুরী থেকে। লোকশ্রুতি, সাক্ষীগোপাল দর্শন ছাড়া পুরী ভ্রমণ অসম্পূর্ণ। পূজা ১+দক্ষিণা ১ বিধি হলেও পাণ্ডাঠাকুরদের উৎপীড়ন আছে সাক্ষীগোপালে। সেই হেতু রাজ্য পর্যটন ও প্রাইভেট সংস্থা বয়কট করেছে প্যাকেজ ট্যুরে সাক্ষীগোপাল দর্শন। তাই পদে পদে সাবধানতা পালনীয়। মন্দিরের ছবি তোলাও মানা।

পুরীর নবতম উৎসব **বীচ ফেস্টিভ্যাল**। ১৯৯৩এ শুরু হয়ে প্রতি ডিসেম্বরে স্বর্গদ্বার লাগোয়া বীচে নাচ-গান-বাজনার সাথে নানানকিছু মিলেমিশে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

পুরী-ভুবনেশ্বর পথে ৯ কিমি যেতে চন্দনপুরের অদূরে ডাইনে ১½ কিমি গিয়ে রেলের লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে নারিকেল বীথিকার ছায়ায় আরও ১½ কিমি যেতে **রঘুরাজপুর**। রঘুরাজপুরের খ্যাতি তার মিথোলজিক্যাল পটচিত্রের জন্য। বিশেষ ধারায় অনাসরা, পৌরাণিক তালপত্র, তসর, নারকেলের উপর পটচিত্র আঁকছেন শিল্পীরা। আঁকা দেখা ও কেনারও ব্যবস্থা মেলে ৮০ থেকে ২৫০০০ টাকায় শিল্পীদের বাড়ি-ঘরে রঘুরাজপুরে।

খুরদা রোড রেল স্টেশন থেকে ২½ কিমি পশ্চিমে অরাগড় পাহাড়ে খ্রি পূ ৩য় শতকের বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। তবে, সংস্কার ব্যাহত গত কিছুকাল।

কেনাকাটা: আর ভ্রমণের স্মারক রূপে সঙ্গী করুন রঘুরাজপুরের পটচিত্র, পাথুরিয়াশাহীর পাথরের ভাস্কর্য, পিপলির অ্যাপলিক শিল্প, শাঁখ ও ঝিনুকের নানান সম্ভার, রুপোর কারুকার্যময় আভরণ, কটকের কটকি শাড়ি, সম্বলপুর সিল্ক, ময়ুরভঞ্জের সিল্ক ও তসর, খুরদা রোডের গামছা, দারুতে তৈরি দেবতার রেপ্লিকা মূর্তি পুরী থেকে। মন্দির লাগোয়া গ্রান্ড রোডের দোকানপাটে উচিতও হবে কেনাকাটা সাঙ্গ করা। ওড়িশা সরকারের *উৎকলিকা, কটকী শাড়ি এম্পোরিয়াম* দেখা যেতে পারে। কটকীর এক শাখা বসেছে স্বর্গদ্বারে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিপরীতে ***কটকী এম্পোরিয়াম*** নামে। বীচ জুড়েও দোকান বসে সাঁঝে। দামে রীতিমত *টাগ অব ওয়ার* চলে দোকানি ও ক্রেতার মাঝে।

আর, পুরী ভ্রমণে যাত্রীদের একান্তই উচিত হবে কোনও রকম আষাঢ়ে গল্পের শিকার না হওয়া। এমনকি চলার পথে ট্রেনেও নানান ব্যক্তি হোটেল, প্যাকেজ ট্যুর, ট্রেনের টিকিট বুক করে রসিদও দেয় টাকার বিনিময়ে। এমনকি হোটেল, হলিডে হোমেও যাত্রী-শিকারে হানা দেয় এরা। টাকা পাওয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিলে সই করারও আবেদন রাখে এরা। সহায় সম্বলহীন যাত্রীরা এদের আপ্তবাক্যে শিকার হয়ে নাস্তানাবুদ হন নানানভাবে। তাই একান্তই উচিত হবে সরাসরি সঠিক জায়গায় যোগাযোগ করা।

চিল্কা

পুরী থেকে ১৬০ কিমি দূরে, পুরী জেলার দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ। তবে, স্থানীয়দের কাছে *চিলিকা* নামে সমধিক খ্যাত—

অর্থ তার জলে ঢাকা মাটি। নতুন তৈরি মেরিন ড্রাইভ ধরে পুরী থেকে ৩৫ কিমি দূরের ব্রহ্মপুরী হয়ে চিল্কার নবতম পয়েন্ট সাতপুড়ার দূরত্ব ৫৫ কিমি মাত্র। চলার পথে শীতের দিনগুলিতে ডলফিনও দেখে নেওয়া যায় চিল্কা লেকেরই দ্বীপ সাতপুড়ায়। এছাড়াও পাখি আসে আরও নানান শীতের দিনে সাতপুড়ায় দেশ-দেশান্তর থেকে। বরাকুল থেকে ১৯ কিমি দূরে Chilka Wildlife Sanctuary. ১৯৭৩এ অভয়ারণ্যের শিরোপা চেপেছে স্যাঙ্কচুয়ারির শিরে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে লেকের জলে সাতপুড়ায়। OTDC-রও ব্যবস্থা থাকে ৪০ টাকায় ঘণ্টা তিনেকের বোট বিহারের। ফরেস্ট লজ হয়েছে চিল্কা লেকের দক্ষিণ-পুবে সাতপুড়ায়। নিজস্ব ব্যবস্থায় আহার। লজের বুকিং: DFO, Chilka W L Division, N-4/3 Nayapally, Bhubaneswar-751015. আর হয়েছে OTDC-র *Yatrinivas*, D ১০০, মনোরম পরিবেশে কটেজ ধর্মী ঘর, আহারও মেলে ক্যান্টিনে অগ্রিম অর্ডারে; অবু: A T O, Yatrinivas Satpada, via Brahmagiri, Dist-Puri, ✆ (06752) 8564. OTDC মরসুমে পুরী থেকে প্রতিদিন প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে চিল্কা অর্থাৎ সাতপুড়ায়। প্যাকেজ ট্যুরে বা পুরী মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড থেকে সার্ভিস বাসে চলাও যেতে পারে সাতপুড়া। আর সুনাবেদায় আছে OTDC-র *Panthika*, D ৪০ ডর্মি বেড ১০, অবু: A T O, Satpuda.

পুরী থেকে সোম, বুধ, শুক্র OTDC-র প্যাকেজ ট্যুরে ৬-৩০—১৯-৩০টায় ৮৫-১২০ টাকায় চিল্কা বা চিলিকা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আর ৫২৭ কিমি দূরের কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় চেন্নাই মেল, তিরুপতি এক্স, ইস্ট কোস্ট এক্সে ঘণ্টা দশেকে বালুগাঁও, চিল্কা, খালিকোট বা রম্ভায় নেমে চিল্কা চলায় সুবিধা। আর ওড়িশা রোড ট্রান্সপোর্টের বাস কটক/ভুবনেশ্বর/পুরী থেকে NH-5 ধরে মুহূর্মুহু যাচ্ছে চিল্কা অর্থাৎ বালুগাঁও/বরাকুল/রম্ভা হয়ে বেরহামপুর/ভাইজাগ ছাড়াও নানান দিকে। কলকাতা-বেরহামপুর বাসও যাচ্ছে চিল্কা হয়ে। বালুগাঁও থেকে ৬ কিমি দূরে চিল্কা হ্রদ—টাঙা/রিকশা/অটোয় বরাকুল অর্থাৎ হ্রদে পৌছান। হ্রদ বেড়ান লঞ্চে বা বোটে। পর্যটক আকর্ষণ বাড়াতে বরাকুলেও ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স হয়েছে। রেল ও বাস সংযোগ গড়েছে বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরী থেকে। ভুবনেশ্বর-রাউরকেলা হীরাকুদ এক্স ১৬-১০, ভুবনেশ্বর-মুম্বাই কোণারক এক্স ১৪-০০, ভুবনেশ্বর-বালুগাঁও প্যাসেঞ্জার ১০-০০ ও ১৮-৪০এ ভুবনেশ্বর ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় বালুগাঁও অর্থাৎ চিল্কা যাচ্ছে। তবুও যেন উচিত হবে গোপালপুর বেড়িয়ে বেরহামপুর থেকে সকালের ভুবনেশ্বরের বাসে বালুগাঁও পৌছে চিল্কা বেড়িয়ে বিকালের ভাইজাগ এক্স বাসে পুরী চলা। দূরত্ব বেরহামপুর থেকে ৭৬, ভুবনেশ্বর থেকে ৯০ কিমি।

পুরী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সবুজে ছাওয়া পাহাড়, পুবে বঙ্গোপসাগর, মাঝে হয়েছে বালির পাহাড়—চারপাশ ঘিরে জল শুধু জল, তারই নাম চিল্কা হ্রদ। অতীতকালে বঙ্গোপসাগরেরই অংশ ছিল দৈর্ঘ্যে ৭২ আর প্রস্থে ১৬ কিমি অর্থাৎ ১১০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত চিল্কা হ্রদ। বর্ষায় চারপাশ গ্রাস করে ব্যাপ্তি বাড়ে আরও। জলে নুনের ভাগও থাকে না বর্ষাকালে। বর্ষাকালে চিল্কাই ভারতের মিষ্টি জলের বৃহত্তম হ্রদ। আর নভেম্বর থেকে মার্চ মাস ভরপুর থাকে বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে চিল্কা। হ্রদের মাঝে নানান দ্বীপ,—হনিমুন, ব্রেকফাস্ট, কালিযাই, কলিযুগেশ্বর, সাতপুড়া, নলবন, গড় কৃষ্ণপ্রসাদ, পারাবার আরও কত কি। জেলেদের বাস। ১৬ কিমির জলপথে কালিযাই দ্বীপ-মন্দিরে রয়েছে কালী, গঙ্গা ও যাই দেবীত্রয়ী। মোটর লাগানো বোট ও লঞ্চ যাচ্ছে, যাতায়াত ২০। আর কলিযুগেশ্বরে যাচ্ছে মোটর ও দেশী বোট। দেবতা এখানে শিব, দূরত্ব ২½ কিমি; যাতায়াত ৫। তবে মোটর বোটে ঘণ্টা আড়াইয়ে ৪০ হারে দেবদর্শনের সাথে ৪০ কিমি জলবিহারে কালী ও শিব দেখে নেওয়া যায়। খুবই চিত্তমনোহর চিল্কার এই জলবিহার। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশও চিল্কা। আর শীতে দেশ-দেশান্তর থেকে পাতিহাঁস, সারস, সিন্ধু-ঈগল, সোনালী টিট্টিভ, কাদাখোঁচা, গাংচিল, ফ্লেমিংগো ছাড়াও ১৫০-রও অধিক প্রজাতির পাখি এসে নীড় বাঁধে চিল্কার বার্ডস আইল্যান্ড নলবন দ্বীপে। এরও আকর্ষণ কম নয় পর্যটকদের কাছে। তেমনই ৬৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণির মধ্যে প্রচুর এককোষী ও শামুকজাতীয় প্রাণী রয়েছে চিল্কায়। নানান উভচর প্রাণীও রয়েছে চিল্কায়। উৎসাহীরা গড় কৃষ্ণপ্রসাদে রম্ভা-রাজাদের অতীতের প্রাসাদ, পারাবারে অগুণতি বেলেহাঁসও দেখে নিতে পারেন ভটভটিতে গিয়ে। মৎস্যশিল্প স্থানীয়দের মুখ্য জীবিকা। ১৬০-এরও অধিকধর্মী মাছ মেলে চিল্কা হ্রদে। চিল্কার চিংড়ি ও কাঁকড়াও যথেষ্ট লোভনীয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তও রমণীয় চিল্কায়।

থাকার জন্য লেকের দক্ষিণ প্রান্ত রম্ভাতে আছে *ডাকবাংলো, রেলের রিটায়ারিং রুম*ও OTDC-র *Panthanivas*, Rambha, Dist: Ganjam-761028, ✆ (06810) 87346, R5B1, D ২০০ A/c D ৩৫০; আর বরাকুলে আছে *Panthanivas*, Barakul, via Balugaon, Dist Khurda-752030, ✆ (06756) 20488, B6, DAB ২৭৫ A/c D ৫০০। আর আছে *Puspak H*, NH-5, Balugaon, *H Chilka*, Balugaon, D ১৫০-২২৫; *H Ashoka*, NH-5, Balugaon, D ১৭৫-৪২৫ ডর্মি ৫০; *PWD IB*, Khallikote; *Revenue IB*, Balugaon; *Khasmahal Bungalow*, Banpur-এ। তবুও যেন চিল্কা লেকের জলে ভাসন্ত রম্ভার পান্থনিবাস থাকার পক্ষে রমণীয়। ওড়িশা ট্যুরিজমের অফিসও বসেছে রম্ভার পান্থনিবাসে।

তেমনই, উৎসাহীরা রম্ভা থেকে ২২, বেরহামপুরের ৭০ কিমি দূরে ভাঞ্জেরী পাহাড়কোলে আদিম আরণ্যক পরিবেশে নারায়ণী অর্থাৎ দেবী দুর্গার মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। পাখির কূজন বারমেসে ঝরনাটি পরিবেশকে মধুময় করে তুলেছে।

রম্ভা থেকে ১১ আর খালিকোটের ২ কিমি দূরে পবিত্র বিষ্ণু-তীর্থ নির্মলঝরও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে বাসে বাসে। বালুগাঁও থেকে ৮ কিমি দূরে বানপুরে ভগবতী ও দক্ষ প্রজাপতি মন্দিরও দেখে নেওয়া যায়।

পর্যটন মানচিত্রে অনুল্লিখিত ওড়িশার আর এক সাগরবেলা **অন্তরঙ্গা**। পুরী থেকে ৯০ কিমি দূরের অন্তরঙ্গায় থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে সূর্যাস্ত রমণীয়।

গঞ্জাম

হাওড়া থেকে ইস্ট কোস্ট এক্স, ফলকনুমা এক্স, তিরুপতি এক্স, চেন্নাই মেল, করমণ্ডল এক্স, তিরুভনন্তপুরম এক্স, গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম, গুয়াহাটি-কোচি ও গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর এক্স-এ হাওড়া-চেন্নাই রেলপথে ৬০৩ কিমি দূরের বেরহামপুর (গঞ্জাম) পৌঁছান। কম বেশি ১২ ঘণ্টার রেলপথ। আর যাচ্ছে ভুবনেশ্বর থেকে কোণারক এক্স, হীরাখণ্ড এক্স, ৪ ঘণ্টায় চিল্কা পৌঁছে বেরহামপুর হয়ে।

ওড়িশার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর গঞ্জাম জেলা। পাহাড়-পর্বত-অরণ্য, তেমনই রয়েছে সাগরবেলা গঞ্জামে। জেলা সদর বসেছে **বেরহামপুরে**। বেরহামপুরের পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও জেলার মূল বাণিজ্য-কেন্দ্র বেরহামপুর। তেমনই বেরহামপুরের সিল্ক শাড়ি ও হস্তজাত পণ্যও উল্লেখ্য। রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে নতুন বাস স্ট্যান্ড। বাসও সংযোগ গড়েছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্রের দিগ্বিদিকের সঙ্গে। এমনকি OTDC-র ডিলাক্স বাস ৭-০০টায় ভুবনেশ্বর ছেড়ে ১১-০০টায় বেরহামপুর আসছে; ভুবনেশ্বর ফেরে ১৪-০০টায় বেরহামপুর থেকে।

হোটেলও আছে নানান বেরহামপুরে। বাস ও রেল দুই-ই থেকে ২ কিমি দূরে স্টেডিয়ামের পথে Town Hall Rd. Berhampur-761026-এ—*Municipal GH,* ✆ 4911, S ৪৫, D ৬৫-১২০, A/c D ২৫০; বিপরীতে *Berhampur RH,* Convent School Rd, ✆ 2344, SAB ৪৫-৬০, DAB ৮০-১০০, A/c S ২৫০, D ৩০০; স্টেডিয়ামমুখী পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে *L Radha,* ✆ 4141, S ৬০, D ১০০-১৭৫; বিপরীতে *Udipi H,* ✆ 2196, S ৪৫, D ৬৫-১০০; *H Radha,* S ৪৫, D ৮৫; *Sriram Bhawan,* S ৩৫-৪৫, D ৫৫-৮০। Gandhi Nagar-এ—*H Moti,* R1B½, SAB ১০০, ১৫০, ১৭৫, DAB ১৫০, ১৭৫, ২৫০, স্যুইট ৩০০, A/c ৫০০। রেল স্টেশনের সন্নিকটে Station Rd-এ— *Aurobindo L,* S ৩৫-৪৫, D ৬০-৮৫; দাম ও মানে একই *New Bhabani L; H Geetanjali,* S ৩০, D ৬০। City High School Rd-এ—*Durga Bhawan L,* S ৩০-৪৫, D ৬০-৮৫, ডিলাক্স ১০০-১৭৫; *Sri Ramnivas L, Ananda Bhawan L.* Ramlingam Tank Rd-এ—*Lake View L,* S ৪০-৬৫, D ৮৫-১২৫; *H Anarkali,* S ৪০, D ৬৫-১০০; *H Shankar Bhawan,* S ৪০, D ৬৫-১০০। U B Rd-এ—*Girija L,* S ৪৫, D ৮৫; *Bharati L,* S ৪০, D ৮০; *H Siddhartha,* S ৪৫, D ৮৫; *Luxmi Nivas L,* S ৩৫-৬০, D ৬৫-১০০। Satyanarayan Temple Rd-এ—*Indra Nivas L,* S ৪০, D ৮০; *Welcom L,* ছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান। তবুও যেন *Municipal G H, H Radha, Berhampur R H, H Moti* থাকার পক্ষে আদরণীয় হবে। আর আহার্যে মিউনিসিপ্যাল গেস্ট হাউস লাগোয়া প্রাইভেট মালিকানাধীন *হোটেল ময়ূরের* যথেষ্ট প্রশস্তি বেরহামপুরে।

মহেন্দ্রগিরি হিলস: ১৭৫ কিমি দূরের বেরহামপুর থেকে বাস যাচ্ছে অরণ্যকে বিদীর্ণ করে, পাহাড় বেয়ে প্রকৃতির সন্ধানে গঞ্জাম জেলার দিকে দিকে। কখনও গহন বনের বাঁকে গেরুয়া নদীর হাতছানি, কখনও পাকদণ্ডি পথ ওঠে পাহাড় বেয়ে। দূরে-দূরান্তে সবুজ গালিচা বিছানো উপত্যকা। বেরহামপুর থেকে গজপতি জেলার সদর উপজাতি অধ্যুষিত পারলেখমুণ্ডি ভায়া পলাসা বাসে ৩৬ কিমি দূরের জিরাঙ্গায় পৌঁছে ১১ কিমি ট্রেক করে চড়া যেতে পারে ১৫০০ মি উঁচু মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ে। পাহাড়-নদী-প্রকৃতি আর কলিঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান—পূর্বঘাটের গর্ব মহেন্দ্রগিরি। যূথবদ্ধ মেঘেরা খেলায় মাতে। যতদূর দৃষ্টি যায় অসংখ্য পাহাড়চুড়ো। সমুদ্রও দৃশ্যমান পাহাড় থেকে পাখি ওড়া ২০ কিমি দূরে। অভ্র, কোণ্ডালাইট, চার্নোকাইট, নানান খনিজ সম্পদেরও মেলবন্ধন ঘটেছে পূর্বঘাটের মহেন্দ্রগিরিতে। মহাকবি কালিদাস মুগ্ধ হয়ে মেঘদূতমে প্রশস্তি গেয়েছেন মহেন্দ্রগিরির। রামায়ণ ও মহাভারতেও মেলে মহেন্দ্রগিরির কথা। ১০০ মি খাড়া উঠে মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ের চুড়ো। গ্রানাইট পাথরের টুকরো সাজিয়ে নিরাভরণ মন্দির হয়েছে যুধিষ্ঠির, ভীম ও কুন্তির পাহাড়ভূমে। আর আছে পাহাড় শিরে ওড়িশার প্রাচীনতম ৬ শতকের পাঁচ ধাপের পাথুরে মন্দির গোকর্ণেশ্বর শিবের। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে মহেন্দ্র তনয়া নদী। প্রকৃতির পূজারীরা বাস বা জিপে বেড়িয়ে নিতে পারেন। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই পাহাড়ভূমে। তবে, পারলেখমুন্ডিতে বাংলো মেলে।

জৌগড়: বেরহামপুরের ৩৫ কিমি দূরে জৌগড়ের প্রশস্তি বৌদ্ধ স্মারকরূপে। সম্রাট অশোকের শিলালিপি ছাড়াও নানান অতীত দেখতে মেলে। ২ কিমি দূরে বুদ্ধখোলেও নানান বৌদ্ধ ভাস্কর্য অতীত রোমন্থন করায়।

তপ্তপানি: বেরহামপুর থেকে ৫০ কিমি দক্ষিণে তপ্তপানি অর্থাৎ গরম জলের কুণ্ড। জলে সালফার আছে; চর্মরোগের মহৌষধ। স্নানেরও ব্যবস্থা আছে কুণ্ডের জলে। ঘাট এলাকা শুরুতেই তপ্তপানি। পথও পাহাড় চড়েছে। তারই মাঝে বাসপথে পাহাড়ী ঢালে মনোহর নৈসর্গিক পরিবেশে থাকার জন্য ৮ ঘরের OTDC-র *Panthanivas,* Taptapani, Pudamari, Ganjam-761014, ✆ (06814) 47531, DAB ২৫০, FAB ৪০০, স্যুইট ৫০০। আহার্য পান্থনিবাসের ক্যান্টিন নির্ভর। চারপাশে সবুজের সমারোহ—পাহাড়ী টিলা ব্যূহ গড়েছে। নিচুতে ডিয়ার পার্ক। ½ কিমি দূরে কুণ্ড। গরম জল এসেছে নল বেয়ে কুণ্ড থেকে পান্থনিবাসের বাথ-টাবে। স্নানের ব্যবস্থা মেলে। যথেষ্ট দোকানপাটের অভাব, সাধারণ চায়ের দোকান মেলে কুণ্ড লাগোয়া বাজারে। আর হয়েছে *Revenue IB* পান্থনিবাসের বিপরীতে। বাস যাচ্ছে বেরহামপুর থেকে দিনভর নানান দূরপাল্লার তপ্তপানি হয়ে। আর ORTC-র দিনের একমাত্র বাস সকাল ৭-০০টায় বেরহামপুর ছেড়ে ২ ঘণ্টায় তপ্তপানি পৌঁছে ফেরে ৯-০০টায় তপ্তপানি থেকে

বেরহামপুরে। এমনকি পুরী-রায়গাড়া বাসও যাচ্ছে চিল্কা/ বেরহামপুর/ তপ্তপানি হয়ে। সকালে গিয়ে দিনান্তে ফেরাও যেতে পারে বেরহামপুর থেকে তপ্তপানি বেড়িয়ে। অটো বা ট্যাক্সিতে গোপালপুর থেকে ৩৫০/৫০০ টাকায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় তপ্তপানি।

তেমনই এপথে অন্ধ্রের সীমান্তবর্তী পারলেখমুণ্ডিমুখী আরও যেতে বেরহামপুরের ৮০ কিমি পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতের অধিত্যকায় সবুজ শাল-মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা চন্দ্রগিরি। তিব্বত থেকে দূরে বহুদূরে তিব্বতীয়দের জনপদ চন্দ্রগিরিতে সূর্য ওঠে ওম মণিপদ্মে হুম ধ্বনিতে। আজও এদের সমাজ চলে কমিউয়ুন প্রথায়। তেমনই আকর্ষণ গুম্ফা ও তিব্বতীয় হস্তশিল্পের চন্দ্রগিরিতে। তিব্বতীয় অতিথিশালাও আছে চন্দ্রগিরিতে।

ফুলবনি: বেরহামপুর থেকে বাসে ১২৭ কিমি দূরের ফুলবনিও বেড়িয়ে ফেরা যায় দিনান্তে। ৫-০০ ও ১২-৩০টায় বাস যাচ্ছে ORTC-র বেরহামপুর থেকে ফুলবনি। আর খুরদা রোডের দূরত্ব ১৮৩ কিমি ফুলবনি থেকে। ১৫০০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ী উপজাতি অধ্যুষিত অধিত্যকা। ফুলবনির মূল আকর্ষণ রঙবেরঙ সাজের আদিবাসী। মানব সভ্যতার প্রথম পর্বের নিদর্শন আজও দেখতে মেলে এদের মাঝে। প্রকৃতিও সুন্দর ফুলবনির। উচ্চতার তুলনায় শীত বেশি।

থাকার জন্য Phulbani-762001-এ আছে—*H Rabi Shankar; Guru L,* Bus Stand; *Venkateswar L* ছাড়াও *PWD IB, CH, FRH.*

ডারিংবাড়ি: ফুলবনি জেলায় ফুলবনি থেকে ১৩৫ কিমি দূরে হাজার চারেক ফুট উঁচুতে ওড়িশার কাশ্মীর ডারিংবাড়ি। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ছাওয়া নির্জন উপত্যকা ডারিংবাড়িতে চন্দন, কফি ও গোলমরিচ হচ্ছে। প্রকৃতির গুণে পর্যটক কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠছে ডারিংবাড়ি। সামার রিসর্ট রূপেও এর প্রশস্তি আজ লোক মুখে মুখে। পাহাড়ী জনপদ—আদিবাসীদের বাস। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ডারিংবাড়ির জনমানসে। বেশ কয়েকটি চার্চও আছে।

সরাসরি বাসের অমিলে বেরহামপুর থেকে ORT বা প্রাইভেট বাসে বালিগুডা বা সোরাডা বা ফুলবনি পৌঁছে নতুন করে বাসে ডারিংবাড়ি চলা যেতে পারে। বাস আসছে ৩৩০ কিমি দূরের ভুবনেশ্বর থেকেও। আবার, ফুলবনি বদল করেও চলা যেতে পারে ভুবনেশ্বর থেকে ফুলবনি হয়ে ঘণ্টা সাতেকে ডারিংবাড়ি। তপ্তপানি অবস্থানে জিপে চলা যেতে পারে ঘণ্টা চারেকে ডারিংবাড়ি। হোটেল নেই ডারিংবাড়িতে। তবে *PWD IB,* অবু: EE, PWD, PO-Baliguda, Dist-Phulbani, Orissa; ও *Forest Bungalow*-য় ঘর মেলে থাকার। আহার মেলে সাধারণ হোটেলে।

কালাহাণ্ডি: পাহাড় ও অরণ্যময় খরাপ্রবণ জেলা কালাহাণ্ডি। পর্যটক মানচিত্রে উল্লেখ্য না হলেও প্রাকৃতিক আকর্ষণে যাত্রী যাচ্ছেন নানান। ভুবনেশ্বর থেকে রাতভর জার্নিতে বাস যাচ্ছে ৪১৮ কিমি দূরে কালাহাণ্ডির জেলা-সদর ভবানীপাটনা। বলাঙ্গীর থেকে ১০৪, তিতলাগড় থেকে ৭১ আর ফুলবনির ২৪৭ কিমি দূরে ভবানীপাটনা। সাধারণ সাজে ভবানীপাটনায় *পুষ্পা, অপ্সরা, রবি, রুচি* ছাড়াও হোটেল ও লজ আছে নানান। আর আছে *PWD IB,* অবু: EE, R&B Division, Bhawanipatna; *CH,* অবু: Collector, Kalahandi, Bhawanipatna. মন্দিরও আছে—রাজপ্রাসাদে মাণিকেশ্বরী, গোপীনাথ, ভবানীশঙ্কর, জগন্নাথ, মদনমোহন ছাড়াও নানান ভবানীপাটনায়। তেমনই জিপে শ'পাঁচেক টাকায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় ১৫ কিমি দূরে ১৬ মি উঁচু থেকে নামা ফুলরিঝরন জলপ্রপাত। ২৫ কিমি দূরে ঝাকম ব্যাঘ্র প্রকল্প। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ঝাকম ফরেস্ট বাংলোয়, অবু: DFO, Bhawanipatna. বাংলোয় অবস্থানকারীদের রেশন সঙ্গে নেওয়া ভাল। ৩২ কিমি দূরে পাহাড়ে ঘেরা আরণ্যক শোভার সঙ্গে মাণিকেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির, জলপ্রপাত দেখে নেওয়া যায় কারলাপাটে। কালাহাণ্ডির উপাস্য দেবী মাণিকেশ্বরী রয়েছেন অরণ্যময় পাহাড় কারলাপাটের পাদদেশে ডুকরী মন্দিরে।

গোপালপুর-অন-সী

বেরহামপুর (গঞ্জাম) রেল স্টেশন থেকে রিকশা বা অটোয় ৩ কিমি গিয়ে বাস স্ট্যান্ড। বেরহামপুর স্টেডিয়াম লাগোয়া পুরাতন বাস স্ট্যান্ড থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে গোপালপুর সাগরবেলায়। ট্রেকারও যাচ্ছে শেয়ারে মুহুর্মুহু। আর নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে ORTC-র বাস যাচ্ছে ১০-০০, ১৭-০০, ১৯-০০ ও ২০-০০টায় গোপালপুরে। তবে রেল স্টেশন থেকেও ট্যাক্সি ও অটো মেলে ১০০/৭৫ টাকায় গোপালপুরের। কটক ও পুরী থেকেও চিল্কা হয়ে বাস আসছে বেরহামপুর। এমনকি কলকাতার বাবুঘাট থেকেও ১৫-৩০টায় ছেড়ে কটক/ভুবনেশ্বর/চিল্কা হয়ে ১৫০ টাকায় প্রাইভেট বাস আসছে গোপালপুরে। আর রায়গাড়া ও ভাইজাগ থেকে আসা বাস যথাক্রমে ১২-০০ ও ১৪-০০টায় বেরহামপুর পৌঁছে পুরী যাচ্ছে।

বাস স্ট্যান্ড তথা বাজার থেকে ৫ মিনিটের পথে সাগরবেলা। সাগরবেলার ডাইনে-বাঁয়ে ১ কিমি জুড়ে হোটেলগুলি গোপালপুরে। তবে সাগরজলে পিঠ রেখে গড়ে উঠেছে গোপালপুরের হোটেল। পাশ্চাত্যপ্রথায়—*H Oberoi Palm Beach,* Gopalpur on Sea-761002, ✆ (0680) 282021, S ৮৫ D ১৪০ US$; *H Mermaid of Motels India,* ✆ 282050, AP প্রথায় S ৪৫০-৬৫০, D ৬০০-৮৫০, কল বুকিং: 8/1E, Palm Avenue, Cal-19, ✆ 2402634.

আর ভারতীয় প্রথায়—বাস স্ট্যান্ডে নবতম *H Sagar,* DAB ৩০০, সাগরমুখী পথে *Sea View L,* DAB ২৫০, TAB ৩০০, FAB ৩২৫, অবু: Manager বা Mr N K Dutta, Commerce House, 7th floor, Suite 9, 2 Ganesh Ch Avenue, Cal-13, ✆ 278974, ভাড়ায় আধিক্যের সাথে কিছুটা অব্যবস্থাও যেন

লজে। *H Holiday Home,* ✆ 282049, DAB ৩০০-৪৫০; কল বুকিং: R K Singh, 8/2 Kiran Sankar Roy Rd-1, Room 233, 2nd Floor, ✆ 2485052; পথে পড়ে *H Rosalin,* ✆ 282071, DAB ২০০; *H Sea Side Breeze,* ✆ 282075, D ২২৫-৩০০; *মোটেল মারমেইড* রেখে *Kaliillu (White Heart),* DAB ২০০-৩৫০, কিচেন সামগ্রীও মেলে; *Ocean House,* D ১৫০ স্যুইট ৩০০; *Waverly House,* D ২০০; *H Wroxham L,* DAB ২০০ FAB ২৭৫।

সাগরবেলার ডাইনে—*H Kalinga,* ✆ 282067 DAB ২৫০, ৩০০ FAB ৩৫০ ; *Lobos L,* DAB ১৫০; পথ ছেড়ে ডাইনে ১৬ বেডের *Youth Hostel,* অবু: Secretary, Berhampur; বিপরীতে সুন্দর পরিবেশে নিজস্ব কর্মীদের জন্য *SBI Holiday Home,* কর্মীর মর্যাদার তারতম্যে চার্জ এদের ভিন্ন, বুকিং: SBI, Local Head Office, Bhubaneswar; এরই পেছনে সাগরমুখী *Holiday Inn,* নলে জল না মিললেও DAB ১৫০-২৫০। আর আছে সাগরমুখী *H Sagar,* DAB ২৫০ ডিলাক্স ৩৫০ ; *Rohini Villa, The Cottage, Mayers L* গোপালপুরে। তেমনই আছে A-Class *Circuit House* সাগরমুখী পথে; আর আছে *PWD IB, Revenue IB,* গোপালপুরে; এর বুকিং: তহশিলদার, বেরহামপুর, জেলা-গঞ্জাম, ওড়িশা থেকে।

খাবারের ব্যবস্থা প্রায় প্রতিটি হোটেলেই মেলে গোপালপুরে। আর আছে বাস স্ট্যান্ড তথা বাজারে *জগদীশ কফি হাউস* ও বিপরীতে *হোটেল নাগেশ,* মন্দের ভাল। তবে, *হলিডে হোমের* আহার্যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। তেমনই সমুদ্রকে নিবিড়ভাবে চোখে পেতে *হলিডে হোমের* দ্বিতলের ৩ নম্বর ঘরটি ভালই।

গঞ্জাম জেলায় বঙ্গোপসাগরের বুকে গড়ে উঠেছে মনোরম সাগরবেলা গোপালপুরে। ভার্জিন বীচ রূপে এর প্রশস্তি আজ সারা ভারতে। এককালে বিদেশী পর্যটকদের প্রিয় ছিল গোপালপুর। সে কারণে, দক্ষিণ পূর্ব রেল তার অবসর প্রাপ্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মীদের আবাস গড়ে এখানে। এরাও আকর্ষণীয় করে তোলে বিদেশী পর্যটকদের পেয়িং গেস্ট প্রথায় থাকার ব্যবস্থা করে গোপালপুরকে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যও গোপালপুরের প্রশস্তি আছে। সমুদ্র এখানে পুরীর মতো দামাল না হলেও শান্ত নয়। সমুদ্র-স্নানের পক্ষে খুবই আকর্ষণীয় এর সাগরবেলা। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে খাড়ি বা লেক অর্থাৎ ব্যাক ওয়াটারে। পায়ে পায়ে গোপালমন্দির ও লাইট হাউসটিও অভিযান করে আসা যায় ১৫৪ সিঁড়ি বেয়ে ১৬—১৭-০০টায়। তেমনই দেখে নেওয়া যায় অতীতের বন্দর তথা জেটির ভাঙাচোরা টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা। জাহাজও যেত জাভা, বালী, সুমাত্রায় গোপালপুর বন্দর থেকে সেকালে।

কটক

কলকাতা থেকে ৪০৯ কিমি দূরে হাওড়া-ভুবনেশ্বর-চেন্নাই রেলপথে কটক। শ্রীজগন্নাথ এক্স ছাড়া ভুবনেশ্বরগামী যে-কোনও ট্রেনে কটক যাওয়া চলে। ঘণ্টা নয়েকের পথ। তবে, চেন্নাই মেল, করমণ্ডল, ফলকনুমা, দক্ষিণী সুপার ফাস্ট এক্সে সর্বনিম্ন দূরত্বে কটক কভার করে না। তবুও যেন ৬-১৫র ধৌলী এক্সে হাওড়া ছেড়ে ১২-৫২য় কটক চলায় সুবিধা। পুরী-দিল্লী এক্স, নীলাচল, উৎকল কলিঙ্গ, পুরুষোত্তম, পুরী-পাটনা সাপ্তাহিক বৈদ্যনাথ এক্স প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে কটক হয়ে। নানান প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে কটক-পারাদ্বীপ, কটক-ঢেনকানল, কটক-ভদ্রক, কটক-খুরদা রোড, কটক-ভুবনেশ্বর, তালচের-পুরী, হাওড়া-পুরী কটক হয়ে।
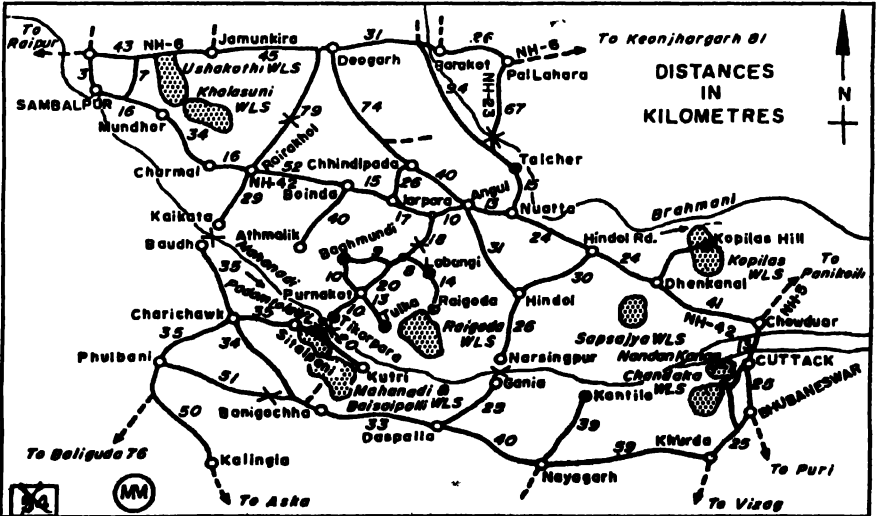
আর বাস যাচ্ছে কলকাতার শহীদ মিনার থেকে বিকাল ১৬-০০টায় ছেড়ে ভোর ৫-০০টায় কটক; ফেরে ১৯-৩০এ কটক থেকে, ভাড়া ৯৫্। আবার গোপালপুর, পুতামুণ্ডাই ও পুরীর বাসও যাচ্ছে কটক ও ভুবনেশ্বর হয়ে। বাস আসছে রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকেও কটকে। নিকটতম বিমানবন্দর ২৮ কিমি দূরের ভুবনেশ্বরে। দিন-রাত জুড়ে মুহুর্মুহু বাস ও ট্রেন সংযোগ গড়েছে রাজধানীর সঙ্গে কটকের।

রেল স্টেশন থেকে ½ কিমি আর বাস স্ট্যান্ড থেকে ২½ কিমি দূরে Ice Factory Rd, College Sqr, Cuttack-753003, STD 0671এ—*Aurobindo Bhawan,* DCB ৬০্ DAB ৮৫্; স্বল্প যেতে বিপরীতে *H Ashoka,* ✆ 613508, SAB ১৫০-৩০০্ DAB ২০০-৩৫০্ A/c S ৪০০্ D ৪৫০্ স্যুইট ৬০০্; *H Vijoya,* ✆ 613560, SAB ৮৫্ DAB ১৫০-২২৫্; *Bombay H,* ✆ 613097, SCB ৪৫-৬৫্ SAB ৮৫-১২৫্ DCB ১০০-১৫০্ DAB ১৬০-২২৫্; *Cuttack H,* ✆ 610766, SAB ৬৫-১০০্ DAB ১২০-১৭৫্। Pilgrim Rd-3এ—*H Ambika,* ✆ 610137, S ৬০-৮৫্ D ৮৫-১৫০্; *Sreekrishna Lodging,* SCB ৪৫্ DCB ৮০্ SAB ৬৫্ DAB ১২৫্। *H Anand,* Canal Bank Rd-3, DAB ১৫০্ A/c D ২৫০্; *Asian H,* Ranihat-3, SAB ৪৫-৮০্ DAB ৮৫-১৫০্।

রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে Badambadi Bus Stand-9-এর বিপরীতে—*H Roxy,* ✆ 610110, SAB ৮০্ DAB ১০০্ ১২৫্ ১৫০্ TAB ১৭৫্; লাগোয়া একই মালিকানায় *Roxy L,* DAB ১০০-১৭৫্; বাসের ডাইনে *H Malanga,* SCB ৪৫্ DAB ৮০্ ১০০্; স্ট্যান্ডের বাঁয়ে *H Monalisa,* SCB ৮০্ SAB ১২৫্ DCB ১২০্ DAB ১৬৫্ স্যুইট ৩০৫্ ৪০০্; *Ashok L,* ডাইনে বাঁক নিয়ে আবার ডাইনে Mahatab Rd-1এ—*H Basanti,* ✆ 610613, S ১০০্ D ১৫০্ A/c ৩০০্; পাশেই *H Sree Jagannath,* DAB ১৫০-২২৫্। মূলপথের বাঁয়ে Dolamundai Sqr, Cuttack-753001এ—*H Sagar,* SCB ৬০্ SAB ১০০্ DAB ১৫০্; বিপরীতে *H Akbari Continental,* S ৭০০্ ৯৫০্ ১১৫০্ D ৮৭৫্ ১২০০্ ১২৫০্। রেল ও বাস সংযোগকারী পথ Bajrakabati Rd-753001এ—*Dwaraka Resorts,* SAB ২৫০-৩৫০্ DAB ৩৫০-৪২৫্ A/c S ৪৫০-৭৫০্ D ৬০০-৮৫০্ স্যুইট S ৮০০্ D ৯৫০্।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে Buxibazar, Cuttack-753001এ—OTDC-র *Panthanivas,* ✆ (0671) 621916, DAB ২২৫্ A/c D ৩৫০্ ডিলাক্স ৫০০্; *H Orient,* S ১০০-১৫০্ D ১৭৫-২৫০্ A/c S ২৫০্ D ৩২৫্ স্যুইট ৪৫০্।

এছাড়াও হোটেল আছে নানান সারা শহরময়—*H Bishram,* Jayprakash Marg-12, S ১০০্ D ১৭৫্ A/c S ২৫০্ D ৩২৫্; *Stadium G H,* DAB ২০০-৩২৫্; *H Sailaza,* R3B2, DAB ১২৫-১৭৫্; *Ramchandra Lodging,* Mangalbagh, S ৬০্ D ১০০্ T ১২৫্; *H Lords,* Shiva Bzr-1, S ৬০্ D ১২৫্ A/c D ২০০্; *H 5 Star,* Main Sahu Chwak, D ১২৫্ A/c D ২২৫্; *H Neeladri,* Mangalbagh-1, S ১০০্ D ১৭৫্ A/c D ৩০০্ স্যুইট ৪৫০্; *H Trimurti International,* Link Rd, A/c S ৪০০্ D ৬০০্; *Debalok Lodging,* Madhupatna-10, S ৮৫্ D ১৫০্; *H Anand Bhawan,* Bajrakabati Rd, S ৬০্ D ১০০্; *Indian L,* Mani Sahu Chwak, S ৪৫্ D ৮৫্; *Harshad H,* Balu Bzr, S ৪৫-৮০্ D ১০০-১৭৫্; *Santosh Bhawan,* Banka Bzr, S ৪০-৬৫্ D ৬৫-১০০্; *Madras H,* Nimachauri, S ৪০্ D ৮০্; *H Veena,* Choudhury Bzr, S ৬৫্ D ১২৫্; *Indrapuri L,* Machhuabazar, S ৬৫্ D ১২৫্; ছাড়াও রয়েছে নানান সাধারণ হোটেল। আর রয়েছে *CH, PWD IB* ও *রেলের রিটায়ারিং রুম* কটকে।

তবুও থাকার জন্য *মোনালিসা, দ্বারকা, বিজয়া, রশ্মি, বাসন্তী, আনন্দ, পান্থনিবাস* আজও অগ্রগণ্য। আর আহারে বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরুতেই চৌরাস্তার ডাইনে Dholamundai Sqr-এ *Gokul* ও বিপরীতে *New Kalika South Indian Hotel* দু'টি আদরণীয় হবে। মিঠাইতেও গোকুল যথেষ্ট খ্যাত।

কটক জেলার জেলা সদর কটক কিছুকাল (১৯৪৭) আগেও ছিল ওড়িশার রাজধানী। সম্ভবত কেশরী রাজাদের হাতে শহরের গোড়াপত্তন। উত্তরে মহানদী আর দক্ষিণে কাঠজুরী—এই দুই নদী শহরের তিন পাশ ঘিরে বয়ে চলেছে। আকারও তার দ্বীপাকার। কাঠজুরী নদীর ১১ শতকের বাঁধটিও কেশরী রাজাদের আর এক কীর্তি। আজও বন্যার হাত থেকে শহরের পরিত্রাতা পাথরের এই বাঁধ। মতান্তরে ৫ শতকের শহর কটক।

গঙ্গা রাজা অনঙ্গভীম ১৪ শতকে মহানদীর পাড়ে **বারবাটি ফোর্ট** অর্থাৎ দুর্গ গড়েন। চারপাশ গভীর পরিখায় ঘেরা, দু'পাশ ঘিরে পাথরের দুই প্রাচীর—প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেকালে। আকবরের রাজত্বকালে এই দুর্গেই ছিল রাজা মুকুন্দরামের নয়তলার প্রাসাদপুরী। আজ সেটি বিধ্বস্ত হলেও সিংহদরজা ও পরিখাটি রয়েছে। এরই বিপরীতে ২৫ একর জমিতে হয়েছে বারবাটি স্টেডিয়াম। পরিবেশ মনোরম। পথেই পড়ে দেবী কটকচণ্ডীর মন্দির।

আজকের শহর থেকে ৫ কিমি দূরে কপালেশ্বর দুর্গ। এই দুর্গে রয়েছে **চোরগঙ্গা পুকুর**। সম্ভবত উৎকলরাজ চোরগঙ্গার নামে নাম। গ্রামের নাম কটক চৌদ্দার। কথিত আছে, সর্পযজ্ঞ করার কালে জনমেজয় এই নগরটি গড়েন। শহরান্তে পরমহংস শিব মন্দির। কিংবদন্তীতে ঘেরা অনন্ত গর্ভ কূপ—পবিত্র জলে দেবতাও প্লাবিত হন উৎসব-অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ দিনে। আর শহরের কেন্দ্রমণি হয়ে **র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল**। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাল্যে এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তেমনই সুভাষ চন্দ্রর পৈতৃক বাড়ি জানকীনাথ ভবনে জাতীয় সংগ্রহশালা বসেছে। এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। এছাড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে **কদম রসুল** (Quadam-i-Rasul)—প্রাচীরে ঘেরা সুন্দর কারুকার্যময় ৩টি মসজিদ। মক্কা থেকে আনা মহম্মদের পায়ের ছাপও রয়েছে চক্রাকার পাথরে। আর হয়েছে আধুনিক কটকে—থার্মাল স্টেশন, কাগজ কল, কণিষ্ক রেফ্রিজারেটর করপোরেশন, কোল্ড স্টোরেজ প্ল্যান্ট, কাপড় ও কাচের কারখানা, কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা কেন্দ্র, গোপবন্ধু

পার্ক—এগুলিও দেখে নেওয়া যায় চলতে-ফিরতে। কটক ভ্রমণের স্মারক-রূপে সঙ্গী করুন রুপোয় তৈরি তারের কারুকার্যখচিত নানান আভরণ, শিং ও ব্রাসের নানান কিছু ও কটকি শাড়ী, যার সমাদর আজ সারা বিশ্ব জুড়ে।

পারাদ্বীপ: উৎসাহীরা ৮৩ কিমি দূরের পারাদ্বীপ বন্দরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন কটক থেকে। ট্রেন যাচ্ছে ১৮-৩৫এ কটক ছেড়ে ২১-৫৬য় পারাদ্বীপে; ফেরে ৫-১৫য় পারাদ্বীপ থেকে। আর কটক রেল স্টেশন থেকে রিকশায় ৩ কিমি দূরের বাদামবাড়ি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে, আধঘণ্টা অন্তর এক্স ও নন স্টপ সার্ভিসে বাস যাচ্ছে পারাদ্বীপ। ৫-০০টায় প্রথম ছেড়ে ২০-০০টায় শেষ বাস কটক থেকে; আর ৪-৩০এ প্রথম ছেড়ে ১৮-৪৫এ শেষ বাসটি পারাদ্বীপ ছেড়ে কটক ফেরে। ঘণ্টা দু'য়েকের পথ। ভাড়া ১৮৲।

Paradwip-754142, STD 22986এ বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে বাজার লাগোয়া **H Aristocrat*, ✆ 22092, SAB ২৫০৲৩০০৲ DAB ৩৫০৲৪৫০৲A/c S ৪৫০৲৫৫০৲D ৬০০৲৬৫০৲স্যুইট ৭৫০৲ ৮৫০৲; অ্যারিস্টোক্র্যাটের পিছে ½ কিমি দূরে *H Paradwip International*, ✆ 22985, SAB ১৭৫-৩৫০৲DAB ৩০০-৪৫০৲ A/c S ৪৫০-৬৫০৲D ৬৫০-৮০০৲; বাস থেকে ১ কিমি সাগরমুখী পথে *H Golden Anchor*, ✆ 22647, SAB ৩০০৲DAB ৪০০৲ A/c S ৬৫০৲ D ৮০০৲। আর আছে বাস থেকে ১ কিমি দূরে সাগর পাড়ে *Circuit House*, DAB ৪০৲, অবু: ADM, Paradwip; বাস থেকে ১৫ কিমি দূরে নেহরু বাংলো তথা পোর্ট ট্রাস্টের *Jawahar GH*, অবু: Chairman, Port Trust, Paradwip-745142. অবস্থান মাহাত্ম্যে সার্কিট হাউসটি অনবদ্য। তেমনই *পারাদ্বীপ ইন্টারন্যাশানাল* ব্যবস্থাপনায় ভালই।

পোর্টকে নিয়ে পারাদ্বীপ। নগরীও গড়ে উঠেছে পোর্টের বহুমুখী কর্মধারা জুড়ে। দেশ-দেশান্তর থেকে জাহাজ এসে জেটির অপেক্ষায় নোঙর করে দাঁড়িয়ে। বাস স্ট্যান্ডের অদূরে বন্দর লাগোয়া জেলেদের কর্মকাণ্ডও দেখে নেওয়া যায় প্রবেশফটকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের অনুমতিতে। ট্রলারের আনাগোনা—মাছ উঠছে, নিলামে বিক্রী। তারই মাঝে হলুদ বালির সৈকতবেলায় আছড়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগর। তবে, স্নানের উপযোগী বীচের অভাব। পর্যটন মানচিত্রেও পারাদ্বীপের স্থান উল্লেখ্য নয়। আর আছে লাইট হাউস, ক্রোকোডাইল পার্ক, ডিয়ার পার্ক পারাদ্বীপে। অদূরে মহানদী সাগরে মিলেছে।

লবঙ্গী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি: কটক রেল স্টেশন থেকে রিকশায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাদামবাড়ি বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে NH-5এ ১৩ কিমি যেতে Chowduar থেকে বামহাতি NH-42এ ঢেনকানল ৪১ অঙ্গুল ৬১ রেখে আরও ১০ কিমি দূরের রোড জং থেকে ডানহাতি ২৬ কিমি যেতে *Labangi FRH*. রোড জং থেকে ৪৮ কিমি দূরে মহানদীর পাড়ে টিকরপাড়া। ২ কিমি দূরে ২টি *FRH* আছে টিকরপাড়ায়। ORTC-র বাসও যাচ্ছে কটক থেকে ৬—২১-৩০এ ১ ঘণ্টা অন্তর ঢেনকানল হয়ে অঙ্গুল। অঙ্গুল থেকে নতুন করে টিকরপাড়ার বাসে বা ট্রেকারে বা জিপে চলা যেতে পারে সাতকোশিয়া গর্জ স্যাঙ্কচুয়ারি অর্থাৎ লবঙ্গী। মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার ফরসিয়া গ্রামের দীঘি থেকে জাত প্রায় ৯০০ কিমি দীর্ঘ নদ মহানদী পাহাড় ভেঙে তৈরি করেছে ২৫ কিমি দীর্ঘ ভারতের বৃহত্তম সাতকোশিয়া গর্জ। কলকাতার বাবুঘাট থেকেও প্রতি বিকালে (১৭-০০) ১০২ টাকায় সরাসরি অঙ্গুল যাচ্ছে প্রাইভেট বাস। সুন্দর অরণ্যভূমি—স্বপ্নময় লবঙ্গী। শাল-সেগুন-টিকে ছাওয়া—প্রাচীর হয়ে চারপাশে পাহাড়শ্রেণী। বয়ে চলেছে মহানদী গিরিখাতের মাঝ দিয়ে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে কুমিরে আকীর্ণ মহানদীর জলে। কুমির প্রকল্পও হয়েছে টিকরপাড়ায়। তেমনই ঘড়িয়াল সাঁতরে চলে—নৌকার সঙ্গে বাইচ খেলে। চলতে-ফিরতে দেখে নেওয়া যায় কুমির ও ঘড়িয়াল—সান-বাথ সারছে মহানদীর পাড়ে পাড়ে। তেমনই কোরাস গায় চেনা-অচেনা নানান পাখি দিন-রাত জুড়ে। লবঙ্গী থেকে টিকরপাড়া জুড়ে লবঙ্গী অরণ্য। স্যাঙ্কচুয়ারির প্রবেশদ্বার পম্পাসর থেকে ৩০ কিমি দূরে টিকরপাড়া। আর পুরানাকোট থেকে টিকরপাড়ার দূরত্ব ১০ কিমি। পুরানাকোটের ১০ কিমি ডাইনে রায়গাড়া, ১৩ কিমি বামে তুলকা।

থাকারও নানান ব্যবস্থা লবঙ্গী অরণ্যে। *টিকরপাড়ায়* মহানদীর পাড়ে পাহাড়ের পাদদেশে *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*। অদূরে ওয়াচ টাওয়ার। স্বল্প দূরে মিষ্টি জলের পুকুর—তৃষ্ণা মেটাতে আসে বন্যজন্তুরা। অরণ্যের নৈসর্গিক শোভা মোহময় করে তোলে। চলতে-ফিরতে কুমির প্রকল্পটিও দেখে নেওয়া যায় টিকরপাড়ায়। পুরানাকোট পাহাড়ী টিলার *FRH*-এ রাত্রি যাপনে রোমাঞ্চ আছে। লেপার্ড, ভাল্লুক, বাইসন খেলায় মাতে রেস্ট হাউসের চারপাশে। তুলকার *FRH*-টিও বৈচিত্র্যে ভরা। দরবার বসে হাতির বাংলোকে ঘিরে পাহাড়ের পদতলে আদিম অরণ্যভূমে। বাংলোকে ঘিরে। তবুও যেন লবঙ্গী *FRH*-এর পরিবেশ আরও সুন্দর। চারপাশে সবুজ অরণ্য—দূরে পাহাড়শ্রেণী প্রাচীর গড়েছে। বাঘেরা বিহারে বেরোয়—দর্শন না মিললেও গর্জন শোনা অসম্ভব নয়। বাইসন চরে বেড়ায়, হরিণ অজস্র। তারই সাথে ফুলের জলসায় বর্ণালী বাড়ে সারা অরণ্যভূমির। তেমনই আছে রোড জং থেকে ৫২ কিমি দূরে ভীমগোরা ফলস, ৫১ কিমি দূরে তুলকা, ৩৮ কিমি দূরে পুরানাকোট, ৪০ কিমি দূরে রায়গাড়া, ৪৮ কিমি দূরে তিন পাহাড়ে ঘেরা সেগুনে ছাওয়া বাঘমুণ্ডা। ছোট্ট অবকাশ যাপনে এদের আকর্ষণ অনবদ্য। *Labangi, Tikarpara, Baghmunda, Tulka, Raigorha, Puranakot FRH*-এ ঘর ৬০৲ হারে, আহার্য নিজ ব্যবস্থায় সর্বত্র। এদের বুকিং: DFO, Aungul, Dist-Dhenkanal, Orissa, PC-759122.

ধবলেশ্বর: কটক বাদামবাড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে আটপুরের বাসে NH 5-এ ১২ কিমি যেতে চৌদুয়ার থেকে ১৫ কিমি দূরে মহানদীর তীরে মণ্ডেশ্বর। মণ্ডেশ্বরের অপর পাড়ে মহানদীর জলে ঘেরা দ্বীপ ধবলেশ্বর। নৌকায় পারাপার। বসতিহীন দ্বীপে উৎকলরাজদের গড়া ১০-১১ শতকের (বিশাল) মহাকাল মন্দিরে নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা অমসৃণ

এক পাথরখণ্ড—দেবতা শিব। খুবই জাগ্রত এই দেবতা। কার্তিক পূর্ণিমার আগের ত্রয়োদশীতে ৫ দিন ব্যাপী *পঞ্চক যাত্রা* উৎসবে যাত্রী আসেন দুর-দূরান্ত থেকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে OTDC-র ১৬ বেডের *Panthasala*-য়, DCB ৬০, ডর্মি বেড ২০; নিরামিষ আহার মেলে ক্যান্টিনে। অবু: ATO, Panthasala Dhabaleswar, PO-Mancheswar, Via-Chasapada, Dist-Cuttack, PC-754027, ✆ (06723) 20264.

কপিলাস: কটক (বাদামবাড়ি) বাস স্ট্যান্ড থেকে তালচের বা অঙ্গুলের বাসে ঘণ্টা দেড়েকে ঢেনকানল। পথে পড়ে কেশরী রাজাদের অতীত রাজধানী চৌদুয়ার। জমজমাট জেলা সদর ঢেনকানলেও শিল্প-সুষমামণ্ডিত প্রাচীন নানান মন্দির ও ৬ কিমি দূরে টিলার টঙে যতননগর প্যালেস দেখে চলা যায়। ঢেনকানল থেকে দেওগাঁর মিনিবাস বা জিপে পূর্বঘাট পর্বতমালার পাহাড় চিরে ২৬ কিমি যেতে ওড়িশার কৈলাস ৪৫৭ মি উঁচু কপিলাস। পথশোভা সুন্দর। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শহর। স্বাস্থ্যকেন্দ্র রূপে কপিলাসের প্রশস্তি। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া মন্দির। প্রস্রবণের জলে নানান ব্যাধির উপশম মেলে। বট, অশ্বত্থ, কেন্দু, মহুল, বেল, আমলকি, বহেরা, হরিতকীর শাখে পবনপুত্র হনুরা দাপিয়ে বেড়ায়। আর আছে মন্দিরমুখী পথে বাঁকের মুখে চিড়িয়াখানা কপিলাসে। চিড়িয়াখানা শেষ হতে ঘড়িয়াল প্রজনন প্রকল্প। লাগোয়া লেক—বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে। বোটে চেপে দেখে নেওয়া যায় দূর-দূরান্তের পাহাড়শ্রেণী ও কপিলাসের বনবাদাড়। কপিলাসের সায়েন্স পার্কটিও অনবদ্য। সব বয়সের সবার কাছে আদরণীয় হবে বিজ্ঞানের নানান মডেল। দিন-রাত জুড়ে পাখ-পাখালির জলসা আর রাতে চাঁদের হাট বসে কপিলাসের আকাশে। চাঁদ ভাসা রাতে কপিলাসের বন-পাহাড় রহস্যে ঘেরা মনোমুগ্ধকর। দিন তিনেকের অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে আসুন কপিলাস-এ। আর একান্তই উচিত হবে ছানাপোড়ার স্বাদ নেওয়া কপিলাসের দোকানপাটে। পান্থশালার ১ কিমি দূরে দেওগাঁ গ্রাম। আরও ৫ কিমি ঘাট রোড চড়ে ১৫৭৫ ফুট উঁচুতে ওড়িশি শৈলীতে তৈরি শিবের মন্দির। গাড়ি যাচ্ছে মন্দির দ্বারে। আবার ১৩৬৫ ধাপের সিঁড়ি পথেও মন্দিরে চড়া যায় দূরত্বকে আধা করে। রঙবেরঙের প্রজাপতি সঙ্গ নেয় সারাপথে। শিবরাত্রিতে মেলা বসে। তবে পাণ্ডাদের দাপট পরিবেশের সঙ্গে বিসদৃশ লাগে। শ্রাবণে দূর-দূরান্ত থেকে বাঁক কাঁধে ভোলে বাবার ভক্তরা আসেন জল নিয়ে। মন্দির থেকে সিঁড়ি পথে পাহাড় চড়ে দেখে নেওয়া যায় বিষ্ণু মন্দিরের সাথে কপিলাসের প্রকৃতি।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ½ কিমি যেতে কপিলাসে OTDC-র ১৩ বেডের *Panthasala,* DAB ৮০, ডর্মি বেড ২০; অবু: Asstt Tourist Officer, Panthasala Kapilas, Dist-Dhenkanal, PC-756011, ✆ (06762) 84419. *ধরমশালা* ও *সাধারণ হোটেল*ও আছে কপিলাসে। PWD-র *বাংলো*ও আছে পাহাড়ে। অবু: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি ডাবলু ডি, ঢেনকানল, ওড়িশা। আর ঢেনকানল-759001-এ আছে—*H Shakuntala,* DAB ১৫০; *H Surya,* DAB ১৫০-২৫০, A/c ৪০০; ছাড়াও সাধারণ হোটেল।

এছাড়াও অত্যুৎসাহীরা বাসে বাসে বেড়িয়ে নিতে পারেন ঢেনকানল থেকে সপ্তশয্যা ১২ কিমি, আনসুপা হ্রদ ৩০ কিমি, অঙ্গুল ৫৮ কিমি, জোরাণ্ডা, তালচের ছাড়াও নানান। কটক-ঢেনকানল-তালচের-অঙ্গুল প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৮-০৫এ ছেড়ে ৫½ ঘণ্টায়; তালচের যাচ্ছে ১৯-২০এ ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় পুরী-তালচের প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

দণ্ডাধার: ঢেনকানল থেকে ৩৬ কিমি দূরে নিরালা-নির্জনে ছোট্ট মফস্বল শহর কামাখ্যানগর। ঘন অরণ্যে ঢাকা ছোট্ট পাহাড়শ্রেণী—নাম তার বুঢ়া পাহাড়। আরও ২৬ কিমি দূরে দণ্ডাধার অর্থাৎ বুঢ়িবিল গ্রাম পেরিয়ে ২ কিমি দূরে পৌনে এক কিমি দীর্ঘ বাঁধে গতি রুদ্ধ হয়েছে রামিয়াল নদীর। তৈরি হয়েছে জলাধার অর্থাৎ লেক। পাহাড়-পাহাড়, ঘন জঙ্গল—চেনা-অচেনা পাখির কূজন তারই সাথে কুলকুলু রবে তান ধরে রামিয়াল। অরণ্যচরেরা দণ্ডাধারের রূপ-রস-মধু উপভোগে অভিসারে বেরয় প্রতি সাঁঝে। মন্দিরও হয়েছে বাঁধের কাছে—দেবতা শিব। থাকার একমাত্র ব্যবস্থা *সেচ দপ্তরের বাংলোয়,* অবু: EE, Angol Irrigation Division, Po+Dist- Angul, Orissa, ✆ (06764) 30343. কামাখ্যানগরেও *সেচ বাংলো* আছে, বুকিং: একই। *FIB*-ও আছে কামাখ্যানগরে। যাতায়াতে ঢেনকানল থেকে বাস ও ট্রেকার মিললেও নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপ থাকা ভাল। আহার সর্বত্রই নিজস্ব।

সপ্তশয্যা: ঢেনকানল থেকে ১২ কিমি দূরে অরণ্যময় পাহাড়ে সপ্তঋষির তপস্যাস্থল সপ্তশয্যা অর্থাৎ সাত পাহাড়ে সাত গুহা ও সাত ঝরনা। মূর্তি হয়েছে ধ্যানমগ্ন সাত ঋষির। আর আছে রঘুনাথের মন্দির পাহাড়ে। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র সাতদিন অবস্থান করেন। রাম নবমীতে ৩ দিনের জাঁকালো উৎসব হয়। জিপ ও ট্যাক্সি যাচ্ছে ঢেনকানল থেকে। তবে, ট্যাক্সি শেষ ২ কিমি পাহাড় চড়তে অক্ষম; জিপ পৌঁছায় আরও ১ কিমি।

আনসুপা: কটক থেকে ৭০ কিমি দূরে অচেনা আন-সুপার আকর্ষণ তার প্রকৃতিদত্ত লেকের জন্য। বাঁশ আর আমগাছে ছাওয়া সুন্দর প্রকৃতির মাঝে পটে আঁকা ছবি আনসুপা। দূরে-দূরান্তরে সারাণ্ডার পাহাড়শ্রেণী ব্যূহ গড়েছে। শীতে আকর্ষণ বাড়ে—চেনা-অচেনা পরিযায়ী পাখির মেলা বসে লেকের জলে। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই আনসুপায়। উচিত হবে কটক থেকে যে-কোনও সকালে ৮-০৫এর ঢেনকানল প্যাসেঞ্জারে ৯-২৪এ রাজাথগড় পৌঁছে ২০ কিমি বাসে আনসুপায় চলা। ঢেনকানল থেকেও বাস বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে নেওয়া যায় আনসুপা। দিনান্তে (১৭-৩৫) একইভাবে কটক ফেরা যেতে পারে।

অঙ্গুল: কটক-ঢেনকানল-তালচের-অঙ্গুল শাখায় ৮-০৫এ কটক ছেড়ে ৯-৫৫য় ৫২ কিমি দূরের ঢেনকানল

পৌঁছে আরও ৫৮ কিমি দূরের অঙ্গুল যাচ্ছে ১০-০৫এ ঢেনকানল ছেড়ে ১৩-২০এ ঢেনকানল-অঙ্গুল প্যাসেঞ্জার। ORT-র বাসও চলে এপথে। অঙ্গুল থেকে ৯-০০, ১২-০০, ১৫-০০টায় বাসে বা জিপে অরণ্য চিরে পথ চলে ৬২ কিমি দূরের টিকরপাড়ায়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Gautambihar L*, D ১৫০৲ অঙ্গুলে।

দি ওয়ান্ডার ট্রাঙ্গেল: আবার কটক থেকে বাসে বা গাড়িতে ৬২ কিমি উত্তর-পূবে অতীতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান *দি ওয়ান্ডার ট্রাঙ্গেল*— **ললিতগিরি, উদয়গিরি, রত্নগিরি** বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ৭ শতকের চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ-এর বর্ণনায় মেলে এই অঞ্চল অর্থাৎ ওড্রেয় ১০০টি সঙ্ঘারামে ১০০০০ ভিক্ষু মহাযানচর্চায় রত ছিলেন। আর সে পুষ্পগিরি পাহাড়ের এই ট্রায়ো হয়ে থাকবে। বিশ্বের প্রাচীনতম আর সুন্দরতমও বটে Birupa-Chitrotpala উপত্যকার এই ত্রয়ী।

১৯৮৫-৯২এ খননে খ্রিপূ ২ শতকে সুঙ্গদের কালের **ললিতগিরিতে** ইটে গড়া কারুকার্যমণ্ডিত বিশাল মনাস্ট্রির চৈত্য হলে সোনা ও রূপার নানান সম্ভারের সাথে পাথরের কৌটোয় তথাগতের কেশ ও অস্থি মিলেছে। কুষাণ ও ব্রাহ্মী-লিপিরও সন্ধান মিলেছে মৃৎপাত্রে। সেকালে বৌদ্ধদর্শন শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রও ছিল ললিতগিরি। ধনুকাকৃতি খিলানওয়ালা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ৪টি মনাস্ট্রি, বিশাল স্তূপও আবিষ্কৃত হয়েছে খননে। জাভা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মন্দির স্থাপত্যে ললিতগিরির প্রতিচ্ছবি মেলে। এমনকি বিশালাকার বুদ্ধ মূর্তিতেও বৈচিত্র্য আছে—কুঞ্চিত ঠোঁট, ঝোলানো কান, দীর্ঘায়ত মুখ, ক্রমাবনত কপাল উল্লেখ্য। খননে পাওয়া সম্ভার নিয়ে মিউজিয়মও হয়েছে। গান্ধার ও মথুরা শৈলীর প্রভাব মেলে ললিতগিরির ভাস্কর্যে।

ললিতগিরি থেকে ২৪ কিমি দূরে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র **উদয়গিরির** অবস্থান। বয়ে চলেছে কিমিরিয়া নদী উদয়গিরি ও রত্নগিরির মাঝে। তৈরিও এরা দীর্ঘ পরে—তবে, বৌদ্ধ ধর্মের ভারত তথা বিদেশে জয়যাত্রা উদয়গিরি থেকেই। বৌদ্ধতন্ত্রের লিখন থেকে আবিষ্কৃত ৬ শতকের উদয়গিরিতে ৩ মি উঁচু ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পদ্ম হাতে মূর্তি হয়েছে লোকেশ্বরের। ৮ শতকের লিপিও মিলেছে মূর্তিতে। এমনকি ৭ শতকে Saharapada-ও এসেছেন নালন্দা থেকে উদয়গিরির Vajrayana কেন্দ্রের আকর্ষণে। তন্ত্র-মতবাদের প্রথম গুরুও হন সাহারাপদ। আজকের পর্যটকদের জন্য রেপ্লিকা করে গড়ে তোলা হচ্ছে অতীতদিনের ভাস্কর্য উদয়-গিরিতে। আর আছে ২০০০ বছরের প্রাচীন *বাপী* অর্থাৎ কূয়া। আজও এর জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ করেন স্থানীয়রা। জনশ্রুতি, নানান ব্যাধিরও নিরাময় ঘটে বাপীর পূত জলে।

উদয়গিরি থেকে ১০ কিমি দূরে গুপ্তরাজাদের তৈরি **রত্নগিরির** অবস্থান। বাজারের পিছে গ্রাম লাগোয়া রত্নগিরি-তেও মনোরম স্তূপ, অনুপম শিল্প-সুষমামণ্ডিত চতুর্ভুজাকার ২টি মনাস্ট্রি, ৮টি মন্দির, অসংখ্য ছোট স্তূপ, ভাস্কর্যের নানান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে খননে। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত তোরণদ্বার। বৌদ্ধতান্ত্রিক তিন শতেরও অধিক দেব-দেবী। ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তিও মিলেছে বুদ্ধের। পাহাড় চুড়োয় ধ্যানস্থ বুদ্ধের বিশালাকার মূর্তি—চক্ষু তার অর্ধনিমীলিত। ৫ থেকে ১২ শতকে গড়ে ওঠা রত্নগিরি ১৬ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ দর্শনের ৮টি শাখার অন্যতম কেন্দ্রও ছিল। মিউজিয়মও হচ্ছে খননে মেলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন নিয়ে রত্ন-গিরিতে। খননে আজও নিত্য নতুন সন্ধান মিলছে ললিত-গিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরির বৌদ্ধ বিহারের অনুপম শিল্প-সুষমা, স্তূপ ও চৈত্য-র নানান ভাস্কর্য।

কটক থেকে চৌদুয়ার ৫, চণ্ডীখোল ৪৪ কিমি যেতে NH 5-A ধরে পারাদ্বীপমুখী ১০ কিমি গিয়ে বামহাতি পথে ২২ কিমি দূরে রত্নগিরির অবস্থান। ৯-০০, ১২-০০ ও ১৫-০০টায় কটক ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় রত্নগিরি যাচ্ছে প্রাইভেট বাস। বাসপথে রত্নগিরির ১০ কিমি আগেই উদয়গিরির অবস্থান। আর উদয়গিরি থেকে ১২ কিমি দূরের 5-A জাতীয় সড়কে ফিরে বামহাতি কেন্দুপাড়ামুখী ১০ কিমি গিয়ে টাওয়ার লাগোয়া পথে ২ কিমি যেতে ললিতগিরি। কটক থেকে দূরত্ব ৬২ কিমি। আর কেন্দুপাড়া ২২, পারাদ্বীপ ৬৪ কিমি দূরে উদয়গিরি থেকে। কটক-কেন্দুপাড়া বাস চলছে 5A জাতীয় সড়ক ধরে। রোড জংশনে নেমে অনিয়মিত রিকশায় চলা যেতে পারে ললিতগিরি। তবে, বাস যাত্রায় একই দিনে রত্নগিরি ও উদয়গিরি দেখা সম্ভব হলেও সংযোগকারী বাসের অভাবে ললিতগিরি দেখে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে, নিজস্ব গাড়ির অভাবে শ'পাঁচেক টাকায় গাড়ি নিয়ে ঘণ্টা সাতেকে ট্রায়ো দর্শনের সাথে ফেরার পথে ছাত্রিয়ায় জগন্নাথ মন্দিরও দেখে নেওয়া যায়। ঘণ্টা খানেকে শহর বেড়িয়ে সাঙ্গ হলো কটক দর্শন। তবুও যেন নানান বাসে চণ্ডীখোল পৌঁছে চুক্তিতে (শ'দুয়েক টাকায়) ট্রেকার নিয়ে ট্রায়ো দর্শন সেরে নেওয়া যেতে পারে। বাসও মেলে মুহুর্মুহু কটক থেকে চণ্ডীখোলের। আর্থিক সাশ্রয় মেলে চণ্ডীখোল হয়ে যাতায়াতে।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে OTDC-র *Panthasala*, D ৬০৲ ডর্মি ২০৲ বুকিং: Tourist Officer, Orissa Tourism, Cuttack, ✆ (0671) 612225. তবে, অবস্থান এড়িয়ে বাসে যাজপুর চলাই সুবিধার।

যাজপুর বিরজাক্ষেত্র

যাজপুর আর এক হিন্দু-তীর্থ। ৫১ পীঠের এক পীঠ যাজপুর। বিষ্ণু চক্রে টুকরো হওয়া সতীর নাভি পড়ে যাজপুরে। এমনকি গয়াসুরের নাভিও পড়ে এখানে। রাজা যযাতি কেশরীর নামে নাম হয় জায়গার—যযাতিপুর। কালে কালে যাজপুর। রাজধানীও ছিল সেকালে। তবে, পৌরাণিক কালে নাভিগয়া তীর্থ নামেও খ্যাত ছিল যাজপুর তথা বিরজাক্ষেত্র।

কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বরের প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে যাজপুরের সংযোগকারী রেল স্টেশন যাজপুর-কেওনঝড় রোড হয়ে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৩৩৭ কিমি, কটক আরও ৭২ কিমি এগিয়ে, ভুবনেশ্বরের দূরত্ব ১০০ কিমি। বাস যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে

১৯ কিমি দূরের যাজপুর টাউনে। আর যাচ্ছে ORT-র বাস ১৭-০০টায় কলকাতার বাবুঘাট ছেড়ে যাজপুর টাউন হয়ে সিংপুরে। কটক থেকেও বাসে যাজপুর বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সরাসরি বাসও মেলে কটক থেকে যাজপুর টাউনের। ঘণ্টা তিনেকের পথ কটক থেকে।

যাজপুরে হোটেলের অভাব। তবে *PWD IB*, অতি সাধারণ হোটেল, পাণ্ডা ঠাকুরদের বাড়ি ছাড়াও ধরমশালা আছে বেশ কয়েকটি। আর আছে OTDC-র *Biraja Panthasala* D ৬০, ডর্মি বেড ২০, যাজপুরে; বুকিং: ATO, Panthasala, Jajpur. PC-755001, ✆ (06728) 20029. তবে, যাজপুরে থাকার দরকার হয় না। যাজপুর দেখে বাসে কটক বা বালাসোর বা কেওনঝড়ে গিয়ে রাত কাটানো। আবার চলার পথে Bhadrak-756100-র *রাজেশ লজ, শান্তিনিকেতন লজ, সরোজ লজ, আদর্শ লজে* রাত কাটিয়ে বালাসোর হয়ে বাসে বাসে চাঁদিপুরও যাওয়া যেতে পারে। কলকাতারও ট্রেন ও বাস মেলে ভদ্রক থেকে। তবুও যেন উচিত হবে ভদ্রক থেকে ভিতরকণিকা বেড়িয়ে নেওয়া।

মন্দিরকে নিয়ে যাজপুর টাউন। মূল মন্দিরটি বিরজা (দুর্গা) দেবীর। গর্ভমন্দিরের রত্নবেদীতে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবী বিরজা বা দুর্গা সিংহবাহিনী। দ্বিভুজা দেবীর এক হাতে শূল, অপর হাতে মহিষাসুরের লাঙ্গুল। দুর্গা ও কালী পূজাতে উৎসব হয়। রথযাত্রাও হয় দুর্গাপূজার কালে। আর রয়েছে নাভিকুণ্ড; জনশ্রুতি, বৈতরণীতে অবগাহন করে নাভিকুণ্ডে পিণ্ডদানে সাত পুরুষের স্বর্গবাসের পারমিট মেলে। বিরজা মন্দিরের পাশেই ব্রহ্মাকুণ্ড। কথিত আছে, ব্রহ্মার দশাশ্বমেধ যজ্ঞকালের কুণ্ড এটি।

জগন্নাথদেবের মন্দিরও রয়েছে যাজপুরে। নীলমাধব ছাড়া পুরীর মতো সব দেবতাই আছেন মন্দিরে। পাণ্ডাদের দাবি, এটিই ওড়িশার মূল জগন্নাথ মন্দির। এছাড়াও মন্দির রয়েছে যাজপুরে আরও নানান। তাদের মধ্যে বৈতরণীর ঘাটে গণপতির মন্দিরটি উল্লেখ্য। বিশাল মূর্তি হয়েছে লাল রঙের গণেশের। দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে দশানন রাবণের ছোট মূর্তিটি আর এক দ্রষ্টব্য।

মাতৃকা মন্দিরটিও কম আকর্ষণীয় নয় যাজপুরে। অতি সাধারণ—সরু, লম্বাটে এই মন্দিরে অষ্টমাতৃকার পূজা হয়। অষ্টমাতৃকা অর্থাৎ *চামুণ্ডা, বরাহী, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী, কৌমারী, মহেশ্বরী ও নারসিংহী* মূর্তি রয়েছে মন্দিরে। মতান্তরও আছে নানান এই অষ্টমাতৃকাদের নিয়ে।

পুণ্যতোয়া বৈতরণীতে ঘেরা দ্বীপাকার যাজপুর তীর্থে পাণ্ডবরাও আসেন পূর্বপুরুষদের তর্পণ করতে। সেই থেকে তর্পণ প্রথাও চালু রয়েছে যাজপুরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এসেছিলেন যাজপুরে। সে স্মৃতি জড়িয়ে আছে চৈতন্য পাদপীঠ মন্দিরে। এছাড়াও রয়েছে বরাহরূপী বিষ্ণুর মন্দির, বিমলাদেবীর মন্দির, ৯ কোণা সূর্যনারায়ণ মন্দির, নবগ্রহ মন্দির, অখণ্ড পাথরের মিনার—শুভস্তম্ভ। নানান কিংবদন্তীও আছে এই শুভস্তম্ভকে ঘিরে। আর রয়েছে বাঞ্ছাবট—যাত্রীদের বাঞ্ছা পূরণের জন্য। নানান (৫৪ + ৪২ + ১২) শিবলিঙ্গও রয়েছে বিরজাক্ষেত্রে। অগ্নীশ্বর শিবের রঙেরও বদল ঘটে প্রতি প্রহরে। তেমনই তিল তিল করে বাড়ছে আজও তিলেশ্বর শিব। যাজপুর বাজারকে ঘিরে ১ কিমি ব্যাসার্ধে গড়ে উঠেছে যাজপুর তীর্থ। পায়ে পায়ে বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

ভিতরকনিকা: অতীতের শবরদের রাজ্য কণিকা আজ হয়েছে ভিতরকণিকা। অভয়ারণ্যের গেটওয়েও ভিতরকণিকা। বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী নদীর সঙ্গমে ১৭০ বর্গ কিমি জুড়ে সুন্দরী, হেঁতাল, গেঁদ, গরাণ, কেওড়া, বাইন, গেঁয়োয় ছাওয়া ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভ অরণ্য। তবে, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় উদ্যানের ভূষণ চেপেছে ৬৫০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত জল-জঙ্গলের ভিতরকণিকার শিরে। আকারে সুন্দরবন বৃহত্তম হলেও গাছগাছালি ও পশু-পাখির রকমভেদে ভিতরকণিকা অন্যতম। পাখিদেরও স্বর্গরাজ্য ভিতরকণিকা। ব্রাহ্মণীর পারাপারে কণিকা রেঞ্জ। ডাংমল ফরেস্ট রেস্ট হাউসের জেটি থেকে ডিঙি নৌকায় ব্রাহ্মণী পেরিয়ে ভিতরকণিকার গাছের শাখে চেনা-অচেনা হাজারো পাখির বর্ণালী—মৌটুসী, শামুকখোল, ফটিক জল, সাদা কাক, সোনা জঙ্ঘা, সাদা কাস্তেচোরা, খয়েরি রঙা মাছরাঙা, ব্রাহ্মণী হাঁস পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। টাওয়ার থেকে এদৃশ্য সত্যই নয়নলোভন। আর জলে কুমির ও কচ্ছপ শত সহস্র। সাপেদেরও রকমফের ভিতরকণিকায় উল্লেখ্য। আর আছে হরিণ, বন্য শূয়োর, বন্য চিতা, বন্য বেড়াল ভিতরকণিকার ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। এমনকি হরিণেরা রাতে আসে বাংলোর চারপাশে। শীতে দেশ-দেশান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখি—ওপেন বিল্ড্ স্টকস, এগরেট, ফ্লেমিংগো, হেরণ, হোয়াইট আইবিস, পেলিক্যান, স্নেকবার্ড, স্যাণ্ড পাইপার ছাড়াও নানান ডেরা বাঁধে ভিতরকণিকার জলে-জঙ্গলে। বাংলো লাগোয়া ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কুমির প্রকল্পটিও আর এক দ্রষ্টব্য। বিরল প্রজাতির সাদা কুমিরও আকর্ষণ বাড়িয়েছে প্রকল্পের। আর আসে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বিপুলাকার সামুদ্রিক কাছিম ডাংমল থেকে ৩০ কিমি জল-দূরত্বে উপকূলবর্তী গহিরমাথা দ্বীপের Ekakula-য়। একাকুলায় ব্রাহ্মণী নদী দু'ভাগে টুকরো হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে—উত্তরে ধামারা আর দক্ষিণে একাকুলা। সাগরের ঠিক আগে ব্রাহ্মণীর সঙ্গমে ডিম পাড়ে শত-সহস্র। ১৯৯২-এ ডিমের সংখ্যা পৌঁছায় ৭ লক্ষে। যান্ত্রিক জলযানে ঘণ্টাচারেকে চলা যেতে পারে ডাংমল থেকে গহিরমাথা বীচে। নিরালা-নির্জন-শান্ত কুমারী সাগরবেলা গহিরমাথা—বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে নির্জনতা ভেঙে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রাকৃতিক কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র গহিরমাথার পেছনে আকাশ ছেয়ে ঘন সবুজ ঝাউবীথিকা। বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভায় আগুন লাগে বঙ্গোপসাগরের জলে। সূর্যাস্তও অপরূপ মোহময় গহিরমাথায়। আকাশটা রাঙিয়ে দিয়ে—নীল জল,

সবুজ জঙ্গলেও রঙ ধরে লাল—বিশ্ব চরাচর তখন ফাগ খেলে লালে লাল। দিনভর প্রোগ্রামে দেখেও ফেরা যায় গহিরমাথা।

হাওড়া-খড়্গাপুর-বালাসোর হয়ে ট্রেন যাচ্ছে ২৯৭ কিমি দূরের ভদ্রক। ৬-১৫য় ধৌলী, ১০-১৫য় ইস্ট কোস্ট এক্স হাওড়া ছেড়ে ভদ্রক পৌঁছায় ১০-৫২/১৬-০৫এ। ফেরার পথে ১৬-৪৭এ ধৌলী, ৯-২৮এ ইস্ট কোস্ট ভদ্রক ছেড়ে হাওড়া আসছে ২২-০৫/১৫-৩০এ। আর ১৫-১০এ হাওড়া ছেড়ে ২৩-৩৫এ ভদ্রক যাচ্ছে হাওড়া-ভদ্রক প্যাসেঞ্জার। তেমনই ১৫-৩০এ খড়্গাপুর ছেড়ে ২০-৩০এ ভদ্রক যাচ্ছে খড়্গাপুর-ভদ্রক প্যাসেঞ্জার। ফেরে ৪-৫০এ হাওড়া প্যা, ৬-৫৫য় খড়্গাপুর প্যা ভদ্রক থেকে। খড়্গাপুর থেকে এমু লোকালে কলকাতা। এছাড়া ভুবনেশ্বরের প্রতিটা ট্রেন খড়্গাপুর/ ভদ্রক হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রক রেল স্টেশন থেকে রিকশায় বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসে বা বাইপাস থেকে ট্রেকারে ঘণ্টা দুয়েকে ৫০ কিমি দূরের **চাঁদবালি**। বাস আসছে বালাসোর ১২০, কটক ১৬০, ভুবনেশ্বর ১৮৯ কিমি থেকেও। এমনকি দীঘা, ৪২০ কিমি দূরের কলকাতা থেকেও বাস আসছে অতীতের বন্দরনগরী চাঁদবালি। চাঁদবালি থেকে ৬-০০, ১৪-০০, ১৫-০০ ও ১৭-০০টায় যাত্রী লঞ্চে ৫ টাকায় ২ ঘণ্টায় ২০ কিমি দূরের নলটাপাটিয়া ঘাট পৌঁছে ভ্যান রিকশায় ৪ কিমি দূরের কণিকা রেঞ্জের Dangmal FRH-এ পৌঁছান। আবার বনদপ্তরের লঞ্চে (৩০০ + ফুয়েল)ও চলা যেতে পারে ডাংমল অর্থাৎ ভিতরকণিকায়। ব্রাহ্মণীর পারাপারে ভিতরকণিকা অরণ্য —নৌকায় পারাপার। আবার কটক থেকেও সড়কপথে রাজনগর হয়ে গুপ্তি বা একাকুলায় চলা যায়।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে—*Dangmal FRH*-এ, DAB ৭৫, *ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের হলে* ডর্মি প্রথায় বেড মেলে। আর আছে গহিরমাথা দ্বীপে জেটি থেকে ১৫ মিনিটের পথে ২ ঘরের *Ekakula FRH*. তেমনই দুই-এর মাঝে গুপ্তি গ্রামেও *FRH* মেলে। *সেচদপ্তরের বাংলো*ও আছে ছোট্ট গ্রাম গুপ্তিতে। সৌরচালিত আলোও জ্বলছে প্রতিটি বাংলোয়। রেশন চাঁদবালি থেকে সঙ্গী করা ভাল—রান্নায় তৈজসপত্রের সাথে চৌকিদারের সহযোগিতা মেলে। বাংলোর বুকিং: DFO, Mangrove Forest Division বা Wildlife Warden, Rajnagar, Kendrapara, Orissa, PC-754225, ✆ (06729) 8460 থেকে। তবে, চলার পথে Range Officer, Chandbali-756133 থেকেও বুকিং-এ সহযোগিতা মেলে।

আর চাঁদবালিতে থাকার জন্য বাস স্ট্যান্ডে PWD-র *Bungalow;* প্রাইভেট মালিকানায়—*H Swagat*, DAB ৮০-১২৫, একই মালিকানায় লাগোয়া *Puspak L*, D ৫০ আছে।

অসময়ের যাত্রীদের জন্য Bhadrak-756100-য় রেল স্টেশন লাগোয়া *Shantiniketan L, Rajesh L, Adarsha L, Saroj L;* ১ কিমি দূরের Bye Pass-এ—*H Gautam, Motel Tarinee International* ছাড়াও সাধারণ লজ আছে নানান।

ভদ্রক থেকে ৫২ আর বালাসোরের ১১০ কিমি দূরে বৈতরণী নদীর তীরে আরাদির শিব মন্দিরটিও আর এক তীর্থ। জনশ্রুতি—দেবদর্শনে নানান ব্যাধি থেকে আরোগ্য মেলে। চাঁদবালি থেকে লঞ্চে চলা যেতে পারে ঘণ্টা খানেকে আরাদি। ওড়িশা ট্যুরিজমের *Panthasala*-ও হয়েছে ডর্মি বেড ২০ হারে; অবু: ATO, Panthasala Aradi, PO-Aradi, Via-Dhusuri, Dist-Bhadrak বা Tourist Officer, Balasore, PC-756001, ✆ (06782) 62048 থেকে।

তেমনই চাঁদবালি থেকে বৈতরণী পেরিয়ে ব্রিটিশ রাজের কৃপাধন্য কণিকা রাজবাড়িটিও দেখে ফেরা যেতে পারে।

বউলা পাহাড়ে সালন্দী: ভদ্রক স্টেশন থেকে NH 5 ধরে কটকমুখী ৫ কিমি যেতে বন্তচক চৌমোহনা থেকে ডাইনে ২০ কিমি দূরের আগরপাড়া পৌঁছে বাঁহাতি ১০ কিমি গিয়ে বউলা পাহাড়ের পাদদেশে আরও ৭ কিমি দূরে হাড়গড় বাঁধ হয়েছে সালন্দী নদীতে—জলাধার হয়েছে। শাল, পিয়াশাল, শিশু, গামার, মহুয়া, কেন্দু, ধব ও কুসুমে ছাওয়া আরণ্যক পাহাড়-ভূমে বাঘ, হাতি, ভাল্লুক, বাইসন, বন্য-শূয়োর, হরিণ চরে বেড়ায়। বউলা পাহাড়ও নাইতে নেমেছে সালন্দীর জলাধারে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে লেকের পাড়ের মনোরম পরিবেশে ২ ঘরের সুসজ্জিত *সালন্দী নিলয়*-এ। বুকিং: EE, Baitarani Division, Sahapada, Dist-Keonjhar, PC-758001, Orissa. চলার পথে বাংলোর ৮ কিমি আগেই ২ কিমি বাঁয়ে গিয়ে গড়চণ্ডী মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন —বয়ে চলেছে কপালি নদী। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ।

চাঁদিপুর

কেয়া-কাজু আর ঝাউয়ে ছাওয়া চাঁদিপুর—ছোট্ট অবকাশ যাপনের পক্ষে মনোরম। চাঁদিপুরের শান্ত-স্নিগ্ধ সাগরবেলাটি পর্যটকদের বিমোহিত করে। সমুদ্রতট থেকে ৫ কিমি ব্যাপ্ত এই অগভীর বেলাভূমিটির আর এক বিশেষত্ব ভাঁটার কালে জল নেমে যেতে গাড়ি চলে বীচে যা চাঁদিপুরের একান্তই আপন। আর জোয়ারে জল আসে বেলাভূমি ছাপিয়ে কিনারে। আপনিও ভেসে পড়ুন কেয়া-পাতার নৌকা গড়ে ভাঁটার সমুদ্রে। পৌঁছে যান বুড়িবালামের মোহনা বা আরও দূরে-দূরান্তরে। পুরীর মতো ঝিনুক-সংগ্রহের নেশাতেও মেতে ওঠেন ভ্রমণার্থীর দল চাঁদিপুরে। সূর্যোদয় ও চন্দ্রোদয় দুই-ই মনোরম চাঁদিপুরে। সমুদ্রবেলা ছাড়াও ৩ কিমি দূরে বলরামগড়ি অর্থাৎ বুড়িবালাম নদী সাগরে মিলেছে, এরও পরিবেশ সুন্দর। অদূরেই ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ইন্টারিম ট্রেনিং সেন্টার তথা মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। নানানধর্মী গবেষণা চলছে মহাকাশ নিয়ে। চাঁদিপুর থেকে অগ্নি, পৃথ্বীর উৎক্ষেপণ সংবাদের শিরোনাম হয়েছে বারবার।

কলকাতা থেকে খড়্গাপুর হয়ে ভদ্রক/ভুবনেশ্বর-গামী প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে চাঁদিপুরের রেল সংযোগকারী স্টেশন বালাসোর হয়ে। কলকাতা থেকে বালাসোরের দূরত্ব ২৩২ কিমি। আর বালাসোর থেকে যাজপুর ১০৫, কটক ১৭৭, ভুবনেশ্বর ২০৫, পুরী ২৬৭ কিমি। ট্রেন ও বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে।

আর সরাসরি যাত্রায় উচিত হবে ১০-১৫র ইস্ট কোস্টে ১৪-৪০এ বালাসোর পৌঁছে রিকশা ৩৫ অটো ৭৫ ট্যাক্সি ১২৫ বা ৮-১৫, ৯-৪০, ১০-৩০, ১৪-০০টার বাসে ১৩ কিমি দূরে চাঁদিপুর যাওয়া। তবুও যেন রেল স্টেশন থেকে রিকশায় বা টাউন বাসে গোলা পুকুরি (গোলাবাড়ি থানা) পৌঁছে অটো বা ট্রেকারে (৪ প্রতিজনা) চাঁদিপুর চলাই সুবিধার। সকাল ৬-০০ থেকে রাত ২১-০০টায় অটো মেলে এপথে। ফেরার পথেও ১০-১৫র ইস্ট কোস্টে ১৫-৩০এ হাওড়ায় ফেরা যেতে পারে। ঠিক তেমনই ধৌলী এক্সেরও যাত্রী হওয়া যেতে পারে চাঁদিপুর যাতায়াতে। ধৌলী যাচ্ছে ৬-১৫য় হাওড়া ছেড়ে ৯-৪৫এ বালাসোর; ফেরে ১৭-৪৪এ বালাসোর ছেড়ে ২২-০৫এ হাওড়ায়। তেমনই এমু লোকালে খড়্গপুর গিয়ে ৬-৫০, ১৫-৩০, ১৮-৩০র প্যাসেঞ্জারে ৩ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে বালাসোর। প্যাসেঞ্জার ফেরে বালাসোর থেকে ৬-১৫, ৮-২০, ১৭-০৫এ।

আবার চন্দনেশ্বর হয়ে তালশেরী বা দীঘাও চলা যেতে পারে বাসে বাসে। কলকাতার শহীদ মিনার থেকে CSTC ও বাবুঘাট থেকে ORT-র ভদ্রক, কটক, পুরীর বাসগুলি যাচ্ছে NH-5 ধরে বালাসোর হয়ে। ১ কিমির ব্যবধানে বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশন বালাসোরে।

OTDC, Panthanivas, Chandipur, ✆ 72251 থেকে ৬০ টাকায় ১২০ কিমি পরিক্রমায় ৭—১৩-০০টায় Balasore, Nilagiri, Panchalingeswar, Sajangarh, Mitrapur, Remuna দেখিয়ে আনে। দশের অধিক যাত্রী সমাগমে বিশেষ ট্যুরের ব্যবস্থাও করে এরা।

Chandipur, STD 06782, PC-756025, সাগরবেলায় OTDC-র *Panthanivas,* ✆ 72251, D ২৫০ A/c D ৪৫০ দশ বেডের ডর্মিতে ৬০ করে বেড, অবু: Manager বা Orissa Tourism, 55 Lenin Sarani, Cal-13, ✆ 2443653; *FRH—Casurina,* অবু: DFO, Baripada, Mayurbhanj; লাগোয়া *PWD IB,* অবু: EE (R&B), Balasore.

আর আছে প্রাইভেট মালিকানায় পান্থনিবাস লাগোয়া—বাগিচায় সুশোভিত *H Shuvam,* ✆ 72025, DAB ২৮০ ৩০০ ৩৩০ A/c D ৪৮০ কল বুকিং: Smt K Dasgupta, Flat-9 D-1, 18/3 Gariahat Rd, Cal-19, ✆ 4407178 বা বসু, সল্ট লেক, ✆ 3217059 বা মুখার্জী, বহুবাজার ✆ 276098; বিপরীতে *H Chandipur,* ✆ 72313, DCB ১০০ DAB ১৭৫-২২৫ TAB ২০০ FAB ২২৫ ডর্মি ৪০, কল বুকিং: Orissa Saw Mill, 187 Maharshi Debendra Rd, Nimtala-700006, ✆ 2399489; অদূরে বাস সড়কে *H Santi Niwas,* ✆ 72018, নারিকেল বীথিকায় ছাওয়া নিজস্ব বীচ, DAB ১২৫-১৭৫ TAB ১৫০ FAB ২০০, অবু: N N Das, 26/1, Gariahat Rd (South)-31, ✆ 4733505; স্বল্প দূরে *H Apsara,* ✆ 72090, DAB ১৭৫ ২০০ A/c ৩৫০, কল বুকিং: R K Singh, 8/2 Kiran Sankar Roy Rd, Room 2, Floor 2, Cal-1, ✆ 2485052 বা 55 Lenin Sarani, Cal-13 বা 303 Canal Street (Lake Town), Cal-48, ✆ 3374340 বা 3A Congress Exhibition Rd-17, ✆ 2402174; *Anandamayee H,* DAB ১৩০ ১৬০ ২০০ ৩০০, অবু: Ananda Travels, 93-A, R B Ave-26, ✆ 4663137/47-4 Becharam Chatterjee Rd-34, ✆ 4680427/Commune Electronics, Manton Super Market, Behala, Cal-34, ✆ 4680078; শহরে ঢুকতেই *Larika Yatri Niwas,* ✆ 72374, DAB ২৪৫-৩২৫ TV সহ A/c D ৪৫০ ডর্মি বেড ৬০, কল বুকিং: Larika, 74 Park St, Cal-17, ✆ 2403583; *H Muktangan* ছাড়াও *Holiday Home* গড়েছে UCO Bank Officers' Congress, 16-A, Brabourne Rd-1, ✆ 251778 চাঁদিপুরে।

আর হচ্ছে *Torrento Resort* ও ইকোনমিক হোটেল *যাত্রী নিবাস* পান্থনিবাসের পিছে চাঁদিপুরে। অবস্থান মাহাত্ম্যে *পান্থনিবাস, শুভম, শান্তিনিবাস* অগ্রগণ্য হলেও *FRH*-টি রমণীয়। দেশী-বিদেশী আহার্যও মেলে প্রতিটি হোটেলে। আর আছে কেবল আহার্যের ব্যবস্থা নিয়ে বাঙালির *H Panchali* চাঁদিপুরে।

আর Balasore-756001, STD 06782-এ আছে রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই স্টেশন রোডে—*H Sagarika, Hotel D K,* D ৬৫-১২০; অতি সাধারণ *City Lodge.* ½ কিমি দূরে O T Roadএ ওড়িশা ট্যুরিজম অফিস লাগোয়া প্রাইভেট লিজে মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস *H Kalinga,* ✆ 63152, S ৫০ D ৮৫-১৫০; অদূরে Fly Over-এর মাঝপথে *Moonlight L,* D ৮০-১৫০। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Maharaja,* DAB ৮০-১২৫ ডর্মি ৩০; লাগোয়া গলিপথে *H Hemangini* ✆ 62803, DAB ১২০-১৭৫ A/c ৩০০; বাস স্ট্যান্ডের বামে *H Swarnachuda,* ✆ 62657, SCB ৪০ DCB ৮০ SAB ৮৫ DAB ১৫০-২২৫ A/c D ৩০০-৪৫০; আরও বামে *H Suraj.* Cacheri Rdএ—*Tarun L, Pacific International,* এদের ঘর S ৪০ D ৮০ থেকে। Naya Bzrএ—*J K Lodge,* S ৩৫-৬০ D ৬৫-১০০। আর আছে *Modern Union Canteen, H Abhishek, Seven Heaven L, Amrit L* ছাড়াও *CH, PWD DB, NH IB* বালাসোরে। আর হয়েছে Januganj, Balasore-756019-এ শীতাতপ *H Torrento* ✆ 63481, S ৬০০-৮৫০ D ৮০০-১০৫০। তবুও থাকার পক্ষে *কলিঙ্গ, স্বর্ণচূড়া, হেমাঙ্গিনী, সুরয* আদরণীয় হবে।

বালাসোর: অতীতের বাণিজ্যনগরী বালাসোর—কলকারখানাও গড়ে ড্যানিস, দিনেমার ও ফরাসীরা। আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম কারখানা গড়ে বালাসোরের অদূরে তথা সেকালের বাংলায় ১৬৩৪এ। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ—জার্মানির অস্ত্রের অপেক্ষায় ৪ সঙ্গী নিয়ে কাল গুণছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ। গতিবিধি ব্রিটিশের গোচরে গেল—কুখ্যাত চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে বুড়িবালামের তীরে চষাখণ্ডে অসম যুদ্ধে নীরেন্দ্র-মনোরঞ্জন-জ্যোতিষ-চিত্তপ্রিয় ও যতীন্দ্র বুকের শোণিতে ধরিত্রীকে রাঙিয়ে দেয়। আহত যতীন্দ্রনাথ স্থানান্তরিত হন বালাসোর হাসপাতালে, ১০.৯.১৯১৫য় মৃত্যুতে শেষকৃত্য হয় জেলখানায়। আর ১০.৯.১৯৭৯তে স্মারকবেদি হয়েছে জেলের সামনে দাহস্থলে। বন্দীবাসের সেলটি কেবল সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে সাধারণের দেখার অনুমতি মেলে। আর সেদিনের হাসপাতালে বসেছে বারবাটি গার্লস স্কুল। এরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। আর বাস/অটো বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় চষাখণ্ড। পথ গিয়েছে

বালাসোর থেকে জাতীয় সড়ক ধরে উত্তরমুখী ৮ কিমি গিয়ে ফুলারী পেরুতেই বামহাতি বাঘা যতীন রোড ধরে আরও ২ কিমি গিয়ে চষাখণ্ড। প্রকৃত জায়গা থেকে সরে গিয়ে স্মৃতিচারণ হয়েছে স্কুল করে, মূর্তিও হয়েছে বাঘা যতীনের চষাখণ্ড থেকে ৩ কিমি উত্তরে। মুহুর্মুহু বাস চলে O T Road ধরে। আর রয়েছে বালাসোর থেকে ৬ কিমি দূরে বৈষ্ণবতীর্থ ওড়িশার বৃন্দাবন রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণের অবতার গোপীনাথ ৮০০ বছর আগে বাসও করতেন এখানে। তবে, মন্দিরটি ১৫০ বছরের প্রাচীন। অটো বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

পঞ্চলিঙ্গেশ্বর: আবার বালাসোর থেকে ৮-০০, ১৩-০০, ১৬-০০টার বাসে ১½ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর। বাস পথ থেকে ১½ কিমি যেতে অনুচ্চ পাহাড় চারপাশে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। গহীন বন, গহন অরণ্য; নানান জীবজন্তু নীলগিরি পাহাড়ে। পাহাড়ের পাদদেশে ওড়িশা ট্যুরিজমের ৪ ঘরের *Panthasala Panchalingeswar*, চার বেডের ঘর ৮০, ডর্মি বেড ২০, অবু: ATO, PO-Shyamsundarpur, via-Raj Nilagiri, Dist-Balasore-756040, ✆ (06782) 62048. আর হয়েছে *Larica Panchalingeswar H.* কল বুকিং: Larica, 74 Park St-17, ✆ 2403583. পান্থশালার জানালায় দৃষ্টি মেলে দেখে নেওয়া যায় বন্য হাতির যূথ চলেছে পাহাড় গুড়িয়ে গাছপালা মাড়িয়ে। চলেছে ভালুকেরা হেলে-দুলে পাহাড়ভূমে। বাঘেদেরও দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয় নীলাগিরি পাহাড়ে। পাহাড়ের নীল আর দিগন্তের নীল মিলেমিশে একাকার পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে।

পান্থশালার অদূরে পথ উঠেছে ঢাল বেয়ে, দ্বি-শতাধিক সিঁড়ি উঠে পথ পৌঁছায় আরও ১½ কিমি দূরের দেবতার থানে। মন্দিরের অভাব। ধারা নামছে ঝরনার—মিষ্টি-মধুর তানে পাহাড় বেয়ে। পাহাড়ী খাদের ছোট্ট এক ফাটলে বহতা জলে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর অর্থাৎ পাঁচ শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান। ঢালের তালে শরীরটা হেলিয়ে ঝরনার জলে হাত ডোবালে পরশও মেলে পাঁচ দেবতার। খুবই জাগ্রত এই দেবতা। কিংবদন্তী, জরাসন্ধও পূজা করেছেন এই পাঁচ শিবলিঙ্গের। পাড়েই সাধুবাবার কুঠি। দেব-মাহাত্ম্যের সাথে নিরালা-নিভৃতে ছোট্ট অবকাশযাপনের মনোরম পরিবেশ পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের পান্থশালা। আহার্যও মেলে পান্থশালায়। বিপরীতে দোকানও হয়েছে—অগ্রিম অর্ডারে আহার্য মেলে।

আবার সকালের বাসে এসে দিনভর দেখেশুনে বিকালের বাসে ফেরাও যেতে পারে বালাসোর। তেমনই বালাসোর থেকে নানান বাসে ১৪ কিমি দূরের নীলাগিরি পৌঁছে ৬ কিমি রিকশায় ২৫-৩০ টাকায় বা পায়ে পায়ে সাঙ্গ করা যেতে পারে দেবদর্শন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস নীলাগিরির। আর মরসুমী পর্যটকরা চাঁদিপুর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বা বালাসোর থেকে অটো/ ট্যাক্সি নিয়ে ২৫০/ ৩৫ টাকায় ৮/৭ ঘণ্টায় পঞ্চলিঙ্গেশ্বর/চষাখণ্ড/রেমুনা বা রিকশায় ঘণ্টা পাঁচেকে ৪০/৪৫ টাকায় চষাখণ্ড/রেমুনা বেড়িয়ে নিতে পারেন।

আবার বালাসোর থেকে ১২০ কিমি দক্ষিণে অতীতের বন্দর-নগরী চাঁদবালি, ১৪ কিমি দক্ষিণে শেরগড় হয়ে ডানহাতি পথে ২৭ কিমি গিয়ে অযোধ্যায় অতীতের বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত হলেও বৌদ্ধকলার নিদর্শন ও ১০ শতকের কিছু মাতৃকা মূর্তি দেখে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে বালাসোর থেকে ORT-র।

কুলডিয়া অরণ্য: বালাসোর থেকে ১০ কিমি দূরে শেরগড়ে জাতীয় সড়ক ছেড়ে ডাইনে ৪ কিমি গিয়ে নীলাগিরিতে বামহাতি পথে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর রেখে আরও ৭ কিমি যেতে সুজনাগড় থেকে আবার বাঁয়ে মোরাম পথে ১১ কিমি দূরে Kuldiha Sanctuary. ৯১মি উচ্চে ২৮২ বর্গ কিমি জুড়ে শাল, পিয়াশাল, শিশু, মহানিম, আম, জাম, বহেড়া, শিমূলে ছাওয়া কুলডিয়া অরণ্যে বন্য হাতি, চিতল, জংলি বিড়াল, লম্বা লেজওয়ালা বানর, কথা বলা ময়না ছাড়াও নানান জন্তুর দর্শন মেলে। বহে চলেছে পাহাড়ী নদী অরণ্য চিরে কুলডিয়ায়। লায়ন স্যাঙ্কচুয়ারিও হয়েছে কুলডিয়ায়। রাত্রিবাসের জন্য *Forest Bungalow* ভরসা। বুকিং: রেঞ্জ অফিসার, সুজনাগড়, ভায়া নীলাগিরি, বালাসোর বা ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, বারিপাদা থেকে। আহার্য নিজ ব্যবস্থায়। যাতায়াতে বালাসোর থেকে সুজনগড় পর্যন্ত সার্ভিস বাস মিললেও শেষ ১১ কিমি জিপ নির্ভর। অত্যুৎসাহীরা গাইড সঙ্গে নিয়ে ট্রেক করেও বেড়িয়ে নিতে পারেন পাহাড়ের অন্দরমহল।

দেবকুণ্ড : পঞ্চলিঙ্গেশ্বর থেকে নীলাগিরি/উদলা হয়ে সিমিলিপাল ফরেস্টের উদলা ডিভিশনের অংশ দেবকুণ্ড। লুলুং থেকে দূরত্ব ৯০ কিমি। কুলডিয়া থেকে ৬৯ আর বালাসোর থেকে ৮৭ কিমি দূরে দেবকুণ্ড। নিয়মিত বাস যাচ্ছে বালাসোর থেকে ৫৯ কিমি দূরের উদলা। উদলা থেকে জিপে ২৮ কিমি দূরে দেবকুণ্ড। পাহাড় আর জঙ্গল—শেষ ৫ কিমিতে গহন বন। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা। ৫০ ফুট উঁচু থেকে ধারা নামছে জলের—নিচুতে কুণ্ড অর্থাৎ দেবকুণ্ড। ধারা নামছে আরও চার—অর্থাৎ পাঁচ ধারা। কুণ্ডও হয়েছে পাঁচ—নামও তাই পঞ্চকুণ্ড বা *প্লেস অব ফাইভ লেকস*। দেবকুণ্ড থেকে শতাধিক সিঁড়ি উঠে ঝরনার উৎসমুখে দেবী অম্বিকা মাতা তথা দুর্গার মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। ১৯৪০এ ময়ূরভঞ্জের রাজাদের তৈরি মন্দিরে পূজা হয় আজও। চেনা-অচেনা নানান পাখির সঙ্গে রঙবেরঙের প্রজাপতির বর্ণালী, সেও আর এক রমণীয়। তবে, যাতায়াতে দুর্গমতা হেতু দেবকুণ্ড আজও পর্যটন মানচিত্রে অনুল্লিখিত। থাকারও কোনো ব্যবস্থা নেই দেবকুণ্ডে।

কেওনঝাড়

রেল স্টেশনের নাম যাজপুর-কেওনঝাড় রোড। রেল স্টেশন থেকে বাস যাচ্ছে ১১২ কিমি দূরের কেওনঝাড়। বাস আসছে ২২৫ কিমি দূরের ভুবনেশ্বর ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকেও কেওনঝাড়ে। এমনকি কলকাতার বাবুঘাট থেকে সকাল ৫-৩০টায়

ওড়িশা সরকারের বারবিলের বাস ৬২ কিমি দূরের যোশীপুর হয়ে ৯ ঘণ্টায় কেওনঝড় আসছে। ফেরে ১৭-০০টায় বারবিল ছেড়ে কেওনঝড়/যোশীপুর হয়ে কলকাতায়। কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় বাসই সুবিধার। বাবুঘাট থেকে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন ৮-০০ ও ১৭-০০টায় NH 6 ধরে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে লোধাশুলি ১৬৬/বাংরিপোসি ২৩০/ বিসোই ২৪৮/যোশিপুর ২৯১/ তাঙ্গাবিলা ৩০১ কিমি পৌঁছে ডানহাতি ১৯ কিমি দূরের করঞ্জিয়ায়। তেমনই উচিত হবে সিমিলিপাল দর্শনার্থীদের খিচিং বেড়িয়ে বাসে বাসে কেওনঝড় চলা। বিহারের কিরিবুরু/ মেঘাতুবুরুও চলা যেতে পারে বাসে বারবিল-কেওনঝড় থেকে।

থাকার জন্য Keonjhar-758001-এ আছে—*H Plaza*, NH-6, New Market, DAB ১০০-১৭৫৲; *Gayatri G H*, DAB ১২৫৲; *H Mayur*, DCB ৮০৲ DAB ১২৫৲; *Keonjhar L*, SCB ৪৫৲ SAB ৬০-৮৫৲ DAB ৮৫-১৫০৲; *H Boral*, SAB ৪৫৲ DAB ৮০-১২৫৲; *Labanya Bhawan L*, SAB ৬০৲ DAB ১০০৲ TAB ১২৫৲ ছাড়াও আছে ৬০ থেকে ১২৫ টাকায় ডাবল বেডের ঘর নিয়ে *H Ajanta, Chowda L, Mini L, Parijat L, Baba L.* আর আছে *Circuit House*, অবু: Collector; *PWD IB*, অবু: EE; *আর্য সমাজ ধরমশালা* কেওনঝড়ে।

পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ ছোট্ট পাহাড়ী শহর কেওনঝড়। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা ছাড়াও নানান আদি-বাসীর বাস। চেনা-অচেনা পাখির কূজন স্বপ্নরাজ্য গড়েছে ১৫৭৫ ফুট উঁচু কেওনঝড়ে। শহর থেকে ৩ কিমি দূরে পায়ে পায়ে বা রিকশায় জগন্নাথ মন্দিরটি বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। দেবতা রয়েছেন আরও নানান জগন্নাথ মন্দির চত্বরে। দুপুর ১২—১৭-৩০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের। আবার জিপে বা রিকশায় ৬০/৩৫ টাকায় শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ১০০ ফুট উঁচু থেকে নামা *Sanghaghra* অর্থাৎ ছোট জলপ্রপাত ও ১০ কিমি দূরে ২০০ ফুট উঁচু থেকে নামা *Badghaghra* অর্থাৎ বড় জলপ্রপাত বেড়িয়ে নেওয়া যায়। খুবই সুন্দর এই জলপ্রপাত। শহরের পানীয় জল আসছে এই জলপ্রপাত অর্থাৎ *ঘাঘরা* থেকে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ।

কেওনঝড়ের ৩০ কিমি দূরে গোনাশিকা পাহাড়ের গুপ্তগঙ্গায় বৈতরণীর উৎস। উৎসস্থল দেখতে গরুর নাকের মতো। মন্দিরও আছে ব্রহ্মেশ্বর মহাদেবের। পাহাড় থেকে ঝরনা হয়ে বৈতরণী নামছে মর্ত্যভূমে। কিছুটা যেতে ধরণী-প্রবেশ বৈতরণীর। আবার দৃশ্যমান হয়েছে বৈতরণী অর্থাৎ গুপ্তগঙ্গা গোনাশিকা গ্রামে ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের কাছে কুণ্ডে। ৪০০ কিমি পরিক্রমা সেরে যাজপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে সাগরে মিলেছে পুণ্যতোয়া বৈতরণী। মতান্তরে, বৈতরণী এসেছে মলয়গিরি পাহাড় থেকে। কেওনঝড় থেকে পাল লহরা/সম্বলপুরমুখী বাসে ২১ কিমি গিয়ে ৯ কিমি পায়ে হাঁটা পথে গোনাশিকা। জিপ যাচ্ছে সরাসরি পাহাড়ে। কেওনঝড়ের মাইল দশেক দূরে গন্ধমাদন। রামায়ণের পবনপুত্র এই গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়ে লঙ্কায় যায়। যাজপুরের পথে ২৩ কিমি গিয়ে কাতারবেদা থেকে আরও ৭ কিমি ডাইনে যেতে সীতাবিঞ্জি। পাহাড়ের গায়ে ফ্রেস্কো, আকার তার আধখোলা ছাতা সম। জনশ্রুতি, *রাবণ ছায়া* এটি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান পাহাড়—কারও নাম লব, কেউ বা কুশ, আবার কেউবা রাবণছায়া। আর আছে বাল্মিকীর আশ্রম, লব-কুশের জন্ম তথা সীতাদেবীর সূতিকাগৃহ ছাড়াও নানানকিছু। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী সীতা। কেওনঝড়ের প্রকৃতিও সুন্দর। কেওনঝড়-যাজপুর-আনন্দ-পুর SH 11য় ৪৫ কিমি দূরে ঘটগাঁও-এ মা-তারিণীর থান বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে কেওনঝড় থেকে আনন্দপুরের বাসে। বৃক্ষতলে পূজা হয় দেবীর, খুবই জাগ্রতা এই দেবী মা-তারিণী।

কেওনঝড় থেকে ২৪ কিমি দূরের করঞ্জিয়া পৌঁছে আনন্দপুরের বাসে ১০ কিমি গিয়ে মৌরীজোয়াল থেকে আরও ১০ কিমি ট্রেক করে দেখে নেওয়া যায় প্রকৃতির আর এক আশ্চর্য বোল্ডার থেকে বোল্ডারে ঝাঁপিয়ে দু'টি টিলার পেছন থেকে ১৫০ ফুট নিচুতে পড়ে পাহাড় ফাটিয়ে গিরিখাদ গড়ে বয়ে চলা বৈতরণী নদী। পাহাড়ের গা দিয়ে আধ কিমি দূরে কুণ্ডরূপী পাথরে ঘেরা দুরন্ত ঘূর্ণি অর্থাৎ **ভীমকুণ্ড**। হাল্কা সবুজ জলের কুণ্ডের গভীরতা ২৬০ ফুট। বৈতরণী এখানে অন্তঃসলিলা। জনশ্রুতি, ভীমকুণ্ডের তলা দিয়ে পাতালে গমন করেছে বৈতরণী। তবে, পাহাড়ের ফাটলে অদৃশ্য হয়ে আবার ৩ কিমি দূরে দৃশ্যমান হয়েছে বৈতরণী নদী। চলতে-ফিরতে ভাল্লুক ও হাতির দর্শন মেলাও অস্বাভাবিক নয়—বিশেষ করে রাতে। আর আছে মন্দির, বাংলোর অদূরে—দেবতা শিব। শাল-মহুয়া-পিয়াশাল-কেন্দু-অর্জুনে ছাওয়া আরণ্যক পরিবেশে থাকারও ব্যবস্থা মেলে সেচ দপ্তরের ২ ঘরের বাংলোয়। কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় করঞ্জিয়া হয়ে চলায় সুবিধা—দূরত্ব ৩৫৮ কিমি। আর রেল যাত্রায় ধৌলী এক্সে যাজপুর-কেওনঝড় রোড পৌঁছে কেওনঝড়ের বাসে ৯০ কিমি দূরের ধোকোট নেমে বাস বা ট্রেকারে ১৯ কিমি দূরের পাটনা পৌঁছে নিজস্ব ব্যবস্থায় গাড়ি বা জিপে ১৮ কিমি গিয়ে ভীমকুণ্ড। তৈজসপত্র মিললেও রেশন পাটনা থেকে সঙ্গী করতে হয়। আর থাকার জন্য সাধারণ *হোটেল* ও *PWD*-র *বাংলো* মেলে করঞ্জিয়ায়। ময়ূরভঞ্জ জেলার ছোট্ট শহর করঞ্জিয়া। করঞ্জিয়ার দুই বিপরীত দিকে খিচিং ও ভীমকুণ্ডের অবস্থান। বাসও আসছে কলকাতায় সকাল ও সাঁঝে করঞ্জিয়া থেকে।

সিমিলিপাল

জাতীয় সড়ক ৫ আর ৬-এর সংযোগে বাংরিপোশি পেরুতেই ঘাট রোড অর্থাৎ পাহাড় চড়েছে NH-6. পাহাড় শুরুতেই মন্দির হয়েছে বনের দেবী *বাংরিপোশির*। চলার পথে গাড়ির চালকেরা পূজা দেন দেবীর। জনশ্রুতি, দেবীকে তাচ্ছিল্য করে এপথে চলতে গিয়ে বিকল হয়ে পড়ে যন্ত্র।

তবে দেবীর পূজা দিতেই বিকল যন্ত্রও সচল হয়ে চলতে শুরু করে আবার। NH-6 ধরে ৬১ কিমি যেতে যোশীপুর— অর্থাৎ সিমিলিপাল জাতীয় উদ্যানের তোরণদ্বার। ২৭৫০ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে এই জাতীয় উদ্যান। কোর এলাকা তার ৮৪৫ বর্গ কিমি। গহীন বন, অপরূপা মোহময় পরিবেশ। আয়তনে যেমন বৃহত্তম তেমনি সুন্দরতমও বটে ভারতের অন্যতম জাতীয় উদ্যান সিমিলিপাল। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মহানদী। ১৯৭৯তে গড়ে তোলা সিমিলিপাল ১৯৮০তে জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পরেছে। আর ১৯৮৩তে কোর এলাকার ১১৭ বর্গ কিমি নিয়ে ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে উঠেছে জাতীয় উদ্যানে। ১৯৯৩-এর সুমারিতে ২৩ পুরুষ, ৪১ স্ত্রী, ১৮টি শাবক অর্থাৎ ৮২টি বাঘের বাস সিমিলিপালে। ৭৫৭ মি থেকে ৯৪৬ মিটারের মধ্যে এর উচ্চতা। উত্তর আর পশ্চিম ঘিরে রেখেছে জাতীয় সড়ক ছয়। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২৯১ কিমি।

বাস যাচ্ছে ওড়িশা সরকারের (ORT[illegible]০০টায় কলকাতার বাবুঘাট ছেড়ে ১২-৪৫এ যোশীপুর পৌঁছে কেওনঝড় হয়ে বারবিলের। ফেরে ১৭-০০টায় বারবিল ছেড়ে কেওনঝড় হয়ে ২২-০০টায় যোশীপুর পৌঁছে পরদিন সকাল ৮-০০টায় কলকাতায়। প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে হাওড়া পুল থেকে সোম, বুধ ও শুক্রবার ১৯-০০টায় ছেড়ে রাতভর জার্নিতে যোশীপুর হয়ে করঞ্জিয়া ও কেওনঝড়ের। আবার ট্রেনে হাওড়া থেকে বালাসোর পৌঁছেও সড়ক পথে বারিপাদা বা যোশীপুর যাওয়া চলে। বালাসোর থেকে যোশীপুরের দূরত্ব ১২০ কিমি। আর যোশীপুর থেকে ভুবনেশ্বর ৩২৩, কেওনঝড় ৭০, বাদামপাহাড় ১৭, হাতা ৮৪, টাটানগর ১০৪ কিমি।

রাজ্যের উত্তর-পুবে কেন্দু, মসুয়া, কদম, চম্পা ও শাল-বীথিকায় ছাওয়া সবুজ জাতীয় উদ্যান সিমিলিপাল। বসন্তের সমাগমে লিলি, নাগেশ্বর ও অর্কিড মোহময় করে তোলে সিমিলিপালকে। ৫০১ রকমের লতা-উদ্ভিদ, ১০২ ধরনের বৃক্ষ, ৮২ ধরনের অর্কিড দেখতে মেলে সিমিলিপালে। ২৩১ ধর্মী পাখির বাস সিমিলিপালে। কথাবলা পাখি ময়না, ময়ূর, বাঘ, চিতা, নেকড়ে, চার শিঙের অ্যান্টিলোপ, হরিণ, প্যান্থার, শম্বর, চিতল, হাতি, হায়েনা, ভালুক, শেয়াল, নীলগাই দেখতে মেলে সিমিলিপালে। ৯১ কিমি দূরে ৯৪৬ মি উঁচু মেঘাসনি চুড়োটিও পায়ে পায়ে অভিযান করে ফেরা যায়। খুবই পর্যটক প্রিয় এই চুড়ো। সিমিলিপালের আর এক অতীত খৈরী আজ আর নেই। খৈরীর পালকপিতা

SIMILIPAL TIGER RESERVE

BISOI
N.H. 6
N H 6
BANGIRIPOSI
N.H. 6
N.H. 5
CHAHALA
PITHABATA
BAREHIPANI
JORANDA
JOSHIPUR
BARIPADA
TO UDALA
TO BALASORE
NAWANA
TO BOMBAY
GURGUDIA
BAKUA
DHUDRUCHAMPA
KABATGHAI
KARANJIA
N
JENABIL
U.B.KANDA
MEGHASAN
THAKUR MUNDA
Bungalow
Range Headquarter
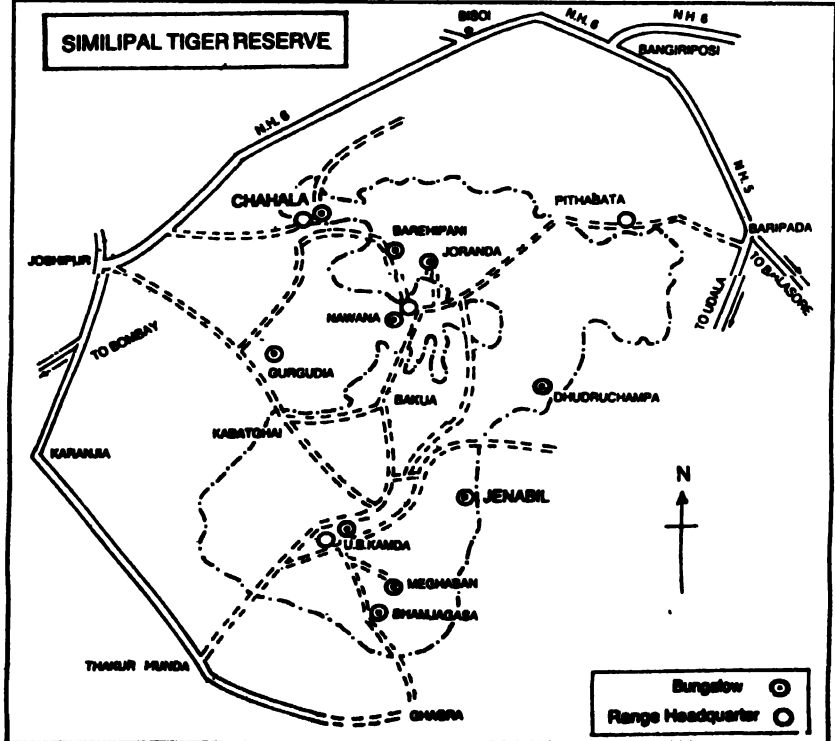
সরোজ রায়চৌধুরী মহাশয়ও আজ লোকান্তরিত। তবে বয়ে চলেছে খৈরী নদী আজও যোশীপুরে। যোশীপুর বাজার থেকে কেওনঝড়মুখী ৩ কিমি যেতে Assistant Conservator of Forests, Similipal National Park, Joshipur-757034, ✆ (06797) 2224 থেকে অনুমতি মেলে বন প্রবেশের। বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে জুন মাসের প্রথম। আর লাগে বনে অবস্থানের ফি—ভারতীয়দের দিন প্রতি ৫, ছাত্রদের ৫০% ছাড় মেলে। গাড়ি ও ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে।

প্যাকেজ ট্যুরেরও প্রচলন হয়েছে বন্যপ্রাণী, জলপ্রপাত, ফুলে ছাওয়া উপত্যকা, আকাশছোঁয়া শৈলশিখর, হিমগহ্বর তথা বৈচিত্র্যের সম্ভারে গড়া সিমিলিপাল দেখিয়ে আনতে ৪ সিটের লাক্সারি জিপে ১ দিন ১ রাতের সফরে ২০০ কিমি পরিক্রমায় যাতায়াত, অবস্থান ও আহারসহ ৬০০, প্রতিজনা। আর যথেষ্ট যাত্রী (১৬) হলে সকাল ৮-০০টায় ছেড়ে রাত ২০-০০টায় যোশীপুর ফেরে ২৫ সিটের লাক্সারি বাস, জনাপ্রতি ৬০ টাকায়। আহারও মেলে অগ্রিম অর্ডারে। বুকিং: ডেপুটি প্রোজেক্ট ম্যানেজার, আর অ্যাণ্ড ডি (ট্যুরিজম), সিমিলিপাহাড় ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লি, যোশীপুর, জেলা: ময়ূরভঞ্জ-757034.

থাকার জন্য জাতীয় উদ্যানে বেশ কয়েকটি *Forest Rest House* ও *Cottage* আছে সিমিলিপাল জাতীয় উদ্যানে। যোশীপুর থেকে ৪০ কিমি ভেতরে *Chahala*-তে চার বেডের স্যুইট ২০০, করে; ৪৪ কিমি দূরের *Eucalyptus Villa*-য় চার বেডের স্যুইট ১৭৫; ৪৪ কিমি দূরের *Camp House*, Kairakacha-য় দুই বেডের ঘর ও স্যুইট; ৫৬ কিমি দূরের *Falview RH*, Barehipani-তে দুই বেডের স্যুইট ৩০০; ৬৩ কিমি দূরের Nawana-য় দুই বেডের স্যুইট ১০০, ১৭৫; ৭১ কিমি দূরের *Falview Retreat*, Joranda-য় চার বেডের ঘর ৩০০; ৬২ কিমি দূরের *Log RH*, Jenabil-এ দুই বেডের স্যুইট; ৮০ কিমি দূরের *Upperarakamra RH*-এ বিছানা ছাড়া তিন বেডের ঘর। এদের কাছে বাসনপত্র মিললেও আহার্য নিজ ব্যবস্থায় যোশীপুর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয়। ঘরের জন্য ৫০% টাকা Field Director, Similipal Tiger Reserve, Baripada, Orissa নামে Bank Draft on SBI, Baripada-757002, ✆ (06792) 52593-কে লিখুন যথেষ্ট আগে থেকে। আর ২৮ কিমি দূরের *Gurguria FRH*, ৯৫ কিমি দূরের *Bhanjabasa FRH*, ৮৫ কিমি দূরের *Dhudruchampa FRH*-এর বুকিং-র জন্য Deputy General Manager, Similipahar Forest Development Corpn Ltd, Baripada-2-কে লিখুন। নিজস্ব ব্যবস্থায় যাতায়াত। আবার দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় বারিপাদা থেকে সিমিলিপাল। জিপও মেলে ১৫০০ টাকায় (যাতায়াত) সিমিলিপাল দর্শনে। উৎসাহীরা Hotel Ambika, Baripada-757001, ✆ (06792) 52557-এর সাথে যোগাযোগ গড়তে পারেন।

আবার যোশীপুর থেকেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় জাতীয় উদ্যান। ডজনখানেক প্রাইভেট জিপ মেলে ভাড়ায়। কিমি প্রতি ৮, রাতের অবস্থানে ৫০, অতিরিক্ত লাগে। ২০০-২৫০ কিমি পরিক্রমায় সাঙ্গ করা যায় বনবিহার। আবার সকালে গিয়ে সাঁঝে যোশীপুর থেকে জিপে ৭০০-৮৫০ টাকায় সিমিলিপাল বেড়িয়ে ফেরা যায়। ভোর থেকে দুপুর ১৪-০০টায় প্রবেশাধিকার মেলে জাতীয় উদ্যানে। তবে, বন্যজন্তু দেখার জন্য প্রত্যূষ বা গোধূলি আদর্শ।

থাকার জন্য যোশীপুরের কনজারভেটর অফিস লাগোয়া *খৈরী নিবাস ফরেস্ট রেস্ট হাউসটি*ভালই। দু'বেডের স্যুইট ১৫০, করে। আর আছে বাজারান্তে NH-6, যোশীপুর-757034-এ ডা. এস রায়ের ১১ ঘরের *ট্যুরিস্ট লজ*, DAB ১২০-১৮৫, TCB ১৭৫, NH-6 *Inspection House*-ও আছে যোশীপুর বাজারে। এছাড়া যোশীপুর থেকে ৩৬ কিমি দূরে রায়রামপুরে *Nishamani L* ও *Saha L*; তেমনই যোশীপুর ও বারিপাদার মাঝে বাংরিপোশিতেও থাকার নানান ব্যবস্থা মেলে।

তবে বনবাস-লিপ্সুদের উচিত হবে সরাসরি বনে পৌঁছে অবস্থান করা। থাকার জন্য পাহাড় চুড়োয় ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসে [illegible]া *বরেহিপানীর বাংলোটি* মনোরম। কাছেই ওয়াচ টাওয়ার। বাংলোর বিপরীতে ৪৪০মি উঁচু থেকে ঝরনা নামছে। বুড়িবালামেরও জন্ম এই ঝরনা থেকে। হাতির রাজ্য *আপার-বড়াকামড়া* ও *জেনাবিল ফরেস্ট রেস্ট হাউস* দু'টিই বন্যজন্তু দেখার পক্ষে আকর্ষণীয়। তবে, বন্যজন্তু দর্শনে আরও বেশি আদরণীয় দুই রেস্ট হাউসের মাঝ দূরত্বে *দেবস্থলী ভিউ টাওয়ার।* চারপাশে পাহাড়— মাঝে সবুজে ছাওয়া বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সাঁঝে হাতির যূথ, শম্বর ছাড়াও নানান জন্তু নেমে আসে ভিউ টাওয়ারের চারপাশে। আর ময়ূরভঞ্জের রাজার গ্রীষ্মাবাস *চাহালা বাংলোটিও* চমৎকার। তেমনই আর এক সুন্দর পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে ১৫০মি উঁচু থেকে নামা জোরাণ্ডা জলপ্রপাত। প্রপাতের জলে রঙের বর্ণালী সেও রমণীয়। বরেহিপানি থেকে ১৩ কিমি দূরের নওয়ানা হয়ে জোরাণ্ডার দূরত্ব ২১ কিমি। আর একান্তই উচিত হবে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক নিয়ে বনবাসে যাওয়া।

যোশীপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে ফরেস্ট অফিসের পথে ২½ কিমি গিয়ে রামতীর্থও বেড়িয়ে নিতে পারেন। লোকশ্রুতি, বনবাসকালে রামচন্দ্র এখানেও আসেন, পায়ের ছাপটিও নাকি শ্রীরামের। মকর সংক্রান্তিতে মেলা বসে। এরই লাগোয়া কুমির প্রকল্প আর এক দ্রষ্টব্য।

বারিপাদা: সিমিলিপালের সংযোগকারী ময়ূরভঞ্জ জেলার সদর বারিপাদার আর এক আকর্ষণ রথ—আকারে ছোট হলেও ঐতিহ্য ও আড়ম্বরে পুরীর পরেই এর স্থান। তেমনই চৈত্র সংক্রান্তিতে ৩ দিন ধরে *ছৌ* নাচের বর্ণাঢ্য আসরও বসে বারিপাদায়।

পথও গিয়েছে বারিপাদা থেকে সিমিলিপালে। ফরেস্ট রেস্ট হাউসের বুকিংও কেন্দ্রীভূত হয়েছে বারিপাদায়। থাকারও নানান ব্যবস্থা বারিপাদায়। বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩ মিনিটের পথে পোস্ট অফিস লাগোয়া Baripada-757001-এ— *H Bishram*, SAB ৬৫, DAB ১২৫; পাশেই *H Ambika*, ✆ 52557, DAB ১৫০, টিভি সহ ১৭৫ A/c D ২৭৫-৪০০, ৩০, অতিরিক্তে এয়ার কুলার মেলে; ১ কিমি দূরে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে *H Durga*, ✆ 52338, DAB ১৫০-২২৫ A/c D ৩০০; *H Siddhartha*, ✆ 52818, S ৮০, D ১৫০,

T ১৭৫। আর আছে সাধারণ সাজে— *H Ashirvad, H Mayura, Ganesh Bhawan, Apsara L, Kalika L, Binod Bhawan;* এদের কাছে S ৪০-৬৫ D ৮০-১৫০ টাকায় মেলে। *CH, PWD IB*-ও আছে বারিপাদায়।

বাসও আসছে কলকাতার বাবুঘাট থেকে ১৬-০০, ১৬-৩০, ১৮-০০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় বারিপাদায়। এছাড়াও বাস যাচ্ছে আরও ছয় কলকাতা থেকে ২৫৩ কিমি দূরের বারিপাদায়। তবুও যেন ধৌলী এক্স বা ইস্ট কোস্ট এক্সে বালাসোর পৌছে নন-স্টপ/ এক্স বাসে ১ ঘণ্টায় ৫১ কিমি দূরের বারিপাদায় চলায় সুবিধা। ৪-৪৫ থেকে ২৩-২০তে মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে বারিপাদা থেকে বালাসোর, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর। বাস যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর চন্দনেশ্বর হয়ে দীঘা (সীমান্তে)। কলকাতায় যাচ্ছে বাস ৫-০০, ৫-১৫, ৫-৩০, ৯-৩০, ১৩-০০, ২২-০০, ২৩-০০টায়; আরও ৩ বাস যাচ্ছে দূরান্ত থেকে এসে বারিপাদা হয়ে। আর রেল যাচ্ছে খড়্গপুর-বালাসোর রেলপথের রূপসা জং থেকে ৬-৪৫ ও ১৮-৩০এ ন্যারো গেজে রূপসা-বারিপাদা-বাংরিপোশি শাখা লাইনে।

সিমিলিপাল অর্থাৎ চাহালার দূরত্ব ৮৩, নওয়ানা ৬০, বরেহিপানি ৭৩, জেরাণ্ডা ৬৪, গুরগুরিয়া ১০২, জেনাবিল ৮৬, আপারবড়াকামড়া ১০৫, মেঘাসনি ১১৬, ভঞ্জবাসা ১২০, দুধরুচম্পা ৬৪ কিমি বারিপাদা থেকে।

হরিপুর: বারিপাদা থেকে ১৬ কিমি দূরে ময়ুরভঞ্জ রাজাদের রাজধানী শহর হরিপুর দেখে চলা যায়। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা হরিহর ভঞ্জর গড়া নগরীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে ইঁটে গড়া রসিক রায় মন্দিরটিতে অভিনবত্ব আছে।

বাংরিপোশি: বারিপাদা থেকে ৬১, যোশীপুর ৬০ আর কলকাতার ২৩০ কিমি দূরে NH-6 এ শান্ত-স্নিগ্ধ বাংরিপোশি। নদী-পাহাড় আর গহন অরণ্য মিলেমিশে গড়ে তুলেছে এক স্বপ্নরাজ্য। প্রকৃতির রূপ-রস-বাস-এর এক আশ্চর্য সমীকরণ। বাংরিপোশির চারপাশ ঘিরে বিদ্যাভাণ্ডার, পাথরকুসি, অর্ধেশ্বর, বুড়াবুড়ি ছাড়াও নানান পাহাড়চুড়ো প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। আদিবাসীদের বাস—বুক চিরে বয়ে চলেছে বুড়িবালাম নদী। তারই মাঝে কান জুড়ানো পাখির কূজন, আদিবাসী রমণীর লাজুক হাসি; সবই যেন পটে আঁকা ছবি। ৪ কিমি দূরে পাহাড় চড়ে বনদুর্গা অর্থাৎ দেবী বাংরিপোশির মন্দির। হাতির পিঠের এই দেবী খুবই জাগ্রতা। এপথ চলতে দেবীর আশিস মাগেন গাড়ির চালক থেকে যাত্রী। বাস স্ট্যান্ডের সামনে পাহাড় চড়ে শিবমন্দির। ২ কিমি দূরে ঠাকুরানী হিলস, ৮ কিমি দূরে বারসোই, ১৩ কিমি দূরে কানচিণ্ডার মোহিনী রূপও দেখে নেওয়া যায়। সিমিলিপালও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাংরিপোশি থেকে। ছয় যাত্রীর জিপ যাচ্ছে—যাতায়াত ১২৫০।

থাকারও নানান ব্যবস্থা বাংরিপোশিতে—OTDC-র ৪ ঘরের *পান্থশালা,* DAB ৮০ ডর্মি বেড ২০, অবু: Tourist Officer, Orissa Tourism, Baghra Rd, Baripada, Dist-Mayurbhanj, ✆ (06792) 52710; ৪ ঘরের *মুখার্জি হোটেল,* DAB ১০০-১৫০; আর এক বাঙালি সংস্থা *Similipal Resort,* Bangriposi, Mayurbhanj-757032, SAB ১৫০ DAB ২৫০, আহার্যও মেলে রিসর্টে, অবু: B D Enterprise, 173/1, Block G, New Alipur-53, ✆ 4783700.

যাতায়াতে বাবুঘাট থেকে ৫-৩০টায় ORT-র বারবিলের বাস, ৬-০০ ও ৭-০০টায় করঞ্জিয়ার বাস; আগরওয়ালা কোম্পানির ২টি বাস ছাড়াও নানান বাস যাচ্ছে ঘণ্টা ছয়েকে কলকাতা থেকে বাংরিপোশি। আর রেলযাত্রীদের হাওড়া থেকে বালাসোর পৌছে বাসে বাংরিপোশি বা ৬-৪৫এ রূপসা ছাড়া রূপসা-বারিপাদা-বাংরিপোশি শাখা রেলে ৮-৫৫য় বারিপাদা থেকে ন্যারো গেজ ট্রেনে ৩ ঘণ্টায় বা বাসেই চলা যেতে পারে বারিপাদা থেকে বাংরিপোশি।

হাতিবাড়ি: বাংলা-বিহার-ওড়িশা সীমান্ত জুড়ে সুন্দর প্রকৃতির বুকে অনবদ্য হাতিবাড়ি। পাহাড় পাহাড়—আরণ্যক পরিবেশ, নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা নদী। নৌকাবিহারও করা যেতে পারে জেলে নৌকায় চেপে। শাল, সেগুন, ইউক্যালিপটাস, আকাশমণিতে ছাওয়া রূপসী হাতিবাড়ির রূপের তুলনা হয় না। চেনা-অচেনা নানান পাখপাখালির কলকাকলি মধুময় করে তোলে পরিবেশকে। বনবাংলোটি সেও আর এক বিউটি স্পট হাতিবাড়ির। সীমান্ত এলাকা, চেকপোস্ট বসেছে—দোকানপাটের ভিড়, গাড়িঘোড়ার জটলা দিনরাত জুড়ে। বাসও যাচ্ছে NH 6 ধরে কলকাতা থেকে ঘণ্টা আটেকে হাতিবাড়ি অর্থাৎ জামসোলা হয়ে ওড়িশা রাজ্যের নানানদিকের। কলকাতা থেকে NH 6-এ খড়্গপুর ১৩২, লোধাশুলি ১৬৬, চিচিড়া ১৮৪, জামসোলা ২০৭, বাংরিপোশি ২৩০ কিমি দূরে। বাংলা-বিহারের চেকপোস্ট চিচিড়া হলেও বিহার-ওড়িশার চেকপোস্ট জামসোলা-র রমরমা। হাতিবাড়িরও পথ গিয়েছে NH 6-এ জামসোলা রেখে ১ কিমি গিয়ে বাঁয়ে মোরাম বিছানো পথে ৩ কিমি যেতে মনোরম পরিবেশে *হাতিবাড়ি ফরেস্ট রেস্ট হাউস,* অবু: DFO, Midnapur-West, Jhargram. ছোট্ট অবকাশ যাপনে হাতিবাড়ি অনন্য।

লুলুং: বারিপাদা থেকে ৩৮ কিমি দূরে সিমিলিপাল টাইগার প্রোজেক্টের অংশ লুলুং। বৈচিত্র্যের অভাব ঘটলেও সবুজে ছাওয়া পাহাড় ঢালে আরণ্যক শোভার জন্য লুলুং-এর প্রশস্তি। শাল-মহুয়া-দেবদারুতে ছাওয়া—পাহাড়-পাহাড় লুলুং-এর ৭ কিমি অরণ্য অন্দরে ৩০০ মি উঁচুতে OTDC-র ১০ ঘরের *Lulung Aranyanivas*-এ DAB ১৫০ ডর্মি বেড ২৫ টাকায় থাকা। আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। অবু: Tourist Officer, Baghra Rd, Baripada, PC-757001, ✆ (06792) 52710. বা Asstt Tourist Officer, Lulung, ✆ (06792) 53297 বা Orissa Tourism, 55 Lenin Sarani, Cal-13, ✆ 2443653 থেকেও আংশিক বুকিং মেলে। বিজলী বাতিও জ্বলছে সোলার এনার্জিতে বাংলোয়। এমনকি নেচার ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করে এরা। কল বুকিং: পাগমার্ক, ১০ মেহের আলি লেন, পার্ক সার্কাস। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী পলপলা। ছোট্ট অবকাশ যাপনের মনোরম পরিবেশ। যাতায়াতে নিজস্ব গাড়ির অভাবে শ'দুয়েক

টাকায় অ্যাম্বাসাডর মেলে বারিপাদায়। ফেরার অগ্রিম অর্ডারে গাড়ি গিয়ে যাত্রী আনে। বনে প্রবেশের অনুমতি মেলে প্রবেশ ফটকে। বাংলো থেকে ৩ কিমি দূরে কালিপাহাড়, শ্বেত-শুভ্র ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে; ঝরনার জলে সৃষ্ট সীতাকুণ্ড সেও আর এক রমণীয়। সঙ্গে জিপ থাকলে সিমিলিপালও বেড়িয়ে ফেরা যায় লুলুং থেকে। আর হয়েছে সিমিলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পে ঢুকতে পিথাকোটা চেকপোস্ট পেরিয়ে লুলুং-এর সন্নিকটে গাছগাছালির চক্রব্যূহে বেসরকারি হোটেল *পলপলা রিট্রিট*।

খিচিং

জাতীয় উদ্যান ভ্রমণার্থীদের যোশীপুর থেকে ৪৫, কেওনঝড়ের ২৭ কিমি দূরে অতীতের ময়ূরভঞ্জ রাজাদের রাজধানী শহর খিচিং বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যদিও আজ আর গরিমা নেই তার তবে রাজাদের গৃহদেবতা কিচকেশ্বরীর মন্দিরটি ভক্তজনেদের সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে আজও। ১২—১৫-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের। ১০ শতকের মূল মন্দিরটি আজ বিধ্বস্ত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেও আজকের মন্দিরটি গড়েন নতুন করে মূল মন্দিরের আঙ্গিকে। বৈচিত্র্য আছে এর গঠন-শৈলীতে। ২২ মি উঁচু এই মন্দির ক্লোরাইট পাথরে তৈরি। মূল মন্দির অর্থাৎ রাজদেউলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আরও একাধিক মন্দির। দুর্গা, চামুণ্ডা, নটরাজ, শিব, সূর্যদেব, বাসুদেব, লাকুলিসা, ধ্যানীবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, নাগ-নাগিনী মূর্তিও রয়েছে খিচিং-এ। মন্দির চত্বরের মিউজিয়মটিও পর্যটকদের দেখে নেওয়া উচিত হবে। গান্ধার যুগ থেকে সংগ্রহ রয়েছে মিউজিয়মে। সোমবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। আর খিচিং ভ্রমণের স্মারক রূপে স্থানীয়দের তৈরি পাথরের সামগ্রী সঙ্গী করতে পারেন। ময়ূরভঞ্জের ছৌ নাচেরও প্রশস্তি আছে নৃত্য-রসিকদের কাছে। উৎসাহীরা বারিপাদা জেলার PRO-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তেমনই উৎসাহীরা কুতুইতুণ্ডিতে গ্রানাইট পাথরে তৈরি নীলকান্ত মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন।

যোশীপুর থেকে সকাল ৮-৩০টার একমাত্র বাসে ঘণ্টা দুয়েকে খিচিং পৌঁছে দেবী দর্শন সেরে ১২-০০টায় ঐ বাসেই ফেরা যেতে পারে যোশীপুরে। আবার খিচিং থেকে ১৪-৩০টার বাসে কেওনঝড়ও চলা যেতে পারে। এছাড়াও বাস মেলে ঘুরপথে করঞ্জিয়া হয়ে যোশীপুর/ কেওনঝড়ের। তবে অপ্রতুল বাসের জন্য উল্লিখিত বাস দু'টির যাত্রী হওয়াই উচিত হবে এপথে। উচিতও হবে যোশীপুর বা কেওনঝড় থেকে খিচিং বেড়িয়ে নেওয়া। বাস আসছে ১৪৫ কিমি দূরের বারিপাদা থেকেও খিচিং-এ। আর নিকটতম রেল স্টেশন ৬৭ কিমি দূরের বাদামপাহাড়। থাকার জন্য খিচিং-এ আছে *PWD IB*, অবু: EE, R & B (PWD), Baripada-758028. আর আছে *ধরমশালা।* এছাড়া Sukruli-তে আছে *Revenue RH*, অবু: DM.

এছাড়া বারিপাদা থেকে ১৬ কিমি দক্ষিণ-পুবে অতীতের হরিহরপুরের ধ্বংসাবশেষও দেখে নিতে পারেন। নানান মন্দির; কিছুকাল আগে জেলাসদরও ছিল আজকের হরিপুর। নিয়মিত বাস যাচ্ছে বারিপাদা থেকে হরিপুরে। আর রয়েছে ৪৫০ মি উঁচু থেকে নামা বরেহিপানি জলপ্রপাত ও ১৫০ মি উঁচু ঝরাণ্ডা জলপ্রপাত। যোশীপুর থেকে দূরত্ব ৫০ কিমি। এদেরও আকর্ষণ কম নয় পর্যটকদের কাছে।

সম্বলপুর

উত্তর-পশ্চিম ওড়িশায় NH 42 ও 6এর সংযোগে সম্বলপুর জেলার জেলা সদর সম্বলপুর শহর। রাজা বলরাম দেব প্রতিষ্ঠিত *সামলাই* অর্থাৎ শ্যামলেশ্বরী দেবীর নামে নাম। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে রত্নগর্ভা মহানদী। তেমনই আছে শহরের মাথায় টোপর হয়ে অনুচ্চ বৃদ্ধরাজা পাহাড়ে বৃদ্ধরাজা মন্দিরে দেবতা শিব। ঢালপথে দ্বিশতাধিক সিঁড়ি উঠে পাহাড় থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। তেমনই আছেন বড় জগন্নাথ, ব্রহ্মপুরা, গোপালজী শহরে। বাণিজ্যিক শহর রূপেও খ্যাতি আছে সম্বলপুরের। সম্বলপুরের লোকসংস্কৃতি, তাঁতবস্ত্র, tie & dye print-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি। কাঠের তৈরি খেলনাও যথেষ্ট খ্যাত সম্বলপুরের। সঙ্গীও করা যেতে পারে পশ্চিম ওড়িশা ভ্রমণের স্মারকরূপে। তবুও যেন পর্যটন মানচিত্রে সম্বলপুর অধিকতর খ্যাত—হীরাকুদ, বাদরামা অভয়ারণ্য, হুমা, নৃসিংহনাথের সংযোগকারী জংশন স্টেশন রূপে। দিন পাঁচেকে বেড়িয়েও ফেরা যায় রাউরকেলা সঙ্গে জুড়ে সম্বলপুর। সম্বলপুর আজকের নয়—টলেমির (2nd AD) লেখাতেও উল্লেখ মেলে *মানদা* (মহানদী) নদীর পাড়ে *সম্বলাকা* নামে সম্বলপুরের। সম্ভাল, সুমেলপুর নামও ছিল অতীতকালে সম্বলপুরের। হীরক ব্যবসায় খ্যাত ছিল সেকালে সম্বলপুর।

কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় 8005 হাওড়া-সম্বলপুর-রায়গাড়া-কোরাপুট লিঙ্ক এক্সে ২০-৪০এ হাওড়া ছেড়ে পরদিন ৯-০০টায় সম্বলপুর রোড পৌঁছান। কলকাতায় ফেরে 8006 কোরাপুট এক্স ১৬-১০এ সম্বলপুর ছেড়ে পরদিন ৫-০০টায় হাওড়ায়। আর যাচ্ছে ৬-৫০এ হাওড়া ছেড়ে ১৮-১০এ হাওড়া-সম্বলপুর 8011 ইস্পাত এক্স; ইস্পাত ফেরে ৯-১৫য় সম্বলপুর ছেড়ে ২১-৩৫এ হাওড়ায়। আবার মুম্বাই ভায়া নাগপুরগামী নানান ট্রেনে ৫১৬ কিমি দূরের ঝারসুগুদায় পৌঁছে ঝারসুগুদা-তিতলাগড় শাখা রেলে ৪৯ কিমি দূরের সম্বলপুর চলা যায় ৫-৩০ প্যা, ৭-৪৫, ১০-১০, ১০-৫০, ১৩-১৫ প্যা, ১৬-৫০, ১৭-৩০ প্যা, ২০-৪০এর ট্রেনে। কমবেশি ১½ ঘণ্টার পথ প্যাসেঞ্জারে। তিতলাগড়ের দূরত্ব ১৮২ কিমি, রাউরকেলা ১৫০ কিমি—ট্রেন ও বাস দুই-ই যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায় সম্বলপুর থেকে। ১৯½ ঘণ্টায় ভুবনেশ্বর যাচ্ছে ১২-২০এ 8448 রাউরকেলা-ভুবনেশ্বর হীরাখণ্ড এক্স বলাঙ্গীর/তিতলাগড় হয়ে। ট্রেন যাচ্ছে 8689 বোকারো-আলেপ্পি এক্স সম্বলপুর/তিতলাগড় হয়ে। 1 4 6 দিন হজরৎ নিজামুদ্দিন যাচ্ছে ১৪-৪০এ সম্বলপুর ছেড়ে ঝারসুগুদা/ বিলাসপুর/কাটনী/ঝাঁসী/আগ্রা ক্যান্ট হয়ে ২৬ ঘণ্টায়; সম্বলপুর ফেরে 1 3 6 দিন ৮-৪৫এ নিজামুদ্দিন থেকে।

বাস যাচ্ছে সম্বলপুর থেকে ওড়িশা তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে। রাতভর নন-স্টপ সার্ভিসে OTDC-র লাক্সারি কোচও যাচ্ছে ২২-০০টায় সম্বলপুর ছেড়ে পরদিন ৬-০০টায় ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বর থেকেও ফেরে একইভাবে। নিকটতম বিমান রাউরকেলায়। শহরে চলছে রিকশা ও অটো। ২ কিমির ব্যবধানে ২টি রেল স্টেশন সম্বলপুরে। শহর যাত্রীদের উচিত হবে সম্বলপুর রোডে নেমে রিকশায় শহরে চলা। আর বাস স্ট্যান্ড শহরের প্রাণকেন্দ্রে সম্বলপুর রোড স্টেশন থেকে ১, সম্বলপুর থেকে ১½ কিমি দূরে।

VSS Marg, Sambalpur-768001, STD 0663-এ—*H Uphar,* ✆ 21558, DAB ২০০, A-c D ২৫০, A/c D ৩৫০; *H Sujata,* ✆ 22112, R2B½, SAB ৬৫-১০০, DAB ১২৫-১৭৫, A/c D ৩০০; *Tribeni H,* ✆ 20354, R2B½, S ৮৫, D ১২০-২০০, A/c D ৩৫০; অশোক টকিজের পাশে *Hotel Li-n-Ja,* ✆ 21301, SAB ৬০-৮৫, DAB ১০০-১৭৫, A/c D ৩০০; বিপরীতে *Rani L,* SAB ৬০, DAB ১০০, ডর্মি বেড ২৫; *H Chandramani,* ✆ 21440, SAB ৪৫-৮০, DAB ১০০-১৭৫, FR ২০০; *H Apsara,* ✆ 21366, SCB ৩৫, SAB ৬০-৮৫, DAB ১২৫-২০০, TAB ১৭৫। আর আছে সাধারণ সাজে S ৩৫-৮৫, D ৬৫-১২৫ টাকায়—*Ashoka H, Nataraj H, New Bombay L, H Kalinga, Indrapuri L, City Boarding, Sambalpur L, Mahanadi L, Nanda L;* বাস স্ট্যান্ডে *Transport L* ছাড়াও নানান। *CH, PWD IB, FRH, মারোয়াড়ি ধরমশালা, গান্ধী মন্দিরেও* পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা মেলে। তবুও যেন থাকার জন্য Brook Hill, Sambalpur-768001-এর মনোরম পরিবেশে *OTDC-র Panthanivas,* ✆ 21482, DAB ২০০, A-c D ২৫০, A/c D ৩৫০, ৫০০, অবু: Manager; থাকার পক্ষে রমণীয়। রাজ্য পর্যটনের দপ্তরটিও বসেছে পান্থনিবাসে। পাহাড় থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান।

কনডাকটেড ট্যুর : যথেষ্ট যাত্রী সমাগমে OTDC পান্থনিবাস থেকে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন ১৩—১৬-০০টায় ৩০ টাকায় হীরাকুদ প্রোজেক্ট; রবিবার ৭—২০-০০টায় ১২০ টাকায় নৃসিংহনাথ; শনিবার ১৯—০১-০০টায় ৪৫ টাকায় বাদরামা (উষাকোটি) অভয়ারণ্য বেড়িয়ে আনে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে পর্যটন দপ্তরে।

প্রধানপট : বাদরামা থেকে NH-6 ধরে কেওনঝড়মুখী ৫৯ কিমি গিয়ে দেওগড়ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। কেওনঝড়ের দূরত্ব ১৩৮, সম্বলপুর ৯১, ভুবনেশ্বর ৪১৮ কিমি। বাস চলে এপথে। তবে, উৎসাহীদের উচিত হবে বিকালে প্রধানপট অর্থাৎ ঝরনা দেখে রাতে বাদরামা সেড়িয়ে প্রত্যুষে সম্বলপুর ফেরা। আবার NH-23 ধরে ১৩৪ কিমি দূরের রাউরকেলাও চলা যেতে পারে দেওগড় থেকে বাসে। আরণ্যক পরিবেশ, আদিবাসীদের বাস দেওগড়ে। শহরান্তে জাতীয় সড়কেই সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে ২টি ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে। ১টিতে বিদ্যুৎ হচ্ছে, অন্যটির জল যাচ্ছে শহরে। তেমনই গোপীনাথ, জগন্নাথ, গোকর্ণেশ্বর ছাড়াও নানান মন্দির আছে দেওগড়ে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে দেওগড়ের *বসন্তনিবাস, ললিতা-বসন্ত গেস্ট হাউস, মিউনিসিপ্যাল ট্যুরিস্ট হোম, PWD-র IB-*তে।

হীরাকুদ প্রোজেক্ট: সম্বলপুর থেকে ১৬ কিমি উত্তরে মধ্য প্রদেশ সীমান্তে হীরাকুদে রাজ্যের প্রাণদায়িনী হীরাকুদ প্রোজেক্ট। অতীতে হীরা মিলত *কুদ* অর্থাৎ দ্বীপে—নামটি সেই থেকে। বাসও ছিল আদিবাসী ঝারাদের কুদ থেকে কুদে। তবে সবই আজ জলের তলায়। ২৬.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮০০ মি দীর্ঘ ৫০ মি উঁচু বিশ্বের দীর্ঘতম বাঁধ পড়েছে মহানদীকে বশে আনতে। ৭৪৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত জলাধার অর্থাৎ কৃত্রিম লেকটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। আকারে শ্রীলঙ্কার দ্বিগুণ সম—এই লেক থেকে জল যাচ্ছে কৃষির কাজে ৩.৮০ লক্ষ একর জমিতে। আর বিদ্যুৎ হচ্ছে ১,২৩,০০০ কিলোওয়াট। তেমনই রোধ হয়েছে অভিশপ্ত বন্যা ভারতীয় কারিগরিতে গড়া এই বাঁধে। ১৯৫৭য় ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উদ্বোধন করেন বাঁধ। অভিহিত করেন *তীর্থযাত্রা* বলে বিশাল এই কর্মযজ্ঞকে। ২৫ কিমি দূরে চিপলিমায় মহানদী ৮০ ফুট নিচে নামছে। নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ে মিনি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও হয়েছে চিপলিমায়। আর আছে দেবী ঘণ্টেশ্বরীর মন্দির চিপলিমায়। ধীবরদের দেবী ঘণ্টেশ্বরী—ঘণ্টা বাঁধছেন ভক্তের দল মনোবাঞ্ছা পূরণের মানসে। সম্বলপুর থেকে দূরত্ব ৩৬ কিমি আর ট্রান্সমিশন লাইন বসেছে হীরাকুদ থেকে রাউরকেলায়।

প্রোজেক্ট কলোনিতে ঢুকতেই সিকিউরিটি অফিস থেকে প্রোজেক্ট তথা বাঁধের ২ প্রান্তের ২ পাহাড় চুড়োয় গান্ধী ও নেহরু মিনার চড়ার সঠিক যাত্রী সংখ্যা লিখে অনুমতি নিতে হয় নিখরচায়। মহানদীর দুকূল ছাপিয়ে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়শ্রেণী। মনোহর বাগিচার মাঝে হীরাকুদ প্রান্তে ৮০ ধাপ চড়ে ঘূর্ণমান গান্ধী মিনার থেকে নয়নলোভন লেকের দৃশ্য বিমোহিত করে। তেমনই ৫ কিমি দীর্ঘ বাঁধ পেরিয়ে অপর প্রান্তের বারলায় আর এক পাহাড় চুড়োয় নেহরু মিনার। থাকারও ব্যবস্থা মেলে সুন্দর পরিবেশে পাহাড় চুড়োয় নেহরু মিনার লাগোয়া *লাক্সারি গেস্ট হাউস* ও *অশোক যাত্রীনিবাসে।* এদের বুকিং: Superintending Engineer, Hirakud Dam Circle, Burla, Sambalpur. তবে, আকর্ষণে গান্ধী মিনার আদরণীয় হবে। গাড়িও পৌঁছায় মিনারে। সূর্যদেব পাটে যেতে হীরাকুদের আলোকমালা—সেও আর এক রমণীয়। দেখার সময়: মার্চ থেকে অক্টোবরে ৮—১২-০০ ও ১৫—১৮-০০; নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ৬—১৭-০০টায়। তবে, অনুমতির জন্য সিকিউরিটি দপ্তর মার্চ থেকে জুনে ৭—১১-০০ ও ১৫—১৭-০০; জুলাই থেকে অক্টোবর ৮—১২-০০ ও ১৫—১৭-০০; নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ৮—১২-০০ ও ১৪-৩০—১৬-৩০টায় খোলা থাকে। বিশেষ অনুমতিতে পাওয়ার হাউসও দেখে নেওয়া যায়। লেকের জলে বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। বাঁধের ছবি তোলা কঠোরভাবে মানা। ক্যামেরাও জমা রাখতে হয় বাঁধের মুখে লক গেটে। ট্যুরিস্ট

অফিসার, সম্বলপুর থেকেও সহযোগিতা মেলে হীরাকুদ দর্শনের অনুমতি লাভে। চলার পথে সম্বলপুর অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরিটিও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা।

হাওড়া-মুম্বাই ভায়া নাগপুর রেলপথের ঝাড়সুগুদা থেকে শাখা লাইন যাচ্ছে সম্বলপুর হয়ে তিতলাগড়ে। এই শাখা রেলেই হীরাকুদ স্টেশন, ১০ কিমি দূরে প্রোজেক্ট। সংযোগকারী যানের অভাবহেতু যাতায়াতে সম্বলপুরই সুবিধার। পর্যটকদের উচিতও হবে সম্বলপুর থেকে জিপ ২৫০-৩০০, অটো ১২৫-১৭৫ টাকায় হীরাকুদ বেড়িয়ে নেওয়া। বাসও যাচ্ছে লক্ষ্মী টকিজের বিপরীত থেকে। যথেষ্ট যাত্রী সমাগমে OTDC প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে পান্থনিবাস থেকে হীরাকুদে।

বাদরামা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি: সম্বলপুর-দেওগড় NH 6-এ সম্বলপুর থেকে ৩৮ কিমি যেতে বাদরামা। জাতীয় সড়কে বাদরামা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে অভয়ারণ্যের প্রবেশ-অনুমতি, গাইড ও সার্চ-লাইট নিয়ে চলা যেতে পারে বন অভিসারে। বিপরীতে ২ ঘরের *ফরেস্ট বাংলো*। অবু: DFO, Bamra, Dist-Sambalpur, Orissa. অদূরেই স্যাঙ্কচুয়ারির প্রবেশ-দ্বার।

অতীতের **উষাকোটি** আজ হয়েছে বাদরামা। নাম বদলের সাথে সাথে আয়তনও বেড়েছে স্যাঙ্কচুয়ারির। ৭৫০ মিটারের অধিক উচ্চে ৩৭০ বর্গ কিমি জুড়ে স্যাঙ্কচুয়ারি। ১৯৬২তে অভয়ারণ্যের শিরোপা চেপেছে উষাকোটির ভালে। শালে ছাওয়া মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের গহীন অরণ্যে ১৪টি বাঘ, ৫০০-রও অধিক হাতি, ব্লাক প্যান্থার, শম্বর, বাইসন, গৌর, ময়ূর, বন্য কুকুর, বন্য মহিষ, নানান প্রজাতির হরিণ ছাড়াও নানান বনচরের বাস বাদরামায়। তেমনই পাখিদের কল-কাকলি সারা অরণ্য জুড়ে। ফ্লাইং স্কাইরেল বা উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী বাদরামার এক বিশেষ আকর্ষণ। ৩টি ওয়াচ টাওয়ারও হয়েছে—মিষ্টি জলের ৩ পুকুর পাড়ে। গ্রীষ্মের খর তাপে বনচরেরা আসে মিষ্টি জলে তৃষ্ণা মেটাতে। চলতে-ফিরতেও দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয় গাড়িতে বসে। রেঞ্জ অফিস থেকে ১ম-টির দূরত্ব ৮ কিমি, ২য়-টির ১৪, আর ৩য়-টির অবস্থান ৩৬ কিমি দূরে। উঁচু-নিচু বনভূমি। টু-হুইলার জিপ ৩য় টাওয়ারের পথ চলতে অক্ষম। তাই উৎসাহীদের উচিত হবে রাতের আহার্য সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় সম্বলপুর ছেড়ে সারা রাতের প্রোগ্রামে শ'পাঁচেক টাকায় ফোর হুইলার জিপের যাত্রী হওয়া। আর যথেষ্ট যাত্রী হলে OTDC পান্থভবন থেকে সন্ধ্যায় যাচ্ছে বাদরামা প্যাকেজে। বাসও চলে জাতীয় সড়ক ধরে বাদরামা হয়ে। নভেম্বর থেকে জুন বাদরামা দর্শনের মরসুম।

হুমা: সম্বলপুর থেকে ৩২ কিমি দক্ষিণে হুমাও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। শৈবতীর্থ রূপে হুমার প্রসিদ্ধি। ওড়িশার স্বকীয়তা থেকে সরে গিয়ে বেশ কয়েকটি মন্দিরের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে হুমার মন্দিররাজি। সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম পিসার টাওয়ারেরই প্রতিরূপ যেন। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে নজিরহীন প্রতিটি মন্দিরই হেলে থাকা। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে বলবীর সিংহ চৌহানের তৈরি ৪৭ ডিগ্রী হেলে থাকা মূল মন্দিরে দেবতা বিমলেশ্বর শিব। দেবতাও হেলানো। তবে, মন্দিরের চুড়োটি হয়েছে সিধে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে মহানদী। জলে আহার্য দিলে কুডো মাছেদের দর্শন মেলে। তবে, ধরাছোঁয়ার বাইরে শিবের চ্যালা এই মাছেরা। ছোট ছোট টিলা, নদী চলে এঁকেবেঁকে; তারই মাঝে দেশী নৌকায় বিহার করে নেওয়া যায়। পরিবেশ মাধুর্যে ভরা। ২৯ কিমি বাস বা ট্রেকারে গিয়ে ৩ কিমির গ্রাম্যপথ পায়ে পায়ে চলা যায় হুমা দর্শনে। তবে, শ'দুয়েক টাকায় জিপে সাঙ্গ করা যায় হুমা সফর।

নৃসিংহনাথ: রামায়ণের পবনপুত্র হনুবাহিত হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বতের উত্তর ঢালে সম্বলপুর ও বোলাঙ্গী জেলা সীমান্তে নৃসিংহনাথ। অসুরদের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ—বিষ্ণু এলেন অসুর বিনাশ করতে ধরাধামে। অসুরকুল মূষিক হয়ে আত্মগোপন করে এই পাহাড়ে। বিষ্ণুও আধা মার্জার আধা সিংহের রূপ ধরে মূষিক নিধনে পাহাড়ে এলেন। স্মারকরূপে ১৪১৩য় ভৈজাল দেও-এর তৈরি মন্দিরে কিংবদন্তীতে ঘেরা দেবতা নৃসিংহনাথ। দেবতা নৃসিংহনাথ অর্থাৎ বিষ্ণু এখানে মার্জারকেশরী বা বিড়াল-সিংহ—দেহ সিংহের, মাথাটি বিড়ালের। কষ্টি পাথরের দেববিগ্রহ। তবে, ফুলের বেড়াজালে অবয়ব সাধারণের অগোচরে। মন্দিরের ভাস্কর্যও সুন্দর। পাথরের দরজায় গজলক্ষ্মীর মূর্তি, জয় ও বিজয়, বামন, নৃসিংহ, বরাহ মূর্তিগুলিও অনবদ্য। আর আছেন মন্দিরের কাছেই দুর্গা, গণেশ ও দ্বারপাল। পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের কাছে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মূর্তির ভাস্কর্যও সুন্দর। ভক্তজনদের অন্নপ্রসাদও মেলে পংক্তিভোজনে মন্দিরে। দোল পূর্ণিমার উৎসবে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। বাসও পৌঁছায় উৎসবকালে মন্দির দ্বারে। এছাড়াও উৎসব হচ্ছে বৈশাখী চতুর্দশী, শ্রাবণী পূর্ণিমা, রথযাত্রা, মাঘী পূর্ণিমা ও দোলে নৃসিংহনাথে।

পাহাড় পাহাড়—ভীমাধার, গদাধার, গুপ্তধার, পিত্রুধার, কপিলধার, চলাধার ছাড়াও নানান ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে—বয়ে চলেছে নিচু দিয়ে নালা হয়ে। নাম তার পাপহরণ। স্নানে পাপমোচন হয়। আর আছে সীতাকুণ্ড, গোকুণ্ড—পুণ্যি মেলে কুণ্ডের জলে স্নানে।

নালা পেরিয়ে ধাপে ধাপে খাঁজ বেয়ে গন্ধমাদনের শিরে উঠেও জয় করে নেওয়া যায় গন্ধমাদন পর্বত। ৩৫ কিমি দীর্ঘ মালভূমিসম গন্ধমাদন ল্যাটেরাইট পাথরে ঢাকা। নিচুতে তার বক্সাইটের আস্তরণ থরে থরে ২০ ফুটের মতো দাঁড়িয়ে। বিশাল্যকরণীর গন্ধমাদন পাহাড়ে আরণ্যক বন্ধুর পথে ১৬ কিমি যেতে Po-lo-mo-lo-ki-li অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত আর এক ইতিহাস পরিমলগিরি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় খ্রি পূ অতীত রোমন্থন করায়। উৎসবকালে যাত্রী চললেও সম্বৎসর নিরালা-নির্জন-বন্ধুর এপথ। পথ ভুলের সম্ভাবনাও তাই

পদে পদে। তেমনই আছে দক্ষিণ ঢালে বৈষ্ণব ও শৈব তীর্থ **হরিশঙ্কর**। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে একই মন্দিরে সহাবস্থান ঘটেছে হরি ও হরের (শঙ্কর)। আর আছে ভৈরবী ও জগন্নাথ মন্দির হরিশঙ্করে। বয়ে চলেছে পাপহরা নদী—স্নানে পাপমোচন হয়।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে *FRH, PWD IB, পঞ্চায়েতের যাত্রীনিবাস ও ধরমশালায়* হরিশঙ্করে। নৃসিংহনাথ থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া চলে ১৫ কিমি দূরের হরিশঙ্কর। আবার পাহাড়তলী ধরেও পথ গিয়েছে। আর জিপ চলে ৪০ কিমি দূরের পদমপুরা থেকে হরিশঙ্করে। বাসও যাচ্ছে দিনে দুই পদমপুরা থেকে; ফেরে হরিশঙ্কর থেকে পরদিন সকালে।

সম্বলপুর থেকে বাস যাচ্ছে বরগড়/পদমপুর/পাইকমল হয়ে খাড়িয়ার রোড। সরাসরি বাসের অমিলে নানান বাসে সম্বলপুরী তাঁত খ্যাত বরগড় বা পদমপুর পৌঁছে নতুন করে বাসে পাইকমল গিয়ে রিকশা বা অটোয় ৪ কিমি দূরে নৃসিংহনাথ। সম্বলপুর থেকে দূরত্ব ১৪০ কিমি, সময় লাগে বাসে ঘণ্টা চারেক। আর OTDC যথেষ্ট যাত্রী হলে প্যাকেজে সম্বলপুর থেকে প্রতি রবিবার ৭—২০-০০টায় নৃসিংহনাথ দেখিয়ে ফেরে। তেমনই নিকটতম রেল স্টেশন রায়পুর-ওয়ালটেয়ার রেলপথে রায়পুরের ১০৬ কিমি দূরে খাড়িয়ার রোড থেকেও নানান বাস আসছে ৫০ কিমি দূরের নৃসিংহনাথে। সরাসরি যাত্রায় হাওড়া-সম্বলপুর-রায়গাড়া এক্সে বরগড় পৌঁছে বাসে নৃসিংহনাথ। বাস আসছে ক্যাপিটাল সিটি ভুবনেশ্বর ছাড়াও দিগ্বিদিক থেকে পাইকমল তথা নৃসিংহনাথে।

পাহাড়-পাহাড় মায়াময় মোহাচ্ছন্ন আরণ্যক পরিবেশে ৫/৭টি দোকান নিয়ে নৃসিংহনাথ মন্দির। আহার্যও মেলে সাধারণ হোটেলে। আর থাকার জন্য আছে OTDC-র *Panthasala Nrusinghnath*, Po-Paikamal, Dist-Sambalpur, Pin-768039, ✆ 72436. DAB ৬০, ডর্মি ২০, ; অবু: ATO. আর আছে মন্দির কমিটির *ধরমশালা, FRH, Panchayat IB* নৃসিংহনাথে। তেমনই আছে ৪ কিমি দূরের Paikamal-768039-এ—*PWD IB*; Padampur-768036-এ—*PWD IB, Revenue IB*; Baragarh-768028-এ—*H Oriental, Maharaja L, Bargarh L, Lucky L, PWD IB, NH IB, Irrigation RH, Revenue Rest Shed* ছাড়াও নানান হোটেল ও লজ।

অত্যুৎসাহীরা চলার পথে বরগড়ে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ১১ দিনের ধনুযাত্রা (১৯৪৭-এ শুরু) উৎসবটিও দেখে নিতে পারেন। বয়ে চলেছে অখ্যাত গ্রাম্য নদী—১১ দিনের তরে নাম হয় তার যমুনা। অস্থায়ী যমুনা পুলিনের এক তীরে গোপপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন, অপর তীরে আমাপল্লী তথা মথুরা। নাচ-গান-বাজনায় মেতে ওঠে বরগড়। আলোয় ঝলমল দরবার বসে দুর্দান্ত প্রতাপশালী কংসের —বিচার হয় দুষ্টের, সাজা তার অর্থদণ্ড। অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় সাধারণ থেকে অসাধারণে সে সাজা। এমনকি নগর পরিক্রমায় বের হন পারিষদবর্গ সহ রাজা কংস। গ্রামবাসী থেকে পথচারী, এমনকি যান চালকদেরও অব্যাহতি নেই কংসের সাজা থেকে। আর চলে শ্রীকৃষ্ণের আখ্যান বৃন্দাবনে, কংসও বধ হয় একাদশ দিনে শ্রীকৃষ্ণের হাতে। কুশপুত্তলিকাও পোড়ে কংসের। রাজা হন মথুরায় কংসের পিতা উগ্র সেন। যবনিকা পড়ে সে বছরের তরে ধনুযাত্রা উৎসবে। থাকারও হোটেল আছে *H Oriental*, S ১০০, D ১৫০, বরগড়ে।

বলাঙ্গির: ঝারসুগুদা-সম্বলপুর-বলাঙ্গির-তিতলাগড় শাখা রেলে বলাঙ্গির রোড স্টেশন। হাওড়া-রায়গাড়া এক্স ৯-১৫য় সম্বলপুর ছেড়ে ১১-৪৫এ বলাঙ্গির যাচ্ছে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে বোকারো-টাটা-আলেপ্পি এক্স, ঝারসুগুদা-তিতলাগড় প্যা, রাউরকেল্লা-ভুবনেশ্বর হীরাকুদ এক্স সম্বলপুর-পলাঙ্গির-তিতলাগড় হয়ে। বাসও চলে নিয়মিত এপথে। পাহাড় আর অরণ্যের সমন্বয়ে বলাঙ্গির জেলার সদর বলাঙ্গির শহর। ঝোরা নামছে পাহাড় বেয়ে। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে আরও সুন্দর অনবদ্য শিল্প-সুষমায় সমৃদ্ধ নানান মন্দির ও প্রত্নতত্ত্বের সম্ভার। থাকারও হোটেল মেলে সাধারণ সাজে—*সাহু লজ, গীতা লজ, ট্যুরিস্ট হোম, বলাঙ্গির লজ, হলিডে ইন, হোটেল প্যারাডাইস, তারা লজ* ছাড়াও নানান বলাঙ্গিরে। এদের কাছে ডাবল বেডের ঘর ১০০-২২৫। বলাঙ্গির থেকে লোকাল বাসে চলা যেতে পারে হরিশঙ্কর, নৃসিংহনাথ, পাটনাগড়। বাসের অপ্রতুলতায় জিপেও চলা যায় এপথ পরিক্রমায়।

বলাঙ্গির থেকে ৩৮ কিমি দূরে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় আর এক অতীত কুঁয়ারি পাটনা। ৯ম শতকে তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র আজ হয়েছে পাটনাগড়। চৌহান রাজাদের কালে নানান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মাঝে ১২ শতকের সোমেশ্বর শিবমন্দির, পাটনেশ্বরী ও শ্যামলেশ্বরী মন্দিরত্রয় দেখে নেওয়া যায় পাটনাগড়ে। তেমনই বলাঙ্গিরের ৪৮ কিমি দূরে আর এক মন্দির তীর্থ সোনেপুর। টিলার টঙে লঙ্কেশ্বরী মন্দির ছাড়াও মন্দির রয়েছে নানান সোনেপুরে। PWD-র বাংলোও আছে সোনেপুরে।

রানীপুর-ঝরিয়াল: পাশাপাশি দু'টি গ্রাম। সোমাতীর্থ নামে খ্যাত এরা। ৮ থেকে ১০ শতকে ১৫ কিমির ব্যাপ্তিতে গড়ে ওঠে চল্লিশেরও বেশি মন্দির সোমাতীর্থে। আকারে এরা যেমন ভিন্ন, শিল্প-স্থাপত্যেও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। শৈব, বৌদ্ধ, তন্ত্র, এমনকি বৈষ্ণব প্রভাবও রয়েছে সোমাতীর্থে। মন্দিরগুলির মধ্যে রাজারানী মন্দির, ইন্দ্রনাথ মন্দির, চৌষাট যোগিনী মন্দির, বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নীল আকাশের নিচে প্রাচীরে বেষ্টিত গর্ভগৃহ ঘিরে প্রাচীরের খোপে খোপে যোগিনী মূর্তি। আর ইন্দ্রনাথ সম্ভবত ইটে তৈরি ওড়িশার রেখ দেউলের মধ্যে উচ্চতম। তেমনই উচিত হবে উভয় প্রান্ত থেকেই ম্যাজিক পাথরটি মেপে নেওয়া। ঝারসুগুদা থেকে সম্বলপুর-বলাঙ্গির হয়ে ট্রেন যাচ্ছে রায়পুর-ওয়ালটেয়ার রেলপথে তিতলাগড়। তিতলাগড় থেকে বাস, মিনিবাস ও ট্যাক্সিতে ৩০ কিমি দূরের রানীপুর-ঝরিয়াল। আবার জেলা সদর বলাঙ্গির থেকেও বাস, ট্যাক্সি ও মিনিবাসে চলা যায়। আর হয়েছে *Panthasala* Ranipur-Jharial, DCB ৬০, অবু: Tourist Officer, Orissa Tourism,

Balangir, ✆ (06652) 22432. তিতলাগড়েও হোটেল মেলে সাধারণ মানের।

রাউরকেলা

ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রাউরকেলা স্টীল প্ল্যান্ট। অতীতে ছিল অখ্যাত এক গ্রাম। ছোটনাগপুর পাহাড়ী অধিত্যকায় সুন্দরগড় জেলায় ২১৯ মি উঁচু রাউরকেলা আজ ইস্পাত কারখানারূপে সারা বিশ্বে বন্দিত। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জার্মানির কৃপ ডিমাগ কোম্পানির সাথে চুক্তিমত ৬০ লক্ষ টনের ক্ষমতা নিয়ে কারখানাটি গড়ে ওঠে। আর আজ ৪৫ বর্গ কিমি জুড়ে পরিকল্পিত শহরও রূপ পেয়েছে স্টিল প্ল্যান্টকে কেন্দ্রমণি করে। LD পদ্ধতিতে ইস্পাত তৈরি হয়, ফলে নাইট্রোজেনও হচ্ছে; ১৯৬২তে সার তৈরির কারখানাও হয়েছে রাউরকেলায়। প্ল্যান্ট দেখতে PRO-র অনুমতি লাগে।

রাউরকেলার আর এক আকর্ষণ ২৮ একর জমির উপর ইন্দিরা গান্ধী পার্ক। অবজারভেশন টাওয়ার, লেক, চিলড্রেন্স পার্ক, মোগল পার্ক, গ্রীন হাউস, গোলাপবাগ, মিনি চিড়িয়াখানা ছাড়াও পর্যটক বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই ইন্দিরা পার্ক। শহরবাসীদের সান্ধ্যভ্রমণের রমণীয় পরিবেশ।

তেমনই শহর থেকে ৯ কিমি সম্বলপুরমুখী গিয়ে ডানহাতি সামান্য যেতে সুন্দর মনোহর পরিবেশে শঙ্খ ও কোয়েল নদীর মিলিত ধারায় ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম। সরস্বতীও অগোচরে এসে কুণ্ড থেকে দৃশ্যমান হয়ে গিয়ে মিলেছে সঙ্গমে। কিংবদন্তী, সঙ্গম পাড়ে পাহাড়ী টিলায় মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাসের জন্ম। স্মারক রূপে টিলা জুড়ে বেদব্যাস মন্দির ছাড়াও নানান দেবতা নানান আশ্রম। বাস বা অটোয় বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আর শহরে আছে অনন্ত বাসুদেব, কেদারগৌরী, লিঙ্গরাজ মন্দির, গির্জা ও মসজিদ।

শহর থেকে ২৮ কিমি দূরে মন্দিরা ড্যামটির পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। বোটিংও করা যেতে পারে লেকের জলে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Mandira G H*-এ, বুকিং: Manager, Water Supply Plant, HSL, Rourkela. চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। তেমনই শহর থেকে ৯২ কিমি দূরে খণ্ডধার জলপ্রপাতের আকর্ষণও অনস্বীকার্য। বাসে বাসে চলা যেতে পারে বোনাইগড় হয়ে। বোনাইগড় থেকে ১৯ কিমি দূরের জলপ্রপাতের শেষ ২ কিমি পায়ে হাঁটা পথ। ২৪৪ মি উঁচু থেকে ধারা নামছে। প্রকৃতিও মনোহর। *PWD IB* ও *Revenue IB* আছে Bonaigarh-এ।

হাওড়া-মুম্বাই ভায়া নাগপুর রেলপথে রাউরকেলা। দূরত্ব হাওড়া থেকে ৪১৫ কিমি, সময় নেয় কমবেশী ৭½ ঘন্টা। মুম্বাইর দূরত্ব ১৫৫৪ কিমি। হাওড়া থেকে শনিবার ছাড়া ৬-০০টায় 2021 শতাব্দী এক্স, ৬-৫০এ হাওড়া-সম্বলপুর 8011 ইস্পাত এক্স, ২০-৪০এ 8005 হাওড়া-রায়গাড়া-কোরাপুট এক্স, আমেদাবাদ এক্স ২০-৩০, মুম্বাই মেল ১৯-২০, কারলা এক্স ১০-৪৫, রবিবার আজাদ হিন্দ এক্স ১৫-৪৫, গীতাঞ্জলি এক্স ১২-২৫এ ছেড়ে রাউরকেলা হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় ফেরে রাউরকেলা থেকে—১৪-১০এ রাউরকেলা-হাওড়া শতাব্দী, ১৩-০৫এ ইস্পাত, ২০-১৫য় কোরাপুট-রায়গাড়া-হাওড়া এক্স. ২১-১০এ আমেদাবাদ-হাওড়া এক্স, ২১-১০এ সাপ্তাহিক আজাদ হিন্দ, ৬-৩৫এ কারলা-হাওড়া এক্স, ৮-০৭এ গীতাঞ্জলী, ০-৩০এ মুম্বাই-হাওড়া মেল। কলিঙ্গ-উৎকল এক্সও যাচ্ছে খড়্গপুর/ রাউরকেলা/ ঝারসুগুদা হয়ে পুরী থেকে হজরত নিজামুদ্দিন; বোকারো স্টীল সিটি-চেন্নাই-আলেপ্পি এক্সও যাচ্ছে রাউরকেলা/ ঝারসুগুদা/ সম্বলপুর হয়ে। ভুবনেশ্বর যাচ্ছে ৭-৪৫এ রাউরকেলা ছেড়ে ১১½ ঘন্টায় হীরাখণ্ড এক্স। টাটা যাচ্ছে লিঙ্ক এক্স; পাটনা যাচ্ছে 3288 টাটা লিঙ্ক ধরে। রাঁচি যাচ্ছে বোকারো-আলেপ্পি এক্স ও ঝারসুগুদা-রাঁচি প্যাসেঞ্জার রাউরকেলা হয়ে। আর ঝারসুগুদা-রাউরকেলা প্যা, রাউরকেলা-বারসুঁয়া প্যা, নাগপুর-টাটা প্যা, নাগপুর-চক্রপুরধর এক্স, রাউরকেলা-বীরমিত্রপুর মিক্সড ট্রেন যাচ্ছে রাউরকেলা হয়ে। আর বাস ও রেল নিয়মিত সংযোগ রেখেছে রাউরকেলা থেকে ১৫০ কিমি দূরের সম্বলপুরের। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকে রাউরকেলা থেকে। বাস আসছে রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বর, কটক ও কেওনঝড় থেকেও রাউরকেলায়।

রেল স্টেশনের বিপরীতে বাস স্ট্যান্ড তথা Station Square-কে ঘিরে হোটেলরাজি রাউরকেলায়। Rourkela, STD 0661, PC-769011-এ প্রথমেই নজর কাড়ে বাঙালির *H Solan,* Madhusudan Marg, SAB ৮০ DAB ১২৫-২০০ TAB ১৭৫ A/c D ৩০০; *Apsara H,* New Stn Rd-11, SAB ৮৫ DAB ১৫০ TAB ১৭৫ A/c D ৩০০ T ৩৫০ স্যুইট ৪৫০; *Radhika H,* Bisra Rd-11, ✆ 890795, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ ডিলাক্স ৭৫০-৮৫০ স্যুইট ৮৫০-২০০০; পাশেই *Rajmahal H,* S ১০০ D ১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩৫০; *Bharat R H; H Chandralok,* Main Rd-1, S ১০০ D ১৭৫ A/c D ৩২৫; *Deluxe H,* S ৬০-৮৫ D ১০০-১৫০; *H Ajanta,* S ৪০-৬৫ D ৮০-১৫০; *H Sonal,* S ৪৫-৮০ D ১০০-১৫০ A/c D ২৫০-৩২৫। Old Station Rd-এ—*H Paradise,* S ৮০ D ১০০-১৫০; *Nataraj H,* SCB ৬০ DCB ১০০ SAB ৬০-৮৫ DAB ১২০-১৭৫; *H Blue Star,* S ৬০ D ৮০-১২৫। *H Mayfair,* Panposh Rd-4, ✆ 890749, A/c D ৮৫০ স্যুইট ১০০০-১২৫০; *H Anurag,* Gurudwara Rd-11, ✆ 890521, A-c S ৩০০ D ৪০০ স্যুইট ৫০০ A/c ৪৫০/ ৬০০/৮০০; *H Dingodena,* Main Rd; *H Shyam,* Bisra Rd; *H Deepti,* Ring Rd; *H Konark,* ছাড়াও নানান হোটেল আছে রাউরকেলায়।

আর আছে *Rourkela House,* Sector-19, Rourkela-769005, A/c S ৬০০ D ৮০০; *Ispat G H—Atithi Bhawan,* Sector 2,3,4-এ, A/c D ৪৫০-৮৫০; এদের বুকিং: PRO, Rourkela Steel Plant, Rourkela. তেমনই আছে *Circuit House,* Panposh, অবু: SDO (Civil), Uditnagar; *FRH,* অবু: DFO, Sundargarh; *PWD IB,* Sector-4, অবু: EE, R&B Division, Uditnagar; *Hirakud GH,* Uditnagar, অবু: EE. (Electrical), Uditnagar, Rourkela. ধরমশালাও আছে নানান
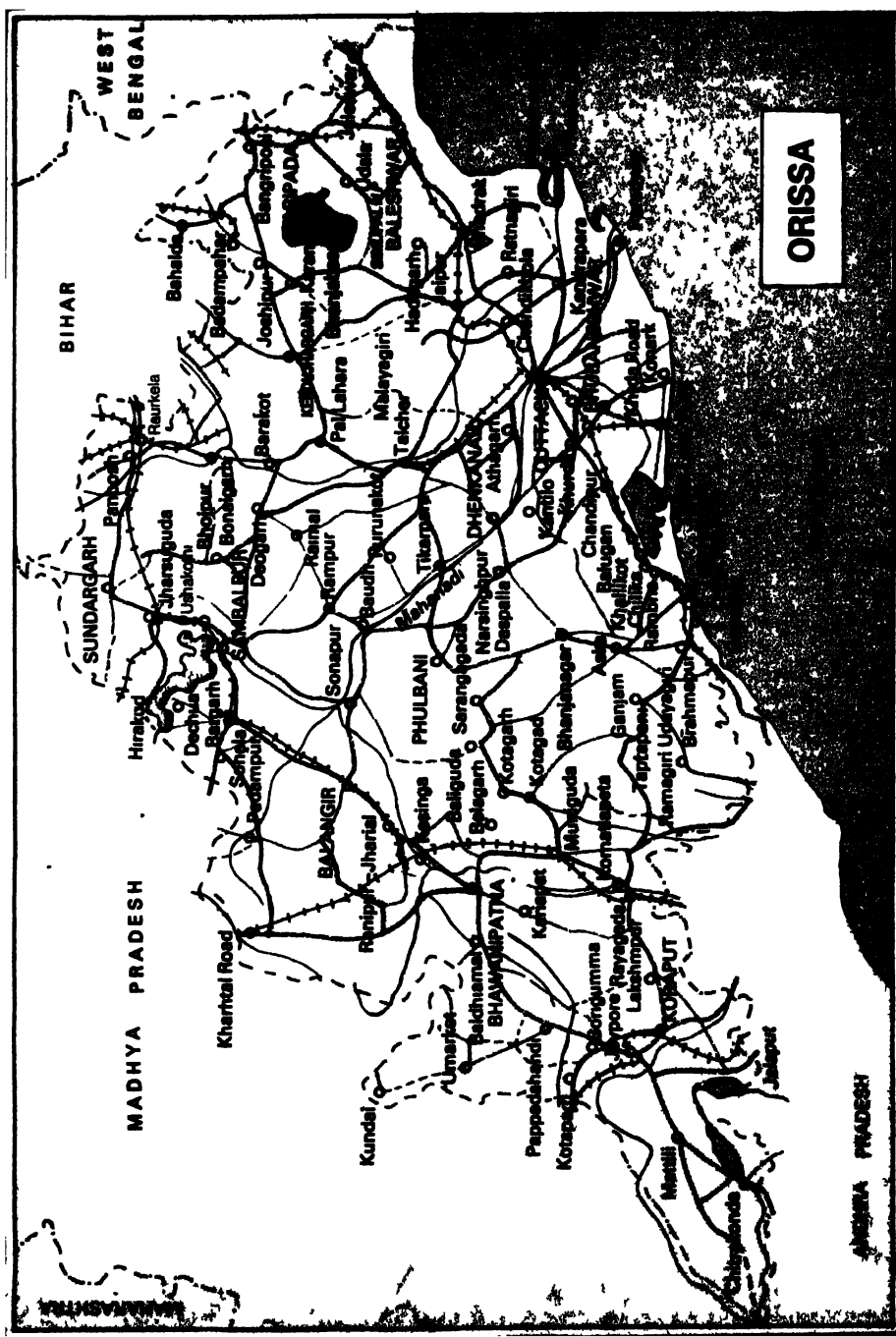
KERALA
KARNATAKA
TAMIL NADU
Payyannur
CANNANORE
Tellicherry
MAHE
(Pandicherry)
Kuttyadi
Badagara
Kedavur
Nilambur
KOZHIKODE
MALAPPURAM
PALGHAT
Ponnani
Alattur
Kollengode
Padagiri
Cochin
Vaikam
KOTTAYAM
Thekkadi
Peermade
Periyar Lake
Changanacheri
Ambalapulai
Haripad
Kayankulam
Chengannur
Pattanakuram
Chavara
Punalur
QUILON
Attingal
Kallar
TRIVANDRUM
CHETLAT
BITRA
KILTAN
AMINDIVI ISLANDS
KADMAT I
PERUMAL PAR I
AMINI I
AGATTI I
PITTI I.
ANDROTH I
KAVARATTI
CANNANORE ISLANDS
CHERIYAM I.
SUHELIPAR I
KALPENI I
Lakshadweep Sea
NINE DEGREE CHANNEL
LAKSHADWEEP SEA
LAKSHA DWEEP (INDIA)

ইস্পাত নগরী রাউরকেল্লায়—*Amar Bhawan*, Station Sqr, *Sarbajanik*, Bisra Rd, *Lakshminarayan Dharamshala*, Daily Market, *Haryana Bhawan*, Daily Market

আর হয়েছে সেক্টর ৫-এ OTDC র *Panthanivas* ✆ 546568, DAB ২৫০-৩৫০, A/c D৩৫০-৫০০, রাউরকেল্লায়। থাকার পক্ষে *পান্থনিবাস*, আর স্টেশন স্কোয়ারে *হোটেল সোলন*, *হোটেল চন্দ্রালোক*, *হোটেল অপ্সরা* ভালই।

রাউরকেল্লা থেকে ১০০ কিমি দূরে ৩৭৮০ ফুট উঁচু টেনসা পাহাড়ে SAIL-এর কর্মকাণ্ড চলছে বারসুঁয়া আয়রন মাইনসকে ঘিরে। বাস ও জিপ যাচ্ছে রাউরকেল্লা থেকে টেনসা—ঘণ্টা তিনেকের পথ। আর ট্রেন যাচ্ছে ৯-৩০এ রাউরকেল্লা ছেড়ে ১২-১০এ ৭৭ কিমি দূরের বারসুঁয়ায (Barsuan) বারসুঁয়ায খনি থেকে আকরিক লৌহ তুলে প্রসেসিং করে রাউরকেল্লা যাচ্ছে। অনুমতিতে দেখার ব্যবস্থা মেলে। তবুও যেন সুন্দর প্রকৃতির মাঝে পটে আঁকা ছবি টেনসা আকর্ষণে অনবদ্য। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *টেনসা ভবন* ও *টেনসা হাউস*—SAIL-এর দুই গেস্ট হাউসে। বুকিং: সুপারিন্টেনডেন্ট ও এম কিউ, বারসুঁয়া আয়রন মাইনস, রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট, ওড়িশা। তেমনই পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় লালমাটির পথ ধরে আদিবাসীদের গ্রাম—মুণ্ডা, টোপো, লাখড়া ছাড়াও নানান। দেখে নেওয়া যায় গেস্ট হাউসের ভিউ পয়েন্ট থেকে আর এক রমণীয়—সূর্যাস্ত।

টেনসা থেকে ৩১, আর রাউরকেল্লার ৯২ কিমি দূরে খণ্ডধার জলপ্রপাত—*খণ্ডধার* অর্থ তরোয়ালের ধার। প্রবল গর্জনে ২৪৪ মি (সর্বোচ্চ) উঁচু থেকে ধারা নামছে। প্রকৃতিও মনোহর। চলার পথে ওড়িশার দার্জিলিং—দার্জিং-ও উচিত হবে বেড়িয়ে চলা। ব্রাহ্মণী নদীর তীরে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে পাহাড়ী গ্রাম দার্জিং। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ।

কোরাপুট/জেপুর ওয়ালটেয়ার অংশে দেখুন।

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুর ইতিহাস আজকের নয়। অতীতে খ্রিস্ট জন্মেরও দু'হাজার বছর আগের কথা, চোল রাজারা রাজত্ব করতেন। তখন অবশ্য নাম ছিল এর চোলামণ্ডল। তারও আগে পহ্লব রাজারাও রাজত্ব করে গেছেন। যীশুর মৃত্যুর পর তাঁরই দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সেন্ট টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রভুর ধর্ম প্রচারে ভারতে আসেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অপ-রাধে৭২এ শহীদও হন সেন্ট টমাস। মায়লাপুরের স্যানটোম ক্যাথিড্রালটি তাঁরই স্মৃতিবাহক হয়ে আজকের পর্যটকদের অতীত রোমন্থন করায়। তামিলদের দেশ তামিলনাড়ু, এই সেদিনেরও মাদ্রাজ, বার বার আক্রান্ত হয়েছে বিদেশীদের হাতে। এসেছে ডাচ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ ও ফরাসি ভারতের এই দক্ষিণ উপকূলভাগে। ভারত ভূখণ্ডে প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশ চেন্নাইয়ে গড়ে উঠলেও ব্রিটিশ প্রভাব পড়েনি তামিলনাড়ুর জনমানসে। আর ১৪ শতকের প্রথম দিকে আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুর বার বার তিনবারের আক্রমণে জয় করে নেয় সমগ্র দক্ষিণ। অল্প পরেই বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা আবার হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলে দাক্ষিণাত্যে। তাই যেন আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ভারতের দক্ষিণ। বিদেশী প্রভাবমুক্ত এদের সমাজ জীবন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও দ্রাবিড়ীয় শৈলী প্রকট। চোল (তাঞ্জোর), নায়ক, পাণ্ড্য (মাদুরাই) ও পহ্লবদের (কাঞ্চিপুরম) কালে গড়া কাঞ্চি, কুম্ভকোনাম, ত্রিচি, রামেশ্বরম, মহাবলী ও মাদুরাই-এর মন্দিররাজি আপন স্বকীয়তায় আজও সমুজ্জ্বল। এমনকি সুদূর মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, জাভায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি পাঠিয়ে নানান মন্দিরও গড়েন তামিল শাসকরা।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সাগরবেলা ম্যারিনার অবস্থান চেন্নাইয়ে। তেমনই আছে মনোরম পাহাড়ী শহর উটি, কোদাই, কুন্নুর, ইয়ারকুড তামিলনাড়ুতে। নানান ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিও পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে সারা দক্ষিণে।

১৫০৭ খ্রিস্টাব্দের কথা—পর্তুগিজরা এল বাণিজ্য করতে। দখলও করে মায়লাপুরের স্যানটোম ক্যাথিড্রাল। দলপতি ম্যাড্রা-র নামে জায়গার নাম হয় ম্যাডরাস পত্তন—কালে কালে মাদ্রাজ। আর আজ মাদ্রাজ হয়েছে *চেন্নাই*। মসলার আকর্ষণে ডাচ, ফ্রেঞ্চ, ড্যানিস, ফিনিশীয়, আরব ও চীনা সওদাগররাও বাণিজ্য গড়ে করমণ্ডল উপকূলের জেলেদের গ্রাম চেন্নাই-এর সঙ্গে। এদেরই পিছে পিছে ব্রিটিশও আসে—কারখানা গড়ে ১৬১১-য় মছলিপতনমে। আর চেন্নাই-এ আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ ১৬৩৯-এ বাণিজ্য করতে। বিজয়নগরের শেষ রাজার কাছ থেকে দান রূপে জমি পেয়ে উপনিবেশ গড়ে ব্রিটিশ। ছোট্ট দুর্গও গড়ে ১৬৪৪-এ। আর দুর্গকে ঘিরে গড়ে ওঠে বসতি—জর্জ টাউন।

অল্পকালেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয় চেন্নাই তথা সারা দক্ষিণে। আর স্বাধীনোত্তর ভারতে অন্ধ্র ও কেরলের অংশ জুড়ে অতীতের মাদ্রাজ নামেই রাজ্য হয় নতুন করে। তবে ১৯৫৬ ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়তে গিয়ে অন্ধ্র, কেরল ও কর্ণাটকের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করে তামিলভাষী অঞ্চল জুড়ে রূপ পায় মাদ্রাজ রাজ্য। আর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি মাদ্রাজ রাজ্যের নামান্তর ঘটে হয় তামিলনাড়ু। তবে রাজধানী মাদ্রাজেই থাকে। তামিল সাহিত্যের অমর গ্রন্থ *কুরল* রচয়িতা ২ শতকের কবি তিরুবালুয়ারের স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে এই মায়লাপুরের সাথে।

তামিলবাসীরা যেমন ধর্মপরায়ণ, তেমনই অতিথি-বৎসল। শান্ত, শিষ্ট ও কর্তব্যপরায়ণ এরা। মেধাশক্তিতেও ভারত রাষ্ট্রে দক্ষিণীরা আজ অগ্রগণ্য। কর্মে প্রেরণা ও নৈপুণ্য বাড়িয়েছে এরা চেন্নাই তথা সারা দক্ষিণে। জাত্যাভিমানী এরা। তামিল সংস্কৃতির প্রতি সহজাত আসক্তি এদের। তেমনই রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দীর প্রতি অনীহা প্রবল। এমনকি কর্মব্যপদেশে দেশান্তরীও হয়েছে মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় এরা। তামিলনাড়ুকে অনেকে আবার মন্দিরের দেশও বলেন। সারা দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে মন্দির। মন্দির তো নয়, যেন ছোটখাটো এক একটি সাম্রাজ্য। নির্মাণশৈলীতেও বৈশিষ্ট্য আছে—প্রাচীরে ঘেরা, দ্রাবিড়ীয় শৈলীর সুউচ্চ তোরণ বা গোপুরম অর্থাৎ প্রবেশদ্বার পেরিয়ে চত্বরের পর চত্বর রেখে মূল মন্দির। হিন্দু পুরাণের নানান দেব-দেবীতে সজ্জিত বহুরঙা পিরামিডধর্মী গোপুরমগুলি এমনই আঙ্গিকে তৈরি যে সূর্যালোকে এর ছায়া গোপুরমেই মিলে থাকে, ভূমিতে পড়ে না—তাই পদচারণাও ঘটে না যাত্রীদের। ১০০০ পিলারের সভামণ্ডপ, পুষ্করিণীও হয়েছে প্রতিটি মন্দিরে। পোঙ্গল এদের জাতীয় উৎসব। এপ্রিলের তামিল নববর্ষে ৩ দিন ধরে চলে—*ভোগী পোঙ্গল, সূর্য পোঙ্গল ও মাট্টু পোঙ্গল*। তামিলনাড়ুর ভারতনাট্যম ও কর্ণাটক সঙ্গীত আজ ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের সংস্কৃতি-বানদের মন জয় করেছে। সঙ্গীতজ্ঞ ত্যাগরাজ তামিল ভাষায় কর্ণাটকী সঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে গেছেন। ভারতীয় ভাষায় প্রথম গ্রন্থ ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে রোমান লিপিতে তামিলে ছাপা হয় পর্তুগিজদের উদ্যোগে লিসবনে। এমনকি রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর থেকে তামিল অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

তামিলনাড়ুর উত্তরে অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমে কর্ণাটক ও

কেরল, পুবে বঙ্গোপসাগর আর দক্ষিণে কন্যাকুমারিকায় এসে মিলেছে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর। আয়তনে একাদশ বৃহত্তম রাজ্য তামিলনাড়ু। বেড়াবার মরসুম ডিসেম্বর থেকে মার্চ হলেও সারা বছর ধরেই পর্যটক সমাগম ঘটে তামিলনাড়ুতে।

তামিলনাড়ু ☐ রাজধানী: চেন্নাই। আয়তন: ১৩০০৫৮ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৫৫৬৩৮৩১৮। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৬.৫%। পুরুষ: ২৮২১৭৯৪৭। নারী: ২৭৪২০৩৭১। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৭২৩০২৪১। বৃদ্ধির হার: ১৪.৯৪%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৪২৮। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৭২। সাক্ষরের হার: ৬৩.৭২%। প্রধান ভাষা: তামিল। সঙ্গে চলে তেলুগু, মালয়ালাম ও ইংরেজি। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৩৮৯৪.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)। সারা ভারতের শীতের দিনগুলিতেও তাপমান ১৯.৮ থেকে ৩২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। আর গ্রীষ্মে তাপমান থাকে ২২.১ থেকে ৩৭° সেন্টিগ্রেড। বর্ষারও আধিক্য আছে। বর্ষা আসেও বছরে ২বার— জুন-সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ-পশ্চিম আর অক্টোবর-ডিসেম্বরে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে। অঞ্চল ভেদে তারতম্যও ঘটে বৃষ্টিপাতে—৬৫০ থেকে ১৯১০ মি মি। বেড়াবার মরসুম ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস।

পণ্ডিচেরী, কেরল ও অন্ধ্রের অংশ জুড়ে ২৫ দিনে বেড়িয়ে আসুন: চেন্নাই ২ তিরুপতি ১ কাঞ্চি পক্ষীতীর্থম-মহাবলী ১ পণ্ডিচেরী ১ তাঞ্জোর ১ চিদাম্বরম ১ কুম্ভকোণাম ১ ত্রিচি ১ কোদাইকানাল ১ মাদুরাই ১ পেরিয়ার ১ কোচি ১ কোল্লাম ১ তিরুভনন্তপুরম ১ কন্যাকুমারিকা ২ রামেশ্বরম ১ উটি ২ পথ চলায় ৫ দিন অর্থাৎ ২৫ দিনে দক্ষিণ।

রাজ্যের বৃহত্তম ৭৬০ কিমি দীর্ঘ কাবেরী নদী বিধৌত কৃষিনির্ভর রাজ্য তামিলনাড়ু— চা ও কফি হচ্ছে। তেমনই চাল উৎপাদনে ভারতে তামিলনাড়ু আজ সর্বাগ্রে। হেক্টর প্রতি ১০০ টন আখ উৎপাদন করেও বিশ্বরেকর্ড গড়েছে তামিলনাড়ু। ভারত রাষ্ট্রের ২৫% সুতো, ২০% সিমেন্ট, ৬০% দেশলাই, ৭৭% চর্মজাত পণ্যও হচ্ছে তামিলনাড়ুতে। শিল্পেও বিপ্লব ঘটিয়েছে তামিলনাড়ু। তেমনই বনজ সম্পদেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ তামিলনাড়ু। Guindy, Mudumalai, Vedantangal, Mundanthurai, Anamalai—এই ৫ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির অবস্থানও তামিলনাড়ুতে।

নানানধর্মী হোটেলও গড়ে উঠেছে সারা দক্ষিণ জুড়ে। খরচ-খরচায়ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সুবিধা মেলে। বৈচিত্র্য আছে এদের আহার্যেও। ভাতের সঙ্গে দোসা, ইডলি, বড়া এদের প্রিয় খাদ্য, সঙ্গে রসম ও সম্বরম। হাল্কা রান্নাই পছন্দ এদের। নারকেলের তেল ও নারকেলের দুধ রান্নার মাধ্যম। তবে, নারকেল আজ দুর্মূল্য হেতু নানানধর্মী রাসায়নিক তেলের প্রচলন উল্লেখ্য। নিরামিষাশী এরা। তাই ভোজনবিলাসীদের কাছে হয়তো বা অরুচি দেখা দিতে পারে। তবে রাজধানী শহর চেন্নাই বা বড় বড় শহরগুলিতে আজ আর আমিষ আহার্য দুষ্প্রাপ্য নয়। মিলিটারি হোটেল-রেস্তোরাঁয় আমিষ আহার্য মেলে।

চেন্নাই (মাদ্রাজ)

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৬৪০-এ Day & Cogan-এর আগমন করমণ্ডল তটে। সঙ্গী তাদের ২৫ জন ব্রিটিশ সৈনিক, কিছু ব্রিটিশ ক্লার্ক ও কিছু ভারতীয় সহযোগী। দু'মাস পরে (এপ্রিল ২৩) ১০০ বর্গ মি ঘিরে দেওয়াল দিয়ে ভিত গড়ে তারা Fort St George-এর সেকালের ধীবরদের অখ্যাত গ্রাম চেন্নাই-এ। পত্তন হলো মাদ্রাজের। আর ১৬৪২-এ করমণ্ডল তটের চেন্নাইয়ে প্রথম উপনিবেশের পত্তন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। চিনি ও তুলো পাঠাতো সুদূর ইংল্যান্ডে কোম্পানি। আর ১৭৫১-য় ফরাসিদের হঠিয়ে ব্রিটিশ দখল গাড়ে সারা দক্ষিণে। তবে, মাদ্রাজ নামটি এসেছে ১৫০৭-এ পর্তুগিজ দলপতি ম্যাড্রা থেকে। আর, ১লা অক্টোবর ১৯৯৬ মাদ্রাজ নামের বদল ঘটে নতুন করে হয়েছে চেন্নাই। তামিলনাড়ুর রাজধানী তথা দক্ষিণ ভারতের তোরণদ্বার চেন্নাই। ভারতের ৪র্থ বৃহত্তম শহরও চেন্নাই। আয়তন এর ১৭২ বর্গ কিমি। ৫.৪ মিলিয়ন লোকের বাস শহরে। হিন্দী এদের পছন্দ নয়। ইংরেজিও সহজবোধ্য নয় সাধারণের কাছে। বুঝলেও প্রত্যুত্তর তাদের তামিলে। আবরণ আর আভরণেও এরা সারা ভারত থেকে স্বতন্ত্র। আহার-বিহারেও স্বকীয়তা আছে এদের। সহজ-সরল এদের জীবনমান। হাসিখুশি, সদালাপী, বন্ধুবৎসলও বটে। সরকারি ভাষা তামিল। লোকশ্রুতি, অগস্ত্য মুনির কোনও এক শিষ্য প্রথম বই লেখেন তামিল ব্যাকরণের।

রাজ্য সরকার ও ভারত সরকার দুইয়েরই পর্যটন দপ্তর বসেছে অতীতের মাউন্ট রোড অর্থাৎ আজকের আন্না-সলাই-এ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটনও অফিস খুলেছে ।8 Wallajah Rd-এ। শহরের ব্যস্ততম তথা মূল বাণিজ্য কেন্দ্রও এই আন্নাসলাই। দেশী-বিদেশী নানান ব্যাঙ্ক, এয়ারলাইনস, বিদেশী দূতাবাস, স্টান্ডার্ড হোটেল, দোকানপাট সবেরই অবস্থান মাউন্ট রোড তথা আন্নাসলাই-এ। তবুও কেনাকাটায় পুরাতন শহরের নেতাজী সুভাষ রোড বা

প্যারিস কর্নারের আকর্ষণ সর্বাগ্রে। বস্ত্রশিল্পেও চেন্নাইয়ের প্রশস্তির কথা আজ বিশ্ববিশ্রুত। সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্ক রমণীদের কাছে যেমন রমণীয়, তেমনই পুরুষদের জন্য আছে রকমারি লুঙ্গি। পটারি, হ্যান্ডিক্রাফটস ও চর্মজাত পণ্যেরও যথেষ্ট প্রশস্তি চেন্নাইয়ে। তবুও যেন উচিত হবে বিদেশী পণ্যের বার্মিজ বাজারটি দেখে চলা। চেন্নাইয়ে চলচ্চিত্র শিল্পও যথেষ্ট উন্নত। এতসবের মাঝেও চেন্নাই আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে শিল্পনগরীর গৌরব অর্জনে। গাড়ি (FIAT) তৈরির সংস্থা, রেলের বগি ছাড়াও নানান শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে চেন্নাইয়ে। চলচ্চিত্র শিল্পে মুম্বাইর পরেই চেন্নাইয়ের স্থান। এমনকি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চলচ্চিত্রের সুপারম্যান এম জি আর ও শ্রীমতী জয়ললিতা চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল তারকা ছিলেন। তবুও সারা ভারত থেকে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল চেন্নাই তথা ভারতের দক্ষিণ। পর্যটক আকর্ষণও বাড়ছে দিনের পর দিন দক্ষিণের।

তবে, গরমের আধিক্য আছে সারা বছর জুড়ে চেন্নাইয়ে। তেমনই গ্রীষ্মের দিনে জলাভাবও ঘটে চলেছে গত কিছুকাল চেন্নাইয়ে। আর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটায় ভ্রমণে। বেড়াবার মনোরম সময় ডিসেম্বরের মধ্যভাগ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। সময়টা শীতকাল হলেও চেন্নাইয়ে তখন মধুর বাতাস বয়—শীত নেই চেন্নাইয়ে। মরসুমের আর এক আকর্ষণ পোঙ্গল উৎসব। জানুয়ারির ১৪-১৬ পোঙ্গল উৎসব চলে ফসল কাটার চেন্নাই তথা সারা দক্ষিণে। তেমনই ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ড্যান্স ফেস্টিভ্যালও যথেষ্ট পপুলার পর্যটক মহলে।

তবে, প্রথম দিন পায়ে হেঁটে শহর দেখা, অগ্রিম বুকিং ও বিশ্রাম। দ্বিতীয় দিন কনডাকটেড ট্যুরের বাসে বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে নিন। ব্রডগেজ ট্রেনও যাচ্ছে শহর চিরে বিচ থেকে মায়লাপুরে। রিকশা, অটো, সিটি বাসও চলছে শহরে। অলিগলিতেও বাস চলে চেন্নাইয়ে। ভিড়ও কম চেন্নাইয়ের বাসে। তাই স্বচ্ছন্দে বাস চেপেও সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন। আবার ITDC ও TTDC থেকে নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে। পাশাপাশি অবস্থানও এদের আন্নাসলাই-এ। প্যারিস কর্নার থেকে ১১ ও ১৮ রুটের বাস যাচ্ছে চেন্নাই সেন্ট্রাল হয়ে আন্নাসলাই-এর ট্যুরিস্ট অফিসে। এককভাবে গাড়ি নিয়েও বেড়িয়ে নেওয়া যায় চেন্নাই তথা সারা দক্ষিণ। এমনকি অবস্থান হেতু অন্ধ্রের তিরুপতিও চেন্নাই থেকে বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। মুহুর্মুহু বাস, ট্রেন ও প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে ITDC ও TTDC. পেরাম্বুর ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি ও রেড হিলস্ পৃথকভাবে বাসে বা ট্রেনে দেখে নেওয়া ভাল। তৃতীয় দিন চলুন মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থম ও কাঞ্চিপুরম। রাতের বাসে বা ময়ুরম প্যাসেঞ্জারে পণ্ডিচেরী। রেল স্টেশনও চেন্নাই-এ ২টি। ব্রডগেজ রেল চলছে সেন্ট্রাল থেকে উত্তর-পুব-পশ্চিম এমনকি দক্ষিণে। আর সেন্ট্রালের ডাইনে পুনামেল হাই রোড ধরে ২ কিমি যেতে চেন্নাই এগমোর রেল স্টেশন থেকে মিটারগেজ রেল যাচ্ছে পণ্ডিচেরী, রামেশ্বরম, মাদুরাই, তিরুনেলভেলী, কেরল তথা দক্ষিণে। আর সারা দক্ষিণ জুড়ে নানানধর্মী বাস চলেছে TTC-র। এদের বাস সার্ভিস আজ সারা ভারতের ঈর্ষার বস্তু।

Tourist Informations :

Govt of Tamilnadu Tourist Office	
Panagal Building, Jeenis Rd, Saidapet	
Chennai-600 015	✆ 4321694
Tamilnadu Tourist Information Centre	
& TTDC Sales Counter	
Central Railway Station (6—21-00)	✆ 5353351
Egmore Railway Station	✆ 8252165
Airport	✆ 2340569
Express Bus Stand	✆ 5341982
Tamilnadu Tourism Development Corpn Ltd	
3EVR Salai, opp Central Railway Station,	
Park Town, Chennai-600 003	✆ 582916
143 Anna Salai, Chennai-600002	✆ 8547985
Govt of India Tourist Office	
154 Anna Salai, Chennai-800 002	✆ 8524295
India Tourism Development Corpn Ltd	
(Ashok Travels & Tours)	
29 Victoria Crescent,	
Commandar-in-Chief Rd,	
Chennai-600 105	✆ 8278884
154 Anna Salai, Chennai-600 002	✆ 8524295
Kerala Govt Tourism Office	
28 Commander-in-Chief Rd,	
Chennai-600 105	✆ 8279862
West Bengal Tourism Information Centre	
18 Walajah Rd, Chennai-600 002	✆ 830293
Youth Hostel Association of India	
4 Ramachandra Rao Rd, Mylapore	✆ 4820976
YMCA, Chennai-600 014	✆ 832554
YMCA, Chennai-600 086	✆ 5321058
YWCA,	✆ 5324945
World University Service Centre	✆ 8263991
Foreigners Registration Office	✆ 8275424

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান নিয়মিত বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে চেন্নাই থেকে। বিদেশী বিমানও যাচ্ছে চেন্নাই থেকে দেশ-দেশান্তরে। আর IAC 2 4 6 দিন ৫-৩০এ চেন্নাই ছেড়ে ৭-৩৫এ পোর্ট ব্লেয়ার যাচ্ছে; ফেরে 1 3 5 দিন ৮-১০এ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। মুম্বাই যাচ্ছে সরাসরি ১½ ঘন্টায় প্রতিদিন ৭-৩০, 3 7 দিন ১৪-৪৫, 1 2 4 5 6 দিন ১৯-৫০, 6 দিন ১০-৩৫, 1 4 দিন ১২-৩৫এ ছেড়ে ১৩-৩০এ পুত্তাপুর্তি পৌঁছে ১৫-৩০এ। চেন্নাই ফেরে মুম্বাই থেকে সরাসরি প্রতিদিন

৭-১৫য়, 5 দিন ২১-১৫, 1 2 4 5 6 দিন ১৭-১৫য়, 3 7 দিন ১১-০০টায় ছেড়ে ১২-২০এ পুত্তাপুর্তি পৌঁছে ১৩-৫৫য়। হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে প্রতিদিন ১০-৩০, ১৯-০০, 1 3 5 দিন ৭-৩০ ও ১৬-৩০এ। চেন্নাই ফেরে হায়দ্রাবাদ থেকে ৮-৪৫ ও ২০-৪৫, 1 3 5 দিন ১৪-৫০ ও ২১-৪০এ। কলকাতায় যাচ্ছে প্রতিদিন ২০-১৫য় ছেড়ে ২-০৫মিনিটে সরাসরি, 2 4 6 দিন ১১-০০এ ছেড়ে ১২-৫০এ বিশাখাপতনম পৌঁছে কলকাতায়; চেন্নাই ফেরে কলকাতা থেকে প্রতিদিন ১৭-২০এ সরাসরি, 2 4 6 দিন ১১-৩০এ ছেড়ে বিশাখাপতনম হয়ে। দিল্লী যাচ্ছে সরাসরি প্রতিদিন ৬-৪০, ১১-৪৫, ১৭-০০টায় ছেড়ে ২½ ঘণ্টায়; চেন্নাই ফেরে দিল্লী থেকে ৬-৫০, ৮-১৫ ও ২০-০০টায়। কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে প্রতিদিন ১২-৩০-এ ছেড়ে ১৩-২৫-এ; ফেরে 1 2 4 6 দিন ১০-৩৫এ, 3 5 7 দিন ৯-১০এ। আমেদাবাদ যাচ্ছে 3 5 7 দিন ১২-২০-এ ছেড়ে ১৩-০৫-এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১৫-৪৫-এ; ফেরে একইভাবে ১৬-৩০এ। তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে 3 5 7 দিন ৮-১৫য় ছেড়ে ৯-২৫-এ, 1 2 4 6 দিন ৯-৪০-এ ছেড়ে ১০-৫০-এ; ফেরে ১৪-০০ ও ১১-০০টায় যথাক্রমে। পুনে যাচ্ছে 1 4 দিন ১০-১৫য় ছেড়ে ১১-০০টায় ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১৩-০০টায়; চেন্নাই ফেরে একইদিনে ১৩-৪৫এ পুনে ছেড়ে ১৫-১০এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১৬-৩৫এ। প্রতিদিন ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১৩-০৫এ ছেড়ে ১৩-৫০এ; চেন্নাই ফেরে ব্যাঙ্গালোর থেকে ১১-৩০এ। 5 7 দিন ১২-২০, 1 3 5 7 দিন ১১-২০, 1 4 দিন ১০-১৫, 2 4 6 7 দিন ৬-০০, 3 5 7 দিন ১৬-০০, 1 দিন ১৭-৩০, 3 দিন ১৩-২০এ; ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে ব্যাঙ্গালোর থেকে। কালিকট যাচ্ছে প্রতিদিন ১২-৩০-এ চেন্নাই ছেড়ে ১৩-২৫এ কোয়েম্বাটুর পৌঁছে ১৪-৩৫এ; 1 3 5 7 দিন ১১-২০এ ছেড়ে ১২-০৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌছে ১৩-৩০এ; ফেরেও একই দিনগুলিতে একইভাবে। কোচি যাচ্ছে প্রতিদিন ১৩-০৫এ চেন্নাই ছেড়ে ১৩-৫০এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১৫-১০এ; ফেরে ১০-১০এ কোচি ছেড়ে একইভাবে। 1 3 5 7 দিন ১২-১৫য় চেন্নাই ছেড়ে ১৩-০৫এ মাদুরাই পৌঁছে চেন্নাই ফেরে ১৮-১৫য়। 2 4 6 দিন ১৫-৩০এ চেন্নাই ছেড়ে ১৬-১০এ ত্রিচি পৌঁছে চেন্নাই আসছে 3 5 7 দিন ৪-১০এ। 1 3 5 দিন ভুবনেশ্বর যাচ্ছে ১৬-৩০এ চেন্নাই ছেড়ে হায়দ্রাবাদ হয়ে ১৯-২০; ফেরেও একইভাবে একই দিনগুলিতে।

বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে IAC-র উড়ান—প্রতিদিন ২½ ঘণ্টায় কলম্বো, 3 7 দিন কুয়ালালামপুর, 2 6 দিন ৪½ ঘণ্টায় ব্যাঙ্কক, 1 3 4 6 দিন সিঙ্গাপুর যাচ্ছে চেন্নাই থেকে।

নানান প্রাইভেট বিমান সংস্থাও সংযোগ গড়েছে চেন্নাই থেকে ভারতের নানান দিকের। Jet Airways প্রতিদিন ৯-০০, ১৪-৪০, ১৯-৩৫এ ছেড়ে ১¾ ঘণ্টায় মুম্বাই পৌঁছে ফেরে ৬-৪০, ৯-০৫, ১৭-১৫য় মুম্বাই থেকে। তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে ১১-২০এ ছেড়ে ১২-৩০এ, ফেরে ১৩-০০টায়। চেন্নাই-মুম্বাই-আমেদাবাদ; চেন্নাই-মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ; চেন্নাই-মুম্বাই-গোয়া; চেন্নাই-মুম্বাই-জয়পুর; চেন্নাই-মুম্বাই-পুনে; দিল্লী-মুম্বাই-চেন্নাই ছাড়াও নানান সার্ভিস গড়েছে চেন্নাই থেকে। East West, Modiluft, NEPC Airlines ছাড়াও নানা প্রাইভেট সংস্থার আকাশী উড়ানও সার্ভিস গড়েছে চেন্নাই থেকে।

শহর থেকে ১৬ কিমি দূরে অন্তর্দেশীয় Kamraja National Airport আর আন্তর্জাতিক Aringar Anna International Terminal—দুই-এরই পাশাপাশি অবস্থান Meenambakkam-এর Trisoolamএ। IAC-র বাস যাচ্ছে শহরে। আবার Egmore Rail Stn থেকে ট্রেনে Trisoolam পৌঁছেও চলা যেতে পারে বিমানবন্দরে। মিনিবাস ও বাস যাচ্ছে শহর (প্যারিস কর্নার) থেকে Route No. 18, 18J, 52/A/B/C/D, 55A রুটের; ট্যাক্সি, অটোও মেলে শহর থেকে বিমানবন্দর যাতায়াতে। আর Egmore (Hotel Imperial) থেকে ডিলাক্স বাস যাচ্ছে ভোর থেকে গভীর রাতে।

কলকাতা থেকে দ্রুতগামী 2841 করমণ্ডল এক্স প্রতিদিন ১৪-০০টায় ছেড়ে খড়্গপুর/ ভুবনেশ্বর/ বিজয়ওয়াড়া/ গুডুর হয়ে ১৬৬২ কিমি দূরের চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছায় পরদিন ১৭-৩৫এ। আর 6003 চেন্নাই মেল যাচ্ছে ২০-১৫য় হাওড়া ছেড়ে পরের পরদিন ৫-১৫য় চেন্নাই সেন্ট্রালে। আর যাচ্ছে 1 5 দিন 6324 হাওড়া-কোচি-তিরুভনন্তপুরম এক্স ২২-৩৫এ; সোমবার ৩-৫০এ 6322 গুয়াহাটি-হাওড়া-তিরুভনন্তপুরম এক্স, শুক্রবার ০-৪০এ খড়্গপুর হয়ে 6310 পাটনা-কোচি, 3 7 দিন ৩-৫০এ 5626 গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর এক্স, বৃহস্পতিবার ৩-৫০এ 5624 গুয়াহাটি-কোচি এক্স হাওড়া ছেড়ে পরের পরদিন যথাক্রমে ৪-১০, ১১-৩০, ৪-১০, ১১-৩০, ১১-৩০এ চেন্নাই সেন্ট্রালে। চেন্নাই সেন্ট্রাল ছাড়ে করমণ্ডল ৯-০৫, হাওড়া মেল ২২-৩০, 5 6 দিন ৭-৩০এ ব্যাঙ্গালোর-হাওড়া-গুয়াহাটি, 4 7 দিন ৭-৩০এ তিরুভনন্তপুরম-কোচি-হাওড়া এক্স, মঙ্গলবার ৭-৩০এ কোচি-পাটনা (খড়্গপুর), বুধবার ৭-৩০এ তিরুভনন্তপুরম-গুয়াহাটি, সোমবার ৭-৩০এ কোচি-গুয়াহাটি এক্স।

৩৬২ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর সিটি যাচ্ছে ঘণ্টা ছয়েকে চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ৭-১৫য় 2639 বৃন্দাবন এক্স, ১৩-০০টায় 6023 চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর এক্স, ১৫-৪৫এ 2607 লালবাগ এক্স, ২২-০০টায় 6007 ব্যাঙ্গালোর মেল, 1 4 দিন ১২-১০এ গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর এক্স; চেন্নাই ফেরে যথাক্রমে ১৪-৩০, ৬-৩০, ৮-০০, ২২-১৫, 4 5 দিন ২৩-৩০এ। আর যাচ্ছে সুপার ফাস্ট চেন্নাই-মহীশূর 2007 শতাব্দী এক্স (মঙ্গলবার ছাড়া) নন-স্টপ সার্ভিসে ৬-০০টায় চেন্নাই ছেড়ে ১০-৪৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১২-৫৫য় মহীশূরে। শতাব্দী ফেরে ১৪-১০এ মহীশূর ছেড়ে ১৬-০৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ২১-১৫য় চেন্নাই-এ।

১৯-০৫এ 6601 ম্যাঙ্গালোর মেল, ১২-০০টায় 6627 ওয়েস্ট কোস্ট এক্স চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে পালঘাট/ সোরানুর/ কালিকট হয়ে ৯০০ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে পরদিন ১৩-২৫ ও ৬-৩৫এ; চেন্নাই ফেরে যথাক্রমে ১২-৩০ ও ১৯-৪৫এ। ৯২১ কিমি দূরের তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে ১৮-৫৫য় 6319 তিরুভনন্তপুরম মেল, 1 5 দিন ৪-৩০এ হাওড়া-তিরুভনন্তপুরম এক্স, মঙ্গলবার ১১-৩০এ গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্স; তিরুভনন্তপুরম পৌঁছায় যথাক্রমে পরদিন ১১-৫৫, ২২-৩০, ৭-৪৫এ। চেন্নাই ফেরে যথাক্রমে ১৩-৩০, 2 3 6 দিন ১২-৪৫এ। চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ১৬-২০এ চেন্নাই-তিরুপতি ইন্টারসিটি 7403 এক্স, ৬-১৫য় সপ্তগিরি এক্স, ১৩-৪৫এ তিরুপতি এক্স ১৪৭ কিমি দূরের তিরুপতি যাচ্ছে যথাক্রমে ১৯-৫০, ৯-২০, ১৬-৫০এ। চেন্নাই ফেরে ৬-৩০, ১৭-৩০ ও ১০-০৫এ তিরুপতি থেকে। ৭০৮ কিমি দূরের কোচি তথা এর্নাকুলাম জং যাচ্ছে ১৯-৩৫এ চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে পরদিন ৯-০০টায় 6041 আলেপ্পি এক্স; ফেরে ১৬-২০এ আলেপ্পি-চেন্নাই এক্স এর্নাকুলাম থেকে। এছাড়া শুক্রবার ১২-১৫য় গুয়াহাটি-কোচি এক্স, বোকারো স্টীল সিটি-

আলেপ্পি এক্স, চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্স, 4 7 দিন গোরক্ষপুর-কোচি এক্স চেন্নাই সেন্ট্রাল/কাটপাদি/ পালঘাট/এর্নাকুলাম হয়ে যাচ্ছে।

When you are at Chennai	
Rail : Central Railway Station	✆ 5353351
" : Train Service "	✆ A131/D133
" : Reservation "	✆ E1361/H1362
" : Chennai Egmore"	✆ 135/8252165
" : " " Train Service	✆ 134
" : " " Reservation	✆ 5630545
Air India	
19 Marshalls Rd, Egmore-8	✆ 8274477/88
Indian Airlines	
19 Marshalls Rd, Egmore-8	✆ 8553039/141
Main Booking Office	✆ 8555200
Mylapore	✆ 8279799
T. Nagar	✆ 4347555
Meenambakkam Airport	✆ R 3719168
	✆ E 140/142
NEPC Airlines	
407 G R Complex, Nandanam-35	✆ 4344580/
Damania Airways, G-A/2,	
17 Khader Nawaz Khan Rd,	
Chennai-6	
Sahara India Airlines	✆ 4344580
18 Koddambakkam High Rd-34	✆ 8283180
Modiluft, 8 Sivram Shastri St-3	✆ 583076
International Terminal	✆ 2349347
Domestic Terminal	✆ 2340569
East West Airlines	
9 Koddambakkam High Rd-34	✆ 8266669
Jet Airways	
14 Khader Nawaz Khan Rd-6	✆ 8555353
Information	✆ 2330269
4 EVR Rd, opp Central Rail Stn	
Tiruvalluvar Transport Corpn (TTC)	✆ 5341835
Rajib Gandhi Transport Corpn	✆ 5341836

উটির যাত্রী নিয়ে 6605 নীলগিরি এক্স যাচ্ছে ২১-১৫য় চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে কাটপাদি-সালেম-কোয়েম্বাটুর হয়ে পরদিন ৭-২৫এ মেট্টুপলায়াম; ফেরে ১৯-২৫এ মেট্টুপলায়াম থেকে নীলগিরি। চেন্নাই-কন্যাকুমারী 6721 এক্স ১৬-১৫য় সেন্ট্রাল ছেড়ে ব্রডগেজে পরদিন ৩-২০এ মাদুরাই, ৭-৩০টায় তিরুনেলভেলী, ৯-১০এ নাগেরকয়েল পৌঁছে ৯-৫০এ কন্যাকুমারী যাচ্ছে; চেন্নাই ফেরে ১৬-০০টায় কন্যাকুমারী থেকে। 1 6 দিন 6039 গঙ্গা-কাবেরী এক্স যাচ্ছে ১৭-৩০এ চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে গুডুর / বিজয়ওয়াড়া/ নাগপুর/ ইটারসি/জব্বলপুর/কাটনি/এলাহাবাদ হয়ে ৩৮½ ঘণ্টায় ২১৪৪ কিমি দূরের বারাণসী; বারাণসী ছাড়ে 1 3 দিন ১৭-৫০এ গঙ্গা-কাবেরী। পাটনা যাচ্ছে 2 4 দিন ১৩-৩৫এ চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে গুডুর/ নাগপুর/ জব্বলপুর/ সাতনা/ মোগলসরাই হয়ে পরের পরদিন ৭-৩০এ 6043 চেন্নাই-পাটনা এক্স; পাটনা ছাড়ে 4 6 দিন ১৪-৪৫এ। 2 6 দিন 6093 চেন্নাই-লক্ষ্ণৌ এক্স ৫-৩০এ সেন্ট্রাল ছেড়ে নাগপুর/ ভূপাল/ কানপুর হয়ে ৪৬ ঘণ্টায় লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে; লক্ষ্ণৌ ছাড়ে 1 4 দিন ১৬-১০এ। আলেপ্পি-বোকারো স্টীল সিটি 8690 এক্স ২১-০০টায় পেরাম্বুর ছেড়ে গুডুর/ বিজয়ওয়াড়া/ বিশাখাপতনম/ রায়গাড়া/ তিতলাগড়/ সম্বলপুর/রাউরকেল্লা/ রাঁচি হয়ে ৪০ ঘণ্টায় বোকারো যাচ্ছে; বোকারো ছাড়ে ১০-২৫এ 8689 বোকারো-আলেপ্পি এক্স।

নতুন দিল্লী যাচ্ছে জি টি এক্স ২২-১৫, সুপার ফাস্ট তামিলনাড়ু এক্স ২১-০০টায়; হজরৎ নিজামুদ্দিন যাচ্ছে 2 7 দিন ১৫-৩০এ 2633 চেন্নাই রাজধানী এক্স; 3 4 7 দিন ৫-৩০এ চেন্নাই-জম্মু এক্স চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে বিজয়ওয়াড়া/ নাগপুর/ ভূপাল/ ঝাঁসী/ নতুন দিল্লী/ দিল্লী হয়ে জম্মু যাচ্ছে। জি টি এক্স ও জম্মু এক্সে ইটারসি/আগ্রা ক্যান্ট/ মথুরাতেও স্টপ মেলে। সেকেন্দ্রাবাদ যাচ্ছে ১৬-০০টায় চেন্নাই-সেকেন্দ্রাবাদ এক্স নাদিকুডি হয়ে, ১৮-১০এ চারমিনার এক্স চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে বিজয়ওয়াড়া/ ওয়ারাঙ্গাল হয়ে ১৪½ ঘণ্টায়; সেকেন্দ্রাবাদ ছাড়ে ১৬-২৫ ও ১৯-৩০এ যথাক্রমে। ১২৭৯ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে ৩০½ ঘণ্টায় রেনিগুণ্টা/ কুডাপ্পা/ গুণ্টাকল/ রায়চুর/ ওয়াদি/ সোলাপুর/ পুনে/ কল্যাণ হয়ে ২২-০০টায় 6010 চেন্নাই-মুম্বাই মেল, ১১-৩০এ 6012 চেন্নাই-মুম্বাই এক্স, ৬-৪৫এ চেন্নাই-দাদার এক্স সেন্ট্রাল থেকে। ৯-৩৫এ 6046 নবজীবন এক্স চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে ৩৪½ ঘণ্টায় ১৮৯৯ কিমি দূরের আমেদাবাদ যাচ্ছে বিজয়ওয়াড়া/ কাজিপেট/ ওয়ার্ধা/ ভুসুয়াল/জলগাঁও/সুরাট/ভাদোদরা হয়ে। নবজীবন চেন্নাই ফেরে ৬-৩৫এ আমেদাবাদ থেকে। জয়পুর যাচ্ছে 2 5 7 দিন ১৭-৩০এ চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে বিজয়ওয়াড়া/ কাজিপেট/ নাগপুর/ ইটারসি/ ভূপাল/উজ্জয়িন/কোটা হয়ে ৩য় দিন ৮-৪৫এ; জয়পুর ছাড়ে 2 5 7 দিন ১৫-৪৫এ চেন্নাই এক্স। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ব্রডগেজে ভারতের দিকে দিকে সেন্ট্রাল থেকে।

ট্রেন যাচ্ছে 6317 হিমসাগর এক্স ৩৭২৬ কিমি অর্থাৎ ভারতের দীর্ঘতম রেল পরিক্রমায় ৬৬ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে ভারতের দক্ষিণবিন্দু কন্যাকুমারী থেকে প্রতি শুক্রবার ১২-৩০এ কেরল/ তামিলনাড়ু/ অন্ধ্র প্রদেশ/ মধ্য প্রদেশ/ উত্তর প্রদেশ/ দিল্লী/ হরিয়ানা/ পাঞ্জাব হয়ে ভূ-স্বর্গের তোরণদ্বার জম্মুতে; কন্যাকুমারী/ ফেরে সোমবার ২২-৩০এ জম্মু থেকে হিমসাগর।

আর চেন্নাই এগমোর থেকে মিটারগেজ রেল যাচ্ছে রাজ্য তথা ভারতের দক্ষিণে। রামেশ্বরম যাচ্ছে এগমোর থেকে ১৭-৫৫য় 6713 সেতু এক্স, ২০-২৫এ 6101 রামেশ্বরম এক্স ভিল্লুপুরম/ ত্রিচি/ মন মাদুরাই হয়ে পরদিন যথাক্রমে ৯-০০ ও ১৪-২০এ; ফেরে রামেশ্বরম থেকে এগমোরে ১৫-২০ ও ১২-৪৫এ। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৭-৫৫য় এগমোর ছেড়ে ২১ ঘণ্টায় রামেশ্বরমে।

তিরুচিরাপল্লী যাচ্ছে এগমোর থেকে ২১-০০টায় 6877 রক-ফোর্ট এক্স, ৯-০০টায় 6153 চোলা এক্স, ১৫-৩৫এ 2605 পল্লবান এক্স; ত্রিচি পৌঁছায় ৬-০৫, ১৯-৫০, ২১-৫০এ। এগমোর ফেরে ত্রিচি থেকে ২০-৪৫এ রকফোর্ট, ৭-৩৫এ চোলা, ৬-০০টায় পল্লবান এক্স। এছাড়া মাদুরাই, রামেশ্বরম ও কোল্লামের নানান ট্রেন এগমোর ছেড়ে ত্রিচি হয়ে যাচ্ছে। মাদুরাই যাচ্ছে ৬-১০এ 2637 মাদুরাই এক্স, ১২-৫০এ 2635 ভাইগাই এক্স, ১৮-৪৫এ 6717 পান্ডিয়ান এক্স, ১৩-৩০এ 6779 চেন্নাই-মাদুরাই জনতা এক্স, ২২-০০টায় 6719 মহল এক্স, ১৯-১০এ 6103 চেন্নাই-মাদুরাই এক্স ভিল্লুপুরম/ত্রিচি/ডিণ্ডিগুল হয়ে মাদুরাই যাচ্ছে যথাক্রমে ১৫-৫৫, ২১-৪৫, পরদিন ৬-৪৫, ৪-৪৫, ১০-৫০, ৭-৩০এ। তিরুনেলভেলি যাচ্ছে ১৭-০০টায় এগমোর ছেড়ে পরদিন ১১-৩০এ 6119 নীল্লাই এক্স; নীল্লাই ফেরে ১৫-১০এ তিরুনেলভেলি থেকে। কোল্লাম যাচ্ছে ২০½ ঘণ্টায় ভিল্লুপুরম/ ত্রিচি হয়ে ১৯-৪০এ এগমোর ছেড়ে কোল্লাম মেল; চেন্নাই ফেরে ১১-০০টায়

কোল্লাম থেকে। পণ্ডিচেরী যাচ্ছে এগমোর থেকে মিটার গেজে ভিল্লুপুরম হয়ে।

চেন্নাই-এও রেল রিজার্ভেশন কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেন্ট্রাল লাগোয়া Moore Market Complex-এর ত্রিতলে। রিজার্ভেশন ✆ Eng 1361, Hindi 1362, Tamil 1363. বুকিং: সোম থেকে শনিবার ৭-৩০—১৩-০০, ১৩-৩০—১৯-৩০; রবিবার ৭-৩০—১৩-০০টায়। এমনকি স্যাটেলাইটে বুকিং সংযোগও গড়ে উঠেছে চেন্নাই, মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতার মাঝে। তাই চারের যেকোনও জায়গায় বসে বাকি ত্রয়ী থেকে ছাড়া যেকোনও ট্রেনের রেল বুকিং-এর সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। এগমোর স্টেশনেও একই সময়ে রিজার্ভেশন মেলে। ট্রেন সার্ভিস Arrival ✆ 131 Departure ✆ 133 খবর মেলে চেন্নাই-এ।

সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে এসপ্ল্যানেড রোডে এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড অর্থাৎ তিরুভাল্লুভার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (TTC) বাস স্ট্যান্ড, এসপ্ল্যানেড-১, ✆ 5341835 (রিজার্ভেশন) থেকে বাস যাচ্ছে—পণ্ডিচেরী, ব্যাঙ্গালোর, ভেল্লোর, তিরুভনন্তপুরম হায়দ্রাবাদ, তিরুপতি (অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহন) ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের দিগ্বিদিকে। রাউন্ড দ্য ক্লক সার্ভিস এদের। তবে, কম্পুটারাইজড বুকিং কাউন্টার ৭—২১-০০-টায় খোলা। এরপর টিকিট মেলে বাসে। অগ্রিম টিকিটও মেলে ১০দিন আগে থেকে এদের। অন্ধ্র ও কর্ণাটক সরকারি বাস ছাড়ছে এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে। আর তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহনের বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে ব্রডওয়ে থেকে। বাস যাচ্ছে মহাবলী ছাড়াও নানান। আর চলছে প্রাইভেট বাস এগমোর ও প্যারিস কর্নার থেকে রাজ্য জুড়ে। শহরের অলিগলি ধরে Pallavan Transport Corpn (PTC)-এর বাস চলেছে শহর পরিক্রমায়। টার্মিনাল এদের হাইকোর্টকে ঘিরে প্যারিস কর্নার অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোডে।

প্যারিস কর্নার থেকে: সেন্ট্রাল হয়ে এগমোর যাচ্ছে: 9, 9A, 10, 10J, 17D, 28, 28J;

মাউন্ট রোড অর্থাৎ আন্নাসলাই যাচ্ছে: 11, 11A, 11B, 11D, 17A, 18, 18J;

সেন্ট্রাল হয়ে ত্রিপলিকেন হাই রোড (ব্রোডল্যান্ডস) যাচ্ছে: 31, 32, 32A;

বিমানবন্দর যাচ্ছে আন্নাসলাই হয়ে: 18, 18J, 52, 52A/B/C/D, 55A;

এগমোর থেকে আন্নাসলাই যাচ্ছে: 23C, 27D;

এগমোর থেকে ব্রোডল্যান্ডস যাচ্ছে: 22, 27B;

ব্রডওয়ে থেকে মহাবলীপুরম যাচ্ছে: 188, 188A/B/D/K/N/L, 19C, 119A কোভেলঙ হয়ে, 108B বিমানবন্দর হয়ে।

সেন্ট্রাল থেকে এগমোর রেল স্টেশন যাচ্ছে: 9, 9A, 10, 10J, 17D, 28J, M4;

এগমোর থেকে শঙ্কর নেত্রালয় ও অ্যাপোলো হাসপাতাল যাচ্ছে: 10, 10J, 17D, 17E, 17K, 17T, 23A; অ্যাপোলো যাত্রায় যেকোনও বাসে গিয়ে IDM Bus Stop-এ নেমে যেতে হয়।

আন্নাসলাই থেকে নুনগামবাক্কাম হাই রোড যাচ্ছে: 17C, 25, 25B;

এছাড়াও বাস যাচ্ছে শহরের দিকে দিকে; চেন্নাই এগমোর থেকেও নানান বাস যাচ্ছে দক্ষিণের নানান দিকে।

শিপিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার জাহাজ নিয়মিত যাতায়াত করে চেন্নাই থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারে। মালয়েশিয়াও যাচ্ছে জাহাজ চেন্নাই থেকে। আগ্রহীদের উচিত হবে সরাসরি Shipping Corporation of India ✆ 5144010 বা এজেন্ট K P V Shaik Mohammed Rowther & Co. 202 Linghi Chetty St, ✆ 511535কে যোগাযোগ করা।

পর্যটক-প্রিয় চেন্নাইয়ে বিবিধ মানের বিভিন্ন দামের হোটেল রয়েছে নানান। তবে সাধারণত তিন এলাকায় তিন ভাগে গড়ে উঠেছে হোটেলরাজি। চেন্নাই সেন্ট্রালের সামনে আন্নাসলাই তথা আশপাশে উঁচু মানের তারকাখচিত, সেন্ট্রালের ডাইনে পুনামেল হাইরোড ধরে এগমোর রেল স্টেশনকে ঘিরে মধ্যমানের আর বাঁয়ে ওয়ালট্যাক্স রোড থেকে ব্রিটিশের জর্জ টাউন তথা পুরাতন শহরে সাধারণ মানের। সেন্ট্রাল লাগোয়া হাঁটা দূরত্বে বাঁহাতি Waltax Rd, Chennai-600003, STD 044-এ রয়েছে—*H Blue Star International*, ✆ 584005, SAB ২২৫, DAB ৩০০-৩৭৫, A/c D ৬০০; লাগোয়া পিছে *New Lotus L*, 13 Nannian St-3, ✆ 586422, DAB ১৫০-২০০; *H Vishram*, ✆ 563725, DAB ১৫০-২২৫, TAB ২৫০; *Shanthi Bhavan*, SCB ৬৫, DCB ১২৫, DAB ১৭৫; *Great H*, DAB ১০০-১৭৫, TAB ২০০; *Sarvana L*, DAB ১০০-১৫০; *H De Kerala, Modern, Central L* ডানহাতি Stringer St-3এ— *Lotus L, Ambika, Mothi, Arun, H Sornam*, R2mnsB2, DAB ২৫০-৩২৫, T ৩০০, F ৩৫০; *Raza, Tas, Kadam, Heera, Breeze, Park H, Udipi Hari Nivas*, DCB ১২৫, DAB ১৫০-২০০; *Sundar L*, Nainiappa Naiken St-3.

চেন্নাই থেকে TTC-র দূরপাল্লার বাস পরিষেবা

গন্তব্য স্থান	বাস ছাড়ার সময়	দূরত্ব	যাত্রা সময়	ভাড়া
কন্যাকুমারী	৭-০০, ৮-৩০S, ১১-০০, ১৩-০০S, ১৪-৩০, ১৭-০০, ১৮-০০S, ১৮-৪৫, ১৯-৪৫S, ২০-১৫S, ২১-১৫S, ২২-০০S	৭০৫ কিমি	১৬ ঘণ্টা	১০২.০০
কোয়েম্বাটুর	৭-০০, ৮-৩০, ১৫-১৫S, ১৬-৩০S, ১৭-০০, ১৮-০০, ১৯-১৫, ২০-০০, ২০-১৫, ২০-৪৫, ২১-১৫S, ২২-১৫	৫১০ কিমি	১১½ ঘণ্টা	৮১.০০ ৯৯.০০
উতকামণ্ড (উটি)	১৮-০০, ১৯-০০	৫৬১ কিমি	১৩½ ঘণ্টা	১১৪.৫০
মহীশূর	২০-০০, KSRTC, ১৯-০০	৪৯৯ কিমি	১০½ ঘণ্টা	১১৮.০০
ব্যাঙ্গালোর	৫-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-৩০S, ৮-৪৫, ৯-১৫, ৯-৩০, ১০-১৫, ১০-৩০S, ১০-৪৫, ১১-০০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৩-৪৫S, ১৪-৩০S, ১৯-৩০, ২০-০০, ২০-৪৫, ২১-০০, ২১-১৫, ২১-৩০, ২১-৫০, ২২-১৫, ২২-৩০S, ২৩-০০, ২৩-৩০S, ২৩-৪৫, KSRTC লাক্সারী ৮-০০, ১০-০০, ২১-৪৫, সেমি লাক্সারী ২০-৪৫, ২২-০০, ২২-৩০, ২৩-১৫	৩৫৮ কিমি	৮ ঘণ্টা	৬৭.০০ ৭৭.০০ ৯৭ ৫০ ১৬২ ০০
সালেম	৫-৩০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৮-০০, ৮-৪৫, ৯-৩০, ১০-৪৫S, ১১-৩০, ১২-৪৫, ১৩-৩০, ১৪-১৫, ১৭-০০, ১৮-৪৫, ১৯-৪৫, ২০-০০, ২০-৩০, ২১-০০S, ২১-৩০, ২১-৪৫, ২২-০০, ২২-৪৫, ২৩-০০	৩৪১ কিমি	৭½ ঘণ্টা	৫৬ ৫০ ৭০ ০০
তিরুভনন্তপুরম	১৪-০০, ১৬-০০, ১৭-৩০, ১৮-৩০, ২১-০০	৭৫৫ কিমি	১৪½ ঘণ্টা	১৪৩.৫০
এর্নাকুলাম	১৫-৩০S, ১৬-৩০S,	৭১২ কিমি	১৬½ ঘণ্টা	১৫৭.০০
কোলার	৮-৩০S, ১০-৩০, ১৪-৩০S, ২১-৩০, ২২-৩০S, ২৩-৩০S, KSRTC : ১৬-০০			
তুতিকোরিন	৭-৩০, ৮-০০, ১৩-৪৫, ১৬-০০, ১৬-৩০, ১৭-০০S, ১৭-৩০, ১৮-০০, ১৮-৪৫, ১৯-১৫, ১৯-৩০, ২০-০০, ২০-৩০S, ২১-৪৫, ২৩-৩০	৫৯০ কিমি	১৩½ ঘণ্টা	১১২ ৫০ ১১৫ ০০
তিরুচেন্দুর	১৭-১৫, ১৯-১৫	৬৪৫ কিমি	১৪½ ঘণ্টা	৬৭.০০
ভেল্লোর	৬-০০, ৬-৩০, ৭-১৫, ৮-০০, ৮-৪৫, ১৪-০০, ২০-১৫, ২০-৩০, ২০-৪৫, ২১-০০, ২১-৪৫			
ম্যাঙ্গালোর	১৩-৩০, KSRTC: ১২-৩০, ১৯-০০	৭১০ কিমি	১৬ ঘণ্টা	
তিরুনেলভেলি	৫-৩০, ৬-১৫, ৭-১৫, ৭-৪৫, ৮-০০, ১১-৩০, ১২-৩০, ১৪-৩০, ১৪-৪৫, ১৫-৩০, ১৬-৩০, ১৭-১৫, ১৭-৩০, ১৭-৪৫, ১৮-০০S, ১৮-১৫S, ১৮-৪৫, ১৯-০০, ১৯-১৫S, ২০-০০, ২০-৪৫, ২১-৩০, ২১-৪৫	৬০৫ কিমি	১৩½ ঘণ্টা	৯৯.৫০
নাগেরকয়েল	৫-৩০S, ৬-১৫, ৭-৪৫, ১০-০০, ১১-৩০, ১২-০০, ১২-৩০, ১৩-০০S, ১৩-৩০S, ১৪-৩০, ১৪-৪৫S, ১৫-০০, ১৫-১৫, ১৫-৪৫S, ১৬-১৫S, ১৬-৩০, ১৬-৪৫S, ১৭-০০, ১৭-৩০, ১৯-০০S, ২০-০০, ২১-৩০S, ২৩-০০S, ০-৩০	৬৮৫ কিমি	১৫½ ঘণ্টা	
রামেশ্বরম	১৭-৪৫, ১৮-৩০, APSRTC: ১৯-৪৫	৫৭২ কিমি	১৪ ঘণ্টা	৯০ ০০
কুমিলি (পেরিয়ার)	১৭-৩০			৮৮ ৫০
কুম্ভকোনাম	৫-০০, ৭-৪৫, ৮-১৫, ৮-৩০, ১০-০০, ১০-০০S, ১০-৪৫, ১১-৪৫, ১২-৩০, ১৪-০০, ১৫-৪৫, ১৭-০০, ২০-০০, ২০-৪৫, ২১-১৫S, ২১-৩০, ২১-৪৫, ২২-৪৫	২৮৩ কিমি	৭ ঘণ্টা	
কোদাইকানাল	১৭-৪৫	৫১৪ কিমি	১২½ ঘণ্টা	৮৩ ৫০
তিরুপতি	৫-১৫, ৬-১৫, ৮-১৫, ১১-১৫, ১১-৪৫, ১৫-৩০, ১৭-৪৫, ২০-৩০, ২২-৩০, ২২-৪৫, PAT : ৬-৩০, ৮-৩০, ৯-১৫, ১০-৩০, ১২-৩০, ১৪-৩০, ১৭-৩০, ১৯-৩০, ২১-৩০; APSRTC-র বাস যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ৫-০০— ২১-০০টায়	১৭০ কিমি	৩½ ঘণ্টা	৩৭ ০০
পণ্ডিচেরী	৪-০০, ৫-০০, ৫-১৫, ৫-৩০, ৫-৪৫, ৬-০০, ৬-৪৫, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-০০, ৮-১৫, ৮-৩০, ৮-৪৫, ৯-৩০, ১০-২৫, ১০-৩০, ১১-০০, ১১-২৫, ১১-৩০, ১১-৪৫, ১২-৩০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৩-৪৫, ১৪-০০, ১৪-১৫, ১৪-৩০, ১৫-০০, ১৫-৩০, ১৫-৪৫, ১৬-০০, ১৬-৩০, ১৭-০০, ১৭-২৫, ১৮-৩০, ১৯-১৫, ২০-০০, ২০-১০, ২০-৩০, ২০-৪৫, ২১-০০, ২১-৩০, ২২-০০, ২২-১৫, ২২-৩০, ২২-৪৫, ২৩-০০, ২৩-৪৫	১৬৬ কিমি	৪ ঘণ্টা	২৪ ৫০
হায়দ্রাবাদ	১৩-৩০	৬৪৭ কিমি	১৬½ ঘণ্টা	
হোগেনাকল	২৩-৩০	৩৪৫ কিমি	৮ ঘণ্টা	

আর, চিদাম্বরম, তাঞ্জোর, ত্রিচি, মাদুরাই, সালেম, ভেল্লোর মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে TTC-র এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে দিন-রাত্রি জুড়ে।

সেন্ট্রাল থেকে ডানহাতি এগমোরমুখী Poonamalle High Rd-এ—*Rose Land H,* D ১২৫-১৭৫; TTDC-র *H*

Tamilnadu-II, EVR Rd, opp Chennai Central, Chennai-600003, ✆ 589132, DAB ২৫০ A/c D ৩৫০ ডর্মি বেড ৪৫ করে; *H Howrah International*, DAB ২৫০- ৩৫০ A/c D ৩৭৫-৪৫০; *Siddque Sarai, Golden Cafe L*, SAB ৮৫ DAB ১৭৫ TAB ২২৫; *H Devi*, S ৬০-৮৫ D ১০০-১৫০; *H Kalinga*, D ৩২৫-৪০০; **Breeze H*, 850 PH Rd, Kilpauk-10, ✆ 6413334, A/c S ৮৫০-১২০০ D ১২৫০-১৬০০; **H Gokula*, 1082 PH Rd-84, R1B2, SAB ১৫০-২৭৫ DAB ২৭৫-৩৭৫ A/c S ৩০০-৪৭৫ D ৪০০-৬৫০; *Biva L*, SAB ৮৫ DAB ১৫০ TAB ১৭৫; *Virudhnagar Lodging House, H Akbar*. ডানহাতি Cuddappu Rangiah Stএ—*Cauvery L, Eswari L, H Peacock*, 1089 P H Rd-84, SAB ২২৫ DAB ৪০০ A/c S ৩২৫ D ৪৭৫ স্যুইট ৮০০; **H Picnic*, 1132 PH Rd-3, ✆ 588809, S ২২৫ D ৩৫০ A/c S ৪৩৮, D ৬০০; *H Alankar*, 924 PH Rd-84, ✆ 6411134, S ৮০-১২৫ D ১২৫-২০০; *H Rivera*, 943 PH Rd-84, ✆ 6411845, DAB ৩০০ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; **H Blue Diamond*, 934 P H Rd-84, ✆ 6412244, SAB ২৯০ DAB ৪৫০ A/c S ৪৯০ D ৬০০; *Udipi H Sudha*, 97 PH Rd-84, ✆ 8252255, S ১৫০ D ২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০ ; **H Dasaprakash*, 100 P H Rd-84, ✆ 8255111, S ১৯৫-২৫০ D ৩০০-৪৫০ A/c S ২৫০-৩৫০ D ৪৭৫-৬৫০ স্যুইট ৬০০-৮৫০ ; *Everest Boarding Lodging*, EVR Rd, ✆ 580772, SAB ১৫০ DAB ২৭৫ FAB ৩০০; **H Windsor Park*, 349 P H Rd, Amjikarai-29, ✆ 421673, A/c S ৮৪৫ D ১০৪৫ স্যুইট ১৫৯০; *H Sindoori Central*, 26/27 P H Rd-3, ✆ 583797, A/c S ৭৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০; *H Premier*, 22 P H Rd-3, ✆ 583311, A/c S ৪৫০ D ৬০০।

এগমোর রেল স্টেশনের বিপরীতে—দোকানপাটে ঘেরা **H Imperial*, 6, Gandhi-Irwin Rd, Egmore, Chennai-8, ✆ 8250376, SAB ২০০ DAB ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০; **H Chandra Towers*, 9 Gandhi-Irwin Rd-8, ✆ 8258171, A/c S ৬৯৫-৭৯৫ D ৮৫০-১০৫০ স্যুইট ৯৫০-১৫৫০; গলি পথে *Lakshmi Mohan L, H Pandiyan, H Masa* ; মূলপথে ফিরে *H Ramprasad*, G I Rd-8, S ২০০ D ২৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; **Tourist Home*, 21 G I Rd-8, ✆ 8250079, S ২৫০ D ৩০০ A/c D ৪২৫-৬০০; *H Impala Continental*, G I Rd, S ২২৫ D ৩০০ স্যুইট ৬০০ A/c D ৬০০ স্যুইট ৮০০; *Buharis Blue Lagoon H*, 79-A, East Coast Rd-41, ✆ 4926125, S ২৫০ D ৪২৫ FR ৪৫০ A/c D ৫৫০-৮০০; **H New Victoria*, 3 Kennet Lane-8, ✆ 8253638, A/c S ৮০০ D ১০০০ স্যুইট ১৫০০; *Udipi Home*, 1 Halls Rd-8, ✆ 8251515, S ২৮০-৪০০ D ৩৭০-৪৭৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *H Majestic*, Kennet Lane, S ৬৫-১০০ D ৮৫-১৭৫; একই পথে *Sri Lakshmi L*, SAB ৮৫ DAB ১৫০ ; *H Regent, H Regal, *H Pandian*, 9 Kennet Lane, ✆ 8252901, S ৩২৫-৪৫০ D ৪৫০-৬৫০ A/c S ৬০০ D ৬৫০-৮৫০, দেশী-বিদেশী আহার্যও মেলে এদের ক্যান্টিনে; *H Sri Durga Prasad*, 10/11 Kennet Lane-8, A15B2, S ১৫০ D ২৫০ T ৩০০ A/c S ২৭৫ D ৩৫০; *Merit Inn*, 2 Monteith Rd-8, ✆ 8257770, A/c S ৬৫০ D ৮৫০; **H Sudarshan International*, 53 Montieth Rd-8, A15R2, A/c S ৪৫০-৫২৫ D ৪৫০-৬৫০ ; *N N M P Sangam L, Doyal De L*, 486 Pantheon Rd, D ২২৫ T ২৭৫; *Peoples L*, Whannels Rd, SAB ১০০ DAB ১৭৫; *H Vaigai*, 3 G I Rd-8, ✆ 834959, D ২৫০-৩২৫ A/c D ৪২৫-৬০০; **H Victoria*, 3 G I Rd-8, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১২০০; *Luxmi Narayan L*.

শহর জুড়ে মিশ্র মানের—*H Ganga International*, 47 Bazullah Rd, T Nagar, Chennai-600017, ✆ 8231340, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০, কল বুকিং: P-11 Manmohan Bose St, Cal-6, ✆ 5559243; **H Kanchi*, 28 Commander-in-Chief Rd-8, ✆ 8271100, DAB ৪০০ A/c D ৬০০ স্যুইট ৮০০, হোটেলটি ভালই; লাগোয়া **H Guru*, 69 Marshall Rd-8, A8R2½, SAB ১৭৫ DAB ৩০০ TAB ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *Adyar Gate H*, 132 Mowbrays Rd-18, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ থেকে ; **H Madras Asoka*, 33 Pantheon Rd, Egmore-8, ✆ 8253377, S ৪০০ D ৫০০ A/c S ৫২৫ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ৬৫০-১০০০ কটেজ ১২৫০-১৭৫০; **H Atlantic*, 2 Montieth Rd-8, ✆ 8260461, S ৩৫০-৪৫০ D ৪৫০-৬০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; **H Ambassador Pallava*, 53 Montieth Rd-8, ✆ 8262061, A/c S ১৬৭৫ D ২২৭৫ স্যুইট ২৭৫০-৪৫০০ ; **Connemara H*, Binny Rd-600002, ✆ 8520123, A18R4B1, A/c S ১০০-১৪৫ D ১১০-১৬৫ স্যুইট ১৬০-২২৫ US$; *H Garden*, 68A, Purasawalkam High Rd-7, ✆ 6422677, D ৩২৫ A/c D ৪৫০; **Gupta's Ajantha H*, 36 Royapettah High Rd-14, S ১৭৫ D ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪২৫; **H Madras International*, 693 Mount Rd-6, ✆ 8261811, A/c S ১২২০-১৩৯৫ D ১৫০০-১৭৫০ স্যুইট ২৭৫০; **H Maris*, 9 Cathedral Rd-86, ✆ 8270541, S ৩৫০ D ৪৭৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; **New Woodlands H*, 72-75 Dr Radhakrishnan Rd-4, ✆ 8273111, S ৩০০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬২৫-৯৫০; **H Palmgrove*, 5 Kodambakkam High Rd-34, ✆ 8271881, S ৩৫০-৪৭৫ D ৪২৫-৫৫০ A/c S ৪৭৫-৬০০ D ৫৫০-৬৭৫ স্যুইট ৬২৫-৮৫০ কটেজ ১২০০; বিপরীতে *Centrepoint GH*, S ৪০০ D ৫৫০; *H Pratap Plaza*, 96 CK High Rd-34, ✆ 8271147, S ৩৫০ D ৪৭৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; **H President*, 16 Dr Radhakrishnan Rd-4, ✆ 832211, A/c S ৮৫০ D ১০৯০ স্যুইট ১২৫০-২০০০; **Quality Inn Aruna*, 144 Sterling Rd, Nungambakkam-34, ✆ 8259090, A/c S ১৬৫০ D ২২৫০ স্যুইট ২৮৫০-৫৫০০; **H Ranjith*, 9 N H Rd-34, ✆ 8270521, SAB ৫২৫ DAB ৬৫০ A/c S ৮০০ D ৯৫০; **H Picnic Plaza*, 2 R K Mutt Rd, Mylapore-4, A/c S ৬০০ D ৮৫০; **Nilgiris Nest*, 58 Dr Radhakrishnan Salai, Mylapore-4, ✆ 8275111, A/c S ৬২৫-৮৫০ D ৬৭৫-১২৫০; **Savera H*, 69 Dr Radhakrishnan Salai, Mylapore-4, ✆ 8274700, A10R2B2, A/c S ১২৫০-১৬৯০ D ১৮৫০-২২৫০ স্যুইট ৩৭৫০; *H Karpakam*, 19 South Mada St, Mylapore-4, D ২৭৫-৪৫০; *H Srilekha*, 49 Anna

Salai-2, ✆ 830521, R3, SAB ২০০, DAB ৩০০, A/c D ৪০০-৬০০, স্যুইট ৬৫০, A/c ৮০০; *H Srilekha Interconti-nental,* A/564, Anna Salai, Teynampet-18, ✆ 4349484, S ৪০০, D ৫৫০, A/c S ৬০০, D ৮৫০; **H Sindoori,* 24 Greams Lane-6, A14R4B6, ✆ 8271164, A/c D ৪০-৪৫ স্যুইট ৫০-৬৫ US$; Oberoi's * *The Trident,* 1/24 G S T Rd-27, ✆ 2344747, A/c S ১১৫ D ১২৫ US$; **Wood-lands H,* 10 West Cott Rd, Royapettah-14, SAB ১৭৫, DAB ২২৫, A/c S ২৭৫, D ৪৫০; *H Ganga International,* 47 Bazullah Rd, T Nagar-17, ✆ 8231340, A/c S ৭৫০, D ৯৫০, স্যুইট ১২৫০; *H Mars,* 768 Pammal Main Rd, Pallavaram-43, ✆ 402586, S ২২৫, D ২৭৫, A/c S ৪২৫, D ৫৯৫, স্যুইট ৮৯৫; *Hotel L R Swami Narayan,* 83 Usman Rd, T Nagar-17, ✆ 4346227; **H Peninsula,* 26 G N Rd, T Nagar-17, ✆ 8250853, DAB ৪৫০-৬৫০, A/c ৬৫০-৮৫০; *H Brindavan,* 6 Deen Dhayalu St, T Nagar-17, DCB ১২৫, DAB ১৫০, A/c D ৩০০; **The Residency,* 49 G N Chetty Rd, T Ngr-17, ✆ 8253434, A17R8B2, A/c S ১০০০-১২৫০, D ১২৫০-১৬৫০, স্যুইট ১৮৫০; **Harrisons H,* 154 Village Rd, Nungambakkam-34, ✆ 8275271, SAB ২৫০, DAB ৩২৫, TAB ৩৭৫, A/c D ৪৫০।

**H Swagath,* 243 Royapettah High Rd-14, ✆ 8268466, A15R5, SAB ২৫০, DAB ৩২৫, স্যুইট ৪৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০, ৫৫০; **Taj Coromandel H,* 17 Nungambakkam High Rd-34, ✆ 8272827, A12R5B2, A/c S ১৬০ D ১৮৫ স্যুইট ২৬৫-৪৫০ US$; **VGP Golden Beach Resort,* Enjambakkam-41, ✆ 4926445, A25R20, কটেজ D ৬৫০, A/c D ১২০০-১৫০০, স্যুইট ২৫০০; **Welcomgroup's Chola Sheraton,* 10 Cathedral Rd-34, ✆ 8280101, A12R6B2, A/c S ১১০-১৮৫ D ১২০-১৯৫ স্যুইট ৩৭৫ US$; এদেরই **Park Sheraton,* Alwarpet, 132 T T K Rd-18, ✆ 4994101, A9R8B4, A/c S ১১০-১৯৫ D ১২০-২০০ স্যুইট ২২৫-৭০০ US$; *H Appolo,* Egmore-8, S ১৭৫, D২৫০, A/c S ৩২৫, D৪২৫; *Ishwariya G H,* 27/1 Thiruvengadam St, Perampur-600011, S ১৭৫, D ২৫০, A/c D ৪২৫; *H De Broadway,* 196 Broadway-8, S ৮০, D ১২৫-২০০; *H Excellent,* 185 Broadway-18, DCB ১০০, DAB ১৫০; **H Geetha,* 9-A, Victoria Cresent Rd-8; *H Ganapat,* 103 N H Rd-34, ✆ 8271889, SAB ৩২৫, DAB ৪২৫, A/c S ৪০০, D ৬০০; *H Claridges,* 14 Thambuswamy Rd-10.

ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ২০ মিনিটের পথে *Broadlands L,* 16 Vallabha Agraham St, Triplicane-5, ✆ 845573, SCB ৮০, SAB ১০০, DCB ১২৫, DAB ২০০, ব্যবস্থাপনা ভালই; **Tourist Hostel,* 12 Dr Durgabai Deshmukh Rd-28, S ১৫০, D ২২৫, A/c D ৪২৫; *Andhra Mahila Sabha,* 12 Dr Durgabai Deshmukh Rd-28, S ১২৫, D ১৭৫, A/c D ৩২৫; *Admiralty H,* 5 Norton Rd-28, D ৩২৫, A/c D ৫৫০-৭৫০; ভিনদেশিদের প্রিয় *Malaysia L,* 104 Armenian St, behind GPO, George Town, S ১০০, D ১৭৫, A-c S ২৫০, D ৩২৫, অতি সাধারণ সাজে হোটেলটি ভালই; *H Surat,* 138 Popham's Broadway, S ৬০-১০০, D ১২৫-১৭৫; **Holiday Inn, Crown Plaza,* St Thomas Mount-16, ✆ 2348976, A/c S ১১০-১৪০ D ১২০-১৫০ স্যুইট ২১০-৪২৫ US$; *Hotel L R Swami Narayan,* 83 Usman Rd, T Nagar-17, S ১০০, D ১৭৫, স্যুইট ২৫০; **Queen's H,* 67 Village Rd-34, S ১৫০, D ২৫০; **H Silver Star,* 5 Purasawalkam High Rd-7, S ১৭৫, D ২৫০, A/c S ৩০০, D ৪০০; **H Harinivas,* 163 Thambu Chetty St-1, ✆ 5342121, S ১২৫, D ১৭৫, A/c S ২২৫, D ৩২৫; *Air Port Inn,* A2, S ১৭৫, D ৩০০, A/c S ৩০০, D ৪০০ ; *H Sree Krishna,* 159 Peters Rd-86, ✆ 8522320, A10R4, S ২২৫, D ৩০০, A/c D ৩৭৫-৬০০।

আর আছে শহরের দক্ষিণে অ্যাডিয়ারে *Youth Hostel,* Indira Nagar-20, ✆ 4912882, বেড ১০, করে। বাস যাচ্ছে প্যারিস কর্নার থেকে 19B, 19S, 21A, 21D, 23A ; আধ ঘণ্টার পথ। ক্যাম্পিং-এরও ব্যবস্থা মেলে। *YMCA Guest Room,* 24 West Cott Rd-14, ✆ 832554, DAB ২২৫, A/c D ৩২৫। সেন্ট্রাল থেকে ৩ কিমি দূরে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসেস-এর *Youth Hostel*-এ ৭১ বেডের ডর্মিতে ছাত্র ১০, সাধারণ ২০, ,১৫টি DAB ৬০, ৭৫, ১০০, ১৮টি TAB ৮০, ১২৫, ৩টি FAB ১০০, A/c T ৩০০, F ৪০০; অবু: যুব কল্যাণ অধিকর্তা, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ, 32/1 BBD Bagh, 2nd flr, opp Telephone Bhawan, ✆ 2480626, Calcutta-700001. এগমোর স্টেশনের পশ্চিমে *World University Service Centre,* Spur Tank Rd, ✆ 863991, বাথসংলগ্ন ঘর—ছাত্র ১৫, শিক্ষক ২০, সাধারণ ৩০,। TTC-র বাস স্ট্যান্ডেও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা আছে। *রেলের রিটায়ারিং রুমও* আছে চেন্নাই সেন্ট্রাল ও এগমোর স্টেশনে।

YMCA, 74 Ritherdon Rd, Esplanade; এগমোরের উত্তরে *YWCA,* 1086 PH Rd -84, ✆ 5324945,দুইয়েতেই ১০ টাকায় সাময়িক সদস্য হয়ে নারী ও পুরুষ পৃথকভাবে থাকার ব্যবস্থা মেলে, S ২৫০, D ৩০০, A/c D ৪৫০, FR ৪৫০, দেশী-বিদেশী আহার্যও মেলে এদের ক্যান্টিনে। তবে সদাই ফুল থাকে এদের গেস্ট হাউস। এগমোর থেকে ২০ মিনিটের পথে বাথ সংলগ্ন ঘরের অভাব হলেও যথেষ্ট পপুলার *Salvation Army Red Shield G H,* 15 Ritherdon Rd, ✆ 5321821, D ৬০, T ৯০, ডর্মি ২০; *Laharry Transit Hostel,* 26 Venkataraman St-17, S ১৫০-২০০, D ২২৫-৩০০, ডর্মিতে ৫০, করে।

এছাড়াও হোটেল আছে চেন্নাইয়ে আরও নানান S ৬০, থেকে ১৫০, D ৮৫, থেকে ২২৫ টাকায়। ধরমশালাও রয়েছে চেন্নাই শহরে। সেন্ট্রালের কাছেই রেল পার্শেল অফিসের পাশে—*Sitanath Dharamshala,* 5 Edapalayan Lane; ওয়ালট্যাক্স রোডের ডাইনে—*Paramananda Doss Chota Doss Dharamshala,* Rofsappa Chetty St দেখা যেতে পারে। প্রতিটি হোটেলেই অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে। ম্যানেজারদের লিখুন।

তবে, দক্ষিণ ও পণ্ডিচেরীর ট্রেনগুলি চেন্নাই-এর এগমোর স্টেশন থেকেই ছাড়ছে, তাই এগমোরের হোটেলগুলিতে ঘর নেওয়া যাত্রীদের পক্ষে সুবিধার। তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সঙ্গে Walltax Rd-এ—*হোটেল বিশ্রাম, হোটেল ব্লু স্টার ইন্টারন্যাশনাল;* Poonamallee High Rd-এ—*হোটেল*

দশপ্রকাশ, এভারেস্ট বোর্ডিং; Commander-in-Chief Rd-এ—*হোটেল কাঞ্চি, হোটেল গুরু;* Triplicane-এ স্টার টকিজের বিপরীতে—*ব্রোডল্যান্ডস লজ;* Egmore-এ—*হোটেল রামপ্রসাদ, হোটেল নিউ ভিক্টোরিয়া, হোটেল ম্যারিস, হোটেল ইম্পিরিয়াল, হোটেল ভাইগাই, ওয়ার্লড য়্যুনিভার্সিটি সার্ভিস সেন্টার, ইম্পালা কন্টিনেন্টাল, ট্যুরিস্ট হোম* নির্বাচন করা যেতে পারে। আহার্যও মেলে বিশ্রাম ছাড়া সর্বত্র।

আহার্যেও বৈচিত্র্য আছে চেন্নাই তথা সারা দক্ষিণে। নিরামিষাশী এরা। মেনুতে—টোস্ট-কচুরি-লুচির অভাব। ইডলি-দোসা-বড়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট তথা টিফিন মেনু এদের। আর দুপুর ও রাতে *Saapad* অর্থাৎ ভাতের সাথে রসম-সম্বরম মেলে। তবে, চেন্নাইয়ে আজ মোগলাই, তন্দুরি, চীনা, কন্টিনেন্টাল আহার্যও মেলে নানান হোটেল রেস্তোরাঁয়। চার্জও এদের সারা ভারত থেকে কম।

আর বাঙালি খানার ব্যবস্থা নিয়ে হোটেলও হয়েছে বাঙালির *শ্রীঅন্নপূর্ণা অব ক্যালকাটা চেন্নাই*-এর এগমোরে পুলিস কমিশনার অফিসের পাশে ২৩, প্যানথিয়ন রোডে। এমনকি সকালে লুচি, পরোটা, মাখন-রুটি-ওমলেট আর বিকালে রোল, নুডুল, সিঙাড়াও মেলে অন্নপূর্ণায়।

উচিতও হবে চলার পথে আন্নাসলাই-এর *গোদাবরী,* তারাপোর টাওয়ারের ত্রিতলে *মথুরা,* বিপরীতে *হোটেল গঙ্গোত্রীর* নিরামিষ থালির স্বাদ নেওয়া। আরও দক্ষিণে আন্নাসলাই-এ *যমুনা রেস্টুরেন্ট*টিরও সুনাম আছে মসলা দোসার সাথে লস্যির। তেমনই উচিত হবে এগমোরের উদিপি হোমের মৎস্যে মসলা দোসার স্বাদ নেওয়া। আন্নাসলাই-এ স্পেন্সার বিল্ডিং-এর *ফিয়েস্তা রেস্টুরেন্ট,* আন্না রোড পোস্ট অফিসের কাছে *হোটেল ইনল্যান্ড,* আরও যেতে *মনসা, ওপেন হাউস*—এদের কাছে ৩০-৫০ টাকায় সুস্বাদু মিল মেলে। এগমোর রেল স্টেশনের বিপরীতে *রাজাভবন, বসন্তভবন, হোটেল অশোকা*-রও যথেষ্ট প্রশস্তি আহার্য পরিষেবায়। *বসন্তভবনে* আমিষ আহার্যও মেলে। হোটেল ইম্পিরিয়ালের *ওমর খৈয়াম রেস্টুরেন্ট*টিরও যথেষ্ট সুনাম আমিষ আহার্য পরিষেবায়। টি-নগরে *হোটেল নিউ উডল্যান্ডস, হোটেল সর্বানা ভবন, অমরাবতী, হোটেল ম্যারিস, উডল্যান্ডস ড্রাইভ-ইন*-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি *Saapad* অর্থাৎ দক্ষিণী নিরামিষ আহার্য পরিবেশনে। আর, চীনা আহার্যের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে চোলা সেরাটনের বিপরীতে ক্যাথেড্রাল রোডে *চায়না টাউন* বা ৬৭ আন্নাসলাই-এর *চাঙকিং-এ।* আর তৃষ্ণা মেটাতে ট্যুরিস্ট অফিসের অদূরে আন্নাসলাই-এ *আভিন-এর* ঠাণ্ডা পানীয়ের প্রশস্তি আছে সারা শহর জুড়ে। আর ট্রিপলিকেন হাই রোডে *মহারাজা রেস্টুরেন্ট*টির খ্যাতি স্যান্ডউইচ-এর সাথে লস্যির। লাগোয়া অন্নপূর্ণা হোটেলের *গঙ্গা রেস্টুরেন্ট*-টিরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি নিরামিষ টিফিন পরিষেবায়।

কনডাকটেড ট্যুর: তামিলনাড়ু ও সারা দক্ষিণ ভারত বেড়াবার সুন্দর আয়োজন রয়েছে চেন্নাই থেকে। তামিলনাড়ু ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত ট্যুরে অংশ নিয়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

Tour No 1: প্রতি শনিবার সকাল ৭-০০টায় ৬ দিনের Tamilnadu Tour-এ যাচ্ছে TTDC এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে —Chennai–Tiruchi-320*, Srirangam-35, Kodaikanal-155*, Madurai-130*, Teppakulam-50, Kanyakumari-265*, Suchindram-30*, Tiruchendur-90, Rameswaram-250*, Thanjavur-280*; total distance 2000 kms. ভাড়া—যাতায়াত ও থাকা নিয়ে ৫-১২ বছরের শিশুদের ২৫০০, একই ঘরে শেয়ার করে থাকায় প্রতিজনা ২৮০০, একক থাকায় ৩৩০০, A/c কোচে যাতায়াত A/c ঘরে অবস্থানে ৩৯৫০, ৪৫০০, ৫৫০০, Non A/c কোচে যাতায়াত A/c ঘরে অবস্থানে ৩৮০০, ৪১০০, ৪৬০০, যথাক্রমে।

ITDC-ও যাচ্ছে ৭ রাত ৮ দিনের ট্যুরে দক্ষিণী প্যাকেজে।

Tour No. 2: প্রতি শনিবার সকাল ৭-০০টায় ৬ দিনের *South India Tour*-এ TTDC বেড়িয়ে আনে—Bangalore*, Srirangapattana, Brindavan Garden, Mysore*, Mudumalai Wildlife Sanctuary, Udhagamandalam* (Ooty), Coonoor, Coimbatore, Hogenakkal*, Thiruvannamalai, Mamallapuram*; total distance 2000 kms. ভাড়া—শিশু ১৯০০, ডাবল বেডের ঘরে প্রতিজনা ২০৫০, একক থাকায় ২৪৫০, A/c ঘরে ৩১০০, ৩২৫০, ৩৬৫০। *চিহ্নিত স্থানগুলিতে রাতের অবস্থান।

Tour No. 3: ITDC, Govt of India Tourist Office, 154 Anna Salai, Chennai-600002, ✆ 8478884/8869685 (সোম থেকে শুক্রবার ৯-১৫—১৭-৪৫, শনি ও ছুটির দিন ৯—১৩-০০, রবিবার বন্ধ থাকে অফিস এদের) থেকে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন বেলা ১৪-০০টায় রওনা হয়ে শহর দেখিয়ে ফেরে ১৮-০০টায়। গাড়িতে গাইড থাকেন।

Tour No. 4: ITDC প্রতিদিন ৬-২০এ গিয়ে চেন্নাই, কাঞ্চিপুরম, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম বেড়িয়ে ফেরে ১৯-০০টায়। ফেরার পথে কুমির প্রকল্প দেখিয়ে আনে। কেবল মহাবলীও বেড়িয়ে আনে এরা ৮—১৭-০০টায়।

Tour No. 5: সপ্তাহের প্রতিদিন TTDC-র বাস ৮—১৩-০০ আবার ১৩-৩০—১৮-৩০টায় পৃথক পৃথক ট্যুরে যাচ্ছে শহর দেখাতে। ভাড়া ৬৫, A/c ১০০। আর ৮—১৯-০০টায় শহর দেখিয়ে আনে TTDC. ভেজ মিল সহ ভাড়া ১৬৫, A/c ২৭৫।

Tour No. 6: TTDC-র ডিলাক্স বাস প্রতিদিন সকাল ৬-২০এ রওনা হয়ে কাঞ্চি, পক্ষীতীর্থম, মহাবলীপুরম ও ভিজিপি গোল্ডেন বীচ বেড়িয়ে ১৯-০০টায় ফেরে। ব্রেকফাস্ট ও ভেজ লাঞ্চ নিয়ে ভাড়া ১৬০, A/c ২৬০ টাকা।

Tour No.7: TTDC ও ITDC সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৬-১০-এ গিয়ে দিনে দিনে অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতি বেড়িয়ে ফেরে ২২-০০টায়। তবে ছুটির দিনগুলিতে দীর্ঘ লাইন হেতু সময়ে আধিক্য লাগে। বিশেষ দেবদর্শনী ৩০, সহ ভাড়া ডিলাক্স বাসে ২৭৫, A/c ৩৭৫, শিশু ২৪৫/৩৪৫। ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ সহ ভাড়া। যাতায়াতে ঘন্টা দশেকের বাস সফর। আবার এককভাবেও ট্রেন বা বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় চেন্নাই থেকে তিরুপতি। অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য পরিবহনের (APSRTC ✆ 560753) বাসও যাচ্ছে এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায়—৫-৩০ থেকে ২০-৩০টায়।

আবার ১ রাতের অবস্থানে প্রতি শনিবার ১৫-০০টায় গিয়ে রবিবার ১৮-০০টায় ফেরে ৪৭৫/৬৫০ টাকায় Tiruthani, Tirupathi, Tirumala বেড়িয়ে।

Tour No. 8: TTDC প্রতি শুক্রবার ২১-০০টায় *Week End Tour*-এ গিয়ে Thanjavur, Velankanni, Nagore, Thirunallar, Poompuhar, Vaitheeswaram Koil, Chidambaram, *Pichavaram, Pondicherry, অর্থাৎ ৮৫০ কিমি পরিক্রমা সেরে রবিবার ১৯-৩০টায় ফেরে। এ ট্যুরের ভাড়া একক ঘরে ৭২৫, A/c বাসে ১১৫০, ডবল বেডের ঘরে ৬৫০, A/c ঘরে ১০৫০, করে।

এক মাসে দক্ষিণী সফর

১ম দিন চেন্নাই পৌঁছে শহর বেড়িয়ে ও প্রয়োজনীয় টিকিট কেটে বিশ্রাম। ২য় দিন ট্রেন বা বাসে এককভাবে বা ITDC/TTDC আয়োজিত একদিনের ট্যুরে বিশেষ দেবদর্শনীসহ ২৭৫/A/c ৩৭৫ টাকায় অন্ধ্রের তিরুপতি বেড়িয়ে আসতে পারেন। ৩য় দিনে TTDC বা ITDC-র আয়োজিত ট্যুরে মহাবলীপুরম/কাঞ্চিপুরম/পক্ষীতীর্থম বেড়িয়ে নিন। ৪র্থ দিনে কেনাকাটা ও শহর বেড়িয়ে রাতের বাস বা ট্রেনে রওনা হয়ে ভোরে পণ্ডিচেরী পৌঁছান। দিনে দিনে পণ্ডিচেরী বেড়িয়ে সন্ধ্যায় ট্রেন বা বাসে চিদম্বরম পৌঁছে যান। আবার বাসে জিঞ্জিও বেড়িয়ে নিতে পারেন পণ্ডিচেরীতে একরাত থেকে। ৬ষ্ঠ দিনে চিদাম্বরম বেড়িয়ে রাতে তাঞ্জোর। ৭ম দিনে তাঞ্জোর ও কুম্ভকোণাম বেড়িয়ে তিরুচিরাপল্লী পৌঁছে যান। ৮ম দিন চলুন কোদাইকানাল ট্রেন বা বাসে। ১০ম দিন কোদাই থেকে মাদুরাই ফিরুন। ১১শ দিন রামেশ্বরম চলুন রাতের ট্রেনে। দিনে দিনে রামেশ্বরম বেড়িয়ে দুপুরের ট্রেনে মাদুরাই রওনা হন। বা ১২শ দিন রামেশ্বরম থেকে কন্যাকুমারীর বাসে চলুন তিরুচেন্দুর। তিরুচেন্দুরে রাত কাটিয়ে ১৪শ দিন সকালের বাসে কন্যাকুমারিকা চলুন। ১৫শ দিন বিকালে ট্রেন বা বাসে তিরুভনন্তপুরম পৌঁছে যান। ১৬শ দিন KSTDC-র কনডাকটেড ট্যুরে শহর ও কোভলম বেড়িয়ে রাতের বিশ্রাম তিরুভনন্তপুরমে বা ১৬-৩০, ১৭-০৫, ১৭-৪০, ২১-০০, ২১-৪৫এর ট্রেনে ১½ ঘণ্টায় কোল্লাম পৌঁছে ১৭শ দিনে কোল্লাম ও ওয়ারকালা বেড়িয়ে পেরিয়ার যেতে পারেন। তবে, তিরুভনন্তপুরম থেকে প্রতি শনিবার গিয়ে ২ দিনের প্যাকেজ ট্যুরেও দেখে নেওয়া যায় পেরিয়ার। অথবা তিরুভনন্তপুরম থেকে সরাসরি কোচি চলুন ট্রেন বা বাসে। ১৮/১৯তম দিন কোচিতে কাটিয়ে লাক্ষাদ্বীপ যেতে পারেন। কোচি ও কালিকট (বেপুর) উভয় জায়গা থেকে জাহাজ যাচ্ছে লাক্ষাদ্বীপের। সঙ্গে ৩ কপি পাসপোর্ট ফটো নিতে হবে লাক্ষা যাত্রীদের। সময়াভাবে লাক্ষা না গিয়ে কোচি অর্থাৎ এর্নাকুলাম থেকে চেন্নাইও ফেরা যেতে পারে। তবে কোচি থেকে ত্রিসুর/পালাকাড/কোয়েম্বাটুর হয়ে উতকামণ্ড চলাই উচিত হবে ২০তম দিনে। ২১শ দিনে কনডাকটেড ট্যুরে উটি শহর ও মুধুমালাই বা কোটাগিরি ও অন্যান্য বেড়িয়ে নিতে পারেন। ২২তম দিনে ৮টায় রওনা হয়ে ১৩-৩০টায় মহীশূর পৌঁছান। ২৩তম দিনে KSTDC বা ITDC-র ট্যুরে মহীশূর শহর ও বৃন্দাবন গার্ডেন বেড়িয়ে রাতের ট্রেনে বা পরদিন সকাল ৬-০০টায় প্যাসেঞ্জার বা ৬-৪৫এর চামুণ্ডী এক্সে ৯-১৫/৯-৪০এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছান। ২৪তম দিনে শহর বেড়ানো ও কেনাকাটা; KSTDC-র প্যাকেজ ট্যুরে শহর দেখুন। ২৫তম দিনে বেলুড়/হ্যালেবিদ/শ্রবণবেলগোলা বেড়িয়ে আসুন KSTDC-র ট্যুরে। ২৬তম দিনে বিকালের ট্রেনে রওনা হয়ে পরদিন সকালে কাচিগুদা অর্থাৎ হায়দ্রাবাদ পৌঁছান। ২৮তম দিনে হায়দ্রাবাদ থেকে ৫-৩০টায় কৃষ্ণা বা ৭-০০টায় ইস্ট কোস্টে বা ১৬-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ফলকনুমা এক্সে কলকাতা ফিরুন বা সন্ধ্যার ট্রেনে কাচিগুদা ছেড়ে জালনা হয়ে ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে কনডাকটেড ট্যুরে ঔরঙ্গাবাদ ও ইলোরা দেখে নিন ২৯তম দিনে। ৩০তম দিনে ঔরঙ্গাবাদ থেকে বাসে গিয়ে অজন্তা দেখে জলগাঁও পৌঁছে ট্রেন ধরুন কলকাতার বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে নাগপুর গিয়ে মুম্বাই মেলের নাগপুর কোচে কলকাতা চলুন। চক্ররেলের টিকিটও করে নিতে পারেন এপথ পরিক্রমায়। সুবিধামত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যেতে পারে সফর-সূচীতে। আবার উৎসাহীরা সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন ৩ থেকে ৫ দিনে রামেশ্বরম থেকে ১২তম দিনে।

Tour No. 9: TTDC *Sakthi Tour* অর্থাৎ Melmaruvathur, Thiruverkadu, Mangadu দেবদর্শনে যাচ্ছে প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবার ৭—১৮-০০টায় ১৬৫ টাকায় A/c বাসে ২৭৫।

Tour No. 10 : Lord Muruga Tour-এ TTDC প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার সকাল ৭-০০টায় গিয়ে সোমবার ৬-০০টায় ফেরে একক ঘরে প্রতিজনা ১১৫০, ডাবল বেডের ঘরে প্রতিজনা ১০৫০, শিশু ১০০০, A/c ঘরে ১৯৫০, ১৮৫০, ১৮০০।

Tour No. 11 : TTDC প্রতি রবিবার সকাল ৭-০০টায় গিয়ে শুক্রবার ১৮-০০টায় ফেরে *Mookambika* অর্থাৎ Bangalore*, Shravanabelagola, Belur, Hallebed, Hassan*, Sringeri, Mookambika (Kollur), Udipi*, Dharmastala, Mysore*, Hogenakkal* বেড়িয়ে। এ ট্যুরের ভাড়া: শিশু ১৯০০, A/c ৩১০০, একই ঘরে দু'জন অবস্থানে ২০৫০, একক অবস্থানে ২৪৫০, A/c ৩১০০, ৩২৫০, ৩৬৫০।

Tour No 12 : পণ্ডিচেরী যাচ্ছে ১ দিনের প্যাকেজে ১৫০ টাকায়।

Tour No 13 : প্রতি শুক্রবার রাতে গিয়ে সোমবার সকালে শহরে ফেরে নবগ্রহ অর্থাৎ মন্দির দেখিয়ে ৫৭৫ টাকায়।

Tour No 14 : দিনে দিনে নবশক্তি ট্যুরে যাচ্ছে ১০০ টাকায়।

Tour No 15 : বিষ্ণু অর্থাৎ ৯টি মন্দির দর্শনে যাচ্ছে ১৩০ টাকায় TTDC.

এছাড়াও ৩টি পৃথক ট্যুরে—৭ দিনে মন্ত্রালয়ম ও গোয়া, ৭ দিনে ইস্ট-ওয়েস্ট কোস্ট, ৮ দিনে অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৪ দিনে সানি সাউথ ট্যুর-এ যাচ্ছে TTDC.

প্যাকেজ ট্যুর ও হোটেল তামিলনাড়ুর অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য পুরো টাকা M O অথবা Bank draft করে Tamilnadu Tourism Development Corporation Ltd, 3 EVR Salai, opp Central Railway Station, Park Town, Chennai-600003, ✆ (044) 582916, Fax: 044-561385 ঠিকানায় পাঠাতে হয়। কমপক্ষে ১০ জনের দলে ১০% কমিশনও মেলে। রাউন্ড দি ক্লক সার্ভিস এদের। এমনকি, Diamond Tours & Travels, 30 Jadunath Dey Rd, Cal-12, ✆ 279639/Himal Chura Travels & Tours, P-263 CIT Rd, Scheme VI(M), Cal-10, ✆ 3508004 থেকেও TTDC-র ট্যুর ও হোটেল তামিলনাড়ুর অগ্রিম বুকিং মেলে। আর Travel India, 1A, Hazra Rd, Calcutta-700026, ✆ 4745102 থেকে ITDC-র প্যাকেজ ট্যুরের বুকিং ব্যবস্থা মেলে। এছাড়া, বুকিং-এর ব্যবস্থা নিয়ে Sales Counter (6-00 to 21-00 hrs) বসেছে—এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড (TTC) ✆ 5341982, সেন্ট্রাল রেল স্টেশন ✆ 5353351, Hotel Tamilnadu, EVR Rd ✆ 589132, এগমোর রেল স্টেশন ✆ 8252165, Airport—Domestic Terminal ✆ 2340569 ও কলকাতায় G-26 Dakshinappan Complex, 2 Gariahat Rd, Cal-68, ✆ 4720432-এ। Sathyam Travel ✆ 4837686, Parveen Travels ✆ 6421158, Moses Cabs ✆ 6212157,

Ganesh Travels ✆ 8250066, Hertz ✆ 8265491 ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থা যাচ্ছে সেন্ট্রাল ও এগমোর রেল স্টেশন এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে দক্ষিণী সফরে। নানান ধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

হাইকোর্টের পাশে দুর্গের উত্তরে ১৮৪৪-এ তৈরি ৪৯মি অর্থাৎ ১৬০ ফুট উঁচু **লাইটহাউস**। উপর থেকে অতীত দিনের চেন্নাইকে দেখে নেওয়া যায়। ছুটির দিনগুলিতে সকাল ৮—১১-০০ ও ১৩—১৭-০০টায়, অন্যান্য দিনে সকাল ৭—১০-০০টায় উপরে ওঠা যায়। তবে, আজ নতুন করে আধুনিক লাইটহাউস হয়েছে আকাশবাণীর বিপরীতে ম্যারিনায়। এর উচ্চতা ১৫০ ফুট। লিফটও বসেছে। এক টাকার টিকিটে ১৪—১৬-০০টায় চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়।

অতীতের জর্জ টাউন, আজকের প্যারিস কর্নারের আর এক আকর্ষণ তার **হাইকোর্ট ভবন**। ১৮৬১তে হেনরি আরউইন ও জে এইচ স্টিফেনের নকশায় ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে গড়া (লন্ডনের পরেই) বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিচারালয়। ১৩ নম্বর কোর্টের সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রে অভিনবত্ব আছে। অদূরে SBI ও GPO-র মূল দপ্তর।

হাইকোর্টের দক্ষিণে ব্রিটিশের হাতে তৈরি **ফোর্ট সেন্ট জর্জ**। ২০ ফুটের দেওয়ালে ঘেরা দুর্গের মূল প্রবেশপথ তিনটি—ম্যারিনা, মাউন্ট রোড ও পুনামেল হাইরোড হয়ে। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে বাণিজ্য করতে। চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে দু'বছরের ইজারা নেওয়া জমিতে *ফ্রান্সিস ডে* চৌদ্দ বছর ধরে গড়ে তোলেন ফোর্ট সেন্ট জর্জ সেকালের ধীবরদের গ্রাম চেন্নাই-এ। নির্মাণ শেষ হয় ১৬৫৩-য়। ফোর্টের উত্তর জুড়ে গড়ে ওঠে বসতি *হোয়াইট টাউন*—অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ রাজের জন্ম জর্জ টাউনে। ভারতে প্রথম মিউনিসিপ্যাল সনদও অনুমোদন পায় ১৬৮৮তে। ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সেরও লোলুপ দৃষ্টি ছিল ভারত থেকে রসদ পেতে। দীর্ঘকালের সংঘাতে ১৭৪৬-এ দুর্গের দখলও যায় ফ্রান্সের হাতে। তবে নর্থ আমেরিকায় দ্বীপ পেয়ে বদলে দুর্গ ছাড়ে ফ্রান্স ১৭৪৮-এ। তবুও সংঘাত চলতে থাকে পরস্পরে। ১৭৫১-য় আর্কটের কাছে ফ্রান্সকে হারিয়ে সার্বভৌমত্ব গড়ে ব্রিটিশ চেন্নাইয়ে। আর যুদ্ধজয়ের নায়ক লর্ড ক্লাইভ সামান্য কেরানি থেকে উন্নতির সোপান বেয়ে হন চেন্নাই-এর গভর্নর। আরও পরে ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে হারিয়ে ভারতে ব্রিটিশের বনিয়াদ মজবুতও করে ক্লাইভ। দুর্গের রবার্ট ক্লাইভ ও কর্নেল ওয়েলেসলীর বাসগৃহ দু'টির আকর্ষণও অপরিসীম। মিউজিয়মের দক্ষিণে ক্লাইভের বাসগৃহে পে অ্যাকাউন্টস অফিস বসেছে। তবে, ক্লাইভের বাসগৃহে *ক্লাইভ কর্নার* সাধারণের কাছে খোলা। ওয়েলেসলীও ডিউক অব ওয়েলিংটন হন ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জিতে।

ফোর্ট মিউজিয়মটি পর্যটকদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ স্মৃতি রোমন্থন করায়। ১৬৮০তে তৈরি মেস-বাড়িতে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ব্যবহৃত তরবারি, আগ্নেয়াস্ত্র, হেলমেটস, মুদ্রা, বসন, ঐতিহাসিক দলিল, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপির অমূল্য সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে। শুক্র ও ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। দ্বিতলে ১৮০২-এ তৈরি ব্যাঙ্কোয়েট হল্-এ ছবিতে সেন্ট জর্জের গভর্নর তথা ব্রিটিশ রাজের VIP-দের ছবির সংগ্রহও উল্লেখ্য। তবে বার বার সংস্কার হয়ে রূপান্তরও ঘটেছে। রাজ্য সরকারের সেক্রেটারিয়েট ও আইনসভা বসেছে সেন্ট জর্জ দুর্গে। অদূরেই কয়ুম নদী শহর পরিক্রমা সেরে সমুদ্রে মিলেছে।

দুর্গের মধ্যেই হয়েছে **সেন্ট ম্যারির চার্চ** অর্থাৎ গির্জা। ইংল্যান্ডের বাইরে ব্রিটিশের তৈরি প্রাচ্যের প্রথম প্রোটেস্টান্ট চার্চ এটি। আমেরিকার এলিহু ইয়েল-এর টাকায় এডওয়ার্ড ফাউলের নকশায় ১৬৭৮-৮০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। ৫ বছরের জন্য চেন্নাইর গভর্নরও ছিলেন এই ইয়েল। আর গভর্নর থাকা কালে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রুষ্ট হয় সাহেবের প্রতি। চার্চের **লাস্ট সাপার** ছবিটি আর এক দ্রষ্টব্য। শোনা যায় র‍্যাফেলের তুলির পরশ আছে ছবিতে। সম্পূর্ণতা পায় তাঁরই এক শিষ্যের হাতে। ব্রিটিশের দখলের পর পণ্ডিচেরী থেকে আসে এই ছবি। ১৭৫৩তে রবার্ট ক্লাইভ এই চার্চেই বিয়ে করেন মার্গারেটকে। সমাধিস্থও রয়েছেন নানান জনা চার্চ অঙ্গনে।

দুর্গের উত্তরে অতীতের পুরনো শহর বা ব্রিটিশের ব্ল্যাক টাউনে দোকানপাটে ঠাসা আর্মেনিয়ান স্ট্রিট—আর্মেনিয়ানদের বাস। আর আছে নীল আকাশের নিচে মুক্ত বায়ুতে আর্মেনিয়ান চার্চ। পায়ে পায়ে দেখে চলা যায় ভারতে আর্মেনিয়ান কলোনি।

চেন্নাই ভ্রমণার্থীদের কাছে ম্যারিনার আকর্ষণ অদ্বিতীয়। দুর্গের দক্ষিণে ১৩ কিমি দীর্ঘ এই ম্যারিনা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বীচ। গিয়ে মিলেছে আরও দক্ষিণে সানটোমে। পীতাভ বালুকাবেলায় সান্ধ্যভ্রমণের জন্য এর প্রশস্তি। জলে হাঙ্গর আছে। তাই সমুদ্র-স্নানার্থীদের অ্যাকোয়ারিয়ামের ডাইনে সুইমিং পুলে নামাই উচিত হবে। অ্যাকোয়ারিয়ামটির আকর্ষণ মন্দের ভাল। সোম-শুক্র ১২—২০-০০, রবি ও ছুটির দিনে ৮—২০-০০টায় খোলা। অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে ১৮৪২এ তৈরি বরফ-বাড়িটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালে সুদূর আমেরিকার গ্রেট লেক থেকে বরফ এনে রাখা হত এই বাড়িতে। বীচের অপর পারে নেপিয়ার ব্রিজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। তার ঘড়িঘরটি সহজেই চিনিয়ে দেয় পর্যটকদের। ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে গড়া গম্বুজওয়ালা সিনেট হাউসটি চিনতেও অসুবিধা হয় না। তারই পাশে ম্যুরিশ শৈলীতে তৈরি চীপক প্রাসাদটি পর্যটকদের অভিভূত করে। অসংখ্য খিলান আর সরু সরু মিনারওয়ালা প্রাসাদে একদা কর্ণাটকের নবাবদের দপ্তর বসেছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের দপ্তর বসছে। এরই পিছে ঐতিহাসিক চীপক স্টেডিয়াম। অদূরে বীচ রোডে প্রথম

বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনানীদের স্মরণে গড়া ভিক্টরি ওয়ার মেমোরিয়াল পেরুতেই সেন্ট জর্জ। আর রয়েছে কৃত্রিম বন্দর —১৮৭৬-এ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৯৬-এ। এছাড়া সুন্দর বাগিচায় ঘেরা আন্নাদুরাই স্মৃতিমন্দিরটিও কম আকর্ষণীয় নয় ম্যারিনা তথা চেন্নাই ভ্রমণার্থীদের কাছে। *আন্না* অর্থাৎ বড় ভাই, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী C N Annadurai-এর স্মারক হয়েছে। দুই হাতির শুড় খিলান গড়েছে প্রবেশদ্বারে। তেমনই ম্যারিনার উত্তরে আর এক মুখ্যমন্ত্রী তথা চলচ্চিত্রের সুপারম্যান এম জি আর (রামচন্দ্রণ)-এর সমাধিতে মূর্তি হয়েছে স্মারকরূপে। সেন্ট্রাল থেকে 2A বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় ম্যারিনা তথা আন্না স্কোয়ার। অদূরে আর এক পপুলার ইলিয়ট বীচ।

শহর থেকে ৩.২ কিমি দূরে ম্যারিনা থেকে কপালেশ্বরের পথে ত্রিপলিকেন হাইরোডে পার্থসারথি মন্দির। ৮ শতকে পল্লবরাজদের তৈরি *পার্থসারথি* অর্থাৎ কৃষ্ণ মন্দিরের স্থাপত্য বিশেষ করে কার্ভিং-এর কাজ সুন্দর। বিষ্ণু মূর্ত হয়েছেন পাঁচ অবতার রূপে। বিষ্ণু-জায়া ভেদাবল্লী আম্মাইও রয়েছেন ছোট্ট মন্দিরে। মন্দিরে আর আছেন পরিজন পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ। ১৬ শতকে বিজয়নগরের রাজারা সংস্কার করেন মন্দির।

আরও দক্ষিণে যেতে *মালাই,* আজকের মায়লাপুর, মানে ময়ূরের বাসস্থান। তবে, আজ আর ময়ূর নেই। অতীতের বন্দরনগরী মায়লাপুরে দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে তৈরি চেন্নাই-এর বৃহত্তম কপালেশ্বর মন্দিরে শিব উপাস্য দেবতা। পুরাণ বলে, পার্বতী ময়ূরের রূপ ধারণ করে মুক্তির জন্য শিবের তপস্যা করেন। মন্দির গাত্রে মূর্ত হয়েছে সে আখ্যান। রামায়ণ ছাড়াও নানান পৌরাণিক আখ্যানও মূর্ত হয়েছে। ৩৭ মি উঁচু দ্রাবিড়ীয় *গোপুরমের* সূক্ষ্ম কারুকার্যও সুন্দর। তবে, ১৫৬৬তে পর্তুগিজদের দখলে যেতে অতীতের মূল মন্দির ধ্বংস পেলে ১৬ শতকে বর্তমান মন্দিরটি গড়েন বিজয়নগরের রাজা। সাঁঝের পূজায় মাধুর্য আছে। তেমনই মার্চ-এপ্রিলের ১১ দিন ব্যাপী Aru-pathumoovar উৎসবও রমণীয়। ১২—১৬-০০টায় দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের।

পাশেই হয়েছে ১৯৭৬-এ ভাল্লুভার কোট্টাম (Valluvar-kottam)। তামিলদের কাছে বাইবেল সম শ্লোকধর্মী *Thirukkural* রচয়িতা তামিল কবি তিরুভাল্লুভারের স্মরণে স্মৃতিমন্দির। থিরুভারুর রথের রেপ্লিকা রূপে পাথরে গড়া দ্বিতল স্মৃতি মন্দিরের নিচুতে ২২০×১০০ ফুটের অডিটোরিয়ামটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। কবির ১৩৩০টি শ্লোক *(Kurals)* মূর্ত হয়েছে গ্রানাইট পাথরে। ৯—১৯-০০টায় খোলা, ✆ 8272177.

যীশুর মৃত্যুর পর দ্বাদশ যীশু-শিষ্যের অন্যতম সেন্ট টমাস পর্তুগিজ ভাষায় *স্যানটোম* (গৃহী নাম ডাইডিমাস) ভারতে আসেন ৫২ AD-তে প্রভুর ধর্মপ্রচারের মানসে। ৭২ খ্রিস্টাব্দে আততায়ীর হাতে মৃত্যু হতে শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে আজকের বিমানবন্দরের পথে Parangimalai-এ ৯১.৫ মি উঁচু সেন্ট টমাস মাউন্টে সমাধিস্থ হন যীশু-শিষ্য। ম্যারিনার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে মায়লাপুরের স্যানথোম ক্যাথিড্রাল বা গির্জাটি সেন্ট টমাসের তৈরি। পরবর্তীকালে সমাধিস্থও হন সেন্ট টমাস এই গির্জায়। আরও পরে পর্তুগিজরা দখল করে মায়লাপুর। ১৫০৪-এ সংস্কার করে গির্জা। তাই কারও কারও মতে গির্জাটি পর্তুগিজদের তৈরি। তবে, নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা গথিক শৈলীর বর্তমান গির্জাটি ১৮৯৩-এ তৈরি। এটিই ভারতে তৈরি প্রথম রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল।

আর সইদাপেট পুলের সামান্য পুবে দি লিটল মাউন্ট, তামিল ভাষায় *Chinnamalai* অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে পালিয়ে সেন্ট টমাসের আশ্রয় নেওয়া সেই গুহাটিও রয়েছে। বাসও করেন ৮ বছর সেন্ট টমাস লিটল মাউন্টে। লাগোয়া সুড়ঙ্গপথে পায়ের ছাপটিও নাকি সেন্ট টমাসের। পর্তুগিজদের হাতে চার্চও হয়েছে ১৫৫১তে—Our Lady of Health. আর এক যীশু-শিষ্য সেন্ট লিউকের আঁকা ছবিও রয়েছে যীশু-জননী কুমারী মেরীর। অলৌকিকত্ব আছে ক্রশ চিহ্নটিতে। শোনা যায় আজও প্রতি ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে সিক্ত হয়ে ওঠে এই ক্রশ।

এগমোর রেল স্টেশনের কাছে Pantheon Rd-এ মোগলী ধাঁচে বেলে পাথরে তৈরি আর্ট গ্যালারির বাড়িটিও সুন্দর। চেন্নাই-এর উন্নতিকল্পে গড়া Pantheon Committee-র সভ্যদের বাসস্থান ছিল অতীতে। ১৯০৬-এ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল রূপে গড়ে উঠলেও ১৯৫১-য় আর্ট গ্যালারি বসে। রাজপুত, মোগলী ও দক্ষিণী ছবির সঙ্গে আধুনিক চিত্রকলার সমাবেশ ঘটেছে। ৯—১৭-০০টায় খোলা, শুক্র ও ছুটির দিনে বন্ধ থাকে গ্যালারি।

আর্ট গ্যালারি চত্বরে মিউজিয়ম বা যাদুঘর। এর জন্ম ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জশিল্পের নানান সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া অমরাবতীতে পাওয়া বৌদ্ধস্তূপের সংগ্রহ মিউজিয়মকে গৌরবান্বিত করেছে। পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, হোয়সল ও বিজয়নগর রাজাদের কালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সংগ্রহও উল্লেখ্য। ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে মিউজিয়মে। শুক্র ও ছুটি ছাড়া ৮-৩০—১৬-৩০টায় খোলা থাকে মিউজিয়ম। ক্যান্টিনও বসেছে চত্বরে। তেমনই Arcot-Mudali St, T Nagar-এ M G R Museum; 46 Tirumalai St, T Nagar-এ Kamraj Museum; Annanagar-এ Prime Times অর্থাৎ মজায় ভরা ইনডোর অ্যামুজমেন্ট পার্কটিও চেন্নাই সফরে বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে।

আর হয়েছে শহরের Kotturpuram-এ কম্প্যুটারাইজড প্রোজেক্টরে ২৩৬ আসনের B M Birla Planetarium. ১০-৪৫, ১৩-১৫, ১৫-৪৫-এ ইংরেজি; ১২-০০, ১৪-৩০-এ তামিল ধারাভাষ্যে প্রদর্শন। ✆ 4916751. চেন্নাই ভ্রমণে এটিও অনন্য।

সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে ওয়ার মেমোরিয়ালের বিপরীতে ফেয়ারল্যান্ড কমপ্লেক্সে INTACH ও TTDC-র যুগ্ম প্রচেষ্টায় যাত্রী মনোরঞ্জনের উদ্দেশে সিট্টারঙ্গম অর্থাৎ মিনি থিয়েটারে শিল্প-সংস্কৃতির আসর বসছে প্রতি সন্ধ্যায়। আগ্রহীদের উচিত হবে Cultural Co-ordinator, INTACH, 855 Anna Salai, Chennai-2-কে যোগাযোগ করা।

১৪ কিমি দূরের রেড হিলস লেক থেকে চেন্নাই শহরের পানীয় জল আসছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। শহর থেকে বাস যাচ্ছে।

শহরের ১১ কিমি উত্তর-পশ্চিমে রেলের বগি তৈরির কারখানা পেরাম্বুর ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি। হালকা ইস্পাতের বগি তৈরি হচ্ছে পেরাম্বুরে। এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তমও বটে এই কোচ ফ্যাক্টরি। সপ্তাহের মঙ্গল ও শুক্রবার সাধারণের দেখার জন্য দরজা খোলা মেলে। ট্রেন বা বাসে দেখে ফেরা যায়। বোকারো স্টিল-আলেপ্পি এক্স-ও যাচ্ছে পেরাম্বুর হয়ে।

চেন্নাই ভ্রমণার্থীদের কাছে নতুন আকর্ষণ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে Guindy National Park. ৩০০ একর জমি জুড়ে ব্ল্যাক বাক, স্পটেড ডিয়ার, সিভিট ক্যাট, চিতা, শিয়াল, বেজি, বানরেরা মাতিয়ে বেড়ায়। তেমনই বিশ্বে লোপ পাওয়া কালো হরিণ (অ্যান্টিলোপ)ও দেখতে মেলে। অ্যাডিয়ার রোডে রাজভবন প্রাঙ্গণে গড়ে তোলা হয়েছে গিনধি ডিয়ার পার্ক। বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ চরে বেড়ায় স্বাভাবিক পরিবেশে। লাগোয়া শিশু উদ্যান।

আর আছে গান্ধীজি, রাজাজি ও কামরাজ তিন রাষ্ট্রনায়কের স্মৃতিতে গড়া তিন স্মরণ-মন্দির। জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে হয়েছে গান্ধী মণ্ডপ। নিয়মিত উপাসনা হয়। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল রাজা গোপালাচারীর স্মৃতিমন্দির রাজাজি হল্ ভবনটিতে ব্রিটিশ স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। গ্রিকদেশীয় মন্দিরের ঢঙে করিন্থিয়ান শৈলীতে তৈরি ব্যাঙ্কোয়েট হল্-এ রাজাজি স্মৃতিমন্দির বসেছে। টিপুর সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের স্মারকরূপে রবার্ট ক্লাইভের পুত্র এডওয়ার্ড ক্লাইভ ১৮০২-এ তৈরি করান এই ভবন। ব্রিটিশ গভর্নরদের বাস ছিল সেকালে। দেওয়ালের প্রতিকৃতিগুলি অতীত রোমন্থন করায়। প্রতিদিন ১০—১৮-০০টায় খোলা।

অদূরে স্নেক পার্ক। ভারতে বসবাসকারী আমেরিকান Romulas Whittaker গড়ে তুলেছেন খোলা গর্তে ২০০ প্রজাতির ৫০০-রও অধিক সাপের এই সর্পবাগিচা। চোখের দেখা ও হাতের পরশ দুই-ই মেলে। ছবি নিতেও নেই মানা। আর রয়েছে কুমির, অ্যালিগেটর, টিকটিকি, গিরগিটি, কচ্ছপ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডেমনস্ট্রেশন। গবেষণা চলছে সাপের বিষ নিয়ে নানান। এরও পর্যটক আকর্ষণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ৯—১৭-৩০টায় খোলা। প্রবেশমূল্য ১, কনডাকটেড ট্যুরে, চেন্নাই বীচ বা এগমোর থেকে ট্রেন, প্যারিস কর্নার থেকে 21E বা মাউন্ট রোডের আন্না স্কোয়ার থেকে 5, 5A, 45 রুটের বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

শহর থেকে ৩০ কিমি দূরে Vandalur-এ ৫১০ হেক্টরে নতুন করে গড়া আন্না জুলজিক্যাল পার্ক। নানান জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে প্রাক-ঐতিহাসিক জীব-জন্তু (স্টাফড), লায়ন সাফারি, নিশাচর জীবজন্তুর ঘর, অ্যাকোয়ারিয়াম, ন্যাচারাল মিউজিয়ম-এর জন্য পার্কের প্রসিদ্ধি। মঙ্গলবার ছাড়া ৮—১৭-০০টায় খোলা।

রাশিয়ার মেয়ে Madame Blavatsky (হেলেনা পেট্রোভনা) আর আমেরিকার Colonel Olcott এই দুই-এ মিলে ১৮৭৫-এ আমেরিকায় থিওসফিক্যাল সোসাইটি গড়েন। আর ১৮৯১-এ স্থানান্তর হয় সোসাইটির মূল দপ্তর আমেরিকা থেকে চেন্নাই-এর অ্যাডিয়ারে। অ্যাডিয়ার নদীর দক্ষিণ পাড়ে ২৪৭ একর জমি জুড়ে গড়ে উঠেছে এই সোসাইটি। সোসাইটি গড়ে তোলায় Annie Besant-এর অবদানও অনস্বীকার্য। সত্যের সন্ধান সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য। ব্যাপক এদের কর্মকাণ্ড। মেডিটেশন হল্-এ রয়েছে সকল ধর্মের প্রতীক। অমূল্য সব পুঁথি ও বই-এর ১৮ হাজার সংগ্রহ রয়েছে লাইব্রেরিতে। গার্ডেন অব রিমেমব্রান্স, বেসান্ত স্কুল, অতিথিশালা, ৪০০০০ বর্গফুট ব্যাপ্ত দু'শ বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া ক্লান্তি দূর করে যাত্রীদের। সকাল ৮-০০—১১-০০ আবার ১৪-০০—১৭-০০টায়, শনিবার প্রথমার্ধ সাধারণের জন্য খোলা। তবে, লাইব্রেরি ৮-০০—১১-০০টায় খোলা থাকে। রবি ও ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ।

নাচ আর গান ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁদের জন্য রয়েছে আর এক স্বর্গ ১০০ একর ব্যাপ্ত ১৯৩৬-এ Rukmini Devi Arundale-এর গড়া কলাক্ষেত্র। শহরান্তে সোসাইটির পাশেই কর্ণাটক মিউজিক, কুরাতি যাযাবরদের *কুরুভাঞ্জি* লোকনৃত্য থেকে সৃষ্ট ব্যালেধর্মী ভারতনাট্যম ছাড়াও নানান ধ্রুপদী নৃত্যশিক্ষার আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এটি।

অ্যাডিয়ার থেকে ২০ কিমি দূরে সাগরপাড়ে ১৯৬৬তে গড়া চোলামণ্ডল শিল্পীগ্রামে ভাস্কর ও শিল্পীদের বাস। নানান ধর্মী স্থাপত্য, বাটিক, টেরাকোটা ও গ্রাফিক শিল্পীদের হাতের কাজ দেখা ও কেনার ব্যবস্থাও আছে।

চেন্নাই থেকে NH-4-এ পশ্চিমমুখী ৪০ কিমি গিয়ে বাঁ-হাতি পথে শ্রীপেরামবুদুর। আবার NH-45 ধরে চিঙ্গেলপুটের ৯ কিমি আগেই সিনগাপেরা মালকয়েল থেকেও ডানহাতি পথে চলা যেতে পারে ৩ কিমি দূরের শ্রীপেরামবুদুর। জাতীয় সড়কে ইন্দিরা স্মৃতি তর্পণ তথা মূর্তি হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর। অদূরে ১ কিমি যেতে ২১মে, ১৯৯১ রাত দশটা বিশ মিনিটে ভারতের ভাগ্যাকাশে ইন্দ্রপতন ঘটে শ্রীপেরামবুদুরে। ঘাতকের হাতে শহীদ হলেন ভারতের তরুণতম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববরেণ্য নেতা রাজীব গান্ধী। ১৯৯৩-এর ১৮

জানুয়ারি স্মারকরূপে মূর্তিও হয়েছে রাজীব গান্ধীর। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীপেরামবুদুরও হতে যাচ্ছে আর এক ভারত মন্দির।

কাঞ্চিপুরম

চেন্নাই বীচ থেকে ১৭-৫৫য় প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে এগমোর/চিঙ্গেলপুট হয়ে ৩ ঘণ্টায় কাঞ্চিপুরমে। আবার এগমোর থেকে দক্ষিণগামী নানান ট্রেনে ৫৬ কিমি দূরের Chengalpattu Jn গিয়ে ট্রেন বা বাসে কাঞ্চিপুরম চলা যেতে পারে। চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর ব্রডগেজ লাইনের আরাকোনাম থেকেও ট্রেনে কাঞ্চি যাওয়া যেতে পারে। বাস যাচ্ছে চিঙ্গেলপুট থেকে কাঞ্চি, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলী। ভেদানথঙ্গলেও বাস যাচ্ছে চিঙ্গেলপুট থেকে। বাস যাচ্ছে চেন্নাই শহর (ব্রডওয়ে) থেকেও 76, 78, 79 রুটের NH-4 ধরে ৭৬ কিমি দূরের কাঞ্চিপুরমে মুহুর্মুহু। চেন্নাই-ভেল্লোর (ব্রডওয়ে থেকে 102) বাস যাচ্ছে কাঞ্চি হয়ে। আর কাঞ্চি থেকে PTC বাস যাচ্ছে চেন্নাই, ভেল্লোর, তিরুভন্নামালাই। বাস যাচ্ছে ত্রিচি, কন্যাকুমারী, ব্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের নানান দিকে। মহাবলীরও বাস মেলে কাঞ্চি থেকে। তবুও চিঙ্গেলপুট হয়ে চলায় বাসের আধিক্য ও সময়ের সাশ্রয় মেলে। TTDC ও ITDC-র প্যাকেজ ট্যুরেরও ব্যবস্থা আছে চেন্নাই থেকে একই দিনে কাঞ্চিপুরম, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম বেড়িয়ে নেওয়ার। টিকিট ১৬০, A/c ২৬০, করে। তবে, সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটলেও কনডাক্টেড ট্যুরের নির্ধারিত সময়ে দেখে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই উচিত হবে ট্রেন পরিহার করে বাসেই কাঞ্চি পৌঁছে পায়ে পায়ে বা চুক্তিতে রিকশায় (৪০-৫০) দিনভর পহ্লব-চোল-বিজয়নগর রাজাদের তৈরি মন্দিরময় কাঞ্চি দেখে নেওয়া। দুপুরে (১৩—১৬-০০টায়) দ্বার বন্ধ থাকে মন্দিরের। আর বকশিসের পীড়ন আছে যত্রতত্র কাঞ্চিতে। অত্যুৎসাহীরা কৈলাসের বিপরীতে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কাঞ্চি দর্শনে।

কাঞ্চিপুরম অর্থাৎ সোনার শহর। দক্ষিণ ভারতের কাশী নামেও খ্যাতি আছে কাঞ্চিপুরমের। অতীতে নাম ছিল শিব-বিষ্ণু কাঞ্চি। এমনকি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও যথেষ্ট প্রসার পেয়েছিল অতীতে। একটি জৈন মন্দির আজও আছে শহরান্তে পালার নদীতটে চোলরাজাদের কালের। ভারতের পবিত্র সাত মোক্ষপুরীর মধ্যে কাঞ্চিপুরম অন্যতম। বাকি ছয়—বারাণসী, মথুরা, উজ্জয়িন, হরিদ্বার, দ্বারকা, অযোধ্যা। সহস্রটি মন্দিরও হয়েছিল কাঞ্চিপুরমে, আর শিবলিঙ্গের সংখ্যা হাজার দশেক।

বিষ্ণু আর এক উপাস্য দেবতা কাঞ্চিতে। বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে শহরের উত্তরে দ্বিশতাধিক মন্দির আজও পহ্লব স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। আকাশছোঁয়া গোপুরমগুলিও দূরদূরান্ত থেকে দৃশ্যমান। পহ্লবরাজদের আর এক কৃষ্টি কাঞ্চির কাঞ্জিভরম সিল্ক সৃষ্টি। পহ্লবদের কালে স্বল্পকালের জন্য কাঞ্চির দখল যায় বাদামীর চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের হাতে।

শুধু কাঞ্চিই নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম মন্দির কৈলাসনাথ। পিরামিডধর্মী চুড়ো—শিরে তার অষ্টকোনি শিখর। শহরের পুবে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে রানীর ইচ্ছায় পহ্লব-রাজ রায়সিংহর তৈরি। আর সম্মুখভাগ পুত্র মহেন্দ্রবর্মন তৃতীয়-র সংযোজন। নিজ গৃহে মাউন্ট কৈলাসে দেবতা শিবকে ঘিরে রয়েছেন সিংহাসীনা দেবী দুর্গা ও বিষ্ণু সহ ৫৮জন দেবদেবী। হর-পার্বতীর নৃত্য প্রতিযোগিতার আসরও বসেছে মূল মন্দিরের পাশে। বিচারক তার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। ভাস্কর্য সুন্দর। পহ্লবরাজদের নানান যুদ্ধ-কাহিনীও রূপ পেয়েছে ব্যাস-রিলিফ প্রথায় গ্রানাইট বেদিতে বেলে-পাথরের মন্দির কৈলাসে।

একাম্বরেশ্বর মন্দিরটিও পহ্লবরাজদের তৈরি। দেবতা শিব—ক্ষিতি বা পৃথিবীরূপে পূজিত হন। পরবর্তীকালে সংস্কারও হয়েছে চোল ও বিজয়নগর রাজাদের হাতে। আয়তনেও বৃহত্তম (২২ একর) এই মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণমুখী ৫৭ মি উঁচু ৮তলা রাজা গোপুরমটির সাথে পাথরের প্রাচীরও গড়েন ১৫০৯-এ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়। গোপুরমে উঠে চারপাশ দেখে নেওয়া যায়। ৫টি চত্বর পেরিয়ে হল্ও রয়েছে হাজার (৯৬৮) পিলারের একাম্বরেশ্বরে। দক্ষিণে সর্বতীর্থম পুষ্করিণী। আর রয়েছে কিংবদন্তীর সেই ইচ্ছাপূরণ আমগাছ—৩৫০০ বছরের *এক আম্র নাথার।* এমনকি দেবতা তথা মন্দিরের নামটিও *শ্রীএকম্বরানাথার।* আমও হয় চার স্বাদের একই গাছের চার-শাখে। কিংবদন্তী, চার বেদের প্রতিভূ এই চারধর্মী আম। কাঞ্চি যখন মুসলিম দখলে যায় তখন একাম্বরনাথজির বিগ্রহ চেন্নাই-এ স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ক্লাইভ আবার শিব কাঞ্চিতে প্রতিষ্ঠা করেন্। প্রবেশমূল্য ১০ পয়সা, সাধারণ ক্যামেরায় ৩, মুভিতে ৫ লাগে ছবি তুলতে।

১ কিমি দূরে চোল রাজাদের ১৪ শতকের শ্রীকামাক্ষী মন্দির। দেবী এখানে কামাক্ষী আম্মান বা পার্বতী। মূল বিগ্রহ তাঞ্জোরে। উত্তরকালে মূর্তি হয়েছে নতুন করে দেবীর। সোনার গোপুরমও হয়েছে মন্দিরে। প্রভুভক্ত হাতির আশিসও নিতে পারেন বকশিসের বিনিময়ে মন্দির-দ্বারে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে 9th Lunar day-র কার ফেস্টিভ্যাল বরণীয় উৎসব। তামিল নববর্ষ আর এক উৎসব কাঞ্চির মন্দিরে। শঙ্করাচার্যর সমাধিও রয়েছে।

প্রাচীনত্বে কৈলাসনাথের পরেই শ্রীকামাক্ষী লাগোয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। এটি তৈরি পহ্লবরাজ নন্দীবর্মন দ্বিতীয়-র হাতে ৭ শতকে। বিষ্ণু উপাস্য দেবতা। মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কোচিত্র পর্যটকদের মুগ্ধ করে। পহ্লব রাজাদের ইতিকথা, গঙ্গা ও চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধের দৃশ্য ছাড়াও নানান কিছু ম্যুরালে রূপ পেয়েছে। হাজার পিলারের হল্‌টিরও অভিনবত্ব আছে।

বিজয়নগর রাজাদের তৈরি শ্রীভরদরাজ বা দেব-রাজাস্বামী মন্দিরেও দেবতা বিষ্ণু। হাতির ঢঙে পাথুরে দেবতা। একশ (৯৬) পিলারের হল্-এ বিজয়নগর রাজাদের

স্থাপত্য, একখণ্ড পাথর কেটে তৈরি শিকল আজও মুগ্ধ করে। লোকশ্রুতি, শক্তিমত্তায় উন্মত্ত হায়দর আলি তরবারি দিয়ে শিকল কাটতে গিয়ে ব্যর্থ হন। টিকিট ১ ক্যামেরা ৩।

শুধু মন্দির নয়, অতীতে ৬ থেকে ৮ শতকে কাঞ্চি ছিল পহ্লবরাজাদের রাজধানী। উত্তরকালে চোল ও বিজয়নগর রাজাদের রাজধানীও বসে কাঞ্চিতে। আর তখন থেকেই কাঞ্চি ছিল শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রগণ্য। কাঞ্চির কাঞ্জিভরম সিল্ক সৃষ্টি যদিও দেবদাসীদের বসনরূপে, তবে আজ ভারত-ললনাদের অতি প্রিয়। দামে আধিক্য লাগে কাঞ্চির দোকানে। কেনাকাটায় দাম ও মানে চেন্নাই-ই সুবিধা। শুধু শিল্পই-বা কেন শিক্ষাদীক্ষায়ও কাঞ্চি ছিল অগ্রগণ্য। শঙ্করাচার্য, আপ্পার, সিরুথোণ্ডার, বোধিধর্ম, কৌটিল্য এঁদের গৌরবময় কর্মযজ্ঞের সঙ্গে কাঞ্চি গৌরবান্বিত।

আর হয়েছে নতুন করে ভরদরাজের অদূরে তামিল-নাড়ুর জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী *আন্না* অর্থাৎ বড় ভাই Dr C N Annadurai-এর স্মরণে আন্না মেমোরিয়াল তাঁর প্রিয় জন্মভূমি কাঞ্চিতে।

TTDC-র *H Tamilnadu*, 78 Kamakshi Amman Sannathi St, Kancheepuram, STD 04112, ✆ 22253, PC-631502, near Rly Stn, DAB ২৫০ A/c D ৩০০ ৩৭৫ ৫০০ চার বেডের ঘর ৩০০ ছয় বেডের ৩৭৫। *নিরীক্ষণ ভবন* ও *মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস*ও আছে কাঞ্চিতে। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রাইভেট হোটেল—*Raja's L*, Nellukkara St, D ১২৫-২০০; *Palava Palace*, Gandhi Rd, D ১৫০; *Sri Rama L*, 20 Nellukkara St, S ১০০ D ১৭৫ T ২২৫ A/c D ৩২৫ T ৪০০; বিপরীতে *Sri Krishna L* মান ও দামে শ্রীরামা তুল্য; *Town L* ছাড়াও বেশ কয়েকটি হোটেল ও ধরমশালা কাঞ্চিতে।

খাবার হোটেলও আছে নানান কাঞ্চির বাস ও রেল স্টেশনকে ঘিরে। Kamaraj Rd-এর *H Abhiram*—এ নিরামিষ, আর *New Madras Cafe* বা *Pandiyan Restaurant*-এ আমিষ আহার্যও মেলে।

থিরুক্কাজুকুন্দ্রম

কাঞ্চিপুরম থেকে ৪৯ কিমি দূরে চিঙ্গেলপুট-মহাবলী-পুরম পথে Thirukkazhukundam বা পক্ষীতীর্থম। চেন্নাই-ত্রিচি NH-45 ধরে চিঙ্গেলপুট হয়ে চেন্নাইয়ের দূরত্ব ৭০ আর মহাবলীপুরম থেকে ১৬ কিমি। ৫৩৭টা খাড়া সিঁড়ি উঠে ১৬০ মি উঁচু ভেদাগিরি পাহাড় চুড়োয় পক্ষীতীর্থম মন্দির। ঝুড়িধর্মী কাণ্ডীও মেলে পাহাড় চড়তে। দেবতা শিব। আর প্রতিদিন দুপুরে (১১-৩০—১২-০০টায়) পুষা ও পৃথিবী নামে ২টি চিল মন্দিরে এসে নৈবেদ্য গ্রহণ করে। কখনও কখনও ২টির বদলে ১টিকেও দেখা গেছে মন্দিরে আসতে। প্রবাদ, দুই ঋষি চিলের রূপ ধরে কাশীতে স্নান সেরে এখানে লাঞ্চ করে উড়ে যায় রামেশ্বরমে। দ্বিমতও আছে প্রবাদে। পাহাড়তলিতে ছোট্ট শহর, শিব মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন পায়ে পায়ে। উৎসাহীরা জিঞ্জির অনুকরণে বিজয়নগরের পলাতক রাজা তিম্মু রায়ের তৈরি দুর্গটিও দেখে নিতে পারেন চেন্নাই-ত্রিচি পথের চিঙ্গেলপুটে।

মামাল্লাপুরম/মহাবলীপুরম

সাত প্যাগোডার শহর মহাবলীপুরম আজ হয়েছে মামাল্লাপুরম। প্রবাদ, বামন অবতার-রূপী বিষ্ণু যে অসুরকে জয় করেছিলেন সেই মহাবলী অসুরের নামে নাম হয়েছে জায়গার। তবে দ্বিমতে, পহ্লবরাজ নরসিংহ বর্মন ১ম (৬৩০-৬৬৮ খ্রি) ছিলেন মহামল্ল। আর মহামল্ল থেকে নাম হয়ে থাকবে, মহামল্লপুরম—কালে কালে *মামাল্লাপুরম*। পাহাড় কেটে বঙ্গোপসাগরের বুকে পহ্লবরাজ নরসিংহ বর্মন ১ম ও নরসিংহ বর্মন ২য় (৭০০-৭২৮)-র কালে গড়া গুহা-মন্দির, রথের আদলে মনোলিথিক পঞ্চপাণ্ডব রথ, পাহাড়ের গায়ে ব্যাস-রিলিফ ভাস্কর্য, অভিনব বিন্যাসের শোর টেম্পল—পহ্লবরাজাদের অবিনশ্বর শিল্পসৃষ্টি দেশ-দেশান্তর থেকে পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। সারা দক্ষিণে যখন মন্দির স্থাপত্যে দেবদেবীর প্রভাব—মহাবলীতে সেখানে বৈচিত্র্য ঘটেছে তদানীন্তন সমাজজীবন মূর্ত হয়ে। প্রাবিড়ীয় মন্দির শিল্পের গোড়াপত্তনও এই মহাবলীতে। অতীতে বন্দরনগরীর সাথে দ্বিতীয় রাজধানীও (৪৫০-৯০০খ্রি) গড়ে ওঠে পহ্লবরাজাদের মহাবলীতে। ৭-১০ শতকে আরব, গ্রিক ও ফিনিশিয় বণিকদের বাণিজ্যও ছিল মহাবলীর সাথে। তবে পহ্লবরাজদের জন্ম ইতিহাস যেমন কিংবদন্তীর গাথা তেমনই মহাবলীও দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে নতুন করে আবিষ্কার হয় ১৮ শতকের শেষে। তবে জৈন ছিলেন অতীতে পহ্লব রাজবংশ। মহেন্দ্রবর্মন ১ম (৬০০-৬৩০ খ্রি) জৈন থেকে শৈব হলেন। তারই প্রতিফলন মেলে উত্তরকালের শিব ও বিষ্ণু মন্দিরে।

Area	: 8 sq km
Population	: 12000 (1991C)
Altitude	: Sea level
Climate	: Summer 36.6°-22.1°C Winter 30.5°-19.8°C
Rainfall	: 32.5 cms average
Season	: Through out the year.

ব্যাস-রিলিফ প্রথায় ২৭×৯ মিটারের এক পাহাড় কুঁদে তিমি মাছের আকারে রূপ পেয়েছে অর্জুনের তপস্যা। বিশ্বের বৃহত্তম এই ব্যাস-রিলিফ ৬৩০-৬৭০এ তৈরি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রূপ পেয়েছে অনন্য এই ভাস্কর্যে। আত্মীয় নিধনের তাপে শিবকে তুষ্ট করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বর মাগছেন অর্জুন, মহাপ্লাবনে নোয়ার বিশ্ব উদ্ধার, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন—শিবের জটা থেকে গঙ্গার অবরোহণ, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানও মূর্ত হয়েছে নিশ্চিত ভাস্কর্যে। বরাহ মণ্ডপটিও উল্লেখ্য; বিষ্ণু এখানে বরাহ ও বামন অবতারে রূপ নিয়েছেন। আর আছেন—দেবী গজলক্ষ্মী ও দুর্গা।
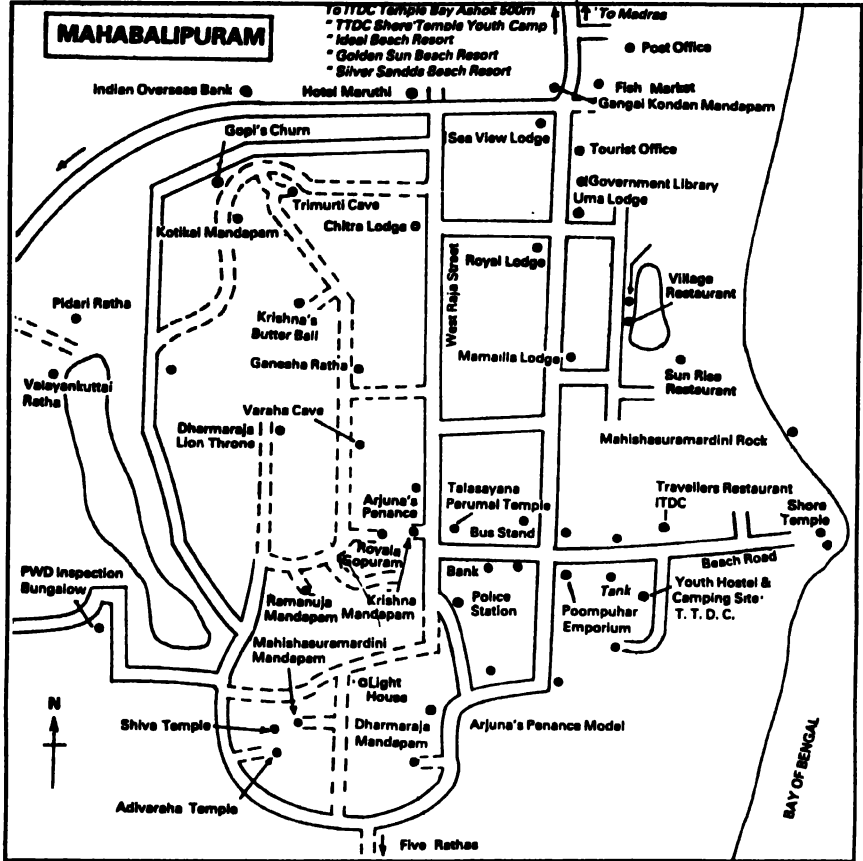
Festivals round the year in Tamilnadu :
Dance Festival in Jan-Feb at Mamallapuram
Pongal Festival in all Major Centres, January
Tea and Tourism Festival, Nilgiris, January
Natyanjali Festival at Chidambaram, March/April
Chithirai Festival at Madurai, April/May
Summer Festival at Ooty, Kodaikanal and Yercaud, May
Elephant Festival, Mudumalai, May
Mango Festival, Dharmapuri, June
Saral Festival at Courtallam, July
Cape Festival, Kanniyakumari, Aug./September
Tiruppavai Festival, Dec./January

আর রয়েছে দ্রাবিড়ীয় মন্দিরশৈলীর আদিরূপ—এক এক খণ্ড পাথর কুঁদে ৭ শতকে তৈরি বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি বা বিহারের আদলে মনোলিথিক রথ। নাম তাদের—দ্রৌপদী রথ, অর্জুন রথ, ধর্মরাজ রথ, ভীম রথ, শ্রীকৃষ্ণ রথ। মহাভারতের পাণ্ডবদের নামে নাম। নামে পঞ্চরথ হলেও আসলে রথের সংখ্যা আট। প্রথমটি বাংলার চালাঘরের মতো দেখতে, তার নাম দ্রৌপদী রথ। ভেতরে মূর্তি হয়েছে দ্রৌপদীর। দ্বিমতে দুর্গার মূর্তি নাকি এটি। আর আছে ইন্দ্র, দুর্গা ও শিবের বাহন—হাতি, সিংহ ও নন্দী রথের পশ্চিমে। দ্বিতীয়টি বৌদ্ধ বিহারের ঢঙে অর্জুন রথ। পেছনের দেওয়ালে ইন্দ্রের মূর্তি। তৃতীয়টি ভীমরথ। ৪৮ × ২৫ ফুটের বৃহত্তম রথটির উচ্চতা ২৬ ফুট। সর্ব দক্ষিণে আকারে বড় হলেও অর্জুন রথেরই মতো দেখতে ত্রিতলিকা পিরামিডধর্মী ধর্মরাজ রথ। দ্বিতীয় সারিতে অর্জুনের কাছে বৌদ্ধ চৈত্যের শৈলীতে রূপ পেয়েছে নকুল ও সহদেব রথ।

যদিও খ্যাত সাত প্যাগোডার দেশ বলে—তবে আজকের পর্যটকদের জন্য প্যাগোডা রয়েছে মাত্র এক। বাকি

ছ'টিকে গ্রাস করেছে সমুদ্র। সমুদ্রবেলাতে ৭ শতকের শেষভাগে পল্লবরাজ রাজাসিংহের তৈরি দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে ধর্মরাজ রথের আঙ্গিকে পাহাড় কেটে পিরামিডের মতো ৫ তলা **শোর টেম্পল**। ইট-কাঠ-চুন-সুরকির কোনও ব্যবহার নেই। পল্লবরাজদের শেষ কীর্তিও এই মন্দির। মন্দিরে দেবতা রয়েছেন—পুবমুখী ১৬ দিকবিশিষ্ট গ্রানাইট পাথরে লয়ের দেবতা লিঙ্গে শিব ও সর্পশয্যায় নিদ্রামগ্ন ২.৫ মিটারের স্থিতির দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণুর পিছনে দেবী দুর্গা। পাহাড় কেটে তৈরি ষাঁড়ের সারি ও পৌরাণিক দেব-দেবীরা ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন হয়ে মন্দির প্রহরায় রত। তবে, অনেক কিছুই আজ বালি আর নোনা হাওয়ায় লোপ পেয়েছে। গত কিছুকাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয়েছে শোর টেম্পল।

৯টি **মণ্ডপম** অর্থাৎ সুন্দর ভাস্কর্যমণ্ডিত গুহা মন্দিরও হয়েছে পাহাড় কেটে মহাবলীতে। ২টি তার অসম্পূর্ণ। প্রাচীনতম **কৃষ্ণ মন্দিরটি** এদের মধ্যে সুন্দরতম আর বৃহত্তমও বটে। কারুকার্যময় কৃষ্ণ মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণর জীবন আখ্যানের সাথে ইন্দ্রর রোষানল থেকে গোপ-গোপীদের রক্ষার্থে গোবর্ধন পাহাড় তোলার দৃশ্যও রূপ পেয়েছে। মহিষাসুর-মর্দিনী মণ্ডপের কারুকার্যও অনবদ্য—শিল্পসুষমা অতুলনীয়। ভগবান বিষ্ণু ও মহিষাসুর বধে সিংহপৃষ্ঠে দেবী দুর্গার বিক্রমকেও রূপ দেওয়া হয়েছে। **গণেশ মন্দিরটিও** একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি। পূজা হয় আজও। অদূরে দেবতার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন মিলবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রেকফাস্টের একবিন্দু মাখন **ব্যালান্সিং রকে**।

এতসব থাকলেও মহাবলীপুরমের **সাগরবেলার** আকর্ষণও অনস্বীকার্য। নীল সমুদ্রের ফেনিল ঢেউ অবিরাম আছড়ে পড়ছে শোর টেম্পল-এর দেওয়ালে। শোর টেম্পলের উত্তরে জেলেদের ঘাঁটি—জেলে নৌকার আনা-গোনা। পরিবেশ পূতিগন্ধময়। তবে, আরও উত্তরে বা দক্ষিণে পায়ে পায়ে বেড়াবার মনোরম সাগরবেলা।

এমনকি বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে **স্কুল অব স্কালপচারে** শিল্পীদের হাতে পাথর খোদাই-ভাস্কর্যও দেখে নেওয়া যায় মঙ্গল ছাড়া ৯—১৩-০০, আবার ১৪—১৬-০০টায়। **লাইটহাউসও** হয়েছে, ১৪—১৬-০০টায় অভিযান করে দেখে নেওয়া যায় মহাবলীর চারপাশ। আরও দক্ষিণে **পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্র** বসেছে সমুদ্রতটে। গ্রামের পথে মহাবলীর নবতম আকর্ষণ জানুয়ারির ১৬ থেকে শুরু হয়ে ১ মাস ব্যাপী পর্যটক প্রিয় **ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল**। নানান ধর্মী ক্লাসিক্যাল নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর বসে। সারা ভারত থেকে শিল্পী আসেন আর দর্শক আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে ফেস্টিভ্যালে।

রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট অফিসও বসেছে। প্রতিদিন ১০—১৭-৩০টায় খোলা। ব্যাঙ্কের শাখাও পৌঁছেছে মহাবলীতে। আর হোটেল-রেস্তোরাঁ, বাজারঘাট, দোকান-পাটও আছে পর্যটকদের স্বপ্নরাজ্য ছোট্ট শহর, নিরালা-নির্জন মহাবলীতে। নিখুঁতভাবে দেখতে গাইড সঙ্গে নেওয়া ভাল। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, মহাবলীপুরম থেকে নিখরচায় গাইডও মেলে।

শহর ছোট হলেও পর্যটক আকর্ষণে দক্ষিণ ভারতে অনন্য আজ মহাবলীপুরম। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে মহাবলীপুরম থেকে ৫৮ কিমি দূরের চেন্নাই। দু'টি ভিন্ন পথে বাস চলে—সাগরতট ও চিঙ্গেলপুট হয়ে। সময় নেয় ২-২½ ঘণ্টা। এপথে বাস চলে ভোর ৪-৩০—২০-০০টায়। 188/A-B-D-K রুটের বাস সোজা পথে যাচ্ছে। 19/C, 119/A রুটের বাস যাচ্ছে ঘুরপথে কোভেলঙ হয়ে। শেয়ার ট্যাক্সিও চলে চেন্নাই থেকে মহাবলীতে। বাস যাচ্ছে ঘণ্টা আড়াইয়ে দিনে পাঁচ পণ্ডিচেরীও। আবার চিঙ্গেলপুট বদল করে পণ্ডিচেরী চলা গেলেও উচিত হবে সরাসরি বাসের যাত্রী হওয়া। চিঙ্গেলপুটেরও বাস মেলে মহুর্মুহু, ১৬ কিমি দূরের পক্ষীতীর্থম হয়ে যাচ্ছে বাস। নিকটতম রেল স্টেশনও ৩০ কিমি দূরে Chennai-Chengalpattu-Kancheepuram-Arakkonam শাখায় **চিঙ্গেলপুট**। ট্রেন যাচ্ছে ১৭-২৪, ১৭-৩৩, ১৭-৫৫, ১৮-০৫এ চেন্নাই বীচ থেকে ১½ ঘণ্টায় চিঙ্গেলপুটে। চলার পথে বিজয়নগর রাজাদের বিধ্বস্ত দুর্গটিও দেখে চলা যায় চিঙ্গেলপুটে। বাস যাচ্ছে ৬৫ কিমি দূরের কাঞ্চিপুরম ছাড়াও ভেল্লোর, ব্যাঙ্গালোর, তিরুপতি, কন্যাকুমারীও মহাবলী থেকে।

আবার চেন্নাই থেকে ITDC বা TTDC-র প্যাকেজ ট্যুরে মহাবলীপুরম বা কাঞ্চি, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম একইদিনে দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে, প্যাকেজ ট্যুরের সময় স্বল্পতায় মহাবলীপুরম দেখে সারায় ঘাটতি থাকে। সকাল ও সাঁঝে মাধুর্য বাড়ে মহাবলীর। চন্দ্রালোকেও মহাবলীর মাধুরী অতুলনীয়। তাই উচিত হবে এককভাবে চেন্নাই ব্রডওয়ে থেকে ১৮৮ রুটের বাসে এসে একরাত মহাবলীতে থেকে পণ্ডিচেরী বা নতুনের সন্ধানে এগিয়ে চলা।

থাকার জন্য হোটেলও আছে নানান Mamallapuram, STD 04114, PC-603104-তে। দিনভর যাত্রীর আনাগোনা ঘটে চললেও দিনান্তে মহাবলীর নির্জনতা রমণীয়। ITDC-র **Temple Bay Ashok Beach Resort*, ✆ 42251, B2½, A/c S ২০০০, D ২৭০০, স্যুইট ২৯০০, মে-জুলাই মাসে রিবেট মেলে। TTDC-র *H Tamilnadu-Mamallapuram* (Beach Resort Complex), next to Petrol Bunk, ✆ 42235, B3, DAB ৩৫০, কটেজ ৫০০, A/c D ৭০০, স্যুইট ১২০০; কেবল রবিবার ১২—১৮-০০টায় রিবেট মূল্যে ঘর মেলে। এদেরই *H Tamilnadu-II*, near Shore Temple, ✆ 42287, কটেজ ২৫০, ৩০০, A/c ৪৫০, ডর্মি বেড ৪০, ৫০, অতিরিক্তে TV মেলে। **Silver Sands Beach Resort*, ✆ 42228, B3½, কন্টিনেন্টাল প্ল্যানে মে-সেপ্টেম্বরে S ১০০০, D ১৪০০, স্যুইট ২২০০, অক্টোবর-নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল D ১৮০০, স্যুইট ২৭০০, ডিসেম্বর-জানুয়ারি D ১৮০০, স্যুইট ২৭০০; এদেরই *Silver Inn*, SAB ৩৫০, DAB ৪৫০, ইকোনমিক হাটও মেলে; *Golden Sun H and Beach Resort*, 59 Kovelang Rd-4, ✆ 42245, B3½, SAB ৩৭৫, DAB ৪৭৫, A/c S ৫২৫, D ৬৫০, স্যুইট ৯৭৫; *Ideal Beach Resort*, ✆ 42240, B3½; TTDC-র ৪২ বেডের *Youth Hostel*-এ বেড ৪০, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথক ঘর, কটেজও মেলে এদের।

আর আছে *Jawaharlal Nehru R H (Holiday Home)*, ✆ 42208.

লেকের পাড়ে *Surya H*, কটেজধর্মী ঘর—দ্বিতলে ৪৫০, একতলায় ৪০০; *Mamalla Bhavan*, opp Bus Stand, DAB ১৭৫-৩২৫ A/c D ৪০০; লাগোয়া একই মালিকানায় *Mamalla L*, DCB ১২৫-১৫০ DAB ১৫০-২২৫। আর আছে অতি সাধারণ সাজে—*Pallava L, Uma L, Kavitha L, Suresh L, Tina Blue View L, Merina L, Royal L, Chitra L, Magesh Tourist L, Sea View L*, এদের কাছে ১২৫-২৫০ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে। এছাড়াও *S W Deptt's Holiday Home*, ২টি *ধরমশালা*, *PWD IB* ও গ্রামে *প্রাইভেট বাড়িতেও* ঘর মেলে ভাড়ায় মহাবলীপুরমে। তেমনই পথে East Coast Rd-এ—*Buharis Blue Lagoon H*, ✆ 4926125-এ S ২২৫ D ২৭৫ ৩২৫ A/c D ৪৫০-৬০০ মেলে। আর গ্রামে হয়েছে *Mamalla Bhavan Annexe*, ✆ 42260, DAB ২৭৫ A/c ৪০০।

খাবার হোটেলও আছে নানান মহাবলীতে। সি-ফিস, গলদা চিংড়ি, কাঁকড়ার নানান মেনু। স্বাদে অতুলনীয় হলেও দাম মানানসই। তবুও যেন, স্বল্পখরচে *মামাল্লা ভবনে* থাকা ও দক্ষিণী নিরামিষ আহার্য দুইয়েরই ব্যবস্থা চলনসই। তেমনই শোর টেম্পল রোডে *Rose Garden* বা এরই পিছনে *Sun Rise*-এও সস্তায় আহার্য মেলে। লেকের পথে *Village Restaurant* ও *Surya Restaurant* দু'টিরও আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। আর সাগরতটে *Tina Blue View, Sea Queen Restaurant* সি-ফিসে যথেষ্ট পপুলার।

আর একান্তই উচিত হবে স্মারকরূপে মহাবলীর ভাস্কর্যকে সঙ্গী করা। সাজিমাটির নানান দেবমূর্তি ও দেবমন্দির বিকোচ্ছে বাস স্ট্যান্ড থেকে পাঁচ-রাস্তার মাঝের দোকানপাটে। ঠিক তেমনই মেলে পাথরে নানান কার্ভিং, শামুক ও কচ্ছপখোলের রকমারি আভরণ ছাড়াও নানান সম্ভার মহাবলীতে।

মহাবলীপুরম থেকে ৫ কিমি উত্তরে পঞ্চরথেরই তুল্য **টাইগার কেভ**। অতীতে রাজ পরিবারের বিনোদনের আসর বসত। আর মহাবলী থেকে ১৪, চেন্নাই থেকে ৪০ কিমি দূরে মহাবলী-চেন্নাই পথে হয়েছে **ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক**। প্রজনন ঘটিয়ে সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে কুমিরের। শাবক থেকে নানান বয়সের নানান প্রজাতির (দুর্লভ ছয় সহ) ৫০০০ কুমির নিয়ে এই ব্যাঙ্ক। এটিও World Wildlife Fund for Nature-এর সহযোগিতায় সর্প উদ্যানের স্রষ্টা রোমুলাস ওয়াইটকারের সৃষ্টি। ৮-৩০—১৭-৩০টায় দর্শন—টিকিট ৪ শিশু ২ করে।

আবার ২০ কিমি দূরে ধীবরদের বাস **কোভেলঙ** গ্রামের পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। সমুদ্রসৈকতটিও সুন্দর। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। আর আছে ক্যাথলিক চার্চ, মসজিদ ও অতীতের দুর্গ। Taj Group-এর হোটেল **Fisherman's Cove*, Covelong Beach-603112, ✆ (04114) 42304, A/c S ৯০-১০৫ D ৯৫-১১৫ স্যুইট ১২০-১৩৫ US$ বসেছে দুর্গে। সাধারণ লজও আছে কোভেলঙ-এ। কোভেলঙ লাগোয়া উত্তরে মুথুকাডু (Muthukadu) ব্যাক ওয়াটারে সৃষ্ট লেকে বোটিংও করা যেতে পারে। TTDC-র ব্যবস্থাপনায় বোট হাউস হয়েছে।

আর হয়েছে **সাফারি পার্ক** তথা মনোরঞ্জনের নানান পসরা নিয়ে শহরমুখী ইস্ট কোস্ট রোডে চেন্নাই শহরের নবতম আকর্ষণ VGP Golden Beach. সুন্দর সাগরবেলায় বিত্তের প্রাচুর্যের সাথে ঘটনার ঘনঘটায় পরিবেশ মনোরম হলেও কেন যেন ছন্দের পতন ঘটেছে। চলচ্চিত্রের নানান সুটিং হচ্ছে সাফারি পার্ক তথা কৃত্রিমতায় দুষ্ট গোল্ডেন বীচে। তবে, অভিনবত্ব আছে VGP Golden Beach Resorts, ✆ (044) 4926445-এর জাহাজী বাড়িতে। কনডাকটেড ট্যুরে বেড়িয়েও আনে মহাবলী সফরে কোভেলঙ ছাড়া ত্রয়ী।

এছাড়াও সময় আর সুযোগ পেলে অ্যাডিয়ার পেরিয়ে ১১ কিমি দূরের **ইলিয়ট বীচটিও** বেড়িয়ে নেওয়া যায়। স্নানের উপযোগী এর সাগরবেলাটি খুবই সুন্দর। বাস সংযোগ রয়েছে শহর থেকে। আবার উৎসাহীরা **এন্নোর বীচও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। ধীবরদের বাস এন্নোরে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। আর রয়েছে ৬০ কিমি দূরে **পুণ্ডী রিজার্ভার** বা সত্যমূর্তি সাগর। পানীয় জল আসছে শহরে এই পুণ্ডী থেকে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর। আবার ডাচ ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ ও সাগরবেলার জন্য খ্যাত ৬১ কিমি দূরের **পুলিক্যাটও** বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

ভেদানথঙ্গল পক্ষীআলয়

চেন্নাই-ত্রিচি-কোট্টায়াম জাতীয় সড়কে—চেন্নাই থেকে ৭৫ কিমি দক্ষিণে যেতে ডানহাতি পথে আরও ১১ কিমি গিয়ে পক্ষীপ্রেমিকদের স্বর্গ ভেদানথঙ্গল পক্ষীআলয়। কাঞ্চির দূরত্ব ৬১, ভিল্লুপুরম ৯৪ আর ত্রিচি ২৫২ কিমি। চেন্নাই থেকে সরাসরি বা মহাবলীপুরম বেড়িয়ে কাঞ্চি হয়েও পক্ষীআলয় যাওয়া চলে বাসে। আবার এগমোর থেকে দক্ষিণমুখী যেকোনও ট্রেনে ১½ ঘন্টায় ৫৬ কিমি দূরের চিঙ্গেলপুট পৌঁছে বাসে ভেদানথঙ্গল গিয়ে ভাড়ার গাড়িতে বন দপ্তরের রেস্ট হাউসে চলা যেতে পারে।

ভারতের প্রাচীনতম (১৮৫৮) পক্ষীআলয় ভেদানথঙ্গল। ৩০ হেক্টর ব্যাপ্ত পক্ষীআলয়ের লেককে ঘিরে বর্ষার পর প্রতি বছরই হাজারো রকমের জলচর পাখি এসে নীড় বাঁধে সাথীর খোঁজে। হেরন, আইবিস, পেলিক্যান, স্পুনবিল, স্ট্যরক, ক্যরমরনট, ঈগ্রেট, গ্রীভ ছাড়াও নানান প্রজাতির পাখি আসে উষ্ণ অঞ্চল থেকে। বেড়াবার মনোরম সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির সকাল বা বিকাল (১৫—১৮-০০টায়)। তবে, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পাখির সংখ্যা বাড়ে আধা লক্ষে। দিনান্তে কুলায় ফেরা ও রাতের খাবারের অন্বেষণে যাওয়ার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখতে মেলে। পক্ষীআলয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেওয়া মানা, নীড়ের কাছে যাওয়াও নিষেধ; রেস্ট হাউস বা অবজারভেটরি টাওয়ার থেকে টেলিস্কোপে দেখতে হয়। বাইনোকুলার সঙ্গে থাকা ভাল।

থাকার জন্য *Vedanthangal F R H* এ D ১৫০ ডর্মি বেড ৪০; বুকিং: The Forest in Charge, Vedanthangal R H বা

Wildlife Warden, Forest Department, 50 Forth Main Rd, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai-600020, ✆ 413947. আর হয়েছে TTDC-র *Hotel Tamilnadu-Vedanthangal.*

ভেল্লোর

চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ১৩০ কিমি দূরে চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর ব্রডগেজ রেলপথে কাটপাদী স্টেশন। গুয়াহাটি/হাওড়া-ব্যাঙ্গালোর/ কোচি/ তিরুভনন্তপুরম এক্স ছাড়াও চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ব্রডগেজে নানান ট্রেন যাচ্ছে কাটপাদী হয়ে তিরুভনন্ত-পুরম/ কন্যাকুমারী/ ম্যাঙ্গালোর/ কোচি/ মাদুরাই/ তিরুপতি/ মুম্বাই দিন-রাত্রি জুড়ে। কাটপাদী থেকে কাটপাদী-ভিল্লুপুরম মিটারগেজ শাখা রেলে ৯ কিমি যেতে ভেল্লোর টাউন, আরও ১ কিমি গিয়ে ভেল্লোর ক্যান্ট। কাটপাদী থেকে এক্স ট্রেন যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় চেন্নাই, ৪ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর। কাটপাদী রেল স্টেশন থেকে বাস, ট্যাক্সি, অটো যাচ্ছে ভেল্লোর শহরে। উচিতও হবে রেলকে পরিহার করে কাটপাদী থেকে বাসেই মিনিট পনেরোয় ভেল্লোর পৌঁছে যাওয়া। আর রেল যাচ্ছে এক্স ও প্যাসেঞ্জার—তিরুপতি ১০৪, তিরুভন্নামালাই ৮৪, ভিল্লুপুরম ১৫২ কিমি ভেল্লোর ক্যান্ট থেকে।

আর PTC বাস চেন্নাই ব্রডওয়ে বাসস্ট্যান্ড থেকে (১০২ রুটের) ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে কাঞ্চি হয়ে ৩ ঘণ্টায় এবং Non-Stop A/c বাসও যাচ্ছে ভেল্লোরে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ৫½ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর ২৩৪ কিমি, ½ ঘণ্টা অন্তর ৫৬ কিমি দূরের কাঞ্চি ২½ ঘণ্টায় ছাড়াও তাঞ্জোর, মহাবলী, ভিল্লুপুরম, উটি, পণ্ডিচেরী, তিরুপতিরও বাস মেলে ভেল্লোর থেকে। ত্রিচি (104, 139, 280), মাদুরাই (139) যাচ্ছে নানান বাস ভেল্লোর থেকেই।

উত্তর আর্কটের সদর ভেল্লোর। পালর নদীতটে নানান উত্থান-পতনের সাক্ষী গ্রানাইট পাথরে গড়া **ভেল্লোরের দুর্গটির** ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ্য। ১৬ শতকে বিজয়নগর রাজাদের সামন্তরাজা সিন্না বোম্মী নায়কের তৈরি। একে একে আর্কট রাজ ও বিজাপুরের আদিলশাহীদের দখলে যায় দুর্গ। আর ১৬৭৬-এ মারাঠারাও দখল করে দুর্গ। শতাধিক বছরের দখলধারী মারাঠাদের হটিয়ে ১৭৬০-এ দিল্লী থেকে এসে দখল নেয় দুর্গের দায়ুদ খান। আর টিপুর পরাভবে ১৭৯৯-এ ব্রিটিশের দখলে যায় দুর্গ। টিপুর ছেলে ও মেয়েদের ব্রিটিশ বন্দীও করে রাখে এই দুর্গে। এমনকি ১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে গভীর পরিখায় ঘেরা দুর্গের সাথে। ভিতরে দ্বিতল মহল। তবে, আজ নানান বাড়িঘর হয়েছে, অফিস বসেছে দুর্গে। মিউজিয়মটি সদাই বন্ধ।

দুর্গেরই সমকালে (১৫৬৬) তৈরি **জলাকণ্ঠেশ্বর শিব মন্দির**-এর কারুকার্যও সুন্দর। বিজয়নগরী স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন এর পিলার, ছাদ ও কার্ভিং। তবে আদিলশাহীদের হানায় দেবতা দুর্গে স্থানান্তরিত হলে মন্দিরটি গ্যারিসনের ভূমিকা নেয়। দেবতার অবর্তমানে মন্দিরের দরজা সবার জন্য খোলা।

তবুও যেন ভেল্লোর তার সি এস সি হাসপাতালের জন্য অধিকতর খ্যাত। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মিশনারি Dr Ida Schudder-এর গড়া ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নতমানের। সারা বিশ্বের সহযোগিতায় মিশনারিদের পরিচালিত হাসপাতালে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য পেতে রুগী আসছেন দেশ-দেশান্তর থেকে। বাড়ির পর বাড়ি, তিনশ'রও অধিক ডাক্তার, সহস্রাধিক ছাত্র আর বেড কয়েক সহস্র।

পায়ে পায়ে অতীতের ব্রিটিশ কবরখানাটি বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে ভেল্লোরে। চার্চ হয়েছে সমাধিতে। আর হয়েছে দুর্গে বন্দী থাকাকালীন (১৮০৬) টিপুর দ্বিতীয় পুত্রের ভেল্লোর বিদ্রোহের শহীদ স্মারক। শহরের অপর প্রান্তে মেইন বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া গভর্নমেন্ট মিউজিয়ম (৯—১৭-০০)টিও আর এক দ্রষ্টব্য ভেল্লোরে।

হাসপাতালের জন্য যেমন তামিলী প্রভাব কাটিয়ে মিশ্র প্রভাব গড়ে উঠেছে Vellore, STD-0416এ ঠিক তেমনই হোটেলও হয়েছে নানান—বিবিধ মানের বিভিন্ন দামের। *Municipal Travellers' Bungalow,* অবু: Commissioner, Municipality, Vellore. শহর ও হাসপাতাল দুই-ই থেকে ১ কিমি দূরে *H River View,* New Katpadi Rd, Vellore-632004, ✆ 25060, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৩০০, D ৪৫০। আর আছে—*India L,* opp Clock Tower, SAB ৬০, DAB ১০০; *Raja L,* SAB ৮০, DAB ১৫০; *H Sushil,* near Hospital, SAB ৮০, DAB ১২৫-১৭৫, A/c D ৩০০। সাধারণ সাজে হাসপাতালের কাছে—*H Paradise, H Best, Palace L, H Sangeet, Triveni L, Sekar L, Santhi L* বাস স্ট্যান্ডের কাছে—*Mayura L,* 85 Babu Rao St, S ৮০, D ১৫০, T ১৭৫; *Salai H,* B R St, S ৬৫, D ১২৫; *H Arun, Luxmi L, Venus L, Taj International Deluxe L,* 21 Fillterbed Rd, ✆ 23061; *H Ganga,* Officers' Line, ✆ 23060; *Vasantha Vihar,* Officers' Line, ✆ 21496; *Radha L,* Bangalore Rd, ✆ 23065; *H Gokul,* Arcot St, ✆ 22410; *Brindavan L,* Babu Rao St, ✆ 22406; *Siva L,* Officers Rd, ✆ 22396; ছাড়াও নানান হোটেল ভেল্লোরে। এদের কাছে S ৪৫-১২৫, D ৬৫-১৫০ টাকায় মেলে। আর নিরামিষ আহার্যের জন্য বাজারের বিপরীতে *India L, Raj Cafe* ও আমিষ আহার্যের জন্য *H Safire* দেখা যেতে পারে। তেমনই Ida Schudder Rd-এর *H Best*-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি আমিষ আহার্যে। পাশেই *H Geetha*-র খ্যাতি মসলা দোসা ও নানান আহার্যে। আর চীনা ডিশের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে Gandhi Rd-এর *Nanking Hotel*-এ।

ভেল্লোরের ২৫ কিমি দূরে শিবতনয় কার্তিকেয় অর্থাৎ মুর্গা মন্দিরটি বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে বাসে **ভেল্লামালাই** গিয়ে। পাহাড়চুড়োয় মন্দির হয়েছে একখণ্ড পাথর কুঁদে। ইচ্ছাপূরণের জন্য ঢিল বাঁধার প্রথাও আছে মন্দিরে। পাহাড়ের নিচুতেও মন্দির হয়েছে ভেল্লামালাই-এ।

ভেল্লোরের ১২ কিমি দূরে **রত্নগিরিতেও** মন্দির হয়েছে কার্তিকেয়র। ১৪ শতকে তৈরি প্রাচীন এই মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

তেমনই ভেল্লোরের অদূরে পূর্বঘাটে ১০০০মি উঁচু এলাগিরি পাহাড়ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। সুন্দর প্রকৃতি ও জলবায়ুর জন্য এলাগিরির প্রসিদ্ধি। আর আছে মুরুগান মন্দির এলাগিরি পাহাড়ে।

তিরুভন্নামালাই

কাটপাদী-ভেল্লোর-ভিল্লুপুরম রেলপথে তিরুভন্নামালাই। কাটপাদী থেকে ৩-৫০এ তিরুপতি-পণ্ডিচেরী প্যা, ৬-৪০এ তিরুপতি-ভিল্লুপুরম প্যা, ১৬-৫০এ কাটপাদী-ভিল্লুপুরম প্যা, ১৮-৫০এ তিরুপতি-মাদুরাই এক্স ট্রেন যাচ্ছে ভেল্লোর হয়ে ২½ ঘণ্টায় তিরুভন্নামালাই পৌঁছে ৪½ ঘণ্টায় ভিল্লুপুরমে। আর তিরুভন্নামালাই থেকে ৭-০০টায় ছেড়ে ভিল্লুপুরম হয়ে পণ্ডিচেরী যাচ্ছে ১০-২৫এ তিরুপতি-ভেল্লোর-পণ্ডিচেরী প্যাসেঞ্জার। ভিল্লুপুরম থেকে ৫৬ কিমি পশ্চিম আর ভেল্লোরের ৮২ কিমি দক্ষিণে তিরুভন্নামালাই। বাসও চলে এপথে। আর পণ্ডিচেরী ভ্রমণার্থীদের উচিত হবে সরাসরি ট্রেনে বা ভিল্লুপুরম পৌঁছে ৩৮ কিমি বাসে পণ্ডিচেরী চলা।

পাহাড়ের নামে নাম তিরুভন্নামালাই। আর পাহাড়-তলিতে ২৫ একর জমি জুড়ে শতাধিক মন্দিরের কমপ্লেক্স তেজোলিঙ্গম—দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মন্দির। পঞ্চভূতের এক: তেজ অর্থাৎ অগ্নিরূপে পূজিত হন দেবতা শিব অরুণ-চলেশ্বর মন্দিরে। ৬৬ মি উঁচু ১৩ তলার মণ্ডপম বা গোপুরমটি সুন্দর কারুকার্যময়। ১০০০ পিলারের অঙ্গনটিও সুন্দর। কার্তিক পূর্ণিমায় (নভেম্বর-ডিসেম্বর) জাঁকালো *কার্ত্তিগাই দীপম* উৎসব হয়। রমণ মহর্ষির স্মৃতি বিজড়িত আশ্রমটি তিরুভন্নামালাই-এর আর এক আকর্ষণ। মহর্ষি এখানে সমাধিস্থও রয়েছেন। তেমনই ১৪ কিমি পরিক্রমায় তিরুভন্নামালাই পাহাড়ে ১২ শিবলিঙ্গও দেখে নেওয়া যায়। যাত্রীদের থাকারও ব্যবস্থা মেলে আশ্রমে। আর আছে *Park H, Rajaram L, Aruna L, Devil, Murugan L, Ranga L, Trishul H, H Akash, Modern Cafe* ছাড়াও নানান হোটেল Tiruvannamalai-এ।

৩০ কিমি দূরে রিজার্ভ ফরেস্টের মাঝে সাথানুর ড্যামটির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নয়নাভিরাম। লাগোয়া পার্কটির পরিবেশও সুন্দর। সুইমিং পুলও হয়েছে পার্কে। আবার উৎসাহীরা বাসে বাসে ভিল্লুপুরমের ৪৩ কিমি পশ্চিমে সুন্দর ভাস্কর্যমণ্ডিত কৃষ্ণ মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন।

তিরুত্তানি

চেন্নাই-রেনিগুণ্টা রেলপথে তিরুত্তানি স্টেশন। সেন্ট্রাল থেকে ৬-২৫এ সপ্তগিরি এক্স, ১৩-৫০এ চেন্নাই-তিরুপতি এক্স, ১৬-৩০এ চেন্নাই-তিরুপতি শতাব্দী এক্স, ১১-৪৫এ চেন্নাই-মুম্বাই এক্স আরাক্কোনাম/তিরুত্তানি হয়ে তিরুপতি/মুম্বাই যাচ্ছে। মহীশূর-তিরুপতি ফাস্ট প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে তিরুত্তানি হয়ে। চেন্নাই ৮৬ আর তিরুপতির দূরত্ব ৬৬ কিমি তিরুত্তানি থেকে। বাসও চলে এপথে।

রেলস্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে পাহাড়, আর পাহাড় চূড়োয় মন্দির। ৩৬৫টি ধাপ উঠে মন্দিরে, অর্থাৎ প্রতিটি ধাপ বছরের এক একটা দিনের প্রতিভূ। মন্দিরে ভগবান কার্তিকেয় উপাস্য দেবতা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণণের জন্ম তিরুত্তানিতে।

তিরুত্তানি থেকে ৬৬ কিমি উত্তরে অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতি আর এক হিন্দুতীর্থ—ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর অর্থাৎ দেবতা বালাজির মন্দির। চেন্নাই ভ্রমণার্থীদের তিরুত্তানি বা চেন্নাই থেকে বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার।

নিয়মিত ট্রেন ও বাস যাচ্ছে চেন্নাই থেকে তিরুপতি। দূরত্ব ১৪০ কিমি। চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ৬-২৫এ ছাড়া সপ্তগিরি, ১৩-৫০এ তিরুপতি এক্স, ১৬-৩০এ শতাব্দী এক্স তিরুপতি পৌঁছায় যথাক্রমে ৯-৩০/১৬-৫০/১৯-৫০এ। চেন্নাই ফেরে তিরুপতি থেকে ১৭-৩০, ১০-০৫, ৬-৩০এ। আর বাস যাচ্ছে ৫-৩০ থেকে ২০-৩০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় চেন্নাই এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড থেকে। আবার TTDC, ITDC ও অন্ধ্র প্রদেশ রাষ্ট্রীয় পরিবহন (এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড) চেন্নাই থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বেড়িয়ে আনে তিরুপতি। সার্ভিস বাসও চলছে এদের। এছাড়া তিরুত্তানির ৪৬ কিমি দক্ষিণে আর এক হিন্দুতীর্থ কাঞ্চিপুরম।

জিঞ্জি/সেন-জী

১৩ শতকের দুর্গের জন্য জিঞ্জির প্রশস্তি। দক্ষিণ আর্কট জেলায় ত্রিমুখী বিক্ষিপ্ত তিন পাহাড় চূড়োয় ৩ কিমি ব্যাপ্ত প্রাচীরে ঘেরা চোল রাজাদের কালের এই দুর্গ। এককালে অজেয় ছিল জিঞ্জি। প্রবেশ—পূবে পণ্ডিচেরী গেট আর উত্তরে আর্কট বা দিল্লী গেট দিয়ে। কালে কালে দখল যায় বিজয়নগর, নায়ক, মারাঠা, মোগল, ফরাসি ও ব্রিটিশদের হাতে। ১৩৮৩ থেকে ১৭৮০-র নানান উত্থান-পতনের গাথায় গাঁথা জিঞ্জির অতীত। মারাঠা বীর শিবাজির (১৬৭৭-১৬৯১) হাত থেকে মোগল দখলে যাবার পর জিঞ্জি হয় আর্কট বাহিনীর মূল ঘাঁটি। ১৮ শতকে দখল করে ফরাসিরা—অবস্থানও করে দীর্ঘ ১১ বছর তারা। স্থানান্তর করে বেশকিছু স্থাপত্য জিঞ্জি থেকে পণ্ডিচেরীতে ফরাসিরা।

সেন-জী আম্মা অর্থাৎ দেবী থেকে সেন-জী নামেও যথেষ্ট খ্যাত জিঞ্জি। জিঞ্জিবাজার থেকে ১ কিমি দূরে বাস সড়কের বামে ২৭০ মি উঁচুতে জিঞ্জির মূল আকর্ষণ ১২০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি রাজাগিরি দুর্গ। রাজাগিরির রঙ অদ্ভুত। গেরুয়া আর কালো পাথরের মিশ্রণ। অসম সিঁড়ি পথ, আবার কখনও-বা পাহাড় বেয়ে পথ উঠেছে। যথেষ্ট দুর্গমও বটে জিঞ্জির এই দুর্গ অভিযান। ম্যাগাজিন, জিমনাসিয়াম, প্যালেস সাইট, অডিয়েন্স হল্, আস্তাবল, ক্লক টাওয়ার, শস্যাগার, ইন্ডো-ইসলামিক ধারায় গড়া ট্রেজারি, গ্রানারি, এলিফ্যান্ট ট্যাঙ্ক, পশ্চিমের গেট পেরুতেই ভেনু গোপালস্বামী মন্দির, বিজয়নগর রাজাদের কালের রঙ্গনাথ মন্দির, ৯তলা কল্যাণমহল, সাদাৎউল্লা খানের মসজিদ (১৭১৭-১৮), মহব্বৎ খানের মসজিদ, অফুরন্ত জলের ব্যবস্থা, স্নানাগার,

মন্দিরের নিচুতে কামান, দুর্গের শিরে চক্রকুলমের কাছে জলের কুণ্ড—অতীতদিনের নির্মাণকৌশল অভিভূত করে পর্যটকদের।

বাসপথের বিপরীতে বোল্ডার বিছানো ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি কৃষ্ণগিরির পথ কিছুটা সহজগম্য হলেও উচ্চতা ও আকর্ষণ দুই-ই কম। তবে, ২টি মন্দির, গ্রানারি, অডিয়েন্স হল্, ধাপে ধাপে জলের কূপ আছে কৃষ্ণগিরি পাহাড়ী দুর্গে। আর মুখোমুখি তৃতীয় দুর্গ চন্দ্রয়াগিরি—সে আজ অচ্ছুৎ।

থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে কৃষ্ণগিরি পাহাড়ে TTDC-র *H Tamilnadu Krishnagiri,* ✆ (04343) 22079,PC-635001, DAB ২৫০, A/c ৪২৫, ৫৫০, কেবল দিনের অবস্থানে রিবেট মেলে। আর সাধারণ সাজে *H Shiva* ছাড়াও হোটেল আছে নানান Gingee-তে। আর আছে TTDC-র *H Tamilnadu-Hosur,* Krishnagiri Bye Pass Rd. near Hosur Bus Stand. ✆ (04344) 22030, D ২২৫, ৩০০, স্যুইট ৩৭৫।

চেন্নাই এগমোর থেকে মিটারগেজের দক্ষিণগামী রেলে ১২২ কিমি দূরের তিনদিভনম পৌঁছে তিনদিভনম থেকে সড়কপথে ২৮ কিমি গিয়ে জিঞ্জি। ৯-০০টার চোলা এক্স ১২-০৫এ তিনদিভনম পৌঁছে বাসে আরও এক ঘণ্টার পথ। আর জিঞ্জি শহর থেকে যাতায়াতের চুক্তিতে রিকশা (২৫-৩০) নিয়ে জয় করে আসুন দুর্গ। জিঞ্জি বেড়িয়ে তিনদিভনম থেকে ৪৭ কিমি বাসে গিয়ে আবার বাসে পণ্ডিচেরীও চলা যেতে পারে। মুহুর্মুহু বাসও চলছে তিনদিভনম থেকে পণ্ডিচেরী। তাই পণ্ডিচেরী থেকেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় জিঞ্জি। বাসও মেলে পণ্ডিচেরী থেকে জিঞ্জির। সরাসরি বাসের অমিল হলে—তিনদিভনমে বদল করেও চলা যেতে পারে। উচিতও হবে পণ্ডিচেরী থেকে জিঞ্জি বেড়িয়ে নেওয়া। আর তিরুভন্নামালাই-এর দূরত্ব ৪২ কিমি জিঞ্জি থেকে।

চিদাম্বরম

সরাসরি চেন্নাই এগমোর থেকে নানান ট্রেনে এসে দিনে দিনে জিঞ্জি দুর্গ দেখে তিনদিভনম থেকে ১৬-০৫এ এগমোর-মাদুরাই এক্সে শৈব ও বৈষ্ণবতীর্থ চিদাম্বরম পৌঁছান ১৯-৩২এ। তিনদিভনম থেকে চিদাম্বরমের দূরত্ব ১২২ কিমি, আর চেন্নাই এগমোর থেকে ২৪৪ কিমি। মাদুরাই-তিরুপতি এক্সও চলছে চিদাম্বরম/ ভিল্লুপুরম/ ভেল্লোর হয়ে। আর শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাস স্ট্যান্ড। বাস যাচ্ছে ৬৪ কিমি উত্তরের পণ্ডিচেরী ও চেন্নাই ঘণ্টায় ঘণ্টায়। সরাসরি বাসের অপ্রতুলতায় পণ্ডিচেরী থেকে যাতায়াতে কাটলোর হয়ে ঘণ্টা দুয়েকে চলা যেতে পারে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিগ্বিদিকে চিদাম্বরম থেকে। নিকটতম বিমানবন্দর ১৬০ কিমি দূরের ত্রিচি। রেল স্টেশন থেকে ২০ মিনিটের পথে বৃহদেশ্বর। রিকশা চলছে শহরে।

পূর্ব তটরেখায় শিল্পকেন্দ্রিক বাণিজ্য নগরী চিদাম্বরমে জল ও তাপ বিদ্যুৎ, সার, নুন ছাড়াও মুক্তোর চাষ হচ্ছে। তবুও যেন চিদাম্বরমের খ্যাতি তার নটরাজ মন্দিরের জন্য। ৯ শতকে ৪০ একর জমি জুড়ে চোলরাজা বীরা (৯২৭-৯৯৭)-র কালে শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠে গ্রানাইট পাথরের মন্দির নটরাজ। মাঝে শিবগঙ্গা সরোবর। চিদাম্বরমে আছে ব্যোমলিঙ্গ। চিৎমানে জ্ঞান, আর অম্বর অর্থ আকাশ—নামও তাই চিদাম্বরম। ভূলোকের কৈলাসও বলে থাকেন লোকে অতীতের বনভূমি থিল্লাই-এর অংশ চিদাম্বরমকে। আবার কেউ বা বলেন—এ হলো জ্ঞানের মহাকাশ। আর জ্ঞানের কোনও সীমা নেই, আকাশও সীমাহীন। দেবতাও এখানে অসীম, অনন্ত, মূর্তিহীন। রাজধানীও ছিল চোল রাজাদের (৯০৭-১৩১০ খ্রি) চিদাম্বরমে। মন্দিরের ছাদটি সোনায় মোড়া, উপাস্য দেবতা পঞ্চধাতুর কসমিক ড্যান্সার শিব। তবে মূল মন্দিরে দেবতা নিরাকার আকাশ লিঙ্গম। সামনে পর্দা, সাধারণের কাছে দেবদর্শন নিষিদ্ধ। একটি রত্নহার দিয়ে দেব-অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে। মন্দিরে গোপুরম চারটি। পশ্চিম আর পুবের ৪০.৮ মি উঁচু গোপুরমে ১০৮টি করে ভারতনাট্যম নৃত্যের মুদ্রা অনবদ্য মূর্ত হয়েছে। উত্তর আর দক্ষিণের গোপুরমের উচ্চতা যথাক্রমে ৪২.৪ ও ৪৯মি। ৫টি সভাগৃহও হয়েছে মন্দিরে। ১০৩×৫৮ মিটারের ১০০০ পিলারের রাজসভায় বিজয় উৎসব; রথের আকারে তৈরি ৫৬ পিলারের নৃত্যসভায় নাচের নানান মুদ্রা; দেবসভায় মিটিং ছাড়াও উৎসব-অনুষ্ঠান; মূলমন্দির চিৎসভায় পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) এক—ব্যোম অর্থাৎ আকাশ লিঙ্গম রূপী শিব। কনকসভায় পঞ্চধাতুর নটরাজ মূর্তিও আকর্ষণীয়। পহ্লব, চোল, পাণ্ড্য ও নায়ক রাজাদের হাতে বার বার সংস্কার হয়েছে মন্দির—হয়েছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর শত শত বছর ধরে। তবুও যেন পাণ্ড্য রাজা সুন্দরের কালে মন্দিরের রমরমা।

একই চত্বরে শিব ও বিষ্ণুর উপস্থিতিও উল্লেখ্য চিদাম্বরমে। নটরাজের সামনে গোবিন্দরাজ পেরুমলের মন্দিরটিও কম আকর্ষণীয় নয়। অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণু এখানকার উপাস্য দেবতা। আর আছে পার্বতী, সুব্রাহ্মণ্য ও গণেশ মন্দির নটরাজ চত্বরে। ৪—১২-০০ ও ১৬-৩০—২১-০০টায় মন্দির খোলা। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা (১৮-০০)-র দেবারতি দর্শনীয়। শহরের উত্তরে চোলারাজা Kopperunjingan (১২২৯-১২৭৮ খ্রি) এর তৈরি থিল্লাই কালী আম্মান মন্দির।

রেল স্টেশনের বিপরীতে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়-কে ঘিরে ৫০০ একর জমি জুড়ে আন্নামালাই নগর। প্রতিষ্ঠাতা আন্নামালাই ছেট্টিয়ারের নামে নাম। দক্ষিণ ভারতে এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম আছে। এর তামিল সাহিত্য ও কর্ণাটিক নৃত্য শাখা খুবই সমৃদ্ধ।

থাকার জন্য Chidambaram, STD 04144, PC-608001-এ—নটরাজ দ্বারে *PV Lodge,* SCB ৪৫, SAB ৬৫; *H Raja Rajan,* 162 West Car St, ✆ 22690, SAB ৮০, DAB ১৫০; TTDC-র *H Tamilnadu: Chidambaram,* near Rly Stn-1, ✆ 20056, S ১২০, D ১৮০, পাঁচ বেডের ঘর ২০০, A/c D ৩০০, ৫৫০; TTDC's *Youth Hostel*-এ ডর্মি বেড ৪৫; টিভিও মেলে ৫০ অতিরিক্তে। ফিডার রোডে: *H Palace, H Rajkrishna;* VGP St-এ— *Jawhar L, Everest L;* **H Sardha Ram,* near Bus Stand, ✆ 22966,

S ১৫০-২৫০, D ২০০-৩২৫, A/c D ৩৫০, স্যুইট ৫৫০। ৫ মিনিটের পথে *The Star L*, South Car St, ✆ 22743, S ৮০, D ১৫০; *PWD IB*, অবু: Collector, South Arcot, Guddalore. আর আছে *Rly Retiring Room, University GH* ছাড়াও বেশকিছু সাধারণ হোটেল চিদাম্বরমে। থাকা ও আহার্যে *হোটেল তামিলনাড়ু* ও *রাজা রাজন* আজও বরণীয়।

উৎসাহীরা চিদাম্বরম থেকে ১৬ কিমি পুবে **পিছাভরম ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন ২৮০০ একর ব্যাপ্ত ব্যাকওয়াটারে সৃষ্ট দ্বীপে ম্যানগ্রোভ অরণ্য—আম-জাম-কাঁঠাল-গরাণ গাছে ছাওয়া। আর বসে শীতে দেশী-বিদেশী পাখির মেলা দ্বীপ থেকে দ্বীপে পিছাভরমে। ওয়াটার স্পোর্টস ও বোটিং-এর ব্যবস্থা আছে ব্যাকওয়াটারে। অতীতে পর্তুগিজ ও ডাচদের বন্দর নগরী ছিল পিছাভরম। শহর থেকে বাস, ট্যাক্সি, অটো যাচ্ছে। থাকার জন্য *Youth Hostel*-এ বেড ৪৫; TTDC-র *Aringar Anna Tourist Complex*, 47 Pichavaram-608102, ✆ (041445) 89232, D ১২৫, ১৭৫, ডর্মি বেড ৪৫।

কাবেরী নদীতীরে **ময়ূরম**ও (অতীতের মায়াভরম) আর এক হিন্দুতীর্থ। জনশ্রুতি, কার্তিক মাসে তুলা রাশিতে রবির অবস্থানে গঙ্গা মিলিত হন কাবেরীতে। শিব এখানে মায়ানাথ আর বিষ্ণু রঙ্গনাথ রূপে পূজিত হন ৫ কিমির ব্যবধানে দুই মন্দিরে। মাঘ মাসে কাবেরীতে বিষ্ণুর স্নান উপলক্ষে এক মাস ব্যাপী উৎসব চলে।

চিদাম্বরম থেকে ৪০ কিমি দূরে কাবেরী নদীর অববাহিকায় চোল রাজাদের বন্দর *পুহার*—আজ হয়েছে **পুম্পুহার**। তবে, অতীত আজ সমুদ্রগর্ভে লীন। মনোরম সাগরবেলা, আর্ট গ্যালারি, TTDC-র ক্রাফট এম্পোরিয়াম ও একাধিক মন্দিরের জন্য পুম্পুহারের প্রসিদ্ধি। থাকার জন্য হোটেলের অভাব। চিদাম্বরম বা তাঞ্জোর বা ২০ কিমি দূরের পিছাভরম থেকে বাসে বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে উৎসাহীদের। তবে, তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে* কটেজধর্মী থাকার ঘর মেলে। নিয়মিত বাস যাচ্ছে চিদাম্বরম থেকে। আবার ট্রেনে ময়ূরম পৌঁছেও বাসে যাওয়া চলে Poompuhar.

পুম্পুহারের দক্ষিণে ১৬২০এ ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ালে ঘিরে বাণিজ্য তথা দুর্গনগরী গড়ে **ট্র্যাঙ্কুইবার** (Tranquebar)-এ। ১৬২৪এ ডেনমার্কের রাজার দখলে যায় ট্র্যাঙ্কুইবার। আর ১৮২৫এ দখল যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ড্যানিশদের বীচ রিসর্ট গড়ার ইচ্ছা বাস্তবায়িত না হলেও সেযুগের বাড়ি-ঘর-দুর্গ দেখতে মেলে আজও। মিউজিয়ম বসেছে দুর্গে।

চিদাম্বরম থেকে ৪৫ কিমি দূরের মুসলিম তীর্থ **নাগোর**ও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে বাসে। হজরত মীর সুলতান সৈয়দ শাহ আবদুল হামিদের ৫ মিনারওয়ালা কারুকার্যময় দরগার জন্য নাগোরের প্রসিদ্ধি। প্রতি ডিসেম্বরের *কান্দুরি* উৎসবে ধর্মমত নির্বিশেষে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে।

তেমনই নাগোর থেকে ৮ আর তাঞ্জোরের ৯১ কিমি দূরে খ্রিস্টান জগতের মক্কানগরী **ভেলানকান্নি** খ্যাত তার রোমান ক্যাথলিক *Our Lady of Good Health* চার্চের জন্য। গথিক স্থাপত্যে গড়া চার্চের করিডোরের অলঙ্করণ অনবদ্য, প্রার্থনাকক্ষটিও সুসজ্জিত জানালাও রঙিন কাচে শোভিত। চার্চের মধ্যমণি মা মেরী—কোলে শিশু যীশু। জনশ্রুতি, ১৭ শতকের এক আগস্ট মাসে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিমজ্জমান এক জাহাজের নাবিকদের চোখে দৃশ্যমান হন মা মেরী—নিমেষে সমুদ্র শান্ত হয়, প্রাণ পায় নাবিকেরা। কৃতজ্ঞতাবশত চার্চ গড়ে বিপদমুক্ত নাবিকেরা। প্রতি বছর আগস্ট ২৮ থেকে সেপ্টেম্বর ৮ তারিখের উৎসবে ধর্মমত নির্বিশেষে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন—উপশম মেলে নানান ব্যাধির মা মেরীর আশিসে। অদূরে সমুদ্র সৈকত। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *St Joseph's Pilgrims Quarters* ও সাধারণ লজে। তবুও যেন থাকার জন্য ১২ কিমি দূরে রেল সংযোগকারী স্টেশন নাগাপট্টিনম-এ TTDC-র *Hotel Tamilnadu* ছাড়াও *S M Lodge, H Golden Sand* আদরণীয় হবে। নাগোরেও *লজ* মেলে সাধারণ মানের। আর আছে PWD-র *Rest House* ৬ কিমি দূরের নাগোরে। তবে, একান্তই উচিত হবে ভালান-কান্নির হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাঁকড়ার ফ্রাইয়ের স্বাদ নেওয়া। যাতায়াতে তাঞ্জোর থেকে ৬-৪০, ৯-৫০, ১৩-১০, ১৮-০০টার নাগোর প্যাসেঞ্জারে ২½ ঘণ্টায় ৭৯ কিমি দূরের নাগাপট্টিনম বা তাঞ্জোর থেকে সরাসরি বাসে ভেলানকান্নি চলা। চেন্নাই এগমোর থেকে ২০-০০টায় ছেড়ে থিরুভারুর হয়ে নাগোর লিঙ্ক এক্স আসছে ৫-০৬এ। চেন্নাই ফেরে ২১-১০এ নাগোর থেকে লিঙ্ক এক্স। নাগোর-কুইলন ফা প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে নাগাপট্টিনম হয়ে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও বাস আসছে ত্রিচি থেকেও ভেলানকান্নি।

কুম্ভকোণাম

চিদাম্বরম থেকে ৬৮ আর চেন্নাই থেকে ৩১৩ কিমি দক্ষিণে কুম্ভকোণাম। বাস ও রেল যাচ্ছে। কুম্ভকোণামের পুবে রেল আর উত্তরে বাস স্ট্যান্ড। রিকশা সংযোগ গড়েছে Bright St ধরে। ৩৮ কিমি দূরের তাঞ্জোরের প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে কুম্ভকোণাম হয়ে। বাসও যাচ্ছে প্রতি ১০ মিনিট অন্তর তাঞ্জোর থেকে কুম্ভকোণামের। ঘণ্টাখানেকের পথ। উচিতও হবে তাঞ্জোর থেকে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া। চেন্নাই যাচ্ছে ৭½ ঘণ্টায় কুম্ভকোণাম থেকেই দিনে চার বাস। আর যাচ্ছে কুম্ভকোণাম হয়ে দূর পাল্লার নানান বাস পণ্ডিচেরী, ব্যাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই ছাড়াও সারা দক্ষিণে।

থাকার জন্য কুম্ভকোণামে আছে—*The New Diamond L*, 93 Nageswaram North St-1, DAB ১৫০; *L Elite*, 106 N N St; *PRV Lodge*, near Clock Tower, D ১৫০-২২৫; *H Raya's*, 28 Head Post Office Rd, S ১২৫, D ২০০, A/c S ৩০০, D ৪৫০; *Pandiyan L*, 52 Sarangapani East St, S ৮৫, D ১২৫-২০০; বিপরীতে ভেজ মিলে খ্যাত শীতাতপ *Arul Restaurant; H Siva; VPR Lodge*, 104 Big St. DAB ১৭৫, A/c ৩০০; *Karpagam Boarding*

& Lodging, 60 Mutt St, Kumbhakonam-612001, D ১০০-১৫০, A/c D ৩৫০; *The H Palace*, Bus Stand. থাকার পক্ষে ভাল *Hotel A R R*, 21 TSR Big St-1, ✆ 21234, SAB ১২৫-১৭৫, DAB ১৫০-২৭৫, A/c S ৩০০, D ৪২৫; চীনা, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় আহার্যও মেলে *ARR*-এ, এদের ভেজ বিরিয়ানী অতুলনীয়। আর আছে, TTDC-র *H Tamilnadu-Kumbhakonam*, D ১০০, A/c ২৫০; *রেলের রিটায়ারিং রুম ও গেস্ট হাউস*। গেস্ট হাউসের বুকিং: Divisional Engineer, Kumbhakonam, Thanjavur, T N.

কাবেরী নদীর পাড়ে পুরাণখ্যাত প্রাচীন নগরী কুম্ভ-কোণাম—সিটি অব টেম্পলস বলে থাকে লোকে। বর্ণময় কারুকার্যখচিত ৩৯টি মন্দির আছে কুম্ভকোণামে। চোল রাজাদের রাজধানীও বসে কিছুকালের জন্য কুম্ভকোণামে। জনশ্রুতি, প্রলয়ের কালে অমৃতকুম্ভের দখল নিয়ে সংঘাত দেখা দেয় দেবতা ও অসুরে। শিবের ছোঁড়া তীরে কুম্ভের কাণা ভেঙে পড়ে এখানকার মহামহম সরোবরে। নামও তাই কুম্ভ + কোণাম = কুম্ভকোণাম। সেই স্মৃতিতে প্রতি মাঘ (ফেব্রুয়ারি) মাসে মেলা বসে, আর ১২ বছর অন্তর হয় পূর্ণকুম্ভযোগে স্নান। যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে এই পুণ্যস্নানে। গঙ্গা থেকে ধারাও বয় ঐ পুণ্যদিনে। ভিড় ও বিশৃঙ্খলা—দুইয়ের দাপটে পদদলিত হয়ে মৃত্যুও ঘটে নানান তীর্থযাত্রীর ১৯৯২-এ। পুলিসের অভিমত, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার উপস্থিতিই এর মূলে। পরবর্তী পূর্ণকুম্ভযোগ ২০০৪-এ।

কুম্ভকোণামের প্রাচীনতম কুম্ভেশ্বর শিব মন্দিরের গঠনশৈলী এমনই জ্যামিতিক ছকেগড়া বছরের বিশেষ দিনে সরাসরি মূল লিঙ্গে সূর্যকিরণ এসে পড়ে। তেমনই উল্লেখ্য ব্রহ্মামন্দির। আকারে বৃহত্তম, রঙবেরঙের কামদ ভাস্কর্যময় চক্রপাণি মন্দিরটিও দর্শনীয়। শিব ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে এই সারঙ্গপাণি। দেবতা এখানে অষ্টভুজ, ত্রিনেত্রধারী। গোপুরমের কার্ভিং-এর কাজও সুন্দর। তেমনই উল্লেখ্য ১৬২০তে তৈরি দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের রামস্বামী মন্দির। উচিত হবে বাসস্ট্যান্ডের অদূরে নাগেশ্বর মন্দিরটিও পায়ে পায়ে বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া। তবে ১২—১৬-৩০টায় বন্ধ থাকে কুম্ভকোণামের মন্দিররাজি। শঙ্করাচার্যের একটি মঠও রয়েছে কুম্ভকোণামে। কুম্ভকোণামের তাঁতবস্ত্র, ব্রাসওয়ার, কাঁসার নানান জিনিস, সোনা ও রূপার আভরণ পর্যটকদের ছেড়ে যেতে দ্বিধায় ফেলে। আর কুম্ভকোণামের পানেরও প্রসিদ্ধি আছে সারা দক্ষিণ জুড়ে।

কুম্ভকোণামের ৪কিমি পশ্চিমে দরশুরমও বেড়িয়ে নিতে পারেন রিকশায়। দরশুরম খ্যাত তার ১২ শতকের ঐরতেশ্বর শিবমন্দিরের জন্য। রাজা রাজন ২ (১১৪৬-৬৩ খ্রি)-এর তৈরি মন্দিরের ভাস্কর্য সুন্দর। সামনের থামে মিনিয়েচার ভাস্কর্য। হিন্দুপুরাণের দেবদেবীরা মূর্ত হয়েছেন ভাস্কর্যে। তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বরের আদলও মেলে ঐরতেশ্বরে। তবে, কুম্ভকোণামের নানান ভাস্কর্য তাঞ্জোরের প্রাসাদ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। সিল্কজাত বসনের জন্যও কুম্ভকোণাম খ্যাত।

তেমনই কুম্ভকোণাম থেকে ৪কিমি দূরে পাত্তিশ্বরমে দেবী দুর্গার মন্দিরটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। দেবী এখানে সৌভাগ্যের আম্মা। ৮ কিমি দূরে তিরুভুবনম-এ ১৩ শতকের কারুকার্যময় কম্পাহরেশ্বর শিবমন্দিরটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। সিল্ক উইভিং সেন্টার রূপেও তিরুভুবনম যথেষ্ট খ্যাত।

আবার কুম্ভকোণাম থেকে বাসে ৩৫ কিমি উত্তরে গঙ্গাই-কোণ্ডাচোলাপুরমে (Gangaikondacholapuram) চোলরাজ রাজেন্দ্র ১(১০১২-৪৫)-এর তৈরি শিবমন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন। পিতার তৈরি বৃহদেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি হলেও স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে এটি অনন্য। সুউচ্চ গোপুরমটিও সুন্দর। গঙ্গা থেকে জল এনে বদ্ধ জলাশয়ে বন্দী রাখা হয়েছে মন্দিরে।

তাঞ্জাভুর/তাঞ্জোর

কুম্ভকোণাম থেকে মাত্র ৩৮ আর চেন্নাই এগমোর থেকে ৩৫১ কিমি দূরে চেন্নাই-কুম্ভকোণাম-ত্রিচি-মাদুরাই রেলপথে ব্রিটিশের তাঞ্জোর আজ হয়েছে **তাঞ্জাভুর**। মিটারগেজে রেল যাচ্ছে ৯-০০টায় চোলা এক্স, ১৩-৩০এ মাদুরাই জনতা এক্স, ২০-৩০এ রামেশ্বরম এক্স এগমোর ছেড়ে ভিল্লুপুরম/কুম্ভকোণাম হয়ে ৮½ ঘণ্টায় তাঞ্জোরে। তিরুপতি-মাদুরাই এক্স, নাগোর-কুইলন প্যা+এক্স তাঞ্জোর হয়ে যাচ্ছে। আর তাঞ্জোর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৩-৫০এ কোয়েম্বাটুর; ৫-২০, ৭-২০, ১০-০০, ১৪-০০, ১৬-২০, ২০-০০, ২১-৪৫এ ত্রিচি; ৩-৪০, ৬-০০, ৭-১৫, ১৭-০০, ১৭-২৫, ১৮-২৫এ ময়ূরম; ৬-৪০, ৯-৫০, ১৩-১০, ১৮-০০টায় নাগোর; ১৬-২০এ মহীশূর এক্স ছাড়াও নানান। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় ত্রিচি, ১ ঘণ্টায় কুম্ভকোণাম, ২½ ঘণ্টায় চিদাম্বরম, ৫ ঘণ্টায় ভিল্লুপুরম তাঞ্জোর থেকে। আর রাজ্য পরিবহনের দ্রুতগামী বাস সংযোগ গড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে তাঞ্জোরের। নিয়মিত বাস আসছে চেন্নাই, পণ্ডিচেরী, ভেল্লোর, তিরুপতি, কোদাইকানাল, নাগেরকয়েল, কোর্টালাম, কোয়েম্বাটুর ছাড়াও দক্ষিণের দিগ্বিদিক থেকে তাঞ্জোরে। আর তাঞ্জোর থেকে বাস যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায় ১১ স্ট্যান্ড থেকে প্রতি ১০ মিনিটে ত্রিচি; ১ঘণ্টায় ৭ ও ৮ স্ট্যান্ড থেকে ১০ মিনিট অন্তর কুম্ভকোণাম, চেন্নাই যাচ্ছে ৮½ ঘণ্টায় দিনে ১২টি বাস। শহরে চলছে ট্যাক্সি, অটোসাইকেল, রিকশা।

কাবেরী উপত্যকায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তাঞ্জোর জেলার জেলা সদর তাঞ্জোরকে ঘিরে। আজও সকাল-সাঁঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ধ্রুপদী নৃত্যের ছন্দোময় ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে তাঞ্জোরের অলিগলি। তেমনই তাঞ্জোরের আর এক কৃষ্টি তার ব্রোঞ্জ মূর্তি সৃষ্টি। জানুয়ারির ১৪-১৬ পোঙ্গল এক বরণীয় উৎসব। ৫৯ মি উঁচু তাঞ্জোরে লাখ তিনেক লোকের বাস। গ্রীষ্মে ৩৬.৬—৩২.৫° আর শীতে ২৩.৫—২২.৮° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বেড়াবার মরসুম সারা বছর। অতীতে চোল রাজাদের

রাজধানী ছিল তাঞ্জোরে। তবে, তারও আগে সঙ্গম যুগ থেকেই তাঞ্জোরের প্রশস্তির কথা ইতিহাসে মেলে। ১০ থেকে ১৪ শতকে চোল রাজারা ছিল খুবই প্রথিতযশা। এমনকি মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও প্রসার পেয়েছিল চোল সাম্রাজ্য। আজও চোল স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে মেলে কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, জাভার নানান মন্দিরে। বৃহদেশ্বরের স্রষ্টা রাজা রাজন (৯৮৫-১০১৬) চোল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। কাঞ্চির পহ্লব, কেরলের চেরামন রাজাদের জয় করে প্রসারও পায় চোল সাম্রাজ্য সারা দক্ষিণে। আর যুদ্ধ জয়ের স্মারকরূপে রাজা রাজনের অবিনশ্বর কীর্তি তাঞ্জোরের অন্যতম বৃহদেশ্বর মন্দির। এমনকি ভারত মহাসাগরের দখল পেতে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে মাতে রাজন-পুত্র রাজেন্দ্র ১ (১০১৪-৪৪)। তাদেরই কালে তৈরি ৭৪টি মন্দির রয়েছে তাঞ্জোরে। কুম্ভকোণাম, থিরুভাইয়ারু, শ্রীরঙ্গম, থিরুকাণ্ডিয়ুর, গঙ্গাকোণ্ডাচোলা-পুরমের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিবগঙ্গা সরোবরের মিষ্টি জলের খ্যাতিও সর্বজনবিদিত।

মন্দিরগুলির মধ্যে **শ্রীবৃহদেশ্বর** মন্দির ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে অনন্য। এমনকি *ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়াতে* ভারতের সুন্দরতম মন্দির বলে প্রশস্তি পেয়েছে এই বৃহদেশ্বর। আর শিল্পীদের নির্মাণ পারদর্শিতাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে *ব্রিটানিকা*। মন্দিরটি কারু-কার্যময়। বৌদ্ধ শৈলীতে শৈব ও বৈষ্ণব স্থাপত্যের ছাপ মেলে এর স্থাপত্যে। মূল মন্দিরে উপাস্য দেবতা শিব—১৩ ফুট উঁচু লিঙ্গমূর্তি, নিয়মিত পূজা হয় আজও। ১৩ স্তরে ৬৬ মি উঁচু পিরামিডধর্মী মন্দিরের শিরে গম্বুজ। একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি। ওজন এর ৮১ মেট্রিক টন অর্থাৎ ২০০ মণের মতো। শোনা যায়, ৬ কিমি দূর থেকে ঢালু পথ করে গম্বুজ ওঠে শিরে। মন্দিরের সামনে একখণ্ড কালো গ্রানাইট পাথরে তৈরি বৃহদাকার নন্দী অর্থাৎ শিবের বাহন। হাঁটু ভাঙা বসা অবস্থায় উচ্চতা এর ১২ ফুট আর দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট। আকারে এটি ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম মনোলিথিক নন্দী, লেপকাশীর পরেই এর স্থান। মন্দির-গাত্রে ও সিলিং-এ বেশকিছু দেওয়াল চিত্রও রয়েছে চোল ও নায়ক রাজাদের কালের। তবে চোল রাজাদের দেওয়াল চিত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরে চাপা পড়ে ছিল নায়ক রাজাদের ফ্রেস্কোর নিচুতে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে অজন্তার তুল্য সুন্দর এই ফ্রেস্কোচিত্র। চোল সাম্রাজ্যের যুদ্ধগাথা ও শিবের ১০৮ নৃত্যকলা অর্থাৎ ভারতনাট্যমের মুদ্রা মূর্ত হয়েছে প্যানেলে। আর ভাস্কর্য ও ছবিতে মন্দির তথা চোল রাজবংশের আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বের মিউজিয়মও বসেছে মন্দির চত্বরে। ৯—১২-০০, ১৬— ২০-০০টায় মিউজিয়ম খোলা। আর ৬—১২-০০ ও ১৬— ২০-৩০টায় মন্দির খোলা মেলে। প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের।

আর রয়েছে মন্দিরের অদূরে পুরনো শহরের কেন্দ্রমণি হয়ে দুর্গ অর্থাৎ প্রাসাদ। ১৫৫০-এ মাদুরাই-এর নায়ক রাজাদের হাতে শুরু, সম্পূর্ণতা পায় মারাঠাদের হাতে। তবে ধ্বংসও পেয়েছে অংশ। পরিখা পেরিয়ে দুর্গের অন্দরে প্রাসাদ। রাজা বিজয়রাঘব-এর হাতে তৈরি। প্রাসাদের দু'পাশে দু'টি মিনার। একটি থেকে শ্রীরঙ্গমের ভগবান রঙ্গস্বামীকে প্রণাম জানাতেন রাজা, আর দ্বিতীয়টি ছিল শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলা প্রাসাদের **সরস্বতী মহল** লাইব্রেরিটিও কম আকর্ষণীয় নয়। বিবিধ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় ৩০ হাজার পাণ্ডুলিপির অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে এখানে—৮ হাজার তার তালপাতায় লেখা। ৩০০ বছর ধরে নায়ক ও মারাঠা শাসকদের এই সংগ্রহ। তেমনই দুর্গের আর এক আকর্ষণ তার অলঙ্কৃত দরবার হল্। সঙ্গীতমহল অর্থাৎ জলসাঘরটিও পর্যটকমাত্রেরই দ্রষ্টব্য। এর গঠনৈপুণ্য অনবদ্য। প্রাসাদের আর্ট গ্যালারিটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে পর্যটকদের। ৯—১২ শতকের নানান ব্রোঞ্জ মূর্তির সংগ্রহও রয়েছে এর মিউজিয়ম তথা অডিয়েন্স হল্-এ। তবে, আজ সরকারি দপ্তর বসেছে দুর্গে। বুধবার ছাড়া ৯—১৩-০০ ও ১৪—১৭-০০টায় খোলা।

প্রাসাদের পুবে ১৭৭৯তে তৈরি **স্কুয়ার্জ গির্জা**টিও কম আকর্ষণীয় নয় পর্যটকদের কাছে। এটি ড্যানিশ মিশনের Rev C V Schwartz-এর প্রতি চোলরাজ সর্বোজির প্রীতি উপহার। রাজার শিক্ষক তথা সেক্রেটারিরূপে কাজ করেছিলেন স্কুয়ার্জ। ১৯৮১তে গড়া তামিল ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ম ছাড়াও নানান মন্দির রয়েছে পুরনো শহরের পথেঘাটে তাঞ্জোরে; পায়ে পায়ে দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

Mayiladuthurai (Mayuram)-Aranthangi ও Nagore-Thanjavur রেলের জংশন স্টেশন তাঞ্জোর থেকে ১১ কিমি দূরে **তিরুভারুর** *(Thiruvarur)*-এ কর্ণাটকী সঙ্গীতের জন্ম। রচয়িতা ত্যাগরাজের বাসভূমি তথা সমাধিক্ষেত্র **তিরু-ভাইয়ারু** *(Thiruvaiyaru)* বেড়িয়ে নেওয়া যায়। জানুয়ারি মাসের মৃত্যুবার্ষিকীতে সপ্তাহব্যাপী *আরাধনা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে* দূর-দূরান্ত থেকে সঙ্গীতজ্ঞরা আসেন শ্রদ্ধা জানাতে। আর আছে শিব অর্থাৎ পঞ্চনাথেশ্বর মন্দির। ১০০০ পিলারের (৮০৭) হলও হয়েছে মন্দিরে। দক্ষিণের বৃহত্তম রথটিও এই মন্দিরে। কার ফেস্টিভ্যাল খুবই চমকপ্রদ উৎসব। তাঞ্জোর থেকে ১০ কিমি দূরে **তিরুকাণ্ডিয়ুর** *(Thirukandiyur)*-এ সুন্দর ভাস্কর্যমণ্ডিত ব্রহ্মামন্দির ও হর্ষবিমোচন পেরুমল মন্দির দেখে চলা উচিত হবে।

হোটেলগুলি সাধারণত ২টি ব্লকে গড়ে উঠেছে তাঞ্জোরে। বাস ও রেল স্টেশনের সংযোগকারী গান্ধী রোড, আর স্টেশনের পিছনে ত্রিচি রোডে। ট্যুরিস্ট অফিস (বুধ-শনিবার ৮—১১-০০ ও ১৬—২০-০০টা), জি পি ও, পুম্পুহার-এর অবস্থান গান্ধী রোডে। ট্যুরিস্ট অফিসের বিপরীতে Gandhi Road, Thanjavur, STD 04362, PC-613007এ রেল স্টেশনের কাছে—TTDC-র *H Tamilnadu-*

I, ① 21024, DAB ৩০০, ৩৫০, বারো বেডের ঘর ৪৫০, A/c D ৫০০, স্যুইট ৬০০; এরই পিছে *Raja R H*, SCB ৫০, DCB ১০০; *H Bilal; Mangalambika L.*

বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে—*Shri Mahalakshmi L*, SAB ৬০-৮৫, DAB ১২৫-১৭৫; *H Karthik*, S ৬৫, D ১২৫, FR ১৫০, A/c S ২০০, D ৩৫০; *Ajanta L*, South Main St, S ৫০, D ১০০। *Ashoka L*, 93 Abraham Panjithar Rd, SCB ৪৫, DCB ৮০, SAB ৬০, DAB ১২৫। রেল স্টেশনের অদূরে—*Deen L*, *Yagappa L*. আর আছে TTDC-র *H Tamilnadu-II*, Trichy Rd, ① 20365; *H Sangam*, Trichy Rd-7, ① 25026, S ৪০ D ৫৫ US$; *Oriental Towers*, 2869 Srinivasam Pillai Rd-1, ① 24728, S ৩৫ D ৪৫ US$; **H Parisutham*, 55 Grand Anicut Canal Rd-1, near Rail Stn, ① 21601, S ৩৭ D ৫২ স্যুইট ৬৫ US$. খাল পেরুতেই *Rajarajan L*, D ৮০-১৫০; *H Valli*, 2948 M K M Rd, ① 21584, near G P O, D ১৫০-২২৫; *Ananda L, Venkateswara, Krishna* ছাড়াও হোটেল ও লজ আছে নানান। আর আছে *Municipal R H*, অবু: Commissioner; *রেলের রিটায়ারিং রুম* তাঞ্জোরে। তবুও থাকা ও খাবারের জন্য *হোটেল তামিলনাড়ু, রাজা রেস্ট হাউস, বিলাল হোটেল;* আর আহার্য না মিললেও কেবল থাকার জন্য *অশোকা লজ* ভালই।

খাবার হোটেলও নানান বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে তাঞ্জোরে। হোটেল তামিলনাড়ুর বিপরীতে *New Padma Restaurant*টির আহার্যে সুনাম আছে। হাসপাতাল রোডে *Golden Restaurant*-এ ভেজ মিল, আর *Sathars*-এর নন ভেজ মিলের যথেষ্ট প্রশস্তি। তেমনই *H Parisutham*ও যথেষ্ট খ্যাত ভেজ, নন ভেজ ও চীনা মিলে। এরই পিছে *Seakings* খ্যাত তার ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য সারা শহর জুড়ে।

পুডুক্কোট্টাই

১৭ শতকের স্বাধীন রাষ্ট্র অধুনা তামিলনাড়ুর এক জেলা পুডুক্কোট্টাই নতুন করে রূপ পেয়েছে দক্ষিণী পর্যটন মানচিত্রে। চেন্নাই-ত্রিচি-রামেশ্বরম মিটারগেজ রেলে চেন্নাই থেকে ৪৫৪, রামেশ্বরম ২১২, তাঞ্জোর ৫৭, আর ত্রিচির ৫৩ কিমি দূরে পুডুক্কোট্টাই। ৩-০০, ৪-৩০, ৭-১০, ৭-৪৫, ১৮-০০টায় ত্রিচি ছেড়ে ১½ ঘণ্টায় Pudukkottai যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। TTC-র বাসও যাচ্ছে চেন্নাই থেকে ৮-১৫, ৯-১৫ ও ২২-০০টায় ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় পুডুক্কোট্টাই। নিকটতম বিমানবন্দর তিরুচিরাপল্লী। ৮৭.৭৮ মি উঁচুতে, গ্রীষ্মে ৩৭.১ থেকে ৩৬.৪° আর শীতে ২১.৩ থেকে ২০.১° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বৃষ্টির গড় ৮৩.৫ cm. বছরভর চলা যেতে পারে পুডুক্কোট্টাই ভ্রমণে।

মহেন্দ্রভার্মা পহ্লবের কালে খ্রি পূ ২ শতকে পাহাড় কেটে তৈরি শ্রীকোকরণেশ্বর গুহামন্দিরের জন্য পুডুক্কোট্টাই-এর প্রসিদ্ধি। আর আছে ৫ কিমি দূরে মিউজিয়ম—অতীত সংগ্রহের গৌরবে গৌরবান্বিত। শুক্র ও ছুটি ছাড়া ৯—১১-৩০ ও ১৪—১৭-০০টায় খোলা। তেমনই লাল পাথরে দুর্গশৈলী পাবলিক অফিস বিল্ডিং, নিউ প্যালেসের শিল্প-সুষমা, কাঠ ও পেতলের কারুকার্যময় ছেত্তিয়ারদের প্রাসাদ দর্শন-তালিকায় উল্লেখ্য।

পুডুক্কোট্টাই-এর আর এক আকর্ষণ ১৬ কিমি দূরে সিট্টান্নাভাসাল-এর জৈন মন্দির। খ্রি পূ ২ শতকে অজন্তারই সমকালে পাহাড় কেটে তৈরি। সুন্দর ফ্রেস্কো চিত্রে অলঙ্কৃত এই জৈন গুহামন্দির। এ ছাড়াও প্রাক-ইতিহাসের কালের নিদর্শন মিলেছে সিট্টান্নাভাসালে। তেমনই রয়েছে পুডুক্কোট্টাই থেকে ২০ কিমি দূরে কুদুমিত্রামালাই-এ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনন্য নিদর্শন হাজার পিলারের মন্দির। ৩৬ কিমি দূরে কোড়ুবালুরে ১০ শতকের মন্দির স্থাপত্য, ৪০ কিমি দূরে ভিরালিমালাই-এ পাহাড়ী টিলায় সুব্রাহ্মণ্য মন্দির, ১৭ কিমি দূরে নারথামালাই-এ গুহামন্দির, ১৯ কিমি দূরে থিরুমায়াম-এ ১৭ শতকের দুর্গ, শিব ও বিষ্ণু মন্দির দেখে নেওয়া উচিত হবে একে একে। পুডুক্কোট্টাই থেকে নিয়মিত বাসও যাচ্ছে। আর মেলে ট্যাক্সি পুডুক্কোট্টাই তথা চারপাশ দেখে নিতে।

পুডুক্কোট্টাই-এর আর এক আকর্ষণ Point Calimere Wildlife Sanctuary. শীতে দেশ-দেশান্তর থেকে নানান জলচর পাখির সাথে হাজার তিনেক ফ্লেমিংগো; আর বসন্তে কোয়েল, ময়না, কৃষ্ণবর্ণ কপোত ছাড়াও নানান গায়কপক্ষী এসে নীড় বাঁধে—ডিম পাড়ে পণ্ডিচেরী-কারিকল লাগোয়া পক প্রণালীর উত্তর প্রান্তের পয়েন্ট কালিমেয়ারে। এ দৃশ্যও নয়নাভিরাম। কৃষ্ণ হরিণ, চিতল হরিণ, বন্য শুয়োর ছাড়াও নানান বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান ঘটেছে কালিমেয়ারে। রেলে মায়াভরম পৌঁছে বাসে বা তাঞ্জোর থেকে সরাসরি বাসে চলা যেতে পারে কালিমেয়ার। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *FRH*এ। আহার নিজ ব্যবস্থায়।

পাশ্চাত্য প্রথায়—*H Shivalaya*, Thirumayam Rd, Pudukkottai, SAB ১৫০, DAB ২২৫, A/c S ২৭৫, D ৪২৫; *Municipal R H, Bus Stand R H*, ছাড়াও সাধারণ হোটেল আছে পুডুক্কোট্টাই-এ।

তিরুচিরাপল্লী

চেন্নাই এগমোর থেকে ১৫-৩৫এ পল্লবন এক্স, ৯-০০টায় চোল এক্স, ২১-০০টায় রক ফোর্ট এক্স ভিল্লুপুরম/ তাঞ্জোর হয়ে ত্রিচি যাচ্ছে যথাক্রমে ২১-৫০, ১৯-৫০ ও পরদিন ৬-০৫এ। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ২১-৩০এ এগমোর ছেড়ে পরদিন ১০-০৫এ ত্রিচি। ৬-১০, ১২-৫০, ১৩-৩০, ১৮-৪৫, ১৯-১০, ২২-০০টায় এগমোর-মাদুরাই, ১৭-৫৫, ২০-২৫এ এগমোর-রামেশ্বরম; ১৭-০০টায় এগমোর-তিরুনেলভেলী; ১৯-৪০এ এগমোর-কোল্লাম; ১৯-১০এ তাঞ্জোর-মহীশূর এক্স; প্রতিটা ট্রেন ত্রিচি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে ত্রিচি থেকে। ১৭-০৫এ ত্রিচি ছেড়ে কোদাই/ মাদুরাই হয়ে কোল্লাম যাচ্ছে 6161 নাগোর-কোল্লাম এক্স। আর ব্রডগেজ রেলে মাদুরাই-দিল্লী লিঙ্ক এক্স, মাদুরাই-ব্যাঙ্গালোর লিঙ্ক এক্স, মাদুরাই-কোচি লিঙ্ক এক্সও যাচ্ছে ত্রিচি হয়ে ইরোড পৌঁছে মূলের সঙ্গে জুড়ে নানানদিকে। ইরোড থেকেও চড়া যায় ভারতের দিগ্বিদিকের নানান ট্রেনে। ২৬৫ কিমি দূরের রামেশ্বরম যাচ্ছে মনমাদুরাই/ রামনাথপুরম হয়ে ৩-০০টায় সেতু ও ৭-৪৫এ চেন্নাই-রামেশ্বরম এক্স। আর ৬-১০এ মাদুরাই ১৩-৩০এ

তিরুপতি যাচ্ছে তিরুপতি-মাদুরাই-তিরুপতি এক্স ত্রিচি থেকে। কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে ২০-০০টায় ত্রিচি-কোচি এক্স; ৬-০০টায় তাঞ্জোর ত্রিচি-কোয়েম্বাটুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার; ইরোড যাচ্ছে ৬-০০, ৬-৫৫, ১৪-৪০, ১৫-৪০, ১৮-০০, ১৯-১০, ২০-০০, ২১-১০এ; কোদাই যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় ১-৩৫, ৩-২০, ৩-৫০, ৬-১০, ৬-৫০, ১৭-০৫এ; তিরুনেলভেলী যাচ্ছে ১-৫০এ ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় এগমোর-তিরুনেলভেলী নেল্লাই এক্স ত্রিচি থেকে।

IAC-র বিমান 2 4 6 দিন ১৫-৩০এ চেন্নাই ছেড়ে ত্রিচি যাচ্ছে ১৬-১০এ; ফেরে 3 5 7 দিন ৪-১০এ ত্রিচি থেকে। প্রাইভেট বিমান NEPC Airlines রবি ছাড়া প্রতিদিন চেন্নাই-ত্রিচি-মাদুরাই চলছে। শহর থেকে ৭ কিমি দূরে বিমানবন্দর। IAC-র অফিস বসেছে 4-A, Dindigul Rd-1, ✆ 41433-এ।

ত্রিচিতেও সরকারি ও বেসরকারি দু'টি বাস স্ট্যান্ড। ২ মিনিটের ব্যবধানে অবস্থান এদের। Thiruvalluvar-এর বাসও যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় চেন্নাই, ৩৯২ কিমি দূরের কন্যাকুমারী যাচ্ছে ভেল্লোর হয়ে ৯ ঘণ্টায় ২টি, তিরুপতি যাচ্ছে ৯½ ঘণ্টায় ২টি ত্রিচি থেকে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে নাগেরকয়েল ৮টি, কোয়েম্বাটুর (২টি) ১৮৭, রামেশ্বরম, পণ্ডিচেরী, ভেল্লোর, ব্যাঙ্গালোর, কোদাইকানাল, তিরুভনন্তপুরম ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকে। তাঞ্জোর দেখে বাসেই চলুন ত্রিচি। ১০ মিনিট অন্তর সার্ভিস, ১½ ঘণ্টার পথ তাঞ্জোর থেকে ত্রিচির। ৪ ঘণ্টায় ১২৮ কিমি দূরের মাদুরাইও যাচ্ছে মুহুর্মুহু বাস ত্রিচি থেকে। এছাড়াও দূরান্ত থেকে আসা নানান বাস ত্রিচি হয়ে যাচ্ছে দক্ষিণের দিকে দিকে। তবে, সিটের অমিল এসব বাসে। এছাড়াও নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাস ৬ ঘণ্টায় চেন্নাই যাচ্ছে ত্রিচি থেকে। রিকশা, অটো, ট্যাক্সি ও সিটি বাস চলছে শহরে। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া ট্যুরিস্ট অফিস থেকে রাজ্য পর্যটন কনডাকটেড ট্যুরে সকালে ত্রিচি ও বিকালে তাঞ্জোর বেড়িয়ে আনে। সারা বছরই চলা যেতে পারে ত্রিচি ভ্রমণে।

বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে নিত্য-নতুন হোটেল হচ্ছে Tiruchi-620002, STD 0431-এ। উচিতও হবে ঘর দেখে হোটেল নির্বাচন করা। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Guru*, 13-A, Royal Rd, SAB ৮০, DAB ১২৫-১৭৫; *H Sevana*, 5 Royal Rd, Cantt-1, R1B4, S ১৫০, D ২০০, স্যুইট ৩০০, A/c S ৩২৫, D ৪২৫, স্যুইট ৬০০; *Vijoy L*, 13-B, Royal Rd-1; *H Rajasugam*, 13-B, Royal Rd, S ৮০, D ১৫০; *Selvam L*, Jn Rd, S ৬৫, D ১২৫। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া ট্যুরিস্ট অফিসের বিপরীতে—TTDC-র *H Tamilnadu-Tiruchi*, Unit-1, Cantonment-620001, ✆ 460383, D ২২৫, ২৭৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০, ৬০০, পাঁচ বেডের ঘর ৪২৫। *Abirami H*, 10 McDonald Rd, opp Central Bus Stand-1, ✆ 460001, S ২০০, D ৩৫০, A/c S ৩৫০, D ৪২৫, স্যুইট ৬০০; **H Jenneys Residency*, 3/14, McDonald Rd, Cantt-620001, ✆ 461301, R½B¼, SAB ৪৫০, DAB ৭০০, A/c S ৮০০, D ১০০০, স্যুইট ১২৫০-২৫০০; **H Femina*, 14-C, Williams Rd, Cantt-1, A 6½B0, ✆ 461551, S ২২৫, D ৩৫০, A/c S ৪২৫-৫৫০, D ৬০০-৭৫০, স্যুইট ৮০০-১২৫০; **H Arun*, 24 State Bank Rd-1, ✆ 461421, S ১৭৫, D ২৭৫, A/c S ৩০০, D ৪৫০; একই অঙ্গনে *Sarada L*, S ১০০, D ১৭৫, FR ২৫০; *H Gajapriya*, 2 Royal Rd, S ২০০, D ২৫০, FR ২৭৫, A/c S ৩০০, D ৪৫০, ৫০০; লাগোয়া Rockins Rd-এ—*H Mathura*, ✆ 463737; *H Mega*, 8-B, Rockins Rd, opp Central Bus Std, মান ও দামে গজপ্রিয় তুল্য। *Ramyas H*, 13-D-2 Williams Rd-1, ✆ 461128, R1, SAB ২০০-২৭৫, DAB ৩০০-৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৭৫০-৮৮০; **H Aristo*, 2 Dindigul Rd-1, R½B½, ✆ 461818, S ১০০, D ১৫০, A/c D ২৫০, কটেজ ৩৫০, দামের তুলনায় মান ভাল; *H Aanand*, 1 Racquet Court Lane-1, A6R1B0, ✆ 460545, S ১৫০-২২৫, D ২২৫-৩৫০, A/c S ৪০০, D ৫৫০; *Ashby H*, 17-A, Junction Rd-1, ✆ 460652, R½B3, S ১৫০, D ২২৫, A/c S ৩৫০, D ৪৭৫; *Modern Hindu H*, Dindigul Rd, S ৮৫, D ১৫০; *H Lakshmi*, 3A, Alexandria Rd, Cantt-1, S ১৫০, D ২২৫, স্যুইট ৩২৫, A/c D ৪০০, স্যুইট ৬০০; **H Sangam*, 91 Collector's Office Rd-1, A6R1B3, ✆ 464700, A/c S ৩৭ D ৫২ US$; *H Ajanta*, Jn Rd-1, R¼B0, SAB ১৫০, DAB ২২৫, A/c S ২৭৫, D ৪২৫; সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে *Municipal Tourist Bungalow* ছাড়াও বেশকিছু সাধারণ হোটেল আছে বাস থেকে রেল স্টেশনের পথে ত্রিচিতে। ৮৫-১৫০ টাকায় ডাবল বেডের ঘরও মেলে এদের কাছে। *রেলের রিটায়ারিং রুম*ও আছে ত্রিচিতে। তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *হোটেল তামিলনাড়ু, হোটেল রামাস, হোটেল রাজালী, হোটেল আনন্দ, অজন্তা, গুরু, মডার্ন হিন্দু হোটেল, বিজয় লজ*-এর ব্যবস্থাপনা ভালই।

আহার্যেরও নানান ব্যবস্থা ত্রিচির হোটেলে। বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে সাধারণ সাজে নানান হোটেল-রেস্তোরাঁ ত্রিচিতে। ট্যুরিস্ট অফিসের বিপরীতে *Vasantha Bhavan Restaurant*-এর (৯—২২-০০) যথেষ্ট প্রশস্তি ভেজ মিল পরিবেশনে। অদূরে Williams Rd-এ *Kanchanaa Restaurant* যথেষ্ট খ্যাত ভেজ ও নন ভেজ মিলে। তেমনই হোটেল আনন্দের *Arun Restaurant, H Mega, H Ashby*, কল্পনা লজের *Kavithaa Restaurant*, গুরু হোটেলের *Kurunchi Restaurant, Selvam L*-এরও যথেষ্ট সুনাম আহার্য পরিবেবায়। আবার রাজালী হোটেলের *Chorogo*-য় চীনা ডিশ, ট্যুরিস্ট অফিসের অদূরে *Kanchanaa H* ও *Maharaja Restaurant*-এ আমিষ আহার্য মেলে।

তাঞ্জোর থেকে ৫৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে পবিত্রতম পাহাড়—অর্থাৎ তিরুচিরাপল্লী বা ত্রিচি। আর, ব্রিটিশের আমলে ত্রিচি ছিল ত্রিচিনোপলি। ১৭৫০-এ এই ত্রিচিতেই ফরাসিদের হারিয়ে দক্ষিণ দখল করে ব্রিটিশ। চেন্নাই থেকে ৩১৬, মাদুরাই থেকে ১২৮ কিমি দূরে কাবেরী নদীর পাড়ে ৭৮ মি উঁচুতে ত্রিচি শহর। শহর ও রক ফোর্ট যদিও মাদুরাই-এর নায়ক রাজাদের তৈরি, তবে তারও আগে পাণ্ড্য ও পহ্লবরাজারাও রাজত্ব করে গেছেন আজকের ত্রিচিতে। ১০ শতকে চোল সাম্রাজ্যের দখলে যায় ত্রিচি। আর চোল সাম্রাজ্য লোপ পেতে দখল যায় বিজয়নগর রাজাদের হাতে। ১৫৬৫তে বিজয়নগরের পতনে দাক্ষিণাত্যের সুলতান দখল করে ত্রিচি ফোর্ট। রেল, বাস, হোটেল, ট্যুরিস্ট অফিস সবেরই অবস্থান পরস্পর থেকে মিনিট দশেকের পায়ে হাঁটা ব্যবধানে ক্যান্টনমেন্ট তথা জংশন এলাকায়। তবে, শহর থেকে ৫

কিমি উত্তরে কাবেরীর পাড়ে রক ফোর্টের অবস্থান ত্রিচিতে। তাপমান গ্রীষ্মে ৩৭.১—৩৬.৪° আর শীতে ২১.৩—২০.৬° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে।

ত্রিচির মূল আকর্ষণ **রক ফোর্ট**। জংশন থেকে ১½ কিমি উত্তরে শহরের মধ্যমণি ৮৩ মি উঁচু গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ের টোপর হয়ে রক ফোর্ট অর্থাৎ পাহাড়ি দুর্গ। ৪৩৭টি খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পথ উঠেছে চুড়োয়। মূল প্রবেশপথে ১০০০ পিলারের মণ্ডপটি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়। অক্ষত অংশে আজ দোকানপাট বসছে। শিব এখানে মঠরুভূতেশ্বর নামে খ্যাত। দেবশিরের বিমান সোনার পাতে মোড়া। মন্দিরের আখ্যানও চিত্রিত হয়েছে দেওয়ালে। ১০০ পিলারের হল্-ও আছে—VIPদের অভ্যর্থনা বসে। সর্বোপরি গণেশমন্দির। মন্দির থেকে চারপাশ সুন্দর দৃশ্যমান—বয়ে চলেছে কাবেরী, এমনকি শ্রীরঙ্গম ও জম্বুকেশ্বরের টাওয়ারও দৃশ্যমান। সম্ভবত বিশ্বের অন্যতম ৩৮০০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন পাহাড়ে পল্লব রাজাদের হাতে ১১ শতকে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। আর দুর্গের অস্তিত্ব আজ লীন পেলেও অতীতের নানান যুদ্ধের সাক্ষী এই ঐতিহাসিক ফোর্ট। দেওয়ালে ১৮ শতকের কর্ণাটিক যুদ্ধের নানান আখ্যানও মূর্ত হয়েছে। বাস যাচ্ছে শহর থেকে১ রুটের রক ফোর্ট হয়ে শ্রীরঙ্গম।

পাহাড় কেটে তৈরি পল্লব যুগের (৭ শতক) **গুহা-মন্দিরটিও** পল্লব স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। ৭টি পিলারে ভর করে এই গুহামন্দির। চতুষ্কোণ ঘরে মূল বিগ্রহ। সুন্দর দেওয়াল চিত্রে শোভিত। পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে শিব মন্দিরের নিচুতে রয়েছে আর এক গুহামন্দির। আর গুহা-মন্দির থেকে উপরে ওঠার পথে পড়ে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি **বেল টাওয়ার**। এর বসন্ত মণ্ডপটি ১৬৩০এ তৈরি। বেল টাওয়ারের নিচুতে হয়েছে ত্রিচি শহরের জলাধার। আর রক ফোর্টের নিচুতে **টেপ্পাকুলম** অর্থাৎ বিরাট জলাধারের মাঝে মণ্ডপম। এরই পাশে ডেনমার্কের Reverend Schwartz-এর তৈরি চার্চের অংশে ফরাসিদের স্মারক হয়ে সেন্ট জোসেফ কলেজ। লাগোয়া নিও গথিক চার্চ। ব্রিটিশের দখলে যেতে লর্ড ক্লাইভ বাসা বাঁধেন কলেজে। ১৮১২-য় তৈরি সুন্দর স্থাপত্যের **সেন্ট জনস চার্চটিও** দেখে নেওয়া উচিত হবে চলতে-ফিরতে। নতুন শিল্পনগরী **গোল্ডেন রক**-এর আকর্ষণও কম নয় পর্যটকদের কাছে। শুক্র ও ছুটি ছাড়া ৯—১২-৩০ ও ১৪—১৭-০০টায় কোর্টের কাছের **মিউজিয়মে** ব্রোঞ্জ ও গ্রানাইট মূর্তির সংগ্রহ দেখে নেওয়া যায়। ত্রিচির তাঁতবস্ত্র, লুঙ্গি, কাচের বলয় বা মল, তালপাতার বাক্স, কাঠ ও মাটির খেলনা, মাদুরও সঙ্গী করতে পারেন স্মারক রূপে।

শ্রীরঙ্গম: ত্রিচি থেকে ৭ কিমি উত্তরে কাবেরী ও তার শাখানদী কোল্লিডাম-এ ঘেরা দ্বীপে ২৫০ হেক্টর জুড়ে দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মন্দির **শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর**। অনন্ত-শয়নে শায়িত বিষ্ণু রঙ্গনাথস্বামীরূপে পূজিত হন ওঁ-ধর্মী ১৩ শতকের মন্দিরে। ৩২ খিলানের সেতু সংযোগ গড়েছে। ভাস্কর্যময় গোপুরমের সংখ্যা ২১ হলেও ৭টি পেরিয়ে, ৭ চত্বর ডিঙিয়ে মূল মন্দির। সোনায় মোড়া গম্বুজ। চুড়োয় সোনার বিষ্ণু, সোনার তালগাছ, চার বেদের প্রতীক স্বর্ণ কলসও রয়েছে চার মন্দিরে। দেবতার অপর্যাপ্ত অলঙ্কার। চতুর্থ গোপুরম পেরিয়ে বিজয়নগর রাজাদের শৌর্য মূর্ত হয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্যে। ১৬ শতকে তৈরি হাজার (৯৪০) পিলারের মণ্ডপমে প্রতি ডিসেম্বরের ১৫-২৫ শুক্লপক্ষের একাদশীতে ৯ দিনব্যাপী বৈকুণ্ঠ একাদশী উৎসব পালিত হয়। যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে উৎসবে। মূল দেবতাও তখন হাজার পিলারের মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন। মন্দিরের শুরুও এখান থেকে। জুতোও খুলতে হয় ৪র্থ গোপুরমে। দোকানপাট, বাড়িঘরও এই ৪র্থ গোপুরম পর্যন্ত। বিপরীতে আর্ট গ্যালারি, আর পুবে ১৪৬ ফুট উঁচু ভেল্লাই গোপুরম। এশিয়ার মধ্যে উচ্চতম—৭২ মি উঁচু সুন্দর গোপুরমটি হয়েছে (১৯৮৭) দক্ষিণের মূল প্রবেশদ্বারে। লোকশ্রুতি, খ্রিস্টজন্মেরও দু'হাজার বছর আগে লঙ্কার রাবণ রাজার ভাই বিভীষণ মন্দিরটি গড়েন। উপাসনারত ছবিও রয়েছে বিভীষণের মূল মন্দিরে। তবে, ব্রহ্মবিদ্যা কেন্দ্র রূপে সমৃদ্ধি আসে ১১ শতকে শ্রীরঙ্গমের। আর, মুসলিম হানাদারদের হটিয়ে চেরামন, পাণ্ড্য, চোল, হোয়সল ও বিজয়নগর রাজাদের হাতে ১৪—১৭ শতকে সংস্কারও হয়েছে মন্দিররাজি। ৬-১৫—১৩-০০ আবার ১৫—২০-৪৫এ মন্দির খোলা। প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। অ-হিন্দুরা ২ টাকার টিকিটে ৪র্থ দেয়ালে উঠে মন্দিরের প্যানারমিক ভিউ দেখে নিতে পারেন। প্রবেশাধিকারও তাদের ৪র্থ চত্বর পর্যন্ত। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে ত্রিচির বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ রুটের রেল স্টেশন হয়ে শ্রীরঙ্গমে।

শ্রীরঙ্গম থেকে ২ কিমি পুবে চেন্নাই-সালেম পথে তিরুভনাইকাভাল-এ **জম্বুকেশ্বর শিবমন্দিরটিও** আর এক দ্রষ্টব্য। জনশ্রুতি, হাতির পূজিত দেবতা—সেই থেকে নাম। জম্বু (জাম) বৃক্ষতলে গড়ে উঠেছে মন্দির। শ্রীরঙ্গমের সমকালে চোল রাজাদের তৈরি মন্দিরের কার্ভিংয়ের কাজ সুন্দর, শ্রীরঙ্গমের থেকেও প্রশংসনীয়। ৭টি গোপুরম হয়েছে ৫ দেওয়ালে ঘেরা মন্দিরের। দেবতা শিব অর্থাৎ স্বয়ম্ভু জম্বুকেশ্বরম এখানে জলবেষ্টিত। জল এসেছে ঝরনা থেকে। পূজাও পাচ্ছেন দেবতা পঞ্চভূতের এক—বারি অর্থাৎ জল রূপে। আর আছেন দেবী অখিলান্দেশ্বরী মন্দিরে। ৬—১৩-০০ আবার ১৬—২১-৩০টায় মন্দির খোলা।

ত্রিচি থেকে ২৪ তাঞ্জোরের ৪৮কিমি দূরে ত্রিচি-তাঞ্জোর সড়কে **গ্রান্ড অ্যানিকাট** অর্থাৎ কাবেরীকে বশে আনতে ১১ শতকে চোল রাজাদের তৈরি ৩২৯×২০ মিটারের পাথুরে বাঁধ দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। তবে বাঁধের গোড়াপত্তন চোলরাজা কারিকালানের হাতে ২ শতকে। চড়ুইভাতির

মনোরম পরিবেশ। থাকার জন্য ধরমশালাও আছে শ্রীরঙ্গমে। দিনে দিনে ত্রিচি ও শ্রীরঙ্গম বেড়িয়ে পরদিন কোদাই বা মাদুরাই চলুন।

শহরান্তে ৮ কিমি দূরে ভায়ালুর-এ লর্ড মুরুগা মন্দির, ২০ কিমি দূরে সময়াপুরমে দেবী মেরী আম্মান, ৩০ কিমি দূরে ভিরালীমালাই পাহাড় চুড়োয় লর্ড কার্তিক ছাড়াও পিকক্ স্যাঙ্কচুয়ারি, ৩৭ কিমি দূরের নরথামালাই-এর গুহামন্দির ছাড়াও নানান মন্দির দেখে নেওয়া যায় ত্রিচি থেকে।

ইয়ারকুদ

সালেম জেলায় ১৫১৫ মি উঁচুতে শেভারয় পর্বতে গড়ে উঠেছে শান্ত ছায়া-সুনিবিড় ছোট্ট পাহাড়ী শহর ইয়ারকুদ। কফি, কমলা আর ইউক্যালিপটাসের শহরও ইয়ারকুদ। ১৮২০তে সালেমের কালেক্টর এম ডি ককবার্নের আবিষ্কার অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি লেক ইয়ারকুদ—*ইয়ার* হচ্ছে হ্রদ আর *কুদ* অর্থ অরণ্য। দক্ষিণী গরম এড়াতে গড়ে ওঠে সাহেবদের বাড়ি-ঘর। কালে কালে শৈলশহর। আর আছে রমণীয় লেকে বোটিং, আন্না পার্ক, লেডিস সিট ভিউ পয়েন্ট, ৩০০ ফুট উঁচু থেকে নামা কিল্লীয়ুর ফলস, প্যাগোডা ভিউ পয়েন্ট, বিয়ারস কেভ, শেভারয় পাহাড়ে মন্দির, দি রিট্রিট ইয়ারকুদে। প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। শীত ও গরম দুই-ই কম। তাপমানের গড় গ্রীষ্মে ২৯° আর শীতে ১৩° সেন্টিগ্রেড।

নিকটতম বিমানবন্দর ত্রিচি ১৮৭, ব্যাঙ্গালোর ২০৫, কোয়েম্বাটুর ১৯০ কিমি থেকে ট্রেন ও বাস আসছে সালেমে। আর, সেন্ট্রাল থেকে বুধ ছাড়া প্রতিদিন ১৫-১০এ 2023 চেন্নাই-কোয়েম্বাটুর শতাব্দী এক্স, ২২-৪৫এ ইয়ারকুদ এক্স, ২০-৩৫এ নন স্টপ চেরান এক্স, ২১-১৫য় নীলগিরি এক্স, ১৯-০৫এ ম্যাঙ্গালোর মেল, ১৮-৫৫য় তিরুভনন্তপুরম মেল, ১২-০০টায় ওয়েস্ট কোস্ট এক্স, ৬-১৫য় কোভাই এক্স, ১৯-৩৫এ আলেপ্পি এক্স চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে ৩৩৫ কিমি দূরের সালেম যাচ্ছে যথাক্রমে ১৯-১৩, ৫-০৫, ১-২০, ১০-৫০, ২-৩৫, ০-২৫, ১৭-২০, ২৩-৫৫, ১-০৫এ। যাতায়াতে শতাব্দী ও ইয়ারকুদ এক্স আদরণীয় হবে। ট্রেন আসছে হাওড়া, গুয়াহাটি, পাটনা, বোকারো স্টীল সিটি, দিল্লি, ও মুম্বাই থেকেও দক্ষিণী ইস্পাতনগরী সালেমে। ৬-০০টায় ইন্টারসিটি, ৭-৩০এ প্যা, ১৫-৪৫এ কুইলন এক্স, ১৯-৩৫এ মহীশূর-তাঞ্জোর এক্স, ২১-০০টায় কন্যাকুমারী এক্স ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে ২১৫ কিমি দূরের সালেম পৌঁছায় ৯-৪৫, ১৩-১০, ২০-৪৫, ০-৩৫, ১-৪৫এ। সালেম থেকে ৩৪ কিমি দূরে ইয়ারকুদ পাহাড়ী শহর। নিয়মিত বাস যাচ্ছে সালেম থেকে ইয়ারকুদে। ঘন ঘন বাঁক, কফি ও রবার গাছে ছাওয়া পথশোভা রমণীয়। বেড়াবার মরসুম ফেব্রুয়ারি থেকে মে, আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস ; তবে বছরভর চলা যায় ইয়ারকুদে। ট্যাক্সি মেলে শহরে।

থাকার জন্য TTDC-র *H Tamilnadu-Yercaud,* near Lake, ✆ (04281) 2273, PC-636601, DAB ৪০০, ৫৫০, স্যুইট ৬০০, ডর্মি বেড ৪৫; *ইয়ুথ হোস্টেলে* বেড ৪৫, *Township R H, IB,* বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *NGGO'S Holiday Home,* বুকিং: President, NGGO, Salem-1; *H Shevaroys,* Hospital Rd-1, ✆ (04281) 22288, সিজনে D ৪৫০-৮৫০, কটেজ ১১৭৫-১৫৫০; **Steerling Holiday Resort,* Lady's Seat-1, ✆ 22700, D ১২৫০-১৫৮০, স্যুইট ১৭৫০-২২৫০; *H Select,* near Bus Stand, D ৩২৫-৬০০; ছাড়াও সাধারণ হোটেল আছে ইয়ারকুদে।

পাহাড়ে ঘেরা সালেমও চলার পথে দেখে চলা যায়। শ্রীশুকবনেশ্বর মন্দির, মারিয়াম্মান মন্দির, রামকৃষ্ণ মঠ, টিপুর তৈরি জুমা মসজিদ, গভর্নমেন্ট মিউজিয়ম, সালেম স্টিল প্ল্যান্ট ছাড়াও রয়েছে নানান কিছু। সালেমের সোনা ও রূপার চেইন ও অ্যাংকলেট, তাঁত শিল্পেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। ৩৭ কিমি দূরে হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের পাহাড়ী দুর্গ শঙ্খগিরি, ৪২ কিমি দূরে তিরুচেনগোদু পাহাড়ী মন্দিরে অর্ধনারীশ্বর, ৫০ কিমি দূরে কাবেরী নদীতে মেট্টুর বাঁধ তথা জলাধার, ৫০ কিমি দূরে পাহাড়ী গুহা মন্দিরে দেবতা হনুমানও দেখে নেওয়া যায় সালেম থেকে। আর আছে ৫০ কিমি দূরে মন্দির-তীর্থ নামাক্কাল।

হোটেলও আছে নানান সালেমে—*H Apsara,* 19 Car St, Salem-636001, S ১২৫-১৭৫, D ২২৫-৩০০, A/c D ৪০০; *National H,* Bangalore Rd-9, ✆ (0427) 54100, R3B2, S ৩০০, D ৪২৫, A/c S ৪০০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০, কটেজ ৭০০-১০০০; *Woodlands H,* Five Rd-4, R1B3, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৩০০, D ৪৫০; *H Salem Castle,* A-4 Bharathi St, Swamapuri-4, ✆ 448702, A/c S ৬৫০-৮৫০, D ৮০০-১০০০, স্যুইট ১৮৫০-২৭৫০; *H Vasantham,* A/c D ৪২৫-৬৭৫; *H Kalinga,* 116 1st Agraharam, R6B3, ✆ 63184, SAB ২২৫, DAB ৩৫০, A/c S ৩৫০, D ৬০০, স্যুইট ১০০০; **H Dwaraka,* Five Rd-4 ; *Vedha L,* 72 Trichi Main Rd-1, D ১২৫-২৫০, A/c D ৩৫০; *H Pallavi,* 20 A D D Rd-1, SAB ১২০, DAB ২০০, A/c D ৩২৫; *H Maruti,* New East Pulikuthi St-6 ; *Annapurna Lodging,* 301 Thammannar Rd-9, S ৮০-১২৫, D ১৫০-১২৫; *H Mithila,* 102 Peramanoor Main Rd-7, S ১২৫, D ২২৫।

হোগেনাকল

হোগেনাকল—অর্থ তার *স্মোকিং রক*। উৎসাহীরা ৭০ ফুট উঁচু থেকে পড়া হোগেনাকল জলপ্রপাত অর্থাৎ পাহাড় থেকে সমতলে নামছে কাবেরী নদী—বাসে বাসে দেখে নিতে পারেন সালেম থেকে। জুলাই-আগস্টে এদৃশ্য অনুপম। এর জলে নানান ব্যাধির নিরাময় হয়, স্বাস্থ্যপ্রদও বটে।

হোগেনাকল থেকে সালেম ১১৪, ব্যাঙ্গালোর ৮০, চেন্নাই-র দূরত্ব ৩৩২ কিমি। আর জেলা সদর ধরমপুরীর দূরত্ব ২৫ কিমি। থাকার জন্য ধরমপুরীতে আছে TTDC-র *H Tamilnadu-Hogenakkal,* Pennagaram-636810, ✆ (043425) 54447, D ২৫০, A/c D ৪২৫, ছয় বেডের ঘর ৩৭৫, ডর্মি বেড ৩৫; *Youth Hostel*-এ বেড ৪৫ করে; উইক ডেজ-এ রিবেট মেলে।

কোদাইকানাল

নীলগিরিরই অংশ পালনী পাহাড়ে মাদুরাই-এর ১২০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ২১৩৩ মি উচ্চে মনোরম পাহাড়ী শহর কোদাইকানাল। শীতের আধিক্য নেই উটির মতো কোদাই-এ। নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রবল বৃষ্টির কাণে শীত বাড়ে কোদাই-এ। তবুও বছরভর যাত্রী যাচ্ছেন কোদাই পাহাড়ে। কোদাই ভ্রমণে সাধারণ উলেনেই মরসুমের দিনগুলিতে যথেষ্ট।

চেন্নাই এগমোর থেকে তিরুচিরাপল্লী হয়ে মাদুরাই রেলপথের মধ্যবর্তী স্টেশন কোদাইকানাল রোড। সরাসরি রেল আসছে এগমোর থেকে ১৯-১০এ 6103 মাদুরাই এক্স, ২২-০০টায় 6719 মাদুরাই মহল এক্স, ১৩-৩০এ 6779 মাদুরাই জনতা এক্স, ১৮-৪৫এ 6717 পাণ্ডিয়ান এক্স ত্রিচি হয়ে কোদাইকানাল রোড পৌঁছায় যথাক্রমে ৬-১৫, ৯-২০, ৩-৫৫, ৫-৪৭এ। ৬-১০এ ত্রিচি ছেড়ে ৮-৩৬এ কোদাই পৌঁছে মাদুরাই যাচ্ছে ৯-৪৫এ 6799 তিরুপতি-মাদুরাই এক্স; নাগোর-কোল্লাম এক্স ১৭-০৫এ ত্রিচি ছেড়ে ১৯-২১এ কোদাই পৌঁছে কোল্লাম যাচ্ছে পরদিন ৪-০০টায়; 1 5 দিন মাদুরাই-জম্মু, 1 3 6 দিন নাগেরকয়েল-কারলা এক্স, চেন্নাই-কন্যাকুমারী এক্স, মাদুরাই-ব্যাঙ্গালোর লিঙ্ক এক্স, কোয়েম্বাটুর-নাগোর এক্স, কোয়েম্বাটুর-রামেশ্বরম এক্সও যাচ্ছে কোদাইকানাল রোড হয়ে। ৯-১০এ মাদুরাই-ইরোড প্যা, ১৮-১০এ মাদুরাই-ডিন্ডিগুল প্যা ১ ঘণ্টায় কোদাইকানাল রোড হয়ে যাচ্ছে। কোদাইকানাল রোড থেকে চেন্নাই ৫১৬, তিরুচিরাপল্লী ১১৫, মাদুরাই-এর দূরত্ব ৪০ কিমি। আর কোদাই রোড রেল স্টেশন থেকে পাহাড়ী শহরের দূরত্ব ৮০ কিমি। বাস ও ট্যাক্সি নিয়মিত সংযোগ গড়েছে কোদাইকানাল রোড থেকে কোদাইকানাল পাহাড়ের। বাসে ঘণ্টা তিনেকের পথ। আরও দুই রেল স্টেশন ডিণ্ডিগুল ও পালানি থেকেও বাস মেলে কোদাই পাহাড়ের। সারা পথেই মনোহর প্রকৃতি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার হাজার তিনেক ফুট উঠতেই কফিক্ষেত চলার পথের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তারই সঙ্গে পাল্লা দেয় কালচে রঙের আঙুর পাহাড়ী ঢালে থরে থরে। রেল পাহাড়ে না পৌঁছালেও রেলের বুকিং অফিস বসেছে বাজার রোডের কাছে কোদাই পাহাড়ে।

এছাড়া রাজ্য পরিবহনের বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে কোদাইকানাল পাহাড়কে ৪ ঘণ্টায় ১২০ কিমি দূরের মাদুরাই-এর সাথে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস, যাতায়াতে সুবিধাও বেশি মাদুরাই থেকে বাসে। প্রাইভেট মিডি বাসও যাচ্ছে বাস স্ট্যান্ড থেকে কোদাই। যাতায়াতে আরামপ্রদও এই মিডি। নিকটতম বিমানবন্দরও মাদুরাই। সংযোগ গড়েছে বাস ৪½ ঘণ্টায় ১৯২ কিমি দূরের ত্রিচি, ডিণ্ডিগুল, পালানি, তুতিকোরিন, টেক্কাডি অর্থাৎ পেরিয়ার বন্যজন্তু স্যাঙ্কচুয়ারির সাথেও কোদাই-এর। বাস যাচ্ছে কোদাই থেকে—চেন্নাই, কন্যাকুমারী, কোয়েম্বাটুর (দিনে এক)। আর মরসুমে ডিলাক্স মিনিবাস চলে কোদাই থেকে ২৯৬ কিমি দূরের উটি পাহাড়ে; ৯ ঘণ্টার পথ। ব্যাঙ্গালোরও যাচ্ছে KSRTC-র সুপার ডিলাক্স বাস রাতভর জার্নিতে কোদাইকানাল থেকে। সকাল ৯-০০টায় বাস পৌঁছাতেই টিকিট মেলে বাসে সে-রাতের।

আর কোদাই-এ ট্যাক্সি মেলে শহর বেড়াতে। মরসুমী পর্যটকদের কোদাই দেখাচ্ছে তামিলনাড়ু পর্যটন ৮-৩০—১২-৩০ ও ১৪-৩০—১৮-৩০টায় Hotel Tamilnadu থেকে। Pandyan Travels-এরও ব্যবস্থা থাকে মরসুমে শহর দেখাবার। এমনকি মাদুরাই থেকে নানান ট্রাভেল এজেন্ট প্যাকেজ ট্যুরে কোদাই দেখিয়ে ফেরে দিনে দিনে। তবুও যেন পায়ে পায়ে বেড়িয়ে-কাটিয়ে উপভোগ করাই উচিত হবে কোদাই-এর নয়ন-মনোহর প্রকৃতি। রাজ্য পর্যটনের Tourist Office বসেছে বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে।

সবুজে ছাওয়া সুন্দর প্রকৃতির মাঝে স্বাস্থ্যকর পাহাড়ী শহর কোদাইকানাল। মসলা হচ্ছে নানান কোদাই-এ। কলা, কমলা আর ইউক্যালিপটাসের শহরও কোদাই। দিনের বারো ঘণ্টাই সূর্যালোকে স্নান করে কোদাইকানাল। আর আছে শতাধিক ধর্মী পাখি—দিন-রাত জুড়ে মিষ্টি-মধুর সুরে কোরাস গায়। কৃত্রিম (মানুষের কাটা) ৬০ একর ব্যাপ্ত বৈচিত্র্যে ভরা তারাকার বেরিজাম লেকটিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে শহরের। আসলে পাহাড়ী নদী এই লেক—বশ মেনেছে বাঁধের কাছে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে—পেডাল ও রোবোট মেলে। কার্লটন হোটেলের নিচুতে বোট হাউসে বুকিং। লেকের পুবে Christ the King চার্চের সামনে ব্রেয়ান্ট পার্কে ফুলের বাসর, মে মাসে রঙবেরঙের ফুলে শোভা বাড়ে শহরের। ঘোড়াও মেলে শহর ঘুরতে বোট হাউসের আশেপাশে। লেকের উত্তর-পশ্চিম জুড়ে বসতি। ৬ কিমি দূরে Sacred Heart College ক্যাম্পাসে পালানি পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা ৩৫০-রও অধিকধর্মী অর্কিড ও রঙবেরঙের বাহারি গাছগাছালির অর্কিডোরিয়ামটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। রবি ছাড়া ১০—১১-৩০ ও ১৫-৩০—১৭-০০টায় খোলা। তেমনই খ্যাত কুরুনজী ফুল—প্রতি বারো বছর অন্তর ফোটে। আগামী ২০০৪ সালে আবার ফোটার কথা। চার্চও আছে নানান কোদাই-এ। Sir Vere Laverge-এর পরিকল্পনায় ছোট্ট নদীর পাড়ে প্রথম রূপ পায় কোদাইকানাল গত শতকের মাঝে। তবে আবিষ্কার তারও আগে ১৮২১-এ ব্রিটিশের চোখে, আর প্রথম সড়ক তৈরি আমেরিকান মিশনারীদের হাতে ১৮৪৫-এ।

কোদাই-মাদুরাই পথে শহরের ৮ কিমি আগেই আকর্ষণে অনন্য দুর্দম ধারায় লাফিয়ে নামা সিলভার ক্যাসকেড ফলস, শহর থেকে ৫ কিমি দূরে অবজারভেটরির নিচুতে ফেয়ারি ফলস, শহর লাগোয়া বিয়ার শোলা ফলস, দি গ্লেন ফলস —এদেরও প্রাকৃতিক শোভা মুগ্ধ করে পর্যটকদের। এছাড়া প্রসপেক্ট পয়েন্ট, ভেমবাদী সোল পিক, ৮ কিমি দূরে ডলফিনস নোজ, ৭ কিমি দূরে ৪০০ ফুট উঁচু স্তম্ভরূপী ৩ পাথর খণ্ড—পিলার রক, অবজারভেটরির সন্নিকটে শহর থেকে ৫.৫ কিমি দূরে গ্রিন ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট থেকে ভাইগাই বাঁধের দৃশ্য, ৩.২ কিমি দূরে কুরুনজী অন্দাবর মন্দিরে দেবতা মুরুগন অর্থাৎ কার্তিক, কোদাই শহর ও মাউন্ট পেরুমল ছাড়াও সুদূর সমতলের দৃশ্য দেখার জন্য ১ কিমি দূরের কক্কারস

ওয়াক ও পেরুমল পিকের আকর্ষণও কম নয়। উৎসাহীরা যাতায়াতে ২২.৬ কিমি ট্রেক করে কোদাই-এর উচ্চতম ৭৩২০ ফুট উঁচু পেরুমলও অভিযান করে নিতে পারেন দিনে দিনে।

লেক থেকে ৩.২ কিমি দূরে শহরের উচ্চতম গিঙ্গুপুরম পাহাড়ে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি, ভারতে একমাত্র Solar Physical Observatory-তে সূর্যসংক্রান্ত গবেষণা চলছে। মিউজিয়ম বসেছে। কোদাই ভ্রমণে অবশ্যই দ্রষ্টব্য। ২টি টেলিস্কোপ হাউসও হয়েছে কোদাই পাহাড়ে—প্রথমটি কুরুন অন্দাবর মন্দিরের কাছে, দ্বিতীয়টি ককারস ওয়াকে। ১২ ইঞ্চি টেলিস্কোপে কোদাই শহরও দেখে নেওয়া যায়। এপ্রিল-জুনে ১০—১২-৩০ ও ১৯—২১-০০টায় আর অন্যান্য সময় কেবল শুক্রবার ১০—১২-০০টায় খোলা। থার্মোমিটার তৈরির কারখানাও হয়েছে কোদাই-এ। এমনকি সাময়িক সদস্য হয়ে গল্‌ফও খেলে নেওয়া যায় গল্‌ফ ক্লাবে। এতসব আকর্ষণ থেকেও কৌলিন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাহাড়ী শহর কোদাই। যাত্রী বিনোদনে বৈচিত্র্যেরও অভাব—সূর্য অস্ত যেতে যাত্রী ঘরবন্দী হন কোদাই-এ। তবুও যেন কোদাই-এর পর্যটক আকর্ষণ তামিলনাড়ুতে অনন্য। এমনকি উটি ও ইয়ারকুদ-ও যেন ম্লান হয়ে পড়ে কোদাই-এর কাছে।

কোদাই-এর হোটেলে এপ্রিল থেকে জুন সিজন। বাকি বছর অফ-সিজন। সিজনে রেটও আকাশ ছুঁই ছুঁই। অফ সিজনে—৩০-৫০% রিবেট মেলে। চেক আউট টাইম এদের সকাল ৯-০০টায়। বাস থেকে নামতেই বাঁয়ে বাজার রোড অর্থাৎ Anna Salai, Kodaikkanal, STD 04542, PC-624101-এ দোকান-পাট, বাজারঘাট, সাধারণ হোটেলের মেলা বসেছে। আর, মধ্যমান বা উচ্চমানের হোটেল বাজার রোড থেকে মিনিট পনেরোর পায়ে হাঁটা দূরত্বে কোদাই-এ। সাধারণ হোটেলে কম্বল, গরম জলও মেলে। Bazar Rd-এ—*Township Bus Stand R H ; H Anjoy,* DAB ৩২৫-৪৭৫; *Rajaram L,* DAB ২৫০; *H Jaya,* DAB ৩২৫-৪৫০; *H Jayaraj,* S ২৭৫, D ৩৫০; *Kodai L,* S ১৭৫, D ৩০০; *L Everest* D ২৫০; *Guru L,* মান ও দাম এভারেস্ট তুল্য। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Sangeeth,* D ২৫০-৪২৫; *H Astoria,* D ৩৫০-৬০০; *Sri Guru L,* SCB ১২৫, SAB ১৭৫, DCB ২০০, DAB ৩২৫; *L Amar,* D ৩০০।

Lloyds Rd-এ—*H Jay,* SAB ১৫০-২৫০, DAB ২৭৫-৩৫০; *Lilly's Valley Resort,* 17/178 Sivanadi Rd, D ৩২৫। *Sterling Holiday Resorts,* 44 Gymkhana Rd-1, ✆ 40313, দুই বেডের কটেজ ১২৫০-১৭৫০। এদেরই আর একটি ইউনিট *Sterling Resorts Valley View,* Pallangi Rd, ✆ 40635, S ১২৫০, D ১৫৫০, স্যুইট ১৭৫০-২২৫০, কল বুকিং: Diamond, ✆ 276714, Boat Club Rd, PC-624101এ—*Carlton H,* Lake Rd, ✆ 40056, পিক সিজনে AP-S ২০৫০, D ৩০৫০, সিজনে ১৮০০, ২৬০০, কটেজ/ স্যুইটও মেলে কার্লটনে। ক্লাব রোড ছাড়িয়ে পাহাড় চড়তে *Taj L,* D ৫৫০-৬৫০। বিপরীতে *New Garden Manor H,* ✆ 40461, D ৬৫০-৮৫০; *R R Home,* DAB ২৭৫-৪৫০। বাস থেকে মিনিট পনেরোর হাঁটা দূরত্বে Fern Hill Road-1-এ—TTDC-র *H Tamilnadu-Kodaikkanal,* ✆ 41336, DAB ৪৫০, ৫০০, ৬৫০, কটেজ ৬৫০, ১০০০, পাঁচ বেডের কটেজ ৮৫০; TTDC-র *Youth Hostel*-এ DAB ৪৫০, ডর্মি বেড ৫০, করে; *Sournam Apartments,* ✆ 40731, স্যুইট ১০০০; *Jai Devi Apartments,* ✆ 40712, D ৪০০-৬৫০; *Kohinoor G H* এও ঘর মেলে থাকার। Golf Links Rd-1-এ— *Holiday Home,* AP প্রথায় দুজনা ৪৭৫-৬৫০। Thygaraza Rd-1-এ—*Township R H, Kamarajapuram R H,* অবু: Executive Officer, Kodaikkanal Township. Upper Shola Rd-এ—*Park View R H, Daisy Bank R H, Forest Bungalow*তেও ঘর মেলে থাকার।

Noyce Rd-এ—*Jai L;* অতি সাধারণ *Zum Zum L* এদের রেট D ২২৫-৩৫০। Laws Ghat Rd-এ—*Jey,* S ২০০, D ৩২৫; *Shanmugha Vilas,* SAB ২৫০, DCB ৩২৫, DAB ৪০০; *MNS Lodge,* D ৩০০; ছাড়াও রয়েছে ৫০ কটেজের *Kodai Resort H,* Coakers' Walk, কটেজ ৪৫০-৮০০, থাকার পক্ষে উত্তম। *H Kodai International,* 17/328 Lascot Rd-1, ✆ 40649, পিক সিজনে D ১৬৫০-২০০০, কটেজ ১৮৫০-২২৫০, সিজন/অফ সিজনে রিবেট মেলে; বিপরীতে *Hilltop Towers,* Club Rd, ✆ 40413, SAB ৬৭৫, DAB ১০০০ ; *H Jewel,* Seven Roads Jn-1, ✆ 41029, D ৬০০-৮৫০; *Highway Travellers Bungalow,* অবু: D C, Madurai. *H Palace,* Muthaliarpuram, DAB ৪২৫, TAB ৬০০; *Paradise Inn,* Laws Ghat Rd-1, DAB ৬৫০-৯৫০, মান হারে দামে আধিক্য; *The Green Mist,* opp Chettiar Park, Chettiar Rd-1, ✆ 40760, AP-D ১২৫০; *Sunrise H,* near Post Office, ✆ 41358, D ৩৫০-৫৭৫; বাস থেকে মিনিট বিশেকের পথে *Yogappa L,* D ৩০০-৪২৫; *Shiraj L,* D ৩০০-৪৫০; *Keith L,* near Lake, D ২৫০-৩৫০; অবস্থান মাহাত্ম্যে আকর্ষণীয় *Greenlands Youth Hostel,* Coakers Walk, ২টি ২ বেডের ঘর ও ডর্মি প্রথায় থাকা। আর আছে *Peerless,* 3 Esplanade East, Cal-69, ✆ 2483247-এর *হলিডে হোম,* কোদাই-এ।

তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *H Tamilnadu, Paradise Inn, H Astoria, Yogappa L, H Sunrise* ভালই।

খাবার হোটেলও নানান কোদাই-এ। নিরামিষ আহার্যের জন্য বাস স্ট্যান্ডের নিচে *Pakia Deepam* বা GPO রোডে *Makkal, Rising Star* ভালই। আর আমিষ আহার্য বাজার রোড ছাড়িয়ে কোদাই স্কুলের বিপরীতে *Tibetan Restaurant, Nedo Restaurant, Silver Inn*-এ মেলে। হাসপাতাল রোডে *Tava Restaurant*এ নিরামিষ; *J J Restaurant*-এ দক্ষিণী ডিশের সাথে চীনা, মোগলাই, তন্দুরী মেলে; অদূরে নিচুতে নেমে *H Punjab, Apna Punjab* এদের প্রসিদ্ধি তন্দুরীর জন্য। তেমনই *Chefmaster* বা *Lobsangs Restaurant*-এরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি দেশী, চীনা ও কন্টিনেন্টাল মিল পরিবেষায়।

মাদুরাই

ভারতের এথেন্স মাদুরাই নগরী। হস্তী পাহাড় আর নাগ পাহাড়ের মাঝে মাদুরাই অর্থাৎ *মধুরম* বা মধুরাপুরী বা মিষ্টি
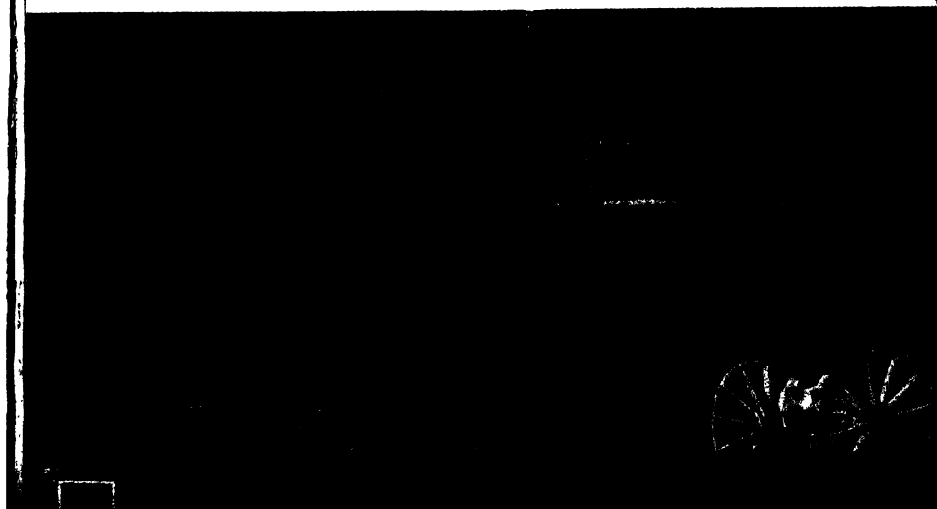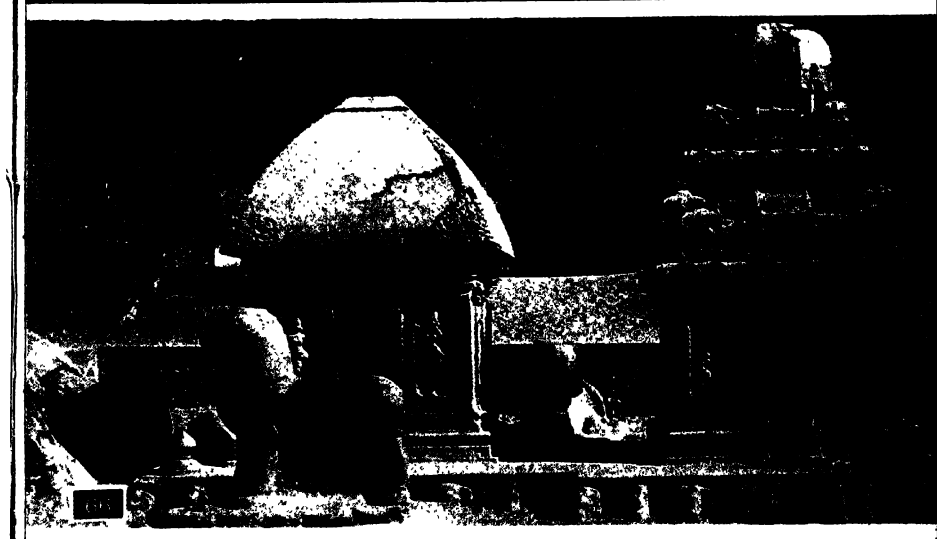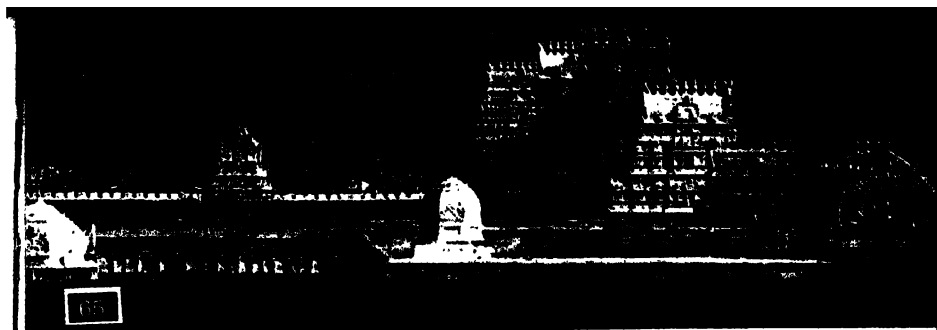
স্থান। মিষ্টতা আসে শিবের জটা থেকে পড়া অমৃত থেকে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের শহরও এই মাদুরাই। উৎসবানুষ্ঠানের শহর বলেও খ্যাতি আছে মাদুরাই-এর। খ্রিস্টের জন্মেরও ৬০০ বছর আগে ভাইগাই নদীর দক্ষিণ তীরে ১৩৩ মি উঁচুতে পাণ্ড্যরাজা কুলাশেখরের নতুন রাজধানী গড়তে শহরের পত্তন। কালে কালে মীনাক্ষী মন্দিরকে মধ্যমণি করে পদ্মাকারে প্রসার পেয়েছে এই শহর। ১০ শতকে চোল রাজাদের দখলে যায় মাদুরাই। চোলদের হটিয়ে আবার আসে পাণ্ড্য রাজারা ১২ শতকে। ১৪ শতক পর্যন্ত রাজত্বও করে পাণ্ড্য রাজারা মাদুরাই-এ। পাণ্ড্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিল্লী সুলতানের সেনাপতি মালিক কাফুর দখল নেয় মাদুরাই-এর। মাদুরাই যায় মুসলিম শাসনে। মুসলিমদের হটিয়ে আবার হিন্দু সাম্রাজ্য গড়েন বিজয়নগরের (হাম্পী) রাজা মাদুরাই-এ। ১৫৬৫তে বিজয়নগরের পতনে মাদুরাই যায় নায়ক রাজাদের দখলে। রাজত্বও করে ১৭৮১ পর্যন্ত নায়ক রাজারা মাদুরাইকে রাজধানী করে। আর তিরুমালাই নায়ক (১৬২৩-৫৫ খ্রি)-এর কালে সুবর্ণযুগ কাটে মাদুরাই-এ। দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির মীনাক্ষীও গড়েন নায়ক রাজা তিরুমালাই। দক্ষিণের শ্রেষ্ঠতম মন্দিরস্থাপত্য তথা ভাস্কর্যও মাদুরাই-এর এই মীনাক্ষীতে। এমনকি দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির পীঠস্থানের রূপ নেয় মাদুরাই নায়ক রাজাদের কালে। সবশেষে নায়কদের হটিয়ে দখল যায় মাদুরাই-এর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশের হাতে। আর ১৭৮১তে কর্ণাটিক যুদ্ধ জিতে রাজস্বও আদায় করে ব্রিটিশ। ১৮৪০-এ অতীতের দুর্গটিও গুঁড়িয়ে দেয় ব্রিটিশ। পরিখা বুজিয়ে Veli St সড়ক গড়ে ব্রিটিশ। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাদুরাই-এর হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফটসেরও প্রশস্তি আছে পর্যটকমহলে। ১১ লক্ষাধিক লোকের বাস শহরে।

ত্রিচি থেকে ১২৮, ডিন্ডিগুল হয়ে ১৬১ কিমি— বাস ও রেল যাচ্ছে ত্রিচি থেকে মাদুরাই-এ। আধঘণ্টা অন্তর বাস, ৩½ ঘণ্টার পথ ত্রিচি থেকে। রেল সংযোগ রয়েছে রাজ্যের নানান শহরের সঙ্গেও মাদুরাই-এর। রেল আসছে রাজ্যের রাজধানী চেন্নাই এগমোর থেকে ভিল্লুপুরম-তাঞ্জোর-চিদাম্বরম ও ভিল্লুপুরম-ত্রিচি-কোদাই হয়ে ২টি ভিন্নপথে। দূরত্ব ও সময়ে সাশ্রয় মেলে ত্রিচি হয়ে। দ্রুততম ট্রেন ভাইগাই এক্স সময় নেয় ঘণ্টা আটেক। ১২-৫০এ Vaigai Exp, ১৮-৪৫এ Pandyan Exp, ৬-১০এ Kudal Exp, ১৯-১০এ Madurai Exp, ২২-০০টায় Madurai Mahal Exp, ১৩-৩০এ চেন্নাই-মাদুরাই Janata Exp চেন্নাই এগমোর ছেড়ে মিটারগেজে মাদুরাই পৌঁছায় যথাক্রমে ২১-৪৫, ৬-৪৫, ১৫-৫৫, ৭-৩০, ১০-৫০, ৪-৪৫এ। কোয়েম্বাটুর-রামেশ্বরম এক্স ৬-০০টায় ১৬৪ কিমি দূরের রামেশ্বরম, ২১-৫০এ ২২৯ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে মাদুরাই থেকে। ৯-৫০এ প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে ৬-০০টায় মাদুরাই ছেড়ে কোয়েম্বাটুর-রামেশ্বরম প্যা; ১০-০০, ১৪-০৫এ মাদুরাই ছেড়ে মনমাদুরাই হয়ে রামেশ্বরম, ৩-০৫, ১৩-১০এ মাদুরাই ছেড়ে পালঘাট যাচ্ছে পালঘাট-রামেশ্বরম-পালঘাট প্যাসেঞ্জার। ১৩-৩০এ মাদুরাই-নাগেরকয়েল প্যা, ২২-৩০এ মাদুরাই-কুইলন প্যা যাচ্ছে নাগেরকয়েল হয়ে। নাগের-কুইলন এক্সও যাচ্ছে মাদুরাই হয়ে। 6800 মাদুরাই-তিরুপতি এক্স যাচ্ছে ত্রিচি/ তাঞ্জোর/ কুম্ভকোণাম/ ভিল্লুপুরম/ ভেল্লোর/ কাটপাদী হয়ে তিরুপতি। মাদুরাই ফেরে ১৫-৪০এ তিরুপতি থেকে 6799 তিরুপতি-মাদুরাই এক্স। আর ব্রড গেজে ৩-৪০এ মাদুরাই ছেড়ে তিরুনেলভেলী/ নাগেরকয়েল হয়ে সরাসরি কন্যাকুমারী যাচ্ছে ৯-৫০এ চেন্নাই সেন্ট্রাল-কন্যাকুমারী এক্স, ২০-০৫এ ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে মাদুরাই-ব্যাঙ্গালোর লিঙ্ক এক্স। মুম্বাই-নাগেরকয়েল এক্স, মাদুরাই-জম্মু লিঙ্ক এক্সও যাচ্ছে ত্রিচি-ইরোড হয়ে। মাদুরাই রেলওয়ে এনকোয়ারি ✆ 37597, রিজার্ভেশন ✆ 23535.

৬৫ শ্রীরঙ্গম মন্দির ছবি মৃণাল দত্ত ৬৬ মহাবলীর পঞ্চ রথ ছবি মৃণাল দত্ত ৬৭ উটির বটানিক্যাল গার্ডেন ছবি পর্যটন দপ্তর ৬৮ কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ মন্দির ছবি পর্যটন দপ্তর ৬৯ মাতৃমন্দির — অরোভিল ছবি পর্যটন দপ্তর ৭০ মীনাক্ষী মন্দির — মাদুরাই ছবি পর্যটন দপ্তর ৭১ মহাবলির রিলিফ ছবি পর্যটন দপ্তর ৭২ [illegible] মন্দিরের অলিন্দ ছবি পর্যটন দপ্তর ৭৩ [illegible] বোট রেস ছবি পর্যটন দপ্তর ৭৪ তিরুমালা মন্দির ছবি পর্যটন দপ্তর ৭৫ পেরিয়ারের হাতি ছবি পর্যটন দপ্তর ৭৬ [illegible] বেলা ছবি বিজয় সেন[illegible]

বাস স্ট্যান্ড তিনটি মাদুরাই-এ। তিরুভাল্লুভার ও স্টেট অর্থাৎ পান্ডিয়ান রোডওয়েজ স্ট্যান্ডের অবস্থান রেল স্টেশনের সন্নিকটে ওয়েস্ট ভেলি স্ট্রিটে। আর আন্না বাস স্ট্যান্ডের অবস্থান ভাইগাই নদী পেরিয়ে শহরের উত্তরে। বাসও যাচ্ছে স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকে শহর পরিক্রমায়, তিরুভাল্লুভার থেকে যাচ্ছে দূরপাল্লায়; আর আন্না থেকে যাচ্ছে তাঞ্জোর, ত্রিচি, রামেশ্বরম। সিটিবাস (রুট ৩) সংযোগ গড়েছে শহর থেকে আন্না স্ট্যান্ডের। আর স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকেই যাচ্ছে RMTC ও PRC-র বাস ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় ১২০ কিমি দূরের কোদাইকানাল; আর মনসুনে বাস যাচ্ছে ঘুরপথে পালানি হয়ে। বাস যাচ্ছে তিরুভাল্লুভার ৫-০০, ৬-২৫, ৭-২৫, ৮-১০, ১২-৩০, ১৪-৩০, ২৩-৩০এ ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী ২৫৫ কিমি; অর্ধ শতাধিক বাস যাচ্ছে ভোর থেকে গভীর রাতে ১০ ঘণ্টায় ৪৫০ কিমি দূরের চেন্নাই, ১৩টি সুপার ডিলাক্সও যাচ্ছে মাদুরাই থেকে চেন্নাই; ৭ঘণ্টায় ৩৬৭ কিমি দূরের তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে ৩টি, ১০-৩০, ১৮-০০, ২০-৩০এ ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় ৩৮৬ কিমি দূরের কালিকোড়; ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-৩০, ১০-০০, ১০-৩০, ১১-০০, ১৮-৩০, ১৯-৪৫, ২০-০০, ২১-০০, ২১-৩০, ২২-০০, ২৩-০০টায় ছেড়ে ৪৫১ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১০ ঘণ্টায়; ১০-০০, ২০-৪৫এ ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় ৩৪১ কিমি দূরের পণ্ডিচেরী; ১৬-০০টায় ছেড়ে

১৬ ঘণ্টায় ৬৮২ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর; ৪-০৫, ১৫-০০টায় ছেড়ে ২০৯ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায়; ৯-০০, ২১-০০টায় ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় কোচি ৩২৪; ৯ ঘণ্টায় ভেল্লোর ৪১৩, মণ্ডপম হয়ে রামেশ্বরম ১৭৩, ত্রিচি ১৫২, চিদাম্বরম ২৮৩, ছাড়াও তুতিকোরিন, কোর্টালম, কোল্লাম তথা সারা দক্ষিণে বাস যাচ্ছে মাদুরাই থেকে। কেরল রাজ্যের পেরিয়ার অর্থাৎ কোট্টায়ামে দিনে ৪টি বাস যাচ্ছে মাদুরাই থেকে তিরুভান্দ্রুভারের ৮½ ঘণ্টায়। তবে, পেরিয়ারের গেটওয়ে কুমিলির আধিক্য মেলে বাসে। চলার পথে মাদুরাই থেকে ৬৭ কিমি দূরের ভাইগাই বাঁধটিও দেখে যেতে পারেন উৎসাহীরা। থাকারও ঘর মেলে TTDC-র *Hotel Tamilnadu*র D ১০০ টাকায়। আর, কন্যাকুমারীর যাত্রীদের উচিত হবে মাদুরাই থেকে ছাড়া বাসের যাত্রী হওয়া। এছাড়াও বাস যাচ্ছে নানান দিক থেকে এসে মাদুরাই হয়ে কন্যাকুমারী। তবে, দূরান্ত থেকে আসা বাসে সিটের অভাব। TTC-র রিজার্ভেশন ✆ 543754; Pandiyan, ✆ 35293. নানানধর্মী প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে স্টেট বাস স্ট্যান্ডের চারপাশ থেকে চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর ছাড়াও দক্ষিণের নানান দিকে।

IAC-র বিমান 1 3 5 7 দিন ১২-১৫য় চেন্নাই ছেড়ে ১৩-০৫এ মাদুরাই যাচ্ছে। চেন্নাই ফেরে ১৮-১৫য় মাদুরাই থেকে। মুম্বাই যাচ্ছে 1 3 5 7 দিন ১৩-৩৫এ মাদুরাই ছেড়ে ১৫-২০এ; ফেরে ১৬-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে ১৭-৪৫এ মাদুরাই-এ। প্রাইভেট বিমান NEPC Airlines 2 4 6 দিন মাদুরাই-ব্যাঙ্গালোর-আমেদাবাদ; 1 3 5 দিন মাদুরাই-ব্যাঙ্গালোর; কোচি যাচ্ছে প্রতিদিন; চেন্নাই যাচ্ছে প্রতিদিন ৭-৫০এ, 1 2 3 4 5 6 দিন ২০-৫০এ মাদুরাই থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে বিমানবন্দর। ট্যাক্সি ও অটো যাচ্ছে শহরে।

সাউথ, ইস্ট, নর্থ ও ওয়েস্ট এই চার Veli Street-এ ঘেরা বর্গাকার মাদুরাই-এ বসেছে পর্যটকদের দুনিয়া। রেল স্টেশন ✆ 543131, স্টেট ও তিরুভান্দ্রুভার ✆ 543754 দুই বাস স্ট্যান্ডই ওয়েস্ট ভেলি স্ট্রিটে। অবস্থানও এদের পাশাপাশি। IAC ✆ 541234 আরও উত্তরে গিয়ে ওয়েস্ট ভেলি স্ট্রিটে। অদূরে GPO. ট্যুরিস্ট অফিস, ✆ 22957 রেল স্টেশনের ডাইনে হোটেল তামিলনাড়ু লাগোয়া ১৮০ ওয়েস্ট ভেলি স্ট্রিটে। রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরেও শাখা আছে ট্যুরিজমের। মধ্যমানের হোটেলগুলিও গড়ে উঠেছে রেল ও দুই বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫/১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে মীনাক্ষী মন্দিরের পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ ম্যাসি স্ট্রিটের মাঝের টাউন হল্ রোড ও ওয়েস্ট ম্যাসি স্ট্রিটে। অবস্থান এদের ভাইগাই নদীর দক্ষিণে অর্থাৎ পুরাতন শহরে। আর ভাইগাই নদীর উত্তর পাড়ে ব্রিটিশের গড়া আধুনিক ক্যান্টনমেন্ট নগরীতে উঁচুমানের হোটেলের অবস্থান।

রেল ও বাসের বিপরীতে মন্দিরমুখী Town Hall Rd, Madurai, STD 0452, PC-625001-এ—*New College House*, ✆ 542971, SAB ৭০ DAB ১২৫-২৫০ TAB ২০০ FR ২৫০; লাগোয়া *H Senthosh*, 7 Town Hall Rd, S ৬০-৮৫ D ১২৫-১৭৫; *H Times*, ✆ 542657, 15 Town Hall Rd, S ৯০ D ১২০-১৭০ A-c D ৩০০; *Kaveri Mahal*, S ৬০ D ৮০-১২৫; *H Krishna*, S ৬৫ D ১২০; *H Ragu*, S ৮০ D ১৫০ A/c D ২৫০; *H Sri Santhanam*, S ৬৫ D ১২৫; *H Ramson*, SAB ৬০ DAB ১০০-১৫০। West Perumal Maistry St-1-এ—*H Aarthy*, ✆ 31571, S ১২০ D ১৭৫-২২৫ A/c S ২৫০ D ৪০০; *H Chakkrawarthi*, D ১২৫-২০০; *H Grand Central*, D ১৫০ A/c D ২৫০; *H International*, ✆ 31552, SAB ১০০-১৭৫ DAB ২০০-৩২৫; *TM Lodge*, ✆ 541651, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A/c S ৩৫০ D ৪০০; **H Prem Nivas*, ✆ 542532, S ১৫০ D ২২৫ A/c D ৩৪০; *H Naveen*, SAB ১২৫ DAB ১৭৫; *Ruby L*, S ৮০ D ১২৫; *H Subham*, S ৬৫ D ১২৫ স্যুইট ১৫০-২৫০; *H Gangali*, S ৬০ D ১০০; *K P Lodge*, S ৬৫ D ১০০; TTDC-র **H Tamilnadu Madurai*-1, West Veli St-1, opp TTC Bus Std, ✆ 37470, SAB ১২৫ DAB ২০০ ২২৫ ২৫০ A/c S ২১০ D ৪০০ ৫০০ চার বেডের ঘর ২৭৫ A/c ৪০০ ডর্মি বেড ৫০। *Ashok Bhavan*, W Veli St-1. *Corporation Travellers Bungalow*, opp Rly Stn, S ৬০ D ৮৫ কটেজ ১৫০, অবু: Municipal Commissioner. *রেলের রিটায়ারিং রুমও* আছে মাদুরাই-এ।

পাশ্চাত্য প্রথায়—Taj Group's **Pandyan H*, Race Course Rd-2, ✆ 42479, R4, A/c S ১২০০ D ১৫০০ স্যুইট ৩৫০০; এদেরই পাহাড় টঙে ৬০ একর জায়গা জুড়ে **Taj Garden Retreat*, 7 Thiruparamkundrum Rd-4, ✆ 601020, S ৮৫ D ১০৫ US$; ITDC-র **Madurai Ashok*, Azagarkoil Rd-625002, ✆ 42531, A/c S ১১৯৫ D ২২০০ স্যুইট ২৩৯৫; *H Sulochna Palace*, 96 W Perumal-Maistry St-1, ✆ 30627, S ১৭৫-২৫০ D ৩০০ A/c S ৪০০ D ৪৫০ স্যুইট ৭৫০; *H Supreme*, 110, W Perumal Maistry St-1, ✆ 543151, D ৩৫০ A/c D ৬০০-৭৫০ স্যুইট ১২৫০-১৫০০; তারকাখচিত TTDC-র **H Tamilnadu Unit-Madurai II*, Alagarkoil Rd-2, ✆ 42460, S ২০০ D ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪০০ ৪২৫ স্যুইট ৭৫০, অবু: ম্যানেজার।

H Devi, 20 West Avani St, S ৮০ D ১৫০, বাস ও রেল থেকে ১৫ মিনিটের পথে মন্দির তথা শহরের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান দেবীর ছাদ থেকে। *H Sangam*, Kokathopu St-1, D ১৫০ স্যুইট ২২৫-৩০০; *H Basantham*, HTPK Rd; *H President*, Yanakhal-1, R3B3, SAB ১৫০ DAB ২৫০ স্যুইট ৪৫০; *Ramkrishna L*, Koodalalagarkoil St; *H Arima*, T B Rd-1, S ৮০ D ১২৫ A/c D ২৭৫; *H Apsara*, 137 West Masi St-1, DAB ১২৫-২৫০; *H Midland*, Dhanappa Mudali St; *Udipi Boarding & Lodging*, *Natraj L*, near West Tower, S ৮৫ D ১৫০।

এছাড়াও রয়েছে—*H Alankar*, *Ashoka L*, *Kumara L*, *Central L*, *Ruby L*, *Sri Jayaram L*, *Sri Kasiram L*, *Vaigai L*, *Santhi L*, *New Arya Bhawan*, *Bhoopati L*, *Ashoka L*, *New Modern*, *Saraswati L*, এদের কাছে S ৬০-১২৫ D ৮৫-২২৫ টাকায় মেলে। আর আছে মাদুরাই করপোরেশনের ধরমশালা—*Rani Mangammal Choultry*, opp Rly Stn, ✆ 23280 ও বাস স্ট্যান্ডে *Meenakshi Nilayam* ছাড়াও *Marvari Choultry*, *Bangur Dharamshala*, *Birla Vishram* মাদুরাই-এ।

তবুও *New College House*এ থাকা ও খাবারের আয়োজন ব্যাপক। আমিষ ও নিরামিষ দুই-ই মেলে। তেমনই টাউন হল্ রোডে সামান্য যেতে *Taj*, অদূরে *Mahal Restaurant*, এদেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও আমিষ আহার্যে সুনাম যথেষ্ট এদের। *Aradhana, Murian De Vilas, Indo Ceylon Restaurant* এদের কাছে নিরামিষ আহার্য মেলে। ওয়েস্ট ম্যাসি স্ট্রিটের *New Arya Bhavan*এ (6-30—22-30) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্য, ওয়েস্ট পেরুমল মৈস্ত্রী স্ট্রিটে রুবি লজ লাগোয়া *Subham Restaurant*-এরও নিরামিষ আহার্যে সুনাম আছে। দামও সস্তা শুভমে। তবে কেবল সাঁঝবেলাতেই খোলা মেলে শুভম। Town Hall Rdএর *Amutham Restaurant*-এও আমিষ আহার্য মেলে। এছাড়াও ভাত, সম্বর বা ইডলি, দোসা, বড়া, সম্বরে সস্তা দামে দক্ষিণ ভারতীয় মিলের ব্যবস্থা নিয়ে নানান হোটেল-রেস্তোরাঁ শহরের যত্রতত্র। আর কেবল থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *H Prem Nivea, H Apsara, H Devi, H Gangali, H Tamilnadu* ভালই।

গত কিছুকাল প্রাইভেট মালিকানায় বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে উঠেছে মাদুরাই-এর যত্রতত্র। এরা নানানভাবে প্রলুব্ধ করে যাত্রীদের। এমনকি নানান হোটেল সংস্থাও জড়িয়ে পড়েছে এদের কর্মকাণ্ডে। গাড়ি যাচ্ছে এদের মাদুরাই থেকে প্যাকেজ ট্যুরে কোদাই, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, পেরিয়ার ছাড়াও দক্ষিণের নানানদিকে। তবে, প্রায়শ এদের কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি যাত্রীর পীড়ন হয়ে দেখা দেয়। এ ব্যাপারে যাত্রীদের সচেতনতা দরকার।

রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি পুবে টাউন হল্ রোড শেষ হতে মাদুরাই-এর মূল আকর্ষণ দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন পুরনো শহরে **মীনাক্ষী আম্মান মন্দির**। তৈরি যদিও নায়ক রাজা তিরুমালাই (১৬২৩-৫৫ খ্রি)-র হাতে, পরিকল্পনা ও নকশা করেন বিশ্বনাথ নায়ক ১৫৬০-এ। ১৫ একর জুড়ে গড়ে উঠেছে চটকদার মীনাক্ষী মন্দির। আয়তনে দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির মীনাক্ষী। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়া বিস্ময়ে ভরা ৯টি গোপুরম হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীরা মূর্ত হয়েছেন গোপুরমে। এছাড়াও নানান জীবজন্তু, পৌরাণিক আখ্যানও রূপ পেয়েছে। আজও তার বহুবর্ণ বর্ণালী অমলিন।

মন্দিরে মূল দেবালয় দু'টি—একটিতে শিব অর্থাৎ সুন্দরেশ্বর, দ্বিতীয়টিতে শিব জায়া দণ্ডায়মানা পার্বতী মীনাক্ষীরূপে পূজা পান। বামহাতে শুকপাখি। আয়ত নয়ন—প্রশান্ত, প্রসন্ন, স্মিত হাসি। লোকশ্রুতি, সন্তান কামনায় পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজন এবং রানী কাঞ্চনমালার করা যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে কন্যার জন্ম। শিবের সঙ্গে বিয়ে হয় মীন আঁখি কন্যা মীনাক্ষীর। জন্ম থেকেই ৩টি স্তন ছিল কন্যার। দৈববাণী হয় বিবাহের পাত্র সন্দর্শনে লোপ পাবে তৃতীয় স্তন। লোপও পায় কৈলাশে শিবের দর্শন পেতে। শিবের নির্দেশ মতো কন্যা ফেরেন মাদুরাই-এ—আর, শিব আসেন ৮ দিন পরে কন্যাকে বিয়ে করতে সুন্দরেশ্বর রূপে। ১৩ শতকের প্রাচীনতম পুবের গোপুরম দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ। প্রবেশপথে অষ্টশক্তি মণ্ডপ—দ্বিতলে আর্ট গ্যালারি। অন্দরে দক্ষিণমুখী যেতে দেবী মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর। আরও যেতে তিরুপটি। এরই শিরে ১০০৮ প্রদীপের বাতিদান। উচ্চতম (৪৮.৮ মি) দক্ষিণের ৯ তলা গোপুরমে ১৫১১টি মূর্তি শোভিত। ১ টাকার টিকিটে ৬—১৭-০০টায় সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল সিঁড়িপথে উপর থেকে মাদুরাই শহর সুন্দর দেখে নেওয়া যায়।

মন্দিরের *মারাইকুলম* বা গোল্ডেন লোটাস ট্যাঙ্কে অতীতে সাহিত্যের মান যাচাই করা হত। সাহিত্যমূল্য নেই তেমন পাণ্ডুলিপি জলে ফেললে ডুবে যাবে আর সাহিত্যমূল্য থাকলে ভেসে থাকবে জলে। এই লোটাস ট্যাঙ্ক থেকেই স্বর্ণকমল তুলে শিবের উপাসনা করে পাপস্খালন করেন ইন্দ্র। স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গটিও জঙ্গল থেকে ইন্দ্রের পাওয়া। প্রতিষ্ঠাও পান কদম্ব বৃক্ষতলে ইন্দ্রেরই হাতে দেবতা নতুন করে। এমনকি মীনাক্ষী মন্দিরও নাকি দেবরাজ ইন্দ্রের আবিষ্কার। আর ৭০০ খ্রিস্টাব্দে দারু থেকে পাথরে রূপান্তর ঘটে মন্দিরের। ট্যাঙ্কের পশ্চিম প্রান্তে মডেলে মন্দির কমপ্লেক্স চিনে নেওয়া যায়। উত্তর-পুবে সহস্র স্তম্ভ *Ayirakkal Mandapam* অর্থাৎ হাজার (৯৮৫) পিলারের মণ্ডপটি হয়েছে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে। কারুকার্যময় পিলারগুলিও সুন্দর। মহাভারতের আখ্যান রূপ পেয়েছে। মহাভারতের পাণ্ডবদের উত্তরপুরুষ বলে দাবি করে থাকে পাণ্ড্যরা। যে কোনও প্রান্ত থেকেই হল-এর মধ্যের কেলাইডস্কোপিক ভিউ অভিভূত করে দর্শকদের। ১০০০ পিলারের সামনে মিউজিক্যাল পিলারগুলিও অভিনব। ক্রমশ সরু হওয়া ২২টি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভে ছোট্ট পাথর দিয়ে আঘাত করলে সঙ্গীতের স্বরলিপি অনুরণিত হয়। পুবে বসন্ত রাজাদের মণ্ডপে নায়ক রাজাদের প্রমাণ আকারের মূর্তিগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। এই রাজাদের হাতেই গড়ে উঠেছিল মাদুরাই শহর অতীতে। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান মীনাক্ষী চত্বরে।

হাজার পিলার হল্-এর অংশে মন্দিরের মিউজিয়মটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। প্রাচীন মুদ্রা, দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন লিপি, ছবির সাথে পাথর, পিতল ও ব্রোঞ্জের নানান পৌরাণিক মূর্তিতে সর্বেশ্বরবাদের প্রকাশ ঘটেছে। দর্শনী ১, ক্যামেরার চার্জ ৫।

মন্দিরের আর এক আকর্ষণ তামিল নববর্ষে দেব-বিবাহবার্ষিকী। মিছিল বের হয় সন্ধ্যায়— দেবতারাও অংশ নেন মিছিলে। এপ্রিলের মাঝামাঝি ৩ দিন ধরে চলে এই *চিথিরাই* জাঁকালো উৎসব। তবুও যেন মনে হয় আর্যদের সাথে দ্রাবিড়ীয়দের সখ্যতা স্থাপনের উৎসব এই *চিথিরাই*। দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরাও শামিল হন উৎসবে। মন্দিরে প্রবেশমূল্য ১। গাইডও মেলে মন্দিরে। ৫—১২-৩০ আবার ১৬—২১-৩০টায় দেবদর্শন মেলে। অ-হিন্দুরা দেবদর্শন ছাড়া মন্দির দেখে নিতে পারেন। ২৫ টাকার টিকিটে ১২-৩০ থেকে ১৬-০০টায় ছবিও তোলা যায় মন্দিরের। ভক্ত

সমাগমে মুখর, দিনভর পূজার্চনা, গানবাজনাও চলে সকাল থেকে সাঁঝে। ২১-১৫য় সমাপ্তি উৎসব—দেবতা সুন্দরেশ্বর চলেন শয্যায় দেবী পার্বতী সমভিব্যাহারে। নতুন দিনের শুরু সকাল ৫টায় দেবতার স্ব-আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে।

দিনে হাজার দশেক যাত্রী আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে দেবদর্শনে। অটো, রিকশা, গরুর গাড়ি, দোকানপাটে ঠাসা —ঘিঞ্জিভাব মন্দিরকে নিয়ে চারপাশ।

মন্দিরের ১ কিমি দক্ষিণ-পুবে ১৬৩৬এ ইন্ডো-সেরাসেনিক ও রাজস্থানী শৈলীর সমন্বয়ে রূপ পেয়েছে **তিরুমালাই নায়ক মহল**। এর গোলাকার ছাদটি পিলার ছাড়াই দাঁড়িয়ে। খুবই সুন্দর এর কারুকার্য। তবে, ধ্বংসও পেয়েছে একটা অংশ। চেন্নাইর গভর্নর লর্ড নেপিয়ার ১৮৬৬-৭২-এ সংস্কার করেন। সংস্কার হয়েছে অতি সম্প্রতিও নতুন করে প্রাসাদের। প্রাসাদের প্রবেশদ্বার, বিশালাকার হল্, নৃত্য সভা, স্বর্গ বিলাসম, মিউজিক্যাল পিলার, ছোট্ট মিউজিয়ম আজও দেখে নেওয়া যায়। অতীতের এই প্রাসাদপুরীতে আজ আদালত বসেছে। সকাল ৯—১৩-০০ ও ১৪—১৭-০০টায় খোলা থাকে প্রাসাদ। দর্শনী ১্। আর বসছে প্রতিদিন ১৮-৪৫এ ইংরেজি, ২০-১৫য় তামিল ভাষায় *Sound and Light*-এ নায়ক রাজাদের দরবার। খুবই আকর্ষণীয়। টিকিট ৫্,৩্,২্; ✆ 26945. পায়ে পায়ে বা রিকশায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় মন্দির ও প্রাসাদ। আবার 11, 11A, 17 রুটের বাসও যাচ্ছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রাসাদদ্বারে।

শহর থেকে ৫ কিমি উত্তর-পুবে রানী মঙ্গাম্মলের ৩০০ বছরের প্রাচীন প্রাসাদে **গান্ধী মিউজিয়ম** বসেছে। ছবিতে গান্ধীজীবনী, গান্ধীজির ব্যক্তিগত সম্ভার দর্শকদের আকর্ষণ করে। আর রয়েছে আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ গান্ধীজির রক্তাপ্লুত বসন প্রদর্শনীতে। লাইব্রেরি ও সেমিনার হল্ও হয়েছে মিউজিয়মে। একই চত্বরে গভর্নমেন্ট মিউজিয়মে দক্ষিণী গ্রামীণ হস্তশিল্প, বয়নশিল্প, স্থাপত্যের প্রদর্শনী বসেছে। বুধবার ছাড়া ১০—১৩-০০ ও ১৪—১৭-০০টায় খোলা। স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ বা ২ রুটের বাস, ট্যাক্সি ও রিকশা যাচ্ছে শহর থেকে।

মীনাক্ষী মন্দির থেকে ৫ কিমি পুবে আয়তনে মীনাক্ষী তুল্য **মারিআম্মান টেপ্পাকুলম** আর এক পুণ্যিপুকুর। সুড়ঙ্গ করে জল আসছে ভাইগাই নদী থেকে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির পূর্ণিমায় টেপ্পাম উৎসব খুবই আকর্ষণীয়। দেবতা সুন্দরেশ্বর ও দেবী মীনাক্ষীও আসেন মীনাক্ষী মন্দির থেকে উৎসবকালে। অবস্থান করেন ১৬৪৬-এ তিরুমালা নায়কের তৈরি পুণ্যিপুকুরের দ্বীপ মন্দিরে। বোটে পারাপার। তবে উৎসব ছাড়া আকর্ষণ ক্ষীণ। স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকে ৪ রুটের বাস যাচ্ছে টেপ্পাকুলম।

মাদুরাই থেকে ৮ কিমি দক্ষিণে পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে **তিরুপরানকুন্দ্রম মন্দির**—দেবতা সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কার্তিকেয়। প্রবাদ, কার্তিক ও ইন্দ্রকন্যা দেবযানীর বিয়ে হয় এখানে। আর পাহাড়চুড়োয় মুসলিম ফকির সিকন্দরের সমাধি। দু'য়েরই পর্যটক আকর্ষণ রয়েছে। ৫ রুটের বাসে বেড়িয়ে ফেরা যায়।

আর আছে মাদুরাই-এর ২০.৮ কিমি উত্তর-পুবে আজাগার পাহাড়ের সানুদেশে **আজাগার কোদাল মন্দির**। বয়সে মীনাক্ষী সম মন্দিরের স্থাপত্য ও কারুকার্য সুন্দর। আজাগার তথা বিষ্ণু হলেন মীনাক্ষী দেবীর ভাই। বাস যাচ্ছে শহর থেকে।

রামেশ্বরম

রামের পূজিত ঈশ্বর অর্থাৎ রামেশ্বর। ভারতীয় শৈব ও বৈষ্ণব তীর্থের অন্যতম, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গেরও এক রামেশ্বরম। তেমনই চার পুণ্যধামেরও এক ধাম রামেশ্বরম। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের শেষ প্রান্তভূমি পক প্রণালীতে শঙ্খরূপী দ্বীপভূমি রামেশ্বরম। ছোট্ট ঘিঞ্জি শহর—নোংরা, ধূলাময়। মন্দিরকে নিয়ে শহর। দেবতা—আরুলমিত্ত রামনাথস্বামী। আর আছে শিবের বাহন বিশাল বৃষমূর্তি ছাড়াও নানান দেবতা মন্দিরে। পুব ও পশ্চিমে দু'টি গোপুরম। ৩৮.৬ মি উঁচু গোপুরম দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ। ৪—১৩-০০ আবার ১৫—২১-০০টায় মন্দির খোলা। ৬ হেক্টর জমি জুড়ে মন্দির চত্বর, উঁচু ভিতের উপর মন্দির। আকারে দক্ষিণ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম মন্দির এটি। তবে বিশালতায় অদ্বিতীয়—দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি। লোকশ্রুতি, রাবণ বধে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষয়ের জন্য রামায়ণের রামচন্দ্র লঙ্কা থেকে ফেরার পথে পূজা করবেন শ্রীরামনাথস্বামী অর্থাৎ শিবের। শিবমূর্তি আনতে হনু গেল কৈলাস। দেরিতে সময় পেরুতে যায়। তাই সীতাদেবী মূর্তি গড়লেন বালুকা দিয়ে। পূজাও হল দেবতার। হনুও হাজির এবার মূর্তি নিয়ে। প্রতিষ্ঠা করলেন রামচন্দ্র দুই মূর্তিই সাগরপারে। আর ১২০০ স্তম্ভের উপর গড়া মন্দির ১২ শতকে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯ শতকে। বিশ্বের দীর্ঘতম অলিন্দটিও হয়েছে রামেশ্বরম মন্দিরে। দৈর্ঘ্যে ১২২০ মি, চিত্রবিচিত্র সিলিং; স্তম্ভগুলিও সুন্দর কারুকার্যময়। এক এক খণ্ড গ্রানাইট পাথর কুঁদে তৈরি; কার্ভিং-এর কাজ নয়নমনোহর। তেমনই আছে সীতা তীর্থম, লক্ষ্মণ তীর্থম, রাম তীর্থম ছাড়াও নানান (২১) তীর্থম অর্থাৎ কুণ্ড—স্নানে পুণ্য হয়। আহার দিলে মাছেদের দর্শন মেলে লক্ষ্মণ তীর্থমের জলে। আর রাম তীর্থমের জলে ভাসন্ত পাথর দেখতে মেলে। লোকশ্রুতি, বারাণসী দর্শনার্থীদের রামেশ্বরম অদর্শনে পুণ্য অপূর্ণ থাকে। অগ্নিতীর্থম অর্থাৎ মন্দির লাগোয়া সমুদ্রও শান্ত, স্নানে পুণ্য হয়, শ্রীরামও স্নান করেছিলেন অগ্নিতীর্থমে।

নতুন করে মঠ হয়েছে মন্দিরের পাশে ভারত আত্মার বাণীমূর্তি আচার্য শঙ্করের। মন্দিরের ৩ কিমি উত্তরে দ্বীপভূমের উচ্চতম (৩০ মি) গন্ধমাদন পর্বতে মন্দির

হয়েছে রাম ঝরোকা। শ্রীরাম-পদমের পূজা হয় মন্দিরে। রামেশ্বরম শহরও দেখে নেওয়া যায় গন্ধমাদন থেকে।

তেমনই বাস থেকে মন্দিরের পথে মেন রোডে দেখে নেওয়া যায়—লক্ষ্মণ তীর্থম, পঞ্চমুখী হনু, রামকুণ্ড তথা মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-হনু রামেশ্বরমে।

রামেশ্বরমের দক্ষিণে আরও ১৯ কিমি গিয়ে ধনুষ্কোটীতে (Dhanushkodi) মিলেছে ভারত মহাসাগরের সাথে বঙ্গোপসাগর। এই ধনুষ্কোটীতেই শ্রীরাম বালি দিয়ে সেতুবন্ধন ঘটান ভারত ও শ্রীলঙ্কার। কথিত আছে, এই ধনুষ্কোটীর সঙ্গমে স্নান না করলে রামেশ্বরম তীর্থের পুণ্য অপূর্ণ থাকে। চলার পথে ৩ কিমি আগেই মন্দিরও রয়েছে কোদণ্ডরামস্বামী, অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-হনু ও বিভীষণের। এই ধনুষ্কোটীতেই মিলন ঘটে শ্রীরাম ও বিভীষণের। ১৯৬৪-র সামুদ্রিক সাইক্লোনে উপকূলভাগ বিনষ্ট হলেও বাড়ি-ঘরের দেওয়াল আজও করোটি হয়ে অতীত রোমন্থন করায়। মন্দিরটিও অক্ষত।

১৯৭৬-৭৮এ সংস্কার হয়েছে কলকাতার রামকুমার বাঙ্গুর-এর হাতে। সম্প্রতি নতুন করে মন্দিরও হতে যাচ্ছে বীর হনুমানের ধনুষ্কোটীর প্রান্তভূমিতে। শিলান্যাসও হয়েছে ১৯৯৫-র মার্চে।

ধনুষ্কোটীর আর এক অতীত পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি এখানেই অবতরণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায়, বিবেকানন্দ কুঠি তথা জেলে-উপনিবেশ রামকৃষ্ণপুরমে। ২ ঘণ্টা অন্তর বাস যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে রামনাথস্বামী মন্দির হয়ে ধনুষ্কোটী। বাস থেকে ৩ কিমি দূরে সাগরবেলা। ফেরার শেষ বাস রাত ২০-০০টায় ধনুষ্কোটী থেকে।

তেমনই হোটেল তামিলনাড়ু থেকে ১.৫ কিমি দূরে Olakuda-য় পৌঁছে জলযানে এক ঘণ্টায় চলা যেতে পারে রামেশ্বরমের নবতম আকর্ষণ টাপু। সমুদ্রের অগভীর স্বচ্ছ জলে কোরাল, নানান ধরনের রক, স্টার ফিস, রঙিন মাছেদের দর্শন মেলে। উৎসাহীদের উচিত হবে পায়ে পায়ে Shankumal পৌঁছে Mr Edward-কে সঙ্গী করে জেলে নৌকায় বেড়িয়ে নেওয়া। Hotel Tamilnadu-তেও Mr Edward-এর সন্ধান মেলে। তবে, মিষ্টি জলের অভাব টাপুতে।

অত্যুৎসাহীরা ইন্ডো-নরওয়ে ফিশারিজ প্রোজেক্ট ও কুরুসদাই দ্বীপটিও বেড়িয়ে যেতে পারেন চলার পথে মণ্ডপম থেকে। মুক্তোরও চাষ হচ্ছে তামিলনাড়ু ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মণ্ডপমে। মুক্তো দেখা ও কেনা দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। দ্বীপ রয়েছে আরও নানান। বোট যাচ্ছে মণ্ডপম থেকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে TTDC-র *H Tamilnadu-Mandapam*, PC-623526, ✆ (04573) 41512, D ১৫০ T ২০০ ডর্মি বেড ৪৫ টাকায়।

সিংহল দ্বীপ

রামেশ্বরমের আর এক আকর্ষণ শ্রীলঙ্কার ফেরি সার্ভিস। সপ্তাহে ৩ দিন—সোম, বুধ ও শুক্রবার বেলা ১২-০০টায় শিপিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার ফেরি জাহাজ রামেশ্বরম থেকে রওনা হয়ে ৩½ ঘণ্টায় ৭২ কিমি জলপথ পেরিয়ে শ্রীলঙ্কার তালাইমান্নার পৌঁছায়। আর ফেরে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ৮-০০টায়। আপার ডেক ও লোয়ার ডেক দুই শ্রেণীর টিকিট মেলে। যাত্রার দিন সকাল ৭—১০-০০টার মধ্যে হাজিরা দিতে হয়। উৎসাহীদের সঙ্গে পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা দরকার। নভেম্বর-ডিসেম্বরের মনসুনে জাহাজী সার্ভিস বন্ধ থাকে এপথে। তবে, গত কিছুকাল পরিস্থিতিজনিত কারণে এপথ বিঘ্নিত। জাহাজী সার্ভিসও সাময়িক ভাবে বন্ধ। উচিতও হবে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে এপথে চলা।

রামেশ্বরমে থাকার জন্য মন্দির কমিটির *ধরমশালা, Furnished Rest House* ও *Cottage* আছে। ব্যাপক ব্যবস্থা—ঘর ও কটেজ মেলে S ৩৫ D ৬০ কটেজ ৮০,১০০,১২৫ A/c ১৫০ টাকায়। অবু: Executive Officer, Arulmigu : Ramnathswamy Devasthanam, Rameswaram-623526, ✆ (04573) 0292; পাশেই *Madhu Cottage,* DAB ১৫০ TAB ২০০। আর আছে মন্দিরকে ঘিরে—*H Venkatesh,* Sithi Vinayagar Kovil St, ✆ 21135, DAB ১২৫-২০০ TAB ২০০ A/c D ৩০০; *H Maharaja,* 7 Middle St, ✆ 21271, DAB ১২৫-১৭৫ TAB ১৫০ FAB ২০০ A/c D ৩০০; *Chinnaswamy L,* 90 Middle St, DAB ৮০; *Sri Mahaluxmi L, Shabari L, Alankar L, Alankar Tourist Home,* West Car St, R2, D ১০০-১৭৫; *Mahajana Sangam L,* 19 New St; *Santhana L,* South Car St; *Debasharma L,* D ১২৫ A/c D ২০০; *L Santhya,* West Car St, D ১৫০ A/c D ২৫০; *H Chola,* North Car St; *Swarna, Minakshi, Luxmi, Santhanam*; Bazar St-এ—*Victoria L, Saban L*; ছাড়াও লজ রয়েছে আরও নানান। এদের কাছে SAB ৬০-১২৫ DAB ৮০-১৭৫ টাকায় মেলে। আর রয়েছে *Mahabeer Dharamshala, Gujarat Bhawan, Sri Ramkrishna Matt, Arya Vaisya Choultry, Jamnu Choultry, Sri Sringeri Matt, Bansilal, Habirchand, Reddiar Choultry, Danani Atithi Griha, Bangur Dharamshala,* ছাড়াও পাণ্ডা ঠাকুরদের অজস্র *ধরমশালা*। পাণ্ডা ঠাকুরদের ধরমশালার পরিবেশ কলুষিত। চার্জ লাগে না, পূজার বিনিময়ে থাকা। বিছানাপত্র সঙ্গে থাকা ভাল। আর হয়েছে MPTC-র বাস স্ট্যান্ডের কাছেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ৪০ ঘরের *অতিথিশালা* রামেশ্বরমে। এছাড়া মন্দির লাগোয়া সমুদ্র পাড়েই TTDC-র *H Tamilnadu-Rameswaram,* ✆ 21277, DAB ৩০০ A/c D ৪২৫ TAB ২৫০ পাঁচ বেডের ঘর ২৭৫ ডর্মি বেড ৪৫। থাকার জন্য রামেশ্বরমে অনন্যও বটে *হোটেল তামিলনাড়ু*; অবু: ম্যানেজার, রামেশ্বরম-623526. লাগোয়া *Youth Hostel*-এ বেড ৪৫ করে। আর আছে TTDC-র *Tourist Facility Centre*-এ ২০/২৪ বেডের ঘরে ৪৫ প্রতিজনা। মন্দির থেকে ১½ কিমি দূরে হলেও রেল স্টেশনে রেলের

Retiring Room স্বল্পকালীন অবস্থানে থাকার পক্ষে ভালই। বিপরীতে *Michael L* তবুও যেন উচিত হবে রেল বা বাস স্ট্যান্ড থেকে অটো রিকশায় *হোটেল তামিলনাড়ু বা মন্দির* কমিটির *রেস্ট হাউস* বা *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে* পৌঁছে অবস্থান করা। *হোটেল ভেঙ্কটেশ, মহারাজা, অলঙ্কার ট্যুরিস্ট হোম*-ওথাকার পক্ষে ভালই। উল্লেখ্য না হলেও সাধারণ মানের খাবার হোটেলও আছে নানান রামেশ্বরমে। শহরে চলছে রিকশা, অটো, টাঙা, ট্যাক্সি ও টাউন বাস।

১৭৩ কিমি দূরের মাদুরাই থেকে এক্স ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৬½ ঘণ্টায় আসছে রামেশ্বরমে। ৬৬৬ কিমি দূরের চেন্নাই এগমোর থেকে ১৭-৫৫য় 6713 সেতু এক্স, ২০-২৫এ 6101 রামেশ্বরম এক্স রামেশ্বরম যাচ্ছে পরদিন ৯-০০ ও ১৪-২০এ। ভিল্লুপুরম/ চিদাম্বরম/ তাঞ্জোর/ ত্রিচি/ মনমাদুরাই/ রামনাথপুরম/ মণ্ডপমে খোলা ব্রিজ জোড়া দিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে পাম্বন হয়ে রামেশ্বরম পৌঁছায় এক্স। আর কর্ড লাইনে ভিল্লুপুরম/বীরধাচলম/ত্রিচি/ মণ্ডপম হয়ে যাচ্ছে সেতু এক্স। চেন্নাই ফেরে রামেশ্বরম থেকে ১৫-২০/১২-৪৫এ। স্থগিত হলেও গত কিছুকাল মাদুরাই-রামেশ্বরম প্যাসেঞ্জার ট্রেন ১৪-০৫এ পালঘাট-রামেশ্বরম প্যা, ৬-০০টায় কোয়েম্বাটুর-রামেশ্বরম প্যা, মাদুরাই ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় রামেশ্বরম যাচ্ছে। ফেরে ৭-৩০এ পালঘাট প্যা ও ১৬-১০এ কোয়েম্বাটুর প্যা+এক্স রামেশ্বর থেকে। চেন্নাই এগমোর-রামেশ্বরম প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে ত্রিচি হয়ে ২১ ঘণ্টায়।

আর রামেশ্বরম থেকে TTC-র বাস যাচ্ছে ৬-৩০, ৭-০০, ৮-৩০, ১০-৩০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০, ২১-১৫য় ছেড়ে মাদুরাই হয়ে ১০½ ঘণ্টায় ৪৩০ কিমি দূরের কন্যাকুমারিকায় (গত কিছুকাল কন্যাকুমারী-তিরুচেন্দুর-রামেশ্বরম সড়কটি বিধ্বস্ত থাকায় বাস যাচ্ছে ঘুর পথে মাদুরাই হয়ে)। ৫৭২ কিমি দূরের চেন্নাই যাচ্ছে ১৬-০০ ও ১৭-০০টায় ছেড়ে ১৪ঘণ্টায়; চেন্নাই থেকে রামেশ্বরম আসছে ১৭-৪৫ ও ১৮-৩০এ। সালেম যাচ্ছে ৮-০০, ১৯-৪৫এ; ইরোড যাচ্ছে ৭-৩০টায়; কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে ৮-১৫, ১৯-১৫য়। বাস যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় ত্রিচি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় মাদুরাই। আর পণ্ডিচেরী যাত্রায় চেন্নাই বাসে ভিল্লুপুরম হয়ে চলা উচিত হবে। উচিত হবে রামেশ্বরম থেকে বাসে মণ্ডপম/পাম্বন হয়ে কন্যাকুমারিকায় চলা। মণ্ডপম থেকে পাম্বন মাঝের সমুদ্রপথে সড়ক সেতুও হয়েছে। ১৪ বছর ধরে তৈরি সেতুর উদ্বোধন করেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৮-র ২রা অক্টোবর। গাড়িও যাচ্ছে মূল ভূখণ্ড থেকে ভারতের বৃহত্তম ইন্দিরা সেতুতে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে রামেশ্বরম দ্বীপে। শহর থেকে ১½ কিমি পশ্চিমে MPTC বাস স্ট্যান্ড। তবে সব কিছুতেই কেমন যেন অগোছালো ভাব। TTC বাসের বুকিং অফিস হোটেল চোল লাগোয়া নর্থ কার স্ট্রিটে, রিজার্ভেশন ✆ 263. আর ট্রেন যাচ্ছে মাদুরাই/তিরুনেলভেলী হয়ে কন্যাকুমারিকায়। নিকটতম বিমানবন্দর মাদুরাই-এ। এমনকি মাদুরাই থেকে প্যাকেজ ট্যুরে দিনে দিনে বেড়িয়ে নেওয়া যায় রামেশ্বরম।

তেনকাশী

মাদুরাই-তিরুভনন্তপুরম রেলপথে মাদুরাই থেকে ১৬০ কিমি দূরে তেনকাশী জংশন। তিরুনেলভেলী থেকেও ৭-০০, ১২-৩০এ কোল্লাম প্যা, ১৭-৫৫য় সেনগোট্টাই প্যা, ১৫-১০এ চেন্নাই এক্স আসছে ৭৩ কিমি দূরের তেনকাশী। বাসও আসছে ৫৯ কিমি সড়ক দূরত্বের তিরুনেলভেলী থেকে। তেনকাশী বেড়িয়ে বাসেই চলুন তিরুনেলভেলী বা ১২৭ কিমি দূরের কন্যাকুমারী বা ১১২ কিমি দূরের তিরুভনন্তপুরম।

দক্ষিণ ভারতের কাশী তেনকাশী। মন্দিরও হয়েছে কাশীর বিশ্বনাথের। জনশ্রুতি, অগস্ত্য মুনির প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি এই বিশ্বনাথ। গোপুরমটিও সুন্দর। অদূরেই সুন্দর ফ্রেস্কোচিত্রে শোভিত চিত্রসভা মন্দিরে দেবতা নটরাজ শিব।

নিকটতম বিমান বন্দর মাদুরাই। আর নিকটতম রেল স্টেশন তেনকাশী থেকে ৮ কিমি বাস পথে কোর্টালাম। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ১৬৭মি উঁচুতে মনোরম হেলথ রিসর্ট কোর্টালাম। কোর্টালামের আর এক প্রসিদ্ধি তার ৯টি জলপ্রপাত। ১৬৭মি উঁচু থেকে ৩ ধাপে নামছে চিত্রা। চিত্রা নদীর উৎসও এই চিত্রা জলপ্রপাত। জল ওষধির কাজ করে। তেমনই শামুকের খোলার নানান হস্তশিল্প ও মাদুরের প্রশস্তি আছে। প্রকৃতিও মনোরম। TTDC-র *H Tamilnadu-Courtallam*, D ৩৫০ A/c ৫০০ ও বোট হাউস আছে। বেড়াবার মরসুম জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস।

থাকার জন্য তেনকাশীতে আছে *PWD IB, DB* ও *ধরমশালা;* আর কোর্টালামে আছে *FRH, DB, Tourist Bungalow, Dalavoi House, Pandian L, Sree Udipi L*, Lakshmipuram St, ✆ 22170; *Shree Kumar Tourist Home*, Lakshmipuram St, ✆ 23385; *Senai Thalaivar L*, Main Rd, ✆ 22710; *Aruvillam*, Courtallam Township ✆ 22128; *Mallikai Illam*, C T, ✆ 22128; *Main Falls Cottage*, C T, ✆ 22381; *Kurunji Villa Tourist Home*, Main Rd, ✆ 22136; ছাড়াও নানান সাধারণ হোটেল।

তিরুনেলভেলীর ৩৫ কিমি আগেই অম্বা সমুদ্রমে নেমে পাপনাশম জলপ্রপাতটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে। পাপ নাশ হয় প্রপাতের জলে। তাম্রপর্ণী নদী ৮০ ফুট নিচুতে নামছে। ৫ কিমি দূরে Mundanthurai Tiger Sanctuary. অদূরে অগস্ত্যের মন্দিরও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা।

তিরুচেন্দুর

বঙ্গোপসাগরের পাড়ে নির্জন সমুদ্রসৈকত তিরুচেন্দুর। তিরুচেন্দুরের খ্যাতি তার সাগরবেলায় সুন্দর কারুকার্যময় মুরুগান মন্দিরের জন্য। কারুকার্যমণ্ডিত গোপুরম হয়েছে। দেবতা এখানে সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কার্তিক। একটি গুহাও রয়েছে তিরুচেন্দুরে।

তিরুনেলভেলী থেকে ৭-১৫, ৯-২০, ১২-৩০, ১৭-৫৫য় ট্রেন যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় তিরুচেন্দুর। বাসও যাচ্ছে তিরুনেলভেলী থেকে তিরুচেন্দুর। দূরত্ব ৬২ কিমি। রামেশ্বরম-কন্যাকুমারিকার বাসও যাচ্ছে তিরুচেন্দুর হয়ে। দিনে দিনে তিরুচেন্দুর বেড়িয়ে ১৫-৩০ জন্দ ১৭-৩০ বা ১৭-৩০এর ট্রেনে রওয়ানা হয়ে ১৭-২৫/১৯-৩৫এ তিরুনেলভেলী পৌঁছে বাসে চলুন কন্যাকুমারিকায়। তবে সরাসরি বাসও মেলে তিরুচেন্দুর থেকে কন্যাকুমারির। বাস-দূরত্ব ৮৫ কিমি। এছাড়াও

বাস যাচ্ছে ৮-৩০ ও ১৯-৩০এ ১৫ ঘণ্টায় চেন্নাই; ১৮-৩০এ ছেড়ে ১৪ ঘণ্টায় পণ্ডিচেরী; সালেম যাচ্ছে ৯-০০ ও ২১-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায়; আর যাচ্ছে বাস ত্রিচি, ইরোড, কোয়েম্বাটুর ছাড়াও দক্ষিণের দিকে দিকে তিরুচেন্দুর থেকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে তিরুচেন্দুরে TTDC-র *H Tamilnadu-Thiruchendur*, near Temple, PC-628215, ✆ (04639) 44268, DAB ১৭৫ ১৯৫ ছয় বেডের ঘর ৩০০ A/c D ৩৫০ ৪০০।

উৎসাহীরা তিরুচেন্দুর থেকে ৩৫ কিমি আগেই মণ্ডপমের পথে আর এক বন্দর-নগরী **তুতিকোরিন**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। আবার তিরুনেলভেলীর পথে ২৯ কিমি আগেই মনিয়াকচি জং নেমেও চলা যেতে পারে ৩২ কিমি দূরের তুতিকোরিন ট্রেন বা বাসে। বাস ও ট্রেন আসছে চেন্নাই থেকেও তুতিকোরিনে। ১৬-১৫য় চেন্নাই সেন্ট্রাল ছাড়া 6721 চেন্নাই-কন্যাকুমারী এক্স-এর সাথে জুড়ে মনিয়াকচিতে পৃথক হয়ে তুতিকোরিন যাচ্ছে ৭-৪০এ 6721-A চেন্নাই-তুতিকোরিন এক্স। ফেরে ১৮-১০এ তুতিকোরিন ছেড়ে মনিয়াকচি হয়ে একইভাবে। ৮-৩০, ১৭-৪০এ তিরুনেলভেলী প্যা, ১৫-৪০এ মাদুরাই প্যা যাচ্ছে তুতিকোরিন থেকে। ১৫৪০-এ পর্তুগিজ, ১৫৪৮-এ ওলন্দাজ আর ১৮৭২-এ ব্রিটিশ আসে তুতিকোরিনে। নুন তৈরি ও মুক্তোর চাষ হচ্ছে। পর্তুগিজদের তৈরি চার্চটিও সুন্দর।

**H Somanath*, 135 Palayamkottah Rd, Tuticorin-628003, S ১৫০ D ২২৫ A/c S ২২৫ D ৩০০; *Sri Ramaiah L*, 19A, Palayamkottah Rd-2 ; *H Mariss*, S ১০০ D ১৭৫; ছাড়াও বেশ কিছু সাধারণ হোটেল আছে তুতিকোরিনে।

কন্যাকুমারী

রামেশ্বরম থেকে বাসে কন্যাকুমারী আসাই সুবিধা। TTC-র বাস, ৬-৩০, ৭-০০, ৮-৩০, ১০-৩০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০, ২১-১৫য় যাচ্ছে কন্যাকুমারী। দূরত্ব ৪৩০ কিমি, সময় নেয় ১০ ঘণ্টা।

আর মিটারগেজে রেল যাচ্ছে রামেশ্বরম থেকে মাদুরাই হয়ে তিরুনেলভেলী। তিরুনেলভেলী থেকে ৭-০০ ও ১৮-০৫এ ছেড়ে ২ ঘণ্টায় ব্রডগেজ রেলে নাগেরকয়েল পৌঁছে ট্রেন বা বাসে কন্যাকুমারী। আর ১৬-১৫য় চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে ব্রডগেজে ইরোড ২৩-০০, মাদুরাই (পরদিন) ৩-২০, তিরুনেলভেলী ৭-৩০, নাগেরকয়েল ৯-১০এ পৌঁছে কন্যাকুমারিকায় যাচ্ছে ৯-৫০এ 6721 চেন্নাই সেন্ট্রাল-কন্যাকুমারী/তুতিকোরিন এক্স। চেন্নাই ফেরে ১৬-০০টায় কন্যাকুমারী থেকে। এপথের দূরত্ব ৭৫৯ কিমি। তিরুনেলভেলী থেকে ৩ ঘণ্টায় বাসও যাচ্ছে ৮০ কিমি দূরের কন্যাকুমারী। তবুও যেন মাদুরাই থেকে নাগেরকয়েল পৌঁছে নতুন করে বাসে কন্যাকুমারী চলায় বাসের (১০/১৫ মিনিটের ব্যবধানে) আধিক্য মেলে।

আবার ১৮-৫৫য় 6319 চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম মেলে সেন্ট্রাল ছেড়ে কাটপাদী/সালেম/পালঘাট/এর্নাকুলাম/কুইলন হয়ে পরদিন ১১-৫৫য় তিরুভনন্তপুরম সেন্ট্রাল পৌঁছে তিরুভনন্তপুরম থেকে ১২-৪০-এর 1081 মুম্বাই-কন্যাকুমারী এক্সে ১৫-০০টায় অর্থাৎ ২০ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী চলা যেতে পারে। এছাড়াও ট্রেন-বাস-ট্যাক্সি যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম থেকে ৮৭ কিমি দূরের কন্যাকুমারী। ১৫-২০এ ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারী এক্স, ২৩-১০এ সাপ্তাহিক হিমসাগর এক্সও তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে কন্যাকুমারী যাচ্ছে। আর ৪-২০, ৭-০০, ১৮-০০, ১৯-১৫, ২০-৪০এ তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় নাগেরকয়েল। নাগেরকয়েল থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৪-০০, ৬-৩০, ১৩-৩০, ১৬-৩৫এ ছেড়ে ½ ঘণ্টায় কন্যাকুমারিকায়। কন্যাকুমারী থেকে ভারতের দীর্ঘতম (৩৭২৬ কিমি) রেল পরিক্রমায় যাচ্ছে 6317 হিমসাগর এক্স প্রতি শুক্রবার ১২-৩০এ। তিরুভনন্তপুরম-এর্নাকুলাম-কোয়েম্বাটুর-কাটপাদী-গুদুর-বিজয়ওয়াড়া-নাগপুর-ভূপাল-গোয়ালিয়র-আগ্রা ক্যান্ট-নতুন দিল্লী-দিল্লী জং হয়ে ৩½ দিনে জম্মু যাচ্ছে হিমসাগর। প্রতিদিন ৫-০০টায় যাচ্ছে 1082 কন্যাকুমারী-মুম্বাই এক্স তিরুভনন্তপুরম ২½ ঘণ্টায় পৌঁছে, এর্নাকুলাম ৮ঘ, কোয়েম্বাটুর-কাটপাদী-পুনে হয়ে ৪৮ ঘণ্টায় ২১৪৯ কিমি দূরের মুম্বাই সিএসটি। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৭-২০এ 6525 কন্যাকুমারী-ব্যাঙ্গালোর এক্স। নিকটতম বিমানবন্দর তিরুভনন্তপুরমে।

তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অতীতকালের বর্ধিষ্ণু নগরী **তিরুনেলভেলী**। সাময়িকভাবে রাজধানীও বসে পাণ্ড্য রাজাদের। চলার পথে উৎসাহীরা তিরুনেলভেলীর শিব ও পার্বতী মন্দির দু'টিও দেখে নিতে পারেন। ৩টি গোপুরম ছাড়াও আছে হাজার পিলারের মণ্ডপম ও টেপ্পাকুলম।

থাকার জন্য আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম, Nellai L*, 174 High Rd-627001, S ১০০ D ১২৫-১৭৫ T ২০০; *H Blue*

Star, Madurai Rd-1, D ১৫০-২২৫, A/c D ২২৫-৩৫০; *H Aryaas*, Madurai Rd, ✆ 339001; *Arunagiri L*, Madurai Rd, ✆ 24553; *H Bharani*, Madurai Rd, ✆ 23312; *H Vasantham*, Madurai, ✆ 25029; *H Shukuntala* তিরুনেলভেলীতে। আর আছে তাম্রপর্ণীর অপর পাড়ে খ্রিস্টান অধ্যুষিত পালামকোটায় *মিউনিসিপ্যাল ট্রাভেলার্স বাংলো।*

তিরুনেলভেলী থেকে বাসে পাপনাশম পৌঁছে আবার বাসে চলা যেতে পারে মুনডনথুরাই টাইগার স্যাঙ্কচুয়ারি। নিকটতম রেল স্টেশন অম্বাসমুদ্রম থেকেও বাস আসছে স্যাঙ্কচুয়ারির FRH দ্বারে। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরে চলাও যেতে পারে কেরল সীমান্তের পাহাড়ী অরণ্য তথা স্যাঙ্কচুয়ারি দর্শনে। তবে, পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য নয় মুনডনথুরাই-এর।

আর তিরুভান্নুভার (TTC) ও প্রতিবেশী রাজ্য কেরল রাজ্য পরিবহনের বাস সংযোগ গড়েছে দক্ষিণ ভারতের নানান শহরের সঙ্গে কন্যাকুমারীর। ৭-০০, ৭-৩০, ৮-৩০, ৯-৪৫, ১৯-০০, ২০-০০, ২১-০০, ২২-০০টায় কন্যাকুমারী ছেড়ে ৪৩০ কিমি দূরের রামেশ্বরম যাচ্ছে ১০½ ঘণ্টায়; ১০-১৫, ১১-৪৫, ১২-৩০, ১৩-৩০, ১৫-৩০, ১৬-১৫, ১৬-৪৫, ১৭-৪৫, ১৯-৩০, ২০-০০, ২০-৩০এ ছেড়ে ৭০৫ কিমি দূরের চেন্নাই যাচ্ছে ১৪-১৬ ঘণ্টায় তিরুচেন্দুর যাচ্ছে ৪-৪০, ৫-৫০, ১৫-২০, ১৭-৩০ টায়; তুতিকোরিন যাচ্ছে ৭-৪৫, ১১-৪৫, ১৩-৩০টায়; কোভলম যাচ্ছে ৭-৩০, ১৩-০০টায়; ১৩-৩০এ ছেড়ে ৭৭২ কিমি দূরের তিরুপতি যাচ্ছে ১৮ ঘণ্টায়; ৫৮৫ কিমি দূরের পণ্ডিচেরী যাচ্ছে ১৯-১৫য় ছেড়ে ১৫½ ঘণ্টায়; ৭ঘণ্টায় ২৫৫ কিমি দূরের মাদুরাই যাচ্ছে ৭-০০, ১৪-৩০, ২২-৩০ ছাড়াও দূরান্তের নানান বাস; ১৫-০০ টায় ছেড়ে ৬৬৮ কিমি দূরের ভেল্লোর যাচ্ছে ১৫¾ ঘণ্টায়; ৫-৩০, ১৭-৩০এ ছেড়ে ৪৮৫ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে ১১½ ঘণ্টায়; ৮-৩০এ ছেড়ে ৫৭৫
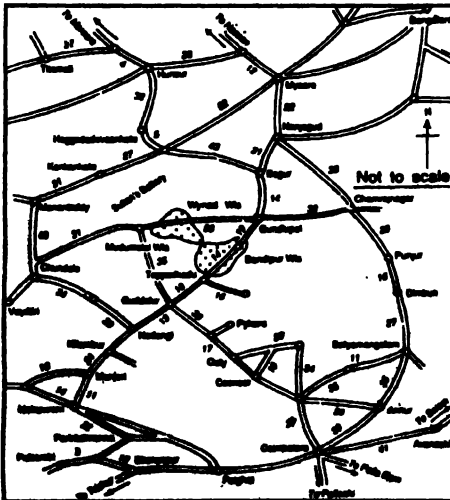
কিমি দূরের উটি যাচ্ছে ১৫ ঘণ্টায়; ১৮½ ঘণ্টায় ৭২০ কিমি দূরের মহীশূর যাচ্ছে ১৬-৪৫এ; ৬৮২ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১৮-০০টায় ছেড়ে ১৬ ঘণ্টায়। মুহুর্মুহু বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী থেকে কেরলের রাজধানী তিরুভনন্তপুরমে। লোকাল বাস যাচ্ছে কন্যাকুমারী থেকে শুচীন্দ্রম, নাগেরকয়েল, কোভলম, তিরুভনন্তপুরম মুহুর্মুহু। আধুনিক সাজে বাস স্ট্যান্ড হয়েছে শহরের পশ্চিমে ১৫ মিনিটের পথে। অগ্রিম টিকিটও মেলে ৭—২১-০০টায়, রিজার্ভেশন ✆ 71285; লজও হয়েছে বাস স্ট্যান্ডের দ্বিতলে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে দক্ষিণের নানান দিকে কন্যাকুমারী থেকে। নানান প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্সীর ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে চেন্নাই, তিরুপতি, ব্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী, ভেল্লোর, সালেম, রামেশ্বরম ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের দিকে দিকে।

ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র Kannyakumari-629702, STD 04653-তে নানান হোটেল। রেল স্টেশন থেকে ১ আর বাস স্ট্যান্ড থেকে ১.৫ কিমি আগেই শহরের শুরুতেই *Vivekananda Rock Memorial & Vivekananda Kendra*, Vivekananda Puram-629702, ✆ 71250, DCB ৪০, TCB ৬০, FCB ১০০, DAB ৮৫, FAB ১৫০। দিনভর আহারও (নিরামিষ) মেলে এদের ক্যান্টিনে। ১০০ একর জমি নিয়ে স্বামীজীর স্বপ্ন—'উঠো, জাগো' এদের কর্মকাণ্ড—স্কুল, ট্রেনিং সেন্টার, লাইব্রেরি, বিবেকানন্দ মন্দির, ছবিতে বিবেকানন্দ প্রদর্শনী, সূর্যোদয় পয়েন্ট তথা বীচ, স্বামীজীর মূর্তি, একনাথ রানাডের সমাধি ছাড়াও নানান কিছুর সাথে Post Office, SBI-এর শাখাও বসেছে বিবেকানন্দ কেন্দ্রে। নিখরচায় বাসও যাচ্ছে কেন্দ্র থেকে ৬-৩০—২০-৩০এ ঘণ্টায় ঘণ্টায় গান্ধী মণ্ডপ তথা বাস স্ট্যান্ডে। ফেরার বাস মেলে ৭-১৫—২১-১৫য়। থাকার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র পেরুতেই Main Road, Kannyakumari-629702এ—*H Ramji Tourist Home*, D ১৫০-২২৫, T ১৭৫-২৫০; *Ganesh Lodging House*, D ২৫০, T ৪০০; *Boopathi L*, D ১৫০-২০০, T ২০০-২৫০; *Jamalia L* ; *H Green Palace* ; *Vivekash Tourist Home*, ✆ 71192, DAB ২৫০-৩৫০, TAB ৩০০-৪২৫; *Vinanchi Arach Tourist Home; Ganga Lodging House*, ✆ 71399, DAB ২০০, TAB ২৫০, FAB ৩০০; *Sankar's G H*; লাগোয়া গলিপথে *Alankar L; Nageswar Tourist Home*, ✆ 71358, DAB ২৭৫, TAB ৪২৫; *H Sangam Tourist Lodging*, ✆ 71351, DAB ৩০০, FAB ৪০০; *Township L; Parvathi Niwas L*.

থানার সামনে Car St, Kannyakumari-629702এ—*H Ashoka, H Saagar*, DAB ১৫০, TAB ২০০; *NRS Lodge, Cape Land L, H Sree Balajee, H Manickam Tourist Home*, ✆ 71387, DAB ২৭৫-৩৭৫, TAB ৩৫০-৪৫০; এদের নবতম শাখা হয়েছে সাগরপাড়ে। *Shiva Tourist Home*. বাঙালির মালিকানায় *H Calcutta*, ✆ 71499 , DAB ১৭৫-৩৫০, TAB ২৭৫-৪০০, আহার্যেও বাঙালিয়ানা এদের। হোটেল ক্যালকাটার ২টি ঘরে UCO Bank Employees Society, 3 Lindsay St, Cal-87-এর *হলিডে হোম* হয়েছে, AP প্রথায় ৬০ প্রতি জনা। *Bhagavathi L ; Lakshmi Tourist Home*, ✆ 71333, DAB ৪৫০, TAB ৫৫০, A/c D ৮৫০; *Gopi Niwas L, DKV Lodge, Gomez L, H Sea Land L*.

গান্ধী মন্দিরের বিপরীতে, কন্যাকুমারী মন্দিরের পিছে অবস্থানে অনবদ্য হলেও অতি সাধারণ সাজে *Kannyakumari Devasthanam RH*. DAB ৬০; পাশেই *Pioneer L*. মন্দির লাগোয়া Sannathi St, Kannyakumari-629702এ—*Meenakshi L;* সমুদ্রের জলে ভাসন্ত *H Samudra*, ✆ 71162, DAB ৩৫০-৬০০ A/c ৮০০; *Sudarshan Tourist Home, Jyothi L, H Ashoka*.

বাস স্ট্যান্ডমুখী Bus Stand Rd-2এ—*Kaveri L, Tri Sea H*, ✆ 71283; *Narmadha L, Kerala House*—সদাই ফুল কেরল রাজ্যের অফিসিয়ালে; TTDC-র *H Tamilnadu-Kannyakumari*, ✆ 71257, DCB ৯০ DAB ১৫০ ৩২৫ ছয় বেডের ঘর ৪০০ A/c D ৫৫০ ৬০০ কটেজ ৩৫০ A/c ৪৫০ ৬০০ ৯০০ TV মেলে ঘরে ৪৫ অতিরিক্তে। এদেরই *Cape H*, ও *Tourist Centre* আছে। TTDC-র *Youth Hostel*-এ বেড ৫০; অবু: একদিনের টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে স্ব স্ব ম্যানেজার বা TTDC, 4 EVR Salai, Park Town, Chennai-600003, ✆ 561385, Fax 561385 বা Diamond Tours, 30 Jadunath Dey Rd, Cal-12, ✆ 279639-কেলিখুন। এপথে আরও যেতে নবতম বাড়িতে *CPWD Guest House; Kumari Bhavan L; Prabhu Tourist Home*. আর আছে বাস স্ট্যান্ডের দ্বিতলে *Bus Stand L; রেলের রিটায়ারিং রুম*, নানান *ধরমশালা* কন্যাকুমারিকায়। ঘরও মেলে S ৬০-১০০ D ৮৫-২২৫ টাকায় কন্যাকুমারিকার হোটেলে। তবে, যাত্রী সমাগমের তারতম্যে রেটও ওঠানামা করে নানান প্রাইভেট হোটেলে।

তবুও থাকার জন্য সমুদ্রের পাড়ে মন্দির লাগোয়া *H Samudra, Manickam Tourist Home*—এদের নবতম বাড়িটি আকর্ষণে অনবদ্য, *H Calcutta, H Lakshmi, H Sangam, H Ganga, DKV Lodge, H Tamilnadu*, আশ্রমিক পরিকাঠামোয় *Vivekananda Kendra*—এদের আবেদন সর্বাগ্রে। *ভগবতীও* মন্দ নয় থাকার জন্য।

আর হয়েছে বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য থানার বিপরীতে মাস্টার মশায়ের *ক্যালকাটা হোটেল*, এদেরই শাখা বসেছে মন্দিরমুখী *হোটেল সাগরে*। বিপরীতে বাঙালি খানার ব্যবস্থা নিয়ে আর এক হোটেল *বিশ্বভারতী। মানিকম ট্যুরিস্ট হোম, চিকেন কর্নার*—এদেরও প্রসিদ্ধি ননভেজ মিল পরিবেবায়। তেমনই ফেরী ঘাটের মুখে *হোটেল সর্বাণী* ও *প্যালেস হোটেলদু*টির সুনাম যথেষ্ট সস্তায় ভেজ মিল পরিবেবায়। আর মিঠাপাতির পানেরও স্বাদ নেওয়া যায় বিশ্বভারতীর পাশে অরুণ ভারতীর দোকানে।

তবে পরিতাপের বিষয় অতীতের শান্ত-সমাহিত রূপটি আজ লোপ পেয়েছে কন্যাকুমারী থেকে। মন্দিরকে ঘিরে সমুদ্রের পাড় ধরে দোকানপাটে ঘিঞ্জিভাব। জনসমাগমের সাথে জনকোলাহল ঘটে চলেছে প্রত্যুষ থেকে গভীর রাতে। রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর ✆ 71276 বসেছে গান্ধী মন্দিরের পথে। বাস স্ট্যান্ড, ✆ 71285 শহরের পশ্চিমে ১৫ মিনিটের দূরত্বে। রেলস্টেশন, ✆ 71247, বিবেকানন্দ-পুরমমুখী ১ কিমি উত্তরে। আর উচিত হবে কন্যাকুমারীর স্মারকরূপে ফোল্ডিং মাদুরকে সঙ্গী করা।

তিন সাগরের সঙ্গম: ভারতের দক্ষিণে শেষ প্রান্তভূমি এই কেপ কমোরিন বা কন্যাকুমারী। পর্যটন মানচিত্রে ভারতে আজ মুখ্য স্থান কন্যাকুমারীর। স্থান মাহাত্ম্যে সারা দেহ-মন উদাস হয়। পবিত্র করে তোলে সারা অন্তরাত্মা কন্যাকুমারীর আকাশ-বাতাস। বাঁয়ে বঙ্গোপসাগর, ডাইনে আরবসাগর আর সমুখপানে ভারত মহাসাগর। মিলনও ঘটেছে ত্রয়ীর কন্যাকুমারিকায়। সকাল-সাঁঝে মন্দিরের চত্বর থেকে জলের রঙ দেখে সহজেই চিনে নেওয়া যায় এদের। মহীশূর থেকে আসা পশ্চিমঘাট পর্বতও সমুদ্রে ডুবেছে এই কেপে এসে। আর মেলে ৭ রঙা বালি কন্যাকুমারিকায়। প্রবাদ—হিমালয় দুহিতা পার্বতীকে বিয়ে করেন শিব। আর সেই বিয়ের আশীর্বাদী সাত রকমের চালেরই নাকি এই রূপান্তর। তবে, কন্যাকুমারিকায় স্নানের উপযোগী সী-বীচ নেই, জলে নামাও বিপদ। তবে, মন্দিরের ডাইনে বাঁধানো ঘাটে স্নান করা যেতে পারে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সুন্দর দৃশ্যমান। তবুও যেন অবস্থান মাহাত্ম্য মহান করে তুলেছে একে। চোখ মুদে ভেবে নিন আপনিও পৌঁছে যাচ্ছেন অ্যান্টার্কটিকায়।

বিবেকানন্দ শিলায় বিবেকানন্দ মন্দির: অতীতে ছিল পাশাপাশি দুই শিলাখণ্ড। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে এই প্রান্তভূমিতে আসেন। ধ্যানে বসেন সমুদ্রজলে স্নাত ৫৫ ফুট উঁচু দক্ষিণী শিলাখণ্ডের উপর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৫-২৭ ডিসেম্বর। লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভ করেন বিবেকানন্দ। সেই থেকে নাম হয় শিলাখণ্ডের বিবেকানন্দ শিলা। আর, বিবেকানন্দর জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬৪)-তে শুরু হয়ে ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে একনাথজী রানাডের উদ্যোগে চোল, পাণ্ড্য, পহ্লব ও আর্য স্থাপত্যকলার এক নিপুণ সংমিশ্রণে তৈরি মন্দিরে ভাস্কর এল এল সোনা-ভাণ্ডেকারের হাতে ৮ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জে মূর্তি হয়েছে স্বামীজির। নিচুতে মেডিটেশন হল্। আর আছে কাচের আধারে দেবী কন্যাকুমারীর পায়ের ছাপ শিলায়। মন্দিরও হয়েছে চোল স্থাপত্যশৈলীতে শ্রীপদ মণ্ডপম। মন্দির ছিল অতীতকালেও পরশুরামের তৈরি দেবী কুমারীর এই শিলাখণ্ডে। নামও ছিল তার শ্রীপাদ মণ্ডপম। কালে কালে সমুদ্র গ্রাস করে সে মন্দির। আরও পরে মূল ভূখণ্ডে মন্দির হয় দেবী কুমারীর। ৫০০ মি জলপথ লঞ্চে পারাপার, মঙ্গল ছাড়া ৭—১১-০০ আবার ১৪—১৭-০০টায় লঞ্চ চলে, টিকিট ৫+দর্শনী ৩ করে।

কন্যাকুমারী মন্দির: তিন সাগরের পাড়ে সুন্দর মন্দির পরমাসুন্দরী দেবী কুমারী কন্যার। নানান পৌরাণিক আখ্যান জড়িয়ে আছে মন্দিরকে ঘিরে। প্রবাদ—শিবজায়া পার্বতীর দেবী কন্যাকুমারী রূপে আবির্ভাব। ব্রহ্মার বরে বাণাসুর ত্রিলোক জয় করে দেবলোক আক্রমণ করায় বিষ্ণুর পরামর্শে যজ্ঞ করলেন ইন্দ্র। আর সেই যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে জন্ম এই কন্যার। শিব চলেছেন বিয়ে করতে কন্যাকে। কন্যার বিয়ে হলে বাণাসুর আর বধ হয় না। প্রমাদ গণলেন দেবতারা। নারদের চক্রান্তে মাঝপথে মোরগের ডাক শুনে শিব যান ফিরে শুচীন্দ্রমে। আর শিবের সঙ্গে বিয়ের লগ্ন-

পেরিয়ে যেতে দেবী আজও তাই কুমারী। পাথরের দেবী মূর্তি খুবই সুন্দর। তিনদিকের তিনরঙা অনন্তের আঁচল গায়ে টেনে আকাশ-মুকুটিনী ভারতকুমারী অসীমের পানে তাকিয়ে। দিনের বিভিন্ন লগ্নে (৪-৩০এ বিশ্বরূপ, ৫-০০টায় অভিষেক, ৬-১৫য় দীপ আরাধনা, ১০-০০টায় অভিষেক, ১১-৩০টায় দীপ আরাধনা, ১৬-৩০এ অলঙ্কার, ১৮-৩০এ সায়রক্ষা দীপ আরাধনা, ২০-৩০এ অর্ধযাম পূজা, ২০-৪৫এ দীপ আরাধনা) পূজা হয়। প্রতিবারই সাজ বদল হয় দেবীর। দিনের শুরুতে সাজ তার কুমারী কন্যার, দিনান্তে সাজ পরেন দেবী নববধূর। দেবীর নোলকের হীরাখণ্ডের দ্যুতি গভীর সমুদ্র থেকেও দৃশ্যমান। মন্দিরে ৪টি স্তম্ভ আছে। আঘাত করলে মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা ও জলতরঙ্গের সুর বাজে। আর আছে পাতালগঙ্গা তীর্থ অর্থাৎ কুয়ো ও ধ্বজস্তম্ভ মন্দিরে। মন্দিরে পুরুষদের জামা ও গেঞ্জি খুলে ধুতি বা প্যাণ্ট পরে প্রবেশের প্রথা। মন্দিরের চাতাল থেকে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় সুন্দর দেখায়। প্রতি পূর্ণিমার প্রাক সন্ধ্যায় একই সময়ে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখা যায় কন্যাকুমারিকায়। তবে, দক্ষিণায়ণের শেষভাগ থেকে উত্তরায়ণের প্রথম ভাগেই সূর্যাস্ত সঠিকভাবে দৃশ্যমান। গান্ধী মন্দিরের দ্বিতল থেকেও সুন্দর দৃশ্যমান এই সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়। ৪-৩০—১১-৪৫ আবার ১৭-৩০—২০-৪৫এ দ্বার খোলা মেলে মন্দিরের।

গান্ধী মন্দির: গান্ধীজির চিতাভস্ম এখানেও বিসর্জন দেওয়া হয়—সেই স্মৃতিতে মন্দির হয়েছে ১৯৫৬-য়। নির্মাণশৈলী এমনই যে প্রতি ২রা অক্টোবর (জন্মদিন) দুপুর ১২-০০টায় সূর্যরশ্মি ছিদ্রপথ দিয়ে সরাসরি গান্ধীমূর্তির মুখে পড়ে। ৭—১২-০০ ও ১৫—২০-০০টায় খোলা। সামনেই গভর্নমেন্ট মিউজিয়ম। অদূরে ভাস্কর্য ও ছবিতে পরিব্রাজক-রূপী বিবেকানন্দ প্রদর্শনশালা।

লাইটহাউস: ১৫—১৭-০০টায় লাইটহাউসটিও দেখে নেওয়া যায়। উপর থেকে চারপাশ সুন্দর দৃশ্যমান। তবে, ছবি তোলা মানা।

আর রেল স্টেশনের কাছে চোল যুগের শিবমন্দির, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ আশ্রম, সমুদ্রের ধারেই ১৬ শতকের রোমান ক্যাথলিক চার্চ, অদূরে সুইমিং পুল, ১½ কিমি উত্তরে চক্রতীর্থে কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, কিংবদন্তীতে ঘেরা পাতাল গঙ্গা, অদূরে মারুভমলাই অর্থাৎ গন্ধমাদনের ছিটকে পড়া টুকরো, ৬ কিমি দূরে ১৮ শতকের **ভাট্টাকোট্টাই** সার্কুলার ডাচ ফোর্টটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। শান্ত-স্নিগ্ধ সাগরবেলা, সমুদ্রস্নান ও চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ।

কন্যাকুমারী-নাগেরকয়েল-তিরুভনন্তপুরম NH47-এ ১৩ কিমি যেতে **শুচীন্দ্রমের** (Suchindram) শিব মন্দিরটিও কন্যাকুমারী যাত্রীদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়। ৭ তলা উঁচু তোরণটিও সুন্দর। শুক্রবার সূর্যাস্তে বিশেষ পূজা, যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। প্রবাদ—শাপগ্রস্ত ইন্দ্র দেবাদিদেব শিবের তপস্যা করেন। শিব শুচি শুদ্ধ করেন ইন্দ্রের অর্থাৎ *শুচি-ইন্দ্রম।* স্থানীয়দের মুখে শিব-ইন্দ্রম নামেও খ্যাত মন্দিরটি। অতীতে নাম ছিল এর জ্ঞানারণ্য। একখণ্ড পাথর কুঁদে ৭টি মিউজিক্যাল পিলারও হয়েছে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে গড়া মন্দিরে। আঘাতে সারেগামা সুর বাজে। মন্দিরের অলিন্দটিও সুন্দর। ১৮ ফুট উঁচু হনুমান মূর্তিটি অনবদ্য। দেবতা রয়েছেন বিষ্ণু, কার্তিক, গণেশ ছাড়াও নানান। নবগ্রহ মূর্তিও হয়েছে প্রবেশ পথের সিলিংয়ে। ১০৩৫ স্তম্ভের নাচঘরটিও বৈচিত্র্যের আর এক গাঁথা। তেমনই এর চুড়োর এক দিকে রামায়ণ অপরদিকে মহাভারত আখ্যান মূর্ত। মন্দিরটি সবার তরে খোলা।

প্রবাদ, অত্রী ঋষি স্ত্রী-অনসূয়া-সহ বাস করতেন এখানে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাকি অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষায় এখানেই আসেন। স্মারক রূপে মূর্তি হয়েছে দেবত্রয়ের। পূজাও হয় ত্রয়ীর। এমনকি শিবও যাচ্ছিলেন শুচীন্দ্রম থেকেই বিয়ে করতে কন্যাকুমারিকায়। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে শুচীন্দ্রম হয়ে নাগেরকয়েল। ট্রেনও যাচ্ছে শুচীন্দ্রমে কন্যাকুমারী থেকে। ১৫০ টাকায় জিপ বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে ফেরা যায় শুচীন্দ্রম ও নাগেরকয়েল। তেমনই শ'পাঁচেক টাকায় ট্যাক্সিতে শুচীন্দ্রম-নাগেরকয়েল-পদ্মনাভপুরম-কোভলম-তিরুভনন্তপুরম বেড়িয়ে ফেরা যায় কন্যাকুমারী থেকে একই দিনে।

আবার তিরুভনন্তপুরমমুখী আরও ৬ কিমি গিয়ে নাগদেবতার মন্দির **নাগেরকয়েল**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে নাগেরকয়েল হয়ে তিরুভনন্তপুরম ও কন্যাকুমারী। বাস যাচ্ছে দক্ষিণের দিকে দিকে নাগেরকয়েল থেকে। চীনা প্যাগোডাশৈলীর প্রবেশপথ। মূল মন্দিরে পঞ্চমুখী কেউটের পাহারায় রুপোর সিংহাসনে দেবতা নাগরাজ। রঙয়েরও বদল ঘটে প্রতি ৬ মাসে নাগদেবতার। প্রতি শুক্রবার বিশেষ পূজা—দুধ দেওয়া হয় এই বিশেষ দিনে। শিব আর বিষ্ণুও আছেন মন্দিরে। এছাড়াও মূর্তি রয়েছে আরও নানান মন্দির অঙ্গনে। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও পার্শ্বনাথ স্বামীও উৎকীর্ণ হয়েছেন মন্দিরের স্তম্ভে। নাগেরকয়েল থেকে বাসে ঘণ্টাখানেকে সুন্দরী থিরুপারাপ্পু-এ জলপ্রপাত ও দক্ষিণী শৈলীতে গড়া শিব মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। আরও ১৩ কিমি দূরের Kodhayar Dam-এর জল মন্দিরের তোরণ পেরিয়ে ৫০ ফুট নিচু পাথরের চাতালে আছড়ে পড়ছে। শুচীন্দ্রম, নাগেরকয়েল ও থিরুপারাপ্পুর মন্দির প্রবেশে পুরুষদের ধুতি-প্যান্ট-পাজামা পরে খালি গায়ে চলা রীতি। তেমনই আরও ১৪ কিমি তিরুভনন্তপুরমমুখী যেতে **উদয়গিরি দুর্গটি**ও দেখে নেওয়া যায় চলার পথে। কন্যাকুমারীর দূরত্ব ৩৪ কিমি। ১৭৪১এ মার্তণ্ড ভার্মা কোলাচেলের যুদ্ধে ডাচদের হারিয়ে দখল করেন দুর্গ। আরও যেতে অতীতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী **পদ্মনাভপুরম।**

থাকারও নানান হোটেল নাগেরকয়েলে—*Baskar L*, Meenakshipuram-629001, S ১০০, D ১৭৫, T ২০০; *Sri Swaminath L*, S ৬০, D ১০০; *H Rajam*, M S Rd, ✆ 24581, DAB ২৭৫, A/c D ৪৫০, স্যুইট ৬০০-৮৫০, ব্যবস্থাপনা ভালই; *Tower View L*, *S M Lodge*, *H Prabhu Bharani GH*, *H Ganga L*, *H Singaar*, *H Blue Star*, *Janakram H*, *H Arunagiri*, *Sree Shelvanas* ছাড়াও নানান।

কোয়েম্বাটুর

জেলাসদর তথা রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম তথা বাণিজ্যিক শহর কোয়েম্বাটুর। প্রতিদিন IAC-র উড়ান ১৪-০৫এ কোয়েম্বাটুর ছেড়ে কালিকট যাচ্ছে ১৪-৩৫এ। ফেরে 1 2 4 6 দিন ৯-২৫, 3 5 7 দিন ৮-০০টায় কালিকট থেকে কোয়েম্বাটুরে। চেন্নাই যাচ্ছে কালিকট থেকে এসে। 1 2 4 6 দিন ১০-৩৫, 3 5 7 দিন ৯-১০এ কোয়েম্বাটুর থেকে। কোয়েম্বাটুর ফেরে চেন্নাই থেকে প্রতিদিন ১২-৩০এ ছেড়ে ১৩-২৫এ সহাসরি। মুম্বাই যাচ্ছে 1 2 3 4 6 7 দিন ১১-১৫য় কোয়েম্বাটুর ছেড়ে ১৩-০৫এ; ফেরে ৮-৪৫এ মুম্বাই থেকে। আর প্রাইভেট বিমান Jet Airways প্রতিদিন কোয়েম্বাটুর-মুম্বাই-আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটুর-মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ, কোয়েম্বাটুর-মুম্বাই-দিল্লী, কোয়েম্বাটুর-মুম্বাই-জয়পুর যাচ্ছে। ফেরেও একইভাবে এরা। Skyline NEPC চেন্নাই, কোচি, দিল্লী যাচ্ছে প্রতিদিন; আমেদাবাদ যাচ্ছে 2 4 6 দিন; 1 3 5 দিন ব্যাঙ্গালোর হয়ে চেন্নাই; 1 2 3 4 5 6 দিন কলকাতা-চেন্নাই-ত্রিচি যাচ্ছে কোয়েম্বাটুর থেকে। East West Airlines'ও নিয়মিত সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই-কোয়েম্বাটুরের মাঝে। দপ্তর বসেছে Trichy Rd-এ; Indian Airlines ✆ 212743 ও Air India ✆ 213933-র Jet Airways ✆ City 212034 Airport 575387; Skyline NEPC, 1678 Trichy Rd, ✆ 217763-এ। চেরন বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে Sulur Airport থেকে ৩০ কিমি দূরের শহরে।

তিরুভাল্লুভার, আন্না, কেরল স্টেট, কর্ণাটক স্টেট, চেরন ট্রান্সপোর্ট ছাড়াও নানান প্রাইভেট বাস মাকড়সার জাল বুনেছে কোয়েম্বাটুরকে কেন্দ্রমণি করে সারা দক্ষিণে। চেন্নাই যাচ্ছে ১১½ ঘণ্টায় দিনে ৭, মাদুরাই যাচ্ছে ৫ ঘণ্টায় দিনে ২৫, ত্রিচি যাচ্ছে ৫½ ঘণ্টায় দিনে ১৫, ব্যাঙ্গালোর ২, মহীশূর ৩ বাস ছাড়াও, পণ্ডিচেরী, তিরুপতি। বাস স্ট্যান্ডও দুই কোয়েম্বাটুরে—কাছাকাছি অবস্থান এদের। TTC-র দূরপাল্লার বাসে রিজার্ভেশন মেলে। আর রেল স্টেশন বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে কোয়েম্বাটুরে। (রেল সার্ভিস উটি অংশে) ট্যুরিস্ট অফিস রেল স্টেশনে। মধ্যমানের হোটেলগুলির অবস্থানও দুই বাস স্ট্যান্ড ও রেলকে ভর করে কোয়েম্বাটুরে। শহরে চলছে রিকশা, অটো, বাস ও ট্যাক্সি।

৫ মিনিটের ব্যবধানে স্টেট ও তিরুভাল্লুভার দুই বাস স্ট্যান্ড থেকেই বাস যাচ্ছে উটি পাহাড়ে। ভোর থেকে মধ্যরাতে ½ ঘণ্টা অন্তর সার্ভিস। দূরত্ব ৯০ কিমি, ঘণ্টা চারেকের পথ। ট্যাক্সিও যাচ্ছে কোয়েম্বাটুর থেকে উটি পাহাড়ে। TTDC ও প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্ট প্যাকেজ ট্যুরে যাচ্ছে শহর দেখাতে।
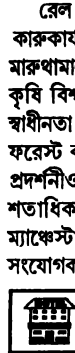
রেল স্টেশন থেকে ৭ কিমি পশ্চিমে *পেরুর* অর্থাৎ সুন্দর কারুকার্যময় শিবমন্দির, ১২ কিমি দূরে পাহাড়ী টিলায় মারুথামালাই মন্দিরে কার্তিক, ৫ কিমি দূরে ১৯৭৩এ গড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শহরের মাঝে স্টেডিয়ামের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ স্মরণে ভি ও সি পার্ক, বিশ্ববন্দিত ফরেস্ট কলেজ, রেসকোর্সের অদূরে জি ডি নাইডু শিল্প প্রদর্শনীও দেখে নেওয়া যায় কোয়েম্বাটুরে। তবুও যেন শতাধিক বয়নশিল্প ও কৃষিভিত্তিক দক্ষিণ ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার কোয়েম্বাটুর ভ্রমণ-মানচিত্রে উটি ও কেরলের সংযোগকারী জংশন রূপে সমধিক খ্যাত।

Coimbatore-641001, STD 0422-এ হোটেল আছে নানান— *H Sree Shakti*, 11/148 Sastri Rd, opp Bus Std, S ১২০, D ১৭৫-২২৫, T ২০০, ব্যবস্থাপনা ভালই; অদূরে *Zakin H*, Sastri Rd, S ৮০, D ১৫০; বাস স্ট্যান্ডের পিছে *Sri Ganapathy L*, Sastri Rd, S ৮০, D ১৫০; *H Samnathdram*, S ১০০, D ১৭৫। রেল স্টেশনের বিপরীতে গলিপথে *H Sivakami*, D ১৫০-২২৫; *H Anand Vihar*, 6 State Bank Rd, SAB ৮৫-১২৫, DAB ১৫০-২২৫; *A P Lodge*, S ১০০, D ১৭৫। রেল স্টেশনের উত্তরে *H Blue Star*, Nehru Rd, S ১৫০, D ২৫০, A/c D ৪৫০; **H Guru*, 996 Raja Street-1, D ১০০-২২৫, T ২০০, A/c D ৪০০; **H Alankar*, 10 Sivaswamy Rd-9, ✆ 235441, S ২২৫, D ২৭৫-৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০-৮০০; *H Hema*, opp Rly Stn, 16 Geeta High Rd, ✆ 210270; *H Vishnupriya*, 14 Kalin Garayan St, Ramnagar; অদূরে *Vijoy L*, D ১৭৫-২২৫; *H Aswini*, 352 Nehru Rd, D ২৭৫-৪২৫; বাস থেকে ৫ মিনিটের পথে *H City Tower*, off Dr Nanjappa Rd, Ramnagar-9, ✆ 230681, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০, ৯০০, স্যুইট ১৫০০; *Heritage Inn*, 38 Sivaswami Rd, Ramnagar-9, ✆ 231451, A/c S ৮৫০, D ১০০০, স্যুইট ১০৫০-১২৫০; *H Seetharam*, Ramnagar, S ২২৫, D ৩২৫, A/c S ৩৫০, D ৪৭৫; *H Murugan*, opp Rly Stn, A/c S ৩০০, D ৪৫০; *H Shona*, Gandhipuram, S ৮০-১২৫, D ১৫০-২২৫; *H Sree Lakshmi*, Cross Cut Rd, Gandhipuram, ✆ 233071, S ২০০, D ৩০০; **Sree Annapurna L*, R S Puram-2, ✆ 447722, R3B3, S ৩২৫, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, Suite ৮০০; **Sri Aarvee H*, Gandhipuram-44, ✆ 433677, R1, S ৩২৫, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৫২৫, ৬৫০, স্যুইট ৭৫০-১০০০; **H Surya International*, 105 Race Course Rd-18, ✆ 217755, R1B1½, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১৫০০; **H Sri Thevvar*, Avanashi Rd-18, R½, B1, S ১৭৫, D ৩০০, A/c S ৩৭৫, D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০; TTDC-র **H Tamilnadu-Coimbatore*, Dr Nanjappa Rd-641018, ✆ 236311, SAB ১৯৫, ২০০, DAB ২৫০, A/c S ৩৫০, D ৪০০, ৫৫০, A/c Suite ৭০০, ডর্মি বেড ৪৫; ছাড়াও সাধারণ হোটেল আছে নানান রেল ও বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে কোয়েম্বাটুরে। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* ও বাস স্ট্যান্ডে *রেস্ট হাউস* কোয়েম্বাটুরে। তেমনই ভেজ মিলে যথেষ্ট খ্যাত Main Rd-এর *Royal Hindu Restaurant*. নন-ভেজ মিলের জন্য

শাস্ত্রী রোডে *জাকিল*, নেহরু রোডে *হোটেল টপ ফর্ম* ও রেল জংশনে *সানরাইজ* ভালই।

অত্যুৎসাহীরা কোয়েম্বাটুরের ৯০ কিমি পুবে তামিল-নাড়ু ও কেরল সীমান্তে পশ্চিমঘাটের সানুদেশে ১৪০০ মি উঁচুতে ৯৫৮ বর্গ কিমি জুড়ে গড়া **আন্নামালাই বন্যজন্তু সংগ্রহালয়ে** হাতি, গৌর, বাঘ, প্যান্থার, কুমির, হরিণ, বন্য ছাগল ছাড়াও নানান জন্তু দেখে নিতে পারেন। নিয়মিত বাস যাচ্ছে। আবার পালঘাট-পোল্লাচি শাখা রেলে পালঘাট থেকে ৫৮কিমি দূরের পোল্লাচি পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে আন্নামালাই। পালঘাট-রামেশ্বরম, পালঘাট-মাদুরাই প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে পোল্লাচি হয়ে। Parambikulam বাঁধে রিসেপশন সেণ্টার বসেছে। থাকারও নানান ব্যবস্থা; Topslip-এ ৬ ঘরের *Forest RH*, অরণ্য অন্দরে *Varagaliar RH, Mount Stuart RH*. মাউন্টে আহার্য মিললেও অন্যত্র নিজ ব্যবস্থায়। সকাল বা সাঁঝে বছরভর চলাও যেতে পারে আন্নামালাই দর্শনে।

তেমনই কোয়েম্বাটুর-ডিন্ডিগুল সড়কে কোয়েম্বাটুর থেকে ১০৫ আর ডিন্ডিগুলের ৫৭ কিমি দূরে হাজার ফুট উঁচুতে পালনী পাহাড়ে ভগবান সুব্রহ্মণ্য মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাস ও রেল সংযোগ রেখেছে ত্রয়ীর। থাকার জন্য সাধারণ *হোটেল, মন্দির কমিটির রেস্ট হাউস, কটেজ ও ধরমশালা* আছে।

উধাগামণ্ডলম/উতকামণ্ড

তামিলনাড়ু কেরল ও কর্ণাটকের সঙ্গে বাস ও ট্রেনপথে নিয়মিত সংযোগ রয়েছে উতকামণ্ড তথা উটির। মাদুরাই ৩১৬, মেট্টুপলাল্যাম ৫১, কন্যাকুমারী ৫৫৭, কোদাই ২৯৬, চেন্নাই ৫৩৫, তিরুপতি ৫৭৭, পণ্ডিচেরী ৪০৪, তিরুভনন্তপুরম ৬৩১, ত্রিচি ২৬১ কিমি থেকেও নিয়মিত বাস আসছে ৯০ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুর হয়ে উটি পাহাড়ে। বাস আসছে কোচি ২৮১, কালিকট ১৭১, পালঘাট, কোজিকোড় ছাড়াও কেরলের নানান শহর থেকে। এছাড়াও বাস আসছে মহীশূর ১৫৯, ব্যাঙ্গালোর ৩০৯, ম্যাঙ্গালোর ৩৪৮ কিমি থেকেও উটিতে। আর উটি থেকে কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে ২০-৩০ মিনিটের ব্যবধানে ৩ ঘণ্টায়, কুন্নুর ১৫ মি অন্তর ১ঘ, কোটাগিরি ১ ঘণ্টা অন্তর দিনভর ১½ ঘ, চেন্নাই যাচ্ছে ২টি বাস, কোদাই ৬-৪০এ ছেড়ে ৯ ঘণ্টায়, পণ্ডিচেরী ২১-০০, ২১-৩০, তিরুপতি ১৮-৩০, কন্যাকুমারী ১৭-৪৫, মাদুরাই ৬-০০, ৮-৩০, ১৮-০০; ত্রিচি ১৬-০০টায়। ৮½ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৮-৪৫, ৯-৩০, ১৯-১৫, ২১-০০টায়; ৫½ ঘণ্টায় মহীশূর যাচ্ছে ৮-০০, ৯-০০, ১১-৩০, ১৩-৩০, ১৫-৩০ ছাড়াও ব্যাঙ্গালোরের বাস; হাসান যাচ্ছে ১১-৩০এ মহীশূর হয়ে। ১৫ ঘণ্টায় তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে ১৩-৪৫এ; আর কালিকট যাচ্ছে ৬½ ঘণ্টায় দিনে ৭টি বাস উটি থেকে। এপথের যাত্রীদের উচিত হবে উটি পাহাড়ে চড়ার পথে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার শোভা দেখতে ডান পাশে আর নামার কালে বামপাশে জানালায় সিট নেওয়া। এছাড়া চারিং ক্রস থেকে নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে কোদাই, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর ছাড়াও দক্ষিণের দিকে দিকে। ভাড়ায় কিছুটা আধিক্য লাগলেও সময়ে সাশ্রয় মেলে, যাত্রাও অনেক আরামদায়ক প্রাইভেট বাসে।

চেন্নাই থেকে ব্রডগেজে ২১-১৫য় 6605 নীলগিরি এক্সে সেন্ট্রাল ছেড়ে পরদিন ২-৩৫এ সালেম, ৩-৫০এ ইরোড, ৬-০০টায় কোয়েম্বাটুর, ৭-২৫এ মেট্টুপলাল্যাম জং পৌঁছে নীল-হলদে ছোট্ট পাহাড়ী ট্রেন ৭-৪৫এ মেট্টুপলাল্যাম ছেড়ে দুপুর ১২-০৫এ উটি যাচ্ছে। উটির দ্বিতীয় ট্রেনটি ৯-১০এ ছেড়ে ১৩-৪০এ উটি যাচ্ছে মেট্টুপলাল্যাম থেকে। সবুজের ইজেল ফুঁড়ে ট্রেন ওঠে পাহাড় বেয়ে— মাদকতা আছে ট্রেন চড়ায়। মরসুমে বিশেষ ট্রেনও চলে পাহাড়ী পথে। নীলগিরি ফেরে ১৫-০০টায় উটি ছেড়ে ৩½ ঘণ্টায় মেট্টুপলাল্যাম পৌঁছে চেন্নাই যাচ্ছে ১৯-২৫এ মেট্টুপলাল্যাম ছেড়ে পরদিন ৫-৫৫য়। দ্বিতীয় ট্রেনটি ১৪-০০টায় উটি ছেড়ে ১৭-২৫এ মেট্টুপলাল্যাম যাচ্ছে। এছাড়াও ট্রেন আসছে চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ৬-১৫য় 2675 কোভাই এক্স, ২০-৩৫এ 6673 চেরান এক্স, ১৫-১০এ 2023 শতাব্দী এক্স, ১২-০০টায় 6627 ওয়েস্ট কোস্ট এক্স ছাড়াও নানান। কোয়েম্বাটুর পৌঁছায় যথাক্রমে ১৩-৪৫, পরদিন ৫-০০, ২২-০০, ২০-৫০এ। সালেম-ইরোড হয়ে ট্রেন যাচ্ছে। দ্রুততম এদের মধ্যে শতাব্দী এক্স। কোয়েম্বাটুর থেকে চেন্নাই ফেরে ১৩-৩০এ কোভাই, ২৩-০৫এ চেরান, বুধ ছাড়া ৭-২৫এ শতাব্দী, ৪-৫৫য় ওয়েস্ট কোস্ট এক্স। বোকারো স্টিল সিটি-আলেপ্পি এক্সও যাচ্ছে চেন্নাই না গিয়ে পেরাম্বুর, কোয়েম্বাটুর হয়ে। ট্রেন আসছে রবি ও শুক্র হাওড়া-তিরুভনন্তপুরম, বৃহস্পতিবার পাটনা-কোচি, সোমবার গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম, বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি-কোচি, বুধ ও রবিবার গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর এক্স হাওড়া ছেড়ে খড়্গপুর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপতনম, চেন্নাই সেন্ট্রাল, সালেম হয়ে ৩৮½ ঘণ্টায় কোয়েম্বাটুরে। চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম মেল, চেন্নাই-কোচি এক্সও যাচ্ছে কোয়েম্বাটুর হয়ে। ট্রেন আসছে রামেশ্বরম-মাদুরাই-কোয়েম্বাটুর এক্স, কন্যাকুমারী-মুম্বাই এক্স, কারলা-ম্যাঙ্গালোর এক্স, রাজকোট-কোচি/তিরুভনন্তপুরম, গান্ধীধাম-নাগেরকয়েল, ত্রিচি-মহীশূর এক্স, সাপ্তাহিক হিমসাগর/নবযুগ এক্স, ম্যাঙ্গালোর-হজরৎ নিজামুদ্দিন এক্স, গোরক্ষপুর/বারাউনি-কোচি রাপ্তিসাগর এক্স, বারাণসী-কোচি এক্স, বিলাসপুর-কোচি এক্স, ত্রিচি-কোচি এক্স, হায়দ্রাবাদ-কোচি এক্স, ইন্দোর-কোচি এক্স, ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী থেকেও উটির যাত্রী নিয়ে কোয়েম্বাটুরে। এমনকি কোয়েম্বাটুর-ব্যাঙ্গালোর ইন্টারসিটি এক্সও চলছে ৭ ঘণ্টায়। ট্রেন যাচ্ছে মাদুরাই ৫½ ঘ, রামেশ্বরম ১২ ঘ, কন্যাকুমারী ১৩½ঘ, মুম্বাই ৩০ ঘ, কোচি ৫ ঘ, তিরুভনন্তপুরম ৯½ ঘণ্টায়। তবুও যেন মাদুরাই থেকে TTC-র দ্রুতগামী বাসে উটি যাওয়ায় সুবিধা। উটির নিকটতম বিমানবন্দর ৯০ কিমি দূরে দক্ষিণ ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার কোয়েম্বাটুরে। কোয়েম্বাটুর থেকে রেল, বাস বা ট্যাক্সিতে চলা যেতে পারে পাহাড়ী শহরে। আধ ঘণ্টা অন্তর বাস, ৩ ঘণ্টার পথ কোয়েম্বাটুর থেকে উটি পাহাড়ের। এছাড়াও বাস যাচ্ছে সারা দক্ষিণে কোয়েম্বাটুর থেকে। পাহাড়ী শহরে চলছে রিকশা, মিটারহীন অটো ও ট্যাক্সি।

রেল ও বাস দুই-এরই অবস্থান পাশাপাশি পাহাড়ী শহর উটিতে। অতীতে শহরও গড়ে উঠেছিল রেসকোর্সকে ঘিরে রেল ও বাসকে ভর করে। তবে, নতুন করে প্রসার পাচ্ছে শহর চারিং ক্রসকে ছাড়িয়ে বটানিকসের দ্বারপ্রান্ত জুড়ে। মরসুম এদের এপ্রিল থেকে জুনের ১৫—বাকি

বছরটা অফ-সীজন। রেটও তাই লাগাম ছাড়া সীজনে। আর অফ-সীজনে রিবেট মেলে উটির হোটেলে। চেক আউট টাইমেও বৈচিত্র্য মেলে—কোথাও সকাল ৯-০০, কোথাও ১২-০০; আবার ২৪ ঘণ্টারও প্রচলন আছে নানান হোটেলে। বাস স্টেশনের সামনে রেস কোর্সের বাঁয়ে ৫ থেকে ১৫ মিনিটের পথে—*Prudhitya L*, opp Rly Stn. S ১২৫, D ২৫০; *Raj L, H Sreekrishna, Prabha L, Raadhiga L, Apsara L*, DAB ২০০-৪২৫; *Blue Star L, Maneek Tourist Home*, Main Bazar, DAB ৩০০-৪২৫; *Vishu L*, DAB ২২৫-৩৫০; *Sabari L*.

বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে UBI-এর *হলিডে হোম* পেরিয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে Fern Hill Rd, Ootacamund-4, STD 0423-এ—নিজাম অব হায়দ্রাবাদের প্রাসাদ ভবনে **The Palace H*, DAB ৮৫০-১২০০, স্যুইট ১৫০০; *H Mount View*, DAB ৬৫০-৮৫০, স্যুইট ১২৫০, **H Dasaprakash*, ✆ 42434, SAB ৪২৫, DAB ৬০০-৮৫০; *H Nilgiri Woodlands*, ✆ 42551, DAB ৪৫০-৮৫০, কটেজ ৬৫০-১২০০; *Welcomgroup*-এর **Fern Hill Imperial-4*, SAB ৬৫০, DAB ৮৫০-১০০০, স্যুইট ১৭৫০; লাগোয়া *Regency Villa*, Fernhill-4, ✆ 42555, D কটেজ ৩৫০-৬০০, ভিলা ৬০০-৮৫০।

বাসের পিছনে লেকমুখী—*Mahesh Tourist L; Reflection GH*, ✆ 43834, D ৩২৫-৪৫০; *H Darshan*, ✆ 43378, DAB ৩০০-৪৫০; *H Lake View*, West Lake Rd-4, ✆ 43904, DAB ৪৫০-৬৫০, স্যুইট ৮০০-১০০০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714.

রেল স্টেশনের বিপরীতে—*H Garden View, H Gaylord*, DAB ৩৫০, TAB ৪০০, FAB ৪৫০; *Little Paradise*, Lake Rd-1, DAB ৩২৫, FAB ৪৫০।

বাস থেকে ১ কিমি দূরের Commercial Rd-1-এ—*Geetha L, Mamal Tourist Home, Savera Inn, Giri L, New Savera L, Primrose Tourist Home*, S ২৫০, D ৩২৫, ডিলাক্স ৩৭৫; *Natheem L, L Central Park, T K Lodge, Sri Annapurna L*, R1B1, SCB ১০০, DCB ১৫০, SAB ২০০, DAB ৩০০।

১½ কিমি দূরের Charring Cross Rd, Ooty-643001-এ পাহাড়চুড়োয় ট্যুরিস্ট অফিসের শিরে—TTDC-র *H Tamilnadu*-Ooty, ✆ (0423)44370, DAB ৪২৫, ৫০০, স্যুইট ৭০০-৯৫০, কটেজ ৮০০; অদূরে TTDC-র *H Tamilnadu*-Ooty II, ✆ 43665, DAB ৩৭৫, ছয় বেডের ঘর ৪৭৫, ডর্মি বেড ৫০, ৫০ অতিরিক্তে TV মেলে ঘরে। *Tamilnadu Co-operative G H*-এও ঘর মেলে যাত্রীর। *H Charring Cross*, Garden Rd, D ৬৫০-৮০০; *Nahar H*, Charring Cross-1, ✆ 42173, DAB ৭৫০, ১১০০, স্যুইট ১২৫০; কল বুকিং: NCS Travels & Tours, 225-F, AJC Bose Rd-20, ✆ 2474727; *H Durga*, Ettins Rd, D ৩০০-৪৫০; কাছেই *H Preethi Palace*, ✆ 42789, DAB ৪৫০-৭৫০; *H Sanjoy*, Charring Cross, ✆ 43160, S ২২৫-৩৫০, D ৩০০-৪৫০; *H Sapphire Paradise*, Ettins Rd, ✆ 43412, S ১৭৫-৩০০, D ৩০০-৪৫০; *H Blue Hills*, Ettins Rd-1এ—*H Nataraj*, SAB ২২৫, DAB ৪০০, স্যুইট ৬০০; *H Nandhi*, DAB ৩০০-৪৫০; *Highland L*, মানে ও দামে নন্দী তুল্য; এদেরই উপরে *H Khems*, ✆ 44188, D ৭৫০, স্যুইট ১০০০।

Club Rd-1-এ—*Taj Group's *H Savoy*, ✆ 44147, R1½B½, S ৬৫-৭৫ D ৯০-১১০ US$; *Savoy Annex*-এ D ৬৫০; *Ratan Tata Officer's Holiday Home*, AP প্রথায় প্রতি জনা ৪৭৫-৬২৫।

আর রয়েছে শহরময়—KSTDC-র *H Mayura Sudarshan*, Fern Hill, ✆ 43828, DAB ৩২৫, ৫০০, স্যুইট ৬৫০, ৮০০; *H Brindavan*, St Marry's Hill, S ১৭৫, D ২২৫-৩৫০, ডিলাক্স ৪২৫, স্যুইট ৫৫০-৮০০; *Snowdown Inn*, Snowdown Rd, D ৩২৫-৪৫০; পাহাড় শিরে সুপার স্টার মিঠুন চক্রবর্তীর **The Monarch*, off Havelock Road, Church Hill-643001, ✆ 44408, D ১২৫০, ১৬৫০, ২০০০, হেলিপ্যাডও হয়েছে মনার্কে। মহীশূরের মহারাজার গ্রীষ্মাবাসে *Fernhill Palace*, Ooty-4, ✆ 43910, D ১০০০-১৫৫০, স্যুইট ২২৫০, কটেজ ৮৫০-১১৫০; *Holiday Inn Gem Park*, Sheddon Rd-1, ✆ 43066, S ২০০০-২৭৫০, D ২৫০০-৩০০০, স্যুইট ৩০০০-৪৫০০; *Sterling Holiday Resort*, Fernhill, ✆ 41672, D ১২৫০, স্যুইট ১৭৫০, চার বেডের ২২৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; **Quality Inn Southern Star*, 22 Havelock Rd-643001, R2, ✆ 43601, S ১১৭৫, D ১২৭৫, স্যুইট ২৫০০; **Willow Hill*, 58/1 Havelock Rd-1, ✆ 42686, D ৬৫০, ৮৫০, স্যুইট ১৭৫০; *Sri Akshya Tourist Home*, Coonoor Rd, D ৪২৫-৬৫০; *H Pleasure Inn*, Coonoor Rd, ✆ 42559, D ৬০০-৮০০; *H Blue Bird*, Coonoor Rd, D ৪৫০-৬০০; *Thamizhagam*, D ৩০০-৪৫০; *Shoram Palace*, DAB ৬০০; *H Sinclairs*, Ooty, Goushola Rd-1, ✆ 44061, S ১২৫০, D ১৫৫০, স্যুইট ২৫০০, কল বুকিং: Sinclairs Hotels & Transporation Ltd, 56-A, Mirza Ghalib St-16, ✆ 292925; *H Weston*, Club Rd, ✆ 43500, D ৭২৫; *H Sabari*, Upper Bazar, D ৩২৫-৪৫০; *H Rathena*, Main Rd, D ২২৫-৩৭৫; *H Elkhill*, DAB ৬০০-৮৫০। আর আছে *YWCA*, Anandagiri, ✆ 42218, D ২৭৫-৪২৫, ডর্মি ৫০, আহার্যও মেলে এদের ক্যান্টিনে; *YMCA, PWD*-র *Connemera Cottage*, ছাড়াও ৪ ঘরের *রেলের রিটায়ারিং রুম* উটিতে। এছাড়াও অতি সাধারণ সাজে S ৬০-১৭৫, D ৮৫-২২৫ টাকায় নানান হোটেল আছে উটিতে। অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য *Manager*-দের লিখুন।

হলিডে হোম-ও গড়েছে *Steel Authority of India Employee's Cooperative Cr Society*, 2 Fairlie Place, Cal-1, ✆ 2211458, 2202371-79 Ext 325, 430 at Bishops Down; *Peerless Officer's GH*, 13-A, Decars Lane, Cal-69, ✆ 2489682 (4-6 PM).

প্রায় প্রতিটি হোটেলে আহার্য মিললেও খাবার হোটেলও আছে নানান উটি পাহাড়ে। *H Sanjoy, Nahar Tourist Home, H Dasaprakash*—আহার্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি এদের। তবুও যেন চারিং ক্রসে *Tandoori Mahal*-এর মোগলাই খানার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। নাহার লাগোয়া *Blue Hill*-এও স্বাদ নেওয়া যেতে পারে আহার্যের। কমার্শিয়াল রোডে ট্যুরিস্ট অফিসের কাছে *H Paradise* বা *Chungwah*-ও যথেষ্ট খ্যাত চীনা ডিশ পরিবেশনে। তেমনই *রেল স্টেশন ক্যান্টিনেও* আমিষ ও নিরামিষ আহার্যের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে উটি অবস্থানে। শহরের পশ্চিমে চীনা ফ্যামিলি পরিচালিত

Shinkow's Chainese Restaurant-টিরও যথেষ্ট সুনাম চীনা মিল পরিবেবায়।

টোডা ভাষায় **উধাগামগুলম** অর্থাৎ *কুটিরের গাঁও*-এ নামান্তরিত হয়েছে ব্রিটিশের উতকামণ্ড। দ্বিমতে টোডা ভাষা *যে মোকো এ মাণ্ড* অর্থাৎ প্রস্তরময় গ্রাম তামিলে *উট্টাকালা এ মাণ্ড*—কালে কালে উটাকালমাণ্ড বা উটকামণ্ড হয়ে থাকবে। আবার গাদা আদিবাসীদের অভিমত, প্রায়ই বৃষ্টি হয় যে গ্রামে অর্থাৎ *হটকামাউণ্ড*-ই উটকামগুলম বা উঠগামগুলম অতি সম্প্রতি উধাগামগুলম হয়ে থাকবে। নীলগিরি অর্থাৎ *নীলাগিরি* বা নীল পাহাড়ে দক্ষিণ ভারতের মনোরম পাহাড়ী শহর। গিরির নীল আর আকাশের নীল মিলেমিশে বাতাসও নীল নীলগিরি পাহাড়ে। পাহাড়ের রানী বলেও খ্যাতি আছে উতকামণ্ডের। আদুরে নাম তার **উটি**। চির বসন্তের দেশ উটি। বেড়াবার মরসুম এপ্রিল থেকে জুন, আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস। তবে, জুলাই-আগস্টের মনসুন এড়িয়ে সারা বছরই পর্যটক সমাগম ঘটে থাকে তামিলনাড়ু-কেরল-কর্ণাটক সীমান্ত লাগোয়া উটি পাহাড়ে। সাধারণ উলেনেই যথেষ্ট মরসুমের দিনগুলিতে উটি ভ্রমণে। গ্রীষ্মে ২২-১০° আর শীতে ১৮-৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। তবে বর্ষায় ০°C-এও তাপমান নেমে থাকে অহরহ।

উটি যেমন পাহাড়ের রানী, তেমনি সুন্দর এর জলবায়ু। ২২৮৫মি উঁচুতে পাহাড়ী শহর হলেও বরফ পড়ে না। চরিত্রেও কেন যেন আর পাঁচটা পাহাড়ী শহর থেকে ভিন্ন। দক্ষিণী প্রভাবও উল্লেখ্য নয় পাঁচমিশেলীর ভিড়ে উটি পাহাড়ে। *Toda, Kota, Kurumba, Irula, Pania* উপজাতিদের বাস পাহাড়ভূমে। ১৬০২এ পর্তুগিজরা আসে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মানসে পাহাড়ী টোডাদের মাঝে। টোডাদের অনীহা, জীবজন্তু ও শীতের তাড়নায় পাহাড় ছাড়ে পর্তুগিজ বিশপ ফেরিরি। সেই থেকে পদধ্বনি শোনা যায় নানান জনের। তবে, ব্যর্থতার ইতিহাসে ভরা সে ধ্বনি। অবশেষে ১৮১৯-এ কোয়েম্বাটুরের ব্রিটিশ কালেকটর জন সুলিভ্যান নীলগিরির পাহাড়ী প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে উটির সৌন্দর্যে মোহিত হন। পায়ে হাঁটা পথও গড়ে ব্রিটিশ ১৮২১-এ সিরুমুগাই অর্থাৎ মেট্টুপলাল্যাম থেকে কোটাগিরির। আর উতকামণ্ডের প্রথম উল্লেখ মেলে ১৮২১-এ চেন্নাই গেজেটে *Wotokymund* নামে। পথও এগিয়ে আসে কোটাগিরি থেকে উতকামণ্ডে। আদল মেলে *হোমল্যান্ডের* / স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর আকর্ষণে *স্টোন হাউস* বাড়িটিও গড়েন স্যুলিভ্যান ১৮২২-এ। কালে কালে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর উপনিবেশ গড়ে ওঠে উতকামণ্ড পাহাড়ে। ১৮২৬-এ গভর্নরও এলেন চেন্নাই থেকে পাহাড় পর্যবেক্ষণে। রূপ পায় স্যানাটোরিয়ামে উটি পাহাড়। প্রথম দোকানও গড়ে ওঠে মুম্বাই থেকে আসা পার্শির। স্কুলও গড়ে ১৮৩২-এ চার্চ মিশনারী সোসাইটি, আর হোটেল ১৮৩১-এ; প্রথম কফি এস্টেট ১৮৩৭-এ। অবশেষে ১৮৬৯-এ মাদ্রাজ রেসিডেন্সির গ্রীষ্মাবাসও বসে উটিতে। সাহেবিয়ানাও তাই সারা শহরময়।

চা ও কফিতে ভরা, ইউক্যালিপটাসে ছাওয়া ছোট্ট নির্জন পাহাড়ী শহর **রেসকোর্সকে** ঘিরে রূপ পেয়েছে। লাল টালির কটেজধর্মী বাড়িঘর, ফুল ও ফলেরাও আকর্ষণ বাড়িয়েছে উটি শহরের। শহরও গড়ে উঠেছে মূলত দুই ভাগে। বাস ও রেল স্টেশন দুইয়েরই অবস্থান কৃত্রিম লেককে ভর করে শহরের প্রাণকেন্দ্র রেসকোর্সের পশ্চিমে। ঘোড়া ছুটছে রেস ট্রাক ধরে মনসুনে। আর ২ কিমি দূরে চারিং ক্রস অর্থাৎ পর্যটকদের উটি বোটানিক্যালের আশেপাশে। দোকানপাট, হোটেল, রেস্তোরাঁর সমারোহও বেশি চারিং ক্রসে। ট্যুরিস্ট অফিসটিও চারিং ক্রসে নাহার ট্যুরিস্ট হোমের বিপরীতে কমার্সিয়াল রোডে। তেমনই বাজারের শিরে সুলিভ্যানের প্রথম কুঠি *স্টোন হাউসে* আজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাস। উটির নবতম আকর্ষণ মে মাসের চিত্তাকর্ষক সামার ফেস্টিভ্যাল। বাস, অটো ও ট্যাক্সি সংযোগ গড়েছে শহরের।

২ কিমি দূরে ২২৫০ মি উঁচুতে ১৮৪৭এ তৈরি **বোটানিক্যাল গার্ডেনটিও** কম আকর্ষণীয় নয় উটির। নীলগিরি থেকে আনা চেনা-অচেনা নানান ফুল আর গাছের সমারোহ ঘটেছে। ৩৫ রকমের ইউক্যালিপটাস, শতাধিকধর্মী গোলাপ ছাড়াও ৬৫০ রকমের গাছ-গাছালি রয়েছে ৫১ একরের বোটানিক্যালে। প্রতি মে মাসে ফুলের প্রদর্শনী বসে। পর্যটকদের এও এক উপরি দর্শন। বিশ মিলিয়ন বছরের বৃদ্ধ ফসিল গাছটিও পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ। লাগোয়া রাজভবন। দর্শনী লাগে গার্ডেনে।

বোটানিক্যালের মাথার উপর *Othakkalmanthu* গ্রাম। উতকামণ্ড নামেরও উদ্ভব এই One Stone Village থেকে। অবলুপ্তপ্রায় হাজার তিনেক টোডা সম্প্রদায়ের বাস। তবে, কবে কোথা থেকে উদ্ভব এই টোডা উপজাতির সে-কথা আজও অজানা। *ইগলু (Igloo)* অর্থাৎ এসকিমোদের মতো বাড়িঘর, সহজ-সরল-সাধারণ এদের জীবনধারা, *Boa* অর্থাৎ মন্দিরও এদের খড়-পাতায় ছাওয়া গম্বুজাকৃতির। মহিষ পূজা করে টোডারা। একই নারীর একাধিক স্বামী আজও দৃশ্যমান এদের সমাজে। পর্যটকদের কাছে এরও আকর্ষণ কম নয়।

বাস ও রেলের ১ কিমি পিছে যাত্রী বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে **উটি লেক**। Video games বসেছে, টয়ট্রেন চলছে লেকের পাড় ধরে; ঘোড়াও ছুটছে যাত্রী নিয়ে। ডিম্বাকৃতি ৩ বর্গ কিমি লেকের জলে রোয়িং ও বোটিং-এর আনন্দও ভুলবার নয়। TTDC-র বোট হাউস ৮—১৮-০০টায় খোলা। কৃষিকে জল দিতে এটিও সুলিভ্যানের তৈরি ১৮২৪এ। বাস স্ট্যান্ড আর লেকের মাঝে **চিলড্রেনস পার্কের** মিউজিক্যাল লাইটও আর এক দ্রষ্টব্য। বাসের ডাইনে অ্যাকোয়ারিয়াম ও মিউজিয়ম বসেছে। আন্না ইনডোর স্টেডিয়ামও হয়েছে নানানধর্মী খেলার ব্যবস্থা নিয়ে উটি পাহাড়ে। আর আছে ক্লাব রোডের ডাইনে গথিক-

শৈলীতে ক্যাসেলধর্মী সেন্ট স্টিফেন চার্চ ; লাগোয়া সমাধিভূমি, অদূরে উটি ক্লাব, নীলগিরি লাইব্রেরি। উচিত হবে চলতে-ফিরতে এগুলিও দেখে নেওয়া। তবুও যেন পর্যটকদের শহর Charring Cross-কে ঘিরে উটি পাহাড়ে। কেনাকাটার জন্য কোঅপারেটিভ সুপার মার্কেট, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, চেরালাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স রয়েছে উটিতে। একান্তই উচিত হবে যাত্রীদের ইউক্যালিপটাসের তেল সঙ্গী করা উটি থেকে। তেমনই মেলে চা, এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি উটির দোকানপাটে। তবুও যেন অল্পেতেই ফুরিয়ে যায় উটি পাহাড়।

কনডাকটেড ট্যুর : Hotel Tamilnadu থেকে TTDC ৬৫ টাকায় বোট হাউস, ডোডাবেটা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, মুধুমালাই ; আর দ্বিতীয় ট্যুরে ভ্যালি ভিউ, সীমস পার্ক, ল্যাম্বস রক, ডলফিনস নোজ, কোটাগিরি, কোডাণ্ডা ভিউ পয়েন্ট বেড়িয়ে আনে। আর *Naveen Tours Travels*, Nahar Shopping Complex, Charring Cross, ✆ 43747; *King Travels*, Nahar Tourist Home, Charring Cross, ✆ 43137—এদেরও দু'টি পৃথক ট্যুরে উটি দর্শনের ব্যবস্থা আছে। তবে, প্যাকেজ ট্যুরে মুধুমালাই দর্শনে আশাহত হন যাত্রী। উচিত হবে Range Officer, Wildlife Warden, Coonoor Rd, APT Mahalingam Building, ✆ 43114 থেকে ঘর বুক করে মুধুমালাই চলা।

এছাড়া মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যেতে পারে ১০ কিমি দূরে দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শিখর **ডোডাবেটা** (Doddabetta) ২৬২৩ মি ও Pykara জলপ্রপাত এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বেড়িয়ে। পশ্চিম ও পূর্বঘাটের সঙ্গমে ডোডাবেটা চুড়ো থেকে কুন্নুর, মেট্টুপলাল্যাম, কোয়েম্বাটুরও দৃশ্যমান। এমনকি, নির্মেঘ দিনে মহীশূরও দেখতে মেলে। টেলিস্কোপও বসেছে ডোডাবেটায়। বাস স্ট্যান্ড থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে ডোডাবেটায়। বোটানিক্যাল হয়ে পথ গিয়েছে। তাই উচিত হবে ১০-০০টার বাসে ডোডাবেটায় গিয়ে ফিরতি পথে বোটানিকস দেখে পায়ে পায়ে শহর বেড়িয়ে হোটেলে পৌঁছে যাওয়া। বিকালে চলুন লেক বিহারে অটোয় বা পায়ে হেঁটে। ১৭ কিমি দূরে গ্লেন মর্গানের প্রশস্তি তার প্রাকৃতিক শোভার জন্য। টোডাদের বাস। তেমনই ৪ কিমি দূরে সিংগারাতে পাওয়ার হাউসটিও দেখে নেওয়া যায় Electricity Board-এর অনুমতিতে। উটি-মহীশূর সড়কে পাইকারায় বাঁধ পড়েছে—জলাধার হয়েছে। চা-বাগিচার খাদ বেয়ে গহন বনের মাঝ দিয়ে পথ গিয়েছে ২৩ কিমি দূরের **পাইকারায়**। চলার পথে বাঘ, প্যান্থার, হরিণ ও অন্যান্য অরণ্যচরদেরও দেখা মেলা অস্বাভাবিক নয়। পথশোভার তুলনা হয় না। পথে পড়ে অ্যাভ্যালানশ

নদী। নামটি এসেছে ১৮২৩-এ পাহাড় বেয়ে নামা তুষারস্তূপ অর্থাৎ অ্যাভ্যালানশ থেকে। এপথে আরও ২০ কিমি যেতে প্রকৃতি-পূজারীদের স্বর্গ আপার ভবানী। শিসপাড়া-বাঙ্গী-থাপ্পাল হয়ে ট্রেক করে সাইলেন্ট ভ্যালী চলা যেতে পারে আপার ভবানী থেকে।

আর আছে Mukurti Peaks, Wenlock Downs, Kalhatti Waterfalls, Frog Hill, Cairn Hill, Snowdown and Elk Hill উটি পাহাড়ে।

কুন্নুর

উটি-মেট্টুপলাল্যাম রেলপথে উটি থেকে ১৭ আর মেট্টুপলাল্যাম থেকে ৩৪ কিমি দূরে কুন্নুর পাহাড়ী শহর। উটি থেকে ৯-৩০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৮-০০টায় ন্যারোগেজের খেলনা রেলে বা বাসে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায়। রেল ফেরে ১০-৪০, ১৫-০৫, ১৬-০৫, ১৯-১০এ কুন্নুর থেকে। আর বাস যাচ্ছে ১৫ মিনিট অন্তর। ১ ঘণ্টার পথ। উটি থেকে ৫-৩০এ প্রথম ছেড়ে ২১-১৫য় শেষ বাসটি কুন্নুর ছেড়ে উটি ফেরে। পথশোভা মনোহর। সীমস পার্ক হয়েও যাচ্ছে কোনো কোনো বাস কুন্নুরে।

পাখির কাকলি, ঝরনার কলতান, নীল কুয়াশায় মোড়া ১৮৫৮মি উঁচুতে মোহময়ী কুন্নুর। চা-বাগিচায় ঘেরা শান্ত-স্নিগ্ধ শহর। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, উটির থেকেও নাতিশীতোষ্ণ। আপার ও লোয়ার দুই ভাগে শহর। আপার কুন্নুরে পাহাড়ী ঢালে ১৮৭৪-এর প্লেজার গ্রাউন্ড সীমস পার্কে নানান বৃক্ষের সমারোহ। গোলাপের সংগ্রহ উল্লেখ্য। পার্কের মুখ্য স্থপতি জে ডি সীমসের নামে নাম। এরই নিচুতে রেসকোর্স; পার্কের বিপরীতে ১৯০৭-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউট; কুন্নুর-মেট্টুপলাল্যাম-উটি পথে ১৯০০ মি উঁচুতে ১৬ একর জমি জুড়ে ১৯২০-র ফল-বাগিচা তথা কৃষি গবেষণা কেন্দ্র; ৯ কিমি দূরে ল্যাম্বস রক; ১০ কিমি দূরে লেডী ক্যানিংস সিট থেকে চা ও কফি উপত্যকার দৃশ্য; ১২ কিমি দূরে ডলফিনস নোজ থেকেও সমতলের সুন্দর শোভা দেখে নেওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে লস, ক্যাথেরিন ছাড়াও বেশ কয়েকটি জলপ্রপাত কুন্নুরে। উটির পথে ৫ কিমি দূরের ওয়েলিংটন অর্থাৎ ১৮৫২-য় গড়া ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টে চেন্নাই রেজিমেন্টের মূল দপ্তর ও কেট্টি উপত্যকার সৌন্দর্যও মুগ্ধ করে কুন্নুর পর্যটকদের—থরে থরে পাহাড়, ঢালে তার চা ও কফি বাগিচা; দূরে আরও দূরে কোয়েম্বাটুর ও মহীশূর অধিত্যকা। তবে, কেট্টির নীডল ইনডাসট্রি দেখতে অনুমতি লাগে জেনারেল ম্যানেজারের।

Hampton Manor H, Church Rd, ✆ 20084, S ৪৭৫ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; **Taj Garden Retreat*, Church Rd-1, ✆ 20021, S ৬৫ D ১০৫ US$, অবু: কলকাতা ✆ 2483939, Chennai ✆ 8274849, Mumbai ✆ 2022524, Delhi ✆ 3322333; **Monarch Ritz H*, Orange Grove Rd-1, ✆ 20084, S ৬৫০ D ১০০০ স্যুইট ২২৫০; *Blue Hills*, S ২২৫ D ৩০০; *Sree Lakshmi Tourist Home*, S ১২৫ D ২২৫; *Vivek Tourist Home*, S ১৫০ D ২২৫; *Modern L*, S ১২৫ D ২২৫; *New Tourist L*, Bus Stand-2, DCB ১৫০; *Mysore L*, *Highway T B*; *YWCA* ছাড়াও হোটেল আছে নানান কুন্নুরে। আর আছে TTDC-র *H Tamilnadu-Coonoor*, Gandhi Nagar, The Nilgiris- 643102, ✆ (04264) 22813, DAB ৩৫০ ছয় বেডের ঘর ৩০০ কুন্নুরে। অফ সিজন রিবেটও মেলে কুন্নুরের হোটেলে। মেট্টুপলাল্যামেও *Bhavath Bhavanum H* ও *রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে।

কোটাগিরি

১৯৮২ মি উঁচু প্রাচীনতম পাহাড়ী শহর কোটাগিরিরও পথ গিয়েছে ১৯ কিমি দূরের কুন্নুর থেকে। আর উটির দূরত্ব ২৯ কিমি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে, $১\frac{১}{২}$ ঘণ্টার পথ। নীলগিরি রেঞ্জে চা বাগিচার মাঝে ১৮১৯এ ব্রিটিশের গড়া প্রথম বাড়ি থেকে পাহাড়ী শহরের জন্ম। কোটাগিরিরও প্রশস্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। তবুও যেন কোডানাদ ভিউ পয়েন্ট ২০ কিমি, সেন্ট ক্যাথারিন জলপ্রপাত ৮ কিমি, এলকে ফলস ৮ কিমি, রঙ্গস্বামী পিলার ও পিক উল্লেখ্য। কোটাগিরিও নামান্তরিত হয়ে *Kota Keri* অর্থাৎ *কোটাদের পথ* হয়েছে।

থাকার জন্য—*PWD R H, Demham Boarding House, Ram Vihar H, Modern Cafe, Queen Hill Christian GH, Highway Tourist Bungalow*, Kotagiri–643217 ও TTDC-র *H Tamilnadu-Kothagiri*, ডর্মি বেড ২০ আছে।

মুধুমালাই বন্যজন্তু সংগ্রহালয়

উটি-মহীশূর জাতীয় সড়কে ৯০০-১১৪০ মি উঁচুতে ৩২৪ বর্গ কিমি জুড়ে এই বন্যজন্তু সংগ্রহালয়। ময়ার নদী সীমারেখা টেনেছে কর্ণাটকের বন্দীপুরের সাথে। কেরল রাজ্যেও প্রসার পেয়েছে এই সংরক্ষিত বন—নাম তার উইনাদ (Wynad)। জাতীয় সড়কে ১১ কিমি যেতে গুডালুর থেকে ত্রিমুখী পথ গিয়েছে—কর্ণাটকের মহীশূর ৮৮, কেরলের নিলাম্বুর ১১১, উটি ৫১ কিমি। এপথে আরও যেতে জাতীয় সড়কেই বসেছে মুধুমালাই-এর প্রবেশতোরণ তথা রিসেপশন সেন্টার টেপ্পাকাড়ুতে। উটি থেকে দূরত্ব ৭৩; বন্দীপুর ১৪, আর মহীশূর থেকে ৯৭ কিমি। বাসও যাচ্ছে ৭-৩০, ১১-০০, ১৫-৩০, ১৬-৩০এ উটি থেকে মুধুমালাই। $২\frac{১}{২}$ ঘণ্টার পথ। কনডাকটেড ট্যুরেও বাস যাচ্ছে মুধুমালাই দেখাতে উটি থেকে। উটি থেকে হাসান, মহীশূর ও ব্যাঙ্গালোরের বাসও যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে টেপ্পাকাড়ু হয়ে। মুধুমালাই থেকে ঘণ্টা আড়াইয়ে বাস যাচ্ছে মহীশূরেও।

উটি-মহীশূর সড়কের মাঝ দূরত্বে অরণ্যময় নীলগিরির পাহাড়ী ঢালে হাতিরা চলেছে দলে দলে ; আর চলে গৌর (বাইসন), শম্বর, চিতল (স্পটেড ডিয়ার), বার্কিং ডিয়ার,

মাউস ডিয়ার, প্যান্থার, ভালুক, বন্য শুয়োর, বন্য কুকুর, হায়না, শজারু, ছাড়াও নানান। বাঘ, চিতাবাঘেরও বাস শাল, সেগুন, চন্দন, আবলুস, ইউক্যালিপটাস ও দেবদারুর অরণ্যভূমে। গ্রে ও ব্রাউন রং-এর বানরের সাথে নানান প্রজাতির পাখিরও বাসভূমি এই অভয়ারণ্য। চিত্র-বিচিত্র বহুবর্ণের প্রজাপতি, নানানধর্মী পেঁচারও দর্শন মেলে মুধুমালাই-এ। জলসা বসে রাতভর—কখনও একক কখনও কোরাস গানের। পাইথন, কোবরা, র‍্যাট স্নেক ছাড়াও নানান ধরনের সর্পকুলও রয়েছে মুধুমালাই-এ। ময়ার নদীর জলপ্রপাত, হাতিশালাও আনন্দ বর্ধন করে পর্যটকদের। কুমিরও আছে ময়ারের জলে। গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে। মরসুম: ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস। আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেও পর্যটক আসছেন বন্যজন্তু দেখতে মধুমালাই-এ। সকাল ৬—৮-০০ ও ১৬—১৮-০০টায় জন্তু দেখার মাহেন্দ্রক্ষণ। টেপ্পাকাড়ুতে বন দপ্তরের রিসেপশন সেন্টার থেকে ৬-০০, ৮-০০ ও ১৬-০০টায় হাতির পিঠে বন্যজন্তু দেখাবার ব্যবস্থাও আছে। ৪/৫ কিমির বনবিহারে ৪ যাত্রীর হাতিতে প্রতিজনা ৪০, ক্যামেরারও চার্জ লাগে। আর যাচ্ছে জিপ ও মিনিবাস ৬-টা, ১৬-টা ও ১৭-০০টায় বনবিহারে। টিকিট ৪০ করে প্রতিজনা। নিজস্ব গাড়িতেও চলা যেতে পারে টোলের বিনিময়ে বনবিহারে। মে থেকে সেপ্টেম্বরের গ্রীষ্ম আর অক্টোবর ও নভেম্বরের বর্ষা এড়িয়ে চলাও যায় বছরভর মুধুমালাই-এ। বন্ধও থাকে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বনবিহার তথা দর্শন। তাপমান গ্রীষ্মে ৩২° আর শীতে ১৭° সেন্টিগ্রেডে ওঠা-নামা করে।

বাসযাত্রীদের উচিত হবে উটি-মহীশূর জাতীয় সড়কে টেপ্পাকাড়ুতে অবস্থান করা। বনদপ্তরের রিসেপশন সেন্টার বসেছে টেপ্পাকাড়ুতে। থাকার ব্যবস্থা মেলে *Reception Centre*-এ ডর্মি প্রথায় ৪ বেডের ২টি ঘরে; অদূরে থাকার পক্ষে মনোরম *Sylvan L* ডাবল বেডের ঘর, ডর্মি বেড মেলে; TTDC-র *H Tamilnadu-Mudumalai*, WLS, Theppakadu-643267, চার বেডের ঘর ২২০, ৩৫০, ডর্মি বেড ৪৫ করে, দিনের বিশ্রাম (১০—১৮-০০টায়) ২৫ হারে; টেপ্পাকাড়ু থেকে উটিমুখী ৫ কিমি দূরে অর্ধবৃত্তাকার বাসপথ থেকে ২০০ মি দূরে পাহাড়ের কোলে *Abhayaranyam R H* লাগোয়া *Abhayaranyam Annexe Tourist L*; উইক ডেজে রিবেট মেলে। স্বল্প দূরে *Range Office*-এও ডর্মি বেড মেলে। ৩ কিমি দক্ষিণে *Kargudi R H* এও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। আর আহার্য মেলে *Sylvan L* ও *Youth Hostel*-এ।

Theppakadu থেকে ৮ কিমি পুবে Masinagudi গ্রামে প্রাইভেট মালিকানায় *Mountain L*-এ কটেজ ৪৫০, ডর্মি প্রথায় *Log Cabin* ও মেলে এদের। আহার্যও মেলে লজে; অবু: Safari Travels, opp Union Church, Ooty. আর আছে পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে *Travellers Bungalow* ; *Bamboo Banks Farm GH*, Masinagudi-643223, ✆ (0423) 56222, AP-S ১২৫০, D ২২৫০, গাড়িহীন যাত্রীদের রেস্ট হাউসে যাতায়াতে অসুবিধা; *Blue Valley Resorts*, ✆ 56244, A/c S ৮৫০, D ৯৫০, ১২০০, এদের চেন্নাই বুকিং: ✆4997285 ; *Masinagudi R H* আর *Log House*-ও আছে, তাঁবুও মেলে লগ হাউসে।

আর আছে Masinagudi থেকে ৮ কিমি পুবে *Chital Walk L*, D ৩৫০, ডর্মি বেড ৫০। জানোয়ার দেখার পক্ষে *Chital* অনন্য। আহার্যও মেলে চিতলে। Sighur Ghat-Ooty বাস পথের Valaitotam নেমে চলা যেতে পারে চিতলে। আবার মাসিনাগুডি থেকেও বাস মেলে ভালাইটোটামের। অবস্থান ও বনযানের অগ্রিম বুকিং-এর জন্য—D F O, Coonoor Road, Ooty, বা Reception Range Officer, Wildlife Warden Office, Coonoor Rd, Ooty বা State Wildlife Warden, Forest Department, Chennai-কে লিখুন।

মুধুমালাই ফরেস্ট লাগোয়া উপত্যকা মাসিনাগুডিতে নবতম সৃষ্টি সুপার স্টার মিঠুন চক্রবর্তীর পিরামিডধর্মী ১৪ ঘরের জঙ্গল রিসর্ট তথা *Monarch Safari Park*, Bokka Puram, Masinagudi-643223, ✆ 56343, D ৮০০-১৫০০; আহার্যও মেলে সাতভাই চম্পার কেন্দ্রমণি পারুলবোন *মাচান রেস্তোরাঁয়*। আর আছে একই মালিকানাধীন *H Monarch*, D ১২০০-২৬০০ ও *Monarch Country Club and Resort*, D ১১০০-১৭০০; কলকাতা বুকিং: Expression, ✆ 4754502.

নীলগিরি পাহাড়ে কেরল ও মহীশূর সীমান্তে ১০০০ মি উঁচুতে মুধুমালাই-এর অংশে ৩২১ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ড জয়ললিতা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি আবার নামান্তরিত হয়ে মুধুমালাই-এর সঙ্গে মিশে গিয়ে মুধুমালাই বন্যজন্তু সংগ্রহালয় হয়েছে। উটি থেকে কালাহাট্টি হয়ে ৩৮ আর মহীশূর থেকে দূরত্ব ৯১ কিমি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে টেপ্পাকাড়ু ও কারগুডিতে।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণার্থীদের কন্যাকুমারিকা থেকে কেরলের তিরুভনন্তপুরম যাওয়া সুবিধার। তিরুভনন্তপুরম থেকে শুরু করে কেরল ভ্রমণ সাঙ্গ করে পালঘাট হয়ে উটি চলুন। রেল ও বাস নিয়মিত সংযোগ রেখেছে কোয়েম্বাটুর হয়ে। ৮-০০, ৯-০০, ১৩-১৫ ও ১৪-০০টায় যাচ্ছে উটির বাস পালঘাট থেকে। ঘন্টা পাঁচেকের বাসপথ। অসময়ের যাত্রীদের জন্য **H Indraprastha*, ✆ (0491) 534647, D ৪৫০, A/c ৬৫০; **Walayar Motel*, ✆ 66101, D ৩০০, A/c ৪৫০, ছাড়াও নানান হোটেল আছে পালঘাটে। উটি থেকে মহীশূরের রেল গিয়েছে ঘুরপথে। তাই উটি থেকে বাসে মহীশূর যাওয়াই সুবিধার। অর্থ ও সময় দুয়েতেই সাশ্রয় মেলে। সার্কুলার রেলযাত্রীদেরও এই সুযোগ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। বাসও যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে মুধুমালাই ও বন্দীপুর বন্যজন্তু সংগ্রহালয়ের উপর দিয়ে। চলার পথে বাসে বসেই অরণ্যচারীদের দেখে ফেলাও অস্বাভাবিক নয়। দুলকি চালে বন্যহাতির যূথ চলেছে পথ জুড়ে। আতঙ্ক পেয়ে বসলেও রোমাঞ্চ আছে এপথে। এছাড়া উটি থেকে ৮ কিমি এগুতেই INDU Film কারখানাটিও দেখে চলা যেতে পারে বাসে বসেই। ৮-০০, ৯-০০, ১১-৩০, ১৩-৩০ ও ১৫-৩০-এ যাচ্ছে মহীশূরের বাস। সময় নেয় ৫½ ঘন্টা। ব্যাঙ্গালোরেরও বাস মেলে উটি থেকে সকাল ৬-৩০, ১০-৩০ ১২-৩০, ১৯-০০ ও ২০-০০টায়। ব্যাঙ্গালোর পৌঁছায় ৯ ঘন্টায়। হাসান যাচ্ছে মহীশূর হয়ে ১১-৩০এ উটি থেকে বাস।

পণ্ডিচেরী

স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর প্রতীক পণ্ডিচেরী—সারা বিশ্বে আজ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্য খ্যাত। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙালি দেশপ্রেমিক আধ্যাত্মিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের হাতে এর গোড়াপত্তন। তবে, তারও আগের কথা—ফেব্রুয়ারি ৪, ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে জিঞ্জির রাজা সেদিনের অখ্যাত পণ্ডিচেরী গ্রামকে বিক্রি করলেন M Francois Martin-এর কাছে। সূত্রপাত হল ফরাসি উপনিবেশের। আর ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি স্থপতি ফ্রান্সিস মার্টিন-এর হাতে গড়ে ওঠে শহর—অর্থাৎ *Pudu cherry*. তামিল ভাষায় *pudu* মানে নতুন আর *cherry* হল শহর। কালে কালে পণ্ডিচেরী। সংঘাতও চলতে থাকে দখল নিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসিতে। অবশেষে ১৮১৫য় কায়েম হয় ফরাসি শাসন পণ্ডিচেরীতে। শোনা যায়, তারও আগে পণ্ডিচেরীর নাম ছিল *ভেদাপুরী*—অর্থাৎ জ্ঞানের শহর। দ্বিমতে, দেবতা ভেদাপুরীশ্বরা থেকে নাম। ঋষি অগস্ত্যও আশ্রম গড়েছিলেন, যজ্ঞ করেছিলেন; আর অতীতের সেই যজ্ঞ-বেদিতেই রূপ পেয়েছে নাকি বিংশ শতাব্দীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দর সমাধি।

উত্তর থেকে দক্ষিণবাহী খালকে সীমান্ত করে সমুদ্রপাড়ে গড়ে ওঠে ফরাসি উপনিবেশ—*Ville Blanche* অর্থাৎ সাদা শহর, আর খালের পশ্চিমপাড়ে স্থানীয়দের *Ville Noire* মানে কালা শহর। সাদা শহরেই বসেছে আজ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। ফরাসিদের পণ্ডিচেরী ত্যাগের সাথে সাথে ফরাসি সংস্কৃতিও লোপ পেয়েছে। তবে, কোনো কোনো পথঘাটের ফরাসি নাম রয়ে গেছে আজও। তেমনই চোখে পড়ে সাদা পোশাকের সঙ্গে টকটকে লাল *কে পি* (টুপি) ও বেল্ট পরিহিত ট্রাফিক পুলিস শহরের পথেঘাটে। ইংরেজিরও চলন আছে দোকানপাটের সাইনবোর্ডে তামিলের পাশে-পাশে।

১৬৯৩তে ডাচরা দখল করে পণ্ডিচেরী। তবে, ১৬৯৯এ Ryswick-এর সন্ধি সূত্রে ফিরে আসে আবার ফরাসিদের হাতে পণ্ডিচেরী। আর সেই থেকে ভারতে অধিকৃত ফরাসি সাম্রাজ্যের সদর দপ্তর বসে পূবে বঙ্গোপসাগর বাকি ৩ দিক তামিলনাড়ুর আর্কট জেলায় পরিবেষ্টিত ডিম্বাকার পণ্ডিচেরীতে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর ফরাসি অধিকৃত *Pondicherry, Karaikal, Mahe, Yanam* ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এরা। তামিলনাড়ুর তাঞ্জোর লাগোয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে করাইকল—অতীতে তাঞ্জোর জেলারই অংশ ছিল। ১৭৩৮এ ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে আসে। আয়তনে ১৬০ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ১১৯৯৭৮। ১৭৪০এ তৈরি ক্যাথলিক চার্চ Our Lady of Angels ১৮২৮এ সংস্কার হয়ে আজও অতীত রোমন্থন করায়। পর্যটনে উল্লেখ্য না হলেও হিন্দু মন্দির শিব ও দেবী আম্মেইয়ার মন্দির আছে। ১ কিমি দূরে সাগরবেলা আর শহরের Bharathiar Rd-এ হোটেল *City Plaza, Government Tourist Motel, Nala, Annapurna* আছে। বাস আসছে কুম্ভকোণাম থেকে করাইকল-এ। আর ইয়ানামের অবস্থান ছিল অন্ধ্রের পূর্ব গোদাবরী জেলায়। দখল যায় ফরাসিদের হাতে ১৭৩১-এ। ৩০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ইয়ানামের জনসংখ্যা ১১৬২৭। আর পশ্চিম উপকূলে কালিকটের উত্তরে কেরল ভূখণ্ডে ঘেরা নারকেল বীথিকায় ছাওয়া পাহাড়ী মাহে। আয়তন ৯ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ২৮৪০১। জলবায়ু ও প্রকৃতিতে কেরলের প্রতিচ্ছবি মেলে। ফরাসি দখলে আসে ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে। তবে, পর্যটকদের কাছে পণ্ডিচেরী বলতে পুডুচেরীকেই বোঝায়।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম: রেল ও বাস দুই-ই থেকে ২ কিমিরও কম দূরত্বে পণ্ডিচেরীর আজকের মূল আকর্ষণ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। ১৫ই আগস্ট ১৮৭২এ কলকাতায় জন্ম—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৮৯০এ ইংল্যান্ডে গেলেন উচ্চ-শিক্ষার্থে। কেম্ব্রিজ থেকে ICS হয়ে ১৮৯৩-এ ভারতে ফেরেন বরোদা স্টেটের চাকরি নিয়ে। ১৯০৬এ বরোদা থেকে বাংলায় এসে স্বদেশী আন্দোলনে সঁপে দেন নিজেকে। বারবার ৩বার কারারুদ্ধ হয়ে অবশেষে, ১৯০৯এ আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন সেদিনের ব্রিটিশ জেল থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে। কারাগারে অবস্থানকালেই পরিবর্তন আসে শ্রীঅরবিন্দর। রাজনীতি থেকে আধ্যাত্মিকতার খোঁজে ছুটে গেলেন তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে ফরাসির পণ্ডিচেরী। গড়ে তোলেন অধ্যাত্ম ও যোগশিক্ষা কেন্দ্র। পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ। আশ্রমও গড়েন ১৯২৬-এ। দেশ-বিদেশ থেকে আসতে শুরু করেন আশ্রমিকরা শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্রমণি করে। প্রথম পণ্ডিচেরী আগমন ১৯১৪য় ঘটলেও ১৯২০-র ২৪শে এপ্রিল আশ্রমিক হয়ে আগমন ঘটেছে মিসেস Mirra Alfassa-র। পূর্ণ সিদ্ধিলাভের পর যৌগিক সাধনায় মগ্ন হতে দায়িত্বও পড়ে আশ্রমের ফ্রান্স থেকে আসা মীরা অর্থাৎ মাদার বা শ্রীমায়ের উপর।

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম সাধনার মাঝ দিয়ে নিখিল মানবজাতি তথা স্বয়ম্ভরতা গড়ে তোলাই আশ্রমের উদ্দেশ্য। তেমনই সুস্থ, সবল, সতেজ, সুঠাম দেহে রূপশ্রী ফুটিয়ে তোলার মূলমন্ত্র যোগ—সেই যোগ সাধনা নিয়েও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রতি বছর জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক যোগ

উৎসবও অনুষ্ঠিত হচ্ছে পণ্ডিচেরীতে। নারী-পুরুষ মিলিয়ে হাজার দু'য়েক আশ্রমিক নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রহ করা ৪০০ বাড়িতে চলছে আশ্রমের রোজনামচা। ডিম্বাকার শহরের পথপাশে সারি দিয়ে বাড়ি—খাল আর সাগরের মাঝে হাল্কা ছাই রঙের বাড়িগুলি হল আশ্রমের। ভিলাধর্মী বাড়ি—সামনে ফুলের বাগিচা, বোগেনভিলায় মাধুর্য বেড়েছে। সমুদ্রও বয়ে চলেছে সামনে দিয়ে, পরিবেশ সুন্দর। তবে, আশ্রম থেকে অচ্ছুৎ হেতু স্থানীয়রা অখুশি যেন আশ্রমের প্রতি।

পণ্ডিচেরী ☐ রাজধানী: পণ্ডিচেরী। আয়তন: ৪৯২ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৭৮৯৪১৬। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.০৯%। পুরুষ: ৩৯৮৩৩২৪। নারী: ৩৯১০৯২। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ১৮৪৯৪৫। বৃদ্ধির হার: ৩০.৬০%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ১৬০৫। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৮২। সাক্ষরের হার: ৭৪.৯১%। প্রধান ভাষা: তামিল, ইয়ানামে—তেলুগু, মাহেতে—মালয়ালাম ভাষার প্রচলন উল্লেখ্য। তেমনই ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষারও প্রচলন আছে সারা রাজ্যে। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৫৬৩৭ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

শীতের আধিক্য নেই পণ্ডিচেরীতে। শীতে তাপমান ২১° আর গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ গড় ৩৭° সেন্টিগ্রেড। শীতকালেও সাধারণ সুতি বসন পণ্ডিচেরী ভ্রমণে যথেষ্ট। গ্রীষ্ম এড়িয়ে চলাও যেতে পারে বছরভর পণ্ডিচেরী। তেমনই তামিলনাড়ু ভ্রমণপথে চেন্নাই থেকে পণ্ডিচেরী, তাঞ্জোর থেকে কারিকল, রেলে কাকিনাড়া বা রাজমহেন্দ্রী পৌঁছে বাসে ইয়ানাম, ম্যাঙ্গালোর-কালিকট রেলপথে ম্যাঙ্গালোর থেকে ১৬২ কিমি দূরের মাহে বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধা।

সমাধি : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর দেহরক্ষার পর যে গৃহে শ্রীঅরবিন্দ বাস করতেন সেই গৃহপ্রাঙ্গণেই সমাধিস্থ হয়েছেন তিনি। আশ্রমিকদের জীবনযাত্রা শুরু হয় প্রতিদিন সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে। পর্যটকরাও প্রথমেই আসেন শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে শ্বেতমর্মরের সমাধি বেদিতে। যে ঘরে শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধিলাভ করেন দেখে নিতে পারেন রিসেপশন সার্ভিস থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে। ১১-৪৫ থেকে ১২-০০টায় দর্শনের জন্য দ্বার খোলা মেলে। তবে, দর্শন নয় উপলব্ধিই এর মূল উদ্দেশ্য। শ্রীমাও আজ আর নেই। ৯৬ বছর বয়সে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর দেহ রেখেছেন তিনি। পূর্ব-পরিকল্পনা মতো ভাবল চেম্বার পদ্ধতিতে শ্রীঅরবিন্দর সমাধির উপর শ্রীমায়ের মরদেহ সমাধিস্থ হয়েছে—তিনদিন পর ২০শে নভেম্বর। প্রতিদিন ৮—১৮-০০টায় সমাধির দ্বার খোলা থাকে দর্শকদের কাছে। তবে ৪ বছরের কম শিশুদের প্রবেশ মানা। বিপরীতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র—ফিল্ম শো, খেলার আসর, শিক্ষামূলক ভাষণের নিয়মিত আসর বসে প্রতি সন্ধ্যায়, প্রবেশ অবাধ হলেও ভিজিটর পাস সঙ্গে থাকা ভাল।

এছাড়া ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৮৭৮)—শ্রীমায়ের জন্মদিন। ৪ঠা এপ্রিল (১৯১০)—শ্রীঅরবিন্দর পণ্ডিচেরী আগমন। ২৪শে এপ্রিল (১৯২০)—শ্রীমায়ের পণ্ডিচেরী আগমন। ১৫ই আগস্ট (১৮৭২)—শ্রীঅরবিন্দর জন্মদিন। ১৭ই নভেম্বর (১৯৭৩)—শ্রীমায়ের তিরোধান। ২০শে নভেম্বর (১৯৭৩)—শ্রীমায়ের সমাধি। ২৪শে নভেম্বর (১৯২৬)— শ্রীঅরবিন্দর পূর্ণ সিদ্ধিলাভ। ১ ও ২রা ডিসেম্বর—আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ৫ই ডিসেম্বর (১৯৫০)— শ্রীঅরবিন্দর তিরোধান। ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫০)— শ্রীঅরবিন্দর সমাধি। উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পণ্ডিচেরী; ভক্তের দল আসেন দেশদেশান্তর থেকে পণ্ডিচেরীতে বিশেষ দর্শনের এই দিনগুলিতে।

শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র : শ্রীঅরবিন্দর দেহরক্ষার পর তাঁরই শিক্ষাদর্শে শ্রীমায়ের হাতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়টি রূপ পেয়েছে এখানে। দেশ-বিদেশ থেকে পড়ুয়া আসছে পাঠ নিতে।

অরোভিল: ফরাসি ভাষায় *ভিল* অর্থ নগরী—অরো+ভিল অর্থাৎ অরবিন্দ নগরী। শ্রীমায়ের আশীর্বাদপুষ্ট—শ্রীঅরবিন্দ ভক্তদের বাস্তব স্বপ্ন অরোভিল অর্থাৎ City of Dawn. শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি এর রূপদাতা। ইউনেস্কোর আর্থিক সাহায্যে, সারা ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায়, পৃথিবীর ১২৬টি দেশের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক নগর পণ্ডিচেরী সীমান্তের তামিলনাড়ুতে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভারতের রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে ১২৪টি দেশের প্রতিনিধি এসে নিজ ভূমের মাটি গেড়ে অরোভিলের যাত্রা শুরু করেন। নগরী গড়ার দায়িত্ব পড়ে ফরাসি স্থপতি মিঃ রগার অঙ্গারের হাতে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে ১০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে পণ্ডিচেরী-চেন্নাই সড়কে ৫০ বর্গ কিমি জুড়ে ৪টি জোনে অরোভিল। শহর নয়—মানুষ গড়ার ব্রত নিয়েছে অরোভিল। ৫০ হাজার বাড়ি এর পরিকল্পনায়। কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই নগরে। অরোভিল হল এক আন্তর্জাতিক মানব ঐক্যের জীবন্ত কর্মশালা।

১৯৭৩-এ শ্রীমায়ের তিরোধানের পর সংঘাত দেখা দেয় ক্ষমতা নিয়ে। বিদেশ থেকে আগত অরোভিলবাসী ও শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি পরস্পর পরস্পরকে অভিযুক্ত করে। অরোভিলের আইনশৃঙ্খলা প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় সোসাইটির

কাছে। সোসাইটির দাবি—*the township with all its property will being to the Sri Aurobindo Society.* শ্রীমায়েরই বিবৃতি থেকে খণ্ডন করে অরোভিলবাসী—Auroville belongs to nobody in particular, (it) belongs to humanity as a whole. অরোভিলবাসীদেরও সোসাইটির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ অর্থের অপচয় ও অসহযোগিতার। সবরকম অর্থ সাহায্য, কর্মসূচী বাতিল করে সোসাইটি। আর অরোভিলবাসীরা গঠন করে অরোমিত্র। ১৯৭৬এ অরোভিলবাসীদের অনাহার থেকে বাঁচাতে অর্থ সাহায্য আসে ফ্রান্স-জার্মান-আমেরিকা থেকে। ১৯৭৭ ও ৭৮-এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে পরস্পরে। আর ১৯৮০তে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে নতুন করে কমিটি গঠিত হয় নানান প্রতিনিধি নিয়ে। দীর্ঘকালের অসন্তোষ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে অরোভিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে। দীর্ঘ বিরতির পর নবোদ্যমে চলেছে অরোভিল। সারা বিশ্ব থেকে ১২০০-রও বেশি ভক্ত এসে ৩৩টি কমিউনে অংশ নিয়েছে এর রোজনামচায়। আধারও অধিক বহির্ভারতীয়। ভাষাও এদের নানান—সংখ্যায় ৬৫। আর আছে প্রতিটি কমিউনে *Guest House,* ব্যবস্থাপনা ভালই; আহারও মেলে এদের কাছে। অরোভিল অবস্থানে উচিত হবে ভারতনিবাসে যোগাযোগ করা।

অরোভিলের মূল আকর্ষণ মাতৃমন্দির। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহেশ্বরী, মহাকালী স্মরণে ১২০ বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষের (Divine Tree) স্নিগ্ধ ছায়ায় ফরাসি স্থপতি Roza Andhdra-র সৃষ্ট অভিনব মাতৃমন্দির রূপ পেয়েছে অরোভিলের মধ্যমণি হয়ে। ঢাল সিঁড়ি বেয়ে পথ উঠেছে বৃত্তাকার গোলার্ধের মেডিটেশন হল-এ। ২টি কাচে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে জার্মানী (পশ্চিম) থেকে আনা বিশ্বের বৃহত্তম ৬০০ কেজির ক্রিস্টালে বিচ্ছুরিত হয়ে আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে বিদ্যুৎহীন মাতৃমন্দির। ধ্যানে বসেন ভক্তের দল। নানান বিধি-নিষেধ মেনে ১০০ যাত্রীর ১৬—১৭-০০টায় দেখার ব্যবস্থা। টিকিট না লাগলেও অনুমতি লাগে দর্শনে। Sri Aurobindo Ashram Autocare প্রতিদিন ১৪-৩০টায় Cottage Complex থেকে ২৫জন যাত্রী নিয়ে অরোভিল দর্শনে যাচ্ছে। টিকিট ৩০; বুকিং: আশ্রম গেটে ৮—৮-৪৫এ। Director of Tourism-এরও ব্যবস্থা আছে অরোভিল দর্শনের। একক যাত্রায় অনুমতি মেলে মাতৃমন্দির রিসেপশন থেকে। অদূরেই কিচেন তথা ডাইনিং হল। আহার্য মেলে যাত্রীদেরও। অভিনবত্ব আছে এর অডিটোরিয়ামেও। ভারতনিবাস প্যাভিলিয়নে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আসর বসেছে। গবেষণা চলছে ভারতীয় ভাষার উপর এর পাঠাগারে। অরোভিলের ইনফরমেশন তথা রিসেপশন সেন্টারও বসেছে ভারত-নিবাসে। রবিবার ছাড়া ৯—১৩-০০ ও ১৪—১৭-৩০টায় হস্তজাত নানান কিছু কিনতেও মেলে ভবনে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান এদের। প্যাকেজ ট্যুরে দেখে নেওয়া যায়—তবে দর্শনে ঘাটতি থাকে প্যাকেজ ট্যুরে। এককভাবে ১৭৫ টাকায় গাড়িতেও চলা যায় ঘন্টা তিনেকে অরোভিল দর্শনে।
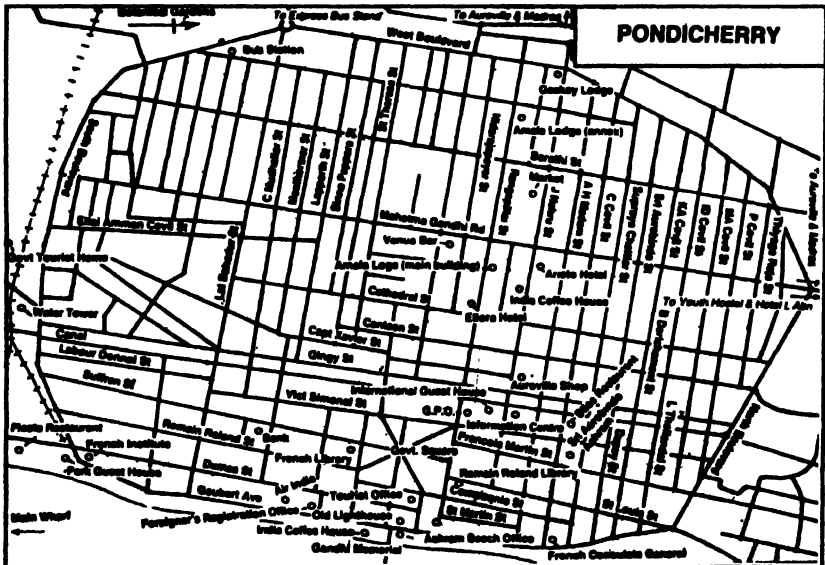
থাকারও নানান ব্যবস্থা—৩৩টি *গেস্ট হাউস* আছে অরোভিলে। *Central GH, Kottakarai GH, New Creation, Verite, Sharnga, Fertile Windmill, Aspiration, Hope, Joy, Quiet Beach, Samasti* ছাড়াও নানান। বিলাস ও অবস্থানের তারতম্যে রেট এদের S ৮০-২৫১; অবু: Auroville Guest Programme, Visitors Centres, Auroville-605101, India, ✆ (91) 41386 বা Boutique d' Auroville, 12 J N Street, near Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry. চত্বরের বাইরে প্রাইভেট মালিকানায় Guest House-ও হয়েছে অরোভিলে। মাতৃমন্দিরের অদূরে *Centrefield G H,* কটেজধর্মী ঘর মেলে। স্বল্পকালীন অবস্থানে মানানসই।

সাগরবেলা: শহরের পুব ধরে শান্ত-স্নিগ্ধ-বর্ণময় সমুদ্র-সৈকত—বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগর। উত্তরে শ্রীমায়ের স্মৃতিধন্য টেনিস কোর্ট আর দক্ষিণে চিলড্রেন্স পার্ক ছাড়িয়ে Duplexis-এর মূর্তি তথা পার্ক গেস্ট হাউসে শেষ হয়েছে ১½ কিমি দীর্ঘ বীচ রোড বা সাগরবেলা। বহুবিধ আকর্ষণ রয়েছে পণ্ডিচেরী সাগরবেলার। সাগরবেলায় রূপ পেয়েছে ফরাসিদের হাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকদের স্মরণে ওয়ার মেমোরিয়াল। ১৪ ফুট উঁচু গান্ধী মূর্তিটিকে ঘিরে রেখেছে পাথর কুঁদে তৈরি ৮টি মনোলিথ পিলার। পরিবেশকে মহিমান্বিত করে রেখেছে এই গান্ধী স্কোয়ার। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জওহরলাল নেহরু। ২৯ মি উঁচু লাইট হাউসটিও যেন আকাশকে ধরি ধরি। পাশেই আকাশবাণী পণ্ডিচেরী কেন্দ্র। সামান্য এগুতেই নতুন জেটি বসেছে সমুদ্রবক্ষে। ২৮৪ মি লম্বা কংক্রিটের এই জেটি সান বাথ ও সী বাথ দুইয়েরই পক্ষে রমণীয়। এতসব আয়োজনকে হেলায় ভাসিয়ে দেয় যেন সমুদ্র তার প্রলয়ঙ্করী ঢেউ তুলে। তাই সবেরই ঊর্ধ্বে আকর্ষণও যেন পণ্ডিচেরী সমুদ্রের।

ঠিক তেমনই চলতে-ফিরতে বেড়িয়ে নেওয়া যায় পায়ে-পায়ে গভর্নমেন্ট স্কোয়ার। ফরাসি কালের পরশও মেলে স্কোয়ারের চারপাশে। এরই উত্তরে ১৮২৭-এ প্রতিষ্ঠিত রম্যাঁ রল্যাঁ (Romand Rolland) লাইব্রেরি। লাগোয়া দ্যুপ্লের বাসভবনে রাজভবন বসেছে। তারও পশ্চিমে আশ্রমের ডাইনিং হল, GPO, সম্মুখে ভারতী *পুঙ্গা* অর্থাৎ পার্ক পেরুতেই দক্ষিণে Romand Rolland St-এ ফরাসি সংস্কৃতির নানান স্মারক নিয়ে গড়া মিউজিয়ম (রবি ও মঙ্গল ছাড়া ৯—১৭-০০টায়), সাগরপাড়ে ট্যুরিস্ট অফিস (Goubert Avenue) তথা ইনফরমেশন ব্যুরো। এছাড়াও তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর স্মৃতিমন্দির, সোমবার ছাড়া ৯—১৭-০০টায় পণ্ডিচেরী মিউজিয়ম, ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্র ১৯৫৫য় গড়া ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট—এদের রেস্টুরেন্টে ফরাসি খানারও স্বাদ মেলে, ফ্রেঞ্চ লাইব্রেরি, আর্ট গ্যালারি, বীচ রোড লাগোয়া জওহরলাল টয় মিউজিয়ম, বাস স্ট্যান্ডের কাছে ১৮২৬-এ গড়া ১৫০০০ গাছের বটানিক্যাল গার্ডেন, লাগোয়া অ্যাকোয়ারিয়াম, পাবলিক গার্ডেনে জোআন অব আর্কের মূর্তি, উসটেরী লেক, অডিটোরিয়াম ও আশ্রমের বিভিন্ন দপ্তরও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। আর আছে সারা পৃথিবীতে সমাদৃত সিল্ক কাপড়ের উপর অভিনব পদ্ধতিতে ছাপা মার্বেল প্রিন্ট। এর অভিনবত্ব পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। পণ্ডিচেরী ভ্রমণের স্মারক রূপে আপনিও সঙ্গী করতে পারেন। *পুডুচেরী বোম্মাই* অর্থাৎ পণ্ডিচেরীর পুতুল বা আশ্রমের তৈরি ধূপকাঠি, রুমাল ইত্যাদিও সঙ্গী করা যেতে পারে পণ্ডিচেরীর স্মারকরূপে। আর মেলে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের লেখা অমূল্য সব গ্রন্থসম্ভার আশ্রমের বিক্রয় কেন্দ্রে।

কনডাকটেড ট্যুর : Director of Tourism, Govt of Pondicherry, 19 Goubert Avenue (Beach Rd)-605001, ✆ (0413) 24575 থেকে ৪০ টাকায় পণ্ডিচেরী ও অরোভিল দেখার ব্যবস্থা আছে। রেল স্টেশনের কাছে Tourist Home থেকে সকাল ৮-০০টায় গিয়ে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো হয়ে ১৩-০০টায় ফেরে এদের মিনিবাস। দ্বিতীয় ট্যুরে ১৪—১৭-৩০টায় যাচ্ছে অরোভিল দর্শনে রাজ্য পর্যটন। ৮ কিমি দূরে চুন্নামবার নদীর বোট হাউসে নানানধর্মী বোটিং-এর সাথে হাইড্রোপ্লেন, কায়াক-এরও ব্যবস্থা করে পর্যটন দপ্তর। এছাড়া আশ্রমের গাড়িও কনডাকটেড ট্যুরে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সমাধি মন্দির থেকে ৮-৪৫এ গিয়ে ঘন্টা তিনেকে ১০ টাকায় আশ্রমের নানান দপ্তর দেখিয়ে আনে। তিরুপতিও যাচ্ছে রাজ্য পর্যটন প্রতি শুক্রবার রাত ২২-০০টায় ওল্ড সেক্রেটারিয়েট থেকে। ফেরে শনিবার রাতে। থাকা ও বিশেষ দর্শনী সহ ভাড়া এদের। গাড়িও মেলে ভাড়ায় রাজ্য পর্যটন থেকে। এছাড়া রাজ্য পর্যটন প্রতি প্রথম শনিবার ৮ দিনের প্যাকেজে ব্যাঙ্গালোর/ গোয়া; প্রতি শুক্রবার কন্যাকুমারী; দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ৭ দিনের ট্যুরে দক্ষিণ ভারত; তৃতীয় শনিবার ৮ দিনের ট্যুরে কেরল ও তামিলনাড়ু বেড়াতেও যাচ্ছে পণ্ডিচেরী থেকে।

মন্দিরের দেশ দক্ষিণ। পণ্ডিচেরীতেও অভাব নেই—৩৫০-এরও অধিক মন্দির হয়েছে পণ্ডিচেরীকে ঘিরে। ৭৫টি তার বিনায়ক অর্থাৎ কার্তিকেয়র মন্দির। Rue d' Orleans-এর মানাকুলা বিনায়েক মন্দিরে প্রতি শুক্রবার পূজা হয়। নতুনের শুভকামনায় ভক্তজনেরা আসেন। শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে বাহুর মন্দির। সম্ভবত ১০ শতকের এই মন্দিরে গ্রানাইট পাথরের মূর্তিতে ভারতনাট্যমের মুদ্রা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ১২ শতকের মন্দির ভিলিয়ানুরে দেবতা ভগবান তিরুকামেশ্বর। মে-জুনের রথযাত্রায় দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন। ভিল্লুপুরমের পথে ভিলিয়ানুর মন্দিরটি বেড়িয়ে আরও ৮ কিমি দূরে তিরুভাণ্ডার মন্দিরটিও দেখে ফেরা যায়। শিব এখানকার উপাস্য দেবতা। পথেই পড়ে শহর থেকে ১৬ কিমি দূরে বোট হাউস। সুন্দর রমণীয় পরিবেশে ব্যাক ওয়াটারে বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে ৯—১৭-০০টায়। উৎসাহীরা দেখে নিতে পারেন বাসে বাসে। আর রয়েছে বেশ কয়েকটি চার্চ পণ্ডিচেরীকে ঘিরে। *Eglise de sacre coeur de Jesus* এদের মধ্যে অন্যতম।

শহর থেকে ৮ কিমি দূরে Chunnamber বোট হাউস অর্থাৎ নদী ও সাগরের জলে গড়া ব্যাকওয়াটারে রকমারি বোটে ভেসে বেড়ান। প্রতিদিন ৯—১৩-০০ আবার ১৪—

১৮-৩০টায় বোটিং-এর ব্যবস্থা। নির্জন নিরালায় ঘরও মেলে গাছগাছালিতে ছাওয়া ব্যাক ওয়াটারের পাড়ে ৪ ডাবল বেডের বোট হাউসে; অবু: পণ্ডিচেরী পর্যটন। আহারও মেলে ক্যান্টিনে। শীতে পরিযায়ী পাখিরাও উড়ে আসে দেশ-দেশান্তর থেকে—ভেসে বেড়ায় ব্যাক ওয়াটারে।

রেল বা বাস থেকে আন্না সলাই ধরে Rue Nehru অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু স্ট্রিট পেরিয়ে জিঞ্জি সলাই টপকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। আশ্রমকে কেন্দ্রমণি করে হাঁটা দূরত্বে নানান গেস্ট হাউস Pondicherry, STD 0413, PC-605002-এ। ঘরও মেলে S ৪০-১৫০ D ৬০-৩৫০ টাকায়— থাকার পক্ষে ভালই। সকাল ৫-০০টায় দরজা খোলে, আর রাত ২২-৩০টায় বন্ধ হয় আশ্রম গেস্ট হাউসের দরজা। আশ্রমের ব্যবস্থাপনায়—*International G H,* Gingy Salai, ✆ 36699, S ৬০ D ৮০-১৫০ A/c D ৩০০; খালের অপর পাড়ে *Cottage G H,* Gingy Salai, ✆ 38434, S ৪০ D ৬০ T ৮৫ F ১২৫ থেকে। আশ্রম গেস্ট হাউসের কেন্দ্রীয় বুকিং Bureau Centre-ও বসেছে কটেজ ক্যাম্পাসে। *Good G H, New Sweet Home, Oriya Nilayam, Samarpan Yatri Niwas, Navajyoti G H, Jubilee G H, Auro Bharati, Karnataka Nilayam;* আশ্রম থেকে ১ কিমি দূরে সাগরবেলায় মনোরম পরিবেশে *Park G H,* Goubert Avenue, ✆ 34412, S ১৫০-২৫০ D ২০০ ৩৫০; *Sea Side G H,* ✆ 36494, সমুদ্রমুখী ঘর, D ১৫০-৩০০ A/c ২৫০-৪৫০; অগ্রিম বুকিং-এর জন্য স্ব স্ব ইনচার্জ বা Bureau Centre, ✆ 39648, Cottage Industries Campus, Pondicherry-605002 কে লেখা যেতে পারে।

তেমনই আছে থাকার জন্য সুন্দর *Government Tourist Home,* Uppalam Rd, near Rail Stn-1, ✆ 226376, SAB ৪৫ DAB ৮০ A/c S ১৫০ D ২২৫ স্যুইট ৩৫০; তবে, অবস্থান হেতু বিকর্ষণ ঘটায়, খাবার হোটেল-রেস্তোরাঁও ট্যুরিস্ট হোম থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে। এদেরই আর এক শাখা—*Tourist Home,* opp JIPMER, Indira Nagar-6এ; পর্যটন দপ্তরের আর এক শাখা *Yatri Nivas,* ✆ 29474, D ১২৫ ডর্মি ৪০; এদের বুকিং : Receptionist বা Director of Tourism, Govt of Pondicherry, Goubert Avenue, Pondicherry-1. আর আছে *Youth Hostel,* Salai Nagar-3, ✆ 23495; আহার্যের অভাব—অবস্থানও বিকর্ষণ ঘটায়, অবু: Warden, Pondicherry-605003. সাগর পাড়ে মনোরম পরিবেশে *Municipal T B—Hotel De Ville,* 6 Rue Suffren; অবু: Commissioner, Pondicherry Municipality.

আর আছে খালের পশ্চিমে প্রাইভেট হোটেল—*H Mass,* Maraimalai Adigal Salai-1, near Bus Stand, ✆ 27221, D ৬০০ স্যুইট ৬২৫-৮৫০। আশ্রম থেকে ১ কিমি পশ্চিমে মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ডে—*Albert L, G K Guest House, Regal L, Royal Star GH, G K Lodge,* Anna Salai-1; বিপরীতে *KRS Guest House;* পাশেই *L Selva;* এদের কাছে S ৬০-১২৫ D ৮৫-১৭৫ টাকায় মেলে। *H Liberty,* Uppalam Rd, S ১০০ D ১৭৫ A/c D ৩০০; *Grand Hotel D' Europe,* 12 Rue Suffren, AP-S ১৫০-২২৫; *H Emiraj,* 68 St Theresa St-1, SCB ৪৫ SAB ৭০ DAB ১২৫; *Ellora L,* 37 Ranga Pillai St-1, SAB ৪৫-৮৫ DAB ৮০-১৭৫ A/c D ২৭৫; *H Seker,* 48 Rangapillai St, SAB ৬৫ D ৮৫-১২৫; *Ajanta L,* 144 Rangapillai St, D ১২৫; *Raj L,* 57 Rangapillai St, S ৮০ D ১২৫-১৭৫; *Aristo G H,* 50-A, Mission St, ✆ 26728, SAB ৮০ DAB ১২৫-২০০ A/c S ২৫০ D ৩২৫; পৃথকমূল্যে আহার্যও মেলে; একই মালিকানায় *হোটেল অ্যারিস্টো।*

পণ্ডিচেরী থেকে সড়ক দূরত্ব	
চেন্নাই	১৬৬ কিমি
মহাবলীপুরম	১৩০ "
তিনদিভনম	৪৭ "
জিঞ্জি	৭৫ "
চিদাম্বরম	৬৮ "
কাঞ্চিপুরম	১৩৬ "
তিরুচিরাপল্লী	১৯৮ "
তাঞ্জোর	১৭০ "
মাদুরাই	৩২৬ "
রামেশ্বরম	৪৬৫ "
কন্যাকুমারী	৫৮০ "
তিরুপতি	২২৫ "
ব্যাঙ্গালোর	৩১১ "
উতকামণ্ড	৪০৪ "
তিরুভনন্তপুরম	৬৬৫ "
এর্নাকুলম	৬২৪ "
মাহে	৬৫০ "
করাইকল	১৩২ "

আর আছে পার্ক গেস্ট হাউসের কাছে সাগরপাড়ে—*Ajantha G H,* 22 Goubert Ave, Pondi, ✆ 28898, DAB ৩০০ A/c D ৪০০-৬৫০; এদেরই নবতম শাখা *Ajantha G H,* Zamindar Garden, ✆ 37756, D ২০০ A/c ৩০০; *Amnivasam,* S ৬০ D ১০০; *H Quality,* 23 Brindavanam-13, SAB ৮০ DAB ১২৫-১৭৫ A/c D ২৭৫; *Shanthi GH,* 6 Rue Suffren, S ৮০ D ১০০-১৫০; বাঙালির ব্যবস্থাপনায় *Radha G H,* Canteen St-1, DAB ১০০-১৭৫, আহার্যও মেলে; *Blue Star H,* Kamraj Salai, SAB ৬৫-১২৫ DAB ১০০-১৭৫ A/c S ২২৫ D ২৭৫; *H Mala,* 35 Labourdonnais St, S ৮০ D ১৫০ A/c D ২৫০; *H Ram International,* West Boulward, ✆ 27230, S ১৫০ D ২২৫ A/c S ২৭৫ D ৩৭৫; *Hotel L' Abri,* 18-B, Zamindar Gardens, DAB ১০০-১৫০ A/c D ২০০-২৭৫; *H Aristo,* 36 Nehru St-1, ✆ 24524, S ৮৫ D ১২৫-২০০; *Victoria L,* 79 Nehru St-1, SCB ৬০ SAB ৮৫ DCB ১০০ DAB ১৫০ A/c D ২২৫; *Sri Saibaba G H,* 166 J Nehru St-1, R1B1, SCB ৪৫ SAB ৬০-৮৫ DAB ১০০-১৫০ A/c D ২৫০; লাগোয়া *Paris L,* DCB ৮০ DAB ১০০-১৫০; *Naidu L;* **Anandha Inn,* 154 S V Patel Rd-1, ✆ 30711, S ৮০০ D ৯০০-১২৫০ স্যুইট ১৫০০-১৭৫০।

আর আছে ITDC-র ত্রিতারকা **H Pondicherry Ashok Beach Resort,* Chinakalapet, Pondicherry-605104, A17R12, A/c S ১১৯৫ D ১৮০০ স্যুইট ২৩৯৫; *H Bristol,* 23 Brindavanam; *Kanchi Lodging,* 93 Mission St, ✆ 25540, S ১২৫ D ২০০; অদূরে *Fenns L, H Qualithe,* Mahe De Labourdonnias St, near Beach; *H Surguru,* 104 Sardar Vallabhbhai Patel Salai, ✆ 27230, DAB ৩২৫ A/c ৪০০-৬৫০; শহরান্তে জাতীয় সড়কে *H Rasheed.*

৩ ঘরের *রিটায়ারিং রুমও* আছে পণ্ডিচেরী রেল স্টেশনে। এছাড়া আছে ৩৩টি *গেস্ট হাউস* অরোভিল নগরীতে। এদের কাছে ৮০-১৫১ টাকায় ঘর মেলে। আর আছে সারাদিনের বিশ্রামের

জন্য আশ্রমের *মাতৃস্মরণম*। আশ্রমের ডাইনিং হলে ১৫ টাকায় সারাদিনের (৬-৪৫—৭-৪৫ ব্রেক ফাস্ট, ১১-১৫—১২-৩০ লাঞ্চ, ১৭-৪৫—১৮-০০ বা ২০—২০-৩০এ ডিনার) খাবারের ব্যবস্থাটিও স্বল্পকালের অবস্থানে ভাল লাগবে পর্যটকদের। আশ্রমের অতিথি নিবাস আবার মাতৃস্মরণম থেকেই খাবারের টোকেন করে নিতে হয়। এছাড়া করাইকল, ইয়ানাম ও মাহেতেও *Tourist Home* আছে রাজ্য পর্যটনের।

তবুও থাকার জন্য আশ্রমের—*কটেজ গেস্ট হাউস, পার্ক গেস্ট হাউস, ইন্টারন্যাশানাল গেস্ট হাউস, সী সাইড গেস্ট হাউস;* আর প্রাইভেট হোটেল—*সাঁইবাবা, শান্তি, অ্যারিস্টো, এল আব্রি, অজন্তা, ইলোরা, গভর্নমেন্ট ট্যুরিস্ট হোম* ভালই। তেমনই উচিত হবে আশ্রম গেস্ট হাউসে অবস্থানে Visitor pass যাত্রীদের সঙ্গে রাখা। আশ্রমের নানান অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এটি প্রয়োজন হতে পারে।

আর খাবারের হোটেল যত্রতত্র মিললেও যথেষ্ট পপুলার *অ্যারিস্টো হোটেলে* অগ্রিম অর্ডারে ২২৭ রকমের আহার্য মেলে, *ব্লিস, আশীর্বাদ* ও *আশ্রমের ডাইনিং হল*-ও রমণীয়। জওহরলাল নেহরু রোডের *ইন্ডিয়ান কফি হাউস*টিতেও চলতে ফিরতে স্বাদ নেওয়া যেতে পারে টিফিনের। একই পথের *প্রিয়া রেস্টুরেন্ট*টিরও যথেষ্ট প্রশস্তি নিরামিষ আহার্য পরিবেশনে। পার্ক গেস্ট হাউস-এর সন্নিকটে *ব্লু ড্রাগন চাইনীজ রেস্টুরেন্টের* প্রসিদ্ধি তার চীনা ডিশের জন্য। Suffren St-এ চীনা মেনুর *চায়না টাউন রেস্টুরেন্ট*টিও যথেষ্ট খ্যাত। পার্কের সন্নিকটে Goubert Avenue-এর *অজন্তা রেস্টুরেন্ট* বা *সী গার্লস*—দুইয়েরই যথেষ্ট সুনাম দেশী-বিদেশী আহার্য পরিবেবায়।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে রেল স্টেশন আর ১ কিমি পশ্চিমে বাস স্ট্যান্ড পণ্ডিচেরীতে। কলকাতার যাত্রীরা সরাসরি চেন্নাই পৌঁছে এগমোর থেকে দক্ষিণগামী ট্রেনে ভিল্লুপুরমে গিয়ে নতুন করে ট্রেনে পণ্ডিচেরী চলুন। ৩-৫০, ৯-২৫, ১৮-২৫, ২০-২০এ যাচ্ছে ভিল্লুপুরম থেকে পণ্ডিচেরীর ট্রেন। ১ ঘণ্টার পথ। ৯-২৫এর ট্রেনটি তিরুপতি ও ২০-২০এর ট্রেনটি চেন্নাই এগমোর থেকে ১৬-২৫এ ছেড়ে ভিল্লুপুরম হয়ে পণ্ডিচেরী যাচ্ছে সরাসরি। আবার এগমোর থেকে ১৩-৩০এ চেন্নাই-মাদুরাই জনতা এক্স, ১২-৫০এর ভাইগাই এক্সে ১৭-২০/১৫-৪০এ ভিল্লুপুরম পৌঁছে ১৮-২৫এর প্যাসেঞ্জারে ১৯-২৫এ পণ্ডিচেরী চলা যেতে পারে। এগমোর থেকে ভিল্লুপুরমের দূরত্ব ১৫৯ কিমি, আর ভিল্লুপুরম থেকে পণ্ডিচেরী ৩৮ কিমি। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান এগমোর থেকে ভিল্লুপুরম হয়ে দক্ষিণের দিকে দিকে। পণ্ডিচেরী রেল স্টেশনে রিজার্ভেশনও মেলে ভিল্লুপুরম ও চেন্নাই থেকে ছাড়া নানান ট্রেনের।

TTC-র বাস যাচ্ছে চেন্নাইর প্যারিস কর্নার থেকে ০-৪৫, ২-০০, ৩-০০, ৩-৪৫, ৫-১৫, ৬-৩০, ৭-৪৫, ৯-৩৫, ১০-০৫, ১১-১৫, ১২-০০, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৫-২০, ১৬-২০, ১৭-০০, ১৮-০০, ২১-০০, ২২-১৫, ২৩-৩০এ পণ্ডিচেরী। শীতাতপ ও ডিলাক্স বাসও চলে। আর যাচ্ছে সকাল থেকে রাতে প্রাইভেট বাস—সকাল ও বিকালে মুহুর্মুহু। পথের দূরত্ব ১৬৬ কিমি, সময় নেয় ৩½ ঘন্টা; ভাড়া ২৪.৫০। সমুদ্রের পাড় ধরে পথ গিয়েছে—পথশোভাও সুন্দর। পণ্ডিচেরী যাতায়াতে বাসই সুবিধার।

পণ্ডিচেরীতে বাস স্ট্যান্ড দু'টি। লোকাল বাস স্ট্যান্ড বটানিক্যাল গার্ডেনের বিপরীতে আর এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড বটানিক্যালকে ছাড়িয়ে আরও ½ কিমি গিয়ে ভিল্লুপুরম রোডে। মহাবলীপুরম, তিরুভন্নামালাই, চিদাম্বরম, জিঞ্জি (সেনজী) ও ভেল্লোরের বাস যাচ্ছে লোকাল স্ট্যান্ড থেকে। আর এক্সপ্রেস স্ট্যান্ড থেকে যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের নানান দিকে বাস। বাস যাচ্ছে ২১-০০ ও ২২-৩০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় ২২২ কিমি দূরের তিরুপতি; মুহুর্মুহু চেন্নাই যাচ্ছে TTC (২০ বাস) আর প্রাইভেট বাস অগুনতি; ত্রিচি/ মাদুরাই হয়ে ১৫ ঘণ্টায় ৬০০ কিমি দূরের কন্যাকুমারী যাচ্ছে ৮-০০, ১৯-০০ ও ২১-০০টায়; ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৭½ ঘণ্টায় ৬-০০ ও ১৭-৩০টায় আন্না ট্রান্সপোর্ট, ৮-৩০, ২১-৩০ ও ২২-০০টায় TTC, ৭-২৫এ পেরিয়ার, ২১-৩০এ প্রাইভেট; উটি যাচ্ছে ২০-০০ ও ২২-০০টায় ৯½ ঘণ্টায়; এর্নাকুলম ১৭-৩০; তিরুভনন্তপুরম ১৬-৪৫ ও ১৭-৩০; কোয়েম্বাটুর ৭-০০, ৯-৩০, ১৩-০০, ২০-০০, ২১-৩০; ভেল্লোর (২ বাস); তিরুচেন্দুর ১৮-০০টায়। আর যাচ্ছে বাস—মহাবলীপুরম, মাদুরাই, ত্রিচি, তাঞ্জোর, কাঞ্চিপুরম মুহুর্মুহু। সরাসরি বাসের অভাবে রামেশ্বরম যাত্রায় মাদুরাই বদল করে চলাই সুবিধার। এমনকি পণ্ডিচেরী থেকে বাসে গিয়ে দিনে দিনে ৭৫ কিমি দূরের জিঞ্জি দুর্গও দেখে ফেরা যায়। সরাসরি বাসের অমিল হলে তিনদিভনম বদল করে চলা যেতে পারে এ-পরিক্রমায়। পণ্ডিচেরীর নিকটতম বিমানবন্দর চেন্নাই-এ। তবে, বায়ুদূত ত্রিসাপ্তাহিক সার্ভিস গড়েছে চেন্নাই থেকে পণ্ডিচেরীর সোম, বুধ, শুক্রবার।

আর রাজ্য পর্যটন ও Transport Development Corpn-এর বাস যাচ্ছে—২৩-৩০এ করাইকল (১৩৮ কিমি); ১৮-৩০এ মাহে (৬৩০ কিমি); ১৭-২০এ কুমিলি অর্থাৎ পেরিয়ার (৪৫৪ কিমি); ৫-৪০, ৭-১০, ১৩-৫০, ১৮-৪০ এ চেন্নাই; ১৩-০৫, ২৩-৩৫এ ব্যাঙ্গালোর (৩১১); ৪-০০, ৯-০০টায় তিরুপতি (২২৫ কিমি); ১৮-২৫এ নাগের কয়েল (৫৭৫ কিমি) ছাড়াও নানান। এমনকি চেন্নাই (৩০৪ কিমি), তিরুপতি (৩৬১ কিমি), চিদাম্বরম (৭৪ কিমি) থেকেও রাজ্য পর্যটনের বাস যাচ্ছে করাইকল।

সময় স্বল্পতায় রাত ২২-০০টায় এগমোর ছেড়ে ১-৪৫এ ভিল্লুপুরম পৌঁছে ভিল্লুপুরম থেকে ৩-৫০এর প্যাসেঞ্জারে ৪-৪৫এ পণ্ডিচেরী পৌছান। পণ্ডিচেরী পৌছে সঙ্গের জিনিসপত্র রেলের ক্লোকরুমে রেখে বাস/অটো বা রিকশায় চলুন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। আবার আশ্রমের মাতৃস্মরণমেও সঙ্গের জিনিস রেখে আশ্রম দেখে নেওয়া যায়। সারাদিনের বিশ্রাম ও স্নানাদিরও সুব্যবস্থা আছে মাতৃস্মরণমে। দিনে দিনে আশ্রম দেখে ১৬-৩৭ বা ২১-৫৩র প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ১-ঘন্টায় ভিল্লুপুরম পৌছে ০০-৩০এ রামেশ্বরম এক্স, ২৩-২০এ তিরুপতি-মাদুরাই এক্স, ১৭-৩৫এ চেন্নাই-মাদুরাই জনতা, ১৩-২৫এ চোলা এক্সে যথাক্রমে ৫-২০, ৪-১৫, ২৩-০০, ১৭-৫৫য় তাঞ্জোর পৌছান। তেমনই চলা যেতে পারে এগমোর ছেড়ে আসা ট্রেনে ভিল্লুপুরম থেকে—রামেশ্বরম, মাদুরাই, কোদাই, কন্যাকুমারী, কুইলন, ত্রিচি ছাড়াও দক্ষিণের দিকে দিকে। তবে, পর্যটকদের একটা দিন পণ্ডিচেরী থাকা উচিত হবে আশ্রম আর সাগরবেলায় পায়ে পায়ে বেড়িয়ে-কাটিয়ে।

কেরল

একফালি একাদশীর চাঁদের মতো ভারতের পশ্চিম উপকূলে কেরলের অবস্থান। অতীতের ২টি স্বাধীন রাজ্য ভারতভুক্তির পর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই পরস্পরে মিলেমিশে গড়ে ওঠে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তিরুভনন্তপুরম—রাজধানী তার সীমান্তজোড়া তামিলনাড়ুর পদ্মনাভপুরম। যদিও তার আগে নাম ছিল এর *Thiruvazhum Kode*—অর্থ তার সৌভাগ্যের আবাস। শুধু নামে নয়—সেকালের মহারাজারাও প্রজাদের মঙ্গলে তৎপর ছিলেন। শিক্ষার বনিয়াদ তাদেরই হাতে গড়ে ওঠে। পরিণামে ভারত রাষ্ট্রে কেরল আজ শিক্ষায় সর্বাগ্রে। নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে রাজ্য থেকে। তেমনই ভারতে একমাত্র রাজ্য কেরল যেখানে পুরুষ থেকে নারীর আধিক্য। হয়তো বা মূলে কারণ হয়ে থাকবে, পুরুষরা দেশ ছেড়ে প্রবাসে জীবন যাপন করছে জীবিকার সন্ধানে। দেখতেও মেলে তেলের দেশে কর্মরত নানান কেরলিয়ানকে।

আর ভাষার ভিত্তিতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর চেন্নাই প্রেসিডেন্সি থেকে মালাবার ছেঁটে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিকে জুড়ে রূপ পেয়েছে আজকের কেরল রাজ্য। মালয়ালম এর সরকারি ভাষা—জন্ম তামিল থেকেও কয়েক শত বছর আগে। আয়তনে ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য কেরল। তবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। সজল, সবুজ—সুন্দরী কেরলের প্রকৃতিতে যেন বাংলারই প্রতিচ্ছবি মেলে। কেরল রাজ্যের পশ্চিম জুড়ে গাঢ় নীলাভ আরব সাগর আর পুবে চির সবুজে ছাওয়া পশ্চিমঘাট (সহ্যাদ্রী) পর্বত। কেরলের পাহাড়-পর্বত-অরণ্য আর খাল-খাড়ি-নারকেলকুঞ্জের সঙ্গে কোভলম সাগরবেলা, পেরিয়ার বন্যজন্তু বিচরণক্ষেত্র ও ব্যাক ওয়াটার অর্থাৎ সমুদ্রের জল ঢুকে তৈরি খাড়ি পর্যটকদের বিমোহিত করে। আবার চাষের জমির উর্বরতা বাড়াতে মানুষের তৈরি খাল-বিল-লেক হয়েছে কেরলে।

যেমন বৈচিত্র্যময় এর প্রকৃতি, তেমনই অতীব বৈচিত্র্যে ভরা এর অতীত ইতিহাস। *কেরা + আলয়ম* অর্থাৎ নারকেলের দেশ *কেরলম*-ই কালে কালে হয়েছে কেরল। *প্রাচ্যের ভেনিস* নামেও খ্যাত এই কেরল। কিংবদন্তী বলে, পুরাকালে কেরল ছিল অসুররাজ মহাবলীর রাজ্য। মহাবলীর প্রশস্তিতে দেবতারা শঙ্কিত। বিষ্ণু এলেন বামন অবতার (৫ম) রূপে মহাবলী সকাশে। বাসযোগ্য তিন-পা জমি মাগেন রাজার কাছে ক্ষুদে বামন। রাজার তথাস্তুতে দু-পা নিতে জমি যায় ফুরিয়ে—দেব ছলনা বুঝতে পেরে মাথা পেতে দেন তৃতীয় পায়ের জন্য মহাবলী। বামনরূপী বিষ্ণুর পায়ের চাপে মহাবলী তলিয়ে যান পাতালে। পাতালগামী মহাবলীর অন্তিম-ইচ্ছা পূরণ করেন বিষ্ণু। সেই থেকে বছরে একটি বার ৪ দিনের তরে প্রজা-সকাশে আসেন মহাবলী। মহা আড়ম্বরে যাপিত হয় প্রিয় রাজার উপস্থিতি—নাম তার *ওনাম।*

আর বিষ্ণুর ৬ষ্ঠ অবতাররূপী পরশুরাম সবুজ স্বর্গ গড়ার মানসে পাহাড়চুড়ো থেকে কুড়াল ছুড়ে জল সরিয়ে আরব সাগর থেকে মালাবার উপকূল গড়ে দান করেন তাঁরই প্রিয়জনদের মধ্যে। তবে, বারবার ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে জল সরে জেগে ওঠে কেরলের বিরাট এক অংশ। কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল বিক্ষিপ্তভাবে সেকালের কেরল ভূখণ্ডে। যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত রাজ্যে রাজ্যে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে উল্লেখও মেলে কেরলপুত্র নামে কেরলের। এমনকি মেগাস্থিনিসের বিবরণেও উল্লিখিত হয়েছে কেরলের নাম।

এমনকি কেরলের অন্বেষণে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। যীশুর মৃত্যুর পর 52 AD-তে সিরিয়া থেকে যীশু-শিষ্য সেন্ট টমাসের মালাবার উপকূলে ক্রাঙ্গানোরের মাসিয়াউকারা প্রদেশে আগমনে খ্রিস্টধর্ম, আর 643 AD-তে মালিক ইবন ডিনার-এর আগমনে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয় সেদিনের মালাবার অর্থাৎ কেরলে। ভারতে প্রথম মসজিদটিও গড়ে ওঠে জামোরিন রাজাদের আনুকূল্যে ক্রাঙ্গানোরে। এরপর হিন্দুধর্মের প্রভাব ঘটে কেরলে। বৈদিক-আদর্শবাদের বা উপনিষদের অদ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী ওড়ান শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০) সারা ভারতময়। বাস ছিল তাঁর কেরলে। আর আজ ৬০% হিন্দু, ২০% মুসলিম, ২০% খ্রিস্টানের বাস কেরলে। বাসও এদের মূলত রাজ্যের উত্তরে মুসলিম, মধ্যভাগে খ্রিস্টান আর দক্ষিণে হিন্দুর। কেরলই একমাত্র রাজ্য যেখানে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে।

খ্রিস্ট পূর্বকাল থেকে বণিকেরা এসেছে দেশ-দেশান্তর থেকে পণ্য বিকোতে কেরলে। নিয়েছে তারা মশলা, হাতির দাঁত, চা, রবার ও চন্দন কাঠ কেরল থেকে। এদেশের মশলার প্রশস্তি ছিল সারা বিশ্বে সেকালে। বনজ ও খনিজ সম্পদেও যথেষ্ট বলীয়ান কেরল রাজ্য। এমনকি গ্রিস, রোম, আরব ও চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য ছিল সেকালে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭তে নেবুচাডনেজারের প্যালেস্টাইন দখলে ইহুদিরা এসে প্রথম উপনিবেশ গড়ে কেরলে—আজও কোচিতে তার নিদর্শন মেলে। আর ব্রিটিশ উপনিবেশ গড়ে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে আঙিঙ্গলের রানীর দেওয়া ভূমি অনজেন-গোতে। তবে, পর্তুগাল থেকে আসা ভাস্কো-ডা-গামার পদার্পণ ঘটেছে তারও আগে ১৪৯৮তে। মালাবারে গড়েও ওঠে

ব্যবসাকেন্দ্র পর্তুগিজদের। তারই পিছু পিছু আসে দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ। দখল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায় পরস্পরে। ১৭৯২এ দক্ষিণী শার্দূল টিপুর পরাজয়ে ইংরেজদের দখলে যায় মালাবার ও কোচি; আর ত্রিবাঙ্কুর থাকে দেশীয় রাজ্য হয়ে। বারবার বিদেশীদের আগমনে বিদেশী প্রভাবও অতিমাত্রায় চোখে পড়ে সারা কেরল ভূখণ্ডে। তবুও কেরলীয় স্বকীয়তায় আজও স্বতন্ত্র এরা।

কেরল ☐ রাজধানী: তিরুভনন্তপুরম (ত্রিবান্দ্রম)। আয়তন: ৩৮৮৬৩ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ২৯০১১২৩৭। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৩.৪৩%। পুরুষ: ১৪২১৮১৬৭। নারী: ১৪৭৯৩০৭০। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৩৫৫৭৫৫৭। বৃদ্ধির হার: ১৩.৯৮%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৭৪৭। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ১০৪০। সাক্ষরের হার: ৯০.৫৯%। প্রধান ভাষা: মালয়ালম, সঙ্গে চলে তামিল ও ইংরেজি। মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয়: ৫০৬৫.০০ টাকা (১৯৯২-৯৩)।

১২ দিনে কেরল বেড়ান—তিরুভনন্তপুরম ২ কুইলন ১ আলেপ্পি ১ পেরিয়ার ১ কোচি-এর্নাকুলম ২ পথ চলায় ৫ দিন। তবে, উচিত হবে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ পথে তামিলনাড়ুর সাথে জুড়ে কেরল বেড়িয়ে নেওয়া। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ হলেও নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস মনোরম।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৭-য় জনগণের ভোটে প্রথম কম্যুনিস্ট সরকারও গঠিত হয় এই কেরলে। কম্যুনিজমের সঙ্গে অতিমাত্রায় ধর্মপ্রাণও কেরলবাসীরা। মন্দির/মসজিদ/গির্জাও তাই গ্রামেগঞ্জে। এছাড়া ফেস্টিভ্যাল বা উৎসবও লেগে আছে বছরের প্রতিটা দিন কেরলে।

Elephant March : প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ৯—১২ ঝলমলে সাজে ১০১ দাঁতাল হাতির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখতে দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রী আসছে থ্রিসুরে। হাতি চলে ছত্রাধিপতি হয়ে। পিঠে চড়ারও সুযোগ মেলে যাত্রীর। শুরু থ্রিসুরে হলেও তিরুভনন্তপুরমেও যথেষ্ট পপুলার বাৎসরিক উৎসব **এলিফ্যান্ট মার্চ**।

Thrissur Puram : এপ্রিল-মে মাসে (৫.৫.১৯৯৮) থ্রিসুরের আর এক উৎসব ৪ দিন ব্যাপী পুরম। দুই সারিতে ৩০টি করে হাতি চলে ঝলমলে সাজে সজ্জিত হয়ে। হাতির পিঠে ৩ জন করে পুরোহিত—হাতে তাদের রঙবেরঙের বাহারি ছাতা। হাতির প্রতিযোগিতা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন পুরমে। নাচ-গান-বাজনায় মেতে ওঠে থ্রিসুর। আতসবাজি পোড়ে উৎসবে।

Boat Races : আগস্ট মাসের দ্বিতীয় শনিবার আলাপুজার পম্পা নদীতে ১০০ দাঁড়ওয়ালা সুসজ্জিত বোট রেস আকর্ষণে অনবদ্য। ছাড়া সাপ হুডে নিয়ে শতাধিক নৌকা নেহরু ট্রফি জেতার লোমহর্ষক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাতে এর সূচনা—পুরস্কারটিও নেহরুর দান।

Kochi Carnival : ডিসেম্বরের ২৫-৩১ সপ্তাহব্যাপী নাচ-গান-বাজনায় **নববর্ষের উৎসব** সাড়ম্বরে পালিত হয় কোচিতে।

Nishagandhi Dance Festival : প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির ২১-২৭ অর্থাৎ ৭ দিনের ধ্রুপদী নৃত্যের আসর বসে তিরুভনন্তপুরমের নিশাগান্ধী মুক্ত মঞ্চে। ভারতনাট্যম, ওড়িশি, মোহিনীআট্টম, কত্থক নৃত্যও পরিবেশিত হয় ডান্স ফেস্টিভ্যালে। নৃত্য প্রেমিকদের কাছে খুবই পপুলার—দর্শকও আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে।

Food Festival : খাদ্য রসিকদের কাছে খুবই প্রিয় এপ্রিল মাসের ৫-১১ তিরুভনন্তপুরমের **খাদ্যোৎসব**। কেরলীয় মেনুর সাথে ভারতীয় সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ নিতে পারেন খাদ্যোৎসবে।

Onam : এপ্রিল মাসের নববর্ষে ধান বোনার উৎসব *বিশু*, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে (১.৯.৯৮-৬.৯.৯৮) ৭ দিন ধরে ধান কাটার উৎসব *ওনাম;* আর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে *তিরুভাথির* বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে ওনাম-ই কেরলের জাতীয় উৎসব। পর্যটন সপ্তাহও পালিত হচ্ছে ওনাম উৎসবকালে। *ব্যাক ওয়াটারে* নৌকা প্রতিযোগিতা ওনামের আর এক আকর্ষণ। নাচেগানেও কেরল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। *কথাকলি, তুল্লাল, মোহিনীআট্টম* নৃত্য আপন মহিমায় সারা বিশ্বে সমাদর পাচ্ছে। আর কর্ণাটকী সঙ্গীতে কেরলের অবদানও অনস্বীকার্য। মঙ্গলানুষ্ঠান ও অতিথি আপ্যায়নে কলার উপকরণ এদের জাতীয় কৃষ্টি। তেমনই এরা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায় আমরা যাতে না বোঝাই। তবুও কেমন যেন বিশৃঙ্খলা—ঠকতে হয় পদে পদে নানান অছিলায়। নানান তিক্ত অভিজ্ঞতাও নিয়ে ফেরেন কেরল পর্যটকরা।

তিরুভনন্তপুরম/ত্রিবান্দ্রম

কেরল রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম—নামান্তর ঘটে আজ হয়েছে তিরুভনন্তপুরম। অতীতকালে নামও ছিল এর *Thiru-Anantha-Puram* অর্থাৎ পবিত্র অনন্তনাগের শহর। রোম শহরের মতো সহ্যাদ্রি পর্বতের সাত পাহাড়ে মনোরম প্রকৃতির মাঝে গড়ে উঠেছে তিরুভনন্তপুরম। সঙ্কীর্ণ গলিপথে, লাল টালিতে ছাওয়া বাড়িঘর—তারই মাঝে আধুনিক স্থাপত্যে গড়া ইমারত আর ফুলবাগিচা সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শহরের। তবুও যেন বিষ্ণু তথা শ্রীপদ্মনাভস্বামী

মন্দির সহ রাজধানীর আকর্ষণ ম্লান হয়ে পড়ে শহর থেকে ১৬ কিমি দূরের কোভলম সাগরবেলার কাছে। পর্যটন মানচিত্রে তিরুভনন্তপুরমের প্রসিদ্ধিও কোভলমের জন্য। KTDC-র কনডাকটেড ট্যুরে বা চুক্তিতে ট্যাক্সি নিয়ে বেড়িয়েও নেওয়া যায় কোভলম সহ তিরুভনন্তপুরম দিনে দিনে। তবে, ২ দিনের বেশি থাকার দরকার হয় না তিরুভনন্তপুরমে।

কেরল আজকের নয়:

- *মর্ত্যভূমে স্বর্গ গড়তে স্বর্গের দেবতা বিষ্ণুর ৬ষ্ঠ অবতাররূপী পরশুরামের ছোড়া কুড়ালে আরব সাগর থেকে জল সরে কেরল ভূখণ্ডের উদ্দীপন।*
- *ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এই কেরলের সন্ধানে বেরিয়ে।*
- *যিশু শিষ্য সেন্ট টমাস 52 AD-তে ভারতে এসে এশিয়ায় প্রথম গির্জা গড়েন কেরলে।*
- *ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহম্মদের শিষ্য মালিক ইবন ডিনার (Malik Ibn Dinar) 643 AD-তে ভারতে পৌঁছে এশিয়ার প্রথম মসজিদ গড়েন কেরলে।*
- *এমনকি কিং সলোমন কেরল থেকেই দারু নিয়ে নিজ ভূমে মন্দির গড়েন।*
- *সিজারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে ক্লিওপেট্রা কেরলেই ছেলেকে পাঠানোর মনস্থ করেন।*

চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ১৮-৫৫য় 6319 চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম মেল কাটপাদী/সালেম/পালঘাট/ত্রিচুর/এর্নাকুলম/কোট্টায়াম/ কুইলন হয়ে পরদিন ১১-৫৫য় তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে। চেন্নাই ফেরে ১৩-৩০এ 6320 চেন্নাই মেল। দূরত্ব ৯২১ কিমি। সালেম/ কোয়েম্বাটুর/ পালঘাট হয়ে ওয়েস্ট কোস্ট ও কোচি এক্স; আর সালেম/ পালঘাট হয়ে ম্যাঙ্গালোর মেল যাচ্ছে চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে। কুইলন মেল চেন্নাই এগমোর থেকে, কুইলন এক্স ত্রিচি থেকে মাদুরাই হয়ে যাচ্ছে। কলকাতা যাত্রীদের 1 5 দিন 6324 হাওড়া-তিরুভনন্তপুরম এক্সে বা রবিবার ৫-০০টায় গুয়াহাটি ছাড়া 6322 গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্সে সোমবার ৩-৫০এ হাওড়া ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রাল হয়ে তিরুভনন্তপুরম যাওয়ায় সুবিধা। কলকাতা থেকে তিরুভনন্তপুরমের দূরত্ব ২৫৮৩ কিমি, সময় নেয় ৪৮ ঘণ্টা।

ভারত রাষ্ট্রে কেরলের উল্লেখ্য :

১৯৫৬র ১লা নভেম্বর কেরলের জন্ম। জনগণের ভোটে প্রথম কম্যুনিস্ট সরকার ১৯৫৭য়।

প্রতি বর্গ কিমিতে জনবসতির ঘনত্বেও ভারত রাষ্ট্রে কেরল প্রথম (৭৪৭)।

৪৪টি নদী বয়ে চলেছে কেরল ভূখণ্ডে—৪১টি তার পশ্চিম বাহিনী, ৩টি পুব বাহিনী।

সমুদ্রের জলে খাঁড়ি অর্থাৎ ব্যাক ওয়াটার—সেও কেরলের অনন্য সৃষ্টি।

কেরলের বৃহত্তম লেক—২০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত সমুদ্রের জলে সৃষ্ট ব্যাক ওয়াটার অর্থাৎ ভেম্বানাদ লেক।

কেরলের আর এক কৃষ্টি পৌরাণিক আখ্যানভিত্তিক কথাকলি নৃত্য সৃষ্টি।

সমবায় প্রথায় জন-জাগরণ ঘটায় শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্র, স্বাস্থ্য গঠনে কেরল অদম্য।

ভারতে একমাত্র রাজ্য কেরলেই পুরুষের থেকে নারীর আধিক্য।

ভারতে অন্যতম আর বিশ্বে দ্বিতীয় (মিয়ামি প্রথম) সুন্দরতম কোভলম বীচ ও বিশ্বখ্যাত পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি দুইয়েরই অবস্থান কেরলে।

লাক্ষাদ্বীপের জাহাজ ও বায়ুদূতের বিমানও যাচ্ছে ভারতের বৃহত্তম পৌর নগরী কোচি থেকে।

ভারতের প্রথম মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট—Mrs Omana Kunjamma; প্রথম মহিলা মুন্সেফ (Munsiff), প্রথম মহিলা সেসন জজ (Sessions Judge), প্রথম মহিলা হাইকোর্ট জজ (High Court Judge)—তিনেরই দাবিদার কেরলের Mrs Anna Chandy.

সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা জজ কেরলের Miss M Fathima Beevi.

মহিলা-স্বার্থ রক্ষার্থে প্রথম Womens' Commission গঠিত হয় ১৯৯০এ কেরলে।

ভারতে প্রথম লেখক সমবায়ের পত্তনও কেরলের কোট্টায়ামে।

সরকারি মতে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের একমাত্র রাজ্য কেরলে।

এছাড়া ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া থেকে বৃহস্পতিবার ৩-৫০এ 5624 গুয়াহাটি-কোচি এক্স, বৃহস্পতিবার ১৩-০০টায় পাটনা ছেড়ে ০০-

২০এ খড়্গপুর পৌঁছে চেন্নাই হয়ে কোচি যাচ্ছে 6310 পাটনা-কোচি এক্স। হাওড়া ফেরে তিরুভনন্তপুরম থেকে 3 6 দিন ১২-৪৫এ হাওড়া এক্স, মঙ্গলবার ১২-৪৫এ গুয়াহাটি এক্স; কোচি ছাড়ে রবিবার ১৬-৪০এ গুয়াহাটি এক্স, সোমবার ১৬-৪০এ পাটনা এক্স। তেমনই করমণ্ডল এক্স, চেন্নাই মেল-এ হাওড়া ছেড়ে চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছে নতুন করে নানান ট্রেনে চলা যেতে পারে তিরুভনন্তপুরম তথা কেরলে।

মুম্বাই যাচ্ছে ৭-১৫য় তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে ৪৪½ ঘণ্টায় কন্যাকুমারি-মুম্বাই এক্স, শুক্রবার ৪-২০এ তিরুভনন্তপুরম-কারলা এক্স কুইলন/ এর্নাকুলম/ পালঘাট/ কোয়েম্বাটুর/ কাটপাদী/পুনে হয়ে। ৯-৪০এ কেরল এক্স ও কেরল-ম্যাঙ্গালোর লিঙ্ক এক্স যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম থেকে ৫২ ঘণ্টায় ৩০৫৪ কিমি দূরের নিউ দিল্লী; আর যাচ্ছে ভারতের দীর্ঘতম রেল যাত্রায় হিমসাগর এক্স প্রতি শুক্রবার ১২-৩০এ কন্যাকুমারি ছেড়ে তিরুভনন্তপুরম/ কোয়েম্বাটুর/কাটপাদী/বিজয়ওয়াড়া/নাগপুর/ভূপাল/ঝাঁসী/ নিউ দিল্লী হয়ে জম্মু অর্থাৎ ভূস্বর্গে। হিমসাগরের সঙ্গে জুড়ে ইরোডে পৃথক
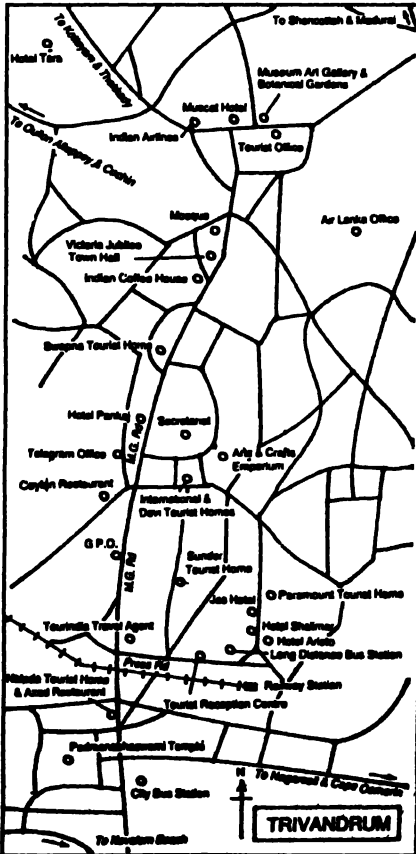
হয়ে মাদুরাই যাচ্ছে লিঙ্ক এক্স। প্রতি শুক্রবার ৬-৩৫এ তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে রাজধানী এক্স যাচ্ছে চেন্নাই হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন। প্রতি বুধবার তিরুভনন্তপুরম-রাজকোট এক্স ১৪-১০এ, বৃহস্পতিবার নাগের-কয়েল-তিরুভনন্তপুরম-গান্ধীধাম এক্স ১২-৪৫এ তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে পালঘাট/ কোয়েম্বাটুর/ গুন্টাকল/ পুনে/ সুরাট/আমেদাবাদ হয়ে যাচ্ছে। কোচি-আমেদাবাদ-রাজকোট এক্স যাচ্ছে প্রতি শুক্রবার ১৬-৪০এ একই পথ ধরে। ১৬ ঘণ্টায় ৬৩৫ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৬-০৫এ 6349 তিরুভনন্তপুরম-ম্যাঙ্গালোর পরশুরাম এক্স, ১৭-৪০এ 6329 মালাবার এক্স তিরুভনন্তপুরম থেকে পশ্চিম উপকূল ধরে কুইলন/এর্নাকুলম/ সোরানুর হয়ে। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১০-২০এ তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে ১৯ ঘণ্টায় 6525 কন্যাকুমারি-ব্যাঙ্গালোর এক্স; বৃহস্পতিবার নাগেরকয়েল-গান্ধীধাম এক্স। ৯ ঘণ্টায় কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে উটির যাত্রী নিয়ে নানান ট্রেন। আলেপ্পি, এর্নাকুলম, সোরানুর যাচ্ছে নানান ট্রেন। ভারতের দক্ষিণ বিন্দু কন্যাকুমারিতেও ট্রেন যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম থেকে ৪-২০এ এক্স, ৭-০০টায় প্যাসেঞ্জার, ৮-৫০এ চেন্নাই-কন্যাকুমারি এক্স, ১২-৪০এ কারলা-কন্যাকুমারি এক্স, ১৫-২০এ ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারি এক্স, ১৮-০০টায় প্যাসেঞ্জার, ১৯-০৫এ প্যাসেঞ্জার, ২০-৩৫এ কুইলন প্যাসেঞ্জার, ২৩-১০এ সাপ্তাহিক হিমসাগর ছাড়াও নানান। দূরত্ব ৮৭ কিমি, ২ ঘণ্টার পথ এক্স ট্রেনে আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন কন্যাকুমারির ১৬ কিমি আগে নাগেরকয়েলে চলায় বিরতি টানে।

NH 7, 17, 45 ও 47এর সংযোগে তিরুভনন্তপুরম। ভ্রমণ তালিকায় তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটক থাকলে ভ্রমণার্থীদের কন্যাকুমারি থেকে তিরুভনন্তপুরম যাওয়াই সুবিধার। ট্রেন ও বাস যাচ্ছে, মুহুর্মুহু সার্ভিস, বাসে ২½ ঘণ্টার পথ; দূরত্ব ৯৭ কিমি। তবে, নাগেরকয়েল থেকে বাসের আধিক্য মেলে। বাস যাচ্ছে কুইলন (১½ ঘ) ৬৩, কোট্টায়াম ১৫৪, আলেপ্পি (৩½ ঘ) ১৪৭, এর্নাকুলম (৫ ঘ) ২১০ কিমি ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিকে তিরুভনন্তপুরম থেকে। ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের তিরুভনন্তপুরম থেকে কোচি, কান্নানোড়, কুইলন ও আলেপ্পি। পথেই পড়ে এর্নাকুলম, আলওয়ে, ত্রিচুর ও কোজিকোড। আর চলে দ্রুতগামী নন-স্টপ সার্ভিস ও সাধারণ বাস সারা রাজ্য জুড়ে মুহুর্মুহু। বাস যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায় পোনমুড়ি ৫৬, ৮ ঘণ্টায় ২৭২ কিমি দূরের পেরিয়ার যাচ্ছে ৩-৩০, ৮-৪৫, ১১-৩০এ তিরুভনন্তপুরম থেকে। এমনকি বাস যাচ্ছে চেন্নাই, পণ্ডিচেরী, মাদুরাই, উটি, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূরও তিরুভনন্তপুরম থেকে। তবে, বাসে সবকিছুই মালয়ালম ভাষায় লেখা। অব্যবস্থাও যেন সবকিছুতে। নির্ধারিত স্ট্যান্ডে নির্দিষ্ট চলার বাস খুঁজে পাওয়া ভার। টিকিটের দীর্ঘ লাইন, বাসও চলতে শুরু করে যাত্রী না তুলে। এমনকি *প্রায়রিটি টিকিটের* যাত্রীদের বাসে ওঠা সম্ভব হলেও সিট পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই, উচিত হবে দূরপাল্লার পথে রাজ্য পরিবহণ পরিহার করে প্রাইভেট বাসের যাত্রী হওয়া।

সারা দক্ষিণে মিটারগেজ রেলের প্রচলন থাকায় বাসে চলায় গতি বাড়ে। আর তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহণ Thiruvalluvar-এর বাস যাচ্ছে তামিলনাড়ুর দিকে দিকে। দপ্তর এদের সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের পুবে। বাস যাচ্ছে ১৭ ঘণ্টায় চেন্নাই চার, ৭ ঘণ্টায়

মাদুরাই দশ, ১৬ ঘণ্টায় পন্ডিচেরী এক, ছাড়াও কোয়েম্বাটুর, নাগেরকয়েল, ইরোড ও আরও নানান।

কেরল সরকারের (১৯৯০) বিধানে
ইংরেজি বাগধারা থেকে মালয়ালম-এ নামান্তরিত :

পুরাতন	নতুন
Alleppey	Alappuzha
Alwaye	Aluva
Calicut	Kozhikode
Cannanore	Kannur
Cochin	Kochi
Cranganore	Kodungallur
Palghat	Palakkad
Quilon	Kollam
Sultan's Battery	Sultanbatheri
Tellicherry	Thalasseri
Trivandrum	Thiruvananthapuram
Trichur	Thrissur

FOR INFORMATION CONTACT:

Department of Tourism, Govt of Kerala, Park View, Thiruvananthapuram .... ✆ 321132
Tourist Information Centre. Airport .... ✆ 501085
Central Bus Terminus, Thampanoor, ... ✆ 327224
Kerala Tourism Development Corporation (Central Reservation), Mascot Square, ... ✆ 438976
Tourist Reception Centre (KTDC) .... ✆ 330031
Tourist Information Centre, Kovalam ... . ✆ 480085
Tourist Information Counter, Tourist Desk, Boat Jetty, Kochi .... ✆ 371761
Tourist Information Counter, Airport, Kochi
Tourist Information Centre, Rly Station-Kozhikode
Tourist Information Centre, New Delhi .... ✆ 3316541
Tourist Information Centre, Mumbai ... ✆ (P.P)2026817
Tourist Information Centre, Chennai .... ✆ 8279862

IAC-র উড়ান প্রতিদিন ৮-৩০এ দিল্লী ছেড়ে ১০-২৫এ মুম্বাই পৌঁছে তিরুভনন্ত-পুরম আসছে ১৩-১৫য়; দিল্লী ফেরে ১৫-১৫য় তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে ১৭-১০এ মুম্বাই পৌঁছে ২০-০০টায়। 1 2 4 6 দিন ৯-৪০এ চেন্নাই ছেড়ে তিরুভনন্ত-পুরম আসছে ১০-৫০এ, 3 5 7 দিন ৮-১৫য় ছেড়ে ৯-২৫এ সরাসরি। চেন্নাই ফেরে ১৬-০০/১৪-০০টায় ছেড়ে একইভাবে। 1 4 দিন ১১-৫০এ ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১২-৫৫য়; তিরুভনন্তপুরম ফেরে ১০-০০টায় ব্যাঙ্গালোর থেকে। কোচি যাচ্ছে 1 3 4 5 7 দিন ১১-০০টায় ছেড়ে ৪৫ মিনিটে, ফেরে ৯-৫৫য় কোচি থেকে। আর প্রাইভেট বিমান Jet Airways প্রতিদিন যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম-মুম্বাই-আমেদাবাদ, তিরুভনন্ত-পুরম-মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ, তিরু-ভনন্তপুরম-মুম্বাই-দিল্লী, তিরু-ভনন্তপুরম-মুম্বাই-জয়পুর; ইস্ট ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সও দৈনিক সার্ভিস গড়েছে তিরুভনন্তপুরম থেকে মুম্বাই-এর। 1 2 4 6 দিন মালী; 3 5 7 দিন কলম্বো যাচ্ছে IAC-র উড়ান তিরুভনন্তপুরম থেকে। এয়ার লঙ্কাও সপ্তাহে ৪ দিন সার্ভিস গড়েছে তিরুভনন্তপুরম থেকে কলম্বোর। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে। সিটি বাস (রুট ১৪), অটো ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহর থেকে ৬ কিমি দূরের এয়ারপোর্টে। IAC-র অফিস বসেছে মাসকট হোটেল পেরিয়ে Museum Rd, ✆ 438288-তে; Air Lanka-র অফিস সেক্রেটারিয়েটের পুবে Ganapathy Kovil Rd, ✆ 68767-এ।

Packages of KTDC Ltd.

Beach Holidays : Anchor Point : *Hotel Samudra,* Kovalam : Duration : 2 nights 3 days for 2 persons @ Rs. 6349/- (all inclusive)

Jungle Holidays : Anchor Point : *Lake Palace Hotel,* Thekkady : Duration : 2 nights 3 days for 2 persons @ Rs. 9299/- (all inclusive)

Anchor Point : *Aranyanivas Hotel,* Thekkady : Duration 2 nights 3 days for 2 persons @ Rs. 4399/- (all inclusive)

Anchor Point : *Periyar House,* Thekkady : Duration : 2 nights 3 days for 2 persons @ Rs. 2499/- (all inclusive)

Back Water Holidays : Anchor Point : *Boat House,* Kumarakom : Duration : 2 nights 3 days for 2 persons @ Rs. 2599/- (all inclusive)

Island Holidays : Anchor Point : *Bolgatty Palace Hotel,* Kochi : Duration : 2 nights 3 days for 2 persons @ Rs. 4999/- (all inclusive)

For reservations : contact the Marketing Division, Central Reservations, KTDC Ltd., Mascot Square, Thiruvananthapuram, (Fax : 0471-434406/431080).

কনডাকটেড ট্যুর : রেল স্টেশন আর দূরপাল্লার বাস টার্মিনাস পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিরুভনন্তপুরমে। বাস টার্মিনাসে ট্যুরিস্ট অফিস আর পাশেই তার Kerala Tourism Development Corporation Ltd. আর এদের থেকে ৭-১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির; বিপরীতে সিটি (মিউনিসিপাল) বাস স্ট্যান্ড। মূল সড়ক মহাত্মা গান্ধী রোড চলেছে শহর বিদীর্ণ করে—উত্তরে ট্যুরিস্ট অফিস, মিউজিয়ম ও চিড়িয়াখানা; আর দক্ষিণে মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড। (১) KTDC প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় গিয়ে ১৯-০০টায় ফেরে ৯০ টাকায় শহর অর্থাৎ শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির, মিউজিয়ম, চিত্রালয়ম, অ্যাকোয়ারিয়াম, জু, কোভলম বীচ, প্ল্যানেটেরিয়াম, শানগুমুঘাম বীচ দেখিয়ে। তবে সোমবার মিউজিয়ম ও জু বন্ধ থাকায় প্রোগ্রামে কিছুটা বদল ঘটে। বুধ ছাড়া প্রতিদিন (১৪—১৯-০০) হাফ ডে ট্যুরেও যাচ্ছে Veli Lagoon, Shanghumugham Beach ও Kovalam Beach দেখাতে ৬০ টাকায়। (২) প্রতিদিন ৭-৩০এ গিয়ে ২১-০০টায় ফেরে ১৭০ টাকায় কোভলম, পদ্মনাভপুরম প্রাসাদ, শুচীন্দ্রম, কন্যাকুমারি বেড়িয়ে। (৩) পোনমুড়ি পাহাড়ী শহর ও নায়ার বাঁধ বেড়িয়ে আনে ১৫০ টাকায় প্রতিদিন ৭-৪৫এ গিয়ে ১৯-০০টায় ফিরে। (৪) প্রতি শনিবার (শেষ ছাড়া) সকাল ৬-৩০টায় ২ দিনের সফরে পেরিয়ার যাচ্ছে ৩৫০ টাকায়। (৫) মাসের শেষ শনিবার ৩ দিনের সফরে ৬০০ টাকায় যাচ্ছে কোদাইকানাল, মাদুরাই, পেরিয়ার। দিনে দিনে কোর্টালাম দেখিয়ে আনে ১৭০ টাকায়। মুন্নার যাচ্ছে কুমারাকোম হয়ে ৪৫০ টাকায়। এছাড়াও নানান প্যাকেজে—তিরুপতি/ গোয়া/ ব্যাঙ্গালোর/ মোকাম্বিকা/ রামেশ্বরম/ মুম্বাইও যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম থেকে KTDC. ৫ বছরের ঊর্ধ্বে ভাড়া লাগে

পুরো। ভাড়া বলতে কেবল যানবাহন। থাকা ও আহার্য নিজ ব্যয়ে—তবে সহযোগিতা মেলে KTDC-র। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। বুকিং: Tourist Reception Centre, KTDC Ltd, Subramoniam (Station) Rd, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001, ✆ 330031 বা Assistant Manager, Travel & Tours Division, KTDC Ltd, Hotel Chaithram, Thampanoor, Thiruvananthapuram-1, ✆ (0471) 331321. তেমনই KTDC-র হোটেল বুকিং-এর জন্যও লেখা যেতে পারে KTDC, Central Reservations, Mascot Square, Thiruvananthapuram-33, ✆ 438976 (Ext 609)-কে। এমনকি কলকাতায় Himalchura, ✆ 3508004/3530390 বা Diamond Travels ✆ 2259639/276714 থেকেও KTDC-র হোটেল ও প্যাকেজ ট্যুরের বুকিং মেলে। উৎসাহীরা Tourist Information Centre, Park View Rd-এর ব্যবস্থাপনায় কথাকলি নাচের আসরও দেখে নিতে পারেন।

Thiruvananthapuram-695033, STD 0471-তে হোটেলও আছে নানান। তিরুভনন্তপুরম রেল স্টেশনে *রেলের রিটায়ারিং রুম* আর বেরুতেই বামহাতে *Corporation Rest House,* ✆ 330477, S ২০, ৩০, ৪০, D ৩৫, ৫০, T ৭০, অবু: Superintendent; *Legislators Hostel,* Cantonment, অবু: Estate Officer.

আর রয়েছে পাশ্চাত্যপ্রথায়—KTDC-র ত্রিতারকা **Mascot H,* Mascot Sqr, Palayam-33, ✆ 438990, A8R3B3, A/c S ৯৯৫, D ১১৯৫, স্যুইট ২০০০, ২৩৯৫। রেল ও বাস দুই-এরই সন্নিকটে KTDC-র *H Chaithram,* Thampanoor Rd, near Rly Stn-1, ✆ 330977, SAB ৪৫০, ৫০০, DAB ৫৫০, ৬০০, A/c S ৭০০, ৮৫০, D ৮৫০, ১০০০। ট্যুরিস্ট অফিসও বসেছে চৈতরামে। এদেরই আর এক সংস্থা *Yatrinivas,* Thycaud, ✆ 64453.

রেল চত্বর পেরুতেই Thampanoor ও Aristo Jn এ—*Green Land Lodging,* ✆ 63485, SCB ৩০, SAB ৬৫, DAB ১২০, TAB ১৫০, FR ১৬০; *H Aristo,* ✆ 63622, SCB ৩৮, DCB ৭৫, TAB ১৫০; *Shalimar Inn,* ✆ 61974; *Paramount Park H,* ✆ 63474. বাঁয়ে গলিপথে—*H Rohini Complex,* ✆ 69377, DAB ১৫০, TAB ১৭৫; *Lal Tourist Home,* ✆ 68477, S ৮৫, D ১৫০, T ১৮৫, A/c D ৩৫০; *Vinayaka Tourist Home,* S ৬০, D ১০০, T ১৫০; *Venkateshwara Tourist Home,* ✆ 63968, DAB ১২৫-১৭৫। অ্যারিস্টো হোটেলের বাঁয়ে গলিপথে—*Sri Devi Tourist Home,* S ৫০, D ১০০, T ১২৫, F ১৫০; *Manacaud Tourist Home,* S ৮০, D ১৫০-২০০, T ২২৫, A/c D ৬০০; *Hazeen Tourist Home,* ✆ 63465, SAB ৬০, DAB ১২৫, TAB ১৫০; *SGA Lodge, Sree Kumar L,* ✆ 63705, SCB ৪৫, DAB ১২০, TAB ১৫০; *H Thamburu International (INT),* ✆ 61974, SAB ১২৫, DAB ১৫০-২৫০, TAB ২২৫, A/c D ৩৫০, স্যুইট ৬০০; **Jas H,* Thycaud-14, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৬০০, ৬৫০, D ৬৫০-৮৫০, স্যুইট ১০০০-১২৫০; *Safire L,* ✆ 65686, SCB ৬০, DAB ১২৫, TAB ১৫০; *H Woodlands,* Thycaud, S ১৫০-২২৫, D ২৭৫-৩৫০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০।

মূলপথ Thampanoor-এ—*O M Tourist Home, Prasanth Tourist Home, H Salrah, Priya Tourist Home, H Keerthi,* S ৮৩, D ১৫৬, T ১৯৩, A/c D ২৮৬; **H Horizon,* Aristo Rd-14, SAB ৪০০, DAB ৬০০, A/c S ৮৫০-১২৫০, D ১০৫০, ১৫৫০, স্যুইট ১৭৫০; *S N Tourist Home, H Safa International,* ✆ 67556, *C K Lodge, Paramount Park H.*

বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে হোটেল চৈতরাম লাগোয়া Thampanoor, Station Rd এ—*H Sreevas,* ✆ 331664, S ৮০, D ১৫০, T ১৭৫। স্বল্প যেতে ডানহাতি Manjalikulam Rd-এ—*H Manacaud Tourist Paradise, H Sukhavas,* ✆ 331967, S ১০০, D ১৫০, স্যুইট ২৭৫, A/c D ৪০০; *H Ammu,* ✆ 331966; *H Highland,* ✆ 68200, S ১২৫-২০০, D ১৬০-২৫০, A/c S ২২৫-৩২৫, D ৩০০-৪২৫; *H Hyvala,* ✆ 330724; *H Regency,* ✆ 330377. Station Rd-এ—*Sree Arulakam L.* ডানহাতি M G Rd-এ—*Saja Tourist Home, H Safari,* opp SMV School, ✆ 77202, S ১৫০, D ২০০, A/c S ৩৫০, D ৪২৫।

তিরুভনন্তপুরম থেকে দূরত্ব :		
পোনমুড়ি	৬১	কিমি
ওয়ারকালা	৫৪	”
কোল্লাম	৭১	”
কন্যাকুমারিকা	৮৭	”
কোচি	২২০	”
কোট্টায়াম	১৫৪	”
ত্রিসুর	৩০০	”
কুমিলি	২৪৯	”
পেরিয়ার	২৫৩	”
মাদুরাই	৩০৭	”
কোদাইকানাল	৪১৮	”
চেন্নাই	৭৮৪	”
মহীশূর	৬৪৩	”
ব্যাঙ্গালোর	৭১২	”
ম্যাঙ্গালোর	৭০৬	”
মুম্বাই	১৬১৩	”

বাস ও রেলের সন্নিকটে Thampanoor-এ—*H Silvarsand,* Thampanoor Flyover, TVM-695036, ✆ 460318, S ১৭৫, D ২৫০, A/c D ৩৫০-৪৫০, স্যুইট ৬৫০; *Jacob's H,* ✆ 331963, D ১২৫-২০০, A/c ২৫০-৩৫০, স্যুইট ৬০০; *H Mas,* Overbridge Jn, ✆ 78566, S ১৫০, D ২২৫, A/c D ৩৫০।

শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির তথা বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে—**H Luciya,* East Fort, TVM-23, ✆ 463443, SAB ৯৯৫, DAB ১২৫০, স্যুইট ২৫০০; *Madison Fort Manor,* Power House Jn-23, ✆ 461718, S ৬৫০, D ৮৫০, T ১০০০-১২৯৫; *Rajdhani Tourist Home,* EF-23, S ৮০-১২৫, D ১৫০-২২৫; **H Rajdhani,* EF; *H Panchali.*

**H Belair,* Agricultural College Rd, Vellayani, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০; *H Amritha,* Thycaud-14, R½ B½, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০; **H Pankaj,* M G Rd, opp Secretariat-1, R1B1, ✆ 76667, SAB ৪৫০, DAB ৬০০, A/c S ৮০০, D ১০৫০, স্যুইট ১৮০০; **The South Park,* M G Rd-34, A6R3, ✆ 65666, A/c S ১০৫০-১৫০০, D ১২৫০-২২৫০; *H Magnet*-695014, S ১৬৫০, D ১৮৫০; **H Geeth,* Near GPO, Pulimoodu Jn-1, S ৩০০, D ৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৭০০, A/c ৮৫০; **H Capri ; H Santhosh,* opp Secretariat, S ১২৫,

D ২০০; *H Prasanth,* PMG Jn, ✆ 436189, S ১৫০ D ২২৫ A/c S ২৫০ D ৩২৫; *H Mayfair,* Statue Jn, S ৮৫ D ১৫০ A/c S ২২৫ D ২৭৫; *H Poorna,* YMCA Rd, near Secretariat, ✆ 331315, D ১৫০ A/c D ৩০০; *Navaratna H,* south-east of Secretariat, YMCA Rd, ✆ 331784, SAB ১৮০-২৫০ DAB ২২৫-৩০০ A/c S ৩৮০ D ৪৮০; *Safari L,* opp SMV School, ✆ 77202, S ৯০ D ১৫০ A/c S ২২৫ D ৩২৫; *Highness Inn,* Airport Rd, Perunthanni, ✆ 450983, S ১০০ D ১৭৫ A/c S ৩০০ D ৪০০ স্যুইট ৬০০; *H Samrat,* Thakaraparampu Rd, ✆ 463314, S ১২৫ D ১৭৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *H Hilton,* Housing Board Jn, Thampanoor, ✆ 331098, S ১০০ D ১৭৫ A/c D ৩০০। *Navtara,* Pattom Palace, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ২৭৫ D ৩৭৫। কাছেই প্রেস রোডে *International Tourist Home,* S ১০০ D ১৫০ স্যুইট ২২৫ A/c S ২০০ D ৩২৫; *Devi Tourist Home,* SAB ৮০ DAB ১৫০ A/c S ২০০ D ২৫০; *H Residency Tower,* Press Rd, ✆ 69545, SAB ৩২৫ DAB ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *Model School,* Aristo Rd-14, SAB ৬০-৮৫ DAB ৮০-১৫০ A/c ২২৫।

M G Rd-এ : *Nalanda Tourist Home,* SAB ৬০-৮৫ DAB ১২০-১৫০; *Omkar L,* D ৮০-১২৫। *H Lido,* S ৮০-১২৫ D ১২৫-১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩২৫; *H Sangamam,* D ১৫০ FR ২০০ A/c ২৭৫; *Sree Krishna L, Narayan L, Shalimar,* S ৬৫ D ১২৫; *R Lodging, Priya Tourist Home,* SAB ৪৫-৮৫ DAB ৮০-১৫০; *Pravin Tourist Home,* Thampanoor, ✆ 330443; *Sundar Tourist Home, Sivada Tourist Home, H President, H Tilak, Annies Tourist Home.* তিরুভনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে ২ মিনিটের পথে অবস্থান এদের। ঘরও মেলে S ৪৫-১২৫ D ৮৫-২২৫ চার বেডের ঘর ১৫০-২৭৫ টাকায়।

আর আছে শহর থেকে দূরে *Surya Samudra Beach Garden,* Pulinkudi, Mullur-695521, A22 R20 B20, ✆ (0471) 481825, পিক সিজনে DAB ১২৫০-৫০০০, তেমনই নভে-মার্চ-এপ্রিল: হাই সিজন, অগাস্ট-সেপ্টে-অক্টোবর: সিজন, মে-জুন-জুলাই অফ সিজন এদের। রেটও নামে তিন ভাগ কমে এক ভাগে সিজনে।

এছাড়াও হোটেল ও লজ আছে নানান সারা শহরময়। *Baba Tourist Home,* near Ayurveda College; *Bhaskara Bhavan Tourist Paradise,* Dharmalayam Rd-1, ✆ 79662, R½B½; *Gandhi H,* Chalai Bazar; *Grand Udipi L; H Uttarayan,* near Medical College, Ulloor-11, ✆ 447482; *Pearl L,* Pattom; *Trivandrum H,* near Secretariat; *Swapna Tourist Home,* Statue Rd; *Nanda Vanam Tourist Home,* S ১৫০ D ২২৫ A/c D ৪০০; *Kukies Holiday Inn,* near GPO-1; *H Ganesh,* Pulimood, ✆ 461070; *H Jajeera,* Murinjapalam, ✆ 446582; *Savera Tourist Home, Sthan Tourist, Chalai, Bright, Ritz L, H Sea Blue* ছাড়াও নানান। এদের কাছে ঘর মেলে S৪০-৮৫ D ৬০-১২৫ টাকায়। তবুও পর্যটকদের স্বল্পকালীন অবস্থানে উচিত হবে রেল স্টেশনের বিপরীতে বা স্টেশন রোডে হোটেল নির্বাচন করা। সাধারণ মানে *শিবাদা, হাইল্যান্ডস, ভাস্কর ভবন, হোটেল সুখবাস* ভালই। আর উঁচুমানে তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে KTDC-র *Mascot* ও *Chaithram* নির্বাচন করা যেতে পারে।

আর আছে Thycaud-এ—*Govt G H,* ✆ 64453, *PWD Rest House; Youth Hostel,* Velli, ✆ 79230; *YMCA,* behind Secretariat, Statue, ✆ 330059; *YWCA,* M G Rd, ✆ 446518 তিরুভনন্তপুরমে।

আহারেও বৈচিত্র্য মেলে দক্ষিণের কেরলে। আমিষ দুষ্প্রাপ্য না হলেও নিরামিষের প্রতিপত্তি। তেমনই তেঁতুল, নারকেল ও মশলার আধিক্য তিরুভনন্তপুরমের হোটেলে। মেনুতেও বিফ ও সী ফিশের নানানকিছু। রেল স্টেশনে—নিরামিষ আহারের জন্য *আরাধনা রেস্টুরেন্ট*; অদূরে *খাইবার রেস্টুরেন্টে* চীনা ও কন্টিনেন্টাল ডিশ; সেক্রেটারিয়েটের কাছে *হোটেল উডল্যান্ডস;* বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে *ইন্ডিয়ান কফি হাউস;* মন্দিরের পথে M G Rd-এ সেক্রেটারিয়েটের বিপরীতে *অতুলজ্যোতির* নিরামিষ, এদের জাম্বো দোসা—সেও এক কিংবদন্তী; নামটা মিষ্টি হলেও পঙ্কজ হোটেলের *শ্রীরাম স্যুইট স্টল*-এরও যথেষ্ট সুনাম নিরামিষ আহার্য পরিবেষায়। মন্দিরমুখী M G Rd-এর *আজাদ* বা *সীলন রেস্টুরেন্টে* আমিষ আহার্যের স্বাদ নিতে পারেন তিরুভনন্তপুরম অবস্থানে। স্টেশন রোডের সন্নিকটে *ওঙ্কার কাফে,* চিকেন ডিশের জন্য অদূরে *চিকেন কর্নার* যথেষ্ট খ্যাত। KTDC- ও রেস্টুরেন্ট আর বিয়ার পার্লার *Sabula* গড়েছে রাজ্য জুড়ে। তিরুভনন্তপুরমেও শাখা হয়েছে সাবালার—Veli, Museum ও Statue Jn-এ। তেমনই চৈতরাম লাগোয়া *হোটেল চৈতরামের* কাউন্টারটিরও স্বল্পমূল্যে আহারে সুখ্যাতি যথেষ্ট।

রেলস্টেশন থেকে৭-১০ মিনিটের পথে মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির। মন্দির থেকে শহরের নাম। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের গৃহদেবতা এই *পদ্মনাভস্বামী* অর্থাৎ বিষ্ণু। মূল মন্দিরে বিশ্বের দীর্ঘতম মূর্তি অনন্তশয়নম লর্ড বিষ্ণু। মাথার উপরে ছত্রাকারে অনন্তনাগ আর পায়ের কাছে দেবী লক্ষ্মী, মস্তকে ধরিত্রী। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের পর রাজা মার্তণ্ড ভার্মা সমগ্র রাজ্যকে দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। মন্দিরেরও সংস্কার হয় নতুন করে ১৭৩৩এ। অতুলনীয় ভাস্কর্যমণ্ডিত প্যাগোডাধর্মী সাততলা গোপুরমটি দ্রাবিড়ীয় শৈলীর নিদর্শন হয়ে আজও পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে।

সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকতেই সোনায় মোড়া সেগুন কাঠের মিনার। সুন্দর ভাস্কর্যমণ্ডিত গ্রানাইট পাথরের ৩৬৮টি স্তম্ভের উপর এর অলিন্দটি তৈরি। মন্দিরের আর এক আকর্ষণ কুলাশেখর মণ্ডপমের ২৮টি মনোলিথ পিলার। প্রতিটি পিলারে হয়েছে আবার অসংখ্য ছোট ছোট পিলার। এর একটিতে কান পেতে পাশেরটিতে আওয়াজ করলে মৃদঙ্গের সুর মেলে। অভিনবত্ব আছে এর স্থাপত্যে। মন্দির লাগোয়া পদ্মতীর্থম সরোবর। সরোবরের জলে প্রতিবিম্বে দেখে নেওয়া যায় মন্দির। শহরের মূল দ্রষ্টব্যও *Kalarippayati* শৈলীতে গড়া এই মন্দির। মার্চ-এপ্রিল ও অক্টোবর-নভেম্বরে দশ দিন ধরে উৎসব হয়। জমকালো মিছিল চলে সাগর-বেলায়। দেবতাও অংশ নেন এই মিছিলে। বাজি পোড়ে—

লোক-নৃত্য, হাতিও অংশ নেয় বর্ণাঢ্য মিছিলে। মন্দিরের সঠিক জন্ম ইতিহাস অজানা হলেও কথিত আছে, খ্রিস্ট জন্মেরও ৩০০০ বছর আগে ৪০০০ রাজমিস্ত্রি, ৬০০০ শ্রমিক আর ১০০ হাতির দীর্ঘ ৬ মাসের শ্রমে গড়ে ওঠে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির। প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। ৪-১৫—৫-১৫, ৬-৪৫—৭-১৫, ৮-২০—১১-১৫, ১১-৪৫—১২-০০, ১৭-১৫—১৮-০০, ১৮-৪০—১৯-৩০এ মন্দির খোলা। পুরুষদের লুঙ্গির মতো করে কাপড় (প্রবেশ-দ্বারে ভাড়ায় মেলে) পরে মন্দিরে যেতে হয়। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান মূল মন্দিরের অঙ্গনে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে সারি দিয়ে বাড়ি—একের পর এক সরকারি দপ্তর; বিপরীতে অবজারভেটরি পাহাড়ে ৮০ একর জুড়ে মনোহর পার্ক ভিউ অর্থাৎ জু ও বোটানিক্যাল গার্ডেন। একই চত্বরে আর্ট মিউজিয়ম, শ্রীচিত্রা আর্ট গ্যালারি, ন্যাচারাল হিসট্রি মিউজিয়ম, শ্রীচিত্রা এনক্লেভ, কে সি পানিক্কর গ্যালারির অবস্থান। উদ্যানে প্রবেশ অবাধ হলেও ৫ টাকার টিকিটে প্রতিটির দর্শন মেলে। সোম ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা। উচিতও হবে সকালে পদ্মনাভস্বামী মন্দির দেখে বাসে কোভলম বেড়িয়ে বিকালে বাসে বাসেই তিরুভনন্তপুরম (Shanghumugham) বীচ, ভেলি, পার্ক ভিউ দেখে তিরুভনন্তপুরম দর্শন সাঙ্গ করা। অটোও মেলে এ-সফরে ১৭৫ ট্যাক্সি ৩০০ টাকায়।

১৮৮০তে চেন্নাই-এর গভর্নর লর্ড নেপিয়ারের সম্মানে গড়া বর্ণাঢ্য মিনারের আকর্ষণীয় বাড়িতে বসেছে নেপিয়ার মিউজিয়ম। নানান আভরণ, বাদ্যযন্ত্র, হস্তশিল্প, ব্রোঞ্জ মূর্তির সুন্দর সংগ্রহের সঙ্গে ৭ শতকের চোল স্থাপত্য প্রদর্শিত হয়েছে। কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের মডেলের সঙ্গে নায়ার যৌথ পরিবারের মডেলটিও সুন্দর। ৩০০ বছরের পুরাতন টেম্পল কারটিও উল্লেখ্য। সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

যাদুঘর চত্বরেই ১৯৩৫এ রূপ পেয়েছে চিত্রালয়ম বা আর্ট গ্যালারি। রবি ভার্মা ও মাইকেল রোয়েরিক ছাড়াও নানান মডার্ন আর্টের সংগ্রহ উল্লেখ্য। তেমনই রাজপুত, মোগল, তাঞ্জোর, বালী, তিব্বতি, চীনা ও জাপানি ছবি-গুলিও সংগ্রহের মর্যাদা বাড়িয়েছে। সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

তবুও যেন অবজারভেটরি হিলস বা ৫০ একর ব্যাপ্ত জু সফারির সর্বোত্তম আকর্ষণ তিরুভনন্তপুরম সাগরবেলায় জলজ উদ্ভিজ্জ ও জলজ প্রাণীর অত্যাশ্চর্য অ্যাকোয়ারিয়াম। সামুদ্রিক মাছের সংগ্রহ উল্লেখ্য। বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য সামুদ্রিক প্রাণীও প্রদর্শিত হয়েছে। এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক বলেও এর প্রসিদ্ধি। তিরুভনন্তপুরম পর্যটকদের অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। সোম ছাড়া প্রতিদিন ৯-৩০—১৮-০০টায় খোলা। তবে, গত কিছুকাল অ্যাকোয়ারিয়ামটি বন্ধ।

শহর থেকে ৭ কিমি দূরে এয়ারপোর্ট লাগোয়া শানগু-মুঘাম (তিরুভনন্তপুরম) বীচের অন্যতম আকর্ষণ সূর্যাস্ত। পর্যটক বিনোদনের নানান ব্যবস্থা—ইনডোর রিক্রিয়েশন ক্লাব, চিলড্রেন্স ট্র্যাফিক ট্রেনিং পার্ক, স্টার শেপড রেস্টুরেন্ট, স্কেটিং রিং বসেছে শানগুমুঘামে। Kanai Kunhiraman-এর ভাস্কর্য—মৎস্যকন্যা ছাড়াও ৬৮ ফুট দীর্ঘ শামুকে তৈরি মহিলা আকর্ষণ বাড়িয়েছে সাগরবেলার। হোটেলও আছে নানান এয়ারপোর্ট লাগোয়া শানগুমুঘামে।

তিরুভনন্তপুরমের নবতম আকর্ষণ শহর থেকে ৯ কিমি দূরে সমুদ্র-ছোঁয়া ভেলি ট্যুরিস্ট ভিলেজ। ব্যাক ওয়াটারে বোটিংয়ের নানান ব্যবস্থা। নয়ন মনোহর বাগিচার মাঝে টয় ট্রেন চলছে। ভাস্কর Kanai Kunhiraman-এর নানান ভাস্কর্য আকর্ষণ বাড়িয়েছে উদ্যানের। KTDC-র *ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট* ছাড়াও *সাবালা রেস্টুরেন্ট* বসেছে। ১০—১৭-০০টায় খোলা, ✆ 75385. থাকারও নানান ব্যবস্থা—উদ্যান মাঝে লেকের পাড়ে *Youth Hostel;* অদূরে *Lake Side Heritage,* ✆ 71977 ও *Veli Star* আছে ভেলিতে।

আর আছে মাসকট হোটেলের কাছে সায়েন্স ও টেকনোলজি মিউজিয়ম, চাচা নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ম Thycaud-এ। শহরবাসীদের আর এক আকর্ষণ আক্কুলাম বোট ক্লাব। লেকের জলে বোটিং, চিলড্রেন্স পার্কও বসেছে।

আর আছে PMG Sqr-এ—Priya Darshini Planetarium; পাশেই Science and Technological Museum; Thycaud-এ Chacha Nehru Childrens' Museum; ১৩ কিমি দূরে Akkulam Boat Club; Aruvikara-য় কারমালা নদীর তীরে Picnic spot ও জলপ্রপাত তিরুভনন্তপুরমে। উৎসাহীরা অক্টোবর থেকে মার্চে প্রতি শনিবার নিশাগান্ধী থিয়েটারে রাজ্য পর্যটন আয়োজিত All India Dance Festival দেখে নিতে পারেন।

চলার পথে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজাদের বসতবাড়ি কৌড়িয়ার প্রাসাদটি দেখে চলা যায়। এরও ইমারত-স্থাপত্য অতুলনীয়। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির অনুমতি নিয়ে প্রাসাদ দেখার ব্যবস্থা।

তিরুভনন্তপুরম থেকে ৫১ কিমি দূরে কন্যাকুমারিকার পথে NH-47 থেকে ২ কিমি গিয়ে অধুনা তামিলনাড়ু রাজ্যে অতীতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী পদ্মনাভপুরম। কন্যা-কুমারির দূরত্ব ৪৫ কিমি। ১৫৫০-এ টিক ও শিলায় তৈরি প্যাগোডাধর্মী অশ্বজীনরূপী প্রাসাদে ত্রিবাঙ্কুরের রাজদরবার বসে ১৭৯০ পর্যন্ত। প্রাসাদের সিলিং হয়েছে ফুলের আকারে; মেঝে, জানালা সবই বৈচিত্র্যময়। কালো মর্মরের মতো দেখতে হলেও মেঝে হয়েছে নারকেলের মালার ভস্ম, চুন ও ডিমের খোলার মিশ্রণে। দেওয়ালচিত্র, ব্রোঞ্জ ও প্রস্তরের ভাস্কর্য অতুলনীয়। কাউন্সিল চেম্বার, মাদার হল, বাঙ্কোয়েট হল, নাচঘরের শিল্পসৌকর্যের তুলনা হয় না। প্রাসাদ সংলগ্ন রামস্বামী মন্দিরে ৪৫টি প্যানেলে রামায়ণের আখ্যান, ১৮ শতকের দেওয়াল চিত্রও অনবদ্য। ৯০ রকম

ফুলের নকশাকাটা সর্বোচ্চ ঘরটিতে দেবতা বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। আর ঠিক নিচের ঘরে ছিল মহারাজার অবস্থান। তেমনই দেশী-বিদেশী শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহশালারূপেও এর পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। বাণিজ্যিক যোগসূত্রও ছিল সারা বিশ্বের সঙ্গে সেকালে—পরিচিতিও ছিল Gods own country বলে কেরলের। সোম ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা থাকে প্রাসাদদ্বার। ১৫ কিমি দূরে নাগেরকয়েল, আরও ৮ কিমি গিয়ে শুচীন্দ্রমও বেড়িয়ে চলা যায় কন্যাকুমারির পথে বাসে বাসে বা কনডাকটেড ট্যুরে।

এছাড়া অতীতদিনের দুর্গ, আইনসভা ভবন, মহাকরণ, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী নাট্যশালা, বিশ্ববিদ্যালয় ভবনও আধুনিক সৌধ হিসাবে কম আকর্ষণীয় নয়। তিরুভনন্তপুরমের অদূরে সমুদ্রোপকূলে জেলেদের গাঁ থুম্বায় ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের থুম্বা ইকোয়েটোরিয়াল রকেট লঞ্চিং স্টেশন (ISRO) বসেছে ১৯৬৩তে। আর ১৯৭১এ গড়ে ওঠা বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারও এই থুম্বায়। চলার পথে এগুলিও দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে, সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ এর। শহর দেখার জন্য দু'দিনের বেশি থাকার দরকার হয় না পর্যটকদের তিরুভনন্তপুরমে। দ্বিতীয় দিন ৪-২০, ৫-০০, ৬-০০, ৭-১৫, ৯-৪০, ১০-২০, ১২-৪৫, ১৩-৩০, ১৪-১০, ১৬-৩০, ১৭-০৫, ১৭-৪০, ২১-০০, ২১-৪৫, -এর ট্রেনে সওয়া ঘণ্টায় কুইলন পৌঁছান। বাসও যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম থেকে ৬৫ কিমি দূরের কুইলনে।

কোভলম

ভারতে অন্যতম আর বিশ্বে দ্বিতীয় (মিয়ামির পরেই) সুন্দরতম বেলাভূমি কোভলম। শান্তি আর নির্জনতা যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের অতি প্রিয় এই কোভলম বীচ। সমুদ্র এখানে শান্ত, আকার তার ধনুকাকার—রূপ পেয়েছে খাঁড়ি সম। রুপোলি বালুবেলা, ছোট ছোট ঢেউ; সাগরস্নানে অনন্য। পাহাড় পাহাড় পরিবেশ—পেঁপে, কলা আর নারিকেল বীথিকায় ছাওয়া। নীল আকাশের নিচে সুনীল বারিধি—ছায়া সুনিবিড় এই বেলাভূমির প্রশস্তি আজ সারা বিশ্ব জুড়ে। সান বাথেও মনোরম কোভলম। বিদেশী পর্যটকদের ভিড়ও বেশি কোভলমে। বাস থেকে সমুদ্রমুখী পথে Convention Centre, আর সমুদ্রপাড়ে Madrasa Hidayathul Islam. অদূরের লাইট হাউসটিও অভিযান করে নেওয়া যায় ১৪—১৬-০০টায়। আর পুবে জেলেদের বসতি। বীচও হয়েছে আর এক—সেও যেন খাঁড়ির আকার, পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সকালে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে জেলে নৌকার প্রত্যাগমন আকর্ষণ বাড়ায় কোভলমের সাগরবেলার। দোকানপাটে দেশী-বিদেশী নানান পসরা, হোটেলও হয়েছে নানান তিরুভনন্তপুরমের ১৬ কিমি দক্ষিণে কোভলমে। তবে, সবেরই দাম ঊর্ধ্বমুখী। অক্টোবর থেকে মার্চ মরসুম হলেও নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির পিক সিজনে পর্যটকদের মেলা বসে কোভলমে। Govt of India Tourist Information Centreও বসেছে কোভলমে, ✆ 62146.

KTDC Packages

Keralu Tourism Development Corporation offers the following packages at Hotel Samudra Kovalum

Premium Packages

1. *Rejuvenation Therapy :*
   7 days Rs. 22,890, 14 days Rs. 42,180
2. *Body Immunisation :*
   7 days Rs. 21,490, 14 days Rs. 42,430
3. *Body Suedation :*
   7 days Rs. 19,090
4. *Body slimming :*
   7 days Rs. 19,090
5. *Pancha Karma :*
   7 days Rs. 22,090, 14 days Rs. 44,180

Economic Packages

7 days packages : Sirovasti, Rs. 17,990 ; Thakradhara, Rs. 16,590 ; Kadidhara Rs. 16,340 ; Elakizhi Rs. 16,340 ; Choornaswedam Rs. 16,240.

1 Day Package : Udwarthanam Rs. 2,050 ; Kashayavasti Rs. 2,260 ; Snehavasti Rs. 2,050 ; Mathravasti Rs. 1,910 ; Nasyam Rs. 1,825 ; Snehapanam Rs. 1,950 ; Vamanam Rs. 2,470 ; Tharpanam Rs. 1,910.

Please note that above rates include accommodation and treatment charges only. Cost of food and beverages etc. will be charged separately. Reservation can be done at the Marketing Division, KTDC Ltd, Mascot Square, Thiruvananthapuram-33 on request by fax over 0091-471-431080/434406.

শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরের বিপরীতে ইস্ট ফোর্ট বাস স্ট্যান্ড লেন ১৯ (M G Rd লাগোয়া) থেকে ১১১ রুটের বাস যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর ৬-২০—২১-০০টায়। অটো, ট্যাক্সি, এমনকি শেয়ার ট্যাক্সিও মেলে এপথ পরিক্রমায়। আর কোভলম থেকে তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে ৬-১৫ থেকে ২০-০০টায়। সরাসরি কন্যাকুমারিকা যাচ্ছে (৪বাস) ২ ঘণ্টায়, পেরিয়ার (১ বাস) যাচ্ছে প্রতিদিন সকালে। এর্নাকুলম, কুইলনও যাচ্ছে নানান বাস কোভলম থেকে।

বাস স্ট্যান্ড থেকে সাগরমুখী পথে সাধারণ হোটেলের মেলা বসেছে Kovalam, STD 0471, PC-695527-এ। যতই পথ এগুবে সাগরে—রেটও বাড়তে থাকে হোটেলের। পর্যটক সমাগমে রেটের হেরফেরও ঘটে থাকে কোভলমের সাধারণ হোটেলে। ট্যুরিস্ট মরসুমের তারতম্যে বছরটাকে ৩ টুকরো করেছে কোভলমের হোটেল। আগস্ট থেকে নভেম্বর সিজন, ডিসেম্বর-জানুয়ারি পিক সিজন; বাকি বছরটা অফ-সিজন। তবুও সিজনে ১৭৫-২৫০ আর পিক সিজনে ২৫০-৪৫০ টাকায় দু' বেডের ঘর মেলা অস্বাভাবিক নয় কোভলমের হোটেলে: *H Palm Garden, H Deepak, H Sunshine, H Blue Sea,* ✆ 480401; *H Sun Waves, Raja*

H, ✆ 480455; *H Neela, H Monalisa, Moon Cottage, H Taj, Sreenivas H, H Suriya*, লাগোয়া *White House*, সুন্দর পরিবেশে *Apsara Beach Cottage, H Holiday Home*, ✆ 480497; *H Kavitha, H Orion*, ✆ 480999; *Simi Cottages, Beach House, Crab Club, Velvet Dawn Restaurant, Shangrila L*, নবতম *Bright Resorts, H Shamrock*.

বীচ লাগোয়া লাইট হাউসের শিরে—*H Rockholm*, Light House Rd-695521, ✆ 480606, SAB ৮৫০, DAB ৯৭৫; বিপরীতে *Sharma Cottages*, স্বল্পদূরে সমুদ্রমুখী *Varmas Beach Resort*, D৩৫০-৪৫০ সিজনে, ৬০০-৮৫০ পিক সিজনে। অদূরে বীচ লাগোয়া *H Seaweed*, ✆ 480390, DAB ৪৫০-৮০০, A/c ৮৫০-১২০০; *H Surya Samudra*, ✆ 480478; *H Neptune*, ✆ 480222, D৩২৫-৪৭৫ পিক সিজনে ৪৫০-৮০০; একই মানে একই দামে *H Volga ; Sea Rock H*, ✆ 480422, DAB ৬০০; লাগোয়া নারিকেল বীথিকায় ছাওয়া *H Thushara*, D ৪৬০; লাইট হাউসের দক্ষিণে *Sea Flower Home*, পিক সিজনে D ৪৫০-৬০০; লাইট হাউস রোডে *Eden Seaside Resort ;* লাগোয়া *H Thiruvathira*, এদের ঘর সিজনে ৩০০, পিক সিজনে ৪৫০; বীচ লাগোয়া *Paradise Rock*, D ২০০-৩২৫; হাসপাতালের কাছে *Lobster Pot H*, D ২২৫-৩৫০ A/c ৬০০; স্বল্পদূরে *Neelam H*, D ২৫০; বীচ থেকে দূরে *Kovalam Tourist Home*, D ২৫০ A/c ৪০০; *H Palm Beach, H Sea Waves, H Mas, Dwaraka L, H Neelkantha, My Dream Restaurant, H Sea Queen, Beach Belair, Vizhinjam, H Palmanova*, Light House Rd-21, ✆ 480494, A/c S ২৬-৬০ D ৩০-৭৫ US$; *Kadaloram Beach Resort*, Raja Rd, ✆ 481115, DAB ৭৫০-১০০০ লাক্সারি ১০৫০-১৮৫০, অবু: Classic Travels, 2-3 Stephen House, Cal-1, ✆ 2483188 ; *H Shah International, H Karthika*.

আর আছে সমুদ্রের পাড়ে রাজ্য পর্যটন অর্থাৎ KTDC-র *H Samudra*, ✆ 480089, A/c D অক্টোবর-এপ্রিল ৩৪৯৫ মে-সেপ্টেম্বর ২৮০০; এদেরই আর এক সংস্থা *Yatri Nivas*. ITDC-র **Kovalam Ashok Beach Resort*, ✆ 480101, A/c S ৩২০০ D ৩৭০০ স্যুইট ৫০০০ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৭০০ ৪২০০ ১২৫০০ কটেজ S ৪০০০ ৪৫০০ D ৪৫০০ ৫০০০। *Somatheeram Ayurvedic Beach Resort*, Chowara, ✆ 481601, S ১২৫০-৬৫০০; *H Soorya Samudra*, Nulloor, ✆ 480413, S ১২৫০-৫০০০। বাসস্ট্যান্ডে ITDC-র Kovalam H ক্যাম্পাসে PWD-র *Govt GH*, ✆ 480146-এও ঘর মেলে যাত্রীর।

আর আছে *Neelakanta H*, ✆ 480421; *Lagoona Beach Resort*, ✆ 480049; *Moonlight H*, ✆ 480375; *Park Lane H*, ✆ 480058; *Swagath Holidays*, ✆ 481150; *Bright Resort*, ✆ 481210; *Royal Retreat H*, ✆ 481010 ছাড়াও নানান। এমনকি নানান প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায় কোভলমে। তবুও থাকার জন্য *হোটেল সমুদ্র, হোটেল রকহোম, সী উইড, ওরিয়ন*-এর অবস্থান মাহাত্ম্যে আকর্ষণ সর্বাগ্রে। আর বীচ থেকে দূরে হলেও *রাজা, পাম গার্ডেন ও হোটেল ব্লু সী* ভালই। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য Manager, Kovalam, PC-695522-কে লিখুন।

খাবারের হোটেলও আছে নানান কোভলমে। লাইট হাউস বীচে সারি দিয়ে হোটেল। আহার্যও মেলে দেশী-বহুদেশীয় ও চীনা। তবে, পরিবেশনে শ্লথগতি এদের। সী বীচে—*ভোলগা, ক্রাব ক্লাব, কোরাল রীফ, সাংগ্রিলা, সী রক, রক হোম, ব্লাক ক্যাট, মাই ড্রিম*-এর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি পর্যটক মহলে। কোভলমে পানীয় জল থেকেও সাবধানতা দরকার। একান্তই উচিত হবে শোধন করে জল খাওয়া। তেমনই উচিত হবে হোটেল বা দোকানপাটে দালাল পরিহার করে চলা। চোর-জুয়াচোর-ঠকবাজের আধিক্যও যেন কোভলমে। আর সঙ্গী করতে পারেন বাটিক প্রিন্ট লুঙ্গি কোভলম থেকে। তেমনই মেলে ঝিনুক ও শাঁখের তৈরি নানান জিনিস, ধাতুর মিশ্রণে তৈরি আয়না, ছোবড়ার তৈরি নানান কিছু, ঘর সাজাবার সম্ভার, রঙবেরঙের মুখোশ কোভলমের দোকানপাটে।

শহর থেকে ১৬ কিমি উত্তরে করামানা নদীর তীরে আরুভিক্কারা ওয়াটার ওয়ার্কসও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ভেরিন লেগুন, ভগবতী মন্দির, বাগিচা ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। থাকার জন্য *IB* আছে। আবার শহর থেকে ৩২ কিমি দূরের নায়ার বাঁধটির পরিবেশও কম আকর্ষণীয় নয়। পার্ক হয়েছে, হয়েছে লেক, বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আলোর সাজ পরে বাঁধ। নায়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, লায়ন সফারি আর কুমির প্রকল্পও গড়েছে এই মধুময় পরিবেশকে পর্যটকপ্রিয় করে তুলতে। হাতি, গৌর ছাড়াও নানান জন্তু চরে বেড়ায় নায়ার-এ। উৎসাহীরা বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে গিয়ে। কনডাকটেড ট্যুরের বাসও দেখিয়ে আনে নায়ার। নায়ার থেকে ৩২ আর তিরুভনন্তপুরমের ৬১ কিমি দূরে বোনাকাদু হয়ে সহ্যাদ্রি পর্বতে অগস্ত্যকোদাম বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। থাকারও ব্যবস্থা আছে—*The Project House, Neyyar Resort*-এ, অবু: E E, Irrigation Division, Thiruvananthapuram or Neyyar Dam. আর আছে KTDC-র হোটেল *Agasthya House*, Neyyar Dam, A35R30B30, Thiruvananthapuram-520660, ✆ (91-471) 520660, A/c S ২৫০ D ৩০০।

পোনমুড়ি

তিরুভনন্তপুরম দর্শকদের একান্তই উচিত হবে *পোন* অর্থ সোনা আর *মুড়ি* হচ্ছে পাহাড় অর্থাৎ *সোনার পাহাড়* পোনমুড়ি বেড়িয়ে নেওয়া। তিরুভনন্তপুরম থেকে ৫৬ কিমি উত্তরে ৩০০০ ফুট উঁচুতে পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস পোনমুড়ি। পোনমুড়ির নৈসর্গিক শোভাও অনবদ্য। অসংখ্য পাহাড় চুড়ো চক্রাকারে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সূর্যোদয়ে সোনা ঝরে সারা পোনমুড়ি পাহাড়ে। চা ও রবার বাগিচায় ছাওয়া সবুজের গালচেয় মোড়া স্লেট রঙা পাহাড় ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে যেন। সকাল-সাঁঝে চেনা-অচেনা নানান পাখির কলকাকলি পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। তবে, নিরালা-নির্জনে দোকানপাটের অভাব, বসতিও নেই পোনমুড়ির ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে। যথেষ্ট যাত্রীর সমাগমে KTDC-র প্যাকেজ ট্যুরে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। বাস ও ট্যাক্সিতেও চলা যায় তিরুভনন্তপুরম থেকে পোনমুড়ি। তিরুভনন্তপুরম থেকে ৫-৩০এ প্রথম ছেড়ে ১৮-১০এ শেষ বাস যাচ্ছে পোনমুড়ি। আর পোনমুড়ি থেকে ৭-৩০এ প্রথম, ২০-৪০এ শেষ বাসটি ছেড়ে আসে তিরুভনন্তপুরমের। ৯টি বাস যাচ্ছে দিনভর। তবু যেন উচিত হবে ৯-৩০টায় তিরুভনন্তপুরম ছেড়ে ২

ঘণ্টায় পোনমুড়ি পৌঁছে ১৬-০০টার বাসে তিরুভনন্তপুরম ফেরা। পরের বাস রোড জংশন থেকে মেলে।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে—গভর্নমেন্ট *গেস্ট হাউস*, ✆ 89230; *হলিডে হাট/কটেজ, ট্যুরিস্ট লজ*-এ। তবুও যেন লজের শিরে টিলার টঙে সুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে কটেজ অবস্থানে অনবদ্য। আহার্যও মেলে *KTDC-র Sabala* ও *গেস্ট হাউসের Restaurant*-এ। প্রাইভেট হোটেল নেই পোনমুড়িতে।

ওয়ারকালা

তিরুভনন্তপুরম থেকে ৫৪ কিমি উত্তরে কুইলনের ৩৭ কিমি দক্ষিণে পথে পড়ে লাল পাথরের পাহাড়ী-শহর ওয়ারকালা (Varkala)। রেল যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম থেকে। মূল সড়ক ছেড়ে ১১ কিমি বাঁয়ে এগুতেই ওয়ারকালা প্রস্রবণ। প্রস্রবণের মিনারেল জলে নানান ব্যাধির নিরাময় হয়। সমুদ্রস্নানের পক্ষে ওয়ারকালা বীচটিও সুন্দর। নিরালা-নির্জনে নীল জলে লাল পাথুরে ছোট ছোট টিলা। তেমনই পাহাড় ঢালে ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি জনার্দন স্বামী অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরটিও আর এক হিন্দু তীর্থ। কিংবদন্তী, ব্রহ্মার শাপভ্রষ্ট ৯ অনুচর নারদের পরামর্শে বিষ্ণুর উপাসনার জায়গা খুঁজতে মর্ত্যে আসেন; নারদই মর্ত্যলোকে বল্কল ফেলে নির্ধারণ করে দেন স্থান। সেই বল্কলই আজকের ওয়ারকালা। বিষ্ণুর আশিসে শাপমুক্ত হতে তাদেরই হাতে দেবতার প্রতিষ্ঠা। জাগ্রতও এই দেবতা। জনার্দন স্বামী থেকে ৩ কিমি পুবে শিবগিরি পাহাড়ে রয়েছে নারায়ণ ধর্ম সংঘম মঠ। ১৯০৪এ গড়া মঠের সাধন-পূজন—*এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর*। ১৯২৮এ লোকান্তরিত শ্রীনারায়ণ গুরু সমাধিস্থও রয়েছেন। পর্যটক ও তীর্থযাত্রী দুইয়েরই কাছে আদরণীয়। ১০ কিমি দূরে ১৬৮৪তে গড়া ব্রিটিশের বাণিজ্যকেন্দ্র ও দুর্গের জন্য অ্যাঞ্জোনোর পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। অদূরেই আত্তিঙ্গেল।

ওয়ারকালায় থাকার দরকার হয় না। তবে *Taj Garden Retreat*, near Beach, ✆ 403000; *Balaji L*, ✆ 402243; *Varkala Marine Palace Beach*, ✆ 403204; *Govt GH*, ✆ 402227; *Anandam Tourist Home* ছাড়াও সাধারণ হোটেল আছে ২ কিমি দূরের সাগরবেলায়। তিরুভনন্তপুরম থেকে এসে ওয়ারকালা বেড়িয়ে কুইলন পৌঁছান। কুইলনের ট্রেনগুলিও ওয়ারকালা হয়ে যাচ্ছে। আবার কুইলন থেকেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় ওয়ারকালা। বাসও চলে ত্রয়ীর মাঝে।

কোল্লাম/কুইলন

চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম/কোচি ও তিরুভনন্তপুরম-কোচি রেলপথে কুইলন। কুইলন থেকে চেন্নাই ৭৬০, কোচি ১৫৬, তিরুভনন্তপুরম ৬৫ কিমি। রেল সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর মাঝে। চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম মেল, ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারি এক্স, কাবলা-কন্যাকুমারি এক্স, ম্যাঙ্গালোর-তিরুভনন্তপুরম এক্স, ব্যাঙ্গালোর-কুইলন এক্স, নিউ দিল্লী-তিরুভনন্তপুরম কেরল এক্স, সাপ্তাহিক হিমসাগর এক্স, গান্ধীধাম-নাগেরকয়েল এক্স, কুইলন হয়ে যাচ্ছে। চেন্নাই এগমোর থেকেও ট্রেন আসছে মাদুরাই হয়ে কুইলনে। পূর্ব ভারতের যাত্রীরা 157 দিন ওয়াহাটি-হাওড়া-চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম এক্সে কুইলন পৌঁছান।

আর NH 47 ধরে বাস আসছে মুহুর্মুহু ২ ঘণ্টায় তিরুভনন্তপুরম, কোচি ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে কুইলনে। শহরের দুই প্রান্তে ৩ কিমির ব্যবধানে রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড কুইলনে। বাস লাগোয়া জেটি ঘাট। এমনকি কোট্টায়াম ও কুমিলিতে বাস বদল করে ৮ ঘণ্টায় পেরিয়ারও চলা যেতে পারে কুইলন থেকে।

আবার ব্যাক ওয়াটারে ভেসে আলেপ্পিও চলা যেতে পারে কুইলন থেকে। ১০-৩০ ও ১৮-৩০টায় বোট যাচ্ছে ৮½ ঘণ্টায়। জল শুধু জল—দেখে দেখে চিত্ত যেন হতে চায় বিকল। তবে, বৈচিত্র্য আছে এপথ চলায়। দূরে দূরে সবুজের শ্যামলিমা। কাজু, নারকেল থরে থরে গাছ থেকে ঝুলে স্নান সারে ব্যাক ওয়াটারে। বসতিও তারই মাঝে ফাঁকে ফাঁকে। প্রকৃতির আকর্ষণে একান্তই উচিত হবে বোটে কুইলন থেকে আলেপ্পি চলা। তেমনই উচিত হবে চলার কালে পানীয় জল, কিছু আহার্যও সঙ্গে নেওয়া। Alleppey Tourism Development Co-operative Society-র বোট যাচ্ছে মঙ্গল ও শনিবার ৯-৪৫এ কোল্লাম-আলেপ্পি ট্যুরে। আর আহার-বিহারের ব্যবস্থা নিয়ে হাউস বোট ধর্মী রাইস বোট যাচ্ছে কোল্লাম থেকে কোচি ও কোট্টায়ামে।

ব্যাক ওয়াটারে চলার পথে অমৃতাপুরীতে মাতা অমৃতানন্দময়ী মিশনটিও বেড়িয়ে চলা যায়। থাকার ব্যবস্থা মেলে, আহার্যও মেলে মিশন অর্থাৎ ভারতীয় মহিলা গুরুর আশ্রমে।

পর্যটকদের কাছে বহুমুখী আকর্ষণ রয়েছে অতীতের বন্দরনগরী কুইলনের। অষ্টমুড়ি লেকের পাড়ে কাজু ও নারকেল কুঞ্জে ছাওয়া বাণিজ্যিক শহর কুইলন। আটটা খাঁড়ি আছে লেকের— নামও তাই অষ্টমুড়ি। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে বিশাল অষ্টমুড়ি লেকে। লেকের মাঝে নানান দ্বীপ, নারকেল বীথিকায় ছাওয়া। আজও কাঠের বাড়িঘরে লাল টালির চাল, নানান মন্দির, শহরের একপাশে চীনামাটির পাহাড় সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সুদূর অতীতেও ফিনল্যান্ড, পারস্য, আরব, গ্রিস, রোম ও চীনের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল কুইলনের সঙ্গে। এমনকি চীনের সঙ্গে দূতেরও লেনদেন ছিল কুইলনের। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও লেগে ছিল সেকালে পর্তুগিজ, ডাচ ও ব্রিটিশে—কুইলনের দখল নিয়ে। তবে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার কাছে আত্মসমর্পণের পর পৃথক অস্তিত্ব হারায় কুইলন।

সাগরপারের থেভ্যালি প্যালেসটির পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। ৫ কিমি দূরে চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশের জন্য থঙ্গসেরীরও খ্যাতি আছে। ১৮ শতকের লাইটহাউস (১৫-৩০—১৭-৩০), পর্তুগিজ, ডাচ ও ইংরেজদের সমাধিভূমি ছাড়াও বিধ্বস্ত পর্তুগিজ/ ডাচ দুর্গটিও কম আকর্ষণীয় নয়

থঙ্গসেরীর। কোল্লাম থেকে বাসে ১০ কিমি দক্ষিণে ৯টি মন্দিরের জন্য খ্যাত মায়ানাদ-ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। ১১ কিমি দূরে Chavara-তে ভারত-নরওয়ের যৌথ উদ্যোগের মৎস্য প্রকল্পটির পর্যটক আকর্ষণও অনস্বীকার্য।

কুইলনের আর এক আকর্ষণ তার কাজুবাদামের কারখানা। টাইলস ও সিরামিক শিল্পেও যথেষ্ট খ্যাত কুইলন। পর্যটকদেরও উচিত হবে দেখে নেওয়া। তবুও যেন প্রকৃতির সাথে মিলে-মিশে দু'একদিন পায়ে পায়ে বেড়িয়ে কাটাবার মনোরম স্থান কুইলন। রিকশা, অটো, ট্যাক্সি ও বাস চলছে শহরে।

পাশ্চাত্য প্রথায় **H Neela*, Cantonment, Kollam-691001; কুইলনে অন্যতম *H Shah International*, Tourist Bungalow Rd, R½B½, ✆ 742362, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৩০০, D ৩৫০, স্যুইট ৬৫০; বাস ও জেটির সন্নিকটে *H Sudarshan*, Parameshar Nagar-1, ✆ 75323, S ৮০-১৫০, D ১২৫-২২৫, A/c S ২৫০-৩৫০, D ৩২৫-৪৫০, স্যুইট ৪৫০-৬৫০।

ভারতীয় প্রথায়—**H Karthika*, Paikada Rd-1, R1, ✆ 76240, SAB ৮৫, DAB ১৭৫, A/c D ৩০০-৪৫০; *H Suprabhatam*, near Clock Tower, DAB ১৫০; *Everest*, Jetty Rd. বাস ও জেটির কাছে *H Sea Bee*, Jetty Rd-1, R1½, ✆ 75371, SAB ১০০, DAB ১৭৫, A/c S ২২৫, D ৩৫০, স্যুইট ৪৫০; *H President, Xavier's H*, Boat Jetty Rd ; *H Original, H Gurupras*, S ৬৫, D ১২৫। অদূরে Main St-এ—*Sika L*, S ৪৫, D ৮০; *Iswarya L*, SAB ৮৫, DAB ১০০-১৭৫, A/c S ২২৫, D ৩২৫; *H Apsara, Samos L*, এদের ঘর S ৪০-৬৫, D ৬০-১২৫ টাকায় মেলে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *Mahalakshmi L*, S ৬০, D ১০০; রেল থেকে ১ কিমি দূরে *H Vrindhavanam*, KSRTC Jn, Punalur-691305, S ১২৫, D ১৭৫, A/c D ৩০০; *H Prasanth*, Beach Rd, ✆ 742292, S ১৭৫, D ২৫০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; *H Check Mate*, ✆ 204731; *H Jaladarshini*, ✆ 203414 ছাড়াও হোটেল আছে নানান। আর আছে KTDC-র *Yatrinivas*, Kollam, R1½B1½, ✆ (91474) 745538, S ১০০, ১৫০, D ১৫০, ২০০, A/c S ৩৫০, D ৪০০, ছয় বেডের ঘর ৩০০; *Govt G H*, ✆ 76456, অবু: D C, Kollam-691001. শহর থেকে ৩ কিমি দূরে অষ্টমুড়ি লেকের পাড়ে বাগিচায় ঘেরা অতীতের ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে বসেছে *Tourist Bungalow*, আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে, অবু: Steward-in-Charge; ট্যুরিস্ট অফিসটিও বাংলো লাগোয়া। তবুও থাকার জন্য *শাই ইন্টারন্যাশনাল, কার্তিকেয়, সুদর্শন, যাত্রী নিবাস* বা *ট্যুরিস্ট বাংলো* অনন্য। নানানধর্মী আহার্যও মেলে *কার্তিকেয়* ও *সুদর্শনে*। তেমনই মেইন স্ট্রিটের *ঐশ্বর্য, আজাদ হোটেল*ও *হোটেল গুরুপ্রসাদের* যথেষ্ট প্রশস্তি নিরামিষ আহার্য পরিবেষায়। মেইন স্ট্রিটের *Indian Coffee House*-টিও সদাই ব্যস্ত; ক্লকটাওয়ারের কাছে *Suprabatham Restaurant*-টিরও দক্ষিণ ভারতীয় আহার্যে সুনাম আছে।

আলাপুজা/আলেপ্পি

কোচি ৬৩, কুইলন ৮৪ আর তিরুভনন্তপুরমের ১৪৭ কিমি দূরে আলেপ্পি। আলেপ্পিরও নামের বদল ঘটে আজ হয়েছে আলাপুজা (Alappuzha)। কুইলন থেকে বাসেই চলুন আলেপ্পি। মুহুর্মুহু বাসও মেলে ত্রয়ী থেকে। আর যাচ্ছে ট্রেন নবতম ব্রডগেজ রেলে মালাবার কোস্ট ধরে এর্নাকুলমে। বোকারো স্টিল সিটি-আলেপ্পি এক্স, আলেপ্পি-চেন্নাই এক্স যাচ্ছে আলেপ্পি থেকে। তিরুভনন্তপুরমের বাসও যাচ্ছে আলেপ্পি হয়ে। লঞ্চও যাচ্ছে। সকাল ও সাঁঝে বোট যাচ্ছে কুইলন থেকে আলেপ্পির। ডিলাক্স বোট যাচ্ছে 1 3 5 দিন (Alappuzha Tourism Dev Co-op Society, Karthika Tourist Home) ১০-০০টায় আলেপ্পি ছেড়ে ১৮-৩০টায় কুইলনে। চাঁদনি রাতে ব্যাক ওয়াটারে ৮½ ঘণ্টায় এই জলবিহার যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই রোমাঞ্চকর। ৭½ ঘণ্টায় কোচিও যাচ্ছে ফেরি বোট আলেপ্পি থেকে। ভেম্বানাদ লেক পেরিয়ে কোট্টায়াম যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় ডজনখানেক ফেরি বোট। কুমারাকোম যাচ্ছে KTDC-র বোট আলেপ্পি থেকে। বোট জেটি ও বাস স্ট্যান্ড দুইয়েরই অবস্থান কাছাকাছি আলেপ্পিতে।

Ala অর্থ খাল, *ppuzha* হচ্ছে নদী অর্থাৎ খাল-নদী-খাঁড়ি আর উপহ্রদের দেশ আলেপ্পি। নারকেল বীথিকায় ছাওয়া ব্যাক ওয়াটারের দেশ। প্রাচ্যের ভেনিস নামে খ্যাত। সমুদ্র বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়েছে আলেপ্পিভূমে। গহীন বনের মাঝে ছোট ছোট বাড়িঘর। ধর্মে খ্রিস্টান হলেও আহার-বিহারে মালয়ালম এরা। কেরলের অন্যতম রমণীয় শহরও এই আলেপ্পি। নারকেল তেল, কয়ার ইনডাস্ট্রি ও মশলা শিল্পকেন্দ্রিক শহর আলেপ্পির ঘরোয়া শিল্প। খাল কেটে জলপথে বোট চলছে শহরের বুক বেয়ে। আবদ্ধ জলাভূমি বা ব্যাক ওয়াটারে সৃষ্ট ভেম্বানাদ লেক ভারতের বৃহত্তম লেক। মনোহর লেকে পাখিরামানাল দ্বীপ—লঞ্চে ভ্রমণ সেও এক রমণীয়। আলেপ্পির সাগরবেলা ও প্রাচীন হিন্দুমন্দিরটিও দর্শনীয়। আর আগস্ট মাসের দ্বিতীয় শনিবার পম্পা নদীতে ১০০ দাঁড়ওয়ালা স্নেক বোট রেস সারা বছরের ঝিমুনি ভাঙিয়ে মাতিয়ে তোলে আলেপ্পিকে। লোমহর্ষক এই প্রতিযোগিতা সাপেদের হুডে নিয়ে ঝলমলে সাজে সজ্জিত হয়ে শতাধিক নৌকা নেহরু ট্রফি জেতার নেশায় মেতে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শক আসেন—আসেন পর্যটক আলেপ্পির স্নেক বোট রেসে। টিকিট প্রথায় দর্শনের ব্যবস্থা। দর্শনার্থীদের উচিত হবে আহার্য ও পানীয় জল সঙ্গে নেওয়া। সম্ভব হলে একটি ছাতাও সঙ্গে নেওয়া ভাল।

তেমনই কুইলনের পথে ৪৭ কিমি যেতে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অনুপম কৃষ্ণপুরম প্রাসাদটিও দেখে নেওয়া যায়। মিউজিয়ম ও কেরলের বৃহত্তম ম্যুরাল চিত্রটি উচিত হবে দেখে নেওয়া প্রাসাদে। ১৪ কিমি দূরে অম্বালাপুজায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, ২২ কিমি উত্তরে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চ, চেত্তিকুলাঙ্গারায় ভগবতী মন্দির, ৩২ কিমি দূরে মান্নারাসালায় নাগ মন্দিরও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা।

বাস ও জেটি দুই-ই থেকে হাঁটা দূরত্বে নানান হোটেল Alappuzha (Alleppey)-688010, STD 0477-এ। বাস থেকে ১ কিমি দক্ষিণে *St George's Lodging*, CCNB Rd, ✆ 61620, SCB ৪০, DCB ৭৫, SAB ৭০, DAB ১২৫। আরও ১ কিমি দক্ষিণে এম সি হাসপাতালের কাছে *H Raibon Tourist Home*, ✆ 251930, SAB ১৭৫, DAB ৩৫০, A/c D ৪৫০-৬৫০। জেটির উত্তরে খাল পেরিয়ে *H Komala*, ✆ 243631, SAB ১২৫, DAB ১৫০-৩০০, A/c S ৪০০, D ৫৫০, স্যুইট ৮৫০; বিপরীতে *Municipal R H*, DAB ৮০; *Karthika Tourist Home*, ✆ 245624, D ১২৫-১৭৫। আরও উত্তরে কোচিমুখী থি-তারকাসম **Prince H*, A S Rd-688007, ✆ 243752, B2½, A/c S ৬০০, D ৭৫০, স্যুইট ৯৫০-১২৫০। *Brothers Tourist Home*, S ৬০, D ১০০-১২৫, T ১৫০, A/c D ২৫০; *Narasimhapuram L*, Collen Rd, D ১২৫-১৫০, A/c D ৩৫০; *Sheeba L*, S ৬০, D ১০০; *Kadambari Tourist Home*, S ৬৫, D ১২৫, T ১৭৫; *Nellai T H*, *Matha Tourist Home*. সেন্ট জর্জের পথে মন্দিরের বিপরীতে *Dhanalakshmi L*, অদূরে *Raja Tourist Home*; কাছেই *H Westland*. বাস ও জেটির মাঝে *Kuttanadu Tourist Home*, ✆ 251354, DAB ১৭৫-২২৫, A/c D ৩৭৫; *Sree Krishna Bhavan L*, SAB ৪৫, DAB ৮৫ ; *Mahalakshmi L*. KTDC-র *Motel Arram*, S ১০০, D ১৫০, A/c S ২৫০, D ৩০০, আলেপ্পিতে। *Kayaloram Lake Resort*, ✆ 242040; *H Bonie*, A S Rd, ✆ 243752; *Motel Aaraamam*, A S Rd, ✆ 244460; *Coconut Palm*, Thottapally, ✆ 836251; *Govt G H*, Beach, ✆ 243445; *Nowroji Boarding*, *Way Side Inn*, *H Ashoka* ✆ 251020, ছাড়াও নানান হোটেল আছে আলেপ্পিতে। তবুও থাকার জন্য—*কুট্টানাদ, হোটেল কমলা, মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস, সেন্ট জর্জেস লজিং, প্রিন্স হোটেল* অগ্রাধিকার পাবে। আর খাবারের জন্য উত্তরে কমলা হোটেলের *Arun Restaurant*, দক্ষিণে *ইন্ডিয়ান কফি হাউস*; Culton Rd-এ সস্তায় ননভেজ মিলের জন্য *Rajas H*, *Kream Korner Restaurant* দেখা যেতে পারে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে জেটি রোডে KTDC-র *Sabala*, ✆ 251796-ও আহারে রমণীয়।

কোট্টায়াম

তিরুভনন্তপুরম-এর্নাকুলম-ত্রিচুর-সোরানুর রেল পথে নীলগিরি পাহাড়ের পাদদেশে কোট্টায়াম স্টেশন। পশ্চিমের ব্যাক ওয়াটার ও পুবের পশ্চিম ঘাটের যোগসূত্র গড়েছে কোট্টায়াম। কিছুকাল আগেও রাজধানী ছিল Thekkumkur রাজার কোট্টায়াম। চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম মেল, মুম্বাই-কন্যাকুমারি এক্স, ম্যাঙ্গালোর-তিরুভনন্তপুরম মালাবার এক্স/পরশুরাম এক্স, কান্নানোর-তিরুভনন্তপুরম এক্স, সোরানুর-তিরুভনন্তপুরম ভেনাদ এক্স, এর্নাকুলম-তিরুভনন্তপুরম ভানচিনাদ এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে কোট্টায়াম হয়ে। ট্রেন যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় ৯৬ কিমি দূরের কুইলন; ১½ ঘণ্টায় কোচি, ৩½ ঘণ্টায় তিরুভনন্তপুরমে কোট্টায়াম থেকে। নিকটতম বিমানবন্দর কোচি। তবুও যেন যাতায়াতে ফেরি বোট রমণীয়। ফেরি বোটেই চলুন আলেপ্পি থেকে কোট্টায়ামে। ডজনখানেক বোটও চলে ভোর থেকে গভীর রাতে। ব্যাক ওয়াটারের জলে ভেসে ২৯ কিমি জলপথে ২½ ঘণ্টার এই বোট-বিহার বৈচিত্র্যের স্বাদ আনে। এমনকি কোচিও যাচ্ছে ফেরিবোট ৯ ঘণ্টায় কোট্টায়াম থেকে। বোট যাচ্ছে কোল্লামও কোট্টায়াম থেকে। চাঁদনি রাতে ব্যাক ওয়াটারে বোটে চলা যেমন রমণীয় তেমনই চিত্তাকর্ষক। শহরের কেন্দ্রস্থলে বাস স্ট্যান্ড। মুহূর্মুহ বাস যাচ্ছে কুইলন, কোচি ও তিরুভনন্তপুরমে। বাস যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায় পেরিয়ার (৭ বাস), ৭ ঘণ্টায় মাদুরাই (৪) ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে কোট্টায়াম থেকে। বোট জেটি থেকে ১ কিমি দূরে শহরের কেন্দ্রস্থলে লোকাল ও ইন্টার স্টেট বাস স্ট্যান্ড কোট্টায়ামে। রেল স্টেশন ২ কিমি দূরে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে।

ভেম্বানাদ লেক ও খালবিল হয়ে পথ গিয়েছে আলেপ্পি থেকে কোট্টায়ামে। বর্ষাকালে লেক আর চারপাশ মিলে ৭৭৭ বর্গ কিমি জুড়ে জল শুধু জল। নাম তার কুট্টানাদ (Kuttanad) লেক। কেরলের মধ্যে সাক্ষরের হারও কোট্টায়ামে বেশি। ভারতে প্রথম লেখক সমবায় সংস্থারও জন্ম প্রাচ্যের রোম নগরী, পেরিয়ারের গেটওয়ে কোট্টায়ামে। খ্রিস্টান মিশনারিদের আধিক্য কোট্টায়ামে। ল্যান্ড অব লেটারস, ল্যাটেক্স অ্যান্ড লেকস—কোট্টায়ামে। রেল স্টেশনের ৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর দেয়াল চিত্রে শোভিত সেন্ট ম্যারিস সিরিয়ান চার্চটি অনবদ্য। জনশ্রুতি, সেন্ট টমাসের তৈরি চার্চের উত্তরসূরী এটি। বৃষ্টির আধিক্য পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ অরণ্যে ছাওয়া বাণিজ্যিক শহর কোট্টায়ামে চা, কফি, কোকো, গোলমরিচ, এলাচ, রবারের চাষ হচ্ছে।

হোটেলও আছে Kottayam, STD 0481, PC-686001-এ। বাস স্ট্যান্ডে: *Home Stead H*, ✆ 560467; *Anuragh L*, *H Surya*. বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে—*H Aida*, M C Rd, Kottayam-39, ✆ 568391, SAB ২৫০, DAB ৪০০, A/c S ৩৫০, D ৫০০, স্যুইট ৭৫০; *Sakthi Tourist Home*, Baker Jn, ✆ 563151, DAB ২০০, A/c ৩২৫; *Ashoka L*, *H Swagath*, *H Arcadiya*, *H Vinaud*, *Rajdhani H*, *H Prince*, ✆ 578809; *Casino L*, *H Sonia*, *Malayasia Tourist Home*, *Priya L*. শহরান্তে ৫ কিমি দূরে *Vembanadu Lake Resort*, Kodimatha, ✆ 564866; *H Floral Park*, Medical College, S ৮০, D ১৫০, A/c D ২৫০। রেল স্টেশনের অদূরে *H Sears*, D ১২৫-১৭৫; *H Triveni*, T B Rd-1, S ৮০, D ১৫০, স্যুইট ২২৫, A/c S ২৫০, D ৩২৫, স্যুইট ৪২৫; **H Ambassador*, K K Rd-1, ✆ 563293, S ১৫০, D ২২৫, A/c S ২৫০, D ৩২৫, থাকার পক্ষে ভালই; **Anjali H*, K K Rd-1, ✆ 563984, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ১২৫০; **H Greenpark*, Nagampadam-1, ✆ 563311, R½B½, S ৩০০, D ৪২৫, A/c S ৪০০, D ৪৭৫, স্যুইট ৬৫০-৮৫০; *Udippi L*, Sastri Rd, ✆ 562911, D ৮০-১২৫, A/c D ২২৫; *H Nithya*, Gandhi Ngr, D ২০০, A/c ৩২৫; **Vani H*, Changanacherry-686101, ✆ 422403, S ২৫০, D ৩৫০, স্যুইট ৪৫০, A/c ৩৫০/ ৪৫০/ ৬৫০; *Kaycees L*, YMCA Rd, S ৬০, D ১০০; *H Nisha Continental*, Stn Rd, ✆ 563984, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৩২৫, D ৪২৫। ৫ কিমি দূরে পাহাড়ী টঙে KTDC হোটেল গড়েছে *H Aiswarya*, Thirunakkara, Kottayam-686001, ✆ (91481)

581254, R2B2, S ১৫০-২২৫, D ২০০-২৭৫, A/c S ৪০০-৬০০, D ৫০০-৭৫০,। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম, Govt GH*, ✆ 562219; *PWDRH*, ✆ 568147; *YMCA*, ✆ 560541; *YWCA*, ✆ 560188 কোট্টায়ামে।

আহার্যেরও নানান ব্যবস্থা—তবুও যেন KK Rd-এ *Hotel Vysak*-এ নন-ভেজ; রেল স্টেশনের *Refreshment Room*-এ ভেজ ও নন-ভেজ ভালই।

তবে, কোট্টায়ামে থাকার দরকার হয় না। বাসে চলুন বন্যজন্তু দেখতে টেক্কাডি অর্থাৎ পেরিয়ারে। অরণ্য চিরে পাহাড় বেয়ে বাস চলে চা বাগিচার মাঝ দিয়ে—রোমাঞ্চে ভরা এপথে চলা। আবার কোচি থেকে সড়কপথে ঘণ্টা দেড়েকে থান্নিরমুক্কম পৌঁছে বোটে কুমারাকোম চলা যেতে পারে। সরাসরি মোটর চালিত বোটও মেলে কোচি থেকে কুমারাকোমের।

উৎসাহীরা কোট্টায়ামের ১৫ কিমি পশ্চিমে ভেম্বানাদ লেকের ব্যাক ওয়াটারে কুমারাকোম ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স তথা পক্ষী আলয়টিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ৪০ একর ব্যাপ্ত অতীতের রবার বাগিচায় অগুনতি জল মোরগ, কোকিল, পাতিহাঁস দেখতে মেলে। এমনকি সুদূর সাইবেরিয়া থেকে সারসও আসে কুমারাকোমে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। নানান ধর্মী হাউস বোটও ভাড়ায় মেলে।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে মোটর যুক্ত চলমান *Kettuvalloms* তিন হাউস বোটে KTDC-র *Kumarakom Tourist Complex*, ✆ (91481) 524258। অক্টোবর-মে ও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে S ১১০০, ১১৫০, A/c ১১৫০, ১১৯৫, D ২০০০, ২২০০, A/c ২২০০, ২৩০০, স্যুইট ২৩৯৫, জুন-জুলাই মাসে ৭০০, ৯০০, A/c ৯০০, ১০৫০, D ১০০০, ১১০০, A/c ১১০০, ১১৫০, ২১০০।

আর আছে থারাওয়াড অর্থাৎ কেরলীয় শৈলীর কারুকার্যময় অভিনব কাঠের বাড়ি-ঘর সারা রাজ্য থেকে খুঁজে এনে ১০ একর জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়া Casino Hotel Group's *Coconut Lagoon Heritage Resort*, Kumarakom, Kottayam-686563, ✆ 048192491, এদের ম্যানসনে: শীতে S ৭০ D ৮০ গ্রীষ্মে ৫৫/৬৫, বাংলোয়: শীতে S ৬০ D ৭৫ গ্রীষ্মে ৫০/৬০ US$. রিসর্টের আর এক আকর্ষণ আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ। নানান ব্যাধির উপশম মেলে ভেষজ তেলের ম্যাসাজে। আর হয়েছে পাখিরালয়ের কাছে বেকার সাহেবের বাংলোয় তাজ গ্রুপের *Taj Garden Retreat*, কুমারাকোমে। তেমনই চলা যায় ভেম্বানাদ লেকের জলে ভেসে ছোট্ট দ্বীপ *পাথিরামানাল* অর্থাৎ মধ্যরাতের বালুকা বা নির্জন দ্বীপে। প্রতি রবিবার সার্ভিস বোটও চলে কুমারাকোম থেকে।

পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি

কোট্টায়াম থেকে দিনে ৪ দ্রুতগামী বাস যাচ্ছে ৭ ঘণ্টায় মাদুরাই-এ—কুমিলি অর্থাৎ টেক্কাডি (পেরিয়ার) হয়ে। এ-ছাড়া, টেক্কাডির বাসও মেলে কোট্টায়াম থেকে ৪ ঘণ্টায় দিনে ৭, দূরত্ব ১১৮ কিমি; বাসেই চলুন টেক্কাডি। বড় এলাচ, গোলমরিচ, রবার, কফি বাগিচার মাঝ দিয়ে পথ—পাহাড় চড়তে চা-বাগিচা। দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ, আদাও হচ্ছে এপথে। পথশোভা নয়নাভিরাম। বাস আসছে ১৬০ কিমি দূরের মাদুরাই থেকেও টেক্কাডি অর্থাৎ পেরিয়ার বন্যজন্তু বিচরণভূমির। মাদুরাই থেকে টেক্কাডি পৌঁছেও কেরল ভ্রমণ শুরু করা যায়। পেরিয়ারের সহজতম পথটিও মাদুরাই হয়ে। এমনকি দিনের একমাত্র বাস সংযোগ গড়েছে কোদাই থেকে পেরিয়ারের। তিরুভনন্তপুরম ও এর্নাকুলম (কোচি) থেকেও নিয়মিত বাস আসছে টেক্কাডিতে। তেমনই মাসের শেষ শনিবার ছাড়া প্রতি শনিবার KTDC-র ২ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে তিরুভনন্তপুরম বা কোচি (৩৫০/৩০০) থেকে পেরিয়ার দেখে নেওয়া যায়। আবার এর্নাকুলম থেকে ঘণ্টা দু'য়েকে কোট্টায়াম এসেও নতুন করে এক্স বাসে তামিলনাড়ু সীমান্তে কোট্টায়াম-মাদুরাই সড়কের কুমিলি (পেরিয়ার লাগোয়া গ্রাম) পৌঁছেও চলা যেতে পারে লোকাল বাসে ডানহাতি ৪ কিমি দূরের টেক্কাডি অর্থাৎ পেরিয়ারে।

পেরি অর্থাৎ বড়, *আর* হচ্ছে নদী। তবে, পেরিয়ার বলতে সমগ্র অরণ্যভূমি, আর টেক্কাডি হচ্ছে পেরিয়ারের হোটেল, অফিস ও বাসের সংযোগস্থল। তেমনই টেক্কাডির আর এক আকর্ষণ ইন্দিরা গান্ধী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট।

কুমিলি: তামিলনাড়ু সীমান্তে কোট্টায়াম-মাদুরাই সড়কে কেরল ভূখণ্ডে ৩০০০ ফুট উঁচুতে কুমিলির অবস্থান। কুমিলির অন্যতম আকর্ষণ পেরিয়ারের সড়ক সংযোগকারী শহর রূপে। তেমনই কুমিলির মশলার আকর্ষণও উল্লেখ্য। সহ্যাদ্রি পর্বতে জাত এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ বিকোচ্ছে দোকানপাটে। দাম ও মান দুই-ই আকর্ষণীয়। উচিতও হবে ঘরপানে সঙ্গী করা।

কুমিলি শুরুতেই Kumily-685585-তে *Lake Queen Tourist Home*, Thekkady Jn, ✆ (04869) 22084-6, SAB ৬৫-১০০, DAB ১২৫-১৫০,। বিপরীতে KTDC-র Information Centre; দুইয়ের মাঝ দিয়ে পথ গিয়েছে Kumily-Thekkady Rd. আর আছে দোকানপাটের মাঝে সাধারণ সাজে D ৮০-১২৫ টাকার লজ—*Rani, Nice, Mini, Kavitha, Italia, Everest;* বাস স্ট্যান্ডে *Muckumkal Tourist Home*, ✆ 22070, DAB ১৫০-২০০, A/c D ৩৫০-৪৫০,; *H Sreekumar* ও *Holiday Home*, ✆ 22016. থাকার জন্য *Lake Queen* ও আহারে KTDC-র *Sabala*-র আকর্ষণ সর্বাগ্রে।

Kumily-Thekkady Rd-685536, Dist-Idukkiতেও হোটেল হয়েছে নানান—*Rolex Tourist Home*, ✆ 22081; *Woodlands Tourist Bhavan*, ✆ 22077, DAB ১২৫,; আহার্যের ব্যবস্থা নিয়ে *KTDC's Motel Sabala ;* আরও যেতে *Casino Group's H Spice Village*, ✆ 22315, শীতে: S ৬৫ D ৮৫, গ্রীষ্মে: S ৫০ D ৬৫ US$; *H Ambadi*, ✆ 22194, কটেজ ৪০০-৮৫০, ব্যবস্থাপনা ভালই। প্রাইভেট Tourist Office-ও বসেছে যাত্রী আকর্ষণ বাড়াতে অম্বাদি হোটেলে। অদূরে *Coffee Inn* লাগোয়া এদেরই *Wild Hut*-এ ঘর মেলে থাকার। অল্প হেঁটে *Laela Pankaj Resort*, ✆ 22299; *Ambika Tourist Home*, ✆ 22004, SAB ৮০, DAB ১৫০,। PWD-র *Rest House, IB*-ও আছে কুমিলিতে।

প্রতিদিন সকাল ৮-০০টা থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিনভর Tiger

Project-এর মিনিবাস যাচ্ছে কুমিলি বাস স্ট্যান্ড থেকে পেরিয়ারে। দূরপাল্লার নানান বাসও যাচ্ছে কুমিলি হয়ে টেক্কাডি অর্থাৎ পেরিয়ারে। অটো, ট্যাক্সি, জিপও যাচ্ছে কুমিলি থেকে পেরিয়ারে। পায়ে হেঁটেও পাড়ি দিচ্ছেন নানান যাত্রী কুমিলি থেকে ৪ কিমি দূরের পেরিয়ারে। প্রথম ১ কিমি জুড়ে বসতি, দোকানপাট, হোটেলের অবস্থান। ১ কিমি যেতে Periyar Wildlife Sanctuary-র চেকপোস্ট। বাস তথা যান পৌঁছায় আরও ৩ কিমি দূরের পেরিয়ার অন্দরে অরণ্যনিবাসে। নিকটতম রেল স্টেশন কোট্টায়াম ১১৩ কিমি আর বিমানবন্দর মাদুরাই ১৪০, কোচি ২৬৬, তিরুভনন্তপুরম ২৫৩ কিমি। আর, পীড়মাডির (Peermedu) দূরত্ব ৩৬, পোনমুড়ি ৩১১, কন্যাকুমারি ৩৪০ কিমি টেক্কাডি থেকে। কুমিলি-কোট্টায়াম পথে চায়ের শহর পীড়মাডি-ও এক স্বাস্থ্যকর স্থান। কুমিলি থেকে ৩২, কোট্টায়ামের ৭৯ কিমি দূরে কলাগাছে ছাওয়া ৩০০০ ফুট উঁচু শৈল শহর পীড়মাডিতেও হোটেল আছে—*Apsara, Himaranee,* ✆ 32288; *Bushland, Govt GH,* ✆ 32071; *KTDC's Motel Aaram,* S ১০০, D ১৫০, ছাড়াও নানান। তেমনই অত্যুৎসাহীরা কোট্টায়াম-এর্নাকুলম সড়কে কোট্টায়াম থেকে ৪০ আর এর্নাকুলমের ২৯ কিমি দূরে ভাইকম-এর শিব মন্দিরও দেখে নিতে পারেন। কিংবদন্তী, কেরলস্রষ্টা পরশুরামের তৈরি মন্দির। নভেম্বর-ডিসেম্বরের ১২ দিন ব্যাপী পঞ্চবাদ্যম উৎসবেরও প্রশস্তি আছে। ৩ কিমি উত্তরের লর্ড কার্তিকেয়র মন্দিরের কাঠের কার্ভিং ও স্থাপত্য অনবদ্য। আবার কুমিলি থেকে শ'দুয়েক টাকায় ১৮ কিমি পাহাড়ী পথে সুন্দর পরিবেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত মঙ্গলাদেবীর মন্দিরটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় জিপে।

৯°১৮'-৯°৪০' উত্তর ল্যাটিচুড আর ৭৬.৫৫-৭৭.২৫ পূর্ব লঙ্গিচুডে সহ্যাদ্রি পর্বতে ৯০০-২০০০ মি উচ্চতায় তামিলনাড়ু সীমান্তে টেক্কাডি জেলায় ৭৭৭ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি—পেরিয়ার লেককে মধ্যমণি করে। অতীতে, ১৮৯৫এ কেরলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী পেরিয়ারে বাঁধ দিয়ে কৃষি ও জলবিদ্যুৎ তৈরির কাজে জল দিতে ৪৬ মি গভীর ২৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত লেকটি কাটা হতে স্যাঙ্কচুয়ারি গড়ে তোলেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা পেরিয়ারে। নাম হয় তার নেলিয়ামপাট স্যাঙ্কচুয়ারি। ১৯৫০এ আয়তন বেড়ে নামান্তর ঘটে হয় পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। আর ১৯৭৮-এ প্রোজেক্ট টাইগারের শিরোপা চেপেছে পেরিয়ারের শিরে। কোর এলাকা তার ৩৫০ বর্গ কিমি।

অরণ্যনিবাস থেকে মোটর লঞ্চ, বোট বা ডিঙি নৌকায় পেরিয়ার লেকে বিহারের ব্যবস্থা। নীলাকাশের নিচে স্বচ্ছ হ্রদের জল, দু'দিকেই ঘন-বুনট কালচে-সবুজ বন—তাকে ঘিরে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়শ্রেণী। উচিতও হবে ৭-০০টার লঞ্চ ট্রিপে ২ ঘণ্টার লেক বিহারে ৩০ টাকায় জলযানে বসেই বনচরদের দেখে নেওয়া। এছাড়াও লঞ্চ যাচ্ছে ৭—১৫-০০টায় প্রতি ২ ঘণ্টায়। ভাড়া—লোয়ার ডেক ৩৫, আপার ডেক ৬০, ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও লঞ্চের দ্বিতল থেকে জন্তু দেখায় সুবিধা। এছাড়া জেটি ঘাটের Wildlife Office থেকেও বোট বিহারের ব্যবস্থা মেলে। এককভাবেও লঞ্চ মেলে ভাড়ায়—১৫ যাত্রীর ৩৫০, ৬০ যাত্রীর ৬০০ টাকায়। নয়নলোভন এ দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়। ২ যাত্রী নিয়ে হাতিও যাচ্ছে ½ ঘণ্টার সফরে ৪০ টাকায়। সারা বছর চলা গেলেও বেড়াবার মরসুম সেপ্টেম্বর থেকে মে মাস—তবে, ফেব্রুয়ারি থেকে মে মনোরম। বৃষ্টির আধিক্য আছে—বছরের গড় ২৫০০ মিমি।

গ্রীষ্মে দলে দলে হাতিরা আসে লেকের পাড়ে—কখনও স্নান করে আবার কখনও সাঁতার কাটে লেকের জলে। খুবই চিত্ত-মনোহর সে দৃশ্য। মাছ পেতে ফাঁদ পাতে ভোঁদড়েরা। চিত্রবিচিত্র পেরিয়ারের কচ্ছপও চলতে ফিরতে দেখা মেলে জলেস্থলে। সকাল-সন্ধ্যায় শম্বরও আসে লেকের পাড়ে জল খেতে। বৃহদাকার গৌর অর্থাৎ বাইসন, বন্য মহিষ, বন্য কুকুর, বন্য শুয়োর, হরিণ, প্যাস্থারও রয়েছে অগুনতি। কেউটে, চন্দ্রবোড়া ছাড়াও নানান ধর্মী সাপেরও দর্শন মেলে পেরিয়ারে। এমনকি বাঘ (৪০), চিতাবাঘেরও দেখা মেলা অস্বাভাবিক নয় পেরিয়ারে। তেমনই গাছ থেকে গাছে দাপিয়ে বেড়ায় কালো কালো ছোট্ট লেঙ্গুর অর্থাৎ বানরেরা। সিংহপুচ্ছ সাদামুখো কালো হনু বা ম্যাকাক-এরও দর্শন মেলে জঙ্গলের অন্দরে। ধনেশ, ভীমরাজ, পাপিয়া, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, সারস ছাড়াও চেনা-অচেনা নানান পাখি নীড় বাঁধে লেকের পাড়ে গাছের শাখে। সূর্যাস্তে গাছ থেকে গাছে উড়ে চলে উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি বা ফ্লাইং স্কুইরেল। বছরের জুন ও অক্টোবর মাস ছাড়া অনুমতি নিয়ে শিকারেরও ব্যবস্থা আছে পেরিয়ারে।

কুমিলি থেকে ১ কিমি যেতে চেকপোস্ট, আরও ৩ কিমি পেরিয়ার অন্দরে লেকের ধারে KTDC-র *Aranya Nivas H,* Thekkady, Dist: Idukki-685536, ✆ (04869) 22023, SAB ১১০০, ১১৫০, DAB ২০০০, ২২০০, A/c S ১১৫০, D ২২০০, ২৩৯৫, স্যুইট ১১৯৫/২৩০০, জুন-জুলাই-মাসে রিবেট মেলে; আহার্য মেলে পৃথকভাবে। পথের শেষ, বাসেরও চলা শেষ অরণ্য নিবাসে। বাস পথেই আধ কিমি পিছিয়ে KTDC-র *Periyar House,* Thekkady, Idukki-685536, ✆ 22026. অক্টোবর-মে ও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে SAB ৫০০, ৭০০, ৯০০, ১৩০০, DAB ৭০০, ৯০০, ১১০০, ১৫০০, জুন-জুলাই মাসে SAB ৩০০, ৪৫০, ৫৫০, ৭৫০, DAB ৫০০, ৬৫০, ৭৫০, ৯৫০। লেকের দ্বীপে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সামার প্যালেসে KTDC-র *Lake Palace H,* ✆ (914869) 22023, AP-S ৩২১১, D ৪৬৫০, ৪৬৭৯, ৭০০৮, রোমান্টিক পরিবেশ, লেক প্যালেসের ঘর থেকে জন্তুও দেখতে মেলে। তবে লেক প্যালেসের যাত্রীদের ১৬-০০টার মধ্যে অরণ্য নিবাসে পৌঁছে ফেরিতে যেতে হয়। আর বুকিং ছাড়া অরণ্যে চলা উচিত নয়। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য Manager বা KTDC, Mascot Square, Thiruvananthapuram-695033, ✆ (0471) 438976 কে লিখুন। চলার পথে কুমিলি Tourist Office-এও যোগাযোগ করা যেতে পারে পেরিয়ারে অবস্থানের ব্যাপারে। আর আছে বন দপ্তরের ৩ ঘরের *Edapalayam R H;* বুকিং: Chief Conservator of Forest (Wildlife), Thiruvananthapuram-695014, ✆ 62217, বা The Wildlife Preservation Officer,

Periyar Tiger Reserve, Thekkadi, Kerala-685536, ✆ 2027 (Kumili). আয়োজনে ভাল হলেও বোট নির্ভর যাতায়াত হেতু রেস্ট হাউসটি উচিত হবে বর্জন করে চলা। আর জন্তু দেখার চার্টার লঞ্চ বা যাত্রী লঞ্চের জন্য Manager, Aranya Nivas Hotel বা বন দপ্তরের Wildlife Office-কে যোগাযোগ করুন। অনন্যোপায়ীদের উচিত হবে টেক্কাডি-কুমিলির মাঝ পথে *হোটেল অম্বাডি বা* কুমিলিতে অবস্থান করে পেরিয়ার দেখে নেওয়া। আহার্যও মেলে *পেরিয়ার হাউস, অরণ্য নিবাসে; লেক প্যালেস হোটেলে* আহার সহ থাকা। *হোটেল অম্বাদি*-রও প্রশস্তি আছে আহার্যে। তেমনই অম্বাদির অদূরে *Coffee Inn* (7—22-00)-এরও সুনাম আছে দিনভর আহার্য পরিবেষায়। আর, *Paris Restaurant* আয়োজনে ছোট হলেও আহার্য ভালই।

পাহাড়ী আদিবাসী অধ্যুষিত কুমিলি থেকে বাসে তামিলনাড়ুর কোদাইকানাল বা মাদুরাইও চলা যেতে পারে। বাসও যাচ্ছে কুমিলি থেকে: কোট্টায়াম ৪ ঘণ্টায় ৭ বাস, এর্নাকুলম ৬ ঘণ্টায় ৩, তিরুভনন্তপুরম ৮ ঘণ্টায় ৩, কোভলম ৯ঘণ্টায় ১, কোদাই যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় ১, মাদুরাই ৪ ঘণ্টায় ৪। পেরিয়ার বেড়িয়ে পরদিন সরাসরি বাসে কোচি চলুন বা বাসে কোট্টায়াম পৌঁছে ট্রেন ধরুন. প্রাচ্যের *ভেনিস*—কোচি বা এর্নাকুলমের।

কোচি

সম্প্রতি নামান্তর ঘটে কোচিন হয়েছে কোচি। ১০টি দ্বীপের সমষ্টি—আরব সাগরের রানী কোচি এক সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর। রূপসী কেরলের *বিউটি স্পট*-ও বলা হয় কোচিকে। কেরলের অন্যতম সুন্দর কোচির প্রকৃতি। তেমনই যাদুপুরী গড়েছে পর্তুগাল, হল্যান্ড ও ব্রিটিশ স্থাপত্য মালাবার উপকূলের দ্বীপভূমি কোচিতে। বাসও করে হিন্দু, মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান পরস্পর মিলেমিশে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও পশ্চিম ভারতে মুম্বাইর পরেই কোচি বন্দরের স্থান। নীল জলে রঙবেরঙের নানান জাহাজ নোঙর করে জেটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এসেছে এরা দেশ-দেশান্তর থেকে। বন্দরের গভীরতা বাড়াতে তোলা মাটি জমে রূপ পায় ঝলমলে **উইলিংডেন দ্বীপ**। দ্বীপের অপর পাড়েই মূল ভূখণ্ডে বাণিজ্যনগরী এর্নাকুলম। রেল ও বাস দুই-ই আসছে সারা ভারত থেকে এর্নাকুলমে। বাজারঘাট, পর্যটন দপ্তর, সাধারণ হোটেল সবেরই অবস্থান এর্নাকুলমে। তবে, অতীতের মিউজিয়ম নগরী হচ্ছে ফোর্ট কোচি। উইলিংডন, বোলাঘাটি, গুন্ডুদ্বীপ পোতাশ্রয়কে ভর করে অবস্থিত, আর ফোর্ট কোচি তথা মাত্তানচেরীর অবস্থান উপদ্বীপাকারে। তারও উত্তরে ব্যাপীন দ্বীপ। ব্যাপীনের ১৮ কিমি দূরে শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর চেরাই বীচ। এর্নাকুলম থেকে ফেরি লঞ্চ যাচ্ছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত সেতুতে সড়ক সংযোগও গড়ে উঠেছে এর্নাকুলম থেকে উইলিংডেন হয়ে ১২ কিমি দূরের মাত্তানচেরী তথা কোচির। দু'পাশে নারকেল গাছের সারি—বাস, ট্যাক্সি যাচ্ছে। রেল আর বিমানও পৌঁছেছে উইলিংডনে। রাতের আলোকমালায় বন্দরের দৃশ্য নয়নাভিরাম। চলতে-ফিরতে ঘড়ি, ক্যামেরা ছাড়াও নানান বিদেশী পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব মেলে পথেঘাটে বন্দরনগরী তথা এর্নাকুলমে। তবুও যেন কেনাকাটায় উচিত হবে M G Rd-এর দোকানপাটে চলা। Kerala State Handicrafts Development Corpn-এর শোরুম *Kairali;* Handicraft Society-র *Saurabhi Emporium*—দুইয়েরই মুখোমুখি অবস্থান এম জি রোডে Pallimukhu-তে। *Khadi Gramodyog Bhawan*-ও আদরণীয় হবে কেনাকাটায়।

কোচি আজকের নয়—ব্রিটিশের হাতে গড়ে ওঠে শহরের অংশ। এর দু'টি ব্রিটিশের গড়া। তারও আগে থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কোচির ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এই কেরল-ভূমের সন্ধানে বেরিয়ে। নারকেলের ছোবড়া, রবার, মশলা, সামুদ্রিক মাছ বিদেশে যেত কোচি থেকে। কুবলাই খাঁর কালে চীনও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলে এই কোচিতে। এমনকি আজও ফোর্ট কোচির ধীবরেরা যে ধরনের জালে মাছ ধরে সে চীনাদেরই সৃষ্টি। ক্যান্টিলিভার ধর্মী চীনা জালের প্রচলন সেই থেকে রয়ে গেছে এদের মাঝে। মাথায় শঙ্কুর মতো চীনা টুপিও পরে এরা। এমনকি মন্দিরগুলিও চীনা শৈলীর প্যাগোডা ধর্মী কেরলে।

ব্যাপীন থেকে বোটে লাগোয়া ক্ষুদ্রতম গুন্ডুদ্বীপে Coir Industry-তে সমবায় প্রথায় নারকেলের ছোবড়ায় রকমারি প্রোডাক্ট দেখা ও কেনার ব্যবস্থাও আছে। KTDC-র লঞ্চ সফরে দেখে নেওয়া যায়।

ভারতের প্রাচীনতম চার্চ ইহুদি উপাসনা মন্দির, ডাচ স্থাপত্য, মসজিদ, হিন্দু মন্দির গৌরবান্বিত করে তুলেছে কোচিকে। তাই মিউজিয়ম-নগরী বলেও দাবি রাখে কোচি। এমনকি, কেরল রাজ্যের হাইকোর্টটিও বসেছে এই বন্দর-নগরী তথা রাজ্যের বৃহত্তম পৌরনগরী কোচিতে। লাখ ছয়েক লোকের বাস শহরে।

কোচি দুর্গের আর এক আকর্ষণ তার **চার্চ বা গির্জা**। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ গভর্নর অ্যালফানসো দ্য আলবু-কার্ক-এর উদ্যোগে গড়া **সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ** ভারতে পর্তুগিজ-দের তৈরি প্রথম ক্যাথলিক চার্চ। আজকের দর্শকদের কাছে পর্তুগিজদের একমাত্র স্মারকও এই চার্চ তথা তীর্থ মন্দির। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপে ফোর্ট কোচিতে পর্তুগাল থেকে এসে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলেন ভাস্কো-ডা-গামা। মৃত্যুর পর সমাধিস্থও হন ভাস্কো-ডা-গামা ১৫২৪এ সেন্ট ফ্রান্সিসে। আর, ১৫৩৮এ তার পুত্রের উদ্যোগে দেহ স্থানান্তরিত হয় পর্তুগালের লিসবনে। সমাধি স্মারক রয়েছে আজও। ভারতে উপনিবেশবাদের ইতিহাসও ধরে রেখেছে স্পেনীয় শৈলীতে গড়া প্রাচীরে ঘেরা সেন্ট ফ্রান্সিস। ১৫০৩এ পর্তুগিজ Franciscan Friars-এর হাতে দারুতে নির্মিত হলেও ১৬ শতকের মধ্যভাগে সংস্কারের সাথে পাথরে রূপান্তর ঘটে। ব্রিটিশ আসে ১৭৯৫এ কোচিতে। জনশ্রুতি, যীশু-শিষ্য সেন্ট টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া থেকে এসে এই মালাবার উপকূলের মাসিয়াউকারা প্রদেশে অবতরণ করেন। তারই

প্রভাবে সিরিয় খ্রিস্টানদের অনীহায় পর্তু-গিজরা প্রতিহত হয় কেরলে। সেন্ট ফ্রান্সিস লাগোয়া দেওয়াল-চিত্রে সমৃদ্ধ ১৫৫৭য় তৈরি রোমান ক্যাথলিক সান্তাক্রুজ ক্যাথিড্রালটিও দুর্গ নগরী কোচির আর এক দ্রষ্টব্য।

আম বাগিচায় ছাওয়া মাত্তানচেরী প্যালেস-এর পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। একটি হিন্দু মন্দির লুঠ করার অপরাধে পর্তুগিজরা কোচিরাজ Veera Kerala Varma (1537-61)-কে তুষ্ট করতে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করে ভেট দেয় এই প্রাসাদপুরী। আর পর্তুগিজদের হঠিয়ে ডাচরা ১৭ শতকের শেষভাগে এটি দখল করে আরও সুন্দর রূপে সংস্কার করে নজরানা দেয় কোচিরাজকে। তাই ডাচ প্রাসাদ বলেও প্রসিদ্ধি আছে এর। এদেরই হাতে ১৭ শতকে প্রাসাদের দেওয়ালে আঁকা নয়ন মনোহর বিপুলাকার দেওয়ালচিত্রগুলির প্রচারের অভাবে প্রসিদ্ধি কম। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও নানান পৌরাণিক আখ্যান রূপ পেয়েছে। চতুর্ভুজাকার প্রাসাদের দ্বিতলের কেন্দ্রীয় হল অর্থাৎ রাজাদের করোনেশন হল-এ রাজ-পরিবারের বসন-ভূষণ তথা সাজ সরঞ্জামের মিউজিয়ম বসেছে। সংস্কারও হয়েছে বার বার প্রাসাদ। তবে, আজও ডাইনিং হল-এর সিলিংয়ে ডাচ স্থাপত্যের নিদর্শন দৃশ্যমান। শুক্র ও ছুটি ছাড়া ৯—১৩-০০ ও ১৪—১৭-০০টায় খোলা। ছবি তোলা গেলেও ফ্লাশ জ্বালা মানা। হিন্দু দেবমন্দিরও রয়েছে চত্বরে।

১৫ শতকে সাদা ইহুদিরা স্পেন থেকে এসে বসতি গড়ে কোচিতে। জমিও মেলে বিনামূল্যে কোচিরাজ রবি ভার্মার আনুকূল্যে। আর ১৫৬৮তে রূপ পায় ইহুদিদের উপাসনা মন্দির জুইস সিনাগগ প্রাসাদের সামনে। তবে, গোড়াপত্তন তারও আগে ৫৮৭তে ইয়েমেন ও ব্যাবিলন থেকে আসা ইহুদিদের (কালা) হাতে। নেবুচাদনেজারের জেরুসালেম দখলে ইহুদিরা মাত্তানে এসে জু টাউন গড়ে তোলে। কালে কালে বিয়ে-শাদি করে স্থানীয়দের সাথে মিলে যায় এরা। তাদেরই গড়া ১৩৪৪এর কোচানগাডির (Kochangadi) সিনাগগটি ১৬৬২তে পর্তুগিজ হানায় ধ্বংসে হতে ২ বছর পর ১৬৬৪তে ডাচরা নতুন করে সাজিয়ে তোলে এই উপাসনালয়। উপাসনালয় ধ্বংসে হলেও হিব্রুতে লেখা প্রস্তর ফলকে সে আখ্যান মেলে। আর ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বণিক Ezekial Rahabi চীনের ক্যান্টন থেকে হাতে আঁকা নীলচে উইলোধর্মী সুন্দর টালি এনে সাজিয়ে তোলেন সিনাগগের মেঝে। প্রতিটা টালিতেই নতুন নতুন ডিজাইন। সিনাগগের ক্লক-টাওয়ারটিও মাত্তান প্রেমিক রাহাবীরের তৈরি। বেলজিয়ামের ঝাড় লণ্ঠনগুলিও অনবদ্য। হিব্রুতে লেখা গ্রেট স্ক্রল অর্থাৎ গুটিয়ে রাখা বিরাট কাগজে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও তামার পাতে King Bhaskara Ravi Varma I (962-1020)-র জমি দেওয়ার দানপত্রটি দেখতে মেলে এর উপাসনা হল-এ। ইহুদিদের ছুটি ও শনিবার ছাড়া ১০—১২-০০ ও ১৫—১৭-০০টায় খোলা।

সিনাগগকে ঘিরে দুর্গের দক্ষিণ লাগোয়া মাত্তানে গড়ে উঠেছিল অতীতকালে ইহুদীদের বাস অর্থাৎ জু-টাউন। ভারতে প্রথম জু-টাউনের উদ্ভব কোচির উত্তরে ক্রাঙ্গানোরে রাজার দানে জমি পেয়ে যোশেপ রাব্বান-এর হাতে। তবে, সূত্রপাত ৫২ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট টমাসের আগমনের কাল থেকে। আর রাব্বানের মৃত্যুতে অসন্তোষ গড়ে ওঠে ছেলেদের মাঝে। প্রতিবাদী দল ক্র্যাঙ্গানোর ছেড়ে মাত্তানে এসে বসতি গড়ে। সরু সরু গলিপথ—দর্জিদের দোকানপাট, আর রয়েছে মশলাপাতির দোকান এলাকা জুড়ে। দুষ্প্রাপ্য নানান জিনিসও মেলে এদেরই মাঝে কিউরিও শপে। ভারত স্বাধীন হয়েছে—ইজরায়েলও আজ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাই স্বাধীনতার রঙে মনকে রাঙিয়ে নিতে যুব সম্প্রদায় মাত্তান ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে স্বদেশে। তবে, দোকানপাটে আজও হিব্রু ভাষায় সাইনবোর্ড দেখতে মেলে মাত্তানে। সংখ্যায় এরা আজ কমে কমে শ' থেকেও নেমে এসেছে। এমনকি এর্নাকুলমে Jew St-এর সিনাগগটি আজ অব্যবহৃত অবস্থায় তালাবন্ধ।

এর্নাকুলমের উত্তর-পশ্চিমে কোচি উপহ্রদে বোলাঘাটি দ্বীপ। নিরলস অবকাশ যাপনের রমণীয় পরিবেশ। এরও প্রকৃতি পর্যটকদের মোহিত করে। অতীতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বাস ছিল দ্বীপে। তবে, তারও আগে ১৭৪৪এ ডাচদের তৈরি ডাচ গভর্নরের ম্যানসনে আজ রাজ্য পর্যটনের বোলাঘাটি প্যালেস হোটেল ও পর্যটন দপ্তর বসেছে। ডাচ ও কেরল স্থাপত্যের নির্দশন রয়েছে প্রাসাদ-পুরীতে। লিনটেলে আঁকা ছবিগুলিও সুন্দর। কনডাকটেড ট্যুরের লঞ্চে বা হাইকোর্ট জেটি(এর্নাকুলম) থেকে ফেরিলঞ্চে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

বোলাঘাটির পশ্চিমে ভাল্লারপদম দ্বীপের ক্যাথলিক তীর্থ সেন্ট ম্যারি গির্জাটিরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। অত্যুৎসাহীরা ১০ কিমি দূরের ত্রিপুনিতুরায় মন্দির ও একাধিক প্রাসাদ, আরও ৮ কিমি পুবে চোট্টনিকারায় ভগবতী মন্দির, আবার ৭ কিমি দক্ষিণে মূলান্তরুতিতে ৭০০ বছরের প্রাচীন গির্জাটিও দেখে নিতে পারেন। গির্জার ফ্রেস্কোগুলিও সুন্দর। ফেরিলঞ্চ যাচ্ছে এর্নাকুলম থেকে ভাল্লারপদম।

নারকেল কুঞ্জে শোভিত এর্নাকুলমও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মন্দির আর গির্জার শহর। লাখ দু'য়েক লোকের বাস এর্নাকুলমে। অতীতে কোচি রাজ্যের রাজধানীও ছিল মূল ভূখণ্ডের এর্নাকুলমে। এর্নাকুলমের কৃষ্ণ ও শিবমন্দির দু'টিও ভক্তজনেদের সমাগমে দিনভর মুখর। জানুয়ারি মাসে শিবমন্দিরের জাঁকজমকপূর্ণ সপ্তাহব্যাপী উৎসবেরও পর্যটন আকর্ষণ কম নয়। কেরলের নানানধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয় উৎসবে।

দরবার হল রোডে দরবার হল লাগোয়া Parishath Thampuram Museum তথা কোচি মিউজিয়ম। তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা, ভাস্কর্য ছাড়াও কোচিরাজদের নানান সম্ভার আকর্ষণ বাড়িয়েছে মিউজিয়মের। সোম ও ছুটি ছাড়া ৯-৩০—১২-

৩০ আবার ১৫—১৭-৩০টায় খোলা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে হাইকোর্টের পিছেড. সেলিম আলি রোডে পর্যটক প্রিয় Mangalavana-য় সহস্রধর্মী দেশী-বিদেশী পাখি দেখে নেওয়া যায়।

তেমনই প্রত্নতত্ত্বের নানান সংগ্রহ নিয়ে রাজ্যের বৃহত্তম Hill Palace Museum হয়েছে কোচি থেকে ১৩ কিমি দূরে। সোম ছাড়া প্রতিদিন ৯—১৭-০০টায় খোলা। এর্নাকুলম থেকে ৮ কিমি দূরে Edappally-র Museum of Kerala History-তে *Light and Sound* প্রদর্শনীতে নিওলিথিক যুগ থেকে আধুনিক যুগের ইতিহাসও দেখে নিতে পারেন মডেলে। সোম ও জাতীয় ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ এর্নাকুলমের কথাকলি নাচের আসর। বাংলার ছৌ-নাচেরই মতো মুখোশভিত্তিক জমকালো এই নৃত্যনাট্য। নাচের বিষয় হিন্দু পৌরাণিক আখ্যান—রামায়ণ ও মহাভারত। বসনের সাথে ভূষণ পরে প্রতিটি অঙ্গ গাছগাছালির রঙে রাঙিয়ে নিয়ে যোগসিদ্ধ শিল্পীরা অংশ নেয় নাচে। বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের সন্ধ্যায় নানান সংস্থার আয়োজন থাকে কথাকলি নাচের।

বৃহস্পতিবার ছাড়া সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাসে ১৯—২০-৩০টায় আসর বসছে *See India Foundation*, Kalathil Parambu Lane, Ernakulam South, Kochi-682016; বা কোচি মিউজিয়ম লাগোয়া *Kochi Cultural Centre*, Durbar Hall, Durbar Hall Rd—এদের প্রদর্শন প্রতিদিন; বা *Art Kerala*, Menon & Krishna Annexe, Chitoor Rd-এ রেল স্টেশনের অদূরে দেবী মন্দিরের বিপরীতে সন্ধ্যা ১৯-০০টায়; বা কাছেই *Mr Devan*-ও নিজ বাড়িতে প্রদর্শন করেন কথাকলি নাচের। ১½ থেকে ২ ঘন্টার প্রদর্শনী, টিকিট ৩০-৫০।

IAC, ✆ 361905-এর উড়ান প্রতিদিন ১০-১০-এ কোচি ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১১-০০টায়; প্রতিদিন ৭-৪৫এ ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ৯-৩০এ; প্রতিদিন ১৫-৫০এ ছেড়ে ১৭-০০টায় গোয়া পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ১৯-৫৫য়; চেন্নাই যাচ্ছে প্রতিদিন ১০-১০এ ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর হয়ে ১২-১৫য়। 1 3 4 5 7 দিন ১২-০৫এ কোচি ছেড়ে আগাতি অর্থাৎ লাক্ষা যাচ্ছে ১৩-৪০এ। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে কোচিতে।

আর প্রাইভেট বিমান যাচ্ছে Jet Airways ✆ 369582-এর প্রতিদিন কোচি-মুম্বাই-আমেদাবাদ, কোচি-মুম্বাই-কলকাতা, কোচি-মুম্বাই-দিল্লী, কোচি-মুম্বাই-পুনে; ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে। Skyline NEPC Airlines, East West Airlines-ও সার্ভিস গড়েছে কোচি থেকে মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোরের।

রেল স্টেশনও এর্নাকুলমে দুই—৩ কিমির ব্যবধানে জংশন ✆ 369119 ও টাউন ✆ 353920. উইলিংডন অর্থাৎ ৮ কিমি দূরের কোচি হারবারও ট্রেন যাচ্ছে নানান এর্নাকুলম জং হয়ে। জংশনের অবস্থান শহরের কেন্দ্রস্থলে। কোচি তথা এর্নাকুলম যাতায়াতে উচিতও হবে এর্নাকুলম জং নেমে চলা। ট্রেন যাচ্ছে এর্নাকুলম জং থেকে ১৬-২০এ আলেপ্পি-চেন্নাই এক্স ত্রিচুর/ পালঘাট/ সালেম/ কাটপাদী হয়ে ১৩½ ঘন্টায় চেন্নাই সেন্ট্রাল। চেন্নাই সেন্ট্রাল ছাড়ে আলেপ্পি এক্স ১৯-৩৫এ। আলেপ্পি-বোকারো স্টীল সিটি এক্স ৭-১০এ এর্নাকুলম জং ছেড়ে একই পথে ২১-০০টায় পেরাম্বুর পৌঁছে বোকারো ইস্পাত নগরী যাচ্ছে; পেরাম্বুর থেকে আলেপ্পি আসছে ৪-১০এ। আর যাচ্ছে সোমবার ১৬-৪০এ কোচি-পাটনা, রবিবার ১৬-৪০এ কোচি-গুয়াহাটি এক্স পরদিন ৭-১০এ চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছে তারও পরেরদিন ১৩-৪৫এ হাওড়ায়। উটির যাত্রী নিয়ে নানান ট্রেন যাচ্ছে এর্নাকুলম জং থেকে ৬ ঘন্টায় ১৯৮ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুরে।

কোচি থেকে দূরত্ব

ক্রাঙ্গানোর	৩৮ কিমি
আলেপ্পি ১½ ঘ ট্রেন ও বাস	৬৩ ,,
ত্রিচুর	৭৯ ,,
কুইলন ৪ ঘ ট্রেন ও বাস	১৫৬ ,,
পালঘাট ৪½ ঘ ট্রেন ও বাস	৩৬০ ,,
কোজিকোড় ৫ ঘ বাস (১½ ঘন্টা অন্তর)	১৮৯ ,,
কোট্টায়াম ২¼ ঘ বাস (১৪)	৭৬ ,,
তিরুভনন্তপুরম ৪-৬½ ঘ ট্রেন ও বাস (২০)	২২০ ,,
পেরিয়ার (কোট্টায়াম) ৭ ঘ বাস (৬)	১৯০ ,,
মাদুরাই ৯½ ঘ বাস (৪)	৩২৪ ,,
চেন্নাই ১৬ ঘ রেল ও বাস (৩)	৬৯৪ ,,
কন্যাকুমারি ৯ ঘ বাস (১)	৩০৯ ,,
কোয়েম্বাটুর ৬ ঘ রেল ও বাস (৩)	২২৩ ,,
উতকামণ্ড (ভায়া কোয়েম্বাটুর)	৩১২ ,,
কোদাইকানাল	৩৫০ ,,
ব্যাঙ্গালোর ১৬ ঘ রেল	৪১২ ,,
মহীশূর	৪২৪ ,,
ব্যাঙ্গালোর ১৪-১৫ ঘ রেল ও বাস (৩)	৫৬৫ ,,
হায়দ্রাবাদ ২৮½ ঘ রেল	১১১২ ,,
মুম্বাই ৩৬½ ঘ রেল	১৩৫১ ,,
দিল্লী ৫৬ ঘ রেল	২৫৬৫ ,,
কলকাতা ৪৪ ঘ রেল	২৩৪৭ ,,

(বন্ধনীর মধ্যে বাসের সংখ্যা)

কোচি আসছে ৪৪ ঘণ্টায় বৃহস্পতিবার পাটনা-কোচি (আসানসোল/খড়্গপুর/চেন্নাই হয়ে), বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি-কোচি এক্স ৩-৫০এ হাওড়া ছেড়ে খড়্গপুর/ ভুবনেশ্বর/ চেন্নাই সেন্ট্রাল/ সালেম/ কোয়েম্বাটুর/ পালঘাট/ এর্নাকুলম জং হয়ে। 1 5 দিন হাওড়া-তিরুভনন্তপুরম, সোমবার গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্সও যাচ্ছে হাওড়া/ চেন্নাই/ পালঘাট/ কুইলন হয়ে; ফেরে ১৬-৪০এ কোচি থেকে রবিবার গুয়াহাটি এক্স, 3 6 দিন তিরুভনন্তপুরম- হাওড়া এক্স।

সাপ্তাহিক কোচি-ইন্দোর অহল্যাবাঈ এক্স ৮-৪০এ (1), কোচি-গোরক্ষপুর রাপ্তি সাগর এক্স ৮-৪০এ (2 4 5), ৮-৪০এ কোচি-বরাবুনি এক্স (7); কোচি-বিলাসপুর এক্স ৮-৪০এ (3 6), কোচি-বারাণসী এক্স (6)-ও যাচ্ছে কোচি থেকে এর্নাকুলম/ পালঘাট/ কোয়েম্বাটুর/ সালেম/ কাটপাদী/ চেন্নাই/ বিজয়ওয়াড়া/ নাগপুর হয়ে। কোয়েম্বাটুর/ সালেম/ গুড়ুর হয়ে ২৮ ঘ ২০ মিনিটে লিঙ্ক লাইনে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে 1 4 6 দিন কোচি-হায়দ্রাবাদ এক্স, ১০½ ঘণ্টায় ত্রিচি যাচ্ছে কোচি-ত্রিচি এক্স।

সাপ্তাহিক (5) হিমসাগর এক্স যাচ্ছে কন্যাকুমারি থেকে তিরুভনন্তপুরম/ এর্নাকুলম/ পালঘাট/ কোয়েম্বাটুর/ রেনীগুন্টা/ বিজয়ওয়াড়া/ নাগপুর/ ইটারসি/ ভূপাল/ গোয়ালিয়র/ আগ্রা ক্যান্ট/ নিউ দিল্লী/ আম্বালা হয়ে জম্মু অর্থাৎ সাগর থেকে ভূস্বর্গে। নিউ দিল্লী যাচ্ছে ৫৬ ঘণ্টায় হিমসাগর। আর যাচ্ছে প্রতি মঙ্গলবার 6343 এর্নাকুলম-হজরত নিজামুদ্দিন এক্স, সাপ্তাহিক (5) রাজধানী এক্স ও কেরল এক্স তিরুভনন্তপুরম থেকে এর্নাকুলম জং হয়ে হিমসাগরের পথ ধরে নিউ দিল্লী।

মুম্বাই যাচ্ছে ১৭-১৫য় কোচি, ১৭-৩৭এ এর্নাকুলাম জং ছেড়ে সোরানুরে নেত্রবতীর সাথে জুড়ে পালঘাট/কোয়েম্বাটুর/ গুন্টাকল/সোলাপুর/পুনে হয়ে ৩৬½ ঘণ্টায়; শুক্রবার ৮-৪০এ তিরুভনন্তপুরম-কারলা এক্স; আর কন্যাকুমারি-মুম্বাই এক্স ১২-৫০এ এর্নাকুলম জং ছেড়ে লিঙ্ক লাইনে মুম্বাই যাচ্ছে।

শুক্রবার ১৬-৪০এ কোচি ছেড়ে ১৪ ঘণ্টায় ৬২৯ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে রাজকোট যাচ্ছে কোচি-রাজকোট এক্স; বৃহস্পতিবার ২০-১৫য় এর্নাকুলম জং থেকে কুইলন-ব্যাঙ্গালোর এক্স; বুধবার ১৯-১৫য় টাউন থেকে তিরুভনন্তপুরম-রাজকোট এক্স, বৃহস্পতিবার ১৭-৩০এ নাগেরকয়েল-গান্ধীধাম এক্স এর্নাকুলম টাউন ছেড়ে কোয়েম্বাটুর/ কৃষ্ণরাজাপুরম/ গুন্টাকল/ ব্যাঙ্গালোর/ পুনে/ জলগাঁও/ সুরাট/ আমেদাবাদ হয়ে যাচ্ছে।

তিরুভনন্তপুরম-ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে কেরল কোস্ট ধরে ২৩-০০টায় এর্নাকুলম টাউন ছেড়ে ১৫ঘ ৫৫ মিনিটে মালাবার এক্স, ১১-০০টায় পরশুরাম এক্স। ২২১ কিমি দূরের তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে এর্নাকুলম জং থেকে কোট্টায়াম ও কুইলন থেমে 8½ ঘণ্টায় ৫-৫০এ দ্রুতগামী ভানচিনাদ এক্স, ৬-৩০এ এর্নাকুলম-তিরুভনন্তপুরম এক্স, ৬-৩০এ মুম্বাই-কন্যাকুমারি এক্স, সোরানুর-তিরুভনন্তপুরম ভেনাদ এক্স ১৭-১৫য়, কান্নানোর-তিরুভনন্তপুরম এক্স ০-৩০এ; আর ৪-০০টায় মালাবার এক্স, ১৩-৫৫য় ম্যাঙ্গালোর-তিরুভনন্তপুরম পরশুরাম এক্স, ৭-০০টায় চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম মেল, ২৩-৩০এ গুরুভায়ুর-নাগেরকয়েল এক্স, ১-৩০এ সাপ্তাহিক কারলা-তিরুভনন্তপুরম এক্স, ১০-০০টায় ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারি এক্স এর্নাকুলম টাউন থেকে; এছাড়াও নানান প্যাসেঞ্জার ও দূরপাল্লার এক্স। মুহুর্মুহু ট্রেন যাচ্ছে আলওয়ে/ ত্রিচুর হয়ে সোরানুরে কোচি ও এর্নাকুলম থেকে। ফেরেও প্রতিটা ট্রেন নিয়মিত। তিরুভনন্তপুরম ছাড়ে ভানচিনাদ ১৭-০৫এ, এর্নাকুলম এক্স ১৬-৩০এ, ভেনাদ এক্স ৫-০০টায়।

আর KSRTC, ✆ 352033-এর দ্রুতগামী বাস যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, মাদুরাই (কোট্টায়াম হয়ে), কোয়েম্বাটুর, উটি, কোদাইকানাল, পেরিয়ার, তিরুভনন্তপুরম, আলেপ্পি, কুইলন, ত্রিচুর, পালঘাট, টেক্কাডি ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে বন্দরনগরী কোচি অর্থাৎ সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড, স্টেডিয়াম রোড, এর্নাকুলম থেকে। রেল স্টেশনের ডাইনে বাস স্ট্যান্ড। বাস চলছে সাধারণ, এক্স ও নন স্টপ। ৫ দিন আগে থেকে অগ্রিম টিকিট মেলে KSRTC-র বাসে। টিকিটের প্রচুর চাহিদা এই সব বাসে। এছাড়া দূরান্ত থেকে আসা নানান বাসও যাচ্ছে এর্নাকুলম হয়ে পুব-দক্ষিণ-উত্তরে। এই সব বাসে সিট মিললেও অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা নেই। তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে বাস আলেপ্পি ও কোট্টায়াম ২টি পৃথক পথে। সময় নেয় (সাধারণ) ৬½ঘ, এক্স বাস ৫ ঘণ্টা এর্নাকুলম থেকে তিরুভনন্তপুরমে। বাসের আধিক্য মেলে আলেপ্পি হয়ে। তেমনই যাচ্ছে নানান প্রাইভেট সংস্থার ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, ভিডিও বাস মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর ছাড়াও সারা দক্ষিণে। ছাড়ে এরা M G Rd, Shanmugham Rd ও Jas Junction থেকে। আর শহরে চলছে সিটি বাস, রিকশা, অটো রিকশা ও ট্যাক্সি।

জলপথে ফেরিবোট যাচ্ছে ৯ ঘণ্টায় কোট্টায়াম, ৭½ ঘণ্টায় আলেপ্পি, ৩½ ঘণ্টায় ক্রাঙ্গানোর বন্দরনগরী কোচি থেকে। আর যাচ্ছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ফেরিলঞ্চ—এর্নাকুলম (Main Jetty) থেকে মাত্তানচেরী (Terminas) যাচ্ছে ৬-৩০—২১-৩০এ ½ ঘণ্টা অন্তর ফোর্ট কোচি (Custom) ও উইলিংডন দ্বীপ (Embarkation) হয়ে; এর্নাকুলম (High Court Jetty) থেকে বাপীন যাচ্ছে ৫-৩০—২২-৩০টায় ১৫/৩০ মিনিটের ব্যবধানে; ফোর্ট কোচি থেকে বাপীন দ্বীপে যাচ্ছে ৬—২২-০০টায় মুহুর্মুহু; ফোর্ট কোচি থেকে মালাবার হোটেলে (Embarkation) যাচ্ছে ৬—২২-৩০টায় ½ ঘণ্টা অন্তর। যাত্রী জাহাজ ও মালবাহী জাহাজও যাচ্ছে কোচি বন্দর থেকে দেশ-দেশান্তরে। এমনকি লাক্ষাদ্বীপের জলযান ও ত্রি-সাপ্তাহিক সার্ভিসে বায়ুদূত ও প্রাইভেট বিমান যাচ্ছে কোচি থেকে।

কনডাকটেড ট্যুর : KTDC, Shanmugham Rd, Ernakulam, Kochi-682011, ✆ (0484) 353234 (৮—১৯-০০টায় খোলা) আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে—(১) প্রতিদিন ৯—১২-৩০ ও ১৪—১৭-৩০টায় ডিলাক্স বোটে ব্যাক ওয়াটারে বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। ৪ ঘণ্টার এই সফরে উইলিংডন দ্বীপ, মাত্তানচেরী প্রাসাদ, সিনাগগ, ফোর্ট কোচি, বোলাঘাটি দ্বীপ, গুন্ডু দ্বীপ দেখিয়ে আনে। ভাড়া ৬০্। তবে, ট্যুরের স্পট-আকর্ষণ যত-না তার থেকেও মনোরম এই বোটে ভ্রমণ। ব্যাক ওয়াটারের জলে ভেসে দ্বীপ থেকে দ্বীপে দেখে নেওয়া যায় কেরলীয় রোজনামচা। ঘরে বসে মাছ ধরছে চীনা জাল চুবিয়ে জেলেরা, কোথাও-বা জাল ছুঁড়ছে অলিম্পিক আসরে ডিসকাস থ্রোর ভঙ্গিমায়। মন্দির-মসজিদ-গির্জার সহাবস্থানও দেখতে মেলে দ্বীপ থেকে দ্বীপে। (২) প্রতি শনিবার ৭-৩০টায় ২ দিনের সফরে পেরিয়ার যাচ্ছে ৩০০ টাকায়। (৩) প্রতিদিন শহর দেখাচ্ছে ১০০ টাকায়। (৪) প্রতি রবিবার ৮-০০টায় যাচ্ছে কালাডি, আথিরাপল্লী ও ভাজাচল জলপ্রপাত দেখাতে ১৫০ টাকায়। ফেরে ১৮-০০টায়। (৫) ১৭-৩০টায় গিয়ে ১৯-০০টায় ফিরে সূর্যাস্তও দেখিয়ে আনে KTDC ৪০ টাকায়। (৬) ব্যাক ওয়াটারে ভেসে ২ ঘণ্টার ভিলেজ

ট্যুরেও যাচ্ছে ৩০০ টাকায় প্রতিদিন KTDC। নানান প্রাইভেট সংস্থাও যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে শহর তথা কেরল দর্শনে। ভাড়ায়ও মেলে নানানধর্মী যান্ত্রিক বোট জেটি ঘাটে।

আবার এর্নাকুলম জেটি থেকে যে কোনও ফেরিলঞ্চে ব্যাক ওয়াটারে জলবিহারও করে নেওয়া যায়। কেরল ট্যুরিজমের অফিস বসেছে Old Collectorate Building, Park Rd-এ। এয়ারপোর্ট ও মেইন বোট জেটিতেও দপ্তর বসেছে কেরল ট্যুরিজমের। আর ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর Malabar Hotel, ✆ 340352, Willingdon Island-এ। IAC-র অফিস, ✆ 352465, Durbar Hall Rd; Jet Airways ✆ 369582; NEPC Áirlines, Kuriswapally Rd, ✆ 361627; Air India M G Rd, ✆ 365485, কোচিতে।

নানানধর্মী হোটেল আছে Kochi, STD 0484 তথা এর্নাকুলমে। নিচুর দিকের সাধারণ হোটেল—অবস্থান এদের এর্নাকুলমে। মধ্যমানের হোটেলের অবস্থান এর্নাকুলম ও বোলাঘাটি দ্বীপে। আর উচ্চমানের তারকাসমান হোটেল এর্নাকুলম ও উইলিংডনে। রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই ডাইনে-বাঁয়ে সাধারণ হোটেল। অদূরে মহাত্মা গান্ধী রোডে উচ্চমানের; আর মধ্যমানের হোটেল ভিড় করেছে ব্রডওয়ে তথা শানমুগম রোডে। ব্রডওয়ে শেষ হতেই প্রেস ক্লাব রোড ও কানন শেড রোডেও হোটেল হয়েছে সাধারণ মানের। আবার বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরেও সাধারণ হোটেল রয়েছে এর্নাকুলমে।

এর্নাকুলম জং থেকে বেরুতেই opp South Rly Stn, Ernakulam Jn, Kochi-682016-এ ডানহাতি গলিপথে—*Premier Tourist Home*, SAB ৮০ DAB ১২৫ FR ১৫০; *Hotel K K International*, ✆ 366010, SAB ১৫০-৩০০ DAB ২৫০-৪০০ FR ৩২৫-৪৫০; *H Metropolitan*, near South Rail Stn, ✆ 352412, A/c S ৪৫০ D ৬৫০-৮০০; অতি সাধারণ *Tourist Centre*. বামহাতি—*H Central Park, H Embassy*, ✆ 361449, SAB ৮০ DAB ১১৫-১৫০; *N M Hotels*, ✆ 353641, SAB ৭৫-১০০ DAB ১৫০-১৭৫ TAB ১৫০-২০০ A/c S ৩০০ D ৪০০; *Cochin Tourist Home*, S ৮৫ D ১২৫ T ১৫০ A/c D ৩৫০।

রেল স্টেশনের বিপরীতে Kalathiparambu Rd-16য়—*Piazza L*, ✆ 367408, SAB ১০০-১৫০ DAB ১৪০-১৭৫ TAB ১৭৫ A/c D ৩৫০; *Shaziya H*, D ১৫০। স্বল্প যেতে ডাইনে Chittoor Rd-16য়—**H Sangeetha*, ✆ 368487, S ২০০-২৫০ D ২৭৫-৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫৫০; বিপরীতে *Paulson Park H*, ✆ 354002, S ১৫০ D ২২৫-৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০ স্যুইট ৫৫০-৬৫০; **Gaanam H*, ✆ 367123, S ৩২৫-৪৫০ D ৪৫০-৬৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০; *H Kavitha*, ✆ 353260, S ১০০ D ১৭৫ A/c D ৩২৫; *Motel Mayur*, ✆ 354262, S ১০০ D ১৪৫; *Ramkrishna L* আবার সিধে পথে *H Joyland*, D H Rd-16, ✆ 367764, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০; বিপরীতে সাধারণ *Sea Line L* দরবার হল রোড ও মহাত্মা গান্ধী রোড সংযোগে রকমারি ঠাণ্ডা পানীয়ের *Minbis*, একই বাড়িতে non-veg আহার্যে *Khyber*, বিপরীতে *Indian Coffee House* সদাই ব্যস্ত রসনা মেটাতে।

এর্নাকুলম KSRTC-র বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Stadium Rd, Kochi-682035এ : *H Ninans*, ✆ 351235, SAB ৬৫-১২৫ DAB ১০০-১৫০; *H Blue Nile*, ✆ 367838, S ১২৫ D ১৭৫ A/c S ৩০০ D ৪০০ স্যুইট ৬৫০; ডাইনে *H Luciya*, Stadium Rd, Kochi-682035, ✆ 354433, S ৮৫ DAB ১৪০-১৮৫ স্যুইট ৩২৫ A/c S ২০০ D ৩২৫ স্যুইট ৪৫০; আর বামের গলিপথে *H Swagath, Casino L, H Sonia, Malayasia Tourist Home, Priya L, Surheel L*, অবস্থান এদের পাশাপাশি; ঘরও মেলে S ৬০-১২৫ D ৮৫-১৭৫ টাকায়।

Durbar Hall Rd-এ—**Bharat H*, R½ B½, ✆ 353501, SAB ৩০০ DAB ৪০০ A/c S ৫৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮০০ ৯৫০; *H Sealines, Durbar L*. M G Rd-11এ—খোলামেলা পরিবেশে **Grand H*, ✆ 352211, A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৮২৫-১০৫০; *H Sea King*, S ৬০-৮৫ D ১০০-১৫০ A/c S ২০০ D ৩০০; *H Midland*, S ৬৫ D ১০০ A/c D ২৫০; *H Mercy*, ✆ 367040, SAB ১২৫ DAB ১৫০-২২৫ A/c S ২২৫ D ৩০০-৩৫০; *H Airlines*, ✆ 366633, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২০০ A/c S ২৫০ D ৩৫০; **International H*, A7R1B1, ✆ 353911, A/c S ৬৫০-৮৫০ D ৮৪০-১০৫০ স্যুইট S ১২০০ D ১৫০০; **H Woodlands*, M G Rd-11, A6R½ B½, ✆ 351372, SAB ২৫০ DAB ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৭৫০ A/c ১০০০, রুফ গার্ডেন, ঘরে ঘরে রঙিন টি ভি; থাকার পক্ষে ভালই। **H Abad Plaza*, M G Rd-35, ✆ 361636, A5R1, A/c S ৬৫০-৭৫০ D ৭৫০-৮৫০ স্যুইট ১২৫০-১৫০০; *H Udipi Anantha Bhavan*, ✆ 352313, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২৭৫ স্যুইট ৪৫০ A/c D ৩৫০। M G Rd, Kochi-16য়—**The Avenue Regent*, ✆ 372660, A/c S ৪৫ D ৫৫ স্যুইট ৮৫US$; **Dwaraka H*, ✆ 352766, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৫২৫-৬৫০।

Shanmugham Rd-31এ—KTDC-র ট্যুরিস্ট রিসেপশনের বিপরীতে *H Hakoba* ✆ 353933, S ৮০-১০০ D ১২৫-১৭৫ A/c ৩০০; সামান্য উত্তরে **H Sea Lord*-31, ✆ 352682, A/c S ৪৫০-৬৫০ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ১৫০০-১৭৫০; **H Seashell*, ✆ 353807, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A/c S ২২৫ D ৩২৫; *Queen Mary Tourist Home*, S ৬৫ D ১২৫ A/c S ২০০ D ২৫০। Market Rd-11য়—*H Deepak*, R2B1, SAB ৬০ DAB ৮০-১২৫ A/c D ২৫০; *H Blue Diamond*, ✆ 353221, S ৮৫-১৫০ D ১৭৫-২২৫ A/c D ৩৫০-৪৫০; নবতম *Modern G H*, S ৮০-১২৫ D ১২৫-১৭৫; *Bijus Tourist Home*, Market Rd ও Canon Shed Rd Crossing-11, SAB ৮৫-১৫০ DAB ১৭৫-২৫০ A/c D ৪০০; লাগোয়া নবতম *Maple Tourist Home*, ✆ 355156, S ৮৫ D ১২৫-১৭৫ A/c D ২৫০।

Press Club Rdএ—*Basoto L*, ✆ 352140, SAB ১২৫ DAB ২২৫। Banerjee Rdএ—*Madras Cafe, Plaza Tourist Home*, D ৮৫-১৭৫ A/c D ২৫০; *H Megha*, D ১২৫-১৭৫ A/c D ৩২৫; **H Abad*, Chulikal-5, A3R6, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০।

Fort Kochi-তে *H Sea Gull*, D ১৮৫-২৭৫; মাত্তানমুখী সুন্দর পরিবেশে সাধারণ সাজে *Port View L*, ✆ 352140, D ১২৫-২০০।

Willingdon Island-682003এ—হারবারমুখী কোচির

অন্যতম হোটেল *Taj Malabar H, ✆ 666811, A5R3, A/c S ৮৫ D ৯৫ US$; ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরও বসেছে মালাবারে। Taj Residency, Marine Drive, ✆ 371471. আর রয়েছে পাশেই আর এক অনন্য *Casino H, ✆ 666821, A/c S ৪৫ D ৮৫ US$; Island H Maharaj, Bristo Rd-3, ✆ 666816, S ২৫০ D ৩০০ A/c S ৩০০ D ৫০০ স্যুইট ৭৫০; Maruthi Tourist Home. আর হয়েছে ১৭৪৪-এ ডাচদের তৈরি প্রাসাদবাড়িতে KTDC-র Bolaghatty Palace H, PC-682504, ✆ 355003, DAB ৫৫০- ৬৫০ A/c Cottage ১০৫০ হনিমুন কটেজ ১৬০০, আর মেলে ডাবল বেডের লাক্সারি হাউস বোট ৯৯৫ ১১৯৫। কল বুকিং: Diamond Tours, ✆ 276714. এমনকি ব্রিটিশ রেসিডেন্সির দপ্তরও বসেছিল এই প্রাসাদে। বিস্তীর্ণ চত্বর জুড়ে সবুজের মেলা। কটেজগুলি জলের উপর ঝুলে ভাসমান যেন। সুন্দর এই পরিবেশ থাকার পক্ষে রমণীয়। সকাল ৬-০০টা থেকে রাত ১২-০০টায় ২০ টাকায় ফেরি সার্ভিসও চলছে। অবু: ম্যানেজার বা KTDC.

এছাড়াও হোটেল রয়েছে সারা শহরময় এর্নাকুলমে। *H Presidency, Paramara Rd-18, A7R3B1, ✆ 363100, A/c S ১২৫০ D ১৬৫০ স্যুইট ২৫০০; *H Hilltop Resorts, Joymatnagar, Kochi-683561, ✆ 540100, A/c S ১২৫০ D ১৬০০ কটেজ ৪৭৫০; Kanichai L, ✆ 355775, S ৬৫-১২৫ D ৮৫-১৫০ A/c ৩০০; Sun International, near Bus Stand, Rajaji Rd-35, ✆ 364162, S ১৭৫ D ২৫০ A/c D ৪০০; Elite Tourist Home, Paramara Rd, opp Town Hall-18, ✆ 355738, S ১০০ D ১৭৫; Good Shepherd Tourist Home, Jos Jn, M G Rd-11, ✆ 367629, S ৮৫ D ১৫০ A/c D ৩০০; H Castle Rock, Manorama Jn-16, ✆ 353331, S ১২৫ D ১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩৫০; H Excellency, Nettippadam Rd-16, ✆ 374001, S ২৫০ D ৩০০ A/c S ৩৭৫ D ৪২৫; H Grace, Narakathana Rd-35, ✆ 353789, S ৮৫ D ১৫০ ; H Orchid, Kadavanthara-20, ✆ 319135, S ৮০ D ১৫০ A/c S ২০০ D ২৫০ স্যুইট ৩৫০; H Prasant, North Fort Gate, Tripunithura, Kochi-682301, ✆ 776073, S ১২৫ D ১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩২৫; Usha Tourist Home, Kacheripadi-18, R1½ B1, SAB ৮৫ DAB ১৫০ FR ২০০ A/c D ৩২৫। Omega H, Kalathiparambi Rd-16, S ৮০-১২৫ D ১২৫-১৭৫ A/c S ২০০ D ৩০০; Hotel GEO, Thoppumpady, S ৮৫ D ১৫০ A/c D ২৫০; Star Tourist Home, Koloor-17, S ৮০ D ১৫০ A/c S ২০০ D ২৭৫; La Bella, May Fair, Ambaamedu House, H Broadway-31, S ৬৫ D ১২৫; H Nalanda, Matha Tourist Home, St Vincent Rd, ✆ 355221, S ৬৫-১০০ D ৮৫-১৫০; H Ajanta, H Roshini, near South Rly Stn; H Jafna, Mass H, near North Rly Station-18, ✆ 361364, S ৬০ D ১০০ A/c D ২২৫; এদের কাছে ঘর মেলে সিঙ্গল ৪৫-৮৫ ডাবল ৬৫-১২৫ টাকায়।

Tharevadu Tourist Home, Quiros St, behind GPO, ✆ 226897, D ১২৫-১৭৫, হোটেলটি থাকার পক্ষে ভালই।

আর আছে Rly Retiring Room, Ernakulam Jn; Youth Hostel, Kakkanadu, ✆ 422808, Government G H, Broadway-11, ✆ 360502; Ernakulam G H, PWD IB, Mattan Chery; Corporation Travellers Bungalow, Kochi; YWCA, YMCA, Chittoor Rd, Ernakulam, ✆ 355620; এদের কাছেও ঘর মেলে যাত্রীর। তবে, সরকারি আবাসগুলি মূলত সরকারি কর্মীদের জন্য।

তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে বাস স্ট্যান্ডে Ninan's Tourist L; রেল ও বাসের মাঝে H Luciya; M G Rd-এ—H Woodlands, Grand H; Durbar Hall Rd-এ Bharat H; Shanmugham Rd-এ H Hakoba; Canon Shed Rd-এ Bijus Tourist Home; Press Club Rd-এ Bosoto L; রেল স্টেশনের সন্নিকটে Chittoor Rd-এ H Sangeetha, Apsara Tourist Home, Piazza L, Premier Tourist Home ভালই।

আর খাবার হোটেল রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সারা শহরময়। তবে, রেল স্টেশনের অদূরে M G Rd ও Canon Shed Rd-এর Indian Coffee House-এর শাখা দু'টি সদাই ব্যস্ত। কফির সঙ্গে দেশী-বিদেশী নানানধর্মী আহার্যও মেলে। M G Rd-এ কফি হাউসের বিপরীতে Bimbi fast food-ও সদাই ব্যস্ত। তেমনই Broadway-র Bharat Coffee House-টিরও প্রশস্তি কফির সঙ্গে নানানধর্মী নিরামিষ আহার্যে। আর চীনা ডিসের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে ট্যুরিস্ট অফিসের কাছে Broadway-র Ceylon Bakehouse বা Malang's Restaurant বা সঙ্গীতা থিয়াটারের কাছে Moloy Restaurant বা দ্বারকা হোটেলের পিছনে Chainese Garden বা শীতাতপ Chik Chow Restaurant-এ। শন্মুগম রোডের H Aurn Jyothi, H Sea Sail, H Refreshment House; এর্নাকুলমে Sea Lord H; স্বল্প মূল্যে ভেজ ও ননভেজ মিলে এম জি রোডে Shaziya H, Swagatha, উডল্যান্ডস হোটেলের Jaya Cafe দক্ষিণী আহার্য পরিবেষবায় সদাই ব্যস্ত। আবাদ প্লাজা হোটেলের ৩য় তলে Regency Restaurant টিরও যথেষ্ট প্রশস্তি চীনা, ভারতীয় ও মহাদেশীয় মেনু পরিবেশনে। ফোর্ট কোচির Princess St-এর Elite H-এ স্বল্প মূল্যে ননভেজ মিল; এ পথেরই শেষ প্রান্তে Uncle Sam's Chinese Restaurant-এ সান্ধ্য মজলিশের সাথে চীনা ডিশ পরিবেষবায় যথেষ্ট সুনাম। তেমনই মালাবারের সাথে আরব্য মেনুর মিলনে —biryani, চাল-মিষ্টি-দুধে তৈরি পিঠা জাতীয় appams, নারকেল স্বাদের stew, ভাপানো চালের iddli, কাগজের মতো পাতলা ভাজা সবজির পুরের dossa-র সাথে পাঁপড়ও মেলে কোচির হোটেল-রেস্তোরাঁয়।

সময় স্বল্পতায় যেকোনও ভ্রমণার্থী কোচি বেড়িয়ে কেরল ভ্রমণ সাঙ্গ করতে পারেন। কোচি থেকে ত্রিচুর, পালঘাট হয়ে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর গিয়ে উতকামণ্ড পৌছান। আবার কোচি থেকে কেরল ভ্রমণ শুরু করেও তিরুভনন্তপুরম হয়ে কন্যাকুমারি যাওয়া চলে। বাসে বা ট্রেনে ব্যাঙ্গালোর বা ম্যাঙ্গালোর আবার মুম্বাইও চলা যেতে পারে এর্নাকুলম থেকে। তেমনই ত্রিচুরের পথে ৩০ কিমি দূরে আঙ্গামালিতে ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি সেন্ট জর্জেস চার্চ, এডাপল্লীতে ৫৯৩এ তৈরি আর এক সুন্দর সেন্ট জর্জেস কোরেন চার্চ, দিগন্তছোঁয়া লেকের পাড়ে ভাইকোমের সেন্ট জোসেফ চার্চটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় কোচি থেকে।

কোডাঙ্গাল্লুর /ক্র্যাঙ্গানোর

কোচি থেকে দূরত্ব ৩৮ কিমি। জলযানে ৩½ ঘণ্টার পথ। কনডাকটেড ট্যুরের মোটরবোটে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। প্যাকেট লাঞ্চ ও পানীয় জল সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। বাসও যাচ্ছে কোচি থেকে ক্রাঙ্গানোর।

আজকের কোডাঙ্গাল্লুর এই সেদিনের ক্রাঙ্গানোর হাজার দুয়েক বছর আগে ছিল পশ্চিম উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী। নাম ছিল তার মসিরিস। কালে কালে ক্রাঙ্গানোর। ত্রিচুরের ৩৬ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তরে ছোটভাই, দক্ষিণে আজিকোড নদী আর পুবে ব্যাক ওয়াটার, পশ্চিমে আরব সাগরে ঘেরা দ্বীপাকার ক্রাঙ্গানোরে মশলার স্বার্থে বাণিজ্য করতে বিদেশীরা বার বার এসে উপনিবেশ গড়েছে। এসেছে গ্রিক, রোমান, ইহুদি ও যবন। অতীতে কেরল সম্রাট চেরামন পেরুমলের রাজধানীও ছিল ক্রাঙ্গানোরে। এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে ভগবতী ও তিরুবনচিকুলম মন্দির দু'টি বিশেষভাবে খ্যাত। আর হিন্দু মন্দিরের আদলে গড়া Cheraman Jama Masjidটি সম্ভবত ভারতে তৈরি প্রথম মসজিদ। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের ভক্ত Malik Ibn Dinar-এর (৬৪৩ খ্রি) সম্ভবত ভারতভূমে প্রথম অবতরণ এই ক্রাঙ্গানোরে। আর আছে পর্তুগিজ দুর্গ ক্রাঙ্গানোরে। এমনকি যীশু-শিষ্য সেন্ট টমাসও ৫২ খ্রিস্টাব্দে ক্রাঙ্গানোরের অদূরে কোট্টাপুরমে প্রথম অবতরণ করেন। স্মারক রূপে মারথমা পন্টিফিকাল শ্রাইন অর্থাৎ চার্চ হয়েছে পেরিয়ার নদী যেখানে আরব সাগরে মিলেছে। এর প্রাকৃতিক শোভা সুন্দর। ১৯৫৩য় সেন্ট টমাসের ডান হাতের হাড়ের টুকরো স্থাপনে চার্চের আকর্ষণ বেড়েছে। তেমনই সুন্দর ক্রাঙ্গানোরের *পুরম*, জানুয়ারি মাসের *থালাপোলি*, মার্চ-এপ্রিলে *ভরনী* উৎসব। অত্যুৎসাহীরা ২৫ কিমি দূরে ত্রিপ্রয়ার-এ শ্রীরাম মন্দির, ২১ কিমি দূরে ইরিনজালাকুডায় রামের অনুজ ভরত মন্দির বেড়িয়ে নিতে পারেন। জলযানে ভ্রমণও কম আনন্দের নয়। থাকার জন্য ত্রিচুর আদরণীয় হবে।

মুন্নার

সময় করে একরাত কাটিয়ে যেতে পারেন ব্রিটিশের সামার রিসর্ট নিরালা-নির্জনে পশ্চিমঘাট পর্বতে চা ও এলাচ বাগিচায় ছাওয়া ১৫২৪ মি উঁচু মনোরম পাহাড়ী শহর মুন্নার-এ। চায়ের প্রসেসিং দেখা ও কেনারও ব্যবস্থা মেলে। ২৬৯৫ মি উঁচু *আনামুদি* অর্থাৎ হাতির মাথা পাহাড়চুড়োও দৃশ্যমান ১৭ কিমি দূরের মুন্নার থেকে। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় ১৬ কিমি দূরের মশলা বাগিচা তথা চড়ুইভাতির স্বর্গ ১৮০০ মি উঁচু দেবীকুলাম। মনোহারিত্ব বেড়েছে চিয়াপ্পারা ও ভালরা দুই জলপ্রপাতে। মেঘেরাও আকাশ থেকে নেমে এসে লাল-নীল গাম গাছের শিরে ছাতা ধরে পাহাড়ে। *মুন্নার* অর্থাৎ শহর থেকে ৭ কিমি দূরে Mudrapuzha, Nallathanni ও Kundala তিন পাহাড়ী নদীর সঙ্গমে পাম্নীভাসাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও জলাধার হয়েছে। জলাধারে নৌবিহারেও অভিনবত্ব আছে। তেমনই রাজামালাই অভয়ারণ্য ও এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যানও বেড়িয়ে নেওয়া যায় মুন্নার থেকে। সকাল-সাঁঝে নীলগিরি থরও দৃশ্যমান এরাভিকুলামে। ৭০ কিমি দূরে Chinnar Wildlife Sanctuary. এর্নাকুলম থেকে দূরত্ব ১২৭ কিমি, নিয়মিত বাস আসছে। পেরিয়ার বা দক্ষিণগামী যাত্রীরা বাসে কুমিলি হয়ে কোট্টায়াম চলুন। দূরত্ব ১৪২ কিমি। বাস যাচ্ছে ৯৪ কিমি দূরের কোদাইকানালও মুন্নার থেকে। দক্ষিণ ভারতে উচ্চতম (২৬৯৫ মি) আনামুদি পাহাড় চুড়োও দৃশ্যমান মুন্নারে।

থাকার জন্য *H Residency*, Top Stn Rd, Munnar-685612, ✆ (04865) 30265, S ৬০০, D ৭৫০, স্যুইট ১২৫০; *H Hill View*, Old Munnar, ✆ 30567, D ৪৫০-৬৫০; *S N Lodge*, Old Munnar, ✆ 30212; *H Poopada*, Old Munnar, ✆ 30223; *Krishna L*, near Bus Std; *Royal Retreat*, near KSRTC Bus Std, ✆ 30240, D ৬০০-১২৫০; *Edassery Eastend*, Temple Rd, ✆ 30451; *Iglo Tourist Home*, Chithaipuram, ✆ 63258; *High Range Club*, ✆ 30253; *Govt Guest House*, ✆ 30385 , অবু: DC, Eddakki ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল আছে নানান মুন্নারে।

আলুভা/আলওয়ে

কোচি-সোরানুর পথের আলওয়ে আজ হয়েছে আলুভা। রেল ও বাস যাচ্ছে এর্নাকুলম থেকে ত্রিচুরে। পথেই পড়ে পেরিয়ার নদীর তীরে শিল্পনগরী কেরলের *রুঢ়*—আলওয়ে। এর্নাকুলম থেকে দূরত্ব ২১ কিমি। কোদাই-এরও পথ গিয়েছে এর্নাকুলম থেকে আলওয়ে হয়ে। ডিসেম্বর মাসে আলওয়ের শিবরাত্রি উৎসবের খ্যাতি সারা দক্ষিণ জুড়ে। অতীতের মহারাজার প্রাসাদে *ট্যুরিস্ট বাংলো* বসেছে।

বাণিজ্যিক শহর আলওয়ের মূল আকর্ষণ ১০ কিমি দূরের কালাডি। ৮ শতকের অদ্বৈত দার্শনিক একেশ্বরবাদী জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যর জন্ম এই কালাডিতে। সেই স্মৃতিতে মন্দির হয়েছে দক্ষিণামূর্তি তথা শঙ্করাচার্যর। মূল সড়কে ৮তলা কীর্তিস্তম্ভম সৌধটিও সুন্দর। আচার্যের বর্ণময় কর্মজীবন মূর্ত হয়েছে। পাদুকামণ্ডপমে আচার্যের রুপোর পাদুকা ও দেওয়াল চিত্রে শঙ্করাচার্যর জীবনাখ্যান দেখে নেওয়া যায়। আর রয়েছে দেবী সারদা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মন্দির ও ১৯৭৬এ তৈরি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। তেমনই রয়েছে চেরামান জামা মসজিদ। বয়ে চলেছে পেরিয়ারের শাখা পূর্ণা নদী।

কালাডির নিকটতম রেল স্টেশন ১০ কিমি দূরে অঙ্গামালী আর বিমানবন্দর ৪৮ কিমি দূরের কোচি। বাস আসছে আলুভা, অঙ্গামালী, কোচি—ত্রয়ী থেকেই কালাডি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে

আশ্রমের *Shri Sankaracharya New GH*-এ। আর আছে রেল থেকে ১ কিমি দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে *H Periyar; Seven Stars Periyar Hotel Complex,* ✆ 25465; *Alankar Tourist Home,* ✆ 23162; *Govt Guest House,* ✆ 23636; *PWD Rest House.*

তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় আলওয়ে তালুকে এর্নাকুলম বা কোচি থেকে ৪৫ কিমি দূরের মালয়াট্টুর। বয়ে চলেছে পেরিয়ার নদী। শান্ত-নির্জন মালয়াট্টুরের মূল আকর্ষণ কুরিসমুডি পাহাড়। ইংরেজিতে অর্থ যার *মাউন্টেন অব দি ক্রশ।* কিংবদন্তী, অতীতকালে শিকারে যেত শিকারীরা কুরিসমুডি পাহাড়ে। তাদেরই আবিষ্কার শ্বেতশুভ্র, শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত এক দিব্যপুরুষ পাহাড়চুড়োয় ধ্যানে মগ্ন। একদা দর্শন মেলে সোনালী ক্রশের। লোকমুখে সেকথা ছড়িয়ে পড়তে অলৌকিক ঘটনা দেখতে যাত্রী আসেন নানান—দর্শনও মেলে সোনালি ক্রশের। আর মেলে সেই দিব্যপুরুষ অর্থাৎ যীশুখ্রিস্টের শিষ্য (52 AD) সেন্ট টমাসের পায়ের ছাপ কুরিসমুডি পাহাড়ে। খ্রিস্টধর্মীদের কাছে পরমতীর্থ এই কুরিসমুডি। তেমনই উচিত হবে চলার পথে ৯০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি সেন্ট টমাস প্যারিস চার্চটিও দেখে চলা।

থ্রিসুর/ত্রিচুর

আলওয়ে-সোরানুর পথে আলওয়ের ৫৮ কিমি দূরে কোচিরাজদের প্রাচীন রাজধানী ত্রিচুর। কালে কালে জামোরীন রাজাদের দখলে যায় ত্রিচুর। আর ব্রিটিশ আসে ১৮ শতকের শেষার্ধে। তবে, ত্রিচুরের আধুনিকতা ১৭৯০এ সিংহাসনে বসে রাজা রামা ভার্মার হাতে। রেল ও বাস যাচ্ছে কালাডি হয়ে। কালাডির দূরত্ব ৫৫, সোরানুর ৩২, পালঘাট ৬৭, এর্নাকুলম ৮৫ কিমি। হাওড়া-কোচি/তিরুভনন্তপুরম, বোকারো স্টিল সিটি-আলেপ্পি, চেন্নাই-তিরুভনন্তপুরম, চেন্নাই-আলেপ্পি, সোরানুর-তিরুভনন্তপুরম ভেনাদ এক্স, মুম্বাই-তিরুভনন্তপুরম/ কন্যাকুমারি এক্স, রাজকোট-কোচি/ তিরুভনন্তপুরম, ত্রিচি-কোচি এক্স, ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারি এক্স, তিরুভনন্তপুরম-ম্যাঙ্গালোর মালাবার/পরশুরাম এক্স, ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে আলওয়ে/ ত্রিচুর হয়ে। বাস যাচ্ছে উটির যাত্রী নিয়ে কোয়েম্বাটুরে ত্রিচুর হয়ে।

কেরলের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পীঠস্থান ত্রিচুর। মালয়ালম বাগধারায় ত্রিচুর আজ হয়েছে থ্রিসুর। নীলগিরি পাহাড়ের দক্ষিণে ছোট্ট পাহাড়ী টিলায় ভাড়াকুনাথন শিব মন্দিরের জন্য ত্রিচুরের প্রশস্তি। দারুতে প্যাগোডা হয়েছে মন্দির শিরে। বৈশাখ (৮ই মে) মাসের জাঁকজমকপূর্ণ *বিপুল পুরম* উৎসবে বর্ণাঢ্য মিছিল বেরোয়—ঝলমলে সাজে হাতিও অশ্বে নেয় মিছিলে; আতসবাজি পোড়ে সারারাত ধরে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলে দিন-রাত জুড়ে। যাত্রীও আসেন দূর-দূরান্ত থেকে উৎসবে। মন্দিরটি দক্ষিণী প্রভাব-মুক্ত। সুউচ্চ গোপুরমের অভাব। প্যাগোডাধর্মী কারুকার্যময় মন্দিরে পাথরের দেবতা—ঘিয়ে আবৃত। মন্দিরের আর এক আকর্ষণ দেওয়ালচিত্রে মহাভারত-আখ্যান। আর আছে ভগবতী মন্দির, অদূরেই কৃষ্ণ মন্দির। ত্রিচুরের প্রাসাদ, দুর্গ, চিড়িয়া-খানা, যাদুঘরও কম আকর্ষণীয় নয়। চিড়িয়াখানায় সাপের সংগ্রহ ভারতে অনন্য।

KTDC-র *Yatrinivas,* Stadium Rd, Thrissur-680020, STD 91487, ✆ 332333, S ১০০ D ১৫০ F ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪০০। আর অতীতের রামনিলয়ম রাজপ্রাসাদে *ট্যুরিস্ট বাংলো* বসেছে, D ২০০ A/c ৩০০-৬৫০। আর আছে রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ডের কাছে সাধারণ মানের *Joya L,* Kurrupad Rd; *Shanti Tourist Home, Chandy's Tourist Home,* Stn Rd; এদের চার্জ S ৫০-৮৫ D ৮০-১৫০। *Bini Tourist Home,* Round North, S ১২৫ D ১৭৫; **H Elite International,* Chambotlil Lane-1, ✆ 21033, D ৩০০ A/c D ৬০০ স্যুইট ১২৫০; **Casino H,* T B Rd-680021, ✆ 24699, S ৩৫০ D ৪০০ A/c S ৬০০-৯৫০ D ৭৫০-১২৫০ স্যুইট ১৬০০-২৫০০; *H Suria International,* Kokkalai; *Allukkas Tourist Home,* ✆ 24067; *Central H,* Chembukkavu; *Bini T H; Volga T H, H Peninsula,* M G Rd; *H Luciya Palace,* Marar Rd, ✆ 24731, S ১৫০ D ২২৫ A/c S ২৭৫ D ৩৫০; *H Skylord,* Municipal Office Rd-1, ✆ 24662, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩২৫; *H Suria,* Kokkalai-21, S ৮৫ D ১২৫-১৫০ A/c S ২০০ D ৩০০; *Ambassador H, State H,* ছাড়াও নানান হোটেল। *YMCA, YWCA, Govt G H,* ✆ 332300; *রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে ত্রিচুরে।

গুরুভায়ুর: ত্রিচুর থেকে ৩২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে, কোচির ৮৮ কিমি দূরে বাসে গুরুভায়ুরের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন। নাগেরকয়েল-গুরুভায়ুর এক্স ট্রেনও যাচ্ছে তিরুভনন্তপুরম/এর্নাকুলম জং/ত্রিচুর হয়ে। কিংবদন্তী, বিশ্বকর্মার তৈরি মন্দিরে পবনদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতিষ্ঠিত দেবতা শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ গুরুভায়ুরাপ্পান বা *লর্ড অব গুরুভায়ুর।* তবে, বর্তমান মন্দিরটি ১৯ শতকের। ধ্বজস্তম্ভটি সোনায় মোড়া। পাশেই দীপস্তম্ভ। গোপুরমটি ১৭৪৭এ তৈরি। মন্দির হয়েছে আরও বেশ কয়েকটি—দেবতাও রয়েছেন নানান। ফেব্রুয়ারি-মার্চের পুরম উৎসবে আতসবাজি পোড়ে, মিছিল বেরোয় ঝলমলে সাজে; এমনকি কৃষ্ণআট্টম নৃত্যও পরিবেশিত হয় উৎসবে। ৩—১২-৩০ ও ১৭—২১-০০টায় নানান উপাচারে পূজিত হচ্ছেন দেবতা।

থাকারও নানান ব্যবস্থা মেলে Guruvayur-680101, STD 04889এ—KTDC-র *H Nandanam,* East Nada, Guruvayur-680101, ✆ 556266, S ১৫০ ১৭৫ ২৫০ D ২০০ ২৫০ ২৭৫ A/c D ৪৫০; এদেরই *H Mangalaya,* RIB1, East Nada, ✆ 556267, ভাড়া একই রকম।

আর আছে East Nada-য়—*H Elite,* ✆ 556215; *Arunodayam T H, Purnima T H, Amrutha T H, Nandini T H;* West Nada-য়—*H Ajodhya,* ✆ 556226; *Ardhana T H, Indian T H, Libra T H, H Surya, Namaskar T H, Murali L;* South Nada-য়—**H Vanamala Kusumam,* ✆ 556702, D ২৭৫-৩৫০ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬০০-৮৫০; *Maharaja T*

H, Sree Venugopal L; opp KSTRC Bus Stand—*Panchami T H, Vijay Sree L;* Guruvayur Devaswom—*Sreevalsam G H,* ✆ 556539, অবু: Administrator, Guruvayur Devaswom; *Guruvayur Township R H,* ✆ 536809; *Govt Guest House,* ✆ 556696; *Panchajanyam R H,* ✆ 556535; *Kausthbhom R H, Sathram;* ছাড়াও নানান।

মালামপুষা

কোয়েম্বাটুর-ত্রিচুর পথে NH-47এ পালঘাট থেকে কালিকটমুখী ৮ কিমি যেতে মালামপুষা। পালঘাট থেকে দূরত্ব ১৪ কিমি, বাস যাচ্ছে। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে মালামপুষার বাঁধটি খুবই চিত্তাকর্ষক। রাতের বেলায় KTDC-র *Garden House,* Malampuzha-678651, ✆ (91491) 815217, D ৩০০, ৪০০, A/c ৭০০; KTDC-র ইকোনমিক *M Arram,* Erumayur, Alathoor, PO-Palakkad, ✆ (4922) 22024. আর আছে রাজ্য পর্যটনের *Tourist Home;* PWD *Rest House; Govt Guest House,* ✆ 55207; *The Gowardhan Rock Garden,* ✆ 56010 মালামপুষায়। পাহাড়ী ঢঙের গার্ডেন হাউস থেকে লেক ও ফুলবাগিচার মনোহর দৃশ্য পর্যটকদের চিত্তহরণ করে। রঙবেরঙের নানান মাছে ভরা বিশালাকার লেকের জলে বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। মালামপুষা থেকে পালঘাট হয়ে কোয়েম্বাটুরও যাওয়া চলে।

পালঘাট/পালাক্কাড: কেরল ও তামিলনাডু সীমান্তে কোয়েম্বাটুরের ৫৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে কেরল ভূমে পালঘাট। পালঘাট থেকে ত্রিচুরের দূরত্ব ৮০ কিমি। বাস যাচ্ছে কেরলের শস্যাগার পালঘাট হয়ে রাজ্যের দিকে দিকে। নানান পাহাড়ি নদী বিধৌত পালঘাটে পাহাড় ও অরণ্যের সমন্বয় ঘটেছে। জংশন ও সিটি দুই রেল স্টেশন পালঘাটে—শহর থেকে ৫ কিমি দূরে Palakkad Jn. আর নিকটতম বিমানবন্দর কোয়েম্বাটুর। অসময়ের যাত্রীদের জন্য থাকারও নানান ব্যবস্থা Palakkad, STD 0491এ মেলে—*H Indraprastha,* ✆ 534647, D ৪৫০, A/c ৬৫০; *Walayar Motel,* ✆ 66101, D ৩০০, A/c ৪৫০; *H Fort Palace,* West Fort Rd, S ১৫০, D ২২৫; *H Devaprabha,* T B Rd; *Hilux,* near Express Bus Std, ✆ 25433, DAB ১৫০-২২৫; *H Rajdhani,* Shoranur Rd, ✆ 28949; *H Apsara* ছাড়াও নানান হোটেল আছে পালঘাটে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে হায়দর আলির তৈরি দুর্গ ১৭৯০এ ব্রিটিশের হাতে সংস্কার হয়। মন্দিরও আছে নানান পালঘাটে। কালপাথি শিব মন্দিরটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য। নভেম্বরের রথযাত্রা বরণীয় উৎসব। শহরের পশ্চিমে কারুকার্যহীন প্রাচীরে ঘেরা ৫০০ বছরের প্রাচীন চন্দ্রনাথ স্বামী জৈন মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। তেমনই DFO, Palakkad-এর অনুমতিতে গাড়িতে ২ ঘণ্টায় ৯০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ভার্জিন ফরেস্ট সাইলেন্ট ভ্যালী ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আর আছে পালঘাট থেকে ৯৭ কিমি দূরে তামিলনাড়ুর আন্নামালাই লাগোয়া ২৮৫ কিমি ব্যাপ্ত পরামবিকুলাম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি।

কোজিকোড়/কালিকট

তিরুভনন্তপুরম-এর্নাকুলম-ম্যাঙ্গালোর ও চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোর রেলপথে কালিকট। মালামপুষা থেকে সোরানুর এসে ট্রেন বা বাসে কালিকট চলায় সুবিধা। পথের দূরত্ব ১৪৫, সোরানুর থেকে ৮৬, কোচি ২২৪, বন্দীপুর ১৬৯, ত্রিচুর ১১৮, তিরুভনন্তপুরম ৪৪৫, ম্যাঙ্গালোর ২২২, ব্যাঙ্গালোর ৩৫৪ কিমি। রেল যাচ্ছে ম্যাঙ্গালোর ৫ ঘ, এর্নাকুলম ৫ ঘ, তিরুভনন্তপুরম ১০ ঘণ্টায় কালিকট থেকে। বাসও যাচ্ছে নিয়মিত কালিকট থেকে তিরুভনন্তপুরম, আলেপ্পি, কোচি, কোট্টায়াম ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে। বাস যাচ্ছে কোয়েম্বাটুর, উটি, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী, মাদুরাই ছাড়াও সারা দক্ষিণে। শহরের Mavoor Rd-এ বাস স্ট্যান্ড। আর মিনিট পনেরোর ব্যবধানে রেল স্টেশন কালিকটে। IAC-র বিমান দৈনিক সার্ভিস গড়েছে কালিকট থেকে মুম্বাই, কোয়েম্বাটুর, চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালোরের। আর প্রাইভেট বিমান Jet Airways দৈনিক সার্ভিসে যাচ্ছে কালিকট-মুম্বাই-আমেদাবাদ, কালিকট-মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ, কালিকট-মুম্বাই-কলকাতা, কালিকট-মুম্বাই-জয়পুর, কালিকট-মুম্বাই-দিল্লীর মাঝে। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একইপথে। শহরে চলছে অটো ও রিকশা কালিকটে।

অতীতে জামোরিন (সমুদ্রের অধিপতি) রাজাদের রাজধানী ছিল কালিকটে। শুধু রাজ্যই নয়, নামেরও বদল ঘটেছে—কালিকট হয়েছে কোজিকোড়। তবে, ভারতের অন্যতম প্রাচীন বন্দর কালিকটের ১৬ কিমি দূরে কাপ্পাদ সাগরবেলায় ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে ভাস্কো-ডা-গামা অবতরণ করেন। সংঘাতেরও শুরু সেই থেকে। ১৫০৯ ও ১৫১০এর পর্তুগিজ হানা দমন করেন জামোরিন রাজা। আর ১৫১৫য় রাজার সঙ্গে চুক্তিবলে কারখানা গড়ে পর্তুগিজ। ব্রিটিশ আসে ১৬১৫য়। ১৭৮৯এ টিপুর সঙ্গে সন্ধিবলে ১৭৯২এ ব্রিটিশের দখলে যায় কালিকট। বস্ত্রশিল্পের জন্যও কালিকট খ্যাত অতীতকাল থেকে। এমনকি *ক্যালিকো* শব্দটিও এসেছে এই কালিকট থেকে অপভ্রংশ হয়ে। বেশকিছু প্রাচীন মন্দির, মসজিদ ও চার্চ রয়েছে কালিকটে। ২ কিমি দূরের সাগর সৈকতটিও মনোরম। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ইস্ট হিলে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের Pazhassiraja Museumএ সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায় কয়েন, ব্রোঞ্জ মূর্তি ও দেওয়াল চিত্র ছাড়াও নানান কিছু দেখে নেওয়া যায়। লাগোয়া Krishna Menon Museum-এ রাজা রবি ভার্মা ও রাজা রাজা ভার্মার ছবি, সারা বিশ্ব থেকে ভি কে কৃষ্ণমেননের পুরস্কার পাওয়া নানান কিছু সোম ও বুধ ছাড়া ১০—১৭-০০টায় দেখার ব্যবস্থা। আর আছে মাছ—শুঁটকি হচ্ছে,

বিদেশেও যাচ্ছে। এছাড়াও বিদেশ যাচ্ছে নানান মশলা, নারকেলজাত সম্ভার, চা ও কফি। কালিকটের আর এক আকর্ষণ ১১ কিমি দূরের Beypore থেকে লাক্ষাদ্বীপের জলযান। বেপুরের বাড়ি-ঘরও সুন্দর।

Calicut-673001, STD 0495-এ হোটেলও আছে নানান—**Alkapuri G H*, M M Ali Rd, Kozhikode-2, ☎ 65351, R1B½, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৪০০-৪৭৫; *H Regency*, M M Ali Rd-2, ☎ 65321, D ২৯০ A/c D ৪৯০ স্যুইট ৯৯০; কাছেই মান ও দামে অলকাপুরী তুল্য *Mogul H*, ☎ 63624; **Beach H*, Beach Rd-2, R1B1, ☎ 73852, D ২০০ A/c D ৩৫০; **Sea Queen H*, Beach Rd-1, R1B1, ☎ 366604, S ৩০০ D ৩৭৫ A/c S ৪০০ D ৪৫০-৬২৫ স্যুইট ৮০০; *Tourist Dak Bungalow*, Beach Rd-1. *H White Line*, Kallai Rd, ☎ 65211; *Calicut Tower*, New Bus Std, ☎ 65603; *Aradhana Tourist Home*, ☎ 302222.

বাস স্ট্যান্ডের অদূরে Mavoor Rd-673001-এ—*H Faura*, ☎ 63601, S ১৫০-২৫০ D ২৫০-৪৫০, থাকার পক্ষে উত্তম; *Delma Tourist Home*, D ১২৫-২২৫; *Neelima Tourist Home, Western Tourist Home, Kingsway Tourist Home*. Guest House Rd-1-এ—*Luxmi Bhavan Tourist Home, Kakkodan Tourist Home, H Luxmi Bhavan Tourist Home, H Malabar Palace*, ☎ 64974, A/c S ৮৫০-১০৫০ D ৯৫০ ১২৫০ স্যুইট ১৫০০-১৭৫০। Town Hall Rd-1এ—**Paramount Tower*, (204), ☎ 62731, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪২৫ স্যুইট ৮৫০-১৭৫০; *Kalpaka Tourist Home*, A20R½, ☎ 76171, S ২৫০ D ৩০০-৪৭৫ A/c D ৪৫০-৬৫০। Jail Rd-এ—*Sasthapuri Tourist Home. Khymadi Motels*, Arayedathupalam-4, ☎ 76341, R1B½, D ১৮০-৩২৫ A/c D ৩৫০-৬০০; *N C K Tourist Home*, ☎ 65331, S ৮৫ D ১৫০ A/c S ২২৫ D ৩২৫; *Metro Tourist Home*, ☎ 65216, S ৮৫ D ১৫০ A/c S ২৫০ D ৩২৫; লাগোয়া *H Hyson*, Bank Rd, ☎ 65221, D ১৫০ A/c D ২৭৫; *H Sajina*, ☎ 64983, S ১০০ D ১৫০ A/c D ২৫০।

রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে গিয়ে ডাইনে M P Rd-এ *Coronation L*, S ১০০ D ১৭৫; *H Nalanda*, near Rly Gate-3; *H Maharani*, Taluk Rd-4, ☎ 61541, R2, S ১০০ D ১৫০-২০০ A/c S ৩০০ D ৩৫০-৪৫০; *H Ratnagiri*, Annie Hall Rd-2; *Modern Hindu H*, Husur Rd; ছাড়াও হোটেল আছে নানান কালিকটে।

আর আছে KTDC-র *H Malabar Mansion*, S M St, Kozhikode-673001, R1B1, ☎ (91495) 722391, S ১৭৫ ২২৫ D ২২৫ ২৭৫ A/c S ৩৬০ ৪৫০ D ৪০০ ৫০০; *Govt G H*, West Hill, ☎ 766620; D ১৫০-২২৫; *PWD Rest House*, West Hill, ☎ 52720; *YMCA*, near Rly Gate-4, ☎ 55740; *YWCA*, Cannore Rd, ☎ 54604; ছাড়াও *রেলের রিটায়ারিং রুম* কালিকটে।

খাবার হোটেলও নানান কালিকটে। তবুও যেন হোটেল ফৌরার *Ruchi Restaurant*-এর ভেজ মিল ও পাশেই *H Sarovar*-এর ননভেজ মিল পরিবেবায় যথেষ্ট সুনাম। *হোটেল শোভরাও* বাজার চত্বরে *H Sea Shell*-এরও প্রসিদ্ধি ননভেজ মিলে।

কালিকট থেকে ৫০ কিমি দক্ষিণে মালাবার উপকূলে কালিকট-কান্নানোর সড়কের মেলাডি গ্রামটিও নতুন করে প্রসিদ্ধি পেয়েছে—ভারতের সোনার মেয়ে পি টি উষার জন্ম এই মেলাডিতে।

কালিকটের ৬০ কিমি উত্তরে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন পণ্ডি-চেরীর অংশ মাহেও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। ফরাসি দখলে যায় ১৭২১এ মাহে। থাকেও দীর্ঘকাল—১৯৫৪র ১লা নভেম্বর পণ্ডিচেরীর সাথে ভারত রাষ্ট্রে হস্তান্তর পর্যন্ত। নারকেল বীথিকায় ছাওয়া পাহাড়ী মাহের জলবায়ুতে কেরলেরই প্রতিচ্ছবি মেলে।

৯ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত মাহেতে থাকার জন্য বাস থেকে ১ কিমি দূরে টেগোর পার্কের কাছে আছে *Government Tourist Home*. তবে সদাই ব্যস্ত এরা সরকারি অতিথি নিয়ে। আর আছে *H Arena*, Maidan Rd, D ১৫০-২২৫ A/c D ৩০০; বাস স্ট্যান্ডে *Rivera Tourist Home;* আহার্যও মেলে এদের *Rainbow Restaurant*-এ। আর ৮ কিমি দূরে কেরলের তেল্লিচেরী-তে হোটেলের আধিক্য মেলে।

মাহে বেড়িয়ে বাস বা রিকশায় চলা যেতে পারে ৮ কিমি উত্তরে কেরলের তেল্লিচেরী। তারও আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে লবঙ্গ ও দারুচিনি কিনতে—গড়ে তোলে কারখানা মালাবার উপকূলের তেল্লিচেরীতে (কেরল) ১৬৮৩তে। আর দুর্গ গড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭০৮এ। ধীবরদের বাস—মাছ ধরা জীবিকা এদের। সাঁঝে জেলে নৌকা ফেরে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ নিয়ে। তেল্লিচেরী থেকে বাস বা ট্রেনে চলা যেতে পারে ম্যাঙ্গালোর বা কেরলের কোচি বা কালিকটে।

থাকারও নানান লজিং তেল্লিচেরীতে—**H Pranam*, Narangapuram, Tellicherry-670101, ☎ 220972, S ২৫০ D ২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; একই মানের একই দামে *Paris Lodging House*, Logans' Rd. আর আছে *Taj Lodging, Chattanchal Tourist Home, Brothers T H, Minerva T H, Impala T H*, এদের রেট S ৮০-১৭৫ D ১০০-২২৫।

কান্নুর/কান্নানোর

কালিকট থেকে ২ ঘণ্টার রেলপথে কান্নুর। কিছুকাল আগেও কান্নুর ছিল কান্নানোর। আরব সাগরের বুক বেয়ে ম্যাঙ্গালোরগামী ট্রেন যাচ্ছে। দূরত্ব ৭২ কিমি কালিকট থেকে আর ম্যাঙ্গালোর ১৩১ কিমি। ৪-৫৫য় কান্নানোর ছেড়ে ৬-৪০এ কালিকট, ৮-৩০এ সোরানুর পৌঁছে ১০-৫৫য় এর্নাকুলম যাচ্ছে 6308 কান্নানোর-এর্নাকুলম এক্স। কান্নানোর ফেরে ১৭-১০এ এর্নাকুলম থেকে।

দীর্ঘকাল ধরে জামোরিন রাজার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কোলাথিরি রাজাদের রাজধানী ছিল। কান্নানোরও বন্দরনগরী। মার্কোপোলোর ভারত-বৃত্তান্তেও কান্নানোরের মশলার কথা মেলে। ১৫ শতকে পর্তুগিজদের আগমনে

রমরমাও বাড়ে কান্নানোরের। দুর্গ গড়ে পর্তুগিজরা। ওলন্দাজরাও উপনিবেশ গড়ে কান্নানোরে। আর ব্রিটিশ দখলে যায় ১৭৯২এ। গরম কম, সামুদ্রিক বাতাস ঠাণ্ডা রেখেছে শহরকে। কান্নানোরের আর এক অবদান ভারতীয় সার্কাস শিল্পীদের বড় একটা অংশের যোগান দান।

পর্যটকদের জন্য KTDC-র *H Yatrinivas*, near Police Club, Kannur-670002, ✆ (91497) 500717, S ১০০, D ১৫০, A/c S ৩৫০, D ৪০০; এদেরই আর এক সংস্থা *Motel Aaram; সার্কিট হাউস*ও আছে। আর প্রাইভেট হোটেল *Kamala International Tourist H*, S M Rd, Kannur, ✆ 66910, S ১৫০-২২৫, D ২৫০-৩২৫, A/c S ৩০০-৪২৫, D ৩৭৫-৬০০, স্যুইট ৮৫০; *Omars Inn*, Station Rd, ✆ 63313; *H Savoy*, Beach Rd, ✆ 60074, *Choyis, Seaside Cliff, Vichitra, Kavitha* ছাড়াও নানান। আর আছে *Govt Guest House*, ✆ 68366; *PWD Rest House* কান্নুরে।

পর্তুগিজদের গড়া সেন্ট অ্যানজেলোস দুর্গ ১৬৬০এ ডাচরা দখল করে ১৬৯২এ কান্নানোরের রাজাকে বিক্রি করে। আর ১৭৯০এ ব্রিটিশের দখলে যেতে মালাবারে মুখ্য ঘাঁটি গড়ে ব্রিটিশ।

কান্নানোর থেকে সড়কপথ গিয়েছে মহীশূরের। পথ এসেছে কালিকট থেকেও। পাহাড়ী পথ। পথশোভা সুন্দর। কালিকট থেকে ৬৬ কিমি দূরের চুন্দেল হয়ে আরও ৩১ কিমি গিয়ে সুলতানস ব্যাটারি। পথ এসেছে ৮৫ কিমি দূরের উটি থেকেও গুডালুর হয়ে মুধুমালাই লাগোয়া তিন হাজার ফুট উঁচু সুলতানস ব্যাটারির। নিয়মিত বাস চলে। কফির জন্য খ্যাতি আছে এর। সামান্য এগুতেই পেরুমানাম কোট্টা।
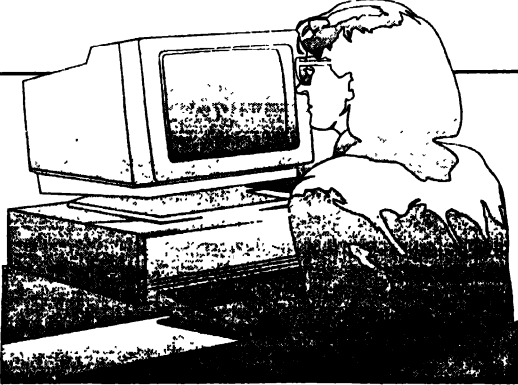
মহীশূরের সড়কযাত্রীরা বিশ্রামও নিতে পারেন KTDC-র *Motel Aaram*, Cheemal Rd, Sultan Bathery, Wynad, ✆ (4968) 22150, S ১০০, D ১৫০, প্রতি ঘণ্টার বিশ্রাম ৬০। আর আছে *PWD Rest House*, ✆ 20225; *Govt Guest House*, ✆ 20225 সুলতান ব্যাটারিতে।

কেরল ভ্রমণার্থীদের কাছে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয় কেরলের হস্তজাত পণ্যের আকর্ষণও কম নয়। ভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখতে হাতির দাঁতের সিগারেট কেস থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম মূর্তি, চন্দন কাঠের নানান সম্ভার, মশলা, কাজু, রঙবেরঙের লুঙ্গি, তাঁতজাত বস্ত্র, সোনা ও রূপার ব্রোকেড শাড়ি সঙ্গী করতে পারেন। কেরল হস্তশিল্পের খ্যাতি আজ সারা ভারতে। মাটি, কাঠ, শিং, তামা, কাঁসার জিনিসপত্রও পর্যটকদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে, অল্প পয়সায় কাঠের তৈরি কথাকলি নাচের মূর্তিই সম্ভবত কেরল ভ্রমণার্থীদের ভ্রমণকে বরণীয় করে তুলতে সবচেয়ে উপযোগী হবে। যদিও সর্বত্রই পাওয়া যায় তবুও, তিরুভনন্তপুরম বা কোচি থেকেই স্মারক সংগ্রহ করা উচিত হবে।

লাক্ষাদ্বীপ

ভারতের আর এক বিচ্ছিন্ন অংশ আরব সাগরের নীল জলে ধোয়া প্রবালে গড়া ভাসন্ত দ্বীপ পান্না-সবুজ লাক্ষা। তবে, পাহাড়-পর্বত-অরণ্যের অভাব—উপজাতিও নেই আন্দামানের মতো লাক্ষায়। অতীতের লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় আর আমিনদীভে—এই তিন দ্বীপ মিলে গঠিত হয়েছে ১.১.৭৩ তারিখে লাক্ষাদ্বীপ। দ্বীপ রয়েছে আরও নানান। সংখ্যায়—৩৬; বসতি গড়েছে ১০টি দ্বীপে। মিষ্টি জলের অভাবহেতু বাকি ২৬টি দ্বীপ বসতি গড়ার অন্তরায়। লোকসংখ্যা ৫১৬৮১, সাক্ষরের হার ৭৯.২৩%। ধর্মে গোঁড়া—৯৩% সুফি সম্প্রদায়ের সুন্নি মুসলিম এরা। সহজ-সরল এদের জীবনযাত্রা—সততা এদের জীবনের ব্রত; চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি নেই দ্বীপভূমে। যথেষ্ট আভরণ পরে মেয়েরা চলেন-ফেরেন ঘরে-বাইরে। ভাষা—মালয়ালম। ইংরাজিরও চলন আছে। তবে, ব্যতিক্রম ঘটেছে দক্ষিণীদ্বীপ মিনিকয়ে। মিনিকয়ীদের ভাষা মাল (Mahl)। লেখার মাধ্যম দিবেহী হরফ—আরবির সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য মেলে। হয়তো বা মালদ্বীপের সান্নিধ্যই (৬০ কিমি জল-দূরত্বে) এর মূলে। ইংরাজি ও হিন্দিও চলছে মিনিকয়ে। সর্বস্তরেই অবৈতনিক লেখাপড়া চলছে লাক্ষাদ্বীপে। কর্মই এদের সমাজে শ্রেণীভেদ এনেছে—ভূস্বত্বাধিকারী, নাবিক ও কৃষি এই ৩ শ্রেণীতে। নারকেল ও মাছ ধরা এদের মুখ্য জীবিকা। পর্যটন শিল্পও অতি দ্রুত গড়ে উঠছে লাক্ষায়। আর রয়েছে নারকেল বীথিকা সারা দ্বীপময় আকাশছেয়ে। সঙ্গে তার পেয়ারা, পেঁপে, কলা। নারকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি নানান জিনিস ঘরোয়া শিল্পের রূপ নিয়েছে। নারকেল থেকে তেল, গুড়, ভিনিগার, কোপরা (শুষ্ক নারকেল) তৈরি হচ্ছে। পাতায় হচ্ছে চাটাই ও ঘরের চাল। আর কাণ্ডে নানান শৌখিন গৃহসজ্জা, আস্ত কাণ্ডে হচ্ছে ঘরের কড়ি-বরগা-খুঁটি। আর মাছ সে তো নানানভাবে বিদেশী মুদ্রা আনছে সারা বিশ্ব থেকে। কালো-রুপোলি ডোরাকাটা তুনা *(চুরা)* মাছের প্রশস্তি আজ বিশ্বের দিগ্বিদিকে।

ট্রপিক্যাল আবহাওয়ার দেশ লাক্ষা। ৮° থেকে ১২° ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশ আর ৭১° থেকে ৭৪° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে লাক্ষার অবস্থান। তাপমান—গ্রীষ্মে ৩৫° থেকে ২২° আর শীতে ৩২° থেকে ২০° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। আর্দ্রতা ৭০-৭৬%। তবে, বৃষ্টির আধিক্য আছে—ব্যাপ্তিও বেশি বর্ষাকালের। জুন থেকে সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ-পশ্চিম আর অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুতে বৃষ্টি হয় লাক্ষায়। বছরের গড় ১৬০০ মিমি। গ্রীষ্মকাল—মার্চ-এপ্রিল-মে জুড়ে। শীত নেই বললেই চলে লাক্ষাদ্বীপে।

জল সরিয়ে রাজপথ হয়েছে। টেলিফোনও বসেছে। দূরদর্শনও পৌঁছেছে স্যাটেলাইটের সংযোগে রাজধানী কাভারতি ও মিনিকয় দ্বীপে। লাক্ষাদ্বীপের আর এক নয়নলোভন—সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এমনকি চন্দ্রোদয়ও। সূর্যাস্তে সোনাঝরা সন্ধ্যায় সোনা রঙ ধরে সারা সমুদ্রে। পরক্ষণেই আগুন ধরায় বিদায়ী সূর্য সমুদ্রের নীলজলে। আর চন্দ্রোদয়ে অভ্র ঝরে সারা লাক্ষাময়। আলোর বন্যায় স্নান করে দ্বীপবালা লাক্ষা।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা লাক্ষাদ্বীপ কিছুটা যেন ধোঁয়াশায় ছাওয়া। তবে, মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে আকর্ষণীয় প্রমীলা রাজ্যরূপে স্থান পেয়েছে মিনিকয়। আজও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রচলন লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জে। ক্রাঙ্গানোরের হিন্দু রাজা চেরামন পেরুমল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ক্রাঙ্গানোর থেকে মক্কার পথে সামুদ্রিক ঝড়ে দিগভ্রান্ত হয়ে বাঙ্গারাম দ্বীপে পৌঁছান। বাঙ্গারাম থেকে আগাতি পৌঁছান রাজা। দেশে ফিরে লোক-লস্কর পাঠান রাজা। তারা ছিলেন হিন্দু। বসতিও গড়ে ওঠে হিন্দু সাম্রাজ্যের সেকালের দ্বীপভূমে। কালে কালে আবিষ্কৃত হয় আগাতি, আমিনী ও অন্যান্য। ৭ শতকে জেড্ডার *Muraboot* (মুসলিম) ফকির উবেদুল্লাহ (Ubaidullah) হজরত মহম্মদের স্বপ্নাদেশ মতো ইসলাম ধর্ম প্রচারে বেরিয়ে পথে জাহাজ ডুবিতে আমিনী দ্বীপে আশ্রয় নেন। প্রচারও করেন ফকির সাহেব আমিনী ও আনদ্রোত-এ হিন্দুদের মাঝে ইসলাম ধর্ম। সম্ভবত হিন্দু প্রভাবও তাই এদের মধ্যে আজও বিদ্যমান। ফকির সাহেবের মৃত্যু হতে সমাধিস্থও হন আনদ্রোত-এ। পবিত্র মুসলিম তীর্থ আনদ্রোত-এর এই দরগা। ১৬ শতকে লুঠের আনন্দে পর্তুগিজরা এলেও বিষক্রিয়ায় হত্যা করে দ্বীপ-বাসীরা তাদের। দ্বীপবাসী মুসলিম হলেও রাজত্ব থাকে চিরাক্কলের হিন্দুরাজার হাতে। আর ১৬ শতকের মধ্যভাগে আরাকানের মুসলিম নৃপতির হাতে ক্ষমতা ফেরে আবার। ১৭৮৩তে আমিনবাসীদের অনুরোধে আরাকানের বিচক্ষণতায় টিপু সুলতানের দখলে আসে কয়েকটি দ্বীপ। আর ১৭৯৯এ টিপুর মৃত্যুতে দখল যায় দ্বীপের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশের হাতে। শাসক হন চিরাক্কলের রাজা।

১৮৪৭এর সামুদ্রিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় আনদ্রোত দ্বীপ। চিরাক্কল থেকে রাজা আসেন সাহায্যে। প্রয়োজন-ভিত্তিক ক্ষতিপূরণে অসমর্থ রাজাকে ধার দেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ঋণ শোধের অক্ষমতায় ১৮৫৫য় দখল যায় দ্বীপের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ১৯৪৭এ মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে লাক্ষাও হস্তান্তরিত হয় ভারত রাষ্ট্রের হাতে। সেই সুবাদে ১৯৫৬ পর্যন্ত মাদ্রাজের অংশে ছিল লাক্ষা। ১লা নভেম্বর,

১৯৫৬ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে শাসনভার যায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। আর ১৯৭৩এ নামকরণ হয় লাক্ষাদ্বীপ। নীল জলে ধোয়া প্রবালে গড়া লাক্ষার নৈসর্গিক সৌন্দর্য আজ ভারত তথা বিশ্ববাসীর অদম্য আকর্ষণ।

জাতীয় স্বার্থে দ্বীপবাসীদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে লাক্ষাদ্বীপ অর্থাৎ শত সহস্র দ্বীপে যাতায়াতে নানান বিধিনিষেধ। অনুমতিও লাগে ভারতীয়দের লাক্ষাদ্বীপে যেতে। অনুমতির জন্য ৪ কপি পাসপোর্ট ফটোসহ পুরো নাম, জীবিকা, ঠিকানা, জন্ম তারিখ ও স্থান জানিয়ে The Asstt General Manager, Lakshadweep Office, Indira Gandhi Road, Willingdon Island, Kochi-682003, ✆ 668387, Fax 0484-668647-কে যথেষ্ট আগেই লিখুন। আর বিদেশীদের—নাম, ঠিকানা, নাগরিকত্ব, পাসপোর্ট নম্বর, ইস্যু তারিখ, সময়সীমা, জীবিকা, জন্ম তারিখ ও স্থান জানিয়ে একই ঠিকানায় বা Liaison Officer, Lakshadweep, 202 Kasturba Gandhi Rd, New Delhi-110001, ✆ 386807, Fax 3782246-কে লিখতে হয়।

লাক্ষাদ্বীপ ☐ রাজধানী: কাভারতি। আয়তন: ৩২ বর্গকিমি। লোকসংখ্যা: ৫১৬৮১। পুরুষ: ২৬৫৮২। নারী: ২৫০৯৯। ১৯৮১-৯১এ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি: ১১৪৩২। বৃদ্ধির হার: ২৮.৪০%। প্রতি বর্গকিমিতে বাস: ১৬১৫। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৪৪। সাক্ষরের হার: ৭৯.২৩%। প্রধান ভাষা: মালয়ালম। ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের দেশ লাক্ষা। তাপমান গ্রীষ্মে ৩৫.২২° আর শীতে ৩২.২০° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। আর্দ্রতা ৭০.৭৬%।

বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস। উচিত হবে SPORTS আয়োজিত প্যাকেজ ট্যুরে অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে নীল জলে ভাসন্ত পান্না-সবুজ লাক্ষা বেড়িয়ে নেওয়া। মনসুনে জাহাজী সার্ভিস বন্ধ হলেও হেলিকপ্টার যাচ্ছে। অক্টোবর-নভেম্বরেও উত্তর-পূর্ব মনসুনে হাল্কা বৃষ্টি হয় লাক্ষায়।

ভারত রাষ্ট্রের কেরল ভূখণ্ড থেকে আকাশ ও জলপথে সংযোগ গড়ে উঠেছে লাক্ষাদ্বীপের। কোচি থেকে জল-দূরত্ব ২৮৭—৪৮৩ কিমি, জলযান যাচ্ছে বছরভর; সময় নেয় দূরত্ব ও আবহাওয়ার রকমফেরে ১২ থেকে ২০ ঘণ্টা। মাসে ৪/৫ বার জাহাজ যাচ্ছে Tipu Sultan কোচি থেকে। আর যাচ্ছে কালিকটের অদূরে বেপুর (Beypore) থেকে ভারত সীমা ও দ্বীপ সেতু জাহাজ। কোচি থেকেও ছাড়ে এরা নানান সময়।

আর IAC-র উড়ান যাচ্ছে। 3457 দিন ১২-৩০এ কোচি ছেড়ে ১৩-৪০এ আগাতি দ্বীপে। ফেরে ৮-০০টায় আগাতি ছেড়ে ৯-৩৫এ কোচি। আগাতি থেকে IAC-র যাত্রী নিয়ে স্পিডবোট/ *হেলিকপ্টার* যাচ্ছে বাঙ্গারাম দ্বীপে। আর হেলিকপ্টার ও স্পিডবোট চলছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের। অবস্থানের তারতম্যে সময় নেয় ৩-২০ঘণ্টা দ্বীপ থেকে দ্বীপে যেতে। তেমনই Skyline NEPC Airlines-এর বিমান সোম ও শুক্রবার সার্ভিস গড়েছে কোচি, মাদুরাই, চেন্নাই, মুম্বাই ও দিল্লীর সাথে আগাতি দ্বীপের।

আর রেল, বিমান বা সড়কপথে ভারতের যে-কোনও প্রান্ত থেকে কোচি পৌঁছে (কোচি-র যানবাহন অংশ দ্র.) চলা যেতে পারে লাক্ষাদ্বীপে। দুপুর ১২—১৪-০০টায় কোচি ছাড়ে লাক্ষার জাহাজ। শুশুকের মতো জলে ভেসে রাতভর জাহাজ চলে আরব সাগরে। ভোর হয় নিদ্রোত্থিতা দ্বীপবালা লাক্ষার উপকূলে। দূর থেকে দূরে জাহাজ ছেড়ে স্পিডবোটে দ্বীপভূমি লাক্ষায় পৌঁছান। সারাদিনে দ্বীপভূমি দেখা সেরে আবার বোটে করে জাহাজে ফেরা। জাহাজ চলে রাতে নতুন দ্বীপের অভিসারে। এভাবেই চলে দিনের পর দিন দ্বীপ থেকে দ্বীপে SPORTS-এর Coral Reef প্যাকেজে টিপু সুলতান।

১৯৯৭-৯৮এ কোরাল রীফ প্যাকেজ:
কোচি থেকে যাত্রা শুরু ও শেষ

মাস	তারিখ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	১৫, ২১, ২৯
অক্টোবর ১৯৯৭	১২, ১৮
নভেম্বর ১৯৯৭	০৩, ০৯, ২৫
ডিসেম্বর ১৯৯৭	০৮, ১৪, ২০
জানুয়ারি ১৯৯৮	০৪, ১০, ২৩
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮	০৮, ১৪, ২০
মার্চ ১৯৯৮	০৮, ১৪, ২০, ২৬
এপ্রিল ১৯৯৮	১১, ১৭, ২৩
মে ১৯৯৮	০৬, ১২

একক যাত্রায় যাত্রীদের উচিত হবে লাক্ষাদ্বীপ যাবার অনুমতি ও জাহাজের টিকিটের জন্য The Secretary to the Administrator, Lakshadweep Office, Indira Gandhi Rd, Kochi-682003-কে লেখা। আর IAC-র টিকিটের জন্য যে-কোনও IAC অফিসকে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তবে, Bangaram Island Resort-এর যাত্রীরা Reservation Manager, Casino Hotel, Willingdon Island, Kochi-682003, ✆ (0484) 668221-কেও লিখতে পারেন যাতায়াতের প্যাসেজ বুকিং-এর জন্য।

হোটেল ব্যবসা আজও প্রসার না পেলেও বিলাসবহুল হোটেল হয়েছে **Bangaram Island Resort* বাঙ্গারাম দ্বীপে। থাকা ও খাওয়া নিয়ে অক্টোবর থেকে মার্চে S ৪২৫০, D ৫৬৫০, ডিলাক্স বাংলোয় ৪ জনা ১৬৫০০, ডিসেম্বর ১৫—জানুয়ারি ১৫: ৭০০০/ ৭৫০০/ ২০৫০০, এপ্রিল ১—সেপ্টেম্বর ৩০: ২৫০০/ ৪৫০০/ ১২৫০০, আগস্ট ১—আগস্ট ৩১: ৪২৫০/৫৬৫০/ ১৬৫০০, এদের বুকিং: Casino Hotel, Willingdon Island, Kochi-682003, ✆ 668221. আর আছে সরকারি ব্যবস্থায় *Tourist Hut*—কাভারত্তি, বাঙ্গারাম, আগাতি ও কদমাত দ্বীপে। SPORTS-এর *গেস্ট হাউস* (D ১৫০-২০০) হয়েছে কাভারত্তি ও কদমাত দ্বীপে। *বীচ রিসর্ট* হয়েছে কালপেনি, মিনিকয়, কাভারত্তি দ্বীপে। *হনিমুন রিসর্ট* ও *ইয়ুথ হোস্টেল* হয়েছে কদমাতে। আর আছে *PWD IB* মিনিকয় ও কাভারত্তি দ্বীপে।

তবে গত কিছুকাল Society for Promotion of Recreation at Tourism and Sports in Lakshadweep অর্থাৎ SPORTS, Lakshadweep Office, Indira Gandhi Road, Willingdon Island, Kochi-682003, ✆ 668387, Telex 08856931 ISLE IN, Fax : 0484-668155 অক্টোবর থেকে মে মাসে কোচি থেকে ৮টি পৃথক পৃথক প্যাকেজ ট্যুরে লাক্ষা বেড়িয়ে আনে। প্যাকেজ যাত্রীদের লাক্ষা ভ্রমণের অনুমতিও লাগে না পৃথকভাবে।

(১) ৪ রাত ৪ দিনের সফরে Coral Reef প্যাকেজে M V Tipu Sultan জাহাজে (প্রথম শ্রেণী ৩৬ ট্যুরিস্ট ক্লাস ১০০ যাত্রী নিয়ে) রাতের অবস্থান, ফাইবার গ্লাসে মোড়া বোটে দিনভর দ্বীপ থেকেদ্বীপে ভ্রমণে ভাড়া (ট্রান্সপোর্ট চার্জ+ট্যুর চার্জ মিলে) Tourist Class (২০০০+ ৪০০০) = ৬০০০৲; 1st Class (৪০০০+৪০০০) = ৮০০০৲। ডিলাক্স বার্থ (৬০০০৲ + ৪০০০৲) = ১০০০০৲।

(২) ৬ দিনের Kadmat Beach Resorts and Water Sports Institute (Marine Wealth Awareness) অর্থাৎ জাহাজে ৬ দিনের প্যাকেজে কদমাত-এ অবস্থানের ভাড়া (ডিলাক্স ১২ প্রথম শ্রেণী ১৪ ট্যুরিস্ট ক্লাস ২২) ৪০০০৲ + ৬৫০০= ১০৫০০৲, ৩৫০০৲ + ৫৫০০৲ = ৯০০০৲, ২৫০০৲ + ৫৫০০৲ = ৮০০০৲।

১৯৯৭-৯৮এ কদমাত বীচ রিসর্ট এবং ওয়াটার স্পোর্টস ইনস্টিটিউট প্যাকেজ:
কোচি থেকে যাত্রা শুরু ও শেষ

মাস	তারিখ
অক্টোবর	১৯৯৭: ০৫, ২৭
নভেম্বর	১৯৯৭: ১৫
ডিসেম্বর	১৯৯৭: ০১, ২৮
জানুয়ারি	১৯৯৮: ১৬
ফেব্রুয়ারি	১৯৯৮: ০১, ২৬
এপ্রিল	১৯৯৮: ০১, ২৯

(৩) ৪ দিনের Taratashi সফরে জাহাজে যাতায়াত ও কাভারত্তি-তে অবস্থান নিয়ে ভাড়া 1st Class (৩৫০০৲ + ৫৫০০৲) = ৯০০০৲, ডিলাক্স বার্থ (৪০০০৲ + ৫৫০০৲) = ৯৫০০৲।

(৪) ৬ দিনের Coconut Grove অর্থাৎ জাহাজে কালপেনি সফরের ভাড়া ৫৪০০৲ ৯৬০০৲; এদেরও মাসভেদে তারতম্য ঘটে রেটে।

প্যাকেজ ভাড়া বলতে—কোচি-লাক্ষা-কোচি যাতায়াত, অবস্থান, আহার্য, দ্বীপ ভ্রমণের বোট—সবেরই সমন্বয়ে। উচিত হবে যাত্রীদের এক নম্বর প্যাকেজ অর্থাৎ Coral Reef-এ অংশ নিয়ে মিনিকয়, কাভারত্তি, কালপেনি দ্বীপ বেড়িয়ে নেওয়া। ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারও মেলে এই তিনের সাথে কদমাত অর্থাৎ চার দ্বীপে। তবে, আনদ্রোত-এরও দরজা খুলেছে ভারতীয়দের কাছে। আর বিদেশীদের প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র বাঙ্গারাম দ্বীপে। আর উচিত হবে প্যাকেজ যাত্রীদের হাল্কা হয়ে জাহাজে চড়া। ছাত্রদের ১৫-র অধিক দলে রিবেট মূল্যে ১ ও ২ নম্বর প্যাকেজের ট্যুরিস্ট ক্লাসে ৪০০০৲ প্রতি জনা। LTC-র যাত্রীদের ক্ষেত্রে যাতায়াত ৪০০০৲ অবস্থান ও আহার্যে ৪০০০৲ ধার্য। আর ২ থেকে ১২ বছরের যাত্রীর ক্ষেত্রে যাতায়াতে ৫০% ও অবস্থান-আহার্যে রিবেট মেলে ৫০%।

Tourist Class বলতে শীতাতপ হল-এ পুশব্যাক চেয়ারে ট্যুর ভর শয়ন ও অবস্থান। TV আছে হল-এ, বাথরুম কমন। আর 1st Class অর্থাৎ ৪ বার্থের সুসজ্জিত বাথ সংলগ্ন সঙ্কীর্ণ কেবিন, আহার্য একই। হনিমুনারদের জন্য ২টি ২ বার্থের কেবিনও মেলে।

প্যাকেজ ট্যুরের আঞ্চলিক প্রতিনিধি :

কলকাতা: *Ashok Tours & Travels* (ITDC), 3-G, Everest Building, 46 Chowringhee Rd, Calcutta-700071, ✆ 2423254/2425208; একই বাড়ির একতলায় *Mercury Travels (I) Ltd,* ✆ 2420899; **দিল্লী :** *Ashok Tours and Travels* (ITDC), Barakhamba Rd, ND-110001, 3rd floor, ✆ 3325035; **মুম্বাই :** *Lakshadweep Travelinks,* Passport Studio, Jermahal, 1st floor, Dhobi Talao, Mumbai-400002, ✆ 2054231; *Raj Travels & Tours Ltd,* Chopatty View Building, Ground floor, SVP Rd, Mumbai-400007, ✆ 3634413; **ম্যাঙ্গালোর:** *Lakshadweep Foundation Glove International Travels,* A1-Fareed Centre, Hampankatta, Mangalore-575001, ✆ 425950; **ব্যাঙ্গালোর:** *Clipper Voyages,* 406 Regency Enclave, 4 Magrath Rd, Bangalore-560025, ✆ 5592023-24; **পুনে:** *Leonard Travels P Ltd,* Tej House, 5 Mahatma Gandhi Rd, Pune-411001, ✆ 631647; **চেন্নাই:** *Mercury Travels India P Ltd,* 191 Mount Rd, Chennai-600006, ✆ 8522993; **কালিকট:** *Lakshadweep Tours & Travels,* Counter No 1, Akber Travels of India, 6/401 C D Kashkand Chambers, Bank Rd, Calicut-673001, ✆ 766596. তবুও যেন ৫০% টাকা MO/Bank Draft-এ পাঠিয়ে সরাসরি SPORTS— Lakshadweep Tourism, Asstt General Manager, Lakshadweep Office, Indira Gandhi Rd, Kochi-682003, ✆ 668387, Fax 0484-668647-কে লেখাই উচিত হবে টিকিটের জন্য। অতীতের কোটা প্রথা রহিত হয়ে বুকিং কেন্দ্রীভূত হয়েছে কোচিতে। প্রতিনিধিরা সামান্য সার্ভিস চার্জে সংযোগ গড়ে টিকিটের ব্যবস্থা করে। টিকিট মিলবে আঞ্চলিক প্রতিনিধির মাধ্যমে।

চাহিদাও বাড়ছে দুর্দম হারে এদের প্যাকেজ টিকিটের। প্যাকেজ যাত্রীদের অব্যাহতিও মেলে লাক্ষা ভ্রমণের বিশেষ অনুমতি থেকে। ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়। আরও ভাল এদের জাহাজে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ভ্রমণ। ভ্রমণকে মধুময় করে তোলে এদের ফাইবার গ্লাসে ঘেরা স্পিড বোটে জাহাজ থেকে দ্বীপে অবতরণ। স্বচ্ছ জল, প্রবালে বাধা পেয়ে আছড়ে পড়ে সামুদ্রিক ঢেউ; কুণ্ডলী পাকিয়ে চলতে থাকে তটে। দূর থেকে মনে হয় মুক্তোর মালা পরেছে নীলবসনা দ্বীপবালা। স্বচ্ছনীল জলে প্রবালের ফাঁকে ফাঁকে সামুদ্রিক প্রাণীদের নয়নলোভন জলকেলি সেও যেন তুলনাহীন।

লাক্ষাদ্বীপের সদর দপ্তর বসেছে কোচি থেকে ২১৮ কিমি দূরে ৩.৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত কাভারত্তি দ্বীপে। দ্বীপমালার প্রাণকেন্দ্রও এই কাভারত্তি লেগুন অর্থাৎ উপহ্রদ। অগভীর শান্ত সমুদ্র। কোথাও ফিরোজা, কোথাও সবুজ; কোথাও বা নীল জল। গভীরতার তারতম্যে জলের রঙ বদল মোহময় করে তোলে দূর থেকে। সরকারি দপ্তর, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল বসেছে কাভারত্তি দ্বীপে। দূরদর্শনও পৌঁছেছে স্যাটেলাইটের সংযোগে কাভারত্তিতে। অ-দ্বীপবাসীদের সংখ্যাও উল্লেখ্য কাভারত্তি দ্বীপে। ৫২টি মসজিদও হয়েছে কাভারত্তিতে। তবে, উল্লেখ্য ১৬৭০এ দারুতে তৈরি পবিত্র উজরা মসজিদ। সিলিং ও স্তম্ভের কারুকার্য খুবই সুন্দর।

মসজিদ লাগোয়া কূপের জল—সেও আর এক ধন্বন্তরী। মাছ সিদ্ধ করে ধোঁয়া লাগিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে তৈরি *মাস* এদের প্রিয় খাদ্য। তেমনই আছে রঙবেরঙের চিত্র-বিচিত্র সামুদ্রিক মাছ ও প্রবালের সংগ্রহ নিয়ে মেরিন অ্যাকোয়া-রিয়াম। মিউজিয়মের সংগ্রহও উল্লেখ্য। তবে, সবেরই উর্ধ্বে আকর্ষণ ফাইবার গ্লাসে অগভীর (৫ ফুট) জলে প্রবালের সাথে রঙবেরঙের হাজারো মাছের জলকেলি—বিমোহিত করে চিত্তকে।

থাকারও নানান ব্যবস্থা—SPORTS-এর *Tourist Complex*, PWD-র *DB* ও *IB*, *Circuit House*, *Govt Annexe* ও প্রাইভেট *Taj Complex H* আছে কাভারত্তি দ্বীপে।

LAKSHADWEEP

১৯৯৭-৯৮এ প্যারাডাইস আইল্যান্ড হাউস কাভারত্তি প্যাকেজ:	
কোচি থেকে যাত্রা শুরু ও শেষ	
অক্টোবর	১৯৯৭: ০৫, ২৭
নভেম্বর	১৯৯৭: ১৫
ডিসেম্বর	১৯৯৭: ০১, ২৮
জানুয়ারি	১৯৯৮: ১৬
ফেব্রুয়ারি	১৯৯৮: ০১, ২৬
এপ্রিল	১৯৯৮: ০১, ২৯

আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম ১০.৬ কিমি দীর্ঘ নারকেল বীথিকায় ছাওয়া মিনিকয় দ্বীপ— পান্না-সবুজ শান্ত উপহ্রদ। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের সর্ব দক্ষিণে, কাভারত্তি থেকেও ২০০ কিমি দক্ষিণে মিনিকয়ের অবস্থান। এদের জীবন-যাত্রা, ভাষা, সংস্কৃতি সবেতেই বদল ঘটেছে। ভারতের দক্ষিণী প্রভাব থেকে মুক্ত এরা—সান্নিধ্য মেলে মালদ্বীপের সাথে। মুখের ভাষা *মাল* (Mahl)। পটে আঁকা ছবির মতো ছকে ফেলা গ্রামের পর গ্রাম—অর্থাৎ *Athiris*—সংখ্যায় দশ। প্রতিটি গ্রাম অর্থাৎ আথিরীর সর্বময় কর্তা গ্রামের মোড়ল অর্থাৎ *Moopann*. ৯টি আথিরী নিয়ে মিনিকয় দ্বীপ। ১৮৮৫তে ব্রিটিশের গড়া দ্বিশতাধিক ধাপের লাইট হাউসটি অভিযান করে আরব সাগরে জলের বর্ণালী দেখায় মাধুর্য বাড়ে। অদূরে সাগরবেলা—স্নান ও বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে। TV-ও পৌঁছেছে মিনিকয়-এ। তেমনই দেখে নেওয়া যায় মিনিকয়ের লাভা নৃত্য। জেটি ঘাটে Light Meat Tuna Canning Factoryটিও দেখে নেওয়া যায়। থাকার ব্যবস্থা মেলে SPORTS-এর *Beach Resort* ও PWD-র *IB*-তে।

Area and Population

Island	Area (Sq km)	Population 1991
Minicoy	4.4	8323
Kalpeni	2.3	4079
Androtl	4.8	9149
Agatti	2.7	5667
Kavaratti	3.6	6445
Amini	2.6	3983
Kadmat	3.1	3075
Kiltan	1.6	3075
Chetlat	1.0	2050
Bitra	0.1	226
Total	32	51681

কাভারত্তির ৮ কিমি পশ্চিমে ঘণ্টাখানেকের স্পিড বোটে **বাঙ্গারাম দ্বীপ**। বসতিহীন দ্বীপ-ভূমি বিদেশীদের কাছে অবারিত। পানাহারেরও ব্যবস্থা মেলে একমাত্র বাঙ্গারাম দ্বীপে। নারকেল বীথিকায় ছাওয়া ১২০ একরের এই দ্বীপভূমি পরিক্রমা ঘণ্টাখানেকে সাঙ্গ করা যায়। আকার যেন দ্বীপবালা লাক্ষার চোখ থেকে পড়া অশ্রুবিন্দু। রুপোলি বেলাভূমি ঘিরে শান্ত-নির্মল গাঢ় সবুজ এক উপহ্রদ। অগভীর জলে প্রবালের সাথে রঙবেরঙের মাছেদের জলকেলি সত্যই নয়নলোভন। তেমনই রয়েছে রঙবেরঙের কাঁকড়া-শামুক-ঝিনুক ছাড়াও নানানকিছু। সূর্যাস্তের সৌন্দর্যেরও মাধুর্য আছে বাঙ্গারামে। পূর্ণিমা রাতে অভ্র ছড়ায় সারা দ্বীপে। সত্যিই অপরূপা লাক্ষায় পূর্ণিমা রাত। বেলাভূমি শেষ হতে নারকেলকুঞ্জ। তারই মাঝে **Bangaram Island Resort*, মাস ভেদে ভাড়ায় হেরফের ঘটে এদের। AP প্রথায় আগস্টে S ১৪০ D ১৯০/ ৫০০, এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে S ৮৫ D ১৪০/৩৮৫, অক্টোবর থেকে মার্চে S ১৪০ D ১৯০/৫০০, তবে ডিসেম্বর ১৫—জানুয়ারি ১৫য় S ২২০ D ২৩০/৬৫০ US$. বুকিং: Casino Hotel, Willingdon Island, Kochi-682003, ✆ (0484) 668221. বসতিহীন আরও দুই দ্বীপ Tirmakara, Parali 1 & 2—এদেরও অবস্থান বাঙ্গারামের সাথে একই লেগুন-এ।

পিট্টির পশ্চিমে আর কাভারত্তি থেকে ২৫, কালপেনি থেকে ৪০ কিমি দূরে **আগাত্তি দ্বীপ**। স্পিড বোটে ঘণ্টা দু'য়েকের পথ। সোনালি সবুজ নারকেল কুঞ্জের মাঝ দিয়ে অলস মন্থর গতিতে পথ গিয়ে মেশে দুরন্ত সাগরের অন্তহীন নীল জলে। বামে স্ফটিক-স্বচ্ছ পান্না-সবুজ শান্ত উপহ্রদ। অগভীর জলে প্রবালের মাঝ দিয়ে চলা যায় এগিয়ে। সত্যিই

যেন কল্পনার তুলিতে আঁকা স্বপ্নে দেখা স্বর্গের মরকতকুঞ্জ লাক্ষার এই দ্বীপপুঞ্জ। আরব সাগরের জলের ওপর ভেসে IAC-র বিমান যাচ্ছে কোচি থেকে ১½ ঘণ্টায় 1 3 4 5 7 দিন ১২-৩০এ কোচি ছেড়ে ১৩-৪০এ আগাতি দ্বীপে। কোচি ফেরে আগাতি থেকে ৮-০০টায়। Skyline NEPC-র প্রাইভেট বিমানও সার্ভিস গড়েছে কোচি-মাদুরাই-চেন্নাই-দিল্লী-মুম্বাই-এর সাথে আগাতি-র প্রতি সোম ও শুক্রবার।

কাভারতির দক্ষিণ-পুবে নারকেল বীথিকায় ছাওয়া **কালপেনি**। প্রবাল ও সমুদ্রজাত নানান কিছু আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সুন্দরী লাক্ষার সুন্দরতম এই কালপেনি দ্বীপ। সুন্দর করে তুলেছে এর লেগুন অর্থাৎ উপহ্রদ। তেমনই বোটে বসতিহীন Tilakkam দ্বীপে পৌঁছে সমুদ্রস্নান করে নেওয়া যায়। মৎস্য দপ্তরের অ্যাকোয়ারিয়ামে সামুদ্রিক প্রাণীর সংগ্রহও দেখে নেওয়া যায়। লাইট হাউস (১৮৫ ধাপ) থেকে উচিত হবে কালপেনি দ্বীপ দেখে নেওয়া। তবে, হোসিয়ারি মিল বা খাদিভবন থেকে স্মারকরূপে সংগ্রহ করা যায় হস্তজাত নানানকিছু।

কাভারতিমুখী মাঝপথে আর এক বসতিহীন দ্বীপ **পিট্টি** (Pitty)। পাখিদের স্বর্গরাজ্য এই পিট্টি।

কদমাত-ও আর এক সুন্দরী দ্বীপ। উত্তাল-উদ্দাম সামুদ্রিক ঢেউ নিস্তব্ধতা ভাঙছে নিথর-নিস্পন্দ দ্বীপভূমির। নীলাকাশের নিচে নারকেল বীথিকা চাঁদোয়া মেলেছে Kadamat-এ। সারা দ্বীপটা ঘিরে রুপোলি সাগরবেলা, অতীব সুন্দর। তেমনই সুন্দর কদমাতের পুব ও পশ্চিম জুড়ে অপূর্ব উপহ্রদ অর্থাৎ লেগুন। জলক্রীড়ার পক্ষে রমণীয়। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যমণিও এই কদমাত। লাক্ষার আর এক সুন্দরী আনদ্রোত দ্বীপটির'ও দ্বার খুলেছে ভারতীয় পর্যটকদের কাছে নতুন করে।

Malayalam for Tourists

Selected phrases			
Bring	Konduvaru	**Numbers**	
Call	—vilikku		
Out of order	Kedanu	one	—onnu
What is the price?	Vilayenthane?	two	—rande
Who is he?	Avan aranu?	three	—munne
Who is she?	Aval arane?	four	—nale
Who are they	Avar arane?	five	—anje
I am sick	Enikke sukhamilla	six	—arc
Where is—	—evidyane	seven	—ezhe
Call	—vilikku	eight	—ette
I want a—	Enikke-venam	nine	—onpathe
I want to go	Enikke pokanam	ten	—pathe
Cant you reduce		twenty	—irupathe
the price?	Vila kuraikkamo?	thirty	—muppathe
Days of the week		forty	—nalpathe
Monday	—Thingal	fifty	—anpathe
Tuesday	—Chovva	sixty	—arupathe
Wednesday	—Budhan	seventy	—ezhupathe
Thursday	—Vyazham	eighty	—enpathe
Friday	—Velli	ninety	—thonnure
Saturday	—Sani	hundred	—nure
Sunday	—Gnayar	thousand	—ayiram

কর্ণাটক

কানাড়াকে সরকারি ভাষা করে ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটক রাজ্য। আয়তন ও জনসংখ্যায় ভারতে ৮ম স্থান কর্ণাটকের। অতীতের মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে কানাড়াভাষী বম্বের ৪টি জেলা, মাদ্রাজের ২টি, নিজাম শাসনাধীন ৩টি আর কূর্গকে নিয়ে ভাষার ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছে আজকের কর্ণাটক। উত্তরে এর মহারাষ্ট্র; পশ্চিমে গোয়া, আরব সাগর ও কেরল; দক্ষিণে কেরল ও তামিলনাড়ু আর পূবে অন্ধ্র। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মুখের ভাষা কানাড়া। প্রায় হাজার দু'য়েক ফুট উঁচুতে কর্ণাটক রাজ্যের পূব ও পশ্চিমের ঘাট পর্বতশ্রেণী দক্ষিণে নীলগিরিতে গিয়ে মিলেছে। পশ্চিম জুড়ে আরব সাগরের বুকে ৩২০ কিমি ব্যাপ্ত তটরেখা—নানান সাগরবেলা কর্ণাটকের অন্যতম আকর্ষণ। তবে পর্যটন মানচিত্রে যথাযথ সমাদরে বঞ্চিত এই সোনালী বালুবেলা আজও।

বৈচিত্র্যে ভরা রাজ্য কর্ণাটক। কানাড়া ভাষায় *করনাড়ু* অর্থাৎ অত্যুচ্চ ভূমি থেকেই রাজ্যের নাম হয়েছে কর্ণাটক। জনশ্রুতি, রামায়ণের বালী ও সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা ছিল আজকের বেল্লারী জেলার হাম্পীতে। আর অগস্ত্য মুনির সহচর বাতাপী থেকেই নামটি এসেছে বাদামীর। অতীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল আজকের কর্ণাটক। ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রিপূ ৩ শতকে জৈনধর্ম গ্রহণও করেন আজকের শ্রবণবেলগোলায়। এমনকি কর্ণাটকের মূল অংশ মহীশূরে বিভিন্ন বংশের রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাঁদের মধ্যে কদম্ব, চালুক্য, গঙ্গা, রাষ্ট্রকূট, হোয়সল ও বিজয়নগরের রাজারা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১১—১৪ শতকের হোয়সলরাজদের গড়া সোমনাথপুর, বেলুড় ও হ্যালেবিদের মন্দির স্থাপত্য, গঙ্গারাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া বিশ্বের উচ্চতম (১৭.৫মি) মনোলিথিক প্রস্তর মূর্তি গোমতেশ্বর, ৬—৮ শতকে চালুক্য রাজদের তৈরি বাদামীর মন্দির ভাস্কর্য আজও মহান করে রেখেছে কর্ণাটককে। এমনকি দক্ষিণী স্থাপত্য শৈলীও গড়ে ওঠে বাদামীর মন্দির স্থাপত্য থেকে। তবে, সবই আজ অতীত। কথাও কয় না ১৩২৭এ মহম্মদ বিন তুঘলকের হাতে ধ্বংস পাওয়া হিন্দু রাজ্য হ্যালেবিদ। ১৩৪৬এ বিজয়নগর রাজ্যের অংশ হয় হ্যালেবিদ। ঠিক তেমনই হিন্দু সাম্রাজ্যের আর এক গৌরবগাথা (১৩৩৩—১৫৬৫) ধ্বংস পায় দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের হাতে বিজয়নগরের পতনে। বাহমনী সুলতানদের গৌরবগাথা—সেও ইতিহাসের আর এক কিংবদন্তী। বাহমনী সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে ১৪৮২তে বিজাপুর, বিদার, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর ও গুলবর্গা রাজ্যের সৃষ্টি। বিজাপুর এদের মধ্যে প্রথিতযশা। আদিলশাহীদের কীর্তিকলাপ তথা মধ্যযুগীয় ইসলামী স্থাপত্যের মিউজিয়ম নগরী বিজাপুর অতীত রোমন্থন করায় আজও।

তেমনই দিনে মহীশূরের Wadeyar রাজারা বিজয়নগরের দখল পেতে প্রসার পায় রাজ্য। রাজ্যপাট বসে শ্রীরঙ্গপত্তনে। কালে কালে প্রতিপত্তির সাথে বৈভব বাড়ে রাজাদের। আর ১৭৬১তে যাদবরাজ ওদিয়ারকে হারিয়ে মহীশূরের রাজা হন তাঁরই জেনারেল হায়দর আলি। হায়দর আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের বিক্রমের কথা আজ ইতিহাসের আখ্যান। দক্ষিণ ভারতের বহু স্বাধীন রাজাকে এঁদের কাছে অধীনতা স্বীকার করতে হয়। উত্থান-পতনের সে গাথা খুবই চমকপ্রদ। তেমনই দিনে ব্রিটিশ আর ফরাসিদের মধ্যেও দখল নিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসিদের সাহায্যে অংশ নেয় হায়দর। আর টিপুর পরাভবে কর্ণাটক ব্রিটিশের দখলে যায় ১৭৯৯এ। তবে, সেদিনের ব্রিটিশ দখল করেও ক্ষমতা হস্তান্তর করে অতীতের ওদিয়ার বংশের শ্রীকৃষ্ণ রাজা (Wadeyar III)-র হাতে। রূপ নেয় ব্রিটিশের মিত্র রাজ্যে মহীশূর। ১৮৩১-এর চুক্তিমতো ৫০ বছরের শাসনভার যায় ব্রিটিশের হাতে। ১৮৮১তে দখল ফেরে আবার ওদিয়ার বংশের হাতে।

অবশেষে ১৯৪৭এ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জন সমর্থনে তদানীন্তন মহারাজ Jaya Chamarajendra Wadeyar মহীশূরের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত নেন। আর ১৯৫৬য় ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়তে কর্ণাটকের সূচনা। নতুন রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী K C Reddy আর *রাজপ্রমুখ* অর্থাৎ গভর্নর হলেন প্রজাবৎসল মহারাজা স্বয়ং। সেই থেকে আধুনিক শিল্পনগরী রূপে গড়ে তোলা হচ্ছে কর্ণাটককে। চন্দন এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। চন্দন থেকে তৈরি হচ্ছে আসবাবপত্র, সাবান, তেল, পাউডার, ধূপ। সারা পৃথিবীতে এর সমাদর রয়েছে। ব্যাঙ্গালোর সিল্কের সমাদরও কম নয় পর্যটকদের কাছে। HMT অর্থাৎ Hindustan Machine Tools-এর মূল কারখানাটিও বসেছে কর্ণাটকে। হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট, টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কারখানাও গড়ে উঠেছে কর্ণাটকে। বনজ সম্পদেও কর্ণাটক খুবই সমৃদ্ধ। মশলার অতীত গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে কর্ণাটক। এর চিরসবুজে ছাওয়া পশ্চিমঘাট পর্বত ও কূর্গ বনাঞ্চলের বনজ সম্পদ এককালে বিদেশী ব্যবসায়ীদের লালসার শিকার হয়েছে। তেমনই হচ্ছে কফি, রবার, এলাচ ও চা সারা কর্ণাটকের পশ্চিমঘাট জুড়ে। *ফ্রেম অব দি ফরেস্ট* সারা রাজ্য জুড়ে। কাবেরী নদীর উৎসও পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় কর্ণাটকের থালায়। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে কাবেরীর জল-

বিবাদ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। বয়ে চলেছে কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা আরও দুই নদী রাজ্যকে বিদীর্ণ করে।

শুধু শিল্প আর বনজ সম্পদই নয়—বহুমুখী আকর্ষণ রয়েছে পর্যটকদের কাছে কর্ণাটকের। যেমন এর স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, তেমনই সুন্দর-সুন্দর বাগিচায় ঘেরা শহর, নয়নাভিরাম জলপ্রপাত, ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি চমৎকৃত করে পর্যটকদের। তাই কর্ণাটককে পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মহীশূর

রাজ্যের রাজধানী যদিও ব্যাঙ্গালোর তবে মহীশূর মহারাজের রাজ্যপাট ছিল মহীশূরেই। সেই সুবাদে শহরের শ্রীবৃদ্ধি। মহারাজার রাজত্ব গেলেও রাজাদের বৈভব আজও মহীশূরের অন্যতম আকর্ষণ। শিল্প-সাহিত্য-কলা আর বাগিচা মহিমান্বিত করে রেখেছে কর্ণাটকের মহীশূরকে। সাড়ে ছয় লাখ লোকের বাস মহীশূরে। মহীশূর থেকে রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরের দূরত্ব ১৩৯ কিমি। রেল ও বাস সংযোগ গড়েছে। আর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণার্থীদের উটি থেকে বাসে কর্ণাটক চলায় মহীশূর পড়ে প্রথম। তাই ভ্রমণের সুবিধার্থে মহীশূর থেকে কর্ণাটক ভ্রমণ শুরু করাই যেন উচিত হবে। তেমনই বেলুড়, হ্যালেবিদ, শ্রবণবেলগোলা, সোমনাথপুর, কূর্গ-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায় মহীশূরকে বুড়ি করে।

১৪ শতকের শেষভাগে গুজরাটের দ্বারকা থেকে বিজয় ও কৃষ্ণ দুই যাদব ভাই এসে *হাড়ুনাড়ু* অর্থাৎ বাস গড়েন আজকের মহীশূরে। কালে-কালে বিজয়ের বীরত্বে মুগ্ধ মহীশূররাজ কন্যার বিয়ে দিলেন—রাজত্বও পেলেন রাজকন্যার সাথে বিজয়। নতুন রাজা বিজয় যাদব হলেন শাসক অর্থাৎ *Wadeyar.* সেই থেকে ওদিয়ার (Wadeyar) রাজবংশের পত্তন মহীশূরে। রাজত্বও করে ১৭৬১ পর্যন্ত ওদিয়ার বংশ। ১৭৬১তে হায়দরের কাছে পরাজয়ে রাজ্য যায়। আর, ১৭৯৯এ ফরাসি শক্তিতে পুষ্ট হায়দর-পুত্র টিপুর পরাজয়ে ব্রিটিশের দখলে যায় মহীশূর। তবে, জয় করেও দখল ছাড়ে মহীশূরের হিন্দুরাজার হাতে ব্রিটিশ। অবশেষে ১৯৪৭এ ভারতের স্বাধীনতায় ভারত রাষ্ট্রের অংশ হয় মহীশূর। আর ১৯৭০এ ভারতে রাজন্য ভাতা লোপ পেতে জীবিকার সন্ধানে হোটেল গড়েন নানান প্রাসাদে রাজা। দ্বারও খুলে দেন রাজা টিকিটের বিনিময়ে সাধারণের কাছে প্রাসাদ দর্শনের।

তবে, দ্বিমতও আছে বংশের গোড়াপত্তন নিয়ে নানান। আরও পরের কথা—স্টেটের দেওয়ান অর্থবিদ M Visvesaraya-র উদ্যোগে স্টেট ব্যাঙ্ক অব মহীশূর, এশিয়ার প্রথম হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রোজেক্ট, সোপ ফ্যাক্টরি, স্যান্ডালউড ফ্যাক্টরি, বিশ্ববিদ্যালয়, ভদ্রাবতী আয়রন ও স্টিল ওয়ার্কস, কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ, নানান প্রাসাদ, বিড়ি, আগরবাতি ছাড়াও বিভিন্নধর্মী কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ রূপ পায় মহীশূরে। ঘরে ঘরে আজও আগরবাতি তৈরি হচ্ছে মহীশূরে।

পর্যটকদের মক্কা নগরী ৭৭০মি উঁচু মহীশূর হল বাগিচার শহর। আবার চন্দনের শহরও বলে থাকে লোকে প্রাসাদপুরী মহীশূরকে। সুন্দর শহর মহীশূর—সুন্দরতর করে তোলা হয়েছে চন্দনে। চন্দন মহীশূরের ঘরোয়া শিল্প—তৈরিও হচ্ছে চন্দন থেকে আগরবাতি, চন্দন সাবান, চন্দন তেল, আসবাবপত্র ছাড়াও নানান কিছু। সারা শহর চন্দনের সৌরভে সুরভিত। চন্দন তেলের সুরভি বিশ্ববন্দিত যেকোনো সেন্ট থেকে অধিক মাতোয়ারা করে। যাচ্ছেও সব দেশ-দেশান্তরের বাজারে।

কর্ণাটক ❑ রাজধানী: ব্যাঙ্গালোর। আয়তন: ১৯১৭৯১ বর্গকিমি। লোকসংখ্যা: ৪৪৮১৭৩৯৮। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৫.৩১%। পুরুষ: ২২৮৬১৪০৯। নারী: ২১৯৫৫৯৮৯। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি: ৭৬৮১৫৮৪। বৃদ্ধির হার: ২০.৬৯%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২৩৪। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৬০। সাক্ষরের হার: ৫৫.৯৮%। প্রধান ভাষা: কানাড়া; সঙ্গে চলে—ইংরেজি, তামিল, তেলুগু ও হিন্দী। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৪০৭৫.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)। শীত বা গ্রীষ্ম কোনোটারই আধিক্য নেই। মার্চ থেকে জুনে ২০-৩৫° আর শীতে ১৪-২৮° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বৃষ্টি জুন থেকে অক্টোবরে। সারা বছর ধরেই পর্যটক সমাগম ঘটে চললেও অক্টোবর থেকে মার্চ মাস কর্ণাটক বেড়াবার মনোরম সময়।

দক্ষিণ ভারত সফরের সাথে ৫ দিনে বা এককভাবে মহীশূর ২ বেলুড়-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা ১ মারকারা ১ বন্দীপুর ১ যোগ ১ বিজাপুর ১ হাম্পী ১ ব্যাঙ্গালোর ১ কোলার স্বর্ণখনি ১ পথ চলতে ৫ দিন অর্থাৎ ১৫ দিনে বেড়িয়ে নেওয়া যায় কর্ণাটক রাজ্য।

আবার কারো কারো মতে দশেরা উৎসবের শহর মহীশূর। নামটি এসেছে অসুররাজ মহিষাসুর থেকে। আজকের মহীশূরেই নাকি ছিল মহিষাসুরের রাজ্যপাট। নাম ছিল তার মহিষ্মতী বা মহিষাসুরপুরা। রাজা-মহারাজারা যুগের পর যুগ ধরে অতি নিপুণ হাতে সাজিয়ে তুলেছেন মহীশূরকে। এর সুন্দর সুন্দর পথঘাট, বাড়িঘর এমনকি রাজপ্রাসাদ আকর্ষণ বাড়িয়েছে। মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেন যেমন খ্যাত পর্যটক মহলে, তেমনি দশেরা উৎসবের প্রশস্তির

কথাও আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বভুবনময়। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক সমাগম ঘটে এই দশেরা উৎসবে। দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর মহিষাসুরকে যুদ্ধে হারাবার *প্রোক্লামেশন* অর্থাৎ জাঁক-জমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য মিছিল উপভোগ করবার মতো। ঝলমলে সাজে সজ্জিত হয়ে সোনার দেবী চামুণ্ডেশ্বরী বিজয় (দশেরা) মিছিলে অংশ নেন। হাতির হাওদায় বসে মহারাজাও অংশ নিতেন শেষ দিনের এই বিজয় মিছিলে। ১০ দিন ৯ রাত ধরে চলে দশেরা উৎসব প্রাসাদ সংলগ্ন বিশাল চত্বরে। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয় উৎসবে। নাচ-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাসাদ চত্বর। উৎসবের আর এক অভিনবত্ব টর্চ লাইট প্যারেড। মেতে ওঠে সারা শহর উৎসবের সাজে। বাজিও পোড়ে আকাশ রাঙিয়ে। সাধারণত অক্টোবরে হয় দশেরা। আগে থেকে থাকার ব্যবস্থা না করে তখন মহীশূরে যাওয়ায় বিড়ম্বনা হতে পারে। হোটেল রেটও আকাশ ছুঁই ছুঁই করে উৎসবকালে।

অদূরে শহরের উত্তরে কাবেরীতে ঘেরা দ্বীপ শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দর ও টিপুর গড়া মহীশূরের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও সোমনাথপুরের মন্দিররাজিও আকর্ষণ বাড়িয়েছে শহরের। এমনকি, বেলুড়, হ্যালেবিদ ও শ্রবণবেলগোলাও দূরত্ব কম হেতু মহীশূর থেকে বেড়িয়ে নেওয়ায় সুবিধা।

বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশন দুইয়েরই অবস্থান শহরের প্রাণ-কেন্দ্রে সিটি সেন্টার লাগোয়া মহীশূরে। তবে, দূর-পাল্লার বাস যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে মেইন রোডের (গান্ধী স্কোয়ার) সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে। আর IAC-র দপ্তর বসেছে রেল থেকে ½ কিমি দূরে রানী ঝাঁসী রোডের হোটেল ময়ূর হোয়সল-এ। মহীশূরের নিকটতম বিমানবন্দর ব্যাঙ্গালোর। তবে, বায়ুদূত সংযোগ গড়েছে ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ ও তিরুপতির সাথে মহীশূরের। Vayudoot-এর লোকাল এজেন্ট Mita Travel, 66 Chamaraja Rd, Mysore-এ।

ব্রডগেজে এক্স ট্রেনে ২½—৩ ঘণ্টার পথ মহীশূর থেকে ব্যাঙ্গালোর। ৬-০০টায় ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, ৬-৪৫এ 6215 চামুণ্ডী এক্স, ১১-২০এ ননস্টপ 6205 টিপু এক্স, ১৬-২০এ 6232 ত্রিচি এক্স, ১৮-০৫এ 6221 কাবেরী এক্স যাচ্ছে মহীশূর থেকে ব্যাঙ্গালোরে। আর যাচ্ছে মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন 2008 শতাব্দী এক্স ১৪-১০এ মহীশূর ছেড়ে ১৬-০৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ২১-১৫য় চেন্নাই সেন্ট্রালে। শতাব্দী ফেরে ৬-০০টায় চেন্নাই ছেড়ে ১০-৪৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১২-৫৫য় মহীশূরে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ৮-০৫, ১৪-৩০, ১৬-৫৫, ১৮-২৫, ২৩-৩০এ মহীশূর ছেড়ে শ্রীরঙ্গপত্তন হয়ে ৩½ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোরে। ব্রডগেজে রূপান্তর হেতু মহীশূর-হাসান-আরসিকেরে সার্ভিস বন্ধ থাকায় বেলুড়-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা যাত্রীদের উচিত হবে বাসে ৩½ ঘণ্টায় হাসান পৌঁছে এককভাবে দেখে নেওয়া। ৭-৩৫, ১১-৩০, ১৫-৪০, ১৮-১৫য় মহীশূর ছেড়ে ২ ঘণ্টায় চামরাজানগর যাচ্ছে মহীশূর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। তিরুপতি যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর/ কাটপাদী হয়ে ১৬-৫৫য় মহীশূর ছেড়ে পরদিন ৪-০০টায় 213 মহীশূর-তিরুপতি প্যাসেঞ্জার; ফেরে রাত ২২-০০টায় তিরুপতি থেকে। মহীশূর থেকে মুম্বাই যাত্রায় আরসিকেরে-মিরাজ হয়ে বা ব্যাঙ্গালোর হয়ে চলায় সুবিধা। 1256 দিন ৯-১০এ আরসিকেরে ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই এক্স হুবলি-লোণ্ডা-মিরাজ-পুনে হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে ২৩ ঘণ্টায়। ২৩-২০এ আরসিকেরে ছেড়ে হুবলি-লোণ্ডা হয়ে মিরাজ যাচ্ছে পরদিন ১১-৩৫এ 6589 রানী চন্নাম্মা এক্স। CST যাত্রীদের মিরাজ বা দাদারে ট্রেন বদল করে চলা উচিত হবে। আরসিকেরে থেকে ১৮-১০এ 7309 ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো এক্সে পরদিন ৬-৫৫য় ভাস্কো-ডা-গামা পৌঁছে বাসে পানাজি চলা যেতে পারে। আবার হুবলি বা লোণ্ডা জংশনে ট্রেন বদল করে মারগাঁও বা ভাস্কো ডা গামা পৌঁছেও বাসে পানাজি চলা যেতে পারে ৭০০ কিমি দূরের মহীশূর থেকে। বিজয়ওয়াড়া-ভাস্কো 7225 অমরাবতী এক্সও যাচ্ছে হুবলি/ লোণ্ডা হয়ে। তবে, হুবলি/লোণ্ডা থেকে সরাসরি বাস মেলে পানাজির। ট্রেনেরও গতি বেড়েছে এপথে অতীতের মিটারগেজের ব্রডগেজে রূপান্তরে। সোলাপুর যাচ্ছে ২২¾ ঘণ্টায় ৭-৫০এ মহীশূর থেকে 6542 গোলগম্বুজ এক্স হাসান/ আরসিকেরে/ হরিহর/ হুবলি/ বিজাপুর হয়ে; গোলগম্বুজ ফেরে ২০-৫০এ সোলাপুর থেকে। ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১০-১০ ও ২২-৩৫এ মহীশূর থেকে হাসান হয়ে ১০¾ ঘণ্টায় ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। আর সড়ক সংযোগ রয়েছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের নানান শহরের সঙ্গে মহীশূরের।

আর East West Airways ও ভারতীয় রেলের যুগ্ম উদ্যোগে নবতম কোঙ্কন রেলে মহীশূর থেকে গোয়ার মাঝে বিলাসবহুল ট্রেনের প্রবর্তন হতে চলেছে।

সিটি বাস টার্মিনাস থেকে 125 রুটের বাস যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্রীরঙ্গপত্তন, এছাড়াও নানান দূরগামী বাস মহীশূর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তন হয়ে যাচ্ছে নানান দিকে। আর যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর ১০১ রুটের বাস চামুণ্ডী হিল,

½ ঘণ্টা অন্তর ১৫০ রুটের বাস বৃন্দাবন গার্ডেন, এছাড়াও বাস যাচ্ছে শহরের নানান প্রান্তে সিটি বাস টার্মিনাস থেকে।

আর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড থেকে KSRTC-র বাসে সরাসরি, বা নানান বাসে টি নারিসিপুর বা বান্নুর গিয়ে আবার বাসে ১½ ঘণ্টায় সোমনাথপুর; ৭-০০, ১২-৩০, ১৫-০০, ১৬-১৫য় কোলার; ৫-৪৫—২১-০০টায় প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ৩½ ঘণ্টায় ১৩৯ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর, সুপার ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে সকাল থেকে সাঁঝে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে; আরসিকেরে যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়; হাম্পী যাচ্ছে দিনে দুই; ৫ ঘণ্টায় ১৫৮ কিমি দূরের উটি যাচ্ছে এগারো বাস বন্দীপুর/মুধুমালাই হয়ে; মুধুমালাই যাচ্ছে ১২-১৫, ১৪-৩০, ১৭-১৫য়; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে মারকারা ১১৪কিমি; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় হাসান ১১৫কিমি; ৬-০০, ৮-০০, ৯-০০, ১১-৩০, ১২-১৫, ১৪-৩০, ১৫-৩০, ১৬-১৫, ১৭-৩০এ যাচ্ছে ১৭৩ কিমি দূরের চিকমাগালুরের বাস বেলুড় ১৪৯/হাসান হয়ে; ৭-৩০, ৯-৩০, ১০-০০ ও ১২-০০টায় যাচ্ছে শ্রবণবেলগোলায়; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে দশটি বাস; বাদামী যাচ্ছে ১০-৩০এ; হুবলি যাচ্ছে ৬-০০ ও ১৮-৪৫এ; চেন্নাই যাচ্ছে ১৮-০০ ও ১৯-০০টায়; মাদুরাই যাচ্ছে ২১-০০টায়; ৬-০০, ৮-০০, ১০-০০, ১৩-৩০, ১৬-০০, ১৮-৩০এ যাচ্ছে ২১৬ কিমি দূরের কালিকট; ৮-১০, ১০-৩০, ২১-৪০এ ছেড়ে ১৩ ঘণ্টায় ৪৩৯ কিমি দূরের এর্নাকুলম যাচ্ছে কালিকট হয়ে; কান্নানোর যাচ্ছে ছয় বাস; শিমোগা/সাগর/যোগ হয়ে পানাজি যাচ্ছে ১৬-০০টায়; ৭-১৫, ১৫-০০টায় যাচ্ছে ২৪৬ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুর; এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে মহীশূর থেকে। ৩ দিন আগে থেকে অগ্রিম টিকিটও মেলে দূরপাল্লার বাসে। প্রাইভেট বাসও চলছে মহীশূর থেকে মুম্বাই, পুনে, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর ছাড়াও দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানান দিকে। আর শহরে চলছে ট্যাক্সি, অটো, টাঙ্গা ও রিকশা।
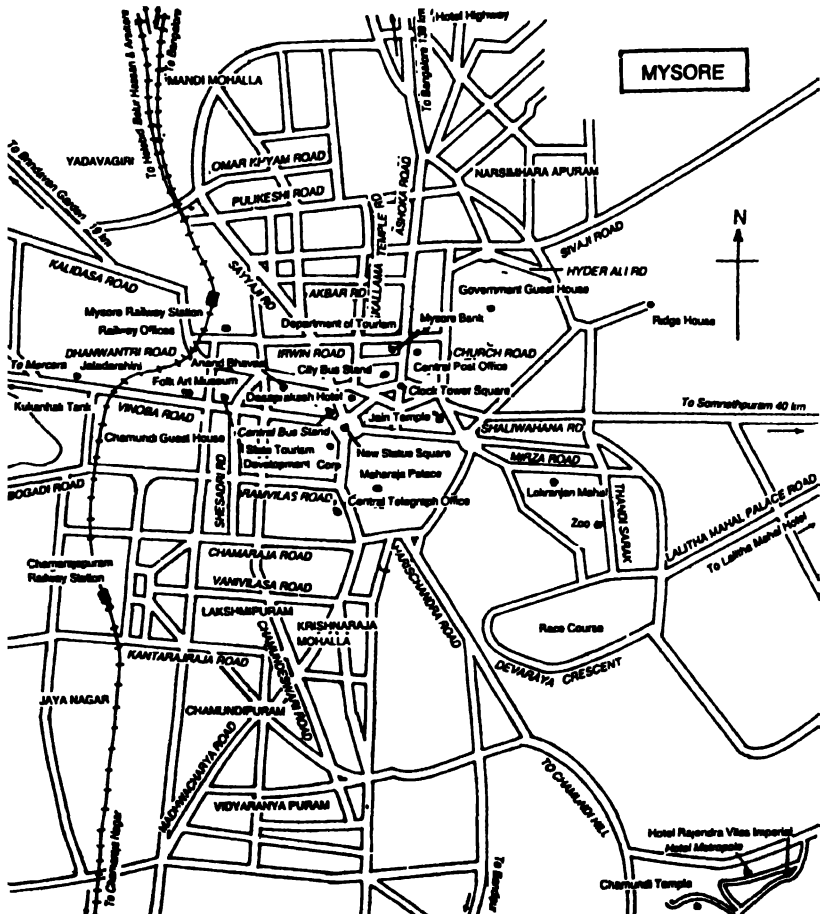
ছোট্ট শহর মহীশূর। বাস ও রেল দুইয়ের মাঝে ব্যবধান ২ কিমি। সিটি বাস স্ট্যান্ড শহরের প্রাণকেন্দ্রে K R Circle-এ। দোকানপাট-মূল শপিং সেন্টারও প্রাসাদের উত্তরে আবউইন রোড রেখে স্ট্যাচু স্কোয়ার ছেড়ে Sayaji Rao Rd-এ। সাধারণ হোটেলগুলিও গড়ে উঠেছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে— Dhanvantri Rd, Gandhi Sqr, K R Circle তথা Art Gallery-কে ভর করে। অবস্থানও এদের ৫ থেকে ২৫ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে বাস ও রেল দুই-ই থেকে। আর উচ্চমানের তাবকাখচিত হোটেলের অবস্থান Jhansi Lakshmi Bai Rd ও সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে Mysore, STD 0821, PC-570001-এ।

বাস থেকে ১ আর রেল স্টেশনের বিপরীতে Dhanvantri Rd-এ—*New Gayatri Bhawan*, SCB ৬০, DCB ১০০, DAB ১২৫-১৫০; *H New Bishnu Bhavan*, DAB ১০০-১৫০; *H Aashraya*, SAB ১৫০-২২৫, DAB ৩০০-৪২৫, TAB ৪২৫-৬০০; লাগোয়া ডানহাতি Rajkamal Talkies Rd-1-এ—*H Chalukya*, SAB ৮৫-১৫০, DAB ১৫০-২৭৫, TAB ৩০০; *H Indra Bhavan*, SAB ১২৫, DAB ১৫০-২০০, FR ১৭৫-২৫০; *National L; H Atithya; Agarwala L*, SAB ১০০, DAB ১৫০-২২৫; *H Santinivas*, DAB ১০০-১৭৫, A/c D ৩০০-৪৫০; *H Sangeeth*, 1966 Narayan Shastry Rd, S ১২৫, D ১৭৫।

রেল থেকে ২ কিমি, আর বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে Bangalore-Nilgiri Rd-570001-এ—*H Ritz*, DAB ১৫০-২২৫; *H Mannan*, SAB ১০০, DAB ১৭৫, TAB ২০০; *H Karthik*, DAB ২৫০; *Mysore H Complex*, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩০০, A/c D ৪৫০; বিপরীতে *H Roopa*, D ২৫০-৪৫০; *H Arathi, Mysore Woodlands H*. বাস স্ট্যান্ডের উপরে *Sri Nandini H*, S ১৫০, D ২২৫; লাগোয়া ডাইনে *Woodside L*. তবে, বাস স্ট্যান্ডের কোলাহলে পরিবেশ ভারাক্রান্ত।

ডানহাতি গান্ধী স্কোয়ারে Curzon Park Rd-1-এ—*Chamundi Basti Gruha L, Park Lane H*, SAB ১২৫, DAB ২০০, TAB ২৫০; *H Pravasi, H Govardhan*, DAB ১৭৫। Gandhi Sqr-1এ—*H Srikanth*, SAB ৮৫, DAB ১৫০, স্যুইট ২০০; **Mysore Dasaprakash*, A2R1B½, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩৫০, স্যুইট ৩৭৫-৪৫০; *H Madhu Nivas*, SAB ৮০, DAB ১৫০; বিপরীতে *H Satkar*, SAB ৮৫, DAB ১৫০; লাগোয়া *H Durbar*, SCB ৬০, SAB ৮৫, DCB ১০০, DAB ১৫০; অদূরে *H Balaji Lodge*, Halladakeri, S ৮০, D ১৫০।

রেল ও বাস দুই-ই থেকে ১ কিমি দূরে Jagammohan Art Gallery-কে ঘিরে—*H Parimal*, DAB ১৭৫, FAB ২২৫; *H Shreeram*, near RMC, SAB ৬০, DAB ১০০, TAB ১২৫। *H Dasaprakash Paradise*, 104 Vivekananda Rd-20, ✆ 515565, SAB ৫৫০, DAB ৬৫০, A/c S ৬৮০, D ৮০০, স্যুইট ৯০০-১২৮০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485; *H Arun*, DAB ২২৫, FAB ৩০০; *Palace View L*, DAB ১৫০-২২৫; *Raj Bhavan L*, DAB ১২৫-১৭৫; *Palace L*, DCB ১০০, DAB ১৫০, TAB ২০০; *Kalpana L*, SAB ৬৫, DAB ১২৫; *Suviya L*, SAB ৬৫, DAB ১২৫, ডর্মি ৩০; *Sudarshan L*, S ৬৫, D ১০০।

বামহাতি Srikrishna Complex-এ—*H Tara; H Gokul*, Banumiah Sqr, DAB ২০০, FAB ২৫০। বিপরীতে Santhepet-1এ—*Modern L, Kumar L, Naga L*, S ৮০, D ১৫০, T ২০০, F ২২৫; *Prashant L*, SCB ৬৫, DCB ১২৫, DAB ১৫০।

City Bus Stand-এর বিপরীতে Sayaji Rao Rd-1এ—*H Calinga*, 23 K R Circle, SAB ২২৫, DAB ৩২৫, স্যুইট ৪৫০, কিচেনও মেলে এদের কাছে; বিপরীতে বাস স্ট্যান্ডের উপরে *Kochela L*. CBS থেকে ডাইনে ব্যবস্থাপনায় ভাল *H Anugraha*, R1B1, SAB ৮০-১৫০, DAB ১২৫-২০০, TAB ২২৫-২৭৫; *H Sree Ram*. কাবেরী এম্পোরিয়াম পেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের বিপরীতে *H Prakash L*, Sayaji Rao Rd-21, SAB ৮৫, DAB ১৫০, A/c D ৩০০। *H Siddhartha*, 73/1, Guest House Rd, near CBS, Nazarbad-10, SAB ২৭৫, DAB ৩৫০-৪৫০, A/c D ৬০০-৭৭৫, স্যুইট ৬৫০-৮৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; Linkage ✆ 2464485; *H Ashirbad*, 3 Nazarbad Rd-10, DAB ১৭৫-২৫০, A/c D ৩০০-৪২৫; *H Sreekrishna Continental, Sri Madhvesha Complex*, 73 Nazarbad Main Rd, DAB ২৫০-৪২৫, ব্যবস্থাপনা ভালই।

রেল থেকে ½ আর বাস থেকে ১ কিমি দূরে Jhansi Lakshmibai Rd-5এ—KSTDC-র *H Mayura Hoysala*, ✆ 425349, SAB ২০০, DAB ২৫০, স্যুইট ৬৫০, A/c ৩০০, ৩৫০, ৭৫০। একই ঠিকানায় *Mayura Yatrinivas*, ✆ 423492, S ২০০, D ২৪০, চার বেডের ঘর ৩৫০, ছয় বেডের ৫০০, ডর্মি বেড ৭০। KSTDC-র ট্যুর বাসেরও যাত্রা শুরু হোটেল ময়ূর থেকে; অবু: Manager বা KSTDC, 10/4, Kasturba Rd, Bangalore-560001, ✆ 2212901. ব্যবস্থাপনায় অনন্য **H Metropole*, 5 J L B Rd-5, ✆ 520681, SAB ৭০০, DAB ৮৫০, A/c S ৮০০, D ৯৫০, স্যুইট ১২০০-১৫০০; সদাই ফুল *Kings Kourt H*, J L B Rd-1, SAB ৪২৫, DAB ৬৫০, A/c S ৬৯০, D ৮৯০-১০৯০, স্যুইট ১৯৯০; *Chamundi G H*, J L B Rd.

এছাড়াও হোটেল আছে নানান সারা শহরময়। ITDC-র **Ashok Lalitha Mahal Palace H*, Mysore-570011, S ১৮০০, D ২০০০, A/c S ৩৭০০, D ৪২০০, স্যুইট ৭০০০, ১৪০০০, ২২০০০। নবতম *Southern Star Mysore*, 13-14 Vinobha Rd, D ৯৯৯, ১০৯৯, ১২৯৯, স্যুইট ১৭৯৯; **Quality Inn Southern Star*, 13 Vinobha Rd-5, A/c S ১২৯৫, D ১৮৯৫, ২৩৯৫, স্যুইট ৪৫০০; *H Brindavan*, opp St Philomena Church, Bangalore-Nilgiri Rd-1, R2B1, D ১৫০-৪২৫; *Ramanashree Comforts Inn*, L-43/A, Bangalore-Nilgiri Rd-1, R3B1, A/c S ৮৭৫, D ১২৭৫, স্যুইট ১৬৭৫; *H Highway*, New Bannimandap Ext, Sayaji Rao Rd-15, ✆ 521117, SAB ৪৫০, DAB ৬০০, A/c S ৬২৫, D ৮০০, স্যুইট ৬৫০-১২০০; *Lokaranjan Mahal Palace H*-10; *H Mayura*, 9/5 Hanumantha Rao Rd-1, D ২৫০-৪৫০; *Anand Vihar L*, Makkaji Chowk-1.

আর আছে রেল ও বাস থেকে ৫ কিমি দূরে—27, 41, 51, 53, 63 রুটের বাসপথে *Youth Hostel* ছাড়াও *Maharaja College Hostel*, Chamraja Rd; *Maharani College Hostel*, Viceroy Rd; এদের কাছেও ঘর মেলে স্বল্পকালীন অবস্থানে। *রেলের রিটায়ারিং রুমও আছে মহীশূরে।*

এছাড়া *Agrawal Kalyana Bhavan,* Dhanvantri Rd-1; *Allamana Choultry,* Vinobha Rd-5; *Anandavihar Kalyana Bhavan,* Bangalore-Nilgiri Rd-1; *Chandragiri Chaluvaraya Chetty Choultry,* K R Hospital Rd-1; *Dasappa Choultry,* Benki Nawab St-1; *Jain Boarding Home,* G L B Rd; *Kanti Mallanna Choultry,* Kabir Rd-1; *Sharada Niketan Choultry,* J L B Rd ছাড়াও নানান *ধরমশালা* মহীশূরে।

তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *H Mayura Hoysala, H Dasaprakash, H Anugraha, H Durbar, H Indra Bhawan* ভালই।

আহার্যও মেলে চলতে-ফিরতে নানান হোটেল-রেস্তোরাঁয় মহীশূরে। গান্ধী স্কোয়ারকে ঘিরে Dhanvantri Rd ও Sayaji Rao Rd-এ সাধারণ হোটেল-রেস্তোরাঁর জটলা। *H Dasaprakash, R R R Restaurant* দুইয়েরই দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্যে যথেষ্ট প্রশস্তি। তেমনই চীনা বা মোগলাই খানার স্বাদ নেওয়া যেতে পারে গান্ধী স্কোয়ারে C P C Building-এর *H Shipashri*-তে; *H Darbar*-এরও আমিষ ও নিরামিষ আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। সাঁঝে এদের *Roof Top Restaurant*টিও যথেষ্ট পপুলার। আর Dhanvantri Rd-এর *Punjabi Restaurant*-এ স্বাদ নেওয়া যেতে পারে পাঞ্জাবি মিলের; লাগোয়া *Bombay Juice Centre; Indra Cafe's Paras Restaurant* (7-30—15-00, 17—22-00)-এ দেশী-বিদেশী আহার্য; *Kwality Restaurant*-এর চীনা ও তন্দুরীর জন্য সুনাম যথেষ্ট। *Jyothi,* 13 Vinobha Rd-5 (12-30—15-00, 19-30—24-00)-রও যথেষ্ট সুনাম ভারতীয়-চীনা-মহাদেশীয়-আহার্যে। *Gun House Restaurant & Bar,* Bangalore-Nilgiri High Way-1 (11—23-00)-এর চীনা-মহাদেশীয়-ভারতীয় আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট সুনাম। Vinobha Rd-এর *Shanghai Restaurant*টি চীনা মিলে যথেষ্ট পপুলার। গান্ধী স্কোয়ারের অদূরে সর্দার প্যাটেল রোডের *Cold Drinks House* সদাই ব্যস্ত নানানধর্মী ফ্রুট জুস ও সুমিষ্ট দুগ্ধ পরিবেশনে।

কনডাকটেড ট্যুর : KSTDC, Transport Wing, Old Exhibition Building, Irwin Road, ✆ 23652 (১০—১৭-৩০) থেকে প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় গিয়ে ২১-০০টায় ফেরে মহীশূর শহর, সোমনাথপুর, শ্রীরঙ্গপত্তন ও বৃন্দাবন গার্ডেন দেখিয়ে। ভাড়া ১০০ করে। ITDC-ও যাচ্ছে একই ট্যুরে। ললিতামহল প্রাসাদ থেকে ছাড়ে এদের বাস। এছাড়া KSTDC প্রতি মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৭-৩০টায় গিয়ে ২০-৩০টায় ফেরে ১৮০ টাকায় বেলুড়, হ্যালেবিদ ও শ্রবণবেলগোলা বেড়িয়ে। মরসুমে প্রতিদিন বেড়িয়ে আনে ২০০ টাকায় উটি। আর রাতভর জার্নিতে ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে KSTDC-র ডিলাক্স বাস, ফেরেও একইভাবে। তবে, দূরত্ব বেশি হলেও বেলুড় প্রোগ্রামটি ব্যাঙ্গালোর থেকেও দেখে নেওয়া যায়। সারা বছরই ব্যবস্থা থাকে ব্যাঙ্গালোর থেকে। নানান প্রাইভেট কোম্পানিও যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে কর্ণাটক দেখাতে মহীশূর ও ব্যাঙ্গালোর দুই-ই থেকে। Tourist Officeটিও বসেছে Old Exhibition Building, Irwin Rd, Mysore, ✆ 22096-এ। রেল স্টেশন ও হোটেল ময়ূরাতেও শাখা আছে এদের।

মহীশূর রাজপ্রাসাদ: পর্যটকদের কাছে রাজপ্রাসাদের দ্বার আজ উন্মুক্ত। সবার তরে দরজা খুলেছে প্রাসাদের। চত্বর জুড়ে বাগিচা, মন্দিরও হয়েছে—ভুবনেশ্বরী, গায়ত্রী, গোপাল-কৃষ্ণস্বামী, নবগ্রহ, ত্রিনয়নেশ্বর, বরাহস্বামীর। শিল্প-সুষমামণ্ডিত তোরণ দিয়ে ঢুকতেই বামে ১৮ ক্যারেট সোনায় গিলটি করা মন্দিরের চুড়ো। প্রাসাদের নির্মাণশৈলী পর্যটক-দের মুগ্ধ করে। স্থাপত্য-ভাস্কর্য-সংগ্রহ ত্রয়ীতেই অভিনবত্বের সাথে কল্পনার জাল বুনেছে প্রাসাদ। তবে, ভিক্টোরিয়ান শৈলীর ব্যবহারে হুবরজঙ দোষে দুষ্ট। অতীতের দারু নির্মিত প্রাসাদ ১৮৯৭এর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যেতে হেনরি আরউইনের নকশায় ১৫ বছর ধরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ও আরব্য সেরাসেনিক শৈলীতে ৪.২ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে তৈরি হয় এই প্রাসাদপুরী। গৈরিক রঙা ৮০×৫০ মিটারের প্রাসাদের উচ্চতা ৪৮ মি। প্রাসাদের কল্যাণমণ্ডপ অর্থাৎ বিবাহবাসরে রবি ভার্মার আঁকা দশেরা উৎসবের ছবি, দ্বিতলে দরবার হল্-এ মণি-মাণিক্যখচিত ২৮০ কেজি ওজনের রত্ন-সিংহাসন (প্রতি রবিবার ১৯—২০-০০ ও দশেরা কালে প্রতিদিন) দেখতে ভুলবেন না। হিন্দু পুরাণের নানান দেবদেবীর মূর্তি খোদিত এটি রাজা ওদিয়ারের (১৫৭৬-১৬১৭) বিজয়নগর জয়ের স্মারক রূপে বিজয়-নগর থেকে মহীশূরে আসে। দ্বিমতে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের দেওয়া উপহার এই সিংহাসন। কাচ, হাতির দাঁত ও মূল্যবান পাথরের চাকচিক্যময় অলঙ্করণ, নিরেট রুপোর দরজা, দুগ্ধধবল বাইজেন্টাইন মোজাইক মেজে, মেহগনি কাঠের কারুকার্যময় সিলিং, হোয়সলী শৈলীর কার্ভিং, গিলটি করা থাম আকর্ষণ বাড়িয়েছে দরবার হলের। প্রাসাদের আর্ট গ্যালারির তৈলচিত্রগুলিও সুন্দর। এছাড়া কাচের আধারে সোনার জলে পালিশ করা ব্রিটিশ ক্রাউনের রেপ্লিকা, টিপু ও হায়দরের তরবারি, শিবাজীর বাঘনখ, চন্দন কাঠের আসবাবপত্র, হাতির দাঁতের কারুকার্য যাদুপুরী করে তুলেছে প্রাসাদকে। বাসও করেন প্রাক্তন মহারাজার পুত্র প্রাসাদের পেছন অংশে। ছুটির দিনগুলিতে ও উৎসবের সন্ধ্যায় (১৯—২০-০০) আলোর সাজ পরে প্রাসাদ। দূর থেকে মনে হয় সোনালী রুজ পরেছে প্রাসাদ। ১০—১৭-০০টায় খোলা, দর্শনী ৫। জুতো, ক্যামেরা, সঙ্গের জিনিস প্রাসাদদ্বারে জমা রেখে প্রাসাদে যাওয়া বিধি।

জগমোহন প্রাসাদ বা জয়া চামরাজেন্দ্র আর্ট গ্যালারি: ১৮৬১তে কৃষ্ণরাজা ওদিয়ারের বিয়ের কালে তৈরি জগ-মোহন প্রাসাদে নানান অ্যান্টিকের সম্ভার নিয়ে মিউজিয়ম তথা আর্ট গ্যালারি বসেছে ১৮৭৫এ। ছবির সংগ্রহ বিশেষ করে দ্বিতলে S L Haldekar-এর আঁকা সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে মহিলা ছবিটি মর্যাদা বাড়িয়েছে। ঘরের আলো নিবিয়ে ধীরে ধীরে ছবিটির দিকে এগুতে থাকলে মনে হবে সাঁঝের প্রদীপ হাতে মহিলাই এগিয়ে আসছে। অবসাদ দূর করে, তৃপ্তি পান দর্শক এই ছবির মাঝে। রবি ভার্মার আঁকা ছবিগুলিও আর এক সম্পদ মিউজিয়মের। বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহও উল্লেখ্য। প্রবেশদ্বারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্যারেড ঘড়িটিরও অভিনবত্ব আছে। বৃহস্পতি ও ছুটি ছাড়া ৮—১২-০০ আবার ১৪-৩০—১৭-০০টায় খোলা; দর্শনী ৫ করে।

চামরাজেন্দ্র জুলজিক্যাল গার্ডেন/চিড়িয়াখানা: মহীশূরের চিড়িয়াখানাটিরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। প্রাসাদ থেকে ৩ কিমি পুবে ৩৭ হেক্টর জুড়ে সবুজ বনানীতে ছাওয়া, পরিখায় ঘেরা নীল আকাশের নিচে বাঘ, সিংহ, হাতি, গরিলার অবস্থান উল্লেখ্য। ১৫০০ জানোয়ারের বাস। তেমনই পাখি, পশু ও সরীসৃপের সংগ্রহও উল্লেখ্য। শুক্রবার ছাড়া ৮—১১-৩০ আবার ১৪—১৮-০০টায় খোলা, টিকিট ৫্।

ললিতামহল : চামুণ্ডীর পথে পাহাড়ী সোপানে ১৯৩০এ কৃষ্ণরাজা চতুর্থ-র তৈরি রাজ-অতিথিদের গেস্ট হাউসে আজ ITDC-র ৫ তারা হোটেল বসেছে। সুপারিনটেনডেন্ট-এর অনুমতিতে মনোহর এই প্রাসাদ দেখার ব্যবস্থা আছে। ডাইনিং হল্-এর ইটালিয়ান মার্বেলের সিঁড়ি—সেও আর এক অভিনব।

চামুণ্ডী পাহাড় : শহরের শিরে কিরীট হয়ে ১০৯৫ মি উঁচু চামুণ্ডী পাহাড়। কৃষ্ণরাজা ওদিয়ার তৃতীয়-র তৈরি মন্দিরে রাজবংশের গৃহদেবতা দু'হাজার বছরের প্রাচীন চামুণ্ডেশ্বরী রয়েছেন পাহাড়ে। কথিত আছে মহিষাসুরকে বধ করেন এই দেবী। মন্দিরের স্থাপত্যও সুন্দর। ৪০মি উঁচু ৭তলা গোপুরম হয়েছে। মন্দিরের শিরে ঝলমলে মহিষাসুরের মূর্তি। নিচুতেও মূর্তি হয়েছে নতুন করে মহিষাসুরের। তেমনই মহীশূর শহরের রাতের আলোকসজ্জা ও চারপাশ সুন্দর দৃশ্যমান চামুণ্ডী পাহাড় থেকে। পথশোভাও মনোরম। ছুটির দিনে যাত্রীর আধিক্য ঘটে মন্দিরে।

শহরের দক্ষিণ-পুবে খাড়া পাহাড়—পাহাড়ী পথের মাঝ দূরত্বে এক খণ্ড পাথর কুঁদে ১৮৫৯এ তৈরি ১৬×২৫ ফুটের মনোলিথিক নন্দীর কারুকার্যও মুগ্ধ করে। গলার চেন, ঘণ্টা, পাথর কুঁদে তৈরি হলেও অনবদ্য।

৪½ কিমি দীর্ঘ হাঁটা পথ উঠেছে শহর থেকে শৈল শিখরের মন্দিরে। ১৭ শতকের তৈরি পথে ১০০০ সিঁড়ি। আর গাড়ি যাচ্ছে ১০ কিমি দীর্ঘ ঘুরপথে মন্দিরদ্বারে। প্যাকেজ ট্যুরে বা সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে ১০১ রুটের বাসে (৪০ মিনিট অন্তর সার্ভিস) বেড়িয়ে নেওয়া যায়। চামুণ্ডী থেকে শহরে ফেরার শেষ বাস রাত ২১-০০টায়। ৬—১২-০০ আবার ১৭—২০-০০টায় খোলা থাকে মন্দির। দোকানপাট-রেস্তোরাঁও হয়েছে মন্দিরকে ঘিরে পাহাড়ে।

হোটেলও হয়েছে চামুণ্ডী পাহাড়ে রাজ-পরিবারের গ্রীষ্মাবাসে *H Rajendra Vilas Palace,* Chamundi Hills-570019, ✆ 520690, DAB ৪২৫্ A/c D ৬০০্ স্যুইট ৮৫০-১৮৮০্।

আর রয়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্র সয়াজী রাও রোডে **কাবেরী আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট এম্পোরিয়াম**। আভরণ, সিল্ক, চন্দন, হাতির দাঁত তথা হস্তজাত নানান পণ্যের সম্ভার নিয়ে দোকান সাজিয়েছে কর্ণাটক সরকার। কেনাকাটার পক্ষে অনন্য। এমনকি কেনাকাটায় আগ্রহ না থাকলেও উচিত হবে দেখে নেওয়া। রবিবার ছাড়া ১০—১৪-০০ ও ১৫-৩০—১৯-৩০টায় খোলা। তেমনই আছে KSIC-র **সিল্ক সপ** কে আর সার্কেল ও ইন্দিরানগরে।

এছাড়া লোকরঞ্জন মহল, চেলুভম্বা ম্যানসন (কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য গবেষণাগার), মিউনিসিপ্যাল অফিস, কৃষ্ণরাজেন্দ্র হাসপাতাল, একজিবিশন হাউস, রেল স্টেশন, ৩ কিমি উত্তরে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৩১-৭ নিও-গথিক শৈলীতে তৈরি সেন্ট ফেলোমেনা ক্যাথিড্রাল, বাণীবিলাস মহল্লায় রামকৃষ্ণ আশ্রম ছাড়াও একাধিক প্রাইভেট বাড়ি-ঘর অতীব সুন্দর। জয়পুর যেমন গোলাপী ঠিক তেমনই গৈরিক-রঙা বাড়িগুলি শোভাবর্ধন করেছে মহীশূরের। দক্ষিণ প্রান্তে কনডাকটেড ট্যুরে পরিত্যাজ্য হলেও এককভাবে শহর থেকে ৮ কিমি দূরে চন্দন তেলের সরকারি কারখানাটিও রবি ও বৃহস্পতি ছাড়া ৮—১২-০০ আবার ১৩—১৭-০০টায় দেখার ব্যবস্থা মেলে। চন্দন তেল বিক্রিরও ব্যবস্থা আছে। শহরমুখী ১ কিমি দূরে রবিবার ছাড়া ৮—১৬-৩০টায় অনুমতি সাপেক্ষে সিল্ক ফ্যাক্টরিটিও পর্যটকরা দেখে নিতে পারেন। সিল্কজাত বসন তৈরি দেখা ও কেনার ব্যবস্থা মেলে। এটিও সরকারি পরিচালনাধীন। চামরাজেন্দ্র টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ ও ধাতুর নানান কাজ দেখা ও কেনা যেতে পারে। রেল স্টেশনের সন্নিকটে **রেলওয়ে মিউজিয়মটি**রও অভিনবত্ব আছে। রাজকীয় টয়লেট সহ মহারানীর সেলুন কারটিও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ১৮৮৮ থেকে রেলের বিচিত্রধর্মী সংগ্রহ সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায় দেখে নেওয়া যায়। তেমনই ১৯২৮এ কর্ণাটকের লোকশিল্পের সংগ্রহ নিয়ে গড়ে ওঠা **ফোক আর্ট মিউজিয়মটি**ও আর এক দ্রষ্টব্য। মহীশূর ভ্রমণার্থীরা আর এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা পেতে পারেন **খেদা অপারেশনে**। মহীশূর থেকে ৫৫ কিমি দক্ষিণে কোরাপুর ফরেস্টে সরকারি ব্যবস্থায় মাঝে মধ্যে বন্য হাতি ধরার এই অপারেশনে বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। আর, বাস স্ট্যান্ড থেকে হাঁটা দূরত্বে পায়ে পায়ে জগমোহন আর্ট গ্যালারি ও প্রাসাদ বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে একক-ভাবে। কারণ, কনডাকটেড ট্যুরের নির্ধারিত সময়ে দেখে সারা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বৃন্দাবন গার্ডেন ও কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ

শ্রীরঙ্গপত্তন ১৬, মহীশূর ২২, সোমনাথপুর ২৮ আর ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৫৩ কিমি দূরে কাবেরী নদীতে ৩ কিমি লম্বা, ৪০ মি উঁচু বাঁধ হয়েছে ১৯১১য় শুরু হয়ে ১৯৩১এ। শিবসমুদ্রমের সিমসা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে জল দিতে এম বিশ্বেসরাইয়ার পরিকল্পনায় সিমেন্ট ছাড়াই পাথরে তৈরি এই বাঁধ। আর ১৩০ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে জলাধার। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। আর বাঁধের নিচুতে মনোরম বাগিচা বৃন্দাবন গার্ডেন ধাপে ধাপে মোগলী ধাঁচে রূপ পেয়েছে। ফোয়ারা, ফুলের কেয়ারি, গাছ ছেঁটে জন্তু-জানোয়ারের

প্রতিকৃতি—সব মিলিয়ে পরিবেশকে মধুময় করে তুলেছে। সাঁঝে আলোকসজ্জাও অপরূপ করে তোলে বৃন্দাবন গার্ডেনকে। সোম থেকে শনি ১৮-২৫ থেকে ১৯-২৫ আর রবিবার ১৮থেকে ২০-০০টায় আলোর সাজ পরে বৃন্দাবন গার্ডেন।আর সন্ধে সাড়ে ছয় থেকেআধ ঘন্টা অন্তর ফিলিপস কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় কম্পুটার নিয়ন্ত্রণে সঙ্গীতের তালে তালে ফোয়ারাগুলি নাচতে শুরু করে। রঙেরও বদল ঘটে ক্ষণে ক্ষণে। উচিতও হবে ঘড়ি ধরে সাঁকো বেয়ে লেক পেরিয়ে গার্ডেনের সর্ব দক্ষিণে ড্যান্সিং ফোয়ারার নয়নলোভন নাচ দেখে নেওয়া। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটিও মনোহর।

ট্যুরিস্ট বাস, ট্যাক্সি, ট্রেন বা সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে ১৫০ রুটের (৩০ মিনিট অন্তর সার্ভিস) বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় মহীশূর থেকে। ব্যাঙ্গালোর থেকেও কনডাকটেড ট্যুরে বাস আসছে যাত্রী নিয়ে। প্রবেশমূল্য ২, ছবি তুলতে সাধারণ ক্যামেরা ১০, মুভি ১০০। টিকিট ছাড়া ছবি তোলায় বিপদ আছে।

থাকার জন্য আছে KSTDC-র *H Mayura Cauvery,* K R Sagar, Belagola, Dist-Mandya, ✆ (08236) 57252, S ১৩৫, D ১৬০, অবু: Manager, K R Sagar, Mandya, ✆ (08236) 57252 বা Commercial Manager (Lodges), KSTDC, 10/4 Kasturba Rd, Bangalore-1. আর আছে *Travellers Bungalow* ও Ritz Group-এর **H Krishnarajasagar,* Krishnarajasagar-571607, ✆ 57222, S ৪৯৫ D ৫৯৫ A/c S ৬৯৫ D ৮০০; ভারতীয় চীনা ও কন্টিনেন্টাল মিল মেলে।

শ্রীরঙ্গপত্তন

মহীশূর-ব্যাঙ্গালোর সড়কে মহীশূর থেকে ১৫ কিমি উত্তর-পুবে আর ব্যাঙ্গালোরের ১২৪ কিমি দূরে কাবেরীর দুই শাখায় ঘেরা দ্বীপ শ্রীরঙ্গপত্তন। মহীশূর রাজাদের অতীতের (১৬১০-১৭৯৯) রাজধানী শহর। তারও আগে ১৫১০এ হেব্বার তিম্মানা দুর্গ গড়েন শ্রীরঙ্গপত্তন-এ। প্রাচীর আর পরিখায় ঘেরা শ্রীরঙ্গপত্তন। বারবার ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করে অবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লর্ড ওয়েলেসলির কূটজালে বিশ্বাসঘাতকের খুলে দেওয়া দ্বারে (ওয়াটার গেট) ঢুকে পড়া ব্রিটিশের হাতে প্রাণ দেন *সোর্ড অব টিপু সুলতানের* নায়ক প্রবাদপ্রতিম মহীশূর শার্দুল টিপু। দখল যায় ব্রিটিশের হাতে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল। ধ্বংসও পায় ব্রিটিশেরই হাতে শ্রীরঙ্গপত্তন। তবে, আজও ধ্বংসস্তূপের মাঝে স্বাধীনতার নির্ভীক গরিমার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হায়দর ও টিপুর স্বপ্নে গড়া দুর্গ। পর্যটকও আসেন সারা ভারত থেকে প্রবেশ পথের ডাইনে টিপুর মৃত্যুস্থানকে শ্রদ্ধা জানাতে।

এখানকার র‍্যামপার্ট, দরিয়া দৌলত, গম্বুজ, জুম্মা মসজিদ, মুসলিম দুর্গে হিন্দুর দেবতা রঙ্গনাথস্বামী, ডানজন অর্থাৎ পাতালে কয়েদ ঘর ও মিউজিয়ম আজও অতীত রোমন্থন করায়।

Chennai-Bangalore-Hubli-Pune-Mumbai NH-28

0	Km	Chennai	
21	"	Poonamallee	
		To Tamilnadu/AP Border	44 km
		" Renigunta	120 km
		" Tirupati	131 km
70	"	Road Jn	
		To Kancheepuram	5 km
		" Chingleput	39 km
112	"	Ranipet	
		To Vellore	32 km
		" Coimbatore	409 km
153	"	Chittoor	
		To Vellore	35 km
		" Tirupati	69 km
198	"	Road Jn	
		To Kolar Gold Fields	65 km
216	"	AP/Karnataka Border	
263	"	Kolar Town	
331	"	Bangalore	
		To Hassan	187 km
358	"	Nelamangala	
		To Hassan	160 km
397	"	Tumkur	
		To Arsikere	86 km
		" Hassan	129 km
529	"	Chitradurga	
		To Bhadravati	94 km
607	"	Harihar	
		To Hospet	110 km
		" Shimoga	77 km
736	"	Hubli	
		To Bijapur	190 km
		" Sholapur	286 km
		" Hospet	438 km
756	"	Dharwar	
		To Panaji	167 km
830	"	Belgaum	
		To Karwar	178 km
863	"	Road Jn	
		To Ghatprabha Dam	32 km
		" Gokak Falls	47 km
897	"	Nipani	
		To Miraj	77 km
933	"	Kolhapur	
1003	"	Karad	
		To Koyna Dam	58 km
		" Bijapur	186 km
1056	"	Satara	
		To Mahabaleswar	56 km
1077	"	Panchwad	
		To Mahabaleswar	44 km
1142	"	Road Jn	
		To Singadh	13 km
1166	"	Pune	
		To Mahabaleswar	123.7 km
1211	"	Kamshet	
		To Bedsa Caves	6.5 km
1220	"	Karla	
		To Karla Caves	2.5 km
		" Bhaja Caves	4 km
1228	"	Lonavala	
1233	"	Khandala	
1259	"	Road Jn	
		To Karjat	10 km
		" Neral	51 km
		" Matheran	72 km
1329	"	Mumbai	

৮৯৪এ গঙ্গারাজদের গভর্নর থিরুমালায়ারের তৈরি মন্দির বার বার সংস্কার হয়ে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের নতুন মন্দিরে দেবতা বিষ্ণু অর্থাৎ **রঙ্গনাথ** থেকে জায়গার নাম হয়েছে শ্রীরঙ্গপত্তন। নিদ্রাভিভূত বিশালাকার মূর্তি হয়েছে কালো পাথরে দেবতার। পাঁচতলা গোপুরম হয়েছে দক্ষিণী শৈলীতে। নানান অবতাররূপী বিষ্ণুও মূর্ত হয়েছেন মন্দিরের ভাস্কর্যে। মন্দিরের সামনের কারুকার্যময় রথটি হায়দর আলির ভেট। প্রতি মাঘ মাসে রথ-সপ্তমী উৎসবে রথযাত্রা হয়—মেলাও বসে রথযাত্রাকালে। টিপুও ভক্ত ছিলেন হিন্দুর দেবতা রঙ্গনাথের। হোয়সল ও বিজয়নগর রাজাদের হাতে সংস্কার হয়েছে মন্দির। অদূরে শিব মন্দির। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মহীশূর মহারাজার তৈরি ১৬৫ ফু উঁচু সেন্ট ফিনোমনা (ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম) চার্চও আছে শ্রীরঙ্গপত্তনে।

কাবেরী নদীতে ঘেরা পারসীয় ধাঁচে ১৭৮৪তে তৈরি **দরিয়া দৌলত** (নদীর সম্পদ) **বাগ** সুন্দর এক বাগিচা। বাগিচার মাঝে টিপুর গ্রীষ্মাবাস ছিল সেকালে। ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে, টিক কাঠে তৈরি কারুকার্যময়। টিপু ও হায়দর আলির ঐতিহাসিক স্মারকরূপেও আকর্ষণ করে প্রাসাদ। ব্রিটিশ কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলীও কিছুকাল বাস করেন দরিয়া দৌলতে। পারসীয় মিনিয়েচারধর্মী ফ্রেস্কো চিত্রগুলি বিবর্ণ হলেও অতীত স্মরণ করায়।

নীল আকাশের নিচে কালো পাথরের পিলারের উপর ৩৬টি পিলারে ভর করা ক্রীম রঙা **গম্বুজ** জামিয়া-ই টিপু মসজিদ তথা টিপুর সমাধিক্ষেত্রটিও সুন্দর। ব্যাঘ্র চর্মের ডোরাকাটা দেওয়াল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকদের আঁকা ফ্রেস্কো চিত্রে ফরাসি সাহায্য পুষ্ট টিপু ও ব্রিটিশের যুদ্ধ-আখ্যান ও নবাবী জীবনধারা মূর্ত হয়েছে। বাবা, মা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের সমাধিও রয়েছে এখানে। আর **মিউজিয়ম** বসেছে অপ্রশস্ত দ্বিতলে টিপুর নানান স্মারক নিয়ে। তেমনই ১৭৮৪তে তৈরি **জুম্মা মসজিদ**-এ ২০০ সিঁড়ি উঠে মিনারেট চড়েও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তথা শ্রীরঙ্গপত্তন দেখে নেওয়া যায়। কোরান থেকেও নানান উদ্ধৃতি খোদিত হয়েছে হলের বারান্দায়। আর পশ্চিমে *mihrab.*

সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে ১২৫ রুটের বাস যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ট্রেনও যাচ্ছে মহীশূর থেকে ৬-০০, ৬-৪৫, ৮-০৫, ১৪-৩০, ১৬-৫৫, ১৮-০৫, ১৮-২৫, ২৩-৩০এ ছেড়ে ১৫ মিনিটে শ্রীরঙ্গপত্তন পৌঁছে ব্যাঙ্গালোরে। কনডাকটেড ট্যুরেও বাস যাচ্ছে শহর থেকে। আর অটো ও টাঙা মেলে শ্রীরঙ্গপত্তনে।

মন্দির লাগোয়া KSTDC-র *H Mayura River View*, Srirangapatna-571438, Dist-Mandya, ✆ (08236) 52114, এপ্রিল-জুন ও অক্টো-জানুয়ারির মরসুমে DAB ৫০০, A/c ৬৫০, কটেজ ৪৫০; রিবেট মেলে অফ সিজনে। আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। PWD-র *Travellers Bungalow* ও *IB* ছাড়াও বেশ কয়েকটি লজ আছে শ্রীরঙ্গপত্তনে। আর আছে **Amblee Holiday Resort*, ✆ (08236) 52326, S ৭০০, D ৮০০, স্যুইট ১০০০, A/c S ৯০০, D ১০০০, স্যুইট ১২০০।

রঙ্গনথিট্টো পক্ষীআলয়

পক্ষী-প্রেমিকদের কাছে এর আকর্ষণ অনস্বীকার্য। বছরভর চলা গেলেও জুন থেকে নভেম্বরে দূর-দূরান্ত থেকে পাখিরা এসে নীড় বাঁধে ৭৫০ মি উঁচুতে কাবেরী নদীতে ঘেরা ০.৬৭ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত দ্বীপের বৃক্ষ শাখে। সূর্যাস্তে পাখিদের কুলায় ফেরা—সেও রমণীয়। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। বোটে বসে দেখে নেওয়া যায় পাখিদের রোজনামচা, শুনে নেওয়া যায় পাখিদের কাকলি; চিনে নেওয়া যায় ইগ্রেট, স্পুন বিল, হেরন, ওপেন বিল স্টর্ক, ওয়াইট আইবিস ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির নানান পাখি। শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে রঙ্গনথিট্টো পক্ষীআলয়। কনডাকটেড ট্যুরে বা শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে রিকশা/ টাঙা/ অটোয় বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সরাসরি যাত্রায় মহীশূর থেকে বাসে শ্রীরঙ্গপত্তন বাজার পৌঁছে অটো/টাঙায় চলা যেতে পারে Ranganathittu Bird Sanctuary. **থাকার জন্য কর্ণাটক ট্যুরিজমের *3 Riverside Cottage* আছে রঙ্গনথিট্টোয়।**

সোমনাথপুর

শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে বাসে ২৬ কিমি দূরে সোমনাথপুর। মহীশূর থেকে দূরত্ব ৪০, ব্যাঙ্গালোর ১২১, শিবসমুদ্রম ৩৭ কিমি। একক যাত্রায় সরাসরি বাসের অমিলে মহীশূর সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে T Narisipur-এর বাসে টি নারিসিপুর পৌঁছে নতুন করে বাস চেপে চলা যেতে পারে সোমনাথপুরে। আবার বান্নুরে বাস বদল করেও চলা যেতে পারে সোমনাথপুর। তেমনই শ্রীরঙ্গপত্তন থেকেও বাস মেলে সোমনাথপুরের।

প্রসন্ন চেন্নাকেশব মন্দিরের জন্য সোমনাথপুর খ্যাত। তারা-আকার এক উঁচু ভিতে পাশাপাশি তিন মন্দির। মাঝে চেন্নাকেশব, ডাইনে জনার্দন ও বামে বেণুগোপাল। মূল মূর্তির অনুপস্থিতিতে নতুন করে মূর্তি হয়েছে চেন্নাকেশবের। আর আছেন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হাতে ৬ ফুট উঁচু বিষ্ণু। তেমনই বেণুগোপাল অর্থাৎ বাঁশি হাতে গাছে ঠেস দেওয়া মূর্তি হয়েছে শ্রীকৃষ্ণর।

হোয়সল রাজত্বের সুবর্ণ যুগে দ্বার সমুদ্রের রাজা নরসিংহ ৩য়-র সেনাপতি সোমা নিজ নামে গ্রাম গড়ে তৈরি করেন কেশব মন্দির ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে। সেযুগের স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হয়ে আজও তীর্থযাত্রী ও পর্যটক দুই-ই আকর্ষণ করে চলেছে। এটিও স্থপতি তথা ভাস্কর যবনাচার্যর আর এক কীর্তি। সিমেন্ট ছাড়াই তৈরি হয়েছে ১০ মি উঁচু এই মন্দির। মন্দিরের বিমান *সুখনসী*(থামওয়ালা হল), *নবরঙ্গ* সবই কারুকার্যময়। গরুড়ের কাঁধে লক্ষ্মী-নারায়ণ, ঐরাবতে ইন্দ্র ও শচী, গণপতির নৃত্য ছাড়াও জীবজন্তু, শিকারী, নর্তকী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী মূর্ত হয়েছে দেওয়ালে। বিষ্ণুর দশ অবতার মূর্তিও রূপ পেয়েছে। কর্ণাটক ভ্রমণার্থীদের দেখে নেওয়া একান্তই উচিত হবে দক্ষিণ

ভারতের অন্যতম সুন্দর এই মন্দিররাজি। ৯—১৭-০০টায় খোলা।

থাকার জন্য মন্দির লাগোয়া কর্ণাটক ট্যুরিজমের *H Mayura Keshav*, Somnathapur, ✆ (08277) 7017 আছে সোমনাথপুরে।

উৎসাহীরা সোমনাথপুরের ৩০ কিমি দক্ষিণ-পুবে শিবসমুদ্রমের পথে বাসে গঙ্গা ও চোলরাজাদের প্রাচীন রাজধানী **তালকাড**-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। কাবেরীর বাম পাড়ে নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা *তালকাড* অর্থাৎ জঙ্গলে ৬টি মন্দির হয়েছে দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে। গ্রানাইট পাথরে ১৩৬০এ তৈরি বৈদ্যেশ্বর শিবমন্দিরে নানান ভঙ্গিমায় শিব; আর মন্দিরের সামনে শিবের বরে অমরত্ব পাওয়া *তালা*ও *কাড়ু* দুই দ্বারপাল ভাইয়ের মূর্তিও দ্রষ্টব্য। এদেরই নামে জায়গার নাম। জঙ্গল কেটে শিব মূর্তি আবিষ্কারও এই দুই ভাই-এর। তেমনই পাতালেশ্বর লিঙ্গ মূর্তির রঙবদল— সেও আর এক বৈচিত্র্যময়। সকালে গাঢ় লাল, বিকালে পিঙ্গল, আর সাঁঝে শ্বেত রঙ ধরে লিঙ্গ মূর্তি। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান—তবে সবই বালির নিচে চাপা। ১২ বছর অন্তর বালি খুঁড়ে বের করা হয় কার্তিক মাসের পঞ্চলিঙ্গ দর্শন উৎসবে।

শিবসমুদ্রম

কর্ণাটক-তামিলনাড়ু সীমান্তে বন আর পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর প্রকৃতি ও জলপ্রপাতের জন্য শিবসমুদ্রমের প্রশস্তি। আর রয়েছে দু'টি মন্দির—একটি শিবের অপরটি অনন্তশয়নে বিষ্ণু অর্থাৎ রঙ্গনাথের। সোমনাথপুর থেকে দূরত্ব ৩৭, মহীশূর থেকে ৭৭, ব্যাঙ্গালোর থেকে ১২০ কিমি। বাসে বাসে বেড়িয়ে ফেরা যায়। কাবেরী এখানে দু'ভাগে ভাগ হয়ে জলপ্রপাতের মতো ৯১মি নিচুতে পড়ে পাহাড়ী গিরিখাতের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে গগনচুক্কি আর বরাচুক্কি এই দুই শাখা নদীতে। মনসুনে ধারা বাড়ে। আকার নিয়েছে দ্বীপের—শিবসমুদ্রম। দর্শন না মিললেও গর্জন শোনা অস্বাভাবিক নয় বনচরদের। অনুমতি সাপেক্ষে ১½ কিমি দূরে শিবসমুদ্রমের **সিমসা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প**টিও দেখে নেওয়া যায়। এশিয়ায় প্রথম (১৯০২) জলবিদ্যুৎ তৈরির প্রকল্প এই সিমসা। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *RH* ও *IB*-তে; অবু: EE, Electrical Division, Shimsapur.

বন্দীপুর ব্যাঘ্র প্রকল্প

১০২২ থেকে ১৪৫৪.৫ মি উঁচুতে নীলগিরি পর্বতে চন্দন, মেহগনি, আবলুস, সেগুন, বাঁশ ও দেওদারে ছাওয়া ৮৭৪.২০ বর্গ কিমি জুড়ে মহীশূর-উটি সড়কে তামিলনাড়ুর মুধুমালাই ও কেরলের উইনাদ সংলগ্ন বন্দীপুর। দুইয়ের মাঝে সীমান্ত টেনেছে ময়ার নদী। আর কাবিনী নদীর বাঁধ টুকরো করেছে অতীতের বেণুগোপাল ওয়াইল্ড লাইফ পার্ককে। কাবিনীর দক্ষিণে বন্দীপুর আর উত্তরে নাগারহোল জাতীয় উদ্যান। ১৯৩১এর জন্মলগ্নে পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে ৯০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত মহারাজাদের মৃগয়াভূমি বন্দীপুর ১৯৪১এ হয় **বেণুগোপাল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি।** নামান্তরের সাথে আয়তনও বাড়ে ৯০ থেকে ৮০০ বর্গ কিমিতে। আর ১৯৭৩এ WWF-এর পরিকল্পিত ভারতীয় (১৮শ) ব্যাঘ্র প্রকল্পের শিরোপা চেপেছে বন্দীপুরের শিরে। মহীশূরের ৭৬ কিমি দক্ষিণে আর উটির ৮২ কিমি উত্তরে বন্দীপুর। মহীশূর-উটি বাসও চলছে বন্দীপুর প্রকল্প হয়ে। চলার পথে বাসে বসে দর্শন মেলে বন্য হাতির যূথের। বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে মে মাস হলেও জানুয়ারি থেকে মে রমণীয়।

হাতির পিঠে বা জিপে সকাল ৬—৯-০০ আবার ১৬—১৮-৩০টায় বনবিহারের ব্যবস্থা। ৪ যাত্রী নিয়ে হাতি যাচ্ছে প্রতি জনা ৫০; আর ৮ যাত্রীর জিপ যাচ্ছে ১৭৫ টাকায় প্রতি জনা। বাসও যাচ্ছে ২৫ যাত্রীর বনবিহারে। ওয়াচ টাওয়ারে বসে ছবি তোলা ও জন্তু দেখা রোমাঞ্চে ভরা। ১৯৯৩র সুমারি মতে বাঘ ৬৬, চিতা ৮১, শম্বর ৬০৮, বাইসন ১১৬৬, দ্বিসহস্র বন্য হাতি ছাড়াও নানান প্রজাতির হরিণ, প্যান্থার, ভাল্লুক, বন্যকুকুরের বাস বন্দীপুরে। তেমনই ময়ূর, ময়না, ধনেশ ছাড়াও নানান প্রজাতির পাখিও নীড় বাঁধে বন্দীপুরের বৃক্ষশাখে। আর বাঁদরের বাঁদরামি থেকে সদা সতর্কতা দরকার।

বন্দীপুর স্যাঙ্কচুয়ারিতে যাবার, বনবিহারের গাড়ি, ৭টি কটেজ বুকিং-এর জন্য ১০দিন আগেই লিখুন—Field Director, Project Tiger, Aranya Bhavan, Ashokpuram, Mysore. আবার মহীশূর অবস্থানে রিকশা বা ৬১ রুটের বাসে চলা যেতে পারে দক্ষিণ শহরতলির ফরেস্ট অফিসে। বা Asstt Director, Bandipur N P, Bandipur-571318-কেও লেখা যেতে পারে। ছবি তোলারও অনুমতি লাগে বনে।

তেমনই ২টি কটেজ বুকিং বা কর্ণাটকের যে কোনও বনের খবরাখবরের জন্য লেখা যেতে পারে The Chief Warden, Wildlife, Aranya Bhavan, 18th Cross, Malleswaram, Bangalore-560003, ✆ 3341993 বা Jungle Lodges & Resorts Ltd, 2nd floor, Shrungar Shopping Centre, M G Rd, Bangalore-560001, ✆ 5597025, Fax: 080-5586163-কে।

থাকার জন্য আছে ১৮টি ঘর ও ডর্মিটরির ব্যবস্থা নিয়ে বনবিভাগের ৯টি কটেজ—*Gajendra, Harini, Chittal, Papecha, Kokila, Vanashree, Vanasuma, Kuteera, Mayura L* ঘর ২৫০ করে। আহারও মেলে পৃথক দামে। এমনকি সকাল ও সাঁঝে কটেজের জানালায় হরিণ ছাড়াও নানান বনচরের দর্শন মেলে। গেটের কাছের ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে সাঁঝে বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যচিত্রও দেখানো হয় যথেষ্ট যাত্রী হলে।

২০ কিমি দূরে Himavat Gopalaswami পাহাড়ে *Venu Vihar* লজের অবস্থান। প্রত্যূষে হরিণ ও ময়ূরেরা এসে সম্ভাষণ জানায় লজে। আর আছে KSTDC-র *H Mayura Prakruti*, Melkamanahalli, PO-Hangala, Gundlupet Taluk, near Bandipur, ✆ (08229) 7301, ডাবল বেডের কটেজ ৩৮৫।
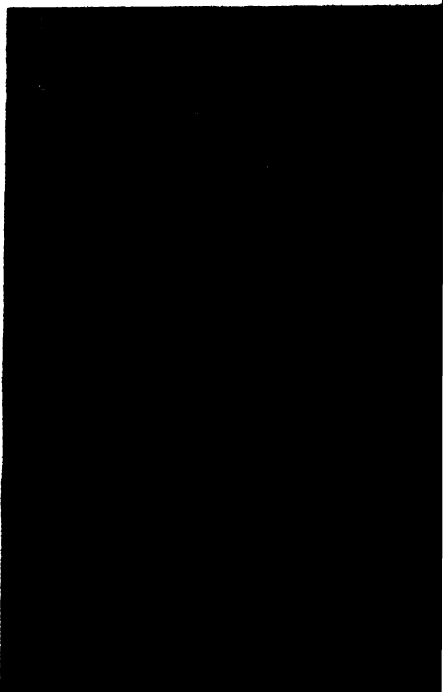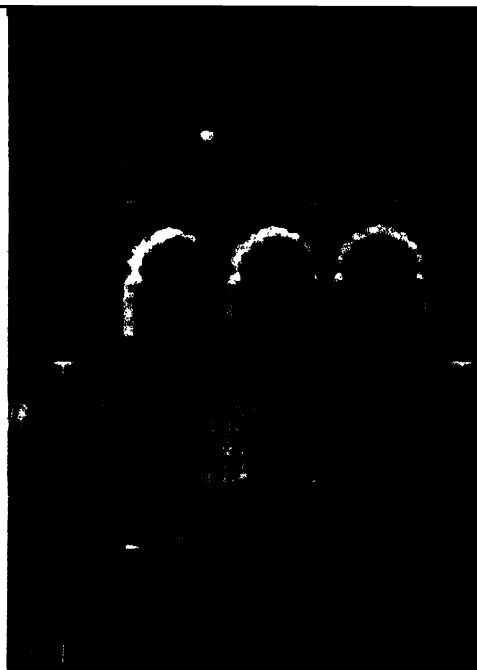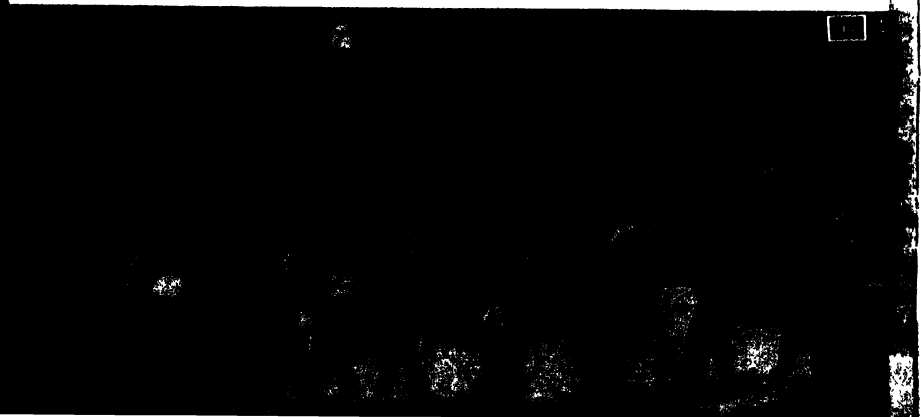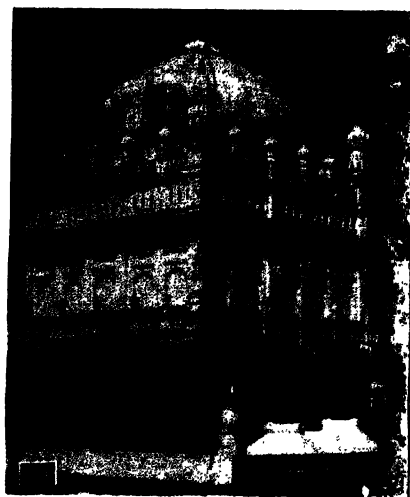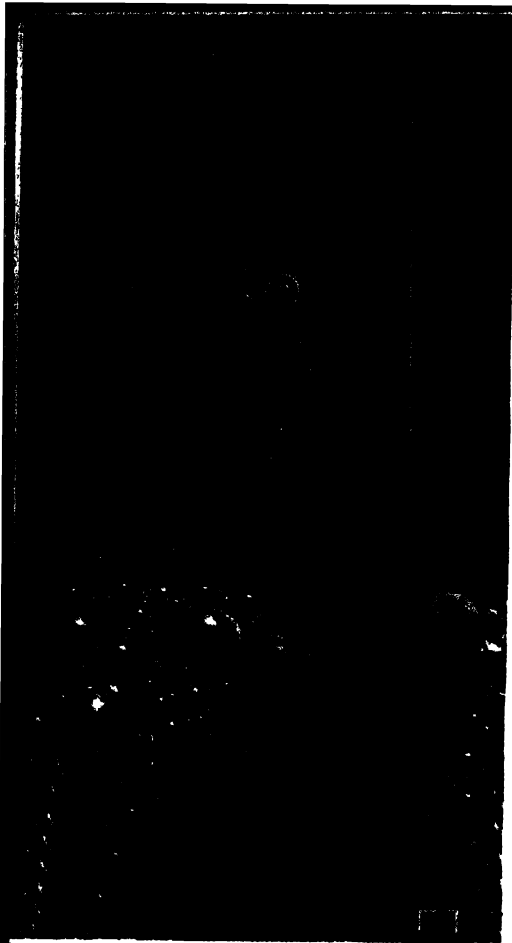
তবুও যেন সাত-সকালের (৬-৩০) বাসে মহীশূর ছেড়ে ঘণ্টা তিনেকে বন্দীপুর পৌঁছে জিপ বা বাসে বা হাতিতে বনবিহার সেরে দিনের শেষ (১৭-৩০) বাসে ফেরাও যেতে পারে মহীশূরে বা উটিও চলা যেতে পারে বাসেই।

অত্যুৎসাহীরা চলার পথে মহীশূর থেকে ১৮ কিমি দূরে কপিলি নদীর তীরে ১৬ শতকের নাঞ্জনগুড়া শিব মন্দিরটি দেখে নিতে পারেন। তেমনই মহীশূরের ১০২, চামরাজানগর থেকে ৪৮ কিমি দূরে Biligirirangna Hills বা B R Hills বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে বাসে। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে বিলিগিরি রঙ্গনাথ স্বামী মন্দির থেকে নাম হয়েছে পাহাড়ের। জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন রথ উৎসবে। থাকার ব্যবস্থা মেলে *Travellers Bungalow*-য়।

মান্দা জেলাতেও ছড়িয়ে রয়েছে নানান মন্দির হোয়সল-কালের। মহীশূরের ৩০ কিমি উত্তরে **মেলকোটে** ১২ শতকের চেলুভারায়াস্বামী মন্দিরটি খ্যাত তার মার্চ-এপ্রিলের *ভৈরামুডি* উৎসবের জন্য। ৬ কিমি দূরে তিরুমলাসাগর লেকের পাড়েও হোয়সল স্থাপত্যের নানান নিদর্শন মেলে। মেলকোটের উত্তরে নাগামঙ্গালায় ১২ শতকের সৌম্য কেশব মন্দির। আর পশ্চিমেও রয়েছে ১৩ শতকের নানান মন্দির। আর মান্দার-এর ২৫ কিমি উত্তরে জেলা সদর বাসারালু-তে হোয়সলী শৈলীর ভাস্কর্যময় মল্লিকার্জুন মন্দিরে ১৬ হাতের তাণ্ডব নৃত্যের শিবমূর্তিতে বৈচিত্র্য মেলে। অত্যুৎসাহীদের উচিত হবে মহীশূর-ব্যাঙ্গালোর পথে মহীশূর ও মান্দাকে বুড়ি করে বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া।

তেমনই মহীশূরের ৮০ কিমি পশ্চিমে তিব্বতীয় উদ্বাস্তু কলোনী Bylakuppe বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। সবুজে ছাওয়া ১৫টি গ্রাম জুড়ে উপনিবেশ *রাবগেলিং*—অর্থ তার Good progress place. ২টি মনাস্ট্রি, কার্পেট ফ্যাক্টরিও হয়েছে। কিনতেও মেলে হস্তজাত নানান পণ্য। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে, রেস্তোরাঁ আছে, তিব্বতীয় আহার্য মেলে।

হাসান

মহীশূর-আরসিকেরে রেলপথে হাসান। হাসান জেলার জেলাসদরও বসেছে হাসানে। তবে, হাসানের নিজস্ব পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও বেলুড়, হ্যালেবিদ ও শ্রবণবেলগোলা যাত্রায় জংশন রূপে হাসানের প্রসিদ্ধি। ট্রেন ৮-১০, ১৪-৫৫, ১৮-০০-টায় মহীশূর ছেড়ে ৩ ঘন্টায় হাসান পৌঁছে আরসিকেরে যাচ্ছে; ১০-১০, ২২-৩৫এ মহীশূর ছেড়ে ১২-৩৫/১-০৫এ হাসান পৌঁছে ৭ ঘণ্টায় ১৮৯ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। তবে, কোঙ্কণ রেলের অসম্পূর্ণতা হেতু মহীশূর-হাসান-ম্যাঙ্গালোর রেল সার্ভিস আজও বিঘ্নিত। আর গোয়া যাত্রীদের নিয়ে ট্রেন যাচ্ছে 7309 ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো এক্স আরসিকেরে থেকে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান আরসিকেরে হয়ে ভারতের দিকে দিকে নব প্রবর্তিত কোঙ্কন রেলের ব্রডগেজে।

আবার, হসপেট অর্থাৎ হাম্পী যাত্রীরা হাসান থেকে আরসিকেরে/ হরিহর হয়ে ট্রেনে যেতে পারেন হসপেট। সরাসরি বাসও মেলে হাসান থেকে ৮-৩০ ও ১৮-০০টায় চিকমাগালুর/ শিমোগা/হরিহর হয়ে ৩৪০ কিমি দূরের হসপেটের। ঘণ্টা দশেকের পথ। তবে, সরাসরি বাসের অমিল হলে হাসান থেকে শিমোগা বা হরিহর পৌঁছেও চলা যেতে পারে নতুন করে বাস চেপে হসপেট অর্থাৎ হাম্পী দর্শনে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাসও মেলে এপথে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে হাসান থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায়—মহীশূর ১১৫ কিমি, ব্যাঙ্গালোর ১৮৭, আরসিকেরে ৪৩, দিন-রাত জুড়ে। বাস যাচ্ছে ম্যাঙ্গালোর ১৬০ কিমি; ৮-১৫য় উটি যাচ্ছে মহীশূর হয়ে; ২০-০০টায় মাদুরাই যাচ্ছে উটি/কোয়েম্বাটুর হয়ে; আরসিকেরে/যোগ ফলস/ কারওয়ার হয়ে পানাজি— বিকল্প পথে আরসিকেরে/হুবলি হয়েও চলা যেতে পারে পানাজি। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে হাসান থেকে।

চিত্রসূচী: সাত

হাসান থেকে বেলুড়ের দূরত্ব ৩৪, হ্যালেবিদ ৩৯, শ্রবণবেল-গোলা ৫২ কিমি। বাস যাচ্ছে ৬-১৫ থেকে ২০-৪৫এ মুহুর্মুহু বেলুড়ে, সময় নেয় ঘণ্টা দেড়েক। হ্যালেবিদ যাচ্ছে ৬-৩০ থেকে ২১-০০টায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। আর শ্রবণবেলগোলায় যাচ্ছে দু'ঘণ্টায় ৫-৩০, ৯-০০, ১৪-০০, ১৮-১৫, ২০-৪৫এ হাসান থেকে। তবে, উচিত হবে হাসান থেকে বাসে বেলুড় পৌঁছে বেলুড় দেখে বাস বা টেম্পোয় ১৬ কিমি দূরের হ্যালেবিদ চলা। আধ ঘণ্টার পথ, বাস/ টেম্পো মেলে মুহুর্মুহু বেলুড় থেকে হ্যালেবিদের। হ্যালেবিদ দেখে বাসে হাসান ফিরে লাঞ্চ সেরে ১৪-০০টার বাসে শ্রবণবেলগোলায় চলুন। বাসের সংখ্যা কম শ্রবণবেলগোলার। শ্রবণবেলগোলা দেখে মহীশূরও ফেরা যেতে পারে বাসে। মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর, আর-সিকেরে, হাসানের সরাসরি বাস মেলে শ্রবণবেলগোলা থেকে। তবে, সরাসরি বাসের অমিল হলে শ্রবণবেলগোলা থেকে ৮ কিমি দূরের চান্নারায়াপাটনায় বাস বদল করে ফেরা যেতে পারে হাসান। আর বেলুড় থেকে ২৩-০০, হ্যালেবিদ থেকে ১৯-৪৫এ শেষ বাসটি আসছে হাসানে। হাসান থেকে রাতের বাসে—মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর, শিমোগা, হরিহর, হসপেট, মারকারা; বা আরসিকেরে হয়ে ম্যাঙ্গালোর চলা যেতে পারে। ২০-রও অধিক বাস যাচ্ছে হাসান

থেকে মহীশূর ও ব্যাঙ্গালোরে দিন রাত্রি জুড়ে। তেমনই হুবলি (৮½ ঘ) হয়ে পানাজিও (৫½ঘ) চলা যেতে পারে। তবুও যেন হাসান থেকে শ্রীঙ্গেরী (৪ ঘ), সাগর (৫ ঘ), যোগ (১ ঘ), কারওয়ার (৬ ঘ) পানাজি (৪ ঘ) ব্রেক দিয়ে দিয়ে উচিত হবে বাসে বাসে এপথে চলা। পাহাড় আর অরণ্যের মাঝ দিয়ে বাস ওঠে পশ্চিমঘাট পর্বতে। পথশোভা মনোরম। হোটেলও মেলে সর্বত্র।

তবে, এপথে বাসের সর্বত্র কানাড়া ভাষার প্রচলন। হিন্দীর উপর বিরাগ এদের। ইংরাজিও সহজবোধ্য নয় সাধারণের কাছে। তাই ভাষা সঙ্কট হয়ে দেখা দিলেও মানুষ-জন বন্ধুবৎসল। অ্যাকসেন্ট অর্থাৎ বাচনভঙ্গির ব্যবধানও সংঘাত বাড়িয়ে তোলে।

সময় স্বল্পতায় মহীশূর বা ব্যাঙ্গালোর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে অনুপম শিল্পসুষমামণ্ডিত বেলুড়-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলার মন্দির রাজি। এ-পরিক্রমায় শতাধিক কিমি দূরত্ব অধিক হেতু যাতায়াতে সময়ের আধিক্য লাগলেও ব্যাঙ্গালোর থেকে বেড়িয়ে নেওয়ার সারা বছরই ব্যবস্থা মেলে। তবে, ব্যাঙ্গালোর যাত্রীদের পথ-ক্লান্তি ও সময় স্বল্পতায় দর্শনে যেন ঘাটতি ঘটে। মহীশূরের মরসুমি পর্যটকদের দূরত্ব কম-হেতু যাতায়াতে সময়ের কিছুটা সাশ্রয় ঘটে, দর্শনেও সময়ের আধিক্য মেলে। তাই অত্যুৎসাহীদের উচিত হবে এককভাবে এসে একরাত হাসানে অবস্থান করে সার্ভিস বাসে বা ট্যাক্সিতে ট্রায়ো দর্শন সেরে নেওয়া। আবার বেলুড়ে অবস্থান করেও দেখে নেওয়া যায় মন্দিরতীর্থ।

Hassan-573201, STD 08172এ হোটেলও আছে নানান। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া ডাইনে—*H Satya Prakash*, SAB ৮০ DAB ১২৫-২৫০; অতি সাধারণ *H Dwaraka*, DAB ১২৫; *Madhu L*, SAB ৬০ DAB ১০০ TAB ১২৫; *Lakshmi Janardhan L*, B M Rd; পাশেই *H Sanman*, SAB ৮৫ DAB ১৫০ TAB ১৭৫।

বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে পার্ক শেষ হতে—*H Harshamahal*, SAB ৮০ DAB ১৫০; লাগোয়া *Vaishnavi Lodging*, SAB ৮০ DAB ১৫০-২২৫ TAB ২০০; অদূরে *H Apurva*, Park Rd. DAB ১৫০-২২৫।

আর আছে *H Amblee Palika*, Race Course Rd-573201 ✆ 66307, B1, SAB ২৫০ DAB ৩২৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *Prashanth L*, SAB ৮০ DAB ১২৫; *Kotari H*, Station Rd; *H Suvarna Arcade*, B M Rd, ✆ 67433; *H Abhiruchi*, B M Rd. SAB ১০০ DAB ১৭৫ TAB ২৫০; *3 Star L, L J B Lodge, Kilns L, Vijoya L*; ITDC-র **Hassan Ashok*, B M Rd-573201, ✆ 68731, R1B½, SAB ১০৫০ DAB ১২৫০ A/cS ১১৯৫ D ২৩০০ স্যুইট ২৩৯৫। আর আছে PWD-র *IB, Travellers' Bungalow* ও *রেলের রিটায়ারিং রুম* হাসানে। রাজ্য সরকারের Tourist Office-ও বসেছে হোটেল হাসান অশোকের বিপরীতে। তবুও থাকার জন্য *Vaishnavi, Harsha, Satyaprakash* ভালই। আর খাবারের হোটেলও আছে নানান হাসানে। সত্যপ্রকাশ লাগোয়া *শাঙ্গালিয়া*, আম্বলি পালিকার *মালনিকা*ও *ভারানি*দামে ও স্বাদে অনবদ্য। তেমনই উত্তর ভারতীয় ও চীনা মেনুর জন্য *অভিরুচি*; ননভেজ মেনুর জন্য *হোটেল নিউ স্টার* যথেষ্ট খ্যাত। মাটন ও বিফ দুই-ই বিকোচ্ছে নিউ স্টারে।

আবার হাসান থেকে ৬৩ কিমি দূরে ব্যাঙ্গালোর-মিরাজ-মুম্বাই রেলপথের আরসিকেরে জংশন থেকেও দেখে নেওয়া যায় বেলুড়-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা। আরসিকেরে-হাসান-মহীশূর প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে দিনে তিন হাসান হয়ে। বাসও যাচ্ছে হাসান তথা মন্দিরতীর্থে আরসিকেরে থেকে। এমনকি আরসিকেরে হয়েই পথ গিয়েছে হাম্পীর। ট্রেন যাচ্ছে হুবলি-গডগ বদল করে বা রেলে হরিহর পৌঁছে বাসে চলা যেতে পারে হসপেট। আসরিকেরে থেকেও সরা-সরি বাস মেলে হসপেটের। ১৫৬ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোরে বাস ও ট্রেন দুই-ই যাচ্ছে আরসিকেরে থেকে। মুম্বাই যাচ্ছে মহালক্ষ্মী এক্স, বৃন্দাবন এক্স, সহাদ্রি এক্স, দ্রুতগামী উদ্যান এক্স ও ব্যাঙ্গালোর এক্স; গোয়া যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো এক্স। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে আরসিকেরে থেকে। অতীত বিনষ্ট হলেও হোয়সল রাজাদের কালের এক মন্দিরও আছে বাস থেকে ১৫ মিনিটের পথে আরসিকেরে-য়।

থাকারও নানান হোটেল আছে রেল ও বাস থেকে মিনিট পাঁচেকের পথে B H Road-এ—*Tourist L, New Gayatri L, Janatha, Geetha L, H Mayura, Sri Raghabendra L* ছাড়াও *রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে আরসিকেরে-য়। এদের কাছে S ৪০-৮৫ D ৮০-১৫০ টাকায় মেলে।

বেলুড়

মহীশূর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে KSTDC-র বাস যাচ্ছে প্রতি মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনিবার মরসুমি পর্যটক নিয়ে বেলুড়, হ্যালেবিদ ও শ্রবণবেলগোলা। এছাড়া নানান প্রাইভেট সংস্থাও যাচ্ছে কনডাকটেড ট্যুরে ট্রায়ো দর্শনে। হাসান ৩৪, হ্যালেবিদ ১৬, শ্রবণবেলগোলা ৮৬ কিমি বেলুড় থেকে। আবার ব্যাঙ্গালোর থেকেও কনডাকটেড ট্যুরে দেখে নেওয়া যায় ত্রয়ী। ব্যাঙ্গালোর থেকে সারা বছরই এই ট্যুরের ব্যবস্থা থাকে।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মাঝে হঠাৎ বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে ৯৭৫ মি উঁচু ছোট্ট শহর বেলুড়ে। তামিলনাড়ুর মন্দির-গুলির মতো এর আকাশচুম্বী গোপুরম নেই, না আছে ব্যাপক চত্বর মন্দিরে। তবে, মন্দির গাত্রের প্রতিটি অংশের সূক্ষ্ম কারুকার্য অভিভূত করে দর্শকদের। ৪৪০x৩৬০ ফুটের প্রাঙ্গণে চেন্নাকেশব অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দিরটি সোমনাথপুরমেরও ১৫২ বছর আগে ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে হোয়সল রাজ বিট্টিগা (১১১০-৫২) বা বিষ্ণুবর্ধন তালিকাডের যুদ্ধে চোলদের সঙ্গে যুদ্ধজয়ের স্মারকরূপে শুরু হয়ে ১০৩ বছর ধরে গড়ে ওঠে। আগমন পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে এই পাহাড়ী উপজাতিদের। দীর্ঘ ব্যবধানে দলপতি ত্রিনায়াদিত্য (১০৪৭-৭৮)-এর কালে প্রসিদ্ধি পায় বংশ। আর মন্দির শিল্পে হোয়সলী কৃষ্টির প্রবর্তন ১২ শতকে বিট্টিগার কালে। মন্দির স্থাপত্যে পৌরাণিক আখ্যানের সাথে যুদ্ধ জয়ের উল্লাস, সমাজ জীবনের নানান

উচ্ছ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। জৈন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে বৈষ্ণব হলেন বিট্টিগা। দেবতাও তাই বিষ্ণু চেন্নাকেশব মন্দিরে। তারার আকারে বহুভুজ মন্দিরে কষ্টিপাথরের মূর্তি হয়েছে ২ মি উঁচু কেশবের। নিয়মিত পূজাও পাচ্ছেন দেবতা। মূর্তি হয়েছে দশ অবতাররূপী বিষ্ণুর। তেমনই আছে বিষ্ণুর দুই স্ত্রী—ভূ দেবী ও লক্ষ্মী দেবী। হোয়সল রাজদের (৯৫০-১৩১০) স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন এই মন্দিররাজি। পুব, উত্তর আর দক্ষিণ— তিনদিকে তিন প্রবেশদ্বার। দক্ষিণদ্বারে দেবতা, দৈত্য ও জীবজন্তুর সমাবেশ ঘটেছে। সারি দিয়ে হাতি নানান ভঙ্গিমায়। পুবের কারুকার্য আরও সুন্দর। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নারী মূর্তিগুলি আকর্ষণীয়। পাথরের জালির কাজ, কার্নিসের কারুকার্য অনবদ্য। নানান পৌরাণিক আখ্যানও রূপ পেয়েছে মন্দিরে। ৩০টি স্তম্ভের উপর ব্র্যাকেটের মতো মূর্তি হয়েছে মদনিকার। তবুও যেন নরসিংহ স্তম্ভটি অনন্য— সারা মন্দিরের প্রতিটি ভাস্কর্য মূর্ত হয়েছে মিনি আকারে নরসিংহে। রাজা বিষ্ণুবর্ধনের রাজসভার দৃশ্যও ধরে রাখা হয়েছে মন্দিরগাত্রে। ফার্গুসন সাহেবের অভিমত, বিশ্বের দ্বিতীয় কোনো সৌধে এমন সুন্দর শিল্পকর্ম নেই। কর্ণাটক ভ্রমণার্থীদের অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। আর আছে গণেশ, দুর্গা, সরস্বতী, বীরানারায়ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছাড়াও নানান মন্দির বেলুড়ে। ৮০০ বছর আগে বেলুড় ছিল হোয়সল রাজাদের রাজধানী। নাম ছিল সেকালে ভেলাপুরী। ভেলাপুরী হয় ভেলুর—কালে কালে বেলুড়।

থাকার জন্য মন্দিরের পথে বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া বেলুড়ে আছে KSTDC-র *H Mayura Velapuri*, Temple Rd, Belur, ✆ (08177) 22209, SAB ১৬০, DAB ১৯০, পুরাতন ব্লকে ১৩৫/১৫৫, ডর্মি বেড ২৫/৩৫, অবু: Manager বা Tourist Officer, Karnataka Tourism, Hassan আর বাস স্ট্যান্ডে *New H Gayatri, H Vishnu Prasad, Tourist H*, মন্দিরের ডাইনে *Sri Raghavendra Tourist Home* ছাড়াও নানান।

হ্যালেবিদ

বেলুড় থেকে ১৬ কিমি পুবে হ্যালেবিদ আর হাসান থেকে দূরত্ব ৩৯ কিমি। কানাড়া ভাষায় *হ্যালেবিদ* অর্থ পুরনো রাজধানী। অর্থাৎ হ্যালেবিদও রাজধানী ছিল অতীতকালে হোয়সল রাজদের। নাম ছিল তার দ্বারসমুদ্রম (গেটওয়ে টু দি সী)। ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে নগর ধ্বংস করে মহম্মদ বিন তুঘলক। আর আজ কর্ণাটকের নিছক এক গণ্ডগ্রাম হ্যালেবিদ।

হোয়সলরাজ বিট্টিগা (১১১০-৫২) আচার্য রামানুজের কাছে দীক্ষা নিয়ে জৈন থেকে বৈষ্ণব হলেন। নামেরও বদল ঘটে—বিট্টিগা হন বিষ্ণুবর্ধন। মন্দির গড়েন বিষ্ণুবর্ধন ৯৬০.২৫ মি উঁচু হ্যালেবিদে ১১২১-এ **হোয়সলেশ্বর শিব মন্দির**। দ্বারসমুদ্রম লেকের পাড়ে তারার মতো উঁচু ভিতে একই মন্দিরে পাশাপাশি দুই দেবতা। ঢুকতেই প্রথমে শান্তালেশ্বর শিব, আর দ্বিতীয়ে হোয়সলেশ্বর। রাজা ও রানীর নামে নাম। বিপরীতে শিবের বাহন বিরাটাকার নন্দী। দীর্ঘ ৮৬ বছরের শ্রমেও মন্দির দু'টি অসম্পূর্ণ। হোয়সলেশ্বর শিব মন্দিরের বাইরের কারুকার্যও সুন্দর। সারা দেওয়ালেই হিন্দু দেব-দেবীর ২৮০টি মূর্তি খোদিত। নারীমূর্তির আধিক্য ঘটেছে পাথরের ভাস্কর্যে। স্বর্গের দেবসভা বসেছে দেওয়ালে। ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও উৎকীর্ণ হয়েছে মন্দিরগাত্রে। কার্নিসের নিচের অংশের কারুকার্য আরও সুন্দর। তদানীন্তন সমাজব্যবস্থা, যুদ্ধজয়ের উল্লাস, নৃত্য ও গীতের ছন্দোময় ভাস্কর্যের উৎকর্ষতা চমকপ্রদ। দেওয়ালের উপরিভাগে পাথরের জাফরির কাজও অনবদ্য। পাথরে প্রাণসঞ্চার করেছেন বেলুড়ের চেন্নাকেশব নির্মাতা স্থপতি যবনাচার্য। কিরীট শোভিত গণেশ, নন্দী ও নটরাজ শিবের মূর্তিগুলিও সুন্দর। তেমনই অভিনবত্ব আছে ৭টি প্রাণীর সমন্বয়ে তৈরি মকর-প্রাণীর স্থাপত্যে। এছাড়াও মন্দির আছে আরও নানান হ্যালেবিদে। মিউজিয়ম বসেছে মন্দির ভাস্কর্যের নানান নিদর্শন নিয়ে বিপরীতে। কর্ণাটক ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট কটেজ*ও আছে হ্যালেবিদে। ক্যান্টিনে আহার্য মেলে। বুকিং বেলুড়ের মতোই।

আর আছে হোয়সলেশ্বর থেকে আধ কিমি দূরে হাসান-মুখী বাঁয়ে **পরশুনাথ জৈনমন্দির**। এরও ভাস্কর্য, বিশেষ করে পিলারগুলি খুবই সুন্দর। দক্ষিণ দ্বারের ঝালরের কাজের তুলনা হয় না। জৈন মন্দির রেখে আরও এগিয়ে **কেদারেশ্বর শিব মন্দির**। ১২১৯-এরও আগে হোয়সলরাজ বীরাবল্লারা ও রানী অভিনব কেতলাদেবীর তৈরি কেদারেশ্বর আজ দেবতাহীন হলেও ভাস্কর্যমণ্ডিত। নানান পৌরাণিক আখ্যান রূপ পেয়েছে ভাস্কর্যে। দক্ষিণ দ্বারের দ্বারপালিকা মূর্তিটি অনুপম। তবে, কনডাকটেড ট্যুর প্রোগ্রামে জৈন মন্দির অচ্ছুত।

প্রতিদিনই খোলা বেলুড় ও হ্যালেবিদ, প্রবেশ অবারিত; টিকিটও লাগে না মন্দির দেখতে। তবে, ৩ টাকার টিকিটে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা মেলে বেলুড়ে। নিখুঁতভাবে দেখতে আলো অপরিহার্য। আর হ্যালেবিদ নিজেই আলোকিত।

শ্রবণবেলগোলা

কানাড়া ভাষায় *শ্রবণ* অর্থ জৈন তীর্থঙ্কর আর *বেলগোলা* হচ্ছে শ্বেত পুকুর। হাসান-ব্যাঙ্গালোর সড়কে হাসানের ৫২ কিমি পুবে, হ্যালেবিদ থেকে হাসান হয়ে ৮৪, বেলুড় ৮৬, মহীশূর ১১৫, ব্যাঙ্গালোরের ১৫৫ কিমি দূরে Temple Safari-র অন্যতম জৈনতীর্থ (দিগম্বর শাখা) শ্রবণবেলগোলা। পাহাড় চুড়োয় অপার্থিব রাজকীয় ঐশ্বর্য আর মহিমা নিয়ে গোমতেশ্বর দাঁড়িয়ে। ঘণ্টা দেড়েকে বাস যাচ্ছে হাসান থেকে ৩০৫৬ ফুট উঁচু শ্রবণবেলগোলায়। অতীতকাল থেকে প্রখ্যাত জৈনতীর্থ শ্রবণবেলগোলার প্রশস্তি আজও লোক মুখে মুখে। খ্রি পূ ৩ শতকে ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আসেন রাজ্য ছেড়ে শ্রবণবেলগোলায়। সঙ্গে তার গুরু ভদ্রবাহুস্বামী।

দীক্ষাও নেন জৈনধর্মে চন্দ্রগুপ্ত। কালে কালে গঙ্গারাজদের আনুকূল্যে ৪ থেকে ১০ শতকে প্রসার পায় জৈনধর্ম। লোকশ্রুতি, জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ বা আদিনাথ রাজ্য ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বনে যান। সংঘাত বাধে ক্ষমতা নিয়ে ঋষভনাথের দুই পুত্র বাহুবলী ও ভারতের। জয় করেও বিজিত ভাই ভারতকে সিংহাসনের দাবি ছেড়ে বাণপ্রস্থে গেলেন সহস্র বর্ষের তরে বাহুবলী। সেই মর্মকথাই অর্থাৎ বৈরাগ্য ও সংযম ব্যক্ত হয়েছে গঙ্গারাজ রচমল্লের মন্ত্রী চামুন্ড্রায়ার উদ্যোগে ৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর অ্যারিস্টনেমীর হাতে গ্রানাইট পাথরে তৈরি বিশ্বের উচ্চতম (১৭.৫ মি) এই মনোলিথিক মূর্তিতে। তবে, সম উচ্চ ৩৫০ টনের মনোলিথিক মূর্তি হয়েছে হায়দ্রাবাদের বুদ্ধ পূর্ণিমা কমপ্লেক্সে ভগবান বুদ্ধের। আর মধ্য প্রদেশের সাতপুরা পর্বতমালায় চুলাগিরিতে ২৪ জৈন তীর্থঙ্করের প্রথম ঋষভনাথ বা বৃষভনাথ (বৃষভদেব, আদিনাথ নামেও খ্যাত)-এর মূর্তির উচ্চতা ৮৪ ফুট (২৫.৬মি)। বাওয়ানগজ ভগবান নামে সমধিক খ্যাত আদিবাসী সর্দার অর্ককীর্তির তৈরি (১১৬৬-১২১৮) এই দেবতা (মনোলিথিক নয়)।

সমতল থেকে হঠাৎ-ই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিন্ধ্যগিরি পর্বতের ইন্দ্রগিরি ও চন্দ্রগিরি পাশাপাশি দুই পাহাড়। আর ৩৩৪৭ ফুট উঁচু ইন্দ্রগিরির চুড়ো কুঁদে তৈরি হয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর ভগবান বাহুবলী অর্থাৎ গোমতেশ্বরের ১৭.৫মি উঁচু নিরাভরণ মূর্তি। মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে পায়ে পিপীলিকা ও সাপের উপস্থিতিতে। তেমনই ঠোঁটে স্মিত হাসি অর্থাৎ জয়ের অভিব্যক্তি। ঋজু ভঙ্গিমায় আত্মসংযমের চূড়ান্ত প্রকাশ। ৬১৪ ধাপের সিঁড়ি উঠেছে ৪৭০ ফুট উঁচুতে মূর্তির পাদদেশে। জুতো ছেড়ে আধ ঘণ্টায় ওঠা যেতে পারে। আবার ডুলী ও চেয়ারও মেলে সিঁড়ি পথে। উচিত হবে সূর্যের খরতাপ এড়িয়ে সিঁড়িপথ পরিক্রমা সাঙ্গ করা।

প্রতি ১২ বছর অন্তর **মহামস্তকাভিষেক উৎসব** হয়। গোমতেশ্বরের মূর্তিকে তখন ঘি, গরুর দুধ, নারকেলের দুধ, দই, মধু, সিন্দূর, চন্দন, টাকা-পয়সা, মণি-মুক্তা, ১০০৮ ঘড়া পবিত্র জলে স্নান করান হয়। ১৩৯৮ থেকে যাপিত হয়ে আসছে এই উৎসব। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৩এ ৮৭তম মহামস্তকাভিষেক উৎসব উদযাপিত হল লাখ দশেক ভক্তের সমাগমে। আগামী উৎসব ২০০৫-এ। ১৯৮১তে মূর্তি প্রতিষ্ঠার সহস্র বছরও যাপিত হয়েছে মহামস্তকাভিষেকের বিশেষ উৎসবে। উৎসবকালে দূর-দূরান্ত থেকে জৈনরা আসেন। আসেন পর্যটক দেশ-দেশান্তর থেকে। বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা হয় উৎসবকালে। থাকারও বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে উৎসবে।

আর আছে পাহাড়ী পথে ৫ ফুট উঁচু ত্যাগাদা ব্রহ্মদেব স্তম্ভ; মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পাহাড় কেটে তৈরি অখণ্ড বাগিলু ছাড়াও ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার বসেছে। সঙ্গের জিনিসপত্র নিখরচায় ট্যুরিস্ট রিসেপশনে (১০—১৩-০০ ও ১৫—১৭-৩০) রেখে পাহাড়ে চড়া যেতে পারে। পাহাড়ের পাদদেশে সিঁড়িপথে পথপাশে *বেলগোলা* অর্থাৎ পাথরে বাঁধানো চতুষ্কোণ পুকুর।

আর ৩০৫২ ফুট উঁচু চন্দ্রগিরিতে আছে ১৫টি জৈন বস্তি ও মঠ। অদূরেই কল্যাণীপুকুর ও নানান জৈন বস্তি। অত্যুৎসাহীরা হোয়সলী শৈলীর ভাণ্ডারি ও অক্কানা ছাড়াও ভদ্রবাহু ও সম্রাট অশোকের গড়া চন্দ্রগুপ্ত *বস্তি* (মন্দির) বেড়িয়ে নিতে পারেন গ্রামের অন্দরে। চন্দ্রগুপ্তর গুরু ভদ্রবাহু স্বামীর জীবনাখ্যান মেলে চন্দ্রগুপ্তে। সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মঠও রয়েছে অতীতকালের। শ্রবণবেলগোলাতে থাকার জন্য কর্ণাটক ট্যুরিজমের *Tourist Home, Shriyans Prasad G H* ও *জৈন ধরমশালা* আছে। হোটেল-রেস্তোরাঁও আছে নানান—ভেজ মিল মেলে। তবুও থাকা ও যানবাহনের সুবিধার্থে হাসান অনেক বেশি আদরণীয় হবে।

কেম্মানাগুন্ডি

চিকমাগালুর থেকে লিঙ্গধাল্লী হয়ে বাস যাচ্ছে ৪৮ কিমি দূরের কেম্মানাগুন্ডি। বাস আসছে বিরুর-শিমোগা-তালগুপ্পা রেলের তারিকেরে থেকেও কেম্মানাগুন্ডির। উৎসাহীরা ১৪৪৮ মি উঁচুতে একটা দিন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সাথে বিশ্রাম নিতে পারেন কৃষ্ণরাজেন্দ্র পাহাড় বলে খ্যাত বাবাবুদান পাহাড়ী শহরে। চারপাশে কফি বাগিচা—লৌহ আকরিকও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে পাহাড়ে। ৫ কিমির রোপওয়েতে এই আকরিক লৌহ আনার দৃশ্যও পর্যটকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। আর হচ্ছে এলাচ যথেষ্ট পরিমাণে।

থাকার জন্য কর্ণাটক ট্যুরিজমের *ট্যুরিস্ট কটেজ* আছে। আর আছে *রেস্ট হাউস* ও *ট্যুরিস্ট হোম;* অবু: The Secretary, Board of Management, Mysore Iron & Steel Works, Bhadravati.

চিকমাগালুর

হাসান থেকে বেলুড় হয়ে বাস গিয়েছে চিকমাগালুর। হাসান থেকে দূরত্ব ৫৮, বেলুড় ২৪, কাদুর ৪০, তারিকেরে ৫৬ কিমি। অরণ্যময় সুন্দর পাহাড়ী ঢাল বেয়ে পথ উঠেছে। কেন্দ্রবিন্দুর উচ্চতা ১৮২৯ মি। এরই ঢালে প্রথম ভারতীয় কফির জন্ম। ১৭ শতকে মুসলিম ফকির বাবা বুদান মক্কা থেকে চারা এনে রোপণ করেন। আর সেই হচ্ছে ভারতে কফির প্রথম চাষ। বাবা বুদান পাহাড় ঢালে ছবির মতো জেলা শহর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার চিকমাগালুর। পাহাড়, নদী, উপত্যকা—দুগ্ধধবল কফি ফুলও শোভা বাড়িয়েছে। আর আছে দুর্গ, কালী, পরশুরাম, কোদন্ডরামা, ঈশ্বর মন্দির। ৯০ কিমি দূরে আর এক পাহাড়ী শহর ৬০০০ ফুট উঁচু কুদ্রেমুখ। নৈসর্গিক শোভার লীলাক্ষেত্র কুদ্রেমুখ-এ বাস যাচ্ছে চিকমাগালুর থেকে। অক্টোবর থেকে মে মাসে ৬০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত Kudremukh National Parkটিও

বেড়িয়ে নিতে পারেন। ম্যাকাও, বাঘ, চিতা ও গৌরের দর্শন মেলে কুদ্রেমুখ-এ। থাকার জন্য আছে *Travellers Bungalow;* অবু: Asstt Engineer, PWD, Belur.

ভদ্রা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি

কেম্মানাগুন্ডি থেকে ৬০ আর চিকমাগালুরের ৩৮ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ভদ্রা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিটিও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে নভেম্বর থেকে মার্চে। শিমোগা ও চিকমাগালুর জেলায় ৪৯২.৪৬ বর্গ কিমি জুড়ে রূপ পেয়েছে ভদ্রা বন্য জন্তু সংরক্ষণালয়। নানান প্রজাতির হরিণ, ভাল্লুক, হাতি, প্যাছার, শম্বর, বাঘ ছাড়াও সরীসৃপ ও পক্ষীকুলেরও সহাবস্থান ঘটেছে ভদ্রায়। থাকার জন্য *FRH, PWD*-র *Bungalow* ও *CH* আছে ভদ্রায়। অত্যুৎসাহীরা পথে তারিকেরে থেকে ১০ কিমি দূরের **কালাহস্তী** জলপ্রপাতটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন।

ভদ্রাবতী

কর্ণাটকের বার্মিংহাম হল ভদ্রাবতী। লৌহ, ইস্পাত, কাগজ, সিমেন্ট কারখানা ছাড়াও অতি আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে ভদ্রা নদীর পাড়ে ভদ্রাবতীতে।

বাস যাচ্ছে বিরুর ৪৫, তালগুপ্পা ১০৬, তারিকেরে ২১, চিকমাগালুর ৭৭, হাসান ১৩৫, শিমোগা ১৮ কিমি ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে। আর রেল এসেছে ২৫৬ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর থেকে তালগুপ্পায়। তালগুপ্পা থেকে শাখালাইনে ট্রেন যাচ্ছে (১০-০০ ও ১৮-৩০এ) সাগর/ শিমোগা/ ভদ্রাবতী/ তারিকেরে হয়ে চেন্নাই-মুম্বাই রেলপথের বিরুরে। সরাসরি ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকে ব্রডগেজে 1 2 5 6 দিন ৬-০০টায় 1018 মুম্বাই এক্স, ১৪-৩০এ 2725 ব্যাঙ্গালোর-হুবলি ইন্টারসিটি এক্স, ১৫-০০টায় 7309 ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো এক্স, শনিবার ১৯-৩০এ 6505 ব্যাঙ্গালোর-নিজামুদ্দিন স্বর্ণ জয়ন্তী এক্স, ২০-০০টায় 6589 ব্যাঙ্গালোর-মিরাজ চেন্নামা এক্স যথাক্রমে ৯-০০, ১৬-৫৫, ১৮-০০, ২২-৩০, ২৩-১০এ আরসিকেরে জং ৯-৫৩, ১৭-৪৪, ১৮-৫০, ২৩-২৫, ০-১০এ বিরুর জং পৌঁছে হরিহর-হুবলি হয়ে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকে ৬-৩০এ ব্যাঙ্গালোর-হরিহর/শিমোগা ফা প্যা, ৭-৫৫য় ব্যাঙ্গালোর-হুবলি চিত্রদুর্গা প্যা, ১৫-৫৫য় বিরুর প্যা, ১৮-১৫য় আরসিকেরে প্যা, ২২-১০এ ব্যাঙ্গালোর-গুন্টাকল/হুবলি/শিমোগা ফা প্যাসেঞ্জার।

থাকার জন্য *ট্রাভেলার্স বাংলো ও গেস্ট-হাউস*আছে; অবু: PRO, Iron & Steel Works, Bhadravati. হোটেলও আছে বিভিন্ন মানের বিবিধ দামের ভদ্রাবতীতে।

শ্রীঙ্গেরী

ভদ্রা থেকে বাসেই চলুন ৫৬ কিমি দূরের শ্রীঙ্গেরী। বাস আসছে চিকমাগালুর, হাসান, শিমোগা, বিরুর, আগুম্বে ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকেও শ্রীঙ্গেরীর। তেমনই হাসান থেকে রেলে তারিকেরে পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে শ্রীঙ্গেরী। ব্যাঙ্গালোর-পুনে রেলপথে ১২৮ কিমি দূরের বিরুর জং থেকেও বাসে চলা যায় শ্রীঙ্গেরী। আরসিকেরে থেকে বিরুরের দূরত্ব ৪৫ কিমি।

অদ্বৈতবাদী জগৎগুরু শঙ্করাচার্যর ৪টি মঠের প্রথমটি তুঙ্গা নদীর পাড়ে এই শ্রীঙ্গেরীতে। বাকি তিন—যোশীমঠ, পুরী ও দ্বারকায়। আর এই মঠের জন্যই শ্রীঙ্গেরীর সমৃদ্ধি। বিদ্যার দেবী সারদা আরাধ্যা মঠে। লোকশ্রুতি, সারদাদেবীর মন্দিরটিও আচার্যর তৈরি। তেমনই বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের রাশিচক্রের স্তম্ভ ১২টিও মজার—সূর্যালোক এসে পড়ে বছরের নানান সময় এই স্তম্ভে। আর আছে সুন্দর কারুকার্যময় ৮০ বছরেও অসম্পূর্ণ চেন্নাকেশব মন্দির। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের কারুকার্য সুন্দর। *ট্র্যাভেলার্স বাংলো, সাধারণ হোটেল* ছাড়াও মঠে *গেস্ট হাউস*ও *চোলট্রি*আছে শ্রীঙ্গেরীতে।

শ্রীঙ্গেরী থেকে বাসে ৫৬ কিমি দূরে ম্যাঙ্গালোর-শিমোগা ঘাট রোড ধরে ৮২৬ মি উঁচু **আগুম্বে** (Agumbe) পৌঁছে সূর্যাস্তের মনোহর দৃশ্য দেখে ১১৪ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর বা ৯৭ কিমি দূরের শিমোগা/সাগর হয়ে যোগ জলপ্রপাত চলা যেতে পারে বাসে। *PWD IB,* প্রাইভেট *হোটেল* আছে আগুম্বে পাহাড়ে।

যাতায়াতের পথে কেলাডিতে নায়ক রাজাদের দুর্গ, দি চার্চ অব দ্য স্যাক্রেড হার্ট অব জেসাস ও গভর্নমেন্ট মিউজিয়ম দেখে চলা উচিত হবে শিমোগায়।

যোগ ফলস

১৫০০ ফুট উঁচুতে সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে সারাবতী নদীর এই জলপ্রপাত দর্শকদের মুগ্ধ করে। ভারতে উচ্চতম —২৯২ মি উঁচু থেকে চারটি ধারায় নামছে সারাবতী। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সোজা নামছে প্রথমটি। তার নাম রাজা। আধাআধি পথ গিয়ে রাজা মিলেছে রোয়ার সঙ্গে। তৃতীয়র নাম রকেট আর চতুর্থটি রানী। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উজাড় করে সাজিয়ে তুলেছে যোগকে। ধারা নামছে আরও দুই। নয়নলোভন এই জলপ্রপাত বর্ষায় রমণীয় হয়ে ওঠে। রামধনুর রঙ খেলে জলে। তবে, সারাবতীতে বাঁধ পড়ায় গতি কমেছে ধারার।

শুধু জলপ্রপাতই নয়, সারাবতী নদীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জলবিদ্যুৎ হচ্ছে যোগে। Karnataka Power Corpn থেকে অনুমতি নিয়ে দেখে নেওয়া যায় Sharavathy Valley Project. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম এবং বৃহত্তমও বটে এই প্রোজেক্ট। ১৩ কিমি দূরে Lingamakhi Dam, Reservoir ও Power House; আর ১ কিমিরও কম দূরত্বে মহাত্মা গান্ধী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি ওপর থেকে দেখে নেওয়া যায়। এদেরই তৃতীয় প্রকল্প ১০ কিমি দূরে সারাবতী। প্রাইভেট ভ্যান যাচ্ছে ভ্যালি দেখাতে।

থাকার জন্য *Woodlands H,* SAB ৬৫-১০০, DAB ১২৫-২৫০, অবু: Manager, PC-577435; *Guest House,* অবু: Supdt Engineer (Electrical), Hydro Electrical Works, Jog Falls; PWD *IB* ও *Youth Hostel* আছে যোগে। বাসও যাচ্ছে

হোটেল তথা জলপ্রপাত হয়ে। আহার্যও মেলে *Woodlands*-এ। অবস্থান মাহাত্ম্যে *Woodlands* ও PWD *IB* থাকার পক্ষে অনবদ্য হলেও ৫ কিমি দূরে *Rainbow H*, Kargal, DAB ১৩০-১৭৫ ব্যবস্থাপনায় ভালই।

ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই রেলপথের বিরুর জং থেকে শাখালাইন গিয়েছে সাগর হয়ে তালগুপ্পায়। ৩-১৫, ৮-০০, ১১-২০, ১৭-৩০এ বিরুর ছেড়ে তারিকেরে/ভদ্রাবতী হয়ে ঘণ্টা দু'য়েকে শিমোগা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। আর ৬-০০ ও ১৪-৩০এ শিমোগা ছেড়ে সাগর হয়ে ৩½ ঘণ্টায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে তালগুপ্পায়। বিরুর থেকে ট্রেন যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, ভাস্কো, নিজামুদ্দিন ছাড়াও নানান। বগি যাচ্ছে আরসিকেরে হয়ে প্যাসেঞ্জারের সাথে জুড়ে মহীশূরে। নিকটতম রেল স্টেশন ১৬ কিমি পুবের এই তালগুপ্পা। বাস যাচ্ছে সাগর/তালগুপ্পা থেকে মুহুর্মুহু যোগে। মহীশূর ৩৭১, পানাজি ২৯৯ বাসও যাচ্ছে যোগ হয়ে। বাস যাচ্ছে শিমোগা ১০৩, ভদ্রাবতী ১২১, ভাটকল ৭৪, কারওয়ার ১৬৪, ম্যাঙ্গালোর ২০৬ কিমিতেও। তবুও যেন বাসের আধিক্য মেলে ৩১ কিমি দূরের সাগর থেকে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকের। নিকটতম বিমানবন্দর বেলগাঁও ২৫১, ব্যাঙ্গালোর ৩৭৮ কিমি। মহীশূর বা ম্যাঙ্গালোর থেকে রাতের বাসে এসে দিনে দিনে যোগ বেড়িয়ে পরদিন ৬-০০টার বাসে ৭ ঘণ্টায় কারওয়ার বা রাতের বাসে সরাসরি পানাজি চলা যেতে পারে যোগ থেকে।

চলার পথে ভাটকল-ও বেড়িয়ে চলা যায়। অতীতের বন্দর নগরী তথা ঐতিহাসিক শহর ভাটকলে বিজয়নগর রাজাদের মন্দির ও নানান জৈন স্মারক দেখতে মেলে। ১৬ কিমি দূরে মুদ্রেশ্বরও আর এক পবিত্র শহর। মন্দির তথা কবুতর দ্বীপও দেখে নেওয়া যায় মুদ্রেশ্বর তটে।

সাগর

যোগ থেকে ৩১ আর মহীশূরের ৩৪০ কিমি দূরে তাল-গুপ্পা-শিমোগা শাখায় সাগর-জাম্বাগারু স্টেশন। যোগের প্রতিটা বাসই বাণিজ্যিক শহর সাগর হয়ে যাচ্ছে। হাতির দাঁত ও চন্দনকাঠের কারখানার জন্য সাগরের প্রশস্তি। সরকারি কারখানায় কাজ দেখা ও কেনার ব্যবস্থা মেলে। *H Sabhlok International*, 19 Gujarati Bazar, Sagar-470002, ✆ 22522, S ১৫০-২২৫ D ২০০-২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০ ছাড়াও হোটেল আছে নানান সাগরে।

আবার সাগর থেকে ৭২ কিমি দূরের শিমোগা টাউন ফিরে শিমোগা থেকে আরও ১১৫ কিমি গিয়ে মালনাড অঞ্চলের অজ পাড়াগাঁ চন্দ্রগুত্তিতে *বেতেলে সেভে* অর্থাৎ নগ্ন পূজার সাক্ষী হতে পারেন। আজও প্রতি বছর মার্চের ২০ তারিখে হাজার হাজার পুরুষ-নারী মন্দির থেকে ৪ কিমি দূরের বরদা নদীতে স্নান সেরে নগ্নদেহে দেবতা বেণুকম্বা বা মাতঙ্গির মন্দিরে আসেন মানত পালনে। বসে মেলা, পুণ্যার্থী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ। সারা বছরের ঝিমিয়ে থাকা চন্দ্রগুত্তি মেতে ওঠে প্রাচীন প্রথা পালনে বছরের এই একটা দিনে।

হাম্পী বা বিজয়নগর

বিজয়নগর অর্থাৎ সিটি অব ভিক্টরি। ভারত ইতিহাসের বৃহত্তম হিন্দু-সাম্রাজ্য বিজয়নগর রাজাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে রাজ্যের উত্তর-পুবে, ৪৬৭ মি উঁচু হাম্পীতে। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তেলুগু রাজকুমার হুক্কা (হরিহর ১) ও বুক্কার হাতে শহরের গোড়াপত্তন। রোমাঞ্চে ভরা সে ইতিহাস। ১৪ শতকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে দিল্লী যেতে সুলতানের ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম নিয়ে কাম্পিলীর শাসকরূপে দাক্ষিণাত্যে ফেরেন হুক্কা ও বুক্কা। অবশেষে সাধ জাগে রাজা হতে। অধীনতা ছেড়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য গড়েন সেদিনের হস্তিনাবতীতে। ১৩৩৬এ হিন্দু হলেন শৃঙ্গেরী মঠের গুরু বিদ্যারণ্যের সাহচর্যে হুক্কা ও বুক্কা। রাজ্য হতে রাজধানীও গড়েন ১৩৪৩এ পম্পা নদীর পাড়ে।

আর এই বংশেরই রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের (১৫০৯-২৯) রাজত্বকাল ছিল বিজয়নগরের সুবর্ণযুগ। রাজকোষ ভরে ওঠে বিপুল ধনরত্ন ও মণিমাণিক্যে। প্রসারও পায় রাজ্য কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ জুড়ে পুবে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত। ঐতিহাসিকদের মতে, জাঁক-জমকেও ঠাট ছিল সেকালের বিজয়নগরের। প্রাসাদের পর প্রাসাদ—শুধু আয়তনে নয়, রোম নগরীর থেকেও বড় আর সারা বিশ্বে অন্যতমও ছিল বিজয়নগর। ১৪৪৩এ আবদুর রজ্জাক বলেছেন—এমন শহর পৃথিবীতে কেউ চোখে দেখেনি, এমন শহরের কথা কেউ কানে শোনেনি; ৭টি দরজা ছিল রাজধানী প্রবেশের। ১০ লক্ষ সম্মিলিত হিন্দু-মুসলিম সৈনিক অতন্দ্র প্রহরায় রত। এমনকি উত্তরের মুসলিম রাষ্ট্র থেকে রাজধানী সুরক্ষায় মুসলিম তীরন্দাজও নিয়োজিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যেও রমরমা ছিল সেকালের বিজয়নগর রাজ্য। মশলা ও তুলো যেত বিশ্বের দিগ্বিদিকে বিজয়নগর থেকে। ধর্মেও বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ শিব আর বিষ্ণু উভয় দেবতাই পূজিত হতেন বিজয়নগরে। সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল সেকালের বিজয়নগরে। মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীরও চল ছিল। মসজিদ ও ইদগাঁও ছিল সেকালের হিন্দু সাম্রাজ্যে। অবশেষে, ১৫৬৫র ২৩শে জানুয়ারি টালিকোটার যুদ্ধে ৫ শাহী (বিদার, বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমদনগর, বেরার) সুলতানের সম্মিলিত মুসলিম শক্তির কাছে বংশের শেষ রাজা রামার পরাজয়ে শিরশ্ছেদ করে। রামারায়ের ভাই সদাশিব ও অন্যান্যরা দক্ষিণে পালিয়ে যেতে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে লুণ্ঠনের সাথে ধ্বংস করে ৩৩ বর্গ কিমির উপর গড়া রাজধানী শহর। আজ চাষবাস হচ্ছে, চরে বেড়াচ্ছে নানান গবাদি পশু মৃত নগরী হাম্পীর গ্রানাইট পাথরের ধ্বংসস্তূপে। রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় আজ যেন ঘুমিয়ে আছে হাম্পীর অতীত। হাম্পীর নবতম আকর্ষণ ডিসেম্বর মাসে হাম্পী উৎসব।

উত্তরের এলোমেলো শিলাখণ্ড পেরিয়ে পাহাড়ী গিরি-

খাতের মাঝ দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে পশ্চিমঘাট থেকে জাত তুঙ্গ আর ভদ্রার মিলিত সলিলে স্রোতস্বিনী তুঙ্গভদ্রা। আজও এই সুন্দর পরিবেশে ঐতিহাসিক ধ্বংস-স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ১৫৩০-১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি **পট্টভিরামা মন্দির**। দশেরা দিব্বা বা বিজয়া ভবানী মন্দিরটি তৈরি করেন কৃষ্ণ দেবরায় ১৫১৩তে ওড়িশা জয়ের স্মারকরূপে। যুদ্ধজয়ের প্রতীকরূপী মন্দিরের কারুকার্য সুন্দর। দিব্বার উপর থেকে বিধ্বস্ত প্রাসাদপুরী দেখে নেওয়া যায়।

সঠিক জন্ম ইতিহাস না মিললেও **পম্পাপতি মন্দিরের** দেবতা বিরূপাক্ষ আজও অনন্য। সম্ভবত ১৫০৯এ কৃষ্ণ দেবরায়ের রাজ্যাভিষেকের স্মারকরূপে তৈরি। সংস্কার হয়েছে বার বার। একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি বৃহৎ আকারের শিব রয়েছেন গর্ভমন্দিরে। শিব এখানে বিরূপাক্ষ আর পম্পাপতি রূপে দেবী পম্পা অর্থাৎ পার্বতী, ভুবনেশ্বরী ছাড়াও নানান দেবতা স্ব-স্ব মন্দিরে। এদের কোনো কোনোটি চালুক্য ও হোয়সল কালে তৈরি। এমনকি মন্দিরের কোনো কোনো পিলারে আজও বিজয়নগর চিত্রকলার নিদর্শন দেখতে মেলে। হাম্পী বাজারমুখী মন্দিরের পুবে গোপুরমও হয়েছে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজকর্মচারী প্রোলগান্তি টিপ্পার গড়া ৯ তলা উঁচু ৫২ মিটারের।

তুঙ্গভদ্রার পাড় ধরে ধ্বংসাবশেষের মাঝ দিয়ে বিরাটা-কার গণেশ মূর্তি রেখে পুবে এগুতেই দাঁড়িপাল্লা পেরিয়ে ২ কিমি দূরে হাম্পীর পরমাশ্চর্যের এক কারুকার্যমণ্ডিত **বিঠালা স্বামীর মন্দির**। বিজয়নগর স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষতা পেয়েছে বিঠালায়। বিঠালা মন্দিরটি ১৫১৩য় কৃষ্ণ দেবরায়ের তৈরি। বিধ্বস্ত গোপুরম দিয়ে ঢুকতেই ১৫২×৯৪মি আয়তাকার প্রাঙ্গণে ৫৬টি মনোলিথিক থামে ভর করে মূল মন্দির বিঠালা স্বামী অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দির, কল্যাণ মণ্ডপ ও রথ। মন্দিরের মূল আকর্ষণও গ্রানাইট পাথরের এই রথ। সূক্ষ্ম কারুকার্য-মণ্ডিত মিউজিক্যাল পিলারগুলিতে সঙ্গীতের সুর বাজে। ঝালিয়ে নিতে পারেন সা-রে-গা-মা হল্‌-এর থামে। World Heritage Manument-এর তালিকায় উল্লিখিত ৩ দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের (তাঞ্জোর, মহাবলী ও বিঠালা) এক এই বিঠালা। অদূরেই **পাতাল লিঙ্গেশ্বর**। দেবতাহীন জলমগ্ন মন্দিরটি মাটি খুঁড়ে ব্রিটিশের আবিষ্কার। এরই সামনে রাজকীয় অতিথিশালার ধ্বংসস্তূপ।

রাজপ্রাসাদমুখী কিছুটা চলতেই ৭ মি উঁচু মানুষ ও সিংহর সঙ্করে বিষ্ণুর অবতার **নৃসিংহ** মূর্তিটিও কম আকর্ষণীয় নয়। পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে মনোলিথ এই দেব-বিগ্রহ। লাগোয়া **জলমগ্ন মন্দিরে** শিবঠাকুর।

প্রাকারে ঘেরা রাজপ্রাসাদটিও বিধ্বস্ত। সামনে ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে গড়া কুইনস প্যালেস। প্রতিটি গম্বুজ স্ব স্ব ভাস্কর্যে আজও মহীয়ান। মহারানীর স্নানাগারটিও সুন্দর। মুসলিম স্থাপত্যে গড়া পদ্মাকার ঝরনা থেকে সুগন্ধী জল মিলত। জল আসত পম্পা নদী থেকে। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর পদ্মাকার লোটাস মহলও অনবদ্য। চিত্রিত এই মহলের অতীতে নামও ছিল চিত্রাঙ্গিণী মহল। দেওয়ালে ঘেরা জেনানা দরবারের জীর্ণ টাওয়ার থেকে রাজপরিবারের মেয়েরা রাজকীয় উৎসব পর্যবেক্ষণ করত। ১১ গম্বুজওয়ালা ঘরের সারি—বিশ্বের বৃহত্তম হাতিশালা, জৈন মন্দির ছাড়াও হাজারো রকমের ধ্বংসস্তূপ হাম্পীর অতীত রোমন্থন করায়। অদূরে মূক মুখে আর এক অতীত সুলেবাজার।

তবে, ১৫১৩য় তৈরি রাজ পরিবারের গৃহদেবতা **হাজারা রামস্বামী** মন্দিরটি আজও অক্ষত রয়েছে। দশ অবতার অর্থাৎ যুগে যুগে বিষ্ণুর আবির্ভাব ব্যাসল্ট পিলারে মূর্ত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান ভিতরের দেওয়ালে আর বাইরের দেওয়ালে রয়েছে নানান জীবজন্তুর মূর্তি। খুবই সুন্দর এই ভাস্কর্য।

এখানেই শেষ নয়—খনন চলছে আজও (১৯৭৬ থেকে) অতীত পুনরুদ্ধারের আশায়। আবিষ্কৃত হয়েছে চীনা মুদ্রা হাম্পীর খননে। প্রদর্শিত হয়েছে খননে পাওয়া মুদ্রা ছাড়াও নানান সম্ভার ফোটা পদ্মের মতো মহারাজার বিশ্রামাগার দ্বিতল **লোটাস মহলে**। আজ নতুন করে গড়ে উঠেছে KSTDC-র *H Mayura Lotus Mahal Restaurant* পদ্ম-মহলের তোরণ দ্বারে। যাত্রীদের বিশ্রাম ও আহার্য মেলে। আর হয়েছে হাম্পীর ধ্বংসস্তূপের নানান ভাস্কর্যের প্রদর্শনশালা প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের **মিউজিয়ম** কমলাপুরমে। ১০—১৭-০০টায় খোলা। এমনকি খননে মেলা ব্রাহ্মণীক্যাল লিপি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রিস্টের জন্মকালে বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল বিজয়নগরকে ঘিরে।

অতীতকালে তুঙ্গভদ্রার নাম ছিল পম্পা। পম্পা নদীর অপরপাড়ে রামায়ণের **কিষ্কিন্ধ্যা** অর্থাৎ বালির সাম্রাজ্য। চারপাশে রামায়ণের ঋষ্যমুক, মাল্যবন্ত, মাতঙ্গ পর্বত। জন-শ্রুতি, ভাই-এর হাতে বিতাড়িত হতে মাতঙ্গ পর্বতে আশ্রয় নেয় সুগ্রীব। শ্রীরামও কিছুকাল অবস্থান করেন মাতঙ্গ পর্বতে। এমনকি বালি বধের পর শ্রীরামের হাতে সুগ্রীবের অভিষেকের স্মারকরূপে কোদণ্ডরামা মন্দিরে মূর্তি হয়েছে রামচন্দ্রর। বালির সমাধিটিও টিবির আকারে অদ্ভুত রূপ নিয়েছে।

হাম্পী বাজারে *সাধারণ হোটেল*—মন্দিরের কাছে *Shanthi G H*, বাজারের পথে বাঁয়ে *Rahul G H*, বিরূপাক্ষ মন্দিরে *ধরমশালা*, ট্যুরিস্ট অফিসের কাছে *PWD IB* আছে। আহার্যও মেলে অগ্রিম অর্ডারে। তবুও হাম্পী দর্শনার্থীদের থাকার পক্ষে হসপেটই সুবিধার। বাসও যাচ্ছে মুহুর্মুহু হসপেট নিউ বাস স্ট্যান্ড ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ৬-৩০—২১-১৫য় হাম্পী বাজার। হাম্পী থেকে হসপেট ফেরে রাত ২০-০০টায় শেষ বাস। আধ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ১৩ কিমি। পথেই পড়ে কমলাপুরম। ধ্বংসস্তূপের প্রবেশ দরজা কমলাপুরম ও হাম্পী বাজারে। দোকানপাট ও খাবার হোটেলও মেলে উভয় প্রবেশদ্বারে। বাস যাত্রায় উচিত হবে হাম্পী বাজার থেকে হাম্পী অভিযান শুরু করা। পায়ে পায়ে ৭ থেকে ১০

To Tumkur
To Nandi Hills
To Chintamani
MULBAGAL
KOLAR
To Belur & Halebid
NELAMANGALA
KUNIGAL
HOSKOTE
CHENNARAYAPATNA
CHAMARAJASAGAR
BELLURU
BANGALORE
BANGARAP
SAVANA DURGA
SRAVAN BELAGOLA
RAMA MALLI
HOSUR
MELKOTE
CHENNAPATNA
KANVA RESERVOIR
Krishnaraja Sogar
MANDYA
KRISHNA
SRIRANGAPATNA
Brindavan Garden
MYSORE
SOMNATHPUR
Hunsur
RANGANATHITTOO
SIVASAMUDRAM
NANJANGUD
Cauvery
DHARAMPU
Calicut
Chamarajanagar
To Dandipur & Ooty
To Salem

Indian Tiger Proj
Total Tiger 3750

Name	Tot
Venugopal (Bandipur) —Karnataka	69
Corbett —Uttar Pradesh	52
Kanha—Madhya Pradesh	194
Manas—Assam	28
Melghat—Maharashtra	15
Mundanthurai—Tamilnadu	
Palamou—Bihar	9
Ranathambhore—Rajasthan	3
Simlipal—Orissa	27
Sundarban—West Bengal	25
Periyar—Kerala	7
Sariksha—Rajasthan	8
Buxa—West Bengal	74
Indravati—Madhya Pradesh	279
Nagarjuna Sagar—Andhra Pradesh	356
Namdapha—Arunachal	180
Dudwa—Uttar Pradesh	61

Number of National Parks 53 Sanc

কিমি পরিক্রমায় সাঙ্গ করা যায় হাম্পী দর্শন। সাইকেলও মেলে ভাড়ায় হাম্পী বাজারে। আর ট্যাক্সি মেলে হসপেটে—যাতায়াত সহ দর্শন ৩৫০ টাকায়। শেয়ারেও ট্যাক্সি মেলা অস্বাভাবিক নয়। অটোও যাচ্ছে এপথ পরিক্রমায়। আবার KSTDC. Taluk Office Circle. ✆ 8537 (বাস স্ট্যান্ডের পেছনে) হসপেট থেকে কনডাকটেড ট্যুরে সকাল ৯-০০টায় গিয়ে ১৭-০০টায় ফেরে ৬০ টাকায় হাম্পী ও তুঙ্গভদ্রা বাঁধ দেখিয়ে। হসপেটের আর এক আকর্ষণ তার মহরম উৎসব। দিনরাত ধরে মিছিল চলে নানান বর্ণের তাজিয়ার সাথে রঙবেরঙের আলোর রোশনাই নিয়ে। খুবই আকর্ষণীয় এই তাজিয়া মিছিল।

তুঙ্গভদ্রা বাঁধ: হসপেট থেকে ৭ আর হাম্পী থেকে হসপেট হয়ে ২০ কিমি পশ্চিমে ১৯৭৩-এ ৫০৪.৬ মি উঁচু বাঁধ পড়েছে তুঙ্গভদ্রা নদীতে। রেল ও মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে হসপেট (১২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম) থেকে। ৬-১০এ প্রথম ছেড়ে ২১-২৫এ শেষ বাস; ½ ঘণ্টার পথ। দূরপাল্লার নানান বাসও যাচ্ছে T B Dam-এর নিচুতে রোড জংশন হয়ে হসপেট থেকে। ৫০০ মি লম্বা আর ৪৯ মি উঁচু বাঁধের জলাধারটি ৩৮৭ বর্গমিটার। ২ মিলিয়ন একর জমিতে চাষের জল যাচ্ছে, আর হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। অনুমতি নিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও দেখে নেওয়া যায়। তবে, একান্তই উচিত হবে বৈকুণ্ঠ গেস্ট হাউস থেকে বাঁধ তথা লেকের নয়নাভিরাম শোভা দেখে চলা। ভিউ টাওয়ার, মাছের পুকুর, জাল তৈরির কারখানা, স্টিল প্রোজেক্ট, জাপানি প্রথায় বাগিচা ছাড়াও রয়েছে হরটিকালচার ফার্ম তুঙ্গভদ্রায়।

বাস যাচ্ছে ডজনখানেক (৭—২৩-৪৫) হসপেট থেকে NH 4 ও 13 ধরে ৩৫৮ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোরে। আর KSTDC-র বাস যাচ্ছে রাত দশটায় হসপেট ছেড়ে রাতভর জার্নিতে ব্যাঙ্গালোরে। ভাড়ায় সামান্য আধিক্য ঘটলেও চলা আরামদায়ক, সময়ও কম নেয় KSTDC-র ডিলাক্স/সুপার ডিলাক্স। হসপেট থেকে ১৩ কিমি উত্তর-পুবে হাম্পী, তুঙ্গভদ্রার দূরত্ব ৭ কিমি; নিয়মিত বাস যাচ্ছে। বাস আসছে সকাল ৮-৩০ ও সন্ধ্যা ১৮-০০টায় হাসান ছেড়ে চিকমাগালুর/শিমোগা/ হরিহর হয়ে মন্দিরতীর্থ বেলুড়-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলার যাত্রী নিয়ে ৩৪০ কিমি দূরের হসপেটে। যোগ যাত্রীরা সাগর থেকে শিমোগা/ হরিহর হয়ে হসপেটে পৌঁছান বাসে বাসে। এপথের দূরত্ব ৭২+৭৭+১১০ অর্থাৎ ২৫৯ কিমি। তুঙ্গভদ্রা/ বগলকোট হয়ে ৮ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে ২৫০ কিমি দূরের বিজাপুরে। ৩৯১ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে শিমোগা হয়ে। পানাজি যাচ্ছে হুবলি/ ধারওয়ার হয়ে হসপেট থেকে। পথের দূরত্ব (১৪৯+২০ +১৬৭) ৩৩৬ কিমি। হুবলি যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায়; ৫ ঘণ্টায় ১৬৭ কিমি দূরের বাদামী যাচ্ছে নানান বাস। ৪৪৫ কিমি দূরের হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ২টি এক্স বাস। বেলারি ৬১, বিদার ৩৬৫, গুলবর্গা ২৫১ কিমি, গুন্টাকল, মহীশূর, মন্ত্রালয় ছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে হসপেট থেকে।

হুবলি-গুন্টাকল মিটারগেজ রেলপথে হুবলি থেকে ১৪৫ আর গুন্টাকলের ১১২ কিমি দূরে হসপেট। ২১-৫৫য় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে 6592 হাম্পী এক্স ব্রডগেজে পরদিন ধর্মাভরম ১-৫০, গুন্টাকল ৪-৪০, হসপেট ৭-৩০, গডগ ৯-৪৮এ পৌঁছে হুবলি যাচ্ছে ১১-১০এ; ব্যাঙ্গালোর ফেরে ১৭-০০টায় হসপেট ছেড়ে পরদিন ৬-৫৫য়। হাম্পীর অংশ গুন্টাকলে পৃথক হয়ে পার্বণী যাচ্ছে 7014 ব্যাঙ্গালোর-পার্বণী লিঙ্ক এক্স হয়ে। আর হুবলি-গুন্টাকল বিজয়নগর এক্স, হুবলি-গুন্টাকল প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে গডগ-হসপেট-বেল্লারি হয়ে। ভাস্কো যাচ্ছে হসপেট-ভাস্কো প্যা ও এক্স, কোট্টুর যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার হসপেট থেকে নবতম ব্রডগেজে। আবার হসপেট থেকে হুবলি পৌঁছে ৬-২০এ দ্রুততম ইন্টারসিটি এক্সে হুবলি ছেড়ে ১৩-৫০এ ব্যাঙ্গালোর চলা যেতে পারে। তবে, গডগ ও গুন্টাকল থেকে ট্রেনের আধিক্য মেলে ব্যাঙ্গালোরের। আর 1 2 5 6 দিন ৬-০০টায় ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই এক্স, ২০-০০টায় রানী চেন্নামা এক্স আরসিকেরে/বিরুর/ হরিহর হয়ে ৪৬৯ কিমি দূরের হুবলি আসছে ১৪-৪০, পরদিন ৫-০৫এ। বিজয়ওয়াড়া-ভাস্কো অমরাবতী এক্স, গুন্টাকল-বিজাপুর চালুক্য এক্স ছাড়াও নানান প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে হুবলি ও গুন্টাকল থেকে হসপেট হয়ে। আর কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় উচিত হবে করমণ্ডল এক্সে ১০-২৫এ বিজয়ওয়াড়া পৌঁছে দিনভর শহর দেখে ১৯-৩০এর বিজয়ওয়াড়া-ভাস্কো 7225 অমরাবতী এক্সে নবতম ব্রডগেজে গুন্টুর ২০-২০, গুন্টাকল ৮-২০, বেল্লারি ৯-৩০, হসপেট ১১-০০, গডগ ১৩-০৩, হুবলি ১৪-৩৫, লোণ্ডা ১৭-৩০এ পৌঁছে ২২-১৫য় ভাস্কো চলা। এমনকি এপথটি আজ কলকাতাবাসীদের গোয়া যাত্রায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

হাম্পী ও তুঙ্গভদ্রা যাত্রীদের রাত্রিবাসের জন্য বেলারি জেলার তালুক শহর হসপেট আকর্ষণীয়। হোটেলও হয়েছে নানান Hospet-583201, STD 08394এ। রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাস স্ট্যান্ড। রেল স্টেশনের চত্বর পেরুতেই শহরমুখী Station Rd-এ—*Rama L, Pampa L, H Salini,* SAB ১২০, DAB ১৫০; *H Sandarshan,* SAB ৮০-১২৫, DAB ১৫০-২৭৫; *H Priyadarshini,* SAB ৮০-১২৫, DAB ১৭৫-৩২৫, A/c D ৪০০। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Vishwa,* SAB ৬০, DAB ১০০। বাঁয়ে অতি সাধারণ সাজে *Municipal Pravasi Mandir* ডাইনে *Sree Bandri Ragappa Setty's Dharamshala;* বিপরীতে *Shanbag L,* S ৬০, D ১০০। বাস থেকে মিনিট পাঁচেকের পথে গান্ধী চকে—*Lokare L,* S ৬০, D ১০০; *Sundar L, H Mayura, Mallige Tourist Home,* Hampi Rd, ✆ 48101, SAB ৪৫০, DAB ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০, Suite ১৭৫০, পুরাতন ব্লকে কিছু ইকোনমিক ঘরও মেলে। *Krishan L,* T B Dam Rd, SAB ৬০, DAB ১২৫। *Naga L, Padma L,* Old Bus Std. আর আছে তুঙ্গভদ্রা বাঁধের নিচে KSTDC-র *H Mayura Vijoynagar,* T B Dam, ✆ 59270, SAB ১২৫, DAB ১৭৫; তবে, হাম্পী দর্শনে উচিত হবে ময়ূরকে বয়কট করে শহরে অবস্থান করা। আর কমলাপুরম অর্থাৎ হাম্পীতে আছে KSTDC-র *H Mayura Bhuvaneshwari,* Kamalapur (Hampi), Dist-Bellary, ✆ 51574, S ২০০, ৩৩০, D ২৪০, ৩৮৫। *রেলের রিটায়ারিং রুমও* আছে হসপেটে। *Hampi Power G H,* আর তুঙ্গভদ্রায় বাঁধের মুখে লেকের পাড়ে টিলার টঙে নয়নাভিরাম পরিবেশে *Vaikunt G H,* DAB ৬০, ৮৫, ১২৫, অবু: EE, HLC Division, T B; *I B,* অবু : EE, HLC Division, T B. আর বাঁধের অপরপাড়ে মুনিরাবাদে—*Indra Bhavan G H* ও *Lake View G H;* দুইয়েরই বুকিং: EE, No 1 Sub-Division,

Munirabad, Dist-Raichur, Karnataka. তবে থাকার জন্য শহরে—*হোটেল হর্ষ, মালিগী ট্যুরিস্ট হোম, প্রিয়দর্শিনী* ও *সন্দর্শন* ভালই।

নিরামিষ আহার্যের জন্য হাম্পী রোডে *হোটেল প্রভু* ও বিশ্ব হোটেলের *শান্তি রেস্টুরেন্ট*, প্রিয়দর্শিনীর *চালুক্য রেস্টুরেন্ট*; আর আমিষের জন্য গান্ধী চকে *নাগার্জুন* দেখা যেতে পারে। দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও মালিগীর বিপরীতে *ঈগল গার্ডেন রেস্টুরেন্ট*-এ ৭—২৩-০০টায় বিরিয়ানী ও মাটন/চিকেনের রকমারি আহার্য রসিকজনের জিভে জল আনে। মালিগী ট্যুরিস্ট হোমের *অমরুথ*-এরও সুনাম আছে আহার্যে। আর টিফিনের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে *Shanbaug Coffee Bar*-এ।

হরিহর

চলার পথে সাগর থেকে ১৪৯, শিমোগা থেকে ৭৭ কিমি দূরে NH-4 অর্থাৎ ব্যাঙ্গালোর-হুবলি সড়কে আর এক প্রাচীন শহর হরিহরও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ১২২৩এ তৈরি হোয়সল মন্দির ১২৬৮তে সোমনাথপুরম মন্দির নির্মাতা সোমের হাতে সংস্কার হয়। শিব ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে দেবতা হরিহরেশ্বরের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন করে। দেবতা হরিহরেশ্বরের নামে জায়গার নাম। একটি তাম্রলিপিও মিলেছে মন্দিরে। হরিহর থেকে ১৪ কিমি যেতে বাণিজ্যিক শহর দাবাঙ্গেরে হয়ে পথ গিয়েছে ব্যাঙ্গালোর-হাম্পী সড়কে ৭৮ কিমি দূরের ২৮৮৪ ফুট উঁচু চিত্রলদুর্গে। পাহাড়চূড়োয় পাথুরে দুর্গটি হায়দর আলির তৈরি। পুত্র টিপুও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মজবুত করেন দুর্গকে। নিচে শহর, মন্দিরও আছে চিত্রলদুর্গে। ২ কিমি পশ্চিমে চন্দ্রাবল্লী উপত্যকার দৃশ্য সুন্দর। দু'হাজার বছরের প্রাচীন রোমান মুদ্রাও মিলেছে এখানে। থাকার জন্য *রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো, ট্রাভেলার্স বাংলো* ও *সাধারণ হোটেল* আছে চিত্রলদুর্গে। চিত্রলদুর্গ থেকে ১৯৮ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোরও ফেরা যেতে পারে। হসপেটের দূরত্ব ১৩৯ কিমি।

রায়চুর

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার সাক্ষী হতে তুঙ্গভদ্রা বা হসপেট থেকেই বাসে চলুন রায়চুর। মুম্বাই/পুনে-ব্যাঙ্গালোর/চেন্নাই রেলপথে রায়চুর। হসপেট থেকে অন্ধ্রের গুন্টাকল পৌঁছেও নতুন করে ট্রেনে রায়চুর যাওয়া চলে। দূরত্ব গুন্টাকল থেকে ১২২, হসপেট ১৮২, তুঙ্গভদ্রা ১৭৫, সেকেন্দ্রাবাদ ৩০৩ আর পুনে ৫২০ কিমি।

রায়চুর যদিও আজ জেলা সদর তবে রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাকাতীয় রাজাদের তৈরি দুর্গটি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। আর আছে সমাধি, জুম্মা মসজিদ, এক মিনার মসজিদ ও মন্দির। বারবার হাতবদল হয়েছে রায়চুরের। কাকাতীয় থেকে বাহমনি, বাহমনি থেকে বিজাপুর, এমনকি বিজয়নগর রাজাদেরও দখলে যায় রায়চুর।

থাকার জন্য *S L V Tourist Hostel*, Stn Rd-584101, S ১৫০, D ২৫০, A/c D ৪০০; *Uma H*, near Rly Stn; *Ashok H*, near Bus Std, *Tourist Bungalow*, *IB* ছাড়াও নানান হোটেল আছে রায়চুরে।

গুলবর্গা

রায়চুরের উত্তরে গুলবর্গা। বিদারে স্থানান্তরের আগে গুলবর্গাও (১৩৪৭-১৪২৮) বাহমনি সুলতানদের রাজধানী ছিল। আর ঔরঙ্গজেবের দখলে যায় ১৬৮৭তে গুলবর্গা। গুলবর্গার ১৫ বুরুজবিশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত দুর্গটি উল্লেখ্য। ১৪ শতকের শেষাংশে স্পেনের করডোভার অনুকরণে ম্যুরিশ শৈলীতে তৈরি দুর্গের জামি মসজিদটি ভারতে অন্যতম। বিরাটাকার গম্বুজ—চারকোণায় আবার চার, আর মাঝে চারপাশ জুড়ে ৭৫টি ছোট আকারের গম্বুজ। আর আছে মহলের পর মহল গুলবর্গার দুর্গে। তেমনই আছে বাহমনি সুলতানদের নানান সমাধিসৌধ, বন্দে নওয়াজের দরগা, হিন্দু মন্দির বাসবেশ্বর গুলবর্গায়।

বিজাপুর ১৫৯, হায়দ্রাবাদ ২২২ কিমি বাসও যাচ্ছে গুলবর্গা হয়ে। বাস আসছে রায়চুর থেকেও গুলবর্গায়। রেলও সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর সাথে গুলবর্গার। মুম্বাই-কন্যাকুমারী এক্স, মুম্বাই-তিরুভনন্তপুরম এক্স, মুম্বাই-হায়দ্রাবাদ এক্স, মুম্বাই-সেকেন্দ্রাবাদ হুসেনসাগর এক্স, মুম্বাই-চেন্নাই এক্স, চেন্নাই-মুম্বাই মেল, মুম্বাই-ভুবনেশ্বর কোণারক এক্স, মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর উদ্যান এক্স, দাদার-চেন্নাই এক্স, কারলা-ব্যাঙ্গালোর, কারলা-ম্যাঙ্গালোর/কোচি এক্স, কোচি-রাজকোট, তিরুপতি-কারলা, নাগেরকয়েল-কারলা এক্স, নিউ দিল্লী-ব্যাঙ্গালোর এক্স, সোলাপুর-ওয়াদি প্যাসেঞ্জার, হায়দ্রাবাদ-পুনে প্যাসেঞ্জার ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে পুনে-সোলাপুর-গুলবর্গা-ওয়াদি হয়ে।

KSTDC-র *H Mayura Bahamani*, Public Garden, Gulbarga. ✆ (08472) 20644, SAB ৬০, DAB ১২০, আহারও মেলে ক্যান্টিনে; *H Sanman* ছাড়াও হোটেল আছে নানান গুলবর্গায়।

বিদার

গুলবর্গা তথা কর্ণাটক রাজ্যের উত্তরে অন্ধ্র সীমান্তে ২৩৩০ ফুট উঁচুতে বিদার। বাস সংযোগ রয়েছে ৫৬ কিমি দূরের গুলবর্গার সাথে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্রের সঙ্গেও বাস ও রেলপথে যুক্ত বিদার। হায়দ্রাবাদ-মুম্বাই রেলপথে বিদার। ভিকারাবাদ-বিদার-পারলি বৈজনাথ-ঔরঙ্গাবাদ হয়ে ট্রেন যাচ্ছে। হায়দ্রাবাদ থেকে দূরত্ব ১৩৭ কিমি। বাসও আসছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় হায়দ্রাবাদের গৌলিগুড়া সেন্ট্রাল বাস টারমিনাস থেকে।

গুলবর্গা থেকে রাজ্যপাট তুলে ১৪২৮এ বিদারে বসে বাহমনীদের রাজধানী। দুর্গও গড়ে বাহমনী সুলতান আহমেদ শা ওয়ালি। ১৪৮২তে বাহমনী রাজ্য ভেঙে টুকরো হয়ে বারিদশাহীদের রাজধানী হয় বিদার। আর ১৬৫৬র এপ্রিলে ঔরঙ্গজেবের মোগলবাহিনীর হাতে পতন ঘটে বারিদ-

শাহীদের। বিদার খ্যাত তার ১৫ শতকের দুর্গের জন্য। ৫½ কিমি দীর্ঘ প্রাচীরে ঘেরা লাল ইট ও পাথরে গড়া ৭ প্রবেশ দ্বারের ৩৭ বুরুজওয়ালা দুর্গে আজ দোকানপাট, বসতি গড়ে উঠেছে। বাজারের ঘিঞ্জিভাব রেখে তোরণের পর তোরণ পেরিয়ে তিন মহলা দুর্গে—রঙিন মহল, চিনি মহল, তুর্কিশ মহল, বড়ী তোপ, যুদ্ধজয়ের স্মারকস্তম্ভ, প্রত্নতত্ত্বের নানান সম্ভারের মিউজিয়ম অন্যতম দ্রষ্টব্য। বিপরীতে ষোলাখাম্বা মসজিদ, তার পেছনে গগন মহল ও দেওয়ানী আম। অদূরে তখত মহল অর্থাৎ রাজবাড়ি। এছাড়া বাহমনী ও বারিদি রাজাদের কারুকার্যময় সমাধি, মহম্মদ ঘাউসের মাদ্রাসা ও নরসিংহ ঝোরা তথা গুহা মন্দিরটিও পর্যটকদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়। সিঁড়ি নেমে সঙ্কীর্ণ গুহায় ঝরনার উৎস মুখে দেবদর্শনের ব্যবস্থা। আর আছে পাপনাশম শিব মন্দির শহরে। জনশ্রুতি, লঙ্কার পথে শ্রীরাম শিবের পূজা করেন এখানে। বিদারের আর এক উল্লেখ্য তার নানানধর্মী বিদরি শিল্প।

তেমনই আছে শহর থেকে ১½ কিমি দূরে গুলবর্গা সড়কে বিদার অবস্থানের স্মারকরূপে নানক ঝোরা তথা গুরুদ্বারা। জনশ্রুতি, ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে বিদারবাসীদের কাতর প্রার্থনায় উতলা নানক পাহাড়চুড়োয় পায়ের চাপ দিতে বেরিয়ে আসে জলের ঝরনাধারা। আজ হয়েছে শ্বেতমর্মরে বাঁধানো জলাশয়। অদূরে বিশালাকার দিঘি। স্নানে পুণ্যের সাথে নানান ব্যাধির উপশম মেলে। লোহার বালা দানে মনস্কামনাও পূরণ হয় যাত্রীর।

থাকার জন্য *R H, PWD G H*, কর্ণাটক ট্যুরিজমের *H Mayura Barid Shahi*, Yadgir Rd. Bidar, near Bus Std, ✆ (08482) 6571, SAB ১২৫, DAB ১৭৫; *Sri Venkateswar L* Main St. D ১৫০-২২৫, A/c D ৩০০-৪৫০; লাগোয়া *Kalpana H* ছাড়াও হোটেল আছে নানান বিদারে।

বিদার থেকে ট্রেনে বা বাসে হায়দ্রাবাদ চলুন। আবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে ট্রেন বদল করে বিজাপুরও চলা যেতে পারে। তবে অন্ধ্র ভ্রমণার্থীদের হায়দ্রাবাদে যাওয়াই উচিত হবে। আবার ঔরঙ্গাবাদও চলা যেতে পারে ইলোরা-অজন্তা দর্শনে।

বিজাপুর

চালুক্যদের বিজয়পুর অর্থাৎ The city of Victory আজ হয়েছে বিজাপুর। এমনকি, বিজয়পুর আজ বিস্মৃত—অতীতও (1074-1489) লোপ পেয়েছে হিন্দুরাজাদের। হাম্পী বেড়িয়ে হসপেট থেকে ট্রেন বা বাসে বিজাপুর চলুন। ঘণ্টা নয়েকের পথ, দূরত্ব ২৮৫ কিমি। পথে পড়ে বাদামী। বাদামী থেকেও বাস যাচ্ছে। আবার বেলারি বা বগলকোটের বাসেও বিজাপুরে চলা যেতে পারে বাদামী-পাট্টাডাকাল-আইহোল দর্শন সেরে। বা বিদার থেকে ট্রেনে ভিকরাবাদ ফিরে মুম্বাইগামী ট্রেনে হোটগীতে গাড়ি বদল করেও চলা যেতে পারে বিজাপুর। তবুও উত্তরমুখী যাত্রায় ৩-১০, ৭-৩০, ৯-৪০, ১৫-১০, ১৯-২৫-এর ট্রেনে ৩½ ঘণ্টায় সোলাপুর পৌঁছে ২০-৩০এ সোলাপুর-মুম্বাই সিদ্ধেশ্বরী এক্স ছাড়াও নানান ট্রেনে ব্রডগেজ রেলে মুম্বাই বা হায়দ্রাবাদ বা বিজয়ওয়াড়া চলা যেতে পারে। ২৫৮ কিমি দূরের হুবলি থেকেও ট্রেন আসছে নানান ৯ ঘণ্টায় বিজাপুরে। ট্রেন আসছে ৬০৩ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকেও গোলগম্বুজ এক্স আরসিকেরে/হরিহর/হুবলি/গডগ/বগলকোট হয়ে বিজাপুরে। ফেরেও রাতে বিজাপুর থেকে ব্যাঙ্গালোরে। ট্রেন আসছে গুন্টাকল থেকেও বিজাপুরে। তবে, কোঙ্কণ রেলের অসম্পূর্ণতা হেতু এপথে ট্রেনের চলা আজও বিঘ্নিত। বাসও যাচ্ছে (৬টি) সাঁঝে রাতভর জার্নিতে ১২ ঘণ্টায় বিজাপুর থেকে ব্যাঙ্গালোরে।

আবার ১৫৯ কিমি দূরের গুলবর্গা থেকেও সড়কপথ গিয়েছে বিজাপুরের। বাস যাচ্ছে ৫টি কোলহাপুর ১৭৫, ১২টি সোলাপুর ৯৯, ১২টি বেলগাঁও ১৯২, ১২টি হুবলি ১৮৭, ২টি বাদামী, ১১টি বিদার, মিরাজ ১২৫, পুনে ৩৪২ কিমি ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে। বাস যাচ্ছে ১০ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ ৪৪১, ১২ ঘণ্টায় মুম্বাই ৬৬৯, ১০ ঘণ্টায় হায়দ্রাবাদ ৪১২ কিমি। নিকটতম বিমানবন্দর বেলগাঁও। আর টাঙা, অটো, রিকশা ও ট্যাক্সি চলছে শহরে। তবে, মিটার নয়—চুক্তিতে চলে এরা। মুহুর্মুহু সিটি বাসও চলছে রেল স্টেশন থেকে শহর মাড়িয়ে পশ্চিমে।

১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে বাহমনি সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে ৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। তাদেরই এক বিজাপুর—১৪৮৯এ ইউসুফ আদিল খানের হাতে গড়ে ওঠে। বাকি ৪—বিদার, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর ও গুলবর্গা। সংঘাতও লেগে ছিল পরস্পরে। আবার, এদেরই সম্মিলিত শক্তির কাছে বিজয়-নগর হিন্দু সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ২৫শে জানুয়ারি ১৫৬৫ টালিকোটার যুদ্ধে। রাজধানীও ছিল ১৪৮৯-১৬৮৬ আদিল-শাহীদের ৫৯৩ মি উঁচু বিজাপুরে। তাঁদেরই কীর্তিকলাপে গড়া মধ্যযুগীয় (১৫—১৭ শতক) ইসলামি স্থাপত্যের মিউজিয়ম নগরীও বলা যেতে পারে বিজাপুরকে। বংশের ৭ম শাসক মহম্মদ আদিলশাহর কালে বিজাপুরের রমরমা। দীর্ঘ এক বছর ধরে অবরোধ চালিয়ে ১৬৮৬র ১৫ই অক্টোবর ঔরঙ্গজেব দখল করে বিজাপুর। তবে, ক্ষমতার পালাবদল ঘটে চলে বারে বারে বিজাপুরে। সবশেষে ১৮১৮য় দখল যায় মারাঠা থেকে ব্রিটিশে।

তবে, কেমন যেন জড়তা আছে বিজাপুরের স্থাপত্যে। আধিক্যও ঘটেছে এর শিল্পকলায়। ৫০-এরও বেশি মসজিদ, ২০-এরও বেশি সমাধি, আর সমসংখ্যক প্রাসাদ দেখতে পর্যটক আসেন প্রাকারবেষ্টিত লেক ও বাগিচার শহর বিজাপুরে। দোকানপাট, হোটেল, শহরের প্রাণকেন্দ্র গান্ধী চককে ঘিরে গড়ে উঠেছে। বাস স্ট্যান্ডও গান্ধী চক থেকে মিনিট পাঁচেকের পথে দক্ষিণে। ডাইনে পুবমুখী স্টেশন রোড, আর বাঁয়ে পশ্চিমমুখী মহাত্মা গান্ধী রোড। শহরের মূল আকর্ষণও পুবে গোলগম্বুজ আর পশ্চিমে ইব্রাহিম রোজা। রাজ্য পর্যটনের দপ্তর বসেছে রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে আনন্দ মহল রোডে হোটেল আদিলশাহীতে। গ্রীষ্মে ৪১ থেকে ২৮° আর শীতে ৩০ থেকে ১৬°

সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

গোলগম্বুজ: শহরের পুবে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি গোলাকার গম্বুজ থেকে নাম হয়েছে গোলগম্বুজ। জাঁকালো এই সমাধিসৌধের কেন্দ্রস্থলে অষ্টকোণী উঁচু বেদিতে কফিনাকার আধারটির অবস্থান হলেও বাহমনি বংশের ৭ম নৃপতি মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৬-৫৬) শায়িত রয়েছেন পশ্চিমের প্রবেশ পথের ভূগর্ভস্থ কক্ষে। আর রয়েছেন দুই প্রিয়তমা বেগম, শিক্ষয়িত্রী তথা প্রণয়িণী রম্ভা, কন্যা ও নাতি। দেবী রম্ভার আশা পূরণে পার্শ্ববর্তিনী হয়েছেন সমাধি সৌধে। বিজাপুরের বাতাসে আজও ভেসে বেড়ায় তাদের প্রেমোপাখ্যান। তবে, সাধারণের প্রবেশ মানা। স্তম্ভহীন ৬৬ মি উঁচু ৩৮ মি ব্যাসের ১৭০৪ বর্গ মি আয়তনের হল তথা গোলগম্বুজে দেওয়াল হয়েছে ৩ মি পুরু। চারকোণে ৭ তলার চার অষ্টকোণী মিনার। আকারে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হলেও নির্মাণশৈলীতে অনন্য। বৃহত্তমটি রোমের ভ্যাটিকান নগরীতে ৪২ মি ব্যাসের সেন্ট পিটার্স আর তৃতীয়টি ৩৩ মিটারের লন্ডনের সেন্ট পিটার্স। সঙ্কীর্ণ শতাধিক সিঁড়ি পথে টাওয়ার চড়ে হলের শিরে ডোমকে ঘিরে ৩ মি চওড়া **হুইসপারিং গ্যালারিটিও** খুবই উপভোগ্য। যে কোনও ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ১০ গুণ হয়ে। তেমনই নিচুর ইকো পয়েন্টের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ১০-এরও অধিকবার। তবে, উচিত হবে সমাধিসৌধের যথাযথ মর্যাদা রেখে নিরীক্ষা করা। অন্যের উপস্থিতিও স্মর্তব্য। মসজিদ, নক্করখানা, ধরমশালাও বসেছে। গ্যালারি থেকে শহরও সুন্দর দৃশ্যমান। ৬—১৮-০০টায় দ্বার খোলা, টিকিট ৫০ পয়সা; শুক্রবার ফ্রি। পুরাতত্ত্বের **মিউজিয়মও** বসেছে গোল গম্বুজের সামনে নগরখানায়। পরিতাপের বিষয় ১৯৯৩-এর বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ফাটল ধরেছে গম্বুজে।

ইব্রাহিম রোজা: শহরের পশ্চিমপ্রান্তে ইব্রাহিম আদিল শাহ ২য়-র (১৫৮০-১৬২৬) হাতে বেগম চাঁদ সুলতানার সমাধিরূপে তৈরি। সুদৃশ্য ২৪ মি উঁচু মিনারশোভিত ইব্রাহিম রোজা অর্থাৎ বাগিচায় শায়িত রয়েছেন ইব্রাহিম আদিল শাহ, বেগম, পুত্র, দুই কন্যা ও আম্মাজান—হাজিবাদী সাহেবা। কারুকার্যময় ইব্রাহিম রোজার দেওয়াল-চিত্র, জানালায় পাথরের জালির কাজ সুন্দর। কোরানের আয়াতও সোনায় রূপ পেয়েছে এর গম্বুজে। জনশ্রুতি, তাজ তৈরিতে অনুপ্রেরণা যোগায় এই সমাধি। আর স্থপতি মালিক স্যান্ডালের দাবি স্বর্গোদ্যান বসেছে ইব্রাহিম রোজায়। অদূরেই আলি রোজা— আর এক সমাধি।

জামি মসজিদ: গোলগম্বুজের দক্ষিণ-পুবে ১০৮০৪ বর্গ মি জুড়ে আলি আদিল শাহ ১ম (১৫৫৭-৮০)-র হাতে ১৫৭৩এ তৈরি জামি মসজিদটি বিজাপুরের আর এক দ্রষ্টব্য। এর নির্মাণশৈলী ভারতে অনন্য করে তুলেছে একে। অসম্পূর্ণ এই মসজিদের দুটি চুড়ো, পুবের তোরণ ও বারান্দা মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তৈরি। এর অর্ধবৃত্তাকার খিলানশ্রেণী খুবই সুন্দর। ২২৫০ ধর্মার্থী পৃথক পৃথক ব্লকে একসাথে নামাজ পড়তে পারেন। ব্যাপক চত্বর জুড়ে বাগিচা, জলাশয়, ফোয়ারা—পরিবেশ রমণীয়।

জোড়া মসজিদ: বাস স্ট্যান্ডের অদূরে আকারে ছোট গোলগম্বুজের মতো গোলাকার গম্বুজ তথা সমাধি। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে আলি আদিল শাহর জেনারেল খান মহম্মদ ও পুত্র খাওয়াস খানের বিশ্বাসহন্তার পরিণাম হয় মৃত্যু। আর যুদ্ধে জয়ের পর ঔরঙ্গজেবের ফরমানে তৈরি হয় এই সমাধি সৌধ। দক্ষিণে শায়িত রয়েছে পিতা ও পুত্র আর লাগোয়া উত্তরমুখী সমাধিটি খাওয়াসের গুরু আব্দুল রাজাক কাদরীর। মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ সমাধিগৃহে।

আসার-ই-শরীফ: শহরের কেন্দ্রস্থলে ১৬৪৬এ মহম্মদ আদিল শাহর তৈরি ন্যায়বিচারের উচ্চ আদালত। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত শরীফের উপরের ঘরগুলি ফ্রেস্কো চিত্রে সুশোভিত। নানান ভঙ্গিমায় পুরুষ ও নারীর সাথে ফুল ও পত্র শোভিত। তবে আজ বিবর্ণ। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহম্মদের শ্মশ্রুর দু'টি কেশ রক্ষিত ছিল এখানে। তবে, ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে হজরতবালে (শ্রীনগর) স্থানান্তর ঘটে। মহিলাদের প্রবেশ মানা মূল শরীফে।

মালিক-ই-ময়দান: শরীফ তথা নগর-দুর্গের পশ্চিমে *মালিক-ই-ময়দান*। অর্থ তার সমতলের শাসক। ময়দানের মূল আকর্ষণ তার বৃহৎ আকারের কামান। ১৫৪৯এ তাম্র-লৌহ-টিনের মিশ্রণে তুরস্কের মহম্মদ-বিন-হাসান রুমির হাতে আহম্মদনগরে তৈরি। আকার এর ৪.৪৫ মি লম্বা, ১.৫ মি ব্যাস; ওজন ৫৫ টন। আরবি ও পার্সি ভাষায় নানান কিছু লেখা। মুখটি হয়েছে সিংহ-র মাথার মতো। যুদ্ধজয়ের স্মারক রূপে আহম্মদনগর থেকে বিজাপুরে আসে। ১০টি হাতি, ৪০০ ষাঁড় আর শতাধিক শ্রমিকের শ্রমে কামানের এই স্থানান্তর। জনশ্রুতি, এটি ছুঁয়ে প্রার্থনা মাগলে নাকি পূরণ হয়।

বরাকামান: গান্ধী চকের অদূরে আলি আদিল শাহর জাঁকাল সমাধিটিও শহরের আর এক দ্রষ্টব্য। ১২টি ধনুকাকৃতি খিলানের অসম্পূর্ণ এই সমাধি সম্পূর্ণতা পেলে অনন্য রূপ পেত।

উপলি বুরুজ: আরও পশ্চিমে ৭০ ধাপ বেয়ে ২৪ মি উঁচু উপলি বুরুজ অর্থাৎ অবজারভেশন টাওয়ার অভিযান করে দেখে নেওয়া যেতে পারে শহর ও চারপাশ। আর আছে গোলা, বারুদ ও বন্দুক সেকালের। বন্দুকটির নল সঙ্কীর্ণ (29 cm) হলেও লম্বায় ৯মি। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে এটি তৈরি করান হায়দর খান।

আর রয়েছে গভীর পরিখায় বেষ্টিত ৭ প্রবেশদ্বারওয়ালা নগর-দুর্গে রাজ পরিবারের মহিলাদের বাসের আনন্দ মহল, ১৫৬১তে আলি আদিল শাহ ১ম-এর তৈরি দরবার হল—গগন মহল তথা প্রাসাদ; প্লেজার গার্ডেন—সবই আজ

বিধ্বস্ত। অদূরে শহর পর্যবেক্ষণের জন্য মহম্মদ আদিল শাহর তৈরি সাততলা প্রমোদ মহল সাত মঞ্জিলও বিধ্বস্ত। বিপরীতে বিজাপুরের অনন্য আকর্ষণ সেকালের শীতাতপ প্রথায় জলের মাঝে প্রাসাদ—জলামঞ্জিল; মক্কার প্রতিরূপ মক্কা মসজিদ; অতীতের জৈন মন্দির রূপান্তর হয়ে মসজিদ; চিনিমহল; ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে অনুপম ভাস্কর্যমণ্ডিত পাথরে গড়া মেহতার মহল অর্থাৎ মণ্ডপম; তাজ বাউড়ি অর্থাৎ বেগম তাজ সুলতানের স্মারক—বিশাল দিঘি ছাড়াও বেশ কয়েকটি সুন্দর সাজানো বাগিচা আছে বিজাপুরে।

শহরের প্রাণকেন্দ্র গান্ধী চকের অদূরে বাস স্ট্যান্ড। আর রেল স্টেশন বাস বা শহর থেকে ২½ কিমি দূরে বিজাপুরে। বাসের বিপরীতে রাজকীয় বাড়িতে *H Lalitha Mahal,* ✆ 21641, SCB ৪৫, SAB ৬০-৮৫, DCB ৮৫, DAB ১২৫-১৭৫, TCB ১৫০, TAB ২০০; পাশেই *Hindusthan L,* ডাইনে *H Santosh,* S ৬০-৮০, D ১০০-১৫০, T ১৭৫, তবে মান হারে দামে আধিক্য। বামহাতি ৫ মিনিটের পথে গান্ধী চকে—*H Tourist,* M G Rd-586101, SAB ৬৫-১২৫, DAB ১২০-২২৫; ডাইনে *Mysore L,* Main Rd, SCB ৪০, DCB ৮০, SAB ৬৫, DAB ১২৫; পাশেই *H Midland,* Dr Ambedkar Circle, SAB ৪৫-৮৫, DAB ১০০-১৫০; *Himalaya L.*

বাস ও রেল দুইয়ের মাঝ-দূরত্বে Station Rd-এ—*H Prasanth,* SAB ১০০, DAB ১৭৫, TAB ২২৫; বিপরীতে *H Samrat,* R1¹/₂B1, near Gol Gombuj, ✆ 21620, SAB ৬৫-১০০, DAB ১০০-১৭৫। অতি সাধারণ সাজে *Ganesh L, Arogya Niwas* ছাড়াও নানান হোটেল বিজাপুরে।

আর আছে রেল থেকে ১½, বাস থেকে ¾ কিমি ব্যবধানে স্টেশন রোড লাগোয়া KSTDC-র *H Mayura Adil Shahi,* Ananda Mahal Rd, Bijapur-586101, ✆ (08352) 20934, SAB ১৩০, DAB ১৫৫; বিপরীতে এদেরই *Mayura Annexe,* Stn Rd, ✆ 20401, A/c D ৪৪০; *CH, PWD IB, Travellers Bungalow, রেলের রিটায়ারিং রুম* বিজাপুরে।

তবুও থাকার জন্য *H Mayura Adil Shahi, H Tourist, H Samrat* ভালই। আর নিরামিষ আহার্যের জন্য গান্ধীচকে *H Tourist,* আমিষের জন্য ট্যুরিস্টের কাছে দ্বিতলে *Swapna* দেখা যেতে পারে। *Mayura Adil Shahi*-রও সুনাম আছে আহার্য পরিবেষায়। হোটেল সম্রাটের A/c-Non A/c *Prabhu Restaurant*-এর সুনাম ভেজ মিলে। একই বাড়ির *President Bar & Restaurant*-এর ননভেজ স্বাদে অতুলনীয়।

বাদামী

বিজাপুরের দক্ষিণে হুবলি-গডগ-বিজাপুর-সোলাপুর মিটার গেজ রেলপথে হুবলি থেকে ১২৭ কিমি দূরে বাদামী। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায় দিনে ছয়। আর ২৩১ কিমি দূরের সোলাপুর থেকে ব্রডগেজ রেল যাচ্ছে মুম্বাই ছাড়াও নানান দিকের। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাদামী আসছে ১৪ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর-সোলাপুর এক্স। বাদামী থেকে সোলাপুরমুখী পথে বগলকোট ২৬, বিজাপুর ১১৬, হোটগী ২১০ কিমি দূরে। আবার হুবলি-গুন্টাকল শাখায় হুবলি থেকে ৫৯ কিমি দূরের গডগ পৌঁছেও চলা যেতে পারে বাদামী। হাম্পী অর্থাৎ হসপেট থেকেও ৬ ঘণ্টায় গডগ হয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসছে বাদামী। ৪ কিমি দূরের রেল স্টেশন থেকে মুহুর্মুহু বাস/মিনি বাস যাচ্ছে শহরে। টাঙাও মেলে রেল স্টেশন থেকে মন্দিরতীর্থের। পাট্টাডাকাল ও আইহোলের রেল সংযোগকারী স্টেশনও ৪৬ কিমি দূরের বাদামী বা ৫১ কিমি দূরের বগলকোট। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসছে বগলকোট থেকে বাদামী। আইহোলেরও বাস মেলে বগলকোট থেকে। বাদামী থেকে বাস যাচ্ছে ১ ঘণ্টায় পাট্টাডাকাল, ২ ঘণ্টায় আইহোল। আর যাচ্ছে বাস—৪ ঘণ্টায় বিজাপুর, হসপেট ১৬৭, হুবলি, কোলহাপুর, ব্যাঙ্গালোর ৫০২, গডগ ৭০ কিমি ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে বাদামী থেকে। নিকটতম বিমান ১৯২ কিমি দূরের বেলগাঁও-এ।

তবে, সময় স্বল্পতায় বিজাপুর থেকে গাড়িতে ১ দিনের প্যাকেজে ২৮২ কিমি পরিক্রমায় দেখে ফেরা যায় বাদামী, আইহোল ও পাট্টাডাকাল। আবার বাদামীতে অবস্থান করে বাসে বাসে শ'খানেক কিমি পরিক্রমায় দু'দিনে সাঙ্গ করা যায় ট্রায়ো দর্শন। উচিত হবে হাম্পী অর্থাৎ হসপেট থেকে ৯-৩০টার বাসে ঘণ্টা পাঁচেকে বাদামী পৌঁছে গুপ্তোত্তর যুগের (540-757AD) মন্দির ভাস্কর্য দেখে ট্রেন বা বাসে বিজাপুর চলা। তবে, পর্যটন মানচিত্রে কেন যেন অবহেলিত এই মন্দিররাজি।

রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরাজিত হয়ে চালুক্য রাজারা রাজধানী গড়ে ১৭৬.৭ মি উঁচু বাদামীতে। নামটি এসেছে তারও আগে অগস্ত্যের সহচর বাতাপী থেকে। ৬৪০এ পহ্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের হাতে পরাজয়ের পর ভাঙ্গিতে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত হয় চালুক্যদের। পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পহ্লবেরা ধ্বংস করে বাদামী দ্বিতীয় দফার জয়ে ৬৪০এ। তবে, ৬৫৩তে রাষ্ট্রকূটদের হঠিয়ে দখলের সাথে বাদামী নবরূপে রাজধানী হয় বিক্রমাদিত্যের কালে চালুক্যদের। কালে কালে শাসক বদলায়—চালুক্য (কল্যাণ গ্রুপ), কালচুরীয়, যাদব (দেবগিরি), বিজয়নগর, বিজাপুরের আদিলশাহী, মারাঠা, ব্রিটিশও আসে একে একে। বদলায় ভৌগোলিক কাঠামো—বাদামী যায় ব্রিটিশ ভারতের মুম্বাই প্রেসিডেন্সিতে। পালাবদলের এই টালমাটালে স্মৃতি রেখে যান মন্দির গড়ে নানান রাজা বাদামীতে। এমনকি ৬৪২এ পহ্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের গড়া পহ্লব অনুলিপিও দেখতে মেলে। আর রাজধানীর সৌন্দর্য বাড়াতে মন্দির গড়েন কিরীট বর্মণ ১ম (৫৬৭-৫৯৮)। দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভাই মঙ্গালেসা (৫৯৮-৬১০) গড়েন লাল বেলেপাথরের অনুচ্চ এক পাহাড় কুঁদে বাদামীর মূল আকর্ষণ গুহামন্দির—৪টি তার কৃত্রিম, ১টি প্রকৃতিদত্ত।

বাদামী রেল স্টেশন থেকে ৫ আর শহর অর্থাৎ বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে শ'দুয়েক সিঁড়ি চড়ে বাদামীর গুহামন্দির। মঙ্গালেশার তৈরি ৩টি ব্রাহ্মণি-ক্যাল—২টি তার বিষ্ণু ১টি শিবের নামে উৎসর্গিত; আর ১টি ৭ শতকের জৈন গুহা মন্দির। অজন্তারই সমসাময়িক আর অজন্তার প্রতিচ্ছবি এই মন্দির-স্থাপত্য। ১ম গুহায় ৮১

মুদ্রায় ১৮ হাতের নৃত্যরত দেবতা নটরাজ শিব, দু'বাহুর গণেশ, মহিষাসুরমর্দিনী, অর্ধনারীশ্বর ছাড়াও দেবতা রয়েছেন নানান। সিলিংটিও কারুকার্যময়।

২য় গুহাটি বৈষ্ণবধর্মী। নানান অবতাররূপী বিষ্ণু, অনন্তশয়নে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা ছাড়াও অষ্ট দিকপালেরা মূর্ত হয়েছেন সিলিং-এ। ২ আর ৩-এর মাঝে প্রকৃতিদত্ত গুহা (৫ম?)টি হয়তো-বা বৌদ্ধ। তবে, শুরুতেই পরিত্যক্ত হয়। আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও শহরের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান গুহামন্দির থেকে।

৩য় গুহাটি শুধু আয়তনে নয় আকর্ষণেও বাদামীর অন্যতম। কারুকার্যময় গুহায় শিব ও বিষ্ণু দুইয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। গুহাটি অলঙ্কৃতও। তবে, ফ্রেস্কো চিত্র আজ বিবর্ণ। ৪র্থ-টি জৈন গুহা। সুন্দর মূর্তি হয়েছে উপবিষ্ট ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের। পদ্মাবতী ও অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্কররাও মূর্ত হয়েছেন ভাস্কর্যে।

এদেরই শিরে ২ আর ৩-এর মাঝ দিয়ে অসম উঁচু ধাপে সংকীর্ণ সিঁড়ি-পথ উঠেছে বাদামী দুর্গের। দুর্গের মূল আকর্ষণ টিপুর কামান। তবে, একান্তই উচিত হবে দুর্গের সিঁড়ি-পথ পরিহার করা।

গুহামন্দিরের পাদদেশে ৫ শতকের অগস্ত্য-তীর্থ তথা লেক। প্রবাদ, স্নানে কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হয়। লেকের অপর পাড়ে মহাকুটেশ্বর ও মালেগিট্টি শিবালয় দু'টির গঠনশৈলীও অনবদ্য। সাঁঝের বেলায় লেকের পশ্চিমে ভূতনাথ মন্দিরের পরিবেশ মধুময় হয়ে ওঠে। ১৮ হাতের শিব রয়েছেন মন্দিরে। আর রয়েছে বরাহ, নৃসিংহ, গণেশ ও মহিষমর্দিনী দুর্গা। মন্দিরের ছোট্ট দেবকক্ষ, থামওয়ালা হল্, অলিন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্যও নয়নাভিরাম। আর বিষ্ণু রয়েছেন অনন্ত-শয়নে আরও দক্ষিণে।

অতীত ভাস্কর্যের নানান নিদর্শন নিয়ে মিউজিয়মও বসেছে গুহামন্দিরের বিপরীতে লেকের উত্তরে ভূতনাথ মন্দির রোডে। শুক্র ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা।

আর রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে অনুচ্চ এক পাহাড়ী টিলায় ফুলওয়ালীর তৈরি মালেগিট্টি শিবালয়। মন্দিরে উপাস্য দেবতা শিব। আর আছে শহর থেকে ৫ কিমি দূরে বনশঙ্করী মন্দির। সিংহারূঢ়া, দশভুজা শতাক্ষি-শাকম্ভরী দুর্গার সমন্বয়ে মর্মরে দেবীমূর্তি। মন্দিরটিও ভাস্কর্যময়।

হোটেলও আছে নানান বাদামীতে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে বাঁয়ে—*H Mukambika L*, SAB ১২৫, DAB ২০০; *H Chalukya*, DCB ১৫০; *H Anand*, SCB ৬০, SAB ৮০, DCB ১০০, DAB ১৫০। ডাইনে টাঙ্গা স্ট্যান্ডে—*Sri Laxmi Vilas L*, DCB ১০০। আর আছে *H Satkar*, মান ও দামে ময়ূর তুল্য। KSTDC-র *H Mayura Chalukya*, Ramdurg Rd, Badami, ✆ (08357) 65046, R5B½, SAB ১৬০, DAB ১৯০; বিপরীতে *PWD IB*, অবু: EE, Badami. তবুও থাকার জন্য *মুকাম্বিকা বা হোটেল ময়ূর চালুক্য;* আর আমিষ আহার্যের জন্য মুকাম্বিকা লাগোয়া *Kanchan* বা বিপরীতে *Sunnan H* ভালই। নিরামিষ আহার্যে টাঙ্গা স্ট্যান্ডে *Sri Raghavendra Bhavan, Shri Laxmi Vilas H, H Brindavan* যথেষ্ট খ্যাত।

পাট্টাডাকাল

বাদামী থেকে ২৯ কিমি দূরে বাদামী-আইহোল পথে ১৭৬.৬ মি উঁচুতে পাট্টাডাকাল। চালুক্যরাজদের দ্বিতীয় রাজধানী তথা রাজ্যাভিষেকের শহর পাট্টাডাকাল বা অতীতের **রক্তপুর** আজ নিছক এক গাঁ। বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া পাট্টাডাকালে ১০টি মন্দির নিয়ে গড়ে উঠেছে মন্দির কমপ্লেক্স। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে কৃষ্ণার শাখা উত্তরবাহিনী মালপ্রভা নদী। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ২য় (৭৩৪-৭৪৫) ও তার শিল্পপ্রেমিক দুই রানীর ইচ্ছায় কাঞ্চি থেকে স্থপতি এনে গড়ে তোলা হয় এই মন্দিররাজি। দেবতা শিব পাট্টাডাকালের মন্দিরে। তবে, তারও আগে মন্দির হয়েছে ইলোরার কৈলাসের প্রতিচ্ছবি পাপানাথ (৬৮০) কমপ্লেক্স লাগোয়া বসতির পেছনে। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান মূর্ত হয়েছে দেওয়ালময়। পিলারে মানব-মানবী আর সিলিং-এ শিব-পার্বতী-বিষ্ণু ছাড়াও নানান দেব-দেবী মূর্ত হয়েছেন।

দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে তৈরি বিরূপাক্ষ (৭৪০), পাশেই মল্লিকার্জুন—মন্দির দু'টি কমপ্লেক্সের মধ্যে উল্লেখ্য। সুন্দর ভাস্কর্যমণ্ডিত **বিরূপাক্ষে** রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে। ১৬টি মনোলিথিক পিলারে ভর করে হল্। পিলারগুলিতে তদানীন্তন সমাজ জীবন রূপ পেয়েছে। সর্ববৃহৎ এই বিরূপাক্ষ পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের স্মারকরূপে কাঞ্চী থেকে স্থপতি এনে রানী লোকমহাদেবীর তৈরি—নামও ছিল সেকালে এর লোকেশ্বর। বিপরীতে শিবের বাহন নন্দী। লাগোয়া **মল্লিকার্জুন মন্দির**। এটি রানী ত্রৈলোক্য-মহাদেবীর তৈরি। আয়তনে ছোট হলেও স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিরূপাক্ষেরই তুল্য। মল্লিকার্জুনের পিলারে ভাগবত গীতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-আখ্যান উৎকীর্ণ হয়েছে। আর সিলিং-এ গজলক্ষ্মী, শিব ও পার্বতী—মূর্ত হয়েছেন মহিষা-সুরমর্দিনীও মল্লিকার্জুনে।

ভাস্কর্যে উল্লেখ্য না হলেও চত্বরের প্রাচীনতম সঙ্গমেশ্বর মন্দিরটিও দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে রূপ পেয়েছে। তৈরি এটি রাজা বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩ খ্রি.)-র হাতে। আর অসম্পূর্ণ হলেও গলাগনাথ মন্দিরে অভিনবত্ব আছে। সুন্দর ভাস্কর্যময় জম্বুলিঙ্গ ও কাদা সিদ্ধেশ্বর মন্দির দু'টি উত্তর-ভারতীয় নাগারা শৈলীতে রূপ পেয়েছে। আর আয়তন ও আকর্ষণ দুই-ই কম কাশী বিশ্বেশ্বর ও চন্দ্রশেখর মন্দিরদ্বয়ের।

কমপ্লেক্স থেকে বাদামীমুখী ½ কিমি যেতে ডাইনে জৈন মন্দির। দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে ৯ শতকে রূপ পেয়েছে। অভিনবত্ব আছে এর পাথরের হাতি দু'টিতে।

পাট্টাডাকালে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। দোকানপাটেরও অভাব। তাই উচিত হবে বাদামী থেকে বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া। বাসও যাচ্ছে দিনভর। ১½ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ২৯ কিমি। ঘণ্টা দু'য়েকে দেখেও নেওয়া যায় পাট্টাডাকালের মন্দিররাজি।

আইহোল

পাট্টাডাকাল থেকে ১৭, বাদামী থেকে ৪৬ কিমি দূরে ৫৯৩ মি উঁচুতে আইহোল। বগলকোটের দূরত্ব ৪৩, বিজাপুর ১২৯, হাম্পী ১৪৬, ব্যাঙ্গালোর ৪৮৩ কিমি।

৪—৭ শতকে চালুক্যরাজদের রাজধানী ছিল আইহোল। তবে, আজ ছোট্ট এক গণ্ডগ্রাম। বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে ১ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ১২৫টি মন্দির আইহোলে। ত্রয়ীর মাঝে আইহোলের মন্দির স্থাপত্যও উঁচু মানের। তবে, পাট্টাডাকাল সযত্নে লালিত। পাট্টাডাকাল-আইহোল পথে পড়ে কৃষ্ণা-মালপ্রভা-ঘাটপ্রভার সঙ্গম—কূদালা সঙ্গমা। সাধক বাসবেশ্বরের বাস ছিল অতীতে। জনশ্রুতি, বাসবেশ্বরের সাধনায় তুষ্ট হয়ে শিব দর্শন দেন সাধককে। স্মারকরূপে নদীর মাঝে সুড়ঙ্গ ধরনের মন্দির।

৫০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে চালুক্যরাজদের কালে তৈরি মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ হিন্দুর দেবদেবীর সমাবেশ ঘটেছে। মুখ্যত—Huchimalli, Chikki, Ambiger, Durga, Gaudar-Ladkhan-Surjyanarayan Complex, Chakraguri-Badiger, Rachi, Kunti Complex, Charanti Math Complex, Tryambukeswara Group, Gauri; গ্রামের অন্দরে Jaina, Mallikarjuna Complex, Meguti, Jaina, Jyotirlinga Group, Rock Cut Cave, Hoc-chappayya, Galagnatha Complex, Ramalinga Temple Groups দেখেও সাঙ্গ করা যেতে পারে আইহোল দর্শন। সেক্ষেত্রে একরাত অবস্থান করা দরকার হয়ে পড়ে আইহোলে। তবে, তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করে ঘণ্টা তিন-চারে দেখে সারা যেতে পারে আইহোলের মন্দির।

বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া লাডখান মন্দিরটি দ্রাবিড়ীয় ও চালুক্য স্থাপত্যে রূপ পেয়েছে। জানালার জাফরির কাজ সুন্দর। পঞ্চায়েত হলধর্মী প্রাচীনতম (450AD) লাডখান মন্দিরে দেবতা শিব, সঙ্গী তার বাহন নন্দী। লাডখান নামটি এসেছে উত্তরকালের মুসলিম শাসক লাডখান থেকে। কিছুকাল বাসও করেন লাডখান এই মন্দিরে। লাডখানের উত্তর-পুবে সূর্যনারায়ণ মন্দিরে দেবতা সূর্য—সঙ্গী তার ঊষা ও সন্ধ্যা।

ভারতে অনন্য চক্রাকার দুর্গগুডি অর্থাৎ দুর্গের কাছে মন্দির হয়েছে দেবতা বিষ্ণুর। বৌদ্ধ চৈত্যের অনুকরণে হিন্দু শিল্প প্রতিফলিত চক্রাকার মন্দিরটিও কারুকার্যময়। দক্ষিণী ঢঙে গোপুরম হয়েছে। প্যানেলে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান মূর্ত হয়েছে। আর আছেন দেবতা—শিব, নৃসিংহ অবতার, বরাহ, মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ছাড়াও নানান। আইহোলের অন্যতম আকর্ষণও এই দুর্গগুডি।

মিউজিয়মও হয়েছে দুর্গা মন্দিরের বিপরীতে আইহোলের নানান ভাস্কর্যের নিদর্শন নিয়ে। ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

বসতি পেরিয়ে আরও উত্তরে ট্যুরিস্ট হোমের ডাইনে হুচিমাল্লী মন্দির। প্রাচীনকালের এই মন্দিরে বিরাটাকার গোখুরার উপর দেবতা বিষ্ণু। শিব আর নন্দীও রয়েছেন মন্দিরে। আর রয়েছেন দেবতা ব্রহ্মা মরাল চড়ে সিলিং-এ। হুচিমাল্লীর দক্ষিণ-পুবে পাহাড় কেটে তৈরি ৬ শতকের রাবণফাদী গুহামন্দিরে নানান ভঙ্গিমায় দেবতা শিব, মহিষাসুরমর্দিনী, সপ্তমাতৃকা, গণেশ ছাড়াও নানান। সিলিং-ও কারুকার্যময়।

গুহা মন্দিরের বিপরীতে পাহাড়ী টিলায় দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে পুলকেশী দ্বিতীয়র মন্ত্রী রবিকীর্তির তৈরি অসম্পূর্ণ মেঘুতি (634AD) আংশিক বিধ্বস্ত হলেও কারুকার্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একই পাহাড়ের উপরে বৌদ্ধ আর নিচুতে জৈন গুহামন্দির। সাধাসিধে বৌদ্ধ মন্দিরের সিলিং-এ দেবতা বুদ্ধের মাথা থেকে উদগত হয়েছে বোধিবৃক্ষ। আর জৈন মন্দিরে মূর্তি হয়েছে ধ্যানস্থ মহাবীরের। মেঘুতি থেকে আইহোলের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান।

বাস স্ট্যান্ডে ঢোকার মুখে বাজার লাগোয়া ৫ শতকের মন্দিররাজি কুন্তি। মন্দিরের ভাস্কর্য সুন্দর। পদ্মে বসা ব্রহ্মা-মূর্তিটি অতুলনীয়। উমা-মহেশ্বরের ঠোঁট দু'টিও সজীব হয়ে উঠেছে। সিলিং-এ হেলান দেওয়া বিষ্ণু মূর্তিতেও অভিনবত্ব আছে। আজও দশেরা উৎসব পালিত হয় কুন্তিতে।

থাকার জন্য কর্ণাটক ট্যুরিজমের সাধারণ মানের ১০ ঘরের *Aihole Tourist Home* আছে, আহারও মেলে অর্ডারে; PWD-র *IB*ও আছে পাট্টাডাকালে।

তবে, উচিত হবে বাদামী থেকে ৬-০০, ৮-১৫, ১৪-৪৫র বাসে এসে আইহোল বেড়িয়ে ১৩-০০টার বাসে পাট্টাডাকাল গিয়ে পাট্টাডাকাল দেখে ১৬-০০টার বাসে বাদামী ফিরে অবস্থান করা। এছাড়াও বাস আসছে ৭-১৫ ও ১৯-৩০টায় আইহোল থেকে বাদামীর। আর পাট্টাডাকাল থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস মেলে বাদামীর। মিনিবাসও মেলে পাট্টাডাকাল থেকে বাদামীর। ট্যাক্সি মেলে শ'পাঁচেক টাকায় ত্রয়ী দর্শনে বাদামীতে। আহার্যও সঙ্গী করা উচিত দিনভর প্রোগ্রামে বাদামী থেকে। আবার হুবলি/ বাদামী-বগলকোট/ বিজাপুর/ সোলাপুর রেলের বগলকোটে অবস্থান করেও ট্যাক্সি, রেল বা বাসে আইহোল-পাট্টাডাকাল-বাদামী বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। গ্রীষ্মে ৪১ থেকে ২৮° আর শীতে ৩১ থেকে ২০° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান।

বেলগাঁও

আইহোল থেকে বাসে চলুন বেলগাঁও। বাস আসছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকেও বেলগাঁও-এ। রেল আসছে ৬১২ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর থেকে হুবলি/ লোণ্ডা জং হয়ে মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর ব্রডগেজ রেলে মিরাজ ও লোণ্ডার মাঝের বেলগাঁও-এ। মুম্বাই-পুনে-গোয়া সড়কও যাচ্ছে বেলগাঁও হয়ে। আর IAC-র বোয়িং 246 দিন সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই থেকে বেলগাঁও-এর।

১২—১৩ শতকের রাজধানী শহর বেলগাঁও-এ আজ বেলগাঁও জেলার সদর দপ্তর বসেছে। গোয়া ও মুম্বাইর পথে কর্ণাটকের গেটওয়ে তথা বাণিজ্যিক শহর বেলগাঁও। বাস

BANGALORE
KEMPAPURA
MARIYANNANAPALYA
HEBBAL
MATTIKERE
GEDDALAHALLI
Agricultural University (UAS)
GOVINDAPURA
YESHVANTPUR
DEVASANDRA
SHAMPURA
Commonwealth Inst. of Biological Control
Yeshvantpur
MADIGARPALYA
SACHIDANANDA NAGAR
ASHOKA NAGAR
Indian Inst. of Science
Tumkur Road
Bellary Road
Govt. Soap Factory
Raman Institute
SADASHIVA NAGAR (RAJAMAHAL VILAS. EXTN)
MILK COLONY
MALLESHVARAM
RICHARD'S TOWN
MUNIREDDIPALYA
RAJAJINAGAR
JAYAMAHAL
COOKE TOWN
CLEVELAND TOWN
2nd Link Road
ERRAPPA BLOCK
SRIRAMPURAM
VASANT NAGAR
ST. JOHN'S HILL
COX TOWN
To Madras
DODKUNTE
DAYANANDA NAGAR
SHIVAJI NAGAR
TAMIL SANGAM
1st Link Road
BHASHYAM NAGAR
YMCA
GANDHI NAGAR
S J P
Kampegowda Tower
MURPHY TOWN
INDIRA NAGAR
Old Madras Road
KEMPAPUR AGRAHAR
KSRTC Bus Stand
KSTDC Head Office
JOGAPALYA
HOSAHALLI EXTENSION
ASHOKA NAGAR
C I E
Trinity Church
GAUTAMAPURAM
YMCA
Indian Airlines
KSTDS
RICHARD TOWN
Victoria Hospital
Fort
Tippu's Palace
Handloom House
FOOTBALL STADIUM
AGARAM
DOMLUR EXTN.
To Airport
CHAMRAJPET
Ravindra Kalakshetra
SHANTI NAGAR
AZADNAGAR
Sir Puttanna Chetty Road
HOMBE GOWDA NAGAR
VIVEKANAGAR
Kempagowda Tower
ANEPALYA
HANUMANTHA NAGAR
GANDHI BAZAAR
SIDDAPURA
NIMHANS
ADUGODI
Indian Institute of World Culture
Bull Temple
BASAVANGUDI
Kidwai Memorial Institute of Oncology
Bangalore Dairy
JOHN NAGAR
Dharmaram College
Jayanagar Shopping Centre
General Hospital
JAYANAGAR
Medico Social Center
Kanakapura Road
Bannerghatta Road
Kalasipalayam Sugar Market
PARADE GROUNDS
Cauvery Crafts
To Mysore

স্ট্যান্ডের কাছে ডিম্বাকার পাথুরে দুর্গ ছাড়াও সানসেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্যের জন্য বেলগাঁও-এর প্রশস্তি। আর আছে ১৫১৯এর সাতা মস্ক, ২টি জৈন মন্দির, ওয়াচ টাওয়ার, ক্যান্টনমেন্ট নগরী বেলগাঁও-এ।

তবুও, বেলগাঁও পর্যটকদের কাছে ঘাটপ্রভা নদীর জলপ্রপাতের আকর্ষণ অন্যতম। ঘাটপ্রভা অতি নির্দয়ভাবে হঠাৎ-ই ৫২ মি নিচুতে আছড়ে পড়ছে। অতীব নয়ন মনোহর জলপ্রপাতের এই পতন দৃশ্য। নর্দার্ন-মহীশূর নামেও প্রসিদ্ধি আছে **গোকক জলপ্রপাতের**। বেলগাঁও থেকে ৫৩ কিমি মিরাজমুখী যেতে গোকক রোড, আরও ৮কিমি পেরিয়ে ঘাটপ্রভা স্টেশন গিয়ে এই গোকক জলপ্রপাত।

থাকারও নানান ব্যবস্থা Belgaum-590001, STD 0831-এ— *H Milan*, Club Rd-1, ✆ 425555, S ১৭৫ D ২৫০ স্যুইট ৩০০-৪৫০ A/c S ৩০০ D ৪৫০-৬০০ স্যুইট ৮৫০; *H Sheetal*, Khade Bzr; বাস থেকে ডাইনে ২০ মিনিটের পথে *H Tapuam*; *রেলের রিটায়ারিং রুম*; আর জলপ্রপাতের কাছে *রেস্ট হাউস* আছে। আর আছে KSTDC-র *H Mayura Malaprabha*, Ashoknagar, HUDCO Colony, ✆ 433781, SAB ১৬০ DAB ১৯০ ডর্মি বেড ৪০।

সৌন্দত্তি

কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলায় ধারওয়ার থেকে ৩৮, হুবলি থেকে ৫৮, বেলগাঁও-এর ১১২ কিমি দূরে সিদ্ধাচল মতান্তরে রামগিরি পাহাড়ের পাদদেশে মালপ্রভা নদীর তীরে রমণীয় পরিবেশে বরণীয় তীর্থ সৌন্দত্তি। পশ্চিম ভারতে খুবই জাগ্রত এই দেবতা। দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন শত-সহস্র। দেবীপক্ষে, নবরাত্রে, মাঘী পূর্ণিমার উৎসবে সারা পশ্চিম ভারত থেকে ভক্তের দল আসেন দেবী দর্শনে। মন্দিরের আর এক আকর্ষণ দেবদাসী অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে বিবাহ। অধিক পুণ্যের লোভে অতীতকাল থেকে কুমারী মেয়েদের সঁপে দেন দেবতার নামে পিতামাতা।

বাস থেকে অদূরে পাহাড়চুড়োয় ছোট্ট মন্দিরে সৌন্দত্তির দেবী ইয়েলাম্মার অধিষ্ঠান। জনশ্রুতি, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দেবীর অঙ্গ পড়ে এখানে। বয়ে চলেছে মালপ্রভা নদী, অপর-দিকে ধু ধু করছে মরুভূমিসম বালুপ্রান্তর। থরে থরে পাহাড়-শ্রেণী প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে রঙবেরঙের পাথরের সিদ্ধাচল পর্বত।

পর্বতের নিচুতে যোগড়বামি সত্যাম্মা কুণ্ডে স্নানান্তে নববস্ত্রে সত্যাম্মা মন্দির পরিক্রমা সেরে সৌন্দত্তি মন্দিরে চলার প্রথা। স্নানেও নানান রীতি, পাণ্ডাদের মতো হিজড়ারা রয়েছেন স্নান ও পূজাদির জন্য। নগ্নদেহে আবালবৃদ্ধবনিতা স্নান করছেন কুণ্ডের জলে। স্নানের পর *নিম্মানা* অর্থাৎ নিমপাতা মুখে নিয়ে দুলকি চালে নাচের তালে তালে সত্যাম্মা মন্দির পরিক্রমা।

সবশেষে পাহাড় চড়ে সৌন্দত্তি দর্শন। টাঙাও মেলে এই পাহাড়ী পথে। আবার পায়ে পায়েও চলা যেতে পারে সৌন্দত্তি মন্দিরে। ছোট্ট মন্দির—বহু প্রাচীনও বটে। যাদব রাজাদের হাতে সংস্কার হয় মন্দির। চুড়োয় স্বর্ণকলস। মন্দিরের পেছনে *কুঙ্কুম*, *যোনি*ও *অরিষণ*—তিন কুণ্ডে স্নান সেরে পূজা দেওয়ার বিধি। বিশেষ করে যোনি কুণ্ডের জল অতি পবিত্র—বিক্রিও হচ্ছে শিশিতে। কর্ণাটকের ভয়ঙ্করী এই দেবী ইয়েলাম্মা হচ্ছেন পরশুরামের জননী বেণুকাম্বা। পাশেই পরশুরামের তপোভূমি—পরশুরামক্ষেত্র।

থাকার জন্য নানান ধরমশালা আছে মন্দিরতীর্থে। বাসও আসছে সারা পশ্চিম থেকে সৌন্দত্তি তীর্থে।

ধারওয়ার

বেলগাঁও থেকে ১১২ কিমি দক্ষিণে আর হুবলির ৭৮ কিমি উত্তরে বেলগাঁও-হুবলি রেলপথে ধারওয়ার স্টেশন। রেল ও বাস দুই-ই যাচ্ছে বেলগাঁও ও হুবলি থেকে। পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় না হলেও কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় বসেছে ধারওয়ারে। ধারওয়ারের কাছে সোমেশ্বর পাহাড়ে শাল্মলা নদীর উৎসও দেখে নেওয়া যায়। তেমনই অত্যুৎসাহীরা ধারওয়ার জেলায় ১১৯ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত Ranebennur Blackbuck Sanctuaryটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন যে থেকে জানুয়ারি মাসে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে স্যাঙ্কচুয়ারির *রেস্ট হাউসে*।

মাদিকেরী/মারকারা

স্কটল্যান্ড অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ অতীতের মারকারা আজ হয়েছে মাদিকেরী। রবার, কফি আর কোকো গাছের গা বাঁচিয়ে NH-48 চলেছে ম্যাঙ্গালোর থেকে মহীশূর। পথেই পড়ে মারকারা। বাসও চলছে মুহুর্মুহু—১১৪ কিমি দূরের মহীশূর (৩ ঘ) ও ১৩৪ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর (৩½ ঘ) থেকে। ম্যাঙ্গালোর-মহীশূর বাসও যাচ্ছে মারকারা হয়ে। বাস যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর (১০টি), হাসান, বেলুড়, চিকমাগালুর, আরসিকেরে, শিমোগা ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে মারকারা থেকে। নিকটতম রেল মহীশূর আর বিমান ম্যাঙ্গালোরে।

পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে পাহাড়ী বনাঞ্চলে ঘেরা অতীতের ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র **কুর্গ**। ১৯৫৬য় কর্ণাটকের অঙ্গীভূত হতে আজ জেলায় রূপ পেয়েছে। জেলাসদর বসেছে ১৫২৫ মি উঁচু মারকারায়। বৈচিত্র্যে ভরা জেলা। পশ্চিম-ঘাটও সাগরমুখী হয়েছে মাথা নত করে মারকারায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানান শৈল শিরায় শহর। যেমন এর চিরহরিৎ অরণ্যের নৈসর্গিক শোভা—কুয়াশায় ঢাকা নীলচে পাহাড়—নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, তেমনই আকর্ষণ করে এর মানুষজন। কোডাবা সম্প্রদায়ের বাস, ভাষা এদের প্রাদেশিক অপভ্রংশে মিশ্রিত কানাড়ী। যোদ্ধার জাত, জাত্যাভিমানী আর অতিথিবৎসল এরা। আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল কুর্গীরা।

সাঙ্করের হারও বেশি কুর্গে। আম-কাঁঠাল-কলায় ছাওয়া; কফি, কমলা, পাকা ধানের সোনালী সাজ মোহময় করে তোলে কুর্গকে। সঙ্গীও করা যায় কফি, মধু, বড় এলাচ, দারুচিনি মাদিকেরী থেকে।

বাস স্ট্যান্ডে ঢুকতেই মারকারার ১৯ শতকের দুর্গে আজ মিউনিসিপ্যাল অফিস বসেছে। পাহাড়চুড়োর এই দুর্গ থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। মিউজিয়মও বসেছে দুর্গের চার্চে। ১৭৮১তে টিপুর হাতে সংস্কার হয় দুর্গ। নাম হয় সেই থেকে **জাফরাবাদ**। আর আছে মহীশূরমুখী ১ কিমি দূরে গথিক ও মুসলিম স্থাপত্যে ১৮২০এ লিঙ্গরাজার তৈরি **ওঙ্কারেশ্বর মন্দির**। শহরের অন্যপ্রান্তে রাজাদের সমাধি। তেমনই আদরণীয় **রাজাস সীট**। অতীতে রাজারা আসতেন পাহাড়চুড়োর রাজাস সীট থেকে সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগে।

তবুও মারকারার মূল আকর্ষণ কোডাগু পর্বতমালায় কাবেরী নদীর উৎস *তাল*(পুকুর) বা **থালা কাবেরী**। বাস যাচ্ছে ৩২ কিমি দূরের ভাগামান্দালা। মন্দিরও আছে ত্রিবেণী সঙ্গমে ভাগামান্দালায়। ভাগামান্দালার আর এক আকর্ষণ তার মধু। তবুও ৮ কিমি দূরের থালা কাবেরীর সংযোগকারী রূপে ভাগামান্দালা অধিক পরিচিত। সরাসরি বাসের অমিলে মারকারা থেকে বাসে ভাগামান্দালা পৌঁছে বাস/জিপ/ট্যাক্সিতে চলা যেতে পারে থালা কাবেরী। ১½×২ হাতের ছোট্ট এক কুণ্ড—জল তার নিথর-নিস্পন্দ। কিংবদন্তী, অগস্ত্য মুনির কমণ্ডলু এই কুণ্ড। ইন্দ্রের ইচ্ছায় কাকরূপে গণেশ এসে মুনির ধ্যানকালে উল্টে দেয় কমণ্ডলু। আর কমণ্ডলু উল্টে যেতে বেরিয়ে আসে শিবের জটা থেকে আনা কাবেরী। দ্বিমতে ব্রহ্মার কন্যা লোপামুদ্রা কাবের ঋষির হাতে লালিতা—নাম হয় তার কাবেরী। বিয়ে হয় কন্যার অগস্ত্যমুনির সাথে। মুনির উপর অভিমান ভরে জল রূপ নিয়ে বাস করছেন কন্যা কুণ্ডের জলে আজও। তবে, অক্টোবরের ১৭ই কন্যার উপস্থিতি ঘটে, বুদবুদ খেলে কুণ্ডের জলে; পূজা হয় মহাসমারোহে। লাগোয়া বড় কুণ্ডের জলে স্নানে পুণ্য হয়। মন্দিরও আছে কাবেরীর। আর আছে ৩৬৫ সিঁড়ির ব্রহ্মাগিরি পাহাড়। বৈচিত্র্যহীন ব্রহ্মাগিরি থেকে চারপাশ দেখে নেওয়া যায়। মহাভারতের পাণ্ডবদের বাস ব্রহ্মাগিরি পাহাড়ে।

বাস থেকে ২০ মিনিটের পথে টাউন হল-এর পিছে রাজাস সীট ছাড়িয়ে সর্বোচ্চে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে সেপ্টেম্বর ১৬ থেকে জুন ১৪য় থাকার জন্য মনোরম KSTDC-র *H Mayura Valley View*, Rajaseats, Madikeri-571201, ✆ (08272) 28387, S ৩০০, D ৪০০, Suite ৫০০; অবু: Manager বা KSTDC, 10/4 Kasturba Rd, Bangalore-560 001. আর আছে বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে—*H Cauvery*, ✆ 26292, S ৮৫, D ১৫০; *Anchorage G H*, D ১০০-১৭৫; *H Tourist, Sri Vinayaka L, Sunanda L, Chitra L, Govt GH, IB, RH* মারকারায়। জুন ১৫—সেপ্টেম্বর ১৫ অফ সিজন, রিবেটও মেলে মারকারার হোটেলে। তবে, থাকার দরকার হয় না—মহীশূর বা ব্যাঙ্গালোর থেকে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় মারকারা। Tourist Office বসেছে PWD-র বাংলোয় মারকারায়।

নাগারহোল জাতীয় উদ্যান

মহীশূররাজদের অতীতের মৃগয়াভূমি ১৯৫৫য় হয়েছে জাতীয় উদ্যান। ১৯৭৪এ কবিনী নদীর বাঁধটি সীমারেখা টেনেছে বন্দীপুর ও নাগারহোলের মাঝে। দু'য়ের মাঝে বাঁধে সৃষ্ট লেক। বন্য হাতি, মহিষ, প্যান্থার, বাইসন, শম্বর, শিয়াল, ঢোল অর্থাৎ বন্য কুকুর, বিভিন্ন প্রজাতির অগুনতি হরিণ, এমনকি বাঘও দেখতে মেলে কুর্গ ও মহীশূর জেলায় ৭৮০মি উঁচুতে ৫৭১.৪৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত নাগারহোল জাতীয় উদ্যানে। বয়ে চলেছে *নাগার*(সর্প) *হোল*(নদী) অর্থাৎ সর্পিল নদী কবিনী। শ'আড়াই প্রজাতির স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সরীসৃপ ও পক্ষিকুলও সহাবস্থান করছে কফির দেশ নাগারহোলে। ১৯৯২এর সংঘাতও প্রশমিত হয়েছে। তবে, অনুপ্রবেশকারীদের বৃক্ষ কেটে জঙ্গল ধ্বংসের সাথে অরণ্যচরও লোপ পাচ্ছে নাগারহোলে। জন্তু দেখার উপযুক্ত সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। শীতের স্থায়িত্ব কম। বৃষ্টির আধিক্যে সবুজের সমারোহ বেশি। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। ৬—৯-০০ ও ১৬—১৮-৩০টায় জিপ ও মিনিবাস যাচ্ছে ২ ঘণ্টার উদ্যান সফরে। হাতিও যাচ্ছে বিহারে। বাস আসছে ৬৭ কিমি দূরের মহীশূর ও ৯১ কিমি দূরের মারকারা থেকে নাগারহোলে। ২টি পৃথকভাগে ট্যুরিস্ট জোন গড়ে উঠেছে জাতীয় উদ্যানে—নাগারহোল ও কারাপুরায়। পথও পৃথক এদের—নাগারহোল যাচ্ছে মুরকেল হয়ে, কারাপুরার অবস্থান মহীশূর-মানানথাবাড়ি সড়কে। বাসও যাচ্ছে দিনে এক মহীশূর থেকে ঘণ্টা চারেকে নাগারহোলে। আর হচ্ছে মুরকেল ট্যুরিস্ট জোন নতুন করে। ৬ কিমি দূরে অ্যাবে জলপ্রপাত—২টি ভাঁজে ধারা নামছে নদীর। নয়নাভিরাম সে দৃশ্য। পথেই পড়ে ইরুপু—কবিনী নদী প্রপাত গড়েছে। সেও আর এক দর্শন।

থাকার জন্য কারাপুরায় পাশ্চাত্য প্রথায় *কবিনী রিভার লজ* আর নাগারহোলে অরণ্যের মাঝখানে ভারতীয় প্রথায় *গঙ্গোত্রী, কাবেরী ফরেস্ট লজ* আছে। অবস্থান এদের ৫০ গজের ব্যবধানে। আহার মেলে ক্যান্টিনে। আর আছে ৪টি *Forest RH* অরণ্যদ্বারে। ৬ কিমি অরণ্য অন্দরে *Karapur Tented Camp*. গঙ্গোত্রীর বুকিং—Dy Conservator of Forest, Wildlife Division, Hunsur, ✆ (08332) 52041. কাবেরীর বুকিং—Chief Wildlife Warden, Karnataka Forest Department, Aranya Bhawan, Malleswaram, Bangalore-560003, ✆ 3341993. কবিনীর বুকিং—Jungle Lodges & Resorts Ltd, Govt of Karnataka Tourism Venture, Shrungar Shopping Centre, 2nd floor, M G Rd, Bangalore-560001, ✆ 5597025.

মহীশূর থেকে ১১৪ কিমি দক্ষিণ-পূবে মহীশূর জেলায় ৫০৯১ ফু উচ্চে বিলিগিরিরঙ্গনা বেট্টা পাহাড়ী শহর। পাহাড় চুড়োর

বিলিগিরিরঙ্গস্বামীর মন্দির। তেমনই হয়েছে পাহাড়ে ৫৪০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত Biligirirangaswami Sanctuary. অক্টোবর থেকে মে মাসে গৌর, চিতল, শম্বর, হাতি, বাঘ দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। *Deluxe Tent Camp* ও *Rest House* আছে স্যাঙ্কচুয়ারিতে।

ম্যাঙ্গালোর

নেত্রবতী ও গুরুপুর নদীর সঙ্গমে আরব সাগরের বুকে বন্দর নগরী ম্যাঙ্গালোর। বাসেই চলুন মারকারা থেকে ম্যাঙ্গালোর, ঘণ্টা চারেকের পথ। পথশোভাও তৃপ্ত করে পর্যটকদের। সাড়ে চার লাখ লোকের বাস শহরে। লাল টালিতে ছাওয়া বাংলোধর্মী বাড়িগুলিও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে কানাড়ার দক্ষিণ জুড়ে। লাগোয়া বাগিচা প্রতিটি বাড়িতে। যদিও কর্ণাটকের বন্দর নগরী, তবে কেরলের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য মেলে। সেই ব্যাক-ওয়াটার অর্থাৎ জমানো জল, শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য কম, ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব —সব মিলিয়ে কেরলের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ম্যাঙ্গালোরে। অভিনবত্ব মেলে প্রত্যূষে—মসজিদের ময়াজ্জিনের সাথে চার্চ ও মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি কোরাস ধরে। তেমনই উচিত হবে ম্যাঙ্গালোর ভ্রমণে *Yakshagana* নৃত্য বা *Kambla* মহিষ প্রতিযোগিতা উপভোগ করে নেওয়া।

শহরের মূল আকর্ষণ ৩ কিমি দূরে **মঙ্গলাদেবীর মন্দির**। ম্যাঙ্গালোর নামটিও এসেছে এই দেবীর নাম থেকে। ২৭ রুটের বাস যাচ্ছে মন্দির দ্বারে। ২ বা ৪৫ রুটের বাসে শহর থেকে ১০ কিমি দূরে প্যানাম্বুরে নতুন বন্দরটিও দেখে নেওয়া যায়। কফি ও কাজু আজও বিদেশে যাচ্ছে। লাগোয়া সমুদ্র সৈকতটিও সুন্দর। ৩ কিমি দূরের কাদরী পাহাড়ও বেড়িয়ে ফেরা যায় বাসে বাসে। পাহাড়-পাহাড়, রমণীয় পরিবেশ। পথেই পড়ে টেগোর পার্ক। আর আছে মঞ্জুনাথ শিবমন্দির ও পাণ্ডব গুহা কাদরী পাহাড়ে। এখানকার ৭টি ট্যাঙ্কের জলে চর্মরোগও নিরাময় হয়। লাইট হাউস, St Aloysius Chapel ছাড়াও নানান ক্যাথলিক চার্চ দেখে নেওয়া যায় চলতে-ফিরতে। চার্চের ফ্রেস্কোর কাজ সুন্দর। টিপুর দুর্গ সুলতানস ব্যাটারি—টিপুর নৌবহরের ঘাঁটি ছিল সেকালে। আর হায়দরের কালে জাহাজ তৈরির কারখানা বসে। বাস যাচ্ছে ১৬ রুটের শহর থেকে। শহর থেকে ৪৪ রুটের বাসে ১৪ কিমি গিয়ে ঝাউ-এ ছাওয়া **উল্লাল বীচটিও** বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। বীচের অদূরেই সৈয়দ মহম্মদ শেরীফুল মাদানী দরগা।

আর আছে ৫০ কিমি দূরে কারকালাতে ১৪৩২এ পাথর কুঁদে তৈরি ১২.৮ মি উঁচু গোমতেশ্বরের (বাহুবলী) মূর্তি। জৈন তীর্থরূপে এর প্রশস্তি। কফি ও কাজুর বাণিজ্যিক শহররূপেও খ্যাতি আছে কারকালার। কারকালা থেকে ১৮ কিমি পুবে ধর্মাস্থলীর পথে ভেনুরও এক জৈনতীর্থ। ১১ মি উঁচু মূর্তি হয়েছে ১৬০৪এ গোমতেশ্বরের। আর আছে মহাদেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভেনুরে। ম্যাঙ্গালোর-বেলুড় পথের ভেনুর থেকে ৪১ কিমি যেতে ধর্মাস্থলও আর এক জৈনতীর্থ। ১৯৭৩এ ১৪ মি উঁচু মূর্তি হয়েছে ভগবান বাহুবলী অর্থাৎ গোমতেশ্বরের। আর আছে মঞ্জুনাথের মন্দির ধর্মস্থলীতে। ভেনুর থেকে ২২ কিমি দূরে মুডাবিদ্রীতেও ১৮টি জৈন *বস্তি*(মন্দির) আছে। ১০০০ পিলারের হল্‌ও হয়েছে মন্দিরে। মুডাবিদ্রী থেকে ৩১ কিমি উত্তরে কারকলের জৈন বস্তিতে মূর্তি হয়েছে ১৪৩২এ ১৪মি উঁচু বাহুবলীর।

কারকালা থেকে ৩২ আর ম্যাঙ্গালোর থেকে যোগমুখী ৫৮ কিমি যেতে NH-17য় **উদুপু**। রুপোর দরজাওয়ালা ১৩ শতকের কৃষ্ণ মন্দিরে মাধবাচার্যর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়াও দেবতা রয়েছেন আরও নানান। সম্প্রতি পলিমার মঠের শ্রীবিদ্যামান্য তীর্থ স্বামীজী এক কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়ে
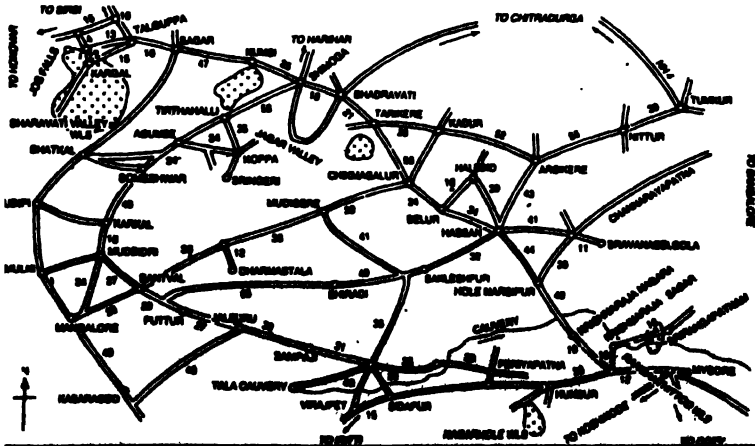
একটি রথ উপঢৌকন দিয়েছেন দেবতাকে। তামিলনাড়ুর পুম্পুহারের দক্ষ শিল্পীরা সেগুন কাঠে তামার মোড়ক লাগিয়ে ২৫ কেজি সোনায় মুড়ে দিয়েছেন এই রথ। মহাভারতের নানান আখ্যান রূপ পেয়েছে অলঙ্করণে। এটিও উদুপু-র অন্যতম আকর্ষণ। লাগোয়া পুকুরে মাছের জলকেলিও দর্শনীয়। উদুপু-র কৃষ্ণ মন্দিরের মাহাত্ম্য আজ সারা দক্ষিণ জুড়ে। তেমনই খ্যাত উদুপু-র ইডলি ও মশলা দোসা।

থাকার জন্য *H Mallika, K M Marg, Udipi-576101, S ১২৫ D ২০০; Kalpana L, Upendra Baug-1, ✆ (08252) 20440, S ৪৫-৮০ D ৮৫-১৫০; Royal Mahal, Sukha Nivas, Krishna Vilas, Neo Royal, Durga Mahal, Chittaranjan ছাড়াও ধরমশালা আছে উদুপুতে। উদুপু বেড়িয়ে বাসেই চলুন ভাটকল/সাগর হয়ে ১৪৫ কিমি দূরের যোগ দেখে কারওয়ার হয়ে পানাজি। পথপাশে নীল আরব সাগর, পশ্চিমঘাট অপর পাশে। আর চলেছে নদীনালা এঁকে বেঁকে। তারই মাঝ দিয়ে রাজপথ বেয়ে বাসে চলা খুবই চিত্তাকর্ষক।

IAC প্রতিদিন ১১-১০এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে ১½ ঘণ্টায় মুম্বাই যাচ্ছে; ম্যাঙ্গালোর আসছে মুম্বাই থেকে ৯-২৫এ। চেন্নাই যাচ্ছে 2 4 6 7 দিন ৮-২৫এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে ৪০ মিনিটে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১০-২০এ; ম্যাঙ্গালোর আসছে ৬-০০টায় চেন্নাই ছেড়ে ৪৫ মিনিটে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ৭-৫৫য়। আর প্রাইভেট বিমান NEPC Airways 1 3 5 দিন ম্যাঙ্গালোর-ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই-কোয়েম্বাটুর-মাদুরাই-দিল্লী যাচ্ছে। মুম্বাই যাচ্ছে প্রতিদিন ১৪-২০এ ছেড়ে ১৫-৩৫এ। Jet Airways প্রতিদিন ১২-২৫এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ১৩-৪০এ; আর 1 3 4 দিন ৯-১০এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ১০-২৫এ। বিমানবন্দর থেকে ২০ কিমি দূরে শহর। দপ্তর বসেছে IAC-র K S Rao Rd-এর Hotel Poonja International, ✆ E-752433 R-414300। NEPC-র দপ্তর বসেছে—12 1st Floor, Saibeen Complex, Lal Baugh-4, ✆ 455032এ।

আর রেল যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে বন্দর নগরী ম্যাঙ্গালোর থেকে। ৯০০ কিমি দূরের চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ১২-০০টায় 6627 ওয়েস্ট কোস্ট, ১৯-০৫এ 6601 ম্যাঙ্গালোর মেল আসছে সালেম/পালঘাট/সোরানুর/কালিকট/মাহে হয়ে পরদিন ৬-৩৫ ও ১৩-২৫এ ম্যাঙ্গালোরে। চেন্নাই ফেরে ম্যাঙ্গালোর থেকে যথাক্রমে ১৯-৪৫/১২-৩০এ। কেরল এক্স-এর সাথে জুড়ে মঙ্গলা এক্স যাচ্ছে ১১-১০এ ম্যাঙ্গালোর থেকে কোয়েম্বাটুর/ বিজয়ওয়াড়া/ নাগপুর/ ভূপাল/আগ্রা ক্যান্ট হয়ে ৩০৩৩ কিমি দূরের হজরত নিজামুদ্দিন; কালিকট/সোরানুর/ এর্নাকুলম টাউন/ কোট্টায়াম হয়ে ১৫ ঘণ্টায় ৬৩৪ কিমি দূরের তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে ১৭-৫০এ মালাবার এক্স, ৪-১৫য় পরশুরাম এক্স। সোরানুর যাচ্ছে নানান ট্রেন; সোরানুরে টুকরো হয়ে কারলা থেকে আসা নেত্রবতীর অংশ যাচ্ছে কোচি ও ম্যাঙ্গালোরে। ৭-১০ ও ১৪-৪৫এ মাদগাঁও যাচ্ছে ম্যাঙ্গালোর-মাদগাঁও এক্স; ৭ ঘণ্টায় পালঘাট যাচ্ছে ৬-৫০এ ম্যাঙ্গালোর-পালঘাট এক্স, ১৩-৫০এ নেত্রবতী এক্স; ৭-৪৫ ও ১৮-০৫এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে মহীশূর যাচ্ছে ১০ ঘণ্টায় ফাস্ট প্যাসেঞ্জার; ১৮৯ কিমি দূরের হাসান যাচ্ছে ৭ ঘণ্টায় ম্যাঙ্গালোর-মহীশূর প্যাসেঞ্জার; ১৩-৫০এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে সোরানুরে নেত্রবতীর সাথে জুড়ে কারলা (মুম্বাই) যাচ্ছে; জম্মু যাচ্ছে প্রতি সোমবার ১৫-৩০এ নবযুগ এক্স; ১৮-১০এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ৪৪৭ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১৬ ঘণ্টায়। ফেরেও এরা নিয়মিত ম্যাঙ্গালোরে। তবে কোঙ্কন রেলের কর্মকাণ্ডে এপথের ট্রেন সার্ভিস আজও বিঘ্নিত।

বাস যাচ্ছে ম্যাঙ্গালোর থেকে NH 48 ধরে ৩৪৭ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর। বাস যাচ্ছে মহীশূর ২৪৮, মারকারা ১৩৪, যোগ ২০৬, কারওয়ার ২৬১, হাসান ১৭৬, বেলুড় ১৫৪, শিমোগা, সাগর, উদুপু ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিকে। ২৮১ কিমি দূরের হরিহর যাচ্ছে কারকল/সোমেশ্বর /আগুম্বে/ শিমোগা হয়ে; মহীশূরের বাস যাচ্ছে মারকারা হয়ে; বাস যাচ্ছে সাগর/যোগ/ কারওয়ার হয়ে ৪১৯ কিমি দূরের পানাজি; ১০৬৭ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে সরকারি, বেসরকারি নানান ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, A/c Video ম্যাঙ্গালোর থেকে। গোয়া রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কদম্ব ট্রান্সপোর্ট ১১-৩০টায় ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় পানাজি যাচ্ছে। তবে উচিত হবে রাতের একমাত্র বাসে ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে প্রত্যুষে যোগ পৌঁছে কারওয়ার দেখে পানাজি যাওয়া।

আর, KSTDC-র ডিলাক্স বাস যাচ্ছে ম্যাঙ্গালোর থেকে মহীশূর ও ব্যাঙ্গালোরে রাতভর জার্নিতে। কর্ণাটক ট্যুরিজমের অফিস বসেছে Hotel Indraprastha-য়। আর IAC ও Air India-র অফিস K S Rao Rd-এর Poonja International Hotel-এ।

ম্যাঙ্গালোর পাহাড়ী হলেও হোটেলগুলি রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে সমতলে। তবে নেত্রবতীর অবস্থান কাদরী হিলে। বাস স্ট্যান্ডের বামে K S Rao Road-575001, STD 0824-এ মেলা বসেছে হোটেলের। *H Ashirvad, Viswa Bhavan Lodging, Canara, Ganesh Prasad, Venkatesh, Vasantha Mahal,* SAB ৬০-১২৫ DAB ৮৫-১৭৫; *H Navaratna,* ✆ 27941, D ২৫০ স্যুইট ৪০০ D ৪৫০; লাগোয়া নবগঠিত *H Navaratna Palace,* ✆ 33781, S ২৫০ D ৩০০ A/c D ৪৫০; Taj Group's **H Manjarun,* Old Post Rd-1, ✆ 420420, A/c S ৩২-৪০ D ৩৬-৪৫ US$; *H Woodside,* S ১০০ D ১৫০-২২৫; *Mayura, Manorama,* D ১২৫-২০০; *Ganesh Mahal, Sujata, Hill Top.* বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে *H Adarsha,* SAB ১০০ DAB ১৫০-২২৫; *Tajmahal, Panchami Boarding & Lodging,* S ৮০ D ১৫০। আর আছে *H Vimlesh International,* Ganapati Temple Rd-1, ✆ 33711, S ২০০ D ৩০০-৪৫০ A/c S ৪০০ D ৪৫০-৬০০; *H Pentagon,* Kankanady-2, ✆ 31139, A20 R3.5, S ২২৫-৩৫০ D ২৭৫-৪৫০ স্যুইট ৬০০-৮৫০। **H Srinivas,* Ganapati High School Rd-1, ✆ 440061, R1B0, SAB ২০০ DAB ২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; **H Jupitar; H Poonja International,* K S Rao Rd-1, ✆ 440171, A17R0.5B2.5, SAB ২৫০-৩৭৫ D ৩৫০-৪৫০ A/c S ৪৫০-৬৫০ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ১৫০০; **Tourist Motel, Vijay Vihar, *Sumar Sands Beach Resort,* Chotamangalore, Ullal-574159, R10B10, DAB ৩২৫-

৪৫০, A/c D ৪৭৫-৬৫০, | Falnir Rd-1এ—*H Moti Mahal,* A20R0.5B0, ✆ 441411, SAB ৪০০, DAB ৪৫০-৬২৫, A/c S ৪৫০-৫২৫, D ৬৫০-১০০০,; *Keerthi Mahal;* KSTDC-র *H Mayura Nethravathi,* Kadri Hills, ✆ 211192, S ১০০, D ১৩৫, ডর্মি বেড ৪৫,; *Municipal Tourist Bungalow, CH, IB, রেলের রিটায়ারিং রুম* ছাড়াও হোটেল আছে নানান ম্যাঙ্গালোরে।

আর নিরামিষ আহার্যের জন্য—*Tajmahal, Kamdhenu, Navaratna* ভালই। চীনা মেনুর জন্য—*Shin Min Chinese Restaurant;* ননভেজ মিলের জন্য—*H Mayura*-র যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ; নবরত্ন কমপ্লেক্সে শীতাতপ *Heera Panna*-র যথেষ্ট সুনাম আমিষ ও নিরামিষ আহার্যে; বিপরীতে নবগঠিত আর এক শীতাতপ *Palimar*-এরও সুনাম যথেষ্ট নিরামিষ আহার্যে। রূপার পাশে *Safa Dine*-এও ননভেজ মিল মেলে।

হুবলি

শিল্পকেন্দ্রিক শহর হুবলি। তবে পর্যটন মানচিত্রে পরিচিতি এর সংযোগকারী জংশন রূপে। ১ কিমির ব্যবধানে রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ডের অবস্থান হুবলিতে। ট্রেন যাচ্ছে মুম্বাই-চেন্নাই, বিজয়ওয়াড়া-ভাস্কো অমরাবতী এক্স, ভাস্কো-ব্যাঙ্গালোর এক্স হুবলি হয়ে। এমনকি দ্রুতগামী ইন্টারসিটি এক্সও চলছে ব্যাঙ্গালোর ও হুবলির মাঝে। ট্রেন যাচ্ছে হুবলি থেকে ৪-০৫এ ভাস্কো-ব্যাঙ্গালোর এক্স, ৬-২০এ হুবলি-ব্যাঙ্গালোর ইন্টার সিটি এক্স, ৭-৩০এ হুবলি-ব্যঙ্গালোর প্যা, ১৪-৪৫এ হুবলি-আরসিকেরে প্যা, 2 4 6 7 দিন ১৭-৩৫এ মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর এক্স, ১৮-৪৫এ হুবলি/ গুন্টাকল/ শিমোগা-ব্যাঙ্গালোর ফাস্ট প্যা, ২২-০৫এ মিরাজ-ব্যাঙ্গালোর রানী চেন্নামা এক্স, হজরত নিজামুদ্দিন-ব্যাঙ্গালোর স্বর্ণজয়ন্তী এক্স ২ ঘণ্টায় ১২৯ কিমি দূরের হরিহর, ৪ ঘণ্টায় বিরুর ২৫৮ কিমি, ৮ ঘণ্টায় আরসিকেরে ৩০৩ কিমি হয়ে ৪৬৯ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৮¾ ঘণ্টায়। ট্রেন যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায় ৫৯ কিমি দূরের গডগ, ৪½ ঘণ্টায় ১৪৪ কিমি দূরের হসপেট, ৬ ঘণ্টায় ২১০ কিমি দূরের বেলারি জং পৌঁছে ২৫৭ কিমি দূরের গুন্টাকল যাচ্ছে ৯½ ঘণ্টায় ১৬-৪৫এ বিজয়নগর এক্স, ২৩-১০এ গুন্টাকল প্যাসেঞ্জার হুবলি থেকে। আর গডগ থেকে ট্রেন যাচ্ছে ৩-৩০, ৯-০৫, ১৩-১৫, ১৮-১৫, ২২-৩০ (এক্স)-এ ছেড়ে ১¾ ঘণ্টায় বাদামী (৬৭ কিমি), ২½ ঘণ্টায় বগলকোট (৯৩ কিমি), ৬ ঘণ্টায় বিজাপুর (১৯০ কিমি) পৌঁছে হোটগী হয়ে ৯½ ঘণ্টায় ২৯৮ কিমি দূরের সোলাপুরে। লোণ্ডা/ বেলগাঁও/গোকক রোড/ঘাটপ্রভা হয়ে ২৮০ কিমি দূরের মিরাজ যাচ্ছে ৫-১৫য় রানী চেন্নামা এক্স, ১২-০০টায় হুবলি-মিরাজ প্যাসেঞ্জার, ২১-৫০এ ব্যাঙ্গালোর-মিরাজ প্যাসেঞ্জার হুবলি থেকে। হুবলি ছেড়ে ০-৩০এ ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো এক্স, ১৫-০০টায় অমরাবতী এক্স লোণ্ডা হয়ে ৬½ ঘণ্টায় সরাসরি ভাস্কো যাচ্ছে। ২১ কিমি দূরের ধারওয়ার যাচ্ছে নানান ট্রেন; গোলগম্বুজ এক্স ৬-৪৫, মহালক্ষ্মী এক্স ১৩-১০, মিরাজ-ব্যাঙ্গালোর-কিট্টুর এক্স ২৩-০৫, ছাড়াও ৭-২০, ১৪-১৫, ১৮-০৫এ হুবলি ছেড়ে হরিহর (১২৯ কিমি) বিরুর (২৫৮) আরসিকেরে (৩০৩) যাচ্ছে। তবে নতুন করে কোঙ্কন রেলের ব্রডগেজে রূপান্তর আজও সম্পূর্ণতা না পাওয়ায় ট্রেন সার্ভিস বেশ কিছুটা ব্যাহত এপথে গত কিছুকাল।

আর, বাস যাচ্ছে ১১ ঘণ্টায় কদম্ব ট্রান্সপোর্টের পানাজি (দিনে ৩), ব্যাঙ্গালোর (৪), মহীশূর (২), মুম্বাই (২), পুনে (২), বিজাপুর (৪), ম্যাঙ্গালোর ছাড়াও কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের দিকে দিকে হুবলি থেকে। তেমনই যাচ্ছে প্রাইভেট সুপার ডিলাক্স ভিডিও কোচ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীত থেকে মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর ছাড়াও নানান দিকে।

সংযোগকারী যানের অভাবে রাতের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে Hubli-580025, STD 0836-এ। তাই হোটেলও গড়ে উঠেছে রেলকে ভর করে হুবলিতে। রেল স্টেশন থেকেই দৃশ্যমান *H Ajanta,* Jaichamarajanagar, DAB ২০০-৪২৫, থাকার পক্ষে ভাল। বিপরীতে *H Natraj,* Stn Rd, DAB ১৭৫-৩০০,। পথেই পড়ে অতি সাধারণ *Modern L,* Main St; লাগোয়া *Udipi H.* আর আছে *H Ajodhya,* opp Central Bus Std, A/c S ৩০০-৪২৫, D ৩৫০-৪৭৫, স্যুইট ৬৫০,; **Hubli Woodlands Keshwapur,* Hubli-580023, ✆ 362246, S ৩০০, D ৪৫০, A/c D ৬০০, কটেজ ৮০০,; *H Ashok,* Lamington Rd-20, D ২৫০-৪২৫, স্যুইট ৬৫০,; বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে *H Kailash,* Lamington Rd, S ২২৫, D ৩০০, A/c D ৬০০,; *H Naveen,* Poona-Bangalore Rd-25, A10R6, ✆ 372283, A/c S ৭০০, D ৮৫০, স্যুইট ১৫০০-২৫০০,; *রেলের রিটায়ারিং রুম*ও আছে হুবলিতে। আহার্যে রেল স্টেশনের বিপরীতে কামাথ গ্রুপের *কামাথ হোটেল*টি ভালই। মডার্ন লাগোয়া *Parag Bar & Restaurant (Roof top)*-এ ভেজ ও ননভেজ ভারতীয় ও চীনা মেনু মেলে। *H Vaishali*-রও প্রশস্তি স্বল্প দামে আহার্য পরিবেষায়।

চলার পথে সোলাপুরেও হোটেল মেলে—*Ajanta L,* near Rail & Bus Std, Mechanic Chowk, Solapur-413007, S ১০০, D ১৫০,; *H Surya International,* 3/2/2 Murarji Peth-2, S ২৫০, D ৩৫০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০, ছাড়াও নানান।

মাগোধ জলপ্রপাত: হুবলি থেকে কারওয়ারের পথে পড়ে ইল্লাপুর। ইল্লাপুর থেকে ১৯ কিমি দূরে মাগোধে ৬০০ ফুট নিচুতে গঙ্গাবতী নামছে পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে। সুন্দর পরিবেশের মাঝে আরও সুন্দর এই জলপ্রপাত। থাকার জন্য কর্ণাটক ট্যুরিজমের *Tourist Home* আছে।

কারওয়ার

গহন বনের মাঝ দিয়ে পথ গিয়েছে হুবলি থেকে কারওয়ার, দূরত্ব ১৬০ কিমি; বন্যজন্তু চরে বেড়ায় এপথে। পথ এসেছে ২৬১ কিমি দূরের ম্যাঙ্গালোর থেকেও পশ্চিমঘাট পর্বত চড়ে যোগ হয়ে। ধান্দেলী ৪০, বেলগাঁও ১৭৮, লোণ্ডা ১২৭, মারগাঁও ১২৫, পানাজির দূরত্ব ১৫৮ কিমি কারওয়ার থেকে। NH 17 ধরে বাসও চলেছে এপথে। পথশোভা সুন্দর। নবতম কোঙ্কন রেলে ৭-১০ ও ১৪-৪৫এ ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে উদুপি-ভাটকল হয়ে ১২-১৫ ও ১৯-২৫এ কারওয়ার পৌঁছে মাদগাঁও যাচ্ছে ম্যাঙ্গালোর-মাদগাঁও এক্স পশ্চিম উপকূল ধরে। উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়ার মাঝে সোপানও গড়েছে কারওয়ার।

আরব সাগরের বুকে সুন্দর প্রাকৃতিক সম্পদে বলীয়ান

কারওয়ার। ঝাউয়ে ছাওয়া কারওয়ারের সাগরবেলাটিও রমণীয়। অদূরে পশ্চিমঘাট ব্যূহ্ গড়েছে চক্রাকারে। মাঝে মাঝে দ্বীপবালা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দেশী-বিদেশী নানান জাহাজ নোঙর করে। নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নাটিকা লেখেন কারওয়ারে। কালী নদীর সেতু পেরুতেই সদাশিবগড়—শিবাজী মহারাজের বিধ্বস্ত দুর্গ। কালী নদীতে মোটর লঞ্চে বেড়াবারও ব্যবস্থা আছে। নতুন করে নৌ-ঘাঁটিও গড়ে উঠছে কারওয়ারে। অ্যাকোয়ারিয়ামটিও হয়েছে উত্তর কর্ণাটক জেলার জেলা সদর কারওয়ারে।

থাকার জন্য মধ্যমানের নানান হোটেল—বাস স্ট্যান্ডে *Ashok H,* D ১২৫-২৫০; *Tourist Home; Udipi Ananda Bhavan; Sea View L; Savan.* ১ কিমি দূরে কাজুবাগে *Gobardhan H,* DAB ১২৫-২০০ ছাড়াও হোটেল আছে নানান কারওয়ারে। আর আছে পানাজি মুখী ১ কিমি দূরে কোস্ট রোডে *IB,* অবু: D C, North Karwar. *H Ashok*-এ আমিষ আহার্য মেলে।

কারওয়ার থেকে কালী সেতু পেরিয়ে গোয়াতেও বাস যাচ্ছে। ঘণ্টা দুয়েকের পথে মারগাঁও। কদম্ব বাস যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। পানাজিও যাচ্ছে বাস ৪½ ঘণ্টায়। গোয়া বেড়িয়ে মুম্বাই বা ব্যাঙ্গালোর ফিরুন বাসে। তবে, গোয়া-যাত্রীদের ব্যাঙ্গালোর বেড়িয়ে গোয়া যাওয়াই উচিত হবে। কারণ কলকাতা ফেরার পক্ষে মুম্বাই বা বিজয়ওয়াড়া সুবিধার।

গোকর্ণ

কারওয়ার থেকে ৪৫ কিমি দক্ষিণে মদনগিরি, আরও ১০ কিমি যেতে আরব সাগরের তীরে প্রকৃতির আর এক স্বর্গ গোকর্ণ। শৈবতীর্থ গোকর্ণের মহাবালেশ্বর মন্দিরটি তীর্থযাত্রী ও পর্যটক দুইয়েরই কাছে আদরণীয়। মাহাত্ম্যে বারাণসীর পরেই এর স্থান। শিবরাত্রি জাঁকালো উৎসব। জনশ্রুতি, লঙ্কাধিপতি রাবণরাজার তপস্যায় তুষ্ট শিবের দেওয়া প্রাণলিঙ্গম নিয়ে কৈলাশ থেকে লঙ্কায় যাবার পথে (রাবণ) শর্ত ভেঙে মাটিতে রাখতেই প্রোথিত হন দেবতা এই গোকর্ণে। থাকার জন্য *IB, RH* ও *ধরমশালা* আছে।

গোকর্ণের আর এক আকর্ষণ **আঙ্কোলা** গ্রাম। ছোট্ট সাগরবেলা ছাড়াও ১৫ শতকের রাজা সর্পমালিকা ও ভেঙ্কট-রমন মন্দিরের জন্য আঙ্কোলার প্রসিদ্ধি। মন্দিরের দারু নির্মিত রথ দু'টিও উল্লেখ্য—রামায়ণের আখ্যান মূর্ত হয়েছে। থাকারও সাধারণ হোটেল আছে—*Jai Hind L* আঙ্কোলায়।

ধান্দেলী বন্যজন্তু সংগ্রহালয়

ধারওয়ার থেকে ৭৬, কারওয়ার ৪০ আর বেলগাঁও থেকে ১০৪ কিমি দূরে ধান্দেলী। নিয়মিত বাস যাচ্ছে। বাস আসছে বেলগাঁও ও ব্যাঙ্গালোর থেকেও ধান্দেলীর। আর রেল আসছে ম্যাঙ্গালোর-পুনে শাখার আলনাওয়ার স্টেশন থেকে শাখা লাইনে ধান্দেলীর। নিকটতম বিমানবন্দর ১৫২ কিমি দূরের বেলগাঁও।

At Bangalore :
Department of Tourism Government of Karnataka
1st Floor, F Block, Cauvery Bhawan
Kempegowda Rd, Bangalore-560009, ✆ (080) 2215489
64 St Marks Rd, Bangalore-560001, ✆ 2579139.
Tourist Reception Centre
City Railway Station, ✆ 2870068/131
Airport, ✆ 5268012
Bangalore City Railway Station
Enquiry ✆ 132
Reservation ✆ 133
1st Class ✆ 2874172, Sleeper Class ✆ 2829511.
HAL Airport, ✆ 5588012/2266901.
Shrunagar Shopping Centre,
52 M G Rd, ✆ 2572377.
Kidskemp, 128 M G Rd, ✆ 5587777.
Karnataka State Tourism Development Corpn Ltd (KSTDC),
10/4 Kasturba Road, Queen's Circle
Bangalore-560001, ✆ 2212901-3
KSTDC's Mayura Central Reservation
Badami House, N R Square, ✆ 2275869/2275883,
Fax: 080-2238016.
Government of India Tourist Office
KFC Building
48 Church Street, Bangalore-560001, ✆ 5585417.
Karnataka State Road Transport Enquiry: 2873377.
Indian Airlines
Cauvery Bhawan, Kempe Gowda Rd
Information ✆ 2211914/141 Booking ✆ 141
Customer Service ✆ 140.
Airport ✆ 140/5266233
Recorded Flight Service ✆ 142.
East West Airlines ✆ 5588282.
Modiluft ✆ 5582199.
Jet Airways ✆ 5588354
Damania Airways ✆ 5588736.
Skyline NEPC Airlines, ✆ 5588866.
Sahara India Airlines ✆ 5586976.
Air India,
Unity Building, Jaya Chamraja Rd, ✆ 2224144.
Vayudoot
Agent: St Marks Rd, ✆ 2212640.
ITDC Transport Unit
Hotel Ashok, K K High Grounds, close to City Centre
✆ 2179411,
Bangalore Bus Stand
Enquiries ✆ 2871261.
BTS Control Room ✆ 6021771.
Kadamba Transport ✆ 2871262.
Thiruvalluvar Transport Corporation ✆ 76974
A P Road Transport ✆ 73915.

৩৭৫ থেকে ৬৮৫ মি উঁচুতে কালী আর কানেরী নদীতে ঘেরা সেগুন ও বাঁশে ছাওয়া ৮৩৪ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে ধান্দেলী বন্যজন্তু সংগ্রহালয়। হাতি, বাইসন, প্যান্থার, বাঘ, শম্বর, চিতল, নেকড়ে রয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। গ্রীষ্মে পাখিরাও নীড় বাঁধে। দু'টি ওয়াচ-টাওয়ার হয়েছে বন্যজন্তু দেখার জন্য। জুন থেকে অক্টোবর ছাড়া বছরভর চলা গেলেও ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস ধান্দেলী বেড়াবার মনোরম সময়।

থাকার জন্য *H Mayura Sahyadri,* Kojiban, SAB ১৫০, DAB ২২৫; বনবিভাগের ৬টি *রেস্ট হাউস* ছাড়াও ১১ কিমি

দূরে কুলগীতে *ডাকবাংলো* আছে। অবু: DFO, Dandeli Sanctuary-কে লিখুন।

ব্যাঙ্গালোর

কর্ণাটকের রাজধানী শহর ব্যাঙ্গালোর। অতি দ্রুত গড়ে ওঠা মডার্ন সিটি রূপে এশিয়ার অন্যতম নগরী ব্যাঙ্গালোর। পরিকল্পিত শহর রূপেও প্রসিদ্ধি আছে ব্যাঙ্গালোরের। যেমন সুন্দর এর পথঘাট, তেমনই এর বাড়িঘরের সৌন্দর্য আকর্ষণ বাড়িয়েছে শহরের। গার্ডেন সিটিও বলে থাকে লোকে ব্যাঙ্গালোরকে। বিশ্বের সেরা পাঁচ উদ্যান-নগরীর মধ্যে ব্যাঙ্গালোর (দ. আফ্রিকার প্রিটোরিয়া, নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চ, ফ্রান্সের কাঁয়, ইতালির সনড্রিয়া) অন্যতম। ভারতের ষষ্ঠ বৃহত্তম নগরী ৯২১ মি উঁচু ব্যাঙ্গালোরের জলবায়ুও সারা ভারতের ঈর্ষার বস্তু। অতীতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে অব্যাহতি পেতে ব্রিটিশ ব্যাঙ্গালোরে আসে। আর আজ আসছে জীবিকার সন্ধানে সারা ভারত থেকে ভারতবাসী। ৫ মিলিয়ন লোকের বাস শহরে। কর্মপটু, কর্মে তৎপর এরা। সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও ব্যাঙ্গালোর আজ ভারত রাষ্ট্রে অনন্য। ভাষার সংঘাত নেই দক্ষিণের ব্যাঙ্গালোর শহরে। মুখ্য ভাষা কানাড়া হলেও হিন্দী-ইংরেজির চলন আছে। কেতাদুরস্ত পাশ্চাত্যের প্রভাব এর জনমানসে। শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য নেই ব্যাঙ্গালোরে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—বছরভর মনোরম, কলকারখানার পক্ষে খুবই অনুকূল। ভারতের বেশ কয়েকটি বড় বড় শিল্প এই ব্যাঙ্গালোরেই রূপ পেয়েছে। ইলেকট্রনিক সিটি বলেও ব্যাঙ্গালোর সুবিদিত। ব্যাঙ্গালোর সিল্ক ও কফি আজ ভারত ছাড়িয়ে বিশ্ববাসীর সমাদর কুড়োচ্ছে।

ব্যাঙ্গালোর নামকরণেও বৈচিত্র্য আছে। অতীতের *Benda-Kalo Oru* অর্থ তার—সিদ্ধ সিম। লোকশ্রুতি, বিজয়নগরের রাজা ভীরা বল্লরা একদা শিকারে বেরিয়ে বন মধ্যে পথ হারিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত। রাজাকে এক নারী *Benda-Kalo* অর্থাৎ সিদ্ধ সিমের আহার্যে আপ্যায়িত করেন। সেই স্মৃতিতে মাটির দুর্গ গড়ে *Bandakalooru* শহরের গোড়াপত্তন ১৫৩৭এ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীন মগদি গোষ্ঠীপতি কেম্পেগৌড়ার হাতে। কালে কালে Bondakalooru থেকে Bangaloorú বা Bangalore. দীর্ঘ ২০০ বছর পর হায়দর আলি সংস্কারের সাথে পাথরে গড়ে আয়তন বাড়ান দুর্গের। আধুনিকতার জয়যাত্রাও হায়দরের হাতে। পুত্র টিপুর কালেও দুর্গের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আর মহীশূর শার্দূল প্রবাদপ্রতিম টিপুর পরাভবে ব্রিটিশের আগমন ১৭৯৯এ। ব্রিটিশের হাতে ক্যান্টনমেন্ট নগরী গড়ে ওঠে ব্যাঙ্গালোরে। আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মুখে *The City of the Future* বলে আখ্যায়িত হয় ব্যাঙ্গালোর।

কম্পুটারাইজড বুকিং ব্যাঙ্গালোরে। রিজার্ভেশন মেলে ৭—১৩-০০ ও ১৩-৩০—১৯-০০টায় সোম থেকে শনিবার; রবিবার ৭—১৩-০০টায়। হাওড়া থেকে বুধ ও রবিবার ৩-৫৫য় গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর এক্স খড়্গপুর/ ভুবনেশ্বর/ওয়ালটেয়ার/ বিজয়ওয়াড়া/ গুডুর/চেন্নাই সেন্ট্রাল/ জলারপেট হয়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৪০ ঘণ্টায়। আবার করমণ্ডল এক্স, চেন্নাই মেল, 1 5 দিন হাওড়া-তিরুভনন্তপুরম এক্স, বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি-কোচি, সোমবার গুয়াহাটি-তিরুভনন্তপুরম এক্সে চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছেও চলা যেতে পারে ব্যাঙ্গালোর। সাপ্তাহিক পাটনা-কোচি, বোকারো স্টিল সিটি-আলেপ্পি এক্সও যাচ্ছে চেন্নাই হয়ে। চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে ৭-১৫য় 2639 বৃন্দাবন এক্স, ১৩-০০টায় 6023 ব্যাঙ্গালোর এক্স, ১৫-৪৫এ দ্রুতগামী 2607 লালবাগ এক্স, ২২-০০টায় 6007 ব্যাঙ্গালোর মেল কাটপাদী/ জলারপেট হয়ে ঘণ্টা সাতেকে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। দ্রুততম 2607 লালবাগ এক্স ৫½ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। আর যাচ্ছে মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন 2007 শতাব্দী এক্স ৬-০০টায় চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে ১০-৪৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ১২-৫৫য় মহীশূরে। শতাব্দী ফেরে একইভাবে ১৪-১০এ মহীশূর ছেড়ে ১৬-০৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ২১-১৫য় চেন্নাই-এ। রেল দূরত্ব কলকাতা থেকে চেন্নাই ১৬৬২+চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালোর ৩৫৬ অর্থাৎ ২০১৮ কিমি কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর।

ব্যাঙ্গালোর সিটি ছেড়ে ক্যান্ট হয়ে চেন্নাই ফেরে ৬-৩০এ লালবাগ এক্স, ১৪-৩০এ বৃন্দাবন এক্স, ৮-০০টায় ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই এক্স, ২২-১৫য় ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই মেল, 4 5 দিন ২৩-৩০-এ ব্যাঙ্গালোর-হাওড়া-গুয়াহাটি এক্স। ত্রিচি যাচ্ছে ১৯-৩৫এ ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় মহীশূর-মাদুরাই-ত্রিচি এক্স। প্রতিদিন ৬-০০টায় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে ৪২৪ কিমি দূরের কোয়েম্বাটুর যাচ্ছে ১২-৫৫য় 2677 শতাব্দী এক্স; শতাব্দী ফেরে ১৪-২৫এ কোয়েম্বাটুর ছেড়ে ২১-১৫য় ব্যাঙ্গালোরে। ২১-০০টায় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কোয়েম্বাটুর-এর্নাকুলম-তিরুভনন্তপুরম হয়ে ১৭-৩০এ কন্যাকুমারি যাচ্ছে

6526 ব্যাঙ্গালোর-কন্যাকুমারি এক্স; প্রতি বুধবার ১৫-৪৫এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে ১৬ ঘণ্টায় কুইলন যাচ্ছে কুইলন এক্স; সোমবার রাজকোট-কোচি এক্স; মঙ্গলবার গান্ধীধাম-নাগেরকয়েল এক্স; শুক্রবার ব্যাঙ্গালোর-আমেদাবাদ এক্স যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর সিটি হয়ে। 1 2 5 6 দিন ৬-০০টায় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে হুবলি-লোণ্ডা-মিরাজ-পুনে হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে পরদিন ৮-০০টায় 1018 ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই এক্স; ব্যাঙ্গালোর ফেরে মুম্বাই থেকে 2367 দিন ২২-৪০এ। গুন্টাকল-গুলবর্গা-সোলাপুর-পুনে হয়ে ২৪ ঘণ্টায় মুম্বাই যাচ্ছে ১২-১০এ 1014 ব্যাঙ্গালোর-কারলা এক্স, ২০-৩০এ 6530 উদ্যান এক্স; ফেরে ৭-৫৫য় উদ্যান, ২২-২০এ কারলা-ব্যাঙ্গালোর এক্স। ১৭-০৫এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে গুন্টাকল-রায়চুর হয়ে হায়দ্রাবাদ অর্থাৎ কাচিগুদা যাচ্ছে পরদিন ৯-২০এ 7686 ব্যাঙ্গালোর-কাচিগুদা এক্স; ব্যাঙ্গালোর ফেরে ১৬-৩০এ কাচিগুদা থেকে। প্রতি বুধবার ১৬-০০টায় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদ হয়ে গোরক্ষপুর যাচ্ছে এক্স; নতুন দিল্লী যাচ্ছে ৪১½ ঘণ্টায় ১৮-২৫এ 2627 কর্ণাটক এক্স, 3 5 দিন ৩৩¾ ঘণ্টায় ৬-৪৫এ 2429 ব্যাঙ্গালোর রাজধানী এক্স, সাপ্তাহিক কন্যাকুমারি-জম্মু হিমসাগর এক্স। ২১-৫৫য় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে পরদিন গুন্টাকল ৪-৪০, বেলারি ৫-৪৫, হসপেট ৭-৩০, গডগ ৯-৪৮এ পৌঁছে ৪৬৯ কিমি দূরের হুবলি যাচ্ছে হাম্পী এক্স। হাম্পীর সাথে জুড়ে গুন্টাকলে পৃথক হয়ে পার্বনী যাচ্ছে লিঙ্ক এক্স। ১৪-৩০এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে ২২-০০টায় হুবলি যাচ্ছে 2725 ব্যাঙ্গালোর-হুবলি ইন্টারসিটি এক্স, ব্যাঙ্গালোর ফেরে হুবলি থেকে ৬-২০এ ইন্টারসিটি এক্স; নানান প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর থেকে হুবলি। হুবলি/বিজাপুর হয়ে সোলাপুর যাচ্ছে ৯-৩০এ গোল গম্বুজ এক্স, মিরাজ যাচ্ছে হুবলি হয়ে ২০-০০টায় 6589 রানী চেন্নাম্মা এক্স, 1 2 5 6 দিন ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই এক্স; আরসিকেরে/ হাসান হয়ে ১৪ ঘণ্টায় ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ফা প্যা; ১৫-০০টায় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে ব্রডগেজে আরসিকেরে ১৬-৫৫, বিরুর ১৯-০০, হরিহর ২১-১০, হুবলি ০-২০, লোণ্ডা ২-৪০এ পৌঁছে ভাস্কো যাচ্ছে ৬-৫৫য় 7309 ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো এক্স। ব্যাঙ্গালোর ফেরে ২১-১০এ ভাস্কো থেকে। মহীশূর যাচ্ছে ঘণ্টা তিনেকে ৬-২৫এ তিরুপতি-মহীশূর এক্স, ৭-১৫য় কাবেরী এক্স, ১৪-২৫এ নন স্টপ টিপু এক্স, ১৮-১৫য় চামুণ্ডী এক্স, ১০-৫৫য় শতাব্দী এক্স (মঙ্গলবার ছাড়া), ৫-০০টায় ত্রিচি-মহীশূর এক্স, ছাড়াও ৬-০০, ৭-০০, ১০-০৫, ১৬-৪৫, ১৮-৫০ ও ২৩-৪৫এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন; ৮ ঘণ্টায় তিরুপতি যাচ্ছে ১৬-২০এ সিটি ছেড়ে মহীশূর-তিরুপতি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার; এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে লোকাল, মেল ও এক্স রাজ্যের দিকে দিকে ব্যাঙ্গালোর থেকে।

✈ IAC-র বিমান ৬-৫০ ও ১৯-৫০এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে দিল্লী যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায়; দিল্লী ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর ফেরে ৬-৪৫/১৬-৩০এ। মুম্বাই যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায় প্রতিদিন ১৩-৫০, ২০-১৫য়, ৮-৩৫এ ব্যাঙ্গালোর থেকে; ব্যাঙ্গালোর ফেরে ১০-৪০, ১৮-০০, ৬-১৫য় মুম্বাই থেকে। কলকাতা যাচ্ছে ২¼ ঘণ্টায় প্রতিদিন ৯-১৫য়; ব্যাঙ্গালোর আসছে কলকাতা থেকে ৬-০০টায়। চেন্নাই যাচ্ছে ৪৫ মিনিটে প্রতিদিন ১১-৩০, 1 2 4 6 দিন ৯-২৫, 3 5 7 দিন ১৭-৩০, 2 4 6 7 দিন ৯-৩৫, 1 5 7 দিন ১৯-০০, 3 দিন ২০-২৫, 1 4 দিন ১৫-৫০এ; ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে। হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে প্রতিদিন ১৮-২৫এ ১ ঘণ্টায়; ফেরে ২০-১৫য় হায়দ্রাবাদ থেকে। কালিকট যাচ্ছে প্রতিদিন ৪৫ মিনিটে; কোচি যাচ্ছে প্রতিদিন ১৪-২০এ ছেড়ে ৪৫ মিনিটে; ব্যাঙ্গালোর ফেরে ১০-১০এ কোচি থেকে। গোয়া যাচ্ছে 2 6 দিন ১১-২৫এ ছেড়ে ৫৫ মিনিটে; ফেরে ১৩-০৫এ। ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে 2 4 6 7 দিন ৭-১০এ; আমেদাবাদ যাচ্ছে 3 5 7 দিন ১৩-৪৫এ; পুনে যাচ্ছে 1 3 4 5 7 দিন ১০-০০টায়; তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে 1 4 দিন ১০-০০টায় ব্যাঙ্গালোর থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে।

প্রাইভেট বিমানও সংযোগ গড়েছে ভারতের নানান শহর থেকে ব্যাঙ্গালোরের। Jet Airways প্রতিদিন মুম্বাই যাচ্ছে ৬-২৫ ও ১৭-৪৫এ; ফেরে মুম্বাই থেকে ৮-২৫ ও ১৯-৪৫এ। NEPC Airlines 2 4 6 দিন ৮-৩০ ও ১১-১০এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে ২ ঘণ্টায় পুনে; মুম্বাই যাচ্ছে প্রতিদিন ৮-৩০, ১১-০০ ও ২০-০০টায়; গোয়া যাচ্ছে প্রতিদিন ৮-৩০; ইন্দোর যাচ্ছে ৮-৩০; চেন্নাই যাচ্ছে 1 3 5 দিন ২০-৫৫, 2 4 6 দিন ১০-০০, 1 3 5 দিন ১৮-৩০, 1 3 5 দিন ১৪-১০, 2 4 6 দিন ১৬-৫০এ ছেড়ে ১ ঘণ্টায়; পোরবন্দর যাচ্ছে 2 7 দিন ৮-৩০এ; আমেদাবাদ যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৩-০০টায়; কোচি যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৪-০০টায়; কেশোদ যাচ্ছে 2 7 দিন ৮-৩০; কান্দালা 1 4 দিন ৮-৩০; জামনগর 3 5 7 দিন ৮-৩০এ; ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে ব্যাঙ্গালোরে। Damania Airways প্রতিদিন ৮-৩০ ও ২০-০০টায় ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায়; আমেদাবাদ যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৫-৩০এ ছেড়ে ১৭-৩০এ; কলকাতা যাচ্ছে ৮-৩০এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে মুম্বাই হয়ে ১৯-৩৫এ; দিল্লী যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৫-৩০এ ছেড়ে আমেদাবাদ হয়ে ১৯-২৫এ; প্রতিদিন ৮-৩০এ ছেড়ে মুম্বাই হয়ে ১৩-৩০এ গোয়া পৌঁছে ইন্দোর যাচ্ছে ১৪-০০টায়; পুনে যাচ্ছে ৮-৩০টায় ছেড়ে মুম্বাই হয়ে ১৬-১৫য়; চেন্নাই যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১০-০০টায় ছেড়ে ১ ঘণ্টায়। ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে একইভাবে ব্যাঙ্গালোরে। East West Airlines-ও মুম্বাই যাচ্ছে প্রতিদিন ব্যাঙ্গালোর থেকে। Raj Air যাচ্ছে মুম্বাই-তিরুপতি-ব্যাঙ্গালোর-তিরুপতি-মুম্বাই সার্ভিসে। শহর থেকে ৮ কিমি দূরে বিমানবন্দর। অটো ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহরে। কর্ণাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন (KSRTC)-র কোচ যাচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে নানান হোটেল ঘুরে শহরে। দপ্তর বসেছে IAC-র Cauvery Bhawan, Kempe Gowda Rd, ✆ সংবাদ: 5266233/140, বুকিং:

ব্যাঙ্গালোর থেকে সড়ক দূরত্ব	
আইহোল	*৫১০ কিমি*
কোলার	৭২ ”
হাসান	১৯৪ ”
বেলুড়	২২১ ”
বাদামী	৪৯৯ ”
বন্দীপুর	২১৫ ”
বিজাপুর	৫৩০ ”
বেলগাঁও	৫০২ ”
বিদার	৬৬৯ ”
গুলবর্গা	৬১৩ ”
চিকমাগালুর	২৫১ ”
যোগ ফলস	৩৭৭ ”
ম্যাঙ্গালোর	৩৫৭ ”
মারকারা	২৫২ ”
মহীশূর	১৩৯ ”
শ্রবণবেলগোলা	১৫৫ ”
হ্যালেবিদ	২২৬ ”
হাম্পী	৩৫০ ”
নন্দী হিলস	৬০ ”
সোমনাথপুর	১২১ ”
তুঙ্গভদ্রা	৩৫০ ”
উতকামণ্ড	২৯৭ ”
চেন্নাই	৩৩১ ”
হায়দ্রাবাদ	৫৬২ ”
পানাজি	৫৪০ ”
পণ্ডিচেরী	৩০৩ ”
পুত্তাপুর্তি	১৮০ ”
তিরুপতি	২৬০ ”

2211914/141; Damania Airways ✆ 5588866; NEPC Airlines ✆ 5588101; বায়ুদূতের এজেন্ট St Marks Rd, ✆ 2212640-তে।

মুম্বাই-পুনে NH 4, হায়দ্রাবাদ-কন্যাকুমারী NH 7 ও ব্যাঙ্গালোর-ম্যাঙ্গালোর NH 48-এর সংযোগে ব্যাঙ্গালোর। বাস যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরে। নিয়মিত বাস যাচ্ছে কর্ণাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন (KSRTC, Stand 13) ✆ 2871261, কেরল ✆ 2202806, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র রাজ্য পরিবহণের ব্যাঙ্গালোর সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে। আর মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে—ম্যাঙ্গালোর, মারকারা, চিকমাগালুর, হাসান, শিমোগা ছাড়াও রাজ্যের নানান শহরে ব্যাঙ্গালোর থেকে। মহীশূর যাচ্ছে ২০ মিনিট অন্তর ৩ ঘণ্টায়— ৫-৪০এ প্রথম ছেড়ে ২১-০০টায় শেষ বাস। মালাবার হিল হয়ে পথ গিয়েছে—পথশোভাও মনোহর। প্রাইভেট বাসও চলে রেল স্টেশনের কাছ থেকে সারা দক্ষিণে। ভাড়া রাষ্ট্রীয় বাসে কম হলেও যাত্রা আরামপ্রদ প্রাইভেট বাসে।

বাস ও রেল স্টেশন পরস্পর মুখোমুখি ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোর সিটি বেল স্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ড টপকে কেম্পে-গৌদা (Kempegowda) সার্কেল। বাঁয়ে সুবেদার রোড গিয়ে মিলেছে শেষাদ্রি রোডে, ডাইনে বালেপেট মিলেছে রেল ও বাসের সংযোগকারী চিকপেট রোডে; আরও ডাইনে কটনপেট। আর সিধে কেম্পেগৌড়া রোড। শপিং এলাকা, দোকানপাটে ঠাসা, ঘিঞ্জিভাব—গান্ধীনগর। নানান সিনেমা হল, হোটেল-রেস্তোরাঁ; ভিড় করেছে এলাকা জুড়ে আকাশচুম্বী সব হোটেল বাড়ি। তবে যতটা উঁচু বাড়ি এদের রেটে ততটা নয়।

সাধারণ হোটেলেব ভিড় যেমন কেম্পেগৌদা সার্কেলকে ঘিরে, তেমনই পাশ্চাত্য প্রথায় তারকা সমান হোটেল-রেস্তোরাঁ রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি পশ্চিমে কুব্বন পার্কের পুবে Mahatma Gandhi Rd, Brigade Rd ও Regency Rd-এর বেষ্টনীতে রূপ পেয়েছে। অফিস-কাছারি, নানান ট্রাভেল এজেন্ট, এয়ার লাইনস, ট্যুরিস্ট অফিসের অবস্থানও এলাকা জুড়ে। পর্যটন বিনোদনেব পসরাও সাজিয়েছে কুব্বন। তবে, ব্যাঙ্গালোরের অতীত দেখতে মেলে রেল স্টেশনের দক্ষিণে সিটি মার্কেটকে ঘিরে শ্রীনরসিংহরাজা রোডে।

Seshadri Rd, Bangalore, STD 080, PC-560009-এ—*H Rajmahal*, SAB ১৫০-১৭৫, DAB ১৭৫, ২৫০, ৩০০, TAB ২৭৫, A/c D ৪০০; লাগোয়া *H Suprabhatha*, SAB ৭৫-১২৫, DAB ১২৫-২০০, TAB ১৫০; পেছনে *Sheetal Lodging*, SAB ৯০-১২৫, DAB ১৫০-২২৫; ডাইনে *H Kapila*, 229 Subedar Chatraram Rd-9, SAB ৮৫, DAB ১৫০, FAB ২০০; *H Dwaraka*, SAB ৮০, DAB ১০০-১৭৫; বাঁয়ে *H Tourist*, SAB ৭৫, DAB ১৫০; *H Prashanth*, *H Sangeeth*, SAB ৬০, DAB ১৫০-২২৫, A/c S ২৫০, D ৩২৫; *H Highlands*, *Modern Hindu H*, SCB ৪৫-৮০, DAB ৮৫-১৫০, TAB ১৭৫; *Royal L* সাধারণের মাঝে ভালই।

বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Gandhi Nagar-560009-এ—*H Amar*, SAB ৮০, DAB ১৫০, TAB ২০০; *H India*; *Janatha L*, DAB ১২৫-১৭৫; *Sudarshan L*, SCB ৬০, DCB ১০০, DAB ১২৫, TAB ১৬০; *Sri Ramkrishna L*, Subedar Chatraram Rd, SCB ৫০, SAB ৬৫, ৮০, ১০০, DAB ১০০, ১২৫, ১৫০, ১৭৫; বিপরীতে *Sandhya L*, S C Rd, SAB ৭০, DAB ১৫০, TAB ১৭৫, A/c D ৩০০; *H Motimahal*, 8/17, 5th Main Rd-9, R1B½, SAB ১০০, DAB ১২৫-২০০, TAB ২২৫, A/c S ২৫০, D ৩০০, T ৩৫০; *H Tribhuvan*, 4, 5th Main Rd-9, ✆ 2263151, S ১০০, D ১৫০-২৫০; *H Tajmahal*, SAB ১০০, DAB ১৫০-২২৫; *H Adora*, 47 S C Rd-9, SAB ৬৫-১০০, DAB ১২৫-১৭৫; একই মানের *Samadhya L* বিপরীতে *Royal L*, *Sajjan L*, *H Hindusthan*, *H Volga*. সামান্য যেতে *H Adarsha*, 6th Cross, SAB ৮৫, DAB ১৫০, TAB ২০০; বিপরীতে ডানহাতি যেতে *H Santosh*, 10/1, 5th Cross, SAB ৮০, DAB ১০০-১৫০; *H Nanda*, SAB ৬০, DAB ১০০; লাগোয়া *H Pulkeshi*, SAB ১০০, DAB ১৭৫; *H Lakshmi*, 11-1st Cross, SAB ৬০-৮৫, DAB ১০০-১৫০, A/c ২২৫-২৭৫; *H Kanishka*, 2nd Main Rd, S ১৭৫-২২৫, D ২০০-২৮০, স্যুইট ৪০০; *H Everest*, S ৪০০, D ৫৫০, স্যুইট ৭৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485; *Kamat Yatrinivas*, 1st Cross-9, ✆ 2260088, R½B½, S ৪০০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০, স্যুইট ১০০০।

Kamat Kenu, Trinity Circle; *Regent G H*, Brigade Rd, S ৮০, D ১৫০; **H Ajanta*, 22/A, M G Rd-1, ✆ 5584321, SAB ১২৫, DAB ২২৫-৩০০, A/c D ৪৫০; *H Imperial*, 95 Residency Rd, S ১২৫, D ১৫০-২৭৫; *H Brindavan*, 108 M G Rd-1, S ১৫০-২২৫, D ২২৫-২৭৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; যথেষ্ট পপুলার *Central L*, 56 Infantry Rd, DCB ১০০, DAB ১৫০; *Airlines H*, 4 Chennai Bank Rd-1, ✆ 2271602, S ২৫০, D ৩২৫-৪৫০, A/c D ৬৫০, স্যুইট ১২৫০। রেল ও বাস থেকে ডানহাতি *Sudha L*, Cottonpet Main Rd, SAB ১৫০, DAB ২২৫, TAB ২৫০; কাছেই *Sri Ganesh L*, S ৬০-৮৫, D ৮৫-১৫০, T ১৭৫; *Kabini River L*, 51 Shivungar Shopping Centre, M G Rd-1, ✆ 5597025, AP-S ৯৯ D ১৯৮ US$.

আরও দক্ষিণে যেতে রেল ও বাস দুই-ই থেকে ১০-২৫ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে, ডাইনে সিটি মার্কেটকে ঘিরে সাধারণ সাজে Narasimharaja Rd-এ—*H Nataraj*, *Bilal*, *Rainbow H*, opp City Mkt Bus Stand, S ৮০, D ১৫০, A/c D ২৭৫; *Delhi Bhawan L*, Avenue Rd, S ৬৫, D ১২৫; বিপরীতে *Chandra Vihar*, S ৬৫, D ১২৫; *Isaqua*, *H Anand Vihar*, *H Deepa*, *Palace*, Ali Asker Rd; *King*, J P Rd, S ৬০, D ১০০। নবতম *H Race View*, 25 Race Course Rd, ✆ 266147, DAB ২৫০, A/c ৪০০; *Swiss Cottage*, Race Course Rd; *International Tourist Centre*, 84 Benson Cross (কেবল সভ্য)। Sivaji Nagar-এ—*Vishranti Nilayam*, Infantry Rd, S ৬৫, D ১২৫; *Prabhat Boarding & Lodging*, *Sudarshan L*, SAB ৬০, DAB ১০০; *H Sarada*, *H Bharat*, *H Madhuvan*, *H Mahaveer*, Tank Bund Rd-53, near City Rly Stn, ✆ 2873670, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩৫০, A/c D ৩৮০-৪৫০; *H Janpath*, *Aristo L*, *Venus H*, *H Select*, 31 Central St-1; **Nilgiris*

Nest, 171 Brigade Rd-1, ✆ 5588401, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০, স্যুইট ১০০০; **H Rama*, 40/2 Lavelle Rd-1, ✆ 2273311, DAB ৮০০-১০০০, A/c D ১২০০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/Linkage ✆ 2464485; *Kamat L*, 152 J C Rd-2, Minerva Circle, ✆ 220086, SAB ১২৫-১৭৫, DAB ২০০-৩২৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০, স্যুইট ৬০০-৮৫০; *H Kamdhenu*, Trinity Circle, M G Rd-8, S ২২৫, D ২৭৫, T ৩০০; **H Akshaya*, 30 Sampangi Tank Rd-25, DAB ১৫০-২২৫, স্যুইট ৩৫০, A/c D ৪০০; *H Hoysala*, 212 S C Rd-20, ✆ 365311, S ৩৫০, D ৪৫০-৬৫০, A/c D ৬২৫-৮৫০; *H Gangothri*, 173/1 S C Rd-20, R1½ B½, ✆ 3344564, D ৪৫০-৬৭৫, A/c D ৭৫০; *H Luciya*, 6 O T C Rd-2, R3B3, SAB ৩২৫, DAB ৪২৫, স্যুইট ৬০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০; *H Sudarshan East West*, Residency Rd-25, S ৪২৫, D ৬০০, A/c S ৬০০, D ৮০০; *Gupta's Boarding and L*, Kempegowda Rd-9, ✆ 2265131, S ১৫০, D ২২৫-২৭৫; **H Broadway Complex*, 19 Kempegowda Rd-9, ✆ 2872321, D ৪০০-৬৫০, A/c ৮৫০, অ্যানেক্স: ✆ 2871321, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; *Bombay Anand Bhavan H*, 68 Grant Rd-1, ✆ 2214581, S ৩০০, D ৪৫০, স্যুইট ৮৫০-১০০০; *Anand Bhavan L*, Chickpet-53, A15R3, ✆ 2874313, S ৬৫-১০০, D ১২৫-২২৫, স্যুইট ৩৫০; ছাড়াও হোটেল আছে অজস্র ব্যাঙ্গালোরে। এদের কাছে ৬৫ থেকে ২২৫ টাকায় সিঙ্গল আর ৮৫ থেকে ২৭৫ টাকায় ডবল বেডের ঘর মেলে।

**Guest Line Days*, Plot 1&2, KIDAB Industrial Estate, Attibele-562107, ✆ (08116) 420431, A/c S ৮৫০, D ১২৫০, স্যুইট ১৫০০; *The Central Park*, 47 Dickenson Rd-42, ✆ 5584242, A/c S ৯৯৫-১৬৯৫, D ১৬৯৫-১৮৯৫, স্যুইট ২২৫০-৩০০০; *The Minerva*, 34 J C Rd-2, ✆ 2226992, S ৩৫০, D ৬০০, A/c S ৬০০, D ৮০০; *H Rajatha*, 812/1 Rajatha Complex, O T C Rd, Chickpet-53, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, স্যুইট ৬০০।

পাশ্চাত্য প্রথায় ITDC-র **H Ashok*, K K High Grounds-560001, ✆ 2069462, A13R3, S ১১৯৫, D ২৩০০, A/c S ৩৫০০, ৪০০০, S ৪০০০, ৪৫০০, স্যুইট ৫৫০০-১৫০০০; **H Bangalore International*, 2A Crescent Rd-1, ✆ 2268011, SAB ৬৫০, DAB ৮০০, A/c S ৯৫০, D ১০৫০, স্যুইট ১৫৫০-২৫০০; অদূরে *H Abhishek*, 19/2 Kumara Krupa Rd, High Grounds, S ৬৫০, D ৮৫০, A/c ৮৫০/১০০০; **Oberoi Bangalore*, M G Rd-1, ✆ 5585858, A/c S ১৮৫ D ২১০ US$; **Barton Court H*, M G Rd-1, S ৩০০, D ৪৫০, A/c S ৩৫০-৪০০, D ৪০০-৬৫০; *H Ivory Tower*, Barton Centre, M G Rd-1, ✆ 5589333, A5R7, A/c D ১২৫০-১৭৫০; **Shilton H*, St Marks Rd-1, S ৩২৫, D ৪৫০, A/c S ৪২৫, D ৬৫০; *St Mark's H*, ✆ 2279099, A/c S ১৫০০, D ১৮৫০, স্যুইট ২৫০০; মনোরম বাগিচার মাঝে Taj Group's **West End H*, Race Course Rd-1, ✆ 2269282, A/c S ১২০-১৪৫ D ১৩০-১৬৫ স্যুইট ২৫০-৩০০ US$; **Woodlands H*, 5 Raja Ram Mohan Roy Rd-25, ✆ 2225111, S ৪২৫, D ৬০০-৬৭৫, A/c D ৮৫০-১০৫০, স্যুইট ১৪৫০-১৭৫০;

**Ramanashree Comforts*, 16 Raja Ram Mohan Roy Rd-25, ✆ 2225152, A/c S ১২৯৫, D ১৫৯৫, স্যুইট ১৮৫০; **H Harsha*, Venkatswami Naidu Rd-51, Shivajinagar, ✆ 2865566, S ৭৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১২০০, A/c S ৮৫০-১০৫০, D ১০০০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০; *Gateway H*, 66, Residency Rd-25, ✆ 5584545, S ৬০-৭৫ D ৮০-১০৫ স্যুইট ১২০ US$; *H Manu*, Basappa Circle, V V Puram-4, S ২২৫, D ৩২৫; **H Cauvery Continental*, 11/37 Cunningham Rd-52, ✆ 2256966, S ৬০০, D ৮৫০, A/c S ৮৫০, D ১০৫০, স্যুইট ১২৫০, কটেজ ২৫০০; **Taj Residency*, 41/3 M G Rd-1, A5R5, ✆ 5584444, S ৯৫ D ১১০ US$; **H East West*, Residency Rd-25, S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮০০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০; *H Nahar Heritage*, 14 St Mark's Rd-1, ✆ 2278731, A9R5B5, A/c S ৮৫০-১০৫০, D ১০৫০, ১২৯০; *H Rajputana*, 80 Hospital Rd-53, A12R1.2, ✆ 2876897, S ৩০০, D ৪৫০, স্যুইট ৬০০, A/c D ৬৫০, স্যুইট ৮০০; *H Shalimar*, 126 B V K Iyengar Rd-53, ✆ 2258061, S ১৭৫, D ২২৫; *H Kanishka*, No 2, II Main Rd, Gandhinagar-9, R1B0, ✆ 2265544, DAB ৪৫০-৫৫০, A/c ৬০০-৮০০; **Kwality H*, Brigade Rd-1; *H Sunflower*, 129 Brigade Rd, DAB ১৭৫-২২৫, ব্যবস্থাপনা ভালই; *H Vellara*, 283 Brigade Rd, S ২০০, D ২২৫-৩৫০; *H Avishkar*, Infantry Rd; *Ashraya International*, 149 Infantry Rd, S ৩০০-৪৫০, D ৪২৫-৬৫০; বাগিচার মাঝে *The New Victoria H*, 47 Residency Rd-25, ✆ 5584076, D ৫০০-৬৭৫, স্যুইট ৮৫০, আহারেও সুনাম আছে এদের; *H High Gates*, Church St; *H Chalukya*, 44 Race Course Rd-1, ✆ 2265055, S ৪৫০, D ৪৮০-৬৫০, A/c S ৬০০, D ৬৫০-৯৫০; *H Maurya*, 22/4 Race Course Rd, Gandhinagar-9, R1B0, ✆ 2254111, S ৪৫০, D ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০, স্যুইট ১০০০; *Janardhan H*, DAB ২২৫-৩৫০; *Berry's H*, 46/1 Church St-1, ✆ 5587211, S ৪৫০, D ৬৫০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০; *H Geo*, 11 Devanga Sanga Hostel Rd-27, ✆ 2221583, A15R4, S ৩৫০, D ৪৫০-৬০০, A/c D ৮০০; *H Paraag*, 3 Rajbhavan Rd-1, ✆ 2267071, A10R3, D ১৫৫০, স্যুইট ২৫০০; **Holiday Inn*, 28 Sankey Rd-52, ✆ 2262233, A11R3B2, A/c S ২৩০০, D ২৬০০, স্যুইট ৪৫০০; Welcomgroup's **Windsor Manor*, 25 Sankey Rd-52, ✆ 2269898, A/c S ১৫০-২৭৫ D ২৭৫-৩০০ স্যুইট ৩৫০-৯৫০ US$; *Curzon Court*, 10 Brigade Rd-1, ✆ 5582997, A8R3, A/c S ৬৫০, D ৮৫০-১০০০; *H Raceview*, Race Course Rd, D ৪৫০-৮০০; *H Swagath*, 75 Hospital Rd-53, ✆ 2877200, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৬০০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০; *H Gautham*, Museum Rd-1, S ২২৫, D ৩২৫; *Atria H*, 1 Palace Rd-1, ✆ 2205205, A10R4, A/c S ১৭৫০, D ২০০০, স্যুইট ২৭৫০; *The Capitol*, 3 Rajbhavan Rd-1, ✆ 2281234, A/c S ১২৫০, D ১৭৫০, স্যুইট ২৫৫০; *Quality Inn*, 14 Kensington Rd-42, ✆ 5594666, A/c S ১২৫০, D ১৭৫০, স্যুইট ২২৫০।

[illegible]

গন্তব্য স্থান	ছাড়ার সময়	দূরত্ব (কিমি)	যাত্রা সময় (ঘন্টা)
মুম্বাই	৮-০০, ১৪-০০, ১৬-০০, ১৯-০০	১০১০	২৪
মহীশূর	৫-৪০ থেকে ২১-০০ ২০ মিনিট অন্তর	১৩৯	৩
বিজাপুর	১৮-১৫, ১৮-৩০, ১৯-০০, ২০-০০	৬৭৫	১৩
কোয়েম্বাটুর	৭-৩০, ৯-৩০, ১৯-৩০	৩২৩	৯
এর্নাকুলম	৫-০০, ৭-০০, ১৮-৩০	৫৬৪	১৪
হসপেট	৮-১৫, ৮-৩০, ১৭-৩০, ২১-১৫	৩৬০	৯
হায়দ্রাবাদ	৭-৪৫, ১৬-৩০, ১৮-০০, ১৯-০০, ২০-০০, ২১-০০	৫৬৬	১১
কারওয়ার	১৭-১৫, ১৮-১৫, ১৯-০০	৫৪৭	১২
কন্যাকুমারি	১৭-৩০, ২০-৩০	৬৭৪	১৭
চেন্নাই	৫-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-১০, ৯-০০, ১০-৩০, ১১-০০, ১১-৫৫, ১২-০০, ১৩-৩০, ১৬-০০, ১৯-০০, ১৯-৪৫, ২০-০০, ২০-৩০, ২১-০০, ২১-৩০, ২২-১৫, ২২-৩০, ২৩-০০, ২৩-৩০	৩৫৮	৮
ম্যাঙ্গালোর	৪-৩০, ৬-৪৫, ৭-৪৫, ৮-৩০, ১০-০০, ১১-৩০, ১৩-০০, ১৯-৩০, ২০-০০, ২০-৩০, ২১-০০, ২১-১৫, ২১-৩০, ২২-০০, ২২-৩০	৩৬০	৮
মাদুরাই	৬-৩০, ৭-১৫, ৮-০০, ৯-১৫, ১০-০০, ১১-০০, ১৮-০০, ২০-০০, ২০-৩০, ২১-০০, ২২-০০, ২২-৩০, ২৩-০০	৪৪৫	১০
নাগেরকয়েল	১৯-০০	৬৬৮	১৬
উতকামণ্ড	৮-৩০, ৯-০০, ২২-৩০, ২৩-০০	২৯৫	৮
পানাজি	১৬-৪৫, ১৭-৪৫, ১৮-০০	৬৩২	১৫
পণ্ডিচেরী	৭-০০, ৯-৩০, ১৯-০০, ২০-০০ ২২-০০	৩১০	৮
পুত্তাপুর্তি	৯-৪৫, ১১-৪৫, ১৭-০০	১৮০	৫
সেকেন্দ্রাবাদ	১৯-৩০	৫৯০	১২
তিরুপতি	১-০০, ৫-০৫, ৬-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-৩০, ৯-০০, ১০-৩০, ১১-০০, ১২-১৫, ১২-৩০, ১৩-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৫-৩০, ২০-৩০, ২১-৩০, ২২-০০, ২২-১৫, ২২-৩০, ২৩-০০, ২৩-৩০	২৬০	৬
তিরুচিরাপল্লী	৭-৪৫, ১১-০০, ২০-০০, ২১-০০	৩৪০	৯
ভেল্লোর	৬-০০, ৭-৩০, ৮-০০, ১০-০০, ১১-৩০, ১২-৩০, ১৩-৩০, ১৪-৩০, ১৬-০০, ২১-৩০	২১০	৫
তিরুনেলভেলী	১৭-০০	৬১৫	
বিজয়ওয়াড়া	১২-৪৫, ১৬-০০	৬২৮	১৬
শ্রবণবেলগোলা	৯-৩০, ১৪-১৫, ১৭-০০	১৫৫	৩½
যোগ ফলস	২১-১৫, ২১-৪৫	৩৭৭	
শ্রীঙ্গেরী	৮-০০, ৯-০০, ২০-৪৫, ২২-০০	৩৯৯	
হাম্পী	১২-০০	৩৫০	৭½

এছাড়াও বাস যাচ্ছে নানান—হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে PSRTC ৬ বাস, তিরুপতি ৯ বাস, ১২ ঘন্টায় কোদাইকানাল যাচ্ছে ১ বাস, হাসান ও শিমোগায় নানান বাস, যোগ ২, কালিকট ২, গুলবর্গা, আরসিকেরে, বাদামী, হরিহর, বিদার, মন্ত্রালয়ম, ধরমস্থলা, উদিপী ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে।

আর KSTDC-র সুপার ডিলাক্স বাস ব্যাঙ্গালোর থেকে রাতভর জার্নিতে যাচ্ছে—ম্যাঙ্গালোর, উদিপী, বেলগাঁও, হুবলি, শিমোগা, কালিকট, হসপেট। ফেরেও এরা একইভাবে।

আর ৩৫৮ কিমি দূরের চেন্নাই থেকে ৯ ঘন্টায় TTC-র বাস আসছে ৫-৩০, ৭-০০, ৮-৩০, ৮-৪৫, ৯-৩০, ১০-৩০, ১১-০০, ১২-০০, ১৪-৩০, ১৬-৩০, ১৯-৩০, ২০-৩০, ২১-০০, ২১-১৫, ২১-৩০, ২৩-০০, ২৩-৩০এ। KSRTC-র বাস আসছে চেন্নাই থেকে—লাক্সারি ৮-০০, ১০-০০, ২১-৪৫-এ; সেমি লাক্সারি যাচ্ছে ২০-৪৫, ২২-০০, ২২-৩০, ২৩-১৫-য়।

আর আছে *YMCA GH*, 31 Infantry Rd, ✆ 575885-এ ফ্যামিলি সহ থাকার ব্যবস্থা ; *YMCA*, Nirupathunga Rd, Cubban Park-W, ✆ 211848; *YWCA*, 86 Infantry Rd, ✆ 570997, *YWCA Annexe*, ✆ 238574, 32 Mission Rd, ১০ টাকায় সাময়িক সদস্য হয়ে বেড ও ব্রেকফাস্ট সহ প্রতি ২ জনার ২০০। অত্যধিক চাহিদা হেতু এদের ঘর আগে থেকে বুক করা উচিত। *রেলের রিটায়ারিং রুম ; Youth Hostel*-ও আছে Obelappa Garden-82 ব্যাঙ্গালোরে। আর আছে *ধরমশালা Gubbi Thotadappa Choultry*, Stn Rd ; *Maharashtra Mandal*, Gandhinagar ; *Parsi*, Queens Rd ; *Vasavi*, Vanivilas Rd ব্যাঙ্গালোরে।

তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে সাধারণ সাজের *Sudha L*, Cottonpet; *Tourist Hostel*, Race Course Rd; *Sri Ramkrishna L, H Tajmahal* দুইয়েরই অবস্থান গান্ধীনগরে; *H Luciya*, OTC Rd থাকার পক্ষে ভালই। আর স্বল্পকালীন অবস্থানে উচিতও হবে রেল ও বাসের সন্নিকটে হোটেল নির্বাচন করা।

খাবার হোটেলও আছে ব্যাঙ্গালোরে নানান। রেল স্টেশন, চিক্কেলপেট, গান্ধীনগরের হোটেলগুলিতে মূলত দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্য মেলে; ব্যবস্থাপনা ভালই। তবুও যেন 5 Sampangi Tank Rd-এ *Woodlands*-র যথেষ্ট প্রশস্তি দক্ষিণ ভারতীয়

আহার্য পরিবেশনে। বাস ও রেলের সন্নিকটে গান্ধীনগরে *Udipi Cafe, Kamath H* বা রেল স্টেশনের বিপরীতে *Kadamba H*-এ ১২-১৫ টাকায় আজও দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্য *Bisi bele bat* অর্থাৎ গরম ডাল ভাত মেলে। কামাথের পাশে *Sagar H*, Subedar Chatram Rd-এ আমিষ ও নিরামিষ দুইই মেলে। বাদামী হাউস তথা ট্যুরিস্ট অফিসের অদূরে *Dai Vihar*-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি দক্ষিণ ভারতীয় আহার্য পরিবেশনে। আর দেশী-বিদেশী নানানধর্মী মিলের জন্য উচিত হবে M G Road-এর হোটেল-রেস্তোরাঁয় চলা। দালাই লামার বোনের মালিকানাধীন *Rice Bowl*-এ দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও চীনা ও তিব্বতীয় আহার্যে সুনাম এদের। *Chit Chat*, M G Rd-এ সুস্বাদু আহার্যের সাথে লস্যি ও আইসক্রিমেও সুনাম যথেষ্ট; *Blue Fox*, 80 M G Rd (11—23-00) ভারতীয়, চীনা ও তন্দুরী; *Khyber*, 17/1 Residency Rd (12—15-30 & 19—24-00)-এব মোগলাই খানা; *Kwality Restaurant*, 44 Brigade Rd (11-30—15-30 & 19—23-30)-এর চীনা ও কাবাব; *Princes*, 9 Brigade Rd (11—15-30 & 20—23-30এ)-এ চীনা ও মহাদেশীয়; ব্রিগেড রোডের *Waikikee Restaurant*-এর নন ভেজ মিলে যথেষ্ট সুনাম; *Tandoor*, 28 M G Rd (12—15-30 & 19—24-00)-এ উত্তর ভারতীয় আহার্য; *The Pub*, 1/4 Church St (11—23-00), ভারতীয় ও চীনা আহার্য পরিষেবায় সুনামের সঙ্গে যথেষ্ট খ্যাত এরা। Magestic Circle-এর *Delhi H*, *Naidu Military H*; Shibaji Nagar-এর *Noor*; Commercial St-এর *Sahajog*, *Kalpataru*-র প্রশস্তি মাটন/চিকেন ডিশে। তেমনই 78 M G Rd-এর *India Coffee House*টিও সদাই ব্যস্ত কফি ও টিফিন পরিবেশনে। *Taj*-শিবাজীনগর, *Taj Grand*-Curzon Rd দুইয়েরই প্রশস্তি চিকেন ও মাটন বিরিয়ানিতে। তেমনই উচিত হবে ব্যাঙ্গালোরের নিজস্ব খাবার *madur vada*-র স্বাদ নেওয়া নানান হোটেল-রেস্তোরাঁয়।

ঠিক তেমনই বিশ্বখ্যাত রসগোল্লার স্বাদ নেওয়া যেতে পারে ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিপরীতে 48 St Marks Rd-এ কলকাতা থেকে আগত *K C Das*-এর মিঠাইয়ের দোকানে। আর রয়েছে রসনাতৃপ্তির জন্য Brigade Rd-এ *Kwality* ও *Charms*. উচিত হবে ব্যাঙ্গালোর ভ্রমণের স্মারকরূপে সিল্ক শাড়ি, জুয়েলারি, কফি, চন্দন তেল, আগরবাতি, চন্দনজাত নানান কিছু, আইভরির রকমারি জিনিস সঙ্গী করা। কেনাকাটার জন্য M G Road-এ *Cauvery Arts & Crafts Emporium* ✆ 571418, বা সিটি মার্কেটে দেখা যেতে পারে। তেমনই 18 M G Rd-এ *Kidskemp* ✆ 5587777 যাদুপুরী গড়েছে শিশুদের নানান পণ্যের। ব্রিগেড রোড, কমার্সিয়াল রোডের দোকানপাটেও কেনাকাটা করা যেতে পারে। তবুও যেন সিল্কজাত বসনের জন্য *Government Emporium*, M G Rd-এ চলাই উচিত হবে।

কনডাকটেড ট্যুর : ব্যাঙ্গালোর ভ্রমণার্থীদের কর্ণাটক ও প্রতিবেশী রাজ্য দেখাবার ব্যবস্থা আছে কর্ণাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লি, ৩য় তল, মিত্র টাওয়ারস, ১০/৪ কস্তুরবা রোড, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০০১, ✆ ২২১২৯০১-৩ থেকে। এদের সেন্ট্রাল বুকিং: KSTDC, Badami House, N R Square, Bangalore-2, ✆ 2275883; গাড়িও ছাড়ছে বাদামী হাউস থেকে। পাবলিক ইউটিলিটি বিল্ডিং—M G Rd, এয়ারপোর্ট ✆ 5268012 ও সিটি রেল স্টেশন, ✆ 2870068-এও দপ্তর আছে KSTDC-র।

(১) প্রতিদিন সকাল ৭-৩০—১৩-৩০, ১৪—১৯-৩০টায় ২টি পৃথক ট্যুরে শহর দেখিয়ে আনে KSTDC, টিকিট ৭৫্ করে।

(২) প্রতিদিন ডিলাক্স বাসে ৭-১৫য় গিয়ে ২২-০০টায় ফেরে Deluxe ১৬৫্ Aerotech ১৮০্ A/c ২৩৫ টাকায় বেলুড়/হ্যালেবিদ/শ্রবণবেলগোলা দেখিয়ে। তবে, মহীশূর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে বা এককভাবে হাসান পৌঁছে বেড়িয়ে নেওয়ায় সুবিধা।

(৩) জুলাই থেকে অক্টোবরে ৩ দিনের প্যাকেজে ৫৫০ টাকায় রাত ২২-০০টায় গিয়ে তৃতীয় সকাল ৬-০০টায় ফেরে যোগ বেড়িয়ে।

(৪) এপ্রিল-জুনে প্রতিদিন আর অফ সিজনে সোম, বুধ ও শুক্রবার থাকা ও যাতায়াতে ১১০০ টাকায় সকাল ৭-১৫য় উটি যাচ্ছে ৩ দিনের প্যাকেজে KSTDC পথে শ্রীরঙ্গপত্তন, মহীশূর, বন্দীপুর, উটি বেড়িয়ে আনে বাস।

(৫) রবি ও ছুটির দিনে ৮-০০টায় গিয়ে ২০০ টাকায় শিবসমুদ্রম, সোমনাথপুর, রঙ্গনাথ টিট্টো দেখিয়ে ২০-৩০টায় ফেরে।

(৬) তিরুপতি, মঙ্গাপুরা যাচ্ছে প্রতি রাত ২২-০০টায়, ফেরে পরদিন রাত ২১-০০টায়। দেবদর্শনী সহ ভাড়া ৩২৫্।

(৭) প্রতি শুক্রবার রাত ২১-০০টায় গিয়ে তৃতীয় রাত ২২-০০টায় ফেরে মন্ত্রালয়, তুঙ্গভদ্রা বাঁধ ও হাম্পী দেখিয়ে। থাকা ও যাতায়াত ভাড়া ৫৬৫্।

(৮) শ্রীরঙ্গপত্তন, মহীশূর ও বৃন্দাবন গার্ডেনও দেখে নেওয়া যায় ব্যাঙ্গালোর থেকে। সকাল ৭-১৫য় গিয়ে ২৩-০০টায় ফেরে বাস। টিকিট ১৬৫/১৮০/২২৫্। তবে, মহীশূর থেকে দেখে নেওয়ায় সুবিধা।

(৯) সোম, মঙ্গল ও বুধবার সকাল ৮-৩০টায় গিয়ে ১৮-০০টায় ফেরে ১০০ টাকায় নন্দী পাহাড় বেড়িয়ে।

(১০) জুলাই থেকে ডিসেম্বরে রবি ও ছুটির দিনে ৮-০০টায় গিয়ে ২০-৩০এ ফেরে ২০০ টাকায় হোগেনাকল জলপ্রপাত ও কৃষ্ণগিরি বাঁধ দেখিয়ে।

(১১) নভেম্বর-জানুয়ারি ও এপ্রিল-জুনে প্রতিদিন, অফ সিজনে শুক্র ও শনিবার ২ দিনের সফরে থাকা ও যাতায়াতে ৫৫০ টাকায় সকাল ৭-০০টায় গিয়ে পরদিন রাত ২২-০০টায় ফেরে নাগারহোল, মারকারা বেড়িয়ে।

(১২) অক্টোবর থেকে জানুয়ারির প্রতি বৃহস্পতিবার ২২-০০টায় যাচ্ছে ৫ দিনের সফরে উত্তর কর্ণাটক অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা, হাম্পী, বাদামী, পাট্টাডাকাল, আইহোল ও বিজাপুর দর্শনে। থাকা ও যাতায়াতে এ-ট্যুরের ভাড়া ৭০০্।

(১৩) মরসুমে প্রতি বৃহস্পতিবার গোয়া ও গোকর্ণ যাচ্ছে ৫ দিনের সফরে ১২৭৫ টাকায়।

(১৪) প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ২১-০০টায় ৫ দিনের ট্যুরে সাউথ কানাড়া বেড়িয়ে আনে থাকা ও যাতায়াত সহ ৭৭০ টাকায়।

(১৫) জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে ৪৭৫ টাকায় ৩ দিনের প্যাকেজে যোগ জলপ্রপাতও বেড়িয়ে আনে KSTDC.

এছাড়া KSTDC-র ডিলাক্স বাস যাচ্ছে প্রতি রাতে ১০০ টাকায় শিমোগা, ১২৫ টাকায় হসপেট, ১৩০ টাকায় কালিকট, ১৩০ টাকায় কান্নানোর, ১৬০ টাকায় ম্যাঙ্গালোর—ফেরেও এরা

একইভাবে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। সরাসরি যোগাযোগ ✆ 2212901-3 বা 2275883.

আর ITDC প্রতিদিন ৭-৪৫এ হোটেল অশোক থেকে গিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তন, মহীশূর ও বৃন্দাবন গার্ডেন দেখিয়ে ২২-৩০টায় ফেরে শহরে। শ্রবণবেলগোলা, হাসান, বেলুড় ও হ্যালেবিদ বেড়িয়ে আনে প্রতি শুক্র ও রবিবার সকাল ৭-৪৫এ গিয়ে ২২-৩০টায় ফিরে ITDC. A/c বাসও যাচ্ছে এদের। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। বুকিং : ITDC, Transport Unit, Hotel Ashok, K K High Grounds, close to City Centre, ✆ 179411, Bangalore-560001.

এছাড়া নানান প্রাইভেট সংস্থাও কর্ণাটক প্যাকেজে যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে: (১) মহীশূর স্টেট ব্যাঙ্ক (MSB) থেকে বাস যাচ্ছে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন—সকাল ৮-৩০টায় গিয়ে ১৭-৩০টায় ফেরে ব্যাঙ্গালোর শহর দেখিয়ে। (২) মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার নন্দী হিল দেখিয়ে আনে MSB থেকে ৮-৩০টায় গিয়ে ১৮-৩০টায় ফিরে। (৩) MSB থেকে ৭-৩০টায় গিয়ে ২১-৩০টায় ফেরে মহীশূর ও বৃন্দাবন গার্ডেন দেখিয়ে। (৪) বেলুড়, হ্যালেবিদ ও শ্রবণবেল-গোলাতেও যাচ্ছে প্রাইভেট বাস। হোটেল থেকেও যাত্রী তুলে নেয় এরা। এ ব্যাপারে হোটেল ম্যানেজারদের সাহায্য নেওয়াই উচিত হবে। তেমনই উচিত হবে শহর থেকে ২০ কিমি দূরে White Field অর্থাৎ শ্রী সত্য সাঁইবাবার আশ্রমটি বেড়িয়ে নেওয়া। ট্রেন ও বাস (333E) দুই-ই যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকে হোয়াইট ফিল্ডে।

ব্যাঙ্গালোর প্রাসাদ: শহরের প্রাণকেন্দ্রে ব্রিটিশ টিউডরি স্থাপত্যে উইন্ডসর ক্যাসেলের রেপ্লিকা রূপে ১৮৮৭তে ওদিয়ার রাজার গড়া প্রাসাদ। তবে পর্যটন মানচিত্রে উপেক্ষিত হলেও চড়ুইভাতির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

কুব্বন পার্ক: রূপসী ব্যাঙ্গালোরের আর এক মরূদ্যান কুব্বন। দক্ষ স্থপতির মতো খাঁজতোলা ছায়াচ্ছন্ন বাঁশের ঝাঁড় প্রকৃতি প্রেমিকদের স্বর্গ। রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি পশ্চিমে শহরের মূল আকর্ষণ কুব্বন পার্ক। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কুব্বন ৩০০ একর জমি জুড়ে গড়ে তোলে। টয় ট্রেন চলছে। পার্কে গথিক শৈলীর লালরঙা শেষাদ্রি আয়ার মেমোরিয়াল হল্-এ সাধারণ পাঠাগার বসেছে। ছোটদের স্বর্গোদ্যান কুব্বনে—মিউজিয়ম, জওহর বালভবন, শিশু উদ্যান ছাড়াও নানান কিছু রয়েছে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ব্যান্ড পার্টির অর্কেস্ট্রার আকর্ষণও অনবদ্য। তবে, নামের বদল ঘটেছে, সম্প্রতি কুব্বন হয়েছে Joya-chamarajendra Park.

কুব্বনের আর এক গৌরব ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি গভর্নমেন্ট **মিউজিয়ম**। ১৮টি উইংসে হ্যালেবিদ, বিজয়-নগরের সাথে ৫০০০ বছরের প্রাচীন মহেঞ্জোদড়োর স্থাপত্য, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপির সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে। নতুন সংযোজন Venkatappa Art Gallery-টিও উল্লেখ্য। ছবি, প্লাস্টার অব প্যারিসের নানান কিছু, দারুতে ভাস্কর্যের সংগ্রহ অনবদ্য। বুধ ও ছুটি ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা।

মিউজিয়ম লাগোয়া কস্তুরবা রোডে Visveswaraya Technological & Industrial Museum-টিও উচিত হবে চলতে-ফিরতে দেখে নেওয়া। মানবকল্যাণ তথা শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ তুলে ধরা হয়েছে। সোম ও ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা, টিকিট ১ করে।

ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম অ্যাকোয়ারিয়ামটিও কস্তুরবা রোডে। বালভবন লাগোয়া হিরের আকারে তৈরি অ্যাকোয়া-রিয়ামটিও কুব্বনের আর এক গৌরব। স্বাদ নেওয়ারও ব্যবস্থা আছে জলচর মাছের। মঙ্গল ও ছুটি ছাড়া ১০—১৯-৩০টায় খোলা। আর প্ল্যানেটেরিয়াম বসেছে সাংখ্যে রোডে। সোম ছাড়া প্রতিদিন নানান প্রদর্শনী—১৬-৩০টায় ইংরেজি ধারা-ভাষ্য ✆ 2203234/2266084. ২০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন ফসিল বৃক্ষের সাথে শিশু চিত্ত বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়া বালভবনের দ্বার সবার তরেই খোলা।

গ্রানাইট পাথরে দ্রাবিড়ীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন হয়ে **বিধান সৌধটিও** গড়ে উঠেছে ১৯৫৪য় কুব্বনের উত্তর-পশ্চিমে রাজপথের বিপরীতে। আয়তনে ৫০৫০০০ বর্গ ফুট। ক্যাবিনেট রুমের চন্দনকাঠের বিশালাকার দরজাটিও অনন্য করে তুলেছে। বিধানসভা ছাড়াও সেক্রেটারিয়েটও বসেছে ৪৬ মিটারের ৪ তলা এই সৌধে। রবি ও ছুটির দিনগুলিতে আলোর সাজ পরে সৌধ। ছুটি ছাড়া ১৫—১৭-৩০টায় Under Secretary-র অনুমতিতে সৌধের অংশ—বিশেষ করে জাঁকালো রঙের গম্বুজটি দেখে নেওয়া যায়।

বিধান সৌধের বিপরীতে ইট ও পাথরে ১৮৬৮তে গড়া লালরঙা দ্বিতল *আট্টারা কাছারি* অর্থাৎ **হাইকোর্ট** ভবন। লাগোয়া গথিক শৈলীর স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। পোস্ট অফিসটিও (GPO) ইমারত শৈলীতে অনন্য। ব্যাঙ্গালোর বাস স্ট্যান্ড থেকে ১১৩, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৬-এ, ১২৯, ১৩৬ রুটের বাস যাচ্ছে কুব্বন তথা বিধান সৌধ হয়ে। অদূরেই শিবাজী নগর।

তেমনই কুব্বনের উত্তর-পুবে উলসুর লেকের পান্না-সবুজ জলে সাঁতার ও বোটিং করা যেতে পারে। লেকের জলে ছোট ছোট দ্বীপ। এমনকি গণেশ চতুর্থীতে দেবতা গণেশ, প্রবাসী বাঙালিদের দেবী দুর্গার ভাসানও হয় উলসুরে। কুমারা পার্কের পশ্চিমে কর্ণাটক ফোক আর্ট মিউজিয়মে লোক শিল্পের নানান কিছু দেখে নেওয়া যায়। শহরের নবতম আকর্ষণ এয়ার পোর্ট রোডে কৃত্রিম কৈলাশ পর্বতে ৬০০০ বর্গ ফুট জুড়ে ভাস্কর কে কাশীনাথ-এর তৈরি বিশ্বের উচ্চতম (৬০ ফু) শিবমূর্তি। ১৯৯৫র শিবরাত্রিতে মূর্তি উন্মোচন করেন শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য।

লালবাগ: দক্ষিণ শহরতলীতে লালবাগ হচ্ছে বটানিক্যাল গার্ডেন তথা প্রমোদ কানন। ১৭৬০এ হায়দর আলির হাতে এর গোড়াপত্তন। সম্পূর্ণতা পায় পুত্র টিপুর হাতে লালবাগ। আর আধুনিকতা পায় ব্রিটিশের হাতে ১৯ শতকে। পারস্য, আফগানিস্তান, ফ্রান্স থেকে আনা বৃক্ষ সহ সহস্রধর্মী বৃক্ষের সমাবেশ ঘটেছে ২৪০ একর ব্যাপ্ত লালবাগে। এর প্রমোদ বিভাগটিও আকর্ষণীয়। লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালেসের আদলে

১৮৯০এ তৈরি অতীতের বিবাহবাসর—কাচঘর, ঝরনা, কৃত্রিম হ্রদ, পদ্মে ভরা পুকুর, গোলাপ বাগিচা, ডিয়ার পার্ক বৈচিত্র্য এনেছে উদ্যানে। ব্যাটারি চালিত ফুল-ঘড়িটিও অনবদ্য। ঘড়িও মিলিয়ে নেওয়া যায় HMT-র এই ঘড়ির সাথে। জানুয়ারি ২৬ ও আগস্ট ১৫ পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদর্শনীও বসে উদ্যানে। প্রতিদিন ৮—২০-০০টায় খোলা। সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে ২, ৪, ১২/এ/বি/ডি, ১৮, ২৫এ/ডি/ই বাস যাচ্ছে লালবাগে। অদূরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

দুর্গ: বিজয়নগররাজদের কাছ থেকে দানরূপে জমি পেয়ে ইয়েলাহাঙ্কা প্রভু গোষ্ঠীর কেম্পেগৌদার করদ রাজ্যের সূচনা। রাজ্য হতে দুর্গ চাই। আজকের রেল স্টেশনের দক্ষিণে সিটি মার্কেটের বিপরীতে কৃষ্ণরাজেন্দ্র রোডে ১৫৩৭এ কেম্পেগৌড়া সর্দার মাটি দিয়ে দুর্গ গড়েন। এই দুর্গ থেকেই শহরের পত্তন। আর ১৮ শতকে হায়দর আলি রূপান্তর ঘটান মাটি থেকে পাথরে। সংস্কার হয় টিপুর হাতেও দুর্গ। ধ্বংস ব্রিটিশের সাথে টিপুর যুদ্ধে। দর্শনে উল্লেখ্য না হলেও অতীত রোমন্থন করে নেওয়া যেতে পারে পায়ে পায়ে। তবে, কালহস্তেশ্বর অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা গণপতি মন্দিরটি রয়েছে আজও।

টিপুর প্রাসাদ: আর রয়েছে দুর্গ থেকে সামান্য দক্ষিণে সিটি মার্কেটের সন্নিকটে কৃষ্ণরাজেন্দ্র ও আলবার্ট ভিক্টর রোডের সংযোগে দারু ও মর্মরে তৈরি অতীতের প্রাসাদপুরী **টিপুর গ্রীষ্মাবাস**—Rashk-e-Jannat. দারুতে কারুশিল্পের বৈভব উল্লেখ্য। শ্রীরঙ্গপত্তনের দরিয়া দৌলত বাগ প্রাসাদের রেপ্লিকারূপে ১৭৭৮এ হায়দর আলির হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় টিপুর হাতে ১৭৯১এ। তবে, অযত্ন আর অবহেলায় এটি আজ ধ্বংস পেয়েছে। একান্তই উচিত হবে মহীশূর শার্দূল টিপুর নির্ভীক গরিমার নীরব সাক্ষ্য মিউজিয়মে দেখে নেওয়া। ৮—১৮-০০টায় দুর্গ দেখার সময়।

অদূরে দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে গড়া ৩০০ বছরের প্রাচীন ভেঙ্কটরমনস্বামী মন্দির। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের (১৭৯০-৯২) কামানের গোলার ক্ষতচিহ্ন আজও দেখে নেওয়া যায় বিপরীতের পাথরের থামে।

শহরের আর এক আকর্ষণ জ্যোতির্বিদ্যা ও স্থাপত্যে অনবদ্য শ্রীগাভী গঙ্গাধারেশ্বর গুহা মন্দির। মকর সংক্রান্তিতে গুহা মন্দিরের বাইরে মর্মরে তৈরি নন্দীর সিং-এর মাঝ দিয়ে সূর্যালোক গিয়ে আলোকিত করে দেবমন্দিরের গর্ভগৃহ। দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন জানুয়ারির মধ্যভাগের এই পুণ্যদিনে।

বুল টেম্পল: শহর থেকে দক্ষিণে বুল টেম্পল রোডে বাগল হিলে মন্দির হয়েছে নন্দীর। শহরের প্রাচীনতম (১৬ শতক) মন্দিরও এই বুল টেম্পল। দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে কেম্পেগৌড়ার হাতে তৈরি মন্দিরে ৬.২ মি উঁচু মনোলিথিক মূর্তি হয়েছে শিবের বাহন নন্দীর। জনশ্রুতি, আকার বাড়ছে নন্দীর আজও। লাগোয়া গণেশমন্দির। মূর্তি হয়েছে গলে না এমন ১১০ কিলো মাখন জমিয়ে। প্রতি ৪ বছর অন্তর মূর্তি হয় নতুন করে দেবতার। আর আছে ৪০০ মি পশ্চিমে কেম্পেগৌড়ার তৈরি ৪টি ওয়াচ টাওয়ার। পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হত সেকালে। শহর থেকে ১ডি, ৫, ৩১, ৩৬, ৩৬ই, ৩৯, ৪৩ রুটের বাস যাচ্ছে। সবার তরে দ্বার খোলা মন্দিরের।

নন্দী হিলস

শহর থেকে ৬০ কিমি উত্তরে ব্যাঙ্গালোর-মহীশূর NH 48-এ ১৪৭৮ মি উচুঁতে শিবের বাহন নন্দী হিলস পাহাড়ী শহর। নন্দীগিরি বা নন্দী দুর্গাও বলে থাকে লোকে নন্দীকে। নিরালা নিভৃতে ছোট্ট অবকাশযাপনের মনোরম পরিবেশ। Chikkaballapur রাজার গড়া দুর্গের প্রকৃতিতে প্রলুব্ধ হয়ে টিপুও গুপ্তাবাস বা গ্রীষ্মাবাস গড়ে নন্দী হিলসে। গ্রীষ্মে ২২.৩ থেকে ২৮.৭° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, পথশোভা সুন্দর। ব্রিটিশও আসে নন্দী পাহাড়ে। ১৭৯১-এর চন্দ্রিমা রাতে লর্ড কর্নওয়ালিস আক্রমণ হানেন। পাথর গড়িয়ে পথরোধ হয় ব্রিটিশের। দু'টি শিব মন্দিরও রয়েছে বাণরাজাদের রানীর গড়া—একটি বাস স্ট্যান্ডের শিরে টিপুর সামার প্যালেসের নিচুতে; দ্বিতীয়টি পাহাড়ে চড়ে। তবে, বারবার সংস্কারে প্রাসাদের অতীত লোপ পেয়েছে আজ। পাশেই অমৃত সরোবর অর্থাৎ ছোট্ট লেক ও বারমেসে ঝরনা—নির্গত হয়েছে পেনার, চিত্রবতী ও পালার নদী। আর বাস থেকে ১ কিমি দূরে পাহাড় চুড়োয় Yoganan-Diswara শিব মন্দিরটি চোলরাজাদের কালের। তবে, বিজয়নগর রাজদের কালেও নানান সংযোজন ঘটেছে মন্দিরে। আর আছে টিপুর উপাসনা হল—ছাবোত্রা, কুম্পেজ অর্চার্ড, ম্যাগাজিন, যোগানন্দ মন্দির, টিপুর ড্রপ অর্থাৎ ৬০০মি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের ফেলে দেওয়া হত, টিপুর হারেম মানে জেনানা মহল ও চোল-রাজাদের কালের বেশ কয়েকটি মন্দির নন্দী পাহাড়ে।

কেবলমাত্র কর্ণাটক ভ্রমণার্থীদের পক্ষে তিন সপ্তাহে এই তালিকা ধরে সফর করা অসম্ভব নয়। তবে, সময় স্বল্পতায় ৫ দিনেও কর্ণাটক সফর সাঙ্গ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরাসরি মহীশূর পৌঁছে বিশ্রাম নিন সেদিন। প্রয়োজনীয় টিকিট-পত্র কেটে রাখুন। মারকারা বেড়িয়ে আসুন প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন মহীশূর শহর ও বৃন্দাবন গার্ডেন দেখে ১৮-০৫এর কাবেরী এক্সে ২০-৫০এ বা ২৩-৩০এর প্যাসেঞ্জারে মহীশূর থেকে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছান ভোর ৪-০০টায়। বা রাত মহীশূরে কাটিয়ে তৃতীয় সকালে ৬-৪৫এর চামুণ্ডী এক্সে ৯-৪০এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে কেনাকাটা ও শহর দেখা। চতুর্থ দিনে বেলুড়, হ্যালেবিদ ও শ্রবণবেলগোলা বেড়িয়ে আসুন। পঞ্চম দিনে কোলার স্বর্ণখনি দেখে ১৭-০৫এর 7646 কাচিগুদা এক্সে রওনা হয়ে পরদিন ৯-২০এ কাচিগুদা পৌঁছান। আবার তিরুপতি চলা যেতে পারে মহীশূর-তিরুপতি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ২০-১০এ ব্যাঙ্গালোর সিটি ছেড়ে পরদিন ভোর ৪-০০টায় বা যোগ জলাস বা বিজাপুরও যেতে পারেন বা আপনার পছন্দমত রুট ধরে এগিয়ে চলুন।

Bangalore-Mysore-Ooty-Coimbatore-Thrissur-Ernakulam-Kottayam-Thiruvananthapuram-Kanniya Kumari

0	Km	**Bangalore**	
80	"	Madurai	
81	"	Road Jn	
		To Somnathpur	40 km
		" Sivasamudram	43 km
94	"	Mandya	
		To Somnathpur	27 km
122	"	Road Jn	
		To Hassan	103 km
124	"	Wellesly Bridge	
		To Somnathpur	23 km
127	"	Srirangapatnam	
		To Ranganathitto Bird Sanctuary	3 km
		" Brindaban Garden	16 km
139	"	Mysore	
161	"	Nanjangud	
		To Coimbatore	179 km
215	"	Bandipur	
224	"	Mudumalai	
247	"	Gudalur	
		To Kozhikode	126 km
280	"	Pykara Hydro Electric Project	
297	"	Udagamandalam (Ootacamund)	
314	"	Coonoor	
		To Kotagiri	19 km
348	"	Mettupalayam	
355	"	Coimbatore	
432	"	Palakkad	
		To Malampuzha Dam	14 km
499	"	Thrissur	
		To Aluva	53 km
544	"	Angamalai	
		To Kalady	10 km
554	"	River Periyar	
557	"	Aluva	
		To Kodai	
578	"	Ernakulam	
		To Kochi	4 km
		" Alappuzha	63 km
645	"	Kottayam	
		To Periyar Game Sanctuary	119 km
		To Madurai/Kodai	
725	"	Kottarakara	
		To Kollam	30 km
		" Tenkasi	79 km
798	"	Thiruvananthapuram	
		To Kovalam Beach	13 km
851	"	Padmanabhapuram	
866	"	Nagarcoil	
874	"	Suchindram	
885	"	Kanniya Kumari	

মার্চ থেকে জুনে প্রতিদিন আর সোম, মঙ্গল ও বুধবার বছর জুড়ে KSTDC সকাল ৮-৩০টায় গিয়ে ১৮-০০টায় ফেরে নন্দী হিলস ও M Visveswaray-র জন্মভূমি Muddenahalli বেড়িয়ে। আর রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে সিটি বাস স্ট্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ৯ থেকে ৮-০০, ৮-৩০, ৯-৩০, ১৪-৪৫, ১৬-৩০, ২০-৩০এ ছেড়ে ২ ঘণ্টায় চিকবালাপুর্তি পাহাড় হয়ে নন্দী হিলসে। একমাত্র এই বাসই চুড়োয় ওঠে। ফেরে ৮-০০টায় প্রথম ছেড়ে ১৭-৩০এ শেষ বাসটি নন্দী হিলস থেকে ব্যাঙ্গালোরে। আবার, ব্যাঙ্গালোর-বঙ্গারপেট শাখা রেলেও নন্দী পাহাড় যাওয়া চলে।

বাস স্ট্যান্ডে *Cubban House, Cottage,* Horticulture Dept, Bangalore, ✆ 602231; *PWD GH, Keb GH;* আর পাহাড়চুড়োয় KSTDC-র *H Mayura Pine Top,* Nandi Hills, Dist-Kolar, ✆ (08156)78624, SAB ১৯০ DAB ২২০ ছাড়াও হোটেল আছে নানান।

কোলার স্বর্ণখনি

সোনার দাম আকাশচুম্বী। থাকে কিন্তু তা মাটির নিচে—তিন কিমিরও (২৪০০ মি) বেশি গভীরে। ভারতের একমাত্র স্বর্ণখনিটি ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই জাতীয় সড়কে ব্যাঙ্গালোর থেকে ৬৮ কিমি দূরে দীর্ঘ ৭০০ বছরের গণিয়া রাজাদের অতীতের রাজধানী শহর কোলারে। শহর থেকে স্বর্ণখনির দূরত্ব ৪৫ কিমি। আকরিকের সাথে ১৮৮০তে প্রথম সোনা মেলে—টনে ৫ থেকে ৬ পেনিওয়েট। ১৯৫৮য় রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে স্বর্ণখনি। এলিভেটর নামছে যাত্রী নিয়ে। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে The Secretary, Kolar Gold Mining Undertaking, Kolar-563101-এর অনুমতি নিয়ে দর্শনী দিয়ে খনিতে নামা যায়। তবে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২০ জন, সোম ও বুধ ৪০ জন করে দর্শনার্থীর দেখার ব্যবস্থা। শনি ও রবিবার বন্ধ থাকে দর্শন। ১০ বছরের কম বয়সীদের খনিতে নামা মানা। ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকে ৬-৫৫র মারিকুপ্পম প্যাসেঞ্জারে ৯-০০টায় বঙ্গারপেট পৌঁছে ন্যারো গেজে ৯-১০এর বঙ্গারপেট-ইলেহাঙ্কা প্যাসেঞ্জারে ৯-৫৩য় কোলার পৌঁছান। ফেরার ট্রেন ১৮-২০এর চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর এক্সে ২০-২০এ ব্যাঙ্গালোর। বাসও যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর সিটি বাস স্ট্যান্ড ৬ প্লাটফর্ম থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর কোলারে। যাতায়াতে বাসই সুবিধার।

থাকার জন্য Woody's *The Nagarjuna H,* NH 4, near Devraj Urs Medical College, Tamka, Kolar-563101, ✆ (08152) 24466, S ৩০০ D ৪০০ ছাড়াও নানান *হোটেল ও Mines Visitors' Bungalow* আছে কোলারে। আর আছে *KSTDC-র H Mayura Apoorva,* Old Madras Rd, Mulbagal, Dist-Kolar, ✆ (08159) 42173, S ১৬০ D ২২০ টাকায়।

ব্যাঙ্গালোর থেকে ৫৫ কিমি দূরে টুমকুর রোডে ১৩৮০ মি উঁচুতে শিবগঙ্গা পাহাড়ী শহর। পাহাড়টাই এখানে খুব

থেকে শিবের বাহন নন্দী, পশ্চিম থেকে গণেশ, দক্ষিণ থেকে লিঙ্গরূপী শিব, আর উত্তর থেকে ফণা তোলা কোবরারূপী দৃশ্যমান। দু'টি মন্দির ও ঝরনার জন্য শিবগঙ্গার প্রশস্তি। মাঝপথে পাথালাগঙ্গা প্রস্রবণটিও এপথের আর এক দ্রষ্টব্য।

তেমনই ব্যাঙ্গালোর থেকে ৩৫ কিমি দূরে অর্কাবতী নদীতে বাঁধ পড়েছে, হয়েছে জলাধার চামরাজাসাগর বা থিপ্পেগুণ্ডনাহাল্লি। শহরের পানীয় জল আসছে এই চামরাজা থেকে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। তবে, Chief Engineer, BWSSB, Cauvery Bhavan, Bangalore-9-এর অনুমতি লাগে জলাধার দেখতে। থাকারও ব্যবস্থা আছে *Travellers' Bungalow*-য়।

ব্যাঙ্গালোর থেকে ৩৫ কিমি দূরে দেবানাহাল্লীতে টিপুর জন্ম। স্মারকরূপে মনুমেন্ট হয়েছে, দুর্গও আছে। আর আছে দ্রাবিড়ীয় শৈলীতে তৈরি বেণুগোপাল মন্দির দেবানাহাল্লীতে। ৪৫ কিমি দূরে কেম্পেগৌদার জন্মভূমি মাগাড়িও আর এক প্রাচীন নগর। ১১৩৯এ চোলরাজদের কালে গড়ে ওঠে নগরী। ভাস্কর্যময় নানান মন্দির—সোমেশ্বর, রামেশ্বর, গঙ্গাধারেশ্বর, বীরভদ্র উল্লেখ্য।

বান্নেরঘাট্টা জাতীয় উদ্যান

ব্যাঙ্গালোর থেকে ২১ কিমি দক্ষিণে ১০৪ বর্গ কিমি জুড়ে শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যভূমি বান্নেরঘাট্টা। জাতীয় উদ্যানের শিরোপা চেপেছে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বান্নেরঘাট্টার শিরে। পাহাড়-পাহাড় আরণ্যক পরিবেশ। শম্বর, স্পটেড ডিয়ার, সাপ, হাতি, বাইসন ও সিংহ আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ডিয়ার পার্ক, প্রি-হিস্টোরিক অ্যানিমাল (স্টাফড) পার্ক, টাইগার সাফারি, লায়ন সাফারি, ক্রোকোডাইল প্রোজেক্টও বসেছে বান্নেরঘাট্টায়। শতাধিক প্রজাতির পাখিও নীড় বেঁধেছে জাতীয় উদ্যানের বৃক্ষ শাখে। বয়ে চলেছে সুবর্ণমুখী নদী উপত্যকার বুক চিরে। অনুচ্চ দুই পাহাড়চুড়ো—মির্জা ও হাজামানাকাল্লু থেকে জাতীয় উদ্যান সুন্দর দৃশ্যমান। ৩৬৫ রুটের বাস যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর বাস স্ট্যান্ড থেকে। সোমবার ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা থাকে জাতীয় উদ্যান। গাড়িও মেলে বনদপ্তরের সাফারি দর্শনে।

রামোহাল্লী

রামো হাল্লী অর্থ তার বিশাল বটবৃক্ষ। শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে ৩ একর জুড়ে এই ৪০০ বছরের প্রাচীন বট বৃক্ষ। শহর থেকে ২৮ কিমি দূরে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। ব্যাঙ্গালোর-মহীশূর পথের কেনগেরী পৌঁছে রামোহাল্লী চলা যেতে পারে বাসে বাসে। তবে সিটি মার্কেট থেকে সরাসরি বাসও মেলে ২২৭ রুটের।

পুত্তাপূর্তি

অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুর জেলায় অখ্যাত এক গ্রাম পুত্তাপূর্তি—আজ ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে বরণীয় তীর্থ। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর শ্রীসত্য সাঁইবাবার জন্ম এই পুত্তাপূর্তিতে। আশ্রম হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে—প্রশান্তি নিলয়ম। উপাসনা হয় ৪-৩০—৫-৩০টা পর্যন্ত। ভজন হয় গ্রীষ্মে ৮—৯-৩০ ও ১৮-৩০—১৯-৩০টায়, শীতে ১১—১২-০০টায়। দর্শনও মেলে শ্রীসত্য সাঁইবাবার ভজনকালে। এছাড়াও মহাশিবরাত্রি ও সাঁইবাবার জন্মদিনে বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা। দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তের দল আসেন বিশেষ দর্শনের দিনে সাঁইবাবার আশীর্বাদ পেতে। ১৯৮৫তে সাঁইবাবার ৬০তম জন্মবার্ষিকীতে ৪ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে আশ্রমে। তবে, বিশেষ দর্শনের দিনগুলিতে থাকার ব্যবস্থার জন্য আগে থেকে—PRO, Prasanti Nilayam, Puttaparti, P O-Anantapur, PC-515134, A P-কে লিখে যাওয়াই উচিত হবে। আর আছে প্রাইভেট মালিকানায় *Sri Satya Sai Towers H,* Main Rd, Puttaparti-515134, AP, ✆ (08555) 87270, S ৪০০, D ৬৫০, A/c S ৬০০, D ৮৫০। হায়দ্রাবাদ ৪২১, অনন্তপুর ৬৭ আর ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৫২ কিমি দূরে পুত্তাপূর্তি। অবস্থান অন্ধ্র প্রদেশে হলেও যাতায়াতে বিমান, রেল ও বাস তিনেরই সুব্যবস্থা ব্যাঙ্গালোর থেকে মেলে। পুত্তাপূর্তির নিকটতম রেলস্টেশন ব্যাঙ্গালোর সিটি-ধর্মাভরম শাখায় ১৬৮ কিমি দূরে ধর্মাভরম জং বা ধর্মাভরম-গুন্টাকল-হসপেট ব্রডগেজ রেলের অনন্তপুর। দিন-রাত্রি জুড়ে নানান ট্রেন। আবার ব্যাঙ্গালোর সিটি বাস স্ট্যান্ড ১০ প্ল্যাটফর্ম থেকে ৯-৪৫, ১১-৪৫, ১৭-০০টায় ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে পুত্তাপূর্তি। IAC-ও সার্ভিস গড়েছে 37 দিন চেন্নাই-পুত্তাপূর্তি-চেন্নাই, 14 দিন মুম্বাই-পুত্তাপূর্তি-মুম্বাই-এর। থাকা ও আহার্য মেলে আশ্রমে।

আবার ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে ২০ কিমি দূরে বিমানবন্দর সড়কে ওয়েট ফিল্ড অর্থাৎ বৃন্দাবনে আশ্রম হয়েছে সাঁইবাবার। অবস্থানও করেন বাবা বছরের নানান সময় ব্যাঙ্গালোরে। তাই আগ্রহীদের উচিত হবে Information Centre, Brindavan, Kadugodi-560067, ✆ 842233-কে (ব্যাঙ্গালোর আশ্রম) ফোন করে বাবা সন্দর্শনে এগিয়ে চলা। ট্রেন যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর থেকে Weight Field Rly Stn-এ। বাস যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকে 333-E রুটের বৃন্দাবনে। থাকারও ব্যবস্থা আছে আশ্রমে।

অন্ধ্র প্রদেশ

আয়তনে ৪র্থ আর জনসংখ্যায় ৫ম বৃহত্তম রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ। অন্ধ্র আজকের নয়। খ্রিস্ট জন্মেরও হাজার বছর আগে থেকে এর ইতিহাস মেলে। সেকালে আত্রেয় ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় বাস করত আজকের অন্ধ্রে। সম্ভবত আত্রেয় থেকে অন্ধ্র হয়ে থাকবে। এমনকি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজ্যভুক্তও ছিল সেকালের অন্ধ্র। প্রসার পায় বৌদ্ধধর্ম— রূপ পায় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ঘাঁটি রূপে, যার নিদর্শন আজও মেলে অমরাবতীতে। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর খ্রিপূ ২ শতকে অন্ধ্র নায়ক সাতবাহন স্বাধীনভাবে রাজ্য গড়ে তোলেন আজকের হায়দ্রাবাদে। আর্য রক্ত রয়েছে এদের ধমনীতে। অতীতে কোনো একসময় বিন্ধ্যপর্বত থেকে নেমে এসে আস্তানা গাড়ে এরা।

খ্রিপূ ২২৫ অব্দ থেকে সাতবাহন রাজারা রাজত্বও করে গেছেন দীর্ঘ ৪৫০ বছর ধরে অন্ধ্রে। এদেরই অধীনস্থ ঈক্ষবাকু রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিজয়াপুরীতে রাজধানী গড়ে। দক্ষিণে তখন পহ্লব রাজত্ব। আর ৬১৫য় পুলকেশী ২ পহ্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে হারিয়ে রাজ্য গড়ে চালুক্যরা। আর গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি (খ্রি ১০৬-১৩০)-র কালে প্রসার পায় রাজ্য সুদূর মহারাষ্ট্র, উত্তর কঙ্কন, গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও মালোয়া পর্যন্ত। ১০ শতকে রাজ্য যায় দক্ষিণী চোল রাজাদের দখলে। ১২ শতকে ওয়ারাঙ্গালের কাকাতীয়রা শাসক হয় অন্ধ্রে। ১৪ শতকে অন্ধ্র যায় বিজয়নগরের হিন্দুরাজাদের দখলে। সংঘাতও চলতে থাকে সেই থেকে হিন্দু ও মুসলিমে ক্ষমতার দখল নিয়ে। প্রতাপরুদ্র দ্বিতীয়ের পর ১৫৪৩এ কুতবশাহী বংশের পত্তন হায়দ্রাবাদে। বিজয়-নগরের শেষ হিন্দু রাজা রামরাজা ১৫৬৫র ২৩শে জানুয়ারি টালিকোটায় সঙ্ঘবদ্ধ শাহী সুলতানদের হাতে পরাজয়ে অন্ধ্র যায় কুতবশাহীদের দখলে। আর অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ অনুদান দিতে ব্যর্থতায় মোগলী আক্রমণে ১৬৮৭তে কুতবশাহী থেকে অন্ধ্র যায় ঔরঙ্গজেবের দখলে। ১৭০৭এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে। ১৭১৩য় সম্রাটেরই দক্ষিণের ভাইসরয় আসফ ঝার বংশের মীর কামরুদ্দিন খান সুবেদার হয়ে বসেন। আর ১৭২৪এ নিজাম-উল-মূলক শিরোপা নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুবেদার হলেন নিজাম। শুরু হয় হায়দ্রাবাদে নিজামী শাসন। শাসন চলে ১৯৪৮এ ভারতভুক্তি পর্যন্ত নিজামী বংশের। অল্প পরে পরে ব্রিটিশ ও ফরাসিরাও আসে অন্ধ্র দখলের লিপ্সা নিয়ে। বার বার মারাঠাদের হটিয়ে, ফরাসিদের যুদ্ধে হারিয়ে হীনবল নিজাম সন্ধি করে ব্রিটিশের সাথে।

ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের পর স্বাধীনোত্তর ভারতে হিন্দুপ্রধান (৮৫%) রাজ্যের মুসলিম নিজাম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। কিছুটা কলুষিতও করে হায়দ্রাবাদের আকাশ-বাতাস নিজামী মদতে পুষ্ট সেদিনের মুসলিম রাজাকার বাহিনী। ভারতেরও পছন্দ নয় স্বাধীনচেতা নিজামী মনোভাব। বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে যান মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী—মুক্ত করেন হায়দ্রাবাদকে। স্বপ্ন টুটে যায় নিজামের—যোগ দেন ভারত রাষ্ট্রে ১৯৪৮এ।

১৯৫৩র ১লা অক্টোবর প্রথম একজাতীয় রাজ্য গড়তে নিজামী হায়দ্রাবাদের সাথে চেন্নাই (মাদ্রাজ) প্রেসিডেন্সি থেকে ছেঁটে ৯৬৫ কিমি দীর্ঘ বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও দক্ষিণ পশ্চিমের তেলুগুভাষী জেলাগুলি নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের গঠন। বিন্ধ্য পর্বত ও গোদাবরীর মাঝের পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা নিজামাধীন তেলেঙ্গানা অঞ্চলও যোগ দেয় অন্ধ্রের সাথে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর। চেহারা নেয় নতুন করে আজকের অন্ধ্র প্রদেশ। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৬ ধারায় ১৯৭৩এ ৩২তম সংশোধনী বলে সংবিধান সংশোধিত হয়ে ১৯৬৯-৭২এর সংঘাত প্রশমিত হলেও মন কষাকষি আজও বিদ্যমান তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মেলবন্ধন ঘটেছে কৃষ্ণা ও গোদাবরী বিধৌত হায়দ্রাবাদ তথা অন্ধ্রে।

পর্যটন কেন্দ্র অন্ধ্রে সীমিত হলেও সে অভাব পূরণ করেছে রাজ্যের রাজধানী নিজামের হাতে গড়ে ওঠা হায়দ্রাবাদ শহর, গোলকুণ্ডা দুর্গ ও হিন্দুতীর্থ তিরুপতি। এই ত্রয়ীর অদর্শনে ভারত ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকে আজ। অন্ধ্রের কৃষিজ সম্পদও উল্লেখ করবার মতো। সারা দক্ষিণ ভারতের খাদ্যাভাব মিটিয়ে চলেছে কৃষ্ণা, গোদাবরী ও পেনার নদী বিধৌত অন্ধ্র। বনজ সম্পদেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ অন্ধ্র প্রদেশ। আর তামাক পাতা উৎপাদনে ভারতের প্রথম স্থান অন্ধ্রের ললাটে।

নভেম্বর থেকে মে মাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় চার বন্য জন্তু সংগ্রহালয় অন্ধ্রে। Pakhal ও Eturnagaram W L S-এর অবস্থান ওয়ারাঙ্গাল জেলায়, Pocharam W L S মেদক জেলায়, Kawal W L S আদিলাবাদ জেলায়। আর আছে আদিলাবাদে Kuntala Waterfalls, গুন্টুরে Ettipothala Waterfalls—চলতে-ফিরতে দেখে চলা যায়।

নাচ-গান-বাজনায়ও অন্ধ্রের অবদান অনস্বীকার্য। অন্ধ্রের নিজস্ব নাচ *কুচিপুডি*—ভারত তথা সারা বিশ্বে সমাদৃত আজ। কর্ণাটকী সঙ্গীতের মূল কেন্দ্র তামিলনাড়ুর তাঞ্জোরে হলেও ভাষা তার তেলুগু। তেলুগু ভাষাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ—বুদ্ধেরও আগে প্রচলন ছিল তেলুগু ভাষার। তবে ছাপার হরফ আবিষ্কার ১৮০১এ। পৌষের পোঙ্গল এদের জাতীয় উৎসব। ৩ দিন ধরে উৎসব চলে। প্রথম দিন *ভোগী* অর্থাৎ

পারিবারিক, দ্বিতীয় দিনটি সূর্য দেবতাকে উৎসর্গীকৃত; তৃতীয় দিনে গৃহপালিত পশুর উৎসব। ঠিক তেমনই আশ্বিন-কার্তিকের নবরাত্রি উৎসবও আর এক জাতীয় উৎসব অন্ধ্রে। তেমনই, জুন-জুলাই মাসে মাসাধিককাল ব্যাপী মুসলিম তীর্থ মহরম আর এক রমণীয় উৎসব। অন্ধ্রের হাতের কাজেরও সমাদর আছে পর্যটক মহলে। তামার উপর সোনা ও রূপার কাজ করা সিগারেট কেস, অ্যাশট্রে, ফুলদানি, রকমারি পুতুল, রেকাব, বোতাম, ব্রোচ, হিমরু ব্রোকেড শাড়ি, রুপোর আভরণ, চন্দন কাঠের খেলনা, বিদরির রকমারি সঙ্গী করা যেতে পারে স্মারকরূপে। কেনাকাটায় হায়দ্রাবাদে—আবিদস, বসিরবাগ, নামপালী; সেকেন্দ্রাবাদে—এম জি রোড, সুলতান বাজার আদরণীয় হবে। তেমনই মুক্তো ও আভরণ কিনতে চারমিনারের চারপাশ চলা যেতে পারে। তবে, রবিবার বন্ধ থাকে টুইন সিটির দোকান।

অন্ধ্র প্রদেশ ❑ রাজধানী: হায়দ্রাবাদ। আয়তন: ২৭৫০৬৮ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৬৬৩০৪৮৫৪। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৭.৮৫%। পুরুষ: ৩৩৬২৩৭৩৮। নারী: ৩২৬৮১১১৬। ১৯৮১-৯১ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ১২৭৫৫১৮১। বৃদ্ধির হার: ২৩.৮২%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২৪১। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৭২। আয়তন ও জনসংখ্যায় ভারত রাষ্ট্রে ৫ম স্থানে অন্ধ্র প্রদেশ। সাক্ষরের হার: ৪৫.১১%। প্রধান ভাষা: তেলুগু; সঙ্গে চলে উর্দু, ইংরেজি ও হিন্দী। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৪৫০৭.০০ টাকা (১৯৯০-৯১)।

১৫ দিনে অন্ধ্র বেড়ান: তিরুপতি ১ নাগার্জুন সাগর ১ হায়দ্রাবাদ ২ ভদ্রাচলম ১ বিজয়ওয়াড়া ১ বিশাখাপতনম ২ সীমাচলম ১ আর্কু ১ পথ চলায় ৫ দিন। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। গ্রীষ্মে গরমের আধিক্য আছে। আর বৃষ্টি জুন থেকে সেপ্টেম্বরে। তবুও সারাবছর ধরেই পর্যটক সমাগম ঘটে চলে অন্ধ্রে।

অন্ধ্র ভ্রমণের জন্য বছরের যে-কোনও সময় নির্বাচন করা যায়। তবে, মে ও জুন মাসের গরমকে এড়িয়ে যাওয়াই উচিত হবে। আর সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মনোরম সময়। গ্রীষ্মে ৩৯.৪ থেকে ২২° আর শীতে ২২ থেকে ১৩.৮° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বর্ষা যদিও জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস, তবুও খুব বিরক্তিকর নয় সে বৃষ্টি। তবে, অন্ধ্রের দক্ষিণে বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটায় ভ্রমণে।

হায়দ্রাবাদ

যমজ দুই বোন—হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ। মাঝে তাদের বিচ্ছেদ টেনেছে হুসেন সাগর। ভারতের বুদাপেস্ট নামে খ্যাত এরা। অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী শহর হায়দ্রাবাদ। অতীতে নিজামের রাজধানীও ছিল এই হায়দ্রাবাদে। শহরের পত্তন ১৫৯০এ গোলকুণ্ডা থেকে সমতলে নেমে মুসী নদীর পাড়ে ৬১০ মি উঁচুতে ৪র্থ কুতবশাহী সুলতান মহম্মদ কুলী কুতব শাহর হাতে। জায়গার নামকরণ হয় ভাগ্যনগর—প্রিয়ার নামে নাম। দু'বছর পর আবার নামান্তর ঘটে—হিন্দু প্রেমিকা ভাগমতী বেগম হয়ে নামান্তরিত হলেন হায়দরমহল-এ। আর শহরের নাম হয় ভাগ্যনগর থেকে হায়দ্রাবাদ। ২৫৯ বর্গ কিমি জুড়ে শহর। ২৭ লক্ষাধিক লোকের বাস। শহর হিসাবে ভারতে এর স্থান ৬ষ্ঠ। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার অভিমত—সেকালে হায়দ্রাবাদ ভারতের অন্যতম নগরী ছিল। এমনকি মার্কোপোলোও মুগ্ধ হন গণপতির কন্যা রুদ্রামার কালে হায়দ্রাবাদ দেখে।

মুক্তোর শহর হায়দ্রাবাদ। রাতের আলোকমালায় মনোরম লাগে শহরকে। কংক্রিটে মোড়া প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, বাগিচা, সরোবর—সবকিছু মিলিয়ে আধুনিক শহর রূপে সমাদর আছে টুইন সিটির। পারসীয় স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে এর বাড়িঘরে। এই আধুনিকতা পেয়েছে নিজামদের হাতে। বংশের শেষ বা ১০ম নিজাম মীর ওসমান আলি খান ১৯১১য় ক্ষমতায় বসেন। বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন এই নিজাম। বিশাল প্রাসাদ, ১১০০০ ভৃত্য, ডিম্বাকার ডায়মন্ডের পেপারওয়েট, তার ধনের নিদর্শনরূপে বিশ্ববন্দিত। ঠিক তেমনই প্রজারা ছিল দীনতম। অন্ধ্র ছিল ভারতের দরিদ্রতম তথা অনুন্নত রাজ্য। শহরের মোগলাই খানার সাথে বাদশাহী আদব-কায়দাও তৃপ্ত করে পর্যটকদের। সারা দক্ষিণের হিন্দু সাম্রাজ্যের মাঝে মুসলিম নবাব হায়দ্রাবাদে। রাজ্য জুড়ে হিন্দুর আধিক্য। তবে ইসলামি সংস্কৃতি হায়দ্রাবাদের জনমানসে—উর্দুও বলে থাকে লোকে। দুর্গাপূজাও হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন ও সেকেন্দ্রাবাদের বাঙালি সমিতিতে। তবে, দ্রুত শিল্পনগরীর রূপ পাচ্ছে হায়দ্রাবাদ আজ। বৈচিত্র্য আছে হায়দ্রাবাদের ব্যাঙ্কিং সময়েও। বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্ক সোম থেকে শুক্রবার ৮-৩০—১০-৩০, আবার ১৬-৩০—১৮-৩০, আর শনিবার ৮-৩০—১০-৩০টায় খোলা মেলে।

তবে, পর্যটকদের দুনিয়া—সালার জং, চারমিনার, জু, সবেরই অবস্থান পুরাতন হায়দ্রাবাদে। সাধারণ হোটেলেরও মেলা বসেছে নামপালি অর্থাৎ হায়দ্রাবাদ স্টেশনের অদূরে স্টেশন রোড পেরিয়ে আবিদ তথা নেহরু রোডে। আর কৌলিন্যের সাথে গৌরব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে উপজাতি বানজারাদের অতীত বাসভূমি বানজারা হিল। তেমনই বেগমপেট আর এক বর্ধিষ্ণু এলাকা। রাজ্যপাল থেকে নানান

মন্ত্রীর বাস এই বেগমপেটে। আর নতুন শহর হুসেন সাগরের উত্তরে সেকেন্দ্রাবাদ ১৮০৬এ ব্রিটিশের হাতে ক্যান্টনমেন্ট নগরীরূপে গড়ে ওঠে। নামকরণ তদানীন্তন নিজাম সিকান্দার ঝা থেকে। সংযোগ গড়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড সেকেন্দ্রাবাদ থেকে আবিদের—দক্ষিণে নাম তার জওহরলাল নেহরু রোড; তবে আবিদ বলে থাকে লোকে। বাস চলছে এপথ ধরে ৭ নম্বর রুটের। অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য পর্যটনের শাখা হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশনে বসলেও রাজ্য সরকারের Department of Tourism, 5th floor (৯—১৯-০০), ✆ 557531-এর মূল দপ্তর বসেছে নামপালীর ডাইনে Gagan Vihar, Mukhramjahi Road, Hyderabad-500001-এ। Andhra Pradesh Travel & Tourism Development Corporation (APTTDC)-র দপ্তর বসেছে 11th floor, Gaganvihar, M J Rd, ✆ 4601979, Hyderabad-1 ও Yatri Nivas, S P Road, Secunderabad-500003, ✆ 843931, Telex 0425-6760-এ ৬-৩০—১৯-০০টায় প্যাকেজ ট্যুর ও যাত্রী নিবাসের কেন্দ্রীয় বুকিং-এর ব্যবস্থা নিয়ে। আর Sandozi Building, Himayat Nagar Rd, Hyderabad-500 029, ✆ 666877-এ ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর (সোম থেকে শুক্র ৯-১৫—১৭-৪৫, শনিবার ৯-১৫—১৩-০০); ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস, ✆ 140/599333 ও এয়ার ইন্ডিয়া, ✆ 222883; এদের দপ্তর সেক্রেটারিয়েটের কাছে সইফাবাদে। বায়ুদূতের দপ্তর, ✆ 232625, সম্রাট কমপ্লেক্স, সইফাবাদ-এ। আর কেনাকাটায় আবিদ আদরণীয় হবে।

কাচিগুদা, হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ ত্রিমুখী তিন রেল স্টেশন সংযোগ গড়েছে টুইন সিটির। আর বাস সংযোগ গড়েছে স্টেশন থেকে স্টেশনে। ৮ নম্বর বাস চলছে সেকেন্দ্রাবাদ ও হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনের মাঝে।

কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ। হাওড়া থেকে ১০-১৫য় 8045 ইস্ট কোস্ট এক্স খড়্গপুর/ ভুবনেশ্বর/ ওয়ালটেয়ার হয়ে পরদিন ৫-১৫য় বিশাখাপতনম, ১২-০০টায় বিজয়ওয়াড়া, ১৮-২০এ সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ১৯-০৫এ। ইস্ট কোস্ট ফেরে ৭-০০টায় হায়দ্রাবাদ থেকে। পথের দূরত্ব ১৫৮১ কিমি। আর প্রতি দিন ৭-৫০এ হাওড়া ছেড়ে 2703 ফলকনুমা এক্স পরদিন ১১-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ যাচ্ছে। ফলকনুমা ফেরে ১৬-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে। এছাড়াও চেন্নাইগামী ট্রেনে বিজয়ওয়াড়ায় নেমে ৪-২০এ বিশাখা এক্স, ৪-৩৫এ কোণারক এক্স, ৬-০০টায় বিজয়ওয়াড়া-সেকেন্দ্রাবাদ 2713 সাতবাহন এক্স, ৬-৪০এ গোলকুণ্ডা এক্স, ১৩-৩১এ কৃষ্ণা এক্স, ২২-৩০এ নরসাপুর-হায়দ্রাবাদ এক্স, ২৩-০৫এ গোদাবরী এক্স, ২৩-৫৫য় গৌতমী এক্সে হায়দ্রাবাদ বা সেকেন্দ্রাবাদ যাওয়া চলে। দ্রুততমও বটে করমণ্ডলে ১০-২৫এ বিজয়ওয়াড়া পৌঁছে হায়দ্রাবাদ চলা। কোণারক ফেরে ১৫-০০টায় মুম্বাই CST ছেড়ে পরদিন ৮-১৫য় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছে তারও পরদিন ৬-৪৫এ ভুবনেশ্বর। সোলাপুর/পুনে হয়ে ১৬ ঘণ্টায় ৮০০ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে ১৪-৩০এ হুসেনসাগর এক্স, ২০-২০এ মুম্বাই এক্স হায়দ্রাবাদ থেকে; ১১-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ভুবনেশ্বর-মুম্বাই কোণারক এক্স; ফেরে মুম্বাই থেকে যথাক্রমে ২১-৫৫/১২-৩৫/১৫-০০টায়। পুনে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার; কোঙ্কন যাচ্ছে ২০-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে; ১৬½ ঘণ্টায় ৮২৬ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১৬-৩০এ কাচিগুদা ছেড়ে 7685 ব্যাঙ্গালোর এক্স। ১৬-২৫এ 7054 চেন্নাই এক্স, ১৯-০০টায় 2760 চারমিনার এক্স হায়দ্রাবাদ ছেড়ে ৮৬২ কিমি দূরের চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছায় যথাক্রমে পরদিন ৬-১০/৯-২০এ। ২২-১০এ সেকেন্দ্রাবাদ-আজমের-জয়পুর লিঙ্ক এক্স, ১৯-২৫এ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে মিটারগেজে মধ্য প্রদেশ পেরিয়ে রাজস্থান তথা জয়পুর ও আজমের যাচ্ছে সেকেন্দ্রাবাদ/ খাণ্ডোয়া/ মৌ/ ইন্দোর/ চিতোর গড়/আজমের হয়ে। ২০-০০টায় হায়দ্রাবাদ ছেড়ে হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে 7021 দক্ষিণী এক্স, ৬-০০টায় 2723 দ্রুতগামী অন্ধ্র প্রদেশ এক্স নাগপুর/ভূপাল/ঝাঁসী হয়ে ১৬৭৫ কিমি দূরের নিউ দিল্লী যাচ্ছে ২৬ ঘণ্টায়।

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ৩৮৪ কিমি দূরের গুন্টুর যাচ্ছে ৭-০০টায় ছেড়ে ৪¾ ঘণ্টায় 7006 সেকেন্দ্রাবাদ-তেনালি ইন্টারসিটি এক্স, ১২-৩০টায় ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় গোলকুণ্ডা এক্স, ১৬-০০টায় ছেড়ে ৪½ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া ফলকনুমা এক্স, ১৭-৩০এ ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় বিশাখা এক্স, ১৮-০০টায় ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় নারায়ণাদ্রি এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন; ১৪২ কিমি দূরের ওয়ারাঙ্গাল যাচ্ছে ৬-০০টায় কৃষ্ণা এক্স, ৭-৩০এ ইস্ট কোস্ট এক্স, ৮-৩০টায় কোণারক এক্স, ১২-৩০টায় গোলকুণ্ডা এক্স, ১৬-৪৫এ সাতবাহন এক্স, ১৭-৪৫এ গোদাবরী এক্স, ১৯-৫০এ গৌতমী এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন; 7406 কৃষ্ণা এক্স ৫-৩০এ হায়দ্রাবাদ, ৬-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ, ১৩-১৫য় বিজয়ওয়াড়া ছেড়ে গুডুর হয়ে ৭৪১ কিমি দূরের তিরুপতি যাচ্ছে ২১-৩০এ; 7603 লিঙ্ক এক্স ১৫-৫০এ সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে কাচিগুদা হয়ে গুন্টাকল-এ 7597 ভেঙ্কটাদ্রি এক্সের সঙ্গে জুড়ে গুডুর/রেণীগুন্টা হয়ে তিরুপতি যাচ্ছে পরদিন ১৩-০০টায়; 7429 রায়লাসীমা এক্স ১৭-৩০টায় হায়দ্রাবাদ-২-৫০এ গুন্টাকল-৯-০৫এ রেণীগুন্টা পৌঁছে তিরুপতি যাচ্ছে ৯-৪০এ। 4 7 দিন হায়দ্রাবাদ-গোরক্ষপুর এক্স যাচ্ছে নাগপুর/ ভূপাল/ঝাঁসী/লক্ষ্ণৌ হয়ে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে 1 4 6 দিন হায়দ্রাবাদ-কোচি এক্স, মঙ্গলবার 7018 সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স, সেকেন্দ্রাবাদ-বিশাখাপতনম বিশাখা এক্স, কাকিনাড়া যাচ্ছে ১৯-৫০এ গৌতমী এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক ব্যাঙ্গালোর রাজধানী এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক চেন্নাই রাজধানী এক্স, সেকেন্দ্রাবাদ থেকে সরাসরি বগি যাচ্ছে গুন্টাকলে 7225 বিজয়ওয়াড়া-ভাস্কো অমরাবতী এক্সের সাথে ভাস্কো অর্থাৎ গোয়া। আর যাচ্ছে রেল—হুবলি, নরসাপুর, পলাসা, ভদ্রাচলম। 7008 গোদাবরী এক্স যাচ্ছে ১৭-১৫য় হায়দ্রাবাদ, ১৭-৪৫এ সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে পরদিন সকাল ৬-৫০এ ওয়ালটেয়ার। ১৯-০০টায় কাচিগুদা, ১৯-৩০এ সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে ভিকরাবাদ/ বিদার/পারলি-বৈজনাথ হয়ে পরদিন ৮-১০এ ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে মানমাদ যাচ্ছে 7664 এক্স; ৫-২০, ১৩-০০ এক্স, ১৯-২৫, ২১-৩০এ এক্স, ২২-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে নিজামাবাদ হয়ে ৯ ঘণ্টায় নানডেড অর্থাৎ মুদখেদ জং যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন; নিজামাবাদ যাচ্ছে মুদখেদ-এর প্রতিটা ট্রেন; কাজিপেট যাচ্ছে ৮-৩০, ১৮-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় প্যাসেঞ্জার ছাড়াও দূরান্তের নানান ট্রেন; গুলবর্গা-সোলাপুর হয়ে বেলাপুর যাচ্ছে 7062 এক্স; ৬-০০টায় হায়দ্রাবাদ ছেড়ে ২০-৪০এ পূর্ণা যাচ্ছে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার।

এছাড়াও রেল সংযোগ রয়েছে রাজ্য তথা ভারতের দিশ্বিদিকের সঙ্গে টুইন সিটির। প্রয়োজনে: Computerised Reservation—Hyderabad ✆ 231130/237133; Secunderabad ✆ 75413/76444; Centralised Recorded Enquiry ✆ 833541/135; Train Service ✆ 833542 কে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

তবে, কর্ণাটক ভ্রমণ সেরে ব্যাঙ্গালোর থেকে রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে সকালে হায়দ্রাবাদ অর্থাৎ কাচিগুদায় পৌঁছানোই সুবিধার। গুলবর্গা/বিজাপুর/হসপেট থেকেও চলা যেতে পারে হায়দ্রাবাদ।

NH 7 3 9 এর সংযোগে হায়দ্রাবাদ। বাসপথেও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যুক্ত। APSRTC বাস যাচ্ছে তিরুপতি (১১ বাস), বিদার (১৯), গুলবর্গা (১২), বিজয়ওয়াড়া (২৪), নিজামাবাদ (৩২), কুরনুল (৭), অমরাবতী (১), গুন্টাকল, গুন্টুর, নাগার্জুন সাগর, ভদ্রাচলম ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনকি ঔরঙ্গাবাদ (১) ৬০৬ কিমি, ব্যাঙ্গালোর (১০) ৫৯০ কিমি, মুম্বাই (৮), চেন্নাই (১), নাগপুর (২), ছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিমের নানান দিকে। নানান প্রাইভেট সংস্থার ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, ভিডিও বাস যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনের প্রবেশ ফটক থেকে ১৬ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ, ১৪ ঘণ্টায় মুম্বাই, ১২ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর, ১২ ঘণ্টায় তিরুপতি ছাড়াও সারা দক্ষিণে। মূল বাস স্ট্যান্ডটি নামপালির অদূরে আবিদের দক্ষিণ-পূবে Gowliguda-য়। অগ্রিম টিকিটও মেলে। কম্পুটারাইজড বুকিং ৮—২১-০০টায় খোলা।

আর IAC-র বিমান প্রতিদিন ২০-১৫য় ছেড়ে ১ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে; হায়দ্রাবাদ আসছে ১৮-২৫এ ব্যাঙ্গালোর থেকে। মুম্বাই যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায় প্রতিদিন ৬-৩০, ১১-২৫, ১৭-৩০, ফেরে ৯-২০, ১৫-২০, ১৯-৩৫এ। কলকাতায় যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৪-০৫এ ছেড়ে ১ ঘন্টায় বিশাখাপতনম পৌঁছে ১৬-৫৫য়, 2 4 দিন ১৯-৫০এ ছেড়ে ২১-৫৫য়, 1 3 6 দিন ১৭-১৫য় ছেড়ে নাগপুব ১৮-১৫, ভুবনেশ্বর ২০-১০এ পৌঁছে ২১-৪৫এ; ফেরেও একইভাবে একই দিন-গুলিতে। তিরুপতি যাচ্ছে 3 5 দিন ১২-০০টায় ছেড়ে ১২-৫৫য়; আমেদাবাদ যাচ্ছে 4 7 দিন ২২-২০এ; ফেরে 1 5 দিন আমেদাবাদ, 3 5 দিন তিরুপতি থেকে। দিল্লী যাচ্ছে প্রতিদিন ৯-০৫, ১৯-৩০এ হায়দ্রাবাদ ছেড়ে ২ ঘণ্টায়; হায়দ্রাবাদ ফেরে দিল্লী থেকে ৬-১৫ ও ১৬-৪০এ। চেন্নাই যাচ্ছে প্রতিদিন ১ ঘণ্টায় ৮-৪৫, ২০-৪৫, 1 3 5 দিন ১৪-৫০, ২১-৪০এ; হায়দ্রাবাদ ফেরে চেন্নাই থেকে প্রতিদিন ১০-৩০, ১৯-০০, 1 3 5 দিন ৭-৩০, ১৬-৩০এ।

আর বায়ুদূত 2 4 6 দিন ৬-০০টায় হায়দ্রাবাদ ছেড়ে ৭-৩০টায় তিরুপতি পৌঁছে চেন্নাই যাচ্ছে ৮-১৫য়; ফেরে ১৭-০০টায় চেন্নাই ছেড়ে ১৭-৩০এ তিরুপতি পৌঁছে ১৯-১৫য় হায়দ্রাবাদ। 1 3 5 দিন হায়দ্রাবাদ-রাজমহেন্দ্রী-বিজয়ওয়াড়া; 2 4 6 দিন হায়দ্রাবাদ-বিজয়ওয়াড়া সার্ভিস গড়েছে বায়ুদূতের উড়ান। আসছেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে।

আর প্রাইভেট বিমান Skyline NEPC Airways রবি ছাড়া প্রতিদিন হায়দ্রাবাদ-ত্রিচি-কোয়েম্বাটুর-চেন্নাই; 2 4 6 দিন আমেদাবাদ-ব্যাঙ্গালোর; 3 5 7 দিন বিশাখাপতনম; 3 5 7 দিন মুম্বাই যাচ্ছে; ফেরেও একইভাবে একই দিনগুলিতে। আর Jet Airways-এর উড়ান সার্ভিস গড়েছে হায়দ্রাবাদ-মুম্বাই-এর মাঝে। দপ্তর এদের : Indian Airlines, City Office : Saifabad, ✆ 599333/236902, Gen Enquiries ✆ 140, Reservation ✆ 141, Flight ✆ 142. Airport 844422. Air India ✆ 237243; Vayudoot ✆ 232625; East-West Airlines ✆ 526518; NEPC Airways ✆ 241660. শহর থেকে ১০ কিমি দূরে বেগমপেট-এ বিমানবন্দর। শহরে চলছে রিকশা, অটো, ট্যাক্সি ও সিটি বাস। স্বচ্ছন্দে বাসে চেপে বেড়িয়ে নেওয়া যায় টুইন সিটি।

কনডাকটেড ট্যুর : Andhra Pradesh Travel & Tourism Development Corpn Ltd (APTTDC), 11th floor, Gaganvihar, M J Road, Hyderabad-500001, ✆ 4601519/ Yatri Nivas, Sardar Patel Rd, Secunderabad-500003, ✆ 816375 থেকে ৯০ টাকায় (শিশু ৭০) প্রতিদিন ৭-৪৫—১৭-৩০টায় কনডাকটেড ট্যুরে লাঞ্চ সহ বুদ্ধপূর্ণিমা, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক গার্ডেন, গোলকুণ্ডা দুর্গ ও সমাধি (শুক্র বন্ধ), ওসমান সাগর, সালার জং মিউজিয়ম (শুক্র বন্ধ), জুলজি-ক্যাল পার্ক (সোম বন্ধ), চারমিনার, মক্কা মসজিদ, নওবত পাহাড়/ বিড়লা মন্দির অর্থাৎ শহর দেখিয়ে আনে। ১৪-০০টায় গিয়ে ২০-৪৫এ ফেরে ৬৫/৫৫টাকায় ডেকান অর্থাৎ লুম্বিনী পার্ক-কুতবশাহী টুম্ব ও গোলকুণ্ডায় *লাইট অ্যান্ড সাউন্ড* শো দেখিয়ে। ৫ বছর থেকে পুরো টিকিট লাগে। দর্শনী নিজ নিজ। ITDC, 3-6-150 Himayatnagar Rd, Hyderabad-500029, ✆ 220730-এরও সুপার ডিলাক্স কোচ যাচ্ছে প্রতিদিন শহর দেখাতে। ভাড়া ও প্রোগ্রাম একই। কেবল সালার জঙে ITDC দু'ঘণ্টা সময় দেয় দেখতে। ফেরেও আধ ঘণ্টা দেরিতে ১৮-৩০টায়। লাঞ্চ ব্রেকও এদের আবিদে। তবুও যেন সময় স্বল্পতায় সালার জং ও গোলকুণ্ডা দেখে মন ভরে না। তাই সুযোগ-সুবিধা মতো একান্তই উচিত হবে এককভাবে এই দুই দেখে নেওয়া। সার্ভিস বাসে সকালে গোলকুণ্ডা, বিকালে সালার জং, চারমিনার ও নওবত পাহাড় দেখে একই দিনে সাঙ্গও করা যেতে পারে শহর দর্শন।

এছাড়া যথেষ্ট যাত্রী হলে প্রতিদিন APTTDC ও ITDC পৃথক পৃথক ভাবে সকাল ৬-৩০টায় গিয়ে ২১-৩০টায় ফেরে নাগার্জুন সাগর ও নাগার্জুনকোণ্ডা দেখিয়ে। লাঞ্চ সহ ভাড়া ১৯০, শিশু ১৪০,। তুঙ্গভদ্রার তীরে মন্ত্রালয়মে শ্রীরাঘবেন্দ্র মন্দির দর্শনে যাচ্ছে ২ দিনের প্যাকেজে প্রতি শনিবার ৩৫০/৩০০ টাকায় APTTDC. তিরুপতিও যাচ্ছে ৬৭৫/৫৭৫ টাকায় প্রতি শুক্রবার ১৫-৩০টায়, ফেরে সোমবার ৭-০০টায়। প্রতি শনিবার ১১-৩০এ গিয়ে এক রাতের অবস্থানসহ ৩৫০/৩০০ টাকায় শ্রীশৈলম বেড়িয়ে রবিবার ২০-৩০এ ফেরে APTTDC-র বাস। প্রতি বুধবার ৭-০০টায় গিয়ে শুক্রবার ৭-০০টায় ফেরে অবস্থান সহ ৭০০/৫৭০ টাকায় সির্ধি বেড়িয়ে। প্রতি রবিবার ৮-০০টায় গিয়ে ২১-০০টায় ফেরে ১৪০/৯৫ টাকায় পিলগ্রিম সফর বেড়িয়ে। প্রতি দ্বিতীয় শনিবার ৭-০০টায় গিয়ে রবিবার ২০-০০টায় ফেরে ৩৫০/৩২৫ টাকায় ওয়ারাঙ্গাল বেড়িয়ে। দক্ষিণ ভারতও যাচ্ছে APTTDC-র প্যাকেজ ১৪ দিনের সফরে ৪০০০/৩১৫০ টাকায়। হাম্পী-গোয়া-বিজাপুর প্যাকেজে যাচ্ছে প্রতি ১ম ও ২য় শনিবার, ফেরে বৃহস্পতিবার; থাকা সহ ভাড়া ১৭০০, শিশু ১২২৫,। অজন্তা-ইলোরা-সির্ধি প্যাকেজে যাচ্ছে প্রতি ১ম ও ৩য় সোমবার, ফেরে শুক্রবার; ভাড়া ১২০০, শিশু ১০০০,। আর অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতি ১ম ও ৩য় শনিবার ২ দিনের প্যাকেজে লঞ্চ সফারি সহ ৯৭৫ টাকায় (শিশু ৭৫০) নাগার্জুন

সাগর ও শ্রীশৈলম যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ থেকে APTTDC। নানান প্রাইভেট কোম্পানিরও ব্যবস্থা আছে কনডাকটেড ট্যুরের।

এছাড়াও APTTDC প্রতি শনিবার ৭ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে অজন্তা, ইলোরা, সির্ধি, মুম্বাই যাচ্ছে; প্রতি শনিবার ৭ দিনের ট্যুরে মন্ত্রালয়ম, হাম্পী, গোয়া, বাদামী, বিজাপুর যাচ্ছে; প্রতি ২য় শনিবার দক্ষিণ ভারতও যাচ্ছে ১৩ দিনের প্যাকেজে। যাতায়াত, থাকা ও আহার্য নিয়ে টিকিট এদের।

হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশন থেকে নামপালী হাইরোড পেরিয়ে আবিদমুখী স্টেশন রোড, Hyderabad, STD 040, PC-500001-এ পাশ্চাত্য প্রথায়—*H Harsha*, Nampally-1, SAB ৩০০ DAB ৩৭৫-৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *H Kakatiya*, SAB ২২৫ DAB ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; **H Annapurna*, SAB ২৫০ DAB ৩২৫ A/c S ৩০০ D ৫০০; **H Jaya International*, Abid-1, ✆ 232929, SAB ১৮০-২৫০ DAB ২৫০-৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Siddhartha*, Bank St, Abid-1, near GPO, S ২০০ D ২৭৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *H Suhail*, behind GPO, ✆ 41286, S ১৫০ D ২২৫-৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০, থাকার পক্ষে ভালই; **Taj Mahal H*, King Kothi, Abid Rd-1, ✆ 237988, SAB ২৫০-৩২৫ DAB ৩৫০-৪৫০ A/c S ৩৭৫ D ৬০০; **H Emerald*, Chirag Ali Lane, Abid-4, ✆ 202836, S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০ A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০। আর হয়েছে জওহরলাল নেহরু রোড শেষ হতে রামকৃষ্ণ সিনেমার বিপরীতে *H Aahwaanam*, SAB ২৫০ DAB ৩০০-৪৫০ A/c S ৩৫০ D ৬০০; *H Saptagiri*, S ২০০ D ২৭৫ A/c D ৩৫০; দু'য়েতেই A/c ঘরে রঙিন টি ভি মেলে। ব্যবস্থাপনাও ভাল হোটেল দু'টির।

নেহরু রোড ধরে বামহাতি যেতে, অদূরে **H Nagarjuna*, 3-6-356 Basheer Bagh-29, ✆ 237201, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০-১০৫০; বিপরীতে *H Krystal*, 5-9-24/82 Lake Hills Rd-463, A4R1, S ২৭৫ D ৩৫০ A/c S ৪০০-৪৭৫ D ৫২৫-৬৫০; লাগোয়া অতীতের প্রাসাদে বসিরবাগে বিড়লা মন্দিরের সন্নিকটে **Ritz H*, Hill Fort Palace-500463, ✆ 233571, A/c S ৮৫০ D ১০০০-১৫০০ স্যুইট ১৭৫০; আরও বাঁয়ে **H Sarovar*, 5-9-22 Secretariat Rd, Saifabad-4, ✆ 237638, S ২২৫ D ৩০০ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৫০০ A/c ৬০০; **H Ahsoka*, Lakdi-ka-Pool-4, A5R2, ✆ 230105, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ৯৫০; আরও বাঁয়ে *Bluemoon H*, 6-3-1186/A, Rajbhawan Rd, Begumpet-16, ✆ 312815, SAB ৩০০ DAB ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০।

লেকের পাড়ে মনোরম পরিবেশে বানজারা হিলে—*Welcomgroup*-র **Grand Kakatiya H*, Begumpet-16, ✆ 310132, S ৮০-১৪০ D ৯০-১৫০ US$; এদেরই **H Banjara*, B Hills-34, ✆ 222222, A7R5B8, A/c S ১৮৫০ D ২২৫০ স্যুইট ৪৫০০ থেকে; **Holiday Inn Krishna*, Road No 1, B Hills-34, ✆ 393939, A/c S ২০০০ D ২২৫০ স্যুইট ৪৫০০; **H Krishna Oberoi*, Road No 1, B Hills-34, ✆ 392323, A/c S ১১৫ D ১৩০ US$; **Bhasker Palace*, Road No-1, Banjara Hills-34, ✆ 396141, A/c S ১৫০০-২০০০ D ১৭৫০-২২০০ স্যুইট S ৩০০০ D ৩৭৫০; **Taj Residency*, Road No 1, B Hills-34, ✆ 399999, A/c S ৮৫-৯৫ D ৯৫-১১৫ স্যুইট ১৪০-২২৫ US$; **Rock Castle H*, Jubilee Hills-34, S ৩২৫ D ৪২৫ A/c S ৪২৫ D ৬০০।

শহরের কেন্দ্রস্থলে **H Sampurna International*, Mukram Jahi Rd-1, A/c S ৪০০-৫৫০ D ৪৫০-৬৫০ স্যুইট ৮৫০-১০৫০; **H Deccan Continental*, Sir Ronald Ross Rd-500003, ✆ 840981, A/c S ৭৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০।

সেকেন্দ্রাবাদে—*H Akbar*, 1-7-190 Mahatma Gandhi Rd-3; **H Basera*, 9-1-167 Sarojini Devi Rd, Secunderabad-3, ✆ 803200, A/c S ৬৫০-৮০০ D ৮৫০-১৫৫০; **H Parklane*, 115 Sj Devi Rd-3, ✆ 840466, A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ৮০০-১০৫০; **H Golkonda*, Masab Tank-28, A/c S ৭৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১৫০০; **Guestline Days H*, Golkonda, 10-1-124 Masab Tank-28, ✆ 226001, A/c S ৬৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১৫০০; **Percy's H*, Sarder Patel Rd-3; **H Sivani*, 3-5-872 Hyderguda-1, S ২৫০ D ৩২৫ A/c D ৪৫০; **H Rajdhani*, 15-1-503 Siddiambar Bzr-12, ✆ 590650, S ২৫০ D ৩০০ A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ৬৫০ A/c ৮০০; *H Niagara*, 16-6-11-1-4 Chr Gate; *H Ambassador*, 1-7-27 Sj Devi Rd, Secunderabad-3, ✆ 843760, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *H Karan*, 1-2-261/1 S D Rd, Karan Centre-3, ✆ 840191, A2R1½B1, A/c S ৪৫০-৬৫০ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ৮৫০-১২৫০; **Asrani International H*, 1-7-179 M G Rd-3, ✆ 842267, A/c S ৬২৫ D ৯৫০ স্যুইট ১৫০০; **H Deccan Continental*, Sir Ronald Ross Rd-3, ✆ 840981, A/c S ৭৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১৫০০; *Montgomery*, *Firdaus*, *H Heritage*, 116 Chenoy Trade Centre, Parklane-25, ✆ 845020, A/c S ৫২৫ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *H Labina*, 5-1-806, K J Mkt-500195, ✆ 510380, S ৩০০ D ৪০০ A/c S ৫০০ D ৬৫০ স্যুইট ৮০০-১০৫০; ছাড়াও হোটেল আছে নানান হায়দ্রাবাদে।

ভারতীয় প্রথায় হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনের বিপরীতে Nampally High Rd, Hyderabad-500001-এ মেলা বসেছে সাধারণ হোটেলের। *H Rajmata*, ✆ 201000, SAB ৩০০ DAB ৪৫০; *New H Nataraj*, SCB ৬০ SAB ৭৫ DCB ১০০ DAB ১৫০; *Neo Royal H*, S ৬০ D ১০০-১২৫; *Royal H*, ✆ 201020, S ৮০ D ১৫০; *Royal Home*, *Gee Royal L*, *H Palace*, DAB ১২৫-২৫০ A/c D ৪২৫; *H Yatrik*, S ৮০ D ১২৫; *H Swagath*, *H Shanti Nivas* DAB ১০০-১৫০; *H Three Castles*, DAB ১২৫; *Super H*, *Ajanta L*, *Royal L*, SAB ৬০-১২৫ DAB ১০০-১৭৫; এদের সুনামকে বেসাতি করে Royal নামটির সাথে অলঙ্কার জুড়ে হোটেল হয়েছে নানান। *H Imperial*, ✆ 235436, SAB ৮০-১২৫ DAB ১৫০-২২৫; বিপরীতে *New Asian L*, SAB ৮০ DAB ১০০-১৫০। *Sri Brindavan H*, SAB ১৫০ DAB ২০০-২৫০। থাকা ও আহার্যে শ্রীবৃন্দাবন, ইম্পিরিয়াল, রয়্যাল লজ মন্দ নয়। ভেজ ও ননভেজ মিল মেলে ইম্পিরিয়ালে। অবস্থানও এদের হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশন থেকে G P O অর্থাৎ আবিদমুখী হাঁটা দূরত্বে।

কলকাতা যাত্রীদের অনুপযোগী হলেও চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালোর রেলপথে হায়দ্রাবাদের সংযোগকারী স্টেশন কাচিগুদা। হোটেলও আছে নানান কাচিগুদা স্টেশন রোড, হায়দ্রাবাদ-500027-এ—*H Rajmahal*, SAB ৬৫, DAB ১২৫; *H Triveni, Tourist H*, ✆ 665691, SAB ৬০-৮৫, DAB ১০০-১৫০; *Tourist Home*, SAB ৬৫-১০০, DAB ১২৫-১৫০, TAB ১৫০-২০০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; *H Panchratan*, SAB ১০০, DAB ১৫০; *H Ratna, H Natraj*, SCB ৪৫, SAB ৬৫, DCB ৮৫, DAB ১২৫; *H Shri Krishna*, (3-4-230), SAB ১২৫, DAB ১৭০; *Saraswathi L, Sree Nand L*, ✆ 4657511, SAB ১৪০, ১৮০, DAB ১৮৫, ২৪০, TAB ২৩০, ২৮০, A/c ৩৭৫।

সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশন, হায়দ্রাবাদ 500003-এ—*H Indiana*, opp Rly Stn, SCB ৮০, DCB ১২৫-১৫০; *Alpine L, Sun L*, SCB ৫৫, SAB ৮০, DAB ১৫০; *Everest L*, S ৬৫, D ১২৫; *Padmaja L, National L, H Sree Devi, Nabodaya L*, SCB ৬৫, SAB ৮৫, DCB ১০০, DAB ১৫০।

Lakdi-Ka-Pool, Hyderabad-500004-এ—*H Ayodhya*, SCB ৬০, SAB ৮৫, DAB ১০০-১৭৫; **H Dwaraka*, Rajbhavan Rd-4, ✆ 237921, SAB ১৫০, DAB ২০০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; *H Femina, H Hill Top, The Cenrtal Court*, 6-1-71 Lakdi-ka-Pool, ✆ 233262, A/c S ৮০০, D ১০০০, স্যুইট ১৫০০; *H Krishna*, 6-1-1081 Lakdi-ka-Pool, SAB ৮০-১২৫, DAB ১০০-১৭৫, A/c S ২৭৫, D ৩৫০; **Quality Inn Green Park*, 7-1-26 Ameerpet-16, ✆ 291919, A2.4R8, A/c S ৬৫০-৯৫০, D ৮৫০-১২৫০, স্যুইট ১০৫০-১৫৫০; *H Madhura; H Panchsheel-1, Grand H*, Abid-1; *H Haridwar*, 4-6-464 Esm Bzr-27, D ১২৫-১৭৫; *H Prasant*, 8-2-325/K, St Mary's Rd-3; *H Sarita*, 3-2-17 R P Rd-3; *H Gayatri*, 14-8-464 Esm Bzr-27; *Sree Venkateswara L*, Lakdi-ka-Pool, D ১২৫-২২৫; **Twin Cities H*, D ১০০-১৭৫; **H Minerva*, 3-6-199/1, Himayatnagar-3, ✆ 230448, A/c S ৬০০, D ৮৫০; **H Viceroy*, Tank Bank Rd-500380, ✆ 618383, A5R5, A/c S ৯৯৫-১২৯৫, D ১৪৯৫-১৬৯৫, স্যুইট ২০৯৫-২৫৯৫; ছাড়াও হোটেল রয়েছে আরও নানান সারা শহরময়। আর হয়েছে APTTDC-র *Shamirpet Lake Resort*, Secunderabad, DAB ২৫০, A/c ৩৫০, উইক ডেজে রিবেট মেলে, ✆ 253907; এদেরই *Yatri Nivas*, S P Rd, Secunderabad-500003, ✆ 843931, DAB ৩২৫, ছয় বেডের ঘর ৫০০, A/c D ৪৫০।

আর রয়েছে *Lake View G H*, Sumaji Guda, অবু: General Admn Dept, Govt of A P; *Municipal R H*, opp Hyderabad Rly Stn, অবু: Caretaker. *Purushottam Das Narottam Das Dharamshala, Grain Bazar Dharamshala*—Secunderabad; *Jubilee Sarai*—Kachiguda; *Peace Memorial, Seth Ram Pratap Preeti Dharamshala*, *রেলের রিটায়ারিং রুম* সেকেন্দ্রাবাদ ও হায়দ্রাবাদে। আবার সাময়িক সদস্য হয়ে *সেকেন্দ্রাবাদ ক্লাবেও* থাকা যায়। এছাড়া রয়েছে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের রেস্ট হাউস* নামপালীতে। তেমনই আছে *বেঙ্গলি দুর্গোৎসব কমিটির গেস্ট হাউস* হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদে। এমনকি হুসেন সাগরের উত্তর-পূবে বোট ক্লাবের পিছে ৫১ বেডের ডর্মি প্রথায় *Youth Hostel* ছাড়াও *YMCA, YWCA*-এরও শাখা বসেছে সেকেন্দ্রাবাদে।

আহারেও বৈচিত্র্য মেলে টুইন সিটির হোটেল-রেস্তোরাঁয়। আমিষ আহার্য মেলে মুসলিম হোটেলে আর হিন্দু হোটেলে মূলত নিরামিষ। তবে তারকাখচিত হোটেলে দেশী-বিদেশী নানান আহার্যের ব্যবস্থা। হায়দ্রাবাদ ভ্রমণে একান্তই উচিত হবে স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় চিকেন বিরিয়ানির স্বাদ নেওয়া চারমিনারের কাছে সারা দক্ষিণ খ্যাত *মেদিনা হোটেলে* বা আবিদ রোডের *রেইনবো রেস্টুরেন্টে*। মটনের তৈরি *হালিম, কাবাব* ছাড়াও নানান মোগলাই ডিশের জন্যও এদের প্রসিদ্ধি। তেমনই দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্যে ভেজ বিরিয়ানির জন্য *হোটেল সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশানাল* বা *কামাথ* বা *উদিপী হোটেলে* চলা যেতে পারে। স্টেশন রোড, আবিদ ও IAC-র কাছে সইফাবাদে শাখা আছে কামাথের। স্টেশন রোডে কামাথের বিপরীতে *পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট*-টিও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ননভেজ মিল পরিবেষবায়। শ্রীবৃন্দাবন হোটেলের বিপরীতে *প্রিয়া হোটেলেরও* যথেষ্ট সুখ্যাতি ভেজ ও ননভেজ মিল পরিবেশনে। লাগোয়া *হোটেল স্বাগতও* ভালই। নামপালীর *লক্ষ্মী রেস্টুরেন্ট* (৬—২৩-০০)-এরও যথেষ্ট সুখ্যাতি ভেজ মিলে। তেমনই আবিদ রোডে *ব্রডওয়ে রেস্টুরেন্ট*, ✆ 230075 (১১—২৩-০০); *গোল্ডেন গেট রেস্টুরেন্ট* ✆ 232485 (১১—২৩-০০)-এ চীনা, ভারতীয় ও মহাদেশীয় আহার্য মেলে। হিমায়ৎনগরে *Hai-King Restaurant*, বসিরবাগে *Chung Hua*—এদেরও যথেষ্ট সুনাম চীনা ডিশ পরিবেশনে। আবিদের *Palace Height* (১১—২৩-০০)-এরও সুনাম যথেষ্ট দেশী-বিদেশী-চীনা-তন্দুরী পরিবেষবায়। তেমনই পোস্ট অফিসের পিছে ব্যাঙ্ক স্ট্রিটের *গ্রান্ড হোটেলে* নন ভেজ বিরিয়ানি, আর বিপরীতে *লিবার্টি রেস্টুরেন্টে* চীনা ও ভারতীয় মিলের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। সেক্রেটারিয়েট চত্বরে ইন্ডিয়ান *কফি হাউসটিরও* যথেষ্ট প্রসিদ্ধি কোল্ড ও হট কফির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় আহার্য পরিবেষবায়। 14-B বসিরবাগে *Peacock Restaurant & Bar* (১১—২৩-০০)-এরও যথেষ্ট সুখ্যাতি দেশী-বিদেশী নানান আহার্যে।

গোলকুণ্ডা দুর্গ: যাদব দেবতা *গোল্লাস* থেকে গোলকুণ্ডা —দ্বিমতে, তেলুগু শব্দ *গোল্লা* অর্থ মেষপালক আর *কোণ্ডা* অর্থাৎ পাহাড় থেকে নামকরণ। শহর থেকে ১১ কিমি পশ্চিমে গোলকুণ্ডা দুর্গ। ইতিহাসখ্যাত এই দুর্গটি ওয়া-রাঙ্গালের কাকাতীয় রাজা গণপতির হাতে গ্রানাইট পাথরের মোচাকার এক পাহাড় চুড়োয় তৈরি। কুলদেবতা *কাকাতি* অর্থাৎ দুর্গা থেকে বংশের নাম এদের কাকাতীয়। গুলবর্গার বাহমনী সুলতানদের দখলে থাকে ১৩৪৬ থেকে ১৫১৮য় দুর্গ। অবশেষে সুলতান মহম্মদ শা বাহমনীর মৃত্যুতে টুকরো হয় রাজ্য। আর বাহমনীরাজদের তেলেঙ্গানার সুবেদার পারস্য থেকে আসা সুলতান কুলী কুতব শাহ ১৫১৮য় স্বাধীনতা ঘোষণা করে গোলকুণ্ডায় রাজধানী গড়ে পত্তন করেন কুতব-শাহীরাজের। দখলও থাকে ১৫১৮-১৬৮৭ কুতবশাহীদের হাতে। এই বংশেরই ৫ম সুলতান মহম্মদ কুলী কুতব শাহ ১৫৯০এ পাহাড় (গোলকুণ্ডা) থেকে সমতলে নেমে মুসী নদীর পাড়ে রাজধানী গড়েন।

পাহাড় ছেড়ে সমতলে গেলেও বিক্ষিপ্ত দুই মোগলী হানা প্রতিরোধ করতে রাজ্যপাট আবার ফিরেছে দুর্গে। সেকালের দুর্ভেদ্য এই দুর্গ ১৬৮৭তে দ্বিতীয় বারের হানায় দীর্ঘ ৮ মাস ধরে অবরোধ চালিয়ে মোগল ফৌজ নিশুতি রাতে দুর্গের বিশ্বাসহন্তা কর্মী আবদুল্লা খান পানির খুলে দেওয়া দরজা দিয়ে ঢুকে শেষ কুতবশাহী সুলতান আবুল হাসানকে অতর্কিতে হারিয়ে দুর্গ দখল করে। মোগল বাহিনীর প্রবেশ ফতে দরওয়াজায়—নামকরণ ঔরঙ্গজেবের।

তবে, সংস্কার হয়েছে বার বার গোলকুণ্ডা দুর্গের। অভিনবত্ব আছে এর নির্মাণশৈলীতে। দুর্গের পরিধি ১১ কিমি, ১৫ থেকে ১৮ ফুট উঁচু দেওয়ালে বেষ্টনী, গ্রানাইট পাথরের ৮টি গেট, হাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গজাল বসানো দরজা, বুরুজ ৭০টি। পরিখাও ছিল চারপাশে সেকালে। ৩৬০ সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতল *তানা শাহ কি গদী* অর্থাৎ *বারাদরি* বা দরবার হল্। সিঁড়িপথের ডাইনে *বাদি বাওলি* অর্থাৎ ঝরনায় সুশোভিত পাতকুয়া। আর ছিল দুর্গে মণিমুক্তা খচিত নানান প্রাসাদ, *জেনানা প্যালেস* তথা নানান হারেম মহল, মসজিদ, তার্কিশ বাথ, ত্রিতল তোপখানা, মনোহর বাগিচা *নাগিনা বাগ*। মূল প্রবেশদ্বার প্রাচীরে ঘেরা বালাহিসারের তোরণটি। প্রবেশদ্বার থেকে সামান্য যেতে দরদালানের গম্বুজের নিচে হাততালি দিলে ১২৮মি উঁচু দরবার হলে ধ্বনি পৌঁছায় তার। জরুরি সঙ্কেত রূপে ব্যবহৃত হত সেকালে। এমনকি সুড়ঙ্গপথও ছিল সেকালে দরবার হল্ থেকে পাহাড়ী ঢালের প্রাসাদে। তবে সে পথ আজ রুদ্ধ। গ্রীষ্মে দুর্গের শীতাতপ ব্যবস্থাটিও অভিনব। মাটির নল ও পার্সিয়ান চাকার সাহায্যে ছাদের ওপর জল তুলে ঠাণ্ডা রাখা হত প্রাসাদকে। দুর্গের হাড্ডিসার ধ্বংসস্তূপ আজও বিস্ময় জাগায় দুর্গ দর্শকদের। চারপাশের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান দুর্গ থেকে।

দুর্গের নবতম আকর্ষণ *Light and Sound* প্রদর্শনীতে *সোর্ড অব টিপু সুলতানের* অতীত বিক্রম। শীতে (Nov-Feb) ১৮-৩০, গ্রীষ্মে (মার্চ-অক্টোবর) ১৯-০০টায় ৫৫ মিনিটের প্রদর্শনের (ইংরেজি ধারাভাষ্য—বুধ, রবি; হিন্দী —মঙ্গল, শুক্র, শনি; তেলুগু—বৃহস্পতিবার) টিকিট ২০্। অনূর্ধ্ব ৫ বছর প্রবেশ মানা। APTTDC-র বাসও যাচ্ছে ৪৫ টাকায় যাত্রী নিবাস থেকে ১৭-০০টায়। অগ্রিম টিকিটও মেলে যাত্রী নিবাসে।

তবে, কনডাকটেড ট্যুরের এক ঘণ্টায় দুর্গ দেখে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চুড়োয় ওঠানামায় ১ ঘণ্টা লেগে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই, উচিত হবে বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া। হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশন লাগোয়া পাবলিক গার্ডেনস (নামপালী হাই) রোড থেকে ১১৯ ও ১৪২ রুটের সার্ভিস বাসও আসছে দুর্গে। অটো ও ট্যাক্সিও মেলে এপথে। দুর্গের ১ কিমি উত্তরে ফল-বাগিচায় ঘেরা ইব্রাহিম বাগে ৭ কুতবশাহী সমাধিভূমি। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যে কারু-কার্যময় পাথরের এই সমাধিসৌধ শুক্র ছাড়া প্রতিদিন খোলা। সম্প্রতি খননে কুতবশাহী সুলতানদের গ্রীষ্মাবাসও আবিষ্কৃত হয়েছে ইব্রাহিম বাগের মাটির নিচে।

গোলকুণ্ডার হীরারও প্রচুর প্রশস্তি ছিল অতীতকালে। কৃষ্ণার অববাহিকায় হীরা মিলত। সুদূর আরব, পারস্য, তুরস্ক থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছে হীরা কিনতে ক্যারাভান নিয়ে। এমনকি ব্রিটিশ ক্রাউনের কোহিনূর হীরকটিও এই গোলকুণ্ডার।

ওসমান সাগর: দুর্গের মক্কা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডাইনে এগুতেই ওসমান সাগর। মুসী নদীর প্লাবন থেকে শহর বাঁচাতে বাঁধ দিতে তৈরি হয় এই কৃত্রিম জলাশয় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে। ৫.৮ মিলিয়ন টাকায় ৪৬ বর্গ কিমি জুড়ে রূপ পেয়েছে এই ওসমান। নিজাম ওসমান আলি খানের নামে নাম। শহরের পানীয় জল আসছে ২২.৫ কিমি দূরের ওসমান সাগর থেকে। বাগিচাটিও সুন্দর। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। গান্ধীপেট নামেও সমধিক খ্যাত ওসমান।

থাকারও ব্যবস্থা আছে ওসমান সাগরে *UIG Rest House—Sagar Mahal*, ✆ 3513907-এ কাজের দিনে D ২০০্ ছুটির দিনে ২৫০্; আর *LIG Rest House—Vishranthi*তে D ১২৫্ / ১৫০্; *Glass House*-এ ৫০০্; অবু: APTTDC, Yatri Nivas, S P Rd, Secunderabad-3, ✆ 843931. শহর থেকে দূরত্ব ২৩ কিমি—রেল/বাস/ ট্যাক্সি যাচ্ছে।

হিমায়ত সাগর: ওসমান থেকে সড়ক দূরত্ব ১০ আর হায়দ্রাবাদ থেকে ২০ কিমি দূরে হিমায়ত সাগর। এটিও কৃত্রিম লেক। জন্ম এরও মুসীকে বশে আনতে। বাঁধ পড়েছে মুসীর শাখা নদী ইসীতে। ওসমান থেকে হিমায়ত আকারেও বড়—আয়তন এর ৮৫ বর্গ কিমি। খরচ পড়ে ৯.৩ মিলিয়ন টাকা। ছুটি কাটাবার মনোরম পরিবেশ। থাকার জন্য *RH* ও *DB* আছে।

ফলকনুমা প্রাসাদ: শ্রীভিখারুল উমরের হাতে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি ফলকনুমা ৬ষ্ঠ কুতবশাহী নিজাম মীর মহবুব আলি খান ১৮৯৭এ কিনে প্রাসাদ করেন। অতি আধুনিক বাড়িগুলির মধ্যে ফলকনুমার বিশ্ব প্রশস্তি আছে। বাঁক খাওয়া ঘাট রোড ধরে এগুলে টিলার টঙে ফলকনুমা প্রাসাদ। এর লাইব্রেরির পাণ্ডুলিপি ও বই-এর সম্ভার যেমন দুর্মূল্য তেমনই দুষ্প্রাপ্যও। বিলাসবহুল রাজকীয় রিসেপশন ঘরটি স্ফটিক, হীরা ও মূল্যবান সব ধাতু বসিয়ে অনন্য করে তোলা হয়েছে। ছবির সংগ্রহও উল্লেখ্য। তবে সাধারণের জন্য নয় ফলকনুমা। এটি পারিবারিক প্রাসাদ। **Tourist Office বা The Secretary, Nizam's Trust Fund**-এর বিশেষ অনুমতিতে দেখার ব্যবস্থা। তবে পুরানী প্রাসাদের দ্বার অবারিত। দর্শন মেলে যাত্রীর।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়: শহর থেকে ৮ কিমি দূরে নতুন শহর গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। জন্ম ১৯১৭তে নিজামের হাতে হলেও নতুন ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় বসেছে ১৯৩৪এ। ১৯৩৯এ হিন্দু (অজন্তা) ও মুসলিম (আরব্য ও পারসীয়) শৈলীতে গড়া কলা শাখার বাড়িটি স্থাপত্যে অনবদ্য। বাড়ির পর বাড়ি—গাড়ি করে যাতায়াত, ব্যাপক চত্বর জুড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়। নানান কলেজ—বিবিধ বিভাগ, গবেষণা কেন্দ্র, হোস্টেল, ক্যান্টিন, খেলার মাঠ, এমনকি বটানিক্যাল গার্ডেনও বসেছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। পড়ার মাধ্যম উর্দু। আর মেয়েদের ওসমানিয়া কলেজ বসেছে অতীতের ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে। এগুলিও আজ দর্শন তালিকায় উল্লেখ্য।

পাবলিক গার্ডেন: হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনের পাশেই নামপালীতে বটানিক্যাল গার্ডেন তথা মনোরঞ্জনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে পাবলিক গার্ডেন। সারা বিশ্ব থেকে গাছের সমাবেশ ঘটেছে এই উদ্যানে। লেকও বয়ে চলেছে এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে উদ্যানের বুক চিরে। পদ্মভরা লেক, গোলাপবাগিচা, সাইপ্রিম বাগিচা, ছোটদের খেলার মাঠ, আরো কত সব মুগ্ধ করে পর্যটকদের। এরই মধ্যে বসেছে নানান সরকারি দপ্তর। পুরাতত্ত্বের সংগ্রহ নিয়ে হায়দ্রাবাদ মিউজিয়মটিও এই পাবলিক গার্ডেনে। ১৯৩০এ জন্ম মিউজিয়মের মুদ্রার সংগ্রহ, বাসনকোসন, আগ্নেয়াস্ত্র, পাণ্ডুলিপি উল্লেখ্য। এর অজন্তা প্যাভিলিয়নে অজন্তা গুহার ফ্রেস্কো চিত্র আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সোম ছাড়া ১০-৩০—১৭-০০টায় খোলা। এরই সামনে হেলথ মিউজিয়ম—সংগ্রহে অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে তৈরি রবীন্দ্র-ভারতীর জাতীয় থিয়েটার, ফিল্মোৎসবে (১৯৮৫) তৈরি মুক্তাঙ্গন থিয়েটারও বসেছে এই উদ্যানে। ৫—১৫ বছরের শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে চিত্তবিনোদনের নানান পসরা নিয়ে ১৯৬৬র জুনে গড়া জওহরলাল বালভবন, ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী অডিটোরিয়ামও স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর। অ্যাকোয়ারিয়ামও বসেছে বালভবনে। শুক্র ছাড়া ১০-৩০—১৭-৩০টায় খোলা। ঘাস ছেঁটে তৈরি মডেলগুলিও—বিশেষ করে জোয়াল কাঁধে জোড়াবলদ মূর্তিটি অনবদ্য। এমনকি সচিবালয়টিরও আকর্ষণ অনস্বীকার্য। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০-৩০ থেকে ১৭-০০টায় খোলা।

নওবত্ত পাহাড়: পাবলিক গার্ডেন পেরিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিপরীতে হুসেন সাগরের পাড়ে দু'টি পাহাড়ী অধিত্যকা। অতীতে ড্রাম পিটিয়ে রাজাজ্ঞা ঘোষিত হত এই পাহাড় থেকে। ১৯৪০-এ নবাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার মির্জা ইসমাইল এর আকর্ষণ বাড়ান দু'টি প্যাভিলিয়ন গড়ে। একটি অর্থাৎ ২৮০ ফুট উঁচু কালাপাহাড়ে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭৬-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিড়লা গ্রুপ মন্দির গড়েছে। ৫০ লাখ টাকার ২০০০ টন শ্বেতপাথর এসেছে রাজস্থান থেকে। স্থপতি এসেছেন তাজেরই উত্তরসূরী। মন্দির হয়েছে খাজুরাহো ও বোধগয়ার শৈলীতে শ্বেত মর্মরে ৯.৫ ফুট উঁচু ভগবান **শ্রীভেঙ্কটেশ্বরের**। ৫১ ফুট উঁচু রাজা গোপুরমটি দক্ষিণী ঢঙে। হিন্দু পুরাণের নানান আখ্যান রূপ পেয়েছে—ভাস্কর্যময় মন্দির থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান, বিশেষ করে সূর্যাস্তে মনোরম। ১৬—২১-০০ সবার তরে দ্বার খোলা মন্দিরের; শনি ও রবিবার ৭—১১-০০ আবার ১৫—২১-০০টায় খোলা। লিফটও বসেছে সিঁড়ি উঠতে অক্ষমদের জন্য।

পথিমধ্যে ১৫ ফুট উঁচু মূর্তি হয়েছে কালোপাথরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর। আর হয়েছে লাইব্রেরি, মিউজিয়ম ও অডিটোরিয়াম কালাপাহাড়ে। বিপরীতে নওবত পাহাড়ে রূপ পেয়েছে ঝুলন্ত উদ্যান ও ১৯৮৫র ৮ই সেপ্টেম্বর জাপানি শিল্প সহযোগিতায় অত্যাধুনিক বি এম বিড়লা প্লানেটেরিয়াম। দিনে ৬ প্রদর্শনী, ইংরেজিতে ধারা বিবরণী; টিকিট ৫্।

নওবত পাহাড় থেকে হুসেন সাগরের দৃশ্যও নয়নাভিরাম। রাতের আলোকমালা পরিবেশকে মোহময় করে তোলে। সান্ধ্য ভ্রমণের রমণীয় পরিবেশ। বোটিং-এরও ব্যবস্থা হয়েছে হুসেন সাগরে। হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদেরও সংযোগ ঘটিয়েছে হুসেন সাগর। হুশেন শাহ ওয়ালির প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে ১৬ শতকে ইব্রাহিম কুলী কুতব শাহর তৈরি।

নওবত পাহাড় লাগোয়া ফতে ময়দান অর্থাৎ ভিক্টরি ময়দানে ঔরঙ্গজেবের ক্যাম্প বসেছিল গোলকুণ্ডা দখলকালে। আর আজ বসছে খেলার আসর—নামও হয়েছে নতুন করে লাল বাহাদুর স্টেডিয়াম। কনডাকটেড ট্যুরের বাস দেখিয়ে আনে। নিজামিয়া অবজার্ভেটারি-টিও হুসেন সাগরের পাড়ে।

শহরের নবতম আকর্ষণ বাঁধে গড়া হুসেন সাগর লেকে **বুদ্ধপূর্ণিমা কমপ্লেক্স**। বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম (২২ মি অর্থাৎ ৭২.১৬ফু) ৩৫০ টনের মনোলিথিক মূর্তি হয়েছে ভগবান বুদ্ধর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামারাও-এর উদ্যোগে ১৯৮৫তে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৯০এ। মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে বার্জ ডুবিতে প্রাণহানিও ঘটে নানান। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ১৯৯২-এর এপ্রিলে লেকের জল থেকে তুলে প্রতিষ্ঠা করা হয় ভগবান বুদ্ধকে। পার্কের আকর্ষণ বাড়াতে লুম্বিনী পার্কে Light and Music-এ ওয়াটার ড্যান্স—সেও এক অনবদ্য দর্শন। বোটে পারাপার।

সালার জং মিউজিয়ম: হায়দ্রাবাদ ভ্রমণার্থীদের কাছে এক বিস্ময় মুসী নদীর দক্ষিণপাড়ে *সালার জং* অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মিউজিয়ম। ১৩ই জুন ১৮৮৯এ জন্ম নিজামের প্রধানমন্ত্রী মীর ইউসুফ আলি খান (সালার জং ৩য়) ১৯১৪য় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সঁপে দেন নিজেকে সংগ্রহ বাড়াতে। আর ১৯৪৯র ২রা মার্চ অকৃতদার সালার জং-এর মৃত্যুর পর ১৯৫১য় ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

জাতীয় স্বার্থে মিউজিয়ম গড়েন সালার জং প্যালেসে। ১৯৬৮তে স্থানান্তরিত হয় আজকের ভবনে মিউজিয়ম। বৃহত্তম একক সংগ্রহ হিসাবে বিশ্বে অনন্য। ৩৫টি ঘরে ৩৫০০০ বর্ণাঢ্য সম্ভারে বিত্তের প্রাচুর্য প্রদর্শিত হয়েছে। শোনা যায় জায়গার অভাবে নানান জিনিস আজও বাক্সবন্দী হয়ে গোডাউনে কাল গুনছে। সারা পৃথিবী থেকে এসেছে এই অনন্য সম্ভার। এক কথায় বলা চলে—পৃথিবীতে নেই যা সালার জং-এ আছে তা।

চীন, জাপান ও বর্মার পৃথক পৃথক হল্ হয়েছে। এছাড়া জুয়েল হল্, পেইন্টিং হল্, স্কাল্পচার হল্, ম্যানাসক্রিপ্ট হল্ দর্শকদের মুগ্ধ করে। ইতিহাসও সজীব হয়ে উঠেছে নূরজাহানের ড্যাগার, টিপুর হাতির দাঁতের চেয়ার, ঔরঙ্গজেবের তরোয়াল, জাহাঙ্গীরের মদ্যপানের কাপের প্রদর্শনে।

আর রয়েছে ১৬ নম্বর ঘরে সেকালের ৭ লাখ টাকায় ইতালিয় ভাস্কর বেনজোনির সৃষ্টি *ভেইলড রেবেকা* অর্থাৎ সিক্তবসনা সুন্দরীর অনবদ্য মর্মর মূর্তি। পাথরের মূর্তি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। একই কাঠের গুঁড়িতে একদিকে নারী ও বিপরীতে পুরুষ অর্থাৎ মেফিস্টোফিলিস-মার্গারেট মূর্তিটিও অনবদ্য। ১৬ নম্বর ঘরে বৈচিত্র্যময় ঘড়ির সংগ্রহও বিহ্বল করে তোলে। প্যারেড বন্ধ হলেও অভিনবত্ব আছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা পেটানোয়—১৬-র সামনের এই ঘড়িটিও অভিভূত করে দর্শকদের। মহীশূর আর্ট গ্যালারিতে আজও প্যারেড করে চলেছে এরই জুড়ি এক। আর ভারতের তৃতীয়টি রয়েছে কলকাতায় ব্যক্তিগত সংগ্রহে। ১৮ নম্বর ঘরে ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস-সমাজ রূপ পেয়েছে নানানধর্মী শিল্পকলায়।

শিশু-বিভাগটিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তার বিচিত্রধর্মী সম্ভারে। পেঁচামুখী ঘড়িটিতে অভিনবত্ব আছে। অভিনবত্ব আছে পা থেকে কাঁটা তোলায় রত যুবক মূর্তিটিতেও। পুতুলের সম্ভারও আর এক বিস্ময়। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা সালার জং। প্রবেশ মূল্য ২ ছাত্র ১ করে। ক্যামেরা ও সঙ্গের জিনিসপত্র গেটে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। সময় স্বল্পতায় সালার জং দেখার জন্য এক বেলা দেওয়া উচিত হবে।

অদূরে ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাল আর সাদা পাথরে ইন্ডো-সেরাসেনিক শৈলীতে তৈরি উচ্চ আদালত বা ওসমানিয়া আদালতটিও সুন্দর। তেমনই আর এক সুন্দর ওসমানিয়া হাসপাতাল। মুসীর বিপরীতে ১৮০৩এ গড়া ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে কলেজ বসেছে।

চারমিনার: শহরের প্রাণকেন্দ্র সালার জং থেকে বাজারমুখী পথে চুন আর পাথরে তাজিয়া ঢঙে রূপ পেয়েছে চারমিনার। কারুকার্য সুন্দর। চারটি মিনার চারপাশে—নামও তাই চারমিনার। প্রতিটি মিনার ৫.৬ মি উঁচু। বেড় এর ১৫ থেকে ৩০ মি। পূব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণমুখী এই মিনারগুলির ১৪৯ সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যায়। ত্রিতলে মন্দির। তবে, পঁচাশির অঘটনের পর সিঁড়ি-পথ রুদ্ধ। মসজিদও হয়েছে, স্কুল বসেছে। প্লেগ মহামারীকে শহর থেকে দূর করে মহম্মদ কুলী কুতব শাহ ১৫৯১এ শুরু করে ১৫৯৩এ স্মারকরূপে গড়ে তোলেন এই মিনার। জনশ্রুতি, প্রেমিকা রূপবতী হিন্দুরমণী ভাগমতীকে প্রথম দর্শনের স্থানেই স্মারকরূপে গড়ে ওঠে মিনার। বাসও করত ভাগমতী আশপাশের Chicham গ্রামে। ধূমপায়ীদের কাছে মিনারটি বিশেষভাবে পরিচিত। নিজামী মুদ্রা থেকে সিগারেটের মোড়কে স্থান পেয়েছে আজ। ১৯—২১-০০টায় আলোর সাজ পরে চারমিনার। অদূরে চৌ-মহল্লা প্রাসাদ। বাস যাচ্ছে সেকেন্দ্রাবাদ রেল স্টেশন থেকে রুট ২ চারমিনারে।

জামি মসজিদ: চারমিনারের উত্তর-পুবে জামি মসজিদ। হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে পুরাতন মসজিদও এটি। এটিও ১৫৯৪তে কোয়ালী কুতব শাহর তৈরি।

মক্কা মসজিদ: চারমিনার থেকে এক ফার্লং, শহর থেকে ৪ কিমি দূরে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মসজিদ। ১০০০০ ধর্মার্থী একত্রে উপাসনায় বসতে পারেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে আবদুল্লা কুতব শাহর হাতে নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয় গোলকুণ্ডা দখলের পর ১৬৮৭তে ঔরঙ্গজেবের হাতে। তোরণটি ১৬৯২এ একখণ্ড পাথরে তৈরি। ৩০ মি উঁচু পিলার ভর রেখেছে খিলানের। খণ্ড খণ্ড গ্রানাইট পাথর থেকে তৈরি হয়েছে এর দরজা ও পিলার। চুনবালির কারুকার্য, ফ্রেস্কো চিত্র খুবই সুন্দর। এর একটি ইট মক্কা থেকে আনা। দ্বিমতে মক্কার মসজিদের আদলে তৈরি। লোকশ্রুতি, ২০০ বছর অতীতে ইরান থেকে আনা কালো পাথরের আসনে (চত্বরের ডাইনে) বসলে ফের হায়দ্রাবাদ আসা অবশ্যম্ভাবী। বাঁয়ে নিজাম পরিবারের সমাধি। ঘিঞ্জি পথ-ঘাট, গাড়ি-ঘোড়ায় ঠাসা, চারপাশে দোকানপাট— হায়দ্রাবাদের পুরনো বাজার। তেমনই নানান প্রাসাদ—পাঁচ মহল, চৌ মহল্লা, কিং কোঠী, বরাদরির অবস্থানও বাজারকে ঘিরে। তবে, আজ ধ্বংসের কাল গুনছে এরা।

নেহরু জুলজিক্যাল পার্ক: হায়দ্রাবাদ ভ্রমণার্থীদের কাছে এর আকর্ষণও অনস্বীকার্য। শহর থেকে ৫ আর চারমিনারের ২ কিমি দূরে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৩২০ একর জমি জুড়ে রূপ পেয়েছে ২৫০ প্রজাতির ২৪৫০ প্রাণীর পার্ক অর্থাৎ চিড়িয়াখানা। নীল আকাশের নিচে খোলামেলা পরিবেশে অরণ্যচারীদের চলাফেরা অনন্য করে তুলেছে একে। ভারতের প্রথম লায়ন সাফারি পার্কটিও আকর্ষণ বাড়িয়েছে জুলজিক্যাল পার্কের। যত্রতত্র বিচরণ করছে পশুরাজ—যাত্রী যাচ্ছে সিংহ দর্শনে ৯-৩০—১২-১৫ ও ১৪—১৬-৩০টায় ১৫ মিনিট অন্তর মিনিবাসে। আর প্রবেশ পথে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর (স্টাফড) পার্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, অতীত সমাজ জীবন, শিশুদের মনোরঞ্জনের

জন্য টয় ট্রেনও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। আর আছে ছাগলে টানা রিকশা ছাড়াও টাট্টু, হাতি ও উট—পিঠে চাপা যেতে পারে। লেকের জলে চলছে হাউসবোট ও লঞ্চ। ২৪০ প্রজাতির পাখিও বাসা বেঁধেছে লেকের পাড়ের বৃক্ষশাখে। নিশাচর প্রাণীদের জন্য ১২ লক্ষ টাকায় বিশেষ আবাসও হয়েছে নেহরু জুলজিক্যাল পার্কে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিনই ৯—১৮-০০টায় খোলা।

সেকেন্দ্রাবাদ: হায়দ্রাবাদ শহর থেকে ৮ কিমি দূরে হুসেন সাগরের উত্তরে ক্যান্টনমেন্ট নগরীরূপে ব্রিটিশের হাতে ১৮০৬এ গড়া সেকেন্দ্রাবাদ। নামকরণ—নিজাম সিকান্দার ঝা থেকে। তবে, অধুনা সাধারণ নাগরিকদের বাড়িঘরও রূপ পাচ্ছে। সৈনিকাবাস কিছুটা দূরে বোলারুমে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিতে তৈরি হাসপাতাল, ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব, রাষ্ট্রপতি ভবন, ম্যালেরিয়া রোগের আবিষ্কর্তা রোনাল্ড রস-এর বাড়ির আকর্ষণও কম নয় ভ্রমণার্থীদের কাছে। তেমনই উচিত হবে মহাকালী মন্দিরটিও দেখে নেওয়া। কুতবশাহীদের তৈরি লেকটিও পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। হোটেলও আছে নানান সেকেন্দ্রাবাদে রেল স্টেশনকে ঘিরে।

আমলাপুর: পর্যাপ্ত সময় থাকলে হায়দ্রাবাদ থেকে আমলাপুর বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাস যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ থেকে আমলাপুরে। চালুক্য রাজাদের তৈরি বেশ কয়েকটি মন্দিরের জন্য আমলাপুরের প্রশস্তি। মন্দিরের শিল্পকর্মে পশ্চিম ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধারার ও বুদ্ধগুহার আদল মেলে।

নিজাম সাগর: হায়দ্রাবাদ থেকে ১৪৭ কিমি দূরে হায়দ্রাবাদ-মনমদ রেলের কামরেড্ডীপেট পৌঁছে ৪৫ কিমি সড়ক দূরত্বে তেলেঙ্গানাতে গোদাবরীর শাখা নদী মঞ্জিরায় বাঁধ পড়েছে, তৈরি হয়েছে ১২৯ বর্গ কিমির জলাধার। জল যাচ্ছে কৃষির কাজে। পাহাড় চূড়োর সাগর ভিউ থেকে চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। ছোট্ট অবকাশযাপনের মনোরম পরিবেশ। থাকার জন্য *দিলখুসা বাংলো* আছে।

ওয়ারাঙ্গাল

হায়দ্রাবাদের ১৪২ কিমি উত্তর-পুবে লেক, মন্দির আর অতীতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে হায়দ্রাবাদ-বিজয়ওয়াড়া রেলপথের ওয়ারাঙ্গালে। সেকেন্দ্রাবাদ বা হায়দ্রাবাদ থেকে নানান ট্রেনে ৩½ ঘণ্টায় ওয়ারাঙ্গাল চলুন। কলকাতাগামী ট্রেন ফলকনুমার স্টপ নেই, ইস্ট কোস্ট যাচ্ছে ওয়ারাঙ্গাল হয়ে। ট্রেন আসছে ২০৯ কিমি দূরের বিজয়ওয়াড়া থেকেও ৩½ ঘণ্টায় ওয়ারাঙ্গালে। সেকেন্দ্রাবাদ-দিল্লী, সেকেন্দ্রাবাদ-বারাণসী, চেন্নাই-দিল্লী, চেন্নাই-জয়পুর ট্রেনও যাচ্ছে ওয়ারাঙ্গাল হয়ে। আবার ৯ কিমি দূরের কাজিপেট পৌঁছেও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা বাসে চলা যেতে পারে ওয়ারাঙ্গাল। বাস চলে রাজ্য জুড়ে ওয়ারাঙ্গাল থেকে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা বিধৌত, আম-নারকেল-তমাল শোভিত পথ ধরে বাস আসছে হায়দ্রাবাদ থেকে ওয়ারাঙ্গালে।

১২-১৪ শতকে কাকাতীয় হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল হান্নামকোণ্ডা, পদ্মাক্ষী ও সিদ্ধেশ্বরী তিন পাহাড়ে ঘেরা ওয়ারাঙ্গাল। নাম ছিল তার হান্নামকোণ্ডা পট্টনম। শাসিতও হত তেলেঙ্গানার ব্যাপক অংশ ওয়ারাঙ্গাল থেকে। লেক, প্রকৃতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আকর্ষণে যাত্রীও যাচ্ছেন ওয়ারাঙ্গাল। ১৪ শতকের প্রথমে দিল্লীর তুঘলকরা জয় করে নেয় ওয়ারাঙ্গাল। কুলদেবী কাকাতী অর্থাৎ দুর্গার নামেই বংশের নাম কাকাতীয়। দুর্গও রয়েছে ৫ কিমি দূরে মণ্টুকোণ্ডায় গণপতিদেবের তৈরি ১৩ শতকের। পাথর আর পাঁকে গড়া, ডাবল প্রাচীরে ঘেরা দুর্গ। পরিখাও হয়েছে ২২ মি চওড়া ১৭ মি গভীর কন্যা রুদ্রামার কালে। রাজা প্রতাপরুদ্রও আকর্ষণ বাড়ান রাজপ্রাসাদ ও পুষ্পোদ্যান তৈরি করে। ধু ধু বালুর বুকে ভগ্নস্তূপে একশিলা মন্দিরে পূজা হয় আজও। আর আছে কীর্তিতোরণ, কল্যাণমণ্ডপ। দুর্গে সাঁচীর বৃহৎ স্তূপের আঙ্গিকে ৭টি কীর্তিস্তম্ভও হয়েছে। ২৮ রুটের বাসে বা অটোয় চলা যেতে পারে দুর্গে।

তেমনই ওয়ারাঙ্গাল-কাজিপেট পথে ৬ কিমি যেতে হান্নামকোণ্ডা পাহাড়ী ঢালে ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রুদ্রদেবের তৈরি হাজার পিলারের হান্নামকোণ্ডা মন্দিরটিও শিল্প সৌকর্যে উল্লেখ্য। তবে নানান ভাস্কর্য মন্দির থেকে লুপ্ত। তারকাকার মন্দিরে দেবতা—শিব, বিষ্ণু ও সূর্য। মন্দিরের মধ্যভাগ রঙ্গমণ্ডপ নামে খ্যাত। মণ্ডপের মধ্যভাগের প্রস্তর-খণ্ডে আজও সূর্যালোক পড়ে বিচ্ছুরিত হয় মন্দিরময়। উপরিভাগে গায়ত্রী দেবী ছাড়াও অষ্ট দিকপালদের মূর্তি রয়েছে। মণ্ডপ দ্বারের দু'পাশের দ্বারপালদের মূর্তিতেও বৈচিত্র্য আছে। পাথর কেটে তৈরি হাতি ও নন্দী মূর্তি অনবদ্য। পাশেই কল্যাণ মণ্ডপ বা ত্রিকূট মন্দির। পথেই পড়ে আর এক টিলায় অষ্টভূজা দেবী ভদ্রকালীর মন্দির, শম্ভু (শিব ঠাকুর) লিঙ্গেশ্বর বা স্বয়ম্ভু মন্দির। এছাড়াও মন্দির রয়েছে চালুক্য রাজাদের কালের সুন্দর কারুকার্যময় শিব, বিষ্ণু, সূর্যদেবের। পুবদ্বারে মন্দির তৈরির খ্রিস্টাব্দও লেখা ১১৬২। শিল্পের পূজারী কাকাতীয়দের কালেই চালুক্য শৈলীর মন্দির-স্থাপত্য উন্নতির শিখরে ওঠে।

ওয়ারাঙ্গালের কার্পেট ও তাঁত বস্ত্রেরও প্রশস্তি আছে পর্যটক মহলে। মার্কো পোলোও এসেছেন অতীতের *ওরুগাল্লু* অর্থাৎ আজকের ওয়ারাঙ্গালে।

অত্যুৎসাহীরা হায়দ্রাবাদ-ওয়ারাঙ্গাল সড়কে হায়দ্রাবাদ থেকে ৪৭ আর ওয়ারাঙ্গালের ৯৩ কিমি দূরে আর এক অতীত রোমন্থন করে নিতে পারেন। বিধ্বস্ত জোঙ্গীর দুর্গের নিচে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ।

হায়দ্রাবাদ-ওয়ারাঙ্গাল সড়কে হায়দ্রাবাদ থেকে ৬৯ আর ওয়ারাঙ্গালের ৭৮ কিমি দূরে ইয়াড়াগিরিগুট্টা (Yada-girigutta) আর এক হিন্দুতীর্থ। লক্ষ্মী, নৃসিংহস্বামী ও জনার্দন মন্দিরের জন্য এর প্রশস্তি। মন্দির লাগোয়া সরোবরের জলে স্নানে নানান ব্যাধির উপশম মেলে। ইয়াড়াগিরিগুট্টার অদূরে

কোলানুপাকা আর এক সুপ্রাচীন হিন্দুতীর্থ। সোমেশ্বর, ধীরনারায়ণ, ২০০০ বছরের প্রাচীন জৈন মন্দির দেখে চলা যায়। হোটেলের অভাব—বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। APTTDC প্যাকেজ ট্যুরেও আসছে ভোঙ্গী-ইয়াড়া-গিরিগুট্টা-কোলানুপাকা-ওয়ারাঙ্গাল।

ওয়ারাঙ্গালের ৭৪ কিমি উত্তর-পুবে পালামপেটে **রামাপ্পা লেকের** তীরে ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে কালো আগ্নেয়-শিলায় তৈরি **রামাপ্পা মন্দিরটির** পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। হান্নামকোণ্ডার হাজার পিলারের মন্দিরের অনুকরণে চালুক্য ও হোয়সলী শৈলীতে তৈরি। মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানও উৎকীর্ণ হয়েছে মন্দির গাত্রে। এছাড়া রয়েছে নানান দেবদেবী, নৃত্যরতা নারী, শ্রীকৃষ্ণর গোপবালাদের বস্ত্রহরণের দৃশ্য। খুবই সুন্দর এর স্থাপত্য। ওয়ারাঙ্গাল বা কাজিপেট থেকে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

আবার ওয়ারাঙ্গাল থেকে ৫০ কিমি দূরে ১২১৩য় কাকাতীয় রাজাদের তৈরি **পাখাল লেকের** পাড়ে ৯০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত **পাখাল ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিতে** অক্টোবর থেকে মার্চে বাঘ, চিতা, ভাল্লুক, হায়না, নানান প্রজাতির হরিণ ছাড়াও বিভিন্নধর্মী জন্তু দেখে নেওয়া যায়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে পাখালের *Sarovihar Tourist R H*-এ।

তেমনই ওয়ারাঙ্গাল থেকে ৬০ কিমি দূরের অখ্যাত গ্রাম **কোরিডি**-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে। কোরিডির খ্যাতি জাগ্রত দেবতা বীরান্না মন্দিরের জন্য। মার্চের এক মাস ব্যাপী উগাডি উৎসবে (তেলুগু নববর্ষ) বন্ধ্যা নারীরা আসেন—সন্তান মাগেন দেবতার কাছে। জনশ্রুতি, দেব-আশিসে পূরণও হয় মনস্কামনা তাদের।

ওয়ারাঙ্গাল থেকে ৯০ কিমি দূরে **লাখনাভরম লেকটিও** মনোরম প্রকৃতির মাঝে রূপ পেয়েছে। তবে, লেক দেখতে আগ্রহীদের এক রাত ওয়ারাঙ্গালে থাকা দরকার হয়ে পড়ে।

হায়দ্রাবাদের ৯০ কিমি পশ্চিমে মেডক জেলায় কোনডাপুরে খননে মিলেছে খ্রিপূ ৩০০০ বছরের অতীত বৌদ্ধস্তূপের নানান ধ্বংসাবশেষ। মুদ্রাও মিলেছে সাতবাহন রাজাদের কালের। সমাধিও মিলেছে সন্নিকটে।

রেল ও বাস স্টেশন মুখোমুখি ওয়ারাঙ্গালে। রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই বামহাতি Station Rd, Warangal, STD 08712, PC-506002-এ—*Maheswari L, Vijoya L*, R¼B¼, SCB ৪০, DCB ৮৫, SAB ৮০, DAB ১০০-১৭৫। বাস স্ট্যান্ডের পিছে *Vikash L*, S ৪৫, D ৮৫-১২৫। পোস্ট অফিসের পিছে *H Shanthi Krishna*, S ৬০, D ১০০-১৭৫। R N Tagore Rd-2এ—*H Natraj*, R1, DCB ১০০, DAB ১৫০; *Krishna L, Geetha L*, Chowrashta-য়—*H New Urvasi*, SAB ৪৫-৮৫, DAB ১০০-২২৫; *Annapurna L, Ganesh L, H Kohinoor, Ananda L, Venkatarama L, H Ashoka*, D ১৫০, A-c D ৩৫০; *H Sankar*, Main Rd; *Prince*, opp Rly Stn; *Lakshmi L*, SCB ৪৫, DCB ৮৫, DAB ১২৫; ছাড়াও হোটেল আছে নানান ওয়ারাঙ্গালে। SVP Rd, Warangal-506007-এ—*H Ekasila*, SAB ৮৫, DAB ১২৫-২০০, A/c S ২৫০, D ৩৫০। আর আছে APTTDC-র *Tourist Guest House*, Warangal-506002; রেলের *Retiring Room, Municipal TB, PWD RH* ও *ধরমশালা*। নিরামিষ আহার্য ওয়ারাঙ্গালের হোটেলে। তবে, *বিজয়া লজ* ও *অশোকায়* আমিষ-নিরামিষ দুই-ই মেলে।

ভদ্রাচলম

বিজয়ওয়াড়া-ওয়ারাঙ্গাল/কাজিপেট রেলের ডোর্নাকল জং থেকে ২-৩০, ৯-২০, ১৬-০০, ১৯-৩০এ ট্রেন যাচ্ছে Dornakal-Bhadrachalam-Manuguru ব্রড গেজের ভদ্রাচলম রোড। ডোর্নাকল থেকে দূরত্ব ৫৫ কিমি, ঘণ্টা দেড়েকের পথ। ৯-২০এর ট্রেনটি ২০৭ কিমি দূরের বিজয়ওয়াড়া আর ১৬-০০টার ট্রেনটি হায়দ্রাবাদ থেকে এসে সরাসরি ভদ্রাচলম যাচ্ছে। বাসও চলে এপথে। বাস আসছে বিশাখাপতনম ৩৯৯, তিরুপতি, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে।

গোদাবরীর দক্ষিণ পাড়ে রামচন্দ্রস্বামী মন্দিরের জন্য ভদ্রাচলমের প্রশস্তি। অনুচ্চ পাহাড়ে মন্দির। মন্দিরে রয়েছেন তীর, ধনুক, শঙ্খ ও চক্র হাতে চতুর্ভুজ দেবতা শ্রীরামচন্দ্র, সঙ্গী সীতা দেবী ও ভাই লক্ষ্মণ। মন্দিরের শিখর চুড়োয় ৩০ টনের বিমান। তার শিরে গোদাবরী থেকে পাওয়া সুদর্শন চক্র। মূল মন্দিরকে ঘিরে ২৪টি ছোট ছোট মন্দির। ৪৮রূপী বিষ্ণুও রয়েছেন মন্দিরে। জনশ্রুতি, লঙ্কার পথে শ্রীরাম এখান থেকেই গোদাবরী পার হন। ১৭ শতকে কুতবশাহীদের তালুক-প্রধান গোপান্না উত্তরকালের রামভক্ত রামদাস সংস্কার করেন মন্দির। সেও আর এক কিংবদন্তীর গাথা। রামনবমীর উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রী আসেন। ৪—১৩-০০ আবার ১৫—২১-০০টায় মন্দির খোলা। ভদ্রাচলম থেকে ৩২ কিমি দূরে অতীতের আশ্রমটিও আজ মন্দিরে রূপান্তরিত। কিংবদন্তী, এই আশ্রম থেকেই রাবণ হরণ করেন সীতাকে।

থাকার জন্য ভদ্রাচলমে আছে—রাজ্য পর্যটনের *Panchvati, Parnasala*, অবু: District PRO, Khammam-507001. আর আছে মন্দির কমিটির নানানধর্মী *গেস্ট হাউস, ধরমশালা ও প্রাইভেট হোটেল* ভদ্রাচলমে।

রাজমহেন্দ্রী

হাওড়া-চেন্নাই রেলপথে রাজমহেন্দ্রী। ভদ্রাচলম থেকে ট্রেনে খাম্মাম পৌঁছে বাসে রাজমহেন্দ্রী যাওয়াই সুবিধার। সরাসরি বাসও মেলে, দূরত্ব ১৬১ কিমি। আর চেন্নাই থেকে দূরত্ব ৫৮১, ওয়ালটেয়ার ২০৯, হায়দ্রাবাদ ৪৬৪ কিমি। ট্রেন ও বাস মেলে ত্রয়ী থেকে।

গোদাবরী নদীর পূর্ব তীরে পুণ্য হিন্দুতীর্থ রাজমহেন্দ্রী। রাজমহেন্দ্রীর মার্কণ্ডেয় স্বামী ও কোটিলিঙ্গেশ্বর মন্দির দু'টির পুণ্যার্থী ও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। মার্কণ্ডেয় মন্দিরে হর-

পার্বতী, নারায়ণ ও সূর্য দেবতা আর কোটিলিঙ্গেশ্বরে লিঙ্গরূপী মহাদেব মূর্তি। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যে তৈরি মার্কণ্ডেয় মন্দিরে দান-ধ্যান-পূজাপাটে পাপস্খালনের সাথে পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতি মেলে। পুরাণখ্যাত প্রতিটি মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তি বিরাজিত। পাশেই রাম-সীতার মন্দির। গোদাবরী এখানে যথেষ্ট প্রশস্ত, ভাগও হয়েছে সপ্তধারায়—মিলেছে বঙ্গোপসাগরে। প্রতি ১২ বছর অন্তর পুষ্কর ঘাটে *পুষ্করম* তীর্থে যাত্রী আসেন সারা ভারত থেকে। স্নান চলে, মেলা বসে ঘাট জুড়ে। ঘাট জুড়ে নানান দেবমূর্তি—দুর্গাই প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীমা সারদা দেবীও এসেছেন—স্মারক রূপে প্রতিকৃতি হয়েছে পুষ্কর ঘাটে। ২ কিমি দূরে কোটি-লিঙ্গেশ্বর মন্দির তথা ঘাট। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম (৫ কিমি দীর্ঘ) রেল ও সড়ক সেতুটিও হয়েছে ৫৬টি থামে গোদাবরী নদীতে এই রাজমহেন্দ্রীতে। সেতুতে চলার কালে ট্রেন থেকেই গোদাবরীর পাড়ে শহরের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। তবে, বর্ষায় খুবই অশান্ত হয়ে পড়ে গোদাবরী। রাজমহেন্দ্রীর চন্দনজাত পণ্য ও কার্পেটও যথেষ্ট খ্যাত।

আর রয়েছে গোদাবরী ব্যারেজ—অদূরে ছোট্ট দ্বীপ শ্রীলঙ্কা; শহর থেকে ৫ কিমি দূরে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ; ১০ কিমি দূরে সাঁইবাবার মন্দির; ১৮ কিমি দূরে পণ্ডিচেরী রাজ্যের এক বিক্ষিপ্ত অংশ ইয়ানাম; ২৫ কিমি দূরে দ্বারপুরীতে হর ও হরির আঁধারে দেবতা অর্থাৎ আয়াপ্পা মন্দিরে জানুয়ারির মকর সংক্রান্তির দীপারাধনায় মকর জ্যোতি দর্শন; ৫৫ কিমি দূরে কাকিনাড়া সামুদ্রিক বন্দর ছাড়াও ২৫ কিমি দূরে শক্তিপীঠ দ্রক্ষরামাও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাস-অটো-ট্যাক্সিতে অত্যুৎসাহীরা। ট্যাক্সিতে ১দিনে সাঙ্গ করা সম্ভব হলেও বাস যাত্রায় ২দিন থাকা দরকার হয়ে পড়ে রাজমহেন্দ্রী ও আশপাশ দর্শনে।

থাকার জন্য Rajamundry, STD 0883, PC-533103-তে—**Panchvati H*, Pushkar Ghat; *Modern Hindu H, H Agasta, H Ashok*, Main Rd; *Ananda Nivas*, opp Godavari Rly Stn; *H Sri Durga*, Pushkar Ghat; *Metro L*, near Bus Stand, *H Devi-Sridevi*, Kotipally Bus Stand, *S* ৮০, D ১৫০; *H Surya, H Mahaluxmi, Ratna Palace, H Chandralok, Anand Regency*, 26-3-7 Jampet-533103, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, A/c S ৫০০, D ৬৫০, স্যুইট ৮০০; ছাড়াও সাধারণ হোটেল আছে নানান। এদের কাছে D ৮০-১৭৫ টাকায় মেলে।

বিশাখাপতনম

কলকাতা-চেন্নাই রেলপথে কলকাতা থেকে ৯২৪, চেন্নাই থেকে ৮১০ কিমি দূরে ওয়ালটেয়ার। আর রাজমহেন্দ্রীর দূরত্ব ১৯৪, হায়দ্রাবাদ ৬৬৭ কিমি। চেন্নাই থেকে আসা হাওড়াগামী প্রতিটি ট্রেনই সংযোগ গড়েছে রাজমহেন্দ্রী ও ওয়ালটেয়ারের। হাওড়া থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে করমণ্ডল এক্স, চেন্নাই মেল, ইস্ট কোস্ট, ফলকনুমা এক্স, কোচি, ব্যাঙ্গালোর, তিরুভনন্তপুরম এক্স ওয়ালটেয়ার হয়ে। ঘণ্টা পনেরোর পথ।

আর ওয়ালটেয়ার অর্থাৎ বিশাখাপতনম থেকেই—1 3 5 7 দিন বিলাসপুর যাচ্ছে 8518 এক্স; 3 4 7 দিন হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে বিলাসপুর-নাগপুর-ভূপাল-আগ্রা ক্যান্ট হয়ে 8543 সমতা এক্স; 1 5 দিন 8553 বিশাখাপতনম-নিজামুদ্দিন এক্স; সেকেন্দ্রাবাদ যাচ্ছে ১৬-০০টায় 7007 গোদাবরী এক্স, ৮-১৫য় 7405 কৃষ্ণা এক্স; গুন্টুর যাচ্ছে ৮-১৫য় 7240 সিমাদ্রী এক্স; বিজয়ওয়াড়া যাচ্ছে ১৩-০০টায় 7245 এক্স; রেল যাচ্ছে আর্কু/ কোরাপুট/ জেপুর/ জগদলপুর হয়ে কিরণদোল। কোণারক এক্স যাচ্ছে মুম্বাই-সেকেন্দ্রাবাদ-ভুবনেশ্বর; আলেপ্পি-বোকারো স্টিল সিটি; পুরী-ওখা, পাটনা-কোচি, সেকেন্দ্রাবাদ-পলাসা, বিশাখা এক্স, গুয়াহাটি-ব্যাঙ্গালোর/ কোচি/ তিরুভনন্তপুরম এক্স ওয়ালটেয়ার হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন যাচ্ছে বিলাসপুর, পুরী, গোয়ালিয়র, রায়পুর, নাগপুর ছাড়াও ভারতের দিকে দিকে ওয়ালটেয়ার থেকে।

IAC-র বিমান 2 4 6 দিন ১১-০০টায় চেন্নাই ছেড়ে ১২-০৫এ বিশাখাপতনম পৌঁছে চেন্নাই যাচ্ছে ১৩-২০এ। ১৪-৩০ বিশাখাপতনম ছেড়ে ১৫-২০এ ভুবনেশ্বর পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ১৭-৫৫য়। হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে 1 3 5 দিন ১০-৩০, 2 4 6 দিন ১২-৩৫এ ছেড়ে ১ ঘন্টায়। 2 4 6 দিন কলকাতায় যাচ্ছে ১৫-৩৫এ ছেড়ে ১৬-৫৫য়। ফেরেও এরা একই ভাবে একই দিনগুলিতে। বায়ুদূতও সংযোগ গড়েছে বিশাখাপতনম থেকে হায়দ্রাবাদ, বিজয়ওয়াড়া ও রাজমহেন্দ্রীর। দপ্তর এদের: Indian Airlines, LIC Building, ✆ 599333/140; Vayudoot, Frontline Travels, Shop No.1, Udjog Bhavan. আর প্রাইভেট বিমান Skyline NEPC Airways সার্ভিস গড়েছে 4 2 দিন চেন্নাই-মাদুরাই-ত্রিচি; 3 5 দিন ভুবনেশ্বর-কলকাতা-বাগডোগরা-পাটনা-বারাণসী; 3 5 7 দিন হায়দ্রাবাদ-মুম্বাই; 4 6 দিন দিল্লী-মুম্বাই-কোয়েম্বাটুরের ভাইজাগ থেকে। NEPC-র দপ্তর বসেছে Station Rd, ✆ 574151-এ।

ওয়ালটেয়ার রেল স্টেশন থেকে ১.৫ কিমি দূরে রাজকীয় বাস স্ট্যান্ড। NH-5 চলেছে শহর চিরে। APSRTC বাস যাচ্ছে বিজয়ওয়াড়া, বেরহামপুর (গোপালপুর অন সী), পুরী ছাড়াও রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে বিশাখাপতনম থেকে। রেল স্টেশন থেকে ৩, বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে বিশাখাপতনম বন্দর নগরী তথা সাগরবেলা। বাস, ট্যাক্সি, অটো ও রিকশা চলছে।

কেউ বলেন ভাইজাগ, কেউবা বলেন ওয়ালটেয়ার; আবার বিশাখাপতনমও বলে থাকেন নানানজনে। রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের মতো ওয়ালটেয়ার ও বিশাখা-পতনমও আর এক টুইন সিটি। ব্রিটিশের মুখে ভাই-জাগপতনম বা ভাইজাগ নামে খ্যাত ছিল বিশাখাপতনম অর্থাৎ ওয়ালটেয়ারের শিল্পাঞ্চল তথা বন্দর এলাকা। আর রেল স্টেশনকে ঘিরে সারা উত্তর জুড়ে বসতি নিয়ে ওয়াল-টেয়ার। স্টেশনের নামও ওয়ালটেয়ার জংশন। উচ্চতা ১৫ ফুট। তাপমান বছরভর ২৪-৩১° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। প্রকৃতি-প্রেমিক ব্রিটিশের গড়া রিসর্ট নগরী ভাইজাগ আজ গোপালপুরের মতোই ছন্দহারা।

১১ শতকের কথা—অন্ধ্রের রাজা বারাণসীর পথে মন্দির গড়ে পূজা করেন দেবতা বিশাখা বা কার্তিকেয়র। আর বিশাখা থেকে নাম হয় জায়গার বিশাখাপতনম। পাহাড়-পাহাড়, উঁচু-নিচুর সমন্বয়—পুব জুড়ে বঙ্গোপসাগর। বন্দরটি ভারতে চতুর্থ আর দক্ষিণ ভারতে চেন্নাই-এর পরেই স্থান। আকরিক লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ যাচ্ছে বিদেশের বাজারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি ১৫—১৭-০০টায় বন্দর দেখার ব্যবস্থাও আছে। অন্যান্য দিন Admn Officer-এর বিশেষ অনুমতিতে দেখা যায়। হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড কোম্পানির অন্যতম জাহাজ কারখানাটিও গড়ে উঠেছে ভারতের *ব্রাইটন* বিশাখাপতনমে। সোম থেকে শনিবার ১৬—১৮-০০টায় দর্শকদের জন্য দ্বার খোলা মেলে শিপ ইয়ার্ডের। ইন্ডিয়ান নেভির সাবমেরিন বেস বা ডুবোজাহাজ ঘাঁটি, করমণ্ডল ফার্টিলাইজার, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ামের তৈল শোধনাগারও বসেছে বিশাখাপতনমে।

কালেকটর চক থেকে 13 রুটের বাসে GPO গিয়ে বা অটোয় ডক লাগোয়া **থ্রি হিলক্স** অর্থাৎ একই পাহাড়ের তিন চুড়োয়—রস হিলে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি Our Lady of the Sacred Heart রোমান ক্যাথলিক গির্জা; দ্বিতীয়ে মদিনার ঈশাকের নামে উৎসর্গীকৃত মসজিদ; আর তৃতীয়ে ১৮৮৬তে Captain Blackmoor-এর তৈরি মন্দিরে হিন্দুর দেবতা ভেঙ্কটেশ্বর দেখে নেওয়া যায়। রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব ৫ কিমি; উচিতও হবে একে একে দেখে নেওয়া। ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের পিছন থেকে লঞ্চে নরাভাগেদ্দা নদী পারাপারে ৩৮০ সিঁড়ি ভেঙে কিছুটা ঢাল বেয়ে নেভি পেরিয়ে ঘণ্টা-খানেকে পথ গিয়েছে ৩৫৮ মি উঁচু পাহাড়ের **লাইট হাউস**-এ। ডলফিনস নোজ পয়েন্ট থেকে প্রতি শনি ও রবিবার ১৪—১৬-০০টায় লাইট হাউসে চড়ার ব্যবস্থাও মেলে। উপর থেকে নীল সমুদ্র ও শহরের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। তেমনই ৬৪ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত জলযানকে নিশানা দেয় এই লাইট হাউস। হাঙ্গরের উপদ্রব আছে ডলফিনস সাগরে।

তবে, সবার ওপরে রয়েছে সিটি সেন্টার থেকে ৩ কিমি দূরে ওয়ালটেয়ারের **রামকৃষ্ণ বীচ** (Mission Beach)। মঙ্গলাগিরি আম্মাজাম্মা মন্দিরে বীচের শুরু। আর হয়েছে বাদল ব্যানার্জীর উদ্যোগে ১৯৮৪র ১৮ই অক্টোবর বাঙালির দেবী কালীর মন্দির। দেবী এখানে ভবতারিণী। সম্মুখে অন্তহীন বঙ্গোপসাগর। বিক্ষিপ্তভাবে পাথরখণ্ড—স্নানের সুব্যবস্থার অভাব বিশাখাপতনমের সাগরবেলায়। সকাল-সাঁঝে স্থানীয়দের ভ্রমণে রমণীয় পরিবেশ। ওয়ালটেয়ারে আর এক আকর্ষণ **ভুধা (VUDA) পার্ক**। লেক হয়েছে—বোট চলছে, গা ছমছম করা কৃত্রিম গুহাগুলি ও ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম উচিত হবে পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া। তেমনই বীচ রোডে **বিশাখা মিউজিয়ম**টিও (১৬—২০-০০) আর এক দর্শন।

বীচ রোড ধরে উত্তরে আপ্পু ঘর রেখে পথ উঠেছে ৬০০ মি উঁচু **কৈলাসগিরি** পাহাড়ে। রোড ট্রান্সপোর্ট কমপ্লেক্স থেকে বাসে ১০ কিমি দূরে কৈলাসগিরির পাহাড়তলি পৌঁছে পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে চড়া যায় গিরি শিখরে। অটোও যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে শহর থেকে ৩০-৪০ টাকায়। আর ট্যাক্সি শিখর চড়ে ঘুরপথে। নিরালা-নির্জনে মনোরম প্রকৃতির মাঝে নয়নলোভন কৈলাসগিরি স্বর্গের নন্দনকানন সম। তিনদিক নীল সমুদ্রে ঘেরা—সোনালী বালুকাবেলা। পাহাড় কুঁদে জল ঢুকেছে—পাহাড়টাও যেন ঝুঁকে আছে বঙ্গোপসাগরের বুকে। নীল জল আর নীলাকাশ দুইয়ে মিলে একাকার। আর হয়েছে পাহাড়ে ডিজনী ল্যান্ড সম রমণীয় পার্ক, বিশালাকার শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তি, সুন্দর এক রেস্তোরাঁ। শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান পাহাড় থেকে। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ কৈলাসগিরি। থাকারও ব্যবস্থা মেলে রাজ্য পর্য-টনের ট্যুরিস্ট লজে। তেমনই আছে পাহাড়ী পথে শ্রীকৈলাস গিরিশ্বর মন্দির ও পাহাড়তলীর সমুদ্রতটে আপ্পুঘর পার্ক।

সাগরবেলা হয়েছে আরও এক, শহরান্তে ৬ কিমি দূরে **ঋষিকোণ্ডা বীচ** (Lawson Beach)। নিরালা-নির্জনে একদিকে ঝাউবন, আর একদিকে পাহাড়—সমুখপানে সুনীল বঙ্গোপসাগর। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। বাস ও অটো যাচ্ছে। তেমনই বাসে সাগরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে ২৪ কিমি উত্তর-পুবে গোস্থনী নদীমুখে **ভীমানিপতনমেও** দেখে নেওয়া যায় বনবাসকালে পাণ্ডব ভ্রাতা ভীমের প্রতিষ্ঠিত দেবতা নৃসিংহ ছাড়াও সমুদ্র স্নানে আদরণীয় ধীর-স্থির সাগরবেলা, লাইট হাউস ও ১৭ শতকের ডাচ সমাধি-ভূমি ও ডাচ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। নামটিও এসেছে পাণ্ডব ভ্রাতা ভীম থেকে। বিশাখাপতনমের নবতম আবিষ্কার ভীমানিপতনমের পথে বীচ রোডে ১৬ কিমি দূরের বভিকোণ্ডা। আবিষ্কৃত হয়েছে ১০ একর ব্যাপ্ত পাহাড়ী টিলায় বৌদ্ধ বিহার, মহাচৈত্য ও নানান স্তূপ। তেমনই উৎসাহীরা বিশাখাপতনমের ৪৮ কিমি দূরে কোণ্ডাকারলায় ২৯৬ একর ব্যাপ্ত জলাশয়ে পাখির মেলাও দেখে নিতে পারেন। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ বভিকোণ্ডা ও কোণ্ডাকারলা। ওয়ালটেয়ারের রেল কলোনিটিও বেড়িয়ে নিন চলতে ফিরতে। এছাড়া বিশাখাপতনমের হাতির দাঁত, মহিষের শিং ও কচ্ছপের খোলের কাজও আদরণীয়।

কনডাকটেড ট্যুর *: যথেষ্ট যাত্রী হলে পর্যটন দপ্তর* **Regional Tourist Information Bureau, Vuda Building, Siripuram, Visakhapatnam-530003, ✆ 554716 থেকে প্রতিদিন সকাল ৮—১৯-০০টায় কনডাকটেড ট্যুরে ৭৫ টাকায় শহর ও সিংহাচলম বেড়িয়ে আনে; বুধ ও বৃহস্পতিবার যাচ্ছে ভীমিলি ও জ্যু দেখাতে একই সময়ে একই ভাড়ায়। প্রতিদিন যাচ্ছে আন্নাভরম ৭—১৮-০০টায় ১২৫ টাকায়। প্রতি রবিবার আর্কুভ্যালি যাচ্ছে ১৭৫ টাকায় ৭—২১-০০টায়।**

রেল স্টেশনের সোজা উর্ধ্বমুখী পথে ১½ কিমি দূরত্বে বাস স্ট্যান্ড। আর ডাইনে ডাবা গার্ডেন হয়ে মেইন রোড ধরে শহর পেরিয়ে ৩ কিমি দূরে কালেকটর চক। ডাউন নামতেই সমুদ্র। রেল স্টেশনের ডাইনে

Daba Garden, Waltair, STD 0891, PC-530020 মুখী ১০—১৫ মিনিটের পথে—*L Sri Krishna, L Durga Bhawan, H Arafu, H Sri Sathya, Tourist L, L Sri Ganesh, Gemini L, H Sri Kanya, Krishna L, L Brindavan,* SCB ৫০ SAB ৬৫-১০০ DAB ১০০-১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩৫০; *H Jupiter,* 31-32-18 Daba Gardens-20, SAB ৮০-১২৫ DAB ১২৫-১৭৫ A/c D ৩৫০; *H Manorama,* 3-32-18 Daba Gardens-20 ; *H Anand, Surya Bagh, L Ranganath,* 31-32-62 Daba Gardens-20; *H Ootty,* Daba Gardens-20, SAB ৬৫-১০০ DAB ১০০-১৫০ A/c S ৩০০ D ৩৫০; **H Dolphin,* Daba Gardens-20, ⓪ 567000, A/c S ৬০০-১০৯৫ D ৭৫০-১২৯৫ স্যুইট ১২৯৫ ১৫৯৫।

Waltair Main Rd-530002-এ—**H Apsara,* S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৭৫০ স্যুইট ৮০০-১০০০; *H Poorna,* R3B3, SCB ৫০ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১২৫-২০০; *L Viswabhavan,* 14-1-1A, Ganjipeta-2; *H Prasanth,* Main Rd-2, SAB ৮০-১৫০ DAB ১২৫-২০০ স্যুইট ৩০০-৪৫০; *H Swapna,* 10-28-3 Main Rd-3; *H Casino,* Main Rd-1, *H Sandhya,* Main Rd-1; **H Vikram,* 75 Feet Rd-1, S ২০০ D ৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০ A/c ৮০০; *H Viraat,* Indira Gandhi Stadium Rd-1, S ৮০-১৫০ D ১০০-২২৫ A/c S ২৫০ D ৩০০।

আর রয়েছে সারা শহরময়—সাগরবেলার উত্তরে **Ocean View Inn,* 7-1-43 Kirlampudi-23, ⓪ 554828, S ১৭৫ D ২২৫-২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০, ব্যবস্থাপনা ভালই; *L Konark,* 47/12-2 Dwarakanagar, Visakhapatnam-530016, ⓪ 548251, D ১৫০-২২৫ A/c D ৩০০; *H Jyoti Swaroopa,* 47/11-2 Dwarakanagar-16, ⓪ 548871, D ২২৫-২৭৫ A/c ৪০০; *H Sarovaz,* Dwarkanagar, S ২২৫ D ৩২৫ A/c S ৩০০ D ৪২৫ স্যুইট ৬০০; **H Meghalaya,* Aseelmetta-3, ⓪ 555141, S ২৫০ D ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০-৬০০; *H New Alankar,* V M Rd-2; *L Pardesi,* K G H Rd; *L Romex,* B Rd-1; *H Sai Sudha,* B Rd-1; *L Basant,* near Bus Std; *L Sri Sankar,* Maharani St, Anakapalli-2.

কালেকটর চক-530002-এ—*L Sagar,* 16-1-30 Collectors' Office Jn, Visakhapatnam-2, SAB ৮০ DAB ১২৫-২০০ A/c D ৩০০-৪২৫; *H Ajanta;* চকের ডাইনে King George Hospital DN-2-এ সাধারণ সাজে *Royal L,* SAB ৬৫ DAB ১২৫। *L Shri Ramakrishna, Surjya Bhawan L, Imperial L, H New Swapna, Navayuga.*

Ramkrishna Paramhansha Marg-530002 অর্থাৎ বীচ রোডে—*Jaabily Beach Inn,* A10R3B2.5, SAB ১৫০ DAB ২২৫ A/c S ৩০০ D ৪২৫; **H Sea Pearl,* A/c S ১৩৫০ D ১৬৫০। Beach Rd-530003-এ—*H Sun-N-Sea; Palm Beach H,* S ৩০০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০ A/c S ৩৫০ D ৫০০ স্যুইট ৮০০; **Park H,* ⓪ 554488, Mumbai ⓪ (022) 2854574, Delhi ⓪ (011) 3732477, Calcutta ⓪ (033) 2493121, A/c S ১২৫০ D ২২৫০ স্যুইট ৩২৫০; **Taj Residency,* ⓪ 567756, S ৬৫ D ৮০ US$; *H Bommana,* DAB ৩০০ থেকে; *Marina H, Indira Mahal, Indra Bhawan, Sea Rock H,* 49 Dasapalla Hills, Visakhapatnam-3, A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; *Grand Bay Ravi H,* 15-1-44 Nowroji Rd-2, ⓪ 550691, A/c S ১২০০ D ১৫০০ স্যুইট ৩৫০০; **H Dasapalla,* Suryabagh-20, ⓪ 564825, S ৩০০ D ৩৫০-৪২৫ স্যুইট ৬০০ A/c S ৩৭৫-৪৫০ D ৪৫০-৬০০ স্যুইট ৮০০-১২৫০; *Silver Sands Inn,* 2 Kirlampudi, Beach Rd, S ২০০ D ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ ছাড়াও হোটেল ও লজিং হাউস রয়েছে আরও নানান বিশাখাপতনমে। আর আছে রেলস্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড দু'য়েতেই *রিটায়ারিং রুম; সার্কিট হাউস, Municipal Corpn G H, University G H,* APTTDC's *Rishikonda Beach Resort* ও *H Chandan.* তবে মধ্যমানের *হোটেল ডলফিন, হোটেল শ্রীসত্য, লজ শ্রীগণেশ, হোটেল শ্রীকন্যা, লজ বৃন্দাবন, হোটেল জুপিটার, হোটেল মনোরমা, লজ সাগর* থাকার পক্ষে ভালই। আপনিও রেল স্টেশন থেকে 42, 42E বাসে বা ১০-১৫ টাকায় রিকশা বা ২০-২৫ টাকায় অটোয় কালেকটর চকের *লজ সাগরে* পৌঁছে যান।

সিংহাচলম: সিংহাচলম অর্থাৎ সিংহের পাহাড়। রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি আর বিশাখাপতনম থেকে ১১ কিমি দূরে ২৪৪ মি উঁচু পাহাড়ে নরসিংহদেবের মন্দিরের জন্য সিংহাচলমের প্রসিদ্ধি। ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার মানবরূপী এই নরসিংহদেব। চন্দনে আবৃত থাকেন দেবতা। বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ার চন্দন যাত্রায় দেবতার প্রকৃত রূপ দেখা যায়। জনশ্রুতি, এই রূপদর্শনে মোক্ষলাভ ঘটে। বাৎসরিক উৎসব কল্যাণম অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমায়। এছাড়াও উৎসব আছে সারাবছর জুড়ে সিংহাচলমে। চতুষ্কোণ এই মন্দিরের চোল স্থাপত্য অতুলনীয়, শিখর কারুকার্যময়; মন্দির গাত্রে বিষ্ণুপুরাণের নানান আখ্যান উৎকীর্ণ হয়েছে। জনশ্রুতি, মুখমণ্ডপের *কপ্পম*স্তম্ভের পূজায় আজও বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। বিষ্ণুর বিবাহবাসর ৯৬ স্তম্ভের *কল্যাণ* বা বিবাহ মণ্ডপের কারুকার্যও সুন্দর। মূল মন্দিরের সামনে কালো কষ্টিপাথরের নাটমন্দির, একপাশে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, অপরপাশে পাথরের রথ। ১৫১২য় শ্রীচৈতন্যদেবও এসেছেন মন্দিরে—পদচিহ্ন রয়েছে প্রবেশদ্বারে।

দেবদর্শন ও পূজাপদ্ধতি তিরুপতির মতো ২ ১৫ ৩০ টাকার টিকিটের বিনিময়ে। লাড্ডু ও অন্নভোগও কিনতে মেলে। নানানধর্মী দোকানপাটও বসেছে মন্দির চত্বরে। লোকশ্রুতি, হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে বধ করতে সমুদ্রে ফেলে পাহাড় চাপা দেয়। কিন্তু বিষ্ণু বরাহরূপে জল থেকে উদ্ধার করেন প্রহ্লাদকে। সেই স্মৃতিতে ভক্ত প্রহ্লাদ মন্দির গড়েন পাহাড়ে। তবে, শিলালিপি বলে ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি আখতাই তৈরি করেন এই মন্দির। মন্দির থেকে ১ ফার্লং বামে গঙ্গাধারা জলপ্রপাত। জলে দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম মেলে।

ওয়ালটেয়ার রেল স্টেশন থেকে 6A, আর কালেক্টর

চক থেকে ২৪ রুটের বাসে সিংহাচলম পৌঁছে বিপরীত থেকে মন্দির কমিটির বাসে কারুকার্যময় বিশাল তোরণ পেরিয়ে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে গড়া সড়ক ধরে মন্দির বেড়িয়ে নেওয়া যায়। বাস আসছে শ্রীকাকুলাম, আন্নাভরম থেকেও সিংহাচলমে। আবার ১১০০ সিঁড়ি ভেঙেও পথ উঠেছে মন্দির দ্বারে। ১৫ টোল লাগে।

থাকার জন্য সিংহাচলমে আছে APTTDC-র *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস* ও *ধরমশালা*। আর পাহাড় চুড়োয় ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ টাকায় মন্দির কমিটির নানানধর্মী *ধরমশালা* ও *কটেজ* আছে।

অন্ধ্র-ওড়িশা-মধ্য প্রদেশ তিন রাজ্যের উপর দিয়ে সমভাবে যাচ্ছে ৪৭০ কিমি দীর্ঘ বিদ্যুৎ বাহিত K K Rail. সবচেয়ে উঁচুতেও উঠেছে ভারতীয় ব্রডগেজ রেল এপথে। উচ্চতম রেল স্টেশন ১০৫০ মি উঁচুতে সিমলিগুড়া। সামনে-পিছনে ডাবল ইঞ্জিন। মেঘেরাও আকাশ থেকে নেমে এসে যাত্রী হয় কে কে রেলে। দৃষ্টিও অগম্য কুয়াশার বেড়াজালে। রোমাঞ্চে ভরা পথশোভার আকর্ষণে প্রকৃতি ও প্রাকৃতজনের মেলবন্ধনে এপথ অন্যতম।

ওয়ালটেয়ার-হাওড়া পথে ওয়ালটেয়ার থেকে ২৭ কিমি যেতে কোত্তাভালসা অর্থাৎ পয়লা 'কে' থেকে বন মাড়িয়ে নদী ডিঙিয়ে পাহাড় গলিয়ে রেল যাচ্ছে। আবিষ্কার—বঙ্গসন্তান প্রমথনাথ বসুর। আরও পরের কথা—রূপ দিলেন এলাকাকে সার্ভে করে ম্যাপে আর এক বাঙালি পি কে ঘোষ। জন্ম হল ১৯৬৬তে বন্দরনগরী বিশাখাপতনমে বয়লাডিলার লৌহ আকরিক পৌঁছে দিতে কে কে রেলের। ৭২টি টানেল হয়েছে সারা পথে কোণ্ডালাইট পাথর কেটে: বৃহত্তমটি ৮০০ ফুটের। আর সেতুর সংখ্যা ৮৭; ছোটখাটো অগুনতি। পাহাড় থেকে ঝরনা নামছে অজস্র। পথশোভাও সুন্দর। পথের আকর্ষণে উচিত হবে প্রকৃতি প্রেমিকদের বেড়িয়ে নেওয়া। আবার হাওড়া-নাগপুর রেলপথের রায়পুর থেকেও বাসে জগদলপুর পৌঁছে শুরু করা যায় এসফর। বাসও যাচ্ছে জগদলপুর থেকে ৬-৩০ ও ১২-০০টায় অন্ধ্রও মধ্য প্রদেশ রাজ্য পরিবহণের কোরাপুট/জেপুর/ বিজয়নগরম হয়ে ৮ ঘণ্টায় ওয়ালটেয়ারে। বাস যাচ্ছে আর্কু থেকেও ওয়ালটেয়ারে।

আর্কুভ্যালি

ওড়িয়া ভাষায় *আর্কু* অর্থ লালমাটি। লালমাটির দেশ আর্কু। ওয়ালটেয়ার-কিরণডোল শাখা রেলে ওয়ালটেয়ার থেকে ১১৯, কোরাপুটের ৮৫ কিমি আগে ১১৬৬ মি উঁচুতে আর্কুভ্যালি। দিনের একমাত্র ট্রেন ৭-১০এ ওয়ালটেয়ার ছেড়ে ৯-৫০এ বোরাগুহালু পৌঁছে আর্কু যাচ্ছে ১০-৫০এ। আর ১৫-৪৫এ আর্কু ছেড়ে ১৬-৪৭এ বোরাগুহালু পৌঁছে ওয়ালটেয়ার যাচ্ছে ২০-১৫য় ডাউন 2VK প্যাসেঞ্জার। তবে, বোরাগুহালুতে বাস সড়ক গুহা থেকে ৫ কিমি সরে গিয়ে বোরা জং হয়ে। তাই ট্রেনের অসময় ও বাসের (৮-৩০) অস্বস্তি এড়াতে আর্কু থেকে শ'পাঁচেক টাকায় জিপে দিনে দিনে বোরাগুহালু দেখে ফেরা যেতে পারে। শেয়ারেও জিপ মেলে ১০০টাকায় বোরাগুহালু প্যাকেজে। বাসও যাচ্ছে ওয়ালটেয়ার থেকে আর্কু হয়ে কোরাপুট/জেপুর/ জগদলপুর/রায়পুরে। ফেরার পথে বাসই সুবিধার। আর পাইন ও ইউক্যালিপটাসে ছাওয়া ৫টি উপত্যকার সমন্বয়ে গড়া সৌন্দর্যে চমকহীন পরম স্নিগ্ধতায় ভরা স্বপ্নময় রঙিন আর্কুর প্রকৃতি রমণীয়। চারপাশ ঘিরে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়। মেঘেরা এখানে চরে বেড়ায়। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ —স্বাস্থ্যপ্রদও বটে। পথশোভাও মনোরম। বোন্দা, মারিস, মুরিয়া, গোন্ড ছাড়াও নানান (১৯) উপজাতির বাস। উপজাতিদের নাচ-গান-বাজনায় আমোদিত আর্কুতে পটারি, সিল্ক, কফি হচ্ছে। পায়ে পায়ে আদিবাসী মিউজিয়ম ও পদ্মপুরমে হর্টিকালচার গার্ডেনটি উচিত হবে দেখে নেওয়া। পর্যটন কেন্দ্র রূপেও গড়ে তোলা হচ্ছে আর্কুকে। বিশাখাপতনম থেকে পর্যটন দপ্তরও আসছে আর্কু প্যাকেজে।

বিশাখাপতনম থেকে ৬০ আর আর্কুর ৫৩ কিমি আগেই নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে পূর্বঘাটে ১১৬৮ মি উঁচু অনন্তগিরি পাহাড়ী শহরও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বিন্দু বিন্দু জল পড়ে সৃষ্ট চুনের দণ্ডে ভরা চুনাপাথরের অভিনব গুহা অনন্তগিরির মুখ্য আকর্ষণ। এপথের দীর্ঘতম (½ কিমি) রেল সেতুটিও হয়েছে এই অনন্তগিরির কোলবা নদীতে। থাকার ব্যবস্থা মেলে *Travellers Bungalow*-য়।

আর আছে দুয়ের মাঝে ওয়ালটেয়ার-আর্কু পথে আর্কু থেকে ৩৩, ওয়ালটেয়ারের ৯৯ কিমি দূরে বোরাগুহালু রেল স্টেশনের অদূরে ভারতের দীর্ঘতম গুহা। যুগ যুগ ধরে চুনাপাথরে জল পড়ে পড়ে প্রকৃতির গড়া স্থাপত্যকলার স্বপ্নপুরী ১০ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই **বোরাগুহালু গুহা**। তবে, নবরূপে আবিষ্কার ১৮০৭এ, আর পর্যটক আকর্ষণ ১৯৭০ খ্রি থেকে। বৃহস্পতি ছাড়া গাইড সহ ১০ টাকায় ১১—১৩-০০ ও ১৪—১৬-০০টায় দেখার ব্যবস্থা। ৭২২ মি উঁচুতে ৩০০ মি প্রশস্ত, ৪০ মি গভীর গুহায় সিঁড়ি নেমেছে ধাপে ধাপে। নিচুতে বিশালাকার শিবলিঙ্গ। জল পড়ছে দেবশিরে। এছাড়াও মূর্তি রয়েছে নানান। লোকশ্রুতি, রাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবীও বনবাসকালে অবস্থান করেন এই গুহায়। তাঁদেরও অর্চিত এই দেবতা শিব। বিজলী পৌঁছেছে গুহায়, তবে অপর্যাপ্ত, টর্চ সঙ্গে থাকা ভাল। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই আদিবাসী অধ্যুষিত বোরাগুহালুতে। কেবল বোরাগুহালু দর্শনার্থীরা দিনে দিনে ওয়ালটেয়ার থেকে গিয়ে গুহা দেখে দিনান্তে ওয়ালটেয়ার ফিরুন।

থাকার জন্য রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে বাস স্ট্যান্ডের বাঁয়ে APTTDC-র *Mayury Tourist Lodge*, D ১৫০-৩০০, *PWD IB, FRH, Zilla Parishad G H*, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের *রেস্ট হাউস* ছাড়াও বাস স্ট্যান্ডের কাছে প্রাইভেট *হোটেল লজ অরুণোদয়* D ১৫০-২২৫ আছে আর্কুতে। বুকিং: Manager, Araku Valley, A P. আর গাছগাছালিতে ছাওয়া ছোট্ট নির্জন রেল স্টেশনে ৬ বেডের ডর্মিটরি আছে আর্কুতে।

কোরাপুট

প্রকৃতির সৌন্দর্য-পূজারীদের কাছে ২৯৯০ ফুট উঁচু দণ্ডকারণ্য লাগোয়া কোরাপুটের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। বনজ ফুলেরা যেমন সাজিয়ে তুলেছে—তেমনই বন্য পশু-পাখিদের কূজনও মুখর করে তোলে আদিবাসীদের গাঁ কোরাপুট তথা ওড়িশার বৃহত্তম জেলাকে। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর সাজানো শহর কোরাপুট। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ও নির্জনতায় ভরা কোরাপুটের আকাশ। আদিবাসীদের দ্রিম দ্রিম মাদলের বোল রাতের বেলায় ঘুমপাড়ানি গান শোনায়। অন্ধ্র ও মধ্য প্রদেশের মাঝে কোরাপুট জেলার সদরও কোরাপুট। দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরও এই কোরাপুটে। নানান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ কোরাপুটে আছে অনুচ্চ পাহাড়ী টিলায় জগন্নাথ মন্দির।

থাকার জন্য আছে মন্দিরের নিচে *মহালক্ষ্মী লজ*, বাস স্ট্যান্ডে *লজ মুরালীকৃষ্ণ, প্রিয়া লজ* ছাড়াও *CH*, PWD *IB, FRH, Dandakaranya G H* কোরাপুটে।

অত্যুৎসাহীরা কোরাপুট থেকে ২২ কিমি দূরে আপার কোলবা ড্যামটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। জলবিদ্যুৎ হচ্ছে। তেমনই ভারতের বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়াম কারখানা নালকোর অবস্থানও কোলবায়।

জেপুর

যদিও জেলা সদর কোরাপুট, তবে থাকা ও যাতায়াতের সুবিধার্থে বাণিজ্যিক শহর জেপুর বেশি আকর্ষণীয়। কোরাপুট থেকে সড়ক দূরত্ব ২৭ কিমি। যাতায়াতে বাসই সুবিধার। বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরুতেই মেইন রোড, শেষ হতেই সূর্যমহল রোড। অতীতের রাজপ্রাসাদ সূর্যমহলে আজ সরকারি দপ্তর বসেছে। প্রবেশপথে দরবার হল্, বিপরীতে রঘুনাথজী অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবীর মন্দির। লাগোয়া কৃষ্ণ মন্দির। এগুলিও পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

আর জেপুর থেকে ৪৫ কিমি যেতে রামায়ণ-খ্যাত **রামগিরি** পর্বত। কোণ্ডা উপজাতির বাস। বাস যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় সকাল ১০-০০টায়। রামগিরি থেকে আরও ২০ কিমি গিয়ে **গুপ্তেশ্বর**। গুপ্ত ঈশ্বর অর্থাৎ গুপ্তেশ্বর তথা মধ্য প্রদেশের এই গুপ্তকেদার শিব মন্দিরটি আজও ভক্তজনেদের সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে। শ'পাঁচেক ফুট উঁচু পাহাড়ী টিলায় এই গুহামন্দির। বর্ষায় নিয়মিত বাসের অভাব। মনসুন ছাড়া জগদলপুর থেকে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। থাকার জন্য PWD *IB, RH, Revenue Rest Shed* ও OTDC-র *পান্থশালা* আছে গুপ্তেশ্বরে।

জেপুর থেকে ৬-০০ ও ১৫-৩০টায় ৩ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে জেপুরের অতীত রাজধানী নন্দপুরে। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের আদলে তৈরি নন্দপুরের বত্রিশ ধাপের সিংহাসনটির পর্যটক আকর্ষণ আজও অম্লান। কারুকার্যময় শিলাখণ্ড দু'টি ও ১.৮ মিটারের গণপতি মূর্তি যুগ যুগ ধরে পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। সুরাই-এর জৈন মঠটির আকর্ষণও কম নয়। তবে সুরাই দর্শনার্থীদের নিজ ব্যবস্থায় যেতে হয়। থাকার জন্য PWD *IB* আছে নন্দপুরে। ৭০ কিমি দূরের **দুদুমার** মৎস্যতীর্থ তার অতীত গৌরব হারালেও ১৬৫ মি উঁচু থেকে পড়া (রাজ্যের উচ্চতম) জলপ্রপাতের জন্য পর্যটক খ্যাতি আছে। ধারা পড়ছে মাককুণ্ড নদীতে। জলবিদ্যুৎ হচ্ছে, চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। বাস যাচ্ছে জেপুর থেকে দুদুমায়। PWD *IB*-ও আছে দুদুমায়। জেপুর থেকে ১১৪ কিমি দূরের **বালিমেলা**ও তার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যথেষ্ট খ্যাত। আরও ২৩ কিমি গিয়ে **চিত্রকোন্দা**, বাঁধ পড়েছে সিলেরু নদীতে। পরিবেশ খুবই সুন্দর। বাস যাচ্ছে সকাল ৭-০০টায় জেপুর ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় চিত্রকোন্দা। থাকার জন্য *প্রোজেক্ট গেস্ট হাউস* আছে। ৫-০০টায় জেপুর ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে ২০২ কিমি দূরের **মালকানগিরি** অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য। মালকানগিরি ছেড়ে ১৪-০০টায় ফেরে বাস। এছাড়াও বাস যাচ্ছে জেপুর থেকে ৬-০০ ও ৭-৩০টায় ১০ ঘণ্টায় ৩৬৫ কিমি দূরের বেরহামপুর; ৫৫০ কিমি দূরের কটক যাচ্ছে ১৫-০০টায় জেপুর ছেড়ে ১৩½ ঘণ্টায়; ২২৭ কিমি দূরের ওয়ালটেয়ার যাচ্ছে ১৫-০০টায় জেপুর ছেড়ে ৬½ ঘণ্টায়; কোরাপুট, জগদলপুর যাচ্ছে মুহুর্মুহু জেপুর থেকে।

বাস স্ট্যান্ডের বামে ৫ মিনিটের পথে Main Road, Jeypore-764001-এ—*H Shankar*, DCB ১০০, DAB ১২৫-১৭৫; *Shanti Nivas L, H Oorvasi, Konarak L, Roseland L*, S ৬০, D ১০০; *L Indra Bhawan, Welcome L, L Ravi, H Madhumati*, DAB ১৫০-২৫০; *Kedar Gouri L* ওয়েলকাম লজের বাঁয়ে M G Rd-1এ—*Apsara L, Laxminivas L, Woodland L*, S ৬০-৮৫, D ১০০-১৫০; *Krishna L, Jagadish L, Trimurti L* বাস স্ট্যান্ডের ডানহাতি Gopabandhu Ngr-এ—*H Puspanjali, L Manorama, H Ananda* ছাড়াও হোটেল আছে নানান। সাজ এদের সাধারণ, রেট DCB ৬৫-১২৫, DAB ১০০-১৭৫। আর আছে *CH, IB, DB* জেপুরে।

চিত্রকোট জলপ্রপাত

ওড়িশা সীমান্তে ভারতের বৃহত্তম জেলা মধ্য প্রদেশের **বস্তার**। আয়তনে ৩৯১৮০ বর্গ কিমি। মাদিয়া ও মুদিয়া উপজাতিদের বাস। আজও এদের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতি দেখতে মেলে। বস্তারের জেলা সদর ১৮২৪ ফুট উঁচু **জগদলপুর**। চিত্রকোটের অবস্থান মধ্য প্রদেশে হলেও ওয়ালটেয়ার/আর্কু/ কোরাপুট/জেপুর থেকে জগদলপুর হয়ে বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। বাসও যাচ্ছে ওয়ালটেয়ার, কোরাপুট ও জেপুর থেকে জগদলপুরে। বাস যাচ্ছে বিজয়-ওয়াড়া, হায়দ্রাবাদ, রায়পুর ছাড়াও ওড়িশা, অন্ধ্র ও মধ্য প্রদেশের দিকে দিকে জগদলপুর থেকে। বাসেই চলুন জেপুর থেকে জগদলপুরে। আর জগদলপুরের অনুপমা সিনেমা

HYDERABAD
SECUNDERABAD
SANJIVA REDDI-
NAGAR
SARDAR PATEL ROAD
PANJAGUTTA
AFZALGANJ
Air Port
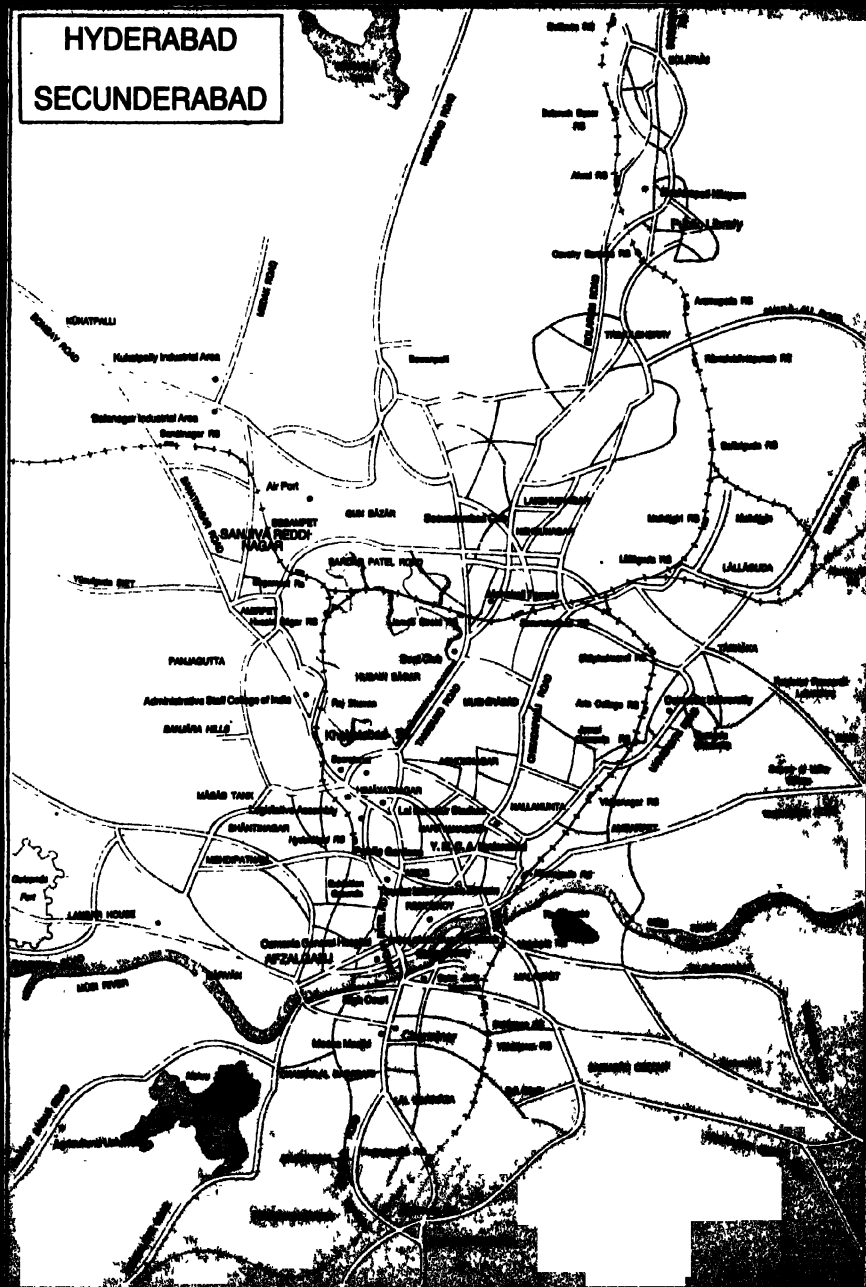
MUMBAI
(BOMBAY)

থেকে ১০-০০, ১২-০০, ১৬-০০ ও ১৮-০০টায় ছেড়ে ১½ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে ৩৮ কিমি পশ্চিমের চিত্রকোটে। ফেরে ৭-৩০, ৮-৩০, ১৩-০০ ও ১৫-০০টায় চিত্রকোট থেকে জগদলপুরে। আর যাচ্ছে জিপ শহর থেকে।

জগদলপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে বাজারের অনতিদূরে উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে তৈরি কাকাতীয়দের রাজ-প্রাসাদে সরকারি দপ্তর বসেছে। প্রাসাদ দ্বারে আদিবাসীদের জাগ্রতা দেবী দন্তেশ্বরী মাতার মন্দিরটিও পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সিংহবাহিনী দুর্গাই এখানে দেবী দন্তেশ্বরী। দশেরাতে রথোৎসব আকর্ষণীয়। অবশ্য দেবীর মূল মন্দিরটি ৮৬ কিমি দক্ষিণে কাকাতীয় রাজদের অতীতের রাজধানী দন্তেবাড়ায়। বাস যাচ্ছে। দন্তেবাড়া থেকে ৩১ কিমি দূরে বারাসুরও চলা যেতে পারে বাসে। বারো স্তম্ভের শিব মন্দিরের জন্য বারাসুরের প্রসিদ্ধি। আর আছে গণেশ ও মামা-ভাগ্নের মন্দির। তেমনই দন্তেবাড়ার ৪০ কিমি দূরে বয়লাডিলা।

Gurdwara Rd, Jagdalpur-494001-এ—*Ananda Niwas L,* R4B1, SCB ৬০, SAB ৮০, DCB ৮৫, DAB ১০০-২২৫; পাশেই *Gaurab L,* opp Gurdwara, SAB ৬৫, DAB ৮৫-১৫০; *Mona L, Apsara L, Satkar L,* DAB ১০০-১৭৫; *Gautam H, Ashoka L, Shaket L.* রেট এদের DAB ৮০-১৫০। *H Poonam,* Hospital Chowk, Circuit House Rd-1, A1R1B1, D ১৫০-২২৫, A/c D ৩৫০; নিরালা-নির্জনে *Atithi H,* near Rail Stn. আর স্মারকরূপে সংগ্রহ করুন দারু ও পোড়ামাটির নয়নলোভন কারুশিল্প জগদলপুরে।

জগদলপুরের মূল আকর্ষণ নায়গ্রার মিনি সংস্করণ চিত্র-কোট জলপ্রপাত। চিত্রকোটের চিত্রশোভা ভাষায় অবর্ণনীয়। ১৭২২.৩২ ফুট থেকে ১৬২৬ ফুটে অর্থাৎ ৯৬.৩২ ফুট নিচুতে পিছলে পড়ছে ওড়িশায় জাত এই পাহাড়ী নদী। বর্ষায় আধ কিমিরও বেশি জায়গা জুড়ে দুর্দম বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরো ইন্দ্রাণী বা ইন্দ্রাবতী নদী। ডাইনে বাঁক নিয়ে মিলেছে গিয়ে গোদাবরীতে। রূপও যেন ফেটে পড়ে বর্ষায় ইন্দ্রাবতীর। নানান ছন্দে, নানান বর্ণে ইন্দ্রাবতীর এই রঙ্গ ইন্দ্রসভার মোহিনীদেরও হার মানায়। জলোচ্ছ্বাসে রামধনুর রঙ প্রতিভাত হয়। সত্যই চিত্ত হরণ করে চিত্রকোট। যেমন অপূর্ব সুন্দর এই জলপ্রপাত তেমনই সুন্দর এর পরিবেশ। নিচু থেকে আর এক রূপ চিত্রকোটের। প্রচারের অভাবে পর্যটক সমাগম কম চিত্রকোটে। চলার পথে টোল লাগে পল্লিগাঁও গেটে। থাকার ব্যবস্থা মেলে চিত্রকোটের জলপ্রপাত লাগোয়া PWD-র *RH*-এ, অবু: EE—North, PWD-B & R, Jagdalpore, Baster, MP.

উৎসাহীরা জগদলপুরের ৩৯ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে আরণ্যক পরিবেশে ১১০ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে নামা তিরথগড় জলপ্রপাতও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ২১৪ সিঁড়ি-পথে নিচে নেমেও দেখে নেওয়া যায় সফেন জলধারার গড়িয়ে নামার দৃষ্টিনন্দন ছন্দ। মন্দিরও হয়েছে ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেব ও লক্ষ্মী-নারায়ণের। ৪০ কিমি দক্ষিণে কুটুমসর গুহা—প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি, অভিনবত্বে ভরা গোলকধাঁধা সম। ৫×৩ ফুটের প্রবেশ পথে কপিকলের সাহায্যে ৫০ ফুট নেমে ১½ কিমি ব্যাপ্ত গুহায় চুনাপাথরের দণ্ডরূপী শিবলিঙ্গ দেখে নেওয়া যায়। কুটুমসরের ১৭ কিমি দূরে আর এক গুহা কৈলাসের অবস্থান। তবে, পথের মাদকতা গুণে বন্য-জন্তুরাও হানা দেয় এপথে। বর্ষায় জল জমে গুহার অন্দরে। আর, যথেষ্ট দুর্গম—টর্চ একান্তই দরকার। কালেক্টর বা ট্যুরিস্ট অফিস থেকে অনুমতির সাথে গাইডও মেলে অরণ্যময় কুটুমসর যাত্রায়। ১০ কিমি দূরে কাঙের ভ্যালি ন্যাশানাল পার্ক। *ফরেস্ট বাংলোও* আছে পার্কে।

১১৪ কিমি দূরের কিরণডোল আয়রণ ওর খনিটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি এই কিরণডোল। স্থানীয়দের কাছে বয়লাডিলা নামে খ্যাত। দেখতেও যেন বলদের কুঁজের মতো—নামও তাই বয়লা-ডিলা। আরণ্যক পাহাড়ী পরিবেশ। পর্যটনে উল্লেখ্য না হলেও মনোহর প্রকৃতির আকর্ষণে পর্যটক আসছেন দূর-দূরান্ত থেকে। সবুজ-সাদা আর নীলে মিলে মিশে কিরণ-ডোলের প্রকৃতি। আর আছে পাহাড় শিরে হিলটপ। উচিতও হবে হিল টপ অর্থাৎ কৈলাসনগর থেকে কিরণডোলের সৌন্দর্য উপভোগে চলা। গাড়িও চলে মেঘ কেটে পাহাড় ঘুরে হিল টপে। হোটেলও আছে রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে কিরণডোল সুপার মার্কেটে *Sangita L* আর, রেল স্টেশন থেকে ২০ মিনিটের পথে *Tourist Bungalow* কিরণডোলে।

এপথের আর এক আকর্ষণ চিরহরিৎ অরণ্যে ছাওয়া ২০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত কাঙের ভ্যালি ন্যাশানাল পার্ক। পথ চলে পার্কের উপর দিয়ে কুটমসরের। *ফরেস্ট বাংলোও* আছে পার্কে।

কলকাতা থেকে 1 2 4 6 দিন IAC বা 3 5 দিন NEPC-র বিমানে বা হাওড়া থেকে করমণ্ডল এক্স, চেন্নাই মেল, তিরুপতি এক্স, ইস্ট কোস্ট, ফলকনুমা এক্সে ওয়ালটেয়ার জংশনে পৌছান। তিরুভনন্তপুরম, কোচি ও ব্যাঙ্গালোর এক্সও যাচ্ছে পাটনা, গুয়াহাটি ও হাওড়া থেকে ওয়ালটেয়ার হয়ে। ওয়ালটেয়ার-কিরণডোল শাখায় দিনের একমাত্র ট্রেন ৭-১০এ ওয়ালটেয়ার ছেড়ে ৯-৫০এ ৯১ কিমি দূরের বোরাগুহালু, ১০-৫০এ ১৩১ কিমি দূরের আরকু পৌঁছে আরও ৮৫ কিমি দূরের কোরাপুট যাচ্ছে ১৩-৪৫এ। রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে শহর। কোরাপুট থেকে ৪০ কিমি যেতে জেপুর। ট্রেন যাচ্ছে ৩-৪৫এ কোরাপুট ছেড়ে ১৫-৩০এ জেপুরে। রেল স্টেশন থেকে ৫ কিমি উত্তরে শহর। সিটি বাস ও রিক্শা রেলযাত্রী নিয়ে শহরে যাচ্ছে। আরও ৬৫ কিমি দূরের জগদলপুর পৌঁছায় ১৭-২০এ ট্রেন। আর ১৪৯ কিমি দূরের কিরণডোল-এ ২২-৪৫এ পৌঁছে ট্রেনের চলায় বিরতি। সড়ক দূরত্ব ১১৪ কিমি জগদলপুর থেকে কিরণডোল-এর।

তেমনই মুম্বাই-হাওড়া ভায়া নাগপুর রেলপথের রায়পুর থেকেও চলা যেতে পারে ঘর পানে। কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় চিত্রকোট ও দণ্ডকারণ্যে যাবার সহজতম পথও এই রায়পুর হয়ে। বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে। বাসও যাচ্ছে ৫-৩০, ৮-৩০এ জব্বলপুর; ৫-১৫, ৮-৩০, ১২-৩০এ NH-43 ধরে ২৮২ কিমি দূরের জগদলপুর; ৬-০০, ৭-৫০, ৮-০০, ৯-৩০এ বিলাসপুর ছাড়াও রাজ্যের নানান দিকে রায়পুর থেকে। অরণ্যময় পাহাড় বেয়ে জাতীয় সড়ক ৪৩ চলে কাঁকের ও কোণ্ডাগাঁও-এর মাঝে ২৭৯৯ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত মধ্য প্রদেশের বৃহত্তম ইন্দ্রাবতী ব্যাঘ্র প্রকল্পের বুক চিরে। চলার পথে বাসে বসে এ-শোভাও দেখে নেওয়া যায়। শাল-সেগুন-অশোক-অর্জুনে ছাওয়া পাহাড় চুড়োয় মন্দিরও হয়েছে। হোটেল, বনবাংলোও মেলে কাঁকের ও কোণ্ডাগাঁও-এ। তবে, ব্যাঘ্র প্রকল্প দর্শনের সুব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি আজও। ৫১ কিমি যেতে প্রত্নতত্ত্বের সম্ভারে সমৃদ্ধ বস্তার। বস্তারের আর এক আকর্ষণ Flame of the Forest.

থাকারও নানান হোটেল মেলে রায়পুরে। MPTDC-র *H Chhattisgarh*, Teli Bondha, ✆ (0771) 427906, A-c S ২৫০, D ৩০০, A/c S ৪৯০, D ৫৫০; *H Mayura*, G E Rd, near Bus Std, ✆ 28473, S ১৭৫, D ৩০০, A/c S ৩৫০, D ৫০০, স্যুইট ৬৫০; *Maya L*, M Rd; *H Apsara*, Jay Stambh-492001, A10R2, S ১০০, D ১৭৫-২৫০, A/c S ২৫০, D ৩৫০; *Meena H*, M G Rd, S ৮৫-১২৫, D ১৫০-২০০; *H Poonam*, Jaista Chowk, D ১৭৫-৩২৫, A/c D ৩৫০। আর আছে *Purnima L, H Radhika, H Ajanta, H Kiran, H Rajmahal, H Girnar, H Madhuban, H Sharda* ছাড়াও নানান। M P Tourism-এর দপ্তরও বসেছে হোটেল ছত্রিশগড়-এ, ✆ (0771) 427906 ছাড়াও নানান। রায়পুরের ২২ কিমি দূরে ভারতের অনন্য ইস্পাতনগরী ভিলাই-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাস বা ট্রেনে।

আবার ওয়ালটেয়ার-হাওড়া রেলপথে ওয়ালটেয়ার থেকে ১৩০ আর বেরহামপুরের ১৪৬ কিমি দূরে শ্রীকাকুলাম রোড। রেল স্টেশন থেকে ১৩ কিমি গিয়ে শহর। ২ কিমি দূরের আরসাবল্লীতে সূর্যের মন্দির। কিংবদন্তী, ইন্দ্রের তৈরি মন্দিরে রয়েছেন সূর্য, ইন্দ্র ছাড়াও নানান দেবতা। শ্রীকাকুলামের ১১ কিমি পুবে শ্রীকূর্মমে কূর্মাবতারের মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। থাকারও ব্যবস্থা মেলে শ্রীকাকুলামে *Municipal Panchayat Raj G H, PWD (Roads) G H*-এ।

আবার শ্রীকাকুলাম ৭০, আর ওয়ালটেয়ার থেকে ৬০ কিমি অর্থাৎ দুয়েরই মাঝপথে বিজয়নগরম। চিত্রকোটের বাসও যাচ্ছে বিজয়নগরম হয়ে। রেল স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে বিশাল দুর্গের মাঝে রাজপ্রাসাদ; রাজ্যপাটও বসেছিল সেকালে। আর রয়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিশাল লেক বিজয়নগরমে। থাকার জন্য *Travellers Bungalow* ছাড়াও বেশ কয়েকটি হোটেল আছে। ১১ কিমি উত্তর-পুবে রামতীর্থম অর্থাৎ প্রস্রবণ, রামমন্দির, জৈন ও বৌদ্ধতীর্থও বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

তিরুপতি

ভারতের হিন্দু তীর্থগুলির মধ্যে তিরুপতি অন্যতম। সারা বছর ধরেই তীর্থযাত্রী আসছেন দেশ-দেশান্তর থেকে। অবস্থান অন্ধ্র প্রদেশে হলেও (দক্ষিণ প্রান্তে) চেন্নাই থেকে তিরুপতি যাতায়াতে সুবিধা। ট্রেন ও বাস সংযোগ গড়েছে। IAC-র বিমানও যাচ্ছে 3 5 দিন চেন্নাই-তিরুপতি-হায়দ্রাবাদে। বায়ুদূতও সার্ভিস গড়েছে চেন্নাই-বিজয়ওয়াড়া-হায়দ্রাবাদ থেকে তিরুপতির। এমনকি চেন্নাই থেকে প্যাকেজ ট্যুরে তিরুপতি বেড়িয়ে দিনে দিনে ফেরাও যায় চেন্নাই। ২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে 8079 হাওড়া-তিরুপতি এক্সও যাচ্ছে পরের পরদিন ১৬-০৫এ তিরুপতি। আবার হাওড়া-চেন্নাই রেলপথের গুডুর নেমেও চলা যায় তিরুপতি। হাওড়া ফেরে ৯-৪৫এ 8080 তিরুপতি-হাওড়া এক্স।

চিত্তুর জেলায় সাতটি পাহাড়ের সমষ্টি—শেষাচল বা ভেঙ্কটাচল। এরই একটি তিরুমালাই—আম আর চন্দন গাছে ছাওয়া চুড়োয় বালাজী মন্দির। ৪ বর্গ কিমি জুড়ে মন্দিরকে নিয়ে শহর, উচ্চতা ৮৬০ মি। রেল ও বাসের অবস্থান পাশাপাশি তিরুপতি ইস্টে। লাগোয়া T T O Bus Stand থেকে প্রত্যুষ হতে রাতে মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে ২২ কিমি পাহাড়ী পথে পবিত্র পাহাড়চুড়োর মন্দির তীর্থে। ৩দিনের মেয়াদে যাতায়াতের রিটার্ন টিকিট মেলে বাসে। শেয়ারে জিপ, ট্যাক্সিও চলে তিরুপতি থেকে তিরুমালাই মন্দির তীর্থে। পাহাড়ী পথ। ঘন ঘন বাঁক; ৫৭টি হেয়ার পিন বেন্ড-ও পেরুতে হয়। আবার রেল বা বাস স্ট্যান্ড থেকে ৪ কিমি উত্তরে অ্যালিপিড়ি থেকে ছাউনি দেওয়া হাঁটা পথও উঠেছে পাহাড় বেয়ে। বাস ও অটো চলছে রেল স্টেশন/বাস স্ট্যান্ড থেকে অ্যালিপিড়ি। যাত্রীদের লাগেজ রাখারও ব্যবস্থা মেলে। অনেক তীর্থযাত্রী (১৪.৫ কিমি) হাঁটা পথ ধরেও মন্দির পৌছান অধিক পুণ্যের লোভে। হাঁটা পথেও ২টি মন্দির হয়েছে নৃসিংহ ও রামানুজাচার্যর। জনশ্রুতি, নৃসিংহ মন্দিরে পুজা না দিলে তিরুপতি দর্শন অপূর্ণ থাকে। শিব ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে বালাজী অর্থাৎ লর্ড ভেঙ্কটেশ্বরের এই মন্দির আজকের নয়। ৩টি প্রাকারে ঘেরা—মূল প্রবেশদ্বারে ঢুকে প্রথম প্রাকারে সম্পাঙ্গী, দ্বিতীয় প্রাকারে বিমান, আর তৃতীয় প্রাকারে বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণ অর্থাৎ পরিক্রমা করে মূল মন্দির। তেমনই মন্দির সংলগ্ন ভেঙ্কটেশ্বর কুণ্ড বা স্বামী পুষ্করিণীর জলে স্নানে পবিত্র হয়ে দেবদর্শনের প্রথা। অতীতে রাজা-রাজড়াদের দানে গড়ে ওঠে ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী দেবমন্দির তিরুপতি। এর সম্পদের কথা আজ বিশ্ববিশ্রুত। বছরের আয় ৫ লক্ষ কোটিরও অধিক। জনশ্রুতি, দেবতা লর্ড ভেঙ্কটেশ্বর বিয়ের খরচ মেটাতে টাকা ধার করেন কুবেরের কাছ থেকে—আজও ধার শোধ না হওয়ায় ভক্তদের অর্থদানের প্রথা। তবে, নানান সমাজসেবা, ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ও চলছে দেবতার ধনে।

লর্ড ভেঙ্কটেশ্বরের পূজা-পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আছে। ৪০০ থেকে ৫০০০ টাকায় বিশেষ পূজা। ১১ শতকের রামানুজাচার্যর নির্দেশিত প্রথায় পূজার রীতি। দেবদর্শনও পায়ে পায়ে চলতে চলতে করে নিতে হয়। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণও হয় দেবাশিসে। ১০০ কেজি সোনায় মোড়া গর্ভগৃহে ২মি উঁচু দণ্ডায়মান কালো পাথরের চতুর্ভুজ দেবতার পেছনের দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র, সামনের এক হাতে অভয়মুদ্রা আর অন্য হাত কোমরে ন্যস্ত। নানান মণি-মুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত দেবতার মুকুট হয়েছে ১৯৮৪তে ৫ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়ে ১২ কেজি সোনা ও ৯ হাজার টুকরো হিরেয়। নবতম আকর্ষণ ১৯৯৫এ ২½ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৮০.৭ কেজি তামার উপর ২৯.৯২২ কেজি সোনায় মোড়া ২১½ ফুট উঁচু সোনার রথ। তবে, পুষ্পমালায় সারা অঙ্গ ঢাকা দেবতার; চোখ দু'টিও দৃশ্যমান নয়—কেবল পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল দেখতে মেলে। পূজার অর্ঘ্য বা প্রণামীও *ডোলে* দেওয়ার প্রথা। বিশেষ পূজা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়ায় দেবদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা ও অন্নপ্রসাদ মেলে। প্রসাদ কিনতেও মেলে পৃথকভাবে। একান্তই উচিত হবে সুস্বাদু প্রসাদী লাড্ডু সংগ্রহ করা। কুপন প্রথায় অন্নপ্রসাদ মেলে ডাইনিং হল্‌-এ। প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। তবে খ্রিস্টধর্মীদের বিশেষ অনুমতি মেলে দেবদর্শনের।

মন্দিরের ২৪৭ ফুট উঁচু গোপুরমটি দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। সম্প্রতি উচ্চতা বাড়িয়ে উচ্চতম করা হয়েছে। বিমানটি সোনায় মোড়া, নাম তার আনন্দ নিলয়ম। সোনায় মোড়া ধ্বজস্তম্ভ অর্থাৎ তালগাছ হয়েছে মন্দিরে। মন্দিরের কারুকার্যও সুন্দর। বিভিন্ন রাজা-মহারাজার মূর্তিও স্থান পেয়েছে দেবমন্দিরে। প্রবেশ পথের ছোট্ট মিউজিয়মটি আর এক দ্রষ্টব্য মন্দিরে। প্রতিদিন গড়ে ২০০০০ পুণ্যার্থীর উপস্থিতি ঘটে মন্দিরে। বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তের সমাগম ১০০০০০ ছাপিয়ে যায়। দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শনার্থীদের প্রতীক্ষা। আবার ৩০্ বা আরও অধিক টাকার টিকিট কেটেও ভোর থেকে দেবদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দীর্ঘ লাইন থেকে অব্যাহতি মেলে টিকিটের দর্শনার্থীদের। সেপ্টেম্বরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন। মস্তক মুণ্ডন করে চুল দেওয়ার প্রথাও আছে দেবাসনে।

আবার উৎসাহীরা তিরুমালাই অর্থাৎ মন্দির বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে ৮ কিমি গিয়ে পাপ বিনাশম তীর্থও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ঝরনার জলে স্নানে পাপ মুক্ত হওয়া যায়। আর রয়েছে এরই শিরে আকাশ গঙ্গা ঝরনা। সিঁড়ি ভাঙা পথ বেয়ে দেখে নেওয়া যায়। এছাড়া মন্দির থেকে ১ কিমি দূরে গো-গর্ভ। পাহাড় শুধু পাহাড়, বয়ে চলেছে ঝরনা। আর রয়েছে পঞ্চপাণ্ডবের ছোট্ট মূর্তি ও বিষ্ণুর পায়ের ছাপ পাহাড়ী গুহায়। এ গেল আপার তিরুপতির কথা।

শিল্পকেন্দ্রিক শহর লোয়ার তিরুপতিতেও মন্দির রয়েছে নানান। কথিত আছে, শ্রীপদ্মাবতী দেবী অর্থাৎ আলামেলুমঙ্গা মাতার দর্শন ছাড়া তিরুপতি দর্শন অসম্পূর্ণ থাকে। ভেঙ্কটেশ্বরের ভাই শ্রীগোবিন্দরাজস্বামী মন্দিরটিও দর্শনীয়। আর আছে কপিলেশ্বর মন্দির, পবিত্র কপিলা তীর্থম পুষ্করিণী। প্রবাদ, শিবও এসেছেন কপিল মুনির সন্দর্শনে পুণ্যিপুকুরে। ১০ কিমি দূরে অগস্ত্যস্বামী মন্দির, ১৮ কিমি দূরে কল্যাণী ড্যামও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

তিরুপতি থেকে বাস যাত্রায় তিন কিমি হাঁটা থেকে অব্যাহতি পেতে অটোয় ১৫০-২০০টাকায় ১১ কিমি দূরের চন্দ্রগিরিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় একটা দিন তিরুপতিতে থেকে। স্বর্ণমুখী নদীর পাড়ে গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ে ১৮২ মি উঁচুতে বিজয়নগররাজদের রাজ্যপাট তথা দুর্গটি চন্দ্রগিরির মুখ্য আকর্ষণ। মিউজিয়ম বসেছে অতীতের প্রাসাদে। মন্দিরও আছে নানান। এই চন্দ্রগিরিতেই ১৬৩৯এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চেন্নাইয়ে সেন্ট জর্জ ফোর্ট গড়ার জমি ইজারা নেয়।

এমনকি A P Tourism, ✆ 20602 প্রতিদিন ৬০ টাকায় ১০—১৭-৩০টায় তিরুপতি দর্শনের ব্যবস্থাও করে।

হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ থেকে বাস ও রেল সরাসরি সংযোগ গড়েছে তিরুপতির। ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই রেলপথে ১০ কিমি দূরের রেনিগুণ্টা হয়ে তিরুপতির রেল সংযোগ গড়ে উঠেছে ভারতের দিগ্বিদিকের সাথে। 7406 কৃষ্ণা এক্স ৫-৩০এ হায়দ্রাবাদ, ৬-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ, ১৩-১৫য় বিজয়ওয়াড়া, ১৯-১০এ গুডুর ছেড়ে৫৩২ কিমি দূরের তিরুপতি যাচ্ছে ২১-৩০এ; 7429 রায়লাসীমা এক্স ১৭-৩০টায় হায়দ্রাবাদ, ২-৫০এ গুণ্টাকল, ৯-০৫এ রেনিগুণ্টা পৌঁছে তিরুপতি যাচ্ছে ৯-৪০এ; 7603 লিঙ্ক এক্স ১৫-৫০এ সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে কাচিগুদা হয়ে গুণ্টাকল-এ 7597 ভেঙ্কটাদ্রি এক্সের সঙ্গে জুড়ে গুড়ুর/রেণিগুণ্টা হয়ে তিরুপতি যাচ্ছে পরদিন ৯-৪০এ; ফেরে যথাক্রমে ৫-৩০, ১৫-৩০, ১৩-৩০এ। ভেল্লোর/ তাঞ্জোর/ ত্রিচি হয়ে মাদুরাই যাচ্ছে ১৫-৪০এ 6799 মাদুরাই এক্স; মাদুরাই ছাড়ে ৯-১৫য়।

6057 সপ্তগিরি এক্স ৬-১৫য় চেন্নাই সেন্ট্রাল ছেড়ে ৯-২০এ ১৪৭ কিমি দূরের তিরুপতি পৌঁছে ফেরে ১৭-৩০এ; আর 6053 তিরুপতি এক্স যাচ্ছে ১৩-৪৫এ ছেড়ে ১৬-৫০এ, চেন্নাই ফেরে তিরুপতি থেকে ১০-০৫এ 6054 এক্স। আর 7403 চেন্নাই-তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্স যাচ্ছে ১৬-২০এ সেন্ট্রাল ছেড়ে ১৯-৫০এ, ফেরে ৬-৩০এ ইন্টারসিটি। কোচি-তিরুপতি-বারাণসী এক্স শনিবার কোচি আর বুধবার ২১-৪৫এ বারাণসী ছেড়ে গুণ্টাকল-তিরুপতি হয়ে যাচ্ছে। বিজয়ওয়াড়া যাচ্ছে গুডুর হয়ে নানান ট্রেন। 214 তিরুপতি-মহীশূর ফাস্ট প্যা যাচ্ছে ২২-০০টায় তিরুপতি ছেড়ে রেনিগুণ্টা/ কাটপাদী/ ব্যাঙ্গালোর হয়ে ৫১৪ কিমি দূরের মহীশূরে। মুম্বাই যাচ্ছে দ্বিসাপ্তাহিক তিরুপতি-কারলা এক্স 4 7 দিন ২১-৪০এ, কারলা ছাড়ে 2 6 দিন ১২-২৫এ।

আর হাওড়া থেকে ২৩-৩০এ 8079 তিরুপতি এক্স যাচ্ছে পরের পরদিন ১৩-৫৫য় ১৫২৬ কিমি দূরের গুডুর পৌঁছে ১৬-০৫এ ১৬১৯ কিমি দূরের তিরুপতি। আবার হাওড়া-চেন্নাই-এর নানান ট্রেনে গুডুর নেমেও তিরুপতি চলা যায় ট্রেন বা বাসে।

হাওড়া-চেন্নাই রেলে বিজয়ওয়াড়া থেকে ২৯৪ কিমি পেরিয়ে আর চেন্নাই-এর ১৩৮ কিমি আগেই গুড়ুর জং। গুড়ুর থেকে শাখা লাইনে ০-৩০, ২-১০, ৪-২০, ৫-০০, ৯-২০, ১১-১০, ১৪-০০, ১৮-৪০, ১৯-১০, ২০-২০, ২২-৪৫-এর ট্রেনে রেনিগুন্টা হয়ে চলা যেতে পারে গুড়ুর-রেনিগুন্টা-তিরুপতি শাখা লাইনে ৯৪ কিমি দূরের তিরুপতি ইস্ট। ঘন্টা তিনেকের পথ। পুরী-তিরুপতি এক্স যাচ্ছে প্রতি শুক্রবার ৬-২০এ পুরী ছেড়ে খুর্দা রোড-বেরহামপুর-বিজয়ওয়াড়া-গুড়ুর হয়ে পরদিন ৮-৩০এ। পুরী ফেরে শনিবার ১৬-১০এ তিরুপতি-পুরী এক্স। পণ্ডিচেরী যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে আরাক্কোনাম, কাকিনাড়া, ওঙ্গোল-এ তিরুপতি থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

তবুও যেন চেন্নাই TTC এক্সপ্রেস বাস স্ট্যান্ড (এসপ্ল্যানেড) থেকে তিরুভাল্লুভার বা অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য পরিবহণের এক্সপ্রেস বাসে তিরুপতি বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। ৪-৩০টায় প্রথম ছেড়ে ২০-০০টায় শেষ বাস, ঘন্টায় ঘন্টায় সার্ভিস। সড়কপথে চেন্নাই থেকে রেনিগুন্টা হয়ে দূরত্ব ১৭০ কিমি। ৩½ ঘন্টার পথ; ভাড়া ৬৫ থেকে ১০৫ বাস বিশেষে। দিনে দিনে ফেরাও যায় তিরুপতি বেড়িয়ে চেন্নাইয়ে। সড়ক দূরত্ব: গুড়ুর ৯৪, ব্যাঙ্গালোর ২৬০, হায়দ্রাবাদ ৬১৭, বিজয়ওয়াড়া ৩৮৫ কিমি হায়দ্রাবাদ থেকে।

আবার TTDC, ITDC, APTTDC প্রতিদিন চেন্নাই থেকে বিশেষ দেব-দর্শনী সহ ২৭৫ টাকায় ডিলাক্স, ৩৭৫ টাকায় A/c বাসে দিনে দিনে তিরুপতি বেড়িয়ে চেন্নাই ফেরে রাতে। তবে, মন্দিরে যাত্রীর আধিক্যে ফেরার সময়ে (৬—২১-০০ অর্থাৎ যাতায়াতে ১২ ঘন্টা, লাঞ্চ ১ ঘন্টা, দেবদর্শনে ২ ঘন্টা) হেরফের ঘটে প্রায়ই। হায়দ্রাবাদ থেকেও উইক এন্ডে APTTDC প্যাকেজ ট্যুরে দেবদর্শনে আসছে। তবে, দূরত্বের আধিক্যহেতু চেন্নাই থেকেই দেখে নেওয়া সুবিধার। আর অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট রোড ট্রান্সপোর্টের বাস যাচ্ছে লোয়ার থেকে পাহাড়ে। মুহুর্মুহু বাসও মেলে প্রত্যুষ থেকে গভীর রাতে। তেমনই ফেরার পথে তিরুমালাই অর্থাৎ তিরুপতি থেকে মুহুর্মুহু APSRTC/TTC/PAT-র বাস যাচ্ছে ৫-৩০ থেকে ২০-৩০-এ চেন্নাই; ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ৬-০০, ৭-০০, ১০-০০, ১১-০০, ১৩-০০, ১৮-৩০; পণ্ডিচেরী ৯-৩০ ও ১৩-০০; কন্যাকুমারি ১৩-৪৫; মহীশূর ২১-৩০; মাদুরাই ১৬-৩০ ও ১৯-৩০-এ। তবুও যেন বাস টিকিটের প্রচুর চাহিদা—দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় লাইন। তাই ফেরার পথের রিটার্ন টিকিট কেটে রাত্রিবাস করাই উচিত হবে যাত্রীদের।

মন ভরে দেবদর্শনের জন্য একরাত মন্দির তীর্থে থাকা উচিত হবে যাত্রীদের। থাকার জন্য তিরুমালাই-এ *মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস, দ্বি-সহস্রাধিক কটেজ, স্যুইট* ও *ধরমশালা* আছে। দু'ঘরের কটেজ ২০, ২৫, ৩০, ৭৫, ১০০। আর আছে প্রথম শ্রেণীর *Modi Bhawan, Sriniketan, Indira, Balakutiram, Padmabati, Gokulam* ছাড়াও নানান *গেস্ট হাউস, অবু:* Reception Officer, TTD, Tirupati-517504-কে ৩০ দিন আগেই M O বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে টাকা পাঠিয়ে লিখুন। এছাড়া APTTDC-র *Hillview G H,* Alipiri Rd, ✆ *(08574) 22494, D ৭৫;* KSTDC-র **H Mayura Sapthagiri,* 1st Floor, Karnataka Pravasi Soudha, Tirumala, ✆ *(08574) 77285, D ৯৫;* TTDC-র *Tourist Cottage* ও আছে তিরুমালাই-এ। আহার মেলে নিখরচায় মন্দির কমিটির ডাইনিং হল-এ। প্রাইভেট রেস্তোরাঁও হয়েছে বাস স্ট্যান্ডে।

আর আছে Tirupati, STD 08574, PC-517501-এ প্রাইভেট হোটেল—*H Mamata, H 7 Hills, Gokula Tourist L, H Prashanth, Gomatha L, Hotel LNB, Apsara, Murali Krishna L, H Vikram,* 207 T P Area, Opp APSRTC Bus Stand, SAB ১৫০, DAB ৩০০, A/c D ৪৫০; *Sri Ganesh L,* 14-3-304 D R Mahal Rd-1, ✆ 21565, DAB ১২৫; **H Mayura,* 209 T P Area, Tirupati-517501, ✆ 25925, DAB ৪০০, A/c D ৬০০-৭৫০; **H Oorvasi,* Renigunta Rd, D ৩২৫, A/c S ৪৫০, D ৬০০-৮৫০; **Bhimas Deluxe H,* 34-G, Car St-1, ✆ 25521, S ২৫০, D ৩০০-৪২৫, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০; লাগোয়া *H Bhimas Paradise,* 42-G Car St, ✆ 25747, S ৩৫০, D ৪৭৫, A/c S ৫২৫, D ৭৫০; *Gopi Krishna Deluxe L,* opp Rail Stn; *H Guestline Days,* Karakambadi Rd-517507, ✆ (08574)20366, A/c S ৫৪৫, D ৭৯৫, স্যুইট ১২৫০-১৫৯৫। *Bhimas Paradise,* 33 Renigunta Rd, ✆ 20747, D ৩০০, A/c D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০; *H Vishnupriya,* Opp APSRTC ছাড়াও নানান হোটেল। রেলের *রিটায়ারিং রুম*ও আছে তিরুপতিতে।

ধরমশালাও আছে লোয়ার তিরুপতিতে। রেল স্টেশনের কাছে— *Venkateswara, Govindaraj, Sri Kodandarama* ছাড়াও নানান।

আহার্যও মেলে ভেজ ও ননভেজ তিরুপতির হোটেলে। থাকা ও ভেজ মিলের জন্য *হোটেল ভীমাস* আজও বরণীয়। তেমনই অদূরে *রেস্টুরেন্ট পীকক*-এরও যথেষ্ট সুনাম ননভেজ মিল পরিবেষায়। আর বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *লক্ষ্মীনারায়ণ ভবন*-ও সদাই ব্যস্ত ভেজ মিল পরিবেশনে।

কোনাই জলপ্রপাত: চেন্নাই-উথুকোট্টাই-তিরুপতি সড়কে চেন্নাই থেকে ৯০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগালপুরম পেরুতেই নারায়ণাভনাম (Narayanawanam)-এ নেমে ২ কিমি যেতে নির্জনে এই জলপ্রপাত। চলার পথে দেখে নেওয়া যায়। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে ধারা বাড়ে বৃষ্টির জলে, আর শীতে বাড়ে যাত্রী। প্রবাদ শ্রীভেঙ্কটেশ্বর এখানেই পদ্মাবতীকে বিয়ে করেন। সেই স্মৃতিতে মন্দির হয়েছে নারায়ণাভনামে।

পুষ্পগিরি: পুষ্পগিরি অর্থাৎ ফুলের পাহাড়। কারুকার্যমণ্ডিত ৮টি মন্দির ফুলের পাহাড়ে আর নিচুতে ডজনখানেক। এমনকি গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত আখ্যান রূপ পেয়েছে অলঙ্করণে। কার্ভিং-এর কাজও সুন্দর। তিরুপতি থেকে ১১ কিমি দক্ষিণে রেনিগুন্টা আর রেনিগুন্টার ১৩১ কিমি উত্তরে কুড্ডাপা, কুড্ডাপার ১৬ কিমি উত্তর-পুবে পুষ্পগিরি।

শ্রীকালহস্তী

তিরুপতি থেকে ৩৭ কিমি পুবে দু'টি খাড়া পাহাড়ের মাঝে পল্লব রাজাদের তৈরি শিব মন্দিরটি আর এক হিন্দুতীর্থ। স্বর্ণমুখী নদীর তীরে মন্দির নগরী শ্রীকালহস্তী। শিব এখানে পঞ্চভূতের এক মরুৎ অর্থাৎ বায়ুলিঙ্গম—

মন্দিরে দীপশিখা অবিরাম কাঁপছে। পঞ্চভূতের আরও চার—কাঞ্চীপুরমে ক্ষিতিলিঙ্গম, জম্বুকেশ্বরে অপলিঙ্গম, অরুণাচলে তেজলিঙ্গম, চিদাম্বরমে ব্যোম বা আকাশলিঙ্গম। প্রবাদ—শিব এখানে *শ্রী* (মাকড়সা), *কাল* (সাপ) ও *হস্তী* অর্থাৎ হাতি দ্বারা পূজিত হন। নামটিও তাই *শ্রী-কালহস্তী*। শিবরাত্রিতে উৎসব হয়। স্বর্ণমুখী নদী আর পূর্বঘাট পরিবেশকে অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলেছে। তিরুপতি ইস্ট থেকে রেনিগুণ্টা হয়ে রেল যাচ্ছে হাওড়া-চেন্নাই রেলের গুডুরে। গুডুর-তিরুপতি শাখা লাইনে গুডুর থেকে ৬০ আর চেন্নাই থেকে (১৩৮+৬০) ১৯৮ কিমি দূরে Srikalahasti. বাসেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় চেন্নাই, তিরুপতি বা গুডুর থেকে। *চোলট্রি* অর্থাৎ ধরমশালা ছাড়াও হোটেল আছে *Bhima L, Sri Ram Cafe L* শ্রীকালহস্তীতে।

হর্সলে পাহাড়

অন্ধ্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে তিরুপতি-ব্যাঙ্গালোর সড়কে তিরুপতি থেকে ১২২ আর ব্যাঙ্গালোরের ১৩৬ কিমি দূরে চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা ৭৪৬মি উঁচুতে স্বাস্থ্যকর শৈলশহর মদনাপল্লী। চেন্নাই-এর দূরত্ব ২২১, হায়দ্রাবাদ ৪৩১ কিমি। গুণ্টাকল-পাকালা মিটারগেজ রেলে গুণ্টাকল-তিরুপতি প্যা, বেলারি-তিরুপতি প্যা, ভেঙ্কটাদ্রি এক্স Madanapalle Rd হয়ে যাচ্ছে। গুণ্টাকল থেকে দূরত্ব ১৪৭, পাকালা ১৮২ কিমি মদনাপল্লী থেকে। লাগোয়া বামিনীকোণ্ডা পাহাড়ে দুর্গা তথা বামিনীদেবীর মন্দির। টি বি স্যানাটেরিয়ামও গড়ে উঠেছে জলবায়ুর গুণে। তবুও যেন মদনাপল্লীর মূল আকর্ষণ ২৯ কিমি দূরের হর্সলে পাহাড়ের বাস সংযোগকারী জংশন রূপে। বাসও যাচ্ছে ৮-০০, ১৩-০০ ও ১৬-০০টায় বছরভর, ১ ঘণ্টার পথ; অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে বাসের আধিক্য মেলে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপীয় সাহেব W D Horsley শিকারে বেরিয়ে মালাম্মাকোণ্ডা অর্থাৎ দেবী মালাম্মার পাহাড়ে পৌঁছান। প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ সাহেব গ্রীষ্মাবাস গড়েন ১৮৭০এ। নামান্তরও ঘটে—অতীতের ইয়েন্নুগু মালাম্মা-কোণ্ডা পাহাড় হয় হর্সলে হিলস। ১২৬৫ মি উঁচুতে পূর্বঘাট পর্বতে অন্ধ্রের একমাত্র শৈলশহরও এই হর্সলে। চন্দন, পলাশ, পিয়াল, সেগুন, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, গুলমোহর আর আমগাছে ছাওয়া হর্সলের প্রকৃতিও মনোরম। তেমনই সুন্দর হর্সলের সূর্যাস্ত। আর আছে নেচার স্টাডি সেন্টারের বনজ-সংগ্রহশালা, মনোরম অর্কিডোরিয়াম, ৯ কিমি পাহাড়ী পথে ঋষিকোণ্ডা ভ্যালি স্কুল, ২০ কিমি পশ্চিমে এনুগোমালাম্মার মন্দির। তেমনই চেনা-অচেনা নানান পাখির কূজনও মধুময় করে তোলে উপজাতি অধ্যুষিত হর্সলে। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।

থাকারও নানান ব্যবস্থা হর্সলে পাহাড়ে—সুন্দর প্রকৃতির মাঝে APTTDC-র *Tourist R H,* D ১২৫, ১৭৫, ২৫০, অবু: Manager, Horsley Hills, Dist-Chittoor-517325, ✆ (08571) 69323 বা APTTDC, Yatri Nivas Complex, Sardar Patel Rd, Secunderabad-500003, ✆ 816373. ৩০ ঘরের *Mount Pleasant R H*, D ২২৫-৩৫০; সাহেবের গ্রীষ্মাবাসে *বন বাংলো* ও নবতম *Forest R H*-এর অবু: FRO, Madanapalli, Dist-Chittoor, AP-517325, ✆ (08571) 8325; PWD *R H; ADC Quarters* আছে হর্সলে পাহাড়ে।

পেনুকোণ্ডা: হর্সলে লাগোয়া আর এক পাহাড়ী শহর ৯৩৪ মি উঁচু পেনুকোণ্ডা। ১৫৬৫র যুদ্ধে হারার পর বিজয়নগররাজ ২০ বছর অবস্থান করেন। পেনুকোণ্ডায় নানান ধ্বংসাবশেষ, দুর্গ, শের খান মসজিদটির পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

লেপাক্ষী

গুণ্টাকল-ব্যাঙ্গালোর শাখা রেলের হিন্দুপুরে নেমে ১৬ কিমি বাসে গিয়ে শিব মন্দির দেখে নিতে পারেন লেপাক্ষীর। বাস আসছে অনন্তপুর ১০৮, ব্যাঙ্গালোর ১৩৬ কিমি থেকেও। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মতো গোপুরমের অভাব। বিরাট চত্বরের উপর তিনটি ভাগে এই মন্দিররাজি—মুখ্য মণ্ডপ বা নাট্য মণ্ডপ, অর্থ মণ্ডপ ও কল্যাণ মণ্ডপ। জনশ্রুতি, অগস্ত্য মুনির তৈরি লেপাক্ষীর এই মন্দির। কল্যাণ মণ্ডপটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ৩৮টি মনোলিথিক পিলারের উপর ১৫ শতকে বিজয়নগরী শৈলীতে পত্তুব রাজাদের হাতে গড়ে ওঠে। মন্দিরের স্থাপত্য ও দেওয়াল চিত্র খুবই সুন্দর। বৈচিত্র্য আছে স্থাপত্যে। লোকশিল্পের নানান আখ্যান রূপ পেয়েছে দেওয়ালে। পাথর কুঁদে তৈরি মূর্তিগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে একখণ্ড পাথর কুঁদে ৪.৫৭x৮.২৩ মিটারের দ্বিতীয় বৃহত্তম নন্দী, চুল ও বসনের কারুকার্য, প্রসাধনরতা নারী, সিলিং-এর আখ্যান-চিত্র অতুলনীয়। থাকার জন্য *অভয় গৃহ রেস্ট হাউস ও ধরমশালা* আছে।

কুরনুল

হায়দ্রাবাদ থেকে ২৪০ কিমি দক্ষিণে, গুণ্টাকল-দ্রোণাচলম-সেকেন্দ্রাবাদ শাখায় কুরনুল স্টেশন। জেলাসদরও কুরনুল। তুঙ্গভদ্রা ও হাণ্ড্রি নদীর পাড়ে এই শহর। অতীতকালের দুর্গের ভগ্নাবশেষ, মসজিদ ও সমাধি আজও দেখে নেওয়া যায়। কুরনুল জেলার আর এক তীর্থ শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃন্দাবন অর্থাৎ মন্ত্রালয়মও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে ৮৯ কিমি গিয়ে কুরনুল থেকে।

Kurnool, STD 08518, PC-518001-এ হোটেলও আছে—**H Raja Vihar Deluxe,* Bellary Rd-1, ✆ 20702, S ২৫০, D ৩০০, A/c S ৪০০, D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০; *H Raviprakash,* Station Rd, Kurnool ছাড়াও নানান। আর মন্ত্রালয়মে আছে APTTDC-র *Tourist R H,* D ১২৫, A/c D ২৭৫, ডর্মি বেড ২০; অবু: Mantralayam, Kurnool Dist, ✆ (08512)59463.

শ্রীশৈলম

গুন্টুর-কুরনুল সড়কে দোর্ণালা থেকে পথ গিয়েছে শ্রীশৈলমের। বাস আসছে নাগার্জুন কোণ্ডা থেকেও দোর্ণালা হয়ে শ্রীশৈলমে। সরাসরি যাত্রায় কলকাতা থেকে ইস্ট কোস্ট এক্সের সাথে জোড়া গুন্টুর কোচে ১২৬৫ কিমি দূরের গুন্টুর পৌঁছে বাসে শ্রীশৈলম চলাই সুবিধার। ট্রেন আসছে—সেকেন্দ্রাবাদ ২১৯, বিজয়ওয়াড়া ৩৩, মছলিপতনম ১১৩, মাচেরোলা ৬১ কিমি থেকেও গুন্টুরে। আর গুন্টুর থেকে ২১২, কুরনুল ১৭৮, দোর্ণালা ৫০, হায়দ্রাবাদ ২৩২, বিজয়ওয়াড়ার ২৬০ কিমি দূরে কুরনুল জেলার নালীমালাই অধিত্যকায় ১৫০০ ফুট উঁচুতে হিন্দুতীর্থ শ্রীশৈলম। নিকটতম বিমানবন্দর হায়দ্রাবাদে। নন্দীয়াল পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে ১৫৮ কিমির সড়কপথে শ্রীশৈলম। বাস আসছে কুরনুল, গুন্টুর, গুন্টাকল, হায়দ্রাবাদ ও বিজয়ওয়াড়া থেকেও শ্রীশৈলমে।

কৃষ্ণার দক্ষিণ পাড়ে ৪৫৭মি উঁচু মহাভারতের শ্রীপর্বত আজকের ঋষভ পাহাড়ের মন্দিরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু দেবতা শিব এখানে মল্লিকার্জুন স্বামী। সোনার নাগরাজ কিরীট হয়ে শিরে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে দর্শন মেলে দেবতার। আর আছেন দেবী মহাকালী —ব্রহ্মারম্ভা রূপে মন্দির চত্বরে। জনশ্রুতি, শিবের বাহন বৃষভ অর্থাৎ নন্দী প্রায়শ্চিত্ত করে এখানে। প্রায়শ্চিত্তে তুষ্ট শিব ও পার্বতী আসেন বৃষভকে আশীর্বাদ করতে মল্লিকার্জুন ও ব্রহ্মারম্ভা রূপে। দুর্গরূপী ৬মি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা মন্দির। নানান রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে মন্দির। এমনকি ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙ-এর ভারত বিবরণীতেও বর্ণিত হয়েছে শ্রীশৈলমের কথা। বৌদ্ধ ভিক্ষু আচার্য নাগার্জুনও বাস করে গেছেন শ্রীশৈলমে। শিবরাত্রি উৎসবেরও প্রশস্তি আছে। ৫১ সতী পীঠের এক শ্রীশৈলম।

আর আছে মন্দির থেকে ২ কিমি দূরে পাতালগঙ্গা —অর্থাৎ কৃষ্ণা নদী খাড়া নামছে; ২½ কিমি দূরে সাক্ষী গণপতি— শ্রীশৈলম দর্শন জানিয়ে যাওয়ার প্রথা। ৩ কিমি দূরে হৃতকেশ্বরমে ২টি প্রস্রবণের উৎস, আদি শঙ্করাচার্যর প্রায়শ্চিত্ত, শিবানন্দ লহরী লেখেন এখানে শঙ্করাচার্য; ৮ কিমি দূরে ২৮৩৫ ফুট উঁচু সর্বোচ্চ শিখরে শিখরেশ্বর স্বামী অর্থাৎ শিব মন্দির; ১৪ কিমি দূরে কৃষ্ণা নদীতে ৫১২ মি দীর্ঘ বাঁধ তথা হাইড্রো প্রোজেক্টটিও দেখে নেওয়া যায়।

থাকার জন্য *শৈল বিহার ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস* আছে, অবু: DPRO. আর আছে *মন্দির কমিটির* ১০৫টি *কটেজ*, ১৫০ ঘরের *ধরমশালা*, অবু: Executive Officer, Srisailam Devasthanam, Srisailam, Dist-Kurnool, PC-518101; ছাড়াও নানানধর্মী *গেস্ট হাউস* শ্রীশৈলমে।

রাজীব গান্ধী ব্যাঘ্র প্রকল্প: শ্রীশৈলম-হায়দ্রাবাদ সড়কে ড্যাম পেরুতেই বাস চলে গহীন বনের মাঝ দিয়ে—নাম তার রাজীব গান্ধী ব্যাঘ্র প্রকল্প। গাড়ি যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে বাঘ দেখাতে। হায়দ্রাবাদ থেকে ঘন্টা ছয়েক, বিজয়ওয়াড়া থেকে দশ ঘন্টায় বাসও আসছে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *বনদপ্তরের ট্যুরিস্ট লজে*।

উদয়গিরি

নিকটতম রেল স্টেশন চেন্নাই-বিজয়ওয়াড়া রেলের কাভালী ৭৭ কিমি, নেলোরের দূরত্ব ৯৮ কিমি; আর চেন্নাই ১৭৭, বিজয়ওয়াড়া ৪৩০, কলকাতা ১৪৮৩ কিমি। বাস সংযোগ রেখেছে নেলোর ও কাভালী থেকে। বিধ্বস্তপ্রায় ১৩টি দুর্গের জন্য উদয়গিরির পর্যটক আকর্ষণ। লঙ্গুলা গুজাপতি রাজাদের রাজধানী ছিল ১৪ শতকে। পরে দখল যায় বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার হাতে। ১০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর মসজিদও রয়েছে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের।

বিজয়ওয়াড়া

কলকাতা-চেন্নাই/ হায়দ্রাবাদ/ তিরুপতি, চেন্নাই-দিল্লী/আমেদাবাদ রেলপথে জংশন স্টেশন বিজয়ওয়াড়া। কলকাতা ১২৩০, চেন্নাই ৪৩৩, দিল্লী ১৭৬১, আর হায়দ্রাবাদের দূরত্ব ৩৬১ কিমি। রেল যাচ্ছে ওয়ারাঙ্গালেও বিজয়ওয়াড়া থেকে। ৬৪ কিমি পশ্চিমের অমরাবতীরও জংশন স্টেশন বিজয়ওয়াড়া। রেল যাচ্ছে ৫০ ঘণ্টায় দিল্লী, চেন্নাই ৬ ঘ, কলকাতা ২৭ ঘ, হায়দ্রাবাদ ৭ঘ, কন্যাকুমারী, তিরুভনন্তপুরম, ব্যাঙ্গালোর, বারাণসী ছাড়াও ভারতের দিকে দিকে। কলকাতা-চেন্নাই NH-5 আর হায়দ্রাবাদ-পুনে NH 9-এ বিজয়ওয়াড়া। নেলোর থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে বিজয়ওয়াড়া চলুন, দূরত্ব ৪৩০ কিমি। ট্রেন আসছে ১২৮ কিমি দূরের ডোর্নাকল্ থেকেও। রাজধানী শহর হায়দ্রাবাদ থেকেও ট্রেন ও বাস দুই-ই আসছে। তবুও যেন কলকাতা তথা পূর্ব ভারত যাত্রীদের গোয়া যাত্রায় হাওড়া থেকে ১৪-০০টায় 2841 করমণ্ডল এক্স, ২০-১৫য় 6003 চেন্নাই মেল, ২৩-৩০এ 8079 তিরুপতি এক্স, ১০-১৫য় 8045 ইস্ট কোস্ট, ৭-৫০এ 2703 ফলকনুমা এক্স, 1 5 দিন ২২-৩৫এ 6324 হাওড়া-কোচি-তিরুভনন্তপুরম এক্সে যথাক্রমে ১০-২৫/২০-০০/৮-০০/১২-০০/৫-০০/২০-৫০এ ১২৩১ কিমি দূরের বিজয়ওয়াড়া পৌঁছে ১৯-৩০এ 7225 অমরাবতী এক্সে বিজয়ওয়াড়া ছেড়ে গুন্টুর-হসপেট-হুবলি-লোন্ডা-কাসল রক-কুলেম হয়ে পরদিন ২২-১৫য় ভাস্কো চলায় সুবিধা। গুয়াহাটি ও পাটনা থেকেও নানান দক্ষিণী এক্স বিজয়ওয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। বিজয়ওয়াড়ার সংযোগ গড়েছে দক্ষিণ ভারতের নানান শহরের সঙ্গে কৃষ্ণা নদীর পাড়ের Bandar Rd বাস স্ট্যান্ড থেকে দিন-রাত জুড়ে APSRTC-র বাস। রিটায়ারিং রুমও আছে বাস স্ট্যান্ডে। আর বোট যাচ্ছে বিজয়ওয়াড়া থেকে অমরাবতী। বায়ুদূতও সংযোগ গড়েছে 1 3 5 দিন হায়দ্রাবাদ-বিজয়ওয়াড়া-রাজমহেন্দ্রীর; আর 2 4 6 দিন হায়দ্রাবাদ-বিজয়ওয়াড়ার মাঝে। শহর থেকে ২০ কিমি দূরে বিমানবন্দর। ট্যাক্সি মেলে যাতায়াতে। বায়ুদূতের লোকাল এজেন্ট Smita Travels, Bandar Rd, ✆ 477811.

কৃষ্ণা নদীর উত্তর পাড়ে পাহাড়ে ঘেরা অন্ধ্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর তথা তেলুগুর মর্মকেন্দ্র বিজয়ওয়াড়া। দক্ষিণের

প্রবেশদ্বারও বলা হয় বিজয়ওয়াড়াকে। ২০০০ বছরের অতীত—প্রবাদ, ইন্দ্রকিলা পাহাড়ে অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট শিব কিরাত রূপে দর্শন দেন। আশীর্বাদ মেলে বিজয়ের। বিজয় থেকে নাম হয় জায়গার **বিজয়বাটিকা**। স্মারক রূপে মন্দির, মূর্তিও হয়েছে ব্যাধরূপী কিরাত-শিবের। মহাভারতের আখ্যানও মূর্ত হয়েছে মন্দির গাত্রে। প্রায়শ্চিত্ত করেন অর্জুন এই পাহাড়ভূমে।

আর রয়েছে শ্রীকনকদুর্গার মন্দির। অষ্টভূজা দেবী দুর্গা বিজয়া রূপে খ্যাত হলেও পার্বতী রূপে অধিষ্ঠিতা। মূর্তি হয়েছে সোনায়। মন্দিরের পথেই ১৭শ শতকের কুতবশাহী মন্ত্রীদের পাহাড় কেটে গড়া গুহা, অদূরে খ্রি পূ ২য় শতকের শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার গুহা মন্দিরও উচিত হবে দেখে নেওয়া। ১৯৫৭য় তৈরি ১২২৩.৫ মি দীর্ঘ প্রকাশম ব্যারেজ বা কৃষ্ণা নদীর সেতুটিও আর এক দ্রষ্টব্য। বাঁধে গড়া কৃত্রিম লেকের জলে বোটিং; লেকের ভবানী দ্বীপে ওয়াটার স্পোর্টসের আসর বসেছে। এছাড়া ১৪ শতকের বিধ্বস্ত দুর্গটিরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। নানান পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহের সাথে Bandar Rd-এর কালো গ্রানাইট পাথরের বৃহৎ আকারের বুদ্ধ মূর্তিটিও ভিক্টোরিয়া জুবিলি মিউজিয়মে শুক্রবার ছাড়া দেখে নেওয়া উচিত হবে। বাস স্ট্যান্ডের অদূরে কৃষ্ণার পাড়ে রাজীব গান্ধী পার্কটিও জ্ঞানার্জনের সাথে চিত্ত বিনোদনের নবতম সংযোজন। মডেলে ডাইনোসর ছাড়াও প্রি-হিস্টোরিক জীব-জন্তুর সম্ভার উল্লেখ্য। ৮—১০-৩০ ও ১৭—২০-৩০টায় খোলা। আর আছে নানান পসরা নিয়ে Orr Hill-এ গান্ধীজীর স্মারকরূপে গড়া গান্ধী হিল। ১৯৬৮তে তৈরি ১৫.৮ মিটারের গান্ধী স্তূপ, গান্ধী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শনী, প্ল্যানেটেরিয়াম ছাড়াও টয় ট্রেন চলছে গান্ধী পাহাড়ে। এমনকি শহরের দৃশ্যও সুন্দর দেখে নেওয়া যায় গান্ধী পাহাড় থেকে। তেমনই উচিত হবে আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর শিব মন্দিরে শ্রীচক্র, হজরতবাল মসজিদে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহম্মদের স্মারক, চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া। মোগা রাজাপুরমে ৪৬২-৫০২ খ্রিস্টাব্দে রাজা মাধব বর্মা দ্বিতীয়ের গড়া গুহা মন্দির ত্রয়ীও উচিত হবে দেখে নেওয়া। নটরাজ (শিব), বিনায়ক (কার্তিক) আজও সযত্নে রক্ষিত। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র অর্ধনারীশ্বর মূর্তিও রয়েছে। তেমনই বিজয়ওয়াড়ার ৮ কিমি দূরে কালো গ্রানাইট পাহাড়ের ঢালে ৫ ধাপে ৭ শতকের উন্ডাভাল্লী গুহায় বিশালাকার মনোলিথিক বিষ্ণুর অবস্থান। ৫মি উঁচু বিষ্ণুকে বুদ্ধও বলে থাকে লোকে। ২টি জৈন মন্দিরও আছে ৬২৪-৬৪২ খ্রিস্টাব্দের। ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপী নরসিংহদেবের মন্দিরও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে ১২ কিমি দক্ষিণের মঙ্গলাগিরিতে।

বিজয়ওয়াড়া-হায়দ্রাবাদ সড়কে ১৬ কিমি গিয়ে সূক্ষ্ম কারুশিল্প দেখে আসুন কোণ্ডাপাল্লিতে। দক্ষ শিল্পীদের হাতে সীডার বৃক্ষের হালকা কাঠে তৈরি নানানধর্মী পুতুল পর্যটকরা অন্ধ্র ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গীও করতে পারেন। Prolaya Veera Reddy-র ৭ শতকের দুর্গও আছে কোণ্ডাপাল্লির শিরে। দুর্গের অদূরে ত্রিতল পাথুরে টাওয়ার ও মন্দির হয়েছে বিরূপাক্ষের। বসন্তে দশেরা বরণীয় উৎসব। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ।

বিজয়ওয়াড়া থেকে ৬৮ আর গুন্টুর থেকে ১০০ কিমি দূরে কৃষ্ণার পুব পাড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নগরী **মছলিপতনম**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ডাচ ও ফরাসিরাও শিল্প-কারখানা গড়ে মছলিপতনমে। সিল্ক ও সুতি বসনে *Kalamkari Printing* আজও পর্যটক প্রিয়। ৭-২০, ১৪-০৫, ১৬-১৫, ২১-৪৫এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন আর বাসও যাচ্ছে বিজয়ওয়াড়া থেকে মছলিপতনমে। ২½ ঘন্টার পথ। *H Santosh*, PC-521001, R1, D ১৭৫ A/c S ২৭৫ D ৪০০ ছাড়াও হোটেল আছে নানান মছলিপতনমে।

তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় বিজয়ওয়াড়া থেকে ৬০ কিমি দূরে কুচিপুডি নাচের স্রষ্টা সিদ্ধেন্দ্র যোগীর জন্মভূমি কুচিপুডি। স্মারকরূপে কুচিপুডি নৃত্যের স্কুল বসেছে যোগীর বাসভবনে।

H Chaya, 27-8-1 Sivalayam St, Vijayawada-520002, STD 0866, S ১৭৫ D ৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; **H Kandhari International*, M G Rd, Lebbipet-10, ✆ 471311, S ৩২৫ D ৪৫০ A/c S ৪২৫ D ৬২৫ স্যুইট ১০৫০; *H Ashoke*, near Bus Stand, DAB ২০০; *Shree Durga Bhavan*, Eluru Rd-2, S ৮৫ D ১৫০; একই বাড়িতে **H Mamata*, Eluru Rd-2, Opp Bus Stand, ✆ 61251, S ২৫০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৬৫০-৮৫০। Governor Pet-এ—*H Swarna Palace*, Eluru Rd, ✆ 67222, S ৩০০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; **H Raj Towers*, Congress Office Rd, SAB ২২৫-৩০০ DAB ৩২৫-৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ৮৫০; *H Anupama*, Kaleswara Rao Rd, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; অদূরে *H Nataraj*, S ১২৫ D ২২৫ A/c S ২২৫ D ৪২৫ স্যুইট ৬০০। **H Manorama*, 27-38-61 M G Rd-2, ✆ 77220, S ৩০০ D ৪২৫ স্যুইট ৬০০ A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ৮৫০; *Sree Lakshmi Vilas Modern Cafe*, Besant Rd, Governor Pet-2, R1, ✆ 62525, S ১২০ D ২০০; *Welcome H*, Gandhi Ngr, Besant Rd-3; **H Ilapuram*, Besant Rd, Gandhi Ngr-3, ✆ 61282, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ১০৫০; **Krishna Residency*, Rajagopalachari St, Governor Pet-2, ✆ 75302, S ২৭৫ D ৩২৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ১০০০; *Swapna L*, Durgaiah St, D ১৭৫-২২৫, ব্যবস্থাপনা ভালই; *H Alankar, H Sri Durgabhavan*, ছাড়াও বেশ কিছু সাধারণ হোটেল, *RR, DB, IB* আছে বিজয়ওয়াড়ায়। আর হয়েছে APTTDC-র *Krishnaveni Motel*, Sitanagaram, Vijayawada, ✆ (0866) 64382, DAB ২৫০ A/c D ৩৫০; অবু: Asstt Manager. তবে উচিত হবে শহরের বাণিজ্যকেন্দ্র গভর্নর পেটে M G Rd বা Eluru Rd-এ হোটেল নির্বাচন করা।

চরিত্রে এরা দক্ষিণী থেকে স্বতন্ত্র— অন্ধ্রের নিজস্ব ডিশের সাথে উত্তর ভারতীয় ছাড়াও নানানধর্মী আহার্য মেলে। উচিতও হবে Lebbipet-এ ভবানী গার্ডেনের *H Greenland*-এ আহার্যের স্বাদ নেওয়া।

A P Tourism-এর দপ্তরও বসেছে Krishnaveni Motel, Sitanagaram-522515, ✆ 75382-এ। কন্ডাকটেড ট্যুরে শহর দর্শন ও কৃষ্ণার জলে বোটিং-এর ব্যবস্থা করে ট্যুরিজম। অমরাবতীও যাচ্ছে পর্যটন দপ্তরের বোট ও বাস। আর কেনাকাটায় M G Rd, Eluru Rd, Governor Pet-এর দোকানপাটে চলা যেতে পারে। শহরে চলছে বাস, রিকশা, অটো ও ট্যাক্সি।

অমরাবতী

বিজয়ওয়াড়া থেকে গুন্টুর হয়ে ৬৪ কিমি পশ্চিমে কৃষ্ণার দক্ষিণ পাড়ে অমরাবতী। আর গুন্টুরের দূরত্ব ৩২ কিমি। ৬—১৯-৩০টায় ঘন্টায় ঘন্টায় বাস যাচ্ছে বিজয়ওয়াড়া থেকে। হায়দ্রাবাদের দূরত্ব ৩৩৪ কিমি। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে মৌর্যদের উত্তরপুরুষ সাতবাহন রাজাদের রাজধানী শহর ধান্যকটকের ধ্বংসাবশেষের পাশেই খ্রিস্ট জন্মেরও দুশ বছর আগে গড়া বৌদ্ধ বিহারের মহাচৈত্যটি ভারতে বৃহত্তম। চৈত্যের ডোমের উচ্চতা ২৯ মি, প্রস্থে ৪৯ মি। ১৪ ফুট উঁচু রেলিং-এ ঘেরা। প্রদক্ষিণ পথটি ১৫ ফুট চওড়া। কার্নিশে বুদ্ধের জীবনাখ্যান উৎকীর্ণ হয়েছে। সেকালের বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল অমরাবতী। এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খুবই সুন্দর। তবে অতীত আজ বিধ্বস্ত। বিনষ্ট করেছে ১৮ শতকেও স্থানীয়রা। ২½ কিমি দূরের শঙ্করমে খননে পাওয়া স্থাপত্যের সম্ভার নিয়ে মিউজিয়ম হয়েছে। সোমবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। এছাড়া কলকাতা সহ সারা বিশ্বের যাদুঘরগুলিও সমৃদ্ধ হয়েছে অমরাবতীর অমর ভাস্কর্যের প্রদর্শনে। মহাচৈত্য থেকে ১ কিমি দূরে কৃষ্ণার পাড়ে ১৫ ফুট উঁচু অমরালিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। কিংবদন্তী, ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম কালো পাথরের একশিলা অমরেশ্বর স্বামী শিব। আর এই অমরেশ্বর থেকেই অমরাবতী নামকরণ। শিবরাত্রিতে উৎসব হয়।

থাকার জন্য *RH, IB* আছে। আর আছে *H Neelam*, Badnera Rd-444601, R:B1, SAB ১৫০, DAB ২৭৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০, স্যুইট ৬০০; *H Hindusthan International*, Satidham Complex, Amaravati, ✆ 75375, S ১৫০-২২৫, D ২৫০-৩২৫, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০, ছাড়াও নানান হোটেল অমরাবতীতে।

নাগার্জুনকোণ্ডা

হায়দ্রাবাদ থেকে ১৬৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে নাগার্জুনকোণ্ডা অর্থাৎ পাহাড়ে মাটির নিচে ১৯২৬এ আবিষ্কৃত হয়েছে, দুই হাজার বছরেরও প্রাচীন ইক্ষ্বাকু রাজাদের রাজধানী ও বৌদ্ধ বিহার অতীতের বিজয়াপুরীতে। নগরীর পত্তন সাতবাহন রাজা বিজয় সাতকর্ণীর হাতে। খ্রিপূ ২ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে বিজয়াপুরী ছিল দাক্ষিণাত্যের মূল বৌদ্ধকেন্দ্র। এর মহাচৈত্যটি সম্রাট অশোকের তৈরি। গঠনপ্রণালী অমরাবতীর মতো হলেও প্রশস্ত জমির উপর ২৪৪মি উঁচুতে ২৩ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছিল এই বৌদ্ধ বিহার। মঠ, স্তূপ, বিহার, বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত রোমন্থন করায়। শ্বেতমর্মরে কার্ভিং-এর কাজও অনবদ্য।

সিংহল থেকে আগত সেকালের বৌদ্ধভিক্ষু পণ্ডিতাচার্য নাগার্জুন বাস করতেন এখানে। আচার্য নাগার্জুন ছিলেন বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের মধ্যমিকা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ২ শতকে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে সঙ্ঘ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন তিনি। ছাত্রও এসেছে দেশ-দেশান্তর থেকে। তাঁরই নামে নাম হয়েছে জায়গার।

দক্ষিণী ভ্রমণার্থীরা চেন্নাই থেকে রেল বা বাসে তিরুপতি বেড়িয়ে নিতে পারেন। কনডাকটেড ট্যুরেরও ব্যবস্থা আছে চেন্নাই থেকে। ব্যাঙ্গালোর থেকে হায়দ্রাবাদ পৌঁছান। ট্রেন ও বাস দুই-ই চলে এপথে। 7686 ব্যাঙ্গালোর-কাচিগুদা এক্স ১৭-০৫এ ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কাচিগুদা পৌঁছায় পরদিন ৯-২০এ। দু'দিনে হায়দ্রাবাদ বেড়িয়ে অন্ধ্র ভ্রমণ সাঙ্গ করুন। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৯-৩০এ 7664 কাচিগুদা-মানমাদ এক্সে রওয়ানা হয়ে ব্রড গেজে পার্বনী/ জালনা হয়ে পরদিন ৮-১০এ ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছান। ২০-৩০এ কাচিগুদা ছেড়ে 349 কাচিগুদা-ঔরঙ্গাবাদ প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে পারলি/পার্বনী হয়ে পরের পরদিন ১৪-০৫এ। পরদিন কনডাকটেড ট্যুরে ইলোরা ও ঔরঙ্গাবাদ দেখে নিন। রেল স্টেশন থেকে ৮টায় বাস যাচ্ছে। তৃতীয় দিন সার্ভিস বাসে চলুন অজন্তা। সঙ্গের জিনিসপত্র ঝুপড়ির দোকানপাটে রেখে অজন্তা বেড়িয়ে নতুন করে বাস চেপে জলগাঁও পৌঁছে জলগাঁও থেকে কলকাতার ট্রেন চাপুন। চক্ররেলের টিকিটও করে নিতে পারেন এই পথ পরিক্রমায়। আর গৃহাভিমুখীরা কৃষ্ণা/করমণ্ডল বা ফলকনুমা বা ইস্ট কোস্টে হাওড়ায় ফিরতে পারেন সেকেন্দ্রাবাদ থেকেই। করমণ্ডলে সংযোগকারী রিজার্ভেশন আর ফলকনুমা ও ইস্ট কোস্ট সরাসরি যাচ্ছে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে কলকাতায়।

তবে তিনপাশ *নাল্লামালাই* অর্থাৎ কালো পাহাড় আর চতুর্থপাশ কৃষ্ণা নদীতে ঘেরা ছিল অতীতে নাগার্জুনকোণ্ডা। বাঁধের জলে তলিয়ে যেতে খননে (১৯২৬-৩১ ও ১৯৫৪-৬২) পাওয়া স্তূপ, বিহার, চৈত্য, মণ্ডপ, মার্বেল কার্ভিং, রোমান মুদ্রা ছাড়াও প্রত্নতত্ত্বের নানান সম্ভার নিয়ে লেকের জলে অতীতের আদলে রূপ দেওয়া হয়েছে দ্বীপাকার নাগার্জুনকোণ্ডার মিউজিয়ম। বৌদ্ধ বিহারের আদলে তৈরি মিউজিয়ম (১৯৬৬র ২৩শে এপ্রিল) বাড়িটি সুন্দর। শ্বেতমর্মরের বুদ্ধ মূর্তিটিও মনোরম। এমনকি ১৪টি প্রাচীন সৌধের রেপ্লিকাও আকর্ষণ বাড়িয়েছে দ্বীপভূমের। শুক্রবার

ছাড়া ৯-৩০—১৭-৩০টায় খোলা। ৯-০০ ও ১৩-৩০টায় লঞ্চ যাচ্ছে ১১ কিমির জলপথে ১ ঘন্টার রাউন্ড ট্রিপে। যাতায়াত টিকিট ২৫/১৮। তেমনই নাগার্জুন সাগরের পুব তীরে অনুপূ গ্রামেও অ্যাম্ফিথিয়েটার, হারিতি মন্দির, ২টি মঠ, ১টি মন্দির ছাড়াও পুরাতত্ত্বের নানান নিদর্শন রয়েছে।

তবে, আজকের নাগার্জুনকোণ্ডার মূল আকর্ষণ বন্যার হাত থেকে শহরকে বাঁচাতে ১৯৫৫য় শুরু করে ৭ বছর ধরে কৃষ্ণা নদীতে গড়া এর বহুমুখী বাঁধ। বৌদ্ধ বিহার থেকে ১১ কিমি দূরে ২৬টি স্লুইস গেটে ৬০৫ ফুট উঁচু ৪৭৫৬ ফুট দীর্ঘ কৃষ্ণা নদীর এই বাঁধের জলাধারটি ১৭৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এই কৃত্রিম লেকের নামও হয়েছে নাগার্জুন সাগর, আচার্যর নামে নাম। জল যাচ্ছে জলাধার থেকে ৩.৫ মিলিয়ন একর কৃষিক্ষেত্রে। আর হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। ডাইনে জওহর ক্যানাল বিশ্বের বৃহত্তম আর বামে সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে গিয়েছে আর এক বৃহত্তম লালবাহাদুর ক্যানাল। ব্যারেজ নগরী উত্তর ও দক্ষিণ বিজয়াপুরীও পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

৩ কিমি দূরে পাইলাস—কারুকার্যময় পাথরের স্তম্ভ ও নাগার্জুন সাগর মডেল দর্শনীয়। অদূরে কারুকার্যমণ্ডিত প্রাচীন শিব মন্দির। আর হয়েছে শ্রীরামমন্দির নতুন করে। তেমনই ৭ কিমি দূরের পাইলন ভিউ পয়েন্ট থেকে ইক্ষবাকু রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলও দেখে নেওয়া যায়। ১১ কিমি দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত অর্থাৎ পাহাড়ী নদী চন্দ্রভঙ্কা ২২ মি নিচে আছড়ে পড়ছে। চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। কুমির প্রকল্পও গড়ে উঠেছে।

নিয়মিত বাস সংযোগ গড়েছে হায়দ্রাবাদ, শ্রীশৈলম, গুন্টুর ও বিজয়ওয়াড়ার সাথে নাগার্জুনকোণ্ডার। গুন্টুর হয়ে বিজয়ওয়াড়ার দূরত্ব ১৭৮ কিমি। আবার গুন্টুর থেকে ব্রডগেজে ৭-৪০ ও ১৭-৫০এর Guntur-Macherla Pgr-এ ঘণ্টা চারেকে ১২৯ কিমি দূরের ম্যাকেরলা পৌঁছেও ম্যাকেরলা থেকে ২২ কিমি বাসে নাগার্জুনকোণ্ডা যাওয়া চলে। সেকেন্দ্রাবাদ থেকেও ৭-০০, ৯-২০, ১২-০০, ১৬-২৫, ১৭-৩০, ১৮-০০, ২২-০০টার ট্রেনে নলগোণ্ডা হয়ে ৩½ ঘণ্টায় নাদিকুডী জং পৌঁছে ৩৫ কিমি দূরের ম্যাকেরলা গিয়ে বাসে চলা যেতে পারে নাগার্জুনকোণ্ডা অর্থাৎ বিজয়াপুরী নর্থ। তবুও যেন হায়দ্রাবাদ থেকে ITDC বা APTTDC-র প্যাকেজ ট্যুরে (৬-৩০—২১-৩০) দেখে নেওয়া সুবিধার। আবার ট্যুরিস্ট অফিস, প্রোজেক্ট হাউস, হিল কলোনি, নাগার্জুনকোণ্ডা থেকেও লোকাল ট্যুরের ব্যবস্থা করে।

অক্টোবর থেকে জুন মাসে মোটর বোটে ১১০ কিমির লেক বিহারে শ্রীশৈলম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিতে বাঘ, প্যান্থার, নীলগাই, শম্বর, নেকড়ে, নানান প্রজাতির হরিণ, পাইথন, কোবরা দর্শন করে নেওয়া যেতে পারে।

তবুও যেন প্যাকেজ ট্যুরে একই দিনে দেখায় ঘাটতি থাকে। উচিতও হবে এককভাবে প্রথমদিনে বিজয়াপুরী, পাইলন, ড্যাম, মিউজিয়ম দেখে নর্থ বিজয়াপুরীতে অবস্থান করে দ্বিতীয় দিনে জিপ বা ট্যাক্সিতে অনুপূ ও ইথিপোথালা বেড়িয়ে বিজয়াপুরী নর্থ থেকে বিজয়ওয়াড়া হয়ে ঘরপানে ফেরা।

থাকার জন্য *H Ravi Sankar, 5/1 Brodiepet, Guntur-522002, ✆ 31750, SAB ১৫০, DAB ১৭৫-২৭৫, A/c S ৩০০, D ৪৫০; *H Sudarshan*, Main Rd-1, ✆ 22681, SAB ১৫০, DAB ২২৫, A/c S ৩২৫, D ৪২৫; *H Vijoykrishna International*, Collectorate Rd-2, ✆ 22221, DAB ২৫০, A/c D ৪০০, স্যুইট ৬৫০; ছাড়াও হোটেল আছে নানান গুন্টুরে। আর বিজয়াপুরী নর্থ বাস স্ট্যান্ডে আছে *Annapurna H* ছাড়াও নানান সাধারণ হোটেল।

নাগার্জুনকোণ্ডায় APTTDC-র *Vijoy Vihar Complex*, Hill Colony, D ২২৫, A/c D ৩০০, কটেজ ৪০০; এদেরই হিল কলোনীর *প্রোজেক্ট হাউসে* D ১২৫, ১৫০; পাইলস কলোনীতে ড্যামের কাছে *সেতু সদনে* D ১৫০, কটেজ ২০০; *Sagar Vihar*, near Bus Stand, DAB ২২৫, A/c D ৪০০; *সৌন্দর্য গেস্ট হাউসে* D ১০০; বাস স্ট্যান্ড থেকে ৪ কিমি দূরে *Nagarjun M*, Vijoyapuri North, D ১৭৫-২২৫; Hill Colony-র *ইয়ুথ হোস্টেল*-এ ডর্মি প্রথায় থাকা; অবু: APTTDC, Secunderabad বা Tourist Information Officer, Nagarjun Sagar Project, Vijoyapuri North, Dist-Nalgonda, A P.

আর বিজয়াপুরী সাউথে আছে—*River View L, Lake View L, Cottage Complex* ছাড়াও নানান। ইথিপোথালায় আছে APTTDC-র *চন্দ্রভঙ্কা রেস্ট হাউস*। তবুও থাকার পক্ষে বিজয়াপুরী নর্থ আদরণীয় হবে।

মহারাষ্ট্র

স্বাধীনোত্তর ভারতে ১লা মে ১৯৬০ ভাষার ভিত্তিতে নতুন করে রূপ পেয়েছে মহারাষ্ট্র রাজ্য। অতীতের বোম্বাই প্রভিন্স ও গুজরাট রাজ্য দু'টি পরস্পরে মিলেমিশে মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার ভিত্তিতে এই নবীকরণ। শুধু ভৌগোলিক চেহারাতেই নয়—নামান্তরও ঘটেছে; অতীতের বোম্বাই হয়েছে আজকের মহারাষ্ট্র রাজ্য—মারাঠি শব্দ *Maharashtri* থেকেই নামান্তর। আকার তার তেকোণা, আয়তনে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্র। সারা পশ্চিম আরব সাগরের জলে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে; পুবে অন্ধ্র আর মধ্য প্রদেশ; দক্ষিণে গোয়া ও কর্ণাটক রাজ্য আর উত্তরে গুজরাট ও মধ্য প্রদেশ। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস আজকের নয়—পৌরাণিক যুগের বিদর্ভ রাজ্যটি ছিল আজকের এই মহারাষ্ট্রে। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণী, অজের স্ত্রী ইন্দুমতী, নলের স্ত্রী দময়ন্তী—এঁরা সবাই ছিলেন সেদিনকার বিদর্ভের রাজকন্যা।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যাদব রাজারা রাজত্ব করে গেছেন ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদর্ভে। তারপর এর শাসনভার যায় বাহমনী বংশের মুসলিম নৃপতিদের হাতে। দীর্ঘ ২০০ বছর মুসলিম শাসনের পর মারাঠা বীর শিবাজী সঙ্ঘবদ্ধ করেন মারাঠিদের। দুর্গ গড়েন ৩৫০-এরও অধিক দুর্গম গিরিকন্দরে। চেয়েছিলেন তিনি সারা ভারত জুড়ে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে। প্রসারও পায় রাজ্য দক্ষিণে তাঞ্জোর থেকে উত্তরে গোয়ালিয়রে। তাঁর সে অভিলাষ সেদিনকার মোগল সম্রাটকেও শঙ্কিত করে তোলে। ১৭৬১র পাণিপথের যুদ্ধে আফগান শাসক আহম্মদ শাহ আবদালীর হাতে পর্যুদস্ত মারাঠা শক্তি পরাভূত হয় ১৮১৮য় ব্রিটিশের কাছেও। ব্রিটিশের দখলে যেতে রূপ পায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অংশ হয়ে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মশলা বিদেশী ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে। তেমনই সিল্ক, তুলো, আফিম, নানান ধাতু যোগান দিয়েছে তিন শতক ধরে বিশ্বের দরবারে মুম্বাই। এসেছে পর্তুগিজ, এসেছে ব্রিটিশ। আজকের মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশের কীর্তি-কলাপের নানান নির্দশন পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুম্বাই-এর প্রগতির মূলেও ব্রিটিশের অবদান অনস্বীকার্য। আবার এই মহারাষ্ট্রেই 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৪২এর ৮ই আগস্ট।

বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্মও একদা জাগ্রত ছিল অতীতের মহারাষ্ট্রে। তার নিদর্শন মেলে বিন্ধ্যপর্বত ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গিরিকন্দরে। ভারতের ৮০% অর্থাৎ হাজারেরও অধিক গুহামন্দির রয়েছে সারা মহারাষ্ট্রে। তৈরি এগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২ থেকে ৯ শতকে। চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের কালে সৃষ্ট সহ্যাদ্রি পর্বতের বিস্ময়কর গুহামন্দির বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধগুহা অজন্তা ও হিন্দুগুহা ইলোরা অদর্শনে ভারত ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায় আজ। তেমনই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের পাঁচটির অবস্থান মহারাষ্ট্রে। সহ্যাদ্রি জাত গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা বিধৌত দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মহারাষ্ট্রে চাল-গম-বজরার সঙ্গে আখ-তুলো-তামাক পাতা হচ্ছে। ৪টি জাতীয় উদ্যান, ২৫এরও অধিক স্যাঙ্কচুয়ারিও রয়েছে মহারাষ্ট্রে। এমনকি মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্পটিও মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে। তবুও যেন মহারাষ্ট্র আজ আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত তার শিল্পনগরীর জন্য। তৈরিও হচ্ছে সমাজ-সংসারের প্রতিটা জিনিস বৃহত্তর মুম্বাই জুড়ে। এমনকি সিনেমা শিল্পের জন্য প্রাচ্যের হলিউডের আখ্যাও আজ মুম্বাই-এর শিরে। ভারতের অর্ধেকের বেশি ফিচার ফিল্ম তৈরি হচ্ছে মুম্বাই-এর ১২টি স্টুডিওতে। বছরে ২০০ ফিল্ম তৈরি করে বিশ্বের সর্বাধিক ফিল্ম উৎপাদক নগরীও এই মুম্বাই। সিনেমা হল্‌-ও চলতে-ফিরতে সারা শহরে নানান। সিনেমার সাথে থিয়েটার শিল্পেও মুম্বাই যথেষ্ট খ্যাত। মারাঠি-গুজরাটি-হিন্দী তিন ভাষাতেই থিয়েটার হচ্ছে—হোমি ভাবা অডিটোরিয়াম, কোলাবা; এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার, নরিম্যান পয়েন্ট; ন্যাশানাল সেন্টার, নরিম্যান পয়েন্ট; নেহরু অডিটোরিয়াম, ওরলি; বিড়লা মথুশ্রী, ম্যারিন লাইনস; পটেকর হল্‌; শোফিয়া ছাড়াও নানান। ভারতীয় বাণিজ্যের প্রায় আধা লেনদেন হচ্ছে মুম্বাই বন্দর থেকে। ঠিক তেমনই ভারতের ব্যস্ততম বিমানবন্দর এমনকি রেল স্টেশনটিও মুম্বাইয়ে। ১৯৯৩-এর সেই ভয়াবহ বারুদের গন্ধ মিলিয়ে গেছে আরব সাগরের নোনা বাতাসে। তেমনই ১৯৯৩-এর ৩০শে সেপ্টেম্বরের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কর্ণাটক সংলগ্ন মহারাষ্ট্রের (লাতুর) ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে বিপুল জীবনহানি ত্রাসের সঞ্চার করেছে নতুন করে।

মুম্বাই (বোম্বাই)

অতীতের বোম্বাই নতুন করে আজ হয়েছে মুম্বাই। কোলাবা, ফোর্ট, বাইকুল্লা, পারেল, ওরলি, মাতুঙ্গা আর মহিম এই ৭টি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে ৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত বৃহত্তর মুম্বাই শহর। তবে, আজ তাদের পৃথক সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে উপদ্বীপে রূপ পেয়েছে। অতীতে ছিল কোলিস ধীবরদের বাস। তাদেরই ইষ্টদেবতা *মুম্বা আই* বা *মহা অম্বা* থেকে নাম এসেছে বোম্বাই। দ্বিমতে, ১৭ শতকে সাহেবদের মুখে পর্তুগিজ ভাষা *Buon Bahia* অর্থাৎ ভাল সাগরই নাকি বোম্বাই-এ রূপান্তরিত। তবে, ১৫৩৮এ Jao de Castro-র লেখায় *Boa Vida* অর্থাৎ ভাল জীবনমান বলে উল্লেখ মেলে। আর ১৬২৬এ John Viau প্রথম উল্লেখ

করলেন দ্বীপের নাম বোম্বাই বলে। *London of the East* নামে আখ্যায়িতও করে ব্রিটিশ সেকালের সুন্দরী বোম্বাইকে। তারও আগের কথা, খ্রিস্ট জন্মেরও আগে (273-232 BC) আজকের মুম্বাই ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। টলেমির লেখায় হেপ্টানেশিয়া অর্থাৎ সাত দ্বীপের দেশ নামে উল্লেখিত হয়েছে মুম্বাই। ১৩৪৮এ মুসলিম হানায় হিন্দু রাজার রাজত্ব যায়। আর, পর্তুগালের রাজার দখলে আসে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর। ভাসাই সন্ধির চুক্তিমত গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা মুম্বাইকে নজরানা দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৫৪৯এ ড. পারসিয়া ওরতা মাত্র ৫৩৭ টাকায় কিনে নেন সেদিনের মুম্বাইকে। আর ১৬২৫এ ডাচরা দখল করে মুম্বাই। লুটের মালেই খুশি হয়ে ফিরে যায় তারা। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন ক্যাথারিনকে বিবাহসূত্রে মুম্বাইকে *ডাউরি* রূপে পেলেন পর্তুগালের রাজার কাছ থেকে ব্রিটিশরাজ দ্বিতীয় চার্লস।

When you are in Mumbai
Rail Enquiry :
General Enquiry ✆ A 131/D 132.
Mumbai C S T ✆ 2043535.
Mumbai Central ✆ 4933535.
Mumbai Church Gate ✆ 2031952.
Dadar ✆ 4224161.
Booking: Rail (8—13-00, 13-30—20-00 hrs).
Air Enquiry :
Air India Building, Nariman Point-21,
Air India ✆ 2023747.
Indian Airlines ✆ 2023131/R 141, A 142 D 143.
Airport ✆ 6112850/140
Jet Airways ✆ 6102772.
Sahara India ✆ 2832369.
Modiluft ✆ 3635085.
Maharashtra State Road Transport Corpn (MSRTC), opp Mumbai Central Rail Stn ✆ 374272.
Maharashtra Tourism Development Corpn Ltd, Express Towers, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai-400 021, ✆ 2024482.
MTDC, Tour Division, opp LIC Building, Madame Cama Rd, Nariman Point, ✆ 2026713/2027762.
Maharashtra Tourism :
Santacruz Airport Terminal 1-A, ✆ 6114788
CST Railway Station ✆ 2622859
Gateway of India ✆ 241877
ITDC, Nirmal Building, 11th Floor, Nariman Point ✆ 2023342/2027762.
Govt of India Tourist Office,
123 Maharshi Karve Rd, opp Churchgate Rly Stn, Mumbai-20 (8-30—18-00 hrs, ছুটির দিনে ৮-৩০—১৩-৩০, রবিবার বন্ধ), ✆ 293144-45.
Domestic Airport ✆ 6149200 (Ext 278)/140.
International Airport ✆ 6325331 (Ext 253).
IAC City Booking :
Juhu Centaur ✆ 6147461.
Kala Ghoda ✆ 2023031/141.
Foreigners' Regional Registration Office, opp Crawford Market ✆ 4150446.
Shipping Corporation of India,
Shipping House, Madame Cama Rd, ✆ 2026666.

১৬৬৫তে ৭টি দ্বীপেরই দখল নেয় ব্রিটিশরাজ। আর ১৬৬৮তে ব্রিটিশরাজ ৬২ বছরের ইজারা দেয় বাৎসরিক ১০ পাউন্ডের বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মুম্বাই। শুরু হয় মুম্বাই-এর প্রগতি ব্রিটিশ অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। থানে খাঁড়িতে সেতু গড়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা হল দ্বীপপুঞ্জের। গড়ে ওঠে বন্দর। আর ১৬৭০এ পার্সিরা এসে বসতি গড়ে মুম্বাইয়ে। মুম্বাই-এর প্রগতিতে পার্সিদের অবদানও উল্লেখ্য। ১৬৮৭তে সুরাট থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেন্সি স্থানান্তরিত হয় মুম্বাইয়ে। আর, ১৭০৮এ পশ্চিম উপকূলের মূল বাণিজ্য দপ্তর বসে মুম্বাইয়ে।

মহারাষ্ট্র ☐ রাজধানী: মুম্বাই (বোম্বাই)। আয়তন: ৩০৭৬৯০ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৭৮৭০৬৭১৯। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৯.৩২%। পুরুষ: ৪০৬৫২০৫৬। নারী: ৩৮০৫৪৬৬৩। ১৯৮১-৯১-এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ১৫৯২২৫৪৮। বৃদ্ধির হার: ২৫.৩৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২৫৬। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৩৬। সাক্ষরের হার: ৬৩.১০%। প্রধান ভাষা: মারাঠি; ইংরেজি, হিন্দী ও গুজরাটিরও চল আছে মহারাষ্ট্রে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৬১৮৪.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

অজন্তা ১ ইলোরা ১ মুম্বাই ২ গোয়া ৩ পুনে ১ মহাবালেশ্বর ১ লোনাভালা-কারলা-ভাজা-খান্দালা ১ নাসিক-সির্ধি ২ পথ চলায় ৩ দিন অর্থাৎ ১৫ দিনে মহারাষ্ট্র ও গোয়া বেড়িয়ে নিন। বেড়াবার মনোরম সময়: নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। ঋতুর মেলায় শীতের দাপট নেই মুম্বাই তথা মহারাষ্ট্রে। আর সারা বছর ধরে পর্যটক সমাগম ঘটলেও জুলাই-আগস্টের বৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই উচিত হবে। ঠিক তেমনই উচিত হবে মার্চ থেকে জুনের গরম এড়িয়ে মুম্বাই যাওয়া। আয়তন ও জনসংখ্যায় ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্র।

১৮ শতক আশীর্বাদ হয়ে আসে মুম্বাই-এর ভালে। শিল্পে বিপ্লব ঘটায় মুম্বাই। প্রথম ভারতীয় রেল চলতে শুরু করে ১৮৫৩য় মুম্বাইয়ে। প্রথম কটন মিলটিও গড়ে ওঠে ১৮৫৩য়। ১৮৫৭র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে শঙ্কিত ব্রিটিশরাজ নিরাপত্তা বোধ করে মুম্বাইয়ে। এমনকি আমেরিকার গৃহবিবাদে মুম্বাই বন্দরের তুলো বিশ্বের বাজারে আদরণীয় হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৬২তে সাগর বুজিয়ে ডাঙা জাগিয়ে

সাত দ্বীপকে একীকরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্রিটিশরাজ। মুম্বাই-এর অতীত কাহিনী যেমন মজার তেমনি রোমাঞ্চে ভরা। তবে, আজকের মুম্বাই ইতিহাসের সে অধ্যায় আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে নতুন করে রূপ নিচ্ছে নিত্য-নতুন সাজে।

মুম্বাই-এর বৈচিত্র্য তার চোখধাঁধানো, চমক লাগানো আকাশচুম্বী বাড়ি—গড়ে উঠেছে আরব সাগরের জল সরিয়ে। ক্রমেই সাগর বুজছে আর শহর বাড়ছে। ভারতের সেরা শহরের খেতাব আজ মুম্বাই-এর শিরে। শুধু ভারতই-বা কেন, আধুনিক শহররূপে বিশ্বে মুম্বাই-এর স্থান ষষ্ঠ। ভারতীয় বিদেশী বাণিজ্যের ৪৬% লেনদেন হয় মুম্বাই থেকে। মুম্বাই-এর রাজপথগুলিও খুবই মসৃণ। যানবাহন ব্যবস্থা অতীব সুন্দর। জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত, তেমনই ব্যয়-বহুল। বৃহত্তর মুম্বাই জুড়ে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। শহরের কেন্দ্রস্থলে ছত্রপতি শিবাজী টারমিনাস ও চার্চগেট; আর নামে সেন্ট্রাল হলেও শহর থেকে দূরে মুম্বাই সেন্ট্রাল—ত্রিমুখী তিন রেল স্টেশন ঘিরে রেখেছে শহরকে। পুরো বৃহত্তর মুম্বাই শহর ঘিরে মাকড়সার জালের মতো সার্ভিস গড়েছে বৈদ্যুতিক ট্রেন আর BEST (Bombay Electric Supply & Transport) মার্কা সরকারি বাস। আর চলছে CBD বাস সেন্ট্রাল বিজিনেস ডিসট্রিক্ট এলাকায়। মিটার লাগানো হলুদ মাথার ট্যাক্সিও মেলে হাত তুলতেই। অটো, রিকশাও চলছে সিটি সেন্টার ছাড়িয়ে। স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাস আর ট্রেনে বৃহত্তর মুম্বাই শহর। ১৯৮৬র ২৬শে জানুয়ারি বোম্বে অর্থাৎ বোম্বাই নামান্তরিত হয়ে **মুম্বাই** হয়েছে।

মুম্বাই-এর আবহাওয়াও বৈচিত্র্যে ভরা। ঋতুর মেলায় শীতকাল নেই বললেই চলে। সর্বনিম্ন তাপমান ২৪° সে; হাল্কা উলেনই যথেষ্ট শীতের দিনগুলিতে। তবে, জুন থেকে সেপ্টেম্বরের বর্ষায় হাল্কা উলেন দরকার হয়ে পড়ে কখন-সখন। বৃষ্টির গড় ৮৫"। গ্রীষ্ম—মার্চ থেকে মে ও অক্টোবর মাস। তাই মুম্বাই বেড়াবার পক্ষে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস মনোরম। সদাই বয় মনোরম বাতাস, দিনের তাপমান আরামপ্রদ; রাতে শীতের পরশ মেলে। আগস্ট/সেপ্টেম্বরে ১০ দিন ব্যাপী গণেশ চতুর্থী উৎসবেরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। শেষদিন মিছিল করে ভাসান হয় দেবতা আরব সাগরে। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণর জন্মতিথি গোকুলাষ্টমী, দশেরা, দীপাবলী ও মুসলিম পরব মহরমও পালিত হয় সাড়ম্বরে।

সারা বিশ্বের সাথে আকাশী উড়ান সরাসরি সংযোগ গড়েছে মুম্বাই-এর। নরিম্যান পয়েন্ট থেকে ৩০ কিমি দূরে Sahar International Airport. এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ৩৬টি দেশে পাড়ি দিচ্ছে মুম্বাই থেকে। এছাড়া বিদেশী বিমানও নিয়মিত আসা-যাওয়া করে মুম্বাই-এ। আর ২৬ কিমি দূরের সান্তাক্রুজ থেকে IAC-র বিমান ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ গড়েছে মুম্বাই-এর। সরাসরি সার্ভিসে (৫ ফ্লাইট) ২ ঘণ্টায় দিল্লী + 2 4 6 7 দিন ১৭-২০এ মুম্বাই ছেড়ে যোধপুর হয়ে দিল্লী যাচ্ছে; কলকাতা (২ ফ্লাইট) ২ ১/৪ ঘ সরাসরি + 1 3 5 দিন ১৬-২০এ ছেড়ে আমেদাবাদ, জয়পুর হয়ে কলকাতায় যাচ্ছে; গোয়া (১ ফ্লাইট) ১ ঘ; ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে (৩ ফ্লাইট) ১ ১/২ ঘ; ঔরঙ্গাবাদ (১ ফ্লাইট) ৩/৪ ঘ; হায়দ্রাবাদ (৩ ফ্লাইট) ১ ১/৪ ঘ; জয়পুর যাচ্ছে 1 3 5 দিন ১৬-২০এ ছেড়ে আমেদাবাদ হয়ে ১৯-১০এ, 1 3 5 7 দিন ১৮-৪০এ ছেড়ে উদয়পুর হয়ে ২১-০৫এ, 2 4 6 দিন ১৭-৩০এ ছেড়ে ঔরঙ্গাবাদ, উদয়পুর হয়ে ২১-০৫এ; নাগপুর (২ ফ্লাইট) ১ ১/৪ ঘ; চেন্নাই (২ ফ্লাইট) ১ ৩/৪ ঘ; উদয়পুর (১ ফ্লাইট) ১ ১/৪ ঘ; ম্যাঙ্গালোর (১ ফ্লাইট) ১ ১/৪ ঘ; আমেদাবাদ (৩ ফ্লাইট) ১ ঘ; ভাদোদরা (১ ফ্লাইট) ১ঘ; কোচি (১ ফ্লাইট) ১ ৩/৪ ঘ; ছাড়াও দৈনিক সার্ভিসে IAC-র উড়ান যাচ্ছে কালিকট, কোয়েম্বাটুর, তিরুভনন্তপুরম; 2 4 6 দিন ১০-১০এ ছেড়ে আমেদাবাদ, অমৃতসর হয়ে ১৪-৩৫এ চণ্ডীগড়; 1 2 4 6 দিন ভাবনগর; 2 4 6 7 দিন জামনগর; প্রতিদিন ৬-৩০এ ছেড়ে ইন্দোর, ভূপাল হয়ে গোয়ালিয়র যাচ্ছে ৯-৫৫য়; 1 3 5 7 দিন ১০-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে রাজকোট যাচ্ছে ১০-৫০এ; 3 7 দিন ১১-০০টায় ছেড়ে পুত্তাপুর্তি যাচ্ছে ১২-২০এ; 1 3 দিন ৮-৪৫এ ছেড়ে বারাণসী হয়ে ১২-৩০এ লক্ষ্ণৌ; 1 3 5 7 দিন ১৩-১০এ ছেড়ে ১ ঘণ্টায় ভুজ; 1 3 5 দিন ১২-১৫য় ছেড়ে বিশাখাপতনম হয়ে ভুবনেশ্বর যাচ্ছে ১৫-২০এ; 1 3 5 7 দিন ১৬-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে মাদুরাই যাচ্ছে ১৭-৪৫এ।

অফিস বসেছে:—Air India, Air India Building, Nariman Point, Mumbai-400021. ✆ 2024142. একই বাড়িতে—Indian Air Lines Corporation, ✆ 141/142/2023131; Vayudoot, ✆ 2048585. ভোর ৩-০০ থেকে রাত ২৩-০০টায় প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এয়ারপোর্ট থেকে বাস যাচ্ছে শহরে। আর মেলে ট্যাক্সি বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে।

নানান প্রাইভেট বিমান সংস্থাও সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই থেকে ভারতের নানান শহরের। Jet Airways-এর বিমান যাচ্ছে দৈনিক সার্ভিসে—মুম্বাই-কলকাতা-গুয়াহাটি, মুম্বাই-দিল্লী (২ ফ্লাইট), মুম্বাই-পুনে, মুম্বাই-আমেদাবাদ; Skyline NEPC Airlines (✆ 6102525-39 প্রতিদিন ভাদোদরা হয়ে আমেদাবাদ, পুনে যাচ্ছে (২ ফ্লাইট), কলকাতা (২ফ্লাইট) ২ ১/২ ঘ, ইন্দোর (২ ফ্লাইট) ১ ৩/৪ ঘ, ব্যাঙ্গালোর (২ ফ্লাইট) ১ ১/২ ঘ, রাজকোট (১ ফ্লাইট) ১ ১/৪ ঘ, চেন্নাই (১ ফ্লাইট) ১ ৩/৪ ঘ, ম্যাঙ্গালোর (১ ফ্লাইট) ১ ১/২ ঘ, ঔরঙ্গাবাদ (১ ফ্লাইট) ১ঘ, গোয়া (১ফ্লাইট) ১ঘ, 1 3 5 দিন বাগডোগরা, 3 5 7 দিন হায়দ্রাবাদ-ভাইজাগ, 3 5 দিন ভাবনগর, 3 5 6 দিন জামনগর, 2 7 দিন কেশোদ-পোরবন্দর, 1 4 দিন কান্দালা। Damania Airways ✆ 6102525-39 প্রতিদিন কলকাতা (২ ফ্লাইট) ২ ১/২ ঘ, ব্যাঙ্গালোর (২ ফ্লাইট) ১ ১/২ ঘ, দিল্লী যাচ্ছে আমেদাবাদ হয়ে প্রতিদিন, 1 3 4 5 6 7 দিন কলকাতা-গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়, গোয়া ১ ঘ, 1 3 5 7 দিন আমেদাবাদ-জয়পুর, পুনে ১/২ ঘ, ইন্দোর ১ ১/২ ঘ, 2 4 6 দিন ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই, 1 3 4 5 6 7 দিন চেন্নাই ১ ৩/৪ ঘণ্টায়। East West Airlines ✆ 6441880 প্রতিদিন— ব্যাঙ্গালোর, কালিকট, কোচি, দিল্লী, চেন্নাই, মাদুরাই হয়ে তিরুভনন্তপুরম, ম্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ হয়ে ভাইজাগ; 1 2 3 4 5 6 দিন আমেদাবাদ, 1 3 5 7 দিন ঔরঙ্গাবাদ, 1 2 3 4 5 7 দিন কোয়েম্বাটুর, 2 4 6 7 দিন গোয়া, 2 4 6 7 দিন পুনে, 1 2 3 4 5 6 দিন নাগপুর ছাড়াও নানান সার্ভিস গড়েছে। Sahara India ✆ 2832369; City Link Service-এর বিমানও সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে।

রেলপথেও মুম্বাই ভারতের নানান প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। ওয়েস্টার্ন ও সেন্ট্রাল রেলওয়ের সদর দপ্তর বসেছে মুম্বাই-এ। ১৫৮৮ কিমি দূরের দিল্লী যাচ্ছে ১৭½—৪৩ ঘণ্টায়; ১২৭৯ কিমি দূরের চেন্নাই যাচ্ছে ২৬½—৩০½ ঘণ্টায়; ৪৯২ কিমি দূরের আমেদাবাদ যাচ্ছে ৮—৯½ ঘণ্টায়; ৭৬৯ কিমি দূরের ভাস্কো যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টায়; ৮০০ কিমি দূরের সেকেন্দ্রাবাদ যাচ্ছে ১৫ ঘণ্টায় (মিনার এক্স); ১২১০ কিমি দূরের ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টায়।

মুম্বাই থেকে ট্রেন যাচ্ছে

আমেদাবাদ	৯-০০	ঘণ্টায়
ঔরঙ্গাবাদ	১০-০৫	,,
পুনে	৩-২৫	,,
ভাস্কো-ডা-গামা	২৪-২০	,,
হায়দ্রাবাদ	১৪-১০	,,
ভূপাল	১৪-৩০	,,
ইন্দোর	১৫-৩০	,,
দিল্লী	১৭-১৫	,,
চেন্নাই	২৬-৩০	,,
কলকাতা	৩২-১৫	,,

স্যাটেলাইটে সংযোগ গড়ে ওঠায় কম্পুটারাইজড প্রথায় দিল্লী, চেন্নাই, কলকাতা থেকে সরাসরি বুকিং করা যেতে পারে মুম্বাই থেকে ছাড়া যে-কোনও ট্রেনের।

ট্রেন যাচ্ছে মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে দমন (বাপী), সুরাট, আমেদাবাদ, ওখা, গান্ধীধাম, পোরবন্দর, আজমের, জয়পুর তথা সারা পশ্চিম ভারতে। আর মুম্বাই CST থেকে ট্রেন যাচ্ছে পুনে, গোয়া, চেন্নাই, কোচি, ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, তিরুভনন্তপুরম, নিউ দিল্লী, হাওড়া ছাড়াও উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের নানান দিকে। বান্দ্রা, দাদার, কারলা থেকেও ট্রেন যাচ্ছে নানান।

মুম্বাই থেকে সড়ক দূরত্ব

ঔরঙ্গাবাদ	৩৮৮	কিমি
ইলোরা	৪০৫	,,
অজন্তা	৪৮৭	,,
নাসিক	১৮৮	,,
সির্ধি	২৭৮	,,
মাথেরন	১০৪	,,
কারলা	১১৪	,,
পুনে	১৭০	,,
মাহাড	১৭৭	,,
মহাবালেশ্বর	২৩৮	,,
কোলহাপুর	৩৯৪	,,
থানে	৩৯	,,
বাসেইন	৭৭	,,
হরিহরেশ্বর	২১০	,,
রত্নগিরি	৩৫৫	,,
গণপতিপুলে	৩৭৪	,,
পারলি	৪৯৫	,,
বৈজনাথ	৪৯৫	,,
সিন্ধুদুর্গ	৫৩২	,,
পানাজি	৫৯৩	,,
ভীমাশঙ্কর	২৬৫	,,
মালসেজ ঘাট	১৫৪	,,
আয়ুঁধ-নাগনাথ	৫৭৯	,,
অমরাবতী	৭১০	,,
ওয়ার্ধা	৮২২	,,
নাগপুর	৮৫৫	,,
তারোবা	১০০৫	,,

কলকাতা থেকে দ্রুততম ট্রেন 2860 গীতাঞ্জলি এক্স ১২-২৫এ হাওড়া ছেড়ে পরদিন ২১-৪০এ মুম্বাই সি এস টি পৌঁছায়। এছাড়া 4002 মুম্বাই মেল ১৯-২০, 4030 কারলা এক্স ১০-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে নাগপুর হয়ে মুম্বাই সি এস টি যাচ্ছে ৩য় সকাল ৭-৩০ আর কারলা এক্স সি এস টি-র ১৬ কিমি আগের কারলা পৌঁছায় ৬-০০টায়। আর 3003 মুম্বাই মেল ২০-০০টায় হাওড়া ছেড়ে গয়া/এলাহাবাদ/সাতনা/ ইটারসি/ ভুসুয়াল হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে ৩য় দিন ১১-৩৫এ। তবে, কলকাতার যাত্রীদের নাগপুর হয়ে চলায় সুবিধা, সময় ও ভাড়ায় সাশ্রয় মেলে। মুম্বাই থেকে হাওড়ায় ফেরে ৬-০০টায় গীতাঞ্জলি এক্স, ২০-১৫য় কলকাতা মেল, ২১-৫০এ কারলা-হাওড়া এক্স ও ২১-১০এ 3004 মুম্বাই-হাওড়া মেল। আর প্রতি রবিবার 1030 আজাদ হিন্দ এক্স যাচ্ছে ১৫-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে নাগপুর, ভুসুয়াল, মনমদ হয়ে ৩৭ ঘণ্টায় পুনে।

দিল্লী যাচ্ছে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ভাদোদরা/রাটলাম/ কোটা/ সওয়াই মাধোপুর হয়ে সোম ছাড়া প্রতিদিন মুম্বাই রাজধানী এক্স, বুধবার ছাড়া প্রতিদিন অগাস্ট ক্রান্তি রাজধানী এক্স, মুম্বাই-অমৃতসর পশ্চিম এক্স, মুম্বাই-অমৃতসর ফ্রন্টিয়ার মেল, গোল্ডেন টেম্পল, দাদার-অমৃতসর এক্স; মুম্বাই-জম্মু তাওয়াই এক্স, 1 4 5 7 দিন মুম্বাই-জম্মু স্বরাজ এক্স, মুম্বাই-দেরাদুন এক্স, মুম্বাই-ফিরোজপুর জনতা এক্স; ব্রডগেজে ভাদোদরা-নাগদা-সওয়াই মাধোপুর হয়ে মুম্বাই-জয়পুর এক্স; বান্দ্রা-ইন্দোর অবন্তিকা এক্স, আর CST থেকে জলগাঁও/ইটারসি/ ভূপাল/ আগ্রা ক্যান্ট হয়ে যাচ্ছে মুম্বাই-ফিরোজপুর পাঞ্জাব মেল, দাদার-অমৃতসর এক্স। রাজধানী এক্স এদের মধ্যে দ্রুততম ট্রেন।

ট্রেন যাচ্ছে ১৭-০০টায় মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে সুরাট/ ভাদোদরা/আমেদাবাদ/ভিরামগাম হয়ে ব্রডগেজে ১৫ ঘণ্টায় মুম্বাই-গান্ধীধাম-কচ্ছ এক্স,জামনগর যাচ্ছে ১৬-২৫এ বান্দ্রা ছেড়ে সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স, ২০-২৫এ ছেড়ে জামনগর হয়ে ১৭½ ঘণ্টায় ওখা যাচ্ছে সৌরাষ্ট্র মেল, ৭-৪৫এ ছেড়ে ২৩ ঘণ্টায় পোরবন্দর যাচ্ছে সৌরাষ্ট্র এক্স; আমেদাবাদ যাচ্ছে শুক্র ছাড়া প্রতিদিন ৬-২৫এ ছেড়ে ৭ ঘণ্টায় 2009 শতাব্দী এক্স, ২১-৫০এ ছেড়ে ৮½ ঘণ্টায় 2901 গুজরাট মেল, ৫-৪৫এ ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় 9011 গুজরাট এক্স, ১৯-৩৫এ ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় 9107 মুম্বাই-আমেদাবাদ জনতা এক্স, বুধ ছাড়া প্রতিদিন ১৩-৪০এ ছেড়ে ৭½ ঘণ্টায় 2933 মুম্বাই-আমেদাবাদ কর্ণবতী এক্স, ৪-০৫এ ভালসাদ ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় আমেদাবাদ যাচ্ছে 9109 গুজরাট কুইন; ভাদোদরা যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় ২৩-৩০এ 2927 ভাদোদরা এক্স, ১৪-৫০এ বান্দ্রা ছেড়ে 9055 সয়াজী নগরী এক্স; ১৭-৫৫য় মুম্বাই ছেড়ে ৪½ ঘণ্টায় সুরাট যাচ্ছে 9021 ফ্লাইং রানী ও ভাদোদরা/ আমেদাবাদের প্রতিটা ট্রেন। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ৮-১০এ মুম্বাই সি এস টি ছেড়ে ভুসুয়াল-ভূপাল-ঝাঁসী-কানপুর হয়ে ২৫½ ঘণ্টায় লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে পুষ্পক এক্স, ২২-৩০এ সি এস টি ছেড়ে কানপুর-লক্ষ্ণৌ-বস্তি হয়ে ৩৪ ঘণ্টায় গোরক্ষপুর যাচ্ছে কুশীনগর এক্স। ৬-৪০এ দাদার ছেড়ে নাসিক-জলগাঁও-ইটারসি-এলাহাবাদ-বারাণসী হয়ে ৩৭ ঘণ্টায় গোরক্ষপুর যাচ্ছে দাদার-গোরক্ষপুর এক্স; 1 3 4 দিন ৫-২০এ কারলা ছেড়ে এলাহাবাদ হয়ে ২৬½ ঘণ্টায় বারাণসী যাচ্ছে কারলা-বারাণসী এক্স, 2 5 দিন কারলা-এলাহাবাদ এক্স, শনিবার কারলা-ফৈজাবাদ এক্স; 3 6 দিন ৭-৫৫য় দাদার ছেড়ে ভুসুয়াল-সাতনা হয়ে দাদার-গুয়াহাটি এক্স, 2 4 5 7 দিন ৭-৫৫য় দাদার-ভাগলপুর এক্স; ২৩-৫৫য় সি এস টি ছেড়ে মনমদ-ভুসুয়াল-ইটারসি-এলাহাবাদ হয়ে ২৮ ঘণ্টায় বারাণসী যাচ্ছে মহানগরী এক্স, ২১-১০এ কারলা ছেড়ে ৩৫¾ ঘণ্টায় পাটনা যাচ্ছে কারলা-পাটনা এক্স, 2 7 দিন কারলা-দ্বারভাঙ্গা এক্স, 1 3 4 5 6 দিন কারলা-মজঃফরপুর এক্স, ২০-২০এ কারলা ছেড়ে কোয়েম্বাটুর হয়ে ১২¾ ঘণ্টায় ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে নেত্রবতী এক্স, 1 3 5 দিন সালেম-মাদুরাই হয়ে নাগেরকয়েল যাচ্ছে কারলা-নাগেরকয়েল এক্স, রবিবার যাচ্ছে কারলা-তিরুভনন্তপুরম এক্স; ১৫-৩৫এ সি এস টি ছেড়ে পুনে-কোয়েম্বাটুর-কুইলন-তিরুভনন্তপুরম হয়ে ৪৭ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী যাচ্ছে 1081 কন্যাকুমারী এক্স; নেত্রবতীর অংশ যাচ্ছে সোরানুরে পৃথক হয়ে এর্নাকুলমে; ৭-৫৫য় মুম্বাই সি এস টি ছেড়ে পুনে-সোলাপুর-ওয়াদি-গুন্টাকল হয়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে 6529 উদ্যান

এক্স, ২২-২০এ কারলা ছেড়ে 1013 কারলা-ব্যাঙ্গালোর এক্স, 1 3 5 দিন কারলা-নাগেরকয়েল এক্স, রবিবার কারলা-তিরুভনন্তপুরম এক্স যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর থেকে ১০ কিমি দূরের কৃষ্ণরাজাপুরম হয়ে; 1 2 5 6 দিন ৮-০০টায় সি এস টি ছেড়ে পুনে-মিরাজ-লোণ্ডা-হুবলি হয়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে 1018 ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই এক্স। চেন্নাই সেন্ট্রাল যাচ্ছে সি এস টি থেকে ১৪-০০টায় 6011 মুম্বাই-চেন্নাই এক্স, ২৩-২০এ 6009 মুম্বাই-চেন্নাই মেল, ১৯-৪৫এ দাদার ছেড়ে 1063 দাদার-চেন্নাই এক্স।

৮-৪৫এ 7307 কয়না এক্স, ১৭-৪৫এ 7303 সহ্যাদ্রি এক্স, ২০-২৫এ মহালক্ষ্মী এক্স সি এস টি ছেড়ে পুনে-মিরাজ হয়ে কোলহাপুর যাচ্ছে। মিরাজ থেকে ২৩-০৫এ হজরৎ নিজামুদ্দিন-ভাস্কো 2780 গোয়া এক্সে ৮½ ঘণ্টায় ভাস্কো পৌঁছে বাসে পানাজি। আবার 2367 দিন 1017 মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর এক্সে ১৪ ঘণ্টায় লোণ্ডা পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে পানাজি। হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ১২-৩৫এ সি এস টি ছেড়ে 7031 মুম্বাই-হায়দ্রাবাদ এক্স, ২১-৫৫য় 7001 হুসেনসাগর এক্স; সেকেন্দ্রাবাদ যাচ্ছে 1019 মুম্বাই-ভুবনেশ্বর কোনার্ক এক্স। পুনে যাচ্ছে ৬-৪০এ সি এস টি ছেড়ে ৪½ ঘণ্টায় 2027 শতাব্দী এক্স, ৫-৪৫এ 1021 ইন্দ্রানী এক্স, ৬-৩৫এ 1007 ডেকান এক্স, ১৪-৩৫এ 1009 সিংহগড় এক্স, ১৬-২০এ 1025 প্রগতি এক্স, ১৭-১০এ 2123 ডেকান কুইন ছাড়াও দূরান্তের নানান ট্রেন। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে মুম্বাই থেকে। শহরতলির চার্চগেট, দাদার, বান্দ্রা ও কারলা স্টেশন থেকেও ছাড়ে কোনো কোনো ট্রেন মুম্বাই-এর।

৫ ঘণ্টায় নাসিক পৌঁছে মনমদ যাচ্ছে নানান ট্রেন। তবুও যেন ১৮-৪৫এ মুম্বাই CST-মনমদ 1401 পঞ্চবটী এক্স যাতায়াতে আদরণীয় হবে। নাসিক-মনমদ হয়ে ৭ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে নানডেড যাচ্ছে CST থেকে ৬-১০এ মুম্বাই-নানডেড 7617 তপোবন এক্স, ২১-২০এ মুম্বাই-নানডেড 1003 দেবগিরি এক্স। আর মনমদ থেকে ১৪-২০এ ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে মুদখেড যাচ্ছে 7587 মনমদ-মুদখেড এক্স। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ৩-০০টেয় দেবগিরি, ১১-৪০এ তপোবন, 2 4 6 দিন ১০-৩০এ অমৃতসর-নানডেড এক্স মনমদ থেকে ঔরঙ্গাবাদ হয়ে নানডেড। ৩ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে পূর্ণা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ১-০৫, ১৪-৩০, ১৮-২০-এ মনমদ থেকে।

তবে, লোণ্ডা থেকে ভাস্কো রেল ব্রডগেজে রূপান্তরিত হতে গিয়ে ট্রেন সার্ভিস ভীষণভাবে বিঘ্নিত আজও। খুব শীঘ্রই কোঙ্কন রেল সম্পূর্ণতা পেয়ে সরাসরি ট্রেন চলবে ৭ ঘণ্টায় মিলবে মুম্বাই থেকে ভাস্কোয়। এখনই ট্রেন যাচ্ছে ২৩-১০এ কারলা ছেড়ে পানভেল/রত্নগিরি হয়ে পরদিন ৯-০৫এ সামন্তওয়াদি (Sawant-wadi) রোড। বাস মেলে সামন্তওয়াদি রোড থেকে পানাজির। তাই বাসই সুবিধার এপথে আজ।

মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনের বিপরীতে মহারাষ্ট্র স্টেট ট্রান্সপোর্ট ডিপো। অফিসও বসেছে মহারাষ্ট্র স্টেট ট্রান্সপোর্ট ছাড়াও মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, গোয়া, কর্ণাটক রাজ্য পরিবহণের এই ডিপোতে। বুকিং এদের সকাল ৮-০০টা থেকে রাত ২৩-০০টায় মেলে। বুকিং : ✆ 374272. বাস যাচ্ছে রাজ্য তথা পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে ডিপো থেকে। বাস যাচ্ছে NH 8, 3, 6, 17, 9, 34 ও 4 ধরে সাধারণ ও ডিলাক্স বাস—১৭ ঘণ্টায় পানাজি, ২৫ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর, ১১ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ, ১৬ ঘণ্টায় ইন্দোর, ৯ ঘণ্টায় সুরাট, ১২ ঘণ্টায় আমেদাবাদ, ৫ ঘণ্টায় পুনে, ২৫ ঘণ্টায় ম্যাঙ্গালোর, ১৬ ঘণ্টায় হায়দ্রাবাদ, দমন, দিউ, ভাবনগর ছাড়াও যাচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে। নানান প্রাইভেট সংস্থার বাসও যাচ্ছে ডিপোর চারপাশ থেকে পশ্চিম ভারতের নানান দিকে।

ভাওকা ডাক্কা জেটি, New Ferry Wharf, Mallet Bunder, Mumbai-400009 থেকে Damania Catamaran Service-এর শীতাতপ স্পিডলঞ্চ যাচ্ছে ৮ ঘণ্টায় মুম্বাই থেকে পানাজি। প্রতিদিন রাত ২২-৩০এ মুম্বাই ছেড়ে পানাজি যাচ্ছে পরদিন ৬-৩০টায়। ফেরে ৯-০০টায় পানাজি ছেড়ে ১৭-০০টায় মুম্বাই। ভাড়া ১১০০/১৩০০্।

কনডাকটেড ট্যুর : মুম্বাই শহর দেখার জন্য কনডাকটেড ট্যুরের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি দুই-ই থেকে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ২০ কিমিরও অধিক জুড়ে শহরের বিস্তার।

(1) ITDC, Central Hotel & Nirmal Building, Nariman Point, 11th Floor, ✆ 2026679.

(2) The Travel Corporation of India (P) Ltd, Chandermukhi, Nariman Point, ✆ 2021881.

(3) Sanghi International Travels, 39-A, Patkar Rd, ✆ 353598.

(4) Odyssey Tours, 1307 Everest Apartments, J P Road, Versova, Andheri (W)-400081.

(5) Maharashtra Tourism Development Corpn Ltd, Tours Divn (সাগরমুখী opp LIC), Madame Cama Rd, ✆ 2026713, Mumbai-400020 থেকে লাক্সারি বাস যাচ্ছে শহর দেখাতে সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯—১৩-০০টায়, আবার দ্বিতীয় দফায় ১৪—১৮-০০টায়। তবে রবিবার কেবল প্রথম ট্যুরের ব্যবস্থা থাকে এদের। ভাড়া ৬০্ প্রতিটি ট্যুর। ৩ বছরের উর্ধ্বে পুরো ভাড়া লাগে। এমনকি মহারাষ্ট্র ভ্রমণকে বরণীয় করে তুলতে MTDC-র নানানধর্মী স্মারক-সম্ভারের আকর্ষণও কম নয় পর্যটক মহলে। MTDC: CST Station, ✆ 2622859, Gateway of India, ✆ 2841877, Airport ✆ 6114788, Churchgate Rly Stn-এর বিপরীতে Govt of India Tourist Office ✆ 2093229, Dadar T T, near Pritam Hotel, ✆ 4143200 শাখা কেন্দ্রগুলিতেও বুকিং-এর ব্যবস্থা মেলে। *প্রথম ট্যুরে:* গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, তারাপোরওয়ালা অ্যাকোয়ারিয়াম, জৈন মন্দির, ঝুলন্ত উদ্যান, কমলা নেহরু পার্ক, মণি ভবন, প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ম, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার (রবিবার ছাড়া) ও কাউন্সিল হল্। *দ্বিতীয় ট্যুরে:* প্রথম ট্যুরের সূচীর সঙ্গে ওরলি ডেয়ারি দেখিয়ে আনে জৈন মন্দির ও কাউন্সিল হলের বদলে।

MTDC রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯-১৫য় ছেড়ে ৯-৪৫এ দাদার পৌঁছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর, বিহার লেক, অবজারভেশন পয়েন্ট, আরে মিল্ক কলোনি, কানহেরী গুহা, লায়ন সফারি পার্ক (সোমবার ছাড়া), সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান, জুহু বীচ ও ইস্কন মন্দির, ওরলি ডেয়ারি অর্থাৎ শহরতলি দেখিয়ে ১৯-০০টায় ফেরে। এ ট্যুরের ভাড়া ১৪০্। রাতের মুম্বাই শহর দেখাতেও যাচ্ছে MTDC সোমবার ছাড়া প্রতিদিন। এলিফ্যান্টা যাচ্ছে মনসুন ছাড়া সারা বছর MTDC-র ডিলাক্স লঞ্চ।

প্রতিদিন ২০-৩০এ যাচ্ছে MTDC-র A/c কোচ ৪ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে অজন্তা-ইলোরা-ঔরঙ্গাবাদ দেখাতে। মুম্বাই ফেরে

৪র্থ সকাল ৭-৩০টায়। লোকাল সাইটসিয়িং লাক্সারি বাসে। পুনে হয়ে যাচ্ছে বাস। থাকা-খাওয়া যাতায়াতের ভাড়া ১০৬০, ৯৩০, ৮১৫, শিশু ৯৫০, ৭৫০, ৬২৫, ; পুনে থেকেও অংশে নেওয়া যায় এ-ট্যুরে। অবস্থানের হোটেল তারতম্যে ভাড়ার হেরফের।

আর শহরগুলির ট্রেন যাচ্ছে CST, চার্চগেট ও সেন্ট্রাল থেকে। ভোর ৪-৩০ থেকে গভীর রাতে ২/৩ মিনিটের ব্যবধানে ট্রেনও যাচ্ছে ত্রয়ী থেকে। তবুও ট্রেনে ভিড়ের আধিক্য। পিক আওয়ার্সে অফিস যাত্রীদের ভিড়ে বেহাল অবস্থা।

এছাড়া A/c Super Deluxe বাস যাচ্ছে প্রতিদিন ২১-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে রাত ২-০০টায় পুনে পৌঁছে ৮-০০টায় ঔরঙ্গাবাদ। ভাড়া: ঔরঙ্গাবাদ ২২৫, পুনে ১২৫, মুম্বাই থেকে, শিশুদের আধা। ফেরেও এরা একইভাবে। আর সেমি ডিলাক্স ১৮-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে পুনে যাচ্ছে ১২৫ টাকায়। কোলহাপুর যাচ্ছে MTDC-র লাক্সারি কোচ ২০-১৫য় মুম্বাই ছেড়ে ২১০ টাকায়। মহাবালেশ্বর যাচ্ছে ৭-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে মাহাদ হয়ে ১৪-০০টায়, ফেরে ১৫-০০টায় মহাবালেশ্বর ছেড়ে ২১-৩০টায় মুম্বাই; ভাড়া ২৩৫,। গণপতিপুলে যাচ্ছে ২১-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে ২৪৫ টাকায়। পাঞ্চগনি যাচ্ছে সকাল ৬-৩০টায় মুম্বাই ছেড়ে ১৪-০০টায়, ভাড়া ২২৫; ফেরে ১৫-০০টায় পাঞ্চগনি থেকে। নাসিক যাচ্ছে ৬-৩০টায় মুম্বাই ছেড়ে ১১-৩০টায়, ফেরে ১৫-০০টায়, ভাড়া ১২৫,। MTDC-র লাক্সারি বাস প্রতিদিন ১৬-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে পরদিন ৭-০০টায় পানাজি যাচ্ছে। এপথের ভাড়া ২০০,। ফেরেও একইভাবে। মরসুমি পর্যটকদের জন্য প্যাকেজ ট্যুরেরও ব্যবস্থা থাকে এদের।

চক্রট্যুরে মুম্বাই-সির্ধি-নাসিক যাচ্ছে MTDC-র লাক্সারি বাস বুধ ও শনিবার আর অক্টোবর থেকে জুনে প্রতি রাত ২০-০০টায়। ফেরে পরদিন ২২-৩০টায়। এ-ট্যুরের যাতায়াত ভাড়া ৩৫০/২৫০,। এছাড়া প্যাকেজ ট্যুরে মরসুমি পর্যটক নিয়ে ভারত ভ্রমণেও যাচ্ছে মুম্বাই থেকে MTDC. আর রাতের অভিসারে যাচ্ছে TCI ১৯—২২-০০টায় মুম্বাই শহর, নাচ ও ওবেরয়ে ডিনার প্রোগ্রামে।

এছাড়া অজস্র প্রাইভেট সংস্থাও যাচ্ছে কনডাকটেড ট্যুরে মুম্বাই শহর দেখাতে। মহারাষ্ট্রের সাথে গোয়া জুড়েও সফর-সূচী গড়েছে এদের নানান জনা। দপ্তরও এদের CST রেল স্টেশন ও ক্রফোর্ড মার্কেটকে ঘিরে। এমনকি নিউ বেঙ্গল লজও কনডাকটেড ট্যুরে মুম্বাই দর্শনে যাচ্ছে। ৫ দিনের প্যাকেজে গোয়া দর্শনেও যাচ্ছে এরা।

তবুও যেন একক যাত্রায় মুম্বাই-এর সঙ্গে গোয়া জুড়ে বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। তেমনই মুম্বাই থেকে গুজরাট অর্থাৎ আমেদাবাদ পৌঁছে সৌরাষ্ট্র সফরেও চলা যেতে পারে। আবার চলার পথে বাপীতে নেমে দমন, দাদরা ও নগর হাভেলীও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। ট্রেন, বাস ও বিমান সার্ভিস রয়েছে মুম্বাই থেকে পানাজি ও আমেদাবাদের।

উত্তর, পুব আর দক্ষিণ ভারতের সংযোগকারী স্টেশন ফোর্টের উত্তরে সেন্ট্রাল রেলওয়ের সদর মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস অর্থাৎ সি এস টি। কিছুকাল আগেও নাম ছিল এর ভিক্টোরিয়া টারমিনাস অর্থাৎ ভি টি। কলকাতার ট্রেনগুলি এই সি এস টি থেকে আসা-যাওয়া করে। ইতালীয় গথিক শৈলীতে লন্ডনের প্যানক্রাস স্টেশনের আদলে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে অতীতের মুম্বা দেবীর মন্দিরস্থলে আই ডাবলু স্টিভেনস-এর পরিকল্পনায় তৈরি হয় ভি টি। উত্তরকালে ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে নতুন করে মন্দির হয় মুম্বা দেবীর। ভারতে বাষ্পচালিত প্রথম ট্রেনটি এই সি এস টি থেকেই রওনা হয়ে ৩৫ কিমি দূরের থানে যায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল। মূর্তি হয়েছে প্রবেশ পথের শিরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার।

উপরের ৩.১৯ মি ব্যাসের ঘড়িটিও দর্শনীয়। প্রাচ্যের সবচেয়ে ব্যস্ত রেল স্টেশনও এই CST। আর CST স্টেশনের বিপরীতে V ধাঁচের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আই ডাবলু স্টিভেনস-এর নকশায় গথিক শৈলীতে তৈরি। এর গম্বুজগুলিও দর্শনীয়, চুড়োর উচ্চতা ৭১.৫ মি। অদূরে ডানহাতি **হজ হাউস**।

CST থেকে বেরিয়ে বাঁহাতি দাদাভাই নওরোজী রোড ধরে সামান্য এগুতেই ফাইভ পয়েন্টে **ফ্লোরা ফাউন্টেন** অর্থাৎ ঝরনা। মুম্বাই-এর গভর্নর স্যার বার্টলে এডওয়ার্ড (১৮৬২—৬৭)-এর সম্মানে ১৮৬৯এ তৈরি। মহারাষ্ট্র রাজ্যের দাবিতে জীবন দেওয়া শহীদদের স্মরণে নতুন করে নাম হয়েছে এর **হুতাত্মা (Martyrs Sqr) চক**। শহরের প্রাণকেন্দ্রের এই ঝরনাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক অফিস-কাছারি-ব্যাঙ্ক। ফ্লোরা লাগোয়া **সেন্ট টমাস ক্যাথিড্রাল**। ১৬৭২এ শুরু হয়ে শেষ হয় এটি ১৭১৮য়। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরীর ১৯১১তে ব্যবহৃত চেয়ার দু'টি আজও দৃশ্যমান। সমাধিও রয়েছে নানান। অদূরে ১৮৩৩এ ৬০০০ পাউন্ড ব্যয়ে তৈরি ডরিক শৈলীর ফ্যাসাডের **টাউন হল**-এ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রেট ব্রিটেন-এর লাইব্রেরি বসেছে। এরই পিছে সামান্য যেতে ১৮২৩এ সাগর বুজিয়ে গড়া ভূমে Bombay Castle-এর ধ্বংসাবশেষ, ১৮২৯এ তৈরি Ionic ফ্যাসাডের **মিন্ট**, বিপরীতে আকাশচুম্বী **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক**। আরও যেতে ১৭২০এ তৈরি **কাস্টমস হাউস**। এরই পিছে মুম্বাই ডক এলাকা। অদূরে ডি এন রোড মিলেছে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডে।

ফ্লোরা ফাউন্টেনের স্বল্প দূরে এম জি রোডের দক্ষিণ প্রান্তে শ্বেত শুভ্র গম্বুজ শিরে যাদুঘর। ১৯০৫এ রাজকুমারের প্রথম ভারত ভ্রমণের স্মারকরূপে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রিন্স অব ওয়েলস—উত্তরকালের রাজা পঞ্চম জর্জ। ইন্ডো-সেরাসেনিক শৈলীতে গম্বুজ হয়েছে শ্বেত-শুভ্র বাড়ির শিরে। ১৯০৪-১৯১৪য় হাসপাতাল বসলেও নবসাজে প্রদর্শন শুরু হয় ১৯২৩এ। অতীতে নামও ছিল এর **প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ম**। শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান—তিন ভাগে ভাগ করা যায় এর সংগ্রহকে। মোগল ও রাজপুত মিনিয়েচার ও শিল্প-বিভাগের সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এলিফ্যান্টা, গান্ধার ও অমরাবতীর নানান ভাস্কর্যের সঙ্গে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট কালের নানান সম্ভারও প্রদর্শিত হয়েছে। মিনিয়েচার মডেলে পার্সিদের *কিউনরল* টাওয়ার অব সাইলেন্স দেখে নেওয়া যায়। টাটা পরিবারের, বিশেষ করে

রতনলাল টাটার নানান সংগ্রহও প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে। ১০—১৮-০০টায় খোলা, সোমবার বন্ধ। টিকিট ২, শিশু ১; মঙ্গলবার দর্শনী লাগে না।

মিউজিয়ম সংলগ্ন জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির ছবির সংগ্রহও দেখবার মতো। প্রায়ই ভারতীয় মডার্ন আর্টের ছবির একজিবিশন বসে এখানে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি এর দ্বারোদঘাটন হয়। আর্ট গ্যালারির কাফেটি যাত্রীদের ক্লান্তি মেটাতে অনবদ্য। ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ থাকে গ্যালারি।

যাদুঘর পেরুতেই অতীতের Wellingdon Circle আজ হয়েছে S P Mukherjee Chowk. তবুও লোকে তাকে Regal Chowk বলে থাকে আজও। অতীতে Royal family বায়ু সেবনে এসেছে সকাল-সাঁঝে। আর আজ ব্রিটিশের অবর্তমানে Royal লোপ পেয়ে সদাই ব্যস্ত সাধারণে। সামনে তার মুম্বাই পর্যটকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া। জলপথে বিদেশ থেকে ভারতে আসার প্রবেশদ্বার এই গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া। ১৯১১য় রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী দিল্লীর দরবারে অংশ নিতে ভারতে আসেন এই পথেই। তাঁদের সম্মানে তৈরি হয়েছিল শ্বেততোরণ। পরবর্তীকালে সেই ঘটনাকে বরণীয় করে তুলতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ষোড়শ শতকের হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে প্যারিসের Arc de Triomphe-এর আদলে ম্যুরিশ শৈলীতে তৈরি হয় পাকাপোক্ত ২৬ মি উঁচু এই মিনার। ঘটনাচক্রে ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯৪৮এ শেষ ব্রিটিশ ফৌজও এই তোরণ দিয়েই ভারত ছাড়ে। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে রং-এর প্রতিফলন নয়নাভিরাম। ইন্ডিয়া গেট থেকে আরব সাগর ও মুম্বাই হারবারের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। এক ঘণ্টার লঞ্চ সফরে সাগর বিহারও করে নেওয়া যায়। এলিফ্যান্টা গুহারও লঞ্চ যাচ্ছে এই ঘাট থেকে। পরিবেশকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে ১৯৬১তে তৈরি ঘোড়ার পিঠে মারাঠা বীর শিবাজী মহারাজ ও স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তি। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে মধু-রঙ ধরে গেটওয়ে। লাগোয়া শিবাজী উদ্যান।

বিপরীতে ভারতীয় পার্সি শিল্পপতি টাটা গ্রুপের হোটেল তাজ ইন্টারকন্টিনেন্টাল। পাশ্চাত্য ও ওরিয়েন্টাল শৈলীতে গড়া তাজ থেকে গেটওয়ে ও বন্দরের শোভা রমণীয়। দুইয়েরই অবস্থান অতীতের কোলবা দ্বীপে। আরও বামে শহীদ ভগৎ সিংহ রোড, অতীতের Colaba Causeway দক্ষিণে গিয়ে মিলেছে সমুদ্র তথা ১.৫ কিমি দূরের Sasoon Dock-এ। ১৮৩৮এ সিন্ধ ও ১৮৪৩এ আফগান যুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ সৈনিকদের স্মারকরূপে ১৮৪৭এ তৈরি গথিক শৈলীর সেন্ট জনস বা আফগান চার্চ অর্থাৎ মানমন্দির, লাইট হাউস, গির্জা, প্রান্তভূমি কোলাবা পয়েন্টে। সারি দিয়ে বাড়ি—আজও এদের মাঝে ১৮ শতকের গুজরাটি শৈলীর কাঠখোদাই-এর নিদর্শন দেখতে মেলে। সাধারণ হোটেলও নানান এলাকা জুড়ে।

ডান-হাতি M G Rd/Madame Cama Rd মিনিট দশেকের পথে নরিম্যান পয়েন্ট পেরিয়ে মিলেছে গিয়ে আরব সাগরে। ব্যাক-বে সাগরবেলার কাঁধে ভর দিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়েছে অর্ধচন্দ্রাকার মেরিন ড্রাইভ। বাঙালির গর্ব, বাংলার গর্ব, অতীতের মেরিন ড্রাইভের নাম হয়েছে নতুন করে নেতাজী সুভাষ রোড। মুম্বাই বেড়িয়ে এসেছেন কিন্তু মেরিন ড্রাইভের হাওয়া খাননি এমন পর্যটক খুঁজে মেলা ভার। যেমন মসৃণ তেমনই প্রশস্ত রাজপথ—শেষ হয়েছে মালাবার হিলসে। মালাবারের শিরে মুকুট হয়ে ব্রিটিশের গড়া রাজভবনে আজ গভর্নর প্যালেস হয়েছে। পথশোভারও তুলনা হয় না। একপাশে আকাশচুম্বী বাড়িঘর, অপরপাশে অন্তহীন নীল আরব সাগর। সান্ধ্য-ভ্রমণের মনোরম পরিবেশ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সাগর বুজিয়ে গড়ে তোলা হয় এই এলাকা।

চিত্রসূচী: আট

৯২ তিরুপতিনাথ ছবি পর্যটন দপ্তর *৯৩ কুতবশাহী সমাধি* ছবি মৃণাল দত্ত *৯৪ গোলকুণ্ডার কামান* ছবি পর্যটন দপ্তর *৯৫ জলপানরত গীরের সিংহ* ছবি পর্যটন দপ্তর *৯৬ গোলকুণ্ডা দুর্গ* ছবি পর্যটন দপ্তর *৯৭ জুনাগড়ের অলঙ্করণ* ছবি পর্যটন দপ্তর *৯৮ ইলোরার ভাস্কর্য* ছবি পর্যটন দপ্তর *৯৯ ইলোরার ভাস্কর্য* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০০ অজন্তার ফ্রেস্কো চিত্র* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০১ কাণ্ডারিয় মহাদেব— খাজুরাহো* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০২ রূপমতী মহল* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০৩ সোমনাথ মন্দির* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০৪ দিউ চার্চ* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০৫ দিউ দুর্গ* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০৬ দমন* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০৭ দ্বিতীয় তাজ—ঔরঙ্গাবাদ* ছবি মৃণাল দত্ত *১০৮ দমন সাগরবেলা* ছবি পর্যটন দপ্তর *১০৯ দৌলতাবাদ দুর্গ* ছবি পর্যটন দপ্তর।

মুম্বাই পর্যটকদের কাছে আর এক আকর্ষণ তারাপোরওয়ালা অ্যাকোয়ারিয়াম। সামুদ্রিক ও মিষ্টি জলের মাছের সংগ্রহ রয়েছে এখানে। সমুদ্র থেকে পাইপ লাইনে জল এনে সামুদ্রিক মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামে দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি, খরচ পড়ে ৮ লক্ষ টাকা। মাছের সঙ্গে রয়েছে সমুদ্রজাত নানান সংগ্রহ। সোম ছাড়া ১১—২০-০০টায় খোলা দর্শকপ্রিয় এই অ্যাকোয়ারিয়াম। টিকিট ২। ১২৩ রুটের বাস যাচ্ছে মেরিন ড্রাইভের অ্যাকোয়ারিয়াম হয়ে।

রাতের আঁধারে মেরিন ড্রাইভের চারপাশের বাড়ি-ঘরের আলো এমন চেহারা নেয়, মনে হয় যেন মালা পরেছে পাহাড়। তাই একে কুইন্স নেকলেস বলে। কমলা নেহরু পার্ক থেকে
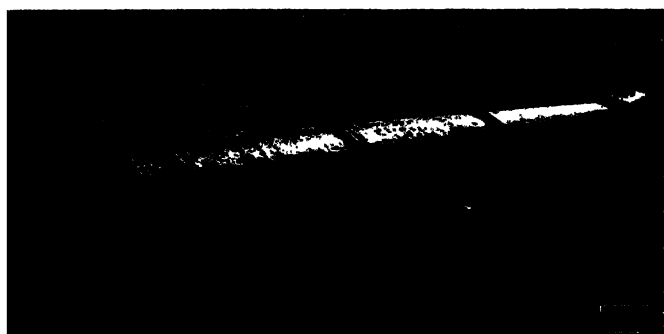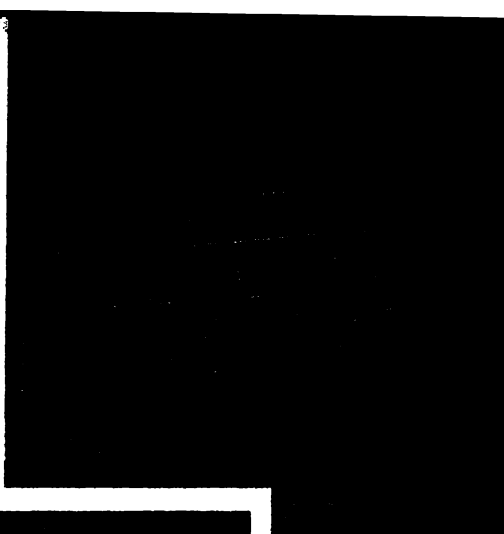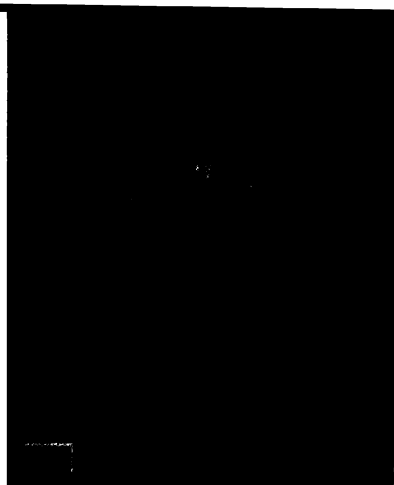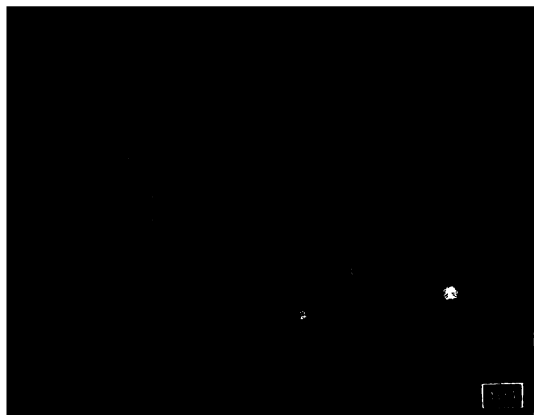
এই কুইনস নেকলেস অপরূপ দেখায়। ১২৩ রুটের বাস যাচ্ছে মেরিন ড্রাইভ বা নেতাজী সুভাষ রোড ধরে।

মহান করেছে মহারাষ্ট্রকে

৭২০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা মহারাষ্ট্রে। সৈকত নগরীও তাই নানান। মুম্বাই থেকে ৩৭৫ কিমি দূরে মুম্বাই-গোয়া সড়কে Ganapatipule. ১৬৫ কিমি দূরে Murud-Janjira. অতীতের রাজধানী শহর ঝাউ-নারকেল-পানে ছাওয়া জাঞ্জিরার সাগরবেলাটি খুবই সুন্দর। ৩০০ বছরের প্রাচীন দ্বীপাকার জল দুর্গ ছাড়াও টিলার টঙে ভগবান দত্তাত্রেয়ার মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য—মূর্তি হয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের। অদূরে Nandgaon ও Kashid আরও দুই সাগরবেলা। মুম্বাই থেকে রেলে পানভেল পৌঁছে চলা যেতে পারে। ১২০ কিমি দূরের গেটওয়ে থেকে ১½ ঘণ্টার বোটে Kihim. কিহিমের অদূরে Nagaon Beach-গুলির যথেষ্ট প্রশস্তি। ১৪৫ কিমি দূরে ১৭ কিমি ব্যাপ্ত সাগরবেলা Dahanu-Bordi-র আর এক প্রশস্তি Mecca of the Zorastrians বলে। মন্দিরও হয়েছে হাজার বছরের পূত অগ্নির। মুম্বাই-গোয়া সড়কে মুম্বাই থেকে ৬০ কিমি দূরে কার্নালা বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি, নাগপুরের ১৩৭ কিমি দূরে Tadoba NP-ও পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখ্য।

১৭৫টি দুর্গও রয়েছে মহারাষ্ট্রে—১১১টি তার মারাঠা বীর শিবাজী মহারাজের তৈরি। তবে, কালের আবর্তে কিছু লোপ পেয়েছে —কিছু-বা ধ্বংসের কাল গুনছে।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের পাঁচের অবস্থানও মহারাষ্ট্রে: (১) মুম্বাই থেকে ৫৭৯ কিমি দূরে Aundha-Nagnath, (২) মুম্বাই-র ৫০০ কিমি দূরে Parali-Vaijnath, (৩) মুম্বাই থেকে ১৮০ আর নাসিকের অদূরে Trimbakeshwar, (৪) মুম্বাই থেকে ২৬৪ কিমি দূরে Bhimashankar, (৫) মুম্বাই-এর ৫০০ কিমি দূরত্বে Grishneshwar-এর অবস্থান।

তেমনই অষ্ট-বিনায়ক অর্থাৎ আট গণপতি রয়েছেন মহারাষ্ট্রে, স্বয়ম্ভু এরা—(১) পুনে থেকে ৬৪ কিমি দূরে Morgaon-এ ১৪ শতকের মন্দিরে ময়ূরেশ্বর, (২) লাগোয়া Theur-এ পিতার সিদ্ধিলাভের স্মারক রূপে চিন্তামণি দেবের গড়া মন্দিরে চিন্তামণি গণপতি, (৩) Ranjangaon-এ ১০ শুণ্ডের ২০ বাহুর বিরাটাকার মহাগণপতি, (৪) Ahmed-nagar-এ অহল্যাবাঈ হোলকারের তৈরি শ্রী সিদ্ধি বিনায়ক, (৫) Ozhar-এর গণপতির প্রসিদ্ধি ১৮৩৩এ তৈরি মন্দিরের দীপমালা অর্থাৎ আলোর মালায়—মন্দিরের গম্বুজটিও সোনায় তৈরি, (৬) ২৮৩ সিঁড়ি উঠে কুকড়ি নদীর পাড়ে Lenyadri-র গণপতির জনশ্রুতি—শিবজায়া পার্বতী পুত্র গণেশের জন্ম দেন এখানে, (৭) Pali-তে বল্লালেশ্বর—১৭৭০এ নানা ফড়নবিশের তৈরি মন্দিরে সূর্যিঠাকুর বিষুবরেখায় অবস্থান (মার্চ ২১ ও সেপ্টেম্বর ২৩) ও কিরণ বিকিরণ করেন দেব-শরীরে, (৮) রায়গড় জেলায় Madh বা মাহাডে শেষ বিনায়কের অবস্থান। অবস্থান এদের পুনেকে ঘিরে। আর আছে অসংখ্য গুহামন্দির মহারাষ্ট্রে। অজন্তা-ইলোরা—সে তো বিশ্বে আজ অনন্য দ্রষ্টব্য। তেমনই আছে ঔরঙ্গাবাদ গুহা, কানহেরী গুহা, এলিফ্যান্টা গুহা, নাসিকের অদূরে পাণ্ডুলেনা গুহা, কারলা-ভাজা-খান্দালা-বেডসা গুহা পুনের অদূরে লোনাভালাকে ঘিরে। ৪ জাতীয় উদ্যান ও ২৫-এরও বেশি স্যাঙ্কচুয়ারি গড়ে উঠেছে মহারাষ্ট্রে।

আরব সাগরের পাড়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মালাবার হিলসের ঢালে ধাপে ধাপে তৈরি হয়েছে **কমলা নেহরু পার্ক**। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্ত্রীর নামে নাম। যদিও এটি শিশু উদ্যান, তবে, বিদেশী অভ্যাগতদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই পার্কে। দ্বিতলসম উঁচু বিরাটাকার ওল্ড লেডিস স্যু বা চায়ের কাপে ওঠানামায় মজার সাথে কৌতুক উপভোগ করে আবালবৃদ্ধবনিতা। প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে আলোর মালা পরে পার্ক। সন্ধ্যার পর এখান থেকে মেরিন ড্রাইভ, কুইনস নেকলেস ও চৌপাটির দৃশ্য সুন্দর দেখায়। এরই বিপরীতে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন।

নামে **হ্যাঙ্গিং গার্ডেন** অর্থাৎ ঝুলন্ত উদ্যান হলেও আসলে মালাবার হিলসের চুড়োয় ৩টি জলের ট্যাঙ্কের উপর ১৮৮০তে তৈরি। আর সংস্কারের সাথে আধুনিকতা পায় ১৯২১এ। এখান থেকে সূর্যাস্ত সুন্দর দেখায়। গাছ ছেঁটে তৈরি জীবজন্তুর মডেলগুলিও ঝুলন্ত উদ্যানের আর এক আকর্ষণ। তবে নামান্তর ঘটে ফিরোজশাহ মেটা উদ্যান হয়েছে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন। শহর থেকে দূরত্ব ৫.৬ কিমি। ১০২, ১০৬, ১৮১ রুটের বাস যাচ্ছে।

৭৪৫এ পারস্য থেকে আগত পার্সিদের মুম্বাই তথা ভারতীয় ব্যবসায় কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত। ঝুলন্ত উদ্যানের পাশেই ১৬৭৫এ ১ কিমি ব্যাপ্ত চত্বরে হয়েছে বৃত্তাকার পাথরের বেদী অর্থাৎ পার্সিদের মৃতদেহ রাখার **ফিউনরল টাওয়ার অব সাইলেন্স**। পার্সিরা তাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ বা দাহ না করে জীব হিতার্থে উৎসর্গ করে। পক্ষীকূলের আহার্যরূপে রেখে দেয় টাওয়ারে। বিধর্মীদের ভেতরে যাওয়া কঠোরভাবে মানা। এর একটি মিনিয়েচার মডেল প্রিন্স অব ওয়েলস যাদুঘরে দেখে নেওয়া যায়।

অদূরেই অগাস্ট ক্রান্তি ময়দানে **মণিভবন**। ১৯১৭-৩৪ জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী মুম্বাই অবস্থানকালে এই ভবনে বাস করেন। সেই স্মৃতিতে গান্ধী মেমোরিয়াল তথা ছবি, বই ও গান্ধীজীর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের প্রদর্শনী বসেছে। আগস্ট ৮, ১৯৪২ এই ময়দানের এক জনসভায় প্রথম আওয়াজ ওঠে—*ইংরেজ ভারত ছাড়ো, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে*—গান্ধীজীর মুখে। ৯-৩০—১৮-০০টায় খোলা। দর্শনী ২। ৮২, ৮৫, ৮৬, ১২৩ রুটের বাস যাচ্ছে মণিভবন হয়ে।

মেরিন ড্রাইভ ধরে মালাবার হিলস-মুখী উত্তরে লন্ডনের হাইড পার্কের মতো মুম্বাইবাসীদের কাছে **চৌপাট্টি বীচ**। তবে স্নানের কোনো ব্যবস্থা নেই—সান্ধ্যভ্রমণের মনোরম জায়গা চৌপাট্টি। আবার রাজনৈতিক দলগুলি মাতিয়ে তোলে এর বেলাভূমি তাদের সভা বসিয়ে। ব্রিটিশরাজ আইন করে বন্ধ করে সভা। তারই সাক্ষ্য বহন করছেন লোকমান্য তিলক ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মর্মরে। আবার মুম্বাইবাসীদের দেব-দেবীর ভাসানও হয় এই চৌপাট্টিতে। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পূর্ণিমায় ১১ দিন ব্যাপী উৎসবে গণেশ চতুর্থীর ভাসান খুবই আকর্ষণীয়। ৫-৬ হাজার দেবমূর্তি

(গণেশ) আসে মিছিল করে—কোনো কোনো মূর্তি উচ্চতায় ৯ মি। প্রতি সন্ধ্যায় হঠযোগীরাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নানানধর্মী শারীরিক কসরতে। তেমনই ভেলকিরও জমজমাট আসর বসে চৌপাট্টি বীচে। যাত্রী আসেন শহর ভেঙে বেলাভূমি ছাড়িয়ে ভেলপুরী, চানা-বাটোরা ও কুলফি মালাই-এর দোকানগুলিতে। ঘোড়া ও খচ্চর মেলে পিঠে চাপার জন্য। ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭ ও ১২৩ রুটের বাস যাচ্ছে চৌপাট্টি হয়ে।

শহর থেকে ২১ কিমি উত্তরে আরব সাগরের বুকে জুহু বীচ অর্থাৎ বেলাভূমি। বিশ্বের বৃহত্তম বীচগুলির মধ্যে জুহু অন্যতম। এখানকার বালির রঙ রূপোলি। সমুদ্র-স্নানেরও সুন্দর ব্যবস্থা; অক্টোবর থেকে মে মাস সমুদ্র-স্নানের মনোরম সময়—তবে জল নোংরা। বিনোদনের নানান ব্যবস্থা জুহু বীচে। মুম্বাই-এর বিমানবন্দরটি বীচের অদূরে জুহুতে। চার্চ গেট থেকে লোকাল ট্রেনে ১৮ কিমি দূরের সান্তাক্রুজে পৌঁছে ১৮২, ২৩১, ২৫৩ রুটের বাসে আরও ৩ কিমি গিয়ে জুহু। বাস/ট্যাক্সিও যাচ্ছে শহর থেকে জুহু। থাকারও নানান হোটেল জুহুতে।

পুরো মুম্বাই শহরটাই গড়ে উঠেছে আরব সাগরের পাড়ে। তাই বীচ অর্থাৎ সমুদ্র সৈকতও রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি মুম্বাইকে ঘিরে। মাধ, মার্ভে, মনোরী, আকসা, মহিম ও ভেরসোভা—এগুলি তত জনপ্রিয় নয়, পর্যটক আকর্ষণও কম। মাধ ও মার্ভে বীচে স্নানেও সাবধানতা পদে পদে। শহর থেকে দূরত্ব—মাধ ৪৪.৮, মার্ভে ৩৮.৪, মানোরী ৪০ কিমি। রেলে মালাড পৌঁছে ২৭২ রুটের বাস বা ফেরিতে যাওয়া চলে মার্ভে ও মানোরী বীচে। অবস্থানও এদের পাশাপাশি। থাকার জন্য *Manoribel H* ও *H Dominica* আছে মানোরীতে। আকসা বীচেও বাস যাচ্ছে ২৭২ রুটের মালাড থেকে। আর জুহুরই প্রান্ত-বেলাভূমি ভেরসোভার দূরত্ব ২৩ কিমি। আন্ধেরী হয়ে চলা যেতে পারে। বীচটি কদর্য। আন্ধেরীর আর এক আকর্ষণ রেল স্টেশনের কাছে যজ্ঞেশ্বরী গুহা। তেমনই মহিম-এর আকর্ষণ আরব থেকে আসা মুসলিম পীর Makhtum Fakih Ali Paru-র দরগা। ১৪৩১এ দেহ রাখেন পীর সাহেব এই মহিমে। সেই স্মৃতিতে সেপ্টেম্বরের সপ্তাহব্যাপী উরস উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তের দল আসেন।

মুম্বাই পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ শহর থেকে ৪০ কিমি দূরে ৫০০০ একর জমিতে ১৯৪৯এ গড়ে তোলা কানহেরী জাতীয় উদ্যান। নতুন করে নাম হয়েছে এর কৃষ্ণগিরি উপবন (জাতীয় উদ্যান)। মনোরম প্রকৃতি—সবুজ বনানী আর রুক্ষ পাহাড়ের সমন্বয় ঘটেছে উদ্যানে। নানানধর্মী জলচর পাখিও দেখতে মেলে। পাহাড়চূড়োয় হয়েছে বৌদ্ধ-শৈলীতে গান্ধী মন্দির। সারাদিনের ছুটি কাটাবার মনোরম পরিবেশ। চড়ুইভাতির উত্তম জায়গা। কটেজও ভাড়ায় মেলে চড়ুইভাতির জন্যে। প্রবেশপথের অদূরে লায়ন সাফারি পার্ক। বিশেষধর্মী গাড়ি যাচ্ছে সিংহ দেখাতে যাত্রী নিয়ে। আর চলছে ডাঙায় টয় ট্রেন, জলে বোট। সোম ছাড়া ৯—১৭-০০টায় খোলা। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ট্রেনে বরিভিলি পৌঁছে ৩ কিমি দূরে এই জাতীয় উদ্যান। তেমনই বরিভিলির ১ কিমি দূরে সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশানাল পার্কটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন চলার পথে। বন্য ভাল্লুক, প্যান্থার, চিতা ছাড়াও নানান প্রজাতির হরিণের জন্য এর প্রশস্তি। বরিভিলি (Borivli)-র আর এক আকর্ষণ পর্তুগিজ চার্চে রূপান্তরিত হিন্দু গুহামন্দির। ট্রেন বা বাসে মালাড বা বরিভিলি পৌঁছে মালাড থেকে ২৭২ বাসে বা বরিভিলি জেটি ঘাটে ফেরি পেরিয়ে দেখে নেওয়া যায় অ্যাম্যুজমেন্ট পার্ক তথা Esselworld দেশ-দেশান্তরের নানান সংস্থা পসরা সাজিয়েছে। ১০—২০-০০টায় বয়সের ব্যবধানে টিকিট ৩৯ থেকে ৮৯ টাকা, ✆ 4920891 আর আছে শহরের উপকণ্ঠে Fantasy land. আন্ধেরী ইস্টে পিংকি টকিজ বাস স্টপ থেকে ৪৪২ রুটের বাসে চলা যেতে পারে। Fantasy land ✆ 8365683-তেও টিকিট মূল্যে ব্যবধান আছে বয়সের তারতম্যে।

কানহেরী জাতীয় উদ্যানের অন্দরে ৭ কিমি যেতে কানহেরী গুহা। ২ থেকে ৯ শতকে তৈরি হীনযানধর্মী ১০৯টি বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার রয়েছে। এর কোনো কোনোটির কাজ অসম্পূর্ণ, আবার কোনো কোনোটি ধ্বংসের কাল গুনছে। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে কেটে তৈরি হয়েছে এই চৈত্য। সিঁড়ি উঠেছে পাহাড় বেয়ে। অপূর্ব এর নির্মাণকৌশল। সংস্কার হয়েছে সম্প্রতি। তবে প্রতিটি গুহা দেখা সম্ভব নয়। চৈত্য গুহা-৩-এর শিল্পকর্ম সুন্দর। গুহাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ১১, ৩৪-এর শিল্পকর্ম, ২৩-এ চার হাত ও এগারো মুখের বুদ্ধ, ৪১-এ এগারোমুখী অবলোকিতেশ্বর, ২৯—৩৫, ৪২—৪৪, ৭৩—৭৭, ৯৮ ও ৯৯-এ জাতক কাহিনী, ৫০-এ সর্পমাথায় পদ্মাসীন বুদ্ধ, ৬৭-তে স্থাপত্য, ৯০ ও ১০১ দেখে সাঙ্গ করা যেতে পারে কানহেরী গুহা দর্শন।

বৃহত্তর মুম্বাই শহরের মধ্যে লেক রয়েছে নানান। আর এইসব লেক থেকেই জল এনে শহর চলছে মুম্বাই-এর। শহর থেকে ১০৩ কিমি দূরে তানসা লেক। দূরত্ব হেতু পর্যটক সমাগম কম। তবে মুম্বাইবাসীদের এই লেকই জল দেয় বেশি। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা তুলসী লেক-এর দূরত্ব শহর থেকে ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে আরে মিল্ক কলোনি হয়ে ৪১ কিমি। চলার পথে মিল্ক কলোনি ও টিলার টঙ থেকে দ্বীপভূমি সুন্দর দেখে দেওয়া যায়। আর জাতীয় উদ্যানের পথে পাশাপাশি অবস্থান পোয়াই ও বিহার লেকের। দুয়ের মাঝে ব্যবধান মাত্র ২ কিমি। বিহারের জলে প্রচুর কুমির আছে। আর আছে বোটিং-এর ব্যবস্থা বিহারে। ১৪০০ একর জমি জুড়ে বিহার লেক। সুন্দর বাগিচাও হয়েছে লেকের পাড়ে। মনোরম প্রকৃতির মাঝে চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। ছুটির দিনগুলিতে মুম্বাই ও বরিভিলি রেল

স্টেশন থেকে বেস্ট-মার্কা বাসের বিশেষ সার্ভিস থাকে। অন্যদিনে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে রেলে বরিভিলি পৌঁছে ট্যাক্সিতে লেকে চলায় সুবিধা। আবার শহর থেকে MTDC-র প্যাকেজ ট্যুরেও দেখে নেওয়া যায় কানহেরী। পোয়াই-এর বিপরীতে Amusement Park-টিও অনবদ্য।

নীল (আরব) সাগরের সবুজ টিপ **এলিফ্যান্টা দ্বীপ**। মুম্বাই-এর মূল পর্যটন কেন্দ্রও এলিফ্যান্টা দ্বীপ। অ্যাপোলো বন্দর থেকে ১০ কিমি উত্তর-পূবে এলিফ্যান্টা। গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে লঞ্চ যাচ্ছে ৮—১৬-০০টায়, এক ঘণ্টার জলপথ; যাতায়াত—ডিলাক্স লঞ্চে ৫০, সাধারণ ৩৫, শিশু ৩০/২৫ ✆ 2026364/2023585। MTDC-র লাক্সারি লঞ্চও যাচ্ছে ৯-০০ ও ১৪-৩০টায় এলিফ্যান্টায়। এমনকি দিনে একবার Ajanta-র বিলাসবহুল ক্যাটামারান লঞ্চও চলছে। তবুও যাত্রী সমাগমে কিছুটা যেন নির্ভরশীল লঞ্চ সার্ভিস। মনসুনে খুবই অনিয়মিত এ সফর। লঞ্চঘাট থেকে ১২০ সিঁড়ি উঠে গুহামুখ। ডুলিও মেলে যাতায়াতে।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের কথা—পর্তুগিজদের দখলে আসে এই দ্বীপ। ধ্বংসও পায় অংশ পর্তুগিজদের হাতে। আয়তনে ইলোরা ব্যাপক হলেও ভাস্কর্যে এলিফ্যান্টা অনবদ্য। ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই এলিফ্যান্টা। এলিফ্যান্টা নামটিও পর্তুগিজদের দেওয়া। সেকালে বিরাটাকার পাথরের হাতি ছিল জাহাজঘাটায়। ১৮১৪য় ভেঙে পড়া হাতি ১৮৬৪তে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে স্থানান্তরিত হয়ে জোড়া লাগে নতুন করে ১৯১২য়। ঘোড়াও ছিল এক মর্মরে। ১ শতকে সিলারা বংশের রাজধানী ছিল—নাম ছিল তার অগ্রহরপুরী। কালে কালে ঘরাপুরী দুর্গনগরী।

পাহাড় কেটে ৪৫০—৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর তৈরি গুহামন্দিরে শিব উপাস্য দেবতা। তবে, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবও মেলে এর ভাস্কর্যে। নয়টি গুহা মন্দির এলিফ্যান্টায় :(১) তাণ্ডব নৃত্যে শিব, (২) দৈত্যবধে শিব, অর্থাৎ রুদ্ররূপী চতুর্ভুজ দেবতা—নরকঙ্কালের মুকুট মাথায়। এক হাতে অন্ধককে বধ করছেন, আর এক হাতে পাত্র যাতে অন্ধকের রক্ত মাটিতে না পড়ে। তৃতীয় হাতে হস্তিচর্ম আর চতুর্থ হাতে খোলা তরোয়াল। (৩) শিব-পার্বতীর বিয়ে, ঘটক তার নারদ। ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছেন কন্যাসহ পিতা হিমালয়। লাজুক-লাজুক মুখে পার্বতী। আর শিব হাস্যমুখে—এক হাতে নিজ কটিবাস ধরে অন্য হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছেন পার্বতীর দিকে। পিছে পুরোহিত ব্রহ্মা বসে। তার পিছে স্বয়ং নারায়ণ দাঁড়িয়ে। (৪) গঙ্গার অবরোহণ, (৫) ৪০×৪০মিটারের গুহা পাঁচে মহেশমূর্তি রূপে শিব। একটি পাথর কেটে তৈরি এই মহেশ মূর্তি বা ত্রিমূর্তি। ডাইনে ব্রহ্মা, বামে শিব আর মাঝে বিষ্ণু অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের তিন দেবতা। ভিমতে, তৎপুরুষ, অঘোর এবং বামদেব—শিবেরই তিন রূপ এই ত্রয়ী। ত্রিমূর্তির মাথার উচ্চতা ৬ ফুট করে আর মূর্তির উচ্চতা ১৮ ফুট। মূল গুহার পাশে ছোট গুহাটিও কম আকর্ষণীয় নয়। অষ্ট-মাতৃকার মূর্তি রয়েছে এর দেওয়ালে। আর রয়েছে দু'পাশে কার্তিক ও গণেশ মূর্তি। (৬) একদিকে নারী অপরদিকে পুরুষ অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর রূপে শিব ও পার্বতী। ডাইনে আয়না হাতে পার্বতী, বাঁয়ে সাপ হাতে শিব। মাথার উপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র-বরুণদেব, নিচে কার্তিক। (৭) কৈলাসে শিব ও পার্বতী, (৮) দানব রাজা রাবণ শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে বাড়িসমেত কৈলাস তুলছে, পার্বতী ভীত আর নিস্পৃহ শিব পায়ের আঙুল দিয়ে পিছু চেপে ঠায় বসে। রাবণের ব্যর্থতায় দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছে—নন্দী ও ভৃঙ্গী দু'পাশে দাঁড়িয়ে। (৯) যোগীরূপী শিব।

MTDC-র ক্যান্টিন ছাড়াও নানান *প্রাইভেট হোটেল* হয়েছে এলিফ্যান্টায়। দিনভর (৯—১৭-০০) অবস্থানে *MTDC-র Holiday Resort*, Dist- Raigadh, ✆ 2848323, ৫ বেডের ২টি ঘর ২০০। ছুটির দিনগুলিতে স্থানীয়দের ভিড় পড়ে এই দ্বীপে। মুম্বাই পর্যটকদের অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত হবে। সোমবার বন্ধ থাকে এলিফ্যান্টা। তেমনই ফেব্রুয়ারির **এলিফ্যান্টা ফেস্টিভ্যালও** যথেষ্ট খ্যাত পর্যটক মহলে। তেল মিলেছে আরব সাগরে—বসেছে শোধনাগার। সে কর্মকাণ্ডও দেখে নেওয়া যায় যাতায়াতের পথে লঞ্চে বসে। পাশেই ট্রম্বে-এর আণবিক গবেষণা কেন্দ্র। অনুমতি নেই নামবার।

এছাড়া মুম্বাইতে রয়েছে আরও একাধিক দৃষ্টিনন্দন বাড়িঘর যা পর্যটকদের বিমোহিত করে। গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সামনে সুপার 5 স্টার হোটেল **তাজ ইন্টার-কন্টিনেন্টাল**। স্বচ্ছন্দে এর স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈভব দেখে নিতে পারেন। ভারতে অনন্য কোলাবায় **ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার** অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্রটিও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে মুম্বাই পর্যটকদের। ভারতে জাত নানান পণ্যের সাথে দোকানপাটের সাজসজ্জাও রমণীয়।

ক্রস ময়দানের বিপরীতে কে বি প্যাটেল মার্গে ১৮৭৪এ তৈরি গথিক শৈলীর **ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংটিও** সুন্দর। আরও সুন্দর তার লাইব্রেরির শিরে অষ্টকোণী ৮০ মি উঁচু **রাজাভাই ক্লক টাওয়ার**। ব্রিটিশ স্থপতি স্যার গিলবার্ট স্কটের নকশায় ১৮৮০তে বণিক শেঠ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফ্রেঞ্চ গথিক স্থাপত্যে মায়ের স্মারকরূপে তৈরি করেন। সূর্যালোক আসার জন্য রাশিচক্র অলঙ্কৃত রঙিত কাচের ১২টি জানালাও অনবদ্য। তবে, বেল ও ঘড়ি ২ বছর পরে নতুন করে সংযোজন। মহারাষ্ট্রের ২৪ উপজাতীয় ২৪টি মূর্তিও মূর্ত হয়েছে টাওয়ারে। অনুমতি সাপেক্ষে উপর থেকে দেখে নেওয়া যায় চারপাশ। এরই পিছে ১৮৭৮এ ব্রিটিশ গথিক শৈলীতে তৈরি ১৮০ ফুটের **হাইকোর্ট ভবন**। ২টি অষ্টকোণী টাওয়ারও হয়েছে। অদূরে **সচিবালয়**—মহারাষ্ট্র সরকারের নানান দপ্তর তথা মহারাষ্ট্রের রাইটার্স বিল্ডিংস-ও দর্শনীয়। বিপরীতে **বিধানসভা**। নরিম্যান

পয়েন্টের এয়ার ইন্ডিয়া, সুপার 5 স্টার হোটেল ওবেরয় শেরাটন, নির্মল, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, টুলসনানি চেম্বার, দালামল টাওয়ার, শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, LIC, এক্সপ্রেস টাওয়ার—আকাশচুম্বী বাড়িগুলি পর্যটকদের চোখ ধাঁধায়। কথায় বলে আলোর গোড়ায় আঁধার থাকে—তেমনই ভারত রাষ্ট্রের দরিদ্রতম লোকদের ঠাঁই দিতে নিচু মানের বস্তিও গড়ে উঠেছে মুম্বাই মহানগরীতে। এশিয়ার বৃহত্তম বস্তিও মুম্বাই-এর Dharavi-তে। মাফিয়া প্রভাবও যেন শহর-গঞ্জে প্রকট। রাজনীতি ও ধর্ম জাতিগত বিভেদ সৃষ্টিতে সদাই সচেষ্ট।

নরিম্যানের বামে ধনুকের জ্যা-এর মতো গড়ে তোলা হয়েছে **মালাবার হিলস**। কেবল গভর্নর হাউস আর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িই নয়—মুম্বাই-এর বিত্ত এসে গরবিনী করে তুলেছে এলাকাকে। যেমন আকর্ষণীয় পথঘাট, তেমনই অত্যাধুনিক ইমারত-শিল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে মালাবার হিলসে। মালাবারের পথেই পড়ে **বালুকেশ্বর বা ওয়াল্কেশ্বর শিবমন্দির**। নতুন করে মন্দির হয়েছে ১৭১৫য় অতীত বিনষ্টের পর। প্রবাদ, অযোধ্যা থেকে শ্রীলঙ্কার পথে সীতা উদ্ধারে যেতে বালি দিয়ে শিব গড়ে পুজো করেন শ্রীরাম। বিপরীতে রামেরই তীরে খোঁড়া বাণগঙ্গা পুকুর। এপথেই আরও যেতে মালাবার হিলে ১৯০৩এ তৈরি শ্বেতাম্বর জৈন মন্দির। শ্বেতমর্মরে গড়া দ্বিতল মন্দিরে বিগ্রহ হয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব ও পার্শ্বনাথের। তীর্থঙ্করদের জীবন-আখ্যানও চিত্রে রূপ পেয়েছে দেওয়ালময়।

মালাবার হিলস থেকে নামতেই উপকূল ধরে স্বল্প যেতে **মহালক্ষ্মী মন্দির**। বাঁধ দিতে গিয়ে বারবার ভেঙে যেতে স্বপ্নাদিষ্ট রামজী মন্দির গড়েন ব্রিটিশের অর্থানুকূল্যে। স্বপ্ন মতো সমুদ্রের জলে হদিসও মেলে ঐশ্বর্যের দেবী মহালক্ষ্মীর। কিংবদন্তী, অতীতে মন্দির ছিল মালাবার হিলসের উত্তরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কালী দেবীত্রয়ীর। হানাদারদের হাতে মন্দির ধ্বংস পেতে দেবী ঝাঁপিয়ে আশ্রয় নেন সমুদ্রে। মুম্বাই-এর প্রাচীনতমও বটে এই দেবমন্দির। নবরাত্রির উৎসবে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। অদূরে বিশ্বের অনন্য সুন্দর **মহালক্ষ্মী রেস কোর্স**। আজও রেসের আসর বসে নভেম্বর থেকে মার্চের রবি ও ছুটির দিনে। লাগোয়া উইলিংডন ক্লাব। দুইয়ের মাঝে সমুদ্রের জলে শ্বেত গম্বুজ শিরে **হাজি আলির মসজিদ**। জলে ডুবে মৃত্যু ঘটে ফকির সাহেবের—স্মারকরূপে সমাধি সৌধ হয়েছে মুসলিম ফকির হাজি আলির। ভাটায় সাঁকো ধর্মী পথে চলাও যায় মসজিদে। ট্রেন বা বাসে চার্চ গেট থেকে মহালক্ষ্মী পৌঁছে দেখে নেওয়া যেতে পারে ত্রয়ী। বাস যাচ্ছে ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ১৩২, ১৩৩ রুটের।

হাজি আলির অদূরে ওরলিতে ড. অ্যানি বেসান্ত রোডে **নেহরু মিউজিয়ম/প্ল্যানেটেরিয়াম** বসেছে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ইংরাজি, হিন্দী ও মারাঠি ধারাভাষ্যে প্রদর্শন, টিকিট ৬ হারে; ✆ 4920510. এমনকি ফ্লোরা ফাউন্টেনের অদূরে চার্চগেট রেল স্টেশন বাড়িটিও কম আকর্ষণীয় নয়। পশ্চিম রেলের লোকাল ট্রেন যাচ্ছে চার্চগেট থেকে। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান অ্যারাবিয়ান নাইটসের আলিবাবার গুহার প্রতিরূপ দেখে নেওয়া যায় চার্চগেটের সাবওয়েতে নেমে। অদূরেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। জুহুর পথে সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

মুম্বাই শহরের আর এক আকর্ষণ বাইকুল্লায় ডিম্বাকার **ভিক্টোরিয়া গার্ডেন**। ১৮৭২এ গড়া ৪৮ একর ব্যাপ্ত ভিক্টোরিয়ার নতুন করে নাম হয়েছে **বীরমাতা জীজাবাঈ ভোঁসলে উদ্যান**। মুম্বাই-এর জু-ও এই জীজাবাঈ উদ্যানে। আর আছে **ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ম ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ম**। ১৬৬১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত মুম্বাই শহরের পরম্পরা তুলে ধরা হয়েছে ছবি, ফোটো, ম্যাপ, কয়েন ছাড়াও নানান সম্ভারে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংগ্রহ-ও উল্লেখ্য। এমনকি ১৮৬৪তে এলিফ্যান্টার মর্মরের হাতিটিও স্থানান্তরিত হয়েছে মিউজিয়মের কারুকার্যময় প্রবেশদ্বারে। বুধবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা থাকে মিউজিয়ম। তবে, চিড়িয়াখানা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা।

তেমনই দর্শনীয় **শিবাজী পার্ক**টিও দাদারে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর ৩০০তম বর্ষপূর্তিতে অতীতের মহিম পার্কের নামান্তর ঘটে নতুন করে হয়েছে শিবাজী পার্ক। ১৯৪৬এ মহাত্মা গান্ধী এখান থেকেই দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এমনকি ১৯৫৫য় সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের শুরুও এই শিবাজী পার্কে। আর আজ শিবসেনার সদর দপ্তর বসেছে পার্কে। লাগোয়া প্লে হাউস।

বাসেইন দুর্গ: ভুতুড়ে দুর্গ বাসেইন। পর্তুগিজ আক্রমণ রুখতে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহর হাতে দ্বীপাকার বাসেইন দুর্গের পত্তন। আর সুলতানের কাছ থেকে দখল নিয়ে পর্তুগিজরা নতুন করে দুর্গ গড়ে ১৫৩৪এ। মজবুত দেওয়ালে ঘেরা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা দুর্গ-নগরীতে অতীতে ৩০০ পর্তুগিজ আর ৪০০ ভারতীয় খ্রিস্টান পরিবারের বাস ছিল। আর ছিল সেন্ট জোসেফ ক্যাথিড্রাল, ১৩টি গির্জা, ৫টি কনভেন্ট। দাস ব্যবসারও রমরমা ঘাঁটি ছিল দুর্গে। Court of the North বলেও খ্যাতি ছিল পর্তুগিজ কালে বাসেইন-এর। ১৭৩৯এ মারাঠা জেনারেল চিমনজী আপ্পার সাথে ৩ মাসের যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় দুর্গ। দখল যায় দুর্গের পর্তুগিজ থেকে মারাঠাদের হাতে। নামান্তরিত হয়ে বাসেইন হয় বাজীপুর—বাজীরাও পেশোয়া থেকে। আর ১৭৮০তে ব্রিটিশের বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গ বাসেইন ১৮১৬য় পুনে চুক্তিবলে ব্রিটিশের দখলে যায়। তবে, আজও পর্যটক আসছেন ইতিহাসের সাক্ষীরূপে দুর্গের অর্ধচন্দ্রাকার খিলান, বিশাল স্তম্ভ, আঁকাবাঁকা সরু সরু সিঁড়ি দেখতে। *পোর্টা দি টেরেরার* হা হা করা খোলা কপাট আজও যেন অতীত ফিরে

পায়।পালাবদলের সেই সব অলৌকিক পাত্রপাত্রীরা আজও নাকি ফিরে ফিরে আসে দুর্গে রাতের মজলিশে। মুম্বাই থেকে ট্রেনে ৭৬.৮ কিমি দূরে দুর্গ। সেন্ট্রাল থেকে দাদার হয়ে সুরাটগামী প্যাসেঞ্জারে ভাসাই রোড (বাসেইন রোড) নেমে বাসে ১১ কিমি গিয়ে দুর্গ। সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফেরাও যেতে পারে মুম্বাইয়ে।

আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও অত্যুৎসাহীরা New Ferry Wharf থেকে ফেরি লঞ্চে ১½ ঘণ্টায় Revas পৌঁছে ৩০ কিমি বাসে গিয়ে আব এক পর্তুগিজ দুর্গ দেখে নিতে পারেন চৌল-এ। ১৫২২এ পর্তুগিজ দখলে যেতে দুর্গের পত্তন। আর পতন ঘটে মাবাঠাদের হাতে ১৮ শতকে।

বাজরেশ্বরী হট স্প্রিং : ভাসাই রোড রেল স্টেশন থেকে বাসে ১ ঘণ্টায় ৪১.৬ কিমি দূরে আকলোলী অর্থাৎ বাজরেশ্বরী চলুন। থানে হয়েও পথ গিয়েছে বাজবেশ্বরীব। এছাড়া ট্রেনে কল্যাণ গিয়ে কল্যাণ থেকেও বাসে বাজবেশ্বরী যাওয়া চলে। যাতায়াতে সুবিধাও এই পথ। মুম্বাই থেকে দূবত্ব ৮৬ কিমি। চলাব পথে কল্যাণ থেকে ট্রেন বা বাসে উল্লাসনগব হয়ে ১০৬০ খ্রিস্টাব্দে তৈবি **অম্বরেশ্বর শিব** মন্দিবটিও বেড়িয়ে নিতে পাবেন উৎসাহীরা। দাক্ষিণাত্যের মন্দিব স্থাপত্যেব নিদর্শন মেলে কালো মর্মবের এই মন্দিবে। কাৰুকার্য সুন্দব।

পাশাপাশি ৩টি গ্রাম— আকলোলী, বাজবেশ্বরী ও গণেশপুবী। মোট ২১টি গবম জলেব প্রস্রবণ রয়েছে। জলে সালফার আছে। বাত ও নানান চর্মরোগেব উপশম মেলে প্রস্রবণের জলে। বিশ্বেব সবচেয়ে গবম জলের প্রস্রবণও এই আকলোলীতে। আধুনিক স্নানাগাবও হয়েছে। পাশেই শ্রীরামেশ্বর মহাদেবেব প্রাচীন মন্দিব। বিপরীতে রাম লক্ষ্মণ-সীতা কুণ্ড—তিনেব জলেব তাপে তাবতম্য আছে। আব প্রস্রবণ থেকে ১.৫ কিমি দূরে বাজাবমুখী বাস স্ট্যান্ডেব অদূবে বাসেইন দুর্গ জযের পব ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে চিমনজী আপ্পাব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজা হয় দেবী বাজরাবাঈ মাতার আজও। দেবীর নাম থেকেই জায়গার নাম বাজরেশ্বরী। চৈত্র পূর্ণিমার উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন।

থাকাব জন্য আছে MTDC-ব *Holiday Resort,* Akloli Dist-Thane, ✆ (02522) 61371-এ ৬টি ২ বেডের কটেজ ৩৯০, ৬টি ২ বেডের ৫৯০, ২টি ২ বেডের স্যুইট ৮৯০, ৪টি ৮ বেডের স্যুইট ১০০০; Ghodbunder, Dist-Thane, ✆ 8112185-এ ১টি ২ বেডের ১৫০, ৪টি ২ বেডের ২০০; আর গণেশপুরীতে আছে ৬টি ২ বেডেব বাথসংলগ্ন A type ১৫০, ৬ বেডের ডর্মিতে ৪০ কবে। অবু MTDC, Express Towers, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021, ✆ (022) 2024482.

গণেশপুরীতে সমাধি আর আশ্রম হয়েছে সদগুরু নিত্যানন্দ মহারাজ ও মুক্তানন্দ মহারাজের। থাকারও আশ্রয় মেলে আশ্রমে। এমনকি ছুটির দিনগুলিতে মুম্বাই থেকে সরকারি বাসের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকে বাসেইন দুর্গ ও বাজরেশ্বরী হট স্প্রিং বেড়িয়ে আনার। পর্যটকদের উচিতও হবে এই বিশেষ বাসের যাত্রী হওয়া। অদূরে মন্দাগ্নি পাহাড়। অতীতে আগ্নেয়গিরি ছিল। পরশুরাম এই পাহাড় হয়েই কোঙ্কন উপকূলের মহেন্দ্রগিরি গিয়েছিলেন; সেই স্মৃতিতে মন্দির হয়েছে পরশুবামের।

মুম্বাইতে হোটেলেব অভাব নেই। হোটেল বযেছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাবা শহবময়। তবে বাড়িগুলি তাদেব যেমন আকাশচুম্বী, খবচ-খবচাও তেমনই মধ্যবিত্তেব নাগাল ছাড়া। তেলেব দেশেব শেখেরা এসে জাঁকজমকেও ঠাট বাড়িযেছে। কলকাবখানাব চিমনি থেকে টাকা উড়ছে মুম্বাই-এব আকাশে-বাতাসে। সবই যেন তাই মধ্যবিত্তেব নাগালেব বাইবে। CST থেকে বেরুতেই বামগতি দক্ষিণে সমুদ্রছোঁয়া Colaba Causeway, আব উত্তবে এব নাম হযেছে Colaba আবও উত্তবে যেতে Fort ফোর্টেব পশ্চিমে Back Bay অর্থাৎ সাগববেলা মিলেছে মেবিন ড্রাইভে। পথেব শেষ মেরিন ড্রাইভ ছাড়িয়ে পাহাড় চড়ে মালাবাব হিলসে। সাধারণ হোটেলেব সমাবেশ ঘটেছে Colaba Causeway-তে অর্থাৎ Sahid Bhagat Singh Marg-এ। ১৫০ থেকে ৩০০ টাকায় ডাবল বেডের ঘবও মেলে এদেব কাছে। তবে, জানালাব অভাব এসব ঘরে। দুইযেব মাঝে ব্যবধান— সেও পার্টিশনে। তাজেরও অবস্থান এই কোলাবায়। ৩৫০ থেকে ৮৫০ টাকায় ঘবেব ব্যবস্থা নিয়ে মধ্যমানের হোটেল গড়ে উঠেছে নেতাজী সুভাষ রোড অর্থাৎ অতীতের মেরিন ড্রাইভকে ভব কবে মাদাম কামা রোডের আশপাশে। আর তাবকাখচিত লাক্সাবি হোটেল মেলে ১৫০০— ১৫০০০ টাকায় সাবা শহব জুড়ে। তেমনই বিমানবন্দবকে ভর করে জুহু বীচেও নানান লাক্সারি হোটেলেব অবস্থান। তবুও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির পিক সিজনে স্থানাভাব ঘটে চলে মুম্বাই-এর হোটেলে। এমনকি

নিচু মানের হোটেলগুলির ব্যাপারে পর্যটন দপ্তরের অনীহা ব্যথিত করে—তারকাখচিত হোটেল নিয়েই ব্যস্ত এরা। ট্যাক্সি/অটো চালকদের সঙ্গে কমিশন প্রথারও চল আছে সাধারণ হোটেলের। তাই উচিত হবে এককভাবে হোটেলে গিয়ে ঘর নির্বাচন করা।

Mumbai C S T অর্থাৎ Chhatrapati Shivaji Terminal-কে ঘিরে মধ্যমানের নানান হোটেল Mumbai, STD 022, PC-400001-এ। C S T থেকে বেরুতেই বাঁয়ে GPO, বিপরীতে *City L*, 121 City Terrace, WH Marg, S ৩২৫ D ৪৫০ ডিলাক্স S ৫৫০ D ৬৫০ A/c D ৭৫০; *Empire Hindu H*, ✆ 2042789, AP প্রথায় DCB ২২৫ DAB ৩৫০ ডর্মি বেড ১২৫; *Modern GH*, 81 Modi St, DAB ২০০-৩২৫; GPO শেষ হতেই বামহাতি P D Mello Rd-এ: *H Mamata, H Regal*, S ১৫০ D ২৫০ T ৩০০; *H Manora* (243), ✆ 2617458, S ২৭৫ D ৩২৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ T ৮৫০ ; *Ship H* (219), Fort-38, ✆ 2615465, DCB ২২৫ DAB ৩৫০ A/c D ৬০০; *H Manama* (221), DCB ২০০ DAB ৩০০ A/c D ৪০০; *H Sealord* (167), ✆ 2615785, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০ A/c S ৫২৫ D ৬৫০ ; **H Rupam*, ✆ 2618298, A/c S ৬৫০ D ৭৫০; **H Embassy*, opp Dock Yard Rd, A/c S ৪৫০ D ৬৫০।

ডানহাতি Bhagat Singh Marg-1-এ—*Welcome H*, S ৪০০ D ৬০০; পাশেই *H Victoria*, DCB ২০০-২৫০; *Punjab Amritsar H* (263), ✆ 2613555, DAB ৩২৫ A/c D ৪৫০; *H Oasis*, ✆ 2697886, DAB ৩৫০-৪৫০ A/c D ৬০০। পাশেই *Railway H*, 15/17 Raja Rammohan Roy Rd-4, ✆ 3821028, SAB ১৫০ DAB ২৭৫ স্যুইট ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; লাগোয়া একই নামে *Railway H*, 249 P D Mello Rd-38, ✆ 2620775, D ৭০০-৮৫০ A/c D ৮০০-১০৫০ স্যুইট ১২৫০ ; অদূরে *H Tourist, Prince H*, GPO-র বিপরীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কমুখী *Popular L*, D ২০০-৩০০; *National Hindu H*, DCB ১৭৫-২৭৫। *Nrishinha Hindu L*, 177 Dada Bhai Nauroji Rd-1, Fort, S ১৫০ D ২৫০ ডর্মি ১০০; *Paras GH*, 203 Bazar Gate St-1, Fort· *Vijay Niwas L*, 17 Dwarkdas Lane, Fort, SCB ১২৫ DCB ২২৫; *Shell H*, 23 Manohar Das St, opp CST, DCB ১৭৫ DAB ২৫০।

C S T থেকে ডানহাতি মিনিট সাতেকের পায়ে হাঁটা পথে Dada Bhai Nauroji Rd, Sitaram Building, near Crawford Market, Mumbai-400001-এ—*New Bengal L*, ✆ 3431951, বর্তমানে মালিকানা যদিও অবাঙালির, তবে অতীতে এটি বাঙালির হোটেল ছিল। সেকারণে বাঙালির সমাগম ঘটে চলেছে আজও। তবে, ঘর অতি সাধারণ মানের, আলো-হাওয়ার অভাব—SCB ১৪০ DCB ২২০ SAB ২৫০ DAB ৩২৫ ডিলাক্স S ৩২৫ D ৩৭৫ ডর্মি বেড ৫০, A/c-র জন্য ১০০ অতিরিক্ত; এদের কল বুকিং: হোটেল নিউ বেঙ্গল, 10 Govt Place (E), 3rd Floor, Cal-69, ✆ 2486664. গোয়া প্যাকেজেও যাচ্ছে এরা। একই বাড়িতে ৩য় তলে *Capital L*, ✆ 3441971, DCB ১৫০-২৭৫ ও *New Star L*, G Block, ✆ 3444073, DCB ২০০ DAB ২৫০। চলার পথে *H Imperial*, opp Hain House, D ২৫০-৩৫০। *H Sadananda*, Lokmanya Tilak Marg-3, opp Crawford Mkt, ✆ 3445503, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০; *Sardar Griha*, 198 Lokmanya Tilak Marg-2, CST 1, Central 5, AP-S ২০০-৩২৫; *New Basanta Ashram L*, 232 Lokmanya Tilak Marg-2, ✆ 2080226, DCB ২০০; *Great Punjab H*, opp Metro Cinema, DAB ৩০০; অদূরে *New Metro GH*, 78/80 1st Cross Lane, ✆ 2068880, DAB ৩৫০ A/c D ৪৫০; *Metro Pole H*, Paltan Rd, Crawford Mkt-1, D ২২৫-৩০০ A/c D ৩৫০-৪৫০ (B&B).

C S T থেকে ২ কিমি দূরে *Apollo Bunder* তথা Colaba-য় তাজ ইন্টারকন্টিনেন্টালের পিছে 8 Best Road-এর একই বাড়িতে ১ম ও ২য় তলে *H Stiffles;* ৩য় ও ৪র্থ তলে *H Rex;* মান ও দাম একই এদের—ঘরও মেলে D ২২৫-৩৭৫ টাকায়। একই বাড়িতে *Regent H*, ✆ 2871854, A/c S ৭৫০ D ৯৫০ T ১২০০; **H Diplomat*, 24-26 B K Boman Behram Marg, Colaba-39, C S T 2, ✆ 2021661, A/c S ৮৫০-১০৬০ D ১২০০-১৫০০; *Salvation Army Red Shield Hostel*, 30 Mereweather Rd-39, DAB ২৭৫ (B & B) ডর্মিতে AP-S ২০০; কলরবমুখর পরিবেশে **H Whalley's*, 41 Mereweather Rd-39, ✆ 2821802, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ থেকে; *Carlton H*, 12 Mereweather Rd, ✆ 2020642, D ২৫০-৩২৫। Henry Rd ও P J Ramchandani Rd সংযোগে *H Prosser's*, ✆ 2841715, S ২০০ D ৩০০। আরও বাঁয়ে P J Ramchandani Marg, Sea Face, Colaba-39-এ পাশাপাশি অবস্থান—**Sea Palace H*, ✆ 2841828, A/c S ৮৫০ D ১৫০০ স্যুইট ১৭৫০-২৫০০; *Strand H*, S ৫০০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৭৫০-৮৫০; *Shelley's H*, ✆ 2840229, A/c S ৬৫০-৮৫০ D ৮৬৫-১২০০।

Garden Rd, *Colaba*-39-এ—**Garden H*, ✆ 2841476, A/c S ৯৫৫ D ১২৭৫-১৫০০ স্যুইট ২৫০০; লাগোয়া **Godwin H*, ✆ 2872050, A/c S ১০৯০ D ১৫০০-১৭৫০; **Ascot H* (38), ✆ 280020, A/c S ৮৫০ D ১২০০; অদূরে *Bentley's H*, 17 Oliver St-39, ✆ 2841474, DAB ৪৫০-৬৫০ A/c D ৮৫০। Arthur Bhander Rd-5-এ—একই বাড়ি কমল ম্যানসনে *Sea Shore H, H Mukund*, আর আছে সাধারণ—*Janata GH*, 1/30 Kamal Mansion, SAB ২০০ DAB ৩২৫ TAB ৩৭৫; *Imperial GH, India GH, Gateway GH, Gulf H, Hotel Al-Hijaz*, এদের চার্জ S ১২৫-২২৫ D ২০০-৩৫০। *Norman's GH*, ✆ 294234, A/c S ৫০০ D ৭৫০; বিপরীতে **H Apollo*, 22 Lansdowne Rd-39, ✆ 2020223, A/c S ৯৫০ D ১২০০; **Astoria H*, 4 J Tata Rd-20, ✆ 2852626, A/c S ৬৫০ D ১০০০; *Taj Mahal Intercontinental*, Apollo Bunder-39, ✆ 2023366, A/c S ২৮৫ D ৩০৫ US$; লাগোয়া **Taj Mahal H*, near Gateway of India, ✆ 2023366, A/c S ২৪০-২৮৫ D ২৬০-৩০০ স্যুইট ৪৫০-৭৫০ US$; **Fariyas H*, 25 Off Arthur Bhander Rd-5, ✆ 2042911, A/c S ২৫০০ D ৩০০০ স্যুইট ৩৭৫০-৪৫০০; *Kerawalla Chambers GH*, 25 PJ Ramachandani Marg-39, SAB ৪৫০ DAB ৬৫০ A/c D ৯৫০; *Cowies H*, 15 Walton Rd-39, ✆ 2834203, A/c D ৬৫০-৮৫০।

কোলাবা থেকে সরে বান্দরের পিছে *Lawrence H*, Ashok Kr Lane, D ৩০০-৪২৫; গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার পথে *Suba G*

H, Shivaji Maharaja Marg, DCB ৩৫০, DAB ৪৫০, A/c D ৬৫০; *H Elphinstone*, SAB ২০০, DAB ৩৫০; *The Dukes Retreat*, Sadhana Rayon House, 6th Floor, D ৪৫০, A/c D ৬৫০; ফ্লোরা ফাউন্টেনের কাছে দক্ষিণ ভারতীয় *H Sahayag*, 13 Cawasji Patel St-1-এ AP-S ১৮৫-২৭৫ টাকায় দক্ষিণ ভারতীয় আহার সহ থাকা।

অতীতের **Marine Drive,** নবতম **Netaji Subhash Rd,** Church Gate 400020-এ সমুদ্রমুখী প্রশস্ত ঘরের **Sea Green H*, 145 N S Road, Church Gate-20, CST3, ✆ 2822235, S ৮০০, D ৯৫০, স্যুইট ১০০০; লাগোয়া **Sea Green South H*, ✆ 2821613, S ৫২৫, D ৭০০, স্যুইট ৯৫০, A/c S ৮০০, D ৯৫০; *H Delamar*, 141 Sundar Mahal, ✆ 2042848, A/c S ৪০ D ৪৫ US$, **Ritz H*, 5 Jamshedji Tata Rd-20, ✆ 2850500, A/c S ২৭৫০, D ৩৫০০, স্যুইট ৪৫০০-৫০০০; **Ambassador H*, Veer Nariman Rd, Church Gate Ext-20, A23R1B5, ✆ 2041131, A/c S ১৩০ D ১৪৫ স্যুইট ১৫০-২৭৫ US$; অ্যাম্বাসাডর লাগোয়া **Chateau Windsor H*, 86 Vir Nariman Rd, Church Gate-20, ✆ 2043376, S ৬৫০-৮৫০, D ৮৫০-১২০০, A/c S ৮৫০-৯৫০, D ১২০০-১৫০০, হোটেলটি ভালই; **H Nataraj*, 135 N S Rd-20, ✆ 2044161, A/c S ২২০০, D ৩০০০, স্যুইট ৪৫০০; *H Norman's*, 2 Firdaus, ✆ 2034234, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; **H Bombay International*, 29 N S Rd-20, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১২৫০।

মুম্বাই CST থেকে ৬ কিমি দূরে **Mumbai Central Rly Stn** তথা বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে নানান হোটেল—*H Tip Top*, 394 Dr Bhadkamkar Rd, Central-400004, SAB ২৭৫, DAB ৩৫০, A/c D ৬০০; *H Regal Palace*, Tata Rd, No 1, opp Roxy Cinema, Mumbai-4, ✆ 3634225, S ২৫০, D ৪৫০, A/c D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *H Sahara*, 35 Tribhuvan Rd-4, ✆ 3861491, SAB ২৫০, DAB ৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; *H Hira*, 215 RRR Rd, opp Girgaum Church, Mumbai-4, ✆ 3868621, DCB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c D ৬৫০; *Madhavashram*, 18 Parekh St, Girgaum-4, ✆ 3822764, Central Rly Stn ½, S ২২৫, D ৪২৫; *Heradiya Lodging*, 407 Kalba Devi Rd-2, ✆ 311808, S ১৫০, D ২৫০, ডর্মি ৬০; *Neel Kamal GH*, opp Grant Rd Rly Stn-7, ✆ 3868894, D ৩০০-৪৫০; *R K Hotel*, 379 Dr Bhadkamkar Rd-7, ✆ 3861471, SAB ২০০-২৫০, DAB ২৭৫-৩৫০, TAB ৩৭৫, A/c D ৫০০, T ৫৫০, স্যুইট ৮৫০ ; *H Anukool*, 292 M S Rd, Grant Rd-7, R3, S ২৫০, D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০ ; *Sangam GH*, opp Novelty Cinema, Grant Rd-7, DCB ২২৫, DAB ৩২৫, A/c D ৪৫০, T ৫৫০, স্যুইট ৬৫০; *H Rahat*, 422 Grant Rd-7, DAB ৩২৫, A/c D ৪৫০; *H Evergreen*, 12 Shamrao Vithal Marg-7, ✆ 3864214, SCB ১৭৫, DCB ২৫০, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *National H*, 337 Grant Rd-7, SCB ১৫০, DCB ২৫০, TCB ৩০০; **H Sahil*, 292 J B Behram Marg-8, ✆ 3081421, A/c D ১৭৯০-২২৯০, স্যুইট ৪১৯০; *H Balwas*, 323 M Shaukatali Rd, opp Best Bus Depot, Central-8, ✆ 3081481, DAB ৮০০, A/c D ১০৫০-১৫০০; *H Gulistan*, 196 Dr Bhadkamkar Marg-7, close to Rail Stn, ✆ 3081461, DAB ৫০০, A/c D ৬৫০-৯৫০; *H Grant*, 44 Proctor Rd, near Grant Rd Bridge (E)-7, ✆ 3871491, DAB ৪৭৫, A/c S ৬৫০, D ৬৫০-৮৫০, স্যুইট ১০০০; ছাড়াও নানান।

মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ৬ আর CST থেকে ৯ কিমি দূরে **Dadar Station.** দাদার থেকে প্রতি ২ মিনিট অন্তর ট্রেন যাচ্ছে মুম্বাই সি এস টি ও সেন্ট্রাল স্টেশন। রেলে দাদার থেকে মিনিট পনেরোর পথ। সরকারি *বেস্ট* মার্কা বাসও যাচ্ছে সি এস টি, সেন্ট্রাল ছাড়াও শহরের নানান প্রান্তে দিনরাত্রি জুড়ে দাদার থেকে। শহরের ভিড়-ভাট্টা এড়িয়ে স্বল্প ব্যয়ে অধিক স্বচ্ছন্দে দাদারেও অবস্থান করতে পারেন মুম্বাই পর্যটনে। হোটেলও আছে নানান: Dr Ambedkar Road, Mumbai-400014এ—*H Aroma*, ✆ 4111761, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *Sri Joshi Lodging House; Star of Cochin*, ✆ 4143434, SCB ১৫০, DCB ২৫০, A/c D ৫০০; *H Shantidoot*, opp Hindmata Cinema, ✆ 4113051, D ৫২৫, A/c D ৭৫০। *H Avon Ruby*, 87 Naigaum Cross Rd-14, Dadar-E, near Rly Stn, ✆ 4114591, A/c S ৮৫০, D ১০৫০, স্যুইট ১৮৫০; *H Staywel*, 385 N C Kelkar Rd-28, ✆ 4220762, S ৩২৫, D ৪৫০, A/c S ৬০০, D ৮৫০। **H Park Lane*, 95 Dadasaheb Phalke Rd-14, ✆ 4114741, SAB ৪৫০, DAB ৫৭৫, A/c S ৬২৫, D ৭৫০-৮৫০, স্যুইট ১০০০; *Dadar GH*, S ১৫০, D ২৫০।

Shivaji Park-400028-এ: *Bharat Green GH*, Ranade Rd Extn, ✆ 458069 ; *New Shrikrishna Boarding House; Ramniwas L*, Ranade Rd; *Siddhartha GH*, D Phalke Rd-14, ✆ 4113636; একই পথে *Dilbahar GH*-14, ✆ 4113732; *H Amrita*, D L Vaidya Rd-28, ✆ 4306692; *Novelty GH*, Dadar-CR-14, ✆ 4110203; *Milan GH*, L G Rd, S P-28; *Shalimar GH*, 155A, D Phalke Rd-14; *Ashwini GH*, Shivaji Park-28; *Mother India H*, Gokhale Rd, opp Portuguese Church-28; *Nirmal GH*, 89 S K Bole Rd-28; *Eswar GH*, L N Rd-14, opp Dadar Rly Stn, ✆ 4144474—এদের কাছে SCB ১০০-১৭৫, DCB ১৫০-২২৫, SAB ১৫০-২৭৫, DAB ২২৫-৩৫০ টাকায় মেলে। শীতাতপ ঘরও মেলে এই সব গেস্ট হাউস তথা হোটেলে। **H Parkway*, Ranade Rd Ext, Sivaji Park-28, ✆ (9122) 4453361, (B&B) A/c S ৭০০, D ৮৫০, স্যুইট ১২০০; *H Amigo*, 289 Vir Savarkar Marg, Shivaji Park-28, A/c S ৭৫০, D ৯০০; *H Ameya*, Gokhale Rd-N, Shivaji Park-28, DAB ৪৫০, A/c D ৬৫০; *H Red Rose*, Gokuldas Pasta Rd-14, Dadar-E, ✆ 4137843, D ৮৫০, A/c D ৯৫০, স্যুইট ১২০০; **H Midtown Pritam*, Pritam Estate-14, ✆ 4145555, A/c S ১২৫০, D ১৫৫০, স্যুইট ২৫৫০; *H Hill Top*, 960 Ranade Rd, Sivaji Park-28, A/c S ৬৫০, D ৮৫০।

তেমনই সেন্ট্রাল থেকে ৩৫ কিমি দূরে আর এক শহরতলী **Chembur**, Mumbai-400071-এও হোটেল মেলে নানান। *Rajhans H*, opp Chembur Rly Stn, ✆ 5564055, A/c S

৮৫০-১২০০, D ১১০০-১৫০০; রেল স্টেশনের বিপরীতে *Satkar L,* ✆ 5554858 DCB ২২৫, ডর্মি বেড ৮০-১০০; *Highway L,* 1 Shantiniketan, near Rly Crossing, DCB ২০০; *Bharti L,* 2 Govandi Rd-71, S ১৫০, D ২৫০, A/c D ৪৫০; *Ameer GH,* Plot C/20, Sona 1st Rd-71, DAB ৩০০, A/c D ৪৫০; *H Neel Kamal,* S T Rd-71, DAB ২৭৫, A/c D ৪৫০; *Chembur GH,* N G Acharjya Marg-71, SCB ১২৫, DCB ২০০, SAB ২২৫, DAB ৩০০; *Bharat H,* 2 N G A Marg-71, ✆ 5553273, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ৩২৫, D ৪০০; *New Lodging House,* N G Acharjya Marg-71, DCB ১৫০, DAB ২৫০-৩২৫; *H Broadway,* Sion-Trombay Rd-71, DAB ২৫০, A/c D ৪৫০; *H Annapurna,* 70-H, Central Avenue Rd-71, ✆ 5557124, SAB ১৫০, DAB ২৫০, A/c S ৩২৫, D ৪৫০; *H Maharana,* V N Purav Marg-71, DAB ২৫০, A/c D ৩৫০-৫৫০, স্যুইট ৭৫০; *H Tilak Palace,* 403K, Sion-Trombay Rd-71, SAB ২২৫, DAB ৩৫০, A/c D ৫০০; *H Royal,* 83-A, N G Acharjya Marg-71, ✆ 5550343, SAB ৪০০, DAB ৫৫০, A/c S ৪৫০-৬৫০, D ৬০০-৮৫০; *H Pearl,* Plot-8, D K Sandu Marg-71, ✆ 5564025, S ৩৫০ D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৭৫০-৮৫০; *H Diamond,* 70F, SS-III, Central Avenue, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০; *Subhas L,* 72 Hirabaug, S ২০০, D ৩২৫; *Prakash L,* N G Acharjya Marg, S ১৫০, D ২৫০; *H Plaza,* 70 Central Avenue, A/c D ৭০০; *Jewel of Chembur H,* 1st Rd, near Natraj Cinema, ✆ 5552702, A/c S ৫২৫, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০।

সেন্ট্রাল থেকে ১৩ কিমি দূরে Santacruz (East)-400054 ও Santacruz (W)-400055-এ হোটেল মেলে নানান। *H Welco,* Station Rd-54, ✆ 6492005, S ২০০, D ৩৫০, A/c D ৪৭৫; *Yatri H,* Behind BEST Bus Std-55, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c D ৪৫০; *H Airport Palace,* Bulls Royce Colony Rd, Vakoba Bridge-55, DAB ৩০০-৪৫০, A/c D ৬০০; *H Rangmahal,* Stn Rd, Santacruz-W, ✆ 6490303, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c D ৬৫০; **H Galaxy,* 113 Prabhat Colony (E)-55, ✆ 6144980, D ৬০০, A/c D ৭২৫-৮৫০; *H Regency Park,* 7th Rd, Khar Subway-55, DAB ৩৫০, A/c D ৫৫০; *H Milan International,* 1st Rd, near Milan Subway, close to Santacruz Rly Stn, ✆ 6147666, A/c S ৬৫০, D ৮০০, স্যুইট ১৫০০; *H Apsara,* 7 Swami Vivekananda Rd, Santacruz-54, ✆ 6491241, A/c D ৫৫০, স্যুইট ৬৫০; **H Accord,* 32 J N Rd-55, ✆ 6145624, A/c S ৭৫০, D ৮৫০-১০০০ ; *H Midland,* J N Rd, Santacruz (E) 55, ✆ 6110413, S ৬০০, D ৭০০, A/c S ৭০০, D ৮৫০; *H Lovely,* J N Rd-55, (B&B), S ৪০০, D ৫৫০, A/c S ৬০০, D ৮০০।

মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ১৮, দাদার থেকে ১২, আর সি এস টি-র ২১ কিমি দূরে Andheri-400069-এ: *H Imperial Palace,* 45 Telly Park Rd, Andheri (E), Bombay-69, S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০, A/c ৭৫০/ ৯৫০/ ১০৫০; *H Ras International,* Vaikunth Park Rd, close to Andheri Rly Stn, ✆ 8348118, A/c S ৭০০, D ৮০০-৯৫০; **H Samraj,* Chakala Rd-99, ✆ 8349311, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১২৫০; *H Highway Inn,* Andheri-Kurla Rd-69, DAB ৬০০, A/c D ৮৫০; *Host Inn International,* Andheri-Kurla Rd, Andheri (E)-59, ✆ 8360105, A/c S ৯০০, D ১২০০, স্যুইট ১৫৫০; **H Metro International,* Andheri-Kurla Rd-72, ✆ 8387264, A/c S ৬৫০, D ৮৫০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০; **H Silver Inn,* near International Airport, Marol Maroshi Rd, Andheri (E)-59, A/c S ৮০০, D ৯০০, স্যুইট ১০২৫; *H Ratna Mahal,* Sahar-Chakala Rd-99, Andheri E, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৫০০, D ৭০০; **H Tunga International,* B-11 Central Rd-93, A/c S ৭৫০, D ৯০০, স্যুইট ১২৫০-১৫০০; *H Ashwin,* Marol-Marushi Rd-59, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০; *H Sahar International,* opp Andheri Rly Stn-69, A/c S ৬০০, D ৮০০; **H Airport Kohinoor,* Andheri-Kurla Rd-59, ✆ 8348548, A/c S ১১০০, D ১৫০০, স্যুইট ৩২৫০-৪৫০০; *H Sun-N-Shell,* 318/41 Kakad Corner-59, A/c S ৫০০, D ৭৫০; **Leela Kempinski,* Sahar Rd-59, ✆ 8363636, S ২২৫-২৭৫ D ২৬০-৪৫০ স্যুইট ৪২৫-১৩৫০ US$; **H Suresha,* Dr Karanjia Rd, Chakala-99, Andheri-E, ✆ 8321198, A/c S ৬৫০, D ৮৫০।

মুম্বাই শহর থেকে ২১ কিমি দূরে আরব সাগরের পাড়ে Juhu Beach, Mumbai-400049-এও উচ্চ ও মধ্যমানের নানান হোটেল: *Juhu H,* ✆ 6184012, A/c S ১২০০, D ১৫০০ ১৭৫০, স্যুইট ২৫০০; **Centaur H,* Juhu Beach-49, ✆ 6113040, A/c S ৪৭৫০, D ৫৫০০, স্যুইট ৭৫০০ থেকে; **Palm Grove H,* A/c S ৯৫০, D ১২০০, স্যুইট ১৭৫০; **Sun-N-Sand H,* 39 Juhu Beach-49, ✆ 6201811, A/c S ৩২০০, D ৩৭০০, স্যুইট ৪৫০০-৬০০০, **H Sands,* 39/2 Juhu Beach, ✆ 6204511, A/c S ১২০০, D ১৬০০, স্যুইট ২৫০০; **H Sea Princess* (959), ✆ 6117600, A/c S ২৫০০-৩২৫০, D ৩২০০-৩৭৫০, স্যুইট ৫৫০০; **Sea Side H,* (39/2), ✆ 6200293, A/c S ৮৫০, D ৯৫০-১২৫০; **H Riviera,* A/c S ৪৫০, D ৭৫০; ** H Sea View,* ✆ 6123244, D ৪০০, A/c D ৫৫০; *H Golden Manor,* opp Juhu Church-49, ✆ 6149281, A/c S ৬০০, D ৮৫০; *H Beach Garden,* A/c D ৫০০; **H Ajanta* (8), ✆ 6183047, A/c D ১৭৫০, স্যুইট ২২৫০-৩৫০০; **Citizen H* (960), ✆ 6117273, A/c S ১২৯৫, D ২০০০, স্যুইট ৩২৫০; **H Horizon* (37), ✆ 6117979, A/c D ২২৫০, স্যুইট ৩০০০-১১৫০০; **Ramada H,* Juhu Beach-49, ✆ 6112323, A/c S ১২৫ D ১৬০ স্যুইট ১৮৫-২৬০ US$; **Holiday Inn,* Balraj Sahani Marg-10, ✆ 6204444, A/c D ১৯০-২৬০ স্যুইট ২৪০-৭৫০ US$; *H Gayland,* ✆ 6147041. Juhu Tara Rd-49-এ: **H Royal Garden,* Santacruz-W, ✆ 6130252, A/c S ৮০০, D ১০৫০; *H Beach View,* D ৫৫০, A/c D ৭৫০, স্যুইট ৮৫০; **H Seaking* (5), ✆ 6141329, A/c S ৭৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১৫০০ ; *H Atlantic* (18/B), ✆ 6122440, A/c S ৯৫০, D ১২০০, ভিলা ১৫০০; **H Juhu Continental,* ✆ 6124049, A/c S ১২০০, D ১৫০০, স্যুইট ২২৫০; **Kings H,* 5 Juhu Tara Rd-49, ✆ 6149775, A/c S ৮৫০, D ১০০০; *South*

End H (11), ✆ 6125213; *Iskcon Ashram,* Hare Krishna Land, ✆ 626860

অদূরে **Santacruz** বিমানবন্দর তথা Vile Parle-তেও নানান হোটেল· **H Damji's*, V M Ghanekar Rd-57, ✆ 6152922, A/c S ৩০ D ৪০ স্যুইট ৭৫ US$, *H Nest,* 22 Vallabh Bhai Rd-56, *H Rupali,* Vile Parle-W, S V Rd-56, ✆ 8362790, A/c S ৫৫০ D ৬০০-৮৫০; *H Classic,* 31 S V Rd-54, ✆ 6491456, S ৬৫০ D ৮০০ A/c S ৮৫০ D ১০০০; **Centaur H,* Santacruz Airport-99, ✆ 6116660, A/c S ৩২০০ D ৩৭০০ স্যুইট ৯৫০০; *H Columbus,* 344 Nanda Patkar Rd-57, ✆ 6145717, A/c S ৭০০ D ১০০০; *H Aircraft International,* 179 Dayaljas Rd, Vile Parle (E), ✆ 6123667, A/c S ৫৫০ D ৭৫০, **Air Link,* 75 Nehru Rd, near Airport-99, ✆ 6184200, A/c S ৯৫০ D ১২০০ স্যুইট ১৭৫০ ; **Kamat's Plaza,*70/C Nehru Rd, Vile Parle (E)-99, ✆ 6123390, A/c D ২২৫০ স্যুইট ২৭৫০; *Airport International,* 5/6 Nehru Rd, Vile Parle (E)-99, ✆ 6122883, A/c S ১০০০ D ১১৫০, **H Jal,* Vile Parle (E)-57, *H Transit,* Nehru Rd-99, A/c S ১২৯৫ D ২০০০ স্যুইট ২৭৫০; **H Parle International,* Agarwal Market, Vile Parle (E)-57, A/c S ১০০০-১২৫০ D ১৪০০-১৭৫০ স্যুইট ১৫০০-২০০০, *H Satellite,* 213 Dixit Rd, Vile Parle (E)-57, ✆ 6117452, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ T ৯৫০, *H Airport Plaza,* 70-C, Nehru Rd, Vile Parle (E)-99, A/c S ৮৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১৫০০, **H Avion,* Nehru Rd, near Airport-57, ✆ 6121348, A/c S ৯০০ D ১২০০ স্যুইট ১৭৫০; *H Ramkrishna,* 148 Nehru Rd-57, close to Vile Parle Rly Stn, A/c S ৫৫০-৬৫০ D ৭০০-৮৫০, **H Anthi,*, 77 A B, Nehru Rd, Vile Parle (E)-99, ✆ 6116124, A/c S ১৫০০ D ১৮৫০ , *H Jayashree,* opp Santacruz Airport, A/c S ৮০০ D ৯৫০-১২৫০, *Purnima GH* Juhu-49, DCB ২৫০ DAB ৪০০, *H Meenas* Juhu Rd-49, A/c S ৬০০ D ৮৫০।

মুম্বাই শহর থেকে ৩০, এয়ারপোর্ট থেকে ১৬ কিমি দূরে **Thane**-তে—**H Prasad International,* Western Express Highway-401104, ✆ 8118210, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪০০ D ৬৫০, *H Natwar,* Main Rd-400604, ✆ 5320409, *H Golden Palace,* Old Agra Rd, Thane (W)-400601, S ২৫০ D ৪০০ A/c S ৪৭৫ D ৫২৫ স্যুইট ৪৫০/৬৫০।

Khar, Mumbai-400052-এ—*H Amardeep,* 3rd Rd, D ৩০০ A/c ৫৫০; *H Guru,* 3rd Rd, DAB ৪০০ A/c D ৬৫০; *Simla GH,* 3rd Rd; **H Linkway,* 519/A, V P Patel Rd-52, ✆ 6496008, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৭০০-৮৫০; **H National,* Plot-17, 4th Rd-52, ✆ 6494406, DAB ৪৫০ A/c ৫৫০-৭৫০; **H Singh's International,* 3rd Rd-52, near Khar Rly Stn (W), ✆ 6496806, A/c S ৬০০ D ৭৫০ স্যুইট ১০০০-১২৫০; *H Samrat,* 3rd Rd, Khar (W)-52, close to Khar Rly Stn, ✆ 6485441, A/c S ৪০০-৫৫০ D ৫৫০-৬৫০ স্যুইট ৭০০-৮৫০; *Jewel Palace H,* 5th Rd Corner, ✆ 6492924, A/c S ৬৫০ D ৮০০; *H Oscar,* 12 Pali Hill-52, A/c S ৫০০ D ৬৫০; *H Sunways,* 534 Linking Rd-52, ✆ 6480511, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৯৫০; **H New Castle,* 355 Linking Rd-52, ✆ 6480491, A/c S ১২০০ D ১৭৫০-২০০০ স্যুইট ২৫০০; **Royal Inn,* near Khar Telephone Exchange, ✆ 6495151, A/c D ৬৫০ স্যুইট ৯৫০; **H Mayura,* 352 Linking Rd-52, ✆ 6494416, A/c S ৭০০ D ৮৫০, *H Castle,* 355 Linking Rd-52, A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ৯৫০; *Citadel H,* 757 S V Rd, A/c S ৪৫০ D ৬৫০; **H Oriental Palace,* 746 Khan Pali Rd-52; **H Caesars Place,* 313 Linking Rd-52, A/c D ৬৫০; *H Shubhangan,* 711 First Rd, Khar (W)-52, ✆ 6460382, A/c S ১১৫০ D ১৭৫০ স্যুইট ২৫০০; *H Palli Hills,* 14 Union Park-52, ✆ 6492997, A/c S ৮০০ D ৯৫০ স্যুইট ১২৫০; *H Neelkanth,* 354 Linking Rd, Khar (W)-52, ✆ 6495566, A/c S ৬৫০-৮০০ D ৭৫০-৯৫০ স্যুইট ১০০০-১২৫০।

আর আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সারা শহরময়: *H Airways,* 333 L B S Marg, Ghatkopar (W)-86, ✆ 5149855, S ৩০০ D ৪০০ A/c S ৪৫০-৫৫০ D ৫০০-৬৫০, *Arya Niwas H,* Kalbadevi Rd-2, S ২৭৫ D ৪৫০; *H Bandra,* Hill Rd, Bandra-50, *Benazeer H,* 16 Gunbow St, Fort-1, S ৩৫০ D ৪৭৫ A/c D ৬০০ স্যুইট ৭৫০, *H Broadway,* Dr E Moses Rd, Worli 18, S ২৫০ D ৪০০, **H Central Park,* Worli-18 A/c S ৬৫০ D ৮৫০, *H Chandragupta,* Juhu Tara Rd-49, A/c S ৬৫০ D ৮৫০, **H Chanwanis International,* Vaikunth Park Rd Andheri-69, *H Claridge,* 8th Floor, Tardeo A/c Mkt-34, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৫০০ D ৬৫০; *H Comfort,* 36 Sion Rd (W)-22 ✆ 4091645, S ১৮৫-২২০ D ২৫০-৩২৫; **H Commando,* 331 Dr Ambedkar Rd, Bandra Rly Stn-50, ✆ 6490227 A/c D ৮৫০ স্যুইট ১২০০; *Fernandes GH,* Ballard Estate-38, S ১৫০ D ২৫০; *H Fortview,* Plot-12 near Sion Rly Stn-22, **Grand H,* 17 Sport Rd, Ballard Estate-38, ✆ 2618211, A/c S ৯৫০ D ১২৫০ স্যুইট ১৫০০, *Girgaum L,* opp Majestic Cinema, S ২৫০ D ৪০০; **H Heritage,* Sant Savta Marg, Byculla-27, ✆ 3714891, A/c S ১১৯০ D ১৪৯০ স্যুইট ১৬৯০-১৮৯০, **H Hilltop,* 43 Pochkhanwala Rd, Worli-25, ✆ 4930860, A/c S ৬৫০-৮৫০ D ৮৫০-১০০০; *H Hiramani,* Dr Ambedkar Rd-12, A/c S ৫০০ D ৬৫০-৮৫০; *Host Inn,* Andheri-Kurla Rd, Andheri (E)-59, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১২০০-১৫০০; **H Kemps Corner,* 131 August Kranti Marg-36, ✆ 3634646, A/c S ৬৫০ D ৯৫০; *H Kumkum,* 165 Dr Bhadkamkar Marg, opp Minerva Cinema-7, ✆ 3072010, D ৪০০-৫৫০ A/c D ৬৫০-৮৫০; *H Kyoto,* 16 Amrapali, V L Mehta Marg-49, A/c S ৪৫০ D ৬৫০-৮৫০; *H Lawrence,* K Dubash Marg-20, (B-B) S ২৫০ D ৪২৫; *H Lords,* 301 Mangalore St, Fort Mkt-1, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c D ৭৫০; *H Manali,* Manchubhai Rd, Malad E-64, ✆ 8899810, S ২০০-৩৫০ D ৩০০-৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; **H Rang Sharda,* K C Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W)-50, ✆ 6401919,

A/c S ১৮০০ D ২০০০; *H Metro Palace, Bandra (W)-50, ✆ 6427311, A/c S ৯৫০ D ১২৫০ স্যুইট ১৭৫০; *H Minerva*, opp Minerva Cinema, Dr Bhadkamkar Rd-4, S ২২৫ D ৪২৫ A/c D ৬৫০; *Mirabelle H*, 33-A, New Marine Lines-20; **H Nagina*, 55 Dr Ambedkar Rd, Byculla-27, CST-4 Central-2, ✆ 3717799, A/c S ৬৫০-৮৫০ D ৭৫০-৯৫০ স্যুইট ১৫০০; *H Nalanda*, C P Rd, Kandivali (E)-400101, ✆ 8876538, S ২৫০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০-৮৫০; *Niral Motels*, 17C-1, Ashawiran, Linking Rd Extn, Santacruz (W)-54, D ৪৫০ A/c D ৬৫০; *Norman's GH*, 127 Marine Drive-20, A/c S ৪৫০ D ৭৫০; **H Oberoi*, Nariman Point-21, ✆ 2025757, A/c S ২৭৫-৩০৫ D ৩০০-৩৩০ স্যুইট ৪৫০-১২৫০ US$; **Oberoi Towers*, Nariman Point-21, ✆ 2024343, A/c S ২২৫-২৫৫ D ২৫০-২৮০ স্যুইট ৪৭৫-৭৭৫ US$; *Pals H*, Kala-chowki, Reay Rd-33, S ২০০ D ২৫০-৩৫০ A/c D ৪৫০-৬০০; **H Poonam International*, Dr A B Rd, Worli-18, A/c S ৮৫০ D ১২৫০; *H Premier*, A P Marg, near Metro Cinema-2, ✆ 2062965, A/c S ৬৫০ D ৯৫০; তাজ গ্রুপের পাঁচ তারা **H President*, 90 Cuffee Parade, Colaba-5, ✆ 2150808, A/c S ১৯৫ D ২১৫ স্যুইট ২৭৫ US$; *H Rajdhani*, 361 Sheikh Memon St-2, ✆ 3426919; **H Rajdoot*, 19 Jackeria Bunder Rd-33, ✆ 8514442, S ২৫০ D ৪০০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Rahat Palace*, Dr E Moses Rd, Worli-18, A/c S ৬৫০ D ৮৫০-১৫০০; *Regency H*, 73 Nepean Sea Rd-6, ✆ 3630002, A/c S ৭৫০ D ৯৫০; *Regency Inn*, 18 Lansdowne House, M B Marg-39, ✆ 2020292, A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ৯৫০; **The Resort*, 11 Madh-Marve Rd, Malad (W)-95, ✆ 8823331, A/c S ১৮৫০ D ২৭৫০ স্যুইট ৪২৫০-১২০০০; **H Rosewood*, A/c Market, 99-C, Tulsi Wadi-34, ✆ 4940320, A/c S ৭৫০ D ৯৫০; **Shalimar H*, August Kranti Marg-36, ✆ 3631311, A/c S ১০৫০ D ১৫০০ স্যুইট ২০৫০; **H Siddhartha*, 368 S V Rd, Bandra (W)-50, ✆ 6427697, D ৬০০ A/c S ৭৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১০০০; **Welcomgroup Sea Rock*, Lands End, Bandra-50, ✆ 2042286, A/c S ১৯০-২১৫ D ১৬০-২৩০ স্যুইট ৩৫০-৩৭৫ US$; **Kumaria Presidency H*, Andheri East-59, A/c S ৫০ D ৫৫ US$; **West End H*, 45 New Marine Lines-20, ✆ 2039121, A/c S ১৮০০ D ২০০০ স্যুইট ২৭৫০; **H Highway View*, Plot 3, Near Mafco, Mumbai-Pune Rd, Vashi Rly Stn-2, ✆ 7672195, A/c S ৬৫০-১০০০ D ৭৫০-১২৫০; *Anand Resort*, Laxmi Baug, Bordi, Thane-401701, ✆ 4949343, DAB ৩০০-৪৫০ TAB ৪০০ ৬০০; *H Vivaco*, 136 Anne Besant Rd, Worli-4, ✆ 2616686, A5R2; *H Tirupati*, Plot 1248 Marol Village, Mumbai-400059, ✆ 8370203, A2R5, A/c S ৭৯০ D ৮৯০ স্যুইট ১২৯০; *H Mansarovar*, Turner Rd, Bandra (W)-50, ✆ 6400925, S ২৫০ D ৪০০; **New City H*, Plot 78-79, Sec-17, Vashi, New Mumbai, ✆ 7682252, A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ১২৫০; **The Retreat*, Erangal Beach, Madh-Marve Rd, Malad (W)-61, ✆ 8825335, A/c S ২০০০ D ২৭৫০ স্যুইট ৪৫০০-১২০০০।

১০ টাকায় সাময়িক সদস্য হয়ে ফ্যামিলি নিয়ে থাকারও ব্যবস্থা মেলে YWCA-র *International G H*, 18 Madame Cama Rd, Cooperage-1, ✆ 2020445, (B-B)-S ২০২ D ৩৮৭। এদের সুনাম যথেষ্ট। সদাসর্বদা ফুলও থাকে গেস্ট হাউস। আর মুম্বাই সেন্ট্রালের কাছে 18 YMCA Rd (Wode House Rd), ✆ 2020079-এ *YMCA International GH*; এদের সদস্য চাঁদা ৪০; ঘরের ভাড়া একইরকম। তবুও ঘর মেলা দুষ্কর এদের কাছে। *রেলের রিটায়ারিং রুম*-ও আছে মুম্বাই C S T ও মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে। চার্জ—ডর্মি বেড ৯০ DAB ৩০০ A/c S ৪০০। ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টেও *রিটায়ারিং রুম* মেলে।

ধরমশালাও রয়েছে—*B S N C Pooranchandji Trust*, 381-A, Kalbadevi Rd-4; *Hargovan Anandji Desai Charities*, 199-211, Corner Panjrapole St-4, *Seth M M Dharamshala*, C P Tank Rd; *P Jivandas Charity Trust*, 23 Doongersy Rd; *Oswodd Baug Musafirkhana*, Hazgaon; *D Singhania Dharamshala*, Anantwadi, 5th Flr-2. আর আছে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে *রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম*, খারে। তেমনই হয়েছে শহর থেকে দূরে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ*, 291-92 G E S Vashi Village, Vashi, New Mumbai-400703, ✆ 7662782-এ।

আহার্যেও বৈচিত্র্য আছে মুম্বাই-এর হোটেল-রেস্তোরাঁয়। তারকাখচিত হোটেলগুলিতে দেশী-বিদেশী নানান মেনু—তবে, দামে আধিক্য লাগে। কোলাবায় তাজের পিছে *বড়ে মিঁয়ার ফুটের কাফে*-য় কাবাব ও ডিম-রুটির স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। ইন্ডিয়া গেটের কাছে *কৈলাসবা নালন্দা রেস্টুরেন্ট* দু'টিরও যথেষ্ট প্রশস্তি স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেশনে। জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির *সমবার*-এরও (১০—১৯-৩০) যথেষ্ট সুনাম আহার্যে। *কামাথ হোটেল*টিও নিরামিষ আহার্যে যথেষ্ট খ্যাত। তেমনই *নাভাল ও মিলিটারি রেস্টুরেন্ট*-এরও যথেষ্ট সুখ্যাতি স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেশনে। শিবাজী মহারাজ মার্গে *নানকিং চীনা রেস্টুরেন্ট* (১২—১৫-০০, ১৮—২২-০০)-এ চীনা আহার্য; দামে কিছুটা আধিক্য লাগলেও *মান্দারিন*-এরও যথেষ্ট সুনাম। লাগোয়া হংকং-এরও প্রশস্তি চীনা ডিশে। GPO-র বিপরীতে ২০৪ দাদাভাই নওরোজী রোডে *কোহিনুর*; শহীদ ভগৎ সিং মার্গে *শের-ই-পাঞ্জাব* (১১—২৪-০০)-এ পাঞ্জাবী মেনু; ওয়েলিংডন সার্কেলে *শাকাহারী ভাণ্ডার*-ও স্বল্পমূল্যে নিরামিষ আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট খ্যাত।

রিগ্যাল সিনেমার বিপরীতে শীতাতপ *দিল্লী দরবার রেস্টুরেন্ট* (১২—২৪-০০)-এর বিরিয়ানির সাথে পিস্তা কুলফির যথেষ্ট সুনাম। অদূরে *লেপার্ড কাফে*-তে দেশী-বিদেশী নানান মেনু; ২৩ অগাস্ট ক্রান্তি মার্গে *চীনা গার্ডেন* (১২—১৫-০০, ১৯—২৪-০০)-এ চীনা ডিশ; রিগ্যাল সিনেমার পিছে *Ling's Pavilion*-এ চীনা প্রণালীতে মাছের রকমারি; কোলবাদেবীর কটন এক্সচেঞ্জের বিপরীতে সাধারণ পরিবেশে গুজরাটি ও রাজস্থানী থালির জন্য *রাম ক্লাব*; লাগোয়া *থ্যাকারস ক্লাব বা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, যোশী ক্লাব*—এদেরও যথেষ্ট সুনাম যাত্রী পরিবেবায়। ১৪৫ মহাত্মা গান্ধী রোডে *খাইবার রেস্টুরেন্ট* (১২—১৬-০০, ১৯-৩০— ২৪-০০)-এ মোগলাই খানা; ৬৯ এম জি রোডে *হোয়াইট হাউস রেস্টুরেন্ট* (১১—২৪-০০)-এ ভারতীয় ও

পাশ্চাত্য মেনু; ৭৭ এম জি রোডে *প্রাইড অব ইন্ডিয়া*(১১—১৫-০০, ১৯—২৩-৩০)-র চীনা ও ভারতীয় আহার্যে যথেষ্ট প্রশস্তি।

> ***গোয়া পৌঁছান মুম্বাই হয়ে***
>
> *মুম্বাই থেকে গোয়া যাবারও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। Bhaucha Dhakka, New Ferry Wharf, Mallet Bunder, Mumbai-400009, ✆ 3743737, Fax022-3743374 থেকে Damania Catamaran Service-এর শীতাতপ Speed Launch চলছে মুম্বাই ও পানাজির মাঝে। রাত ২২-৩০এ মুম্বাই ছেড়ে পানাজি যাচ্ছে পরদিন ৬-৩০এ। ফেরে ৯-০০টায় পানাজি ছেড়ে ১৭-০০টায় মুম্বাই-এ। ৮ ঘন্টার এই সার্ভিসের ভাড়া ১৩০০/১১০০ টাকা। ট্রেনও যাচ্ছে মুম্বাই-এর CST থেকে ৮-৪৫এ Koyna Exp, ১৭-৪৫এ Sahyadri Exp, ২০-২৫এ মহালক্ষ্মী এক্স, 2367 দিন ২২-৪০এ ব্যাঙ্গালোর এক্সে মিরাজ পৌঁছে ট্রেন বা বাসে গোয়ার Vasco-Da-Gama-য়। তবে গত কিছুকাল মিটারগেজ রেল ব্রডগেজে রূপান্তর হতে গিয়ে লোন্ডা থেকে ভাস্কোর ট্রেন সার্ভিস অনিয়মিত। ১৯৯৮ এর প্রথম দিকেই নবতম কোঙ্কন রেল সম্পূর্ণতা পেয়ে ট্রেন চলবে ঘণ্টা আটেকে মুম্বাই থেকে পানাজি। চলছেও ট্রেন কারলা থেকে রত্নগিরি হয়ে সামন্তওয়াদি। সামন্তওয়াদি থেকে বাস যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় পানাজি। এছাড়া সাধারণ, লাক্সারি ও শীতাতপ বাস যাচ্ছে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে গোয়ার রাজধানী পানাজিতে। গোয়া পর্যটনের দপ্তরও বসেছে মুম্বাই সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে। পানাজির সড়ক দূরত্ব ৫৯৪ কিমি, ভাড়া ডিলাক্স বাসে ২২৫-২৭৫। MTDC, কদম্ব ট্রান্সপোর্ট বা মুম্বাই সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের বিপরীতে মহারাষ্ট্র স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন (MSRTC, ✆ 374272) ডিপোতে যোগাযোগ করুন। প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে এপথে। তবুও গোয়া যাবার পক্ষে জাহাজই সুবিধার।*

মেরিন ড্রাইভে—১৩৫ এন এস রোডে নটরাজ হোটেলের *কাবাব কর্নার* (৭—১৫-০০, ২০—২৪-০০)-এ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য; নরিম্যান পয়েন্টে Air India লাগোয়া শীতাতপ *উডল্যান্ডস রেস্টুরেন্টটি* সদাই ব্যস্ত দক্ষিণ ভারতীয় আহার্য পরিবেষায়; অদূরে *রঙ্গোলী রেস্টুরেন্টটির*ও আহার্যে যথেষ্ট প্রশস্তি; মেরিন ড্রাইভের ১৪৩ সোনা মহলে *টক অব দি টাউন রেস্টুরেন্ট* (১১—২৪-৩০)টিও যথেষ্ট খ্যাত ভারতীয় ও কন্টিনেন্টাল ডিশে। তেমনই গুজরাটি থালি ও দক্ষিণ ভারতীয় আহার্যে ২০৮ রিজেন্ট চেম্বার্সের *স্ট্যাটাস রেস্টুরেন্ট* (১১—২২-৩০)-টিরও যথেষ্ট সুনাম। *বলওয়াস রেস্টুরেন্ট* (৯-৩০—২৩-০০)টিও মোগলাই, পাঞ্জাবী ও চীনা আহার্য পরিবেষায় সদাই ব্যস্ত।

চার্চগেট রেল স্টেশনের বিপরীতে নিরামিষ আহার্যে *সৎকার ক্যাটারার্স*-এর যথেষ্ট প্রশস্তি। অদূরে জে টাটা রোডে *সম্রাট রেস্টুরেন্ট* (১২—২২-৩০)টিরও গুজরাটি ও পাঞ্জাবী আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। চার্চগেটের *ইন্ডিয়ান সামার* যথেষ্ট খ্যাত তার রকমারি কাবাবে। তেমনই বাঙালি আহার্যের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে দাদাভাই নওরোজী রোডের *নিউ বেঙ্গল লজ*-এ। আর স্বল্প মূল্যে CST রেল স্টেশনের *রেল ক্যান্টিন*টিও আদরণীয় হবে আমিষ ও নিরামিষ উভয় মিলে। লিফটে ৩ তলায় উঠে এদের ক্যান্টিন।

আর চৌপাট্টী সাগরবেলায় *রাগদা, ভেলপুরী, পাওভাজির* স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে। এমনকি *পার্সি ডিশ Dhanshak* অর্থাৎ চিকেন বা মটন ফ্রায়েড রাইসের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে দিল্লী দরবার ছাড়াও কোলাবার নানান হোটেল-রেস্তোরাঁয়। ক্রফোর্ড মার্কেটের বিপরীতে *বাদশা* ফালুদার সাথে মিল্ক শেক ছাড়াও নানানধর্মী ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য খ্যাত। এছাড়াও রয়েছে হোটেল-রেস্তোরাঁ চলতে-ফিরতে মুম্বাই শহরের অলিতেগলিতে নানান। তেমনই উচিত হবে মরসুমে মুম্বাই ভ্রমণে অ্যালফানসো আমের স্বাদ নেওয়া।

বাস যাচ্ছে CST থেকে Route No 1, L6, L7, 103, 124 কোলবা অর্থাৎ Electric House হয়ে; মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে বাস মেলে 43, 73, 124; C S T থেকে সেন্ট্রাল যাচ্ছে 124 রুটের বাস। ২-৫ মিনিটের ব্যবধানে ৪-৩০—২২-৩০টায় বৈদ্যুতিক ট্রেন যাচ্ছে সেন্ট্রাল থেকে চার্চগেট ও দাদারে। এমনকি দূরান্ত থেকে আসা ট্রেন যাত্রীদের মুম্বাই সেন্ট্রালের টিকিটে চার্চগেট চলা গ্রাহ্য।

কেনাকাটা: L8, L7, L6 রুটের বাস যাচ্ছে দাদারে। কেনাকাটার জন্য রয়েছে আপনা বাজার, ব্রডওয়ে শপিং মার্কেট। L3, L6, L8-এ যেতে পারেন কোলাবায় মিনা বাজারে। CST থেকে কোলাবায় যাচ্ছে 1, L6, L7, 103, 124; সেন্ট্রাল থেকে কোলাবায় আসছে 43, 70, L124. আর ভাওকা ডাক্কা জেটি হয়ে যাচ্ছে 43 রুটের বাস কোলাবায়। ওরলিতে রয়েছে সেঞ্চুরি হ্যাপি-হোম। রকমারি শাড়ি কাপড় মেলে। বাস যাচ্ছে L83, L84, L90. কুইন রোডেও শাড়ি দেখা যেতে পারে। গ্রান্ট রোড পেরিয়ে মৌলানা শওকত আলি রোডের চোরাবাজারে জুয়েলারির সাথে নানান অ্যান্টিক দেখা ও কেনা যেতে পারে। CST স্টেশনের উত্তর-পশ্চিমে ক্রফোর্ড মার্কেট রকমারি জামাকাপড় ও ফলের কেনাবেচায় আজও অগ্রগণ্য। ক্রফোর্ড পেরিয়ে আরও যেতে অ্যাপোলো ভাণ্ডার। ঘিঞ্জি পথ-ঘাট—মন্দির-মসজিদ-দোকানপাটে ঠাসা। ক্রফোর্ডের উত্তরে আব্দুল রহমান স্ট্রিট রেখে জাভেরী বাজার। সোনা-রুপোর সাথে নানান মণি-মুক্তার পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানী। অদূরে কোলবাদেবী রোডে ব্রাশ বাজার। পদশোভাও বাড়ানো যেতে পারে কোলাবায় রিজেন্ট সিনেমাকে ঘেরা জুতোর দোকানে। কোলাবার আর এক আকর্ষণ S B Singh Rd-এ ফুটের দোকানপাট। বিদেশী বসনের পসরা সাজিয়েছেন দোকানী। আবার ওরলিতে Cuffe Parade-এর কাছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারেও চলা যেতে পারে—সারা ভারত থেকে নানান রাজ্য সরকার এম্পোরিয়াম খুলেছে। রবিবার বন্ধ থাকে ট্রেড সেন্টার। সঠিক চিনে কেনায় দামে সুবিধা মেলে। নানান মিল থেকে বাতিল হওয়া আন্তর্জাতিক মানের ভারতীয় বসনও বিকোচ্ছে থরে-বিথরে। তেমনই মিলতে পারে নিজেরই হারিয়ে যাওয়া নানান কিছু কুখ্যাত চোরাবাজারে।

গণপতিপুলে

মুম্বাই থেকে ৩৭৪, পুনে ৩৩১, কোলহাপুর ১৪৪ আর রত্নগিরি থেকে ৪৫ কিমি দূরে মুম্বাই-কোঙ্কন-গোয়া NH 17-র গণপতিপুলে। স্বয়ম্ভু দেবতা গণেশ বা গণপতি থেকে পাহাড়ের নাম গণপতিপুলে। পাহাড়ী অধিত্যকা, ১০০ মি

উঁচুতে মন্দিব—পাহাড়টাই রূপ নিয়েছে দেবতা গণেশেব। পথ উঠেছে পাহাড় ঘুবে অর্থাৎ দেব-প্রদক্ষিণ কবে। ছত্রপতি শিবাজীব আবাধ্য দেবতা—দেবতাব অধিষ্ঠান মাবাঠাদেব হাতে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। পববর্তীকালে পেশোয়াদেব হাতে সংস্কাবও হয় মন্দিব। কেবল কিংবদন্তীতে ঘেবা মন্দিবই নয়, এব শান্ত রুপোলি বেলাভূমিটিও পুণ্যার্থী তথা পর্যটকদেব আকৃষ্ট কবে। সূর্যও যেন নেমে এসে মিতালি গড়ে সাগববেলাব সাথে। মুম্বাই-পানাজি ক্যাটামাবান লঞ্চে বত্নগিবি পৌঁছে বাসে গণপতিপুলে বা মুম্বাই থেকে সবাসবি বাসে চলা যেতে পাবে গণপতিপুলে। মুম্বাই গণপতিপুলে বাসেব অপ্রতুলতায বত্নগিবি হযেও চলা যায বাসে বাসে। নবতম কোঙ্কন বেলে দাদাব বত্নগিবি প্যা ১৫ ৩০এ দাদাব কাবলা-সামন্তওযাদি এক্স ২৩ ১০এ কাবলা ছেড়ে বত্নগিবি যাচ্ছে ২২-৫৫ ও পবদিন ৫ ৪৫এ। বাস যাচ্ছে পানাজি মহাবালেশ্বব ও গণপতিপুলে থেকে। মবসুমে প্যাকেজ ট্যুবে যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে মুম্বাই থেকে MTDC

থাকাব জন্য গণপতিপুলে য *ধবমশালা* ও MTDC ব *Holiday Resort* Dist Ratnagiri ✆ (02357)35248 এ ৪ বেডেব স্যুইট ৬৫০ ২ বেডেব ৩৫০ ৪০০ ৫০০ ৫৫০ A/c D ৬৫০ কটেজ ১০০০ *Tent Resort* ✆ 35348 D ১২৫ ১৫০ F ২২৫ ২৫০ ২৭৫ আছে আব প্রাইভেট হোটেল *অভিষেকও মধুব*-এ D ২০০ ৩৫০। বত্নগিবিতে আছে *H Vihar Deluxe* Shivajinagar D ২০০ A/c ৩০০।

পুবে সবুজে ছাওয়া পশ্চিমঘাট পশ্চিমে নীল অতলান্ত আববসাগব—দুইযেব মাঝে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কোঙ্কন উপত্যকা। সাবা উপত্যকা জুড়ে নয়নাভিবাম নানান বেলাভূমি, মনোবম পাহাড়ী শহব প্রকৃতিও বমণীয। নবতম কোঙ্কন বেলও গড়তে চলেছে কোঙ্কন উপত্যকা চিবে। পথ চলেছে বত্নগিবি ৩৫৫, গণপতিপুলে ৩৭৪ আম্বোলি পাহাড়ি শহব ৫৪৯ কিমি দুবে মুম্বাই থেকে। মহাবাষ্ট্রেব অন্যতম বত্ন সমুদ্র তীবে কোঙ্কন উপকূলে বত্নগিবি। সুন্দব প্রকৃতিব মাঝে প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ, ভগবতী মন্দিব আছে বত্নগিরিতে। তেমনই অ্যালফানসো আমেবও প্রসিদ্ধি আছে বত্নগিবিব। একান্তই উচিত হবে কোঙ্কনী বন্ধন প্রণালীতে সুস্বাদু প্রন ও পমফ্রেট মাছেব স্বাদ নেওয়া আব নিবামিষভোজীদেব *Kokam kadhi* সেও এক অতুলনীয় মেনু কোঙ্কন জুড়ে। তেমনই লোকমান্য তিলক, গোখেল, এস কে পাতিল ছাড়াও নানান মনীষীব জন্মও এই বত্নগিবিতে। আব মালভান সৈকতের অদূবে দ্বীপাকাব ভূমে শিবাজী মহাবাজেব তৈবি সিন্ধু দুর্গ। থাকাবও ব্যবস্থা মেলে MTDC-ব *Holiday Resort* Amboli, Dist-Sindhudurga, ✆ (02363) 76239, D৩০০, ৪২৫, T ২৭৫, FR ৬০০, আব আছে *Holiday Resort*, Bhatye, Dist-Ratnagiri, ✆ (02352) 20964, চার বেডের ঘব ২০০, ২৫০।

মুম্বাই-গোয়া NH 17-য় মুম্বাই থেকে ২১০ আর গণপতিপুলের ১৬৫ কিমি দূরে অর্থাৎ প্রায় দুরত্বে আরব সাগবেব পাড়ে অভ্র বিছানো হবিহবেশ্ববও দ্রুত রূপ পাচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রে। শান্ত-প্রশান্ত এব প্রকৃতি—মিষ্টি-মধুব সমীবণ, মিহি বালুকা—সত্যই নয়নাভিবাম। চাব স্বযম্ভু দেবতাও বয়েছেন হবিহবেশ্ববে। বিষ্ণুবও নাকি পৃথিবী পবিমাপকালে দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঘটে হবিহবেশ্ববে। মুম্বাই থেকে বাসে বা মুম্বাই গোয়া সড়কে ৬০ কিমি দূবেব গোবেগাঁও থেকে বেড়িযে নেওযা যায। থাকাবও ব্যবস্থা আছে MTDC ব *Holiday Resort* Harihareshwar Dist Raigad ✆ (02168) 26036 ২০টি ২ বেডেব ১২৫ ৪টি ২ বেডেব ২৫০ ১০টি ৪ বেডেব ২২৫।

হবিহবেশ্বব-মুম্বাই পথে মুম্বাই থেকে ৮০ কিমি দূবেব কার্নালা বার্ড স্যাঙ্কচুয়াবিটিও বেড়িযে নিতে পাবেন উৎসাহীবা। শীতে পবিযাযী পাখি আব মনসুনে শ'দেড়েক প্রজাতিব পাখিব সাথে প্যান্থাব লাঙ্গুব অ্যান্টিলোপস দেখতে মেলে ৪ ৪৮ কিমি ব্যাপ্ত কার্নালায।

মুরুড-জাঞ্জিবা

মুম্বাই থেকে ১৬৫ কিমি দূবে Murud Janjira বাস যাচ্ছে মুম্বাই থেকে আলিবাগ হযে মুরুড। সবাসবি বাসেব অমিলে মুম্বাই থেকে কার্নালা হযে ১২০ কিমি দূবেব আলিবাগ পৌঁছে ৪৫ কিমি দূবেব মুরুড চলায বাসেব আধিক্য মেলে। বাস মেলে কল্যাণ থেকেও সবাসবি মুরুড জাঞ্জিবাব। বাস আসছে পুনে থেকেও আলিবাগ হযে মুরুড। সবুজ নাবিকেল বীথিকায ছাওযা সোনালি বালুব সৈকতবেলায হোটেলও আছে নানান আলিবাগে।

আবাব মুম্বাই থেকে ট্রেনে নিকটতম বেল স্টেশন পানভেল পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পাবে মুরুড জাঞ্জিবা। তবুও যেন মুম্বাই গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে ক্যাটামাবান লঞ্চে আলিবাগ পৌঁছে বাসে ৪৫ কিমি দূবেব মুরুড চলায সুবিধা। পশ্চিম মহাবাষ্ট্রেব বাযগড় জেলায পাহাড়েব কোলে আববসাগবেব তীবে মুরুড। মুরুড থেকে বাসে ৫ কিমি গিযে সৈকতনগবী জাঞ্জিবা। ঝাউ নাবকেল পানে ছাওযা জাঞ্জিবাব সাগববেলাটি খুবই সুন্দব। তবুও যেন জাঞ্জিবাব প্রসিদ্ধি আববসাগবেব জলে ২২ একব ব্যাপ্ত দ্বীপাকাব ভূমে ৩০০ বছবের প্রাচীন অজেয় জল দুর্গেব জন্য। ফেবি বোটে পাবাপাব। আব আছে টিলাব টঙে ভগবান দত্তাত্রাযাব মন্দিবে দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বব। অদূবে ভাস্কর্যময় নবাব প্রাসাদ। অনুমতিতে দর্শন মেলে। তেমনই দেখে নেওয়া যায় মুরুড থেকে একে একে দিনে দিনে নিবালা-নির্জনে মনোবম সাগববেলা কিহিম, কাশিড, নাগাঁও, আকসি।

থাকারও হোটেল মেলে মুরুডে—*হোটেল বয়্যাসিন্ধা, হোটেল কিনারা*, এদের চার্জ DAB ২০০-২৭৫, *গোল্ডলাইন রিসর্ট*, DAB ৭৫০-১২০০, *MTDC-র Murud Janjira Tourist Resort*, Dist-Raigad, ✆ (021447) 4078, DAB ৪০০ ৬০০, চার বেডের ঘর ৮০০ ছয় বেডের ঘর ১৫০০। *কিহিম*, কাশিড, আলিবাগেও হোটেল আছে নানান।

মাথেরন

মুম্বাই থেকে ১০৮, পুনের ১২৬ কিমি দূরে ৮০৩ মি উঁচুতে মুম্বাই-এর নিকটতম পাহাড়ী শহর পশ্চিমঘাট পর্বতে মাথেরন। অর্থ তার জঙ্গলের শিরে। মাথেরনের রেল সংযোগকারী স্টেশন ২১ কিমি দূরে মুম্বাই-পুনে বেলপথের নেরাল। মুম্বাই C S T থেকে কারজাত লোকাল, লোনাভালা, পুনের ট্রেন যাচ্ছে নেরাল হয়ে। সব এক্স ট্রেনের স্টপ নেই নেরালে। ৬-৩৫এ ডেকান, ৮-৪৫এ কয়না এক্স, মুম্বাই-কারজাত এমু লোকাল ২ ঘণ্টায় মুম্বাই CST থেকে নেরাল জং হয়ে যাচ্ছে। ST বাসও যাচ্ছে মুম্বাই থেকে নেরালে। আর নেরাল থেকে ৮-৪০, ১০-১৫, ১১-০০ ও ১৭-০০টায় ১৯০৭এ গড়া ন্যারোগেজ রেলে টয় ট্রেন যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় মাথেরনে। গহীন বন, বনচলদেব সম্ভাষণ বোমাঞ্চিত করে এপথে। পশ্চিমঘাট পর্বতের গা-বেয়ে ধীরে ধীরে দুলকিচালে পাহাড় চড়ে রেল। পথশোভা মনোরম— বোমাঞ্চে ভরা এপথে চলা। একদিকে পশ্চিমঘাট, অপরদিকে পাহাড় ও উপত্যকা। বর্ষায় বন্ধ থাকে এই রেল। হোটেলও বন্ধ থাকে বর্ষাকালে মাথেরনে। মিনিবাস, ট্যাক্সিও যাচ্ছে নেরাল থেকে আধ ঘণ্টায় মাথেরনে। শেয়ারেও ট্যাক্সি যাচ্ছে যাত্রী ভাড়া ৫০ হাবে। তবুও যেন ট্যাক্সি চালকদের রটনা এড়িয়ে উচিত হবে ট্রেনে চলা। ট্যাক্সি ও মিনিবাসের চলা শেষ হয় সিটি সেন্টার তথা রেল স্টেশনের ২ কিমি আগে Dasturi Naka-য় মাথেরনে। আবার ১১.৩ কিমি ট্রেক করেও যাওয়া চলে নেরাল থেকে মাথেরনে। যাত্রী টোল লাগে ৭ হাবে মাথেরনে। গ্রীষ্মে ৩০°, শীতে ১৫° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। আর বৃষ্টি সারা বছরে ৫২৪২ mm বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মে মাস।

ব্রিটিশের খুব প্রিয় ছিল মাথেরন। আবিষ্কারও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে থানের তদানীন্তন ব্রিটিশ কালেক্টর Hugh Malet সাহেবের। রেল স্টেশনকে বুড়ি করে ৭.৩৫ কিমিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্যাপ্ত ছোট্ট ছিমছাম পাহাড়ী শহর মাথেরন— তিন দিকে তিন রাস্তা রেল স্টেশন সংলগ্ন বাজার থেকে বন ফুঁড়ে সংযোগ গড়েছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। রেল স্টেশনের ডাইনে প্যানোরমা পয়েন্ট আর বাঁয়ে ওয়ান ট্রি পয়েন্টে শহরের বিস্তার। আরণ্যক পরিবেশ। বৃক্ষরাজি ছাতা ধরেছে সারা মাথেরনে। টানা-রিকশা চলছে, ঘোড়াও মেলে শহর পরিক্রমায়। পথশোভাকেই দেখার ব্যবস্থা শহরের প্যানোরমা, পার্ক ইউ, মানকি, খান্দালা, লুইসা, আলেকজান্ডার ছাড়াও নানান ভিউ পয়েন্ট থেকে। এমনকি মুম্বাই শহরের আলোকমালাও দেখে নেওয়া যায় মাথেরনের উত্তরপশ্চিমের পোর্চুপাইন বা লুইসা থেকে। সূর্যাস্তও দৃশ্যমান পোর্চুপাইনে। তবুও যেন উত্তরের প্যানোরামা আকর্ষণে অনন্য। পশ্চিমে পোর্চুপাইন বা লুইসা অর্থাৎ ক্যাথিড্রাল রকস থেকে নেরালও দৃশ্যমান। রেসকোর্স আর লেকও আছে মাথেরনে। রামবাগ রেখে আরও যেতে পার্সিদের টাওয়ার অব সাইলেন্স। ট্যুরিস্ট অফিস বসেছে রেল স্টেশনের বিপরীতে M G Marg-এ। আর ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গী করুন বেত ও চামড়াজাত নানান কিছু। আর সঙ্গ নেয় মাথেরনের লাল মাটি পর্যটকদের বসন-ভূষণে।

অক্টোবর থেকে জুন মাস খোলা থাকে মাথেরনের হোটেল। মরসুম এদের অক্টোবর ১ থেকে জানুয়ারি ১৫, আবার এপ্রিল ১৫ থেকে জুন ১৫; বাকি সময়টা অফ-সিজন। চেক আউট টাইম এদের সকাল ৭-০০টা, রেটও মূলত থাকা-খাওয়া নিয়ে। রেলস্টেশনের বামে: M G Marg-410102, STD 02148-এ— *Lords Central H*, ✆ 30228, Mumbai ✆ 2018008, AP-S ৬০০-১২৫০; *Giri Vihar H*, AP-S ৪২৫-৬৫০; *H Rangoli*, AP প্রথায় ৩৫০ প্রতি জনা; *Khan's H*, S ২৫০ D ৪০০; একই মানে একই দামে *Hope Hall H*, *Laxmi H*, DAB ৩৫০-৪৫০; *Tourist Towers*, D ৩৭৫-৬০০; *Alankar H*, D ৩০০। Kasturba Rd-এ—*Royal H*, ✆ 30275, AP-S ৬০০, ডিলাক্স রুমে প্রতি ২ জনা ৮৫০-১০০০; *H Meghdoot*, AP-S ৩৫০ D ৬০০; *Regal H*, ✆ 30243, AP-D ৮৫০ A/c ১২০০-১৫০০; *Premdip L*; *Janata Happy Home*. Acharya Atre Marg-এ—*Silvan H*, AP-S ৪৫০ D ৮০০; লাগোয়া *West End H*, মান ও দামে সিলভ্যান তুল্য। *Bright Lands Resorts*, ✆ 30244,Mumbai ✆ 6423856. S ৯৫০ D ১৫০০ A/c D ১৭৫০ স্যুইট ২৫০০।

Moulana Azad Rd-এ—*Gujarat Bhavan H*, AP-S ৪৫০-৬৫০; লাগোয়া *Royal H Matheran*, AP-S ৪০০-৬০০। Madhabji Rd-এ—শহরের দক্ষিণে মনোরম আরণ্যক পরিবেশে *H Alexander*, ✆ 30251, AP প্রথায় ৮৫০ ১৫০০। Pandey Rd-এ—*Shirin H*, AP প্রথায় ৩০০-৪৫০ প্রতি জনা; *H Lake View*, *Silver H*, *Matheran Darbar L*, *Cosmopolitan L*.

আর রেলস্টেশনেব বিপরীতে ডানহাতি—*H Prasanna*, AP-D ৪৫০-৬৫০; *H Divadkar*, DAB ৩২৫-৬০০। Cutting Rd-2-এ—*H Bombay View*, AP-S ২৭৫ থেকে। রেল স্টেশনের শিরে V K Rd-2-এ—*Rugby H*, ✆ 30291, AP-D ১৬৮০ A/c ১৮৫০-২২৫০। Chinmoy Rd-এ—*H Woodlands*, AP-D ৪৫০-৬৫০; *Cecil H*. আর আছে *The Byke*, R1, ✆ 30365, AP-D ২০০০ A/c ২৫০০/ ৫০০০; *Maldoonga Resort H*, Malet Rd, ✆ 30204, AP-S ২৫-৩০ D ৪৫-৬০ US$; *Ashoke H*, Mallet Rd, *Kaku Group of Hotels*, *Guru H*, *West End H*, Near Police Stn; *H Woodside*, *Shalimar* ছাড়াও নানান হোটেল মাথেরনে। ১২৫-২৫০ টাকায় কিছু প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায় মাথেরনে।

এছাড়া রেলস্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে MTDC-র *Holiday Resort*, Matheran, Dist-Raigadh, ✆ (02148) 30277-এ ১২টি ২ বেডের ২০০, ২২টি ২ বেডের ৪০০, ৪টি ৮ বেডের A-type ৬০০, ১টি ৪ বেডের ২০০ ডর্মি বেড ৪০ করে। রিসর্ট যাত্রীদের আগের স্টেশন আমন লজ নেমে যাওয়ায় সুবিধা। তেমনই আছে রেল স্টেশনের ২ কিমি দক্ষিণে *Maneklal Terrace* থাকা ও আহার্যের ব্যবস্থা নিয়ে মাথেরনে। ছুটি ও উইক এন্ডে উল্লিখিত রেটে ঘর মেলে এখানে। আর সপ্তাহের মধ্যভাগে বা অফ-সিজনে রীতিমতো দরাদরি চলে মাথেরনের হোটেলে।

খাবারের জন্য রেলের ক্যান্টিনটি ভালই মাথেরনে। আর আছে M G Marg-এ—*Alankar*, বিপরীতে *Pramod Restaurant*; ভেজ ও ননভেজ দুই-ই মেলে এদের কাছে। পোস্ট অফিসের বিপরীতে *Relax Inn* যথেষ্ট খ্যাত ভেজ মিল পরিবেশনে। মাথেরনের *চিক্কি* ও *পেসট্রিও* স্বাদ নিতে পারেন

দোকানপাটে। মাথেরনের মধু ও নানান হস্তজাত পণ্যেরও প্রশস্তি আছে।

সময় স্বল্পতায় মুম্বাই CST থেকে ৭-১৫য় কারজাত লোকালে ঘন্টাদুয়েকে বা ৬-৩৫এর ডেকান এক্সে, ৮-৪৫এর কয়না এক্সে CST ছেড়ে ৮-১৯/১০-৩৩এ নেরাল পৌঁছে ৮-৪০ বা ১০-১৫ বা ১১-০০টার টয় ট্রেনে ২ ঘন্টায় মাথেরন পৌঁছান। ১ দিনে মাথেরন বেড়িয়ে দ্বিতীয় দিন ৫-৪৫, ১৩-১০, ১৪-৩৫, ১৬-২০-এর ট্রেনে মাথেরন থেকে নেরাল ফিরে নেরাল থেকে ৮-১৯ বা ১০-৩৩এর ট্রেনে ১½ ঘন্টায় ৪১ কিমি দূরের লোনাভালায় পৌঁছান। পরদিন লোনাভালা থেকে ৫ কিমি দূরের খান্দালা, ১১ কিমি দূরের কারলা, বিপরীতে ভাজা দেখে দিনান্তে পুনে চলুন। লোনাভালা থেকে রেল/বাস বা শ'দুয়েক টাকায় অটোয় বেড়িয়ে নেওয়া যায় লোনাভালা-খান্দালা-কারলা-ভাজা।

লোনাভালা

সহ্যাদি পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে ৬২৫ মি উঁচুতে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় অতীতের Lanavli আজ হয়েছে লোনাভালা। সংস্কৃতে অর্থ তার নানান গুহায় ঘেরা শহর। ছোট্ট ছিমছাম শহর—জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। লেকের নামে নাম। নির্মল বাতাসের সাথে শান্ত স্নিগ্ধ জলবায়ুর গুণে ৩ মাস দীর্ঘ মনসুন ছাড়া সারা বছরই যাত্রী সমাগম ঘটলেও অক্টোবর থেকে মে মাসে মুম্বাইবাসীদের উইক এন্ড ট্যুরের মনোরম পরিবেশ। হলিডে ভিলাও গড়েছে মুম্বাই থেকে এসে বিত্তবানেরা। রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি যেতে পুনে-মুম্বাই জাতীয় সড়ক। বাস স্ট্যান্ড জাতীয় সড়কে। হোটেলগুলিও গড়ে উঠেছে জাতীয় সড়ককে ভর করে। বামহাতি রাইপার্ক রেখে এগুতেই লেক, আরও যেতে টাইগারস লিপ পাহাড়। আর ডানহাতি ১৯১১-১৩তে তৈরি ১৩৫৬.৩৬ মি দীর্ঘ ওয়ালওয়ান (Valvan) বাঁধের পরিবেশও সুন্দর। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। বাঁধের পথেই কৈবল্যধাম যোগ আশ্রমটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আর আছে বুশী (Bushy) ড্যাম। লোনাভালার আর এক আকর্ষণ তার চিক্কি *(Chikki)* ও চিড়া *(Chiwda)*. গুড়, চিনি ও বাদাম সহযোগে তৈরি টফি জাতীয় সুস্বাদু *চিক্কিমিঠাই ন্যাশানাল* বা *মগনলাল* বা *কিংস* থেকে পরখ করা যেতে পারে। নানান ধরনের বরফিও খুবই মুখরোচক লোনাভালায়। তবুও কারলার সংযোগকারী স্টেশনরূপে লোনাভালা অধিকতর খ্যাত।

আর হতে যাচ্ছে সাহারা ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ৪৫০০ একর জমি জুড়ে লেক সিটি। ৯ কিমি দীর্ঘ হ্রদে স্পিড বোটে যাতায়াত—খেলাধুলার নানান ব্যবস্থা। এমনকি মুম্বাই থেকে যাতায়াতে গতি বাড়াতে হেলিকপ্টারও চালাবে সাহারা ইন্ডিয়া।

Lonavala-410401, STD 02114, NH-17-এ—*H Kadamb Sahaydri*, DAB ৪০০; *Maharaj Inn*, DAB ৩২৫; *H Ashoka, Pinke L, Highway L, Grand L, Girikunj*, SAB ১৫০, DAB ২৫০-৪৫০; বিপরীতে *Janata H, H Nicky*, DAB ৪০০-৬৫০; *H Dinesh*, Plot-12, C-Ward; *Matruchhaya*, DAB ৩৫০ থেকে; *H Shalimar, H Checking, H Dipak, H Viswa Bharat, Kohinoor Holiday Home, H Purohit, Shahani Health Home*, D ২২৫-৪৫০; *Shamiana L, Anuradha L, Laxmi L, Pitale L, H Regal*. Shivaji Rd-401-এ—*Adarsh H*, ✆ 72353, DAB ৫৫০-৮০০, স্যুইট ৮৫০; *H Chandralok*, SAB ৪০০, DAB ৬৫০; *H Woodlands*, DAB ৬০০, ডর্মি ১০০। *Highland Resort*, Mumbai-Pune Rd-1, ✆ 71191, S ৪৫০, D ৬৫০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১২০০; *H Dhiraj*, NH-17, DAB ৬৫০-৮৫০; *Vallerira*, M-P Rd, D ৬০০, A/c D ৮৫০-১২৫০; *Nagraj*, M-P Rd, D ৪৫০-৬০০; **Fariyas Holiday Resort*, Frichley Hill, ✆ 73852, A/c S ১২৯৫, D ২৫৯৫, স্যুইট ৩৭৫০; *H Swiss Cottage*, near S T Stand, SAB ২৭৫, DAB ৪২৫, A/c D ৬০০, ডর্মি ৮০; *Lions Den H*, Tungarli Lake Rd-410403, R2½B2, ✆ 72954, D ৪৫০-৬০০, A/c D ৬৫০-৮৫০; *Span Hill Resort*, Tungarli, ✆ 73685, A/c D ১২৫০, স্যুইট ২৫০০; *Bijis Hill Resort*, Lonavala, ✆ 73025, New Tungarli Rd, S ৪৫০, D ৮০০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, চার বেডের স্যুইট ১৭৫০; *Bijis Kumar Resorts*, ✆ 73091, অবু: Pune ✆ 648639, Mumbai ✆ 6483506; *H Star Regency*, Justice Telang Rd-1, ✆ 73331, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৮০০, D ১০০০, স্যুইট ১৭৫০; *H Annapurna*, Gawli Wada, DAB ৬০০; *Savshanti Resorts*, Rye-Wood Park, ✆ 72253, D ৬০০-৯৯০, A/c কটেজ ১২০০; **Quality Inn Rainbow Retreat*, opp Valvan Dam, Mumbai-Pune Rd, ✆ 73445, A/c S ১২৯০, D ১৪৯০, স্যুইট ২২৫০; *Valvan Village Resort*, DAB ৮৫০-১৫০০; ছাড়াও হোটেল আছে নানান লোনাভালায়। আর আছে জাতীয় সড়ক থেকে দূরে রেল লাইন পেরিয়ে MTDC-র *Ryewood Retreat*, Ryewood Park, ✆ 71138, দুই বেডের কটেজ ১০০০, তিন বেডের ১০৫০, ১২০০, চার বেডের ১৪৫০, ১৮০০, ছয় বেডের ২১০০; মুম্বাই বুকিং: ✆ 2870566. *Municipal RH, PWD IB* ও *সিদ্ধেশ্বর ধরমশালা* লোনাভালায়। খাবার হোটেলও নানান লোনাভালায়। মুম্বাই-পুনে রোডে নিরামিষ আহার্যে *কামাথ, প্লাজা রেস্টুরেন্ট, লোনাভালা রেস্টুরেন্ট* ও বাজারে *হোটেল ধীরাজ* আকর্ষণে সেরা। আইসক্রিম ও ফাস্ট ফুডে-ও ধীরাজ যথেষ্ট খ্যাত। কামাথ লাগোয়া পাঞ্জাবী আহার্যও মেলে। *হোটেল আদর্শে* ভেজ মিল আর *হোটেল নিউ তাজে* চীনা-মোগলাই-কন্টিনেন্টালের সাথে পার্সি মেনুও মেলে।

যানবাহন: মুম্বাই-নেরাল-পুনে রেলপথে মুম্বাই CST থেকে ১২৮ কিমি দূরে লোনাভালা। আর লোনাভালা থেকে পুনের দূরত্ব ৬৪ কিমি। মাথেরন থেকে ট্রেনে নেরাল হয়ে লোনাভালা পৌঁছান। আর লোনাভালা থেকে রেল, বাস, ট্যাক্সিতে জেলা সদর পুনে বা রাজধানী শহর মুম্বাই চলা যেতে পারে। খোপোলিতে বোরঘাট রোড ধরে শেয়ার ট্যাক্সিও চলে এপথে। তবে, বাস ও শেয়ার ট্যাক্সিতে সিট মেলা দুষ্কর লোনাভালায়। লোকাল ট্রেনও চলছে লোনাভালা থেকে পুনে। আবার পুনে থেকে ৬-৩০/৮-০০টার লোকালে দেড় ঘন্টায় বা ৭-১৫র ডেকান এক্সে, ৭-৪৫এর প্রগতি এক্সে যথাক্রমে ৮-১০/৮-৪২এ লোনাভালায় পৌঁছে শ'দেড়েক
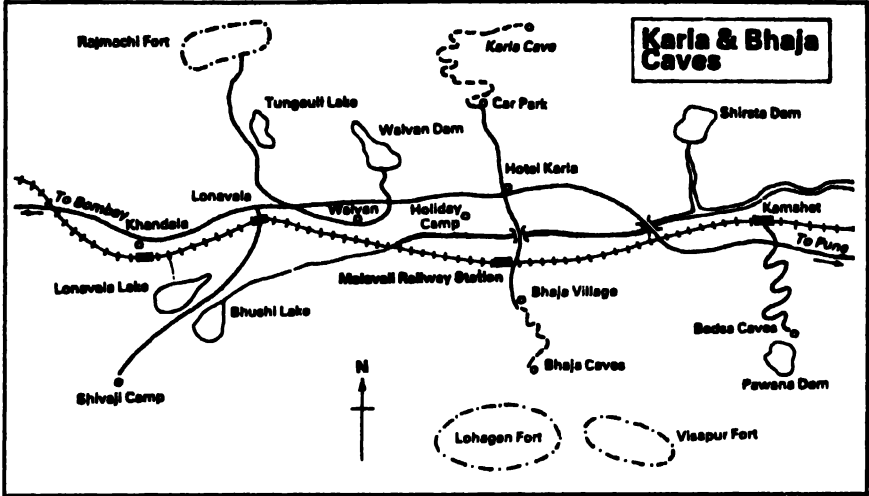
টাকায় অটো নিয়ে ঘণ্টা পাঁচেকে কারলা/ভাজা/লোনাভালা/খান্দালা বেড়িয়ে দিনান্তে (১৭-৪৫/১৮-৫৫) পুনে ফেরা যেতে পারে। বাসও যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কারলায়। বা লোনাভালায় রাত কাটিয়ে পরদিন ৭-২৫এর সহ্যাদ্রি এক্স ৯-৪৮এ কারলা এক্স ১½ ঘণ্টায় নেরাল পৌঁছে মাথেরন চলুন খেলনা রেলে। আর মুম্বাই CST থেকে মুম্বাই-পুনে ইন্দ্রাণী এক্স ৫-৪৫, ডেকান এক্স ৬-৩৫, শতাব্দী এক্স ৬-৪০, উদ্যান এক্স ৭-৫৫, কয়না এক্স ৮-৪৫, হায়দ্রাবাদ এক্স ১২-৩৫, চেন্নাই এক্স ১৪-০০, সিংহগড় এক্স ১৪-৩৫, কন্যাকুমারী এক্স ১৫-৩৫, প্রগতি এক্স ১৬-২০, ডেকান কুইন ১৭-১০, সহ্যাদ্রি এক্স ১৭-৪৫, মহালক্ষ্মী এক্স ২০-২৫, কোনার্ক এক্স ১৫-০০, হুসেন সাগর এক্স ২১-৫৫, 2 3 6 7 দিন ব্যাঙ্গালোর এক্স ২২-৪০, চেন্নাই মেল ২৩-২০, সিদ্ধেশ্বরী এক্স ২২-০৫; আর দাদার থেকে চেন্নাই এক্স ১৯-৪৫, তিরুপতি/তিরুভনন্তপুরম/নাগেরকয়েল এক্স ১২-২৫এ; কারলা থেকে ২০-২০এ নেত্রবতী এক্স ঘণ্টা তিনেকে লোনাভালা পৌঁছে পুনে হয়ে যাচ্ছে। কারলা-ব্যাঙ্গালোর এক্স লোনাভালায় না থেমে পুনে যাচ্ছে।

কারলা গুহা

লোনাভালা থেকে পুনে-মুখী NH-17 ধরে ৯ কিমি যেতে বামহাতি আরও ২ কিমি গিয়ে কারলা গুহা। ৩৬৫ ধাপের সিঁড়িপথে ৫০০ মি উঠে গুহার ফটক। খ্রিস্ট জন্মেরও ১৬০ বছর আগে ৬৫০ মি উঁচুতে বৈজয়ন্তীর শ্রেষ্ঠী ভূতপালের তৈরি বৌদ্ধ চৈত্য-গুহার জন্য কারলার প্রশস্তি। হীনযান বৌদ্ধগুহা এটি। ভাস্কর্যময় ১৬ মি উঁচু ৪৫×১৫ মিটারের চৈত্যহলটি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত; কার্ভিং-এর কাজও সুন্দর। বৌদ্ধচৈত্যগুলির মধ্যে বৃহত্তমও বটে। প্রবেশদ্বারে গুহারও আগে তৈরি ১ স্তম্ভে ৩ সিংহের মূর্তি। আর অন্দরে কারুকার্যময় ৩৭টি পিলার, পিলারের মাথায় নতজানু হওয়া যুগল হাতি, নারী ও পুরুষ মূর্তিও মূর্ত হয়েছে। সেগুনের কড়িকাঠে ছাদ। তেমনই সুন্দর বিরাটাকার অর্ধ-গোলাকৃতি জানালা দিয়ে সূর্যালোক প্রতিফলনের ব্যবস্থা। দেওয়ালে বিরাটাকার হাতি, নর্তক-নর্তকী ছাড়াও ৬টি মানব-মানবী মূর্ত হয়েছে। হিন্দু-দেবী শ্রীএকবিরা রয়েছেন গুহার তোরণদ্বারে পরিবেশের সঙ্গে বেমানান নতুন গড়া মন্দিরে। পর্যটকবিমুখ হয়ে বিহারধর্মী গুহা রয়েছে আরও ১০টি কারলায়। ২টি তার ত্রিতল, ১টি দ্বিতল। যাত্রী সমাগম উল্লেখ্য না হলেও ছুটির দিনগুলিতে ভিড় করে মুম্বাই ও পুনেবাসী চড়ুইভাতির আকর্ষণে। মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম থেকে রক ক্লাইম্বিং কোর্স শিক্ষার আসর বসছে কারলায়।

নিকটবর্তী রেল স্টেশন ৪ কিমি দূরের মালাভলি থেকে যানাভাব হেতু লোনাভালা থেকেই অটো/ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। লোনাভালা রেল স্টেশন থেকে বাসও মেলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কারলার।

থাকার জন্য জাতীয় সড়কে MTDC-র *Holiday Resort,* Karla, ✆ (02114) 82230, ৪ বেডের সুপার ডিলাক্স ৪৫০, ৬০০, ৬৫০, ২ বেডের ২২৫, ৩০০, A/c কটেজ ৭৫০, ১০০০; আর আছে বিপরীতে *রেস্ট হাউস* ও *H Karla* কারলায়। উৎসাহীরা কারলা থেকে ৬ কিমি দূরে ১৮ শতকের কিল্লা লোহ্যগড়ও বেড়িয়ে নিতে পারেন।

ভাজা গুহা

কারলা দেখে ভাজায় চলুন। জাতীয় সড়কের বিপরীতে ৩ কিমি যেতে ভাজা। মালাভলি লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে পথ গিয়েছে, মালাভলি রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব ১.৬ কিমি। বাসের চল নেই, পায়ে পায়ে চলা। তাই লোনাভালা থেকে

অটো নিয়ে কারলা ও ভাজা বেড়িয়ে মালাভলি থেকেই লোকাল ট্রেনে চলা যেতে পারে পুনে বা লোনাভালা। রেল স্টেশন থেকে ৮/৯টার বাসে কারলায় গিয়ে কারলা দেখে ৫ কিমি পায়ে হেঁটে ভাজা পৌঁছে ভাজা থেকে আবার হেঁটে ১.৬ কিমি দূরের মালাভলি ফেরা যেতে পারে।

খ্রিপূ ২ শতকে তৈরি কারুকার্যহীন হীনযানপন্থী ১৮টি গুহায় চৈত্যশৈলীর সমন্বয় ঘটেছে। ১১ নম্বর গুহায় ১৪টি স্তূপ, কারলারই প্রতিচ্ছবি ১২ নম্বরের চৈত্য গুহায় ভগ্নাবস্থায় কিছু ভাস্কর্য আজও দৃশ্যমান। সর্বদক্ষিণের গুহার ভাস্কর্য সুন্দর। নৃত্যরত যুগল মূর্তিটি অভিনব। আরও দক্ষিণে ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে। দূরে ভাজার শিরে শিবাজী মহারাজের ভিসাপুর দুর্গও দৃশ্যমান ঝরনা থেকে। বসতির মাঝ দিয়ে বন্ধুর পথ। কারলা থেকে সিঁড়ির সংখ্যা আধা হলেও কারলা দর্শনের পর বৈচিত্র্যহীন ভাজার আকর্ষণ কম।

খান্দালা

লোনাভালা থেকে বিপরীতমুখী ৪ কিমি দূরে খান্দালা স্টেশন। মেল বা এক্স ট্রেন থামে না খান্দালায়। লোকাল ট্রেন যাচ্ছে। বাসও যাচ্ছে ঘাট রোড ধরে লোনাভালা থেকে খান্দালায়। লোনাভালা থেকেই বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। পশ্চিমঘাট পর্বতের এই পাহাড়ী শহরের জলবায়ু ও উচ্চতা লোনাভালারই মতো। বর্ষায় সৌন্দর্য বাড়ে খান্দালার। মনসুনে মেঘেরা আকাশ ছেড়ে নেমে এসে মুড়ে রাখে খান্দালাকে। ৩০০ ফুট উঁচু থেকে পড়া খান্দালার জলপ্রপাতটি খুবই চিত্তাকর্ষক। ব্যক্তিগত সংগ্রহের চিড়িয়াখানা *নাগফুঙ্গি* অর্থাৎ সাপের ফণার মতো ডিউকস্ নোজ, রাজমছী পয়েন্ট তথা দুর্গ— এদেরও সমাদর আছে পর্যটক মহলে। সূর্যাস্তেরও প্রশস্তি আছে খান্দালায়।

হোটেলও আছে Khandala-410301, STD 02114-এ—*H Bawa International*, Rajmachi Point, D ৮৫০-১০৫০; **Mount View Resort*, Mumbai-Pune Rd, ✆ 72335, S ৬৫০ D ১২০০ A/c S ৮৫০ D ১৫০০; *Bijis Radison Inn*, Mum-Pune Rd, অবু: Pune ✆ 648639/Mumbai ✆ 6483506; **H Dukes Retreat*, ✆ 73826, Mumbai ✆ (022) 2613293, DAB ২২৫০ স্যুইট ২৭৫০; *H Mayur*, *H Girija*, Mumbai-Pune Rd, ✆ 72062, D ৪০০ A/c ৬০০; *H Khandala*, *El-Taj*, *H Fun-N-Food*, 61 Hill Top Colony, ✆ 73117, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ১৫০০; *Hotel on the Rocks*, *Govt GH* ছাড়াও নানান।

বেডসা গুহা

প্রথম শতকে তৈরি বেডসা গুহার নির্মাণকৌশল দর্শকদের মুগ্ধ করে। পিলারগুলির কারুকার্যও সুন্দর— হাতি, ঘোড়া, ষাঁড় উৎকীর্ণ। ২৬টি পিলারে ভর করা ছাদটিও চিত্রিত ছিল অতীতে। ট্রেনে লোনাভালা থেকে ১৬ কিমি পুনেমুখী কামসেত পৌঁছে বাসে ৩ কিমি গিয়ে শেষ ৩.৫ কিমি পায়ে হাঁটা পথ আজও দুরূহ করে রেখেছে পর্যটন মানচিত্রে বেডসাকে। পথ দুর্গম হলেও আকর্ষণে অনন্য বেডসা। পুনের দূরত্ব ৬৪ কিমি।

পুনে

স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় নিরক্ষর ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্নে গড়া *কুইন অব ডেকান* ব্রিটিশের পুনা আজ হয়েছে পুনে। অসুরের পুণ্যেশ্বর মন্দির থেকে পুনে নামকরণ। দ্বিমতে প্রাচীনকালের পুণ্যপুর থেকে পুনে হয়ে থাকবে। এই পুনেকে ঘিরে আমৃত্যু (১৬৮০) এই মারাঠা বীরের হাতে গড়ে উঠেছিল সারা মহারাষ্ট্রে মারাঠা সাম্রাজ্য। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মোগল সম্রাটকেও বার বার পর্যুদস্ত হতে হয় গেরিলা যুদ্ধে বিশারদ হিন্দু সাম্রাজ্যের পূজারী সুচতুর শিবাজীর কাছে। শিবাজীর পুত্র শম্ভাজীর মৃত্যু ঘটে ঔরঙ্গজেবের হাতে। আর ১৭৬১তে পানিপথে আহম্মদ শা দুরানীর হাতে পেশোয়া বাজীরাওয়ের পরাজয়ে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। হৃতগৌরব নতুন করে পুনরুদ্ধার করেন নানা সাহেব পেশোয়া ওই শতকের শেষভাগে। *যব তক নানা তব তক পুনা*—আজও পুনের আকাশে-বাতাসে শুনতে মেলে। বার বার বিদ্রোহ দমন করে ১৮১৮য় কোরেগাঁও-এর যুদ্ধে পেশোয়ারাজের পরাজয়ে ব্রিটিশের দখলে যায় পুনে। আর জলবায়ুর গুণে পুনে হয় মুম্বাই প্রভিন্সের বর্ষাকালীন রাজধানী। এমনকি লোকমান্য তিলক, দেশবরেণ্য রাণাডে, মহামতি গোখেল, অধ্যাপক কার্ভের স্মৃতিতে পুনে আজ গর্বিত।

৫৫৯ মি উঁচুতে মুথা ও মুলা নদীর তীরে সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ছবির মতো শিল্পকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক শহর পুনে। ক্যান্টনমেন্ট নগরীও বটে। মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান পুনের আধুনিক শহর রূপে যেমন খ্যাতি তেমনই অতীতদিনের কীর্তিকলাপের নিদর্শনও ছড়িয়ে রয়েছে পুনেকে ঘিরে। পুনের গণেশ চতুর্থী ও পালকি উৎসবের পর্যটক আকর্ষণও কম নয়।

মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাল (CST) থেকে ১৯২ কিমি দূরে মুম্বাই-চেন্নাই রেলপথের জংশন স্টেশন পুনে। মুম্বাই (CST) থেকে লোনাভালার প্রতিটি ট্রেন পুনে আসছে। তবুও যেন যাতায়াতে শতাব্দী এক্স, ডেকান কুইন, প্রগতি এক্স, ডেকান এক্স ও ইন্দ্রাণী এক্স আদরণীয় হবে। ইন্দ্রাণী ৫-৪৫, ডেকান এক্স ৬-৩৫, শতাব্দী ৬-৪০, সিংহগড় এক্স ১৪-৩৫, প্রগতি এক্স ১৬-২০, ডেকান কুইন ১৭-১০এ মুম্বাই CST ছেড়ে পুনে পৌঁছায় ৯-৩০, ১১-১৫, ১০-০৫, ১৯-০৫, ২০-০৫, ২০-৩৫এ। মুম্বাই যাচ্ছে পুনে থেকে সিংহগড় এক্স ৬-০৫, ডেকান কুইন ৭-১৫, প্রগতি এক্স ৭-৪৫, ডেকান এক্স ১৫-১৫, শতাব্দী এক্স ১৭-৩৫, ইন্দ্রাণী এক্স ১৮-৩০এ, লোকাল ট্রেনও চলছে ৬৪ কিমি দূরের পুনে থেকে লোনাভালায়। এছাড়া দিনভর শেয়ার ট্যাক্সি যাচ্ছে ৫/১০ মিনিটের ব্যবধানে মুম্বাই (দাদার) ও পুনের মাঝে লোনাভালা হয়ে। যাত্রী ভাড়া ১৫০ করে।

আর পানাজির যাত্রী নিয়ে ১৩-৫০এ কয়না এক্স, ২২-৪৫এ সহ্যাদ্রি এক্স, ১-২০এ মহালক্ষ্মী এক্স, 1347 দিন ব্যাঙ্গালোর এক্স, ১৭-৩০এ গোয়া এক্স ছাড়াও প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে পুনে থেকেই কোলহাপুর-মিরাজ হয়ে। সরাসরি ভাস্কো যাচ্ছে গোয়া এক্স পরদিন ৭-২৫এ। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ২০ ঘণ্টায় ১২-২০এ উদ্যান এক্স, ২-৩৫এ কারলা-ব্যাঙ্গালোর এক্স; হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ১৩ ঘণ্টায় ১৭-১৫য় মুম্বাই-হায়দ্রাবাদ এক্স, ২-০৫এ হুসেন সাগর এক্স; ১৯-৪০এ ভুবনেশ্বর যাচ্ছে ১১ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছে মুম্বাই-ভুবনেশ্বর কোণার্ক এক্স; চেন্নাই যাচ্ছে ২২ ঘণ্টায় ৪-০০টায় মুম্বাই-চেন্নাই মেল, ১৮-৪০এ মুম্বাই-চেন্নাই এক্স, ২৩-৫৫য় দাদার-চেন্নাই এক্স; ২০-১৫য় কন্যাকুমারী যাচ্ছে মুম্বাই-কন্যাকুমারী এক্স; 1347 দিন ৩-৩০এ ব্যাঙ্গালোর এক্স, ১১-৩৫এ নিজামুদ্দিন-ব্যাঙ্গালোর এক্স; ০-৩৫এ নেত্রবতী এক্স যাচ্ছে কোচি/ম্যাঙ্গালোর, ১৬-৪৫এ যাচ্ছে তিরুপতি/ তিরুভনন্তপুরম/ নাগেরকয়েল; আমেদাবাদ যাচ্ছে 357 দিন পুনে-আমেদাবাদ অহিংস এক্স, রবিবার কোচি-রাজকোট এক্স, শনিবার নাগেরকয়েল-গান্ধীধাম এক্স, বুধবার সেকেন্দ্রাবাদ-রাজকোট এক্স, শুক্রবার তিরুভনন্তপুরম-রাজকোট এক্স ছাড়াও সোলাপুর, কোলহাপুর, নাগপুর, গুলবর্গা যাচ্ছে নানান ট্রেন। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দিকে দিকে পুনে থেকে। কলকাতায় যাচ্ছে শুক্রবার ১৬-০৫এ পুনে ছেড়ে ৩৭ ঘণ্টায় 1029 আজাদ হিন্দ এক্স। আর গোয়া যাত্রায় উচিত হবে গোয়া এক্স বা 1347 দিন ব্যাঙ্গালোর এক্সে লোন্ডা পৌঁছে বাসে পানাজি চলা।

দিন-রাত্রি জুড়ে ½ ঘণ্টা অন্তর ৫ ঘণ্টায় এস টি ও এশিয়াড বাস যাচ্ছে ১৬৩ কিমি দূরের মুম্বাই (দাদার/সেন্ট্রাল) ছাড়াও রাজ্যের নানান শহরে পুনের তিন বাস স্ট্যান্ড থেকে। স্বোয়ার গেট থেকে যাচ্ছে—সিংহগড়, পুরন্দর, শিবপুর, বাণেশ্বর, মোরগাঁও; শিবাজীনগর থেকে—নাসিক ২০২, ঔরঙ্গাবাদ ২২৬, সির্ধি, জলগাঁও, লোনাভালা, নানডেড, আহমেদনগর, অমরাবতী,

PUNE
MULA RIVER
Aerodrome
Central Jail
Mental Hospital
KHADKI
YERAODA
Kasturba Samadhi (Agha Khan's Palace)
CANTONMENT
Golf Course
LEFT BANK CANAL
Deccan College
Boat Club
MUTHA
Agricultural College
Bund Gardens
Mahatma Gandhi Udyan
Blue Diamond Hotel
Koregaon Park
SHIVAJI NAGAR R.S
Cotton Mill
Cavalry Lines
Observatory
Pune R S
Bhamburda
Medical College
Tourist Office
Ghorpuri
Bal Gandharva Rang Mandir
GPO
Deccan Gymkhana
MES College
MUTHA R
Shanwarwada
Fule Market
PUNE CANTONEMENT
Empress Botanical Gardens
Race Course
CITY
Court
Armed Forces Medical College
CANTONEMENT
HOTEL SARAS
Parvati

বেলগাঁও; রেল স্টেশন থেকে—পানাজি, কোলহাপুর, সোলাপুর, সাতারা, মহাবালেশ্বর, পাঞ্চগনী, রত্নগিরি, বেলগাঁও ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে। বাস যাচ্ছে নাগপুর, হায়দ্রাবাদ ৫৪৮, গোয়ার রাজধানী পানাজিতেও পুনে থেকে। এমনকি মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ (অজন্তা/ইলোরা), মুম্বাই-পানাজি (গোয়া) বাসও পুনে হয়ে যাচ্ছে। উচিতও হবে পুনে বেড়িয়ে শিবাজীনগর বাস স্ট্যান্ড থেকে এস টি বাসে ৬ ঘণ্টায়, এশিয়াড বাসে ৪ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ বা ১০ ঘণ্টায় ৪৫৮ কিমি দূরের পানাজি চলা। ট্রেনও যাচ্ছে ৬৭৬ কিমি রেল দূরত্বের ভাস্কো-ডা-গামা, সেকেন্দ্রাবাদ ৬০৯, চেন্নাই ১০৯২, দিল্লী ১৫৮০, কলকাতা ২২৫৯ কিমি কল্যাণ হয়ে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে শেয়ারে পুনে থেকে মুম্বাই।

IAC-র বিমান 1 2 3 4 5 6 দিন ১৬-০০টায়, রবিবার ১৪-০০টায় দিল্লী ছেড়ে ২ ঘণ্টায় পুনে পৌছে দিল্লী ফেরে ১৮-৪৫/১৬-৪৫এ। 1 4 দিন ১৩-৪৫, 3 5 7 দিন ১২-০০টায় পুনে ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর পৌছে চেন্নাই যাচ্ছে। পুনে আসছে ১০-১৫য় চেন্নাই ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর হয়ে ১৩-০০টায়।

প্রাইভেট বিমান Jet Airways প্রতিদিন ½ ঘণ্টায় মুম্বাই; East West Airlines প্রতিদিন মুম্বাই-পুনে-মুম্বাই ৩ ফ্লাইট; Damania Airways প্রতিদিন পুনে-মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর ২ ফ্লাইট; NEPC Airways প্রতিদিন মুম্বাই ২ ফ্লাইট, প্রতিদিন ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, ঔরঙ্গাবাদ, 2 7 দিন কেশোদ-পোরবন্দর, 3 5 7 দিন ভাবনগর-জামনগর, 1 2 4 6 দিন রাজকোট, 1 4 দিন কান্দালা যাচ্ছে। ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে। শহর থেকে ১২ কিমি দূরে বিমানবন্দর। IAC-র দপ্তর বসেছে হোটেল আমির লাগোয়া Connaught Rd; Jet Airways ✆ 637181; East West Airlines ✆ 665862; Damania ✆ 640814; NEPC, 17 M G Rd-1, ✆ 637441এ।

আর শহরে চলছে ট্যাক্সি, অটো ও বাস। রেল স্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে Route No 4 বাস যাচ্ছে শিবাজীনগর হয়ে স্বোয়ার গেটে। সবকিছুই মারাঠি ভাষায় লেখা। তবে সাদৃশ্য মেলে হিন্দীর সাথে। মারাঠি 4 দেখতে বাংলা ৪ তুল্য। তবে উপরের অংশ সংযোগহীন।

কনডাকটেড ট্যুর: মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়ে পুনে দর্শন সেরে নেওয়া যায়। ৩½ ঘণ্টার এই সফরের ভাড়া ৪৩.৫০। ৩ দিন আগে থেকে বুকিং এদের। রেল স্টেশনের পাশেই বাসস্ট্যান্ড থেকে ডিলাক্স বাস ছাড়ে প্রতিদিন ৮-০০টা ও ১৫-০০টায়। আর MTDC, I-Block, Central Building, Pune-411001, ✆ 668867 ডেকান জিমখানা থেকে ছেড়ে পুনে দর্শন করিয়ে আনে। রেল স্টেশন বুথ ও সেন্ট্রাল বিল্ডিং-এ (রেল স্টেশনের বিপরীতে সোজা গিয়ে বাঁয়ে) বুকিং এদের। এছাড়াও MTDC পুনে থেকে ৩ দিনে অজন্তা-ইলোরা, ৫ দিনে গোয়া, ১ দিনে মহাবালেশ্বর, ১ দিনে কারলা-লোনাভালা-খান্দালা বেড়িয়ে আনে। MTDC-র A/c বাস যাচ্ছে মুম্বাই, আর ডিলাক্স বাস যাচ্ছে মহাবালেশ্বর, পানাজি ও ঔরঙ্গাবাদে পুনে থেকে। বেড়াবার মনোরম সময় সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস। গরমের আধিক্য না থাকলেও বর্ষা চলে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে। এছাড়াও নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে পুনে থেকে মুম্বাই, পানাজি, অজন্তা-ইলোরায় যাত্রী নিয়ে ঔরঙ্গাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, ম্যাঙ্গালোর ছাড়াও সারা পশ্চিমে। তবে, একান্তই উচিত হবে দালাল পরিহার করে সরাসরি টিকিট কাটা। তেমনই উচিত হবে দূরপাল্লার যাত্রায় সরকারি বাস এড়িয়ে প্রাইভেট বাসের যাত্রী হওয়া। শহরে চলছে অটো, ট্যাক্সি ও মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট বাস।

বাসস্ট্যান্ড থেকে রওনা হয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ রোড, বি জে মেডিক্যাল কলেজ, ড. আম্বেদকর উদ্যান, কালেক্টরেট অফিস, সঙ্গম ব্রিজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবাজী রোডে ছত্রপতির প্রথম মূর্তি *শিবাজী পুতলা* দেখিয়ে বাস যাচ্ছে শানওয়ারওয়াধার পথে। শানওয়ারওয়াধা, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, এম ফুলে মিউজিয়ম, বৃন্দাবন গার্ডেনের ধাঁচে তৈরি—সয়স বাগ-এ ঝরনার মিষ্টি-মধুর তান, স্নেক পার্ক (বুধবার ছাড়া), মুলা ও মুথা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বান্দ গার্ডেনস তথা গান্ধী উদ্যান, মহাদজী সিন্ধে ছত্রী, আগা খাঁ প্রাসাদ, এম গান্ধী গার্ডেন দেখিয়ে বাস ফেরে রেল স্টেশনে। ৩½ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কি মি পর্যটনে পুরো পুনে শহরটাই দেখে নেওয়া যায়।

পুনে শহরের ৩½ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৬১ ফুট উঁচু পাহাড়ী টিলায় রয়েছে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৫৩-য় তৈরি পার্বতী মন্দির। আর রয়েছেন গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু, কার্তিক ও দুর্গা স্ব স্ব মন্দিরে। ৩ বা ৮ রুটের বাসে যাওয়া চলে, অটো বা ট্যাক্সিতেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় পেশোয়া রাজপরিবারের কুলদেবী সোনার দেবী পার্বতীর মন্দির। ১০৮ খাড়া সিঁড়ি উঠে মন্দির থেকে চারপাশের দৃশ্যও সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। কনডাকটেড ট্যুরের বাস দূর থেকে দুগ্ধধবল মন্দির দেখিয়ে দেয়।

এরই পাদদেশে ৩০ একর জমি জুড়ে রূপ পেয়েছে পেশোয়া উদ্যান অর্থাৎ মনোরম বাগিচা। উদ্যানের মাঝে কারুকার্যময় ১৭ শতকের চতুর্ভুজ গণেশ মন্দির। সামান্য পশ্চিমে সাঁইবাবার মন্দির। অদূরে বরেণ্য সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুঠি বাঙালির আর এক তীর্থ।

দিনকর কেলকার আজ লোকান্তরিত হলেও নতুন এক জগতের সন্ধান দিয়েছেন তিনি তাঁর একক সংগ্রহের মিউজিয়মে। রাজস্থানী স্থাপত্যে গড়া নতুন বাড়িতে বসেছে রাজা কেলকার মিউজিয়ম। হাজার দুয়েক বছরের অতীত স্থান পেয়েছে এর ৩৬টি বিভাগে। প্রাসাদ-শিল্প, রূপবতী নর্তকী মস্তানির মহল, মন্দির ভাস্কর্য থেকে শুরু করে পোড়ামাটির কাজ, নানান বাদ্যযন্ত্র, সমরাস্ত্রের সম্ভার, জাঁতির রকমভেদ, আলোর বৈচিত্র্য, তালাচাবির লুকোচুরি, রকমারি ছিলিম, ছবির সম্ভার, নানা ফড়নবিশের ২২ হাত লম্বা ঠিকুজি যাদু করে রাখে দর্শককে। শোনা যায়, সংগ্রহের এক-চতুর্থাংশও প্রদর্শিত হতে পারেনি জায়গার অভাবে। প্রদর্শিত হচ্ছে পালা করে ঘুরে ফিরে। এটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে পুনে ভ্রমণার্থীদের। ৮-৩০—১২-৩০ ও ১৫—১৮-০০টায় প্রতিদিন খোলা, দর্শনী ২্।

৬½ হেক্টর জুড়ে উদ্যানের মাঝে ইতালীয় স্থাপত্যে গড়ে তোলা আগা খাঁ প্রাসাদ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। ১৯৪২-এ 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে বন্দী হয়ে এই বাড়িতেই অবস্থান করেন মহাত্মা গান্ধী, কস্তুরবা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, মহাদেবভাই দেশাই ও আরো অনেক জাতীয় নেতা। মারাও যান বন্দী-কালে কস্তুরবা ও মহাদেবভাই—শ্বেতমর্মরে সমাধি হয়েছে প্রাঙ্গণে। পাশেই গান্ধী মিউজিয়ম—বাংলায় লেখা একটা চিঠিও প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৬৯-এ ভারত সরকারকে দান করা হয় প্রাসাদ। নামেরও বদল ঘটেছে, আগা খাঁ প্রাসাদ আজ হয়েছে গান্ধী জাতীয় মিউজিয়ম। ৯—১৬-৩০টায় খোলা, টিকিট ২্।

সঙ্কীর্ণ গলি *শনিবার পেট* অর্থাৎ পথে ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে শনিবারে পেশোয়া বাজীরাও ১-এর দারুতে তৈরি ৭ তলা দুর্গাকার রাজপ্রাসাদ *Shaniwar Wada* বা **শনিবারবাড়া**। প্রাচীরে ঘেরা, হাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গজাল লাগানো উত্তরমুখী সিংহদরজা—নাম তার দিল্লীগেট। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয় প্রাসাদ। অতীতের শিশমহল, মস্তানি মহল, গণেশমন্দির, চীমাজী বাগ, হাজার সুরম্য ফাউন্টেন, কোষাগার, নাচঘর, হামাম সবই আজ বিধ্বস্ত। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই নগরখানা অর্থাৎ প্যালেস অব মিউজিক। আগুনের লেলিহান শিখা একে অক্ষত রেখে যায় আজকের পর্যটকদের জন্য। এর জাফরির কাজ প্রশংসনীয়। আর হয়েছে সুন্দর বাগিচা ২ হেক্টর জুড়ে শনিবারবাড়ায়। অদূরে পথিমধ্যে পেশোয়ারাজরা হাতির পায়ে পিষে মারত অপরাধীদের। এরই পুবে ব্রিটিশের ক্যান্টনমেন্ট নগরী।

শহরের আর এক আকর্ষণ ঘোড় দৌড়ের মাঠ। ঘোড়ার দৌড়ের রঙিন স্বপ্ন দেখেন যাঁরা তাঁদের কাছে পুনের রেস কোর্স-এর খ্যাতি আছে। ভিড়ও করে জুন থেকে অক্টোবরে শনিবারের বারবেলায় দূর-দূরান্ত থেকে এসে খেলুড়ের দল। তেমনই ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পুঁথির সংগ্রহও পুনের আর এক গৌরব।

মন্দির রয়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্র শিবাজীনগরে জংলী মহারাজা রোডে **পাতালেশ্বর**। জনশ্রুতি, ৮ শতকে এক রাতে এক পাহাড় কেটে তৈরি হয় পাতালেশ্বর অর্থাৎ শিব মন্দির। এর আর এক বৈচিত্র্য ঘণ্টার আওয়াজ। এটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে চলার পথে।

আর রয়েছে রেল স্টেশনের পুবে কোরেগাঁও পার্কে ভারতীয় গুরু বিশ্বের বিতর্কিত ভগবান রজনীশের রজনীশ-ধাম আশ্রম। ভগবান বুদ্ধের অবতাররূপে দাবিদারও ছিলেন বিতর্কিত গুরু রজনীশ। ৪½ বছর আমেরিকায় বাস-কালে প্রতারণায় জড়িয়ে ৪ লক্ষ মার্কিন ডলারে দণ্ডিত গুরু ভারতে ফিরে ১৯৮৭ থেকে পুনেয় অবস্থান করেন। উপা-সনায় নানান বিবর্তন। ধ্যানেরও রকমফের উল্লেখ্য। ১৯৯০-এর জানুয়ারিতে ৫৮ বছর বয়সে পুনেতে গুরুর মৃত্যু। গুরুর অবর্তমানে ভক্তজনদের সমাগমে রজনীশ ধাম আজও মুখরিত। তবে, দেশী থেকে বিদেশী ভক্তের সংখ্যাধিক্য।

আর আছে রেল স্টেশনের পুবে ট্রাইবাল মিউজিয়ম, ১০—১৭-০০টায় খোলা; এমপ্রেস বটানিক্যাল উদ্যান—অদূরে মিনি চিড়িয়াখানা, হিন্দু ও মুসলিম তীর্থ মূলা নদীর সঙ্গম, মুঠার পাড়ে শেখ সল্লাহর দরগা, মুঠা ও মূলার সঙ্গমে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি ১৫০ মি দীর্ঘ ওয়েলেসলি ব্রিজ, নানান সুচারু অভিনেতা ও কলাকুশলীর শিক্ষাদাতা ফিল্ম সোসাইটি, তিলক স্মারক মন্দির, মোলেডিনা রোডে ১৮৬৭তে লাল ইটে গথিক শৈলীতে তৈরি পুনের অন্যতম সুন্দর সিনাগগ লাল দেবল, মহাদজী সিন্ধিয়াছত্রী, নাটকের নানান প্রদর্শন ছাড়াও নানান কিছু পর্যটক দ্রষ্টব্য পুনেতে। তেমনই আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ১১ দিন ব্যাপী গণেশ চতুর্থী উৎসবেরও পর্যটক আকর্ষণ অদম্য। উৎসবকালে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে শহর জুড়ে। ১১শ দিনে মূলা ও মুথা নদীতে ভাসান মিছিলের জৌলুসও উল্লেখ্য।

সিংহগড়: শহর থেকে ২৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ১২৯০ মি উচ্চে ভুলেশ্বর পর্বতমালায় সিংহগড়। শিবাজীর জেনারেল সিংহবিক্রম তানাজীর স্মৃতিতে অতীতের কোন্দানার (১৩২৮এ মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আক্রমণ প্রতিরোধে কোলী সর্দারদের বীর নায়ক কোন্দানা-যমজ ভাই) নামান্তর ঘটান শিবাজী মহারাজ। রাতের আঁধারে ১০০০ ফুট পায়ে চড়ে, বাকি ১০০০ ফুট কোমরে দড়ি বেঁধে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে খাড়া দেওয়াল পেরিয়ে অতর্কিতে গড়ে পৌছান পাঁচ মাওয়ালী সৈন্য নিয়ে ছত্রপতির জেনারেল তানাজী। প্রবেশদ্বার খুলে শ'তিনেক সৈন্য ঢুকিয়ে অতর্কিত আক্রমণে এক রাতের যুদ্ধে বিজাপুর ফৌজকে ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে এখানেই জয় করে নেয় মারাঠা বাহিনী। যুদ্ধে জয় হলেও তানাজির মৃত্যুতে শোকাভিভূত শিবাজী বলেন, *Gad aala pan sinha gela!* (The fort is won but the lion is gone). আর ১৮১৮-র এপ্রিলে ব্রিটিশের কামানের গোলায় সিংহগড় গুড়িয়ে যেতে গড় ভেট দিয়ে পেশোয়া আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিশের কাছে। আগাছায় ঘেরা দুর্গে যুদ্ধে নিহত তানাজীর নতুন করে গড়া স্মারকসৌধ, পুরানো ম্যাগাজিন আজও তিন শতাধিক বছরের অতীত রোমন্থন করায়। আর আছে শীতল জলের পুকুর—তার পাড়ে তানাজীর ব্যবহৃত কামান, শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম-এর সমাধি (১৭০০) ও ভাঙাচোরা ভবানী মন্দির। TV টাওয়ারও বসেছে দুর্গ শিরে। আর আছে বেশ কয়েকটি বাংলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। গান্ধীজীও ১৯১৫য় লোকমান্য তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গড়ের শিরে তিলক বাংলোয়।

রেল স্টেশন থেকে ৪ বা ৫ রুটের বাসে শহরের দক্ষিণে স্বোরার গেট পৌছে লাগোয়া বিঠলদাস মারুতি মন্দিরদ্বার

থেকে ৫-২৫—২০-০০টায় আধ ঘণ্টা অন্তর ৫০ রুটের সিটি বাস ১ ঘণ্টায় সিংহগড় পাহাড়তলি (Donaje) যাচ্ছে। খাড়া পাহাড়, গেটের পর গেট—কখনও সিঁড়ি কখনও চড়াই বেয়ে ঘণ্টা দুয়েকে দু'হাজার ফুট চড়ে সিংহগড়। দোকানপাটের অভাব পাহাড়ে। উচিত হবে আহার্য সঙ্গে আনা পুনে থেকে। তবে, ভোরের একমাত্র বাস পুনে গেট দিয়ে পাহাড় চড়ে গড়ে পৌছায়। অটো/ট্যাক্সি করেও বেড়িয়ে ফেরা যায় গড়। হোটেলও হয়েছে নিচুর বাস স্ট্যান্ডে—থাকা ও আহার্য মেলে। আর MTDC-র ৩০ বেডের *Sinhad Lodge*, ✆ (0212) 321996, DAB ২২৫ ডর্মি বেড ৫০, পুনে বুকিং: (0212) 643860. আর ১৬ কিমি দূরে আছে MTDC-র *Panshet Lake Resort*, ✆ (0212) 631408, DAB ৮০০, ১০০০, ১২০০, FAB ১৪০০, A/c ১৫০০। নানানধর্মী জলক্রিয়ার ব্যবস্থা মেলে রিসর্ট অবস্থানে।

সিংহগড়-পুনে পথেই পুনে থেকে ১৮ আর সিংহগড়ের ৬ কিমি দূরে বিশ্বের অন্যতম সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমিও দেখে নেওয়া যায় চলার পথে Khadakvasla-য়। প্রবেশদ্বারে ১১ ফুট উঁচু মূর্তি হয়েছে মর্মরে দ্রোণাচার্যর। লেকও রয়েছে নানান এপথে। তেমনই শীতে পরিযায়ী পাখিরাও উড়ে এসে জুড়ে বসে এইসব লেকে। পাখাল লেকটি এদের মধ্যে উল্লেখ্য।

আবার উৎসাহীরা পুনে থেকে একে একে বেড়িয়ে নিতে পারেন—ছত্রপতির প্রথম জয় করা পাহাড়ি দুর্গ তোর্না সেকালের প্রচাঁদগড়। তবে, ভৌগোলিক প্রতিকূলতা হেতু তোর্না ছেড়ে দুর্গ গড়েন রাইরি পাহাড় অর্থাৎ রায়গড়ে (১৮৬৪-৮০) ছত্রপতি শিবাজী। যাতায়াতের দুর্গমতা হেতু ব্রিটিশের মুখে রায়গড় ছিল পুবের জিব্রালটার। ১৬৭৪-এ রায়গড়েই রাজ্যাভিষেক হয় ছত্রপতি শিবাজীর। ৪০ কিমি দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতে ১৩৫০মি উঁচুতে পুরানদার দুর্গে সম্প্রতি NCC-র দপ্তর বসেছে। ৯৪.৫ কিমি দূরে শিবনেরী। শিবাজীর জন্ম এই শিবনেরীতে ১৬২৭এ। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিবাই থেকে শিবাজী নামকরণ। পিতা শাহজী আহমেদনগরের রাজকর্মচারী, মাতা জীজাবাঈ। পিতৃস্নেহে বঞ্চিত—লালিত হন দাদাজীর কাছে। শিবনেরী দুর্গের আর এক আকর্ষণ মসজিদ আর পাহাড়ের পাদদেশে ৫০-এরও বেশি বৌদ্ধগুহা।

তেমনই পুনের শিবাজীনগর বাস স্ট্যান্ড থেকে ঘণ্টা-চারেকে চলা যেতে পারে ৯৫ কিমি দূরে আর এক শৈবতীর্থ ভীমাশঙ্করের দর্শনে। মানচর হয়ে পথ গিয়েছে। কালো পাথরের মন্দিরে পঞ্চমুখী দেবতা। আদিবাসী অধ্যুষিত সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ১০৩৪ মি উচ্চে কৃষ্ণার শাখানদী ভীমার উৎসে আরণ্যক পরিবেশে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতমও এই দেবতা। কিংবদন্তী, ভীল উপজাতির আদিপুরুষ ভীলের আবিষ্কার এই স্বয়ম্ভু দেবতা। মন্দিরও গড়েন ভীল। আর ১৮ শতকে নানা ফড়নবিশ নতুন করে মন্দির গড়েন আর এক। শিবরাত্রির উৎসবে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় পুনে থেকে। পশ্চিমঘাটের পাহাড়ী ঢালে অভয়ারণ্যও হয়েছে ভীমাশঙ্করে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে MTDC-র *Holiday Resort*, Bhimashankar, Dist-Pune, ✆ (0212) 480659, ৪টি ২ বেডের তাঁবু ১০০, ২টি ৪ বেডের ৪৫০ ৪টি ৬ বেডের ৬৬০, ১০ বেডের ১০০০; ছাড়াও মন্দির কমিটির *যাত্রীনিবাস*, সরকারি *বিশ্রাম ভবন*, PWD-র *ডাক বাংলো*-য়। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় চলার পথে ইন্দ্রাণী নদীর ধারে আলান্দিতে ১৭ শতকের কবি-সন্ত তুকারামের মন্দির ও সমাধি। আর এক কবি-সন্ত ধ্যানেশ্বরের মন্দিরও হয়েছে। আর আছে ৬৪ কিমি দূরে স্বয়ম্ভু গণেশ মন্দির মরগাঁও-এ।

তেমনই মুম্বাই-আহমেদনগর সড়কে মুম্বাই থেকে ১৫৪, আহমেদনগর ১০১ আর পুনের ১৬৪ কিমি দূরে মালসেজ ঘাট-ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। বাস যাচ্ছে ত্রয়ী থেকে। তেমনই কল্যাণ বাস স্ট্যান্ড থেকেও আমমেদ-নগর, শিবনেরি বা ভীমাশঙ্করের বাসে চলা যেতে পারে মালসেজঘাট। চারপাশে সহ্যাদ্রি পাহাড়, ধারা নামছে জলপ্রপাতের— তারই মাঝে সবুজ উপত্যকা। প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যাযাবরী ফ্লেমিংগো পাখিরা পরিবেশ রমণীয় করে তোলে। আর আছে MTDC-র *Holiday Resort*, Malshej Ghat, Dist-Pune, ✆ 2042583, DAB ৩০০, ১৪টি ৪ বেডের ঘর ৪০০, ৮০০।

Waswani Rd, Pune-411001, STD 0212-এ রেল স্টেশনের সামনেই মেলা বসেছে হোটেলের—*H Dreamland*, ✆ 622121, S ৩০০, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; **H Shalimar*, A8R0, ✆ 629191, D ২৫০, স্যুইট ৩৫০; **H Ashirvad*, ✆ 628585, DAB ৮৫০, A/c D ১২৫০, স্যুইট ১৫০০; **H Gulmohar*, ✆ 622773, S ২২৫-৩৫০, D ৩২৫-৪৫০, স্যুইট ৬৫০, A/c S ৬০০, D ৮০০; **H Amir*, 15 Connaught Rd-1, ✆ 621840, DAB ৮৫০, ১০৪৫, ১২৫০, স্যুইট ১৭৫০; *Metro L*, D ১০০-১৫০; *National H*, DAB ২২০-৩২৫, TAB ২৭০-৩৫০; পুরাতন কাঠের বাড়িতে *H Ritz*, DAB ১৫০-২৭৫।

এদের পিছনে Wilson Garden, Motilal Talera Marg-411001এ—*Badshahi L*, *Shree Mathura L*, D ১৫০-২০০; *Milan L*, DCB ১৫০-১৭৫, DAB ২৭৫-৩৫০; *H Jinna Mansion*, SAB ১৫০-২৫০, DAB ২৫০-৩০০; *H Samrat*, D ১২৫-১৭৫; *Green H*, ✆ 625229, DCB ২০০, DAB ২২৫-২৫০; *H Satkar*, ✆ 620484, S ২৫০, D ৩০০; *H Alankar*, ✆ 620484, SAB ১৭৫, DAB ২৫০, স্যুইট ৪৫০; *Central L*, S ৬০-১০০, D ১২৫-২০০; *Sardar L*, D ২২৫; *Agarwala L*, D ১২৫, T ১৫০; *H Homeland*, ✆ 623203, SAB ৩০০, ৩৫০, DAB ৩৫০, ৪৫০, A/c S ৫০০, D ৬০০; *Madhu L* ছাড়াও নানান। এদের কাছে S ৬০-১২৫, D ১০০-২২৫ টাকার মেলে।

আরও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে রয়েছে রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে মনোরম পরিবেশে নবতম *H Sagar Plaza*, 1 Bund Garden

Rd, A/c S ৬৫০ D ৮৫০-১০০০। Swargate Bus Stand-এ—*H Avanti*, বাস যাত্রায় থাকার পক্ষে ভালই; **H Sundervan*, 19 Koregaon Park-1, next to Rajneesh Ashram, R4B3, ✆ 624949, SAB ১৫-২০ DAB ২২-৩০ স্যুইট ২৫-৩৫ US$; **H Blue Diamond*, 11 Koregaon Rd-1, ✆ 625555, Mumbai ✆ 2022474, A7.5R2.5, A/c S ১৪০০-১৮৫০ DAB ১৭৫০-৩২০০ স্যুইট ৪০০০-৭২০০; *Metbuild H*, Tara Baug, 285 Koregaon Rd-1, ✆ 620227, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *Travel Inn*, 12 Galaxy Gardens, Koregaon Park-1, ✆ 625580, S ২৫০ D ৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *H Green Plaza*, 120 Koregaon Park-1, S ১৫০ D ২৫০; *H Shreyas*, 1242-B, Apte Rd, D G-4, ✆ 322023, S ৩২৫ D ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০; *H Pathik*, 1263/4B, Jungli Maharaj Rd, D G-4, ✆ 322085, S ২৭৫ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *Amer-Al-Asian*, 15 Connaught Rd-1, R½B2, S ২৫০ D ৪০০ A/c S ৪০০ D ৪৫০-৬৫০; *H Ashiyana*, 1198 F C Rd, Shivajinagar-4, ✆ 326541, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫৫০ স্যুইট ৬৫০; *H Marina*, 77 M G Rd-1, R2, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *H Meru*, Ladkatwadi Rd-1, SAB ১৭৫ DAB ৩০০; **H Woodland*, 5 B J Rd-1, near Pune Rly Stn, A8R½, ✆ 626161, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৫৫০-৭৫০ D ৬০০-৮৫০; **H Shree Panchratna*, 7, Tadiwala Rd-1, A7R0.5, ✆ 663908, S ২৯০ D ৩৫০ A/c S ৩৫০-৪৫০ D ৬০০-৮৫০; *H Manasi*, 1255 Madhav Niwas, DG-4, S ২২৫ D ৩০০ স্যুইট ৪০০; *H Parveez*, 8A, Salisbury Park-1, ✆ 653019, S ২২৫ D ৩০০ স্যুইট ৪৫০ A/c ৩৫০-৫৫০-৭০০; *H Vandana*, opp Sambhaji Park, D G-4, A10R1, S ১৭৫ D ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; *H Safari*, opp Shivajinagar ST Stand, Pune-5, ✆ 326522, S ২২৫ D ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *H Ketan*, 917/19A, Shivajinagar, Fergusson College Rd-4, S ২৫০ D ৩০০-৩৫০ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; *H Dwarka*, 365/11 Shivajinagar-5, ✆ 622424, S ১৭৫ D ২৫০ ডিলাক্স S ২২৫ D ৩০০; **H Poonam*, 657-A, Shivajinagar ; **H Citizen*, **H Madhuban*, **H Suyash*, 1547-B, Sadashib Peth-39, A11R4, ✆ 439377, S ২৫০ D ৩০০-৩৫০ A/c D ৪৫০-৬৫০; *H Rajdoot*, Pune-Satara Rd-37, S ২০০ D ২৭৫ A/c S ৩০০ D ৪০০ স্যুইট ৪৫০; *H Raviraj*, 790 Bhandarkar Rd, Shivajinagar-4, ✆ 339581, S ২৫০-৩৫০ D ৩৫০-৪৫০ A/c S ৩৭৫-৪৫০ D ৪৫০-৬৫০; *H Ranajeet*, 870/7 Bhandarkar Rd, Shivajinagar-4, A17B2, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫০০; *H Aswini*, 720/A, Navi Peth-30, S ২০০ D ২৭৫; **H Aurora Towers*, 9 Moledina Rd-1, ✆ 631818, A10R2B1, A/c D ১২০০-১৭৫০ স্যুইট ২২০০-২৭৭৫; *H Ajit*, 766/3 Deccan Gymkhana-4, ✆ 339076, S ২২৫ D ২৫০-৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৪০০ স্যুইট ৬০০; **H Kohinoor Executive*, 1246 Apte Rd, D G-4, ✆ 321811, A/c S ১০৫০ D ১২৫০ ডিলাক্স ১৭৫০; **H Nandanvan*, Shivajinagar, D G-4, ✆ 321212, SAB ৩০০ DAB ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫০০; **H Gauri*, near Chinchwad Rly Stn, Mumbai-Pune Rd-19, ✆ 775588, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ TAB ২৭৫; *H Panchashil*, C/32, near MIDC, Telco Rd-19, ✆ 772012, S ৪২৫ D ৬০০ A/c S ৬২৫ D ৮০০ স্যুইট ৮৫০; *H Mayur*, Chinchwad-19, S ১৫০ D ২০০-২৭৫; *H Ellora*, 2156 Sadashib Peth; *Bharat L*, 573/2 J M Rd-4, D ২৫০; *H Pearl*, 1286-B, Shivaji Nagar, J M Rd-5, ✆ 324247, S ২৭৫ D ৩৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬০০; *H Sahara*, Senapati Bapat Marg-16, ✆ 345405, DAB ৩২৫-৪০০ A/c D ৬০০ স্যুইট ৮০০; **H Sutlej*, 917/49-A, Shivajinagar-4, S ১৭৫-২৭৫ D ২৫০-৩৫০; *H Swaroop*, Prabhat Rd, Lane-10, Pune-4, ✆ 332662, S ২৫০-৩৫০ D ৩০০-৪৫০ A/c S ৩৫০-৪৫০ D ৪০০-৬৫০; *Pune G H*, 100 Budhwar Peth, Luxmi Rd-2, S ১৭৫ D ২৫০; *Mobo's H*, 20 Bund Garden Rd-1, S ১৫০-২০০ ; *Farmers Inn*, Uruli-Kanchan, Pune-36, ✆ 816516, SAB ২২৫ DAB ২৭৫ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬০০; *Hotel-7 Loves*, Shankar Sheth Rd-2, DAB ২৫০-৩২৫ স্যুইট ৪০০-৬০০ A/c D ৩০০-৪৫০ স্যুইট ৫২৫-৬৫০; **H Pride Executive*, 5 University Rd, Shivajinagar-5, A11R3, ✆ 324567, Mumbai ✆ 2872552, A/c S ১১৯৫ D ১৪৯৫ ১৬৯৫ ১৭৯৫ স্যুইট ২৭৫০; **H Regency*, 192 Dhole Patil Rd-1, A7R1B2, ✆ 629411, A/c S ১২৯৫ D ১৫৯৫ স্যুইট ৩০০০; **H Deccan Park*, Fergusson College Rd, Shivajinagar-4, ✆ 356511, A/c S ৬০০ D ৭৫০ স্যুইট ১০০০; *H Chetak*, 1100/2 Model Colony-16, ✆ 352681, S ৩২৫ D ৪০০; *H Jagannath*, 426-B, Somawar Peth-1, opp SBI, S ১৭৫ D ২৭৫ স্যুইট ৪০০ A/c S ২৭৫ D ৩৭৫ স্যুইট ৬০০; *H Kapila*, 174 Dhole Patil Rd-1, ✆ 661272, D ৩৫০ A/c D ৬০০; *H Rupam*, Apte Rd, D G-4, A8R½B½, ✆ 321919, S ১৫০-২০০ D ২২৫-৩০০; **H Sagar Plaza*, 1 Bund Garden Rd-1, ✆ 622622, A/c S ১২০০ D ১৫০০ স্যুইট ২৫০০; **H Sriman*, Bund Garden Rd-1, A8R1B3, ✆ 622369, S ৩৫০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *H Prince*, 36/2 Shankar Sheth Rd-37, SAB ১৫০ DAB ২০০ A/c D ৩২৫; **H Sanman*, 1205/2-8 Shivajinagar-1, S ১২৫ D ২০০ A/c D ৩০০; *Silver Inn*, 1973 Gaffer Baug St-1, S ১৭৫-২০০ D ২২৫-৩২৫ স্যুইট ৪২৫-৬০০ A/c স্যুইট ৬৫০; *H Natraj*, 199/1B, Chinchwad, Mumbai-Pune Rd, near Chinchwad Rly Stn, S ১৫০ D ২০০; *H Choice*, 613 Nana Peth, near Parsi Agyari-2, ✆ 620069, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫০০ স্যুইট ৬০০; *H Span Executive*, Plot 1170/31/5 Revenue Colony, Shivajinagar-5, S ৩০০ D ৪০০ A/c S ৪০০-৪৫০ D ৪৫০-৬৫০; *H Tourist*, 448 Mangalwar Peth, Stn Rd-11, R½B1, S ১৫০-২৫০ D ২২৫-৩০০ স্যুইট ৪৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০ ; *H Swati*, 1234 Apte Rd; *H Sapna*, 573/7 Jungli Maharaj Rd, SAB ২০০-২৭৫ DAB ২২৫-৩০০; *H Tej Regency*, 5 M G Rd-1, S ২৮৫-৩২৫ D ৩৫০-৪২৫ A/c S ৪২৫ D ৫২৫ স্যুইট ৬২৫; *H Jawahar*, 1302 Tilak Rd-2, SAB ৩০০ DAB

৩৫০, A/c S ৪০০, D ৫৫০, স্যুইট ৬৫০; *H Parichaya,* Farguson College Rd, ✆ 321511, S ২২৫-২৭৫ D ২৭৫-৩২৫ A/c S ৩২৫ D ৪০০।

MTDC-র *H Saras,* Nehru Stadium, ✆ 430499, DAB ২০০, ২৫০, A/c D ৪০০। তবে এদের সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রেল স্টেশনের বিপরীতে *Seth Morarjee Gokuldas (Poona) Sanatorium Dharamshala.* ৩০ টাকায় থাকা যায়। আয়োজন ভালই। সঙ্গে বিছানা থাকলে ধরমশালার বিছানা ভাড়া নিতে হয় না। বাসনপত্রও মেলে, আবার পাশের হোটেলে আহারও সারা যায়। এদের মুম্বাই বুকিং: Prospect Chambers, D N Rd, Mumbai-400001; *রেলের রিটায়ারিং রুম; Western India Turf Club,* Sholapur Rd; *Pune Club,* 6 Bund Garden; *YWCA,* Gurudwara Rd ছাড়াও নানান হোটেল ও ধরমশালা আছে পুনেয়।

তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে রেল স্টেশনের বিপরীতে—*অলঙ্কার, ন্যাশানাল, আমের, ড্রিমল্যান্ড* ভালই। আর রেল স্টেশন থেকে ১০-১৫ টাকায় অটোয় বা বাসে স্বোয়ার গেট লাগোয়া MTDC-র *H Saras, H Avanti* পুনেয় থাকার পক্ষে আজও রমণীয়।

খাবার হোটেলও নানান পুনেয়। দেশী-বিদেশী নানানধর্মী আহার্যও মেলে পুনের হোটেলে। দামে মুম্বাই-এর থেকে কম হলেও মানে উত্তম। তবুও যেন কনট রোডে *Neelam Restaurant, H Preetam* আদরণীয়—ভেজ ও ননভেজ দুই-ই মেলে; হোটেল মেট্রো বিল্ডিং-এ *H Madhura*-য় থালি মিলের সঙ্গে লস্যি; আরও যেতে নিরামিষ আহার্যের *Savera Restaurant;* 7 Moledina Rd-এ *The Sizzler*-এর আমিষ আহার্যেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। M G Rd-এর পারিবারিক পার্সি হোটেল *Marzorin*-এ কোল্ড কফি ও *Coffee House*টি সদাই ব্যস্ত রসনা মেটাতে। আর চীনা আহার্যের জন্য *Blue Diamond H*-টিও যথেষ্ট খ্যাত। তেমনই তন্দুরী ও চিকেন গ্রিলের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে ইস্ট স্ট্রিটের *Latif* বা *Kwality Restaurant*-এ। রেল স্টেশনের কাছে *Dreamland Hotel*-এ গুজরাটি থালি; আমির হোটেলের *Kabab Corner*-এ তন্দুরী; তেমনই *Dorabji*-র পুনে খ্যাতি আছে বিরিয়ানি ও কাবাব পরিষেবায়। তবুও যেন পুনে ভ্রমণে একান্তই উচিত হবে *Shrewberry* ও *Chivda*-র স্বাদ নেওয়া। রীতিমতো লাইনও পড়ে সকাল ৭টায় ইস্ট স্ট্রিটে সুখ্যাত বেকারী *Kakari*-র দোকানে।

মহাবালেশ্বর

১৩৭২ মি অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচুতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ভেন্না লেককে ঘিরে ১০ বর্গ কিমি জুড়ে পাহাড়ী শহর মহাবালেশ্বর। ১৩ শতকে যাদব রাজা সিংহান কৃষ্ণার জল জমাতে জলাধার গড়তে শহরের গোড়াপত্তন। আর নবরূপে আবিষ্কার Sir John Malcom-এর ১৮২৮এ। এমনকি ব্রিটিশরাজ মুম্বাই প্রেসিডেন্সির গ্রীষ্মাবাসও গড়ে মহাবালেশ্বর পাহাড়ে। গাছগাছালিতে ছাওয়া এর শান্ত স্নিগ্ধ রূপ খুবই পর্যটকপ্রিয়। মার্চ-জুনে পিঙ্গল তামাটে রঙ, আর মনসুনে (মধ্য-জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি) প্রকৃতি সবুজের গালিচা পাতে পাহাড়ভূমে। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, দেব মাহাত্ম্যেও উল্লেখ্য মহাবালেশ্বর। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে জুন হলেও মার্চ থেকে জুন ও অক্টোবর-নভেম্বর মাস রমণীয়। শীতের আধিক্য নেই, হাল্কা উলেনই যথেষ্ট। তবে, মনসুন (জুনের প্রথম থেকেই আরব সাগরীয় মৌসুমি বায়ু) বিঘ্ন ঘটায় ভ্রমণে। এমনকি অধিক বৃষ্টির জন্যে মনসুনে *Kulum* গাছে বাড়ি-ঘরের ছাদ ঢেকে রাখা হয়। বৃষ্টির গড় 6635 mm. মারাঠি, হিন্দী ও ইংরাজি—ত্রয়ীরই চল আছে। অতীতে কেবল হিন্দুদেরই প্রবেশাধিকার ছিল মহাবালেশ্বর পাহাড়ে। ১৮২৪এ জেনারেল লোডউইক ব্যতিক্রম ঘটান এ-প্রথার।

যদিও বিধ্বস্ত তবে আকর্ষণ কম নয় প্রতাপগড় দুর্গ-র। শহর থেকে ২১.৫ কিমি দূরে ১৬৫৬য় শিবাজীর হাতে তৈরি। ৪৫০ সিঁড়ি ভেঙে পথ উঠেছে ১৩০ মি উঁচু দুর্গে। মাঝপথে শিবাজীর আরাধ্যাদেবী ভবানীর মন্দির, আর রয়েছেন শিব দুর্গশিরে। মাটির নিচে গুপ্তপথ আজ লুপ্ত। নতুন করে মূর্তি হয়েছে শিবাজী মহারাজের ১৯৫৩র ৩০শে নভেম্বর। সেকালে এই দুর্গ ছিল অজেয়। পশ্চিম দিকের এক জায়গা থেকে কয়েদিদের দু'হাজার ফুট নিচু কোঙ্কন উপত্যকায় ফেলে দেওয়ার কল্পিত দৃশ্য আজও শিহরন জাগায়। এই দুর্গের পথেই আহমেদনগরের সুলতানের দূত আফজল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে শিবাজীর। শর্ত—অস্ত্র নেওয়া চলবে না, খোলা মনে খালি হাতে সাক্ষাৎ ঘটবে দুইয়ের। লঙ্ঘন করে উভয়েই। আফজল লুকিয়ে রাখা ছোরা দিয়ে আঘাত হানে শিবাজীকে। প্রত্যুত্তরে শিবাজীও বাঘনখ দিয়ে বধ করে আফজলকে। সমাধি হয়েছে মৃত্যুস্থানে আফজল ও তার দেহরক্ষীর। আর হয়েছে টাওয়ার, মুন্ডু যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল আফজলের।

আর আছে রবারস্ কেভ। জনশ্রুতি, অতীতে দৈত্যপুরী ছিল। পরবর্তীকালে শিবাজীর জেনারেল তানাজী আশ্রয় নেন এখানে। বিষাক্ত গ্যাসের জন্য ভেতরে ঢোকা মানা।

শহর থেকে ৫.২ কিমি দূরে মহাবালেশ্বরের দ্বিতীয় আকর্ষণ ১৩ শতকের কৃষ্ণাবাঈ মন্দির। যাদবরাজ সিং-হান-এর তৈরি। নানান রাজা-মহারাজা এমনকি শিবাজী মহারাজের হাতেও সংস্কার হয় মন্দির। তবে, পঞ্চগঙ্গা মন্দির নামে সমধিক খ্যাত। ৫টি ধারায় জল আসছে গো-মুখ থেকে। নাম তাদের—কৃষ্ণা, বৈষ্ণা, কোয়না, সাবিত্রী, গায়ত্রী। প্রবাদ, ৫ নদীর নিঃসৃত জলই এর উৎস। আর আছে সরস্বতী—৬০ বছর অন্তর, ভাগীরথী—১২ বছর অন্তর জল মেলে। খুবই পবিত্র এই জল, স্নানে পুণ্য হয়। মহাশিবরাত্রি জাঁকালো উৎসব।

এরই নিচুতে অতিবালেশ্বর ও মহাবালেশ্বর মন্দির। মন্দিরের নাম থেকে শহরের নাম মহাবালেশ্বর। অতিবল আর মহাবল দুই দৈত্য ভাই। এদের অত্যাচারে ব্রাহ্মণরা জর্জরিত। বিষ্ণু এলেন বধ করতে দৈত্যভাইদের। সহজেই

মারা পড়ে অতিবল বিষ্ণুর হাতে। মহাবলের বিক্রমের কাছে বিষ্ণুর মায়াও ব্যর্থ হতে মহাবল স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলে তাকে মেরে ফেলার জন্য। সে ইচ্ছা পূরণ করেন বিষ্ণু। আর সেই যুদ্ধকে বরণীয় করে তুলতে যুদ্ধক্ষেত্রেই গড়ে ওঠে মন্দির—অতিবালেশ্বর ও মহাবালেশ্বর। লোকশ্রুতি, আজও নাকি মহাবালেশ্বর মন্দিরের শয্যায় প্রতিরাত্রে দেবতার আবির্ভাব ঘটে। এদের নিচুতে রামেশ্বর মহারাজের মঠ।

শহরের আর এক আকর্ষণ ৩০-এরও অধিক ভিউ পয়েন্ট। ১২.৪ কিমি দূরে ১৩৪৭.৫ মি উঁচুতে **আর্থার সিট** বিউটি স্পট। আর্থার সিট থেকে জানালার মতো এক চিলতে ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান কোঙ্কন উপত্যকার শোভা মুগ্ধ করে। হাঁটাপথেই পড়ে সাহেবদের অতীতের শিকারভূমি **হান্টিং পয়েন্ট**। কায়না ভ্যালিও সুন্দর দৃশ্যমান। সাবিত্রী নদীও দেখে নেওয়া যায়। লাগোয়া **ইকো পয়েন্টে** ধ্বনি ফিরে আসে প্রতিধ্বনিত হয়ে। পাশেই **ম্যালকম পয়েন্ট**। অদূরেই **টাইগার স্প্রিং**। লোকশ্রুতি, বাঘেরা আজও আসে জল খেতে। বাজার থেকে ২ কিমি দূরের **উইলসন পয়েন্ট**-এরও প্রশস্তি প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য। মহাবালেশ্বরে উচ্চতমও (১৪৩৫.৬০ মি) উইলসন। সূর্যোদয়ও সুন্দর দেখায় উইলসন থেকে। অদূরেই **মাংকিস পয়েন্ট**। নামের মাহাত্ম্য —চোখ-কান-মুখে হাত তিন বাঁদরের মতো তিন পাহাড়। ক্যাসেল রক, সাবিত্রী পয়েন্ট, মারজোরী পয়েন্ট, আল্পসটন পয়েন্টথেকেও দেখে নেওয়া যায় মহাবালেশ্বরের প্রকৃতি। ৪.৬ কিমি দূরে ১২৯৪ মি উঁচু **মুম্বাই পয়েন্ট**থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্য নয়নাভিরাম। প্রতাপগড়ও দৃশ্যমান।

প্রকৃতির পূজারী ব্রিটিশের অবদান ভিউ পয়েন্টরয়েছে আরও নানান মহাবালেশ্বরে। ৪.৮ কিমি দূরে ১২৩৯ মি উঁচুতে **লোডউইক পয়েন্ট**—১৮৪২-এ মহাবালেশ্বরের প্রথম ব্রিটিশ জেনারেল লোডউইকের স্মারকরূপে মনুমেন্ট হয়েছে। ৯.৬ কিমি দূরে **এলফিনস্টোন পয়েন্ট**থেকে কোঙ্কন উপত্যকার দৃশ্য; ৩.২ কিমি দূরে কায়না ভ্যালির দৃশ্য ও চীনাম্যান ফলস-এর জন্য **বেবিংটন পয়েন্ট**; কৃষ্ণা ভ্যালির সৌন্দর্যের সাথে হাতির মাথারূপী পাহাড়ের জন্য ৬.৮ কিমি দূরে **কেটীস পয়েন্ট**, ইকোও হচ্ছে প্রতিটি শব্দ—বয়ে চলেছে রিবনের মতো কৃষ্ণা নদী; পাঞ্চগনীর পথে ৬ কিমি যেতে মহাবালেশ্বরের অন্যতম বৃহত্তম **লিঙ্গমালা ফলস**; কৃষ্ণা ও কায়নাভ্যালির প্রকৃতির জন্য ৩.৮ কিমি দূরে ১৩৯৫ মি উঁচু **কনট পিক**; ৩.২ কিমি দূরে **হেলেনস পয়েন্ট**; ২.৪ কিমি দূরে **ভেন্না লেকে** ফিসিং ও বোটিং; কর্নার পয়েন্ট; ফোকল্যান্ড পয়েন্ট—এদেরও প্রসিদ্ধি আছে। আর ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গী করুন জ্যাম ও জেলি মহাবালেশ্বর থেকে। তেমনই কৃষ্ণা নদীর ব্যাক ওয়াটারে গড়া ২৫ কিমি দূরে মহাবালেশ্বরের মিনি কাশ্মীর তাপোলা-ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

কনডাকটেড ট্যুর : MTDC হলিডে রিসর্ট থেকে ৭-০০টায় প্রতাপগড়, ১৪-৩০টায় মহাবালেশ্বর, ১১-০০টায় পাঞ্চগনী যাচ্ছে পৃথক পৃথক ট্যুরে। প্রতি ট্যুরের ভাড়া ৫৫ করে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণেরও ব্যবস্থা আছে প্রতাপগড় ও শহর দেখাবার। আর যাচ্ছে ট্যাক্সি—প্রতিটি সফর ১৫০ হারে।

রেল ও বিমান যাত্রীদের ১২৩.৭ কিমি দূরের পুনে পৌঁছে বাস বা ট্যাক্সিতে ৩½ ঘণ্টায় মহাবালেশ্বর চলা উচিত হবে। পুনে রেল স্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ও শেয়ার ট্যাক্সি যাচ্ছে মহাবালেশ্বরে। আবার মুম্বাই থেকেও ৭ ঘণ্টায় ট্যাক্সি/বাস/ MTDC-র লাক্সারি কোচ আসছে ২৩৭.৭ কিমি দূরের মহাবালেশ্বরে মাহাড হয়ে। ৭-০০টায় ছেড়ে মহাবালেশ্বরে পৌঁছায় ১৩-৩০টায়, মুম্বাই যাচ্ছে ১৫-০০টায় ছেড়ে ২১-৩০এ। বাস আসছে নিকটতম রেল স্টেশন পুনে-কোলহাপুর সড়কের ৫৭.৩ কিমি দূরের সাতারা জেলার সদর ২৩০০ ফুট উঁচু সাতারা থেকে ১ ঘণ্টায়। বাস আসছে পাঞ্চগনী ১৯.৪, মাহাড ৬০.৪, কোলহাপুর ১৯৫.৪ কিমি থেকেও। আবার সাতারা/ কোলহাপুর হয়ে চলা যেতে পারে ৪৩০ কিমি দূরের পানাজিতেও। পাঞ্চগনী-পানাজি বাসও যাচ্ছে সাঁঝে মহাবালেশ্বর ছেড়ে ১৩ ঘণ্টায় পানাজি।

অত্যুৎসাহীরা পুনে-মহাবালেশ্বর পথে মহাভারতের ওয়াই-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। কৃষ্ণার বাম পাড়ে গণেশ, শিব ও লক্ষ্মীর প্রাচীন মন্দির রয়েছে ওয়াই-এ। ওয়াই-এর ৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে পাণ্ডবগড়।

শহরের কেন্দ্রস্থলে বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে রূপ পেয়েছে হোটেল মহাবালেশ্বরে। AP ও EP উভয় প্রথাতেই ঘর মেলে। সিজন ও অফ-সিজনও আছে মহাবালেশ্বরের হোটেলে। এপ্রিল থেকে জুন ও দেওয়ালী সিজন আর বাকি বছরই অফ-সিজন অর্থাৎ রেট নামে আধায়। মনসুনে বন্ধও থাকে নানান হোটেল। Mahabaleshwar-412806, STD 02168-এ বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে—*H Rajesh*, AP-S ১৭৫-৩২৫; *H Blue Heaven*, S ২০০-২৫০; *H Anupam, Relax L, Savoy H*, AP-S ২৭৫-৩২৫; *Dave H, Fredarick H*, ✆ 60665, AP-D ১৭৫০; *Dind H*, AP-S ৩৫০-৪৫০; *H Ananda-Van-Bhuvan*, Dutchess Rd-412806, ✆ 60030, AP-D ৬০০-৮৫০।

বাস স্ট্যান্ডের পিছনে—*Dreamland H*, ✆ 60228, AP-S ৬৫০, D ১২০০, স্যুইট ২৫৫০; *H Panorama*, Poonam Chowk, D ৬০০-৮৫০, স্যুইট ১২০০-২০০০। বাঁ হাতি Mahad Rd-412806-এ—*H Bombay Vihar, Executive Inn*, LCD Souza; *H Regal*, ✆ 60001, AP-D ৮৫০-১৫০০, স্যুইট ২৫০০-৩৫০০; *H Satkar*, AP-S ৩২৫-৪৫০; *Grand H*, AP-S ২৫০-৩৭৫; *Fountain H*, near Paris Gymkhana-4, ✆ 60227, AP-D ৮৫০-২০০০; *Belmount Park Hill Resort*, Wilson Point, ✆ 60414, AP-S ৬০০, ৮৫০, ১০৫০; *Paradise H, Shreyas H, Apsara H*, Holiday Resort Rd, S ৩২৫-৪৫০। ডানহাতি Dr Sabane Rd-6-এ—*Sangam L, Shri New Vyankatesh L*, S ২২৫, D ৪২৫, FR ৬০০; *Deluxe/ Super Deluxe*, DAB ২৭৫-৪২৫; *Shivaprasad L, Ajantha L*, S ২০০, D ৩২৫; *Ratnadeep L, Sagar L, H Kapri, H Poonam*, D ২৭৫-৪৫০; ছাড়াও হোটেল রয়েছে নানান।

আর রয়েছে মহাবালেশ্বরে *Valley View Resort,* near Market, Valley View Rd-6, ✆ 60066, AP-D ২০০০৲ A/c ২২৫০-২৫০০৲ স্যুইট ৩৭৫০৲; *H Sashi,* near Mkt; *Dina H; H Saraswati,* Marie Peth, D ৪৫০-৬০০৲; *H Krishna,* opp Holiday Resort, ✆ 60253, S ৬০০৲ D ৮০০৲ T ৯০০৲ স্যুইট ১৫০০৲; *Blue Park H,* Lodwick Point Rd, AP-S ৪৫০৲; *H May Fair,* Maytt Rd-6, AP-S ৬৫০৲; *H Lake View,* Satara Rd-6, ✆ 60160, DAB ৬৫০-১২৫০৲ A/c ১৭৫০৲; *H Tree Shade,* near Holiday Resort, AP-S ৩৭৫-৪৫০৲; *Brightland Holiday Village,* Kates Point Rd, অবু: Mumbai ✆ 2872590, D ১২৫০৲ স্যুইট (চার বেডের) ২০০০৲ A/c ২৫০০৲; *Giri Vihar H,* S ২৫০-৪২৫৲; *Shalimar H,* S ২২৫৲; *Aram H,* AP-S ২৭৫-৪২৫৲; *Anarkali H,* Kasam Sajan Rd-6, ✆ 60800, DAB ১২৫০-২০০০৲ স্যুইট ২৭৫০-৩০০০৲ এদের মুম্বাই বুকিং: ✆ 4221536, Pubala Sadan, opp Century Bazar, Mumbai-25; *Shanti Sadan H,* Marie Peth; *Nells H, Ripon H, Tribeni L, Modern H, Bharat H, Race View, Ritz, Green Lands, Strawberry Country,* 19/18, B-2, Metgutad, Panchgani-Mahabaleshwar Rd, DAB ৮০০৲ ছাড়াও নানান হোটেল আছে মহাবালেশ্বরে।

আর আছে *হলিডে হোম, রেস্ট হাউস, ওল্ড গভর্নমেন্ট হাউস এস্টেট, হিরদা-ফরেস্ট বাংলো, VIP লিঙ্গমালা ফরেস্ট রেস্ট হাউস* ও বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে MTDC-র *Holiday Resort,* Mahabaleshwar, Dist-Satara, ✆ 60318, ৩৪টি ৩ বেডের স্যুইট ৪০০৲ ১টি ৪ বেডের কটেজ ৭০০৲ ৪টি ৪ বেডের গার্ডেন স্যুইট ৬৫০৲ ২৮টি ৩ বেডের A-type কটেজ ৫০০৲ ২টি ৩ বেডের ৪০০৲ ৭০০৲ ২৭টি ২ বেডের গার্ডেন স্যুইট ৩০০৲ ২ বেডের কমন বাথ ২০০৲ ৩০০৲ ডর্মি ৫০৲ বিছানা ছাড়া ২০৲। তবে মিড অক্টোবর থেকে মিড জানুয়ারি পিক সিজন রেট বাড়ে দেড়ারও বেশি।

আর আহার্যে বাজার পয়েন্টে *শের-ই-পাঞ্জাব*-এর ননভেজ মিলের যথেষ্ট প্রশস্তি। তেমনই, হোটেল আছে আরও নানান ভেজ ও নন ভেজ মিলের ব্যবস্থা নিয়ে মহাবালেশ্বরে।

কেনাকাটা: স্মারকরূপে সঙ্গী করুন সুদৃশ্য ছড়ি ও মধু মহাবালেশ্বরের দোকানপাটে।

পাঞ্চগনী

দার্জিলিং পাহাড়ের যেমন কার্শিয়াং, সিমলার যেমন সোলন, উটির যেমন কুন্নুর, তেমনই মহাবালেশ্বরের পাঞ্চগনী। *Mecca of Maharashtra* বলে থাকে লোকে পাঞ্চগনীকে। পুনে-মহাবালেশ্বর পথে পুনে থেকে ১০২, মহাভারতের ওয়াই থেকে ১১ আর মহাবালেশ্বরের ১৯.৪ কিমি আগেই ১৩৩৪ মি উঁচুতে মহারাষ্ট্রের আর এক পাহাড়ী শহর পাঞ্চগনী। পুনে-মহাবালেশ্বর বাস যাচ্ছে পাঞ্চগনী হয়ে। ৫টা পাহাড় নিয়ে ৬ বর্গ কিমি জুড়ে শহর—নামও তাই *পাঞ্চগনী*। সিলভার ওক আর ঝাউয়ে ছাওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর। জলবায়ুও মনোরম। তবে, বৃষ্টির আধিক্য আছে—চেরাপুঞ্জির পরেই এর স্থান।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের কথা—প্রথম ব্রিটিশ John Chession বসতি গড়ে, ১৮৮২তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪। সঙ্গে আসে মুম্বাই থেকে পার্সি সম্প্রদায় পাঞ্চগনীতে। জলবায়ুর গুণে T B (Bel-Air) Sanatorium হয়েছে। পাঞ্চগনীর মধুরও প্রশস্তি আছে। তেমনই প্রশস্তি পাঞ্চগনী মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন, চিলড্রেন্স পার্ক, ফুল বাগিচার। এমনকি পাঞ্চগনীর ফুলের প্রেমে পড়ে অনেক মহাবালেশ্বর যাত্রীর পাঞ্চগনীতেই যাত্রায় বিরতি ঘটে। বাস স্ট্যান্ড থেকে মহাবালেশ্বরমুখী ১ কিমি দূরের পার্সি পয়েন্টের নৈসর্গিক শোভার তুলনা হয় না। ১½ কিমি পুবে শহরের শিরে টেবল ল্যান্ডও আর এক সুন্দর ভিউ পয়েন্ট। শহর থেকে সিডনি পয়েন্ট ১, হ্যারিসন পয়েন্ট ৪, রাজপুরী গুহা ৬, গ্রোভস পয়েন্ট ৬, বেবী পয়েন্ট ১½, কচবাওয়ারী পয়েন্ট ১, মেহেরবাবা গুহা ১, ডেভিলস কিচেন ১½ কিমি দূরে—সুবিধামত এগুলিও দেখে নেওয়া উচিত হবে পাঞ্চগনী পর্যটকদের। বেড়াবার মরসুম মহাবালেশ্বরেরই মতো।

Chesson Rd-412805, STD 02168-এ—*Aman H,* S ১৫০-৩২৫৲ D ২৭৫-৪৫০৲; *Ananda Bhawan H, H Enfield, Panchgani G H.* Main Rd-এ—*Garden H,* DAB ৩০০-৪৭৫৲ ডর্মি ৬০/১০০৲; *Gujarat L; Prakash H, Purohit Holiday Home.* Ring Rd-এ—*Prospect H,* AP-S ৪৫০৲ করে; *Jerroz H,* DAB ৬০০৲ FAB ৮০০৲; *H Palazzo.* Dr Billimoria Rd-এ—*H Ambassador; Western H,* DAB ৪৫০-৬২৫৲। Dr Ambedkar Rd-এ—*Sonu Palace.* S T Stand-এ—*H Simla,* S ১৭৫-৩২৫৲ D ২৭৫-৪২৫৲। আর আছে *Mount View H,* DAB ৪০০৲ FR ৬০০৲; *Yazdan H, Suvidha L, H Gitanjali, H Apsara, H Nataraj, H May Flower, H Silver Oak, Malas G H* ছাড়াও নানান। MTDC-র *H Five Hills,* ✆ 41086, DAB ৫৫০৲ ৮০০৲ স্যুইট ১৪০০৲।

আর আছে *গুজরাটি ধরমশালা,* অবু : Panchgani Stores, Panchgani; এদের মুম্বাইতেবুকিং : Sri A P Gurodia, Takiwala Building, 102 Banian Rd-400003.

পুনে-পাঞ্চগনী পথের আর এক আকর্ষণ পীর সাহেবের দরগা। পুনে থেকে ঘণ্টাখানেকের পথে NH 4-এ ইচ্ছাপূরণের জন্য এর প্রসিদ্ধি। আর আছে অলৌকিক পাথর। এক নিশ্বাসে পীরবাবার নাম করে ১১ জন পুরুষের আঙুল স্পর্শে শূন্যে ওঠে এই পাথরখণ্ড। আবার মহাবালেশ্বর থেকে ৬৪, মুম্বাই-এর ১৮৩ কিমি দূরে মহাবালেশ্বর-মুম্বাই পথে মাহাড-এর পর্যটক আকর্ষণও কম নয়; পুনের দূরত্ব ৯৯ কিমি। মাহাডের মূল আকর্ষণ ২৭ কিমি দূরে ছত্রপতি শিবাজীর রাজধানী তথা রায়গড় দুর্গ। ১৬৬৪ থেকে ১৬৮০ শিবাজী মহারাজের রাজধানী ছিল রায়গড়ে। এছাড়াও রয়েছে মাহাডকে ঘিরে ৫ কিমি দূরে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ, ৩ কিমি দূরে বৌদ্ধগুহা—চলার পথে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। MTDC-র *Holiday Resort,* Raigad, D ১০০৲ F ২০০৲ বিছানা ছাড়া ডর্মিতে ২০ টাকায় থাকার ব্যবস্থা মেলে।

সাতারা

পুনে-কোলহাপুর-পানাজি পথে মহাবালেশ্বরের ৫৭.৩ কিমি দূরে ১৭০৭ থেকে ১৭৪৯এ ছত্রপতি শিবাজীর নাতি শাহু মহারাজের রাজধানী তথা আজকের জেলাসদর সাতারাও বেড়িয়ে নেওয়া যায় চলার পথে। কোলহাপুরের দূরত্ব ১২৮ কিমি। নানান মন্দির ও শহরের দক্ষিণে দুর্গও (Wasota Fort) আছে সাতারায়। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে শিবাজী মহারাজ মিউজিয়ম। শিবাজীর বসন, ভূষণ, তরবারি এমনকি বাঘ নখটিও প্রদর্শিত হয়েছে নতুন প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রদর্শনশালায়। হোটেলও আছে নানান সাতারায়। তেমনই Karad-এ আছে **H Sangam*, P B Rd, S ১৭৫, D ২৫০, A/c S ৩৫০, D ৪০০, স্যুইট ৬৫০। মহাবালেশ্বর থেকে পানাজি যাত্রায় সহজতম পথও সাতারা হয়ে। মুম্বাই-কোলহাপুরের প্রতিটা ট্রেন সাতারা হয়ে যাচ্ছে। বাসও চলে মুহুর্মুহু এপথে। বাস যাচ্ছে মুম্বাই, পুনে, কোলহাপুর, পানাজি ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে সাতারা থেকে।

কোলহাপুর

পঞ্চগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর-গোয়া জাতীয় সড়কে ৫৫০ মি উঁচুতে মারাঠা রাজার রাজধানী কোলহাপুর শহর। তীর্থযাত্রীদের কাছে কোলহাপুর অতি পবিত্র স্থান। ৫১ পীঠের এক পীঠ—সতীর তৃতীয় নয়ন পড়ে কোলহাপুরে। অতীতে নাম ছিল করবীর। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কাশী নামেও খ্যাত এই কোলহাপুর। স্বাস্থ্যকর জায়গা রূপেও এর প্রশস্তি আছে। তেমনই প্রশস্তি কোলাপুরী চপ্পলের। ৯ শতকে তৈরি কোলহাপুরের কারুকার্য-মণ্ডিত মহালক্ষ্মী মন্দির-টি খুবই সুন্দর। ছোট-বড় অসংখ্য স্তম্ভের উপর মন্দিরটি দাঁড়িয়ে। উত্তর-দক্ষিণ ও পুব-পশ্চিমে সুবিশাল তোরণ। দক্ষিণমুখী দেবী মহালক্ষ্মী মূল মন্দিরে। আরও নানান দেবতা রয়েছেন মন্দিরে। এছাড়াও বিনখাম্বা গণপতি মন্দির, ব্রহ্মেশ্বর মন্দির, খোল খোন্দবা, তেম্বলাই, জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরগুলিরও প্রসিদ্ধি সারা দক্ষিণ জুড়ে। কোলহাপুরের জৈন মন্দির, জৈনস্বামী মঠ, শঙ্করাচার্য মঠ, বুবুজামল দরগার আকর্ষণও তীর্থযাত্রীদের কাছে কম নয়।

৬৩৪এ চালুক্যরাজ কর্ণদেবের তৈরি মহালক্ষ্মী মন্দিরের পাশে ২০০ বছরের প্রাচীন রাজোয়াড়ায় আজ স্কুল বসেছে। আর আছে মারাঠাদের উপাস্য দেবতা দেবী ভবানীর মন্দির। রণকলা লেকটির পরিবেশ সুন্দর। উত্তর পাড়ে শালিনী প্যালেস। এছাড়া টাউন হল, কোটিতীর্থ—তীর্থযাত্রী ও পর্যটক দুইয়েরই কাছে আকর্ষণীয়। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের বংশধর এরা। সর্বশেষ মহারাজা মেজর জেনারেল শাহজী ছত্রপতি দ্বিতীয়র মৃত্যু ঘটে ১৯৮৩তে।

কোলহাপুরের আর এক মাহাত্ম্য ব্রহ্মপুরী টিলার গায়ে পঞ্চগঙ্গার ঘাট—স্নানে পুণ্য হয়। অদূরেই শিবাজী মহারাজ ও শম্ভাজীর সমাধি, ছত্রীশ হয়েছে। আর আছে কোলহাপুরে নতুন ও পুরাতন রাজোয়াড়া অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ। পুরাতনে অষ্টভুজাকার ক্লক টাওয়ার, জমকালো দরবার হল ছাড়াও রয়েছে শাহজী পরিবারের নানান সংগ্রহ নিয়ে শাহজী ছত্রপতি মিউজিয়ম। তেমনই আছে বাঘের পায়ের অ্যাশট্রে, হাতির পায়ের কফি-টেবল, অসট্রিচ পাখির পায়ে-তৈরি বাতিদান মিউজিয়মে। W R Waghela-র আঁকা তৈলচিত্রের নারী আজও তাকিয়ে আছে আপনার পানে—ছবিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ট্যুরিস্ট হোটেল থেকে ৬৫ টাকায় ১০—১৭-৩০টায় জ্যোতিবা, পানহালা সহ কোলহাপুর দর্শন করিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে। MTDCও রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ও ব্যবস্থা রেখেছে কোলহাপুর দর্শনের। আবার অটোয় বা বাসে বাসেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় কোলহাপুর তথা পানহালা। মুম্বাইও যাচ্ছে MTDC-র লাক্সারি কোচ ২১-০০টায় ছেড়ে ১০½ ঘণ্টায়। রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড ১ কিমির ব্যবধানে কোলহাপুরে।

পুনে থেকে ২২৫ আর মিরাজের ৪৮ কিমি দূরে পুনে-মিরাজ রেলপথে কোলহাপুর স্টেশন। ট্রেন আসছে মুম্বাই, পুনে, মিরাজ, চেন্নাই, নাগপুর থেকেও কোলহাপুরে। বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে পশ্চিম ভারতের দিগ্বিদিকের সঙ্গে কোলহাপুর থেকে। বাস যাচ্ছে পুনে, মহাবালেশ্বর, সাতারা, রত্নগিরি, বিজাপুর, বেলগাঁও ছাড়াও নানান দিকে। অগ্রিম টিকিটও মেলে এসব বাসে। মুম্বাই ৩৯৫-পানাজি ৩৭৫ কিমি বাসও যাচ্ছে কোলহাপুর হয়ে। গোয়া থেকে ফেরার পথে কোলহাপুর বেড়িয়ে সাতারা হয়ে ঘণ্টা পাঁচেকে মহাবালেশ্বর বা পুনে আবার মুম্বাইও চলা যেতে পারে বাসে। কলকাতা যাত্রীদের সরাসরি যাত্রায় দাদারে ট্রেন বদল করে মুম্বাই CST থেকে ৮-৪৫এ কয়না এক্স, ১৭-৪৫এ সহ্যাদ্রি এক্স, ২০-২৫এ মহালক্ষ্মী এক্সে যথাক্রমে ৯-০০, ১৭-৫০, ২০-৪০এ দাদারে বা ১৩-৩০, ২২-২৫, ১-০০টায় পুনে-য় চেপে কোলহাপুর চলাই সহজতম পথ। সরাসরি ট্রেনও যাচ্ছে সাপ্তাহিক আজাদহিন্দ এক্স হাওড়া থেকে পুনে।

আবার কোলহাপুর থেকে ২৫ কিমি দূরে ব্রহ্মপুরী টিলার পারে পঞ্চগঙ্গার সেতু পেরিয়ে মনোরম শৈলশহর ২৭৩ ফুট উঁচু পানহালা-য় রাজা ভোজ (১১৯২) দ্বিতীয়ের ঐতিহাসিক দুর্গ, অদূরে পাওয়ালা গুহাও দেখে নিতে পারেন। তেমনই ১১২ কিমি দূরের বিশালগড় দুর্গও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। জনশ্রুতি, মুনি পরাশরের বাসও ছিল পানহালায়।

কোলহাপুর থেকে ৮০ কিমি দূরে সিন্ধু দুর্গ ও কোলহাপুর জেলার সীমান্ত জুড়ে রাধানগরী ড্যাম। শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে ড্যামের নীল জলে লেক—লেককে ঘিরে ৩৫১ বর্গ কিমি জুড়ে দাজিপুর বাইসন স্যাঙ্কচুয়ারি। ডিসেম্বর থেকে জুন মাসে গৌর তথা বাইসন দেখতে যাত্রী আসেন ৪৯০ কিমি দূরের মুম্বাই থেকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *MTDC*-র *Dajipur Resort*, Dist-Kolhapur, ✆ (02321) 34080, DAB ১৫০, ডর্মি ৪০, চার বেডের তাঁবু ১৫০ টাকায়; নিরামিষ আহার মেলে ক্যান্টিনে।

পানহালাতে MTDC-র *Holiday Resort*, Panhala, Dist-Kolhapur, ✆ (02328) 35048, DAB ২০০, চার বেডের ৩০০, তাঁবু ১৫০, ডর্মিতে ৫০, ছাড়াও নানান হোটেল ও লজ মেলে।

Kolhapur-416001, STD 0231-এ রেল স্টেশনের বামে Station Rd-1-এ—*H Amir*, *H Gokul*, SAB ১৭৫, DCB ২৫০, DAB ৩০০, TAB ৩৫০, ডর্মি ৫০; *H Panchali*, 517A/2, Shivaji Park, ✆ 660660, S ৩৫০-৪৫০, D ৪০০-৬৫০, A/c D ৬০০-৮০০, স্যুইট ৮৫০; *Ambassador*, *Shreyas L*, *Niagara L*; আর ডানহাতি ৫ মিনিটের পথে, বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে—New Shahupuri-1-এ—*H Samrat*, S ১৭৫-২৫০, D ২২৫-৩৫০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; **Tourist H*, 204E, New Shahupuri, Station Rd, ✆ 650421, S ২২৫, D ২৭৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০; *H Sahyadri*, D ২০০-৩২৫; *H Ananda Malhar*, D ২০০; *H Maharaja*, SAB ১০০, DCB ১৫০, DAB ২৫০, FR ৩৫০; *H Girish*, S ১৫০, D ২৫০; *H Pathik*; বাস ও রেল থেকে ৫ কিমি দূরে লেকের পাড়ে পুরাতন প্রাসাদ বাড়িতে **H Shalini Palace*, Rankala, A Ward-10, ✆ 20401, S ২৫০, D ৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০-৮৫০; *H International*, D ২২৫, স্যুইট ৩৫০, A/c D ৩২৫; *H Tapasya*, Kawala Naka, S ১০০, D ১৭৫; **H Pearl*, ✆ 650451, SAB ৩৫০, DAB ৫২৫, A/c S ৫৫০, D ৬৫০-৮০০।

এছাড়াও হোটেল রয়েছে সারা শহরময়—**Hotel R R Sheratan*, 1608 A-Ward, Tarabai Rd-1; *H Rajhansha*, 1098-C, Bindu Chowk, R1 B1½, SCB ৬০, SAB ৮৫, DCB ১০০, DAB ১৫০; **H Woodlands*, 204-B, E Ward, Tarabai Park-1, ✆ 650941, S ২৫০-৩৫০, D ৩০০-৪৬০, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *H Opal*, 2104-E, Pune-Bangalore Rd-1, D ১৫০-২৫০, স্যুইট ২৭৫-৩৭৫; **H Baishali Delux*, 39/A-2, Tarabai Park-3; *H Parag*, 597-E Ward, Shahupuri-1; *H Lishan*, 482/D, Ward E, S ২০০, D ৩০০, A/c S ৩৭৫, D ৪৭৫; *Meghna*, *H Anand*, *H Danat*, New Mkt Yard; *Sangam L*, Laxmipuri. আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম, CH, RH,* অবু: EE, Kolhapur. এছাড়াও সাধারণ হোটেল, লজ ও ধরমশালা আছে নানান শহর তথা ভবানী মণ্ডপকে ঘিরে কোলহাপুরে।

আবার কোলহাপুর থেকে ১৫২, গোয়া ১৩০, রত্নগিরি ২২০, মুম্বাই ৫১০, আর বেলগাঁও-এর ১৬৪ কিমি দূরে রত্নগিরি জেলায় মালভান সামুদ্রিক শহরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। ঝাউ-নারকেল-কাঁঠাল-আমে ছাওয়া রুপোলি বালুকাবেলা। ২ কিমি দূরে লাইট হাউস, শ্রীদেবী ও রামেশ্বর মন্দিরও আছে মালভানে।

মালভান-এর আর এক আকর্ষণ ১½ কিমি দূরে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বীপাকার শৈলশিখরে শতাধিক পর্তুগিজ বিশেষজ্ঞের সহায়তায় শিবাজীর গড়া সিন্ধুদুরগ বা ওশন ফোর্ট। রাজধানীও হয় শিবাজী মহারাজের ১২ ফুট চওড়া, ৩০ ফুট উঁচু, ২ কিমি দীর্ঘ প্রাচীরে ঘেরা ১৮ একর ব্যাপ্ত দুর্গ। ১৮১২য় ব্রিটিশের দখলে যেতে নামান্তর ঘটে হয় ফোর্ট অগাস্টাস। তবে, অতীত আজও অমলিন। শিবাজীর পুত্র রাজারাম-এর তৈরি শ্রীশিবচক্রপতি মন্দিরে শিবাজী মহারাজের পূজা হয় আজও। মূর্তি হয়েছে কালো মর্মরে শিবাজী মহারাজের। আর আছে মারুতি, মহাদেব, জরিমাঈ, ভবানী মন্দির ছাড়াও সাগরবেলা ও প্রাচীন দুর্গ সিন্ধুদুরগে। তেমনই ৩ কিমি দূরে মারাঠা নেভির জাহাজ কারখানা পদমাগড়; ৩ কিমি দূরে সারেজকোট অর্থাৎ পোতাশ্রয় তথা কালাভলি খাঁড়ির মুখে টিলার টঙে জাহাজ তৈরির আর এক কারখানা দেখে নেওয়া যায়।

জলগাঁও

হাওড়া-মুম্বাই, দিল্লী-মুম্বাই ও দিল্লী-চেন্নাই রেলপথের এক গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন জলগাঁও। নাগপুর-মুম্বাই বিদর্ভ এক্স, নাগপুর-দাদার সেবাগ্রাম এক্স; মহারাষ্ট্র এক্স, চেন্নাই-আমেদাবাদ নবজীবন এক্স, আগ্রা/এলাহাবাদ-কারলা এক্স, পুরী-আমেদাবাদ এক্স, পুরী-ওখা এক্স, দাদার-গোরক্ষপুর এক্স, তাপ্তী-গঙ্গা এক্স, পাঞ্জাব মেল, অমৃতসর-দাদার, কুশীনগর এক্স, বেরিলি-দাদার এক্স, ঝিলাম এক্সও যাচ্ছে জলগাঁও হয়ে। মুম্বাই মেল ১৯-২০, কারলা এক্স ১০-৪৫, আমেদাবাদ এক্স ২০-৩০এ হাওড়া ছেড়ে পরদিন যথাক্রমে ২৩-৩০, ২০-৫৫, ৩-৪৫এ জলগাঁও যাচ্ছে। গীতাঞ্জলির স্টপ নেই জলগাঁও-এ। দূরত্ব কলকাতা থেকে ১৫৪৯, মুম্বাই ৪১৯ কিমি। উচিত হবে মুম্বাই-এর পথে জলগাঁও নেমে অটো বা টাঙায় বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসে-বাসে অজন্তা ও ইলোরা দেখে চলা। জলগাঁও রেল স্টেশন থেকে অজন্তা গুহার দূরত্ব ৫৯ কিমি, বাস যাচ্ছে ২ ঘণ্টায়। তবে জলগাঁও-ঔরঙ্গাবাদ সার্ভিস (ঘণ্টায় ঘণ্টায়) বাস গুহা থেকে ২ কিমি দূরে জাতীয় সড়কে নামিয়ে দেয়। তাই অজন্তা গুহা যাত্রীদের উচিত হবে অজন্তার বাসে চড়া। আর ১২-২৫এ হাওড়া ছাড়া গীতাঞ্জলির যাত্রীরা ১৩-৩৫এ জলগাঁও-এর ২৫ কিমি আগে ভুসুয়ালে নেমে ভুসুয়াল থেকেই বাসে ফর্দাপুর হয়ে ৩ ঘণ্টায় ৮০ কিমি দূরের অজন্তা পৌঁছে যান। রবিবার ১৫-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে সাপ্তাহিক হাওড়া-পুনে আজাদ হিন্দ এক্সও পরদিন ১৮-২৫এ ভুসুয়াল পৌঁছে পুনে যাচ্ছে। 3003 হাওড়া-মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদ ২০-০০টায় হাওড়া ছেড়ে পরের পরদিন ৩-০৫এ জলগাঁও পৌঁছে মুম্বাই সিএসটি যাচ্ছে ১১-৩৫এ। সঙ্গের জিনিসপত্র গুহামুখের ক্লোকরুম বা ঝুপড়ির দোকানপাটে রেখে অজন্তা দেখে নতুন করে বাসে চলুন ঔরঙ্গাবাদ। এপথের দূরত্ব ১০৩ কিমি, ½ ঘণ্টা অন্তর বাস; ৩ ঘণ্টার পথ। ট্যাক্সি ও ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও মেলে এপথে। ঔরঙ্গাবাদে রাত কাটিয়ে পরদিন ইলোরা ও ঔরঙ্গাবাদ বেড়িয়ে মনমদ হয়ে সির্ধি/নাসিক বেড়িয়ে মুম্বাইও যাওয়া যেতে পারে। বা ঔরঙ্গাবাদ থেকেই বাসে ২২৬ কিমি দূরের পুনে চলুন। পুনে থেকে মহাবালেশ্বর বেড়িয়ে সাতারা হয়ে গোয়ায় পৌঁছে যান। সরকারি ও বেসরকারি বাস যাচ্ছে পুনে/ সাতারা থেকে পানাজি। ট্রেনও যাচ্ছে মুম্বাই থেকে আসা মিরাজ এক্স ও হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আসা গোয়া এক্স পুনে হয়ে; আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ছে পুনে থেকেই। গোয়া বেড়িয়ে পানাজি থেকে লঞ্চে ৭ ঘণ্টায় মুম্বাই। তেমনই সরাসরি মুম্বাই পৌঁছে মুম্বাই-গোয়া-মহাবালেশ্বর-পুনে-ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা বেড়িয়ে জলগাঁও পৌঁছে সাঙ্গ করা যেতে পারে এ-সফর। আবার জলগাঁও থেকে ৭৯ কিমি দূরে মধ্য প্রদেশের বারহানপুর বেড়িয়ে খাণ্ডোয়া হয়ে ইন্দোর বা ইটারসি হয়ে ভূপাল অর্থাৎ মধ্য প্রদেশেও চলা যেতে পারে।

Delhi-Agra-Gwalior-Indore-Nasik-Mumbai

0 Km	Delhi	
89 "	Hodal	
147 "	Mathura	
	To Vrindaban	10 km
	" Dig	31 km
	" Bereilly	204 km
203 "	Agra	
	To Bharatpur	56 km
	" Jaipur	232 km
263 "	River Chambal	
321 "	Gwalior	
330 "	Road Jn	
	To Jhansi	94 km
379 "	River Parvati	
417 "	Satanwara	
	Shivpuri N P begins	
426 "	Shivpuri N P ends	
433 "	Shivpuri	
	To Sawai Madhopur	189 km
468 "	Lukwasa	
	To Sanchi	234 km
627 "	Binora	
	To Jhalawar	137 km
	" Kotah	225 km
737 "	Maksi	
	To Ujjain	39 km
772 "	Dewas	
	To Bhopal	151 km
807 "	Indore	
	To Mandu	97 km
	" Ujjain	55 km
	" Chittor	328 km
	" Burhanpur	200 km
874 "	Road Jn	
	To Mandu	42 km
	" Dhar	47 km
885 "	Dhamnod	
	To Maheshwar	13 km
	" Mandhata (Omkareshwar)	74 km
932 "	Julwania	
	To Bagh	91 km
975 "	MP/Maharashtra Border	
1005 "	Road Jn	
	To Burhanpur	148 km
1066 "	Dhulia	
	To Nagpur/Nasik/Surat	
1118 "	River Gima	
	To Manmad	34 km
1158 "	Chandore	
	To Manmad	25 km
	" Aurangabad	155 km
1222 "	Nasik	
	To Trimbak	28 km
	" Pune	202 km
1230 "	Road Jn	
	To Pandulena Caves	1 km
1311 "	Road Jn	
	To Tansa Lake	13 km
1350 "	Road Jn	
	To Kalyan	10 km
1383 "	Ghatakpur	
	To Trombay	
1407 "	Mumbai	

Jalgaon-425001, STD 0257-এ নানান হোটেল—MTDC-র *Jalgaon Travellers' L* ✆ 225192, D ১৭০৲ ২১৫৲ ২৬৫৲ FR ২৫০৲ ৪০০৲ A/c D ৪৩০৲ স্যুইট ৭০০৲; *H Morako,* 346 Navi Peth-1, ✆ 26621, S ২২৫৲ D ৩০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৭৫৲ স্যুইট ৫৫০৲; *H Crazy Home,* NH-6, near Akashwani Chowk-1, R2, ✆ 23275, SAB ২০০৲ DAB ২৫০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৫০৲; *Natraj H,* Nehru Chowk; *Sewashram L,* 339/1 Navi Peth, Stn Rd-1, SCB ৮৫৲ DCB ১৫০৲; *Tourist H,* R1, S ১২৫৲ D ২২৫৲; *গুলমার্গ, গুজরাট বোর্ডিং লজ, বম্বে লজ, আদর্শ লজ, অজন্তা গেস্ট হাউস, অমর গেস্ট হাউস, বিশ্রাম ঘর, বিশ্ব লজ, সদানন্দ লজ,* রেল স্টেশনের কাছে *আর্য নিবাস* বিশেষভাবে খ্যাত। এদের কাছে ১০০-২২৫ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে। আর আছে *ধরমশালা, রেলের রিটায়ারিং রুম, ট্রাভেলার্স বাংলো,* PWD-র *RH, ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার* জলগাঁও-এ।

অজন্তা

জলগাঁও ৫৯, ভুসুয়াল ৮০, ঔরঙ্গাবাদের ১০৩ কিমি দূরে অজন্তা গুহা। নিয়মিত বাস মেলে ত্রয়ী থেকে। প্যাকেজ ট্যুরেও আসছে ঔরঙ্গাবাদ থেকে MTDC ও ITDC ছাড়াও নানান প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্ট। পর্যটন মানচিত্রে তাজের পরেই ভারতে আজ অজন্তার স্থান। আগ্রার তাজ খ্যাত তার মর্মরে গড়া প্রেমের সৌধে, অজন্তার খ্যাতি তার গুহাচিত্রে; তেমনই মহান ভাস্কর্য মহীয়ান করেছে ঔরঙ্গাবাদের ইলোরা গুহাকে।

খ্রিপূ ২০০ থেকে খ্রিস্টোত্তর ৬৫০ অর্থাৎ ৮৫০ বছর ধরে সহ্যাদ্রি পর্বতে গড়ে উঠেছে এই বিস্ময়কর বৌদ্ধ গুহা মন্দির। ইন্দ্রিয়াদি পাহাড়ের ঢালে ফুলের মালা হয়ে ২৭৫ মি উঁচুতে পাহাড় কেটে তৈরি, রূপ তার অর্ধচন্দ্রাকার অশ্বক্ষুরের মতো। মোট ২৯টি গুহা অজন্তায়। তবে, ধারাবাহিকতা নেই গুহা নির্মাণে। মধ্যভাগে প্রাচীনতম হীনযান গ্রুপের ১০, ৯, ৮, ১২, ১৩; আর বাকি চব্বিশ মহাযান গ্রুপের—তৈরিও হয়েছে দু'প্রান্তে ক্রমশ পরে। হীনযান গ্রুপে বুদ্ধ অনুপস্থিত—উপস্থিতি তার প্রতীকে। নির্মাণ কৌশল এমনই অভাবনীয় যে ভাবতেও বিস্ময় জাগে। দিনের প্রতিক্ষণে সূর্য তার আলো বিচ্ছুরিত করছে প্রতিটি গুহার সামনে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে সুন্দরী ছিপছিপে পাহাড়ী নদী বাঘোড়া।

বৌদ্ধধর্ম লোপ পেতে সহস্র বছর লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল অজন্তা। নতুন করে আবিষ্কার ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে একদল ব্রিটিশ শিকারীর চোখে। আর কলারসিক জেমস ফার্গুসনের উদ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪৪এ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট গিলকে পাঠালেন অনুলিপি তৈরি করতে অজন্তা গুহাচিত্রের। দীর্ঘ ২০ বছরের একক শ্রমে অঙ্কিত ৩০ খানা ফ্রেস্কো চিত্রের ২৫ খানা ১৮৬৬তে সিডেনহ্যাম প্রাসাদের এক প্রদর্শনীতে পুড়ে গেলেও ৫ খানা আজও কেনসিংটন প্রাসাদে অবিকৃত অবস্থায় অজন্তার সাক্ষ্য বহন করছে। ব্রিটিশরাজের

পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রবলে বলীয়ান হয়ে জর্জ গ্রিফিথ এলেন ১৮৭৫এ। আবার অনুলিপি করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেন অজন্তার বিস্ময়কে। এলেন একে একে নানান গুণীজন সারা বিশ্ব থেকে অজন্তার ফ্রেস্কোয় মোহিত হয়ে। এলেন নন্দলাল বসু, অসিত হালদার অনুলিপি করতে অজন্তায়। লুঠেরাও পণ্য করল অজন্তাকে। অবশেষে ১৯০৩এ আইন হল অজন্তা রক্ষার। ইতিমধ্যে অজন্তা হারিয়েছে তার অমূল্য রতন। ১৯২০-২২এ হায়দ্রাবাদের নিজামের অর্থে সংস্কারে হাত পড়ল ইতালি থেকে বিশেষজ্ঞ এনে। তবে পরিতাপের বিষয়—বার বার অনবধানতায় রঙের আস্তরণ লাগিয়ে আরও যেন ত্বরান্বিত করা হয়েছে অজন্তার ধ্বংস। কালে কালে নষ্টও হয়েছে অজন্তার নানান ফ্রেস্কো। গুহারও বেশ কয়েকটি আজ ধ্বংসের কাল গুনছে।

নির্মাণশৈলী অনুযায়ী এই বৌদ্ধ-গুহা মন্দিরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। চৈত্য বা চ্যাপেল অর্থাৎ ছোট্ট ভজনালয় আর বিহার বা মনাস্ট্রি অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য ছোট ছোট খুপরি। চৈত্যের সংখ্যা পাঁচ—৯, ১০, ১৯, ২৬, ২৯; আর বাকি চব্বিশ বিহার। ইলোরার মতো কেবল প্রস্তর খোদিত ভাস্কর্যই নয়—দেওয়াল-চিত্র ও ভাস্কর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে অজন্তার প্রতিটা গুহাতে। জাতকের গল্প অর্থাৎ বুদ্ধের অতীত জীবনের নানান আখ্যানের সাথে তৎকালীন সমাজজীবন তুলে ধরা হয়েছে ছবি এঁকে ও পাথর কুঁদে। ১, ২, ৯, ১০, ১৬, ১৭ নম্বর গুহাতে ছবির প্রাচুর্য চোখে পড়ে। ৫ টাকার টিকিটে বিশেষ ব্যবস্থার বৈদ্যুতিক আলোয় গুহা ৫টি দেখারও ব্যবস্থা হয়েছে। উচিতও হবে দর্শনার্থীদের আলোর সুযোগ নেওয়া। আর স্থাপত্যের জন্য ১, ৪, ১৭, ১৯, ২৬ গুহাগুলি দেখে নেওয়া উচিত হবে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ৯—১৭-৩০টায় খোলা; টিকিট লাগে অজন্তা দেখতে।

গুহা-১: এটি বিহারধর্মী গুহা। অবস্থানে সর্বপ্রথম হলেও ৬০০-৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মহাযানকালে তৈরি। অলিন্দ পেরিয়ে ৬৪ ফুটের বর্গাকার এক হলে ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কো চিত্রের সমন্বয় ঘটেছে। জাতকের নানান আখ্যান চিত্রিত হয়েছে ফ্রেস্কোয়। পেছনের দেওয়ালে বোধিসত্ত্বের ফ্রেস্কো চিত্রটিও সুন্দর। মূর্তিও হয়েছে রাজমুকুট শিরে পদ্মাসনে বুদ্ধের। বৈচিত্র্য আছে মূর্তিতে—ডাইনে হাস্যময়, বাঁয়ে বিষাদময়, সামনে থেকে ধ্যানমগ্ন। আর আছে চার হরিণের এক মাথা, যুযুধান ষণ্ডদ্বয়, জোড়া হাতি, ষড়ভুজ বামন ছাড়াও নানান ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কো চিত্র গুহা ১-এ। পদ্মহাতে পদ্মমণি, নাগরাজা ও নাগরানী, রাজপুত্রের অভিষেক, বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গে ষড়রিপুর কারিকুরি, কামাতুরা সুন্দরী রমণীর প্রলোভন, কৃষ্ণ ও রাজকুমারী, রাজদ্বারে মহাভিক্ষু, চম্পেয়্য জাতক ফ্রেস্কো চিত্রগুলিও অনন্য করে তুলেছে ১-কে। সিলিংও কারুকার্যময়।

গুহা-২: অবস্থান হিসাবে একের পর, আর তৈরিও এটি একের সমসময়ে। তবে, আকারে একের থেকে ছোট হলেও আকর্ষণে অনবদ্য। ১২টি স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো গুহা দু'য়েতেও ছবির প্রাচুর্য ঘটেছে। সিলিংটিও চিত্রিত। তবে, ধ্বংসও হয়েছে ফ্রেস্কো চিত্রের অংশ গুহা দুইয়ে। জাতকের আখ্যান ফ্রেস্কোর মুখ্য উপজীব্য। মহারাজা শুদ্ধোধন ও মায়াদেবীকে সভা-পণ্ডিতের স্বপ্ন ব্যাখ্যা, ভাবাবিষ্টা মায়াদেবী, অপরাধীর বিচার, বুদ্ধ-সহ নানান কিছু, ইন্দ্রপ্রস্থে পাশাখেলা, নাগলোকে বিধুর, ২৩টি হাঁসের নয়নাভিরাম চিত্র ছাড়াও নানান ফ্রেস্কো চিত্রে শোভিত গুহা দুই।

গুহা-৪: অসমাপ্ত ৩ পেরিয়ে অজন্তার বৃহত্তম বিহার-ধর্মী গুহা চার। ২৮টি পিলারে ভর করে রূপ পেয়েছে। এটিও অসম্পূর্ণ। তবে এর ভাস্কর্য সুন্দর। সিংহ, হাতি, সাপ, অগ্নি, আট আধিভৌতিক শত্রুতে বেষ্টিত মর্মরে মানব-মূর্তি। ভগবান তথাগতের স্মরণ নিলে ত্রাণ মেলে এইসব আধি-ভৌতিক থেকে সেই মর্মকথাই ব্যক্ত হয়েছে। স্তম্ভগুলিতেও অভিনবত্ব আছে। বিহারের সামনে বারান্দার দুই প্রান্তে দুই গর্ভমন্দির। আর আছে বেশ কয়েকটি গর্ভগৃহ। মূল মন্দিরে মূর্তি হয়েছে ধ্যানস্থ বুদ্ধের।

গুহা-৬: অসম্পূর্ণ ৫ রেখে অজন্তার একমাত্র দ্বিতল বিহার গুহা ছয়। তবে একতলাটি ভীষণভাবে বিধ্বস্ত। একতলায় অভয়মুদ্রায় আর দ্বিতলে ধর্মচক্রমুদ্রায় মূর্তি হয়েছে বুদ্ধের। ছোট ছোট মন্দিরও হয়েছে দ্বিতলে—প্রবেশপথ ফ্রেস্কো চিত্রে অলঙ্কৃত। প্রস্তরমূর্তিও আছে নানান দ্বিতল এই বিহারে। দ্বিতলের পিলারে আওয়াজ করলে মৃদঙ্গ ও পাখোয়াজের সুর মেলে।

গুহা-৭: বৈচিত্র্য আছে বিহারধর্মী সাতে। সামনে জোড়া বারান্দা। গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বারে মকরবাহিনী দুই নারী মূর্তি। মূল মন্দিরে দেবতা বুদ্ধ, দু'পাশে চামরবাহী দুই বোধিসত্ত্ব। আর আছে উড়ন্ত গন্ধর্ব মূর্তি।

গুহা-৮: জেনারেটিং-এর সাজ-সরঞ্জামের স্টোর বসেছে। দ্বারও রুদ্ধ।

গুহা-৯: চৈত্যধর্মী গুহা নয়ের প্রবেশ পথের উপরে সূর্য-গবাক্ষ, অলঙ্কৃত সম্মুখভাগ অর্থাৎ ফাসাদ। ভেতরে ১৩.৭মি লম্বা হলে দু'পাশে দুই সারিতে ২১টি স্তম্ভ, মাঝে তার উপাসনাস্থল। চিত্রিত স্তূপও হয়েছে অন্দরে। তৈরি এটি হীনযান কালে হলেও বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব, পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি মূর্তির সংযোজন ঘটেছে ৬ শতকে মহাযানকালে।

গুহা-১০: অজন্তার প্রাচীনতম চৈত্য গুহা দশ—নবরূপে ব্রিটিশ শিকারীদের প্রথম আবিষ্কারও এই দশ। তৈরি এটি খ্রিপূ ১৫০-এ। প্রকারে ৯-এরই তুল্য হলেও আয়তনে ২৯x১২.৫ মি, উচ্চতায় ১১ মি। ৩৯টি অষ্টকোণী স্তম্ভ পৌঁছে দেয় স্তূপে। তবে পরিতাপের বিষয়, অতীতের নাগরাজার শোভাযাত্রা, ষড়দন্ত বা ছদ্দন্ত জাতকের অনবদ্য কাহিনী চিত্র, শ্যাম-জাতক ছাড়াও অতীতকালের আরও অমূল্য সব চিত্রসম্ভার আজ লুপ্ত। ফাসাদটিও বিধ্বস্ত।

গুহা-১১: চতুষ্কোণ পাদপীঠ, অষ্টকোণী মধ্যাংশে আর

চওড়া শীর্ষপীঠের বিহারধর্মী গুহা ১১ খ্রিস্টোত্তর ১—৫ শতকে তৈরি। নানান ভাস্কর্য ও ছবিতে চিত্রিত মূল মন্দিরে দেবতা বুদ্ধ।

গুহা-১২: নিকষ কালো ক্ষুদে ১২ ঘরের বিহারধর্মী গুহা বারোয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাস ছিল সেকালে। খ্রিস্টপূর্ব যুগের ১৩, খ্রিস্টোত্তর কালে মহাযান যুগের বিহারধর্মী অসম্পূর্ণ ১৪ ও মহাযান যুগের ১৫-র আকর্ষণ কম।

গুহা-১৬: অজন্তার অন্যতম সুন্দর ফ্রেস্কো চিত্রের জন্য গুহা ষোলোর আকর্ষণ। ৪৭৫—৫০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বিহারধর্মী গুহার প্রবেশপথে যুগল হস্তী দর্শক অভ্যর্থনায় ঠায় বসে, এগুতেই উপবিষ্ট নাগরাজা ও নাগরানীর ভাস্কর্য মূর্তিতে অভিনবত্ব আছে। প্রশস্ত অলিন্দ পেরিয়ে স্তম্ভশীর্ষে বামন মূর্তি। বুদ্ধের জীবন ইতিহাস—মহর্ষি অসিতের নবজাতক দর্শন, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, শুদ্ধোধনের সমস্যা, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, উরুবিল্বে সিদ্ধার্থ, সুজাতার পায়েস নিবেদন, ত্রপুষ্য ও ভল্লিক, বিম্বিসারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান, নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ, নন্দের কেশকর্তন, নন্দের মর্মব্যথা, ডাইং প্রিন্সেস—স্বামীর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদে বুদ্ধের ভ্রাতৃবধূর মূর্ছা ও মৃত্যু; হস্তিজাতক, মৃগ-নয়ন, মৃগনয়নী বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, বুদ্ধ সমীপে অজাতশত্রু, বুদ্ধের আলেখ্য ছাড়াও নানান ফ্রেস্কো চিত্রে সুশোভিত। ডাইং প্রিন্সেস ছবিটিও অনবদ্য। তেমনই বাগোড়া নদীও সুন্দর দৃশ্যমান ষোলো থেকে। অতীতে মূল প্রবেশপথও ছিল এই ১৬ হয়ে।

গুহা-১৭: তবুও যেন অজন্তার অন্যতম আকর্ষণ তার গুহা ১৭। অনন্য ছবির সম্ভার বরণীয় করে তুলেছে সতেরোকে। সযত্নে রক্ষিত এই গুহামন্দির তৈরি ৪৭০-৪৮০ খ্রিস্টাব্দে। ছবির সম্ভার ও বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য আছে। অতীত জন্মে বুদ্ধ অর্থাৎ জাতক কাহিনী মুখ্য উপজীব্য। ১৯.৫ মিটারের চতুষ্কোণ কেন্দ্রীয় হল্-এ ২০টি স্তম্ভ। অলিন্দ থেকে প্রথমেই আছে ঘড়ির মতো চিত্রে মণ্ডিত বিরাটাকার সংসারচক্র, গর্ভ মন্দিরে মৃগদাবের বুদ্ধমূর্তি, প্রবেশপথের তোরণের উপর ৮ মানুষী-বুদ্ধ, তার নিচে খুপরিতে ৮ জোড়া মিথুন-চিত্র, অলিন্দের সিলিংয়ে ছয় নর্তকী, দ্বারের দুই প্রান্তে বুদ্ধের অলৌকিকত্ব নলগিরিদমন। এই দেওয়ালেই শূন্যে আকাশপথে ভেসে চলেছে কৃষ্ণ-অপ্সরা। সঙ্গী-সাথী সমভিব্যাহারে প্রসাধনরতা রাজকন্যা, প্রেম নিবেদনরত যুবক-যুবতী, কৃষ্ণের মর্তে আগমন, মহাকপি-জাতক, ষড়দন্ত-জাতক, মৃগ-জাতক, সারা পূব দেওয়ালে জম্বুদ্বীপের বণিকপুত্র সিংহলের রাক্ষসীদের দেশ তাম্রদ্বীপ অভিযান, রাক্ষসীদের ছলাকলা, তুমুল যুদ্ধ, তাম্রদ্বীপের পতন ও সিংহল নামকরণ, সুতসোম জাতক, হংস জাতক, গোপা ও রাহুল, গোপা-রাহুল-বুদ্ধ, বিশ্বান্তর জাতক কাহিনী, সারিপুত্রের পরীক্ষা, শিবি জাতক, পৃষতী ও মাদ্রীর কাছে বিশ্বান্তরের বিদায় গ্রহণ চিত্রগুলি অনন্য করে তুলেছে। এছাড়াও চিত্র রয়েছে আরও নানান গুহা ১৭-য়।

আকারে ছোট হলেও ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কো চিত্রের সমন্বয় ঘটেছে চৈত্য **গুহা ১৯**-এ। উনিশের ফাসাদ তথা সম্মুখ-ভাগ গুপ্তযুগের অন্যতম সুন্দর শিল্প নিদর্শনও বটে। দু'পাশে দুই গন্ধর্ব মূর্তি ছাড়াও নানান মূর্তি শোভিত। প্রবেশদ্বারের সামনে বারান্দা অর্থাৎ পোর্টিকো। পোর্টিকো রেখে আবার অলিন্দ, তার বাইরে একসারি স্তম্ভ। আর ভেতরে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নানান মূর্তি। প্রবেশপথের উপরে অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি সূর্য-গবাক্ষ। ভেতরে স্তূপ, দু'পাশে দু'সারিতে ১৫টি স্তম্ভ। স্তম্ভের শিরে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ ও গন্ধর্বের মূর্তি খোদিত। আর গুহার বাইরে পশ্চিমে সাত ফণাওয়ালা গোখুরার মুকুটে নাগরাজা ও এক ফণার মুকুটে নাগরানীর ভাস্কর্যেও অভিনবত্ব আছে।

গুহা-২০: বিহারধর্মী গুহায় এক ডজন গর্ভগুহা হয়েছে। মূল গর্ভমন্দিরে ধর্মচক্র মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি। চরণতলে হরিণ শিশু। গর্ভগুহার ডাইনে রাজা ও রানী ভাস্কর্যে মূর্ত হয়েছেন।

খ্রিস্টোত্তর ৬ শতকে তৈরি **গুহা ২১**-এর বর্গাকার হল্-এ ১২টি স্তম্ভ—কারুকার্যমণ্ডিত। গর্ভগৃহের সংখ্যা ১৪। কেন্দ্রীয় গর্ভগৃহে পদ্মাসনে ধর্মচক্র মুদ্রায় বুদ্ধ মূর্তিটিও সুন্দর। ৬ শতকে তৈরি বিহারধর্মী **গুহা ২২**-এর মূল গর্ভগুহায় বসা অবস্থায় বুদ্ধ। অতীতের ফ্রেস্কো চিত্রগুলি আজ বিবর্ণ। আর অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় **২৩-তম গুহাটি**। তবে, ১২টি স্তম্ভ আছে ২৩-এর অন্দরে। **গুহা ২৪**-ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। সম্পূর্ণতা পেলে অজন্তার সর্ববৃহৎ (২৩×২৩মি) বিহার হত এটি। আর গুহার নির্মাণশৈলী উচিত হবে চব্বিশে দেখে নেওয়া।

বর্গাকার বিহারধর্মী **গুহা ২৫** পরিত্যক্ত। পথও রুদ্ধ আজ পঁচিশের। ৭ শতকে তৈরি চৈত্য **গুহা ২৬** অজন্তার শেষ গুহা—ভগ্নাবস্থায় ফাসাদ অর্থাৎ সম্মুখভাগে বিভিন্ন মুদ্রায় নানান বুদ্ধমূর্তি। অতীতের ফ্রেস্কো চিত্র আজ বিবর্ণ। তবে, চৈত্যের বাম দেওয়ালে অজন্তার বিশালতম ব্যাস রিলিফে কুশীনগরে হিরণ্যবতী নদীর তীরে দুই শালবৃক্ষের মাঝে এক হাতে মাথা রেখে উত্তর দিকে মুখ করে যুগাবতার বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দৃশ্য রূপ পেয়েছে। দেবতারাও নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে, পদপ্রান্তে ভিক্ষু আনন্দ; ভক্তও এসেছেন নানান। আর রয়েছে ব্যাস রিলিফেই ধ্যানী বুদ্ধের ধ্যান ভাঙার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মারের। বোধিবৃক্ষতলে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধ বসে। মারের লাস্যময়ী তিন কন্যা—তৃষ্ণ, রতি ও রঙ্গ বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সদাই ব্যস্ত। মারের দস্যুবাহিনী দ্বারা বুদ্ধ পরিবৃত। অবশেষে ছলাকলায় ব্যর্থ মার বুদ্ধের পদতলে লুণ্ঠিত।

বিহারধর্মী **২৭-তম গুহাটিও** অসম্পূর্ণ। আর চৈত্য-রূপী **২৮** অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়। পথও রুদ্ধ আজ আটাশের। **গুহা ২৯**-এর অবস্থান যেমন সরে

গিয়ে উপরের ধাপে, পথও ততোধিক দুর্গম ২৯-তম গুহা বিহারের।

এছাড়াও, আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন করে এক গুহা (৩০) ১৬-র নিচুতে। স্তূপ ও বিহারের সমন্বয়ে গঠিত এই গুহা খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকে হীনযান যুগে তৈরি। পাঠোদ্ধার সম্ভব না হলেও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে অজন্তা গুহায়। গুহার প্রবেশদ্বারে MTDC-র *Ajanta Travellers L*, Ajanta, Dist-Aurangabad-431117, ① (02438) 4226, D ২০০, ডর্মি ৫০; আহার্যেও এদের সুনাম আছে। ডাইনে ২ ঘরের *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*। আর আছে আহার্যের সুব্যবস্থা নিয়ে গুহা থেকে বাসপথের ফর্দাপুরে MTDC-র *Ajanta Holiday Resort*, Fardapur, ① (02438) 4230, ১০টি ২ বেডের ঘর ২০০, ৩০০, ৫০ বেডের ডর্মিতে শয্যাছাড়া ২০ করে, অবু: ম্যানেজার বা ঔরঙ্গাবাদের মতোই। রিসর্টের পেছনে *ট্রাভেলার্স বাংলো*তেও ঘর মেলে থাকার, অবু: EE (B & C), PWD, Padampura, Aurangabad. দোকানপাট হয়েছে বাস সড়কে। আহার্যও মেলে রিসর্ট লাগোয়া প্রাইভেট হোটেল *Vihara Restaurant*-এ—থালি প্রথায় অগ্রিম অর্ডারে কেবল রাতে। বাসও চলে ফর্দাপুর থেকে অজন্তা গুহায়।

ঔরঙ্গাবাদ

অজন্তা গুহা থেকে ১০৩ কিমি দূরে ঔরঙ্গাবাদ শহর। মুম্বাই থেকে দূরত্ব ৩৭৫ কিমি, ৮-৯ ঘণ্টার পথ। কলকাতা থেকে সরাসরি ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছবার সহজতম পথ মনমদে গাড়ি বদল করে ঔরঙ্গাবাদ চলা। মনমদ থেকে ১১৪ কিমি দূরে মনমদ-জালনা ব্রডগেজ সাউথ-সেন্ট্রাল রেলে ঔরঙ্গাবাদ স্টেশন। ১৪-২০, ১৮-২০, ২২-৪০এ মনমদ ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। আর যাচ্ছে ৬-১০এ মুম্বাই CST ছেড়ে 7617 মুম্বাই-নানডেড তপোবন এক্স, ২১-২০এ 1003 মুম্বাই-নানডেড দেবগিরি এক্স যথাক্রমে ১১-৪০, ৩-০০টায় মনমদ ছেড়ে ২ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে জালনা-পার্বনী-পূর্ণা হয়ে ৪½ ঘণ্টায় নানডেড। মুম্বাই ফেরে ১৪-৫৫ ও ২১-৪০এ ঔরঙ্গাবাদ থেকে। ১৪-২০এ মনমদ ছেড়ে ঔরঙ্গাবাদ-জালনা-পার্বনী-পূর্ণা-নানডেড হয়ে মুদখেড যাচ্ছে 7587 মনমদ-মুদখেড এক্স। ফেরে ৪-৩০এ মুদখেড থেকে একইভাবে মনমদে। কাচিগুদা যাচ্ছে ১৯-৩০এ ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে জালনা ২০-২০, পার্বনী ২২-৪৫, পরদিন ৯-০০টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছে ৯-৩০এ কাচিগুদায় 7663 মনমদ-কাচিগুদা এক্স। ঔরঙ্গাবাদ ফেরে ১৯-০০টায় কাচিগুদা/১৯-৩০এ সেকেন্দ্রাবাদ ছেড়ে পরদিন ৮-১০এ। সাপ্তাহিক (7) নাগারসোল-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সও যাচ্ছে এপথে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ১৪-১৫য় ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে পরদিন ৫-২০এ কাচিগুদায়। প্যাসেঞ্জার ফেরে ২০-৩০এ কাচিগুদা থেকে। 1 3 6 দিন ৮-৩০এ নানডেড ছেড়ে ঔরঙ্গাবাদ ১২-২৫, মনমদ ১৫-০০, ভুসুয়াল ১৭-৪০, ইটারসি ২২-৩৫, ভুপাল ০-৩০, ঝাঁসি ৪-৪৫, আগ্রা ক্যান্ট ৮-৩৫, নিউ দিল্লী ১৩-২০এ পৌঁছে অমৃতসর যাচ্ছে 2715 নানডেড-অমৃতসর এক্স; নানডেড ফেরে অমৃতসর থেকে 1 3 5 দিন ৫-৫৫য় ছেড়ে পরের দিন ১০-১০এ মনমদ পৌঁছে ১২-৩০এ ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে ১৬-৩০এ। তবে, মুম্বাই-দিল্লী ও মুম্বাই-কলকাতা সেন্ট্রাল রেলের জলগাঁও নেমে অজন্তা বেড়িয়ে ঔরঙ্গাবাদ চলা উচিত হবে উত্তর-পূর্ব ভারতপর্যটকদের। দিনভর বাসও চলছে অজন্তা থেকে ঔরঙ্গাবাদ। ঘণ্টা তিনেকের পথ। ট্যাক্সিও মেলে এপথে।

সড়ক পথে রাজ্যের রাজধানী মুম্বাই (সেন্ট্রাল) ছাড়াও নানান শহরের সঙ্গে কমলা-হলুদ রঙের রাজ্য পরিবহণ অর্থাৎ এস টি ও সাদা-সবুজ রঙের এশিয়াড বাস সংযোগ গড়েছে ৫১৩ মি উঁচু ঔরঙ্গাবাদের। ২০-০০টায় MTDC-র A/c বাস ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে পরদিন ৭-৩০টায় মুম্বাই যাচ্ছে। আসছেও মুম্বাই-এর এক্সপ্রেস টাওয়ার থেকে একইভাবে। ভাড়া ২২৫, শিশুদের আধা। ITDC-র বাসও চলছে মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদের মাঝে। ১০ ঘণ্টায় নানান প্রাইভেট ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, Video কোচও চলে এপথে। ভাড়াও কম প্রাইভেট বাসে। সির্ধি, নাসিক, ধুলে, পুনেতেও বাস যাচ্ছে ঔরঙ্গাবাদ থেকে। বাস আসছে প্রতিবেশী রাজ্যের নানান শহর থেকেও ঔরঙ্গাবাদে। ৫৩৬ কিমি দূরের হায়দ্রাবাদেও ট্রেন ও বাস যাচ্ছে ১৪ ঘণ্টায়।

আর IAC ① 24864-র বিমান 1 3 5 দিন সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই-ঔরাঙ্গাবাদ, 2 4 6 দিন মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-উদয়পুর-দিল্লীর মাঝে; ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে। দপ্তর এদের রাজেন্দ্রপ্রসাদ মার্গে। আর যাচ্ছে প্রাইভেট বিমান Jet Airways, ① 487091 প্রতিদিন মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-মুম্বাই; Skyline NEPC মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-মুম্বাই; East West Airways, ① 29672 মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-মুম্বাই-এর মাঝে প্রতিদিন। শহর থেকে ১২ কিমি দূরে বিমানবন্দর। বাস, অটো ও ট্যাক্সি চলছে শহরে।

কনডাকটেড ট্যুর : MTDC, Holiday Resort, Stn Rd, Aurangabad-431001, ① (0240) 331513 বা ITDC, Aurangabad Ashok, আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়ে ঔরঙ্গাবাদ বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। রেল স্টেশন থেকে সকাল ৯-৩০টায় গিয়ে ১৭-৩০এ ফেরে বাস। ভাড়া ১১০। গাইডও থাকেন গাড়িতে। আবার সোম ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৪০ টাকায় MTDC যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে অজন্তা দেখাতে। প্রতিদিন ১৫-৩০—২১-৩০এ পৈঠান, শনিবার ৭—১৯-৩০টায় সির্ধি, প্রতি মাসের ১ম, ৩য় শুক্র ও ২য়, ৪র্থ শনিবার ১৪-০০টায় গিয়ে ২১-৩০এ ফেরে পাইথন বেড়িয়ে MTDC. শিশুদের রিবেট মেলে টিকিটে। নির্ধারিত গাড়ির পরে যাত্রীর সংখ্যা দশের অধিক হলে বিশেষ গাড়িরও ব্যবস্থা করে এরা। এব্যাপারে যাত্রীদের উদ্যোগ নিতে হয়। তবে কলকাতার যাত্রীদের জলগাঁও পৌঁছে বাসে অজন্তা বেড়িয়ে নতুন করে বাসে ঔরঙ্গাবাদ চলাই উচিত হবে। একাধিক প্রাইভেট কোম্পানিও কনডাকটেড ট্যুরে অজন্তা/ইলোরা দেখিয়ে আনে। এমনকি রেল স্টেশনের কাছে বাসস্ট্যান্ড থেকে মরসুমে রাজ্য পরিবহণের বাসও যাচ্ছে ইলোরা, অজন্তা দেখাতে। যাত্রীবাস, ট্যাক্সি ও ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও মেলে শ'পাঁচেক টাকায় এপথ পরিক্রমায়। বাস যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর ইলোরা, ½ ঘণ্টা অন্তর অজন্তা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলগাঁও ঔরঙ্গাবাদ থেকে। মুম্বাই, পুনে, নাগপুর ও গোয়া থেকেও MTDC-র শীতাতপ ও লাক্সারি কোচ প্যাকেজ ট্যুরে শুক্রবার এসে সোমবার ফেরে ইলোরা-অজন্তা দেখিয়ে। বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর ও নভেম্বর মাস। নির্মেঘ আকাশ, তাপমান ৭০-৮০° ফা। তবে, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়া মনোরম, মার্চ থেকে গরমের শুরু।

জুন থেকে সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি হয় ৮০০ মিমি। তবুও সারা বছর ধরেই পর্যটক সমাগম ঘটে অজন্তা-ইলোরায়।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে সড়ক দূরত্ব		
আহমেদনগর	১০৯	কিমি
পুনে	২২৯	,,
মহাবালেশ্বর	৩৬৩	,,
পানাজি	৭২২	,,
মুম্বাই মনমদ হয়ে	৩৭৫	,,
অজন্তা	১০৩	,,
মনমদ	১১৪	,,
নাসিক	২২১	,,
সির্ধি	১৩৬	,,
নানডেড	২৭৭	,,
হায়দ্রাবাদ	৫৩৬	,,
সুরাট	৩৭৯	,,
মাণ্ডু	৩৯০	,,
ইন্দোর	৪৫৯	,,
উদয়পুর	৮৮৬	,,
জয়পুর	১০১৩	,,
আমেদাবাদ	৬২৩	,,

Aurangabad-431001, STD 0240-য় নানান-ধর্মী হোটেল। রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড—দুইয়ের মাঝে অবস্থান এদের। তবুও যেন রেল স্টেশনকে ভর করে শহরের দক্ষিণে স্টেশন রোডেই সাধারণ হোটেল-রেস্তোরাঁর সমাবেশ। আর স্ট্যান্ডার্ড হোটেলের অবস্থান রেল স্টেশন থেকে বিমানবন্দর ও বাস স্ট্যান্ডমুখী উভয় সড়কে। মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন দপ্তর ✆ 331513 বসেছে স্টেশন রোডে। ভারত সরকারের Tourist Office স্টেশন রোডের পশ্চিমে। স্বল্পদামে সাধারণ মানের খাবারের নানান হোটেলও মেলে স্টেশন রোডে। আর উত্তরে ঘিঞ্জি পুরাতন শহরে বাস স্ট্যান্ড ঔরঙ্গাবাদে।

পাশ্চাত্য প্রথায় শহব থেকে বিমানবন্দরের পথে—**Ajanta Ambassador H*, Chikalthana, Jalna Rd-431210, A5R7B5, A/c D ২৩৫০-২৫০০, স্যুইট ২৭৫০-৬৫০০; পাশেই Welcomgroup-এর **Rama International*, A/c S ৩৭-৪৫ D ৭৫-৯৫ US$; *Taj Regency*, 8-N-12, CIDCO-3, ✆ 333501, A/c S ৪৫ D ৬০ US$; *H Rajdoot*, Jalna Rd-1, A6R3B2, D ৪৫০-৬০০ A/c S D ৭০০-৮৫০, থাকা ও আহার্যে অনবদ্য; *H Amarpreet*, Jawaharlal Nehru Marg-1, S ৪২৫ D ৫০০ A/c S ৫৫০ D ৬৫০ স্যুইট ১২৫০; বাস স্ট্যান্ড ও পোস্ট অফিসের মাঝে *H Neelam*, Jubilee Park-1, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪০০ FR ৩৫০; *Printravel H*, Stn Rd, SAB ১৫০ DAB ২৫০, মধ্যমানে থাকার পক্ষে ভালই। *H Oberoi*, Osmanpura-1, R2B2; *H President Park*, R-7/2 MIDC Area, Airport Rd, ✆ 486201, A/c S ৯৫০-১২০০ D ১২৫০-১৫০০ স্যুইট ২২৫০, মুম্বাই বুকিং: 267692; Centrally A/c ITDC-র **H Aurangabad Ashok*, Dr Rajendra Prasad Marg-1, A10R3, S ১২৯৫ D ২০০০; *De Manore H*, Kranti Chowk, ✆ 334772, DAB ৫৫০-৬৫০ A/c D ৮৫০; *H Raviraj*, Dr R P Marg-1, S ৪০০ D ৪৫০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ৮৫০; **H Khemi's Inn*, 11 Town Centre-3, ✆ 484868, A/c D ৬৫০।

Kamakshi L, behind City Police Stn, R4B2$\frac{1}{2}$, SCB ৮০ SAB ১০০ DCB ১৫০ DAB ১৭৫; *H Shibshakti*, Bus Std, S ৮৫-১২৫ D ১৫০-২০০; সামান্য পূবে *H Ajinkia*, ✆ 335601, DAB ২০০-৩৫০ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; *H Safar*, D ১৭৫ ২০০ A/c ৩৫০; *H Ellora*, Tilak Rd, ✆ 337378, D ১৫০-২২৫; *H Shangrila*, Nehru Place, opp S T Bus Stand-1, ✆ 334943, SAB ১৫০ DAB ১৭৫-৩৫০; পাশেই *H Modi Samrat*, ✆ 333547, S ১০০-১৫০ D ২২৫-৩০০ A/c ৬০০-৬৫০; অদূরে *H Green*, ✆ 335501, DAB ১৫০-২০০ TAB ২৫০; *H Kartikeya*, S ১২৫ D ১৬০-২২৫; বিপরীতে *H Debapriya*, D ১৭৫-২২৫; পাশেই *H Manas*, ✆ 330727, DAB ২০০-২৫০; *H Devagiri*, Airport Rd; *H Guru*, Paithon Rd; ইয়ুথ হোস্টেল লাগোয়া *H Panchabati*, Padampura, SAB ১০০ DAB ১৫০-২২৫, হোটেলটি ভালই, চেক আউট টাইম ২৪ ঘণ্টায়; *Sakuntala L*, Jubilee Park; *Dipali L*, Milk Corner, D ১৫০-২২৫; *Jagadamba L*, Milk Corner, D ২০০।

স্টেশন রোডে—**H Rajdhani*, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮০০; *Quality Inn*, Vadant; *Holiday Resort*, D ২৫০ A/c ৪৫০; *Nataraj H*, D ১৭৫-২৫০; *Ashoka L*, *Ambika L*, *New Punjab Lodging*, R$\frac{1}{4}$B3, DCB ১২৫ DAB ১৭৫; *Aurangabad G H*, ✆ 330179, D ১২৫-১৭৫; ট্যুরিস্ট অফিসের পাশে *Tourist Home*, R$\frac{1}{2}$B2, SCB ৬৫ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫ ডর্মি ৪৫; **H Nandanvan*, Rly Stn Rd-1, R1, S ১২৫ D ২০০ স্যুইট ৩২৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০। এছাড়া *H Ranjit*, near RTO, DAB ২০০; *H Great Punjab*, ✆ 336482, D ৩০০ A/c ৪২৫; *H Ashok*, Tilakpath; *Empire H*, Juna Bzr, Osmanpura; *Samarth L*, Samarth Ngr; *H Palace*, Sahaganj-1, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫; *Punjab National H*, Pandariba; *Gitanjali G H*, behind GPO-1, DAB ১২৫-২০০; *সরায়া, ভিনু কাফে, উদিপী, পূর্ণিমা, সবেরা, হোটেল পুনম, পরিমল লজ, বৈভব লজ, হোটেল অশ্বমেধ* ছাড়াও আরও নানান হোটেল আছে ঔরঙ্গাবাদে; S ৬০-১৫০ D ১২৫-২২৫ টাকায় মেলে এদের কাছে।

আর আছে *সার্কিট হাউস*, অবু : EE; *মিউনিসিপ্যাল ট্র্যাভেলার্স বাংলো*, স্টেশন রোড, অবু : Municipal Engineer; MTDC-র *Holiday Resort*, Stn Rd, ✆ 331513, A10R$\frac{1}{4}$B6, ১২টি ২ বেডের অজন্তা স্যুইট ২৫০, ৬টি ২ বেডের A/c ৪০০, ১৪টি ২ বেডের ইলোরা স্যুইট ২২৫, ১৬টি ৪ বেডের কমন বাথের ২০০ শয্যা ছাড়া ডর্মি ২০। মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের দপ্তরও বসেছে হলিডে রিসর্টে। অবু: Senior Executive, Regional Office, MTDC, Station Rd, Aurangabad-431001-কে টাকা সহ duplicate চিঠি পাঠিয়ে লিখুন। কনডাকটেড ট্যুর ও মুম্বাই-এর বাস টিকিটও Senior Executive-কে মাসাধিককাল আগেই MO-তে টাকা পাঠিয়ে বুক করা যায়। আবার MTDC, Express Tower, Nariman Point-কেও লেখা যেতে পারে বুকিং-এর জন্য। আর আছে রেল স্টেশন থেকে ১$\frac{1}{2}$, বাস থেকে ১ কিমি দূরে পদমপুরায় ৪০ বেডের *Youth Hostel*, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথক ডর্মিতে থাকার ব্যবস্থা; ১টি ৩ বেডের ঘরও আছে এদের। আহার্য মেলে রাতে। *রেলের রিটায়ারিং রুম*ও আছে ঔরঙ্গাবাদে। *ধরমশালা*ও আছে রেল স্টেশনের বিপরীতে—*সারনাথ, বালাজী [illegible]*; পুরাতন বাজার বাস স্ট্যান্ডে *জৈন*।

খাবার হোটেলও আছে নানান ঔরঙ্গাবাদে। রেল স্টেশনের কাছে স্টেশন রোডে দামে সস্তা হলেও—*প্রেম, পদুলার* ও *পাঞ্জাব হোটেল*-এ আহার্য ভালই। তেমনই *তন্দুরী রেস্টুরেন্ট*-এর পাঞ্জাবী

ডিশ বা প্রিনট্র্যাভেলের বিপরীতে *ফুড ওয়ালার ভোজ*-এর থালি প্রথায় নিরামিষ আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। দক্ষিণী আহার্যও মেলে ভোজে। স্টেশন রোডে (পুব) হলিডে রিসর্টের পিছেও শাখা আছে ভোজের। জালনা রোডে হোটেল অমরপ্রীতের বিপরীতে
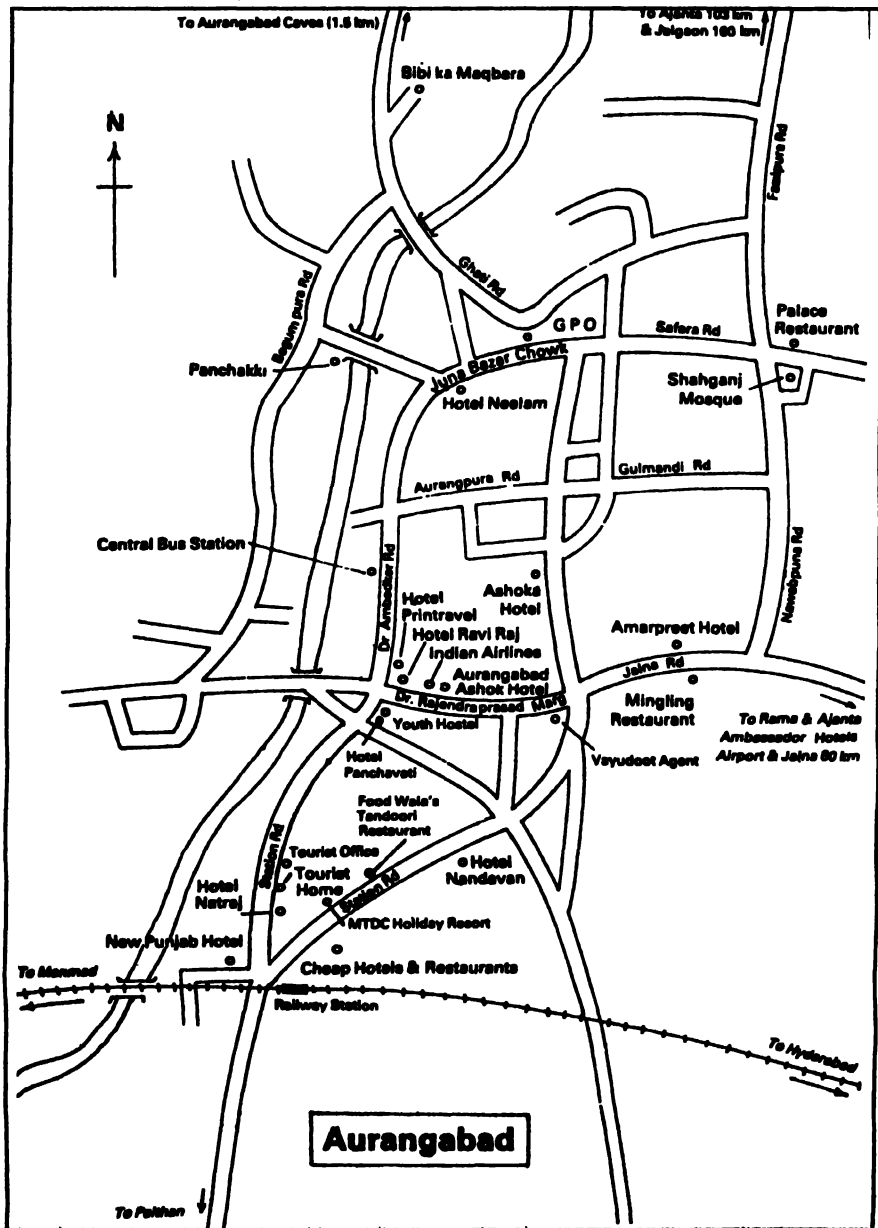
Kwanglingh's Chinese Restaurant (১১—২৩-০০) বা *Nanking Chinese Restaurant*-এর চীনা ডিশের যথেষ্ট প্রশস্তি বা *Shaoein Chinese Restaurant* (১০—১৫-০০, ১৯—২৪-০০)-এরও যথেষ্ট সুখ্যাতি চীনা ডিশে।

ঔরঙ্গাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা মালিক অম্বর আজ ইতিহাস বিস্মৃত নাম। ছেলের নামে অতীতের খিড়কি হয় ফতেনগর। তবে, প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে সঙ্গে শহরের পুরাতন নামটিও আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ঔরঙ্গজেব মোগলী দরবারের দক্ষিণ ভাবতীয় ভাইস রিগ্যালের মূল দপ্তর বসান। নাম করেন তার ঔরঙ্গাবাদ—নিজ নামে নাম। প্রাচীরে ঘেরা ছিল শহর। মুসলিম কৃষ্টির ছাপ রয়েছে ২২০০ বছরের প্রাচীন ঔরঙ্গাবাদে। লাখ ছয়েক লোকের বাস। পাঁচমিশেলীর বাস হলেও সংখ্যায় মুসলিম আধিক্য।

শহর থেকে ১৩ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ইলোরার পথে পিরামিড ধর্মী পাহাড়ে *দৌলতাবাদ দুর্গ*। ১১৮৭তে যাদব রাজা ভিল্লামার তৈরি। তখন নাম ছিল এর *দেবগিরি* অর্থাৎ দেবতাদের বাসভূমি। ১২৯৪এ আলাউদ্দিন খিলজির দখলে যায় দেবগিরি। তবে অধীনতা স্বীকারে দুর্গ ফিরে পান যাদবরাজ। ১৩০৬এ দ্বিতীয় আক্রমণ আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুরের। আর ১৩১৭য় রামচন্দ্রের পরাজয়ে দৌলতাবাদের দখল যায় আলাউদ্দিনের হাতে। তারও পরে ১৩৩৮এ মহম্মদ বিন তুঘলকের দখলে যেতে তিনি রাজধানীও স্থানান্তরিত করেন সুদূর দিল্লী থেকে দেবগিরিতে। ফরমান বলে প্রজারাও সঙ্গী হয় তার। আর নামেরও বদল ঘটে—দেবগিরি হয় *দৌলতাবাদ* অর্থাৎ সৌভাগ্যের নগরী। ১৭ বছর পর ফিরে যান মহম্মদ দৌলতাবাদ থেকে দিল্লী। তারও পরে ১৬৩১এ ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে দৌলতাবাদ দখল করেন শাজাহান। আর ১৬৩৬এ *হিন্দু রাজাদের প্যাভিলিয়নটি শাজাহানের প্রিয়* আবাস হয়।

চারপাশের সমতলে ৫ কিমি দীর্ঘ মজবুত প্রাচীরে ঘেরা ১৬৬মি উঁচু এক পাহাড় চুড়োয় সেকালের দুর্ভেদ্য এই দুর্গের একপাশ পাহাড় আর অপরপাশ গড় বা পরিখায় পরিবৃত। এর নির্মাণকৌশলে অভিনবত্ব আছে। ঘনান্ধকার দীর্ঘপথে শত্রুনাশের প্রথাটিও অভিনব। দ্বিমুখী পথের (মক্কা ও রৌজা) একটি মিলেছে গরম তেলে, দ্বিতীয়টি হিংস্র কুমিরে আকীর্ণ গভীর পরিখার জলে। পরিখার সেতুটিও সেকালে গুটিয়ে নেওয়া যেত দুর্গ থেকে। দেউড়িতে তালি দিলে তার আওয়াজ পৌঁছায় পাহাড় চুড়োর দুর্গে। দুর্গের ৬০মি উঁচু চাঁদ মিনারটি দক্ষিণ ভারত জয়ের স্মারকরূপে ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন আলাউদ্দিন বাহমনি। বিপরীতের মসজিদটি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে। সর্বোচ্চে নীলাভ টালিতে তৈরি জীর্ণ চিনি মহল প্রাসাদ। গোলকুণ্ডার শেষ নবাব আবুল হাসান শাহ্-র আমৃত্যু বন্দীজীবনও কাটে (১৩ বছর) চিনি মহলে। সবশেষে ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত ৬মি লম্বা ৫ ধাতুর মিশ্রণে তৈরি কামানটি আর এক দ্রষ্টব্য। আরও যেতে ভুলভুলাইয়া—মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের ভুলিয়ে এনে ফেলে দেওয়া হত গভীর খাদে। সর্বোচ্চে যাদব রাজাদের তৈরি বিষ্ণুর পাদপদ্ম। এক কোণে বারুদ ঘর। চারপাশও সুন্দর দৃশ্যমান দুর্গ থেকে। সম্প্রতি একটি শিবমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে খননে। শিবলিঙ্গের থেকেও প্রাচীন জৈন তীর্থঙ্করের একটি মূর্তিও মিলেছে। তবে, প্যাকেজ ট্যুরের যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ে দুর্গ দেখে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আর রয়েছে ৭ কিমি দূরে শহরান্তে দাক্ষিণাত্যের বাকাতক রাজাদের অর্থানুকূল্যে তৈরি **ঔরঙ্গাবাদ গুহা**। ৭ শতকের মহাযানপন্থী বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার এটি। সংখ্যায় ১২, ২টি ভাগে গড়ে উঠেছে। ওয়েস্টার্ন গ্রুপে ১-৫-এর অবস্থান। বর্গাকার গুহা ৩ সুসজ্জিত, ১২টি স্তম্ভে ভর করে দাঁড়িয়ে। জাতকের কাহিনী সমৃদ্ধ করেছে গুহাটিকে। গুহা ৪ এদের মধ্যে চৈত্যধর্মী, বাকিগুলি বিহারধর্মী। ১ কিমি দূরে ইস্টার্ন গ্রুপের ৬-১০-এর অবস্থান। স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে ৬ ও ৭ নম্বর গুহা দু'টি অনবদ্য। গুহা ৬ আজও অটুট। বুদ্ধের সাথে হিন্দুর দেবতা গণেশও মূর্ত হয়েছেন ৬-এ। কেশ বিন্যাস ও অলঙ্করণে নারী মূর্তিটি উল্লেখ্য। তবুও যেন গুহা ৭-এর ভাস্কর্য অভিনবত্বে ভরা। ৭-এর বামে মুক্তির সন্ধানে বোধিসত্ত্ব। মূর্ত হয়েছে আট রিপু—*fire, sword of the enemy, chains, shipwreck, lions, snakes, mad elephants, demon.* বাকিগুলির অবস্থান আরও পুবে—আকর্ষণে উল্লেখ্য নয়। প্যাকেজ ট্যুরে ঔরঙ্গাবাদ গুহা অচ্ছুৎ। উৎসাহীদের এককভাবে অটো বা ট্যাক্সিতে দেখে নেওয়া উচিত হবে।

শহর থেকে ৫ আর গুহার ৩ কিমি দক্ষিণে ঔরঙ্গজেবের প্রথমা সম্রাজ্ঞী রাবিয়া-উদ-দুরানীর সমাধি **বিবি কা মকবারা**-র আকর্ষণ কম নয়। এই সমাধির উপর আগ্রার তাজের অনুকরণে গরিবের তাজমহল গড়েন শাজাহান-পুত্র ঔরঙ্গজেব ১৬৫৭-৬৯এ। দ্বিমতে, ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম তৈরি করেন মায়ের সঞ্চিত ধনে এই সমাধি সৌধ। খরচ পড়ে ৬৬৫২৮৩ টাকা ৭ আনা। এটি দক্ষিণ ভারতের তাজ নামে সমধিক খ্যাত। তবে সৌকুমার্য বা গরিমায় আগ্রার তাজের থেকে যথেষ্ট নিষ্প্রভ। পরিমিতিবোধেরও অভাব সারা স্থাপত্যে। তবে, জালি, ফুল-লতা-পাতার ইন-লে অলঙ্করণ সুন্দর। তেমনই সুন্দর হিন্দু মন্দির স্থাপত্য-শৈলীর নিদর্শন মকবারার পেতলের দরজার অলঙ্করণ। সূর্যোদয় থেকে ২০-০০টা পর্যন্ত খোলা, টিকিট লাগে দর্শনে। শুক্রবার ফ্রি। আর নবতম আকর্ষণ প্রতি অক্টোবরে MTDC-র Bibi Ka Maqbara উৎসব।

নল বেয়ে জল নামছে পাহাড়ী ঝরনা থেকে। আর সেই জলের স্রোতে চাকি ঘোরানো হতো-শস্য পেষার। নামটি

তাই পানি চাক্কি। তবে জলাভাবে চাকি বন্ধ আজ। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে চাক্কির স্রষ্টা মুসলিম ফকির ঔরঙ্গজেবের ধর্মগুরু বাবা সাহী মুজফফর শাহীর সমাধিও রয়েছে চত্বরে। চত্বরের বাগিচাটি সুন্দর, মাছও আছে জলাধারে।

ইলোরার পথে ২৫ কিমি যেতে **খুলদাবাদ** তথা স্বর্গীয় বাসভূমে ঔরঙ্গজেবের সমাধি। ১৭০৭এ মৃত্যু হতে সম্রাটের ইচ্ছায় নিজ শ্রমে (কোরান থেকে কপি) উপার্জিত অর্থে রূপ পেয়েছে। আলমগীর দরগার অঙ্গনে নীল আকাশের নিচে সৌধহীন অনাড়ম্বর সমাধি ঘিরে পাথরের জালির সংযোজন ঘটেছে হায়দ্রাবাদের নিজামের হাতে। লাগোয়া কারবালায় শায়িত রয়েছেন মালিকঅম্বর ছাড়াও ইতিহাসের নানানজনা। পয়গম্বর মহম্মদের একটি *আঙরাখা*ও রয়েছে এখানে। অদূরে মোগল বাগিচা—রানী বেগম কা বাগ। খুলদাবাদ থেকে আরও ১৪ কিমি দূরে **মহিষমল**। চড়ুই-ভাতির মনোরম পরিবেশ। থাকার জন্য MTDC-র হলিডে রিসর্ট আছে।

ইলোরা গুহা: ঔরঙ্গাবাদ শহর থেকে ২৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের তৃতীয় আশ্চর্য ইলোরা গুহা। শহর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে বা বাস স্ট্যান্ডের ৪ প্ল্যাটফর্ম থেকে সার্ভিস বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। অজন্তার মতো আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই ইলোরায়। সঙ্গে টর্চ থাকা ভাল। তবে গুহাগুলি পশ্চিমমুখী হওয়ায় দিনের শেষার্ধে সূর্যালোকে যথেষ্ট আলোকিত হয় ইলোরা। উচিতও হবে বৈকালীন সফরে ইলোরা দেখে নেওয়া। তেমনই উচিত হবে একই দিনে অজন্তা ও ইলোরা না দেখা। নিখরচায় গাইডও মেলে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর থেকে অজন্তা ও ইলোরায়।

ইলোরার গুহাগুলিও পাহাড় ঢালে ৭ থেকে ১২ শতকে বৌদ্ধধর্মের পড়ন্ত-বেলায় 'ব্যাসলট রক' কেটে উত্তর থেকে দক্ষিণে ২ কিমিরও অধিক ব্যাপ্তিতে তৈরি। এটি বিহার বা মনাস্ট্রিধর্মী গুহামন্দির। মন্দিরের সংখ্যা ৩৪। আর্কিও-লজিস্টরা বলেন ২ লক্ষ টন পাথর বেরিয়েছিল এই গুহামন্দির তৈরি করতে। ৭০০০ শ্রমিকের ১৫০ বছরের নিরলস শ্রমে তৈরি। অজন্তার মতো ছবির অভাব থাকলেও এর ভাস্কর্য অতুলনীয়। ১০ম শতকে আরবদেশীয় ভূতাত্ত্বিক মাসুদির কাছে ইলোরার প্রথম উল্লেখ মেলে। আর স্যার জেমস ফার্গুসন বলেছেন—ইলোরা ভারতীয় কলাশিল্পের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে এর অনুপম ভাস্কর্য। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে এর ভাস্কর্যে। দক্ষিণমুখী প্রথম ১২টি বৌদ্ধ, মাঝের ১৭টি হিন্দু আর উত্তরমুখী শেষ ৫টি জৈনধর্মী। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ৯—১৭-৩০টায় খোলা থাকে ইলোরা। ছবি তোলায় ফ্ল্যাশ ব্যবহার বা ভিডিও স্যুটিং-এর জন্য অনুমতি লাগে—Supdt Archaeologist, Sion Fort, Mumbai-400022, ✆ 4071102 থেকে।

বৌদ্ধগুহা (৬০০-৮০০) ১—১২: দক্ষিণী ১ নম্বর গুহাটি স্বভাবতই প্রাচীনতম। ৫ নম্বর বিহারধর্মী ১১৭×৫৬ ফুটের গুহাটি বৌদ্ধ গ্রুপে বৃহত্তম। ভিক্ষুদের ক্লাসঘর ছিল সেকালে। ২৪টি পিলারে ভর রেখেছে সিলিং। ৬-এ হিন্দুর দেবী সরস্বতী—দ্বিমতে, বৌদ্ধ মহামযূরী হয়ে থাকবেন ইনি। ভাস্কর্যময় মন্দিরের গর্ভগৃহে বুদ্ধ। বৌদ্ধ শ্রমণদের বাসের জন্য গড়া অনাড়ম্বর ৭। ৮-এর গর্ভগৃহে পার্ষদ পরিবৃত হয়ে বেদিতে বসে বুদ্ধ। বুদ্ধের ডাইনে চতুর্ভুজ পদ্মপাণি। বামে অনুচরসহ বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে। প্রদক্ষিণ পথের দেওয়ালে দেবী সরস্বতীর মূর্তিটিও সুন্দর। ১০ নম্বর গুহাটি একমাত্র বৌদ্ধ ভজনালয় অর্থাৎ চৈত্য গুহা। খোদাই করা কড়িকাঠ হয়েছে সিলিং-এ। ধর্মচক্র মুদ্রায় বিরাটাকার বুদ্ধমূর্তি; স্তূপ হয়েছে ৯মি উঁচু। আলো আসছে অশ্বক্ষুরাকার অলিন্দ থেকে। হিন্দু দেবদেবীরও সমাবেশ ঘটেছে গুহা দশে। বিশ্বকর্মার নামে উৎসর্গিত, নামটিও তাই দশের বিশ্বকর্মা বা কার্পেন্টার্স কেভ। ১১তে দু'তল অর্থাৎ দ্বি-তলিকা। ১২তে তিন তল অর্থাৎ ত্রি-তলিকা মঠ। সহজ সরল বহির্ভাগ, ৫০ ফুটের মতো উঁচু; বিরাটাকার উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। ভাস্কর্যের প্রাচুর্য ঘটেছে অন্দরে। দেওয়ালও চিত্রিত। হিন্দু-তান্ত্রিক প্রভাব প্রতীয়মান।

হিন্দু গুহা (৯০০) ১৩—২৯: প্রথম গুহা অনাড়ম্বর ১৩ টপকে ১৪য় পৌছান। ১৪তে হিন্দু পুরাণের দেবদেবীদের অভিনব সমাবেশ ঘটেছে। সারা গুহাময় শিব—তিনি কখনও দৈত্যবধ করছেন, কখনও মহিষাসুর বধের আনন্দে তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন; আবার কখনও-বা স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। দুর্গারূপে পার্বতীর উপস্থিতি ঘটেছে। সদাশায় বিষ্ণু ধ্যানমগ্ন, বরাহ অবতার মূর্তিতেও মূর্ত হয়েছেন বিষ্ণু। বিষ্ণু-জায়া লক্ষ্মীদেবীও পৌঁছেছেন গুহামন্দিরে। ছেলের দল খেলছে শিবের বাহন নন্দীর সঙ্গে। হাতির পিঠে ইন্দ্র, গণেশ ছাড়াও নানান দেবতা, সপ্তমাতৃকারাও হাজির গুহায়। এতসবের মাঝে রাবণ কৈলাস তুলতে ব্যস্ত। গুহা নম্বর ১৫ অর্থাৎ দ্বিতল গুহায় দশ অবতার—নানানরূপে শিবঠাকুরের উপস্থিতি ঘটেছে। শিবঠাকুর ও পার্বতীর বিয়ের দৃশ্যও মূর্ত হয়েছে প্যানেলে। শিবের বাহন নন্দী আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে মূর্ত। শিবের কোলে পার্বতী, পদ্মহাতে বিষ্ণু, চতুর্ভুজা ভবানী, তপস্যারতা দেবী কালীকা, অর্ধনারীশ্বর ছাড়াও নানান ভাস্কর্যে মণ্ডিত ১৫। বিষ্ণু ৫ ফণার সর্পসজ্জায় বিশ্রামরত। বামনও নৃসিংহরূপে উপস্থিতি ঘটেছে বিষ্ণুর। কুমির থেকে বিষ্ণুর হাতি উদ্ধারের দৃশ্যটিও অভিনব।

১৬ অর্থাৎ কৈলাস গুহার স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও গঠন সৌষ্ঠবে অভিনবত্ব আছে। আকারে যেমন বৃহত্তম, অন্যতমও বটে ইলোরার এই মনোলিথিক কৈলাস গুহা। শুধু ইলোরায় কেন বিশ্বের বৃহত্তম আর [illegible] সুন্দর কারুকার্যখচিত গুহা-মন্দিরও এই কৈলাস। আকারে [illegible] পার্থেননের দ্বিগুণ হবে কৈলাস। একখণ্ড পাহাড় খুঁড়ে [illegible] রাজ্যের রাজা কৃষ্ণ

(প্রথম)-র হাতে ৮ শতকে ৭০০০ শিল্পীর অনলস শ্রমে ১৫০ বছর ধরে তৈরি শিবঠাকুরের গ্রীষ্মাবাস—মাউন্ট কৈলাস। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৮২x৪৭ মি, উচ্চতায় ৩০ মি। কাজ হয়েছে উপর থেকে নিচে। ২ লক্ষ টন পাথর বেরিয়েছে কৈলাস গড়তে। সামনেই প্রবেশপথে হাঁটু ভেঙে বসে বিরাটাকার পাথরের দুই হাতি, দু'পাশে ৫০ ফুট উঁচু দুই ধ্বজস্তম্ভ। রাবণ কৈলাস পর্বতকে মাথায় তুলে বিক্রম দেখাতে ব্যস্ত। আত্মভোলা শিব পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ঠায় বসে। নিচুতে চাপা পড়েছে দাম্ভিক রাবণ। অদূরে নন্দী। নৃসিংহ অবতাররূপী বিষ্ণুও হাজির। শ্রীরামের লঙ্কাবিজয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, চতুর্ভুজ নারায়ণ, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণা, নন্দীপৃষ্ঠে চতুর্ভুজ শিব, অর্ধনারীশ্বর, সপ্তমাতৃকার পদতলে কালভৈরবের রুদ্রমূর্তি ছাড়াও পৌরাণিক চিত্র, নানান দেবদেবী ও জীবজন্তুর মূর্তিকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে পাথরকুঁদে কৈলাসে। ৬৪ ফুট দৈর্ঘ্যের ডুমারলেনা অর্থাৎ গুহা ১৭য় শিব ছাড়াও নানান দেব-দেবী মূর্ত হয়েছেন। ১৮র দেওয়াল, স্তম্ভ, তোরণ, গর্ভমন্দির অনাড়ম্বর। ১৯ বিধ্বস্ত। ২০তেও দেবতা শিব—দরজার ভাস্কর্য অনবদ্য। ২১ অর্থাৎ রামেশ্বরেও শিব-পার্বতীর বিয়ের দৃশ্য মূর্ত হয়েছে ভেতরের দেওয়ালে। পাশা খেলছেন শিব-পার্বতী। আর আছে নন্দী; মকরবাহিনী অর্থাৎ কুমিরপিঠে গঙ্গা-যমুনারও উপস্থিতি ঘটেছে। ২২ অর্থাৎ নীল-কণ্ঠেও নানান দেবতা। গর্ভমন্দির গাঢ় নীল রঙা। আকর্ষণে ম্লান গুহা ২৩ ও ২৪ দু'টিই ভাস্কর্যহীন। গুহামন্দির কুম্ভওয়াড়া অর্থাৎ ২৫-এ সপ্ত অশ্বচালিত রথে সূর্যদেব। নদী নামছে পাহাড় থেকে মর্ত্যে জলপ্রপাতের মতো। ২৬ উল্লেখ্য না হলেও ২৭ অর্থাৎ গোয়ালিনী গুহায় নানান দেব-দেবীর ভাস্কর্যে অভিনবত্ব আছে। ২৮-এর গর্ভমন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর অষ্টভুজা দেবীমূর্তি মূর্ত। নানান দেব-দেবী শোভিত ২৯ অর্থাৎ সীতা নাহালী যেন এলিফ্যান্টার প্রতিচ্ছবি। শিব এখানে ধ্বংসের দেবতা। মূর্তি ও মন্দির দুই-ই বিশালাকার।

জৈন গুহা (৮০০-১০০০) ৩০—৩৪: আরও উত্তরে সর্বশেষে তৈরি ইলোরার জৈন গুহা। জৈন গুহাগুলি আকার ও আয়তনে উল্লেখ্য না হলেও ভাস্কর্যে অতুলনীয়। গুহা ১৭ অর্থাৎ কৈলাসেরই প্রতিরূপ গুহা ৩০ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ *ছোটা কৈলাসের* ভাস্কর্য নিচুমানের। *ইন্দ্রসভা* সংলগ্ন ৩১-ও অসম্পূর্ণ। সম্ভবত, অতি কঠিন পাহাড়হেতু পরিত্যক্ত হয়। গুহা ৩২ অর্থাৎ ইন্দ্রসভার ভাস্কর্য সুন্দর। ২০০ ফুটের এক পাহাড় কুঁদে তৈরি দ্বিতল এই মন্দিরে স্বর্গের দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের বিধানসভা বসেছে। অনাড়ম্বর একতলা পেরিয়ে দ্বিতলে উঠতেই পার্শ্বনাথ, গোমতেশ্বর, জৈন তীর্থঙ্করদের উপস্থিতি উল্লেখ্য। আর আছেন মন্দিরে জৈন ধর্মের প্রবর্তক ২৪তম তীর্থঙ্কর উপবিষ্ট বর্ধমান মহাবীর। ভাস্কর্য ও সিলিং-এর চিত্র অনবদ্য। আর ৩৩-এ বসেছে জগন্নাথ সভা। বত্রিশেরই রকমভেদ জগন্নাথ সভার ভাস্কর্যও সুন্দর। নানান ভাস্কর্যমণ্ডিত ৩৪ আকারে ছোট হলেও আকর্ষণে উল্লেখ্য।

আর পাহাড়চুড়োয় মূর্তি হয়েছে ৫মি উঁচু পার্শ্বনাথ স্বামীর।

তবে, সময় ও ক্লান্তিতে প্রতিটি গুহামন্দির দেখা সম্ভব নয়—তাই ৬, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ২১, ২৯, ৩২ ও ৩৪ নম্বর গুহাগুলিতেই ইলোরা দর্শনের স্বাদ মিটিয়ে নিতে পারেন পর্যটকরা। ইলোরার নবতম আকর্ষণ মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে MTDC আয়োজিত ইলোরা ফেস্টিভ্যাল।

ইলোরার সামান্য উচ্চে কৈলাসের শিরে নতুন করে ২৮টি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। আশা জেগেছে আরও গুহা আবিষ্কারের। তৈরি এগুলি ৯-১৩ শতকে। তেমনই আবিষ্কৃত হয়েছে ইলোরাতে খ্রিপূ ২ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৫-এর নগরী। আবিষ্কৃত হয়েছে সাতবাহন রাজাদের কালের নানান নিদর্শন ইলোরার মাটির নিচে। আর নির্জনতা যারা ভালবাসেন তাদের থাকারও ব্যবস্থা আছে গুহার কাছেই **Kailash H,* ৩ কিমি দূরে *Khuladabad State GH* ও *Local Fund Travellers Bungalow*-য়, আহার্যও মেলে; অবু: MTDC, Aurangabad বা Mumbai.

ইলোরা গুহা থেকে ১ কিমি দূরে ভেলুর গ্রামে পবিত্র হিন্দুতীর্থ **ঘৃষণেশ্বর**। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে প্রাচীনতম। অতীত মন্দির ধ্বংস পেতে ১৮ শতকে মহারাষ্ট্রের রানী অহল্যাবাঈ হোলকারের নতুন গড়া মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দেখে নেওয়া যেতে পারে। মহিলাদের প্রবেশ অবাধ হলেও পুরুষদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত রেখে প্রবেশের রীতি। কনডাকটেড ট্যুরে বাস যাচ্ছে মন্দির দেখাতে। ঘৃষণেশ্বর উদ্যানটিও আর এক দ্রষ্টব্য। তবুও যেন কিছুটা স্তিমিত ইলোরা ও অজন্তার ভিড়ে ঘৃষণেশ্বর।

কেনাকাটা: এছাড়া অতীতের হস্তশিল্প *হিমরু* আজ লুপ্ত হলেও ঔরঙ্গাবাদের আর এক আকর্ষণ ঔরঙ্গাবাদী কিংখাব সিল্ক তথা বয়নশিল্প। তেমনই সোনা ও রুপোর কারুকার্যখচিত পাইথন শাড়িও কিনতে পারেন ঔরঙ্গাবাদের দোকানপাটে। বাঙালি ললনার বেনারসীর মতো মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের শাদির অঙ্গ এই পাইথন শাড়ি। অতীতে হুকা ও রেকাবীতে ব্যবহৃত হলেও আজ ব্যাপকতা পেয়েছে বিদ্রী শিল্প। বিদ্রীর আভরণও উল্লেখ্য। কোম্পানির শো-রুমে কিনে ঔরঙ্গাবাদ ভ্রমণের স্মারকরূপে সঙ্গী করা যেতে পারে।

পাইথন : ঔরঙ্গাবাদ থেকে বাসে ৫১ কিমি দক্ষিণে সাধক একনাথের জন্মস্থান পাইথন বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। খ্রিপূ ২ থেকে খ্রিস্টাব্দ ২ সাতবাহন রাজাদের রাজ্যপাট ছিল পাইথনে। ৫টি ছোট পাহাড়, বয়ে চলেছে গোদাবরী নদী সর্পিল গতিতে। পরিবেশ সুন্দর। সাধকের জন্মসূত্রে মঠ হয়েছে। সুন্দর কারুকার্যময় মন্দিরও রয়েছে বেশ কয়েকটি পাইথনে। আর আছে কিংখাব সিল্ক কারখানার নয়নলোভন সোনা ও রুপোর জরি খচিত পাইথনী শাড়ি। প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে জায়ক ওয়াড়ী বাঁধটিও আর এক দ্রষ্টব্য। চেনা-অচেনা নানান পাখির মেলা বসে নাথসাগরে।

আহমেদনগর : উৎসাহীরা ঔরঙ্গাবাদ-পুনে সড়কে পুনে থেকে ৮২ আর পাইথনের ৮৭ কিমি দূরে আর এক অতীত রোমন্থন করে চলতে পারেন। বাহমনি রাজ্য ভেঙে যেতে বিজাপুর, বিদার, গোলকুণ্ডা, গুলবর্গার সাথে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে আহমেদ নিজামশাহীর হাতে গড়ে ওঠে আহমেদনগর দুর্গ ও আলমগীর দরগা। শিবাজীও আমূল সংস্কার করেন দুর্গের। ১৭০৭এ ঔরঙ্গজেবের (৯৭ বছরে) মৃত্যুও ঘটে এখানে। আরও পরে ব্রিটিশ কারাগার গড়ে দুর্গে। এমনকি জওহরলাল নেহরু *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থ লেখেন ১৯৪২এর বন্দী জীবনে ব্রিটিশের এই কারাগারে। ৯ কিমি দূরে চাঁদ বিবি মহল, ফারাবাগও দর্শনীয়। বাস চলে ঔরঙ্গাবাদ ও পুনে থেকে আহমেদনগর।

হোটেলও আছে নানান আহমেদনগরে—*Motel Suvidha,* Nim Gaon Jali, via Loni, Ahmednagar-414001, S ১৫০, D ২২৫, স্যুইট ৩০০; *Ashoka Tourist H,* King's Gate, Ahmednagar-1, ✆ 23607, S ১৭৫, D ২৭৫, স্যুইট ৪০০, A/c D ৫৫০; *H Nataraj,* Nagar-Aurangabad Rd, ✆ 26576, D ১৫০-২২৫, A/c ৩৫০; *H Sablok; H Sanket,* Tilak (Station) Rd, Ahmednagar-1, ✆ 28701, S ২৫০, D ৩৫০, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৮০০। আর আছে MTDC-র হোটেল মাহুরে।

নানডেড

মনমদ-ঔরঙ্গাবাদ-জালনা-পার্বনী পূর্ণা ব্রডগেজ রেলে ঔরঙ্গাবাদ থেকে ২৬৬ কিমি দূরে নানডেড স্টেশন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৭-৪৫এ মনমদ-মুডখেদ এক্স, ১০-১০এ ঔরঙ্গাবাদ-নানডেড প্যাসেঞ্জার, ১৩-৪০এ মুম্বাই-নানডেড তপোবন এক্স, ৪-৪৫এ মুম্বাই-নানডেড দেবগিরি এক্স, 2 4 6 দিন ১২-৩০এ অমৃতসর-নানডেড এক্স ৫ ঘণ্টায় নানডেড যাচ্ছে। আবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পার্বনী পৌঁছে নতুন করে পারলি-নানডেড প্যাসেঞ্জারেও চলা যেতে পারে নানডেড। মনমদ-সেকেন্দ্রাবাদ/ কাচিগুদা এক্সও যাচ্ছে পারলি-পার্বনী হয়ে। আবার প্যাসেঞ্জারে নানডেডের ২৩ কিমি দূরের মুডখেদ পৌঁছে মুডখেদ জং থেকে ৬-৩০এ অজন্তা এক্স, ১৪-১৫য় সেকেন্দ্রাবাদ প্যা, ১-৪০এ আজমের লিঙ্ক প্যা, ২০-২৫এ ফাস্ট প্যা, ২৪-০০টায় মুডখেদ-সেকেন্দ্রাবাদ এক্স ২৭২ কিমি দূরের সেকেন্দ্রাবাদ যাচ্ছে ৬½ (৮½ প্যা) ঘণ্টায়। আবার পূর্ণা থেকে ৬-৩০এ জয়পুর যাচ্ছে ৩০¾ ঘণ্টায় 9770 পূর্ণা-জয়পুর এক্স। নানডেড থেকে মনমদের দূরত্ব ৩৭৯, মুম্বাই ৬১১, পূর্ণা ৩০, কাচিগুদা ২৮০ কিমি। বাসও চলে এপথে। বাস আসছে ৬৪ কিমি দূরের আয়ুধ থেকে জেলা সদর নানডেডে।

গোদাবরী নদীর তীরে শিখ সম্প্রদায়ের ১০ম বা শেষ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের স্মৃতি বিজড়িত নানডেড পবিত্র শিখ-তীর্থ। ৯ম শিখ গুরু তেগবাহাদুরের পুত্র ১০ম গুরু গোবিন্দ সিং ৪১ বছর বয়সে (১৬৬৬-র ২৬শে ডিসেম্বর পাটনায় জন্ম) দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে বৈরাগী সাধু মাধো দাসের ডেরায় আশ্রয় নেন নানডেডে। উত্তরকালে খালসা ধর্মে দীক্ষা নিয়ে শিখ গুরুর বান্দা হলেন মাধো দাস। সেই থেকে আমৃত্যু বাস করেন গুরু এখানে। ১৭০৮এর ২রা অক্টোবর শিরহিন্দের নবাব ওয়াজির খাঁর দূত গুল খাঁর হাতে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে গুরুর মৃত্যু ঘটে ৭ই অক্টোবর। শিষ্যদের অভাব মেটাতে মৃত্যু পথযাত্রী গুরু গোবিন্দ সিং দশজন শিখ গুরুর মুখ নিঃসৃত অমর বাণীগুলিকে অর্থাৎ হাতে লেখা *গ্রন্থসাহিব*-কে শিখ ধর্মের চিরন্তন গুরু রূপে অভিষিক্ত করেন। রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে পবিত্র সমাধিভূমে কারুকার্যমণ্ডিত স্বর্ণমন্দিরের আদলে শ্বেতমর্মরে সচ্চখণ্ড গুরদ্বারা গড়েন ১৮৩৭এ পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং। পবিত্র শিখ তীর্থ—প্রধান পাঁচ তখতের এক এই *সচ্চখণ্ড শ্রীহুজুর আবছালনগর সাহিব*। গুরুর সোনার তরবারি, সোনার ড্যাগার, তীর-ধনুক ছাড়াও নানান স্মারক রয়েছে গুরদ্বারায়। হোলির পরদিন হোলা খুবই আকর্ষণীয় উৎসব।

এছাড়াও গুরদ্বারা হয়েছে আরও চার নানডেডে—নাগিনাঘাট সাহিব, হীরাঘাট সাহিব, সঙ্গত সাহিব, শিকারঘাট সাহিব। সচ্চখণ্ড থেকে ১০ টাকায় ঘণ্টা চারেকের সফরে বেড়িয়েও আনে লাক্সারি বাস। থাকা ও আহার্য মেলে প্রতিটি গুরদ্বারায়। তবে, সচ্চখণ্ডের তিন শতাধিক ঘরের যাত্রী নিবাসের ব্যাপক ব্যবস্থাপনা সুন্দর। তেমনই ভুজিয়াবাদের *মারোয়াড়ি ধরমশালা*-টিরও প্রশস্তি আছে যাত্রীমহলে। এছাড়াও আছে নানান ধরমশালা ও *Hotel J K, Apsara, Deepak, Rajesh* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল নানডেডে। চলার পথে জালনাতেও *H Amber,* Post Office Rd, Jalna-431203, ✆ 21295, S ১৫০, D ২৫০, A/c S ২৫০, D ৪০০, স্যুইট ৬০০, ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল মেলে।

শুধু শিখতীর্থই বা কেন—জনশ্রুতি অতীতকালে হিন্দুর দেবতা বরুণ যজ্ঞ করেন এই পুণ্যভূমিতে। মহামুনি ভৃগুর জন্ম হয় ব্রহ্মার হৃৎকমল থেকে এই নানডেডেই। ভৃগু-পুলোমার সন্তান চ্যবন ও কালে কালে আরও নানান মুনি-ঋষির জন্ম হয়েছে এই পুণ্যভূমে। নাম ছিল জায়গার নওদণ্ডি সেকালে। নানাডেড নামটি নওদণ্ডিরই রূপান্তর। নামের সাথে সাথে অতীতও লোপ পেয়েছে। নানডেড থেকে বাসে শ্রীদত্তাত্রেয়র জন্মভূমি মাহুর-ও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। একাধিক মন্দির ও অতীতকালের দুর্গের জন্য মাহুরের প্রশস্তি।

আয়ুঁধ-নাগনাথ

মনমদ/ঔরঙ্গাবাদ-নানডেড/কাচিগুদা রেলপথে ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৭৮ আর নানডেডের ৫৯ কিমি আগেই পার্বনী, আরও ২৯ কিমি গিয়ে পূর্ণা স্টেশন। মনমদ-নানডেড ট্রেন যাচ্ছে জালনা-পার্বনী-পূর্ণা হয়ে। পার্বনী বা পূর্ণা থেকে ট্রেন বা বাসে চলা যেতে পারে আয়ুঁধ-নাগনাথ। বাস আসছে ৬৪ কিমি দূরের নানডেড থেকেও আয়ুঁধে। বাস আসছে ২১০ কিমি দূরের ঔরঙ্গাবাদ থেকেও। ১৫০০ ফুট

উঁচু আয়ুঁধে নাগরাজ বাসুকির সুরম্য নগরী আজ পৌরাণিক গাথা হলেও নাগরাজের প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্লিঙ্গ আজও বিদ্যমান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রাচীনতমও এই নাগনাথ। তবে, মতান্তরও আছে। বন আর পাহাড়, পাহাড় শুধু পাহাড়, চারপাশই পাহাড়ে ঘেরা—শান্ত-স্নিগ্ধ-সুমধুর পরিবেশে নাগনাথের সুবিশাল মন্দির। অপূর্ব শিল্প-সুষমামণ্ডিত মন্দিরটি নাকি সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। বনবাস-কালে পাণ্ডবরাও এসেছেন আয়ুঁধে। আর মন্দিরটি নাকি যুধিষ্ঠিরের তৈরি খ্রিস্ট পূর্বকালে। দেবতা প্রতিষ্ঠা পান ধ্বংস-স্তূপ থেকে নতুন করে মন্দিরে। উত্তরকালে ঔরঙ্গজেবের কোপানলে ধ্বংস হলেও রানী অহল্যাবাঈ সংস্কার করেন আবার। সত্য-দ্বাপর-কলি তিন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে এর ভাস্কর্যে। উপরিভাগে সত্য, মধ্যভাগে দ্বাপর আর নিচে কলি যুগের প্রভাব। সত্যযুগের অর্ধনারীশ্বর ও ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি, তিন জন্তুর চার পা—দু'টি ঢাকতেই মানব মূর্তি, অনবদ্য। মন্দিরও রয়েছে আরও নানান নাগনাথে। কালো কষ্টি পাথরের বিষ্ণু মূর্তিটিও সুন্দর। সামনে তার অমর-লোকের পুণ্য-সলিল অমরোদক পুণ্যকূপ। থাকার ঘর মেলে *মন্দির কমিটির যাত্রীনিবাস* ও *রেস্ট হাউস*-এ। আর আছে *জিলা পরিষদের রেস্ট হাউস*, MTDC-র ২৫ বেডের *Holiday Resort*, Aundha-Nagnath, Dist-Parbhani-431118, DAB ১৫০ ডর্মি বেড ৪০ শয্যা ছাড়া ১৫ আয়ুঁধে। তবে আয়ুঁধ আজ স্থানীয়দের কাছে ঔন্ডা নামে খ্যাত।

পারলি-বৈজনাথ

আয়ুঁধ থেকে পার্বনী ফিরে ট্রেনে চলা যেতে পারে ৮৫ কিমি দূরের পারলি-বৈজনাথ। ২ ঘণ্টার পথ, ট্রেন যাচ্ছে ব্রড গেজে ৫-৪৫, ১২-৪৫, ১৮-১০, ২০-৩০, ২২-১০, ২৩-০৫-এ পার্বনী থেকে। ট্রেন আসছে সেকেন্দ্রাবাদ ৩৫১, ভিকরাবাদ ২৬৮ কিমি, নানডেড, ঔরঙ্গাবাদ, ব্যাঙ্গালোর থেকেও পারলি। তবে, সরাসরি বাসও মেলে ৬-০০ ও ১০-০০টায় ১০৪ কিমি দূরের আয়ুঁধ থেকে পারলি-বৈজনাথের। ঘণ্টাচারেকের পথ। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ২৩০, নানডেডের ১০৯ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৫০০ ফুট উঁচুতে মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যনিবাস পারলি।

শহরান্তে মেরু পর্বতের গা ছুঁয়ে মন্দির হয়েছে পাতালের রাজা বাসুকির কন্যা পারালির পূজিত বৈজনাথ অর্থাৎ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের (৫ম)। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা সুবিশাল এই মন্দিরে দেবতা রয়েছেন নানান। তবে, আজকের মন্দিরটি ১৭ শতকে ইন্দোরের রানী অহল্যা-বাঈয়ের তৈরি। শিবরাত্রিতে জাঁকালো উৎসব হয়, মেলা বসে; লক্ষ লক্ষ ভক্তজনেরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। শ্রাবণেও আর এক উৎসব, বসে মেলা—ভক্তের দল মেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মন্দির আছে মেরু পর্বতের প্রদক্ষিণ পথে। পারলির আর এক আকর্ষণ তার জিজা মাতা উদ্যান, ১৫—২১-০০টায় খোলা। শঙ্কর ভগবানের মূর্তিটিও সুন্দর। তেমনই গগনচুম্বী পারলি থার্মাল —সেও আর এক দ্রষ্টব্য। থাকার ব্যবস্থা মেলে *মন্দির কমিটির ধরমশালা, মিউনিসিপাল গেস্ট হাউস, সরকারি রেস্ট হাউস, সাধারণ হোটেল ও লজে*। ৬০-১০০ টাকায় *আগরওয়ালা লজ* থাকার পক্ষে ভালই।

নাসিক

ঔরঙ্গাবাদ থেকে সরাসরি বাসে বা ট্রেনে মনমদ হয়ে নাসিক চলুন। দূরত্ব ২১৮ কিমি, ঘণ্টাপাঁচেকের পথ। গোদাবরী নদীর তীরে ৫৯৮ মি উঁচুতে নাসিক শহর, পবিত্র হিন্দুতীর্থ। গোদাবরীর অপর পাড়ে আর এক হিন্দুতীর্থ পঞ্চবটী। পশ্চিম ভারতের কাশী এই নাসিক। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য এর অপরিসীম। সত্যযুগে ভগবান ব্রহ্মা পদ্মাসনে বসে সৃষ্টির ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেন—নাম ছিল সেকালে পদ্মনগর। ত্রেতাযুগে অরণ্যময় নাসিকে খর, দূষণ ও ত্রিশির রাক্ষসদের বাস ছিল—নাম ছিল তার ত্রিকণ্টক। দ্বাপরে যজ্ঞ করেন জনকরাজা—সেই থেকে নাম হয় জনকস্থান। আর ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে বনবাসের কিছুকাল এই নাসিকে কাটান। তখন রাবণ রাজার বোন শূর্পণখা লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চায়। লক্ষ্মণ ক্ষিপ্ত হয়ে শূর্পণখার নাক অর্থাৎ নাসিকাটি কেটে দেয় শহর থেকে ৮ কিমি দূরে আজকের পঞ্চবটী থেকে আরও ৩ কিমি গিয়ে তপোবনে। আর সেই নাসিকা থেকেই শহরের নাম হয়েছে নাসিক। সাঙ্খ্যদর্শনের রচয়িতা মহামুনি কপিলের তপস্যাভূমি তপোবনে কপিল ও গোদাবরীর সঙ্গম ছাড়াও আছে অষ্টতীর্থ। নাসিকের মাহাত্ম্য এখানেই শেষ নয়। জলন্ধর মুনির পত্নী বৃন্দার শাপে হরি অর্থাৎ বিষ্ণু, আর ব্রহ্মহত্যায় শাপগ্রস্ত হর অর্থাৎ শিব উভয়েই নাসিকের পঞ্চবটী তীর্থে পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে স্নান করে পাপমুক্ত হন। তাই হরিহর ক্ষেত্র বলেও প্রসিদ্ধি আছে নাসিকের। মন্দিরও হয়েছে সেতুর মুখে বিষ্ণু অর্থাৎ **সুন্দর-নারায়ণের**। গোদাবরীর দৃশ্যও সুন্দর নাসিকে। কৃত্রিমভাবে স্রোতবতী করে তোলা হয়েছে দক্ষিণ বাহিনী গোদাবরীকে। গৌতম মুনির সাধনায় মর্ত্যে আগমন ঘটে গোদাবরীর। তাই গৌতমী-গঙ্গা নাম হয়েছে গোদাবরীর। মূর্তিও হয়েছে গোদাবরী ও কোলাম্বিকার গঙ্গাদ্বারে পাশাপাশি দুই গুহায়। সামান্য উঠতেই শহরের প্রাচীনতম লিঙ্গহীন **কপালেশ্বর মহাদেব মন্দির**। অদূরেই **কালারাম** মন্দিরে গোদাবরীতে পাওয়া কষ্টিপাথরের রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। রামভক্ত হনুমানও এখানে কালোপাথরের। মন্দিরের শিখর সোনায় মোড়া। একশ' (৯৬) পিলারের সভামণ্ডপ হয়েছে। পঞ্চবটীর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরও এই কালারাম। সংস্কার করেছেন পেশোয়ার সর্দার শ্রীওটেকরজী।

অদূরেই রামচন্দ্রের **পর্ণকুটির**, বিপরীতে **সীতাহরণ গুম্ফা**। কথিত আছে, এখান থেকেই রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করে। পাশেই রামায়ণের পাঁচ বটবৃক্ষ অর্থাৎ **পঞ্চবটী**

বন। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও তিন শতাধিক পঞ্চবটীতে। ভারত ভেঙে তীর্থযাত্রীরা আসেন পুণ্যস্নানে গোদাবরীতে। স্নান চলে সারা বছর ধরে। আর ১২ বছর অন্তর বসে **কুম্ভমেলা** নাসিকের পুণ্যতোয়া গোদাবরীর তীরে। এছাড়া সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নবরাত্রি, মার্চ-এপ্রিলে রামনবমী ও মহাশিবরাত্রি নাসিকের উল্লেখ্য উৎসব। বাস যাচ্ছে নাসিক রেল স্টেশন ও ১০ কিমি দূরের শহরের সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে পঞ্চবটীতে। অটো ও ট্যাক্সিও চলে এপথে। থাকারও নানান *ধরমশালা* মেলে পঞ্চবটীতে।

রেল স্টেশনের বামে ১ কিমিরও কম দূরত্বে মুক্তিধাম মন্দির। পিঙ্করঙা মার্বেল পাথরের সুন্দর এই মন্দিরে মূল দেবতা—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। এছাড়াও নানান হিন্দু দেবতার সমাবেশ ঘটেছে মন্দিরে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে। সাঁইবাবার মূর্তিটিও সুন্দর। এদের *গেস্ট হাউস*-এ থাকারও ঘর মেলে। ব্যবস্থাপনা ভালই। আর আছে নারুশঙ্কর মন্দির ছাড়াও আরও নানান মন্দির নাসিকে।

নাসিক রোড থেকে ৩৭ কিমি দূরে ৭১১.৪ মি উঁচুতে পঞ্চচুড়োর **ত্র্যম্বকেশ্বর** মন্দির। ১৭৫৫য় শুরু করে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৮৫তে নবরূপে মন্দির গড়েন বালাজী বাজীরাও। শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মার সমন্বয়ে চতুর্মুখী দেবতা শিব—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। মন্দিরের পিছনে কুণ্ড, স্নানে পুণ্য হয়। তারও পিছনে ৭৫০ সিঁড়ি বেয়ে পথ উঠেছে **ব্রহ্মগিরি** পাহাড়ে। কিছুটা সহজ বিকল্প পথও উঠেছে মন্দির থেকে বাঁহাতি ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে। নিথর, নিস্পন্দ ছোট্ট এক কুণ্ড।

আর আছে গৌতম মুনির গুহায় রানী অহল্যা প্রতিষ্ঠিত ১০৮ শিবলিঙ্গ ও গোদাবরী মন্দির ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে। মন্দিরেরই এক গোমুখ থেকে নির্গত গোদাবরী কুণ্ডে সঞ্চিত হয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অন্তঃসলিলা জলধারা গঙ্গাদ্বারে দৃশ্যমান হয়ে শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে সমতলে নামছে। সেও এক কিংবদন্তী—চলার পথে গোদাবরীর প্রবাহ দেখতে গৌতম মুনি পিছু ফিরতেই লুপ্ত হন গোদাবরী। মুনির ইচ্ছায় বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে পাহাড় কেটে আবার মুক্ত করেন গোদাবরীকে চক্রতীর্থে। অদূরে উৎসের কিছুটা নিচুতে পাহাড়ের গায়ে শিবের জটার ছাপ আজও দৃশ্যমান।

থাকার জন্য MTDC-র *Holiday Resort*, ✆ (0253) 30143, D ২৫০,৩০০, ডর্মি ৪০; *Govt R H* ও *মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউস* ছাড়াও নানান *ধরমশালা* আছে ত্র্যম্বকে। বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু শহর থেকে।

আর আছে শহর থেকে ৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে নাসিক-মুম্বাই রোডে ত্র্যম্বক পাহাড়ে খ্রিস্টপূর্ব ১ থেকে ২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি **পাণ্ডুলেনা** অর্থাৎ বৌদ্ধগুহা। ২৩টি গুহা রয়েছে হীনযান ও মহাযান কালের। সময়াভাবে ৩, ৮, ১০, ১৭, ১৮, ২০ গুহাগুলি দেখে সাঙ্গ করা যেতে পারে পাণ্ডুলেনা দর্শন। বিহারধর্মী গুহা ৩-এর ভাস্কর্য সুন্দর। গুহা ১০ নম্বর ৩-এরই প্রতিরূপ। চৈত্য গুহা ১৮তে সুন্দর ভাস্কর্য রূপ পেয়েছে। বিহারধর্মী বিরাটাকার গুহা ২০-র কারুকার্যও সুন্দর। কারলা গুহারই সমসাময়িক পাণ্ডুলেনার এই গুহা। জৈন গুহাও রয়েছে পাণ্ডুলেনার ৬ কিমি দূরে। শহর থেকে ১২ কিমি দূরে ভারতে প্রথম মাটির তৈরি **গঙ্গাপুর** বাঁধটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। তবে, আজকের নাসিক সমধিক খ্যাত তার শিল্প-কারখানার জন্য। ভারত সরকারের সিকিউরিটি প্রেস, এয়ার ক্রাফট কারখানা গড়ে উঠেছে নাসিকে।

নাসিকের আর এক আকর্ষণ তার আঙুর। পথপাশে লতানো মাচা থেকে থরে থরে ঝুলে থাকে আঙুরের থোকা। তবে *The grapes are sour* আপ্তবাক্যকে স্মরণ করে প্রবোধ দিন মনকে।

আবার সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে কলবনের বাসে ঘণ্টা-দু'য়েকে ৪৮ কিমি দূরের নান্দুরি পৌঁছে নতুন করে বাস বা মিনিবাসে সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ৫২৫০ ফুট উঁচু সপ্তশৃঙ্গীগড়ে জাগ্রতা দেবী সপ্তশৃঙ্গী দর্শন করে দিনে দিনে নাসিকে ফেরা যেতে পারে। পাহাড়, পাহাড়, পাহাড়—চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট এক সমতলে বাসের চলা শেষ। দোকানপাট, ধরমশালাও আছে মন্দির ট্রাস্টির। তোরণ পেরুতেই রেলিং-এ ঘেরা ৪৭২ ধাপের সিঁড়ি বেয়ে ১৮ ফুটের এক গুহা রূপ পেয়েছে মন্দিরে। ৮ ফুট উঁচু ১৮ ভুজা দেবীমূর্তি নানান রণসাজে সজ্জিতা। দেবীর পূজা অর্থাৎ অভিষেক পর্ব—সেও বৈচিত্র্যময়। ত্রিগুণাত্মক এই দেবী মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর বীজে সৃষ্ট। ভীমাসুরকে বধ করতে দেবীর আবির্ভাব। কিংবদন্তী, স্বপ্নাদিষ্ট মার্কণ্ডেয় মুনির প্রতিষ্ঠিত এই দেবী। অদূরে দেবীর ভৈরব। আর আছে ৮টি কুণ্ড ও ৩০ ফুট উঁচু মৎসেন্দ্রনাথের সমাধি। মহারাষ্ট্রের সাড়ে তিন পীঠের আধা পীঠ বলে এর প্রসিদ্ধি। সতীপীঠ বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা।

সিঁড়িপথে রামকা টপ্পা। প্রবাদ, বনবাসকালে লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সহ দেবদর্শনে এসে এখানেই অবস্থান করেন শ্রীরাম। দুরারোহ চার পায়ে হাঁটা পথও এসেছে নান্দুরি থেকে দুরূহ *রোদতুণ্ড* অর্থাৎ রোদন ভরা চড়াই বেয়ে। একান্তই উচিত হবে পায়ে হাঁটা পথ পরিহার করে বাসে বাসে চলা।

হাওড়া/মনমদ-মুম্বাই ও দিল্লী/মনমদ-মুম্বাই রেলপথে নাসিক রোড স্টেশন। মুম্বাই থেকে দূরত্ব ১৮৮, কলকাতা ১৭৮২, মনমদ ৭৩ কিমি। আর সড়কপথে পুনে ২০২, ঔরঙ্গাবাদ ২১৮, সির্ধি ৯৮ কিমি। নিয়মিত বাস যাচ্ছে। বাস যাচ্ছে বন আর পাহাড়ী ঘাট রোড ধরে মুম্বাই ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে নাসিক থেকে। MTDC-র লাক্সারি কোচও যাচ্ছে ৬-৩০টায় মুম্বাই ছেড়ে ১১-৩০-এ নাসিকে, ফেরে ১৩-০০টায় নাসিক থেকে মুম্বাই; ভাড়া ১২৫, এমনকি ৮২ কিমি দূরে গুজরাটের পাহাড়ী শহর সপুতারা-ও বেড়িয়ে নেওয়ার সুবিধা নাসিক থেকে। তবে, কেন যেন অপরিচ্ছন্ন শহর নাসিক, অসহযোগিতাও পদে পদে। হাওড়া-মুম্বাই মেলে ২-৪৮এ, হাওড়া-কারলা এক্সে ০-৩৫এ, হাওড়া-মুম্বাই ভায়া এলাহাবাদ এক্সে ৬-২১এ নাসিক পৌঁছে দিনে দিনে নাসিক বেড়িয়ে পরদিন সির্ধি হয়ে পুনে বা মুম্বাই চলা যেতে পারে বাসে। গীতাঞ্জলির স্টপ নেই

নাসিকে। আর মুম্বাই CST থেকে ৬-১০এ মুম্বাই-নানডেড এক্স, ১৮-৪৫এ মুম্বাই-মনমদ পঞ্চবটী এক্স যথাক্রমে ১০-০৫/২২-৪৫এ নাসিক পৌঁছে নানডেড/মনমদ যাচ্ছে; ফেরে ১৮-২২/৬-৫৪য় নাসিক ছেড়ে ২২-৫০/১১-১০এ মুম্বাই সি এস টি। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান মুম্বাই-দিল্লী/ হাওড়া/নানডেড শাখায় দিন-রাত্রি জুড়ে নাসিক/ মনমদ হয়ে। সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রেনও নাসিক হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে। রেল স্টেশন থেকে ৮ কিমি দূরে নাসিক শহর। বাস/ট্যাক্সি/অটো চলছে শহরে। MTDC, T/1, Golf Club (Old Agra) Rd, Nasik-422002, ✆ (0253) 70059 থেকে ৭-৩০—১৫-০০টায় ৭৫ টাকায় নাসিক দর্শনের ব্যবস্থাও মেলে।

রেল স্টেশনকে ভর করে শহরমুখী Nasik Rd-422001, STD 0253-এ—*H Nalanda*, D ১৭৫-২৭৫; *Muktidham, H Kailas*, DAB ১৫০-২২৫; *H Vasco, Shakuntala L, H Pavan, H Raj*, DAB ২০০ A/c D ৩২৫ ডর্মি ৫০; *H Gupta*, opp Rly Stn, S ৮৫ D ১৫০ A/c D ৩০০; *H Darpan*. City Central Bus Stand-2এ— *Rajmahal L*, SCB ৭০ DCB ১২৫ SAB ১০০-১৭৫ DAB ১৫০-২২৫; *H Padma, H Basera*, SAB ১০০ DCB ১৫০ DAB ১৭৫-২২৫; *H Rajdoot*, DAB ২০০; *H Samrat*, ✆ 577211, S ২৭৫ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ TAB ৬৭৫; *Samir L, H Gokul, H Zankar, Ganjmal*, Deolali Naka-1এ—*Dwarka Tourist H*, SAB ১৫০ DAB ২৫০ FR ৩০০ A/c D ৪৫০; *H Sun Flower*. Shivaji Rd-এ—*Shalimar H*, SAB ১২৫-১৭৫ DAB ১৭৫-২২৫ FAB ৩০০ A/c D ৪২৫; এরই পিছে **H Holiday Plaza*, Shivaji Rd, ✆ 73521, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৫৫০ D ৬৫০ চার বেডের স্যুইট A/c ৮০০; *H Baseer*. Old Agra Rd-2এ—*Hotel VIP*, DAB ১৫০-২০০ A/c ২৭৫-৩৫০; *H Mazda Cafe. H Sabel; H Airways*, Sinnar-422103.

আর রয়েছে *H Darshan*, Jail Rd; *H Sangrilla, H Radhika, H Sidhartha*, Nasik-Pune Rd-1, near Airport; *H Silpa*, MG Rd, SAB ১৫০ DAB ২৫০ FR ২৭৫-৩২৫ A/c D ৪০০; *H Cicil*, opp PTC, DCB ১২৫ DAB ১৭৫ A/c ৩২৫; *H Ravindra, H Kabera, *Holiday Cottages*, Mumbai-Agra Rd-10, ✆ 23010, D ৬০০ A/c ৮০০ স্যুইট ৮৫০; *H Durgesh*, New Mumbai-Agra Rd-1, D ৩৫০-৪৫০; *H Surya*, Mumbai-Agra Rd-9, ✆ 383057, S ৩৫০ D ৪০০ A/c S ৪২৫ D ৫৫০ স্যুইট ৬৫০; **Wasan's Inn*, Old Agra Rd-2, ✆ 77886, A6R9B1, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৬০০ D ৮০০; *H Royal, H Manali*, Gole Colony; *H Swastik*, MIDC-10, S ১০০ D ১৫০-২২৫ A/c D ৩২৫; **H Panchavati*, 430 Vakilwadi-2, A6R10B1, ✆ 75771, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১০৫০; লাগোয়া **Panchavati Yatri Niwas*, ✆ 71273, S ২৫০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৫৫০ স্যুইট ৬০০; **Panchavati Elite Inn*, Trimbak Rd, ✆ 79031, S ৩৫০ D ৪৭৫ A/c S ৫২৫ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০-১০০০; *Green View H*, 1363 M I, Trimbak Rd-2, ✆ 572231, D ৪২৫ স্যুইট ৬০০ A/c D ৬৫০; **Hotel VGS*, 44/17/2, MIDC, Satpur-7, R20B7, ✆ 351211, S ৩৫০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৫৫০ স্যুইট ৬৫০; *Liberty* ছাড়াও নানান। এদের কাছে দুই বেডের বাথসংলগ্ন ঘর ১২৫-২২৫ টাকায় মেলে। আর আছে MTDC-র *Tourist Bungalow*, near Golf Club; *Govt Rest House, রেলের রিটায়ারিং রুম, অজস্র ধরমশালা* নাসিকে। আর, ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়ে *সিঙ্গানিয়া* ছাড়াও নানান ধরমশালা আছে পঞ্চবটীতে।

আবার নাসিক থেকে ৯০ কিমি দূরে নাসিক-মুম্বাই পথের ইগাৎপুরী হয়ে ৭৫০ মি উঁচু হিল রিসর্ট ভাণ্ডারদারা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। উইলসন ড্যাম, লেক আর্থার, ১১ কিমি দূরে রান্ধা ফলস, লেকের জলে ৮ কিমি বোটে অমৃতেশ্বর মন্দির, শিবাজীর কেল্লা রতনগড়ও দেখে নেওয়া যায় নাসিকে।

থাকার জন্য MTDC-র *Holiday Resort* আছে Bhandardara, Dist-Ahmednagar, ✆ (02424) 51632, ১৬টি ৩ বেডের ১৭৫, ৪টি ৪ বেডের কটেজ ৩০০ ডর্মি বেড ৪০ শয্যা ছাড়া ২০। আর Igatpuri-422403, STD-02533-তে আছে *H Ambassador*, Dak Bungalow Rd, A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০; *Manas H*, Village Talegaon, D ৬৫০ A/c D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০ ছাড়াও নানান হোটেল।

সির্ধি

ভারতের পর্যটন মানচিত্রে নতুন করে স্থান পেয়েছে সির্ধি। আহমেদনগর জেলার ছোট্ট এক গ্রাম সির্ধি। স্থানীয়দের বিশ্বাস, গুরু দত্তাত্রেয় নতুন করে মানবজীবন নিয়েছেন সাঁইবাবার মাঝে। নির্বাণও লাভ করেন সাঁইবাবা সির্ধিতে। সাঁইবাবাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সঙ্ঘ। সঙ্ঘের মূল দপ্তর এই সির্ধিতে। সঙ্ঘের কার্যকলাপ আজ সারা ভারত জুড়ে। অতীন্দ্রিয় সিদ্ধপুরুষরূপে তিনি আজ সুবিদিত।

বাস থেকে নামতেই বিপরীতে রিসেপশন সেন্টার। সঙ্ঘের ক্লোকরুমে জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। মিনিট পাঁচেকের পথে সির্ধির মূল আকর্ষণ সমাধিমন্দির। ৫-১৫, ১২-০০, ১৮-০০, ২২-০০টায় আরতির কালে দর্শন বন্ধ। তবে, ক্লোজ সার্কিট টিভি-তে দেবারতি দেখতে মেলে। আর ৭—১১-৩০, ১৯—২৩-৩০টায় মন্দির খোলা। মূর্তিও হয়েছে শ্বেত মর্মরে সাঁইবাবার। বাবার ব্যবহৃত জিনিসের প্রদর্শনীও বসেছে। সাঁইবাবার নির্বাণ লাভের দিন বৃহস্পতি-বার বিশেষ পূজা হয়। সমাধিস্থও হন ১৯২৮-র দশেরার পুণ্যদিনে। যাত্রীও আসেন দূর-দূরান্ত থেকে রামনবমী, গুরুপূর্ণিমা ও দশেরায় সাঁইবাবা দর্শনে। অদূরেই বাবার প্রথম পদক্ষেপ স্থানে শ্রী খান্দোবা মন্দির। আর আছে সাঁইবাবার গুরুর শ্রীগুরুস্থান মন্দির, শ্রীদ্বারকামাঈ মন্দির, চাউদি লেনদি বাগ, মারুতি মন্দির ও আব্দুলবাবার নানান স্মৃতি সির্ধিতে।

নাসিক শহর থেকে সির্ধির দূরত্ব ৯০ কিমি, আর সির্ধি থেকে আহমেদনগর ৮৪, ঔরঙ্গাবাদ ১৩৬, মুম্বাই ২৭১, মনমদ ৫৮, পুনে ১৯৫ কিমি দূরে। বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে। MTDC-র লাক্সারি বাসও আসছে মুম্বাই থেকে নাসিক হয়ে সির্ধি। পুনে থেকে বাসে সির্ধি পৌঁছে সির্ধি থেকে নাসিক বেড়িয়ে নাসিক রোডে

কলকাতাগামী ট্রেনও চড়া যায়। তবে সির্ধির নিকটতম রেল স্টেশন ১৯ কিমি দূরে কোপরগাঁও। মনমদ-দোন্ড শাখা রেলে মনমদ থেকে ৪২ কিমি দূরে কোপরগাঁও স্টেশন। আবার সির্ধি থেকে বাসে ৩½ ঘণ্টায় ঔরঙ্গাবাদও চলা যেতে পারে ইলোরা ও অজন্তা দর্শনে। অজন্তা দেখে জলগাঁও ফিরে চড়া যেতে পারে কলকাতার ট্রেন।

থাকার জন্য Shirdhi-423109, STD 02423-এ নানান হোটেল। তেমনই সাঁইবাবার সঙ্ঘ আয়োজিত গেস্ট হাউস—*শান্তিনিবাস, ভক্তি-নিবাস, নিউ ভক্তিনিবাস* ও *ধরমশালা* আছে; ব্যাপক ব্যবস্থা—আয়োজন ভালই। ভক্তিনিবাস যাত্রীদের নিখরচায় আশ্রম থেকে বাসও মেলে যাতায়াতে। বুকিং: Executive Officer, Saibaba Sangha, Shirdhi-423109. আর আছে MTDC-র ৫০ ঘরের *The Pilgrims Inn,* ✆ 55194, D ৩২৫, ৪২৫, A/c D ৬০০, অবু: Manager, Shirdhi, Dist-Ahmednagar-423109; *H Ashoka L,* ✆ 55012; **H Sai Leela,* Pimpalwadi Rd, ✆ 55139, S ৩৫০, D ৪৫০, A/c ৪৫০/৬০০, স্যুইট ৮৫০; **H Goradia's,* Taluka Kopargaon, S ৪০০, D ৫০০, A/c S ৬৫০, D ৮০০; **H Nakki Palace,* Shirdhi-Rahata Rd, opp IIT, ✆ 55239, S ২০০, D ২৭৫, স্যুইট ৪৫০, A/c ৩৫০/ ৪২৫/ ৫০০; *H Sai Plaza,* Nagar-Manmad Rd, ✆ 55190, D ২৫০, A/c D ৪০০, স্যুইট ৬০০। Opp Bus Std: *H Saichhatra,* ✆ 55101, DAB ২৭৫; *Guruprasad L & H,* ✆ 55066, DAB ২০০; *H Kalpataru,* near Saibaba Temple, ✆ 55315, DAB ৩০০, A/c ৪৫০; *Swapna L,* DCB ১০০-১৫০; *H Saikripa,* near Municipal Office, ✆ 55018, DAB ২৫০-৩৫০, A/c ৪৫০; *Jiban H,* ✆ 55167, D ২০০; *Punam L,* D ১৫০; *Rajkamal GH,* D ১৫০-২২৫; *H Swapnil,* ✆ 55099, DAB ২২৫-৩০০; *Sharan H,* Pimpalwadi Rd-9, D ৩৫০, A/c ৪৫০। ৯—১৪-৩০ আবার ১৯—২১-৩০টায় *সাঁই প্রসাদ বাড়ি*-তে কুপন প্রথায় জলপান ও অন্নভোগের ব্যাপক ব্যবস্থাও সুন্দর।

সেবাগ্রাম

মুম্বাই থেকে নাগপুর হয়ে কলকাতাগামী রেলপথে ওয়ার্ধা স্টেশন। নাগপুর থেকে ওয়ার্ধার দূরত্ব ৭৭ কিমি, মুম্বাই ৮১৯ আর কলকাতা ১২১০ কিমি। ওয়ার্ধা থেকে ৫ কিমি দক্ষিণ-পুবে সেবাগ্রাম। নামেই তার পরিচিতি। গান্ধী আশ্রমের জন্য সেবাগ্রামের প্রসিদ্ধি। ১৯৩৩এ গড়া এই আশ্রমে বাসও করতেন গান্ধীজী। সেই থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি (১৯৪৭) পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় আশ্রম। হাতেকলমে শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে আশ্রমে। গান্ধী মিউজিয়মও বসেছে গান্ধীজীর ব্যবহৃত নানান স্মারক নিয়ে। পর্যটকদের জন্য রয়েছে—আদি নিবাস, বাপু কুটির, আখিরী নিবাস, ময়দানে ভোর ৪-২০ ও সন্ধ্যা ১৮-০০টায় প্রার্থনা, গান্ধীজীর হাতের (১৯৩৬) পিপুল গাছ, কস্তুরবার হাতের (১৯৪২) বকুল গাছ, মহাদেব কুটিরে ছবিতে গান্ধী প্রদর্শনী, শান্তিভবন, কস্তুরবা হাসপাতাল, নঈ তালিম, পৌনার ছত্রী, গান্ধী স্তম্ভ ছাড়াও নানান।

সেবাগ্রাম থেকে ৮ আর নাগপুর থেকে ৬৯ কিমি দূরে নাগপুর-ওয়ার্ধা বাসপথের পৌনার গ্রামটিও আজ নতুন করে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫২য় ভূদান যজ্ঞের হোতা আচার্যজী আজ আর নেই। তবুও গান্ধী শিষ্য, বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তনের পথিকৃৎ, ভূদান নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের আশ্রমের জন্য পৌনারের প্রশস্তি। ভূস্বামীদের কাছ থেকে ভূমি সংগ্রহ করে ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন করাই ভূদান যজ্ঞ।

তেমনই ওয়ার্ধার আর এক আকর্ষণ বোর নদীর বাঁধে রঙবেরঙের পাখি, প্যান্থার, শ্লথ বিয়ার, শম্বর, চিতল, বার্কিং ডিয়ার ছাড়াও নানান অরণ্যচরদের নিয়ে গড়া উপনিবেশ।

সেবাগ্রাম ও পৌনার দুই আশ্রমেই থাকার ব্যবস্থা আছে। অবু : PRO বা Secretary. আর ওয়ার্ধায় আছে *H Annapurna, Anandashram* ও MTDC-র *Holiday Resort,* Near Bus Stand, Wardha, Dist-Nagpur, ✆ (07152) 3172, DAB ১০০, ১৬০, ডর্মি ৫০। আর আছে *GoCST RH, CH, রেলের রিটায়ারিং রুম* Wardha-য়।

তাড়োবা জাতীয় উদ্যান

ওয়ার্ধা থেকে বাসে চলুন মহারাষ্ট্রের উত্তর-পুব সীমান্তে তাড়োবা জাতীয় উদ্যান দর্শনে। আবার ওয়ার্ধা থেকে দিল্লী-চেন্নাই রেলপথের চন্দ্রপুর স্টেশনে পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে জাতীয় উদ্যান। নিয়মিত বাস চলে চন্দ্রপুর থেকে জাতীয় উদ্যানের। মুহুর্মুহু বাস আসছে নাগপুর, ওয়ার্ধা, আকোলা, অমরাবতী থেকেও চন্দ্রপুরে। চন্দ্রপুর থেকে জাতীয় উদ্যানের দূরত্ব ৪৫ কিমি। আর ওয়ার্ধা থেকে (১১৯+৪৫) ১৬৪, নাগপুর ১৫০ কিমি। উদ্যান অন্দরে ঢোকার আগেই বনদপ্তরের অফিস। পাশেই বনদপ্তরের মিউজিয়ম।

কানহার দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় টিকে ছাওয়া ধ্যানগম্ভীর আরণ্যক পরিবেশে ১১৬.৫ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে তাড়োবা জাতীয় উদ্যান। জিপ বা মিনিবাসে বিশেষ ধরনের আলোয় বাঘ, লেপার্ড, প্যান্থার, গৌর, নীলগাই, শম্বর, চিতল, লাঙ্গুর, হায়েনা, চার শিঙের অ্যান্টিলোপস, হরিণ, বাইসন ছাড়াও নানান বন্যজন্তু দেখার সুন্দর ব্যবস্থা। নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপে চলা যায় অরণ্য বিহারে। তেমনই পায়ে হেঁটেও চলা যায় গাইড সঙ্গী করে অরণ্য অন্দরে। মরসুম নভেম্বর থেকে জুন হলেও জন্তু দেখার পক্ষে গ্রীষ্মের প্রত্যুষ ও গোধূলি উত্তম। গ্রীষ্মে পিপাসার্ত হয়ে বনচররা আসে কৃত্রিম লেকের জলে তৃষ্ণা মেটাতে। আর আছে সন্ট লিক অরণ্যময় নানান। তেমনই আছে লেকের জলে কুমির ও কচ্ছপ আর পাড়ের বৃক্ষশাখে নানান প্রজাতির পাখি। গবেষণা চলছে কুমির নিয়ে। মাচানও হয়েছে জন্তু দেখার জন্য লেকের পাড়ে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরের রাতে গৌর ছাড়া অন্যান্যদের দর্শন মেলে। শীতের আধিক্য নেই তাড়োবায়। আর রয়েছে অচলেশ্বর, মহাকালী, মুরলীধর মন্দির, গণ্ডোরাজাদের সমাধি চন্দ্রপুরায়।

থাকার জন্য আছে জাতীয় উদ্যানের অন্দরে কোর এলাকার মধ্যমণি হয়ে—*হলিডে হোম, সার্কিট হাউস, গেস্ট হাউস, রেস্ট হাউস, নিরীক্ষণ হাট*ও *ইয়ুথ হোস্টেল*। ২৪ ঘণ্টার অগ্রিম অর্ডারে আহার্যও মেলে। অবু: Dy Conservator of Forests, Tadoba National Park, Chandrapur, Maharashtra-কে লিখুন। অগ্রিম বুকিং ছাড়া অরণ্যে চলা উচিত নয়। আর হঠাৎ যাত্রায় নানান হোটেল মেলে শিল্পনগরী চন্দ্রপুরায়।

মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্প

বিদর্ভের আর এক দ্রষ্টব্য ৮৯টি বাঘের বসতভূমি মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্প। অমরাবতী জেলার মেলঘাট তহসিলে সাতপুরা পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে ১৫৭১ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকা ৩১১ বর্গ কিমি। টিক আর বাঁশে ছাওয়া অরণ্যভূমে বাঘের গর্জন শুনতে মেলে চলতে-ফিরতে। তেমনই দর্শন মেলে গৌর, নীলগাই, শম্বর, চার শিঙের কৃষ্ণসার মৃগ ছাড়াও নানান জন্তুর সঙ্গে শতাধিক ধর্মী পাখি মেলঘাটের গাছের শাখে। MTDC জঙ্গল সফারিতে Navegaon, Nagzira, Ramtek-এর সাথে জুড়ে Melghat-ও যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে। নিকটতম রেল স্টেশন ১০০ কিমি দূরের অমরাবতী থেকে বাস সংযোগ গড়েছে মেলঘাটের। বাস আসছে নাগপুর থেকেও।

অদূরে মহাভারত খ্যাত কীচক বধের পুণ্যভূমি বিদর্ভের একমাত্র পাহাড়ী শহর Chikhaldara. ভীম কুণ্ড আজও রয়েছে। *Gavalis, Basodes, Gonds, Madias, Kolams* অর্থাৎ *Korkus* উপজাতিদের বাসভূমি সবুজে ছাওয়া সাতপুরা পাহাড়ের অধিত্যকা চিখলদারায়। নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে মেঘেরা এখানে চাঁদোয়া ধরে চিখলদারার শিরে। মিউজিয়ম, বটানিক্যাল গার্ডেন, শিবমন্দির, লেকও হয়েছে —বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে লেকের জলে। তেমনই আকর্ষণ বাড়ে MTDC-র বার্ষিক ট্রাইবাল ফেস্টিভ্যালে। কোর্কুদের বিয়ের নাচ *Bihawoo*, গোন্দদের *Dhemsa*, কোলামদের শাস্ত্রীয় নৃত্য *Gaobandhani*, মাদিয়াদের *Relo* নৃত্যও দেখে নেওয়া যায় ফেস্টিভ্যালে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *MTDC*-র *Chikhaldara Resort*, ✆ (07220) 20215. ডাবল বেডের স্যুইট ২০০, ৪০০, ৫০০, চার বেডের ২৭৫, তাঁবু ১০০।

নাগপুর

মুম্বাই-কলকাতা ও দিল্লী-চেন্নাই রেলপথের জংশন স্টেশন নাগপুর। মুম্বাই মেল, গীতাঞ্জলি, কারলা এক্স, আমেদাবাদ এক্স, সাপ্তাহিক (7) আজাদ হিন্দ এক্স হাওড়া ছেড়ে নাগপুর-ভুসুয়াল-জলগাঁও হয়ে যাচ্ছে। কম বেশি ২০ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ১১৩৯ কিমি। মুম্বাই যাচ্ছে ১৫-০০টায় 1006 বিদর্ভ এক্স, ২২-১০এ 1440 সেবাগ্রাম এক্স, প্যাসেঞ্জার ছাড়াও দূরান্তের নানান ট্রেন। ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া-আমেদাবাদ এক্স, কোলহাপুর-গোণ্ডা এক্স, 2 4 7 দিন বিলাসপুর-ভূপাল মহানদী এক্স, 1 3 4 5 7 দিন বিশাখাপতনম-হজরত নিজামুদ্দিন এক্স, বিলাসপুর-অমৃতসর ছত্তিশগড় এক্স, সাপ্তাহিক (7) গয়া-নাগপুর দীক্ষাভূমি এক্স, 2 5 দিন বারাণসী-সেকেন্দ্রাবাদ, সাপ্তাহিক (3) বারাণসী-কোচি এক্স, 4 6 দিন পাটনা-চেন্নাই, সাপ্তাহিক গোরক্ষপুর-সেকেন্দ্রাবাদ/ ব্যাঙ্গালোর/কোচি ছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে জলগাঁও, দুর্গ, গোন্ডিয়া, টাটা, বরাযুনি, নিউ দিল্লী, জম্মু, অমৃতসর, কন্যাকুমারী, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, ইন্দোর, জয়পুর ছাড়াও ভারতের দিকে দিকে। রেল ও বাস স্টেশন দুইয়েরই অবস্থান কাছাকাছি নাগপুরে। তাড়োবা থেকে চন্দ্রপুর হয়ে ট্রেনে চলুন নাগপুর। বাসও যাচ্ছে নাগপুরে। দূরত্ব ১৯৫ কিমি। নাগপুর থেকে নাগপুর কোচে কলকাতায় ফেরাও সুবিধার।

IAC-র বিমান প্রতিদিন ১¼ ঘণ্টায় ৭-৩০ ও ২১-০০টায় মুম্বাই, ২০-৩৫এ ছেড়ে ১½ ঘণ্টায় দিল্লী, ৪০ মিনিটে রায়পুর, 1 3 6 দিন ১৮-৫৫য় নাগপুর ছেড়ে ভুবনেশ্বর হয়ে ১½ ঘণ্টায় কলকাতা, 1 3 6 দিন ১৯-৫০এ হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে ১ ঘণ্টায়; রায়পুর যাচ্ছে প্রতিদিন ১৮-১৫য় ছেড়ে ৪০ মিনিটে; ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে নাগপুরে। আর বায়ুদূত যাচ্ছে পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে নাগপুর থেকে। আর প্রাইভেট বিমান Skyline NEPC সার্ভিস গড়েছে 1 2 4 6 দিন ব্যাঙ্গালোর, ঔরঙ্গাবাদ, বরোদা, কলকাতা, দিল্লী, ইন্দোর, চেন্নাই, মুম্বাই-এর সাথে নাগপুরের।

অমরাবতী ১৫৫, নাসিক ৬৪৩, মুম্বাই ৮২৯, পুনে ৭৪৮, ঔরঙ্গাবাদ ৫১১, ওয়ার্ধা ৭৪, জলগাঁও ৪৩২ কিমি ছাড়াও ভূপাল, জব্বলপুর, পিপারিয়া, এলাহাবাদও বাস যাচ্ছে মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশ রাজ্য পরিবহণের নাগপুর থেকে।

নাগ নদীর পাড়ে নাগপুর শহর—নদীর নামে নাম। ১০২৫ ফুট উঁচু নাগপুর তার কমলালেবুর জন্য খ্যাত। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। ১৮ শতক পর্যন্ত আদিবাসী গোন্দ সম্প্রদায় রাজত্ব করে। তারপর রাজ্য যায় ভোঁসলে-দের হাতে। আরও পরে ব্রিটিশের দখলে যেতে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের রাজধানী বসে নাগপুরে। তারও আগে এই নাগপুরই ছিল অতীতের বিদর্ভদেশ। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় ভোঁসলে রাজাদের প্রাসাদ অর্থাৎ দুর্গ। কোনওভাবে রক্ষা পায় প্রাসাদের জলসাঘর।

বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি, তবে কমলার মরসুম মার্চ থেকে মে মাস। রিকশা, অটো, ট্যাক্সি, বাস বা টাঙায় দেখে নেওয়া যায় মহারাজা বাগ, সেন্ট্রাল মিউজিয়ম, দ্বি-শতাধিক বছরের পুরানো গান্ধীসাগর, গান্ধীবাগ, চিড়িয়াখানা, সতী মন্দির। আর আছে শহরের মাঝে সীতাবলদি পাহাড়ের দুই চুড়োয় ১৮১৮য় তৈরি দুর্গ —আজ সেনানিবাস বসেছে। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ হলেও নগরখানাটি দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। MTDC-র বাস যাচ্ছে শহর দেখাতে। দপ্তর এদের 96 Booty Rd, Deshmukh House, Sitabuldi, Nagpur-440012, ✆ 533325.

উৎসাহীরা Nagzira WLS-তে বাঘ, বাইসন, প্যান্থার, অ্যান্টিলোপ, মাউস ডিয়ারও দেখে নিতে পারেন নাগপুর

থেকেই। ভাণ্ডারদারা হয়ে পথ গিয়েছে। পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ভাণ্ডারদারার লেকটিও নয়নাভিরাম। অদূরে Nawegaon. কোলু প্যাটেল কোলির তৈরি সাত পাহাড় অর্থাৎ *Sat bahini*-তে ঘেরা লেককে ঘিরে জাতীয় উদ্যানে নীলগাই, চিঙ্কারা দেখতে মেলে।

Nagpur-440001, STD 0712-তে নানান হোটেল। Central Avenue-18-য় opp Mayo Hospital : *H Bluemoon*, R1B1 (129-A), ✆ 726061, SAB ২০০ DAB ৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *H Midland* (129), ✆ 726131, S ১৭৫ D ২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬০০; *H Blue Diamond* (113), R½B1, S ১৫০-২০০ D ২২৫-২৭৫ A/c S ৪০০ D ৪৭৫; *H Skylark* (119), ✆ 724654, S ১৫০ D ২২৫ A/c S ৩২৫ D ৪২৫ স্যুইট ৫৫০-৬৫০; *H Pal Palace*, (25), S ২০০-২৫০ D ২৪৫-৩৭৫ A/c S ৪৫০ D ৫৫০-৬৫০; *H Pritam*, Gandhibag-2, A12R2B0, S ১৭৫ D ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৪২৫; *H Grand*, Mayo Hospital Rd, near Ice Factory, A12R½, ✆ 728650, S ১৭৫ D ২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; **H Centre Point*, 24 Central Bazar Rd-10, ✆ 520910, A5R2B1, A/c S ৭০০-৮৫০ D ১০০০-১২৫০ স্যুইট ১২৫০/১৭৫০; *Mount H Annexe*, Mount Rd Ext-1, S ১০০ D ১৭৫ A/c D ৩০০; *H Upavan*, 64 Mount Rd-1, ✆ 534704, S ১৭৫ D ২৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; **H Jagson Regency*, opp Airport, Wardha Rd-25, ✆ 228111, A/c S ৮৫০ D ১২০০ স্যুইট ১৭৫০-৪৫০০; **Rawell Continental*, 7 Dhantoli, Wardha Rd-12, ✆ 525611, A6R1½B½, A/c S ৬০০ D ৮৫০; *H Radhika*, Wardha Rd-12, ✆ 522011, R1B0, SAB ৪৫০ DAB ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১০৭৫।

আর শহরের কেন্দ্রস্থলে: *H Shyam*, Pandit Malviya Rd-12, SAB ১৫০ DAB ২৭৫; **H Jagsons*, 30 Back Central Avenue, A13R2B4, ✆ 728611, S ২০০ D ৩০০ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০; *H Hardeo*, Dr Munje Marg, Sitabuldi-2, ✆ 529115, A6R1, A/c S ৭৫০ D ১০৫০ স্যুইট ১৭৫০; *H Chanakya*, 3 Modi Lane, Sitabuldi-12, ✆ 522915, A5R1½B0, S ১৭৫-২২৫ D ২৫০-৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; *H Dua Continental*, Kamptee Rd-1, A8R1B1, ✆ 520801, A/c S ৪৫০-৭৫০ D ৬৫০-৯৫০; **H Royal Palace*, Central Bazar Rd, A6R2B1, ✆ 535454, A/c S ৬০০-৭৫০ D ৮০০-১০৫০ স্যুইট ১২৫০-১৫০০; *H Saurabh*, Civil Lines-1, A8R1½B0, A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ১০৫০; *H India Sun*, 1235 C A Rd, A10R3, S ২৫০ D ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৫৫০ স্যুইট ৭৫০; *H Darshan Towers*, near Rly Stn, 60 Central Avenue, ✆ 726845, A/c S ৪৫০ D ৬৭৫-৮৫০; *Tuli International*, Residency Rd, Sadar-1, ✆ 534784, A/c S ৮৫০ D ১০৫০ Suite ১৫৫০-২০০০; *Bharatiya Niwas L, Siddhartha Inn, Satkar H, Needo's H*, Munjechowk, Sitabuldi, R2B2, SAB ১৭৫ DAB ২২৫-৩০০; *Sheesh Mahal*, S ১০০ D ১৫০-২০০ FR ২৫০; *H Ananda Ashram*, S ১০০ D ১৭৫; *H Woodland*, Central Ave-18, ✆ 726223, S ১২৫ D ১৭৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *Shri Gurudeo L*, Sitabuldi-12, R½B1, SCB ৭৫ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫ ডর্মি ৪০; *Hill Top L, Agarwala L, Gujarat L, H Vishal*, Main Rd-12, R1½B2, SCB ৬৫ DCB ১২৫ SAB ১০০ DAB ১৭৫; *M P Cottages, M L A Hostel, YMCA, C H, Baldeo Dharamshala*, Modi Lane, opp Shree Cinema; *Jamunadkar Poddar Dharamshala*, Mayo Hospital Rd ছাড়াও ধরমশালা আছে আরও নানান। *রেলের রিটায়ারিং রুম*-ও আছে নাগপুরে।

১৫ দিনে মহারাষ্ট্র ও গোয়া ভ্রমণ

হাওড়া-মুম্বাই মেলে রাত ২৩-৩০এ জলগাঁও পৌঁছান। সকাল হতে বাসে চলুন অজন্তা দর্শনে। অজন্তা দেখে আবার বাসে ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে রাতের বিশ্রাম। দ্বিতীয় দিন কনডাকটেড ট্যুরে ইলোরা ও অন্যান্য দেখে রাতের বাসে পুনে চলুন। উৎসাহীরা নানডেড বা নাসিক-সিঁর্ধিও বেড়িয়ে নিতে পারেন ঔরঙ্গাবাদ থেকে মনমদ হয়ে নাসিক রোড পৌঁছে। ভোর রাতে পুনে পৌঁছে তৃতীয় দিনে পুনে বেড়িয়ে চতুর্থ দিন সকালের বাসে চলুন মহাবালেশ্বর। আবার লোনাভালা-কারলা-ভাজাও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা পুনে থেকে। ষষ্ঠ দিন সকালের বাসে রওনা হয়ে সাতারা হয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছান পানাজি। ট্রেনও যাচ্ছে মুম্বাই CST ছেড়ে আসা ৮-৪৫এ কয়না এক্স, ১৭-৪৫এ সহ্যাদ্রি এক্স, ২০-২৫এ মহালক্ষ্মী এক্স যথাক্রমে ১৩-৫০/২২-৪৫/০১-২০এ পুনে ছেড়ে মিরাজ যাচ্ছে ১৯-৪৫/৪-৩৫/৭-০৫এ। মিরাজ থেকে বাসে পানাজি। আর ১৫-০০টায় হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে আসা 2780 গোয়া এক্স আগ্রা ১৭-৩০, ভূপাল ১-২৫, ভুসুয়াল ৮-০৫, মনমদ ১০-৫৫, পুনে ১৭-৩০এ ছেড়ে ২২-৪০এ মিরাজ পৌঁছে বেলগাঁও-লোণ্ডা হয়ে সরাসরি ভাস্কো যাচ্ছে ৭-২৫এ। সময় ও ধকল দুই-ই বেশি এপথে। গত কিছুকাল কোঙ্কন রেলে কর্মযজ্ঞে ভাস্কোর ট্রেন সার্ভিস বিঘ্নিত হয়ে পড়ায় বাসই শ্রেয় পানাজি যাতায়াতে। জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে কোঙ্কন রেলে স্বাভাবিকতার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে সরাসরি ট্রেনও চালু হবে মুম্বাই থেকে গোয়ার। এখনই ট্রেন যাচ্ছে নবতম কোঙ্কন রেলে ২৩-১০এ কারলা ছেড়ে পানভেল-রত্নগিরি হয়ে পরদিন ৯-০৫এ সামন্তওয়াদি রোড। বাসে ঘণ্টা তিনেকে সামন্তওয়াদি থেকে পানাজি। কারলা ফেরে ১৮-৫৫য় সামন্তওয়াদি থেকে KR-0112এক্স। সপ্তম/ অষ্টম/নবম অর্থাৎ ৩ দিনে পানাজি দর্শন সেরে দশম দিন Damania's Catamaran Service-এর Speed Launch-এ ৮ ঘণ্টায় মুম্বাই পৌঁছান। জাহাজের অমিলে ট্রেন বা বাসে চলুন। ৩ দিনে মুম্বাই বেড়িয়ে ত্রয়োদশ দিন ২০-১৫য় হাওড়া মেলে ৩য় সকাল ৮-২০এ বা চতুর্দশ দিন সকাল ৬-০০টায় গীতাঞ্জলি এক্স চেপে পরদিন ১৫-৪০এ বা কারলা থেকে ২১-৫০এর কারলা-হাওড়া এক্সে পরের পরদিন ১৬-২০এ হাওড়ায় পৌঁছান। আর ২১-১০এ মুম্বাই সি এস টি ছেড়ে জলগাঁও-এলাহাবাদ হয়ে পরের পরদিন ১৩-১৫য় হাওড়া যাচ্ছে মুম্বাই-হাওড়া মেল।

রামটেক

নাগপুরের ৪২ কিমি উত্তর-পুবে নাগপুর-রামটেক শাখা রেলের শেষ স্টেশন রামটেক। ৫-৪৫, ১২-৩০, ১৮-৪০এ ট্রেন যাচ্ছে, ঘণ্টা দুয়েকের পথ; ফেরে ৭-৫০, ১৪-৫০ ও ২০-৩০এ। বাসও যাচ্ছে এপথে। ৫০০ সিঁড়ি উঠে রামগিরি পাহাড়ে লঙ্কা অভিযানের পথে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থান করেন। নামকরণ শ্রীরাম থেকে—কালে কালে রামগিরি হয় রামটেক। মহাকবি কালিদাসের স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে রামটেকের সাথে। কথিত আছে রামটেকের নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে মহাকবি *মেঘদূতম* রচনা করেন। ২৭টি মন্দিরও আছে ব্রাহ্মণিক্যাল ধাঁচে গিরিশিখরে। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্মণ মন্দিরটি এদের মধ্যে অন্যতম। নভেম্বরের শেষভাগে পক্ষকালব্যাপী মেলার আকর্ষণও কম নয়। রামসাগর লেকটির পরিবেশও সুন্দর। আর এক বিস্ময়—পাহাড়ের পাথর ভাঙলে রঙ তার রক্তাভ দেখায়।

থাকার জন্য ৬ কিমি দূরে MTDC-র *হলিডে রিসর্ট*, Ramtek-441106. ✆ (07265) 55213-এ D ১২৫, ১৫০, ২০০, ডর্মিতে ৫০; ছাড়াও *সেচ দপ্তরের রেস্ট হাউস* আছে।
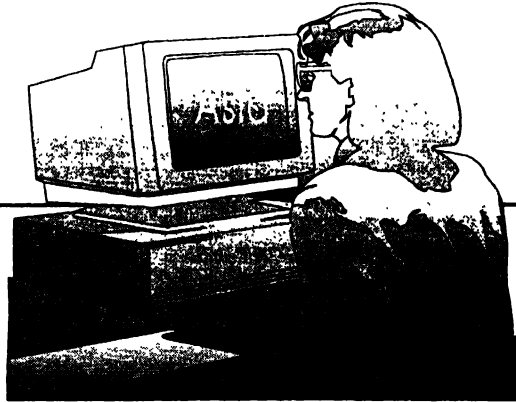
গোয়া

ভারত রাষ্ট্রের কনিষ্ঠতম (২৫) রাজ্য গোয়া। শুধু কনিষ্ঠতম নয়—ক্ষুদ্রতমও এই সুন্দরী গোয়া রাজ্য। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার ১০৪ কিমি, আর পুব থেকে পশ্চিমে ৫৯ কিমি মাত্র। পশ্চিমে আরব সাগর, পুবে সহ্যাদ্রি রেঞ্জ, উত্তরে মহারাষ্ট্র আর সারা পুব ও দক্ষিণ জুড়ে কর্ণাটক। আয়তনে ছোট্ট হলেও এর প্রকৃতি অনুপম। আকার অর্ধচন্দ্রাকার। কোঙ্কনীদের বাস। অতীতের আদিবাসী কাসাডিগ আর আর্যজাতির মিশ্রণে কোঙ্কনজাতির উদ্ভব। নাম ছিল সেকালে *Govapuri* বা *Govarashtra*. কালে কালে *Gomantaka*. গোমন্তকও পরশুরাম-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনশ্রুতি, বাণ ছুঁড়ে জল সরিয়ে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন পরশুরাম। দান করেন ভূমি পঞ্চগৌড় (বঙ্গদেশ) থেকে ব্রাহ্মণ এনে—গড়ে ওঠে বসতি।

কিছুকাল আগেও কেন্দ্রের শাসনাধীনে ছিল গোয়া-দমন-দিউ এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত গোয়া-দমন-দিউ রাজ্য। ১৯৮৭র ৩০শে মে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে ১১টি তালুক নিয়ে গড়া অতীতের গোয়া জেলা। বাকি দুই জেলা দমন ও দিউ কেন্দ্রের শাসনাধীনে আজও। এরা পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল অতীতকালেও। স্থল বা জলপথে সংযোগ নেই পরস্পরে। ভাষারও বদল ঘটেছে—দমন ও দিউ জেলায় গুজরাটি ভাষার চল বেশি। গোয়া রাজ্যের রাজধানী পানাজি (অতীতের পাঞ্জিম) থেকে মুম্বাই হয়ে দমন-এর দূরত্ব ৭৮৭ কিমি। আর দিউ-এর দূরত্ব আরও বেশি— মুম্বাই-আমেদাবাদ-ভাবনগর হয়ে ১৫২৩ কিমি। পশ্চিমঘাট ও সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে নামা নানান নদী আর আরব সাগরে ধোয়া, কাজু আম কাঁঠাল আর নারকেল গাছে ছাওয়া ঘন সবুজের দেশ গোয়া। খনিজ সম্পদেও যথেষ্ট বলীয়ান—লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে গোয়ার মাটিতে। মাথাপিছু আয়ে পাঞ্জাবের পরেই গোয়ার স্থান ভারত রাষ্ট্রে। জলবায়ুও বৈচিত্র্যে ভরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। ট্রপিক্যাল ক্লাইমেটের স্বর্গরাজ্য গোয়া। শীত নেই বললেই চলে। ডিসেম্বর-জানুয়ারির সন্ধ্যায় সাধারণ সোয়েটারই যথেষ্ট। গরমেরও আধিক্য নেই। শরৎ আরও মধুময় হয়ে ওঠে গোয়ায়। গোয়ার শান্ত-সমাহিত রূপটি বছরের পর বছর দেশী-বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। উত্তর গোয়ায় ১০৫ কিমি দীর্ঘ কোস্ট লাইন জুড়ে বিশ্বসেরা সী বীচ—Calangute, Benaulim, Arambol, Baga, Vagator, Chapora, Anjuna আর দক্ষিণ গোয়ায় Colva, Betul, Palolem-এর সোনালী বালুকাবেলায় রুপোলি সূর্যালোকে অবসর বিনোদনে ভারত রাষ্ট্রে আজ অদ্বিতীয়। সারা ভারত থেকে গোয়া স্বতন্ত্র। আইনের বিধানে গোয়ার বিবাহিতা নারী স্বামীর সম্পত্তির ৫০% অংশীদার। উৎসব-অনুষ্ঠানপ্রিয় গোয়াবাসী। বছরের ৯ মাস জুড়ে উৎসব চলে গোয়ায়। তবুও যেন প্রতি ১২ বছর অন্তর ওল্ড গোয়ায় Basilica of Bom Jesus-এ সেন্ট জেভিয়ারের মৃত্যুদিনে *Exposition of the unembalmed miraculously preserved body of St Francis Xavier* দর্শন অন্যতম। তেমনই মীরামার বীচে প্রতি বছর নভেম্বর মাসে *Food & Cultural Festival*-এরও প্রশস্তি আছে। খ্রিস্টোৎসব *Lent*-এর ধাঁচে আনন্দোৎসব গোয়ার কার্নিভ্যাল—সেও আর এক পর্যটক প্রিয়।

গোয়ার ইতিহাস আরও বৈচিত্র্যময়। দীর্ঘ ৪৫১ বছর পর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তদানীন্তন শাসক পর্তুগিজ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় গোয়া-দমন-দিউ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে দীর্ঘকাল ধরে বছরের পর বছর গোয়ার দখল নিয়ে ডাচ, ইংরেজ আর পর্তুগিজদের মাঝে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আফেনসো ডে আলবুকার্ক মাত্র ২০টি জাহাজে ১২০০ সৈন্য নিয়ে অসীম সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজাপুরের আদিলশাহীদের হারিয়ে *Pearl of the Ancient* গোয়া দখল করে। আর সেই থেকে গোয়া হয়ে ওঠে পুব-পশ্চিমের অবাধ বাণিজ্যভূমি। পশ্চিমঘাট পর্বতের মশলা যেত বিদেশের বাজারে আর বিদেশী পণ্য বিকোত গোয়ার দোকানপাটে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে আসেন ধর্মযাজকরা। এঁদের মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার (১৫৪২এ আগমন) বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদেরই উদ্যম আর উদ্যোগে প্রসার পায় খ্রিস্টধর্ম। ভারতে প্রথম বইটি পর্তুগিজ ভাষায় ছাপাও হয় ১৫৫৭য় এই গোয়াতেই।

গোয়ার ইতিহাস আজকের নয়।—*all world was water!* সেই পৌরাণিক যুগ থেকে গোয়া সারা বিশ্বের ঈর্ষার বস্তু। এসেছে পর্তুগিজ, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ডাচ ছাড়াও নানান বিশ্ববাসী গোয়ায়। কেউবা তাদের দুঃসাহসকে ভর করে পর্যটনে, কেউবা এসেছে মুনাফার লালসায় বাণিজ্যের তরে, আবার কেউবা এসেছেন মানব সেবার ব্রত নিয়ে গোয়াভূমে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে গোয়ার কথা। অতীতকালে প্রাচ্যের রানী বলে খ্যাত ছিল এই গোয়া। খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল গোয়া। কোলহাপুরের সাতবাহনরাও রাজত্ব করে গেছেন খ্রিস্টপূর্ব ২ থেকে খ্রিস্টোত্তর কালের গোড়ার দিকে গোয়ায়। ২ শতকের ভূ-পর্যটক টলেমির লেখাতেও গোয়ার উল্লেখ মেলে *Gouba* নামে। বাদামীর চালুক্যরাজদের দখলে থাকে ৫৮০-৭৫০ পর্যন্ত গোয়া। আর ১১ শতকের মধ্যভাগে কদম্ব রাজাদের কালে (১০০৮-১৩০০) বসতি গড়ে ওঠে ওল্ড গোয়ায়।

রাজধানী তাদের স্যালসেট তালুকের চন্দ্রপুর বা চান্দোর-এ। কদম্ব রাজাদের কাছ থেকে গোয়া যায় মুসলিম দখলে ১৩১২য়। আর ১৩৭০এ মুসলিমদের হঠিয়ে বিজয়নগরের রাজা হরিহর ১ দখল নেয় গোয়ার। দখল থাকে শতাধিক বছর। আর ১৪৭০এ গোয়া যায় বাহমনী সুলতানদের দখলে। বাহমনী সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে গোয়া থাকে বিজাপুরের আদিলশাহীদের ভাগে। রাজধানী বসে এলা অর্থাৎ পর্তুগিজদের ভেলহা-য়। তখন থেকেই গোয়া বিদেশীদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে। ১৪৯৮এ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মালাবার উপকূলে ভাস্কো-ডা-গামার আগমন ঘটলেও ১৫১০এ পর্তুগিজ Alfonso de Albuquerque এলেন গোয়ায়। দখলও করেন ওল্ড গোয়া বিজাপুরের সুলতানকে হটিয়ে। কালিকটের জামোরিন রাজা ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কিদের সঙ্গে সংঘাতে ১৬ শতকের মধ্যভাগে বারদেজ ও সালসেট তালুকও দখলে আসে পর্তুগিজদের। আর ১৫৩৪এ দিউ, ১৫৫৯এ দমন দখল করে পর্তুগিজরা। দীর্ঘ পরে ১৭৬৩তে Ponda, Sanguem, Quepem ও Conacona আর ১৭৮৮তে Pednem, Bicholim, Satari তালুকের দখল পেতে রূপ পায় আজকের গোয়া। কালে কালে তুর্কিরাও হঠে যেতে পশ্চিমঘাটের মশলার একচ্ছত্রাধিপতিও হয় পর্তুগিজরা। আর গোয়ার ভাগ্যেও সুবর্ণযুগ নেমে আসে মশলার দৌলতে পর্তুগিজকালে। এমনকি প্রাচ্যের পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের জন্য ভাইসরয়ের দপ্তরও বসে ওল্ড গোয়ায়।

আর স্বাধীনোত্তর কালে ১৯৬১র ১৯শে ডিসেম্বর ভারতভুক্তির পর সংঘাত দেখা দেয় অবস্থান নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে মহারাষ্ট্র আর গুজরাটের সঙ্গে জুড়ে দেবার গোয়া-দমন-দিউকে। ১৯৬৭র জানুয়ারিতে গণভোটে গোয়া-দমন-দিউ হয় কেন্দ্রের শাসনাধীন অর্থাৎ ১৯৬৩র সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। অবশেষে ১৯৮৭র ৩০শে মে স্বতন্ত্র রাজ্য হয়েছে গোয়া। তবে, আজও যেন গোয়ার আকাশে-বাতাসে পর্তুগিজ পরশ মেলে। বাঁক খাওয়া সরু রাজপথ, ঝোলানো বারান্দা, লাল টালির ছাদ; এমনকি পর্তুগিজ ভাষায় সাইনবোর্ডও চোখে পড়ে চলতে-ফিরতে গোয়ার পথেঘাটে।

পানাজি

পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী আর সমুদ্র—এই তিন নিয়ে গোয়া। ১০৫ কিমি ব্যাপ্ত তটরেখায় শ্যামল-সবুজ ছোট ছোট পাহাড়ের কোলে অপরূপ সুন্দর ৪০টি সোনালী বীচে সী-বাথ ও সান-বাথ রমণীয়। বিশ্বের অন্যতম সুন্দর সাগরবেলাও এই গোয়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সুন্দর ম্যানগ্রোভ অরণ্যও এই গোয়ায়। শতাধিকধর্মী পাখি কূজন শোনায় গোয়ায়। সোনালী ঝালর সাজিয়ে রেখেছে পাম, আম, কাঁঠাল, নারকেল, কাজু, দারচিনি পানাজি তথা সারা গোয়ায়। বাড়ি-ঘরও গড়ে উঠেছে স্পেন ও পর্তুগালের ধাঁচে পানাজি শহরে। শহরের বুক চিরে সমান্তরালভাবে ৩টি রাজপথ গিয়েছে। পুব থেকে পশ্চিমে গিয়ে বিলীন হয়েছে এরা নীলাভ আরব সাগরের জলে। এদেরই দু'পাশে রূপ পেয়েছে রাজ্যের রাজধানী তথা উত্তর গোয়ার জেলা সদর পানাজি শহর। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী মাণ্ডোভী। অপরপারে বেতিম। বেতিমের উত্তরে মপুসা শহর, আর পশ্চিমে কালানগুটে সাগরবেলা। মাকড়সার জালের মতো সারা রাজ্য জুড়ে জলপথ ছড়িয়ে রয়েছে পানাজিকে ঘিরে। অতীতে ছিল ধীবরদের বাস, আজ নতুন করে বসেছে রাজধানী শহর ইলহাস তালুকের পানাজিতে। বাড়ি-ঘর উঠছে নতুন নতুন। দূরে মাণ্ডোভীর অপরপারে সবুজ পাহাড়ের কোলে ১৫৫১য় তৈরি রাইস মাগোস দুর্গ।

গোয়া □ রাজধানী: পানাজি। আয়তন: ৩৭০২ বর্গ কিমি। লোক সংখ্যা: ১১৬৯৭৯৩। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.১৩%। পুরুষ: ৫৯৩৫৬৩। নারী: ৫৭৫০৫৯। ১৯৮১-৯১-এ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি: ১৬০৮৭৩। বৃদ্ধির হার: ১৫.৯৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৩১৬। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৬৯। ৩৮% খ্রিস্টান, ৬০% হিন্দু, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মিলে ২%। সাক্ষরের হার: ৭৬.৯৬%। প্রধান ভাষা: কোঙ্কনী; সঙ্গে চলে মারাঠি, হিন্দী, ইংরেজি ও পর্তুগিজ। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৬৯৩৯.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

স্থান ভেদে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০২২ মিটার উঁচুতে গোয়ার অবস্থান। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। শীতে ৩২.২—২১.৩°, আর গ্রীষ্মে ৩২.৭—২৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। বৃষ্টি: ৩৫০ সেমি জুন থেকে সেপ্টেম্বরে।

পর্যটনে ভারত রাষ্ট্রে গোয়ার আকর্ষণ দুর্নিবার। ১৯৯৫-এ যাত্রীও পৌঁছেছেন গোয়া ভ্রমণে ৮.৭৮ লক্ষ দেশী আর ২.৩০ লক্ষ বিদেশী সারা বিশ্ব থেকে। বেড়াবার মরসুম: সেপ্টেম্বর ১৫ থেকে জুন ১৫ হলেও নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মনোরম। তবে, জুন থেকে সেপ্টেম্বরের বর্ষায় সবুজের গালিচা পাতে গোয়া সারা পশ্চিমঘাটে—এরও পর্যটক আকর্ষণ অনবদ্য। মহারাষ্ট্র বা কর্ণাটকের সঙ্গে জুড়ে দিন-পাঁচেকে গোয়া বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে।

মাণ্ডোভীর বুকে (দক্ষিণ পারে) বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহর ঘোড়া ও হাতির আস্তাবল ১৬১৫য় পর্তুগিজদের হাতে ভাইসরয়ের বাসস্থানে রূপান্তর ঘটে। আরও

পরে ১৭৫৯এ ওল্ড গোয়া থেকে এসে পর্তুগিজ ভাইসরয় সংসার পাতেন **ইডালকো প্রাসাদে**। ১৮৪৩এ গোয়া-দমন-দিউ পর্তুগিজ রাজ্যের রাজধানীও হয় পানাজি। স্বাধীনোত্তরকালে **মহাকরণ** বসেছে। মহাকরণের বিপরীতে প্যালেস স্কোয়ারে আবেব ফারিয়ার মূর্তি। গোয়ার এই পাদ্রী সাহেব বিশ্বে *হিপনটিজম* চালু করেন। অদূরেই জাহাজঘাটা। বিপরীতে পৌর উদ্যান আজাদ ময়দানে Memorial to the Martyrs তৈরি হয়েছে ১৯৭৩এ। বিপরীতে পাহাড় ঢালে জোড়া চুড়ো মাথায় নিয়ে Church of the Immaculate Conception অর্থাৎ গির্জা। উচিত হবে মহালক্ষ্মী মন্দিরটি পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া। মহাকরণকে পিছনে রেখে ঝাউ, বট আর গুলমোহরের মিষ্টি ছায়ায় আকাশবাণী ভবনের দিকে এগুতেই **অ্যালটিনো পাহাড়**। পানাজি শহরের প্রাণকেন্দ্রে শহরও প্রসার পাচ্ছে অ্যালটিনো পাহাড়ে। পাহাড়ের নবতম আকর্ষণ Patriarch Palace—ভারত সফরে এসে ১৯৮৬তে পোপ জন পল দ্বিতীয় অবস্থান করেন। শহরের দৃশ্য ছবির মতো সুন্দর দেখায় এই পাহাড় থেকে। আর পানাজি **মিউজিয়ম** অব দি আর্কাইভ অব গোয়ায় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নানান নিদর্শনও দেখে নেওয়া যায়।

পানাজি শহরের আর এক আকর্ষণ *Salim Ali Bird Sanctuary*. মাণ্ডোভীর জলে ঘেরা দ্বীপ Chorao-এর পশ্চিম প্রান্তে ১.৭৮ বর্গ কিমি জুড়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্যে দেশী-বিদেশী নানান পাখি দেখতে মেলে। Chief Wild Life Warden, Forest Dept, Junta House, Panaji-র অনুমতি নিয়ে ফেরিতে রিবাণ্ডার থেকে কোরাও পৌঁছে চলা যেতে পারে। নানান প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্ট শহর থেকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে **সেলিম আলি পক্ষী আলয়** দর্শনে। ছোট্ট শহর পানাজি, তবে রূপে অতুলনীয়।

চার্চ আর মন্দির দর্শনের একঘেয়েমি দূর করে **ডোনা পাওলা**। পর্তুগিজ গভর্নরের কন্যা ডোনা পাওলা প্রেমে পড়েন গোয়ানিজ ধীবর যুবকের। অসম মিলনে ডোনার পারিবারিক বাধা। প্রেমের জ্বালা জুড়ান আরব সাগরের সলিলে ডোনা। স্মারকরূপে নাম। শহরের ৭ কিমি দূরে পশ্চিমপ্রান্তের ডোনা পাওলা থেকে আরব সাগরের বুকে সূর্যাস্ত দেখবার সুন্দর ব্যবস্থা। বাঁয়ে জুয়াড়ী নদী, ডাইনে মাণ্ডোভী আর সম্মুখ জুড়ে আরব সাগর। দ্বিমতে, পর্তুগিজ ভাষায় *ডোনা* অর্থ কুমারী—আরব সাগরে কুমারী বালা ডোনার মতো নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় জুয়াড়ি। শহরও প্রসার পাচ্ছে ডোনা পাওলার পথ জুড়ে।

In Panaji :

Directorate of Tourism, Tourist Home, Patto, Panaji, Fax : 2228819	✆ 225583
Tourist Information Counter : Panaji Inter-state KTC Bus Terminus :	✆ 225620
Vasco Tourist Hotel	✆ 512673
Dabolim Airport	✆ 512644
Margao Tourist Hotel	✆ 722513
Mapusa Tourist Hotel	✆ 262390
Goa Tourism Development Corpn Ltd, Trionora Apartments, Dr Alvares Costa Rd :	✆ 226515
Goa CST of India Tourist Office, Communidade Building, Church Sqr .	✆ 223412
Karnataka Tourism Development Corpn, Velho Filhos Building, Municipal Garden Sqr	✆ 224110
Air India Ltd, Hotel Fidalgo, 18th June Road .	✆ 224081
Indian Airlines, Dempo House, IAC, Dayanand-Bandodkar Marg :	✆ 223826
IAC, Airport :	✆ 512788
Damania Airways Ltd :	✆ 220056
East-West Airlines, Hotel Fidalgo, 18th June Rd :	✆ 224108
Jet Airways (India) Pvt Ltd, 102 Rizvi Chambers, 1st floor, Caetano Albuquerque Road :	✆ 221472
Modiluft Airbourne, Dr Atmaram Borkar Rd,	✆ 225924
Skyline NEPC Airlines, Bernard Guedes Road, Panaji	✆ 220056
Sahara India Airlines, Hotel Fidalgo	✆ 226291
Catamaran Service by Frank Damania Shipping (I) Ltd :	✆ 228711
Travel Division, Goa Tourism Department Corpn Ltd, Trionora Apartments :	✆ 226515
For Tourist taxis & other vehicles : Karnataka State Road Transport Corporation	✆ 225126
Maharashtra State Road Transport	✆ 226853
Kadamba Transport Corporation	✆ 222634
Automobile Association-WIAA, Tourist Hostel, Panaji :	✆ 226572
General Post Office, Panaji :	✆ 223706
Panaji STD Code No 0832	

ডোনা পাওলার পথে ১ কিমি আগে আরব সাগর আর মাণ্ডোভীর সঙ্গমে পামে ছাওয়া গাসপার ডায়াস অর্থাৎ **মীরামার বীচ**। শহরের নিকটতম বীচও এই মীরামার। পর্তুগিজ ভাষায় *মীরামার* অর্থ সমুদ্র দর্শন। এখানকার বালির রঙ রুপোলি আর মিহিও বটে। সান্ধ্যভ্রমণের সুন্দর পরিবেশ। শহরের আকর্ষণ বাড়াতে মীরামারে সায়েন্স পার্ক, মিউজিক্যাল ফাউন্টেন ফিশারিজ অ্যাকোয়ারিয়াম গড়তে চলেছে। তেমনই হচ্ছে ট্যুরিজম হাউস অর্থাৎ একই বাড়িতে পর্যটনের A to Z—১৮টি তথ্যকেন্দ্র, ১৫টি হস্তশিল্প এম্পোরিয়াম, নানান বিমান সংস্থা, ট্রাভেল এজেন্ট, গোয়া ও ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর ছাড়াও নানান রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরও বসছে। বাস স্ট্যান্ড থেকে মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে ডোনা পাওলায়। ট্যুরিস্ট হোস্টেল হয়ে শহর ডিঙিয়ে মীরামার পেরিয়ে যাচ্ছে বাস। নিয়মিত ফেরি লঞ্চ সার্ভিসও রয়েছে—ডোনা পাওলা থেকে অপরপারের ভাস্কোর। সড়কপথে দূরত্ব এর ৩১ কিমি। ট্রেন আর বিমানও পৌঁছেছে গোয়ার এই ভাস্কো-ডা-গামায়। পানাজির আর এক রেল সংযোগকারী স্টেশন ৩৩ কিমি দূরের শিল্পনগরী মারগাঁও। বন্দর নগরীও এই মারগাঁও। পানাজির পর্যটন আকর্ষণ সারা ভারতে আজ অদ্বিতীয়।

কনডাকটেড ট্যুর : Goa Tourism Development Corpn Ltd, 1st Floor, Kadamba Bus Stand Complex, Panaji, Goa-403001-এর আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়ে গোয়ার রূপ-রস-মধু উপভোগ করে নেওয়াই উচিত হবে পর্যটকদের। প্রতিদিনই ডিলাক্স কোচ যাচ্ছে ট্যুরিস্ট হোস্টেল থেকে এদের। ট্যুরিস্ট হোম ও ট্যুরিস্ট হোস্টেলেও টিকিট মেলে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

Tour No. 1 : ৯-৩০—১৮-০০টায় ৭৫ টাকায় (A/c ১০০) সাউথ গোয়া অর্থাৎ Panaji / Old Goa / Sri Manguesh/ Sri Shantadurga /Margao /Colva Beach/Marmugao/ Vasco/ Pilar Seminary / Dona Paula / Miramar Beach দেখিয়ে আনে।

Tour No 2 : ৯-৩০—১৮-০০টায় ৭৫ টাকায় (A/c ১০০) যাচ্ছে নর্থ গোয়া অর্থাৎ Panaji / Altino / Mayem Lake / Sri Datta Temple / Arvalem W F / Mapusa / Vagator / Anjuna/ Calangute / Aguada Fort দেখাতে।

Tour No 3 : পিলগ্রিম স্পেশ্যালে যাচ্ছে ৯-৩০—১৩-০০টায় ৬০ টাকায়—Basilica of Bom Jesus / Se Cathedral/ Sri Manguesh / Sri Mahalsa / Sri Ramnath / Sri Shantadurga মন্দির দেখাতে।

Tour No 4 : ১৫-০০টায় গিয়ে ১৯-০০টায় ফেরে ৬০ টাকায় বীচ স্পেশ্যালে Calangute / Anjuna / Vagator দেখিয়ে।

Tour No 5 : বন্ডলা স্পেশ্যালে ৯-৩০টায় গিয়ে ১৮-০০টায় ফেরে ১০০ টাকায় Bondla দেখিয়ে। আবার Island Special ও Tiracol-ও যাচ্ছে পৃথক পৃথক ট্যুরে ১০০টাকায় এরা।

Tour No 6 : Island Special-এ যাচ্ছে ৯-৩০—১৮-০০টায় ৭০ টাকায়।

Tour No 7 : দুধসাগর যাচ্ছে ১ রাতের অবস্থানে জলপ্রপাত ও মলেম স্যাঙ্কচুয়ারি দেখাতে ৪০০ টাকায়। পানাজি থেকে ১০-০০টায় গিয়ে পরদিন ১৮-০০টায় ফেরে শহরে।

Tour No 8 : কালানগুটে, মপুসা, মারগাঁও, কোলবা ও ভাস্কো থেকেও GTDC দু'টি পৃথক ট্যুরে নর্থ গোয়া ও সাউথ গোয়া সফরে যাচ্ছে। ১০-০০টায় গিয়ে ১৮-০০টায় ফেরে প্রতিটা ট্যুর পৃথক পৃথকভাবে, ভাড়া ৮৫ প্রতিটা ট্যুরের। দুধসাগরও দেখিয়ে আনে মারগাঁও থেকে ৩০০টাকায় এরা।

তবে, ১ ও ২ বেড়াবার পর অন্যান্য ট্যুরের আকর্ষণ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। পাঁচের অধিক বয়সের শিশুদের পুরো ভাড়া লাগে। ব্যবস্থাপনা ভালই, গাইডও থাকেন গাড়িতে।

পানাজি থেকে দূরত্ব :

মারগাঁও	৩৩ কিমি
ভাস্কো-ডা-গামা	৩০ "
মপুসা	১৩ "
কালানগুটে	১৬ "
ডাবোলিম এয়ারপোর্ট	২৯ "
কোলবা বীচ	৩৯ "
তিরাকোল	৪২ "
মারগাঁও রেল স্টেশন	৩৪ "
ভাস্কো রেল স্টেশন	৩০ "

নানান প্রাইভেট সংস্থাও যাচ্ছে কনডাকটেড ট্যুরে গোয়া দর্শনে। উত্তর ও দক্ষিণ গোয়া দু'টি পৃথক পৃথক ট্যুরে দেখিয়ে আনে এরা। এমনকি মহারাষ্ট্র পর্যটন দপ্তর থেকেও কনডাকটেড ট্যুরে গোয়া দেখাবার ব্যবস্থা আছে।

আবার সন্ধ্যায় মুম্বাই স্টিমার জেটি থেকে GTDC আর ট্যুরিস্ট হোস্টেলের বিপরীত থেকে ৬০টাকায় গোয়া সি ট্রাভেলস পৃথক পৃথকভাবে জলবিহার অর্থাৎ সানসেট ক্রুজ যাচ্ছে ১ ঘণ্টার সফরে ১৮-০০টায়। সান ডাউন ক্রুজ যাচ্ছে ১৯-১৫য়; ৫ঘণ্টার প্লেজার ক্রুজে যাচ্ছে ১০-০০ ও ১৫-০০টায় লঞ্চ। লাঞ্চ ও সফট ড্রিংক্স সহ টিকিট ৩০০। গোয়ার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যও পরিবেশিত হয় জলযানে। উচিতও হবে গোয়া ট্যুরিজমের Santa Monica, ✆ 230496-এর যাত্রী হয়ে বেড়িয়ে নেওয়া। আর যাচ্ছে পূর্ণিমা রাতে ১০০ টাকায় ২০-৩০—২২-৩০টায় নীল জলে চাঁদ থেকে ঝরা অভ্র দেখাতে GTDC. ২ ঘণ্টার জলযানে ১৭-০০টায় ৩০০ টাকায় আইল্যান্ড প্লেজার ক্রুজ মাণ্ডোভী ও জুয়াড়ি নদীবিহারেও যাচ্ছে GTDC.

তেমনই ট্যুরিস্ট হোস্টেলের বিপরীত থেকে নামমাত্র পয়সায় ফেরি লঞ্চে চেপেও ঘণ্টাতিনেকের সফরে মাণ্ডোভীর জলে ঘেরা দ্বীপ থেকে দ্বীপে বেড়িয়ে জলবিহার করে নেওয়া যায়। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরও বসেছে Communidade Building, Church Sqr-এ। তেমনই নানানধর্মী ওয়াটার স্পোর্টস—হোভারক্রাফট, অ্যাকোয়াবাইকস, রোয়িং, প্যাডেলবোটেও জলক্রীড়া সাঙ্গ করা যায় পানাজি ভ্রমণে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে গোয়া ট্যুরিজম থেকে।

উত্তর গোয়া

Calangute : বিশ্বখ্যাত বীচগুলির মধ্যে গোয়ার বীচগুলির প্রশস্তি আজ জগৎজোড়া। তাদেরও মধ্যে কালানগুটে বীচটি যেন মহারানী। বীচ জুড়ে ঝাউবীথি, আরও দূরে পাহাড়সারি। পানাজি থেকে ১৫ কিমি দূরে ৭ কিমি ব্যাপ্ত ধনুকাকৃতি কালানগুটে ও কান্ডোলীম টুইন বীচ। সোনালি বালিতে মোড়া কালানগুটের সূর্যাস্তও মনোরম।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। কিছুকাল আগেও হিপিদের মক্কানগরী ছিল কালানগুটে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বিদেশী পর্যটকদের ভিড়ও বেশি কালানগুটেয়। ট্যুরিস্ট অফিস, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্কও বসেছে বীচের অদূরে গ্রামমুখী বাগা পথের সংযোগে। কনডাকটেড ট্যুরে বা সার্ভিস বাসে কালানগুটে বেড়িয়ে দিনে দিনে ফেরা যায় পানাজিতে। থাকারও নানান ব্যবস্থা—GTDC-র *ট্যুরিস্ট রিসর্ট/কটেজ, হোটেল*, এমনকি প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায়। তবুও যেন কোলবার মতো পামের বাতাস বেলাভূমিকে আন্দোলিত করে না—বালিতে যেন লালমাটির মিশ্রণ।

Vagator : কালানগুটের ২ কিমি উত্তরে বাগা বীচ-এরও প্রশস্তি আছে পর্যটক মহলে। পেছনে খাড়া পাহাড়, মৃদু-মন্থর বাতাস; দৃষ্টি জুড়ে নীলে নীল আরব সাগর। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে রকি শোরে। অদূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝরনা ধারা। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় বীচ বা সড়ক ধরে। সান বাথ ও সমুদ্র স্নান দুইয়েরই আকর্ষণে বিদেশীদের খুব প্রিয় বাগা বীচ। পানাজি-কালানগুটের কোনো কোনো বাসও যাচ্ছে বাগায়। অদূরেই আগুয়াদা বীচ।

Anjuna : বাগা থেকে ১.৫ কিমি দূরে ১০ মিনিটে পায়ে হাঁটা উত্তরে *অ্যাবোড অব হিপিস* আঞ্জুনা বীচটিও নভেম্বর থেকে মার্চে সারা বিশ্বের মিলনতীর্থের রূপ নিচ্ছে আজ। কালানগুটে থেকে বিতাড়িত হয়ে হিপিরা ডেরা বাঁধে আঞ্জুনায়। আগমনও ঘটে চলে ছাপোরারই মতো দীর্ঘকালীন অবকাশে বিদেশীদের। নগ্নদেহে সানবাথ তথা উদ্দাম সমুদ্র-স্নান ঘটে চলে নারকেলে ছাওয়া লাল পাথুরে বালির সৈকত ভূমে। আর চলে হাসিস সেবন। তবে, আঞ্জুনার বীচটিও মনোরম। ১৯২০এ গড়া অষ্টকোণী চুড়ো, ম্যাঙ্গালোর টাইলসের ছাদওয়ালা আলবুকার্ক ম্যানসনটিও অভিনবত্বে ভরা। আঞ্জুনার আর এক আকর্ষণ তার বুধবারের Flea Market. দেশ-দেশান্তরের নতুন-পুরানো নানান পণ্যের পসরা নিয়ে হিপি সাজে দোকানিরা বসে। দামেও সস্তা মেলে। এও যেন আঞ্জুনার একান্তই আপন। পূর্ণিমা রাতে রীতিমতো মেলা বসে হিপি-সাম্রাজ্যে। তবে, গত কিছুকাল জনরোষে বন্ধ আছে ফ্লি মার্কেট। ব্যাঙ্ক অব বরোদার শাখাও বসেছে আঞ্জুনায়।

অন্যান্য বীচের মতো হোটেলের অভাব। তবে, আঞ্জুনা বীচে—*Nobel Nest & Rest, Vales Happy Holiday Home, White Negro* ছাড়াও ঘর মেলে ভাড়ায় সাধারণ বাড়িঘরে আঞ্জুনায়। আহার্যেরও নানান রেস্তোরাঁ আঞ্জুনা বীচে। *Rose Garden Restaurant*টির প্রশস্তি লোক মুখে মুখে। তেমনই *Gragory's Star of Anjuna*-য় দূর-দূরান্ত থেকে সী-ফুড খেতে আসে লোকে। আঞ্জুনার অদূরে *Haystack Restaurant*এ প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় *Goan Buffet* অর্থাৎ শ'দেড়েক টাকায় নাচ-গান-বাজনার আসর বসে। বীচ দর্শনে আগ্রহীরা পানাজি বা কালানগুটে থেকে বাসে বাসে মপুসা হয়ে বেড়িয়ে নিতে পারেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস মেলে মপুসা থেকে। ট্যাক্সি, মোটর বাইকও যাচ্ছে মপুসা থেকে।

Aguada : পানাজি থেকে ১৮ কিমি দূরে আর কালানগুটের ৯ কিমি দক্ষিণে মাণ্ডোভী নদী আরব সাগরে মিলেছে। নদীমুখে ১৬০৯-১২য় পর্তুগিজদের তৈরি দুর্গ আগুয়াদা ফোর্ট। পর্তুগিজ ভাষায় *আগুয়া* অর্থ জল। নামকরণের সার্থকতা—একদা ৭টি প্রস্রবণ ছিল, সমুদ্রে চলার পথে জাহাজ ভিড়ত মিষ্টি জল নিতে এখানে। আজ আর দুর্গ নেই, রূপান্তরিত হয়েছে সেন্ট্রাল জেলে। তবে বীচটি দেখে নেওয়া যায় দুর্গ থেকে। অনুমতি-সাপেক্ষে জেল দর্শনেরও ব্যবস্থা মেলে। সামুদ্রিক জলযানকে নিশানা দেখাতে লাইট হাউসও হয়েছে। ১৬—১৭-৩০টায় লাইট হাউস চড়ারও ব্যবস্থা আছে। আর হয়েছে হোটেল—দুর্গের এক অংশে। দূরে পাহাড়চুড়োয় রাজভবনও দৃশ্যমান।

Mapusa: বড়াদেশ—পর্তুগিজ ভাষায় বারডেজ তালুকের সদরদপ্তর বসেছে মপুসায়। স্থানীয় মুখে মপসা। সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর আর বাগিচার জন্যও খ্যাতি আছে মপুসার। মপুসার পুরাতন চার্চটির পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। প্রতি শুক্রবার হাট অর্থাৎ Friday Market উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু ১৩ কিমি দূরের পানাজি থেকে মপুসায়। ½ ঘণ্টার পথ। কালানগুটেরও বাস মেলে মপুসা থেকে। মুম্বাই-ম্যাঙ্গালোর ওয়েস্ট কোস্ট হাইওয়েটি মপুসা হয়ে যাচ্ছে। বাসও মেলে নানান দিকের মপুসা থেকে।

মপুসার পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই সাগরবেলা আঞ্জুনা ও ছাপোরা বেড়িয়ে নিতে পারেন মপুসা থেকে। পানাজি থেকেও সরাসরি বাস মেলে আঞ্জুনা ও ছাপোরার। মুহুর্মুহু বাস, ½ ঘণ্টার পথ।

Chapora : নারকেল বীথিকায় ছাওয়া ছাপোরা বীচটি যেমন সুন্দর তেমনই রয়েছে পাহাড়-পাহাড় ছাপোরার পাহাড়ী টিলায় আর এক সুন্দর পর্তুগিজ দুর্গ। ১৭১৭র দুর্গ থেকে চারপাশ সুন্দর দৃশ্যমান। সমুদ্রও যেন সারা উত্তরে পাহাড় গুঁড়িয়ে খাঁড়ির রূপ নিয়েছে। জেলেদের গ্রাম ছাপোরার আর এক আকর্ষণ শুক্রবার রাতে নীলাকাশের নিচে নাচ-গান-বাজনার আসর। সঙ্গে চলে আহার ও বিহার সারা রাত ধরে। ছাপোরা থেকে ৩ কিমি উত্তরে নির্জনে মনোরম সাগর বেলা Vagator. পর্যটন কেন্দ্রের শিরোপা না মিললেও প্রকৃতির গুণে পর্যটক মন জয় করেছে ভাগাটোর।

Arambol : নবতম রাজ্যের নতুনতম আবিষ্কার ছাপোরার উত্তরে আরামবোল সাগরবেলাটিও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে মপুসা থেকে ঘণ্টা তিনেকের বাসে। ট্যাক্সি মেলে যাতায়াতে। জেলেদের বাস সুন্দরী আরামবোলে। আঞ্জুনা থেকে বিতাড়িত হয়ে হিপিরাও পৌঁছেছে আরামবোলে। পর্যটক পৌঁছালেও ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট নয়। সৈকত শেষে সবুজাকীর্ণ পাহাড় সাগরে

মিলেছে। *Alex Fernandes, Anthony Cardozo, Lizzy's GH, Uttan, Maria, Bella* ছাড়াও হোটেল আছে নানান। আর মেলে স্থানীয়দের বাড়িঘরে ১০০-১২৫ টাকায় সাজসজ্জাহীন অতি সাধারণ ঘর আরামবোলে। আহার্যও মেলে চায়ের দোকানপাটে।

Moyem : পানাজির ৩৫ কিমি উত্তর-পুবে চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা সবুজে ছাওয়া প্রকৃতির মাঝে মনোরম ময়েম লেক। লেকের জলে বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। চড়ুইভাতির মনোরম জায়গা। রেস্তোরাঁও হয়েছে লেকের মাঝে। ২ নম্বর ট্যুরে দেখে নেওয়া যায়। থাকার জন্য আছে GTDC-র *ময়েম লেক রিসর্ট*, ✆ (91-832) 362144, D ২০০, A/c D৩০০, ৩৫০, ডর্মি ৫০।

সাউথ গোয়া

পানাজি থেকে ২২ কিমি দূরে গার্ডেন অব গোয়া— পোন্ডা তালুকের মঙ্গেশি গ্রামে ৪০০ বছরের পুরাতন শিবমন্দির Shri Manguesh. অনুচ্চ টিলার টঙে—চারপাশ সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। প্রবেশদ্বারে দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মতো গোপুরমের ধাঁচে সফেদরঙা অষ্টকোণী টাওয়ার। তীর্থযাত্রীদের থাকারও ব্যবস্থা আছে ধরমশালা অর্থাৎ মন্দিরের *অগ্রশালায়।* জন্ম যদিও ইন্দোরে, তবে সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের আদিবাস এই শ্রীমঙ্গেশে। ২০টি ভারতীয় ভাষায় ৩০ হাজারেরও অধিক গানের রেকর্ড করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন শ্রীমতী লতা।

শ্রীমঙ্গেশের ১½ কিমি দূরে মারদোলের মন্দিরে Shri Mahalsa অর্থাৎ বিষ্ণু আরাধ্য দেবতা। দ্বিমতে দেবী কালীই হলেন শ্রীমহলসা। আর পোন্ডা থেকে ৫ কিমি দূরে কাভালমে রয়েছে গোয়ার সবচেয়ে ধনী দেবতা শ্রীরামনাথ-জীর মন্দির। এর সভামণ্ডপটি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের আদলে তৈরি।

শ্রীমঙ্গেশ মন্দিরের পথে পানাজি থেকে ১৯ কিমি দূরে কাভালমে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি শ্রীশান্তাদুর্গা মন্দির। দোলা-পুর রাজ পরিবারের উপাস্য দেবী শান্তাদুর্গার মন্দির ছিল অতীতে ভেলহাতে। পর্তুগিজদের হাতে মন্দির ধ্বংস হতে দেবীর স্থানান্তর ঘটে। শিব ও বিষ্ণু পূজিত হচ্ছেন মন্দিরে। কথিত আছে, একদা শিব ও বিষ্ণুর মাঝে দ্বন্দ্ব হতে ব্রহ্মার ডাকে শান্তির দেবী শান্তাদুর্গা এলেন দ্বন্দ্ব মেটাতে। তাই দেবী এখানে শান্তিময়ী চতুর্ভুজা জগদম্বা। প্যাগোডাধর্মী চুড়োও হয়েছে মন্দিরে। ডিসেম্বরের *যাত্রা* বরণীয় উৎসব। আগ্রহীদের উচিত হবে কনডাকটেড ট্যুরে বা পোন্ডার বাসে মন্দির দেখে ফেরা।

Margao : অতীতের Salcete তালুকের রাজধানী তথা দক্ষিণ গোয়ার সদর—রাজ্যেরও দক্ষিণে মারগাঁও। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও রেল, বাস ও জলপথ—ত্রয়ীর সংযোগ পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে রূপ পেয়েছে। বসতির ঘনত্বেও মারগাঁও অন্যতম— ৭২০০০ লোকের বাস মারগাঁও-এ।

ভারতীয় রেলও যাচ্ছে মারগাঁও হয়ে ভাস্কোয়। পানাজির নিকটতম রেল সংযোগকারী স্টেশনও ৩৩ কিমি দূরের মারগাঁও। উচিতও হবে রেল যাত্রীদের মারগাঁও পৌঁছে বাসে ১½ ঘণ্টায় পানাজি চলা। ভোর থেকে রাত ২০-০০টায় ½ ঘণ্টা অন্তর বাস। সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর আর বাগিচার জন্যও খ্যাতি আছে মারগাঁও-এর। বাড়িগুলিতে ল্যাটিন স্থাপত্যের ছাপ, মেক্সিকোরই প্রতিচ্ছবি যেন। ওল্ড মারগাঁও চার্চটিও উচিত হবে চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া। তেমনই আর এক আকর্ষণ শুক্রবারের বাজার।

মারগাঁও শহর থেকে ১, ভাস্কোর ৪ কিমি দূরে পশ্চিম ভারতের অতি আধুনিক বন্দর মারগাঁও-এর Mormugao Harbour. সারা বিশ্ব থেকে যাত্রী জাহাজ ও মালবাহী জাহাজ নোঙ্গর করে গোয়ার মারমাগাঁও হারবারে। সুন্দর বাস সংযোগ গড়ে উঠেছে মারগাঁও থেকে গোয়া তথা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানান দিকের। Colva Beach- এর বাস যাচ্ছে Benaulim হয়ে ৭-৩০—২০-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কর্ণাটক সীমান্তে Gokarn Beach বা আরও দক্ষিণে কর্ণাটকের কারওয়ার যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায় মারগাঁও থেকে দিনভর বাস। গোয়া ট্যুরিজমের অফিসও বসেছে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন লাগোয়া সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ। কদম্ব বাস স্ট্যান্ড থেকে ১½ কিমি দূরে শহর। অটো, ট্যাক্সি চলছে শহরে।

মারগাঁও-এ নবতম, এশিয়ায় প্রথম হয়েছে *দ্য মিউজিয়ম অব ক্রিশ্চিয়ান আর্ট*। শহর থেকে ১২ কিমি দূরে দক্ষিণ গোয়ার সালসেট তালুকের সেমিনারিতে ১৯৯৪-এর ২৪শে জানুয়ারি অতীত গোয়ার নানান সম্ভার নিয়ে রূপ পেয়েছে। সোম ছাড়া দেখে নেওয়া যায়।

Colva Beach : ডাবোলিম বিমানবন্দরের দক্ষিণে, মারগাঁও থেকে ৬ আর পানাজির ৪০ কিমি দূরে সালসের তালুকে *কিং অব দ্য বীচেস*—কোলবা বীচ। কালানগুটের প্রতিদ্বন্দ্বী। এরও প্রশস্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। কোলবার রূপালি বেলাভূমি, তাল-তমাল-নারকেল ঝালর টাঙিয়েছে বীচ জুড়ে। কিছুকাল আগেও তালপাতায় ছাওয়া কুঁড়েয় আস্তানা গেড়ে বিদেশীরা সান বাথ ও সি বাথ উপভোগ করত কোলবায়। একের প্রস্থানে নতুন এসে দখল নিত কুঁড়ের। তবে, আইন করে হিপিদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা হয়েছে আজ। দ্রুত গড়ে উঠছে পর্যটক বিনোদনের নানান পসরা প্রকৃতির লীলাভূমি কোলবায়। সুনীল সাগর আর নীল আকাশের মোহময় রূপ পর্যটকদের মুগ্ধ করে। ঝিনুকও মেলে কোলবায়। ৭-৩০—২০-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে মারগাঁও থেকে কোলবায়। আধ ঘণ্টার পথ। বাস আসছে পানাজি থেকে ১½ ঘণ্টায়—সকাল থেকে সন্ধ্যায় ½ ঘণ্টা অন্তর। ট্যাক্সিও মেলে এপথে। হোটেলও আছে নানান কোলবায় (হোটেল অংশে দেখুন)।

কোলবার ২ কিমি দক্ষিণে আর এক শান্ত-সুমধুর বেনৌলিম বীচটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বেনৌলিমের ১০ কিমি দক্ষিণে Varca, আরও ৭ কিমি দক্ষিণে Cavelossim Beach. থাকা ও আহার্য দুইই মেলে ত্রয়ীতে। বাস যাচ্ছে মারগাঁও থেকে কোলবা/বেনৌলিম/কেভলোসিম ও ভার্কায়।

আরও দক্ষিণে ছবির মতো মৎস্যবন্দর বেটুলও বেড়িয়ে ফেরা যেতে পারে পায়ে পায়ে বা রিকশায়। এমনকি, Johnney's Restaurant প্রতি বুধবার প্যাকেজ ট্যুরে আঞ্জুনার Flea Market-ও বেড়িয়ে আনে বেনৌলিম থেকে।

Vasco-da-Gama : পানাজি থেকে ৩০ আর মারমাগাঁও বন্দরের ৪ কিমি দূরে গোয়ার দীর্ঘতম নদী জুয়াড়ির বুকে গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক শহর ভাস্কো-ডা-গামা। রেল, বাস, হোটেল-রেস্তোরাঁ সবেরই অবস্থান স্বল্প ব্যবধানে ভাস্কোয়। ভাস্কো-ডা-গামা পানাজির রেল সংযোগকারী স্টেশনও বটে। ভারতীয় রেলের চলাও শেষ ভাস্কোয়। গোয়ার একমাত্র বিমানবন্দরটি রূপ পেয়েছে ভাস্কো শহরান্তে ডাবোলিম-এ। বাঙালির দুর্গাপূজাও পৌঁছেছে গোয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ভাস্কোয়। সাতশোরও অধিক বাঙালি পরিবার কার্যব্যপদেশে প্রবাসজীবন যাপন করছেন ভাস্কোয়। ডোনা পাওলা থেকে ফেরি লঞ্চেও ভাস্কোয় যাওয়া চলে। আবার করটালিস সেতু দিয়ে জুয়াড়ি পেরিয়ে যাত্রী বাস যাচ্ছে পানাজি থেকে ভাস্কোয় মুহুর্মুহু। স্বচ্ছন্দে লঞ্চ বা বাসে এসে দিনভর ভাস্কোয় কাটিয়ে ফেরা যায় পানাজি।

Pilar : পানাজি থেকে ১১ কিমি দক্ষিণে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র পিলার। পাহাড়চুড়োয় সবচেয়ে উঁচুতে অতি আধুনিক চার্চ পিলার। রঙিন কাচের টুকরোয় তৈরি যীশুর ছবিগুলি সুন্দর। সূর্যালোকে রঙের বর্ণালী নয়নাভিরাম। ছাদ থেকে জুয়াড়ি নদী ও মারমাগাঁও বন্দরের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়।

Old Goa : পানাজি থেকে ৯ কিমি পুবে ছিল অতীতের গোয়া অর্থাৎ এলা শহর। বসতির সূত্রপাত যদিও কদম্ব রাজাদের কালে তবে, ১৫ শতকের শেষভাগে মুসলিম নৃপতি আদিলশাহের হাতেই গড়ে ওঠে শহর। রাজধানীও স্থানান্তরিত হয় বিজাপুর থেকে আদিলশাহীদের। পরিখাবৃত দেওয়ালে ঘেরা ছিল সেকালের প্রাসাদ-নগরী। নানান মন্দির, নানান মসজিদ এলায়। তবে, আজ আর অস্তিত্ব নেই তার। পরবর্তীকালে পর্তুগিজদের হাতে নতুন সাজে সেজে ওঠে শহর। নামান্তরও ঘটে পর্তুগিজদের হাতে—এলা হয় ভেলহা (Velha)। রাজ্যপাটও বসে পর্তুগিজদের ১৫১০এ Afonso de Albuquerque-এর নেতৃত্বে। ধ্বংস পায় একে একে হিন্দু দেবদেউল, মুসলিম মসজিদ; মাথা তোলে শতাধিক চার্চ পর্তুগিজদের হাতে। রমরমায় ভেলহা *রোম ইন ইন্ডিয়া* বলে প্রসিদ্ধিও পায় সেকালে। ১৯ শতকের গোড়ায় গোয়া দমন দিউ অর্থাৎ পর্তুগালের পূর্ব-সাম্রাজ্যের প্রশাসন দপ্তরও বসে ভেলহায়। ১৬০৩এ ডাচ, আরও পরে ইয়োরোপে Napoleonic War চলাকালে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা দাবিদার হয়ে ওঠে পর্তুগিজদের জলসাম্রাজ্যের। তারই সঙ্গে বার বার ১৫৪৩, ১৬৩৫ ও ১৭৩৫এ গোয়ায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। দুই লক্ষাধিক (বসতির ৮০%) লোক মারা পড়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে। তদানীন্তন পর্তুগিজ সরকার দুশ্চিন্তায় পড়ে—স্থানান্তরিত হল রাজধানী ১৮৪৩এ নোভা গোয়া অর্থাৎ নতুন গোয়ায়। তাই যেন বিষাদের সুর বাজে মিউজিয়ম নগরী Rome of the Orient ওল্ড গোয়ার আকাশে-বাতাসে। চুনাপাথরের প্রলেপ লাগানো অতীতের ল্যাটারাইট পাথরে চ্যাপেল অব সেন্ট ক্যাথারিন, শে ক্যাথেড্রাল, বম জেসাসের ব্যাসিলিকার পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। তেমনই উচিত হবে দি আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ম ও পোর্ট্রেট গ্যালারিটিও দেখে নেওয়া। তবে, সেকালের রাজধানী আজ খ্যাত ওল্ড গোয়া নামে। শহর থেকে প্যাকেজ ট্যুর বা সার্ভিস বাসে বেড়িয়ে ফেরা যায়। পোন্ডার বাসগুলিও যাচ্ছে ওল্ড গোয়া হয়ে। আধঘণ্টার পথ। আবার ট্যুরিস্ট হোস্টেলের বিপরীত থেকে নিয়মিত লঞ্চ যাচ্ছে ফেরি সার্ভিসে।

পানাজি থেকে দূরত্ব

কোলহাপুর	২৪৬	কিমি
সাতারা	৩৬৩	”
পুনে	৪৭১	”
মুম্বাই	৫৯৪	”
কারওয়ার	১০৩	”
ম্যাঙ্গালোর	৩৭১	”
হসপেট	৩১৫	”
লোন্ডা	১০৬	”
হুবলি	১৮৪	”
বেলগাঁও	১৫৭	”
মালভান	১৫০	”
গুন্টাকল	৪৪৫	”
মহীশূর	৬৭৭	”
রত্নগিরি	২৬৩	”
ব্যাঙ্গালোর	৬৩২	”
চেন্নাই	৯২০	”
ঔরঙ্গাবাদ	৭০৬	”
আমেদাবাদ	১২৩৪	”
হায়দ্রাবাদ	৭৪৩	”
দমন	৭৮৭	”
দিউ	১৫৩৬	”
তিরুভনন্তপুরম	১০৪৬	”
দিল্লী	১৯০৪	”
কলকাতা	২৪০০	”

১৫৯৪এ শুরু হয়ে ১৬০৫এ গ্রানাইট শিলা ও বেলে পাথরে ডোরিক শৈলীতে গড়া Basilica of Bom Jesus গোয়া তথা সারা বিশ্বের ক্যাথলিক ধর্মীদের কাছে অন্যতম পবিত্র ধর্মস্থান। ৯—১৮-৩০টায় চটকদার ব্যাসিলিকা অব বম জেসাস-এর অভ্যন্তরের কারুকার্য দেখে নেওয়া যায়। গিলটি করা বেদী অর্থাৎ উপাসনা-আসরটি পর্যটকদের মোহিত করে। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের টাকায় তৈরি এটি। শেষ হবার ৬ মাস আগেই খ্রিস্টধর্ম প্রচারে গিয়ে জাপান থেকে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন চীনের সাঞ্চীয়ান (Sancian) দ্বীপে সেন্ট জেভিয়ার। মৃত্যু হয় ১৫৫২র ৩রা ডিসেম্বর ৪৬ বছর বয়সে পাদ্রী সাহেবের। সাঞ্চীয়ানে সমাধিস্থ সেন্ট জেভিয়ারের মরদেহ মালাক্কা ঘুরে ১৫৫৪য় গোয়ায় পৌঁছায়। সেন্ট পলস কলেজে অবস্থান করে মরদেহ। অবশেষে যাজকীয় ভূষণে স্থানান্তর ঘটে ব্যাসিলিকায় ১৬৯৮এ। শায়িতও রয়েছে উপাসনা হল-এ সেন্ট জেভিয়ারের মরদেহ

ফ্লোরেন্সে গড়া এক রূপোর কফিনে। মুক্তো খচিত ছিল সেকালে কফিনে। তবে, আলো-আঁধারি পরিবেশ কিছুটা ভীতির উদ্রেক ঘটায়।

প্রতি ১২ বছর অন্তর সেন্ট জেভিয়ারের মৃত্যুর দিনে দেহ প্রদর্শিত হয়। সারা বিশ্ব থেকে তখন ভক্তের দল আসেন শ্রদ্ধা জানাতে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর আগামী দর্শন। তবে, অক্ষত নেই দেহ আজ আর। পায়ের একটি আঙুল ১৫৫৪য় এক পর্তুগিজ মহিলা স্মারকরূপে পেতে কামড়ে নেয়। একটি খসে পড়ে আপনা থেকে—সেটিও রাখা হয়েছে ক্রিস্টাল বক্সে। ডান হাতের একটা অংশ রোমে যায় ১৬১৫য়, বাকি অংশ পাঠানো হয় নাগাসাকির ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ১৬১৯এ। এছাড়াও, স্মারকরূপে টুকরো গিয়েছে বিশ্বের দিম্বিদিকে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কাছে। দেহও আজ সঙ্কুচিত। যাত্রীদের থাকার সাময়িক ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে বিশেষ দর্শনের উৎসবকালে। বিশেষ লঞ্চও চলে উৎসব-কালে পানাজি থেকে ওল্ড গোয়ায়। আর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে সেন্ট জেভিয়ারের প্রতি বছর ৩রা ডিসেম্বর। ভক্তের দল আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। পানাজির হোটেলে ঘর মেলা দুষ্কর হয়ে পড়ে উৎসবকালে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। লাগোয়া আর্ট গ্যালারি।

আলেকজান্দ্রিয়ার নাস্তিক উত্তরকালে খ্রিস্টধর্মে সমর্পিত প্রাণ সেন্ট ক্যাথারিনের শিরচ্ছেদ ঘটে ২৫শে নভেম্বর। আলবুকার্ক ঐ একই দিনে জয় করেন গোয়া। দুইয়েরই স্মারকরূপে পর্তুগিজরা চ্যাপেল অব সেন্ট ক্যাথারিন বা বিজয়-তোরণ গড়ে যুদ্ধজয়ের স্থলে।

বম জেসাসের বিপরীতে ১৫৬২তে শুরু হয়ে ১৬১৯এ শেষ হলেও সম্পূর্ণতা পায় ১৬৫২য় এক মসজিদের উপর গড়া গোয়ার বৃহত্তম সে ক্যাথিড্রাল (Se Cathedral)। সেন্ট ক্যাথারিনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। পর্তুগাল ও গথিক স্থাপত্যে—বহির্ভাগ তাসখণ্ডী, অন্দর করিন্থিয়ান শৈলীতে তৈরি। কারুকার্যে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে। মোহিত করে ক্যাথিড্রালের কারুকার্য তথা অলঙ্করণ। দেওয়ালের ম্যুরালে সেন্ট ক্যাথারিনের নানান কর্মকাণ্ডও রূপ পেয়েছে। এই চার্চ থেকেই গোয়ার অন্যান্য চার্চ নিয়ন্ত্রিত হয়। অতীতে ২টি চুড়ো ছিল সে ক্যাথিড্রালে। দক্ষিণেরটি ১৭৭৬এ ভেঙে পড়ে। ৫টি বেল অর্থাৎ ঘণ্টাও আছে চার্চে। একটি তাদের গোল্ডেন বেল। উত্তরের চুড়োয় এই গোল্ডেন বেল কেবল গোয়ার মধ্যেই বৃহত্তম নয়—সারা বিশ্বে অনন্য এটি। ৯—১০ কিমি দূরেও এর আওয়াজ পৌঁছায়। সহ্যাদ্রি পর্বতে পাওয়া হোলি ক্রসটিও ক্যাথিড্রালের আর এক সম্পদ।

ওল্ড গোয়ার একমাত্র মহিলা মঠ Nunnery of Santa Monica কনভেন্ট। ১৬০৬এ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৬২৭এ। তবে, ১৬৩৬এ ধ্বংসে পায় সেটি বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে। গড়ে ওঠে নতুন করে আবার। Royal Monastery নামে পরিচিতিও ছিল সেকালে। আর ১৯৬৪তে Mater Dei Institute-এ *নান* অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীদের মঠ বসেছে। দুর্গাকারে তৈরি বৃহত্তম মঠের প্রাচীর চিত্র দেখবার মতো। বাইবেলের আখ্যানও চিত্রিত হয়েছে চ্যাপেলাকার এই মঠে।

১৫১৭তে গোয়ায় এসে ৮ খ্রিস্টান ভিক্ষু রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার আদলে গড়ে তোলে Convent & Church of St Francis of Assissi. আর ১৬৬১তে নবসাজে রূপ পায় আজকের অ্যাসিসি। ওল্ড গোয়ার অন্যতম আকর্ষণও বটে এই অ্যাসিসি। কিছুটা জবরজং হলেও গিলটি করা অলঙ্করণ, কাঠখোদাই করা কারুকার্য, ম্যুরালে সেন্ট ফ্রান্সিসের জীবনগাথা অনবদ্য। অ্যাসিসির পেছনে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের মিউজিয়ম। পর্তুগিজ সম্ভারের সঙ্গে অতীতকালের চালুক্য ও হোয়সলী শৈলীর হিন্দু মন্দিরের নানান স্থাপত্য দেখে নেওয়া যায়। ১৫১০এর Afonso de Albuquerque-এর যুদ্ধ জাহাজের মডেলটিও বৈচিত্র্যময়। শুক্র ছাড়া ১০—১২-০০ আবার ১৩—১৭-০০টায় খোলা।

আর ১৬৫৫য় রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার আদলে করিন্থিয়ান শৈলীতে গড়ে ওঠে St Cajetan Church. পোপ আর্বান ৩-এর দূত ইতালীয় ভিক্ষু খ্রিস্টধর্ম প্রচারে এসে গোলকুণ্ডায় ঠাঁই না পেয়ে গোয়ায় পৌঁছান ১৬৪০এ। গড়ে তোলেন সেন্ট ক্যাজেটন ওল্ড গোয়ার ফেরিঘাটে। Catacombs-এর জন্য বিশেষভাবে খ্যাত এই সেন্ট ক্যাজেটন।

এছাড়াও চার্চ রয়েছে ওল্ড গোয়ায় আরও নানান। তৈরি হয়েছে পর্তুগিজ শাসনের সুবর্ণ যুগে এরা। তবে, পর্যটক আবেদন উল্লেখ্য নয় এদের। আর আছে সরু সরু গলিপথ, দু'পাশে বাড়িঘর—পর্তুগিজ শৈলীতে ঝুল-বারান্দা, লাল টালিতে ছাদ। তারই মাঝে চলতে-ফিরতে ছোটখাট বার, চায়ের পাট। সাইনবোর্ডগুলি আজও এদের পর্তুগিজ ভাষায় দেখতে মেলে কারো কারো। এমনকি আজও এদের মাঝে থ্রি-পিস স্যুট পরা, টাই ঝোলানো, জুতো-মোজা পায়ে, হ্যাট চাপানো *escrivao* অর্থাৎ গোয়ানিজ সাহেব দেখতে মেলে। পানাজি থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বা সার্ভিস বাসে বা ফেরি লঞ্চে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। পোন্ডার বাসও যাচ্ছে ওল্ড গোয়া হয়ে। মুহুর্মুহু বাস চলে এপথে।

ডিওয়ার দ্বীপের মূল মন্দির পর্তুগিজদের হাতে ধ্বংসের পর পানাজি থেকে ৩৭ কিমি দূরে নার্ভেতে নতুন করে গড়ে ওঠে শ্রী সপ্তকোটেশ্বর মন্দির। কদম্ব রাজাদের কালের মন্দিরে রাজপরিবারের গৃহদেবতা সপ্তকোটেশ্বর অর্থাৎ শিবের পূজা হয়। পবিত্র হিন্দুতীর্থ। ছত্রপতি শিবাজী ১৬৬৮তে সংস্কার করেন মন্দির। দেবতা এখানে পলকাটা ধারালিঙ্গ।

পানাজি থেকে ৪০ কিমি দূরে গোয়ার দক্ষিণে কানাকোনায় দ্রাবিড় বংশের হাবুরাজার হাতে ১৬ শতকে তৈরি শ্রীমাল্লিকার্জুন মন্দিরটিও তার সৌন্দর্যের জন্য পর্যটন

তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। কাঠের তৈরি পিলারগুলির কার্ভিং-এর কাজ সুন্দর। ৬০এরও বেশি দেবমূর্তি রয়েছে মন্দিরে। ১৭৭৮এ সংস্কার হয় মন্দির। ফেব্রুয়ারির রথসপ্তমী বরণীয় উৎসব।

পানাজি থেকে ৬০ কিমি দূরে কানাকোনা তালুকে পানাজি-ম্যাঙ্গালোর NH 17 থেকে ৩ কিমি সরে গিয়ে গহন অরণ্যে গোয়ায় তিনের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম (১০৫ বর্গ কিমি) Catigao Wildlife Sanctuary-টিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

মোগল বাহিনী ও মারাঠা শাসক শম্ভাজীর মিলিত শক্তি ১৬৮৩তে পর্তুগিজদের যুদ্ধে হারায়। যুদ্ধজয়ের স্মারক রূপে দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পুত্র আকবর নামজগা গড়েন।

পানাজি থেকে ৩৫ কিমি দূরে ১৫৬০এ ইব্রাহিম আদিল শাহ-র তৈরি পোন্ডা তালুকের ধ্বংসপ্রাপ্ত **সাফা মসজিদ** তার উল্লেখযোগ্য গঠনশৈলী নিয়ে আজও পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। এর স্থাপত্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। ইদ-উল-ফিতর ও ইদ-উজ-জোহা সাড়ম্বরে পালিত হয়।

তেরেখোল দুর্গ

গোয়ার উত্তর-পশ্চিমে তেরেখোল। একদিকে তেরেখোল নদী অপরদিকে অন্তহীন আরব সাগর—দুইয়ের মাঝে সবুজের উড়নি গায়ে পাহাড়ী অধিত্যকা তেরেখোল। ১৮ শতকের গোড়ায় মারাঠাদের হাতে গড়ে ওঠে দুর্গ। আর পর্তুগিজ দখলে যায় ১৭৪৫এ। ১৭৯৪এ স্বল্পকালের জন্য দখল ফেরে মারাঠিদের হাতে। ১৮২৫এ তদানীন্তন গোয়ানিজ গভর্নর জেনারেল ড. বার্নাডো পেরেস দ্য সিলভ্যার বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও ১৯৫৪য় আবার স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে তেরেখোল। গণ-পদযাত্রার সংগ্রামী মিছিল আসে ভারতের নানান প্রান্ত থেকে। নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার ত্রিদিব চৌধুরী। ১৯৫৫য় সত্যাগ্রহীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করে স্বাধীনতাকে। সেই স্বাধীনতার নানান উত্থান-পতনের সাক্ষী তেরেখোল দুর্গ তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্যও আজ পর্যটকপ্রিয়। নিয়মিত বাস যাচ্ছে পানাজি থেকে ৪২ কিমি দূরের তেরেখোলে। আবার মপুসা থেকেও বাসে কুইরিম পৌঁছে ফেরিতে চলা যেতে পারে তেরেখোল।

থাকার জন্য দুর্গে বসেছে GTDC-র *Tiracol Fort Heritage*, ✆ (91-2366) 68248, Terekhol, DAB ৮০০,৮৫০, A/c D ১৭৫০,১৮০০। আর আছে—*Hill Rock Bar & Restaurant*, D ১৭৫-২৫০; *Lobo's Serene Private Resorts*, *H Palm* ছাড়াও নানান হোটেল তেরেখোলে।

বন্ডলা

পানাজি থেকে ৫০ কিমি দূরে হাজার তিনেক ফুট উঁচুতে পশ্চিমঘাটের ঢালে ৩৫ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে বন্ডলা ফরেস্ট—প্রকৃতির গড়া বটানিক্যাল গার্ডেন, মৃগ উদ্যান ও চিড়িয়াখানা তথা **ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি**। ফরেস্টের পুব ধরে বয়ে চলেছে রাগাডো আর উত্তর গিয়ে মিলেছে মাঢেল নদীতে। অতীতে কদম্ব রাজাদের ক্রিয়াকর্মে মুখরিত বন্ডলাকে আজ বাইসন, বন্য শুয়োর, হরিণ, চিতাবাঘ, সরীসৃপ ছাড়াও নানান প্রজাতির পাখিরা মুখর করে রেখেছে। পিকনিকের আদর্শ জায়গা। বৃহস্পতিবার দ্বার বন্ধ থাকে ফরেস্টের।

চলার পথে ১৫৬০এ আলি আদিলশাহের তৈরি গোয়ার একমাত্র Safa Shahouri Masjid টিও দেখে চলা যেতে পারে পোন্ডায়। তবে মূল মসজিদ পর্তুগিজদের হাতে ধ্বংস পেতে মসজিদ হয়েছে নতুন করে।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে *বনদপ্তরের ট্যুরিস্ট কটেজে*। অবু: Chief Wildlife Warden, 3rd flr, Junta House, Panaji. খাঁচায় ভরা বন্যজন্তুর থেকেও প্রকৃতির আকর্ষণে GTDC-র কনডাকটেড ট্যুরে বা বনদপ্তরের বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আহার্য মেলে ক্যান্টিনে। ওল্ড গোয়া/পোন্ডা হয়ে পথ গিয়েছে বন্ডলার। আবার পোন্ডার সার্ভিস বাসে এসেও ট্যাক্সিতে চলা যেতে পারে বন্ডলায়।

দুধসাগর জলপ্রপাত

মিরাজ থেকে ভাস্কোগামী রাতের ট্রেনের যাত্রীদের ঘুম ভাঙায় এই নয়নাভিরাম জলপ্রপাত। কোলেম রেলস্টেশন থেকে ১০ আর পানাজির ৬০ কিমি পুবে ৬০৩ মি উঁচু থেকে পড়ছে জলের ধারা। জলের রঙ সাদা, দুধের মতো—নামও তাই দুধসাগর জলপ্রপাত বা ওশন অব মিল্ক।

ভোরের আলোর সাথে ট্রেনেরও উদয় ঘটে দুধসাগর স্টেশনে। স্টেশন পেরুতেই পাহাড়ের বুক বেয়ে চলতে থাকে ট্রেন। ছোট-বড় নানান টানেল। চলন্ত ট্রেনে বসেই দেখে নেওয়া যায় সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশের মাঝে প্রাকৃতিক জলপ্রপাত। ট্রেন ঘুরছে পাহাড়ী পথে, ঝরনাও পড়বে ডাইনে-বাঁয়ে—বার বার। খুবই চিত্তাকর্ষক এই দুধসাগর। কনডাকটেড ট্যুরে যাচ্ছে পানাজি থেকে দুধসাগর দেখাতে GTDC. তবে, বাস যাত্রায় বঞ্চিত হবেন দুধসাগর দর্শন থেকে গোয়া যাত্রীরা।

ভগবান মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি

পানাজি-বেলগাঁও জাতীয় সড়কে পানাজি থেকে ৬০ কিমি দূরে ঘণ্টা দেড়েকের পথে দুধসাগর লাগোয়া সীমান্ত জোড়া পশ্চিম-ঘাটের ঢাল বেয়ে ২৪০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত গহীন অরণ্যানী জুড়ে গোয়ার বৃহত্তম **মলেম** বা **মহাবীর** বন্যজন্তু সংগ্রহালয়। পক্ষী প্রেমিকদেরও স্বর্গ এই মলেম। গোয়ার পথে ট্রেন যাত্রায় দুধসাগরের সঙ্গে ট্রেনে বসে চলতে চলতে মলেমও উপভোগ করে নেওয়া যায়। GTDC-র *Forest*

Resort, Molem, ✆ (91-834) 600238, D ২০০ পাঁচ বেডের ঘর ৩৫০ বেড ৫০ A/c D ৩৮০ আছে মলেমে। আহার্যও মেলে অগ্রিম অর্ডারে।

হোটেলের অভাব নেই পানাজিতে। ১৮০০০ বেডের সঙ্কুলান মেলে গোয়ার হোটেলে। তবে, সরকারি বলতে ১০%-এরও কম, ১৫০০ হবে। বাস স্ট্যান্ড থেকে জাহাজঘাটা—মিনিট পনেরোর পায়ে হাঁটা পথে হোটেলগুলির অবস্থান পানাজিতে। অক্টোবর ৪ থেকে জুন ১৫ সিজন—বাকি সময়টা অফ সিজন। তবুও যেন সিজনটা দু'ভাগ হয়েছে গোয়ার হোটেলে; ডিসেম্বরের ১৫—জানুয়ারির ৩১ পিক সিজন, ফেব্রুয়ারি ১—জুন ৩০ সিজন। রেটেও হেরফের ঘটে—পিক সিজনে পিকে উঠলেও সিজনে ১৫—২৫% রিবেট মেলে। আর অফ সিজনে রেট নামে আধায় গোয়ার হোটেলে।

আজও পানাজিতে সেরা কদম্ব বাস স্ট্যান্ড থেকে ৭-৮ মিনিটের পথে শহরে ঢুকতেই মাণ্ডোভী নদীর পাড়ে GTDC-র *Tourist Hostel*, Panaji-403001, ✆ (STD 91-832) 227103, DAB ৩২০ A/c D ৫০০ ৫৫০ ৬০০ TAB ৫৫০ আর ৩০ বেশি দিয়ে একজন অতিরিক্ত থাকা যায় প্রতিটি ঘরে; এদেরই *Patto Tourist Home*, Patto, ✆ 225715, TAB ৩২০ ডর্মি প্রথায় বেড ৫০ করে। আহার্যেও সুনাম আছে এদের ক্যান্টিনের।

আর আছে বাস স্ট্যান্ডে—*Rego's H*, DAB ১৫০ FR ২০০; *Inn Side, H Swapna*, D ১৫০-২০০; *H Brindavan*, DAB ৩০০ TAB ৪০০। পুল পেরিয়ে বামহাতি Qurem নদী ধরে পথ Rua de Qurem-403001এ—*H Sona*, ✆ 222226, DAB ২৫০-৩৭৫ TAB ৩২৫; *Park Lane L*, S ১২৫ D ১৫০-২৫০; অদূরে *Maureen L, Punam L*, পার্কেরই তুল্য এগুলি; **Goa Woodland H*, Loyola Furtado Rd, ✆ 721121, S ২০০ D ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৩৫০ স্যুইট ৫৫০। *H Flamingo*, ✆ 224765, DAB ১৭৫; *H Avanti, H Dunhill Palace*, S ১০০ D ১৭৫ A/c D ২৫০; *Tourist Home*, GPO-র পাশে— *Central Lodging*, D ১৫০-২২৫; *Bharat L*, D ১৫০-২০০। বিপরীতে—*La Visita L*, D ১৫০-২২৫; *Corina L*, SCB ১০০ DCB ১৫০; *H Ajantha, H Imperial*, near GPO, D ১৭৫। বামহাতি *Da Luz Lodging*, D ১৫০-২২৫। 3rd January Rd এ—*H Venite*, ✆ 225537, SCB ১০০ DCB ১৫০ পরিবেশের গুণে থাকার পক্ষে ভালই; লাগোয়া, *Udipi Lodging*, DCB ১৫০ DAB ২০০; অদূরে *Elite L*, মান ও দামে উদিপী-র তুল্য; পাহাড় ঢালে এলিটমুখী *Casa Pinto*, ✆ 224193; *Orlando's Nest*, এদের কাছে D ১০০-১৭৫; অদূরে *Everest L*, মান হিসাবে দামে আধিক্য, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২৫০; *Orov's G H*, D ১৭৫-২২৫; *Mandovi Pearl GH*, behind Tourist Hostel, S ১২৫ D ২০০ T ২৫০। Jose Faleno Rd এ—*H Republica*, opp Secretariat, ✆ 225630, DCB ১০০-১৫০ DAB ১২৫-২০০; মান্ডোভীও দৃশ্যমান এদের নানান ঘর থেকে; লাগোয়া *Palace H*, SCB ৬০ DCB ১২৫ DAB ১৫০; *Satkar L*.

জাহাজঘাটার বিপরীতে—*Kiran Boarding & Lodging*, S ১০০ D ১৫০; গোয়ার প্রাচীনতম **H Mandovi*, D B Bandodkar Marg-1, ✆ 224405, A/c S ৮৫০-১২৫০ D ১২০০-২২৫০ স্যুইট ১৫০০-২৭৫০; *Campal Beach Resort*, Near Indoor Stadium, ✆ 223984, DAB ৪০০-৬০০ A/c D ৬৫০-৮০০; *H Madhavashram*, D ১২৫-১৭৫; *Goa L*, opp High Court, D ১৫০-২২৫; *H Vistar*, ✆ 225411, S ১৫০ D ২২৫ A/c D ৩০০-৪৫০; পাশেই *Safari L*, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫; *Punjab H, Ambika H*, near Church Sqr, DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *Clasik H, Church-side L*, বেড ৫০ করে। Swami Vivekananda Rd-এ—**Keni's H*, ✆ 224581, DAB ৪০০ স্যুইট ৬০০ A/c D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; **H Fidalgo*, ✆ 226291, A/c S ৮০০ D ৯৫০-১২৫০ স্যুইট ১২৭৫-১৫০০; *H Summit*, Menezes Bragonza Rd-1, ✆ 226734, D ২৫০-৩২৫ A/c ৩৫০-৪৫০।

মিউনিসিপ্যাল পার্ককে ঘিরে—*H Aroma*, Cunha Riveira Rd, ✆ 223519, D ২৭৫ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬০০; **Mabai H*, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A/c S ২২৫ D ৩০০ স্যুইট ৩৭৫ A/c ৪৫০; *Matruchaya L, Sanmarg L*, D ১৭৫। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে—*Kismet L*, D ২৭৫-৩২৫ ; *Sundar L*, DCB ১২৫ DAB ১৭৫; *Minerva L*, near LIC, D ১৫০। আজাদ ময়দানে—*H Park Plaza*, ✆ 222601, S ৬৫০ D ৮৫০ A/c S ৮৫০-১০৫০ D ১০০০-১২৫০ স্যুইট ১৫০০-১৭৫০; *Prakash L*, D ১৫০-২২৫; *Garden View H*, opp Municipal Garden, ✆ 223731, S ২৭৫ D ৩৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *H Manvin's*, opp Garden, S ৩০০ D ৫৫০ A/c D ৬০০।

31st January Rd-এ—*Delux L*, D ১৫০ T ২০০ F ২৫০; *Elite L*, D ১২৫-১৫০; *Lilia Dia and Conceicao*, S ৮০ D ১৫০; *Orav's GH*, D ১৫০-২২৫।

আর রয়েছে সারা শহরময়—*Panjim Inn*, near Cathedral, SAB ৩৭৫ DAB ৪৫০ A/c S ৫০০ D ৬৫০; *Panjim Inn, Annexe*, D ৪৫০। **H Nova Goa*, Dr Atmaram Borkar Rd-1, ✆ 226231, A/c S ৭৫০-১০৫০ D ১০০০-১৭৫০ স্যুইট ১২৫০-২৫০০; *H Golden Goa*, Dr A B Rd-1, ✆ 227231, A/c S ৮০০-৯৫০ D ১০০০-১২৫০; **Leela Beach H*, Mobor, Cavelossim, ✆ 246373, A/c D ২২৫-৪৫০ US$, মাসভেদে রেটে তারতম্য ঘটে লীলায়; **H Delmon*, Caetano de Albuquerque Rd, ✆ 225616, SAB ৩৭৫-৪২৫ DAB ৪২৫-৪৫০ A/c S ৫৫৯ D ৬৫৯; **H Noah's Ark*, Varem Reis-403114, DAB ৪০০ স্যুইট ৬০০ A/c D ৬৭৫; *H Rajdhani*, Dr Atmaram Borkar Rd, ✆ 225362, S ৩০০ D ৩৫০ T ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০ T ৬৭৫; পর্তুগিজ শৈলীর বাড়িতে *H Palacio de Goa*, Dr Gama Pinto Rd, ✆ 224289, D ৪০০ A/c D ৫৫০; *H Arcadia*, M G Rd, ✆ 226727, S ১৭৫-২২৫ D ২৫০-৩২৫; *Panjim GH*, Swami Vivekananda Rd, ✆ 225855, S ১২৫ D ১৭৫; *H Yatre*, near Sports Complex, S ১৫০ D ২২৫; *H Manoshanti*, Dr Gama Pinto Rd, ✆ 224824, D ৪০০ A/c ৬০০ স্যুইট ৬৫০; *H Samrat*, Dada Vaidya Rd-1, ✆ 223318, S ২৫০-৩২৫ D ৩৫০-৪৫০ স্যুইট ৪৫০-৬০০; *H Sunrise*, 18th June Rd, ✆ 223960, S ২৫০-৩২৫ D ৩৭৫-৪৫০ A/c D ৫৫০-৬০০; *H 4 Pillars*, Rua de Qurem, ✆ 225240, D ২০০

A/c ৩৫০; *Barrenton H,* Luis Menezes Rd, ✆ 226405, D৩০০-৫৫০; *H Ameya,* M G Rd (Ext), ✆ 226133, D২৫০ A/c ৪০০; *H Rohma,* D B Rd, ✆ 225952, S ২৫০ D ৩২৫ A/c D ৪২৫; *H Neptune,* Malaca Rd, B½, ✆ 227747, DAB ২২৫-৩০০ A/c D৩৫০-৪৫০; *May-fair H,* Dr Dada Vaidya Rd, near Mahalaxmi Temple, ✆ 225772, SAB ২৫০ DAB ৪০০ A/c S ৪২৫ D ৫৫০; *Guimaka G H,* near Samrat Theatre, S ১০০ D ১৭৫। Rua de Ormuz Rd-এ—*H Riviera,* D ২০০; *Roshan G H,* D ১৫০ বেড ৩০/৪০; *Indira Niwas,* opp Cine El Dorado, S ১৫০ D ২২৫; *Gleamar L,* D Antau de Noronha Rd, Near National Theatre, S ৮৫ D ১২৫-১৭৫, *Liberty GH,* near Don Bosco School, S ১২৫ D ১৭৫; *H Campal,* near Campal, ✆ 224532, B1½, DAB ৩০০-৩৫০ A/c D ৪৫০; *H Dunhill Palace.* Bandodkar Marg এ—**H Solmar,* ✆ 226555, B3, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c D ৯৫০ স্যুইট ১৫০০; অদূরে মীরামার বীচ। *Olympic G H,* D ১৫০-২২৫।

আর ৬ কিমি দূরে **Miramar Beach**-এ *Youth Hostel,* ✆ 225433, ছাত্র ও সদস্য ডর্মি বেড ১৫ সাধারণ ২৫ DAB ১৭৫ ২৫০ ৩৫০; অবু: Warden, YH, Miramar ; GTDC-ও হোটেল গড়েছে *Miramar Beach Resort,* ✆ 227754, D৩৫০ A/c D ৫০০ ৬৫০। পথের বাঁকে *Belvila, L,* S ১২৫ D ২০০; *H Goa International,* Panjim-403002, ✆ 225804, DAB ৩৫০-৪২৫ A/c D৬০০; *H Mayur,* SAB ৮৫ DAB ১৫০ A/c S ২০০ D ২৭৫; *H Magsons Centre,* D B Marg, ✆ 226856, S ২৫০ D৩৫০-৪২৫; *H Libdoran,* ✆ 223297, D ২০০-২৭৫ A/c D৩২৫-৪৫০; *Sohni Holiday Inn,* Youth Hostel Rd, ✆ 223174, DAB ২২৫ A/c ৩৫০; *Gateway H,* ✆ 224470, DAB ২০০-২৭৫; *H London,* ✆ 226017, DAB ২৭৫-৩২৫; *H Bela,* ✆ 224575, DAB ৩৫০-৪৭৫; *Palm Holiday,* ✆ 228673, A/c D ১৪০০-২২৫০; *H El Paso,* Campal Colony, ✆ 224898, DAB ৩২৫-৪৫০; *Riomar Beach Resort,* D B Marg, ✆ 226193, D ৩০০ A/c ৪৫০; *Royal Beach H,* H No 818, Ward 13, S ১০০ D ১৭৫; *Belo Horizono,* S ২৫০ D ৩৫০ T ৪২৫; *Meeramar GH,* D ১৭৫; *Royal Beach H, Puja Holiday Home,* near Dempo College, ✆ 225641, DAB ১৭৫-২২৫।

মীরামার থেকে আরও ১ কিমি গিয়ে **Dona Paula-403111**-এ—ম্যুরিশ শৈলীতে তৈরি Welcomgroup-এর **Cidade De Goa,* Vainguinim Beach, ✆ 221133, A/c D ১০০-১৬০ US$; *Dona Paula Beach Resort,* ✆ 227955, D ৪৫০ A/c D৬৫০; *Villa Sol Hill Resort,* Dona Paula-403004, ✆ 225045, A/c D ৫৫০-৬৫০; *H Sea View,* opp NIO-4, ✆ 223327, D ২৫০-৩২৫, কল বুকিং: জ্যোতি ট্যুরস ✆ 2425883; *H Gopika International,* St Mary's Colony, D ২৭৫ A/c D ৩৭৫; *J S F de Souza,* 13 Bay View, ✆ 226163, D ২০০; *Silsea,* NIO Post Office-4, DAB ২৫০; *Reagon H,* near NIO, D ১৫০; *Johnson GH,* H No 260/15, S ৬০ D ১০০; **Prainha Cottage,* ✆ 224162, D৬৫০-৮৭৫ A/c D ৮৫০-১০৭৫ স্যুইট ১০৫০-১২০০; *Mirabel Resort,* DAB ১৭৫০-২২৫০; *Swimsea Beach Resort,* Caranzalem Beach, ✆ 227028, DAB ৮৫০-১২০০; *H Sangam,* Mala ; Mormugao সাগরমুখী যথেষ্ট পপুলার *Green Valley Beach Resort,* Bambolei Village, D ৬৫০ A/c D ৮৫০।

পানাজি থেকে ৯ কিমি দূরে **Old Goa**-য়—*H Dolphin,* DAB ২২৫-২৭৫ A/c D ৪০০; *H Juliet Inn,* Casa Vorela, D ১৭৫-৩০০; *Our Own Den,* D ১২৫-১৭৫; *H Missel.* আর হয়েছে GTDC-র *Old Goa Tourist Hotel,* ✆ (91-832) 286127, DAB ২৫০ ৩০০ A/c ৩৫০।

পানাজি থেকে ৩০ কিমি দূরে **Ponda-403401**-এ—**H Pearl,* SAB ১৫০ DAB ২৭৫; *H Padmavi,* S ৮০ D ১২৫; আর আছে লজিং হাউস— *Brave, Geetashram, Navayug, Prashal* ছাড়াও *H Atish,* Farmagudi, ✆ (08343) 313224, S ২৭৫ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫৫০; *H President,* Super Market Complex, D ২৫০ T৩০০; *H Musafir,* D ১৫০; *H Hill View,* Sadar, S ৮০-১২৫ D ১০০-১৭৫; *Central Tourist Home,* Khadpaband Rd, S ১০০ D ১৫০; *Julie's Inn,* near Municipality, S ৬৫ D ১০০; GTDC-র *Farmagudi Hotel Resort,* Farmagudi, ✆ (91-834) 312922, S ১৫০ D ২২০ ২৬০ FAB ৩০০ ডর্মি ৪০ A/c D৩০০ ৪০০।

পানাজি থেকে ১৫ কিমি দূরে **Calangute-403516**-এ—নিত্যনতুন বাড়িতে হোটেল হচ্ছে নানান। এমনকি, বসত বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায় কালানগুটেয়। GTDC-র *Calangute Tourist Resort,* ✆ (91-832) 276024, DAB ২৪০ ৩০০ TAB ৪১০ ডর্মি বেড ৫০ A/c D ৪৮০ ৫৫০ ৭০০; লাগোয়া *Meena's H,* D ২০০-৩২৫; অদূরে *Varma's Beach Resort,* ✆ 276077, S ৪০০-৭৫০ D ৫৫০-৮৫০ A/c S ৬০০-৯৫০ D ৭০০-১০৫০; জুন থেকে সেপ্টেম্বরে বন্ধ—থাকা ও আহার্যে কালানগুটেয় আজও সেরা ভার্মা। বাস স্ট্যান্ডের বামে *Tourist Hostel,* বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে *Tourist Dormitory,* বীচের ডাইনে *Conche Beach Resort,* ✆ 276551, DAB ১৩৫০ A/c D ১৮৫০, এদেরও যথেষ্ট সুনাম। অদূরে *Angela P Fernandes GH ;* আরও যেতে *Calangute Beach Resort,* ✆ 276063, D ৩২৫ A/c D ৫৫০ স্যুইট ৭৫০; *Sun Shine Beach Resort, International G H, Alfa G H,* সাগরপারে *Souza Lobo H,* জানালাহীন DCB ১৫০; পথ-পাশে *H Orfil,* D ২৫০-৪০০; *Calangute Guest Paradise,* ডানহাতি পথে *Coco Banana,* D ১৭৫। বাসের বিপরীতে *Hotel A Canoa,* DCB ১০০-১৫০ DAB ১৫০-২২৫। *Villa Goesa Beach,* DAB ৪৫০ A/c ৬৫০; *H Goan Heritage,* ✆ 276253, A/c D ৮৫০-১০৫০; *H Hacienda,* Santavado, D ১৬০-২৭৫; *Green Field Cottage,* S ২২৫ D ৩০০ A/c S ৩২৫ D ৩৫০-৪৫০; *O Camarao Beach Resort,* D ২০০-৩২৫; *Villa Lodovici,* দুইয়েরই আহার্যে যথেষ্ট সুনাম।

H Bonanza, ✆ 276010, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৫০০ D ৬৫০; *Falcon Beach Resort,* Golden Palm Complex, ✆ 277327, A/c D ২২৫০ স্যুইট ৩৫০০; *Paradise Village*

Beach Resort, D ১৭৫০-২২৫০; *Golden Eye*, Gaura Vaddo, S ২৫০ D ৩৫০; *Casa Domani*, Porba Vaddo, S ৩০০ D ৪৫০; *Cavala H*, Saunta Vaddo, S ২০০ D ২৭৫; *H Mira*, Umta Vaddo, S ২০০ D ২৭৫।

কালানগুটে থেকে **Baga** যেতে ২ কিমি দীর্ঘ পথ জুড়ে নানান হোটেল আর গেস্ট হাউসের অবস্থান। বামহাতি গলিপথে *Oseas Tourist Home*, মূলপথে ফিরে আবার বাঁয়ে *Chalston H*, লাগোয়া *Johny's H*, D ২০০; মূলপথের ডাইনে *Stay Longer G H*, স্বল্প যেতে *Saahi H*, *Vinar Holiday Home*, বিপরীতে *Sunshine Beach Resort*, D ৩৫০-৫৫০; *H Bonanza*, D ৪০০-৫০০ A/c D ৫৫০-৬৫০; *Captain Lobo's Beach Hideaway*, কিচেন সহ দুই ঘরের স্যুইট ৬০০-৮৫০; *Colonia Santa Maria*, ✆ 272571, DAB ৬৫০-৮৫০, মান হারে দামে আধিক্য; সাগরপানে *Ancora Beach Resort*, D ২০০-৩২৫; স্বল্প যেতে *Ronil Beach Resort*, D ৮৫০-১২৫০ A/c D ১২৫০-২২৫০; বিপরীতে সাগরমুখী *Villa Bomfim*, ✆ 276105, D ৪৫০-৬০০ A/c ৬৫০; সাগরবেলায় *Sea View Cottage*, D ২৫০-৩২৫; পাশেই *Julma Beach Resort*, D১৫০-২৭৫; *Shelsta Holiday Resort*, D ১৭৫; মূলপথে *Miranda Beach Resort*, কাছেই *Sea Wolves H*, এদের কাছে S ২৫০ D৩৫০ থেকে। স্বল্প যেতে স্টে লঙ্গারের বিপরীতে বালিয়াড়িতে *Estrela do Mar*, D৩৫০-৫২৫। বাগা বীচে নারকেল বীথিকায় ছাওয়া পপুলার হোটেল *Villa Fatima Beach Resort*, D ২৫০-৩২৫; আরও যেতে ডাইনে *Covala Motel*, D ৪৫০ A/c ৬০০ স্যুইট ৬৫০; *H Riverside*, ✆ 276062, D ৩৫০-৪৫০; বাগিচায় সুশোভিত বীচ লাগোয়া *Villa Goesa Beach Resort*, ✆ 278182, D ৪৫০-৬৫০; সব শেষে সাগরে মিলেছে সুন্দর ব্যবস্থাপনার **H Baia Do Sol*, ✆ 276084, D ৯৫০-১২৫০ A/c D ১৫০০, অবু: গোয়া ট্যুরস, পানাজি। *H Linda Goa*, Baga Rd, ✆ 276066, D৬০০-৭৫০ A/c D৮৫০; *Cavala H*, Sauntavaddo, ✆ 276090, S ২০০ D ২৭৫; *H Casa Domini*, Porba Vaddo, ✆ 227716, S ২৫০ D৩৫০-৪৫০; *International GH, Sun Set Cottage, Sea Breeze Cottage, H Azavedo, Alfran H, Resorts Paraiso de Paria, Resorts de Santo Antonio* ছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান কালানগুটে ও বাগায়। তবুও থাকার জন্য *Sunshine, Verna, Villa Bomfim, Ancora Beach Resort, Bonanza, Ronil, Sea View, Estrela do Mar, Calangute Tourist Resort* আজও রমণীয়।

খাবার হোটেলও আছে নানান কালানগুটে ও বাগায়। আর আছে Bar ও Restaurant চলতে ফিরতে ডাইনে-বাঁয়ে বাগা ও কালানগুটেয়। সী-ফিশের আধিক্য এইসব হোটেলে—মাংসও মেলে, ভেজ মেনুর অভাব। তবুও যেন কালানগুটে বীচের ডাইনে *Sovza Lobo Restaurant*-এ আহার্যের সঙ্গে সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান। তেমনই স্বাদ নেওয়া যেতে পারে সী-ফুডের *Dinky Bar & Restaurant*-এ। GTDC-র *ট্যুরিস্ট রিসর্টের রেস্তোরাঁ*-টিও যথেষ্ট খ্যাত আহার্য পরিবেবায়। তেমনই আছে বাগা পথে ট্যুরিস্ট অফিসের কাছে *Oceanic Restaurant*, আহার্য পরিবেবায় যথেষ্ট সুনাম। *H Riverside, Verma's Resort, Sunshine Beach Resort*—এদের ক্যান্টিনগুলিও যথেষ্ট খ্যাত।

থাকার জন্য মপুসায় আছে GTDC-র *Mapusa Tourist Hotel*, ✆ (91-832) 262694, S ২০০ D ২৫০ চার বেডের ঘর ৩২০ ছয় বেডের ৩৬০ A/c D ৩৫০ ৪৫০। আর আছে *H Bardez*, ✆ 262607, D ১৫০-২৭৫; *Satyaheera H*, near Bus Std, ✆ 262849, D ২০০-৩৫০ A/c D ৪৫০-৬০০; *H Shalini*, ✆ 262324, DCB ১৫০-২০০ DAB ২৫০-৩৫০; *H Trishul*, D ২০০-২৫০; *H Vilena*, ✆ 263115, DAB ২৫০-৪৫০ A/c D ৫৫০-৬৫০; *Sumant L, Janki Shankar L, H Trimurti* DAB ২৫০-৪০০ A/c ৪৫০-৬০০ ছাড়াও নানান।

শহর থেকে ৭ কিমি দূরে (মপুসায় না গিয়ে) **Chapora** 403522-এ—**Vagator Beach Resort*, ✆ 273275, A/c D ১৭৫০; সাধারণ সাজে *Dr Lobo's House, Noble Nest Restaurant & Boarding*, opp Church, D ২০০-২৭৫; *H Chalston*, Cobro Vaddo; *H Vilena*, D ২২৫-৪৫০ A/c D ৪৫০-৬৫০; *Bamboo Motels & Hotels*, D ৩৫০ কটে ৪২৫। আবার দীর্ঘকালীন অবকাশে এসে নারকেল বীথিকার চাঁদোয়া-তলে ছাপোরায় স্থানীয়দের বাড়িঘরেও ৮০-১০০টাকায় ঘর মেলে থাকার। আগমনও ঘটে বিদেশীদের বেশি ছাপোরায় আর আহার্যে সাগরবেলায় রবিবার ছাড়া *Lobo's*, লাগো *Lily's* ও গ্রাম অন্দরে *Julie Jolly's*-এর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি সী-ফুড পরিবেশনে।

শহর থেকে ১৭ কিমি পশ্চিমে **Candolim-403515** য়—*Coqueiral Holiday Home*, D৩৫০-৫২৫; *Ludovici Tourist Home*, D৩০০-৪৫০; *Holiday Beach Resort*, D ২৫০-৩৫০ A/c D ৪০০-৫২৫ স্যুইট ৬৫০; *Aldeica Santa Rita Resort*, D ৩৫০-৪৭৫; *Dona Alcina Resort*, opp Health Centre, D ৪০০-৬৫০; *Alexandre Tourist Centre*, D ২০০-৩৫০ A/c D ৪৫০; *Marbella GH*, H No 77, D৬৫০-১১০০; *Sea Shell Inn*, opp Canara Bank, D ২৫০-৩২৫; *Village Belle*, D ২৫০; *Ave Maria GH*, D ২৫০-৩৫০; *Xavier Beach Resort*, D ৪৫০-৬০০; *Altrude Villa*, Murod Vaddo, D ১৭৫-২৫০; ১৯৮৩-র কমনওয়েলথ সম্মেলনে অতিথিদের বাসের জন্য তৈরি কটেজধর্মী **Aguada Hermitage*, Sinquerim, ✆ 276201, ভিলাধর্মী ঘর, A/c S ২২৫-৪০০ D৩২৫-৫০০ US$; **Fort Aguada Beach Resort*, Sinquerim, Bardez-403519, ✆ 276201, S ১২০-১৮৫ D ১২৫-১৮৫ স্যুইট ২২৫-৪৫০ US$; *Comfort Inn*, **Whispering Palm Beach Resort*, Candolim-403515, ✆ 276140, A/c S ২২৫০ D ২৭৫০ স্যুইট ৩২৫০; **The Taj Holiday Village*, Sinquerim, ✆ 276201, DAB ১১৫ A/c ১২৫-২০০ US$.

পানাজি থেকে ৪০ কিমি দূরে **Colva-403708**, STD 0834-এ বাস থেকে ডাইনে সমুদ্রমুখী GTDC-র *Colva Cottage*, ✆ 722287 (Margao), DAB ৩০০ TAB ৪১০ ডর্মি বেড ৫০ A/c D ৪৮০, থাকার পক্ষে আজও বরেণ্য। অদূরে অতীতের হোয়াইট স্যান্ডস নবরূপে *Colmar H*, ✆ 721253, DCB ২২৫ DAB ৩৫০-৪৫০; এরই পাশে একই মানে একই দামে *Longuinhos Beach Resort*, ✆ 722918, S ৪৭৫ D ৬৫০ A/c S৬৫০ D ৮৫০; *H Paulino*, Ava de Saudes, D ২৭৫ A/c D ৪০০; *Sunaina H*, Fator da Margao, D ১৭৫-৩৫০; *H Central*, Old Market, D ১৫০-২২৫; *Santosh Resort*,

Cortorim, D ৩৫০-৪৫০; *Silver Sands Beach Resort,* ✆ 721645, D ৫২৫, A/c D ৬৫০; *H Colva Plaza,* ✆ 733647, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮০০; *La Ben,* D ৩৫০ A/c D ৪৫০; *D'Souza GH,* Sernabatim, S ১৫০ D ২২৫; *Roiz Cottages,* Colva 4th Ward, S ১০০ D ১৭৫; *Maria GH,* 4th Ward, S ১০০ D ১৫০; *Goodman,* 4th Ward, S ১২৫ D ১৭৫; *A Concha Resort,* 4th Ward, Cross Rd, ✆ 723593, D ৩২৫ A/c ৪২৫; *Sea Queen Resort,* Salcette-403708, ✆ (834) 220499, A/c D ৯৫০ স্যুইট ১২৫০; *Blue Diamond Cottage, Vincy H, H La Ben,* এদের রেট DAB ২২৫-৩৭৫। সমুদ্রের পারে *Lucky Star Restaurant,* D ২২৫-৩৫০। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে নবসাজে *Vincy H,* ✆ 722276, DAB ২২০-২৭৫; স্বল্পদূরে *Mar E Sol H,* পথের বাঁকে **Silver Sands H,* Salcette, ✆ 721645, S ৬০০ D ৮০০ A/c S ৮৫০-১২০০ D ৯৫০-১৫০০, মাস ভেদে রেটে হেরফের ঘটে এদের; Non A/c *Golden Cottage*-এও ঘর মেলে; থাকার পক্ষে কোলবায় সেরা *সিলভার স্যান্ডস* /বীচমুখী প্রশস্ত লন, পর্তুগিজ শৈলীর বাড়িতে আর এক উত্তম *Pent House Beach Resort,* ✆ 731030, S ৭০০ D ৮৫০ (ব্রেকফাস্ট সহ)। অদূরে *Sukhsagar Beach Resort,* ✆ 721888, D ৩৫০-৪৫০ A/c D ৪৫০-৬৫০; বিপরীতে বীচ লাগোয়া *Jimmi's Cottage,* DAB ২০০-৩২৫; বাস থেকে বাঁয়ে বীচেরও দূরে *Colva Beach Resort,* ✆ 721975, DAB ৩৫০-৪৫০ A/c D ৪৫০-৬৫০; বামহাতি যেতে *Skylark Cottage,* DAB ২৭৫ A/c D ৪৫০; বাস সড়ক ও সমুদ্র থেকে দূরে কোলবা গ্রামে *Tourist Nest,* D ১৭৫-২৭৫; বাসপথে *William's Resort,* ✆ 221077, D ৩৫০ A/c D ৫৫০। আর আছে **Goa Renaissance Resort,* ✆ (0834) 745208, A/c S ১২৫-২২০ D ১৪৫-২২৫ স্যুইট ২২৫-৩০০ ভিলা ৩১৫-৪৫০ US$, মাস ভেদে রেটে তারতম্য ঘটে; *Vailankani Cottage,* D ১৫০-২২৫; *Summer Queen Cottage,* D ২২৫-৩৫০ ছাড়াও আছে নানান হোটেল কোলবায়। আবার বীচের অদূরে কোলবা গ্রামে প্রাইভেট বাড়ি-ঘরও ভাড়ায় মেলে।

Benaulim-403716-এও নানান হোটেল—*L Amour Beach Resort,* DAB ৩০০-৪৭৫; বিপরীতে *O Palmar Beach Cottage, Carina Beach Resort,* S ১৫০ D ২৫০ A/c D ৩৫০; আর বীচ থেকে মিনিট পনেরোর দূরত্বে গ্রামে—*Britto's Tourist Home,* D ১২৫-২৫০; *D'Souza GH, Furitado GH, Tanoy Tourist Cottages, Garden Cottages, Lites Cottages, Green Garden Tourist Cottages, Palm Grove Tourist Cottages, Caravan Tourist Home,* এদের কাছে ১৭৫-৩২৫ টাকায় ঘর মেলে। তবুও থাকার জন্য *L' Armour Beach Resort, Britto's Tourist Home* ভালই। আর আহার্যে *Amour Beach Resort*-এর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। এছাড়াও হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আছে বেনৌলিমে নানান।

পানাজির ৩৫ কিমি দূরে রেল স্টেশন ও মিউনিসিপ্যাল পার্কের মাঝে Station Rd, **Margao-403601**, STD 0834-এ সাধারণ হোটেলের অবস্থান। রেল স্টেশনের বিপরীতে : *Milan Kamat H,* সমমানের একই দামে *Sunrit H,* ✆ 721226, S ৮৫-১২৫ D ১৫০-২৫০; পাশেই *Centaur Lodges.* অদূরে *H Mohini,* S ১২৫ D ১৭৫-২৫০ FR ৩০০। রেললাইন পেরিয়ে Benaulim-এর বাঁকে *H Annapurna,* ✆ 722760, D ১৫০-২৭৫; *H Sal,* D ১৭৫। Station Rd-এ—*Rukrish H,* opp Bank of India, S ৮৫-১২৫ D ১৫০-২২৫; *H Poonam,* Stn Rd, S ১৫০ D ২০০-২৭৫ T ২৫০-৩০০; *Sunayana H,* D ২০০-৩৫০। মিউনিসিপ্যাল পার্কের উত্তরে *Mabai H,* ✆ 721658, D ১৭৫-২৫০ A/c ৩৫০-৪৫০ স্যুইট ৩৭৫ A/c ৫৫০। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে **Goa Woodlands,* ✆ 720374, S ১৭৫ D ২৫০-৩৫০ A/c D ৪৫০; শহরের প্রাণকেন্দ্রে **H Metrople,* ✆ 721169, Avenida Conceicao, SAB ১৭৫ DAB ৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪০০ স্যুইট ৬০০; শহরের মধ্যমণি বাজারের কাছে GTDC-র *Tourist Hotel,* Margaon, ✆ 721966, SAB ২০০ DAB ২৫০, ৩০০ ছয় বেডের ঘর ৩৬০ A/c D ৩৫০; আর আছে *Twiga L,* ✆ 720049, 413 Abade Faria Rd, S ৮৫ D ১৫০; *H La Flor,* ✆ 721591, Erasmo Carvalho St, D ২৫০-৩৫০ A/c D ৪৫০-৬০০; *H Gold Star,* ✆ 721861, S ২৫০ D ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *Hill View H,* near Pondva Chapel, ✆ 725212, D ২৫০-৩৫০ A/c D ৩০০-৪৫০; *Vishranti L, H Apsara, H Green View, H Shezar* ছাড়াও নানান; এদের রেট D ১৫০-৩০০।

আহার্যেরও নানান ব্যবস্থা মারগাঁও-এর হোটেলে। মিউনিসিপ্যাল পার্কে *Kandeei*-এ গোয়ানিজ ডিশের নানান মেনু। পাশেই *La Marina Cafe*—দুইয়েরই যথেষ্ট সুনাম। তেমনই আছে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের বিপরীতে Station Rd-এ স্বল্পমূল্যে ভেজ মিলের *Kamat Milan H. Bombay Cafe*-টিও যথেষ্ট পপুলার আহার্য পরিবেবায়।

পানাজি থেকে ৩১ কিমি দূরে **Vasco-da-Gama-403801**, STD 0834-এ শহরের কেন্দ্রমণি GTDC-র *Vasco Tourist Hostel,* ✆ (91-834) 513119, SAB ২০০ DAB ২৫০, ৩০০ চার বেডের ঘর ৩২০ A/c D ৩৫০। *H Gladstone,* near old Bus Stand, D ২৫০-৩০০ A/c D ৩৫০-৪৫০; *H Vasco,* D ২৭৫-৪৫০; *Maharaj H,* DAB ২৫০-৩৫০ A/c D ৪৯০-৬৫০; *H Nagina,* D ২৫০ A/c D ৪০০; **H La Paz Gardens,* Swatantra Path-2, ✆ 512121, A4½ B¼, A/c S ৭২৫ D ৮৫০ স্যুইট ১২০০-১৫০০; **H Zuari,* Swatantra Path, ✆ 512121. *Tel-Jose-Mar Tourist RH,* near Rly Stn, DAB ১৭৫-২৭৫ A/c ৩২৫-৪৫০। আর আছে: *H Bismark,* near Rail & Bus Std, SCB ৮০ SAB ১০০ DAB ১৫০ TAB ২০০; *Hospedaria de Costa,* opp St Andrew Church, S ৯৫০ D ১৬০০; *Sultan L,* S ১২৫ D ১৭৫; *J S Lodge,* near MPT Hospital, D ১২৫-১৭৫; *H Annapurna,* Dattatriya Deshpande Rd, DAB ১৫০-২২৫; *H West End,* DAB ২০০-২৭৫ A/c ৩৫০; *H Pravasi, H Ripon, H Manish, Satkar, Indira L, Adarsha L, Monalisa, Gangotri, Adarsha, Sanman, H Marcel, Udipi L, H Oorbashi, Meghdoot L,* এদের কাছে S ৮৫-১৫০ D ১৫০-২২৫ A/c D ২৫০-৩৫০ টাকায় মেলে।

খাবার হোটেলও নানান ভাস্কোয়। তবুও যেন রেল স্টেশনের পুবে *Nanking Chinese Restaurant* বা *H Zuari* অনবদ্য। *H Annapurna*-রও সুনাম যথেষ্ট স্বল্পমূল্যে আহার্য পরিবেবায়।

অর্ধচন্দ্রাকার **Bogmalo Beach**-403713-তে—*H Bogmalo Beach Resort*, ✆ 513291, A2R7, S ১৪০-১৮৫ D ১৬০-২০০ US$; *Chikalim Tourist Resort*, D ২৫০ ; *Petite GH*, D ৩৫০ ; **Majorda Beach Resort*, Majorda-403713, ✆ (0834) 730204, A/c S ১২৯৫-৪২০০ D ২৫৯৫-৭৫০০ ; *The Citadel*, Pa Jose Vaz Rd, ✆ 513190, D ৪০০-৬৫০ A/c ৭৫০ ; *Kakoda Tourist L*, S ১৭৫ D ৩০০ ; *Maharaja H*, ✆ 513075, SAB ৩৫০ DAB ৪০০-৪৫০ A/c S ৫৯০ D ৬০০-৮৫০ ; *H Rukmini*, D D Rd, SAB ২০০ DAB ২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ ; *H Rebelo*, opp New Bus Stand, SAB ১০০-১৫০ DAB ১৭৫-২২৫ A/c S ৩০০ D ৩৫০ ; *H Blue Bay*, Caranzalem Beach, Ilhas-403002, A30R32B4, S ৩০০-৪৫০ D ৪০০-৬৫০।

Salcette Taluka-403731, STD 0834-এ : *The Old Anchor*, Cavelossim Beach, ✆ 246337, S ১২৫০ D ২৫০০ স্যুইট ৪৫০০-৬৫০০ ; *Resort Dona Sylvia*, ✆ 246321, কন্টিনেন্টাল প্লানে A/c D ১৭৫০-৪৫০০, মাস ভেদে রেটে বদল ঘটে এদের ; **Nanu Resort*, Betalbatim Beach, ✆ 733029, DAB ৮৫০ A/c D ১৭৫০ পিক সিজনে রেট বাড়ে এদের ; **Holiday Inn Resort Goa*, Cavelossim Beach, ✆ 746303, D ৩৭৫০-৪৫০০ স্যুইট ৬৫০০-৭৫০০ ; *Goa Penta H*, Utorda, Majorda, A/c S ১৫০০ D ২৫০০ ; **Resorte De Goa*, Teen Murti, Fatrade-Varca-403721, ✆ 245066, A/c D ১৬০০ স্যুইট ২২৫০ ; *The Regency Travelodge Resort*, Utorda, PO-Majorda, ✆ (0834) 754180, A/c S ১৫০০ D ২২৫০ স্যুইট ৩২০০।

এছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান পানাজি তথা গোয়ায়। তবুও পানাজি ভ্রমণে ৩ মাস আগেই পুরো টাকা—Manager, GTDC's Tourist Hostel, Panaji-403001-কে পাঠিয়ে যে কয়দিন থাকতে চান জানিয়ে ট্যুরিস্ট হোস্টেলে ঘর বুক করে যাওয়াই শ্রেয়। তেমনই, এক্সপ্রেশন, ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-20, ✆ 4754502 থেকে ১ বছর আগেই গোয়া ট্যুরিজমের লজ ও প্যাকেজ ট্যুর বুকিং-এ সহযোগিতা মেলে। ট্র্যাভেল মেকার্স, ৩৪-এ, শরৎ বসু রোড, কল-২০, ✆ 4746879 থেকেও বুকিং মেলে। *Tourist Hostel* আজও অবস্থানে অনন্য, ব্যবস্থাপনা ভাল। এদেরই *Tourist Home* ও মীরামারে *Yatri Niwas* দু'টিও থাকার পক্ষে ভালই। তেমনই, তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *H Aroma*, *H Sona*, *Keni's H*, *Republic H*, *H Solmar*, *Panjim Inn* থাকার জন্য ভালই।

আর আছে *সার্কিট হাউস* পানাজিতে, *রেলের রিটায়ারিং রুম* মারগাঁও ও ভাস্কো-ডা-গামায়। *ধরমশালাও* মেলে—*Shri Damodar Vidya Bhavan Hall*, Margao; *Shri Mahalaxmi Dharamshala*, Ponda ; *Shri Monguesh*, Pirol ; *Shri Ramnathi*, Ponda ; *Shri Shantadurga*, Kovelem, Ponda.

খাবার হোটেল নানান পানাজি শহরে। GTDC-র Tourist Hostel-এর দ্বিতলে *Chit Chat Restaurant*-এ নীল আকাশের নিচে বারান্দায় বসে (৭—১১-০০ ও ১৫—১৯-০০টায়) মাণ্ডোভী দর্শনের সাথে নানানধর্মী আহার্যের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। তবে, ট্যুরিস্ট হোস্টেলে থেকে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন লাগোয়া দ্বিতলে *Punjab H* বা *New Punjab Restaurant* বা *Sher-e-Punjab*, 18th June Rd, ✆ 247975-এও পাঞ্জাবী ডিশের সাথে নানানধর্মী আহার্য মেলে। নিরামিষ আহার্যের জন্য *Bihar L*, *Udipi Boarding and Lodging*, near GPO বা উদিপীর পশ্চিমে *H Venite*, 31 January Rd আজও স্বল্পমূল্যে গোয়ানিজ ও সী-ফুড পরিবেষায় যথেষ্ট খ্যাত। আজাদ ময়দানে *Kamat H*, 5 Church Sqr (8—21-30 hrs) স্বল্পমূল্যে নিরামিষ আহার্যে ভালই। ঠিক তেমনই Afonso Albuquerque Rd-এর *Shalimar* নন ভেজ ও লাগোয়া *Tajmahal Restaurant* ভেজ মিলে যথেষ্ট খ্যাত। আর চীনা মেনুর জন্য Just opp Dr Dada Vaidya Rd-এর *Goenchin* (12-30—15-30 ও 19—23-00)-এ চলা যেতে পারে। আর Menezes Braganza Rd-এ H Summit লাগোয়া *Chittiya Restaurant*-এর ভেজ-ননভেজ-মোগলাই মিল যথেষ্ট খ্যাত। *অরোমার ক্যান্টিনটি*রও সুনাম আছে তন্দুরী পরিবেশনে। অবশ্য আরও কম খরচে খাবার হোটেল পানাজিতে রয়েছে অজস্র। তেমনই গোয়ানিজ ডিশের স্বাদ নিতে পারেন মাণ্ডোভী হোটেলের *Rio Rico* রেস্টুরেন্টে। পর্তুগিজ আহার্যেরও স্বাদ মেলে নানান স্টার হোটেলে। দোনা পাওলার *O' Pescador* বা *La Paz* ও *Zuari H*-গুলিরও আহার্য পরিবেষায় যথেষ্ট প্রশস্তি। শুয়োরের মাংসেরও চল আছে গোয়ার হোটেল-রেস্তোরাঁয়। গোয়ানিজদের অতি প্রিয় *pork vin daloo*, *Goan sausage—Chourisso* বা *pork liver*-এ তৈরি *Sarpotel*-ও চেখে দেখতে পারেন। তেমনই নারকেলের প্রলেপ দেওয়া বাগদা চিংড়ি ফ্রাই; চিকেন বা মটনে তৈরি *Xacuti* গোয়ানিজ ডিশেরও যথেষ্ট সুনাম। চাল জাত *Sanna* কাপকেক, Alebele-য় নারকেল পুরের পিঠারূপী *পানকেক*; *Dodol*, *Bebinca* মিঠাই-এরও যথেষ্ট সুনাম। তেমনই গোয়ানিজদের আর এক প্রিয় *মানসুরাদ* আম। আবার গোয়া অবস্থানে কাজু, নারকেল, তাল বা আপেলে তৈরি *ফেনী* বিয়ারের স্বাদ নিতে পারেন উৎসাহীরা। যথেষ্ট খ্যাত আর দামেও কম গোয়ায় জাত ফেনী। তবে রবিবার দোকানপাট প্রায় খাবার হোটেলও বন্ধ থাকে পানাজিতে।

✈ গোয়ার একমাত্র বিমানবন্দর বসেছে পানাজি থেকে ৪৫ কিমি দূরে ভাস্কো-ডা-গামার ডাবোলিমে। মুম্বাই যাচ্ছে ১ ঘণ্টায়; কোচি যাচ্ছে ১-১০ মিনিটে; দিল্লী যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় গোয়া তথা ডাবোলিম থেকে প্রতিদিন IAC-র বিমান। 2 6 দিন ৫৫ মিনিটে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে IAC-র উড়ান ডাবোলিম থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে ডাবোলিমে। Jet Airways-এর বিমান যাচ্ছে গোয়া-মুম্বাই, গোয়া-দিল্লী প্রতিদিন; East-West Airlines যাচ্ছে 2 4 6 7 দিন মুম্বাই-গোয়া; Skyline NEPC-র বিমান প্রতিদিন সার্ভিস গড়েছে গোয়ার সাথে ব্যাঙ্গালোর, ঔরঙ্গাবাদ ও মুম্বাই-এর; Modiluft দৈনিক সার্ভিস গড়েছে গোয়া-মুম্বাই-গোয়া; UB Air গোয়া-ব্যাঙ্গালোর-গোয়া; Damania Airways যাচ্ছে প্রতিদিন মুম্বাই-পুনে-কলকাতা-ব্যাঙ্গালোর; ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে। বিমান যাত্রীদের যাতায়াতে কদম্ব ট্রান্সপোর্টের বাস ও ট্যাক্সি মেলে বিমানবন্দর থেকে শহরের। দপ্তর এদের : IAC, Dempo House, D Bandodkar Marg, R 223826 E512788; Vayudoot-এর এজেন্ট Aleon Travels, Hotel Delmon. Damania ✆ 229233; Jet Airways ✆ 221472; NEPC Airlines ✆ 229233.

অক্টোবর থেকে মে মাসে প্রতিদিন মুম্বাই-এর Bhaucha Dhakka, New Ferry Wharf, Mallet Bunder Rd, Mumbai-400009, ✆ 3743737-9, Fax 022-37433740 থেকে রাত ২২-৩০এ ছেড়ে Catamaran Service (A/c) by Frank Shipping formerly Damania Shipping(I) Ltd পরদিন ৬-৩০এ পানাজি পৌঁছে ৯-০০টায় Fisheries Building থেকে পানাজি ছেড়ে ১৭-০০টায় মুম্বাই পৌঁছায়। তটরেখার সাথে পশ্চিমঘাট পর্বতকে সমান্তরাল রেখে ক্যাটামারান ভেসে চলে আরব সাগরে। ভাড়া Y class ১১০০, C class ১৩০০, হারে। আহারও মেলে পৃথক দামে ক্যাটামারানে। Expression, 17 Justice Dwarakanath Rd-20, ✆ 4754502/Travel Makers' ✆ 4746879 থেকেও Catamaran Service-এর টিকিট মেলে। প্রয়োজনে Damania Airways, Suksagar, 2/5 Sarat Bose Rd, Calcutta, ✆ 4759652-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। এদের দিনে ২ বার বিমানও যাচ্ছে Calcutta-Mumbai-Calcutta সার্ভিসে।

NH-4A, 17, 17A দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে রাজধানী পানাজির সড়ক সংযোগ গড়েছে। বাস আসছে Kadamba, MTDC, নানান প্রাইভেট ও মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় পরিবহণের (এস টি ও এশিয়াড) মুম্বাই ও পুনে থেকে পানাজিতে। সাধারণ, লাক্সারি, Video ও A/c বাস আসছে মুম্বাই-এর সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের কাছে: opp Azad Maidan, near Cama Hospital, Dhobitalao ও near Flower Market, Senapati Bapat Marg, Dadar থেকে। পানাজি পৌঁছায় ১৬ ঘণ্টায়। সময় ও কোম্পানির ব্যবধানে ভাড়ায় (১৭৫-২৭৫) তারতম্য ঘটে। পুনে রেল স্টেশনের পাশে MSRTC বাস স্ট্যান্ড থেকে সকাল ও সাঁঝে ১০ ঘণ্টায় পানাজি আসছে MSRTC, কদম্ব ও নানান প্রাইভেট সংস্থার বাস। এশিয়াড বাসে ভ্রমণ আরামপ্রদ—গতির সঙ্গে ভাড়াও বেশি (১৪১) এশিয়াডে। অগ্রিম টিকিটও মেলে এইসব বাসে। ৭—১২-০০ ও ১৪—১৭-০০টায় কদম্বের কাউন্টার খোলা।

আর পানাজি থেকে মুম্বাই যাচ্ছে Kadamba Transport Corpn ১৫-০০টায় L, ১৫-১৫য় A/c Video, ১৫-৩০এ SL, ১৬-০০টায় L; Maharashtra State Road Transport ১৫-৪৫, ১৬-০০, ১৬-৩০, ১৭-০০টায় ; Maharashtra Tourism Development Corpn যাচ্ছে ১৫-০০টায়। যাতায়াতে আদরণীয় হবে MTDC-র লাক্সারি বাস। পুনে যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায় কদম্ব ৬-১৫ ও ১৯-০০টায়; MSRTC ৭-৩০, ১৬-৩০এ; Sohrab Tours Travels, Moledina Rd-এর Video বাস। কোলহাপুর, রত্নগিরিও যাচ্ছে MSRTC-র বাস। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১৬ ঘণ্টায় ১৭-৪৫এ কদম্ব; ১৪-১৫, ১৭-০০টায় কর্ণাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন। ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ১৪ঘণ্টায় ১৬-১৫য় কদম্ব; ৭-০০ ও ২০-৩০এ KSRTC. যোগ হয়ে ১৬ ঘণ্টায় মহীশূর যাচ্ছে ১৭-০০টায় KSRTC. বেলগাঁও যাচ্ছে ৬-৩০, ১৩-০০টায় কদম্ব; ৭-৩০, ১১-৩০এ KSRTC. আর ১৩-০০টায় হনোভার; ৩½ ঘণ্টায় কারওয়ার যাচ্ছে ৬-০০, ৮-১৫, ১১-০০টায় কদম্ব ছাড়াও প্রাইভেট বাস; ৯-৩০, ১৫-৩০ ও ১৭-০০টায় হুবলি যাচ্ছে KSRTC-র বাস পানাজি থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত। এছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থার নানানধর্মী বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে মুম্বাই, পুনে, ম্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর ছাড়াও পশ্চিম ভারতের নানান শহরের সঙ্গে পানাজির। রাতভর জার্নিতেও বাস যাচ্ছে পানাজি থেকে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের নানান শহরে। ঠিক তেমনই বাসে লোন্ডা পৌঁছে আরসিকেরে হয়ে ট্রেন বা বাসে চলা যেতে পারে মহীশূর বা কর্ণাটকের নানানদিকে। আবার বাসেই ঘণ্টা সাতেকে মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর রেলপথের হুবলি পৌঁছেও ট্রেন বা বাসে হসপেট (৪½ ঘ), হাম্পি, বাদামি, বিজাপুর, বেলগাঁও যাওয়া যেতে পারে। মারগাঁও থেকেও বাস মেলে সারা দক্ষিণের।

আর পানাজির কদম্ব বাস স্ট্যান্ড থেকে কদম্ব ছাড়াও নানান প্রাইভেট বাস যাচ্ছে—১ ঘণ্টায় ভাস্কো-ডা-গামা (via Agassaim and Cortalim), ১½ ঘণ্টায় মারগাঁও; বিকল্প পথে পোন্ডা হয়ে সময়ের আধিক্য লাগে। ½ ঘণ্টায় ওল্ড গোয়া, ¾ ঘণ্টায় কালানগুটে, ½ ঘণ্টায় মপুসা (মপসা), ছাপোরাও যাচ্ছে বাস মপুসা হয়ে। দিনভর মুহুর্মুহু সার্ভিস এদের। তবে, গাড়ির চলায় যেন কিছুটা অস্থিরতা, ছাড়তেও কেমন যেন বিশৃঙ্খলা; কন্ডাক্টরের হাঁক-ডাকে ছুটে গিয়ে দখল নিতে হয় বাসের আসন। এমনকি এনকোয়ারিতে লোকাল সার্ভিসের ব্যাপারে সদুত্তর মেলা ভার। তাই উচিত হবে সঠিক বাস খুঁজে পেতে স্থানীয়দের সহযোগিতা নেওয়া।

নদীপথে ফেরিলঞ্চেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় গোয়ার দিগ্বিদিক। গোয়া ভ্রমণে জলপথের স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে যাত্রীদের। ট্যুরিস্ট হোস্টেলের সামনে থেকে ফেরি লঞ্চ যাচ্ছে। তেমনই ডোনা পাওলা থেকে ফেরি লঞ্চে (সেপ্টেম্বর থেকে মে মাসে) চলা যেতে পারে মারগাঁও। ভাস্কো-ডা-গামাতেও ফেরি লঞ্চ যাচ্ছে ডোনা পাওলা থেকে। একক চলায় শেয়ার ট্যাক্সি, মোটর বাইকেও যাত্রী হওয়া যেতে পারে পানাজি তথা গোয়ার পথে। নানান প্রাইভেট গাড়ি ভাড়ায় খাটছে পানাজির পথে। তেমনই মোটর বাইক ও বাইক ভাড়ায় মেলে গোয়া রাজ্যে।

ব্যাঙ্গালোর-হুবলি-মিরাজ-পুনে-মুম্বাই ব্রডগেজ রেলপথে সাউথ-সেন্ট্রাল রেলে মহারাষ্ট্রের মিরাজ থেকে নবতম ব্রডগেজে লোন্ডা জং হয়ে শাখালাইন গিয়েছে গোয়ার ভাস্কোয়। কাসল রকে সমতল ছেড়ে পশ্চিমঘাট পাহাড় চড়ে রেল পৌঁছায় ১১০ কিমি দূরের ভাস্কোয়। ছোট-বড় নানান টানেল—নয়নাভিরাম প্রকৃতি। তবে, কোঙ্কন রেলের অসম্পূর্ণতা হেতু মুম্বাই থেকে গোয়া যাতায়াতে সরাসরি ট্রেনের অভাব। কলকাতা তথা পূর্ব ভারত যাত্রীদের ১৯-২০এর 8002 হাওড়া-মুম্বাই মেলে ৬-১৫য় কল্যাণ পৌঁছে, ৮-৪৫এ মুম্বাই CST ছেড়ে আসা 7307 কয়না এক্স ৯-৫৮য় কল্যাণে চেপে ১৩-৫০এ পুনে ছেড়ে মিরাজ পৌঁছান ১৯-৪৫এ। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে মুম্বাই CST থেকে ১৭-৪৫এ সহ্যাদ্রি এক্স, ২০-২৫এ মহালক্ষ্মী এক্স পুনে হয়ে মিরাজ। 2 3 6 7 দিন মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর এক্স ২২-৪০এ সি এস টি ছেড়ে পুনে-মিরাজ-লোন্ডা-হুবলি-আরসিকেরে হয়ে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে। তবে, ১৭-৩০এ পুনে ছেড়ে মিরাজ-লোন্ডা-কাসল রক-কুলেম হয়ে পরদিন ৭-২৫এ ভাস্কো যাচ্ছে 2780 নিজামুদ্দিন-ভাস্কো গোয়া এক্স। ব্যাঙ্গালোর-ভাস্কো যাচ্ছে 7310 এক্স; ভাস্কো-বিজয়ওয়াড়া যাচ্ছে 7226 অমরাবতী এক্স। আর বিলাসবহুল প্যালেস অন হুইলস মুম্বাই থেকে গোয়া ১৯৯৮তেই চলার প্রতীক্ষায়। সপ্তাহের ৬ দিন ৬ ঘণ্টায় প্যালেস অন হুইলস পৌঁছাবে মুম্বাই থেকে ভাস্কোয়।

কলকাতা থেকে গোয়া যাত্রায় গীতাঞ্জলি ও কারলা এক্সও আসছে মুম্বাই-এ। সাপ্তাহিক (7) আজাদ হিন্দ এক্স আসছে হাওড়া থেকে পুনে। আর দিল্লী থেকে 2780 গোয়া এক্স হজরত নিজামুদ্দিন
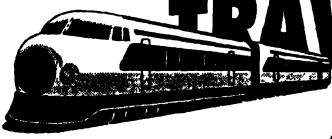
১৫-০০, আগ্রা ক্যান্ট ১৭-৩০, ভূপাল ১-২৫, ইটারসি ৩-২০, ভুসুয়াল ৮-০৫, মনমদ ১০-৫৫, পুনে ১৭-৩০, মিরাজ ২২-৫৫, লোন্ডা ৩-১০, কাসল রক ৪-০০টেয় ছেড়ে ভাস্কো যাচ্ছে ৭-২৫এ। নিজামুদ্দিন ফেরে ১৩-৩০এ ভাস্কো ছেড়ে গোয়া এক্স।

আর, মিরাজ থেকে ট্রেন যাচ্ছে কর্ণাটকের দিকে দিকে। ৭-৪৫এ মিরাজ-হুবলি ২৩-৫০এ মিরাজ-হুবলি এক্স, ১৫-৩০এ মিরাজ-ব্যাঙ্গালোর রানী চেন্নামা এক্স, 2 3 6 7 দিন মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর এক্স, মঙ্গলবার নিজামুদ্দিন-ব্যাঙ্গালোর স্বর্ণজয়ন্তী এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন ঘাটপ্রভা ৮০, বেলগাঁও ১৩৮, লোন্ডা ১৮৯ কিমি হয়ে ২৮০ কিমি দূরের হুবলি যাচ্ছে। তবুও যেন হুবলি থেকে ট্রেনের আধিক্য মেলে মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, ও কর্ণাটকের নানানদিকের। ১৪৪ কিমি দূরের হস্পেট যাচ্ছে ৮-০০টায় প্যা, ১২-০৫এ অমরাবতী এক্স, ১৭-০০টায় হুবলি-ব্যাঙ্গালোর হাম্পী এক্স, ২৩-০৫এ হুবলি-গুন্টুর প্যা। দ্রুততম Inter City Exp-ও যাচ্ছে হুবলি থেকে ব্যাঙ্গালোরে। তেমনই গোল গম্বুজ এক্সে হুবলি ছেড়ে হরিহর/বিরুর/ আরসিকেরে হয়ে মহীশূরও চলা যেতে পারে। লোন্ডা ছাড়া মেল ট্রেনও যাচ্ছে একইপথে মহীশূরে। সেকেন্দ্রাবাদ তথা হায়দ্রাবাদও সরাসরি বগি যাচ্ছে লোন্ডা থেকে। রেল পানাজি না পৌঁছালেও রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা নিয়ে রেলের Out Agency Booking পৌঁছেছে কদম্ব বাস স্ট্যান্ডের ৫ নম্বর ঘরে, ✆ 256201. ছুটি ছাড়া ১০—১৩-০০ ও ১৪—১৬-৩০টায় খোলা। তবুও, মুম্বাই যাত্রীদের জাহাজই সুবিধার। ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও Catamaran Service-এর Speed Launch যাতায়াতে আদরণীয় হবে। লঞ্চ অমিল হলে যাতায়াতে বাসই সুবিধার। তেমনই কর্ণাটক ভ্রমণার্থীদের মিটারগেজ রেলে সময়ের আধিক্য হেতু ট্রেন পরিহার করে ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, ম্যাঙ্গালোর, যোগ বা কারওয়ার থেকে বাসে মারগাঁও হয়ে পানাজি চলা উচিত হবে।

তবে, অতিক্রান্ত সাউথ-সেন্ট্রাল জোনের মিটারগেজ রেল ব্রডগেজে রূপান্তর পর্ব সাঙ্গ হতে চলেছে। ১৯৯৮-এর প্রথম দিকেই নবতম কোস্টাল ব্রডগেজ রেল গড়ে উঠছে গোয়াকে বিদীর্ণ করে। কোস্টাল ব্রডগেজ রেল চালু হলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোয়া যাতায়াতে রেল বদলের ঝক্কি থেকে অব্যাহতি মিলবে—সময়েও সাশ্রয় মিলবে গোয়া যাতায়াতে। নবতম ব্রডগেজে এখনই ট্রেন যাচ্ছে ২৩-১০এ মুম্বাই (কারলা) ছেড়ে পানভেল-রত্নগিরি হয়ে পরদিন ৯-০৫এ সামন্তওয়াদি (Sawantwadi) রোড। সামন্তওয়াদি থেকে বাসে ২½ ঘণ্টায় পানাজি। কারলা ফেরে সামন্তওয়াদি থেকে ১৮-৫৫য় KR-0112 এক্স।

পানাজি ভ্রমণার্থীদের কাছে গোয়ার কচ্ছপের খোল ও আইভরির তৈরি কুটির-শিল্পের আকর্ষণ কম নয়। দারুচিনি ও কাজুবাদামও পর্যটকদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন ভ্রমণার্থী খুবই কম মিলবে যিনি গোয়া ভ্রমণ শেষে দারুচিনি সঙ্গী করেননি। দামেও সস্তা এই দারুচিনি। তবে, কৃত্রিমতা এদেরও পেয়ে বসেছে আজ। আর রয়েছে গোয়ার মাছ, যাকে খাবার টেবিলে পাওয়া ছাড়া সঙ্গী করা মুশ-কিল। সামুদ্রিক মাছে যারা অভ্যস্ত তাদের স্বর্গরাজ্য এই গোয়া। এমনকি রন্ধনশিল্পেও গোয়ানিজদের পারদর্শিতার কথা আজ বিশ্ববন্দিত। তেমনই সঙ্গীতেও যথেষ্ট পটু গোয়ানিজরা। যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদপ্রিয় আর অতিথি-বৎসলও বটে এরা।

গুজরাট

পর্যটন মানচিত্রে গুজরাট কিছুটা দুয়োরানীর ভূমিকা নিলেও পর্যটক আবেদন তার অনস্বীকার্য। উচিতও হবে মুম্বাই বা রাজস্থান ভ্রমণপথে গুজরাট বেড়িয়ে নেওয়া। আকর্ষণও তার নানাবিধ। গুর্জরদের দেশ গুজরাট। কালে কালে গুর্জর রাষ্ট্রই নামান্তরিত হয়ে গুজরাট হয়েছে। গুজরাট আজকের নয়। খ্রিপূ ৩ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল গুজরাট। জুনাগড় শিলালিপিটি আজও সম্রাট অশোকের রাজাজ্ঞা কীর্তন করে। ৫ শতকে হূনদের আক্রমণে মৌর্য বংশ ধ্বংস পেতে গুর্জরদের আগমন ভারতের উত্তরাখণ্ড থেকে। আর পুরাতাত্ত্বিকেরা বলেন ৫০০০ বছর আগেও গুজরাট ছিল ভারতীয় সভ্যতার পীঠস্থান। খ্রিস্ট জন্মেরও ৩০০০ বছর আগে গুজরাটের নর্মদা উপত্যকায় সভ্যতা প্রসার পেয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানান নিদর্শন মিলেছে গুজরাটের মাটির তলায় আমেদাবাদের সন্নিকটে লোথালে। এমনকি মহাভারতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণর স্মৃতি বিজড়িত আরব সাগরবিধৌত দ্বারকা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থ। আরও দক্ষিণে সোমনাথ আর এক হিন্দু তীর্থ। মধেরার সূর্য মন্দির, পালিতানা ও গিরনারের জৈন মন্দিররাজিও তীর্থযাত্রী ও পর্যটক দুইয়েরই কাছে সমান আকর্ষণীয়। তাই গুজরাট আপন মহিমায় ভারত ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

বার বার বিদেশীরা এসেছে পণ্যের লোভে গুজরাটের বন্দরে বন্দরে। এসেছে গ্রিক, রোমান, ফরাসি, ব্রিটিশ, ডাচ, পর্তুগিজ গুজরাটের মাটিতে। এমনকি ভারতীয় পার্সি সম্প্রদায়েরও আগমন ঘটে গুজরাটের সঞ্জন-এ ৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে আর ১০ শতকে চালুক্য সম্রাট মূলরাজ সোলাঙ্কির হাতে আধুনিক গুজরাটের গোড়াপত্তন।

প্রথম মুসলিম হানা গজনির সুলতান মামুদের ১০২৬এ গুজরাটে। কালে কালে মোগল ও মারাঠার দ্বন্দ্বে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় গুজরাট। গুজরাটের দখলও যায় মোগল বাদশা আকবরের হাতে ১৫৭২-৭৩এ। ব্রিটিশ (স্যার টমাস রো) ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সনদ নেয় ১৬১৭য় দিল্লীশ্বর শাজাহানের কাছ থেকে গুজরাটেরই আমেদাবাদে। অবশেষে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর দখলও যায় গুজরাটের ব্রিটিশেরই হাতে ১৮১৭য়। আর নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে মিলে যায় গুজরাট তৎকালীন বোম্বাই-এর সাথে। রাজধানীও তখন বম্বে অর্থাৎ আজকের মুম্বাই-এ।

ভারতের স্বাধীনতায় গুজরাটের অবদান অনস্বীকার্য। জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম গুজরাটের পোরবন্দরে। পোরবন্দরও আজ আর এক ভারততীর্থ। তেমনই আর এক গান্ধীতীর্থ আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম। হিন্দু-পুরাণের নানান আখ্যানের সাথে সাথে ইতিহাসের ঘনঘটায় গুজরাট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৯.৬৬ লক্ষ হেক্টর অরণ্যে ৪টি জাতীয় উদ্যান, ১১টি স্যাঙ্কচুয়ারির অবস্থান গুজরাটে। এশিয়ায় সিংহ-র জন্য যেমন গিরের অরণ্য তেমনই রঙচঙে যাযাবরী জীবনযাত্রা আজও দেখতে মেলে গুজরাটের রান অব কচ্ছে। তেমনই মনোরম গুজরাটের সাগরবেলা—চোরবাদ, আমেদপুর-মাণ্ডভী অতুলনীয়। ১৬৫০ কিমি দীর্ঘ সমুদ্র-তটরেখা তিন দিক জুড়ে কোমরবন্ধ হয়ে রয়েছে গুজরাটের।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যে পার্সিদের অবদান উল্লেখ্য। পার্সি ও জৈনদের উদ্যোগ আর উদ্দীপনায় গুজরাট আজ অগ্রণী শিল্পপ্রধান রাজ্য। ১৩২৮টি বয়ন-শিল্প মিলে ১৩০০০ শিল্প-কারখানা সারা রাজ্য জুড়ে। অতীত গৌরব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও বয়ন-শিল্পে গুজরাট আজও ভারত রাষ্ট্রে অগ্রগণ্য। পর্যাপ্ত তেলও মিলেছে গুজরাটের ক্যাম্বেয়। তেমনই সবরমতী, মাহী, নর্মদা, তাপ্তী ছাড়াও নানান নদনদী বিধৌত গুজরাট তামাক পাতায় দ্বিতীয় হলেও তুলো আর চীনাবাদাম উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থানে। ভারতে দুগ্ধজাত ডেয়ারি প্রোডাক্ট-এর ৬৩%, নুন ৬০% তৈরি করছে গুজরাট রাজ্য। কর্মব্যপদেশে বিদেশে অবস্থানেও ভারতীয়দের মধ্যে গুজরাটি আধিক্য উল্লেখ্য।

সারা গুজরাটই নেচে ওঠে তার ঝলমলে সাজে রাস উৎসবে। *রাস* এদের জাতীয় উৎসব। ঠিক তেমনই সেপ্টেম্বর/ অক্টোবরের *নবরাত্রি* জুড়ে মাতা অম্বা দেবীর উৎসবে মেতে ওঠে গুজরাট। এদের লোকনৃত্য— গোপীবালা সহ শ্রীকৃষ্ণ আখ্যানে উপজীব্য *গরবা*-ও দেখে নেওয়া যায় উৎসবকালে। আর এক ঐতিহ্যবাহী *পল্লীরা* নৃত্যও পরিবেশিত হয় উৎসবে। নবরাত্রির পরদিন দানব রাজা রাবণকে রামচন্দ্রের যুদ্ধে হারাবার বিজয়োৎসব *দশেরা* অর্থাৎ দুষ্টের দমন আর এক আকর্ষণীয় উৎসব। ঠিক তেমনই জানুয়ারি/ ফেব্রুয়ারিতে মহরমের *তাজিয়া* মিছিল সুরাট বা আমেদাবাদে দেখে নেওয়া উচিত হবে। জানুয়ারির মধ্যভাগে *মকর সংক্রান্তিতে* আকাশ ঢেকে ঘুড়ির প্রতিযোগিতাও গুজরাটের এক আকর্ষণীয় উৎসব।

স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৫৬য় কাথিয়াবাড়ের ২০২টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্যও সামিল হয় তৎকালীন বোম্বাই-এর সঙ্গে। আর মে ১, ১৯৬০এ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়তে মুম্বাই থেকে গুজরাটি-ভাষী অঞ্চলের সাথে অতীতের কাথিয়াবাড় জুড়ে জন্ম নেয় গুজরাট প্রদেশ আমেদাবাদকে রাজধানী করে। তবে, আজকের গুজরাট নতুন রাজধানী গড়েছে আমেদাবাদেরই অদূরে পরিকল্পিত শহর

গান্ধীনগর-এ। ভৌগোলিক পরিবেশ তিন প্রকৃতিতে গড়ে তুলেছে গুজরাটকে।(১) মূল ভূখণ্ড: সুরাট, ভাদোদরা ও আমেদাবাদ শিল্পকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক শহর; (২) মূল ভূখণ্ড থেকে কচ্ছ উপসাগরে বিচ্ছিন্ন অতীতের কাথিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ; (৩) কচ্ছ উপসাগরে সৌরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কচ্ছ। উত্তর-পশ্চিমে *রান অব কচ্ছ* অর্থাৎ মরুভূমি শেষে পাকিস্তান।

গুজরাট ☐ রাজধানী: গান্ধীনগর। আয়তন: ১৯৬০২৪ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৪১১৭৪০৬০। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৪.৮৭%। পুরুষ: ২১২৭২৩৮৮। নারী: ১৯৯০১৬৭২। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৭০৮৮২৬১। বৃদ্ধির হার: ২০.৮০%। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৩৬। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২১০। সাক্ষরের হার: ৬০.৯১%।

প্রধান ভাষা: গুজরাটি। ইংরাজি ও হিন্দীরও চলন আছে সারা রাজ্য জুড়ে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৫৪০৬.০০টাকা (১৯৮৯-৯০)। আয়তনে ৭ম বৃহত্তম আর লোকসংখ্যায় ১০ম স্থানে গুজরাট রাজ্য। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। তাপমান ৫৫-৯৫° ফা. ওঠানামা করে। এপ্রিল থেকে তাপমান বাড়তে থাকে— গরমেরও আধিক্য আছে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। বৃষ্টিও বিঘ্ন ঘটায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম গুজরাটে। আর উত্তর জুড়ে মরু অঞ্চল— Rann of Katch-এর অবস্থান। গুজরাটের সাথে দাদরা ও নগর হাভেলী, দমন-দিউ জুড়ে রাজস্থান বা মহারাষ্ট্র বেড়িয়ে ফেরা যায় একই ট্যুরে। সেক্ষেত্রে—জুনাগড় ১ গির ১ সোমনাথ ২ ডিউ ১ চলার পথে পোরবন্দর দেখে দ্বারকা-ভেট দ্বারকা ২ ভাবনগর-রাজকোট ১ পালিতানা ১ মধেরা ১ আমেদাবাদ ২ ভাদোদরা ১ সুরাট ১ দমন ১ দাদরা ও নগর হাভেলী ১ + পথ চলায় ৪ দিন অর্থাৎ ২০ দিনে সাঙ্গ করা যায় গুজরাট-দাদরা ও নগর হাভেলী-দমন ও দিউ সফর। তবুও যেন মধেরা বেড়িয়ে রাজস্থানের আবু পর্বত বা দমন বেড়িয়ে বাপী থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই নগরী চলাতেও সুবিধা মেলে।

সারা গুজরাটেই মূলত নিরামিষ আহার। আধা ও পুরা মিলের প্রচলন আছে রাজ্য জুড়ে। আধা অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাণ, আর পুরা বলতে পেট চুক্তি আহার। তবে লঙ্কার আধিক্য গুজরাটি রান্নায়। ১৫ থেকে ৫০ টাকায় থালি মিল মেলে গুজরাটের হোটেলে। তেমনই সারা গুজরাটই ড্রাই এলাকা। এমনকি সমগ্র গুজরাট রাজ্যে সঙ্গে মদ বহন করাও নিষিদ্ধ। পান বা বহন দুয়েতেই ৫০০০ টাকা স্পট ফাইন হয়ে থাকে গুজরাটে।

আমেদাবাদ

ভারত রাষ্ট্রের পশ্চিমে সবরমতী নদীর তীরে দ্বিতীয় বৃহত্তম বয়ন-শিল্পনগরী আমেদাবাদ। গান্ধী, নেহরু, সুভাষ, সর্দার ও ইলিয়াস—সবরমতী নদীতে এই ৫ সেতু যোগসূত্র গড়েছে এপার-ওপারে। এই সেদিনও রাজ্যের রাজধানী ছিল আমেদাবাদ। কাজকর্মে সুবিধা পেতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে ২৩ কিমি দূরে নতুন গড়ে তোলা পরিকল্পিত শহর গান্ধীনগরে। আমেদাবাদ আজকের নয়। বাঘেলা রাজবংশের শেষ রাজা কর্ণদেব *ভীল সর্দার* আসাকে হারিয়ে নামের বদল ঘটান—সেদিনের **আসাবল** বা আসাপল্লী হয় **কর্ণবতী**। আর কর্ণবতীকে হারিয়ে রাজ্য দখলের সাথে কর্ণবতী হয় রাজনগর। পালাবদল ঘটে চলে মসনদে বারবার গুজরাটে।

গুজরাটের শাসক জাফর-পৌত্র অলপ খাঁ রাজপুত ও মালবদের হারিয়ে আহমেদ শাহ নামে মসনদে বসে ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে। নগরীর গোড়াপত্তন আহমেদ শাহর হাতে। তাঁরই নামে নগরের নামকরণ হয় আমেদাবাদ। এমনকি আহমেদ শাহর আগ্রহে নবীন ভারতের ম্যাঞ্চেস্টারের গোড়াপত্তনও বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ১৫৭২এ আকবর জয় করেন গুজরাট। নতুন উদ্যমে প্রসার লাভ করে আমেদাবাদ। ১২টি তোরণে গড়ে ওঠে দেওয়াল—আমেদাবাদের চারপাশ ঘিরে। শহর প্রসারের চাপে দেওয়ালগুলি আজ লুপ্ত। শহরের বাড়ি-ঘরে হিন্দু-মুসলিম অর্থাৎ ইন্দো-সেরাসেনিক স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে। জৈন প্রভাবেরও মিলন ঘটেছে। কালে কালে মোগল থেকে মারাঠাদের দখলে যায় আমেদাবাদ। পুনের পেশোয়ার কাছ থেকে ৫ লাখ টাকায় কিনে ভাদোদরার গায়কোয়াড় ১৮১৭য় দাভয়-এর বদলে ব্রিটিশকে ভেট দেন আমেদাবাদ। আমেদাবাদে প্রথম পৌরসভাও গড়ে ১৮৩৩এ ব্রিটিশ। আর বয়নশিল্পের প্রথম মিলটি গড়ে ব্রিটিশ ১৮৫৯এ আমেদাবাদে। আধুনিকতার জয়যাত্রাও ব্রিটিশেরই হাতে আমেদাবাদে। আর স্বাধীনোত্তর ভারতে Manchester of the East আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের জন্য সারা বিশ্বে আদৃত। তেমনই ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেসন (ISRO)-এর উপগ্রহ তৈরি ও স্যাটেলাইটে TV সংযোগ কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে আমেদাবাদে। স্বাধীনোত্তর আমেদাবাদে সবরমতীর পশ্চিম পাড়ে ফরাসি স্থপতি লে করবুসিয়েরের তৈরি নতুন শহরের পর্যটক আকর্ষণও কম নয়।

তেমনই গুজরাটের জাতীয় উৎসব সেপ্টেম্বর-

অক্টোবরে নবরাত্রির পর্যটক আকর্ষণও উল্লেখ্য। শক্তির দেবী অম্বা গুজরাটে বাংলার দুর্গাপূজা সম। সারা আমেদাবাদ সেজে ওঠে উৎসবের সাজে। গরবা নাচও দেখতে মেলে উৎসবে। আমেদাবাদের নবতম আকর্ষণ পৌষ সংক্রান্তিতে আন্তর্জাতিক ঘুড়ির উৎসব। মধ্য জানুয়ারিতে ৩ দিন ধরে প্রতিযোগিতা চলে সাহেববাগের পুলিস স্টেডিয়ামে। দেশ-দেশান্তর থেকে প্রতিযোগীরা আসেন, ঢাকা পড়ে নীলাকাশ রঙবেরঙের বাহারি ঘুড়ির জৌলুসে। আমেদাবাদ পর্যটকদের কাছে এরও আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

জাহাঙ্গীর আমেদাবাদকে *গর্দাবাদ* অর্থাৎ *সিটি অব ডাস্ট* বললেও তাঁর পুত্র শাজাহান এর রূপে মুগ্ধ হয়ে বেগম মমতাজকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ের পর এক বছর মধুচন্দ্রিমা যাপন করেন আমেদাবাদে। আর ভারতের সুন্দরতম নগরী বলেছেন আমেদাবাদকে ঔরঙ্গজেব। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি স্যার টমাস রো ভারতে বাণিজ্যের সনদ (চার্টার) গ্রহণ করেন আমেদাবাদেই। এমনকি ১৬১৫য় আমেদাবাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বের অন্যতম নগরীও বলেছেন স্যার টমাস।

বেড়াবার মরসুম সারা বছর হলেও অক্টোবর থেকে মার্চ মনোরম। তবে, এপ্রিল-জুনের গরম এড়িয়ে চলা উচিত হবে ৫৩ মি উঁচু আমেদাবাদে। হিন্দু ও মুসলিম সমন্বয়ে মিশ্র জনবসতি আমেদাবাদে। লাখ তেত্রিশ লোকের বাস শহরে। সহজ-সরল এদের জীবনমান। তবে, কিছুটা যেন স্পর্শকাতর আমেদাবাদ। হিন্দু-মুসলিম বিরোধও তাই নিত্য-নতুন রূপ নেয় আমেদাবাদে। সম্প্রীতির সাথে সাথে রূপেও যেন ঘাটতি ঘটেছে বয়সের ভারে আমেদাবাদের। আঁকাবাঁকা গলিপথ, ঘিঞ্জি শহর—অপরিচ্ছন্নতাও চোখে পড়ে আমেদাবাদ-এ।

পর্যটকদের উচিত হবে থাকার জন্য রেল স্টেশন বা লাল দরোজায় হোটেল নির্বাচন করা। লাল দরোজা থেকেই বাস যাচ্ছে শহরের দিকে দিকে। মিউনিসিপ্যাল বাস টারমিনাসটিও এই লাল দরোজায়। তবে, দূরপাল্লার বাস যাচ্ছে শহরের দক্ষিণে বিবেকানন্দ রোড পেরিয়ে গীতা মন্দিরের অদূরে জগন্নাথজী রোড বাস স্ট্যান্ড ✆ 344764 থেকে। কেনাকাটার জন্য মানেক চক, তিন দরোজা, তিলক রোড ও ভদ্রাই শ্রেয়। গুজরাটের পাটোলা সিল্ক, বাঁধনী ও জরিখচিত এমব্রয়ডারি শাড়ির যথেষ্ট প্রশস্তি পর্যটকদের মুখে মুখে। তেমনই উল্লেখ্য দারু ও ধাতুর ক্রাফটস জাত নানান সম্ভার গুজরাটে। প্রবাসী বাঙালিরাও ক্লাব গড়েছেন বাসের পিছে হোম গার্ড গ্রাউন্ড লাগোয়া Bengal Cultural Association, Chainbhai House, Lal Darwaja, Ahmedabad-1এ। বসন ও ভূষণ দুইয়েরই পসরা নিয়ে দোকান মেলে সারা শহরময়। তবুও যেন Relief Rd-এর Rewadi Bazar, Tranpal Rd-এর গার্মেন্টি বাজার বারো মাসের ফেয়ারের সাজে সজ্জিত যেন। তবুও কেনাকাটায় আশ্রম রোডে গুজরাট সরকারের গুর্জারিতে চলা যেতে পারে। রবিবার ছাড়া ১০—১৯-০০টায় খোলা আমেদাবাদের দোকানপাট।

Delhi-Jaipur-Ahmedabad-Mumbai NH-8

0	Km	Delhi	
113	''	Haryana/Rajasthan Border	
130	''	Behror	
		To Alwar	50 km
152	''	Kotputli	
		To Alwar	68 km
193	''	Road Jn	
		To Sariksha G S	46 km
		'' Alwar	77 km
248	''	Amber	
258	''	Jaipur	
389	''	Ajmer	
		To Pushkar Lake	12 km
		'' Bundi	165 km
		'' Kotah	201 km
		'' Shibpuri	424 km
390	''	Road Jn	
		To Chitorgarh	186 km
443	''	Beawar	
		To Jodhpur	143 km
		'' Bikaner	390 km
		'' Mt Abu	303 km
567	''	Gomti Morh	
		To Ranakpur	56 km
597	''	Kankroli	
613	''	Nathdwara	
663	''	Udaipur	
		To Chitor	113 km
666	''	Udaipur City	
		To Ambaji	99 km
836	''	Road Jn	
915	''	Ahmedabad	
966	''	Road Jn	
		To Dakor	41 km
1028	''	Vadodara (Baroda)	
1101	''	Broach	
1105	''	Road Jn	
		To Surat	
1214	''	Road Jn	
		To Nasik	180 km
1277	''	Road Jn	
		To Wapi	2 km
		'' Daman	12 km
1279	''	Road Jn	
		To Dadra	11 km
1297	''	Gujarat/Maharashtra Border	
1300	''	Road Jn	
		To Sanjan	8 km
1333	''	Kasa	
		To Nasik	180 km
1421	''	Road Jn	
		To Kanheri N P	1 km
		'' Kanheri Caves	5 km
1460	''	Mumbai	

✈ IAC-র বিমান প্রতিদিন ৭-৩০ ও ১৯-২০এ, 1 3 5 দিন ২০-৪০, 2 4 6 দিন ১৫-৩৫, 5 7 দিন ১১-৩০এ আমেদাবাদ ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ১ ঘণ্টায়। 2 4 6 দিন ১১-৪০এ ছেড়ে ১৩-৩০এ অমৃতসর পৌঁছে চণ্ডীগড় যাচ্ছে ১৪-৩৫এ। দিল্লী যাচ্ছে প্রতিদিন ৮-২০, ২০-৪৫, 3 5 7

দিন ৪-৪৫এ ছেড়ে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে। কলকাতায় যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৮-২০এ ছেড়ে ২০-৫০এ সরাসরি; 1 3 5 দিন ১৮-১০এ ছেড়ে ১৯-১০এ জয়পুর পৌঁছে ২২-০৫এ। চেন্নাই যাচ্ছে প্রতি বুধবার ১৭-৪৫এ ছেড়ে ১৯-৪৫এ ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে ২১-১০এ, 5 7 দিন ১৬-৩০এ ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর হয়ে ১৯-৫৫য়। হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে 1 5 দিন ২-২৫এ ছেড়ে ৪-০৫এ। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে আমেদাবাদে। বায়ুদূতও যাচ্ছে পশ্চিম ভারতের দিকে-দিগন্তরে আমেদাবাদ থেকে। তবুও যেন সৌরাষ্ট্রের শহরগুলিতে সরাসরি যাত্রায় মুম্বাই অনেক আদৃত হবে। শহর থেকে ৮ কিমি উত্তর-পুবে বিমানবন্দর। অটো, ট্যাক্সি যাচ্ছে বিমানবন্দর থেকে শহরে। অফিস এদের: IAC, near Nehru Bridge, Tilak Rd. ✆ R-303061/E 140/141.

আর প্রাইভেট বিমান—NEPC Airlines, ✆ 6420462, সোম ছাড়া প্রতিদিন মুম্বাই যাচ্ছে ৫৫ মিনিটে; ঔরঙ্গাবাদ যাচ্ছে সোম ছাড়া প্রতিদিন; কোচি, ব্যাঙ্গালোর হয়ে চেন্নাই যাচ্ছে 2 4 6 দিন; ফেরেও একইভাবে একই দিনগুলিতে আমেদাবাদে। Damania Airways, ✆ 6426295, দিল্লী যাচ্ছে প্রতিদিন ১½ ঘণ্টায়; মুম্বাই যাচ্ছে প্রতিদিন ১ ঘণ্টায়; 1 3 5 7 দিন ১ ঘণ্টায় জয়পুর পৌঁছে কলকাতা যাচ্ছে; 2 4 6 দিন ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে চেন্নাই যাচ্ছে। ফেরেও এরা একইভাবে একই দিনগুলিতে আমেদাবাদে। East West Airlines, ✆ 402519-ও সার্ভিস গড়েছে আমেদাবাদ থেকে মুম্বাই-এর। Modiluft Airways, 2 Russel St, ✆ 298437 যাচ্ছে কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে আমেদাবাদে। Jet Airways ✆ 6561290 দৈনিক সার্ভিস গড়েছে আমেদাবাদ-মুম্বাই, আমেদাবাদ-দিল্লী ছাড়াও নানান।

শিল্পনগরী আমেদাবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সরাসরি রেলপথে যুক্ত। দিল্লী-মুম্বাই ব্রডগেজ রেল ভাদোদরা (বরোদা) হয়ে চলাচল করলেও আমেদাবাদের অবস্থান ব্রডগেজ থেকে সরে আরও উত্তরে। তবে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ দুইয়েরই প্রচলন আছে আমেদাবাদ থেকে। দক্ষিণ-পশ্চিম-পুবে ব্রডগেজ; আর উত্তরে দিল্লী যাচ্ছে রাজস্থান হয়ে মিটারগেজ রেল। ট্রেন যাচ্ছে ব্রডগেজে ২০-৩০এ হাওড়া ছেড়ে টাটা-বিলাসপুর-নাগপুর-ভুসুয়াল-জলগাঁও-সুরাট হয়ে পরের পরদিন ১৫-২৫এ ২০৮৯ কিমি দূরের আমেদাবাদ 8034 হাওড়া-আমেদাবাদ এক্স; ফেরে ৯-২০এ আমেদাবাদ থেকে।

মুম্বাই সেন্ট্রাল যাচ্ছে ৭ থেকে ১০ ঘণ্টায়—২০-২০এ আমেদাবাদ থেকে (১২-৩৫এ জামনগর ছাড়া) সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স, ২১-২০এ আমেদাবাদ-মুম্বাই জনতা, ২২-০৫এ গুজরাট মেল, ২২-৪৫এ (ওখা থেকে আসা) সৌরাষ্ট্র মেল, ৭-০৫এ গুজরাট এক্স, বুধ ছাড়া প্রতিদিন ৫-০০টায় দ্রুতগামী কর্ণবতী এক্স, ৬-২০এ (পোরবন্দর থেকে আসা) সৌরাষ্ট্র এক্স, ৩-১৫য় (গান্ধীধাম থেকে আসা) কচ্ছ এক্স। দূরত্ব ৪৯২ কিমি। মুম্বাই সেন্ট্রাল ছাড়ে ১৬-২৫এ (বান্দ্রা) সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স, ১৯-৩৫এ মুম্বাই-আমেদাবাদ জনতা, ২১-৫০এ গুজরাট মেল, বুধ ছাড়া ১৩-৪০এ কর্ণবতী এক্স, ২০-২৫এ সৌরাষ্ট্র মেল, ৫-৪৫এ গুজরাট এক্স, ১৭-০০টায় কচ্ছ এক্স, ৭-৪৫এ সৌরাষ্ট্র এক্স। আর শুক্র ছাড়া প্রতিদিন 2010 শতাব্দী এক্স যাচ্ছে ১৪-৪৫এ আমেদাবাদ ছেড়ে নাদীয়াদ/আনন্দ/ভাদোদরা/বারুচ/সুরাট থেমে ২১-৪০য় মুম্বাই সেন্ট্রাল। মুম্বাই ছাড়ে ৬-২৫এ শতাব্দী।

মাহেসানা ১½ ঘ/ আবু রোড ৪½ ঘ/ আজমের ১২ ঘ/ জয়পুর ১৫½ ঘণ্টায় পৌঁছে মিটারগেজে ১৭—২৪ ঘণ্টায় ৯৩৪ কিমি দূরের দিল্লী সরাই রোহিলা যাচ্ছে—৮-২০এ দিল্লী মেল, ১৭-১৫য় দ্রুতগামী আশ্রম এক্স; প্রতি রবিবার ১৩-৫০এ নতুন দিল্লী যাচ্ছে আমেদাবাদ রাজধানী এক্স; 2 3 6 দিন ১১-৫৫য় নাগদা/ সওয়াই মাধোপুর/মথুরা/নতুন দিল্লী/আম্বালা হয়ে ব্রডগেজে জম্মু যাচ্ছে সর্বোদয় এক্স। ১২২২ কিমি দূরের আগ্রা যাচ্ছে ২২-৪৫এ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার + এক্স, প্রতি মঙ্গলবার ৫-৪৫এ আমেদাবাদ ছেড়ে উজ্জয়িন/ঝাঁসী/আগ্রা ক্যান্ট/লক্ষ্ণৌ হয়ে গোরক্ষপুর যাচ্ছে 5045 এক্স। ৬২৬ কিমি দূরের জয়পুর যাচ্ছে ৮-২০এ আমেদাবাদ-দিল্লী মেল, ১৭-১৫য় আশ্রম এক্স, ১৩-৫০এ সাপ্তাহিক (7) রাজধানী এক্স। আমেদাবাদ ফেরে দিল্লী সরাই রোহিলা থেকে ২২-১০এ আমেদাবাদ মেল, ১৫-০৫এ আশ্রম এক্স; নতুন দিল্লী থেকে শনিবার ১০-৫৫য় রাজধানী এক্স, 1 4 7 দিন ২০-৪৫এ জম্মু-আমেদাবাদ/ রাজকোট এক্স।

আবু রোড হয়ে ১১ ঘণ্টায় যোধপুর যাচ্ছে ৭-৫০এ রণকপুর এক্স, ২১-৫০এ দ্রুতগামী সূর্যনগরী এক্স, ২২-০০টায় আমেদাবাদ -যোধপুর এক্স। মারোয়াড় যাচ্ছে ৮-২০এ আমেদাবাদ-দিল্লী মেল; আজমের যাচ্ছে ২২-৪৫এ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার+এক্স ছাড়াও জয়পুরের প্রতিটা ট্রেন। ১৮৬ কিমি দূরের আবু রোড যাচ্ছে ৫-৩০এ আরাবল্লী এক্স, ৭-৫০এ রণকপুর এক্স, ৮-২০এ দিল্লী মেল, ১১-২৫এ আবু প্যাসেঞ্জার, ১৭-১৫য় আশ্রম এক্স, ১৭-০০টায় দিল্লী এক্স, ২১-৫০এ সূর্যনগরী, ২২-৪৫এ আজমের ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ছাড়াও দিল্লী/ আগ্রা/ আজমের/ যোধপুরের প্রতিটা ট্রেন। উদয়পুর যাচ্ছে ২৩-০০টায় আমেদাবাদ ছেড়ে ৯ ঘণ্টায় 9644 এক্স, ৬-৪০এ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার; উদয়পুর হয়ে চিতোর যাচ্ছে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। 9165 সবরমতী এক্স ২০-০০টায় আমেদাবাদ ছেড়ে উজ্জয়িন/গুনা/ঝাঁসী/কানপুর/লক্ষ্ণৌ/ ফৈজাবাদ হয়ে। 1 4 6 দিন বারাণসী, 2 দিন ফৈজাবাদ; 3 5 7 দিন বরাবাঙ্কী/সাহাগঞ্জ/মৌ হয়ে মজঃফরপুর যাচ্ছে সবরমতী। আমেদাবাদ ফেরে বারাণসী থেকে 2 5 7, ফৈজাবাদ থেকে 4, মজঃফরপুর থেকে 1 3 6 দিন। ১৪ ঘণ্টায় ভুপাল যাচ্ছে ১৮-৫০এ 1269 রাজকোট-ভুপাল এক্স। চেন্নাই সেন্ট্রাল যাচ্ছে ব্রডগেজে সুরাট/ জলগাঁও/ মনমদ/ ওয়ার্ধা/ কাজিপেট/ বিজয়-ওয়াড়া হয়ে ৬-৩৫এ 6045 নবজীবন এক্স। শনিবার ১০-১০এ রাজকোট-তিরুভনন্তপুরম এক্স, সোমবার ১০-১০এ রাজকোট-কোচি এক্স, বৃহস্পতিবার ১০-১০এ রাজকোট-সেকেন্দ্রাবাদ এক্স, রবিবার ১০-১০এ গান্ধীধাম-তিরুভনন্তপুরম এক্স যাচ্ছে আমেদাবাদ ছেড়ে পুনে/ গুন্টাকল হয়ে। 1 4 6 দিন পুনে যাচ্ছে ১৬-০৫এ ছেড়ে পরদিন ৫-৩০এ 1095 আমেদাবাদ-পুনে অহিংসা এক্স; 1 4 6 7 দিন ১০-১০এ নানান ট্রেন। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে জলগাঁও / গুন্টাকল হয়ে রবিবার ১৮-০০টায় 6501 এক্স।

আমেদাবাদ থেকে ভেরাবল যাচ্ছে ১১½ ঘণ্টায় সোমনাথের যাত্রী নিয়ে মিটারগেজে ধোলা/খিজাদিয়া/জুনাগড় হয়ে ২৩-০০টায় 9924 সোমনাথ মেল, ২১-২৫এ দ্রুতগামী 9846 গিরনার এক্স; গিরনারের একটা অংশ ভাবনগর যাচ্ছে ধোলা থেকে 9848 লিঙ্ক এক্স হয়ে। আর যাচ্ছে আমেদাবাদ-ভাবনগর 9936 এক্স ৭-০৫এ, আমেদাবাদ-ভাবনগর 9910 শত্রুঞ্জয় এক্স ১৭-০৫এ আমেদাবাদ ছেড়ে বোটাড/ধোলা/শিহোর হয়ে ৫½ ঘণ্টায় ভাবনগরে।

ওখা যাচ্ছে ৬-১৫য় ব্রডগেজে ভিরামগম/রাজকোট/হাপা/

দ্বারকা হয়ে মুম্বাই থেকে আসা সৌরাষ্ট্র মেল; জামনগর যাচ্ছে ২-২৫এ রাজকোট/হাপা হয়ে বান্দ্রা-জামনগর জনতা এক্স, সোম ছাড়া প্রতিদিন ১৮-১৫য় আমেদাবাদ-হাপা এক্স, হাপা/জামনগর হয়ে পোরবন্দর যাচ্ছে ২০-৩৫এ সৌরাষ্ট্র এক্স, সাপ্তাহিক পুরী-ওখা এক্স, সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১৮-১৫য় 9153 আমেদাবাদ-রাজকোট-হাপা এক্স; গান্ধীধাম যাচ্ছে ১-৫৫য় মুম্বাই-গান্ধীধাম 9031 কচ্ছ এক্স; সাপ্তাহিক নাগেরকয়েল-গান্ধীধাম এক্স, প্রতিদিন ১৪-১০এ ভাদোদরা ছেড়ে ১৬-৩৫এ 9103 গান্ধীধাম এক্স। হাপা হয়ে পোরবন্দর যাচ্ছে ২০-৩৫এ সৌরাষ্ট্র এক্স, ওখা যাচ্ছে 9005 মুম্বাই-ওখা সৌরাষ্ট্র মেল ৬-১৫য় দ্বারকার যাত্রী নিয়ে ভিরামগম/
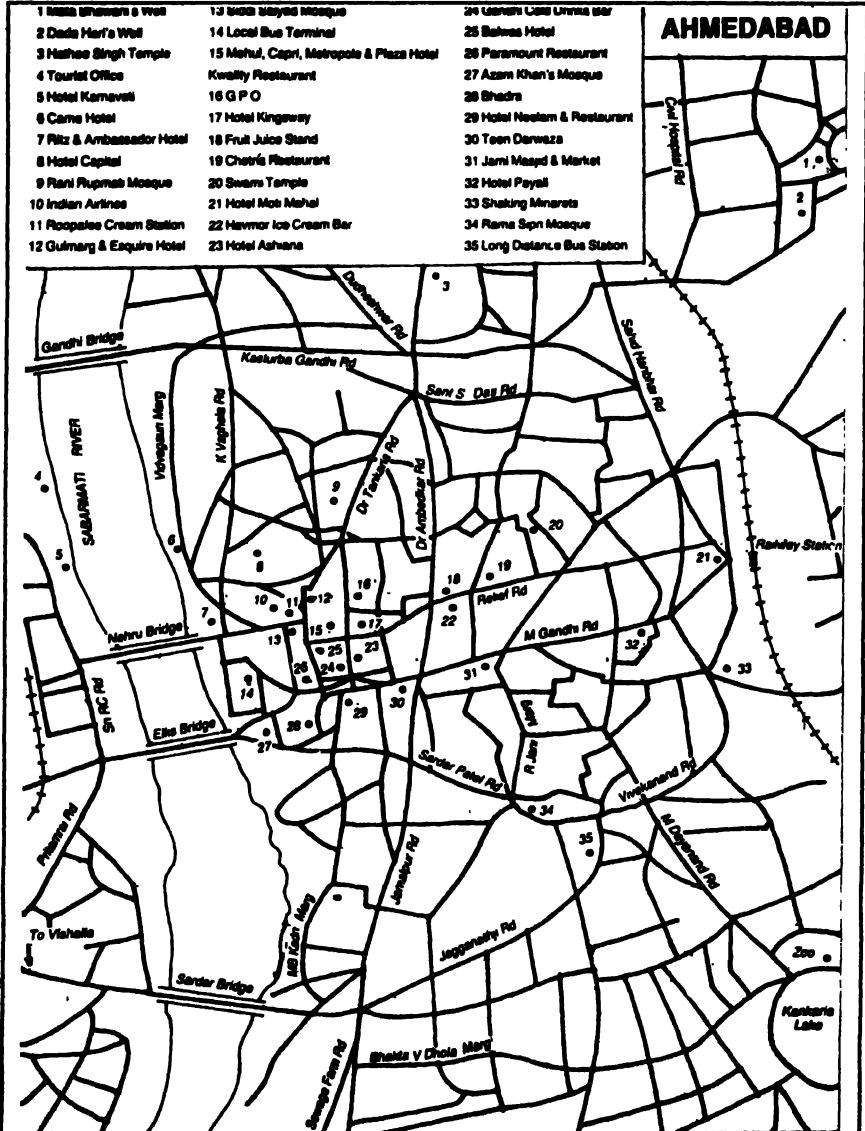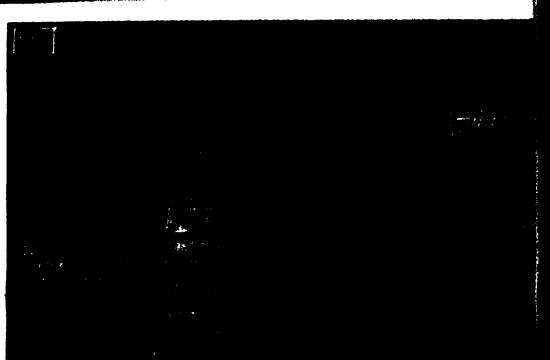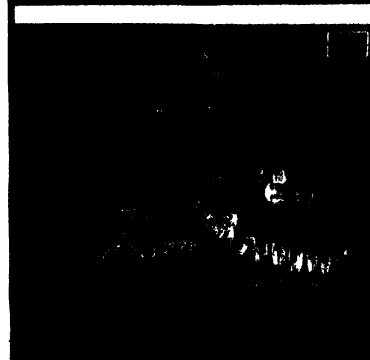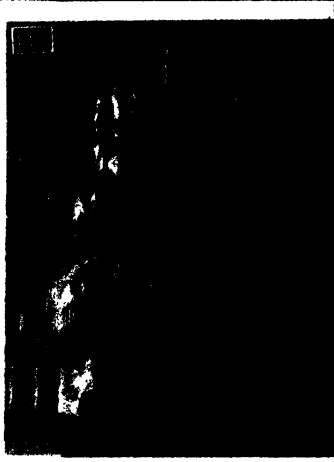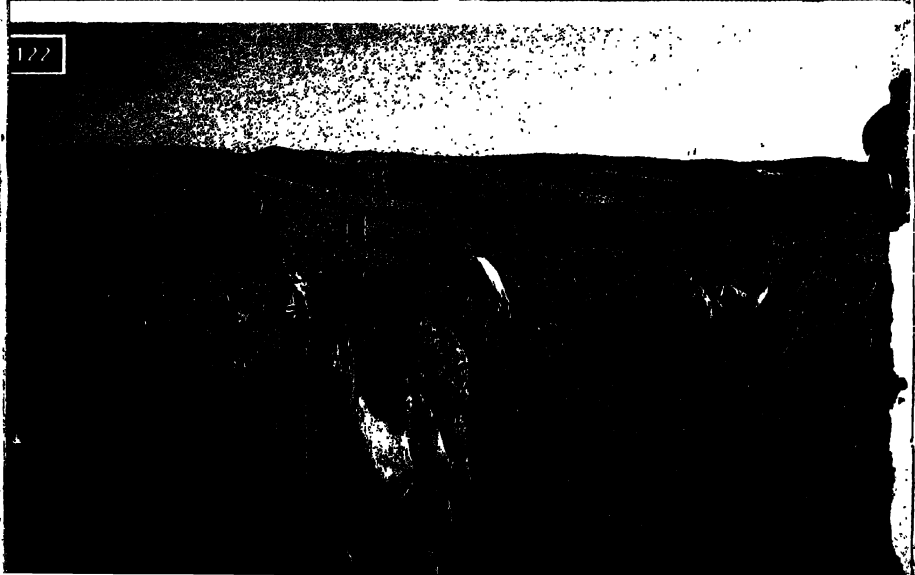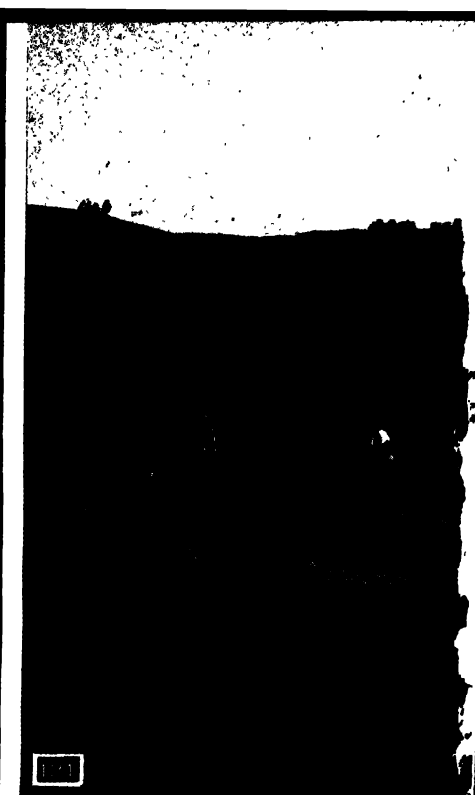
রাজকোট/ হাপা/জামনগর হয়ে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে—সুরাট, ভাদোদরা, আনন্দ, মাহেসানা, লোথাল, বোটাড, নিউ ভুজ, গান্ধী-নগর ছাড়াও রাজ্য তথা ভারতের দিকে দিকে আমেদাবাদ থেকে।

সড়কপথে সংযোগ গড়েছে গুজরাট স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট ; Punjab Travels, Delhi Gate, Sahapuri; Eagles Travels, ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থার নানানধর্মী বাস আমেদাবাদ থেকে। বাস যাচ্ছে মুম্বাই-দিল্লী NH-8 ধরে মুম্বাই, আবু পাহাড়, জয়পুর, আজমের, উদয়পুর, দিল্লী ছাড়াও মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশের দিকে দিকে। এমনকি রাত্রিকালীন ভুজের বাসে শয়নের টিয়ারও মেলে। বাস যাচ্ছে Gujarat State Road Transport-এর: জুনাগড় ৪—২৪-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়, সোমনাথ ৬-৪৫, ৮-৩০, ১০-৩০, ১৯-৩০, ২০-১৫, ২০-৩০, ২০-৪৫এ; দ্বারকা ৯-৩০, ২৩-০০টায়; পালিতানা ৫-০০, ৬-০০, ৭-০০, ৮-৪৫, ৯-৪৫, ১৩-৩০, ১৪-৩০, ১৫-৩০, ১৭-০০, ১৯-৩০, ২০-৩০এ; ভুজ ৫-০০, ৬-০০, ৭-০০, ১২-৩০, ১৮-৩০, ১৯-০০, ২০-৩০, ২১-৩০, ২২-০০, ২২-৩০এ ছেড়ে ৮ ঘণ্টায়; নল সরোবর ৭-০০, ১৪-৪৫এ; ডাকোর, ভাদোদরা, সুরাট, মাহেসানা, জুনাগড়, রাজকোট, অম্বাজী, জামনগর, পোরবন্দর, ভাবনগর, দিউ ছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে দিনরাত্রি জুড়ে। Rajasthan Road Transport-এর বাস যাচ্ছে: মাউন্ট আবু ৮-৪৫, ১১-৩০, ১৪-৩০, ১৬-০০, ২২-৩০এ; চিতোরগড় ৯-০০, ২১-০০টায়; আজমের ১৯-০০, ২১-৩০এ; জয়পুর ১৬-৩০, ২০-৩০এ; যোধপুর ৬-১৫য়; উদয়পুর ৫-০০টায় ছাড়াও রাজস্থানের দিকে দিকে। আবু পাহাড় যাত্রীদের উচিত হবে ট্রেন ছেড়ে বাসে ৭ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া। বাস যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় উদযপুর, ১১ ঘণ্টায় মুম্বাই। আর শহরে চলছে সিটি বাস, ট্যাক্সি, অটো ও রিকশা।

চিত্রসূচী: নয়

১১০ পালিতানার মন্দিররাজি ছবি পর্যটন দপ্তর *১১১ ত্র্যম্বকেশ্বর* ছবি চন্দনকুমার ঠাকুরতা *১১২ ঘৃষ্ণেশ্বর মন্দির* ছবি মৃণাল দত্ত *১১৩ রাজগড় প্রাসাদ-খাজুরাহো* ছবি পর্যটন দপ্তর *১১৪ গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া* ছবি পর্যটন দপ্তর *১১৫ মহেশ্বর দুর্গ তথা প্রাসাদ* ছবি পর্যটন দপ্তর *১১৬ মার্বেল রকস* ছবি দেবাশিস প্রামাণিক *১১৭ কানহার লেপার্ড* ছবি পর্যটন দপ্তর *১১৮ সিটি প্রাসাদ-উদয়পুর* ছবি পর্যটন দপ্তর *১১৯ পুষ্কর মেলায় রাত্রীচিত্র* ছবি পর্যটন দপ্তর *১২০ জয়স্তম্ভ-চিতোর* ছবি নির্মলেন্দু সামুই *১২১ মরুর দেশে* ছবি পর্যটন দপ্তর *১২২ ক্ষণেকের বিশ্রাম* ছবি বিবেক সারামবালকার।

রেল স্টেশন থেকে ডাইনে অতীতের Relief Rd আজ হয়েছে Tilak Rd আর বাঁয়ে Mahatma Gandhi Rd—দুই সমান্তরাল পথ শহর মাড়িয়ে ২ কিমি দূরের মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড তথা লাল দরোজা পেরিয়ে সবরমতীতে গিয়ে মিলেছে। দোকানপাট, হোটেল, বাস স্ট্যান্ড মায় শহর এই দুই সড়কের ডাইনে-বাঁয়ে আমেদাবাদে। রেল স্টেশনের সন্নিকটে তিলক রোডে সাধারণ মানের নানান হোটেল। তবে, কলকোলাহল মুখর, বাতাসও ভারী এইসব হোটেলে। উচিত হবে ঘর দেখে নির্বাচন করা।

রেল স্টেশনের বিপরীতে যথেষ্ট পপুলার *A One G H*, SCB ৮৫ DCB ১২৫-১৭৫ TCB ২০০ ডর্মি বেড ৩০; ডাইনে *H Shakunt*, Reid Rd-380002, ① 344615, SAB ২৫০-৪২৫ DAB ৪৫০-৬৫০ A/c D ৮০০; আরও ডাইনে Kapasia Bzr-এ *H Motimahal*, ① 339091, SAB ৩০০ DAB ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০ T ৬৫০।

আমেদাবাদ থেকে সড়ক দূরত্ব :

লোথাল	৭৬ কিমি
ডাকোর	৯২ "
ভাদোদরা	১১৩ "
সুরাট	২৫৫ "
বাপী	৩৬৪ "
দমন	৩৭৬ "
মুম্বাই	৫১০ "
নল সরোবর	৬৪ "
রাজকোট	২১৬ "
জামনগর	৩০২ "
জুনাগড়	৩১৫ "
পোরবন্দর	৪১২ "
সোমনাথ	৪০৪ "
আমেদপুর	
মাণ্ডভী	৪১০ "
শাসন গির	৪৪২ "
ভাবনগর	২০৭ "
পালিতানা	২১৫ "
কান্দালা	৩৫০ "
দ্বারকা	৪৫০ "
মাহেসানা	৭৬ "
মধেরা	১০৬ "
অম্বাজী	১৭৭ "
আবু রোড	২০০ "
উদয়পুর	২৫১ "
দিউ	৪৩৮ "
ইন্দোর	৪০৭ "
ভূপাল	৫৭১ "
দিল্লী	৮৮৬ "
কলকাতা	২০০৬ "

আর লাল দরোজা মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ডের সামনে Advance Cinema/ Electric House/GPO-কে ঘিরে ৫ মিনিটের পথে Lal Darwaja, Ahmedabad-380001, STD 079-এ—*Jali H Ashiana*, Salapose Rd, ① 351114, DCB ১০০ DAB ১৫০ চার বেডের কমন বাথ ২০০; পাশেই *H Mayur*, ① 351418, DAB ২২৫ FAB ৩৫০ A/c D ৪৫০; *H Butter Fly*, ① 355950, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A/c S ২৫০ D ৪০০; *H Sweet Dream*, behind Advance Cinema, ① 350786, SAB ১৫০-২২৫ DAB ১৭৫-৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪০০ T ৫২৫; *H Cadilac*, beside Advance, ① 352788, SCB ৬৫ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫ ডর্মি ৩০; *H Relax*, opp Advance, ① 354301, S ১০০ D ১৭৫ T ২২৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *H Venus*, opp Advance, ① 353513, SAB ১৬০-২২৫ DAB ২০০-৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫০০ T ৬০০। বামহাতি Electric House-এর বিপরীতে Hanuman Lane-এ— *Metropole H*, ① 354988, SAB ১৫০ DAB ২০০-২৭৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; লাগোয়া বাড়িতে *H Mehul*, ① 352862, SAB ১৫০ DAB ২৫০; বিপরীতে *H Good-Night*, opp Sidi Saiyde Jali, ① 351997, SAB ৩০০ DAB ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ T ৭৫০। এদের পেছনে *H Balwas*, Relief Rd-1, SAB ২২৫

DAB ৩০০৲ ডিলাক্স S ২৭৫৲ D ৪০০৲ A/c S ৩৫০৲ ৪২৫৲ D ৪৫০৲ ৬০০৲; *Alita GH,* near GPO, S ৮০-১০০৲ D ১৫০-২২৫৲; *Rajasthan GH,* near Mosque, D ১২৫-২০০৲; *H Kingsway,* GPO Rd-1, ✆ 5501215, SAB ৩০০৲ DAB ৪৫০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬৫০৲। রেল স্টেশনমুখী যেতে দোকানপাটে ঠাসা ভিসাল কমার্সিয়াল সেন্টারের ত্রিতলে *H Prime,* Pattharkuva, ✆ 352582, SAB ২৫০৲ DAB ৪০০৲ A/c S ৪০০৲ D ৬০০৲ T ৬৫০৲।

রেল স্টেশনমুখী Relief Rd-এ —*H Capri,* ✆ 354643, S ৩০০৲ D ৪৫০৲ A/c S ৬০০৲ D ৮০০৲; *H Uday,* opp Oriental Building, S ৮০৲ D ১০০-১৭৫৲ T ২০০৲ A/c D ৩৫০৲; *Shree Shibnarayan G H ; H Gitanjali,* ✆ 385429, SAB ১৭৫-২৫০৲ DAB ২০০-৩৫০৲ A/c D ৪৫০৲; বিপরীতে Calico Dome-এর কাছে *Amber H,* ✆ 357092, SAB ২৫০৲ DAB ৪০০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬০০৲; ক্যালিকো ডোমের বিপরীতে *H City Palace,* ✆ 386574, S ২২৫৲ D ৩০০৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৫০৲; *Imperial G H ; H Naigara,* near Zakeria Mosque, SAB ১৫০৲ DAB ২২৫৲ TAB ২৫০৲ A/c D ৪৫০৲; বিপরীতে *H Alba ; Sunny G H ; H Anukul,* ✆ 383535, R_1^1 B1, D ২০০-২৭৫৲, ৬০৲ অতিরিক্তে রুম কুলার মেলে; *H Marvel,* opp Bhagawati Emporium, ✆ 359941, S ৩২৫৲ D ৪০০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬০০৲; *H Metro ; H Uttamnivas,* ✆ 335201, S ১০০৲ D ১৭৫৲ T ২০০৲ ডর্মি ৫০৲; *Happy Home G H,* D ১২৫-২০০৲; এ ওয়ান গেস্ট হাউস মালিকানায় *Apna G H,* A7R_1^1 B1, ✆ 338631, SCB ৮০৲ DCB ১২৫৲ TCB ১৫০৲ ডর্মি ৩০৲; *Ashok Nibas G H,* SCB ৬০৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০৲ TAB ১৭৫৲ ডর্মি ৩০৲। আর আছে *H Plaza,* SAB ৮০৲ DAB ১৫০৲; *Chandra Bihar G H,* S ৮০৲ D ১৫০৲ T ২০০৲; *Embassy H,* Basanta Chowk, near Lal Darwaja Bus Stand, ✆ 5358473, A20R5, S ২৫০-৪০০৲ D ৪৫০-৬০০৲ A/c S ৪০০-৫৫০৲ D ৬০০-৮৫০৲; *H Tourist,* near Panchkuva Darwaja, R_1^1 B1, SAB ১০০৲ DAB ১৫০৲ ডর্মি বেড ৩০৲ করে।

Lal Darwaja-1কে ঘিরে—*H Nataraj,* S ১০০৲ D ১৭৫৲ T ২০০৲; **H Roopalee,* A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *Ritz H,* S ২৭৫৲ D ৪২৫৲ A/c S ৪২৫৲ D ৬০০৲ স্যুইট ১০০০৲; *H Ambassador,* Khanpur Rd-1, ✆ 5502490, SAB ৩০০৲ DAB ৪৫০৲ A/c S ৫৫০৲ D ৬৫০৲; **Cama H,* Khanpur Rd-1, A11R3.2B1, ✆ 5505281, A/c S ১২৫০৲ D ১৮৫০৲ স্যুইট ২৫০০-৩৫০০৲; *H Royal,* Balwas, Khanpur, ✆ 350105, A/c S ১৫০০৲ D ১৭৫০-২৫০০৲ স্যুইট ৪৫০০৲; *The Mascot,* Khanpur, ✆ 448747, A/c S ৮৫০৲ D ১২০০৲ স্যুইট ১৫০০৲; *Stay Inn,* Khanpur Gate, ✆ 354127, S ৩৫০৲ D ৪৫০৲ A/c S ৬০০৲ D ৮৫০৲; *Alif International,* opp B M C Bank, Khanpur, S ৩০০৲ D ৪০০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬০০৲; **Rivera H,* Khanpur Rd-1, ✆ 5504201, A/c S ৬৫০-৮৫০৲ D ৮৫০-১২৫০৲ স্যুইট ১৫০০৲; *Sabre H,* Khanpur Rd-1; *H Esquire,* opp Sidi Saiyed Jali, S ১৫০৲ D ২৫০৲ A/c S ৪০০৲ D ৬০০৲; *H Bombay,* North of Sidi Saiyad's Mosque, K B Commercial Centre, 3rd floor, ✆ 3[illegible]1746, SCB ১০০৲ DCB ১৫০৲ SAB ১৭৫৲ DAB ২৫০৲; *H Gulmarg,* S ১০০৲ D ১৫০৲ A/c S ২০০৲ D ৩০০৲; *H Kankavati,* Relief Rd, ✆ 361163, A15$R1\frac{1}{2}B\frac{1}{2}$, D ২০০-২৭৫৲ T ২০০-২৭৫৲ A/c D ৪০০৲ D ৬০০৲।

রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি দূরে Navrangpura Telephone Exchange-এর কাছে—**H Klassic Gold,* 42 Sarder Patel Marg-6, ✆ 445594, A/c S ৯৫০৲ D ১৫০০৲ স্যুইট ২০০০৲; *Nest H,* 37 Sardar Patel Ngr-6, ✆ 444340, A/c S ৩৫ D ৪০ স্যুইট ৬০ US$.

আর আছে শহরময়—*H Capital,* Chandanwadi, Mirzapur-1, ✆ 304633, S ৪০০৲ D ৬০০৲ A/c S ৬০০৲ D ৮০০৲ স্যুইট ১০০০৲; *H Meghdoot,* near New Cloth Market-2, ✆ 313054, D ৪৫০৲ A/c D ৬০০-৮৫০৲ স্যুইট ১০০০৲; *H Dimple International,* Vandana Cloth Mkt-2, ✆ 2141849, SAB ৩৫০৲ DAB ৪৫০৲ A/c S ৪৫০-৬০০৲ D ৬০০-৮৫০৲; **Quality Suites Shalin,* Ellis Bridge-6, ✆ 426967, A14R8, A/c S ১৭৫০৲ D ২০৫০-২৭৫০৲ স্যুইট ৩৭৫০৲; *Gokul H,* near Regal Cinema, Pankore Naka-1, A/c S ৩২৫-৪৫০৲ D ৪০০-৬৫০৲; *H Paradise,* opp. Reserve Bank, Ashram Road, S ১০০৲ D ১৭৫৲; **H Karnavati,* Ashram Rd-9, ✆ 402161, A/c S ৯৫০-১২৫০৲ D ১২৫০-১৭৫০৲ স্যুইট ১৫০০-২৫০০৲; **H Nataraj,* Ashram Rd-9, near ITO, A/c S ৮৫০৲ D ১০৫০৲ স্যুইট ১৫০০৲; *H Siddhartha Palace,* Shahibag, SAB ৩২৫৲ DAB ৪৫০৲ A/c S ৪২৫-৬০০৲ D ৬০০-৮৫০৲; *Prithvi H,* near L G Hospital, Maninagar-8, ✆ 340522, R3, S ৩০০৲ D ৪৫০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬৫০৲; *H Alankar,* opp Kalupur Rly Stn, Kalupur-2, SAB ১০০৲ DAB ১৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *H Ahmedabad International,* Norol Ngr, ✆ 832154, S ২২৫৲ D ৩২৫৲ A/c S ৩৫০৲ D ৪৫০৲; *Grand H,* S ১০০৲ D ১৭৫৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *H Kanak,* opp Gujarat College, Ellis Bridge, A/c S ৬০০-৮৫০৲ D ৮৫০-১২৫০৲; *H Ellis,* near Town Hall ; *H President,* Swastik Char Rasta, Navrangpura-9, ✆ 6421421, A/c S ৯৫০-১২৫০৲ D ১২৫০-১৫০০৲ স্যুইট ১৫০০-২৫০০৲; *H Pansikura,* beside Town Hall-6, ✆ 402960, A/c S ৬০০৲ D ৮০০৲; **H Nalanda,* Ellis Bridge-6, ✆ 426262, A/c S ৮০০৲ D ১০৫০-১৫০০৲ স্যুইট ২০০০৲; **Inder Presidency,* Ellis Bridge-6, ✆ 6425050, A/c S ১৫০০৲ D ১৭৫০৲ স্যুইট ২০০০-২৭৫০৲; *The West End,* Ellis Bridge-6, ✆ 462627, A/c S ৯৫০৲ D ১৪৫০৲ স্যুইট ২২৫০৲; **Holiday Inn,* near Nehru Bridge, ✆ 5505505; এছাড়াও হোটেল আছে নানান লাল দরোজা ও রেল স্টেশনকে ভর করে আমেদাবাদে। চার্জও এদের সাধারণ। তবে, গুজরাটের হোটেলে সরকারি লাক্সারি ট্যাক্সের আধিক্য ঘটে থাকে।

তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে সাধারণ মানের হোটেল—*মেহুল, অলিতা, এস্কোয়ার, ক্যাডিলাক, রিলাক্স, রিজ, বম্বে, এশিয়ানা* থাকার পক্ষে ভালই। *রেলের রিটায়ারিং রুম, মিউনিসিপাল রেস্ট হাউস*-ও আছে আমেদাবাদে। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য স্ব স্ব ম্যানেজারদের লিখুন। আর ৭ কিমি দূরে সবরমতীতে TCGL-এর *Toran* , opp Gandhi Ashram, Ahmedabad-380027, ✆ 483742, DAB ৩৫০৲ A/c D ৫৫০৲, থাকা ও আহার্যের সুব্যবস্থা মেলে।

আহার্যও মেলে প্রায় প্রতিটা হোটেলে। তবুও তিন দরোজায় *নিলাম, প্যারামাউন্ট ও কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের* দেশী-বিদেশী আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট সুনাম। এলিস ব্রিজে *ডাউনটাউন ফাস্ট ফুড*(১১-৩০—২৩-৩০)-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি দক্ষিণ ভারতীয় ও মহাদেশীয় আহার্য পরিষেবায়। তেমনই সবরমতী তীরে কলেজের বিপরীতে *কলেজিয়ান রেস্টুরেন্ট*-এরও যথেষ্ট সুখ্যাতি তার পাঞ্জাবি মিলের জন্য। থালি প্রথায় গুজরাটি মিলের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে তিলক রোডের *চেতনা রেস্টুরেন্ট* বা লাল দরোজায় পঞ্চায়েত বিল্ডিংসে *আপনা রেস্টুরেন্ট* বা সারখেজ রোডে ইউটেনসিল মিউজিয়ম লাগোয়া *ভিসাল*-এ। সদাই ব্যস্ত এরা। ব্যবস্থাপনা ভালই। থালি প্রথায় পেট চুক্তি আহার। গুজরাটি মিলের সঙ্গে গুজরাটি *ফোক সংস*-এরও আসর বসে ভিসালে। টাউন হল-এর কাছে *গোপী*, কামা হোটেলের বিপরীতে *সবর*— এদেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। আশ্রম রোডে *পতঙ্গ রেস্টুরেন্ট*(১২—১৪-৪৫ ও ১৯—২৩-০০)-এ ভারতীয়-চীনা-মহাদেশীয় আহার্য মেলে; আর এদেরই ঘূর্ণমান *Angeethi and Thikana Restaurant* (১২-৩০—১৪-৪৫ ও ১৯—২৩-০০)-এরও যথেষ্ট সুনাম মহাদেশীয় আহার্য পরিবেশনে। সীমিত (১২০) আসন, উচিত হবে ✆ 77709/77899-এ বুক করে যাওয়া। যথেষ্ট সস্তায় রেল স্টেশনের দ্বিতলে *Refreshment Room*-এও ভেজ ও নন ভেজ মিল মেলে। এছাড়াও ১৫-৫০টাকায় গুজরাটি মিলের ব্যবস্থা নিয়ে হোটেল রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সারা শহরময় আমেদাবাদে। তেমনই স্বাদ নেওয়া যেতে পারে গুজরাটি মেনু—*Khaman Dhokla* অর্থাৎ নোনতা কেক; দুধ জাত মিঠাই *Doodha Pak* বা *Sev;* দই-এ তৈরি কারি *Kadhi;* দই ও ফলের মিশ্রণে জাত *Srikhand*, সেমাই-এর মিষ্টান্ন *Suterpheni;* পিস পোলাও, ভুগি রায়তা, উন্দিয়া, পুরানপুরি, তরেলা রুটি ছাড়াও নানান কিছুর গুজরাটের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। আর একান্তই উচিত হবে আমেদাবাদ ভ্রমণে তিন দরোজায় *Vadilal*-এ আইসক্রিমের স্বাদ নেওয়া।

আর আছে খানপুর রোডে সদস্যদের জন্য*WIAA রেস্ট হাউস*, শাহীবাগে *সার্কিট হাউস*, গীতা মন্দির তথা দূরপাল্লার বাস স্ট্যান্ডে *মিউনিসিপ্যাল বিশ্রাম গৃহ;* ছাড়াও *ধরমশালা—ভাটিয়া, বেচার দাস, দিগম্বর, মানেকলাল, রেবাবাঈ, মুসলিম মুসাফির খানা* opp Rly Stn, *টাকশালি* আমেদাবাদে।

Gujarat Tourism-এর দপ্তর বসেছে:	
Dhanraj Mahal, Apollo Bunder, Mumbai-400039,	✆ (022) 2024925.
A/6, State Emporia Building, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi-110001,	✆ (011) 352107.
Mount Chambers, 2nd floor, 758 Anna Salai, Chennai-600002,	✆ (044) 8251172.
Expression 17, Justice Dwarakanath Rd, Calcutta-700020,	✆ (033) 4754502.

শহর ছাড়তেই সারা গুজরাটে প্রায় প্রতিটা হোটেলেই আধা ও পুরা মিল প্রথার প্রচলন। সাধারণের পক্ষে আধা মিলই যথেষ্ট। আর পুরা মিল অর্থ পেটচুক্তি আহার্য। নিরামিষাশী এরা।

কনডাকটেড ট্যুর : Tourism Corporation of Gujarat Ltd, Tourist Information Bureau, H K House, near Times of India, Ashram Rd, Ahmedabad-380009, ✆ 449683, Fax: 079-428183 (১০-৩০—১৬-৩০) থেকে (১) প্রতি শুক্রবার সকাল ৬-৩০টায় ৫ দিনের প্যাকেজে যাচ্ছে সৌরাষ্ট্র দর্শনে। টিকিট ডাবল বেডের ঘরে ১৫০০, ডর্মিতে ১২০০, প্রতিজনা। ট্যুরে দর্শন: Rajkot, Jamnagar, Dwarka, Velavadar, Porbandar, Somnath, Gir, Junagadh, Palitana, Lothal, etc. (২) প্রতি শনিবার ৬-০০টায় ৫ দিনের ট্যুরে উত্তর গুজরাট ও রাজস্থানের উদয়পুর, চিতোর, হলদিঘাটী, নাথদ্বার, রণকপুর, মাউন্ট আবু, অম্বাজী, কুম্ভারিয়া, মধেরা বেড়িয়ে আনে, ভাড়া ১৬০০,। (৩) প্রতি ২য় ও ৪র্থ শনিবার দক্ষিণ গুজরাট, অজন্তা-ইলোরাও যাচ্ছে TCGL ৬ দিনের প্যাকেজে। (৪) শহরও দেখিয়ে আনে TCGL প্রতি রবিবার সকাল ৮টায় গিয়ে ১৪-৩০টায় ফিরে। (৫) বালযাত্রায় যাচ্ছে রবিবার ৮—১৩-৩০টায়। (৬) আর ১৩-০০টায় গিয়ে ২২-০০টায় ফেরে আদালজ ভাভ, সারখেজ রোজা, শ্রেয়স ফোক মিউজিয়ম, শেকিং টাওয়ারস, গান্ধী আশ্রম ও *লাইট অ্যান্ড সাউন্ড* শো দেখিয়ে TCGL. থাকা ও যাতায়াত নিয়ে ভাড়া। পুরো টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে টিকিট বুক করা যায়। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। আরও প্রয়োজনে কলকাতায় Regional Office: Tourism Corporation of Gujarat, C/o Expression, 17 Justice Dwarakanath Rd, Calcutta-700 020, ✆ 4754502.

আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন, লাল দরোজা বাস স্ট্যান্ড আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়েও আমেদাবাদ শহর দেখে নেওয়া যায়। ৯-৩০ ও ১৪-০০টায় ডিলাক্স বাস যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায় ৩৫ টাকায় শহর দেখাতে। অগ্রিম টিকিটের ব্যবস্থাও আছে এদের। Booking : 8—13-00, 13-30—17-30টায়, ✆ 352739. শহর দেখার জন্য আমেদাবাদে থাকার খুব একটা দরকার হয় না। রেলের ক্লোকরুমে লাগেজ রেখে দিনে দিনে শহর দেখে সন্ধ্যায় চলুন নতুনের অভিসারে।

কনডাকটেড ট্যুরে ভদ্র ফোর্ট, সিদি সৈয়দ জালি, শেঠ এস জে লাইব্রেরি, গুজরাট কলেজ, পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, এটিরা, সর্দার স্টেডিয়াম, আকাশবাণী, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, ট্রাইবাল মিউজিয়ম, হরিজন আশ্রম, হাতিসিং জৈন মন্দির, শাহীবাগ এরিয়া, নিউ সিভিল হসপিটাল, শেকিং টাওয়ারস, গীতা মন্দির, কাঁকারিয়া, কাঁকারিয়া বনন ভেটিকা, শাহ আলম রোজা, চানদোলা লেক, মিউজিয়ম, কোচরবা আশ্রম, শেঠ ভি এস হাসপাতাল, টাউন হল, কংগ্রেস হাউস, সবরমতী আশ্রম চার ঘণ্টায় কখনও চলার পথে বাসে বসে, আবার কখনও নামিয়ে পুরো আমেদাবাদ শহর দেখিয়ে আনে। গাইডও থাকেন গাড়িতে। আয়োজন ভালই। আবার অটো বা ট্যাক্সিতেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় আমেদাবাদ শহর।

ভদ্র ফোর্ট অর্থাৎ দুর্গ—এককালে রাজপ্রাসাদ ছিল। সুন্দর বাগিচাও ছিল সেকালে। ১৪১১তে আহমেদ শাহর তৈরি। তবে ২০০ বছর পরে দুর্গ-শেষে আজম খাঁর তৈরি প্রাসাদে আজ ডাকঘর বসেছে। মসজিদও হয়েছে। আরও পরে মারাঠা কালে ভদ্রকালীর মন্দির হয় দুর্গে। সেই থেকে দেবীর নামে নাম। এর ঘড়িঘরটি আজও দর্শকদের

আনন্দ বর্ধন করে। তবে সরকারি দপ্তর বসেছে দুর্গময় আজ।

রেল স্টেশনের সামনে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে পশ্চিমে এলে দুর্গের সামনে **তিন দরোজা** অর্থাৎ একই তোরণে তিনটি পথ। সুলতান আহমেদ শাহর তৈরি। নির্মাণ শৈলীতে অভিনবত্ব আছে। ৩৭ ফুট উঁচু এই তোরণে বসে সুলতান রাজকীয় শোভাযাত্রা পর্যবেক্ষণ করতেন। তিন দরোজার পেছনে রমণীয় উদ্যান **রয়্যাল স্কোয়ার** ভ্রমণে আসতেন সম্রাট বেগমকে সঙ্গী করে।

লাল দরোজার কাছে সবরমতী লাগোয়া তিলক (রিলিফ) রোডে **সিদি সৈয়দ জালি মসজিদ**টি ১৫৭২এ আহমেদ শাহর তৈরি। এর জানালায় পামবৃক্ষরূপী মর্মরের জালির কাজ নয়নাভিরাম। বিশ্বখ্যাত এই জালির মনোহারিত্ব কাঠের মডেলে নিউইয়র্ক ও কেনসিংটন মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

গান্ধী রোডের পাশে মানেকচকে তিন দরোজার সামান্য পুবে **জুম্মা মসজিদ**। জৈন ও মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আহমেদের তৈরি। বিধ্বস্ত জৈন ও হিন্দু মন্দির থেকে উপকরণের সঙ্গে স্থাপত্যও এসেছে। ধনুকের মতো খিলানের কালো পাথরখণ্ডও জৈন মন্দিরের বেদী হয়ে থাকবে। ২৬০টি পিলারে ভর করে ১৫টি গম্বুজ; আকারে যেমন বিশাল, নির্মাণ শৈলীতেও বিশ্ববন্দিত এই জুম্মা মসজিদ। ২টি শেকিং টাওয়ারও ছিল অতীতে। ১৮১৯-এর ভূমিকম্পে অর্ধাংশ আর ১৯৫৭-র ভূমিকম্পে বাকি অংশ বিধ্বস্ত হয়। শায়িত রয়েছেন আহমেদ শাহ মসজিদের পুব দরোজায় **বাদশা হাজিরো**তে। আর রয়েছে সম্রাটের পুত্র ও নাতির সমাধি। পাথরের জালির কাজও সুন্দর। তবে মেয়েদের প্রবেশ মানা সমাধির মূল কক্ষে। বিপরীতে দোকানপাটে ঠাসা অতি দীনভাবে **রানীথো হাজিরো**তে বেগমদের সমাধি।

আমেদাবাদের আর এক আকর্ষণ তার নানানধর্মী মিউজিয়ম। শাহীবাগে সারাভাই-এর বাড়িতে **ক্যালিকো মিউজিয়ম**-এ অতীত ও বর্তমানের বসনের অভিনব প্রদর্শনী বসেছে। এমনকি বয়ন শিল্পের নানান যন্ত্রও প্রদর্শিত হয়েছে। লাইব্রেরিতেও বয়ন শিল্প সংক্রান্ত গ্রন্থের সম্ভার উল্লেখ্য। বুধবার ছাড়া ১০—১২-৩০ আবার ১৪-৩০—১৭-০০টায় খোলা। লে করবুসিয়েরের তৈরি আর এক অভিনব বাড়িতে **এন সি মেহতা মিউজিয়ম অব মিনিয়েচার**-এ ভারতীয় মিনিয়েচার পেন্টিং দেখে নেওয়া যায়। সোমবার ছাড়া ৯—১১-০০ ও ১৬—১৯-০০টায় খোলা। ১৯৪৯ জন্ম বস্ত্রশিল্পের গবেষণা কেন্দ্র **এটিরা** (ATIRA)-রও পর্যটক আকর্ষণ অনন্য। **শ্রেয়স লোকশিল্প মিউজিয়ম**টিও বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের লোকশিল্প ও কলাশিল্প প্রদর্শিত হয়েছে শ্রেয়সে। সঙ্গে রয়েছে উপজাতি গবেষণা ও ফিলাটেলিক প্রদর্শনী শ্রেয়সে। সারা গুজরাট থেকে সংগ্রহ করা ২৫০০ বিচিত্রধর্মী বাসন-কোসন, জাঁতি, হুঁকা-র অভিনব প্রদর্শনশালা **বেচার ইউটেনসিল মিউজিয়ম**-এর পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। ৯—১১-০০ ও ১৬—১৯-০০টায় খোলা, বুধবার বন্ধ।

আর রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে **ইনস্টিটিউট অব ইনডোলজি**তে ভারতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র পাণ্ডুলিপির সংগ্রহশালা। জৈন দর্শনও প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতি বিকালে (১৫-০০) দেখে নেওয়া যায়।

দিল্লী গেটের বাইরে শাহীবাগ রোডে **হাতিসিং জৈন মন্দির**। জৈন ব্যবসায়ী কিশোরী সিংহ হাতি ১৮৫০এ ১০ লক্ষ টাকায় তৈরি করে ১৫তম জৈন তীর্থঙ্কর ধর্মনাথের নামে উৎসর্গ করেন। শ্বেতমর্মরে তৈরি, ৫৩টি গম্বুজ, মূর্তি হয়েছে ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের, কারুকার্য সুন্দর। আর মন্দিরের সামনে হয়েছে হাতিসিংয়ের কীর্তিস্তম্ভ। পুরাতন শহরের কালুপুরায় ১৮৭৮এ তৈরি **স্বামী নারায়ণ মন্দির**টিও দেখে নিতে পারেন। এরই দক্ষিণে ৯টি কবরের Nau Gaz Pir.

আমেদাবাদ ভ্রমণার্থীদের কাছে *ঝুলতা মিনার* বা **শেকিং টাওয়ারস** আর এক অভিনব টাওয়ার। সিদি বসিরের মসজিদ নামেও সমধিক খ্যাত। ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে মালেক শাহরঙ্গ শাহ এটি তৈরি করান। পাশাপাশি তিনতলা গোলাকার দু'টি মিনার। সিঁড়ি উঠেছে ঘুরে ঘুরে। প্রথম তলার পর থেকে কারও সঙ্গে সংযোগ নেই কোনও। তবুও একটিকে দোলা দিলে অতি সহজেই দোল খায় দ্বিতীয়টি। একটিতে আওয়াজ করলে অপরটিতে প্রতিধ্বনি ওঠে তার। সংযোগকারী বারান্দা সে কিন্তু নিস্তব্ধ। ব্রিটিশ সরকার এর নির্মাণ কৌশল আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। কারও কারও মতে, ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে এর পিছনে। আতঙ্ক পেয়ে বসলেও চমক আছে, ভয়ের কারণ নেই, উঠতে ভুলবেন না। রেল স্টেশনের দক্ষিণে সারঙ্গপুর গেটে এই টাওয়ার। তবে গত কিছুকাল মিনার চড়া বন্ধ। এছাড়াও নানান মসজিদ আছে আমেদাবাদে। রেল স্টেশনের দক্ষিণ-পুবে Raj Babi Mosque-এও শেকিং টাওয়ার আছে। তবে, এটিও চড়া নিষেধ। আর রেল স্টেশনের উত্তরে মোগল ও মারাঠা যুদ্ধে বিধ্বস্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে মেলে।

শহরের নবতম আকর্ষণ **গীতা মন্দির**। ছবিতে গীতার আখ্যান চিত্রিত হয়েছে। শিল্পপতি বিড়লা সংস্থার তৈরি, তাই বিড়লা মন্দির নামেও সমধিক খ্যাত।

শহরের ৪ কিমি দক্ষিণ-পুবে ছিল হজ-ই-কুতব, আজ তার নতুন নাম **কাঁকারিয়া হ্রদ**। সুলতান কুতব-উদ্দিন ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে খনন করান কৃত্রিম এই লেক। সেকালে জাহাঙ্গীর/শাজাহান অনেক অলস সন্ধ্যা কাটিয়েছেন বেগমদের নিয়ে হ্রদে। ৬০ মি দীর্ঘ ৩৪ দিক-বিশিষ্ট বহুভুজ হ্রদের মাঝে দ্বীপ, তার নাম *নাগিনাওয়াহি*—সুলতানের গ্রীষ্মাবাস। সম্প্রতি মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম হয়েছে বাগিচায় সুশোভিত দ্বীপে।

হ্রদের পাড়ে গড়ে উঠেছে চিড়িয়াখানা, বাল ভাটিকা, পক্ষীশালা, বোট ক্লাব; চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ।

কাঁকারিয়া হ্রদের পাড়ে পাহাড় ঢালে রূপ পেয়েছে **বাল ভাটিকা**। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে চিড়িয়াখানার স্রষ্টা ডেভিড রুবেন-এর তৈরি। শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের পরিকল্পিত শিশু উদ্যান এটি। শিশু মনোবিকাশের নানান প্রচেষ্টার সাথে মনোরঞ্জনের নানান ব্যবস্থা। টয় ট্রেন চলছে, রিকশা চলছে হরিণ ও ছাগলে টানা, অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইব্রেরি, নানান খেলনা ছাড়াও রয়েছে *হল অব মিরর*। নানানধর্মী মিরর অর্থাৎ আয়নায় কিম্ভূতকিমাকার নিজ মূর্তিটি দেখে নিন আপনিও।

যদিও এখন সরকারি দপ্তর, তবুও স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে **শাহীবাগ প্রাসাদ**-এর আকর্ষণও অনস্বীকার্য। ১৬২২এ খুরম অর্থাৎ উত্তরকালের সম্রাট শাজাহানের তৈরি। নববধূ মমতাজকে নিয়ে কিছুকাল এই প্রাসাদেই অবস্থানও করেন শাজাহান। এমনকি প্রথম ভারতীয় ICS সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও চাকুরি জীবনে কিছুকাল বাস করেন এই প্রাসাদে। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথও আসেন (১৮৭৮) ভ্রমণে। ক্ষুধিত পাষাণের প্রেরণা পান এই প্রাসাদপুরী থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বাধীনোত্তর কালে রাজভবন হলেও আজ বল্লভভাই প্যাটেল স্মারক সংগ্রহশালা বসেছে।

তেমনই লাল দরোজার দক্ষিণে এলিস ব্রিজে সবরমতী পেরুবার আগেই গান্ধী রোডে বাঁয়ে মানিক বুর্জ আর ডাইনে **ভিক্টোরিয়া গার্ডেন**ও উচিত হবে পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া। সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-কলা প্রেমিকদের উচিত হবে মৃদুলা সারাভাই প্রতিষ্ঠিত **দর্পণা** দেখে নেওয়া।

এলিস ব্রিজে সবরমতী পেরিয়ে শহর থেকে ৭ কিমি উত্তরে সবরমতী নদীতীরে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) গড়ে তোলেন **সবরমতী আশ্রম**। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কোচরাব পল্লীতে আশ্রমের সূচনা হলেও ১৯১৭র জুন মাসে এটি সম্পূর্ণতা পায়। সত্যাগ্রহ আশ্রম নামেও এটি সমধিক পরিচিত। ১৯৩০এ ব্রিটিশের লবণ আইনের প্রতিবাদে ডাণ্ডী পদযাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী বেশ কিছুকাল এই আশ্রমের হৃদয়কুঞ্জে বাস করেন। ১৯১৫ থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই আশ্রমটিই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ১৯৬৩র ১০ই মে গান্ধী মিউজিয়ম বসেছে। আলোকচিত্রে গান্ধীজীর কর্মজীবন তুলে ধরা হয়েছে। গান্ধীজীর চিঠিপত্র, বই, ব্যবহৃত নানান জিনিস প্রদর্শিত হয়েছে। চরকায় সুতো কাটা ছাড়াও নানানধর্মী কুটিরশিল্পের কাজও চলছে। গান্ধীজী সংক্রান্ত বইপত্রের বিক্রয়কেন্দ্রও বসেছে; ৮-৩০—১৮-৩০টায় খোলা। প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রম প্রাঙ্গণে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস *Light and Sound*-এ ১৯-০০টায় গুজরাটি; রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ২০-১৫য় ইংরাজি; আর অন্যান্য দিন ২০-১৫য় হিন্দী ধারাভাষ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে। থাকার জন্য আছে TCGL-এর *Toran G H*, Sabarmati Ashram Rd-380007, ✆ 483742, DAB ২৫০, A/c D ৩৫০। আহারও মেলে তোরণে। শহর থেকে ৮১, ৮২, ৮৩ ও ৮৪ রুটের বাস যাচ্ছে আশ্রমে।

শহরের ৩ কিমি দক্ষিণ-পুবে ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে আবুবকর হুসেনির তৈরি সিদ্ধ ফকির **শাহ আলমের সমাধি** তথা **মকবারা**। দরজা শ্বেত মর্মরে, মেঝে কালো পাথরে। ১৭ শতকের প্রথম দিকে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই আসফ খান সোনা ও মূল্যবান ধাতু দিয়ে কবরের গম্বুজগুলি মুড়ে দেন। মকবারার ৩টি বড়, ১৮টি ছোট গম্বুজ তৈরি করেন সালে বাদাখসী। কারুকার্য সুন্দর। এরই পশ্চিমে জলাধার, নতুন করে নাম হয়েছে **চান্দোলা লেক**। এটি খনন করান তাজ খান নারি আলির বেগম।

ফরাসি স্থপতি লে করবুসিয়ের-এর পরিকল্পনায় ৬৪টি পিলারে ভর করে **বল্লভভাই প্যাটেল মিউজিয়ম** বাড়িটি দাঁড়িয়ে। গুজরাটের লোক-শিল্প ও সংস্কৃতির সংগ্রহ উল্লেখ্য।

আমেদাবাদের মসজিদগুলির মধ্যে ভদ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমে **আহমেদ শাহর মসজিদটি** হিন্দু মন্দিরের উপর ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। পিলারগুলিতে হিন্দু ও জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে।

শহরের উত্তরে মির্জাপুরে ১৪৩০-৪০এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যে গড়া **রানী রূপমতী মসজিদ**। মহম্মদ বেগড়ার হিন্দু বেগমের নামে নাম। ৩টি গম্বুজ রয়েছে মসজিদে, প্রতিটি গম্বুজ ১২টি পিলারে ভর করে দাঁড়িয়ে। উঁচু গম্বুজ, আলো আসছে বেসমেন্টে। জালির কাজও সুন্দর। তবে, ১৮১৯-এর ভূমিকম্পে ক্ষতও হয়েছে নানান।

সামান্য দক্ষিণ-পুবে মানেকচকে গঠন সৌষ্ঠবে অনবদ্য **মসজিদ-ই নাগিরা** অর্থাৎ মসজিদের রত্ন রানী সিপরি মসজিদটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। ১৫১৪য় পুত্রের স্মৃতিতে মহম্মদ বেগড়ার বেগম রানী সিপরির তৈরি। স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলিম প্রভাব বিদ্যমান। অদূরে **দস্তুর খান মসজিদ**। জামালপুরের কাছে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়া হৈবতখানের মসজিদটিও অনবদ্য।

আর রয়েছে হাতিসিং-এর উত্তর-পশ্চিমে **দরিয়া খাঁয়ের সমাধি**। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি গুজরাটের সর্বোচ্চ গম্বুজ এটি। ইট, চুন, বালি আর জলের মিশ্রণে তৈরি গম্বুজে সিমেন্ট বা লোহা ব্যবহৃত হয়নি। অতীত স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে দ্রষ্টব্য। অদূরের **ছোটা শাহীবাগ অর্থাৎ হারেমে** থেকে জেনানারা আসতেন হাওয়া সেবনে। তেমনই রেল লাইনের পুবে সরসবাগে ঔরঙ্গজেবের হাতে মসজিদে রূপান্তরিত ১৬৩৮-এ তৈরি জৈন মন্দির দেখে নেওয়া যায় আমেদাবাদে।

শহর থেকে ১৯ কিমি উত্তরে ১৪৯৯এ বীরসিংহের রানী উদাবাঈ-এর তৈরি **আদালজ ভাও বা বাপী অর্থাৎ কুয়া**।

এই অভিনব কূয়া গুজরাটের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি নেমেছে জলের স্তরে। শুধু সিঁড়িই নয়, মাটির নিচেতে হয়েছে বিশ্রামগৃহ, মাথার ওপরে গম্বুজ। তবে, সূর্যের অবস্থান হেতু ১০—১১-০০টায় ভাও দেখে নেওয়া উচিত। আর শহরের আসরবাতে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি **দাদা হরি** ভাওটির নির্মাণ কৌশলও সুন্দর। আমেদাবাদের আর এক পর্যটক আকর্ষণ ভাও-এর পিছনে **দাদা হরি রৌজা** ও **মসজিদ**। এর স্থাপত্যে অভিনবত্ব আছে। মসজিদের গবাক্ষে পাথর কুঁদে বৃক্ষাকার জালি কাজ অনবদ্য। তবে অবহেলিত, ১৮১৯-এর ভূমিকম্পে এরও দু'টি চুড়ো ভেঙে পড়ে। অদূরে মাতা ভবানী ভাও। আমেদাবাদ থেকে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

গান্ধীনগর

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়তে ১৯৬০এ তৎকালীন বম্বে ভেঙে গড়ে ওঠে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। সাময়িকভাবে গুজরাটের রাজ্যপাট আমেদাবাদে বসলেও ১৯৬৫-তে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নামে আমেরিকার স্থপতি Le Corbusier, Louis Kahn ছাড়াও ভারতীয় স্থপতি Doshi ও Correa এদের পরিকল্পনায় নতুন রাজধানী শহর গড়ে উঠতে শুরু করে আমেদাবাদ থেকে ৩২ কিমি উত্তর-পুবে গান্ধীনগরে। সবরমতী নদীর পশ্চিম পাড়ে ৫৯ বর্গ কিমি জুড়ে এই পরিকল্পিত স্বপ্ননগরী। গুজরাট সরকারের সেক্রেটারিয়েট সহ নানান সরকারি দপ্তর ১৯৭০এ স্থানান্তরিত হয়েছে গান্ধীনগরে। ৩০টি সেকটরে শহর। তবে সেকটর ১০-এর অভিনবত্ব পর্যটকদের বিমোহিত করে। লেকে ঘেরা বিঠলভাই প্যাটেল ভবনও, বিধানসভার স্থাপত্য অতুলনীয়। সর্দার ভবন, নর্মদা ভবন, এরাও তুলনাহীনা। চিত্তবিনোদনের জন্য মিনি ট্রেন চলছে সেকটর ২৮-এর চিলড্রেন্স পার্কে। সেকটর ৯-এ রয়েছে পিকনিক স্বর্গ সরিতা উদ্যান; এরই লাগোয়া ডিয়ার পার্ক সব বয়সের সবার কাছে আদরণীয়। শহরের নবতম আকর্ষণ ২৩ একর জমিতে গড়া স্বামী নারায়ণ মন্দির কমপ্লেক্স। ৪ লক্ষ লোকের বাস শহরে।

গুজরাটের বিভিন্ন শহর থেকে বাস-সংযোগ রয়েছে গান্ধীনগরের। GSRTC-র বাসও নিয়মিত চলছে আমেদাবাদ ও গান্ধীনগরের মাঝে। লাল দরোজা বাস স্ট্যান্ডের পিছে হোম গার্ড গ্রাউন্ড থেকে ½ ঘণ্টা অন্তর বাস যাচ্ছে। রেলপথেও গান্ধীনগর সারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত। আমেদাবাদ থেকে উত্তর ও পশ্চিমগামী প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে গান্ধীনগর হয়ে। আবার আমেদাবাদ থেকে ৯-০০টায় ট্রেন যাচ্ছে সবরমতী হয়ে গান্ধীনগরে। এক ঘণ্টার পথ। দিনান্তে ১৮-৩০-এ ট্রেন ফেরে শহরে। ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পিত শহর দেখতে পর্যটক সমাগম আজ দুর্নিবার গান্ধীনগরে।

প্রাইভেট হোটেল প্রসার পায়নি গান্ধীনগরে। তবে, রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায়—*Pathikashram*, Sector 11 ; *Youth Hostel*, Sec 16 ; *Rest House*, Sec 21 ; *Circuit House*, 'J' Road-এও পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা মেলে। আর হয়েছে **H Haveli*, opp Vidhan Sabha, Ch Road, Sector-11, Gandhinagar-382011, ✆ 24051, S ৪৫০, D ৬৫০, A/c S ৬৫০-৮৫০, D ৮০০-১০৫০, স্যুইট ১২৫০।

ডাকোর

আনন্দ-গোধরা শাখা রেলে আনন্দ থেকে ২৭ কিমি দূরে ডাকোর স্টেশন। ৬-১০, ১০-১০, ১৪-২৫, ২০-৩০এ আনন্দ ছেড়ে লোকাল ট্রেন যাচ্ছে ½ ঘণ্টায় আর আমেদাবাদ থেকে ৯২, ভাদোদরা ৮৯ কিমি দূরে আমেদাবাদ-ভাদোদরার সড়কের নাদিয়াদ থেকে পথ গিয়েছে ডাকোর-এ। দু'দিক থেকে ঘণ্টা দুয়েকের বাস পথ। মুহুর্মুহু বাসও মেলে আমেদাবাদ ও ভাদোদরা থেকে। বাস স্ট্যান্ড থেকে পায়ে বা টাঙায় বা অটোয় চলা যেতে পারে ১ কিমি দূরের মন্দিরে।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা প্রশস্ত অঙ্গনের মাঝে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকার প্রথম মূর্তি এই শ্রীকৃষ্ণ—রণছোড়জি নামে খ্যাত। জনশ্রুতি, ভক্ত বোদানো-র সঙ্গে দেবতা আসেন দ্বারকা থেকে ডাকোরে। দ্বিমতে, ১২৬৯এ ডাকোরবাসীরা চুরি করে আনে রণছোড়জিকে। স্বর্ণ সিংহাসনে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে দণ্ডায়মান কষ্টিপাথরের দেবতা। ৬-৪৫—১৩-০০ আবার ১৬—১৯-৩০টায় মন্দির খোলা। নবরাত্রিতে জাঁকালো উৎসব হয়।

থাকার জন্য *পুনিত আশ্রম ধরমশালা ও গেস্ট হাউস* আছে ডাকোরে। শতাধিক ঘরের পুনিত আশ্রমে আহার্যও মেলে। বাথ সংলগ্ন ডাবল বেডের ঘর ৪০, মিল ৭ হারে। তবুও যেন আমেদাবাদ-ভাদোদরার পথে বাসে বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার।

চলার পথে আনন্দ-এ রয়েছে ত্রিভুবন দাস প্যাটেলের উদ্যোগে ড্যানিস সহযোগিতায় গড়া ভারতে প্রথম সমবায় প্রথায় UNICEF-এর দুগ্ধ প্রকল্প আমূল।

ভাদোদরা/বরোদা

বারবার নামান্তরিত হয়ে বাগিচার শহর ইংরেজদের বরোদা আজ হয়েছে ভাদোদরা (Vadodara)—অর্থ তার বটগাছ। তবে, দীর্ঘ অতীতে নাম ছিল এর বীরক্ষেত্র বা বীরাবতী। ১৭০৬এ প্রথম আগমন ঘটলেও ১৭৩২এ মারাঠা আধিপত্যের সূচনা। ভাদোদরা হয় স্বাধীন মারাঠা রাজ্য। রাজধানীও তার ভাদোদরায়। উত্তরকালে গায়কোয়াড় স্টেটের রাজধানীও হয় ভাদোদরা। চাষীর ঘরে জন্ম হলেও দত্তকপুত্র সওয়াজী রাও-৩ নিজ নিপুণতায় সাজিয়ে তোলেন তাঁর রাজধানীকে। সুন্দর সাজানো শহর, প্রশস্ত রাজপথ—আধুনিক স্থাপত্যের বাড়ি-ঘর, ৩১টি বাগিচা, নানান সরোবর, মৃদু-মন্দ বাতাস—শিল্প ও সংস্কৃতি ভাদোদরার আকাশে-বাতাসে। তেমনই প্রসিদ্ধি আছে সঙ্গীতের জলসাঘরে ভাদোদরা-ঘরানার। বিশ্বামিত্র নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে ভাদোদরা শহর। কথিত আছে, বিশ্বামিত্র

মুনি তপস্যা করেন এই নদীর তীরে—তাঁরই নামে নাম নদীর। এমনকি বাংলার ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নানান স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে ভাদোদরায়। বেশ কিছুকাল তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদও অলঙ্কৃত করেন। শ্রীঅরবিন্দ বাসও করেন ১৮৯৪-১৯০৬ ভাদোদরায়। বাসভূমে আজ স্মারক মন্দির বসেছে। নবরাত্রি জাঁকালো উৎসব ভাদোদরায়। তবুও যেন ভাদোদরা নবোদ্যমে গড়তে চলেছে গুজরাটের শিল্প-বাণিজ্যের শিরোমণিরূপে।

রেল স্টেশন, দূরপাল্লার বাস ও সিটি বাস স্ট্যান্ড—তিনেরই মুখোমুখি অবস্থান ভাদোদরায়। হোটেলও নানান ত্রয়ী থেকে ২—১৫ মিনিটের পায়ে হাঁটা ব্যাসে ভাদোদরায়। নানানধর্মী হোটেলও মেলে শহরে। লজ ও গেস্ট হাউসে ৮০—১৫০ টাকায়, মধ্যমানের হোটেলে ২০০—৪৫০ টাকায়, আর উচ্চমানের হোটেলে ৬০০ টাকার ঊর্ধ্বে ডাবল বেডের ঘর মেলে।

Vadodara (Baroda)-390005, STD 0265-এ Vadodara Municipal Corporation-এর *Nagar Palika Pravasi Gruha*, opp Rly Stn, S ৪০ D ৮০ T ১০০ হল ১২০, অবু: Tourist Office, Nagar Palika Pravasi Gruha, opp Rly Stn, Vadodara, ✆ 329656; *H Suren*, DAB ১৭৫-২৫০; দোকানপাটের দ্বিতলে *Garden L*, একই বাড়ির ত্রিতলে *National L*, D ১২৫-১৮০; *Travellers L*, *Luxmi L*, DAB ১২৫-২৫০। ডানহাতি Sayajiganj, Vadodara-390005এ: *Apsara H*, DAB ১৭৫-২৫০; *H Ambassador*, ✆ 327417, SAB ১৭৫-২২৫ DAB ২৫০-৩০০ A/c S ৪০০ D ৬০০; **Sayaji H*, Kalaghoda-5, A5R0.50B0.75, ✆ 330088, A/c S ৫৫০-৭০০ D ৬৫০-৯৫০ স্যুইট ১৭৫০; **H Surja*, Sayajiganj-5, ✆ 336500, SAB ৩৫০-৪৭৫ DAB ৪৫০-৬৭৫ A/c S ৬৫০-৮৫৫ D ৮০০-১৫০০; *Surya Palace H*, opp Parsi Agiari-5, ✆ 330011, A/c S ৮৫০ D ১২৫০ স্যুইট ২২৫০; **Best Western Rama Inn*, ✆ 300131, D ৬০০ A/c D ৮০০-১০০০ Suite ১৪৫০-২০০০; *H Chandan Mahal*, ✆ 328134, S ১০০ D ১৭৫ ডিলাক্স S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪৫০। এদের পিছে গলিপথে *Jagadish Hindu L*, DAB ১০০-১৭৫, ব্যবস্থাপনা ভালই; বিপরীতে *H Vikram*; *H Som Galaxy*, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A/c S ২৫০ D ৩০০; *Vadodara GH*, S ১২৫ D ১৭৫ F ২৫০; **H Aditi*, Sayajiganj, ✆ 327722, R½, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪০০-৬৫০ D ৬০০-১০০০।

রেল স্টেশনের পিছে নালা দিয়ে লাইন পেরিয়ে রেস কোর্সমুখী R C Dutta Road-390005এ—*Vijoy GH*, ✆ 328339, S ১০০ D ১৭৫ T ২২৫; *H Abantika*, ✆ 326961, S ১৫০ D ২৫০ T ৩০০; *Agarwal GH*, DCB ১২৫ DAB ১৭৫; *H Lotus*; *H Green*, Race Course Rd, ✆ 323111, S ১০০ D ১৭৫; বিপরীতে *Vishram Gruha—Circuit House*; বিপরীতে বামহাতি Sampat Rao Colony, Alkapuri-5-এ—*H Sky Lab*, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; এদেরই Unit 2এ S ১২৫-১৭৫ D ২২৫-২৭৫ A/c S ৩০০ D ৪০০; *H Rahi*, S ১৫০ D ২৫০; *H Nataraj*, DCB ১৫০ DAB ১৭৫-২৫০; *H Dhiraj*, ✆ 325058, D ১৫০-২৫০ A/c D ৩৫০; *H Sanman*, ✆ 324119, S ১২৫ D ১৭৫ T ২২৫ F ২৭৫; *H Royal*, ✆ 326575, S ২০০ D ৩০০ A-c S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪০০-৪৫০ D ৪৫০-৬৫০; *H Stavel*, S ১৫০-২৫০ D ২০০-২৭৫; *H Roshni*, ✆ 329728, S ১০০ D ১৭৫ A/c S ২২৫ D ৩০০।

R C Dutta Rd-5এ— *H Kaviraj*, ✆ 323401, SAB ২৫০ DAB ৩৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০, দিনের ১২ ঘণ্টায় রিবেট মেলে। লাগোয়া *H Savshanti Towers*, Alkapuri, ✆ 334255, S ৩৫০ D ৪৭৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *Alka Inn*, 2, Alkapuri, ✆ 322339, S ৩০০-৪৫০ D ৪০০-৬৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০; **Express H*, ✆ 330960, A/c S ৮৫০-১২৫০ D ১২০০-১৭৫০ স্যুইট ২০০০-৩০০০; **Express Alkapuri* ✆ 337899, A/c S ৮৫০-১২০০ D ১০৫০-১৭০০ স্যুইট ১৫৫০-২৫০০; Welcomgrourp-এর *H Vadodara*, ✆ 330033, A/c S ৬৫-১৪০ D ৮৫-১৬০ স্যুইট ২৫০ US$; *H Kalyan*, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; *H Gaurav*, Station Rd-2, S ২২৫ D ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *H Sweet Dream*, Fatehganj; *Bombay Boarding House*, ✆ 550192 ; *H Airport*, opp Hami Airport, ✆ 550294; *H Sarita*, Mandwa-391105, D ১৫০-২২৫ A/c D ৩০০-৩৭৫; **H Utsab*, Manek Rao Rd-1, ✆ 551686, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *H Rajdhani*, Dandia Bzr-1, A6R3½B0, ✆ 541184, D ৩০০ A/c D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; *H Sagar*, Sursagar (N)-1, A7R1, S ২২৫ D ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *City Resort*, NH-8 By Pass, Vemali, Fatehganj, Vadodara-390002, ✆ 480623, A/c D ৮০০ Suite ১২০০।

রেলের রিটায়ারিং রুম-ও আছে ভাদোদরায়। আর আছে *হোটেল আনন্দ নিবাস, কৃষ্ণ নিবাস, মনোহর লজ, জানকী নিবাস, গীতা নিবাস, শ্রীনিবাস হোটেল, বরোদা হোটেল, গ্র্যান্ড, করোনেশন* ছাড়াও নানান হোটেল। *ধরমশালাও* আছে নানান ভাদোদরায়।

আহার্যেরও নানান হোটেল ভাদোদরায়। Sayajiganj-এর *H Ambassador* থালি মিলে যথেষ্ট খ্যাত। তেমনই *Havmor Restaurant*, Yash Kamal Building-এর (১১—২৩-০০) ভারতীয় ও মহাদেশীয় আহার্য পরিবেবায় যথেষ্ট সুনাম। শিবাজী রোডের *Ishwar Bhuvan* (১১—১৫-০০ ও ১৯—২২-০০)-এরও গুজরাটি-পাঞ্জাবি-চীনা মিলে প্রশস্তি আছে। আর চীনা ডিশের জন্য R C Dutta Rd-এর *Chung Fa*-য় চলা যেতে পারে। তবুও যেন স্বল্প মূল্যে রেল স্টেশন *রিফ্রেশমেন্ট রুমের* যথেষ্ট সুখ্যাতি ভাদোদরায়।

মুম্বাই-আমেদাবাদ-দিল্লী মিটারগেজ ও মুম্বাই কোটা-দিল্লী ব্রডগেজ রেল পথে ভাদোদরা স্টেশন। মুম্বাই থেকে আসা দিল্লী ও আমেদাবাদের প্রতিটি ট্রেন ভাদোদরা হয়ে যাচ্ছে। তেমনই আমেদাবাদ-মুম্বাই-এর প্রতিটি ট্রেনও ভাদোদরা হয়ে যাচ্ছে। আমেদাবাদ যাচ্ছে ১৮-১০এ ভাদোদরা ছেড়ে ২০-২৫এ ভাদোদরা-আমেদাবাদ এক্স, আমেদাবাদ ছাড়ে ১৪-৫০এ। ভালসাদ যাচ্ছে ১৭-৩০এ ভাদোদরা-ভালসাদ এক্স, ২০-২৮এ আমেদাবাদ-ভালসাদ গুজরাট কুইন ছাড়াও মুম্বাই-এর প্রতিটা ট্রেন। ট্রেন যাচ্ছে ভাদোদরা থেকে

২ ঘণ্টায় ১০০কিমি দূরের আমেদাবাদ, ৬ ঘণ্টায় মুম্বাই ৩৯২, ২½ ঘণ্টায় সুরাট ১২৯, ১২ ঘণ্টায় ব্রডগেজে দিল্লী ৯৯২ কিমি—মিটারগেজে ১৭½ ঘণ্টায়। কলকাতার দূরত্ব ১৯৮৯ কিমি। পুব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত থেকে আসা আমেদাবাদগামী ট্রেনগুলিও ভাদোদরা হয়ে যাচ্ছে। আমেদাবাদ-হাওড়া এক্স ছাড়াও নানান প্যাসেঞ্জার (৫-৪০, ৮-৪০, ১১-০০, ১২-০৫, ১৬-৫৫, ২৩-১৫) ট্রেন চলছে আমেদাবাদ থেকে আনন্দ/ভাদোদরা হয়ে সুরাটে। আর মুম্বাই সেন্ট্রাল যাচ্ছে ৫-১৩য় কচ্ছ এক্স, ৭-৩০এ সয়াজী নগরী এক্স (বান্দ্রা), ২৩-০০টায় ভাদোদরা-মুম্বাই এক্স, ৯-৫৫য় সৌরাষ্ট্র এক্স, ০-৫০এ সৌরাষ্ট্র মেল, ২২-২৬এ সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স; আমেদাবাদ থেকে ছাড়া ১৬-২০এ শতাব্দী এক্স (শুক্র ছাড়া), ৬-৫৫য় কর্ণবতী এক্স (বুধ ছাড়া), ০-০৮এ গুজরাট মেল, ৯-১২য় গুজরাট এক্স, ২৩-৩০এ জনতা এক্স ছাড়াও আমেদাবাদ-মুম্বাই-এর প্রতিটা ট্রেন। ৫-১৫ থেকে ৭ ঘণ্টার পথ। ভাদোদরা ফেরে মুম্বাই থেকে ২৩-৩০এ ভাদোদরা এক্স, ১৪-৫০এ বান্দ্রা-ভাদোদরা সয়াজী নগরী এক্স, ১৭-০০টায় কচ্ছ এক্স, ৬-২৫এ শতাব্দী এক্স (শুক্র ছাড়া), ১৬-২৫এ বান্দ্রা থেকে সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স, ৭-৪৫এ সৌরাষ্ট্র এক্স, ২০-২৫এ সৌরাষ্ট্র মেল, ৫-৪৫এ গুজরাট এক্স, ১৯-৩৫এ আমেদাবাদ জনতা, ২১-৫০এ গুজরাট মেল ছাড়াও নানান।

নতুন দিল্লী যাচ্ছে রাজধানী এক্স (সোম ছাড়া), হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে অগাস্ট ক্রান্তি রাজধানী এক্স (বুধ ছাড়া), নতুন দিল্লী হয়ে অমৃতসর যাচ্ছে মুম্বাই-অমৃতসর গোল্ডেন টেম্পল মেল, পশ্চিমী এক্স; ফিরোজপুর যাচ্ছে মুম্বাই-ফিরোজপুর জনতা এক্স, মুম্বাই-দেরাদুন এক্স, 1 4 5 7 দিন মুম্বাই-জম্মু স্বরাজ এক্স। বান্দ্রা-ইন্দোর অবন্তিকা এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক সর্বোদয় এক্স হাপা/রাজকোট-জম্মু যাচ্ছে ব্রডগেজে ভাদোদরা-কোটা-মথুরা-নিউ দিল্লী হয়ে।

আর IAC ✆ 329668-র বিমান প্রতিদিন ১৭-০০টায় ছেড়ে ৫৫ মিনিটে মুম্বাই, ৭-৪৫এ ছেড়ে ১ ঘ. ২৫ মিনিটে দিল্লী যাচ্ছে ভাদোদরা থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত। আর East West Airlines ✆ 335195, Jet Airways ✆ 337051 নিয়মিত সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-ভাদোদরা-মুম্বাই-এর। NEPC Airlines প্রতিদিন মুম্বাই হয়ে পুনে, প্রতিদিন গোয়া, ব্যাঙ্গালোর, ঔরঙ্গাবাদ, ইন্দোর; 3 5 7 দিন ভাবনগর, জামনগর; 1 2 4 6 দিন রাজকোট, 2 7 দিন পোরবন্দর, কেশোদ; 1 4 দিন কান্দালা ছাড়াও চেন্নাই যাচ্ছে ভাদোদরা থেকে। ফেরেও এরা একইভাবে একই দিনগুলিতে।

মুহুর্মুহু নানানধর্মী বাস যাচ্ছে গুজরাট রাজ্য পরিবহণের—ডাকোর, সুরাট, আমেদাবাদ ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে ভাদোদরা থেকে। প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে বাস স্ট্যান্ডের চারপাশ থেকে। এমনকি ইন্দোর, মুম্বাইও যাচ্ছে প্রাইভেট নাইট সুপার। শহরে চলছে সিটি বাস, ট্যাক্সি, অটো।

অটো রিকশা বা ট্যাক্সিতে ভাদোদরা শহর দেখে নিন। তবে, উচিত হবে রেল স্টেশনের বাঁয়ে নগর পালিকা প্রবাসী গৃহ থেকে ভাদোদরা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, ✆ 329656-এর আয়োজিত প্যাকেজ ট্যুরে শহর বেড়িয়ে নেওয়া। মঙ্গল/বুধ/শুক্রবার ১৪—১৬-০০টায় ৩৫ টাকায় EME Temple, Sayaji Garden, Kirti Mandir, Dairy, Fateh Singh Museum, Sri Aurobinda Society; শনি/ রবি/ সোমবার যাচ্ছে ১৭—২১-০০টায় ৩০ টাকায় Nimeta Picnic Garden, Ajwa-য় বৃন্দাবন গার্ডেনের মিনি সংস্করণ দেখাতে। শনি/ রবি/ সোমবার ১ ও ২ মিলিয়ে ১৪—২১-০০টায় ৬০ টাকায় ৭০ কিমি পরিক্রমায় দেখে নেওয়া যায় ভাদোদরা।

শহর ভ্রমণে প্রথমেই চলুন **সুরসাগর লেক**। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১০০০x৬০০ ফুটের এই লেক। রাতের বেলায় লেকের শোভা মনোহর। বোটিং-এরও ব্যবস্থা মেলে সাঁঝে। সুরসাগর লেকের পাড়ে **ন্যায় মন্দির** অর্থাৎ অতীতের বিচারসভায় জেলা আদালত বসছে আজ। এরও কারুকার্য সুন্দর। মাছেরাও আকর্ষণ বাড়ায় আহার দিলে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে চিত্ত বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণের রমণীয় পরিবেশ **সওয়াজী বাগ**। মিনি ট্রেন চলছে পার্ককে ঘিরে। চিড়িয়াখানা, ১৯০৪এ গড়া ভাদোদরা মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি/ মিউজিয়ম—এদেরও অবস্থান সওয়াজী বাগে। এমনকি নতুন করে সর্দার প্যাটেল প্ল্যানেটেরিয়ামও বসেছে সওয়াজী বাগে। হিন্দী, ইংরেজি ও গুজরাটি ধারাভাষ্যে প্রদর্শনীও চলছে প্রতি সাঁঝে। মিউজিয়মের অমূল্য সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত পুঁথির সম্ভার উল্লেখ্য। তেমনই মিনিয়েচারধর্মী মোগলী চিত্রসম্ভারও বরণীয় করে তুলেছে আর্ট গ্যালারিকে। বিশ্ববিদ্যালয়, লালবাগ-এরও অবস্থান সওয়াজী বাগকে ঘিরে ভাদোদরায়। অত্যুৎসাহীরা অ্যানাটমি মিউজিয়মে নানান জীবজন্তুর সঙ্গে মানবদেহের অ্যানাটমিও চিনে নিতে পারেন রবি ও ছুটি ছাড়া ৯—১২-৩০ ও ১৪—১৭-৩০টায়, শনিবার ৯—১২-৩০টায় মেডিক্যাল কলেজে।

ভাদোদরার অন্যতম আকর্ষণ রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে ক্যান্টনমেন্টে EME Steel Temple. A F Eugene-এর উদ্যোগে Electrical Mechanical Engineering College-এর ছাত্র ও জওয়ানদের শ্রমে ব্রোঞ্জ ও রুপোর মিশ্রণে গড়া ১৯৬৫র দেবতা **দক্ষিণামূর্তির মন্দির** হয়েছে অ্যালুমিনিয়মে ১৯৬৬র ৫ই ডিসেম্বর। অভিনবত্ব আছে মন্দিরে। ৫টি বটবৃক্ষ পরিবেশকে আরও রমণীয় করে তুলেছে। শহরান্তের বট্যানিক্যাল গার্ডেনটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ অর্থাৎ রাজপরিবারের বসতবাড়ি। সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ। ১৮৯০এ মহারাজ সয়াজি রাও ৩-এর তৈরি গম্বুজ শিরে ইন্দো-সেরাসেনিক ধারায় গথিক শৈলীর এই প্রাসাদ। ভাস্কর্যমণ্ডিত প্রাসাদের অডিয়েন্স হলে দেওয়াল ও মেঝের মোজেয়িক অনবদ্য। মণি-মুক্তো-রত্নের সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। অস্ত্রাগারের সংগ্রহও দর্শনীয়। সোম ও শুক্রবার ছাড়া ১৪—১৭-০০টায় দেখার অনুমতি মেলে।

তেমনই রয়েছে **মহারাজা ফতে সিং মিউজিয়ম** প্রাসাদ চত্বরে। সারা বিশ্ব থেকে ছবি এসে বরণীয় করে তুলেছে একে। তিতান, রাফেল, ম্যুরিলো—এঁদের ছবির সঙ্গে চীন-জাপান-ভারতীয় ছবির বিপুল সম্ভার উল্লেখ্য। সোম ছাড়া জুলাই থেকে মার্চে ৯—১২-০০ ও ১৫—১৮-০০টায় আর এপ্রিল থেকে জুনে ১৬—১৯-০০টায় ৫ টাকার টিকিটে

দেখে নেওয়া যায়। ভাদোদরায় ক্রিকেট আসরও বসে মিউজিয়ম লাগোয়া প্রাসাদ চত্বরে। প্রাসাদের ৫০ মি উত্তরে **নওলাখি ভাভ** অর্থাৎ ***বাওলি***-টিও আর এক দ্রষ্টব্য।

১১০ ফুট উঁচু গম্বুজ শিরে **কীর্তি মন্দির** অর্থাৎ রাজ-পরিবারের মিউজিয়ম। গায়কোয়াড় পরিবারের দেহাবশেষ রক্ষিত রয়েছে। বাংলার প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু এই ভবনের ৪টি দেওয়াল চিত্রিত করেন। ১মটিতে রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা, ২য়টিতে মহাভারতের আখ্যান, ৩য়টিতে মীরা-বাঈ-এর সাধন-ভজন ছাড়াও নানান কিছু। খুবই মনোগ্রাহী এই শিল্পকর্ম। মূর্তিও হয়েছে সওয়াজী রাওয়ের। ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি নজরবাগ প্রাসাদের *স্টার অব দ্য সাউথ* মণিখণ্ড, পাথরখচিত এমব্রয়ডারি কাপড়, কীর্তি মন্দির তথা রয়াল মিউজিয়মের আর এক আকর্ষণ।

শ্রী সওয়াজী সরোবর অর্থাৎ ১৮৯১এ শ্রীজগন্নাথ সদাশিবজীর পরিকল্পনায় ৪৩৯০ মি দীর্ঘ বাঁধে তৈরি ১৯০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত জলাশয়। বাঁধের উচ্চতা ১৭মি, শীর্ষদেশ ৫মি চওড়া। বাঁধের নিচুতে মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনের ঢঙে বাগিচা হয়েছে Ajwa : Brindavan Pattern Garden. ধাপে ধাপে ½ কিমি দীর্ঘ, সারি দিয়ে জলের ফোয়ারা; নানান রঙে আলোকিত। পরিবেশ রমণীয়। শহর থেকে দূরত্ব ২৫ কিমি। কনডাকটেড ট্যুরে বা ST বাসে বেড়িয়ে ফেরা যেতে পারে। ট্যাক্সিও মেলে যাতায়াতে।

ভাদোদরা ডেয়ারিটিও প্যাকেজ ট্যুরে অংশ জুড়েছে। স্বাদ নেওয়া যেতে পারে দুগ্ধজাত নানান কিছুর। তেমনই গাড়ি যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে ভাদোদরা রেল স্টেশন থেকে ১৭ কিমি দূরে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ Nimeta Picnic Garden-এ।

ভাদোদরা থেকে ২৭ কিমি দক্ষিণ-পুবে ১১ শতকের নগর স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে মেলে **দাভয়** (Dabhoi)-এ। মুসলিম, মারাঠা ও ব্রিটিশের গড়া দুর্গে হিন্দুর স্থাপত্যের নিদর্শন *ডায়মন্ডগেট* গুজরাটি শৈলীতে রূপ পেয়েছে। দেবী কালীরও মন্দির রয়েছে। মন্দিরের বৈচিত্র্যময় কার্ভিং-এর কাজ সুন্দর।

ভাদোদরার ৪১কিমি উত্তর-পুবে অতীতের স্বাধীন রাজপুত রাজ্য **চম্পানের**-এর অবস্থান। ১৪৮৪তে সুলতান মামুদ বাগেড়ার দখলে যেতে রাজধানীও হয় (১৪৮৬-১৫৩৫) চম্পানের। নামান্তরও ঘটে, চম্পানের হয় Muhammadabad. দুর্গও গড়েন ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে বাগেড়া। আর ১৫৫৩য় মোগল সম্রাট হুমায়ুন দখল করেন চম্পানের। খাড়া পাহাড়, মনোরম পরিবেশে অতীতের দুর্ভেদ্য পাহাড়ী দুর্গ—জাহানপানা। দুর্গের জুমা মসজিদটিও গুজরাটের অনন্য সুন্দর স্থাপত্যকর্ম। নিচুতে রাজপুত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আর উপরে আর এক রাজপুত কীর্তি—সাত মাইল প্রাসাদ। ভাদোদরা-গোদরা সড়কের হালোল থেকে পথ গিয়েছে। সরাসরি বাসের অমিলে নানান বাসে হালোল পৌঁছে হালোল থেকে অটোয় চলা যেতে পারে চম্পানের।

চম্পানের থেকে খাড়া পাহাড় উঠেছে **পাওয়াগড়**। কিংবদন্তী, লঙ্কার পথে হনুমান বাহিত গন্ধমাদনের টুকরো পড়ে সৃষ্ট ১৭০০ ফুট উঁচু *পাওয়াগড়*(এক-চতুর্থাংশ)। শৈল শহর রূপেও ভাদোদরাবাসীর প্রিয়। চম্পানেরের ১১ কিমি দূরে ৩ ধাপের দুর্গরূপী পাহাড়ের নিচুতে ধ্বংসস্তূপ—মাঝে দুর্গ ও প্রাসাদ, উপরে হিন্দু ও জৈন মন্দির, মসজিদও হয়েছে মন্দিরের উপর। ভাদোদরা থেকে বাসে বেড়িয়ে ফেরা যায়। রোপওয়েও চলছে পাহাড় শিরে।

হোটেল ও ধরমশালা আছে পাওয়াগড়ে। আর ভাদোদরা থেকে ৪৯ কিমি দূরে ১৪৭১ ফুট উঁচু চম্পানের-এর মাচি হাভেলীতে TCGL-এর *H Champaner*, Pavagadh-389360, DAB ১৫০-২৫০, ডর্মি বেড ৩০ আছে।

উৎসাহীরা ভাদোদরা থেকে ৭০ কিমি দক্ষিণে নর্মদা ও সাগরের মোহনায় **ব্রোচ**-এ পৌরাণিক যুগের মুনি ভৃগুর আশ্রমটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। সেকালে নাম ছিল এর **ভৃগু কচ্ছ**। কালে কালে Bharuch বা ব্রোচ। হাজার দুয়েক বছরের অতীত ইতিহাসেও ব্রোচের নামোল্লেখ মেলে। ১৭ শতকে ডাচ ও ইংরেজরা কারখানাও গড়ে ব্রোচে। ব্রোচ থেকে ১৬ কিমি পুবে নর্মদার পাড়ে আর এক তীর্থ **শুক্লতীর্থ**ও দেখে নেওয়া উচিত হবে। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা শুক্লতীর্থে বিষ্ণু মন্দিরটি দর্শনীয়। TCGL-এর *Toran Holiday Home* আছে শুক্লতীর্থে।

সুরাট

পর্যাপ্ত সময় থাকলে ১ দিন ভাদোদরায় থেকে পরদিন হীরক নগরী তথা বয়নশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প-নগরী **সুরাট** বেড়িয়ে আমেদাবাদ চলুন। দিন-রাত্রি জুড়ে ট্রেন ও বাস দুই-ই যাচ্ছে। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। এমনকি প্যাসেঞ্জার ট্রেনও চলছে সুরাট থেকে ভাদোদরা হয়ে আমেদাবাদে। এছাড়া ভাদোদরা/আমেদাবাদের প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে সুরাট হয়ে। মুম্বাই থেকে ২৯৭ কিমি উত্তরে আর আমেদাবাদের ২৫৫ কিমি দক্ষিণে অর্থাৎ দুইয়ের মাঝ দূরত্বে তাপ্তী নদীর পাড়ে বৃত্তাকার শহর সুরাট। সুরাট থেকে বাসে পাহাড়ী শহর সপুতারা বা কেন্দ্র শাসিত দমন ও দাদরা-নগর হাভেলী বা মুম্বাই চলা যেতে পারে। ১৭-৫৫য় মুম্বাই সেন্ট্রাল ছেড়ে 9021 Flying Ranee ২২-২০এ সুরাট পৌঁছে মুম্বাই ফেরে ৫-৩০এ সুরাট থেকে। এছাড়াও যাচ্ছে আমেদাবাদ/ভাদোদরা-মুম্বাই-এর প্রতিটা ট্রেন সুরাট হয়ে। বাপী হয়ে ভাসাই রোড, ব্রোচও যাচ্ছে নানান প্যাসেঞ্জার ট্রেন সুরাট থেকে। তেমনই সুরাট থেকে শীতাতপ জল ট্যাক্সিতে ১০ ঘণ্টায় ভাবনগরও চলা যেতে পারে। নিকটতম বিমানবন্দর ভাদোদরায়।

বয়ন-শিল্পের জন্য সুরাটের প্রশস্তি। সুরাটের সিল্ক, সুতি ও সোনা-রূপার ব্রোকেড শাড়ি, আইভরি, ডায়মন্ড কাটিং অতীতে বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ৭৪৫এ সুরাটের ১০০ কিমি দক্ষিণে সঞ্জান বন্দরে পার্সিদের আগমন, আর ১২ শতকে পার্সিদের প্রথম বসতির পত্তন সুরাটে। কালে কালে বার বার তিনবার পর্তুগিজরা লুণ্ঠন করে জ্বালিয়ে দেয় নগরী।

ক্রুদ্ধ আমেদাবাদ শাসক মহম্মদ বিন তুঘলক ১৫৪৬তে গড়ে তোলেন দুর্গ। ১৮ মি গভীর পরিখা, পরিখা পেরুতেই মাটির প্রাচীর ১৮ মিটারের, তারপর ১০.৫মি চওড়া উঁচু স্তূপ। আর মারাঠা দখলে যেতে মাটির বদলে ইটে গড়া হয় ৮ কিমি দীর্ঘ প্রাচীর। তাপ্তী ব্রিজ লাগোয়া নদীর পাড়ে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অতীত রোমন্থন করায় আজও।

১৫৭৩এ সুরাট যায় মোগল সম্রাট আকবরের দখলে। মোগলকালে মুখ্য বন্দরও ছিল সুরাট, নাম ছিল *সুবালি*। শহর থেকে ২০ কিমি দূরে আরব সাগর। সেকালের *গেটওয়ে টু মক্কা* অর্থাৎ সুরাট থেকেই হজ করতে মক্কা যেত ভারতীয় মুসলিমরা। ভারতে প্রথম শিল্পও গড়ে ব্রিটিশ ১৬১২য় সুরাটে, ডাচরা ১৬১৬য়, ফরাসিরা ১৬৬৪তে। সুরাট তখন ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের শিখরে। ১৬৬৪তে শিবাজীর মারাঠা বাহিনী পর্যুদস্ত করে সুরাটের মোগল বাহিনীকে। ১৭২০এ ডক নির্মাণের সাথে সাথে জাহাজ মেরামতি কারখানাও গড়ে তোলে সুরাটে ব্রিটিশ। ১৮০০য় ব্রিটিশের হাতে দখল যায় সুরাটের। ১৯ শতকে মুম্বাই দখল নেয় সুরাটের বয়ন-শিল্পের সমৃদ্ধি। আর বন্দর—সে তো আগেই লোপ পেয়েছে মুম্বাই-এরই কাছে। তেমনই লোপ পেয়েছে কালের আবর্তে নানান অতীত সুরাটে। তবে, মেইন রোডের কাতারাগামা গেটের পিছে আজও ব্রিটিশ ও ডাচ সমাধি দেখে নেওয়া যায়। তেমনই ব্রিটিশ, পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ, পার্সিদের শিল্পকারখানারও অবস্থান ছিল অদূরে তাপ্তী নদীর পাড়ে। আর আছে হিন্দু, জৈন, পার্সি, মুসলিম ও ডাচদের মন্দির ও মসজিদ সারা শহরে। গান্ধীবাগে নীলাকাশের নিচে মুক্তাঙ্গন, বাগিচা, সর্দার প্যাটেল মিউজিয়ম, ঘূর্ণমান রেস্তোরাঁ এরাও আজ দর্শকপ্রিয় হয়ে পড়েছে সুরাটে। সুরাটের মিষ্টিরও যথেষ্ট প্রশস্তি লোক মুখে। রাজ্য পর্যটনের দপ্তর বসেছে 1-847 Athugar St, Nanpura, Surat-395001, ✆ 26586এ। এত সবের মাঝেও পর্যটন মানচিত্রে সুরাটের স্থান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আজ। নগরী পূতিগন্ধময়—বাতাসও দূষিত কল-কারখানার ধোঁয়ায় সুরাটে। ১৯৯৪এ সুরাট থেকেই প্লেগ আতঙ্ক বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয় সারা ভারতে।

রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ড দুইয়েরই অবস্থান পাশাপাশি Surat-395003, STD 0261এ। হোটেলও গড়ে উঠেছে নানান হাঁটা দূরত্বে সুরাটে। রেল স্টেশনের বিপরীতে: *জৈন ধরমশালা; H Alfa*, ✆ 36839, SAB ১২৫ DAB ২২৫ TV সহ S ১৭৫ D ২৫০ A/c D ৪০০-৪৭৫; **H Sheetal Plaza*, ✆ 29229, SAB ২৫০ DAB ৪০০ TAB ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০ T ৬৫০; *H Sheetal*, ✆ 53621, A/c S ৩৫০-৪৫০ D ৪৫০-৬০০; *Topaz GH ; *H Dreamland*, Sufi Baug, opp Rly Stn, ✆ 39016, SAB ২৫০ DAB ৩৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; *Simla GH*, DAB ২০০-২৭৫; *H Amisha, Balwas GH; H Satkar GH*, S ১৫০-২২৫ D ২৫০-৪২৫; *H Pushpanjali*, Delhi Gate, Ring Rd, Surat-395003, ✆ 33872, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০; লাগোয়া *H Balwas*, ✆ 25762, A/c S ৪২৫ D ৬০০; *Joy Vijoy GH ; Omkar & Bhaibav GH ; Ajanta GH; Central H*, S ১৫০ D ২২৫; *Sarvajanik Boarding*, S ১৫০ D ২৫০; *Vihar GH, Rupali GH*, SCB ৬৫ DAB ১২৫-১৭৫; *H Amar*, S ১০০ D ২০০ T ২৫০ A/c D ৩৫০; *H Yuvaraj*, near Rly Stn-3, ✆ 53621, A/c S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০।

রেল স্টেশন থেকে বামহাতি Ring Roadএ ১½ কিমি যেতে *Tex Palazzo H*, Surat-395002, ✆ 623018, কন্টিনেন্টাল প্ল্যানে A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ১০৫০; বিপরীতে *H Shalimar Palace*, ✆ 620436, A/c S ৩০০-৪৫০ D ৪০০-৬৫০; *Alankar H, Janata H, Ashoka H, Apsara H* ছাড়াও নানান। আর আছে **H Oasis*, Varachha Rd-395006, ✆ 641124, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *The Rama Regency*, near Bharti Park, Athwa Line-7, A/c S ১৫০০ D ২০০০ স্যুইট ২৫০০; *Holiday Inn*, near Bharti Park, Athwa Lines-395007, ✆ 666565, A/c S ২২৫০ D ৩২৫০; *H Rohit International*, Lal Darwaja-3, ✆ 433994, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *Dhawalgiri G H*, Athwa Lines-7, A10R5, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ১০০০; *H Soffitel*, Ambika Niketan Bus Stop, Athwa Lines-7, A4R4, A/c S ৬০০ D ৮৫০।

খাবার হোটেলও যত্রতত্র রয়েছে সারা শহরময় সুরাটে। থালি প্রথায় মিল, আবার *A-la-carte* প্রথাতেও আহার্য মেলে। রেল স্টেশনের সন্নিকটে সেন্ট্রাল হোটেলের পাশে *Gaurav Restaurant*-টির যথেষ্ট সুনাম দক্ষিণ ভারতীয় আহার্য পরিষেবায়। রেল স্টেশনের অদূরে Simla GH লাগোয়া পাঞ্জাবী মালিকানায় *Hotel Ashoka*র যথেষ্ট সুনাম আহার্যে। রিং রোডে Ajanta Cinemaর কাছে *Sahkar Restaurant* (১০—২৪-০০)-টিরও যথেষ্ট সুনাম ভারতীয়, চীনা ও মহাদেশীয় আহার্যে। তবুও যেন উচিত হবে সুরাট ভ্রমণে *Tex Palazo*র শিরে যেকোনও বিকালে (১৬—২১-০০) *Revolving Restaurant*এ অভিনবত্বের সঙ্গে ভারতীয়-চীনা-মোগলাই আহার্যের স্বাদ নেওয়া। পাশেই টেক্সটাইল মার্কেট। বাড়ির পর বাড়ি, হাজারখানেক দোকান মিলজাত বসনের পসরা সাজিয়ে বসেছে।

উৎসাহীরা সুরাট থেকে ১৬ কিমি দূরে ডুমাস (Dumas) হেলথ রিসর্ট, ২৮ কিমি দূরে ঝাউয়ে ছাওয়া হাজিরা (Hajira) সমুদ্রসৈকতও বেড়িয়ে নিতে পারেন। হাজিরার আর এক আকর্ষণ ১৫৮৫তে মর্মরে তৈরি কুতুবউদ্দিনের সমাধির জানালার কারুকার্য। ২৯ কিমি দক্ষিণে নভসারি (Navsari)-তে ভারতীয় পার্সি সম্প্রদায়ের মূল দপ্তর। তেমনই দমনের পথে বাপীর ১০ কিমি উত্তরে Udvada-য় রয়েছে ৭৪৫এ পারস্য থেকে আনা দিউ হয়ে আসা পার্সিদের পূত অগ্নি। ৪২ কিমি দূরের উভরাত (Ubhrat) সৈকতবেলাটিও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে সুরাট থেকে। থাকারও ব্যবস্থা আছে TCGL-এর *Toran Ubhrat*, Ubhrat-396436, D ১৫০ ২০০ ৩০০ ডর্মি ৪০; *হিল বাংলোয়* চার বেডের ঘর ৬০০ টাকায়। আর হাজিরায় আছে গুজরাট ট্যুরিজমের *Holiday Home*.

লোথাল

লোথ থেকে লোথাল। গুজরাটি ভাষায় *লোথ* মানে মৃত্যু। অর্থাৎ মৃত ইতিহাসের সন্ধান মিলেছে ভাবনগরমুখী

আমেদাবাদের ৭৬ কিমি দক্ষিণে লোথালে। পৃথিবীর ইতিহাসে মহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা, চান হুডারো (পাকিস্তান), বনওয়ালি (হরিয়ানা), কালিরঙ্গান (রাজস্থান)-এর সঙ্গে নতুন করে লেখা হল লোথালের নাম। ১৯৫৫-৬২ খ্রিস্টাব্দের খননে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৬টি কবর লোথালের মাটির তলায়—৩টি এরই মধ্যে পরীক্ষিত হয়েছে। মিলেছে ১৯২৪এ আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদড়োর তুল্য ১০"×৫"×২.৫" ইটে গাঁথা বিশাল এক চৌবাচ্চা তথা অতীতের ডকইয়ার্ড বা পোতাশ্রয়। প্রত্নতাত্ত্বিক বোর্ডে মেলে ৬০ টন ওজনের ৩০টি জাহাজ একসঙ্গে পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর করতে পারত। আবিষ্কৃত হয়েছে—আর্য সভ্যতা, প্রাচীরে ঘেরা বন্দর-নগরী, জলাশয়, বাজার-ঘাট, জলনিকাশী নালা, রান্নার তৈজসপত্র, আভরণ, ওজন মাপক বাটখারা, সমাজ জীবনের নানান টুকিটাকি, দাবা খেলার খুঁটি, দু'টি পোড়ামাটির মমি—একটি তার আসিরীয় অপরটি মিশরীয়। প্রাপ্ত সীলমোহর, টোটেম অর্থাৎ ধর্মীয় প্রতীক থেকে প্রমাণিত যে সে যুগে মেসো-পটেমিয়া (ইরাক), বাহরিন-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। ১০ ফুট উঁচু দেওয়াল —৭১০×১৬৬ ফুটের ইটে গড়া কাঠামোটিও এক অনন্য সৃষ্টি। প্রমাণিত হয়েছে এগুলিও সিন্ধু-সভ্যতার (৪৫০০ বছর আগের) সমসাময়িক বলে। এমনকি হরপ্পা ধ্বংসের ৫০০ বছর পরও লোথালের সভ্যতা সজীব ছিল। এক কথায় বলা যায় সভ্যতার সমস্ত নিদর্শনই মিলেছে লোথালে। মিউজিয়মও বসেছে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের অতীত নিদর্শন নিয়ে। ছুটি ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা। আমেদাবাদ থেকে TCGL প্যাকেজ ট্যুরে বেড়িয়ে আনে। ট্যাক্সি, ট্রেন বা বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় আমেদাবাদ থেকে লোথাল। আমেদাবাদ-বোটাড মিটারগেজ রেলে ৯৫ কিমি দূরে লোথাল-ভূড়কী স্টেশন। ট্রেন যাচ্ছে ৭-১৫, ১৫-২০, ১৭-৪০এ। ৩½ ঘণ্টার পথ। আর লোথাল থেকে আমেদাবাদ আসছে ৬-১০, ৭-১৮ ও ১৫-৫৩য়। স্টেশন থেকে ৮ কিমি পায়ে পায়ে অনিয়মিত বাসপথ পেরিয়ে খ্রিপূ ২০০০ থেকে ১৫০০ বছর আগে সামুদ্রিক জল প্লাবনে বিধ্বস্ত অতীত দেখে নেওয়া যায়। আমেদাবাদ থেকে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় লোথাল। দিনের একমাত্র বাস সকাল ৭-০০টায় আমেদাবাদ ছেড়ে লোথাল যাচ্ছে। আবার পালিতানা বা ভাবনগরের নানান বাসে অরণেজ পৌঁছে অটোয় ১২ কিমি দূরের লোথাল চলা যেতে পারে। তেমনই অরণেজ থেকে পালিতানা/ ভাবনগর/রাজকোট যাওয়া যেতে পারে বাসে। যাতায়াত ব্যবস্থা আজও দুর্গম করে রেখেছে লোথালকে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে TCGL-এর *Toran*, Lothal-382230তে।

সপুতারা

সহ্যাদ্রি পাহাড়ে ৮৭২.৯ মি উঁচুতে নাগ রাজাদের স্বর্গ—গুজরাটের শৈলশহর সপুতারা। শান্ত-প্রশান্ত—গহন বন, আদিবাসীদের বাস। সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, ইকো পয়েন্ট, মিউজিয়ম, লেক, নাগেশ্বর মহাদেব মন্দির দেখে নেওয়া যায় পাহাড়ে। সর্পগঙ্গা (*Sarpaganga*) নদীতে সর্পপূজা এদের জাঁকালো উৎসব। পায়ে পায়ে ট্রেক করে গীরা জলপ্রপাতটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আর আছে পূর্ণা অভয়ারণ্যে শম্বর, বন্য শুয়োর, নানান প্রজাতির হরিণ, ময়ূর ও আরও কত কি! প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। সারা বছর ধরেই যাত্রী সমাগম ঘটে সপুতারায়। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ৩২°, শীতে সর্বনিম্ন ১৬° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। আর বৃষ্টি ২৫৪০ থেকে ৩২০০ মিমি। তাই বর্ষাকাল এড়িয়ে যাওয়াই উচিত হবে সপুতারায়।

অবস্থান গুজরাটের উত্তর-পুব প্রান্তসীমায় হলেও সপুতারা যাতায়াতে মহারাষ্ট্রের নাসিক রোড আদরণীয় হবে। দূরত্ব নাসিক রোড ৮২, সুরাট ১৬৪ কিমি। নিয়মিত বাসও যাচ্ছে নাসিক ও সুরাট থেকে সপুতারায়। উচিতও হবে নাসিক থেকে সপুতারা বেড়িয়ে নেওয়া। আর মুম্বাই-এর দূরত্ব ২৫৫, আমেদাবাদ ৪০০ কিমি।

থাকার জন্য TCGL-এর *Toran Hill Resort*, Saputara-394720, ✆ 226, DAB ২৫০ ৩০০, কটেজ ২৫০ ৩০০, ভ্যালী ভিউ ৩০০, ৪০০, ৫০০, মাউন্ট ভিউ ১৫০০, ডর্মি ৩০; *CH, Panchayet RH, Forest Log Hut* ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল *H Anando*, opp Lake, S ৪০০, D ৬৫০ ; *H Chitrakoot, H Vaishali, Savshanti H*, Saputara Lake, DAB ৮০০, স্যুইট ১০০০, আছে সপুতারায়।

নল সরোবর

নল সরোবর অর্থাৎ পাখিরালয়। দেশ-বিদেশ থেকে পাখিরা এসে আস্তানা গড়ে নল সরোবরের *বেট* থেকে বেটে। প্রকারে ৩০০ হবে। পেলিকান, ফ্লেমিংগো, সাদা সারস, হিরণ, এভোমেট, দীর্ঘ ঠোঁটের কারলিউ, নানান জাতের হাঁস, বক ছাড়াও নানানধর্মী পাখি দেখার জন্য ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে পর্যটকদের ভিড় পড়ে ১৮২ বর্গ কিমির নল সরোবরে। লেকের জলে রয়েছে *বেট* অর্থাৎ দ্বীপ—সংখ্যায় ৩৬০, সাঁঝ-সকালে শালতি বিহারে পাখি দেখায় তৃপ্তি বাড়ে। পূর্ণিমা বা তারাভরা রাতে এর সৌন্দর্য পর্যটকদের ঘুম কাড়ে।

আমেদাবাদ থেকে (Via Sanand/Vinchhia/Aniali) ৬৪, আর ভিরামগম থেকে ৪০ কিমি দূরে নল সরোবর। বাস সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর মাঝে। উচিত হবে আমেদাবাদ বা ভিরামগম থেকে বাসে নল সরোবর চলা। অনুমতিও লাগে নল সরোবর দর্শনে ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট, গান্ধীনগর ডিভিশন, জি-১/১৯৮/২, সেক্টর ৩০, গান্ধীনগর থেকে। *হলিডে হোম*ও *জিপসি কটেজ* হয়েছে সরোবরের পাড়ে। ২০০ থেকে ৬০০ টাকায় ঘর, ডর্মি বেড ৪০; অবু: আমেদাবাদ ট্যুরিস্ট অফিস।

জুনাগড়

আমেদাবাদ থেকে ২১-২৫এ 9946 গিরনার এক্স বা ২৩-০০টায় 9924 সোমনাথ মেলে পরদিন ৬-১৫/৯-০২এ জুনাগড়

পৌঁছান। দিন-রাত্রি জুড়ে বাস যাচ্ছে আমেদাবাদ গীতাভবন বাস স্ট্যান্ড থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জুনাগড়; ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে আমেদাবাদ থেকে জুনাগড়ে। দূরত্ব ৩৩৭ কিমি। আবার রাজকোট থেকেও ১১-১০এ রাজকোট-ভেরাবল মেল যাচ্ছে জেটালসর/ জুনাগড় হয়ে। ৩½ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ১৩১ কিমি রাজকোট থেকে জুনাগড়ের। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ৮-২০, ১৪-৪০ ও ১৮-২০এ রাজকোট ছেড়ে জুনাগড়ে। জুনাগড় থেকে ৬-২০র প্যাসেঞ্জারে ১½ ঘণ্টায় ৪৩ কিমি দূরের ভিসাভাধার পৌঁছে ৭-৫৫য় জেটালসর-দেলওয়াদা প্যা বা ১০-৩৪এর খিজাদিয়া-ভেরাবল প্যাসেঞ্জারে ৯-০৬/১১-৪৫এ শাসনগির চলা যেতে পারে। ট্রেন ও বাস আসছে জেটালসর, দেলওয়াদা, শাসনগির থেকে জুনাগড়ে। ৭৯ কিমি দূরের সোমনাথ থেকেও ভেরাবল হয়ে ট্রেন ও বাস যাচ্ছে জুনাগড়ে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে—আধ ঘণ্টা অন্তর রাজকোট; ভেরাবল হয়ে সোমনাথ যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়; শাসনগির ৮-৪৫, ১০-০০, ১২-৩০, ১৩-৩০; দিউ-র যাত্রী নিয়ে উনা যাচ্ছে ৫-০০, ৬-০০, ৭-০০; পালিতানা ৫-৩০; ভুজ ৫-৪৫, ৭-১৫য় জুনাগড় থেকে। শেয়ার ট্যাক্সিও যাচ্ছে জুনাগড় থেকে রাজকোটে। বৈভব হোটেল থেকে Raviraj Travels-এর ডিলাক্স মিনিবাস যাচ্ছে রাজকোট, আমেদাবাদ, মুম্বাই, পোরবন্দর, জামনগর। এছাড়াও যাচ্ছে নানান প্রাইভেট বাস/ মিনিবাস রাজ্য জুড়ে জুনাগড় থেকে। NEPC Airlines 2 7 দিন কেশোদ-পোরবন্দর-চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর-ঔরঙ্গাবাদ সার্ভিস জুড়েছে। আর IAC-র নিকটতম বিমান রাজকোটে। শহরে চলছে টাঙা, ট্যাক্সি ও অটো রিকশা। টাঙা, অটো বা ট্যাক্সি করে জুনাগড় শহরটা দেখে নিন একদিনে। ৬০/৬৫ টাকায় পুরো শহরটা দেখিয়েও আনে টাঙা। জুনাগড়ের মূল আকর্ষণ জৈন-তীর্থ গিরনার পাহাড়। তবে, পর্যটকদের কাছে গির অরণ্যের সংযোগকারী স্টেশন রূপেও প্রসিদ্ধি আছে জুনাগড়ের।

জুনা অর্থ পুরাতন আর *গড়* হচ্ছে কেল্লা। ১৪৭২-৭৩এ গুজরাটের সুলতান মহম্মদ বেগড়া রাজপুত রাজাকে হারিয়ে জুনাগড় দখল করে। আর মোগল কালে মোগল দরবারের সেনা শের খাঁ বারি মোগল শাসককে বিতাড়িত করে স্বাধীন নবাব হন জুনাগড়ের। শের-এর উত্তরপুরুষ জুনাগড়ের শেষ স্বাধীন নবাব মহব্বত খাঁ রসুল খানজি স্বাধীনোত্তর ভারতে হিন্দু গরিষ্ঠ জুনাগড় রাজ্যসহ পাকিস্তানে যোগ দেয়। পাক পতাকা ওড়ে জুনাগড়ের আকাশে। তবে নবাবী অত্যাচারে, জনরোষে ১৯৪৭এর ৯ই নভেম্বর ভারত রাষ্ট্রের ইউনিয়ন অব সৌরাষ্ট্র-এর অন্তর্ভুক্ত হয় জুনাগড়। আর ১৯৬০এ নতুন করে গড়া গুজরাট প্রদেশে আসে জুনাগড়। জুনাগড়ের ইতিহাস আজকের নয়। খ্রিপূ ২৫০ বছর আগের শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে জুনাগড়ে।

জুনাগড়ের অন্যতম আকর্ষণ শহরের পুবে **জুনাগড় ফোর্ট**। ৯ শতকে উপারকোট পাহাড়ে রাজপুত রাজাদের তৈরি। ২০ মি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা সুসজ্জিত ৩ তোরণ পেরিয়ে গড়ে প্রবেশ। বার বার ১৬ বার অবরুদ্ধ হয়েছে—দীর্ঘ ১২ বছর অবরুদ্ধও থাকে গড়; আর ৭—১০ শতকে পরিত্যক্ত থাকে। পরবর্তীকালে মুসলিম দখলে যায় গড়। শেষ স্বাধীন নবাব ১৯৪৭এ পাকিস্তানে উড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন।

গড়ে কিংবদন্তী আছে:

আড়ি বাউড়ি নওগড় কুয়া
যো না দেখা জিন্দা মুয়া।

অর্থাৎ জুনাগড় এসেছেন অথচ **বাউড়ি** বা কুয়া দেখেননি—তিনি বেঁচে থেকেও মৃত। দেখতে ভুলবেন না। শোনা যায় এতি ও চেতি নামে দুই বোনের জীবনও দিতে হয়েছিল বাউড়িতে জল পাবার জন্য। ১২৭টি সিঁড়ি নেমে জলের স্তর। আরও যেতে নওখান কুঁয়া। ফোর্টের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গুহাগুলিও আকর্ষণীয়। সম্ভবত হাজার দেড়েক বছর আগে কারুকার্যময় সুন্দর কার্ভিং-এ সমৃদ্ধ **বৌদ্ধবিহার** ছিল উপারকোটে। তবে, অশোকের কালের গুহাও রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি আজও দৃশ্যমান। দুর্গটি আজ বিধ্বস্ত। তবে, রাজপুতদের গড়া হিন্দু মন্দিরের উপর নবাবদের তৈরি **জামি মসজিদটি** আজও অক্ষত রয়েছে। দুর্গের যুদ্ধকালীন স্টোর আজ জুনাগড় শহরে জল সরবরাহ করছে। দুর্গের আর এক আকর্ষণ ১৫৩১এ মিশরে তৈরি ৫মি দীর্ঘ **নিলম কামান**। নবাবের সাহায্যে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে ১৫৩৮এ দিউতে এটি ব্যবহার করেন তুর্কি অ্যাডমিরাল। আকারে ছোট হলেও কামান রয়েছে আরও এক—তার নাম কদানল। তেমনই দুর্গ থেকে দূরবীনে গিরনারের মন্দিররাজিও দেখে নেওয়া যায়। দুর্গ দেখার জন্য গাইড মেলে।

জুনাগড়ের দ্বিতীয় আকর্ষণ গিরনারের পথে **সোলাপুরী**—সুন্দর সাজানো বাগিচায় ঘেরা মহাশ্মশান। পরিবেশ মনোরম। স্বর্গ থেকে দেবতারাও নেমে এসেছেন এর আকর্ষণে। রূপ নিয়েছেন মর্মরে স্বর্গের দেবতারা। সামান্য এগুতেই ডাইনে **অশোকের শিলালিপি**। ২০ ফুট উঁচু 250 BC-র বিরাট একখণ্ড পাথরের গায়ে প্রজাদের প্রতি সম্রাট অশোকের ১৪টি রাজাজ্ঞা পালি ভাষায় খোদিত। 150 AD-তে রুদ্রাম্মা ও 450 AD-তে শেষ মৌর্য সম্রাট স্কন্দগুপ্তর হাতে সংস্কৃত ভাষাও রূপ পেয়েছে। তবে আজ পাঠোদ্ধার দুরূহ। এরপর **বাঘেশ্বরী মন্দির**। পাহাড়ের উপর দেবীর আদি মূর্তি, খুবই জাগ্রতা এই দেবী। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠেছে মন্দির দ্বারে, নিচুতেও মন্দির হয়েছে নতুন করে। পথপাশে পবিত্র **দামোদর কুণ্ড**—আর জাগ্রত দেবতা বিষ্ণু রয়েছেন দামোদর মন্দিরে। বেশ কয়েকটি ছোট ছোট মন্দিরও হয়েছে গায়ে গা লাগিয়ে মূল মন্দিরকে ঘিরে। কোনো কোনো মন্দিরের প্রবেশপথ এত নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। প্রস্রবণও রয়েছে মন্দির লাগোয়া। কিংবদন্তী, যজ্ঞকালে সমস্ত তীর্থের জলে ব্রহ্মার সৃষ্ট কুণ্ডে স্নানে পুণ্য হয়। স্থানীয়রা কুণ্ডের জলে মৃতের অস্থি বিসর্জন দেয়। মন্দিরের পাশে মুচকুন্দ গুম্ফা। অদূরে পথ উঠেছে গিরনার পাহাড়ের।

আর শহরের কেন্দ্রস্থলে দেওয়ান চকে রয়েছে ১৯ শতকের নবাবী প্রাসাদ—**রঙমহল**। সারমেয়-বিলাসী নবাবের ৮০০ কুকুরের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ রয়েছে।

দরবার হলের মিউজিয়মে নবাবী বৈভব তথা অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, বসন, ভূষণ, হাওদা, সিংহাসন, বিলাসপণ্য, শিলেখানায় অস্ত্রের সম্ভার ছাড়াও রয়েছে নানান নিদর্শন। নবাব পরিবারের প্রতিকৃতির গ্যালারিটিও অনবদ্য। এমনকি সারমেয়দের বিয়ে-শাদিতেও ইতিহাস গড়েছেন নবাব। নবাবের সঙ্গীরূপে তার প্রিয় সারমেয়দের ছবিও দেখতে মেলে। ৯—১২-১৫ ও ১৫—১৮-০০টায় বুধ, ২য় ও ৪র্থ শনিবার ছাড়া দেখে নেওয়া যায়। তবে, আজ সরকারি দপ্তর বসেছে প্রাসাদে। **ট্যুরিস্ট অফিসটিও** প্রাসাদ লাগোয়া ডাইনে।

জুনাগড় নবাবদের সমাধিক্ষেত্র কারুকার্যময় **মহব্বৎ মকবারাও** আর এক দ্রষ্টব্য—রুপোর দরজা, জালির কাজ অনবদ্য। রুদ্ধ দ্বার খুলিয়ে ঘোরানো সিঁড়িপথে মিনারেটটি দেখে নেওয়া যায়। লাগোয়া মসজিদে চাবি মেলে মকবারার।

শহর থেকে ৩½ কিমি দূরে রাজকোট রোডে ১৮৬৩তে নবাবের সৃষ্ট মনোরম উদ্যান **শখের বাগও** দেখে নেওয়া উচিত হবে। মিউজিয়ম বসেছে—ছবি, প্রত্নতত্ত্ব, পাণ্ডুলিপি, ন্যাচারাল হিস্‌ট্রির সংগ্রহ উল্লেখ্য। বুধ, ২য় ও ৪র্থ শনিবার বন্ধ থাকে মিউজিয়ম। জুনাগড়ের চিড়িয়াখানাটিও এই শখের বাগে। গিরের সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ উল্লেখ্য। বুধবার টিকিট ছাড়া দর্শন। শহর থেকে ১,২ ও ৬ রুটের বাস যাচ্ছে।

আর পর্যাপ্ত সময় থাকলে শহরের পুবে ১৫ শতকের মনীষী নরসি মেহেতার সমাধি, উইলিংডন ড্যাম, মুখোমুখি বিবেকানন্দ উদ্যান তথা নানান ঔষধির ন্যাশানাল পার্ক, দাতার পাহাড়ে মুসলিম তীর্থ তথা কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার জন্য খ্যাত মৌলভি জামেইল শাহর দরগা, সদরবাগের নবাব প্রাসাদে আয়ুর্বেদিক কলেজ তথা মিউজিয়ম, রূপায়তন হ্যান্ডি ক্রাফটস ইনস্টিটিউট দেখে নেওয়া যেতে পারে। আর আছে রণছোড়জী মন্দির, স্বামী নারায়ণ মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির জুনাগড়ে।

থাকার জন্য আছে Junagadh-362001, STD 0285-এ স্টেশন থেকে বেরুতেই ডানহাতি *সারদা লজ*, DCB ১০০, DAB ১২৫-১৫০, ডর্মিতে ৪০; খাবার পৃথক। আর আছে *মুরলীধর লজ*, SAB ৮০, DAB ১২৫; এদেরই *মুরলীধর গেস্ট হাউস* ছাড়াও *গীতা লজ, জয়শ্রী গেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউস, সরকার রেস্ট হাউস, মনোরঞ্জন রেস্ট হাউস*। যাতায়াতে অসুবিধা হলেও Kalwa Chowkএ—*Lake GH, Capital GH*-এ কমনবাথের ঘর—মান ও দাম একই। আর আছে *H National*, SAB ২০০, DAB ৩০০, থেকে। তবে, সবার আগে *রেলের রিটায়ারিং রুম* দেখুন জুনাগড়ে; ব্যবস্থাপনা ভালই। বাস স্ট্যান্ডে আছে *H Vaibhav*, 31 State Highway, Junagadh-1, S ৮৫-১৫০, D ১৫০-২২৫, A/c D ২৫০-৩৫০; এপথেই আরও যেতে রেল লাইন পেরিয়ে *H Anand*, DAB ২২৫, A/c ৪৫০। বাস ও রেল থেকে হাঁটা দূরত্বে থাকার পক্ষে অনন্য *H Relief*, Dhal Rd, ✆ 320280, S ১০০-১৭৫, D ২০০-৩২৫, A/c D ৪০০, আহার্যেও সুনাম আছে এদের; *Dilaram GH, Panchayet RH, CH*, অবু: EE, PWD, Junagadh. আর হয়েছে TCGL-এর *H Girnar*, Majewadi Darwaja-1, ✆ 321201, DAB ৩৫০, A/c D ৪৫০। আর আছে *Majico Do Mar*, Ahmedpur Mandvi, Taluka-Una-362510, Dist-Junagadh, ✆ (028758) 2216, D ৮০০, A/c Cottage ১৭৫০। জুনাগড় অবস্থানে একান্তই উচিত হবে *মিল্ক শেক*-এ ফলজাত *কেশোর ম্যাঙ্গো* ও *চিকুর* স্বাদ নেওয়া।

গিরনার পাহাড়: লটারিতে অর্থ তুলে ১৮৮৯—১৯০৮এ তৈরি পথে ৯৯৯৯টি ধাপের সিঁড়িতে ৬০০মি উঠে ১১১৮ মি উঁচু মহাভারতের রৈবতক অর্থাৎ আজকের গিরনার পাহাড়ে চড়া যেতে পারে। পাহাড়ের ৫ চুড়োয় ৫ জৈন মন্দির, ১২ শতকে তৈরি। জৈনদের কাছে খুবই পবিত্র তীর্থ এই গিরনার পাহাড়। মাহাত্ম্যে পরেশনাথের পরেই এর স্থান। ভক্তদের মধ্যে অনেকে বিয়ে করে প্রথম আসেন উচ্চতম ৩য় শৃঙ্গ অম্বাজী চুড়োর অম্বা (পার্বতী) মাতার মন্দিরে বিবাহ সুখময় হোক কামনায় কাপড় বাঁধতে। ১৮৯১-৯২এ স্বামী বিবেকানন্দও এসেছেন এই পুণ্যতীর্থে। আকারে বৃহত্তম আর বয়সে প্রাচীনতম রাজা সাম্প্রতের তৈরি ১২ শতকের নেমিনাথ মন্দিরে কালো পাথরে ২২তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি হয়েছে। ৭০টি কুঠুরি রয়েছে মন্দির চত্বরে। পাশেই ১১৭৭এ তৈরি খোলা হলে মণিমুক্তাখচিত ১৯তম তীর্থঙ্কর মল্লিনাথের মূর্তি। রাজা কুমারপালের তৈরি অভিনন্দন প্রভুর মন্দির, সহস্র ফণার পার্শ্বনাথ মন্দির ছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান গিরনারে। তেমনই আছে ৪র্থ শৃঙ্গে গুরু গোরক্ষনাথ আর ৫ম শৃঙ্গে গুরু দত্তাত্রেয়ের পায়ের ছাপ। কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন সাধু-সন্তের দল। দামোদর কুণ্ড রেখে ২ কিমি দূরে পথ উঠেছে গিরনার পাহাড়ে। ৩ বা ৪ রুটের বাসও যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। GPO থেকেও বাস মেলে ৫-০০, ৬-০০, ৭-০০টায়। অটোও মেলে শহর থেকে। ভোর থেকেই পাহাড় চড়া শুরু। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থাও মেলে পাহাড়ী বনপথে। দোকানপাটও বসছে সিঁড়িপথে—আহার্যও মেলে। ঘণ্টা তিনেকের পথ। ডাণ্ডি আর চেয়ারও ভাড়ায় মেলে পাহাড় চড়তে। থাকার ব্যবস্থা আছে মন্দিরের *ধরমশালায়*। আর আছে শিবমন্দির পাহাড়তলীতে; ৫ দিন ব্যাপী উৎসব হয় মহাশিবরাত্রিতে। তেমনই মাঘ মাসের ভাবনাথ ফেয়ারেরও আকর্ষণ আছে পর্যটক মহলে। গুজরাটি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে লোকনৃত্য দেখে নেওয়া যায় উৎসবে।

গির অরণ্য

পরদিন সকাল ৬-২০এ জুনাগড় থেকে ডেলওয়াদা প্যাসেঞ্জারে ৭-৫৩য় ভিসাভাধার পৌঁছে ৭-৫৬য় জেটালসর-দেলওয়াদা প্যা বা ১০-৩৪এর খিজাদিয়া-ভেরাবল প্যাসেঞ্জারে যথাক্রমে ৯-০৬/১১-৪৫এ শাসনগির চলুন। দূরত্ব ৭৩ কিমি জুনাগড় থেকে কেশোদ হয়ে গিরের। ভেরাবল-খিজাদিয়া শাখায় মধ্যবর্তী স্টেশন এই শাসনগির। ৪৩ কিমি দূরের ভেরাবল থেকে ৮-৪০, ১৪-০০টায় ছেড়ে ১½ ঘণ্টায় ট্রেন আসছে গিরে। বাসও

যাচ্ছে ৮-৪৫, ১০-০০, ১২-৩০, ১৩-৩০এ জুনাগড় থেকে শাসনগির হয়ে ভেরাবল। শেয়ার ট্যাক্সিও মেলে এপথে। রাজকোট হয়ে আমেদাবাদের দূরত্ব ৪০০, মুম্বাই ৮৮২ কিমি। NEPC-র নিকটতম বিমান সার্ভিস জুনাগড়ের কেশোদে। আর IAC-র রাজকোটে। বিকেল তিনটের মধ্যে গিরে পৌঁছান। স্টেশনের পিছনে ১০ মিনিটের পথে *Sinh Sadan Forest L*, D ২০০, A/c D ৪০০-৬০০, থাকার সুব্যবস্থা; আহার্যও মেলে পৃথক মূল্যে। লজের আর এক আকর্ষণ প্রতি সন্ধ্যা সাতটায় অরণ্য বিষয়ক ফিল্ম শো। অবু: Sanctuary Superintendent, Sasan Gir-362135, Gujarat ; অদূরে নদীর কিনারে * TCGL-র *Lion Safari L*, Sasan Gir-362135, ✆ 21, R1, DAB ৩৫০ চার বেডের ঘরে ডর্মি প্রথায় বেড ৫০ A/c D ৫৫০, খাবার পৃথক; অবু: ম্যানেজার।

৫-০০ ও ১৫-০০টায় বুকিং শুরু হয় অরণ্য সফারির। টিকিট ও পারমিট মেলে। বনদপ্তরের অফিসটিও ফরেস্ট বাংলোয়। ১ থেকে ৮ দর্শক দলের গাইড-চার্জ ১৫০, ৮-এর বেশি হলে জনা প্রতি ১৫ হারে। একক যাত্রায় ৭—১০-০০ ও ১৬—১৮-৩০টায় ৬ যাত্রীর জিপ মেলে কিমি প্রতি ৮ ভাড়ায়। এছাড়া ক্যামেরা ও গাড়ির মান হারে টোল লাগে বনবিহারে। উচিত হবে সকালের জিপ সফারিতে ৩০-৫০ কিমি পরিক্রমায় বিহার করে নেওয়া। আবার ২ দিনের প্যাকেজ ট্যুরেও গির বেড়াবার ব্যবস্থা আছে Asstt Director of Information, Rang-Mahal, Junagadh থেকে।

গিরের নতুন সংযোজন কুমির প্রকল্পটিও ইতিমধ্যেই পর্যটকপ্রিয় হয়ে পড়েছে। কুমিরে আকীর্ণ কমলেশ্বর লেকে বনচররাও আসে জল খেতে। শাসন থেকে ৯৬ কিমি গির-অন্দরে **তুলসীশ্যাম হট স্প্রিং**-এ স্নানের সাথে ভীম ও কুন্তী মন্দির বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। তবে, সহজতম পথ উনা হয়ে গিয়েছে তুলসীশ্যামে। TCGL-এর *Toran Tourist Camp*-এ ডর্মি প্রথায় থাকা; *প্রাইভেট হোটেল, ধরমশালাও* আছে তুলসীশ্যামে।

বিকেল পাঁচটায় বনবিভাগের গাড়ি যাত্রী নিয়ে সিংহ দর্শনে যাচ্ছে। ১৯৬৯এ ১৫১৬ বর্গ কিমি জুড়ে এই সংরক্ষিত অরণ্য রূপ পেয়েছে। তবে, উত্তরকালে আয়তন বেড়ে ৫০০০ বর্গ কিমি হলেও কোর এলাকা তার ১৪৩২ বর্গ কিমি। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র গিরেই সিংহ আছে। মে ১৩—১৯, ১৯৯৫-এর সেনসাস মতে ৩০৪টি সিংহ ঘর-সংসার পেতে বসেছে ১৫৭ মি উঁচু গিরে। আর চিতার সংখ্যা ২৬৮ গির অরণ্যে। এছাড়া প্যান্থার, হায়েনা, চিতল, বন্য শুয়োর, শম্বর, নীলগাই (চার শিঙের অ্যান্টিলোপ), চিঙ্কারা মনের আনন্দে অবাধে বিচরণ করে গিরে। তেমনই তোতা পাখি, ময়ূর, বাঁদরও দেখতে মেলে গির অরণ্যে। অবধ্য এরা। চলার পথে এদের দর্শন মেলা অস্বাভাবিক নয়। জন-কোলাহলকে ভয় পায় এরা। তাই উত্তেজনা বশে রেখে নীরবে গাড়িতে চলাই উচিত হবে।

আপনাকে অভিনবভাবে সিংহ দেখাবে গাইডরা। সিংহের অবস্থান বুঝতে পারে এরা। তাই স্বচ্ছন্দে ব্যূহ গড়ে সিংহকে বশে আনে গাইডরা। সামান্য দূরত্ব থেকে পশু-রাজকে দেখিয়ে দেয় দর্শকদের। তবে কেন যেন মন ভরে না এই সিংহ দর্শনে। আর উচিত হবে রিসেপশন সেন্টারের কাছে ফরেস্ট মিউজিয়মে গির অরণ্যের নানান কিছু দেখে নেওয়া।

সিংহ দেখার পক্ষে মার্চ থেকে মে মাসের ভোর বা সন্ধ্যা মনোরম হলেও অক্টোবরের শেষ থেকে মে মাসের মধ্যভাগে খোলা থাকে গির অরণ্য। প্রতিদিন ৬-৩০—১১-০০ আবার ১৫—১৭-০০টায় খোলা থাকে গিরের প্রবেশদ্বার। গ্রীষ্মে ৩৩-৪৩° আর শীতে ৭-১৫° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। তবে অতিবৃষ্টি হেতু সময়ে তারতম্য ঘটা অ-স্বাভাবিক নয়। বর্ষাকালে অরণ্যে ঢোকা দুরূহ। সময় স্বল্পতায় সিংহ দেখে ১৭-১৩র ট্রেনে জেটালসর বা একই ট্রেনে ভিসাভাধার ফিরে জুনাগড়; ১০-৩২ বা ১৫-৩৯-এর ট্রেনে খিজাদিয়া; ৯-০৬, ১১-৪৫, ১৫-৪৪এর ট্রেনে ঘণ্টা দু'য়েকে ভেরাবল পৌঁছে সোমনাথ চলা যেতে পারে। তবে, অরণ্যের মাঝে ডাকবাংলোয় রাত্রি যাপনে একটা অভিনব রোমাঞ্চ আছে। একরাত গিরে কাটিয়ে পরদিন সকাল ৯-০৬এর ট্রেনে ভেরাবল অর্থাৎ সোমনাথ বা ১০-৩২এর ট্রেনে ভিসাভাধার হয়ে জুনাগড় চলা যেতে পারে। তবে সোমনাথ যাত্রীদের বাসে চলায় সুবিধা। সরাসরি বাসও মেলে সোমনাথের।

চোরবাদ

আমেদাবাদ-জুনাগড়-ভেরাবল রেলপথে ভেরাবল থেকে ১৯ কিমি দূরে চোরবাদ রোড। চোরবাদ রেল স্টেশন থেকে ৮, কেশোদ বিমান বন্দর থেকে ৩৫ আর সোমনাথ থেকে ৩৬ কিমি দূরে ঝাউ আর নারকেল বীথিকায় ছাওয়া শান্ত-সুনিবিড় মনোরম বেলাভূমি চোরবাদও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। সরাসরি বাস যাচ্ছে সকাল-বিকাল ভেরাবল থেকে। বাস ও রেল আসছে ৭৮ কিমি দূরের জুনাগড় থেকেও সাগরবেলায়। পোরবন্দরের দূরত্ব ১১০, গির ৭০ কিমি। আবার সোমানাথ থেকেও নানান বাসে সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা জাতীয় সড়কে ভেরাবল/গুণ্ডা হয়ে চোরবাদ মোড়ে পৌঁছেও অটোয় চলা যেতে পারে ৫ কিমি দূরের সাগরবেলায়। শেয়ারে অটোও যাচ্ছে ভেরাবল বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩০ কিমি দূরের চোরবাদে। উচিত হবে সোমনাথ থেকে দিনভর প্রোগামে চোরবাদ বেড়িয়ে ফেরা।

৫ কিমি দীর্ঘ সাগরবেলা। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্যালেস রিসর্ট। পশ্চিম জুড়ে কালো কালো পাথরখণ্ড। নীল সমুদ্রের সঙ্গে নীল আকাশ মিলেমিশে একাকার। সফেন ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে রকি শোরে। সারি দিয়ে নারকেল আর পাম গাছে ছাওয়া ১৯২৮এ জুনাগড়ের নবাবের গড়া চোরবাদ হাওয়া মহল তথা সামার প্যালেস। উত্তরে শিবমন্দির। পথিমধ্যে সমাধি রয়েছে নানান। সবার উপরে রয়েছে বর্ণময় সূর্যাস্ত চোরবাদে।

থাকার জন্য ১৯২০এ গড়া জুনাগড় নবাবদের গ্রীষ্মাবাসে TCGL-এর *Palace Beach Resort*, Chorwad-362250, ✆ (028768) 8558 : মূল প্রাসাদ *Royal Annexe*এ D ৫০০, *উপ-প্রাসাদে* D ৩৭৫ কটেজ D ৩৭৫; *Annexy General*এ D ২০০, *Sagarwas*এ D ২০০ ছয় বেডের ডর্মিতে ৫০ প্রতিজনা। আহার্য পৃথক মূল্যে।

অত্যুৎসাহীরা চোরবাদ থেকে ১২০ আর দিউ-এর ১০ কিমি দূরে দিউ ও গুজরাট সীমান্ত জুড়ে আমেদপুর মাণ্ডভীর মনোরম বেলাভূমিটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে। গুজরাট ও দিউ—দুইয়ের সীমান্ত মিলেমিশে একাকার। জনশ্রুতি, অবস্থান মাহাত্ম্যে আফ্রিকার কেনিয়া-ইথিওপিয়া-সোমালিয়া থেকে আসা বাতাস বয় মাণ্ডভীর সাগরবেলায়। পামে ছাওয়া সাগরবেলা—বালির রঙ গোলাপী। ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ জুন নানানধর্মী ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা মেলে। বাস আসছে ৪১০ কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকেও বেলাভূমে।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে PWDর *GH*, জুনাগড় নবাবদের আর এক প্রাসাদ GTDCর *Samudra Beach Resort*, Ahmedpur Mandvi, via-Una, Dist-Junagadh, Pin-362510, ✆ (028758) 4216. D ৭৫০ A/c D ১১০০ চার বেডের কটেজ ২০০০ ডর্মি বেড ২০০। তবে, রিসর্টটি প্রাইভেট লিজে প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্রিজেশ প্যাটেলের ব্যবস্থাপনায় চলছে। লাগোয়া কেন্দ্রশাসিত দিউ-এর ঘোঘলায় আছে দিউ ট্যুরিজমের *Tourist Complex*-এ VIP স্যুইট ৪৫০ A/c D ৩৫০ D ১৭৫ ছয় বেডের ঘর ৪০০, অবু: দিউ ট্যুরিজম, মেরিন হাউস, দিউ-362520, ✆ (028758) 2653.

সোমনাথ

শাসনগির থেকে এক ঘণ্টার পথে ভেরাবল। সোমনাথের রেল-সংযোগকারী স্টেশনও এই ভেরাবল। গির থেকে সরাসরি বাস আসছে সোমনাথে। ২১-২৫-এ আমেদাবাদ ছেড়ে আসা 9946 গিরনার এক্স, ২৩-০০টায় 9924 সোমনাথ মেল ভেরাবল পৌঁছায় পরদিন ৮-১০/১১-০৫এ। ট্রেন আসছে বোটাড, ধোলা, জেটালসর, জুনাগড়, চোরবাদ হয়ে। ভেরাবল জং থেকে মন্দির তীর্থ সোমনাথের দূরত্ব আরও ৬ কিমি। মুহুর্মুহু GSRTC-র বাস, অটো, টাঙা, ট্যাক্সিতে সোমনাথ চলুন। কলকাতা যাত্রীদের সরাসরি সোমনাথ যেতে আমেদাবাদ থেকে সোমনাথ মেলে চলাই সুবিধার, রিজার্ভেশনও মেলে সোমনাথ মেলে। ট্রেন আসছে রাজকোট থেকেও ১১-১০এ 9838 ভেরাবল মেল, ১৪-৪০এ 348 ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ৫½ ঘণ্টায় ভেরাবলে। ট্রেন যাচ্ছে দিউ-র যাত্রী নিয়ে ১৫-৩০এ ভেরাবল ছেড়ে তালালা/উনা হয়ে দেলওয়াদা প্যাসেঞ্জার। NEPC-র নিকটতম বিমান ৫২ কিমি দূরে জুনাগড়ের কেশোদে।

আর, বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিগ্বিদিকে ভেরাবল হয়ে সোমনাথ থেকে। বাস যাচ্ছে—অম্বাজী ৫-৩০; উনা ৭-১৫, ৯-১৫, ১০-০০, ১২-১৫, ১৪-১৫, ১৬-০০, ১৮-০০; দিউ ১০-০০ ; জামনগর ৫-৪৫, ১৪-৩০, ১৯-০০, ২০-৩০; রাজকোট ১১-০০, ১২-৩০; পোরবন্দর ৭-৩০, ৮-০০, ১১-০০, ১৩-৪৫, ১৫-৫৫, ১৮-৩০; দ্বারকা ৭-০০, ১০-০৫, ১০-৪৫, ১৪-০৫, ১৪-৩০; আমেদাবাদ ৬-৩০, ৭-৪৫, ৯-০০, ১০-৩০, ১১-১৫, ২২-৩০; সুরাট ১৩-৩০ ছাড়াও রাজ্যের নানান দিকে। দূরত্ব সোমনাথ থেকে দিউ ৮৪, গির ৪৬, দ্বারকা ২৫০, পোরবন্দর ১২২, আমেদাবাদ ৪১৬, রাজকোট ২০০ কিমি।

মন্দিরকে নিয়ে সোমনাথ শহর আরব সাগরের বুকে গড়ে উঠেছে। বাস স্ট্যান্ড তথা মন্দিরকে ঘিরে দ্বি-শতাধিক ঘরের *Sri Somnath Temple Trust*-এ DAB ৩০ TAB ৪০ ২ সেটের স্যুইট ৬০ ৯ সেটের স্যুইট ১৫০ থাকার পক্ষে ভালই। আর রয়েছে মন্দির কমিটির *ধরমশালা*, প্রশস্ত ঘর ২০ ৮০ ১২০ করে। বিছানা ভাড়ায় মেলে। খাবারের ব্যবস্থাও আছে মন্দির কমিটির—আধা ও পুরা মিলের। এছাড়া *জেলা পঞ্চায়েতের পথিকাশ্রম*-এ খাটসহ ঘর মেলে। বেশ কয়েকটি *প্রাইভেট লজ*ও হয়েছে সোমনাথে। মন্দিরের পাশেই *প্রভাস গেস্ট হাউস*; বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Mayuram*, Triveni Rd, DAB ২০০ TAB ২৫০; থাকার পক্ষে ভালই। আর আছে *ভাটিয়া, সিংঘানিয়া, গোবর্ধন ভবন, সংকার* ছাড়াও নানান *ধরমশালা* সোমনাথে। বাস স্ট্যান্ডের পুবে *ব্রহ্মশক্তি*র প্রশস্তি আছে আহার্যে। তেমনই *রাম ভরসা*র আহার্যেও ভরসা রাখা যেতে পারে। তবু আগে থেকে মন্দির কমিটির রেস্ট হাউসে ঘর বুক করে যাওয়াই উচিত হবে। অবু: Manager, Somnath Temple Trust, Prabhas Patan-362268.

আর **ভেরাবলে** আছে—লাইট হাউসের কাছে *সার্কিট হাউস*; কলেজ রোডে TCGL-এর *Toran H H*, ✆ (07676) 20488, Veraval-362266, D ২০০ চার বেডের ঘর ১৫০ ছয় বেডের ঘর ২০০ ডর্মি ৩০; সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান তোরণ থেকে। আর আছে *H Shivam*, DAB ২০০ TAB ২৫০ FAB ৩০০; *H Park*, Veraval-Junagadh Rd, R5, ✆ 22701, DAB ৬০০ A/c D ৮৫০ স্যুইট ১০০০; বাস স্ট্যান্ডের কাছে *Satkar H, H Minaxi, Chetna, Aram Griha, H Moon, Ajanta GH*. রেল স্টেশনে *Chandrani GH, Sri Niwas GH ; H Supreme, La Bela L, Liberty RH* ছাড়াও নানান *প্রাইভেট হোটেল*। এদের রেট S ৪৫-৮৫ D ১০০-১৭৫ T ১৫০-২৫০ A/c S ৩০০-৪৫০ D ৩৫০-৬০০। আর আছে *ধরমশালা, রেলের রিটায়ারিং রুম* ভেরাবলে। আমিষ আহার্যও মেলে ভেরাবলের হোটেলে। আহারে বাস স্টেশনে *সংকার*, রেল স্টেশনে *নিউ অপ্সরা* ভালই। তবে, শিল্পকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক শহর ভেরাবল; অতীতেব বন্দর-নগরী আজ হয়েছে মৎস্য-নগরী। সুরাটেরও আগে মক্কা যাত্রায় ভেরাবলই ছিল মুখ্য বন্দর। তবে, কারগো জাহাজ আজও যাচ্ছে মধ্য প্রাচ্যের নানান দেশে। শুটকি মাছ ভেরাবলের ঘরোয়া শিল্প। সারা ভেরাবলের আকাশে-বাতাসে গন্ধও মিশে রয়েছে শুঁটকি মাছের। তেমনই শুয়োরেরও আধিক্য ভেরাবলে। শ'তিনেক বাঙালি পরিবার কর্মব্যপদেশে ভেরাবলে বাস গড়েছেন। বাঙালির দুর্গাপূজাও হচ্ছে মহাধুমধামে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভেরাবলে।

সোমনাথ আজকের নয়। মার্কো পোলোর ভারত বিবরণীতে সোমনাথের উল্লেখ মেলে। প্রশস্তি গেয়েছেন আরব্য ঐতিহাসিক আল বিরুণীও সোমনাথ মন্দির-এর। সত্যযুগে মন্দির ছিল সোনায় তৈরি, ত্রেতায় রামায়ণের কালে লঙ্কার রাজা রাবণ গড়েন রূপা দিয়ে মন্দির; দ্বাপরে মহাভারতের কালে চন্দন কাঠের মন্দির করেন শ্রীকৃষ্ণ। আর কলি অর্থাৎ একালে মন্দির হয়েছে মর্মরে ভীমদেবের হাতে। ৩০০ সঙ্গীতজ্ঞ, ৫০০ নর্তকী ছিল সেকালে দেব-মন্দিরে। ২০০০ পুরোহিত ছিলেন পূজার্চনায় রত, পুরোহিতদের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ৩০০ পরামাণিক; গঙ্গা থেকে জল আর কাশ্মীর

থেকে ফুল এসেছে দেব-অর্চনায় সোমনাথে। ভারতের অন্যতম পবিত্র তীর্থ তথা সম্পদশালী মন্দিরও ছিল ৬ শতকে সোমনাথ।

গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৬এ আঘাত হানেন সোমনাথে। ২ দিনের যুদ্ধে মন্দির ধ্বংস হয়, লুণ্ঠন করে সঙ্গে নেন এর ধনরত্ন তথা নানান সম্পদ মামুদ। জনশ্রুতি, সোনার শিবলিঙ্গটি চার টুকরো হয়ে এক টুকরো মক্কায়, এক টুকরো মদিনায়, দু'টুকরো গজনীতে যায় তার সঙ্গে। এমনকি চন্দন কাঠের দরজাটিও সঙ্গে যায় মামুদের। বার বার ৫/৭ বার আক্রান্ত হয়েছে সোমনাথ মন্দির মুসলিম হানাদারদের হাতে। বিধ্বস্ত করেছে (১০২৬, ১২৯৭, ১৩৯৪, ১৭০৬) মন্দির, চূর্ণ হয়েছেন দেবতা। তবুও অনাদিকাল থেকে দেব মাহাত্ম্য অমলিন আজও। ১৭০৬এ দিল্লীর বাদশা ঔরঙ্গজেবের হাতে পঞ্চমবার বিনষ্টের পর দীর্ঘ ব্যবধানে ১৯৪৭এর ১২ই মে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাবনা মতো ১৯৫০এর ৮ই মে সাগর পারে অতীতের মূল মন্দিরের স্থানে বেলে পাথরের আদি ব্রহ্মশীলার উপর নতুন করে গড়ে উঠেছে আজকের মন্দির। নাম তার মহামেরু। স্থপতি সি সি সোমপুরা। সুন্দর ভাস্কর্যময় মন্দির। রুপোর দরজা। দেবতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে ১৯৫১র ১২ই মে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম আর বৃহত্তম শিবলিঙ্গের (স্বয়ম্ভু) সঙ্গে বিগ্রহ হয়েছে (রুপোয়) দেবতা সোমেশ্বর মহাদেবের। শিরে ছত্রাকারে ফণা তুলে সর্পরাজ। আয়নায় দেখুন প্রতিবিম্বে—বামে মহিষাসুর মর্দিনী, ডাইনে সূর্যদেব। তাদের মাঝে মর্মরে দেওয়াল গাত্রে দেবতা বিষ্ণু, ডাইনে নারায়ণ; বামে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। এখানকার পূজা পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আছে। দেবতা সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। দূর থেকেই দেবদর্শন সাঙ্গ করতে হয়। ১১, ২১, ৩১, ৫১, ১২১ টাকার পুজোয় প্রসাদ মেলে। সকাল ৭টা, দুপুর ১২টা, সন্ধ্যা ১৯-০০টায় আরতি দর্শনীয়। আর দ্বিতল ও ত্রিতলে ছবিতে প্রদর্শিত হয়েছে অতীত সোমনাথ। সকাল ৬—২১-৩০টায় খোলা থাকে মন্দির।

পুরাতন মন্দিরগুলির আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কারুকার্যের কিছু নিদর্শন পাশের প্রভাস পাটন মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। এমনকি সাত সাগরের (Danube, Nile, St Lawrence, Tigris, Muray, Hobart, Newzealand-এর সমুদ্র) জলও স্থান পেয়েছে সংগ্রহে। বুধ ও ছুটি ছাড়া ৯—১২-০০ আবার ১৫—১৭-৩০টায় খোলা। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তাল আরব সাগর। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমি ধুয়ে মন্দিরের দেওয়ালে। এ দৃশ্যও নয়নাভিরাম। মন্দিরের প্রবেশ দিগ্বিজয় গেটে। প্রবেশ দ্বারে মূর্তি হয়েছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের (১৮৭৫—১৯৫০)। তার পিছে ১৭৮৩তে অহল্যাবাঈয়ের গড়া মন্দিরের স্মারকরূপে দ্বিতল মন্দির হয়েছে নতুন করে। নাম তার পুরাতন মন্দির। পাতালের গর্ভগৃহে সৌম্য পরিবেশে বিশাল সোমনাথ—সাদা গৌরীপট্টে কালো শিবলিঙ্গ, সামনে সফেদ রঙা বাহন নন্দী। আর উপরে অহল্যেশ্বর শিব। পূজা হয় আজও। এছাড়া ১২ শতকের পার্বতী মন্দির, হমীরজী লাঠিয়ার দেবী, গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ তথা চন্দ্রপ্রভ জৈন মন্দির ছাড়াও বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে সোমনাথকে ঘিরে। কার্তিক পূর্ণিমা ও মহাশিবরাত্রি সোমনাথের অনন্য উৎসব।

অতীতে শহরের প্রবেশ ছিল জুনাগড় গেটে, সুলতান মামুদের হাতে বিধ্বস্ত হলেও ১ কিমি শহরমুখী যেতে দ্বিতীয় গেটে হিন্দুর দেবতা সূর্যমন্দিরের মসজিদে রূপান্তর আজও দৃশ্যমান। পরিবর্তন ঘটে মামুদের কালে। সহস্রাধিক সমাধিও রয়েছে মসজিদ চত্বরে। বাজার চত্বরের জুমা মসজিদটিও নানান হিন্দু মন্দিরের উপকরণ নিয়ে মামুদের গড়া। নানান মন্দিরের সংগ্রহ নিয়ে মিউজিয়মও বসেছে সোমনাথে।

মন্দির থেকে পথ গিয়েছে ত্রিবেণী রোড—পায়ে হাঁটা ডানহাতি পথ। ঝাউ বীথিকার বন পেরুতেই ডাইনে পড়বে পরশুরামের তপোভূমি। কুণ্ডও হয়েছে প্রভাস সলিলে। বিপরীতে মহাশ্মশান। সুন্দর পরিবেশ। সামনে এগুতেই বামহাতি শঙ্করাচার্যের মন্দির। আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চার মঠের এক—সারদা মঠ। নৃসিংহনাথ, শঙ্করাচার্য, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ছাড়াও নানান দেবতার সমাবেশ ঘটেছে। বাঁয়ে পথ গিয়েছে প্রাচীনতম সূর্য মন্দির-এ। মন্দিরে রয়েছেন সূর্যদেব ও স্ত্রী সংজ্ঞাদেবী। পথের বিপরীতে নদী সরস্বতী দৃশ্যমান হলেও মিলন ঘটেছে কপিলা ও হিরণ্যের মিলিত ধারার সঙ্গে। নামও তাই ত্রিবেণী সঙ্গম বা প্রভাস তীর্থ। স্নানে পুণ্য হয়। পুরাণ বলে, পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট সোম অর্থাৎ চন্দ্র যখন শ্বশুর প্রজাপতির শাপে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েন তখন আবার দক্ষেরই পরামর্শে চন্দ্র এই সঙ্গমে এসে স্নান করে শিবের আরাধনায় বসেন। তুষ্ট হন শিব। চন্দ্র তার জ্যোতি ফিরে পান। সেই থেকে নাম হয়েছে এর সোমনাথ পাটন বা প্রভাস পাটন। আর ব্রহ্মার নির্দেশে মন্দির গড়েন সোম সোমনাথের। পাশেই পাণ্ডব গুহা। শ্রীমদ্ভাগবতে মেলে, মহাত্মা বিদুরও প্রভাসতীর্থে নিজ দেহ বিসর্জন দেন। এমনকি বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরও এসেছেন—তর্পণ ও তপস্যা করেছেন প্রভাসতীর্থে।

এবার পথের শেষ গীতা ভবন-এ। অতীতে এই জায়গা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ একদা বৃক্ষশাখায় বসে বিশ্রামরত। এমন সময় দূর থেকে জরা নামে এক ব্যাধ হরিণ ভ্রমে তীর ছোঁড়ে। তীর বেঁধে শ্রীকৃষ্ণর পায়ে। আর তাতেই মারা যান শ্রীকৃষ্ণ। বৃক্ষটি আজও কালের বেড়াজাল পেরিয়ে দাঁড়িয়ে। বেদী করে ঘিরে রাখা হয়েছে। তবে, দ্বিমতে, ভালুকাতে তীরবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্গের দেবতারা নিয়ে আসেন, আর শেষ নিশ্বাস ফেলেন এখানে শ্রীকৃষ্ণ। দাহ করেন অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ত্রিবেণী ঘাটে। সেই স্মৃতিতে দেহোৎসর্গ বেদী। সামনেই হিরণ্য নদী। কালে কালে গড়ে উঠেছে গীতা মন্দির—শ্বেত মর্মরের মন্দিরে দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ, পাশেই বলরাম মন্দির, নাগস্থান, বল্লভাচার্য

তথা মহাপ্রভুজীর বৈঠক ছাড়াও নানান মন্দির। একটি গুহাপথও এসেছে পরশুরামের তপোভূমির সামনে থেকে গীতা মন্দিরে। লোকশ্রুতি, এই গুহাপথ দিয়েই হানাদারদের হাত থেকে মন্দিরের ধনরত্ন রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল।

পুরোটাই পায়ে হেঁটে দেখে নেওয়া ভাল ঘণ্টা ৩/৪ সময়ে। অটো/টাঙাও মেলে ৬০/৫০ টাকার চুক্তিতে। সোমনাথে একদিনের বেশি থাকার দরকার হয় না। তবে সোমনাথ থেকে কোদিনার ৪০+উনা ৩৭ হয়ে বাসে বাসে কেন্দ্রশাসিত দিউ বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে উৎসাহীদের। শ'ছয়েক টাকায় ট্যাক্সিতে সোমনাথ থেকে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় দিউ। দূরত্ব ৮৭ কিমি।

সোমনাথ-ভেরাবলের মাঝপথে মহাভারতের কাম্যক-বন তথা ভালুকাতে গড়ে উঠেছে **ভালুকা তীর্থমন্দির**। সোমনাথ থেকে ভেরাবলের পথে টাউন বাস, অটো বা টাঙায় দেখে নেওয়া যায় এই কৃষ্ণমন্দির। কৌরবমাতা গান্ধারী তথা নানান মুনি-ঋষির শাপে যদুবংশ ধ্বংস পেতে শ্রীকৃষ্ণও এসেছেন প্রভাস তীর্থে। কিংবদন্তী, একদা বিশ্রামরত শ্রীকৃষ্ণ এখানেই তীরবিদ্ধ হন জরা ব্যাধের হাতে। মূর্তিও হয়েছে ব্যাধ ও শ্রীকৃষ্ণর। আর রয়েছে কুণ্ড। শুক্লা দ্বাদশীতে স্নানে স্বর্গবাস হয়। তীরবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ রক্তাক্ত চরণ ধুয়েছিলেন এখানে। তাই পদমকুণ্ডও বলা হয়ে থাকে একে। পুরাণবর্ণিত কিংবদন্তীর তিন নদীর অভাব ভালুকায়; সাযুজ্য মেলে প্রভাস তীর্থের সাথে।

পোরবন্দর

সোমনাথ থেকে বাসে চলুন ১২২ কিমি দূরের পোরবন্দরে। ঘণ্টা চারেকের পথ। আর ট্রেন যাচ্ছে ব্রডগেজ রেলে মুম্বাই থেকে আসা 9215 সৌরাষ্ট্র এক্স ২৩-৩৫এ আমেদাবাদ, ১-৫০এ রাজকোট পৌঁছে ৩-২৫এ হাপা ছেড়ে পোরবন্দর যাচ্ছে ৬-৩৫এ। রাজকোট থেকে আসছে ৬ ঘণ্টায় ১৩-১৫য় ছেড়ে হাপা-জামনগর হয়ে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। এছাড়া রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে দ্বারকা, জামনগর, রাজকোট, ভেরাবল, দিউ ছাড়াও রাজ্যের নানান শহরে পোরবন্দর থেকে। প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে সারা পশ্চিমে। NEPC Airlines 2 7 দিন পোরবন্দর-মুম্বাই-চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর-ঔরঙ্গাবাদ সার্ভিস গড়েছে। আমেদাবাদ থেকে ৪৭৫, কেশোদ ১০৭ আর কলকাতা থেকে ২৫৬৪ কিমি দূরে পোরবন্দর।

সৌরাষ্ট্রের এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্য পোরবন্দর—শুধু নামে নয় আসলেও বন্দর এক। বন্দরের জেটিঘাটটিরও (Wharf) আধুনিকীকরণ হয়েছে। অতীতকালে সুদূর পারস্য উপসাগর ও আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। আরব সাগরের বুকে অতি আধুনিক বাণিজ্যিক শহর এই পোরবন্দর। সমুদ্রের বেলাভূমিটিও মনোরম। রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর। শহর প্রসারের মূলে রয়েছে জাতির জনক বিংশ শতকের শান্তির দূত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম। তবে, অতীতে কৃষ্ণ-সখা সুদামার নামে নাম ছিল এর সুদামাপুরী। আজ সিমেন্ট, রাসায়নিক ও বয়ন শিল্পনগরীর রূপ পাচ্ছে। শুঁটকি মাছ হচ্ছে পোরবন্দরে। গন্ধও মেলে তার পোর-বন্দরের আকাশে বাতাসে।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর যে বাড়িতে গান্ধীজীর জন্ম হয় তাকে অক্ষত রেখে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে **কীর্তিমন্দির**। গান্ধীজীর জন্মস্থান (স্বস্তিক চিহ্নিত), রিডিং রুম, শয়নঘর, সবেরই পুরাতন অবস্থাকে অক্ষত ধরে রাখা হয়েছে। নানজী কালিদাসের তৈরি নতুন মন্দিরটির উচ্চতা ৭৯ ফুট—গান্ধীজীর মৃত্যুকালীন বয়স ৭৯-কে স্মরণ করায়। প্রতি সন্ধ্যায় ৭৯টি বাতিও জ্বালানো হয় মন্দিরে। প্রবেশ দ্বারের চারপাশের দেওয়ালে গান্ধীজীর জীবনের নানান আখ্যান খোদিত হয়েছে। আর হয়েছে গান্ধীজী বিষয়ক লাইব্রেরি, চরকাঘর, ছোটদের স্কুল, উপাসনা গৃহ। প্রতিটিই পর্যটকদের কাছে উন্মুক্ত।

কীর্তিমন্দিরের পথে শ্রীকৃষ্ণর বাল্যসখা **সুদামার প্রাসাদ** তথা মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যায়। মেয়েদের স্কুল **কন্যা-গুরুকুল বালিকা বিদ্যালয়**—ভারতীয় প্রথায় শিক্ষাদানের জন্য ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে আজ প্রশস্তি পেয়েছে। এই প্রথার আবিষ্কর্তা গান্ধীজী। শহরের উত্তরে Jynbeeli (অতীতের জুবিলি) ব্রিজ পেরিয়ে **ভারত মন্দির**। সুন্দর বাগিচার মাঝে দেবতার পরিবর্তে ভারতের বিশালাকার রিলিফ ম্যাপ স্থান পেয়েছে। আর দেবতারাও এসেছেন হিন্দু পুরাণ থেকে মন্দিরের পিলারে ব্যাস রিলিফ প্রথায় সুন্দর চিত্রিত হয়ে। বারান্দার আয়নাগুলিতে (৬টি) কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তিও দেখে নিন নিজের। বিপরীতে **নেহরু প্ল্যানেটেরিয়ামটিও** দেখে নেওয়া যেতে পারে সাঁঝে।

দক্ষিণ-পূব তটরেখায় আরব সাগরের বুকে গড়ে উঠেছে শহর। আর শহরের পাদদেশে **পোরবন্দর সাগর সৈকতটিও** সুন্দর। তবে, সাগরবেলাটি আজ পূতিগন্ধময়। অতীতে নাম ছিল এর উইলিংডন মেরিনা বীচ। আর আছে অতীতের প্রাসাদ হুজুর প্যালেস সাগরবেলায়। এছাড়া, সোনা আর রূপার তৈরি সিগারেট কেস ও ভ্যানিটি ব্যাগের কারখানাটিও দেখে নিতে পারেন। দ্বারকার পথে ৩৫ কিমি দূরে কোয়েলা পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণর তৈরি হর্ষদমাতার মন্দিরে দেবী জগদম্বা। উৎসাহীরা চলার পথে একটা বাস ছেড়ে দেখে নিতে পারেন। পর্যাপ্ত সময় থাকলে সোমনাথমুখী ৬৫ কিমি দূরে শ্রীকৃষ্ণর বিবাহবাসর তথা মাধবপুর মন্দির, ৩৫ কিমি দূরে বিলেশ্বর শিবের মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যায়। আবার উৎসাহীরা BDO, Porbandar-এর ব্যবস্থাপনায় ৫ কিমি দূরে Degam, আরও ৯ কিমি দূরে Kuchdi গ্রামের লোকনৃত্যও দেখে নিতে পারেন। তেমনই ২০০ কিমি ব্যাপ্ত Barda Sanctuary-তে প্যান্থার, নীলগাই, শম্বর ছাড়াও নানান জন্তু দেখে নেওয়া যায় পোরবন্দর থেকে।

বীচের উপর রয়েছে অভিনব বিশ্রামগৃহ—*ভিলা*। প্রাক্তন দেওয়ান পাণ্ডুরঙ্গজীর বাসগৃহে *ভোজিশ্বর রেস্ট হাউস* (PWD GH)-এ ভারত পরিব্রাজক স্বামীজী দেওয়ানের অতিথিরূপে বাস করেন (৮-৯ মাস)।

স্মারকরূপে স্মৃতি মন্দির হয়েছে দ্বিতলে স্বামীজীর বাসগৃহে। *Circuit House,* অবু: Deputy Engineer, PWD, Porbandar. TCGL-এর *Toran,* Chowpatty, Porbandar-360575, ✆ (0266) 22745, DAB ৩০০, A/c ৪০০, ডর্মি ৩০, অবু: Regional Manager, TCGL, Rang Mahal, Dewan Chowk, Junagadh. নতুন ও পুরাতন দু'টি বাংলো আছে পোরবন্দরে। সূর্যাস্ত ও বন্দরের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান তোরণ ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে। অদূরে *New Oceanic GH,* A/c D ৩০০, T ৪০০; *Lal Palace H,* DAB ৩০০; *Neelam GH,* ST Rd, S ৬৫, D ১০০; লাগোয়া *Dharaini GH,* D ১৫০; সাধারণ সাজে *Rajkamal GH,* MG Rd; *Flamingo H,* MG Rd, DAB ২২৫-৩৫০, A/c D ৫৫০; *Sheetal H,* Bus Stand, D ২৫০-৪৫০, মান হারে দামে আধিক্য; *Roopalee, Ghayal L, Annapurna, Green L, Evergreen, Ashoka, Everest L, Dreamland, Gita L, Himachal G H,* DAB ২২৫, A/c D ৪০০। *ধরমশালাও* আছে নানান। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* পোরবন্দরে।

পোরবন্দর শহর দেখার জন্য ৩/৪ ঘণ্টা সময় যথেষ্ট। পোরবন্দর বেড়িয়ে ঐদিনই পোরবন্দর থেকে দ্বারকায় চলা যেতে পারে। দ্বারকা ও সোমনাথের বাসগুলি ১ ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক দেয় পোরবন্দরে। কনডাকটরকে বলে অটো বা টাঙায় চেপে এই সময়ের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে কীর্তিমন্দির, সুদামা মন্দির, সাগরসৈকত ও চলার পথে শহর দেখে ঐ একই বাসে চলতে পারেন। ঘণ্টা চারেকের বাসপথ পোরবন্দর থেকে দ্বারকার। ট্রেন সেই ঘুরপথে গিয়েছে দ্বারকায়। পর্যটকদের যাতায়াতে বাসই সুবিধার।

দ্বারকা

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা।
পুরী, দ্বারাবতী চৈব, সপ্তৈতা মোক্ষ দায়িকা।।

দ্বার অর্থ দরজা—আর *কা* মানে অনন্ত শান্তি, পরম বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি। অর্থাৎ *দ্বারকা* অর্থ—ব্রহ্ম প্রাপ্তির দরজা। দ্বারকাবাসে কৃষ্ণসাযুজ্য মেলে। স্থানীয়দের কাছে দ্বারকা আজ দ্বোয়ারকা হয়েছে। এমনকি রেল ও বাস দপ্তরেও দ্বারকা বললে সমস্যা দেখা দেয়। তাই দ্বোয়ারকা বলুন গুর্জরদের সাথে কথা বলতে গিয়ে। ধার্মিক আনর্ত দাম্ভিক পিতা শর্যাতির অশিষ্ট আচরণের প্রতিবাদে বিরাগভাজন হয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলে সমুদ্রতীরে এসে বৈকুণ্ঠনাথের স্মরণ নেন। স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ থেকেই শত যোজন (যোজন = ৮ মাইল = ১৩ কিমি) ভূখণ্ড সমুদ্র থেকে উৎপাটন করে ভীমানদী সাগরে স্থাপন করেন। আর সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাধ হল সৃষ্টি—ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাপ নেওয়ার। সমস্যা—কোথা থেকে শুরু হবে মাপ! স্থান নির্ধারণে একটি কুশ ছুঁড়ে দিলেন মর্ত্যে। কুশ এসে পড়ে যযাতির পুত্র যদুর রাজ্যে। তাই কুশস্থলী বা দ্বারাবতী নাম হয় এর। আর দ্বাপর যুগে আনর্ত-পুত্র রৈবতের আমন্ত্রণে এই কুশস্থলীতেই যদুবংশের রাজধানী দ্বারকাপুরী গড়েন শ্রীকৃষ্ণ।

সোমনাথ বা পোরবন্দর থেকে বাসে চলুন লর্ড কৃষ্ণর সাম্রাজ্য দ্বারকায়। পোরবন্দর থেকে দূরত্ব ১২৮, সোমনাথ ২৫০, রাজকোট ২১৭, হাপা ১৪২, জামনগর ১৩৭, আমেদাবাদ ৩৬৫ কিমি। বাস আসছে রাজ্যের নানান শহর থেকে দ্বারকায়। আর দ্বারকা থেকে বাস যাচ্ছে— আমেদাবাদ ৭-০০, ২১-০০টায়; ডাকোর ৭-০০; মাহেসানা (নাথদ্বার হয়ে) ২০-০০; সোমনাথ ৬-১৫, ৭-০০, ১০-১৫, ১৩-৩০, ১৫-৪৫, ২২-০০; জুনাগড় ৮-০০, ১১-০০, ১৪-০০; পোরবন্দর ৯-৩০, ১৪-১৫, ১৫-৩০; ওখা যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

আর ট্রেন যাচ্ছে ২০-২৫এ মুম্বাই থেকে 9005 সৌরাষ্ট্র মেল ৬-১৫য় আমেদাবাদ ছেড়ে ভিরামগম ৭-২২, রাজকোট ১০-৪০, হাপা ১২-৫৫, জামনগর ১৩-১৫, দ্বারকায় ১৬-১০এ পৌঁছে ১৭-০৫এ ওখায়। আর প্রতি রবিবার পুরী-ওখা এক্স যাচ্ছে বিশাখাপতনম/জলগাঁও/আমেদাবাদ হয়ে একই পথে। আমেদাবাদ-ওখা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, ভিরামগম-ওখা ফাস্ট প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে ০-২০/৯-৫০এ হাপা ছেড়ে ৩-৪৫/১৫-২০এ দ্বারকায়। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২৪৫৫ কিমি, মুম্বাই থেকে ১০০৭ কিমি।

নিকটতম বিমানবন্দর জামনগর। 2 4 6 7 দিন ১ ঘণ্টায় মুম্বাই-জামনগর-মুম্বাই বিমানও চলছে IAC-র। NEPC Airlines-ও সার্ভিস গড়েছে 3 5 6 দিন জামনগর-মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই-এর।

দ্বারকাতে মিষ্টি জলের অভাব—বৃষ্টির জল জমিয়ে দ্বারকার চাহিদা মেটে মিষ্টি জলের। নানান হোটেলে আজও নোনা জলের চল। পাশ্চাত্য প্রথায় হোটেলের অভাব দ্বারকায়। শহরে ঢোকার মুখে বাস পথে

Dwarka-361336, STD 02892-এ—*H Meera*, Stn Rd, SAB ৬৫-১০০, DAB ১২৫-১৭৫, TAB ২০০, FAB ২২৫; বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Radhika*, R2, SAB ২২৫, DAB ৩২৫, TAB৩৭৫; মন্দিরমুখী স্বল্প যেতে *H Guruprerana*, DAB ১২৫-২০০, TAB ২২৫, A/c D ৩৫০, T ৩৭৫। থাকা ও আহার্যে গুরুপ্রেরণার প্রশস্তি জনমুখে। *Gokul GH*, DAB ২০০; *Brishma GH*, মান ও দামে গোকুল তুল্য। মন্দিরমুখী তিন বাতিকে ঘিরে সাধারণ সাজের হোটেলের অবস্থান দ্বারকায়। এদের কাছে কেবল থাকা D ১২৫-১৭৫, T ১৫০-২০০ টাকায় মেলে। থাকার জন্য—*Trimurti G H, Sri Vrindavan GH, Muralidhar GH, Chetna RH, Banshidhar L, Braja Bhawan, Mahaluxmi L, Jamuna L, Uttam GH, Dwarakapuri GH* আদরণীয় হবে। আর আহার্যে *অতিথি ভবন, নটরাজ, তুলসী, গুরুপ্রেরণা, কান্তা লজ, লোহানা, আরাধনা, যমুনা* ভালই। এদেরও আধা ও পুরা মিল প্রথা চালু। আর রয়েছে *রেলের রিটায়ারিং রুম*, সাগর পারে *Panchayet Aram Griha*, PWD *RH*—থাকার পক্ষে ভালই। আরাম গৃহের বুকিং: District Development Officer, Jamnagar ; আর Dy Engineer, PWD, Khambalia, Jamnagar-কে লিখুন রেস্ট হাউসের জন্য। আর আছে TCGL-এর *Toran*, ✆ 34113, DAB ২০০, ৫/৭/৮ বেডের ডর্মিটরিতে ৩০ টাকায় বেড। এছাড়াও রয়েছে সাগর পারে *গায়ত্রী শক্তিপীঠ অতিথি নিবাস, বিড়লা ধরমশালা* ; গোমতী নদীর কাছে—*ভদ্রকালী, রামেরাম, বিকানীর, বিশ্বকর্মা, শ্রীরাম, প্যাটেল ভবন*; বাস স্ট্যান্ডের কাছে—*গোকুল ভবন, জনক ভবন, বিশ্বলিয়া*; মন্দিরের কাছে *বাঙ্গুর ধরমশালা, রাসবিহারী, সাগর ভবন, জয় রণছোড়জী, চান্দক*; রেল স্টেশনের কাছে *তোতাদ্রি আশ্রম*, তোতাদ্রির কাছে স্টেশন রোডে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অতিথিশালা* দ্বারকায়। বাথ সংলগ্ন ঘরও মেলে তোতাদ্রি ও ভারত সেবাশ্রমের অতিথিশালায়। বাঙালি যাত্রীদের ভিড়ও বেশি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ Stn Rd-36, ✆ (02892) 34157 ও তোতাদ্রিতে। *ধরমশালা* আছে আরও নানান দ্বারকায়।

কনডাকটেড ট্যুর : দ্বারকা, ভেট দ্বারকা, নাগেশ্বর ও গোপীতলাও দেখাতে যাচ্ছে নগর পঞ্চায়েতের বাস ৩৫ টাকায় দ্বারকা থেকে ৮—১৩-০০ ও ১৪—১৯-০০টায়। বুকিং: বাঙ্গুর ধরমশালার কাছে এদের অফিস থেকে।

দ্বারকা হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থ। সপ্তপুরীর এক পুরী দ্বারকা (অন্য ছয়: বারাণসী, হরিদ্বার, উজ্জয়িন, মথুরা, অযোধ্যা, কাঞ্চিপুরম)। কংস বধের পর কংসের শ্বশুর প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ বার বার ১৮বার পরাজিত হয়ে কালযবনের সাহায্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় আক্রমণ করেন। জয় অনিবার্য জেনেও ১৯তম আক্রমণের রক্তক্ষয় এড়াতে আত্মীয়কুলপরিজনসহ মথুরা ছেড়ে গুজরাটে এলেন শ্রীকৃষ্ণ। নগরী গড়েন গির্নারের কাছে অনর্ত নগরী। কালে কালে কাথিয়াবাড় পেনিনসুলার রাজা কুশাদিত্যের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে বন্দরনগরী গড়েন কুশস্থলীতে। অতীতের দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গটিকে সংস্কার করে গোমতীর সঙ্গমে যদুবংশের নতুন রাজধানী গড়েন শ্রীকৃষ্ণ। চারদিক সাগরে বেষ্টিত স্বর্গ প্রাচীরে সুরক্ষিত দুর্গকে সামুদ্রিক প্লাবন থেকে রক্ষা করতে বাঁধও দেন শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রপ্রস্থের পরেই সেযুগে ভারতের দ্বিতীয় জনাকীর্ণ জনপদ গড়ে ওঠে এখানে শ্রীকৃষ্ণের ৩৬ বছরের রাজত্বকালে। বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণর এই সময়ের কীর্তিকলাপ জড়িয়ে রয়েছে দ্বারকাতে। তবে, শ্রীকৃষ্ণর মৃত্যুর পর পাত্রমিত্রসহ ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে অর্জুনের দ্বারকা ত্যাগের সাথে সাথে সমুদ্র গ্রাস করে সবকিছু। অতীতের মন্দিরের কোনো অস্তিত্ব নেই আজ আর। তবে, সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে সোনার দ্বারকাপুরী উদ্ধারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে গত কিছুকাল। তবে, দ্বিমতও আছে মূল দ্বারকাপুরীর অবস্থান নিয়ে। মূল দ্বারকার দাবিদার এগারো হলেও যুক্তিতর্কে জোরালো চার—(১) বর্তমান দ্বারকা, (২) দ্বারকা থেকে ৪০ কিমি দূরে বিশবরা, (৩) পোরবন্দরের ৫৬ কিমি দক্ষিণ-পূবের মাধবপুর-গেদ অঞ্চল, (৪) কোদিনার। তবে, ১৯৭৯ খ্রি দ্বারকা মন্দিরের উত্তরদিকে মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত চিনেমাটির পাত্রকে খ্রিপূ ১৩০০ অর্থাৎ মহাভারতের কালের বলে রায় দিয়েছেন ঐতিহাসিকরা।

গান্ধীজীর চিতাভস্মও বিসর্জিত হয় দ্বারকায়। সেই স্মৃতিতে গান্ধীঘাট হয়েছে সাগরবেলায়। সম্প্রতি শিল্প নগরীতে রূপ পাচ্ছে দ্বারকা।

রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে গোমতীর পারে দ্বারকার মূল আকর্ষণ **দ্বারকাধীশ বা রণছোড়জীর মন্দির**। রণ ছেড়ে দ্বারকায় আসেন শ্রীকৃষ্ণ। মূর্তি হয়েছে মণি-মাণিক্যখচিত রূপার সিংহাসনে কষ্টিপাথরে ৩½ হাত উঁচু—পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমুদকী গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ প্রজাপালক রাজা শ্রীকৃষ্ণর। ক্ষণে ক্ষণে সাজবদল হয় দেবতার। তবে, মূল মূর্তি আজ ডাকোরে, দ্বিতীয় মূর্তিও চুরি গিয়ে স্থান পেয়েছে ভেট দ্বারকায়। এটি তাই তৃতীয়। মনোলিথিক পিলারে ১৭০ ফুট উচু, ৭২টি স্তম্ভের উপর গ্রানাইট ও বেলে পাথরে ৭ তলা রথাকৃতির মন্দির—গর্ভমন্দির, বিমানমণ্ডপ ও নাট্যমণ্ডপ তিন ধাপে গড়ে উঠেছে। চুড়োয় সুবর্ণ কলস। ১১ শতকে মন্দিরের স্রষ্টা রাজা জগৎ সিং রাঠোর থেকে জগৎমন্দির নামেও সমধিক খ্যাত। কিংবদন্তী, তারও আগে শ্রীকৃষ্ণর প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রনাভ 600 BC-তে মন্দির গড়েন হরিগৃহ। উত্তরকালে কৃষ্ণমন্দিরে রূপান্তরিত। কথিত আছে, এক রাতের মধ্যে রূপ পায় এই মন্দির। জনশ্রুতি, কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ ১৫৪৬এ চিতোর ছেড়ে দ্বারকায় এসে লীন হন শ্রীকৃষ্ণে। সমাবেশ ঘটেছে হিন্দু পুরাণ থেকে নানান দেব-দেবীর মন্দিরে। প্রবেশ স্বর্গদ্বারে আর প্রস্থান মোক্ষদ্বারে।

মাতা দেবকী রয়েছেন মূল মন্দিরের সামনে। ঢুকতেই তোরণে সিদ্ধিদাতা গণেশ—এগুতেই ডাইনে কুশেশ্বর শিব। আর রয়েছেন—বাঁয়ে কালো পাথরের প্রদ্যুম্ন, সত্যনারায়ণ, অম্বাজী, পুরুষোত্তমজী, অনিরুদ্ধজী, মুনি দুর্বাশা, জাম্ববতী, শ্রীরাধিকা, লক্ষ্মীনারায়ণ, গোপাল, নাগ

অবতার বলদেবজী, সত্যভামা, লক্ষ্মী অর্থাৎ রুক্মিণী স্ব স্ব মন্দিরে। মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাজার-ঘাট-শহর। মন্দিরে প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দুদের। ৬—১২-৩০ আবার ১৭—২১-৩০ টায় খোলা থাকে মন্দিরদ্বার। জন্মাষ্টমী, বসন্ত পঞ্চমী, দোলপূর্ণিমা জাঁকালো উৎসব দ্বারকায়। দুপুর ও সাঁঝে অন্নপ্রসাদও মেলে মন্দিরে। কুপন আগেভাগে সংগ্রহ করা বিধি। ১১ থেকে ১০০১ টাকার পুজোয় প্রসাদী ভোগ মেলে।

দ্বারকাধীশ মন্দিরের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া গোমতী নদীতে ঘেরা দ্বীপে রয়েছে **কৃষ্ণ মন্দির**। দক্ষিণ দ্বারে বেরিয়ে ৫৬টি ধাপ নেমে গোমতী দেবীর মন্দির। তারও নিচে গোমতী নদী। ঋষিদের প্রার্থনায় স্বর্গের গঙ্গা এখানে নেমে আসেন গোমতী নামে। স্নানে পুণ্য হয়। অদূরে গোমতী মিলেছে সাগরে—নাম তার গোমতী-নারায়ণ সঙ্গম। সঙ্গমের ডাইনে কাঠের মন্দিরে দারু নির্মিত দেবতা চতুর্ভুজ সঙ্গমনারায়ণ। সঙ্গম থেকে ৩২ মাইল ব্যাপী নদীর দুই তীর চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। চক্রের ছাপ আঁকা সাদা পোরাস ধরনের পাথর দ্বারাবতী শিলা চক্রতীর্থে আজও মেলে। লাইট হাউসও হয়েছে ১৫৬ ফুটের ১৯৬৩র ৭ই জানুয়ারি। বিকালে ১ ঘণ্টা দ্বার খোলা। লাইট হাউস ছাড়িয়ে আরও উত্তরে সান সেট পয়েন্ট। অপরপারে পঞ্চনদ-তীর্থ—মিষ্টিজলের ৫টি কুয়ো, পঞ্চপাণ্ডবের নামে নাম। প্রতিটির জলে স্বাদের তারতম্য মেলে। সামান্য দক্ষিণে লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। অদূরে সমুদ্রতটে চক্র চিহ্ন খোদিত চক্র-নারায়ণ পাথরখণ্ড। নৌকায় পারাপার।

দ্বারকাধীশ থেকে ওখার পথে ২ কিমি যেতে **রুক্মিণী মন্দির**। শ্বেত মর্মরে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী রুক্মিণীর পূজা হয় মন্দিরে। পৌরাণিক আখ্যানের ছবিগুলি সুন্দর। মন্দির থেকে আরব সাগরে সূর্যাস্ত সুন্দর দেখায়। রুক্মিণী দেখে ফেরার পথে শহরের মধ্যেই পড়ে **ভদ্রকালীর মন্দির**। বিষ্ণুতীর্থ দ্বারকায় যাদবকুলের আরাধ্যা দেবী চতুর্ভুজা মহাকালী আজও পূজিতা হচ্ছেন। ৫১ পীঠের এক পীঠ। দুর্গাপূজাও হয় মন্দিরে। আর আছে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির। জনশ্রুতি, সিদ্ধেশ্বরের ঋষিতীর্থ বা জ্ঞানকুণ্ড এবং শিবলিঙ্গটি স্বয়ং ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিত। আর হয়েছে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়; পাশেই কবীর আশ্রম। তেমনই দ্বারকার আর এক আকর্ষণ ১২৫০টি পুঁথির অমূল্য রতন নিয়ে গড়া বেদ ভবন—৯টি তার বিশ্বকর্মার স্বহস্তে রচিত।

সমুদ্রবেলায় **ভারকেশ্বর**। এখান থেকে উপকূলভাগের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। আচার্য শঙ্করাচার্যর (৭৮৮—৮২০ খ্রি) প্রতিষ্ঠিত চার মঠের অন্যতম দ্বারকার জগৎগুরু শঙ্করাচার্য অর্থাৎ **সারদা মঠ**। আর আছেন মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব। দেব বিগ্রহটি আচার্যের প্রাপ্তি গোমতীগঙ্গা ও আরব সাগরের সঙ্গমে। আরও পরে সারদা সরস্বতী ও শ্রীকৃষ্ণর আট মহিষীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন আচার্যদেব। তেমনই হয়েছে ১২০০টি শালগ্রাম শিলা, ১৩০০টি শিবলিঙ্গ, ৭৫জন শঙ্করাচার্যর ধাতুমূর্তি মঠে। আচার্যের মূর্তিও হয়েছে প্রস্তরে।

দ্বারকা থেকে ওখার পথে ১৭ কিমি গিয়ে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম **নাগেশ্বর মহাদেব তীর্থ** (দ্বিমতে মহারাষ্ট্রে) বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। ওখামুখী আরও যেতে গোপী তালাও। বৃন্দাবন থেকে গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে এসে এখানেই অবস্থান করেছিলেন। স্মারকরূপে ভক্তরা আজও তালাও-এর মাটি সংগ্রহ করেন গোপীচন্দন রূপে। **মীরাবাঈয়ের মন্দিরটিও** উচিত হবে দেখে নেওয়া। তেমনই এপথের আর এক দ্রষ্টব্য **মিঠাপুর**। টাটার নুনের কারখানার জন্য মিঠাপুরের প্রসিদ্ধি। কর্মীদের জন্য মডেল টাউনশিপও হয়েছে। মিষ্টি জলও যাচ্ছে মিঠাপুর থেকে ওখায়।

ভেট দ্বারকা

দ্বারকা থেকে বাস ও ট্রেন যাচ্ছে ওখায়। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাস করতেন এখানে। বাণরাজার কন্যা উষা থেকে অতীতে নাম ছিল এর **উষা মণ্ডল**—কালে কালে উখা বা ওখা। ওখা পশ্চিম ভারতের শেষ প্রান্তভূমি। দ্বারকা থেকে দূরত্ব ৩২ কিমি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস। এক ঘণ্টার পথ। বাসে যাওয়াই সুবিধা। শহরে ঢুকবার মুখেই ভেট দ্বারকার ফেরি ঘাট। স্পিড বোট ও লঞ্চ যাচ্ছে। যাতায়াত ১৬/২৫। আরব সাগরের বুকে ভেসে ৫ কিমির জলপথ ভেট দ্বারকার। খুবই মনোহর আধ ঘণ্টার এই জলবিহার।

বাল্যসখা সুদামার আনা ভেট-ই নাকি দ্বারকার সঙ্গে অলঙ্কার জুড়ে হয়েছে ভেট দ্বারকা। দ্বিমতে, গুর্জর ভাষায় *বেট* হচ্ছে দ্বীপ, দ্বীপময় দ্বারকা অর্থাৎ **বেট দ্বারকা**। স্থানীয়দের দাবি, ভেট দ্বারকাই শ্রীকৃষ্ণর মূল দ্বারকা। তবে, ভেট দ্বারকার উত্তরপ্রান্তে বালাপুরের তীরে কামানাদি রাখার ব্যবস্থা দেখে মনে হয় অতীতে পোতাশ্রয় ছিল। ভাটার কালে ৭মি লম্বা একটা দেওয়ালও দেখা যায়। চার স্তরের পাথর আছে দেওয়ালে। খননে মহাভারতের কালের নানান জিনিসও মিলেছে ভেট দ্বারকায়—সাদৃশ্য মেলে দ্বারকায় পাওয়া জিনিসের সাথে। সম্ভবত রানী নিবাস ছিল শ্রীকৃষ্ণর ভেট দ্বারকায়। সেই সুবাদে শ্রীকৃষ্ণ আসতেন ভেট দ্বারকায়। প্রধান মহিষী ছাড়াও ৫৬ জন শ্রীকৃষ্ণপত্নীর মন্দির আছে এখানে। মূর্তি হয়েছে কষ্টিপাথরে।

অতীতে শঙ্খাকার বেট দ্বারকার নাম ছিল শঙ্খোদ্বার তীর্থ। চুড়োহীন মন্দিরও হয়েছে রুপোর আসনে ঢাল-তলোয়ার হাতে কষ্টিপাথরে রণছোড়জী অর্থাৎ দ্বারকাধীশের। অলঙ্কার ভূষিত সুন্দর চতুর্ভুজ বিগ্রহ—চোখ দু'টি খোলা। আর রয়েছেন পাটরানী রাধারানী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, দেবকী—নাটমন্দিরে। নাটমন্দিরের ছবিগুলিও আকর্ষণীয়। কিংবদন্তী, ব্রহ্মার বরে বলীয়ান শঙ্খচূড় অসুরের স্ত্রী সতী-সাধ্বী তুলসী অবধ্যা। দেবতা বিষ্ণু ছলনা-ভরে শঙ্খচূড়ের বেশে সতীত্ব নাশ করে বধ করে তুলসীকে। অভিশাপ দেয় পরস্পরে। সেই থেকে বিষ্ণু তুলসীর শাপে পাথররূপী

শালগ্রাম শিলা, আর বিষ্ণুর বরে তুলসী রূপান্তরিত হন তুলসী গাছে। সুস্বাদু প্রসাদী লাড্ডু কিনতে মেলে মন্দিরে। এছাড়া ১ কিমি দূরে শঙ্খনারায়ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ মন্দির ও শঙ্খতালাও রয়েছে ভেট দ্বারকায়। সকাল ৭—১৩-০০টা আবার ১৬—২০-০০টায় খোলা থাকে ভেট দ্বারকার মন্দির। আলোও জ্বলছে সাতটা থেকে রাত বারোটায় জেনারেটরে। আর হয়েছে ভেট দ্বারকায় শ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ আশ্রম, হনুমান দাণ্ডী, পদ্মতীর্থ, রাম দ্বারকা, করমণি, সুদামার ভেটস্থল, দরগা হাজি করমা। পারাপারের পথে ওখা বন্দরের ছবি দেখে নেওয়া যায়। চোখে দেখেই সান্ত্বনা, ক্যামেরায় ছবি তোলা মানা। ভেট দ্বারকাতে কোনো হোটেল নেই, *ধরমশালা* আছে—শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির সমিতির ৩টি; পাণ্ডা ঠাকুরদের ২টি। আর ওখা বাজারে *সাধারণ হোটেল* মেলে। আমিষ আহার্যও মেলে ওখার হোটেলে।

জামনগর

ওখা/দ্বারকা-হাপা রেলপথে জামনগর। দ্বারকা থেকে ট্রেন বা বাসে চলুন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবাদ পুরুষ প্রিন্স রণজীর জামনগরে। মুহুর্মুহু বাস মেলে। শেয়ার ট্যাক্সিও চলে জামনগর-রাজকোটের মাঝে। ১১-৩০এ ওখা ছাড়া 9216 সৌরাষ্ট্র মেল ১২-১৫য় দ্বারকা ছেড়ে ১৪-৪৫এ ১৩৮ কিমি দূরের জামনগর পৌঁছে আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে। ওখা-আমেদাবাদ ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ২১-০০টায় ওখা, ২১-৪৫এ দ্বারকা ছেড়ে ১-২০এ জামনগর পৌঁছে রাজকোট/ভিরামগম হয়ে আমেদাবাদ যাচ্ছে। ওখা-ভিরামগম ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ১২-০০টায় ওখা ছেড়ে দ্বারকা ১২-৪৫, জামনগর ১৭-৩৫, রাজকোট ২০-০৫এ পৌঁছে ভিরামগম যাচ্ছে ২-০০টায়। প্রতি বুধবার 8402 ওখা-পুরী এক্স ৮-০০টায় ওখা, ৮-৩৫এ দ্বারকা, ১১-২০এ জামনগর ছেড়ে আমেদাবাদ/ জলগাঁও হয়ে পুরী যাচ্ছে। এমনকি ৯ কিমি দূরের হাপার সঙ্গেও নিয়মিত ট্রেন ও বাস সংযোগ রয়েছে। *হাপা থেকে ট্রেনের আধিক্য মেলে।* প্রতি মঙ্গলবার জামনগর-জম্মু এক্স, বুধবার রাজকোট-জম্মু এক্স, হাপা-রাজকোট-আমেদাবাদ 9153 এক্স, বান্দ্রা (মুম্বাই) যাচ্ছে সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স জামনগর থেকে। ৩ কিমির ব্যবধানে রেল ও বাসের অবস্থান জামনগরে। কলকাতা, দিল্লী ও মুম্বাই থেকেও ভিরামগম/রাজকোট/হাপা হয়ে ট্রেন যাচ্ছে জামনগর। এছাড়াও বাস সংযোগ রয়েছে পোরবন্দর ১২৮, জুনাগড় ১০১, সোমনাথ ২৫৬, রাজকোট ৮৬, আমেদাবাদ ৩০৮ কিমি ছাড়াও রাজ্যের নানান শহরের সঙ্গে জামনগরের। প্রাইভেট বাসও চলছে রাজ্য জুড়ে। এমনকি ৭৮২ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে ডিলাক্স বাস জামনগর থেকে। আর 2 4 6 7 দিন মুম্বাই-জামনগর-মুম্বাই সার্ভিসে IAC-র উড়ান সংযোগ গড়েছে ১ ঘণ্টায়। NEPC সার্ভিস গড়েছে 3 5 6 দিন মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ-ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই-জামনগর-এর মাঝে।

জাদেজা রাজপুতদের দেশ জামনগর। প্রাচীরে ঘেরা শহর। জন্ম এর রাজপুতদেরই হাতে ১৫৪০এ, নাম ছিল তখন নবনগর। ১৯৪৭এ এই দেশীয় রাজ্যটিও অধুনা লুপ্ত সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে ১৯৫৬য় মিশে যায় মুম্বাই প্রভিন্সে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়তে গুজরাটে আসে ১৯৬০এ। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা সোনালী রাজবাড়ির ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অনবদ্য। তবে, সাধারণের কাছে এর দ্বার রুদ্ধ।

আধুনিকতা ও প্রাচীনতা—দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে জামনগরে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিশালাকার সুরসাগর লেক। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। সুরসাগরের দ্বীপে কোঠা ও লাকোটা দুই ভাসমান প্রাসাদ-দুর্গ, রাজ পরিবারের অতীতের গ্রীষ্মাবাস। পাথরের পুলে পারাপার। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বের মিউজিয়ম বসেছে লাকোটায়। পটারি ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ উল্লেখ্য। আর কোঠার মেঝের ফুটোয় ফুঁ দিলে কূপ থেকে জল মেলে আজও। বুধ ও ছুটি ছাড়া ১০—১২-৩০ ও ১৫—১৭-৩০টায় খোলা। লেকের একপাশে মাছভবন প্রাসাদ, আর লেকলাগোয়া পার্কটিও সুন্দর। স্থানীয়দের সান্ধ্য-ভ্রমণের মনোরম পরিবেশ। ১৬—২১-০০টায় উদ্যান জুড়ে ফোয়ারা পরিবেশকে রমণীয় করে তোলে। নতুন করে নাম হয়েছে এর ড. আম্বেদকর উদ্যান। লেকের পথে দেবী কালীর মন্দিরটিও দেখে চলা যায়। লাকোটার দক্ষিণ-পুবে হনুমান মন্দির, লেক পেরিয়ে জৈন মন্দির, মানেক ভাই মুক্তিধাম অর্থাৎ শ্মশানে, রবীন্দ্রনাথ,রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ছাড়াও নানান মনীষীদের মূর্তি ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারত-গীতার আখ্যান মূর্ত হয়েছে, ৬ কিমি দূরে সামুদ্রিক জীবজন্তুর মেরিন মিউজিয়ম, ১৬—২০-০০টায় সিটি লেকের অ্যাকোয়া-রিয়াম, ১০ কিমি দূরে রণজিৎ সাগরও দর্শনীয়। জামনগরের রাজবাড়িটিও সুন্দর। এর ভিক্টোরীয় যুগের ছবির সংগ্রহ দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুমতিতে দেখে নেওয়া যায় বাসে গিয়ে ২ কিমি দূরের প্যালেস—প্রতাপ বিলাস তথা DKV College. Guinness Book of Records-এ উল্লেখ মেলে জামনগরে ভারতের একমাত্র আয়ুর্বেদিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নানান গবেষণা চলছে। ভারতে একমাত্র আর বিশ্বের তৃতীয় (ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ভারত) সৌর অর্থাৎ হেলিও থেরাপি প্রথার সোলারিয়াম হাসপাতালটিও হয়েছে এই জামনগরে। ঘূর্ণমান টাওয়ারে দিনভর সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্যান্সার, চর্মরোগ ছাড়াও নানান চিকিৎসা হচ্ছে টাওয়ারে প্রতিফলিত বিকেন্দ্রিত সূর্যচ্ছটায়। নির্মাণ মহারাজা রণজিৎ সিংজীর হাতে। জামনগরের বাঁধুনি শাড়িরও যথেষ্ট প্রশস্তি আছে পর্যটক মহলে। নবরাত্রিতে (অক্টো-নভে) গরবা নাচ পর্যটক টেনে আনে দূর-দূরান্ত থেকে জামনগরে।

থাকার জন্য পুরাতন রেল স্টেশনকে ঘিরে সাধারণ সাজে—*Gita L*, SAB ৮০, DAB ১২৫-২০০; *Dreamland H, Palace GH, Grand H, Evergreen L, Jai Hind L*, এদের কাছে S ৬০-১০০, D ৮৫-১৫০ টাকায় মেলে। শহরের মধ্যমণি সুপার মার্কেটের উপরে *H Ashiana*, ✆ 77421, New Super Mkt, S ৮০-১০০, D ১২৫-১৭৫, A/c S ২৫০, D ৩২৫, থাকার পক্ষে ভালই; বিপরীতে *Shital GH*, SAB ৬০, DAB ১০০; অদূরে *Janki GH, Gokul H*, মান ও দামে আশিয়ানার তুল্য এরা। বাস স্ট্যান্ডের কাছে দোকানপাটে ঠাসা ত্রিতলে *H Munal ; H Kama ; New Aram H*, Nehru Marg-361008, R1½ B2, SAB ১৭৫, DAB ২৫০, A/c S ৩০০,

D ৪০০৲। Station Rd, Teen Batti-361001-এ—শহরের অনন্য *H President*, ✆ 70516, A8R3, S ৩০০৲ D ৪৫০৲ A/c S ৬০০৲ D ৮০০৲ স্যুইট ১০০০-১২৫০৲; *H Chetna*, DAB ১৫০৲ TAB ১৭৫৲; চেতনার বিপরীতে সাধারণ সাজে *Everest L, Joshi GH, Janata GH, R K GH, Galaxy GH, H Punit*, D ২৫০৲ A/c D ৩২৫-৪৫০৲। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম, ভাটিয়া ধরমশালা, গোকুলদাস ধরমশালা, জোহরী মুসাফিরখানা, লাল বাংলো* অর্থাৎ ১৯৩৯এ তৈরি রাজার অতিথিশালায় সরকারি অতিথি গৃহ *সার্কিট হাউস*-এ D ৪০০৲, পরিবেশ রমণীয়; অবু: Manager, Jamnagar.

আহারেরও নানান হোটেল জামনগরে। তিন বাতি চকে *H Swati*-র যথেষ্ট সুনাম নিরামিষ আহার্য পরিবেষবায়। দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও *হোটেল প্রেসিডেন্টের 7 Seas Restaurant*-টি অনবদ্য। তেমনই আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে *Havmor Restaurant*-এর আহার্যও সারা পশ্চিম জুড়ে যথেষ্ট খ্যাত। শাখাও আছে এদের গুজরাটের নানান শহরে।

তবে, জামনগরে থাকার দরকার হয় না। রেলের ক্লোকরুমে সঙ্গের জিনিস রেখে দিনে দিনে জামনগর বেড়িয়ে দিনান্তে বাস বা ট্রেনে হাপা হয়ে ২ ঘণ্টায় রাজকোট পৌঁছান। বাস যাচ্ছে আধ ঘণ্টা অন্তর। শেয়ার ট্যাক্সিও চলে জামনগর থেকে রাজকোটে।

রাজকোট

জামনগর থেকে ট্রেনে বা বাসে হাপা হয়ে রাজকোট পৌঁছান; দূরত্ব ৮৬ কিমি। ২ ঘণ্টার পথ, আধ ঘণ্টা অন্তর বাস। হাপা-দ্বারকা-জামনগর প্রতিটি ট্রেন রাজকোট হয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে শেয়ারে এপথে। ২২৪ কিমি দূরের দ্বারকা থেকেও জামনগর/হাপা হয়ে ট্রেন যাচ্ছে রাজকোটে। ট্রেন আসছে ভেরাবল ১৮৫, পোরবন্দর ১৫১, জুনাগড় ১০৩ কিমি থেকেও জেটালসর হয়ে রাজকোটে। ট্রেন আসছে ২৫৩ কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকে আমেদাবাদ-রাজকোট/হাপা এক্স, বান্দ্রা-জামনগর সৌরাষ্ট্র জনতা এক্স, মুম্বাই-পোরবন্দর সৌরাষ্ট্র এক্স, মুম্বাই-ওখা সৌরাষ্ট্র মেল, সাপ্তাহিক পুরী-ওখা এক্স, ভূপাল-রাজকোট এক্স, সাপ্তাহিক রাজকোট-কোচি/তিরুভনন্তপুরম/সেকেন্দ্রাবাদ এক্স, ভিরামগম হয়ে।

আর GSRTC-র বাস সার্ভিস গড়েছে রাজ্যের দিগ্বিদিকের সঙ্গে রাজকোটের। ভেরাবল থেকে ঘণ্টা পাঁচেকে ডিলাক্স ও সাধারণ বাস দুই-ই আসছে রাজকোটে। বাস আসছে ১৬০ কিমি দূরের ভাবনগর থেকেও ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বাস আসছে আমেদাবাদ ২১৬, সোমনাথ ৭৬, পালিতানা ১৬১, পোরবন্দর ১৭৮, দিউ থেকেও রাজকোটে। আর বাস টিকিটের অত্যধিক চাহিদা হেতু ১ টাকার রিজার্ভেশন স্লিপ কেটে সিট বুক করে রাখা উচিত হবে যাত্রীদের। নানান প্রাইভেট বাসও চলছে রাজকোট থেকে মাউন্ট আবু, উদয়পুর, মুম্বাই, দিউ ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে।

1357 দিন ৫০ মিনিটে মুম্বাই-রাজকোট-মুম্বাই সার্ভিস গড়েছে IAC-র উড়ান। আর NEPC Airlines যাচ্ছে প্রতিদিন রাজকোট-মুম্বাই-রাজকোট র্ভিসে। বিমানবন্দর থেকে মিনিবাস যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে IAC-র ঈ অফিস স্টেশন রোডে।

১৮০৮এ ব্রিটিশের সঙ্গে চুক্তিমতো জাদেজা রাজপুত রাজাদের স্বাধীন রাজ্য রাজকোট। ব্রিটিশও পশ্চিম ভারতের সদর দপ্তর বসায় রাজকোটে। স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৪৭এ কাথিয়াবাড়ের ২০২টি স্বাধীন দেশীয় রাজ্য নিয়ে সৌরাষ্ট্রর জন্ম হয়। সৌরাষ্ট্রের রাজধানীও বসে রাজকোটে। মহাত্মা গান্ধীর ছেলেবেলার স্মৃতিও জড়িয়ে আছে রাজকোটের সঙ্গে। গান্ধীজীর পিতা ছিলেন সৌরাষ্ট্র স্টেটের দেওয়ান বা মুখ্যমন্ত্রী। ছবির মতো সাজানো শহর। শহরের প্রাণকেন্দ্রে **জুবিলি গার্ডেনস**এ ব্রিটিশের পলিটিক্যাল এজেন্ট(১৮৮৬-৮৯) জন ওয়াটসনের স্মারকরূপে গড়ে ওঠা মিনি যাদুঘর **ওয়াটসন মিউজিয়ম**-এর সংগ্রহও উল্লেখ্য। ব্রিটিশ মিউজিয়ম বললেও অত্যুক্তি হয় না একে। বুধ ও ছুটি ছাড়া ৯—১১-৪৫ ও ১৫—১৭-৪৫এ খোলা। ১৮৫৬য় প্রতিষ্ঠিত দি লঙ লাইব্রেরিটিও বসেছে একই বাড়িতে। অদূরে জওহর রোডে গুজরাট ট্যুরিস্ট অফিস রেখে ১৮৭০এ জন্ম **রাজকুমার কলেজ**টিও সুন্দর পরিবেশে রূপ পেয়েছে। কেবল রাজ পরিবারের ছেলেমেয়েরাই লেখাপড়া করত অতীতে। আজ সবার তরেই এর দ্বার খোলা। অপর প্রান্তে লেক ও পাবলিক পার্ক। রাজকোটের আর এক তীর্থমন্দির **গান্ধীজীর বাড়ি**। গান্ধীজীর ছেলেবেলা কাটে এই বাড়িতে। সেই স্মৃতিতে বালমন্দির অর্থাৎ ছোটদের নার্সারি স্কুল বসেছে। আর হয়েছে অদূরে Yagnik Rd-এ বেলুড় মঠের রেপ্লিকা হয়ে **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম** রাজকোটে। মূর্তি হয়েছে ঠাকুরের। আগেভাগে যোগাযোগে থাকারও ব্যবস্থা মেলে আশ্রমের গেস্ট হাউসে (Rajkot-1, ✆ 45200). ভারতের একমাত্র দাতব্য পক্ষী হাসপাতাল শেণি স্মারক দাতব্য পক্ষী হাসপাতালটিও এই রাজকোটে। ভাবনগরের পথে ৮ কিমি যেতে মনোরম পরিবেশে **আজি বাঁধ** অর্থাৎ জলাধারটিও কম আকর্ষণীয় নয়। শহরের জল আসছে এই বাঁধ থেকে। তেমনই আছে সবুজ ইয়ার্ডের পিছে নিরালা-নির্জনে লালপরী লেক। লেকের জলে ছোট ছোট টিলা। শীতে হাজারো পাখির মেলা বসে লেককে ঘিরে। বাঁধের মুখে চিড়িয়াখানা; চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। তবে, রাজকোটও দ্রুত শিল্পনগরীর রূপ পাচ্ছে। রাজকোটের আর এক আকর্ষণ তার বাঁধুনি শাড়ি—সঙ্গী করতে পারেন স্মারক রূপে ধর্মেন্দ্র রোডের দোকানপাট থেকে। তেমনই কেনাকাটার ফাঁকে বিশ্রামের সাথে আইসক্রিমের স্বাদ নিন *বিশ্রাম* বা *রেইনবো*-য়।

বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া Rajkot-360001, STD 0281-এ—*Paresh GH*, DAB ১২৫-২০০৲; *Ashirvad GH*, SAB ৮০-১২৫৲ DAB ১০০-১৭৫৲ TAB ২০০; *H Jheel*, opp Bus Std, SCB ৬০৲ SAB ৮৫৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০৲ TCB ১৩০৲ TAB ১৭৫৲; *H Samrat International*, 37 Karanpara-1, ✆ 22275, R3, S ২৫০৲ D ৪২৫৲ A/c S ৪০০-৬৫০৲ D ৬০০-৮৫০৲; *H Ruby*, Kanak Rd, Behind S T Stand, ✆ 31722, S ২৫০৲ D ৪৫০৲ T ৪৫০৲ A/c S ৪০০৲ D ৬০০৲।

বাস থেকে ½ কিমি দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাজারমুখী Lakhajiraj Rd-এ Sanganva Chowk, Bapu Ka Baola, Rajkot-360001-এ মেলা বসেছে সাধারণ হোটেলের। এদের কাছে S ৬০-১২৫ D ১০০-১৭৫ টাকায় মেলে। দোকানপাটে ঠাসা শপিং কমপ্লেক্সের ওপরে *Himalaya GH*-এ SAB ৬০-৮৫ DAB ১০০-১৭৫, থাকার পক্ষে ভালই। বিপরীতে *Vishram GH*, ✆ 32183, S ১০০ D ১৭৫ A/c S ২৫০ D ৪০০; পাশেই *Mehul GH, H Shivam, Jyoti GH, Ananda GH*. বাস স্ট্যান্ডমুখী *অশোক গেস্ট হাউস* ছাড়াও সাধারণ মানের—*রেইনবো, অ্যাম্বাসাডর, ভূপেন্দ্র, ধর্মরাজ, সাধনা, প্যালেস, তাজমহল, মহাকালী, কাথিয়াবাড় লজ, হোয়াইট ওয়ে লজ, মনোহর লজ, গ্রীন লজ, মহাবীর হিন্দু লজ*, রেল স্টেশনের বিপরীতে *পথিক আশ্রম, সর্দার বাগ অতিথি গৃহ, সার্কিট হাউস, সিটি রেস্ট হাউস* ছাড়াও *প্যাটেল ও ভাটিয়া ধরমশালা* আছে রাজকোটে।

আর আছে সারা শহরময়—*H Tulsi*, 541 Kanta St-2, ✆ 31731, A4R3, S ৩০০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; রাজকোটে অনন্য *Galaxy H*, Jawahar Rd-1, ✆ 55981, R3B½, S ৩০০-৪৫০ D ৪০০-৬৫০ A/c S ৪৫০-৬৫০ D ৬৫০-৮৭৫ স্যুইট S ১২৫০ D ১৮৫০; *H Jayson*, S V P Canal Rd-2, ✆ 26404, A4R3B2, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ ডিলাক্স ৮৫০; *H Aditya*, Bhupendra Rd-1, opp Rajashri Talkies, ✆ 28177, S ৩০০-৪৫০ D ৪৫০-৬৫০ A/c S ৫৫০-৮৫০ D ৬৫০-১০৫০ স্যুইট ১০০০-১৫০০; *H Kavery*, near GEB, Kanak Rd-1, ✆ 31107, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০; *H Royal Inn*, Phulchhab Chowk-1, ✆ 41670, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *H Mohit International*, Race Course Rd-1, R2B2, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪২৫ D ৬৫০; *H Ratnadweep*, M G Rd ; *H Koka*, Yagnik Rd, ✆ 49951; *H Sadhana*, M G Rd, ✆ 22808; *H Saurashtra*, Rajkot-Jamnagar NH ; *Angel's H*, Dhebar Chowk, D ১৫০-৩২৫।

আহার্যেও বৈচিত্র্য মেলে রাজকোটের হোটেলে। তবুও যেন Galaxy-র কাছে *Havmor*-এর ভারতীয়, চীনা ও মহাদেশীয় আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। অদূরে নিরামিষ থালি মিলের জন্য *Taj Restaurant*-টি যথেষ্ট খ্যাত। আরও স্বল্প মূল্যে অশোক লাগোয়া *Vaibhav Restaurant*-টিরও যথেষ্ট প্রশস্তি নিরামিষ আহার্যে। তেমনই হিমালয়ার কাছে *Rainbow Restaurant*-টিরও সুনাম যথেষ্ট দক্ষিণী আহার্য পরিবেবায়।

তবে রাজকোটে থাকার দরকার হয় না। সময় স্বল্পতায় বা রাজস্থানের আবু পাহাড় যাত্রীরা ওখায় ১১-৩০ বা দ্বারকা থেকে ১২-১০এর 9006 সৌরাষ্ট্র মেলে ১৫-৩১এ হাপা ছেড়ে ২০-৫৫য় ভিরামগম পৌঁছে ভিরামগম থেকে নতুন করে ১৮-৩০টার প্যাসেঞ্জারে মিটারগেজে ২১-১০এ মাহেসানায় পৌছান। বাসও যাচ্ছে ভিরামগম থেকে ৬৫ কিমি দূরের মাহেসানায়। মাহেসানা থেকে ১০-২৫এ 9105 আমেদাবাদ-দিল্লী মেল-এ ১২-৪৫এ ১১৮ কিমি দূরের আবু রোড পৌঁছে বাসে আবু পর্বত পৌছান। আমেদাবাদ-দিল্লী রেলপথে মাহেসানা ও আবু রোড। তাই ভিরামগম থেকে সরাসরি আমেদাবাদ গিয়েও চড়া যেতে পারে ট্রেন। সুপার ফাস্টও মেলে আমেদাবাদ থেকে আবু রোডের। ১৭-১৫য় আমেদাবাদ ছেড়ে ২০-৫০এ আবু রোড যাচ্ছে 2915 আশ্রম এক্স। আর ১৫-৪৫এ আমেদাবাদ ছেড়ে ১৭-২৮এ মাহেসানা পৌঁছে ১৯-৫০এ আবু রোড যাচ্ছে DMU 101 এক্স। আমেদাবাদ-আজমের প্যা যাচ্ছে ১-২৫এ মাহেসানা ছেড়ে ৫-২০এ আবু রোড পৌঁছে ফালনা-মারোয়াড় হয়ে আজমের। ট্রেন আসছে—ওখা, পোরবন্দর, রাজকোট, গান্ধীধাম থেকেও প্যাসেঞ্জার ও এক্স। ভিরামগম হয়ে আমেদাবাদ/মুম্বাই যাচ্ছে নানান ট্রেন। তাই, ভিরামগম পৌঁছে আমেদাবাদ, রাজস্থান, দিল্লী, মুম্বাই বা গৃহাভিমুখী পথও ধরা যেতে পারে।

চলার পথে রাজকীয় বৈভবে বিশ্রাম নিতে পারেন রাজকোট-আমেদাবাদ রেলপথের Wankaner-এর প্রাসাদপুরে। বাসও যাচ্ছে আধ ঘণ্টা অন্তর, দূরত্ব ৫০ কিমি ; ১ ঘণ্টার পথ। থাকার ব্যবস্থা প্রাসাদ থেকে দূরে রমণীয় *Oasis House*-এ। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বসত বাড়ি প্রাসাদের অদূরে *Royal G H*-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে। থাকা ও আহার্য নিয়ে প্রতিদিন প্রতিজনা ১২৫০-১৭৫০।

আবার উৎসাহীরা রাজকোট থেকে ৬৮ কিমি উত্তর-পুবে হাপা-আমেদাবাদ রেলপথের থান জং পৌঁছে ৮ কিমির সড়ক দূরত্বে **ত্রিনেত্রেশ্বর মহাদেব মন্দিরটিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। রাজকোট থেকে ভিরামগমের দূরত্ব ১২১, আমেদাবাদ ১৯৬, জুনাগড় ২১০ কিমি। Chotila হয়ে পথ গিয়েছে রাজ্যের দিগ্বিদিকে। জনশ্রুতি, মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাস্থলেই গড়ে উঠেছে এই মন্দির। মন্দির লাগোয়া কুণ্ডের জলে স্নানে পুণ্য হয়। লোকশ্রুতি, ঋষি পঞ্চমীতে গঙ্গা থেকে জল বয় কুণ্ডে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমও ঘটে সেপ্টেম্বরের বাৎসরিক মেলায়। লোক সংস্কৃতির নানান অনুষ্ঠান দেখে নেওয়া যায় Tarnetar Fair-এ। কারুকার্যময় ছাতা মনমাতানো মেলার আর এক আকর্ষণ। সাময়িক যাত্রী কলোনিও গড়ে ওঠে কাথিয়াবাড়ে মেলাকালে। আমেদাবাদ থেকে TCGL ৩ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে আসছে মেলা দেখাতে।

ভাবনগর

আধুনিক বন্দর নগরী ভাবনগরও অতীতে ছিল এক দেশীয় রাজ্য। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজপুতরা ভাবনগরে এসে রাজত্ব গড়ে। আর আধুনিকতা পায় ১৭৪৩এ ভাব সিংজীর হাতে। তবে, বন্দরটি ১৭২৩এ গড়ে ওঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বন্দরনগরী ভাবনগর শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র রূপেও যথেষ্ট খ্যাত। ভারতীয় তুলার সিংহভাগ এই ভাবনগর থেকেই বিদেশের বাজারে রপ্তানি হচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মনোরম ভাবনগরের।

১৮৯৫এ প্রতিষ্ঠিত **বার্টন লাইব্রেরি** তথা **মিউজিয়মে** পুঁথিপত্রের মূল্যবান সংগ্রহের সঙ্গে প্রাচীনকালের অস্ত্রশস্ত্র, রণসজ্জা ও মুদ্রার সংগ্রহ উল্লেখ্য। আর রয়েছে ছবিতে গান্ধী জীবনী, গান্ধীজী বিষয়ক নানান সংগ্রহ, পুস্তকাবলীর সম্ভার। ১৯৬৩তে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উদ্বোধন করেন। গৌরীশঙ্কর লেক, বল্লবভাই প্যাটেল গার্ডেনের আকর্ষণও আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে কম নয়। ভাবনগরের পুরাতন বাজারটিও বৈচিত্র্যে ভরা। ঝলমলে সাজে হাজারেরও বেশি

দোকান—থরেবিথরে সাজানো পণ্যও তাদের সহস্ররকম। কাচ বসানো এমব্রয়ডারি করা চোলি বা *Kunjeri* সংগ্রহ করা যেতে পারে। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে টিলার টঙে তখতেশ্বর মন্দির। মন্দিরের আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও শহরের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়।

উৎসাহীরা কৃষ্ণহরিণও দেখে নিতে পারেন ভাবনগরের ৬৫ কিমি উত্তরে ক্যাম্বে উপসাগরের পশ্চিম লাগোয়া **ভেলভাধার ব্ল্যাক বাক স্যাঙ্কচুয়ারিতে**। এমনকি, দমন ও দিউ রাজ্যের দিউ বেড়িয়ে নেওয়ার সুবিধা ভাবনগর থেকে।

২½ কিমির ব্যবধানে বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশন ভাবনগরে। বাস স্ট্যান্ড নতুন শহরে, আর রেল স্টেশন পুরাতনে। রাজকোট থেকে জেটালসর/ধোলা হয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ভাবনগরে। দূরত্ব ২৫৮ কিমি। ট্রেন যাচ্ছে ২৭০ কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকে ৭-০৫এ 9936 আমেদাবাদ-ভাবনগর এক্স, ১৭-০৫এ 9910 শত্রুঞ্জয় এক্স বোটাড/ধোলা হয়ে ৫½ ঘণ্টায় ভাবনগরে। গিরনার লিঙ্ক এক্স যাচ্ছে ৩-৪৫এ ধোলা থেকে ১ ঘণ্টায় ৫১ কিমি দূরের ভাবনগরে। ১৬৯ কিমি দূরের সুরেন্দ্র নগর থেকে ৯-১০এ 9826 মেল: ৪৭ কিমি দূরের পালিতানা থেকে ৯-০০, ১৮-০৫, ২০-৩০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে শিহোর হয়ে ১½ ঘণ্টায় ভাবনগরে।

রাজ্য পরিবহণের বাসও সংযোগ গড়েছে বিভিন্ন শহরের সঙ্গে ভাবনগরের। বাস যাচ্ছে ২৪৪ কিমি সড়ক দূরত্বের আমেদাবাদে। রাজকোট থেকেও নিয়মিত বাস আসছে ভাবনগরে। বাস যাচ্ছে গুজরাট স্টেট ট্রান্সপোর্ট ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থার রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে ভাবনগর থেকে। উনা হয়ে দিউ যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায় ৫-৩০, ৬-৩০, ৭-৪৫, ৮-৩০ ছাড়াও নানান; পালিতানা যাচ্ছে ১½ ঘণ্টায় নানান বাস; দ্বারকায় যাচ্ছে ৭-৩০, ৮-১৫, ৮-৪০, ১০-৪৫, ১৩-০০, ২১-০০, ২১-১৫য়। বাস যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় আমেদাবাদ, রাজকোট, মুম্বাই ছাড়াও নানান। আর দিউ, গির, পালিতানা, সোমনাথ যাত্রীদের উচিত হবে ভাবনগর থেকে উনা হয়ে চলা। বাসের আধিক্য মেলে উনায়।

আর IAC-র বিমান 1 2 4 6 দিন ১৩-০০টায় মুম্বাই ছেড়ে ৫০ মিনিটে ভাবনগর পৌঁছে মুম্বাই ফেরে ১৪-৩৫এ ভাবনগর থেকে। NEPC Airlines 3 5 7 দিন ভাবনগর-মুম্বাই-ঔরঙ্গাবাদ রুটে সার্ভিস গড়েছে।

**H Appollo*, opp Central Bus Stand, Bhavnagar-364001, STD 0278, ✆ 25251, A6R1, SAB ৩০০ DAB ৪৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮৫০; *Ajoy GH;* Welcomgroup-এর *Nilambag Palace H*, Bhavnagar-2, ✆ 24241, A/c S ১৫০০ D ২৫০০ স্যুইট ২৭৫০-৩৫০০; **Jubilee H*, behind Pil Garden, ✆ 20045, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৫০০ D ৭৫০; **H Blue Hill*, opp Pil Garden-1, ✆ 426951, A5R1B½, S ৩৫০ D ৫৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১৫০০; *Takhte Khurshed H*, Waghawadi Rd; *Shital H*, Amba Chowk, S ৬৫-১০০ D ১২৫-১৭৫; অদূরে একই মানের একই দামের *Vrindavan H;* রেল স্টেশনের কাছে *H Mini*, Station Rd, S ১২৫ D ২২৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *Geeta Lodging & Boarding; Nataraj GH*, Diamond Market, S ৮০-১৫০ D ১২৫-২০০; *H Embassy; Mahabir L*, near Rly Stn; *Kashmir H*, near Pathik Ashram; *Ever Green GH*, near Gogagate ছাড়াও নানান *সাধারণ হোটেল, সার্কিট হাউস, স্টেট গেস্ট হাউস, পথিক আশ্রম, রেলের রিটায়ারিং রুম ও ধরমশালা* আছে ভাবনগরে।

ক্যাম্বে

আমেদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অতীতের বন্দর ক্যাম্বে। ব্রিটিশের আগমনের আগে ডাচ ও পর্তুগিজরা আসে—বসতির সাথে কারখানাও গড়ে। তবে, আজ ক্যাম্বে খ্যাত তার পর্যাপ্ত তৈল সম্পদের জন্য। অতি দ্রুত শিল্পনগরীতে রূপ পেতে চলেছে ক্যাম্বে। আমেদাবাদ থেকে ক্যাম্বের দূরত্ব ১৪০ কিমি। কলকাতা, দিল্লী বা মুম্বাই থেকে ভাবনগর হয়ে পথ গিয়েছে ক্যাম্বের।

পালিতানা

ভাবনগর-সুরেন্দ্রনগর শাখা রেলপথের শিহোর হয়ে ট্রেন যাচ্ছে পালিতানায়। ৬-৩০, ১৪-৪৫, ১৮-৪৫এ ভাবনগর ছেড়ে যথাক্রমে ৭-২৩, ১৫-২৭, ১৯-২৫এ শিহোর পৌঁছে পালিতানায় যাচ্ছে ৮-১০, ১৬-১৫, ২০-১৫য়। বাসও চলে মুহুর্মুহু ভাবনগর থেকে শিহোর হয়ে পালিতানায়। দূরত্ব ৫১ কিমি, সময় নেয় ১½ ঘণ্টা। সরাসরি বাসের অমিলে উনা হয়েও চলা যায়। আর আমেদাবাদ থেকে ২১-২৫এ ছাড়া 9946 গিরনার এক্সের বগি যাচ্ছে ২-২০এ ধোলায় পৌঁছে ধোলা থেকে ৩-৪৫এ 9848 লিঙ্ক এক্সপ্রেস হয়ে ৪-৫৫য় ভাবনগরে। আবার শিহোরে বদল করেও চলা যেতে পারে আমেদাবাদ থেকে আসা এক্স ট্রেনে ৯—১১ ঘণ্টায়। আর বাস যাচ্ছে ভোর থেকে সাঁঝে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমেদাবাদ (গীতা মন্দির স্ট্যান্ড) ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় ২১৫ কিমি দূরের পালিতানায়।

গুরু পদলিপ্ত বা পলিত্ত থেকেই নাগার্জুনের হাতে পালিতানার পত্তন। পালিতানার মূল আকর্ষণ রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে পবিত্র জৈন তীর্থ **শত্রুঞ্জয় পাহাড়**। ঘোড়ার গাড়ি বা পায়ে পায়ে পাহাড়তলি পৌঁছে ঘণ্টা দু'য়েকে ২½ কিমিতে ৩৮১৬ সিঁড়ি উঠে ৬০২ মি উঁচু পাহাড়চুড়োয় মন্দিররাজি। শ'দেড়েক টাকায় ডুলিও মেলে যাতায়াতে। কাপড়ের বা প্লাস্টিকের জুতো, লাঠিও মেলে পাহাড় চড়তে। উচিতও হবে সাত সকালে পাহাড় চড়ে দেব-দর্শন সাঙ্গ করা। ৭—১৮-৩০টায় খোলা থাকে পালিতানার মন্দিররাজি। তবে, ২০শে জুলাই থেকে ২০শে অক্টোবর পূজাপাট বন্ধ থাকে মন্দিরে। পাহাড়ী মন্দিরে রাতে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি পূজারীরাও নেমে আসেন পাহাড় থেকে সাঁঝে। শুদ্ধ বসনে মন্দিরে যাওয়া রীতি। জুতো, চামড়ার জিনিসও রেখে যেতে হয়। আহার্য সঙ্গে নেওয়া মানা। অনুমতি ছাড়া ছবি তোলাও নিষেধ। কার্তিক ও চৈত্র পূর্ণিমায় বিশেষ উৎসবও হয় পালিতানায়।

৫ জৈন তীর্থের (গিরনার, আবু পর্বত, পরেশনাথ,

গোয়ালিয়র, পালিতানা) মধ্যে পালিতানা অন্যতম। জীবনে একবার পালিতানায় আসা জৈনদের কাছে মহাপুণ্যও বটে। সমাগমও তাই পর্যটকদের থেকে জৈন তীর্থযাত্রীর বেশি। ১১ শতকে শুরু হয়ে দীর্ঘ ৯০০ বছর ধরে শ্বেতমর্মরে ৮৭৩টি মন্দির হয়েছে পাহাড়চুড়োয়। তবে, ১৪ ও ১৫ শতকের মুসলিম হানায় অতীত বিনষ্ট হতে নতুনভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে পালিতানার মন্দির ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অতুলনীয় এই মন্দিররাজি দেওয়ালে ঘেরা। ৯টি পরিবেষ্টন বা *tunks*—কারুকার্যময়, সূর্যালোকে আইভরি মিনিয়েচার বলে প্রতিভাত হয়। দেখতে যেন শ্বেত-শুভ্র *wedding cake*. মন্দিরগুলির মধ্যে আদিশ্বর, আদিনাথ (ঋষভনাথ), কুমারপাল, সম্প্রীতি রাজ, বিমল শাহ উল্লেখ্য। পিতৃস্মৃতিতে ১১শ শতকে পুত্রের গড়া প্রথম জৈন-তীর্থঙ্কর শ্রীআদিশ্বর মন্দিরটি জৈন-তীর্থযাত্রীদের কাছে পবিত্রতম। সুন্দরতমও বটে এর কারুকার্য। মর্মরে বিগ্রহ—নানান মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত আদিশ্বর। ১৬১৮য় তৈরি বৃহত্তম মন্দিরে চতুর্মুখী দেবতা ২৪তম তীর্থঙ্কর আদিনাথ (দ্বিমতে, চার তীর্থঙ্করের মূর্তি)। ৯-০০টায় অঙ্গি উৎসবে আভরণ পরেন দেবতা। ৯-৪৫এ স্নান, ১০-৪৫এ পূজা, ১৫-০০টায় আবার অলঙ্কারে ভূষিত হন দেবতা। শহর থেকে Munimji, Anandji Kalyanji Trust-এর বিশেষ অনুমতিতে ৯—১৫-০০টায় দর্শন মেলে দেবতার রত্নসম্ভারের। গাইডও মেলে এদের কাছে।

শুধু মন্দির নয়—শত্রুঞ্জয় পাহাড় থেকে চারপাশের প্রকৃতিও সুন্দর দৃশ্যমান। সৌরাষ্ট্রের বৃহত্তম সেচ প্রকল্পটিও দেখে নেওয়া যায় পাহাড় থেকে। বয়ে চলেছে শত্রুঞ্জয় নদী। স্নানে শুধু পুণ্য নয়—শত্রুঞ্জয়ের জলে নানান ব্যাধিরও নিরাময় হয়। আগ্রহীদের উচিত হবে বাসে গিয়ে স্নান ও প্রকল্প দর্শন করে ফেরা। নির্মেঘ দিনে ভাবনগর ছাড়িয়ে Gulf of Cambay-ও দৃশ্যমান পাহাড় থেকে। আর আছে তালেটি রোডে তখতগড় ধরমশালার সামনে জৈন ধর্মের প্রদর্শনশালা। বিশাল জৈন মিউজিয়ম তখতগড়ের পিছনে টেম্পল অব মিরর। ডোমটি রঙিন কাচে মোড়া। সিঁড়িপথের শুরুতে ডাইনে বৃত্তাকার সমেশ্বরণ ছাড়াও মন্দির রয়েছে নানান পালিতানায়।

আর আছে পাহাড়ে আদিশ্বর লাগোয়া মুসলিম ফকির অঙ্গার পীরের দরগা। সন্তান কামনায় মহিলারা আসেন—দোয়া মাগেন পীরের কাছে। ডালি দেন ছোট্ট দোলা। লোকশ্রুতি, মনস্কামনা পূরণও হয় তাঁদের।

পালিতানার আর এক উল্লেখ্য হারমোনিয়াম তৈরির ঘরোয়া শিল্প। তেমনই উল্লেখ্য পালিতানার আর এক ঘরোয়া শিল্প হিরে কাটা ও কেনা-বেচা দেখা।

বাস ও রেলের সন্নিকটে স্টেশন রোডে TCGL-র *Toran Sumeru*, Stn Rd, Palitana-364270, ✆ (0284) 2372, DAB ৩০০ ডর্মি বেড ৩০ A/c D ৪৫০; বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Shravak*, SAB ১২৫ DCB ১৫০ DAB ২২৫ TAB ২৫০ ডর্মি বেড ৪০। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম*, রেল স্টেশনের কাছে *Pathik Ashram* ছাড়াও *মহাবীর লজ, রেডিমানি গেস্ট হাউস*।

তবুও যেন উচিত হবে টাকা পনেরোয় টাঙায় বাস থেকে ১½ কিমি গিয়ে ঘরের সংস্থান করা। বাজার ছাড়িয়ে শত্রুঞ্জয় পাহাড়মুখী Taleti Rd, Palitana-364270-য় দেড় কিমি জুড়ে *ধরমশালা*-র উপনিবেশ। সারি দিয়ে বাড়ি—বিশাল বিশাল চত্বর, বৈভব তার রাজকীয়। বাথ সংলগ্ন ঘরও মেলে এদের কাছে। *অসওয়াল* এদের মধ্যে কুলীন শ্রেষ্ঠ। আর আছে—*ধনাপুরা জিতেন্দ্রভবন, শত্রুঞ্জয় বিহার, পালিতানা মহারাষ্ট্র ভবন, চন্দ্রদীপক, শ্রীরাজেন্দ্র জৈন ভবন, শ্রীসমুদ্রবিহার টাটা ভবন, শ্রীরাজেন্দ্র বিহার টাটা বাড়ি, শ্রীজৈন ভবন, তখতগড় জৈন*; গলিপথে *সোনা-রূপা যাত্রিক গৃহ* ছাড়াও শতাধিক ধরমশালা পালিতানায়। পরহিতার্থে ডোনেশন প্রথায় থাকার ঘর মেলে। আহার্যে নিরামিষ এরা—*Paros* ও *Jain Bhojanshala* ভালই। *Toran Sumeru*-রও যথেষ্ট সুনাম পাঞ্জাবী ও গুজরাটি আহার্য পরিবেশনায়।

পালিতানায় যাতায়াতের পথে শিহোর থেকে ২৪, পালিতানার ৫৫ কিমি দূরে অতীতের বল্লভীপুর অর্থাৎ আজকের ভালা শহরও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। খ্রিস্টপূর্ব কালে কাথিয়াবাড়ের রাজধানীর নিদর্শনও মিলেছে ভালায়। বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা পাথর খণ্ড দেখতে মেলে। মিউজিয়মও বসেছে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের।

তবে, পালিতানা থেকে একান্তই উচিত হবে কেন্দ্র-শাসিত দমন ও দিউ রাজ্যের দিউ বেড়িয়ে নেওয়া। Palitana-Talaja-Mahuva-Una হয়ে পথ গিয়েছে দিউ-এর। পালিতানা থেকে গুজরাট রাজ্যের সীমান্ত শহর উনা-র সরাসরি বাস অমিল হলে তালাজায় বদল করে চলা যেতে পারে। দিনভর বাস চলে এ পথে। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। চলার পথে তালাজা বাস স্ট্যান্ডের শিরে শ্বেত-শুভ্র জৈন মন্দিরটিও দেখে চলা যায়।

আবার উৎসাহীরা তালাজা থেকে বাসে ২৪ কিমি দূরের গোপনাথ-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। আরব সাগরের তীরে মনোরম পরিবেশে ৫০০ বছরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। আর আছে মন্দির লাগোয়া ভাবনগর রাজাদের সামার প্যালেস হাওয়া মহলের ধ্বংসস্তূপ। সমুদ্রও এখানে শান্ত—ভাটায় জল যায় সরে আর জোয়ারে নীলাকাশের সঙ্গে মিলেমিশে জল আসে কিনারে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মন্দির কমিটির ২টি *গেস্ট হাউসে*। *মোহান্ত গেস্ট হাউস*-টি মন্দির থেকে সামান্য দূরে হলেও সমুদ্রকে নিবিড়ভাবে পেতে থাকার পক্ষে মনোরম। আর আছে *ব্রহ্মচারী গেস্ট হাউস*। প্রসাদও মেলে মন্দিরে। বাস যাচ্ছে ৬টা থেকে দিনভর ঘণ্টায় ঘণ্টায় তালাজা থেকে গোপনাথ-এ। গোপনাথ থেকে ৩০ কিমি দূরে বন্দরনগরী মাহুবা।

ভুজ

অতীতে ভুজ ছিল জাদেজা রাজদের সামন্ত রাজ্য—দ্বীপ ভূমি কচ্ছের রাজধানী। আর আজ কচ্ছের কেন্দ্রমণি

ভুজে জেলাসদর বসেছে কচ্ছের। নগরীর পত্তন ১৭২৩এ। মরুভূমি ও সাগরবেলার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে গুজরাটের বৃহত্তম জেলা কচ্ছে। থর মরুভূমির অংশ কচ্ছ। কচ্ছ উপসাগর বিচ্ছিন্ন করেছে আর এক উপদ্বীপ কাথিয়াবাড় থেকে ভুজকে। উত্তরে বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল, তারও উত্তরে পাকিস্তান। গরমের আধিক্য আছে—তবে সাঁঝে তাপমান স্নিগ্ধ ও মনোরম। মে মাস থেকে মনসুন শুরু—সমুদ্রের জলে দ্বীপাকার নেয় কচ্ছ। গ্রীষ্মে কর্দমাক্ত হয়ে থাকে কচ্ছ—বসতি নেই বললেই চলে। আর শীতে (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি) দূর-দূরান্ত থেকে সাদা ও পিঙ্ক রঙা ফ্লেমিংগো ও পেলিকান পাখিরা এসে ডিম পাড়ে Little Runn of Kutch-এর কচ্ছ উপসাগরে। বাতাসে নুন, মাটির স্তরেও নুনের প্রলেপ; চাষবাসের অযোগ্য—৪৯৫৩ বর্গকিমি জুড়ে কচ্ছের উত্তরে রানের নুন-ঢাকা ফাটা মাটির উপর বিরল প্রাণীর সহস্রাধিক *গুড়খার* অর্থাৎ বন্য গাধার বাস বিশ্বের একমাত্র ওয়াইল্ড অ্যাস স্যাঙ্কচুয়ারিতে। ১৯৭৩-এর আইনে অবধ্য এরা। ২০ সেমি উঁচু ২১০ সেমি লম্বা ২৩০ কেজি ওজনের তৃণভোজী বাদামি-সাদা চতুষ্পদ দর্শনে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মনোরম হলেও অক্টোবর থেকে মে মাসে চলা যেতে পারে। দৌড়ের গতি এদের ঘণ্টায় ৭০-৮০ কিমি। গ্রীষ্মে ৪৭°আর শীতে ৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান।

সুরেন্দ্রনগর থেকে মিটার গেজে ৯-২৫ ও ১৯-৪০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৩৫ কিমি দূরের ধ্রানগাধরা জং। বাসও যাচ্ছে নানান। ঘণ্টাখানেকের পথ। বাস বা ট্রেনে Dharangadhra পৌঁছে ২০ কিমি দূরে স্যাঙ্কচুয়ারি। ১০০ কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকেও ট্রেন ও বাস মেলে। এমনকি রাতের আমেদাবাদ-ভুজ বাসে শয়নের ব্যবস্থাও মেলে। বাস আসছে দ্বারকা থেকে ঘণ্টা নয়েকে। বনদপ্তরের যানাভাব। প্রাইভেট ট্যাক্সিতে শ'পাঁচেক টাকায় ঘণ্টা পাঁচেকে সাঙ্গ করা যায় স্যাঙ্কচুয়ারি দর্শন। জিপের ভাড়া (১০০০) লাগাম ছাড়া। গাইড সঙ্গে নেওয়া ভাল। সাধারণ মানের ২টি রেস্ট হাউসও আছে ধ্রানগাধরায়। অনুমতি লাগে স্যাঙ্কচুয়ারি দর্শনের। থাকা-যান-দর্শনের অনুমতি—Sanctuary Superintendent, Wild Ass Sanctuary, Morbi Rd, Dhrangadhra-363310, ✆ 2016, Gujarat থেকে।

দেওয়ালে ঘেরা ভুজ শহর। অতীতে ভুজিয়া পাহাড়ের দুর্গে শেষনাগের ভাই ভুজঙ্গ নাগের বাস ছিল। ভুজঙ্গ থেকেই নাম হয় ভুজ। আরও পরে কচ্ছপের খোলের মতো দেখতে বলে নাম হয়েছে কচ্ছ। কিছুকাল আগেও সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ে প্রবেশদ্বার বন্ধ হত শহরের। সেকালে আলামপন্না দুর্গের ভেতর ছিল পুরাতন শহর। শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৮৬০এ মির্জা মহারাও প্রাগমলজী দ্বিতীয়ের তৈরি লাল বেলে পাথরের দরবার গড়—রাজমহল প্রাসাদ ছাড়াও নানানকিছু। তবে, নতুন শহর প্রসার পাচ্ছে দেওয়াল ডিঙিয়ে দুর্গের বাইরে। সরু সরু গলিপথ সারা শহরময়, সে যেন এক গোলকধাঁধা। উটে টানা গাড়ি চলেছে পণ্য নিয়ে সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরে। দু'পাশে দেওয়াল, মাঝে মাঝে খাঁজকাটা; কারুকার্যময় বাড়িঘরেও বৈচিত্র্য আছে। চাকচিক্যময় বর্ণাঢ্য পোশাক পরে ভুজবাসীরা। দ্বিশতাধিক গ্রামে *Rabaris, Ahirs, Meghwals, Vankars*—নানান সম্প্রদায়ের আদিবাসীর বাস। অতিথি-পরায়ণ এরা। সোনা ও রুপোর জালি এবং মিনাকারি ও কাপড়ের উপর *আজরক* ছাপার জন্যও ভুজের খ্যাতি আছে। তেমনই স্মারক রূপে সঙ্গী করা যেতে পারে কচ্ছের আর এক কৃষ্টি—কাচ বসানো সূচীশিল্পের চোখ ধাঁধানো সৃষ্টি এমব্রয়ডারি; দারু ও চর্মজাত নানান কিছু ভুজের Shroff Bazar-এর দোকানপাটে কিনতে মেলে।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর বৃহত্তম তথা ব্যস্ততম এয়ার-বেসটিও বসেছে এই ভুজে। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের উত্তরে মহাদেব গেটের বিপরীতে হামিরসর হ্রদের তীরে গোলাপি মর্মরের **কচ্ছ মিউজিয়ম**। ১৮৭৭এ জন্ম মিউজিয়মের সংগ্রহে যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনই অভিনবত্বে ভরা। গুজরাটে প্রাচীনতম, অতীতে নাম ছিল এর ফার্গুসন মিউ-জিয়ম। বুধবার, ২য় ও ৪র্থ শনিবার ছাড়া ৯—১১-৩০ ও ১৫—১৭-৩০টায় খোলা। হস্তিদন্ত খচিত দারুশিল্পের জাদুপুরী ১৮৬৫তে রাও প্রাগমলজীর তৈরি রাজপ্রাসাদে আজ সরকারি দপ্তর বসেছে। তবে, দরবার হলটি অবারিত। প্রতিকৃতিতে মহারাও রাজ পরিবারের বংশপরম্পরা দেখে নেওয়া যায়। প্রাসাদ লাগোয়া আকাশ ছোঁয়া ক্লক টাওয়ারটি অভিযান করে শহর তথা মরু অঞ্চলও দৃশ্যমান। খালি পায়ে, ২ টাকার টিকিটে মিউজিয়মের মতো একই সময়ে দর্শনের প্রথা। তবে, ছবি তোলার জন্য ক্যামেরার চার্জ লাগে। আর রয়েছে শহরের উত্তরে লেক, লেকের কাঁধে ডাচ ও কচ্ছ শৈলীতে তৈরি মহারাও প্রাসাদ—আয়না (Aina) মহল। ট্যুরিস্ট অফিস ✆ 20004 বসেছে আয়না মহলে। নামকরণের সার্থকতা—আলো জ্বাললেই একটি আলো এক লক্ষে প্রতিভাত হবে আয়না খচিত মহলে। এমনকি Maharao Sinh Madansinhji মিউজিয়মটিও বসেছে মহলে। একান্তই উচিত হবে নেটিভ স্টেটের মুদ্রার সংগ্রহ দেখে নেওয়া। তেমনই বৈচিত্র্য আছে মহলের আশ্চর্য ঘড়িটিতে। প্রাসাদের দ্বিতলে Fuvara ও Hira মহল দু'টির আকর্ষণও উল্লেখ্য। ফুবারা অর্থাৎ রঙমহলে বিনোদনে বসতেন মহারাও—নানান বাদ্যযন্ত্র। আয়নায় মোড়া মহলের মেঝে হয়েছে ইতালি থেকে আসা স্থপতির হাতে সুন্দর টাইলসে। ফোয়ারা ও জল স্প্রে করে তাপমান ধরে রাখা হত। হীরা মহলের সূচীশিল্প, দারু ও আইভরি খচিত দরজা খুবই সুন্দর। তেমনই ত্রিতলে ১৮৮৪তে মহারাও-এর বিবাহ বাসর তথা সোনার পালঙ্কে সোনার বিছানা, সোনার তৈজস, হীরা-মানিক খচিত ঢাল-তরোয়াল, স্ফটিকের বাসনাদি, রুপোর মিনাকারি করা নানান কিছু মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে দর্শককে। রবি ছাড়া ৯—১২-০০ ও ১৫—১৮-০০টায় খোলা, দর্শনী ২ ।

লেকের পুবে সবুজের মরূদ্যান সুন্দর বাগিচার মাঝে ১৮৬৭তে তৈরি Sarad Bagh Palace-টিও আজ মিউজিয়মে রূপ নিয়েছে। মহারাও-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে। এমনকি ১৯৯১এ ইয়োরোপে মৃত মহারাও-এর দেহ আনা কফিনটিও প্রদর্শিত হয়েছে। শুক্র ছাড়া ৯—১২-০০ ও

১৫—১৮-০০টায় খোলা। লেকের দক্ষিণে মহাদেব গেট, বাজারের কাছে সবার তরে খোলা বিলাসবহুল স্বামীনারায়ণ মন্দির, লেকের দ্বীপে পার্ক, লেকের পশ্চিমে হ্রদের কোল ঘেঁষে ছত্রীশ অর্থাৎ জাদেজা রাজপরিবারের স্মৃতি-মন্দির চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায়। মির্জা মহারাও লাখার লাল বেলে পাথরের বৃহত্তম সমাধি সৌধটিও আয়না মহলের স্রষ্টা রাম সিং মালাম-এর তৈরি। কারুকার্যময় স্তম্ভে ভর করে গ্যালারি হয়েছে কেন্দ্রীয় গম্বুজকে ঘিরে। নিয়মিত বাস সংযোগ গড়েছে গান্ধীধামের সঙ্গে ভুজের।

বিরল প্রাণী ভারতীয় বন্য গাধা দর্শনে জাইনাবাদ
(Little Runn of Kutch)

আমেদাবাদ থেকে ১১০ কিমি দূরে জাইনাবাদ। আর জাইনাবাদ থেকে ভিরামগম ৪৫, মাহেসানা ৮০, রাজকোট ১৭৫ কিমি। বাস সংযোগ গড়েছে ত্রয়ী ছাড়াও পশ্চিম ভারতের নানান শহরের সাথে ভিরামগম হয়ে জাইনাবাদের। অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে পশুপ্রেমিক Mr Shabbir Malik, Desert Coursers, Camp Zainabad, via Dasada, Gujarat, PC-382751 থেকে ভুজের উত্তর জুড়ে রান অব কচ্ছে গুডখার বা জংলি গধেয়া অর্থাৎ বন্য গাধা (Gorkhar) দেখাতে প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করেন। জাইনাবাদে থাকা, খাওয়া, জিপ ও উটে ঘোরা, দর্শনী, সব কিছু মিলে প্যাকেজ ভাড়া ৯৫০-১২৫০ প্রতিরাত প্রতিজনা। শিশুদের ৫০% রিবেট মেলে। ৪০% টাকা Bank Draft on SBI, Zainabad অগ্রিম পাঠিয়ে বুক করবার প্রথা। বন্য গাধার সাথে দর্শন মেলে নীল গাই, চিঙ্কারা, নেকড়ে ছাড়াও নানান জন্তু লিটল রানের ভেট থেকে ভেটে। তেমনই দেখে নেওয়া যায় হুবারা বাস্টার্ড, ফ্লেমিংগো, পেলিকান ছাড়াও নানান দুষ্প্রাপ্য পাখি রানে। অবসর বিনোদনে VDO Film Show, আদিবাসীদের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখারও ব্যবস্থা করে Desert Coursers. দিনে খরতাপ, রাতে তাপমান ৪-৫° সেন্টিগ্রেডে নামে। যথেষ্ট উলেন দরকার শীতের দিনে রানে। আমেদাবাদ থেকেও Desert Coursers, Ahmedabad, ✆ 445068 ছাড়াও নানান সংস্থা প্যাকেজের ব্যবস্থা করে।

রেল স্টেশনের বিপরীতে *Paradise L*, শহরমুখী স্টেশন রোডে—*Prince H*, A5R1, DAB ২৫০-৩৭৫, A/c D ৪৫০-৬০০; *H Ratrani*, S ৮০-১২০, D ১২৫-১৭৫; *H Anam*, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০। বাস স্ট্যান্ডে—*Jay Bharat Lodging*, *Sagar L*, SAB ৮০ DAB ১২৫-১৫০; *H Ambassador*, S ৬৫ D ১২৫। সবজি বাজারে *City H*, SCB ৬০ DCB ১০০ TCB ১২৫, স্বল্পমূল্যে ভালই। *Lake View H*, near Rajendra Park, সুইমিং পুলও আছে। বহিরাগতদেরও সুযোগ মেলে সাঁতার সেতুর ব্যবহারে। *H Park View*, Hospital Rd, ✆ 23406, S ১৭৫-২৭৫ D ২০০-৩৫০; *Garden View*, *Nityananda*, *Anand* ছাড়াও নানান। আর আছে মিউজিয়মের অদূরে সরকারি রেস্ট হাউস—*Umed Bhawan* ও *সার্কিট হাউস* ভুজে। আহার্যও মেলে প্রায় প্রতিটা হোটেলে।

ভুজ থেকে কোটিশ্বরের দূরত্ব ১৫২ কিমি, বাস যাচ্ছে। কোটিশ্বর কচ্ছের মহানতীর্থ। মহাদেব মন্দিরের জন্য কোটিশ্বরের প্রসিদ্ধি। এখানকার সাগর সৈকতটিও মনোরম। নারায়ণ সরোবরে নারায়ণ মন্দির ও জলাশয়টিও উল্লেখ্য। লাল রঙের অ্যান্টিলোপ বা চিঙ্কারাও দেখতে মেলে নারায়ণ সরোবরে। থাকারও ব্যবস্থা আছে নারায়ণ সরোবরে। তবে, দূরত্বের জন্য কোটিশ্বরে পর্যটক বা তীর্থযাত্রীর সমাগম কম। তবুও যেন উচিত হবে বৈচিত্র্যময় কচ্ছ উপসাগর বেড়িয়ে নেওয়া।

ভুজের আর এক উল্লেখ্য ৬০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে Mandvi. দেওয়ালে ঘেরা অতীতের বন্দর নগরী আজ বীচ রিসর্টে রূপান্তরিত। বাস যাচ্ছে ভুজ থেকে। থাকারও নানান ব্যবস্থা—*Vinayak GH, Shital GH;* এদের ডাবল বেডের ঘর ৮০-১৫০। শহর থেকে ২ কিমি দূরে *Govt GH*, D ১৫০। ভুজের উত্তর-পুবে পাক সীমান্ত লাগোয়া Dholavira-য় হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর কালের সভ্যতার সন্ধান মিলেছে। খননে অনুসন্ধান চলছে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর থেকে। তবে, সীমান্ত হেতু যাতায়াতে নানান বিধিনিষেধ। বিদেশীদের পারমিট লাগে Collector Office, Bhuj থেকে। বাস যাচ্ছে ভুজ থেকে ধোলাভিরায়। সাধারণ গেস্ট হাউসে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। তবে, চলার পথে ভুজ থেকে বাসে Lilpur পৌঁছে Gandhi Ashram-এ (থাকা ও আহার্য মেলে) প্রথম রাত কাটিয়ে দ্বিতীয় সকালে ধোলাভিরায় চলা যেতে পারে বাসে। ধোলাভিরা থেকে ১৫-০০টার বাসে ভুজ ফিরুন।

কান্দালা

ভুজ থেকে ৫৭ কিমি দূরে গান্ধীধাম। আর গান্ধীধাম থেকে কান্দালা পোর্টের দূরত্ব মাত্র ১২ কিমি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নতুন দিগন্ত খুলেছে কান্দালায়। গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জিত হয় কান্দালা ক্রিকে—সেই থেকে নাম হয়েছে শহরের গান্ধীধাম। ১৯৪৭এ দেশ ভাগে সিন্ধ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে গান্ধীধামের উদ্ভব। কান্দালা বন্দরের পরিকল্পিত নগরীও গান্ধীধাম। এর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেন আমেরিকা থেকে আগত নগর পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ একটি সুসংবদ্ধ স্থপতির দল। পরিকল্পিত শহরের জন্য গান্ধীধাম পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বন্দরটি খুব শিগগিরই ভারতীয় আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে মুখ্য ভূমিকা নেবে। এখনই এক মিলিয়ন টন পণ্য তোলা-নামার ব্যবস্থা আছে কান্দালায়। আর আছে গান্ধী সমাধি ও শিবমন্দির। মন্দিরে দেবতা লিঙ্গে নয়—মূর্তি হয়েছে নির্বাণেশ্বর শিবের।

১৭-০০টায় মুম্বাই সেন্ট্রাল ছাড়া 9031 মুম্বাই-গান্ধীধাম কচ্ছ এক্স ১-৫৫য় আমেদাবাদ ছেড়ে ২-৫৬য় ভিরামগম পৌঁছে শাখা লাইনে গান্ধীধাম যাচ্ছে পরদিন ৮-০৫এ। ৭-৩৫এ ভিরামগম ছেড়ে গান্ধীধাম যাচ্ছে ১৬-৩৫এ প্যাসেঞ্জার। এছাড়া যাচ্ছে ১৪-১০এ ভাদোদরা ছেড়ে ১৬-১৫য় আমেদাবাদ পৌঁছে ২২-৩০এ 9103 ভাদোদরা-গান্ধীধাম এক্স, সাপ্তাহিক নাগেরকয়েল-গান্ধীধাম এক্স যাচ্ছে আমেদাবাদ/ভিরামগম গান্ধীধাম হয়ে। ভিরামগম ২৩৫, আমেদাবাদ ৩০০ আর মুম্বাই-এর দূরত্ব ৭৯২ কিমি গান্ধীধাম থেকে। ট্রেন আসছে মাহেসানা-আবু রেলপথের পালানপুর থেকেও গান্ধীধামে। আর গান্ধীধাম থেকে ৪-৪৫, ৮-১৫, ১০-৪৫, ১১-৪৭, ১৩-৫০, ১৭-৩১, ১৯-৫৫য় ট্রেন যাচ্ছে ঘণ্টা দু'য়েকে ৫৭ কিমি দূরের নিউ ভুজে। বন্দরনগরী কান্দালাতেও ট্রেন যাচ্ছে ৭-১০, ৯-০৫, ১০-৪০, ১৫-০০, ২২-৫০-এ ১২ কিমি দূরের গান্ধীধাম থেকে। আমেদাবাদ

যাচ্ছে ১৫-৫৫য় গান্ধীধাম থেকে নিউ ভুজ-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জার। যোধপুর যাচ্ছে ৪-৪৫এ গান্ধীধাম ছেড়ে ২২-২০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

বাসও সংযোগ গড়েছে NH 8-A ধরে রাজ্যের নানান শহর থেকে গান্ধীধাম, ভুজ ও কান্দালার। মুহুর্মুহু বাস ও শেয়ার ট্যাক্সি চলছে গান্ধীধাম থেকে ভুজ ও কান্দালায়। এমনকি বাস ও ট্যাক্সি দুই-ই যাচ্ছে ভুজ থেকে ৫½ ঘণ্টায় রাজকোটে। শেয়ার ট্যাক্সিও মেলে এপথে। রাতভর জার্নিতে বাস যাচ্ছে আমেদাবাদে। প্রাইভেট ডিলাক্স বাসে শয়নের ব্যবস্থাও মেলে। এমনকি রাজস্থানের জয়সলমীরও চলা যেতে পারে বাসে বাসে ২ দিনে ভুজ থেকে। বা ট্রেনে পালানপুর পৌঁছে পালানপুর থেকে বাসে বারমের হয়ে ২৪ ঘণ্টায় চলুন জয়সলমীর।

IAC-র উড়ান 1 3 5 7 দিন মুম্বাই-ভুজ-মুম্বাই সার্ভিসে চলছে। দপ্তর বসেছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লাগোয়া ভুজের স্টেশন রোডে। শহর থেকে ৬ কিমি দূরে বিমানবন্দর। মিনিবাস, ট্যাক্সি, অটো যাচ্ছে শহরে।

থাকার জন্য *রেলের রিটায়ারিং রুম, কান্দালা পোর্ট ট্রাস্ট গেস্ট হাউস, PWD RH, ধরমশালা, আরাম গেস্ট হাউস, এভারেস্ট গেস্ট হাউস, নিউ এয়ার লাইনস হোটেল, H Shib*, 360 Ward-12B, Gandhidham, Kutch-370201, A9R1B0, ✆ 21297, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮০০-১২৫০; *H Madhuban*, Plot 22, Sector 9, Tagore Rd, opp KPT Office, Gandhidham-370201, ✆ 22216, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০ A/c S ৪৫০-৬০০ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ১০০০-১২৫০; *Business Inn*, 29-30, Sector-9, ✆ 21921, A5R05, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *H Natraj*, opp Bus Std; *H Gokul*, near Bus Std ছাড়াও নানান হোটেল আছে গান্ধীধামে।

মধেরা

ভিরামগম থেকে ১৮-৩০-এর প্যাসেঞ্জারে ২½ ঘণ্টায় বা বাসে ৬৫ কিমি দূরের মাহেসানায় চলুন। দিল্লী-আমেদাবাদ রেলপথের মাহেসানা থেকে ট্রেন যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে। মাহেসানা থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে ৪৫ মিনিটে ২৬ কিমি পশ্চিমের মধেরায়। ৪-২৫, ৫-৪০, ১১-৪৫, ১৩-০০, ১৬-৪৫, ১৮-২৫, ২০-২৫, ২২-৪৫এ প্যাসেঞ্জার; ৮-২০, ১৫-৪৫এ এক্স ট্রেন যাচ্ছে ৬৮ কিমি দক্ষিণ-পূবের আমেদাবাদ থেকে মাহেসানায়। ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। আর বাস যাচ্ছে আমেদাবাদ থেকে মাহেসানা হয়ে সরাসরি মধেরায়। ২½ ঘণ্টায় ১১৮ কিমি উত্তরের আবু রোড যাচ্ছে ১০-২৫এ আমেদাবাদ-দিল্লী মেল, ১৭-৩০এ আমেদাবাদ-আবু রোড এক্স/প্যা, ১-২৫এ প্যাসেঞ্জার মাহেসানা থেকে। বাসও যাচ্ছে মাহেসানা থেকে আবু রোড। আর বাস আসছে পশ্চিম ভারতের দিগ্বিদিক থেকে মাহেসানা হয়ে মধেরায়।

বাস পথেই স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি আগে সোলাঙ্কি রাজা ১ম ভীমদেবের হাতে ৮ শতকে তৈরি অনন্য শিল্পসুষমা-মণ্ডিত মধেরার সূর্যমন্দির। তবে, দ্বিমতও আছে নানান নির্মাতা নিয়ে। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত তোরণদ্বার পেরুতেই ১৫ বর্গ মিটারের সভামণ্ডপ। মণ্ডপ শেষে মূল সূর্য মন্দির। আর আছে প্রবেশপথে চতুষ্কোণ বিশাল কুণ্ড অর্থাৎ জলাশয়। ধ্বংসপ্রাপ্তি ১০২৪এ গজনীর সুলতান মামুদের হাতে মধেরার।

একান্ন সতীপীঠ

ব্রহ্মার মানসপুত্র, জন্মও ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে— নাম তাই দক্ষ। তবে, দ্বিমতও আছে। সেই দক্ষেরই কন্যা সতী—পতি তার শিব। প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ দক্ষ বৃহস্পতি নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। যজ্ঞে ত্রিলোকের সবাই নিমন্ত্রিত। কেবল জামাতার আচরণে অখুশি দক্ষের নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত শিব ও সতী। নারদের কাছ থেকে যজ্ঞের কথা শুনে পিত্রালয়ে যেতে পতির অনুমতি মাগেন সতী। শিবের অসম্মতিতে পরমা প্রকৃতি সতী—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—দশ মহামায়ারূপ ধারণ করে বিভ্রান্ত করেন শিবকে। বিহ্বল শিবের ছাড়পত্র পেয়ে সতী গেলেন যজ্ঞে রবাহুত হয়ে। পিতা দক্ষের মুখে পতি নিন্দা শুনে যজ্ঞস্থলেই দেহ রাখেন সতী।

সতীর মৃত্যুতে শিবের জটা থেকে সৃষ্ট বীরভদ্র সহ শিব গেলেন যজ্ঞস্থলে। পশু হল যজ্ঞ—মৃত্যুও ঘটে বীরভদ্রের হাতে দক্ষর। আর সতী-শোকে ক্ষুব্ধ শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে শুরু করলেন প্রলয় নৃত্য। ভয়ঙ্কর সে নৃত্যে সৃষ্টি ধ্বংসের মুখে। দেবতারা প্রমাদ গণলেন। সৃষ্টি স্থিতি রাখতে নিরুপায় বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করায় ছিটকে গিয়ে পৃথিবীতে (ভারতে) পড়ে ৫১ টুকরো হয়ে। আর যেখানে যেখানে টুকরো পড়ে সেই সব পুণ্যস্থান মহাপীঠ বা সতীপীঠ অর্থাৎ সতীর আসন নামে খ্যাত।

একান্ন সতীপীঠ: (১) হিঙ্গুলা—ব্রহ্মরন্ধ্র, (২) করবীর—ত্রিনেত্র, (৩) সুগন্ধা—নাসিকা, (৪) কাশ্মীর—কণ্ঠ, (৫) জ্বালামুখী—জিহ্বা, (৬) জলন্ধর—স্তন, (৭) বৈদ্যনাথ—হৃদয়, (৮) নেপাল—জানু, (৯) মানস বা মালব—দক্ষিণ-হস্ত, (১০) বিরজাক্ষেত্র—নাভি, (১১) গণ্ডকী বা গণ্ডক—গণ্ড, (১২) বহুলা—বাম বাহু, (১৩) উজ্জয়িনী—কনুই, (১৪) চট্টল—দক্ষিণ বাহু, (১৫) ত্রিপুরা—দক্ষিণ পদ, (১৬) ত্রিস্রোতা—বাম পদ, (১৭) কামগিরি (কামাখ্যা)—মহামুদ্রা বা যোনি, (১৮) যোগাদ্যা—দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি, (১৯) কালীপীঠ (কালীঘাট)—দক্ষিণ পদাঙ্গুলি, (২০) প্রয়াগ—হস্তাঙ্গুলি, (২১) জয়ন্তী—বাম জঙ্ঘা, (২২) কিরীট—কিরীট, (২৩) মণি-কর্ণিকা (বারাণসী)—কুণ্ডল, (২৪) কন্যাশ্রম—পৃষ্ঠ বা দৃষ্টি, (২৫) কুরুক্ষেত্র—দক্ষিণ গুলফ, (২৬) মণিবেদ—মণিবন্ধ, (২৭) শ্রীশৈল বা শ্রীহট্ট—গ্রীবা, (২৮) কাঞ্চী—কঙ্কাল, (২৯) কালমাধব—বাম নিতম্ব, (৩০) নর্মদা, শোন বা শৈল—দক্ষিণ নিতম্ব, (৩১) রামগিরি—স্তন, নাসা বা নলা, (৩২) বৃন্দাবন—কেশ, (৩৩) শুচি বা অনল—ঊর্ধ্বদন্ত, (৩৪) পঞ্চ-সাগর—অধোদন্ত, (৩৫) কর-তোয়াতট—বাম কর্ণ, তল্প বা গুলফ, (৩৬) শ্রীপর্বত—দক্ষিণ কর্ণ, (৩৭) বিভাস—বাম গুলফ, (৩৮) প্রভাস—উদর বা অধর, (৩৯) ভৈরব পর্বত—অধোষ্ঠ, (৪০) জনস্থান—চিবুক, (৪১) গোদাবরী তীর—বাম গণ্ড, (৪২) রত্নাবলী—দক্ষিণ স্কন্ধ, (৪৩) নলহাটি—নলা, (৪৪) মিথিলা—বাম স্কন্ধ, (৪৫) মাগধ—মুণ্ড, (৪৬) বক্রেশ্বর—মন, (৪৭) যশোর—পাণি, (৪৮) অট্টহাস—ঊর্ধ্বোষ্ঠ, (৪৯) নন্দিপুর—হার, (৫০) লঙ্কা—নূপুর, (৫১) বিরাট—পদাঙ্গুলি। (মতান্তরও আছে পীঠ নিয়ে নানা। তন্ত্রসার গ্রন্থে মূল পীঠের সংখ্যা চার (জলন্ধর, উড্ডীয়ান, পূর্ণাগিরি ও কামরূপ) হলেও সাতের উল্লেখ মেলে পুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে, কুব্জিকাতন্ত্রে ৪২, জ্ঞানার্ণতন্ত্রে ৫০। আর আছে উপপীঠ—সংখ্যায় ২৬।

নাগারাশৈলীতে ৫৬×২৬ ফুটের মন্দিরটি এমনই জ্যামিতিক ছকে তৈরি যে সূর্যের বিষুবরেখায় অবস্থান কালে উদিত সূর্যের কিরণ সরাসরি মন্দিরের বিগ্রহ সূর্য দেবতার উপর পড়ত। সেকালের মূল মূর্তি আজ আর নেই। তবে প্রাসাদের ভিতর দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ১২টি মূর্তি রয়েছে দেবতা সূর্যের। মন্দিরের বহির্ভাগও কারুকার্যময়। নানান ভঙ্গিমায় নরনারী, দেবদেবী, জীবজন্তু এমনকি মিথুন মূর্তিও মূর্ত হয়েছে। প্রবেশপথের ডাইনে প্রসবরতা নারীমূর্তিতেও বৈচিত্র্য আছে। সভামণ্ডপের কারুকার্যও অনবদ্য; থাম, খিলান, কার্নিস, পিরামিডধর্মী ছাদ সবই কারুকার্যময়। দিলওয়ারা ও কোণারকের সূর্যমন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যও মেলে। মন্দিরের সামনে চতুষ্কোণ বিশালাকার সূর্যকুণ্ডকে ঘিরে ১০৮টি ক্ষুদে মন্দির। স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন এইসব মন্দিরে, দেবতাও নানান। আর পেছন দিয়ে বয়ে চলেছে পুষ্পবতী নদী। থাকার জন্য PWD *RH, Panchayet RH* ও *ধরমশালা* আছে। তবে মধেরায় থাকার দরকার হয় না। ৮—১৮-০০টায় মন্দির দেখে মাহেসানায় ফিরে রেল বা বাসে ১১৮ কিমি দূরের আবু রোড পৌঁছে আবু পর্বতে চলুন বা দিল্লী বা আমেদাবাদ গিয়ে ট্রেন ধরুন ঘর পানের বা মধেরা থেকেই বাসে চলুন তারাঙ্গা/ অম্বাজী/ আবু রোড।

তবে উৎসাহীরা মধেরা থেকে আরও ১৭ কিমি বাসে গিয়ে কিংবদন্তীতে ঘেরা বেচারাজী মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। সাত দিনের প্রতীক সাত বাহনে দেবী এখানে দুর্গা। এক চাষীর কুড়িয়ে পাওয়া বেচারা দুর্গাই কালে কালে বেচারাজী। বন্ধ্যা নারীরা আজও আসেন সন্তান কামনায় দেবী সকাশে। জনশ্রুতি, প্রতি রাতে আজও নাকি দেবী বিহারে বের হন ভক্তদের দুঃখ নিবারণে। আবার মধেরার ২৯ কিমি দূরে আর মাহেসানার ২৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ১০২৪এ গজনীর মামুদের হাতে বিধ্বস্ত অতীতের কঙ্কালসার রাজধানী অনহিলবাড়া পাটন-এ ১০৮টি জৈন মন্দিরও দেখে নিতে পারেন। আর আছে সহস্র জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির পাটনে। পাটনের পাটোলা সিল্ক শাড়িরও খ্যাতি আছে। তেমনই খ্যাত পাটনের বাড়িঘরে উড-কার্ভিংএর কাজ। পাটন বাস স্ট্যান্ডে একমাত্র *H Neerav*-এ থাকার ব্যবস্থা মেলে D ১০০-১৫০ টাকায়।

আবার মাহেসানা থেকে বাসে ৫৭ কিমি পুবের তারাঙ্গায় পৌঁছে নতুন করে বাসে পাহাড়ী পথের ৩ কিমি গিয়ে তারাঙ্গা হিলের ২য় জৈন তীর্থঙ্কর অজিতনাথ জৈন মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন পরদিন। বৌদ্ধদেবী তারাদেবীর নামে নাম। ট্রেনও যাচ্ছে ১৮-৩০এ মাহেসানা ছেড়ে ২১-৩৫এ তারাঙ্গায়। আমেদাবাদ ফেরে প্রতিদিন ৬-২৫এ তারাঙ্গা ছেড়ে তারাঙ্গা-মাহেসানা-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জার। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরে শ্বেতমর্মরে মূর্তি হয়েছে অজিতনাথের। মিথুন মূর্তিও স্থান পেয়েছে। মন্দির দেখে মাহেসানায় ফিরুন। থাকাও যেতে পারে *দিগম্বর ধরমশালা*-য় তারাঙ্গা হিলে।

থাকার জন্য মাহেসানায় আছে—*গুজরাট লজিং অ্যান্ড বোর্ডিং হাউস, নটরাজ ও সত্যবিজয়।* আর আছে সরকারি *বিশ্রান্তি গৃহ,* অবু: EE (R & B), Mahesana ও *রেলের রিটায়ারিং রুম। ধরমশালা*-ও আছে মাহেসানায়। চলতে-ফিরতে মাহেসানায় অ্যামুজমেন্ট পার্কটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

মাহেসানায় অবস্থান করে ১ম দিনে মধেরা/ বেচারাজী দেখে ২য় দিনে তারাঙ্গা বেড়িয়ে ৩য় দিন তারাঙ্গা থেকেই বাসে চলুন ৪৫ কিমি দূরের অম্বাজী। অম্বাজী দর্শন সেরে আবার বাসে ২৩ কিমি দূরের আবু রোড পৌঁছান। অম্বাজী থেকে আবু পাহাড়েরও সরাসরি বাস মেলে। তবে অত্যুৎসাহীরা মাহেসানা থেকে আবুর বিকল্প পথে ৪৩ কিমি উত্তরে সরস্বতী নদীতীরে সিধপুরে ১০ শতকে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সোলাঙ্কি স্থাপত্যে রাজা মূলরাজের গড়া বিধ্বস্ত জৈন মন্দির রুদ্রমল দেখে চলতে পারেন। ১২৯৭এ আলাউদ্দিন খিলজীর ধ্বংসলীলার আর এক সাক্ষ্য এই রুদ্রমল মন্দির। আর মন্দিরের অংশে মসজিদ গড়ে ওঠে মোগল কালে। তবে, আজ মন্দির ও মসজিদ দুইয়েরই দ্বার রুদ্ধ। ৪টি পিলার আজও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে। ব্রহ্মার সাত মানসপুত্রের অন্যতম কপিলমুনির জন্ম রেল ও বাস স্ট্যান্ড থেকে ১৫ মিনিটের পথে সরস্বতী নদীর তীরে এই সিধপুরে। মাতৃমুক্তির মানসে পিণ্ডদান করেন পরশুরাম—সেই থেকে কপিলমুনির আশ্রমে মায়ের বিদেহী আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান আর হর্ষবিন্দু সরোবরের জলে তর্পণ প্রথার প্রচলন। রেল স্টেশন থেকে আশ্রমের বিপরীতমুখী ১ কিমি যেতে রুদ্রমল শিব মন্দির। আর আছে রামমন্দির নদীর ধারে তপোভূমিতে। হোটেল নেই—তবে, *মণিকা* ও *পাঞ্চাল* দুই *ধরমশালা* আছে সিধপুরে। আফিম চাষ হচ্ছে আজ সিধপুরে। সিধপুর দর্শনার্থীদের উচিত হবে ৩য় দিন সাতসকালে সিধপুর বেড়িয়ে পালানপুর হয়ে অম্বাজী দেখে আবু চলা। তেমনই দিনক্ষণ জেনে হাজির হতে পারেন মাহেসানা-সিধপুর পথের Unjha-য়। প্রতি ১১ বছর অন্তর বিয়ের বাসর বসে Kadwakanbis সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের। বৈচিত্র্যে ভরা এদের বিবাহপ্রথা।

দমন ও দিউ

১৯৮৭র ৩০শে মে গোয়া স্বতন্ত্র রাজ্য হওয়ায় গোয়া থেকে ছিন্ন দুই জেলা দমন ও দিউ থেকে যায় কেন্দ্রের শাসনাধীনে। সদর দপ্তর বসেছে দমনে। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন পরস্পরে। দমন থেকে দিউ-এর দূরত্ব ৮৪৩, পানাজি ৭৮৭, মুম্বাই ১৯৩, আমেদাবাদ ৩৬৭ কিমি। জলপথেও কোনো সংযোগ নেই দমন আর দিউর মাঝে। মুম্বাই-আমেদাবাদ জাতীয় সড়ক ৮এ গুজরাটের **বাপী**। বাপীর নিজস্ব আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও পশ্চিমে দমন আর পুবে আর এক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলীর সংযোগকারী জংশন রূপে বাপীর খ্যাতি। বাপী হয়ে দমনের সড়ক সংযোগ গড়েছে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে। বাপী থেকে গুজরাট-মহারাষ্ট্র সীমান্ত ১৪ কিমি, মুম্বাই-এর সড়ক দূরত্ব ১৯৩, সুরাট ৯০, আমেদাবাদ ৩৬২ কিমি। ট্রেনও যাচ্ছে পশ্চিম রেলের মুম্বাই সেন্ট্রাল-ভাসাই রোড-ভালসাড-বাপী-সুরাট-ভাদোদরা-আমেদাবাদ-ভিরামগম হয়ে। দিন-রাত্রি জুড়ে নানান ট্রেন। মুম্বাই থেকে সুরাট-ভাদোদরা-আমেদাবাদের প্রতিটা ট্রেন, ভাসাই রোড-ব্রোচ/সুরাট সাটেল, EMU লোকালও চলছে পশ্চিম রেলওয়ের মুম্বাই-সুরাট রেলপথের বাপী হয়ে। রেল দূরত্ব বাপী থেকে মুম্বাই ১৬৮ কিমি, আর সুরাট ৯৪ কিমি। দিনভর নানান প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৩½ ঘণ্টায় মুম্বাই, ২½ ঘণ্টায় সুরাট যাচ্ছে বাপী থেকে। আর রেল স্টেশনের স্বল্পদূরে বাস স্ট্যান্ড থেকে গুজরাট রাজ্য পরিবহণের বাস যাচ্ছে ননী দমন। আর রেল স্টেশনের পশ্চিম থেকে মুহুর্মুহু শেয়ার ট্যাক্সি যাচ্ছে ভোর থেকে গভীর রাতে ১০ হারে ২০ মিনিটে। অটোও যাচ্ছে ৫০-৬০ টাকায়। বাপী থেকে ৪ কিমি যেতে Dabhel-এ দমনের সীমান্ত চৌকি পেরিয়ে আরও ৭ কিমি গিয়ে ননী দমন বাজার তথা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে।

থাকার জন্য Vapi-396195, STD-02638-এ আছে *Kamats Vapi H*, NH-8, Vapi-396195, A14R1½, S ২২৫ D ৩০০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০ স্যুইট ৬৫০; **Shalimar H*, near Highway tool, Vapi, Gujarat, R6, A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Greenview*, NH-8, Vapi, ✆ 23120, R3B1.5, S ৪০০ D ৫০০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ১০০০; *Pritams Vapi H*, NH-8, GIDC, ✆ 21567, R½, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; *Dipak GH* ছাড়াও নানান হোটেল।

আর দিউ-এর অবস্থান সেও গুজরাটেরই সোমনাথের অনতিদূরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দমনের থেকেও দিউ অনবদ্য।

দমন

পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও সমুদ্রে ঘেরা ১২ মি উঁচু দমনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুন্দর। সহ্যাদ্রি পাহাড় থেকে এসে দমন গঙ্গা নদী টুকরো করেছে দমনকে। রূপও পেয়েছে ২টি ভাগে দমন। আয়তনে ৭২ কিমি। লোক সংখ্যা ৬১৯৫১। গোয়ার মতো দমনও ছিল পর্তুগিজ দখলে। ১৫৩১এ অংশবিশেষ পর্তুগিজরা দখল করলেও পূর্ণতা পায় ১৫৫৯এ গুজরাটের বাহাদুর শাহের বশ্যতা স্বীকারে। ১৯৬১র ১৯শে ডিসেম্বর, গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। Department of Tourism, Information Centre, 1st Floor, Nilkanth Building, Nani Daman, PC-396210-য়।

অতীতের স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য আজ নবোদ্যমে পর্যটক-স্বর্গে রূপ পাচ্ছে। উত্তরে ননী দমন অর্থাৎ ছোট দমন দুর্গ। বাজার-হাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট অফিস সবেরই অবস্থান ননী দমনে। প্রধান ডাকঘরটি মোতি দমনে বসলেও শাখা ডাকঘর মেলে ননী দমনে। বাস, ট্যাক্সিরও চলা শেষ ননী দমনে। রাজপথও সিধে গিয়ে অদূরে সাগরে মিলেছে। পূতিগন্ধময় সাগরবেলা। শিশু উদ্যানও হয়েছে জেটি ঘেঁষে। ডাইনে ননী দমন দুর্গ। বিপরীতে দ্বীপাকার **মোতি দমন** অর্থাৎ বড় দমন। সেতুতে দমন গঙ্গা নদী পেরুতেই দেওয়ালে ঘেরা ১৫৫৯এ পর্তুগিজদের গড়া বড় দমন দুর্গ অর্থাৎ মোতি দমন। সরকারি অফিস-কাছারি বসেছে দুর্গ জুড়ে। আর আছে পর্তুগালের স্থাপত্য শৈলীতে গড়া ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের **সে ক্যাথিড্রাল** চার্চ। পর্তুগিজ ফ্লেবারও যেন বাতাসে মেলে। তবে, দমনের দ্বিতীয় চার্চ আওয়ার লেডি অব দি রোজারিও বৈভবে অনবদ্য। নদীর ধারে জৈন মন্দিরটিও সুন্দর। দেওয়ালে মহাবীরের (500BC) জীবন-আলেখ্য রূপ পেয়েছে ম্যুরালে ১৮ শতকে। আর আছে লাইট হাউস। হিলসা অ্যাকোয়ারিয়াম হয়েছে দুর্গে ঢুকতেই বাঁয়ে। তবুও সবার উপরে সমুদ্রই সেরা আকর্ষণ গোয়ার মতো দমনেও। সমুখপানে নীলিমায় মিলে-মিশে আরবসাগর।

দুর্গ পেরিয়ে বসতি ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে দমনের আর এক আকর্ষণ ঝাউয়ে ছাওয়া **জামপোর বীচ**। বাস যাচ্ছে দুর্গ দ্বার থেকে জামপোরে। ট্যাক্সি বা অটোতেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় ননী দমন থেকে জামপোর সাগরবেলা। তবুও যেন ননী দমন থেকে ৩ কিমি উত্তরে নারকেল আর ঝাউয়ে ছাওয়া **ডেবকা বীচ** আকর্ষণে অনবদ্য। মনোরম শিশু উদ্যানও হয়েছে ডেবকা সাগর-বেলায়। কালো কালো বালুকা বেলায় ভাটায় জল যায় সরে দূরে বহুদূরে। সূর্যাস্তও রমণীয় ডেবকায়। পথশোভাও মনোরম। উচিতও হবে যে-কোনো সাঁঝে অটো বা ট্যাক্সিতে ডেবকা বেড়িয়ে ফেরা।

থাকার পক্ষে রমণীয় ডেবকা সাগরবেলা। হোটেলও আছে নানান Devka, Nani Daman-396210, STD 02636এ—*H Summer House*, DAB ২৫০ A/c D ৩২৫-৪৫০ স্যুইট ৬০০; *H Shilton*, DAB ৪০০-

৬৫০৲; *H Dariya Darshan,* ✆ 32476, DAB ৪৫০৲ FAB ৬০০৲ কটেজ D ৮০০ F ১০০০৲ A/c D ৬৫০৲ কটেজ ১২৫০৲; *H Ashoka Palace,* D ৪৫০-৬৫০৲; *H Miramar,* DAB ৬০০-৮৫০৲ সাগরমুখী চার বেডের A/c কটেজ D ১২৫০-১৬৫০৲; স্বল্প যেতে *H Sandy Resort,* ✆ 32751, D ৪৫০-৬২৫৲ A/c D ৬৫০-৮৫০৲; একমাত্র হোটেলে সাঁতার সেতুও হয়েছে স্যান্ডি রিসর্টে। *H Duke,* ✆ 32251, AP-S ৩০০-৩৭৫৲।

দমন ও দিউ ☐ রাজধানী: দমন। আয়তন: ১১২ বর্গ কিমি। লোক সংখ্যা: ১০১৪৩৯। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.০১। পুরুষ: ৫১৪৫২। নারী: ৪৯৯৮৭। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ২২৪৫৮। বৃদ্ধির হার: ২৮.৪৩%। প্রতি ১০০০ পুরুষে: ৯৭২ নারী। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৯০৬। সাক্ষরের হার : ৭৩.৫৮%। প্রধান ভাষা—দমনে: গুজরাটি ও মারাঠি আর দিউতে: গুজরাটি। হিন্দীরও চল আছে সারা অঞ্চল জুড়ে। আবহাওয়া সারা বছরই নাতিশীতোষ্ণ। বছরে বৃষ্টিপাতের গড় ২৫°। সর্বোচ্চ তাপমান ৩৮° সর্বনিম্ন ১১° সেন্টিগ্রেড।

গুজরাটের সাথে দমন ও দিউ বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। সুরাট থেকে মুম্বাই-এর পথে বাপী থেকে দমন আর গুজরাটেরই সোমনাথ থেকে দিউ বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে।

আর ট্যাক্সি স্ট্যান্ড তথা বাজারকে ঘিরে নানান হোটেল ননী দমনে। পথও সাগরে মিলেছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ৫ মিনিট যেতে। Sea Face Road, Nani Daman-396201-এ—*H Pallavi,* ✆ 32636, SAB ২২৫৲ DAB ৩০০৲ TAB ৩৫০৲; পর্তুগিজ শৈলীর বাড়িতে *H Marina,* D ১৭৫-২৫০৲; *H Swet Many,* DAB ২০০৲; *Natraj GH,* D ১২৫-১৭৫৲; *H Gurukripa,* ✆ 35046, SAB ৩৫০৲ DAB ৪২৫-৫৫০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬৫০৲; *H Dipak Jyoti,* D ১৫০-২২৫৲; *H Sovereign,* ✆ 32823, SAB ১২৫৲ DAB ২২৫-৩০০৲ TAB ২৫০৲; সাধারণ হলেও সদাই ফুল *H Brighton,* D ১৭৫-২৫০৲; সাগরবেলায় PWD *RH.* বাঁহাতি পথে *H Maharaja,* D ৬০০৲ ৮০০৲ ১০০০৲; ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পিছে: *H Paradise,* D ২০০৲; লাগোয়া *H Mangal, H Diamond,* DAB ৩৫০৲ A/c D ৪৫০৲; *H Holiday,* D ২০০৲; একই বাড়িতে *H Sonman,* Teen Batti, D ২৫০৲ A/c D ৪৫০৲; *H Natraj,* D ১২৫-১৭৫৲ A/c ৪৫০৲; প্রত্যেকেরই অবস্থান এদের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ৫ মিনিটের পথে। আর হয়েছে নদীর ধারে *H Sun-n-Sea,* ✆ 32506, S ২০০৲ D ৩৫০৲ A/c S ৪২৫৲ D ৬০০৲; তবে কিছুটা যেন অব্যবস্থা, হুল্লোড়ও সদাই যেন সারা হোটেলময়।

এছাড়াও অতি সাধারণ হোটেল—*Ganesh GH,* behind Gurukripa; *Dilip Jyoti,* near Jetty ; *Cafe Elegant, H Sher-e-Punjab,* Taxi St ; *H Metro,* Navi Ori ; *H Gokul,* Navi Ori; *H Sukh Sagar,* Navi Ori, DAB ২৫০৲ A/c D ৩৫০৲; *H Ashirwad,* D ১৭৫-২৫০৲; *Goa GH* ; Khatkiwad ; বাজারাস্তে থানার পাশে *H Ratnakar,* Khabardar Marg ; এদের কাছে ১৫০-২২৫ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে। তবুও যেন থাকার জন্য *H Gurukripa, H Sovereign, H Diamond,* নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাবে। আহারও মেলে এদের কাছে। সামুদ্রিক মাছের নানান মেনু এদের খাদ্য তালিকায়। গলদা চিংড়ি ও কাঁকড়া লোভনীয় মেনুচার্টে। একান্তই উচিত হবে শীতের দিনগুলিতে ঝাল-নোনতা-মিষ্টি স্বাদের মটরশুঁটির পাপড়ি ভাজার স্বাদ নেওয়া। তেমনই কাজু বা নারকেল থেকে তৈরি ফেনী ও তালের রস থেকে তৈরি তাড়ি এদের প্রিয় পানীয়। কিনতেও মেলে চলতে-ফিরতে পথেঘাটের দোকানপাটে। দামও সস্তা দমনের দোকানে। তবুও যেন প্রচারের অভাবে পর্যটক সমাগম কম দমনে আজও।

দিউ

অতীতের গোয়া দমন এবং দিউ অঙ্গরাজ্যের এক বিচ্ছিন্ন অঙ্গজেলা দিউ। গোয়া স্বতন্ত্র রাজ্য হওয়ায় দমন ও দিউ কেন্দ্রের শাসনাধীন—সদর দপ্তর বসেছে দমনে। পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। দমন থেকে আমেদাবাদ/রাজকোট/কোদিনার/ উনা হয়ে দূরত্ব ৮৪৩ কিমি। আর নিকটতম রেল স্টেশন ৮ কিমি দূরে দেলওয়াদা। ৪৮৩ কিমি দূরের আমেদাবাদ থেকে ভেরাবল হয়ে মিটারগেজ রেল যাচ্ছে দেলওয়াদায়। Khijadiya-Delvada প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে শাসন গীর/জুনাগড়/ ভেরাবল হয়ে ৪½ ঘণ্টায় ৯৬ কিমি দূরের দেলওয়াদায়। দেলওয়াদা থেকে বাস/অটো/রিকশায় ঘোঘলা সেতু পেরিয়ে দিউ পৌঁছান।

সোমনাথ থেকে বাস যাচ্ছে ৭-১৫, ৯-১৫, ১২-১৫, ১৪-১৫, ১৬-০০, ১৮-০০টায় উনায়। ঘণ্টা দু'য়েকের পথ। আর দিনের একমাত্র বাস পোরবন্দর থেকে এসে সকাল ১০-০০টায় সোমনাথ ছেড়ে
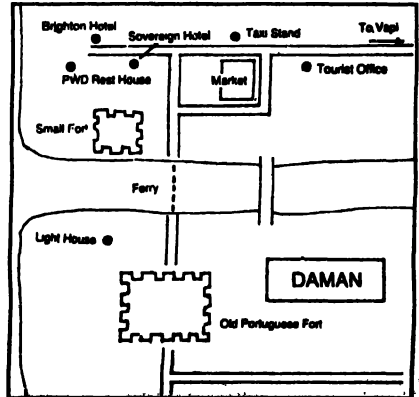
সরাসরি দিউ যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায়। দূরত্ব সোমনাথ ৮৪, ভেরাবল ৮৭, কোদিনার ৪৫ কিমি। আর ১৫ কিমি দূরের উনা থেকে বাস যাচ্ছে গুজরাটের দিকে দিকে দিন-রাত্রি জুড়ে। বাস আসছে আমেদাবাদ থেকে রাজকোট/কোদিনার/উনা হয়ে দিউর। এমনকি গোয়া ট্রাভেলস-এর লাক্সারি বাস ২০ ঘণ্টায় ২২৫ টাকায় দিউ থেকে ভাবনগর/আনন্দ/বাপী (দমন) হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে। এদের দমন-এ বুকিং: সতীশ জেনারেল স্টোর্স, ননী দমন; আর মুম্বাই-এ বুকিং: Hirup Travel Service, ✆ 358186, Khetwadi Back Rd, 12th Line, Mumbai-400004. ভেরাবল, জুনাগড় যাচ্ছে ৬-৩০, ১৪-০০, ১৮-৩০টায়। উচিতও হবে গুজরাট ভ্রমণপথে সোমনাথ বেড়িয়ে সোমনাথ থেকে কোদিনার/ উনা হয়ে সরাসরি দিউ চলা। পালিতানা থেকেও বাস আসছে ভাবনগর/ তালাজা/মহুবা/ উনা হয়ে দিউ। উনা থেকে ঘোঘলা ঘাটে ফেরিতে জলপথ পেরিয়ে চলা যেতে পারে দিউ। GSRTC-র বাস ছাড়াও দিউ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মিনি বাসও যাচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উনা থেকে ঘোঘলা ঘাটে সেতুতে আরব সাগরের ব্যাক ওয়াটার পেরিয়ে ২৯ মি উঁচু দিউ। নিকটতম বিমান ১৫০ কিমি দূরে জুনাগড়ের কেশোদ বা ১৬৫ কিমি দূরে গুজরাটেরই ভাবনগরে। বায়ুদূতও সংযোগ গড়েছে দিউর। অবস্থান আজও অন্তরায় করে রেখেছে পর্যটন মানচিত্রে-দিউকে। তবে, গোয়ার মতো হিপিদের দৌরাত্ম্য নেই দিউতে। প্রকৃতি প্রেমিকদের স্বর্গরাজ্য দিউ। শীতে দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিযায়ী পাখিরাও আকর্ষণ বাড়ায়। তেমনই নানান বৈচিত্র্যের মধ্যে sun and sand, sea and surf অনন্য করে তুলেছে দিউকে।

দমনের মতো দিউ-এর মূল আকর্ষণ তার প্রকৃতি।
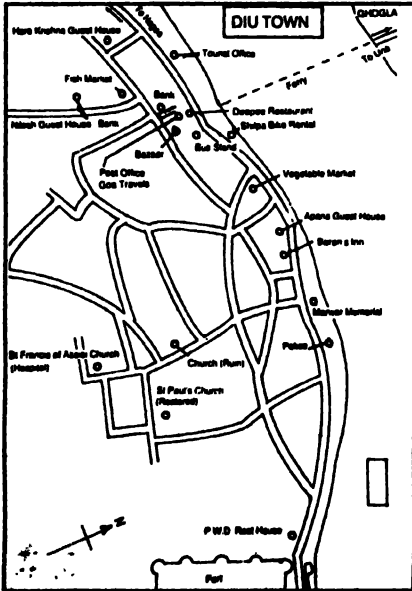
খাঁড়ির মতো যত্রতত্র ঢুকে পড়া সমুদ্রে সৌন্দর্য বেড়েছে। আর রাতে আলো জ্বলতে দিউকে মনে হবে সালঙ্কারা রূপবতী নারী। তিন দিক আরব সাগর আর উত্তর ব্যাক ওয়াটারে ঘেরা কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণে সামুদ্রিক মুক্তো—দ্বীপাকার ছোট্ট দিউ। অতীতে নামও ছিল *দ্বীপ* (সংস্কৃত), কালে কালে দিউ। তিনদিকে আরব সাগর আর সোনালী বেলাভূমি সুন্দরী দিউকে রমণীয়, সৌন্দর্যময়ী করে তুলেছে। আয়তনে ৪০ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৩৯৪৮৮।

তবে, দীর্ঘ অতীতে ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম থেকে ধর্ম বাঁচাতে জোরাথাস্ট্রিয়ানরা পারস্য ছেড়ে গুজরাটের দিউতে এসে উপনিবেশ গড়ে। আসে তারা পারস্য থেকে—ভারতে পরিচিতিও এদের পার্সি নামে। ১৩৮০তে বাঘেলা রাজপুতদের হঠিয়ে গুজরাটের মুসলিম সুলতানের দখলে যায় দিউ। আর ১৪ থেকে ১৬ শতকে দিউ ছিল অটোমান তুর্কিদের নৌঘাঁটি তথা বাণিজ্যপথের বিশ্রামস্থল। ১৫৩১এ পর্তুগিজরা হানা দেয় দিউতে—তুর্কি নেভির সহযোগিতায় গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের হটিয়ে দেয়। আবার দিউ আক্রমণ করে পর্তুগিজরা ১৫৩৪এ। হুমায়ুনকে হত্যা চক্রান্তের ব্যর্থ নায়ক মির্জা জামালকে আশ্রয় দেওয়ায় অসন্তুষ্ট দিল্লীর মোগল সম্রাটের সঙ্গে কলহে বিব্রত বাহাদুর শাহ এবার পর্তুগিজদের সঙ্গে সমরে না গিয়ে সন্ধি করেন। আর বাহাদুর শাহ নির্বাসিত হন মালোয়ায়। ১৫৩৯-এর সন্ধির সুবাদে ভাসাই দখলের সঙ্গে দুর্গও গড়ে ১৫৪৭এ পর্তুগিজরা দিউতে। আর পর্তুগিজ গভর্নর নিনো-ডা-কুনহার সঙ্গে মোকাবিলার মানসে চলার পথে নৌকাডুবিতে মৃত্যু ঘটে বাহাদুর শাহের। ১৯১০এ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় পর্তুগালে। আর ১৯৪৭এ ভারতের স্বাধীনতায় দ্বীপবাসীরা উদ্বেল হয়ে ওঠে ভারতভুক্তির মানসে। পর্তুগিজ দখলকালে রক্ত না ঝরলেও রক্ত ঝরে ভারতের স্বাধীনোত্তর কালে ১৯৬১তে অপারেশন বিজয়-এ। স্বাধীনতা প্রেমিক দ্বীপবাসীদের সহযোগিতায় এসে ভারতীয় বিমানবাহিনীও ক্ষতবিক্ষত করে নাগোয়ার কাছে দিউ-এর বিমান স্ট্রিপের। নানান বাড়িঘরের সাথে ১৬০১এ তৈরি মাতরিজ গির্জার ছাদটিও ধ্বসে পড়ে ভারতীয় ফৌজি বাহিনীর গোলার আঘাতে। অবশেষে ১৯৬১র ১৯শে ডিসেম্বর পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় গোয়া দমন ও দিউ।

সবুজে মোড়া, তাল অর্থাৎ *হোকা* (আফ্রিকা থেকে পর্তুগিজদের সঙ্গে আনা), নারকেল আর ঝাউয়ের সমারোহ বেশি দিউতে। আর রয়েছে কলা, পেয়ারা, আতা সারা দ্বীপময়। তবে, মৎস্য ধরাই দিউবাসীদের মুখ্য জীবিকা। আর হচ্ছে লবণ ও সুরা দিউতে। *রামও* হচ্ছে আখ থেকে। যত্রতত্র মদের দোকান। দিউও দমনের মতো দুইভাগে গড়ে উঠেছে। ব্যাক ওয়াটার দ্বিখণ্ডিত করেছে দিউকে।

N
Lake Fateh Sagar
Saheliyon ki Bari
Chandralok Hotel
Hotel Fountain
Lake Boat Moorings
Rock Garden
Nehru Park
Lake View Hotel
State Hotel
Hotel Hill Top
Rani Rd
Amba Pol Rd
Lok Kala Mandal Museum (Folk Museum)
Residency Rd
G P O
Hospital Rd
Chetak Circle
Hathi Pol Rd
Hathi Pol
Posta Restante
Tourist Office & Kajri Tourist Bungalow
Indian Airlines
Delhi Gate
Alka Hotel
To Sajjangarh
Amba Pol
Swaroop
Clock Tower
Bor Badi Rd
Mandi Rd
Parkview Restaurant
Brahm Pol
Brahm Pol Rd
Chand Pol
Bara Bazaar
Lalghat Guest House
Jagdish Temple
Mothi Chowhtta Rd
Oswal Bhawan Rd
Bapu Bazar
Suraj Pol Gate
Keerti Hotel
Airport Rd
Hotel Apsara
To Airport & Chittorgarh
Long Distance Bus Terminal
Palace Museum
Bhatina Chotta
Amalka Kanta
Hotel Mileo
Hotel Yatri
Udaipol Rd
Lake Palace Hotel (Jagniwas)
Laxmi Vilas Palace Hotel
Hotel Chandra Prakash
Udaipol Gate
Hotel Shalimar
Lake Palace Boat Jetty
Laxmi Vilas Palace Hotel
Khanjipir Rd
Lake Pichola
Jagmandir
Kishan Pol
Railway Station
Jai Burj Gate
UDAIPUR
To Pratap Country Inn
National Highway No.8
To Kherwara & Ahmedabad
To Nimach Nagar

Diu-20, ✆ 2340, DAB ২০০-৩২৫, TCB ২০০, পাঁচ বেডের ঘর ৩৫০, লাগোয়া *Apna G H* Fort Rd DCB ১৫০, DAB ২০০-২৭৫, পাশেই প্রাইভেট লিজে মিউনিসিপ্যাল্স গেস্ট হাউস —*Fun Club Diu (Baron s Inn)* DAB ১৭৫-৩০০, আবও যেতে ফোর্ট লাগোয়া পর্তুগিজ ভিলায় *PWD Rest House* DAB ১৫০, A/c ৩০০-৪৫০, আহার্যও মেলে অগ্রিম অর্ডাবে, অবু EE, PWD, Diu আব আছে *Nilesh GH* ✆ 2319 DCB ১২০, DAB ১৫০-২৫০, TAB ২২৫-২৭৫, *H Samrat* Collectorate Rd, ✆ 2354 D ৩৫০, A/c D ৬০০ ডর্মি বেড ১০০, *H Ankur* Jethibai Marg Diu 20 DAB ৩০০-৪৫০, TAB ৪২৫, FR ৬০০, A/c D ৬৫০, *Hare Krishna GH* near Fish Market S ৮০-১২৫ D ১২৫-২২৫ FR ২৫০, *Prince GH* near Fish Market D ১৭৫-৩০০, FR ৪৫০, *H Central* near Bus Std , *H Ashiyana* ✆ 2260 near Bus Std SAB ১২৫ DAB ২০০, PWD-ব *Tourist Complex Circuit House* তবুও যেন থাকাব জন্য *Apna GH Fun Club Diu* ও *PWD* ব *Tourist Complex* আজও বমণীয়। আব আহাবে *Apna GH* ও জলপানে বাস স্ট্যান্ডেব *Deepee Restaurant* টি আদরণীয় হবে। *আপনায়* আমিষ-নিবামিষ আর *দীপি*তে নিবামিষ আহার্য মেলে।

দিউ শহবেব মাদকতা গুণ আছে। ছোট্ট শহব, কংক্রিটে মোড়া পথঘাট। বাড়িগুলিও পর্তুগিজ ধাবায় বঙবেবঙে বঞ্জিত। পূবে দুর্গ, আব পশ্চিমে শহবকে বেষ্টন কবে সিটি ওয়াল। মূল প্রবেশ তোবণটিও সুন্দব কাককার্যময়। দিউব St Pauls & St Francis of Assisi—গির্জা দু'টিও সুন্দব। মাতবিজেব পাশে নতুন কবে গীর্জা হয়েছে। ছাদ থেকে শহবেব দৃশ্যও সুন্দব দেখে নেওয়া যায়। এমনকি, ঘণ্টা গেট, গুপ্ত প্রযাগ, দিউ বাজাব—এদেবও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, গোযা ট্রাভেলস, এদেবও অবস্থান দ্বীপেব উত্তব-পশ্চিমেব বাসস্ট্যান্ডকে ঘিবে।

সোমনাথ বা পালিতানা পর্যটকবা বাসে বাসে বেড়িয়ে নিতে পাবেন দিউ। বছবভব চলাও যেতে পাবে দিউ ভ্রমণে। শীত-গ্রীষ্ম-বৃষ্টি কাবোবই আধিক্য নেই দিউতে। চটজলদি যাত্রীবা সোমনাথ থেকে ৭-১৫ব বাসে ২½ ঘণ্টায় দিউ পৌঁছে অটোয় শহব বেড়িযে উনা থেকে বাত ২০-০০টাব শেষ বাসে সোমনাথ ফিবেও সাঙ্গ কবতে পাবেন দিউ দর্শন। আবাব শ'ছয়েক টাকায় ট্যাক্সিতেও সোমনাথ থেকে দিনে দিনে বেড়িয়ে নেওয়া যায় দিউ।

দিউ থেকে দূরত্ব

সোমনাথ	৮৪ কিমি
কোদিনাব	৫২ „
উনা	১৫ „
পালিতানা	১৯৫ ,
শাসন গীব	১২৮ „
তুলসীশ্যাম	৪৫ „
জুনাগড	১৮৫ ,
দেলওযাদা	৮ ,
বাজকোট	২৮০ „
আমেদাবাদ	৪৮৩
দমন	৮৪৩

দিউ থেকে GSRTC র বাস যাচ্ছে রাজকোট ৬-০০, সোমনাথ হয়ে পোববন্দব ১০-০০, ভেরাবল ১৬-০০টায়। এছাড়া R R Travels এর ডিলাক্স বাস যাচ্ছে বাজকোট, পোববন্দব, মুম্বাই, আমেদাবাদ। Goa Travels Diu Travels এব ডিলাক্স বাস মুম্বাই যাচ্ছে ২৪০ টাকায়।

তবুও যেন নানান বাসে বা শেয়াব অটোয় উনা পৌঁছে চলা যেতে পাবে গুজবাটেব নানান দিকে। উনাতে বাসের আধিক্য মেলে। উনা থেকে দিউ যাচ্ছে বাস ৬-২০, ৬-৪৫, ৭ ৪৫, ৯-০০, ৯-৩০, ১১-১৫, ১২-৪৫, ১৪-৩০, ১৫-৩০ ১৭-১৫, ১৮-০০, ২০ ০০টায়। হোটেলও আছে নানান উনায। বাস স্ট্যান্ডেব বিপবীতে *অশোক গেস্ট হাউস, কবেশ গেস্ট হাউস, পুবোহিত লজ,* PWD-ব *বেস্ট হাউস*ছাড়াও নানান।

পশ্চিমবঙ্গ	আবু পাহাড়	১২১৯	মিটাব	বাজস্থান
হিমাচল প্রদেশ	কোদাইকানাল	২১৩৩	„	তামিলন্যাড়ু
তামিলনাড়ু	আলমোড়া	১৬৪৬	„	উত্তব প্রদেশ
[illegible] প্রদেশ	মহাবালেশ্বর	১৩৭২	„	মহাবাষ্ট্র
[illegible] কাশ্মীর	রানীক্ষেত	১৮২৯	„	উত্তব প্রদেশ
হিমাচল প্রদেশ	কালিম্পং	[illegible]	„	পশ্চিমবঙ্গ
[illegible] প্রদেশ	ধরমশালা	[illegible]	„	হিমাচল প্রদেশ
জম্মু ও কাশ্মীর	পাঁচমাড়ী	১০৬৭	„	মধ্য প্রদেশ
উত্তর প্রদেশ	গ্যাংটক	১৮৫০	„	সিকিম
[illegible]	মিরিক	১৮০০	[illegible]	পশ্চিমবঙ্গ

দাদরা ও নগর হাভেলী

ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সীমান্ত জুড়ে দাদরা ও নগর হাভেলীর অবস্থান। দমন ও দিউ-এর মতো দাদরা ও নগর হাভেলীও টুকরো হয়েছে—বিচ্ছিন্নও পরস্পরে। দুইয়ের সংযোগকারী পথও গিয়েছে গুজরাটের উপর দিয়ে। জনশ্রুতি, দীর্ঘ অতীতে উপ-জাতিদের রাজা ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ 'শান্তির প্রাসাদ' গড়েন নগর হাভেলীতে। এদের বিশ্বাস আজও জুন-জুলাই মাসের মনসুনে নিদ্রায় যান ভগবান।

দাদরা ও নগর হাভেলী ☐ রাজধানী: সিলভাসা। আয়তন: ৪৯১ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ১৩৮৫৪২। পুরুষ: ৭০৯২৯। নারী: ৬৭৬১৫। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ৩৩.৬৩%। ভারতের হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি : ০.০১%। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৫৩। সাক্ষরের হার: ৩৯.৪৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ২৮২ জন। প্রধান ভাষা: ভিলি, ভিলোদি, গুজরাটি ও হিন্দী।

দীর্ঘ অতীতে মারাঠাদের দখলে ছিল দাদরা ও নগর হাভেলী। ১৭৭৯তে মিতালি গড়তে মারাঠারা ১২০০০ টাকায় ইজারা দেয় পর্তুগিজদের। প্রশাসন দপ্তর বসে দমনে। আর ১৯৫৪য় গোয়া-দমন-দিউর সাথে দাদরা ও নগর হাভেলীও স্বাধীনতা পায়। ১৯৫৪-৬১ শাসনও চলে জনগণের রায়ে। সবশেষে আগস্ট ১১, ১৯৬১ ভারত রাষ্ট্রে যোগ দিতে কেন্দ্রের শাসনাধীনে থাকে দাদরা ও নগর হাভেলী। তবে, পর্তুগিজ ফ্লেবার মেলে আজও নগর হাভেলীর বাতাসে। জলাভাব আছে এলাকা জুড়ে। পর্তুগিজদের কাল থেকেই চাষবাসের সাথে শিল্পও গড়তে শুরু করে। তবুও কৃষি এদের মুখ্য জীবিকা।

নবোদ্যমে পর্যটনকেন্দ্রও গড়ে তোলা হচ্ছে রাজধানী শহর সিলভাসাকে ঘিরে। ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স তথা মনোরম বাগিচা *Van Vihar* রূপ পেয়েছে খানাবল নদীতীরে। তেমনই দমন-গঙ্গা নদী তীরে *Van Ganga, Vandhara Garden* চড়ুইভাতির জন্য আদরণীয়।

এছাড়াও নানান পিকনিক স্পট হয়েছে দাদরা ও নগর হাভেলীর দিকে দিকে। দেবতাও রয়েছেন থাডকেশ্বর (Tadkeshwara) বৃন্দাবনে।

দমনের মতো সিলভাসার রেল সংযোগকারী স্টেশনও পশ্চিম রেলওয়ের মুম্বাই-সুরাট রেলপথে ১৫ কিমি দূরে গুজরাটের বাপী স্টেশন। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ১৬৮, [illegible] থেকে ৯৫ কিমি দূরে বাপী। সেন্ট্রাল থেকে ভালসাদ, সুরাট, ভাদোদরা ও আমেদাবাদের প্রতিটি লোকাল-প্যাসেঞ্জার-এক্স ট্রেন যাচ্ছে বাপী হয়ে। দিন-রাত্রি জুড়ে নানান ট্রেন। তবুও যেন সেন্ট্রাল থেকে ১১ কিমি দূরের বান্দ্রা থেকে ট্রেনের আধিক্য মেলে। বান্দ্রা-বাপী প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে ৯-১৫য় বান্দ্রা ছেড়ে ১৩-১০এ বাপী পৌঁছে ফেরে ১৭-০৮ বাপী থেকে। নানান Shuttle DMU/EMU লোকালও চলছে বাপী হয়ে। আর দিল্লী-জয়পুর-আমেদাবাদ-মুম্বাই জাতীয় সড়কে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সীমান্তের ১৭ কিমি আগেই গুজরাটের ভিলাড থেকে দূরত্ব ১১ কিমি মাত্র। বাস ও অটো যাচ্ছে ভিলাড ও বাপী থেকে সিলভাসায়। পথেই পড়ে ছোট্ট শহর দাদরা। নগর হাভেলীর মুখ্য শহর সিলভাসায় দাদরা ও নগর হাভেলীর রাজধানী বসেছে। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ সম। তবে, সুন্দর-পরিচ্ছন্ন, শান্ত-প্রশান্ত সিলভাসা। নানান বাগিচা শহর জুড়ে। মুখ্য এদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী উদ্যান।

হোটেলও হয়েছে নানান—**H Ras Resorts*, 128 Silvassa-Naroli Rd, Silvassa-396230, Dadra & Nagar Haveli, ✆ (02639) 30373, A30 R15 B1, A/c S ১২৫০ D ১৭৫০ স্যুইট ৩০০০, এদের মুম্বাই বুকিং: ✆ (022) 4948271; *Kamala Holiday Resort*, ✆ 2688, A/c D ৬৫০-৮০০; *Kamat Hotel Resorts; Dan Tourist H*, ✆ 2556, S ৩০০ D ৪২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *Dartz H*, ✆ 2312, S ১৫০ D ২৫০ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *Chetan GH*, S ১২৫ D ১৫০-২৫০; *H Woodlands*, ✆ 30708, S ৩০০ D ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬৫০-৮৫০; *H Vanraj*, S ২২৫ D ৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; ছাড়াও নানান। ২০ কিমি দূরে *Vanvihar Tourist Complex*, Chauda, Khanvel, D ২০০ A/c D ৩৫০ সুপার ডিলাক্স ৬০০; *Pink Rose Tourist H.* আর আছে *Govt Circuit House*, Silvasa ও Madhuban-এ; *Govt Rest House*, Silvasa ও Madhuban; *FRH*, Khanvel-এ।

বাস বা অটোয় সিলভাসায় দেখুন—সিলভাসা গির্জা, বনধারা উদ্যান, বাল উদ্যান, মিনি জু, দাচা, তাড়কেশ্বর, মহাদেব মন্দির, বৃন্দাবন, মধুবন বাঁধ। আর আছে শহর থেকে দূরে— বাণগঙ্গা লেক ও উদ্যান, দাদরা বন বিহার ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স (খানভেল)। আর বন বিহারে আছে—কাকতি উদ্যান, ট্রাইব্যাল মিউজিয়ম, ডিয়ার পার্ক।

মধ্য প্রদেশ

[illegible]

ভাবতেব বৃহত্তম বা[illegible] আগে থেকে আদিম মানুষেব অবস্থানেব পবিচয়। কার্য[illegible] মধ্য প্রদেশেব গিবিকন্দবে। জব্বলপুবেব কাছে শিহোব। ৭ বাজ্যে ঘেবা মধ্য প্রদেশেব উত্তবে উত্তব প্রদেশ আব বাজস্থান, দক্ষিণে মহাবাষ্ট্র, অন্ধ্র ও ওড়িশা, পুবে বিহাব, পশ্চিমে রাজস্থান ও গুজবাট। মধ্য প্রদেশেব ইতিহাসও আজকেব নয়। নানান পৌবাণিক গ্রন্থে অবন্তীব উল্লেখ মেলে। মঙ্গল গ্রহেব জন্মও হয়েছিল অবন্তী নগবে সেকালে। এমনকি সম্রাট বিন্দুসাব পুত্র অশোক-কে উজ্জয়িনি-এব শাসনকর্তা রূপে অভিষিক্ত কবেন। ইতিহাস খ্যাত সুবর্ণযুগ এই মধ্য প্রদেশেই এসেছিল গুপ্ত বাজাদেব কালে। হুনদেব কাছে পবাজয়েব পব গুপ্ত বাজাদেব বাজত্ব খর্ব। তাবও আগে মৌর্যদেব হটিয়ে শুঙ্গবা দখল নেয় মধ্য ভাবত। এমনকি সম্রাট হর্ষবর্ধনও ভাবতেব এই মধ্যাঞ্চলে শাসন করে গেছেন ৭ শতকেব প্রথম ভাগে। ৯ শতকে চান্দেলা-বাজাদেব গৌববগাথাও মহীয়ান করে তুলেছে মধ্য প্রদেশকে। তাঁদেবই কালে গড়ে ওঠে খাজুবাহোব মন্দিব-বাজি। খাজুবাহোর এই অমর ভাস্কর্য আজও বিশ্বনন্দিত। ১১ শতকেব পাবমাব বাজা ভুজ-ও আব এক ইতিহাস গড়েছেন। রাজ্যেব বাজধানী ভুপাল নামটি এসেছে শহবেব স্রষ্টা ভুজ থেকে। অনতিদূরে প্রস্তবযুগের গুহাচিত্রের চমৎকাবি নিদর্শন মেলে ভীমবেটকাব গুহাচিত্রে। আব বৌদ্ধ যুগ জীবন্ত হযে বযেছে সাঁচীস্তূপেব অনুপম ভাস্কর্যে। তেমনই পর্যটক মানচিত্রে অবহেলিত ইন্দোবেব ১২৮ কিমি দূবে নর্মদা নদী উপত্যকায় সাতপুবা পাহাডেব সর্বোচ্চ শিখব চুলাগিবিতে বিশ্বেব উচ্চতম (২৫.৬ মি = ৮৪ ফুট অর্থাৎ ৫২ হাত) বাওন গজাজী জৈন মূর্তি। তবে একপাথর, কুঁদে বিশ্বের উচ্চতম মনোলিথিক মূর্তি ৫৭ ফুটের গোমতেশ্বর।

পট বদল হয়েছে ইতিহাসের। হানাদার এসেছে বার বাব মধ্য ভাবতে। যুদ্ধ চলেছে হিন্দু রাজাদের সাথে মুসলমান শাসকদের। দখলে গেছে মধ্য ভাবত মোগল বাদশাদেবও। গেরিলা যুদ্ধে সুচতুর মাবাঠিদেব অশ্ব-আগমনে শিবাজীব নেতৃত্বে চম্বল থেকে নর্মদায় ছড়িযে পড়ে মাবাঠা সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ শক্তিও পবাভূত হয় মাবাঠাদেব হাতে। কিন্তু গোয়া-লিয়বেব সিন্ধিয়া মাধোজীব মৃত্যুর পব ভেঙে পড়ে মারাঠা সাম্রাজ্য। টুকরো টুকবো হয়ে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি স্বাধীন বাজ্য। স্বাধীনোত্তব ভাবতে সেইসব রাজ্যও শামিল হয়েছে মধ্য ভাবতের সঙ্গে। আর ১৯৫৬-র ১লা নভেম্বর [illegible] [illegible] হয়েছে [illegible] মধ্য প্রদেশ।

[illegible] মূলত আর্য আর আদিম জাতিব বাস মধ্য প্রদেশে। [illegible] [illegible] তেমনই কাবোচিত্রময়। পণ্ডিতদেব অনুমান লক্ষ বছর আগেও [illegible]

আজও ভাবতীয় উপজাতিব ৪০ শতাংশেব বাস এই মধ্য প্রদেশে। মাতৃভাষা এদের এক নয়। ৩৭৭ রকমের ভাষাভাষী বাস কবে মধ্য প্রদেশে। হিন্দীতে বপ্ত এবা সবাই। তাপ্তি আব নর্মদা বযে চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। আর চম্বল, শোন, বেতোয়া, মহানদী ও ইন্দ্রাবতী বয়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে। তেমনই প্রাচীব গড়েছে পুব থেকে পশ্চিমে সমান্তবালভাবে বিস্তৃত উত্তবে বিন্ধ্য, দক্ষিণে সাতপুবা পর্বতমালা। বিন্ধ্যেব দক্ষিণে নর্মদা আর সাতপুবাব দক্ষিণে তাপ্তি—এই দুই নদীব অববাহিকা আব পুবের ছত্তিশগড়েব সমতল ছাড়া মোটামুটি হাজাব দেড়েক ফুট উঁচুতে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার [illegible] ভূমিতে মধ্য প্রদেশের অবস্থান। গ্রীষ্মে বাতাসে আর্দ্রতা কম, গরমেব আধিক্য আছে। বনজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ মধ্য প্রদেশ। বাজ্যেব [illegible] অংশ অবণ্যময়। এমনকি, অতীতেব সেন্ট্রাল প্রভিন্স নামটিও জড়িযে বযেছে এব সি পি টিকেব সঙ্গে।

কানহা, বান্ধবগড় আদর্শনে জাতীয় উদ্যান দর্শনও অসম্পূর্ণ থেকে যায় ভারতে আজ। বাঘ দর্শনার্থীদেব কাছে বান্ধবগড় অনন্য। ভাবতে প্রথম সাদা বাঘেব দর্শনও মেলে বান্ধবগড়ে। তেমনই ১২ শিঙের বারশিঙ্গা বান্ধবগড়ের আব এক আকর্ষণ। দর্শন দুরূহ হলেও বিশ্বে বিবল বাস্তাব বাফেলোর অবস্থানও মধ্য প্রদেশে। যদিও ভ্রমণবহুতা অনেকাংশে কমে এসেছে তবুও গোয়ালিয়বের পশ্চিম জুড়ে অভি-শপ্ত চম্বল হাতছানি দেয় পর্যটকদেব। বাজ্যের উত্তবে খাজু-রাহো, কেন্দ্রমণি জব্বলপুরের মার্বেল রক, গোযালিয়ব, সাঁচী, ভুপাল, উজ্জয়িন, ইন্দোব, মাণ্ডু মহিমামণ্ডিত কবে তুলেছে মধ্য প্রদেশকে। ভ্রমণার্থীদেব এক স্বপ্নরাজ্য মধ্য প্রদেশ।

খাজুবাহো

রাজ্যের রাজধানী শহব যদিও ভুপাল তবে ভ্রমণের সুবিধার্থে খাজুরাহো থেকে মধ্য প্রদেশ সফর শুরু করা যাক। বিমান খাজুবাহোয় পৌঁছলেও রেল পৌঁছয়নি খাজুরাহোয। নিকটতম রেল স্টেশন হরপালপুব হলেও কলকাতা-বারাণসী-এলাহাবাদ তথা পূর্ব ভাবত থেকে যাতায়াতে সাতনা হয়ে চলায় সুবিধা। তেমনই দিল্লী-আগ্রা-গোয়ালিয়র বা উত্তব-দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত যাত্রীদেব উচিত হবে ঝাঁসী হয়ে খাজুরাহো চলা।

এলাহাবাদ হয়ে মুম্বাইগামী প্রতিটি ট্রেন সেন্ট্রাল রেলের [illegible] [illegible] সাতনা থেকে এলাহাবাদের দূরত্ব ১৭৮ কিমি, কলকাতার ৯৯১ কিমি। আর সাতনা থেকে খাজুরাহো ১১৭ কিমি। [illegible] বাস যাচ্ছে। নানান ট্রেনে সাতনায় পৌঁছে রেল স্টেশন থেকে রিকশায়

রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে খাজুরাহোয়। আর খাজুরাহো থেকে বাস যাচ্ছে ৫-৩০, ৮-০০, ১১-৩০, ১২-০০ A/c, ১৩-০০, ১৫-৩০, ১৬-৩০টায় ঝাঁসী; ঝাঁসী-গোয়ালিয়র হয়ে আগ্রা ৯-০০; সাতনা ৮-৩০, ৯-৩০, ১৪-৩০, ১৫-৩০; মাহোবা ৭-০০, ৮-৩০, ১০-০০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৭-০০, ১৯-০০; সাগর ১২-৩০; ১১ ঘণ্টায় ভূপাল যাচ্ছে ১৯-১৫য়, ১৬ ঘণ্টায় ইন্দোর যাচ্ছে ১৮-০০টায়, ১০ ঘণ্টায় জব্বলপুর ৭-৩০টায়। রাতভর সার্ভিসে বাস চলছে খাজুরাহো থেকে জব্বলপুর, ভূপাল ও ইন্দোর। এমনকি ১৬-৩০-এব বাসে মাহোবা গিয়ে মাহোবা থেকে ২২-৩৭এ গোয়ালিয়র-বারাণসী 1107 বুন্দেলখণ্ড এক্সে পরদিন ৬-১০এ এলাহাবাদ, ১০-২৫এ বারাণসীও চলা যেতে পারে। তেমনই মাহোবা থেকে মহাকোশল এক্সে ২২-৩৬এ ঝাঁসী-গোয়ালিয়র হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন বা ১-৪৩এ মানিকপুর হয়ে জব্বলপুর চলা যেতে পারে।

বাণিজ্যিক শহব সাতনায় হোটেলও আছে নানান— MPTDC-র *Tourist Motel*, Civil Lines, ✆ 55471, SAB ২০০, DAB ২৭৫, A/c S ৩০০, D ৩৫০, এদেরই *H Bharhut*, Civil Lines, ✆ (07672) 55471, S ২০০, D ২৫০, A/c S ৩০০, D ৪০০, ডর্মি ৩০/৫০; এদেরই *Tourist Bungalow*-য় SAB ২৫০, DAB ৩০০, ডর্মি বেড ৬০। আর বাস স্ট্যান্ডে আছে ডর্মি প্রথায় নগরপালিকা *যাত্রীনিবাস।* রেল স্টেশনের কাছে *H Khajuraho*, Satna, MP-485001, ✆ 3330, A-c D ৪৫০, A/c D ৬৫০; *H Park*, Rewa Rd-485001, R1½, S ১০০, D ১৭৫, T ২০০, A/c D ৩৫০; বাস স্ট্যান্ডের দ্বিতলে *H Bussera*, S ৮৫, D ১৫০-২২৫। *H India*, opp Bus Std, DAB ১২৫-২০০; *H Rajdeep*, Rewa Rd-6, ✆ 3045, *H Pariyat*, *H Sahil*, *H Natraj*, বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Safari*, D ১০০-১৫০; *H USA*, *H Star* ছাড়াও *রেলের রিটায়ারিং রুম ও সার্কিট হাউস* আছে সাতনায়।

মাহোবাও প্রাচীন শহর। ৮০০ খ্রিস্টাব্দে শহর প্রতিষ্ঠা কালের মহোৎসবেরই নামান্তর মাহোবা। মাহোবাতেও বেশ কয়েকটি লেক ও মন্দির রয়েছে চান্দেলা রাজাদের কালের। মদন সাগর লেক এদের মধ্যে বৃহত্তম। এরই পাড়ে গড়ে উঠেছিল শহর। তবে সে আজ বিধ্বস্ত। টিলার টঙের দুর্গটিও বিধ্বস্ত। ১২ শতকের জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলিও ধ্বংস পেয়েছে। ৫ কিমি দূরের সূর্য মন্দিরটি মাহোবার আর এক আকর্ষণ।

থাকারও হোটেল মেলে UPSTDC-র *Tourist Bungalow* ও MPTDC-র *Tourist Bungalow*-য়। আহারও মেলে ক্যান্টিনে। ঝাঁসী-মানিকপুব শাখা রেলে ঝাঁসী থেকে ১৩৮ কিমি দূরে মাহোবা; ছাত্তারপুরের দূরত্ব ৫৩, বান্দা ৪৯, ঝাঁসী ১৬১ কিমি।

মাহোবা থেকেও ঘরপানে ফেরা যেতে পারে। বাস যাচ্ছে ১০-৩০, ১৪-৩০টায় খাজুরাহো থেকে ২½ ঘণ্টায় মাহোবা। আবার ট্রেন বা বাসে ঝাঁসীও চলা যেতে পাবে মাহোবা থেকে।

তেমনই IAC-র বিমান দৈনিক সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-আগ্রা-খাজুরাহো-বারাণসীব মাঝে। ফেরেও একই ভাবে IAC ভাবত পর্যটনে খুবই পপুলাব এই উড়ান সার্ভিস—মবসুমে টিকিটেব প্রচুর চাহিদা। যাত্রীতেও ভারতীয় থেকে অভারতীযব আধিক্য। তবুও চলার বিলম্ব ঘটে থাকে এপথে প্রায়ই।

রূপসী ব্রাহ্মণকন্যা হেমবতী ও দেবতা চন্দ্রের মিলনে জাত চন্দ্রবর্মণের হাতে চান্দেলা রাজবংশের (৯—১৩ শতক) জন্ম। ৮ গেটে প্রাচীরে ঘেরা ১৫০০ ফুট উঁচু খাজুরাহো ছিল চান্দেলা রাজপুত রাজাদের রাজধানী। নামও ছিল সেকালে *Khajurvahika* অর্থাৎ সুবর্ণ যুগের শহর (City of Golden dates)। স্বপ্নে দেখা মায়ের মিনতি রক্ষার্থে চন্দ্রবর্মণের হাতে শুরু হয়ে বংশের নানান রাজার কালে (৯৫০-১০৫০) শতাধিক বছর ধরে ইন্দো-আর্য স্থাপত্যে বেলে পাথরে ৮৫টি মন্দির গড়ে ওঠে খাজুরাহোয়। সংখ্যাধিক্য ঘটে রাজা যশোবর্মণের কালে। প্রাধান্যও পেয়েছে—সৃষ্টি রক্ষার দেবতা বিষ্ণু ও সৃষ্টি ধ্বংসের দেবতা শিব এই সব মন্দিরে। পারিষদবর্গ সহ দেবতারা হাজির। তবে, মন্দিরের সবগুলি আজ আর নেই। কালের কবলে আর অনাদরে বিনষ্ট হয়েছে অতীত। ১১ শতকে মুসলিম হানায় যোদ্ধার জাত চান্দেলা রাজাদের রাজত্ব যায়— গরিমাও ম্লান হয়ে পড়ে খাজুরাহোর। জল আর জঙ্গলে মাটি চাপা পড়ে লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল ৬০০-রও অধিক বছর খাজুরাহো। ১৮১৯এ এলাকাকে সার্ভে করতে গিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করে একদল ব্রিটিশ। আর খননের ফলে লোক সমক্ষে আসে ১৯২৩এ খাজুরাহো। ২২টি মন্দির আজও সেইসব দক্ষ শিল্পীর অমর ভাস্কর্য তথা নাগারা শৈলীর মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হয়ে পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। প্রকাশ পেয়েছে মানুষের

না পাওয়ার অভাববোধ। প্রেম অর্থাৎ কামসূত্র এখানকার শিল্পের মুখ্য উপজীব্য। পাথর কুঁদে তৈরি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের এই সজীব মূর্তিগুলির তুলনা হয় না। নিখুঁত ভাস্কর্যে মিথুন মূর্তিও প্রাধান্য পেয়েছে খাজুরাহোর মন্দিরে। অলৌকিকত্বের সঙ্গে অশ্লীলতা তথা উত্তেজক দোষেও দুষ্ট যেন কোনো কোনো মূর্তি। কোনো কোনো মূর্তিতে যৌন ক্ষুধা পরিস্ফুট, কোনো কোনো মূর্তি বিষাদময়; আবার বোকা হাসিও ফুটে উঠেছে অনুচরদের নানান মুখে। তবে গার্হস্থ্য জীবন ভুলে দেবতার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়াই এর মূলে। শিব-পার্বতীর বিয়ের নানান ঘটনা মুখ্য উপজীব্য স্থাপত্যে। হিন্দু পুরাণের দেবদেবী, পরীরাও নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। নৃত্যরতা হরসুন্দরী, অপ্সরা, নানান ভঙ্গিমায় সুন্দরীরাও সজীব হয়ে উঠেছে বেলে পাথরের ভাস্কর্যে খাজুরাহোয়। পাথর এসেছে ২০ কিমি দূরের কেন নদী থেকে। খাজুরাহো অদর্শনে অসম্পূর্ণ থেকে যায় ভারত দর্শন আজ। তবে, রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত খাজুরাহোর অনুপম শিল্পকীর্তি আজ সভ্যতার প্রভাব ও মানুষের অবহেলার শিকার হয়ে ধ্বংসের কাল গুনছে।

অবস্থান হিসাবে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে খাজুরাহোর মন্দিররাজি—ওয়েস্টার্ন, ইস্টার্ন ও সাদার্ন। ১৩ বর্গ কিমি জুড়ে এই মন্দিররাজি। তবে, পশ্চিমী গোষ্ঠীরই প্রশস্তি বেশি। আর এই পশ্চিম জুড়েই গড়ে উঠেছে পর্যটকদের খাজুরাহো। বাস স্ট্যান্ড, বাজারঘাট, ব্যাঙ্ক, ট্যুরিস্ট অফিস, হোটেল সবই এই পশ্চিমে। এমনকি খাজুরাহোর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নানান মূর্তি ও ভাস্কর্য নিয়ে **আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়মটিও** এই পশ্চিমে। মিউজিয়মের ড্যান্সিং গণেশ মূর্তিটি অনবদ্য। জন্ম এর নীলাকাশের নিচে ১৯১০এ W E Jardine-এর হাতে। শুক্র ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। পশ্চিমের সঙ্গে ১ কিমি পুবের জৈন মন্দিরগুলি দেখে অধিকাংশ পর্যটক খাজুরাহো ভ্রমণ সাঙ্গ করলেও সাত সকালে অটো, জিপ, ট্যাক্সি বা রিকশায় পুব ও দক্ষিণ বেড়িয়ে বৈকালিক সফরে পশ্চিম দেখে নেওয়া উচিত হবে। আলোকিতও হচ্ছে রাতে পশ্চিমের মন্দিররাজি। খাজুরাহো পরিক্রমায় জিপ ২৫০ ট্যাক্সি ২২৫ অটো ১২৫ টাকায় মেলে। আবার মিনিবাসও যাচ্ছে ৪০ টাকায়—পুব ও দক্ষিণ দেখিয়ে পশ্চিমে নামিয়ে দেয় মিনি। এমনকি সকালের বাসে সাতনা থেকে এসে ভরদুপুরে খাজুরাহো বেড়িয়ে ১৫-৩০টার বাসে ফেরাও যেতে পারে সাতনায়। তবে, উচিত হবে একটা রাত খাজুরাহোয় অবস্থান করা। আর গ্রীষ্ম ও বর্ষা দুইয়েরই আধিক্য হেতু আগস্ট থেকে মার্চ খাজুরাহো বেড়াবার উপযুক্ত সময়। তাপমান গ্রীষ্মে ৪২-২১° আর শীতে ২৭-৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। মশার আধিক্য আছে খাজুরাহোয়। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর ও স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখাও বসেছে পশ্চিমে।

বেলেপাথরে গড়া খাজুরাহোর মন্দিররাজি। চারপাশ ঘিরে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে বিন্ধ্য পর্বত। উচিতও হবে ভাস্কর্যে অনুপম পশ্চিমের কাণ্ডারীয় মহাদেব, লক্ষ্মণ, বিশ্বনাথ, চিত্রগুপ্ত ও দেবী জগদম্বা দেখে নেওয়া। *অধিষ্ঠান* অর্থাৎ উঁচু ভিতের উপর *উরুশৃঙ্গ* অর্থাৎ শিখরধর্মী মন্দির। সাধারণত ৫ ভাগে রূপ পেয়েছে খাজুরাহোর মন্দির-স্থাপত্য। *অর্ধমণ্ডপ* দিয়ে ঢুকে *মণ্ডপ* পেরিয়ে *মহামণ্ডপ*। এরপর *অন্তরাল* অর্থাৎ উপপ্রকোষ্ঠ পেরিয়ে *গর্ভগৃহে* দেবতার অবস্থান। দেবতাকে ঘিরে *প্রদক্ষিণা* অর্থাৎ সংযোগরক্ষাকারী পথ। আবার কোনো কোনো মন্দির *মণ্ডপ* ও *প্রদক্ষিণার* অনুপস্থিতিতে বাকি ৩ ভাগে রূপ পেয়েছে। তেমনই মন্দিরতীর্থের নবতম আকর্ষণ মার্চের খাজুরাহো ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল। ক্ল্যাসিক্যাল ড্যান্সের আসর বসে সপ্তাহব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায়। শিল্পীরা আসেন সারা ভারত থেকে—আর দর্শক আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে উৎসবে।

পশ্চিমের মন্দিররাজিকে ঘিরে বাসস্ট্যান্ডের চারপাশে দোকানপাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে Khajuraho-471606, STD 07686-এ। MPTDC-র *H Jhankar,* ✆ 2063, S ৩০০ D ৩৫০ A/c S ৫৪০ D ৫৯০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2464485; *Tourist Bungalow,* ✆ 2221, S ২৫০ D ৩০০; *H Rahil,* ✆ 2062, S ১৭৫ D ২১০, ৭২ বেডের ডর্মিটরিতে বেড ৬০; *H Payal,* ✆ 2076, S ৩০০ D ৩৫০ A/c S ৫৪০ D ৫৯০; গ্রামের উত্তরে *Tourist Village,* ✆ 2128, S ১৯০ D ১৯০; অবু : Regional Tourist Officer, Khajuraho, Dist-Chhattarpur, MP-471606, ✆ 2051 বা Central Reservations, Marketing Division, MPTDC, Gangotri, 4th floor, TT Nagar, Bhopal-462003, ✆ (0755) 554340-43. ITDC-র* *Khajuraho Ashok,* ✆ 2024 S ১১৯৫ D ১৭০০, এপ্রিল-সেপ্টে ম্বরে ৯০০/১২৫০, অবু : Manager. **Oberoi Jass H,* ✆ 2085, Bye Pass Rd, S ৮৫ D ৮৫ স্যুইট ২০০-২২৫ US$; ব্যবস্থাপনায় অনন্য **H Chandela,* ✆ 2054, S ৭৫ D ৮৫ স্যুইট ২২৫ US$. *H Lakeside,* ✆ 2120, S ২০০-২৭৫ D ২৫০-৪০০; *Holiday Inn, Clarks H.*

পশ্চিম লাগোয়া বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে ভারতীয় প্রথায় *H Batika,* S ১২৫ D ১৭৫-২৫০; *H Temple,* D ১৫০-২৫০ A-c S ২২৫ D ৩০০; *H Sunset View,* ✆ 2077, SCB ৬০ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১২৫-২০০ ডর্মিতে ৩৫; *Jain L,* opp Westerngroup, SCB ৪৫-৮৫ DCB ১০০-১৫০ DAB ২০০ চার বেডের ঘর ২৫০; লাগোয়া *H Sureya. Toni's GH,* Link Rd, SCB ৮০ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ২০০ ডর্মি ৩৫; *Luxmi L, Apsara, Gupta.* Jain Temple Rd-এ—*H Harmany* SAB ১৭৫ DAB ৩০০; *New Bharat L, Gupta L, H Apsara, H Hem, Sita L, Marcopolo H, H Vikram, Jogi L, H Nataraj, Yadav L,* এদের কাছে S ৬০-১২৫ D ৮০-২২৫ টাকায় মেলে। আদিনাথ চত্বরে *H Temple RH*-এও থাকার ঘর মেলে। আর আছে *সার্কিট হাউস,* অবু: Collector, Chattarpur, MP; SADA-র *Paryatak H,* S ৬০ D ১০০ ডর্মি ৩০ স্যুইট ১৫০ খাজুরাহো বাস স্ট্যান্ডে।

তবুও যেন তাঁবুকুবাটিত হোটেলগুলির সাথে নিউ ভারত লজ, সীতা লজ, হোটেল সানসেট ভিউ, হোটেল পূর্ব থাকার পক্ষে ভালই। আর পশ্চিমের বিপরীতে—*Raja's Cafe, Maharaja Terrace Restaurant, Cafe Blue Sky, Safari Restaurant, New Bharat, Punjabi Bhojanalaya;* আর নিরামিষ আহার্য—*Lovely Restaurant, Gupta Restaurant, Madras Coffee House* এর মধ্যে ভালই।

পশ্চিমের মন্দিররাজি : ১২টি মন্দির নিয়ে বেড়াজালে ঘেরা পশ্চিমী গোষ্ঠী। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে—পূব থেকে পশ্চিমে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত খোলা থাকে। ৫ টাকার টিকিট লাগে পশ্চিম দেখতে একই টিকিটে মিউজিয়ামের দর্শন মেলে। শুক্রবার ফ্রি। আর ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর আয়োজিত —শুক্র ও ছুটির দিন ছাড়া সকাল ৯-৩০ ও ২-৩০টায় নিখরচায় লেকচার টুরে সঙ্গে নিয়ে দেখে নেওয়া যায় পশ্চিমী মন্দিররাজি। আবার এককভাবেও গাইড নেওয়া চলে ৮০ টাকায় আধা দিন।

টঙ্গের পিতা লক্ষ্মণ বর্মন ৯৩০—৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কাণ্ডারীয়র আদলে তৈরি করান ৯৮×৪৫ ফুটের লক্ষ্মণ মন্দির। সিলিংয়ের কারুকার্য—লতাপাতা, ফুল, আলপনা খুবই সুন্দর। মন্দির অলঙ্করণে—রণসাজে সেনাদল, যুদ্ধসাজে শিকারী, জীবজন্তু, নৃত্যরতা দেবদাসী, নাগিনীকন্যা, লক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্বতী, গণেশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ মিথুন মূর্তি মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যকে অমরত্ব দিয়েছে। মিথুন মূর্তির আধিক্যও ঘটেছে লক্ষ্মণের নিচে। এমনকি কর্মরত ভাস্কর মূর্তিও রূপ পেয়েছে লক্ষ্মণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। মূল মন্দিরে ত্রিমুখী ও চতুর্ভুজ দেবতা বিষ্ণু। প্রবেশদ্বারে লক্ষ্মী, বামে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, ডাইনে লয়ের দেবতা শিব, রাহু, নবগ্রহ, কৃষ্ণলীলা, অমৃতকুম্ভের জন্য দেবতা-অসুরের যুদ্ধও মূর্ত হয়েছে। বিষ্ণুর দশ অবতার মূর্তি রূপ পেয়েছে অপর দ্বারে। ভাস্কর্যে যেমন অভিনবত্ব আছে তেমনই অনবদ্য; খাজুরাহোর অন্যতমও বটে এই লক্ষ্মণ মন্দির। এর কিছু ভাস্কর্য কলকাতা মিউজিয়মে দেখতে মেলে।

লক্ষ্মণের বিপরীতে লক্ষ্মী মন্দির। পাশেই ৯০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বরাহ মন্দির। ৮ ফুট লম্বা, ৫ ফুট উঁচু একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বরাহ অবতার রূপ। আর এক অত্যাশ্চর্য ৬৭৪টি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি মূর্ত হয়েছে বরাহের গায়ে। তিন মুখ আট হাতের মহাদেব মূর্তিতেও বৈচিত্র্য আছে। নানারূপে মানব মানবীও মূর্ত হয়েছে মন্দিরে।

৩১ মি উঁচু শিখরওয়ালো কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির। ১০১৭ ১০২৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি—খাজুরাহোর বৃহত্তম আর উচ্চতমও বটে। বৈচিত্র্য আছে গঠনপ্রণালীতে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অদ্বিতীয়, চান্দেলা শিল্পের সুন্দরতম নিদর্শনও এই কাণ্ডারীয়। ৫ ভাগে গড়ে উঠেছে মন্দির। শুধু সিলিং নয়, মন্দিরের স্তম্ভ, দেওয়াল, লিনটেল সবই কারুকার্যময়। কখনও উড়ন্ত দেবদেবী, অপ্সরা, সুরসুন্দরী, লতাপাতা, শার্দুল ছাড়াও নানান জীবজন্তু, বিভিন্ন বেশে নারী, প্রেমিক-প্রেমিকা, মিথুন মূর্তিও রূপ পেয়েছে। তেজোময়ের সঙ্গে আবেগপ্রবণও কাণ্ডারীয়র অলৌকিক উত্তেজক মিথুন মূর্তি। ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহামের গণনায় ২২৬টি ভিতরে, আর বাইরের সংখ্যা ৬৪৬ অর্থাৎ ৮৭২টি মূর্তি রয়েছে সারা মন্দিরে। মূর্তির উচ্চতা এক মিটারের মতো। শিখরও হয়েছে ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে—তাদের সংখ্যা ৮৪। ভারতে সুবর্ণ যুগের এক নিখুঁত দলিলের প্রতিচ্ছবি রূপ পেয়েছে নিখুঁত ভাস্কর্যে। আর আছেন কষ্টিপাথরের দেবতা শিব মূল মন্দিরে।

কাণ্ডারীয় আর জগদম্বীর মাঝে একই চত্বরে মহাদেব মন্দির। তবে মন্দিরটি আজ বিধ্বস্ত। দেবতাও নেই আজ আর। চান্দেলা রাজবংশের অতীত বিক্রম খালি হাতে সিংহকে সৌহার্দ—মূর্তি করে ধরে রাখা হয়েছে। অভিনবত্ব আছে সুন্দর এই ভাস্কর্যে। প্রতীকও ছিল সেকালে চান্দেলা রাজবংশের এই মূর্তি। দর্শকই চিনে নিন মূর্তিটি পুরুষ না নারীর।

কাণ্ডারীয় থেকে আকারে দেবী জগদম্বী ছোট হলেও আকর্ষণে কম নয়। পথ ছাড়া ৩ ভাগে তৈরি। বয়সেও কাণ্ডারীয়র থেকে প্রাচীন। গঠনশৈলী, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অনন্য। মর্তের মানব মানবীর প্রেমের পাশে স্বর্গের দেবদেবীর সমাবেশেও অভিনবত্ব ঘটেছে। দক্ষিণের দেওয়ালে অষ্ট দিকপাল—মাঝে যম, তার পশ্চিমে ত্রিমস্তক আর অষ্টভুজের শিবমূর্তিটি অনবদ্য। জগদম্বীর উপরের ধাপে মিথুন মূর্তিতে অলৌকিকত্বও ছাপিয়ে গেছে। মূল দেবতা এখানে বিষ্ণু, সঙ্গী তার শার্দুল। আর আছেন পার্বতী, কালী (জগদম্বা) ছাড়াও বরাহ অবতার জগদম্বীতে। গর্ভগৃহে স্বয়ং যমরাজ, পদ্ম হাতে কামে রঙের ধনদৌলতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। সিলিংয়ের ভাস্কর্যে কাণ্ডারীয়র প্রতিচ্ছবি যেন।

জগদম্বী থেকে সামান্য উত্তরে পরবর্তী চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ সূর্য মন্দির। এরও ভাস্কর্য সুন্দর, অভিনবত্ব আছে অলংকরণেও। শিকার, নাচ-গান, হাতির যুদ্ধ, কর্মরত স্থপতি, রাজকীয় শোভাযাত্রা রূপ পেয়েছে মন্দিরে। মিথুন মূর্তি সংখ্যায় কম। মূল দেবতা এখানে সাত ঘোড়ায় টানা রথে ৫ ফুট উঁচু সূর্যদেব। বুট পায়ে সূর্যদেব নিজেই রথ চালনা করছেন। এছাড়া দক্ষিণের বারান্দায় মাঝের কুলুঙ্গিতে এক দেহে এগারো (দশ অবতারের ১০ মাথা + মাঝের ১ বিষ্ণুর নিজ) মাথার বিষ্ণু মূর্তিটি চিত্রগুপ্তের আর এক আকর্ষণ।

বিশ্বনাথের পশ্চিমে পার্বতী মন্দির। মন্দিরে দেবতা মকরবাহিনী দেবী গঙ্গা। তবে দরজার বিষ্ণু মূর্তিটির জন্য বিষ্ণু মন্দির বলেও দ্বিমত আছে। অতীতে দেবতা বিষ্ণুই ছিলেন নাকি মন্দিরে।

২০ দিনে মধ্য প্রদেশ

কলকাতা থেকে ২০ ০০টায় ৩০০৩ মুম্বাই মেলে ভায়া এলাহাবাদ রওনা হয়ে ২য় দিন ১৪ ১০এ সাতনায় পৌঁছে রিকশায় বাস স্ট্যান্ড গিয়ে ১৫ ৩০এর বাসে খাজুরাহো পৌঁছান ১৯ ৩০টায়। ৩য় সকালে খাজুরাহো বেড়িয়ে ১৫ ৩০টার বাসে [illegible] চলুন। উৎসাহীরা সাতনা থেকে বাসে চিত্রকূট বেড়িয়ে নিতে পারেন। ৪র্থ দিন অটোরিকশা/টাঙ্গায় [illegible] বেড়িয়ে সন্ধের বাসে গোয়ালিয়র চলুন। ৫ম দিনে গোয়ালিয়র বেড়িয়ে রাত ১১-৫০টায় প্রাইভেট সুপার ডিলাক্স বা ১১-৩০টায় সরকারি বাসে রওনা হয়ে ইন্দোর পৌঁছান পরদিন প্রত্যুষে। ৬ষ্ঠ দিনে অটোতে ইন্দোর বেড়িয়ে রাতের বিশ্রাম ইন্দোরে। ৭ম দিনে [illegible] ৩০টার বাসে মাণ্ডু চলুন। ৮ম দিন মাণ্ডু বেড়িয়ে ১৫ ০০টার বাসে চলুন উজ্জয়িন। আবার মাণ্ডু থেকে ধার পৌঁছে ধার ও বাঘ গুহাও দেখে নেওয়া যেতে পারে। ৯ম দিনে উজ্জয়িন বেড়িয়ে ১৬ ৫০এর ইন্দোর বিলাসপুর নর্মদা এক্সপ্রেসে ভূপাল পৌঁছান ২২-২০এ। শহর দেখুন ১০ম দিনে। ১১শ দিনে সাঁচী ও বিদিশা বেড়িয়ে নিন বাসে ভূপাল থেকেই। ২৩-০০টার নর্মদা এক্সপ্রেসে ভূপাল থেকে পাঁচমাড়ী চলুন ২২৪৫এ বা ভূপালে রাত কাটিয়ে ১২শ দিনে [illegible] বাসে পাঁচমাড়ী চলুন ভূপাল থেকে [illegible]। ১৩শ দিনে পাঁচমাড়ী বেড়ানো ও বিশ্রাম। ১৪শ দিন [illegible] বাসে পিপারিয়া ফিরে ১৮ ২২র মুম্বাই হাওড়া মেলে রওনা হয়ে ১৯ [illegible] জবলপুর পৌঁছে শহর বেড়িয়ে নিন। ১৫শ দিনে [illegible] বাসে কানহা চলুন। ১৬শ দিনে কানহা জাতীয় উদ্যান দেখে মাণ্ডলা থেকে বাসে দিনদৌরি পৌঁছে নতুন করে বাস চেপে অমরকণ্টক পৌঁছে যান। জবলপুর থেকেও ৫-০০, ৮-০০, ১০-০০, ১১-০০টায় সরাসরি বাস যাচ্ছে অমরকণ্টক। ১৭শ দিনে অমরকণ্টক বেড়িয়ে কাটিয়ে বিশ্রাম। ১৮তম দিনে পেন্ড্রা রোড/অনুপপুর/বিলাসপুর বা জবলপুর ফিরে ঘরপানে চলুন। [illegible] M P T D C [illegible] Bose Rd, Calcutta 700020, ✆ 2478543 [illegible] নানান প্যাকেজে মধ্য প্রদেশ বেড়িয়ে আনে। ব্যবস্থাপনা তারই।

চিত্রগুপ্তের উত্তর-পূর্বে বিশ্বনাথ মন্দির। উত্তরের প্রবেশপথে জোড়া সিংহ আর দক্ষিণে জোড়া হাতি। মন্দিরটি সাধারণ হলেও কারুকার্য অসাধারণ। ১০০২এ চান্দেলা রাজ ঢঙ্গ তৈরি করান এই মন্দির। ৬০২টি মূর্তি হয়েছে।

বিশ্বখ্যাত পত্রলেখা, সন্তান-স্নেহে নারী, আয়নায় অভিসারিকা, সিক্তবসনা যুবতী, নৃত্যভঙ্গিমায় নারী মূর্তিগুলি স্বর্গের দেবদেবী ও পরীদেরও হার মানায়। দক্ষিণী বারান্দার কুলুঙ্গীতে কাঁটা তুলছে স্বর্গের পরীমূর্তির ভাস্কর্যেও অভিনবত্ব আছে। মিথুন মূর্তিও রয়েছে মন্দিরে। আর রয়েছে ২টি শিলালিপি ও ত্রিমস্তকের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। মূল মন্দিরে সেকালের পান্নায় তৈরি বিশ্বনাথ মূর্তির অনুপস্থিতিতে অনিন্দ্যসুন্দর শিব মূর্তিটি অনবদ্য। একই চত্বরে বিশ্বনাথের মুখোমুখি ৬ ফুট উঁচু বাহন নন্দীর মন্দির। মূর্তির কারুকার্য সুন্দর।

পশ্চিম গোষ্ঠীর চত্বরের বাইরে লক্ষ্মণের দক্ষিণ লাগোয়া ৯০০-৯২৫এ গড়ে উঠেছে মতঙ্গেশ্বর মন্দির। কারুকার্য ও ভাস্কর্যহীন। তবে, সে অভাব পূরণ করেছে ২½ মি উঁচু দেবতা। আজও নিত্য পূজা হয় দেবতা শিবের। ঘেরাটোপের বাইরে, টিকিট লাগে না এ-মন্দির দেখতে।

শিবসাগর লেকের বিপরীতে অতীত সাক্ষ্য হয়ে মূক মুখে দাঁড়িয়ে আছে গ্রানাইট পাথরে তৈরি খাজুরাহোর প্রাচীনতম (৮২০—৯০০) চৌষাট যোগিনী মন্দির। ধ্বংসের দেবী কালী যোগিনী রূপে পুজো পেতেন অতীতে। ৬৪ জন যোগিনী দেবীসেবায় নিয়োজিতও ছিল সেকালে। নামটিও তাই চৌষাট যোগিনী মন্দির। পৃথক পৃথক কক্ষও হয়েছিল যোগিনীদের—যার ৩৫টি আজ দৃশ্যমান। আর ছিলেন দেবীত্রয়ী—ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী ও মহিষমর্দিনী। তবে, দেবতারা স্থানান্তরিত হয়েছেন জব্বলপুরে। মূল মন্দিরও বিধ্বস্ত। পথেরও অভাব, শিবসাগরের জল ডিঙিয়ে চলা যায়।

আরও ½ কিমি পশ্চিমে গ্রানাইট ও বেলেপাথরে তৈরি লালকুঁয়া মহাদেব (Lalkuan Mahadev) অর্থাৎ শিব মন্দিরটিও আজ বিধ্বস্ত।

দক্ষিণ গোষ্ঠী : দুলাদেও আর চতুর্ভুজ এই দুই মন্দির নিয়ে দক্ষিণ গোষ্ঠী। দূরত্বের জন্য দক্ষিণীতে দর্শক কম। ঘণ্টাই থেকে ১ কিমিরও বেশি দক্ষিণে দুলাদেও মন্দির। দুলাদেও অর্থাৎ নববধূ। সুন্দর একটি উপকাহিনীও আছে দুলাদেওকে ঘিরে। পুবমুখী এই শিবমন্দির পাঁচভাগে গড়ে উঠেছে। কিছুটা দক্ষিণী ছাপ থাকলেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অনন্য। দেবী সরস্বতীও রয়েছেন অন্দরে। তোরণদ্বারে ছত্রচ্ছায়ায় গঙ্গা-যমুনা, অষ্টবসু, যমরাজ; মন্দিরদ্বারের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মূর্তি অনবদ্য। বিচিত্রধর্মী মিথুনমূর্তিও মূর্ত হয়েছে মন্দির গাত্রে। মন্দিরটি ১১০০—১১৫০এ তৈরি হলেও মূল দেবতা দুলাদেও শিব নতুন করে রূপ পেয়েছে আরও পরে।

দুলাদেও থেকে ১½ আর পশ্চিম থেকে ৪ কিমি দূরে চতুর্ভুজ মন্দির। চতুর্ভুজ অর্থাৎ ৪ ভূজের ৩ মি উঁচু বিষ্ণু মূর্তি। বৈচিত্র্য আছে মূর্তিতে—পা থেকে কোমর পর্যন্ত কৃষ্ণ, কোমর থেকে নারায়ণ আর মাথার মুকুটে শিব। তবে, কেন যেন দীনতা ঘটেছে চতুর্ভুজের ভাস্কর্যে।

পুব গোষ্ঠী : পশ্চিম তথা বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি পুবে খাজুরাহো গ্রাম লাগোয়া পুবের মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল সেকালে। ৩টি তার হিন্দু—গ্রামময় ছড়িয়ে, ৩টি জৈন একই চত্বরে। আরও ৩টি জৈন মন্দির রয়েছে, তবে বিধ্বস্ত। আর হয়েছে চত্বরের বাইরে নবতম মিউজিয়ম খাজুরাহোয়। মূর্তি রয়েছে ২৪ জৈন তীর্থঙ্করের। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত খোলা। আর পশ্চিম থেকে পুবের পথে নতুন করে মন্দির হয়েছে রামভক্ত হনুমানের। মন্দিরটি নতুন হলেও ২½ মি উঁচু বীর হনুমানের মূর্তিটি ৯২২ খ্রিস্টাব্দের। উচিতও হবে জৈন মন্দিরত্রয় দেখে রিকশা/টাঙায় বা পায়ে পায়ে পুব গোষ্ঠী দেখে নেওয়া।

ঘণ্টাই-এর পুবে জৈন গ্রুপের আদিনাথ মন্দিরটি বিধ্বস্ত। তবে অতীতের গর্ভমন্দির আজও অক্ষত, সংযোজনও ঘটেছে নতুন করে। দেবতা এখানে কষ্টি পাথরের আদিনাথ। আর আছে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, স্বর্গের পরী, মিথুন মূর্তি, ড্রাগন ছাড়াও নানান জীবজন্তু মন্দির গাত্রে। ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে হিন্দু মন্দিরের প্রভাব।

আদিনাথের দক্ষিণ লাগোয়া পার্শ্বনাথ মন্দির। জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে শুধু বৃহত্তম নয়—সুন্দরতমও এই পার্শ্বনাথ। শিখরধর্মী হিন্দু মন্দিরের আদলে ১৮৬০এ তৈরি। হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্কর ছাড়াও রয়েছে স্বর্গের পরী ও মানব-মানবীর মিথুন মূর্তি, শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তি, পত্রলেখা, এক পতির দুই সতী, প্রসাধনরতা অভিসারিকা, কাঁটা তুলছে সুন্দরী, দাড়িমুখ স্বর্গের দেবতা—প্রতিটি মূর্তিই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে মর্মরে। খাজুরাহোর কিছু সুন্দরতম ভাস্কর্য রূপ পেয়েছে পার্শ্বনাথে। মূল বিগ্রহ কষ্টি পাথরের পার্শ্বনাথস্বামী। ভাস্কর্য অমরত্ব পেয়েছে পার্শ্বনাথের উত্তরের দেওয়ালে। আর জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের ৪½ মি উঁচু বিগ্রহটি পুরাকালের (১০২৮) হলেও আমূল সংস্কার ঘটেছে মন্দিরের। পূজা হয় আজও এ-মন্দিরে। মিউজিয়মও বসেছে জৈন ভাস্কর্যের নানান সংগ্রহ নিয়ে শান্তিনাথ চত্বরে।

পুবের জৈন গ্রুপ থেকে গ্রামমুখী পথে আর এক জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে নেওয়া যায়। মন্দিরটি বিধ্বস্ত হলেও স্তম্ভগুলি আজও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে পর্যটকদের। অপরূপ খোদাই, বৈচিত্র্যও আছে কারুকার্যে। প্রতিটি স্তম্ভের চারপাশে কীর্তিমুখ, মণি-মুক্তোর মালা; আর ঝুলছে ঘণ্টা। এই ঘণ্টা থেকে নাম হয়েছে এর ঘণ্টাই মন্দির। প্রবেশ পথে গরুড়ে আরূঢ় জৈন দেবতা যক্ষ। মহাবীর জননীর ১৬টি স্বপ্নও রূপ পেয়েছে।

আর গ্রাম পেরিয়ে জবারী মন্দিরে (১০৭৫—১১০০) রয়েছেন দেবতা চার বাহুর বিষ্ণু। *জাওয়ার* অর্থ বিষ্ণু মন্দিরটি আকারে ছোট হলেও কারুকার্য ও ভাস্কর্যে চিত্তাকর্ষক। স্বর্গের দেবদেবী, পরী, স্তনদানরত মা ও শিশু, মিথুন মূর্তি রূপ পেয়েছে এর দেওয়ালে।

জবারীর ২০০ মি উত্তরে **বামন মন্দির**। ত্রেতা যুগে দৈত্যরাজ বলির অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষার্থে বামন অবতার (৫ম) রূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব। মন্দিরটি ১০৫০—১০৭৫এ তৈরি। তবে বিধ্বস্ত হয়েছে বেশকিছু ভাস্কর্য। মিথুন মূর্তির অভাব মন্দিরে। সে-অভাব পূরণে নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে দেবদেবী ও পরীরা। মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে লক্ষ্মী-নারায়ণ, পশ্চিমে ব্রহ্মা-সরস্বতীর যুগল মূর্তি। মন্দিরের স্তম্ভ চারটি ও সিলিংয়ের কারুকার্য সুন্দর। মূল মন্দিরে চাতুর্য-র প্রতিচ্ছবি ৪.৮" উঁচু বামন অবতার-রূপী বিষ্ণু।

নিনোরাতাল অর্থাৎ খাজুরাহো সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রানাইট ও বেলেপাথরে ৯০০তে তৈরি **ব্রহ্মা মন্দির**। ছোট্ট মন্দির, শিখরচুড়ো পিরামিডের মতো। দেবতা নিয়েও দ্বিমত আছে। বিগ্রহ এখানে চতুর্মুখী ব্রহ্মার লিঙ্গমূর্তি, দ্বিমতে শিবঠাকুর; বিষ্ণুও বলে থাকেন লোকে একে। আর গড়তে চলেছে ৪০০ একর জমি জুড়ে রিক্রিয়েশন পার্ক বা প্রমোদ উদ্যান খাজুরাহোয়।

সাঙ্গ হল খাজুরাহো দর্শন। এবার চলুন বাসে ঝাঁসী বা জব্বলপুর। তবে উৎসাহীরা সাতনা-জব্বলপুর রেলে সাতনা থেকে ৩-১৫, ৪-৪০, ৬-৩০, ৭-৩০, ১০-৩৫, ১৪-৫৫, ১৮-১০, ১৯-০০, ১৯-১৫, ২০-৫০র ট্রেনে আধ ঘণ্টায় ৩৬ কিমি দূরে **মাইহার** গিয়ে সঙ্গীতসাধক সরোদিয়া আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সাধনপীঠ তথা তীর্থ মন্দির মদিনা ভবন বেড়িয়ে নিতে পারেন। খাঁ সাহেবের সরোদটি দেবরূপে অধিষ্ঠান করছে। তেমনই শিষ্যদের সাথে বংশ পরম্পরা তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। সমাধিস্থও রয়েছেন সঙ্গীত সাধক বাড়ির চত্বরে। ১০০০ সিঁড়ি বেয়ে সুউচ্চ মাহাত্ম্যের অনুচ্চ বিন্ধ্যপর্বতের শিরে মনোরম পরিবেশে মন্দির হয়েছে সারদাদেবীর। জব্বলপুরের বাসও যাচ্ছে মাইহার হয়ে। আবার খাজুরাহো থেকে ঝাঁসীর পথে ৬৪ কিমি যেতে Dhubela দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মাঝে চান্দেলা রাজাদের গরিমা দেখে নিতে পারেন মিউজিয়মে। তেমনই খাজুরাহো থেকে ১৯৫, সাতনার ৭৫ কিমি দূরে **চিত্রকূটধামও** বেড়িয়ে আসতে পারেন বাসে বাসে। (বিস্তারিত উত্তরপ্রদেশ অংশে দেখুন।)

খাজুরাহোর ১০০ কিমি উত্তরে আর চিত্রকূটের ৬৭ কিমি দূরে বিন্ধ্যপর্বতের বুন্দেলখণ্ডে (বুন্দের) গুপ্তকালের অজেয় **কালীঞ্জর দুর্গটিও** এপথের আর এক দর্শন। নিকটতম রেল স্টেশন ৩৮ কিমি দূরে ঝাঁসী-মাণিকপুর শাখা রেলের আটাররা (Atarra). গুপ্তকালের এই দুর্গের কথা Ptolemy-র লেখাতেও মেলে। তবে, ১০ শতকে চান্দেলা রাজা যশোবর্মনের দখলে যায় দুর্গ। আরও পরে আকবর জয় করলেও ১৮১২য় ব্রিটিশের প্রভুত্ব মেনে নেয় কালীঞ্জরের রাজা। আর ১৮৬৬তে ভেঙে ফেলা হলেও অতীতের দুর্গে পাতাল গঙ্গা, পাণ্ডু কুণ্ড, বুদ্ধিস্ট তলাও, রানী-কি-গুম্ফা, রানী-কি-আমন, মৃগধারা, বরাহ অবতার, নীলকণ্ঠ মন্দির তথা গুম্ফা আজও দেখে নেওয়া যায়। শিবের তপোভূমির মধ্যে অন্যতম কালীঞ্জর। এমনকি হিন্দু পুরাণের নানান আখ্যান, নানান ভাস্কর্যে মহীয়ান হয়েছে কালীঞ্জর। জনশ্রুতি, খাজুরাহোর প্রেরণাও নাকি কালীঞ্জরের অনবদ্য ভাস্কর্য থেকে।

আবার খাজুরাহো থেকে ২৫ কিমি দূরে চন্দ্র রাজাদের তৈরি ১৫০ বছরের পুরাতন রাজগাঁও দুর্গ ও মন্দির দেখে ফেরা যেতে পারে বাসে বাসে।

তেমনই খাজুরাহো থেকে ৪০ কিমি দূরে **পান্না জাতীয় উদ্যানও** বেড়িয়ে নেওয়া যায় নভেম্বর থেকে জুনে। কেন নদীর পুব তীরে ১৯৮১তে গড়া ৫৪৩ বর্গ কিমি জুড়ে টিক গাছে ছাওয়া গহীন বন, গিরি সঙ্কট আর পাহাড়ী ঝরনায় শান্ত-সুমধুর পরিবেশে বাঘ, প্যান্থার, নেকড়ে, ঘড়িয়াল দর্শনও করে নেওয়া যায়। আর আছে অগুনতি ব্লু-বুল, চিঙ্কারা ও শম্বর পান্নায়। শীতের অতিথি হয়ে চেনা-অচেনা নানান পাখিও আকর্ষণ বাড়ায় পান্নার। থাকারও ব্যবস্থা মেলে পান্নায় *ফরেস্ট রেস্ট হাউসে ;* অবু: ডাইরেক্টর, পান্না ন্যাশানাল পার্ক, পান্না। পার্ক থেকে ৪ কিমি দূরে Majhgawan-এ এশিয়ার বৃহত্তম, ভারতের একমাত্র হীরক খনি **পান্না ডায়মন্ড মাইনস**। রবিবার ছাড়া ৯—১১-০০টায় দেখার ব্যবস্থা। দর্শনের অনুমতিও মেলে National Mineral Development Corpn Ltd, Diamond Mining Project, Panna-র প্রবেশদ্বারে। মন্দিরও আছে নানান অতীতের ছত্রশাল রাজাদের রাজধানী পান্নায়। পান্না থেকে ১৪, আর খাজুরাহোর ৩৪ কিমি দূরে পথেই পড়ে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে **পাণ্ডব ফলস**; আর পাহাড় ঢালে গুহা। জনশ্রুতি, অজ্ঞাত-বাস কালে পাণ্ডবরা এই গুহাপথেই পাহাড় পার হয়। শহরমুখী আরও যেতে সুইস সাহেবের *Tree Top Restaurant.* দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে গাছের টঙের রেস্টুরেন্টে আহার্য মেলে। ৩৪ কিমি দূরে কেন ও সিমরি নদীর সঙ্গমে গাঙ্গুয়া বাঁধ; ২৫ কিমি দূরে মণিয়াগড় পাহাড়ের পাদদেশে ১৫০ বছরের প্রাচীন রাজগড় প্যালেস; ১১ কিমি দূরে বেণীসাগর বাঁধ; ২০ কিমি দূরে রাণে ফলস, ঘড়িয়াল স্যাঙ্কচুয়ারিও হয়েছে রানের কাছে কেন নদীতে; ২৩৭ কিমি দূরে **বান্ধব-গড় জাতীয় উদ্যানও** বেড়িয়ে নিতে পারেন খাজুরাহো দর্শনার্থীরা।

ঝাঁসী

বুন্দেলে হর বোলোঁ কে মুঁহ হামনে সুনি কহানি থী
খুব লড়ি মর্দানী উও তো ঝাঁসিওয়ালি রানী থী

ঝাঁসীর ভৌগোলিক অবস্থান যদিও উত্তর প্রদেশে—তবে মধ্য প্রদেশ (সীমান্তে) ভ্রমণ পথে ঝাঁসী বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। খাজুরাহো যাতায়াতে মেইন লাইনে দিন-রাত জুড়ে নানান মেল ও এক্স ট্রেনের

গুঁড়িয়ে দেন দুর্গ। আর ১৬০৫এ সেলিম হলেন বাদশা জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের কালে ঝাঁসী তথা ওরছার রমরমা। ১৬২৭এ মসনদে বসে শাজাহানও রুষ্ট হন ওরছার প্রতি। অপরাধ—১৩ বছরের পুত্র ঔরঙ্গজেব যদিও পায় বীর সিংহর কাছ থেকে।

তেমনই বংশের প্রেমিকরাজা ইন্দ্রজিৎ ও রাজদরবারের নর্তকী রাই পরভিনের প্রেমগাথা ওরছার বাতাসে ভাসে আজও। দুর্গ, মধুকর শাহর তৈরি রাজমহল প্রাসাদের দেওয়ালচিত্রে পৌরাণিক আখ্যান, ১৬০৬এ ওরছা সফরে জাহাঙ্গীরের বাসের জন্য রাজা বীর সিংদেও-এর গড়া জাফরির সুষমামণ্ডিত জাহাঙ্গীর মহল, বুন্দেলা ঘরানার ফ্রেস্কো চিত্রের মধুকর মহল, রাই পরভিন মহল, সিংবাবা কা স্থান, যুগল কিশোর, জানকী মন্দির ছাড়াও নানান মন্দির, ছত্রিশ, ফুল বাগ ও শহীদ স্মারকের জন্য ওরছার প্রশস্তি। গ্রামান্তে অনুচ্চ টিলায় দুর্গাকার লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে ওরছা-শৈলীর ফ্রেস্কো চিত্র ও সিলিংয়ের ছবি আকর্ষণীয়। তেমনই রয়েছে গাঁয়ের মাঝে ১৭ শতকের রাম রাজা মন্দির ওরছায়। স্বপ্নাদিষ্ট মধুকর শাহ মূর্তি আনেন অযোধ্যা থেকে শ্রীরামের। কিংবদন্তী, ৭ তলা চতুর্ভুজ মন্দির হতে দেবতা অনড়—তাই সাময়িক আস্তানা প্রাসাদেই দেবতা থেকে যান। পূজাও পাচ্ছেন শ্রীরাম দেবতা রূপে নয়—রাজা রূপে। খাঁড়া সিঁড়ি উঠে দেবতার অনুপস্থিতিতে কারুকার্যমণ্ডিত চতুর্ভুজ মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যায়। বেতোয়া নদীর ধারে কাঞ্চনঘাটে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে বুন্দেলারাজদের স্মৃতিস্তম্ভ—ছত্রিশ। চৌদ্দটিও অনবদ্য। শহীদ স্মারকও হয়েছে ১৯২৬-২৭এ স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের অবস্থানের স্মারকরূপে। ফুলবাগ তথা বুন্দেলারাজদের নন্দন-তত্ত্বের প্রদর্শনশালায় বুন্দেলারাজদের গ্রীষ্মাবাস হয়েছে। পরিবেশ অনুপম। আবাব চন্দন কাটোরার ফোয়ারার জল ফেলে ভূগর্ভস্থ ঘরে ঠাণ্ডার সাথে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থার অভিনবত্ব আছে। ঝাঁসী থেকে বাসে বা টেম্পোয় বা ট্যাক্সিতে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় ওরছা।

থাকার জন্য ওরছায় আছে *PWD RH* ও প্রাসাদ অংশে জাহাঙ্গীর মহলের পাশে শীশমহলে MPTDC-র *H Sheesh Mahal*, Orchha, Tikamgarh. MP, ✆ 624, SAB ২৯০ ৩৯০ DAB ৪৯০ স্যুইট ১৮৯০ A/c ২৩৯০; এদেরই *Betwa Cottages*, ✆ 618, S ৪৯০ D ৫৯০ A/c S ৬৯০ D ৭৯০। কল বুকিং · Linkage ✆ 2464485. আর আছে Special Area Development Authority (SADA)-র *H Mansarovar*, S ১৫০ D ২০০, Roof-top Restaurant ও আছে *Betwa Tarang*; অদূরে SADA-র আর এক *H Palki Mahal*, T ১৫০ ভূমি ৪০; আর রয়েছে SADA-র *Yatri Niwas* রাম রাজা মন্দিরের কাছে ওরছায়। আহারে *Mishra H* ও *Bhola H*-দুটি ভালই।

দিনে দিনে ঝাঁসী বেড়িয়ে বিকালের বাসে গোয়ালিয়র চলুন। ঘণ্টা তিনেকের পথ।

ডাকাতি আজ প্রশমিত হলেও আগ্রা থেকে গোয়ালিয়রের পথে চম্বল অর্থাৎ মাইলের পর মাইল জুড়ে চম্বলের বেহড় আজও বিভীষিকাময়।

ঝাঁসী গোয়ালিয়র সড়কে ঝাঁসীর ৩৪ কিমি উত্তরে মহাভারতের দৈত্যবক্র আজ হয়েছে ডাটিয়া। গোয়ালিয়রের দূরত্ব ৬৯ কিমি। ডানহাতি পাহাড়-চুড়োয় ১৬১৪য় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অভ্যর্থনা জানাতে টিকমগড়ের রাজা বীর সিংদেও-এর তৈরি সাততলা দুগ্ধধবল প্রাসাদপুরীর জন্য ডাটিয়ার প্রশস্তি। কারুকার্যময় ৪৪০ ঘরওয়ালা প্রাসাদের মুরাল চিত্র ও জাফরি অনবদ্য। সম্প্রতি সিভিল ডিফেন্সের দপ্তর ও মিউজিয়ম বসেছে। মিউজিয়মের সংগ্রহও উল্লেখ্য। মন্দিরও রয়েছে তিন। সূর্য মন্দিরে আজও নাকি ভক্তজনদের কামনা পূরণ হয়।

আর রয়েছে ডাটিয়ায়—৩ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সোনাগিরি পাহাড়ে ১০-১৭ শতকের ১০৮ দুগ্ধধবল জৈন মন্দিরের কমপ্লেক্স। ৮ম তীর্থঙ্কর চন্দ্রনাথ মন্দিরটি এদের মধ্যে অন্যতম। চৈত্রের মেলারও প্রসিদ্ধি আছে সোনাগিরি পাহাড়ের। উৎসাহী দর্শনার্থীরা একটা রাত ডাটিয়ায় কাটিয়ে যেতে পারেন—*CH, PWD IB*, সাধারণ সাজের *Santosh L* আছে। তবে চলার পথে বাস থেকেই দেখে নেওয়া যায় ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে।

- তেমনই ঝাঁসী থেকে ১০৬ কিমি দক্ষিণে দেওগড়ও দেখে চলা যায়। গুপ্তকালের (৫ শতক) বিষ্ণু মন্দির—স্থাপত্যশৈলীতে অনন্য। ক্রমশ সরু হয়ে চুড়ো উঠেছে মন্দির শিরে। কার্নালী দুর্গে ৩১ জৈন মন্দিরের কমপ্লেক্সও আর এক দ্রষ্টব্য। দেওগড়ের ১৩ কিমি পশ্চিমে আর এক উল্লেখ্য দশাবতার মন্দির। UPSTDC-র *Tourist Bungalow* ও আছে দেওগড়ে।

গোয়ালিয়র

সাধু গোয়ালিপার নাম থেকে শহরের নাম হয়েছে গোয়ালিয়র। অতীতে নাম ছিল এর গৌরব। মুরার, লস্কর ও গোয়ালিয়র—এই তিনের সমন্বয়ে শহর। তবুও যেন দুর্গই মূল আকর্ষণ গোয়ালিয়রের। বাস স্ট্যান্ড, বাজার ঘাট তথা নতুন শহর দুর্গের দক্ষিণে লস্করে আর রেল স্টেশন দক্ষিণ-পুবে গোয়ালিয়রে। অতীতে ৬৯৭ ফুট উঁচু গোয়ালিয়র ছিল সেন্ট্রাল প্রভিন্সের রাজধানী। রাজপুত বংশীয় প্রতিহার, কচ্ছাওয়া ও টোমার রাজারা রাজত্ব করে গেছেন মধ্য প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ লাগোয়া গোয়ালিয়রে। তাঁদেরই কীর্তিকলাপ তথা প্রাসাদ মন্দির ও নানান সৌধ গোয়ালিয়রের মুখ্য উপজীব্য। ১৮৫৭র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও গোয়ালিয়র এক মুখ্য ভূমিকা নেয়। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া তোপীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হন ১৮০০০ সিপাহী। আশ্রয় নেয় দুর্গে। তবে সিন্ধিয়ারাজ নিশ্চেষ্ট। আর ১৮৫৮য় ব্রিটিশের সঙ্গে সমরে পতন ঘটে দুর্গের। তাঁতিয়া তোপী ধৃত আর শহীদ হন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ। সমাধি হয়েছে

গোপাচল পাহাড়ের কাছে পতনস্থলে। মূর্তিও হয়েছে ছুটন্ত অশ্বপৃষ্ঠে উত্তোলিত তরবারি হস্তে রানীর। ব্রিটিশ জয়ও করে গোয়ালিয়র দু'বার। আর ব্রিটিশের আনুগত্য নেয় সিন্ধিয়ারাজ। প্রতিদানে দখল যায় ১৮৮৫তে সিন্ধিয়ারাজদের হাতে দুর্গের। প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকেও গোয়ালিয়রের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। গোয়ালিয়রের দশেরা ও ডিসেম্বরের ২০ থেকে

বাৎসরিক মেলারও প্রশস্তি আছে পর্যটক মহলে। রেল স্টেশনের দক্ষিণ-পুবে MPTDC-র *H Tansen*, 6 Gandhi Rd, ✆ (0751) 340370 থেকে প্রতি শনি ও রবিবার ৯—১৪-০০টায় গোয়ালিয়র দর্শন-এর ব্যবস্থা আছে। আবার অটো/ টাঙা/ ট্যাক্সিতেও দেখে নেওয়া যায় গোয়ালিয়র। তবে, দুর্গ পরিক্রমার জন্য ট্যাক্সিই একমাত্র যান। টাঙা/ রিকশা দুর্গ চড়তে অক্ষম—নামিয়ে দেয় পাদদেশে।

মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি বাবরের মতে—*হিন্দুস্থানের উজ্জ্বল রত্ন গোয়ালিয়র দুর্গ।* কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সূরয সেন রোগমুক্ত হন ৪২৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু গোয়ালিপার মন্ত্রপূত সূরয কুণ্ডের জলে। রোগমুক্তির পর নামেরও বদল ঘটান সাধু—সূরয সেন হন সুহন পাল। সাধুরই ভবিষ্যদ্বাণী এই পাল রাজারা অজেয় থেকে রাজত্বও করবে গোয়ালিয়রে। আর সাধুরই ইচ্ছামত ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন এই দুর্গ সূরয পাল। শহর থেকেও ৯১ মি অধিক উচ্চে বেলেপাথরের গোপাচল পাহাড়ে গড়ে ওঠে গোয়ালিয়র দুর্গ। পরবর্তীকালে সূরয পালের ৮৪তম উত্তরপুরুষ নামের বদল ঘটিয়ে হন তেজ করণ। ভাগ্যের পরিহাস— রাজ্যও যায় টোমারদের হাতে ১৩৯৮এ। টোমার বংশীয় রাজা মান সিংহ (১৪৮৬—১৫১৬) মহিমান্বিত করে তোলেন দুর্গকে। বার বার সংঘাতও ঘটে চলে মোগলে আর টোমারে। ১৫০৫এ দিল্লীর শিকান্দরের আক্রমণ প্রতিহত হলেও ১৫১৬য় ইব্রাহিম লোদীর অবরোধ কালে মৃত্যু ঘটে মান সিংহের। আরও পরে মোগল সম্রাট বাবর জয় করে নেয় দুর্গ। আর ১৭৫৪য় দখল যায় মারাঠাদের হাতে। বারবার হাত বদলের মাঝে ব্রিটিশেরও দখলে যায় দু'বার দুর্গ। ১৮৫৭য় প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া (মারাঠা) রাজ ব্রিটিশের আনুগত্য মেনে নিলেও ১৮০০০ সিপাহী ভারতের Joan of Arc ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের নেতৃত্বে স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধ করেন ব্রিটিশের সঙ্গে। ১৮৫৮য় রণক্ষেত্রে লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যুতে দুর্গের দখল যায় ব্রিটিশের হাতে। আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ দুর্গ ফেরে ১৮৮৫তে ব্রিটিশ থেকে সিন্ধিয়া রাজে। প্রতিরক্ষার দিক থেকে খুবই সুরক্ষিত ছিল এই দুর্গ।

৫ কিমি দীর্ঘ ১০ মি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বেলেপাথরের খাড়া পাহাড়ে **গোয়ালিয়র দুর্গ**। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পুবে দু'টি পথে দুর্গের প্রবেশ। অটো/ট্যাক্সিও চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ লস্কার হয়ে। পথ দীর্ঘ, চড়াই-এরও আধিক্য। চলার পথে ১৪ শতকের মধ্য ভাগে পাহাড় কেটে তৈরি নানান জৈন তীর্থঙ্করের নানান মূর্তি, রঙবেরঙের দেওয়াল চিত্রে জৈন মিথোলজি আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ১৫২৭এ বাবরের সেনা দুর্গ ধ্বংস করলেও নতুন করে রূপ পায় আবার। উত্তর-পুবে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ম হয়ে পথ উঠেছে দুর্গের। ৫টি গেট বা *মহল* পেরিয়ে দুর্গ। নাম তাদের—প্রথম: ১৬৬০এ তৈরি ঔরঙ্গজেবের নামে নাম আলমগীর গেট; দ্বিতীয়: সমকালে তৈরি গুজারী মহল বা বাদলগড়—বাদল সিংয়ের নামে নাম, হিন্দোল গেটও বলে থাকে লোকে একে; তৃতীয়: *বানসুর বা আরচেরি* গেট আজ লুপ্ত; চতুর্থ: ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি গণেশ গেটের আকর্ষণও নানান—কবুতর খানা, সাধু গোয়ালিপার ছোট্ট মন্দির, স্বল্প যেতে ৮৭৬এ তৈরি চতুর্ভুজ বিষ্ণু মন্দির; পঞ্চম: সবশেষে প্রাসাদের প্রবেশ ফটক হস্তী গেট। সেকালে রাজ পরিবারের যাতায়াতও ছিল হাতির পিঠে উত্তর-পুব ধরে। হাতি চলে আজও যাত্রী নিয়ে এপথে। উচিতও হবে সাত সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ধরে দুর্গে পৌঁছে উত্তর-পুব দিয়ে নেমে মিউজিয়ম ও মকবারা দেখে শহর পরিক্রমায় চলা।

উত্তর-পুব অর্থাৎ গোয়ালিয়র গেট দিয়ে ঢুকতেই পাথুরে মিনারওয়ালা প্রেমের সৌধ **গুজারী মহল**। গুর্জর বংশীয় প্রিয়তমা মহিষী মৃগনয়নীর জন্য তৈরি করেন টোমার রাজ মান সিংহ ১৫ শতকে। নির্মাণকৌশল খুবই সুন্দর। সম্প্রতি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ও মিউজিয়ম বসেছে। হিন্দু ও জৈন ভাস্কর্যের সঙ্গে বাঘ গুহার ফ্রেস্কো চিত্রের সংগ্রহ উল্লেখ্য। বিশেষ করে কিউরেটরের অনুমতিতে গয়ারাস-পুরের ট্রিগডেস—*শালবনজিকা* উচিত হবে দেখে নেওয়া। সোম ও ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

সামান্য এগুতেই ৮৭৬-এর দেবতা চারবাহুর বিষ্ণু রয়েছেন চতুর্ভুজ মন্দিরে। দুর্গের হস্তী গেটটিও মান সিংহের তৈরি। অতীতকালে কবুতর খানাও ছিল এই গেটে। আর ছিল সাধু গোয়ালিপার ছোট্ট মন্দির।

হস্তী গেট পেরুতেই কন্দধর্মী ৬ গম্বুজ শিরে **মান মন্দির প্যালেস**। এটিও তৈরি করেন মান সিংহ ১৪৮৬-১৫১৭য়, আর সংস্কার হয় ১৮৮১তে। রঙবেরঙের টালি বসিয়ে জলসাঘরের নানান নকশা ও জাফরির কাজ অতুলনীয়। জনশ্রুতি, জাফরির অন্তরাল থেকে রয়াল লেডিরা গানের তালিম নিতেন। ৬-তলা এই প্রাসাদের দু'টি তলা মাটির নিচে। মান সিংহের গ্রীষ্মাবাস ছিল সেকালে। আর ছিল ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষ, ফাঁসিঘর, স্নানঘর। ঔরঙ্গজেব ভাই মুরাদকে এখানেই বন্দী রেখে হত্যা করে।

বর্ষা ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় *Son-et Lumiere*-প্রদর্শনীতে অতীত দিনের আসর বসছে দুর্গে। ১ ঘণ্টার প্রোগ্রাম, টিকিট ১০। MPTDC-র মোটেল তানসেন থেকে ২৫ টাকায় গাড়িও মেলে যাতায়াতে।

বিপরীতে ৮০ পিলারের **জহর কুণ্ড বা বাউড়ি**। পরা-জয়ের পর আব্রু বাঁচাতে জহর পালন করতেন রয়াল লেডিরা সেকালে। ১২৩২-এও অনুষ্ঠিত হয় জহর। করণ মহল বা কীর্তিমন্দির, জাহাঙ্গীর মহল দু'টিও দেখে নেওয়া যেতে পারে মান মন্দিরের পেছনে। তবে, অযত্ন আর অবহেলায় অতীতের জৌলুস আজ লুপ্ত।

অদূরেই পুব দেওয়ালে **শাশ আর বহু** অর্থাৎ শাশুড়ি ও বধূর পৃথক পৃথক মন্দির। জৈন বলে দ্বিমত থাকলেও

আসলে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর মন্দির। ১০৯৩এ রাজা মহীপালের তৈরি মন্দিরে দেবতার অবর্তমানে কারুকার্য আজও দেখে নেওয়া যায়। প্রবেশ দ্বারের উপরে বিষ্ণুর মূর্তিও রয়েছে। মন্দির সংলগ্ন চাতাল থেকে শহরও দৃশ্যমান।

আর দুর্গের পশ্চিমে রয়েছে দ্রাবিড় ও আর্য স্থাপত্যে গড়া ১১ শতকের তেলেঙ্গানাদের তেলী-কা-মন্দির। ছাদটি দ্রাবিড়ীয় ধারায় অলঙ্কৃত, আর দেওয়াল আর্য ভাস্কর্যের নিদর্শন। প্রেমের কবিতাও স্থান পেয়েছে মন্দিরে। শিরে ১০০ ফুট উঁচু গম্বুজ। দুর্গের মধ্যে উচ্চতমও এই প্রতিহর বিষ্ণু মন্দির। বিপরীতে জাহাঙ্গীরের বিচারে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে অসম্মত ৬ষ্ঠ শিখ গুরু হরগোবিন্দর ২ মাস বন্দীবাসের স্মারকরূপে গড়া গুরদ্বারা পবিত্র শিখ তীর্থ বন্দী ছোড়। আরও পশ্চিমে সিন্ধিয়া স্কুল।

পাহাড় কেটে তৈরি জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে। চব্বিশ তীর্থঙ্করের মূর্তি হয়েছে। ১৫ শতকের ১৭ মি উঁচু ২০তম আদিনাথ ও ১০ মি উঁচু উপবিষ্ট ২২তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্তি দু'টিও আকর্ষণীয়। ১৫২৭এ বাবরের মোগল বাহিনীর হাতে কিছু বিনষ্ট হলেও সংস্কার হয় উত্তরকালে। আর রয়েছে—সাধু গোয়ালিপার মূর্তি, সুরয কুণ্ড, মসজিদ, ম্যাগাজিনে ছাড়াও নানান কিছু সারা দুর্গময়।

গোয়ালিয়র গেটের অনতিদূরে পুরনো শহরে মোগলি স্থাপত্যে গড়া তানসেন ও মহম্মদ ঘাউসের মকবারার আকর্ষণও কম নয় পর্যটকদের কাছে। চারপাশে ষড়ভুজ টাওয়ার—মাঝে গম্বুজ। জাফরি অর্থাৎ গোয়ালিয়রের ঝিলমিলি শিল্পেরও অপূর্ব নিদর্শন মেলে তানসেনের আফগান গুরু মহম্মদ ঘাউসের মকবারায়। ঘাউস লাগোয়া আকারে ছোট হলেও তেঁতুল গাছের ২½টি পাতা আকবরের রাজসভার নবম রত্নের অন্যতম সঙ্গীতসাধক তানসেনের সমাধিতে দিতে ভুলবেন না। নভেম্বর-ডিসেম্বরে তানসেন স্মরণে সঙ্গীতের আসর বসে। উরস পালিত হয় আজও প্রতি এপ্রিল মাসে। শহরের উত্তরে ১৬৬১তে বেলেপাথরে তৈরি জামি মসজিদটিও চলতে ফিরতে দেখে চলা যায়।

রেল স্টেশনের কাছে লস্করে মোতি মহলের বিপরীতে গোয়ালিয়রের মিউজিয়মটিও কম আকর্ষণীয় নয়। ১৮০৯এ দৌলতরাম সিন্ধিয়ার ক্যাম্প-স্থলে গড়া প্রাসাদে মোগল, রাজপুত আর মারাঠা মুদ্রার সংগ্রহ উল্লেখ্য। সোম ও ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। মোতি মহলেও মিউজিয়ম বসেছে।

নতুন শহরে সিন্ধিয়া রাজপরিবারের বসতবাড়ি ১৮০৯এ তৈরি টাসকান ও করিন্থিয়ান স্থাপত্যের জয় বিলাসের ৩৫টি কক্ষে মহারাজা জিয়াজি রাও সিন্ধিয়ার পারিবারিক সংগ্রহ মুগ্ধ করবে পর্যটকদের। বেলজিয়াম কাট-গ্লাসের নানান সম্ভার, ইতালি ও ফ্রান্সের আসবাবপত্র, দোলনা-চেয়ার, শিশু শ্রীকৃষ্ণের জন্য ইতালি থেকে আনা কাচের দোলনা, ছিন্নুরানীর নানান সম্ভার, রুপোর টয়ট্রেনে অভ্যাগতদের পানীয় পরিবেশন, শিকার করা নানান স্টাফড জন্তু, ঔরঙ্গজেব ও শাহজাহানের তরবারি আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম ঝাড়-লণ্ঠনটিও রয়েছে ৫৪০ কেজি সোনায় রঞ্জিত দরবার হল-এ। ৩ টনের ১৩ মি উঁচু ঝাড়লণ্ঠনে ২৪৮টি মোমবাতি একত্রে জ্বলে। প্রেমেরও স্বপ্নপুরী গড়েছে জয়বিলাসের *ইরটিক রুম*। সোম ও ছুটি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় ১৫ টাকার টিকিটে দেখে নেওয়া যায় রাজাদের বিলাস-বৈভব জয়বিলাসে।

আর চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায়—সোম ছাড়া করপোরেশন মিউজিয়ম, জু, রবি ও ছুটি ছাড়া ছবির সংগ্রহশালা কলা বীথিকা, গান্ধী ময়দান, কোণারকের আদলে বিড়লাদের তৈরি সূর্যমন্দির, লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া তোপীর নানান স্মারক গোয়ালিয়রে। আর আছে আম্বেদকর উদ্যানে রাধাগোবিন্দজীর মন্দির মুরারে। রাজ্য পর্যটনের দপ্তরও বসেছে রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি পশ্চিমে মোটেল তানসেনে। আর গোয়ালিয়রের স্যুটিং, শাড়ি, রূপা ও সোনার গহনা, পটারির জিনিসপত্র, কাপড়ে তৈরি পুতুল, গোয়ালিয়র ভ্রমণের স্মারক-রূপে সঙ্গী করতে পারেন পর্যটকরা। তেমনই গোয়ালিয়রের এসেন্সের সুবাস সেও মাতোয়ারা করে। শুধু জয়বিলাস নয়—সারা শহরই রুজ পরেছে কিছুকাল আগে ঘটে যাওয়া রাজ পরিবারের পারিবারিক অনুষ্ঠানে।

ঝাঁসী থেকে ট্রেনে দিল্লী-মুম্বাই ও দিল্লী-চেন্নাই সেন্ট্রাল রেলে গোয়ালিয়র চলুন। দূরত্ব ৯৭ কিমি। সকাল ৭-১৫য় হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে ৮-৫৫য় মথুরা, ৯-৪৫এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে গোয়ালিয়র যাচ্ছে ১১-৫৫য় 2180 তাজ এক্স। ফেরে ১৬-৫৫য় গোয়ালিয়র ছেড়ে ২১-৪৫এ তাজ। আর ভারতীয় রেলের দ্রুততম ট্রেন 2002 শতাব্দী এক্স ৬-১৫য় নিউ দিল্লী ছেড়ে ৮-১০এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে ৯-৩০এ গোয়ালিয়র গিয়ে ঝাঁসী হয়ে ভূপাল যাচ্ছে ১৪-০০টায়। ১৪-৪০এ ভূপাল ছেড়ে ১৮-৫৫য় গোয়ালিয়র ২০-১০এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে নিউ দিল্লী ফেরে ২২-২৫এ শতাব্দী। এছাড়াও নানান ট্রেন ৫ ঘণ্টায় দিল্লী, ২ ঘণ্টায় আগ্রা, ১½ ঘণ্টায় ঝাঁসী, ৭ ঘণ্টায় ভূপাল, ১২ ঘণ্টায় ইন্দোর, ২৪ ঘণ্টায় মুম্বাই যাচ্ছে গোয়ালিয়র থেকে দিন-রাত্রি জুড়ে। উজ্জয়িন যাচ্ছে ১৯-৩০এ গোয়ালিয়র ছেড়ে পরদিন ৯-৫০এ 4310 উজ্জয়িন এক্স। ৩৮৮ কিমি দূরের ভূপাল যাচ্ছে ৯-৩০এ শতাব্দী ছাড়াও নানান ট্রেন। ট্রেন যাচ্ছে মুম্বাই-ফিরোজপুর পাঞ্জাব মেল, দাদর-অমৃতসর এক্স, পুনে-জম্মু ঝিলাম এক্স, 1 3 6 দিন [illegible]-অমৃতসর এক্স, 4 7 দিন উজ্জয়িন-দেরাদুন এক্স, 1 4 6 দিন [illegible]পুর-হজরত নিজামুদ্দিন হিরাকুদ এক্স, গোয়া এক্স, কেরালা এক্স, সাপ্তাহিক আমেদাবাদ-গোরক্ষপুর এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক চেন্নাই রাজধানী এক্স, তামিলনাড়ু এক্স, জি টি এক্স গোয়ালিয়র হয়ে। ৮-৩৫ ও ২৩-৩৫এ ঝাঁসী-আগ্রা ক্যান্ট প্যা[illegible] ১৭-৫৫য় গোয়ালিয়র-আগ্রা প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায়। ঝাঁসী যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ১৫-০৫ ও ১৮-৩০এ।

1,2,4,5 দিন ১৫-১৫য় হাওড়া ছেড়ে আসানসোল/ ধানবাদ/ গয়া/ এলাহাবাদ/ মানিকপুর/ চিত্রকুট/ ঝাঁসী হয়ে গোয়ালিয়র

যাচ্ছে ২৬-০৫ ঘণ্টায় 1159 চম্বল এক্স; গোয়ালিয়র ছাড়ে 1 2 3 7 দিন ৬-০০টায় চম্বল। বৃহস্পতিবার চম্বল যাচ্ছে হাওড়া থেকে গোয়ালিয়র হয়ে আগ্রা ক্যান্ট। কলকাতা যাত্রীদের চম্বল এক্সে বা কানপুর নেমে ঝাঁসী হয়ে বা দিল্লী/আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র যাওয়াই সুবিধার। 8477 পুরী-হজরত নিজামুদ্দিন উৎকল কলিঙ্গ এক্সও ১-০৫এ খড়্গপুর পৌঁছে টাটা/ রাউরকেল্লা/ বিলাসপুর/ কাটনি/ ঝাঁসী/গোয়ালিয়র/আগ্রা হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে।

আর সরকারি ও বেসরকারি বাস যাচ্ছে দিল্লী ৩২১, মথুরা ১৭৪, আগ্রা ১১৮, হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, কোটা, খাজুরাহো ২৭৮, ভূপাল ৪২৭, সাঁচী ৩৪৪, উজ্জয়িন ৪৫৫, ইন্দোর ৪৮৬, শিবপুরী ১১২ কিমি ছাড়াও রাজ্য ছাড়িয়ে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে গোয়ালিয়র থেকে। বাস যাচ্ছে ৫-৩০, ৭-৩০, ২০-০০, ২০-৫০এ ছেড়ে ১১ ঘণ্টায় ভূপাল; ইন্দোর যাচ্ছে ৬-০০, ৮-৪৫, ৯-৩০, ১৬-০০, ১৭-০০, ১৮-০০, ১৮-৩০, ১৯-৩০এ; জব্বলপুর ৬-৪৫, ১৮-০০টায়; উজ্জয়িন ৬-০০, ৬-৩০, ৭-০০, ১১-৪০, ১৮-০০টায়; শিবপুরী যাচ্ছে ৩ ঘণ্টায় প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ৬—২৩-০০টায়; জয়পুর যাচ্ছে আগ্রা হয়ে ৬-৩০ ও ১১-০০টায়; খাজুরাহো যাচ্ছে ৮-৩০টায় ছেড়ে ৯ ঘণ্টায়। এছাড়াও নানান বাস আসছে আগ্রা থেকে ঝাঁসী হয়ে গোয়ালিয়রে। আগ্রা থেকে বাসে গোয়ালিয়র যাত্রীরা চলার পথে চম্বলও দেখে নিতে পারেন। এমনকি আগ্রা থেকে এসে প্রাইভেট সুপার ডিলাক্স ১৯-০০টায় গোয়ালিয়র ছেড়ে ৪৮৬ কিমি দূরের ইন্দোর যাচ্ছে পরদিন ভোর ৬-০০টায়।

IAC-র বিমান 1 3 5 দিন সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-গোয়ালিয়র-ভূপাল-ইন্দোর-মুম্বাই-এর মাঝে। দপ্তর এদের রিজার্ভেশন ✆ 326872, উড়ান সংবাদ ✆ 368124. শহরে চলছে রিকশা, অটো, টেম্পো ও ট্যাক্সি। তবে ট্যাক্সি ও অটো মিটার ছেড়ে চুক্তিতে যেতে আগ্রহী।

থাকারও নানান ব্যবস্থা Gwalior-474001, STD 0751-এ। MPTDC-র *H Tansen,* 6 Gandhi Rd-1, R½, ✆ 340370, SAB ৩০০, DAB ৩৫০, A/c S ৫৯০, D ৬৫০, স্যুইট S ৮৯০, ৯৯০, D ৯৯০, ১০৯০, ট্যুরিস্ট অফিসটিও বসেছে তানসেনে। **H Gujari Mahal,* High Court Lane-474001, S ১২৫-১৫০, D ১৫০-২৫০, A/c S ২৭৫, D ৩২৫; Welcomgroup-এর **Usha Kiran Palace H,* Jayendraganj-9, Lashkar, behind Joyvilas Palace, ✆ 323993, A/c S ৪৩ D ৬৮-৭৫ US$; *H Safari,* Stn Rd, Lashkar, A/c S ২২৫-২৭৫, D ৩০০-৪২৫, ডর্মি বেড ৬০; পাশেই *H Fort View,* S ১৫০-৩৫০, D ২০০-৪৫০; স্বল্প যেতে *H President,* S ১৫০, D ২২৫, A/c S ২৭৫, D ৩৫০; *H Chandraloke,* near Bus Std, S ১৫০, D ২২৫; *H Grace, H Gwalior Regency,* New Bus Stand Rd-2, near Rly Stn, ✆ 340670, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০৭৫; রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই অতি সাধারণ *H Ashok,* D ১০০-১৫০; *H India,* near Rly Stn, S ১২৫-২২৫, D ২০০-৪২৫; *Regal H,* M LV Rd, A7 R½B½, SAB ১০০, DAB ১৭৫, A/c S ২৭৫, D ৩২৫; *H Vivek Continental,* Topi Bzr-1, ✆ 329016, S ২২৫, D ৩০০, A-c S ৩৫০, D ৪৫০; *Man Mandir,* High Court Rd, ✆ 474009, SCB ৬৫, SAB ১০০, DAB ১৫০-২২৫, A-c S ২২৫, D ৩০০, FR ৩২৫; *Super Star L,* Jiyaji Chowk-1, SCB ৮০, SAB ৮৫-১২৫, DCB ১২০, DAB ১৫০-২২৫; *H Meghdoot,* ✆ 27374, D ১৭৫-২৫০; *Metro H,* Ganesh Bzr, near Gandhi Market-1, ✆ 25530, D ১২৫-১৭৫, স্যুইট ২৫০, A/c D ৩৫০; *H Ambika,* Tansen Rd, S ৮৫-১৫০, D ১৫০-২২৫; *H Banjara,* S ২২৫-৪৫০, D ৩৫০-৬৫০; *H Shelter,* opp IAC, S ৩৫০-৭৫০।

আর *H Swagat,* Lashkar, ✆ 22520; *H Bhagawati,* Nai Sarak; লাগোয়া *Ranjit H, Hemson H,* ছাড়াও আছে *অলঙ্কার, সেন্ট্রাল, কৈলাস লজ, লক্ষ্মী লজ, রঞ্জিত, মহারাষ্ট্র লজ, মিডওয়ে অতিথি* ছাড়াও নানান। এদের রেট S ৬০-১২৫, D ৮৫-১৭৫। আর আছে—*সার্কিট হাউস, রেস্ট হাউস, বিড়লা গেস্ট হাউস, রেলের রিটায়ারিং রুম,* বাস স্ট্যান্ডের কাছে *শ্রীবিধিচন্দ্র,* অদূরে ওভার-ব্রিজের নিচে *শ্রীকৃষ্ণ* ছাড়াও নানান ধরমশালা ও বেশ কিছু সাধারণ হোটেল। তবে *গুজারী মহল* (behind High Court) থাকা ও খাবার দুই-ই প্রশংসনীয়। তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *Motel Tansen, H India, H Safari* এদেরও ব্যবস্থাপনা ভালই। আহার্যেরও নানান হোটেল গোয়ালিয়রে। জিয়াজী চকে *H Saraswati Mahal*-এর থালি মিলের যথেষ্ট সুখ্যাতি। *অম্বর রেস্টুরেন্টটিও* যথেষ্ট খ্যাত। হোটেল ইন্ডিয়ার *ইন্ডিয়ান কফি হাউসটির* প্রশস্তি কফির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্য পরিবেষায়।

শিবপুরী

আগ্রা-মুম্বাই জাতীয় সড়কে গোয়ালিয়র থেকে ১১২ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়ালিয়র-ইন্দোর বাস পথে ১৪০০ ফুট উঁচু মালভূমিতে শিবপুরী শহর। গোয়ালিয়র থেকে বাসেই চলুন শিবপুরী, আধঘণ্টা অন্তর বাস; ৩ ঘণ্টার পথ। শহর থেকে ৮ কিমি দূরে জাতীয় উদ্যান। টাঙা বা জিপে চলুন শহর থেকে উদ্যানে। গাড়িও মেলে বনবিহারে বনদপ্তর থেকে। অতীতে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী তথা মৃগয়াভূমি ছিল আজকের জাতীয় উদ্যানে। নিকটতম রেল ও বিমান দুই-ই গোয়ালিয়রে। ১০১ কিমি পশ্চিমের ঝাঁসী থেকেও বাস আসছে শিবপুরীর। বাস যাচ্ছে ভূপাল ৫-০০, ১০-১৫, ২২-০০, ২৩-০০টায়; চান্দেরী ৮-০০, ১৩-৩০, ১৪-৩০; ঝাঁসী ৫-০০, ৫-৪৫, ৭-৩০, ৮-৩০, ৯-৩০, ১১-৩০, ১২-৩০, ১৩-৩০, ১৪-৩০, ১৫-৩০, ১৮-০০; উজ্জয়িন, ইন্দোর, কোটা, বুন্দী, সাঁচী ছাড়াও রাজ্যের দিগ্বিদিকে শিবপুরী থেকে।

জাতীয় সড়ক ধরে শিবপুরী আসার পথেই পড়ে সুলতানগড় ফলস। দুর্দম বেগে লাফিয়ে নামছে পার্বতী নদী। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে এ-দৃশ্য আনন্দ বর্ধন করে যাত্রীর। এর ১০ কিমি দূরে কুয়াং বাবার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যও অত্যুৎসাহীরা দেখে নিতে পারেন। বাঘেরাও আসে নদীর জলে তৃষ্ণা মেটাতে আজও। তেমনই এপথের আর এক আকর্ষণ Narwar.

শিবপুরী শহর থেকে ৮ কিমি দূরে অর্ধচন্দ্রাকার সখ্যা সাগর লেক তথা বোট ক্লাব। রানীর নামে নাম, একটি প্রস্রবণও আছে। ১১ কিমি পরিধির এই লেককে ঘিরে ৩৬০ থেকে ৪৮০ মি উঁচুতে ১৫৬ বর্গকিমি জুড়ে অতীতের সিন্ধিয়ারাজদের সামার

রিসর্ট তথা মৃগয়াভূমি। তবে, তারও আগে মোগল দরবারের হাতি শিকারে আদর্শ ছিল এই শিবপুরী। গহীন অরণ্য—অরণ্যচর প্রাণী ও বৃক্ষরাজি দুইয়ের আকর্ষণে শিবপুরী অনন্য দর্শন। ১৯৫৮য় জাতীয় উদ্যানের ভূষণ চেপে নাম হয়েছে তার মাধব জাতীয় উদ্যান। জাতীয় সড়কটিও চলেছে জাতীয় উদ্যানের পাশ কাটিয়ে। লেকের জলে নানান পাখি। শীতে পরিযায়ী পাখিরা আসে দেশ-দেশান্তর থেকে। এরাও আকর্ষণ বাড়ায় উদ্যানের। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে, কুমিরও আছে লেকের জলে। তেমনই অগুনতি হরিণ, শম্বর ৫৩১, চিতল ১৯৫৪, নীলগাই ৭৭৭, চিঙ্কারা ৬৬৫, চাউসিংহ ১৭৯, অগুনতি বন্য শুয়োর, চিতাবাঘ ৭, এমনকি বাঘেরও দর্শন মেলে জাতীয় উদ্যানে। তেমনই খাঁচায় বন্দী বাঘও রয়েছে। বেশ কয়েকটি অবজারভেশন টাওয়ারও হয়েছে বন্য জন্তু দেখার জন্য। সূর্যাস্তে উদ্যান তথা লেকের শোভা দর্শনে জর্জ ক্যাসেলটি (মৃগয়ায় আসা পঞ্চম জর্জের বাসের জন্য জিয়াজী রাও সিন্ধিয়ার তৈরি) অন্যতম। সম্প্রতি মিউজিয়ম বসেছে ক্যাসেলে।

যদিও সারা বছর ধরে খোলা থাকে জাতীয় উদ্যান, তবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি এড়িয়ে চলা যেতে পারে বছরভর উদ্যান সফরে। তবুও, জন্তু দেখার মনোরম সময় বসন্তকাল। বসন্তের সমাগমে গাছে গাছে পলাশ ফোটে, আগুন লাগে সারা অরণ্যে পলাশের মৌতাতে। আর তাপমান শীতে ৯—৩৪°, গ্রীষ্মে ২১—৪৩° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। রকমারি চার্জও লাগে বনবিহারে। সোম ছাড়া সকাল থেকে সাঁঝে খোলা।

সার্কিট হাউসের কাছে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি ছত্র অর্থাৎ প্যাভেলিয়নটি এক করুণ ইতিহাসের স্মারক হয়ে গড়ে উঠেছে। সেদিনের ব্রিটিশরাজ প্রথম স্বাধীনতা (১৮৫৭) সংগ্রামের বীর সৈনিক তাঁতিয়া তোপীকে রাজবিদ্রোহের অপরাধে ১৮৫৭তে ফাঁসি দিয়েছিল এখানে। নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাতে ক্ষণেকের তরে বাকরুদ্ধ হয়ে আসে।

মোগলী গার্ডেনের ধাঁচে গড়া বাগিচায় নানান ফুলে সুশোভিত, ভিক্টোরিয়ান বাতিতে আলোকিত, নয়নাভিরাম পরিবেশে সিন্ধিয়ারাজদের ছত্রিশও আর এক দ্রষ্টব্য। লেকের পাড়ে মহারানী সখ্যারাজে সিন্ধিয়ার *pietradura* শৈলীর ছত্রিশ অর্থাৎ সমাধিতে আজও প্রতিদিন বসন ও আহার্যের সাথে অর্ঘ্যও দেওয়া হয়। মুখোমুখি শ্বেত মর্মরের ছত্রিশটি মহারাজা মাধো রাওয়ের। হিন্দু ও ইসলামিক স্থাপত্যে গড়া শিখরধর্মী চুড়ো, রাজপুত ও মোগলী প্যাভিলিয়নে অনবদ্য। রাতে আলোরও সাজ পরে ২৮x১২ মিটারের এই সমাধিসৌধ। এমনকি প্রতি সাঁঝে স্থানীয় শিল্পীরা গোয়ালিয়র ঘরানার সঙ্গীতও শোনায় রাজা-মহারাজাদের ছত্রিশে। ৮—২০-০০টায় খোলা।

কলোনিয়াল স্থাপত্যের নিদর্শন সিন্ধিয়া রাজপরিবারের গ্রীষ্মাবাস গোলাপি রঙা মাধববিলাস প্রাসাদটিও মুগ্ধ করে পর্যটকদের। *মহল* নামে খ্যাত প্রাসাদের মেঝে, থাম, চত্বর, গণপতি মণ্ডপ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

থাকার জন্য Shibpuri-473551, STD 07492-এ—MPTDC-র *Chinkara Motel*, Bombay-Agra Rd, ✆ 31297, S ১৯০, D ২৫০; আর আছে উদ্যান সংলগ্ন এদেরই *Tourist Village*, near Bhadaiya Kund, ✆ 33760, কটেজ ধর্মী SAB ৪৯০, DAB ৫৯০, চার বেডের ঘর ৬৯০, A/c S ৬৯০, D ৭৯০। এছাড়া *Shibpuri H, Deluxe, Harish L, CH, DB* ছাড়াও বেশ কয়েকটি *সাধারণ হোটেল* আছে জাতীয় সড়ক তথা শিবপুরী শহরে। আর জাতীয় উদ্যানে আছে *Sakhya Sagar Boat Club,* অবু : Collector, Shibpuri, MP-473551.

চান্দেরী : উৎসাহীরা শিবপুরী-সাঁচী পথে শিবপুরী থেকে ১২৭ আর সাঁচীর ১৬৯ কিমি দূরে গুণা জেলায় বুন্দেলা রাজপুত ও মালব সুলতানদের অতীত ভাস্কর্যের যাদুপুরী চান্দেরীও বেড়িয়ে নিতে পারেন। আর চান্দেরী থেকে ৯০ কিমি উত্তরে ঝাঁসী। ২০০ মি উঁচু পাহাড়ে মোগলকালে পাঠান স্থাপত্যে গড়া দুর্গ তথা মামুদ খিলজির তৈরি কোশক মহল (১৪৪৫ খ্রি), নানান যুদ্ধজয়ের স্মারক বাদল মহল গেট, গম্বুজশিরে জামা মসজিদ, শাহজাদী কা রৌজা, পরমেশ্বর তাল তথা মন্দির ও ছত্রিশ, ১৪৮৫তে সুলতান গিয়াসুদ্দিন শাহর তৈরি ৩২ ধাপের বাট্টিসি ভাবদি মাণ্ডুরই মতো আর এক অতীত। জৈন তীর্থ-রূপেও চান্দেরী খ্যাত—মন্দিরও হয়েছে নানান ৯ ও ১০ শতকে পুরাতন চান্দেরী শহরে। পাহাড়-বন-লেকে ঘেরা, খুনী দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ। তবে, আজকের চান্দেরী তার ব্রোকেড ও মসলিনের জন্য সমধিক খ্যাত। থাকার জন্য *সার্কিট হাউস* ও *রেস্ট হাউস আছে চান্দেরী বাসস্ট্যান্ডের কাছে;* অবু : Assistant Engineer, PWD, Chanderi.

সারওয়ে : পরদিন সকালে শিবপুরী থেকে ঝাঁসীর পথে ২১ কিমি গিয়ে সারওয়েও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। অতীতের দুর্গ ও নানান ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সার-ওয়েতে। এদের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মঠটি উল্লেখ্য। আর রয়েছে ৩টি মন্দির অর্থধারায়। তবে, আজ জঙ্গলাকীর্ণ। সারওয়ে থেকে ঝাঁসী গিয়ে ট্রেনে ভূপাল বা শিবপুরী থেকে বাসে ইন্দোর চলুন। গোয়ালিয়র থেকেও সরাসরি ট্রেন ও বাস মেলে ইন্দোরের। তেমনই চান্দেরী থেকে ৩৭ কিমি দূরের ললিতপুর পৌঁছে ট্রেনে ঘণ্টা চারেকে ভূপালও চলা যেতে পারে।

নরোয়ার: শিবপুরী থেকে ৪১ কিমি দূরে মহাভারত খ্যাত নল-দময়ন্তী অর্থাৎ রাজা নলের রাজধানী দেখে নেওয়া যায়। ৫০০ ফু উঁচু পাহাড়ী টিলায় ৮ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত দুর্গটিতেও বৈচিত্র্য আছে।

কারেরা: তেমনই শিবপুরী-ঝাঁসী পথে ৪৫ কিমি দূরে কারেরা বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারিটিও দেখে চলতে পারেন। বাস্টার্ড পাখির জন্য কারেরা বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারির প্রশস্তি।

ইন্দোর

বয়নশিল্প ও বাণিজ্যিক শহর ইন্দোর। নানান কল-কারখানা। ভারতের ছোটো বোম্বাই বলেও প্রসিদ্ধি আছে ইন্দোরের। ১৮৫০ ফুট উঁচু মালভূমিতে সরস্বতী ও খান নদীর পারে গড়ে উঠেছে শহর। রেল ও বাসের অবস্থান পাশাপাশি ইন্দোরে—ফ্লাই-ওভার বিচ্ছেদ টেনেছে দুই-এর মাঝে। রেল লাইন দ্বিখণ্ডিতও করেছে শহরকে। পশ্চিমে পুরাতন আর পুবে নতুন শহর ইন্দোরে।

১৭৩৩এ মারাঠা থেকে মালহর রাও হোলকার যৌতুক পান ইন্দোর। সতী হতে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে বিধবা পুত্রবধূ অহল্যা বাঈয়ের হাতে ইন্দোর সঁপে পাণিপথের যুদ্ধে যান মালহর রাও। স্বামীহারা, অপ্রকৃতিস্থ পুত্রের অকালমৃত্যুতে ১৭৬৬তে রানী হলেন অহল্যা। ইন্দোরের গোড়াপত্তন তাই অহল্যা বাঈয়ের হাতে। নামটি এসেছে দেবতা **ইন্দ্রেশ্বর** থেকে। সুন্দর ছবির মতো সাজানো শহর। পশ্চিমে পুরনো শহর আর পুবে গড়ে উঠেছে নতুন করে শহর ইন্দোরে। লাখ দশেক লোকের বাস। বাঙালিয়ানাও আছে শহরে। বেঙ্গলি ক্লাবও বসেছে। তবুও যেন মাণ্ডুর সংযোগকারী জংসন রূপে খ্যাতি এর অধিক ট্যুরিস্ট মানচিত্রে।

রাজবাড়ার অদূরে জওহর রোডে শহরের মূল আকর্ষণ **কাচমন্দির** বা শেঠ হুকুমচাঁদ মন্দির। দিগম্বর জৈনের মূর্তি হয়েছে মন্দিরে। পুঁতি, মণিমুক্তা, রঙবেরঙের পাথর ও কাচ দিয়ে তৈরি হয়েছে মন্দিরের দেওয়াল-মেঝে-সিলিং। মন্দিরের অলঙ্করণ নয়নাভিরাম, তবে বহির্ভাগ অতি সাধারণ। নরকযন্ত্রণাও উপলব্ধি করে নেওয়া যায় এর দেওয়ালচিত্রে। আর দেবতা—রুপোর বেদীতে পদ্মাসনে তিন তীর্থঙ্কর—চন্দ্রপ্রভু, শান্তিনাথ ও আদিনাথ। দ্বিতলে ও ব্রোঞ্জে তিন তীর্থঙ্কর। তবে আয়নায় প্রতিটাই ২১ দফায় প্রতিফলিত—মনে হবে মূর্তি রয়েছে শত সহস্র। ১৩—১৭-০০টায় অজৈনদের জন্য খোলা থাকে মন্দির। ১৯৮৮ *সংবত*-এ হুকুমচাঁদ শেঠ তৈরি করান অভিনব এই কাচ মন্দির। কাচ মন্দির হয়েছে আরও এক নতুন করে ইন্দোরে।

শহরের আর এক আকর্ষণ কৈলাস পার্কের **গীতা ভবন**। ছবি ও মূর্তিতে পুরাণ কাহিনী তথা সর্ব ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। প্রকাশ পেয়েছে ধর্মের সারকথা—ঈশ্বর এক। এছাড়া কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, শহরের উত্তরে M G Rd-এ ব্রিটিশের বিস্কো অর্থাৎ আজকের নেহরু পার্ক, কমলা নেহরু পার্কে চিড়িয়াখানার দৈন সংগ্রহ, পাশেই অযত্ন আর অবহেলায় লালিত গুপ্ত থেকে পারমার রাজাদের কালের প্রত্নতত্ত্ব তথা মুদ্রা, অস্ত্র ও বর্মের সংগ্রহ দেখে নেওয়া যায় সেন্ট্রাল মিউজিয়মে (সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায়), খান নদীর পারে ছত্রীবাগে মারাঠা ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে হোলকার রাজাদের সমাধি অর্থাৎ ছত্রিশ, দশেরা ময়দানে মাদুরাই-এর মীনাক্ষী মন্দিরের আদলে তৈরি অন্নপূর্ণা মন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণা ছাড়াও মন্দিরে রয়েছেন কালভৈরব, হনুমান ও শিবঠাকুর। মূল মন্দিরের দেওয়ালও পৌরাণিক আখ্যানে সুশোভিত। কাজুরী বাজারে ৩৫০ বছরের প্রাচীন **রাজবাড়া** অর্থাৎ অতীতের প্রাসাদে ছবিতে হোলকার পরিবার ও জলঘড়িটি দেখে নেওয়া উচিত হবে ইন্দোর পর্যটনে। ৭তলা প্রাসাদের প্রথম ৩ তলা পাথরে আর পরের ৪ তলা দারুতে তৈরি। বারবার তিন বার ভস্মীভূত হয়েছে মারাঠা-মোগল-ফরাসী শৈলীতে গড়া রাজবাড়া। তবে, ১৯৮৪র আগুনে কেবল ফাসাদ অংশ রক্ষা পেয়ে স্মারক রূপে দাঁড়িয়ে আজ। রাজবাড়া চকেই রয়েছে ১৮৩২এ কৃষ্ণাবাঈ হোলকারের তৈরি **গোপাল মন্দির** আর **আর্ট গ্যালারি**, **বড় গণপতি** মন্দিরে ৭ মোক্ষস্থলের (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা, দ্বারকা) মাটি, ৭ তীর্থের জল, কর্দম এসেছে হাতি-ঘোড়া-গরুর আস্তাবল থেকে; ৫ ধর্মী রত্নচূর্ণ (হীরা-পান্না-মোতি-মাণিক-পোখরাজ); গুড় আর মেথির মিশ্রণে ১৮৭৫এ তৈরি বিশ্বের উচ্চতম (৮ মি) দেবতা গণেশ; ফ্রেমটি হয়েছে পঞ্চধাতুর (সোনা-রুপো-তামা-লোহা-দস্তা)। ইন্দো-গোথিক শৈলীতে ১৯০৪এ তৈরি কিং এডওয়ার্ড হল্‌ ১৯৪৮এ **মহাত্মা গান্ধী হল্‌**-এ নামান্তরিত হলেও টাউন হল্‌ নামে সমধিক খ্যাত। বছর জুড়ে প্রদর্শনী, আর আছে লাইব্রেরি, চিলড্রেন্স পার্ক, মন্দির— বিপরীতে চতুর্মুখী ক্লক টাওয়ার। তাই ঘণ্টা ঘরও বলে থাকে লোকে একে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে সোম ছাড়া ১০—১৮-০০টায় আর এক যাদুপুরী ১৮৮৬তে টুকোজি রাও ১-এর হাতে শুরু হয়ে ১৯২১এ টুকোজি রাও ৩-এর হাতে রূপায়িত ২৮ হেক্টর ব্যাপ্ত **লালবাগ প্যালেস**। সিংহদ্বারটি তার বাকিংহাম প্রাসাদের রেপ্লিকা, আর দক্ষিণে ইটালীয় ভিলাধর্মী কারুকার্যময় **মানিকবাগ প্যালেস**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন চুক্তিতে ১২৫ টাকায় অটো নিয়ে ঘণ্টা পাঁচেকে। রিকশা নেই ইন্দোরে।

আর উচিতও হবে ইন্দোর ভ্রমণের স্মারকরূপে ইন্দোরের কাঠের খেলনা সঙ্গী করা।

কনডাকটেড ট্যুর **:** রেল স্টেশন থেকে নানান প্রাইভেট সংস্থা মাণ্ডু, উজ্জয়িন, ওঙ্কারেশ্বর ও মহেশ্বর বেড়িয়ে আনে। আবার নানান প্রাইভেট সংস্থা ৫ যাত্রী নিয়ে জনাপ্রতি ১৫০ টাকায় মাণ্ডু বেড়িয়ে আনে ইন্দোর থেকে। আর M P Tourism, R N Tagore Rd, behind Rabindra Natyagriha, ✆ (0731) 430653 থেকেও কনডাকটেড ট্যুরে দিনে দিনে মাণ্ডু দর্শনের ব্যবস্থা মেলে সোম ছাড়া প্রতিদিন; উজ্জয়িন যাচ্ছে সোম-মঙ্গল-বুধ; ওঙ্কারেশ্বর যাচ্ছে সোম-বৃহস্পতি-শুক্র; মহেশ্বর যাচ্ছে শনি ও রবিবার।

Indore-452001, STD 0731-এ—রেল ও সারবাতে বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে মেলা বসেছে সাধারণ হোটেলের। আর উঁচু মানের হোটেল রেল ও বাস থেকে ১ কিমির মধ্যে মহাত্মা গান্ধী রোডে। পাশ্চাত্য প্রথায়—*Central H,* 70-71 M G Rd-7, ✆ 538547, R1B1, SAB ২২৫ DAB ৩০০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *H Siddhartha,* 564 M G Rd, S ১৫০-২২৫ D ২৫০-৪২৫; *Amaltas International,* A B Rd, Indore-8, ✆ 432631, S ৩০০ ৩৫০ D ৪২৫ ৫০০ A/c S ৫০০ D ৬৫০; *H Suhag,* Agra-

Mumbai Rd, A/c S ৫০০ D ৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *H Mashal*, Pigdumber (near Rau), A-B Rd, A/c S ১২৯৫ D ১৫৯৫ স্যুইট ১৮৯৫ কটেজ ২০৯৫-২৪৯৫; *H Kanchan*, Kanchan Bagh-1, ✆ 538501, A6R1½, SAB ৩০০ DAB ৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *H Surya*, 5/5 Nath Mandir Rd-1, ✆ 537701, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০ A/c S ৪০০-৫২৫ D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ১২৫০; **H Shrimaya*, 12/1 R N T Marg-1, ✆ 534151, A8R1B½, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৫০০-৬২৫ D ৬৫০-৮০০; *H Crown Palace*, 2A, Kanchan Bagh, ✆ 434891, A/c S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; **Lantern H*, 28 Yashwant Niwas Rd-1, ✆ 535327, S ৪০০ D ৬০০ A-c S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০; *H Samrat*, 18/5 M G Rd-1, R1½B1½, SAB ২৫০-৩২৫ DAB ৩০০-৪৫০ A/c S ৪৫০-৬০০ D ৬৫০-৮০০; *H Paras Regency*, Kamala Nehru School Rd, Kibe Compound-1, ✆ 460179, SAB ৩২৫-৪৫০ DAB ৪০০-৬৫০ A/c S ৫৫০ D ৬৫০; *Indotels Manor House*, A-B Rd-8, ✆ 434862, R4B4, A/c S ৬৫০-১২৫০ D ৮৫০-১৫৫০ স্যুইট ১৮৫০-২৫৫০; **H Balwas International*, 30/2 South Tukoganj, Behind High Court-1, ✆ 434934, A6R1B1.5, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; **Taj Residency*, Adjoining Meghdoot Garden-10, ✆ 557700, A/c S ৭৫-৮৫ D ৮৫-৯৫ US$; *H Princes Palace*, 8-A1 South Tukoganj, ✆ 537940, A/c S ৫২৫ D ৬৭৫ স্যুইট ৮৫০; *H Sunder*, 17/2 South Tukoganj-1, ✆ 431052, A/c S ৪৫০ D ৬০০ স্যুইট ৮০০; *H Tulsi*, 11/4 Nath Mandir Rd-1, ✆ 434920, S ৩২৫ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; **H President*, 163 R N T Marg-1, ✆ 432858, A8R½, S ৫২৫ D ৬৫০ A/c S ৬২৫ D ৮০০ স্যুইট ১২৯৫-১৭৫০; *H Noorjahan*, H-2, Scheme 34, near Meghdoot Garden, ✆ 442472, A/c S ১২৫০ D ১৫৫০ স্যুইট ২০৫০।

ভারতীয় প্রথায়—*Aram L*, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২০০; *H Sheesh Mahal*, 91 S Huk Mg-2, S ৬৫-১০০ D ১২৫-১৭৫; *Chandralok H*, 10 Nasia Rd-1, S ৮০ D ১৫০; *Jahaz Mahal*, S ৮০-১২০ D ১২৫-১৭৫; *H Neel Kamal*, Ch C Toli-1; *H Chandra Niwas*, 91 Nagri Nig Rd-7, S ৬০-৮৫ D ৮০-১৫০; *H Crown*, 10/4 Chh Gwaltolli-1, S ১২৫ D ২২৫ A/c S ৩০০ /৪৫০; *Ganesh Hind L*, Chh Gwaltolli, *H Ranjit*, near Patel Bridge, S ৮০-১৫০ D ১২৫-২২৫ A/c S ২৫০ D ৩৫০; *H Neelam*, 33/2 Gwaltolli-1, (close to Rly & Bus), SCB ১০০ SAB ১৫০ DCB ১৭৫ DAB ২৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *H Rachana*, Gwaltolli, S ১০০-১৫০ D ১৭৫-২২৫; বিপরীতে *H Mayuri*, S ৮৫-১২৫ D ১৫০-২৭৫; লাগোয়া একই মানে একই দামে *Santa Plaza*, *H Dayal*, *H Goraw*, 16/4 S Tuko Gj-1. আর আছে *H Utsab, Satkar, Imperial, Vikram, Regency* ছাড়াও নানান।

Opp Sarwate Bus Std-1-এ—*Standard H*, S ৬৫-১২০ D ১২৫-২৫০ A/c ২২৫ /৩২৫; যথেষ্ট পপুলার *H Ashoka*, 14 Nasia Rd-1, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A-c S ২২৫ D ৩৫০; *Purohit Hindu L*, S ৮৫ D ১৫০ থেকে; *Janata H, Dilip L, H Apsara* (Veg.), *Friends L, Chandra Nivas L*, 480/2 M G Rd-7, SAB ১০০-১৫০ DAB ১৫০-২২৫; *H Sailendra*, opp Christian Hospital, S ১৫০ D ২২৫; *H Chandra Vihar*, opp M Y H, SCB ৮০ DCB ১৫০; *H Shalimar*, R N Tagore Rd-Sarder Patel Rd Jn, SAB ৮০-১২৫ DAB ১৫০-২২৫ A-c ৩০০/৪৫০; *H Sagar International*, S ১৫০-২৭৫ D ২৫০-৩৭৫; নবতম *H Payal*, মান ও দাম ইন্টারন্যাশানাল তুল্য; হোটেল দু'টির ব্যবস্থাপনাও ভাল। আর আছে *Gujarat L, Viram, Deluxe, Indore*, ছাড়াও নানান হোটেল; এদের কাছে S ৬৫-১২০ D ১২৫-২৫০ টাকায় মেলে।

এছাড়া আছে MPTDC-র *Tourist Bungalow*, behind Rabindra Natya Griha, ✆ 521818, S ৩০০ D ৩৫০ A/c S ৩৯০ D ৪৯০, কল বুকিং : Linkage ✆ 2465171. M P Tourism-র ট্যুরিস্ট অফিসটিও বাংলোয়। আর আছে *YWCA*, opp GPO; *CH, RH, GH, রেলের রিটায়ারিং রুম* ইন্দোরে। *Gehisalal Modi, Gopikrishna, Onkarji, Chunnilalji, Hindu, Seth Tukaram, Nasia* ছাড়াও ধরমশালা আছে আরও নানান ইন্দোরে। তবে রেল স্টেশনের কাছে *কল্যাণজী বিশ্রান্তি গৃহে* বাথ সংলগ্ন ঘর মেলে, ব্যবস্থাপনা চলনসই।

আর খাবার হোটেল যত্রতত্র মেলে ইন্দোরে। তবুও বাস চত্বরের *জনতা ও স্ট্যান্ডার্ড যথেষ্ট খ্যাত।* ফাউন্টেনের কাছে *Status Restaurant*-টির থালি প্রথায় রাজস্থানী ভেজ মিলের জন্য সুনাম যথেষ্ট। তেমনই MG Rd এ *Volga Restaurant*-এ ভেজ মিল ও *Indore Coffee House*-এ চায়ের সঙ্গে টায়ের যথেষ্ট প্রশস্তি। আর উচ্চ মূল্যে *Surya* ও *Siddhartha*-র আহার্য প্রশংসনীয়। তেমনই চলতে-ফিরতে স্বাদ নেওয়া যেতে পারে ইন্দোরের আর এক কৃষ্টি *Namkin*-র।

হাওড়া থেকে 3 6 7 দিন ১৫-১৫য় ছেড়ে দুর্গাপুর/ ধানবাদ/ মোগলসরাই/ এলাহাবাদ/ সাতনা/ ভূপাল/ উজ্জয়িন হয়ে ৩৬½ ঘণ্টায় ইন্দোর যাচ্ছে 9306 শিপ্রা এক্স। ইন্দোর ছাড়ে 1 4 5 দিন ১৯-২৫এ শিপ্রা। আবার এলাহাবাদ হয়ে মুম্বাইগামী রেলপথের খাণ্ডোয়া জংসনে নেমেও নতুন করে ট্রেনে ইন্দোর চলা যেতে পারে। সরাসরি ট্রেনও যাচ্ছে ব্রডগেজে ১৯-৩৫এ মুম্বাই (বান্দ্রা) ছেড়ে ১৪½ ঘণ্টায় ইন্দোরে 2961 অবন্তিকা এক্স; বান্দ্রা ফেরে ১৫-৪৫এ ইন্দোর ছেড়ে অবন্তিকা। হাওড়া-মুম্বাই ভায়া নাগপুর রেলপথের বিলাসপুর থেকেও কাটনি-জব্বলপুর-ভূপাল হয়ে নর্মদা এক্স যাচ্ছে ইন্দোরে। ভূপাল থেকে উজ্জয়িন হয়েও ট্রেন সংযোগ গড়েছে ইন্দোরের। ৬-০০টায় ইন্দোর ছেড়ে ৭-২৫ উজ্জয়িন পৌঁছে ২৬৪ কিমি দূরের ভূপাল যাচ্ছে ১০-৩০এ 9303 ইন্টারসিটি এক্স; ১৭-৩০এ ভূপাল ছেড়ে ইন্দোর ফেরে ২২-১৫য় ইন্টারসিটি। ১৫-০০টায় ইন্দোর ছেড়ে ২২-৪০এ ভূপাল পৌঁছে ইটারসি/জব্বলপুর হয়ে বিলাসপুর যাচ্ছে নর্মদা এক্স; ৬-১৫য় ভূপাল ছেড়ে ১০-৪৫এ উজ্জয়িন পৌঁছে ইন্দোর ফেরে ১৩-৩০এ নর্মদা। ৮০ কিমি দূরের উজ্জয়িন যাচ্ছে ৬-০০, ৬-১৫, ১৫-৪৫, ১৬-১৫, ১৬-৪০, ১৭-৩০এ এক্স ছাড়াও ৮-০৮, ১৩-৪২, ১৫-০০, ১৮-০০, ১৯-৩৮, ২১-০০টায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন; মউ যাচ্ছে ৮-৪০, ১১-০৫, ১২-৪০, ১৬-৩০, ১৮-০০, ২১-০৫, ২২-১০এ ইন্দোর ছেড়ে ১ ঘণ্টায় উদয়পুর-চিতোর-মউ-খাণ্ডোয়া প্যাসেঞ্জার।

১৬-১৫য় ইন্দোর ছেড়ে দিল্লী অর্থাৎ হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে ১৩½ ঘণ্টায় 4005 এক্স; ইন্দোর ফেরে ২২-১৫য় 4006 হজরত নিজামুদ্দিন-ইন্দোর এক্স। আর ১৩-০০টায় ইন্দোর ছেড়ে উজ্জয়িন/ভূপাল/বিদিশা/ঝাঁসী হয়ে ১৯½ ঘণ্টায় নতুন দিল্লী পৌঁছে জম্মু যাচ্ছে 9367 মালোয়া এক্স; মালোয়া ফেরে ৮-৩০এ জম্মু ছেড়ে ১৮-৫৫য় নতুন দিল্লী পৌঁছে পরদিন ১২-৩৫এ ইন্দোরে। প্রতি মঙ্গলবার ২২-৩০এ ইন্দোর ছেড়ে সওয়াই মাধোপুর হয়ে জয়পুর যাচ্ছে 9307 এক্স; জয়পুর-সেকেন্দ্রাবাদ 7569 এক্স, উদয়পুর-ছত্রিশগড় 9616 এক্সও যাচ্ছে ইন্দোর হয়ে। প্রতি বুধবার অহল্যানগরী এক্স যাচ্ছে ইন্দোর থেকে নাগপুর/চেন্নাই হয়ে কোচি। তেমনই উচিত হবে পুরাতন শহর যাত্রীদের ৪ নম্বর, আর নতুন অর্থাৎ M G Rd মুখী যাত্রীদের ১ নম্বর গেট থেকে রেল স্টেশন ছাড়া।

আর IAC-র বিমান 1 3 5 দিন ৮-০৫এ ইন্দোর ছেড়ে ৮-৪০এ ভূপাল, ৯-৫৫য় গোয়ালিয়র পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ১১-১৫য়। 2 4 6 7 দিন দিল্লী যাচ্ছে ৮-০৫এ ইন্দোর ছেড়ে ৮-৪০এ ভূপাল পৌঁছে ১০-২০এ। মুম্বাই যাচ্ছে 1 3 5 দিন ১৯-৫০, 2 4 6 7 দিন ২০-১৫য় ছেড়ে ১ ঘ ৫ মিনিটে। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনে। আর Jet Airways প্রতিদিন ৮-২০এ ইন্দোর ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ৯-২৫এ; ইন্দোর ফেরে মুম্বাই থেকে ৬-৪৫এ। Damania Airways-এর বিমান প্রতিদিন ইন্দোর থেকে মুম্বাই-ব্যাঙ্গালোর-কলকাতার সার্ভিস গড়েছে। Skyline NEPC-র বিমান প্রতিদিন মুম্বাই (২ ফ্লাইট), ব্যাঙ্গালোর, ঔরঙ্গাবাদ; 2 4 6 দিন ব্যাঙ্গালোর, 2 3 4 5 6 7 দিন চেন্নাই, 3 5 7 দিন ভাবনগর, 2 4 6 দিন পুনে, 1 2 4 6 দিন রাজকোট যাচ্ছে ইন্দোর থেকে। অফিস এদের : IAC, Indore Stadium, Dr Rosen Singh Bhandari Marg, Rservation ✆ 431595, Flight ✆ 411758 -এ। Damania Airways, 102 Rajani Bhavan, opp High Court, M G Rd, Indore-452001, ✆ 433922. Jet Airways ✆ 409437. NEPC, M G Rd, ✆ 433922. শহর থেকে ১০ কিমি দূরে বিমানবন্দর।

বাসস্ট্যান্ডও দুই—সারবাতে ও গাঙ্গোলী স্ট্যান্ড ইন্দোরে। বাস যাচ্ছে শিবপুরী হয়ে ১১ ঘণ্টায় গোয়ালিয়র ৪৮৬, উজ্জয়িন ৫৫, খাণ্ডোয়া ১৩১, বুরহানপুর ২০০, বাঘ গুহা ১৫৪, চিতোরগড় ৩২৮, আমেদাবাদ ৪০৭, ভাদোদরা ৪১৮, ঔরঙ্গাবাদ ৪০২, সাঁচী ২৫৪, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ১৮৬ কিমি দূরের ভূপাল ছাড়াও রাজ্য ছাড়িয়ে প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকে ইন্দোর থেকে। এমনকি মুম্বাই ৬০০, নাগপুর ৫১০, কোটা/আজমের হয়ে জয়পুর ৭৩৭, আগ্রা ৬০৪ কিমিতেও বাস যাচ্ছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশ রাজ্য পরিবহণের ইন্দোর থেকে। খাজুরাহো ১৭-০০; পাঁচমাড়ী ২১-৪৫; সাতনা ১৪-১৫; উদয়পুর যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায়, অজন্তা যাচ্ছে সকাল ৫টায়, ইলোরা যাচ্ছে সন্ধ্যায়, Video বাসও যাচ্ছে রাতভর জার্নিতে অজন্তায়। ঔরঙ্গাবাদের সরাসরি বাসে সিটের অমিল হলে খাণ্ডোয়া, বুরহানপুর, জলগাঁও-এ বাস বদল করে চলা যেতে পারে অজন্তা ও ইলোরা দর্শনে ইন্দোর থেকে। প্রাইভেট বাস (নওলাক্ষা বাস স্ট্যান্ড) যাচ্ছে ইন্দোর থেকে মুম্বাই, পুনে, নাগপুর, ঔরঙ্গাবাদ, গোয়ালিয়র, আগ্রা ছাড়াও পশ্চিম ভারতের নানানদিকে। আর MPTDC-র A/c বাস ৮-০০ ও ১৫-১৫য় ইন্দোর ছেড়ে ভূপাল যাচ্ছে; ভূপাল থেকে ছাড়ে ৮-৪৫ ও ১৪-৩০এ। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু ৫ ঘণ্টায় ইন্দোর থেকে ভূপাল। এমনকি মাণ্ডুও বেড়িয়ে ফেরা যায় সকাল ৮-০০টার বাসে গিয়ে দিনে দিনে ইন্দোর থেকে।

ইন্দোর থেকে খাণ্ডোয়ামুখী ৮ কিমি যেতে কস্তুরবা গ্রাম। গ্রামকে গড়ে তুলতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত কস্তুরবা গান্ধী ন্যাশনাল ট্রাস্ট ওয়ার্ধা থেকে ১৯৫০এ স্থানান্তরিত হয়েছে এখানে। গ্রামভিত্তিক নানান ক্রিয়াকর্ম চলছে ট্রাস্টের। চলার পথে উচিত হবে দেখে নেওয়া। তেমনই আছে শহর থেকে ৯ কিমি দূরে এয়ারপোর্ট লাগোয়া পাহাড়ী টিলায় অতীতের হোলকার রাজাদের অতিথিশালায় বর্ডার সিকিউরিটি আর্মস মিউজিয়ম। আর আছে ১৯২০এ তৈরি বিজসেন মাতার মন্দির *Tekri* অর্থাৎ টিলায়। সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান টিলা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ১০ মিনিটের গাড়ি পথে গোমতগিরি (Gomotgiri)-তেও ২৪টি মন্দির হয়েছে মর্মরে—২৪ তীর্থঙ্করের। ২১ ফু উঁচু মূর্তিও হয়েছে শ্রবণবেলগোলার রেপ্লিকা হয়ে বাহুবলের। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মন্দির কমিটির *ধরমশালা* ও *গেস্ট হাউসে* গোমতগিরিতে।

তেমনই ইন্দোর থেকে ১৭০ কিমি দূরে নর্মদা নদীর উপত্যকায় সাতপুরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর চূলাগিরিতে বাওন গজাজী জৈন তীর্থও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে। বিশ্বের উচ্চতম ৫২ হাতের (২৫.৬মি=৮৪ ফুট) মূর্তি হয়েছে ঋষভদেবের খারগাঁও জেলার তহশীল সদর বারওয়ানীর ১০ কিমি দূরে। পাথর কেটে মূর্তি হলেও মনোলিথিক নয় এটি। চোখ তার ৩ ফুট, নাক ৪ ফুট, মাথার ব্যাস ২৬ ফুট। ১০০০ বছর আগে স্থানীয় ভাস্কর অর্ককীর্তির সৃষ্টি বাওন গজাজী।

তেমনই খারগাঁও থেকে ১৮ কিমি দূরে ওয়ান (Oon)-ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। সহস্র বছর আগে মালোয়ার পারমার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ডজনখানেক হিন্দু ও জৈন মন্দির গড়ে ওঠে ওয়ানে। খাজুরাহোর সাথে সামঞ্জস্য মেলে মন্দিরভাস্কর্যে।

ওঙ্কারেশ্বর মন্দির

উৎসাহীরা দিনে দিনে ইন্দোর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে বা রেল স্টেশনের কাছে বাস স্ট্যান্ড থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সার্ভিস বাসে ৭৭ কিমি বা ১-৩০, ৪-৩০, ১১-৩০, ১৫-২০এর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘণ্টা তিনেকে ইন্দোর-মউ-খাণ্ডোয়া রেলের ওঙ্কারেশ্বর রোড পৌঁছে ৯ কিমি দূরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম দুই জ্যোতির্লিঙ্গ—ওঙ্কারেশ্বর ও মণিলেশ্বর মন্দির দু'টি দেখে নিতে পারেন। মাণ্ডু দেখে মউ ফিরে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ২½ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে ওঙ্কারেশ্বর রোড। উজ্জয়িন থেকেও ইন্দোর হয়ে রেল আসছে মউ-এ। আবার হাওড়া থেকে মুম্বাই ভায়া এলাহাবাদ রেলের খাণ্ডোয়া জং পৌঁছে রেলে ৬০ কিমি দূরের ওঙ্কারেশ্বর রোড গিয়ে বাসে চলা যেতে পারে ৯ কিমি দূরে নর্মদাতীরে

মন্দিরতীর্থ ওঙ্কারেশ্বর। বাস আসছে ১৪০ কিমি দূরের উজ্জয়িন ছাড়াও ইন্দোর, ধার, মউ, মাণ্ডু, খাণ্ডোয়া থেকেও ওঙ্কারেশ্বর তথা মান্ধাতায়। সরাসরি বাসের অমিলে ১২ কিমি দূরের মরটক্কা মোড়ে বদল করেও চলা যেতে পারে। রাত্রিকালীন সার্ভিসে বাস যাচ্ছে রাজস্থানের কোটা, চিতোর, জয়পুরও ওঙ্কারেশ্বর থেকে। বাসস্ট্যান্ড নর্মদার দক্ষিণ তীরে, মূল ভূখণ্ডে অতীতের ব্রহ্মাপুরী আর ওঙ্কারেশ্বর মন্দির উত্তর তীরের দ্বীপভূমে তথা শিবপুরীতে।

চলার পথে ধুনীবালা দাদাজী দরবার, শিবাজীর আরাধ্যা ভবানী মন্দির দেখে চলা যায় খাণ্ডোয়ায়। এমনকি মুম্বাই চলচ্চিত্রের অশোক-কিশোর দুই বাঙালি শিল্পীর জন্মভূমিও এই খাণ্ডোয়া। থাকারও নানান ব্যবস্থা— *Grand H,* ✆ 22020, S ১২৫-২৫০ D ২২৫-৩৫০ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; *Motimahal, Darshan, Tripti L* আছে খাণ্ডোয়ায়।

নর্মদা ও কাবেরী নদীর সঙ্গমে ১½×১ কিমি ব্যাপ্ত হিন্দুধর্মের পবিত্রতম ওঁ-রূপী দ্বীপে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে এই মন্দিররাজি। সেতুতে পারাপার, দু'পাশে মন্দিরময় বিন্ধ্যপর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—তারই মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে কুলুকুলু তানে পুব থেকে পশ্চিমে নর্মদা। নর্মদা সেতু পেরুতেই ঘিঞ্জি গলিপথে সামান্য যেতে ওঙ্কার পর্বতের ঢালে মন্দির হয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম স্বয়ম্ভু দেবতা শিব তথা ওঙ্কারেশ্বরের। সফ্ট স্টোনে কারুকার্যময় মন্দির গড়েন পিতৃ গর্ভে জাত সূর্য বংশীয় রাজা মান্ধাতা। তাই শ্রীওঙ্কার মান্ধাতাও বলে থাকে লোকে ওঙ্কারেশ্বরকে। তিন শতাধিক সিঁড়ি পথে গণেশ মন্দির—দেবতা পঞ্চমুখী। জনশ্রুতি, এখানেই সিদ্ধিদাতার দর্শন পান মান্ধাতা। আরও উঠতে অহল্যা বাঈয়ের তৈরি শ্বেত পাথরের নন্দীর মন্দির রেখে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বার। ১০১টি স্তম্ভের উপর ৫ তলা মন্দির। প্রথম তলে রাজা মান্ধাতার পূজিত ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, দ্বিতলে মহাকালেশ্বর, ত্রিতলে সিদ্ধনাথ শিব, চতুর্থ তলে ছোট্ট প্রকোষ্ঠে গুপ্তেশ্বর আর পঞ্চম তলে সোনায় মোড়া চুড়োর নিচে গোলাকার এক ছোট্ট প্রকোষ্ঠে সিন্দূর মাখানো এক ত্রিশূল অর্থাৎ ধ্বজাধারী দ্বিজেশ্বর। চারপাশের প্রকৃতিও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে।

ওঙ্কারনাথের বাঁয়ে ঢালু পথে শঙ্করাচার্য গুহা তথা আচার্য শঙ্করের সাধনপীঠ ও তাঁর আচার্য গোবিন্দপাদের সমাধি রয়েছে। কিংবদন্তী, এই গুহাতেই ধ্যানে বসেন আচার্য শঙ্কর—দর্শনও মেলে গোবিন্দপাদের। মূর্তি হয়েছে আচার্যর। আর আছেন শ্বেত মর্মরে দেবী মহাকালী গুহামন্দিরে। গুহার পাশে কোটিতীর্থ ঘাট—সিঁড়ি নেমেছে ধাপে ধাপে নর্মদায়। তবে, ১১ শতকে গজনীর মামুদ ধ্বংসে করে নানান কিছু। আর মোগলকালে অরণ্যে হারিয়ে যেতে পুনের পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও নতুন করে মন্দির গড়েন নর্মদার দক্ষিণ পাড়ে ঈষৎ সবুজ রঙের বীরখালা পাহাড়ে। দেবতাও অধিষ্ঠিত হন অমরেশ্বর বা মণিলেশ্বর। আরও পরে ওঙ্কারেশ্বর খুঁজে পেতে দুই দেবতাই পূজিত হচ্ছেন—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতমও এই দুই দেবতা।

পুণ্যার্থীদের ১১ কিমি পরিক্রমার প্রথাও আছে ওঙ্কারেশ্বরে। পরিক্রমা পথে হিন্দু দেবদেবীর নানান মন্দির। তিন শতাধিক সিঁড়ি উঠে গৌরী-সোমনাথ মন্দির। দেবতা কালো রঙের লিঙ্গমূর্তি, নন্দী হয়েছে সবুজ পাথরে। পথ চলে ভাঙাচোরা ভাস্কর্যের মাঝ দিয়ে। তেমনই আছে রামভক্ত হনুমানের উপদ্রব সারা পাহাড়ভূমে। নদীর জলে কুমির আছে, স্নান নৈব নৈব চ। কিছুকাল আগেও পাহাড় থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে মৃত্যুবরণ পুণ্য বলে গণ্য হত। তবে, ১৮২৪এ আইন করে বন্ধ হয়েছে সে-প্রথা। এছাড়া ওঙ্কারজীর অদূরে নর্মদার উত্তর তীরে সিদ্ধকূট পাহাড়ে ধ্বংসস্তূপের মাঝে আছে বিষ্ণু ও নানান জৈন মন্দির। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর কালে জৈন তীর্থরূপে এর প্রসিদ্ধিও ছিল। নানান সাধক সিদ্ধিলাভও করেন—নাম তাই সিদ্ধকূট। প্রকৃতিও সুন্দর। নৌকাবিহারে সাঙ্গ করুন সিদ্ধকূট দর্শন। এছাড়াও বিষ্ণু মন্দির আছে আরও এক—নর্মদা যেখানে দ্বি-ধারায় প্রবাহিত। বরাহ ছাড়াও বিরাটাকার ২৪টি মূর্তি হয়েছে সবুজ পাথরে বিষ্ণুর। আর আছে ১২ হাতের দেবী চামুণ্ডেশ্বরী, ৬ কিমি দূরে ১০ শতকের সপ্তমাতৃকার মন্দিররাজি, ৯ কিমি দূরে সুন্দর প্রকৃতির জন্য কাজলরানী গুহা। শিবরাত্রি ও কার্তিক পূর্ণিমায় জাঁকালো মেলা বসে। থাকার জন্য মন্দির কমিটির *Holkar GH, Ahalyabai Charity Trust, FRH* ও জাঠ, রাজস্থানী ছাড়াও নানান *ধরমশালা, প্রাইভেট হোটেল* আছে।

মহেশ্বর

ওঙ্কারেশ্বর বেড়িয়ে বারওয়া হয়ে ৬১ কিমি দূরের মহেশ্বরও চলা যেতে পারে বাসে বাসে। বাস আসছে নিকটতম রেল স্টেশন রতনাম-খাণ্ডোয়া মিটারগেজ রেলপথের বারওয়া ৩৯, ইন্দোর ৯১, খাণ্ডোয়া ১১০ কিমি থেকেও। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের মহিষ্মতীই আজ হয়েছে মহেশ্বর। প্রতিষ্ঠাতার নামে নাম। অতীতে শিক্ষা-দীক্ষা-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল মহেশ্বর। ইন্দোর রাজ্যের রাজধানীও ছিল ইন্দোর গড়ার আগে মহেশ্বরে।

৭ শতকের অতীত গৌরবকে ১৮ শতকে ইন্দোরের *হোলকার কুইন অহল্যাবাঈ নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করেন* নর্মদার পারে অগুনতি মন্দির গড়ে। অহল্যাঘাট, ফানাসে ঘাট, পেশোয়াঘাট, ঘাটের পর ঘাট নর্মদায়। দিনভর নানান হিন্দু উপাচার পালিত হচ্ছে ঘাট থেকে ঘাটে। তেমনই বাতাসকে ভারি করে তোলে মর্মরের সতী স্মারকগুলি—যাঁরা স্বামীদের চিতায় জীবন্ত সহমৃতা হন। মন্দিরগুলিও যেন নর্মদার জলে ঝুলন্ত—কালেশ্বর, রাজারাজেশ্বর, বিঠলেশ্বর, ভাস্কর্যমণ্ডিত অহিলেশ্বর উল্লেখ্য। তেমনই বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩ কিমি দূরের দুর্গে আছে অহল্যাবাঈয়ের

প্রাসাদ তথা রাজওয়াড়া। এরই এক অংশে রাজগদ্দী বা জাঁকজমকহীন দরবারে রানী অহল্যাবাঈয়ের তৈলচিত্র। রাজওয়াড়ার দক্ষিণে ঠাকুরঘর অর্থাৎ দেবপূজায়—সোনার দোলনায় বালমুকুন্দ আসীন। হোলকার পরিবারের স্মারক মিউজিয়ম, পারিবারিক আসবাবপত্র, দশেরা তীর্থমণ্ডপ, সতী বুরুজ অনন্য দ্রষ্টব্য মহেশ্বরে। অহল্যার (১৭২৫-৯৫) ছত্রিশটিও দর্শনীয়। দশেরা বরণীয় উৎসব। আজও দশেরায় পালকিতে দেবী বের হন শহর পরিক্রমায় মহেশ্বরবাসীর আনুগত্য পেতে। শহরের উপকণ্ঠে সহস্র ধারায় বিভক্তও হয়েছে নর্মদা। আর স্মারকরূপে সঙ্গী করুন মনোলোভা মহেশ্বরের মহেশ্বরী শাড়ি।

Sanjoy L, Vijoy L, Ahilya Trust GH, Government RH, আর *জৈন* ছাড়াও নানান *ধরমশালা* আছে মহেশ্বরে।

উৎসাহীরা মহেশ্বর থেকে ৫ কিমি দূরে নর্মদা তীরে মান্দলেশ্বরও বেড়িয়ে নিতে পারেন। প্রাসাদও আছে হোলকার রাজা টুকোজি রাও দ্বিতীয়র। আর আছে মুসলিম কালের দুর্গ মান্দলেশ্বরে। ক্যান্টনমেন্ট নগরীও হয় ব্রিটিশের ১৮১৯-৬৪তে। আর আজ নিমার এজেন্সীর মূল দপ্তর বসেছে। প্রশস্ত ঘাটও হয়েছে ১২৩ ধাপের সিঁড়ি নেমে নর্মদায়। তবুও যেন বাণিজ্যিক নগরী রূপে সমধিক খ্যাত Mandleshwar আজ।

বুরহানপুর

ইন্দোর ২০০, খান্ডোয়া ৬৯, ভূপাল ৩৩৭ আর ভুসুয়াল ৫৪, জলগাঁও থেকে ৯৯ কিমি দূরে ইটারসী/খান্ডোয়া-ভুসুয়াল রেলপথে বুরহানপুর। খান্ডোয়া ও ভুসুয়াল দুই-ই থেকে এক ঘণ্টার পথ। দিন-রাত্রি জুড়ে নানান ট্রেন। ইন্দোর থেকে খান্ডোয়া হয়ে রেল যাচ্ছে। বাসও সংযোগ গড়েছে ইন্দোর তথা রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের নানান শহরের সঙ্গে বুরহানপুরের। কলকাতা যাত্রীদের ভুসুয়াল থেকে ৯-১৫র কাটনী প্যাসেঞ্জারে ১½ ঘণ্টায় বা নানান এক্স ট্রেনে চলা সুবিধার। ভারত সম্রাজ্ঞী মমতাজের শেষ স্মৃতি বিজড়িত বুরহানপুর। ১৬৩১-এর ১৭ই জুন মৃত্যু হতে সমাধিস্থও হন সম্রাজ্ঞী এই বুরহানপুরে। তবে পরবর্তীকালে আগ্রায় স্থানান্তরিত হয় মরদেহ। তৈরি হয় তাজ মমতাজের সমাধিসৌধ রূপে। মির আদিল শাহ ফারুকীর তৈরি দুর্গ ও প্রাসাদ আজকের বুরহানপুরের মূল আকর্ষণ। ইরানি স্থাপত্যে গড়া কাচ ও রঙবেরঙের টালির স্নানাগারটি খুবই সুন্দর, কারুকার্য নয়নাভিরাম। ওঙ্কারেশ্বর বেড়িয়ে খাণ্ডোয়া হয়ে বা ইন্দোর থেকেই আবার জলগাঁও-এর পথেও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

H Pushpak, **near Bus Stand**; *Sheel L, Nataraj Vishram Griha*, **Gandhi Chowk**; *H Anand*, **Sadar Bzr**; ছাড়াও *PWD-র RH* আছে বুরহানপুরে।

অত্যুৎসাহীরা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের যাদুপুরী আসিরগড় পাহাড় চুড়োয় উষা ও আহিরের তৈরি দুর্গটিও দেখে নিতে পারেন বুরহানপুর থেকে ২০ কিমি বাসে গিয়ে। ১০ শতকের মন্দিরও আছে দেবতা শিবের আসিরগড়ে।

মাণ্ডু

ইন্দোর থেকে প্রতি রবিবার Vijayant Travels ছাড়াও নানান সংস্থা আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়ে মাণ্ডু ও বাঘ গুহা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। রেল স্টেশন থেকে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফেরে বাস! আর MPTDC ✆ (0731) 521818 মঙ্গল-বুধ-শুক্র-শনি-রবিবার ইন্দোর থেকে সকাল ৯-০০টায় গিয়ে ১৪৫ টাকায় (আহার ও গাইড সহ) মাণ্ডু বেড়িয়ে সাঁঝে ফেরে। এমনকি বর্ষায় মনসুন-ম্যাজিক দেখাতে উইক এন্ড ট্যুরে মাণ্ডু যাচ্ছে ভূপাল ও ইন্দোর থেকে। আবার সকাল ৮-০০টার সার্ভিস বাসে ইন্দোর (গাঙ্গোলী স্ট্যান্ড) থেকে গিয়ে মাণ্ডু বেড়িয়ে ১৭-০০টার বাসে ফেরাও যেতে পারে ইন্দোরে। ৩ ভাগে ভাগ হয়েছে মাণ্ডুর দর্শন। বাজারের ডাইনে Royal Enclave, সোজা গিয়ে সর্ব দক্ষিণে ৫ কিমি দূরে Rewa Kund, দুই-এর মাঝে বসতিকে ঘিরে Village Group. মাণ্ডু দেখতে অটো মেলে শ'দেড়েক টাকায়, আর গাইড চার্জ ৬০। ঘণ্টাপাঁচেকে দেখেও নেওয়া যেতে পারে মাণ্ডু। আবার যাতায়াতের চুক্তিতে ট্যাক্সি নিয়ে ইন্দোর থেকেও সাঙ্গ করা যায় মাণ্ডু দর্শন। তবে, ১ রাত মাণ্ডু অবস্থানে মাধুর্য বাড়ে। বেড়াবার মরসুম গ্রীষ্ম এড়িয়ে সারা বছর হলেও অক্টোবর থেকে মার্চ মনোরম। তবে বর্ষায় মাধুরী বাড়ে মাণ্ডুর। সারা পাহাড়-খণ্ডে তখন সবুজ রঙ ধরে। যাত্রীও আসেন দূর-দূরান্ত থেকে ম্যাজিক-বৃষ্টি দেখতে মাণ্ডুতে। শীতে সাধারণ উলেনই যথেষ্ট মাণ্ডু ভ্রমণে।

মুম্বাই-আগ্রা জাতীয় সড়কে গুজারি থেকে ১৯ আর ইন্দোর থেকে ৯৫ কিমি দূরে মাণ্ডু। সুন্দর সড়কপথে নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। ইন্দোর থেকে NH 3-এ ২৩ কিমি যেতে ক্যান্টনমেন্ট নগরী মউ হয়ে বাস যাচ্ছে। বাস যাচ্ছে বিকল্প পথে ধার হয়েও ইন্দোর থেকে মাণ্ডু। বাসের আধিক্যও (ঘণ্টায় ঘণ্টায়) মেলে ধার-এ বাস বদল করে মাণ্ডু যাতায়াতে। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে অদূরে বৈষ্ণব মন্দিরের কাছে চৌরাহা অর্থাৎ চৌমাথা থেকে। আবার ৭-৮শ' টাকায় গাড়িতেও সাঙ্গ করা যায় ইন্দোর থেকে মাণ্ডু দর্শন। রাজধানী শহর ভূপাল থেকেও ৭ ঘণ্টায় বাস আসছে ২৮৫ কিমি দূরের মাণ্ডুতে। আর মাণ্ডু থেকে ৫-৩০টায় ভূপাল, ৭-১৫, ১১-৩০ ও ১৭-০০টায় ইন্দোর, ১৫-০০টায় উজ্জয়িন (১৪৬ কিমি) ছাড়াও নিয়মিত বাস যাচ্ছে ধারে। নিকটতম রেল স্টেশন মউ ৬৬, ইন্দোর ৯৫, রাটলাম ১০৫ কিমি। বাসও সংযোগ গড়েছে রেল সংযোগকারী ত্রয়ীর সাথে। এমনকি গুজরাটের আমেদাবাদ ও ভাদোদরার সঙ্গেও বাস সংযোগ রয়েছে মাণ্ডুর ৩৫ কিমি দূরে আমেদাবাদ-ইন্দোর সড়কের ধার হয়ে। নিকটতম বিমানবন্দর ইন্দোরে।

বিন্ধ্য পর্বতের উপত্যকায় ২০০০ ফুট উঁচুতে ৪৫ কিমি দীর্ঘ দেওয়ালে গড়া ব্যূহে ২০ বর্গ কিমি জুড়ে দুর্গনগরী মাণ্ডু। পাথরের বুকে প্রেমের কবিতা মাণ্ডু। জাহাঙ্গীরের মতে *Shadiabad* অর্থাৎ *সিটি অব জয়* বা আনন্দনগরী

ছিল সুন্দরী মাণ্ডু। তবে আজকের পর্যটকদের কাছে মাণ্ডু এক ভুতুড়ে শহর। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। বর্ষায় রূপসী মাণ্ডুর রূপ বাড়ে। জলচর পাখিরা সাথী খোঁজে লেকের পাড়ে। রাতের বেলায় বাঘের দর্শন না-মিললেও গর্জন শোনা অসম্ভব নয় শহর থেকে। খুবই সুন্দর মাণ্ডুর অতীত রোমন্থন। মধ্য প্রদেশ ভ্রমণার্থী-দের একান্তই উচিত হবে মাণ্ডু বেড়িয়ে নেওয়া।

১০ শতকে হিন্দুরাজা ভূজের (১০১০-১০৪২) হাতে রিট্রিট রূপে মাণ্ডুর পত্তন। ১১ শতকে পারমার রাজারা মালোয়াকে স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে গড়ে তোলেন। রূপসী মাণ্ডু হয় তার রাজধানী। নাম ছিল তার মাণ্ডবগড়। তবে দীর্ঘ অতীতে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ দেও রাজপুতের গড়া মাণ্ডপা ছিল সেদিনের মাণ্ডবগড়ে। ১৩০৪এ মালোয়া যায় ঘোরী ও খিলজী রাজদের দখলে। আর দিল্লী যখন মোগলরা জয় করে ১৪০১এ তখনই মালোয়ার গভর্নর আফগান নায়ক দিলওয়ারা খান মাণ্ডুকে স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে ঘোষণা করেন। মাণ্ডুর প্রগতিরও শুরু এই দিলওয়ারার কালে। গড়েও ওঠে বাড়িঘর আফগান স্থাপত্যে।

দিলওয়ারার পুত্র হোসাঙ শাহ ১৪০৫এ ক্ষমতায় বসে আবার রাজধানী ফিরিয়ে আনেন ধার থেকে মাণ্ডুতে। নিজের নামে অলঙ্কার জুড়ে হোসাঙ শাহ ঘোরী হলেন সম্রাট। ১৪০৫-১৪৩২এর শাসনকালে তৈরি দুর্গ নগরীর প্রবেশদ্বার ১২ হলেও মুখ্য দিল্লী দরওয়াজা, জামি মসজিদ, নিজ-সমাধি, হোসাঙ শাহ-র শিল্প প্রতিভার অনবদ্য স্বাক্ষর। এক বছরের শাসক হোসাঙ-পুত্র মুহম্মদকে বিষপানে হত্যা করে ক্ষমতায় এলেন মামুদ শাহ। ৩৩ বছরের শাসনকালে নানান সঙ্কটে লিপ্ত থাকেন মামুদ। আর ১৪৬৯এ মামুদের পুত্র গিয়াসুদ্দিন ৪৭ বছর বয়সে ক্ষমতায় বসে ভোগ-বিলাসেই কাটিয়ে দেন ৩১টি বছর। অবশেষে ১৫০০তে পুত্র নাসিরুদ্দিনের চক্রান্তে বিষক্রিয়ায় প্রাণ দেন গিয়া-সুদ্দিন। জনশ্রুতি, পিতৃহত্যার দায়ে মারাও যান ১৫১০এ অপঘাতে নাসিরুদ্দিন। নাসিরুদ্দিনের পর সিংহাসনে বসেন পুত্র মামুদ। অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগে ১৫২৬এ গুজরাটের বাহাদুর শাহ জয় করে নেন মাণ্ডু। আর ১৫৩৪এ মোগল সম্রাট হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে হারিয়ে মাণ্ডু জয় করলেও দখল যায় শাহ রাজদের এক সামরিক কর্মীর হাতে।

অবশেষে নানান ভাগ্য বিড়ম্বনার মাঝ দিয়ে ১৫৫৪য় ক্ষমতায় বসেন সুজার পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ মালিক বায়াজিদ। সিংহাসনে বসে নামান্তর ঘটে বায়াজিদ হন বাজ বাহাদুর। রাজকার্য থেকেও সঙ্গীত ছিল তার প্রিয়। তেমনই, সঙ্গীতজ্ঞা সুন্দরী হিন্দুকন্যা *লেডি অব লোটাস* রূপমতীর (মেষ-পালিকা) প্রেমে বিভোর ছিলেন বাজ বাহাদুর। রূপমতীর রূপে মুগ্ধ আকবরও মাণ্ডু জয় করেন ১৫৬১তে। মোগল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে বাজ বাহাদুর পালিয়ে যেতে ধ্বংসও পায় নানান সৌধ মোগলী-যুদ্ধে। পরবর্তীকালে মাণ্ডুর প্রকৃতি ও রূপে মুগ্ধ জাহাঙ্গীর প্রলেপ লাগান ক্ষতে। আবার ক্ষমতা বদল—মাণ্ডু যায় মোগল থেকে মারাঠা দখলে। রাজ্যপাট স্থানান্তরিত হয় মাণ্ডু থেকে ধারে। মাণ্ডু হয়ে পড়ে ভুতুড়ে শহর। তবে, চমকপ্রদ ইতিহাসের সঙ্গে সেযুগের কীর্তিকলাপে মাণ্ডু আজও গৌরবান্বিত।

সেন্ট্রাল গ্রুপ : ৩টি (আলমগীর, দিল্লী ও ভাঙ্গী) দরওয়াজা গলিয়ে বাস পৌঁছায় পর্যটকপ্রিয় মাণ্ডুর বাজার অর্থাৎ Village Groupএ। বাস থেকে নামতেই পেছনে মামুদ শাহর তৈরি মার্বেল পাথরের বিধ্বস্ত **আসরফি মহল**। পারমার রাজাদের কালের সংস্কৃত স্কুল ১৪৪৫এ মামুদ রূপান্তরিত মাদ্রাসায় টাওয়ার বসিয়ে রূপ নেয় মেবারের রাণা কুম্ভকে হারিয়ে চিতোরের অনুকরণে ১৫২ ফুট উঁচু ৭ তলা বিজয়স্তম্ভের। তবে আজ বিধ্বস্ত হয়ে প্রথম তলাটি দাঁড়িয়ে। আর ১৪৬৯-এ রূপান্তর ঘটে মামুদ শাহর সমাধি রূপে আসরফি মহল। *আসরফি* অর্থ স্বর্ণমুদ্রা। নূরজাহানের মাণ্ডু সফর-স্মৃতিও জড়িয়ে আছে জাহাঙ্গীরের এই নাম-করণে। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের পাশে ৯৫৭ সংবত-এ তৈরি রামমন্দির। তবে, অতীত ধ্বংস পেতে নতুন করে মন্দির হয়েছে ১৮২৩এ। দেবতা—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।

এরই বিপরীতে দামাস্কাসের Omayyed Mosque-এর রেপ্লিকা হয়ে আফগান শিল্পের নিদর্শন ৮০ মি বর্গাকার জামি মসজিদ। হোসাঙ শাহর হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৪৫৩তে মামুদ শাহর হাতে। তবে, এর প্রবেশ দ্বারের ডোমটিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন স্থাপত্য প্রতীয়মান। তাই হয়তো-বা হিন্দু রাজার আমদরবারই রূপান্তরিত হয়েছে মসজিদে। এর কারুকার্য ও জালির কাজ সুন্দর। অগুনতি স্তম্ভ, গম্বুজ হয়েছে শিরে। ৮-৩০—১৭-০০টায় খোলা।

জামি মসজিদ লাগোয়া পাঠান স্থাপত্যে গড়া **হোসাঙ শাহর সমাধি**। আর আছেন বেগম ও দুই পুত্র, পাশে মেয়ে-জামাই সমাহিত। নিজের হাতে এর নির্মাণ শুরু হলেও শেষ হয় মৃত্যুর ৫ বছর পরে হোসাঙ-পুত্রের হাতে ১৪৪০এ। শ্বেতমর্মরে হিন্দু-মুসলিম শৈলীতে তৈরি ভারতে প্রথম সৌধও এই সমাধি। শিরে গম্বুজ, পাথর কুঁদে জালির কাজও সুন্দর। এর অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে শাজাহান ওস্তাদ হামিদ ছাড়াও তিন স্থপতি পাঠিয়েছিলেন তাজ তৈরির আগে। তবে, সম্ভবত অতীতে ভূজের তৈরি শিবমন্দির ছিল এটি। আকন্দ, পদ্ম ও রুদ্রাক্ষের মালা আজও দৃশ্যমান। তোপ মিউজিকও শুনে নিতে পারেন চত্বরের তোপ তিনটিতে। অদূরে রামমন্দির।

রয়্যাল গ্রুপ : বামহাতি পথ ধরে সামান্য এগুতেই Royal Enclave গ্রুপের **লোহানী কেভস**। পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে। অদূরেই মুঞ্জ ও কাপুর কৃত্রিম দুই হ্রদের মাঝে ১২০×১৫ মিটারের জাহাজ বাড়ির প্রাসাদ দ্বিতল **জাহাজ মহল**। কল্পনার রঙ লাগিয়ে পাথরে গড়া এই মহলের গঠনৈপুণ্য পর্যটকদের অভিভূত করে। চন্দ্রালোকে লেকের

জলে এর প্রতিবিম্ব—সত্যই যেন জাহাজ ভাসে। তাবেলী মহল থেকে এ-দৃশ্য অতীব মনোরম। তবে তৈরি এটি গিয়াসুদ্দিনের হাতে হারেম মহল রূপে। দ্বিমতে মালোয়া রাজ মুঞ্জদেবের কালে গ্রীষ্মাবাস রূপে গড়া হয় এই প্রাসাদ। উত্তরের বাথরুমের বিন্যাস এমনই যে মনে হবে হারেমের ১৫০০০ মোহিনী আজও সাথীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। বিপরীতে রাজদরবারের অশ্বশালা দ্বিতল তাবেলী মহল।

সামান্য যেতে প্রজাদের সঙ্গে রাজাদের মিটিং-হল্ বেলেপাথরের **হিন্দোলা মহলটিরও** তুলনা হয় না। গিয়াসুদ্দিনের তৈরি, দোদুল্যমান মহল নামে খ্যাত এটি। জাফরির কাজ অনন্য করে তুলেছে একে। নানান হিন্দু দেবমূর্তিও দৃশ্যমান এর অলঙ্করণে। এমনকি দেবতা বিষ্ণুর মূর্তিটি উল্টো করে প্রোথিত। এর হলটি T আকারের, দেওয়ালগুলি ৭৭ ডিগ্রি কোনাকুনি তৈরি, প্রথম দর্শনে ঝুলন্ত মনে হবে। সম্ভবত সম্রাটের হাতির পিঠে দ্বিতলে ওঠার জন্যই এর এই আকৃতি। জনশ্রুতি, নুরজাহান দোলনা চড়তেন হিন্দোলা মহলে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত মহলগুলির মধ্যে লেকের উত্তরে রূপমতীর মহল অর্থাৎ **চম্পা বাউড়ি** বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নামকরণের মাহাত্ম্য—বাউড়ির জলে চম্পক ফুলের সুরভি মেলে। দ্বিমতে, রানীর নামে নাম বা ফুলের ঢঙে রূপ বলে। ভূগর্ভস্থ একটি পথও গিয়েছে এই মহল থেকে। ঠাণ্ডা ও গরম জল মিলত সেকালে। জল না-থাকলেও রূপমতীর হামামটি দর্শনীয়। এরই পাশে ১৪০৫এ তৈরি দিলওয়ারা খানের **মকবারা** তথা মসজিদ। বামে মোগল ও রোমান স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরি বিধ্বস্ত **জলমহল** ছাড়াও রয়েছে নাহার ঝরোখা (টাইগার ব্যালকনি), উজালি (উজ্জ্বল) ও আন্ধেরি (অন্ধকার) ২টি বৃহৎ কূপ অর্থাৎ বাওলি, গদা শাহর দোকান ও বাড়ি।

রেওয়া কুণ্ড গ্রুপ: সাগর তালাও পেরিয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫ কিমি দক্ষিণে আফগান স্থাপত্যে গড়া **রূপমতী প্যাভিলিয়ন** অর্থাৎ প্রমোদ নিকেতন। ২টি চবুতরা, গম্বুজের মতো। তৈরি যদিও শত্রু পর্যবেক্ষণের জন্য, তবে দূরে বহুদূরে (২৬ কিমি) নিমার উপত্যকায় প্রবহমানা নর্মদা (মোক্ষদা) দর্শনে আসতেন মানসিংহ রাঠোরের কন্যা রূপমতী ৩৬৫মি উঁচুতে তৈরি মহলে। প্রকৃতি মনোরম। সূর্যাস্ত ও চন্দ্রালোক পরিবেশকে মধুময় করে তোলে।

লাগোয়া পাহাড় ঢালে প্রাসাদে জল পেতে বাজবাহাদুরের তৈরি রেওয়া কুণ্ডের পাড়ে রাজস্থানী ও মোগলী শৈলীতে গড়া মাণ্ডুরাজ **বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ** অর্থাৎ দুর্গটিও পর্যটকদের আর এক দ্রষ্টব্য। ১৫০৮এ তৈরি মাইক-হীন যুগের সঙ্গীত মহলটির অভিনবত্ব আছে। রূপমতী ও বাজবাহাদুরের গান ও তানের মজলিশ বসত। এদের প্রেমোপাখ্যান আজও গাথা হয়ে ফেরে ভাট-চারণদের মুখে। এমনকি রূপমতীর রূপে মুগ্ধ আকবর সেনাপতি আদম খাঁ-কে পাঠান মাণ্ডু জয় করে রূপমতীকে পেতে। যুদ্ধ এড়িয়ে বাজ বাহাদুর পালিয়ে যেতে মাণ্ডু দখল হলেও আদমের নিষ্ঠুরতায় আহত রূপমতী বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

অন্যান্য মনুমেন্ট : অভিনবত্ব আছে ১৬ শতকে রেড স্টোনে তৈরি **নীলকণ্ঠ প্রাসাদের**। ধাপে-ধাপে সিঁড়ি বেয়ে সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে খাড়া পাহাড়ী ঢালে অতীতের শিব মন্দিরের কাছে মোগল গভর্নর শাহ্ বাদগাহ্ খান আকবরের হিন্দু মহিষীর জন্য প্রাসাদ গড়েন। মাণ্ডুর গৌরব গাথাও উল্লিখিত হয়েছে দেওয়ালে। জাহাঙ্গীরেরও খুব প্রিয় ছিল সাগর তালাও-এর জলে ঘেরা এই মোগলী প্রাসাদ। আর মাণ্ডু জয় করে ১৭৩২এ বাজীরাও ১-এর হাতে সংস্কারের সাথে হিন্দুর দেবতা শিব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা। আফ্রিকা-জাত *baobab* গাছে ছাওয়া মন্দির। বানরেরা লাফিয়ে চলে গাছ থেকে গাছে। জীবন্ত সাপেরাও বিচরণ করে—এমনকি ফণাও ধরে দেবশিরে কখনো-সখনো। ধারা নামছে শিবের মাথায় আর শিবঠাকুরের কণ্ঠ নীল—নামটিও তাই **নীলকণ্ঠ**।

অদূরে নদী নামছে পাহাড় থেকে। স্বল্প যেতে পথের পুবে **হাতি মহল** অর্থাৎ হাতিশালা—হাতির পায়ের আদলে তৈরি পিলারে ভর করে গম্বুজ। পাশেই দরিয়া খানের সমাধি। *নাহার ঝরোখা*—নাহার অর্থ বাঘ, অর্থাৎ বাঘ শিকারের স্থান। জনশ্রুতি, জাহাঙ্গীরের তৈরি ঝরোখা থেকে প্রজাদের দর্শন দিতেন সম্রাট। আর রয়েছে সাগরতালাও-এর পাড়ে শব্দের প্রতিধ্বনি **ইকো পয়েন্ট**। পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বার-বার ফিরে আসে শেষ কথাটি। আরও যেতে রয়্যাল এনক্লেভের কাছে নিরালা-নিভৃতে পাহাড়ের বুকে **সানসেট পয়েন্ট** থেকে মাণ্ডুর প্রকৃতির সাথে সূর্যাস্তও সুন্দর দেখায়। আর আছে জৈন মন্দির একখাম্বা ও চোরকোট। মাণ্ডুর নবতম আকর্ষণ শীতের শেষে মাণ্ডু বা মালব উৎসব। সাঙ্গ হল মাণ্ডু দর্শন। এবার বাসে ধার বা উজ্জয়িনি চলুন। তবে উৎসাহীদের ধার ও বাঘ গুহা বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে মাণ্ডু থেকে বাসে ধারে পৌঁছে। মাণ্ডুতে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে সপ্তাহে ২ দিন ২ ঘণ্টা করে।

শহরে ঢুকতে Mandu-454010, STD : 07292এ—MPTDC-র *Travellers' L*, near SADA Barrier, ✆ 63221, S ২৯০, D ৩৭৫; বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে ১ কিমি যেতে *Tourist Bungalow/Cottages*, Roopmati Rd, ✆ 63235, S ২৯০, ৪৯০, D ৩৭৫, ৫৯০, A/c S ৬৯০, D ৭৯০; কল বুকিং : Linkage ✆ 2465171. বাস স্ট্যান্ডে SADA-র *পর্যটক নিবাস*, PWD-র *RH, FRH, পঞ্চায়েত, জৈন ও রাম মন্দির ধরমশালা*; অতি সাধারণ *H Nandanvan; H Roopmati*; ছাড়াও ১ কিমি দূরে জাহাজ মহলের বিপরীতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪ ঘরের *Taveli Mahal RH*, ✆ 63225-এ ডাবল বেডের ঘর, খাবারও মেলে অগ্রিম অর্ডারে। পূর্ণিমা রাতে চন্দ্রালোকে অবগাহন করে King for a night বনে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় তাবেলী মহলে এক রাত অবস্থানে। সামনে জাহাজ মহল, দিগন্ত বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ, দূরে

আরও দূরে চক্রাকারে ব্যূহ গড়েছে পাহাড় শ্রেণী। নয়নাভিরাম মাণ্ডুর আরও সুন্দর এর প্রকৃতি। আহার্যও মেলে প্রায় সর্বত্র। তবুও জামি মসজিদের বিপরীতে *Reluxe Point* ও *Khalsu Restaurant* ভেজি মিলে যথেষ্ট খ্যাত।

ধার

মাণ্ডু-উজ্জয়িন, ইন্দোর-আমেদাবাদ বাস সড়কে মাণ্ডু থেকে ৩৫, আর ইন্দোরের ৬৪ কিমি পশ্চিমে জেলাসদর ধার। বাঘ গুহারও পথ গিয়েছে ধার হয়ে। বাস যাচ্ছে। পারমার রাজা ভূজের (১০০০-৫৫) হাতে ধারের গোড়াপত্তন। বার বার যুদ্ধে হেরে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র গেলেও ১৭৩২এ ধারে ফেরে পারমার রাজা। রাজত্বও করে পারমার রাজারা সেই থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত। হিন্দু-আফগান-মোগল স্থাপত্যে গড়া ধারের দুর্গ অতীতের ভোজশালা অর্থাৎ ভোজের কালের সরস্বতী মন্দিরটিতে আধা জুড়ে লাট (Laat) মসজিদ—দেবী মূর্তি দেশান্তরিত হয়ে লন্ডন মিউজিয়মে। মুসলিম ফকির কামাল মৌলার সমাধি ও লেকের জন্যও ধারের প্রশস্তি আছে। জনশ্রুতি, ধারের ৩ কিমি দূরে কালীস্থান—কালীদাসের সাধন ক্ষেত্র। আর আছে লক্ষ্মী মন্দির, ফাড়কে স্টুডিও ধারে। *CH, PWD RH, Purnima H, Shankar* ও *Shriram L* আছে ধারে।

বাঘ গুহা

বাঘানী নদীর পাড়ে ৮০০ ফুট উঁচুতে বিন্ধ্যপর্বতে লাল বেলেপাথরের পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে হীনযান বিহারধর্মী বৌদ্ধ গুহা। সুন্দর ছবিতে অলঙ্কৃত। সম্ভবত ৫ থেকে ৭ শতকের হবে। ভারতের দ্বিতীয় অজন্তা এই বাঘ গুহা। অতীতের ৯টি গুহার মধ্যে ৫টি আজও পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। বাকি ৪টি অনাদর আর অবহেলায় বিধ্বস্ত। এদের মধ্যে ৪ নম্বর অর্থাৎ রংমহল গুহাটির অলঙ্করণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নানান আখ্যান ম্যুরালে রূপ পেয়েছে। ক্রন্দনরতা শোকাভিভূতা নারী চিত্রটি অনবদ্য। গুহার বাইরের বিরাটাকার যম মূর্তিটিও আকর্ষণীয়। তবে পাহাড় চুঁইয়ে জল পড়ে পড়ে এরা আজ ধ্বংসের কাল গুনছে। এর অনুলিপি গোয়ালিয়র প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়মে দেখে নেওয়া যায়। পঞ্চপাণ্ডবের গুহা বলেও প্রসিদ্ধি আছে এদের। যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীও কম বাঘে।

ধার থেকে ভাদোদরাগামী বাসে ৯৭ আর ইন্দোর থেকে ১৫৮ কিমি দূরে গুজরাট সীমান্তে বাঘ গ্রাম। গ্রাম থেকে ৭ আর বাসসড়ক থেকে ৩ কিমি আরণ্যক পথে পায়ে গিয়ে গুহা। নিয়মিত যানের অভাব শেষ ৩ কিমিতে। তাই ধার থেকে আলিরাজপুরের বাসে বা চুক্তিতে গাড়ি নিয়ে বা ইন্দোর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে। থাকার দরকার হয় না বাঘ গুহায়। তবে *PWD* ও *Archaeological Department*-এর রেস্ট হাউস আছে। বাঘ দর্শনার্থীরা একদিনে ইন্দোর বেড়িয়ে পরদিন বাঘ গুহা দেখে ধার হয়ে মাণ্ডুতে রাত কাটান। তৃতীয় দিনে মাণ্ডু বেড়িয়ে ১৫-০০টার বাসে সরাসরি উজ্জয়িন পৌছান রাত ২০-০০টায়।

উজ্জয়িন

মহাকরি কালিদাস, সম্রাট অশোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য অবন্তিকা কালে কালে উজ্জয়িনী আজ হয়েছে উজ্জয়িন। কিংবদন্তী, নর্মদাতীরে দানবরাজ ত্রিপুরীকে হারিয়ে অবন্তীর রাজা শিব নামের বদল ঘটান—অবন্তিপুরা হয় উজ্জয়িনী। সম্রাট অশোকের পিতা বিন্দুসারের রাজ্যপাটও ছিল সেকালের অবন্তিকায়। এমনকি চন্দ্রগুপ্ত ২ (৩৮০-৪১৪ খ্রি) পাটলিপুত্র থেকে সরে এসে রাজধানী গড়েন অবন্তিকাতে। চম্বলের শাখা শিপ্রা নদীর পাড়ে মালব মালভূমিতে ১৬১৪ ফুট উঁচু উপত্যকায় উজ্জয়িন শহর। তবে, পৌরাণিক আখ্যানে মেলে সমুদ্র মন্থনে সৃষ্ট নদী শিপ্রা। জয়ন্ত বাহিত অমৃতকুম্ভের অমৃতও পড়ে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক আর উজ্জয়িনএর শিপ্রা নদীতে। মর্ত্যধামের চারের এক কুম্ভযোগও ঘটে উজ্জয়িন-এর পুণ্যতোয়া শিপ্রা নদীর ঘাটে। মর্ত্যভূমিতে স্বর্গ নেমেছে উজ্জয়িন-এ। পর্যটকদের কাছে আধ্যাত্মিক, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে মহীয়ান উজ্জয়িন-এর আকর্ষণ বহুবিধ। বৌদ্ধ পুঁথিতে মেলে খ্রিপূ ৬ শতকে অবন্তীর রমরমার কথা। এমনকি অবন্তী, বৎস্য, কৌশল ও মগধ চার শক্তিধর রাষ্ট্র ছিল সেকালে। অতীতে চার শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল উজ্জয়িনএ যা আজ লুপ্ত। মহাকবি কালিদাস এই উজ্জয়িনরাজ বিক্রমাদিত্যর সভাকবি ছিলেন। নগরীরও বর্ণনা মেলে তাঁর অমরকাব্য *মেঘদূতমে*। আরও পরে পারমার রাজা শিলাদিত্যকে হারিয়ে মাণ্ডুরাজের দখলে যায় উজ্জয়িন। আর ১২৩৫এ ইলতুৎমিসের ধ্বংসলীলার শিকার হয় উজ্জয়িন। ক্ষতে প্রলেপ লাগান বাজবাহাদুর। বাজবাহাদুর থেকে আকবরের দখলে যেতে প্রাচীরে ঘেরেন উজ্জয়িনকে। লুপ্ত প্রায় প্রাচীরের অংশবিশেষ আজও অবশিষ্ট। আর ইতিহাসকে চমৎকৃত করে ঔরঙ্গজেব অর্থ যোগান হিন্দু মন্দির গড়ে তুলতে। মহারাজা জয় সিং (জয়পুর) মালোয়ার গভর্নর হয়ে নানান মন্দিরের সঙ্গে যন্তর-মন্তর গড়েন উজ্জয়িন-এ। জয় সিংহের পর মারাঠারা আসে দখল নিতে উজ্জয়িন-এর। অবশেষে ১৭৫০এ সিন্ধিয়ারাজের দখলে যায় উজ্জয়িন। আর দৌলত রাও সিন্ধিয়া ১৮১০এ নতুন রাজধানী গড়েন গোয়ালিয়রে। উজ্জয়িন-এর রমরমাও লোপ পেতে থাকে সেই থেকে।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম পুণ্য হিন্দুতীর্থ উজ্জয়িন। সপ্তপুরীর অন্যতমও উজ্জয়িন। ৫১ সতীপীঠেরও এক—সতীর কনুই পড়ে উজ্জয়িন-এ। তবুও বারবার ধ্বংস পেয়েছে পুরাকালের মন্দিররাজি উজ্জয়িন-এ। মন্দিরও হয়েছে অতীতকে অক্ষুন্ন রেখে উত্তরকালে নতুন করে।

ইন্দোর-বিলাসপুর, আমেদাবাদ-বারাণসী, দিল্লী-ইন্দোর রেলপথে উজ্জয়িন। ভূপাল-নাগদা রেলও যাচ্ছে উজ্জয়িন হয়ে। ২২-১৫য় হজরত নিজামুদ্দিন (দিল্লী) ছেড়ে ১২ ঘণ্টায় উজ্জয়িন যাচ্ছে 4006 ইন্দোর এক্স; ১৯-১৫য় নতুন দিল্লী ছেড়ে জম্মু-ইন্দোর মালোয়া এক্সও যাচ্ছে উজ্জয়িন হয়ে। 3 6 দিন 4309 দেরাদুন-উজ্জয়িন এক্স যাচ্ছে নতুন দিল্লী হয়ে। বিলাসপুর-ইন্দোর নর্মদা এক্স, ভূপাল-ইন্দোর এক্স, ইন্দোর-ভূপাল ইন্টারসিটি এক্স, 2 5 7 দিন জয়পুর-চেন্নাই এক্স, বুধবার জয়পুর-ইন্দোর এক্স, ইন্দোর-কোচি অহল্যানগরী এক্স, আমেদাবাদ-বারাণসী/ফৈজাবাদ/ মজঃফরপুর সবরমতী এক্স, রাজকোট-ভূপাল এক্সও যাচ্ছে উজ্জয়িন হয়ে। ৫-০০, ৭-৩৫, ১১-২৫, ১৭-০৫, ২১-৫০, ১-১০এ ট্রেন যাচ্ছে ৫ ঘণ্টায় ভূপাল; ২-০০, ৫-৫৫, ৭-১০, ৮-১২, ১০-১০, ১১-০০, ১১-০৫, ১৭-৫৫, ২০-২৫এ ইন্দোর যাচ্ছে ২ ঘণ্টায়; ৬-১০, ১৪-০০, ২০-০০টায় মউ যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায়; ৬-০০, ১১-০০, ১৭-১০এ ছেড়ে নাগদায় যাচ্ছে ১¼ ঘণ্টায় উজ্জয়িন থেকে। আর হাওড়া থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে শিপ্রা এক্স 3 6 7 দিন ১৫-১৫য় হাওড়া ছেড়ে ৩৬½ ঘণ্টায় উজ্জয়িন পৌঁছে ইন্দোরে। নিকটতম বিমানবন্দর ৫৫ কিমি দূরের ইন্দোরে।

বাস সংযোগ গড়েছে ইন্দোর ৫৫ (গঙ্গোয়াল বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫—১৯-০০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ১½ঘ), মাণ্ডু ১৪৬, ধার ১১২, ভূপাল ১৮৮ (৫ঘ), গোয়ালিয়র ৪৫৫, ওঙ্কারেশ্বর ১২৯, পাঁচমাড়ী ৩৮৩ কিমি ছাড়াও উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানান শহরের সঙ্গে উজ্জয়িন-এর। ৯ ঘণ্টায় ২৬৭ কিমি দূরের রাজস্থানের কোটা যাচ্ছে বাস উজ্জয়িন থেকে। শহরে চলছে টাঙা, অটো, রিকশা ও ট্যাক্সি। একটি অটো চেপে ঘণ্টা পাঁচেকে ১৫০-১৭৫ টাকায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় উজ্জয়িন। আবার রাজ্য সরকারের বাস ২৫ টাকায় ৭-০০ ও ১৪-০০টায় উজ্জয়িন শহর দেখাতে যাচ্ছে। বেড়াবার মরসুম সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাস।

শহর দ্বিখণ্ডিত হয়েছে রেল লাইনে—উত্তর-পশ্চিমে বাজার, মন্দির, শিপ্রার ঘাট তথা পুরাতন শহর। আর দক্ষিণ-পুবে প্রসার পাচ্ছে নতুন করে শহর। হোটেলগুলিও রেল স্টেশনকে ভর করে গড়ে উঠেছে Ujjain, STD: 0734এ। MPTDC-র *H Shipra*, University Rd, ✆ 551495, S ৩০০৲ ৩৯০৲ D ৩৫০৲ ৪৯০৲ A/c S ৫৫০৲ D ৬৫০৲; এদেরই *Yatri Niwas*, near New Bus Stand, ✆ 554198, S ১৯০৲ D ২৫০৲ ডর্মি বেড ৬০৲। U P Tourism-এর দপ্তর বসেছে হোটেল শিপ্রায়। আর M P Tourism-এর দপ্তর রেল স্টেশনে, ✆ 442622. অদূরে রেল ব্রিজের কাছে সিটি করপোরেশনের *Grand H*, R¼B¼, SAB ১০০৲ DAB ১২৫৲ ১৫০৲ ২০০-২৫০৲। Opp Rly Stn : *H Rama Krishna*, SCB ৬০৲ SAB ৬৫-১২৫৲ DCB ১০০৲ DAB ১২৫-১৭৫৲; *H Sagar*, S ৬০৲ D ৮৫-১৫০৲; *H Chandragupta*, S ৬৫-১২৫৲ D ১২৫-২০০৲; *H Surya*, S ১৭৫৲ D ২৫০৲; *Savera H*, S ৪৫-৮০৲ D ৮০-১৫০৲। Near Bus Std: *Vihar L*, S ৪৫৲ D ৮৫৲; *Vikram H*, S ৪০-৮০৲ D ৮৫-১৫০৲; *Adarsha Gupta L*, S ৪৫-৮৫৲ D ৮০-১৫০৲। Near Subhash Statue: *Ram Niwas*, ছাড়াও রয়েছে *Nataraj*, *Srinivas*, *Taj Mahal*, *Sher-E-Punjab*, *Vijoy L*, near Gopal Temple : *H Atlas*, *H Surana Palace*, *H Srimaya*, *H Ajoy*, *H Girnar*, *H Akshya*. আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* ও *সার্কিট হাউস*। ধরমশালাও আছে নানান—*Mahakal*, *Harsidhi*, *Parasram*, *Agarwal*, *Bachhraj*, *Khandelwal*, *Digambar Jain* উজ্জয়িন-এ। তবুও থাকার জন্য *Shipra H*, *Grand H*, *H Surya*-র পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা ভালই।

আহারও মেলে উজ্জয়িন-এর নানান হোটেলে। রেল স্টেশনের বিপরীতে *Chanakya*, *Sudama Restaurant* দু'টি ভালই। হোটেল শিপ্রায় *Navratna Restaurant*টি আহার্যে আজও সেরা।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধিয়া রানী বৈজাবাঈ-এর তৈরি শহরের মধ্যমণি শ্রীদ্বারকাধীশ অর্থাৎ গোপাল মন্দির। ঘিঞ্জি বাজারের মাঝে দোকানপাটে ঠাসা মারাঠা শৈলীর মন্দিরে রুপোর মূর্তি হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের। এমনকি মন্দিরের দরজাগুলিও রুপোর। জনশ্রুতি, সোমনাথ থেকে লুণ্ঠিত হয়ে গজনী ঘুরে লাহোরে আসে দরজা। আর লাহোর থেকে উদ্ধার করে উজ্জয়িন আনেন মহাদজী সিন্ধিয়া। ১৩—১৫-০০টায় মন্দিরদ্বার বন্ধ থাকে। নিচে রামঘাট আর সামনে মোতি মসজিদ। শিপ্রার অপর পাড়ে চিন্তামণি গণেশ মন্দির। মন্দিরে স্বয়ম্ভু দেবতা গণেশ—দু'পাশে দুই সহচর ঋদ্ধি ও সিদ্ধি।

শহরের দক্ষিণে শিপ্রা নদীর পাড়ে উজ্জয়িন-এর মূল আকর্ষণ মহাকালেশ্বর মন্দির। শিখর উঠেছে আকাশ ফুড়ে। অতীতের মূল মন্দির ১২৩৫এ ইলতুৎমিসের হাতে ধ্বংস পেতে নতুন করে ৫ তলা মন্দির গড়েন সিন্ধিয়ারাজ। মাটির তলায় মূল মন্দিরে স্বয়ম্ভু দেবতা মহাকালেশ্বর শিব আর তারই উপরে ওঙ্কারেশ্বর শিব। আর এক অভিনবত্ব তন্ত্রমতে একমাত্র দক্ষিণামূর্তি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম *শক্তির* উৎস এই মহাকালেশ্বর। আর আছেন পার্বতী, গণেশ, কার্তিক—উত্তর-পশ্চিম-পুবে। আর নন্দী রয়েছেন দক্ষিণে। সন্ধ্যারতির মাধুর্য আছে মহাকালেশ্বরে। কিংবদন্তী, সমুদ্রমন্থনের বিষপানে শিব যখন নীলকণ্ঠ তখন ব্রহ্মাই সৃষ্টি স্থিতি রাখতে শিবের সাধনা করে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি শ্রীরাম সব তীর্থের জল এনে পিতৃপিণ্ড দান করেছিলেন এই মহাকালেশ্বরে, সেই জলে হয়েছে কোটীগঙ্গা; স্নানে পুণ্য হয়। পশ্চিম দ্বারে বড় গণপতি, ঋদ্ধি সিদ্ধি, পঞ্চমুখী হনুমান ছাড়াও দেবতা রয়েছেন আরও নানান মহাকালেশ্বর অঙ্গনে।

অদূরে পাহাড় ঢালে ট্যাঙ্কের উপর বড়া গণেশ মন্দির। দেবতা বিশালাকার গণেশ নানান রঙে রঞ্জিত। আর আছেন পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির মাঝে। স্বল্প যেতে রামঘাটে তাল-বেতাল সিদ্ধ তান্ত্রিক রাজা বিক্রমাদিত্যের আরাধ্যা দেবী অন্নপূর্ণা বা হরসিদ্ধি মাতার মন্দির। সিন্দুরে চর্চিত দেবী—দু'পাশে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। সহস্র প্রদীপ জ্বলে নবরাত্রির জাঁকালো উৎসবে। আর ১২৩৫এ বিধ্বস্ত আদি মহাকালের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখে নেওয়া যায় সিন্ধিয়া প্রাসাদের কাছে।

কাশীর গঙ্গার মতো উজ্জয়িন-এর শিপ্রা—নানান

দেবাচার চলছে প্রশস্ত ঘাট জুড়ে। বছর ভর স্নান চললেও প্রতি ১২ বছর অন্তর চৈত্রের পূর্ণিমায় শুরু হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত স্নানের সাথে মেলা বসে কুম্ভের শিপ্রা নদীর রামঘাটে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে কুম্ভে। স্নান করেন পুণ্য আহরণের তরে ত্রিবেণী বা শিপ্রার রামঘাটে। জলে কচ্ছপ আছে। গত কুম্ভ এপ্রিল ১৭—মে ১৬, ১৯৯২ ঘটে গেল উজ্জয়িন-এ। পাড়েই হয়েছে শ্রীরাম মন্দির। আর আছে প্রাচীনকালের বিশালাকার বটবৃক্ষ পবিত্র সিদ্ধবট শিপ্রা-তটে।

ভারতের ৫টি **যন্তর-মন্তরের** (*Vedha Shala*) মধ্যে একটি হয়েছে উজ্জয়িন-এ। ১৭৩৩এ মহারাজা জয় সিংহ ২ শহরের দক্ষিণে শিপ্রা নদীর পাড়ে নতুন মানমন্দির অর্থাৎ যন্তর-মন্তর গড়েন। আকারে জয়পুর ও দিল্লীর পর হলেও সময়, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ ও গতিবিধি আজও নির্ভুল নির্ণয় করে এই যন্ত্র। নতুন করে টেলিস্কোপ ও প্ল্যানেটেরিয়ামও বসেছে। আকাশভরা সূর্য-তারা দেখে নেওয়া যায় টেলিস্কোপে। চলতে ফিরতে সিন্ধিয়া ওরিয়েন্টাল রিসার্চ মিউজিয়মটি উচিত হবে দেখে নেওয়া। পথেই পড়ে আর এক মন্দির মাতা সন্তোষীর।

শহরের ৭ কিমি উত্তরে শিপ্রা নদী-তীরে ১১ শতকের **ভর্তৃহরি গুহা**। মহারাজ বিক্রমাদিত্য একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্যপাট সঁপে দেশভ্রমণে যান। পারিবারিক কারণে রাজ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা এলে সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যায় বসেন এই গুহায় ভর্তৃহরি। নাথ সম্প্রদায়ের মহান তীর্থ।

কালিদাসের বরদাত্রী দেবী কালীর বিশালাকার মূর্তিও দেখে নিন চলার পথে গড়কালিকার মন্দিরে। এই দেবীরই বরে অজ্ঞতা দূরীভূত হয়ে ব্যুৎপত্তির প্রাপ্তি ঘটে। দুইয়েরই সন্নিকটে মনোরম পরিবেশে নাথ সম্প্রদায়ের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের স্মারক রূপে গড়া **পীর মৎস্যেন্দ্রনাথ**। আর রয়েছে পারমার রাজা ভদ্র সেন প্রতিষ্ঠিত **কালভৈরব**। বহু পুরাতন এই মন্দির—স্কন্দপুরাণে উল্লেখ মেলে আট ভৈরবের অন্যতম কাপালিক ও অঘোরা সম্প্রদায়ের উপাস্য এই দেবীর কথা। তেমনই সন্ধান মিলেছে নানান হারানো অতীত প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের খননে।

শহর থেকে ১০ কিমি উত্তরে **কালিয়াদহ প্যালেস**। নালা কেটে শিপ্রা থেকে জল এনে আকার তার দ্বীপাকার। আর হয়েছে ১৬শ শতকে প্রাসাদকে ঠাণ্ডা রাখতে নাসিরুদ্দিনের কালে ব্রহ্মাকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড ছাড়াও নানান কুণ্ড প্রাসাদের নিচে। অতীতের সূর্যমন্দির ১৪৫৮য় মাণ্ডুর সুলতান মামুদ খিলজীর হাতে প্যালেসে রূপান্তর। মাঝের ডোমটি পারসিয়ান স্থাপত্যের প্রতিচ্ছবি। আকবর ও জাহাঙ্গীর এসেছেন প্রাসাদে। তবে নতুন করে সূর্যদেবের মূর্তি বসেছে রাজমাতা সিন্ধিয়ার হাতে ১৯২০এ। পরবর্তীকালে মালোয়ার সুলতানের গ্রীষ্মাবাস হয় কালিয়াদহ। যত্নের অভাব—তবে, পরিবেশ সুন্দর।

মঙ্গল গ্রহের দৃশ্য দেখার জন্য অতীতকালে খ্যাত ছিল **মঙ্গলনাথ**। মৎস্যপুরাণেও সে আখ্যান বিবৃত হয়েছে। মহাভারতের কালে ভারতীয় ঋষিদের হাতে মানমন্দির গড়ে ওঠে। ভারতের *গ্রিন উইচ* ছিল সেকালে মঙ্গলনাথ। আর খ্রিপূ কালে ভারতীয় জ্যোতির্গণনার মূল কেন্দ্রের রূপ নেয় মঙ্গলনাথ। মিরিডিয়াম-এর যাতায়াতও ছিল মঙ্গলনাথের উপর দিয়ে। যা আজ গ্রিন উইচ দাবি করে। মঙ্গল বা চন্দ্রেরও জন্ম অর্থাৎ প্রথম দর্শন মেলে এখানে। অতীত গৌরব ম্লান হলেও ৮৪ ধাপ উঠে প্রতি মঙ্গলবার যাত্রী সমাগম ঘটে হরসিদ্ধির ভৈরব—দেবতা মঙ্গলনাথের (শিব) মন্দিরে। খুবই জাগ্রত এই দেবতা। শিপ্রা নদীর দৃশ্যও মনোরম দেখায় মন্দির থেকে।

শহর থেকে ৩.২ কিমি দূরে **সন্দীপন আশ্রম**। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বলরাম ও সুদামাসহ নিয়মিত আসতেন কুলগুরু সন্দীপনীর কাছে ধনুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা নিতে। অদূরে গোমতী কুণ্ড, আরও যেতে শিপ্রার গঙ্গার ঘাট।

এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও শত-সহস্র উজ্জয়িন-এর পথে-প্রান্তরে। জৈনরাও কাচ মন্দির গড়েছে উজ্জয়িন-এ। মন্দির হয়েছে নবগ্রহের শিপ্রার ত্রিবেণী ঘাটে পৃথিবীর কক্ষস্থিত নবগ্রহের (সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু) নামে উৎসর্গিত। অত্যুৎসাহীরা ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিক্রম কীর্তি মন্দিরে প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি ও ইনস্টিটিউটে ১৮০০ পুঁথির লাইব্রেরিটিও দেখে নিতে পারেন। তেমনই চলতে ফিরতে দেখে নেওয়া যায় রাজ্য সরকারের গড়া কালিদাস একাডেমি উজ্জয়িন-এ। দিনে দিনে উজ্জয়িন বেড়িয়ে ১৭-১৫-র ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্সে ভূপাল পৌঁছান ২২-৩৫এ। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান উজ্জয়িন থেকে ভূপালে। বাসেও চলা যেতে পারে ঘণ্টা পাঁচেকে উজ্জয়িন থেকে ভূপালে। দিন-রাত জুড়ে নানান বাস।

ভূপাল

সকল কালের শ্রেষ্ঠ একাল
ভূ-ভারতের মধ্যে ভূপাল।

দিল্লী-মুম্বাই/চেন্নাই রেলপথে মধ্য প্রদেশের রাজধানী শহর ভূপাল। রেল বা বাসে চলুন উজ্জয়িন থেকে। দূরত্ব ১৮৪ কিমি। ৫½ ঘণ্টার পথ। 9306 শিপ্রা এক্স 3 6 7 দিন ১৫-১৫য় হাওড়া ছেড়ে ২৯¾ ঘণ্টায় ১৪৯৪ কিমি দূরের ভূপাল পৌঁছে ইন্দোর যাচ্ছে। শিপ্রা ফেরে 1 4 5 দিন ১৯-২৫এ ইন্দোর ছেড়ে রাত ২-০০টায় ভূপাল পৌঁছে তারও পরের দিন ৭-৫৫য় কলকাতায়। আবার এলাহাবাদ-মুম্বাই রুটের ইটারসি-তে গাড়ি বদল করে বা নাগপুর/বিলাসপুর থেকেও ট্রেনে ভূপাল চলা যায়। নাগপুর থেকে দূরত্ব ৩৯০, ইটারসি থেকে ৯২ কিমি। আর দিল্লীর দূরত্ব ৭০৫, মুম্বাই ৮৩৭ কিমি। দ্রুততম ট্রেন 2002 শতাব্দী এক্স ৬-১৫য় নিউ দিল্লী ছেড়ে আগ্রা ক্যান্ট/

গোয়ালিয়র/ঝাঁসী হয়ে ভূপাল পৌঁছায় ১৪-০০টায়। ১৪-৪০এ ভূপাল ছেড়ে নিউ দিল্লী ফেরে ২২-২৫এ শতাব্দী। ৬-০০টায় ইন্দোর ছেড়ে ৭-২৫এ উজ্জয়িন পৌঁছে ভূপাল যাচ্ছে ১৩-৩০এ ইন্টারসিটি এক্স; ইন্দোর ফেরে ১৭-৩০এ ভূপাল ছেড়ে ২০-১৫য় উজ্জয়িন পৌঁছে ২২-১৫য় ইন্টারসিটি। আর ১৫-০০টায় ইন্দোর ছেড়ে ১৬-৫০এ উজ্জয়িন পৌঁছে ভূপাল যাচ্ছে ২২-৪০এ ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্স; নর্মদা ফেরে ৬-১৫য় ভূপাল ছেড়ে ১০-৪৫এ উজ্জয়িন পৌঁছে ১৩-৩০এ ইন্দোরে। হামিদিয়া রোড যাত্রীদের উচিত হবে ৪/৫ প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে চলা।

আর যাচ্ছে দাদার-অমৃতসর এক্স, মুম্বাই-ফিরোজপুর পাঞ্জাব মেল, 2 4 7 দিন নানডেড-অমৃতসর এক্স, পুনে-জম্মু ঝিলাম এক্স, নিউ দিল্লী-তিরুভনন্তপুরম কেরল এক্স, নিউ দিল্লী-ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটক এক্স, জম্মু-ম্যাঙ্গালোর/মাদুরাই নবযুগ এক্স, হজরত নিজামুদ্দিন থেকে ম্যাঙ্গালোর—জয়ন্তী জনতা ও মঙ্গলা এক্স, বারাণসী-হাপা সবরমতী এক্স, ইন্দোর-নিউ দিল্লী মালোয়া এক্স, হজরত নিজামুদ্দিন-ভাস্কো গোয়া এক্স, অমৃতসর-বিলাসপুর ছত্তিশ গড় এক্স, 1 4 5 দিন হজরত নিজামুদ্দিন-বিশাখাপতনম সমতা এক্স, গোরক্ষপুর-সেকেন্দ্রাবাদ/ব্যাঙ্গালোর/কোচি এক্স, লক্ষ্ণৌ/ঝাঁসী/ভূপাল/ভুসুয়াল হয়ে গোরক্ষপুর-মুম্বাই কুশীনগর এক্স, সাপ্তাহিক হিমসাগর এক্স, হজরত নিজামুদ্দিন-তিরুভনন্তপুরম/চেন্নাই/ব্যাঙ্গালোর রাজধানী এক্স, নিউ দিল্লী-চেন্নাই তামিলনাড়ু এক্স ও জি টি এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক চেন্নাই-জম্মু এক্স, ভূপাল-রাজকোট এক্স, দ্বিসাপ্তাহিক দাদার এক্স, লক্ষ্ণৌ-মুম্বাই পুষ্পক এক্স, হায়দ্রাবাদ-নিউ দিল্লী এক্স, বিলাসপুর যাচ্ছে ইটারসি/জব্বলপুর/কাটনী হয়ে ভূপাল-বিলাসপুর এক্স/প্যা, ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্স ও হজরত নিজামুদ্দিন-বিলাসপুর এক্স ভূপাল হয়ে। কোটা যাচ্ছে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, জব্বলপুর/কাটনি/অনুপপুর/বিলাসপুর হয়ে ১৬ঃ ঘণ্টায় দুর্গ যাচ্ছে 2 4 5 7 দিন অমরকণ্টক এক্স, বীণা যাচ্ছে 1 3 5 দিন পাঁচমাড়ী এক্স, ছত্তিশগড় এক্স, ভূপাল-বিলাসপুর এক্স, 1 3 5 দিন রেওয়া এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন। আর যাচ্ছে ৬-২৫, ৭-৩০, ১১-৫০, ১৯-১১য় উজ্জয়িন যাচ্ছে ৫ ঘণ্টায়; ৩-১৫, ৬-২৫, ৭-৩০, 1 2 5 দিন ২১-৪০, ২৩-৫৫, ১৭-৩০এ ইন্দোর যাচ্ছে উজ্জয়িন হয়ে ৬ ঘণ্টায়; ইটারসি, খাণ্ডোয়া যাচ্ছে দিন-রাত জুড়ে নানান ট্রেন ভূপাল হয়ে। রেলের সিটি বুকিং: 553599, রেল স্টেশন অনুসন্ধান ✆ 131, রিজার্ভেশন ✆ 540170.
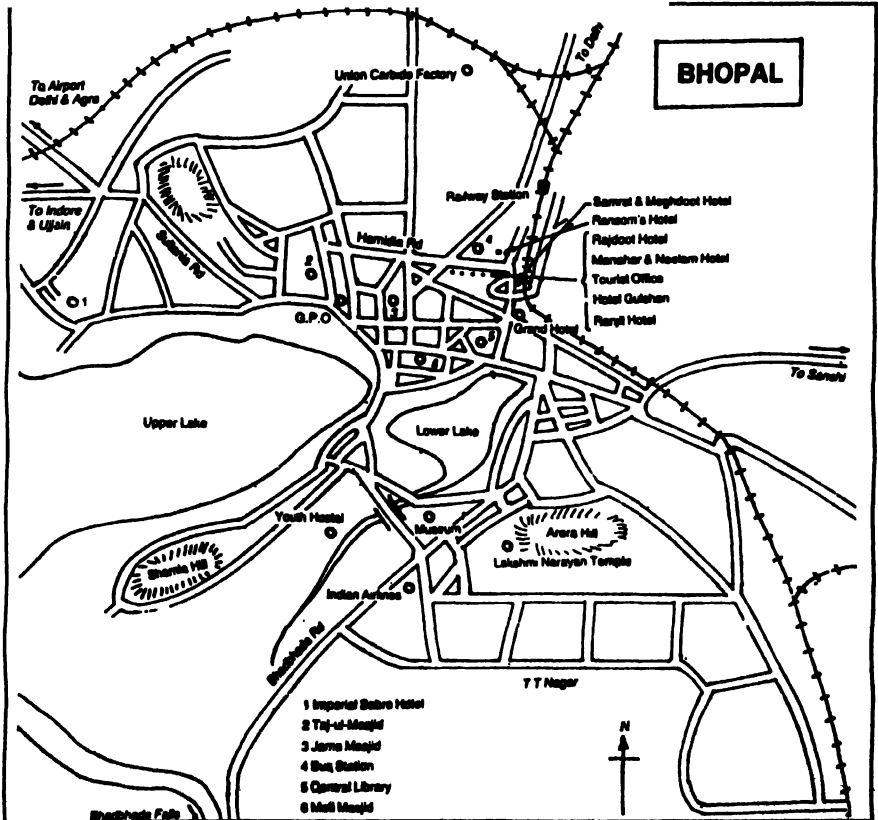
বাসও যাচ্ছে রাজ্যের দিগ্বিদিকে ভূপাল থেকে। উজ্জয়িন, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জব্বলপুর যাচ্ছে নানান বাস। বাস যাচ্ছে সাঁচী, শিবপুরী, ৬ ঘণ্টায় পাঁচমাড়ী, ৬-৪৫এ ছেড়ে ৭ ঘণ্টায় মাণ্ডু, ১৯-৩০এ ছেড়ে ১১ ঘণ্টায় খাজুরাহো। এমনকি আমেদাবাদ, বরোদা, নাগপুর, জয়পুরেও বাস যাচ্ছে ভূপাল থেকে। M P Tourism-এর A/c বাস ৮-৪৫এ বাস স্ট্যান্ড, ১৪-৩০এ রেল স্টেশন থেকে শতাব্দীর যাত্রী নিয়ে ইন্দোর যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায়।

আর IAC-র বিমান 1 3 5 দিন ৯-১০এ ভূপাল ছেড়ে ৪৫ মিনিটে গোয়ালিয়র পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ১১-১৫য়; 2 4 6 7 দিন ৯-১০এ ছেড়ে সরাসরি দিল্লী যাচ্ছে ১০-২০এ। 1 3 5 দিন ১৮-৪৫এ ভূপাল ছেড়ে ১৯-২০এ ইন্দোর পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ২০-৫৫য়; 2 4 6 7 দিন ১৯-১০এ ভূপাল ছেড়ে ইন্দোর হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে। দপ্তর বসেছে IAC-র Bhad Bhada Rd, TT Nagar-এ রিজার্ভেশন : ✆ 550480; ফ্লাইট সংবাদ : 521277/142.প্রাইভেট এয়ারলাইনসও সার্ভিস গড়েছে ভূপাল থেকে দিল্লী, মুম্বাই, ইন্দোর ছাড়াও নানান দিকের। শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে বিমানবন্দর।

১১ শতকে পারমার রাজা ভুজের হাতে শহরের পত্তন। নামটিও তাই ভুজ + পাল অর্থাৎ ভূপাল। আর মোগল দরবারের সৈনিক আফগান নায়ক দোস্ত মহম্মদ খান (১৭০৮-৪০) খুন করে দিল্লী ছেড়ে ওভারসিয়রের চাকরি নেয় ভূপালের অদূরে। অল্প পরে রাজপুত রাজাকে মেরে, ভিলসার গভর্নরকে যুদ্ধে হারিয়ে বিজয়দর্পে ভূপালে আগমন দোস্ত মহম্মদের। স্বামীর মৃত্যুতে গোণ্ডরানী কমলাপতি সম্মুখ সমরে নামেন দোস্ত মহম্মদের। এই দোস্তেরই হাতে ১৬ শতকের শেষার্ধে ভুজের রাজ্যপাটের উপর আজকের শহরের পত্তন।

একটি বৃহদাকার লেকের পাড়ে ভূপাল শহর। লেক আর বাগিচাই ভূপালের মূল আকর্ষণ। আজ লুপ্ত হলেও ভূপাল থেকে ২৮ কিমি দক্ষিণ-পুবে ভূপাল-ওবেদুল্লাগঞ্জ পথের ভোজপুরে এশিয়ার বৃহত্তম লেকটিও ভুজের (১০১০-৫৩) আর এক কীর্তি। মাটি দিয়ে ৪৪ ফু ও ২৪ ফু উঁচু ২টি বাঁধ গড়তে তৈরি হয় ৫০০ বর্গ কিমির কৃত্রিম এই লেক। মালোয়ার স্বার্থে বাঁধ কেটে ধ্বংস করেন সেটি মাণ্ডুর সুলতান হোসাঙ শাহ (১৪০৫-৩৪)। জনশ্রুতি—৩ মাস ধরে বাঁধ কাটে এক সৈনিক, জল সরে ৩ বছর ধরে; আর জল শুকিয়ে বাসযোগ্য হয় ৩০ বছর পরে। অতীতের লেকের কাছে ১১ শতকের ভোজেশ্বর শিবমন্দিরটি বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে ভূপাল পর্যটকদের। ৩২.২৫×২৩.৫ মিটারের কারুকার্যময় লাল বেলেপাথরের অসম্পূর্ণ মন্দিরে পুবের সোমনাথ বলে খ্যাত ২.৩ মি উঁচু মূল শিবলিঙ্গ একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি। প্রবেশ ফটক ও গম্বুজের ভাস্কর্যে অভিনবত্ব আছে। ভোজেশ্বরের কাছেই হয়েছে ভোজেশ্বরের সমকালে আর এক অসম্পূর্ণ মনোলিথিক জৈন মন্দির। বিগ্রহ হয়েছে ৩ জৈন তীর্থঙ্করের। ৬মি উঁচু মূর্তি হয়েছে মহাবীরের। আবার, ভোজপুর থেকে আরও ৬ কিমি উত্তরে আশাপুরীতে আশা মাতার মন্দির, একাদশ রুদ্রপিণ্ড ও ৬ মি উঁচু বিষ্ণুমূর্তিও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। ১১ কিমি দূরে বেরাসিয়া রোডে ইসলামপুর পাহাড় চুড়োয় দোস্ত মহম্মদ খানের তৈরি প্রাসাদ ও বাগিচাও দেখে নেওয়া উচিত হবে। এমনকি সাঁচী ও ভীমবেটকাও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত ভূপাল থেকে।

তবুও রাজ্যের রাজধানী শহর ৫২৩ মি উঁচু ভূপালে পর্যটক সমাগম কম। শহরের কেন্দ্রস্থলে ২টি লেক। শহরও গড়েছে পুব আর পশ্চিমে লেককে সীমান্ত করে। ছোট লেকের পাড়ে সঙ্কীর্ণ পথঘাট, নানান মসজিদ, নানান প্রাসাদ, দোকানপাটে ঠাসা বেগম সাহেবাদের (১৮১৯-১৯২৬) ঘিঞ্জি পুরাতন শহর। এরই উত্তরে কলকারখানা, বস্তি এলাকা। আর পশ্চিমে বড় লেকের পাড়ে শ্যামলা পাহাড়ে নতুন করে গড়ে উঠছে আধুনিক শহর। মসৃণ পথঘাট, আকাশচুম্বী বাড়িঘর, গাছগাছালিতে ছাওয়া বসত এলাকা। ১০ লক্ষাধিক লোকের বাস ভূপাল শহরে। ট্যাক্সি, অটো, রিকশা ও টাঙা চলছে শহরে। শ'দেড়েক টাকার চুক্তিতে অটোয় পুরো শহরটা বেড়িয়েও নেওয়া যায়।

সকাল-সন্ধ্যায় বেড়ান গ্রেট অর্থাৎ বড় লেকের পাড়ে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। শহরের দৃশ্য দেখুন লেকের পাড় থেকে। রাতের বেলায় লেকের জলে শহরের আলোকমালার প্রতিবিম্ব খুবই মনোহর। এই বড় লেকের পাড়েই শ্যামলা মার্গে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮২তে স্থপতি Charles Correa-এর নকশায় বসেছে অভিনব ভারত ভবন। আর্ট গ্যালারি—রূপঙ্কর, কবিতার গ্রন্থাগার, অডিটোরিয়াম, ফাইন আর্টের ওয়ার্কশপ, লোকশিল্প ও উপজাতীয় মিউজিয়ম ছাড়াও মনোরঞ্জনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ভবন। লোকশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র এই ভারত ভবন। রেস্তোরাঁ হয়েছে। সোম ছাড়া প্রতিদিন ১৪—২০-০০টায় খোলা। ৪৪৫ হেক্টর ব্যাপ্ত বনবিহার বা সফারি পার্ক অর্থাৎ চিড়িয়াখানাটিও এই গ্রেট লেক লাগোয়া পাহাড়ে। মঙ্গল ছাড়া প্রতিদিন ৭—১১-০০ আবার ১৫—১৭-০০টায় দেখার ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর বাংলোটিও ভারত ভবনের বিপরীতে। লেকের বুকে ভর দিয়ে বাঁধ বরাবর পথ গিয়েছে। আর বুক বেয়ে পথ উঠেছে শ্যামলা পাহাড়ে। শহরের দৃশ্য দেখার জন্য শ্যামলা পাহাড়ের আকর্ষণ। অদূরেই আরেরা পাহাড়ে বিড়লা গ্রুপের তৈরি পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা ও লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। আকারে ছোট হলেও আকর্ষণে অনন্য এই সংগ্রহশালা। মৌর্য ও গুপ্তকালের টেরাকোটার সাথে শিব ও বিষ্ণুর ভাস্কর্য মূর্তির সংগ্রহ উল্লেখ্য। সোম ছাড়া প্রতিদিন ৯—১২-০০ আবার ১৪—১৭-০০টায় খোলা। মন্দির চত্বর থেকে গ্রেট লেক, বিধান সভা ও পুরাতন শহরের দৃশ্য মনোরম দেখায়। তেমনই শ্যামলা পাহাড়ের আর এক আকর্ষণ গ্রেট লেকের পাড়ে নীল আকাশের নিচে ৪০ হেক্টর জুড়ে ভারতীয় উপজাতিদের জীবনধারার নিদর্শনশালা রাষ্ট্রীয় মানব সং-

গ্রহালয়ের **ট্রাইবাল মিউজিয়ম** (সোম ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৮-০০); টেগোর ভবনের সন্নিকটে বাণগঙ্গা রোডে প্রত্নতত্ত্বের সম্ভার নিয়ে **স্টেট মিউজিয়ম** (সোম ছাড়া ১০—১৭-০০); গান্ধীজীর ছবি ও নানান স্মারক নিয়ে গড়া আর এক মিউজিয়ম **গান্ধী ভবনটিও** শহরের আর এক দ্রষ্টব্য। শহরান্তে ১০ কিমি দূরে **বল্লবভবন**—অর্থাৎ রাজ্য সরকারের সেক্রেটারিয়েট। ৪ কিমি দূরে পুরাতন শহরে প্রাচীরে ঘেরা দোকানপাটে ঠাসা ঘিঞ্জি চক এলাকায় অতীতের ভূপাল-রাজদের দরবার হল্ **সদর মঞ্জিলও** বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। অদূরে **শওকত মহল**—ফ্রান্সের বুরবঁ রাজ-পরিবারের পরিকল্পিত পাশ্চাত্যের সঙ্গে স্থানীয় ইসলামিক শিল্প সুষমায় গড়া প্রাসাদ। প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিনের সাথে গথিক শৈলীর সমন্বয়ে আকর্ষণ বেড়েছে। শওকতের পিছে গ্রেট লেকের পাড়ে হিন্দু ও মোগলী স্থাপত্য শৈলীতে ১৮২০এ খুদসিয়া বেগমের তৈরি গোহর মহলটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। পর্যটক বিমোহিত বাগিচাগুলিও ভূপালের আর এক আকর্ষণ। বিধর্মীদের হাত থেকে আব্রু বাঁচাতে ছোট লেকের জলে উৎসর্গীত কমলা-দেবীর স্মারক **কমলা পার্কের** সৌন্দর্য পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। আর রয়েছে অ্যাশ বাগ অর্থাৎ আনন্দের বাগিচা, নুর বাগ অর্থাৎ আলোর বাগিচা, আর ফহেরা তাফজা আনন্দবর্ধন করে দর্শকদের। তবুও ভূপালের মূল আকর্ষণ ৬ কিমি ব্যাপ্ত **গ্রেট লেক** ও **লোয়ার লেকের** নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। রাতের বেলায় আরও মনোরম হয়ে ওঠে। একটি সেতু বিচ্ছেদ টেনেছে দুই-এর মাঝে। জলবিহারেরও নানান ব্যবস্থা গ্রেট লেকে মেলে। ৪৪৫ হেক্টর ভূমি জুড়ে বন বিহার সফারি পার্কও হয়েছে গ্রেট লেকের পাড়ে। মঙ্গল ছাড়া ৭—১১-০০ ও ১৫—১৭-৩০টায় herbivorous and carnivorous জন্তু দেখে নেওয়া যায়। তেমনই হয়েছে লোয়ার লেকের পাড়ে মীনরূপী অ্যাকোয়ারিয়াম নানানধর্মী মাছের সংগ্রহ নিয়ে। সোম ছাড়া প্রতিদিন ১৫—১৯-০০টায় খোলা।

দুর্গের পিছনে পুরনো শহরে এশিয়ার বৃহত্তম **তাজ-উল মসজিদ**। নবাব শাহজাহান-বেগম (ভূপালের ৮ম শাসিকা ১৮৬৮-১৯০১) এর হাতে পিঙ্ক রঙা এই তাজ-উল মসজিদ শুরু হয়ে শেষ হয় তাঁর মৃত্যুর পর। জলাধার হয়েছে চত্বরে। মূল প্রেয়ার হল্টিও অনবদ্য—৪টি ধনুকাকৃতি খিলান, ৯টি সুঁচালো চুড়ো, ২৭টি পিলারে ভর করে সিলিং, ১৮ তলা উঁচু অষ্টকোণী মিনার, কন্দরূপী মর্মরের গম্বুজ, জাফরির কাজ খুবই সুন্দর। প্রতিবছর ৩ দিনের Ijtima-য় সমাবেশ ঘটে দূর-দূরান্ত থেকে। ২টি গোল গম্বুজ হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চারপাশের দৃশ্যও দেখে নেওয়া যায়। দীর্ঘকালের অসম্পূর্ণ এই মসজিদটি ১৯৭১এ সম্পূর্ণতা পায়। দোকানপাটের ভিড়ে ১৮৩৭এ খুদসিয়া বেগমের তৈরি **জামা মসজিদ**-টিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। জনশ্রুতি, ১১৮৪তে হিন্দুরানীর গড়া সভা মান্দালা মন্দিরের উপর মিনারেট বসিয়ে মসজিদ হয়েছে। স্থাপত্যে আজও তার নিদর্শন মেলে। আর ১৮৬০এ দিল্লীর জুমা মসজিদের অনুকরণে খুদসিয়া-তনয়া সিকান্দার জাহান বেগম তৈরি করান **মোতি মসজিদ**। আকারে ছোট, ২টি লাল মিনারেট—শিরে তার সোনালী স্পাইক। জুমা মসজিদের পথে **হাতি মহল** অর্থাৎ হস্তী প্রাসাদটিও দ্রষ্টব্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ১২ ফুট চওড়া পিলারগুলি দেখতে হাতির পায়ের মতো। নামটিও তাই হাতি মহল। ১২টি খিলান, গম্বুজ—রাজসভা বসত অতীতে। আরও উত্তরে দরিয়া খানের সমাধি। এরও কারুকার্য সুন্দর। তবে, ভূপাল আজ বিশ্ব-পরিচিতি পেয়েছে ১৯৮৪র ৩রা ডিসেম্বর ইউনিয়ন কারবাইডের গ্যাস দুর্ঘটনায় দ্বি-সহস্রাধিক লোকের মৃত্যুতে। পঙ্গু হয়েছে কয়েক সহস্র আর ৩ লক্ষেরও অধিক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত। স্মারক সৌধ হয়েছে হামিদিয়া রোডের উত্তরে ইউনিয়ন কারবাইডের সামনে।

উৎসাহীরা ভূপাল-বেরাসিয়া (Berasia) রোডে ১১ কিমি দূরে বাগিচায় ঘেরা হিন্দু ও ইসলামিক স্থাপত্যে গড়া দোস্ত মহম্মদের প্রাসাদটিও দেখে নিতে পারেন। আর আছে হামাম ও দ্বিতল রানীমহল।

কনডাকটেড ট্যুর : MPTDC প্যাকেজ ট্যুরে—শহর, সাঁচী, উদয়গিরি বেড়িয়ে আনে। টিকিট রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট অফিস (11—17-30hr), ৫ হামিদিয়া রোড, ভূপাল-১ বা MPTDC, Gangotri, T T Nagar, Bhopal-462003-এ মেলে। রেল স্টেশনেও দপ্তর আছে এদের। আবার অটোতেও শ'দুয়েক টাকায় দেখে নেওয়া যায় ভূপাল শহর। ট্যাক্সিও মেলে শ'পাঁচেক টাকায় ৫০ কিমি পরিক্রমায় ভূপাল দর্শনে। MPTDC সাঁচী ও উদয়গিরি-ও যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে ৯—১৭-০০টায়। এপ্রিল থেকে জুনের গ্রীষ্ম এড়িয়ে চলাও যেতে পারে বছরভর ভূপাল ভ্রমণে।

ভূপাল থেকে :	
সাঁচী	৪৭ কিমি
উজ্জয়িন	১৮৪ "
মাণ্ডু	২৮৫ "
ইন্দোর	১৮৬ "
শিবপুরী	৩০৮ "
গোয়ালিয়র	৪২৮ "
পাঁচমাড়ী	১৯৫ "
জব্বলপুর	২৯৫ "
ভীমবেটকা	৪৬ "
বান্ধবগড়	৪৮১ "
অমরকণ্টক	৫৭৫ "
চিত্রকূট	৫৫৯ "
কানহা	৫৩৭ "
খাজুরাহো	৩৮৭ "
বিলাসপুর	৭৩৮ "
ঝাঁসী	৪০২ "
আগ্রা	৫৪১ "
দিল্লী	৭৪১ "
নাগপুর	৩৪৫ "
এলাহাবাদ	৬৮০ "
কোটা	৪৯১ "
ঔরঙ্গাবাদ	৫৮৮ "
উদয়পুর	৭৬৫ "
জয়পুর	৭৩৫ "
আমেদাবাদ	৫৭১ "
লক্ষ্ণৌ	৭০৩ "
কলকাতা	১৪৫৫ "

কেনাকাটা : তেমনই সঙ্গী করুন স্মারকরূপে জরিখচিত বসনের সাথে রূপোর ভূষণ, কারুকার্যময় পার্স, নানান হস্তজাত সম্ভার ভূপালের দোকানপাটে। এমনকি চান্দেরি, তসর, মহেশ্বরী শাড়ি, পুঁথির নানানকিছু কিনতে মেলে। কেনাকাটায় চকের

দোকানপাট আদরণীয় হবে। তেমনই চলা যেতে পারে *M P Sales Emporium—Mriganayani*, 23 New Shopping Centre, ✆ 554162 বা *Avanti Handlooms*, G T B Complex, T T Nagar-এ।

Bhopal-462001, STD : 0755-এ রেল স্টেশনের বিপরীতে রেল চত্বর ছাড়াতেই L শেপের পথ হামিদিয়া রোড। হোটেলগুলিও জোট বেঁধেছে বাস স্ট্যান্ডকে কেন্দ্রমণি করে রেল স্টেশন থেকে ৭—১৫ মিনিটের পায়ে হাঁটা দূরত্বে Hamidia Road-1-এ। **H Ramsons*, S ২০০, D ৩০০, A/c S ৪০০-৪৫০, D ৫২৫-৭৫০; লাগোয়া *Taj H*, A-c S ৩৭৫, D ৪২৫, A/c S ৭৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *Rama Tourist Home*, S ১০০, D ১৭৫, A/c S ১৭৫-২২৫, D ৩২৫-৪৫০; *H Deep*, S ১০০-১৫০, D ১৫০-২২৫; *H Ranjit*, ✆ 534411, SAB ১২০, DAB ১৫০, ডিলাক্স ২০০, A-c S ২২৫, D ৩২৫, স্যুইট ৪৫০; *H Shrinaya*, S ১৫০, D ২২৫, A/c S ৩০০, D ৩৭৫, স্যুইট ৪৫০; *H Gulshan*, SCB ৬০, SAB ৮০-১২৫, DAB ১৫০-২২৫, TAB ২০০; *H Manjeet*, SAB ৮০-১২০, DAB ১৫০-২২৫, স্যুইট ৩৫০, A-c S ২০০, D ৩৫০; *Bharati H*, S ১০০, D ১৭৫; *H Pathik*, S ৮৫-১৫০, D ১৫০-২২৫, A/c S ৩০০, D ৪০০; *H Rajdoot*, SAB ২২৫, DAB ৩২৫, A/c S ৪০০, D ৬০০; *Ashoka H*, SAB ৮৫, DAB ১২৫-১৭৫; বিপরীতে *Pagoda H*, S ৮৫, D ১৫০; *Shalimar Deluxe*, SAB ৬০-১০০, DAB ১২৫-২০০; *H Siwalik Gold*, S ১৫০-২২৫, D ২২৫-৩০০, A/c S ৩৫০, D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০; *H Red Sea Plaza*, S ১৫০-২২৫, D ১৭৫-৩২৫, A/c D ৪৫০; *H Meghdoot*, SAB ৮৫, DAB ১৫০, ডিলাক্স ২০০-২৫০, FR ২০০-২৭৫; *Grand H*, SCB ৪৫, SAB ৬৫-৮৫, DAB ১২৫-১৭৫, A-c D ৩০০; *H Sanchi Regency*, S ৮০-১৫০, D ১২৫-২২৫; *H Capital, Reem, H Crown*, S ৬০-১০০, D ১০০-১৭৫; *H Rainbow*, SCB ৪৫, SAB ৬৫, DAB ১০০-১৫০; *H Jyoti*, SAB ১২৫, DAB ১৭৫; *H Samrat*, S ১২৫, D ২০০; *Delite H, H Rajshri, Chandana, Gujarat Lodging & Boarding, H Vijoy*, Stn Rd-10.

এছাড়াও হোটেল রয়েছে সারা শহরময়—ITDC-র **H Lake View Ashok*, Shamla Hills-2, ✆ 541600, A11R4, A/c S ১২৯৫, D ১৭৫০/২২০০, স্যুইট ২৫০০; **Jehan Numa Palace H*, 157 Shamla Hills-13, A12R5B2, ✆ 540103, A/c S ১০৫০-১২৫০, D ১৪৫০-১৭৫০, স্যুইট ২২৫০-২৭৫০, Annex S ৭৫০, D ৯৫০-১৫০০; *Motel Shiraj*, D ৪২৫, A/c D ৪৫০-৬৫০; *H Mayur*, Berasia Rd, ✆ 540826, D ৪৫০, A/c ৬০০; *H Imperial Sabre Palace*, A Bad-1, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০, স্যুইট ১৭৫০; **The Residency*, 208 Zone-1, Maharana Pratap Ngr-11, ✆ 556001, A/c S ৮৫০, D ১২৫০, স্যুইট ১৬০০-২৭৫০; *Kwality's Motel Shiraz*, Shivaji Ngr-1, ✆ 552513, D ২৫০, A/c D ৪৫০, স্যুইট ৬০০; **H Nisarga*, 211, Zone-1, M P Ngr-11, ✆ 555701, A/c S ৬৫০-১২৫০, D ৮৫০-১৫৫০, স্যুইট ২০০০-২৭৫০; *H Kanchan, H President International*-29, SAB ২২৫, DAB ৩২৫-৪৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০, স্যুইট S ৭৫০, D ৯৫০; *H Palace*, S bad-1, SAB ৮০, DAB ১৫০-২২৫, A/c D ৩৫০; *H Sangam*, Overbridge Rd-12, SAB ১০০, DAB ১৭৫, ডিলাক্স ২০০-৩২৫, A/c S ৩২৫, D ৪৫০; *H Tourist*, Bal Vihar-1; *Deluxe H*, Kotwali-1; **H Amer Palace*, Zone-1, 209 M P Ngr, ✆ 557127, A/c S ৮২৫-৯২৫, D ১০২৫-১৫২৫; *H Arera Palace*, 208 M P Ngr, Zone-1, ✆ 556001; *H Kings*, Motia Park, Sultania Rd-1, ✆ 530689, A5R1, S ৩০০, D ৪৫০, স্যুইট ৬০০, A/c S ৫৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *Ajanta H*, Bal Vihar Rd-1, SCB ৬০, SAB ৮৫-১৫০, DCB ১০০, DAB ১৫০-২২৫; *Nalanda H*, Ibr Pura-1, ✆ 542814; *Raj H*, near Laxmi Tlk-1.

আর রয়েছে T T Nagar-এ MPTDC-র *H Panchanan*, New Market, ✆ 551647, A/c S ৫৯০, D ৬৯০ ; এদেরই **H Palash*, near 45 Bungalows, ✆ 553006, A11R6, SAB ৪৯০, DAB ৬৯০, A/c S ৬৯০-৮৯০, D ৭৯০-৯৯০, অবু: Manager, বা MPTDC, Gangotri, T T Ngr, Bhopal-462003, ✆ 554340-43 বা কলকাতায় : Linkage, ✆ 2465171; *CH*, অবু: Hospitality Officer, Vallabh Bhawan; *MLA Hostel*, অবু: Caretaker বা EE, PWD; রেল ও বাস থেকে যথেষ্ট দূরে লেকের পাড়ে *Youth Hostel*, ✆ 553670, S ২৫, D ৪০, ডর্মিতে ছাত্র ১৫, সাধারণ ২৫ ; অবু: Warden, 45 Bungalows, TT Nagar, Bhopal. *রেলের রিটায়ারিং রুমও* আছে, ডর্মি বেড ও ঘর মেলে। আর আছে ধরমশালা—*Jai Mata, Jain, Jayeswal, Neem Sarai, Sarai Sikandari, Agarwal Bishramji, Shri Ganeshram Goel, Mahavir* ছাড়াও নানান।

১২৩ নৃত্যের তালে তালে ছবি পর্যটন দপ্তর ১২৪ উট চলেছে মুখটি তুলে ছবি পর্যটন দপ্তর ১২৫ জয়সলমীরের জাফরি শিল্প ছবি পর্যটন দপ্তর ১২৬ তাজমহল ছবি বিজয় সেনগুপ্ত ১২৭ কাশির গঙ্গা ছবি পর্যটন দপ্তর ১২৮ সারনাথের ধামেক স্তূপ ছবি পর্যটন দপ্তর ১২৯ জুম্মা মসজিদ—দিল্লী ছবি পর্যটন দপ্তর ১৩০ হরি-কি-পৌড়ি—হরিদ্বার ছবি নির্মলেন্দু রায় ১৩১ কুতব মিনার ছবি বিজয় সেনগুপ্ত ১৩২ লালকেল্লার স্থাপত্য ছবি বিজয় সেনগুপ্ত

তবুও যেন তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *গ্রান্ড, রীম, ক্রাউন, দীপ, জ্যোতি, শালিমার, তাজ, সূর্য, শেরাটন, পথিক, শ্রীমায়া* এদের ব্যবস্থাপনা ভালই।

খাবার হোটেলও নানান ভূপাল শহরের যত্রতত্র। তবুও হামিদিয়া রোডে—*Anjura*-য় আমিষ আহার্য, আর *Manohar* ও *Jyoti*-র নিরামিষ আহার্য ভালই। ক্রাউন লাগোয়া *Bagicha Restaurant*-টিরও যথেষ্ট প্রশস্তি আহার্য পরিবেবায়। পাশেই চীনা ডিশের জন্য *Dragon*-এ পরখ করা যেতে পারে। তেমনই ডেয়ারী জাত প্রোডাক্টের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে *মালোয়া*
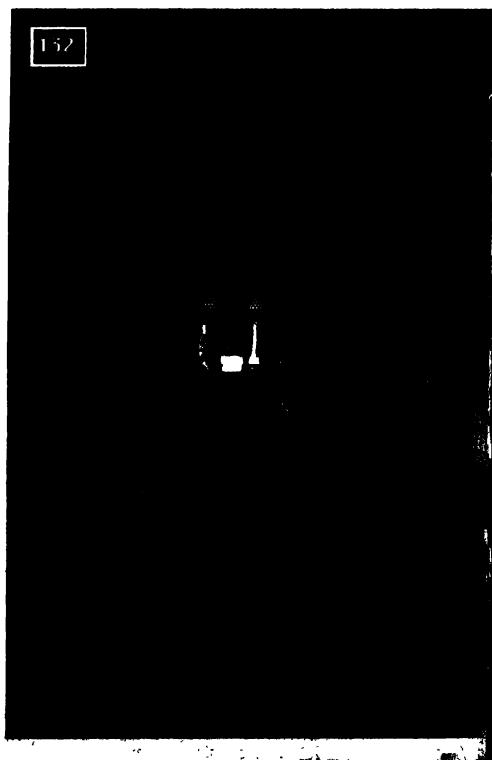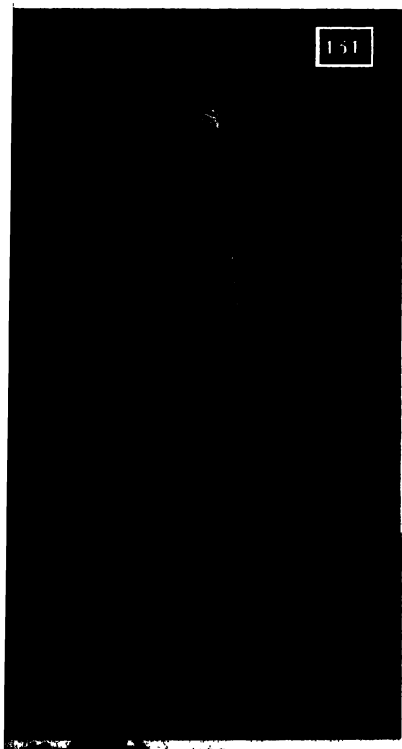
ডেয়ারী, হামিদিয়া রোডে। আর TT Nagar-এ *Amaltas, Apsara, Mughal Mahal, India Coffee House*—এদেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। New Market-এ *Top in Town, Ding Dong*-ও যথেষ্ট খ্যাত। আর উচিত হবে চলতে-ফিরতে হামিদিয়া রোডে *Marwa Diary*তে ডেয়ারী প্রোডাক্ট, *Indian Coffee House*-এ কফির সঙ্গে টফির স্বাদ নেওয়া। সোমবার দোকানপাট বন্ধ থাকে ভূপালে।

প্রথম দিন শহর দেখে দ্বিতীয় দিন সকালে ট্রেন বা বাসে সাঁচী চলুন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস। ভূপাল-সাগর পথে ৪৫ কিমি দূরে রায়সেন, আরও ২০ কিমি গিয়ে সাঁচী, বিদিশার দূরত্ব আরও ৯ কিমি। তাই যাতায়াতের পথে একটা বাস ছেড়ে রায়সেন বাস স্ট্যান্ডের পাশে পাহাড়চুড়োয় মালোয়ারাজ রায় পুরণমলের ৬ শতকের বিধ্বস্ত দুর্গটি দেখে নেওয়া যায়। মন্দির, ৩টি প্রাসাদ, কামান, ১৫টি লেক বা পুকুর ও ৪০টি কুয়া রয়েছে রায়সেন দুর্গে। তবে, শেরশাহ তথা আফগান দখলে যায় দুর্গ। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *CH* ও *PWD RH* রায়সেনে। তবে, সাঁচীর বিকল্প বাসপথও গিয়েছে দেওয়ানগঞ্জ হয়ে ভূপাল থেকে। এপথের দূরত্বও কম—৪৭ কিমি মাত্র।

সাঁচী

দিল্লী-মুম্বাই ও দিল্লী-চেন্নাই রেলপথে ঝাঁসী-ইটারসির মাঝে সাঁচী স্টেশন। রাজ্যের রাজধানী ভূপাল থেকে ৪৭ কিমি উত্তর-পুবে এই বৌদ্ধতীর্থ। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৮-০০, ৯-১৫, ৯-৫০, ১৪-২৫, ১৮-২০, ২০-১৫য় ভূপাল ছেড়ে ১ ঘণ্টায় সাঁচী। ভূপাল ফেরে ৫-৫২, ৭-৪৮, ১০-৩০, ১৫-৫২, ১৬-৪০, ১৭-১৫য় সাঁচী থেকে। শিবপুরী থেকে বাসে ঝাঁসী পৌঁছে মুম্বাই ভায়া এলাহাবাদ, মুম্বাই-দিল্লী ও চেন্নাই-দিল্লী রেলের ট্রেনে সাঁচী চলুন। ঝাঁসী থেকে সাঁচীর দূরত্ব ২৪৭ কিমি। এত পর্যটক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও মেল বা এক্স ট্রেন থামে না সাঁচীতে। বিদিশায় নানান এক্স ট্রেনের স্টপ আছে। তবে, শতাব্দী এক্স ছাড়া অন্যান্য ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের অনুরোধে প্রথা আছে সাঁচীতে গাড়ি দাঁড়াবার। তবুও ভূপাল থেকে বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। কলকাতা যাত্রীদের উচিত হবে ত্রি-সাপ্তাহিক শিপ্রা এক্সে ভূপাল পৌঁছে সাঁচী চলা। আবার বম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ ট্রেনে ইটারসিতে গাড়ি বদল করেও চলা যেতে পারে সাঁচী। এপথে কলকাতার দূরত্ব ১৪২৮+১৩৫ = ১৫৬৩ কিমি।

আর বাস সংযোগ গড়েছে ভূপাল, সাগর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে সাঁচীর। নিকটতম বিমানবন্দর ভূপালে। রেল ও বাস দুই-ই যাচ্ছে ভূপাল থেকে সাঁচী। সাঁচী রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি পায়ে হাঁটা দূরত্বে ৯১ মি উঁচু বিন্ধ্যপর্বতের এক অধিত্যকায় খ্রিস্টপূর্ব ৩ থেকে ১২ শতকে গড়া সাঁচীর বৌদ্ধতীর্থ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা থাকে সাঁচী। রবিবার দর্শনী লাগে না বৌদ্ধতীর্থে।

সাঁচীর সঙ্গে সম্রাট অশোকের জীবনের নানান ঘটনা জড়িয়ে। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তক্ষয়ে বিচলিত সম্রাট যুদ্ধ পরিহার করে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নেন বৌদ্ধধর্মের খ্রি পূ ২৫৭তে এই সাঁচীতেই। সারা দেশ জুড়ে রাজধর্ম প্রচারে ব্রতী হন অশোক। সাঁচী থেকেই সম্রাট অশোক ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সঙ্ঘমিত্রাকে সুদূর লঙ্কায় পাঠান বৌদ্ধধর্মের বাণীপ্রচারে। স্তূপ (সমাধি) গড়েন ৮৪০০০টি সারা ভারত জুড়ে, ৮টি তার সাঁচীতে—যার ৩টি আজও সাক্ষ্য বহন করছে। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির পর দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল সাঁচী। বিভিন্ন রাজা মহারাজা আঘাত হানলেও ধ্বংস পায় ঔরঙ্গজেবের হাতে সাঁচীর বৌদ্ধতীর্থ। নতুন করে আবিষ্কার ১৮১৮য় ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাইরেক্টর জেনারেল জন মার্শালের নেতৃত্বে, সংরক্ষণের কাজ শুরু ১৮৮১তে; আর সংস্কার ১৯১২—১৯এ। তবে, এই দীর্ঘ ব্যবধানে সাঁচীর নানান সম্পদ লুঠের পণ্য হয়ে স্থানীয়দের শিকার হয়েছে।

সাঁচীর মূল আকর্ষণ তার বৃহৎ স্তূপ অর্থাৎ স্তূপ নম্বর-১। ১৬.৪ মি উঁচু আর ৩৬.৫ মি ব্যাসের বিরাটাকার এই স্তূপ মৌর্য সম্রাট অশোকের হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় তার উত্তরপুরুষের হাতে খ্রি পূ ৩—২ শতকে। দ্বিমতে, কুষাণদের গড়া স্তূপে পাথর বসান অশোক। অর্থাৎ অতীতের ইটে গড়া স্তূপে—আস্তরণ লাগে পাথরের। শিরোপরি রাজকীয় কিরীট পাথরের ছত্র। রেলিং ও অলিন্দও হয়েছে স্তূপকে ঘিরে পাথরে। পাথর এসেছে উদয়গিরি থেকে। ভারতে পাথরের প্রাচীনতম স্থাপত্যও এই স্তূপ। মৃত্যুর প্রতীকরূপী স্তূপে বুদ্ধের কোনো মূর্তি নেই। পদ্ম, পিপুল গাছ আর চক্রের মাঝ দিয়ে প্রকাশ ঘটেছে বুদ্ধের জন্ম, আলোকপ্রাপ্তি ও ধর্মোপদেশের। পায়ের ছাপে প্রকাশ পেয়েছে বুদ্ধের নির্বাণ লাভ।

রেলিং-এ ঘেরা স্তূপের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ ৮.৫ মি উঁচু তোরণ চারটি সাতবাহন রাজাদের কালে তৈরি। স্তূপের দীর্ঘ পরে সর্ব শেষে খ্রি পূ ৩৫এ তৈরি পশ্চিমদ্বারে—জাতক কাহিনী অর্থাৎ মানবরূপী বুদ্ধের সাতজন্ম কাহিনী। তবে, বুদ্ধ এখানে প্রতীকী। তৃতীয় জন্ম প্রকাশ ঘটেছে স্তূপে, চতুর্থ জন্মের প্রকাশ পিপুল বৃক্ষে; আবার কখনও বা অশ্বে অর্থাৎ যে ঘোড়ায় চাপতেন বুদ্ধ। নানানভাবে মার (Mara) দৈত্য প্রলুব্ধ করছে। দুষ্টের দমনই প্রকাশ পেয়েছে বেলেপাথরের অভিনব ভাস্কর্যে। ছাদ্দন্ত জাতক আখ্যানও মূর্ত হয়েছে নিচে। মাঝের সারিতে সারনাথে বুদ্ধের বাণীপ্রচারের চিত্র। আর নিচের সারিতে বুদ্ধের বোধিসত্ত্বের আখ্যান। ১৫৫ খ্রিষ্টপূর্বে অন্ধ্রের রাজা শতপর্ণীর তৈরি দক্ষিণদ্বারে—বুদ্ধের জন্মের প্রতীকী পদ্ম—পদ্মের উপর বুদ্ধজননী মায়াদেবী দাঁড়িয়ে। মস্তকে জল সিঞ্চন করছে দু'পাশে দুই হাতি। প্রাচীনতম দক্ষিণ তোরণে বুদ্ধের জন্ম, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর অশোকের জীবন আখ্যান ছাড়াও ছাদ্দন্ত জাতক কাহিনীও রূপ পেয়েছে। দক্ষিণের অদূরে ভগ্নাবস্থায় ১২.৮ মি উঁচু ১০ নম্বর অশোক শিলার স্তম্ভ উপরে ছিল সিংহ মূর্তি। সিংহ মূর্তি রয়েছে সারনাথেও—এমনকি ভারত রাষ্ট্রের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে সারনাথের সেই মূর্তি যা আজ ভারতীয়

মূদ্রায় দৃশ্যমান। আকারে ছোট হলেও ৬টি প্রতীকে বুদ্ধ-জীবন-আখ্যান বিবৃত হয়েছে পুবদ্বারে— মাতৃগর্ভে আসার প্রতীক হাতি, গৃহত্যাগের প্রতীক ঘোড়া, বোধিলাভের প্রতীক পিপুল বৃক্ষ, ধর্মপ্রচারের প্রতীক চক্র, জনহিতের প্রতীক দু'টি পদচিহ্নের উপর ছাতা, মহানির্বাণ লাভের প্রতীকরূপী স্তূপ। মহামতী অশোকও নতজানু হয়ে প্রার্থনা মগ্ন, এমনকি গর্ভাবস্থায় বুদ্ধজননী মায়াদেবীর দেখা স্বপ্ন—চাঁদে হাতি দাঁড়িয়ে রূপ পেয়েছে। বাজু থেকে ঝুলন্ত যক্ষী মূর্তিতেও অভিনবত্ব আছে পুবের এই তোরণে। তৎকালীন স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে উৎকর্ষ উত্তরদ্বারে—আম্র বৃক্ষতলে বুদ্ধ ধর্ম-বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর পা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে, মাথা থেকে বইছে জলের ধারা। আর ড্রাম বাজিয়ে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রচার করছেন দেবদূত। শ্রাবস্তিতে রাজা প্রসেনজিৎ-কে দেখান দিব্যজ্ঞানের অলৌকিকত্বও রূপ পেয়েছে। ভগ্নাবস্থায় ধর্মচক্রটিও রয়েছে উত্তরের শিরে। বানর মধুর পাত্র দিচ্ছেন বুদ্ধের উদ্দেশে। সত্যই অত্যাশ্চর্য এই বৃহৎ স্তূপ। কেবল সাঁচী নয় অন্যতম বৌদ্ধ শিল্পকলা রূপ পেয়েছে বৃহৎ স্তূপে। এতসবের মাঝেও কিন্তু বুদ্ধের আগমন ঘটেনি সাঁচীতে। আর রয়েছে নানান পিলার— সবেরই আজ ভঙ্গুর অবস্থা। তৈরিও এরা ৫ শতকে।

স্তূপ রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি সাঁচীতে। এদের মধ্যে ১৫ মি উঁচু নিউ বিহার স্তূপ অর্থাৎ স্তূপ নম্বর ৩ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বৃহৎ স্তূপের উত্তর-পুবে আকারে ছোট তোরণ হয়েছে প্রবেশপথে। ৩ স্তূপের মাটির নিচে পাথরের বাক্সে বুদ্ধ শিষ্য সারিপুত্ত ও মহামেগগাল্লানার দেহাবশেষ মেলে। ১৮৫৮য় লন্ডনে গেলেও দেহাবশেষ ১৯৫৩য় সাঁচীতে ফেরে আবার। পাথরের তৈরি বিরাট পাত্রটিতে সেকালে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যদ্রব্য জমা করা হত। তখনকার চৈত্যে বা উপাসনা হল্‌টিও দর্শনীয়। কিছুটা যেন এথেন্সের প্রাচীন গির্জার আদলে তৈরি। এরই পেছনে ছিল স্তূপ ৪—তবে, আজ সেটি বিনষ্ট। স্তূপ ১ ও ৩-এর মাঝে স্তূপ ৫-ও বিনষ্ট হয়েছে। তবে, ৫-এ বুদ্ধমূর্তি ছিল সেকালে, আজ মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

বৃহৎ স্তূপের পশ্চিমে পাহাড়ঢালে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর ৭ মি উঁচু স্তূপ নম্বর ২-এতেও বৈচিত্র্য আছে। তোরণের অভাব—চক্রাকারে ছোট স্তম্ভ, L শেপের চার প্রবেশ পথ; দেওয়ালময় অলঙ্করণ। ফুল-জীবজন্তু-মানুষ এমনকি পৌরাণিক আখ্যানও রূপ পেয়েছে। ২ নম্বর স্তূপের পথে অশোকের স্ত্রীর তৈরি মূল বিহারটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া সাঁচীর নতুন আকর্ষণ—১৯৫২র ৩০শে নভেম্বর সারনাথের আদলে সিংহলের বৌদ্ধ সমাজের গড়া নতুন বিহারে বুদ্ধ শিষ্যের দেহাবশেষ। এরই বিপরীতে ১৯৮৭তে সিংহল থেকে আনা বোধিবৃক্ষ। আর হয়েছে সাঁচীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ম পাহাড়ের পাদদেশে। শুক্র ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা। বৃহৎ স্তূপের ডাইনে গর্ভগৃহ ও মণ্ডপের সমন্বয়ে ৪ শতকে গুপ্তযুগে তৈরি মন্দিরও (৬ ও ১৭ নং) আছে সাঁচীতে। এছাড়াও রয়েছে অতীত কালের নানান মন্দির, নানান মনাস্ট্রি ও বিহার সাঁচীতে। বুদ্ধের কেশ, নখ, অস্থি অর্থাৎ দেহাবশেষ পুণ্যাধারে রেখে টিপির মতো মঠ গড়েছেন ভক্তের দল। তবে বিধ্বস্ত এরা—অরক্ষয়ের পথে। গ্রিক প্রভাবও মেলে এইসব মন্দিরের থাম ও অলিন্দে। এমনকি উত্তরকালে খাজুরাহোর মন্দিররাজিও গড়ে ওঠে এর আদলে। আর আছে পিলার, বিহার ও চৈত্যের নানান ধ্বংসাবশেষ বৌদ্ধতীর্থ সাঁচী পাহাড়ে।

অত্যুৎসাহীরা সাঁচীকে সেন্টার করে ৭.৫ কিমি ব্যাসে সাঁচী বৌদ্ধ প্রকল্প অর্থাৎ সোনেরী-মুরানখুর্দ-আন্ধের-শতধারা দেখে নিতে পারেন। কালের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বৌদ্ধ সম্পদ বাঁচাতে ব্যাপক কর্মকাণ্ড চলছে জাপানী অর্থে পুষ্ট ইউনেস্কোর। সম্প্রতি ইউনেস্কোর পুরাতাত্ত্বিকরা সাঁচীর মাটির তলায় ১৪টি মঠ ও ৩২টি স্তূপ আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কৃত হয়েছে নিচে ব্রাহ্মী হরফে-লেখা এক পাথরখণ্ডে গেরুয়া রঙের বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি। এদের বিশ্বাস আজও নানান অতীত আবিষ্কারের অপেক্ষায়। আর, পরিবেশ রক্ষা প্রকল্পের নানান কর্মকাণ্ড চলছে সাঁচী ও শতধারায়। সাঁচীর ১০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনারীতে ৮টি বৌদ্ধ স্তূপ, সাঁচীর পশ্চিমে বিপাশার পাড়ে সাতধারায় ২টি; আরও ৮ কিমি দক্ষিণ-পুবে আঁধের-এর স্তূপ ৩টিও দেখে নেওয়া উচিত হবে।

সাঁচী থেকে বাস বা ট্রেনে বিদিশায় চলুন। সাঁচী থেকে ৯ কিমি দূরে বেতোয়া (কালিদাসের বেত্রবতী) ও বেস (বিদিশা) নদীর সন্ধিস্থলে বিদিশা নগরী। খ্রিস্ট জন্মেরও ৬০০ বছর আগে বাণিজ্যনগরী রূপে প্রসিদ্ধি ছিল বিদিশার। রামায়ণেও উল্লেখ মেলে বিদিশার কথা। রামের ভাই শত্রুঘ্ন যাদবরাজদের কাছ থেকে বিদিশা জয় করে ছেলেকে বসান সিংহাসনে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সুঙ্গদের রাজধানী হয় বিদিশা। সম্রাট অশোক বিয়েও করেন বিদিশার কাছে চৈত্যগিরির শ্রেষ্ঠী-কন্যা দেবীকে। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত-এও উল্লেখ মেলে বিদিশার কথা। উল্লেখ মেলে বিদিশার বিলাস ও সমৃদ্ধির কথাও। ৬ শতকে হারিয়ে গেলেও ৯ শতকে আবার বিদিশার প্রশস্তির কথা মেলে ভিলসা নামে। বিদিশার খ্যাতি গেয়েছেন বাংলা কাব্যে জীবনানন্দও। বিদিশাকে ঘিরে ২৭ কিমি জুড়ে বৃত্তাকারে সম্রাট অশোকের আনুকূল্যে গড়া ৬৫টি স্তূপ দেখে নেওয়া যায়। মিউজিয়মও হয়েছে রেল স্টেশনের কাছে— এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুঙ্গ থেকে পারমার রাজাদের কালের নানান প্রত্নতত্ত্বের। ভূপাল-দিল্লী রেলপথে সাঁচীর পরের স্টেশন বিদিশা। নানান ট্রেন ও বাস আসছে ভূপাল থেকে সাঁচী হয়ে বিদিশায়। এক্স ট্রেনও দাঁড়ায় বিদিশায়। থাকারও *হোটেল—আদর্শ লজ, বসন্ত লজ, লক্ষ্মী হোটেল* ছাড়াও *ধরমশালা* আছে বিদিশায়।

বিদিশা লাগোয়া ভিলসা। বিদিশা থেকে ৪ কিমি দূরে বেত্রবতী নদী পেরিয়ে জঙ্গল ও মাঠ ডিঙ্গিয়ে শহরের প্রহরী রূপে পাহাড় দাঁড়িয়ে। পাহাড় ঢালে বেলে পাথরের উদয়-গিরিতে অতীতের দুর্গ ও ২০টি গুহা রয়েছে ৪-৫ শতকের। তদানীন্তন সমাজজীবন ও সমাজধারার বলিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়েছে। ১ ও ১৮ নম্বর গুহা দু'টি জৈন সাধকদের, বাকি ১৮টি হিন্দুধর্মী। ৩য় গুহায় চতুর্ভুজ নারায়ণ, ৪র্থ গুহার অন্দরে শিবলিঙ্গ আর প্রবেশদ্বারের বাইরে বিপুলাকার গণেশ মূর্তি, ৫ম গুহার বাইরে বিপুলাকার বরাহ অবতার মূর্তি খোদিত— মূর্তির মুখের মধ্যে ৫টি নারীমূর্তি আর শিরে ফণাধর অনন্তনাগ। বরাহরূপী বিষ্ণু দৈত্য সংহার করে সমুদ্রতল থেকে চুরি করে লুকিয়ে রাখা পৃথিবী তুলছেন, দু'ধারে দাঁড়িয়ে দেবাসুর, কংসবধ আখ্যানও উল্লেখ্য। ৭ নম্বর গুহাটি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়র (382-401 AD) ব্যবহারের জন্য তৈরি। সুন্দর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম সিলিং-এ আর দেয়ালে দেবী দশভুজা মূর্ত হয়েছেন। আকারে বৃহত্তম গুহা ৯-এ ৮ ফুট উঁচু স্তম্ভ, স্তম্ভে ভর করা বারান্দা ও হল্‌ঘর, বিশালাকার সিলিং দর্শককে অভিভূত করে। গুহা ১৩-য় অনন্তশয়নে ১৮ ফুটের বিষ্ণু। নাভি থেকে পদ্ম— তার উপরে ব্রহ্মা আর দেব-দেবীরা হাতজোড় করে স্তব করছেন। জৈন সাধকদের গুহা ১৮ অতি সাদামাটা। গুহা ২০-এর কার্ভিং-এর কাজ সুন্দর। পাহাড় চূড়োয় মন্দিরও হয়েছে গুপ্তযুগে।

উদয়গিরি থেকে ৩ কিমি যেতে বেসনগর। মুসলিমকালে অতীতের বিদিশাই হয় বেসনগর। হিন্দু মন্দিরের উপর গড়া গম্বুজ-কা-মকবারা, বিজামণ্ডল মসজিদ, লোহাঙ্গী রক আজও অতীত কীর্তন করে। তেমনই বসুদেবের মন্দিরটি লোপ পেলেও বেসনগরে রয়েছে পাথরে গড়া (১৪০ খ্রি পূ) মনোলিথিক খাম্বা বাবা বা হেলিদোরাসের পিলার। দেখতে অশোকস্তম্ভের মতো হলেও আসলে এটি গরুড় স্তম্ভ। বিষ্ণুর নামে উৎসর্গিত। তৈরি এটি বিদিশার রাজা ভগভদ্রের দর-বারে তক্ষশীলা (পাকিস্তান)-র গ্রিক রাষ্ট্রদূত দিয়নের পুত্র হেলিদোরাসের। বিদিশার রাজকন্যা মাধবিকা ও গ্রিক যুবক হেলিদোরাসের প্রেমগাথাও মিলেমিশে রয়েছে খাম্বা বাবা পিলারের সাথে। এর নিচের অংশ অষ্টকোণী, ওপরের অংশ ষোড়শকোণী—তার উপর বত্রিশ পল তোলা কারুকার্য। আজও অক্ষত এই স্তম্ভে ব্রাহ্মী বর্ণমালায় প্রাকৃত ভাষার লিপি থেকে মেলে হিন্দু ধর্মের পরম ভাগবত নামে হিন্দু দেবতা বসুদেবের (বিষ্ণু) সম্মানে পিলার গড়েন হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট বিষ্ণু ভক্ত হেলিদোরাস। ভারতে সিমেন্টের প্রথম ব্যবহারও ঘটে এই পিলারে। তবে, ভূতের পিলারও বলে থাকে লোকে খাম্বা বাবাকে। এরই পাশে ভূতুড়ে বটগাছ। আজও প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ভূত ঝাঁড়াতে আসেন স্থানীয়রা। এক তান্ত্রিক গজাল মেরে ভূত গাঁথেন বটগাছে।

তেমনই বিজয়মন্দির বা বিজয়মণ্ডলও উচিত হবে দেখে নেওয়া। খ্রিস্টের জন্মেরও হাজার বছর আগে শকরাজা উদয়াদিত্যর গড়া মন্দিরের উপর ১৬৮৬তে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব মসজিদ গড়েন। কারুকার্যময় মন্দিরটি নতুন করে লোকসমক্ষে আসে ১৯৭১-৭২-এর অতি বৃষ্টিতে ধসে পড়তে।

ভূপাল থেকে বিদিশা হয়ে ৯০ কিমি, বারেথ রেল স্টেশন থেকে ৭ কিমি দূরে ভিলসার উত্তরে উদয়পুরেও রয়েছে ১১ শতকের নীলকণ্ঠেশ্বর অর্থাৎ শিবমন্দির। পারমার-রাজদের কালের সুউচ্চ শিখরময় লাল বেলেপাথরের নীলকণ্ঠেশ্বরের কারুকার্যও সুন্দর। গর্ভ গৃহ, সভা মণ্ডপ, প্রবেশ মণ্ডপের সমন্বয়ে ইন্দো-আর্য স্থাপত্য শৈলীর মন্দিরে উদিত সূর্যের কিরণ এসে পড়ে দেবতার মুখে। তেমনই আছে বিজামণ্ডল, শাহী মসজিদ তথা মহল, শের খান-কি-মসজিদ, পিসনারি-কি-মন্দির উদয়পুরে।

অত্যুৎসাহীরা সাঁচী থেকে সাগরমুখী ৪১ কিমি উত্তর-পুবে গয়ারাসপুরে ৯-১০ শতকের বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরের সুন্দর ভাস্কর্যময় কারুকার্যমণ্ডিত আটখাম্বা (৮) ও চৌখাম্বা (৪) পাথুরে পিলার, খিলান, পুকুর ও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ দেখে নিতে পারেন বাসে-বাসে বা বিদিশাকে বুড়ি করে টেম্পো, অটো, টাঙায়। আর আছে ১০ শতকের বজরা মঠ ও মালা দেবী মন্দির গয়ারাসপুরে।

চলার পথে সাঁচী থেকে সাগরমুখী ৮২ কিমি দূরে রাহাৎগড়ে মধ্যযুগীয় দুর্গ ও প্রস্রবণটিও দেখে চলা যায়।

সাঁচীতে থাকার খুব একটা দরকার হয় না। ঘণ্টা তিনেকে দেখে ফেরা যেতে পারে ভূপালে। প্রাইভেট হোটেল নেই সাঁচীতে। তবে, রেল ও বাস স্ট্যান্ডের কাছে MPTDC-র *Travellers L*, Sanchi-464661, ✆ (07592) 62723, SAB ২৫০, DAB ৩০০, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে রিবেট মেলে; স্তূপের কাছে হয়েছে MPTDC-র *Tourist Cafeteria*, ✆ 62743, S ২০০, D ২৫০; রেল স্টেশনের পাশে *Srilanka Mahabodhi Society RH*, থাকার জন্য ভিক্ষু অধিকর্তা, মহাবোধি সোসাইটিকে লিখুন। আর আছে *সার্কিট হাউস*, অবু: Collector, Raisen; *Sanchi RH; PWD RH*, অবু: SDO, PWD (B&R), Raisen ও *রেলের রিটায়ারিং রুম*। আহার্য মেলে *ক্যাফেটেরিয়ায়*।

ভীমবেটকা

ভূপাল-ইটারসি-পাঁচমাড়ী সড়কে ওবেদুল্লাগঞ্জ পেরুতেই ভীয়াপুর। ভীয়াপুর থেকে রেলের লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে পুবমুখী পথে ৩½ কিমি যেতে পাহাড়ের কোলে রমণীয় পরিবেশে ভোজপুরের ২৮ কিমি দূরে আর ভূপালের ৪০ কিমি দক্ষিণে ভীমবেটকা। বাস ও ট্রেন আসছে ভূপাল থেকে ওবেদুল্লাগঞ্জ। তবে হাঁটতে বিমুখ যাত্রীদের ওবেদুল্লাগঞ্জ বাজারে বিশাল অ্যান্ড কোম্পানিতে ১৫০ টাকায় জিপ মেলে ভীমবেটকা বেড়িয়ে ফিরতে। ভূপাল থেকেও জিপ বা গাড়ি মেলে—শ'পাঁচেক টাকায় যাতায়াত।

বিন্ধ্যপর্বতের দুরারোহ অধিত্যকায় ২২০০ ফুট উঁচুতে শাল ও টিকে ছাওয়া ভীমবেটকা। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভি এস ওয়াকানকার আবিষ্কার করেন পাথর কেটে তৈরি ধাপে ধাপে তিনধাপে ৭০০-রও অধিক গুহায় ভারতের প্রাচীনতম মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ভীমবেটকায়। আর ১৯৭১ থেকে ৭৭ খ্রিস্টাব্দে পুরাতাত্ত্বিকদের খননে বিশেষজ্ঞদের রায়ে বিশ্বে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক মানবদের গুহার মধ্যে ভীমবেটকা অনবদ্য। উপরের ধাপের গুহাগুলি যেমন আকারে বড়—তেমনই সুন্দর ছবিতে অলঙ্কৃত। দীর্ঘকাল ধরে রূপ পেয়েছে এরা। এর কোনো কোনোটি নবপ্রস্তরযুগের বলে রায় দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। বিষয়বৈচিত্র্য ও অঙ্কন রীতির তারতম্যে ৭ যুগের বলে রায় মিলেছে। প্রতিটা গুহাই লাল-সাদা বা সবুজ-হলুদ রঙের ছবিতে অলঙ্কৃত—গৌর, গণ্ডার, ভাল্লুক, বাঘ, বাইসন, অ্যান্টিলোপস, লিজার্ড, সিংহ, কুমির, ঘোড়া ও হাতিতে সওয়ার ছাড়াও নানান পশু শিকারের দৃশ্য, নৃত্যকলা তথা তদানীন্তন সমাজজীবন রূপ পেয়েছে। বিশেষ করে B-52, F-15, III C-30, III C-29, C-6, C-12, C-13, C-17, C-9, C-5A অডিটোরিয়াম গুহাগুলির আকর্ষণ অনস্বীকার্য। C-13-র বিরাটাকার মিথোলজিক্যাল/পৌরাণিক গুহাচিত্রে বৈচিত্র্য আছে। বুল রকে আঁকা সঙ্করজাত এই জন্তুটি সম্ভবত ওদের দেবতা হয়ে থাকবে। প্রকৃতিও সুন্দর ভীমবেটকার।

প্রবাদ, বনবাসকালে পাণ্ডবদেরও আগমন ঘটেছিল এই পাহাড়ে। বসতেন ভীম অর্থাৎ *ভীম বৈঠকা*। ভীয়াপুরও নাকি ভীমাপুরের নামান্তর। আর রয়েছে পাণ্ডবাস ও বেতোয়া নদী এই ভূখণ্ডেই। পর্যটনের সুব্যবস্থা গড়ে উঠলে পরম বিস্ময়ে ভরা ভীমবেটকায় পর্যটক সমাগম ঘটবে বিপুলহারে। দোকানপাটের অভাব ভীমবেটকায়।

অত্যুৎসাহীরা চলার পথে হোসাঙ্গাবাদ থেকে বেতুল পৌঁছে আরও ৯৭ কিমি বাসে গিয়ে জৈনতীর্থ মুক্তগিরিও দেখে চলতে পারেন। পাহাড় কুঁদে মন্দির হয়েছে—সংখ্যায় ৫২। কার্তিক মাসে মেলা বসে। থাকার জন্য *ধরমশালা* আছে মুক্তগিরিতে।

পাঁচমাড়ী

পাঁচমাড়ী পাহাড়ের নিকটতম বিমানবন্দর ভূপাল ১৯৫, নাগপুর ২৫৮ কিমি। নিকটতম রেল স্টেশন ৪৭ কিমি দূরে পিপারিয়া। এলাহাবাদ/সাতনা/জব্বলপুর-ইটারসি/ভুসুয়াল রেলপথে পিপারিয়া স্টেশন। হাওড়া-মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর/ভাগলপুর/গুয়াহাটি-দাদার এক্স, পাটনা-কারলা এক্স, বারাণসী-মুম্বাই মহানগরী এক্স, দ্বারভাঙ্গা/মজঃফরপুর-কারলা এক্স, 1 2 3 4 5 দিন বারাণসী-সুরাট তাপ্তী গঙ্গা এক্স, 2 4 5 দিন বারাণসী-কারলা এক্স, রবিবার পাটনা-সুরাট এক্স পিপারিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর বাস যাচ্ছে পাঁচমাড়ী থেকে পিপারিয়া হয়ে ৫-০০, ৭-০০, ১৫-০০, ১৮-৩০টায় ভূপাল; ৭-০০টায় উজ্জয়িন; ১৮-৩০টায় ইন্দোর; ৮-৩০টায় ইটারসি; এছাড়াও পিপারিয়া যাচ্ছে ৭-৩০, ১০-০০, ১১-০০, ১২-৩০, ১৭-০০, ১৮-৩০, ২০-৩০টায়; নাগপুর যাচ্ছে ৭-০০টায়। জিপও যাচ্ছে শেয়ারে পাঁচমাড়ী থেকে পিপারিয়ায়।

ভূপাল থেকে

প্রথম দিন শহর বেড়িয়ে পরদিন ট্রেনে/বাসে গিয়ে সাঁচী বেড়িয়ে বিদিশা দেখে বিদিশা থেকে ১৭-৪০র ছত্তিশগড় এক্স, ১৫-৩৮এ পাঞ্জাব মেল, ১১-৩৮এ গোরক্ষপুর-মুম্বাই কুশীনগর এক্স চেপে ১৮-০০, ১৬-৪০, ১২-৪০এ ভূপাল পৌঁছে ইটারসি চলুন ২০-৪০, ১৮-৩০, ১৪-৫৫য়। ইটারসি থেকে 2 4 5 7 দিন দাদার-ভাগলপুর এক্সে ২১-২০ বা প্রতিদিন ২১-৪০-এর দাদার-গোরক্ষপুর এক্সে ২২-১৭/২২-৩৭এ পিপারিয়াতে পৌঁছান। এছাড়াও ট্রেন আসছে ইটারসি থেকে—১০-২০এ হাওড়া মেল, ১-৩৫এ ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্স, 2 4 5 7 দিন ১৮-১০এ ভূপাল-দুর্গ অমরকণ্টক এক্স, ১১-৫৫য় কারলা-পাটনা এক্স, ১৩-০৫এ মুম্বাই-বারাণসী মহানগরী এক্স, 1 3 4 6 দিন ১৯-০০টায় কারলা-বারাণসী/ফৈজাবাদ এক্স; 2 7 দিন ০-৪৫এ কারলা-মজঃফরপুর/দ্বারভাঙ্গা এক্স; 1 2 3 4 5 6 দিন ১৯-৫৫য় সুরাট-বারাণসী/পাটনা তাপ্তীগঙ্গা এক্স, 3 6 দিন ২১-২০এ দাদার-গুয়াহাটি এক্স, 1 3 5 6 দিন ০-২০এ হাকিবগঞ্জ-রেওয়া এক্স, ১৬-০০টায় ইটারসি-বীণা বিন্ধ্যাচল এক্স। আর যাচ্ছে ৩-৩০এ ইটারসি-জব্বলপুর, ১৭-৫৫য় ভুসুয়াল-কাটনী, ৮-৪৫এ ইটারসি-এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার পিপারিয়া হয়ে। পথের দূরত্ব ৬৭ কিমি, সময় নেয় কম-বেশি ১ ঘণ্টা। ইটারসি-এলাহাবাদ রেলপথেই পিপারিয়া। পিপারিয়া থেকে সড়কপথে পাঁচমাড়ী চলুন। তবে, বিদিশা থেকে ছত্তিশগড় এক্স চাপা উচিত হবে। নতুবা ইটারসিতে সংযোগকারী ট্রেনের অভাবে রাত কাটাতে হয়। রেলের রিটায়ারিং রুম ও ওয়েটিং রুম আছে ইটারসি ও পিপারিয়াতে। আর আছে Meghdoot H, near Rly Stn, Itarsi, ✆ 32858, S ১৫০, D ২২৫, A/c D ৪০০, ও রেল স্টেশনের পিছনে MPTDC-র ৪ ঘরের Tourist Motel, near Rly Stn, Panchmarhi Rd, Pipariya, ✆ (07576)22299, DAB ১২৫। PWD-র বাংলোও আছে পিপারিয়ায়। ২টি করে বার্থও মেলে পিপারিয়া থেকে হাওড়া মেলে কলকাতার। তবুও সাঁচী/বিদিশা বেড়িয়ে বিদিশা থেকে ১৭-৪০এর ছত্তিশগড় এক্সে ১৮-৩৫এ ভূপাল ফিরে ভূপাল থেকে ২৩-০০টার ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্সে ৬-০৩এ সরাসরি পিপারিয়া যাওয়াই সুবিধার। বাসও মেলে ৫-৩০, ১৪-৩০ ও ১৬-৪০এ ভূপাল থেকে পাঁচমাড়ী পাহাড়ের।

পিপারিয়া থেকে রাজপথ গিয়েছে সবুজের ওড়না উড়িয়ে প্রথম আধায় সমতল ধরে দ্বিতীয় আধায় পাহাড় বেয়ে ৪৭ কিমি দূরের পাঁচমাড়ীতে। ঘণ্টা দুয়েকের পথ। বাসও যাচ্ছে ৫-৩০, ৭-০০, ১০-১৫, ১২-৩০, ১৬-০০, ১৮-০০, ২০-০০, ২০-৩০ ও ২২-৩০-এ পিপারিয়া রেল স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে। ট্যাক্সিও মেলে এপথে। পথশোভা মনোরম। পথও ওঠে ৩৬৬৪ ফুটে। একদিকে পাতালস্পর্শী খাদ, অপরদিকে আকাশচুম্বী পাহাড় দেওয়াল গড়েছে। ঘাট রোড শুরুতেই দেনুয়া নদীর ভিউ পয়েন্ট। এমনকি, চলার পথে বনচরদের দর্শন লাভও অস্বাভাবিক

নয় এপথে। শহরের ৮ কিমি আগেই অম্বামাতার মন্দির। আর আছে প্রাচীন চিত্রকলায় সমৃদ্ধ মোরাদেও গুহা।

সাতপুরা পর্বতমালায় সাতপুরা জাতীয় উদ্যান তথা পাঁচমাড়ী পাহাড়। দুই পাহাড়ের মাঝে গাঢ় সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাঁচমাড়ীর মৌনী, গম্ভীর, ধ্যানমগ্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ করে। কুলুকুলু তানে বয়ে চলেছে অসংখ্য পাহাড়ী ঝোরা—জল তার স্ফটিক স্বচ্ছ। তেমনই পাহাড় ভেঙে অরণ্য চিরে আছড়ে পড়ছে ডজনখানেক জলপ্রপাত। পাঁচমাড়ীর আর এক সম্পদ তার প্রাগৈতিহাসিক গুহা। আর পাঁচটা পাহাড়ী শহরের মতো বরফে মোড়া চুড়ো নেই—বাড়িঘরও নেই ঢালে ঢালে পাঁচমাড়ী পাহাড়ে। পাঁচমাড়ী বেড়াবার মনোরম সময় মার্চ থেকে মে আবার অক্টোবর ও নভেম্বর মাস। তবে দশেরা ও সামারে যাত্রীর আধিক্য ঘটে পাঁচমাড়ীতে। MPTDC ✆ 2100/2102-এর মিনি/গাড়িতে বা এককভাবে ৬৫০/৭৫০ টাকায় জিপ নিয়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় পাঁচমাড়ী পাহাড়। সকাল ৮-০০টায় প্রাইভেট জিপ/জিপসি যাচ্ছে, যাত্রীপিছু ভাড়া ১৫০। তেমনই পয়েন্ট টু পয়েন্ট অর্থাৎ এক থেকে আর এক বিউটি স্পটে যাচ্ছে নানান হারে জিপ। টাঙাও মেলে এপথ পরিক্রমায় শ'দুয়েক টাকায়।

১০৬৭ মি উঁচুতে সাতপুরা পাহাড়ের অধিত্যকায় চিরসবুজে ছাওয়া মধ্য প্রদেশের একমাত্র পাহাড়ী শহর পাঁচমাড়ী। ১৮৫৭তে এলাকার সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বেরিয়ে পাঁচমাড়ীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ Capt Forsyth-এর আবিষ্কার ২৩ বর্গ মাইল ব্যাপ্ত রেকাবির মতো পাঁচমাড়ীকে। ১৮৬২তে ফরসিথ এলেন স্যানাটোরিয়ামের ব্লু-প্রিন্ট গড়তে। গড়েও ওঠে স্যানাটোরিয়াম ও হিল রিসর্ট রূপে পাঁচমাড়ী ব্রিটিশেরই হাতে। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের গ্রীষ্মাবাসও ছিল ব্রিটিশ ভারতে শান্ত-সুন্দর পাঁচমাড়ীতে। দুই লাল বেলেপাথরের পাহাড় সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শহরের। সূর্যোদয়ে ধূপগড় আর সূর্যাস্তে মহাদেব পাহাড়ের নীলচে-লাল আভার প্রতিফলনে রুজ পরে সারা পাঁচমাড়ী পাহাড়। নর্মদা পারের বিন্ধ্য পর্বতে এদৃশ্য আরও নয়নাভিরাম। তবে বছরের বেশির ভাগ দিন গোমড়ামুখে মেঘে ঢাকা থাকে পাঁচমাড়ীর আকাশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম, পাঁচমাড়ীর গর্ব তার ভার্জিন ফরেস্ট। মেঘ আর রোদ্দুর খুনসুটি করে দিনভর। অসংখ্য জলপ্রপাত, বয়ে চলেছে কুলুকুলু রবে ছোটবড় ঝোরা। গাছে গাছে পাখি কূজন শোনায় দিন-রাত্রি জুড়ে। আর আছে জটাশঙ্কর, সেনানী ব্যারাক, লেক, ন্যাশানাল পার্ক, চিলড্রেন্স পার্ক, ৫০-এরও অধিক ভিউ পয়েন্ট, পঞ্চপাণ্ডবের গুহা, ১২০০ একর জমিতে গড়া সরকারি উদ্যান, রেস কোর্স, গলফ পিচ পাঁচমাড়ী পাহাড়ে। পুরাতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডারও পাঁচমাড়ী। ৫০০-৮০০ খ্রিস্টাব্দের নানান ছবিতে সমৃদ্ধ মহাদেব গুহা। কোনো কোনোটি ১০০০০ বছরের প্রাচীন। সঙ্কীর্ণ পায়ে হাঁটা পথ চলে শাল, সেগুন, আম, জাম, মহুয়া, আমলকী ও বাঁশের গহীন বন মাড়িয়ে। তেমনই ৫০০ প্রজাতির ফার্ণও রয়েছে সাতপুরা অরণ্যে। চেনা-অচেনা নানান ফুলের বর্ণালীও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শহরের। পুরো শহরটাই এখানে পর্ণমোচী বৃক্ষের বাগিচায় রূপ নিয়েছে। বৈচিত্র্য আছে আর পাঁচটা পাহাড়ী শহর থেকে পাঁচমাড়ীর। তবুও যেন পর্যটক কম ১৫ থেকে ১৮ কোটি বছরের প্রাচীন অর্থাৎ ট্রায়াসিক যুগেরও আগের পাঁচমাড়ী পাহাড়ে।

সরকারি উদ্যানের অদূরে *পাঁচ মাধি* অর্থাৎ পাঁচটি কুঁড়ে, কালে কালে পাঁচ মাধি থেকে পাঁচমাড়ী নামকরণ। কিংবদন্তী, গুহা পাঁচটি পঞ্চপাণ্ডবদের। অজ্ঞাতবাসকালে বৌদ্ধ বিহারধর্মী ছবিতে অলঙ্কৃত এই গুহা পাঁচটিতেই নাকি অবস্থান করে পঞ্চপাণ্ডবেরা। তবে, ভূতাত্ত্বিকরা বলেছেন জৈন বা বৌদ্ধ গুহা এগুলি। গুহা সংলগ্ন নার্সারিটিও সুন্দর। গুহার উপর থেকে বা ৩ কিমি দূরের ল্যান্সডাউন পাহাড় থেকে শহরের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে ভূমিকম্পে ফাটল হয়েছে পাহাড়ে। খাড়া পাহাড়, ৩০০ ফুটেরও অধিক গভীর খাদ, বয়ে চলেছে জলধারা। একটা ঢিল ফেললে পতনের আওয়াজ মেলে ৭ সেকেন্ড পরে। তবে কিংবদন্তী, সর্প ভয়ে ভক্ত আসা বন্ধ হতে রুষ্ট শিব ত্রিশূল ছুঁড়ে সাপকে বিঁধে ফেলেন পাহাড়ে। আর শিবের ক্রোধানলে হ্রদের জল শুকিয়ে রূপ নেয় রেকাবির, পাহাড় হয় হাঁড়ির মতো অর্থাৎ হান্ডি খো। মৌমাছি থেকে সাবধানতা পালনীয়। চারপাশের নৈসর্গিক শোভা দেখার জন্য অতীতের ফরসিথ পয়েন্ট আজ হয়েছে **প্রিয়দর্শিনী পয়েন্ট**। ১৮৫৭য় ক্যাপ্টেন ফরসিথ মুগ্ধ হন এই প্রিয়দর্শিনী থেকে পাহাড় দেখে। ১২ কিমি গাড়ির পথে মহাদেব পাহাড়ের সানুদেশে মহাদেব গুহায় শিব। জল পড়ছে পাহাড় চুঁইয়ে। শিবরাত্রি জাঁকালো উৎসব। লক্ষাধিক সাধু আসেন—যাত্রীও আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। আকারের তারতম্যে ছোটো ও বড়ো দু'টি গুহা হয়েছে মহাদেবের। এছাড়াও রয়েছে মারাদেও গুহা—নানান গুহার কমপ্লেক্স। খ্রিপূ ১০০০ বছরের প্রাচীন গুহাচিত্রে তদানীন্তন সমাজজীবন পরিস্ফুট। চলার পথে কাণ্ডারিয়া সহ অনুপম ভাস্কর্যে রূপ নিয়েছে পাহাড়। ডাইনে দেবী পার্বতীর গুহা। আরণ্যক পরিবেশ। *FRH*-ও হয়েছে মহাদেব পাহাড়ে। সামনে দিয়ে পথ গিয়েছে আর এক অত্যাশ্চর্য গুহা গুপ্ত মহাদেবের। একই পাহাড়ের মাঝে ফাটল— অন্ধকারাচ্ছন্ন। ৫০ ফুট অতি সঙ্কীর্ণ পথ, মোমবাতির আলোয় এগুতে হয় শরীর বাঁচিয়ে। ৪/৫ জনের অধিক একত্রে প্রবেশ করাও উচিত নয় গুহায়। দেবতা শিব। এই পথ ধরে আরও ৪ কিমি পায়ে যেতে চৌরাগড় পাহাড় শিরে শিবমন্দির। রাজেন্দ্রগিরি অর্থাৎ রাজেন্দ্র পাহাড়, সুন্দর সাজানো বাগিচা। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে নাম। শেষ ২ কিমি পায়ে হেঁটে শহর থেকে ৫ কিমি যেতে

যমুনা জলপ্রপাত বা বী ফলস। জলের ধারা পড়ছে কয়েকশ ফুট নিচুতে—নামতেও হয় ততোধিক। খুবই নির্জন এলাকা।

পাঁচমাড়ী পর্যটকদের কাছে ধূপগড়ের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আকর্ষণও অনবদ্য। শহর থেকে দূরত্ব ১০ কিমি। তবে শেষ ২ কিমিতে ১১০০ ফুট চড়াই ভেঙে উঠতে হয় সাতপুরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর ৪৪২৯ ফুট উঁচু ধূপগড়ে। শাল-মহুয়া-জামের সাথে বাঁশ-আমলকী-হরীতকী-কেন্দুর অরণ্যে চিতা, ভালুক, গৌর, লাঙ্গুর, শম্বরেরা চরে বেড়ায়। তেমনই ময়ূর, ঈগল, শঙ্খচিল ছাড়াও নানান প্রজাতির পক্ষীকুলও কাকলি শোনায় পাহাড়ে। পাঁচমাড়ী পাহাড়ের দৃশ্য সুন্দর দেখায় ধূপগড় থেকে। তেমনই সুন্দর দেখায় সূর্যাস্ত। *PWD*-র *Rest House* হয়েছে পাহাড়চুড়োয়। আরণ্যক পথ—পথ বন্ধুরও। জিপ ও গাড়ি যাচ্ছে ঘুরপথে। MPTDC-র জিপ চুড়োয় ওঠে প্যাকেজ ট্যুরে সূর্যাস্ত দেখাতে।

এবার বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে ২ কিমি দূরে শ'খানেক ফুট নিচুতে **জটাশঙ্কর গুহাটিও** দেখে নিন। স্ট্যালাগমাইট পাথর এখানে জটার রূপ নিয়েছে। জটা পেঁচিয়ে বেণীর মতো আকার—নামও তাই জটাশঙ্কর। গুহার মাথায় জলের ধারা পড়ছে। এই ধারা থেকে জন্ম হয়েছে জম্বু দ্বীপ নদীর। জটাশঙ্কর মন্দিরের কাছে হার্পারস কেভ বা বীণাবাদকের গুহাটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

জলপ্রপাতের দেশ পাঁচমাড়ী—জৌলুসে ভরা দৃষ্টিনন্দন ডজনখানেক ফলস বা জলপ্রপাত পাহাড়ে। বেলেভিউ থেকে ভ্রান্ত নীড় মুখী ত্রিধারার **ডাচেস ফলসের** অপরূপ শোভা দেখতে অসংখ্য সিঁড়ি ভেঙে ৪ কিমি নামতে হয়। আকর্ষণে শিলং পাহাড়কে হার মানায়। আরও ২½ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর এক প্রাকৃতিক জলাশয়—**সুন্দর কুণ্ড**। সাতপুরা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মাঝে আরণ্যক প্রপাত বী ফলস-এর শোভা দেখতেও নামতে হয় ২ কিমি। তবে, উপরের ভিউ পয়েন্ট থেকেও দেখে নেওয়া যায় বী ফলসের জৌলুস। আর মিলিটারি ব্যারাক পেরিয়ে **লিটল ফলস**-এর ডাউনফল একান্তই উচিত হবে দেখে নেওয়া। ৩৫০ ফুট উঁচু থেকে নামা **বিগ ফলস** ছাড়াও ফলস রয়েছে আরও নানান। আর আছে বাস থেকে ১½ কিমি দূরে **অপ্সরা বিহার**—শীর্ণা অথচ করতোয়া তটিনী গিয়ে পড়েছে অতলস্পর্শী খাদে। অপ্সরার পথে ধুয়াধারের চিত্রগুলিতেও বৈচিত্র্য আছে। অপ্সরা থেকে ১০ মিনিটের পথে রজত প্রপাত পাঁচমাড়ীর আর এক রোমাঞ্চ। রজতের শিরে বিগ ফলস। তেমনই আছে বেশ কয়েকটি কুণ্ড বা জলাশয় পাঁচমাড়ীতে। এদের মধ্যে ফেয়ারি পুল বা অপ্সরা বিহার, রীচগড়ে লেডি আইরিন বসুর আবিষ্কার গুহা থেকে বেরিয়ে ঝর্নার মতো ঝরা ঝোরা—আইরিন পুল বা রামকুণ্ড উল্লেখ্য। তেমনই নানানধর্মী উদ্ভিদ ও স্টাফ করা জীবজন্তুর সংগ্রহশালা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মিউজিয়মটিও সুন্দর। ১৮৭৫এ তৈরি ক্রাইস্ট চার্চ, ১৮৯২এ ফ্রেঞ্চ ও আইরিশ স্থাপত্যে গড়া ক্যাথলিক চার্চের স্থাপত্যশৈলীও অনুপম।

আর উচিত হবে ১৯৮১তে গড়া সাতপুরা ন্যাশানাল পার্কটি বেড়িয়ে নেওয়া। ৫২৪ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত শাল, বাঁশ ও টিকে ছাওয়া গহীন অরণ্যে বাইসন, বাঘ, প্যান্থার, বন্য ভালুক, চার শিঙের চিতল ছাড়াও নানান জন্তু চরে বেড়ায়। তেমনই উচিত হবে ১৮৬২তে গড়া পাঁচমাড়ীর প্রাচীনতম বাড়ি বাইসন লজে পাঁচমাড়ি পাহাড়ের উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মিউজিয়মটি দেখে নেওয়া।

অন্যান্য পাহাড়ী শহরের মতো যথেষ্ট প্রাইভেট হোটেলের অভাব Panchmarhi, STD : 07578-তে। তবে PWD-র ভারতীয় ও পাশ্চাত্য প্রথায় রয়েছে হোটেল ব্লক—৪৮ ঘরের *New Hotel* ও ১২ ঘরের *Old Hotel;* খাবারও মেলে ক্যান্টিনে। আর রয়েছে বাসস্ট্যান্ড থেকে ৫/৭ মিনিট আগেই শহরে ঢোকার মুখে MPTDC-র ৪০ ঘরের *Holiday Homes*, ✆ 2099, Single Unit ২২৫ অর্থাৎ ২ বেডের ঘর, সঙ্গে বাথ ও রান্নাঘর; *Satpura Retreat*, B3, ✆ 2097, S ৩৯০, ৬৯০, D ৪৯০, ৬৯০, A/c S ৯৯০, D ৯৯০, কল বুকিং : Linkage ✆ 2465171; *Panchvati Cottages*, ✆ 2096, B2, ডাবল বেডের কটেজ ৫৫০; *Panchvati Huts*, ✆ 2098, S ৩৫০, D ৪৫০; *Amaltas* B2, ✆ 2098, SAB ৩৭৫, DAB ৪২৫, ডিলাক্স ৩৯০/৪৯০; *D I Bungalow*, DAB ১৫০; *Prasthal Bungalow*, B2; *Sahakar Bungalow*, ✆ 2098, S ৩৭৫, D ৪২৫; *Amrak Bungalow*, B2½; *Rock-End Manor*, ✆ 2079, D ১৪৯০, A/c ১৭৯০, অবু: ম্যানেজার বা MPTDC, Bhopal. ডর্মি প্রথায় ৫০ বেডের *Youth Centre Panchmarhi Club*-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে; অবু: SDO, PWD, Panchmarhi, M P-কে লিখুন। আর রয়েছে বাসস্ট্যান্ডেই ৮ বেড করে ২টি ডর্মিটরি; ব্যবস্থাপনা ভালই। বেশ কিছু প্রাইভেট বাংলোও ভাড়ায় মেলে; পেয়িং গেস্ট হয়েও থাকা যায় পাঁচমাড়ী পাহাড়ে।

T V Relay Centre-এর কাছে পাহাড়চুড়োয় থাকার পক্ষে ভাল SADAর *Neelambar Cottage*, DAB ২২৫; SADA-র *Nandan Van Cottages*, DAB ২০০-২৭৫; SADA-র *H Vanasthali*.

এছাড়াও আছে সাধারণ সাজে—*হোটেল পাঁচমাড়ী, স্বপ্না, কুশল, খালসা, নিউ হোটেল, রুকসা হোটেল, পাঞ্জাব, মহারাজা, কৈলাস, গুপ্তা, তেওয়ারী লজ, রয়্যাল হোটেল, হোটেল মঞ্জুশ্রী, হোটেল সুখনিবাস, হোটেল মাউন্ট, হোটেল পাঁচমহল, হোটেল অভিলাষ*, এদের কাছে S ৮০-১৫০, D ১২৫-২৫০ টাকায় মেলে পাঁচমাড়ীতে। তেমনই আছে *Sri Gourishankar Bishramalaya*, Civil Lines, behind Police Station; *Naba Bharat Kutir*, DAB ২০০-৩২৫। বাসস্ট্যান্ডেই *H Meghdoot*, D ১৭৫-২৭৫; অদূরে *H Nataraj*, D ৩০০, ৩৫০, ৪০০, স্যুইট ৬০০, থাকার পক্ষে ভালই; *H Safari*, S ১৮০, D ৩০০; *H Girishringa*, S ১৫০, D ২৫০-৩২৫; তবুও আগেভাগে *Holiday Homes*-এ ঘর বুক করে পাঁচমাড়ী যাওয়াই যেন উচিত হবে পর্যটকদের।

জব্বলপুর

আরবি শব্দ *জবল* অর্থ পাথর অর্থাৎ পাথুরে অঞ্চল

জব্বলপুর। দ্বিমতে, মহর্ষী অযোধ্যাপুরীর ব্রহ্মর্ষী জাবালীর তপস্যাক্ষেত্র—নামটিও তাই জাবালী থেকে জব্বলপুর।

পাঁচমাড়ী থেকে পিপারিয়ায় ফিরে ট্রেনে জব্বলপুর চলুন নর্মদা নদীর খাতে রঙবেরঙের মর্মর দেখতে। কানহা জাতীয় উদ্যানের সহজতম পথও জব্বলপুর হয়ে। ইটারসি-এলাহাবাদ রেলপথে পিপারিয়া ও জব্বলপুরের অবস্থান। পিপারিয়ায় আসা প্রতিটি ট্রেনই যাচ্ছে জব্বলপুর। পিপারিয়া থেকে দূরত্ব ১৭৮ কিমি, ৩ ঘণ্টার পথ। আর কলকাতার দূরত্ব ১১৮৩ কিমি। 3003 হাওড়া-মুম্বাই মেল ২০-০০টায় হাওড়া ছেড়ে পরদিন ১০-৪০এ এলাহাবাদ পৌঁছে জব্বলপুর যাচ্ছে ১৭-১৫য়। আর যাচ্ছে 1448 শক্তিপুঞ্জ এক্স ১৪-৩০এ হাওড়া ছেড়ে দুর্গাপুর ১৬-৫০, ধানবাদ ১৯-০০, ডালটনগঞ্জ ৩-৩৫, চোপান ৮-১৫, কাটনি ১৭-০০টায় পৌঁছে ১৯-০০টায় জব্বলপুর-এ। জব্বলপুর থেকে কলকাতায় ফেরে ১৪-১০এ হাওড়া মেল, ২৩-৪০এ শক্তিপুঞ্জ এক্স। 2 4 5 7 দিন ১৬-০০টায় ভূপাল-দুর্গ অমরকন্টক এক্স, ২৩-০০টায় ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্স ভূপাল থেকে ইটারসি হয়ে ঘণ্টা ছয়েকে জব্বলপুর আসছে সরাসরি। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান অতীতের ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ও গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের সংযোগস্থল জব্বলপুরে।

জব্বলপুর থেকেই যাচ্ছে—১৪-৩৫এ 1449 মহাকোশল এক্স সাতনা/মানিকপুর/ঝাঁসী/আগ্রা ক্যান্ট/মথুরা হয়ে ২০ ঘণ্টায় হজরত নিজামুদ্দিন, ১৫-০০টায় জব্বলপুর ছেড়ে বীণা হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন যাচ্ছে ১৬½ঘণ্টায় গণ্ডোয়ানা এক্স; ১৮-৪০এ জব্বলপুর ছেড়ে কাটনি/সাতনা/চিত্রকূট ধাম/ কানপুর হয়ে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে পরদিন ১০-২০এ 5009 চিত্রকূট এক্স; 1 3 5 6 দিন দুর্গ-ভূপাল অমরকন্টক এক্স; 2 4 7 দিন পাঁচমাড়ী এক্স, সাতনা হয়ে রেওয়া যাচ্ছে ৭-৩০এ প্যা, ইটারসি যাচ্ছে ৮-৪০ ও ১৮-০০টায় প্যা; ১-৩৭এ ভুসুয়াল প্যা; ন্যারো গেজে ৪-২৫এ জব্বলপুর ছেড়ে ৯-২০এ নৈনপুর পৌঁছে ১২-৫৫য় গোণ্ডিয়া যাচ্ছে সাতপুরা এক্স; প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে ৬-২৫ ও ১৮-১৫য় জব্বলপুর ছেড়ে ১০½ ঘণ্টায় গোণ্ডিয়া। দ্বিসাপ্তাহিক দাদার-গুয়াহাটি এক্স, ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্স, 1 3 5 7 দিন হাবিবগঞ্জ-রেওয়া এক্স, 1 3 দিন বারাণসী-চেন্নাই গঙ্গা কাবেরী এক্স, 4 6 দিন পাটনা-চেন্নাই এক্স, 2 5 দিন বারাণসী-সেকেন্দ্রাবাদ এক্স, পাটনা-কারলা এক্স, ইটারসি-বীণা বিন্ধ্যাচল এক্স, দাদার-গোরক্ষপুর এক্স ছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান জব্বলপুর হয়ে। আর দিল্লী, মুম্বাই ও চেন্নাই আগত যাত্রীদের ইটারসিতে গাড়ি বদল করে জব্বলপুর চলায় ট্রেনের আধিক্য মেলে।

রেল থেকে ৩ কিমি দূরে বাস স্ট্যান্ড। বাস পথে MP State Road Transport রাজ্যের রাজধানী ভূপাল ৩৩৭, খাজুরাহো ২৭০, গোয়ালিয়র ৪৭৭, কানহা ১৭৫, অমরকন্টক ২২৪, বিলাসপুর, ইন্দোর, সাতনা, রায়পুর ছাড়াও নানান শহরের সঙ্গে সংযোগ গড়েছে জব্বলপুরের। বাস যাচ্ছে কানহা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ দ্বার কিসলী ৭-০০, ১১-০০টায়; কানহার আর এক প্রবেশদ্বার মুক্কী যাচ্ছে ৯-০০টায়। খাজুরাহো যাচ্ছে ৯-৩০টায় ছেড়ে ১১ ঘণ্টায়। তবুও যেন খাজুরাহো যাত্রায় নানান ট্রেনে ৩ ঘণ্টায় সাতনা পৌঁছে বাসে যাওয়াই সুবিধার। সুদূর বারাণসী, এলাহাবাদ, নাগপুর থেকেও বাস আসছে জব্বলপুরে। তবুও যেন দূরপাল্লার যাত্রায় প্রাইভেট ডিলাক্স বাসের যাত্রী হওয়া উচিত হবে। রাত্রিকালীন সার্ভিসেও যাচ্ছে প্রাইভেট বাস।

১০ দিনে বেড়িয়ে আসুন

অমরকন্টক-বান্ধবগড়-জব্বলপুর-কানহা-খাজুরাহো

কলকাতা-মুম্বাই ভায়া নাগপুর ট্রেনে বিলাসপুর পৌঁছান। ১৯-২০এ হাওড়া ছেড়ে 4002 মুম্বাই মেল বিলাসপুর যাচ্ছে পরদিন ৭-১৫য়। বিলাসপুর থেকে ট্রেন যাচ্ছে ৯-০০, ১৩-৪০, ১৭-৪৫, ১৮-২৫, ২১-০০, ২২-৪০এ, বিলাসপুর-কাটনি ব্রড গেজ শাখা লাইনে পেণ্ড্রা রোড/ অনুপপুর/ শাহদোল হয়ে। পেণ্ড্রা থেকে বাসে অমরকন্টক। ঘণ্টা চারেকের পথ বিলাসপুর থেকে অমরকন্টকের। সরাসরি বাসও যাচ্ছে বিলাসপুর থেকে অমরকন্টকে। আবার খড়্গপুর থেকেও ট্রেন মেলে পুরী থেকে আসা কলিঙ্গ-উৎকল এক্স—টাটা/চক্রধরপুর/বিলাসপুর/ পেণ্ড্রা/ অনুপপুর/ শাহদোল/ কাটনি/ ঝাঁসী/ গোয়ালিয়র/ আগ্রা ক্যান্ট/ হজরত নিজামুদ্দিন-এর। ২য় দিনে অমরকন্টক বেড়িয়ে ৩য় সকালে বাসে শাহদোল বা কাটনি পৌঁছে নতুন করে বাসে টালা অর্থাৎ বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান চলুন। ঘণ্টা দশেকের বাসপথ অমরকন্টক থেকে টালার। আবার দিনদৌরী/ মাণ্ডলা হয়ে জব্বলপুর/কানহাতেও চলা যেতে পারে বাসে অমরকন্টক থেকে। ৪র্থ সকালে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান বেড়িয়ে ১৩-৩০টার বাসে কাটনি পৌঁছে ট্রেন/বাসে জব্বলপুর পৌঁছান রাত ন'টায়। ৫ম সকালে চলুন কিসলি অর্থাৎ কানহা জাতীয় উদ্যান দর্শনে। ৬ষ্ঠ সকালে জিপে আর বিকালে হাতি সফরে উদ্যান বেড়িয়ে কিসলিতে রাতের অবস্থান। ৭ম দিন সকালের বাসে মাণ্ডলা হয়ে জব্বলপুর পৌঁছান। বিকালে ধুমাধার, চৌষাট যোগিনী ও মার্বেল রকস্ বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। ৮ম সকালে মাইহার/সাতনা হয়ে বাসেই চলুন খাজুরাহো। ৯ম দিনে খাজুরাহো বেড়িয়ে খাজুরাহোয় বা সাতনা ফিরে রাতের অবস্থান। ১০ম দিন সাতনা থেকে ট্রেন/বাসে মাইহার বেড়িয়ে মাইহার থেকেই বা সাতনা থেকে ১৭-১৫য় মুম্বাই-হাওড়া মেল বা 2 5 6 দিন ১২-০৫এ শিপ্রা এক্সে পরদিন ১৩-১৫/৭-৫৫য় কলকাতা। আবার সাতনা থেকে বাসে বাসে চিত্রকূট বেড়িয়ে মানিকপুর (১৩-৫০এ শিপ্রা/চম্বল এক্স) বা এলাহাবাদ পৌঁছেও ট্রেন ধরা যেতে পারে ঘরপানের। শক্তিপুঞ্জও কলকাতায় ফেরে ২৩-৪০এ জব্বলপুর ছেড়ে চোপান/ডালটনগঞ্জ/ধানবাদ হয়ে ২৯ ঘণ্টায়।

আর IAC-র Vayudoot বিমান সংযোগ গড়েছে দিল্লী, মুম্বাই, রায়পুর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও ভূপালের সঙ্গে জব্বলপুরের। অফিস বসেছে Vayudoot-এর Hotel Siddartha, Napier Town-এ।

অতীতের মৌর্য ও গুপ্ত রাজাদের জব্বলপুর ৮৭৫এ দখল যায় কালচুরী রাজাদের হাতে। আর ১২ শতকে গোণ্ড রাজাদের দখলে যেতে জব্বলপুর হয় গোণ্ড রাজাদের আনন্দ নিকেতন তথা রাজধানী। বারবার মোগলী আক্রমণ প্রতিহত হলেও ১৭৮৯এ মারাঠা দখলে যায় গোণ্ডয়ানা। আর মারাঠা হঠিয়ে ব্রিটিশ আসে ১৮১৭য় জব্বলপুরে। আধুনিক শহরের জন্মও ব্রিটিশেরই হাতে সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে। তবুও বহুমুখী আকর্ষণ রয়েছে জব্বলপুর-এর। আর

পর্যটকদের কাছে জব্বলপুরের মূল আকর্ষণ তাঁর মার্বেল রকস। প্রকৃতিও মুগ্ধ করে যাত্রীদের। লাল পদ্ম ফোটা জলের মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ের গ্রানাইট পাথরের নুড়িগুলি দূর থেকে হাতির পাল বলে বিভ্রম ঘটায় দর্শকদের। চন্দ্রালোকে এদৃশ্য প্রভূত আনন্দ বাড়ায়। অতীতের ঠগী (*লুঠপাট করে হত্যা করত*) উৎপাত আজ আর নেই। তবে, বাঙালিয়ানা আছে শহরে। বাঙালির দুর্গাপূজার সঙ্গে রাখী ও দীপাবলী খুবই জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব আজকের জব্বলপুরে।

১২৯০ ফুট উঁচু জব্বলপুরের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর জব্বলপুর। লাখ নয়েক লোকের বাস। শহর থেকে ২৩ কিমি দূরে পর্যটক প্রিয় **মার্বেল রকস**। নর্মদা নদীর খাতে যত্রতত্র শতাধিক ফুট উঁচু খাড়া পাহাড় উঠেছে ম্যাগনেশিয়াম চুনাপাথরের। শিরা ফুটেছে কালচে সবুজ বা কালো আগ্নেয় শিলায়—চন্দ্রালোকে শ্বেতমর্মর মনে হবে। সূর্যালোকও বিচ্ছুরিত হয়ে কখনও রূপালি কখনও সবজে-ধূসর রঙে তৃপ্ত করে দর্শক নয়ন। কুমিরও আছে ৪০০-৭০০ ফুট গভীর নর্মদার জলে। বাস, টেম্পো, অটো ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহর থেকে ভেরাঘাটে। আর, নভেম্বর থেকে মে মাসে ভেরাঘাট থেকে নর্মদা নদীতে ৩ কিমির জলপথে নৌকায় বসে দেখে নিতে হয় মার্বেল রকস্। পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় নৌকা যাচ্ছে জলবিহারে, ৫/১০ প্রতি জনা। এককভাবে ৫ জনার নৌকা ৭৫ থেকে।

দু'পাশে পাহাড়—তারই মাঝে নৌকা চলে তরতরিয়ে। পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে, নাম তার মানকিস লিপ। তারই আগে ডানহাতি দত্তাত্রেয় মুনির গুহা। মহর্ষি ভৃগুও তপস্যা করেন এখানে। দুই-এর মিলন অর্থাৎ *ভেড়া* থেকে নাম হয়েছে **ভেরাঘাট**। তারও আগে এক পাহাড়খণ্ডে ইন্দোরের রানী অহল্যা বাঈয়ের প্রতিষ্ঠিত শিব-মূর্তি। জলস্রোতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গড়া জলপথের হাতির পা ও ঘোড়ার পা পয়েন্টগুলিও আকর্ষণীয়। পূর্ণিমা রাতে ½ ঘণ্টার এই নৌকাবিহার সত্যই মনোহর। রাতে ফ্লাড লাইটে বাহারী রঙের বর্ণালী মার্বেল রকের সৌন্দর্যকে আরও রমণীয় করে তোলে। আর আছে জৈন মন্দির ও কালী মন্দির ভেরাঘাটে।

MPTDC-র *Motel Marble Rocks*, Bhedaghat, ✆ (0761) 83424, SAB ২৯০, DAB ৩৯০। আর আছে *Upper RH* ও *Lower RH* ভেরাঘাটে, অবু: SDO, Division No 4, Civil Lines, Jabalpur; *H Samdariya* ছাড়াও *ধরমশালা*। দোকানপাটও বসেছে ভেরাঘাটে।

মার্বেল রকের পথে নর্মদার পারে ভেরাঘাটের কাছেই ১০৮ সিঁড়ি বেয়ে পাহাড় চুড়োয় **চৌষাট যোগিনী মন্দির**টিও দর্শনীয়। শিলালিপিতে মেলে ১০শতকে কালচুরিরাজ শিবভক্ত কেয়ুর বর্ষের গড়া গোলাকার গোলকি মঠে দেবদেবীর সংখ্যা ২৯৮ হলেও মূল দেবতা নন্দীপৃষ্ঠে হরপার্বতী, সূর্যদেব, গণেশ ও বিষ্ণু উল্লেখ্য। তবে ক্ষয় পেয়ে লয়ের পথে ৯ ছাড়া বাকি দেবতারা। দেবী কালীর সহচরীদের ৬৪টি যোগিনী মূর্তিও রয়েছে চত্বরে। যোগিনীরা এসেছেন খাজুরাহো থেকে। জনশ্রুতি, রানী দুর্গাবতী প্রাসাদের সঙ্গেও যোগসূত্র ছিল অতীতে মন্দিরের।

জব্বলপুরের আর এক আকর্ষণ তার জলপ্রপাত। সাধারণ জলপ্রপাতের মতো নয়—পুরো নর্মদা নদী এখানে শ'খানেক ফুট নিচুতে পড়ে দুর্দম বেগে ছুটে চলেছে। অতীব সুন্দর নদীর এই পতন দৃশ্য। পর্যটকমাত্রই মুগ্ধ হন। নর্মদার তীর ধরে মাইল খানেক যেতে এই জলপ্রপাত। ধূমের আকারে জলকণা বাতাসে ওড়ে—নামও তাই **ধুঁয়াধার**। পথপাশে শতাধিক দোকানও বসেছে পাথর ও সাঝি মাটির পণ্যের। তবে, মান ও দামে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

শহর থেকে ৭ কিমি দূরে মার্বেল রকসের পথেই গোণ্ড রাজাদের রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ **মদন মহল দুর্গ** তথা প্রাসাদ। বিশাল একখণ্ড গ্রানাইট পাথরের পাহাড়চুড়োয় ১১১৬য় রাজা মদন শাহ-র হাতে তৈরি। স্রষ্টার নামে নাম। রানী দুর্গাবতীর প্যালেস বলেও এটি খ্যাত। কারুকার্য ও আড়ম্বরহীন দুর্গের গবাক্ষ, ছাদ আর অলিন্দে অভিনবত্ব আছে। পাথরের পর পাথর বসিয়ে দেওয়াল হয়েছে দুর্গের। আকবরের সাথে যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে শহীদও হন তেজস্বিনী রানী দুর্গাবতী গলায় অঙ্কুশ বিঁধিয়ে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে। পাহাড়ময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রাচীন দুর্গপ্রাসাদের নানান ভগ্নাবশেষ আজও মধ্যকালের সাক্ষ্য বহন করছে। দীর্ঘ অতীতে, প্রাক আর্য যুগেও গোণ্ডদের বাস ছিল পাহাড় খণ্ডে। মহল থেকে জব্বলপুর শহর সুন্দর দৃশ্যমান। দুর্গ-পাহাড়ে হাঁটা পথের আর এক আকর্ষণ **ব্যালান্সিং রক**—যুগ যুগ ধরে একের

পর আর এক পাথরখণ্ডের দাঁড়িয়ে থাকার অভিনবত্ব মুগ্ধ করে। বাস বা ট্যাক্সিতে পাহাড়তলী পৌঁছে পায়ে হেঁটে উঠতে হয়। তেমনই উচিত হবে মার্বেল রকস-এর পথে দুর্গ পেরুতেই মেডিক্যাল কলেজের পাশ দিয়ে গিয়ে আর এক টিলায় পিসান হরি জৈন মন্দিরটি দেখে নেওয়া। আর শহরে দেখুন মতিলাল পার্ক, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা রানী দুর্গাবতী মেমোরিয়াল মিউজিয়ম, গোণ্ডরাজা সংগ্রাম শাহর (১৪৮০-১৫৪০) তৈরি সংগ্রাম সাগর, মঙ্গলা দেবীর মন্দির ও বজনামঠ।

চুক্তিতে অটো/টেম্পো/ট্যাক্সি নিয়ে ৫/৫/৪ ঘণ্টায় সাঙ্গ করা যায় এই সফর, ভাড়া ১৫০/১৭৫/২৫০৲। তবে, রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরের সিটি বাস স্ট্যান্ড গিয়ে যাত্রী টেম্পোয় (৭৲) ধুঁমাধার পৌঁছে জলপ্রপাত দেখে পায়ে পায়ে চৌষাট যোগিনী হয়ে মার্বেল রকস বেড়িয়ে রাত ২০-০০টার শেষ বাসে ভেরাঘাট থেকেই ফেরা যেতে পারে শহরে। উচিতও হবে এককভাবে দেখে নেওয়া। MP State Tourist Office (১০—১৭-০০) বসেছে রেল স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে, ✆ 322111.

শহর থেকে ৯ কিমি দূরে নর্মদা নদীতে **তিলওয়ারা ঘাট**। হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র, স্নানে পুণ্য হয়। নর্মদা সংলগ্ন তিলভাণ্ডেশ্বর শিব মন্দির। জনশ্রুতি, দেবতা শিব লিঙ্গ অনাদিকাল ধরে তিলে তিলে বেড়ে চলেছেন। নদীর জলে প্রচুর মাছ, খাবার দিলে দর্শন মেলে। গান্ধীজীর চিতাভস্ম এখানেও বিসর্জিত হয় নর্মদায়। সেই স্মৃতিতে গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালা বসেছে। পথে পড়ে **ত্রিপুরী** গ্রাম। ত্রিপুরীও ইতিহাসখ্যাত। সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩৯এ এই ত্রিপুরীতে। অতীতে শহরও ছিল ত্রিপুরীকে ঘিরে। মহাভারতেও উল্লেখ মেলে ত্রিপুরী রাজ Hayahaya-র আখ্যান। অত্যুৎসাহীরা বার্গীর বাসে বেড়িয়ে নিতে পারেন।

আবার উৎসাহীরা জব্বলপুর-এলাহাবাদ পথে ৮৪ কিমি গিয়ে রূপনাথ শিব, জব্বলপুর-সাতনা পথে ১৫৭ কিমি গিয়ে মাইহারও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাস বা ট্রেনে জব্বলপুর থেকে।

রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে নয় ধারা অর্থাৎ *নওদ্রা*। এই Naudra Bridge, Jabalpur-482002, STD: 0761-কে ঘিরে মেলা বসেছে হোটেলের। রিকশা চলছে এপথে। জ্যোতি সিনেমার বিপরীতে রয়েছে বাঙালির *H Anand*, SAB ৮০-১২৫৲ DAB ১৫০-২২৫৲ FR ২৫০-৩২৫৲; *Rahul H*, SAB ৬৫-১০০৲ DAB ১০০-১৭৫৲ A/c D ৩০০৲; *Swayam H*, SAB ৬৫৲ DAB ১২৫৲ A-c S ২০০৲ D ৩০০৲; *Vijoy L*, SCB ৫০৲ SAB ৭৫৲ DCB ১০০৲ DAB ১৭৫৲ চার বেডের ঘর ২৫০৲; *Wardhman H*, SAB ৬৫-১২৫৲ DAB ১০০-২২০৲। Napier Town-এ *H Samrat*, Russel Crossing, A16R1B¼, SAB ১০০-১৫০৲ DAB ১৭৫-২৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *H Maruti*, S ১২৫৲ D ২০০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪০০৲; *H Blue Moon*, S ১০০৲ D ১৭৫৲ থেকে; *H Siddartha*, ✆ 27580, S ১৫০৲ D ২৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; বাঙালি মালিকানায় *H Roopali*, opp I T Commissioner Office-1, ✆ 325568, SAB ২৫০৲ DAB ৪০০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬০০৲ FR ৪৫০৲; স্বল্পদূরে **H Ambassador*, R1B¼, ✆ 21771, SAB ১২৫-২০০৲ DAB ১৭৫-২৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৩৭৫-৪৫০৲। *Sawhney H*, SCB ৫০৲ SAB ৬৫৲ DCB ১০০৲ DAB ১২৫৲ A-c S ২০০৲ D ৩০০৲; *H Plaza; H Standard*, SCB ৫০৲ SAB ৮০৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০৲; *H Neelam; Natraj; H Vaishalee*, DAB ১২৫-১৭৫৲; *Regal H*, SCB ৫০৲ SAB ৮০-১২০৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০-২৫০৲ A-c D ৩৫০৲; *H Kartik*, SCB ৬০৲ SAB ৮০৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০-২০০৲ A-c D ৩২৫৲।

বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে *Pawar H*, SCB ৬০৲ SAB ৮০-১০০৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০-২২৫৲; *H Mayur*, SAB ৮০৲ DAB ১৫০৲; *Janata L; Central L*, 849 N Moh-2; *Meenakshi L; Arya Niwas*. অদূরে *H Park*, S ৪৫-৮৫৲ D ৮০-১৫০৲। আর রয়েছে সারা শহরময় : *Saurashtra L; Ajanta L*, Tchk-2; *Modern; Raj H*, 1399 G K Pur-1; *Punjab Hindu H*, C Lines-1; *Paradise L*. *H Maharani*, near Municipal Office, S ৮০-১৫০৲ D ১২৫-২৭৫৲।

পাশ্চাত্য প্রথায় : **Ashok H*, Wright Town-2, R3, ✆ 22167, S ২২৫-৩২৫৲ D ৩০০-৪২৫৲ A-c S ৩৫০৲ D ৪৫০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬৫০৲; *H Krishna*, Napier Town, ✆ 315153, S ৩৫০৲ D ৪৫০৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬৫০৲ স্যুইট ১২৫০৲; *H Samdariya*, ✆ 22150, A/c S ৩২৫-৪৫০৲ D ৪৫০-৮৫০৲; **H Rishi Regency*, Civil Lines, ✆ 321804, A-c S ৪৫০৲ D ৬০০৲ A/c S ৫৫০-৭৫০৲ D ৬৫০-৮৫০৲ স্যুইট ১২৫০-১৭৫০৲; **Jackson's H*, C Lines-1, A15R1B7, ✆ 322320, SAB ২২৫৲ DAB ৩৫০৲ A/c S ৪০০৲ D ৬০০৲ স্যুইট ৮০০৲ A/c ১০০০৲। আর আছে MPTDC-র *H Kalchuri*, Civil Lines, near Rly Stn, ✆ 321491, SAB ২৯০৲ DAB ৩৯০৲ A/c S ৫৭৫৲ D ৬৫০৲, কল বুকিং : Linkage ✆ 2465171; নগরপালিকা নিগমের *হোটেল মহারানী*, near Nehru Park; ২টি *CH, PWD RH, YMCA, Narmada Club, রেলের রিটায়ারিং রুম*, রেল স্টেশনের অদূরে *রাজা গোকুলদাস ধরমশালা, আগরওয়ালা*-কোতোয়ালি রোড; *বিড়লা*-মেডিক্যাল কলেজ; ছাড়াও নানান *ধরমশালা* জব্বলপুরে।

খাবার হোটেলও নানান জব্বলপুরে। হোটেল আনন্দের বাড়িতে *Roopali*তে নিরামিষ, স্বোয়াম হোটেলের *Goopa Restaurant*-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি। তেমনই বাস স্ট্যান্ডে *Rajbhog Coffee House*-এ চায়ের সঙ্গে টা, *Indian Coffee House*-এ কফির সঙ্গে টফির স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। যথেষ্ট পপুলার *Yogi Darbar*-এরও আহার্যে সুনাম আছে। এছাড়াও চলতে-ফিরতে নানান রেস্তোরাঁ, নানান হোটেল জব্বলপুরে।

মাণ্ডলা দুর্গ ও মাণ্ডলা ফরেস্ট

জব্বলপুর থেকে কানহা যাবার পথেই পড়ে মাণ্ডলা। ভোর ৫-০০টা থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস। জব্বলপুর থেকে ৯৫ কিমি দক্ষিণ-পুবে, আর কানহার দূরত্ব ৭৪ কিমি। মাণ্ডলা ফরেস্ট-এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। বাইসন, শম্বর, চিতল, হরিণ, প্যান্থার ও বাঘ প্রচুর সংখ্যায় চরে বেড়ায়

মাণ্ডলায়। বনের মাঝ দিয়েই বয়ে চলেছে নর্মদা। আর রয়েছে শহর থেকে দূরে জঙ্গলে আকীর্ণ ১৭ শতকের গোণ্ড রাজাদের দুর্গ মাণ্ডলায়। ৩ দিকে নর্মদা আর চতুর্থ দিক পরিখায় পরিবৃত। মন্দিরও আছে নানান নর্মদার পাড়ে মাণ্ডলার অদূরে। মাণ্ডলা থেকে ১৭ কিমি দূরে রামনগরে নর্মদা নদীর পাড়ে রাজা হির্দে শাহর তৈরি ১৭ শতকের বিধ্বস্ত ত্রিতল প্রাসাদটিও দর্শনীয়। আর আছে জলপ্রপাত—সহস্রধারা।

থাকার জন্য বাসস্ট্যান্ডে: *Ashoka H, Paradise, Girna L, Nataraj H, Chandan H, R K Hotel, Ekta L*, ছাড়াও *সাধারণ হোটেল* আছে বেশ কয়েকটি মাণ্ডলাতে। ঘরও মেলে S ৬০-১০০, D ১০০-১৫০ টাকায় মাণ্ডলার হোটেলে। *সার্কিট হাউস*ও PWD-র *রেস্ট হাউস*ও আছে মাণ্ডলায়।

মাণ্ডলা বেড়িয়ে মাণ্ডলা থেকে বাসে ১০৩ কিমি দূরের দিনদৌরী পৌঁছে নতুন করে বাসে ৮৭ কিমি দূরের অমরকণ্টক চলুন। ২৮৫ কিমি দূরের জব্বলপুর থেকেও সরাসরি বাস মেলে ৫-০০, ৮-০০, ১০-০০ ও ১১-০০টায় অমরকণ্টকের। ১০ ঘণ্টার পথ। আর রেল যাচ্ছে ঘুরপথে—জব্বলপুর-কাটনি-শাহদোল-অনুপপুর হয়ে পেণ্ড্রা রোডে। তাই বাসই সুবিধার এপথে। আবার মাণ্ডলা থেকে ২৩০ কিমি দূরের বিলাসপুর পৌঁছে ঘর পানেও চলা যেতে পারে।

বিলাসপুর থেকে ৪৮ কিমি দূরে পালি (Pali)-তে কালাচুরী-রাজাদের কালের (১২ শতক) শিব মন্দির, ২৫ কিমি দূরে রতনপুরে কালাচুরী রাজাদের আর এক মন্দির মহামায়া, শিব ও বিধ্বস্ত দুর্গ দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। রাজ্যপাটও বসে কালাচুরী রাজাদের রতনপুরে। ধ্বংসস্তূপ অতীত রোমন্থন করায়।

অমরকণ্টক

মাণ্ডলা বেড়িয়ে দিনদৌরী হয়ে বাসে বাসেই অমরকণ্টক পৌঁছান। আর কলকাতা থেকে নাগপুরগামী ট্রেনে ৭২০ কিমি দূরের বিলাসপুর পৌঁছে বিলাসপুর থেকে কাটনি শাখা রেল যাচ্ছে ৯-০০, ১৩-৩৫, ১৮-৫৫, ১৮-১০, ২১-০০, ২২-৪০এ। বিলাসপুর থেকে পেণ্ড্রা রোডের দূরত্ব ১০১ কিমি, প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ২½ ঘণ্টার পথ। তবে, পুরী-হজরত নিজামুদ্দিন গামী 8477 উৎকল-কলিঙ্গ এক্স খড়্গপুর ১-২৫, টাটা ৩-৪৫, চক্রধরপুর ৫-১০, বিলাসপুর ১৩-৩৫এ ছেড়ে পেণ্ড্রা যাচ্ছে ১৫-৪৫এ। উৎকল-কলিঙ্গ ফেরে ১০-১০এ পেণ্ড্রা থেকে। আর স্টেশন থেকেই বাস যাচ্ছে ভোর থেকে সাঁঝে ২ ঘণ্টায় ৪৩ কিমি দূরের পুণ্যতীর্থ অমরকণ্টক। পাহাড়ী পথ, পথ বন্ধুরও। *হোটেল সুরভি, হোটেল নর্মদা*, (D ৮০-১৫০) ছাড়াও হোটেল আছে নানান পেণ্ড্রায়। সরকারি/বেসরকারি বাসও যাচ্ছে বিলাসপুর থেকে সরাসরি অমরকণ্টক। তবে, চলার পথে এক ঝলকে রেলনগরী বিলাসপুর বেড়িয়ে ট্রেনে পেণ্ড্রা পৌঁছে বাসে অমরকণ্টক যাওয়াই উচিত হবে। তেমনই বিলাসপুর-অমরকণ্টক সড়কে অত্যুৎসাহীরা বিলাসপুর থেকে বাসে কোটাঘাটও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাঁধ পড়েছে, জলাধার হয়েছে; চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। তেমনই বিলাসপুর-অমরকণ্টক সড়কে ৫৫২ বর্গকিমি জুড়ে শাল ও বাঁশে ছাওয়া অরণ্যভূমি Achankamar W L S-তে বাঘ, চিতাবাঘ, গউর, ভাল্লুক, বরাহ, হরিণ ছাড়াও নানান প্রাণীর বাস। বিলাসপুর থেকে ৬০ কিমি দূরে আচানকমার চেকপোস্ট, ১০ কিমি যেতে ছাপরোয়া; আরও ২০ কিমি গিয়ে লামনি স্যাঙ্কচুয়ারী—চেকপোস্ট বসেছে। লামনি থেকে ৩৫ কিমি দূরে অমরকণ্টক। বাস যাচ্ছে অরণ্য চিরে জাতীয় সড়ক ধরে বিলাসপুর-কোটা-আচানকমার-ছাপরোয়া-লামনি-অমরকণ্টক। মাঝে মাঝে গ্রাম আচানকমারে—বৈগা, গোন্দ, ওরাওঁ উপজাতিদের বাস। চলার পথে বন্যজন্তু দর্শনের সাথে আদিবাসীদের দেবতা বৃক্ষরূপী শাল মহীরূহ সেও আর এক দর্শন। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *লামনি ফরেস্ট বাংলোয়* আচানকমারে। বুকিং : Superintendent, Achankamar W L Sanctuary, Kota, Kargi Rd, Dist-Bilaspur, M P থেকে। আহার্য নিজ ব্যবস্থায়।

ট্রেন যাচ্ছে বিলাসপুর-ইন্দোর, বিলাসপুর-ভূপাল, সম্বলপুর-হজরত নিজামুদ্দিন ত্রিসাপ্তাহিক হীরাকুদ এক্স, দুর্গ-বারাণসী এক্স শাখা লাইন ধরে। এই রেলপথেই পড়ে অমরকণ্টকের তিন রেল সংযোগকারী স্টেশন পেণ্ড্রা রোড ৪৩, অনুপপুর ৭৩, শাহদোল ১০৬ কিমি। বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে তিন রেল স্টেশনের সঙ্গে অমরকণ্টকের। আবার মুম্বাই ভায়া এলাহাবাদ রেলে সাতনা থেকে ৯৮ কিমি পেরিয়ে কাটনি পৌঁছেও পেণ্ড্রা যাওয়া চলে। এপথের দূরত্ব ১০৯২+২১৭ = ১৩০৯ কিমি কলকাতা থেকে। বাস যাচ্ছে ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০, ১৪-৩০টায় অমরকণ্টক থেকে জব্বলপুরের। এমনকি বিলাসপুর-এলাহাবাদ, রায়পুর-এলাহাবাদ নৈশ বাসও যাচ্ছে অমরকণ্টক হয়ে। চিত্রকূটেরও বাস মেলে অমরকণ্টক থেকে।

বিন্ধ্যপর্বতের সর্বোচ্চশিখর ১০৬৫ মি উঁচু মেখল পাহাড়ে অমরকণ্টক এক পুণ্য-হিন্দুতীর্থ। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণেও এর মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মেলে—সত্যযুগে দেবতা ও অসুরের যুদ্ধে *অমরাণাং কটঃ* অর্থাৎ হাজার দেব দেহের বিনাশ ঘটে। যুদ্ধের রক্তপাতে অমরনালার সৃষ্টি। আর অমরাণাং কটঃ থেকে নাম হয় অমরকণ্টক। আবার কালিদাসের মেঘদূতমে আম্রকূট নামে উল্লিখিত হয়েছে অমরকণ্টক। থরে-থরে পাহাড়, শালে ছাওয়া আরণ্যক পরিবেশ। বয়ে চলেছে নর্মদা নদী। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এমনকি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতেও আম্রগাছে ছাওয়া আম্রকূট তথা অমরকণ্টকের অনুপম সৌন্দর্য প্রশস্তি পেয়েছে। যুগ যুগ ধরে দেব-ঋষিদের সান্নিধ্যে মহিমান্বিত হয়েছে এই পুণ্যতীর্থ। বাস স্ট্যান্ড রেখে বাজার পেরুতেই প্রাচীরে ঘেরা ২৭টি মন্দিরের টেম্পল কমপ্লেক্স অমরকণ্টকের মুখ্য আকর্ষণ। ফুট তিনেক উঁচু কষ্টিপাথরে মূর্তি হয়েছে নর্মদা মাঈ-এর মূল মন্দিরে। এক হাতে কমণ্ডলু, অপর হাতে বরাভয়। বিপরীতে দেবতা নর্মদেশ্বর অমরনাথ। বেণুবনে বাস তাই বেণেশ্বর মহাদেবও বলে থাকে একে। আর রয়েছেন শঙ্কর ও নর্মদার যুগলমূর্তি উভয় মন্দিরে। মন্দিরের সামনে ছোট্ট হাতি। পাথরের হাতির পিঠে মুণ্ডহীন যাত্রী। জনশ্রুতি, হাতির চার পায়ের সঙ্কীর্ণ ফোঁকর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে গলে গেলে নিষ্পাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যাচাই করে নিন নিজেকে। এছাড়াও রয়েছেন মনসা, কার্তিকেয়, গোরক্ষনাথ; রোহিণী, পার্বতী, বালাসুন্দরী, শ্রীদুর্গা স্ব স্ব মন্দিরে। চতুর্ভুজ দেবতাও রয়েছেন মন্দিরে। এদেরই মাঝে ধাপে

ধাপে সিঁড়ি নেমেছে এগারো কোণের মার্কণ্ডেয় কুণ্ড তথা কোটিতীর্থে। বামে ছোট্ট কুণ্ড—**নর্মদার উদ্গম**। লাগোয়া বৃহৎ কুণ্ডে স্নানের ব্যবস্থা। মন্দিরও হয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সারা কুণ্ডময়। প্রবাদ, তপস্বী মহাদেবের পা থেকে দেবী নর্মদার আবির্ভাব। সেই দেবীরই ঘর্মবিন্দু পশ্চিমবাহিনী এই নর্মদা নদী। ছোট্ট কুণ্ডই তার উৎস। স্নানান্তে পূজা দিন নর্মদা মায়ের। মেখল পাহাড় থেকে সৃষ্টি, তাই মেখল কন্যাও বলে থাকে লোকে নর্মদাকে। শিবচতুর্দশী ও নাগপঞ্চমী সাড়ম্বরে পালিত হয় অমরকন্টকে। যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে—আসেন সাধু-সন্তের দল উৎসবে। বর্ষা (জুনের মধ্যভাগে থেকে সেপ্টেম্বর) এড়িয়ে বছরভর চলা গেলেও গ্রীষ্মে (মার্চ-জুন) তাপমান থাকে ৩৮-১৬° আর শীতে (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) ২৫-৪° সেলসিয়াসে।

এখানেই শেষ নয় অমরকন্টক, পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়—কপিলধারা, কপিলাশ্রম, দুগ্ধধারা, কৈলাস আশ্রম, মাঈ কি বাগিয়া, সোনমুড়া, চবুতরা। অটো, জিপ ও টাঙা যাচ্ছে ১৫০/২০০/১০০ টাকায় অমরকন্টক দর্শনে। যাত্রীর আধিক্যে শেয়ারেও যাচ্ছে এরা।

বিড়লা মাইনস-এর পথ ধরে ৭ কিমি যেতে **কপিলধারা**। পুরো পথ অলক্ষ্যে এসে শ'দুয়েক ফুট নিচে সশব্দে আছড়ে পড়ছে পুণ্যতোয়া নর্মদা। খুবই সুন্দর এ পরিবেশ। নেহরুর চিতাভস্ম এখানেও বিসর্জিত হয়। সেই স্মৃতিতে **নেহরু চবুতরা** নামেও প্রসিদ্ধি আছে। আর রয়েছে কমণ্ডলুর মতো দেখতে গুহামুখী মহর্ষি ভৃগুর তপস্যাক্ষেত্র **ভৃগু কমণ্ডলু**। সেতু পেরুতেই কপিলমুনির আশ্রমের সামনে থেকে শখানেক সিঁড়ি ভেঙে **কপিলাশ্রম**। বামে কপিলধারা আর ডাইনে পথ গিয়েছে দুগ্ধধারার। ২ ফার্লং যেতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে নর্মদা **দুগ্ধধারায়**। স্নানও করে নেওয়া যায় দুগ্ধধারার প্রপাতে। ঋষি দুর্বাসার গুহাও ছিল অতীতে প্রপাতের কাছে। দুগ্ধধারা পেরুতেই নর্মদা আবার অদৃশ্য হয়েছে পাহাড়ের বাঁকে। ১৩০৬ কিমি পরিক্রমা সেরে বিলীন হয়েছে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছে ক্যাম্বে উপসাগরে নর্মদা।

দ্বিতীয় পরিক্রমায় রঙমহল মন্দিরের পিছনে বামহাতি পথে ১½ কিমি যেতে **সোনমুড়া**—সোন নদীর উৎস। ছোট্ট কুণ্ড, নিথর নিস্তব্ধ জল। সামনে ভিউ পয়েন্ট, বয়ে চলেছে সোন নদী—জনশ্রুতি, শিব-তনয়া নর্মদার সাথে সোন নদের বিয়ে। সোনের পৌরুষে মুগ্ধ নর্মদার সহচরী নর্মদার রূপ ধরে হাজির হন বিয়ের বাসরে। দেখেশুনে অভিমানে ফেটে পড়ে ছুটতে থাকে নর্মদা। কপিলমুনি প্রবোধ দেন কন্যাকে। কপিলমুনির বাধা উপেক্ষা করে এই কপিল ধারায় পাথরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে চলে পশ্চিমে নর্মদা। একথা পাঁচ কান হতে বিয়ে যায় ভেঙে। শোকে-দুঃখে সোনও চলতে থাকে উত্তরে। আর হয়েছে সোনমুড়া থেকে ফেরার পথে তান্ত্রিক মন্দির তথা ১০৮ মন্দিরের টেম্পল কমপ্লেক্স শুকদেবানন্দের আশ্রমে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অভিনবত্ব আছে। দূরে বহুদূরে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী। পথেই পড়ে **পঞ্চমুখী গায়ত্রী মন্দির অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়াশ্রম**। শঙ্করাচার্যর উপাস্য দেবতা পঞ্চমুখী শিবও রয়েছেন মন্দিরে। নানান মুনি-ঋষিও এসেছেন পুরাণ বিশ্রুত মার্কণ্ডেয় ঋষির এই আশ্রমে। ফেরার কালে আরণ্যক পথ ধরে মাঈ কি বাগিয়া মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যায়। প্রবেশপথে হনুমান মন্দির। চলতে-ফিরতে হনু থেকে সতর্কতা দরকার। লাগোয়া **মাঈ কি বাগিয়া** অর্থাৎ সুন্দর বাগিচার মাঝে দেবী দুর্গার মন্দির। পিছনে কৈলাস আশ্রম—শিবমন্দির। এখানকার এক সাধু গুল্মকাবলি (গুল্ম) থেকে আরক করে চক্ষু-পীড়ার নিরাময় ঘটান। টাঙা যাচ্ছে মন্দিরের পিছু দিয়ে সীতারাম আশ্রম বরাবর ১½ কিমি পথে। আর রয়েছে শহরে ঢুকবার মুখে ৫ কিমি আগেই **কবীর চবুতরা**। বাসপথের কবীর গেট থেকে পথ নেমেছে—সন্ত কবীর-এর সিদ্ধিস্থান, ছোট্ট মন্দির; পাদুকা রয়েছে কবীরের।

প্রাইভেট হোটেলের অভাব অমরকন্টকে। শহরে ঢুকতেই মন্দির থেকে ১½ কিমি আগেই হয়েছে SADA-র *Tourist Cottage*, DAB ১৫০; অবু: Special Area Development Authority (SADA), Amarkantak, MP, PC-484886. এদেরই *Sonamura GH* D ১০০। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে অনুচ্চ টিলার টঙে—*সার্কিট হাউস*, অবু: Collector, Shahdol; লাগোয়া PWD-র *রেস্ট হাউস*, অবু: SDO, PWD, Anuppur, MP. আর হয়েছে MPTDC-র *Tourist Bungalow*, Kapildhara Rd, ✆ 448, S ১২৫ D ১৫০; এদেরই *Holiday Home*, ✆ 416, D ২৯০ A/c ৪৯০; *Prince Cottage* D ১৫০; *Sreeram TL*; *Narmada L*, SCB ৮০, ১০০ DCB ১২৫, ১৫০। *ধরমশালাও আছে নানান—Ramkrishna Mandir, Kalyan Seva Ashram, Barphani Ashram, Rambai, Gayatri, Ahalyabai, Kathari* (opp Temple), *Sree Gopal Ashram, Birju Seth, SADA Dharamshala, Kotmawali, Sitarambai, গুরুনানক গুরুদ্বারা* ছাড়াও নানান অমরকন্টকে। মন্দিরের ডাইনে-বাঁয়ে ½ কিমির মধ্যে অবস্থান এদের।

বিলাসপুর/পেন্ড্রা পথে এসে অমরকন্টক বেড়িয়ে সকাল ৮-০০টার বাসে শাহদোল চলুন। শাহদোল থেকে ১৩-৩০ বা ১৫-৩০টার বাসে উমারিয়া/কাটনি হয়ে টালা পৌঁছান। ঘন্টা আটেকের পথ অমরকন্টক থেকে টালা। টালা বাস স্ট্যান্ডেই বসেছে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ তোরণ।

অত্যুৎসাহীরা উমারিয়া থেকে মেখল পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে ভ্যালেনটাইন বলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উদুকা, পাটপুরিয়ার মালভূমি, অমৃতধারা, চিলকা, কোডিয়া-গড়ের গহীন অরণ্যে বাঘ-দেবতাকেও দেখে চলতে পারেন। তেমনই শাহদোল থেকে ৪ কিমি দূরে খাজুরাহোর আদলে গড়া সোহাগপুর বিরাটেশ্বর শিবমন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *হোটেল, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউসে* শাহদোল/ উমারিয়া/ কাটনিতে।

বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান

বিলাসপুর-কাটনি শাখা রেলে ত্রিমুখী তিন রেল স্টেশন

শাহদোল ৬৭, উমারিয়া ৩৫, কাটনির ১০২ কিমি দূরে শাহদোল জেলায় শাহদোল-সাতনা সড়কেটালা। টালাতেই বসেছে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের প্রবেশতোরণ। বাস আসছে রেল সংযোগকারী তিন স্টেশন থেকেই। বাস আসছে প্রতি সকালে ১২০ কিমি দূরের সাতনা থেকেও ঘণ্টা চারেকে সাতনা-উমারিয়া পথের টালায়। কলকাতা যাত্রীদের সরাসরি যাত্রায় 3003 মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদ ট্রেনে সাতনা বা কাটনি পৌঁছে বাসে চলায় সুবিধা। আর জব্বলপুরের দূরত্ব ১৬৪, কানহা ২৫৭, খাজুরাহো ২১০, দিনদৌরী ৯৮, অমরকণ্টক ১৭৩ কিমি। নিকটতম বিমানবন্দর জব্বলপুর।

শাল, বাঁশ, আমলকী, মহুয়া, কেন্দু, বহেড়ায় ছাওয়া ৪৪০ থেকে ৮১১ মি উঁচুতে শাহদোল জেলায় বিন্ধ্যপর্বতের অধিত্যকায় ৪৪৮ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান। চারপাশে ব্যূহ গড়েছে অনুচ্চ পাহাড়। অতীতে রেওয়া রাজাদের *শিকারগড়* অর্থাৎ মৃগয়াভূমি ছিল ৪৪১ মি উঁচু টালায়। স্বাধীনও ছিল সেকালে রেওয়া রাজ্য। জনশ্রুতি, মহারাজা ভেঙ্কটরমন সিং ১৯১৪য় ১১১টি বাঘ মেরে রেকর্ড গড়েন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৪৭এ একীভূত হয় তদানীন্তন বিন্ধ্য প্রদেশের সঙ্গে রেওয়া। উৎসাহীরা সাতনা থেকে বাসে ৪৫ কিমি দূরের জেলা শহর রেওয়া বেড়িয়ে নিতে পারেন। রেওয়ারও প্রশস্তি সাদা বাঘের জন্য। আর আছে রানীমহল, নাচমহল, প্রাসাদোপম দুর্গ ছাড়াও নানান মন্দির রেওয়ায়। *হোটেল চন্দ্রালোক* ছাড়াও হোটেল আছে নানান রেওয়ায়। রেওয়া-উমারিয়া বাস যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায় টালা তথা বান্ধবগড় হয়ে। রেওয়া থেকে ১৯ কিমি দূরে NH 7-এ বিন্ধ্য রাষ্ট্রের সামার ক্যাপিটাল গোবিন্দগড়ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। এমনকি ১৯৫১য় ভারতে প্রথম সাদা বাঘ (মোহন) ধরা পড়ে এই বান্ধবগড়ের গোবিন্দগড়ে। সেই থেকে আমৃত্যু দুর্গাকার গোবিন্দগড় প্রাসাদে বাসও করে মোহন। লেকের পাড়ের রাজপ্রাসাদে আজ পুলিস ট্রেনিং স্কুল ও মিউজিয়ম বসেছে। লেকের দ্বীপেও প্রাসাদ হয়েছে। তবে, সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ দ্বীপ প্রাসাদের। থাকার কোনো হোটেল নেই গোবিন্দগড়ে। গোবিন্দগড় দেখে ১৯ কিমি দূরের রেওয়া বা ১২৩ কিমি দূরের বান্ধবগড় চলুন বাসে। কালে কালে বিন্ধ্য হয় মধ্য প্রদেশ। আর জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পরেছে ১৯৬৮র ২৩শে মার্চ ১০৫ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত বান্ধবগড়। ১৯৮২তে আয়তন বেড়ে আকার নেয় ৪৪৮ বর্গ কিমি। আর ১৯৯৪এ টাইগার রিজার্ভ হয়েছে বান্ধবগড়। ২২ ধর্মী স্তন্যপায়ী, ২৫০ প্রজাতির পাখি, নানানধর্মী সরীসৃপ দেখতে মেলে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানে। গহন বন, গহীন জঙ্গল, ঘন ঘাস—মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে চরণগঙ্গা নদী। *বোহেরা* অর্থাৎ জলাশয়ও হয়েছে নানান। গ্রীষ্মের দাবদাহে বাঘেরা আসে জল খেতে। গতি এদের অবাধ, মহারাজদের মৃগয়াও বন্ধ হয়েছে; অবধ্য এরা আজ।

১৯৮২র সেনসাস মতে ২২টি বাঘ, ১১ গৌর, ১৩৮ নীলগাই, ৪০৩ শম্বর, ১১০৫ চিতল, ২২২ বন্য শুয়োর, চিঙ্কারা, চিতাবাঘ, প্যান্থার, অজস্র বার্কিং ডিয়ার ছাড়াও নানান প্রজাতির হরিণ, ভাল্লুক, হায়নার সঙ্গে বিবিধ বন্যপ্রাণীর বাস বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানে। আয়তনে ছোট হলেও ভারতে বাঘ (৪০) ছাড়াও বন্যজন্তু দর্শনে বান্ধবগড় অনন্য। ভারতে বাঘের ঘনত্বও বান্ধবগড়ে বেশি। বিচিত্র সব পক্ষীকুলেরও আবাসভূমি এই বান্ধবগড়। হরিয়াল, ছাই রঙা ও সাদা-কালো ধনেশ, ফুলটুসি, চন্দনা, দুধরাজ আরও কত রকম-সকম পাখির কলতানে মুখর হয়ে থাকে বনভূমি। মিষ্টি সুরেলা গানে জলসা বসায় দোয়েল, টিয়া, কেশরাজ, পাপিয়া, বেনেবৌ, বসন্তবৌরি, হরবোলা। পক্ষী দর্শনার্থীদের উচিত হবে প্রত্যুষ বা সাঁঝে বন অভিসারে চলা।

তবে, সাদা বাঘ আজ অমিল হলেও অল্প আয়াসে দেখে নেওয়া যায় নানান জন্তু বান্ধবগড়ে। গ্রীষ্মকাল বনচর দর্শনের মনোরম সময়। গ্রীষ্মে তাপমান থাকে ৪২°, শীতে নামে ৪°সেন্টিগ্রেডে; বৃষ্টির গড় ১১৭৩ মিমি। প্রত্যুষে জিপ যাচ্ছে বন বিহারে MPTDC-র White Tiger Lodge থেকে, কিমি প্রতি ভাড়া ৯৲। ১০৫ বর্গকিমিতে দর্শকের গতি অবাধ হলেও ১৮ থেকে ৩৭ কিমির সফরে দেখে নেওয়া যায় বনচরদের। আর বিকালে হাতি যাচ্ছে বনদপ্তরের। ৪ যাত্রীর হাতি ঘণ্টা প্রতি ৫০৲ প্রতি জনা। তবে সময়ের মাপকাঠি নয়, বাঘের দর্শন মিললে নজরানা দিতে হয়। বাঘ দর্শনার্থীদের উচিতও হবে হাতির পিঠে সওয়ার হওয়া। বেশ কয়েকটি অবজারভেটরি টাওয়ারও হয়েছে জন্তু দেখার জন্য। ভদ্রশীলা এদের মধ্যে উল্লেখ্য। নভেম্বর ১ থেকে জুন ৩০ খোলা থাকে বান্ধবগড়। তবুও যেন নভেম্বর থেকে মে মাস জন্তু দেখার মনোরম সময়। প্রবেশমূল্যও লাগে— ব্যক্তি, গাড়ি ও ক্যামেরা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ৩০ টাকায় গাইড সঙ্গে নেওয়া বাধ্যতামূলক।

আর আছে দুরারোহ এক পাহাড় শিরে (৮১১ মি) ২০০০ বছরের প্রাচীন দুর্গ, মন্দির, বেশ কিছু গুহা, চরণগঙ্গার উৎস-কুণ্ড বান্ধবগড়ে। দেবতা বিষ্ণুর ৩৫ ফু দীর্ঘ শায়িত মূর্তিও রয়েছে—পেছনে ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে। সাধারণ সফরে দুর্গ অচ্ছুৎ, তাই দুর্গ দর্শনার্থীদের উচিত হবে টাইগার লজের ম্যানেজারকে বলে জিপ বুক করে নেওয়া। পর্যটক সমাগম কম ঘটলেও পশু ও পক্ষী-প্রেমিকদের স্বর্গ বান্ধবগড় বিদেশী পর্যটকদের অতি প্রিয়।

থাকার জন্য ৪৪০ মি উঁচু টালা বাস স্ট্যান্ডেই রয়েছে প্রাইভেট মালিকানায় অতি সাধারণ *Tiger L*, DCB ১৫০৲; *H Baghela, Nalore Resort*, বিপরীতে *PWD-র বাংলো* / বাংলোর বুকিং: Divisional Engineer, PWD-Umariya, Shahdol, M P. লাগোয়া *Maharaja's L*-এ থাকা-খাওয়া-জানোয়ার দেখা মিলিয়ে প্রতি জনা ১৮৫০৲। বাস থেকে ৭-১০ মিনিটের পথে MPTDC-র *White Tiger Forest L*, Bandhavgarh NP, Tala, ✆ (07653) 65308, SAB ৩৯০৲ DAB ৪৯০৲ A/c S ৫৯০৲ D ৬৯০৲; আর আছে তাঁবু, দু'জনার

৮০্। আহার্য মেলে লজের ক্যান্টিনে। *Tourist Forest Rest House*-ও বসেছে টালা বাস সড়কে। থাকার পক্ষে *হোয়াইট টাইগার ফরেস্ট লজটি* রমণীয়। উচিতও হবে অগ্রিম বুক করে পায়ে পায়ে পৌঁছে যাওয়া।

বান্ধবগড় দর্শনান্তে বাসে কাটনি পৌঁছে ট্রেনে জব্বলপুর চলুন। উৎসাহীরা চলার পথে কাটনি থেকে করমচাও সঙ্গী করতে পারেন। বাস যাচ্ছে টালা থেকে ৯-০০, ১৫-৩০ ও ১৬-০০টায় ছেড়ে ৩½ ঘণ্টায় কাটনি। সাতনা যাচ্ছে ১০-৩০ ও ১৩-৩০টায়। উমারিয়া যাচ্ছে ৮-৩০, ৯-০০, ৯-৩০, ১২-৩০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৯-৩০টায়।

কানহা জাতীয় উদ্যান

বন্যজন্তু দেখার জন্য জব্বলপুর থেকে সকাল ৭-০০ বা ১১-০০টার বাসে কিসলি অর্থাৎ কানহা জাতীয় উদ্যান চলুন। দূরত্ব ১৬৫ কিমি, ৬½ ঘণ্টার পথ। জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ তোরণ কিসলিতে বাসের চলা শেষ। পরদিন জানোয়ার দর্শনে প্রত্যুষ থেকে সকাল ১০-০০টায় রাজ্য পর্যটনের জিপে আর বিকাল ১৬-০০টা থেকে সূর্যাস্তে বন দপ্তরের হাতিতে চলা যায় উদ্যান অন্দরে। ছয় যাত্রীর জিপের ভাড়া কিমি প্রতি ৯্, চার যাত্রীর হাতি ঘণ্টা প্রতি ৫০্ প্রতি জনা, গাইড ৫০ টাকায় বাধ্যতামূলক। আর লাগে টিকিট—১০্ হারে। জন্তু দেখার জন্য হাতি আদরণীয় হবে। তেমনই মাহুত আবদুল সাবিরের হাতির সওয়ার হওয়ায় জানোয়ার দর্শনে গ্রেস মার্ক মেলে। সূর্যাস্তে দ্বার বন্ধ হয় জাতীয় উদ্যানের। আবার নিজস্ব যানেও চলা যেতে পারে অরণ্য অভিসারে। তবে, মান ভেদে টোল লাগে যান্ ও ক্যামেরার। প্রবেশ তোরণ বসেছে কানহা জাতীয় উদ্যানের আরও এক—কিসলির অপর প্রান্তে উদ্যানপথে ৩২ কিমি দূরে মুক্কীতে। বাস আসছে মালাজখণ্ডের জব্বলপুর থেকে ৯-০০টায় ছেড়ে মাণ্ডলা/মোতিনালা হয়ে ২০৩ কিমি দূরের মুক্কী। আর বিলাসপুর ১৩২, রায়পুর ২১৩, বালাঘাট ৮৮ কিমি দূরে মুক্কী থেকে। তবে ব্যবস্থাপনায় কিসলির আয়োজন ব্যাপক।

বন আর বন্যজন্তু দেখার জন্যে ভারতীয় সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যানগুলির মধ্যে কানহা অন্যতম। বৈচিত্র্যের সাথে সংখ্যাধিক্যও ঘটেছে বনচরদের কানহায়। ২২ ধর্মী স্তন্যপায়ী জীবের বাস এশিয়ার অন্যতম সুন্দর কানহায়। ১৯৩০এর ২৫০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত হাল্লোল ও ৩০০ বর্গকিমির বানজারা দুইয়ে মিলে রূপ নেয় কানহা সংরক্ষিত বনাঞ্চল-এ। ১৯৫২য় স্যাঙ্কচুয়ারি আর ১৯৫৫য় ৪৫০ থেকে ৯৫০ মি উঁচুতে মেখল পাহাড়ে ২৫০ বর্গ কিমি জুড়ে শাল, বাঁশ, বহেরায় ছাওয়া গহন অরণ্যানীতে গড়ে ওঠে কানহা জাতীয় উদ্যান। ১৯৬২ ও ৭০এ প্রসার পেয়ে আয়তন আজ ১৯৪৫ বর্গ কিমি। তবে কোর এলাকা কানহার ৯৪০ বর্গ কিমি। আর এই কোর এলাকা জুড়ে ১৯৭৪-এ গড়ে উঠেছে কানহা টাইগার রিজার্ভ। বয়ে চলেছে বানজার নদী। থেমিডা ঘাসের বনরাস্তায় জিপ চলে অরণ্য ফুঁড়ে কানহায়। বাঘ, চিতাবাঘের জন্য কানহা উদ্যানের প্রশস্তি। হরিণের রকমভেদ সেও কানহার উল্লেখ্য। চিতলের আধিক্য ঘটেছে। তেমনই বিচিত্র কারুকার্যময় ৬+৬=১২ শিঙের অপরূপ সৌন্দর্যের বারশিঙ্গা হরিণ কানহার আর এক আকর্ষণ। তেমনই চলতে-ফিরতে পেখম তুলে পথ রোধ করে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর। ১৯৮৮র শুমারী মতে ১০০ বাঘ, ৬২ চিতাবাঘ, ১৮৫৩ শম্বর, ১৭০০০ চিতল, ৫৪৭ বারশিঙ্গা, ৬৭১ গউর ছাড়াও প্যান্থার, চিঙ্কারা, হায়না, ব্লাক বাক, লাঙ্গুর, বার্কিং ডিয়ার, জলা হরিণ, চার শিঙের কৃষ্ণসার হরিণ, জংলি কুকুর, শূকর ছাড়াও নানান জন্তুর বাস। তেমনই দোয়েল, খঞ্জনা, বুলবুলি, সোনাবউ, হাঁড়িচাঁচা, বসন্তবৌরি, কোকিল, পাপিয়া, ভীমরাজ, দুধরাজ, তিতির ছাড়াও দ্বিশতাধিক প্রজাতির পাখির সঙ্গে সারস, শকুনি, ঝুঁটিওয়ালা ঈগল পরিবেশকে মধুময় করে তুলেছে। বিষধর সরীসৃপ— চিতি, কেউটে, বেত আচড়া, চন্দ্রবোড়া, শাঁখামুটি আবাস গড়েছে কানহায়। বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে জুন হলেও ডিসেম্বর থেকে মার্চ মনোরম। উচিতও হবে প্রত্যুষ বা সাঁঝে হাতির পিঠে বা হুড খোলা জিপসিতে যাত্রী হয়ে জানোয়ার দর্শনে এলিফ্যান্ট ট্রাকিং ধরে অরণ্য অভিসারে চলা। গ্রীষ্মের সকাল ও বিকালে বাঘের দর্শন মেলা সহজ হয়—নাইতে আসে জলাশয়ে তৃষ্ণার্ত বাঘেরা। ভালুকেরাও গ্রীষ্মের বিকালে মহুয়ার মৌতাতে বেরয়। তেমনই চলতে-ফিরতে যথেষ্ট সতর্কতাও দরকার—চিতাও ওৎ পেতে বসে থাকে গাছের শাখে শিকারের খোঁজে। তবুও যেন আকর্ষণে অনন্য সূর্যাস্তের সঙ্গে নানান জন্তু দেখার জন্য বামনী দাদার সানসেট পয়েন্ট। তাপমান গ্রীষ্মে ৪২-২৪° আর শীতে ২৪-১° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সূর্য থাকতে যথেষ্ট গরম। দিনের শেষে সূর্যাস্তে শীত নামে ঝুপ করে, তাপমান 0° তেও নেমে থাকে অহরহ। বর্ষায়, জুলাই ১ থেকে অক্টোবর ৩১ দ্বার বন্ধ থাকে কানহা জাতীয় উদ্যানের। ব্যাঙ্ক পৌঁছায়নি, দোকানপাটও নেই কানহায়। তাই উচিত হবে জব্বলপুর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে কানহায় চলা। সরাসরি যাত্রায় হাওড়া-মুম্বাই মেলে বিলাসপুর পৌঁছে SH 26 ধরে মুক্কী হয়ে কানহা চলায় সময়ে সাশ্রয় মেলে।

কানহার নবতম সংযোজন U S National Park Service ও Indian Centre for Environment Education-এর যৌথ উদ্যোগে ৩টি Visitor Centre অর্থাৎ প্রদর্শনশালা (৭—১০-৩০ ও ১৬—১৮-০০টায় খোলা) Khatia, Mukki ও Kanha-য়। কানহায় অতীতের রেস্ট হাউসে ৫টি গ্যালারীতে প্রদর্শন ছাড়াও রিসার্চ হল্ হয়েছে। তেমনই ইংরেজি ও হিন্দী ধারাভাষ্যে *Light & Sound Show* অর্থাৎ গা ছমছমে Encounters in the dark দেখে নেওয়া একান্তই উচিত হবে যাত্রীদের। আর Film Show দেখার ব্যবস্থা মেলে কেবল খাটিয়ায়।

প্যাকেজ ট্যুরে M P Temptations

অক্টোবর থেকে মে মাসে প্যাকেজ ট্যুরে মধ্য প্রদেশ ভ্রমণে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে ভারতের নানান শহর থেকে M P Tourism. যাতায়াত-থাকা-খাওয়া সবকিছু নিয়ে এদের প্যাকেজ। ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়।

(১) ১৪ রাত ১৫ দিনের Magical Fortnight ট্যুরে কলকাতা ও মুম্বাই থেকে যাচ্ছে—Satna-Khajuraho-Orchha-Gwalior-Shivpuri-Ujjain-Indore-Mandu-Bhopal-Sanchi-Bhimbetka-Panchmarhi-Jabalpur দেখাতে। এ ট্যুরের ভাড়া: একক ঘরে ৮৬৯৯, ডাবল বেডের ঘরে শেয়ারে ৬৮৮৯, শিশু (৫-১২ বছরের) ৫৮৯৯ টাকা।

(২) ৭ রাত ৮ দিনে কলকাতা/মুম্বাই থেকে ৫২১৯/৪৪৯৯/ ৩৭১৯ টাকায় Satpura to Malwa প্যাকেজে Panchmarhi-Bhimbetka-Bhojpur-Bhopal-Sanchi-Ujjain-Mandu-Omkareswar-Maheswar-Indore বেড়িয়ে আনে।

(৩) ৬ রাত ৭ দিনে কলকাতা থেকে Call of the Wild প্যাকেজে Satna-Bandhavgarh-Kanha-Jabalpur-Marble Rocks দেখিয়ে আনে ৪৪৭৯/ ৩৭৭৯/ ৩০২৯ টাকায়।

(৪) ৬ রাত ৭ দিনে দিল্লী/মুম্বাই/কলকাতা থেকে ৪১৫৯/ ৩৭৮৯/৩১৪৯ টাকায় Call of the Wild অর্থাৎ Satna-Bandhavgarh-Kanha-Jabalpur বেড়িয়ে আনে।

(৫) ৬ রাত ৭ দিনে ৫১০৯/৪২৬৯/৩২৮৯ টাকায় কলকাতা/মুম্বাই থেকে Down Memory Lane ট্যুরে যাচ্ছে—Satna-Khajuraho-Orchha-Shivpuri-Gwalior.

(৬) ৪ রাত ৭ দিনে কলকাতা থেকে ৪০৮৯/ ৩৬০৯/ ৩৩০৯ টাকায় Temple N Tiger ট্যুরে যাচ্ছে—Satna-Bandhavgarh- Amarkantak-Bilaspur.

(৭) ৪ রাত ৫ দিনের সফরে কলকাতা/দিল্লী/মুম্বাই থেকে Khajuraho Dance Festival দেখাতে (Feb-March) যাচ্ছে ৩০৮৯/২৫৭৯/২২০৯ টাকায়।

(৮) ১৩ রাত ১৪ দিনে ৫৫০৯/৪৪৮৯ টাকায় কলকাতা/মুম্বাই থেকে Enchanting Fortnight ট্যুরে Satna-Khajuraho-Bandhavgarh-Jabalpur-Panchmarhi-Bhopal-Bhimvetka-Bhojpur-Ujjain-Mandu-Indore বেড়িয়ে আনে।

(৯) ২ রাত ৩ দিনে দিল্লী থেকে Medieval Tour-এ Orchha-Khajuraho-Ujjain যাচ্ছে।

(১০) ২ রাত ৩ দিনে দিল্লী থেকে Jhansi-Orchha-Shivpuri-Gwalior বেড়িয়ে আনে।

(১১) আমেদাবাদ থেকেও নানানধর্মী ট্যুরে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে M P Tourism মধ্য প্রদেশ দেখাতে।

M P Tourism Development Corpn,
Gangotri, T T Nagar, Bhopal-462003,
✆ (0755) 553006. Fax : 0755-552384.
Chitrakoot, Room No 7, 6th floor,
230A, A J C Bose Rd, Calcutta-700020,
✆ (033)2475855/ 2478543, Fax : 2475855..
204-205, 2nd Floor, Kanishka Shopping Plaza,
19 Ashoka Road, New Delhi-110001,
✆ (011)3321187 (Ext 277), Fax (011) 3327264.
74 World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400005, ✆ (022) 2187603, Fax (022) 2160614.
G-3, Hemkoot Complex, opp Capital Commercial Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380009, ✆ (079)6420395.

তেমনই পর্যটন মানচিত্রে অনুল্লিখিত মুক্কী থেকে বিলাসপুরের পথে কাওয়ার্ধার আগেই ডানহাতী পথে ১৬ কিমি গিয়ে একাদশ শতকের মন্দির ছত্তিশগড়ের খাজুরাহো উচিত হবে দেখে নেওয়া। ভাস্কর্যময় পাথরে তৈরি মন্দিরে আদিবাসীদের দেবতা ভোরামদেও তথা শিব উপাস্য দেবতা। অলঙ্করণে কামের প্রাধান্য। মন্দিরের পাশে দেবাংশী তালাও। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান। বিলাসপুরের দূরত্ব ১১৪ কিমি। আর রায়পুর ১১৭ কিমি কাওয়ার্ধা থেকে।

কিসলিতে প্রাইভেট হোটেল নেই। থাকার জন্য কিসলি বাস স্ট্যান্ডে আছে MPTDC-র *Baghira Log Huts,* Kisli, Kanha NP, SAB ৪৯০, DAB ৫৪০; ডর্মি প্রথায় ৩ ঘরে ২৪ বেডের *Tourist Hostel*-এ ভেজ মিল সহ প্রতিজনা ১৯০; অবু: ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে MPTDC, Gangotri, T T Nagar, Bhopal-462003 বা New Delhi: 2nd floor, Kanishka Shopping Plaza, 19 Ashok Rd, ✆ 3321187 বা Mumbai: 74 World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba বা Calcutta: Room 7, 6th floor, Chitrakoot, 230A, A J C Bose Rd, ✆ 2478543 বা ম্যানেজারদের ১০ দিন আগেই লিখুন। চলার পথে জব্বলপুর রেল স্টেশনে MP State Tourist Office-এও (ছুটি ছাড়া ১০ থেকে ৪ দিন আগে) বুকিং-এর ব্যবস্থা মেলে। আর আছে *Forest R H* কিসলিতে। আহার্য *MPTDC-র ক্যান্টিন ও লগ হাটের রেস্টুরেন্টে।* কিসলির ৩ কিমি আগেই বাস সড়কের খাটিয়াতে আছে MPTDC-র অভিনব *Jungle Camp,* S ১৮০, D ৩৫০; ভেজ আহার্য নিয়ে এদের রেট। থাকার পক্ষে ভালই। জিপও মেলে অরণ্য সফরের খাটিয়ায়। আর কিসলি থেকে ৭ কিমি অরণ্য অন্দরে কানহাতে আছে *FRH.* তবে, সম্প্রতি FRH-এর দ্বার রুদ্ধ।

আর আছে প্রাইভেট মালিকানায় খাটিয়ায় সাধারণ মানের *Machan Complex,* D ৩২৫, ডর্মি বেড ৬০; *Chandan Restaurant,* S ১২৫, D ২০০; *Motel Chandan,* D ২২৫-৩০০। খাটিয়া রেখে জব্বলপুরমুখী *Kipling Camp.* এদের চার্জ থাকা-আহার্য-যান সহ প্রতিজনা ১৮০০; বুকিং : Tollygunj Club, 120 Deshapran Shasmal Rd, Calcutta-33. আরও ১ কিমি দূরে *Indian Adventures,* এদেরও চার্জ থাকা-খাওয়া-যান সহ প্রতিজনা ১৫০০; বুকিং : Indian Adventures, 257 SV Rd, Bandra, Mumbai-400050, ✆ 6422925 বা Chadha Travels, Jackson Hotel, Civil Lines, Jabalpur.

আর মুক্কীতে আছে *Kanha Safari L,* Kanha N P, PO-Mukki, Tah - Baihar, Dist - Balaghat, M P-481111, ✆ (07632) 56323, AP প্রথায় থাকা-খাওয়া-জঙ্গল সফারি জুড়ে ২৫০০ প্রতিজনা। একই ঘরে ৭২০ অতিরিক্তে একজনের ব্যবস্থা মেলে। প্রবেশ তোরণ থেকে ১ কিমি গিয়ে বাস সড়কে ছোট্ট নদী

বানজারার কোল ঘেঁষে MPTDC-র *Kanha Safari L*, Mukki-481111, SAB ৩৫০ DAB ৪২৫ A/c S ৫৫০ D ৬২৫; কল বুকিং : Linkage ✆ 2465171. আর আছে *H Channan*—ডর্মি প্রথায় থাকা।

নিকটতম রেল স্টেশন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নৈনপুর-মাণ্ডলা ন্যারোগেজ রেলপথের Chiraidongri. তবে, হাওড়া-মুম্বাই ভায়া এলাহাবাদ রেলের জব্বলপুর হয়ে বাসে যাওয়াই সুবিধার। ৭-০০ ও ১১-০০টায় বাস যাচ্ছে জব্বলপুর থেকে মাণ্ডলা/খাটিয়া হয়ে ৬½ ঘণ্টায় কিসলি। আর কিসলি থেকে ৮-০০ ও ১৪-০০টায় ফেরে জব্বলপুরের বাস। মুক্কীর বাস যাচ্ছে ৯-০০টায় জব্বলপুর ছেড়ে মাণ্ডলা/বৈহার হয়ে ৭½ ঘণ্টায়। তেমনই বিলাসপুর থেকে মাণ্ডলাগামী বাসে ১৬৭ কিমি দূরের বৈহারে নেমে ট্রাক বা জিপে ১৫ কিমি দূরের মুক্কী চলা যেতে পারে। নিকটতম বিমান জব্বলপুর ১৬৯, নাগপুর ৩৩০ কিমি। আর মাণ্ডলা হয়ে বাস যাচ্ছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের নানান দিকে। বাস যাচ্ছে হাওড়া-মুম্বাই ভায়া নাগপুর রেলের বিলাসপুর, রায়পুর ও নাগপুরে মাণ্ডলা থেকে। তাই গৃহাভিমুখীরা কানহা বেড়িয়ে ৭৪ কিমি দূরের মাণ্ডলা পৌঁছে মাণ্ডলা থেকে ২৩০ কিমি দূরের বিলাসপুর গিয়ে ১৯-১০এ মুম্বাই-হাওড়া মেল, ৩-১০এ গীতাঞ্জলী এক্স, ০-৩০এ কারলা-হাওড়া এক্স, ১৫-১৫য় আমেদাবাদ-হাওড়া এক্স, ১৩-০৫এ কলিঙ্গ উৎকল এক্সে চলা যেতে পারে ঘর পানে। এপথে কানহা থেকে কলকাতার দূরত্ব (৭৪+২৩০+৭২০) ১০২৪ কিমি।

চিত্রকোট জলপ্রপাত ওয়ালটেয়ার অংশে

শিরপুর

মহানদীর পাড়ে রায়পুর থেকে ৭৭ কিমি বাসে গিয়ে অতীতের দক্ষিণ কোশল রাজদের রাজধানী বেড়িয়ে ফেরা যায়। ৬ থেকে ১০ শতকে বৌদ্ধপীঠ রূপে প্রসিদ্ধি ছিল শিরপুরের। এমনকি ৭ শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ আসেন শিরপুরে। খননে সেকালের দু'টি বৌদ্ধ মন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে শিরপুরে। তবে অতীতের জৌলুস আজ লোপ পেয়েছে। আবার রায়পুর থেকে ৪৮ কিমি দূরে মহানদীর তীরে ওড়িশা সীমান্তের রাজীমও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। বাস যাচ্ছে। মহাকোশল স্থাপত্যে গড়া রাজীবলোচন অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দিরের জন্য রাজীমের প্রসিদ্ধি।

ভিলাই

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রুশ সরকারের সহযোগিতায় ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের দ্বিতীয় কারখানাটি গড়ে উঠতে শুরু করে ভিলাই-এ। সেদিনের ভিলাই ছিল এক অখ্যাত গ্রাম। আর আজ ভিলাই বিশ্ববন্দিত। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর উৎপাদন শুরু হয় ভিলাই-তে। গড়ে উঠেছে নতুন এক দুনিয়া— ইস্পাত কারখানা আর তার পরিকল্পিত শহর ভিলাইতে। নাগপুর হয়ে মুম্বাইগামী ট্রেনে বসেও ভিলাই-এর শিল্প-সৌন্দর্য উপভোগ করে নেওয়া যায়। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮৫৪ কিমি। মুম্বাই যাবার কালে রায়পুরের ২২ কিমি পরে ভিলাই। বামদিকে পড়ে ইস্পাত কারখানা। তবে, ভিলাই যাত্রীদের ৬ কিমি দূরের দুরগ-এ নামায় যাতায়াতে সুবিধা। কম করে ১ সপ্তাহ আগে General Manager বা P R O-কে লিখে ইস্পাত কারখানা দেখার ব্যবস্থাও মেলে।

Bhilai-490010, STD - 07742এ থাকার জন্য আছে *Ashoka Caterers & Hoteliers—Bhilai H*, Sector 10, Bhilai-10, R8B8, SAB ৪৫০ DAB ৬৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০; *Bhilai House*, Durg-491002, R3B2, SAB ৩০০ DAB ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *Kwality Hoteliers; C H; R H*. আর আছে *Dixit L, Vijoy L, Tripti L, Samrat H* ছাড়াও নানান দুরগ-এ।

Malayalam for Tourists : Selected Phrases

Please come here	Dayavayi ivide varika		manassilakunnu
Please wait a moment	Dayavayi kathunilku	I do not understand	Enikke manassilakunnilla
Please sit down	Dayavayi irikku		
What is your name?	Ningalude pere enthane?	Shall I take leave of you?	Poivarette?
I am fine	Enikke sukham ane	Where can I get?	Enikke evidaeninnukittum?
Thank you	Nandi		
Don't mention it	Saramilla	How do I get there?	Gnan avide engane pokum?
What is that?	Athe yenthane?		
I dont know	Enikke arinjukuda	I want to go to...	Enikke..pokanam
I understand	Enikke	I need	Enikke..venam

Greetings

Good morning	
Good night	Namasthe (General)
Goodbye	Poivaruka
How do you do?	Sukhamano?

রাজস্থান

রাজপুতদের দেশ রাজস্থান। শৌর্য আর বীর্যে ভরা এর আকাশ-বাতাস। এর বাতাসে যেমন মীরাবাঈয়ের ভজন, ঠিক তেমনই শোনা যায় রানাদের অস্ত্রের ঝনঝনানি সারা রাজস্থানে। রাজপুতদের বীরত্বে গাঁথা রাজস্থানের ইতিহাস। তবে, সে আজ ইতিহাসই বটে। বাপ্পা রাও, রানা কুম্ভ, রানা প্রতাপ, ভীমসিংহ আজ আর নেই। তেমনই ধাত্রীপান্নার প্রভুপুত্রের জীবন বাঁচাতে ঘাতকের হাতে নিজ পুত্রকে সঁপে দেওয়া সেও এক ইতিহাস সৃষ্টি। তেমনই তাঁদের কীর্তিকলাপ সারা রাজস্থানের মাটিতে। সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়েও পতন যখন অবশ্যম্ভাবী পুরুষেরা জাফরানী রঙয়ের গাউন পরে প্রাণ দিয়েছে পতঙ্গের মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে। আর মেয়েরা জহর অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছে নিজেকে। আর আছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ—গড়ে ওঠে নানান রানার হাতে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিপুণতা পর্যটকদের কাছে স্বপ্নময় মনে হবে। রাজস্থানের অন্যতম আকর্ষণও প্রাসাদ তথা দুর্গের যাদুপুরী। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের থেকে বেশি সুন্দর। তবে, আজকের রাজস্থান আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত তার ক্ষুরধার বৈষয়িক বুদ্ধির জন্য।

ছোট ছোট এলাকা নিয়ে রাজ্য ছিল এক-এক রানা অর্থাৎ রাজার—অতীতকালে। স্বাধীনচেতা এরা—প্রত্যেকেই এরা স্বাধীন। ১০০০ বছর ধরে রানাদের হাতে দখলও থাকে এলাকার। তবে, রানায়-রানায় মিত্রতার অভাব। সেই দুর্বলতায় বহিঃশত্রুর আক্রমণও ঘটে বারবার। আলাউদ্দিন খিলজির আক্রমণ সে তো আজ কিংবদন্তী। আসে মোগল, পরে পরে ব্রিটিশও আসে রাজস্থানের মাটিতে। মিত্রতার সূত্রে রানাদের হাতে স্বাধীনতা ছেড়ে রাজপুতানা গড়ে ব্রিটিশ। পরোক্ষে দখল কায়েম করে উপমহাদেশের অর্থনীতিতে মোগলী পন্থায় ব্রিটিশরাজ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ব্রিটিশকে তুষ্ট করতে বিলাস আর ব্যসনে মগ্ন হয়ে পড়েন রানারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেয়ে বসে পরস্পর পরস্পরে। আমির-উমরাসহ দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ, পোলো খেলা, ঘোড়ার রেসে রাজকোষে অনটন দেখা দেয়। আর স্বাধীনোত্তর কালে ভারত রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভাতা পেয়ে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে মিত্রতা গড়ে ভারতের সাথে রানারা। তবে, অক্ষরজ্ঞানহীন দীনতম প্রজা সাধারণ সার্বিক প্রত্যাশা থেকে বঞ্চিত সারা রাজস্থানে। আর ১৯৭০এ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রাক্তন আজমের রাজ্যের সাথে রাজপুতানার ২২টি দেশীয় রাজ্য জুড়ে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে গড়ে ওঠে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান। রাজ্যের সঙ্গে ভাতা লোপে আর্থিক সঙ্কট বাড়ে মহারানাদের। সঙ্কট দূরীকরণে কেউবা মিউজিয়ম গড়লেন প্রাসাদপুরে, আবার হোটেলও খুললেন নানান রানা—নিজ নিজ বাসভূমে।

রাজস্থানে রয়েছে আরাবল্লী পর্বত, আর আবু পাহাড় তার বিউটি স্পট। ১৭২৭ মি উঁচু গুরু শিখর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রাজস্থানে। আর উত্তর-পশ্চিমে সোনার কেল্লা—জয়সলমীর ব্যারিকেড গড়েছে বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল থরকে। তারও উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান। *মরুর জাহাজ* উটেরাই একমাত্র যান এই থর মরু এলাকায়। তেমনই মরকতে মোড়া কিংবদন্তীর শহর পিছোলার জলে ধোয়া উদয়পুর ইতিহাস গড়েছে রাজস্থানে। রাজস্থানে আজ নানান জাতির বাস। অতীতের ভীল আর মীনা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, জাঠ, গুর্জর, মেওয়াটিস, গাদরা, লোহার, প্যাটেল এবং অহিল জাতির লোক রয়েছে মিলেমিশে। কথিত আছে, রাজপুতরা রামায়ণ ও মহাভারতখ্যাত আর্যবংশীয় তথা সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত। রাজস্থানের হাতের কাজেরও প্রশস্তি আজ সারা বিশ্বময়। হাড়ের কাজ, ব্রাসের কাজের জন্য শুধু জয়পুর নয় সারা রাজস্থানই খ্যাত। তেমনই যোধপুরের রকমারি বাহারী জুতো পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

এদের বেশভূষাও বৈচিত্র্যময়। পুরুষরা পরেন ধুতির সঙ্গে বোতামবিহীন ফতুয়ার মতো পুরো হাতার জামা, মাথায় পোটিয়া। আর উৎসব অনুষ্ঠানে চুড়িদার পায়জামা, কুর্তা ও আচকান বা লম্বা কোটের সঙ্গে মাথায় ১৬ মি কাপড়ের পাগড়ি। পাগড়ি বাঁধার ধরন থেকে রাজস্থানীদের জাত ও সামাজিক অবস্থান প্রকাশ পায়। মেয়েরা পরেন ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়না—চোখে সুর্মা, অঙ্গে মেহেন্দি, নাকে নোলক, কানে ঝুমকো, গলায় হাঁসুলি, পায়ে মল। কখনও কখনও ঘাঘরার কাপড় দৈর্ঘ্যে হয় ৩৭ মি। বিবাহিতা মেয়েরা হাতির দাঁতের বালা পরেন লাল বা সাদা রঙের।

আর রয়েছে *সাত বার ন তেওয়ার*—অর্থাৎ ৭ দিনে ৯ পার্বণ এদের সমাজ জীবনে। হোলি, দশেরা ও দেওয়ালী জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে রাজস্থানে। আর হোলির পরদিন (মার্চ-এপ্রিল) শুরু হয়ে ১৮ দিন ধরে চলে বসন্তের সমাগমে ঝলমলে মন রাঙানো *গাঙ্গুর* অর্থাৎ ফসল তোলার উৎসব। জাতীয় সাজে সজ্জিত হয়ে মিছিল বের হয় মেয়েদের। অংশ নেয় হাতি ও উট। আর আসেন শিবজায়া দেবী গৌরী মিছিলের পুরোধা হয়ে। প্রাসাদের আকর্ষণ বাড়াতে ভূষণ হয়েছে পৌরাণিক আখ্যান—বিশেষ করে কৃষ্ণগাথা, নানান যুদ্ধবৃত্তান্ত, শিকার কাহিনীতে সমৃদ্ধ মিনিয়েচার ধর্মী ফ্রেস্কো চিত্রে। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের *তীজ*ও আর এক মন রাঙানো উৎসব রাজস্থানে। তেমনই জয়-সলমীরের মরু উৎসব, আজমেরের উরস, বিকানীরের

GOA
TOURIST MAP
SCALE
MAHARASHTRA
MAHARASHTRA
KARNATAKA
ARABIAN SEA
TEREKHOL FORT
MAPUSA
PANJIM
BAY OF MORMUGAO
COLVA BEACH
MARGAO
BONDLA W.L.S.
OPA WATER WORKS
MOLEM W.L.S.
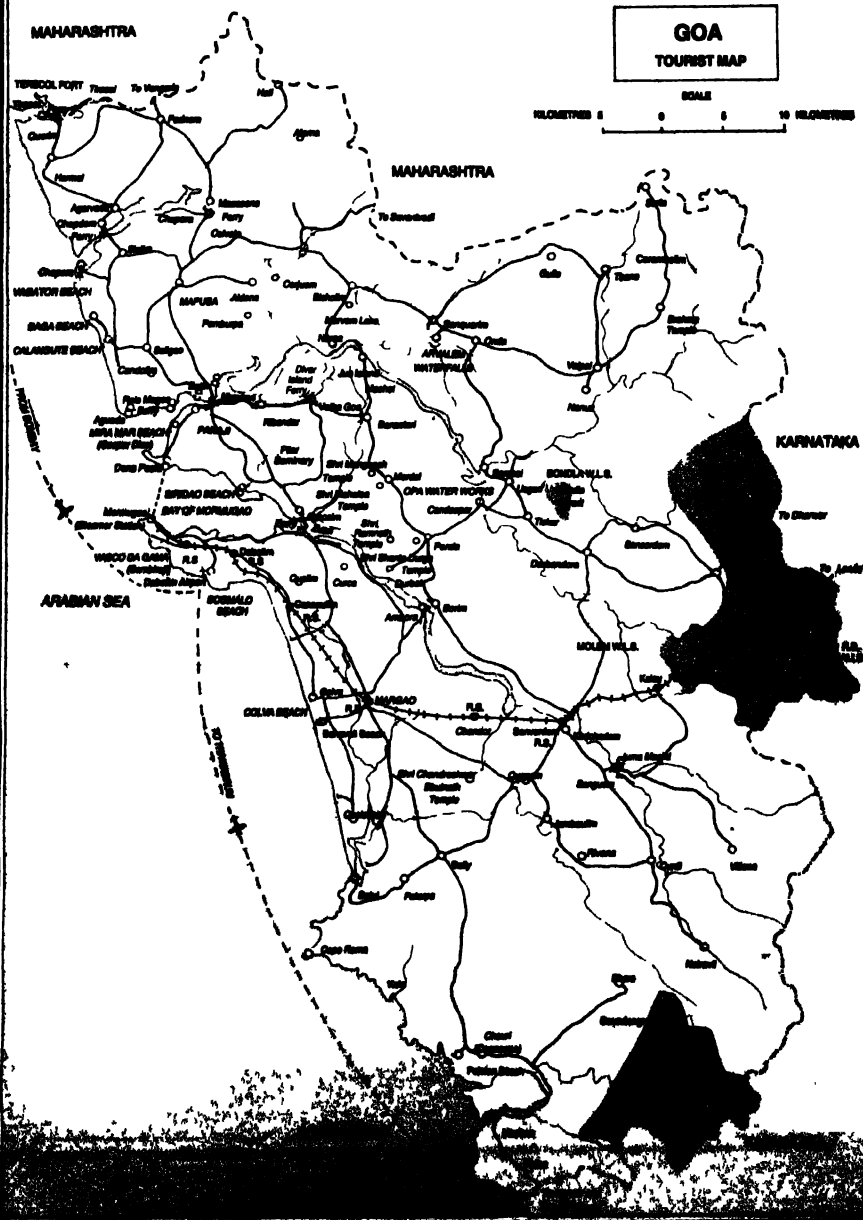
EXCURSIONS AROUND DELHI
Narkanda 64 km
Simla
Ludhiana
Chandigarh
Pinjaur
Panch Kula
Nahan
Ambala
Patiala
Jagadhari
Yamunanagar
Kurukshetra
Chakrata
Mussoorie
Dehra Dun
Uttarkashi
Dharasu
Tehri
Badrinath
Kedarnath
Govindghat
Rudraprayag
Devprayag
Srinagar (Garhwal)
Karnaprayag
Pauri
Lansdowne
Kotdwar
Rishikesh
Chutmalpur
Hardwar
Saharanpur
Roorkee
Laksar
Chakraborty Lake
Karnal
Panipat
Yamuna
Muzaffarnagar
Najibabad
Bijnor
Corbett National Park
Ranikhet
Nainital
Ramnagar
Kathgodam
Haldwani
Jind
Hisar
Hansi
Rohtak
Meerut
Moradabad
Rampur
Kichha
Bhiwani
DELHI
Ghaziabad
Hapur
Bilari
Ahichhatra
Chandausi
Bareilly
Suraj Kund
Sultanpur Lake
Gurgaon
Faridabad
Bulandshahr
Pilani
Rewari
Sohna
Palwal
Khurja
Narnaul
Badaun
Hodal
Aligarh
Kosi
Sikandra Road
Hathras
Hathras Road
Etah
Alwar
Deeg
Sariska
Mathura
Thana Gazi
Shahpura
Bankasya
Sikandra
Itmadpur
Bharatpur
Shikohabad
Fatehpur Sikri
Yamuna
Jaipur
Dausa
Bayana
Chambal
Etawah

কোলায়েৎ ফেয়ার, ঝলমলে পুষ্কর মেলার পর্যটক আকর্ষণও অনস্বীকার্য। মোগল কৃষ্টিতে সৃষ্টি হলেও আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল রাজস্থানের অনবদ্য মিনিয়েচার পেইন্টিং। গুজরাট ভ্রমণার্থীদের আবু পাহাড় দিয়ে রাজস্থান ভ্রমণে সুবিধা। আর রাজস্থান দিয়ে যাঁরা ভ্রমণ শুরু করতে চান তাঁদের দিল্লী বা আগ্রা হয়ে রাজস্থান যাওয়াই উচিত হবে।

রাজস্থান ☐ রাজধানী: জয়পুর। আয়তন: ৩৪২২৩৯ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৪৪৮৮০৬৪০। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ৫.১৯%। পুরুষ: ২৭৯৩৫৮৯৫। নারী: ২০৯৪৪৭৪৫। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি : ৯৬১৮৭৭৮। বৃদ্ধির হার: ২৮.০৭%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস : ১২৮। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯১৩। সাক্ষরের হার: ৩৮.৮১%। প্রধান ভাষা: হিন্দী ও রাজস্থানী। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ২৯২৩.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য আছে রাজস্থানে। বছরভর রাজস্থান ভ্রমণে চলা গেলেও বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের বর্ষায় রাজস্থান ভ্রমণ কম রমণীয় নয়। সবুজের ওড়না পরে পাহাড়, লেকগুলিও কানায় কানায় টইটুম্বুর বর্ষার জলে। তবে অঞ্চলভেদে প্রকৃতিরও পরিবর্তন প্রকট হয়ে দেখা দেয় রাজস্থানে। আর অক্টোবরের শেষ থেকে শীতেরও পরশ মেলে সারা রাজস্থানে। হাল্কা উলেন দরকার হয়ে পড়ে সাঁঝ-সকালে।

রাজস্থানের সঙ্গে দিল্লী-আগ্রা বা গুজরাটের অংশ জুড়ে বেড়িয়ে নিন—বিকানীর ১ জয়সলমীর ১ যোধপুর ১ আবু পাহাড় ২ উদয়পুর ২ চিতোরগড় ১ আজমের ২ বুন্দী-কোটা ১ সওয়াই মাধোপুর ১ জয়পুর ২ আলোয়ার ১ ভরতপুর ১ পথ চলায় ৫ দিন অর্থাৎ ২১ দিনে।

বিকানীর

মধ্যযুগের ভারতীয় কলা ও শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান বিকানীর। বিকানীরও মরু অঞ্চল, থরের মধ্যে পড়ে বিকানীর। শোনা যায়, পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদী বিকানীর হয়েই বয়ে যেত অতীতে। তবে, আজ আর অস্তিত্ব নেই তার। আর এখানকার সমৃদ্ধি ও সভ্যতাও নাকি তখন থেকেই। রামায়ণে *রুজঙ্গাল* অর্থাৎ জঙ্গলাদেশ নামে উল্লেখ মেলে বিকানীরের। মরুভূমির জাহাজ উটের ক্যারাভানও যেত বিকানীর থেকে সেকালে। শহরের নামটি এসেছে ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠাতা—যোধপুররাজ যোধাজী বংশীয় ভাটি রাজপুত রাও যোধার দ্বিতীয় পুত্র বিকা থেকে। তিনশত বছরেরও অধিককাল রাজত্বও করে যোধা রাজবংশ বিকানীরে। আর ১৯ শতকে মিত্রতা গড়ে ওঠে ব্রিটিশের সঙ্গে বিকানীর রাজের। সেই সুবাদে ১৮৫৭র স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশের আশ্রয় মেলে বিকানীরে। ৫ গেটে ৭ কিমি দীর্ঘ প্রাচীরে ঘেরা শহর ছিল সেকালে। রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে বাস স্ট্যান্ড। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই বিকানীরের মূল আকর্ষণ দুর্গ। দুর্গের সামনে পাবলিক পার্ক। শেষ হতেই গান্ধী ময়দান। পাবলিক পার্কে বসেছে জুলজিক্যাল গার্ডেন। আর আছে জৈন মন্দির তুলসী। Tourist Office বসেছে দুর্গে। কেনাকাটায় K E M Rd আকর্ষণীয়। বিকানীরের আর এক আকর্ষণ তার মিঠাই—ছোটুমুটু যোশীর দোকানে স্বাদ নিতে পারেন। তেমনই রাজস্থানী ভুজিয়ার আদি নিবাসও এই বিকানীরে। হলদিরাম এক বরেণ্য দোকান রসনা মেটাতে। বিকানীরের নবতম আকর্ষণ জানুয়ারির *ঢোলা মারু* অর্থাৎ ক্যামেল ফেস্টিভ্যাল। দেশ-দেশান্তর থেকে উট আসে। সুসজ্জিত বেশে নানান প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এরও পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য। আগামী উৎসব ১৯৯৮এ ১১-১২, ১৯৯৯এ ১-২, ২০০০এ ২০-২১ জানুয়ারি।

১৯-১৫য় হাওড়া ছেড়ে 2311 কালকা মেল দিল্লী জং পৌঁছায় ১৯-৫০এ, আর দিল্লী সরাই রোহিলা থেকে 4789 বিকানীর এক্স ৮-৩৫, 4791 বিকানীর মেল ২১-২৫এ ছেড়ে বিকানীর যাচ্ছে ১৮-৫০ ও পরদিন ৮-২০এ। দিল্লী ফেরে ৮-৪০এ এক্স ও ১৯-৪৫এ মেল বিকানীর থেকে। আবার ২৩-১০এ 4709 দিল্লী-জয়পুর-শেখাবতী লিঙ্ক এক্সের অংশ যাচ্ছে ৩-১৫য় লোহারু পৌঁছে ১০-৫০এ বিকানীরে। ৫-০০ টায় বিকানীর ছেড়ে ১১-৫৫য় জয়পুর যাচ্ছে 2467 ইন্টারসিটি এক্স; বিকানীর ফেরে জয়পুর থেকে ১৫-২০এ। ১১-৪০এ যোধপুর ছেড়ে ১৬-১০এ বিকানীর পৌঁছে কালকা যাচ্ছে পরদিন ৬-৫৫য় 4888 যোধপুর-কালকা এক্স; যোধপুর যাচ্ছে ১১-৩০এ বিকানীর ছেড়ে ৫ ঘন্টায় কালকা-যোধপুর এক্স। যোধপুর-জম্মু এক্সও যাচ্ছে বিকানীর হয়ে। ২০-৩০এ বিকানীর ছেড়ে ০-৩০এ চুরু পৌঁছে, ৬-৫৫য় জয়পুর যাচ্ছে 4738 বিকানীর এক্স; ফেরে ২১-০০টায় জয়পুর ছেড়ে ৭-০০টায় বিকানীরে 4737 এক্স। ৮-৪০এ বিকানীর; ৮-৫২, ১১-৫৫, ১৬-০০টায় ৪ কিমি দূরের লালগড় থেকে ৫১ কিমি দূরের কোলায়েৎ যাচ্ছে ১ঘ ২০ মিনিটে; বিকানীর ফেরে ১০-২০, ১৩-১৫, ১৭-৩০টায় কোলায়েৎ থেকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে বিকানীর থেকে মেরতা জং, চুরু, রেওয়ারি ছাড়াও নানান। এমনকি কলকাতা থেকে ২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে সরাসরি বিকানীর লিঙ্ক এক্সে ২টি স্লিপার ক্লাস বগি যাচ্ছে হাওড়া-যোধপুর এক্সের সাথে সওয়াই মাধোপুর হয়ে ৭-৫১য় মেরতা রোড পৌঁছে ৩৬ ঘন্টায় বিকানীরে।

সিটি সেন্টার থেকে ৩ কিমি দূরে লালগড় প্রাসাদের বিপরীতে বাস স্ট্যান্ড বিকানীরে। দূরপথে রেল চলায় বিকানীর থেকে বাসে জয়সলমীর যাওয়াই সুবিধায়। সড়কপথে দূরত্ব কম, বাসও যাচ্ছে ৮ ঘন্টায় ৬-৩০,

৭-০০, ৮-৩০টায়। আর ২১-৩০এ রাঠোর ট্রাভেলস, ✆ 26427 ছাড়াও নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাস বিকানীর থেকে জয়সলমীর যাচ্ছে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাত ২০-০০টায় কোটা; ৫-০০, ৬-১৫, ১২-০০, ১৭-০০টায় জয়পুর; RTDC-র ডিলাক্স কোচ যাচ্ছে ২১-৩০এ বিকানীর ছেড়েশেখাবতী হয়ে জয়পুর। ৬-০০, ৬-৪৫, ৭-৪৫, ৯-০০, ১০-৩০, ১২-৩০, ২০-০০, ২০-৩০, ২১-৩০, ২২-৩০এ ছেড়ে নাগোর/ মেরতা হয়ে ৭½ ঘণ্টায় আজমের; ৫-৩০, ৭-০০, ৯-৩০, ১০-৪৫, ১২-১৫, ১৫-০০টায় যোধপুর। আর দিল্লী যাচ্ছে ১২ ঘন্টায় ৫-৫০ ও ৭-৩০এ বিকানীর থেকে। আগ্রা, উদয়পুরেও বাস যাচ্ছে বিকানীর থেকে। নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে দিনে ও রাতে বিকানীর থেকে। NH-8 ও 11 (পাঠানকোট-জম্মু)ও চলেছে বিকানীর হয়ে। শহরে চলছে বাস, ট্যাক্সি, অটো, টাঙা ও রিকশা।

জুনাগড় দুর্গ: বিকানীরের মূল আকর্ষণ শহরের কেন্দ্রমণি দুর্গ। জয়পুরেরই মতো লাল আর গোলাপী বেলেপাথরে ১৫৮৭-৯৩ খ্রিস্টাব্দে আকবরের প্রাক্তন সেনাপতি রাজা রায় সিং-এর তৈরি। পরবর্তী শাসকদের (গুর্জর, প্রতিহার, রাজপুত, চৌহান, ভাট্টি, রাঠোর) কালেও ৩৭টি প্রাসাদের সংযোজন ঘটেছে দুর্গে। চারকোণা এই দুর্গ প্রাচীরে ঘেরা, ৩০ ফুট গভীর পরিখাও হয়েছে চারপাশে। ৯৮৬ মি প্রশস্ত এই দুর্গে ৩৭টি গম্বুজ, প্রবেশপথ দু'টি। পশ্চিমের প্রবেশ পথে আবার দু'টি গেট। সেকালে খুবই সুরক্ষিত, এমনকি বারবার আক্রমণ এলেও অজেয় ছিল এই দুর্গ।

মূল প্রবেশ পথ সূরয পোল বা সান গেট দিয়ে। অভ্যন্তর অভিভূত করে দর্শকদের। দেওয়াল চিত্রের পাশাপাশি পটচিত্র ও পাথরের কার্ভিং অনন্য করে রেখেছে একে। দুর্গে চন্দ্র-মহলের কারুকার্যখচিত অলঙ্করণ, কাচ ও মার্বেল প্যানেল; গজ সিংয়ের তৈরি ফুলমহলের ফুলে বাস না মিললেও ফুল ও কাচের অভিনবত্ব; গোলকুণ্ডার ধনরত্নে রাজা সুরথ সিংয়ের তৈরি অনুপমহলের রাজতিলক তথা *করোনেশন হল্*, দেওয়ানি খাসে অস্ত্রের সম্ভার, বাদল মহলের ছবি, মোগলী স্থাপত্যে গড়া ছবিতে অলঙ্কৃত বর্ণাঢ্য সূর্যনিবাস বা দরবার হল্, সুন্দর অলঙ্কৃত দারুময় ছাদের গঙ্গা নিবাস ও দুর্গা নিবাস; ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধে হারাবার স্মারকরূপে তৈরি করণমহল, শিশমহল, ছত্তরমহল, বিজলীমহল, রাজ-পরিবারের গৃহদেবতা শিবঠাকুরের হরমন্দির, হাজারি দরওয়াজা মিউজিয়মে রাজপরিবারের নানান স্মারক ও মিনিয়েচার পেইন্টিং, রাজসিংহর মূল প্রাসাদ, চীনা বুরুজ অর্থাৎ সবুজ আর সাদায় মোড়া চীনা টাওয়ার, সূরয পোলে সতীদের হাতের ছাপ, এদেরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। দুর্গের দর্শনী গাইড-সহ ২০, ছবি তুলতে ২৫; শুক্রবার ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় খোলা। জুনাগড়েও হোটেল বসেছে প্রাসাদ অংশে।

গঙ্গা গোল্ডেন মিউজিয়ম: দুর্গের বিপরীতে গান্ধী পার্ক পেরিয়ে RTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলোর অদূরে বিকানীরের গঙ্গা গোল্ডেন [illegible] মিউজি[illegible]ম। গুপ্তকালের টেরাকোটার সঙ্গে কুষাণ ও প্রাক-হরপ্পাকালের নানান সংগ্রহ সমৃদ্ধ করেছে মিউজিয়মকে। রাজা রাজসিংকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দেওয়া নজরানা সিল্কের পোশাকও স্থান পেয়েছে এর সংগ্রহে। এছাড়া সাদা মার্বেল পাথরের সরস্বতী মূর্তিটি ভাস্কর্যের অতুলনীয় নিদর্শন হয়ে মিউজিয়মের গৌরব বাড়িয়েছে। শুক্র ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা; টিকিট ২।

Agra-Bharatpur-Jaipur-Bikaner

Km		Place	Distance
0	Km	Agra	
24	''	Kiraoli	
		To Fathepur Sikri	13 km
35	''	Road Jn	
		To Fathepur Sikri	1 km
44	''	U P/Rajasthan Border	
56	''	Bharatpur	
		To Town	2 km
		'' Dig	37 km
		'' Alwar	114 km
		'' Mathura	68 km
57	''	Road Jn	
		To Keoladeo Ghana	
		Bird Sanctuary	2 km
118	''	Mahwa	
180	''	Daosa	
		To Sowai	
		Madhopur	104 km
		'' Ranthambor	114 km
		'' Shivpuri	.
232	''	Jaipur	
391	''	Fatehpur	
		To Churu	35 km
426	''	Ratangarh	
553	''	Bikaner	

লালগড় প্রাসাদ: শহরান্তে (২.৫ কিমি) মহারাজা গঙ্গা সিং (১৮৮১—১৯৪২) পিতা লাল সিংয়ের স্মারক রূপে স্যার স্যুইনটন জ্যাকবের নক্সায় গৈরিক রঙা বেলে-পাথরে লালগড় প্রাসাদ অর্থাৎ রেড ফোর্ট গড়েন। প্রাসাদে পাশ্চাত্যের বৈভবের সঙ্গে প্রাচ্যের কল্প রাজ্যের সমন্বয় ঘটেছে—বেলজিয়াম ঝাড়লণ্ঠন, কাট-গ্লাসের অলঙ্করণ, সুন্দর জালিকাজ, নকশা-কাটা কারুকার্য, ছবির সংগ্রহ, শিকার-করা স্টাফড জীবজন্তু, ফুলবাগিচা ও চিড়িয়াখানা দর্শনীয়। সম্প্রতি হোটেল বসেছে একটা অংশে, রাজপরিবার বাসও করছেন প্রাসাদের আর এক অংশে। প্রাসাদের দ্বিতলে বসেছে রাজ পরিবারের নানান সংগ্রহ নিয়ে মিউজিয়ম ও অমূল্য গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সম্ভার নিয়ে অনূপ সংস্কৃত লাইব্রেরি। বুধবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা; টিকিট ৫।

জৈন মন্দির : শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ১৪ শতকের জৈন মন্দির কমপ্লেক্স। ভাণ্ডেশ্বর ও সন্দেশ্বর এদের মধ্যে উল্লেখ্য—দুই নির্মাতা ভাইয়ের নামে নাম। ভাণ্ডেশ্বর কাচ ও ফ্রেস্কো চিত্রে সুশোভিত। সন্দেশ্বরের প্রশস্তি তার এনামেল ও সোনায় মোড়া দেওয়াল চিত্রের জন্য। স্বর্ণমণ্ডিত পতাকা দণ্ড নিয়ে আপন মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। অনন্য এই মন্দির ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামে উৎসর্গিত।

১৫০৫এ তৈরি চিন্তামণি, নেমিনাথ, আদিনাথ মন্দিরগুলিও সুন্দর। ৬—১১-০০ ও ১৯—২০-০০টায় খোলা।

দেবী কুণ্ড সাগর: শহর থেকে ৮ কিমি দূরে বিকানীর শাসকদের ছত্রীশ অর্থাৎ *সেনাটাফ* গড়ে উঠেছে দেবী কুণ্ডে। স্মৃতি স্তম্ভগুলির মধ্যে রাও কল্যাণমাঈ স্তম্ভটি প্রাচীনতম। শ্বেতমর্মরে গড়া মহারাজা সুরথ সিংয়ের ছত্রীশটিও সুন্দর।

ক্যামেল ব্রিডিং ফার্ম: অটো বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে আসুন এশিয়ায় অনন্য, শহর থেকে ১০ কিমি পশ্চিমে সরকার পরিচালিত শ'তিনেক উটের অভিনব ব্রিডিং ফার্ম। উটের পিঠে চাপা ও উটের দুধের স্বাদ নিতে পারেন ১৫—১৭-০০টায় ফার্মে।

করণীমাতা মন্দির: শহর থেকে ২৬ কিমি দক্ষিণে যোধপুর সড়কের **দেশনক**-এ করণী মাতার মন্দির। দেবী দুর্গার অবতার করণীজী এখানে দেবী। ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে দেবীর সুনাম। দ্বিতল মন্দিরের শিরে স্বর্ণছাতা, মার্বেল কার্ভিংস, মহারাজা গঙ্গা সিংয়ের তৈরি ভাস্কর্যমণ্ডিত রুপোর গেটটিও সুন্দর। মন্দিরের আর এক আকর্ষণ অসংখ্য ইঁদুর মন্দির চত্বরে, গায়ে চড়লে পুণ্যি হয়। তেমনই ইঁদুর মারায় হয় পাপ। জনশ্রুতি, পুণ্যাত্মারাই নবজন্মে এই ইঁদুর হয়েছেন। শহর (গোগাগেট বাস স্ট্যান্ড) থেকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাস আবার ট্যাক্সি, অটোতেও চলা যায় মন্দিরে।

গজনের প্রাসাদ: শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে জয়সলমীরের পথে ৩১ কিমি যেতে হ্রদের পাড়ে অতীতের শিকার মহল প্রাসাদ। প্রাসাদের আসবাব, ছবি, কার্পেটের সংগ্রহ উল্লেখ্য। শিকার মহলেও আজ হোটেল হয়েছে; মিউজিয়মও বসেছে এক অংশে। গোলাপ বাগিচাটিও সুন্দর। এককালে রাজাদের জংলি কুকুর ও জংলি হাঁস শিকারের জন্য খ্যাত ছিল গজনের। নতুন করে **ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিও** বসেছে—নীল গাই, চিঙ্কারা, ব্ল্যাক বাক দেখে নেওয়া যায়। বাসও সংযোগ গড়েছে শহর থেকে।

Bikaner-334001, STD-0151-এও নানান হোটেল। তবুও যেন সাধারণ হোটেলের অবস্থান রেল স্টেশনকে ঘিরে Station Rd-এ বিকানীরে। ***Lallgarh Palace H,*** Bikaner, A14R3B2, A/c S ৬৫ D ১০৫ US$; মান ও দামে একই মহারাজার *Karni Bhawan Palace H,* ও *Gajner Palace H,* Lallgarh Palace, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Thar H,* Hospital Rd, R1B1½, SAB ৪০০, ৫২০, DAB ৫৫০, ৬৫০, স্যুইট ৯৫০; *Marudhar Heritage,* Bhagwan Mahaveer Marg, ✆ 522524, Bikaner-1, S ২২৫, D ৩০০, A/c S ৩৫০, ৫০০, ৬০০, D ৪৫০, ৬৫০, ৭৫০; RTDC-র *H Dhola Maru,* Puran Singh Circle, R2B2, ✆ 28621, S ১৭৫, D ২২৫, A-c S ২৭৫, D ৩৫০, A/c S ৪৫০, D ৫৫০, ৬৫০, ডর্মি বেড ৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; RTDC-র *Yatrika,* Deshnok, ✆ 65332, S ২০০, D ২৫০, ডর্মি ৫০; *Haryana H,* SCB ৮৫, SAB ১২৫, DCB ১৫০, DAB ১৭৫-২৫০, A-c S ৩০০, D ৪০০।

আর রেল স্টেশনের বিপরীতে হাঁটা দূরত্বে দিন-রাত্রি জুড়ে কোলাহল মুখর স্টেশন রোডে—*H Shantiniwas,* SCB ৬০, SAB ৮০-১২৫, DCB ১০০, DAB ১৫০-২২৫, A/c S ৩০০, D ৩৭৫; স্বল্প দূরে অতি সাধারণ *Indra L,* S ৬০, D ১০০; *Deluxe H,* ✆ 528127, SAB ৮০, DCB ১০০, DAB ১৫০, A-c D ২২৫; *Heritage Bhairon Vilas,* D ১৪০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Prince H,* ✆ 12396, S ১০০, D ১৫০; *H Akashdeep,* SAB ৬০-১০০, DAB ১২০-১৭৫, A-c D ২৫০; *Joshi H,* ✆ 61224, SAB ২২৫, DAB ২৭৫-৫২৫, A-c S ৪৫০, D ৬৫০; *Green H,* SCB ৪৫, SAB ৬৫, DCB ৮৫, DAB ১২৫, A-c S ১৭৫, D ২২৫; *Grand H,* D ৮০-১৫০; *Roopam H,* S ৪০-৮৫, D ৮০-১২৫; *Deluxe R H,* ✆ 528127, SCB ৫০, SAB ৮০, DCB ১০০, DAB ১২৫-২০০, A-c S ২২৫, D ২৭৫; *Ananda H,* SCB ৬০, DCB ১০০, DAB ১২০-১৫০; *Delight H,* S ৪০-৬৫, D ৮০-১২৫; *Santiniketan H,* SCB ৪৫, SAB ৬৫, DAB ৮৫-১২০; *Sankhalia R H* ছাড়াও ধরমশালা রয়েছে *Mohata Motilal, Bishnoi* বিকানীরে। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম, CH,* PWD *D B,* অবু : EE, City Division, PWD, Bikaneer. কমপক্ষে ১০ দিন আগে বুকিং-এর জন্য লিখুন। বাঙালি তীর্থ *কালীবাড়িতেও অতিথিশালা* গড়তে চলেছে বিকানীরে।

বিকানীর থেকে দূরত্ব	
নাগুর	১০৬ কিমি
আজমের	২৩৪ „
গজনের	৩১ „
পোখরান	২১৯ „
জয়সলমীর	৩৩০ „
রতনগড়	১২৭ „
দিল্লী	৫১৬ „
আগ্রা	৫৫৩ „
যোধপুর	২৪৫ „
জয়পুর	৩২১ „
সওয়াই মাধোপুর	৪৯০ „

আহার্যে স্টেশন রোডের *অম্বর রেস্টুরেন্টের* যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। অম্বর স্পেশাল *দোসার* স্বাদ নিতে পারেন। তেমনই *ছোটুমুটু যোশী রেস্টুরেন্ট*-টিরও যথেষ্ট সুনাম নিরামিষ আহার্য পরিবেবায়; নানান মিষ্টির সঙ্গে লস্যিরও যথেষ্ট সুনাম এদের।

দিনভর প্রোগ্রামে শ'আড়াই টাকায় অটোয় দেখে নেওয়া যায় বিকানীর শহর। একদিনে শহর দেখে পরদিন চলুন ৬-০০ এক্স, ৭-০০, ৮-৩০টার সাধারণ বাসে ৮ ঘণ্টায় সোনার কেল্লা দর্শনে ৩৩০ কিমি দূরের জয়সলমীরে। প্রাইভেট ডিলাক্স যাচ্ছে ২১-৩০এ বিকানীর ছেড়ে ৭ ঘণ্টায় জয়সলমীরে। পোখরান হয়ে পথ গিয়েছে। জয়সলমীর-যোধপুর/বিকানীর পথও পৃথক হয়েছে পোখরানে। প্রাসাদও হয়েছে পোখরানের মরুভূমে হলুদ পাথরে অর্থাৎ সোনারঙে। রাজস্থানী শৈলীতে কারুকার্যমণ্ডিত প্রাসাদ। এমনকি ১৯৭৪-এর মে মাসে ভারতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণও ঘটেছিল পোখরানের মরুতে। RTDC-র *Motel Godavan,* Pokaran, ✆ (029942)2275-এ DAB ৩০০, হাট ৩৫০, *দিনের* ৬ ঘণ্টার ভাড়া ১৭৫। আহারও মেলে ক্যান্টিনে।

শেখাবতী: জয়পুর-রিঙ্গাস-শিকার-ঝুনঝুনু-বিকানীর রেলপথে শিকার জং ও ঝুনঝুনু স্টেশন। জয়পুর থেকে ১০৭ কিমি দূরে শিকার, ঝুনঝুনুর দূরত্ব ১৭১ কিমি। অর্থাৎ শিকার থেকে ঝুনঝুনুর দূরত্ব ৬৪ কিমি। আর শিকার থেকে

বিকানীর ১৫০, দিল্লী ২৯৯, চুরুর দূরত্ব ৫২ কিমি। বাস ও রেল সংযোগ গড়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের।

অতীত রাজস্থানের মিউজিয়ম নগরী শেখাবতী—আজকের **শিকার**। শেখা সম্প্রদায়ের বাস। নামটি এসেছে রাও শেখা (১৪৩৩-৮৮) থেকে। ইতালিয়ান *buono* শৈলীর নয়নাভিরাম ফ্রেস্কো চিত্রে শেখা সম্প্রদায়ের নানান লোক-গাথায় সুশোভিত শিকারের প্রতিটি বাড়ি অর্থাৎ হাভেলী। আর আছে সেনোট্যাপ, মন্দির, দুর্গ, কূপ শিকার-এ। শিকারেরই প্রতিচ্ছবি মেলে জেলাসদর **ঝুনঝুনু**-র টিবরি-ওয়াল, মোদী, ক্ষেত্রী মহল, বিহারিজী মন্দিরের ফ্রেস্কো চিত্রে।

থাকার জন্য শেখাবতীতে RTDC-র *Haveli Fatehpur, Shekhawati*, ✆ (0747) 32473, S ১৭৫ ২৫০ ৪৫০ D ২২৫ ৩৭৫ ৫৫০; *Roop Niwas Palace*, D ১২০০ ছাড়াও নানান হোটেল আছে। আর *H Shiv Shekhavati* আছে ঝুনঝুনুতে।

গজনের থেকে ১৪ আর বিকানীর থেকে ৪৫ কিমি যেতে বিকানীর-জয়সলমীর বাস পথে পবিত্র হিন্দু তীর্থ **কোলায়েৎ**-ও বেড়িয়ে চলা যায় বাসে বাসে। স্থানীয়রা দাবি করেন সাগর দ্বীপেরও আগে কপিল মুনি আশ্রম গড়েছিলেন এই কোলায়েতে। আবার চলারপথে বাসের বিশ্রাম সময়েও সেরে নেওয়া যায় কোলায়েৎ দর্শন।

জয়সলমীর

জয়সলমীর ভারতের *থর* অর্থ তার মৃতের আবাস। ধূ-ধূ করছে বালুরাশি—চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। তারই মাঝে আরব্য রজনীর পরিবেশ গড়েছে অতীতের ভাটি রাজপুতদের রাজধানী জয়সলমীর। অতীতে দেওয়ালে ঘেরা ছিল শহর। তবে, আজ লোপ পেতে বসেছে দেওয়াল। এখানকার বালির রঙ সোনালী হলুদ। মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, সবই হলুদ বেলে-পাথরে তৈরি। সকাল ও সাঁঝে (সূর্যের উদয় ও অস্তে) সূর্যালোকে সোনা ঝরে জয়সলমীরে। তাই সোনার শহর বলেও প্রসিদ্ধি আছে জয়সলমীরের। সূর্যাস্তের ঠিক আগে সোনা-হলুদ বালিয়াড়ি গোলাপী রং ধরে। জয়সলমীরের *মীনা* অর্থাৎ জালি কাজ খুবই প্রশংসনীয়। অতীতকালে উটের পিঠে পণ্য যেত সারা মধ্যপ্রাচ্যে ভারত থেকে জয়সলমীর হয়ে। এসেছে নানান পসরা জয়সলমীরে দেশ দেশান্তর থেকে। ধীরে ধীরে বাণিজ্য যায় মরু থেকে জলে। রুদ্ধও হয় মরুপথ দ্বিতীয় বিশ্বসমরে। নেমে আসে অমানিশা জয়সলমীরের আকাশে। আর স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৬৫ ও ৭১-এর ইন্দো-পাক যুদ্ধে সীমান্তকে সুদৃঢ় করতে দুর্দম বেগে রেল ও সড়ক পৌঁছায় জয়সলমীরে। সঙ্গে পৌঁছায় সীমান্তরক্ষায় ভারতীয় জওয়ান জয়সলমীরে। বিদ্যুৎও পৌঁছায় সীমান্ত শহরে। দীর্ঘকালের অমানিশাও টুটেছে জয়সলমীরের। জলাভাবও দূরীভূত হয়েছে—ইন্দিরা গান্ধী (রাজস্থান) ক্যানালে জলও পৌঁছেছে জয়সলমীরে। পর্যটক চলেছেন আজ দেশ দেশান্তর থেকে আরব্য রজনীর দেশে সোনার কেল্লা দর্শনে। পর্যটক আসছেন মনকে রাঙিয়ে নিতে জয়সলমীরে।

সাধু Eesul-এর নির্দেশ মতো লোধুবা থেকে রাজ্যপাট তুলে ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাওয়াল জয়সলের হাতে জয়সল-মীর শহরের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতার নামেই নাম হয়েছে নবম রাজধানী শহরের। শ্রীকৃষ্ণর বংশজাত যাদব ও চন্দ্রবংশীয় ভাটি রাজপুত এরা। জয়সলমীরের বাতাস আজও অতীত বীরত্বের গাথা শুনিয়ে যাদু করে রাখে দর্শককে। তেমনই উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের নবতম আবিষ্কার পৌরাণিক নদী সরস্বতীর গতিপথ জয়সলমীরে। পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় জয়সলমীর। তবে, গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে *আঁধি* অর্থাৎ বালির ঝড় খুবই দুর্বিষহ। বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য। তাপমান— সর্বোচ্চ ৪৫° আর সর্বনিম্ন ৩° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। হাজার চল্লিশ লোকের বাস শহরে। বৃষ্টি নেই ৭৯৩ মি উঁচু জয়সলমীরে।

Tourist Information Centre (8—12-00 & 15—18-00 hr) ✆ 52406, Moomal Tourist Bungalow থেকে RTDC মরসুমি যাত্রী নিয়ে প্যাকেজ ট্যুরে ৬০ টাকায় শহর দেখিয়ে আনে ৯-৩০—১২-৩০টায়। ৯০ টাকায় ১৫-৩০—১৯-৩০টায় ৬০ কিমি দূরে থর মরুভূমির রূপসী রূপ—সাম স্যান্ড ডিউনস দেখিয়ে ফেরে। আবার চুক্তিতে ৪০০ টাকায় জিপে এককভাবেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় দিনভর প্রোগ্রামে। ১৭ কিমি দূরের লোধুবায় অতীতকালের রাজধানী শহরও জিপ ট্যুরে জুড়ে নেওয়া যায়। অটোতেও শ'দেড়েক টাকায় সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন। কলকাতা থেকে ইয়ুথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল ইউনিট, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রুম নম্বর ১৭, কল-১ থেকে প্রতিবছর নভেম্বর মাসে ন্যাশানাল ডেজার্ট সফারির ব্যবস্থা করে।

শহরের উত্তর-পশ্চিমে লোধুবার পথে ৬ কিমি যেতে মরুভূমির বুকে মরূদ্যান **অমর সাগর**। তবে, উদ্যানটি আজ ধ্বংসের কাল গুনছে। লেকটিতে জলাভাব। আর আছে কারুকার্যময় জৈন মন্দির—সংস্কার চলছে। অমর সাগর রেখে আরও যেতে জয়সলমীরের ১৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অতীতের রাজধানী **লোধুবার** রাজপ্রাসাদ মায়ামহলের ধ্বংসস্তূপ আজও মুমল-মহেন্দ্রর প্রেমগাথা শোনায়। আর আছে অনুপম শিল্প-সুষমামণ্ডিত জৈন মন্দির—সংস্কারও হয়েছে ১৯৭০এ। মন্দিরে কল্পতরু বৃক্ষে মনস্কামনা বৃথা হবার নয়। তেমনই ভাগ্যবানেরা প্রতি সন্ধ্যায় দেখে নিতে পারেন গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে নাগরাজের দুধ খাবার দৃশ্য। হোটেলও আছে লোধুবায়। এপথেই ৯ কিমি যেতে ৩০২৫ বর্গ কিমি জুড়ে **ডেজার্ট ন্যাশানাল পার্কে** গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টারড পাখি, চিঙ্কারা, গ্যাজেল, শিয়াল দেখতে মেলে। প্রবেশ দক্ষিণা ও অনুমতি লাগে পার্ক দর্শনে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ন্যাশানাল পার্কে। শহর থেকে ৪০ আর সামের পথে

৯ কিমি পশ্চিমে চড়ুইভাতির স্বর্গ **মূল সাগর**। বাগিচা ও জলাধারের সাথে ধু ধু করছে বালি, সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো সোনালী বালির আস্তরণ। তবে, পাহাড়ের মতো বালিয়াড়িতে crevasse অর্থাৎ চোরাবালি সে এক দুর্বিষহ। শহরের সবচেয়ে কাছে এই স্যান্ড ডিউনস। এপথেই আরও যেতে সাম স্যান্ড ডিউনস। শহর থেকে দূরত্ব ৪২ কিমি। সামের সূর্যাস্ত—সেও এক অনবদ্য দর্শন। RTDC-র সাময়িক যাত্রী কলোনিও গড়ে ওঠে। দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি—বিশাল বিশাল টিলা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ফটোগ্রাফার্স প্যারাডাইস সাম আজ অনন্য দর্শন জয়সলমীরে।

আবার ৩-৪ দিনের প্রোগ্রামে *ক্যামেল সাফারি* অর্থাৎ উটের পিঠে চেপেও সাঙ্গ করা যায় এই সফর। দিনের আহার্য সহ দৈনিক ভাড়া ২০০-৩৫০্। সময় স্বল্পতায় জিপে গিয়ে উটে ফিরে ২½ দিনেও সাঙ্গ করা যায় এ সাফারি। সেক্ষেত্রে ভাড়ায় আধিক্য লাগে ২০০্। উচিত হবে Tourist Office বা হোটেল ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলে উট নির্বাচন করা। *Mahendra Travels,* C/o Hotel Swastika, Gandhi Chowk, ✆ 22483; *Jaisal Tours,* C/o Narayan Niwas Hotel, ✆ 22397; *Ramesh Bhatiya,* Rama Hotel; *Thar Safari,* Gandhi Chowk, ✆ 22722; *Arawali Safari Tours,* near Patwa Haveli, ✆ 22632 ; সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে ক্যামেল সাফারির জন্য। তবে, নিজস্ব উটের অভাবে মিডলম্যানের কাজ করে এরা। চলার পথে গরমিলও দেখা দেয় নানান। তাই উচিত হবে যাত্রার আগে উটের মালিকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নেওয়া। থাকা-খাওয়া-চলা নিয়ে রেট এদের। রেটের তারতম্যে পরিষেবায়ও ব্যবধান ঘটে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাত্রী পেতে রেট কমিয়েও বুক করে এরা। সেক্ষেত্রে চলার পথে নানান তারতম্য ঘটে চলে পরিষেবায়। সাফারি ট্যুরে দেখেও নেওয়া যায়—Amar Sagar, Lodurwa, Mool Sagar, Bada Bagh, Sam Sand Dunes অর্থাৎ মরুভূমির রূপসী রূপ। হোটেল নেই এপথে। কেবল সামসে হোটেল মেলে *সামের ট্যুরিস্ট*। আর আছে শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরে Lodurwa Rd-এ *RTDC*-র *H Samdhani,* ✆ (02992)52392, অক্টোবর-মার্চে—D ২৫০্ এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে ২০০্ ডর্মি বেড ৫০্, অবু: Manager, H Moomal, Jaisalmer. শীতের আধিক্য থাকলেও অক্টোবর থেকে মার্চ সাফারির মনোরম সময়। আর, পানীয় জল, সানগ্লাস, ক্রিম, মাথা ঢাকতে টুপি, টর্চ সঙ্গে নেওয়া একান্তই উচিত হবে ক্যামেল সাফারি যাত্রায়। উচিতও হবে *স্যান্ড ডিউনস* বেড়িয়ে নেওয়া।

রাজস্থানের প্রতিটি শহরের মতো জয়সলমীরও গড়ে উঠেছে দুর্গ অর্থাৎ সোনার কেল্লাকে ভর করে। শহরের দক্ষিণে ৭৬ মি উঁচু ত্রিকূট পাহাড়ে এই দুর্গ। দৈর্ঘ্যে ৪৫৭ মি, প্রস্থে ২২৯ মি। পাহাড়টির মূলদেশ ৪.৫ মি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বয়সে দ্বিতীয় প্রাচীন, চিতোরের পরেই (১১৫৬ খ্রি) এর স্থান। দুর্গের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়; পরিখার অভাবহেতু ৯৯টি বৃত্তাকার প্রাচীর বুরুজ পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। সর্পিল পথে অক্ষয় পোল, গণেশ পোল, সূরয পোল, ভুটা পোল, হাওয়া পোল অর্থাৎ গেটে প্রবেশ। ঢুকেই পাঁচ মহলা—সাত তলা সিটি প্যালেস, রূপ তার ছত্রাকার। সামনের চত্বরে আম দরবারে বসতেন মহারাজা। এমনকি অতিথি আপ্যায়নে বিনোদনের আসরও বসত চত্বর জুড়ে। দুর্গের আর এক আকর্ষণ মহারাজা বারিসাল-এর গড়া বাদলবিলাস প্রাসাদের অংশ মেঘ দরবার বা *টাওয়ার অব ক্লাউডস*। প্রাসাদ শিরে মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন তাজিয়া-মিনার। সতী পীঠ অর্থাৎ জহরব্রত নিত নারীরা; তেমনই দেওয়ান-ই-আমের পাথরের সিংহাসনটিও অনবদ্য। প্রাসাদের কাছেই নারায়ণ ও শক্তি স্তম্ভ।

হিন্দু ক্ষত্রিয় সূর্য বংশীয় রাওয়ালদের দুর্গে ১২-১৫ শতকের ৮টি জৈন ও ৪টি হিন্দু মন্দির—দেববিগ্রহ, নৃত্য-রতা মূর্তি ও পৌরাণিক দৃশ্যে সুসজ্জিত। নানান রত্নখচিত জৈন তীর্থঙ্করদের চোখের ভয়াবহতায় অভিনবত্ব আছে। পান্নায় গড়া মহাবীরের মূর্তি অনবদ্য। মূর্তিও হয়েছে ৬৬৬৬টি নানান জৈন তীর্থঙ্করের। দিলওয়ারার মতো উচ্চাঙ্গের না হলেও পার্শ্বনাথ জী কা মন্দিরের কারুকার্য ভালই। রিখাবজী ও সম্ভবনাথও উল্লেখ্য। সকাল থেকে দুপুর ১২-০০টায় খোলা। সূর্যমন্দিরের বিপরীতে পথ উঠেছে শহর তথা মরু দেখার। মন্দির কমপ্লেক্সে জিনভদ্র সূরী জ্ঞান ভাণ্ডার তথা মিউজিয়মের অমূল্য সংগ্রহও পর্যটকদের আর এক আকর্ষণ। ১১২৬টি তালপাতার আর ২২৫৭টি কাগজের পুঁথি রয়েছে জ্ঞান ভাণ্ডারের লাইব্রেরিতে। এর কোনো কোনোটি ১২ শতকের। দীর্ঘতম তালপাতার পুঁথিটি ০.৯ মি অর্থাৎ ৩৩½ ইঞ্চি লম্বা। এর কাঠের আবরণটিও সুন্দর। ৯—১১-০০টায় খোলা। দুর্গের আর এক বিশেষত্ব প্রাসাদ ও সাধারণের বাড়ি-ঘর মিলেমিশে গড়ে উঠেছে। হাজার তিনেক লোকের বাস দুর্গে। টিকিট লাগে দুর্গের অংশ দেখতে ৫ টাকার। ৮—১৩-০০ ও ১৫—১৭-০০টায় খোলা।

তবে, আজকের জয়সলমীরের আর এক অভিনব আকর্ষণ—পাথর-কুঁদে তৈরি সূক্ষ্ম জাফরির কারুকার্য যা বিশ্বভুবনে অন্যত্র নেই। সিলিং-এ হয়েছে রঙিন অলঙ্করণ। অতীতে ব্যবসায়ীদের ধন আর দক্ষ শিল্পীর অলস সময়ের সমন্বয়ে রূপ পেয়েছে বেশ কয়েকটি হাভেলী অর্থাৎ বাড়ি দুর্গ থেকে বেরুতেই মূল বাজার মানেক চককে মধ্যমণি করে। সঙ্কীর্ণ গলিপথে ১৮ শতকের ৫-তলা পাটওয়ান কী হাভেলীর জাফরির উৎকর্ষতা অতুলনীয়। সুন্দর ম্যুরালে অলঙ্কৃত, বাড়ির ছাদে উঠে দেখে নেওয়া যায়। বাড়িটি সরকার অধিগ্রহণ করলেও পক্ষীকুল আস্তানা বেঁধেছে এর অন্দর মহলে। ১৯ শতকের শেষভাগে তৈরি সেকালের এক

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি **নাথমলজী কী হাভেলী** দুই শিল্পী ভাইয়ের দক্ষতার অনবদ্য নিদর্শন। পাথরে সুরের জাল বুনেছে, মিনিয়েচার ধর্মী ছবিতে দেওয়াল অলঙ্কৃত। ৩০০ বছরেরও অধিক পুরাতন আর এক প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি **সেলিম সিং জী কী হাভেলী**র জাফরির কাজেও অভিনবত্ব আছে। খিলান যুক্ত ছাদ, ময়ূরের ঢঙে ব্র্যাকিট, খুবই সুন্দর। অতীতে আরও ২টি তলা ছিল কাঠের। প্রাসাদ থেকে উচ্চতা বেড়ে যেতে দাম্ভিক রাজামশায় ভেঙে দেন তলা দু'টি। **রাজা কা মহলের** জাফরির কাজও অনবদ্য। পর্যটকদের একান্তই উচিত হবে ১০-৩০—১৭-০০টায় হাভেলী দেখে নেওয়া।

জয়সলমীরের আর এক অতীত তার পানিহারী। কলসির পর কলসি বসিয়ে শহরের দক্ষিণে প্রাচীর ছাড়িয়ে ২ কিমি দূরের **গদীসর সরোবর** থেকে দল বেঁধে রাজস্থানী সাজে মেয়েদের জল আনার দৃশ্যটিও সুন্দর। নানান মন্দিরও আছে গদীসরে। সুন্দর কারুকার্যময় তোরণে প্রবেশ। কৃষ্ণ মন্দিরও হয়েছে তোরণ শিরে। আর শীতের দিনে জলচর পাখিরা ভেসে বেড়ায় সরোবরের জলে। সেও আর এক সুন্দর। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। গদীসরের অদূরে রানাকে ভেট দেওয়া মুসলিম ভাস্করদের তৈরি ৫ তলা তাজিয়া টাওয়ার। তেমনই রামগড়মুখী বড়াবাগ ফল ক্ষেতি, শহরান্তে পথেই পড়ে ভাটিয়ানী সতী রানী ছত্রীশ অর্থাৎ রাজকীয় সেনাটাফ, উচিত হবে দেখে নেওয়া।

জয়সলমীরের হস্তশিল্পেরও যথেষ্ট প্রশস্তি পর্যটক মহলে। সূচিশিল্প ও কাচ বসানো নানান বসন, ভূষণ, পাথরের সামগ্রী, উলেন কম্বলেরও যথেষ্ট প্রশস্তি। ত্রিকূট পাহাড়ের নিচে সেন্ট্রাল মার্কেটে কিনতে মেলে। আবার পশ্চিমে অমর সাগর গেটের কাছেও নতুন প্রাসাদ, ব্যাঙ্ক, হোটেল ও দোকানপাট আছে। অদূরে দেওয়াল ছাড়িয়ে ট্যুরিস্ট বাংলো তথা ট্যুরিস্ট অফিস জয়সলমীরে।

জয়সলমীরের আর এক আকর্ষণ ফেব্রুয়ারির পূর্ণিমায় ৩ দিনের **মরু উৎসব**। নানানধর্মী নাচ-গান-বাজনায় মেতে ওঠে জয়সলমীর। ঝলমলে রাজ ঘরানার সাজে রাজস্থানী নারী ও পুরুষ মিছিলে অংশ নেয়। রঙবেরঙের ট্যাবলোও চলে মিছিলে। উটেরাও অংশ নেয় রেস ও নাচে। রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে দর্শক আসেন মরু উৎসবে। বিহ্বল হয়ে দর্শক দেখেন কাঠি নাচ, ভাঙা নাচ, গোঁফের লড়াই, পাগড়ি বাঁধার প্রতিযোগিতা, লোক সঙ্গীত আরও কত কি! আতসবাজিও পোড়ে শেষের সেদিন মেলার আসরে। আগামী মরু উৎসব ফেব্রুয়ারির ৯-১১, ১৯৯৮এ। বিকিকিনি চলে নানান হস্তজাত শিল্প-সামগ্রীর উৎসবে। গড়ে ওঠে RTDC-র ট্যুরিস্ট ভিলেজ মরু উৎসবে। তেমনই প্রশস্তি মার্চের হোলি উৎসবের জয়সলমীরে। মন্দির ও প্যালেসকে ঘিরে নাচ-গান-বাজনায় মথিত হয়ে ওঠে জয়সলমীর। আবির ওড়ে আকাশ ছেয়ে জয়সলমীরের।

তিন সপ্তাহে রাজস্থান

প্রথম দিন ট্রেনে কাটিয়ে সন্ধ্যায় দিল্লী জং পৌঁছান। দিল্লী সরাই রোহিলা থেকে মিটারগেজ লাইনে ২১-২৫এ বিকানীর মেল বা ২৩-১০এ শেখাবতী লিঙ্ক এক্স চাপুন। ২য় দিন সকাল ৮-২০/১০-৫০এ বিকানীর পৌঁছে দিনে দিনে শহর দেখে রাতের বিশ্রাম বিকানীরে। (আবার ২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে যোধপুর এক্সের বিকানীর বগিতে ৩য় দিন ১১-২০এ চলা যেতে পারে বিকানীরে।) ৩য় দিন ৬-০০, ৭-০০ বা ৮-৩০টার বাসে রওয়ানা হয়ে জয়সলমীর পৌঁছান ৮ ঘণ্টায়। ২য় দিন রাতের বাসেও চলা যেতে পারে জয়সলমীরে। ৪র্থ দিন Sands dune অর্থাৎ মরুভূমির মোহিনী রূপ দেখে জয়সলমীরে বিশ্রাম। ৫ম দিন জয়সলমীর বেড়িয়ে রাতের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে যোধপুর পৌঁছান পরদিন উষাকালে। ৬ষ্ঠ দিনে যোধপুর বেড়িয়ে কাটান। ৭ম দিন ১০-২০র প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মাড়োয়ার/আবু রোড হয়ে আবু পাহাড়ে পৌঁছান সন্ধ্যায়। মরুভূমির প্রতি বৈরাগ্য থাকলে ২য় দিনেই দিল্লী থেকে সরাসরি আবু চলুন। ৮ম দিন আবু পাহাড় দেখে নিন প্যাকেজ ট্যুরে। ৯ম দিন বেড়িয়ে-কাটিয়ে আবু পাহাড়ে বিশ্রাম। ১০ম দিন সকাল ৮-৩০র বাসে রওয়ানা হয়ে উদয়পুর পৌঁছে যান বিকাল বিকাল। ১১শ দিন সকাল-দুপুর ২টি প্যাকেজ ট্যুরে বা এককভাবে শহর দেখুন। ১২শ দিন সকালেই চলুন চিতোর। বিকালে গড় বেড়িয়ে নিন। ১৩শ দিন সকালের বাসে চলুন কোটা বা আজমের। ১৪শ দিনে কোটা বেড়িয়ে নিন। ১৫শ দিন সাত-সকালে বুন্দী চলুন। ঘণ্টা পাঁচেকে বুন্দী বেড়িয়ে বিকালের বাসে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায় আজমের পৌঁছে যান। ১৬শ দিন সকালেই বাসে চলুন পুষ্কর—পায়ে পায়ে সাবিত্রী মন্দির দর্শন, পুষ্করে স্নান, পূজা দিন ব্রহ্মা মন্দিরে। বিকালে আজমের বেড়িয়ে নিন। দর্শনে ঘাটতি থাকলে ১৭শ দিন সকালে দেখে নিন আজমের। দুপুরে বাসেই চলুন জয়পুর। ১৮শ দিনে শহর বেড়িয়ে, ১৯শ দিনে কেনাকাটা ও বিশ্রাম। ২০শ দিনে ভরতপুর পৌঁছে যান বাসে। ২১শ দিনে পক্ষীআলয় দেখে দীগ বেড়িয়ে নিতে পারেন। উৎসাহীরা মথুরা/আগ্রায়ও যেতে পারেন বাসে বাসে। সময়াভাবে দিল্লী ফিরুন ভরতপুর থেকে ট্রেন বা বাসে। দিল্লী থেকে ঘরে ফেরার পালা। পূর্ব ভারত যাত্রায় ২৩-২০এ জয়পুর থেকে যোধপুর-হাওড়া এক্সেও ফেরা যেতে পারে।

Jaisalmer-345001, STD 02992এ—রেল স্টেশন রেখে শহরে ঢুকতেই RTDC-র *হোটেল মুমল*। ট্যুরিস্ট অফিসটিও হোটেল মুমল-এ। আরও আধ কিমি গিয়ে বাস স্ট্যান্ড। আর ট্যাক্সি স্ট্যান্ড অমর সাগর গেটের সন্নিকটে। বাস স্ট্যান্ড পেরুতেই বাজার তথা শহর। হোটেলগুলিও গড়ে উঠেছে বাসকে কেন্দ্রমণি করে। অক্টোবর থেকে মার্চের মরসুম ছাড়া বাকি সময়ে রেট নামে নিচে জয়সলমীরে। পায়ে-পায়ে, রিকশা বা মিটারহীন ট্যাক্সিতে পৌঁছে যান হোটেলে। তেমনই উচিত হবে দালাল পরিহার করে চলা। তবে, নানান হোটেল গাড়িও পাঠায় যাত্রীর খোঁজে রেল ও বাস স্টেশনে। নিখরচায় যাতায়াত হোটেলে অবস্থানকারীদের।

RTDC-র *H Moomal*, Jaisalmer-345001, ✆ 52392, R3B½, SAB ৩৫০, DAB ৪৫০, A-c S ৫০০, D ৬৫০, A/c S

৭০০ D ৮৫০, অভিনব হাটে S ৩৫০ D ৪৫০ ডর্মি বেড ৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; অদূরে শহরমুখী *H Neeraj,* ✆ 52442, DAB ৫০০-৮৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. রেল স্টেশনের কাছে *H Ashoka,* S ৪৫০ D ৬০০; গান্ধীচকে *H Mandir Palace,* D ৭৫০-১৫০০; অদূরে *H Nachna Haveli,* ✆ 52110, DAB ৬৫০-১০০০; পুরাতন শহরের পিছে পাহাড়ী টিলায় **Narayan Niwas Palace,* Malka Prol-1, near SBI, A5R3, ✆ 52753, A/c S ১৩৭৫ D ১৬৭৫ স্যুইট ২২০০ কল বুকিং: Span ✆ 2801209; লাগোয়া *H Sri Narayan Vilas,* মান ও দামে নারায়ণ নিবাসেরই তুল্য। পুরাতন শহরের মধ্যমণি হয়ে—*Narayan Vilas,* S ১৫০ D ২২৫; *Sunil Bhatiya R H,* SCB ৮০ DCB ১২৫ SAB ১০০ DAB ১৭৫; *Sun Ray H,* near SBI, ✆ 22270, SCB ৪৫ SAB ৮০-১২৫ DCB ৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *H Rama,* Bhatia St, A-c S ২৫০ D ৪০০; রামার পিছে *H Samrat,* ✆ 53298, D ১২৫-২০০; *H Swastika,* near Amar Sagar Gate, opp SBI, ✆ 22483, SCB ৬০ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫; স্বল্প যেতে একই পথে *H Renuka,* মান ও দামে স্বস্তিকা তুল্য। মধ্যমানের *স্বস্তিকা* ও *রেনুকা* অবস্থানে ভালই। *H Anand Vilash ; H Pleasure,* Gandhi Chowk, S ৮০ D ১৫০; *H Haveli,* opp Girls School, S ৮০-১৫০ D ১৫০-২২৫; *Purohit R H,* Gandhi Chowk, S ৬০ D ১০০; *H Rajdhani,* near Patwan Ki Haveli, SCB ১২৫ DCB ১৭৫ SAB ২৫০ DAB ৪০০। শহরান্তে অতীতের গেস্ট হাউসে *Jawahar Niwas,* ✆ 52208, DAB ১০০০-১৭৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; বাজার পেরিয়ে দুর্গের দক্ষিণ-পুবে *H Madhuvan,* DCB ১২৫-২০০ DAB ১৭৫-২৫০; পাশেই *H Anurag,* মান ও দামে মধুবন তুল্য; *H Dholamaru,* Jaisalmer-1, ✆ 52863, A/c S ৪৫ D ৫৯ স্যুইট ৭৫ US $.

দুর্গের প্রবেশপথে *Fort View H,* Gopa Chowk, DAB ১৫০-৩২৫ A-c D ৪৫০; লাগোয়া অতি সাধারণ *H Flamingo; H Desert,* R2½B½, S ৮০-১৫০ D ১৫০-২৭৫ ডর্মি ৪০; অদূরে *Tourist H,* S ৬০-৮৫ D ১০০-২২৫; *New Tourist H,* DAB ১২৫-২০০, ছাদে ২০ হারে; *H Prince,* S ১০০ D ১৭৫ ডর্মি ৪০। আর দুর্গে রয়েছে *H Jaisal Castle,* DAB ৭৫০-১২৫০ TAB ৯০০-১৭৫০, হাভেলীধর্মী জয়সল অবস্থান মাহাত্ম্যে অনন্য; *Dipak R H,* D ১৭৫-২২৫; *H Srinath Palace,* S ৩০০ D ৫০০, এদের ৯ ও ৮ নম্বর ঘর দু'টি ভালই; *H Paradise,* DCB ১২৫-১৫০ DAB ১৭৫-২৫০; *Rang Niwas, H Luxmi Niwas* D ১৭৫-২৫০; *H Ravwal,* DAB ৪০০-৬৫০; *Golden R H,* Nayak Mahalla, DCB ১০০ DAB ১৭৫ A-c D ২৫০; পুরাতন হাভেলীতে *Shree Giriraj Palace,* ✆ 22266, DCB ১২৫ DAB ১৭৫-২২৫; বিলাসবহুল **H Heritage Inn,* Sam Rd-1, ✆ 53038, A/c S ১৩৫০ D ১৭৫০ স্যুইট ৩০০০; *H Prakash,* Ramgarh Rd, S ৪২৫-৬৭৫ D ৬০০-৯৫০; **H Himayatgarh Palace,* 1 Ramgarh Rd, ✆ 52002, S ১২৯৫ D ২০০০ A/c S ১৪৯৫ D ২৫৫০; *H Mangalam, H Pooja, Taj Palace, Gorbandh Palace,* Tourist Complex, Sam Rd-1, A2½R2, A/c S ১৭৫০ D ২২৫০ স্যুইট ২৭৫০; *H Sona,* ✆ 52468; ছাড়াও নানান হোটেল আছে জয়সলমীরে।

আর আছে ধরমশালা *Bhatia, Bagechi, Jain* ✆ 52404, *Maheswari Sewa Sadan, Sewa, Green, Suray,* রেল স্টেশনের কাছে *Kasiram Vyas* ✆ 52529, জয়সলমীরে। *সার্কিট হাউস, PHED RH, ডাকবাংলো,* R3B1-ও আছে জয়সলমীরে। তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে *H Moomal, H Jaisal Castle, Rama G H, H Neeraj, Dipak R H, Swastika, Renuka,* আজও রমণীয়। এমনকি জয়সল ও রমা থেকে দুর্গ, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় সুন্দর দৃশ্যমান। আর আহার্যে *হোটেল মুমল;* SBI-এর কাছে *গেলর্ড, কল্পনা, পুরোহিত, মনিকা রেস্টুরেন্ট*গুলি ভালই। ভারতীয় ও চীনা আহার্য মেলে এদের কাছে। অমরসাগর গেটে *ট্রায়ো* রও যথেষ্ট সুনাম আহার্য পরিবেবায়। লাগোয়া SBI-এর উপ.র *Skyroom Restaurant*-এ ভারতীয়, চীনা ও কন্টিনেন্টাল আহার্য মেলে। লস্যিরও স্বাদ নিতে পারেন চলতে-ফিরতে দোকানপাটে জয়সলমীরে। ফোর্ট ভিউ-এর পিছে *কাঞ্চনশ্রী*তে ১৮ ধরনের লস্যিও মেলে।

জয়সলমীর বেড়িয়ে ব্রডগেজ রেলে ৭-৩০টার প্যাসেঞ্জারে ২ঘণ্টায় পোখরান হয়ে ১৫-২০এ বা ২২-৩০এর এক্সে পরদিন ৫-১০এ বা ১১-৩০এ জয়পুরের বাসে ২৯৫ কিমি দূরের যোধপুর পৌঁছান। RTDC-র ডিলাক্স বাসও যাচ্ছে জয়সলমীর থেকে ৬-০০ ও ১৩-০০টায় ছেড়ে ৫½ ঘণ্টায় যোধপুরে। STC বাস যাচ্ছে ৫-৩০, ৭-০০, ৯-৩০, ১৩-০০, ১৪-০০, ১৫-৩০, ১৭-০০, ২১-০০টায়। প্রাইভেট ডিলাক্সও যাচ্ছে জয়সলমীর থেকে যোধপুরে। পোখরান হয়ে ৩৩০ কিমি দূরের বিকানীর যাচ্ছে ৬-০০, ১১-০০, ২০-০০, ২১-৩০এ ছেড়ে ৮ ঘণ্টায়। ৬৫৪ কিমি দূরের জয়পুর যাচ্ছে ৫-৩০ ও ১৭-০০টায়। সরাসরি জয়সলমীর যাত্রায় যোধপুর হয়ে চলাই সুবিধার। যোধপুর হয়েই পথ গিয়েছে উদয়পুর, আজমের, জয়পুর ও দিল্লী। আর চলছে বায়ুদূত ত্রিসাপ্তাহিক সার্ভিসে দিল্লী-জয়পুর-যোধপুর-জয়সলমীরের মাঝে। তবে, বাড়মের ভ্রমণার্থী-দের বাড়মের বেড়িয়ে যোধপুর যাওয়াই উচিত হবে।

বাড়মের

মরুভূমির রূপসী রূপ উপভোগ করতে জয়সলমীর থেকে ৬-৩০, ৭-৩০, ৮-৩০, ৯-৩০, ১১-৩০, ১২-৩০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৬-৩০টার বাসে চলুন বাড়মের। দূরত্ব ১৩৫ কিমি, ৪ ঘণ্টার পথ। চলার পথে জয়সলমীর থেকে ১৪ কিমি গিয়ে আরও ৩ কিমি দূরে ১৮০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন বৃক্ষের পাথররূপী ফসিলও দেখে নেওয়া যায় ফসিল পার্কে। ছোট ছোট গাঁও। মরুভূমির বৈচিত্র্যের সাথে বাড়মেরের হস্তশিল্প—দারু, কার্পেট, এমব্রয়ডারির প্রশস্তি আছে পর্যটকমহলে। যোধপুর থেকে ট্রেনে বাড়মের আসা চলে। তাই, যোধপুর থেকেও বাড়মের বেড়িয়ে জয়সলমীর চলা যেতে পারে। *Agra R H,* Station Rd, Barmer ; ছাড়াও হোটেল ও ধরমশালা আছে বাড়মেরে। তাই উচিত হবে ৭-৩০টার বাসে জয়সলমীর ছেড়ে ১১-৩০টায় বাড়মের পৌঁছে দিনে দিনে বাড়মের বেড়িয়ে ১৬-১৫ বা ২৩-৩০এর বাড়মের-যোধপুর এক্সে মিটারগেজ ট্রেনে যথাক্রমে ২০-৫৫ ও পরদিন ৪-৪৫এ ২১০ কিমি দূরের যোধপুর চলা। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে সকাল ৫-৩০এ বাড়মের ছেড়ে ১২-২৫এ যোধপুরে। বাসও যাচ্ছে ৭-০০ ও ১৭-০০টায় এপথে। বাস যাচ্ছে গুজরাটের পালানপুরেও বাড়মের থেকে।

আবার অত্যুৎসাহীরা বাড়মের থেকে ৬-৪০এর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ৪ ঘণ্টায় ১১৯ কিমি দূরের মুনাবাও গিয়ে (BSF-এর অনুমতি সাপেক্ষে) পাক সীমান্তও চোখে দেখে নিতে পারেন। সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের হায়দরাবাদ। মুনাবাও থেকে ট্রেন ফেরে ১১-২০এ।

তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় জয়সলমীরের ৪০কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী খুরী। খুরীরও মূল আকর্ষণ স্যান্ড ডিউনস অর্থাৎ সোনালী বালির প্রবাহ। সূর্যাস্তে রঙের বর্ণালী সেও রমণীয়। যোধা রাজপুতদের বাস। আজও এদের মধ্যে রাজপুত কৃষ্টির ছাপ বিদ্যমান। বাস যাচ্ছে জয়সলমীর থেকে, ২১/২ ঘণ্টার পথ। আবার জিপেও সাঙ্গ করা যায় এ-সফর। খুরীতেও হোটেল আছে। আবার স্থানীয়দের বাড়ি-ঘরেও থাকার ব্যবস্থা মেলে। AP প্রথায় ২৫০-৩২৫ প্রতি-জনা। ভগবান সিং-এর সাথেও যোগাযোগ করা যেতে পারে খুরী পৌঁছে। খুরী থেকেও ক্যামেল সাফারি ট্যুরের ব্যবস্থা মেলে। তবে পাক সীমান্তবর্তী এলাকা, নিরাপত্তাজনিত কারণে পদে পদে ভোগান্তি এপথে। আর বিদেশীদের কাছে রুদ্ধ এপথ।

যোধপুর

মরুধার মাহারো দেশ
মহানে ভালে লাগে জি

২৩৬ মি উঁচু বেলেপাথরের পাহাড়ে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর (জয়পুরের পর) যোধপুর। ১৪৫৯ এ রাঠোর রাজপুত প্রধান রাও যোধার হাতে শহরের পত্তন। Baggy-tight ট্রাউজার্স *Jodhpurs* থেকে শহরের যোধপুর নামকরণ। অতীতে রাঠোর রাজদের মাড়োয়ার অর্থাৎ মরুদেশের রাজধানীও ছিল এই যোধপুর। রামায়ণের রামচন্দ্রর বংশধর এই রাঠোর রাজপুত বংশ। এমনকি রামায়ণেও নর্থার্ন মাড়োয়ার নামে উল্লেখ মেলে যোধপুরের। অতীতের ক্যারাভান রুটটিও ছিল যোধপুর-জয়সলমীর হয়ে মধ্য-প্রাচ্যে। সেই সুবাদে ব্যবসার দৌলতে যোধপুরের সমৃদ্ধি। পরিচিতিও ছিল মাড়োয়ারি বলে এদের। যোধপুর ২টি দুর্গ আর জলাশয়ের জন্য পর্যটক প্রিয়। তেমনই প্রিয় টাই অ্যান্ড ডাই প্রিন্ট ও যোধপুরের জুতো। মরু অঞ্চলের শুরুও এই যোধপুর থেকে। ১৬শতকে ৮টি গেটে ১০ কিমি দীর্ঘ এক দেওয়াল গড়ে মরুর গ্রাস থেকে শহর বাঁচাতে প্রাচীর দেওয়া হয় যোধপুরে। তাপমান গ্রীষ্মে ৩৬.৬—৪২.২° আর শীতে ১৫.৫—২৭.৫° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

অতীতের সুন্দর শহর যোধপুরের পর্যটক আকর্ষণ বহুবিধ। গুলাব সাগরের পাড়ে তাল হাতি-কা-মহল এবং রাজমহল প্রাসাদ দু'টির সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। সুন্দর চুড়ো মাথায় গঙ্গাশ্যাম মন্দির, মাণ্ডোরের পথে ২ কিমি যেতে ৮৪ স্তম্ভের নাথ সম্প্রদায়ের মহামন্দির, শৌর্যের প্রতীক মেহেরণগড় দুর্গ, যশোবন্ত থারা, চিত্তাকর্ষক উমাইদ ভবনের সৌন্দর্যও মুগ্ধ করে দর্শকদের।

জয়সলমীর থেকে যোধপুর পৌঁছান রেল বা বাসে। নবতম ব্রডগেজে ৭-৩০এ জয়সলমীর ছেড়ে পোখরান/ ওশিয়া হয়ে ১৫-২০এ যোধপুর যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। আর এক্স যাচ্ছে ২২-৩০এ জয়সলমীর ছেড়ে পরদিন ৫-১০এ যোধপুরে। RTDC-র ডিলাক্স বাস ৬-০০ ও ১৩-০০টায় জয়সলমীর ছেড়ে ৫১/২ ঘণ্টায় যোধপুর যাচ্ছে। RTC ও নানান প্রাইভেট বাসও চলে এপথে। ব্রডগেজ ও মিটারগেজ রেলে মাড়োয়ার হয়েও ট্রেন সংযোগ গড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যোধপুরের। ৭-৪০এ যোধপুর ছেড়ে 4827 রণকপুর এক্স যাচ্ছে মাড়োয়ার ১০-৩০, আবু রোড ১৫-১০, পালানপুর ১৬-৩৫, মাহেসানা ১৮-০৫এ ছেড়ে ২০-০০টায় আমেদাবাদে। ১৫-৩০এ যোধপুর ছেড়ে ১-০৫এ পালানপুর, ২-৫৫য় মাহেসানা পৌঁছে আমেদাবাদ যাচ্ছে ৪-৪৫এ 9966 যোধপুর-আমেদাবাদ এক্স। সূর্যনগরী এক্স যাচ্ছে ২১-০৫এ যোধপুর ছেড়ে ২-৩১এ আবু রোড পৌঁছে ৬-২০এ আমেদাবাদ। ১৯-৩০এ যোধপুর ছেড়ে ১১১/২ ঘণ্টায় দিল্লী সরাই রোহিলায় যাচ্ছে 2462 যোধপুর-দিল্লী মান্ডোর এক্স। দিল্লী রোহিলা ছাড়ে ২১-০০টায় দিল্লী-যোধপুর মান্ডোর এক্স। যোধপুর-উদয়পুর প্যাসেঞ্জার ১০-১০এ যোধপুর ছেড়ে মাড়োয়ার ১৩-৩৫, মাভলী ১৯-৩০এ পৌঁছে উদয়পুর যাচ্ছে ২১-৪৫এ; আর ২২-০০টায় যোধপুর ছেড়ে মাড়োয়ার ০-৪৫, মাভলী ৬-৩৫এ পৌঁছে উদয়পুর যাচ্ছে ৮-২৫এ। বাড়মের-জয়পুর এক্স, কোটা-জয়পুর এক্সও যাচ্ছে যোধপুর হয়ে।

এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে যোধপুর-জম্মু এক্স, যোধপুর-কোটা প্যা, যোধপুর-বিকানীর প্যা, যোধপুর-বিকানীর ইন্টারসিটি এক্স, দিল্লী-

আমেদাবাদ রেলের মাড়োয়ার ও জয়পুর যাচ্ছে নানান ট্রেন। নবতম ব্রডগেজে ৫-৫৫য় যোধপুর ছেড়ে ১০-৩০এ জয়পুর যাচ্ছে 2466 ইন্টারসিটি এক্স; যোধপুর ফেরে ১৭-৩০এ জয়পুর থেকে 2465 ইন্টারসিটি। 2 3 5 7 দিন ৯-০০টায় যোধপুর ছেড়ে ফুলেরা ১৪-০০, জয়পুর ১৫-০০, আলোয়ার ১৭-৪৫, আগ্রা ক্যান্ট ২১-৫৫, লক্ষ্ণৌ ৪-২৫এ পৌঁছে বারাণসী যাচ্ছে ৯-৪০এ 4864 মরুদ্বার এক্স; মরুদ্বার ফেরে বারাণসী থেকে 1 3 4 6 দিন ১৭-২০এ। বাড়মের যাচ্ছে ৭-১০ ও ২৩-৩০এ এক্স, ১১-০০টায় প্যাসেঞ্জার। জয়সলমীর যাচ্ছে ৭ ঘণ্টায় ২৩-০০টায় 4810 এক্স, ৮ ঘণ্টায় ৮-৫০এ প্যাসেঞ্জার। সরাসরি জয়সলমীর যাত্রায় যোধপুর হয়ে চলা উচিত হবে। ১১-৪০এ যোধপুর ছেড়ে বিকানীর ১৬-১০, হনুমানগড় ২১-০৫, ভাটিণ্ডা ২৩-৩০, ধুরী ১-৫৮, আম্বালা ৪-১৫য় পৌঁছে কালকা যাচ্ছে ব্রডগেজে ৬-৫৫য় 4888 কালকা এক্স; ফেরে ২১-২০এ কালকা ছেড়ে একই পথে যোধপুরে। আর ১৭-১৫য় যোধপুর ছেড়ে জয়পুর ২৩-০০, সওয়াই মাধোপুর ১-৪০, কানপুর ১১-২০, এলাহাবাদ ১৪-১০, মোগলসরাই ১৬-৫০, গয়া ২০-৪৩, আসানসোল ১-১০এ পৌঁছে হাওড়া যাচ্ছে ৪-৪০এ 2308 যোধপুর-হাওড়া এক্স; একইপথে যোধপুর আসছে ২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স। রেল স্টেশনের অদূরে স্টেশন রোডে কম্পুটারাইজড রিজার্ভেশন কাউন্টার সোম থেকে শুক্রবার ৮—১৩-৪৫ ও ১৪—২০-০০টা, রবিবার ৮—১৩-৪৫এ খোলা মেলে।

যোধপুর থেকে দূরত্ব :

পোখরান	১৮৬	কিমি
জয়সলমীর	২৯৫	"
বিকানীর	২৪০	"
মাড়োয়ার	১০৪	"
মাউন্ট আবু	২৯৪	"
কাঁকরোলী	৩০৩	"
উদয়পুর	২৭৫	"
আজমের	২০৫	"
জয়পুর	৩৪৩	"
দিল্লী	৬০২	"
ভরতপুর	৫১৭	"
আগ্রা	৫৭৭	"
কোটা	৪১৩	"
কলকাতা	১৮৭৮	"

বাসও যাচ্ছে রায়কা বাস স্ট্যান্ড✆ 44949 থেকে রাজস্থান স্টেট রোড ওয়েজের ৭ ঘণ্টায় আবু রোড ৬-০০, ৬-৩০, ১০-৩০টায়; দ্রুতগামী এক্স বাস আবু যাচ্ছে ৬-৩০ ও ১৮-০০টায় ছেড়ে ছয় ঘণ্টায়; নানান প্রাইভেট বাসও রাত্রীকালীন সার্ভিসে আবু যাচ্ছে যোধপুর থেকে। আবার সরাসরি বাসের অমিলে ৮৪ কিমি দূরের পালিতে বাস বদল করেও চলা যায় আবু; ৭ ঘণ্টায় জয়পুর যাচ্ছে ৭-০০, ৯-১৫, ১১-১৫, ১৪-১৫, ১৬-০০, ২১-৩০, ২৩-০০টায়; ৯ ঘণ্টায় উদয়পুর যাচ্ছে নাথদ্বার হয়ে ৭-৩০, ১১-৩০, ১৯-০০টায়; RTDC ও প্রাইভেট ডিলাক্স যাচ্ছে ৫½ ঘণ্টায়, আর স্টেট রোড ওয়েজ যাচ্ছে ৮-১০ ঘণ্টায় জয়সলমীর; ৭ ঘণ্টায় বিকানীর যাচ্ছে ৭-১৫, ৯-৩০, ১০-৪৫, ১২-১৫, ১৪-০০, ১৭-৩০, ২০-০০টায়; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে আজমের যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায়; আমেদাবাদ যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায় ৬-৩০টায়; কোটা যাচ্ছে বুণ্ডী হয়ে ৮-১৫, ১০-১৫, ২১-০০টায়। মিটারগেজ রেল হেতু রাজস্থানে আজও সময় আর পয়সা দু'য়েরই সাশ্রয় মেলে বাসে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে রাজ্যের দিকে দিকে যোধপুর থেকে। আর যাচ্ছে নানানধর্মী প্রাইভেট বাস যোধপুর থেকে মাউন্ট আবু, জয়সলমীর, জয়পুর, উদয়পুর, আজমের ছাড়াও সারা পশ্চিমে।

2 4 6 7 দিন IAC-র দিল্লী-মুম্বাই উড়ান ১৩-৪০এ দিল্লী ছেড়ে ১৪-৪০এ যোধপুর পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ১৫-১০এ। ১৭-২০এ মুম্বাই ছেড়ে ১৮-৪০এ যোধপুর পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ১৯-১০এ। East West-ও দৈনিক সার্ভিস গড়েছে যোধপুর থেকে মুম্বাই-এর। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে বিমানবন্দর। অফিস এদের ট্যুরিস্ট বাংলোয়। শহরে চলছে সিটি বাস, টাঙা, মিটারহীন ট্যাক্সি, অটো, রিকশা।

কনডাকটেড ট্যুর :RTDC, Ghoomar Tourist Bungalow, ✆ 44010 থেকে ৯-৩০—১৩-৩০ আবার ১৪—১৮-০০টায় ৫০ টাকায় Umaid Bhawan, Palace, Mandore Gardens, Mehernagarh Fort, Jaswant Thada, Museum দেখিয়ে আনে। রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসটিও (8—12-00 & 15—18-00) বসেছে ট্যুরিস্ট বাংলোয়। অদূরে রায় কা বাগ রেল স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড। তবে, যোধপুর রেল স্টেশনটি ২½ কিমি দূরে। তবুও যেন রেলের ক্লোক রুম বা ট্যুরিস্ট অফিসে লাগেজ রেখে দিনে দিনে যোধপুর বেড়িয়ে রাতের ট্রেন বা বাসে জয়সলমীর/মাউন্ট আবু/উদয়পুর বা চলা যেতে পারে নতুনের অভিসারে। নানান প্রাইভেট সংস্থাও শহর তথা ভিলেজ সাফারিতে যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে যোধপুর থেকে। আহার ও বিহার নিয়ে টিকিট এদের। আবার ট্যাক্সি/অটোয় ৩০০/২০০ টাকায় সাঙ্গ করা যায় শহর দর্শন।

শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ১২১ মি উঁচু গোদাগিরি পাহাড়ী টিলায় যোধপুরের মূল আকর্ষণ মেহেরণগড় দুর্গ। মাণ্ডোর থেকে রাজ্যপাট তুলে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রধান রাও যোধার তৈরি। চারপাশ প্রাচীরে ঘেরা। ৬ থেকে ৩৬ মিটারের মধ্যে প্রাচীরের উচ্চতা, আর প্রস্থে ৩ থেকে ২১ মি। প্রাচীরের গায়ে কোথাও গোল আবার কোথাও বা চতুষ্কোণ গম্বুজ। দুর্গের পরিসর দৈর্ঘ্যে ৪৫৭ আর প্রস্থে ২২৮ মি। প্রতিরক্ষায় খুবই সুদৃঢ়। জনশ্রুতি, দুর্গের গোপনীয়তা প্রকাশের ভয়ে স্থপতিকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়। এককালে প্রাসাদ, সৈন্যাবাস, মন্দির ও আমলাদের গৃহে গৃহে কর্মমুখর ছিল মেহেরণগড় দুর্গ। এমনকি মোগলদের কাছেও অজেয় ছিল মেহেরণগড়। মিত্রতাও গড়ে ওঠে মোগল দরবারের সাথে যোধপুরের। ১৬ শতকের মধ্যভাগে রাও উদয় সিংহ আকবরের সাথে ভগিনী আর জাহাঙ্গীরের সাথে কন্যার শাদিও দেন। শের শাহও এসেছে লুণ্ঠনের মানসে মেহেরণগড়ে। বিজাতীয় রোষে মন্দির ভেঙে মসজিদও গড়ে শের শাহ। ১৬৭৮এ ঔরঙ্গজেব জয়ের সাথে ধ্বংস করে নগরী। ঔরঙ্গজেবের এন্তেকালের পর ১৭০৮এ অজিত সিংহ পুনরুদ্ধার করেন রাজ্য। তবে, শতাধিক বছরের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে মারাঠাদের সাথে যোধপুর। আর ব্রিটিশ আসে ১৮ শতকে। মিতালীর সুবাদে নেটিভ স্টেট গড়ে সারা রাজপুতানা জুড়ে ব্রিটিশ। আর স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজ্য গেলেও রাজবাড়িটি আজও মহারাজার তত্ত্বাবধানে। তবে আজকের পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ মিউজিয়ম রূপে। ১৮টি ভাগে প্রদর্শিত হয়েছে অতীত সম্ভার ইতিহাসখ্যাত মেহেরণগড় দুর্গে।

দুর্গে ঢুকতেই বাদ্য সহকারে সঙ্গীতে রাজকীয় অভ্যর্থনা। প্রথম গেটের গোলার দাগ আজও তার অতীত বিক্রমকে স্মরণ করায়। দুর্গের উত্তর-পুবের জয় পোলটি বিকানীর ও

জয়পুরের সম্মিলিত বাহিনী জয়ের স্মারকরূপে ১৮০৬এ মহারাজা মান সিংহের তৈরি। অদূরে জয়পুর মহারাজার আক্রমণে দুর্গ রক্ষী বাহিনীর পতনস্থলে স্মারক-রূপে ছোট গম্বুজওয়ালা সেনাট্যাফ হয়েছে। আর পশ্চিমের ফতে পোল বা গেটওয়ে অব ভিক্টরি তৈরি করেন অজিত সিং ১৭০৭এ মোগলদের যুদ্ধে হারাবার স্মারকরূপে। ১৮৪৩এ মহারাজা মান সিংহের চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া ১৫ জন রাঠোর রমণীর (সতী) হাতের ছাপ রয়েছে লোহা পোল অর্থাৎ শেষ দরজায়।

দুর্গেও মহলের পর মহল—নান্দনিকতায় মহীয়ান রাজকীয় বৈভবে আকর্ষণীয় মোতিমহল আর ৮০ কিলো সোনায় অলঙ্কৃত ফুলমহল অর্থাৎ দরবার হল্ উত্তরকালে মহারাজা অভয় সিংহের তৈরি। সোনালী থামের বাহার, সোনা রঙের ফুল খিলানের বাঁকে বাঁকে, ছাদেও নকশা কাটা ফুলের আকারে। শিলেখানায় রণসাজ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী, নানানধর্মী ছবি, ১৭½ কিলো ওজনের তালা, কিংখাবে মোড়া নানানধর্মী হাওদা, দোলনা, রয়্যাল হারেম বা জেনানা মহলে জাফরির অভিনবত্ব, শাজাহানের সফরসঙ্গী বিলাসবহুল তাঁবুর প্রাসাদ, অজিত বিলাসে বসনের সম্ভার, টেপে বাদ্যযন্ত্র পরিচিতিসহ লহরার আকর্ষণও কম নয় পর্যটকদের কাছে। তেমনই রানী ও গুলাব সাগর দু'টি তালাও হয়েছে দুর্গে। দুর্গের দক্ষিণ র‍্যামপার্টে কামানের সংগ্রহ ও কেল্লার আরাধ্যা দেবী চামুণ্ডা অর্থাৎ দুর্গা মন্দিরটিও দর্শনীয়। পুরাতন শহরও সুন্দর দৃশ্যমান র‍্যামপার্ট থেকে। সহজেই চিনে নেওয়া যায় বাড়ির রঙ সবুজ দেখে যোধপুরের ব্রাহ্মণদের বাড়ি। দুর্গের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অলঙ্করণ, বৈভব, এমনকি জানালায় ৩৬০ ধর্মী জাফরির কাজ অনবদ্য করে তুলেছে দুর্গকে। ৯—১৭-০০টায় খোলা, গাইড সহ দুর্গ দর্শনী ১০্, অভারতীয় ২০্; ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে।

দুর্গের পাদদেশে যশোবন্ত থাডা। শ্বেত মর্মরে ১৮৯৯এ বিধবা রানীর তৈরি। মহারাজা যশোবন্ত সিং দ্বিতীয়র স্মারকসৌধ এটি। সৌধ হয়েছে আরও তিন মন্দিরের ঢঙে। শিরোপরি চূড়ো-মাথায় ধাতব কলস। পর্দারূপী সূক্ষ্ম মর্মরের চাদরে ফিল্টার হয়ে সূর্যালোক ভেতরে যেত অতীতে। যোধপুরের রাঠোর শাসকদের ছবিও রয়েছে অন্দরে।
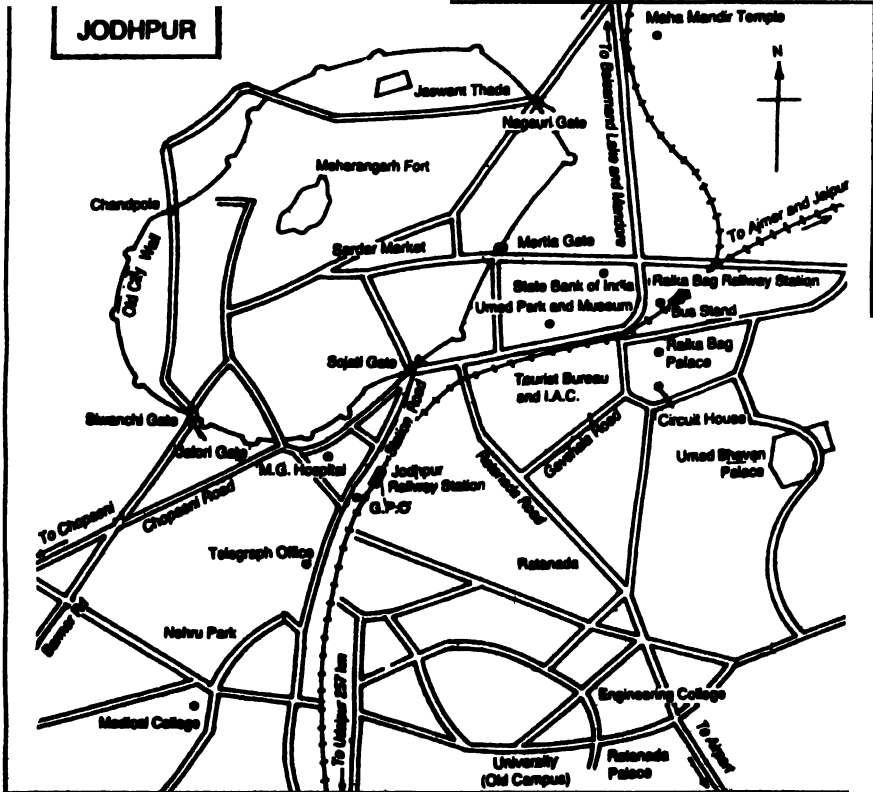
যোধপুরের আর এক আকর্ষণ শহরান্তে ইতালীয় শৈলীতে তৈরি গোলাপী মর্মরের **উমাইদ ভবন প্যালেস**। দুর্ভিক্ষে ত্রাণ দিতে ১৯২৯এ শুরু হয়ে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে মর্মর আর লাল বেলেপাথরে উমাইদ সিংজীর হাতে শেষ হয় ১৯৪২এ। H U Lanchester ও J R Lodge-এর পরিকল্পনায় জোড়হীন ইন্টারলকিং প্রথায় গড়ে উঠেছে অভিনব এই প্রাসাদপুরী। তবে, প্রাসাদের অংশ জুড়ে মিউজিয়ম—সেও এক অনন্য দর্শন। সোনায় মোড়া পৌরাণিক আখ্যান চিত্রিত দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম, লাইব্রেরি ভবন, ঘড়ির রকম-ফের—টিকলিতে ঘড়ি, আংটিতে ঘড়ি, ঘড়ির আওয়াজে পাখির কূজন, মহারাজার মডেল বিমান, অস্ত্রশস্ত্রে অভিনবত্ব আছে। ১৯৫×১০৩ মি ব্যাপ্ত প্রাসাদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি ৩২ মি উঁচু দ্বিস্তরে রূপ পেয়েছে। রায়কা বাগ থেকে উঠে এসে আমৃত্যু (১৯৪৭) বাসও করেন উমাইদ সিংজী এই প্রাসাদ ভবনে। আজও মহারাজ পরিবার বাস করছেন প্রাসাদের এক অংশে। সম্প্রতি আর এক অংশে Umaid Bhawan Palace Hotel বসেছে। সাধারণের প্রবেশ মানা। তবে, ১২০ টাকার দর্শনী টিকিট বা শ'চারেক টাকায় লাঞ্চের সাথে দেখে নেওয়া যায় প্রাসাদের বৈভব। ৯—১৭-০০টায় মিউজিয়ম খোলা, গাইড সহ দর্শনী ২০৲।

ট্যুরিস্ট বাংলো লাগোয়া হাইকোর্ট রোডে উইলিংডন অর্থাৎ উমাইদ পাবলিক গার্ডেনে **সরদার যাদুঘর**—পাঠাগার ও যাদুঘর বসেছে। স্থানীয় কলাশিল্পের সঙ্গে নানানধর্মী স্টাফড জীবজন্তুর সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে এই যাদুঘরে। পাখনাহীন মরুভূমির পাখিও দেখতে মেলে কাচের আধারে। আর রয়েছে কিরাড়ু, ওশিয়া ছাড়াও নানান স্থাপত্য তথা প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহ। যোধপুরের চিড়িয়াখানাটিও এই পাবলিক গার্ডেনে। শুক্র ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় খোলা।

যোধপুরের আর এক সৌন্দর্য তার জলাশয়। বেশ কয়েকটি জলাশয় রয়েছে শহর ঘিরে। ৭ কিমি উত্তরে মাণ্ডোরের পথে ১১৫৯এ তৈরি **বালসমন্দ হ্রদ**। সুসজ্জিত বাগিচায় ঘেরা চারপাশ। প্রাসাদও হয়েছে গ্রীষ্মাবাসের ১৯৩৬এ লেকের পাড়ে। ৮—১৮-০০টায় খোলা, টিকিট ১৲। এমনকি নতুন গড়ে ওঠা **সন্তোষী মাতার মন্দিরটিও** পর্যটক প্রিয় হয়ে উঠেছে। ১০ কিমি উত্তর-পুবে ১৮১২য় তৈরি **মহামন্দিরটিও** দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। প্রাচীরে ঘেরা কারুকার্যময় ৮৪ স্তম্ভে ভর করে মন্দির। কার্ভিং-এ যোগের নানান মুদ্রা, দেবতা শিব। পর্যটক প্রিয় **কৈলানা হ্রদটি** শহর থেকে ১০ কিমি পশ্চিমে যোধপুর-জয়সলমীর সড়কে। যোধপুরের হ্রদগুলির মধ্যে বৃহত্তমও এই কৈলানা। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। তেমনই শহরের জল আসছে আর এক বৃহত্তম প্রতাপ সাগর থেকে।

শহর থেকে ৮ কিমি উত্তরে বালসমন্দ পেরিয়ে মাড়োয়ারের অতীতকালের রাজধানী **মাণ্ডোর** শহর। রাজ্যপাট লুপ্ত হলেও সুসজ্জিত উদ্যানে যোধপুর শাসকদের দেবল অর্থাৎ মন্দিরের ঢঙে স্মৃতিস্তম্ভ হয়েছে। সুন্দর ভাস্কর্যের মাঝে মাড়োয়ারদের অতীত গৌরব সযত্নে রক্ষিত রয়েছে আজকের পর্যটকদের জন্য। ১৫৯৫-১৬১৯এ তৈরি মন্দিরটিও আকর্ষণীয়। আর রয়েছে ফোয়ারা, মিউজিয়ম ও একখণ্ড পাথর কুঁদে তৈরি ৩৩ কোটি দেবমূর্তি শোভিত *হল অব হিরোইজ*। প্রতি অক্টোবরে মাড়োয়ার ফেস্টিভ্যালের আসরও বসছে মাণ্ডোরে। বাস, মিনিবাস বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে নেওয়া যায় শহর থেকে।

আর উৎসাহীরা যোধপুর-বাড়মের পথে ৪৫ কিমি দূরের **ধাওয়া বন্যজন্তু সংগ্রহালয়টিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে। কালো অ্যান্টিলোপের বাস ধাওয়ায়।

Jodhpur-342001, STD 0291-এ যোধপুর রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে, আর রায়কা বাগ স্টেশনের অদূরে বাসস্ট্যান্ড। সাধারণ হোটেলগুলি মালা গেঁথেছে রেল স্টেশনকে ঘিরে। ঘিঞ্জি এলাকা, গাড়িঘোড়ার ঝনঝনানি দিন-রাত্রি জুড়ে। রেল স্টেশনের বিপরীতে Station Rd, Jodhpur-1-এ—*H Adarsha Niwas*, S ৪৫০৲ D ৬৫০৲ A/c S ৭০০৲ D ৮৫০৲ স্যুইট ৭৫০/৯৫০৲; *Shanti Bhawan L*, S ১৫০৲ D ২৫০-৩৭৫৲ A/c S ৩০০৲ D ৩৫০-৪৫০৲; পাশেই একই মানে একই দামে *Charlie Bikaner L*, *Prithvi H*, ✆ 624999, SCB ১০০৲ SAB ১৫০৲ DCB ১৭৫৲ DAB ২৫০৲ A-c S ২৫০৲ D ৩৫০৲; *H Shiba*, ✆ 624774, D ২৫০৲; *H Raj* ✆ 628447, D ১৭৫-২২৫৲; *Kohinoor H*, ✆ 637082, D ১৫০-২২৫৲; *Agarwala L*, *Ashoka H*, *Alpana H*, *Jaswant Sarai*, *Bombay L*, *Central L*—এদের রেট S ৮০-১৫০৲ D ১২৫-২২৫৲।

রেল স্টেশন থেকে ½, বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে Sojati Gate-342001এ—*Arun H*, ✆ 621824, SCB ১২০৲ SAB ১৬০৲ DCB ১৬০৲ DAB ২৫০৲ A-c S ২০০৲ D ২৯০৲ FR ৪০০৲ ডর্মি ৭০৲, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *Galaxy H*, ✆ 625098, SAB ১০০-১৫০৲ DAB ১৫০-২৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *Hazi Musafir Khana*, S ৮০৲ D ১৫০৲। New Road-এ—*Sonar H*, 5 Nai Sarak, R½B½, SCB ৬৫৲ SAB ১০০৲ DCB ১২৫৲ DAB ১৭৫৲; *Chandralok H*, S ৮৫৲ D ১৬০৲। Jalori Gate-এ—*H, Laxmi Vilas*, SCB ৬০৲ SAB ৮৫৲ DCB ১০০৲ DAB ১৫০-২২৫৲ A-c S ২০০৲ D ৩০০৲; *New Tourist H*, S ৬০-৮৫৲ D ১০০-১৭৫৲। বাস থেকে ৫ মিনিটের পথে Raikabag Rly Stn-এর পিছে *H Akshay*, A/c S ৪০০৲ D ৫০০৲ Non A/c ঘরও মেলে অক্ষয়ে; *Marudhar H*, Nai Sarak, S ১২৫৲ D ২২৫-৩৫০৲ A/c S ৩০০৲ D ৪৫০৲; *H Poonam*, SAB ১৫০-২৭৫৲ DAB ২৫০-৪০০৲; *H Priya*, Nai Sarak, DAB ৩০০-৬৫০৲; *H Mayur*, D ১৭৫-৩০০৲; *H Gopikrishna*, Nai Sarak, S ১০০৲ D ১৫০-২৫০৲; *H Vijoy*, S ১৭৫-৩০০৲ D ২৫০-৪৫০৲; *H Paradise*, D ২৭৫-৬৫০৲; *H City Palace*, Nai Sarak, D ৯৯০-১৫৫০৲; *Rajputana Palace H*, D ১০৫০৲; *H Raj Basera*, D ১২৫০৲; *Shree Laxmi H*, ক্লক টাওয়ার মুখী Nai Sarak, S ১২৫৲ D ২২৫৲ A-c S ২৫০৲ D ৩৫০৲।

High Court Rd-342001-এ RTDC-র *H Ghoomar*, A5

R2½B½, SAB ২২৫ DAB ৩২৫ ডিলাক্স S ৪২৫ D ৫০০ সুপার ডিলাক্স S ৬৫০ D ৭৫০ ডর্মি বেড ৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; থাকার পক্ষে ভালই। এমনকি রবি ছাড়া প্রতি সাঁঝে লোকসংস্কৃতির আসরও বসে হোটেল ঘুমর-এ। দ্বার অবারিত। ট্যুরিস্ট অফিসটিও বাংলোয়। **Ajit Bhawan Palace H*, Air Port Rd-6, A4R2B3. কটেজধর্মী S ১২৭৫ D ১৪৭৫ A/c S ১৭৫০ D ২৭৫০; এদেরও লোকসংস্কৃতির আসর বসে সাঁঝে। আর এক প্রাসাদে **H Ratanda Polo Palace*, Residency Rd-1, A½R3B2, A/c S ২৭৫০ D ৩৭৫০ স্যুইট ৬৫০০; মহারাজার প্রাসাদপুরীতে বিলাসব্যসনে অভিনব *Welcomgroup's রাজকীয় *Ummaid Bhawan Palace H*, Jodhpur-6, ✆ 33316, A5R5B3, A/c S ১৫০-১৮৫ D ১৮০-২২০ স্যুইট ৩০০-৮৫০ US$. *H Karni Bhawan*, Defence Lab Rd, Ratanda, S ৮৫০ D ১২৫০ স্যুইট ১৭৫০। আর আছে *Youth Hostel*, Circuit House Rd, *C H*, near Raika Bagh ; *D B*, near D S Rly Office, অবু: EE, PWD (B & R) ; *Hotel J K*, Khariya Kuwa-1; *রেলের রিটায়ারিং রুম* যোধপুরে। আর আছে *রঘুনাথ দাস ধরমশালা*, রেল স্টেশনের কাছে; *হাজী মুসাফিরখানা*, সোজাতি গেটে। শহর থেকে ১২ আর মাণ্ডোরের ৪ কিমি দূরে Nagaur-Bikaner NHএ Rawalji Resort, Jagdish Nagar, Sukhi Bzr, 9 Mile, Jodhpur-342304, ✆ (0910291) 44208, SAB ৩৫০ DAB ৬০০।

আর নন-ভেজ আহার্যে রেল স্টেশনের সন্নিকটে আদর্শ নিবাসের *কলিঙ্গ রেস্টুরেন্ট* বা স্টেশন রোডের *অজয় ও ভারত ভেজ হোটেল* ত্রয়ীই ভাল। তেমনই জালোরি গেটে *পঙ্কজ রেস্টুরেন্টে*রও যথেষ্ট প্রশস্তি ভেজ মিল পরিবেশনে। *ট্যুরিস্ট বাংলোর ক্যান্টিনে*রও সুনাম আছে আহার্যে। হাইকোর্ট রোডে গ্যালাক্সির বিপরীতে *পুনম রেস্টুরেন্টে*টিরও আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। রেল স্টেশনের দ্বিতলে *রেল ক্যান্টিনটি*রও ভেজ ও নন ভেজ মিলে সুনাম যথেষ্ট। আর যোধপুরের *মাখন লস্যির* স্বাদ নিতে ভুলবেন না সোজাতি গেটের কাছে সেন্ট্রাল মার্কেটের *লস্যিবারে* বা সর্দার বাজারের গেটে *শ্রী মিশ্রলাল হোটেলে।* উচিত হবে মেওয়া লাড্ডু ও মেওয়া কচুরির স্বাদ নেওয়া যোধপুর অবস্থানে। তেমনই *জনতা সুইটসের* মিরচি (লঙ্কা) পাকোড়া স্বাদে অতুলনীয়।

তেমনই সোজাতি গেট বা পুরাতন শহরের ক্লক টাওয়ার লাগোয়া সর্দারি মার্কেটের দোকানপাটে যোধপুর ভ্রমণের স্মারকরূপে *টাই অ্যান্ড ডাই প্রিন্টের* বসন ও এমব্রয়ডারি করা রকমারি বাহারি জুতো কেনাকাটা করা যেতে পারে। যোধপুরের অ্যান্টিকেরও যথেষ্ট প্রশস্তি পর্যটকমহলে। তেমনই যোধপুরের বালাপোষ ওজনে ½ কেজিরও কম আর এক অনবদ্য স্যুভেনির। তবে, ১০০ বছরের প্রাচীন অ্যান্টিক ক্রয় ও স্থানান্তর দুই-ই আইন বিরোধী।

ওশিয়া

যোধপুর থেকে ৬৬ কিমি দূরে যোধপুর-জয়সলমীর/বাড়মের রেলপথে অতীতের বাণিজ্যিক শহর থর মরুভূমির ওশিয়া। ব্রাহ্মণিক্যাল ও জৈনধর্মের ১৬টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের জন্য ওশিয়ার প্রশস্তি। ৮-১১ শতকে তৈরি হরিহর, সূর্য, মহাবীর, শচীয়ামাতা ও জৈন মন্দিরগুলি মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন হয়ে আজও পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। তবে বৈচিত্র্যে ভরা ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর মন্দিরটি ওশিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য। শচীয়ামাতাতেও সন্তান কামনায় দূর-দূরান্ত থেকে মহিলারা আসেন আজও।

যোধপুর থেকে ট্রেন বা বাসে বেড়িয়ে নিন ওশিয়া। যোধপুর থেকে ৮-৫০এর প্যাসেঞ্জারে ওশিয়া পৌঁছান ১০-৪৫এ। ট্রেন ফেরে ১২-৫৮য় ওশিয়া থেকে। রেল স্টেশনের কাছেই মন্দিররাজি। তবুও যেন যোধপুর থেকে বাসে বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। বাস যাচ্ছে যোধপুর থেকে ৭-৩০, ৯-০০, ১০-০০, ১১-৩০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৯-৩০এ; ২ ঘন্টার পথ। আর ৭-৩০, ১০-০০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৫-০০, ১৭-০০টায় ফেরে ওশিয়া থেকে যোধপুরের বাস।

বীর অমরসিং রাঠোর আর কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈয়ের স্মৃতিরঞ্জিত নাগুর-মেরতাও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। যোধপুর-বিকানীর সড়কে যোধপুর ১৩৮, বিকানীর ১০৫, আর আজমেরের ১২৮ কিমি দূরে—রেল ও বাস সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর সঙ্গে।

অমর সিং রাঠোরকে শাজাহানের ভেট রাজপুত কৃষ্টির নিদর্শন নাগুর। শহরে ঢুকতেই নাগুর শৈলীর ম্যুরালে শোভিত রাজকীয় সেনাট্যাফ অর্থাৎ স্মৃতিকুঞ্জ, ১২ শতকের দুর্গ, আকবরের তৈরি সুফি কা মসজিদ, বাজারঘাট ছাড়াও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির সপ্তাহ ব্যাপী ক্যাটেল ফেয়ারের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। উট, ঘোড়া, বলদ বিকিকিনি হয়। উটের দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়াও আসর বসে নানান কিছুর। তবুও যেন রাজস্থানের বৃহত্তম ক্যাটেল ফেয়ারটি ঘটে ১২৭ কিমি দূরের তিলওয়ারায়। লক্ষাধিক গবাদি পশু আসে। থাকার জন্য RTDC-র H Kurja, Nagaur, S ২২৫ D ২৭৫ ডর্মি ৫০ ছাড়াও *ডাক বাংলো* আছে। আর সাময়িক তাঁবু পড়ে ফেয়ার কালে। নাগুরের পথে যোধপুর থেকে ৭৪ কিমি যেতে সোয়ালার শিব মন্দিরটিও দেখে চলা যেতে পারে।

অত্যুৎসাহীরা নাগুর থেকে ৭৬, আজমের ৮০ আর যোধপুর থেকে ১০৪ কিমি দূরের মেরতাও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে বাসে। ১৫ শতকের রাও যোধার তৈরি দুর্গ, চতুর্ভুজ মন্দির, বিধ্বস্ত শিব মন্দিরের উপর ঔরঙ্গজেবের তৈরি মসজিদ, দুধসাগর সরোবর, মৌনী বাবার আশ্রম, ছত্রিশের জন্য মেরতার প্রশস্তি। থাকার জন্য *ডাক বাংলো ও ধরমশালা* আছে।

তেমনই বিকানীরমুখী আরও যেতে যোধপুর থেকে ১৫১ কিমি দূরে পুরাণখ্যাত সুজনগড়-এর অবস্থান। মরুভূমি লাগোয়া চুরু জেলার সুজনগড়েও গোপুরমশোভিত মন্দির হয়েছে তিরুপতির ভেঙ্কটেশ মন্দিরের আদলে।

আবু পাহাড়

যোধপুর থেকে ১০-২০র উদয়পুর প্যাসেঞ্জারে ১৩-৫০এ মাড়োয়ার গিয়ে মাড়োয়ার থেকে ১৪-২৫এ আজমের-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জার চেপে ২০-৩৫এ আবু রোড পৌঁছে বাসে আবু পাহাড়ে পৌঁছান রাত ২১-৩০টায়। এছাড়াও এক্স ট্রেন যাচ্ছে ১-১০, ৯-১৫, ১২-১৫, ১০-২৫এ মাড়োয়ার থেকে আবু রোড-এ। সরাসরি সুপার ফাস্ট 2907 সূর্যনগরী এক্স যাচ্ছে যোধপুর থেকে

আবু রোড হয়ে আমেদাবাদে। আর 4827 রণকপুর এক্স ৭-৪০এ যোধপুর ছেড়ে ১০-২৫এ মাড়োয়ার, ১৪-৫০এ আবু রোড, ১৭-৫৫য় মাহেসোনা পৌঁছে আমেদাবাদ যাচ্ছে ২০-০০টায়। 9931 আরাবল্লী এক্স ৯-১৫য় মাড়োয়ার ছেড়ে আবু রোড ১৩-৪৫, মাহেসোনা ১৬-৪৮এ পৌঁছে আমেদাবাদ যাচ্ছে ১৯-২৫এ। তবে, এপথেও আজ রেলের চলা ভীষণভাবে বিঘ্নিত। নানান ট্রেনের সার্ভিস স্থগিত। রেল সংযোগকারী স্টেশন আবু রোড থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে ১ ঘণ্টায় ২৯ কিমি সড়ক দূরত্বে আবু পাহাড়। সরাসরি বাসও আসছে যোধপুর থেকে দিন ও রাত্রীকালীন সার্ভিসে ৭ ঘণ্টায় আবু পাহাড়ে। নিকটতম বিমানবন্দর উদয়পুর। টোলকর লাগে ৫ হারে আবু পাহাড়ে।

আবু রোড থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে আমেদাবাদ, যোধপুর, আগ্রা, দিল্লী রোহিলা সরাই, আজমের, জয়পুর। আর গুজরাটের কচ্ছ বা কাথিয়াবাড় যাত্রায় উচিত হবে ৫৩ কিমি দক্ষিণের পালানপুর বদল করে চলা।

কনডাকটেড ট্যুর: পায়ে হেঁটে আবু পাহাড় দেখে নেওয়া যায়। আবার ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে সকাল ৮—১৩-০০ বা ১৩-৩০—১৮-০০টায় RTDC আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে দেখে নিতে পারেন আবু পাহাড়। ভাড়া ৫০ করে। নানান প্রাইভেট কোম্পানিও যাচ্ছে আবু পাহাড় দেখাতে। ট্যাক্সি ও ম্যাটাডোরও মেলে শ'তিনেক টাকায় আবু দর্শনে। আর রোড ট্রান্সপোর্ট বাস স্ট্যান্ড থেকে ৪০ টাকায় দেখিয়ে আনে আবু। রাজ্য পর্যটনের Tourist Information Bureau বসেছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে আবু পাহাড়ে। ৮—১১-০০ ও ১৬—২০-০০টায় খোলা। দোকানপাট তথা শহরও প্রসার পেয়েছে বাস স্ট্যান্ড ও নক্কি লেকের মাঝে।

১২১৯ মি উঁচুতে আরাবল্লী পর্বতে বিচিত্র আকারের গ্রানাইট পাহাড় আর সবুজ বনানীতে ছাওয়া ২২×৫ কিমি ব্যাপ্ত উপত্যকা জুড়ে সুন্দর পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। মধ্যযুগীয় ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যের জন্য আবুর আকর্ষণ অনস্বীকার্য। ভারতের শৈলশহরগুলির মধ্যেও আবু পাহাড় অনন্য। অতীতে প্রাক্তন মহারাজাদের গ্রীষ্মাবাস ছিল রাজস্থানের একমাত্র শৈলশহর গুজরাট লাগোয়া মাউন্ট আবু। প্রথম বিশ্ব-সমরে ক্যান্টনমেন্ট নগরীও গড়ে ব্রিটিশ। আর আজ গুজরাট ও রাজস্থানের অন্যতম পপুলার শৈলশহর আবু পর্বত।
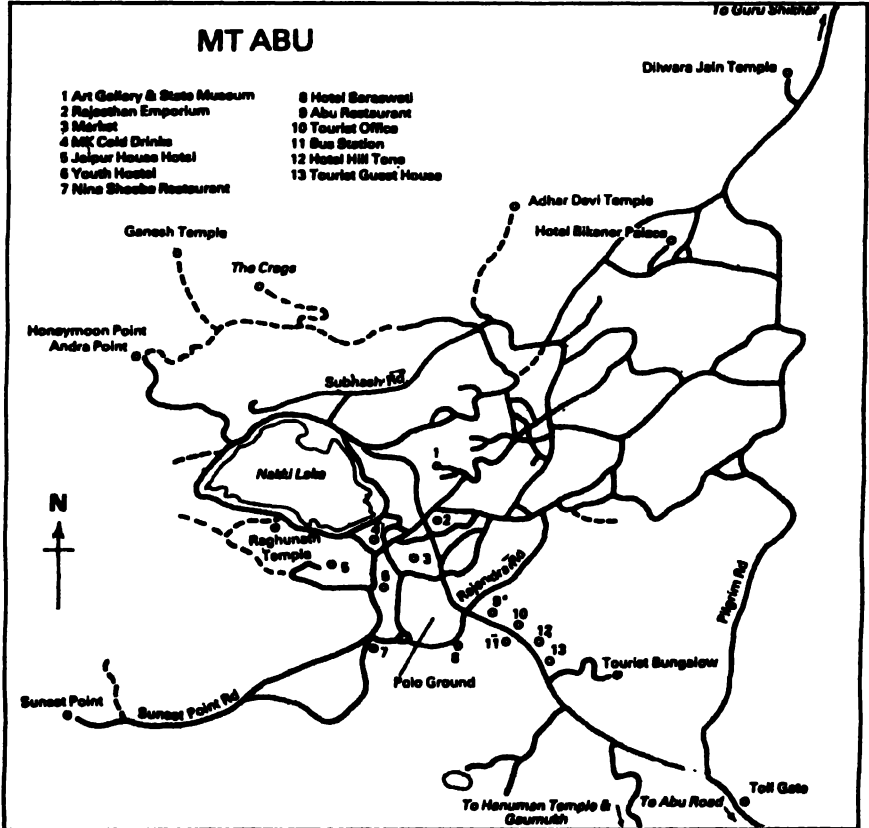
দিল মানে মন্দির অর্থাৎ মন্দিরের দেশ আবু। শহর থেকে ৪ কিমি দূরে আবুর অন্যতম আকর্ষণও আমগাছে ছাওয়া পাহাড়ে **দিলওয়ারা** মন্দির। সিটি বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি যাচ্ছে। দুপুর ১২—১৮-০০টায় খোলা থাকে পর্যটকদের কাছে দিলওয়ারা। মন্দিরে প্রবেশ ২০্, আর ক্যামেরা ও চর্মজাত পণ্যের প্রবেশ মানা মন্দিরে। তেমনই মন্দির চত্বরে ধূমপান, ছাতা খোলাও নিষেধ। চলতেও হয় পূত দেহ-মনে, খালি পায়ে মন্দিরে।

আদিনাথ/নেমিনাথ/মহাবীর/ঋষভদেব ও **পার্শ্বনাথ** এই পাঁচ মন্দির নিয়ে দিলওয়ারা। তবে, আদিনাথ বা বিমল বাসাহি ও নেমিনাথ বা লুনা বাসাহি তথা তেজপাল মন্দির দু'টি বিশেষভাবে খ্যাত। নির্মাতার নামে সমধিক খ্যাত এরা। ১৩১১য় মোগলবাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সংস্কার হয় ১৩২১এ লুনা বাসাহি তথা তেজপাল। লুনা বাসাহির অন্যতম আকর্ষণ রঙ্গমণ্ডপ। ১৬টি বিদ্যাদেবীর মূর্তি, গম্বুজের চারপাশে ৭২টি তীর্থঙ্কর সহ ৩৬০টি ক্ষুদ্র জৈন সন্ন্যাসীর মূর্তি দেখতে মেলে।

গুজরাটের প্রথম সোলাঙ্কি রাজা ভীম দেবের মন্ত্রী বিমল শাহ ১০৩১এ ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫০০ কারিগর ও ১২০০ শ্রমিকের শ্রমে ১৪ বছর ধরে গড়ে তোলেন ১৪০×৯০ ফুটের **বিমল বাসাহি**। বিমল বাসাহিতে রয়েছেন প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ। শোনা যায়, খোদিত পাথরের সমপরিমাণ রূপা পেয়েছিল পারিশ্রমিক হিসাবে বিমল বাসাহির শিল্পীরা। তেজপাল দিয়েছিলেন সোনা। সোলাঙ্কি শৈলীতে শ্বেত মর্মরে তৈরি এই মন্দির মর্মরে খচিত স্বপ্ন সম। হাতির যূথ সারি দিয়ে দেবদর্শনে চলেছে। অদ্ভুত এর কারুকার্য, অলঙ্করণে ও ভাস্কর্যে অনন্য। ফলমূল-জীবজন্তু শোভিত অষ্টভুজাকার গম্বুজ; ৪৮টি পিলার সহ অলিন্দের স্থাপত্য, দেবতা সহ ৫২টি দেবকুটুরী, মর্মরে কার্ভিং, সিলিং-য়ের কারুকার্য মাতোয়ারা করে তোলে। আর ১২৫১য় বাস্তুপাল ও তেজপাল দুই জৈন ভাই তৈরি করান **তেজপাল** মন্দির ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকায়। এরাও মন্ত্রী ছিলেন গুজরাটরাজ বীর ধাওয়ানের কালে।

তেজপালেও অলৌকিক, অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য ভাস্কর্য রূপ পেয়েছে মর্মরে। সেই কারুকার্যমণ্ডিত পিলার, পাথর কুঁদে ঝালর, সিলিংয়ে নাচের মুদ্রা, পদ্ম, তোরণ, চেন, অতুলনীয়। পাথর এখানে সজীব হয়ে উঠেছে দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকার্যে। মনে হবে জল থেকে তুলে এনে গম্বুজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পদ্ম। দেবতা তেজপালে ২১তম জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। মূল মন্দিরের দু'পাশে দেওরানী -জেঠানীর কারুকার্যেও অভিনবত্ব আছে।

আর মহাবীর, ঋষভ ও পার্শ্বনাথ খুবই নিষ্প্রভ তেজপাল ও বিমল বাসাহির পাশে। ঋষভে পঞ্চধাতুর মূর্তি হয়েছে ৪ মেট্রিক টনের। দিলওয়ারার বহির্ভাগ অতি সাধারণ, হয়তো-বা বিরাগও দেখা দিতে পারে মন্দিরে ঢুকতে। তবে, অভ্যন্তর মুগ্ধ করে দর্শকদের। তাজেরও আগে তৈরি, খরচও পড়ে বেশি তাজের থেকে দিলওয়ারা নির্মাণে।

সফরের দ্বিতীয় সূচী শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে রাজস্থানের উচ্চতম (১৭২২ মি) **গুরুশিখর**। মনোরম পরিবেশে রোমাঞ্চকর পাহাড়ে মন্দির রয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের। আর আছে মন্দিরের শিরে অত্রি ঋষির মন্দিরে গুরু দত্তাত্রেয়ের পায়ের ছাপ। চারপাশের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান অত্রি থেকে। দূরবীনে দেখে নেওয়া যায় আবু পাহাড়।

শহর থেকে ১১ কিমি দূরে গুরুশিখরের সন্নিকটে আরাবল্লী পাহাড়ে দুর্ভেদ্য কেল্লা **অচলগড়** অর্থাৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ৯ শতকের শেষদিকে তৈরি। চৌহান রাজাদের রাজধানী ছিল অতীতে। পরবর্তীকালে রানা কুম্ভের দখলে যায়। আজ বিধ্বস্ত। গড় থেকে নিচে অচলেশ্বর শৈবতীর্থ। ৮১৩-য় তৈরি মন্দিরে দেবতা শিব এখানে লিঙ্গে নয়—পাথরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেবতার প্রতিভূ। আরও বৈচিত্র্য দেবতার স্বপ্নাদেশে সৃষ্ট পাথরের কুণ্ডে দেব উদ্দেশ্যে নিবেদিত জল সরাসরি পাতালে যাচ্ছে। আর নন্দী হয়েছে ব্রাসে। তেমনই আছে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। মানসিংহের সমাধি, *ঘি কা তলাও* অর্থাৎ মন্দাকিনী কুণ্ড; মহিষরূপী তিন অসুর, তীর মারছেন রাজা—সবই মর্মরে। প্রবাদ, এই অসুরত্রয় নাকি ঘি খেয়ে যেত কুণ্ডের প্রতি রাতে। ১৪ ধাতুর মূর্তিও হয়েছে গড়ের জৈন মন্দিরে। চতুর্মুখী এই দেবমূর্তির ওজন ৫৭২ কুইন্টাল। সিটি বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শহর থেকে।

শহরের জল আসে কোডরা ড্যাম থেকে। আর এই কোডরা ড্যামের পথেই ৩ কিমি গিয়ে **অধরাদেবীর মন্দির**। ২২০ সিঁড়ি উঠে পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। যেমনই সঙ্কীর্ণ তেমনই নিচু, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় মন্দিরে। দেবী এখানে দুর্গা—অধরা বা অর্বুদাদেবী নামে খ্যাত। এই দেবীর নাম থেকেই শহরের নাম হয়েছে আবু। শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। ডুলীও মেলে পাহাড় চড়তে।

শহর থেকে ১০ আর আবু রোড থেকে আবু পাহাড় যেতে কোডরা ড্যাম ছাড়িয়ে ৬ কিমি দূরে **গৌমুখ**। আরও এগিয়ে বশিষ্ঠ আশ্রম, হনুমান মন্দির। এক হাজার সিঁড়ি ভেঙে পথ উঠেছে গৌমুখের। মর্মরের গরুর মুখ থেকে ধারা বইছে নদীর। আর আছে শিবের বাহন মর্মরে নন্দী মূর্তি ও বশিষ্ঠের যজ্ঞস্থল—অগ্নিকুণ্ড। প্রবাদ, বশিষ্ঠের যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকেই যোদ্ধার জাত রাজপুতের জন্ম। কিংবদন্তী, একদা শিবভক্ত এক ঋষির গাভী কামধেনু পড়ে যায় পাহাড়ী গহ্বরে। সমূহ বিপদ, স্মরণ নেয় ঋষি শিবের। শিবও পাঠান হিমালয় তনয় নন্দীবর্ধনকে ক্ষিপ্রগতির সাপ অর্বুদাকে বাহন করে—কামধেনু উদ্ধারে। সরস্বতীও ধারা বইয়ে ভাসিয়ে তোলেন কামধেনুকে। উদ্ধার পায় কামধেনু—বুজিয়ে দেন গহ্বর নন্দীকেশ্বর। নামেরও বদল হয় জায়গার—বাহনের নাম থেকে অর্বুদা। কালে কালে অর্বুদা হয় আবু। আবু থেকে

একদিনের প্রোগ্রামে এগুলিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাস, ট্যাক্সি বা পায়ে হেঁটে।

শহর থেকে পশ্চিমে ৩ কিমি দূরে পায়ে হাঁটা দূরত্বে উপত্যকা যেখানে আচমকা শেষ হয়েছে, সেখানেই তৈরি হয়েছে সূর্যাস্ত দেখার জন্য **সানসেট পয়েন্ট**। নিচে গভীর খাদ—আরাবল্লীর সানুদেশ। মনে হবে যেন টুপ করে খসে পড়ল আকাশ থেকে সূর্যটা—হাত থেকে পড়ে যাওয়া রেকাবির মতো। অতি নয়নাভিরাম সূর্যাস্তের এ-দৃশ্য। আর আছে নৈসর্গিক শোভা দেখার জন্য **হনিমুন পয়েন্ট** আবু পাহাড়ে। সূর্যাস্তও সুন্দর দৃশ্যমান হনিমুন থেকে। শহর থেকে ঘোড়া যাচ্ছে ৩০, শ্লেজ গাড়ি ১৫ টাকায় সানসেট পয়েন্টে। উটও যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে এপথে।

সানসেট পয়েন্ট থেকে বাজারমুখী পথে **নক্কি লেক**। শহরের প্রাণকেন্দ্রে চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা কৃত্রিম লেক এই নক্কি। অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে লেকের জলে। পাশেই **টোড হিল**; অর্থাৎ একখণ্ড পাহাড়—আকার তার হাত-পা ছড়িয়ে ব্যাঙের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার। আর মেলে—নান রক, নন্দী রক বা ক্যামেলস্ রক। প্রবাদ, রাক্ষসদের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতারা ব্রহ্মার পরামর্শে আবু পাহাড়ে আসেন যজ্ঞ করতে। আর নখ দিয়ে খনন করেন এই লেক দেবতারা। নামটিও তাই নক্কি লেক। লেকে জলবিহারও করা যায়—শিকারা ও নৌকা ভাড়ায় মেলে। ঘোড়াও যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে লেক চক্করে। গান্ধীজীর অস্থি এই লেকের জলেও বিসর্জিত হয়, আর সেই থেকে লাগোয়া পার্কটির নাম হয়েছে **গান্ধী পার্ক**। গান্ধী পার্কেই রয়েছে ১৪ শতকের মন্দির **রঘুনাথজীর**। গুরু রামানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দেবতা, পায়ের ছাপও রয়েছে রামানন্দ স্বামীর। স্বল্প দূরে মধুবন, ব্রহ্মাকুমারী ওয়ার্লর্ড স্পিরিট্যুয়াল ইউনিভার্সিটির ওঁম শান্তি ভবন— পলার হীন বিশাল ধ্যানকক্ষে আধ্যাত্মিক ধ্যান পাঠের শিক্ষাকেন্দ্র (৮—২০-০০)। মিউজিয়মও বসেছে মধুবনে। আগ্রহীরা জয়পুর মহারাজার গ্রীষ্মাবাস থেকে লেকের শোভা দেখা ও ক্যামেরায় বন্দী করে নিতে পারেন।

রাজভবন রোডে দেখে নেওয়া যায় ৮—১২ শতকের প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন ও জৈন ভাস্কর্যের দুর্বল সংগ্রহ **মিউজিয়মে**। তবে, ডজন খানেক ছবির আর্ট গ্যালারিটি দর্শকদের বিকর্ষণ ঘটায়। শুক্র ও ছুটি ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় খোলা। অদূরে রাজস্থান এম্পোরিয়াম।

আমেদাবাদ-দিল্লী মিটারগেজ রেলপথে আবু রোড স্টেশন। আমেদাবাদ থেকে ১৮৬ কিমি, মাহেসোনা হয়ে রেল আসছে। আর দিল্লীর দূরত্ব ৭৪৯ কিমি। কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে আবু ২১৮৯, আমেদাবাদ হয়ে ২২৭৫ কিমি। রাজ্যের রাজধানী জয়পুর থেকে ৪৪০, যোধপুর ২৩৫, উদয়পুর ১৫৬, আর মুম্বাই-এর দূরত্ব ৭৫৩ কিমি। কলকাতা থেকে সরাসরি আবু যাত্রার জন্য দিল্লী জং পৌঁছে ১৫-০৫এ দিল্লী-আমেদাবাদ আশ্রম এক্স, ২২-১০এ আমেদাবাদ মেলে রওনা হয়ে পরদিন যথাক্রমে ৪-১৫, ১৩-৪৫এ আবু রোড পৌঁছান। প্রতি শনিবার আমেদাবাদ রাজধানী এক্স ১৯-৪৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে পরদিন ৭-১৫য় আবু রোড পৌঁছে ১০-৫৫য় আমেদাবাদ যাচ্ছে। আবার হাওড়া-যোধপুর এক্সে ৩-৪৫এ জয়পুর পৌঁছে ৪-৩৫এর দিল্লী-আমেদাবাদ মেলে ১৩-৪৫এ আবু রোড চলা যেতে পারে। এছাড়াও ট্রেন ও বাস মেলে জয়পুর থেকে আবুর। জয়পুর/ আজমের/ মাড়োয়ার হয়ে যাচ্ছে ট্রেন। যোধপুর-আমেদাবাদ সূর্যনগরী এক্স ও রণকপুর এক্স; মাড়োয়ার-আমেদাবাদ আরাবল্লী এক্সও যাচ্ছে আবু রোড/ পালানপুর/মাহেসোনা হয়ে। আজমের-আমেদাবাদ প্যা, আবু রোড-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জারও চলছে এপথে। আর আমেদাবাদ থেকে ৮-২০এ দিল্লী মেল, ১৭-১৫য় আশ্রম এক্স, রবিবার ১৩-৫০এ রাজধানী এক্স কম-বেশি ৩½ ঘণ্টায় আবু রোড আসছে। আবু রোড থেকে ২৯ কিমির সড়ক দূরত্বে আবু পাহাড়। আবু রোড সমতলে হলেও ৬কিমি যেতে পথ ওঠে পাহাড় বেয়ে। একদিকে সবুজে মোড়া খাড়া পাহাড়, অপরদিকে খাদ নামে পাতালে। আবু রোড ও আবু পাহাড় উভয়দিক থেকেই সকাল ৬-০০ থেকে ২০-৩০টায় বাস ও ট্যাক্সি চলে যাত্রী নিয়ে। মরুভূমিতে বৈরাগ্য আছে যাঁদের তাঁদেরও উচিত হবে আবু পাহাড় দিয়ে রাজস্থান ভ্রমণ শুরু করা। ৫ হারে মিউনিসিপ্যাল টোল লাগে শহরে ঢুকতে। রেল না পৌঁছালেও রেলওয়ে এজেন্সি বসেছে আবু রোড থেকে চলা ট্রেনের রিজার্ভেশন কোটা নিয়ে হোটেল শিখরের কাছে H P Service-এ। ৯—১৩-০০ ও ১৪—১৬-০০টায় খোলা।

আর সরাসরি বাস যাচ্ছে আবু পাহাড় থেকে ৮ ঘণ্টায় আজমের, ১১ ঘণ্টায় জয়পুর, ৬½ ঘণ্টায় ৬-০০, ৭-০০, ৭-৩০, ১৪-৩০টায় আমেদাবাদ; ভাদোদরা যাচ্ছে ৯ ঘণ্টায় ৮-৩০টায়; অম্বাজী ১২-০০, ১৪-০০টায়; ৫ ঘণ্টায় রণকপুর যাচ্ছে ৭-০০টায়; উদয়পুর ৮-৪৫ ও ২০-৩০টায়। তবে উদয়পুরের রাতের বাসটি দেড়া সময়ে তিনগুণ ভাড়ায় ২৭৫ কিমির ঘুর পথে পৌঁছায়। তাই সকালের বাসটির যাত্রী হয়ে উচিত হবে ৬ ঘণ্টায় আবু পাহাড় থেকে উদয়পুর চলা। এছাড়াও মেইন রোড থেকে নানান ট্রাভেল এজেন্টের প্রাইভেট ডিলাক্স বাস চলছে আবু পাহাড় থেকে পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে। ভাড়ায় আধিক্য ঘটলেও সময়ে সাশ্রয় মেলে প্রাইভেটবাসে। বাস যাচ্ছে ২৯৪ কিমি দূরের যোধপুরে ৯ ঘণ্টায়, আমেদাবাদ যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায়, নিকটতম বিমানবন্দর ১৮৫ কিমি দূরের উদয়পুর যাচ্ছে ৫ ঘণ্টায়। বেড়াবার মরসুম মার্চ থেকে জুন আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস, তবে সারা বছরই পর্যটক সমাগম ঘটে চলে আবু পাহাড়ে। মার্চ ও অক্টোবরে আবু ভ্রমণে সাধারণ উলেনই যথেষ্ট।

Mt Abu-307501, STD-02974-এর হোটেলেও সিজন/অফ সিজন রয়েছে। এপ্রিল থেকে জুন আর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস সিজন, বাকি বছরটা অফ সিজন—রেট নামে আধায়। তবুও যেন মে ১৫ থেকে জুন ১৫ ও নভেম্বরে দীপাবলীর ৭ দিন পিক সিজন আবু পাহাড়ে। রেটও ওঠে পিকে এই পিক সিজনে। বাস স্ট্যান্ড থেকে লেকের মাঝে পায়ে হাঁটা দূরত্বে আবুর হোটেল। পাশ্চাত্য প্রথায়—ত্রি-তারা সম **H Hilltone*, opp Bus Stand-1, ✆ 3112, S ৮৫০, D ১০৫০-১২৫০, স্যুইট ১৭৫০, কটেজ ২০০০-২৫০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; হিলকের শিরে ভরতপুর মহারাজার

মনোরম গ্রীষ্মাবাসে * *Palace H,* ✆ 3121, S ৮০০, D ৯৫০, স্যুইট ১৩৫০, A/c S ৯৫০, D ১২২৫; পোলো গ্রাউন্ডের অদূরে *The H Mount View,* D ৩৫০-৪৫০, ব্যবস্থাপনা ভালই; *Polo View,* D ৬০০-১২০০; রাজস্থানী বৈভবের সাথে বাগিচায় ঘেরা *Mount H,* Dilwara Rd-1, SAB ৩০০-৪৫০, DAB ৪৭৫-৬৫০, FAB ৬০০-৮৫০; পাঁচতারার বিলাস নিয়ে *H Savera Palace,* Sunset Rd-1, D ৮০০, স্যুইট ১৫০০; *H Abu International,* opp Polo Ground, S ৩২৫-৪৫০, D ৪৫০-৮০০, পাঞ্জাবী আহার্যও মেলে এদের ক্যান্টিনে; *H Hillock,* S ১২০০, D ১৭৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; যোধপুর মহারাজার গ্রীষ্মাবাসে *H Connaught House,* Rajendra Marg-1, S ১০০০, D ১৫০০, স্যুইট ১৭৫০; *H Sheratone,* DAB ৪০০-৬৫০; *Navjiban H,* near Bus Stand-1, SAB ৪৫০, DAB ৬৫০; একই বাড়িতে একই মালিকানায় *H Samrat International,* D ৬০০-৮৫০, FR ৮০০-১০০০, স্যুইট ১৫০০; বিপরীতে *H Maharaja International,* DAB ৪৫০-৮০০; বিকানীর মহারাজার গ্রীষ্মাবাসে, সুন্দর পরিবেশে থাকার পক্ষে আদর্শ **H Sunrise Palace,* S ৮৫০, D ৯৫০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Jaipur House H,* S ৪০০, D ৬০০; *Cama Rajputana Club Resort,* near Circuit House-1, S ১২৫০-১৫৯০, D ১৬৯০-২০৯০, স্যুইট ২৭৫০-৩৫০০; *Lake Palace H,* Nakki Lake, S ৬০০, D ৮৫০; *H Akashdwip,* ✆ 3670, S ৪৫০, D ৬৫০, FR ৮০০; *Suruchi Hill Resort,* S ৪৫০-৭৫০, D ৭৫০-১২৯০; *H Banjara,* D ৪৫০, ৫৫০, ৬৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *H Maharana Pratap,* D ৮৫০; *H Chanakya,* D ৬০০-৮৫০; *Chacha Inn,* DAB ১২৫৯, অবু: Span ✆ 2801209.

ভারতীয় প্রথায়—ট্যুরিস্ট বাংলোর পথে মধ্যমানে যথেষ্ট খ্যাত *Tourist G H,* DAB ২২৫-৪৫০; বাস পথেই *H Vishram,* D ২০০-৩২৫; ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Nataraj,* S ২৫০, D ৪৫০, T ৫৫০; বিপরীতে *Rajendra H,* রাজেন্দ্র রোড-1, S ২৫০, D ৪০০; *H Sheraton,* মেইন রোড, D ৩০০-৪৫০; অদূরে *H Madhuban,* DAB ৪৫০-৮৫০, স্যুইট ২২৫০; বাস স্ট্যান্ডের পিছে *H Brindavan,* D ৩০০-৪৫০; *Bharati H,* S ১২৫-১৭৫, D ২০০-৩২৫; *Adarsh H,* S ১৫০, D ২৫০; *Ashoka H,* S ১০০, D ১৭৫; *Keshar Palace,* Sunset Point Rd, D ৩০০-৪৫০; *Bandematuram H,* D ১৭৫-৩২৫; *Surya Durshan H,* opp Taxi Stand, D ৪৫০-৬৫০; *Shital H,* S ৮৫-১২৫, D ১৭৫-২২৫; *Gujarat L,* D ১২৫-২০০; *H Sudhir,* DCB ১৭৫, DAB ২৭৫; *H Sudhir New,* near old Bus Stand-1, B½, DAB ৪৫০, FR ৬০০; *Sriniketan,* S ১০০, D ১৭৫; *SantidevNibas GH,* ✆ 638031, D ১৫০-৩২৫; *Santisadan G H,* D ১৫০-২৭৫; *H Dev Nibas, H Saraswati, Bharat New G H, Ganapati L, Aravally,* D ৪০০, FR ৫০০, ডর্মি ৬০; *H Anand, H Nakki Vihar,* D ১৫০-২২৫; *Giriraj,* DAB ৩০০; *Arbud H, H Vina, Ambika H,* opp Polo Ground, SAB ১৫০, DAB ২২৫-৩০০; *Charbhuja, H Panghat,* S ১৭৫, D ২৫০; লেকমুখী যথেষ্ট পপুলার *H Lake View,* DAB ২৫০-৪৫০; *শ্রীগণেশ হোটেল, হোটেল রাজদ্বীপ, লক্ষ্মণ গেস্ট হাউস, চেতনা, পথিক, বিশ্রাম, স্বাতী* ছাড়াও আরও নানান হোটেল আছে আবু পাহাড়ে। এদের কাছে S ৮৫-২২৫, D ১৫০-৩৭৫ টাকায় মেলে।

শহরে ঢোকার মুখে বাস স্ট্যান্ড থেকে ৭/১০ মিনিটের পথে পাহাড়ী টিলায় মনোরম পরিবেশে RTDC-র ১৮৮ বেডের *H Shikhar,* SAB ২০০, DAB ২৭৫, ডিলাক্স S ৩৫০, D ৪৫০, সুপার ডিলাক্স S ৪৫০, D ৬০০, কটেজ ১০০০, ডর্মি বেড ৫০, অবু: Manager; কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. আর আছে পোলো গ্রাউন্ডের বিপরীতে এদেরই ৪০ বেডের *Purjan Niwas,* ডর্মি প্রথায় বেড ৫০, চার বেডের ঘর ২৫০। GTDC-ও হোটেল গড়েছে *Toran Mt Abu,* Gaoumukh Rd, ✆ 3232, DAB ৩৫০, ৬০০, স্যুইট ৮৫০, ডর্মি বেড ৫০।

এছাড়া *সার্কিট হাউস* রয়েছে রাজস্থান ও গুজরাট সরকারের পৃথক পৃথক। *Municipal G H,* opp Bus Stand, D ১০০-১৭৫, বুকিং-এর জন্য ১ দিনের টাকা পাঠিয়ে ম্যানেজারকে লিখুন। *Dholepur House,* DAB ৪৫০, অবু: Manager ; *Rajasthan Government Dilwara D B, Rajasthan Govt Oria D B, Govt Cottage*-এর অবু: Deputy Secretary, GADR, Jaipur-কে লিখুন। CPWD *Dak Bungalow,* অবু: Sectional Officer ; *Govt Holiday Home,* অবু: SDO ; *Youth Hostel*—ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথক পৃথক ডর্মি প্রথায় থাকা, অবু: Head Master-in-Charge. সরকারি বাস সংস্থার *রিটায়ারিং রুম* ছাড়াও *ধরমশালাও* রয়েছে নানান আবু পাহাড়ে। ঘরের জন্য *শ্রীরঘুনাথজী, শ্রীজৈন দিগম্বর, শ্রীজৈন সত্যম্বর* দেখা যেতে পারে।

আর খাবার হোটেল চলতে-ফিরতে নানান মিললেও শহরের মধ্যমণি *কনক ডাইনিং হল্*-এ দক্ষিণ ভারতীয় বা *সম্রাট হোটেলের অঙ্গন* বা পোলো গ্রাউন্ডের বিপরীতে *বীণা রেস্টুরেন্টে* গুজরাটি থালি; বীণার লাগোয়া *অম্বিকা রেস্টুরেন্টে* দক্ষিণ ভারতীয়; *সাগর রেস্টুরেন্টে* ভেজ ও নন ভেজ; বাজারাঞ্চলে *শের-ই-পাঞ্জাব* ও বাসস্ট্যান্ডের *তক্ষশিলায়* পাঞ্জাবী বা *হোটেল মহারাজায়* নানান আহার্যের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। *ট্যুরিস্ট বাংলোর ক্যান্টিন*-এরও দেশী-বিদেশী আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট সুনাম আছে।

আবু পাহাড়ের রেল সংযোগকারী স্টেশন আবু রোড। রেল স্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড। রেল ও বাস দুই-ই যাচ্ছে যোধপুর, আজমের, জয়পুর, উদয়পুর, আমেদাবাদ ছাড়াও পশ্চিম ভারতের দিগ্বিদিকে আবু রোড থেকে। থাকারও ব্যবস্থা আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম,* অদূরে *ভগবতী গেস্ট হাউস* ছাড়াও সাধারণ মানের নানান *হোটেলে।*

তেমনই, অত্যুৎসাহীরা আবু রোড থেকে ৫ কিমি দূরে পারমার রাজাদের অতীত রাজধানী **চন্দ্রাবতীও** বেড়িয়ে নিতে পারেন। পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখ্য না হলেও ১৩ শতকে ধ্বংস পাওয়া মধ্যযুগীয় নগরীর লুপ্ত গরিমা রোমন্থন করে নেওয়া যেতে পারে।

অম্বাজী তীর্থ

ভৌগোলিক অবস্থান যদিও গুজরাটে তবে আবুর পথেই বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে অর্বুদাচল বা অম্বাজী তীর্থ। আবু রোড রেল স্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে ½ ঘণ্টা অন্তর বাস যাচ্ছে, ১ ঘণ্টার পথ; দূরত্ব ২৩ কিমি। পলাশে ছাওয়া পাহাড়ী পথ। আবু পাহাড় থেকেও বাস মেলে ১২-০০ ও

১৪-০০টায়। বাস আসছে ৪৫ কিমি দূরের মাধেরা, ৪৫ কিমি দূরের মাহেসানা, এমনকি আমেদাবাদ থেকেও অম্বাজীর। থাকারও নানান ব্যবস্থা— *পুরুষোত্তম* ছাড়াও *ধরমশালা* আছে নানান অরাসুর পাহাড়ের অম্বাজী তীর্থে।

মন্দিরকে নিয়ে পাহাড়ী শহর অম্বাজী। বিশালাকার মন্দির হয়েছে অতীতের মন্দিরস্থলে নতুন করে শ্বেত মর্মরে। দেবী এখানে দুর্গা, খুবই জাগ্রতা; অবস্থান তার দ্বিতলে। তবে কোনো মূর্তি নেই দেবীর। *চাচর* অর্থাৎ নাটমন্দিরে বিশাল কটাহে অনাদিকাল থেকে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলছে। ঘি-ও দিচ্ছেন ভক্তের দল দেবীর উদ্দেশে। মন্দিরের পেছনে পবিত্র মান সরোবর অর্থাৎ দেবীকুণ্ড। কুণ্ডের জলে স্নানান্তে দেবী দর্শনের প্রথা। সকাল ৮—১২-০০ আবার সন্ধ্যায় মন্দির খোলা।

আর আছে মন্দির থেকে ৫ কিমি দূরে অরণ্যময় পাহাড়ী পথে দেবীর মুখ্যপীঠ গহ্বর। ট্যাক্সি যাচ্ছে শেয়ারে পাহাড়-তলীতে। কিংবদন্তী, মোচাকার অনুচ্চ এক পাহাড় চুড়োয় নয়নাভিরাম এক প্রকৃতির মাঝে দেবী দুর্গা সহস্র বছর শিবের জন্য তপস্যা করেন। লোকশ্রুতি *বাঁয়া পের কী অঙ্গুলি গিরা থা* দেবীর। অর্থাৎ সতী পীঠের (৫২?) এক। ছোট্ট মন্দির— দেবী এখানেও দুর্গা অর্থাৎ অম্বাজী। খাড়া সিঁড়ি—ডুলিও মেলে শ'দেড়েক টাকায় যাতায়াত। সিঁড়িপথের মাঝ দূরত্বে *দেবী কি ঝুলা*— পাহাড়ী ফাটলে কান পাতলে আজও নাকি হর-পার্বতীর কথোপকথন শুনতে মেলে।

তেমনই ৭ কিমি উত্তর-পুবে নির্জন পার্বত্য পথে কোটি তীর্থও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে শেয়ারে অম্বাজী থেকে। অনুচ্চ এক শৈলশিখরে কোটিশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। মন্দির লাগোয়া সরস্বতী কুণ্ড। ধারা নামছে কুণ্ডে পাহাড় থেকে। কুণ্ড থেকে স্রোতস্বতী বেগবতী নদী সরস্বতীর উদ্গম। সরস্বতীতে স্নান সেরে পূজা দেন ভক্তের দল। আর আছে বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে বাল্মীকির তপোবন। জনশ্রুতি, মুনি বাল্মীকি রামায়ণ লেখার আগে আশ্রম গড়ে কৃপা মাগেন দেবী সরস্বতীর এখানে। সেই স্মৃতিতে ছোট মন্দিরও হয়েছে রাম-সীতার।

কোটিতীর্থ আর অম্বাজীর মাঝপথে কুম্ভারিয়া পাহাড়-ঢালে জৈন মন্দিররাজিও উচিত হবে দেখে ফেরা। নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে দিলওয়ারার স্রষ্টা বিমল বাসাহির তৈরি কারুকার্যময় কুম্ভারিয়াজী জৈন মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সুন্দর। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান কুম্ভারিয়ায়। কুম্ভারিয়া দেখে অম্বাজী ফিরে বাসেই চলা যায় আর এক জৈনতীর্থ তারাঙ্গা পাহাড়ে। তারাঙ্গা থেকে মধেরা, মাহেসানা বেড়িয়ে আমেদাবাদও চলা যায়। মুহুর্মুহু বাস মেলে এপথে। তবুও যেন উচিত হবে অম্বাজী দেখে আবু রোড ফিরে রাজস্থানের উদয়পুর চলা। হোটেলও আছে *Savshanti H*, Kumbharia Rd, Ambaji, ✆ (027412) 3172, DAB ২০০।

উদয়পুর

আবু পাহাড় থেকে ৮-৪৫এর বাসে ৬½ ঘণ্টায় সরাসরি চলুন *ভেনিস অব দি ইস্ট* অর্থাৎ উদয়পুরে। মনোহর হ্রদ, মর্মর প্রাসাদ, সুসজ্জিত উদ্যান আর প্রাচীন মন্দির এই নিয়ে গড়ে উঠেছে স্বপ্নের শহর উদয়পুর। প্রাসাদও হয়েছে পাঁচ— সিটি প্যালেস, জগনিবাস, জগমন্দির, লক্ষ্মীবিলাস ও মনসুন প্যালেস। রাজপুতদের শৌর্য আর বীর্যে গাঁথা এর আকাশ-বাতাস। প্রকৃতিও অতীব সুন্দর। বয়স এর বেশি নয়, আকবরের হাতে চিতোরের পতন ঘটতে ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরাবল্লীর ঢালে ৫৭৭ মি উঁচুতে মহারানা উদয় সিং গড়ে তোলেন শহর। সূর্যদেবতা রামের উত্তরপুরুষ এরা। অতীতে মেবারের রাজধানীও ছিল উদয়পুরে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পিছোলা লেক আর তিন দিক প্রাচীরে ঘেরা। ১১টি *পোল* বা দরোজা শহর জুড়ে। পুবে সূরয, পশ্চিমে ব্রহ্মা, উত্তরে হাতি আর দক্ষিণে কৃষ্ণ এই চার মুখ্য পোল। তবে, শহর প্রসারের চাপে প্রাচীর লোপের সাথে ইতিহাস কিছুটা ম্লান হলেও রানাদের গরিমা আজও অমলিন। মূল আকর্ষণও পোল পেরিয়ে ইতিহাসের উদয়পুরে।

রেল ও বাস দুইয়েরই অবস্থান প্রাচীর ছাড়িয়ে শহরের দক্ষিণ-পুবে। আর ট্যুরিস্ট বাংলো তথা ট্যুরিস্ট অফিসের অবস্থান আর এক প্রান্তে প্রাচীর পেরিয়ে উত্তর-পুবে। আবু রোড থেকে মাড়োয়ার হয়ে রেল গিয়েছে উদয়পুরের। ১১-০০টায় আরাবল্লী এক্স, ১৩-০০টায় দিল্লী মেল, ২২-২৫এ দিল্লী এক্স, ৬-৪৫এ আগ্রা ফোর্ট প্যা/এক্স, ১৩-০০টায় আমেদাবাদ-যোধপুর রণকপুর এক্স আবু রোড ছেড়ে মাড়োয়ার পৌঁছায় যথাক্রমে ১৫-৪০, ১৬-০০, ২-৪৫, ১২-৫০, ১৭-৪৫এ; আর মাড়োয়ার থেকে ১৪-০৫ ও ১-০৫এ ছেড়ে ১৯-৩০, ৬-৩৫এ মাভলী পৌঁছে উদয়পুর যাচ্ছে ৮-২৫ ও ২১-৪৫এ। তবে, প্যাসেঞ্জার ট্রেন দু'টি ১০-১০ ও ২২-০০টায় যোধপুর ছেড়ে মাড়োয়ার/মাভলী হয়ে উদয়পুর আসছে। এপথেও আজ ট্রেনের চলা ভীষণভাবে বিঘ্নিত।

দিল্লী সরাই রোহিলা থেকে ১৪-১০এ 9615 চেতক এক্স জয়পুর/আজমের/চিতোর হয়ে উদয়পুর পৌঁছায় পরদিন সকাল ১০-০৫এ। 9616 চেতক দিল্লী ফেরে ১৮-০৫এ উদয়পুর থেকে। তাই চেতক যাত্রীদের চিতোর বেড়িয়ে উদয়পুর যাওয়াই সুবিধা। গত কিছুকাল গরিব নওয়াজ ট্রেনটি স্থগিত হয়ে আছে। ট্রেন যাচ্ছে ১৯-০০টায় উদয়পুর ছেড়ে ১-৫০এ হিমায়তনগর পৌঁছে ভোর ৪-৪৫এ আমেদাবাদ; আর আমেদাবাদ থেকে ফেরে ২৩-৩০টায় 9644 আমেদাবাদ-উদয়পুর এক্স। প্যাসেঞ্জারও চলে উদয়পুর-আমেদাবাদ হিমায়তনগর হয়ে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে মাভলী/নাথদ্বার/কাঁকরোলি/মাড়োয়ার/লুনি হয়ে উদয়পুর-যোধপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ৬-৩০, ১৯-০৫এ; চিতোর যাচ্ছে ৮-৪০, ১৮-০৫, ১৯-০৫এ উদয়পুর থেকে।

আবার, আবু রোড-মাড়োয়ার/আজমের রেল পথের ফালনা জংশনে নেমে রণকপুর হয়ে যাওয়া চলে। ফালনা থেকে রণকপুরের দূরত্ব ৩২ কিমি আর উদয়পুর ৯৬ কিমি। বাসও যাচ্ছে

ঘণ্টা ছয়েকে আবু রোড থেকে সকাল ৮-০০টায় রণকপুরের। আবার উদয়পুর থেকে আজমের জাতীয় সড়ক ধরে বাসে একলিঙ্গজী, নাথদ্বার, হলদিঘাটি, কাঁকরোলি, রাজসমন্দ লেক বেড়িয়েও কুম্ভলগড়, রণকপুর, ফালনা হয়ে ট্রেনে আজমের চলা যেতে পারে। বা উদয়পুর থেকে বাসে ৫ ঘণ্টায় রণকপুর পৌঁছে রণকপুর বেড়িয়ে আবার বাসেই যোধপুর বা আবু রোড যাওয়া চলে দিনে দিনে। তেমনই রণকপুরের ৭ কিমি দূরের সদরি থেকেও আবু রোডের বাস মেলে। তবে, উৎসাহীদের চিতোরগড় এই পথ পরিক্রমার আগেই বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে।

উদয়পুর থেকে দূরত্ব		
জয়পুর	৪০৭	কিমি
আজমের	২৬৯	"
চিতোরগড়	১১৫	"
কাঁকরোলি	৬৩	"
রণকপুর	৮৯	"
যোধপুর	২৭৫	"
কোটা	২৮০	"
মাউন্ট আবু	১৮৭	"
" ফালনা হয়ে	২৭৫	"
আমেদাবাদ	২৪৩	"
ভরতপুর	৫৯০	"
আগ্রা	৬৪৪	"
দিল্লী	৬৫৮	"
মুম্বাই	৭৩৯	"

তবুও আবু পাহাড় থেকে সরাসরি বাসে উদয়পুর যাওয়ায় সুবিধা। বাসও চলছে নানান—প্রাইভেট, MP, UP, Gujarat, Rajasthan, Haryana সরকারের NH-8 ধরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে উদয়পুর থেকে। বাস যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায় প্রতি আধঘণ্টা অন্তর চিতোর; ৯ ঘণ্টায় জয়পুর যাচ্ছে ৬-০০, ৬-১৫, ৭-০০, ৯-০০, ২০-৪৫, ২১-৩০, ২২-০০টায়; ৫½ ঘণ্টায় আবু পাহাড় যাচ্ছে ৫-০০, ৬-০০, ১০-৩০, ১৩-০০, ১৭-০০টায়; ৫ ঘণ্টায় বুন্দী ৫-১৫য়; ১০ ঘণ্টায় যোধপুর যাচ্ছে ৭-৩০, ১১-৪৫এ; ৬ ঘণ্টায় কোটা যাচ্ছে ৬-৪৫, ১২-৩০, ২১-৩০; ইন্দোর যাচ্ছে ৭-১৫, ১৯-৩০; ৮ ঘণ্টায় আমেদাবাদ যাচ্ছে ১১ বাস। এছাড়া নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাস যাচ্ছে দিন ও রাত্রিকালীন সার্ভিসে—কোটা, যোধপুর, আজমের, জয়পুর, সওয়াই মাধোপুর, মাউন্ট আবু ছাড়াও রাজ্যের দিকে দিকে উদয়পুর থেকে। এমনকি Town Hall Rd থেকে নানান প্রাইভেট কোম্পানির বাস মুম্বাই, দিল্লী, আগ্রা, আমেদাবাদ, দ্বারকা, ভূপাল, মথুরা, বৃন্দাবনও যাচ্ছে। উচিতও হবে দূরপাল্লার যাত্রায় সাধারণ বাস ছেড়ে এক্সপ্রেস বাসের যাত্রী হওয়া। তেমনই সরকারি বাস (City Stn Rd স্ট্যান্ডের রিজার্ভেশন ও অনুসন্ধান ✆ 27191, ৭—২১-০০টায়) থেকে প্রাইভেট বাসে (City Stn Rd Std-এ Mukesh Travels, ✆ 27887; Punjab Travels, ✆ 26023; Srinath Travels, ✆ 27733) যাত্রাও অধিক আরামপ্রদ। আর রাজ্যের রাজধানী ৪০৭কিমি দূরের জয়পুরের সঙ্গে বিমান, রেল ও বাস সংযোগ গড়েছে উদয়পুরের।

IAC-র বিমান 246 দিন ১৯-৩০এ উদয়পুর ছেড়ে ২০-৩৫এ ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ২১-৫০এ; 1 3 5 7 দিন ৮-১০এ ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ৯-২০এ সরাসরি। 1 3 5 7 দিন ২০-২০এ ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে ২১-০৫এ জয়পুর পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ২২-১৫য়; 2 4 6 দিন ২০-২০এ ছেড়ে জয়পুর হয়ে দিল্লী যাচ্ছে ২২-১৫য়। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে। প্রাইভেট বিমানও চলছে দিল্লী-উদয়পুর-মুম্বাই রুটে। শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে Davok Air-port. দপ্তর বসেছে Delhi Gate-এর অদূরে, ✆ 24433/ বুকিং: 28999. বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশনও শহরান্তে দক্ষিণ-পূবে।

Tourist Office, ✆ 23605 বসেছে ট্যুরিস্ট বাংলোর ঢালে শহরের দেওয়াল পেরিয়ে উত্তর-পূবে শাস্ত্রী সার্কেলে। শহরে চলছে সিটি বাস, রিকশা, টাঙা, অটো ও মিটারহীন ট্যাক্সি।

Udaipur-313001, STD 0294এ ৪টি এলাকা ধরে গড়ে উঠেছে সাধারণ হোটেল। রেল ও বাসের সন্নিকটে City Station Rd এলাকায় হোটেলের আধিক্য। তবে, ঘিঞ্জি পথঘাট, জনকোলাহলের সাথে যন্ত্রশকটের নিনাদ পরিবেশকে কলুষিত করে রেখেছে। শাস্ত্রী সার্কেলে ট্যুরিস্ট বাংলো ও ট্যুরিস্ট অফিসের অবস্থান হলেও সাধারণ হোটেল সংখ্যায় কম। তবে, পরিবেশ স্টেশন রোড থেকে ভাল। বাস স্ট্যান্ড থেকে সিটি প্যালেসের পথ জুড়েও নানান হোটেল—এদের অবস্থান Lake Palace Rd ও Bhattiyani Chotta-য়। তবুও যেন পরিবেশের গুণে জগদীশ মন্দিরকে ঘিরে পায়ে হাঁটা দূরত্বের হোটেলরাজি থাকার জন্য অনুপম।

• রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি আর বাস থেকে ৫ মিনিটের হাঁটা পথে সাধারণ হোটেলের মেলা বসেছে City Station Rd-1-এ। শহরমুখী ডাইনে—*H Yatri*, DAB ১৭৫-২২৫ A/c D ৩৫০; *H Apsara*, R½ B½, SAB ১২৫ DAB ২০০ A/c S ৩৫০ D ৫৫০ ডর্মি ৫০, থাকার পক্ষে ভালই; *H Welcome*, D ২০০-৩২৫ ডিলাক্স ২৫০-৪৫০; *Raj H*, SCB ৬০ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১২৫-১৭৫ A-c D ৩০০; *Sonika H*, *Priya G H*, এদের রেট S ৬৫-১০০ D ১২৫-২০০; *H Sangam*, মান ও দামে সোনিকা তুল্য। *H Kalpana*, SAB ৮০ DAB ১৫০; *H International*, DAB ১২৫-১৭৫; *Tourist H*, S ৪৫-৮০ D ১০০-১৭৫; *H Sadhana* S ৬০-৮৫ D ১০০-১৭৫; *H Swagat* SAB ৬৫-১০০ D ১২৫-২২৫ FR ২০০-২৭৫; *New Jyoti*, S ৮০ D ১৫০; *Jyoti H*, SCB ৬০ SAB ৮৫ DCB ১০০ DAB ১৫০-২২৫ FR ২৫০; *Udaipur H*, SCB ৬০ SAB ৮০ DAB ১২৫-২৫০ A-c D ২২৫-৩২৫। আর বামে—*Payal H*, D ৪০০ A/c D ৫৫০-৭৫০; *H Monika*, S ৬০ D ১০০-১৭৫; *Sri Ganesh H*, SCB ৮০ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৫০-২৭৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০; *Gitanjali H* ; *Lake City*, opp Rly Stn, SAB ৮০ DAB ১৫০ A/c S ২০০ D ২৭৫; *H Shalimar*, Udaipole, near Bus Stand, SAB ৮৫-১৫০ DAB ১৫০-২২৫ A-c S ৩৭৫ D ৪২৫; *H North Star*, near CBS, S ১০০-১৭৫ D ১৫০-২৭৫। তবে, ঘিঞ্জি পথঘাট, গাড়িঘোড়ার নিনাদ পরিবেশকে কলুষিত করে রেখেছে।

RTDC-র *H Kajri* রয়েছে Ashoka Rd, Shastri Circle-313001, ✆ 410501, R4B3, S ২২৫ D ৩০০ A-c S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০ ডর্মি বেড ৫০, থাকার পক্ষে ভালই; আহারও মেলে ক্যান্টিনে। কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. Tourist Officeটিও কাজরী লাগোয়া। কাজরীর বিপরীতে—*Alka H*, ✆ 414611, S ১৭৫ D ২৭৫ স্যুইট ৫৫০; *Prince H*, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫; *Saraswati Vishranti Griha*, *Ashok H*, ✆ 411925, SCB ৮০ SAB ১২৫ DCB ১৫০ DAB ২০০-২৭৫; *H Ankur*, ✆ 410355, S ২২৫-৩৫০ D ৩০০-৪২৫ A/c S ৪৫০ D ৬০০; ছাড়াও হোটেল রয়েছে নানান সারা শহরময়।

Keerti H, Saraswati Marg, near Suraj Pole Gate, S ৮০-১৫০ D ১২৫-২২৫ ডর্মি ৫০; এদের সুনামকে বেসাতি করে

বিশ্রান্তিকর *Keerti Tourist H*-ও হয়েছে অদূরে। কীর্তির পিছে সদাই ফুল *Ghunghru G H*, College Rd, ১০০-১৫০ টাকায় ঘর। সিটি প্রাসাদের কাছে জগদীশ মন্দিরের পিছে লেকের পাড়ে সুন্দর পরিবেশে যথেষ্ট পপুলার *Lalghat G H*, S ৮০-১৫০ D ১২৫-২০০; লাগোয়া ডাইনে *Ever Green G H*, DCB ১৫০ DAB ২০০-২৭৫; পাশেই *H Shambhu Vilas*, মান ও দামে মহেন্দ্র তুল্য; অদূরে *Ranjit Niwas H*, S ১০০ D ১৫০ ডর্মি বেড ৫০; লাগোয়া আর এক পপুলার *Jagat Niwas*, D ২২৫-৪৫০; যথেষ্ট পপুলার *Badi Haveli*, ছাদ থেকে লেকের শোভা সুন্দর দৃশ্যমান, DCB ১২৫-১৫০; লাগোয়া *Anjani H*, নানান ঘর থেকে লেকের শোভা দৃশ্যমান, DCB ১৫০-১৭৫; *Lake Ghat G H*, S ৮০-১০০ D ১২৫-২০০; এরই পিছে *Shri Karni G H*, S ৬০-৮৫ D ১০০-১৫০; *H Monalisa*, City Palace Rd, D ১২৫-২০০; সিটি প্যালেসের অদূরে ঘাটের পথে *H Sai Niwas*, DAB ২৭৫-৬০০; জগদীশ মন্দিরের কাছে *H Raj Palace*, 103 Bhattiyani Chotta, D ২২৫-৬০০, ব্যবস্থাপনা ভালই; *H Fountain*, Sukhadia Circle-1, ✆ 560290, R3B1, S ৩৫০-৫৫০ D ৪৫০-৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০; কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. *Tak International*, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫; *Meghdoot H*, S ১৭৫-৪৫০ D ২৫০-৬০০; *Gokul Palace H*, S ১৫০ D ২২৫; *H Paros*, ✆ 522068, S ২৫০-৪৫০ D ৩৫০-৬০০; *H Samrat*, D ১২৫ F ২৭০; *Jagadish L*, outside Suraj Pole, S ৬৫ D ১২৫; *H City Centre*, Bapu Bazar, S ১০০-২২৫ D ১৫০-৩০০ ডিলাক্স ৩৫০-৬০০; *Green View International*, A/c D ৮০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209.

Lake Palace Rd-313001-এ—*Garden H*, opp Gulab Bagh, R1B½, S ৮০-১২৫ D ১০০-১৭৫; *Bhagawati H*, Gulab Bagh, DAB ২০০; *H Mahendra Prakash*, D ১২৫-২০০ A/c ৩০০-৪৫০; *Chandra Prakash*, SAB ১০০-১৭৫ DAB ১৫০-২২৫ A/c S ২৫০-৩২৫ D ৩০০-৪২৫; *H Ratnadeep*, R1B1, SAB ৮০-১৫০ DAB ১০০-১৭৫ A/c S ২২৫-৩০০ D ৩২৫-৪০০; বাগিচায় ঘেরা অতীতের প্রাসাদে অতি পপুলার *Rangniwas Palace H*, SCB ১৫০ DCB ২২৫ SAB ২০০-৩৫০ DAB ৩০০-৪৫০, নতুন বাড়িতে S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; *H Saidarshan*, D ২০০-৪৫০ FR ৩০০-৪৫০; রাজ্য সরকারের দেবস্থান দপ্তর পরিচালিত *Devasthan Vishranti Griha*, near Suraj Pole-1, R2B1, S ৬০ D ১০০ FR ১৫০।

Chetak Circle-1এ—*Chetna H*, R2½ B2, SAB ৮৫-১৫০ DAB ১২৫-২০০ FR ২৫০। *H Ashish Palace*, 125 Chetak Marg, ✆ 525558, S ৪৫০ D ৬৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০। পিছোলা ও ফতে সাগরের মাঝে ITDC-র **Laxmi Vilas Palace H*, Fatehsagar Rd-313001, A27R5, S ১৫০০ D ২৫০০ A/c S ২৭৫০ D ৩৫০০ স্যুইট ৫০০০/৫৫০০; লাগোয়া Govt of Rajasthan Undertaking—**H Ananda Bhawan*, ✆ 523256, A/c S ৬৫০-৮৫০ D ৮০০ ১২৫০; *Rajasthan State H*, R5B5; *Island Palace H*, R5B5, S ১৫০ D ৩০০; লেকমুখী **Chandralok H*, Saheli Marg-1, ✆ 560011, R4B1, A/c S ৮৫০ D ১০০০; *H Saheli Palace*, Saheli Marg-1, A24 R4 B½, S ৩৫০ D ৫৫০ A/c S ৬৫০ D ৯৫০। *H Damanis*, opp Telegraph Office-1, ✆ 525675, R3B2, S ১৭৫-৩০০ D ৩০০-৪৫০ A/c S ৫০০ D ৭৫০ স্যুইট ৮৫০; **H Hilltop Palace*, Fatehsagar-1, A/c S ১৪৫০ D ১৮৫০, কল বুকিং: Span, ✆ 2801209; *Gulab Niwas H*, near Fateh Sagar Lake, D ৪৫০-৮৫০; সিটি প্রাসাদের অংশ নিয়ে বিলাসবহুল **H Lakend*, Fatehsagar Lake, Alkapuri-1, ✆ 29032, R4B2, S ৬০০ D ৮৫০ A/c S ৮৫০ D ১২৫০; কীর্তি হোটেলের মালিকানায় *Pratap Country Inn*, Airport Rd-1, R1B0, ✆ 83058, DAB ৮৫০ A/c D ১৫৫০ স্যুইট ১৭৫০।

Taj Group's **Shiv Niwas Palace H*, City Palace-1, ✆ 528016, A25R3B1, A/c D ৮০ স্যুইট ১৮৫-৪৫০ US$, কল বুকিং: Span, ✆ 2801209; লেকমুখী *H Fateh Prakash Palace*, D ১৪০ US$, কল বুকিং: Span, ✆ 2801209; পিছোলার নীল জলে শ্বেত কমলের মতো ভাসা রানাদের গ্রীষ্মাবাসে উদয়পুরের সম্ভ্রান্ত হোটেল *Taj Group's *Lake Palace H*, Pichola Lake-1, ✆ 527961, R3B2, A/c S ১৬০-২২৫ D ২০০-২৫০ স্যুইট ৩৫০-৬৫০ US$; **H Shikarbadi*, Ahmedabad Rd-1, ✆ 583200, R4B5, A/c S ৪৫ D ৮০ US$; *Grand H and Motel*, opp Sajjan Niwas Garden, SAB ১২৫-২২৫ DAB ১৭৫-৩২৫ A-c S ৩০০ D ৪০০; **Lake Pichola H*, outside Chandpole-1, ✆ 410575, R3B3, A/c S ৯০০ D ১২৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; পাশেই *Lake Shore H*, নানান ঘর থেকে লেকের শোভা দৃশ্যমান, S ১০০-১৫০ D ১৭৫-২২৫; *Ajanta H*-1, R2B1½, SAB ১০০ DAB ১৭৫ চার বেডের ঘর ৩০০; *Oriental Palace Resort*, Subhash Nagar, ✆ 412373, S ১০৫০ D ১৪৫০ স্যুইট ২৫০০-২৭৫০; *Lake View H*, near Saroop Sagar, B3½ R3, SAB ১৫০ DAB ২২৫; *Bandari Darshak Mandap* R3½B3, SAB ১৫০ DAB ২৫০ FR ৩০০; *Nataraj H*, R1½, S ৮০-১২৫ D ১২৫-২৫০; *Rituraj*, D ১৫০-২২৫; *H Penta Hill*, 18L, Ambagarh-1, R6B5, ✆ 28124, D ৩০০-৫৫০ ডর্মি ৬৫; *Rampratap Palace H*, D ৮৫০-১২৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Air Palace*, opp IAC Office, Delhi Gate, Navy Marg-1, ✆ 529611, S ৩০০ D ৪৫০; *H Vinayak*, S ২৫০-৪০০ D ৩৭৫-৬৫০ A/c S ৭৫০ D ৯৫০; **H Rajdarshan*, Pannadhai Marg-1, ✆ 526601, A34R4B3, A/c D ১৬৫০ ২০০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Heritage Resorts*, opp SAS Bahu Temple, Lake Bagela, Nagda-313202, ✆ 528628, S ১৫৫০ D ২৫৭৫ স্যুইট ৩৫০০। এছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান উদয়পুরে।

আর আছে *Udaipur Bungalow*, অবু: ম্যানেজার; *Municipal R H, D B*, রেলের রিটায়ারিং রুম উদয়পুরে। আর আছে ধরমশালা—*Fateh Memorial*, Surajpole-1 ; *Champalal Musafirkhana (for Boras only)*, Dhan Mandi; *Champalal, Radhamadhab*, এদের কাছেও ঘর মেলে থাকার।

তবুও থাকার জন্য তারকাখচিত হোটেলগুলির সাথে সাধারণ হোটেল *Kajri Tourist Bungalow, Alka H, H Fountain,*

Rangniwas Palace H, Keerti H, Pratap Country Inn, H Ratnadeep ভালই।

উদয়পুরের আর এক আকর্ষণ পেয়িং গেস্ট প্রথায় শতাধিক ফ্যামিলির সাথে থাকা। ১০০-৩৫০ টাকায় ঘরও মেলে। আগ্রহী-দের উচিত হবে রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসে যোগাযোগ করা।

আর আহার্য সর্বত্র না মিললেও *Kajri Tourist Bungalow* ছাড়াও খাবার হোটেল আছে চলতে-ফিরতে সারা শহরময়। ৪৫০ টাকায় *Lake Palace H-* এও একটা ডিনারের স্বাদ নিতে পারেন উদয়পুরে। ব্যাসিলনের হ্যাঙ্গিং গার্ডেনের মতো সিটি প্রাসাদমুখী *Roof Garden Cafe*টির মূল্যে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও আহার্যে সুনাম যথেষ্ট। তেমনই চেতক সার্কেলে *Paris, Berrys Restaurant* বিপরীতে *Kwality* ছাড়াও *Rang Niwas H*-এরও যথেষ্ট সুখ্যাতি স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেশনে। জগদীশ মন্দিরের বিপরীতে *Mayur Cafe*-টিও সদাই ব্যস্ত যাত্রী পরিষেবায়। রাজস্থানী *পিজা*-রও স্বাদ নেওয়া যেতে পারে ময়ূরে। তেমনই *Natural Attic Restaurant*-টি সদাই ব্যস্ত স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেশনে। আর চীনা ডিশের জন্য ফতেহ্ সাগরে *Rani Village* বা সহেলিও-কি-বাড়ির *Feast*-এ চলা উচিত হবে। তবুও যেন সারা রাজস্থানের মতো *Dal Bati Choorma*-র স্বাদ নেওয়া উচিত হবে।

একদিনে উদয়পুর শহর দেখুন, সন্ধ্যায় বোটিং করুন ফতেহ্ সাগরে। ২য় সকালে বাসে রণকপুর বেড়িয়ে সন্ধ্যায় উদয়পুর ফিরুন। সময় স্বল্পতায় রণকপুর না গিয়ে একলিঙ্গজী দেখে নাথদ্বার/হলদিঘাটি/ কাঁকরোলি/রাজসমন্দ বেড়িয়ে বাসে আজমেরও চলা যেতে পারে। নাথদ্বার ও হলদিঘাটি থেকেও চিতোরের বাস মেলে। RTDC কনডাকটেড ট্যুরেও যাচ্ছে এ-পরিক্রমায়।

কনডাকটেড ট্যুর: ট্যুরিস্ট বাংলো, শাস্ত্রী সার্কেল, ✆ 23605 থেকে ৬০ টাকায় ৮—১৩-৩০টায় RTDC-র শহর দেখাবার ব্যবস্থা আছে। আর নাথদ্বার, একলিঙ্গজী, হলদিঘাটিও দেখিয়ে আনে ১৪—১৮-৩০টায়, যাত্রী প্রতি ৮০ টাকায়। রণকপুর, কুম্ভলগড় ও হলদিঘাটিও যাচ্ছে একদিন অন্তর RTDC. মিনিকোচে এ-ট্যুরের ভাড়া ২৫০, শিশু ২০০, চিতোরগড় যাচ্ছে একদিন অন্তর মিনিকোচে ২৫০, শিশু ২০০, গাড়িতে ৪০০, করে। আগস্ট থেকে এপ্রিল মাসে Meera Kala Mandir, ✆ 23976, Sector 11, Hiran Magari-তে ১৯-০০টায় রাজস্থানী লোক নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রোগ্রামটি উচিত হবে দেখে নেওয়া। তেমনই রাজ্য পর্যটন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে প্রতি শনিবার লক্ষ্মীবিলাস ও বুধবার সন্ধ্যায় আনন্দ ভবনে। ট্যুরিস্ট বাংলো, রেল স্টেশন (১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম), ডাবোক বিমানবন্দর, চেতক সার্কেলে শাখা বসেছে রাজ্য পর্যটনের। বুকিং-এরও ব্যবস্থা আছে প্রতিটি শাখা কেন্দ্রে।

রাজস্থানের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ মহারানার শীতকালীন আবাস **সিটি প্রাসাদ**। ১৬ শতকে পিছোলা লেকের পুব পাড়ে গ্রানাইট পাথরে গড়া পুরো প্রাসাদটাই যেন যাদুপুরী গড়েছে। জনশ্রুতি, এক সাধুর ভবিষ্যৎ বাণীতে শত্রু হানায় অজেয় হবার আশ্বাস পেয়ে দুর্গ গড়েন মহারানা উদয়সিংহ। ১৮১৮য় ব্রিটিশ জয় করলেও ক্ষমতা ফেরে মহারানার হাতে আবার। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো আক্রমণও ঘটেনি উদয়পুরে। উত্তরকালে নানান রানাদের হাতেও মহলের পর মহল্ল গড়ে উঠেছে সিটি প্রাসাদে। ১৭ শতকে জগৎ সিংহ গড়েন অনন্য সব মহল। শোনা যায়, বিলেতের উইন্ডসর ক্যাসেলের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এর। উত্তরের বড়ি পোল (১৬০০) হয়ে ত্রিপোলিয়া গেট (১৭২৫) দিয়ে প্রবেশ। সেকালে মহা-রানাদের জন্মদিনে মহারানার সম ওজনের সোনা বিতরিত হত প্রজাদের মধ্যে এই ত্রিপোলিয়া গেটে। প্রাসাদের শিশুমহল, কৃষ্ণ ভিলা, ভীম ভিলা, ছোটি চিত্রশালি, দিলখুসমহল, মানকমহল, মোতিমহল, বড়িমহল—প্রতিটি মহলই কারুকার্যে অনুপম। মোরচকে মোজাইক করা ময়ূরের প্রতিকৃতি, মানক বা রুবিমহলে কাচ ও পোর্সেলিনের নানান মূর্তি, কৃষ্ণ ভিলায় মিনিয়েচার, করণ সিংহের তৈরি জানালাহীন জেনানামহলে ফ্রেস্কোচিত্র, মোতিমহলে কাচের কারুকার্য, চিনিমহলে অলঙ্কৃত টালির অলঙ্করণ অতীব নয়নাভিরাম। এছাড়া রাজস্থানের উত্থান-পতনের নানান আখ্যানও রূপ পেয়েছে চিত্রে। এমনকি যোধপুরের রাজকুমারী কৃষ্ণার আত্মহত্যাও চিত্রিত হয়েছে। সরকারি মিউজিয়মও বসেছে সিটি প্রাসাদের অংশে। তেমনই বসেছে প্রাসাদের আর এক অংশে *H Shiv Vilas Palace* ও *Fateh Prakash H.* গণেশ দেউড়ি দিয়ে প্রাসাদের প্রবেশ। প্রাসাদ দেখতে গাইড নেওয়া ভাল। ৯-৩০—১৬-৩০টায় খোলা, টিকিট ২০; ক্যামেরার চার্জ মান হারে।

প্রাসাদের উত্তরে ইন্দো-আর্য শৈলীতে ১½ লক্ষ টাকায় **জগদীশ মন্দির**টি গড়েন মহরানা জগৎ সিংহ ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে। তিনতলা মূল মন্দিরে কালো পাথরের দেবতা জগন্নাথরূপী বিষ্ণু। পূজা হয় আজও। সামনেই ব্রাসে মূর্তি হয়েছে গরুড়ের। রাস্তা থেকে ৩২ ধাপ উঠে মন্দির চত্বর। চত্বরের চারকোণে আরও চার মন্দির। দেবতা—শিব, শক্তি, সূর্য ও গণেশ। এরই নিচে ১৮ শতকের বাগোর কি হাভেলী। অতীতের গেস্ট হাউসে আজ ওয়েস্টার্ন জোন কালচারাল সেন্টার বসেছে। এর গ্রাফিক স্টুডিও, আর্ট গ্যালারিতে নানানধর্মী শিল্পকলার প্রদর্শনী দেখে নেওয়া যায়। রঙিন কাচের কারুকার্য ও ইনলেই ওয়ার্ক অনুপম। ৯-৩০—১৮-০০টায় খোলা।

সিটি প্রাসাদের পথে পিছোলা লেকের পিছে একশো একর জুড়ে ১৮৫৯-৭৪ খ্রিস্টাব্দে মহারানা সজ্জন সিং-এর তৈরি **সজ্জননিবাস বাগ** বা **গুলাব বাগ** তথা প্রাসাদ কমপ্লেক্স। এখানে রয়েছে নওলাক্ষা ভবন, ভিক্টোরিয়া হল্ তথা সরস্বতী ভবন, কমল তালাও, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য মিনি ট্রেনও চলছে। ছোট্ট রেল স্টেশন লব-কুশ, অনতিদূরে চিড়িয়াখানা। অতীতের রাজকীয় সংগ্রহশালা সিটি প্যালেসে স্থানান্তরিত হলেও সরস্বতী সদনের গ্রন্থাগারটির পুঁথি ও বই-এর সংগ্রহ উল্লেখ্য। লাগোয়া দেশ-বিদেশ থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য গোলাপের **গোলাপ** বাগটিও (১৮৮১) দ্রষ্টব্য।

১৪ শতকের শেষভাগে ১০ বর্গ কিমি জুড়ে তৈরি হয়

কৃত্রিম **লেক পিছোলা**। *বড়ি পোল* বাঁধ গড়ায় নতুন করে আয়তন বাড়ে উদয় সিংহর কালেও পিছোলার। ৪×৩ কিমি প্রশস্ত পিছোলার চারপাশ অনুচ্চ পাহাড়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে দ্বীপ। দ্বীপগুলিতে গড়ে উঠেছে প্রাসাদ ও মন্দির। সিটি প্রাসাদটিও পিছোলার পুব পাড়ে। প্রাসাদের দক্ষিণে মনোরম বাগিচা আর উত্তরে ঘাটের পর ঘাট—স্নানের ঘাট, ধোবী ঘাট। অনিন্দ্যসুন্দর এর প্রকৃতি। পূর্ণিমা রাতে এর রূপ পাগলপারা করে তোলে পর্যটকদের। সিটি প্যালেস (বংশীঘাট) জেটি থেকে ১ ঘণ্টার সফরে ৪০্ হারে বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে দিনভর। লেক প্যালেস হোটেল থেকেও বিকেল পাঁচটায় ৭৫ টাকায় যাচ্ছে পিছোলা বিহারে। তবুও যেন বাতাস ভারি হয়ে ওঠে অতীত স্মরণে। জনশ্রুতি, শর্তাধীনে একদা এক নর্তকী দড়ির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে পিছোলা পেরুবে—রাজ্যের আধা দেবেন মহারানা পুরস্কার রূপে তাকে। নর্তকী পৌঁছে যাচ্ছে অপর পারে—মন্ত্রী প্রমাদ গনলেন। দড়ি দিলেন কেটে, মারা পড়ল নর্তকী পিছোলার জলে পড়ে। স্মৃতিস্তম্ভ হয়েছে পিছোলার বুকে নর্তকীর। কথিত আছে পিছোলার জল খেলে তাকে আবার আসতে হবে উদয়পুরে। তবে রূপসী পিছোলার প্রেমে পড়ে বার বার আসা অস্বাভাবিক নয়।

১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৪ একর ব্যাপ্ত পিছোলার আর এক দ্বীপ জগনিবাসে **জগনিবাস প্রাসাদ** অর্থাৎ গ্রীষ্মাবাস গড়েন মহারানা জগৎ সিং ২। চারপাশে জল, পেছনে পাহাড়—মনোরম প্রকৃতি। পরবর্তীকালেও নানান সংযোজন ঘটে বিভিন্ন মহারানাদের হাতে প্রাসাদের। জলে তৈরি প্রাসাদগুলির মধ্যে এটি অনন্য হলেও প্রবেশাধিকার সীমিত। সম্প্রতি বিলাসবহুল লেক প্যালেস হোটেল বসেছে জগনিবাসে। অবস্থান সম্ভব না হলেও বোটে গিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে বাগিচা, ফোয়ারা, সাঁতার সেতুতে স্বর্গের নন্দনকানন সম রমণীয় জগনিবাস। আবার শ'দুয়েক টাকায় ব্রেকফাস্ট/বৈকালীন চা-টা, শ'তিনেক টাকায় লাঞ্চ/ ডিনার সাঙ্গ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, হোটেল দর্শন ও যাতায়াত ফ্রি। তবে, কর্তৃপক্ষের পছন্দ নয় দর্শনার্থী।

জগনিবাসের বিপরীতে পিছোলার দক্ষিণে আর এক দ্বীপ জগমন্দিরে হলুদ বেলেপাথরের গোলাকৃতি বুরুজ মাথায় নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাসাদ ৩-তলা **জগমন্দির প্রাসাদ**। ১৬১৫য় মহারানা অমর সিং-এর হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় করণ সিং-এর হাতে ১৬২২এ। উত্তরকালে সংস্কার করেন করণ-পুত্র জগৎ সিং (১৬২৮-৫২)। নামটিও তারই নামে প্রাসাদের। খুরম—উত্তরকালের সম্রাট শাজাহান, পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাময়িক আশ্রয় নেন (১৬২৩-২৪) এখানে। এমনকি তাজেরও প্রেরণা পান শাজাহান জগমন্দির থেকে। এখানকার বেলজিয়াম কাচের আসবাবপত্র খুবই সুন্দর। জগমন্দিরেও আইল্যান্ড হোটেল বসেছে।

পিছোলা লেকের উত্তরে আর এক কৃত্রিম লেক **ফতেহ্ সাগর**। খাল কেটে সংযোগ গড়েছে পিছোলার সাথে। ১৬৭৮এ মহারানা জয় সিং-এর গড়া বাঁধে সৃষ্ট লেক। অতি বৃষ্টিতে বিনষ্ট হতে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন করে খনন করান মহারানা ফতেহ সিং। হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ২.৪ আর প্রস্থে ১.৬ কিমি, গভীরতা ২৫ ফুট। গাড়ির পথ গিয়েছে পিছোলার পাড় ধরে। ফতেহ সাগরের তীরে সঞ্জয় পার্ক ও আরাবল্লী ভাটিকা। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে ফতেহ সাগরে। কনট বাঁধ নামেও পরিচিতি আছে এর। পাশেই হয়েছে আর এক প্রাসাদ তথা রাজকীয় অতিথি ভবন—**লক্ষ্মীবিলাস**। তৈরি এটি রানা ফতেহ সিংহর কালে। এছাড়াও আরাবল্লী পর্বতে গড়ে উঠেছিল সেকালে ৫ম প্রাসাদ **মনসুন প্যালেস**।

পর্যটকপ্রিয় রমণীয় দ্বীপ-উদ্যান **নেহরু পার্ক**টিও ফতেহ্ সাগরে। বৃন্দাবন গার্ডেনের ঢঙে সহেলিও কা বাগে রূপ পেয়েছে। ১৫০ ফুট উঁচুতে ওঠা জলের ফোয়ারাটি ভারতে অদ্বিতীয়। মোতি মাগরি ঘাট থেকে মোটর বোটে পারাপার।

বিপরীতে মোতি (Pearl) মাগরি পাহাড়ের সুন্দর পরিবেশে ১৯৬৭তে গড়ে উঠেছে **প্রতাপ স্মারক**। মূর্তি হয়েছে ব্রোঞ্জে চেতক-পৃষ্ঠে রানা প্রতাপের। মনোরম বাগিচায় টেলিস্কোপও বসেছে—চারপাশ দেখে নিতে। ৯—১৮-০০টায় খোলা। পথেই পড়ে জাপানিজ রক গার্ডেনস। সবেরই দর্শন টিকিটে।

চেতক সার্কেলের কাছে ৩রা মার্চ ১৯৬৩তে রূপ পেয়েছে **ভারতীয় লোককলা মণ্ডল** ✆ 29296. আন্তর্জাতিক মানের এই মিউজিয়মে ছবি, আবরণ, আভরণ, পুতুল, বাদ্যযন্ত্রে লোক সংস্কৃতির পরম্পরা তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি পুতুল নাচের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানও উপভোগ করা যেতে পারে এর অডিটোরিয়ামে। ৯—১৮-০০টায় খোলা। টিকিট ১০। তেমনই প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারের সন্ধ্যায় **মীরা কলা মন্দির** ✆ 23976, Sector 11য় রাজস্থানী নাচের অনুষ্ঠান দেখে নেওয়া যায়।

শহরের উত্তরে ফতেহ সাগরের পুব পাড়ে বাঁধের নিচে রূপ পেয়েছে আর এক অভিনব বাগিচা **সহেলিও-কি-বাড়ি** (Saheliyon Ki Bari)। ১৮ শতকে দিল্লীর সম্রাট এটি নজরানা দেন মহারানা সংগ্রাম সিংকে। পরিবেশ রমণীয়। পদ্ম ভরা চার পুকুরের মাঝে রয়েছে নরম কালোপাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত ছত্রিশ। একে ঘিরে হয়েছে ঝরনা অর্থাৎ ফোয়ারা। অভিনবত্ব আছে এর ফোয়ারায়—বৃষ্টির আওয়াজ মেলে *রিমঝিমে*, আর হচ্ছে *বারিশ* বাদল ছাড়াই। *বিন বাদল বরসাত*-ও বলে থাকে লোকে একে। ১০ টাকার টিকিট লাগে ফোয়ারা চালু দেখতে। এত সুন্দর উদ্যানটি হয়েছিল সেদিন মোগল দরবার থেকে ভেট পাওয়া মুসলিম নর্তকীদের বাসের জন্য। বাগিচার দর্শনী ২.৫০, ৯—১৮-০০টায় খোলা।

চেতক সার্কেল থেকে ৬ কিমি দূরে শহরের উপকণ্ঠে ১৯৮৯এ রাজীব গান্ধীর হাতে উদ্বোধন তথা উদয়পুরের

নবতম আকর্ষণ রানী রোডে শিল্পীগ্রাম (Shilpigram)। রাজস্থান, গুজরাট, গোয়া ও মহারাষ্ট্র থেকে শিল্পীরা এসে উপনিবেশ গড়েছে ৮০ হেক্টর এলাকা জুড়ে। প্রতিদিন ৯—১১-০০ ও ১৭—১৯-০০টায় ১০ টাকার টিকিটে হাতের কাজ দেখার ব্যবস্থা মেলে। যে কোনও বিকালে অটো বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। বিপরীতে রেস্তোরাঁও বসেছে।

শহর থেকে ৩ কিমি পুবে শিশোদিয়া রাজাদের অতীত রাজধানী শহর আহার-এ বসেছে উদয়পুরের মহারানাদের সমাধি অর্থাৎ ছত্রিশ। মন্দির আর মিউজিয়মও হয়েছে। ১০—১৭-০০টায় খোলা। উৎসাহীরা টাঙা বা অটো করে বেড়িয়ে নিতে পারেন। খননে অতীত নিদর্শনও মিলেছে আহার-এ।

চলতে-ফিরতে সুখাদিয়া সার্কেলে ফোয়ারাটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। সাঁঝে আলোর সাজও পরে ফোয়ারা।

জয়সমন্দ লেক/ অভয়ারণ্য

পর্যাপ্ত সময় থাকলে উদয়পুরের ৫৩ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৭ শতকে রানা জয়সিংহর তৈরি ১৪×৯.৫ কিমি বিস্তীর্ণ জয়সমন্দ বা ধেবর লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। এশিয়ার কৃত্রিম লেকগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম। লেকের বুকে দ্বীপ—ভীল উপজাতিদের বাস। গোমতী নদীতে ১০০ ফুট উঁচু বাঁধে তৈরি হয়েছে লেক। বাঁধের উপর শিবমন্দির ও মর্মরে তৈরি ছত্রিশ। আর হয়েছে লেকের পাড়ে প্রিয়তমা রানীর গ্রীষ্মাবাসের জন্য জয়সিংহর তৈরি প্রাসাদ—রুবি রানী কি মহল।

লেকথেকে ৮ কিমি দূরে ৪৫ বর্গ কিমি জুড়ে জয়সমন্দ অভয়ারণ্য। হরিণ, বুনো শুয়োর, প্যান্থার, চার শিংয়ের অ্যান্টিলোপ ছাড়াও নানান দেশী-বিদেশী পাখির জন্য এর প্রসিদ্ধি। ৫-৩০টায় প্রথম ছেড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে উদয়পুর থেকে জয়সমন্দ। থাকার জন্য লেকের পাড়ে RTDC-র *H Jaisamand*, ছাড়াও আছে *Jaisamand Island Resort*, ✆(02906) 2222, A/c D ২৫০০-৩৫০০্ জয়সমন্দে।

আর আছে ১৫৫৯ থেকে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারানা উদয়সিংহর কালে তৈরি শহরের ১৩ কিমি পুবে উদয়সাগর।

নাথদ্বার

উদয়পুর থেকে ৫০ কিমি দূরে উদয়পুর-আজমের সড়কে অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ ভারতে দ্বিতীয় সম্পদশালী মন্দির নাথদ্বার। শ্রীকৃষ্ণ এখানে শ্রীনাথজী নামে খ্যাত। কথিত আছে, ঔরঙ্গজেবের কোপানল থেকে রক্ষার্থে মথুরা থেকে মেবারে সরিয়ে আনা হচ্ছিল দেব বিগ্রহ। চলার পথে রথের চাকা বসে যেতে দৈবজ্ঞরা বিধান দিলেন, এখানেই অধিষ্ঠিত হতে চান দেবতা। ১৬৬৯এ দেবতার প্রতিষ্ঠা। তবে, কালো পাথরের দেবমূর্তিটি আরও প্রাচীন, সম্ভবত ১২ শতকের। কালে কালে গড়ে ওঠে মন্দির। ৫—২২-০০টায় মন্দির খোলা। তবে, দেব-দর্শন ১৫-৩০, ১৬-৩০ ও ১৭-৩০টায়। অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ, ছবি তোলাও মানা। জন্মাষ্টমী ও দীপাবলী জাঁকালো উৎসব।

নাথদ্বারে থাকার দরকার হয় না। তবে হোটেল ও ধরমশালা আছে বেশ কয়েকটি। *H Utsab*, N H-8, Nathdwara-313301, R11B½, S ৫২৫ D ৮৫০ A/c ৭৫০/ ১২৫০; *H Vallabh Darshan*, দুইয়েরই কল বুকিং: Span ✆ 2801209. RTDC-র ৭ ঘরের *H Gokul*, ✆ (02953) 30917, R12 B2, A-c S ২৭৫ D ৩৫০ চার বেডের ঘর ৩০০ ডর্মি ৫০। আর আছে প্রাইভেট *Tourist L*, Temple Rd-1, S ১০০ D ২০০ স্যুইট ২৫০ ডর্মি ৪০ টাকায়।

রাজ্যের নানান শহরের সঙ্গে নাথদ্বারের নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। বাসে উদয়পুর যাতায়াতের পথে দেখে চলা যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস। বাসসড়কেই মন্দির। উদয়পুর থেকে প্যাকেজ ট্যুরেও দেখে নেওয়া যায় নাথদ্বার-হলদিঘাটি-একলিঙ্গজী। নাথদ্বার দেখার জন্য ১ ঘণ্টা সময় যথেষ্ট। ট্রেনও যাচ্ছে উদয়পুর থেকে মাভলি হয়ে মাড়োয়ার শাখা রেলের নাথদ্বারে। উদয়পুর থেকে ৬-৩০এ যোধপুর প্যাসেঞ্জার ৮-৩০এ মাভলি ছেড়ে ৮-৫৫য় পৌঁছায় নাথদ্বারে, আর ৯-২০এ কাঁকরোলি ছেড়ে মাড়োয়ার যাচ্ছে ১৩-৫৫য়। তবুও নাথদ্বার থেকে বাসেই চলুন হলদিঘাটি।

হলদিঘাটি অর্থাৎ পাস

মাটির রঙ থেকে জায়গার নাম হয়েছে হলদিঘাটি। নাথদ্বার থেকে ১৬ আর উদয়পুর থেকে ৫৬ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতের এই হলুদ মাটির দেশে রানা প্রতাপ বীরবিক্রমে বাধা দিয়েছিলেন দিল্লীশ্বর আকবরকে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুন হলদিঘাটির সে-যুদ্ধ আজ ইতিহাসখ্যাত। তবে, পরাজয় ঘটে রানার। আর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত প্রভুকে নিয়ে পরিখা পেরুতে গিয়ে মৃত্যু হয় চেতকের। প্রভুভক্ত ঘোড়া চেতকের স্মৃতিতে চেতক স্মারক হয়েছে। আর হয়েছে ক্ষেত্রী গোলাপ বাগ সেদিনের যুদ্ধক্ষেত্রে। থাকার ব্যবস্থা মেলে RTDC-র *Chetak RH*, Haldighati, ✆ (02953) 30917, D ২৫০ ডর্মি বেড ৫০, আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। স্মারকরূপে সঙ্গী করুন হলদিঘাটির গোলাপজল। শহর থেকে প্যাকেজ ট্যুরে বা ৯-০০টার স্টেট বাসে বা ১১-৪৫, ১২-৩০এর প্রাইভেট বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

একলিঙ্গজী

উদয়পুর থেকে ২৫ কিমি উত্তরে কনডাকটেড ট্যুরে, ট্যাক্সি বা অনিয়মিত বাসে; আর নাথদ্বার থেকেও ২৫ কিমি অর্থাৎ দিল্লী-উদয়পুর-মুম্বাই সড়কে দুই-ই থেকে সমদূরত্বে কৈলাসপুরীতে একলিঙ্গজী অর্থাৎ ৮ শতকের ১০৮টি মন্দিরের টেম্পল কমপ্লেক্স। পিরামিডধর্মী ছাদের কারুকার্যময় মন্দিরে মেবারের রানাদের গৃহদেবতা কালো পাথরের

চতুর্মুখী একলিঙ্গজী অর্থাৎ শিব। পশ্চিমের মুখটি ব্রহ্মার দ্যোতক, উত্তরের মুখটি শ্রীবিষ্ণুর, পুবে সূর্য আর দক্ষিণেরটি রুদ্র তথা শিব। মার্বেল পাথরে ৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাপ্পা রাওয়েল-এর তৈরি ৫০ ফুট উঁচু মন্দিরটিও সুন্দর। আর আছেন ১০ মুখী কালী, পার্বতী, গণেশ ছাড়াও হিন্দুর নানান দেবদেবী। আধুনিকতা পায় মহারানা রায়মল (১৪৭৩-১৫০৯)-এর হাতে। ৫—৭-০০, ১০— ১৩-০০ ও ১৭—১৯-০০টায় খোলা থাকে মন্দির। হোটেলও আছে বিলাস বহুল *Heritage Resort,* একলিঙ্গজীতে।

একলিঙ্গজী থেকে ২ আর উদয়পুরের ২৪ কিমি দূরে মেবারের অতীত রাজধানী নাগদায় রয়েছে ১১ শতকের শাশ-বঁহু অর্থাৎ শাশুড়ী ও বধূরানীর মন্দির। মন্দিরের শিল্প ও ভাস্কর্য মেবারে অদ্বিতীয় করে রেখেছে একে। তবে আজ ধ্বংসের কাল গুনছে। চলার পথে অদ্ভুতজী জৈন মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে উদয়পুর থেকে।

কাঁকরোলি

১৬৬০এ মহারানা রাজসিংহের হাতে বাঁধ পড়ে রাজসমন্দ লেকে। বাগিচা, ছত্রিশ মধুময় করে তুলেছে পরিবেশকে। অদূরে নাথদ্বার মন্দিরের অনুকরণে মন্দিরও হয়েছে লেকের পাড়ে। দেবতা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধীশ রূপে পূজিত হন মন্দিরে। হলদিঘাটি থেকে বাসে কাঁকরোলি পৌঁছান। বাস আসছে নাথদ্বার থেকেও। ট্রেনও যাচ্ছে ৬-৩০ ও ১৯-০৫এ উদয়পুর ছেড়ে নাথদ্বার হয়ে কাঁকরোলি। নাথদ্বার থেকে ১৬, আর উদয়পুরের দূরত্ব ৬৩ কিমি।

রাজসমন্দ লেক

কাঁকরোলির অদূরে উদয়পুর-আজমের সড়কে রাজসমন্দ লেক। উদয়পুর থেকে দূরত্ব ৭০ কিমি। দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৬০এ মহারানা রাজ সিং-এর সৃষ্ট ৭.৭ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত হ্রদের বাঁধে ২৫ খানা পাথরে রণছোড় ভট্টের লেখা সংস্কৃত কাব্যে রাজপ্রশস্তি। এত বড় শিলালিপি আর দ্বিতীয়টি নেই। এর জৈন মন্দিরটিও সুন্দর। আকারে ছোট দুর্গও হয়েছে বাঁধের পাশে। বার বার সংঘাতও ঘটে ঔরঙ্গজেবের সাথে জয় সিংহের। বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

কুম্ভলগড়

উদয়পুর থেকে ৮৪ কিমি দূরে আরাবল্লী পর্বতের বন্ধুর ঢালে ১০৮৭ মি উঁচুতে কুম্ভলগড় দুর্গ। ১৪৫৮য় রানা কুম্ভর হাতে তৈরি। বয়সে দ্বিতীয় প্রাচীন, চিতোরের পরেই এর স্থান। একবারই আক্রমণ আসে মোগল (আকবর), মেবার ও অম্বরের যৌথ হানায়। ইতিহাস-খ্যাত ধাত্রী পান্না মহান করে তুলেছে একে। প্রভুপুত্রের জীবন বাঁচাতে নিজ পুত্রকে সঁপে দেন ঘাতকের হাতে ধাত্রী পান্না। দুর্গের বাদলমহলটি রানা ফতেহ সিংহর হাতে নতুন করে রূপ পেয়েছে। ১২ কিমি ব্যাপ্ত প্রাচীরে ঘেরা বাদলমহলের ৭ দরজা পেরিয়ে মেঘ দরবার। রাম পোলের কাছের মন্দিরগুলিও দর্শনীয়। আর রয়েছে দুর্গের নিচে ২ শতকের বিধ্বস্ত জৈন মন্দির। অদূরে কালী মন্দির, ছত্রিশ অর্থাৎ রানা কুম্ভর সমাধি ও নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির। কুম্ভলগড়ের মৃগয়াভূমিটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। মার্চ থেকে জুনে অ্যান্টিলোপ, প্যান্থার, ভাল্লুক, নেকড়ে ছাড়াও নানান জন্তু তৃষ্ণা মেটাতে আসে লেকের জলে। দর্শনও তাই সহজে মেলে। মৃগয়াভূমি হয়ে বাসও যাচ্ছে রণকপুরে। আবার উদয়পুরের পথে রণকপুর দেখে কুম্ভলগড় বেড়িয়েও বাসে চলা যেতে পারে উদয়পুর। ৭-৩০, ১১-০০, ১৫-৩০ ও ১৭-০০টায় স্টেট বাস যাচ্ছে উদয়পুর থেকে কুম্ভলগড়ে। প্রাইভেট বাসও চলে এপথে। আর বাস পথ থেকে মৃগয়াভূমি-দর্শকদের পায়ে বা জিপে যেতে হবে। PWD-র *R H; H Aodhi,* Kumbhalgadh, D ২৫০০্।

রণকপুর

আজমের-আবু রোড রেল পথের ফালনা থেকে ৩২ কিমি, উদয়পুর থেকে ৮৯, যোধপুরের ১৬০ কিমি দূরে রণকপুর। বাস মেলে ত্রয়ী থেকে।

থাকারও ব্যবস্থা আছে RTDC-র *H Shilpi,* Ranakpur-306709, ✆ (02934) 3674, S ২০০্ D ২২৫্ A-c S ২৭৫্ D ৩২৫্ ডর্মি বেড ৫০্; *H Maharani Bagh Orchard,* D ১২৭৫্, কল বুকিং: Span ✆ 2801209 ও মন্দির কমিটির *ধরমশালায়* রণকপুরে। আহারও মেলে—সবই ডোনেশন নির্ভর।

নিতান্তই সময় স্বল্পতায় একদিনে উদয়পুর দেখে পরদিন সকালে চিতোর চলুন। উদয়পুর থেকে সকাল ৮-৪০র প্যাসেঞ্জার ১২-৪০এ, ১৮-০৫রে চেতক এক্স ২১-২৫এ চিতোর যাচ্ছে। আবার দিনে দিনে উদয়পুর দেখে ১৯-০৫র প্যাসেঞ্জারে ২৩-৫৫য় চিতোর যাওয়া চলে। তবে, পর্যটকদের উদয়পুরে একটা রাত কাটিয়ে যাওয়া উচিত হবে। উদয়পুর থেকে স্টেট ট্রান্সপোর্টের এক্স বাস যাচ্ছে রণকপুরে। রণকপুর দেখে দিনে দিনে ফেরাও যেতে পারে উদয়পুরে। তবুও যেন একরাত রণকপুরে অবস্থান করে পরদিন আবু পর্বত বা যোধপুর চলা যেতে পারে বাসে বাসে। বাস আসছে ৬০ কিমি দূরের মাউন্ট আবু থেকেও রণকপুরে।

রাজস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিম ঢালে ১২ থেকে ১৫ শতকে গড়ে উঠেছে জৈন মন্দির রণকপুরে। দিলওয়ারারই তুল্য শ্বেত মর্মরের কাব্য রণকপুর। ২০০ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা, ৩৭২০ বর্গ মিটার জুড়ে শ্বেত মর্মরে ২৯টি মন্দিরের কমপ্লেক্স রণকপুর। ১৪৩৮এ ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রেষ্ঠী ধরণ শাহর তৈরি ২৯ নম্বর চৌমুখ অর্থাৎ চৌমুখী ভগবান আদিনাথ মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বৈচিত্র্যও আছে চৌমুখী আদিনাথে। শিল্প-সুষমায়

উজ্জ্বল ৪ প্রবেশ পথ। কারুকার্যময় ১৪৪৪টি স্তম্ভে ভর করে ৬৭টি ডোম, ৮৪টি দেবকুলিকা হয়েছে মন্দিরে। প্রতিটি স্তম্ভ নব নব ভাস্কর্যে উদ্ভাসিত। স্রষ্টাও মূর্ত হয়েছেন, দেবতা আদিনাথ ভজনারত—ঢুকতেই বাঁয়ের দ্বিতীয় সারির দ্বিতীয় স্তম্ভে। তেমনই হাতুড়ি-ছেনি নিয়ে ভাস্কর রয়েছেন ডাইনে তৃতীয় সারির প্রথম স্তম্ভে। এছাড়াও মন্দির রয়েছে—নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথের, অদূরেই সূর্যমন্দির। আর আছে ১ কিমি দূরে অম্বামাতার মন্দির। ভারতের ৫ জৈন তীর্থের মধ্যে মাউন্ট মাদ্রীর মার্গী উপত্যকা আজকের রণকপুর আয়তনে বৃহত্তম, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অন্যতম। অ-জৈনদের কাছে ১২—১৭-০০টায় মন্দির খোলা। চর্মজ দ্রব্য গেটে জমা রেখে মন্দিরে ঢোকা বিধি।

চিতোরগড়

গড় তো চিত্তোরগড় ঔর সব গঢ়েয়াঁ।
রানী তো রানী পদ্মিনী ঔর সব গধেয়াঁ।।

তর্কে গিয়ে লাভ নেই। চিতোরের বাতাসে এই কথাটি প্রথমেই কানে ভাসে পর্যটকদের। চিতোরগড় হ'ল শিশোদিয়া রাজপুতদের প্রাচীন রাজধানী—তাদেরই শৌর্যে আর বীর্যে গড়া এই গড়। চারদিকের সমতল থেকে গাম্ভীরী নদী পেরিয়ে আরাবল্লী পর্বতের এক অধিত্যকায় মজবুত প্রাচীরে ঘেরা চিতোরগড় অর্থাৎ দুর্গ। ৭ শতকে মাওরি রাজপুতদের তৈরি। ১৫৬৮ পর্যন্ত রাজধানীও ছিল শিশোদিয়া রাজপুতদের চিতোর।

জনশ্রুতি, মহাভারতের পাণ্ডব ভ্রাতা ভীমের হাতে দুর্গের পত্তন। তবে ইতিহাসেও মতান্তর ঘটেছে—মৌরী রাজপুত চিত্রাঙ্গদাই নাকি চিতোরগড়ের প্রতিষ্ঠাতা। নামটিও নাকি চিত্রাঙ্গদা থেকে চিত্রকূট—কালে কালে চিতোর। টডের অভিমত ৭২৮এ বাপ্পা রাওয়েল মৌরী রাজকুমার থেকে দখল নেন দুর্গের।

যখনই চিতোরের উপর পরাজয় এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে আব্রু বাঁচাবার, তখনই জহর অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্ম-বলিদানের যজ্ঞ (৩ বার) অনুষ্ঠিত হয়েছে দুর্গে। প্রাসাদ থেকে সুড়ঙ্গপথ এসেছে গোরুর মুখের মতো দেখতে গোমুখে। জলও এসেছে প্রস্রবণ থেকে। সুড়ঙ্গপথে গোমুখে এসে পবিত্র জলে স্নান করে আত্মাহুতি দিয়েছেন রাজমহিষীরা, রাজপুত রমণীরা, জয়স্তম্ভের সামনে বাঁধানো চাতালের জ্বলন্ত অগ্নিতে।

বার বার তিনবার আক্রান্ত হয়েছে চিতোর। প্রথম আক্রমণ ১৩০৩এ পাঠান নায়ক দিল্লীর আলাউদ্দিন খিলজীর। আলাউদ্দিন খিলজীর প্রতিহিংসায় ধ্বংসেও পায় চিতোর, ক্ষমতাও যায় মুসলিম শাসকদের হাতে। বশ্যতা বা পরাধীনতা রাজপুতদের রক্তে নেই—নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েন রানা কুম্ভ। দখল করেন চিতোর। গড়ে তুললেন জয়স্তম্ভ। আজও এই জয়স্তম্ভ অতীত দিনের রাজপুত বিক্রম রোমন্থন করায়। দ্বিতীয় আক্রমণ আসে মহারানা উদয় সিংহের কালে ১৫৩৪এ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের। ৩২০০০ রাজপুতের মৃত্যু ঘটে যুদ্ধে আর ১৩০০০ রাজপুত রমণী জহর করে আত্মাহুতি দেয়। তৃতীয় আক্রমণ মোগল বাদশাহ আকবরের ১৫৬৮তে। দখলও করেন চিতোর আকবর, আর রানা উদয় সিংহ পালিয়ে গিয়ে রাজ্যপাট গড়েন উদয়পুরে। ৮০০০ রাজপুত পতঙ্গের মতো উড়ে গিয়ে বরণ করে মৃত্যুকে। আকবর রাজপুতদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে হাতির পিঠে মূর্তি গড়েন জয়মল ও পাত্তার আগ্রা দুর্গের প্রবেশদ্বারে। রানা প্রতাপের কাহিনীও আজ ইতিহাসখ্যাত। ১৫৯৭এ মৃত্যুর কাছে বশ্যতা স্বীকারের আগে পর্যন্ত জীবনে কখনও বশ মানেননি প্রতাপ। পরাধীনতা বা বশ্যতা দুই-ই তাঁর কাছে ছিল অকল্পনীয়। আর ১৬১৬য় জাহাঙ্গীর রানাদের হাতে চিতোর প্রত্যার্পণ করলেও রাজ্যপাট থেকে যায় উদয়পুরেই।

উদয়পুর থেকে বাসে চলুন চিতোরগড়। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাস। এক্সপ্রেস বাসে ৩½ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ১১৫ কিমি। তাই উদয়পুর থেকে এসে চিতোর বেড়িয়ে ফেরাও যেতে পারে উদয়পুরে। ট্রেন আসছে ১৪-১০এ দিল্লী সরাই রোহিলা ছেড়ে জয়পুর/আজমের হয়ে ৬-১৫য় চেতক এক্স চিতোরে। কলকাতা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের যাত্রীদের সরাসরি চিতোর যাত্রায় দিল্লী/ জয়পুর/ আজমের হয়ে যাওয়াই সুবিধার। চেতক যাত্রীদের দিনে দিনে চিতোর বেড়িয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা বাসে উদয়পুর যাওয়া উচিত হবে। এছাড়াও ট্রেন আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিতোরগড়ে। আজমের-খাণ্ডোয়া এক্স, জয়পুর-পূর্ণা এক্স, চিতোর-রাটলাম-ইন্দোর-মউ হয়ে যাচ্ছে। চিতোর-আজমের প্যা, খাণ্ডোয়া-রাটলাম প্যা, চিতোর-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে চিতোর হয়ে। Kota-Nimach ব্রডগেজ রেলও যাচ্ছে চিতোর হয়ে। বাসও যাচ্ছে রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের দিগ্বিদিকে চিতোর থেকে।

রেল স্টেশনের বিপরীতে Station Rd, Chittorgarh-312001, STD 01472-এ—*Shalimar H,* ✆ 40842, SCB ৬৫, SAB ১০০, DCB ১২৫, DAB ১৭৫, চার বেডের ঘর ৩০০, ডর্মি ৫০; *H Sanvaria,* SCB ৫০, SAB ৭৫, DCB ১০০, DAB ১২৫-১৭৫, A-c S ২০০, D ৩০০; *H Meenakshi,* ✆ 41983, D ১৫০-২২৫; *Keshab H,* ✆ 40812, S ৬৫, D ১২৫-১৭৫; *H Chetak,* ✆ 41588, D ২৫০-৪৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. *H Meera,* ✆ 40266, D ৩৫০-৭০০; *H Swagat,* opp Apsara Cinema, S ৬০, D ১০০; *Luxmi H,* S ৬০, D ১০০; *Aloke H,* SCB ৪৫, SAB ৬৫-১০০, DCB ১০০, DAB ১২৫-১৭৫, ডর্মি ৪০; *H Satkar,* B1½, S ৬০, D ১০০; *Nataraj H,* Bus Stand, S ৬৫, D ১০০-১৫০; *H Ruchika,* ✆ 40419, S ৭০-১৫০, D ৮৫-১৭৫; *H Anand,* S ৭০-১২৫, D ১০০-১৭৫; *H Jag,* S ৬০, D ১০০। শহরের কেন্দ্রস্থলে RTDC-র *H Panna Chittor,* R½, ✆ 41238, S ১৫০, ২৫০, D ২০০, ৩২৫, A/c S ৪৭৫, D ৫৭৫, ডর্মি বেড ৫০; এদের ইকোনমিক দাম *Motel Menal,* opp Rail Station, S ১৭৫, D ২৫০; অনু: টুরিস্ট ব্যুরো

চিতোরগড় বা কলকাতায়: Linkage ✆ 2465171. বাস ও পান্নার মাঝে *H Pratap Palace*, ✆ 40099, S ২৭৫৲ D ৪০০৲ A-c S ৪৫০-৬৫০৲ D ৬০০-৮৫০৲; PWD *D B*, R1B1½, অবু: PWD-Roads, Chittorgarh; *Irrigation I B*, অবু: Assistant Engineer ; *C H*, R1B1½; ছাড়াও আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* চিতোরগড়ে। ধরমশালাও আছে চিতোরে— *Birla Sarai, Jain, Bhanamal, Tulsi, Maheswari*. আর আছে কেবল খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে রেল স্টেশনের বিপরীতে *পাঞ্জাবী হোটেল। পান্না ট্যুরিস্ট বাংলোর ক্যান্টিনটিও* আহার্যে আদরণীয় হবে।

আর আছে রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে *H Padmini*, Chanderiya Rd, near Sainik School, Chittorgarh-312001, ✆ 41718, S ৬০০৲ D ৮০০৲ A/c S ৭৫০৲ D ১০০০৲ স্যুইট ১২৫০৲।

কনডাকটেড ট্যুর: কম করে ৫ যাত্রী হলে রেল স্টেশনের বিপরীতে Janata Avas Grah-এ রাজ্য সরকারের Tourist Office, ✆ 41238 থেকে ৮—১১-০০ ও ১৫—১৮-০০টায় কনডাকটেড ট্যুরে গড় দেখাবার ব্যবস্থা করে। চিতোরগড় দেখার জন্য ভ্রমণার্থীদের এই প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া সুবিধার। তবে, গত কিছুকাল ট্যুরটি বন্ধ। তাই উচিত হবে চুক্তিতে অটো/টাঙা নিয়ে ১২৫/১০০ টাকায় গড় দেখে ফেরা। ঘণ্টা চারেক সময় গড় দেখার পক্ষে যথেষ্ট।

রেল স্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে চারপাশ সমতলে ঘেরা ১৫০মি উঁচু এক পাহাড়চূড়োয় ৭০০ একর জুড়ে **চিতোরগড়** অর্থাৎ দুর্গ। পাহাড়টি উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ সরু। মোট ৭টি *পোল* বা ফটক পেরিয়ে দুর্গ। খুবই সুরক্ষিত ছিল সেকালে। পশ্চিমের প্রবেশ পথে পাথরের পাদল পোল; সূক্ষ্ম ভাস্কর্য ও কারুকার্যমণ্ডিত। অদূরে ফলক—রাজকুমার বাঘ সিংহর মৃত্যুর স্মারক। শেষ ১ কিমির চড়াই পথে দ্বিতীয় ফটক ভৈঁরো পোলে জয়মল, আরও যেতে তৃতীয় ফটক হনুমান পোলে কাল্লা; চতুর্থ ফটক রামপোলে পাট্টার পতন ঘটে। ১৫৬৮তে আকবরের সাথে যুদ্ধে এদের বীরত্বগাথার স্মারকরূপী গড়া ছত্রিশ পতনস্থলকে স্মরণ করায়। তবে; বিধ্বস্ত ভুতুড়ে এই দুর্গ আজকের পর্যটকদের অতীতদিনের রাজপুতদের শৌর্য আর বীর্যের স্মারক হয়ে অতীত রোমন্থন করায়। আর আজ নতুন করে শহর অর্থাৎ লোয়ার টাউন প্রসার পাচ্ছে পাহাড়ের পশ্চিমে।

১১ শতকের জৈন মন্দির **সাত বিশ দেউড়ি**। মন্দিরটি কারুকার্যময়। ওড়িশা ও বেলুড়ের মন্দিরের মতো এই মন্দিরেও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় হিন্দুর দেবদেবী ও নারীমূর্তি শোভিত। ৭+২০ অর্থাৎ সাতাশটি মন্দিরও ছিল সেকালে।

রানী পদ্মিনীর রূপের কথা আজ বিশ্ববন্দিত। রানা ভীম সিংহর (দ্বিমতে রতন সিংহর) মহিষী ছিলেন কবি রূপবতী পদ্মিনী। আলাউদ্দিন খিলজীর লোলুপ দৃষ্টিতে পড়েন পদ্মিনী। তাঁকে পাবার লিপ্সায় ছুটে আসেন আলাউদ্দিন। অবরোধ গড়েন চিতোরে। শতধীনে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখেন পদ্মিনীর—গড়ের সর্ব দক্ষিণে মূল প্রাসাদের পাশে জলে ঘেরা **রানী পদ্মিনীর মহল বা দ্বীপ নিবাসে**। অবরোধ ওঠে, শঠতার আশ্রয় নেন আলাউদ্দিন। তারই পরিণতি চিতোরের ধ্বংস। চিতোর দখল হলেও *জহর* অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন পদ্মিনী। তবে, অবিশ্বাস্যভাবে আয়নাটি আজও অক্ষত। আর প্রাসাদের ব্রোঞ্জ গেটটি আকবর নিয়ে গিয়ে বসান আগ্রা দুর্গে। ৯—১৭-০০টায় খোলা থাকে মহল।

আরও দক্ষিণে ডিয়ার পার্ক। দক্ষিণ যেখানে শেষ হয়েছে সেই প্রান্তরেখায় সঙ্কীর্ণ খোলা জায়গা থেকে অপরাধীদের ছুঁড়ে ফেলা হত মৃত্যুপুরীর অতল-গহ্বরে। পুবে সূরয পোল রেখে ১৫ শতকের নীলকান্ত মহাদেব অর্থাৎ শিবমন্দির।

জিজা নামে এক জৈন ব্যবসায়ী ১২ শতকে **কীর্তিস্তম্ভ** (টাওয়ার অব ফেম) তৈরি করান। ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের প্রথম হলেন আদিনাথ। তাঁরই নামে উৎসর্গিত। সাত তলা এই স্তম্ভ নানান ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত। তীর্থঙ্করদের দিগম্বর মূর্তিও স্থান পেয়েছে। জয়স্তম্ভের মতো এরও বেড় ৯ মি, তবে উচ্চতা ২২ মি। সিঁড়িও হয়েছে উপরে উঠবার।

স্ব-মহিমায় আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে **জয়স্তম্ভ**। রানা কুম্ভ মালোয়ার সুলতান মামুদ খিলজীকে হারিয়ে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন ১৪৪০এ। আর জয়ের স্মারকরূপে জয়স্তম্ভ অর্থাৎ টাওয়ার অব ভিক্টরি গড়েন ১৪৫৮তে শুরু করে ১৪৬৮তে। তবে, গত কিছুকাল দ্বার বন্ধ। ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি। ৯ তলা স্তম্ভটির উচ্চতা ৩৭মি। নিচে বেড় ৯ মি, গঠনশৈলী ও কারুকার্য খুবই সুন্দর। হিন্দুর দেব-দেবী, হাতি, সিংহ মূর্ত হয়েছে। তবে, এর গম্বুজটি বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে সংস্কার হয় গত শতকে। ১৫৭ সিঁড়ি উঠে উপর থেকে দেখে নেওয়া যায় চিতোরগড়। অদূরে ঝরনা। লাগোয়া মহাসতী অর্থাৎ রানাদের সমাধিভূমি। আর আছে নানান সতী স্টোন এলাকা জুড়ে।

বত্রিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ৮ শতকের **চিতোরেশ্বরী কালীকামাতা মন্দির**। দেবী এখানে কালী। কষ্টি পাথরের মূর্তি হয়েছে। খুবই জাগ্রতা এই দেবী। তবে, ৮ শতকের মন্দিরে অতীতে পূজা হতো সূর্যদেবের। আকবরের চিতোর আক্রমণের পর দেবতার এই পরিবর্তন।

ফতেহ্ প্রকাশ মিউজিয়ম লাগোয়া রানা কুম্ভর হাতে ১৪৪৮এ তৈরি **কুম্ভশ্যামজী** মন্দির। দেবতা এখানে বরাহ অবতাররূপী বিষ্ণু। মন্দিরটি কারুকার্যময়, ইন্দো-আর্য শৈলীতে রূপ পেয়েছে। এর পেছনে মীরাবাঈয়ের **কৃষ্ণমন্দির**। অতি সাধাসিধে, ছোট্ট মন্দির। এর বৈচিত্র্য— মন্দিরে কোনো কারুকার্য নেই। মূর্তিও নেই দেবতার। পিরামিডধর্মী ইন্দো-আর্য স্থাপত্যের নিদর্শন ওড়িশি শৈলীতে তৈরি নাটমন্দির, জগমোহন আর মূল মন্দির। মন্দিরটি কৃষ্ণ সাধিকা কবি মীরাবাঈয়ের সরল জীবন-ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। মীরাবাঈ ছিলেন রানা সঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের মহিষী। মতান্তরে, কুম্ভশ্যামজীই নাকি মীরাবাঈয়ের মন্দির। অদূরেই ১২ শতকে তৈরি জৈন মন্দির **শৃঙ্গার চৌরি**। আকারে ছোট হলেও কারুকার্য সুন্দর।

তৈরি যদিও ৮ শতকে বাপ্পাদিত্যর, তবে ব্যাপক সংস্কার হয় রানা কুম্ভর হাতে ১৪৩৩এ—নামটিও তাই রানা কুম্ভর প্রাসাদ। প্রাসাদটি আজ ধ্বংসের মুখে। দুর্গে ঢুকেই ডাইনে রাজপুত স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন এই প্রাসাদ। হাতি ও ঘোড়ার আস্তাবল, একটি শিব মন্দিরও আছে। সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গোমুখের জলে স্নান সেরে এই প্রাসাদেরই নিচের এক ঘরে রানী পদ্মিনী প্রথম জহর পালন করেন। বিপরীতে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর ও মিউজিয়ম বসেছে ফতেহ্ প্রকাশ প্যালেসে। ১০—১৬-৩০টায় খোলা।

এছাড়া, গুজরাটের চালুক্য রাজের চিতোর ভ্রমণের স্মারক-শিলালিপি, গোমুখের দক্ষিণে পাট্টা প্রাসাদ, ১৩২৭-এর যুদ্ধে দখল করা বাবরের কামান, এগুলিও দ্রষ্টব্য। টিকিট লাগে ১৫ টাকার চিতোর দর্শনে।

চিতোরগড়ে থাকার দরকার হয় না পর্যটকদের। রেলের ক্লোকরুমে সঙ্গের জিনিস রেখে গড় দেখে নেওয়া যায়। গড় দেখে এবার চলুন ১৮২ কিমি দূরের আজমের। ২১-৪০এর চেতক এক্স আজমের পৌঁছায় ২-১৫য়। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ২-১৫, ৫-১৫, ১৪-০৫, ১৫-০০টায়। আর বাস যাচ্ছে ৫-১৫, ৮-১৫, ১১-১৫, ১৩-৩০, ১৪-৩০, ১৬-১৫, ২১-০০, ২৩-১৫, ২৩-৪৫, ০-৩০এ চিতোর ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় আজমের পৌঁছে ৮ ঘণ্টায় ৩২০ কিমি দূরের জয়পুরে। বাস আসছে উদয়পুর থেকেও ৬-৪৫ থেকে ১৭-১৫য় ঘণ্টায় ঘণ্টায়, চিতোর হয়ে আজমের যাচ্ছে বাস। তবুও যেন উচিত হবে ১০-৩০, ১১-৪৫, ১২-০০, ১৬-১৫, ১৭-১৫র বাসে ৩ ঘণ্টায় আজমের চলা। তবে, বুন্দী/কোটা দর্শনার্থীদের উচিত হবে ৬-০০, ৮-০০, ১০-৩০, ১৫-০০, ০-১৫র বাসে ৬½ ঘণ্টায় ১৫৬ কিমি দূরের কোটা চলা। ট্রেনও যাচ্ছে ব্রডগেজে ১৪-৫০এ চিতোর ছেড়ে Nimach-Kota Passenger ৬½ ঘণ্টায় কোটায়। কোটা থেকে বুন্দী বেড়িয়ে বাসে ফিরুন আজমের। বাসই সুবিধার এপথ পরিক্রমায়। হোটেলও হয়েছে চিতোর থেকে ৪০ কিমি দূরে চিতোর-কোটা সড়কে বাসি-র আগে অতীতের বিজয়পুর প্রাসাদে *হোটেল ক্যাসেল বিজয়পুর*, S ৬০০ D ৮৫০। আবার চিতোর থেকে ট্রেন বা বাসে আজমের/ জয়পুর/ সওয়াই মাধোপুর/ ভরতপুর বেড়িয়ে দিল্লী গিয়ে ঘরপানেও চলা যায়। অন্ধ্র ও মধ্য প্রদেশেও চলা যেতে পারে ট্রেন বা বাসে চিতোর থেকে।

কোটা

চিতোর বেড়িয়ে ট্রেন বা বাসে রাজস্থানের শিল্পনগরী কোটা চলুন। ঘণ্টা ছয়েকের পথ। বাস আসছে উদয়পুর, চিতোর, আজমের, যোধপুর, বিকানীর, নাথদ্বার, জয়পুর, সওয়াই মাধোপুর ছাড়াও রাজ্যের নানান প্রান্ত থেকে কোটায়। রাজ্য সীমান্ত পেরিয়ে মধ্য প্রদেশেও বাস যাচ্ছে কোটা থেকে। বাস যাচ্ছে ভূপাল, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, উজ্জয়িন, শিবপুরী—কোটা থেকেই।

রেলও যাচ্ছে দিনের একমাত্র প্যাসেঞ্জার ১৪-৫০এ চিতোর ছেড়ে ২১-০৫এ ১৭০ কিমি দূরের কোটায়। ট্রেন আসছে দিল্লী, জয়পুর থেকেও সওয়াই মাধোপুর হয়ে দিল্লী-মুম্বাই ব্রডগেজ রেলের কোটায়। রেল যাচ্ছে মুম্বাই-দিল্লী রাজধানী এক্স, অগাস্ট-ক্রান্তি রাজধানী এক্স, মুম্বাই-অমৃতসর গোল্ডেন টেম্পল এক্স, পশ্চিম এক্স, ফ্রন্টিয়ার মেল, মুম্বাই-দেরাদুন, মুম্বাই-ফিরোজপুর জনতা এক্স, ইন্দোর-নিজামুদ্দিন এক্স, বুধবার রাজকোট-জম্মু, মঙ্গলবার জামনগর-জম্মু, রবিবার আমেদাবাদ-জম্মু এক্স, 1457 দিন মুম্বাই-জম্মু স্বরাজ এক্স ছাড়াও নানান কোটা হয়ে। জয়পুর-মুম্বাই এক্স, 257 দিন জয়পুর-চেন্নাই এক্স, বুধবার জয়পুর-ইন্দোর এক্সও যাচ্ছে কোটা হয়ে। আর কোটা থেকে চিতোর যাচ্ছে ৬-২০এ কোটা-নিমাক প্যা; ৭-০৫, ১২-১৫, ১৯-৩০এ কোটা-আগ্রা ফোর্ট প্যা; সওয়াই মাধোপুর যাচ্ছে ৫-২৫, ২৩-২৫ ছাড়াও আগ্রা প্যাসেঞ্জার। কোটা থেকে সওয়াই মাধোপুর ১০৮, ইন্দোর ৩৬০, আগ্রা ৩৪৩, জয়পুর ২৪২, উদয়পুর ২৮০ কিমি। ১৫-০৫এ কোটা ছেড়ে ১৬-৪০এ সওয়াই মাধোপুর পৌঁছে ভরতপুর/মথুরা হয়ে ২১-৪০এ আগ্রা ফোর্ট গিয়ে পরদিন সকাল ৬-০০টায় লক্ষ্ণৌ পৌঁছে গোরক্ষপুর যাচ্ছে 5064 Bandra (Mumbai)-Gorakhpur Avadh Exp. তাই পূর্ব ভারতের যাত্রীরা কানপুর/লক্ষ্ণৌ পৌঁছেও ট্রেন চাপতে পারেন ঘরে ফেরার। আর লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কোটা আসছে ২০-৫৫য় আয়ুধ। তেমনই সওয়াই মাধোপুর থেকে ২৩-২০এ 2308 যোধপুর-হাওড়া এক্সেও চলা যেতে পারে ঘরপানে। শহরে চলছে রিকশা, অটো, টেম্পো ও বাস। স্বচ্ছন্দে ৭০-৭৫ টাকায় অটো চেপে সাঙ্গ করা যায় কোটা দর্শন। শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য আছে কোটায়।

১৩৪২এ চৌহান রাজপুত বংশীয় হারা সর্দার রাওদেও দখল করেন সেদিনের কোটা অর্থাৎ *বক্সুকানল* বা *হরবতীকে*। তবে শহরের গোড়াপত্তন তারও আগে ১২৬৪তে। আর নামকরণ কিংবদন্তীর নায়ক ভীল সর্দার কোটিয়া থেকে। রাজধানী তার বুন্দী। আর ১৬২৪এ জাহাঙ্গীরের ফরমান বলে বুন্দীর শাসক-পুত্র রাও মাধো সিং পৃথক রাজ্য গড়ে শাসক হলেন কোটার। রাজস্থানের প্রতিটি শহরের মতো কোটাও প্রাচীর অর্থাৎ *Kot*-এ সুরক্ষিত। অতীতের চর্মবতী তথা আজকের চম্বল নদীর পুব তীরে গড়ে উঠেছে কোটা শহর। শহরের মাঝে বাসস্ট্যান্ড, ট্যুরিস্ট অফিস তথা বাংলো ছাড়াও সাধারণ হোটেলের অবস্থান; উত্তরে রেল স্টেশন আর দক্ষিণে চম্বল গার্ডেন, কোটা ব্যারেজ, পুরাতন সিটি প্যালেস তথা দুর্গ। আগ্রা ও দিল্লীর মোগলী দুর্গের আদলে ১৬২৫ থেকে ১৬৪৯এ রাও মাধো সিংজির তৈরি সিটি প্যালেস তথা দুর্গে সংযোজন ঘটেছে পরবর্তী রাজা-মহারাজাদের কালেও নানান। বারবার রক্তও ঝরেছে মোগলী মিত্র রাজ্য কোটায়। আর ১৮০৪এ ব্রিটিশের হাতে দখল গেলেও দখল ফেরে কোটার আবার রাজপুতে। বাদল মহল, হাওয়া মহল, অর্জুন মহল, রাজমহল—মহলের পর মহল। দুর্গের ডাইনে রাও মাধো সিং মিউজিয়ম, শুক্রবার ছাড়া ১১—১৭-০০টায় খোলা; টিকিট ৫, ছাত্র ২। কোটা মিনিয়েচার, ফ্রেস্কো চিত্র, আবরণ ও আগ্নেয়াস্ত্রের সংগ্রহ উল্লেখ্য। দরবার হল্-এর হস্তীদন্ত-খচিত আবলুস কাঠের দরজা ও আয়নার কারুকার্য অনবদ্য। সরস্বতী ভাণ্ডারের কয়েক হাজার পাণ্ডুলিপি ও পুঁথির অমূল্য সংগ্রহও উল্লেখ্য। দুর্গের প্রবেশ দ্বারে (নয়া দরওয়াজা) গভর্নমেন্ট মিউজিয়মে

দুর্বল সংগ্রহের কিছু প্রত্নতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। শুক্র ছাড়া ১০—১৬-৩০টায় খোলা।

দুর্গের পেছনেই চম্বল নদীর ওপর ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি কোটা বাঁধটির জন্যও কোটা শহরের প্রশস্তি আছে। সন্ধ্যায় চম্বল উদ্যানটি দেখে নেওয়া একান্তই উচিত হবে কোটা ভ্রমণে। উদ্যানের কুমির পুকুর, কলসি কাঁকে মর্মরের নারী, গাছ ছেটে জীবজন্তু, তোরণ ও আলোকসজ্জা নয়নাভিরাম। স্বর্গ-সুখ উপভোগ করা যায় নিচু দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা চম্বল নদীতে বোটিং করে। সামনেই থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট। আর আছে পৌর উদ্যান, গান্ধী উদ্যান, অধর শিলা অর্থাৎ ফকিরের সমাধি-গুহা। তবুও যেন শিল্পকেন্দ্রিক শহর কোটা অধিকতর খ্যাত—হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্লান্ট, থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট, এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা ছাড়াও নানান শিল্প-কারখানার জন্য। তেমনই ক্যান্টনমেন্ট নগরীর আর এক প্রশস্তি তার কোটা শাড়ি। কোটার আর এক আকর্ষণ তার দশেরা উৎসব। জাঁকালো মেলা বসে, উৎসব চলে ৭ দিন ধরে দশেরার।

আর রয়েছে ট্যুরিস্ট বাংলোর কাছে বোটিং-এর ব্যবস্থা-সহ ১৩৪৬এ কাটা কিশোর সাগর। সাগরের মাঝে ছোট্ট দ্বীপে ১৭৪০এ রানীর তৈরি দ্বীপমহল মিনি প্রাসাদ—জগমন্দিরের দ্বার সাধারণের কাছে রুদ্ধ হলেও বোটে দেখে নেওয়া যায় চারপাশ। পরিবেশ সুন্দর—তবে, অবহেলা পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে। অদূরে ব্রিজরাজ ভবন প্রাসাদ। আর আছে হনুমান মন্দির ও চম্বল বাংলোর পথে জওহর বিলাস গার্ডেনে রাজাদের সমাধি অর্থাৎ ছত্রিশ।

Kota-324001, STD 0744-এ বাস স্ট্যান্ড তথা চারপাশ জোড়া অতীতের নয়াপুরা নতুন করে আজ হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ সার্কেল। মূর্তিও হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দর। হোটেলও হয়েছে বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে সাধারণ মানের নানান। RTDC-র *H Chambal Kota,* Nayapura, Kota-1, ✆ 326527, A4R5B1, SAB ১৭৫ DAB ২২৫ A-c S ২৭৫ D ৩২৫ A/c S ৪৭৫ D ৫২৫ ডর্মি বেড ৫০; রাজস্থান গভর্নমেন্ট ট্যুরিস্ট অফিসটিও বাংলোয়। *H Anand,* Gumanpura, S ৮০-১০০ D ১৫০-২৭৫; চম্বলের পাড়ে বাগিচায় ঘেরা সুন্দর পরিবেশে অতীতের প্রাসাদ তথা ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে *Brijraj Bhawan Palace H,* Civil Lines, R6B5, ✆ 25203, A/c S ৮০০ D ১২০০ স্যুইট ১৫০০; *H Plaza,* Civil Lines, ✆ 22614, S ৩২৫-১০৫০ D ৪৫০-১২৫০; *H Supreme Palace,* Stn Rd, ✆ 324710, D ৮০০-৯৫০; **H Navarang,* Stn Rd, near GPO, CL-1, A3R3B1, ✆ 323244, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ১২৫০। রেল থেকে ৫ আর বাসের সন্নিকটে Nayapura-1এর বিবেকানন্দ সার্কেলে *H Maheswari,* ✆ 324803; *Pankaj H,* ✆ 320577; *H Shishmahal,* ✆ 326253; *Joy Hind H, H Prayag, H Payal,* —এদের রেট S ৮৫-১৭৫ D ১২৫-২৭৫। *H Marudar,* 20 Jhalawar Rd, ✆ 326186, SAB ২২৫ DAB ৩০০ A-c S ৩৫০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D৬৫০; *Bharat H,* Gumanpura-7, S ৬৫-৮৫ D ১০০-১৫০ A-c S ২০০ D ৩০০; *Circuit House,* Raj Bhawan Rd, R3B1; *H Vandana,* Gumanpura, S ১২৫-২৭৫ D ২২৫-৪৫০; *Jagadish H,* Ladpura-6, A5R8B2, SCB ৫৫ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১২৫-১৭৫; *Chaman H,* near Bus Std, Stn Rd, Nayapura-1, D ১০০-১৫০; *Punjab H,* R5B1, S ৮০ D ১৫০ A-c ২৫০; *Gayatri H,* Shopping Centre, S ৮০ D ১৫০; *H Mayur,* D ১০০-১৭৫। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Samrat,* SAB ১২৫ DAB ২০০ A-c S ২২৫ D ৩০০; বামে সাধারণ সাজে *H Parag, Chandan,* S ৬০ D ১০০; *Mayur, H Madras, H Meghraj,* SAB ১২৫ DAB ২২৫ A-c D ৩০০; *H Kanak,* ✆ 27747, D ২২৫-৬০০; *H Priya,* ✆ 27367, D ২০০-৪৫০; ছাড়াও রয়েছে *রেলের রিটায়ারিং রুম;* R V Road-এ *ডাকবাংলো* ও আর্য সমাজ রোডে *মিউনিসিপাল ধরমশালা* কোটায়। তবুও থাকা ও আহার্যে *চম্বল ট্যুরিস্ট বাংলো, হোটেল নভরঙ, ব্রিজরাজ ভবন* আজও অনবদ্য। আর ইকোনমিক হোটেল—*চমন, গায়ত্রী* থাকার পক্ষে মানানসই।

বুন্দী

জলস্পর্শ করব না আর চিতোর-রানার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ।

কোটা বেড়িয়ে বাসেই চলুন ৩৮.৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ছবির মতো সুন্দর এক গিরিবর্ত্ম—বুন্দী। আধঘণ্টা অন্তর বাস যাচ্ছে ৬-৩০—২২-৩০এ। এক ঘণ্টার পথ। বুন্দীও গড়ে তোলেন চৌহান সর্দার রাওদেও ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে। নামটি এসেছে মীনা সর্দার বুণ্ডা থেকে। বুন্দী শহরটিও প্রাচীরে ঘেরা। ১৫৭২ পর্যন্ত কোটাও ছিল বুন্দী রাজ্যের অংশ। ১৯৪৭এ রাজস্থানের সাথে মিলে ভারতভুক্তির আগে পর্যন্ত স্বাধীনও ছিল বুন্দী। মায়াপুরী গড়েছে ১৭ শতকের রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ দুর্গ বা বুন্দীর কেল্লা। কেল্লা থেকে দৃশ্যমান পাহাড় ঢালে নওল সাগর অর্থাৎ কৃত্রিম লেকের জলে জলাধিপতি বরুণ দেবতার আধা ডুবন্ত মন্দির। লেকের পাড়ে হস্তীদন্ত ও চন্দন কাষ্ঠে শোভিত রাজপ্রাসাদটি অভিনবত্বে ভরা। টড সাহেবও রাজস্থানের সুন্দরতম প্রাসাদ বলেছেন একে। বিভিন্ন রাজার হাতে ভবনের পর ভবন রূপ পেয়েছে। তবে, আজ মহারাজা ও বোনের শরিকি বিবাদে তালা বন্ধ প্রাসাদের মহলের পর মহলে। চিত্র মহল ও উমেদ মহল দু'টি সাধারণের কাছে খোলা। আর প্রচারের অভাব হেতু পর্যটন মানচিত্রে কোটা/বুন্দী অবহেলিত যেন।

বাসস্ট্যান্ড থেকে টাঙা বা পায়ে পায়েই পৌঁছে যান ১৩৫৪য় তৈরি তারা (স্টার) গড় দুর্গ দ্বারে। সঙ্কীর্ণ পাথুরে পথ, দু'পাশের দোকানপাট ২ থেকে ২½ ফুট উঁচুতে যা দ্বিতীয় কোনো শহরে দেখা যাবে না। বাজারের উত্তর-পশ্চিমে সামান্য চড়াই বাইতেই দুর্গের প্রবেশদ্বার—হাতি পোল। অন্দরে পাথর কুঁদে বিশাল জলাধার, ভীম বুর্জ অর্থাৎ তীর ও গোলাগুলি ছোঁড়ার ছিদ্রযুক্ত ব্যাটলম্যান্ট। উপরে কামান

আরূঢ়। তবে, বুর্জ থেকে বুন্ডী শহর সুন্দর দৃশ্যমান। প্রাসাদের দ্বিতলে উঠতেই অলিন্দে গড়া সেকালের সুশোভিত উদ্যান রঙ্গবিলাস। পেরুতেই দেওয়ান-ই-আম, চিত্রমহলের নিচে রতন দৌলত অর্থাৎ ঘোড়ার আস্তাবল। সারা প্রাসাদটাই বুন্ডীর নিজস্ব শৈলীর চিত্রে শিকার ও পৌরাণিক গাথা শোভিত। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ছবিটি অনবদ্য। চিত্র মহল ও ছত্র মহলে দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল ও মহারাজা ছত্রশাল নির্মিত সোনা এবং রূপার সিংহাসন, আধঘণ্টা অন্তর বেজে চলা জল ঘড়িটিও আকর্ষণে অনবদ্য। ওবেরয় গ্রুপ হোটেলও গড়েছে ছত্রমহলে। অনিরুদ্ধ মহল, উমেদ মহল, বাদল মহলও আকর্ষণীয়।

Ajmer-Chitor-Indore

0	Km	Ajmer		
23	,,	Nasirabad		
		To Kotah	178	km
134	,,	Bhilwara		
		To Chitor	56	km
		,, Kankroli	87	km
187	,,	Chitorgarh		
		To Udaipur	113	km
		,, Bundi	136	km
225	,,	Rajasthan/MP Border		
245	,,	Neemuch		
		To Gandhi Sagar Dam	91	km
		,, Jhalawar	164	km
294	,,	Mandasor		
		To Pratapgarh	32	km
378	,,	Ratlam		
		To Indore	...	
420	,,	Badnawar		
		To Ujjain	63	km
444	,,	Nagda		
446	,,	Road Jn		
		To Mandu	58	km
472	,,	Labhad		
		To Dhar	21	km
		,, Ahmedabad	...	
515	,,	Indore		

আর আছে শহরান্তে GPO-র পাশে ১৬৯৯এ সোলাঙ্কী রাজা অনিরুদ্ধর স্ত্রী রানী নাথভাটিজীর তৈরি গুজরাটি শৈলীর ৪৬ মি গভীর রানীজী কি বাউড়ী। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে। কেল্লা থেকে ৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে রাজা ভোজের স্ত্রীর তৈরি ফুল সাগর প্রাসাদ। শহরের কেন্দ্রমণি চোগান গেটে নগর সাগর কুণ্ড অর্থাৎ জোড়া কূপ আর এক দ্রষ্টব্য। লেক, বাগিচায় পরিবেশ রমণীয়। তবে, সাধারণের কাছে দ্বার রুদ্ধ প্রাসাদের। অতীতের শিকার ভূমিতে আজকের রাজ পরিবারের বাস। ৩ কিমি দূরের ক্ষারবাগে রাজ পরিবারের ৬৩টি ছত্রিশ, ছত্রশালের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভেও অভিনবত্ব আছে। জৈৎ সাগর লেকটির পরিবেশও সুন্দর, বাগিচা হয়েছে। আর হয়েছে হোটেল অতীতের প্রাসাদ অর্থাৎ রাজা বিষ্ণু সিংহের তৈরি সুখমহল গ্রীষ্মাবাসে। কেল্লা থেকে এরও দূরত্ব ৩ কিমি। স্মৃতিস্তম্ভ, লেক আর বাগিচায় মধুময় করে তুলেছে বুন্ডীকে। দুর্গ দেখে পায়ে, অটো বা টাঙ্গায় দেখে নেওয়া যায় বুন্ডী। উৎসাহীরা কোটা-বুন্ডী সড়কের দেবপুরায় ১৬৮৬তে তৈরি ৮৪ স্তম্ভের চৌরাশি স্তম্ভ ছত্রিশটিও দেখে নিতে পারেন। আবার শেয়ার জিপ বা বাসে ২২ কিমি দক্ষিণ-পুবে Keshoraipatan-এ ১৬ শতকের কারুকার্যমণ্ডিত বিশাল বিষ্ণু মন্দির, জম্বু অর্থাৎ শিব মন্দির, স্বল্প দূরে ৭ শতকের জৈন মন্দির ও চম্বলের তীরে ছত্রিশ অর্থাৎ স্মৃতিস্তম্ভ দেখে নিতে পারেন বুন্ডী থেকে।

Bundi, STD 0747এ RTDC-র *H Vrindawati*, ✆ 32473, তাঁবু S ২৫০, D ৩২৫। জৈৎ সাগরের পাড়ে *Phool Sagar Palace H* ; বাসস্ট্যান্ডে PWD-র *ডাকবাংলো ও সার্কিট হাউস* আছে। ট্যুরিস্ট অফিসও বসেছে সার্কিট হাউসে। আর আছে *Royal Retreat*, Garh Palace, Bundi, A/c S ৬২৫, D ৮২৫; প্রাসাদের নিচে বুন্ডী কাফে ক্রাফ্‌ট্‌স-এর বাড়িতে*Haveli Braj Bhushanjee*. S ২২৫, D ৪০০, ডর্মি ৫০, থাকার পক্ষে ভালই। মাঝপথে *Bundi Tourist Paradise*, near Azad Park ; *H Shivrani, Manasa Ram, Mahavir, Rani-Ki-Dharamshala* বুন্ডীতে।

তবে, বুন্ডীতে থাকার দরকার হয় না। ঘণ্টা পাঁচেকে বুন্ডী বেড়িয়ে কোটায় ফিরুন বা ৭-৩০, ১১-৩০, ১২-৩০, ১৫-১৫, ১৭-১৫র এক্স বাসে ৪ ঘণ্টায় ১৪২ কিমি দূরের আজমের চলুন। লোকাল বাসও যাচ্ছে ৬-১৫, ৮-৪৫, ৯-৪৫, ১১-১৫, ১৪-১৫, ১৪-৩০, ১৬-৩০এ। ভাড়া কম লাগলেও সময় নেয় ৬ ঘণ্টা। জয়পুর যাচ্ছে ৪-৩০, ৫-৩০, ৬-৪৫, ৮-১৫, ৯-১৫, ১০-১৫ এক্স, ১১-১৫, ১২-১৫ এক্স, ১৫-০০, ১৬-০০ এক্স, ১৬-৪৫এ সুপার ডিলাক্স, ১৮-০০টায় এক্স বাস। প্রতিটা বাসই কোটা থেকে এসে বুন্ডী হয়ে যাচ্ছে। বাস যাচ্ছে চিতোরগড়ও বুন্ডী থেকে। ব্রডগেজ রেলও যাচ্ছে Kota-Nimach প্যাসেঞ্জার বুন্ডী হয়ে চিতোরে।

বারোলী

কোটা থেকে মাত্র ৪০ কিমি দূরে প্রতাপ সাগরের পথে আরণ্যক পরিবেশে ৮ শতকে গড়া ৭টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এদের মধ্যে শিব মন্দিরটি অন্যতম। রাজস্থানের প্রাচীনতম মন্দিরও এই শিব মন্দির। ওড়িশি শৈলীতে তৈরি। এর গঠন প্রণালী ও ভাস্কর্য আকর্ষণীয়। কার্ভিং-এর কাজ ও পিলারের নারী মূর্তিগুলি অতুলনীয়। এর কিছু নিদর্শন কোটা মিউজিয়মে দেখতে মেলে। বারোলীতে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ১০ কিমি দূরের প্রতাপ সাগর বেড়িয়ে কোটায় ফিরুন। প্রতাপ সাগরে দ্বিতীয় বাঁধ পড়েছে চম্বলে। কোটা থেকে সওয়াই মাধোপুর চলুন বা উজ্জয়িন হয়ে মধ্য প্রদেশেও চলা যেতে পারে কোটা থেকে।

উজ্জয়িন যাত্রীদের বাস পথে ঝালোয়াড় বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। ঝালোয়াড়ের পথে ৬০ কিমি দক্ষিণে যেতে ঝৌরা পাটনে ১০ শতকের সূর্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে চলা যায়। ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরে দেবতা সূর্যদেব আজও সযত্নে রক্ষিত। আবার সুন্দর ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত রাজস্থানের খাজুরাহো রামগড়ে ১১ শতকের ভীম দেওয়া

মন্দিরও বেড়িয়ে নেওয়া যায় কোটা থেকে ৬ কিমি জিপে গিয়ে। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান কোটাকে ঘিরে। শিব উপাস্য দেবতা। উৎসাহীরা ঝালোয়াড়-এর পথে কোটা থেকে ৭৮ কিমি দক্ষিণ-পুবে ১৯৫৫য় তৈরি দারা অভয়ারণ্যটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। প্যান্থার, চিতাবাঘ, নীলগাই, হরিণ, বরাহ, ভালুক ছাড়াও নানানধর্মী পাখি রয়েছে দারায়। তবে, উচিত হবে ৩৫ কিমি দূরের বুন্দী বেড়িয়ে বাসে বাসে আজমের যাওয়া।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে RTDC-র *H Chandrawati, Jhalawar,* ✆ (07432) 30015, S ১৭৫, ২৭৫, D ২০০, ৩২৫ টাকায় ঝালোয়াড়ে।

আজমের

বুন্দী বেড়িয়ে আজমের পৌঁছান। দূরত্ব ১৪২ কিমি। আর জয়পুরের ১৩৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে জাতীয় সড়ক-৮এ আজমের। চিতোরের দূরত্ব ১৯৫ কিমি। নিয়মিত বাস সংযোগ গড়েছে। এক্স, ডিলাক্স, নন স্টপ, লিমিটেড স্টপ, নানানধর্মী বাসের চলন। এছাড়াও বাস যাচ্ছে ৮½ ঘণ্টায় ৫-৪৫ ও ১৫-৩০এ ৩৫০ কিমি দূরের আবু রোড; ৩০৩ কিমি দূরের উদয়পুর যাচ্ছে ৭-৩০, ৯-৩০, ১২-৩০, ১৫-০০, ২২-১৫, ২২-৪৫, ০-৩০, ০-৪৫-এ; ৩৯৫ কিমি দূরের দিল্লী যাচ্ছে ৯ ঘণ্টায় ২০ বাস; ৩৮৫ কিমি দূরের আগ্রায় যাচ্ছে ৭-৩০, ৮-০০, ১০-০০, ছাড়াও নানান ; জয়পুর যাচ্ছে প্রতি ২০ মিনিট অন্তর, সাধারণ ও নন স্টপ সার্ভিস দুই-ই মেলে—২½ ঘণ্টার পথ। বাস যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায় ১৯৮ কিমি দূরের যোধপুর, জয়সলমীর ৪৯০, বিকানীর ২৭৭, রণকপুর ২৩৭, ভরতপুর ৩০৫, ছাড়াও রাজ্য ছাড়িয়ে প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে আজমের থেকে। এমনকি নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাস কাছারি রোড (আজমের) থেকে উদয়পুর, জয়সলমীর, মাউন্ট আবু, যোধপুর, আমেদাবাদ, মুম্বাই, আগ্রা, দিল্লী যাচ্ছে।

কোটা ভ্রমণে অনুৎসাহীরা দিনে দিনে চিতোর বেড়িয়ে বাস বা ট্রেনে আজমের পৌঁছান। দিল্লী-জয়পুর-আমেদাবাদ রেল পথে আজমের জংশন। ১৮-০৫এ উদয়পুর ছেড়ে ২১-২৫এ চিতোর পৌঁছে আজমের যাচ্ছে রাত ২-১৫য় চেতক এক্স। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ২-১৫, ৫-১৫, ১৪-০৫, ১৫-০০, ২১-৪০এ চিতোর থেকে আজমেরে। প্রতি শনিবার ১৯-৪৫এ নিউ দিল্লী-আমেদাবাদ রাজধানী এক্স, ২১-১০এ দিল্লী-আজমের এক্স, ১৪-১০এ চেতক এক্স, ১৫-০৫এ আশ্রম এক্স, ২২-১০এ আমেদাবাদ মেল দিল্লী সরাই রোহিলা ছেড়ে ০-৪০, ৫-০০, ২২-০০, ২০-৩৫, ৪-১৫য় জয়পুর পৌঁছে আজমের যাচ্ছে ২-৫৫, ৮-৩০, ১-৪০, ২৩-১০, ৭-১৫য়। আজমের থেকে আবু রোড হয়ে আমেদাবাদ যাচ্ছে রবিবার ৩-০০টেয় রাজধানী এক্স, ৭-৩৫এ দিল্লী-আমেদাবাদ মেল, ২৩-১৫য় আশ্রম এক্স; জয়পুর-পূর্ণা এক্স; নাসিরাবাদ-আজমের; দিল্লী সরাই রোহিলা যাচ্ছে ১৯-৪৫এ আজমের-দিল্লী রোহিলা এক্স, ২-২৫এ চেতক এক্স, ২-১০এ আশ্রম এক্স, ১৯-২৫এ আমেদাবাদ-দিল্লী মেল; নিউ দিল্লী যাচ্ছে রবিবার ২২-১৫য় আমেদাবাদ রাজধানী এক্স, রবিবার ছাড়া প্রতিদিন ১৫-৪০এ আজমের-নিউ দিল্লী শতাব্দী এক্স ছাড়াও ২-১০, ৬-৪৫, ১৩-৩৫, ১৯-২৫, ২২-১০এ যোধপুর/আমেদাবাদ/উদয়পুরের প্রতিটা ট্রেন। আর যাচ্ছে রবি ছাড়া প্রতিদিন 2016 শতাব্দী এক্স ১৫-৪০এ আজমের ছেড়ে জয়পুর ১৭-৫০, আলোয়ার ১৯-৪৬এ পৌঁছে ২২-১৫য় নিউ দিল্লী; নিউ দিল্লী ছাড়ে ৬-১৫য় 2015 নিউ দিল্লী-আজমের শতাব্দী। প্রতি বৃহস্পতিবার ৫-৩৫এ আজমের ছেড়ে জয়পুর-দিল্লী হয়ে বেরিলী যাচ্ছে 4312 আলা হজরত এক্স; বেরিলী ছাড়ে বুধবার আলা হজরত। ৬-১৫ ও ১৪-০০টায় আজমের ছেড়ে ফুলেরা হয়ে জয়পুর যাচ্ছে ৯-৩৫ ও ১৬-২০এ; আজমের ফেরে জয়পুর থেকে ১১-৩০ ও ১৭-৩০এ এক্স। প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে আজমের থেকে ১৭-৪৫এ জয়পুর; ৬-১৫, ১৪-১৫, ১৭-৪৫এ নাসিরাবাদ; ১৯-১০এ আগ্রা ফোর্ট যাচ্ছে আগ্রা ফোর্ট-আমেদাবাদ ফা প্যা+এক্স। ট্রেন আসছে আবু রোড, যোধপুর ছাড়াও রাজ্য তথা ভারতের দিগ্বিদিক থেকে আজমেরে। আজমেরের নিকটতম বিমানবন্দর জয়পুরে। শহরে চলছে ট্যাক্সি, অটো ও রিকশা।

Ajmer-305001, STD-0145-এ রেল স্টেশন আর বাস স্ট্যান্ড দু'য়ের মাঝে ব্যবধান ২ কিমি। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে RTDC-র *H Khadim,* Sabitri Girls' College Rd, Ajmer-1, ✆ 52490, S ২২৫, D ৩০০, A-c S ৩৫০, D ৪৫০, A/c S ৫০০, D ৬৫০, স্যুইট S ৮০০, D ১১০০, ছয় বেডের ঘর ৭৫০, চার বেডের ঘর ৬৫০, ডর্মি বেড ৫০, থাকার পক্ষে ভালই ; অবু: Manager. বা কলকাতায় Linkage ✆ 2465171; রাজ্য সরকারের Tourist Office, ✆ 20430-ও খাদিম বাংলোয়। এদেরই *H Khidmat,* ✆ 52705, S ২৫০, D ৩৫০, ডর্মি ৫০।

রেল স্টেশনের বামে স্টেশন রোডে—*Nagpal Tourist H-1,* ✆ 21603, SAB ১৫০-২৭৫, DAB ২৫০-৩৭৫; KEM বা *King Edward VII Memorial R H,* SCB ৪০, SAB ৬০-৮৫, DAB ৮৫-১৭৫, FAB ১৫০, ডিলাক্স D ২০০, ডর্মি (বিছানা ছাড়া) ৫, অবস্থানে মুসলিম তীর্থযাত্রীর আধিক্য Kem-এ। রেল স্টেশনের সন্নিকটে—*H Raju,* ✆ 23646, S ৬৫-১০০, D ১৫০-২২৫; *H Punam,* ✆ 31711, S ১২৫, D ১৭৫-৩৫০; *Puza H,* ✆ 30085, D ১৫০-৩২৫। রেল স্টেশনের বিপরীতে মাদার গেটমুখী শিবাজী পার্কে *Surya H,* SAB ৮০, DAB ১২৫-২০০, A-c D ৩০০; *H Sugandh,* SCB ৬০, DCB ১০০; *Laxmi H,* SAB ৬৫, DAB ১২৫-১৭৫, FR ২০০; *Ajanta H,* SAB ৮০, DAB ১৫০, TAB ১৭৫, ডর্মি ৩৫; *Shanti Mahal ; H Ashoka, Chalsa H, Siraj H,* S ৬০-৮৫, D ১০০-২২৫।

রেল স্টেশনের ডাইনে পৃথ্বীরাজ রোড-305001-এ—*H Anand,* ✆ 23099, D ১৭৫-৩২৫, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *H Payal,* ✆ 23497, D ১৫০-৩২৫; *H Raju,* S ৬০, D ১০০; *H Rajmahal,* ✆ 21347, S ৬৫, D ১২৫; *Bholanath H,* S ৮০, D ১৫০; *H Ratan,* SAB ৬৫, DAB ১২৫; *Bikaner H,* SCB ৬০, DCB ১০০, FR ১৫০; ছাড়াও রয়েছে *Tikkam Chand Jain, Lodha, Bengali* ও *Hindu ধরমশালা* পৃথ্বীরাজ রোডে।

আর রয়েছে *Prabasi Hindu H,* near Rly Stn, D ১৭৫-৩৫০; *Majestic H,* S ৬০-১২৫; *H Prithviraj,* S ১৭৫, D ২৫০-৩২৫, A/c S ৩২৫, D ৪৫০; *Khalsa H,* S ৬০-১২৫; *H Malwa,* ✆ 23343, D ১৫০-২৫০। দিল্লী গেটমুখী পথে *H Sovaraj,* ✆ 23488, S ২৫০-৪৫০, D ৩০০-৬৫০; *H Re-*

gency, Delhi Gate-1, ① 30296, S ৪০০৲ D ৫৫০৲ স্যুইট ৮৫০৲ A/c S ৭৫০৲ D ৯৫০৲; *Bhola H,* Agra Gate, ① 23844, S ১২৫৲ D ১৭৫৲ থেকে। রেল ও প্রাইভেট বাসের সন্নিকটে *H Samrat,* ① 31805, S ২২৫৲ D ৩৫০৲ A/c D ৬০০৲; **H Mansingh Palace,* Vaishali Nagar-1, ① 425855, R3B1½, A/c S ১৭৯৫৲ D ২৫৯৫৲ স্যুইট ৩০০০৲; *Welcomgroup H Ajoymeru,* Annasagar-305001, ① 22103, R3 ; *হোটেল অ্যাম্বাসাডর, হোটেল আরাম; C H,* R2B1 ; *PWD IH,* Civil Lines, অবু: EE, CPWD ; PWD *DB,* Kutchery Rd, অবু: Collector ; *রেলের রিটায়ারিং রুম* ছাড়াও বেশ কয়েকটি সাধারণ হোটেল; *লোধা* ① 20916; *শ্রীহিন্দু*ছাড়াও নানান *ধরমশালা*আছে আজমেরে। এমনকি *বাঙালির ধরমশালা* ও বাঙালির মিষ্টির দোকানও আছে আজমেরে।

আর খাবারের হোটেল যত্রতত্র মিললেও মান অতি সাধারণ এদের। তবুও যেন নিরামিষ আহার্যে *Bhola Hotel* টি ভালই। তেমনই রেল স্টেশনের কাছে Kem-এর পাশে *Honeydew* বা *Elite Restaurant*-এ স্বাদ নেওয়া যেতে পারে আহার্যের।

কনডাকটেড ট্যুর : RTDC, Khadim Tourist Bungalow, opp Bus Std থেকে ৪৫ টাকায় পুষ্কর, দরগা, আড়াই দিন কা ঝোপড়া, দুর্গ, আনা সাগর লেক, জৈন মন্দির ও মিউজিয়ম দেখিয়ে আনে ৮—১৩-০০ আবার ১৪—১৮-৩০টায়। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ছেড়ে রেল স্টেশন হয়ে যাচ্ছে এদের বাস।

আজমের শহরটি আজকের নয়। পাহাড়বেষ্টিত, আনা সাগরের পাড়ে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে রূপ পেয়েছে শহর। ধর্ম, ইতিহাস আর স্থাপত্য—তিনেরই সমন্বয় ঘটেছে। তেমনই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মিলনক্ষেত্রও এই আজমের। ৭ শতকে অজয় পাল চৌহানের হাতে গড়ে ওঠে শহর। কারও কারও মতে স্রষ্টার নাম থেকেই শহরের নামকরণ। আবার কেউ কেউ বলেন, অজয়মেরু বা অজয় পর্বত থেকেই শহরের নাম হয়েছে আজমের। দুর্গটিরও নাম ছিল অতীতে অজয়মেরু দুর্গ। তবে আজ নতুন করে নাম হয়েছে তারাগড় দুর্গ। ১১৯৩তে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হারিয়ে মহম্মদ ঘোরীর দখলে যায় আজমের। সেই থেকে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয় মোগল আর রাজপুতে। ১৩৯৮এ তৈমুরের ঝটিকা সফরের বিভীষিকাক্রান্ত আজমের কিছুকালের জন্য মেবারের রানা কুম্ভর দখলে গেলেও ১৪৭০ থেকে ১৫৩১ আজমের থাকে মালোয়ার সুলতানদের দখলে। এরপর দখল যায় আজমেরের দিল্লীর বাদশাহ আকবরের হাতে। দুর্গও গড়েন আকবর ১৫৫৬তে আজমেরে। বার বার পদার্পণ ঘটলেও প্রথম আগমন ১৫৬১তে আকবরের। তার বেশ কিছু কার্যকলাপ আজও পর্যটক আকর্ষণ করে চলেছে। শাজাহানেরও বেশ কিছু স্মৃতি অতীত রোমন্থন করায় পর্যটকদের। শাজাহানপুত্র দারার জন্মও এই আজমেরে। এমনকি ১৬৫৯এ এই আজমেরের কাছে ডোরালে ভাইদের হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেন ঔরঙ্গজেব। আরও পরে দখল যায় সিন্ধিয়া রাজদের হাতে আজমেরের। আর ১৮১৮য় হস্তান্তরিত হয় ক্ষমতা ব্রিটিশের হাতে, কায়েম হয় ব্রিটিশ শাসন আজমেরে। সমন্বয়ও ঘটেছে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সংস্কৃতির—আজমেরে। ঠিক তেমনই হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহান তীর্থও এই আজমের।

রেল স্টেশনের বিপরীতে মাদার গেট পেরিয়ে ১০/১৫ মিনিটের পায়ে হাঁটা দূরত্বে পুরাতন শহরে আজমেরের মূল আকর্ষণ **দরগা খাজা সাহেব**। এটি ইসলামধর্মীদের কাছে ভারতের অন্যতম পবিত্র তীর্থ। খালি পায়ে মাথা ঢেকে ঢোকা বিধি। তবে, বিসদৃশ লাগে চামরের পরশ লাগিয়ে ডোনেশনের জুলুম। দরজা সবার তরেই খোলা।

আকবরের ধর্মগুরু কিংবদন্তীর প্রবাদ পুরুষ খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (১১৪২-১২৫৬) মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে ১১৯২এ ভারতে আসেন। কিংবদন্তী, পারস্যের সঞ্জারে ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম মইনুদ্দিন মক্কা হয়ে মদিনায় যেতে মহম্মদের দৈববাণী পেয়ে হিন্দুস্থানে আসেন ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে। অবস্থানও সেই থেকে আজমেরে চিস্তি সাহেবের, এন্তেকালও হয় আজমের-এ; সমাহিতও রয়েছেন এখানে। আর, তাঁর মাজার অর্থাৎ সমাধিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে দু'টি মসজিদ, একটি সম্মেলন কক্ষ আর রূপার পাতে মোড়া বুলন্দ দরওয়াজা। পিতার সমাধিতে রূপার পাতে মোড়া মূল সমাধি-সৌধ ১২৩৬এ মাণ্ডুর সুলতান মোহম্মদ খিলজীর তৈরি। তবে, সম্পূর্ণতা পায় হুমায়ুনের হাতে। আর প্রবেশ ফটকটি হায়দ্রাবাদের নিজামের গড়া। আকবর গড়েন ঢুকতেই ডাইনের মসজিদ ও ২৩ মি উঁচু মূল প্রবেশ পথের বুলন্দ দরওয়াজা। মসজিদ গড়েন জাহাঙ্গীরও। আর কেন্দ্রীয় ডোমের সাথে ১১ ধনুকাকৃতি খিলানের শ্বেত মর্মরের জুমা মসজিদটি শাজাহানের তৈরি। গম্বুজের চুড়ো সোনার পাতে মোড়া। আজও প্রতি বছর রজব মাসের ১—৬ (মইনুদ্দিন চিস্তির মৃত্যু দিবস) উরস্ পালিত হয়। ১২০ ও ৮০ মণ চাল রান্নার বৃহত্তম *হাণ্ডা* দু'টিও দরগার আর এক দ্রষ্টব্য। উরস উৎসবে বিরিয়ানী রান্না হয়। *তাবারুখ*অর্থাৎ প্রসাদ রূপে বিতরিত হয় ভক্তজনেদের মাঝে। *লোকশ্রুতি,* দরগা দর্শনান্তে দিল্লীর নিজামুদ্দিন আওলিয়ার দরগা দর্শন করে ঘরে ফেরাই বিধি।

দরগা থেকে ৫/৭ মিনিটের পথে ত্রিপোলিয়া গেট পেরুতেই ডাইনে **আড়াই দিন কা ঝোপড়া**। এটি ১১৯৮তে মহম্মদ ঘোরীর কীর্তি। লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী মতো তৈরি হয়েছিল ১১৫৩তে সংস্কৃত কলেজ ও সরস্বতী মন্দির রূপে বিশালদেব বিগ্রহরাজ দ্বিতীয়র হাতে। ফরমান এল মহম্মদ ঘোরীর—আড়াই দিনের মধ্যে এটিকে তার প্রার্থনা সভা অর্থাৎ নামাজ ঘর করে দিতে হবে। যেমন আজ্ঞা তেমনই কাজ—*রূপ পেল মসজিদ আড়াই দিনে*। নামটিও তাই আড়াই দিন কা ঝোপড়া। মতান্তরে অতীতে উরস উৎসব হত এখানে। আর সে উৎসব চলত আড়াই দিন ধরে। তাই ১৮ শতকের শেষার্ধে নাম হয়েছে এর আড়াই দিন কা ঝোপড়া। ২০০×১৭৫ ফুটের চতুর্ভুজ অঙ্গন। সারি সারি ৫

সারি পিলার হয়েছে উপাসনা অঙ্গন জুড়ে। পিলারগুলিতে আজও হিন্দু দেবদেবীর (৩০টি মন্দির ভেঙে সংগ্রহ) মূর্তি শোভিত। এমনকি হিন্দু স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন বলেও এটি পরিগণিত। সিলিং-এও সুন্দর কারুকার্য, ১২৪টি থামে ভর করে ১০টি ডোম হয়েছে। মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন জাফরি কাটা পাথরের পর্দা, ধনুকাকার আর্চ করা দরজা-জানালা, বহির্ভাগে খিলানের কারুকার্যও সুন্দর। প্রাঙ্গণ পেরুতেই মিউজিয়ম। হিন্দুর দেবদেবীরা স্থানান্তরিত হয়েছেন মিউজিয়মে।

ঝোপড়ার বিপরীতে ৩ কিমি দীর্ঘ খাড়া পথে ঘণ্টা দেড়েকে ২০৫৫ ফুট উঁচুতে উঠে তারাগড় পাহাড়ে রাজ অসির পাশাপাশি রাজসিক শিল্পকর্মের মোগলী স্থাপত্যে তৈরি আকবর কা দৌলতখানা বা *স্টার ফোর্ট* অর্থাৎ দুর্গ। ম্যাগাজিনও বলে থাকে লোকে দুর্গকে। শহর থেকে আরও ৮০০ ফুট অধিক উচ্চে নানান ঐতিহাসিক যুদ্ধের সাক্ষী এই দুর্গ। তৈরি হয়েছে আকবরের হাতে ১৫৭০-৭২এ। মতান্তরে ১১০০য় অজয় পাল চৌহানের তৈরি দুর্গ এটি। বিশাল দরওয়াজায় (৮৪×৪৩ ফু) প্রবেশ। চতুষ্কোণ দুর্গের প্রতিটি কোণে হয়েছে অষ্টকোণাকৃতি চার মিনার। প্রাচীরে ঘেরা চারপাশ, পরিখাও ছিল সেকালে দুর্গকে ঘিরে। দু'পাশে অলিন্দ। অলিন্দের শোভা দেখবার মতো। বাদশাহ আকবর এই অলিন্দে বসে দর্শন দিতেন প্রজাদের। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ব্রিটিশ দূত স্যার টমাস রো এই দুর্গেই প্রথম সাক্ষাৎ করেন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। উত্তরকালে সিন্ধিয়ারাও দখল করে আজমের। আর ১৮১৮য় ব্রিটিশের দখলে যেতে স্যানাটোরিয়াম বসে তারাগড়ে। দুর্গের কেন্দ্রীয় ভবনে মিউজিয়ম বসেছে। ব্রাহ্মী হরফ, মহেন-জো-দড়োতে পাওয়া সিল ও মুদ্রা প্রদর্শিত হলেও সংগ্রহ দুর্বল মানের। খ্রিপূ ২ বা ৩ দশকের ব্রাহ্মী হরফও দেখতে মেলে। পদ্মের উপর শায়িত নগ্নশিবের বুকে ৫৪ হাতের দেবী কালিকার মূর্তিতে বৈচিত্র্য আছে। হাঁটু পর্যন্ত নরমুণ্ডমালা শোভিত। মস্তকও তার দশ—১টি মানুষের; বাকি ৯—কুকুর, শিয়াল, হাতি, শূকর, বানর, ঘোড়া, সিংহ প্রভৃতি। শুক্রবার ছাড়া ৮—১৬-০০টায় খোলা মিউজিয়ম। তারাগড় থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান।

আগ্রা গেট বা সুভাষ বাগের পাশে পৃথ্বীরাজ মার্গে ১৮৬৫তে রূপ পেয়েছে লালপাথরের জৈন মন্দির। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের নামে উৎসর্গীত। তবে প্রতিষ্ঠাতা মূলচাঁদ সোনিজীর নামে নাম হয়েছে সোনিজী কি নাসিয়া। সুন্দর কারুকার্যময় হল্-এর এক অংশে গিলটি করা কাঠের মডেলে মানবজন্মের ক্রমবিকাশ ও জৈন মিথোলজি তুলে ধরা হয়েছে। দু'টি পৃথক পৃথক ব্লকে রূপ পেয়েছে এরা—প্রবেশদ্বারও পৃথক। যাত্রীদের উচিত হবে দেখে নেওয়া। দর্শনী ১০৲।

দু'টি পাহাড়ের মাঝে লুনী নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম হ্রদ আনা সাগর। শত্রুর রক্ত মুছে দিতে ১১৩৫ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি খনন করান পৃথ্বীরাজের পিতামহ অরনোরাজ বা আনাজী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে রামধনু রঙ খেলে লেকের জলে। এমনকি জাহাঙ্গীর এর রূপে মুগ্ধ হয়ে লেকের পাড়ের স্বর্গীয় সুষমা দিয়ে দৌলত বাগ বাগিচাটি গড়েন। আর শাজাহান সাজিয়ে দেন মর্মরের প্রাচীর ও ৪টি সুন্দর চন্দ্রাতপ গড়ে ১৬৩৭এ। পর্যটকরাও বিমোহিত হয়ে পড়েন এর সৌন্দর্যে বিশেষ করে সাঁঝবেলায়।

পুষ্কর তীর্থ : আজমের থেকে ১১ কিমি উত্তর-পশ্চিমে ১৫৩৯ ফুট উঁচুতে ব্রহ্মার যজ্ঞক্ষেত্র তথা নিবাস, বেদমাতা গায়ত্রীর জন্ম, নানান মুনি-ঋষিদের তপোভূমি-তীর্থগুরু পুষ্কর। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতেও উল্লিখিত হয়েছে পুষ্কর তীর্থের মাহাত্ম্যের কথা। স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পারলোকিক ক্রিয়ায় অক্ষয় ফল মেলে পুষ্করে। অতীতে বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থানও ছিল পুষ্কর। নাম ছিল পোখরা সেকালে। সাবিত্রী, গায়ত্রী, পাপমোচনী ও নাগ পাহাড়ে বেষ্টিত পুষ্কর—বিচ্ছেদও টেনেছে আরাবল্লী পর্বতমালার নাগ (সর্প) পাহাড় আজমের থেকে পুষ্করকে।

আজমের রেল স্টেশনের বিপরীতে গান্ধীভবন থেকে ১৫ মিনিট অন্তর বাস যাচ্ছে ৪০ মিনিটে পুষ্করে। স্টেট বাস স্ট্যান্ড থেকেও বাস মেলে পুষ্করের। বাস স্ট্যান্ডও দুই পুষ্করের দুই প্রান্তে। উচিতও হবে রেল স্টেশন থেকে বাসে পুষ্কর চলা। ট্যাক্সি ও অটোও চলে এপথে। নাগ পাহাড় পেরুতেই ছোট পুষ্কর—মধ্যমণি তার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অর্থাৎ ত্রিদেবের যজ্ঞস্থল পুষ্কর সরোবর। পথের শেষ ব্রহ্মা মন্দিরে। মন্দির রয়েছে আরও নানান—সংখ্যায় পাঁচ শতাধিক। আর রয়েছে ততোধিক ধরমশালা পুষ্করে।

Pushkar-305022, STD-0145-এ থাকার নানান ব্যবস্থা। জয়পুর মহারাজার অতীতের প্রাসাদে RTDC-র *H Sarovar*, ✆ 72040, SCB ১২৫৲ DCB ১৭৫৲ SAB ২২৫৲ DAB ২৭৫৲ A-c S ২৫০৲ D ৩২৫৲ ডিলাক্স S ৩২৫৲ D ৪৫০৲ ডর্মি বেড ৫০৲। মেলাকালে এদেরই ব্যবস্থাপনায় মেলা গ্রাউন্ডে ১৬০০ যাত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে সাময়িক তাঁবুর কলোনি *Tourist Village*, ✆ 72074 গড়ে ওঠে। হোটেল-রেস্তোরাঁ-ডাকঘর-ট্যুরিস্ট অফিস সবেরই ব্যবস্থা মেলে ভিলেজে। S ১৭৫৲ ২২৫৲ D ২২৫৲ ২৭৫৲; আর সারা বছরই ভিলেজ-হাটে কেবল থাকার ব্যবস্থা মেলে। এছাড়া আছে সাধারণ মানের *H White House*, DCB ১৫০৲ DAB ২০০৲; *H New Park, Pushkar Inn*; লেকের পাড়ে *Pushkar Palace H*, ব্যবস্থাপনা ভালই, ঘরও মেলে S ৭৫০৲ D ১০০০৲ A/c D ১২৫০৲, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; লাগোয়া *Prince H*, মান ও দামে প্যালেস তুল্য; ব্রহ্মা মন্দিরের কাছে *H Navratan Palace*, D ৩২৫-৪৫০৲; *Everest GH*, D ১০০-১৭৫৲; *Oasis H*, D ১২৫-২০০৲; *Ambika G H, Laxmi G H, Peacock Holiday Resort*, ✆ 32093, S ৪০০৲ D ৬০০৲ A-c S ৫৫০৲ D ৭৫০৲ স্যুইট ৮০০-১০০০৲; *H Monalisa*, D ১২৫-১৭৫৲; *Nataraj G H*,

H Brahma, Payal G H, Krishna Palace G H, Gopal R H ছাড়াও নানান। এদের কাছে S ৬০-১২৫ D ১০০-১৭৫ টাকায় মেলে। জানালাহীন কোনো কোনো ঘর খাট-বিছানা ছাড়া, চারপাই সম্বল; বাথ কমন সাধারণ হোটেলে। আজমের থেকেই বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে পুষ্কর তীর্থ পর্যটকদের। তেমনই *Sant Kanowar* ছাড়াও নানান ধরমশালাও আছে পুষ্করে।

খাবার হোটেলও নানান পুষ্করে। *Payal, Sarovar, Sanjoy, Shiva Restaurant, Shiva Shakti, Om Shiva, Rainbow, Krishna* এদের প্রশস্তি লোকমুখে মুখে। তেমনই *Surovar Tourist Bungalow, Pushkar H, Peacock H*—এদেরও আহার্যে সুনাম যথেষ্ট।

সকল তীর্থের সেরা হিন্দুতীর্থ পুষ্কর। শাস্ত্রমতে পবিত্রতম তীর্থও এই তীর্থপিতা পুষ্কর। পদ্মপুরাণ বলে, কলির প্রভাব থেকে জগৎ-সংসার বাঁচাতে স্বর্গের পবিত্র পুষ্করকে মর্ত্যে পাঠাবার মানসে পদ্ম ছোঁড়েন ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কলিহীন জায়গার অন্বেষণে। পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে পুষ্করে একে একে ৩টি জায়গা স্পর্শ করে পদ্ম—আর ঐ ৩ জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসে জল, রূপ নেয় সরোবর। ব্রহ্মাও স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আনেন বুড়া বা ব্রহ্ম পুষ্কর, মধ্যম বা বিষ্ণু পুষ্কর ও কনিষ্ঠ বা রুদ্র পুষ্কর। মনস্কামনা পূরণ হতে ব্রহ্মার সাধ জাগে যজ্ঞ করবার। ৩৩ কোটি দেবতা সমভিব্যাহারে স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা এলেন যজ্ঞ করতে পুষ্করে। বিধিমতে স্ত্রীসহ যজ্ঞ করবার প্রথা। স্বর্গের দেবীদের সঙ্গে আনতে গিয়ে স্ত্রী সাবিত্রীদেবী তখনও পৌঁছতে পারেননি। দেরিতে লগ্ন পেরুতে যায়। পুত্র নারদের নারদ-গিরিতে গোপবালা শোধন করে নামান্তরিত গায়ত্রীদেবীকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করে কনিষ্ঠ পুষ্করে যজ্ঞে বসলেন ব্রহ্মা। সাবিত্রীও হাজির ততক্ষণে। সবকিছু দেখেশুনে ক্ষুব্ধ, অপমানিত, রোষানলে শাপ দিলেন ব্রহ্মাকে দেবী সাবিত্রী। তাই আজ আর পূজা পান না ব্রহ্মা— মন্দিরও নেই ভারতে অন্যত্র ব্রহ্মার। শাপান্ত হলেন উপস্থিত দেবমণ্ডলীও বিবাহে মদত দানে। আর শোকে দুঃখে ঠাঁই নিলেন পাহাড়চুড়োয় দেবী সাবিত্রী।

১৫টি উল্লেখ্য হলেও ৫২টি ঘাট রয়েছে বৃষ্টির জলে পুষ্ট পুষ্কর সরোবরে। তবুও যেন গৌঘাট, বরাহঘাট, রাজঘাট, স্বরূপঘাট, পঞ্চবীর ঘাট মাহাত্ম্যে অবর্ণনীয়। স্নানের মোক্ষলাভ হয় পুষ্কর সরোবরে। শুধু পুণ্যই বা কেন —চারধাম (পুরী, বদরী, দ্বারকা ও রামেশ্বরম) দর্শনের পুণ্যও পূর্ণ হয় পুষ্কর স্নানে। ব্রহ্মার যজ্ঞের তিথি ধরেই কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী থেকে কৃষ্ণা প্রতিপদে (অক্টোবর-নভেম্বর) লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসেন পুণ্যস্নানে। আসেন পর্যটক দেশ দেশান্তর থেকে। হ্রদের মাঝে ছোট্ট দ্বীপ—মন্দির হয়েছে শিবঠাকুরের। তবে, ঘাটে ছবি তোলা ও ধূমপান কঠোরভাবে মানা।

স্নানের এই মহাযোগকালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০দিন ব্যাপী জাঁকালো মেলা বসে পুষ্করে। নাম তার পুষ্কর মেলা বা ক্যামেল ফেয়ার। বিকিকিনি হয় গবাদি পশু—গরু, ঘোড়া, উট ছাড়াও নানান জন্তু। তেমনই মেলে ইনামেল করা নানান সম্ভার, উটের চামড়ার নানান দ্রব্য, বসন-ভূষণ ছাড়াও গৃহস্থালীর নানানকিছু। আসর বসে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্যামেল ফেয়ারে। সারা রাজস্থান তখন পুষ্করে। যথেষ্ট পপুলার পুষ্করের এই ক্যামেল ফেয়ার। মেলার সূচনা মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কালে পুষ্করে। আগামী ফেয়ার ১৯৯৮এ ১-৪ নভেম্বর, ১৯৯৯এ ২০-২৩ নভেম্বর, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৯-১২ নভেম্বর।

তবুও যেন পুষ্করের মূল আকর্ষণ তার প্রাচীনতম কুণ্ডের পশ্চিমে **ব্রহ্মা মন্দির**। পথেরও শেষ এই ব্রহ্মা মন্দিরে। বিরাট তোরণদ্বার, তোরণদ্বারে হংস; ৪৩ ধাপ সিঁড়ি উঠে দ্বার পেরুতেই মন্দির চত্বর। কেন্দ্রস্থলে ব্রহ্মামন্দির। শ্বেতমর্মরের মন্দিরে লাল মোচাকার চুড়ো। গর্ভমন্দিরে রুপোর আসনে শ্বেতমর্মরে স্থূলকায়, রুপোর কিরীট শিরে রক্তবর্ণ চতুরানন হংসবাহন ব্রহ্মা। বামে গায়ত্রী দেবী। আর চত্বর জুড়ে— পাতালেশ্বর মহাদেব, নারদ, গণেশ, হস্তী পৃষ্ঠে ধনপতি কুবের, পঞ্চমুখী মহাদেব, সূর্যদেব, সপ্তঋষি, সিংহবাহিনী অম্বা স্ব স্ব মন্দিরে। দেবতারা হয়েছেন শ্বেত মর্মরে। বারবার বিনষ্ট হলেও শেষ আঘাত হানেন পরধর্ম বিদ্বেষী দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেব পুষ্কর তথা ব্রহ্মা মন্দিরে। নতুন করে মন্দির হয় ১৭১৯এ। সেটি বিনষ্ট হতে বর্তমান মন্দিরটি গড়েন ১৮০৯এ সিন্ধিয়া রাজা গোকুলচন্দ্র পারেখ ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায়। মন্দির লাগোয়া বাজারটিও কেনাকাটায় আদরণীয় হবে।

সরোবরের অপর পাড়ে **সাবিত্রী পাহাড়**। সাদা মন্দির টোপর হয়ে হাতছানি দেয় তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের। পূজা হয় মন্দিরে—সাবিত্রী দেবীর। শ্বেত মর্মরে দেবী মূর্তি আর আছেন বীণাহীন দেবী সরস্বতী মন্দিরে। তবে, কেবল মেয়েদেরই অধিকার এই দেবীপূজার। মিষ্টি স্বাদের শীতল জলও পান করা যায় মন্দিরের কুণ্ডে। দেবতা শিবও রয়েছেন লিঙ্গে। সাবিত্রী পাহাড় থেকে চারপাশের দৃশ্যও সুন্দর দেখা যায়। ৩ কিমি পথের ১ কিমি বালু, ২ কিমিতে ৩৬০টি ধাপ উঠে পথ পৌঁছায় পাহাড়ী মন্দিরে। উচিত হবে সকালের দিকে বেড়িয়ে নেওয়া। নিচে নতুন করে মন্দির হয়েছে সন্তোষী মায়ের। বিপরীতে আর এক পাহাড়চুড়োয় গায়ত্রী মন্দির। পুষ্কর তীর্থের পরিক্রমা পঞ্চক্রোশী। তেমনই আছে নানান কুণ্ড, নানান মন্দির (চার শতাধিক) পুষ্কর তীর্থে। তবে, পুষ্করের অতীতও ঔরঙ্গজেবের হাতে বিনষ্ট হতে সেজে উঠেছে পুষ্কর নতুন করে পরবর্তীকালে।

বাস স্ট্যান্ড থেকে সামান্য এগুতেই ডান হাতি দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে মাগনিরাম বাঙ্গুরের তৈরি **রঙ্গনাথের** মন্দিরটি পুষ্করের আর এক দ্রষ্টব্য। দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন এই মন্দির। ১৮৪৪এ গড়া মন্দিরে দক্ষিণী শৈলীর গোপুরমও হয়েছে। আর চুড়োগুলি উত্তর ভারতীয় নাগারা স্থাপত্যে গড়া। মন্দিরে দেবতা—দণ্ডায়মান কালো পাথরের

রঙ্গনাথজী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। মন্দিরের সোনার তালগাছটিও দর্শনীয়। মন্দিরটি বর্ণাঢ্য।

পায়ে পায়ে দরগা/ঝোপড়া/দুর্গ বেড়িয়ে টাঙায় চলুন আনা সাগর, আর বাস বা ট্যাক্সিতে পুষ্কর বেড়িয়ে ঐ রাতেই ট্রেনে জয়পুর যাওয়া যেতে পারে। ৬-১৫য় ও ১৪-০০টায় আজমের-জয়পুর এক্স, ১৫-৪০এ শতাব্দী এক্স, ২-১০এ আশ্রম এক্স, ১৯-২৫এ আমেদাবাদ-দিল্লী মেল, ২-২৫এ চেতক এক্স, ১৯-৪৫এ আজমের-দিল্লী এক্স, রবিবার ছাড়া ১৫-৪০এ শতাব্দী এক্স, বৃহস্পতিবার ৫-৩৫এ আজমের-বেরিলি এক্স ছাড়াও দিন-রাত জুড়ে নানান ট্রেন যাচ্ছে আজমের থেকে জয়পুরে। দূরত্ব ১৩৫ কিমি, ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে আজমের থেকে জয়পুরে। আর যাচ্ছে বাস প্রতি ২০ মিনিট অন্তর আজমের থেকে NH-8 ধরে ঘণ্টাচারেকে জয়পুরে। নন-স্টপ সার্ভিসেও বাস চলে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১০০ টাকায় শেয়ারে। বাসেই চলুন রাজধানী শহর জয়পুর। আবার যোধপুরও যাচ্ছে পুষ্কর থেকে সরাসরি বাস আজমের না গিয়ে মেরতা হয়ে ৮ ঘণ্টায়। সময়ের আধিক্য হেতু উচিত হবে আজমের গিয়ে এক্স বাসে ৪½ ঘণ্টায় যোধপুর চলা।

উৎসাহীরা ২৭ কিমি দূরের কিষাণগড়ও বেড়িয়ে নিতে পারেন আজমের থেকে। শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান কিষাণগড়। গুণ্ডেলাও লেক, ফুলমহল প্রাসাদ, দুর্গ, কৃষ্ণমন্দির, মাঝেলা প্রাসাদ ছাড়াও কিষাণগড় স্কুল অব আর্টস-এর ছবির প্রশস্তি আজ সারা বিশ্ব জুড়ে।

রণথম্ভোর দুর্গ/জাতীয় উদ্যান

কোটা থেকে ১৮০ কিমি দূরে, মুম্বাই-দিল্লী ব্রডগেজ রেল পথে কোটা ও ভরতপুরের মাঝে সওয়াই মাধোপুর স্টেশন। মুম্বাই-এর দূরত্ব ১০২৭ আর দিল্লীর দূরত্ব ৩৬১ কিমি। কোটা থেকে ট্রেনে ৪-৪৫, ৬-১৫, ৮-৪৫, ১১-২৫, ১২-৫৫, ১৫-০৫, ১৯-৪৫, ২১-০০, ২১-৫৫, ২২-৫৫, ২-২৫, ২-৫০এ রওনা হয়ে সওয়াই মাধোপুর পৌঁছান ১½থেকে ২ ঘণ্টায়। রাজ্যের রাজধানী জয়পুরের সড়কদূরত্ব ১৫৭ কিমি, রেল দূরত্ব ১৩২ কিমি। নতুন করে ব্রডগেজ রেল বসেছে সওয়াই মাধোপুর থেকে জয়পুর। ২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে বেরিলি হয়ে পরের পরদিন ০-৪৫এ সওয়াই মাধোপুর, ৩-৪৫এ জয়পুর পৌঁছে যোধপুর যাচ্ছে ১০-০০টায় 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স। ৭-৫১য় মেরতা রোড পৌঁছে মেরতা থেকে যোধপুর এক্সের অংশ যাচ্ছে বিকানীরে। ৬-১৫ প্যা, ১৩-৫০, ১৭-১৫, ২৩-২০, ২৩-৫৫য় প্যা জয়পুর ছেড়ে সওয়াই মাধোপুর জং যাচ্ছে ৯-২০, ১৫-৪০, ২০-২০, ১-৪৫, ২-৩০এ। জয়পুর যাচ্ছে সওয়াই মাধোপুর থেকে ১-১৫, ০-৫৫, ৭-১০, ১০-২৫ ও ১৭-১৫য়। বাসেরও চল আছে জয়পুর থেকে সওয়াই মাধোপুরের। এ-ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিগ্বিদিক থেকেও ট্রেন ও বাস আসছে সওয়াই মাধোপুরে। আর মিনিবাস যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে সওয়াই মাধোপুর রেল স্টেশন থেকে ১৪ কিমি দূরের রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যানে। মিশ্রদ্বারে নামতেই চাতালের বাঁয়ে রণথম্ভোর ন্যাশানাল পার্ক তথা অভয়ারণ্যের দ্বারপ্রান্ত যোগীমহল। আর ডাইনে পাহাড় চড়ে রাজোয়ারার প্রাচীন কেল্লা। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস বনবিহারের মনোরম সময়। জুন থেকে অক্টোবর বন্ধ থাকে জাতীয় উদ্যান। গ্রীষ্মে ২৩-৩৭°, শীতে ৯-২৯° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। রেল স্টেশন থেকে ½ কিমি দক্ষিণে ওভার ব্রিজের নিচে Field Director, Project Tiger, Ranthombhore N P, Sawai Madhopur, Rajasthan-322001-এর অফিস। ট্যুরিস্ট অফিসটিও একই বাড়িতে। বনবাসের ঘর ও জিপ মেলে ভাড়ায়। আর চলার পথে যোগী মহলের প্রবেশ দ্বারে ১০ টাকার টিকিটে উদ্যানের প্রবেশাধিকার মেলে। ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে। নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপ চলার রুট পারমিটও মেলে এদের কাছে। তবে RTDC, Castle Jhoomar Boari, Tented Camp, Jogi Mahal থেকেই উচিত হবে জিপ বুক করা। ৬-৩০, ৮-৩০, ১৪-৩০ ও ১৬-০০টায় ৪টি আরণ্যক পথ ধরে দেড় ঘণ্টার সফারিতে ৬টি খোলা জিপে (ক্যান্টর) যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে ৬৫ টাকায় প্রতি জনা (সর্বনিম্ন ভাড়া ৩০০); পুরো জিপ ৬৫০। তবে ২৪টির বেশি জিপের একত্রে অরণ্যে প্রবেশ নিষেধ। গেটও খোলা থাকে ৬-৩০—১০-০০ ও ১৪-৩০—১৮-০০টায়। টিকিটের প্রচুর চাহিদা। উচিত হবে সকাল ও সাঁঝে ২টি সফারি বেড়িয়ে নেওয়া। শ'পাঁচেক টাকায় জিপসিও যাচ্ছে অরণ্য বিহারে।

সওয়াই মাধোপুরের মুখ্য পর্যটক আকর্ষণ—পাহাড়ের উপর কেল্লা আর সিধে গিয়ে পাদদেশে জাতীয় উদ্যান। জয়পুর মহরাজদের মৃগয়াভূমি আরাবল্লী ও বিন্ধ্য পর্বতে ঘেরা ৪৯২ বর্গ কিমি জুড়ে ১৯৭১এ গড়ে ওঠে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্ষেত্র। ১৯৭৩এ শিরোপা চাপে প্রোজেক্ট টাইগারের, আর ১৯৮০তে পদোন্নতি ঘটে হয় জাতীয় উদ্যান। প্রায় অর্ধশত বাঘ, প্যান্থার, লেপার্ড, নীলগাই, চিঙ্কারা, শম্বর, চিতল, বন্য শুয়োর, হায়না, শিয়াল, বনবিড়াল, রয়েছে জাতীয় উদ্যানে। নীলগাই-এর জন্যও রণথম্ভোরের প্রশস্তি। যত্রতত্র চরে বেড়ায় অরণ্যচারীরা। আয়তনে ছোট, খোলা জিপে বসে অল্প আয়াসে যোগীমহলের ১০-১৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে দর্শনও মেলে বাঘের। এমনকি যোগী মহল থেকেও বনের রাজার দর্শনলাভ অস্বাভাবিক নয়। তবুও দুর্গ বলেই সমধিক খ্যাত রণথম্ভোর আজও।

পদম, রাজবাগ ও মিলাক ৩টি তালাও অর্থাৎ লেক আছে রণথম্ভোরের পাহাড়ী ঢালে। বনচরেরা আসে লেকের জলে তৃষ্ণা মেটাতে। পর্যটকদের নিরীক্ষণ ক্ষেত্রও এই তিন লেক। তবে পদ্মে ভরা পদমই আকর্ষণে অনন্য। শীতে নাম-না-জানা পাখিরাও উড়ে এসে জুড়ে বসে লেকের পাড়ে। কুমিরও আছে লেকের জলে। বন, খাড়া পাহাড় আর লেক —এই তিনে মিলে পরিবেশ মধুময় করে তুলেছে রণথম্ভোরের। নদীও বয়ে চলেছে পাহাড় ঘিরে। ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বটবৃক্ষটিও এই জাতীয় উদ্যানে। হনুরা মাতিয়ে বেড়ায় বটের ডালে। অরণ্যপ্রেমীদের স্বপ্নরাজ্য রণথম্ভোর।

পদম লেকের সামনে যোগীমহল, তার পেছনে জাতীয় উদ্যানের শিরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে ৭০০ ফুট উঁচু পাহাড় চুড়োয় রাজপুত স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, রাজপুত বীরত্বের গাথা গেঁথে গড়া ছবির মতো রণথম্ভোরের দুর্গ। প্রতিরক্ষার বেড়াজাল বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। নানান উত্থান-পতনের

মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই চললেও দুর্গ ফেরে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল থেকে জয়পুরের মহারাজার হাতে। সামনে তার পদ্মে ভরা লেক—পদম তালাও। তৈরি এটি ৫ শতকে মহারাজ জয়ন্তর হাতে। তবে, বীর হামীরের দুর্গ বলেই সমধিক খ্যাত। বীর হামীরের মৃত্যুর সাথে ধ্বংসও পায় দুর্গ আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে। মধ্যযুগে চৌহান রাজপুতদের মূল ঘাঁটি ছিল চারপাশ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা, প্রাচীরে সুরক্ষিত পাহাড়ী দুর্গে। ৪টি তোরণ পেরিয়ে কেল্লায় প্রবেশ। মূল তোরণ—বড়া দরওয়াজা। শুধু নামে নয় আকারেও বড়, আর বর্ণাঢ্যও। এর বুরুজ ও গম্বুজগুলিও দর্শনীয়। দুর্গটি আজ ধ্বংসের কাল গুনছে। তারই মাঝে হামীরের রাজপ্রাসাদ, রানীমহল, রানীদের স্নানের তালাও, হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—বারোয়ানওয়ালা, রঘুনাথজী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, দিগম্বর জৈন মন্দির, কেল্লার শীর্ষে জাগ্রত দেবতা বিনায়ক (কল্পতরু) গণেশ, কালী মন্দির ছাড়াও নানান ছত্রিশ আজও পর্যটকদের প্রশস্তি পাচ্ছে। গণেশ চতুর্থী উৎসবে ভক্ত সমাগমও ঘটে দূর-দূরান্ত থেকে আজও। তেমনই আকবরের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ তথা দরগাটিও যথেষ্ট জাগ্রত। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা ৫ কিমি দূরের অনন্তপুরে নীলকান্ত মহাদেব অর্থাৎ শিব মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

আর, উচিত হবে গম্ভীর নদীর তীরে **মহাবীরজী** জৈনতীর্থ বেড়িয়ে নেওয়া। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা খননে পাওয়া চব্বিশতম জৈন-তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তিকে নিয়ে মন্দির। চৌকোণা মন্দিরের সামনে উঁচু স্তম্ভ ও বিশাল দালান। জাতকের কাহিনী মূর্ত হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে। মহাবীর জয়ন্তীতে মেলা বসে—দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তের দল ও পর্যটক আসেন। দিল্লী থেকেও ট্রেন আসছে মহাবীরজী। রেল স্টেশন থেকে বাস বা উটের গাড়িতে মন্দির পৌঁছান। জয়পুর থেকেও বাসে চলা যেতে পারে ঘণ্টা চারেকে। থাকা ও আহার্য মেলে মন্দির লাগোয়া ধরমশালায়। আর উৎসবকালে দেবতা নগর পরিক্রমায় বের হন রথে চড়ে। যাত্রীদের থাকারও বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে উৎসবকালে। দুর্গ দেখে সওয়াই মাধোপুর ফিরুন। সওয়াই মাধোপুর থেকে এবার চলুন রাজ্যের রাজধানী জয়পুরে। তবে ভরতপুরেও চলা যেতে পারে কোটা থেকে আসা ট্রেনে সওয়াই মাধোপুর থেকে।

Sawai Madhopur-322001, STD-07462-এ ভাল হোটেলের অভাব। তবে *রেলের রিটায়ারিং রুম* থাকার পক্ষে ভালই। রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই বাঁয়ে বাজারিয়া বাজার এলাকায়—*H Samrat*, D ১৫০-২২৫; অদূরে *H Parikh*, ✆ 20619, D ১২৫-১৭৫; *H Asha Lodge*, D ৮৫-১৫০; আরও যেতে *Mansarovar H*, ✆ 20370, D ১০০-১৫০; *Tiger Heaven; Swagat H*, R½, ✆ 20601; একই পথে *H Vishal*, ✆ 20504, রেল ফ্লাইওভারের কাছে *H Pink Palace*, DAB ৩০০-৪৫০; *Bhanwar Vilas Palace*, D ১২০০। শহর থেকে উদ্যানমুখী পথে *The Cave*, R3, বাথ সংলগ্ন তাঁবুতে ১৫০ প্রতিজনা; স্বল্প যেতে **The Sawai Madhopur L*, R3½, ✆ 20541, S ১০৫ D ১৪৫ US$; অরণ্যমুখী আরও যেতে *Ankur Resort*, ✆ 20792, S ৪৫০-৬০০ D ৬৫০-৮০০ থাকার পক্ষে ভাল, ভেজ মিলে যথেষ্ট সুনাম এদের, কল বুকিং: Span-✆ 2801209; অদূরে *Anurag Resort, Hamir Wild Life Resort*— দুইয়েরই মান ও দাম অক্ষুর তুল্য। আধ কিমি দূরে RTDC-র *H Kamdhenu*, N P Rd, Sawai Madhopur-1, R5, ✆ 20334, SAB ৪০০ DAB ৬০০ ডর্মি ৫০, ব্যবস্থাপনা ভালই; আহারও মেলে ক্যান্টিনে। এদেরই *Vinayak Tourist Complex*, Ranthambhore, ✆ 211619, A/c S ৪৫০ D ৫৫০ স্যুইট S ৭৫০ D ৯৫০; গাড়িও ভাড়ায় মেলে অরণ্য সফারি ও স্টেশন থেকে কামধেনু যাতায়াতে। আর আছে রেল স্টেশন থেকে ৭ কিমি দূরে মহারাজার অতীতের অতিথিশালায় RTDC-র *H Castle Jhoomar Baori*, Ranthambhore, ✆ 20495, SAB ৫৫০ DAB ৬৫০ স্যুইট S ৭০০ ৮৫০ D ৯০০ ১২০০। বামহাতি Sherpur-এ *Indian Adventures*, এদের থাকা-খাওয়া নিয়ে A P প্রথায় চার্জ। তবুও যেন অরণ্যের স্বাদ পেতে ৩ কিমি উদ্যান অন্দরে পদ্মে ভরা পদম লেকের সামনে মহারাজার হান্টিং লজে ৪ ঘরের *Jogi Mohal* থাকার জন্য অনবদ্য। এদের চার্জ AP প্রথায় থাকা-খাওয়া নিয়ে প্রতি জনা ৮৫০; অবু: Field Director—Project Tiger. অফ সিজনে রিবেট মেলে এদের কাছে। তবে গত কিছুকাল দ্বার রুদ্ধ যোগী মহলের। *রেলের রিটায়ারিং রুম*ও আছে সওয়াই মাধোপুরে। আর জলপানের জন্য বাজারে *ব্রজবাসী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের* মিঠাই ও নোনতার প্রশস্তি আছে।

জয়পুর

লাল আর গোলাপী বেলেপাথরে তৈরি প্রাসাদনগরী জয়পুর পর্যটকদের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য। আরাবল্লী পর্বতে ৪৩১ মি উঁচু জয়পুর **পিঙ্ক সিটি** নামেও খ্যাত। তবে ঋতুভেদে, সময়ের ব্যবধানে পিঙ্ক থেকে অম্বর, অরেঞ্জ, অকার হয়ে থাকে ক্রমে ক্রমে। ১৮৭৬এ প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনা জানাতে সাদা বর্ডারে শহর রঞ্জিত হয় গোলাপী রঙে। সেই থেকে আইন করে প্রতিটি বাড়িতেই গোলাপী রঙ করার প্রথা চালু—অর্থাৎ শহরও সেজে ওঠে গোলাপী রঙে। রাজস্থানী সংস্কৃতিতেও গোলাপী অর্থে আতিথেয়তা বোঝায়। সূর্যাস্তকালে এর মায়াবী রূপ পর্যটকদের অভিভূত করে। প্রশস্ত রাজপথ, দু'পাশে প্রাসাদোপম বাড়িঘর, জানালায় সুন্দর জাফরির কাজ—শুধু ভারত কেন, সারা বিশ্বে এমনটি খুঁজে মেলা ভার।

১৬৯৯এ মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন জয়সিংহ দ্বিতীয় (১৬৯৯-১৭৪৪)। দিল্লীর মসনদে তখন ঔরঙ্গজেব। প্রথামত বালক জয় সিংহ গেলেন রাজদর্শনে দিল্লীতে। বালকের বুদ্ধিমত্তায় খুশি হয়ে *সওয়াই* অর্থাৎ এক নয়—সওয়া একগুণ খেতাব দিলেন সম্রাট। রাজধানী তখন অম্বর পাহাড়ে। কাজকর্মের সুবিধার জন্য রাজধানী নিয়ে আসেন তিনি সমতলে। ১৮ই নভেম্বর, ১৭২৭-এর

শুভক্ষণে শুরু হয়ে গড়ে ওঠে নতুন শহর নিজ পরিকল্পনায়, ব্লু-প্রিন্টটিও একান্তই তাঁর। সঙ্গে অবশ্য দোসর ছিলেন বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। তবে মোগলী ও জৈন প্রভাব মেলে স্থাপত্যে। শুধু নগর পরিকল্পনায় নয়, জ্যোতিষশাস্ত্রেও জয় সিংহ ছিলেন পারদর্শী। সম্রাটের নিজস্ব আবিষ্কার—মানমন্দিরের জ্যামিতিক যন্ত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। সে ১৭৩৪এর কথা, রাজার নাম থেকে শহরের নাম হয় জয়পুর। আজকের শহরের উত্তর-পুবে দেওয়ালে ঘেরা রুক্ষ পাহাড়ে বেষ্টিত ছিল সেকালের জয়পুর। আয়তাকার ৯টি সেকটরে বিভক্ত ছিল বিশ্বে একমাত্র শহর জয়পুর। ৮টি পোল বা প্রবেশ ফটক ছিল শহরের। দেওয়াল লোপ পেলেও পোলগুলি রয়েছে আজও। পুবে সূরয পোল আর পশ্চিমে চাঁদ পোল অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র বংশ থেকে নামকরণ। প্রতিরক্ষার দিক থেকেও খুবই সুরক্ষিত ছিল জয়পুর সেকালে। আজ নবরূপে প্রসার পাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমে শহর। তবে, জয়পুরের ট্যুরিস্ট স্পট সবেরই অবস্থান পুরাতন শহরে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে জয়পুর রেল স্টেশন। সওয়াই মাধোপুর থেকে ১-৪৫, ৭-১০, ১৭-১৫র প্যাসেঞ্জারে বা ১-০০টার 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্সে বা ১০-৩০র মুম্বাই-জয়পুর এক্সে বা ৬-২৫এ ত্রিসাপ্তাহিক চেন্নাই-জয়পুর এক্সে জয়পুর চলুন। প্যাসেঞ্জারে ৩ এক্স ট্রেনে ২ ঘণ্টার পথ। বাসও যাচ্ছে এপথে। ট্রেন আসছে বিকানীর, যোধপুর, বাড়মের, আবু রোড, উদয়পুর ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জয়পুরে। ৬-১৫ ও ১৪-০০টায় আজমের ছেড়ে ৯-৩৫/১৬-২০এ জয়পুর যাচ্ছে আজমের-জয়পুর এক্স, ১৯-৪৫এ আজমের-দিল্লী এক্স, ১৫-৪০এ আজমের-নিউ দিল্লী শতাব্দী এক্স; ১৭-৪০এ আজমের-জয়পুর প্যা, ১৩-৩৫এ পূর্ণা-জয়পুর এক্স, ২-২৫এ 9616 চেতক এক্স, ১৯-২৫এ আমেদাবাদ-দিল্লী মেল, ২-১০এ আশ্রম এক্স, বৃহস্পতিবার ৫-৩৫এ আজমের-বেরিলি এক্স, ১৯-০৫এ আগ্রা ফোর্ট এক্স আজমের ছেড়ে জয়পুর যাচ্ছে ঘণ্টা তিনেকে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে আরও নানান। ট্রেন আসছে ভারতের দিগ্বিদিক থেকেও জয়পুরে। আমেদাবাদ-আজমের-দিল্লী সরাই রোহিলা মিটারগেজ রেল পথের এক জংশন স্টেশন জয়পুর।

২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে জয়পুর যাচ্ছে বেরিলি/তুণ্ডলা/সওয়াই মাধোপুর হয়ে 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স। জয়পুরের দূরত্ব ১৬৯৭ কিমি, সময় নেয় ৩৬ ঘণ্টা। তেমনই 1181 চম্বল এক্স প্রতি বৃহস্পতিবার ১৫-১৫য় হাওড়া ছেড়ে আগ্রা ক্যান্ট যাচ্ছে পরদিন ২০-৪০এ; প্রতিদিন ৯-৪৫এ উদ্যান-আভা-তুফান এক্সে হাওড়া ছেড়ে পরদিন ১৫-০৫এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে বাসে বা আগ্রা ক্যান্ট থেকে ১৭-০০টার সুপার ফাস্ট এক্সে ২২-১০এ (সার্ভিস সাময়িক রহিত) বা 1346 দিন ১৭-২০এ বারাণসী, ২৩-১০এ লক্ষ্ণৌ, পরদিন ০-৪৫এ কানপুর, ৩-৫০এ তুণ্ডলা, ৫-২৫এ আগ্রা ক্যান্ট ছাড়া লক্ষ্ণৌ-যোধপুর মরুধর এক্সে ১২-২০এ জয়পুর চলা যেতে পারে। আবার দিল্লীর নানান ট্রেনে তুণ্ডলায় বদল করেও সওয়াই মাধোপুর বা আগ্রা হয়ে জয়পুর যাওয়া চলে। পূর্বা এক্স ট্রেনটি আদরণীয় হবে তুণ্ডলা/আগ্রা হয়ে জয়পুর চলায়। তবে, ট্রেন বদলের ধকল থেকে অব্যাহতি পেতে দিল্লী জং পৌঁছে দিল্লী সরাই রোহিলা হয়ে যাওয়াই সুবিধার। ৫-১৫য় দিল্লী-জয়পুর এক্স, ১৭-০০টায় ইন্টারসিটি এক্স, ১৫-০৫এ আশ্রম এক্স, ২১-০০টায় মাণ্ডোর এক্স, ২২-১০এ আমেদাবাদ মেল, ১৪-১০এ চেতক এক্স, ২১-৪০এ আজমের এক্স, ২৩-১০এ শেখাবতী এক্স, দিল্লী সরাই রোহিলা থেকে জয়পুর যাচ্ছে। দিল্লী থেকে ঘণ্টা আটেকের পথ।

আর নবতম ব্রডগেজ লাইনে রবি ছাড়া প্রতিদিন ৬-১৫য় নতুন দিল্লী ছেড়ে আলোয়ার ৮-৩১, জয়পুর ১০-৩০এ পৌঁছে আজমের যাচ্ছে ১২-৪০এ 2015 শতাব্দী এক্স। প্রতি শনিবার আমেদাবাদ রাজধানী এক্সও যাচ্ছে ১৯-৪৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ০-৪০এ জয়পুর পৌঁছে আমেদাবাদে।

জয়পুর থেকে মিটারগেজে দিল্লী সরাই রোহিলায় যাচ্ছে—শেখাবতী ১৮-০৫, চেতক এক্স ৬-০৫, আমেদাবাদ-দিল্লী মেল ২২-২০এ, আশ্রম এক্স ৪-৪৫এ; ব্রডগেজে দিল্লী জং যাচ্ছে ৬-০০টায় 9759 জয়পুর-দিল্লী ইন্টারসিটি এক্স, ১৬-৩০এ 2414 জয়পুর-দিল্লী এক্স, ০-৪৫এ 2462 মাণ্ডোর এক্স; নতুন দিল্লী যাচ্ছে রবি ছাড়া প্রতিদিন ১৮-০০টায় শতাব্দী এক্স।

বিকানীর যাচ্ছে ২১-০০টায় জয়পুর ছেড়ে 4737 বিকানীর এক্স মেরতা রোডে হাওড়া-যোধপুর এক্সের সাথে জুড়ে পরদিন ৭-০০টায় 2347 লিঙ্ক এক্স হয়ে, ১৫-২০এ জয়পুর ছেড়ে ফুলেরা/মেরতা রোড হয়ে ২২-২০এ বিকানীর যাচ্ছে 2468 ইন্টারসিটি এক্স; ৫-০০টায় বিকানীর ছেড়ে জয়পুর ফেরে ১১-৫৫য় 2467 ইন্টারসিটি এক্স। ১২-৪০এ জয়পুর ছেড়ে মিটারগেজে আজমের ১৫-৫০, চিতোর ১৯-৪৫, ইন্দোর ৪-২০, মউ ৫-১০, খাণ্ডোয়া ৯-৫০এ পৌঁছে পূর্ণা যাচ্ছে ২০-২৫এ 9769 এক্স। ফুলেরা, আলোয়ার ও লোহারু যাচ্ছে নানান প্যাসেঞ্জার ও এক্স জয়পুর থেকে। বারাণসী যাচ্ছে 2357 দিন ৯-০০টায় যোধপুর ছেড়ে ১৫-০০টায় জয়পুর, ২০-৫০এ মথুরা, ২১-৫৫য় আগ্রা ক্যান্ট, ২২-৪০এ আগ্রা ফোর্ট পৌঁছে তুণ্ডলা/কানপুর/লক্ষ্ণৌ হয়ে পরদিন

৯-৪০এ 4864 মরুধার এক্স। মরুধারের অংশ যাচ্ছে কাশগঞ্জে কানপুরে টুকরো হয়ে। ১৯-১৫য় জয়পুর ছেড়ে পরদিন ৮-১৫য় শ্রীগঙ্গানগর যাচ্ছে 9711 এক্স; 2 6 দিন ১৯-১৫য় জয়পুর ছেড়ে পরদিন ১১-২০এ অমৃতসর যাচ্ছে 9771 এক্স। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে জয়পুর থেকে বিকানীর ১০ ঘ, যোধপুর ৮ ঘ, বাড়মের ১৭½ ঘ, চিতোর, উদয়পুর, আজমের, আবু রোড ছাড়াও ভারত রাষ্ট্রের নানান দিকে।

তবে, জয়পুরের পথে বাস দ্রুতগামী যান আজও। রাজস্থান স্টেট রোড ট্রান্সপোর্টের বাসও যাচ্ছে রাজ্যের দিগ্বিদিকে জয়পুর থেকে NH 8 (দিল্লী-মুম্বাই) ও 11 (আগ্রা-বিকানীর) ধরে। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় আজমের, 8 ঘণ্টায় ভরতপুর, দিল্লী যাচ্ছে ৫½ ঘণ্টায়—১৫ মিনিট অন্তর দিন-রাত্রি জুড়ে, ডিলাক্স যাচ্ছে ১ ঘণ্টা অন্তর; চণ্ডীগড় ১৮-৩০, ১৯-৩০; গোয়ালিয়র ১৬-০০, ১৮-০০, ২১-২৫; বৃন্দাবন ১৫-৩০; মথুরা ৬-৪৫, ৭-৪৫; ৪½ ঘণ্টায় আগ্রা ৩-৪৫, ১৫-৩০, ১৬-৩০; ৭ ঘণ্টায় বিকানীর যাচ্ছে ১৫-৪৫, ১৯-৩০, ২১-৪৫, ২৪-০০; ৭ ঘণ্টায় যোধপুর যাচ্ছে ৫-০০, ১১-১৫, ১৫-৪৫, ১৬-০০; যোধপুর হয়ে ১৪½ ঘণ্টায় জয়সলমীর যাচ্ছে ২২-৩০; ১০ ঘণ্টায় উদয়পুর ৬-৩০, ৭-৩০, ১৫-১৫, ১৮-১৫, ২১-০০; আবু রোড ১৯-৩০; চিতোরগড় ৭-৪৫, ১৪-১৫, ২২-০০; ভূপাল যাচ্ছে ১৮-০০টায় জয়পুর থেকে। রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে এইসব দূরপাল্লার পথে। দিল্লীর কাশ্মীরী গেট থেকে সাধারণ যাত্রী বাস ও ইন্ডিয়া গেটের কাছে বিকানীর হাউস থেকে ৫½ ঘণ্টায় নানানধর্মী বাস আসছে জয়পুরে, ডিলাক্স ভাড়া ৯৬, সাধারণ ৫০,। দূরত্ব ২৫৯ কিমি কোটপুতলী হয়ে আর আলোয়ার হয়ে ৩০৮ কিমি দিল্লী থেকে।

এছাড়াও হরিয়ানা রোডওয়েজের বাস যাচ্ছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে হোটেল চন্দ্রগুপ্তর কাছ থেকে দিল্লী ছাড়াও উত্তর ভারতের নানান দিকে। নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাসও চলছে জয়পুর থেকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের নানান দিকে। ছাড়ছে এরা মতিলাল অটল রোডের হোটেল নিলম-এর বিপরীত থেকে। Sindhi Camp Bus Stand : ✆ Exp 363277, Deluxe ✆ 375834.

জয়পুর থেকে দূরত্ব		
দিল্লী	২৫৯	কিমি
আগ্রা	২২৮	„
ভরতপুর	১৭৬	„
সরিস্কা	১০৮	„
আজমের	১৩২	„
চিতোর	৩২০	„
উদয়পুর	৪০৭	„
যোধপুর	৩৪৩	„
আবু পর্বত	৫০৯	„
জয়সলমীর	৬৫৪	„
বিকানীর	৩২১	„
সওয়াই মাধোপুর	১৫৭	„
আমেদাবাদ	৬৬৪	„

আর IAC-র বিমান দিল্লী যাচ্ছে ৪০ মিনিটে প্রতিদিন ২১-৩৫এ, দিল্লী ছেড়ে জয়পুর আসছে 2 4 6 দিন ১৭-০৫, 1 3 5 7 দিন ৫-৪৫এ। কলকাতায় যাচ্ছে 1 3 5 দিন ১৯-৫০এ ছেড়ে ২২-১৫য়; ফেরে ১৬-০০টায় কলকাতা থেকে। মুম্বাই যাচ্ছে 2 4 6 দিন ১৮-১৫য় ছেড়ে ১৯-০০টায় উদয়পুর, ২০-৩৫এ ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে ২১-৫০এ; 1 3 5 7 দিন ৬-৫৫য় ছেড়ে ৭-৪০এ উদয়পুর পৌঁছে ৯-২০এ; 1 3 5 দিন ১৯-
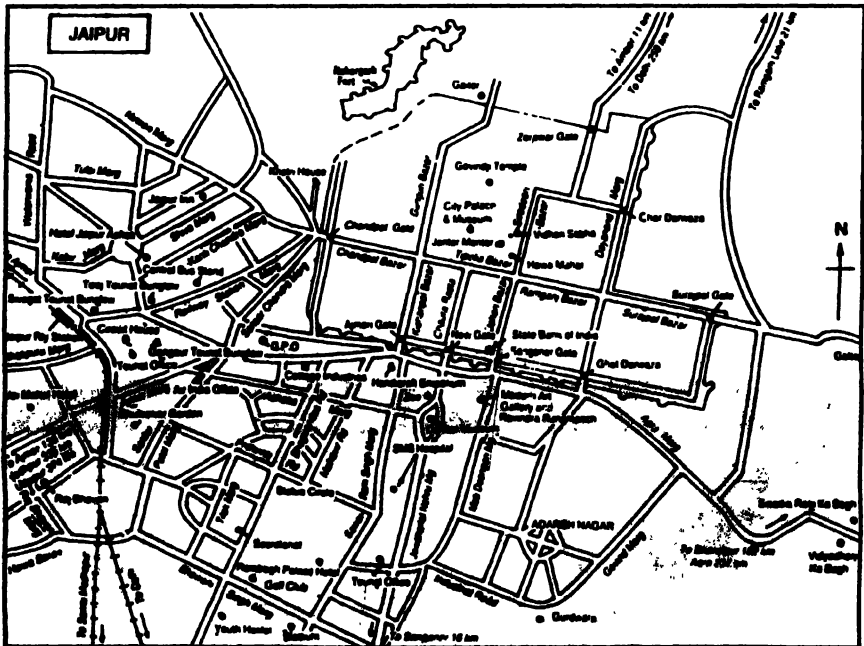
০০টায় ছেড়ে ২০-০০টায় আমেদাবাদ পৌঁছে ২১-৪০এ; জয়পুর আসছে একই দিনগুলিতে একইভাবে। প্রাইভেট বিমান Damania Airways 1 3 5 7 দিন জয়পুর-কলকাতা-চেন্নাই-মুম্বাই, 1 3 5 7 দিন জয়পুর-আমেদাবাদ-দিল্লী রুটে চলছে। East West, Tonk Rd, ✆ 512961 দৈনিক সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই-জয়পুরের মাঝে। Jet Airways-ও দৈনিক সার্ভিস গড়েছে মুম্বাই-জয়পুর-মুম্বাই-এর।

IAC-র সহযোগী বায়ুদূত যাচ্ছে দিল্লী থেকে জয়পুর, যোধপুর, জয়সলমীর, কোটা ও বিকানীরে। শহর থেকে ৯ কিমি দূরে বিমানবন্দর। IAC-র কোচ, অটো ও ট্যাক্সি মেলে শহর যাতায়াতে। দপ্তর বসেছে: IAC, Tonk Rd, ✆ 514500; বায়ুদূতের দপ্তর গাঙ্গুর ট্যুরিস্ট বাংলো-য়। শহরে চলছে রিকশা, অটো, টেম্পো, মিটারহীন ট্যাক্সি ও সিটি বাস। এদেরই মাঝে উটে টানা গাড়িও চলেছে শহরে।

Jaipur-302001, STD-0141-এ রেল স্টেশন থেকে ⅄ ধর্মী পথ গিয়েছে—বাঁয়ে স্টেশন রোড, আর ডাইনে মির্জা ইসমাইল অর্থাৎ M I Rd. হোটেলগুলিও মূলত গড়ে উঠেছে এই দুই রাজপথে। তবে মধ্যমানের হোটেলগুলিতে কমিশনের রফা থাকে রিকশা ও অটোর সাথে। তারকাখচিত হোটেলগুলির সঙ্গে RTDC-র হোটেল ত্রয়ী, *Jaipur Inn, Evergreen H, Arya Niwas, Atithi G H* থাকার পক্ষে ভালই। এদের কাছ থেকে কমিশন না মেলায় চালকরা বাদ সাধে—এইসব হোটেলে যেতে। রেল স্টেশন আর বাস স্ট্যান্ড দুইয়ের ব্যবধান ১ কিমি। সংযোগকারী স্টেশন রোডের দুই প্রান্তে এরা। রেল স্টেশনের বিপরীতে Station Rd, Jaipur-302006-এ—RTDC-র *H Swagatam,* ✆ 200595, S ২৫০ D ৩০০ ডিলাক্স S ৩৫০ D ৫০০ ৮ বেডের ঘর ৫০০ ডর্মি ৫০ (ব্রেক ফাস্ট ও বেড টি সহ), কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. *Station G H, Ashoka H, Asaam H,* SCB ৬০ SAB ৮০-১০০ DCB ১২০ DAB ১৫০-২২৫; *H Rawat,* SAB ৮৫ DAB ১৬৫-২২৫ A-c D ৩২৫; *H Mamta,* ✆ 378016, SAB ১০০-১৫০ DAB ১৫০-২৫০ TAB ২৫০ A/c S ২৫০ D ৩২৫। শহরের দক্ষিণে ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে *Raj Mahal Palace H,* Sardar Patel Marg-1, A10R5B3, A/c S ৪৫ D ৮৫ স্যুইট ১২৫-১৮০ US$; *H Mayur, H Rajhans, H Golden,* opp Polo Victory, ✆ 66606, SCB ৮০ SAB ১০০-১৫০ DCB ১২০ DAB ১৫০-২৭৫ A-c S ২২৫-৩০০ D ৩২৫-৪০০ ডর্মি ৫০; *H Mahendra,* SCB ৪৫ SAB ৬৫-৮৫ DCB ৮০ DAB ১০০-১৭৫; *H Mahabir, H Chandraloak,* SAB ৬০-৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *H Polo Victory,* S ৮০ D ১৫০; *Golden Inn,* Viveknagar-6, R1½B¼, SCB ৮৫ SAB ১৫০-২০০ DCB ১৫০ DAB ২২৫-৩০০ A-c D ৩৫০ ৪০০ ডর্মি ৫০।

বামহাতি Matilal Atal Rd-1এ—*Madras H,* SCB ৫০ SAB ৮০ DCB ৮৫ DAB ১৫০ A-c S ২২৫ D ৩২৫; *H Capital, H Ganesh, Rama H,* SCB ৬০ DCB ১০০ DAB ১৫০-২০০; *H Neelam,* ✆72215, S ২৫০-৩২৫ D ২৭৫-৩৫০ A/c S ৩৫০-৪৭৫ D ৪৫০-৬৫০ স্যুইট ৮৫০; *H Archana,* SCB ৫৫ SAB ৮০ DCB ১০০ DAB ১৫০; ঘরোয়া পরিবেশে *Atithi G H,* ✆ 78679, 1 Park House Scheme, D ৩০০-৪৫০, থাকা ও আহার্যে প্রশস্তি আছে এদের; কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171. আর রয়েছে রেল স্টেশন থেকে ৫ মিনিটের পথে *Banerjee L,* Power House Rd, Sen Colony, Jaipur-6, ✆ 313181.

RTDC-র কেন্দ্রীয় দপ্তর বসেছে হোটেল স্বাগতমে। কমপক্ষে ১০ দিন আগে অগ্রিম পাঠিয়ে রাজ্য জোড়া RTDC-র Tourist Lodge বুক করা যেতে পারে: Manager-Accommodation, RTDC, H Swagatam Campus, near Railway Stn, Jaipur-302006, ✆ (0141) 310586, Tlx :0365-2479, Fax :0141-316045 বা Sr Manager, RTDC, Bikaneer House, New Delhi-110011, ✆ (011) 3383837, Tlx : 031-63142 RTDC—IN, Fax : 011-3382823 কে। এদের Mumbai ✆ 2044162, Calcutta ✆ 279051, Chennai ✆ 472093.

আর রেল স্টেশন থেকে বামহাতি Sawai Jai Singh Highway অর্থাৎ বাণী পার্কে রেল ও বাস থেকে হাঁটা দূরত্বে—RTDC-র *H Teej,* ✆ 374373, SAB ৪০০ DAB ৫০০ সুপার ডিলাক্স S ৫৫০ D ৬৫০ ডর্মি বেড ৫০; ITDC-র **H Jaipur Ashok-6,* ✆ 75171, A14R1B1, A/c S ১১৯৫ D ২৩০০ স্যুইট ২৩৯৫, এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে রিবেট মেলে; *Jaipur Inn,* ✆ 316157, A13 R1½B1, D ৩২৫-৬২৫ ডর্মি বেড ৮০, ক্যাম্পিং-এরও ব্যবস্থা আছে; থাকা ও আহার দুইয়েতেই প্রশস্তি এদের।

সওয়াই রাম সিং রোড শেষ হতে আজমের গেটের ১ কিমি দক্ষিণে অতীতের দিগ্নি ঠাকুরদের প্রাসাদে আর এক পপুলার *Diggi Palace H,* ✆ 373091, D ১৭৫-৩২৫ A-c D ৪৫০-৬০০; ব্যবস্থাপনা ভালই— আহারেও সুনাম যথেষ্ট এদের।

Welcomgroup-এর **Rajputana Palace Sheraton,* Palace Rd-6, ✆ 360011, A/c S ১২৫-১৮৫ D ১৫০-২২৫ স্যুইট ৩১০-৭২৫ US$; **H Mansingh,* Sansar Ch Rd-1, ✆ 378771, A13R½B1½, A/c D ৩৫০০; **H Mangal,* Sansar Ch Rd-1, ✆ 375126, opp Amber Cinema, R1B½, SAB ২২৫-৩৫০ DAB ৩২৫-৪৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০ স্যুইট ১০০০; *H Mandawa House,* Sansar Ch Rd-1, A15R1B0, ✆ 365398, A/c S ৪৫০-৬০০ D ৬৫০-৮০০। GPO-র কাছে ব্যবস্থাপনায় ভাল **H Arya Niwas,* S C Rd-1, behind Amber Tower, ✆ 372456, A15R1½B½, S ৩০০-৪৫০ D ৫৫০-৬৫০ স্যুইট ১০০০; *H Sikari ;* বাগিচায় ঘেরা *H Bissau Palace,* outside Chandrapole Gate-6, ✆ 310371, A15R1B1, S ৬০০ D ৮৫০ A/c S ১২৫০ D ১৫০০; *H Megh Niwas,* A-c D ৬০০ A/c ৮৫০ স্যুইট ১০০০; *H Nataraj,* near Polo Victory, R½B½, S ২২৫-৩০০ D ৩৫০-৪৭৫ A/c S ৬০০ D ৮০০; **H Khetri House,* Chandrapole Gate-6, R1B0, S ৪০০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ৮০০-১২৫০; *National H,* near Candrapole Gate, S ১০০-১৫০ D ১৫০-২৫০।

Civil Lines-6-এ—*Achrol L,* A15R1½B2⅖, ✆ 382154, A/c S ৭২৫ D ১০৫০ স্যুইট ১২৫০; **Jai Mahal Palace H,* Jaipur-6, A13R1½B2, ✆ 371616, A/c S ১৪০-১৬৫ D ১৬০-১৮৫ স্যুইট ২২৫-৪৫০ US$; *Man H,* D ৪৫০; কালেক্টরের পিছে *H Marudhara,* D ৩০০; অদূরে *H Mudhuvan,* A-c S ২৫০-৪০০ D ৩৫০-৬০০; হোটেল দু'টির মান ও দাম দুই-ই আকর্ষণীয়। বিপরীতে *Munal G H,* Ajmer Marg, S ৩৫০ D ৪৫০।

Johari Bazar-3-এ—**LMB H,* A11R4B3, ✆ 565844, A/c S ৮২৫ D ১০২৫ স্যুইট ১২৭৫, এদের রেস্তোরাঁটিরও যথেষ্ট প্রশস্তি শহর জুড়ে; *Kailash H,* SCB ৮০ SAB ১২৫ DCB ১৫০ DAB ২২৫ A/c S ৩২৫ D ৪৫০।

সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে Vanasthali Marg-1এ— *H Shalimar*, SAB ১২৫-১৭৫ DAB ২০০-৩২৫ A/c D৩২৫-৪৫০; *H Kohinoor*, S ১৭৫-২৫০ D ২৫০-৩২৫ A/c S ৪০০-৫৫০ D ৪৫০-৬৫০; *H Goyal*, D ৩০০-৪২৫ স্যুইট ৬০০; *H Gaurav, H Kumar, H Sagar, H Purohit, H Chandramahal*, এদের কাছে S ২৫০ D ৩৫০ থেকে মেলে। *H Chandra Vilas*, opp Bus Std, ✆ 376181, SCB ৮০-১২৫ DCB ১২৫-১৭৫ SAB ১২৫-১৫০ DAB ২০০-২৭৫ A/c D ৩২৫-৪৫০; বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে *H Jai Mangal Palace*, ✆ 378901, S ২০০-৩৫০ D ২৭৫-৪৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০, কল বুকিং: ডায়মন্ড ট্যুরস, ৩০ যদুনাথ দে রোড, কল-১২, ✆ 2259639; *H Chandragupta, H Indraprastha, H Shekhawati*, এদের S ১৫০-৩০০ D ২২৫-৩৫০ টাকায় মেলে।

M I Road-এ— *ডাক বাংলো, Circuit House*, RTDC-র *H Gangaur*, ✆ 371641. A/c S ৪৫০ D ৫৫০ A/c S ৬০০ D ৭০০; এদেরই *Tourist H*, R3B1, ✆ 360238, S ২০০ D ২৫০ ডিলাক্স S ২৭৫ D ৩৫০ ডর্মি ৫০; RTDC-র *H Durg Cafetaria*, Nahargarh Fort, ✆ 320538, DAB ৫০০। *Evergreen H*, opp GPO, DCB ১২৫ DAB ২০০-২৭৫ ডর্মি বেড ৪৫ ব্যবস্থাপনা ভালই; *Savoy H*, R3B2½, SAB ১৫০ DCB ২০০ DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *York H*, R2B1½, S ১০০-১৭৫ D ১৭৫-২৫০; *H Imperial*, S ২৫০ D ৪০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০; *Chowdhury H*, S ৮০-১৫০ D ১২৫-২৫০; বাগিচার মাঝে অতীতের রাজস্থান স্টেট গেস্ট হাউস অর্থাৎ মিনি প্রাসাদে **H Khasa Kothi*, ✆ 375151, A/c S ৭৫০ ৮০০ ১১০০ D ১০৫০ ১৩০০ ১৫০০ স্যুইট ২২৫০ ২৭৫০; *Jaipur Emerald H*, near Rly Stn, ✆ 378632, S ৪০০ D ৫৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০; *Kaiser-i-Hind*, near Rly Stn-6, SAB ২২৫ DAB ৩৫০ A-c S ৩২৫ D ৬০০।

এছাড়াও রয়েছে সারা শহরময়— **Ramgarh L*, Jamuva Ramgarh-9, ✆ 262217, S ৬৫ D ৮৫ স্যুইট ১৩৫ US$; শহর থেকে দূরে **H Clarks Amer*, Jawaharlal Nehru Marg-18, ✆ 550616, A4R12B10, A/c D ১১০-১২৫ স্যুইট ১৪৫ US$: **H Meru Palace*, Sawai Ram Singh Rd-4, ✆ 371111, A/c S ১২৫০ D ১৭৫০ স্যুইট ২৭৫০ ; শহরের দক্ষিণে আর এক প্রাসাদে **H Narain Niwas Palace*, Kanota Bagh, Narain Singh Rd-4. ✆ 561291, A/c D ১৫৫০ স্যুইট ২৫০০; বৈভবে অনন্য মহারাজা মানসিংহ দ্বিতীয়র পোলো প্রাসাদে **Rambagh Palace H*, Bhawani Singh Rd-5, A11R4B2, ✆ 381919, A/c S ১৬৫ D ১৮৫ স্যুইট ২৮৫-৬০০ US$; *H Shib Rani*, C-84, Prithviraj Rd, A10R5B4, S ২৭৫ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬৫০; *Laxmi Vilas H*, A11R5B5, সওয়াই রাম সিং রোড, ✆ 381569, SAB ৩০০ DAB ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *Deluxe Madhu Jamini*, D ২৭৫-৪৫০; *Ksheer Sagar, Pink City H*, S ১০০ D ১৫০-২৭৫; পুরাতন শহরের উত্তর-পূবে ২০০ বছরের প্রাচীন সামোধের রাওয়ালদের টাউন হাউসে *Samode Haveli*, Gangapole, ✆ 540370, S ১২৫০ D ১৫০০ স্যুইট ২৫০০; *Samode Palace*, D ২২৫০-২৭৫০; **H Aditya*, 2 Bhawani Singh Rd, near Udyog Bhawan-5, ✆ 381720, A/c S ৮৫০-১২৫০ D ১২৫০-১৭৫০; **Jaipur Palace H*, Tonk Rd-15, ✆ 512961, D ২০০০ স্যুইট ২৭৫০। আর রয়েছে *Deluxe, Park H*, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫; *Rajdeep H*, Bapu Bazar, S ১২৫ D ২২৫ FR ৩০০ A/c ৪০০ থেকে; *H Samrat*, Amber Rd, S ১০০ D ১৭৫; *Hind*, SMS Highway ; *Sadhana H*, D ১২৫-২০০; *H Raj*, near Sindhi Camp Bus Stand, D ১৫০-২৫০; **H Broadway*, Agra Rd-302004, A16R8, S ৩০০ D ৪৭৫ A/c S ৫৫০ D ৭৫০ ; **Rajmahal Palace Heritage*, Sardar Patel Marg-1, ✆ 381757, S ৮৫ D ১০৫ US$; ছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান। এদের কাছে ৮০-২২৫ টাকায় সিঙ্গল আর ১৫০-৩২৫ টাকার ডাবল বেডের ঘর মেলে। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য ম্যানেজারদের লিখুন।

> ***৭ দিন ৮ রাতের মহারাজা***
>
> *ভারতীয় রেলের সহযোগিতায় RTDC-র অভিনব ১৩ সেলুনে ১০৪ জন যাত্রীর ব্যবস্থা নিয়ে চলমান রাজপ্রাসাদ Palace-on-Wheels ট্রেন যাচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিলের প্রতি বুধবার ৮ রাত ৭ দিনের সফরে নতুন দিল্লী থেকে জয়পুর-চিতোর-উদয়পুর-সওয়াই মাধোপুর-জয়সলমীর, যোধপুর-ভরতপুর-আগ্রা দেখাতে। সবরকম ব্যবস্থা সহ ৫ তারা হোটেলের বিলাস নিয়ে রাজস্থানী শৈলীতে অলঙ্কৃত ট্রেনের যাত্রী ভাড়া একক থাকায় ৪২৫ US$, দু'জন থাকায় ৩০০ US$, তিনজন থাকায় ২৪০ US$ প্রতিদিন প্রতিজনা। ৫-১২ বছরের শিশুদের আধা। আর সেপ্টেম্বর ও এপ্রিলে ভাড়া যথাক্রমে ৩৪০/২৫০/২০০ US$. ভারতীয়দের সম মূল্যের ভারতীয় টাকায় টিকিট মেলে। বুকিং: সেন্ট্রাল রিজার্ভেশন অফিস, জনপথ, নয়া দিল্লী, ✆ 3321820, বা Sr Manager, Palace on Wheels, Tourist Reception Centre, Bikaneer House, ND, ✆ 3381884 বা Sr Manager (Palace on Wheels), Rajasthan Tourism Dev Corpn Ltd, Hotel Swagatam, Jaipur, ✆ 319531*

Vatika Resort, A/c D ১২৫০; *Kanchandeep*, A/c D ১২৫০; *Maya Inter Continental* A/c D ২২৫০; *Royal Castle Palace*, D ১৫০০। শহর থেকে দূরে ৬০ বেডের *Youth Hostel*, behind SMS Stadium, A11R5B4, ✆ 67576 SAB ৪৫ DAB ৬৫ সভ্য ১০/ ১৫ ডর্মি ১২ /৬, তবে দূরত্ব হেতু এড়িয়ে চলেন লোকে ; অবু: Tourist Officer. *রেলের রিটায়ারিং রুমও* আছে জয়পুরে। আর আছে *ধরমশালা*—*Panchayati Damodar Bhavan, Sattailwaonki, Bakshiji, Modiji, Jaulle-Agarwala Bhavan, Sooraj Bhavan, Geeta Bhavan, Gujarati Samaj*, ঘরের জন্য এদের কাছেও দেখা যেতে পারে।

তেমনই সড়ক যাত্রায় আহার-বিহার-বিশ্রামের সুবিধা দিতে RTDC *Motel* গড়েছে *M Barr*, Midway Barr, Jaipur-Jodhpur, ✆ (02937) 4224, S ১৫০ D ২০০; Jaipur-Udaipur NH 11য় *M Deogarh*, ✆ (02951) 52011, S ২০০ D ২৫০ দিনের ৬ ঘণ্টা ১৭৫; *M Dholpur*, Agra-Gwalior NH, ✆ (05642) 20006, D ২২৫ Cottage ২৫০; *M Deeg*, S ২৫০ D ৩০০ দিনের ৬ ঘণ্টা ২০০; *M Mahuwa*, ✆ (07461) 4260, S ২২৫ D ৩২৫; *M Sawan*, Bhadon (Behror), Jaipur-Delhi NH 8, ✆ (01494) 20049, S ২০০-৪৫০ D ২৫০-৬০০ দিনের ৬ ঘণ্টা ১৭৫-২৫০; *M Gulabpura*, Jaipur-Bhilwara-Chittor, ✆ (01483) 23645, D ১৭৫; *M Chinkara*, Ratangarh, Bikaner-Jaipur NH, ✆ (01567) 22286, S ২২৫ D ২৭৫; *M Ratanpur*, Udaipur-Ahmedabad NH, ✆ (07461) 4260, S

১৭৫ ২৫০ D ২৫০ ৩০০; *M Shahpura*, Jaipur-Delhi NH 8, ✆ (01422) 22264, S ২৭৫ D ৩৫০ দিনের ৬ ঘণ্টা ২০০; *M Godawan*, Pokaran, ✆ (029942) 2275, S ২০০ ২৫০ D ৩০০ ৩৫০ দিনের ৬ ঘণ্টা ২০০ অর্থাৎ প্রতিটি জাতীয় সড়কে।

জয়পুরে Paying Guest প্রথায়ও থাকার ব্যবস্থা মেলে। শতাধিক বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে ২৫০-৪৫০ টাকায় দু'বেডের ঘর মেলে। আগ্রহীদের উচিত হবে রাজস্থান ট্যুরিজম বা ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করা।

আহার: ননভেজ রাজপুত আর ভেজ মাড়োয়ারি—তাই হোটেলও হয়েছে ভেজ ও ননভেজ দুইয়েরই সমন্বয়ে জয়পুরে। স্বাদ নিতে পারেন রাজস্থানী কৃষ্টিতে সৃষ্টি *Dal-Bati-Choorma* বা ননভেজ মেনু *Soola*-র। তবে, ভারতীয়, চীনা ও কন্টিনেন্টাল আহার্যের নানান ব্যবস্থা নিয়ে চলতে-ফিরতে হোটেল-রেস্তোরাঁ হয়েছে জয়পুরের পথেঘাটে। Johari Bazar-3এ শীতাতপ **LMV (Laxmi Mishthan Bhander) Hotel* টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আহার্য এদের নিরামিষ। তেমনই এদের মিষ্টির সাথে কুলফি মালাই-এরও প্রসিদ্ধি আছে। ৮—২৩-০০টায় খোলা। 305-6 Johari Bzr-এ *Royal's Fast Food*-এরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি।

আর M I Road-1এ শীতাতপ **Chanakya Restaurant*টি দুপুর ১২-০০ থেকে রাত ২৩-০০টায় ভারতীয় ও কন্টিনেন্টাল আহার্য পরিবেশনে সদাই ব্যস্ত। GPO-র বিপরীতে *Kwality Restaurant* (মঙ্গলবার ছাড়া)-এর স্বল্প মূল্যে দেশী-বিদেশী আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট সুখ্যাতি। তবুও যেন **Niros Restaurant*টি তন্দুরী, মোগলাই, চীনা ও কন্টিনেন্টাল আহার্য পরিবেশনে স্থানীয় ও পর্যটক মহলে যথেষ্ট আদৃত। ৯-৩০—২৩-৩০টায় খোলা মেলে নিরোস। দামে কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটলেও মান যথেষ্ট ভাল। নিরোস লাগোয়া *Nataraj Restaurant*টিরও (৯-০০—২৩-০০) নিরামিষ আহার্য পরিবেশনে সুখ্যাতি আছে। নানানধর্মী মিষ্টিও মেলে এদের কাছে। *Surya Mahal* আর এক নিরামিষ রেস্টুরেন্ট এদেরই পাশে। তেমনই টিফিনের সাথে কফির স্বাদ নেওয়া যেতে পারে *Indian Coffee House* এ। আর চীনা ডিশের স্বাদ নিতে উচিত হবে নিরোসের পাশে গলিপথে *Golden Dragon Chinese Restaurant*-এ চলা।

তেমনই M I Rd ও Ajmer Rd সংযোগে *Handi Restaurant /Bamboo Hut*- এ কাবাব ও তন্দুরির স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। আর রেল স্টেশনে *রেলের রিফ্রেশমেন্ট রুম* সদাই ব্যস্ত স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেশনে।

Sansar Chand Rd-1এ হোটেল মানসিংহ-এর **Shivir*-এরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি (১২-৩০—১৪-৪৫ ও ১৯-৩০—২৩-৪৫এ) ভারতীয় আহার্য পরিবেশনে ; তেমনই হোটেল মঙ্গল-এর *Rituraj Restaurant*-টিও নিরামিষ আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট খ্যাত। বাস স্ট্যান্ডের কাছে স্টেশন রোডে চন্দ্রগুপ্ত হোটেলের *Vaishali Restaurant*-এরও আহার্যে যথেষ্ট সুনাম।

কনডাকটেড ট্যুর : Rajasthan Tourism Development Corpn, Hotel Swagatam Campus, near Rly Station, Jaipur-302006, ✆ (0141) 310586, Tlx 0365-2479, Fax : 0141-316045 আয়োজিত দু'টি ট্যুরে শহর দেখাবার ব্যবস্থা আছে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

T No —1 : Hawa Mahal, City Palace, Museum, Observatory, Central Museum, Amber Palace দেখিয়ে আনে ৮—১৩-০০, ১১-৩০—১৬-৩০ ও ১৩-৩০—১৮-৩০টায়; ভাড়া ৬০ করে।

T No —2 : জয়পুর, নাহারগড় যাচ্ছে সকাল ৭-০০টায় সারাদিনের সফরে ৯০ টাকায়।

T No —3 : রবি ও ছুটির দিনে জয়পুর ও রামগড় যাচ্ছে ৬০ টাকায় সকাল ১০-০০ টায়।

বুকিং : Tourist Officer, Rly Stn Platform No 1, ✆ 69714 (৬—২০-০০) বা RTDC, Transport Unit, ✆ 60239, M I Rd, opp GPO বা RTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলো ত্রয়ী। এছাড়া Govt of India Tourist Office, Hotel Khasa Kothi ✆ 372200 (রাজস্থান স্টেট হোটেল, সোম থেকে শুক্রবার ৯—১৮-০০, শনিবার ৯—১৩-০০) থেকে ITDC, ✆ 368461-এরও একইভাবে শহর দেখাবার ব্যবস্থা আছে। এমনকি দিল্লী থেকে এসেও ITDC দিনে দিনে জয়পুর বেড়িয়ে ফেরে।

আর যাচ্ছে অক্টোবর থেকে মার্চে দিল্লী থেকে RTDC প্রতি সোমবার ৬ দিনের প্যাকেজে মেবার অর্থাৎ জয়পুর-চিতোর-উদয়পুর-রণকপুর-আজমের-পুষ্কর দেখাতে ৪২০০ টাকায়, শিশু ২৯০০। প্রতি মঙ্গলবার হাওয়া মহল ট্যুরে যাচ্ছে ৩ দিনের সফরে ২২০০, শিশু ১৫০০ টাকায় আগ্রা-ভরতপুর-দীঘ-সরিস্কা-জয়পুর বেড়াতে। ১ম ও ৩য় বৃহস্পতিবার ১৫ দিনের ট্যুরে রাজস্থান প্যাকেজে যাচ্ছে ৮৯০০ টাকায়, শিশু ৬২০০। প্রতি সোমবার ৭ দিনের প্যাকেজে যাচ্ছে ৪৮০০ / ৩৪০০ টাকায় ডেজার্ট সার্কিট অর্থাৎ বিকানীর-জয়সলমীর-যোধপুর-আজমের-পুষ্কর সফরে। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ দিনের সফরে ৩০০০ / ২১০০ টাকায় যাচ্ছে সরিস্কা-রণথম্ভোর-ভরতপুর-ফতেপুর সিক্রী-আগ্রা দেখাতে। প্রতি শুক্রবার ৩ দিনের সফরে Golden Triangle অর্থাৎ শিলিশেড়-সরিস্কা-জয়পুর-ভরতপুর-ফতেপুর সিক্রী-আগ্রা প্যাকেজে যাচ্ছে ২২০০ টাকায়, শিশু ১৫০০। এমনকি LTC যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধাও মেলে এদের ট্যুরে। তেমনই Rajasthan Tourism Development Corporation Ltd, Bikaneer House, Pandara Rd, New Delhi-110011, ✆ 3383837, Telx : 031-63142 বা RTDC, Chandralok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001, ✆ 3321820 বা Jaipur ✆ 317052 বা RTDC, 2 Ganesh Ch Avenue, 1st floor, Calcutta-700013, ✆ 279740 এদেরও যোগাযোগ করা যেতে পারে প্রয়োজনে।

কেনাকাটা: তবে, সিটি প্যালেস/যন্তর মন্তর/হাওয়া মহল পাশাপাশি অবস্থান এদের ; তাই এককভাবে রিকশা/টাঙা/অটো/ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেখে নেওয়া যেতে পারে ত্রয়ী। প্যাকেজ ট্যুরের সময় স্বল্পতায় অসম্ভবও হয়ে পড়ে দেখে ওঠা। এরপর অম্বর যান নতুন করে বাসে হাওয়া মহল থেকে। বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু, সময় নেয় আধঘণ্টা। আর হাওয়া মহলের ডাইনে জহুরী বাজার (অলঙ্কার), সামান্য এগুতেই বাপুজী (সুগন্ধী দ্রব্য ও টেক্সটাইল জাত), ত্রিপোলিয়া (ব্রাস ও কার্ভিং জাত পণ্য) অর্থাৎ পুরাতন জয়পুরের শপিং সেন্টারও দেখে নিতে পারেন পায়ে পায়ে। আর নতুন করে প্রসার পাচ্ছে শহর জয়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে M I Road-এ। আধুনিক সাজের নানানধর্মী দোকানপাটও পসরা সাজিয়েছে নানান পণ্যের মির্জা ইসমাইল রোডে। এনামেল করা পটারি ও কুন্দন তথা জুয়েলারির নানান জিনিস, বিদগ্ধীর কারুকার্যময় নানান সম্ভার, ব্লক প্রিন্ট ও বাঁধুনি শাড়িরও যথেষ্ট প্রশস্তি জয়পুরে। উচিতও হবে রত্নখচিত অলঙ্কারের জন্য জহুরী

বাজারের Haldion Ka Rasta বা Gopalji Ka Rasta-র দোকানপাটে চলা। তেমনই M I Rd-এ Rajasthan Government Emporium-এও চলা যেতে পারে যে কোনও রাজস্থানী পণ্য সংগ্রহার্থে। এদের মান ও দাম দুয়েতেই নির্ভরতা বেশী। ১০-৩০—১৯-৩০টায় খোলা। রবিবার বন্ধ থাকে জয়পুরের দোকানপাট। আর উল্লেখ্য GPO-র বিপরীতে State Bank of Bikaneer and Jaipur শাখায় ১৪—১৮-০০টায় ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের সুবিধা মেলে।

প্রাসাদ তো নয়—রীতিমতো ছোটখাট এক শহর জয়পুরের নগর প্রাসাদ বা সিটি প্যালেস। মূল শহরের এক সপ্তমাংশ জুড়ে রাজস্থানী ও মোগলী স্থাপত্য শৈলীতে গড়ে উঠেছে এই প্রাসাদপুরী। চন্দ্রমহল নামেও সমধিক খ্যাত এই প্রাসাদ। চারপাশ দেওয়ালে ঘেরা। প্রবেশপথ এর দুই। মূল প্রবেশপথ—পুবে শিরে কি দেউড়ি, আর দক্ষিণে ত্রিপোলিয়া দরওয়াজা। ঢুকতেই দু'পাশে অফিস-কাছারি, লোক-লস্কর। সওয়াই জয় সিংহর হাতে ১৭৩৪এ প্রাসাদ তথা দুর্গটি তৈরি হলেও, পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহারাজার হাতেও নতুন নতুন মহলের সংযোজন ঘটেছে। এর মুবারক মহলটি ১৯০০য় সওয়াই মাধো সিং দ্বিতীয়র তৈরি। শ্বেত-শুভ্র মুবারক মহলের পাথরের কারুকার্য সুন্দর। অতীতের গেস্ট হাউসে সেক্রেটা-রিয়েট বসলেও আজ রাজ পরিবারের আবরণ ও আভরণ প্রদর্শিত হয়েছে। আর হয়েছে ক্লক টাওয়ার। ডাইনে সিংহ পোল। মর্মরের হাতি পোল পাহারায় রত। আরও যেতে ব্যক্তিগত দর্শনের দেওয়ানী খাস— মর্মরের গ্যালারি। আর দেওয়ানী আমে রয়েছে মহারাজার মূল্যবান চিত্রের সংগ্রহ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সম্ভার। আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের মহাভারতের পার্সি অনুবাদ *রাজা মনাকা* সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ্য। ভূর্জপত্রে বাংলায় লেখা মহাভারতও প্রদর্শিত হয়েছে।

এরই উত্তর-পশ্চিমে প্রাসাদের মধ্যমণি দুগ্ধ ধবল মার্বেল পাথরের ৭তলা চন্দ্র মহলে মহারাজাদের অতীত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পর্যটকপ্রিয় চন্দ্র মহলের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় সুন্দর সংগ্রহ নিয়ে মহারাজা সওয়াই জয় সিংহ ২ মিউজিয়ম বসেছে। হাতির দাঁতের হাওদা, দেশী-বিদেশী কার্পেট, অস্ত্রশস্ত্র ও রাজ পরিবারের বসনের সম্ভার উল্লেখ্য। রাজস্থানী-মোগল-পারসীয় শৈলীর ছবি ও নকশায় এর প্রতিটি ঘর সুশোভিত। কাচে মোড়া দেওয়াল, পিলারে ভর-করা অর্ধবৃত্তাকার খিলান; কারুকার্য নয়নাভিরাম। সুন্দর জালি ঢাকা গ্যালারি হয়েছে রাজ পরিবারের মহিলাদের সভা দেখার জন্য। প্রাসাদের শিরে মুকুট মন্দির। মন্দির থেকে দুর্গ ও চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। শিলেখানা অর্থাৎ অস্ত্রা-গারের সংগ্রহও উল্লেখ্য। ৫ কিলো ওজনের মান সিংহের তরবারি, জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের তরবারি ছাড়াও নানান অস্ত্রের সম্ভার রয়েছে শিলেখানায়। বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম রুপোর জলাধারটিও সুন্দর। মহারাজার পানীয় জল যেত ইংল্যান্ড ভ্রমণে এই জলাধারে। ছুটি ছাড়া ৯-৩০—১৬-৩০টায় ৩০ টাকার টিকিট লাগে প্রাসাদ দেখতে, ছাত্রদের রিবেট মেলে; গাইডও মেলে ২৫ টাকায়।

চন্দ্র মহল থেকে উত্তরে প্রাসাদ বাগিচায় গোবিন্দজীর মন্দির। ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে রক্ষা করতে সওয়াই জয় সিংহ বৃন্দাবন থেকে গোবিন্দজীকে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে বাঙালি পূজারীর হাতে পূজা পাচ্ছেন গোবিন্দজী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত কষ্টিপাথরে দণ্ডায়মান এই দেবমূর্তি। ঝাঁকি প্রথায় ১০-০০, ১১-৩০ ও ১৮-০০টায় ১৫ মিনিটের দর্শন। মহারাজার উত্তরপুরুষ বাসও করছেন প্রাসাদের এক অংশে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী সওয়াই জয় সিংহর হাতে তৈরি ৫টি যন্তর মন্তর অর্থাৎ মানমন্দির হয়েছে সারা ভারতে। বৃহত্তমটি হয়েছে সিটি প্যালেস চত্বরে ১৭২৮এ। বাকি চার —দিল্লী (১৭২৪), বারাণসী, উজ্জয়িন ও মথুরায়। বিজ্ঞানের যুগে আবেদন কিছুটা ক্ষীয়মান হলেও ১৯০১এ সংস্কার হয়ে আজও নিখুঁতভাবে স্থানীয় সময়, সূর্যের অবস্থান, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ, ধ্রুবতারা, তারকা, উপগ্রহের গতিপথ, গ্রহণের নিখুঁত হিসাব ধরা পড়ে যন্তর মন্তরে পাথরের ১৮টি জ্যামিতিক যন্ত্রে। ক্রিম রঙা বিরাটাকার সূর্যঘড়ির কাঁটাটি ৩০ মিটার দীর্ঘ। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ৯—১৬-৩০টায় মানমন্দির খোলা; টিকিট ৪্ করে।

চত্বর থেকে বেরুতেই দোকানপাট রেখে সামনেই বাঁয়ে হাওয়া মহল অর্থাৎ হাওয়ার প্রাসাদ। জয়পুরের আর এক আকর্ষণ নগর প্রাসাদের কাছে এই হাওয়া মহল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা সওয়াই প্রতাপ সিংহ এটি তৈরি করান। তৈরি যদিও ৫৯৩টি পাথুরে পর্দায় রাজ-মহিষীদের রাজপথ দেখার জন্য, তবে এর অর্ধ অষ্ট-ভুজাকার ঝোলানো গবাক্ষ, জালির কাজ, ছাদ, গম্বুজ, সব কিছুতেই বৈচিত্র্য আছে। অদ্ভুত এর স্থাপত্য, পেছনের ৩৬০টি জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মহলকে শীতল করেছে—যন্ত্র ছাড়াই বাতানুকূল ব্যবস্থা। পিঙ্ক রঙা বেলে পাথরের ৫ তলা বাড়িটি দেখতে অনেকটা পিরামিডের মতো। সকালের সূর্যের আলোয় আরও বিমোহিত হয়ে ওঠে হাওয়া মহল। ২ টাকার টিকিটে ৯—১৬-৩০টায় মহল শিরে উঠে শহর তথা চারপাশ দেখে নেওয়া যায়।

পুরাতন শহরের দক্ষিণে রামনিবাস উদ্যানে গড়ে উঠেছে জয়পুরের যাদুঘর। প্রিন্স অ্যালবার্টের জয়পুর ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলতে সওয়াই রাম সিংহর হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় সওয়াই মাধো সিংহর হাতে মিউজিয়ম তথা অ্যালবার্ট হল। খরচ পড়ে ৪৯৪৫৪৪ টাকা। তবে তারও আগে ১৮৮১তে মিউজিয়মের জন্ম। নতুন বাড়িতে স্থানান্তর সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ আর দ্বারোদঘাটন ফেব্রুয়ারি ২১, ১৮৮৭। বেলে পাথর আর শ্বেত মর্মরে তৈরি ভবনটিও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হয়ে যাদুঘরের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে তৈরি। বৈচিত্র্য আছে এর ছাদ, গম্বুজ

ও অলিন্দে। প্রত্নতত্ত্বের অভাব ঘটলেও মহারাজাদের তৈল চিত্র, নানান চিত্রকলা, বসন-ভূষণ, মডেলে শতাধিক যোগী, স্টাফড জীবজন্তু, রাজস্থানী সমাজজীবন, হাতির দাঁতের নানান শিল্প, কার্পেট, ব্রাসের কাজের সংগ্রহ পর্যটকদের দেখে নেওয়া উচিত। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৬-৩০টায় খোলা, টিকিট ১।

মিউজিয়মের দক্ষিণে নেহরু মার্গ শেষ হতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের ইনডোলজি মিউজিয়মটিও আর এক অনন্য দর্শন জয়পুরে। রাজস্থানী লোকগাথার নানান নিদর্শন, চালের উপর ভারতের মানচিত্র, ঔরঙ্গজেব ছাড়াও নানান পাণ্ডুলিপি, বসন, ভূষণ, ফসিল, ঘড়ি, মুদ্রার সংগ্রহ উল্লেখ্য। প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় দর্শন, টিকিট ১০।

জয়পুরের চিড়িয়াখানাটিও বসেছে রামনিবাস উদ্যানে। পরিখায় ঘেরা নীলাকাশের নিচে বাঘ-সিংহ চরে বেড়ায়। আর আছে ক্রোকোডাইল ব্রিডিং ফার্ম। অদূরেই জয়পুরের আর্ট গ্যালারি। আর মূক-বধির স্কুল চত্বরে ডলস মিউজিয়মটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। শহরের নবতম দর্শন মার্বেল কার্ভিং-এ অনবদ্য বিড়লা মন্দির।

শহর থেকে ৬.৫ কিমি দূরে ১৭৩৪এ জয় সিংহ দ্বিতীয়র তৈরি নাহারগড় বা সুন্দরগড় দুর্গ। শহরের প্রহরীও ছিল ৬০০ ফুট উঁচু খাড়া শৈলশিরায় এই দুর্গ। ৪ তলা দুর্গের ২টি তলা মাটির নিচে। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও চতুর্ভিতির মনোরম পরিবেশ। সূর্যাস্তও সুন্দর। অম্বর থেকে জিপ বা রিকশায় ১½ কিমি পাহাড় চড়ে জয় করে আসুন নাহার গড় বা টাইগার ফোর্ট।

আর অম্বরের পথেই ৬½ কিমি যেতে নাহার গড় দুর্গের নিচে গৈতর অর্থাৎ মহারাজাদের সমাধিভূমি। মনোরম বাগিচার মাঝে ৫ চুড়োর স্মৃতিসৌধের কারুকার্যও সুন্দর। খোদাই করা ময়ূর শোভিত শ্বেত মর্মরের জয় সিংহ দ্বিতীয়র সমাধিটি খুবই সুন্দর। পাশেই পুত্র শায়িত।

এরই বিপরীতে ১৭৯৯তে মানসাগর হ্রদের জলে প্রতাপ সিংহের তৈরি জল মহল অর্থাৎ গ্রীষ্মাবাস। লেকের মাঝে ৫ তলা বাড়ির ৪টি তলা জলের নিচে, ৫ম তলাটি জলের উপর দৃশ্যমান। সাঁকো-ধর্মী পথ হয়েছে যাতায়াতের।

শহরের ১০ কিমি পুবে গলতা। কথিত আছে গলভ্ ঋষি তপস্যা করতেন এই গলতায়। পাশেই পাহাড়। সূর্য গেট থেকে ২½ কিমি পায়ে চড়ে পাহাড় শিরে মন্দির—দেবতা সূর্যদেব। মন্দির থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। তবে, চলার পথে বানর থেকে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। সুযোগ পেলেই জিনিসপত্র এমনকি ক্যামেরাকেও কিডন্যাপ করে খাবার আদায়ের অছিলায়।

শহর থেকে ৮ কিমি দক্ষিণে আগ্রা রোডে ১৭৭৪এ গড়া শিশোদিয়া রানীর বাগান। বাগিচার মাঝে জয় সিংহের দ্বিতীয় স্ত্রী শিশোদিয়া (মেবারের) রানীর প্রাসাদ। সওয়াই জয় সিংহের তৈরি, ফোয়ারায় সুশোভিত প্রাসাদের দেওয়ালে কৃষ্ণগাথা ও শিকারের রঙিন ম্যুরাল চিত্র অনবদ্য।

তেমনই উল্লেখ্য সওয়াই মানসিংহের তৃতীয়া পত্নী গায়ত্রী দেবীর তৈরি মুক্তো বা মোতির মহল মোতিডুংরী।

শহর থেকে ১৬ কিমি দক্ষিণে জয়পুর-আজমের সড়কে সঙ্গানের। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের জৈন মন্দির, প্রাসাদ তথা অতীত শহর সবই আজ ধ্বংস। মন্দির প্রবেশেও বিধি-নিষেধ নানা। তবে, অভিনব পদ্ধতিতে ব্লক ছাপা ও হস্তজাত কাগজের জন্য সঙ্গানেরের প্রসিদ্ধি। বিলাসবহুল *কটেজ রিসর্ট* হয়েছে বিমানবন্দরের কাছে সঙ্গানের-এ।

রানীর বাগানের বিপরীতে অদূরেই বিদ্যাধরজী কা বাগ। বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য ছিলেন জয়পুর শহর পরিকল্পনায় জয় সিংহের প্রধান স্থপতি। স্মারক রূপে সুন্দর বাগিচা হয়েছে শহর থেকে ৭ কিমি দূরে।

তেমনই জয়পুরের ৪২ কিমি উত্তরে সামোধও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। জয় সিংহ ২-এর অর্থমন্ত্রীর সামোধ প্যালেসের জন্য সামোধের প্রশস্তি। শেখাবনি শৈলীতে গড়া ৩ ধাপে প্রাসাদের দেওয়ানিখাসের ছবি ও কাচের অলঙ্করণ অম্বর থেকেও সুন্দর। দেওয়াল সিলিং সবই চিত্রময়। চারপাশ ঘিরে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়। তবে আজ হোটেল বসেছে অংশে—*H Samode Palace*, Samode-303806, S ১২৯৫-১৫০০, D ২০০০-২৫০০; আহারও মেলে পৃথক দামে; প্রশস্তিও আছে এদের আহারে। জয়পুর বুকিং: ✆ 540370.

শহরের আর এক আকর্ষণ আজমেরী গেট থেকে ১৯ কিমি দূরে Chokhi Dhani. আহার-বিহার, লোক সংস্কৃতির নানান পশরা নিয়ে মনোরঞ্জনের যাদুপুরী গড়ে উঠেছে। মিউজিয়ম হয়েছে রাজস্থানী বিশেষ করে জয়সলমীর ও মেবারের সাংস্কৃতিক বৈভবের। ঘোড়া ও উট চলছে যাত্রী নিয়ে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। পুতুল নাচেও রাজস্থানী জীবন-মান প্রদর্শিত হয়েছে। দোকানপাটও বসেছে—হাতের কাজ দেখা ও কেনারও ব্যবস্থা মেলে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ডিলাক্স কটেজে। বুকিং: জয়পুর ✆ 550118. টিকিট লাগে ৮০ টাকার যাদুপুরী দর্শনে—শিশুদের রিবেট মেলে। শহর থেকে ৩৩ কিমি দূরে রামগড় লেকটিও আর এক দর্শন। বাঁধ হয়েছে—বাঁধের জলে লেক। অতীতের রয়্যাল হান্টিং লজে *রামগড় লজ* বসেছে। লজের জয়পুর বুকিং: ✆ 381919. আর হয়েছে RTDC-র *Jheel Tourist Village*, Ramgarh Lake ✆ (01426) 2370, ডাবল বেডের হাট ৩০০।

অম্বর : তবুও যেন জয়পুরের অন্যতম আকর্ষণ শহর থেকে ১১ কিমি উত্তর-পুবে জয়পুর-দিল্লী রোডে *আমীর* অর্থাৎ অম্বর বা কাছাওয়া অম্বর। মাওটা লেকের পাড়ে আরাবল্লী পর্বতের ঢালে সিপিয়া রঙের পাহাড় শিরে প্রাসাদ বা দুর্গ। ১৭২৭এর ১৭ই নভেম্বর জয়পুরে স্থানান্তরের আগে অম্বর ছিল কাছাওয়া রাজপুতদের রাজধানী। এমনকি দিল্লীর বাদশা আকবর এই বংশেরই রাজকন্যা, মানসিংহের বোন যোধাবাঈকে শাদি করেন। অতীতে নাম ছিল এর ধুন্দর রাজ্য, মীনা সম্প্রদায়ের বাস। অযোধ্যার রাজা শ্রী রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ

পুত্র কুশের বংশধর এরা। সম্ভবত গৃহদেবতা অম্বিকেশ্বর শিব বা অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ থেকে শহরের নাম হয়ে থাকবে অম্বর।

জয়পুর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বা ট্যাক্সি/অটো/ বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। হাওয়া মহল থেকে মুহুর্মুহু বাসও যাচ্ছে আধ ঘণ্টায় অম্বর। আর ১০০ টাকায় ৪ যাত্রীর রাজকীয় হাতি যাচ্ছে বাস স্ট্যান্ড থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে প্রাসাদ-দ্বারে; জিপও যাচ্ছে প্রতিজনা ২০্ হারে। আবার পায়ে পায়েও পাহাড় চড়ে পৌঁছে যাওয়া যায় শ'পাঁচেক ফুট উঁচুতে প্রাসাদ-দ্বারে। চলার পথে লাঙ্গুর বানরেরা স্বাগত জানায়। ৯— ১৬-৩০টায় খোলা, টিকিট ১০্ শিশু ৫্।

রাজপুত স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন এই অম্বর প্রাসাদ। ১৫৯২এ মান সিংহর হাতে শুরু হয়ে শতাধিক বছর পর সওয়াই জয় সিংহর হাতে সম্পূর্ণতা পায় প্রাসাদ। দ্বিমতে, ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা ঢেলো রায়ের হাতে কেল্লার পত্তন। তবে, ১৫৮৯-১৬১৪য় মান সিংহর রাজত্বকালে সমৃদ্ধি আসে অম্বরে। অতীত জলুস আজও অমলিন : মোগলী ছাপ রয়েছে এর স্থাপত্যে। বিশাল দরজা দিয়ে ঢুকে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে ডাবল দরওয়াজা—নাম তার সিংহ পোল। আর এই সিংহ পোল পেরুতেই প্রাসাদের শুরু। সিংহ পোলের পেছনে যশোরেশ্বরী অর্থাৎ বাংলার দেবী—কালী।

শিলাদেবী নামে,
ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী

মথুরাতে কংসরাজার রঙ্গস্থলে শিলারূপে দেবীর অধিষ্ঠান। দ্বাপর যুগে কংস এই শিলাখণ্ডে দেবকীর সন্তানদের আছড়ে মারত। তেমনভাবেই যোগমায়া বধ কালে শিলা থেকে অষ্টভুজা হয়ে দেবীর আবির্ভাব। আর বাংলার প্রতাপাদিত্য সেই শিলা থেকে দেবীমূর্তি গড়ে সঙ্গে নেন যশোরে। আরও পরে মান সিংহ বাংলা জয় করে দেবীকে অম্বরে আনেন। সেই থেকে শক্তি সাধনার প্রতীক এই দেবী। সেকালে মেষ-মহিষ-ছাগের সাথে নরবলিও হত দেবী সম্মুখে। রাজা সওয়াই জয় সিংহের বিধানে নরবলি বন্ধ হতে রুষ্ট দেবী মুখ ফিরিয়ে নেন বামে। সেই থেকে বামে হেলা দেবী। অতীব সুন্দর শ্বেত মর্মরের অষ্টভুজা এই দেবী মূর্তি, দর্শনে দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়, লোল জিভ নেই দেবীর—পদতলে শিবও অনুপস্থিত। ব্যাস-রিলিফ প্যানেল শোভিত রূপার দরজা, মন্দিরটিও কারুকার্যময়।

সামান্য এগুতেই বাঁয়ে মির্জা রাজা জয় সিংহ প্রথমের তৈরি দেওয়ানী আম অর্থাৎ প্রজাদের সঙ্গে মহারাজার মিটিং হল্। তিনদিক খোলা, ধূসর বর্ণের ছাদ দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ৪০ স্তম্ভের উপর। স্তম্ভের শিরে হাতির সূক্ষ্ম কারুকার্য সুন্দর। সারা হল্-এই ঘটেছিল রাজপুত স্থাপত্যের অভিনব সমাবেশ। সম্রাট জাহাঙ্গীর ঈর্ষান্বিত হয়ে এই অত্যাশ্চর্য কারুকার্যের উপর আস্তরণ লাগিয়ে বিনষ্ট করেন।

এর পর ১৬৩৯এ সওয়াই জয় সিংহর তৈরি গণেশ পোল। এটিও সুন্দর চিত্রে শোভিত। এই পোল বা দরওয়াজা দিয়ে অন্দরমহলের পথ গিয়েছে। সুন্দর জাফরি মণ্ডিত জেনানা মহলটিও অনন্য। মনোহর বাগিচার চারপাশে গড়ে উঠেছে জয় মন্দির, শিশ মহল, যশ মন্দির, সোহাগ মন্দির, সুখ মন্দির। প্রস্তর ও মণি-মাণিক্য খচিত জয় মন্দির তথা দেওয়ানী খাস ভি আই পি মিটিং হল্। যশ মন্দিরের কাচের মোজাইকে অভিনবত্ব আছে। অভিনবত্ব আছে শিশ মহলেও। শিশ মহল অর্থাৎ কাচের মহল এটি। চারপাশের দেওয়ালে, উপরে, নিচে এমনভাবে সবুজ-কমলা-রক্তিম কাচ অর্থাৎ আয়না বসানো যাতে একটি বাতিকে লক্ষ বাতি দেখাবে। এটি তৈরি করেন মীর্জা রাজা প্রথম জয় সিংহ। সোহাগ মন্দিরের জালির কাজের তুলনা হয় না। এর জানালা দিয়েই রানীরা রাজকীয় উৎসব পর্যবেক্ষণ করতেন। আর সুখ নিবাস অর্থাৎ প্লেজার হল্-এর দরজায় হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য পর্যটকদের বিমোহিত করে। শ্বেত মর্মরের খাঁজ বেয়ে ঝরনার শীতল জলে সেকালের বাতানুকূল ব্যবস্থাতেও অভিনবত্ব আছে। আর মেলে নির্মল বাতাস জাফরি দিয়ে।

এর পর মান সিংহর নিজস্ব মহল—এটিও দর্শনে উল্লেখ্য। হাতির দাঁতের কাজ, পাথরের কাজ, পাথরের উপর পেন্সিলে আঁকা ছবির অভিনব সংগ্রহ রয়েছে। খাবার ঘরের দেওয়ালে রয়েছে সমস্ত তীর্থের আঁকা ছবির সম্ভার। অপূর্ব সুন্দর এই শিল্পকর্ম।

এছাড়া মন্দিরের পাদদেশে রয়েছে রাজা বিহারীমলের কালের শহরের ধ্বংসাবশেষ। আজকের পর্যটকদের অতীত আখ্যান শোনাতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জগৎ শিরোমণির বৈষ্ণব মন্দির ও গরুড়মন্দির। আর রয়েছে রাজপরিবারের কারুকার্যময় স্মৃতিস্তম্ভ। পিলার ও প্যানেলে ব্যাস-রিলিফ প্রথায় নানান পৌরাণিক কাহিনী, শিকারচিত্র, ঢোলামারুর উপাখ্যান চিত্রিত হয়েছে।

প্রাসাদের নিচে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে মাওটা লেকের পাড়ে দিলারাম উদ্যানে রাজাদের অতিথিশালায় বসেছে পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা। অতীতের রাজস্থানী শিল্পসম্ভারের সংগ্রহও রয়েছে এর আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়মে।

আবার উৎসাহীরা অম্বর থেকে পায়ে পায়ে জয়পুরের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড় চুড়োয় ১৭২৬এ তৈরি জয়গড় অর্থাৎ দি ফোর্ট অব ভিক্টরি বেড়িয়ে নিতে পারেন। দ্বিমতও আছে নানান জয়গড়ের নির্মাণ নিয়ে। রাজস্থানী শৈলীতে গড়া জয়গড় ছিল শত্রু পর্যবেক্ষণের ওয়াচ টাওয়ার। তেমনই সোওয়াই জয় সিংহর কোষাগারও ছিল এই জয়গড়। ৯—১৬-৩০টায় দেখে নেওয়া যায় জয়গড়ের অস্ত্রভাণ্ডার, সেনানিবাস, ২০ ফুট লম্বা ২৫০ টনের বিশ্বের বৃহত্তম কামান, অস্ত্র তৈরির কারখানা, জলাধার, ধনাগার ছাড়াও নানানকিছু। গড়ের দিবা মিনার থেকে সারা উপত্যকাও সুন্দর দৃশ্যমান। দর্শনী ১০্ করে।

জয়পুর থেকে ১½ কিমি দূরে জয়পুর-আগ্রা সড়কে হিন্দুতীর্থ **বালাজী**ও উচিত হবে বেড়িয়ে চলা। ভরতপুর, দিল্লী থেকেও বাস আসছে বালাজী তীর্থে।

জয়পুরের আর এক আকর্ষণ তার ঝলমলে **গাঙ্গুর** উৎসব। হোলির পরদিন (মার্চ-এপ্রিল) শুরু হয়ে ১৮ দিন ধরে চলে এই উৎসব। ত্রিপোলিয়া গেট থেকে মিছিল বের হয়। শিবজায়া দেবী গৌরী পুরোধা হয়ে আসেন মিছিলের—চলেছেন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরালয়ে। হোলির আর এক আকর্ষণ **হাতি উৎসব**। চৌগান স্টেডিয়ামে ঝলমলে সাজে আবিরে রঞ্জিত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় অর্ধ শতাধিক হাতি। রঙ দেয় একে অন্যাকে। ঠিক তেমনই মনসুনে (জুলাই-আগস্ট) **তীজ** আর নভেম্বরের ২৭ পিঙ্ক সিটির **জন্মোৎসব**-এরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য। তেমনই আকর্ষণ রয়েছে ফেব্রুয়ারি-মার্চের **এলিফ্যান্ট পোলো** আর মুসলিম উৎসব **মহরমে**র তাজিয়া মিছিলের। রাজ্য পর্যটন আয়োজিত প্রতি বুধের সন্ধ্যায় জয়পুর অশোক ও শনিবার হোটেল খাসা কোটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উচিত হবে দেখে নেওয়া। এছাড়া নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরও বসছে রামনিবাস বাগের রবীন্দ্র মঞ্চে। দুই দিনে জয়পুর বেড়িয়ে ভরতপুর বা আলোয়ার চলুন।

ভরতপুর

গত কিছুকাল মিটারগেজ রেল ব্রডগেজে রূপান্তর হতে গিয়ে জয়পুর থেকে ভরতপুরের মিটারগেজ ট্রেন সার্ভিস পরিত্যক্ত। তবে মুম্বাই-দিল্লী ব্রডগেজ রেলের সওয়াই মাধোপুর থেকে ৩-৫০এ পশ্চিম এক্স, ৪-৩০এ মুম্বাই-ফিরোজপুর জনতা এক্স, ১২-৫৫য় গোল্ডেন টেম্পল মেল, ২১-৩৫এ মুম্বাই-দেরাদুন এক্স, ০-২০এ ইন্দোর-নিজামুদ্দিন এক্স যথাক্রমে ৬-২০, ৭-৫০, ১৫-৩০, ০-৫০, ২-৪৩এ ভরতপুর হয়ে যাচ্ছে। রাটলাম-হজরত নিজামুদ্দিন প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে ১৫-৫৫য় সওয়াই মাধোপুর ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় ভরতপুরে। দূরত্ব ১৮২ কিমি। ৮-০০ ও ১৫-৩০এ আগ্রা ফোর্ট ছেড়ে ২ ঘণ্টায় ভরতপুর আসছে আগ্রা ফোর্ট-বন্দীকুই প্যাসেঞ্জার; আগ্রা ফোর্ট যাচ্ছে ৯-১৫ ও ১৬-৪০এ ভরতপুর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

বাসও আসছে নানান আগ্রা ফোর্ট ও দিল্লী জং থেকে মথুরা হয়ে ভরতপুরে। এছাড়াও ট্রেন ও বাস সংযোগ গড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে ভরতপুরের। পূর্ব ভারত থেকে সরাসরি যাত্রায় হাওড়া-যোধপুর এক্সে সওয়াই মাধোপুর পৌঁছে চলায় সুবিধা। দিল্লী-আগ্রা রোডে ভরতপুরের ট্যুরিস্ট বাংলোটিও বাস সড়কে। মুহুর্মুহু বাসও যাচ্ছে ভরতপুর থেকে ১ ঘণ্টায় মথুরা ৩৪ কিমি, ২ ঘণ্টায় আগ্রা ৫৫ কিমি, ২½ ঘণ্টায় আলোয়ার ১১৬ কিমি, ½ ঘণ্টায় ফতেপুর সিক্রি ১৭ কিমি, ৪½ ঘণ্টায় জয়পুর ১৭৬ কিমি, ৪½ ঘণ্টায় দিল্লী ১৭৭ কিমি। তাই ভরতপুর থেকে মথুরা বেড়িয়ে আগ্রায় চলা যেতে পারে বা দীগ বেড়িয়ে দিল্লী চলুন বাসেই। যাতায়াতে বাসই সুবিধার এপথে। নিকটতম বিমানবন্দর আগ্রা।

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য (জাঠ) ভরতপুরের রাজধানী শহর ২৫০ মি উঁচু ভরতপুরে। ১৭৩০এ মহারাজা সূরযমল ভরতপুর শহর গড়েন। আর শহরের মধ্যমণি হয়ে দুর্গটি প্রতিষ্ঠা পায় ১৭৩৩এ। ১১ কিমি দীর্ঘ, দুই প্রস্ত প্রাচীর ও ৫০ ফুট গভীর পরিখায় ঘেরা দুর্গের প্রবেশপথ ২টি—উত্তরে অষ্টপতি ও দক্ষিণে লোহিয়া পোল। লোহিয়া পোলের সোনা ও রুপোর কাজ করা মেহগনি কাঠের দরজাটিও আসে দিল্লী জয়ের স্মারকরূপে ১৭৬৫তে দিল্লী থেকে। তোরণের দু'ধারে গোল বুরুজ। মোট ৮টি বেষ্টনী আছে কেল্লাকে ঘিরে। কঠিন, নিরেট আর দুর্ভেদ্য বলে ইতিহাস খ্যাত দুর্গের নামও হয়েছিল লৌহগড়। আমজনতার হাতে অস্ত্র দিয়ে রামদলও গড়েন বদন-পুত্র সূরযমল। সূরয-পুত্র জওহর সিং মোগলদের হারিয়ে স্মারকরূপে জওহর বুরুজ আর ১৮০৫এ ব্রিটিশ আক্রমণ প্রতিহতের স্মারকরূপে গড়ে ওঠে ফতে বুরুজ। তবে, পতনও ঘটে ৪ মাস অবরোধ গড়া ব্রিটিশেরই হাতে ১৮২৫এ। মিত্রতা গড়ে প্রথম নেটিভ রাষ্ট্র ভরতপুরের সঙ্গে ব্রিটিশ (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি)। দুর্গের দুর্ভেদ্যতা দেখে ব্রিটিশ নাম দেয় The fort of victory আর শহর হয় City of victory. কুম্ভীর ধরনে গড়া। তবে, আজ প্রাচীর লুপ্ত, অতীতের কারুকার্যও লোপ পেয়েছে; আর উপনিবেশ বসেছে দুর্গময়। আর বসেছে সরকারি দপ্তর দুর্গের মহলে মহলে। রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি দূরে ৯—১৭-০০টায় দর্শনী ছাড়া দেখে নেওয়া যায় দুর্গ। ১৯৪৪এ কিশোরী মহলে গড়া দুর্গের মিউজিয়মটিতে কুষাণকালের সংগ্রহ প্রদর্শিত হলেও সমাদর কম পর্যটকদের কাছে। তবে, অন্তঃপুরে জাফরির কাজ অনবদ্য। শুক্রবার বন্ধ থাকে মিউজিয়ম। আর হয়েছে বর্ণাঢ্য লছমনজিকা মন্দির, গৃঙ্গামহারানী মন্দির, নেহরু পার্ক ও গান্ধী পার্ক লৌহগড় দুর্গে।

মোগল বিভীষিকা ভরতপুর আজ তার পক্ষী-আলয়ের জন্য WWF-এর Sight (1984) তালিকায় অন্যতম। রেল স্টেশন থেকে ৭, আর শহর থেকে ৩ কিমি দক্ষিণ-পুবে ২৯ বর্গ কিমি ঊষর ভূমি জুড়ে জল জমত বর্ষায়। বর্ষা শেষে জল যেত শুকিয়ে। সারা বছর জল পেতে খাল কেটে জল এল—সেই সাথে পাখিরা এল দেশ-দেশান্তর থেকে। মহারাজাও মেতে উঠলেন সপারিষদ পাখি শিকারে। রেকর্ড গড়ে ১৯৩৮এ একদিনে লর্ড লিনলিথগোর নেতৃত্বে এক শিকার পার্টির ৪২৭৩টি পাখি শিকার। কালে কালে পক্ষী-আলয়। কেওলাদেও শিবের নামে নাম হয়েছে **কেওলাদেও ঘানা পক্ষী-আলয়**। মহারাজাদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শিকারভূমি ১৯৫৬-য় স্যাঙ্কচুয়ারি আর ১৯৮১তে জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পরেছে। The Bird Man of India ড. সেলিম আলির উদ্যোগে শিকারও বন্ধ হয়েছে আইনের বিধানে ১৯৬৪তে। ২২৭ধর্মী বৃক্ষে ১১৭ধর্মী পরিযায়ী নিয়ে ৩৬০ রকমের পাখির দর্শনও মেলে ভরতপুরের লেক আর ঝিলে। তবুও যেন ভরতপুরের কোহিনূর—সাইবেরিয়ার সারস। শুধু পাখিই বা কেন—ভারতীয় কৃষ্ণসার মৃগ, চিতল, নীলগাই, বন্য ভাল্লুক, প্যান্থারও সহ-অবস্থান করছে পক্ষী-আলয়ে।

সারস, বক, নানানধর্মী সামুদ্রিক পক্ষী, ডাহুক, কাস্তেচরা, শামুকখোল, সোনাজঙ্ঘা, সাদা কাক, লাল কাক, পেলিক্যান, ৮০ধর্মী হাঁস ছাড়াও রঙবেরঙের শতাধিক প্রজাতির পরিযায়ী পাখি সুদূর মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, সাইবেরিয়া, তিব্বত, চীন থেকে শীতের শুরুতে এসে আশ্রয় নেয়, বাসা বাঁধে বাবলা গাছে এই কেওলাদেও ঘানায়। আর আসে ভারতীয় যাযাবরী পাখির দল। পক্ষী-প্রেমিকদের কাছে স্বর্গবিশেষ ভরতপুর।

মরসুম অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। তবে, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের প্রত্যূষ বা গোধূলি পাখি দেখার আকর্ষণীয় সময়। ৬—১৮-০০টায় খোলা। বাইনোকুলার সঙ্গে থাকায় পাখি চেনায় সুবিধা। লেকের জলে সূর্যাস্তও সুন্দর। বনে প্রবেশে যাত্রী প্রতি ভারতীয় ৫ অভারতীয় ২৫, রিকশা ৫ টাঙা ১৫ গাড়ি ৭৫/১০০ মিনি বাস ৭৫ বাস ১০০ হারে লাগে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। এক ঘণ্টার সফরে ৪ জনের বোট ৪০ হারে। লেকের জলে বোটে ভেসে বাবলা গাছে পাখিদের ঘর-সংসার দেখায় অনাবিল আনন্দ মেলে। আর মেলে পাখি চেনাতে গাইড ৪০ টাকায়। গাইড না নিলেও বোটে বেড়িয়ে নেওয়া একান্তই উচিত হবে যাত্রীদের। যথেষ্ট যাত্রী হলে ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে প্রত্যূষে ২০ হারে মিনিবাস যাচ্ছে বনবিহারে। আবার একক ব্যবস্থায় রিকশায় বা পায়ে পায়ে সাঙ্গ করা যায় এসফর। আর লাগে ক্যামেরার চার্জ মান হারে। অটো, টাঙা ও রিকশা চলছে শহরে।

Bharatpur, STD 05644-এ ভাল প্রাইভেট হোটেলের অভাব। তবে পক্ষী-আলয়ে মহারাজার শিকারাবাসে ITDC-র **Bharatpur Forest L,* ✆ 22760, R8, অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসে A/c S ১১৯৫ D ২৩৯৫ মে-সেপ্টেম্বরে রিবেট মেলে। লজ থেকে স্বল্প দূরে *Shanti Kutir Forest R H,* SAB ৪০০ DAB ৬০০ A/c S ৬৫০ D ৯৫০, আহার্য মেলে ক্যান্টিনে। অবু: Dy Chief Wild Life Warden, Keoladeo National Park, Bharatpur-312001. বনদপ্তরের অফিসও বসেছে শান্তিকুটিরে।

পক্ষী-আলয়ের প্রবেশ ফটকে—RTDC-র *H Saras,* Fatepur Sikri Rd, ✆ 23700, R5B1, S ৩০০ ৪৫০ ৬০০ D ৩৫০ ৫৫০ ৭০০ ডর্মি বেড ৫০, থাকার পক্ষে ভালই; অবু: Tourist Officer. সারসের পাশে *H Spoon Bill,* ✆ 23571, D ৩২৫ F ৪৫০। সারসের বিপরীতে Sanctuary Rd-এ—*H Sun Bird,* ✆ 24211, D ৪০০-৬৫০; *Eagles Nest,* ✆ 25144, DAB ৩০০-৪৫০; *H Pelican,* ✆ 24221, DAB ২২৫-৪৫০; *H Pratap Palace,* ✆ 24245, DAB ৩০০-৮৫০; মান হারে দাম আধিক্য এদের। *Chandra Mahal Haveli,* D ১৫৫০; স্বল্প দূরে *Bambino G H,* DAB ৩০০ ডর্মি ৫০ দু'বেডের তাঁবু ১৫০। আরও যেতে আগ্রা রোডে *Golbagh Palace H,* ✆ 23349, S ১৫০-২২৫ D ২৫০-৩২৫; *H Heritage, Luxnibilas Palace H,* ✆ 25250, DAB ১৫০০-২৭৫০। পার্কের সন্নিকটে Neemda Gate-এ—*H Paradise,* ✆ 23791, S ২২৫ D ৩৫০।

আর সাধারণ সাজে বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে শহরে রয়েছে—*H Nand Tourist,* SCB ৮০ SAB ১২৫ DCB ১৫০ DAB ১৭৫-২২৫; *H Tourist L,* ✆ 23742, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A-c S ২৫০ D ৩৫০; *Gobind Niwas GH ; Kohinoor H,* DAB ১৭৫; *H Park Palace,* near Kumher Gate, ✆ 23222, DAB ৩০০ থেকে; *H Alora,* ✆ 22616, Kumher Gate, S ১২৫ D ২০০; *H Avadh,* ✆ 22462, Kumher Gate, S ১০০ D ১৭৫; *Shagun Tourist Home,* inside Mathura Gate, D ১৫০-২২৫; *H Tourist Complex, Bharatpur Motel, Sainik Vishram Griha, CH, D B*-তেও ঘর মেলে যাত্রীর।

আর রয়েছে *ধরমশালা—Kamsen,* Kotwali Bazar ; *Agarwal Bhaban,* near Kinni Ghat ; *Khandelwal Ki Dharamshala, Sunaron Ki and Brahman,* near Kinni Ghat ; *Jain,* near Basan Ghat ভরতপুরে।

দীগ

জয়পুর-আগ্রা জাতীয় সড়কে কিংবদন্তীর জাঠ রাজাদের রাজধানী দীগ। ভরতপুর-দিল্লী বাস যাচ্ছে দীগ হয়ে। নিকটতম রেল স্টেশন—ভরতপুর ৩৪, মথুরা ৩৫, আলোয়ার ৭৬, দিল্লী ১৫২ কিমি। নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। ভরতপুর-মথুরা-আগ্রা থেকে বেড়িয়েও ফেরা যায় দিনে দিনে দীগ।

সবুজ বাগিচা, নীল জল—তারই মাঝে মনসুন প্রাসাদ অর্থাৎ দীগ দুর্গ। জাঠদের হাতে রিট্রিটরূপে গড়ে উঠলেও ১৮ শতকের ক্যামিও এই দুর্গনগরী দীগ। মোগলী ধাঁচে বাগিচা হয়েছে চারবাগ। শতাধিক রমণীয় ফোয়ারা বসেছে দীগ জুড়ে। উৎসব অনুষ্ঠানে চালু হয় আজও। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে গোপাল সাগরের পারে ১৭৫০এ রূপ পেয়েছে দীগের মূল আকর্ষণ মনোরম স্থাপত্যের নিদর্শন সুরযমল প্রাসাদ বা গোপাল ভবন। ১৯৭০ পর্যন্ত মহারাজারা বাসও করতেন এই ভবনে। আজও তার নিদর্শন মেলে ঘরে ঘরে রাজকীয় আসবাবপত্রে। এর ব্যাঙ্কোয়েট হল্-এ দুষ্প্রাপ্য জিনিসের নানান সংগ্রহ খুবই মনোগ্রাহী, পাথরের দোলনাটিও দ্রষ্টব্য। বেঙ্গল চেম্বার, চেঞ্জরুম, কুইনস চেম্বারও অতুলনীয়। গোপাল ভবনের পুবে মর্মরে গড়া সূর্য ভবন, বিপরীতে গ্রীষ্মাবাস কেশব ভবন, রূপসাগরের দক্ষিণে পুরানা মহল, মক্ষী ভবন, নন্দ ভবন, এদেরও অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। এমনকি, ১৭৬২তে দিল্লীর লালকেল্লা আক্রমণ করেন মহারাজা। নানান জিনিসের সাথে একটি মর্মর প্রাসাদও লুট করে আনেন মহারাজ—যা আজও দীগের অন্যতম আকর্ষণ। ৮—১২-০০ ও ১৩—১৯-০০টায় দর্শনী ছাড়াই দেখে নেওয়া যায় প্রাসাদ। তবে, প্রচারের অভাবে যাত্রী সমাগম কম দীগে। হোটেলের অভাব, *ডাকবাংলো* আছে। আর আছে RTDC-র *Deeg Motel,* S ২৭৫ D ৩৫০ দিনের ৬ ঘণ্টার বিশ্রামে ২২৫। দীগ বেড়িয়ে বাসেই চলুন আলোয়ার।

আলোয়ার

গত কিছুকাল ধরে মিটারগেজ রেল ব্রডগেজে রূপান্তর হেতু অতীতের মিটারগেজ ট্রেন সার্ভিস রহিত হয়েছে। তবে, নবতম ব্রডগেজ রেলে দিল্লী জং ও নতুন দিল্লী থেকে জয়পুরের প্রতিটা ট্রেন আলোয়ার হয়ে যাচ্ছে। দিল্লী জং থেকে ১৭-০০টায় দিল্লী-জয়পুর ইন্টারসিটি এক্স, ২১-০০টায় মাণ্ডোর এক্স, ৫-১৫য় দিল্লী-জয়পুর এক্স; নতুন দিল্লী থেকে ৬-১৫য় (রবিবার ছাড়া) শতাব্দী এক্স ২½ ঘণ্টায় আলোয়ার পৌঁছে জয়পুর যাচ্ছে। জয়পুর থেকে ফেরে যথাক্রমে ৬-০০, ০-৪৫, ১৬-৩০ ও ১৮-০০টায়। ঘণ্টা দুয়েকের রেলপথ জয়পুর থেকে আলোয়ারের। তাই জয়পুর থেকে আলোয়ার পৌঁছে আলোয়ার থেকেও ভরতপুর বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। 26 দিন ১৯-১৫য় জয়পুর-অমৃতসর এক্স, 2357 দিন ১৫-১৫য় যোধপুর-বারাণসী মরুধার এক্স, মথুরা-আলোয়ার প্যা, জয়পুর-রেওয়ারি প্যা, আমেদাবাদ-দিল্লী আশ্রম এক্স, আমেদাবাদ-দিল্লী মেল, যোধপুর-দিল্লী মাণ্ডোর এক্সও যাচ্ছে আলোয়ার হয়ে। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে **সরিস্কা অভয়ারণ্য**। নিয়মিত বাস চলে এপথে। বাস আসছে আগ্রা, দিল্লী থেকেও আলোয়ারে। দিল্লীর দূরত্ব ১৭০, আর জয়পুর ১৫১ কিমি দূরে।

অতীতের স্বাধীন রাজপুত রাষ্ট্র আলোয়ার। দক্ষিণের জয়পুর, পুবের ভরতপুর—এমনকি মারাঠাদেরও বারবার প্রতিহত করে আলোয়ার। কাছাওয়া রাজপুত মহারাজা রাও প্রতাপ সিংহ ১৭৭৫এ গড়ে তোলেন আলোয়ার শহর। পিছনে পাহাড়, সামনে জল—মনোরম এই পরিবেশে শহর থেকেও ৩০০ মি উঁচু ত্রিকোণ এক পাহাড়চুড়োয় আলোয়ারের **সিটি প্যালেস বা নগরপ্রাসাদ**। রাজপুত ও মোগলী শৈলীতে তৈরি প্রাসাদ-ভবন। রেডিও স্টেশন বসেছে আজ প্রাসাদে। বিশেষ অনুমতিতে দেখে নেওয়া যায়। যাদুঘরও বসেছে প্রাসাদের আর এক অংশে। পাণ্ডুলিপি, মিনিয়েচার পেইন্টিং ও অস্ত্রের সংগ্রহ উল্লেখ্য। হিন্দী, সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি ভাষায় ৭০০০-এরও বেশি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ মিউজিয়মের মর্যাদা বাড়িয়েছে। ২৪ মি লম্বা সচিত্র *ভাগবৎ* ও লাল রঙের হরফে ফার্সি তর্জমা সহ আরবি ভাষায় *কোরান* এই সংগ্রহের আর এক সম্পদ। এছাড়া, শেখ সাদীর *গুলিস্তানের* সচিত্র নকল কপিটিও সংগ্রহের আর এক আকর্ষণ। বাবরের আত্মজীবনী *বাবরনামাও* মিউজিয়মের অনন্য সম্পদ। শাহ আব্বাস, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারা শিকোহ, নাদিরশাহ, ঔরঙ্গজেব—এদের ব্যবহৃত তরবারিও প্রদর্শিত হয়েছে অস্ত্রাগারে। আর এক দুর্লভ সংগ্রহ রুপোর ডাইনিং টেবিল। ৩০০০ হাতির আস্তাবলটিও অনন্য। শুক্র ছাড়া প্রতিদিনই ১০—১৭-০০টায় খোলা। এছাড়া আলোয়ারের নিজস্ব শৈলীর আঁকা ছবির সংগ্রহ গুণীজনখানা; বখতিয়ার সিং ছত্রিশ অর্থাৎ রাজার স্মৃতিসৌধ; হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতিতে গড়া শাজাহানের মন্ত্রী ফতেহ্ জং-এর সমাধি, শহরান্তে পাবলিক গার্ডেন—পুরজন বিহার তথা গ্রীষ্মাবাস, এগুলিও দ্রষ্টব্য।

Alwar-301001, STD-0144এ থাকার হোটেলও আছে নানান। *Alwar G H*, মানু মার্গ-1, R2B1, SAB ২২৫ DAB ৩০০ A/c S ৪৫০ D ৬০০। রেল স্টেশনের বিপরীতে মানু মার্গে—*Ashoka H*, ✆ 21780, S ৮০-১৫০ D ১২৫-২০০ FR ৩০০; *Tourist H* SAB ১০০ DAB ১৫০-২২৫ A/c D ৪০০; *Alka H*, *Aravali H*, near Rail Stn, D ১৭৫-২৫০; *Alankar*, S ৮০ D ১৫০; RTDC-র *H Meenal*, ✆ 22852, S ৩৫০ ৫০০ D ৪৫০ ৬০০। আর আছে *সার্কিট হাউস*, অবু: ম্যানেজার; PWD *RH*, opp Rly Stn, অবু: EE, PWD; *ধরমশালা—Agarwal*, near Hope Circus ; *Khandelwal*, near Bus Stand ; *Sugana Bai*, Stn Rd ; ছাড়াও *রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে আলোয়ারে।

সরিস্কা

দিল্লী-জয়পুর পুরাতন সড়কে আরাবল্লী পর্বতে ছবির মতো সুন্দর মরূদ্যান সরিস্কা অভয়ারণ্য। আলোয়ার মহারাজাদের মৃগয়াভূমি ১৯৫৫য় ৪৭৯ বর্গ কিমি জুড়ে রূপ পায় সরিস্কা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্ষেত্রে। তবে, কোর, বাফার ও ট্যুরিস্ট জোন ৩ ভাগে ভাগ হয়েছে সরিস্কা। আর ১৯৭৯তে ব্যাঘ্র প্রকল্পের শিরোপা পরে সরিস্কা। বাঁশ, খেজুর, বাবলা বনে বাঘ, শম্বর, নীলগাই, বন্য বিড়াল, বন্য ভাল্লুক, নানান প্রজাতির হরিণের সাথে পাখিও রয়েছে নানান সরিস্কায়। আর আছে নানান হিন্দু ও জৈন মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ ৮০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত অভয়ারণ্যে। তবে, কোর এলাকা ৪৯৮ বর্গ কিমি। আলোয়ার থেকে দূরত্ব ৩৭, জয়পুর ১৪৬, দিল্লী ১৭০ কিমি। বাস সংযোগ গড়েছে ত্রয়ী থেকে সরিস্কার। আর, দিল্লী-জয়পুর বাসও চলছে আলোয়ার হয়ে আধ ঘণ্টা অন্তর। বছরভর চলা গেলেও জুলাই-আগস্টের বৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই উচিত হবে। তবুও যেন নভেম্বর থেকে মার্চ মাস জানোয়ার দেখার মনোরম সময়। দর্শনী: ভারতীয় ১০ অভারতীয় ২০। আর লাগে ক্যামেরার চার্জ মান হারে। শনি ও মঙ্গলবার দর্শনী লাগে না। তবে, যাত্রীর আধিক্যে জানোয়ার ঢোকে অরণ্য অন্দরে। রাতে সফারি প্যাকেজে গাড়িও যাচ্ছে অরণ্যে। উৎসাহীদের উচিত হবে RTDC-র হোটেল টাইগার ডেন বা হোটেল সরিস্কা প্যালেসে যোগাযোগ করা। ঘণ্টা দু'য়েকের সফারির ভাড়া ১০০ হারে। আবার একক ট্যুরে গাইড, স্পট লাইট, মিনিবাস, জিপও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। তবুও যেন অসন্তোষ জন্তু অদর্শনে যাত্রীর মনে। বাঘ দর্শনার্থীদের উচিত হবে দিনভর বেড়িয়ে নেওয়া বা ওয়াচ টাওয়ারে বসে বাঘের শিকার ধরা দেখে নেওয়া। তবে বাঘ দর্শনে সওয়াই মাধোপুরের প্রশস্তি পর্যটকমুখে মুখে। ২২ কিমি অরণ্য অন্দরে পাণ্ডবদের বনবাসের স্মৃতি বিজড়িত সরিস্কার প্রাণকেন্দ্র পাণ্ডুপোলে ওয়াচ টাওয়ার, ওয়াটার হোল, হনুমান মন্দিরও হয়েছে।

আবার সার্ভিস বাসে কালিগাটি রেঞ্জার পোস্ট গিয়েও দেখে নেওয়া যায় অরণ্যচরদের। জল খেতে আসে অরণ্য-

চরেরা *ওয়াটার-হোলে*। ওয়াচ টাওয়ারও হয়েছে কালি-গাটিতে। টাওয়ার অবস্থানে আহার্য ও পানীয় জল সঙ্গী করা একান্তই উচিত হবে।

তেমনই দেখে নেওয়া যায় নানান দুর্গ, নানান মন্দির সরিস্কায়। গেট থেকে ২০ কিমি দূরে কনকওয়ারি দুর্গ —ঔরঙ্গজেব ভাই দারা শিকোহকে বন্দী রাখেন এখানে। ১৫০০ বছরের প্রাচীন নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

থাকারও নানান ব্যবস্থা Sariksha-301022, STD-0144এ। Sariksha-Alwar জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ ফটকে RTDC-র *H Tiger Den,* ✆ 41342, SAB ৫৫০, ৭০০, DAB ৬০০, ৮২৫, স্যুইট S ৯৫০, D ১২০০, ডর্মি বেড ৫০, আহারও মেলে পৃথক মূল্যে; অবু: Tourist Officer, Sariksha-301022. আর আছে *Tourist R H,* S ১৫০, D ২৫০; *Forest R H,* বুকিং: Game Warden, Sariksha Wild Life Sanctuary, Alwar. পার্কের প্রবেশ পথে ১৮৯২এ গড়া মহারাজাদের বৈভবে ভরা হান্টিং লজে **H Sariksha Palace,* ✆ 41322, S ৪২ D ৬০ স্যুইট ৮০ US$, বার সহ ক্যান্টিনও আছে।

শিলিশেড় হ্রদ

শহরের ৮ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে আর আলোয়ারের ২০ কিমি দূরে আলোয়ার-সরিস্কা সড়কে ১০ বর্গকিমি জুড়ে রূপ পেয়েছে কৃত্রিম হ্রদ শিলিশেড়। বাঁধ দিয়ে তৈরি হ্রদ, অরণ্যময় তীরভূমি; চারদিকে পাহাড়—পরিবেশ রমণীয়। হ্রদের তীরে জল-জঙ্গল-পাহাড়ের মাঝে সুন্দর প্রাসাদ, তৈরি যদিও রানীর জন্য তবে সম্প্রতি RTDC-র হোটেল বসেছে। লেকের জলে মোটর লঞ্চও আছে। কুমির থাকায় জলে নামা বিপদ। তবে, মাছ ও জলচর পাখিদের সহ-অবস্থান ঘটেছে শিলিশেড়ে। আর রয়েছে ছত্রিশ অর্থাৎ সমাধি সৌধ। চাঁদনী রাতে এর সৌন্দর্য নয়নাভিরাম।

Siliserh-301001, STD-0144এ—RTDC-র *H Lake Palace,* Siliserh-Alwar, ✆ 86322, SAB ৪৫০, DAB ৬০০, A/c S ৭৫০, D ৮৫০, এপ্রিল-জুনে অফ সিজন রিবেট মেলে; অবু: Manager, Siliserh-301001.

পিলানী

লোহারু থেকে ২৩ আর ঘিরাওয়া থেকে ১৪ কিমি দূরে পিলানী। বাস সংযোগ গড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে। তবে, পর্যটকদের আলোয়ার থেকে বাসে পিলানী বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। পিলানী হল ভারতের শিল্পপতি বিড়লাদের আদি নিবাস। এখানকার বিড়লা শিক্ষান্যাস প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের জন্যও পিলানীর প্রশস্তি আছে। এর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আর আছে ভাস্কর্যে অনন্য নবনির্মিত সরস্বতী মন্দির। থাকার জন্য আছে *গেস্ট হাউস, ডাক বাংলো ও রেস্ট হাউস*। অবু: Administrator, Birla Education Trust, Pilani-333031.

নারায়ণী মাতা

পিলানী থেকে ১০০ কিমি দূরে ঠাণ্ডা ও গরম জলের প্রস্রবণ। বাস যাচ্ছে। আলোয়ার থেকেও বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় নারায়ণী মাতা।

বৈরাট

আলোয়ার থেকে বাসে চলুন বৈরাট। তবে, জয়পুর আরও কাছে, দূরত্ব ৮৫ কিমি। বৈরাট বেড়িয়ে শিলিশেড় হ্রদ দেখেও আলোয়ার যাওয়া চলে। মহাভারতের কালে এই বৈরাটই ছিল বিরাটপুরী। পাণ্ডবেরা তাঁদের অজ্ঞাতবাসের ১৩তম বছরটি এই বৈরাট অর্থাৎ বিরাটপুরী রাজ-দরবারে নানান কাজে কর্মরত ছিল। বৈরাটে অশোকের একটি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটি খননে, বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষও মিলেছে। একটি মন্দির, রৌপ্য মুদ্রা, পোড়া-মাটির যক্ষীমূর্তি, মৃৎপাত্র, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিত্য ব্যবহার্য নানান জিনিসও মিলেছে বৈরাটে। আজ তাই বৈরাটের পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

এছাড়াও সারা রাজস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে আরও নানান কিছু—হয়তো বা তার আকর্ষণও পর্যটকদের কাছে কম নয়। তবে, সময় স্বল্পতায় ভ্রমণার্থীদের রাজস্থানকে জানতে উল্লিখিত দ্রষ্টব্যই যথেষ্ট। এবার রাজস্থান ভ্রমণ সাঙ্গ করে বাসে বা ট্রেনে দিল্লী হয়ে ঘরে ফেরার পালা। আর রাজস্থান ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলতে ভ্রমণার্থীদের একান্তই উচিত হবে রাজস্থানী হস্তজাত পণ্য সঙ্গী করা। পাথর ও হাতির দাঁতের কাজ, মীনা করা নানান সম্ভার, সোনালী বার্নিশ বা সোনা-রূপার ঝালরের কাজ, সিল্কে ব্লক প্রিন্ট, টাই-ডাইং, পিছোয়াই অর্থাৎ কাপড়ে আঁকা ছবি, এমব্রয়ডারি করা কারুকার্যময় বাহারী জুতো, দারুতে তৈরি লোকশিল্পের নানান মডেল, রাজস্থানী রেজাই তথা আধ কেজি ওজনের পাতলা লেপ,—এদেরও বিশ্বপ্রশস্তি আছে। রাজস্থান গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়াম হয়েছে : মীর্জা ইসমাইল রোড—জয়পুর, চেতক সিনেমার বিপরীতে—উদয়পুর, কাইজারগঞ্জ—আজমের, কাছারি রোড—যোধপুর, রেল স্টেশনের বিপরীতে— চিতোরগড়, তহশিল বিল্ডিং—আবু পাহাড়, এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল রোড—বিকানীর ও কোটায়। তবে, জয়পুরই কেনাকাটার পক্ষে শ্রেয়। সারা শহর জুড়েই দোকানপাট, বাজারহাট। তবুও জহুরী বাজার, ত্রিপোলিয়া বাজার, এম আই রোড থেকে কেনাকাটা করাই উচিত হবে।

উত্তর প্রদেশ

বৈচিত্র্যে ভরা রাজ্য উত্তর প্রদেশ। ১৯৩৫এ ব্রিটিশ ভারতে আগ্রা ও অযোধ্যা মিলে নাম হয়েছিল ইউনাইটেড প্রভিন্স। রাজ্যপাটও বসে তাজ-নগরী আগ্রায় সেকালে। আর স্বাধীনতার পর ইউনাইটেড প্রভিন্স হয়েছে ১৯৫০-এর জানুয়ারিতে উত্তর প্রদেশ। রাজ্যের উত্তরে নেপাল ও তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিমে হরিয়ানা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশ আর পুবে বিহার। আয়তনে ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য (মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের পর) হলেও জনসংখ্যায় প্রথম স্থানে উত্তর প্রদেশ। অবস্থান তথা প্রকৃতিগত কারণে তিন পৃথক স্বকীয়তায় গড়ে উঠেছে উত্তর প্রদেশ—(১) রাজ্যের উত্তর জুড়ে পাহাড়ী অঞ্চল, (২) দক্ষিণে মালভূমি তথা উপগিরি, (৩) গঙ্গার অববাহিকা জুড়ে সমতল ভূমি। আবহাওয়া হিমালয় ছাড়া সারা রাজ্যে ক্রান্তীয়।

ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রীদের স্বর্গরাজ্য উত্তর প্রদেশ। নগাধিরাজ হিমালয়, আগ্রার তাজ ভারত ছাড়িয়ে বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করছে আজ। তেমনই আকর্ষণ করছে হিন্দু পুরাণের চার পুণ্য ধাম—বদরী, কেদার, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী। হিন্দুধর্মীদের মোক্ষলাভের সপ্তপুরীর—বারাণসী (কাশী), অযোধ্যা, হরিদ্বার, মথুরা, চারের অবস্থান উত্তর প্রদেশে। তেমনই পুণ্যতীর্থ—বৃন্দাবন, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), চিত্রকূট ও বিঠুর মহিমান্বিত করেছে উত্তর প্রদেশকে। এমনকি মর্ত্যভূমের স্বর্গও বলে থাকেন গাড়োয়াল হিমালয়কে নানান জনে। সেকালে দেবতাদেরও বাস ছিল গাড়োয়ালের হিমালয়ে। ফুলে-ফলে ভরা সবুজে ছাওয়া টেহরি তার নন্দনকানন সম। স্বর্গের দুই নদী গঙ্গা ও যমুনাও মর্ত্যে নেমেছেন উত্তর প্রদেশের গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী দুই পুণ্যধামে। পাহাড় ছেড়ে মর্ত্যে নেমেছেন গঙ্গা উত্তর প্রদেশের হৃষীকেশে। যাত্রী চলেছেন নানান পৌরাণিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে স্বর্গলোকের দিকে দিকে যুগ যুগ ধরে। পঞ্চকেদার, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস, হেমকুণ্ড, পিণ্ডারী হিমবাহ, রূপকুণ্ড, হর-কি-দুন, সুন্দরডুঙ্গা, গোমুখী সবেরই অবস্থান উত্তর প্রদেশে। ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের মানসপটে আঁকা কৈলাস ও মানস সরোবরের পথও গিয়েছে উত্তর প্রদেশের পিথোরাগড় হয়ে। এমনকি রামায়ণের কোশল রাজ্য ও মহাভারতের হস্তিনাপুরের অবস্থানও আজকের উত্তর প্রদেশে। খ্রি পূ দিনগুলিতে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ও বুদ্ধের স্মৃতিতেও ধন্য উত্তর প্রদেশ। স্বয়ং বুদ্ধই প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এই উত্তর প্রদেশের সারনাথে। এই উত্তর প্রদেশেই জন্ম আর কর্ম ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি ছাড়াও নানান বৈদিক মুনিঋষির। আর ভাষার প্রসারতায় রামানন্দ, মুসলিম শিষ্য কবীর, তুলসীদাস, বীরবল এদেরও অবদান অনস্বীকার্য। হিন্দুস্থানী এদের মুখের ভাষা। হিন্দীর সঙ্গে উর্দুর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে নতুন ভাষা উত্তর প্রদেশে। রামনবমী, রামলীলা, মহরম এদের মূল উৎসব। ঠিক তেমনই লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গীত ও নৃত্য সংস্কৃতিবানদের মন জয় করেছে। কথক নাচ, ঠুমরি সঙ্গীত আজ সর্বজনপ্রিয়। মোগলী স্থাপত্য, নবাবী কৃষ্টি এর আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে। কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতিমানদের পীঠস্থান। তেমনই কাশীর কোশল, প্রয়াগের প্রয়াগী ও বৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী—যাত্রী উৎপীড়নের সাথে অর্থ হননে এদের তুল্য চতুর্থটি বিরল। পুণ্যতোয়া গঙ্গায় স্নাত উত্তর প্রদেশ বনজ সম্পদেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

তেমনই ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে উত্তর প্রদেশেরই আর এক পুণ্যভূমি শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জন্মভূমি তথা বাবরি মসজিদ অযোধ্যা নগরীর। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর-সেবকদের করে মসজিদ ধূলিসাৎ খবরে উদ্বেলিত হয় সারা বিশ্ব। রক্ত ঝরে উপমহাদেশ জুড়ে।

এমনকি ভারতীয় রাজনীতিতেও উত্তর প্রদেশের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত উত্তর প্রদেশের মিরাটে ১৮৫৭য়। উত্তরকালে নেহরু পরিবারের বাসভূমি এলাহাবাদ ভারতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এমনকি স্বাধীনোত্তর ভারতে বারো প্রধানমন্ত্রীর আট—জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, চরণ সিং, রাজীব গান্ধী, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ, চন্দ্রশেখর, অটল বিহারী বাজপেয়ী নির্বাচিত হয়ে এসেছেন উত্তর প্রদেশ থেকে। এলাহাবাদের ঘটনাপ্রবাহ আজও ভারতীয় রাজনীতিতে চমকপ্রদ।

ভারত রাষ্ট্রের ভ্রমণ মানচিত্রে আজ উত্তর প্রদেশের স্থান সর্বাগ্রে। উত্তর প্রদেশ অদর্শনে ভারত ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায় যেন। ভ্রমণার্থীদের সহযোগিতায় রাজ্য পর্যটনও সদাই সচেষ্ট। পর্যটনের সুবিধার্থে ৩টি টুকরো হয়েছে UP Tourism. KMVN অর্থাৎ কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম-এ রাজ্যের পূর্ব হিমালয় অর্থাৎ কাঠগোদাম তার প্রবেশদ্বার; GMVN অর্থাৎ গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম-এ পশ্চিম হিমালয়—প্রবেশদ্বার তার হরিদ্বার; আর সমতল জোড়া উত্তর প্রদেশ UP STDC-এর তত্ত্বাবধানে। ট্যুরিস্ট বাংলো প্যাকেজ ট্যুর, নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। ১২/এ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১, ✆ ২২০৭৮৫৫ থেকেও অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা মেলে।

দপ্তর বসেছে :
UP State Tourism Development Corporation Ltd
3 Naval Kishore Rd, Lucknow-226001, UP.
✆ 228349/225165
Kumaoun Mandal Vikash Nigam Ltd
Secretariat Building, ✆ 3209/2656
Nainital-263001, UP.
Garhwal Mandal Vikash Nigam Ltd
74/1 Rajpur Rd, Dehradun-248001
✆ (0135) 656817, UP.

উত্তর প্রদেশ ☐ রাজধানী: লক্ষ্ণৌ। আয়তন: ২৯৪৪১১ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ১৩৮৭৬০৪১৭। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ১৬.৪৪%। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ২৭৮৯৭৯০৫। বৃদ্ধির হার: ২৫.১৬%। পুরুষ: ৭৩৭৪৫৯৯৪। নারী: ৬৫০১৪৪২৩। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৪৭১। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৮২। সাক্ষরের হার: ৪১.৭১%। প্রধান ভাষা: হিন্দী; ইংরেজি ও উর্দুরও চল আছে রাজ্য জুড়ে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ২৮৬৬.০০টাকা (১৯৮৯-৯০)।

দফায় দফায় উত্তর প্রদেশ বেড়ান। ২১ দিনে: হরিদ্বার ১ হৃষীকেশ ২ বদরীনাথ ১ হেমকুণ্ড ১ নন্দনকানন ১ কেদারনাথ ১ গঙ্গোত্রী ১ গোমুখ ১ যমুনোত্রী ১ ম্যুসৌরী ২ দেরাদুন ১ পথ চলায় ৮ দিন। ১৫ দিনে: চার ধাম অর্থাৎ বদরী-কেদার-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। ২১ দিনে: লক্ষ্ণৌ ১ পিণ্ডারী ১ রানীক্ষেত ১ আলমোড়া ১ নৈনীতাল ২ কৌশানি ২ করবেট ১ পথ চলায় ১২ দিন। ১৫ দিনে: রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ড। ১৫ দিনে সমতল উত্তর প্রদেশ: চিত্রকূট ১ এলাহাবাদ ২ অযোধ্যা ১ বারাণসী ২ লক্ষ্ণৌ ২ কানপুর-বিঠুর ১ আগ্রা ২ মথুরা-বৃন্দাবন ১ পথ চলতে ৩ দিন। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। তবে, এলাকাভেদে তারতম্য আছে সময়ে। পাহাড়ে বেড়াবার জন্য গ্রীষ্ম ও শরৎকাল মনোরম। শরতে পাহাড়ী শোভা অপরিমেয়। আর ফুলেরা রাঙিয়ে তোলে পাহাড়কে মে থেকে জুলাই মাসে।

এত সবের মাঝে বাতাসকে ভারি করে আওয়াজ উঠেছে পৃথক রাজ্য উত্তরাখণ্ড-এর উত্তর প্রদেশের পাহাড়ে। না পাওয়ার ব্যথা-বেদনা কুটিল রাজনীতির শিকার হয়ে শরিক হয়েছে আন্দোলনের। বরফ গলেছে বারুদের তাপে—রক্তও ঝরেছে রজত শুভ্র বরফ রাজ্যে। যাত্রী তাই কিছুটা যেন দ্বিধান্বিত উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন ও গাড়োয়াল ভ্রমণে আজ। পরিতাপের বিষয় আন্দোলনকে নিশানা করে অদূর ভবিষ্যতে গড়তেও চলেছে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের ৯টি জেলা নিয়ে ভারতের ২৬তম রাজ্য উত্তরাখণ্ড—উত্তর প্রদেশ টুকরো হয়ে।

লক্ষ্ণৌ

উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহর লক্ষ্ণৌ। আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। কথায় বলে *বেনারস কি সুবা ঔর লখনউ সায়*—অর্থাৎ বারাণসীর প্রভাত আর লক্ষ্ণৌর সন্ধ্যা। লক্ষ্ণৌ শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গার শাখা গোমতী নদী। একাধিক সেতু যোগসূত্র গড়েছে এপার আর ওপারে। সরযূ-রও মিলন ঘটেছে গোমতীতে। ১৮৭৫এ লক্ষ্ণৌ নগরীকে উইলিয়ম হাওয়ার্ড রাসেল বলেছেন, *আমার দেখা এমন কোনো শহর নেই যা লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গে তুল্য। এর সৌন্দর্য মনকে বিমোহিত করে*। পুরাণ বলে, বনবাসের পর রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে ইজারা দেন এই অঞ্চল। নাম হয় তার লক্ষ্মণাবতী; কালে কালে লক্ষ্ণৌ। দ্বিমতে, শহর তৈরির স্থপতি লখনা থেকে লক্ষ্ণৌ নামকরণ। আর আজকের লক্ষ্ণৌকে রূপ দিয়েছেন উর্দু সয়ের-এর প্রতিপালক সঙ্গীত-শিল্প-সংস্কৃতির পূজারী অযোধ্যার নবাবরা। ১৭৭৫এ অযোধ্যার ৪র্থ নবাব আসফ-উদ-দৌলা (১৭৭৫-৯৭) ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ এসে রাজধানী তথা নগরী গড়েন। তারও আগে নবাবের পূর্ব-পুরুষরা পারস্য থেকে ভারতে আসেন বাণিজ্য করতে। প্রথম নবাব বারহান-উল-মূলক (১৭২৪-৩৯)। আর ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর আগে কাব্য-নৃত্য-গীত বিশারদ শেষ (১০ম) নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ (১৮৪৭-৫৬)-কে অলস আর অমিতব্যয়িতার দায়ে দায়ী করে সিংহাসনচ্যুত করে ব্রিটিশ। রাজ্যের দখল যায় ব্রিটিশের হাতে। নবাবকে বছরে ১২০০০ পাউন্ড অনুদান দিয়ে কলকাতায় নির্বাসনে পাঠায় ধূর্ত ব্রিটিশ। মৃত্যুও ঘটে নবাবের ফোর্ট উইলিয়ামের বন্দীবাসে। পরিণতি ভয়াবহতা নেয় সিপাহী বিদ্রোহে লক্ষ্ণৌতে। লক্ষ্ণৌ রাজধানী হয় ইউনাইটেড প্রভিন্সের। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সংস্কৃতিই পাশাপাশি মিলেমিশে সাজিয়ে তুলেছে লক্ষ্ণৌকে। যার স্বাক্ষর আজও লক্ষ্ণৌতে বিদ্যমান। আজকের আধুনিক বিশ্বও ম্লান করতে পারেনি নবাবী সংস্কৃতিকে। নবাবী আদব কায়দা লক্ষ্ণৌয়ের আকাশে-বাতাসে—যার ছাপ লক্ষ্ণৌবাসীদের চলাফেরায়, কথাবার্তায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। তেমনই সুবাস মেলে নবাবী কিচেনের লক্ষ্ণৌয়ের বাতাসে। মেনুতে নিত্য নতুন উদ্ভাবন সেও এক চমকপ্রদ। স্বাদ নেওয়া যেতে পারে লক্ষ্ণৌয়ের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। সিয়াধর্মী মুসলিমের আধিক্য। মহরম
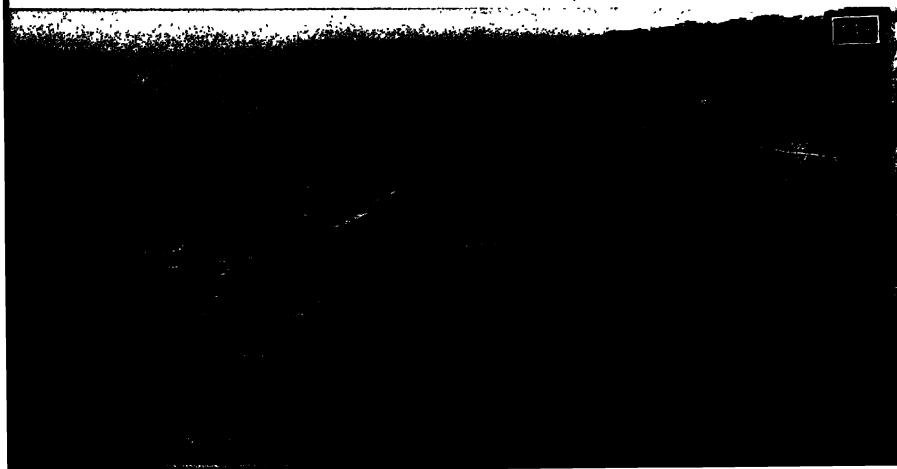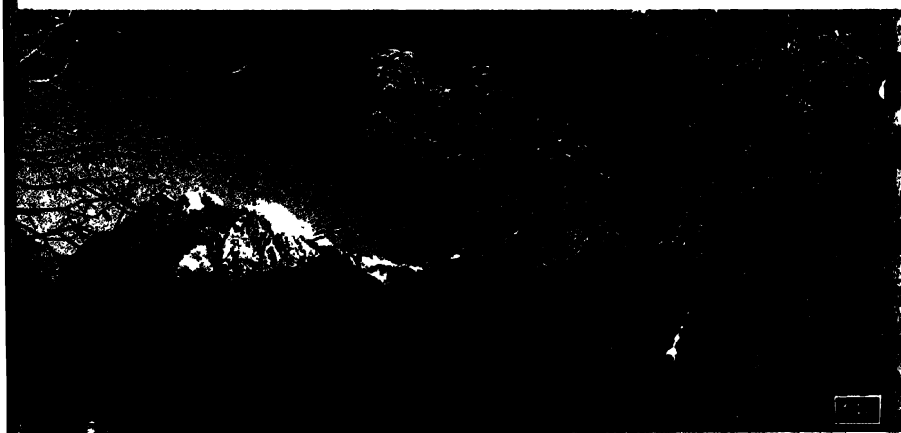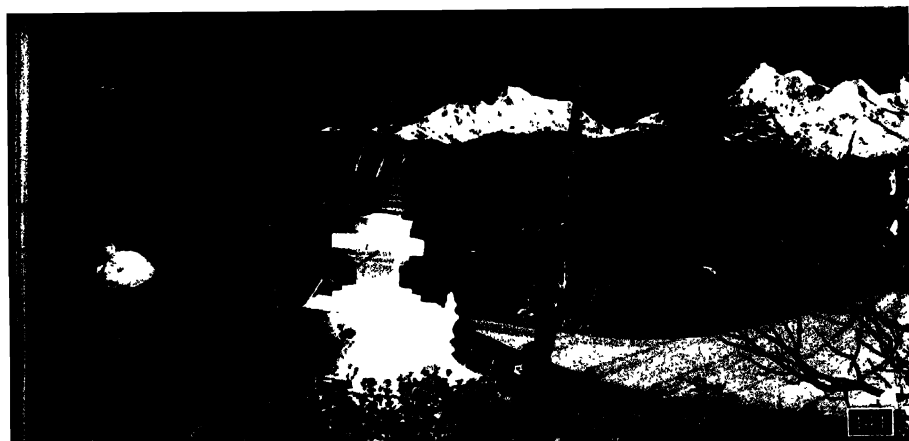
বরণীয় উৎসব লক্ষ্ণৌয়ে। লক্ষ্ণৌয়ের নবতম আকর্ষণ গুরু পুওনজাজী (Poonjaji)। আগ্রহীরা Carlton Hotel-এ খোঁজ নিতে পারেন গুরুর অবস্থান বিষয়ে।

IAC-ব বিমান 1 5 দিন ১৩-১০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে মুম্বাই যাচ্ছে ১৫-১৫য়; লক্ষ্ণৌ আসছে ৮-৪৫এ মুম্বাই ছেড়ে ১১-০৫এ বারাণসী পৌঁছে ১২-৩০এ। দিল্লী যাচ্ছে প্রতিদিন ৭-২৫এ ছেড়ে ৮-২০এ, 1 3 5 6 দিন ২০-২০এ ছেড়ে ২১-১৫য়; লক্ষ্ণৌ ফেবে দিল্লী থেকে যথাক্রমে ৬-০০ ও ১৭-৩০এ। 1 3 5 7 দিন দিল্লী ছাড়া IAC-ব উড়ান ১৮-২৫এ লক্ষ্ণৌ, পাটনা ১৯-৫০এ পৌঁছে কলকাতায় যাচ্ছে ২১-১৫য়। ফেবেও এবা একই দিনগুলিতে একইভাবে। আর প্রাইভেট এয়ারলাইনস প্রতিদিন ১২-৪৫এ দিল্লী ছেড়ে ১৩-৪০এ লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দিল্লী ফেবে ১৫-০০টায়। শহব থেকে ১৪ কিমি দূবে Amausi Airport দপ্তর বসেছে: IAC, Hotel Clarks Avadh, 8 Mahatma Gandhi Marg, ✆ 240927/135

উত্তব ও উত্তব-পূর্ব ট্রাঙ্ক কটেব জংশন স্টেশন লক্ষ্ণৌ। ব্রডগেজ ও মিটাবগেজ দুইয়েরই চল আছে। আর আছে লক্ষ্ণৌ সিটি স্টেশন। ট্রেন যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ থেকে—দিল্লী ৬½—৯½ ঘ, অযোধ্যা ৩ ঘ, এলাহাবাদ ৪½ ঘ, বারাণসী ৪½—৬ ঘ, গোরক্ষপুর ৫—৬ ঘ, কানপুব ১½—২½ ঘ, মুম্বাই ২৭ ঘ, কলকাতা ২০ ঘণ্টায়।

কলকাতা থেকে নানান ট্রেন সরাসবি সংযোগ গড়েছে। হাওড়া থেকে 2 5 6 দিন ২৩-০০টায় 3073 হিমগিরি এক্স, ১৯-২০এ 3005 অমৃতসর মেল, ১৩-১০এ 3049 অমৃতসর এক্স, ২০-১৫য় 3009 দুন এক্স, ২১-৪৫এ 3019 কাঠগোদাম এক্স; শিয়ালদহ থেকে ১১-৪৫এ 3151 জম্মু তাওয়াই এক্স বারাণসী/লক্ষ্ণৌ/মোরাদাবাদ হযে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৯৭৯ কিমি, সময় নেয কমবেশি ২০ ঘণ্টা। কলকাতায় ফেরে 1 2 5 দিন ১৫-৫৫য় হিমগিবি, ১৮-৪৫এ জম্মু তাওয়াই-শিয়ালদহ, ১০-৪৫এ অমৃতসর-হাওড়া মেল, ১১-৪০এ অমৃতসর-হাওড়া এক্স, ৬-১৫য় কাঠগোদাম এক্স, ৮-৪৫এ দুন এক্স লক্ষ্ণৌ থেকে।

লক্ষ্ণৌ থেকে নিউ দিল্লী যাচ্ছে ১৫-২০এ সুপার ফাস্ট 2003 শীতাতপ শতাব্দী এক্স, ২২-০০টায় লক্ষ্ণৌ-নিউ দিল্লী মেল, রবিবার ছাড়া প্রতিদিন ৫-২৫এ গোমতী এক্স, ২২-২৫এ কাশী থেকে (১৬-০০) আসা বিশ্বনাথ এক্স, ২০-৩৫এ নতুন দিল্লী যাচ্ছে পাটনা থেকে আসা শ্রমজীবি এক্স, ১৮-৫৫য় মালদহ ছেড়ে পরদিন পাটনা ৬-০৫, মোগলসরাই ১১-০০, বারাণসী ১২-০০, অযোধ্যা ১৬-০৭, লক্ষ্ণৌ ১৯-৫০, তারও পরদিন ৬-৫০এ দিল্লী জং পৌঁছে ডিওয়ানি যাচ্ছে ফারাক্কা এক্স; 3 7 দিন ৩-১৫য় পাটনা-রাজধানী এক্স; 4 6 দিন মজঃফরপুর-দিল্লী/ 1 3 দিন রক্সৌল-দিল্লী এক্স/ 2 7 দিন সুলতানপুর-দিল্লী এক্স ১৯-০৫এ; ফারাক্কার অংশে তুণ্ডলা থেকে মথুরা যাচ্ছে। বরায়ুনি থেকে আসা বৈশালী এক্স ২২-০৫এ, 2 5 7 দিন দ্বারভাঙ্গা-দিল্লী, সরযূ যমুনা ১-০৫এ ছেড়ে দিল্লী জং, 2 4 5 7 দিন দ্বারভাঙ্গা থেকে আসা শহীদ এক্স ১-০৫এ, 2 5 7 দিন ১৩-১৫য় পুরী থেকে আসা নীলাচল এক্স; গুয়াহাটি-দিল্লী যাচ্ছে আয়ুধ-অসম, দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল; বারসোই থেকে আসা মহানন্দা এক্স ৯-৩০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে দিল্লী জং যাচ্ছে। দিল্লীর দূরত্ব ৫০৭ কিমি, সময় নেয় ঘণ্টা আটেক। তবে শতাব্দী নতুন দিল্লী যাচ্ছে ৫½ ঘণ্টায়।

৪৮৬ কিমি দূরের আগ্রা যাচ্ছে 1 3 4 6 দিন ১৭-২০এ বারাণসী ছাড়া মরুদ্বার এক্স লক্ষ্ণৌ ২২-৫৫, তুণ্ডলা ৩-৫০, আগ্রা ক্যান্ট ৫-০৫এ পৌঁছে জয়পুর হয়ে যোধপুর যাচ্ছে ১৮-২৫এ। ১৮-২০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কানপুর/তুণ্ডলা/আগ্রা ফোর্ট/কোটা/রাটলাম হয়ে বান্দ্রা যাচ্ছে আয়ুধ এক্স।

চিত্রসূচী: এগারো

১৩৩ অতীত বাকহারা ছবি বিজয় সেনগুপ্ত *১৩৪ কোলা সেতুতে পারাপার* ছবি বিজয় সেনগুপ্ত *১৩৫ দ্বারাসামনে পাহাড় থেকে* ছবি উৎপল সেন *১৩৬ কেদারনাথ* ছবি নির্মলেন্দু সামুই *১৩৭ বদরীনারায়ণ* ছবি নির্মলেন্দু সামুই *১৩৮ কৌশানীতে সূর্যাস্ত* ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ *১৩৯ চৌকোরী* ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ *১৪০ নৈনীতাল* ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ *১৪১ মোনালদারে ত্রিশূল* ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ *১৪২ মুন্সীয়ারিতে* ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ *১৪৩ খুরপাতাল থেকে* ছবি ইন্দ্রনীল ঘোষ।

১৯-২৫এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কানপুর/ঝাঁসী/ভূপাল/ভুসুয়াল হয়ে ২৫¾ ঘণ্টায় মুম্বাই যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ-মুম্বাই সুপার ফাস্ট পুষ্পক এক্স; ১৯-০০টায় গোরক্ষপুর ছেড়ে ০-৩০এ লক্ষ্ণৌ পৌঁছে ২৮ ঘ ৫৫ মিনিটে মুম্বাই যাচ্ছে গোরক্ষপুর-মুম্বাই কুশীনগর এক্স। মুম্বাই CST ছাড়ে যথাক্রমে ৮-১০ ও ২২-৩০এ। ঘণ্টা পাঁচেকে গোবক্ষপুর যাচ্ছে ২৩-০০টায় লক্ষ্ণৌ-গোরক্ষপুর এক্স, ৬-১৫য় কাঠগোদাম-হাওড়া এক্স, ৩-১০এ মুম্বাই-গোরক্ষপুর কুশীনগর এক্স, ১৪-০০টায় কোচি/হায়দ্রাবাদ/ব্যাঙ্গালোর-গোবক্ষপুর এক্স, ৩-৪৫এ নিউ দিল্লী-বরায়ুনি বৈশালী এক্স, ১৫-৪৫এ লক্ষ্ণৌ-ববাযুনি এক্স, ০-১০এ অমৃতসর-বরায়ুনি এক্স, 2 4 5 7 দিন ৬-৩০এ দিল্লী-দ্বারাভাঙ্গা শহীদ এক্স, 1 3 6 দিন ৬-৩০এ দিল্লী-দ্বারভাঙ্গা সরযূ যমুনা এক্স, ১৫-৫৫য় জম্মু-বরায়ুনি/গোরক্ষপুর/গুয়াহাটি এক্স, ১৮-০৫এ আয়ুধ-অসম ছাড়াও নানান ট্রেন। আমেদাবাদ যাচ্ছে ২১-৫০এ ঝাঁসী/উজ্জয়িন/ভাদোদরা হয়ে 2 5 7 দিন বারাণসী, 4 দিন ফৈজাবাদ, 1 3 6 দিন বরাবাঙ্কিতে মজঃফরপুর থেকে আসা অংশে জুড়ে সবরমতী এক্স।

চিত্রকূট এক্স যাচ্ছে ১৭-৩০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কানপুর/চিত্রকূট ধাম/সাতনা/কাটনি হয়ে জব্বলপুরে; জব্বলপুর ছাড়ে চিত্রকূট ১৮-৪০এ। ৬-০০টায় লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এলাহাবাদ যাচ্ছে ৪¾ ঘণ্টায় সাহারানপুর-এলাহাবাদ নৌচণ্ডী এক্স, ১৮-২৫এ লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ গঙ্গা গোমতী এক্স, ১৬-২৫এ লক্ষ্ণৌ-শক্তিনগর ত্রিবেণী এক্স। ৫½ ঘণ্টায় বারাণসী যাচ্ছে 2 5 7 দিন ১৪-৪০এ নীলাচল এক্স, ২৩-০০টায় কাশী বিশ্বনাথ এক্স, ৭-৫০এ ফারাক্কা এক্স, 1 3 4 6 দিন ৪-৪০এ মরুদ্বার এক্স, ৩-২৫এ দিল্লী-মজঃফরপুর/রক্সৌল/সুলতানপুর এক্স, 1 3 6 দিন ৬-৩০এ নিউ দিল্লী-বারাণসী এক্স, ১৮-০০টায় লক্ষ্ণৌ-বারাণসী বরুণা এক্স, 2 4 7 দিন ৬-৩০এ সরযূ-যমুনা এক্স, ২১-৫৫য় আমেদাবাদ যাচ্ছে সবরমতী এক্স।

2 5 7 দিন ছাপরা হয়ে মজঃফরপুর যাচ্ছে সবরমতী; নতুন দিল্লী-বরায়ুনি বৈশালী এক্স যাচ্ছে বস্তী/ছাপরা/ মজঃফরপুর হয়ে বরায়ুনি; 3 7 দিন রাপ্তী-সাগর এক্স; 1 3 4 6 দিন শহীদ এক্স; 3 6 7 দিন জম্মু-গোরক্ষপুর ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব

ভারতের দিকে দিকে লক্ষ্ণৌ থেকে। সাপ্তাহিক জম্মু-গুয়াহাটি লোহিত এক্স; দিল্লী জং থেকে এসে ১৮-০৫এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে গোরক্ষপুর/মজঃফরপুর/বরায়ুনি/নিউ জলপাইগুড়ি/রঙ্গিয়া হয়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে আয়ুধ-অসম এক্স।

লক্ষ্ণৌ থেকে সড়ক দূরত্ব :

কানপুর	৭৭ কিমি
কানপুর হয়ে দিল্লী	৪৯৭ "
আগ্রা	৩৬৯ "
ঝাঁসী	৩০১ "
খাজুরাহো	৩২০ "
বেরিলি	২৪৪ "
নৈনীতাল	৪০৭ "
এলাহাবাদ	২৩৭ "
বারাণসী	২৮৬ "
মোরাদাবাদ	৩৩৬ "
করবেট জাতীয় উদ্যান	৪৮০ "
দুধওয়া জাতীয় উদ্যান	২৬০ "
অযোধ্যা	১২৮ "
গোরক্ষপুর	২৫৩ "
পাটনা	৫৩২ "
হরিদ্বার	৫৯৫ "
কলকাতা	৯৬৩ "
মুম্বাই	১৩৭৪ "
চেন্নাই	২০১৭ "

অমৃতসর যাচ্ছে ১৬-৫০এ হাওড়া-অমৃতসর মেল, ১৫-৫০এ হাওড়া-অমৃতসর এক্স। জম্মু যাচ্ছে 3 6 7 দিন ১৯-৩৫এ হিমগিরি এক্স, ১০-০০টায় শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্স, সাপ্তাহিক লোহিত এক্স। লক্সার-হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন যাচ্ছে ১৯-১৫য় হাওড়া-দেরাদুন এক্স, ১৯-৫৫য় বারাণসী-দেরাদুন এক্স, 1 3 দিন ৩-১০এ গোরক্ষপুর-দেরাদুন এক্স। ফিরোজপুর যাচ্ছে ১৪-৫০এ গঙ্গা শতদ্রু এক্স। আম্বালা ক্যান্ট যাচ্ছে জম্মু ও অমৃতসরের প্রতিটা ট্রেন। মোরাদাবাদ যাচ্ছে ৬½ ঘণ্টায় জম্মু-অমৃতসর-দেরাদুনের প্রতিটি ট্রেন ছাড়াও নানান। ঝাঁসী যাচ্ছে কানপুর হয়ে লক্ষ্ণৌ-মুম্বাই পুষ্পক এক্স, গোরক্ষপুর-সেকেন্দ্রাবাদ/কোচি/ আমেদাবাদ এক্স, ছাপরা-গোয়ালিয়র এক্স, গোরক্ষপুর-মুম্বাই কুশীনগর এক্স, সবরমতী এক্স, ১৬-১৫য় প্যাসেঞ্জার।

কুমায়ুন পাহাড়ের যাত্রী নিয়ে ৭-৫০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ১৬-০৫এ বেরিলি যাচ্ছে রোহিলাখণ্ড এক্স; ২১-১০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে সীতাপুর/পিলিবিট/ভোজিপুরা হয়ে লালকুয়া যাচ্ছে পরদিন ৬-৪০এ নৈনীতাল এক্স; ১৮-৪৫এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ভোজিপুরা/ বেরিলি/ কাশগঞ্জ হয়ে আগ্রা ফোর্ট যাচ্ছে মরুদ্ধর এক্স; ১৭-১৫য় লক্ষ্ণৌ ছেড়ে দুধওয়া যাচ্ছে ০০-২৫এ স্যাঙ্কচুয়ারি এক্স; কাঠগোদাম যাচ্ছে ২১-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে দুর্গাপুর ০-৫৭, মধুপুর ৩-১৮, শোনপুর ১১-৫৫, গোরক্ষপুর ১৭-৩৫, লক্ষ্ণৌ ২৩-৫০, বেরিলি ৪-১০এ পৌঁছে ৮-৪৫এ 3019 হাওড়া-কাঠগোদাম এক্স। গোণ্ডা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ও এক্স; ২২৭ কিমি দূরের জৌনপুর যাচ্ছে নানান ট্রেন। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৪-১৫, ৬-০৫, ১২-৩০, ১৪-৩০, ১৯-০০টায় সীতাপুর; ৪-১৫, ১২-৩০, ১৪-৩০এ মইলানি; ১২-৩০এ পিলিবিট, আর মইলানি থেকে ৫-০০, ৬-৩০, ১১-২৫, ১৫-০০, ১৭-২০, ১৯-৩০এ ট্রেন মেলে পিলিবিট-এর; ৫-৫৫, ৮-৪০, ২৩-৫০এ ছাড়াও নানান এক্স যাচ্ছে বেরিলি; কানপুর যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ থেকে ৪-১০, ৫-০৫প্যা, ৭-২০, ৯-২৫, ১১-২০প্যা, ১৪-০০, ১৬-১৫ ঝাঁসী প্যা, ১৮-৩০টায় ছাড়াও দূরান্তের নানান ট্রেন; লক্ষ্ণৌ-বরাবাঙ্কি-ফৈজাবাদ-অযোধ্যা-জৌনপুর-বারাণসী শাখায় ১৩৫কিমি দূরের অযোধ্যায় যাচ্ছে ৩ ঘণ্টায় ৬-৩০, ৮-০৫, ৮-৪৫, ১২-০০, ১৮-৪০এ এক্স; ৫½ঘণ্টায় প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে ৪-৪৫, ১৩-০০, ১৭-৩০, ২১-০৫এ। ৩২৪কিমি দূরের বারাণসী যাচ্ছে ৫½ঘণ্টায় ৪-১৫, ১১-০৫, ১৩-০০, ২১-০৫এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান রাজ্য তথা ভারতের দিগ্বিদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে। তবুও উচিত হবে রেলের সর্বশেষ খবর পেতে Lucknow Rail Enquiry ✆ 131কে যোগাযোগ করা।

জাতীয় সড়ক ২৪, ২৫, ২৮-এর সংযোগে লক্ষ্ণৌ নগরী। বাস স্ট্যান্ডও দুই লক্ষ্ণৌয়ে। বাস যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ রেল স্টেশনের বিপরীতে চারবাগ বাস স্ট্যান্ড থেকে UP State Road Transport, ✆ 50988-এর উত্তর ভারতের দিকে দিকে। নানানধর্মী বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু—বারাণসী ৯ঘ, গোরক্ষপুর ৭ঘ, কানপুর ২ঘ, অযোধ্যা ৩ঘ, এলাহাবাদ ৬ঘ,
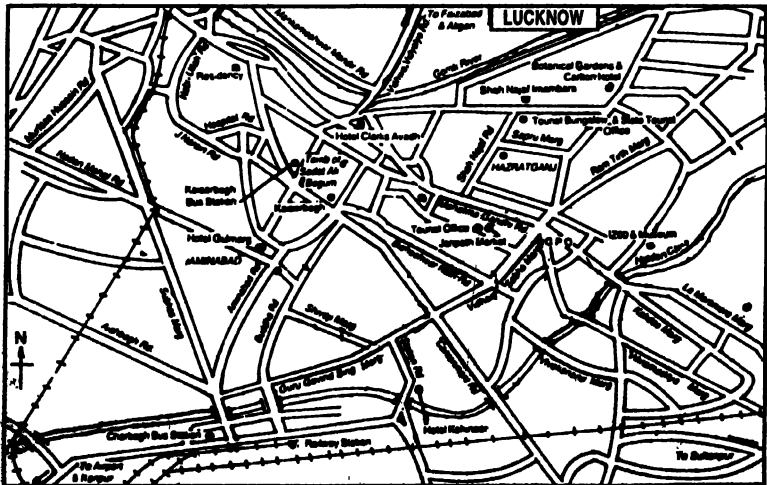
সোনেউলি ১১ঘ, আগ্রা ১০ঘ, দিল্লী ১২ঘণ্টায়। আর যাচ্ছে বাস—খাজুরাহো, হৃষীকেশ, দুধওয়া জাতীয় উদ্যান, মোরাদাবাদ, বেরিলি, কাঠগোদাম, নৈনীতাল, রানীক্ষেত ছাড়াও নানান। আর শহরের প্রাণকেন্দ্র কাইজার বাগ (✆ 242503) বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস যাচ্ছে—বারাণসী, গোরক্ষপুর, কানপুর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী ছাড়াও নানান স্থানে।

আর নেপাল ভ্রমণে ইচ্ছুক যাত্রীরা লক্ষ্ণৌ থেকে বিমান, রেল বা বাসে গোরক্ষপুর পৌঁছে আবার বাসে ঘণ্টা তিনেকে ভারত সীমান্তের সোনেউলি গিয়ে লাগোয়া ভৈঁরোয়া (নেপাল সীমান্ত শহর) থেকে বাসে ঘণ্টা আটেকে পোখরা, ঘণ্টা দশেকে কাঠমাণ্ডুও পৌঁছে যেতে পারেন।

কনডাকটেড ট্যুর : UP Tourism-এর দপ্তর বসেছে—Chitrahar, 3 Naval Kishore Rd, Lucknow-226001, ✆ 241776/একই ঠিকানায় Directorate of Tourism, ✆ 245555/Govt of UP Tourist Reception Centre, Charbagh Rly Stn (Northern Rly). ✆ 52533/10-4, Station Rd, ✆ 246205-এ। নর্দার্ন রেল স্টেশন থেকে UPSTDC-র বাস প্রতিদিন সকাল ৯-০০টায় গিয়ে ১৩-০০টায় ফেরে শহর দেখিয়ে। ভাড়া ৬০, শিশু ৪০, প্রতি রবিবার সকাল ৮-০০টায় ৬ সপ্রু মার্গ থেকে গিয়ে নিমসার ও মিশ্রিক বেড়িয়ে ফেরে ১৯-৩০এ। রবিবার সকাল ৯-০০টায় ছাত্তারবাগ ও কাইজারবাগ থেকে গিয়ে ১৬-০০টায় ফেরে ৯ কিমি দূরের Kukrail Reserve Forest দেখিয়ে। যথেষ্ট যাত্রী হলে দিনে দিনে নৈমিষারণ্য, আর অযোধ্যাও যাচ্ছে প্যাকেজ ট্যুরে UPSTDC. এমনকি ৩ দিনের সফরে দুধওয়া, ৩ দিনের সফরে করবেট জাতীয় উদ্যান, ৪ দিনের সফরে কুশীনগর-লুম্বিনী-কপিলাবস্তু-শ্রাবস্তী-অযোধ্যা, ৮ দিনের প্যাকেজে কাঠমাণ্ডুও যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ থেকে UPSTDC. নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। বুকিং: UPSTDC, ✆ 248349. আর Govt of India Tourist Office, Janpath Market, M G Marg, Hazratganj-এ। Wildlife Information Centre, 17 Rana Pratap Marg, ✆ 246140-এ। শহরে চলছে মিটারহীন ট্যাক্সি, রিকশা, অটো, টাঙা। রেল স্টেশন থেকে টেম্পোও যাচ্ছে যাত্রী প্রতি ৪-৫ টাকা ভাড়ায়—হজরতগঞ্জ, সিকান্দরগঞ্জ, কাইজার বাগ, চক ছাড়াও নানান দিকে।

লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ম-এ গুপ্ত ও মোগল যুগের মুদ্রা ও পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ উল্লেখ্য। ছবিরও অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে মিউজিয়মে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য, পোড়ামাটির কাজ, উপজাতীয় শিল্প, হাতের কাজ ও বাদ্যযন্ত্রের নানান সংগ্রহও দেখতে মেলে মিউজিয়মে। সকাল ৮—১১-০০, আবার ১৫-৩০—১৯-৩০টায় খোলা। বুধ ও ছুটির দিনগুলি বন্ধ থাকে মিউজিয়ম।

নবাবের দুর্গের পাশেই **বড়া ইমামবাড়া**। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরে প্রজাদের আশ্রয় দিতে ১৭৮৪তে নবাব আসফ-উদ্-দৌলা তৈরি করান। এর প্রশস্ত সম্মুখভাগ, পিলার ছাড়া মূল হল্ বিশ্বের বৃহত্তম (৫০x১৫ মি) খিলানাকৃতি অট্টালিকা। ইরানি স্থপতি খিফায়াতুল্লার হাতে তৈরি ৪ তলা এই প্রাসাদপুরীর মাথায় বসেছে আর এক আশ্চর্য **ভুলভুলাইয়া** অর্থাৎ গোলকধাঁধা। ৫০০০ খিলান আছে সারা বাড়িতে। দেওয়ালেরও কান আছে প্রমাণ মিলবে ভুলভুলাইয়ায়। শোনা যায়, গাইড ছাড়া পথের নিশানা মেলা অসম্ভব। শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান ভুলভুলাইয়া থেকে। তবে, প্রাসাদের সেকালের পাতাল-পুরীর পথগুলি আজ রুদ্ধ। বাঁয়ে মসজিদ, বিপরীতে পাতালস্পর্শী কুয়ো। সমাধিস্থও রয়েছেন আসফ-উদ-দৌলা ও তাঁর বেগম। এরই পশ্চিমে ইমামবাড়ার প্রবেশ তোরণ **রুমি দরওয়াজা** বা টার্কিশ গেট। স্থাপত্যে অভিনবত্ব আছে। ইস্তামবুলের দরজার রেপ্লিকা রূপে বিশালাকার (৬০ ফুট) এই দরজা। এটিও ১৭৮৩-র দুর্ভিক্ষে ত্রাণ কাজের অঙ্গরূপে ১৭৮৪তে তৈরি করান আসফ-উদ-দৌলা। ১৮৫৭তে গণ-অভ্যুত্থানের কালে ব্রিটিশরাজ এটি ধ্বংস করে। প্রতি বছর সিয়াধর্মী মুসলিম ধর্মোৎসব মহরম পালিত হয়। রবিবার ছাড়া ৬—১৭-০০টায় খোলা। টিকিট লাগে ১০ টাকার ভুলভুলাইয়া, ছোট ইমামবাড়াসহ ইমামবাড়া দেখতে।

ইমামবাড়ার মসজিদ থেকে অতীতের লক্ষ্মণটিলাও দেখে নেওয়া যায়। সম্ভবত এই লক্ষ্মণটিলাই হবে রামায়ণের **লক্ষ্মণাবতী**। ১৫ শতকে গোমতীর দক্ষিণ তীরে লক্ষ্মণাবতীতে লক্ষ্ণৌ নগরীর পত্তন। পরবর্তীকালে নাম হয় পীর মুহম্মদ কা টিলা আরও পরে আওরঙ্গজেব টিলা। পীর মুহম্মদ মসজিদ গড়েন এই লক্ষ্মণাবতীতে।

বড়া আর ছোটা দুই ইমামবাড়ার মাঝপথে **ক্লক টাওয়ার**। ১৮৮০তে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৮৭তে নবাব নাসির-উদ-দিন হায়দরের হাতে। ম্যুরিশ শৈলীর ৬৭.৩ মি উঁচু চতুষ্কোণ এই ক্লক টাওয়ার তৈরিতে খরচ পড়ে ১১৭০০০ টাকা। অতীতে সোনায় মোড়া ছিল টাওয়ার।

বড়া ইমামবাড়া আর লাল ইটের প্রাসাদের কাছেই রয়েছে **পিকচার গ্যালারি**। মহম্মদ আলি শাহ তৈরি করান এটি *বরাদরি* অর্থাৎ গ্রীষ্মাবাস রূপে। দোতলার হল্ ঘরে অযোধ্যার নবাবদের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রতিকৃতিগুলি আজও তাঁদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী শোনায়। ১০—১৭-০০টায় খোলা।

মহম্মদ আলি শাহ ১৮৩৭এ সেকালের হুসেনাবাদে তৈরি করান **ছোটা ইমামবাড়া**। জনশ্রুতি, দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে প্রজাদের রুটি জোগাতে ১০০০ শ্রমিক নিয়োগ করেন নবাব। আকারে ছোট হলেও স্থাপত্যে অভিনবত্ব আছে। শিরে গম্বুজ—১টি তার সোনার। পবিত্র কোরআনের *আয়াত* দেওয়ালময় উৎকীর্ণ। নানান রকম তাজিয়া ও দেশী-বিদেশী ঝাড়-লণ্ঠন মুগ্ধ করে দর্শকদের। মহরমে আলোকিত হয় প্রতিটি লণ্ঠন। সমাধিস্থ রয়েছেন নবাব মহম্মদ আলি শাহ ও নবাব জননী ছোটা ইমামবাড়ায়। এরই পশ্চিমে নবাবের আর এক কীর্তি—**জুমা মসজিদ**। পিঁয়াজের ঢঙে ৩টি ডোম আর রয়েছে আজান মিনার ২টি। তবে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই নবাবের মৃত্যু হতে বেগম মালিকা জাহানের হাতে সম্পূর্ণতা পায়। বিধর্মীদের প্রবেশ মানা।

ইমামবাড়ার বিপরীতে ওয়াচ টাওয়ার—*Satkhanda* অর্থাৎ ৭ তলা টাওয়ার। তবে, ১৮৪০এ নবাবের মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ ৪ তলাতেই থেমে যায় নির্মাণ।

ভারতের স্বাধীনতার অনেক উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে শহর থেকে ২.৫ কিমি দূরে গোমতীর তীরে উঁচু টিপির ওপর ১৭৮০ থেকে ১৮০০তে তৈরি দি রেসিডেন্সি। অযোধ্যার রাজসভার ইংরেজ দূতদের বাসের জন্য মহম্মদ আলি শাহর তৈরি। তদানীন্তন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল স্লিমান-এর তদন্তে নবাবের অরাজকতার অজুহাতে নবাবী ক্ষমতা খর্ব করে সুচতুর ব্রিটিশের চুক্তিনামা স্বাক্ষরের প্রস্তাব নাকচ হতে ছলে বলে কৌশলে ১০ম বা শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি নির্বাসনে পাঠায় ব্রিটিশরাজ। আর কার্যত প্রদেশের শাসক হয় ব্রিটিশ। ১৮৫৭র ১২ই মে ভারতময় সিপাহীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হতে সারা শহর থেকে ২৯৯৪ জন ব্রিটিশ নাগরিক আশ্রয় নেয় Sir Henry Lawrence-এর নেতৃত্বে রেসিডেন্সিতে। ব্রিটিশের আচরণে ক্ষুব্ধ নবাবের গুণমুগ্ধ প্রজারা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে ৮৭ দিন ধরে অবরোধ করে রাখে রেসিডেন্সি। গুলি-গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেন্সিতে আগুনও লাগায় বিক্ষুব্ধ জনতা। সংঘর্ষে নিহত হাজার দুয়েক ব্রিটিশ সমাহিত রয়েছে রেসিডেন্সি চত্বরের বিধ্বস্ত চার্চ লাগোয়া। দ্বার আজ অবারিত। তবে, মডেল রুম ৯—১৭-০০টায় খোলা; কামানের গোলার ক্ষতচিহ্ন আজও দৃশ্যমান মডেল রুমের দেওয়ালে। এই বাড়িতেই ১৮৫৭র ২রা জুলাই কামানের গোলায় মৃত্যু ঘটে স্যার হেনরি লরেন্সের। দর্শনী লাগে মডেল রুম দেখতে, শুক্রবার ফ্রি।

আর শহীদ মিনার হয়েছে ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ স্বাধীনতার যুদ্ধে যেসব ভারতীয় প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭য় রেসিডেন্সির বিপরীতে গোমতীর তীরে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে গোমতীর জলে।

হজরতগঞ্জে হোটেল গোমতীর অদূরে শাহনাজাফ ইমামবাড়া। অতীতে সোনায় মোড়া ছিল এর গম্বুজ—অন্দরে ঝাড়লণ্ঠন। আর অজস্র তাজিয়া—শহীদ ইমাম হোসেনের স্মরণে মিছিল বের হয় মহরমে। ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামী শাহনাজাফ সমাধিস্থ রয়েছেন অন্দরে। আর সমাহিত আছেন বেগমসহ ষষ্ঠ নবাব গাজি উদ্দিন হায়দার (১৮১৪-২৭) শাহনাজাফ ইমামবাড়ায়। নামটি হয়েছে বাগদাদের নাজাফ নগরী থেকে। সিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হজরত আলি শায়িত রয়েছেন নাজাফ নগরীতে।

গিলটি করা ছাতা থেকে ছাত্তার মঞ্জিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ঔষধ গবেষণাগার বসলেও নবাবদের নানান স্মৃতি-মণ্ডিত সুন্দর অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত অতীতের রাজপ্রাসাদটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া।

লক্ষ্ণৌ নগরীর আর এক আকর্ষণ ফরাসি মেজর জেনারেল ক্লড মার্টিনের প্রাসাদোপম বাড়ি কনস্টান্টিয়া। ১৭৬১তে পণ্ডিচেরীতে বন্দী হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগদান, আর ১৭৭৬এ নবাবের অধীনে চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌ আগমন ক্লড মার্টিনের। বাড়িটির অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১৮০০খ্রি) মার্টিন মারা গেলেও তারই পরিকল্পনা মতো জোসেফ কুয়েরের উদ্যোগে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড ব্যয়ে সম্পূর্ণতা পেয়ে ১৮৪০এ স্কুল বসে। বাড়িটির স্থাপত্যেও অভিনবত্ব আছে—করিন্থিয়ান শৈলীর ১২৩ ফুট উঁচু থামে গথিক স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটেছে। সমাহিতও রয়েছেন ক্লড বাড়ির বেসমেন্টে। প্রিন্সিপালের অনুমতিতে দেখার ব্যবস্থা।

লক্ষ্ণৌ বিনোদনের আর এক দুনিয়া পড়ে রয়েছে বারাণসী বাগে। নীল আকাশের নিচে ১৯২১এ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের স্মারক রূপে গড়া চিড়িয়াখানাটি মন্দ নয়। খাঁচা থেকে বাইরে বন্য জন্তুর দর্শনে রোমাঞ্চ আছে। সাপের সংগ্রহ উল্লেখ্য। মিনি ট্রেন চলছে চিড়িয়াখানা তথা বটানিক্যাল গার্ডেনে। একই চত্বরে রূপ পেয়েছে Natural History Museum. ১০-৩০ থেকে ১৬-৩০টায় খোলা। এরই পাশে হয়েছে অ্যাকোয়ারিয়াম। সংগ্রহ অতি সাধারণ। অদূরে রাজভবন ও বিধানসভা।

চারবাগের চিলড্রেন্স মিউজিয়মটিও দেখবার মতো। ১০—১৬-০০টায় খোলা, সোমবার বন্ধ।

এছাড়াও রয়েছে শহরময়—হজরতগঞ্জে ১৯২৮ খ্রি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিধানসভা ভবন। ২ কিমি দূরে ১৮৫০এ তৈরি কাইজার বাগ বরাদরি অর্থাৎ মনোরম বাগিচায় লেকের মাঝে শেষ নবাবের সামার প্যালেস, হারেম মহল; ৫ম নবাব সাদাত আলি বেগমসহ এখানে শায়িত। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর তৈরি সিকান্দারবাগ অর্থাৎ গ্রীষ্মাবাসে আজ বটানিক্যাল গার্ডেন বসেছে। শহরের প্রাচীনতম সৌধ আকবরের নিযুক্ত প্রথম গভর্নরের (১৬০০) সমাধি নাদান মহল, ৫ কিমি দূরে মচ্ছিভবন, ১ কিমি দূরে কাউন্সিল চেম্বার, ভিক্টোরিয়া পার্ক, গোমতীর উত্তর পাড়ে বাদশাহ বাগে বিশ্ববিদ্যালয়, সোম ছাড়া ১০-৩০—১৬-৩০টায় বারাণসী বাগে স্টেট মিউজিয়ম, ইব্রাহিম চিস্তির সমাধি, যোলা খাম্বা প্যাভিলিয়ন, খাসিয়ামণ্ডিতে বাঙালির দেবী শতাধিক বছরের কালী, এমনকি মহরমের তাজিয়া মিছিল লক্ষ্ণৌ ভ্রমণে দ্রষ্টব্য। বিশালাকার তাজিয়া নিয়ে মিছিল বের হয়—বাজি পোড়ে মহরমের রাতে। তবুও যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে লক্ষ্ণৌ আজ অধিক আমোদিত হয় প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির ১০ দিন ব্যাপী লক্ষ্ণৌ উৎসবে। মিছিল বেরোয় নগরীতে, নানানধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে ঘুড়ি ওড়ে আকাশ ছেয়ে। মোরগ-লড়াইও উৎসবের আর এক দ্রষ্টব্য।

রেল স্টেশন চারবাগে আর বাস স্ট্যান্ড রেল স্টেশনের বিপরীতে চারবাগ ও শহরের প্রাণকেন্দ্র কাইজার বাগে।

রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট অফিস তথা ট্যুরিস্ট বাংলো Hotel Gomoti-র অবস্থান রেল থেকে ৪½, বাস থেকে ৩ কিমি দূরে হজরতগঞ্জের ৬ সপ্রু মার্গে। অদূরেই ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর। শহরের উত্তর-পূবে চক এলাকাকে ঘিরে নবাবী সৌধ তথা পুরাতন লক্ষ্ণৌ।

২৫০-৩০০ টাকায় চুক্তিতে মিটারহীন ট্যাক্সি নিয়ে এগুলি দেখে নিতে পারেন। সিটি বাসে চেপেও দেখে নেওয়া যায় এক এক করে প্রতিটা। অটো/টাঙা/রিকশাও মেলে চুক্তিতে ১৭৫/১২৫/৮৫ টাকায়। আবার সময় স্বল্পতায় চক এলাকায় বড়া ইমামবাড়া, ছোটা ইমামবাড়া, জুমা মসজিদ; হজরতগঞ্জের শাহ্‌নাজাফ—দুইয়ের মাঝে রেসিডেন্সি, বিপরীতে শহীদ মিনার; বারাণসী বাগে চিড়িয়াখানা আর যাতায়াতের পথে শহর দেখে লক্ষ্ণৌ দেখা সাঙ্গ করতে পারেন ঘণ্টা ৫/৬-এ। এমনকি লক্ষ্ণৌ রেল স্টেশনটিও গড়ে উঠেছে ইমামবাড়ার রেপ্লিকা হয়ে। বছরভর চলা গেলেও এপ্রিল থেকে জুলাই-এর গ্রীষ্ম এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে লক্ষ্ণৌ ভ্রমণে। আর শীতের আধিক্য ঘটলেও মনোরম সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। তাপমান গ্রীষ্মে ৩৬.৬°—২৫°সে, শীতে ২১.১°—১১.১°সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে ৭৯ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ১২৩ মি উঁচু লক্ষ্ণৌ-এ।

কেনাকাটা: লক্ষ্ণৌতে পর্যটকদের জন্য রয়েছে লক্ষ্ণৌ সুন্দরী চিকন। জরির নানান কারুকার্য খচিত লক্ষ্ণৌয়ের চিকন শাড়ি ও পাঞ্জাবির সারা বিশ্বে সমাদর আছে। চক বাজার বা আমিনাবাদ কেনাকাটার পক্ষে সুবিধার। শুক্রবার চক বাজার আর বৃহস্পতিবার আমিনাবাদ বন্ধ থাকে। আর রয়েছে বনেদী বাজার—হজরতগঞ্জ, রবিবার বন্ধ। তেমনই লক্ষ্ণৌয়ের আতরের সুবাস সেও যেন আমোদিত করে তোলে যাত্রীদের। তবুও যেন হজরতগঞ্জের গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়ামের আবেদন সর্বাগ্রে। নবাবী আমলের নানান অ্যান্টিক সাজিয়ে রেখেছে দোকানী লক্ষ্ণৌয়ের দোকানপাটে।

ভোজন বিলাসী নবাবদের সৃষ্টি মুখরোচক নানান আহার লক্ষ্ণৌয়ের কৃষ্টি হয়ে আজও মেলে হোটেল-রেস্তোরাঁয়। কেবল মেনুতেই রকমারি নয়—রন্ধন-প্রণালীতেও বৈচিত্র্য আছে। লঙ্গরখানার ভাপ বা বাষ্পের চাপ মোগল দরবারের বিরিয়ানির জন্ম দেয়। মোগলাই খানা—*বিরিয়ানি, পোলাও* বা *রুমালি রুটির* সাথে *মুর্গ মসল্লম* আর *কাকোরি কাবাবের* স্বাদ নিতে পারেন হজরতগঞ্জের—*রঞ্জনা, কে এ ওয়াই কোজিকর্নার, রয়্যাল কাফে, কোয়ালিটি*-তে; আমিনাবাদের *গুলমার্গে;* লালবাগে *সীম* বা শিবাজী মার্গে *মধুবন রেস্টুরেন্টে*। চীনা ডিশের জন্য হজরতগঞ্জের *হংকং রেস্টুরেন্টটি* যথেষ্ট খ্যাত। তেমনই *Marksman Cafe*, মহাত্মা গান্ধী রোড বা *Indian Coffee House* দুইয়েরই প্রসিদ্ধি কফির জন্য। আর মশলা ধোসার স্বাদ নেওয়া যেতে পারে *Basanta Restaurant*-এ। লক্ষ্ণৌ জং রেল স্টেশনের *রিফ্রেশমেন্ট রুমটিরও* যথেষ্ট সুখ্যাতি আহার্য পরিষেবায়। আর উচিত হবে *কুলফি* ও *ফালুদার* স্বাদ নেওয়া লক্ষ্ণৌয়ের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। তেমনই লক্ষ্ণৌয়ের আর এক কৃষ্টি তার সুস্বাদু দশেরী আম সৃষ্টি।

রেল স্টেশনের বিপরীতে Charbagh, Lucknow-226001, STD-0522-এ—*Bengali H*, ✆ 455819, SCB ৭৫, ৮৫, SAB ১২৫, DCB ১০০-১২৫, DAB ১৬০-২০০, এয়ার কুলারের জন্য ৪০, অতিরিক্ত; *New Sharma H*, opp Rly Stn, SCB ৭০, SAB ১০০, DCB ১২০, DAB ১৫০-২২৫; *H Mayur*, ✆ 451824, SCB ১২৫, SAB ১৫০-২৫০, DCB ১৬৫, DAB ১৭৫-৩০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *Kaveri L*, ✆ 456505, SCB ৭৫, SAB ১৪০, TV সহ ১৭৫, DCB ১৫০, DAB ২০০-২৭৫, TAB ২৪৫-৩০০, A/c D ৪০০; *Gitanjali G H, H Hindusthan*, ✆ 455812, SCB ৬০, SAB ৮০-১২৫, DCB ১২৫, DAB ১৫০-২০০, A-c D ২৭৫; বামহাতি গলিপথে *H Tulsi*, Pandariba, ✆ 51627, SCB ৮০, DAB ১৬০-২২৫, ডিলাক্স TV সহ ২০০-২৭৫, A/c D ৪০০-৪৫০; মূলপথে আরও যেতে রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে Naka Hindola-য় রাজকীয় বাড়ি, বাথ সংলগ্ন ঘরের অভাব হলেও ৩০ টাকায় ঘর মেলে *Shital Dharamshala*-য়; লাগোয়া *H Deep Avadh*, 133/273 Aminabad Rd, A10R1B0, ✆ 216521, SAB ২২৫, DAB ২৭৫, A-c S ৩০০, D ৩৭৫, A/c S ৪০০, D ৬০০; *H Amber*, D ১৭৫। অদূরে বামহাতি গলিপথে *H Yatri*, Vijoynagar, ✆ 249803, SAB ১২৫, DAB ১৭৫, A-c D ৩০০, TV সহ; *Mohan H*, Charbagh, ✆ 454283, A-c S ২৫০-৩৫০, D ৩২৫-৪৫০, A/c S ৪৫০-৬০০, D ৬২৫-৮০০; বিপরীতে *Prakash L*. মূলপথ Gautam Budh Marg ধরে আরও যেতে *Naresh H, H Apsara*, S ১০০, D ১৭৫, A-c S ২০০, D ৩০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০; পাশেই *H Amar Prem*, D ১৫০-২০০, A-c D ৩০০, A/c D ৪২৫; *Vaishali H*, বিপরীতে *Lucknow H*. চারবাগ বাস স্ট্যান্ডে *Baba Tourist L*, *Amaravati H*, Guru Gobinda Singh Marg, R½B1, SCB ৮০, DCB ১২৫, DAB ১৭৫।

লালবাগে—*H Ellora*, S ১৭৫, D ২৫০, A/c S ৪০০, D ৬০০; Amin-ud-doulla Park-এ—*Central H*, SAB ১০০, DAB ১৭৫, A-c D ৩৫০; *Gulmarg*, S ১২৫-২৭৫, D ২৫০-৩৫০, A/c S ৩০০, D ৪৫০। Aminabad-এ—*Kashmir; Rainbow*, S ৬৫-১২৫, D ১০০-২২৫; *Kaushala H*, SCB ৪০, SAB ৬০, DCB ৮০, DAB ১২৫-১৭৫; *Chowdhury L*, 2 Vidhan Sabha Marg; *Surajya; H Deep*, 5 Vidhan Sabha Marg-1, ✆ 216441, S ১৭৫, D ২২৫, A-c S ২৭৫, D ৩৫০, A/c S ৩২৫, D ৪৫০; *Raj H*, 9 Vidhan Sabha Marg, S ১৫০-২২৫, D ২০০-৩৫০; *Capoor's H*, 52 Hazratganj-1, ✆ 243958, A14R4, D ২৫০-৪০০, A/c ৬০০; *H Charan International*, R3B2, 16 Vidhan Sabha Marg-1, ✆ 247221, SAB ২৫০, DAB ৩৫০, A/c S ৪৫০, D ৬২৫, স্যুইট ৭৫০-১০০০; *H Tourist*, B N Rd-1, R2.5B2.5, SAB ১০০, DAB ১৭৫। Heweet Rd-এ—*Darpan H, Vishnu Gopal H, H President*, 7 Rani Luxmi Bai Marg; *Plaza H*, Shivaji Marg, R2; *H Avadh*, 1 Ram Mohan Roy Marg, near Botanical, S ১০০, D ১৭৫; প্রতিটাই রাজ্য সরকার অনুমোদিত। এছাড়াও হোটেল আছে নানান লক্ষ্ণৌতে। S ৬৫-১৫০, D ৮০-২২৫ টাকায় মেলে এদের কাছে।

পাশ্চাত্য প্রথায় : **H Kohinoor*, 6 Stn Rd-226001, near Rly Stn, ✆ 237693, A/c S ৬৫০, D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০; *H Chitrakoot; H Arif Castle*, 4 Rana Pratap Marg-1, ✆ 231313, S ৮৫০-১২৫০ D ১০০০-১৬৫০; **H Clerks Avadh*, 8 M G Marg, Hazratganj, ✆ 216500, A/c S ১৭৫০ D ২৫০০ স্যুইট ৩৭৫০; **H Carlton*, Shahnajaf Rd-1, ✆ 224201, S ৪৫০ D ৬০০ A/c S ৬৫০ D ১০০০ স্যুইট ১৫০০; *Tajmahal H*, Vipin Khand, Gautam Nagar-10, ✆ 393939, S ৯৫ D ১১০ US$.

আর আছে উত্তর-পূর্ব রেলের *রিটায়ারিং রুম* লক্ষ্ণৌ-এ। এছাড়া UPSTDC-এর *H Gomoti*, 6 Sapru Marg, Hazratganj, ✆ 220624, R4½, A-c S ৪০০ D ৪৫০ A/c S ৬৫০ ৮৫০ D ৮৫০ ৯৫০ ডর্মি বেড ৬০। *YMCA*, Rana Pratap Marg, ✆ 247227 ও *YWCA*, Borrow Rd-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে। DFO-র অনুমতিতে রানা প্রতাপ মার্গের *FRH*-এও ঘর মেলে থাকার। আর আছে *ধরমশালা : Sheth Shankarlal; Sital; Vinayak*, Naka Hindola, near Rly Stn; *Cheddi Lal*, Aminabad; *Lala Bholanath*, Chowk; *Ganga Prasad*, Chowk-এ। আর আছে কেশরবাগে শুভম সিনেমার বিপরীতে *ঘাসিয়ারি মণ্ডি কালীবাড়ি* লক্ষ্ণৌ-এ। চারবাগ থেকে শেয়ার অটোয় শুভম পৌঁছে চলা যেতে পারে বাঙালি তীর্থ কালীবাড়ি। তবে, বাড়িটি জীর্ণ হলেও বাঙালি পর্যটকদের কাছে রেল স্টেশনের বিপরীতে *Bengali H*-টি বিশেষভাবে আদৃত। থাকা ও খাবার প্রশংসনীয়। এদেরই *Calcutta Sweets*-এর মিষ্টিরও যথেষ্ট সুনাম। একই মালিকানাধীন সংস্থা *H Hindusthan*—opp N F Rly Stn ও ৫ মিনিটের পথে *H Yatri*. থাকার জন্য *H Tulsi* ও *H Yatri* ভালই।

কাঠগোদাম

নবতম ব্রডগেজ রেলে কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে 3019 হাওড়া-কাঠগোদাম এক্স। ২১-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে বর্ধমান ২৩-৫০, দুর্গাপুর ০-৫৭, মধুপুর ৩-১৮, জসিদি ৩-৫৬, কিউল ৬-০৯, মজঃফরপুর ১০-৩০, গোরক্ষপুর ১৭-৩৫, গোণ্ডা ২০-৩৫, লক্ষ্ণৌ ২৩-৫০, বেরিলি ৪-১০, রামপুর ৫-৪৫, লালকুয়া ৭-১৭, হালদুয়ানি ৮-০২এ পৌঁছে ১৫১৩ কিমি দূরের কাঠগোদাম যাচ্ছে ৮-৪৫এ। হাওড়া ফেরে কাঠগোদাম থেকে ১৯-৩০এ 3020 হাওড়া এক্স। 5308 নৈনীতাল এক্স যাচ্ছে ২১-১০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে মিটারগেজে সীতাপুর-মৈলানি-ভোজিপুরা হয়ে পরদিন ৬-২০এ লালকুয়া। লক্ষ্ণৌ ফেরে, ২০-৪৫এ লালকুয়া থেকে। ট্রেন আসছে দিল্লী জং থেকেও ২৩-০০টায় নতুন দিল্লী ছেড়ে 5013 দিল্লী-কাঠগোদাম রানীক্ষেত এক্স ২-১৫য় মোরাদাবাদ, ৪-৩৫এ রামনগর পৌঁছে ৬-১০এ কাঠগোদাম। দিল্লী ফেরে কাঠগোদাম থেকে ২০-৪৫এ 5014 A লিঙ্ক এক্স মোরাদাবাদে 5014 রানীক্ষেত এক্স হয়ে পরদিন ৪-৫০এ। ২২-০৫এ আগ্রা ফোর্ট ছেড়ে মথুরা/কাশগঞ্জ/বেরিলি/ভোজিপুরা হয়ে লালকুয়া যাচ্ছে পরদিন ৮-৩০এ 5311 কুমায়ুন এক্স। লালকুয়া থেকে ট্রেন, বাস, শেয়ার অটো/ট্যাক্সিতে হালদুয়ানি হয়ে ১ ঘণ্টায় কাঠগোদাম। তেমনই ৭-৫০এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ১৬-০৫এ বেরিলি যাচ্ছে 5310 লক্ষ্ণৌ-বেরিলি রোহিলাখণ্ড এক্স। বেরিলি থেকেও ট্রেন বা বাসে কাঠগোদাম চলা যেতে পারে। কানপুর থেকে ৬-৩৫এ কাণ্বকুব্জ এক্স, ১১-০০টায় কাশগঞ্জ এক্স, ১৮-২০এ পবন এক্স, ২২-০০টায় এক্সে ৬½ ঘণ্টায় কাশগঞ্জ পৌঁছে ট্রেন বা বাসে কাঠগোদাম। তবুও যেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেরিলি পৌঁছে ট্রেন বা বাসে ঘণ্টা তিনেকে হালদুয়ানি বা কাঠগোদাম চলায় সময়ে সাশ্রয় মেলে।

বাসও যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ থেকে রাতভর জার্নিতে কাঠগোদামে। কাঠগোদাম রেল স্টেশন লাগোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে UPSRTC-র বাস, প্রাইভেট বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে নৈনীতাল ৩৪, রানীক্ষেত ৮৪, আলমোড়া ৯০ কিমি। আর কাঠগোদামের আগের স্টেশন হালদুয়ানি থেকে প্রাইভেট বাস যাচ্ছে কুমায়ুনের নানান দিকে। সমতল ভারত ও পাহাড়ী পথের বাস আধিক্য মেলে হালদুয়ানি থেকে।

থাকার জন্য KMVN-এর *Tourist Bungalow*, ✆ 22245, DAB ১৫০ ২৫০ ২৭৫ ডর্মি ৫০; *Amrapally, Nikhar* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল আছে কাঠগোদামে। আর হালদুয়ানিতে আছে *H Saurabh Mount View*, A20R2, ✆ (05946) 22371. DAB ৩৫০-৪৫০ ডিলাক্স ৫০০-৭৫০ A/c ৮৫০; *H Nataraj, Hotel OK, H Alankar, H Trishul, Manas Sarovar, Gold Star, Ashok Tourist H* ছাড়াও নানান হোটেল বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে।

গেটওয়ে অব কুমায়ুন ১৭৫৮ ফুট উঁচু কাঠগোদাম। শহর প্রসার পেয়েছে কাঠগোদাম থেকে হালদুয়ানি ৬ কিমি ব্যাপ্ত দুই স্টেশন জুড়ে। কাঠগোদামেও তুষারাবৃত হিমালয়ের নানান শৃঙ্গ দৃশ্যমান। ২ কিমি দূরে সুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে ধনখর্ক থেকেও তুষারাবৃত শিখররাজির শোভা বাকরুদ্ধ করে।

কাঠগোদাম যাতায়াতে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের যাত্রীদের আগ্রা বা ৩৯৭ কিমি দূরের মথুরায় কুমায়ুন ধরাই সুবিধার। ট্রেন যাত্রীদের লিঙ্ক বাসও মেলে প্রতিটি পাহাড়ী পথের রোহিলাখণ্ডের অতীত রাজধানী ১০৭ কিমি দূরের বেরিলি থেকে।

থাকারও নানান ব্যবস্থা Bareilly-243001, STD-0581-এ—*Civil & Military H*, Stn Rd, Civil Lines, ✆ 70879, S ৮০-১২৫ D ১৫০-২২৫ ডর্মি বেড ৫০; *H Uberoi Anand*, 46 Civil Lines-1, ✆ 476111, R3, S ২৫০ D ৩৫০ A-c S ৪০০ D ৫০০ A/c S ৪৫০-৬০০ D ৬২৫-৮০০ স্যুইট ১৫০০; *H Uberoi Anand Annexe*, 46 Civil Lines, Bareilly-1, ✆ 476111, S ৩০০ D ৪৫০ A-c S ৪০০ D ৫৫০ A/c S ৬০০ D ৬৫০ স্যুইট ১২৫০; ছাড়াও হোটেল আছে নানান বাণিজ্যিক শহর বেরিলিতে। আর আছে UPSTDC-এর *Tourist Bungalow*, A-c S ১৭৫ D ২০০ A/c S ৩০০ D ৩৫০।

পন্থনগর : বেরিলি থেকে কাঠগোদামের পথে পড়ে পন্থনগর। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এর প্রসিদ্ধি। কৃষি গবেষণাকেন্দ্রও বসেছে। উন্নত ধরনের বীজ তৈরি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। সপ্তাহের ৷ 3 5 দিন আর মরসুমে প্রতিদিন IAC-র বিমান আসছে দিল্লী থেকে কুমায়ুন পাহাড়ের যাত্রী নিয়ে ৫০ মিনিটে পন্থনগরে। বাস যাচ্ছে কুমায়ুনের দিকে দিকে পন্থনগর থেকে।

নৈনীতাল

১৯৩৮ মি উঁচুতে কুমায়ুন পর্বতমালার শৈলশহর নৈনীতাল। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৪০২.৪ কিমি। একটি পাহাড়ী *তাল* অর্থাৎ লেককে ঘিরে গড়ে উঠেছে নৈনীতাল পাহাড়ী শহর। নৈনীতালের মূল আকর্ষণ তার ল্যান্ডস্কেপ। শীত বেশি উচ্চতার হারে। তাপমান গ্রীষ্মে ২৬.৭°-১০.৬° আর শীতে ১৫.৬°-২.৮° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। মার্চ থেকে জুন আবার মাঝ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের শেষ নৈনীতাল বেড়াবার মনোরম সময়।

কুমায়ুন: ইউফ্রেটিস নদী তীরের Kassite Assyrians-রা 500 BC-তে হোমল্যান্ড Kummah ছেড়ে ভারতে এসে উত্তরাখণ্ডে বসতি গড়ে। Kummah-বাসীরা ভারতে এসে Koliyan Tribes রূপে গড়ে ওঠে। আর হোম ল্যান্ড Kummah থেকে Kumaon নাম করে নতুন উপনিবেশের। ব্যবসা-বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদে এদের ব্যুৎপত্তি অসাধারণ। এই বংশেরই কন্যা সিদ্ধার্থ-জননী মায়াদেবী। আরও পরে এদেরই উত্তরসূরী Katyuri, Chand রাজারা যথেষ্ট প্রথিতযশা। চাঁদ রাজাদের হাতেই কুমায়ুন সাম্রাজ্যের আধুনিকতা। চম্পাবত থেকে রাজ্যপাট তুলে ১৭ শতকে কল্যাণচাঁদ নতুন করে রাজধানী গড়েন আলমোড়া। ১৮ শতকের শেষভাগে শঠতার সাথে গোর্খারা দখল করে কুমায়ুন। ১৮১৫য় সাগাউলির সন্ধি-চুক্তি মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশের দখলে যায় কুমায়ুন। আর আজ প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটকদের দখলে কুমায়ুন সাম্রাজ্য। তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের শিখর-রাজি দেখতে যাত্রী যাচ্ছেন—চৌকোরি, কৌশানি, পাউরি, পিথোরাগড়, বিনসার তথা কুমায়ুনের দিকে দিকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে সাময়িক থিতু হতে নৈনীতাল, আলমোড়া, রানীক্ষেত আজও অনবদ্য। তেমনই ট্রেকারদের স্বর্গ রাজ্যও সুন্দরতম পাহাড় এই কুমায়ুন। হিন্দু পুরাণের নানান আখ্যানও ছড়িয়ে রয়েছে কুমায়ুনের গিরি-কন্দরে।

অতীতের চীনা আজ হয়েছে নায়না পিক ২৬৪০, আলমা ২৪৩২, শের কা-দাণ্ডা ২৪০৫, লরিয়া কান্তা ২৪৮৫, আয়ারপাট্টা বা ডরোথি সিট ২৩২০, হাণ্ডি বুন্দি ২১৭৯, দেওপাট্টা বা ক্যামেলস ব্যাক ২৪২২ মি উঁচু—আকাশচুম্বী সপ্তশৃঙ্গ ব্যূহ গড়েছে লেক তথা শহরকে ঘিরে। সূর্য লুকোচুরি খেলে আকাশ আর পাহাড়ের সাথে—তারই প্রতিচ্ছবি ফোটে লেকের ইজেলে। শান্ত, স্নিগ্ধ, পপলার আর দেওদারে ছাওয়া শহর; ম্যাল ধরে চিনারের সারি। উত্তর প্রদেশ সরকারের গ্রীষ্মাবাসও নৈনীতাল। শহরের জন্ম ১৮৪২এ Pilgrim Cottage গড়ে ব্রিটিশ শিকারী P Barron-এর হাতে। পাহাড় আবিষ্কারও তিন বছর আগে শিকারে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ব্যারন সাহেবের। তবে, অতীত ধ্বংসে পায় সপ্তাহব্যাপী বিধ্বংসী বৃষ্টির ধসে সেপ্টেম্বর ১৬, ১৮৮০। ধসের শিকার ১৫১ জন সমাধিস্থ হয় অ্যাসেম্বলি হল্-এ—নবরূপে গড়ে ওঠে বিনোদন ক্ষেত্র অর্থাৎ আজকের ফ্ল্যাটস। সেই থেকে দীর্ঘ শতাধিক বছর ধরে গড়ে উঠেছে শহর পর্যটকদের চোখের মণি নৈনী লেকের পাড়ে—থরে থরে পাহাড় ঢালে।

বাস পৌঁছায় লেকের পাড়ে তালিতালে। বাস যাচ্ছে কুমায়ুনের দিকে দিকে তালিতাল থেকে। রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে নৈনীতাল থেকে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী। এমনকি A/c Deluxe বাসও চলছে দিল্লী-নৈনীতালের মাঝে। রেলের সিটি বুকিং-ও বসেছে UPSRTC-র অফিস, তালিতালে। আর বায়ুদূতের বুকিং KMVN-এর দপ্তর ম্যালে। বাস যাচ্ছে বায়ুদূতের যাত্রী নিয়ে KMVN-এর ২½ঘণ্টায় নৈনীতাল থেকে পন্থনগরে।

নৈনীতাল থেকে বাস যাচ্ছে :

দিল্লী	*৯ঘ*	*৩৩৮ কিমি*	*৮-০০, ৮-৪৫, ১৮-৩০*
দেরাদুন	*১০½ঘ*	*৩৮৫ ”*	*৫-৩০, ৬-০০*
লক্ষ্ণৌ	*১০ঘ*	*৪০১ ”*	*১৭-০০*
রামনগর	*৩½ঘ*	*১০১ ”*	*৫-০০, ৭-০০, ৭-৪৫, ১০-৩০, ১৫-১৫*
টনকপুর		*১৬৮ ”*	*১৪-০০, ১৫-০০, ১৬-০০*
পিথোরাগড়	*৯ঘ*	*১৮৮ ”*	*৭-০০*
হরিদ্বার	*৯ঘ*	*৩০৫ ”*	*৫-০০, ৫-৩০, ৬-০০, ৬-৩০, ৭-৪৫*
হৃষীকেশ	*১০ঘ*	*৩২৩ ”*	*৫-০০, ৭-৪৫*
বেরিলি	*৫ঘ*	*১৪১ ”*	*৭-১৫, ১৩-৩০, ১৪-৩০*
কৌশানি	*৫ঘ*	*১১৩ ”*	*৭-০০*
রানীক্ষেত	*৩ঘ*	*৬০ ”*	*৬-৩০, ৮-০০, ৮-৩০, ১২-৩০*
আলমোড়া	*৩ঘ*	*৬৩ ”*	*৭-০০, ৮-০০, ৮-৩০, ১১-০০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৫-০০*
হালদুয়ানি	*১½ঘ*	*৪০ ”*	*৬—১৮-০০টায় আধ ঘণ্টা অন্তর*
কাঠগোদাম	*১½ঘ*	*৩৪ ”*	*হালদুয়ানির প্রতিটা বাস।*

বাস যাচ্ছে মোরাদাবাদ ১৬০, রামনগর-ধিকালা হয়ে করবেট ১৫০, পন্থনগর ৭১, দেরাদুন ৩৫১, আগ্রা ৩৬২ কিমিতেও নৈনীতাল থেকে। সাং যাচ্ছে পিণ্ডারীর যাত্রী নিয়ে প্রতি সকালে। প্রাইভেট বাসও চলছে উত্তর ভারতের দিকে দিকে নৈনীতাল থেকে। রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে দিল্লী, মুসৌরী, হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ ছাড়াও নানান নৈনীতাল থেকে।

বাস থেকে নামতেই লেকের পাড় ধরে বামে নৈনীতাল, শেষ হতেই মালিতাল। বাস স্ট্যান্ড, বাজারঘাট, দোকান-পাট তালিতালে। পর্যটকদের শহর নৈনীতাল। আর খেলার মাঠ তথা পর্যটন বিনোদনের আসর বসেছে ফ্ল্যাটস অর্থাৎ

মালিতালে। ৭০০মি দীর্ঘ কেবল কার চলছে ২২৮৭মি উঁচু স্নো ভিউ পয়েন্ট থেকে বরফে ছাওয়া হিমালয় দেখাতে মালিতালের হোটেল কুমায়ুন-এর পেছন থেকে। হোটেল-গুলিও থরে বিথরে গড়ে উঠেছে লেকের দক্ষিণ পাড়ের পাহাড়ী ঢালে ১½ কিমি দীর্ঘ ম্যাল রোডে। ম্যাল রোডের দু'প্রান্তে তালিতাল ও মালিতাল। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায় পুরো শহরটা। সাইকেল রিকশাও চলছে ম্যাল রোড ধরে শহরে। টোকেন নিয়ে রিকশা চড়ার প্রথা। বুকিং কাউন্টার বসেছে ম্যালের উভয় প্রান্তে। ট্যাক্সিও মেলে শহর পরিক্রমায়। আর চলছে ঘোড়া যাত্রী নিয়ে শহরে। পশমজাত বসন, রুপোর ভূষণ, রডোডেনড্রন ফুলের স্কোয়াশ সঙ্গী করা যেতে পারে স্মারকরূপে নৈনীতাল থেকে। তেমনই মোমজাত নানান ধর্মী মোমবাতিও স্মারক হতে পারে নৈনী ভ্রমণের। ফ্ল্যাটসের তিব্বতী বাজার আদরণীয় হবে কেনাকাটায়।

পর্যটক বিনোদনের ঘাটতি নেই পাহাড়ী শহর নৈনী-তালে। সঙ্গে বাড়তি পসরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে *সিম* আকারের নৈনী লেক। কিংবদন্তী, অত্রী, পুলস্ত্য ও পুলহ তিন ঋষির চীনাপিকে চড়তে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পিপাসা দূরীকরণে মাটি খুঁড়ে জলের ধারা আবিষ্কার—কালে কালে জলাধার, নাম হয় তার ত্রিঋষি *তাল* বা সরোবর। আরও পরে নৈনীতাল। মানস সরোবরের জল মেলে লেকে। দৈর্ঘ্যে ১৩৭০ মি, প্রস্থে ৩৬০ মি; আর জলের গভীরতা ২৮ মি। লেকের জলে রোয়িং, পেডাল বোটিং ও সাঁতারের ব্যবস্থা আছে। আবার নৈনীতাল ক্লাবের সাময়িক সদস্য (২০০্) হয়ে ইয়টিং (Yacht) অর্থাৎ পাল তোলা হালকা নৌকায় ভেসে বেড়াতে পারেন লেকের জলে। সূর্যাস্তে ফেয়ারি ল্যান্ডের রূপ নেয় নৈনীতাল। লেকের পাড়ের চুড়োগুলিও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে শহরের। তেমনই কাঠগোদামমুখী পায়ে পায়ে বা ঘোড়ায় দেখে নেওয়া যায় ৪ কিমি দূরে ১৯৫১মি উচ্চে স্টেট অ্যাস্ট্রনমিক্যাল অবজারভেটরি থেকে দূর-দূরান্তের প্রকৃতি। পথেই (৩.২) পড়ে ১৯১৭মি উঁচু টিলায় পবনপুত্রের মন্দির হনুমানগড়। নৈসর্গিক শোভা ও সূর্যাস্ত সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। সঞ্জয় পার্ক তথা বটানিক্যাল গার্ডেনটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

কনডাকটেড ট্যুর : **Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd, Secretariate Building, Mallital, Nainital-263001, ✆ 33043/36209 থেকে প্যাকেজ ট্যুরে কুমায়ুন দেখাবার ব্যবস্থা আছে। এদেরই শাখা বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া Parvat Tours, Dandi House, Mall, Tallital, ✆ 35656 ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থা দর্শন, স্কাইলার্ক, সূর্য, হিলটপ ট্রাভেলস-এর বাসও যাচ্ছে কনডাকটেড ট্যুরে কুমায়ুন দেখাতে। UP Tourist Office বসেছে নৈনীতালের ম্যাল রোডে।**

(১) দিনভর প্রোগ্রামে সাততাল অর্থাৎ ভীমতাল, ঘোড়াতাল, নওকুচিয়াতাল ও অন্যান্য দেখিয়ে আনে ডিলাক্স বাস ১২৫্ শিশু (৫—১২ বছর) ৮০ টাকায়।

(২) কৌশানি যাচ্ছে ২ দিনের প্যাকেজে ৩০০ টাকায়, শিশু ২০০্। চলার পথে ভাওয়ালী, কৈষণী মন্দির তথা আশ্রম, আলমোড়া, বৈজনাথ, রানীক্ষেত, চৌবাটিয়াও দেখিয়ে আনে এরা।

(৩) বদ্রীনাথ যাচ্ছে ৪ দিনের প্যাকেজে ৬০০ টাকায়, শিশু ৫০০্। পথে কর্ণপ্রয়াগ, বদ্রী ও কৌশানিতে রাতের বিশ্রাম দেয় গাড়ি।

(৪) ৩ ঘণ্টায় নৈনীতাল অবজারভেটরি ও হনুমানগড় মন্দির দেখিয়ে আনে ৪০ টাকায়, শিশু ৩০্।

(৫) ৪ দিনের প্যাকেজে কুমায়ুন দর্শন অর্থাৎ—লোহাঘাট, পিথোরাগড়, গঙ্গোলীহাট, পাতাল ভুবনেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, আলমোড়া, রানীক্ষেত যাচ্ছে KMVN. ভাড়া ৫০০্, শিশু ৪০০্।

(৬) ভাওয়ালী, মুক্তেশ্বর ও রামগড় দিনে দিনে বেড়িয়ে আনে ১২৫ টাকায়, শিশু ৮০্।

(৭) যজ্ঞেশ্বর যাচ্ছে ২ দিনের সফরে ১৫০ টাকায়, শিশু ১২৫্।

(৮) ৩ দিনের ট্যুরে চৌকোরি প্যাকেজে ভাওয়ালী-কৈষণী-আলমোড়া-কৌশানি-বৈজনাথ-বাগেশ্বর-বেরিনাগ-পাতাল ভুবনেশ্বর-গঙ্গোলীহাট বেড়িয়ে আনে ৩৫০/৩০০ টাকায়।

(৯) কেদার ও বদরী যাচ্ছে ৬ দিনের প্যাকেজে—ভাড়া ৭০০, শিশু ৬০০্।

(১০) উৎসবকালে পূর্ণাগিরি যাচ্ছে ২ দিনের প্যাকেজে ২৫০ টাকায়, শিশু ২০০্।

(১১) বিনসার যাচ্ছে ২ দিনের প্যাকেজে ২০০ টাকায়, শিশু ১৭৫্।

এছাড়াও দিনে দিনে নানক মাট্টা, কালাডুঙ্গরী দেখিয়ে আনে KMVN. গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। নানান ট্রেক ট্যুরের আয়োজনও থাকে এদের। তেমনই নানান প্রাইভেট সংস্থাও কুমায়ুন দেখাতে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে। এদের ট্যুরে করবেট জাতীয় উদ্যানও দেখে নেওয়া যায়। আবার এককভাবে চুক্তিতে গাড়ি নিয়েও বেড়িয়ে নেওয়া যায় কুমায়ুন পর্বত। মিটারহীন ট্যাক্সি মেলে শহর তথা কুমায়ুন দর্শনে।

Nainital-263001, STD-05942-এ ম্যালকে ভর করে মেলা বসেছে হোটেলের। মরসুম এদের মে ১ থেকে জুলাই ১৫, আবার সেপ্টেম্বর ১৫ থেকে নভেম্বর ১৫। অন্যান্য সময়ে অফ-সিজন, রিবেটও মেলে ২৫-৫০%। তবুও যেন নৈনীর হোটেলে রেটের হেরফের ঘটে চলে ক্ষণে ক্ষণে। মালিতালে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম-এর ১৪৬ বেডের *Tourist Reception Centre,* ✆ 3374, B2, DAB ৫৫০্ ৮০০্ স্যুইট ১০০০্ ডর্মি ৭৫্; বাস স্ট্যান্ডে তালিতালে এদেরই ১২০ বেডের *ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার* ✆ 2570, DAB ৮০০্ স্যুইট ১৫০০্ ডর্মি বেড ৭৫্; অবু: Incharge, 263002 বা KMVN, U P Tourism, 12 N S Rd, Calcutta-1, ✆ 2207855, ত্রিতল থেকে।

Mall-263002-এ : *H Elphinstone,* DAB ৪৫০-৬৫০্ স্যুইট ৮০০্; *H Pratap Regency,* DAB ৬৫০-১২৫০্, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; *H Mansarovar,* DAB ৩৫০্ স্যুইট ৬০০্; *H Payal,* DAB ২৫০-৩৭৫্ স্যুইট ৬০০্; *H Lake View,* DAB ৩৫০্ স্যুইট ৬০০্; *H Punjab,* D ৩০০-৪৫০্; *H Metro,* D ২৫০-৩৭৫্; *H Gouri Niwas; H Meghdoot,*

D ৪৫০; *H Prashant*, D ২২৫-৩২৫ স্যুইট ৩৫০-৪৫০; *Paryatak H*, D ৩৫০-৬০০; *H Pyne Gardens*, D ৩০০-৫৫০; *H Ambassador*, DAB ৩০০-৪৫০; স্যুইট ৩৭৫-৬৫০; *Merino H*, D ২৭৫-৪৫০; *H Prince*, কল বুকিং : Diamond ✆ 276714; *H Regency Gopal; Evelyn H*, D ৬০০-৮৫০ স্যুইট ৮০০-১০০০; *India H*, D ৩২৫-৬০০ স্যুইট ৬০০-৮৫০; *Everest H*, DAB ৮৫০ স্যুইট ১৭৫০; *Alka H*, D ৭৫০-১২৫০; *H Sheela*, DAB ৪০০-৬৫০ ডাবল বেডের হাট ৬৫০, কল বুকিং: Ramkrishna Travels, 39 M G Rd-9, ✆ 3509199; *Lake Side Inn*, DAB ৯৫০-১২৫০; *H Ashiana*, DAB ৩২৫-৪৫০; *H Palace*, DAB ৩৫০-৪৫০ স্যুইট ৬০০-৮৫০; *H Siddhartha*, D ৩৫০-৬৫০; *H Shivraj*, D ৩৫০-৫৫০; *H Shalimar*, D ৪৫০-৬৫০; *H Gurdeep*, D ৩০০-৪৫০; *H Central*, D ২৫০-৪০০; *H Natraj*, DAB ৩৫০ স্যুইট ৬০০; **Grand H*, (B-B) D ৮৫০ স্যুইট ১২০০; *H Channi Raja*, DAB ৮৫০-১২৫০ TAB ১৫০০; এরই পিছে বাঙালির *Bengal H; H Sarovar*, D ৩২৫-৫৫০; *Capri H*, D ৪৫০-৬৫০; *Alps H*, D ৩২৫-৪৫০; *H Kumaon*, DAB ৩২৫-৪৫০; *H Satkar*, D ৩২৫-৪৫০; *H Anukul Plaza*, near Aerial Express Stn.

এছাড়াও নানান হোটেল আছে ম্যালে—*H Krishna Mount View*, ✆ 36150; *H Silverton*, D ৬৫০-৮৫০ স্যুইট ৮০০-১২৫০; *Standard H*, D ৩৫০-৫০০; *Holiday Inn*, Manu Maharani Estate, D ৩০০০ স্যুইট ৪৫০০; *Nanak, Krishna, Jagati, Ahuja's*, এদের কাছে ২২৫-৪৫০ টাকায় ঘর মেলে।

Mallital-263001-এ—*H Royal*, DAB ৮৫০- ১৫০০; **Swiss H*, DAB ১০৫০-১৫৫০; *Manu Maharani Lake Resort*, A/c D ২৫০০-৪০০০; স্যুইট ৪৫০০, দিল্লী বুকিং: ✆ 3329415; **Shervani Hilltop Inn*, (B-B) DAB ১৫৫০-২০০০; **H Arif Castles*, D ১৭৫০-২৫০০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/ Span ✆ 2801209; *H City Heart*, D ৪০০-৬৫০; **Vikram Vintage Inn*, T ১৫০০-২৫০০; **H Claridges*, Ayarpatta, D ১৭৫০-৩০০০ (B-B), কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Ajanta H; Aroma H*, D ৫৫০-৮০০; **Belvedere H*, D ৮০০-১০০০ স্যুইট ১২০০-১৫০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Radha Continental*, Head Post Office Rd, DAB ৮৫০-১৫০০; *Broadway H*, D ৩৫০-৬৫০; *Armadale H*, D ৪৫০-৬৫০, কল বুকিং: ✆ 2104815; *H Coronation*, D ৩২৫-৬০০; *Rajmahal, D Metropole, Moon, Mayur, New Pavilion, Premsarovar, Madhuban, Tourist, Wood Land, Tower, Solar, Sikher, Sky Lark, Raju, Rama G H, Langdale Manor, Kohinoor, Kanak, Earl's Court, Basera, Amber, Arvind, Anupam*, ছাড়াও নানান।

Tallital-263002-এ—*Ashok H*, Cantt Rd-2, D ৩২৫-৬৫০; *Savoy H*, D ৩০০-৬০০; *H Samrat; Himalaya H*, D ৩০০-৬০০; *H National*, D ৩২৫-৬০০; *New Bharat H*, D ৩০০-৫৫০; *Asheesh H*, D ৩০০-৬০০; *Vikrant H*, D ৮০০-১৫০০; আর আছে *Archana, Atithi, Bliss, Empire, Hill View, Maharaja, Surya, Sangrila, Windsor*, এদের কাছে S ১৫০-৩৫০ D ২৫০-৪৫০ টাকায় মেলে।

YWCA-এরও দু'টি শাখা আছে—The Mall ও Mallital-এ। মালিতালে ঘরের আধিক্য। আর আছে *Youth Hostel*, বেড ২৫ ঘর ২০০-৪৫০, বুকিং: Warden, Mallital, *Nainital Club*-এও স্যুইট, কটেজ ও ডর্মিটরি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা মেলে; বুকিং : Caretaker. এছাড়া *CH, PWD IH, Jal Nigam IH, MES IH, Hydel IH*-ও আছে নৈনীতালে।

ধরমশালাও আছে নানান নৈনীতালে — *পরমালাল শিবলাল শা, আর্যসমাজ মন্দির, গুরুদ্বারা, সিঁউ সমিতি, আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া মুসাফিরখানা*-তেও ঘর মেলে থাকার।

নৈনীতালে হলিডে হোমও গড়েছে নানান বাণিজ্যিক সংস্থা। তালিতালে হিমালয়ান হোটেলে *Steel Authority of India Employees Co-operative Society*, 2 Fairlie Place, Cal-1, ✆ 2211458 Ext 325; *SBI Employees Co-operative*, 8 Old Post Office St, 2nd floor, Cal-1, ✆ 2485075 at Elphinstone Hotel; *NE Railway, State Bank of India, Bokaro Steel Plant, Indian Oil, Bareilly Corporation, LIC, Allahabad Bank, IBP, Post and Telegraph, Bank of India* ছাড়াও নানান বাণিজ্যিক সংস্থার *হলিডে হোম* আছে নৈনীতালে। আবার *পেয়িং গেস্ট*হয়েও থাকা যেতে পারে নৈনীতালে। ঘরের জন্য UP Tourist Office-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আহার্যেরও নানান ব্যবস্থা নৈনীতালের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। মালিতাল বাজারে *Sher-E-Punjab* ও *Sharma Kaishnek*-এর থালি প্রথায় ভেজ মিল ভালই। তবুও যেন ভেজ মিলে ম্যালের *Purohit Restaurant*টি সদাই ব্যস্ত। *Flatiss*-এরও খ্যাতি যথেষ্ট

সস্তায় আহার্য পরিবেশনে। তেমনই ম্যালের *Sher-e-Punjab, Merino Restaurant* দু'টির যথেষ্ট সুনাম আহার্য পরিবেবায়। লেকের জলে ঝুলন্ত *Kwality Restaurant*টিরও সুনাম যথেষ্ট আহার্যে; অবস্থান মাহাত্ম্যেও কোয়ালিটি অনবদ্য। তেমনই একমাত্র বাঙালি হোটেল সদানন্দ গুহ মজুমদারের *Mouchak,* ✆ 35503-এ আজও আলু-পোস্ত ও মাছ-ভাত মেলে। তেমনই উচিত হবে নৈনীতালের মিষ্টি বালিমিঠাই-এর স্বাদ নেওয়া।

সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য শহরের বুকে মালিতালের ফ্ল্যাটস তথা একজিবিশন গ্রাউন্ডটি নৈনীবাসীদের খুবই প্রিয়। চিলড্রেন্স পার্ক, ব্যান্ডস্ট্যান্ড, ঝরনা ছাড়াও স্কেটিং-এর আসর বসছে। লেকের পাড়ে দুর্গারই একরূপ নৈনীদেবীর মন্দির। শহরের নামও হয়েছে এই দেবীর নাম থেকে। দুর্গা পুজোও হয় জাঁকজমকের সাথে। দ্বিমতে, সতীর বাম নয়ন পড়ে লেকের জলে—আর, নয়ন থেকে নয়নী; কালে কালে নৈনী। আর আছে শিব, কৃষ্ণ ও হনুমান মন্দির। স্বল্প দূরে গুরুদ্বারা, মসজিদ ও ১৮৪৭এ গড়া সেন্ট জন্স চার্চ। রাজভবনটিও দর্শনীয়।

নায়না পিক: লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেভেন পিকের মধ্যে নায়না তথা অতীতের চীনা পিক বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ফ্ল্যাটস থেকে পথ উঠেছে নায়নার। শহর থেকে ৬.৬৪ কিমিতে আরও ৬৭২ মি উঠে ২৬৪০ মি উঁচুতে নায়না। ঘোড়াও যাচ্ছে এ-পথে। এখানকার সূর্যোদয় খুবই নয়নাভিরাম। সূর্যোদয় দর্শনার্থীদের রাতে থাকা ভাল; লগ হাট আছে নায়না পিকে। পিক থেকে তুষারধবল নন্দাঘুণ্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট ছাড়াও নৈনীতাল শহর ও লেকের দৃশ্য মনোরম দেখায়। মন্দিরও হয়েছে নায়নায়, দেবতা—শিব-দুর্গা-রামচন্দ্র।

লরিয়া কান্তা : নায়না পিকের মতোই বরফে মোড়া অতি মনোহর পাহাড়ী শোভা দৃশ্যমান। তবে নায়না এর স্বাদ মেটায়। উচ্চতা ২৪৮৫ মি, ফ্ল্যাটস থেকে দূরত্ব ৫.৬৪ কিমি।

টিফিন টপ : বরফে মোড়া পাহাড়ী দৃশ্য লরিয়া কান্তার থেকে কাছে হলেও লরিয়া কান্তা দেখার পর ২২৮০ মি উঁচু টিফিন টপ কিছুটা যেন বিস্বাদ লাগে।

স্নো ভিউ: শহর থেকে ২.৪২ কিমি দূরে ২২৮৭ মি উঁচু পপুলার ভিউ পয়েন্ট স্নো ভিউ থেকে বরফে ছাওয়া হিমালয়ের নানান শিখর সুন্দর দৃশ্যমান। বাইনোকুলার বসেছে—৭৮১৭ মি উঁচু নন্দাদেবীও দৃশ্যমান। পায়ে চলা যায়। আবার অস্ট্রিয়ার ভোয়েস্ট আলপাইনের সহযোগিতায় ১৯৮৫র মার্চ মাসে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এরিয়েল এক্সপ্রেস সার্ভিসের ৭০০ মি দীর্ঘ কেবল কার চলছে ১০-৩০—১৬-৪৫এ মালিতাল থেকে স্নো ভিউ শিখরে। টিকিট: যাতায়াত ৪৫, শিশু ২৫। KMVN-এর চার স্যুইটের *Tourist Bungalow,* কটেজ ৫০০, আছে স্নো ভিউতে।

আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও লেকের পশ্চিমে ৪.০৩ কিমি হেঁটে ২৩২০ মি উঁচু ডরোথি সিটের অবস্থান। দুর্ঘটনায় সাগরে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্রিটিশ সেনানায়ক কেলেটের মৃতা স্ত্রী চিত্রকর ডরোথির স্মারকরূপে নামকরণ। মালিতালের পশ্চিমে ২৮৩৫ মি উঁচু দেওপাট্টা যথেষ্ট দুর্গম। ক্যামেলস ব্যাক নামে অভিহিত দেওপাট্টা ন্যাড়া পাথুরে চূড়ো।

ল্যান্ডস এন্ড : শহর থেকে ৪.০৮ কিমি দূরে ২৩৫২ মি উঁচুতে ল্যান্ডস এন্ড সুন্দর এক *ভ্যানটেজ পয়েন্ট।* পাহাড় এখানে তড়িঘড়ি এবড়ো-খেবড়ো ভাবে সমতলে নেমেছে। খুরপাতাল লেকটি এখান থেকে পুকুরের মতো দেখায়।

ভীমতাল : নৈনীতাল থেকে ২২ কিমি দূরে সুন্দর পরিবেশে ১৩৭১ মি উঁচুতে নৈনীতালের বৃহত্তম লেক ২৬৫ মি লম্বা ভীমতাল। পান্না-সবুজ লেকের জল, মাঝে দ্বীপ; দ্বীপে হোটেল। বোটে পারাপার। লেকের জলও উষ্ণ—সাঁতারের উপযোগী। মন্দিরও আছে, উত্তরে শৈল শিখরে নাগ দেবতার, দক্ষিণে ড্যামের পাশে ভীমেশ্বর শিবের। জনশ্রুতি, মহাভারতের ভীমের তৈরি ভীমেশ্বর মন্দির। দ্বিমতে, পুরাণখ্যাত দময়ন্তীর পিতার তৈরি মন্দিরে আছেন—শিব, কালভৈরব, নবদুর্গা ও চণ্ডিকাদেবী।

থাকারও নানান ব্যবস্থা ভীমতালে। জেলা পরিষদের *DB* ও KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো,* DAB ২০০, ৩০০, কটেজ ৫০০, ৭৫০, ডর্মি বেড ৬০, আছে ভীমতালে। আর আছে **Country Inn,* Mehragaon, ✆ (05942) 47120, S ৮৫০, D ১২৫০, T ১৫৫০। প্যাকেজ ট্যুর বা নৈনীতাল থেকে ৪৫০-৫০০ টাকায় ট্যাক্সিতে **ভাওয়ালী, ভীমতাল ও নওকুচিয়া তাল** বেড়িয়ে নেওয়া যায়। আবার, সার্ভিস বাসে ভীমতাল পৌঁছে ভীমতাল থেকে ৪ কিমি পায়ে গিয়ে উৎসাহীরা ১২১৯ মি উঁচুতে নয়-কোনা আর এক বৃহত্তম তথা গভীরতম তাল নওকুচিয়া বেড়িয়ে নিতে পাবেন। বোটিং-ও করা যেতে পারে নওকুচিয়াতালে। থাকার জন্য KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো,* D ৪০০, ৬০০, ৮০০, ডর্মি বেড ৬০; *Eurotel Paruchay H,* ✆ (05942) 47041, S ৬০০, D ১২০০, স্যুইট ১৬০০, আছে নওকুচিয়াতালে।

সাততাল: ভীমতাল থেকে ৫ আর নৈনীতাল থেকে ২১ কিমি দূরে ১৩৭১ মি উঁচুতে ওক গাছে ছাওয়া *সাততাল* অর্থাৎ সাতটি ছোট্ট লেকের সমষ্টি। রামতাল, নল-দময়ন্তী, লক্ষ্মণতাল ও সাততাল এদের মধ্যে উল্লেখ্য। আমেরিকার মিশনারি রেভারেন্ড স্টানলে জোনসের আশ্রম রয়েছে সাততালে, নাম তার সাততাল আশ্রম। বাস যাচ্ছে শহর থেকে। থাকার জন্য সাততালে প্রাইভেট লিজে KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো* আছে।

খুরপাতাল : ১৬৩৫ মি উঁচুতে ৭ কিমি দূরে সুন্দর লেক খুরপাতাল। মৎস্য শিকারের জন্য এর আবেদন। তবে, D M, Nainital-এর অনুমতি লাগে।

ভাওয়ালী : নৈনীতাল থেকে ১১.২৭ কিমি দূরে হালদুয়ানি-আলমোড়া পথে ১৭০৬ মি উঁচুতে পাইন ও ওক-এ ছাওয়া ভাওয়ালী। জলহাওয়ার গুণে ভারতের অন্যতম T B Sanatorium গড়ে উঠেছে। তেমনই প্রশস্তি কুমায়ুনের ফলের জন্য ভাওয়ালীর। নৈনীতাল থেকে ভীমতালের বাস

চেপে বাসে বসেই ভাওয়ালী দেখে ভীমতাল চলা যেতে পারে। তবে, স্যানাটোরিয়াম দর্শনার্থীরা একটা বাস ছেড়ে পরের বাসেও যেতে পারেন। থাকার জন্য *FRH* ও *RH* আছে। আর আছে KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো,* D ২৫০, ৩৫০, চার বেডের স্যুইট ৬০০, ডর্মি ৫০; ছাড়াও প্রাইভেট *H Tourist.*

রামগড়: নৈনীতাল-মুক্তেশ্বর সড়কে ২৫.৭৫ কিমি দূরে ১৭৮৯ মি উঁচুতে কুমায়ুনের ফল বাগিচার জন্য রামগড়ের প্রশস্তি। আপেল হচ্ছে, জলবায়ুও সুন্দর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল রামগড়। গীতাঞ্জলি ও সন্ধ্যাসঙ্গীত রামগড়েই রচনা করেন কবি। বাস যাচ্ছে শহর থেকে। থাকার জন্য *জেলা পরিষদের বাংলো, IH, DB* ও *KMVN-র Tourist Bungalow,* D ৪০০ ৬০০, ডর্মি ৬০, আছে।

মুক্তেশ্বর : নৈনীতাল থেকে ৫১ কিমি দূরে ২২৮৬ মি উঁচুতে নির্জন, বর্ণাঢ্য, আরণ্যক মুক্তেশ্বরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্ট নগরী বসায়। ১৮৯৮ থেকে ভারত সরকারের *ভেটিরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট* কাজ করে চলেছে। PWD-র বাংলো থেকে নয়নলোভন হিমশিখর সুন্দর দৃশ্যমান। থাকার জন্য ইনস্টিটিউটের *Guest House, PWD DB,* প্রাইভেট লিজে *KMVN-র ট্যুরিস্ট বাংলো* ও *Mountain Trail Resort,* DAB ৭৭৫-১০২৫, কল বুকিং: Span ✆ 2801209 আছে মুক্তেশ্বরে।

জেওলিকোট : কাঠগোদাম থেকে ১৯ কিমি যেতে ১২১৯ মি উঁচুতে জেওলিকোট। জেওলিকোট পেরুতেই পথ পৃথক হয়েছে—বাঁয়ে নৈনী আর ডাইনে আলমোড়া ও রানীক্ষেত। স্বাস্থ্যকর জায়গা। মৌমাছির চাষ হচ্ছে। চলার পথে (ছুটি ছাড়া) ১০—১৭-০০টায় দেখে নেওয়া যায়। জেওলিকোট থেকেও কাঠগোদাম ও নৈনীতালের গাড়ি মেলে।

কৈঞ্চী আশ্রম: নৈনীতাল থেকে ২০কিমি দূরে গরমপানির পথে কৈঞ্চী বা কাঁইচি আশ্রম। কাঁচির মতো মিলন ঘটেছে ২টি পথের—সেই থেকে জায়গার নাম কাঁইচি। আশ্রম হয়েছে ষাটের দশকের প্রথম এক সন্ন্যাসীর হাতে কৈঞ্চীদেবীর। পাশেই আর এক গুহা মন্দির শবরীতে দেবতা লর্ড শিব।

রানীক্ষেত

রানীক্ষেত অর্থাৎ রানীর ক্ষেত। হিমালয়ের প্রেমে মুগ্ধ চাঁদ বংশের রানী পদ্মিনী ছাউনি গড়েন। আজকের রানীক্ষেত ক্লাবটি গড়েও উঠেছে রানীর সেই প্রিয় ক্ষেতি অর্থাৎ ছাউনি স্থলে। রানীক্ষেতকে পাহাড়ের রানী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের সৌন্দর্য মনোরম দেখায় রানীক্ষেত থেকে। পুবে নেপাল থেকে পশ্চিমে টেহরি গাড়োয়াল—এই শ তিনেক কিমি বিস্তীর্ণ হিমালয়ের মোহিনীরূপ অতি সুন্দর দৃশ্যমান। সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে নীলকান্ত, কামেত, গৌরীপর্বত, হাতিপর্বত, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, বিশ হাজারের অধিক উচ্চ শিখররাজি দৃশ্যমান। রঙেরও বদল ঘটে দিনভর।

১৮২৯ মি উঁচু রানীক্ষেত শহরটি বেশি প্রাচীন নয়। ব্রিটিশের হাতে গড়ে ওঠে শহর। বৃষ্টি কম। সারা বছরে ৫০ ইঞ্চির মতো, অর্থাৎ নৈনীতালের আধারও কম। জলবায়ু যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনই মনোরম। গ্রীষ্মে তাপমান থাকে ৩২.২-৮.০৪° আর শীতে ৭.০২-৩.০৩° সেন্টিগ্রেডে। রানীক্ষেতকে ভালবেসে ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মেয়ো সিমলা থেকে ভারতের গ্রীষ্মাবাস সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন রানীক্ষেতে। যদিও কার্যকর হয়নি সে চাওয়া, তবে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ফৌজি বাহিনীর গ্রীষ্মাবাস গড়ে ওঠে। কালে কালে কুমায়ুন রেজিমেন্টের সদর দপ্তর বসে। ঝাউ, ওক, সিডার ও সাইপ্রাসে ছাওয়া রানীক্ষেত বেড়াবার মরসুম মার্চ থেকে জুন আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস। রেল না পৌঁছালেও রেলের বুকিং অফিস বসেছে রানীক্ষেতে। আর ট্যুরিস্ট অফিস বসেছে বাস স্ট্যান্ডে।

Himalayan Peaks

Peak	Height
Trishul	7015 m
Hathi Parvat	6628 "
Nilkanth	6596 "
Kumling	6006 "
Chaukhamba	7138 "
Sumeru Parvat	6331 "
Kharcha Kund	6613 "
Kedarnath	6961 "
Shringa	6961 "
Bhrigupanth	6772 "
Jaunli	6632 "
Gangotri Group	6599 "
Bandarpunch	6315 "
Swargo Rohini	6196 "
Nanda Devi	7817 "
Mana	7273 "
Kamet	7756 "
Nandakote	6884 "
Nandaghunti	6488 "
Meeraghunti	6857 "
Devidarshan	6683 "
Gouriparvat	6715 "
Panchachuli	6905 "
Kedarnath Dom	6802
Bhagirathi : 1	
" : 2	
" : 3	
Sudarshan	
Meru	
Shivlinga	

ট্রেনে কলকাতা-লক্ষ্ণৌ-বেরিলি হয়ে কাঠগোদাম পৌঁছে কাঠগোদাম থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে ৪ ঘণ্টায় ৮৪ কিমি দূরের রানীক্ষেত চলুন। বেরিলি ১৯০, কর্ণপ্রয়াগ ১৮৪, পিথোরাগড় ১৬৯, দিল্লী ৩৬১ (১২ ঘ), রামনগর ৯৬ (৫ ঘ), মোরাদাবাদ ১৮২ কিমির সঙ্গেও বাস সংযোগ রয়েছে রানীক্ষেতের। বাস যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, বদরীনাথও রানীক্ষেত থেকে। নৈনীতাল থেকেও বাস আসছে ভাওয়ালী/ গরমপানি হয়ে ৬০ কিমি উত্তরের রানীক্ষেতে। মূল পথ থেকে ১ কিমি ব্যবধানে ম্যালের দু'প্রান্তে দুই বাস স্ট্যান্ড রানীক্ষেতে। বাস যাচ্ছে রানীক্ষেত থেকে ২½ ঘণ্টায় ৫০ কিমি পুবের আলমোড়ায়, ৩½ ঘণ্টায় ৬২ কিমি দূরের কৌশানিও। রানীক্ষেত থেকে আলমোড়া বেড়িয়ে দিনে দিনে কৌশানিও চলা যেতে পারে। আবার নৈনীতাল থেকে প্যাকেজ ট্যুরে রানীক্ষেত, আলমোড়া বেড়িয়ে কৌশানিতে একরাত কাটিয়েও সাঙ্গ করা যেতে পারে এ সফর। রেল না পৌঁছালেও রিজার্ভেশনের কোটা নিয়ে

রেলের বুকিং কাউন্টার বসেছে রানীক্ষেতে। বায়ুদূতের নিকটতম বিমানবন্দর ১১৯ কিমি দূরের পন্থনগরে।

চৌবাটিয়া অর্থ তার চার রাস্তার সংযোগস্থল। রানীক্ষেত থেকে ১০ কিমি দূরে ৬৯৪২ ফুট উঁচুতে উত্তর প্রদেশ সরকারের আপেল বাগিচা ও গবেষণা কেন্দ্র বসেছে চৌবাটিয়ায়। ১৫০ রকমেরও অধিকধর্মী আপেল হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট নগরীও এই চৌবাটিয়া। বরফে মোড়া হিমালয়ের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। শেয়ারে জিপ ও বাস যাচ্ছে শহর থেকে।

শহর থেকে ৭ কিমি যেতে পথেই পড়ে **ঝুলাদেবী** অর্থাৎ দেবী দুর্গা। মর্মরের ছোট্ট দেবী মূর্তির পাশে ঝুলে আছে অসংখ্য ঘণ্টা। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে শ্রীরাম মন্দিরে—দেবতা রাধা-কৃষ্ণ, কালিকা, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। আর চৌবাটিয়া থেকে ৩ কিমি পায়ে হাঁটা পথে সুন্দর এক কৃত্রিম লেক **ভালু ড্যাম**। মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে।

রানীক্ষেত থেকে আলমোড়ার পথে ৫ কিমি যেতে **উপতা (Upta)**। পাইন আর ওক-এ ছাওয়া পাহাড়ে ঘেরা মনোরম নৈসর্গিক শোভার মাঝে নাইন হোল গলফ খেলার মাঠটিও সুন্দর। অংশ জুড়ে সামরিক ব্যারাক বসেছে। কাছেই নবতম মনকামনেশ্বর মন্দিরটিও সুন্দর।

উপতা থেকে ১ আর রানীক্ষেতের ৬ কিমি দূরে শহরের উপকণ্ঠে **কালিকা**। পাহাড়ের ওপর সুন্দর মন্দিরে জাগ্রতা দেবী কালী। ফরেস্ট নার্সারিটিও আর এক দ্রষ্টব্য।

রানীক্ষেত থেকে রামনগরের পথে ৮ কিমি যেতে **তারিক্ষেত**। প্রেম বিদ্যালয়, কুটিরশিল্প ও টেকনিক্যাল স্কুলের জন্য প্রশস্তি। গান্ধীজীও এসেছেন, কুটিরও রয়েছে তারিক্ষেতে। পথেই পড়ে কো-অপারেটিভ ড্রাগস ফ্যাক্টরি —গবেষণা ও ওষুধ তৈরি হচ্ছে।

রানীক্ষেত-আলমোড়া পথের কাঠপুরিয়া থেকে পথ গিয়েছে ৫৫০০ ফুট উঁচু শীতলাক্ষেতের। দূরত্ব—আলমোড়া থেকে ৪৭, রানীক্ষেত ৩৫.৪, কাঠপুরিয়া ১০ কিমি। শীতলাক্ষেতের প্রসিদ্ধি তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য। সূর্যোদয়ে উদিত সূর্যের বর্ণালী চৌখাম্বা, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুলীর শিখর-রাজিতে মন্ত্রমুগ্ধ করে। ফল-বাগিচায় ছাওয়া শীতলাক্ষেতে থাকার জন্য KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো* D ১৫০, ২৫০, স্যুইট ৩০০, ডর্মি ৫০ ও *FRH* আছে। ৩ কিমি দূরে শাহী দেবীর মন্দির।

অ্যাডভেঞ্চার যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা ২১ কিমি দূরের **তপোবন** বেড়িয়ে আসতে পারেন। পায়ে-হাঁটা পাহাড়ী পথ, গরুড় হয়ে পথ গিয়েছে।

রানীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ পথে ৩২ কিমি দূরে **দ্বারাহাটের** প্রাচীন মন্দিররাজিও দেখে চলা যেতে পারে। কাত্যুরী রাজাদের সৃষ্ট ৫৫টি মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গুর্জরী শৈলীর আদল মেলে। তেমনই দ্বারাহাট থেকে আবার বাসে ২০ কিমি দূরে পবনদেব বাহিত পর্বতের টুকরো **ডুনাগিরিও** চলা যেতে পারে। বাস সড়ক থেকে ৫০০রও অধিক সিঁড়ি উঠে পাহাড়চুড়োয় দুর্গা মন্দির তথা পবন মহারাজের আশ্রম। থাকা ও আহার দুইয়েরই ব্যবস্থা মেলে আশ্রমে। আশ্রম থেকে হিমালয়ের নানান শিখরও দেখে নেওয়া যায়। এমনকি, রানীক্ষেত, আলমোড়া, কৌশানিও দৃশ্যমান। আলমোড়া ছাড়াও চৌকোরি-গোয়ালদাম পথের সোমেশ্বর থেকেও বাস মেলে দ্বারাহাট হয়ে ডুনাগিরির। সোমেশ্বরেও শিব মন্দির দেখে নেওয়া যায় কোশী নদীর ধারে। কৌশানির দূরত্ব ১৭ কিমি সোমেশ্বর থেকে। ৪ কিমি দূরে রনমন-এও ছোট্ট এক গুহা মন্দিরে দেবী দুর্গা, ডাইনে হনুমানজী ছাড়াও ভক্তদের মনস্কামনা পূরণে বাঁধা অজস্র ঘণ্টা দেখে নেওয়া যায়।

**West View H*, M G Marg, Ranikhet, AP-S ৩৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *Snow View*, Mall; *Nortons H*, Mall; ত্রিতারকা সম *Parwati Inn*, Govt Bus Stand, D ৬০০-৮৫০; **Moon H*, Sadar Bazar, SAB ৪০০, DAB ৬০০, স্যুইট ৮৫০, কটেজ ১০০০; *H Rajdeep*, Sadar Bzr, DAB ৩৫০-৪৫০; *Meghdoot*, Upper Mall; একই মালিকানাধীন *Alka H* ও *H Natraj*, *Himalaya*, *Everest H*, Main Bazar, opp PNB, D ২৫০-৩৭৫; *H Tribhuvan*, D ২০০-৬৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; *Janata*, *Tourist H*, এদের কাছে S ১২৫-২৭৫, D ২০০-৪৫০, স্যুইট ৪০০-৬৫০ টাকায় মেলে। খাবারও মেলে *Tourist H* ছাড়া প্রতিটাতে। আর রয়েছে— *প্রশান্ত*, *গ্র্যান্ড*, *অশোকা*, এদের কাছে ৮৫ থেকে ২২৫ টাকায় ঘর মেলে একক থাকার। এছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান রানীক্ষেতে। বাস থেকে ৪ কিমি দূরে KMVN-এর ৫২ বেডের *Tourist Bungalow*, ✆ 2297, DAB ৫৫০, স্যুইট ৮০০, ডর্মিতে ৬০; KMVN-এর আর এক সংস্থা *Himadri Tourist RH*, মান ও দাম একইরূপ; *রানীক্ষেত ক্লাবে* AP প্রথায় ৪৫০ টাকায় দু'বেডের ঘরে ২ জনার থাকা-খাওয়া, অবু: Secretary, Ranikhet-263645; *PWD IH* অবু : EE, PWD, Almora; *FRH* অবু : DFO (West), Almora; ছাড়াও ধরমশালা আছে—*Shiv Mandir Dharamshala*, *Balamiki Ashram*, *Musafir Khana*, প্রতিটাই জুয়াড়ি বাজারে। তবুও যেন অবস্থান মাহাত্ম্যে *হোটেল মেঘদূত* ভালই। হিমালয়ও দৃশ্যমান দুই বাস স্ট্যান্ডের মাঝের নানান হোটেল থেকে।

আলমোড়া

***When there are places like Almora I wonder why people go to Switzerland.*—Mahatma Gandhi.**

৭-০০, ৮-০০, ৮-৩০টা ছাড়াও নানান বাস আসছে নৈনী থেকে আলমোড়ায়। ৩ ঘণ্টার পথ, দূরত্ব ৬৩ কিমি। নৈনীতালের মতো বর্ণময় না হলেও নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। তবে, আধুনিকতায় পিছিয়ে আছে নৈনী বা রানীক্ষেত থেকে আলমোড়া। নৈনী বা রানীক্ষেত থেকেও বেড়িয়ে নেওয়া যায় আলমোড়া। আলমোড়ার রেল সংযোগকারী স্টেশন ৯০ কিমি দূরের কাঠগোদাম। বাস আসছে কাঠগোদাম থেকেও

খেরানা হয়ে ৩ঘণ্টায় আলমোড়ায়। রানীক্ষেতের পথও পৃথক হয়েছে এই খেরানা থেকে। এমনকি হালদুয়ানি, সাং, রামনগর, লোহাঘাটেরও বাস সংযোগ রয়েছে আলমোড়া থেকে। নিকটতম বায়ুদূতের বিমান ১২২ কিমি দূরের পিথোরাগড়ে। রাজ্য পর্যটনের দপ্তর বসেছে ম্যালে। আর রেলের আউট এজেন্সী বসেছে আলমোড়ার বাস স্ট্যান্ডে। বেড়াবার মরসুম নৈনীর মতো হলেও শীত ও গ্রীষ্ম কোনোটারই আধিক্য নেই। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ২৯.৪ আর শীতে সর্বনিম্ন ৪.৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান।

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কথা। কুমায়ুনের রাজা কল্যাণ চাঁদ আবিষ্কার করলেন আলমোড়াকে। হিন্দু প্রভাবও তাই আলমোড়ায়। তবে, তারও আগে কুমায়ুনের চন্দ্রবংশীয় রাজা ভীষম চন্দ্রের মৃত্যুর পর দত্তক-পুত্র কুমার বালকল্যাণ খাসিয়া দলপতি গাজোয়াকে হারিয়ে রাজা হয়ে অতীতের খাগমারাতে রাজধানী গড়ে নাম রাখেন তার আলমোড়া। পুরো শহরটা ত্রিশূল পর্বতের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। ব্রিটিশ দখলে আসে ১৮১৫য় গোর্খা যুদ্ধের সুবাদে নেপাল থেকে। সেদিনের ব্রিটিশরাজ জেলা সদরও বসান আলমোড়ায়। ক্লক টাওয়ারটি ১৮৪২এ ব্রিটিশের গড়া। স্কন্দ পুরাণে মেলে, কৌশিকী ও সালমেল নদীর মাঝে কাশ্য পাহাড়ে দেবতা বিষ্ণুর বাস।

কালে কালে ৫ কিমি প্রশস্ত অশ্ব জিনের মতো এক রিজে গড়ে ওঠে শহর। শহরের চারপাশ ঘিরে পাহাড়—আর প্রতিটা পাহাড়চুড়োয় মন্দির এক এক। পাইন ও দেওদারে ছাওয়া ১৬৪৬মি উঁচু আলমোড়ারও সৌন্দর্য বেড়েছে মন্দিরে। অতীতের চাঁদ রাজাদের দুর্গে আজ আদালত বসেছে।

আলমোড়ারও প্রশস্তি তার হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য। রিজে দাঁড়িয়ে উদিত সূর্যালোকে তুষারাচ্ছাদিত শিখররাজির নয়নলোভন দৃশ্য অতীব সুন্দর। প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন হয়ে বিশ্রামও নিতে পারেন আলমোড়ায়। বিশেষ করে দুর্বল ফুসফুসধারীদের কাছে আলমোড়ার জলবায়ু ওষুধের কাজ করে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে বাজারটিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া।

আলমোড়ার নবতম আকর্ষণ পটলদেবীতে আনন্দময়ী মার আশ্রম। আর বাস স্ট্যান্ড থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাড়িয়ে ম্যাল অন্তে ১.৬ কিমি দূরের ব্রাইট এন্ড কর্নার—নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুলী, ত্রিশূল, চৌখাম্বা ছাড়াও নানান শৈল শিখরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মোহিনীরূপ দেখার জন্য ব্রাইট-এর আকর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল ঘটে চলে দিনভর। ৩.৬ কিমি দূরের সিমিতোলায় আলমোড়ার রূপে মুগ্ধ উদয়শঙ্কর *অল ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টার* গড়েন। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ সিমিতোলা। আরও ১.৬ কিমি গিয়ে কালীমঠ—মাটির রঙ কালো থেকে নাম হয়েছে *কালীমাট্টা* বা কালীমঠ। হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য কালীমঠের প্রশস্তি। ডিয়ার পার্ক, সিহী দেবী, বন্দিনী দেবী ও বিনসার পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম দেখায়। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ৬ কিমি দূরে কালমাটিয়া পাহাড় শিরে কাসার বা কাত্যায়নী দেবীর প্রাচীন মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। স্বামী বিবেকানন্দও ধ্যানে বসেন এখানে।

আলমোড়া থেকে বাস যাচ্ছে

লক্ষ্ণৌ	৪০০ কিমি		১৪-৩০
হরিদ্বার	৩৫৪	"	৮-০০
পিথোরাগড়	১২২	"	৮-৩০, ১১-০০
রামনগর	১৪৩	"	৮-০০
ডুনাগিরি	৯০	"	৭-৩০
দেরাদুন			১৬-০০
লোহাঘাট	১৩৫	"	৬-০০, ৭-৩০
কৌশানি	৫২	"	৬-০০, ৬-৩০, ৮-০০, ৯-০০, ৯-৩০, ১২-৩০
চৌকোরি	১০২	"	৫-৩০, ৬-৩০
নৈনীতাল	৬০	"	৬-৩০, ৯-০০, ৯-৩০, ১২-০০, ১৫-০০
রানীক্ষেত	৫০	"	৬-৩০, ৭-০০, ৭-৩০, ৮-৩০, ১১-০০, ১৪-০০, ১৪-৩০, ১৬-০০
হালদুয়ানি	১০৩	"	৬-৩০, ৭-৩০, ৭-৪৫, ৯-৩০, ১১-৩০, ১৩-৩০

এছাড়াও UPSRTC ও KMOU-এর বাস যাচ্ছে বৈজনাথ ৭১, বাগেশ্বর ৯০, কাঠগোদাম ৯০, দিল্লী ৩৭৮ কিমি ছাড়াও উত্তর ভারতের দিকে দিকে আলমোড়া থেকে।

বিনসার : আলমোড়া থেকে ২৯.৭ কিমি দূরে ২৪১২ মি উঁচুতে চাঁদ রাজাদের গ্রীষ্মকালীন (৭-১৮ শতক) রাজধানী বিনসার পাহাড়। ওক, পাইন আর রডোডেনড্রনে ছাওয়া অরণ্যময় বিনসারে কেদারনাথ, চৌখাম্বা, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচূলী, মীরাঘুন্টি, দেবীদর্শন শিখররাজি সুন্দর দৃশ্যমান। নির্মল আকাশে পশ্চিম থেকে পুবে ৩৪০ কিমি ব্যাপ্ত হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত শিখর-রাজির দৃশ্যও নয়নাভিরাম। দিনভর সূর্যালোকে তুষারাবৃত শৈলশিখরে সোনা রঙ ধরে। বাংলো থেকে ২ কিমি চড়াই পথের জিরো পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত বিনসারের অন্যতম আকর্ষণ। সূর্যাস্তে রঙের বর্ণালী মনোহর। আর আছে বিনসার পাহাড়ের গহন বনে নাম-না-জানা শতাধিকধর্মী পাহাড়ী ফুল। অদূরে বনের বিজনে বিনেশ্বর (মহাদেব) মন্দির। আলমোড়া শহরও দৃশ্যমান বিনসার থেকে। দোকানপাটের অভাব—জলাভাব আছে, আধুনিকতা পৌঁছায়নি বিনসারে। আজও এর প্রিমিটিভ বিউটি উদাস করে তোলে। বাসেরও চল নেই—জিপ ৪৫০, ট্যাক্সিতে ৫০০ টাকায় আলমোড়া থেকে বিনসার যাতায়াত। যানের রাতের অবস্থানে অতিরিক্ত লাগে। তেমনই বাগেশ্বরমুখী বাসে পৌনে এক ঘণ্টায় কালীমঠ হয়ে কাপড়খান পৌঁছে জিপে ২০০ টাকায় চড়া যেতে পারে ১৪ কিমি দূরের বিনসার পাহাড়ে। কাপড়খান থেকে বাগেশ্বরের দূরত্ব ৫৬ কিমি। থাকার জন্য টিলার টঙে KMVN-এর ১৭

ঘরের *Tourist Bungalow*, DAB ২৫০, ৩০০, ডর্মি ৪০, আছে বিনসারে। আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। আর আছে জিরো পয়েন্টের অদূরে *Forest RH*, অবু: DFO, Almora.

পাহাড়ে দেখার শেষ নেই। সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ-এর মতো পাহাড়ও প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নব নব সাজে তার মোহিনী রূপ মেলে ধরে—আকর্ষণ করে ভ্রমণার্থীদের। সময়ে কুলোলে বাসে বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় :

সিমিতোলা	৩.৬ কিমি	সুন্দর প্রকৃতির মাঝে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ
মাটেলা	৫.২ "	প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি
চিতাল	৬.৪ "	হিমালয়ের সুন্দর শোভা দৃশ্যমান
কাতারমল	১৭ "	১২ শতকের সূর্যমন্দির তথা নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য খ্যাতি
পানুয়া নৌলা	৩০.৫ "	প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম

বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে ডাইনে-বাঁয়ে Mall Road-263601-এ আলমোড়ার হোটেলরাজি। ডাইনে সাধারণ সাজে *Alka H*, D ২০০-৩২৫; *Milan H*, SCB ১০০, DCB ১৫০; *Konark H; Ambassador* DAB ২০০-৩৫০; *Central Motel; H Vikash*, DAB ১৭৫-২২৫; *H Sikhar*, ✆ 22253, DCB ২০০, DAB ৪৫০, ৬৫০, ৮৫০, FAB ৫৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; শহরান্তে *H Sagar*. আর বামে *Ranjana H*, ✆ 22800, DCB ১৫০, DAB ২৫০; *H Pawan*, ✆ 23253, DCB ১৫০, DAB ২০০-২৭৫, TAB ২৫০, FAB ৩০০; *H Trishul*, D ২০০-৩২৫; *Royal H*, D ১৫০-২০০; *Renuka H*, ✆ 22860, DAB ৩০০-৪৫০, TAB ৩৫০, FAB ৪৫০; GPO ছাড়িয়ে *Savoy H*, ✆ 22329, DAB ২৫০-৪৫০; লাগোয়া U P Govt Tourist Office. এপথে আরও যেতে আকাশবাণী পেরিয়ে *শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম* তথা *গেস্ট হাউস*। অগ্রিম যোগাযোগে ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা মেলে।

বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে চক বাজারে একই বাড়িতে *Grand H*, D ২০০-২৫০; *Ashok H*, মান ও ভাড়া গ্রান্ড তুল্য। আর আছে Mall Road-এ *Himalaya H*, S ১০০, D ১৭৫; *Kailash H*, DAB ১৫০-২২৫; *Parvat H, Pandey H*, (১০ বেডের হল), *Thapa H* (২০ বেডের হল), *Tourist Cottage H*, D ১৫০-২০০। Bright End Corner-এ *Bright End H;* Lata Bzr-এ *Anamika H;* Paltan Bzr-এ *Neelkanth H*, D ১৫০-২৭৫।

এছাড়া মনোরম পরিবেশে KMVN-এর *Tourist Bungalow*, B1, ✆ 22250, D ৩০০, ৬০০, স্যুইট ৬০০; বাংলো থেকে গোটা পাহাড় রেঞ্জ সুন্দর দৃশ্যমান। আর আছে *PWD IH*, অবু : EE, PWD, Almora; *Zilla Parishad DB*, অবু: Secretary, Zilla Parishad, Almora; *FRH*, অবু : DFO-West, Almora; *Circuit House*, অবু : DC, Almora. আর আছে *Hari Prasad Tamta Dharamshala* আলমোড়ার ম্যালে।

আহার্যও মেলে নানান হোটেলে। তবুও যেন বাস স্ট্যান্ডের কাছে হোটেল শিখর লাগোয়া *Glory Restaurant* খানাপিনায় ভালই। তেমনই উচিত হবে ক্ষীরের মিষ্টির স্বাদ নেওয়া আলমোড়ায়।

যজ্ঞেশ্বর : আলমোড়া থেকে পিথোরাগড়ের পথে বাসে ৩৪ কিমি গিয়ে ১৮৭০ মি উঁচু যজ্ঞেশ্বরও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। পিথোরাগড়ের দূরত্ব ৮৮ কিমি যজ্ঞেশ্বর থেকে। দেওদারে ছাওয়া ৮ থেকে ৯ শতকের মধ্যভাগে কাতুরী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া শতাধিক দেবদেবীর ১৬৪টি মন্দিরের কমপ্লেক্স যজ্ঞেশ্বর। প্রবেশপথের দু'পাশে সারিবদ্ধ অতিথিশালা। সর্বত্র জীর্ণতার ছাপ, কোনো কোনোটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। বাহির দর্শনে বৈরাগ্য ঘটলেও ভিতরের বৈভব আজও অভিভূত করে দর্শককে। শিব-মৃত্যুঞ্জয়-পুষ্টিদেবী এদের মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধশৈলীর মন্দিরে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সুন্দর। ব্রহ্মাকুণ্ডের জলে স্নানে পুণ্য মেলে। তেমনই ৩ কিমি পায়ে গিয়ে বুড়া যজ্ঞেশ্বর ও দৃষ্টিনন্দন হিমসৌন্দর্য উচিত হবে দেখে নেওয়া। ১ কিমি দূরের দন্তেশ্বর মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের মিউজিয়মও বসেছে নানান মন্দিরের নিদর্শন নিয়ে যজ্ঞেশ্বরে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা যজ্ঞেশ্বরকে। থাকার ব্যবস্থা মেলে KMVN-এর ৩০ বেডের *ট্যুরিস্ট বাংলোয়*, D ২৫০, ৪০০, ডর্মি ৬০ টাকায়। আহার্য ক্যান্টিনে।

পূর্ণাগিরি

কুমায়ুন হিমালয়ের জাগ্রতা দেবী মাতা পূর্ণাগিরি। লাখো ভক্তের সমাগম ঘটে অশোকাষ্টমী তিথিতে। লোকশ্রুতি, আজও দেবী সিংহপৃষ্ঠে বিচরণ করেন প্রতি রাতে। সতীর নাভি পড়ে নাকি পূর্ণাগিরিতে (দ্বিমতে, যাজপুর)। তবে, মহাপীঠ এই পূর্ণাগিরি। পথ দুর্গম, দুস্তরও বটে।

লক্ষ্ণৌ-লালকুয়া মিটারগেজ রেলপথের পিলিভিত থেকে শাখা লাইন গিয়েছে টনকপুরে। ট্রেন যাচ্ছে ৬-১৫, ১০-০৫, ১৭-২০এ মিটার গেজে ঘণ্টা দু'য়েকে। সরাসরি স্লিপার ক্লাস ও সাধারণ যাত্রী বগিও আসছে লক্ষ্ণৌ থেকে নাইনী এক্সে—পিলিভিত থেকে প্যাসেঞ্জারের সাথে জুড়ে টনকপুরে। ট্রেন আসছে কাশগঞ্জ, শাজাহানপুর থেকেও পিলিভিত হয়ে টনকপুর। রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে পূর্ণাগিরির বাস স্ট্যান্ড। বাসও আসছে লক্ষ্ণৌ (কেশরবাগ), পিলিভিত, পিথোরাগড় ছাড়াও উত্তর ভারতের নানান শহর থেকে টনকপুরে। আর মেলাকালে বিশেষ বাস চলে কুমায়ুনের নানান শহর থেকে পূর্ণাগিরির। সারদা নদীতে বেষ্টিত ভারত ও নেপাল সীমান্তে টনকপুর। KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো* D ১০০, ১৫০, ২০০, ডর্মি ৪০, ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল *Parvat L, India, Chand, Swapna* আছে টনকপুরে। কলকাতা থেকে দূরত্ব (লক্ষ্ণৌ ১০০২-পিলিভিত ২৬৩-টনকপুর ৫৩-ঠুলীগাড ৬½) ১৩২৪½ কিমি। পিথোরাগড় থেকে এপথের দূরত্ব ১৬৪+৬½ = ১৭০½ কিমি।

চৈত্র মাসের অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা অর্থাৎ পক্ষকাল ব্যাপী, আবার আশ্বিনের নবরাত্রিতে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। মেলা বসে, সরকারি ব্যবস্থায় (মার্চ ১৫ থেকে এপ্রিল ৩০) সাময়িক যাত্রী আবাসও গড়ে ওঠে। বাসও চলে মেলা-

কালে টনকপুর রেল স্টেশনের ১ কিমি দূরের বাস স্ট্যান্ড থেকে ঘন অরণ্যের মাঝ দিয়ে বন্ধুর পাহাড়ীপথে ৬½ কিমি দূরের পাহাড়তলী ঠুলীগাড়ে। ঠুলীগাড়েও মেলা বসে জাঁকালো, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা মেলে চটির হোটেলে। মহাপ্রস্থানের পথও গিয়েছে এই ঠুলীগাড় হয়ে। পূর্ণাগিরির মেলাকালীন যাত্রীদের পায়ে হাঁটা শুরু ঠুলীগাড় থেকে। সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, গহীন বন; গহন অরণ্য—চড়াই ও উতরাই-এর সমন্বয় ঘটেছে সারাপথে। একদিকে আকাশ ছুঁই ছুঁই পাহাড়চুড়ো, অপরদিকে পাতালস্পর্শী বিভীষিকাময় খাদ; বয়ে চলেছে সারদা নদী। বিপদ পদে পদে। তবুও নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও দেবী মাহাত্ম্যে ভয়কে জয় করে পৌঁছে যাচ্ছেন আট থেকে আশির তীর্থযাত্রী। প্রাণান্তকর চড়াইও পেরুতে হয় এপথে। ঠুলীগাড় থেকে ৫ কিমি গিয়ে ভৈরবতীর্থ টুনসাসে পূর্ণাগিরি যাত্রীদের রাত্রিবাসের ব্যাপক ব্যবস্থা। *ধরমশালা* আছে নানান, আর হয় *চটির হোটেল* মেলাকালে টুনসাসে। বিজলী বাতিরও ব্যবস্থা হয় জেনারেটর চালিয়ে। পূজার ডালিও সঙ্গে নিতে হয় টুনসাস থেকে।

টুনসাস থেকে আরও ১½ কিমি গিয়ে পূর্ণাগিরি। রেলিং ঘেরা বিপদসঙ্কুল সিঁড়ি—চার কোণে চার পিলারের ওপর ছোট্ট মন্দির। ফুট সাতেক উঁচু মন্দিরে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী। দেবীর কাছে মনস্কামনা ব্যর্থ হবার নয়। স্বপ্নাদিষ্ট কুমায়ুনের মহারাজা জ্ঞানচন্দ্র ১৬৩২ *সংবতে* তৈরি করান শ্বেত মর্মরে দেবীমূর্তি ও মন্দির। আর আছে পত্রহীন প্রাচীন এক বৃক্ষ—নাম তার *সাচ্চা দরবার*। যাত্রীরা বর মাগেন সাচ্চা দরবারে। মেলা ছাড়া এপথে চলায় বিপদ পদে পদে। জীবজন্তু, দস্যু-তস্করের উৎপাত অমূলক নয়। যেতেও হয় একক ব্যবস্থায় টনকপুর থেকে পূর্ণাগিরি। থাকার সুব্যবস্থা মেলে KMVN-এর ৭৬ বেডের *ট্যুরিস্ট বাংলোয়* ১০০, ১৫০, ২০০, ডর্মি ৪০, টনকপুরে। আর প্রাইভেট লিজে *KMVN-র ট্যুরিস্ট বাংলো* মেলে পূর্ণাগিরিতে।

মায়াবতী

দুই সুইস শিষ্য—সেভিয়ার দম্পতির উদ্যোগে অতীতের চা বাগানে ১৮৯৯-এর ১৯শে মার্চ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর জন্মতিথিতে অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় মাঈপেট অর্থাৎ মায়ের পীঠে। আর মায়ের পীঠ হয় মায়াবতী—নামকরণ স্বামীজীর। উদ্দেশ্য মহৎ—*ওঠো! জাগো! জীবনের মূল লক্ষ্যে না পৌঁছে থেমো না।* আত্ম-নির্ভরতাই এর মূল মন্ত্র। স্বামীহারা মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে স্বামীজীও আসেন। ১৯০১-এর জানুয়ারি ৩—১৮ অবস্থান করেন এই পুণ্যভূমে স্বামীজী। স্বামীজীর বাসগৃহে আজ লাইব্রেরি ও ধ্যানকক্ষ বসেছে। আশ্রম থেকে ৪ কিমি পাহাড় চড়ে আরও ৩০০ মি উঁচুতে ধরমগড়ের ধ্যান-গম্ভীর মায়াময় পরিবেশে উপাসনায় বসতেন স্বামীজী। আশ্রমের নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া সারদা নদী। নদীতীরে সাহেবের ইচ্ছামতো হিন্দুমতে সৎকার হয় ২৮শে অক্টোবর ১৯০০ খ্রি মৃত সেভিয়ারের। স্মারকরূপে মহান তীর্থ। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, গহন বনের মাঝে ২০৭৩ মি উঁচুতে দ্বিতল আশ্রম। তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের নেপাল থেকে চৌখাম্বা ২৫০ কিমি ব্যাপ্ত প্যানোরামিক ভিউ আশ্রম থেকে দৃশ্যমান। সূর্যোদয়ে এ দৃশ্য নয়নাভিরাম। ফুলে-ফলে ভরা আশ্রম লাগোয়া হাসপাতাল, অদূরে গোশালা, মাদার কিচেন—চাষবাস হচ্ছে। পাহাড়-জঙ্গল-অমলধবল শৈল চুড়োর আকর্ষণও কম নয় স্বপ্নলোক মায়াবতীর। চেনা অচেনা হাজারো পাখপাখালি ও রঙবেরঙের পাহাড়ী ফুল মাতোয়ারা করে তোলে। এমনকি বনচরেরা অভিসারে বেরোয় মায়াবতীতে আজও। বাঘেরও দর্শন মেলে কখনও সখনও।

লোহাঘাট থেকে ২৫ কিমি দূরের ঘাট হয়ে পথ গিয়েছে বাঁয়ে আলমোড়া আর ডাইনে পিথোরাগড়। লোহাঘাট থেকে বাস যাচ্ছে ১১৮ কিমি দূরের আলমোড়ায় ৬-৩০ ও ৮-০০টায়। বাস যাচ্ছে ৬৪ কিমি দূরের পিথোরাগড়ও দিনভর নানান। নিকটতম রেল স্টেশন টনকপুর। ট্রেন আসছে ০-৪৫, ৫-২০, ৮-০০, ৮-০৫, ৮-১৫, ১১-১০, ১৩-৪৫, ১৭-৩০, ২২-০০টায় বেরিলি জং ছেড়ে ২ ঘন্টায় ৫৮ কিমি দূরের পিলিভিত। পিলিভিত থেকে ট্রেন যাচ্ছে ৬-১৫, ১০-০৫, ১৭-২০এ ছেড়ে ২ ঘণ্টায় ৬৩ কিমি দূরের টনকপুর। তবে ১৭-২০-এর প্যাসেঞ্জার ৯-৪০এ কাশগঞ্জ ছেড়ে বেরিলি/পিলিভিত হয়ে সরাসরি টনকপুর যাচ্ছে ১৯-৩০এ। আবার ২১-১০এ লক্ষ্ণৌ ছাড়া নৈনী এক্সে ভোর ২-৪৭এ পিলিভিত পৌঁছে ভোজিপুরা হয়ে শাখা রেলে ৬-৪০এ লালকুয়া গিয়ে ৮-৩৫এ টনকপুরে চলা যেতে পারে। সরাসরি স্লিপার ক্লাস ও সাধারণ বগিও মেলে নৈনী এক্সে লক্ষ্ণৌ থেকে টনকপুরের। এছাড়াও ট্রেন আসছে ৪-১৫, ৭-৫০, ১২-৪০, ১৮-২০এ লক্ষ্ণৌ থেকে পিলিভিত। পিলিভিত থেকে টনকপুর ৬৩ কিমি। রেল স্টেশন থেকে ১½ কিমি দূরে বাস স্ট্যান্ড টনকপুরে; টনকপুর থেকে বাসে লোহাঘাট ৯১ কিমি। এমনকি দিল্লী, বেরিলি, পিলিভিত, পিথোরাগড়, রানীক্ষেত, আলমোড়া থেকেও বাস আসছে ১৭০৬ মি উঁচু লোহাঘাটে বা Valley of blood. কুমায়ুন ভাষায় *লোহা* অর্থ রক্ত। চারিদিকে পাহাড়ের আবেষ্টনীর মাঝে লোহাঘাটও এক মনোরম উপত্যকা। লোহাঘাট থেকে দেওদার, ওক, পাইন, ফার আর রডোডেনড্রনে ছাওয়া পিচে মোড়া পথে ৯ কিমি দূরে মায়াবতী। জিপ যাচ্ছে ১৫০ টাকায়। আবার কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে পাকদণ্ডী পথেও চলা যেতে পারে লোহাঘাট থেকে মায়াবতী। বেড়াবার মরসুম মার্চ ১৫—জুন ১৫, সেপ্টেম্বর ১৫—নভেম্বর ১৫।

আশ্রম থেকে ½ কিমি নিচে সেভিয়ারের বাংলো লাগোয়া ডাবল বেডের ৮ ঘরের *আশ্রম গেস্ট হাউসে* মায়াবতীতে থাকার একমাত্র ব্যবস্থা। আহার্যও মেলে দিনভর আশ্রমে। মাসাধিককাল আগেই লিখুন: The President Maharaj, Advaita Ashram, PO: Mayabati, Via-Lohaghat, Dist : Pithoragarh, UP, PC-262524 বা

Advaita Ashram, 5 Dehi Entally Rd, Cal-14, ☏ 2472898. তবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অনুমোদন অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। আলমোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শাখা কেন্দ্রেও গেস্ট হাউসের সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। আর লোহাঘাটে আছে KMVN-এর ২০ বেডের *ট্যুরিস্ট বাংলো,* D ২০০, ২৫০, ডর্মি ৫০. লোহাঘাটে অবস্থান করেও জিপে বেড়িয়ে নেওয়া যায় মায়াবতী। প্রাইভেট হোটেলও আছে *Deep, Kailash* লোহাঘাটে।

লোহাঘাট থেকে পিথোরাগড়মুখী ৫ কিমি দূরে মাড়োরখান পৌঁছে ৩ কিমি ট্রেক করে ২০০১মি উঁচু ওক, পাইনে ছাওয়া আব্বোট মাউন্ট থেকেও হিমালয়ের সুন্দর নৈসর্গিক শোভা দেখে নেওয়া যায়। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে— নন্দাদেবী, নন্দাখাত, পঞ্চচুলি, কামেট, ত্রিশূল। তেমনই উচিত হবে শিখতীর্থ রিঠা সাহেব লোহাঘাট থেকে বেড়িয়ে নেওয়া।

শ্যামলাতাল: অতীতের *শ্যাঁলা* আর *তাল*—দু'য়ে মিলে শ্যামলাতাল। নামকরণ স্বামী বিরজানন্দের। স্বপ্নময় পুণ্যভূমি গহীন আরণ্যক শ্যামলাতালেও অদ্বৈত আশ্রমের আর এক শাখা বিবেকানন্দ আশ্রম হয়েছে। দ্বিতলে স্বামী বিরজানন্দের ধ্যানকক্ষ। আর আছে যাত্রীনিবাস, চিকিৎসা কেন্দ্র, গোশালা, ৩টি তাল অর্থাৎ সরোবর শ্যামলাতালে। শ্যামলা পীক থেকে দেখে নেওয়া যায় ধ্যানগম্ভীর উপত্যকা। দূরে বহুদূরে বয়ে চলেছে সারদা নদী। নদী পারে পূর্ণাগিরি দেবী মন্দির। টনকপুর-পিথোরাগড়, টনকপুর-লোহাঘাট বাসে সুখিডাঙ নেমে চড়াই পথে PWD-র *সুখিডাঙ ডাকবাংলো;* আহার নিজ ব্যবস্থায়। বাংলোর বুকিং: EE, PWD IB, Champabat, Pithoragarh, UP. বিবেকানন্দ আশ্রমের যাত্রীনিবাসের বুকিং: প্রেসিডেন্ট মহারাজ, বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতাল, পোস্ট-চম্পাবত, জেলা-পিথোরাগড়, উত্তর প্রদেশ।

চম্পাবত

উৎসাহীরা মায়াবতী বেড়িয়ে লোহাঘাট থেকে আরও ১৪ কিমি গিয়ে অতীতের চাঁদ রাজাদের রাজধানী ১৬১৫ মি উঁচু চম্পাবতও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাস আসছে ৭৫ কিমি দূরের টনকপুর, ৭৬ কিমি দূরের পিথোরাগড় থেকেও। পিলিভিত, বেরিলি থেকেও বাস আসছে চম্পাবতে। নিকটতম রেল স্টেশন টনকপুর।

কুমায়ুনের পূর্ব সীমান্তে বয়ে চলেছে সারদা বা কালী নদী—অপর পাড়ে নেপালের দোতি রাজ্য। তবে, অতীত গরিমা ১৭৪৪এ রোহিলা সর্দার আলি মহম্মদের হাতে বিনষ্ট হয়। ধ্বংসে পায় চাঁদ রাজাদের অতীত। ১৭৯১এ নেপালের দখলে যায় কুমায়ুন। আর ১৮১৫য় দখল যায় ব্রিটিশের হাতে।

চাঁদ রাজাদের পাহাড়ী দুর্গে আজ তহশীল বসেছে। দুর্গ লাগোয়া চম্পাবতের অন্যতম নাগনাথ মন্দির। কুমায়ুনি শৈলীতে, শ্লেট পাথরে প্যাগোডাধর্মী মন্দিরে দেবতা মহাদেব নাগনাথ। লাগোয়া সিঁড়িপথে বিধ্বস্ত দুর্গের ফটক। বাজারের অদূরে জনবসতির কোলাহলে বালেশ্বর মহাদেব মন্দির ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির— জীর্ণ অবস্থা এদের। বাদামী বেলেপাথরে মুখোমুখি ছোট্ট দুই কারুকার্যময় মন্দিরে কুমায়ুনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চম্পাদেবী ও শিবঠাকুর। মন্দিরের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে খাজুরাহোর আদল মেলে। দেওয়ালে দেব-দেবী, মিথুন-মূর্তি, দ্বারপাল, সুর-সুন্দরী, ফুল ও লতাপাতার শিকল। দারুতে তৈরি দরজার কারুকার্যও সুন্দর।

লোহাঘাটমুখী ৯ কিমি যেতে মানেশ্বর মহাদেব চম্পাবতের আর এক বরণীয় মন্দির। জিপ, বাস বা ট্রাকে চলা যেতে পারে। আবার ৫ কিমি চড়াই বেয়েও যাওয়া যেতে পারে প্রাচীন মন্দির মানেশ্বর দর্শনে। কিংবদন্তী, কৈলাস ও মানসের পথে পঞ্চপাণ্ডবেরাও আসেন চম্পাবতে। আহ্নিকের জল পেতে বাণ মেরে কৈলাসের পবিত্র বারি তোলেন অর্জুন, কালে কালে উষ্ণজলের প্রস্রবণ। দেবতা বাণেশ্বর শিবেরও প্রতিষ্ঠা নাকি পাণ্ডবদের হাতে। আরও পরে বাণেশ্বর হয়েছে মানেশ্বর। মন্দির হয়েছে নতুন করে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও হনুর মানেশ্বর চত্বরে।

KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলোয়* D ২০০, ডর্মি ৫০, আছে চম্পাবতে। আহার্যও মেলে। আর আছে *PWD IB* ও *Forest Bungalow* চম্পাবতে। পাইস হোটেলও আছে নানান বাজারে—আহার্য মেলে।

পিথোরাগড়

লোহাঘাট থেকে বাস যাচ্ছে ৬২ কিমি দূরে ভারত, নেপাল ও তিব্বত সীমান্তের পিথোরাগড়ে। বাস আসছে নিকটতম বিমানবন্দর পন্থনগর ২৪৯; আর রেল সংযোগকারী টনকপুর ১৫১, কাঠগোদাম ২১২, হালদুয়ানি ২১৮, বেরিলি ২৬৮ কিমি থেকে পিথোরাগড়ে। (মায়াবতী দেখুন) বাস আসছে দিল্লী ৫০৩, আলমোড়া ১২১, রানীক্ষেত ১৬১, নৈনীতাল ১৮৮ কিমি থেকেও পিথোরাগড়ে।

আর পিথোরাগড় থেকে বাস যাচ্ছে : দিল্লী ৬-১৫, ৯-০০, ১০-৩০; হরিদ্বার ৪-৩০, ৯-০০; আগ্রা ৫-০০; মোরাদাবাদ ৫-৩০; বেরিলি ৫-০০, ৬-৩০; হালদুয়ানি ৫-১৫, ৬-০০, ৬-৩০; নৈনীতাল ৬-৩০; আলমোড়া ৫-০০, ৭-০০, ৯-০০, ১০-৩০; রানীক্ষেত ৫-০০, ৭-০০; মুন্সিয়ারী ৫-০০, ৬-৩০; পিলিভিত ৬-৩০; লোহাঘাট, গোয়ালদাম, চৌকোরি নানান বাস।

১৯৬২তে আলমোড়া থেকে টুকরো হয়ে পিথোরাগড় জেলার জন্ম। দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি মহিমা-মণ্ডিত করে তুলেছে পিথোরাগড় জেলার সদর ৮×৫ কিমি ব্যাপ্ত ১৮১৫ মি উঁচু চির ও পাইনে ছাওয়া পিথোরাগড়কে। কাশ্মীরের মিনি সংস্করণও বলে থাকে লোকে পিথোরা-গড়কে। সীমান্তবর্তী বাণিজ্যিক শহর পিথোরাগড়ের পুবে নেপাল আর উত্তরে তিব্বতের অবস্থান। কৈলাস ও মানস

যাত্রীরাও যাচ্ছেন পিথোরাগড় হয়ে। চাঁদ রাজাদের দুর্গে আজ তহশীল বসেছে, আর আছে নানান মন্দির ও অতীত কীর্তিকলাপের সাথে অনিন্দ্যসুন্দর নৈসর্গিক শোভা পিথোরাগড়ে। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে পঞ্চচুলী; আর ৫ কিমি দূরের চন্দক থেকে চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, নন্দাখাত দৃশ্যমান। বেড়াবার মরসুম এপ্রিল থেকে জুন আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্য ভাগ। তাপমান ২০—১৪.৫° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে।

১ কিমি দূরে পাহাড় শিরে অপরূপা প্রকৃতির অনাবিল শান্তির মাঝে KMVN-এর ২৪ বেডের *Tourist Bungalow*, ✆ 2434, DAB ৩০০, ডর্মিতে ৫০; *PWD IB, FRH, Zilla Parishad DB* আছে পিথোরাগড়ে।

১৫ দিনে বেড়িয়ে আসুন কুমায়ুন হিমালয়

১ম দিন নৈনীতাল পৌঁছে বিশ্রাম। ২য় সকালে ভীমতাল/ নওকুচিয়াতাল/ ভাওয়ালী বেড়িয়ে নৈনীতালে অবস্থান। ৩য় দিনে দিনভর রানীক্ষেত বেড়িয়ে আলমোড়ায় পৌঁছে রাতের বিশ্রাম। ৪র্থ দিন যজ্ঞেশ্বর বেড়িয়ে আসুন বাসে। ৫ম দিন কৌশানি পৌঁছে সূর্যাস্তে প্যানোরামিক ভিউ দেখুন হিমালয়ের। আরও একটা দিন বিশ্রামও নেওয়া যেতে পারে বা ৬ষ্ঠ দিন কৌশানি থেকে ১৯ কিমি দূরের বৈজনাথ দেখে আরও ২৪ কিমি গিয়ে রূপকুণ্ডের তোরণদ্বার গোয়ালদামে রাতের বিশ্রাম। ত্রিশূল সুন্দর দৃশ্যমান গোয়ালদামে। গোয়ালদাম থেকে ৬৬ কিমি যেতে কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগ থেকে বদরী ১২৩, হৃষীকেশ ১৭১ কিমিও চলা যেতে পারে বাসে। তবে উচিত হবে ৭ম দিনে গোয়ালদাম থেকে বৈজনাথ হয়ে বাগেশ্বর (৪৭ কিমি) দেখে বাসে বাসে চৌকোরি পৌঁছে যাওয়া। ৮ম দিনে পায়ে পায়ে বেড়িয়ে-কাটিয়ে ক্ষণে ক্ষণে হিমালয়ের চৌখাম্বা থেকে পঞ্চচুলীর প্যানোরামিক ভিউ দেখুন চৌকোরিতে। সবচেয়ে কাছ থেকে হিমালয় দৃশ্যমান চৌকোরিতে। বা বাসে সাত সকালে গিয়ে পাতাল ভুবনেশ্বর দেখে চৌকোরি ফিরুন দুপুরে বা গঙ্গোলীহাটে রাতের অবস্থান। তেমনই চৌকোরি থেকে বাসে মুন্সিয়ারীও চলা যেতে পারে মিলাম গ্লেসিয়ার দর্শনে। ৯ম দিনে চৌকোরি থেকে পিথোরাগড় পৌঁছে রাতের অবস্থান। ১০ম দিনে পিথোরাগড় থেকে লোহাঘাট পৌঁছে জিপে মায়াবতী বেড়িয়ে আসুন। ১১-১৩শ দিনে পূর্ণাগিরি বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসবের কালে। ১৪শ দিনে টনকপুর। ১৫শ দিনে টনকপুর থেকে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ অর্থাৎ ঘরপানে ফিরুন। এপথে KMVN-*এর ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস আছে—নৈনীতাল/ রানীক্ষেত/ আলমোড়া/ যজ্ঞেশ্বর/ কৌশানি/ মুন্সিয়ারী/ বৈজনাথ/ গোয়ালদাম/ বাগেশ্বর/ চৌকোরি/ পিথোরাগড়/ লোহাঘাট/ টনকপুর ছাড়াও নানানস্থানে। বুকিং-এর জন্য স্ব স্ব ম্যানেজার-দের লিখুন। বাসও চলে পূর্ণাগিরি ছাড়া সারাপথে।*

হোটেলও আছে নানান বাসস্ট্যান্ডের ডাইনে-বাঁয়ে—*H Samrat* ✆ 2450, *Anand* ✆ 2568, *Alankar* ✆ 2475, *Jyoti* ✆ 2311, *Ranjana* ✆ 2269, *Raja* ✆ 2224, *Trishul* ✆ 2545, *Karki, Neelkantha, Ulka, Priyadarshini* ✆ 2345; এদের কাছে ১০০-২২৫ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে। বাস স্ট্যান্ডে *সম্রাট* ও বাজারে *অলঙ্কার, প্রিয়দর্শিনী হোটেল* ত্রয়ী ভালই। চন্দকেও তাঁবুর হোটেল *রিদম ক্যাম্পে* থাকা যেতে পারে। ক্যাম্পের বুকিং: Fast Travel Bureau, 45 Central Market, East Kidwai Nagar, New Delhi, ✆ 4641827.

মুন্সিয়ারী : পিথোরাগড় থেকে ২০৮ কিমি দূরের ৪০০০ মি উঁচু মিলাম গ্লেসিয়ার-এরও পথ গিয়েছে মুন্সিয়ারী হয়ে পিথোরাগড় থেকে। ৫-০০, ৬-৩০টার বাসে ৯ ঘণ্টায় ১৫৪ কিমি দূরের মুন্সিয়ারী পৌঁছে ৫৪ কিমি ট্রেক করে চলা যায় মিলাম। তেমনই চলা যায় ৪৫ কিমি দুর্গম পথ ট্রেক করে আর এক হিমবাহ মালাম। ২টি পৃথকপথে—দেবল বা ওগলা-দিদিহাট হয়ে বাস যাচ্ছে পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারী। জিপও মেলে মুন্সিয়ারী যাতায়াতে। কৈলাস ও মানসেরও পথ গিয়েছে ওগলা থেকে ধারচুলা, তাওয়াঘাট হয়ে। আর এক মহকুমা শহর দিদিহাটে হোটেল, *KMVN-র Tourist Bungalow* ও PWD-র IB মেলে।

তিব্বতী ভাষায় *মুন* অর্থ তুষারকণা (snow flakes) আর *পিয়ারী* হচ্ছে ক্ষেত—অর্থাৎ তুষারের ক্ষেত। গৌরী গঙ্গার তীরে মহকুমা শহর মুন্সিয়ারীকে ঘিরে আকাশ ফুড়ে তুষারমৌলি পঞ্চচুলীর (৬৯০৪মি) পাঁচ চুড়ো সকাল-দুপুর-সাঁঝে সূর্যালোকে বিমোহিত করে। তবুও যেন সূর্যাস্তে সৌন্দর্য বাড়ে সারা মুন্সিয়ারীর। শন্ শন্ হিমেল হাওয়া। পরশও মেলে হাত বাড়ালে পঞ্চচুলীর। জনশ্রুতি, মহাপ্রস্থানের পথে ৫ চুল্লিতে ৫ স্বামীর জন্য রান্নার আয়োজন করেন দ্রোপদী। বাংলোর অদূরে সুন্দর এক বুগিয়ালে নন্দাদেবীর মন্দিরটিও আর এক দর্শন। বয়ে চলেছে তুষারগহ্বর থেকে বেরিয়ে নৃত্যরতা কল্লোলিনী গৌরীগঙ্গা। হিমবাহকে ঘিরে নীল আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাদেবী, হরদেউল, ত্রিশূলী ছাড়াও তুষারমৌলী নানান শিখর। গোটা উপত্যকা জুড়ে কস্তুরী মৃগের চারণভূমি ছিল অতীতে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, দোকানপাট, বাজার, ধরমশালা ও হোটেল মেলে মুন্সিয়ারীতে। মিলাম পথের পোর্টার-গাইড-ঘোড়া-রেশনও মেলে। বাস আসছে ৫-৩০টায় আলমোড়া ছেড়ে বাগেশ্বর হয়ে ১২-০০টায় চৌকোরি পৌঁছে ৬ ঘণ্টায় ৭২০০ ফুট উঁচু মুন্সিয়ারী। বাস আসছে হালদুয়ানি থেকেও মুন্সিয়ারী। বাসস্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে নয়নলোভন প্রকৃতির মাঝে *PWD-র বাংলো* আছে মুন্সিয়ারীতে। বাংলোর বুকিং: EE, PWD-Didihat Division, Po-Didihat, Dist-Pithoragarh, Pc-262554. আর বাজারে আছে সাধারণ সাজে *Himani L* KMVN-এর *Tourist Bungalow*, D৩০০ ৪০০, ডর্মি ৫০, হয়েছে বাংলোর দ্বিতলে মুন্সিয়ারীতে।

কৌশানি

কুমায়ুন ভ্রমণে রূপবতী কৌশানি অবশ্যই দর্শনীয়। পাইনে ছাওয়া শহর। ১৮৯০ মি উঁচুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি

কৌশানি। আলমোড়া থেকে বাস যাচ্ছে, দূরত্ব ৫২ কিমি। পথে পড়ে সোমেশ্বর—ত্রিশূল সুন্দর দৃশ্যমান, হোটেলও আছে সোমেশ্বরে। বাস আসছে কাঠগোদাম ১৫৫, কর্ণপ্রয়াগ ১০৯, নৈনীতাল ১২৯ (আলমোড়া হয়ে), বাগেশ্বর ৩৯, ভারারী ৬৮, পিথোরাগড় ১৯৭, গোয়ালদাম ৩৯, শ্রীনগর ২৯৭ কিমি থেকেও কৌশানির। এমনকি দিল্লী থেকেও বাস আসছে কৌশানির। নিকটতম রেল স্টেশন কাঠগোদাম ১৫৫, বিমান ১৮০ কিমি দূরে পন্থনগরে। সারা বছর ধরে চলা গেলেও মার্চ-মে ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস মনোরম। গ্রীষ্মে ২৬—১০° আর শীতে ১৫—২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। শীতেরও আধিক্য আছে কৌশানিতে।

থাকারও নানান ব্যবস্থা Kaushani-263639এ —*গান্ধী আশ্রমের Anashakti Yoga Ashram*-এ ৩০—৪৫ টাকায় ঘর, পৃথক দামে নিরামিষ আহার, স্পট বুকিং-এ ঘর মেলে; বুকিং: Manager, Anashakti Yoga Ashram, Kaushani-263639. *H Prashant,* অবু : Manager. *Sun and Snow Inn,* D ৬৫০-৮৫০; *Uttara Khand Tourist L,* SAB ১২৫-২০০, DAB ২২৫-৩৫০; তবুও আশ্রম সন্নিকটে *Krishna Mount View H,* D ৬৫০-৯৫০, FR ১২৫০, থাকার পক্ষে অনন্য; এদের নৈনীতাল বুকিং: ✆ 36150. *H Sagar,* D ৪৫০-৬৫০, FR ৮৫০; *H Jeetu,* D ৪০০-৬৫০, অবু : Jeetu Travels, Mall Rd, Nainital, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; *Pine View H, New Pine H, Asheesh H, Ravi H, Himalaya H, Neelkanth H, New Pine H, Shakti H, H Hill Queen, Amar Holiday Home*—এদের কাছে ২২৫-৪৫০ টাকায় দু'বেডের ঘর মেলে। আর আছে *UP Govt State Bungalow,* অবু: DM, Almora-East বা EE, PWD, Almora; *PWD IB; Zilla Parishad DB,* অবু: Secretary, Zilla Parishad, Almora; *FRH,* অবু: Conservator of Forest, Kumaon Circle, Nainital বা DFO, Almora-East.

আর রয়েছে স্টেট বাংলোর কাছে KMVN-এর ১০৪ বেডের *ট্যুরিস্ট বাংলো,* ✆ 4106, DAB ৩০০, ৫৫০, কটেজ ৮০০, স্যুইট ৮০০, ডর্মি ৬০, করে; অবু: *Incharge.* তবুও যেন কৌশানি যাত্রীদের গান্ধী আশ্রমের *Anashakti Yoga Ashram*-এ আগে থেকেই ঘর বুক করে যাওয়া উচিত হবে। নিরামিষ আহার, আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা ভালই। বিশাল চত্বর জুড়ে রমণীয় পরিবেশে আশ্রম। চত্বর থেকে হিমালয়ের অনুপম শৈল-সুষমা দেখতে জড়ো হন সারা কৌশানীর পর্যটক। গান্ধীজীর শিষ্যা সরলা বেন (ক্যাথেরিন হেইলবেন)-এর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের লাইব্রেরিটিও আর এক সম্পদ। এছাড়া হিমালয়ের শোভার জন্য বাস স্ট্যান্ডের মাথার উপর *উত্তরাখণ্ডের* আকর্ষণও কম নয়।

স্টেট বাংলো থেকে তুষারাচ্ছাদিত দেবতাত্মা হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার তুলনা হয় না। জাতির জনক গান্ধীজীও কৌশানির প্রশান্ত রূপে মুগ্ধ হয়ে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কৌশানিকে। বাসও করেন ১৯২৯এ ১২ দিন অনাশক্তি যোগ আশ্রমে গান্ধীজী। গীতার অনাশক্তি যোগ অধ্যায় এখানেই লেখেন গান্ধীজী। উজ্জ্বল নীলাকাশ —পাইনের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমোয়। কৌশানি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুণ্টি, ত্রিশূল, মীরাঘুণ্টি, দেবীদর্শন, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুলী শিখররাজি হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত করে পরপর দাঁড়িয়ে। উদিত ও অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভার প্রতিফলনে দিগন্তবিস্তৃত (৩৩৬ কিমি) তুষারাচ্ছাদিত শিখররাজির মোহিনী রূপ অতুলনীয়। তবুও যেন ঊষা থেকে গোধূলির বর্ণালী মুগ্ধ করে দর্শককে। ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল—সোনালী, কমলা, রক্তিম, সবশেষে আগুন লাগে হিমালয়ের চুড়োয় চুড়োয়। নয়নলোভন এ-দৃশ্য পাগলপারা করে তোলে। পায়ে পায়ে গান্ধীশিষ্যা সরলা বেনের কস্তুরবা গান্ধী আশ্রমটিও বেড়িয়ে নিন। এদের হস্তজাত পণ্যের বিক্রয়েরও ব্যবস্থা আছে গান্ধী আশ্রম লাগোয়া বিক্রয়কেন্দ্রে। আর আছে কবি সুমিত্রনন্দন পন্থ স্মৃতি সংগ্রহশালা। অসংখ্য ঘণ্টার সম্ভার নিয়ে সোমেশ্বর মন্দির কৌশানির প্রবেশ পথে। একটু নেমে পথের ডাইনে কালী মন্দির।

বৈজনাথ

কৌশানি থেকে ১৯ কিমি দূরে ১ ঘণ্টার বাসপথে হিমালয়ের কোলে গোমতীর তীরে প্রাচীন পার্বতীমন্দির বৈজনাথ। জনশ্রুতি, বনবাসকালে পাণ্ডবরা মন্দির গড়ে পূজা করেন দেবীর। ইতিহাস বলে, ভারতের একমাত্র পার্বতী মন্দির গরুড় উপত্যকায় ১১২৫ মি উঁচু বৈজনাথে। ১৩ শতকে কাত্যুরী রাজাদের তৈরি। কারুকার্যময়, দারুতে দরজা-জানালা—৬ ফুট উঁচু দেবীর মূর্তি হয়েছে মর্মরে। মন্দির রয়েছে আরও আট। দেবতাও রয়েছেন—শিব, গণেশ ছাড়াও নানান। কিংবদন্তী, লর্ড শিব হিমালয় কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করেন গোমতী ও গরুড় গঙ্গার সঙ্গমে। উত্তরকালে পুত্র কার্তিকেয় সাম্রাজ্য গড়েন গরুড় উপত্যকার বৈজনাথে। এমনকি কাত্যুরী রাজ বংশের পত্তনও কার্তিকেয় থেকে। তবে, বারবার—১৩৯৮-৯৯এ তৈমুরলঙ, ১৬৯৫-১৭০০য় ঔরঙ্গজেব, ১৭৩৯এ নাদির শাহর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন দেবতা—লুণ্ঠিত হয়েছে ধনরত্ন মন্দিরের। দিগন্ত-বিস্তৃত পর্বতমালা—ছোট-বড় রঙবেরঙের পাথরখণ্ড, সিঁড়িও নেমেছে পুণ্যসলিলা গোমতীতে—স্নানে পুণ্য হয়। মিউজিয়মও হয়েছে অতীত সংগ্রহের। আর হয়েছে *KMVN-র Tourist Bungalow,* D ১৫০, ২০০, বৈজনাথে।

চৌকোরি

বাগেশ্বর-পিথোরাগড় পথে বাগেশ্বর থেকে বাসে ঘণ্টা তিনেকে ৪৭ কিমি দূরের চৌকোরিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বাস আসছে আলমোড়া ১০২, বৈজনাথ ১০৯, গোয়ালদাম ৯৭, কৌশানি ৮৫ কিমি থেকেও বাগেশ্বর হয়ে। পিথোরাগড়ের দূরত্ব ১১০ কিমি। আর চৌকোরি থেকে বাস যাচ্ছে—কৌশানি ৭-০০, ৮-৩০, ৯-০০, ১০-০০, ১১-০০; আলমোড়া ৭-০০, ৮-৩০, ১০-০০; গোয়ালদাম ১০-৩০, ১৩-০০; পিথোরাগড় ৬-৩০, ৭-

০০, ৯-০০, ১০-৩০; মুন্সিয়ারী ১২-০০টায়। আর পাখি ওড়া পথে তিব্বত সীমান্ত ১৪ কিমি দূরে।

২০১০ মি উঁচু চৌকোরির প্রশস্তি চৌখাম্বা থেকে পঞ্চচুলীর তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের প্যানোরামিক ভিউর জন্য। পাইন, ওক ও রডোডেনড্রনে ছাওয়া চৌকোরিতে KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলোয়* DAB ৫০০, সুইট ৬৫০, কটেজ ৬০০, ডর্মি ৬০, অবু: Manager, Chokoori -262531. আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। আবার বাংলোর বিপরীতে *জনতা হোটেল*-এও আহারের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে অগ্রিম অর্ডারে।

প্রত্যুষ থেকে গোধূলীতে চৌকোরি ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে নয়ন-মনোহর হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভা খুবই সুন্দর। তবুও যেন উচিত হবে লাগোয়া চা বাগিচার পথপ্রান্ত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে চৌখাম্বা থেকে অমলধবল পঞ্চচুলীর হিম-সৌন্দর্য দেখে নেওয়া। কৌশানির থেকেও আরও কাছে পাখি-ওড়া পথে ৩০ কিমি দূরে আপ্পি, পঞ্চচুলী, নন্দাখাত, নন্দাকোট, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, চৌখাম্বা, ত্রিশূল শিখর-রাজি উন্নত শিরে আকাশ ফুঁড়ে পর পর দাঁড়িয়ে। খুবই নয়নলোভন নীলিমায় নীল আকাশে তুষারের শুভ্র প্রলেপের এদৃশ্য।

চৌকোরির আর এক আকর্ষণ ১৯৭৬এ গড়া ভারতে তিনের (চৌকোরি, চামোলি, কুফরি) এক কস্তুরী ফার্ম বা মাস্ক ডিয়ার রিসার্চ সেন্টার। চৌকোরি থেকে বাসে আধঘণ্টা গিয়ে এক ঘণ্টার ট্রেকপথে ৭৫০০ ফুট উঁচুতে ২২টি কস্তুরী মৃগের বাস। দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে দুর্মূল্য হলেও ১৯৭২-এর আইন বলে লাল-গোলাপী স্ফটিকাকার ৩০ গ্রামের মতো ওজনের কস্তুরী মৃগের নাভি বা দাঁত-চামড়া কেনাবেচা বা শিকার কঠোরভাবে মানা। ফার্ম লাগোয়া গান্ধী শিষ্যা সরলা বেনের আশ্রম।

পাতাল ভুবনেশ্বর: চৌকোরি থেকে পিথোরাগড়মুখী ৩০ কিমি দূরে গুপ্তরী। গুপ্তরী থেকে ৮ কিমি জিপে (১২৫-১৫০ টাকায় যাতায়াত) চলা যেতে পারে পৌরাণিক গুহা পাতাল ভুবনেশ্বর অর্থাৎ শেষনাগ ও শিব ঠাকুরের আপন বাড়ি। পাকদণ্ডী পথেও ৪ কিমি ট্রেক করে চড়া যায় পাহাড়ে। পাহাড় চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে পড়ে সৃষ্ট ল্যাটারাইট চুনা পাথরের দণ্ডে হিন্দু পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতা মূর্ত হয়েছেন। মজলিশে বসেছে পঞ্চপাণ্ডব, পাণ্ডবরা নাকি বনবাসকালে বাস করেছেন এখানে। অভ্যন্তরে—পাহাড়-টাই ফণা তোলা শেষনাগরূপী; বিষ্ণুবাহনের বিশাল প্রস্তর মূর্তি; আবার কোথাও বা ঐরাবতের মতো দেখতে প্রাক-শিলা মূর্তি—শুঁড় থেকে জল ঝরছে; কোথাও বা শিবের জটা থেকে ঝরনার মতো জল পড়ছে অবিরত; আরও কত কি! গুহাময় পাহাড়ের গায়ে অনুপম দেবদেবীর এই সমাবেশ অভিভূত করে। গুহাময় বিচিত্র, অদ্ভুত সব কারুকার্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হন যাত্রী। সঠিক জন্ম-বৃত্তান্ত অজানা হলেও অযোধ্যার সূর্যবংশীয় রাজা রিতুপুরা মৃগয়ায় বেরিয়ে আবিষ্কার করেন এই যাদুপুরী। জেনারেটরে আলোর ব্যবস্থা হলেও সঙ্গে টর্চ নেওয়া ভাল। সঙ্কীর্ণ গুহা পথে উঁচুনিচু ধাপে শ'খানেক ফুট নেমে অসম অভ্যন্তর। সময় স্বল্পতায় সকালের বাসে চৌকোরি থেকে এসে পাতাল বেড়িয়ে ফেরাও যেতে পারে দুপুরে। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই পাতাল ভুবনেশ্বরে।

তবে, গুপ্তরী থেকে বাসপথে ৬ কিমি আরও যেতে গঙ্গোলীহাটে *PWD*-র *IB* ও সাধারণ সাজের *Sugaru Tourist L, Tourist L, Paryatak Griha*-য় থাকার ব্যবস্থা মেলে। দীর্ঘ অতীতের দেবী মহাকালী ছাড়াও নানান হিন্দু দেবদেবীও রয়েছেন গঙ্গোলীহাটে। খুবই জাগ্রতা এই দেবী মহাকালী। জনশ্রুতি, আদি শঙ্করাচার্যও এসেছেন— তপস্যায় বসেন সেকালের গুম্ফা মন্দিরে। গঙ্গোলীহাটে এক রাত থেকেও শ'দেড়েক টাকায় জিপে দেখে ফেরা যায় পাতাল ভুবনেশ্বর। গঙ্গোলীহাট থেকে বাসে ৭৭ কিমি দূরের পিথোরাগড় চলুন দ্বিতীয় দুপুরে।

করবেট জাতীয় উদ্যান

১৯৩৫এ করবেট জাতীয় উদ্যানের (ভারতে প্রথম) জন্ম। নাম ছিল তখন হেইলি ন্যাশানাল পার্ক। আর ১৯৫৭য় পশুবিদ জিম করবেটের স্মারক রূপে নাম হয়েছে করবেট জাতীয় উদ্যান। অবশ্য মাঝে কিছুকালের জন্য এরই নাম হয়েছিল রামগঙ্গা ন্যাশানাল পার্ক। আর World Wide Fund for Nature (WWFN)-এর যৌথ উদ্যোগে এপ্রিল ১, ১৯৭৩এ ব্যাঘ্র প্রকল্পের শিরোপা চেপেছে জাতীয় উদ্যানের শিরে।

কলকাতা-লক্ষ্ণৌ-দিল্লী রেলপথের মোরাদাবাদ নেমে মোরাদাবাদ-রামনগর শাখা রেলে রামনগর। ২-৪৫, ৪-৩৫, ৭-০০, ১০-৪৫, ১৩-১০, ১৭-৪৫এ ট্রেন যাচ্ছে মোরাদাবাদ থেকে। ২½ ঘণ্টার রেলপথ। আর যাচ্ছে বাস সকাল থেকে সাঁঝে এপথে। কলকাতা থেকে মোরাদাবাদ ১৩০৫ আর মোরাদাবাদ থেকে রামনগর ৭৯ কিমি। লক্ষ্ণৌ থেকে মোরাদাবাদ ৩২৬, আর দিল্লীর দূরত্ব ১৬১ কিমি। বাসও আসছে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী থেকে মোরাদাবাদে। হাওড়া-জম্মু হিমগিরি (ত্রিসাপ্তাহিক), শিয়ালদহ-জম্মু এক্স, হাওড়া-অমৃতসর মেল ও এক্স, হাওড়া-দেরাদুন ডুন এক্স, ধানবাদ-লুধিয়ানা গঙ্গা শতদ্রু এক্স, বারাণসী-দেরাদুন এক্স, লক্ষ্ণৌ-সাহারানপুর এক্স, জম্মু-গুয়াহাটি/বরায়ুনি, বরায়ুনি-অমৃতসর জনসেবা এক্স, গোণ্ডা-দিল্লী এক্স, আয়ুধ অসম এক্স, মজঃফরপুর-দিল্লী শহীদ এক্স, দিল্লী-কাঠগোদাম এক্স, দিল্লী-মজঃফরপুর/ সমস্তিপুর এক্স, লক্ষ্ণৌ-নতুন দিল্লী মেল, কাশী বিশ্বনাথ এক্স, পাটনা-নতুন দিল্লী শ্রমজীবী এক্স, বেরিলি-দিল্লী এক্স, এলাহাবাদ-সাহারানপুর নৌচণ্ডী এক্স, এলাহাবাদ-দেরাদুন এক্স—প্রতিটা ট্রেন মোরাদাবাদ হয়ে যাচ্ছে। পুত্র মোরাদের নামে ১৬৩১এ সম্রাট শাজাহানের মোরাদাবাদ নামকরণ। শাজাহানের গড়া জুম্মা মসজিদটি আজও দ্রষ্টব্য। তেমনই কারুকার্যময় পেতলের তৈজসপত্রের জন্যও মোরাদাবাদ খ্যাত।

রেল স্টেশনে *রিটায়ারিং রুম; অদূরে* UP Tourism-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো,* ✆ 310837, D ২৫০, A/c D ৪৫০; **Maharaja H,* Stn Rd, ✆ 310123, S ৩০০, D ৪০০, A/c S ৬০০, D ৭৫০ আছে। আর স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানহাতি ৫ মিনিটের পথে চড়াই পেরিয়ে চকে—*Basera, Rajan, Shere-e-Punjab, Chowla Regency, Paradise, Insaf, Prince, Mansarovar* ছাড়াও নানান হোটেল আছে মোরাদাবাদে।

আবার লক্ষ্ণৌ থেকে মিটারগেজে নৈনী এক্সে লালকুয়া পৌঁছেও শাখা রেলে চলা যেতে পারে কোশী নদী তীরের রামনগর। আর করবেটের নিকটতম রেল স্টেশন তথা শহর রামনগর-এ বন বিভাগের সদর দপ্তর বসেছে। রামনগর থেকে সড়কপথে ৪৯ কিমি দূরে ধিকালা—অর্থাৎ করবেট জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ তোরণ। রেল স্টেশনের ১½ কিমি দূরের বাস স্ট্যান্ড থেকে দিনের একমাত্র বাস যাচ্ছে ১৬-০০টায় রামনগর ছেড়ে ঘণ্টা দুয়েকে ধিকালায়। ধিকালা থেকে ফেরে ৯-৩০টায়। আর মেলে ট্যাক্সি ৫৫০ টাকায় যাতায়াত। তবে, Kumaon Motor Owner's Union, Ramnagar-কে লিখে করবেট যাতায়াতে বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থাও মেলে। নিকটতম বিমানবন্দর বায়ুদূত সংযোগকারী ১৩৫ কিমি দূরের পন্থনগর। আর রামনগর থেকে বাস যাচ্ছে আলমোড়া, রানীক্ষেত, নৈনীতাল, হালদুয়ানি, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, দেরাদুন, মোরাদাবাদ ছাড়াও উত্তর ভারতের দিকে দিকে। দিল্লী যাচ্ছে বাস রামনগর থেকে মুহুর্মুহু। তেমনই নৈনী যাত্রীরা কাঠগোদাম/ হালদুয়ানি হয়ে বাসেই পৌঁছে যান রামনগর তথা করবেট।

বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া Field Director, Project Tiger, Ramnagar, UP, ✆ 853189-এর দপ্তর। লাগোয়া Conservator of Forest—Corbett NP থেকে করবেট জাতীয় উদ্যানের পারমিট ও বনে অবস্থানের বুকিং মেলে। পাশেই Tourist Reception Centre ও KMVN-এর ৪৮ বেডের *Tourist Bungalow,* ✆ 85225, DAB ৩০০, ৪০০, ডর্মি বেড ৬০, আর আছে বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে সাধারণ সাজের *Bharat, Mayur, Everest, Banawari, Bangari, Govind* রামনগরে। এদের কাছে ৮০-১৫০ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে। তেমনই হয়েছে শহর ছাড়িয়ে ধিকালামুখী পথে *Corbett River Side Resort,* Garjia, Ramnagar ✆ 85373, Delhi ✆ 660665, AP-S ১২৫০, D ২৫০০, A/c S ২২৫০, D ৪০০০; *Tiger Tops Corbett L,* Ramnagar ✆ (05946) 85279, Delhi ✆ 6444016, AP-D ৫০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Quality Inn Corbett Jungle Resort,* Kumeria Reserve Forest, Po. Mohan, Corbett N P, UP-244719, ✆ 85520, Dhangarhi Gate 9, এদের চার্জ আহার সহ প্রতি দু'জনা ২৬০০; কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Claridges Hideway,* AP-D ৪০০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209.

করবেট যাতায়াতে নানান বিধিনিষেধ। রামনগর থেকে ধিকালা পথে ১৮ কিমি যেতে Dhangarhi Gate সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা থাকে। বাই সাইকেল, স্কুটার, মোটর সাইকেলের প্রবেশাধিকার নেই জাতীয় উদ্যানে। টোলও লাগে জাতীয় উদ্যানে—ভারতীয়দের প্রথম ৩ দিন ১৫, অভারতীয় ১০০, ছাত্র ৫, পরবর্তী প্রতিদিন ১০/১৫/০ হারে। গাড়িরও রোড টোল লাগে ভারতীয়/অভারতীয় একই হারে—হাল্কা গাড়ি ৫০, ভারি গাড়ি ১০০ করে। স্টিল ক্যামেরা ভারতীয়দের ফ্রি হলেও বিদেশীদের ৫০ হারে। মুভি ক্যামেরার অনুমতির সাথে টোলেও আধিক্য লাগে। পারমিটও দেখাতে হয় ধানগড়ি গেটে। তেমনই রিসেপসন সেন্টার থেকে clearance certificate সংগ্রহ করে ফেরার পথে ধানগাড়ি গেটে জমা দেওয়া বিধি। ডে ভিজিটরদের প্রবেশাধিকার নেই ধানগড়ি অর্থাৎ ধিকালা রেঞ্জে। দিনে দিনে দেখে ফেরার প্যাকেজ ট্যুরে বা একক যাত্রায় যাত্রীদের আগে আসার ভিত্তিতে দিনে ১০০ জনের রামনগর থেকে ৩ কিমি দূরের আমদণ্ডা গেট দিয়ে ৭ কিমি অরণ্য অন্দরের বিজরানীতে প্রবেশাধিকার মেলে। তবে, বিজরানীতে অরণ্য আস্বাদনে কেন যেন ঘাটতি থেকে যায়।

কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলায় ৩৮৫ থেকে ১১০০ মি উঁচুতে হিমালয়ের পাদদেশে ৫২৫.৮ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে করবেট বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্ষেত্র। তবে, অভয়ারণ্যের আয়তন ১৩১৮ বর্গ কিমি। রামগঙ্গা নদী ঘিরে রেখেছে উত্তর ও পশ্চিম জুড়ে। সীমান্তও টেনেছে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের মাঝে এই রামগঙ্গা। আর দক্ষিণে কালাগড় নদীতে বাঁধ দেওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে রামগঙ্গা জলাধারের। শুধু আকারেই বৃহত্তম নয়—এর প্রশস্তি আজ সারা ভারতে তার বাঘের জন্য। সারা রাজ্যে ৪৬৫ বাঘের মধ্যে শ'খানেক বাঘের বাস করবেটে। হাতিও রয়েছে করবেটে। এছাড়া ঘরিয়াল, হায়েনা, শিয়াল, চিতল, হগ-ডিয়ার, শুয়োর, ভাল্লুক, নীলগাই, শম্বর, চিতাবাঘও রয়েছে শিশু ও শালে ছাওয়া অরণ্যময় করবেটের তৃণভূমিতে। রামগঙ্গার জলের কুমির ও কচ্ছপও কম চিত্তাকর্ষক নয়। মাছ ধরারও ব্যবস্থা আছে করবেটে। ৫০এরও অধিকধর্মী স্তন্যপায়ীর সঙ্গে ৫৮০ধর্মী পাখি নীড় বাঁধে করবেটে। আর আছে সর্পরাজ কোবরা করবেট জাতীয় উদ্যানে।

১৪টি অবজারভেশন টাওয়ার হয়েছে বন্যপশু দেখার জন্য। হাতির পিঠেও বন্যজন্তু দেখার ব্যবস্থা আছে সকাল ৬-০০ ও বিকাল ১৬-৩০টায়। ৪ যাত্রীর হাতিতে যাত্রীপিছু ভাড়া প্রতি ২ ঘণ্টার জন্য ভারতীয় ৪০, অভারতীয় ৭৫। ছাত্রদের প্রতি ৬ জনার দলের ১ ঘণ্টার ১টি মিনি সফরের ভাড়া ১০ হারে। নিজস্ব ব্যবস্থায় গাড়িও চলে অরণ্য অন্দরে। গাইডও মেলে ধিকালায়। আর বনবিহারে বনাচার অবশ্যই পালনীয়। বসনের ক্ষেত্রে অলিভ গ্রিন বা খাকি রঙা পরিধান করুন। সাদা, লাল বা উজ্জ্বল রং বর্জনীয়। ধূমপানও বর্জন করে চলুন। *Walking can be suicidal* স্মরণে রেখে বিহার করুন করবেটে। উচিত হবে সূর্যোদয়ে বা সূর্যাস্তে হাতির পিঠে যাত্রী হয়ে জন্তু দেখে নেওয়া।

বেড়াবার মরসুম নভেম্বর থেকে মে মাস। খোলাও থাকে করবেট ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই জুন। আর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পলাশ রাঙিয়ে তোলে জাতীয় উদ্যানকে।

ফুল ফোটে নানান বর্ণের নানান ধর্মের। পরিবেশ মোহময় করে তোলে বন্য ফুলেরা। এরও আকর্ষণ কম নয় পর্যটকদের কাছে। অবসর বিনোদনে লাইব্রেরি বসেছে, ফিল্ম দেখানো হয় নিখরচায় বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ধিকালায়। মে মাসে দিনে গরম হলেও রাতে ঠাণ্ডা।

Climate	Maximum	Minimum
Nov to Feb	25-30°C	4-8°C
March to April	35-40°C	9-13°C
May to June	44-46°C	19-22°C

কনডাকটেড ট্যুর: UP Tourism, 36 Janpath, Chanderlok Building, N D-1, ✆ 3322251 থেকে মরসুমে প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবার ৩ দিনের প্যাকেজে ভারতীয় ১৫০০/১৭০০ শিশু ১৩০০/১৫০০ অভারতীয় ২০০০/২৫০০ শিশু ১৮০০/২০০০ টাকায় করবেট দেখাবার ব্যবস্থা আছে। আর আসছে লক্ষ্ণৌ থেকে ২ দিনের প্যাকেজে করবেট দেখাতে রাজ্য পর্যটন।

মূল প্রবেশ তোরণ ধানগড়ি গেট হলেও রামনগর থেকে ৩ কিমি গিয়ে করবেটের আমদণ্ডা গেট। আমদণ্ডা থেকে ৭ কিমি অরণ্য অন্দরে যেতে বিজরানী। তবে ধিকালাতে আয়োজন ব্যাপক। ধিকালাতে রয়েছে—*New Forest R H*, DAB ভারতীয় ১৫০ অভারতীয় ৪৫০, *Old FRH*; এদের বুকিং: Chief Conservator of Forest, Wildlife Preservation Organisation-UP, 17 Rana Pratap Marg, Lucknow-226001, ✆ (0522) 246140; ২ বেডের *Cabin-3*-এ ভারতীয় ২০০ অভারতীয় ৬০০, *New FRH Annexe*, এদের বুকিং : UP Govt Tourist Office, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001; ২ বেডের *Cabin-1/3/4*, ভারতীয় ২০০ অভারতীয় ৬০০, ৩ বেডের *Tourist Hutment*, ভারতীয় ৮০ অভারতীয় ২৪০, ৪ বেডের *Green Hut*, ভারতীয় ৬০ অভারতীয় ১৮০ ছাত্র ৫ প্রতি জনা, ২৪ বাঙ্কের *Log Hut*-এ ১৫ ৫০ ৫; এদের বুকিং : Field Director, Project Tiger, Ramnagar, Dist-Nainital, PC-244715, ✆ (05946) 85376, UP. তবে, *Log Hut, Green Hut, Tourist Hutment* —সাজ-শয্যাহীন। পৃথক মূল্যে বিছানা মেলে।

Wild Animals at Corbett N P (Buffer Zone) as per census 1992

Animal	Count
Tiger	92
Leopard	41
Elephant	307
Chital	
Spoted Deer	29158
Barking Deer	2127
Hog Deer	213
Sambar	5368
Bear	52
Boar	6763
Ghoral	175
Mager	70
Ghariyal	160
Monkey	6200
Langur	7500

এছাড়া *Khinanauli FRH*-এ স্যুইট ভারতীয় ২০০ অভারতীয় ৬০০, অবু: Chief Conservator of Forest, Lucknow-1; ধিকালা থেকে ১৪ কিমি দূরে *Sarpauli FRH*-এ স্যুইট ১৫০/৪৫০, ধিকালার ১৯ কিমি দূরে *Gairal New & Old FRH*-এ ১৫০/৪৫০, রামনগর থেকে ১০ কিমি দূরে *Bijrani FRH*-এ ১৫০/৪৫০, *Sultan FRH* ৫০/১৫০, *Kanda FRH* ৫০/১৫০ এদের বুকিং: Field Director, Tiger Project , Ramnagar-244715; এমনকি UP Govt Tourist Office, The Mall, Nainital-এ *Cabin-4* ও *Hutment*-এর আংশিক বুকিং মেলে এপ্রিল ১৫—জুন ১৫য়। ঘরের জন্য ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে (Bank Draft on SBI) ১ মাস আগেই লিখুন।

অতীতের জনতা খানা উধাও হলেও পৃথক মূল্যে আহার্য মেলে ধিকালা (New FRH) ও বিজরানীতে। তবে দামে কিছুটা আধিক্য যেন। অন্যত্র নিজস্ব ব্যবস্থায় আহার্য। ধিকালায় ১টি প্রাইভেট *রেস্তোরাঁও* আছে—আহার মেলে, দামও সস্তা *নিউ ফরেস্ট রেস্ট হাউস* থেকে।

করবেট জাতীয় উদ্যান তথা ধিকালা থেকে দূরত্ব

মোরাদাবাদ	১৩১ কিমি
ধানগড়ি	৩১ ”
কাশীপুর	৭৬ ”
রামনগর	৪৯ ”
হালদুয়ানি	১০৪ ”
নৈনীতাল	১২৮ ”
রানীক্ষেত	১০৩ ”
আলমোড়া	১৮০ ”
পাউরি	১৭৪ ”
শ্রীনগর	২০৪ ”
দিল্লী	২৯০ ”
লক্ষ্ণৌ	৫০৩ ”
পন্থনগর	১৩০ ”
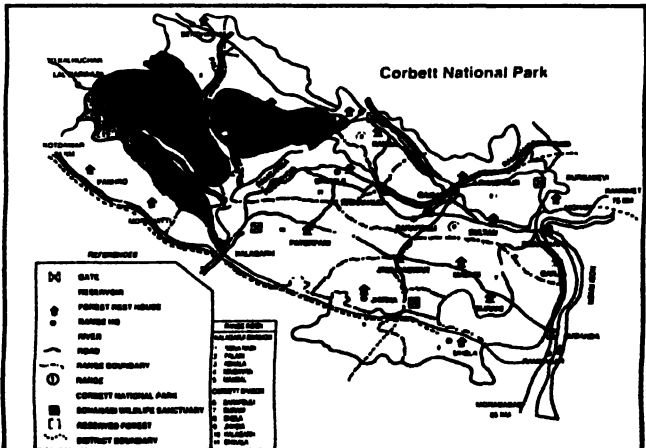
আবার, ধিকালা থেকে ৮২, রামনগর থেকে ৩৩, হালদুয়ানির ২৩ কিমি দূরে রামনগর-নৈনীতাল বাস সড়কে শালে ছাওয়া গহীন অরণ্যের মাঝে জিম করবেটের শীত-কালীন আবাস কালাধুঙ্গীর বাড়িতে জিম করবেট মিউজিয়মে স্টাফড জীবজন্তু দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা। বাসও করেন করবেট সাহেব ১৯০৭-৩৯ এই বাড়িতে। থাকার ব্যবস্থা মেলে কালাধুঙ্গীর *Forest Rest House*-এ।

দুধওয়া ন্যাশানাল পার্ক

লক্ষ্ণৌ-বেরিলি রেলপথে লক্ষ্ণৌ থেকে ১৯৫ কিমি দূরে মৈলানী জংশন। ২১-১০এ নৈনীতাল এক্স, ১৮-২০এ 5313 মরুদ্ধার এক্স, ৭-৫০এ 5310 রোহিলাখণ্ড এক্স লক্ষ্ণৌ ছেড়ে মৈলানী যাচ্ছে যথাক্রমে ১-২৫, ২২-২৫ ও ১২-৩৫এ। আর ১৭-১৫য় লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ২২-০০টায় মৈলানী পৌঁছে ২৩-১৮য় পালিয়া কালান পৌঁছে টিকুনিয়া যাচ্ছে ০-২৫এ 5320 লক্ষ্ণৌ-দুধওয়া স্যাঙ্কচুয়ারি এক্স। লক্ষ্ণৌ ফেরে ২-৪৫এ টিকুনিয়া ছেড়ে দুধওয়া হয়ে 5319 স্যাঙ্কচুয়ারি এক্স। ট্রেন আসছে আগ্রা থেকে গোকুল এক্স, বেরিলি থেকে নানান ট্রেন মৈলানী জং-এ। আর ৬-৩০, ১০-৩০, ১৭-১৫য় মৈলানী ছেড়ে পালিয়া কালান ৩১, দুধওয়া ৪৩, টিকুনিয়া ৭৯ কিমি হয়ে নানপাড়া জং যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পথ গিয়েছে লক্ষ্ণৌ থেকে সীতাপুর/ লখিমপুর/ মৈলানী/ ভাইরা খেরি/ নিঘাসন/ পালানি হয়ে ভারত-নেপাল সীমান্তে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের দুধওয়া জাতীয় উদ্যানে। মৈলানী থেকে ১ ঘণ্টার পথে দুধওয়া জং। দুধওয়া থেকেও শাখা রেলে ট্রেন যাচ্ছে ৭-০৫, ১৫-৩০, ১৮-০৬এ জাতীয় উদ্যানের বুক চিরে উত্তর-পশ্চিমে গৌরীফাঁটায় ও উত্তর-পুবে চন্দনচৌকীতে। দুইয়েরই অবস্থান জাতীয় উদ্যানের প্রান্তরেখায় নেপাল সীমান্তে। দূরত্ব যথাক্রমে ২৪/ ১৩ কিমি। দুধওয়া রেল স্টেশন থেকে ১০ কিমি দূরে জাতীয় উদ্যান। অগ্রিম খবরে বনদপ্তরের গাড়িও মেলে রেল স্টেশন থেকে জাতীয় উদ্যানে যেতে। নিকটতম বিমান লক্ষ্ণৌ-এ। দুধওয়া থেকে দূরত্ব—লক্ষ্ণৌ ২৩৮, বেরিলি ২৬০, দিল্লী ৪৩০, পালিয়া ৫ কিমি।

১৯৫৮য় ৬২ বর্গ কিমি বনভূমি জুড়ে গড়ে ওঠে সোনারী-পুর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। ১৯৬৫তে আয়তন বেড়ে হয় ২১২ বর্গ কিমি। নামান্তরও ঘটে—সোনারীপুর হয় দুধওয়া। আর ১৯৭৭-এর ১লা ফেব্রুয়ারি জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পরে দুধওয়া। ভারতের ১৬তম ব্যাঘ্র প্রকল্পও গড়ে উঠেছে দুধওয়ায়। আয়তনও বাড়ে জাতীয় উদ্যানের—৬১৩ বর্গ কিমি। তবে, কোর এরিয়া ৪৯০ বর্গ কিমি আর বাফার জোন ১২৩ বর্গ কিমি।

হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল সীমান্ত জুড়ে তরাই অঞ্চলে দুধওয়ার অবস্থান। শালে ছাওয়া গহীন বন গহন অরণ্য। বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ আর নানান প্রজাতির পাখি বৈচিত্র্য এনেছে দুধওয়ায়। বয়ে চলেছে নানান পাহাড়ী নদী—কোথাও বা আকার তার ঝিলে কোথাও বা বিলে। সুহেলী নদী পরিখা গড়েছে। বাঘের জন্য দুধওয়ার প্রশস্তি। সত্তরেরও বেশি বাঘ অবাধে চরে বেড়ায় ১৫০-১৮২ মি উঁচু দুধওয়ায়। আর হয়েছে ভারতীয় গণ্ডারের নতুন উপনিবেশ দুধওয়ায়। তেমনই আছে সুঁচলো শিংওয়ালা অজস্র বারশিঙ্গা অর্থাৎ জলচর বা জলা হরিণ (Swamp Deer)—গোণ্ডাও বলে থাকে স্থানীয় লোকে। ১৯৮২র সেনসাস মতে—বাঘ ৬৫, লেপার্ড ১০, বারশিঙ্গা ২৬০০, চিতল হরিণ ৯৮০০, হগ ডিয়ার ২১৫০, বার্কিং ডিয়ার ৬৭৫, শম্বর ৫৬০, শ্লথ ভাল্লুক ৬৫, নীলগাই ৬০০, বুনো শুয়োর ৩৩০০, গণ্ডার ৭, হাতি ৫, কৃষ্ণসার হরিণ ২০, ভোঁদড় ১৫, মেছো কুমির ৬, নানান জাতীয় সাপ ও অজগরের বাস দুধওয়া জাতীয় উদ্যানে। আর আছে চার শতেরও অধিক প্রজাতির পাখি জাতীয় উদ্যানের ছোট ছোট তাল বা সোনারীপুর ঝিলে। থারু উপজাতিদের বাস সোনারীপুর রেঞ্জে।

ওয়াচ টাওয়ারও হয়েছে জাতীয় উদ্যানে। আর হয়েছে *Forest Rest House* জাতীয় উদ্যানের Dudhwa, Sathiana, Bankkati, Sonaripur, Quila-য়। ঘর, সুইস কটেজ ও ডর্মি প্রথায় থাকার ব্যবস্থা। তবে, আহার্য মেলে কেবল দুধওয়ায়। বিজলীও পৌঁছেছে দুধওয়ায়। থাকার পক্ষে দুধওয়াই শ্রেয়; সাথিয়ানা মন্দ নয়। এদের ঘর ৫০, অন্যত্র ২৫, হারে। বুকিং-এর জন্য Field Director, Dudhwa National Park, Po: Lakhimpur, Dist: Kheri, UP, PC-262701, ✆ 2106 বা Chief Wild Life Warden, 17 Rana Pratap Marg, Lucknow, UP, ✆ 246140-কে ১৫ দিন আগেই ৩০% টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে লিখুন। ১০ ও ১৮ সিটের মিনিবাস, জিপ, গাড়িও মেলে দুধওয়ায় বন বিহারে। ভাড়া যথাক্রমে ১০, ১৫, ৭, কিমি প্রতি। আর মেলে হাতি, প্রতি ২½ ঘণ্টার সফরে ৪৫, প্রতি জনা। আর লাগে প্রবেশ দক্ষিণা—ভারতীয়দের প্রথম ৩ দিন ১০, পরবর্তী দিনগুলি ৫, হারে। বিদেশীদের ৩৫/১২, করে। ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে। নিকটতম ব্যাঙ্ক পালিয়ায়। নভেম্বর ১৫ থেকে জুন ১৫ মরসুম হলেও ডিসে-ম্বর থেকে মার্চের প্রত্যুষ বা গোধূলি জন্তু দেখার মাহেন্দ্রক্ষণ।

ভারারী	থেকে	লোহারক্ষেত	১৬ কিমি	১৭৫৩ মিটার	PWD IB বা ট্যুরিস্ট বাংলোয় রাত্রিবাস
লোহারক্ষেত	”	ঢাকুরী	১১ ”	২৬২১	” ” ”
ঢাকুরী	”	খাতি	৮ ”	২২১০	” ” ”
খাতি	”	দ্বোয়েলী	১১ ”	২৭৩৪	” ” বিশ্রাম বা ”
দ্বোয়েলী	”	ফুরকিয়া	৫ ”	৩২৬১	” ” ”
ফুরকিয়া	”	পিণ্ডারী			বেড়িয়ে ফেরার পথে
		জিরো পয়েন্ট	৭ ”	৩৩৫৩	” ফুরকিয়াতে রাত্রিবাস বা পাইলট বাবার আশ্রমে রাতের অবস্থান

পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার

অ্যাডভেঞ্চার যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা হিমালয়ের হিম-সৌন্দর্য উপভোগ করে আসুন ৩৩৫৩ মি উঁচু পিণ্ডারী গিয়ে। নন্দাকোট ও নন্দাখাত পাহাড়ের পাদদেশে ৩×$\frac{১}{২}$ কিমি ব্যাপ্ত এই হিমবাহ। কলকাতা থেকে হাওড়া-কাঠগোদাম এক্সে ১৩৬২ কিমি দূরের হালদুয়ানি গিয়ে, বাসে ২০৫ কিমি দূরের ভারারী পৌঁছে ৫৮ কিমি পায়ে পিণ্ডারী জিরো পয়েন্ট। জিরোপয়েন্টের ডাইনে থেকে বাঁয়ে ডিম্বাকারে দাঁড়িয়ে—ভুলকিয়া, বরকাটিয়া, নন্দাকোট, পিণ্ডারী বা টেল পাস, নন্দাখাত, পানিদুয়ার, বলজৌরী, অনফোর বরফে মোড়া নয়নাভিরাম শৃঙ্গ আট।

কলকাতা থেকে ২১-৪৫এ 3019 হাওড়া-কাঠগোদাম এক্সে গোরক্ষপুর/লক্ষ্ণৌ/বেরিলি/লালকুয়া হয়ে দ্বিতীয় সকাল ৮-০২এ কাঠগোদামের আগের স্টেশন হালদুয়ানি পৌঁছে রিকশায় ১ কিমি দূরের বাস স্ট্যান্ড। হালদুয়ানি থেকে ৮-৩০টায় দিনের একমাত্র বাস যাচ্ছে ভারারীর। কাঠগোদাম/ ভাওয়ালী/ গরমপানি/ আলমোড়া/ কোশী/ কৌশানি/ বাগেশ্বর/ কাপকোট হয়ে ভারারী পৌঁছায় রাত ২০-০০টায়। দূরত্ব ২০৫ কিমি। আর ৫৮ কিমি পায়ে-হাঁটা পথ ভারারী থেকে পিণ্ডারীর। অসময়ের যাত্রীরা ২৪ কিমি দূরের বাগেশ্বর পৌঁছে দ্বিতীয় সকালে ১$\frac{১}{২}$ ঘণ্টায় ভারারী গিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারেন পিণ্ডারীর। তবে, আজকাল বাস যাচ্ছে সরযূর পাড় ধরে আরও ১২ কিমি এগিয়ে **সাং ভিলেজ** পর্যন্ত। তবে, পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে—জিপও অদূর ভবিষ্যতে ঢাকুরী পৌঁছাচ্ছে। উচিতও হবে বাগেশ্বর থেকে সাং-এ পৌঁছে পায়ে হাঁটা (৫৮-১২=৪৬ কিমি) শুরু করা। বাগেশ্বরের বাসও মেলে নানান লালকুয়া, হালদুয়ানি ও কাঠগোদাম থেকে। বাস আসছে বেরিলি ও দিল্লী থেকেও বাগেশ্বরে। বাস আসছে প্রতিদিন প্রত্যূষে নৈনীতাল থেকেও সাং। ফেরার পথে বাগেশ্বরের বাস মেলে ৭—১৬-০০টায়; আর কৌশানির শেষ বাসটি ছেড়ে যাচ্ছে দুপুর ১৪-০০টায় ভারারী থেকে। মুন্সিয়ারীরও পথ গিয়েছে শ্যামা হয়ে ভারারী থেকে।

এমনকি GMVN ৬ রাত ৭ দিনে **বাগেশ্বর-পিণ্ডারী-বাগেশ্বর** প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে। থাকা-খাওয়া-যাতায়াত নিয়ে ভাড়া ১৯৮০/২৭০০৲। আগ্রহীদের সরাসরি Yatra Manager, GMVN, Muni-ki-Reti, Rishikesh, UP-কে যোগাযোগ করাই উচিত হবে।

আলমোড়া ৭৩, গোয়ালদাম ৪৩, কৌশানি থেকে ৩৯ কিমি দূরে আলমোড়া-পিথোরাগড় পথে সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমের অদূরে ৯৭৫ মি উঁচু **বাগেশ্বরও** এক পুণ্য শৈবতীর্থ। মাহাত্ম্যে কাশী সম। ক্ষীণকায়া সরযূর তীরে প্রাচীন বৈজনাথ আর সঙ্গমের কাছে লোকনাথ বাবার মন্দির ছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান। কিংবদন্তী, শিবের দোসর চণ্ডিসারের হাতে শহরের পত্তন শিবের বাসের জন্য।

আর, যাত্রীর বাসের জন্য KMVN-এর *ট্যুরিস্ট বাংলো,* D ১৫০৲ ২০০৲ ডর্মি ৫০৲; *H Rajdoot,* Bus Std ছাড়াও নানান সাধারণ হোটেল আছে বাগেশ্বরে। এমনকি লোকনাথ মিশন আশ্রমেও ঘর মেলে যাত্রীর। বাস যাচ্ছে আলমোড়া ৭৩, গোয়ালদাম ৪৩, কৌশানি ৩৯, চৌকোরি ৪৭ কিমি বাগেশ্বর থেকে।

কর্মব্যস্ত জনপদ ভারারী। পথের দু'পাশে সারি দিয়ে বাড়ি—দোকানপাট, হোটেল; ব্যাঙ্কও পৌঁছেছে ভারারীতে। ভারারীতে *Him Pindari H, H Glacier, Tewari H* ছাড়াও নানান চটির হোটেলে ১০০-২২৫ টাকায় ঘর মেলে। আর বাসপথের কাপকোটে *PWD*-র *বাংলো* মেলে। ভারারী থেকে ৫৮ কিমি হাঁটা-পথের শুরু। পাইন, ফার, রডোডেনড্রন আর বন্য ফুলেরা বাসর সাজায় এপথে।

হাঁটাপথে যাত্রীদের রাত্রি বাসের জন্য ৬টি *ডাকবাংলো* হয়েছে। সজ্জিত ২ ঘরের বাংলো, ঘর ১০০৲ করে। আর হয়েছে GMVN-এর ২ ঘরের *ট্যুরিস্ট বাংলো* লোহারক্ষেত, ঢাকুরী, খাতি, দ্বোয়েলী, ফুরকিয়ায়—ডর্মি প্রথায় থাকা, ৫০৲ প্রতিজনা। কম্বল মেলে উভয় বাংলোয়। GMVN-এর প্রতিটি ট্যুরিস্ট বাংলোয় স্লিপিং ব্যাগও মেলে ভাড়ায়। আহার্য মেলে বাংলোয়—প্রাইভেট হোটেলেও আহার মেলে ২০-২৫ টাকায়। তবুও উচিত হবে র‍্যাশন সঙ্গে নেওয়া।

বরফের উপর দিয়ে পথ—পথ বন্ধুরও। তবে বরফ আর প্রকৃতির সৌন্দর্য পথ চলার ক্লান্তি ভোলায়। ১ম দিনের ১৬ কিমিতে বসতি মেলে। সরযূ নদীর পাড় ধরে পথ। চায়ের দোকানও মেলে পথপাশে। ডাকবাংলোর কাছেই পানিচাকি **লোহারক্ষেতে**। আরও ১ কিমি গিয়ে গ্রামের শেষে খালিধার বাংলো। ২য় দিনে ৯ কিমি পাইনে ছাওয়া পাহাড় পেঁচানো খাড়া চড়াই বেয়ে আরও ২ কিমি উতরাই নামতেই **ঢাকুরী** বাংলো। চারদিক ঘিরে ছোট ছোট পাহাড় ব্যূহ গড়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সবুজের মেলা। পাইন, দেওদার, ফার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সামনেই তুষারধবল হিমালয়। অস্তগামী সূর্যের আলোয় নন্দাখাত রমণীয়। সাধ্যে কুলোলে পাহাড় চড়েও দেখে নেওয়া যায় নয়নাভিরাম হিমালয় গরবিনীকে ঢাকুরী থেকে। ঢাকুরী পেরুতেই সরযূ ছেড়ে পিণ্ডার নদের সঙ্গ ধরে পথ। ৩য় দিনে **খাতি**—উতরাই ও চড়াই সমতা রেখেছে। খাতি বড়সড় জনপদ—এপথের জংশন। *নন্দা হিমালয়ান হোটেল* ছাড়াও *সিংহদের* ২টি হোটেল আছে খাতিতে। আহার্যও মেলে হোটেলে। আনুষঙ্গিক র‍্যাশনও মেলে খাতির দোকানপাটে। ৪র্থ দিনে **দ্বোয়েলী** বাংলো। পথ গিয়েছে গহন অরণ্যের মাঝ দিয়ে। রডোডেনড্রন, পাইন আর চির বোলতার গুঞ্জনের সাথে কোরাস ধরে এপথে। গাছেরা ছাতা ধরে, সূর্যালোকেরও প্রবেশ মানা—নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা পিণ্ডার নদ। কাফনীরও মিলন ঘটেছে বাংলোর সামনে পিণ্ডার নদে। ৫ম দিনে ৫ কিমি চড়াই বেয়ে **ফুরকিয়া** পৌঁছে যান। এপথের শেষ বাংলো এই ফুরকিয়ায়। ৬ষ্ঠ দিন ভোররাতে রওনা হয়ে ৭ কিমি গিয়ে সূর্যোদয়ে রূপসী পিণ্ডারীর মোহিনী রূপ উপভোগ করুন। অতীব নয়নাভিরাম **জিরো পয়েন্টের** এদৃশ্য। হিমালয়ের রূপে মোহিত হতে পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টে পাইলট বাবার আশ্রমে ঘর মেলে থাকার। তবে, শীতের আধিক্য হেতু উচিত হবে

নেমে চলা। তবে ৪ দিনে গিয়ে ৩ দিনে ফেরা অর্থাৎ ৭ দিনে সাঙ্গ করা যেতে পারে এ সফর। সঙ্গে পাহাড়ী প্রস্তুতি থাকা দরকার। পথে সবরকম ব্যবস্থাও সঙ্গে নিতে হয় ভারারী থেকে। কুলি ও খচ্চর মেলে এপথে। কুলি ৫ খচ্চর ১০ হারে প্রতি কিমি। বেড়াবার মরসুম মে, জুন, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস।

আবার পথে ঢাকুরী থেকে সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সুন্দর পাথরের দেশ সুন্দরডুঙ্গা। রঙবেরঙের পাথরের জন্য সুন্দরডুঙ্গার প্রশস্তি। ১ম রাত লোহারক্ষেতে, ২য় রাত ঢাকুরীতে কাটিয়ে ৪ কিমি পেরুতেই উমলা থেকে বামহাতি পথে পথ পৃথক হয়েছে সুন্দরডুঙ্গার। চলার কোনো পথ নেই—বোল্ডার পেরিয়ে গাছ সরিয়ে এপথ। পথ খুবই দুর্গম। পাহাড়ী অভিজ্ঞতা ছাড়া সাধারণের জন্য নয় সুন্দরডুঙ্গা। ৩য় রাত খাতি থেকে ৭ কিমি দূরে ৮৫০০ ফুট উঁচু জাতোলীতে—জাতোলী এপথের শেষ গ্রাম। ভেড়া ও ইয়াকের সাথে চাষবাস এদের জীবিকা। ভুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ী ফুলের জলসা। এরই মাঝে পশ্চিম থেকে সুকরাম নালা আর পুব থেকে মাইকতোলি নালা এসে মিলিত ধারায় জন্ম নিয়েছে সুন্দরডুঙ্গা নদী। PWD-র বাংলো, রূপ সিংহ ও পুষ্কর সিং-এর বাড়িতেও ঘর মেলে থাকার। ৪র্থ রাত ১০½ কিমি গিয়ে ৯৫০০ ফুট উঁচু ডুনিয়াঢণ্ডে তাঁবুতে অবস্থান। সুন্দরডুঙ্গা নদীর পাড় ধরে পাহাড়ী সবুজ ঘন অরণ্যের মাঝ দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথে ৬ কিমি গিয়ে ৫ম রাত ১০৫০০ ফুট উঁচু কাঁথালিয়ায় শেপার্ড হাট বা তাঁবুতে কাটিয়ে ৬ষ্ঠ দিনে ৮ কিমি জুনিপার ও রডোডেনড্রনের ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে প্রচণ্ড চড়াই পেরিয়ে ১৪৫০০ ফুট উঁচুতে ১½×১ কিমি আয়তাকার মাইকতোলি বেসিন অর্থাৎ সুন্দরডুঙ্গায় পৌঁছান। তিন দিকে প্রহরী হয়ে পাহাড় শ্রেণী সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বরফ পড়ে সারা বছর। বাঁয়ে নেমেছে ২২৩২০ ফুট উঁচু মাইকতোলি শিখর থেকে মাইকতোলি গ্লেসিয়ার। ডাইনে পানওয়ালিদুয়ার ২১৮৬০, বালজৌরীকল ১৯৮৫৭ ফুট। তার সামনে রকি পিক। ঝুলন্ত গ্লেসিয়ার নেমেছে এদের মাঝে রকি পিকের কাঁধ বরাবর—বার গ্লেসিয়ার। সত্যই যেন স্বপ্নে গড়া কল্পলোকের গল্প-গাথা হেন। খুবই নয়নাভিরাম। ২৫ কেজি বহনের কুলিও মেলে এপথে, ৮ কিমি প্রতি। এবার ঘরে ফেরার পালা। আরও দুর্গম পথে দেবীকুণ্ড হয়েও ফেরা যেতে পারে। তবে পিণ্ডারী যাত্রীদের জাতোলী থেকে খাতির পথে এগিয়ে যাওয়াই উচিত হবে। ঢাকুরী থেকে সুন্দরডুঙ্গার দূরত্ব ৪৩ কিমি।

আবার দ্বোয়েলী থেকে জুলাই-অক্টোবর মাসের সকালে গিয়ে দিনে দিনে কাফনী হিমবাহও বেড়িয়ে ফেরা যায়। এরও সৌন্দর্য অতুলনীয়। এপথের দূরত্ব ১২ কিমি, যাতায়াতে ২৪ কিমি। কাফনীর বাম তীর ধরে, চড়াই-উৎরাইয়ের পরম্পরা পেরিয়ে পথ চলে এগিয়ে। চির-পাইন-ওক-রডোডেনড্রনের ঝালরে ছাওয়া আরণ্যক কাফনী। জুলাই-আগস্টে চেনা-অচেনা ফুলের সমারোহ মধুময় করে তোলে এপথ। তবে, পথ দুর্গম—পদে পদে সাবধানতা পালনীয়। ১২৫০০ ফুট উঁচুতে হিমবাহের ধারে স্নাউটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কাফনী নদী। শ্যাওলা আর চূর্ণশিলায় সবুজরঙা দেওয়ালে ঘেরা—অবিরাম পড়ে চলেছে ছোট ছোট বরফের টুকরো। তিরতিরে জলধারা পেরিয়ে চলাও যায় হিমবাহের মুখে। গোমুখেরই দৃশ্যান্তর—তবে, আয়তনে বড়। ভয়ঙ্কর সুন্দর হিমবাহের পিছে দুগ্ধধবল বনকাটিয়া (২১২৩০ফু), অদূরে নন্দাকোট—নয়নলোভন এদৃশ্য। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মাঝ পথের খাটিয়ায় ট্রেকার্স হাটে, আহারও মেলে হাটে। নিজস্ব ব্যবস্থায় তাঁবুও ফেলা যেতে পারে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে। দিনে দিনে ফেরাও যেতে পারে দ্বোয়েলী।

তবে হাঁটার তারতম্যে রাত্রিবাস নির্ভর করে। যতটা পারা যায় সকালের দিকে এগিয়ে চলুন—দুপুর থেকে পাহাড়ী আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। আজকাল ডাকবাংলোগুলির অগ্রিম বুকিং তুলে দেওয়া হয়েছে। ডর্মিটরি প্রথায় জায়গা মেলে বাংলোয়। তবে, VIP সফর এড়িয়ে চলুন। কারণ, তখন বাংলোতে জায়গা মেলা দুষ্কর। প্রয়োজনে EE, PWD, Bageswar, UP বা কাপকোট-কে লিখুন। আর জাতোলিতে রূপ সিংহর বাড়িতে থাকার জন্য ঘর মেলে যাত্রীদের।

রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ড

কলকাতা থেকে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ/বেরিলি হয়ে কাঠগোদাম। আগের স্টেশন হালদুয়ানি থেকেই বাস যাচ্ছে কাঠগোদাম/কৌশানি হয়ে গোয়ালদামের। ১৯৮ কিমি বাস পথের শেষ এখানে। ৬৩ কিমি হাঁটাও শুরু গোয়ালদাম থেকে রূপকুণ্ডের। খুবই দুর্গম এপথ। সাধারণের জন্য নয় রূপকুণ্ড। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হাতছানি দেয় অভিযাত্রীদের। রঙবেরঙের ফুলের সাথে ব্রহ্মকমলও ফোটে এপথে। যাতায়াতে ৮-১০ দিনের আহার্য, কুলি ও তাঁবু সঙ্গে নিতে হয় ১৮২৯ মি উঁচু গোয়ালদাম থেকে। গাইডও সঙ্গে নেওয়া দরকার। এদের রেট: ২৫ কেজি মাল বহনের কুলি ৭৫ গাইড ১০০ দিন প্রতি। গোয়ালদাম ও ওয়ানে মেলে। তাঁবু নিজ ব্যবস্থায় নিতে হয়। পথে মেলে না। তবে দেবল, লোয়ারজাং, ওয়ান-এ ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস হয়েছে। দেবলে ঘর মিললেও অন্যত্র ৬০ টাকায় ডর্মি প্রথায় থাকা।

কর্ণপ্রয়াগ থেকেও বাস আসছে ৬৬ কিমি দূরের গোয়ালদামে। বাস আসছে পিথোরাগড় থেকেও গোয়ালদামে। আকর্ষণে অনন্য—সারা গোয়ালদামেই ত্রিশূলী দৃশ্যমান। বাস স্ট্যান্ডের অদূরে চক থেকে ত্রিশূলীর বাঁয়ে নন্দাদেবী আর ডাইনে নন্দাঘুন্টি সুন্দর দেখে নেওয়া যায়।

পথেই পড়ে *Forest RH*—পরিবেশ রমণীয়। বাস স্ট্যান্ডে GMVN-এর *ট্রাভেলার্স রেস্ট হাউস*-এ DAB ২০০, ৩৫০, ডর্মি বেড ৪৮, ৬০; আর আছে *H Trishul*, ✆ (01372) 84744; *Gold Star, Vijoy*, Gwaldam-246441-এ। প্রকৃতি পূজারীদের উচিতও হবে গোয়ালদামে ত্রিশূলী দেখে নেওয়া।

গোয়ালদাম থেকে ১২ কিমি গিয়ে ১২১৮ মি উঁচুতে নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে সৌন্দর্যের খনি দেবল— মণি তার নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল। ১কিমি পুবে কোয়েল ও পিণ্ডার নদীর সঙ্গম। GMVN-এর *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস* (D ১৫০, ২০০, ডর্মি ৭৫), *FRH, ধরমশালা* ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল—*সৈনিক, নন্দাদেবী, কিরণ, রাউত* আছে দেবলে। বাসও চলে রূপকুণ্ডের যাত্রী নিয়ে পিণ্ডারের পাড় ধরে গোয়ালদাম হয়ে দেবল। দিল্লী, হরিদ্বার, হালদুয়ানি, পিথোরাগড়েও বাস যাচ্ছে দেবল থেকে। ১ম রাত দেবলে কাটিয়ে পরদিন দেবল পেরিয়ে বগরিগড়ে *FRH* রেখে আরও ১½ কিমি চড়াই ভেঙে ১৫ কিমি গিয়ে ২১০০ মি উঁচু লোয়ারজাং (মান্দোলী) *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসে* ২য় রাত্রিবাস। জিপও চলে মান্দোলী পর্যন্ত।

৩য় রাত ২৪০০মি উঁচু ওয়ান গ্রামে। এপথের দূরত্ব ১৪ কিমি মান্দোলী থেকে। পথে জল ও আহার দুয়েরই অভাব, সঙ্গে নিতে হয় গোয়ালদাম থেকে। *TRH, FRH* ও *PWD*-র *বাংলো* আছে ওয়ানে। আর আছে মন্দির বাংলোর কাছে—লাটু মহারাজের। ওয়ানেই এপথের শেষ বসতি। ওয়ান থেকে ৩টি পৃথক পথ গিয়েছে রূপকুণ্ডের। তবে, সহজতম পথে দশ হাজার ফুট উঁচু তিথাকথর পেরিয়ে ৩৩৫৪ মি উঁচু ১০ কিমি দূরের বেদিনী বুগিয়াল অর্থাৎ চারণভূমিতে *শেফার্ড হাট, ট্রেকার্স হাট, ধরমশালা* বা *Forest Log Cabin*-এ ৪র্থ রাত্রিবাস। কথিত আছে, বেদব্যাস এই বেদিনীতে বসেই বেদ রচনা করেন। মন্দিরে রয়েছেন অষ্টধাতুর দেবী দুর্গা। রূপকুণ্ড যাত্রীদের ভেড়া বলি দেওয়ার প্রথাও আছে মন্দিরে। ভাদ্র মাসে মেলা হয়। এমনকি বেদিনী থেকে ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, নীলকণ্ঠ, চৌখাম্বা ছাড়াও নানান গিরিশিখর সুন্দর দৃশ্যমান।

৫ম রাত কাটান ৮ কিমি গিয়ে ৪০০০ মি উঁচু বগুয়াবাসায় তাঁবু খাটিয়ে। পথে পড়ে পাথরনাচুনী। একটি করুণ কাহিনী আছে পাথরনাচুনীকে ঘিরে। রাজা চলেছেন তীর্থযাত্রায়। সঙ্গে লোকলস্কর। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে রাজামশায়কে। তীর্থের কথা ভুলে আমোদ-প্রমোদে ডুবে যান নর্তকীদের নিয়ে। দেবতা রুষ্ট হন। শুরু হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। স্বপ্নাদিষ্ট রাজা সংবিৎ ফিরে পান। রাজার রাগ গিয়ে পড়ে নাচুনীদের উপর। জীবন্ত কবর দেন তাদের রাজামশায়। কালে কালে পাথর হয়ে যায় নাচুনীরা। জায়গার নামও তাই পাথরনাচুনী। পাথরনাচুনী থেকে ১½ কিমি যেতে কৈলুবিনায়ক। দ্বারপাল গণেশের দর্শন মিলবে কৈলুবিনায়কে। কৈলুবিনায়ক থেকে ৩ কিমিতে ৫০০ ফুট উঠে বগুয়াবাসা। ট্রেকার্স হাট, তাঁবু বা গুহাতে রাতের আশ্রয়, পথ খুবই দুর্গম; প্রাণান্তকর চড়াই এপথে। রডোডেনড্রন, ব্রহ্মকমলের সাথে রকমারি পাহাড়ী ফুল পথশ্রান্তি ভোলায় যাত্রীদের। তেমনই ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টিও সঙ্গ দেয় এপথে।

বগুয়াবাসা থেকে ৪ কিমি যেতে ৫০২৯ মি উঁচুতে প্রকৃতির দান ডিম্বাকার লেকের পাড়ে রহস্যময়ী রূপকুণ্ড। সম্ভবত তুষার ঝড়ে মৃত পথ-পাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ঘোড়া ও নরদেহগুলির আজও সন্ধান মেলেনি। সারা বছরই বরফে ছাওয়া পাহাড়চুড়ো চক্রাকারে প্রহরায় রত। পাশেই দাঁড়িয়ে ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টি। ওদের নিশ্বাস ঢেউ তোলে লেকের জলে। মন্দাকিনীর জন্মও এই হিমবাহ থেকে। প্রতি ১২ বছর অন্তর *Raj Jay Yatra* উৎসবে মিছিল চলে কর্ণপ্রয়াগের কাছের নৌটি গ্রাম থেকে। রুপোর পাল্কিতে সোনার মূর্তি নন্দাদেবীও অংশ নেন মিছিলে।

বেরিলি-কাঠগোদাম-রানীক্ষেত-গোয়ালদাম-কর্ণপ্রয়াগ সড়ক

০	কিমি	বেরিলি
৪৬	”	বাহেরী
৮৫	”	লালকুয়া
		” থেকে পন্থনগর ১১ কিমি
৯৬	”	হালদুয়ানি
		” থেকে রামনগর ৫৬ কিমি
১০১	”	কাঠগোদাম ১৭১৮ ফুট
১১৯	”	জেওলিকোট ৪৩০০ ফুট
		” থেকে নৈনীতাল ১৫ কিমি
১৩৮	”	ভাওয়ালী ৫৫০০ ফুট
১৫৭	”	খেরানা ৩০০০ ফুট
		” থেকে আলমোড়া ৩৫ কিমি
১৮১	”	রানীক্ষেত ৬০০০ ফুট
২৪৪	”	সোমেশ্বর ৪৭৫০ ফুট
২৫৬	”	কৌশানি ৬০৭৫ ফুট
২৭৫	”	বৈজনাথ ৪০০০ ফুট
		” থেকে বাগেশ্বর ২৩ কিমি
		” ” কাপকোট ৪৭ কিমি
		” ” পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার ৯৪ কিমি
২৯৯	”	গোয়ালদাম ৬৩৪০ ফুট
		” থেকে রূপকুণ্ড ৬২ কিমি
৩৬৫	”	কর্ণপ্রয়াগ ২৬০০ ফুট
		” থেকে বদরীনাথ ১২৩ কিমি
		” ” হৃষীকেশ ১৭১ কিমি

রূপকুণ্ড থেকে ১০ কিমি উত্তরে শিলার ওপর দিয়ে নেমে আর এক সমতল ভূখণ্ডের নাম শিলাসমুদ্র। সামনেই ত্রিশূল পর্বত থেকে নামা শিলাসমুদ্র গ্লেসিয়ার। শিলাসমুদ্র থেকে আরও ৫ কিমি দূরে হোমকুণ্ড। উচ্চতা ৪০০০ মি। কথিত আছে, পার্বতী হোম করেছিলেন এই ভূখণ্ডে শিবকে তুষ্ট করে কৈলাসে ঠাঁই পাবার জন্য। নামও তাই হোমকুণ্ড।

ত্রিশূল তীর্থও বলে থাকে লোকে হোমকুণ্ডকে। হোমকুণ্ড থেকে ২½ কিমি উৎরাই নেমে দোদাং পাস (১৪২০০ ফু) বেড়িয়ে নেওয়া যায়। শিলাসমুদ্র থেকে দোদাং-এর দূরত্ব ১২ কিমি। সারা পথের নৈসর্গিক শোভা অতীব সুন্দর। এবার ঘরে ফেরার পালা। ৪ দিনে ফিরুন গোয়ালদামে।

অত্যুৎসাহীরা রূপকুণ্ড থেকে জিওনারগলি পাস, হোমকুণ্ড বা দোদাং থেকে ৫৮৮৪মি রন্টিও অভিযান করে আসতে পারেন। আবার হোমকুণ্ড থেকে ৯ কিমি দূরে সুটোল, আরও ২৬ কিমি গিয়ে ঘাট পৌঁছে বাসে ১৯ কিমি দূরের নন্দপ্রয়াগ অর্থাৎ হৃষীকেশ-বদরী বাসপথে পৌঁছে যেতে পারেন।

Yatra Manager, Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd, Muni-ki-Reti, Rishikesh, UP বা Trek-o-Tour, G B Pant Marg, Nainital, UP বিশেষ ব্যবস্থায় ট্যুরের আয়োজন করে। উৎসাহীদের সরাসরি যোগাযোগ করাই শ্রেয়। আর, গাইড ও কুলির জন্য : Ranjit Singh Bisth, Kanol, Dist-Chamoli, Via-Ghat, PC-246435: Khelap Singh, Vill & P O-Ghas, Dist-Chamoli; Kawar Ram, Vill-Gwaldam; Tribhun Chouhan (গাইড), Vill & P O-Talwari, Chamoli; Ganga Singh, Vill-Purna, P O-Deval; Inder Singh, Vill-Wan, P O-Mandoli; Ganashyam Singh Bisth, PO+Vill-Wan, Dist-Chamoli, Via Ghat, PC-246427, Ranjit Singh, Vill-Didna, P O-Mandoli, Dist-Chamoli, Via Gwaldam, UP-কে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে। তবে, গোয়ালদাম থেকে রওনা হবার আগে Regional Tourist Officer, Garhwal Region, Pauri, Dist-Garhwal, UP-র কাছ থেকে পথের সর্বশেষ অবস্থা জেনে চলা উচিত হবে যাত্রীদের।

কানপুর

কলকাতা-গয়া-পাটনা-বারাণসী-এলাহাবাদ-দিল্লী রেলপথে কলকাতা থেকে ১০০৭, দিল্লীর ৪৩৪ কিমি দূরে কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন। আর লক্ষ্ণৌ থেকে ৭৭ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে NH-2 ও 25-এ গঙ্গার তীরে আধুনিক শিল্পনগরী তথা ফৌজি শহর কানপুর। হাওড়া-বারাণসী-এলাহাবাদ-দিল্লীর প্রতিটা ট্রেন কানপুর হয়ে যাচ্ছে। দিন-রাত্রি জুড়ে নানান ট্রেন মিললেও কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ-নতুন দিল্লী সুপার ফাস্ট শতাব্দী এক্সে ১৬-৫০এ ৫ ঘণ্টায় নতুন দিল্লী বা ১১-৩০এ ১½ ঘণ্টায় লক্ষ্ণৌ চলায় সুবিধা। রবিবার ছাড়া গোমতী এক্সও যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর হয়ে (৭-২০) নতুন দিল্লী। নতুন দিল্লী ছাড়ে ১৪-২০এ গোমতী এক্স। ট্রেন যাচ্ছে—কলকাতা ১৮½ ঘ, মুম্বাই ২৪ ঘ, আগ্রা ৬ ঘ, ঝাঁসী ৪½ ঘ, ভূপাল ৯½ ঘ, গোরক্ষপুর ৭½ ঘ, পুরী ৩০ ঘ, এলাহাবাদ ৩ ঘ, বারাণসী ৬ ঘ, চিত্রকূটধাম ৬½ ঘ, জব্বলপুর ১৪ ঘ, গয়া ১০ ঘ, লক্ষ্ণৌ ১½- ২½ ঘ, দিল্লী ৬-৭½ ঘ, বিঠুর ১½ ঘণ্টায় কানপুর থেকে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে কানপুর সেন্ট্রাল থেকে। কানপুর সেন্ট্রাল থেকে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ৬-৩০, ৯-১০, ৯-৪৫, এক্স ৭-৩৫, এক্স ১১-৪৫, ১৪-০০, ১৬-১০, ১৮-০০, ২০-০৫, ২১-১৫ ছাড়াও দূরান্তের নানান ট্রেন; ঝাঁসী যাচ্ছে ৫-২০, ১৮-৩৫এ প্যাসেঞ্জার, ৮-৫০, ১২-৩৫, ২১-০০, ২৩-৪৫, ২-৫০এ এক্স; আগ্রা যাচ্ছে ৮-২৫এ উদ্যান আভা, ৯-৩৫এ মরুদ্বার, ১৪-৩০এ কানপুর-আগ্রা প্যা; বান্দা জং যাচ্ছে ৬-৫৫, ১৫-৩০এ প্যাসেঞ্জার, ১৯-২০এ এক্স; কাশগঞ্জ, ব্রহ্মাবর্ত, এলাহাবাদ, তুণ্ডলা যাচ্ছে নানান প্যাসেঞ্জার ও এক্স ট্রেন।

বাসও সংযোগ গড়েছে রাজ্যের প্রতিটি শহর ছাড়াও উত্তর ভারতের দিগ্বিদিকের কানপুর থেকে। নানানধর্মী বাস। নন স্টপ সার্ভিসে মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ। বাস যাচ্ছে আগ্রা ২৬৯, ঝাঁসী ২২২, এলাহাবাদ ১১৩, ভূপাল ৩৬৯, খাজুরাহো ৩৯৮, দেরাদুন ৫৯৪, মোরাদাবাদ ৪১৫, বারাণসী ৩১৫, দিল্লী ৪৩৪ কিমি ছাড়াও নানান দিকে। শহরে চলছে সিটি বাস, রিকশা, অটো, টেম্পো ও ট্যাক্সি।

ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার কানপুরের বস্ত্র, উল, চর্মশিল্পের যেমন প্রসিদ্ধি, ঠিক তেমনই প্রসিদ্ধি আছে *সিটি অব কৃষ্ণ* বলে। তেমনই সিপাহী বিদ্রোহের নানান স্মৃতি মথিত কানপুর। ১৮৫৭য় স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ প্রতিরোধে রসদের সাথে জীবনহানির ক্ষয়ক্ষতিতে ব্রিটিশের গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করে নানা সাহিবের কাছে। ব্রিটিশ সেনানীদের স্মারকরূপে *অল সোলস মেমোরিয়াল চার্চ* গড়ে ওঠে ১৮৭৫এ। রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে অতীতের মেমোরিয়াল আজ হয়েছে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন। এছাড়াও প্রয়াগনারায়ণ, রামনারায়ণ, গুরুপ্রসাদ মন্দির, কালীবাড়ি, কুইনস পার্ক, চিড়িয়াখানা—প্রতিটাই দর্শনীয়। ১২৬ মি উঁচু কানপুরের নবতম আকর্ষণ শ্বেত মর্মরের মন্দিরে কাচের মূর্তি শোভিত জে কে টেম্পল, IIT ও রামকৃষ্ণ মিশন। কেনাকাটায় নবীন মার্কেটে সূতি বস্ত্র আর মাটসন রোডের দোকানপাটে চর্মজাত পণ্য ও জুতো দেখা যেতে পারে। মান ভাল, দামেও সস্তা কানপুরে। বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে চামড়া-জাত নানান দ্রব্য। তাপমান গ্রীষ্মে ৪৪-৩০° আর শীতে ২৪-৪° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে।

বিঠুর: কানপুরের ২৭ কিমি উত্তর-পশ্চিমে আর এক পুণ্য হিন্দুতীর্থ বিঠুর। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন গঙ্গার পাড়ে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে। যজ্ঞের ঘোড়ার পায়ের ছাপ আজও দৃশ্যমান। কার্তিক পূর্ণিমায় মেলা বসে আজও। এমনকি বাল্মীকি মুনির আশ্রম ১ কিমি দক্ষিণে বিঠুরেই। রামায়ণও লেখেন মুনি এই আশ্রমে বসে। সীতা দেবী আশ্রয়ও নেন অযোধ্যা ছেড়ে এসে তপোবনে। লব আর কুশের জন্মও এই আশ্রমেই। অদূরে রামধাম— শয্যা-হীন ঘরও মেলে থাকার। রেল স্টেশনের কাছে হরিধাম। ১ কিমি দূরে ধ্রুব টিলা অর্থাৎ ধাম। আর আছে গঙ্গার অপর পাড়ে ৬ কিমি হাঁটা পথে সীতার পাতাল প্রবেশের স্থান পরিহার। তবে, পরিতাপের বিষয় ১৮৫৭র স্বাধীনতার যুদ্ধে ধ্বংস পায় অতীত। এমনকি নানা সাহিবের প্রাসাদটিও যুদ্ধে বিধ্বস্ত। স্মারক সৌধ হয়েছে নানা সাহিবের—তারও নাম তপোবন। শেষ পেশোয়া বাজীরাও-এর নির্বাসিত জীবনও কাটে বিঠুরে। কানপুর (Anwarganj Stn) থেকে ৫-২০ ও

১৭-৫০এ মিটারগেজে ডিজেল চালিত রেল যাচ্ছে বিঠুর অর্থাৎ Brahmavart-এ; ফেরে ৭-২০ ও ১৯-৩০এ। এক ঘণ্টার পথ। বাস যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে *বড়া চৌরাস্তা* থেকে। অটোও মেলে কানপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে রেওয়াত-পুর বা শঙ্করপুরের। দুইই থেকে টেম্পো মেলে বিঠুরের। থাকার জন্য *PWD IB* আছে টেম্পো স্ট্যান্ডে বিঠুরে।

তবুও যেন পর্যটনে বিঠুর আজও অবহেলিত। স্থানীয় যানের অভাব। পায়ে পায়ে সাঙ্গ করতে হয় ৩ কিমি পরিক্রমায় বিঠুর দর্শন। হোটেল নেই, দোকানপাটেরও অভাব বিঠুরে। উচিত হবে কানপুর থেকে সকালে গিয়ে দিনভর বিঠুর বেড়িয়ে ১৯-০০টায় টেম্পো বা ১৯-৩০এর ট্রেনে কানপুরে ফেরা। ফেরার সকালের ট্রেনটি কানপুর সেন্ট্রাল যাচ্ছে।

হোটেলও আছে নানান Kanpur-208001, STD-0497-এ। রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই সিটিমুখী Halsey Road, Kanpur-1-এ স্টেশন চত্বর লাগোয়া *Central Dharamshala.* সামান্য বামে *H Agaman,* SAB ৬৫, DAB ১০০, A-c D ২০০; বিপরীতে গলিপথে *H Arjyabarta;* আরও যেতে ডাইনে *H Kanchan,* ✆ 268349, S ৮০-১২৫, D ১২৫-১৭৫, স্যুইট ২২৫-৩০০; বিপরীতে *Sitaram Das ji ka Dharamshala.* আরও যেতে Latochi ও Station Rd সংযোগে Mulganj Chowrastha-য়: *H Naman,* SCB ৬০, SAB ৮০, DAB ১২৫-২০০; একই মালিকানায় *H Himaneel,* S ৬০-৮৫, D ১০০-১৫০; *H Ashirvad,* SCB ৬০, DCB ১০০, *H Saket,* S ৬৫-১২৫, D ১০০-১৭৫; *H Royal India,* S ৬০-৮৫, D ১০০-১৫০। Station Rd-এ: *H Himalaya,* SCB ৬০-৮৫, DCB ৮৫-১২৫, DAB ১৫০; *Stylo GH,* SCB ৬০, DCB ১০০, DAB ১৫০।

**H The Landmark,* 10 The Mall, ✆ 317601, A/c S ১৫০০, D ২২৫০; *H Meghdoot,* 17/3/B, The Mall, ✆ 311999, A/c S ১০০০-১২৫০, D ১২০০-১৫০০, স্যুইট ১৭৫০-২০০০; **H Prithviraj,* 63/7-A, The Mall-4, ✆ 317807, A10R1B0, A/c S ৩০০-৪৫০, D ৪৫০-৬৫০; *Mira Inn,* The Mall; *H Ganges,* 51/50 Nayagunj, ✆ 352966, A6R½, S ১৫০-২৭৫, D ২০০-৩২৫, A/c S ৩৫০, D ৪৫০; *H Gaurav,* 18/54 The Mall-1, ✆ 318531, A6 R1, S ৩০০, D ৪২৫, A/c S ৫৫০, D ৭৫০; *H Sarvodaya Plaza,* 3A, Sarvodaya Ngr, ✆ 217126, A15R7, A/c S ৫৫০-৭৫০, D ৬২৫-৮৫০, স্যুইট S ৮৫০, D ১০৫০; *H Godawari,* 3A, Sarvodaya Nagar, A16 R6; *H Pandit,* 49/7 General Ganj-1, ✆ 318413, S ১৫০, D ২২৫, A/c S ২৭৫, D ৪৫০; *H Ashoka,* 24/16 Birhana Rd-1, ✆ 312742, S ১৫০, D ২০০-৩২৫; *H Parivar,* 26/84 Birhana Rd, S ৮৫, D ১৫০; *H Saurabh,* 24/54 Birhana Rd-1, A8R2, ✆ 267971, A/cS৩০০-৪২৫, D ৪৫০-৬০০, স্যুইট ৮৫০; **H Kamala International,* S M Rd, Kanpur-1, S ৩০০, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *H High Place,* Sadhoo Building-1, S ৮০, D ১৫০, A/c D ৩০০; *H Yatrik,* 65/58A, Circular Rd, ✆ 260373, A7R½B1, A-c S ১৫০-২২৫, D ২০০-৩৫০, A/c S ৩২৫, D ৬০০; *H Kanpur; Geet H,* opp Phool Bagh-1, ✆ 211024, R1, A/c S ৩০০-৪৫০, D ৫০০-৬৫০; **H Swagat,* 80 Feet Rd, R4B1, ✆ 541923, S ২২৫, D ৩০০, A/c S ৩২৫-৪০০, D ৪৫০-৬৫০; *Mahal, Orient, Station View,* near Post Office; *Barkley House,* Civil Lines, DAB ৩০০-৪৫০; *Grand Trunk H,* G T Rd; *Vaishali H,* Matson Rd; ছাড়াও নানান হোটেল। আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* কানপুর সেন্ট্রালে। UP Tourism-এর দপ্তরও বসেছে পোস্ট অফিসের বিপরীতে 26/51 Birhana Rd, Kanpur-এ।

কানপুরের ৮১ কিমি পশ্চিমে আর সংকাস্যের ৫০ কিমি পুবে আর এক হারানো অতীত রোমন্থন করে নিতে পারেন হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ বা কান্যকুব্জ বেড়িয়ে। কানপুর-আগ্রা ফোর্ট মিটারগেজে ৩-৪৫, ৬-৩৫, ৯-৪৫, ১১-০০, ১৩-৩৫, ১৮-২০, ২২-০০টায় সেন্ট্রাল থেকে আর ৭-৩০, ১৭-১৫য় আনোয়ারগঞ্জ থেকে ২ ঘণ্টায় ট্রেন যাচ্ছে কনৌজ-এ।

গজনির সুলতান মামুদের লুণ্ঠনের পর মুসলমান আক্রমণে বিনষ্ট হয় অতীত। এমনকি, ১৫৪০এ এই কনৌজে শেরশাহর কাছে যুদ্ধে হেরে ভারত ছেড়ে পারস্যে যান হুমায়ুন। তবে অতীতের সুবাস না মিললেও আজকের কনৌজ তার আতরের জন্য খ্যাত। থাকারও ব্যবস্থা মেলে UPSTDC-র *Tourist Bungalow,* Kannauj-এ A-c D ১৫০, A/c ২৫০, ডর্মি ৫০ টাকায়।

মিরাট

দিল্লী-দেরাদুন রেলপথে দিল্লী থেকে ৭১ কিমি উত্তর-পুবে মিরাট জং। গাজিয়াবাদের দূরত্ব ৫১, দেরাদুন ১৭১ কিমি। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে দিল্লী থেকে মিরাট। উত্তর ভারতের বৃহত্তম গ্যারিসন নগরী মিরাটেই ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। আজকের বাণিজ্যনগরী মিরাট অতীতে ছিল মায়ারাষ্ট্র। মান্দোধরীর পিতা মায়ার হাতে শহরের পত্তন। পর্যটক মানচিত্রে উল্লেখ্য না হলেও চলার পথে ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শহীদ স্মারক, অদূরে সেন্ট জনস চার্চে শায়িত কলকাতা মনুমেন্টের নায়ক General Octerlony, জুম্মা মসজিদ, বিলেশ্বর মন্দির, সুরযকুণ্ড, ওল্ড শাহীপুর গেটে মোগলি সমাধি পীর সাহেবের দরগা দেখে নেওয়া যায়। সবুজ বিপ্লবও সমৃদ্ধ করেছে মিরাটকে। তবুও যেন মাঝে-মধ্যে সাম্প্রদায়িক মৌতাতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে মিরাটে।

থাকারও নানান ব্যবস্থা : *H Navin Deluxe,* Abu Lane, Meerut, ✆ 540125, S ৩৫০, D ৫৫০, A/c S ৬০০, D ৬৫০-৮৫০; Begum Bridge-এ *H Shaleen, Anand H;* নিশাত সিনেমার বিপরীতে *Mayur H* ছাড়াও নানান হোটেল আছে মিরাটে।

চলার পথে দিল্লী থেকে ২২ কিমি যেতে আর এক শিল্পনগরী গাজিয়াবাদও বেড়িয়ে চলা যায়।

গাজিয়াবাদেও নানান হোটেল—UPSTDC-র *Hindon Motel*, ✆ (01187) 8730241, D ৩৫০, A/c D ৫০০; *H Samrat*, near Civil Court; *H Skylark*, Navyug Market ; *H Rainbow*, Railway Rd, near Ghanta Ghar; **Best Western Mela Plaza*, C-3 Raj Nagar, ✆ 8722255, A/c S ১২৯০, D ১৭৫০, স্যুইট ৩০০০; **The Kenilworth*, Ambedkar Marg, ✆ 8716563, A/c S ৫০০, D ৬৫০; একই মানে একই দামে *Shipra H*, A-8A, Ambedkar Marg, Ghaziabad-201001, ✆ 8714165, A/c S ৫৫০, D ৭৫০।

এলাহাবাদ

গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমে এলাহাবাদ শহর। ত্রয়ীর মিলনস্থল এলাহাবাদের এই সঙ্গম পবিত্র হিন্দুতীর্থ। প্রতি ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা আর ৬ বছরে অর্ধকুম্ভ মেলা বসে। তখন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পবিত্র সঙ্গমের জলে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে। **প্রয়াগ** আর **ত্রিবেণী** নামেও খ্যাতি আছে এলাহাবাদের। নানান পৌরাণিক আখ্যানও জড়িয়ে আছে প্রয়াগ নামের সাথে। বারণাবত নাম ছিল পৌরাণিক যুগে এলাহাবাদের। বয়স এর ৪৪৩৯ বছর। ব্রহ্মা নাকি *প্রকৃষ্ট* যজ্ঞ করেছিলেন সেকালের প্রয়াগে। আর্য কালেও প্রয়াগ নামে খ্যাত ছিল এলাহাবাদ। রামায়ণেও উল্লেখিত হয়েছে এই প্রয়াগের কথা। এমনকি কোশলরাজ হর্ষবর্ধনের কালেও প্রয়াগ ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই প্রয়াগের জলে স্নান করে হর্ষবর্ধন নিজের সর্বস্ব দান করে দিতেন প্রজাদের মাঝে। আর *ইলবাস* অর্থাৎ দেবতার আবাস গড়েন ইক্ষবাকু বংশের রাজা প্রয়াগে। নামও হয় সেই থেকে ইলাবাস। আধুনিক শহরের স্থপতি ১৫৭৫এ মোগল সম্রাট আকবর। আর ১৫৮৬তে যমুনার পারে দুর্গ গড়ে নামান্তর ঘটান—প্রয়াগ হয় ইলাবাস অর্থাৎ ভগবানের আলয়। আর ব্রিটিশকালে *ইলাবাস* হয় এলাহাবাদ। আরও পরে পাঠানদের হটিয়ে মারাঠা দখলে যায় এলাহাবাদ। আর ব্রিটিশ (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) আসে ১৮০১এ বশ্যতার প্রতিদানে অযোধ্যার নবাবদের কাছ থেকে এলাহাবাদ ভেট পেয়ে। ১৮৫৮য় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত হস্তান্তর করে ব্রিটিশ রাজকে এলাহাবাদের মিন্টো পার্কে। ব্রিটিশের ইউনাইটেড প্রভিন্সের সদর দপ্তরও বসে এলাহাবাদে।

এতসবের মাঝেও ভারতীয় রাজনীতিতে এলাহাবাদ বার বার শিরোনাম হয়েছে। প্রাক স্বাধীনতার দিনগুলিতে মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, জওহর তনয়া ইন্দিরার বাস ছিল এলাহাবাদের আনন্দভবনে। এদেরই ঘিরে ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এলাহাবাদ। ১৯২০এ কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলনে অহিংসা আন্দোলনের মন্ত্র উচ্চারণ করেন গান্ধীজী। ঠিক তেমনই ১৯৮১তে আলোড়ন তোলে ভারত তথা সারা বিশ্বে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি রায়। আবার শিরোনাম হয়েছে এলাহাবাদ ১৯৮৮র অন্তর্বর্তী নির্বাচনে। নানান প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদেও সমৃদ্ধ এলাহাবাদ। ৮½ লাখ লোকের বাস ৯৮ মি উঁচু এলাহাবাদ শহরে। গ্রীষ্মে ৪২.১—২৬.৬° আর শীতে ২৯.০—৯.১° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান।

১০ দিনে এলাহাবাদ

১ম দিন এলাহাবাদ বেড়িয়ে ২য় দিন মুম্বাই মেলে ১১-১০এ এলাহাবাদ ছেড়ে ১৪-১০এ সাতনা পৌঁছে বাসে খাজুরাহো পৌঁছান সাঁঝবেলায়। উৎসাহীরা চলার পথে ১২-৪৬এ মানিকপুর নেমে বাস বা ১৫-৫০এর বান্দা প্যাসেঞ্জারে ১৬-৩২এ চিত্রকূট-কারভী পৌঁছে চিত্রকূটধামও বেড়িয়ে যেতে পারেন। চিত্রকূট থেকে বাসে বাসে সাতনা হয়ে খাজুরাহো পৌঁছে যান পরদিন। ৩য় দিনে খাজুরাহো বেড়িয়ে বিকেলের বাসে ঝাঁসী। ৪র্থ দিন ঝাঁসী বেড়িয়ে রাত ১৯-৫০এর সবরমতী এক্সে/২০-৩৫এর কুশীনগর এক্সে লক্ষ্ণৌ পৌঁছান পরদিন ভোর ৪-৪৫/৩-০০টেয়। ৫ম দিনে লক্ষ্ণৌ বেড়িয়ে ১৮-৪৫এর জম্মু তাওয়াই-শিয়ালদহ এক্সে লক্ষ্ণৌ-মোগলসরাই (ফেজাবাদ লুপ) রেলে রাম রাজত্ব অযোধ্যায় পৌঁছান ২১-৩০এ। সবরমতী এক্সেও চলা যেতে পারে ৪-৪৫এ লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ১০-০০টায় অযোধ্যায়। সবরমতী বারাণসী যাচ্ছে ১৪-২০এ। ৬ষ্ঠ দিনে অযোধ্যা বেড়িয়ে ৯-১২র সরযূ-যমুনা এক্স, ১০-০০টায় সবরমতী, ১১-০০টায় গঙ্গা-যমুনা, ১১-৪০এ ডুন এক্স, ২১-৩৪এ জম্মু-শিয়ালদহ, ১৫-০৪এ শতদ্রু এক্সে, ০-৪৫ ও ১৭-৪২এর প্যাসেঞ্জারে বিশ্বনাথ দর্শনে চলুন বারাণসী। ঘণ্টা চারেকের পথ। ৮ম দিন বারাণসী/রামনগর/সারনাথ বেড়িয়ে ৯ম দিন বিন্ধ্যাচল/চুনার দেখে আসুন বাসে বাসে। ঘরপানে ফিরুন ১০ম দিন বারাণসী থেকে। আবার গোরক্ষপুর-লুম্বিনী হয়ে বিদেশ ভ্রমণও করে আসা যায় নেপাল বেড়িয়ে বারাণসী থেকে বাসে। বা পাটনায় গিয়ে বৈশালী, গয়া, বুদ্ধগয়া, রাজগীর, নালন্দা, পাওয়াপুরী বেড়িয়ে বখতিয়ারপুর থেকে ট্রেন ধরুন ঘরে ফেরার।

কলকাতা-দিল্লী মেইন রেলপথে এলাহাবাদ জংশন। স্টেশন রয়েছে আরও দুই এলাহাবাদে। জং থেকে ৩ কিমি দূরে সিটি স্টেশন। ট্রেন যাচ্ছে বারাণসীর সিটি থেকে। আর কানপুর ও লক্ষ্ণৌ-এর ট্রেন যাচ্ছে প্রয়াগ থেকে। হাওড়া থেকে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে ১৪ থেকে ২০ ঘণ্টায় ৮১৪ কিমি দূরের এলাহাবাদে। ৬২৭ কিমি দূরের দিল্লী যাচ্ছে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টায়। ১৩৭৩ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টায়, লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ৩½ ঘণ্টায় ১২৯ কিমি, সাতনা যাচ্ছে ৪ঘ ১৮০, বারাণসী যাচ্ছে ৩-৪ঘ ১৩৭ কিমি।

প্রতিদিন নতুন দিল্লী যাচ্ছে রাজধানী এক্স, তুফান উদ্যান আভা এক্স, 3 4 7 দিন 2381 পূর্বা ও 1 2 5 6 দিন 2303 পূর্বা এক্স; দিল্লী জং যাচ্ছে কালকা মেল, হাওড়া-দিল্লী জনতা এক্স, শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্স—প্রতিটি ট্রেনই এলাহাবাদ হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া থেকে 3003 মুম্বাই মেল, 2307 যোধপুর এক্স, 3 6 7 দিন শিপ্রা এক্স, 1 2 4 5 দিন চম্বল এক্সও এলাহাবাদ হয়ে যাচ্ছে।

146 দিন ছাপরা-কারলা (মুম্বাই) এক্স, বারাণসী-কারলা এক্স, 2 4 5 দিন রত্নগিরি এক্স, 2 3 5 7 দিন ভাগলপুর-কারলা এক্স ছাড়াও মুম্বাই যাচ্ছে মহানগরী, বারাণসী-দাদার এক্স এলাহাবাদ হয়ে। লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ৪-১০এ ত্রিবেণী এক্স, ৬-০০টায় গঙ্গা-গোমতী এক্স, ১৭-৩০এ নৌচণ্ডী এক্স, ২৩-০০টায় এক্স ছাড়াও নানান প্যাসেঞ্জার; ঘণ্টা তিনেকে বারাণসী যাচ্ছে নানান ট্রেন; টাটা-অমৃতসর এক্স ও হাতিয়া-কালকা এক্স যাচ্ছে এলাহাবাদ/কানপুর/ নিউ দিল্লী/আম্বালা হয়ে; পুরী থেকে খড়্গপুর/গয়া/এলাহাবাদ হয়ে নতুন দিল্লী যাচ্ছে পুরুষোত্তম ও নিউ দিল্লী এক্স; পুরী যাচ্ছে পুরুষোত্তম ও নিউ দিল্লী-পুরী এক্স; ডিমাপুর যাচ্ছে পাটনা/ মালদহ/নিউ জলপাইগুড়ি/গুয়াহাটি হয়ে ব্রহ্মপুত্র মেল, নিউ দিল্লী-গুয়াহাটি যাচ্ছে নর্থ ইস্ট এক্স এলাহাবাদ/ পাটনা/বরায়ুনি হয়ে; বারাণসী-গুয়াহাটি এক্স যাচ্ছে কাটিহার হয়ে; মহানন্দা এক্স যাচ্ছে এলাহাবাদ হয়ে দিল্লী-কাটিহার, মহানন্দার লিঙ্ক এক্স যাচ্ছে NJP; এলাহাবাদ-শোনপুর ফা.প্যা. যাচ্ছে বারাণসী/ ছাপরা হয়ে; গোরক্ষপুর যাচ্ছে বারাণসী হয়ে পূর্বাচল ও ত্রিবেণী এক্স; সাতনা/ জব্বলপুর/ ইটারসি/ নাগপুর/ বিজয়ওয়াড়া হয়ে চেন্নাই যাচ্ছে গঙ্গা-কাবেরী; মগধ-জয়ন্তী জনতা যাচ্ছে মজঃফরপুর থেকে নিউ দিল্লী; বুন্দেলখণ্ড এক্স যাচ্ছে গোয়ালিয়র থেকে বারাণসী; সারনাথ এক্স যাচ্ছে বারাণসী থেকে এলাহাবাদ/ মানিকপুর/ কাটনি/ বিলাসপুর হয়ে দুর্গ-এ। আর এলাহাবাদ থেকেই ট্রেন যাচ্ছে ২১-১৫য় প্রয়াগরাজ এক্স এলাহাবাদ-নতুন দিল্লী; ১৫-২৫এ এলাহাবাদ-আম্বালা এক্সও যাচ্ছে নতুন দিল্লী হয়ে; এলাহাবাদ-মিরাট যাচ্ছে ১৭-১৫য় সঙ্গম এক্স; লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ৬-০০টায় গঙ্গা-গোমতী এক্স; ট্রেন যাচ্ছে সাতনা, জব্বলপুর, পাটনা, বারাণসী, মোগলসরাই, কানপুর, তুণ্ডলা, মথুরা, আগ্রা ছাড়াও ভারতের দিকে দিকে এলাহাবাদ থেকে।

আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৪ ঘণ্টায় চুনার যাচ্ছে বিন্ধ্যাচল/ মির্জাপুর হয়ে ৭-১০, ১৮-১০এ; জৌনপুর যাচ্ছে ৫-৩০, ১৭-১০এ; ফৈজাবাদ অর্থাৎ অযোধ্যা যাচ্ছে ৩-৪৫, ৮-০০, ১৮-১০এ; ঝাঁসী যাচ্ছে ৩-৫০এ এলাহাবাদ থেকে।

NH-2 ও 27 সংযোগ গড়েছে ভারতের দিগ্বিদিকের সঙ্গে এলাহাবাদের। বাসও যাচ্ছে উত্তর ভারতের দিকে দিকে এলাহাবাদ থেকে। UPSRTC-র বাস যাচ্ছে Civil Lines, ✆ 602114, Zero Rd ✆ 50192 ও Leader Rd ✆ 601257 ও স্ট্যান্ড থেকে; প্রাইভেট বাস যাচ্ছে Ram Bagh ও Leader Rd থেকে এলাহাবাদের। বাস যাচ্ছে চিত্রকূট ১২৮ (৪ঘ), কৌশাম্বী ৫৭ (৩ ঘ), লক্ষ্ণৌ ২৩৭ (৫ ঘ), বারাণসী ১২৫ (৩½ ঘ), অযোধ্যা ১৬৫ (৪½ ঘ), গোরক্ষপুর, লুম্বিনী ৪০৬, খাজুরাহো ২২৫, জব্বলপুর ৩৫১, গয়া ৩৫৬, পাটনা ৩৬৮, ঝাঁসী ৩৭৫, কানপুর ১৯৩, বেরিলি ৪৮১, আগ্রা ৪৩৩, দিল্লী ৬৪৩ কিমি ছাড়াও নানান। কলকাতা ৭৯৯, নাগপুর ৬১৮, চেন্নাই ১৭৯০ আর মুম্বাই-এর দূরত্ব ১৪৪৪ কিমি এলাহাবাদ থেকে। সাতনা অর্থাৎ খাজুরাহো, ভারত-নেপাল সীমান্তের সোনেউলি যাচ্ছে নেপালের যাত্রী নিয়ে বাস এলাহাবাদ থেকে। শহরে চলছে অটো, রিকশা, টাঙা, ট্যাক্সি ও বাস।

প্রয়াগ : রেল স্টেশন থেকে ৮ কিমি দূরে গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গম অর্থাৎ মিলন ঘটেছে এলাহাবাদে। এই মিলনস্থল হল প্রয়াগ। প্রয়াগ তীর্থরাজ। এস্থানে যুক্তবেণী—গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, সরস্বতী অন্তঃসলিলা। পবিত্র হিন্দুতীর্থ এই প্রয়াগ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত মনোরম। প্রতি বছর মাঘ (জানু-ফেব্রু) মাসে মেলা বসে। নাম তার মাঘী মেলা। সারা মাঘ মাস ধরে চলে এই মেলা আর স্নান। সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করে সর্ব পাপ ক্ষয় করতে। সম্ভবত হর্ষবর্ধনই এই স্নানপর্বের উদগাতা। আর প্রতি ১২ বছর অন্তর এই প্রয়াগে বসে **কুম্ভমেলা**। ৬ বছরে অর্ধকুম্ভ। সে বছরের মাঘী মেলা কুম্ভমেলায় রূপ নেয়। ছাউনি পড়ে, সেজে ওঠে রঙবেরঙের ঝলমলে সাজে প্রয়াগ; গড়ে ওঠে কুম্ভনগর। নেমে আসেন পাহাড়-পর্বত থেকে সাধু-সন্তের দল। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন সারা ভারত ভেঙে। আর আসেন পর্যটক দেশ-দেশান্তর থেকে। ১৯৮৯এ ১৫ মিলিয়ন যাত্রীর সমাগম ঘটায় বিশ্বরেকর্ড গড়েছে কুম্ভ। তবুও যেন অজানা বিপদ পদে পদে। ৫০-এর প্রথম পাদে পদদলিত হয়ে মৃত্যু ঘটে ৩৫০ তীর্থযাত্রীর সেবারের কুম্ভে। থাকা ও আহার্য দুইয়েরই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে কুম্ভনগরে। আগামী কুম্ভ ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। বাকি ৩ কুম্ভ পর্যায়ক্রমে ৩ বছর অন্তর বসে নাসিক, উজ্জয়িন ও হরিদ্বারে। ২ কিমিরও বেশি প্রশস্ত গঙ্গা সঙ্গমে। স্বচ্ছ বেশি যমুনার নীলাভ জল। তেমনই হয়েছে পাড়ে—বড় হনুমান, শঙ্করাচার্য ছাড়াও নানান মন্দির।

আকবরের দুর্গ : ১৫৭৫এ সম্রাট আকবর আসেন প্রয়াগে। প্রতিরক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়াগ ঘাটেই যমুনার পশ্চিম কিনারে সরস্বতীর তীরে ১৫৮৩তে দুর্গ গড়েন প্রস্তরে মোগল বাদশাহ আকবর। মজবুত বুরুজ আর লাল পাথরের ৭মি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা, প্রবেশ দ্বার তিন। চার মহলা দুর্গের প্রথম মহলটি ছিল সম্রাটের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, দ্বিতীয় মহলটি বেগমদের আর তৃতীয় আত্মীয়-পরিজন-অতিথিদের, চতুর্থটি সেনাদের। আকবরনামায় মেলে—৫টি কুয়ো, ২০টি আস্তাবল, ৭৭টি তহখানা, ১টি বাওলিও ছিল দুর্গে। ১৭৩৯এ মারাঠা, ১৭৫০এ পাঠান, ১৮০১এ ব্রিটিশের দখলে যায় দুর্গ। আর ১৮৩৮এ সংস্কারের সাথে যমুনামুখী দু'টি দরজা বন্ধ করে ব্রিটিশ। ৬২৩২০২২৪ টাকায় তৈরি দুর্গের অতীত আজ বিনষ্ট। অতীতের *কাম্য-কূপ* অর্থাৎ কামনা করে কূপের জলে প্রাণ দিলে পূরণ হত পরজন্মে সে কামনা। একটি সুন্দর উপকাহিনীও আছে কাম্যকূপ আর অক্ষয়বট নিয়ে। কিংবদন্তী, মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীশ্বর হবার কামনা করে কাম্যকূপে মৃত্যু বরণ করেন, নবজন্ম ঘটে দিল্লীশ্বর আকবর রূপে ব্রহ্মচারীর। উত্তরকালে কূপটি বুজিয়ে ফেলে দুর্গ গড়েন দিল্লীশ্বর আকবর। কূপটি লোপ পেতে লাগোয়া **অক্ষয়বট** থেকে যমুনায় ঝাঁপিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির মোহে আত্মাহুতির প্রথা চলতে থাকে। সত্যতা মেলে হিউয়েন সাঙ-এর (৬৪৪ খ্রি) ভারত বিবরণীতে। অন্ধ সংস্কার থেকে জীবন বাঁচাতে বৃক্ষটিও কেটে ফেলেন দিল্লীশ্বর। চারযুগের এই বট বৃক্ষ ছিল কেল্লার হাত বিশেক নিচে আঁধারী পরিবেশে দুর্গ অন্দরে। প্রথমটি রেখে আরও

হাত বিশেক যেতে মূল বটবৃক্ষের অবস্থান। গাছটি অতীতে ছিল পুব দেওয়ালের দরজা দিয়ে যেতে যমুনার পাড়ে। সুন্দর অলঙ্কৃত, নানান দেবদেবীর মূর্তি খোদিত প্রাচীনতম এই মন্দিরে শ্রীরামও এসেছেন বনবাসকালে। Commandant, Ordnance Depot, Fort-এর বিশেষ অনুমতিতে দেখার প্রথা। উৎসাহীদের উচিত হবে দিন পনেরো আগেই চিঠি লেখা। তবে, নাও ঘাটের (পুব) দরজা দিয়ে গিয়ে দুর্গের একটা অংশ দেখে নেওয়া যায়। দুর্গের **পাতালপুরী মন্দিরে** বাঁয়ে ২টি বটবৃক্ষের গুঁড়ি সযত্নে রক্ষিত—তারও নাম অক্ষয়বট। গুঁড়ি দু'টিতে যত্রতত্র ডালপালা বেঁধে সজীব করার (ব্যর্থ) প্রচেষ্টা। পূজারী প্রাপ্তির আশায় বসে। এরাই মূল বটবৃক্ষ—পূজারী বলে চলেছেন যাত্রীদের। কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। হিন্দু পুরাণের নানান দেবদেবীরও সমাবেশ ঘটেছে। কালো পাথরে রাজা যুধিষ্ঠিরও রয়েছেন সিঁড়ি দিয়ে নামতেই। তেমনই আছে ঔরঙ্গজেবের তরবারির আঘাতে ফেটে যাওয়া খয়েরী রঙের সিদ্ধনাথ বা প্রয়াগেশ্বর শিব। *বাঙ্গড়, শিবদয়াল*ছাড়াও নানান ধরমশালাও গড়ে উঠেছে সঙ্গম পথের ঘাট রোডে। শহর থেকে সিটি বাস, অটো ও রিকশায় ঘাটে পৌঁছে নৌকায় সঙ্গম। সঙ্গমের কোমর জলে স্নানের ব্যবস্থা। ১ ঘণ্টার যাতায়াতে ভাড়া ৪৫, তবে, মাঝিদের দৌরাত্ম্য আছে; তেমনই সঙ্গমের পুজোতেও পাণ্ডা থেকে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

দুর্গের প্রবেশ-ফটকের বিপরীতে **অশোক পিলার**। খ্রিপূ ২৩২এ তৈরি ১০.৩ মি উঁচু বেলেপাথরের শিলালিপিতে সম্রাট অশোকের অনুশাসন ছাড়াও পরবর্তীকালে সমুদ্রগুপ্তের (৩২৬-৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ) বিজয়গাথাও খোদিত হয়েছে। ১৬০৫এ জাহাঙ্গীরও কিছু লিপিবদ্ধ করেন পিলারে। সম্ভবত কৌশাম্বী থেকেই স্থানান্তর ঘটে শিলালিপির। তবে দীর্ঘকাল পড়ে থাকা শিলালিপিটি নতুন করে প্রোথিত হয় ১৮৩৭এ। আজ অস্পষ্টও বটে লিপি। প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় সিকিউরিটি অফিসারের অগ্রিম অনুমতিতে দুর্গের সীমিত অংশ দেখার ব্যবস্থা মেলে। বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ।

খসরু বাগ: জংশন রেল স্টেশন লাগোয়া, ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ৩ কিমি দূরে মোগল উদ্যান খসরু বাগ। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃ রোষে ১৬০৮এ অন্ধ আর ১৬১৫য় খুরম (শাজাহান)-এর সিংহাসন প্রাপ্তি নিষ্কণ্টক করতে হত খসরু সমাহিত। সুন্দর ছবি ও পার্সি কবিতায় অলঙ্কৃত। খসরুর দু'পাশে রাজপুত মাতা ও বোনের সমাধি। ৬—১৬-০০টায় খোলা।

আনন্দভবন: নেহরু পরিবারের বসত বাড়ি আনন্দভবন। ইন্দিরার জন্মও এই ভবনে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভবনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। ১৯৭০এ ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকারকে দান করেন মতিলাল, জওহরলাল, ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধীর স্মৃতিমথিত আনন্দভবন। নেহরু পরিবার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানান সম্ভার নিয়ে মিউজিয়ম বসেছে। আকর্ষণীয়ও বটে মিউজিয়মের দ্বিতল। সুপরিকল্পিত, ব্যবস্থাপনাও ভাল। টিকিট লাগে ২ টাকার দ্বিতল দর্শনে। গান্ধীজীও এসেছেন বারবার—অবস্থান করেছেন আনন্দভবনে। সোম ও ছুটি ছাড়া ৯-৩০—১৭-০০টায় খোলা। এলাহাবাদ ভ্রমণার্থীদের অবশ্যই দ্রষ্টব্য। ১৯৭৯তে প্ল্যানেটেরিয়ামও বসেছে ভবন চত্বরে। ১ ঘণ্টার দর্শনী ৫। পাশেই **স্বরাজ ভবন**—১৯৩০ থেকে এটিও জাতীয় স্বার্থে উৎসর্গীকৃত। মতিলাল নেহরুর বাসভবন স্বরাজে শিশুভবন বসেছে। দর্শনী লাগে ৫ হারে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট : যদিও উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে—তবে হাইকোর্টটি রয়ে গেছে এলাহাবাদ সিভিল লাইনে। ভবনটির স্থাপত্যশিল্প খুবই সুন্দর। এই হাইকোর্টেরই একটি রায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে গিয়ে সারা বিশ্বে চাঞ্চল্য আনে।

ভরদ্বাজ আশ্রম : আজকের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়টি রূপ পেয়েছে রামায়ণে বর্ণিত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম স্থলে। অতীতে শিষ্যদের পাঠ দিতেন মুনি—শিষ্যের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

আলফ্রেড পার্ক : আর রয়েছে কমলা নেহরু রোডে ১৮৮ একর জমি জুড়ে শহরবাসীদের নয়নের মণি **আল-ফ্রেড** অর্থাৎ মতিলাল নেহরু পার্ক। ব্রিটিশের সঙ্গে সংঘর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদ এই পার্কেই শহীদ হন। সেই স্মৃতিতে পার্কটি তীর্থ বিশেষ। নিয়মিত খেলাধুলার আসর বসে। পুষ্প প্রদর্শনী, ডগ শো, টেনিস কোর্টও বসে শীতের দিনগুলিতে। বিপরীতে Rudyard Kipling-এর বাসভূমে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌশাম্বী মিউজিয়মের সংগ্রহশালায় বৌদ্ধ সম্ভার উল্লেখ্য। পশ্চিমে মেয়ো হল্, ১৮৭৯তে তৈরি সেন্ট জোসেফ রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল, পাবলিক লাইব্রেরি, **এলাহাবাদ মিউজিয়ম**ও বসেছে আলফ্রেডে। অমূল্য সব প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে। নিকোলাস রোয়েরিকের আঁকা ছবির সংগ্রহ খুবই সুন্দর। রাজস্থানী মিনিয়েচার ও টেরাকোটার সংগ্রহ উল্লেখ্য। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পুরস্কার পাওয়া নানান সম্ভারও প্রদর্শিত হয়েছে। সোমবার ছাড়া ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ জুলাই ৬-৩০—১২-৩০ আর ১৬ জুলাই থেকে ১৪ এপ্রিল ১০-৩০—১৬-৩০টায় খোলা থাকে মিউজিয়ম। আলফ্রেডেরই উত্তরে মিউনিসিপাল মিউজিয়ম। বিপরীতে শিশু চিত্ত বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে **সুমিত্রা নন্দন পন্থ বাল উদ্যান**। এছাড়া, রেল ব্রিজের উত্তরে গঙ্গার পাড়ে পৌরাণিক নাগ বাসুকি মন্দির, মনকামেশ্বর শিব মন্দির, সরস্বতী ঘাটে ১৯১০এ লর্ড মিন্টোর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মালব্য অর্থাৎ মিন্টো পার্কও উল্লেখ্য। এই মিন্টো পার্কেই লর্ড ক্যানিং মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ রাজের অঙ্গীভূত করেন। তেমনই এলাহাবাদের দশেরা উৎসবের পর্যটক

আকর্ষণও যথেষ্ট। নানানধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির জন্যও এলাহাবাদ সুবিদিত। এদের মধ্যে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন ও প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, সি ওয়াই চিন্তামণি মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, লাইব্রেরি অফ দি হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দিরও উল্লেখ্য।

এলাহাবাদ জং রেল স্টেশনের বিপরীতে শান্ত-সুমধুর পরিবেশের Civil Lines-এ কেন্দ্রীভূত হয়েছে হোটেল Allahabad-211001, STD-0532এ। রেল স্টেশনের কাছে *Royal H*, 24 South Rd, Civil Lines, Allahabad-211001, SAB ১০০-১৭৫ DAB ১৮০-২৭৫ A/c S ৩২৫ D ৪৫০। M G Marg ও Sardar Patel Marg সংযোগে *H Samrat*, opp Indira Bhawan, 49/A, M G Marg-1, ✆ 604888, S ৪০০ D ৬৫০ A/c S ৬০০ D ৮৫০; পাশেই *Mayur GH*, 10 Sardar Patel Marg, Meena Bzr, ✆ 602760, SAB ১৫০ DAB ২৫০ A-c S ২৫০ D ৩০০ A/c S ৪৫০ D ৬৫০ ডর্মি বেড ৬০; *H Ashoka*, 4 N S C Marg-3, R½B½, SCB ৬০ SAB ৮০-১২৫ DCB ১০০ DAB ১৫০-২২৫; *H Yatrik*, 33 S P Marg, Civil Lines, ✆ 601509, SAB ৪৫০ DAB ৬৫০ A/c S ৬৫০ D ৮৫০-১২০০ স্যুইট ১৭৫০; **H Presidency*, 19-D, Sarojini Naidu Marg-1, R2B2, ✆ 623308, A/c S ৬২৫-৮০০ D ৭২৫-৮৫০; বাগিচায় সুশোভিত **H Allahabad Regency*, Tashkent Marg, A10R1½B1, ✆ 601519, A/cS ৭০০-৮৫০ D ৮০০-১২৫০; *Prayag H*, 73 Noorullah Rd, A9R1, ✆ 604430, SAB২০০-৩৫০ DAB ৩০০-৪৫০ A/c S ৬০০ D ৭৫০। *H Vilash*, 22-C, S P Marg-1, R1½B1½, SCB ৬০ SAB ৮০-১২৫ DAB ১৫০-২২৫ A/c S ৩০০ D ৪৫০।

Zero Rd বাস স্ট্যান্ডের বিপরীত গলিতে *H New Shanti*, 7 Sheo Charan Lal Rd, R1½, S ১৫০-৩২৫ D ২৫০-৪২৫ A/c S ৩৫০-৪৫০ D ৪০০-৬৫০। বামহাতি *Satya H*, 100 Vivekananda Marg, S ১২৫ D ২২৫ T ২৫০ F ২৭৫; *H Surya*, Vivekananda Marg, ✆ 401478, DAB ১৭৫-৩৭৫; লিডার রোডমুখী যেতে সাধারণ সাজে *Laxmi H, H Atul, City H*, SCB ৬০ SAB ১০০ DCB ১০০ DAB ১৭৫ FAB ২০০; পাশেই *শ্রীমতী চামেলী দেবী ধরমশালা*।

স্বামী বিবেকানন্দ মার্গ শেষ হতে রেল স্টেশনমুখী Leader Rd-211003এ *Kailash H*, Opp Rly Stn, SCB ৬৫ DCB ১২৫ SAB ১০০-১৭৫ DAB ১৪৫-২২৫; *H Ashiana, Ramon H, New Sangam H, H Shanti, Hotel Leee, Coco, Ananda Niwas, Standard, Gulab Mansion, Johnston*, এদের কাছে ১২৫-২০০ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে। *H Milan*, ✆ 400021, S ২০০-৪৫০ D ৩০০-৬৫০; *H Tweens*, ✆ 401554, S ১২৫-২৭৫ D ১৭৫-৩৫০; *Raj H*, 6 Johnston Ganj, SCB ৬০ SAB ৮০-১২৫ DCB ১০০ DAB ১৫০-২২৫ TAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *H Bashistha*, ✆ 400004, S ১৭৫-২৫০ D ২৫০-৩৫০ A/c S ৩৫০-৪৭৫ D ৪৫০-৬০০; পাশের বাড়িতে *Ashoka H*, SAB ৬৫-১২৫ DAB ১০০-১৭৫ TAB ২০০ FAB ২২৫; অদূরে *H Vivek*, SCB ৬০ DCB ১০০ SAB ১২৫ DAB ১৭৫; কাছেই *H Gangotri*. *Central H*, near Clock Tower, D ১২৫-১৭৫; *Continental H*, Dr Katju Rd, DAB ১২৫-২০০; GPO-র কাছে রেল স্টেশনের অদূরে *H Tepso*, Sardar Patel Marg, SAB ১৭৫ DAB ২৫০। *H Harsha*, 14 M G Marg-1, near Rly Stn, S ১০০-১৭৫ D ১৫০-২৭৫; *H Finero*, 8 Naya Marg.

তবুও থাকা ও আহার্যে বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া UPSTDC-র *Tourist Bungalow*, 35 M G Marg, Civil Lines, ✆ 601440, FAB ৪৫০ A-c D ৩৫০ A/c D ৫৫০ ৭৫০ ডর্মি ৫০, এলাহাবাদে অন্যতম। UP Tourism-এর দপ্তরও বসেছে বাংলোয়, ✆ 601873.

আর আছে সাধারণ সাজে রামবাগে—*শক্তি, ব্লু-ডায়মন্ড, তারা*; চকে—*মান সরোবর, হিন্দু*; জিরো রোডে—*পাঞ্জাব হোটেল, তাজমহল*; বিবেকানন্দ মার্গে—*লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীরি, সত্যম, অতুল, সিটি, সূর্য, রশ্মি* ছাড়াও হোটেল আছে নানান এলাহাবাদে। এদের কাছে ৬৫-১২৫ টাকায় সিঙ্গল, ১০০-২২৫ টাকায় ডাবল বেডের ঘর মেলে।

খাবার হোটেল সারা শহরময় যত্রতত্র মিললেও *Tourist Bungalow*, হোটেল টেপসোর *Jade Garden* বা M G Marg-এর *Tandoor, Kwality*; বা রাজ পেরিয়ে *Ginza*-য় স্বাদ নেওয়া যেতে পারে আহার্যের। আমিষ ও নিরামিষ দুই-ই মেলে এদের কাছে। দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও চীনা আহার্যে *El Chico*-র প্রশস্তি সারা শহর জুড়ে। কেনাকাটায় সিভিল লাইনস আদরণীয় হবে।

আর আছে *YMCA*, অবু: Secretary, YMCA, 13 Sarojini Naidu Rd; *YWCA*, 9-A, Kamala Nehru Rd; *Circuit House, PWD IB, রেলের রিটায়ারিং রুম* এলাহাবাদে। আর *ধরমশালা* আছে—Zero Rd-এ: *Shri Purushottam Das Agarwal, Chini, Jain*; Daraganj-এ: *Rastogi, Sahu, Agarwal, Vanshidhar Gopal Das Rastogi, Bhargava, Paliwal, Sindhi*; Katzu Rd-এ: *Seth Sevaram Channalal Sidhiyana*; Yamuna Bank Rd-এ: *Seth Kanji Khetani, Lohna*; Hewett Rd-এ: *Smt Chameli Devi*; Chowk-এ: *Hindu*; Gaughat-এ: *Shri Gokuldas Tejwal; Shri Manwari*, 30 Sammelan Marg; *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ*, ৯৩ তুলারাম বাগ ও এম জি রোড ছাড়াও বাঙালির *কালীবাড়ি* এলাহাবাদে। থাকারও ব্যবস্থা আছে *কালীবাড়ির অতিথিশালায়* অবু: সেক্রেটারি, কালীবাড়ি, ১০২৩ মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩।

অত্যুৎসাহীরা এলাহাবাদ থেকে ১৭ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনার অপরপাড়ে কিংবদন্তীর শহর ভিটা বেড়িয়ে নিতে পারেন। ১৯১০-১১য় মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রিপূ ২ থেকে ৫ খ্রিস্টাব্দের মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্তযুগের সমৃদ্ধ নগরী। দুর্গের মতো সুরক্ষিত ছিল সেকালে। মিউজিয়মও বসেছে খননে (১৯১০-১১) পাওয়া মুদ্রা, সিলমোহর ও টেরাকোটার সম্ভার নিয়ে। বারাণসীর নবতম প্রয়াস বারাণসী ও এলাহাবাদের মধ্যে নদীবক্ষে জলবিহার। তেমনই আকর্ষণ প্রতি ফেব্রুয়ারিতে দেশ-বিদেশ থেকে আসা লাল-হলুদ-সাদা কায়াক প্রতিযোগিদের গঙ্গা ওয়াটার র‍্যালির।

দুর্গের বিপরীতে যমুনার অপরপারে বারাণসী রোডে অতীতের প্রতিষ্ঠানপুর আজ হয়েছে ঝুসি। চন্দ্র ও গুপ্তযুগের শহর। সমুদ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত কূপ রয়েছে। সাধু-সন্তর বাস। আবার এলাহাবাদ থেকে জব্বলপুরমুখী ৫০ কিমি দূরের গাড়োয়াও বেড়িয়ে নিতে পারেন। গাড়োয়াতে আছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর কালের মন্দির কমপ্লেক্স। ৮ কিমি দূরের শঙ্করগড় হয়ে পথ গিয়েছে গাড়োয়ায়। শেষ ৩ কিমি পায়ে হাঁটা পথ। কারুকার্যময় মন্দির। কার্ভিং-এর কাজও সুন্দর। ১৬টি করে স্তম্ভ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ছাড়াও নানান দেবদেবীর মূর্তি আজও অক্ষত। দুর্গের পশ্চিমে গাড়োয়া তাল।

কৌশাম্বী

এলাহাবাদ থেকে ৫৭ কিমি দূরে অতীতের কোশাম আজ হয়েছে কৌশাম্বী। রেল স্টেশন লাগোয়া লিডার রোড থেকে প্রাইভেট বাস ৫-৩০—১৭-৩০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেকের বাসপথ। ফেরার শেষ বাসটি ১৭-৩০টায় কৌশাম্বী ছেড়ে এলাহাবাদ আসছে। ট্যাক্সিও মেলে যাতায়াতে। থাকার জন্য *PWD IB* আছে বাস স্ট্যান্ডে। অদূরে *জৈন ধরমশালা*। আহার্য চৌকিদারের হেপাজতে। তবে সকালে গিয়ে কৌশাম্বী বেড়িয়ে দিনান্তে এলাহাবাদ ফেরাই উচিত হবে।

বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত কৌশাম্বী আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের ৬ কিমি ব্যাপ্ত দুর্গটিও লুপ্ত। মৎস্য রাজের রাজধানীও ছিল বুদ্ধের কালে কৌশাম্বীতে। খ্রিপূ ৪ শতকের কৌশাম্বী নগরীতে সম্রাট অশোকও ২টি পিলার গড়েন। ১টি তার স্থানান্তরিত হয় এলাহাবাদ দুর্গে, দ্বিতীয়টি ভগ্ন অবস্থায় আজও অতীত রোমন্থন করায়। আর ছিল বৌদ্ধ বিহার ঘোসিটারাম—যা আজ লুপ্ত প্রায়। ১ কিমি পশ্চিমে শ্বেতগম্বুজ শিরে দিগম্বর জৈন মন্দির। জৈন মন্দির হয়েছে বাস স্ট্যান্ডেও নতুন করে। লোকাল যানের অভাব। বাস স্ট্যান্ড থেকে সিধে পিচ ঢালা পথে ৩ কিমি যেতে অশোক পিলার স্থল।

চিত্রকূট

মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ সীমান্ত জুড়ে বান্দা জেলায় বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে ত্রেতাযুগের চিত্রকূট অরণ্য। ৫০ মি উঁচুতে *চিত্রকূট*, অর্থ তার বর্ণময় পাহাড় আর বন—বয়ে চলেছে মন্দাকিনী নদী। কারভী, সীতাপুর, কামতা, কোহ্‌হী ও নয়াগাঁও এই পাঁচ বিক্ষিপ্ত গ্রামকে নিয়ে চিত্রকূট। কোল, ভিল ছাড়াও নানান উপজাতির বাস। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্মৃতি বিজড়িত চিত্রকূট অতি পবিত্র হিন্দুতীর্থ। জনশ্রুতি, জন্মও নাকি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চিত্রকূটে। মহাকবি কালিদাসও মহান করে গেছেন চিত্রকূটকে—যক্ষের প্রেমোপাখ্যানকে রূপ দিয়ে। মহান করেছেন কবি তুলসীদাস ও আকবরের নবম রত্নের অন্যতম রত্ন আবদুর রহিমও চিত্রকূটকে।

ঝাঁসী-মানিকপুর শাখায় ঝাঁসী থেকে ২৬১ আর মানিকপুরের ৩১ কিমি দূরে চিত্রকূটধাম কারভি। রেল স্টেশন থেকে রিকশায় ১ কিমি দূরের বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে বাসে ৮ কিমি গিয়ে সীতাপুর। অটোও যাচ্ছে শেয়ারে। 5009/5010 চিত্রকূট এক্স লক্ষ্ণৌ-জব্বলপুর; 1107/1108 বুন্দেলখণ্ড এক্স বারাণসী-গোয়ালিয়র; কানপুর-বান্দা প্যাসেঞ্জার; 1449/1450 মহাকৌশল এক্স হজরত নিজামুদ্দিন-জব্বলপুর; 1159/1181 চম্বল এক্স হাওড়া-গোয়ালিয়র/আগ্রা প্রতিটা ট্রেন চিত্রকূটধাম হয়ে যাচ্ছে। 1 2 4 5 দিন ১৫-১৫য় হাওড়া ছেড়ে এলাহাবাদ ৬-০৫, মানিকপুর ৮-৪০, চিত্রকূটধাম-কারভী ৯-২৬এ পৌঁছে ঝাঁসী হয়ে গোয়ালিয়র যাচ্ছে। আর মানিকপুর থেকে ট্রেন মেলে ৯-০০, ১০-৪৫, ১৫-৫০, ১৮-১০, ২০-০৫, ২২-০০, ০-৫০এ চিত্রকূটের। নিকটতম বিমান খাজুরাহোয়। খাজুরাহোর পথে ৭৮ কিমি দূরের সাতনা থেকেও বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় চিত্রকূট। খাজুরাহোর দূরত্ব ১৯৯, জব্বলপুর ২৩২, বীণা ১৩২ কিমি। বাসও যাচ্ছে চিত্রকূট থেকে ৫-৩০—১৭-৩০টায় প্রতি ½ ঘণ্টা অন্তর সাতনায়। বাস যাচ্ছে ৬-০০—১৮-০০টায় ½ ঘণ্টা অন্তর ৪ ঘণ্টায় ১২৮ কিমি দূরের এলাহাবাদ (জিরো রোড); ২১০ কিমি দূরের কানপুর যাচ্ছে ৫-১৫, ৬-১৫, ৬-৩০, ১৪-০০টায়; বারাণসী যাচ্ছে ৯-৩০টায়; মির্জাপুর ১৪-৩০টায়; ১২১ কিমি দূরের মাহোবা যাচ্ছে নানান বাস চিত্রকূট থেকে।

সীতাপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি রিকশায় রামঘাট অর্থাৎ মন্দাকিনী (গঙ্গা)-র ঘাটে সারি দিয়ে বাড়ি, দোকান-পাট, খাবার হোটেল, মন্দির। পুণ্য সলিলে ডুব দিয়ে সূর্য প্রণাম থেকে নানান হিন্দু উপাচার যাপন করছেন সকাল থেকে সাঁঝে পুণ্যার্থীর দল। গঙ্গা আরতিরও মাধুর্য আছে রামঘাটে—প্রদীপ দানেরও প্রথা আছে সাঁঝে। দূরে পাহাড়-শ্রেণী, মন্দাকিনীর সাথে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। রামঘাট থেকে মন্দাকিনীর জলপথে ২ কিমি নৌকায় ৩০-৪০ টাকায় প্রমোদ বন অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীরাম জানকী ও কাচ মন্দির বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে জলবিহারে রোমাঞ্চ আছে। ঘাটের পরিবেশও সুন্দর। থাকার ব্যবস্থা মেলে *রঘুরাজ ও মন্দাকিনী বিশ্রাম গৃহে।* গাড়িও যাচ্ছে স্থলপথে।

চারধাম বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস-রিকশা-অটো-জিপে ৪ কিমি গিয়ে ৩৫০ সিঁড়ি উঠে খাড়া পাহাড়ে হনুমান ধারা অর্থাৎ রামের সৃষ্ট প্রস্রবণ বেড়িয়ে নেওয়া যায়। কিংবদন্তী, সীতার সন্ধানে গিয়ে লঙ্কা জ্বালিয়ে ফেরার পর শ্রীরাম এখানেই হনুকে শান্ত করেন। স্মারক রূপে মন্দির। ধারা নামছে পাহাড় থেকে। চারপাশের দৃশ্যও মনোরম।

চারধাম বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস, টেম্পো বা জিপে চারধাম অর্থাৎ গুপ্ত গোদাবরী, সতী অনসূয়া মন্দির, স্ফটিক শিলা ও জানকী কুণ্ড দেখে নেওয়া যায়। ঘণ্টা তিনেকে ১৫ টাকায় ৫৪ কিমি পরিক্রমায় সাঙ্গ করা যায় এ সফর। সাত... ১০ কিমি গিয়ে আবার ডানহাতি ৮ কিমি যেতে গুপ্ত গোদাবরী অর্থাৎ পাহাড় কুঁদে তৈরি প্রশস্ত গুম্ফা তথা সীতা কুণ্ড। গোদাবরী নদী নাসিকে লুপ্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে

এখানে। দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সহ বনবাসের একাদশ বছরটি চিত্রকূট অরণ্যেই অবস্থান করেন। সিংহাসনরূপী দুই শিলাখণ্ডে বসতেন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ। সীতাদেবীর পায়ের ছাপও রয়েছে পাথরে। লাগোয়া রামকুণ্ড—হাঁটুর অধিক জল গুম্ফাময়। সঙ্কীর্ণ পথ, পরিবেশ রমণীয়, বিজলীও পৌঁছেছে গুম্ফায়।

গুপ্ত গোদাবরী থেকে ১৪, চিত্রকূট থেকেও ১৪ কিমি দূরে নির্জন-নিরালায় পাহাড় ঢালে আরণ্যক পরিবেশে **সতী অনসূয়া মন্দির**। হিন্দু পুরাণের নানান দেব-দেবীরও সমাবেশ ঘটেছে মন্দিরে। ২৪ অবতাররূপী ভগবানরাও মূর্ত হয়েছেন। মন্দির শিরে সেকালে ছিল ঋষি অত্রি ও সতী অনসূয়ার আশ্রম। বাসও করতেন ঋষি ৩ পুত্র ও স্ত্রীসহ। কিংবদন্তী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অবতাররূপী ঋষিপুত্রত্রয় তপস্যাও করেন এখানে। এমনকি অনসূয়ার ধ্যানলব্ধ মন্দাকিনী বয়ে চলেছে নিচু দিয়ে—আহার দিলে মাছের দর্শন মেলে। বনবাসের কিছুকাল এখানেও কাটে শ্রীরামের।

অনসূয়া থেকে শহরমুখী ১১ কিমি যেতে মন্দাকিনী তীরে **স্ফটিক শিলা**—পাথর খণ্ডে শ্রীরাম ও সীতাদেবীর পায়ের ছাপ রয়েছে। কাক বেশে জয়ন্ত এসে চঞ্চু দিয়ে এখানেই সীতাদেবীকে ঠোকর মারেন। রামনবমীতে উৎসব হয়। এপথেই আরও যেতে শহর ছোঁয়া জানকীকুণ্ড ও মন্দির। জনশ্রুতি, সীতাদেবী বনবাসকালে স্নান করতেন জানকীকুণ্ড তথা মন্দাকিনীর স্ফটিক স্বচ্ছ জলে। রামঘাট থেকে ২ কিমি বোটে বা রোডে চলা যায়। তেমনই রিকশা বা অটোয় ২ কিমি দূরের কামতানাথ বা **কামাতগিরি** মন্দির পৌঁছে খালি পায়ে ৫ কিমি পরিক্রমায় আদি চিত্রকূটে ৩৬০টি মন্দিরও দেখে নেওয়া যায়। বনবাসকালে শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফেরাতে ভরত আসেন চিত্রকূটে। স্মারকরূপে মিলনস্থলে ভরত মিলাপ মন্দির। আর আছে মন্দাকিনীর রামঘাটে পুণ্যস্নান, ১৭ কিমি দূরে ভরতকূপ অর্থাৎ নানান তীর্থ থেকে ভরতের আনা পূতবারির রিজার্ভার। পাহাড়ের কাছে কোটি তীর্থ অর্থাৎ কুণ্ড, কারভী রেল স্টেশন লাগোয়া গণেশ বাগ চিত্রকূটে।

সীতাপুর বাস পথেই UPSTDC-এর *Tourist Bungalow, পর্যটক আবাস গৃহ,* ✆ 06462, D ১২৫, A-c D ১৭৫, A/c ৩৫০, তিন বেডের ঘর ২২৫, ডর্মি বেড ২৫, অবু: Manager, Chitrakoot, UP-210204. আর চারধাম বাস স্ট্যান্ডের অদূরে মন্দাকিনী পেরিয়ে MPTDC-র *Tourist Bungalow,* ✆ (07672) 65326, S ১৫০, D ২০০, অবু: Manager, Chitrakoot, MP-210204. আর আছে ট্যুরিস্ট বাংলোর পিছে *Yatrika,* Satna Rd, MP, DAB ৪০; কাছেই SADA-র *Pramod Van.* অদূরে *Bagri Dharamshala;* বাংলোর বিপরীতে *Khatriya Dharamshala; Paul Dharamshala.* রাম ঘাটে—*রাখী কোঠী ধরমশালা, শ্রীরাম ধরমশালা, শেঠ পুরণ কিশোর অগ্রবাল, আগ্রা, মা কি ধরমশালা, পিতৃস্মৃতি ধরমশালা।* বাস ও ঘাটের মাঝে—*ক্যালকাটা ধরমশালা, গোয়েঙ্কা ধরমশালা;* বাসস্ট্যান্ডে *স্বর্ণকার ধরমশালা;* পর্যটক আবাস গৃহের সন্নিকটে *জয়পুরিয়া গেস্ট হাউস।* আর আছে প্রাইভেট হোটেল—*Mandakini RH, Gahoi Bhawan,* Nayagaon; *Radha L,* Ramghat, D ১০০-১৫০, আহার্যও মেলে রাধা লজে। থাকার পক্ষে MP-র *Tourist Bungalow* মনোরম হলেও *রাধা লজটি* মানানসই। *IB, FRH, রেলের রিটায়ারিং রুমও* আছে রেল স্টেশনে।

বিন্ধ্যাচল

এলাহাবাদ থেকে ৭-১০এ দিল্লী-হাওড়া জনতা এক্স বা ৮-০০টায় বেরিলি-মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে ২ ঘণ্টার পথে বিন্ধ্যাচল। ১০-২৫এ দিল্লী-শিয়ালদহ লালকেল্লা এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে বিন্ধ্যাচলে। মেল ট্রেন থামে না বিন্ধ্যাচলে। তাই ৭ কিমি দূরের মির্জাপুর হয়ে যাতায়াতে ট্রেনের আধিক্য মেলে। থাকার জন্য মির্জাপুরে আছে UPTDC-র *H Jahnvi,* ✆ (05442) 63494/52603, A-c D ২৭৫, A/c D ৪৭৫, বাসও যাচ্ছে এলাহাবাদ থেকে ৮৩ কিমি দূরের বিন্ধ্যাচলে। বারাণসীর দূরত্ব ৮৬ কিমি। ৫১ পীঠের এক পীঠও বিন্ধ্যাচল। সতীর বাম পায়ের আঙুল পড়ে বিন্ধ্যাচলে। অনুচ্চ পাহাড়ী-টিলায় মন্দির। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী দুর্গা বিন্ধ্যপর্বতেই অধিষ্ঠিত হন। তাই দেবী এখানে **বিন্ধ্যবাসিনী** নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে শুম্ভ-নিশুম্ভকেও বধ করেন এই দেবী। স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেও প্রসিদ্ধি আছে বিন্ধ্যাচলের।

অদূরেই সীতাকুণ্ড। বনবাস থেকে ফেরার কালে বিন্ধ্য-পর্বতে তৃষ্ণার্ত সীতাদেবীর তৃষ্ণা মেটাবার তরে তীর মেরে জলের ধারা বের করেন দেবর লক্ষ্মণ। সেই স্মৃতিতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও দুর্গা মায়ের মন্দির হয়েছে। জলপান করে আপনিও তৃষ্ণা মেটান। ৪৮ ধাপের সিঁড়ি উঠে সীতাকুণ্ড হয়ে পথ গিয়েছে আর এক অনুচ্চ পাহাড় চুড়োয় **অষ্টভুজার** মন্দিরে। নামে মন্দির হলেও আসলে গুহার দেওয়ালে দেবী মূর্তি। গুহার প্রবেশপথটি খুবই সঙ্কীর্ণ। বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গাই এখানে অষ্টভুজা। লোকশ্রুতি, গুহাপথটি অনেকদূর পর্যন্ত প্রসার পেয়েছে। পাশেই রয়েছে আরও এক গুহামন্দির। এর প্রবেশপথ আরও সঙ্কীর্ণ। শরীর ও মাথা বাঁচিয়ে যাতায়াত। দেবতা পাতালকালী। একত্রে ৩-৪ জনের বেশি যাওয়ায় বিপদ। মন্দির রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি বিন্ধ্যাচলে। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর পূজার প্রথাও আছে এখানে। তেমনই রয়েছে ব্রহ্মকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড বিন্ধ্যাচলে। কুণ্ডের জলে স্নানে পুণ্য হয়। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমও হয়েছে বিন্ধ্যাচলে। আর থাকার জন্য বিন্ধ্যাচলে রয়েছে *PWD DB, জয়পুরিয়া গেস্ট হাউস* ও *সারস্বত ক্ষত্রী ধরম-শালা।* জয়পুরিয়ার বুকিং-এর জন্য বারাণসীতে জয়পুরিয়ায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। *প্রাইভেট বাড়িওভাড়ায়* মেলে। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

চলার পথে বিন্ধ্যাচলের জংগী রোড থেকে ১.৩ কিমি

গিয়ে ডাকাত মাধো সিংহের ডাকাতে কালীও দর্শন করে নেওয়া যায়। অতীতে নররক্ত পেতেন দেবী তার হাঁ করা মুখে—আর সে রক্ত নাকি যেত পাতালে। দেবীর সর্বাঙ্গ আবরণে ঢাকা কেবল মুখগহ্বর দৃশ্যমান।

চুনার

বিন্ধ্যাচল থেকে ৪০ মিনিটের পথ চুনারের। ট্রেন ও বাস যাচ্ছে। দূরত্ব ৩৮ কিমি। এলাহাবাদ থেকে জনতা এক্স, মোগলসরাই প্যা, লালকেল্লা এক্সে এসে ২ ঘণ্টায় বিন্ধ্যাচল দেখে ৯-৩০/১০-০৭/১১-৫৮য় বিন্ধ্যাচল থেকে ১০-০২/১১-২৫/১২-৩২এ চুনার পৌছান। চুনার দুর্গ দেখে চুনার থেকেই বা বাসে ৪২ কিমি দূরের মির্জাপুর থেকে ১৩-০৩এ মহানগরী, ১৩-০৫এ শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্স, ১৫-৩০এ জনতা এক্স, ১৮-১৯এ মোগলসরাই-বেরিলি প্যাসেঞ্জারে এলাহাবাদ ফিরুন। বা চুনার থেকে বাসে বারাণসী চলুন। নিয়মিত বাসও মেলে এপথ পরিক্রমায়। তবুও যেন বারাণসী থেকে প্যাকেজ ট্যুরে একই দিনে চুনার ও বিন্ধ্যাচল বেড়িয়ে নেওয়ায় সুবিধা। আর কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় হাওড়া থেকে মুম্বাই মেল, শিপ্রা, চম্বল, তুফান, জনতা; শিয়ালদহ থেকে লালকেল্লা এক্সে ঘণ্টা পনেরোয় চলা যেতে পারে চুনার জং-এ। এছাড়াও ট্রেন আসছে নানান মোগল-সরাই ও বারাণসী হয়ে চুনারে। দূরত্ব: মোগলসরাই ৩৩, এলাহাবাদ ১২০ আর বারাণসী ৩৭ কিমি। গঙ্গার তীরে মির্জাপুরেও মন্দির আছে। আর আছে কার্পেট ও পেতলের বাসন-কোসন মির্জাপুরে।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অনুচ্চ পাহাড়ী টিলায় মজবুত প্রাচীরে ঘেরা চুনার দুর্গ। লাল সুরকির পথ গিয়েছে দুর্গ বরাবর। নিচ দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী গঙ্গা। বিবাহ-সূত্রে শের শাহ সুরী মালিক হয়েছিলেন এই দুর্গের। তবে, দুর্গের প্রকৃত নির্মাতার নামটি আজ বিস্মৃত। দুর্গের মূল প্রবেশ দ্বারে ১৯২৪এ কটন সাহেবের উৎকীর্ণ ফলকটিতেও এর উত্তর মেলেনি। যুদ্ধবিগ্রহে মালিকানা বদল হয়েছে বার বার—একে একে মহম্মদ শাহ, সিকান্দার লোধী, বাবর, হুমায়ুন, শের শাহ, আকবর ও অযোধ্যার নবাবদের দখলে গিয়েছে দুর্গ। সবশেষে ব্রিটিশের দখলে যায় চুনার। কিংবদন্তী—পৃথিবী পরিমাপের কালে ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় পা পড়ে চরওয়াদিগড় অর্থাৎ আজকের চুনারে। টিলার আকারও তাই পায়ের পাতার মতো। আর যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও ৫৬ বছর আগে উজ্জয়িনরাজ বিক্রমাদিত্যের বড় ভাই শ্রীরাজ যোগী ভর্তৃহরি জীবন্ত সমাধিস্থ হন এই টিলায়। স্মারক রূপে ১২ শতকে উজ্জয়িনরাজ বিক্রমাদিত্য দুর্গ গড়েন। এমনকি, ঔরঙ্গজেবের হস্তাক্ষর দেখে নেওয়া যায় দুর্গে। আর আছে ফাঁসি মঞ্চ, পাতাল ঘর, গভীর ইঁদারা—গঙ্গার সঙ্গে যোগ-সূত্রও ছিল সেকালে। ঘড়িও মিলিয়ে নেওয়া যায় দুর্গের সূর্যঘড়িতে। তবে সবই আজ অতীত—সম্প্রতি বি এস এফ-র ট্রেনিং সেন্টার বসেছে দুর্গে। দুর্গের ছাদ থেকে গঙ্গা ও চুনার শহরের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। আর আছে ৩ কিমি দূরে দুর্গা মন্দির, ১ কিমি দূরে হজরত সুলেমানের সমাধি অর্থাৎ দরগা চুনারে। ড্যামটির পরিবেশও মনোরম। আজকাল কলকাতা তথা নতুন নতুন শহরে চুনার থেকে পাথর এনে ইটের পরিবর্ত রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতসবের মাঝেও জলবায়ুর গুণে স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে সমধিক খ্যাত চুনার। চুনারের জল উদরঘটিত ব্যাধিতে মহৌষধির কাজ করে।

চুনার দুর্গে *PWD-IB* আছে; বুকিং: EE, Mirzapur PWD, Fort Chunar, Dist-Mirzapur, UP. আর শহরে আছে *Garden L*, Joshi House, near Police Stn, Chunar-231304, ✆ (05443) 2466, R2, SAB ৮০, DCB ১২৫, DAB ১৫০-২২৫, FR ২০০; *H Plaza* ও বাঙালির *The New Sanatorium* চুনারে। তবে, মনোরম পরিবেশে কটেজধর্মী ঘরের *গার্ডেন লজটি* থাকার পক্ষে রমণীয়।

বারাণসী

পুণ্যতোয়া গঙ্গার অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বাম তীরে বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে বিশ্বের প্রাচীনতম চলমান শহর বারাণসী। সপ্তপুরীর এক পুরীও বারাণসী। উপনিষদেও তীর্থরাজ কাশীর নাম মেলে। পুরাণে আছে, খ্রিস্টের জন্মের ১২০০ বছর আগে সুহোত্র-পুত্র কাশ্য পত্তন করেন এই নগরী। কাশ্য থেকে নাম হয় কাশী। দ্বিমতে, সূর্যোদয়ে বারাণসীর আকাশ গোলাপী লাল অর্থাৎ কষায় (গৈরিক) রঙ ধরে। কষায় থেকে কাশী নামকরণ। আরও পরে কাশীরাজ বরণা বারাণসী নামে এক দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। নামান্তর ঘটে কাশী হয় বারাণসী। আবার বামনপুরাণে মেলে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত অব্যয় পুরুষের দক্ষিণ পদ থেকে সর্বপাপহরা মঙ্গলদায়িনী বরুণা ও বামপদ থেকে অসি নদীর উদ্গম। দুইয়ের মিলনে বারাণসী। মধ্যযুগে কিছুকালের জন্য কনৌজের অধীনে ছিল কাশী। তারও পরে ৭ শতকে কাশী যায় বাংলার পাল রাজাদের দখলে। পাল রাজাদের পর কাশী যায় মুসলিম নৃপতিদের হাতে। মহম্মদ ঘোরী (১২ শতক), আলাউদ্দিন খিলজী (১৪ শতক), ঔরঙ্গজেবের (১৭ শতক) হাতে বিনষ্ট হয় নানান মন্দির বারাণসীর। অবশেষে ১৭৩৮এ হিন্দু-রাজ্য গড়ে ওঠে বারাণসীতে। আর ব্রিটিশ আসে ১৭৭৫এ।

বাঙালির সেকেন্ড হোম বারাণসী। তেমনই হিন্দুরা মানসপটে ছবি আঁকেন বার্ধক্যের দিনগুলি বারাণসী বাসের। মন্দিরের অভাব নেই বারাণসীতে। পথে-ঘাটে-গলিপথে সাধারণ-অসাধারণ নানান মন্দির। কোনোটি বয়সের ভারে দীর্ণ, আবার কোনোটি মাহাত্ম্যে ও জৌলুসে চোখ ধাঁধানো। তবে কাশীর রাস্তাঘাট সেও এক গোলকধাঁধা। ট্র্যাফিক ব্যবস্থা বেসামাল যেন। যত মানুষ, তত গলি, দোকানপাট তারও বেশী। অসংখ্য সাইকেল, অগুনতি রিকশা-অটো, মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ষাঁড় চলেছে হেলেদুলে—সব মিলিয়ে জটপাকানো অবস্থা। পাণ্ডাদের উৎপীড়ন, গঙ্গার জল কলুষিত—তবুও কাশীর ঘাটে ভারতীয় বৈদিক ঐতিহ্য আজও অম্লান, অমলিন, অক্ষুণ্ণ। আজও সূর্যোদয়ের আগে নানান স্তোত্রপাঠ পরিবেশকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে।

Varanasi-Lucknow-Bereilly-Delhi			
0	Km	Varanasi	
58	"	Jaunpur	
		To Ayodhya	142 km
109	"	Badshahpur	
		To Allahabad	49 km
148	"	Dhupiah Morh	
		To Allahabad	56 km
		" Faizabad	103 km
234	"	Rae Bereilli	
320	"	Lucknow	
		To Kanpur	77 km
		" Naimisharanya	86 km
403	"	Sitapur	
563	"	Bereilly	
		To Tanakpur	115 km
		" Lohaghat	206 km
		" Kathgodam	101 km
		" Nainital	137 km
		" Ranikhet	181 km
		" Kausani	256 km
659	"	Moradabad	
		To Corbett N.P.	131 km
728	"	Garhmukteshwar	
766	"	Hapur	
		To Meerut	32 km
798	"	Ghaziabad	
817	"	Delhi	

বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ—স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যত তীর্থ আছে—কাশীখণ্ডের গঙ্গা তাদের মধ্যে অন্যতম। পুরাণ বলে, গঙ্গাতীরে বাস করে মুক্তিলাভ করা যায়। এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল পানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। তিন রাত্তির গঙ্গাতীরে বাস করলে নরক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি মেলে। তাই ছুটে আসেন পুণ্যার্থীর দল গঙ্গার ঘাটে স্নান করে পুণ্য অর্জনের তরে। তেমনই একান্ন সতী পীঠেরও এক বারাণসী। দেবীর কুণ্ডল পড়ে মণিকর্ণিকা ঘাটে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিও আজ ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্ব-ভুবনময়। কাশী ভ্রমণার্থীদের কাছে সারনাথ ও রামনগরের আকর্ষণও রয়েছে। সারনাথেই বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ। তবে, সবেরই উর্ধ্বে ভারতীয় পর্যটন মানচিত্রে বারাণসী আজ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। পর্যটকও আসছেন দেশ-দেশান্তর থেকে বারাণসীতে। ব্রিটিশের মুখে বেনারস নামে সমধিক খ্যাত হলেও স্বাধীনোত্তর কালে ১৯৫৬র ২৪শে মে সরকারি বিধানে বারাণসী বা কাশী নাম গৃহীত। শহরও প্রসার পাচ্ছে Raj Ghat (সেতুর কাছে) থেকে অসী ঘাট (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) পর্যন্ত। তবে, নবতম শহর বারাণসী জং-এর উত্তরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রূপ পেয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড হোটেল, ভারত সরকারের Tourist Officeটিও ক্যান্টনমেন্টে TV Towerকে ঘিরে। গ্রীষ্মের খরতাপ (৪৬.০১°-৩২.০২°সে.) আর জুন থেকে সেপ্টেম্বরে মনসুন এড়িয়ে চলা যেতে পারে ৮০.৭১ মি উঁচু বারাণসী। জুলাই-আগস্টের মনসুনে ভয়াবহ আকার নেয় গঙ্গা। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস বারাণসী বেড়াবার মনোরম সময়। শীতে তাপমান থাকে ১৫.৫-৫°সে।

এলাহাবাদ থেকে বিন্ধ্যাচল দেখে চুনার বেড়িয়ে রামনগর হয়ে বারাণসী পৌঁছান। মুহুর্মুহু বাস চলে এপথে। চুনার থেকে দূরত্ব ৩৮.৬ কিমি। আর রেল সংযোগকারী স্টেশন কাশী, সিটি ও জংশন—তিন হলেও বারাণসী জংশন মূল সংযোগকারী রেল স্টেশন বারাণসীর। এনকোয়ারি ✆ 131. ট্রেন যাচ্ছে হাওড়া থেকে 2381 পূর্বা এক্স সপ্তাহের 3 4 7 দিন, হাওড়া-গোরক্ষপুর এক্স 4, হিমগিরি এক্স 2 5 6, অমৃতসর মেল, অমৃতসর এক্স, ডুন এক্স, দেরাদুন জনতা ও শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্স। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৬৭৮ কিমি, ১৩-১৫ ঘণ্টার পথ। আর ৭৬৭ কিমি দূরের দিল্লী যাচ্ছে ১৩ থেকে ১৬ ঘণ্টায় বারাণসী থেকে ট্রেন। তবুও যেন মোগলসরাই হয়ে ট্রেনের আধিক্য মেলে বারাণসী যাতায়াতে। DMU লোকাল, বাস, অটো, শেয়ার ট্যাক্সি সংযোগ গড়েছে ১৫ কিমি দক্ষিণের মোগলসরাই থেকে বারাণসীর। ট্রেনও যাচ্ছে হাওড়া-দিল্লী 2301/2305 কলকাতা রাজধানী এক্স, 2303 পূর্বা এক্স, 2381 পূর্বা এক্স, 2311 কালকা মেল, 3007 উদ্যান আভা তুফান, 3039 জনতা এক্স, শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্স মোগলসরাই হয়ে। আর 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স, হাওড়া-গোরক্ষপুর এক্স, 3133 শিয়ালদহ-মোগলসরাই এক্সও যাচ্ছে ২০-৫৫য় শিয়ালদহ ছেড়ে বোলপুর/ভাগলপুর (৬-৪৪) পাটনা (১২-৪০) হয়ে পরদিন ১৮-২৫এ মোগলসরাই। মোগলসরাই ছাড়ে ১২-০১এ শিয়ালদহ এক্স।

দিল্লী যাচ্ছে বারাণসী থেকেই ১৬-০০টায় 4257 কাশী বিশ্বনাথ এক্স; আর যাচ্ছে 1 3 6 দিন 8475 পুরী-নিউ দিল্লী নীলাচল এক্স, দানাপুর-ভিওয়ানি গঙ্গা-যমুনা এক্স (মথুরা হয়ে), 2 5 7 দিন দানাপুর-ভিওয়ানি সরযূ-যমুনা এক্স যাচ্ছে বারাণসী/দিল্লী জং হয়ে। ৩০২ কিমি দূরের লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ৫-২৫এ বারাণসী ছেড়ে ১০-০০টায় 4227 বরুণা এক্স, ১৬-০০টায় বারাণসী ছেড়ে ২২-০৫এ 4257 কাশী বিশ্বনাথ এক্স, ৮-৫৫য় ছেড়ে ১৯-৩৫এ 4265 বারাণসী-দেরাদুন এক্স; এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে নানান ৫ থেকে ৬ ঘণ্টায় বারাণসী থেকে লক্ষ্ণৌ। পুরী যাচ্ছে 2 5 7 দিন ২০-০৫এ নীলাচল এক্স; আর মোগলসরাই থেকে পুরী যাচ্ছে নীলাচল, নিউ দিল্লী-পুরী এক্স, পুরুষোত্তম এক্স। 1 3 4 6 দিন ১৭-২০এ যোধপুর যাচ্ছে বারাণসী-যোধপুর মরুধার এক্স। ৫৯৬ কিমি দূরের কাটিহার যাচ্ছে বারাণসী সিটি-ছাপরা-শোনপুর ভাগীরথী এক্স। ৪½ ঘণ্টায় ১৩৩ কিমি দূরের পাটনা, ৩ ঘণ্টায় ১৩৬ কিমি দূরের এলাহাবাদ যাচ্ছে নানান ট্রেন। জম্মু অর্থাৎ কাশ্মীর যাচ্ছে শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্স, 3 6 7 দিন হাওড়া-জম্মু হিমগিরি এক্স; সিমলা-কুলু-মানালী যাচ্ছে আম্বালা বা চাকি হয়ে জম্মু তাওয়াই ও হিমগিরি; সিমলা যাচ্ছে কালকা মেল মোগলসরাই থেকে।

অমৃতসর যাচ্ছে বারাণসী থেকে হাওড়া-অমৃতসর মেল ও এক্স; গোরক্ষপুর যাচ্ছে বারাণসী-গোরক্ষপুর কৃষক এক্স, দাদার-গোরক্ষপুর কাশী এক্স, এলাহাবাদ-গোরক্ষপুর চৌরী চৌরা এক্স; দেরাদুন যাচ্ছে বারাণসী-দেরাদুন এক্স, হাওড়া-দেরাদুন দুন্ এক্স; আমেদাবাদ যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ-ঝাঁসী-উজ্জয়িন-ভূপাল হয়ে 9166 সবরমতী এক্স; 4 7 দিন তিরুপতি যাচ্ছে এলাহাবাদ-জব্বলপুর-

নাগপুর-গুডুর-রেনীগুন্টা হয়ে বারাণসী-তিরুপতি এক্স; শুক্রবার কোচিন যাচ্ছে তিরুপতির অংশ রেনীগুন্টা হয়ে; 13দিন এলাহাবাদ-জব্বলপুর-ইটারসি-নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া হয়ে ২১৪৭ কিমি দূরের চেন্নাই যাচ্ছে ৪১ ঘণ্টায় 6040 গঙ্গা-কাবেরী এক্স; 1108 বুন্দেলখণ্ড এক্স যাচ্ছে এলাহাবাদ-মানিকপুর-ঝাঁসী হয়ে বারাণসী থেকে গোয়ালিয়র; 4260 সারনাথ এক্স যাচ্ছে বারাণসী থেকে এলাহাবাদ-মানিকপুর-সাতনা-কাটনি-বিলাসপুর-রায়পুর হয়ে দুর্গ-এ; সুরাট যাচ্ছে 3 7 দিন 4246 তাপ্তি-গঙ্গা এক্স; এলাহাবাদ-সাতনা-পিপারিয়া-মনমদ-ভুসুয়াল হয়ে ১৫০৯ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে ২৭½ ঘণ্টায় বারাণসী-কারলা এক্স, 2 4 5 দিন বারাণসী-মুম্বাই রত্নগিরি এক্স, বারাণসী-মুম্বাই মহানগরী এক্স, গোরক্ষপুর-দাদার-বারাণসী এক্স, 2 4 দিন বারাণসী-পুনে এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন ভারতের দিগ্বিদিকে বারাণসী ও মোগলসরাই থেকে। খাজুরাহো যাত্রায় উচিত হবে বারাণসী-মুম্বাই এক্সে সাতনায় পৌঁছে বাসে খাজুরাহো চলা।

আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৬-৩০, ১১-৪৫, ১৭-৩০এ ছেড়ে ৩½ ঘণ্টায় এলাহাবাদ সিটি; লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে জৌনপুর-অযোধ্যা হয়ে ৩-০০, ৫-২৫এ ছেড়ে ১০ ঘণ্টায়; অযোধ্যা যাচ্ছে ২-৫০ শিয়ালদহ-জম্মু এক্স, ৩-০৫, ৫-২৫এ প্যাসেঞ্জার, ৬-৪০এ শতদ্রু, ১০-৩০এ সবরমতী এক্স, ১২-৩০এ ফারাক্কা এক্স, ১১-৩০এ দুন এক্স, ২১-৫০এ বেরিলি এক্স বারাণসী থেকে।

বাস টার্মিনাস মূলত চার বারাণসীতে। বারাণসী জং-এর সামনে কলকাতা-দিল্লী NH-2 অর্থাৎ G T Rdএ বসেছে দূরপাল্লার প্রাইভেট বাস স্ট্যান্ড। UPSRTC ✆ 43476-র বাস স্ট্যান্ড ক্যান্টের শের শাহ সুরী মার্গে। MPSRTC-র বাস যাচ্ছে মধ্য প্রদেশের নানান দিকে ক্যান্ট থেকে। গোধূলিয়া থেকে নগর বাস ছাড়াও বাস যাচ্ছে—সারনাথ, রামনগর, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। G T Rd-এর গোলগাড্ডার কাছ থেকে ২০ মিনিট অন্তর বাস যাচ্ছে চুনার হয়ে মির্জাপুর। আর, বেনিয়া বাগ থেকে যাচ্ছে মোগলসরাই-এর বাস ও অটো। শহরে চলছে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভাড়ায় অটো ও টেম্পো।

বাস যাচ্ছে সকাল ৬-০০টায় বারাণসী থেকে NH-29 ধরে গোরক্ষপুর হয়ে নেপালের লুম্বিনী। পথের দূরত্ব ৩৯২ কিমি। আর নেপাল-ভারত সীমান্তে ৩১৪ কিমি দূরের সোনাউলি যাচ্ছে ৮ ঘণ্টায় ৩-০০, ৪-০০, ৯-৩০, ২১-৩০এ; কুশীনগর ২৬৭ কিমি যাচ্ছে ৯-০০টায়। ½ ঘণ্টা অন্তর ৩½ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে এলাহাবাদ ১২৫; ৬-০০ ও ৭-০০টায় ছেড়ে ৬ ঘণ্টায় অযোধ্যা ২০০; ৭-১৫, ১৫-১৫য় ছেড়ে ৯ ঘণ্টায় লক্ষ্ণৌ ২৮৬; ৬-৪৫, ১৫-৪৫এ যাচ্ছে জব্বলপুর ৪৫৫ কিমি; এলাহাবাদ হয়ে কানপুর ৩৩৬ যাচ্ছে ৭-০০, ৮-১৫, ১১-০০, ১৩-০০, ২১-০০টায়; রায়বেরিলি হয়ে কানপুর ৩৭৬ যাচ্ছে ৬-৩০, ১৮-৩০এ; জৌনপুর ৬১ যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর ছেড়ে ২ ঘণ্টায়; গোরক্ষপুর ২১২ কিমি ৬½ ঘণ্টায় যাচ্ছে ½ ঘণ্টা অন্তর। বাস যাচ্ছে পাটনা ২৪৬, গয়া ২৪৬, খাজুরাহো ৪০৬, মোরাদাবাদ ৬২২, আগ্রা ৫৬৫ কিমি ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে বারাণসী থেকে। কলকাতার দূরত্ব ৬৭৬, আর দিল্লী ৮১৯ কিমি। আর জাতীয় সড়ক NH-7 চলেছে কন্যাকুমারিকায় বারাণসী থেকে।

নেপাল যাত্রীরা সোনাউলির বাসে সরাসরি ভৈঁরোয়া বা গোরক্ষপুরের বাসে ৬½ ঘণ্টায় গোরক্ষপুর গিয়ে নতুন করে বাস চেপে ৩ ঘণ্টায় সোনাউলি পৌঁছে পায়ে বা রিকশায় সীমান্ত পেরিয়ে ভৈঁরোয়া থেকে বাস চাপুন কাঠমাণ্ডু বা পোখরার। নানান বাস—দিনের শেষভাগে ভৈঁরোয়া ছেড়ে রাতভর জার্নি করে পরদিন সকালে কাঠমাণ্ডু পৌঁছায়। তবে, সরাসরি কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে নানান প্রাইভেট সংস্থার ডিলাক্স বারাণসী থেকে। ভাড়ায় আধিক্য, দীর্ঘ জার্নির ধকল এড়াতে উচিত হবে সোনাউলি বদল করে চলা। তেমনই উচিত হবে মিটারগেজ রেল পরিহার করে বাসেই এপথে চলা।

এমনকি বারাণসীর আর এক রেল সংযোগকারী স্টেশন মোগলসরাই-এ নেমেও বাস, মিটারহীন অটো ও ট্যাক্সিতে বারাণসী যাওয়া চলে। শেয়ারেও মেলে ট্যাক্সি ও অটো এপথে। মোগলসরাই থেকে বারাণসীর দূরত্ব ১৫ কিমি। মোগলসরাই ছাড়াতেই গঙ্গা—গাড়িতে বসে মালব্য সেতু থেকে বামে কাশীর দৃশ্যও সুন্দর দেখে নেওয়া যায়।

IAC-র বিমান প্রতিদিন ১৩-১০এ বারাণসী ছেড়ে খাজুরাহো ১৩-৫৫, আগ্রা ১৫-১০এ পৌঁছে দিল্লী যাচ্ছে ১৬-২০এ; প্রতিদিন ১৬-২০এ ছেড়ে সরাসরি দিল্লী যাচ্ছে ১৭-৩৫এ। 1 5 দিন ১১-৪৫এ ছেড়ে ১২-৩০এ লক্ষ্ণৌ পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ১৫-১৫য়। কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে IAC-র উড়ান প্রতিদিন ১২-৫০এ ছেড়ে ১৪-০০টায়। ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে একই দিনগুলিতে বারাণসীতে। শহর থেকে ২২ কিমি দূরে ববতপুর বিমানবন্দর। যাতায়াতে IAC-র বাস, অটো ও ট্যাক্সি মেলে। অফিস বসেছে হোটেল ডি প্যারিস-এর কাছে 52 Yadunath Marg, Cantt, ✆ 45945এ IAC-র। আর প্রাইভেট বিমান Skyline NEPC কলকাতা ও বারাণসীর মাঝে সার্ভিস গড়েছে প্রতি বুধ ও শুক্রবার।

কনডাকটেড ট্যুর : UPSRTC, ট্যুরিস্ট বাংলো, প্যারেড কোঠি, ✆ 43486 থেকে কনডাকটেড ট্যুরে শীতে ৬—১২-০০টায় গঙ্গা, বিশ্বনাথ মন্দির, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানান; আর ১৪—১৮-০০টায় সারনাথ ও রামনগর দেখিয়ে আনে। গ্রীষ্মে গাড়ি যাচ্ছে এদের ৫-৩০ ও ১৪-৩০এ। প্রতিটি ট্যুর ৫০ হারে। মরসুমে সকাল ৭-০০টায় গিয়ে ২১-০০টায় ফেরে খাজুরাহো দেখিয়ে। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে UPSTDC ও ITDC থেকে। উত্তর প্রদেশ রাজ্য পর্যটনের দপ্তর বসেছে ট্যুরিস্ট বাংলো ও রেল স্টেশনে; আর ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর 15/B, The Mall, Cantt, Varanasi, ✆ 43744-এ। Foreigners' Registration Office বসেছে Srinagar Colony, ✆ 62752এ।

আর New Varuna Travels, Anup Katra, Girjaghar Crossing, ✆ 359178; এদের এলাহাবাদ শাখা Maya Bazar, Civil Lines, ✆ 624323 বা Varuna Travels, Pandey Haweli, ✆ 323371; The Calcutta Travels, D/47/200-A, Ramapura, ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থা ৫০ টাকায় বারাণসী, সারনাথ ও রামনগর; ১০ টাকায় গঙ্গা বক্ষে নৌকা বিহার; ৮০ টাকায় চুনার ও বিন্ধ্যাচল; ১০০ টাকায় এলাহাবাদ; ৪ দিনের ট্যুরে খাজুরাহো, মৈহার ও চিত্রকূট; ৩ দিনে অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ; এমনকি কাঠমাণ্ডুও যাচ্ছে ৪ দিনের প্যাকেজে বারাণসী থেকে।

বারাণসী ভ্রমণার্থী আর তীর্থযাত্রী দুইয়েরই কাছে সমান আদরণীয়। তাই থাকারও নানান ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বারাণসীতে। মূলত ৩টি ভাগে রূপ পেয়েছে বারাণসীর হোটেলরাজি। বারাণসী জংশন রেল স্টেশনের

বিপরীতে—ডাইনে-বাঁয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিটের পথে ক্যান্ট এলাকার Parade Kothi-তে মধ্যমানের; রেল স্টেশনের দক্ষিণে নবতম শহর আর রেল ও বাস থেকে ৪ কিমি উত্তরে The Mall, New Cantonment এলাকায় উচ্চমানের; রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড থেকে ৪ কিমি দূরে বিদ্যাপীঠ রোড/ সিগরা/ লঙ্কা রোড বা লহরাবীর/ চেতগঞ্জ/ নই সড়ক হয়ে গোধূলিয়া অর্থাৎ গঙ্গাকে ভর করা পুরাতন শহরে মিশ্র মানের হোটেল বারাণসীতে।

বারাণসীর মূল আকর্ষণ গঙ্গা, বিশ্বনাথ মন্দিরটিও গঙ্গা পুলিনে

পুরাতন শহরে; তাই উচিতও হবে রেল স্টেশন থেকে ৮-১০ টাকায় রিকশায় গোধূলিয়া পৌঁছে গঙ্গাকে ভর করে হোটেল বেছে নেওয়া। তবে রিকশা, অটো বা টাঙা থেকে সাবধানতা দরকার। চালকেরা নানান অজুহাতে তাদের পছন্দ মতো হোটেলে আপনাকে নিয়ে যেতে আগ্রহী তারা। কমিশন মেলে নানান হোটেল থেকে এদের।

রেল বা বাস থেকে ৪ কিমি দূরে Dashaswamedh Road, Varanasi-221001, STD-0542-এ—*H New Shivam*, D ১২৫-২০০; *Palace H*, D ১০০-১৫০; *Banaras L*, D ১০০-১৭৫; দশাশ্বমেধ ঘাটমুখী যেতে *Central L*, SCB ৬৫, DCB ১০০, SAB ১২৫, DAB ১৭৫-২৫০; বিপরীতে *H Ganges*, SAB ১২০-১৭৫, DAB ১৭৫-২২৫, A/c S ৩০০, D ৪০০; Devi Bilas—*Madras H; Vishram Griha;* ঘাটমুখী আরও গিয়ে *Sri Venkateshwar L*, SCB ৬৫, DCB ১২৫, TCB ১৫০, TAB ২০০; *H Sahu Varanasi*, ✆ 323594, SAB ১০০-১৫০, DAB ১৫০-২২৫, A/c S ২৫০, D ৩২৫; এলাকায় সেরা *H Samnan*, ✆ 322241, S ১০০-১৫০, D ১৫০-২০০, A-c S ২২৫, D ৩০০, A/c D ৪০০; *Bel View L*, D ১০০-১৫০; পাশেই বাঙালির *Dashaswamedh Boarding*, ✆ 321701, SCB ৬৫, DCB ১২৫, SAB ৮৫, DAB ১৫০-২০০, ডর্মি ৪০, এদের পৃথকমূল্যে আহার বাধ্যতামূলক। বাড়িটি পুরাতন হলেও থাকা ও আহার প্রশংসনীয়।

আর রয়েছে Godawlia-য় রিকশা অগম্য বিশ্বনাথ মন্দিরমুখী পায়ে হাঁটা সঙ্কীর্ণ গলিপথে *Yogi L*, D ৮৫-১২৫, ডর্মি ৪০, সাধারণ সাজে থাকা ও খাবারের জন্য এদের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। দেশী-বিদেশী আহার্যও মেলে এদের ক্যান্টিনে। Yogi-র সুনামকে বেসাতি করে হয়েছে *New Yogi L*, *Jogi L;* রিকশার সাথেও কমিশন প্রথা আছে এদের। যোগীর বিপরীতে *Golden L*, S ৮০, D ১২৫, মন্দ নয়। অদূরে *Hotel KVM*, D ১২৫-১৭৫; *Palace H*, *H Binod*, *Tripti H*, এদের ঘর, S ৬০-৮৫, D ১০০-১৭৫, তবে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। উত্তরমুখী মন্দির ছাড়িয়ে *Trimurti GH*, 35/12 Saraswati Phatak, DCB ১০০, DAB ১৫০। যোগীর পিছে *Shani GH*, পুরাতন শহর জুড়ে ঘাট এলাকায় *Vishnu RH*, বিবাহসূত্রে ভারতীয় হলেও জাপানি মহিলার তত্ত্বাবধানে *Kumiko House*, আরও দক্ষিণে *Sun View GH*, মনিকর্ণিকা ঘাটের কাছে *Scindhia GH;* এদের কাছে S ৬০-১২৫, D ১০০-১৭৫, T ১২৫-২০০। সাধারণ সাজে হোটেলগুলিও ভাল।

গোধূলিয়া থেকে রেল স্টেশনমুখী বাঁয়ে Jagamwadi Rd-এ—*Modern Boarding H; H Ellora; H Maharaja*, D ১২৫-১৭৫। Luxsa Road-1এ—*H Surjyodaya;* দোকান-পাটের উপরে ত্রিতলে *H Anup*, DAB ১২৫-২০০; *H Empire; Ganga Tourist L;* সাধারণ সাজে *H Upawan*, SCB ৬০, DCB ১০০, SAB ৮০-১২৫, DAB ১২৫-১৭৫, A/c S ৩০০, D ৩৭৫; *Varanasi RH; H Jamuna*, ✆ 322300, DAB ২০০; *Gangotri RH; Calcutta Vishram Bhawan*, D47/174A, Luxsa Rd, SCB ৬৫, DCB ১০০, DAB ১৫০, FR ১৭৫; ঘাটের অদূরে *New Imperial H*, *Hotel J K International*.

স্টেশনমুখী আরও যেতে Sigra-য়—*H Malti*, ✆ 356844, S ২৫০, D ৩০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০, স্যুইট ৮৫০; *H Ashok*, Vidyapith Rd, R½B1, ✆ 350058, DAB ২৫০-৩০০, A-c D ৪০০, A/c D ৪৭৫; *H Garden View*, D-64/129 Vidyapith Rd, R1½B2, SCB ৮০, DCB ১২৫, SAB ৮০-১২৫, DAB ১৭৫-২৫০; *H Siddhartha*, ✆ 358161, S ২৭৫, D ৩৫০, A/c S ৪২৫, D ৬০০; *GM GH*, 1 Chandrika Colony, D ১৫০-২৫০; *H Varuna*, 22 Gulab Bagh-2, ✆ 358525, S ১৭৫, D ৩০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০।

গোধূলিয়া থেকে রেল স্টেশনমুখী ভিন পথের Nai Sarak-এ— *Green L*, R4B4, SCB ৬৫, DCB ১২৫, DAB ১৭৫; *H Faran*, D ১০০-১৫০; *H Samrat*, D ১২৫-১৭৫। স্টেশনমুখী পথে Chetganj-এ—**Pallavi International H*, Hathwa Market-10, ✆ 356939, S ৩২৫, D ৪৫০, A/c S ৫৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৭৫০-১০৫০; *H Sandeep*, *H Basant*, C-67/222 Chetganj, D ১৫০-২২৫।

আরও এগিয়ে Lahurabir-এর Maldahia Rd-এ—*H Ajoya*, A21R1B1, SAB ১০০-১৫০, DAB ১৫০-২০০, A/c S ৩০০, D ৩৭৫; *Modern L; H Vishal*, S ৮০, D ১৫০, T ২০০; *International H*, D ১৫০-২২৫; *H Puspanjali*, D ১২৫-১৭৫; *Garden L*, D ১০০-১৫০; *New Krishna L*, D ১০০-১৫০; *H Motimahal*, D ১২৫-১৭৫; **Pradip H*, Jagatganj-2, R1B1, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *Gautam H*, Ramkatora, ✆ 46239, R1, SAB ৩০০, DAB ৪০০, A/c S ৩৭৫, D ৫৫০, স্যুইট ৮০০, থাকা ও খাবার দুইয়েতেই প্রশস্তি এদের।

বারাণসী জংশন রেল স্টেশনের বিপরীতে Parade Kothi, Cantt-এ মিনিট পাঁচেকের পথে UPSTDC-র *Tourist*

Bungalow, DAB ২৫০ A-c D ৩৫০ A/c D ৫৫০ তিন বেডের স্যুইট ৪৫০ ডর্মি ৪০; এদের আহার্যেও যথেষ্ট সুনাম—তবে দামে আধিক্য যেন। আর আছে চলার পথে—*Amar H*, SCB ৬০ SAB ৮৫ DAB ১২৫-২৫০, থাকা ও খাবারের ব্যবস্থাপনা ভালই। *Satya Narayan L*, DCB ৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *H Rajkamal*, SAB ৬০-৮৫ DAB ১২৫-১৭৫; *H Diwan*, SAB ৬৫ DAB ৮৫-১২৫; *H Relax*, SCB ৪৫ SAB ৬৫-৮৫ DCB ৮০ DAB ১২৫-১৭৫; *H De Paul*.

Calcutta-Varanasi-Kanpur-Agra-Delhi NH-2

0 Km	Calcutta	
14 "	Bally Bridge	
30 "	Road Jn	
	To Athpur	52 km
34 "	Baidyabati Morh	
	To Tarakeswar	34km
	" Kamarpukur	79 km
	" Jairambati	85 km
	" Bishnupur	117 km
70 "	Panduah	
	To Nabadwip	50 km
92 "	Memari	
	To Nabadwip	46 km
	" Tarakeswar	44 km
119 "	Burdwan	
166 "	Road Jn	
	To Santiniketan	46 km
	" Bakreshwar	63 km
	" Massanjore	110 km
182 "	Durgapur	
	To Bankura	47 km
	" Vishnupur	81 km
223 "	Asansol	
234 "	Niyamatpur	
	To Maithon Dam	15 km
	" Dumka	118 km
238 "	WB/Bihar Border	
	To Maithon Dam	8 km
240 "	Kumardhubi	
	To Maithon Dam	6 km
	" Chittaranjan	22 km
242 "	Mugma	
	To Panchet Dam	10 km
274 "	Govindpur	
	To Giridih	52 km
270 "	Road Jn	
	To Dhanbad	11 km
	" Ranchi	178 km
308 "	Topchanchi Lake	
319 "	Nemiaghat	
	To Pareshnath Hill	12 km
324 "	Dumri	
	To Madhuban	22 km
	" Giridih	43 km
	" Madhupur	94 km
350 "	Bagodar	
	To Hazaribagh	53 km
	" Konar Dam	24 km
367 "	Road Jn	
	To Suraj Kund	1 km
400 "	Barhi	
	To Hazaribagh	37 km
	" Ramgarh	.....
	" Ranchi	.....
	" Tilaiya Dam	18 km
460 "	Dhobi	
	To Bodhgaya	22 km
	" Patna	198 km
	" Nalanda	109 km
	" Gaya	30 km
	"Rajgir	96 km
519 "	Aurangabad	
	To Palamou NP	117 km
541 "	Dehri-on Son	
560 "	Sasaram	
666 "	Mughalsarai	
	To Chandraprava Wild Life Sanctuary	49 km
681 "	Varanasi	
	To Gorakhpur	212 km
806 "	Allahabad	
	To Chitrakoot	133 km
821 "	Bamrauli	
	To Kausambi	30 km
1001 "	Kanpur	
	To Lucknow	77 km
1193 "	Etawah	
	To Gwalior	109 km
1287 "	Agra	
	To Bharatpur	56 km
1343 "	Mathura	
1395 "	UP/Haryana Border	
1470 "	Haryana/Delhi Border	
1490 "	Delhi	

রেল স্টেশনের বিপরীতে G T Road-এর বামে বাসমুখী মাঝ পথের Cantt-এ—*H Mansarovar*, SAB ১০০ DAB ১৭৫ A-c D ৩০০; *H Vijoy*, *Rajendra L*, *H Nar-Indra*, SCB ৪৫ SAB ৬৫ DCB ৮৫ DAB ১২৫ A-c S ২০০ D ৩০০ A/c S ৩০০ D ৪০০। G T Road-এর ডাইনে *Bihar Tourism-cum-Rest House*, *Sri Ramkrishna L*, *Amrita L*.

এছাড়াও হোটেল আছে নানান সারা শহরময় ছড়িয়ে বারাণসীতে। *H Bharat Rest House*, 24 Lajpat Nagar, $R\frac{1}{2}B\frac{1}{2}$, SAB ৬০-১০০ DAB ১২০-১৭৫; *Ajanta H*, D 39/24 Khodai Chowki-1, R3B3, SCB ৬০ DCB ১০০ SAB ৮৫ DAB ১৫০ A-c D ২২৫; *H Blue Star*, S 14/84 G, Maldahiya-Church Compound, $R\frac{1}{2}B\frac{1}{4}$, SCB ৬৫ DCB ১২৫ SAB ৮৫ DAB ১৫০; *H Hot Park Villa*, Rathayatra-221010, R3B3, SAB ৮০ DAB ১৫০; *Tandon House L*, Gaighat, near GPO, S ৮০ D ১৫০ ডর্মি ৪০; গঙ্গাও সুন্দর দৃশ্যমান হোটেল থেকে। জৈন মালিকানায় শহরের মধ্যমণি **H Barahdari*, near GPO, ✆ 330581, S ৩০০ D ৩৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০, ব্যবস্থাপনা ভালই।

রেল স্টেশনের পিছনে ক্যান্টে—*H India*, 59 Patel Nagar-

221002, SAB ২২৫ DAB ৩০০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০, থাকার পক্ষে ভালই; লাগোয়া *H Vaibhav*, 56 Patel Nagar, SAB ৩০০ DAB ৪৫০ স্যুইট ৬৫০, দিল্লী বুকিং: ✆ 661051; *Manas L*, Tulsi Manas Temple, D ১২০-১৫০; *H Himalalya*, Club Rd, SAB ৮৫ DAB ১৫০ A-c S ২০০ D ৩০০; *Om L*, Bansphatak; *Kailash L*, Rampura; *Manvi G H*, Sidhgiri Bagh; *Indra*, Bulanala; *Girnar*, Hauz Katora; *Kumars*, Kabir Chaura; *Chandra*, Sonia-Sigra; *Bandana*, Senpura; *Parvaj*, Patel Ngr. আর Dalmandi-তে *Aman GH*, *Crown L*, *Eden*, *Star GH*, এদের কাছে S ৪৫-৮৫ D ৬৫-১৫০ টাকায় মেলে। *রেলের রিটায়ারিং রুম*, মিউনিসিপ্যালিটিও গেস্ট হাউস গড়েছে *Vikash Pradhikaran GH* বারাণসীতে।

খাবার হোটেল : আর আহার্যে বাঙালির *জয়শ্রী হোটেল* আছে গোধূলিয়ার অদূরে রামপুরায় মাজদা সিনেমার বিপরীতে পাঁড়ে ধরমশালার পাশের গলিতে। আর আছে আর এক বাঙালি হোটেল দি ক্যালকাটা ট্রাভেলস-এর D/47/200A, Rampura-য় *বীরেশ্বর পাঁড়ে ধরমশালার* প্রবেশপথে। তেমনই, দশাশ্বমেধ ঘাট রোড শেষ হতে সরু গলিপথে *Keshari*-রও যথেষ্ট সুনাম আহার্যে। লাহুরাবীরে—*Winfa Restaurant, Poonam Restaurant, El Parador, Tulasi Restaurant*-এ চীনা ডিসের স্বাদ নিতে পারেন আগ্রহীরা। দক্ষিণ ভারতীয় আহার্যের জন্য বেলাপুরের *Kerala Cafe*টিরও যথেষ্ট সুনাম। গোধূলিয়ায় দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও পাতালের *El Chico* রেস্টুরেন্টটির যথেষ্ট সুনাম দেশী-বিদেশী-চীনা ভেজ ও ননভেজ মিলে। ভেলুপুরায় ললিতা সিনেমার কাছে *Sindhi Restaurant*-টির নিরামিষ আহার্যে সুনাম আছে। ক্যান্ট এলাকায় *ট্যুরিস্ট ডাকবাংলোর* আহার্যে যথেষ্ট সুনাম—তবে, মান হারে দামে আধিক্য। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে বেরুতেই *Mandarin Chinese Restaurant*-এ চীনা মিল, অদূরে *Most Welcome Restaurant*টিরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আহার্য পরিবেবায়। তেমনই বারাণসী জং *Railway Restaurant*টির দামের তুলনায় আহার্য ভালই। আর একান্তই উচিত হবে চলতে ফিরতে বারাণসীর *মালাই* অর্থাৎ রাবড়ি ও *লস্যির* স্বাদ নেওয়া। বিশ্বনাথের গলিতে গুপ্ত বংশ পরম্পরায় আজও কাশী খ্যাত। আর সঙ্গী করুন কাশীর প্যাঁড়া ঘরপানে। তেমনই স্বাদ নেওয়া যেতে পারে পাণ্ডে হাভেলীর *ক্ষীর সাগর* বা গোধূলিয়ার *মধুর জলপান গৃহ* বা *জলযোগে* মিষ্টি ও টিফিনের। সবশেষে বারাণসীর পান সে-স্বাদও ভুলবার নয়। বিশ্বনাথের গলিতে বাঙালি দেবেশের জর্দায় স্বাদ নেওয়া যেতে পারে পানের।

আর আছে রেল স্টেশনের কাছে New Cantonment এলাকায় পাশ্চাত্য প্রথায়—ITDC-র **H Varanasi Ashok*, The Mall-221002, ✆ 46020, A/c S ১১৯৫ D ২৩০০ স্যুইট ২৩৯৫, এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে রিবেট মেলে; **H Clarks Varanasi*, The Mall-2, ✆ 348501, A/c S ১২৫০-২০০০ D ২০৮০-২৫৮০; **H Diamond*, Bhelupura, ✆ 310696, S ৪৫০ D ৫৫০ A/c S ৬০০ D ৮০০; **H Taj Ganges*, Raja Bazar Rd-2, ✆ 345100, A/c S ৮৫-৯৫ D ৯৫-১১৫ স্যুইট ১৭০-২২৫ US$; *International GH*, Hindu University, অনু: Registrar; **H De Paris*, The Mall-2, ✆ 46601, A20R4B4, A/c S ৭০০ D ৯৫০; *Mint House Motel-Nadesar*; *H Joy Ganges*, Maldahiya-2, R1B2, SAB ২২৫ DAB ৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৪৫০; **H Hindusthan International*, C-21/3 Maldahiya-1, ✆ 351484, A22R1B1, A/c S ১২৫০ D ২২৫০; *H Barahdari*, Maidagin, ✆ 330040, A22R3½B½, S ৩০০ D ৪৫০ A/c S ৪৫০ D ৬০০; *Kanhaiya Vishram Mandir H*; *H Bombay International*, Sonarpura-1, ✆ 310621 R4B4, SAB ২২৫ DAB ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০ স্যুইট ৮৫০ ডর্মি ৬০; **H Best Western Ideal*, S-20/51, 1A The Mall, Cantt-2, ✆ 348250, A/c S ১২৫৫ D ১৫০০; *H Surya*, The Mall, D ২৭৫-৪৫০, ব্যবস্থাপনা ভালই; *H Varuna*, 22 Gulab Bagh, Sigra-2, R2B1½, ✆ 354524, SAB ২০০ DAB ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Avaneesh*, C-K Lajpat Nagar, Maldahiya, R3B3, A/c S ৪৫০ D ৬০০।

হলিডে হোম : হলিডে হোমও গড়েছে নানান বাণিজ্যিক সংস্থা বারাণসীতে। বুকিং এদের সদর দপ্তরে। *Union Carbide Employees' Recreation Club*, Jeebandwip, 1 Middleton St, Cal-700071, ✆ 296047 at Ramnivas, D 17 Bhuteswar Gali; *UCO Bank Office Congress*, 16-A, Brabourne Rd, 3rd Floor-1, ✆ 251778, at Ramnivas; *The Calcutta Corporation Cooperative Credit Society*, 1 Hogg St-13, ✆ 2443471 Ext 542, at Agastya Kund; *UBI Employees' Cooperative Credit Society*, Calcutta Branch, 4th floor, 4 N C Dutta Sarani-1, ✆ 2200841, at Pandey Haweli; একই বাড়িতে *UBI Employees' Union*, N S Rd Branch, 67-A, N S Bose Rd-1, ✆ 2431714; *Model Cooperative Credit Society Ltd*, 4 Clive Row-1, ✆ 2204351, at Lahoritolla, near Viswanath Temple; *Syndicate Bank Staff Recreation Club*, 3B, Lalbazar St, 2nd Floor, Cal-1, ✆ 2486055 at CK-34/42 Lahoritolla; *LIC Employees' Unit*, New India Cooperative Credit Society Ltd, Metropolitan Building, 7 Chowringhee Rd-13, ✆ 2482779 at Pandey Haweli; *Bank of Baroda Employees' Association*, Rubi House, 1st floor, 8 India Exchange Place-1, ✆ 2426692, at Bengalitolla; *SBI Employees' (Bengal Circle)*, 8 Old Post Office St-1, ✆ 2485075 at Ahalyabai Ghat; *Canara Bank Staff Recreation Club*, 2 Brabourne Rd-1, ✆ 2254966, at Gouriganj-Bhelupura; *Grindlays Bank Employees' Cooperative Credit Society Ltd*, 6 Church Lane-1, at Rampura, opp Bireshwar Pareh Dharamshala; *Andrew Yule Recreation Club*, 8 Club Row-1, ✆ 258210 at Godulia; *Shibpur Cooperative Bank Ltd*, 173 Shibpur Rd, Howrah-711102, ✆ 6602058 at D 47/96 Rampura; *Reserve Bank Workers' Cooperative Credit Society*, 15 N S Rd-1, 3rd floor, ✆ 2208331 Ext. PDO, at Dashaswamedh Ghat; একই বাড়িতে *RBI Supervisor Staff Cooperative Credit Society*, RBI, 7th Floor, ✆ 2208331 Ext 167; *Tata Sports Club*, 43 J N Rd-71, ✆ 2477051-Ext 2168 at Jangambari Math; *Bokaro Steel Employees Credit*

Society, 13 Camac St-17, ✆ 2478351 at Jangambari; *Central Bank Employees Cooperative Society*, 10 Lindsay St-87, ✆ 2446789; *Standard Chartered Bank Recreation Club*, 4 N S Rd-1, ✆ 2206902 at Godulia; *Allahabad Bank Workers' Union*, 14 India Exchange Place (2nd floor), ✆ 2208375-Ext 123, at Godulia; *Allahabad Bank Employees' Recreation Society*, 7 Red Cross Place-1, ✆ 2482823, at Pandey Haweli; ছাড়াও নানান।

আর আছে অজস্র *ধরমশালা* বারাণসীতে। গোধূলিয়ায়—*বীরেশ্বর পাঁড়ে ধরমশালা* ✆ 320862, *হরসুন্দরী, সিন্ধে।* রামপুরায়—*তুলসী ধরমশালা, বেরীওয়ালা অতিথি ভবন, শ্রীশ্রী-পুরুষোত্তম ভগবান।* বুলানালায়—*শ্রীকৃষ্ণ ধরমশালা, দুধবালা, শ্রীখুন কুঞ্জী লক্ষ্ণৌবালা, ছোটেলাল কানোরিয়া।* লক্সা রোডে—*শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অতিথিশালা, কারামাল সতী দেবী ধরমশালা, শ্রীঅন্নপূর্ণা তেলবালা।* দশাশ্বমেধ ঘাটে—*সন্ত তাঁপুরে, মহারাষ্ট্রীয়।* কবীর চৌরায়—*কানপুর।* অন্ধ্রব্রিজে—*সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্মারক অতিথি ভবন।* কালভৈরব-এর কাছে—*পার্বতীয়।* ডালমণ্ডিতে—*মুসলিম মুসাফিরখানা, জগদম্বা, নেপালি, ডালমিয়া অতিথি ভবন, শ্রীবিহারীলাল দিগম্বর জৈন, শ্রীমহেশ্বরী, রেওয়া-বাঈ, শেঠ আনন্দীরাম জয়পুরিয়া ধরমশালা* ✆ 352674, *আগরওয়ালা, বিড়লা।* লক্ষ্মণপুরায়—*শ্রীতুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী।* কামাক্ষ্যা রোডে—*অন্নপূর্ণা তেলবালা, গুরু নানক গুরদ্বারা।* তবুও থাকার জন্য—*বীরেশ্বর পাঁড়ে ধরমশালা, হরসুন্দরী ধরমশালা, সিন্ধে ধরমশালা, অন্নপূর্ণা তেলবালা, তুলসী ধরমশালাগুলি* ভালই। এছাড়া, *আনন্দময়ী মার আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অতিথিশালা-*তেও ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা মেলে। আর আছে জৈন মন্দিরের কাছে বিদ্যাপীঠ রোড, সিগরায় *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অতিথিশালা* বারাণসীতে।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির: হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থ। দশাশ্বমেধ ঘাট রেখে সামান্য এগুতেই ডানহাতি, আর গোধূলিয়া বরাবর বামহাতি পথ গিয়েছে—বিশ্বনাথের গলি; সঙ্কীর্ণ গলি। গলি পথেই রয়েছেন হিন্দুর নানান দেবদেবী। পসরা সাজিয়েছেন দোকানীরা নানান পণ্যের। সামনেই মূল মন্দির—দেবতা কালোপাথরের বিশ্বেশ্বর। দিনভর পুজার্চনা, সন্ধ্যার আরতি দর্শনীয়।

১১ থেকে ১৭ শতকে বার বার মুসলিম হানায় বিনষ্ট হয়েছে মন্দির। সংস্কারও হয় প্রতিবার। ১৬ শতকে আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমলের সংস্কার করা আদি মন্দিরটি ঔরঙ্গজেব ১৭ শতকে ধ্বংস করে গ্রেট মস্ক অর্থাৎ মসজিদ গড়েন। আজকের মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে, মসজিদের পিছনে ছিল মূল মন্দির। তবে ধ্বংসাবশেষও বিনষ্ট হয়েছে ১৯৪৮-এর ভয়াবহ বন্যায়। ধ্বংসস্তূপে পথ গিয়েছে বড় রাস্তা হয়ে ঘুরপথে। তবে, মন্দির স্থাপত্যের নানান নিদর্শন দেখতে মেলে মসজিদের ভিত ও পেছনের অংশে।

হিউ এন সাঙ-এর বিবরণীতে জানা যায়, সেকালের মন্দিরে বিগ্রহ ছিল একশ হাত উঁচু, রঙ ছিল তামাটে। অতীত ধ্বংস হতে ১৭৭৬এ ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাই বর্তমান মন্দিরটি নতুন করে গড়ে তোলেন। আর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং মন্দিরের শিখরগুলি তামার পাতে সোনা দিয়ে মুড়ে দেন ১৮৩৫এ। বিশ্বনাথ মন্দিরের মূলশিখরটিও সোনার। এর উচ্চতা ৫১ ফুট। মূল শিখরটির চারপাশ ঘিরে অনেকগুলি ছোট ছোট শিখর। ২২ মণ সোনা লেগেছিল শিখরগুলি মুড়তে। তাই গোল্ডেন টেম্পলও বলে থাকে লোকে একে। মন্দিরের সুন্দর ঘণ্টাটি নেপালের মহারাজার দান। আর গলিপথে মন্দিরের বামে নহবত-খানাটি ওয়ারেন হেস্টিংসের তৈরি।

জ্ঞানের কূপ জ্ঞানভাপী—পুরাণ বলে, রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে খনন করেন এই কূপ। আর কূপের এক হাজার কলস জলে স্নান করান বিশ্বনাথকে। কালাপাহাড় অর্থাৎ গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কালাচাঁদ রায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে কাশীতে আসেন মন্দির ধ্বংস করতে, তখন বিশ্বনাথ আশ্রয় নেন এই জ্ঞানভাপীতে। আর, জ্ঞানভাপীর মন্দিরটি তৈরি করান ১৮৩০এ গোয়ালিয়রের রানী বৈজা-বাঈ। আর আছে গলিপথেই অন্নপূর্ণা মন্দির। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের অন্নভোগ—সেও দেখবার মতো। স্বর্ণ নির্মিত মূল দেবীমূর্তিরও দর্শন মেলে উৎসব কালে।

অন্যান্য মন্দির : শোনা যায় মন্দিরের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে বারাণসীতে। এদের মধ্যে ৮ কিমি দূরে অসিতে ১৮ শতকে বাংলার মহারানী রানী ভবানীর তৈরি নাগারা শৈলীর গৈরিক রঙা **দুর্গা মন্দিরটিতে** বৈচিত্র্য আছে। ৫টি শিখর মিলেমিশে এক হয়েছে। অর্থ তার—পরম ব্রহ্মে লীন হয়েছে পঞ্চভূত। প্রচুর বানরের অবস্থান হেতু মাংকি টেম্পল নামেও সমধিক খ্যাত। তবে, সাবধানতা পদে পদে বানর থেকে। আর আছে কুণ্ড মন্দির লাগোয়া—স্নানে পুণ্য হয়।

অদূরে রামচরিত মানস স্রষ্টা তুলসীদাসের স্মৃতিতে ১৯৬৪তে তৈরি শিখর-ধর্মী **তুলসী মানস মন্দিরটিও** কাশীবাসে দর্শনীয়। মন্দিরে দেবতা—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা। দু'পাশে লক্ষ্মী, নারায়ণ, অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথ। বাসও করতেন তুলসীদাস হিন্দিতে অমরকাব্য *রামচরিত মানস* রচনাকালে এখানে। মৃত্যুও ঘটে এখানে তুলসীদাসের ১৬২৩-এ। শ্বেত মর্মরে উৎকীর্ণ হয়েছে *রামচরিত মানস* অর্থাৎ হিন্দিতে রামায়ণের আটখণ্ড দোঁহা। দ্বিতলে সচল পুতুলে রামায়ণ আখ্যান প্রদর্শিত হয়েছে। খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। অদূরে তুলসীঘাটে *রামচরিত মানস* রচনা করেন তুলসীদাস। মন্দিরের দরজা সবার তরে খোলা।

বৈচিত্র্য আছে বিদ্যাপীঠ রোডের **ভারত মাতার মন্দির**-এ। এটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন জাতির জনক গান্ধীজী ১৯৩৬এ। দেব-দেবীর বদলে মর্মরে ভারতের রিলিফ ম্যাপ দেবতা এখানে। প্রবেশ অবাধ।

আর আছে, টাউন হল্-এর কাছে কাশীর কোটাল—কালভৈরব তথা ভৈরবনাথের মন্দির, কুকুর তার বাহন।

অদূরেই দণ্ডপাণির মন্দির ও কামরূপ। জনশ্রুতি, এই কূপের জলে নিজ মুখ দেখতে না পেলে মৃত্যু নাকি তার অনিবার্য। এছাড়া রয়েছেন গণেশ, অন্নপূর্ণা, শুক্রেশ্বর, শনৈশ্চর। প্রবাদ, কাশী এলে গণেশ মন্দির-এ জানিয়ে যেতে হয় ফেরার কথা। যেমন আছেন পুরীতে সাক্ষী গোপাল। তেমনই সঙ্কটত্রাতা সঙ্কটমোচন রয়েছেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। অদূরে হনুমান মন্দির।

কাশীর গঙ্গা: অতি প্রাচীন শহর বারাণসী—উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে রূপ পেয়েছে। শহরও প্রসার পেয়েছে সেতুর কাছে রাজাঘাট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া অসি ঘাটে। ঘিঞ্জি শহর, সঙ্কীর্ণ গলিপথ; গাড়ি-ঘোড়াও ঢুকতে অক্ষম কোনো কোনো গলিতে। সূর্যালোকেরও প্রবেশ মানা। তারই মাঝে ৩৬৫টি ঘাট হয়েছে কাশীর গঙ্গায়। ঘাটগুলি সেকালের রাজা-মহারাজাদের কীর্তি। দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্র তথা মহাশ্মশানে ঘাটের শুরু আর শেষ হয়েছে উত্তরে মণিকর্ণিকায়। আর রয়েছে সারি দিয়ে বাড়ি—হেলে-দুলে, কখনও বা ঝুলে পড়ে গঙ্গার জলে স্নান সারছে যেন।

কাশীখণ্ডের গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা ভাষায় অবর্ণনীয়। হিন্দুদের কাছে পবিত্রতার, পরিত্রাতার প্রতীক এই গঙ্গা। বারাণসীর নবতম উৎসব গঙ্গামহোৎসব। এক কথায় বলা চলে, কাশীর গঙ্গায় স্নান করলে সর্বরোগ দূর হয়, সর্বপাপ ক্ষয় হয়। গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি বাসে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল পানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল মেলে। গঙ্গা ক্ষেত্রে দান করলে পুণ্য অর্জন হয়। আবার গঙ্গাতীরে দান গ্রহণও পাপের শামিল।

পর্যটকদের কাছে কাশীর গঙ্গার ঘাটও আকর্ষণীয়। ৫ কিমি ব্যাপ্ত এই ঘাট সদাই ব্যস্ত। ছাতা নিয়ে বসে আছেন পণ্ডিতের দল—জন্ম থেকে মৃত্যু নানান হিন্দু-উপচার পালিত হচ্ছে অবলীলাক্রমে। হঠযোগীরাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের শরীর চর্চায়। চলে কুস্তির কসরত, যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম—আসর বসে কথকতার। তারই মাঝে আট থেকে আশি নানান বয়সের নারী-পুরুষ স্নান করছেন অতি নির্লিপ্তভাবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয় ঘাটের। স্নানান্তে উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিকে প্রণাম জানাতে আসেন শহর ভেঙে পুণ্যার্থীর দল। এদৃশ্যেও বৈচিত্র্য মেলে।

তবে, ঘাটের মধ্যে অবস্থানে যেমন কেন্দ্রমণি মাহাত্ম্যেও অন্যতম রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি দূরের দশাশ্বমেধ। কাশীর রাজা দিব্যোদাস ব্রহ্মার পরামর্শে রুদ্র সরোবরের তীরে দশ+অশ্ব+মেধ (যজ্ঞ) করেন। নামেরও বদল ঘটে সেই থেকে। দানের প্রত্যাশায় সারি বেঁধে বসে ভিখারির দল। ভিখারির গার্ড অব অনার পেরুতেই ডাইনে দেবী শীতলার মন্দির। আর আছে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রজেশ্বর শিব মন্দির। স্নানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

দশাশ্বমেধের দক্ষিণে পর পর দাঁড়িয়ে প্রয়াগ ঘাট, শীতলা ঘাট, ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ-এর তৈরি অহল্যাবাঈ ঘাট, ধুন্দী ঘাট, দ্বারভাঙ্গা ঘাট, রানামহল ঘাট, চৌষট্টি ঘাট, দিগপতিয়া ঘাট, পাঁড়ে ঘাট, বালাজী পেশোয়ারাওয়ের তৈরি রাজ ঘাট, নারদ ঘাট, অম্বররাজ মান সিংহর তৈরি শিবের বাড়ি কৈলাস ও মানসের স্মরণে মানসরোবর ঘাট, কেদার ঘাটের শিরে কেদারনাথের মন্দির, স্নানে নানান ব্যাধি পরিহর সোমেশ্বর (চন্দ্র) ঘাট, চৌকি ঘাট, লালী ঘাট, পুরাণ খ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা-রুহিতাস্য স্মৃতিমণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র ঘাট তথা মহাশ্মশানে দক্ষিণীবিহার শেষ। তবে, লোকালয় থেকে দূরত্ব হেতু শব আসছে কম হরিশ্চন্দ্রে।

আর দশাশ্বমেধের উত্তরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘাট, ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে অম্বররাজ মান সিংহর তৈরি মানমন্দির ঘাট; ১৭১০এ মানমন্দির অর্থাৎ অবজারভেটরিও হয়েছিল জয়পুর-রাজ জয় সিংহর হাতে। লালুয়া ডোমের সুন্দর ইমারত, মীরা বাঈয়ের তৈরি মীরঘাট, অদূরেই বাৎসল্য প্রেমের নানান ভাস্কর্যমণ্ডিত পশুপতিনাথ মন্দির—মন্দিরের চুড়োটি হয়েছে ১½ মণ সোনায়। আর আছে জলসেন ঘাট, ললিতা ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট। খুবই পবিত্র আর মাহাত্ম্যে দশাশ্বমেধের পরেই মণিকর্ণিকার স্থান। প্রবাদ, শিব-জায়া পার্বতীর কুণ্ডল পড়ে এখানে। খুঁজে পেতে মাটি খোঁড়ায় রূপ নেয় কুণ্ড আর ক্লান্ত শিবঠাকুরের ঘামই হয় কুণ্ডের জল। আর আছে কূপ ও ঘাটের মাঝে চন্দ্রপাদুকা—পাথর ফলকে বিষ্ণুর পদচিহ্ন। গণেশ মন্দিরও হয়েছে ঘাটে। শ্মশানঘাট রূপেও কাশীর অন্যতম এই মণিকর্ণিকা। ব্যস্ততা লেগে থাকে শবদাহের দিন-রাত জুড়ে মণিকর্ণিকায়।

দত্তাত্রেয় ঘাটটিও যথেষ্ট পবিত্র, পায়ের ছাপ রয়েছে মন্দিরে সাধকের। বিরাটাকার সিন্ধিয়া ঘাটটি ১৮৩০এ তৈরি —তবে, উত্তরকালে ভেঙে যেতে সংস্কার হয়েছে। জয়পুর মহারাজার তৈরি রাম ঘাট, উদয়পুরের রানার তৈরি রানা ঘাট, আর এক পবিত্র পঞ্চগঙ্গা ঘাট। অতীতকালে ৫টি নদী মিলেছিল গঙ্গায় এখানে। ঘাটের শিরে ১৭ শতকে বেণীমাধব রাও সিন্ধিয়ার তৈরি বিষ্ণু মন্দির ধ্বংস করে ঔরঙ্গজেব হিন্দু ও মোগলি শৈলীতে আলমগীর মসজিদ গড়েন। মসজিদের ১৫০ ফুট উঁচু মিনার থেকে বারাণসী দেখে নেওয়া যায়। অসি ঘাটটিও আর এক পবিত্র ঘাট কাশীর। অসি নদী মিলেছে এসে গঙ্গায়। কিংবদন্তী, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দুর্গার অসি পড়ে এই ঘাটেই। লাগোয়া তুলসীদাসের স্মরণে তুলসী ঘাট। জৈনরাও ঘাট গড়েছে—বেচরাজ ঘাট, ৩টি জৈন মন্দিরও হয়েছে ঘাটে। অদূরে জানকী ঘাটের কাছে বৈদ্যুতিক চুল্লীর শ্মশান। গাই ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, রাজ ঘাট ছাড়াও ঘাট রয়েছে আরও নানান —স্ব-স্ব মাহাত্ম্যে অনন্য এরা। তবে মাহাত্ম্যে ও পবিত্রতায় **দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, কেদার ও অসিঘাট** আজও সেরা। স্নানে পুণ্য হয়। এমনকি পিণ্ডদানের প্রথাও আছে বারাণসীর এই পাঁচ ঘাটে।

গোধূলি বেলায় চলুন গোধূলিয়ায়—প্রদীপ দিন মা গঙ্গাকে। নৌকাবিহারেরও ব্যবস্থা আছে কাশীর গঙ্গায়। সাঁঝ-সকালে নৌকাবিহার খুবই মনোহর। উচিতও হবে ৬০/৬৫ টাকার চুক্তিতে এক ঘণ্টার সফরে নৌকায় বিহার করে ঘাট তথা কাশী শহর দেখে নেওয়া। তবে, ঘাটের ছবি তোলা মানা। শবদাহের ছবি নৈব নৈব চ।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়: ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান কাশী। কালে কালে বহু মুনি ঋষি দার্শনিকরা কাশী এসেছেন জ্ঞান আহরণের জন্য। কেউ-বা এসেছেন শিষ্যের খোঁজে, তাঁদের কেউ-বা সমাজ সংস্কারক; কেউ-বা ধর্মগুরু। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, কবির, নানক, তুলসীদাস, চৈতন্য, ত্রৈলঙ্গস্বামী অন্যতম।

জন্ম যদিও অ্যানি বেসান্তের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে —তবে আজ দুর্গা মন্দির থেকে ১½, আর শহর থেকে ১১.২ কিমি দূরে ২০০০ একর জমিতে ৫ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল অপরিসীম। একক প্রচেষ্টায় তাঁর সেই অনুরাগ রূপ পেয়েছে আজকের কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত প্রাচীন আদর্শবাদ পুনরুজ্জীবিত করার মানসে ভারতীয় ভাবধারায় ১১২টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। বিশেষ করে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, এগ্রিকালচার ও মেডিক্যাল সায়েন্স-এর শিক্ষা-পদ্ধতি আজ ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রত্যেকটা বিষয়ের পৃথক পৃথক ভবন—সুন্দরলাল হাসপাতাল, সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ কলেজ, সঙ্গীত ও কলাভবন, গাইকোয়াড় লাইব্রেরি, মালব্য মন্দির, নতুন বিশ্বনাথ মন্দির ভ্রমণার্থীদের তৃপ্ত করে। ভারত কলা ভবনে মিনিয়েচার ছবি ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ উল্লেখ্য। তেমনই হয়েছে গেট থেকে ৩০ মিনিট যেতে পণ্ডিত মালব্যর পরিকল্পনায় বিড়লা গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় নতুন করে বিশ্বনাথ মন্দির—ধ্বংসপ্রাপ্ত মূল মন্দিরের রেপ্লিকা হয়ে। দেবতা লিঙ্গে শিব, দেওয়ালময় পুরাণ থেকে উৎকীর্ণ। মন্দিরটি সবার তরে খোলা। শহর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বা গোধূলিয়া থেকে সার্ভিস বাস, ট্যাক্সি, টাঙা বা রিকশাতেও যাওয়া চলে। অটোও যাচ্ছে শেয়ারে—লঙ্কা হয়ে। নৌকায় অসি ঘাটে নেমেও কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দেখে ফেরা যায়। রবিবার ছাড়া ১১—১৬-০০ আর মে ও জুন মাসে ৮—১২-০০টায় খোলা।

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়: ১৭৯১এ ব্রিটিশরাজ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভাড়াটে বাড়িতে কুইনস কলেজ স্থাপন করে। পরবর্তীকালে গথিক শৈলীর নতুন এই বাড়িতে উঠে আসে কলেজ। এখানকার সরস্বতী ভবন এবং যাদুঘর দর্শকদের তৃপ্ত করে। লনের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটিও অনবদ্য।

বারাণসীর আর এক ঐতিহ্য তার সিল্ক ব্রোকেড—বেনারসী। যা না হলে আজকাল বাঙালি ললনাদের বিয়েই হয় না। বেনারসী এখানকার এক ঘরোয়া শিল্প। এর প্রশস্তি আজ সারা দুনিয়াময়। GPO লাগোয়া তাঁতিদের নিজস্ব বাজার *Goleghar* কেনাকাটার পক্ষে সুবিধার। গোধূলিয়াতেও দোকান রয়েছে নানান—দেখা যেতে পারে। তবে, কেনাকাটায় দালাল এমনকি হোটেল ম্যানেজমেন্টও পরিহার করে চলা উচিত হবে। কারণ ওদের কমিশন ২০-৩০% যোগ হবে জিনিসের দামে। তেমনই উচিত কেনাকাটায় মান সম্পর্কে সচেতন থাকা। কাশীর প্যাঁড়া আর মালাই-এর মতোই মিষ্টি এখানকার হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। ঠুংরি, তবলা, সেতার, সানাই অর্থাৎ মজলিশী গানে কাশীর খ্যাতি আছে। এমনকি বিশ্ব-বিশ্রুত সেতারবাদক রবিশঙ্কর আবাস গড়েছেন বারাণসীতে।

রামনগর : দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নৌকায় বা গোধূলিয়া থেকে বাসে রামনগর চলুন—অটোও যাচ্ছে শেয়ারে। কনডাকটেড ট্যুরের বাসও দেখিয়ে আনে ১৭.৭ কিমি দূরের রামনগর।

কাশী ভ্রমণে গঙ্গার অপর পাড়ে রামনগরে ১৭ শতকের রাজবাড়িটিও দ্রষ্টব্য। রাজবাড়ির রাজকীয় গেট—প্রহরী দাঁড়িয়ে। রাজবাড়ি তথা অস্ত্রাগার ও প্রাচীন সংগ্রহশালা দেখার জন্য ১.৫০ টাকার টিকিট লাগে। অস্ত্রের সংগ্রহও উল্লেখ্য। ১৮৭২এ B Mulchand-এর তৈরি ঘড়িটিও অভিনব। ঘড়িতে চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থান, দিন-ক্ষণ-সময় সবই নির্ভুল মেলে আজও। আর রয়েছে রাজ-পরিবারের রূপোর পালকি, হাওদা, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও নানান সম্ভার মিউজিয়মের অলঙ্কার হয়ে। বাসও করেন রাজ-পরিবার প্রাসাদ অংশে। দর্শনের সময় ১০—১২-০০ ও ১৪—১৭-০০টা।

রাজা জৈৎ সিং নির্মিত দুর্গামন্দিরটিও দেখবার মতো। সারি সারি প্যানেলে নানান মূর্তি, কোনো প্যানেল জীবজন্তুর, কোনোটা বা দেবদেবীর। মন্দিরে চতুর্ভুজা দেবী দুর্গার পূজা হয়। আশ্বিনে এক মাস ব্যাপী রামলীলা জাঁকালো উৎসব।

কাশী-রামনগর পথে পড়ে **ব্যাসকাশী**। আর রাজবাড়ির পেছনে গঙ্গার পাড়ে ব্যাসদেবের মন্দিরে অষ্টধাতুর তিনমূর্তি—মাঝে ব্যাসদেব, দু'পাশে শুকদেব ও বিশ্বনাথ। মন্দিরে ২৫০ বছরের প্রাচীন ব্যাসদেবের একটি (কল্পিত) তৈলচিত্রও আছে। প্রবাদ, ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হলে পরজন্মে নাকি গাধা হয়।

সারনাথ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

কাশী থেকে ৮ কিমি উত্তর-পূবে সারনাথ। বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ এই সারনাথে। লুম্বিনীতে জন্ম, বোধগয়ায় দিব্যজ্ঞান

লাভ (528 BC); আর সারনাথে সিদ্ধার্থ প্রথম *মহাধর্মচক্র* অর্থাৎ পরম শান্তি মহাজ্ঞান ও নির্বাণ প্রাপ্তির অষ্টমার্গের পথ বা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন তাঁর ৫ শিষ্যের মাঝে। সেই থেকে ১২ শতক পর্যন্ত সারনাথ ছিল শিক্ষা-দীক্ষার পীঠস্থান। ১৫০০ ভিক্ষুর বাস ছিল সারনাথে। খ্যাতিও ছিল তার সারা বিশ্বময়। চীনা পরিব্রাজক ৫ শতকের ফা-হিয়েন ও ৭ শতকের হিউ এন সাঙ-এর বিবরণী থেকেও জানা যায় সে-আখ্যান। সেকালে নাম ছিল এর ঋষিপত্তন—ঋষিদের আশ্রম থেকেই নামকরণ। আর সারঙ্গ অর্থাৎ মৃগ থেকে নাম এসেছে সারঙ্গনাথ বা সারনাথ। চরেও বেড়াচ্ছে মৃগ নতুন গড়ে তোলা আম্র কাননে ছাওয়া **মৃগ উদ্যানে**। গোপবালা সুজাতার হাতে পায়েস গ্রহণে বুদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয়ে তার পাঁচ সাথী বুদ্ধকে ছেড়ে ধর্মচর্চার জন্য এখানে আসেন; বুদ্ধও আসেন তাঁদের খোঁজে। ৬০ জন শিষ্য নিয়ে রূপ পায় সংঘ। দিকে দিকে তাঁরাই গেলেন বৌদ্ধধর্মের বার্তা নিয়ে। আরও পরে অশোকের কালে গড়ে ওঠে বৌদ্ধ-বিহার। আর সারনাথের শেষ মনাস্ট্রিটি গড়েন বারাণসীর রানী কুমারাদেবী (১১১৪-৫৪)। কালে কালে বৌদ্ধধর্মের পড়ন্ত অবস্থা আর তারই মাঝে হুনদের আক্রমণে প্রথম আঘাত এলেও ১১ থেকে ১৭ শতকে বার বার মুসলিম হানায় বিনষ্ট হয়ে হয়ে হারিয়ে যায় সারনাথ। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীর রাজা চৈত সিংহর দেওয়ান জগৎ সিংহর হারিয়ে যাওয়া সারনাথ আবিষ্কার। আর ১৮১৫ থেকে ১৯০৫এ ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননে নবরূপে উদ্ভাসিত হয় সারনাথ।

সারনাথে বাস থেকে নামতেই চোখ যায় **চৌখণ্ডী স্তূপে**। ছোট্ট পাহাড়ী টিলার মতো এক স্তূপের উপর ইটে তৈরি চারকোণা স্তম্ভ। এখানেই বুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানান তাঁর পুরাতন ৫ সাথী। উত্তরকালে ধ্বংস পেতে বাদশাহ আকবর ১৫৮৮তে সংস্কারের সাথে স্মারক গড়েন পিতা হুমায়ুনের সারনাথ ভ্রমণকে বরণীয় করে তুলতে। আরবিতে সেকথার সাক্ষ্য মেলে এর এক দরজায়।

৪৬ মি উঁচু **ধামেক স্তূপটি** আজও অক্ষত অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ৫০০ খ্রিস্টাব্দের স্তূপের নিচের অংশ পাথর আর উপরের অংশ ইটে তৈরি। নিচের ব্যাস ৯৩ ফুট, মধ্যাংশ সরু—আকার তার অর্ধগোলাকার। গায়ের নকশা, ফুল, লতাপাতার কারুকার্য যদিও গুপ্ত যুগের তবে ব্যবহৃত ইট মৌর্যকালের (খ্রিপূ ২০০) বলে প্রমাণিত। জনশ্রুতি, স্তূপের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের অস্থি রক্ষিত আছে। এরই পাশে ১৮২৪এ তৈরি **জৈন মন্দির**।

সম্রাট অশোকের তৈরি **ধর্মরাজিক স্তূপ**টি গড়ে ওঠে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের যেখানে প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন সেই পুণ্যভূমে।

আর ছিল সম্রাট অশোকের গড়া ২০ মি উঁচু **অশোক পিলার**। একদিকে ব্রাহ্মী আর এক দিকে পালি ভাষায় বুদ্ধের বাণী খোদিত। পিলার শীর্ষে অশোক চক্রের উপর ৪ সিংহ মূর্তি। তবে, ৩টি দৃশ্যমান আর ৪র্থ-টি পিছে পড়ায় অদৃশ্য থেকে যায়। ভারত রাষ্ট্রের প্রতীক রূপে গৃহীতও হয়েছে চক্র সহ ৪ সিংহর এই মূর্তি। পিলারের নিচেও মূর্ত হয়েছে —নির্ভয়তার প্রতীক সিংহ, বুদ্ধ জননীর স্বপ্ন-হস্তী, ঘর ছেড়ে দিব্যজ্ঞানের সন্ধানে সিদ্ধার্থের বাহন অশ্ব ও ষণ্ড মূর্তি। তবে, পিলারটি আজ ভগ্ন অবস্থায়, সিংহমূর্তিও মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে।

বুদ্ধের একনাগাড়ে তিনমাস ধ্যানের স্মারকরূপে গুপ্তরাজাদের গড়া মূল গন্ধকুটি বিহারের স্থলে ১৯৩১এ মহাবোধি সোসাইটি ৬১মি উঁচু **মূলগন্ধকুটি বিহার** গড়েছে নতুন করে। ধামেক স্তূপের কিছুটা দূরে গাছপালায় ছাওয়া বুদ্ধগয়ার ধাঁচে তৈরি। ১৯৩২-৩৬এ বিহারের দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনগাথা সজীব করে তুলেছেন জাপানি শিল্পী Kosetsu Nosi. লাইব্রেরির সংগ্রহও উল্লেখ্য। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির মূল পিপুল বৃক্ষ অর্থাৎ বোধিবৃক্ষের একটি চারা শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরা থেকে এনে রোপিত হয়েছে। বৃক্ষতলে বেদীর ওপর বুদ্ধ মূর্তির সামনে—অস্মজী, মহানামা, ভদ্দিয়, ওয়াপ্পা, কোন্দানয় পাঁচ শিষ্যের মূর্তি। প্রতি বছর নভেম্বরের পূর্ণিমায় সম্মেলন বসে। দেশ-দেশান্তর থেকে আসেন ভক্তের দল।

চত্বরের বাইরে পুবে এগুতেই **চীনা মন্দির**। ১৯৩৯এ তৈরি মন্দিরে চিত্রে বুদ্ধকাহিনী দেখে নেওয়া যায়। চীনা শৈলীর ছাপ রয়েছে, বুদ্ধ মূর্তিটিও সুন্দর। থাই, জাপান, তিব্বতীয় **মনাস্ট্রি** ও বার্মিজ **বিহার** হয়েছে সারনাথে।

নীল আকাশের নিচে—সুন্দর সাজানো বাগিচায় বসেছে প্রত্নতাত্ত্বিক **মিউজিয়ম**। ৫-৬ শতকের নানান মুদ্রায় বুদ্ধ মূর্তি, ধর্মচক্রের উপর চার সিংহ ছাড়াও খননে পাওয়া মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের নানান সম্ভার দেখে নেওয়া যায়। ৯-১২ শতকের হিন্দু দেবদেবীরাও স্থান পেয়েছেন মিউজিয়মে। একটি পাথরের বাক্সও রয়েছে। জনশ্রুতি, এর মধ্যে এক সোনার পাত্রে বুদ্ধের দেহাবশেষ অর্থাৎ অস্থি মেলে। অস্থি গঙ্গায় বিসর্জিত হলেও সোনার পাত্রের আর হদিশ মেলেনি। শুক্র ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

আর আছে বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে সারঙ্গনাথেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির। সঙ্গেশ্বর মহাদেবও বলে থাকে লোকে সারঙ্গনাথেশ্বর শিবকে।

বৈশাখ (মে) মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুদ্ধের জাঁকালো জন্মোৎসবে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে সারনাথে। গোধূলিয়া থেকে রিকশা, টাঙা, অটো, ট্যাক্সি বা বাসে যাওয়া চলে; গোধূলিয়া ও লাহুরাবীরা থেকে অটো ও টেম্পো যাচ্ছে শেয়ারে। আবার কনডাকটেড ট্যুরের বাসও দেখিয়ে আনে সারনাথ। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে সারনাথে। স্টেশন ভবনটিও সুন্দর।

থাকার জন্য আছে UPSTDC-র *Tourist Bungalow* ✆ 42515, D ১৫০, A-c D ২৫০, ডর্মিতে ৪০; *বিড়লা রেস্ট হাউস, মহাবোধি গেস্ট হাউস, ধরমশালা ও DB.* আর আছে নানান ক্যান্টিন—আহার্য মেলে। তবে থাকার দরকার হয় না, সারনাথ দেখে বারাণসী ফিরুন।

বারাণসী থেকে ৭৯, মোগলসরাই-এর ৫৫ কিমি দূরে বিন্ধ্যপর্বতের পুবে নভেম্বর থেকে জুন মাসে ৭৮ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত **চন্দ্রপ্রভা বন্য প্রাণী স্যাঙ্কচুয়ারি**তে সিংহ, চিতা, চিঙ্কারা, বন্য শুয়োর, শম্বর, নীলগাই দেখে নেওয়া যায়। উৎসাহীরা Tourist Officer, Parade Kothi, Cantt, ✆ 42368, Varanasi বা DFO, Forest Division, Ramnagar, Varanasi, ✆ 2331-কে লিখুন।

তেমনই বারাণসী থেকে ১৫ কিমি দূরে মির্জাপুর জেলায় আরণ্যক পরিবেশে **টাণ্ডা জলপ্রপাত**, ৯৩ কিমি দূরে **উইনধাম জলপ্রপাত**, ৮০ কিমি দূরে **রাজদারি ও দেবদারি** প্রপাত বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে বাসে।

অত্যুৎসাহীরা বারাণসী থেকে ১১৬, মোগলসরাই থেকে ১০১ কিমি দূরে বিহারের **সাসারাম**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। বারাণসী থেকে ৪-৩০এ আসানসোল প্যা, মোগলসরাই থেকে ৯-১৫য় বরকাকানা প্যাসেঞ্জারে ২½ ঘণ্টায় সাসারাম পৌঁছে দিনভর দেখেশুনে ১৭-৪৪এর আসানসোল-বারাণসী প্যাসেঞ্জারে বারাণসী ফেরা যেতে পারে। বাসও চলে এপথে। গ্রান্ড কর্ড লাইনে কলকাতা থেকে ৫৬০ আর ডেহরী অন শোন পেরিয়ে ১৯ কিমি যেতে সাসারাম। পাটনার দূরত্ব ১৪৭ কিমি। হাজার বর্গফুটের এক জলাশয়ের মাঝে আফগান স্থাপত্যশৈলীতে লাল বেলেপাথরে গড়া ৪৬ মি উঁচু গম্বুজ মাথায় সমাধি সৌধ হয়েছে ১৫৪৫এ মৃত আফগান নায়ক শের শাহ্ সুরীর। তবে, পদ্মফুল, ছাদ থেকে ঝুলে থাকা শিকল হিন্দু স্থাপত্যের কথা স্মরণ করায়। বিস্তার এর ২২মি—তাজের থেকেও ৪মি বড়। অষ্টকোণাকৃতি এই সমাধি সৌধ জীবদ্দশায় শের শাহ্‌রই তৈরি। শের শাহ্‌র পিতা ও পুত্রের সমাধিও এই সাসারামে। তবে, অবহেলা পরিবেশকে কলুষিত করেছে। আর রয়েছে শহরের পুবে চন্দন পীর পাহাড়ে অশোক পিলার ও মুসলিম তীর্থ চন্দন পীর দরগা সাসারামে। ১৭ কিমি দূরে ডেহরী অন শোন-এ শের শাহ্‌র তৈরি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেল ৩ কিমি দীর্ঘ সেতুতে গঙ্গা পেরুচ্ছে। ৩৮ কিমি দূরে পাহাড়ী টিলায় রোহ্‌তাস দুর্গ। থাকারও হোটেল আছে সাসারাম রেল স্টেশনের অদূরে, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে *Tourist L*, D ১২৫-২০০।

জৌনপুর : পর্যটক মানচিত্রে উল্লেখ্য না হলেও বারাণসী থেকে ট্রেন বা বাসে ঘণ্টা দুয়েকে উচিত হবে জৌনপুর বেড়িয়ে নেওয়া। দূরত্ব—বারাণসী ৫৮, এলাহাবাদ ১১৫, অযোধ্যা ১৪৪, লক্ষ্ণৌ ২৪০ কিমি। রেল সংযোগ রয়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে জৌনপুরের। এমনকি হাওড়া-অমৃতসর, হাওড়া-দেরাদুন, হাওড়া-জম্মু ত্রিসাপ্তাহিক হিমগিরি, শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই, ফারাক্কা এক্সও যাচ্ছে জৌনপুর হয়ে। এলাহাবাদ-জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ-জৌনপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনও চলছে। থাকারও নানান ব্যবস্থা—PWD-র *IB, H Gomoti, Marwari Dharamshala* আছে জৌনপুরে।

১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের হাতে শহরের পত্তন। রাজধানীও ছিল সেকালে। গোমতী নদীর উত্তর পারে পুরাতন শহরে ৩ বর্গ কিমি জুড়ে নানান হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে ওঠে ১৩৯৪-১৪৭৮-এ নানান মসজিদ। স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলিম শৈলীর সমন্বয় ঘটেছে। আর উল্লেখ্য রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে GPO-র কাছে ১৪০৮এ হিন্দুর দেবী অটলা মন্দিরের উপর গড়া অটলা মসজিদ, ৫০০মি দক্ষিণে ১৩৬০এ ফিরোজ শাহ্‌র গড়া জৌনপুর দুর্গ, ১৫৬৪-৬৮র মধ্যে আকবরের গড়া আকবর ব্রিজ, সেতু থেকে ১ কিমি উত্তরে ১৪৩৮-৭৮এ গড়া বৃহত্তম জামি মসজিদ ছাড়াও নানান কিছু। শিকান্দার লোধীর ধ্বংসলীলায় মসজিদগুলি অক্ষত থাকে জৌনপুরের। আর ১৫৩০এ মোগল দখলে যায় জৌনপুর।

অযোধ্যা

অযোধ্যা মথুরা গয়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের পিতা সূর্যবংশীয় (ইক্ষ্বাকু/রঘুবংশীয়) রাজা দশরথ রাজত্ব করেন মনুর সৃষ্ট অযোধ্যায়। ত্রেতা যুগে বিষ্ণুর ৭ম অবতাররূপী রামচন্দ্রের জন্মও এই অযোধ্যায়। সরযূ নদীর দক্ষিণ পারে সপ্ততীর্থের অন্যতম পুণ্য হিন্দুতীর্থ অযোধ্যা। ৪৮x৮ ক্রোশ ব্যাপ্ত অযোধ্যা নগরীর অতীত গরিমা লোপ পায় বংশ লুপ্ত হতে। গুপ্তকালে (২০০-৪০০খ্রি) বিক্রমাদিত্য অতীত পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেও সবই লীন হয় কালের কবলে। উত্তরকালে (১৭-১৯ শতক) অযোধ্যার নবাবেরাও ইতিহাসখ্যাত। তবে, নামান্তর ঘটে অযোধ্যা হয় আয়ুধ (Auadh)। তবুও নানান মন্দির অযোধ্যার পথে ঘাটে।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ১½ কিমি দূরে সরযূ নদী—হাজারো মন্দির অযোধ্যায়। ½ কিমি দূরে বামহাতি গলিপথে হনুমানগড়ি। বিশাল চত্বর জুড়ে দুর্গরূপী মন্দিরে দেবতা রাম-সীতা। রুপোর পাতে মোড়া দরজা। অদূরে টিকমগড়ের রাজার গড়া কনকভবন বা সোনে কা ঘরে সোনার দেবতা রাম-সীতা, বর্ণাঢ্য এই মন্দিরে দেবতা রয়েছেন আরও নানান; বাল্মিকী আশ্রমে রামচরিত মানস; পাশেই সুমিত্রা ভবন; স্বর্গদ্বার অর্থাৎ শ্রীরামের শেষকৃত্য স্থল; লক্ষ্মণঘাট, সীতাঘাট, সীতাদেবীর রসুইখানা, কৈকেয়ীভবন, ত্রেতাকে ঠাকুর, আমাওয়ান মন্দির, জৈন মন্দির, ব্রহ্মকুণ্ড, ২ কিমি দক্ষিণে বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মণি পর্বত, কুবের পর্বত, সুগ্রীব পর্বত, নাগেশ্বরনাথ শিব মন্দির পর্যটক ও তীর্থযাত্রী দুইয়েরই কাছে আদরণীয়।

তবুও যেন হনুমানগড়ির পিছে কিংবদন্তীতে ঘেরা রাম জন্মভূমির আকর্ষণ আজ অদ্বিতীয়। অতীতের মূল মন্দির ধ্বংসে পেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ৮৪টি থামসহ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। জন্মভূমিতে শ্রীরামের ছোট্ট মন্দির। সকাল ৮-০০টায় দ্বার খোলে। সঙ্কীর্ণ গলিপথে পুলিসের বেড়াজাল ডিঙিয়ে চলতে হয়। ৫০ মি দূরত্বে জন্মস্থান। ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে সংবাদের শিরোনামও হয়েছে পুণ্যভূমি অযোধ্যা। রামমন্দির ও বাবরি মসজিদ বিতর্কে সারা বিশ্ব আজ উদ্বেলিত। কিংবদন্তী, শ্রীরামের জন্মস্থানে অতীতের মন্দির ভেঙে ১৫২৮এ বাবরের ফরমান বলে গড়ে ওঠে বাবরি মসজিদ। মসজিদটি রুদ্ধ, অলিন্দে (জন্মস্থান) পূজা হয় রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দেবীর। নতুন করে প্রস্তুতি নেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৫০ কোটি টাকায় শ্রীরামের জন্মভিটায় নবরূপে রামমন্দির গড়ার। ১৯৮৯-এর ৯ই নভেম্বর মসজিদের মুখোমুখি ২৭০ মি দূরত্বে শিলান্যাসও সম্পন্ন হয়েছে রাম মন্দিরের। মন্দির গড়তে ক্ষতির আশঙ্কায় আদালতের দ্বারস্থ হন বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। নানান ঘটনার ঘনঘটায় অবশেষে ১৯৯০-এর ৩০শে অক্টোবর করসেবায় মন্দির গড়তে অংশ নেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভারত জুড়ে শ্রীরাম রথযাত্রার ঐতিহাসিক মিছিলের গতিরোধ হয় বিহার রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণে। সরকার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আলোড়ন ওঠে ভারত রাষ্ট্রের সংসদ ভবনে। পতন ঘটে ভি পি সিংহের নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের। সাময়িকভাবে স্তিমিত হলেও গবেষণা চলছে আজও শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে মন্দির-মসজিদ বিতর্কের সমাধান খুঁজে পেতে। তবে, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করসেবকদের করে ধূলিসাৎ হয়েছে মন্দির-মসজিদের অতীত সৌধ। পরিণতি রূপে রক্তস্নাত হয় সারা বিশ্ব। প্রস্তাব উঠেছে— স্থিতাবস্থা বজায় রেখে নতুন করে মন্দির ও মসজিদ গড়ার। ৬৭ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছে বিতর্ক এড়িয়ে মন্দির ও মসজিদ গড়ার জন্য। বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির দখল পেতে ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য বহাল রাখতে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে আইনের মাধ্যমে সমাধান পেতে রায় মিলেছে (২৩.১০.৯৪) সুপ্রীম কোর্টের। রামলালার মন্দির গড়ার মানসে অরাজনৈতিক সন্তদের নিয়ে ন্যাসও গঠিত হয়েছে। আর হচ্ছে রাম-কি-পিয়ারীঘাট সরযূতে—যেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় শ্রীরামের। স্নানেও পুণ্যি মেলে সরযূর জলে। এরই দক্ষিণ-পশ্চিমে লক্ষ্মণঘাটে স্নান করতেন লক্ষ্মণ। আর আছে অজস্র লালমুখো হনুমান সারা অযোধ্যায়। তবে, রোষ নেই যাত্রীর প্রতি এদের। মার্চ-এপ্রিলে রামনবমীর জাঁকালো উৎসবে মেলা বসে অযোধ্যায়। আবার বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থরূপেও সমধিক খ্যাতি আছে অযোধ্যার। নামও ছিল সাকেত বৌদ্ধকালে অযোধ্যার। কথিত আছে, ১৪টি গ্রীষ্ম কাটান বুদ্ধ অযোধ্যায়। ৫ জন জৈন তীর্থঙ্করের জন্মও এই অযোধ্যাপুরীতে।

মোগলসরাই/বারাণসী-লক্ষ্ণৌ-ফৈজাবাদ ব্রডগেজ লুপ রেলপথে অযোধ্যা। বারাণসী থেকে ২১৬ কিমি, লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ১৩৪ আর ফৈজাবাদ ৭ কিমি মাত্র। নিয়মিত রেল ও বাস সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর সঙ্গে অযোধ্যার। বাস আসছে কানপুর ২২৮, এলাহাবাদ ১৭৫, গোরক্ষপুর ১৩২, শ্রাবস্তী ১০৯, দিল্লী ৬৪৩ কিমি ছাড়াও উত্তর ভারতের দিগ্বিদিক থেকে NH-28-এর অযোধ্যাপুরীতে। ½ কিমির ব্যবধানে বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশনের অবস্থান অযোধ্যায়। কলকাতা থেকে শিয়ালদহ-জম্মু এক্স, হাওড়া-দেরাদুন দুন এক্স, বারাণসী/অযোধ্যা (৬-১৭/১৫-৩২এ পৌঁছে) লক্ষ্ণৌ হয়ে যাচ্ছে। সবরমতী, শতদ্রু এক্স, বারাণসী-লক্ষ্ণৌ প্যা, বারাণসী-বেরিলি এক্স, মজফ্ফরপুর-দিল্লী সদভাবনা এক্স, ফারাক্কা এক্স, তাপ্তি-গঙ্গা, সরযূ-যমুনা, গঙ্গা-যমুনাও যাচ্ছে বারাণসী থেকে অযোধ্যা হয়ে লক্ষ্ণৌ-এ। পায়ে পায়ে বা অটোয় বা রিকশায় সাঙ্গ করুন অযোধ্যা দর্শন।

Gorakhpur-Ayodhya-Lucknow

0 Km	Gorakhpur	
5 "	Road Jn	
	To Varanasi	207 km
66 "	Basti Jn	
	To Sravasti	144 km
	" Lumbini	98 km
71 "	Basti Town	
96 "	Hariya	
126 "	Katragundu	
130 "	River Saraju	
132 "	Ayodhya	
139 "	Fyzabad	
171 "	Mohammadpur	
239 "	Barabanki	
	To Ramnagar	27 km
	" Balarampur	126 km
266 "	Lucknow	

রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই ডানহাতি UP Tourism-এর *Pathik Niwas Saket*, ✆ 71038, DAB ৫০০, ৮৫০, ১১০০, Hut ৮২৫; আহারও মেলে ক্যান্টিনে। অবু: Tourist Officer, Ayodhya. বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে *Birla Dharamshala*, ৬০-১০০ টাকায় বাথ সংলগ্ন ঘর, থাকার পক্ষে ভালই। আর আছে *মানস ভবন, কনক ভবন, গুজরাট ভবন, জানকী মহল, জৈন, বাল্মিকী ভবন, চমনলাল, রামদেও, চন্দ্রেশ্বর, শ্যামসুন্দর* ছাড়াও নানান ধরমশালা; *Chandra Bhawan GH, রেলের রিটায়ারিং রুম*-ও আছে *সাকেতের পথে* অযোধ্যায়।

ফৈজাবাদ : অযোধ্যা ভ্রমণার্থীদের একান্তই উচিত হবে ৭ কিমি দূরে অযোধ্যা নবাবদের প্রথম রাজধানী আজকের জেলাসদর ফৈজাবাদ বেড়িয়ে নেওয়া। ঘর্ঘরা নদীর দুই শাখায় ঘেরা ক্যান্টনমেন্ট নগরী ফৈজাবাদ। তৃতীয় নবাব Shuja-ud-Daula বাহু বেগমকে সিংহাসনে বসান। আর বাহু বেগমের মৃত্যুর পর নবাবী গৌরব ম্লান হয়ে পড়ে ফৈজাবাদে। ৪র্থ নবাব Asaf-ud-Daula ফৈজাবাদ ছেড়ে লক্ষ্ণৌ গেলেন
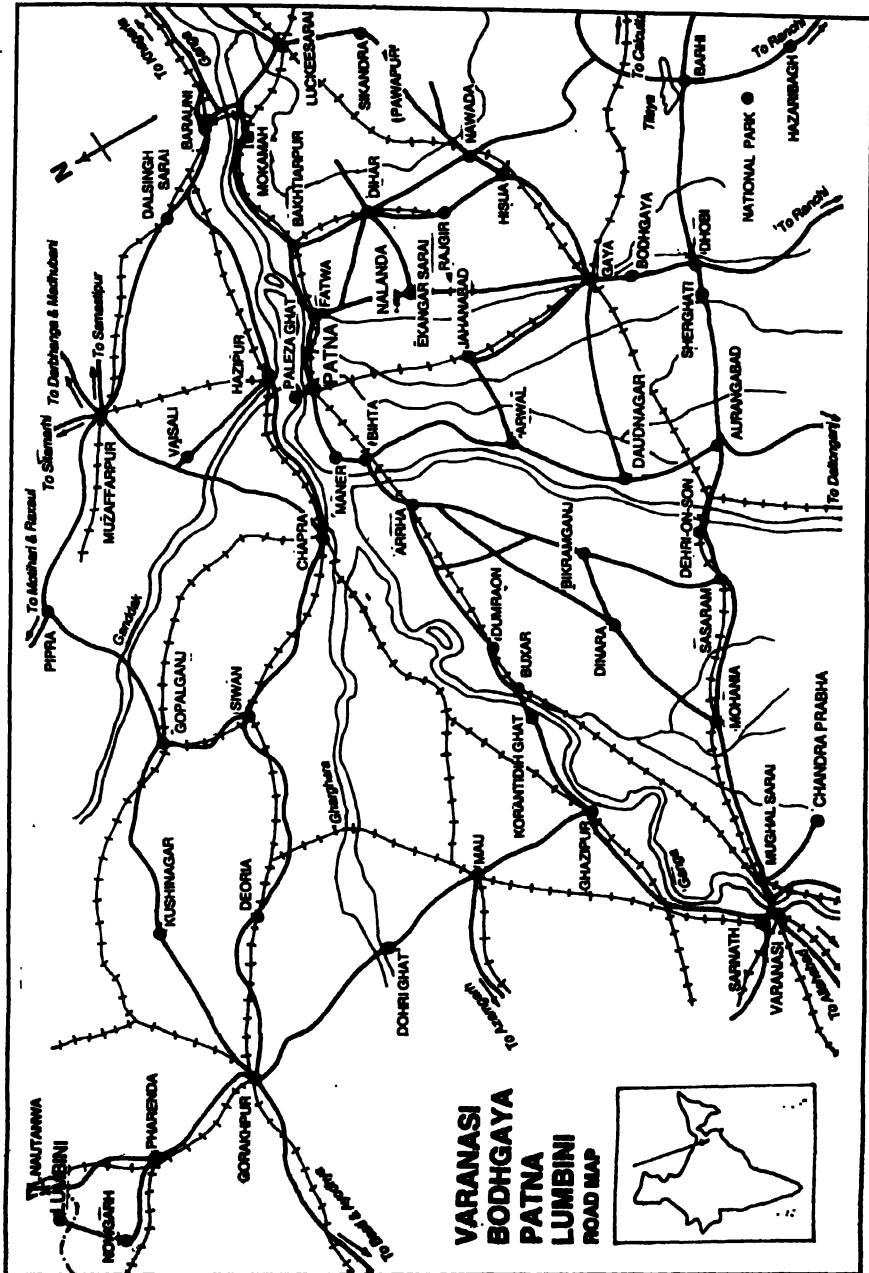
রাজ্যপাট নিয়ে। শেয়ারে ট্যাক্সি, মুহুর্মুহু বাস ও টেম্পো যাচ্ছে অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদে। বাস থেকে ২ কিমি দূরের ক্যান্টে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫তে দ্বারোদঘাটিত ডোগরা রেজিমেন্টের মন্দিরে দেবতা রাম-সীতা। এছাড়াও দেবতা রয়েছেন ডাইনে— গায়ত্রীমাতা, রাধা-কৃষ্ণ; বামে—দুর্গা ও লক্ষ্মী-নারায়ণ। অষ্টধাতুর শিব-পরিবার, মহিষাসুর-মর্দিনীও রয়েছেন মন্দিরে। মন্দিরটি সুন্দর। মন্দির থেকে ১ কিমি দূরে ঘর্ঘরা নদীতে গুপ্তার ঘাট—পরিবেশ রমণীয়। ঘাটের পাড়ে ৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দিরে দেবতা রাম-সীতা। পথেই পড়ে পঞ্চমুখী উদ্যান। ফৈজাবাদের অন্যতম আকর্ষণ তার মকবারা। বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে নবাব সুজাউদ্দৌলার তৈরি মকবারাটির স্থাপত্য ও বিশালত্ব অনবদ্য। শায়িত রয়েছেন বাহু বেগম মকবারায়। মকবারা থেকে ১ কিমি দূরে গোলাপবাড়ি। গোলাপবাড়িতে শায়িত রয়েছেন নবাব সুজাউদ্দৌলা— রঙবেরঙের হাজারো গোলাপ গাছ, মনোরম বাগিচার মাঝে মকবারা। চক এলাকার মসজিদ ৩টিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। তবে, প্রচারের অভাবে পর্যটন মানচিত্রে উপেক্ষিত ফৈজাবাদ।

থাকারও নানান ব্যবস্থা—*রেলের রিটায়ারিং রুম;* বাস স্ট্যান্ডের কাছে *Tirupati H, H Amber, H Shuny Avadh, H Abha, H Priya,* ছাড়াও হোটেল আছে নানান ফৈজাবাদে। এদের কাছে D ১০০-১৭৫ A/c D ২৫০-৩৭৫ মেলে। ট্রেন ও বাসেরও আধিক্য মেলে ফৈজাবাদ থেকে উত্তর ভারতের নানান দিকের। বাস যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, বারাণসী ৩ ঘণ্টায়, এলাহাবাদ ৪ ঘণ্টায় ফৈজাবাদ থেকে। সোনাউলিরও সরাসরি বাস মেলে প্রত্যুষে।

নৈমিষারণ্য ও মিস্রিখ

গোমতী নদীর তীরে অতি প্রাচীন তীর্থ। ব্রহ্মা দিব্যচক্রের স্থান দান করেন তীসাপুর জেলার নৈমিষারণ্যে। ষাট সহস্র ঋষির তপোবন—সাধু-সন্তের বাস। পুরাণ বলে গৌরমুখ মুনি নিমেষে অসুর ভস্মীভূত করেন—সেই থেকে নাম হয়েছে নৈমিষারণ্য। গোমতীর জলে স্নানে পুণ্য হয়। বেদ-ব্যাসের মহাভারতও রচিত হয় নৈমিষারণ্যে বসে। আর আছে ব্যাস গদি, শুক গদি, হনুমান গদি, ললিতাদেবীর মন্দির ও আনন্দময়ী মার আশ্রমের পাশে কূপ নৈমিষারণ্যে। লোকশ্রুতি, পাণ্ডবদের তৈরি কূপ এটি। ৯ কিমি দূরের মিস্রিখে আছে দধীচি কুণ্ড। প্রবাদ, দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি দধীচি কুণ্ডের জলে স্নান সেরে দেহত্যাগ করে নিজ অস্থি দেন ইন্দ্রকে বজ্র গড়ে বৃত্রাসুরকে বধ করতে। বাস যাচ্ছে।

থাকারও নানান ব্যবস্থা—*Tourist Bungalow, PWD* ও *Irrigation বাংলো;* সাধারণ হোটেল ও ধরমশালা আছে নৈমিষারণ্যে।

লক্ষ্ণৌ থেকে উত্তর রেলে ৮৯ কিমি দূরে সীতাপুর। সীতাপুর-বালামৌ ব্রডগেজ শাখা রেলে নৈমিষারণ্য। সীতাপুর ক্যান্ট থেকে ১১-০০, ১৭-৫০এ ১½ ঘণ্টায় ট্রেন যাচ্ছে ৩৯ কিমি দূরের নৈমিষারণ্যে। লক্ষ্ণৌ থেকে দিনে দিনে ট্রেন, বাস বা ট্যাক্সিতে বেড়িয়েও ফেরা যায় সীতাপুর হয়ে। দিল্লী-গোণ্ডা এক্স যাচ্ছে সীতাপুর ক্যান্ট হয়ে।

হরিদ্বার

হাওড়া থেকে ২০-১৫য় 3009 দুন এক্সে পথে পড়ে হরিদ্বার। একটা সকাল ট্রেনে কাটিয়ে দ্বিতীয় সকাল ৫-০০টায় হরিদ্বার পৌঁছান। আসানসোল/ধানবাদ/বারাণসী/লক্ষ্ণৌ/বেরিলি/ মোরাদাবাদ হয়ে দুন যাচ্ছে। হাওড়া থেকে দূরত্ব ১৪৭২ কিমি, হরিদ্বার থেকে দেরাদুন আরও ৫২ কিমি। আবার হাওড়া-জম্মু/অমৃতসর রেলপথের লক্সারে নেমেও ২৮ কিমি দূরের হরিদ্বার যাওয়া চলে শাখা রেল বা বাসে। লক্সার থেকে ট্রেন যাচ্ছে ১-৩৫, ৪-৩০, ৫-১৫, ৫-৫০, ৮-২০, ১১-০৫, ১৩-৩০, ১৬-৪৫, ২০-০০টায় হরিদ্বারের। রেল যাচ্ছে আম্বালা, পাঠানকোট, জম্মু, অমৃতসরেও লক্সার হয়ে। আর ৮-৫৫য় বারাণসী ছেড়ে পরদিন ৬-২৫এ হরিদ্বার পৌঁছে দেরাদুন যাচ্ছে 4265 বারাণসী-দেরাদুন এক্স; মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে আসা দেরাদুন এক্স ৬-২৫এ নিউ দিল্লী, ৭-৪০এ দিল্লী জং ছেড়ে হরিদ্বার আসছে ১৪-৩৫এ; ১৩-০৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ১৬-৫০এ হরিদ্বার পৌঁছে ১৮-৩০এ দেরাদুন যাচ্ছে উজ্জয়িন-দেরাদুন এক্স, সোম ও শুক্রবার নতুন দিল্লী থেকেই ছাড়ছে উজ্জয়িন এক্স। আর দিল্লী জং থেকে ২২-২০এ ছেড়ে পরদিন ৫-১০এ হরিদ্বার পৌঁছে ৭-৪৫এ দেরাদুন যাচ্ছে 4041 মুসৌরী এক্স। দেরাদুন-আলিগড়-এলাহাবাদ লিঙ্ক 4114 সঙ্গম এক্সও যাচ্ছে হরিদ্বার হয়ে। আর বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন ৭-১০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ৯-৪৫এ সাহারানপুর, ১১-০৯এ হরিদ্বার পৌঁছে ১২-২৫এ দেরাদুন যাচ্ছে 2017 শতাব্দী এক্স; শতাব্দী ফেরে ১৭-০০টায় দেরাদুন, ১৮-০৪এ হরিদ্বার ছেড়ে ২২-২০এ নতুন দিল্লী।

আর বাস যাচ্ছে উত্তর ভারতের দিকে দিকে হরিদ্বার থেকে। UPSRTC ছাড়াও নানান প্রতিবেশী রাজ্যের ডিলাক্স, সেমি ডিলাক্স ও সাধারণ যাত্রী বাস সার্ভিস গড়েছে হরিদ্বার থেকে সারা উত্তর ভারতের। বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু ৫-৩০ থেকে ২৩-৪৫এ ৫ ঘণ্টায় ২০৩ কিমি দূরের দিল্লীর কাশ্মীরি গেট হরিদ্বার থেকে; ৩৬৮ কিমি দূরের আগ্রায় যাচ্ছে ১০ ঘণ্টায় ৫-৩০, ৬-৩০, ৭-৩০, ১৬-৩০, ১৮-৩০, ১৯-৩০, ২১-০০; ৩৫৮ কিমি দূরের মথুরা যাচ্ছে ৫-৩০, ৬-৩০, ৮-৩০, ২২-০০, প্রাইভেট ডিলাক্সও যাচ্ছে রাতে; বৃন্দাবন যাচ্ছে ২২-০০টায়; ২১০ কিমি দূরের আম্বালায় যাচ্ছে ৬-০০, ৮-০০, ৯-১৫, ১১-৩০, ১২-৪০, ২২-৫০; ৩৬৫ কিমি দূরের সিমলায় যাচ্ছে ৬-০০, ৮-০০, ৯-১৫, ২২-৫০; ২৩৬ কিমি দূরের চণ্ডীগড় যাচ্ছে ৬-৫০, ৭-৪৫, ৮-৪০, ১১-৩০, ১২-৪০; মানালি যাচ্ছে ৪-০০টায়; পাঠানকোট যাচ্ছে ৫-৩০, ১০-০০, ১৭-০০, ২০-৩০; কুলু ১৬-০০টায়, ধরমশালা ৩-৩০; ৩৩৭ কিমি দূরের হালদুয়ানি যাচ্ছে ৯-০০, ১১-০০, ১৮-০০; ২৯৯ কিমি দূরের নৈনীতাল যাচ্ছে ৫-৩০, ৮-৩০, ৯-১৫, ১৮-৩০; গোয়ালিয়র যাচ্ছে ৭-৩০; জয়পুর যাচ্ছে ৮-৩০, ১২-০০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৭-৩০; এছাড়াও বাস যাচ্ছে উত্তর ভারতের দিকে দিকে হরিদ্বার থেকে। বাস যাচ্ছে UPSRTC, DTC, হিমাচল, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও

হরিয়ানা রাষ্ট্রীয় পরিবহণের। তবে, বেশির ভাগ বাস হৃষীকেশ থেকে রওয়ানা হয়ে আসছে। এ-ছাড়া বাস ও শেয়ার ট্যাক্সি যাচ্ছে দেরাদুন ৫২, মুসৌরী ৮৯ ও ২৪ কিমি দূরের হৃষীকেশ হরিদ্বার থেকে। আর, GMVN-এর বাস মরসুমে (মে-অক্টোবর মাস) যাচ্ছে ১২৩ টাকায় বদরীনাথ, বদরী থেকে গৌরীকুণ্ড ৯১, গৌরীকুণ্ড থেকে হরিদ্বার ৯৫ টাকায়। নিকটতম প্রাইভেট বিমান Jagsan-এর দিল্লী-দেরাদুন সংযোগকারী ৪২ কিমি দূরের Jolly Grant. রেল ও বাস দুইয়েরই অবস্থান মুখোমুখি হরিদ্বারে। ট্যুরিস্ট অফিস সামান্য উত্তরে রেল ও বাস থেকে। শহরে চলছে রিকশা, অটো, টাঙা ও ট্যাক্সি।

ধরমশালার শহর হরিদ্বার। পাঁচ শতাধিক ধরমশালা আছে হরিদ্বারে। তবে, নামেই এগুলি ধরমশালা! আসলে হোটেল ব্যবসা চলছে ফুলে-ফেঁপে। এমনকি রিকশার সঙ্গে কমিশন প্রথারও চল আছে এদের কারও কারও। রেল স্টেশন থেকে হর-কি প্যারীর মধ্যে বিস্তার এদের। ঘরে বসে গঙ্গার শোভা দেখতে চাইলে ৮-১০ টাকায় রিকশায় হর-কি প্যারী ঘাটের যে-কোনও হোটেলে পৌঁছে যান। টেম্পোও যাচ্ছে ৫ হারে শেয়ারে। ৮৫ থেকে ২২৫ টাকায় প্রশস্ত ঘরও মেলে। তবে যাত্রী সমাগমের উপর এদের রেটে হেরফের ঘটে। বিশেষ করে মে, জুন, অক্টোবরে রেট এদের লাগাম ছাড়া। হরিদ্বার নিরামিষাশী। খাবারের জন্য বিষ্ণুঘাটে—*দাদা-বৌদির হোটেল*, বাঙালিদের কাছে অধিক প্রিয়। আর আছে ট্যুরিস্ট অফিসের অদূরে *চটিওয়ালা হোটেল*, থালি মিলের সাথে চীনা ও দক্ষিণী আহার্য মেলে। অদূরে *হোটেল শিবলিক*—এদেরও আহারে যথেষ্ট সুনাম। এছাড়াও হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে হরিদ্বারে যত্রতত্র। হরিদ্বারের আর এক বিশেষত্ব বাঙালি যাত্রী আকর্ষণে বাংলা হরফে সাইনবোর্ড।

থাকার জন্য নানান ধরমশালা হরিদ্বারে। অবস্থান মাহাত্ম্যে বিষ্ণুঘাটে *ভোলা গিরি আশ্রম*-এ বাঙালির আনাগোনা ঘটে চললেও নানান যাত্রীর মনে ক্ষোভও নানান। ৫-৭ জন থাকা যায় এমন ঘর বাথ সংলগ্ন ৭১ কমন বাথ ৩৯; লাগোয়া গলিপথে *শ্রীবহাবলপুর ভবন*, পাশেই *গণেশ ভবন*—দুইয়েরই ব্যবস্থাপনা ভাল, এদের ঘর ৫০/ ৩০। রামঘাটে—*জয়পুরিয়া গেস্ট হাউস*-এ প্রতিজনা ৪০। বিপরীতে *আনন্দীরাম*; বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশনের কাছে দেওপুরায় *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ*; কনখল রোডে *শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন*; Main Rd-এ *কালী কমলি*; ট্যুরিস্ট অফিসের বিপরীতে Lattaroa Bridge-এ *গুজরানওয়ালা, বিষ্ণুভবন, মুলতান, চিন্তামণি, পরমানন্দ নিকেতন, সিন্ধি পঞ্চায়েত*—এদের ব্যবস্থাপনা ভালই। এছাড়া *বিড়লা গেস্ট হাউস, মাতাজীর বাড়ি, কলকাতা, আর্য-সমাজ মন্দির, সেবা সমিতি, মাদ্রাজী, অমৃতসর-ওয়ালি, লক্ষ্ণৌওয়ালি, গঙ্গা নিলম, বিকানীর, গীতা ভবন, গোরক্ষনাথ মন্দির গেস্ট হাউস, শঙ্করাচার্য, বাসন্তী দেবী, সুরযমল, মিশ্র, গোয়েল, ভাটিণ্ডাওয়ালি* ছাড়াও ধরমশালা রয়েছে আরও নানান হরিদ্বারে।

হোটেলও আছে নানান বিভিন্ন মানের বিবিধ দামের Hardwar, STD-0133এ। মে-জুন ও অক্টোবরে মরসুম এদের। রেটও তখন লাগাম ছাড়া। বিষ্ণুঘাটে—*H Sona*, ✆ 426340, DAB ১২০-২০০; বিপরীতে *Ganga Lahari*, D ২০০ থেকে; *H Raj*, ✆ 427639, DAB ২০০-২৭৫; *H Vikrant*, ✆ 425532, DAB ৩০০, কল বুকিং: Dimond ✆ 276714; *H Ahuja: H Raj Deluxe*, Balla Rd, DAB ১৭৫-৩৫০। *H Suriya*, Barabazar, DAB ২০০। হরি-কি-পাউরী ঘাটে—*New Royal H*, ✆ 426315, DAB ১৫০-২২৫; *H Alka*, ✆ 427444, DAB ৩০০ TAB ৪২৫ A-c D ৪৫০ T ৫০০; *H Teerth*, ✆ 427111, A-cD৬০০-৮৫০ A/c D ৯৫০; *L Gyan Niketan*, ✆ 425348, DAB ২৭৫-৪৫০ TAB ৩৫০-৬৫০ FAB ৫০০-৮৫০ A-c D ৪৫০-৬৫০; *H Bharti*, DCB ১৫০ DAB ১৭৫-৩২৫; *H Shantiniketan*, S ১২৫ D ১৭৫; থাকার পক্ষে ভালই *H Mansarovar International*, Upper Rd, ✆ 426501, DAB ৪৫০-৬৫০ A/c D ৮৫০, আহার্যেও সুনাম যথেষ্ট, কল বুকিং: Dimond ✆ 276714; *Mayur H*, Upper Rd, D ২০০-৩২৫; *Sankar Niwas H*, Upper Rd, S ১০০ D ১৭৫ T ২৫০। হরি-কি-পাউরীর ডাইনে *H Ganga Darshan; Brij L*, ✆ 426872, DCB ১২০-১৫০ DAB ১৭৫-৩৫০।

রেল স্টেশনের বিপরীতে স্টেশন রোডে—*H Bhaskar Yatri Niwas*, ✆ 427837, DAB ২৫০ A-c D ৪০০ A/c D
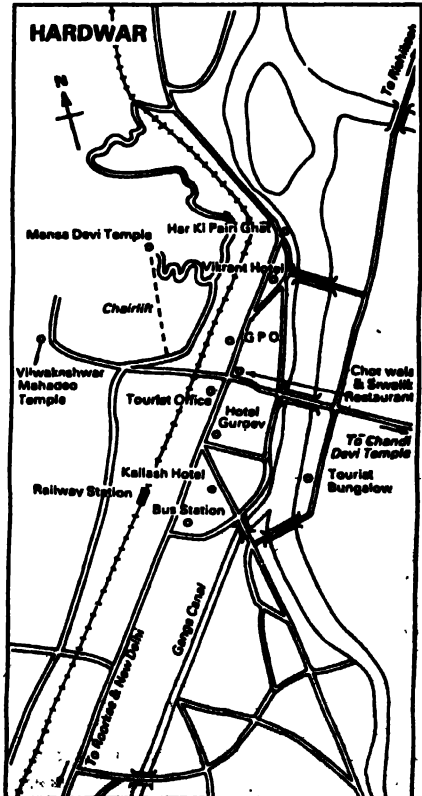
৬০০, ডর্মি বেড ৬০; *H Kailash*, 427789, A-c D ৪০০, A/c D ৬০০; *H Gurdev*, ✆ 427101, DAB ২৫০, A-c D ৩০০, A/c D ৫৫০; ভানহাতি গলিপথে *H Samrat*, Sadhubela Rd, ✆ 427380, DAB ২০০, ৩০০, A-c ৫০০, ৭০০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; স্বল্প দূরে একই পথে *Deep H*, ✆ 427609, SCB৬৫, SAB ৮৫, DCB ১২৫, DAB ১৭৫, ডর্মি বেড ৪৫; *H Arti*, D ২৫০-৪০০; *H Gangotri*, *H Himalaya*, *H Shiva*, DAB ২০০-২৭৫; *H Mid Town*, ✆ 427507, DAB ৫৫০, A/c D ৭৫০। শ্রাবণঘাটে—*Ananda Niwas H*, D ২২৫, স্যুইট ৩৫০-৫২৫; *H Holiday Inn*, ✆ 426037, S ১৫০, D ২৭৫, A-c S ৩০০, D ৪০০, A/c S ৫০০, D ৬৫০।

এছাড়াও হোটেল আছে *H Earth*, Subhash Ghat, ✆ 427092, DAB ৪৫০, A-c D ৬০০, A/c D ৭৫০, স্যুইট ৮৫০; *H Darshan*, Sabji Mandi, ✆ 425276, DAB ২০০, A-c D ৩৫০; *Jain G H*, near Vishnu Ghat, D ১৭৫-২৫০; *Vishnu H*, Vishnu Ghat, D ১৫০-২২৫; *Purohit H*, *Siddhartha L*, *Golden H*, Stn Rd. DAB ২৫০; *H Panama*, DAB ১৭৫-২৫০, A-c D ৩৫০; *Bansal G H*, Ram Ghat, ✆ 426172, D ১৫০, T ২০০, F ২৫০; *Sahni H*, D ২০০-২৭৫; *H Ashok*, SAB ১০০, DCB ১৫০, DAB ২০০, A-c S ২৫০, D ৩২৫; *H Ganges*, SAB ৮০, DAB ১৫০; *Kalka H*, *Ajanta L*, *Abtar L*, *Vijoy Luxmi L*, *Vikash H*, *Subidha L*, *Surprize H*, *Shiv Bishram G H*, *Sree Ram L*, *Sreenivas L*, *Tej H*, *Kanishkha H*, *Gagan Deep*, *Prakash H*, *Devlok*, *Dipak L*, *Himalaya H*, *Hari Niwas*, *Hans Niwas*, *Nataraj H*, *Umesh L*, *Yatri Niwas*, এদের কাছে S ৬০-১৫০, D ১০০-২৫০ টাকায় মেলে। প্রাইভেট বাড়িতেও সাময়িকভাবে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা যায় হরিদ্বারে।

আর আছে রেল স্টেশন থেকে ২, হরি-কি-পাউরী থেকে ১ কিমি দূরে UPTDC-র *Tourist Bungalow*, Belwala, ✆ 426379, A-c D ৪৫০, A/c D ৮০০, FAB ৫০০, ডর্মি বেড ৫০, নভেম্বর থেকে মার্চে রিবেট মেলে। শহরের ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে গঙ্গার অপর পারে সুন্দর পরিবেশে থাকার পক্ষে মনোরম। রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে *Rahi Motel*, Railway Rd, ✆ 426430, A-c D ৩০০, A/c ৫৫০, স্যুইট ৭৫০, হয়েছে এদের। *Zilla Parishad IH*, near Bus Std, ৩টি *Canal IH*, *PWD IH*, *FRH*, রেলের রিটায়ারিং রুম-ও আছে হরিদ্বারে।

বণিকে হোমস গড়েছে নানান বাণিজ্যিক সংস্থা হরিদ্বারে। *Canara Bank Staff Recreation Club*, 2 Brabourne Rd-1, ✆ 2254966 at Hotel Apna, Sabji Mandi; *UBI Employees Cooperative*, 4 N C Dutta Sarani-1, 4th floor, ✆ 2200841 at Laxmi Niwas, Sabji Mandi; *Standard Chartered Bank Recreation Club*, N S Rd-1, ✆ 2206902; *Syndicate Bank Staff Recreation Club*, 3-B, Lalbazar St-1, 2nd floor, ✆ 2486055 at Hotel Mayur, Upper Rd; *Tata Sports Club*, 43 J N Rd-71, ✆ 2477051 Ext 2168 at Sadhubela.

শিবলিক পাহাড়ের পাদদেশে সাহারানপুর জেলায় ২৯২.৭ মি উঁচুতে হরি-দ্বার অর্থাৎ হরির দ্বার বা হরিদ্বার—ভারতের সপ্তপুরীর অন্যতম; পবিত্র হিন্দুতীর্থ। পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে মায়াপুরী নামে। তারও আগে কপিলাস্থান নাম ছিল হরিদ্বারের। গঙ্গাই হরিদ্বারের মূল আকর্ষণ। অতীতে নামও ছিল এর গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ গঙ্গার দরজা। পাহাড় থেকে গঙ্গা নামছে সমতলে হরিদ্বারের *হরি-কি-পাউরী* ঘাটে। স্নানে পুণ্য মেলে। আদি গঙ্গার প্রবাহও বদল হয়েছে। ভীমগোদায় বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম স্রোত তৈরি করা হয়েছে দৃষ্টি-নন্দন হরি-কি-পাউরী বরাবর ৩ কিমি ধরে যা আগন্তুকদের বিশেষভাবে তৃপ্ত করে। মন্দির হয়েছে গঙ্গার। এছাড়াও দেবতা রয়েছেন আরও নানান। এমনকি বিষ্ণুরও পদচিহ্ন অর্থাৎ *হরি-কি-পাউরী* রয়েছে ঘাটে। কিংবদন্তী, বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখে জয়ন্ত বাহিত কুম্ভের অমৃত পড়ে হরি-কি-পাউরীর ব্রহ্মা কুণ্ডে। ঐ বিশেষ দিনে স্নানে পুণ্যের সাথে স্বর্গবাসের পারমিট মেলে। কুশবর্ষ ঘাটে পিণ্ডদানে আত্মার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। জনশ্রুতি, মুনি দত্তাত্রেয় এখানে হাজার বছর ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। তেমনই বিষ্ণুর তপস্যাস্থল বিষ্ণুঘাটও আর এক পুণ্যতোয়া। ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা বসে হরিদ্বারে; আর ৬ বছর অন্তর বসে অর্ধ কুম্ভ। আগামী মহা কুম্ভের পুণ্য স্নান ফেব্রুয়ারির ১, ১১, ২৫; মার্চের ২৮; এপ্রিলের ৫, ১১, ১৩, ১৪ (মহা কুম্ভ), ২৬, ২৯; মে ১৪, ১৯৯৮এ। ১৯৮৬র কুম্ভে ব্যাপক নিরাপত্তা সত্ত্বেও এক অঘটনে ৫০ যাত্রী পদদলিত, ১২-রও অধিক জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু ঘটে হরিদ্বারে। আবার হর অর্থাৎ মহাদেবের মহিমারও অন্ত নেই সারা গাড়োয়াল হিমালয়ে। সে কারণে হর-দ্বারও বলেন নানান জনে হরিদ্বারকে।

পুবে চণ্ডী পাহাড়, পশ্চিমে মনসা পাহাড়, দুই-এর মাঝে হরিদ্বার শহর। ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশ পানে চাইতেই দেখবেন বিল্ব পর্বতের এক টিলার টঙে মনসাদেবীর মন্দির। দুর্গারই প্রতিরূপ শক্তিরূপিণী দেবী মনসা। মনস্কামনা পূরণের জন্য দড়ি বাঁধারও প্রথা আছে মন্দিরে। টাঙা কিছুটা পথ এগিয়ে দেয়, বাকিটা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তবে, ট্রলি অর্থাৎ রোপওয়েতেও চলা যায় মনসা মন্দিরে। ১৭৫ মি উঁচুতে ৬০০ মি লম্বা রোপওয়ে ৮—১২-৩০ ও ১৪-৩০—১৮-৩০টায় চলে। যাতায়াত ২৩। বিকালে গঙ্গার ঘাটে বসুন, সূর্যাস্তে দেখুন হরি-কি-পাউরীর ঘাটে সন্ধ্যারতি। ১০০৮ প্রদীপের গঙ্গারতি। ৬ জন পুরোহিত এক সঙ্গে আরতি করেন। সেই সঙ্গে ভজন—*জয় জয় গঙ্গে মাতা*। সন্ধ্যা প্রদীপ দিন মা গঙ্গাকে। দুলকি চালে ভেসে চলে হাজার হাজার সন্ধ্যা প্রদীপ গঙ্গায়। আহার দিলে মছলি মাঈদের দর্শন মেলে। শহরের দক্ষিণ-পুবে শীর্ণকায়া মূল গঙ্গা, স্থানীয়দের নীলধারার অপর পারে নীল পর্বতের চুড়োয় (৬ কিমি) চণ্ডী মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন পায়ে পায়ে পাহাড় চড়ে বা ২৮ টাকায় রোপওয়ে চেপে।

পরদিন সকালে টাঙা করে বেরিয়ে পড়ুন ৫ কিমি দূরের কনখল। অটো, টেম্পো, রিকশাতেও যাওয়া চলে; বাসেরও চল আছে হরিদ্বার থেকে কনখলের। দুর্গা মন্দির, দক্ষ

প্রজাপতি মন্দিরে দশ অবতার মূর্তি, সতীকুণ্ড, শ্রীজগৎগুরু আশ্রমে কালী, রাধামাধব, রাজরাজেশ্বরী; মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে ১৫১ কেজি পারদে তৈরি লিঙ্গরূপী শিব, মানব কল্যাণে অর্ধনারীশ্বর দেখুন একে একে। আনন্দময়ী মার আশ্রমটিও এই কনখলে। সমাধি মন্দির ও অখণ্ড জ্যোতি আজও অনির্বাণ। ভক্তদের থাকারও ব্যবস্থা আছে *ভক্ত-নিবাসে।* রাজা দক্ষ যজ্ঞ করেন কনখলের **দক্ষপ্রজাপতি মন্দিরে।** জামাতা শিব নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত। শিবের পত্নী দক্ষকন্যা সতী আসেন যজ্ঞস্থলে। পিতা কর্তৃক পতি নিন্দায় দেহ রাখেন দক্ষকন্যা সতী। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ শিব! তারই ক্রোধ থেকে জন্ম বীরভদ্র পণ্ড করেন দক্ষের যজ্ঞ। ক্রোধোন্মত্ত শিবকে শান্ত করতে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে খণ্ডন করে সতীর দেহ। ৫১ টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশময় সতীর দেহ। যা আজ একান্ন সতীপীঠ নামে খ্যাত। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। অদূরে হরিহর আশ্রমে পারদের শিবলিঙ্গ; রুদ্রাক্ষ গাছও দেখে নেওয়া যায় আশ্রমে।

হৃষীকেশমুখী ঝলমলে **পবনধাম**-এ হিন্দু পুরাণের দেবদেবীরা মূর্ত হয়েছেন। ভূমা নিকেতনেও মূর্তিতে পৌরাণিক আখ্যান; ১ টাকার টিকিটে রামায়ণ মহাভারতের সজীব আখ্যানও দেখে নেওয়া যায়। **ভারতমাতা মন্দির**-এ ৫০ পয়সার টিকিটে লিফটে ৮ তলায় উঠে ছবি ও মূর্তিতে হিন্দু পুরাণের দেবদেবী, মুনি-ঋষি-মহাত্মা দেখে দেখে নিচেয় নামা যেতে পারে।

এছাড়া আছে আর্য বাণপ্রস্থ আশ্রম (৪), ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস (রানীপুর), ভীমগোদা ক্যানাল হেড ওয়ার্কস (২.৪), *হিমালয়ের পথে ভীমের হাঁটু দিয়ে খোড়া* ভীমগোদা ট্যাঙ্ক (৩.২), বিড়লা টাওয়ার, রাজা মান সিংহ ছত্রী, গুরুকুল কাংড়ী বিশ্ববিদ্যালয়, বেদ মন্দির মিউজিয়ম—ফার্মেসি (৫.৬), রামকৃষ্ণ মিশন (১.৬), সপ্ত ঋষি আশ্রম ও সপ্ত সরোবরে গঙ্গা সাত ধারায় বিভক্ত হয়েছে। এখানেই সপ্তঋষি তপস্যারত ছিলেন—স্মারকরূপে সপ্ত ঋষি আশ্রম (৫.৬ কিমি), হৃষীকেশমুখী ৫.৬ কিমি দূরে পরমার্থ আশ্রমে দেখুন সুন্দর দুর্গা মূর্তি।

রাজাজী ন্যাশানাল পার্ক: হরিদ্বার থেকে ৮ কিমি দূরে মতিচূড় স্যাঙ্কচুয়ারি, ৫ কিমি দূরে রাজাজী স্যাঙ্কচুয়ারি আর ৭ কিমি দূরে চিল্লা স্যাঙ্কচুয়ারি—তিনে মিলে ১৯৮৫তে গড়ে উঠেছে রাজাজী ন্যাশানাল পার্ক। দেরাদুনের দূরত্ব ২০ কিমি রাজাজী থেকে। প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর নামে নাম। প্রকৃতি-প্রেমিকদের স্বর্গরাজ্য ২৩ধর্মী স্তন্যপায়ী আর ৩১৫ প্রকার তৃণভোজীর বাসভূমি ৮২০.৪২ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত রাজাজী জাতীয় উদ্যান। দিল্লী-হরিদ্বার-দেরাদুন NH-45 এ মোহান্দ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত ২৪৭ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত রাজাজী অভয়ারণ্যে বাঘ, হাতি, চিতা, শম্বর, ভালুক, হরিণ ছাড়াও নানান বনচর দেখতে মেলে। ধনেশ, প্রাশ, ফ্লাইক্যাচার, মিনিভেট, ব্লু ম্যাগপাই ছাড়াও চেনা-অচেনা নানান পাখি মধুময় করে তোলে অরণ্যভূমি। হাতি যাচ্ছে সকালে-বিকালে জানোয়ার দেখাতে অরণ্য-বিহারে। থাকারও নানান ব্যবস্থা—*FRH* আছে বারিবারা, চিল্লা, রানীপুর, কাঁসরাও, মতিচূড়, কুন্নাও, ফান্দোওয়ালা, সত্যনারায়ণ, আশারুদ্দি-তে। আহার নিজ ব্যবস্থায়। এদের বুকিং: Director, Rajaji N P, 5/1 Ansari Marg, Dehradun-248001, ✆ 23794. হরিদ্বার বাজারেও বনদপ্তরের অফিস বসেছে—অনুমতি মেলে বনবিহারের।

চিল্লা স্যাঙ্কচুয়ারি: রাজাজী ন্যাশানাল পার্কের অংশে চিল্লা রেঞ্জ তথা **চিল্লা ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স।** হৃষীকেশ থেকে হরিদ্বার হয়ে দূরত্ব ৩২ কিমি। চিল্লা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, চিল্লা বাঁধ, চিল্লা স্যাঙ্কচুয়ারি—ত্রয়ীর মিলনে গড়া চিল্লা ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সের পর্যটক আকর্ষণ আজ দুর্নিবার। চড়ুইভাতিরও মনোরম পরিবেশ চিল্লা। ১৯৭৭এ গড়া ২৪৯ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে হাতি ২৩০, বাঘ ৬, প্যান্থার ২৯, নীলগাই ৬০, শম্বর ১০০০, হরিণ অগুনতি, চিতা, গোরাল ছাড়াও তিন শতাধিক প্রজাতির জানোয়ারের বাস চিল্লায়। সাপও উল্লেখ্য চিল্লায়। আর আছে চেনা-অচেনা নানান পাখি, অজস্র ময়ূর ৩০২-১০০০ মি উঁচু চিল্লা অরণ্যে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা আর সং নদী। নিজস্ব ব্যবস্থায় গাড়ি যাচ্ছে; আর মেলে ৪ যাত্রীর হাতি ২৫ টাকা হারে বনবিহারে। ওয়াচ টাওয়ারও হয়েছে। প্রবেশ দক্ষিণা লাগে প্রথম ৩ দিন ১৫৲, পরের দিনগুলি ১০টাকা হারে। ছাত্রদের রিবেট মেলে। গাড়ি ও ক্যামেরার চার্জ লাগে মান হারে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *FRH* ও GMVN-এর ৮ ঘরের *Tourist Bungalow*-য়, DAB ৩০০৲৩৫০৲হাটস ২০০-৩০০৲ ডর্মি বেড ৪৮৲; অবু: Manager, Chilla Tourist Complex. গাড়িও মেলে ভাড়ায় GMVN-এর বাংলোয়।

আবার Tourist Bureau, Lattarao Bridge, Hardwar থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বদরী, কেদার, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী ও হৃষীকেশ বেড়াবার ব্যবস্থাও আছে। Hardwar Taxi Union, opp Rail Stn, ✆ 427338 এদের কাছেও গাড়ি মেলে ভাড়ায় আট থেকে দশ হাজার টাকায় চারধাম যাতায়াতের। এছাড়াও শতাধিক Travel Agent প্যাকেজ ট্যুরে যাত্রী নিয়ে কেদার, বদরী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী অর্থাৎ চারধাম ছাড়াও উত্তরাখণ্ডের দিকে দিকে যাচ্ছে হরিদ্বার থেকে। ট্যাক্সি ও নানানধর্মী বাসও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। এমনকি পৃথক পৃথক ট্যুরে হরিদ্বার ও হৃষীকেশ থেকে দিনে দিনে ১১০/৯০ টাকায় মুসৌরী-দেরাদুনও বেড়িয়ে আনে এরা। থাকা ও আহার্য সব ট্যুরেই পৃথক। সরাসরি যোগাযোগের জন্য: ত্রিমূর্তি ট্রাভেলস, যশারাম রোড, ✆ 427989, হরিদ্বার-249401; বিক্রান্ত ট্রাভেলস, বিষ্ণুঘাট, ✆ 427930, Fax 426343, শক্তিবাণী ট্রাভেলস, যশারাম রোড; শর্মা ট্রাভেলস, যশারাম রোড; কোণার্ক

ট্রাভেলস, যশারাম রোড; ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট, যশারাম রোড; অশ্বিনী ট্রাভেলস, রেলওয়ে রোড, ✆ 427125; সান্যাল ট্রাভেলস, রেলওয়ে রোড; যাত্রা ট্রাভেলস, ✆ 427787, রেলওয়ে রোড; দ্বীপ ট্রাভেলস, সাধুবেলা রোড, ✆ 427609, হরিদ্বার-কে লিখুন।

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেডের যাত্রী প্যাকেজ ট্যুর।

[লাক্সারি কোচে যাতায়াত, অবস্থান ও গাইড চার্জ নিয়ে ভাড়া। খাবার প্রতি ট্যুরেই স্বতন্ত্র। তবে, পৃথক মূল্যে ৬০ হারে প্রতিদিন প্রতি জনা ব্যবস্থা করে এরা।]

১। হৃষীকেশ থেকে : মে থেকে অক্টোবর মাসে সপ্তাহের প্রতি দিন হৃষীকেশ থেকে কেদার ও বদরী যাচ্ছে ৬ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে ২৬৫০ টাকায়, শিশু ২৩৫০।

২। প্রতি মঙ্গলবার বাসে ৪ দিনের প্যাকেজে বদরী যাচ্ছে ১৭৫০/১৫৫০ টাকায়।

৩। প্রতিদিন যাচ্ছে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদার-বদরী অর্থাৎ চারধাম। ১১ দিনের এ-সফরের ভাড়া ৪৩৫০, শিশু ৩৮৫০ করে। আর চারধামের সঙ্গে গোমুখ জুড়ে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার যাচ্ছে ১২ দিনের সফরে ৪৫৫০, শিশু ৩৯৫০ টাকায়।

৪। প্রতি শুক্রবার যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাচ্ছে ৭ দিনের প্যাকেজে ২৮৫০, শিশু ২৪৫০।

৫। জুলাই-আগস্টের প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস-হেমকুণ্ড-বদরীনাথ যাচ্ছে ৭ দিনের ট্যুরে ২৯৫০/২৬৫০ টাকায়।

৬। ৬ দিনের ট্যুরে কেদার-বদরী যাচ্ছে প্রতিদিন ট্যুরিস্ট কারে ৪৭৫০ টাকায়।

৭। ১০ দিনের ট্যুরে প্রতিদিন যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদার-বদরী যাচ্ছে ট্যুরিস্ট কারে প্রতিজনা ৭৫৫০ টাকায়।

৮। দিল্লী থেকে : প্রতি সোম ও মঙ্গলবার দিল্লী থেকে বাসে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ-কেদার-বদরী যাচ্ছে ১৩ দিনের প্যাকেজে ৫০৫০ টাকায়, শিশু ৪৩৫০।

৯। প্রতি শুক্রবার ডিলাক্স ট্যুরে ১৯ সিটের বাসে চারধাম যাচ্ছে ১২ দিনের প্যাকেজে ৬৩৫০, শিশু ৫৬৫০ টাকায়।

১০। সোম ছাড়া প্রতিদিন বাসে ৭ দিনের প্যাকেজে কেদার-বদরী যাচ্ছে ৩২৫০ টাকায়, শিশু ২৭৫০।

১১। প্রতি সোমবার ১৯ সিটের বাসে ৮ দিনের ডিলাক্স ট্যুরে কেদার-বদরী যাচ্ছে ৪৩৫০ টাকায়, শিশু ৩৮৫০।

১২। সোম ছাড়া প্রতিদিন ৭ দিনের ট্যুরিস্ট কার প্যাকেজে প্রতিজনা ৫৬৫০ টাকায় দিল্লী থেকে যাচ্ছে কেদার ও বদরী দর্শনে। ১২ দিনের প্যাকেজে চারধাম যাচ্ছে ট্যুরিস্ট কারে ৯৪৫০ টাকায়। দিল্লী থেকে কেদার-বদরী যাচ্ছে A/c বাসে প্রতি শুক্রবার, A/c কন্টেসা কারে প্রতি সোমবার, A/c কন্টেসা কারে চারধাম যাচ্ছে ১২ দিনের প্যাকেজে মাসের ১৫ ও ৩০ দিল্লী থেকে, কারে প্রতিদিন চারধাম যাচ্ছে ১১ দিনের প্যাকেজে দিল্লী থেকে।

১৩। এমনকি মরসুমে ট্রেকিং ট্যুরেও যাচ্ছে GMVN. এদের ট্যুরে অংশ নিয়েও বেড়িয়ে নেওয়া যায়—রূপকুণ্ড, পঞ্চকেদার, হর-কি দুন। আগ্রহীদের উচিত হবে স[illegible] যোগাযোগ করা। ব্যবস্থাপনা ভালই। বুকিং-এর জন্য ১৫ দিন আগেই পুরো টাকা Garhwal Mandal Vikash Nigam Ltd -এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে Dy General Manager—Tourism, Garhwal Mandal Vikash Nigam Ltd, Yatra Office, Muni-ki-Reti, Rishikesh-249201, ✆ (0135)431793-কে পাঠিয়ে লিখুন বা General Manager—Tourism, GMVN Ltd, Lansdown Marg, Dehra Dun-248001, ✆ (0135) 656817 বা PRO, GMVN, Uttarpradesh Tourism, Chandralok Building, 36 Janpath, ND-1, ✆ (011) 3326620 বা PRO, GMVN, UP Tourism, ১২-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ৩য় তল, ✆ 2207855 থেকেও এদের বুকিং-এর ব্যবস্থা মেলে।

বছরভর চলা গেলেও হরিদ্বার বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। শীতে ২৮.৩°—১০.৬° আর গ্রীষ্মে ৩৫.৬°—১৬.৯° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে হরিদ্বারের তাপমান।

ঘিঞ্জি শহর হরিদ্বার। সঙ্কীর্ণ গলিপথ। কেনাকাটার জন্য বড় বাজার দেখুন। কম্বল ও উলেন যথেষ্ট মেলে হরিদ্বারে। মালাইয়ের সিঙ্গাড়া খান ঠাণ্ডা কুপের কাছে মথুরাবালার দোকানে। খুবই সুস্বাদু এই সিঙ্গাড়া। আর আছে ছেলে-বুড়ো সবার জিভে জল ঝরানো কুলফি মালাই হরিদ্বারে। শর্মার কুলফি মালাই পরখ করা যেতে পারে। বুধবার বন্ধ থাকে হরিদ্বারের দোকানপাট। বাঁদরের বাঁদরামি থেকে সদা সতর্ক থাকবেন হরিদ্বারে। খাবার আদায়ের অছিলায় চায়ের কাপ থেকে বসন-ভূষণ সবই কিডন্যাপ করে এরা। তেমনই দালাল থেকেও সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত হবে হরিদ্বারে।

এছাড়া নানান প্রাইভেট সংস্থাও যাচ্ছে হৃষীকেশ থেকে চারধাম দেখাতে। আর যাচ্ছে মে থেকে অক্টোবর মাসে নিয়মিত সার্ভিস বাস সংযুক্ত রোড স্টেশন যাতায়াত ব্যবস্থা সমিতি, চন্দ্রভাগা, হৃষীকেশ, ✆ 430383 থেকে চারধামের পথে। ভাড়া হৃষীকেশ থেকে হনুমানচটি অর্থাৎ যমুনোত্রী ৯৫, গঙ্গোত্রী ১০৫, কেদারনাথ ৯০, বদরীনাথ ১২৩, এক পিঠের। আর যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রী ৯৫, গঙ্গোত্রী থেকে কেদার ১৪৫, কেদার থেকে বদরী ৯১ টাকা। কেদার ও বদরী দর্শনার্থীদের রিটার্ন টিকিটও মেলে এদের হরিদ্বার ✆ 426886, হৃষীকেশ ✆ 430383, রামনগর ✆ 236, কোটদ্বার বুকিং কাউন্টারে। কন্ট্রাক্ট বা চার্টার্ড সেমি-ডিলাক্স বাসেরও ব্যবস্থা মেলে উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ চারধাম দর্শনে *GMOU* থেকে। প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে *GMOU* *১০ দিনের ট্যুরে ১৩৯৮ কিমি পরিক্রমায় ৪৬০ টাকায় হৃষীকেশ থেকে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরীনাথ। *৬ দিনের ট্যুরে কেদার ও বদরী যাচ্ছে ২৫৯ টাকায় ৭৫০ কিমি পরিক্রমায়। *৪ দিনের ট্যুরে ৬০২ কিমি পরিক্রমায় কেবল বদরী বেড়িয়ে আনে ২০৮ টাকায়। ৫০% টাকা মানি-অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে Garhwal Motor Owners Union Ltd, Kotdwara, Pauri-Garhwal, UP, PC-246149 বা Station Incharge, GMOU, Hardwar, ✆ 426886 বা GMOU, Rishikesh, ✆ 430383-কে পাঠিয়ে অগ্রিম বুক করা যায়। প্যাকেজ ভাড়া—সেমি-ডিলাক্স বাসে যাতায়াত, ৬[illegible]রে প্রথায় থাকা নিয়ে এদের।

হৃষীকেশ

গাঙ্গং বারি মনোহারি।

প্রায়শ্চিত্তের বিধানে রায়াভ্যা ঋষির কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতা হৃষীকেশ (Hrishikesh)-এর দর্শন দান। দেবতার নামে জায়গার নাম। তবে, মায়াপুরী নাম ছিল অতীতে হৃষীকেশের। স্বর্গলোকের তোরণদ্বারও ৩৫৬ মি উঁচু হৃষীকেশ। তিন পাশ পাহাড়ে ঘেরা, অগুনতি আশ্রম; সাধুসন্তের বাস। হরিদ্বারের মতো লোকারণ্য নয় হৃষীকেশ—শান্ত-সুমধুর বাতাস বয় আজও। মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ-সলিলা স্বর্গের নদী গঙ্গা পাহাড় ছেড়ে মর্ত্যধামে। রাবণবধের প্রায়শ্চিত্ত করতে অনুজ সহ শ্রীরামও আসেন হৃষীকেশে। স্মারকরূপে রামমন্দির হয়েছে। এমনকি মহামতি বিদুরও কলেবর ত্যাগ করেছিলেন এই হৃষীকেশে। স্বর্গলোকের টার্মিনাল হৃষীকেশ। যাত্রীও যাচ্ছেন এক রাত হৃষীকেশে কাটিয়ে দুরূহ তীর্থপথে কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ, হেমকুণ্ড, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী—যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর; চলেছেন সাধুসন্তের দল সহস্র রকম বাধা বিপদকে উপেক্ষা করে হিমালয়ের আকর্ষণে। কখনও সে আকর্ষণ হয়েছে পৌরাণিক কখনও বা নৈসর্গিক শোভার। আদি অনন্তকাল ধরে গম্ভীর পাহাড়, উপত্যকা, স্রোতস্বিনী নদী, নির্ঝরের টানে প্রতি বছরই সারা ভারতের অর্ধেকেরও বেশি ভ্রমণার্থী ছুটে আসেন Yoga Capital of the World হৃষীকেশে। এগিয়ে চলেন দেবভূমি হিমালয়ের গিরিকন্দরে। তবে, গত কিছুকাল উত্তরাখণ্ড আন্দোলনে রক্ত ঝরেছে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল পাহাড়ের দিকে দিকে। বাতাসে আজও যেন বারুদের গন্ধ মেলে। তাই উচিত হবে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে এপথে চলা।

হাওড়া বা দিল্লী জং থেকে লক্সার হয়ে হরিদ্বার পৌঁছে নতুন করে ট্রেন চাপুন হৃষীকেশের। হরিদ্বার থেকে ট্রেন যাচ্ছে ৫-০৫, ৮-৪৫, ১২-৩০, ১৭-১৫ ও ২-৪৫এ। দূরত্ব ২৫ কিমি, ১ ঘণ্টার পথ। শেয়ার ট্যাক্সি, অটো, বাস যাচ্ছে হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশে। মুহুর্মুহু বাস মেলে—বাসই সুবিধার যাতায়াতে। কলকাতা থেকে হৃষীকেশের দূরত্ব ১৪৭২+২৫=১৪৯৭ কিমি। সরাসরি বগিও যাচ্ছে দুন এক্সে। আর ১২-৩০এর ট্রেনটি সরাসরি আগ্রা ও ২-৪৫এর ট্রেনটি দিল্লী থেকে লক্সার হয়ে আসছে। হৃষীকেশ থেকেও DTC, UPSRTC, Rajasthan, Punjab, Himachal, Haryana Roadways ছাড়াও প্রাইভেট বাস যাচ্ছে বদরী বিশাল ২৯৪, গৌরীকুণ্ড ২১২, গঙ্গোত্রী ২৬০, হনুমানচটি ২২০, চণ্ডীগড় ২৫২, দেরাদুন ৪৩, দিল্লী ২২৭, আগ্রা ৩৪৪ কিমি, কোটদ্বারা, রামনগর, টেহরী, সিমলা, পাতিয়ালা ছাড়াও উত্তর ভারতের দিকে দিকে। বাস যাচ্ছে— দেরাদুন ১½ঘ, দিল্লী ৬½ ঘ, রামনগর অর্থাৎ করবেট ৬ ঘ, নৈনীতাল ১০ ঘ, সিমলা ১১ ঘণ্টায় হৃষীকেশ থেকে। নিকটতম বিমানবন্দর হৃষীকেশের ১৮ কিমি দূরে দেরাদুন রোডের জলি গ্রান্টে। প্রাইভেট বিমান জগসন সংস্থা সার্ভিস গড়েছে ৫০ মিনিটে দিল্লী থেকে। UP Govt Tourist Office বসেছে Station Rd-এ।

ভ্রমণ আর সময় দুইয়েরই সুবিধার্থে এককভাবে বেড়াতে এলাকাটা দু'ভাগে টুকরো করে নেওয়া উচিত হবে। প্রতিটা পথেই তিন সপ্তাহ সময় রাখুন কলকাতা থেকে গিয়ে কলকাতায় ফিরতে। মে থেকে অক্টোবর মাস এপথ পরিক্রমার মাহেন্দ্রক্ষণ। তবে জুলাই/ আগস্টের বর্ষা এড়িয়ে চলাই উচিত হবে। ধস এপথের নিত্যসঙ্গী। বর্ষাকালে আরও দুর্গম হয়ে পড়ে পথঘাট। সঙ্গে পাহাড়ী প্রস্তুতি থাকা একান্তই দরকার।

(এক) বদরীনাথ, বসুধারা জলপ্রপাত, হেমকুণ্ড, লোকপাল, নন্দনকানন, আউলি, পঞ্চকেদার—কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর, ত্রিযুগীনারায়ণ, হরিদ্বার।

(দুই) গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী, মুসৌরী, দেরাদুন।

ধরমশালার শহর হৃষীকেশ। তবে ধরমশালায় এলার্জি যাদের—তাদের জন্য হোটেলও আছে নানান। শহরের প্রাণকেন্দ্রে Station Rd, Rishikesh-249201, STD-01364-এ—*H Inderlok*, ✆ 30555, R¼B½, S ৪৫০, D ৫৫০, A/c S ৬০০, D ৭৫০, স্যুইট ৮৫০; অদূরে *H Gangotri*, মানে ও দামে ইন্দারলোক তুল্য। *H Mandakini International*, Hardwar Rd-1, ✆ 31081, S ৫৫০, D ৬৫০, A/c S ৮০০, D ৯৫০, স্যুইট ১২৫০; *H Ganga Kinere*, Virbhadra Rd-1, ✆ 30566, A/cS১২৫০, D ১৫৫০, স্যুইট ২০০০; *The Baseera H*, 1 Ghat Rd-1, ✆ 30720, S ৪৫০, D ৬০০, A/c S ৭০০, D ৮৫০; *H Natraj*, Dehradun Rd. ✆ 31262, A/c S ১০৫০, D ১২৫০, স্যুইট ১৭৫০; *H Sikhar*, Laxman Jhula Rd, SAB ১৫০, DAB ২০০-৩২৫, FR ৩৫০; *H Shaket*, *H Shivlok*, *H Neelkanth*, *Green H*—Swargashram. শঙ্করাচার্য নগরে আছে মহেশ যোগীর *The Academy of Meditation*—থাকার ব্যবস্থা নিয়ে।

ভারতীয় প্রথায়—*Tourist Home*, Dehradun Rd; *New Tourist L*, near Rly Stn, *H Hari*, *Tourist & Travel Home*, *H Rajhans*, *H Tapoban*, *Joi Tourist L* হরিদ্বার বাস স্ট্যান্ড ঘিরে—*H Ashoka*, *Gaurav*, *Vikrant*, *Menka*, *Rana Bhawan* ছাড়াও নানান হোটেল; এদের কাছে ঘর S ৬৫-১৭৫, D ১০০-২২৫ টাকায় মেলে। চন্দ্রভাগা বাস স্ট্যান্ড অর্থাৎ চারধাম বাস স্ট্যান্ড বা টেহরী বাস স্ট্যান্ডে—*H Digbijoy*, *Adarsha H*, *H Suruchi;* চন্দ্রভাগা ব্রিজে বদরী ও কেদারনাথ *মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস*, *FRH*, *PWD IB* আছে। তবে, *কালীকমলী* ছাড়াও আরও নানান ধরমশালার দৌরাত্ম্যে হোটেল ব্যবসা প্রসার পাচ্ছে না হৃষীকেশে। টাঙায় আপনিও কালীকমলীর নতুন ধরমশালায় পৌঁছে যান। দলে ভারি হলে নতুন বাড়িতে ঘরও মেলে। কালীকমলীর নতুন বাড়ির ঘরগুলি প্রশস্ত, ব্যবস্থাপনাও ভাল। এদের কলকাতা দপ্তর : কাল কমলী ধরমশালা, মনোহরদাস কাটরা, ২০৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। পাশাপাশি রয়েছে *পাঞ্জাব সিন্ধ ক্ষেত্র*, *গোপাল কুঠি*, *অন্নক্ষেত্র*, *অন্ধ্রআশ্রম*, *শিবানন্দ আশ্রম*, *জয়রাম অন্নক্ষেত্র*, *গীতা ভবন*, *জয়পুরওয়ালী*, *কানপুরওয়ালী*, *অবধূত আশ্রম*, *পরমার্থ নিকেতন*, *স্বর্গাশ্রম*, *পুষ্কর মন্দির*, *কলকাত্তাওয়ালী*, *তিরুপতি বালা*, *ভজন আশ্রম*, *নেপালী*, *শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ আশ্রম*, *আগরওয়ালা*—স্টেশন রোড ছাড়াও নানান *ধরমশালা* হৃষীকেশে। অবস্থান মাহাত্ম্যে মনোরম শিবানন্দ আশ্রমের বুকিং: দি ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, শিবানন্দ আশ্রম, শিবানন্দনগর, হৃষীকেশ, UP, ✆ 30040.

আর আছে রেল ও বাস থেকে ৩ কিমি দূরে GMVN-এর *Tourist Complex Rishilok*, Muni ki Reti, ✆ 30373,DAB ২৫০,৩০০,৪০০,৫৫০/।

হৃষীকেশেও নিরামিষ আহার—হোটেল-রেস্তোরাঁও নানান। তবুও শিবানন্দ ঝুলায় *চটিওয়ালা*ও *লক্ষ্মী হোটেল* দুইয়েরই সুনাম যথেষ্ট। বোট ঘাটে *মাদ্রাজ রেস্টুরেন্ট*টিও খ্যাত মশলা দোসার জন্য। তেমনই দেরাদুন রোডে **Kautilya Restaurant* (১২—১৫-০০ ও ১৯—২৩-০০); ঘাট রোডে *H Baseera, H Inderlok, Tourist Complex—Rishilok* এদেরও সুনাম যথেষ্ট আহার্য পরিষেবায়।

দুপুরটা বিশ্রাম নিয়ে বেলা ১৫-০০টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ুন বাস স্ট্যান্ডে। কলেরা ইঞ্জেকশনের সার্টিফিকেট সঙ্গে নিন। শহরের অপর প্রান্তে আগরওয়ালা রোড সংলগ্ন চন্দ্রভাগা অর্থাৎ চারধাম যাত্রার তেহরী বাসস্ট্যান্ড। বাস যাচ্ছে হিমালয়ের দিকে দিকে স্ট্যান্ড থেকে। টাঙা যাচ্ছে, অটো ও রিকশাও মেলে; তবে পায়ে পায়েই পৌঁছে যান মিনিট কুড়িতে। অফিসও এদের এখানে। ৮—১৩-০০ ও ১৭—২০-০০টায় অগ্রিম টিকিট মেলে। আর রেজিস্ট্রেশনের জন্য খোলা মেলে ৭—১২-৩০ আবার ১৫—১৮-০০টায়। একটা দিন বিশ্রাম নিন হৃষীকেশে। পরের দিন সকালের প্রথম বাসের (৪-৩০) টিকিট কাটুন। প্রথম বাসে হৃষীকেশ ছাড়লে ঐ সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবেন বদরীনাথ। এখানকার বাসে পাহাড়ী পথে কিমি প্রতি ভাড়া ৪০ পয়সা করে। ট্যাক্সিও মেলে চুক্তিতে এপথ পরিক্রমায়।

টিকিট কেটে শহর বেড়ান। সন্ধ্যায় চলুন বাজারের শেষপ্রান্তে গঙ্গার ত্রিবেণী ঘাটে। নীলাভ জল—হরিদ্বারমুখী বাঁকও নিয়েছে গঙ্গা ত্রিবেণী ঘাটে। নৈসর্গিক শোভা মনোরম। আরতি দিন মা গঙ্গাকে। ৫০ পয়সা থেকে ৫ টাকায় সাজানো ডালি মেলে ঘাটেই। তেমনই প্রত্যুষে দুধ দেয় লোকে মা গঙ্গাকে, আহার দেয় মীন অর্থাৎ মাছকে। অদূরেই রঘুনাথ মন্দির, হৃষীকুণ্ড ও প্রাচীনতম ভারত মন্দির। জনশ্রুতি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর জলের ধারা এসে মিলেছে কুণ্ডে।

পরদিন সকালে অটো, টেম্পো বা টাঙায় চলুন ৫ কিমি দূরের লছমনঝোলায়। স্বর্গের নদী গঙ্গা মর্ত্যে নামছেন এই লছমনঝোলায়। লছমনঝোলায় রাধাকৃষ্ণ, ঝোলার মুখে ভারতের একমাত্র লক্ষ্মণ মন্দির, বিপরীতে ১১.৩ মি উঁচু মনোলিথিক শিব, বাঁয়ে সত্য সাঁই আশ্রম। ধ্রুবঘাটে ঝোলাপুলে গঙ্গা পেরুতেই পুব পারে যোগ ট্রেনিং সেন্টার তথা ১৪ তলার কৈলাশানন্দ মিশন আশ্রম। স্বল্প যেতে কালো কম্বলওয়ালা অর্থাৎ কালো কম্বলী বা কালীকমলীর সমাধি মন্দির, রামেশ্বর মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ, গীতা ভবন পরপর দেখে সেরে পায়ে পায়ে বা ৪ হারে গাড়িতে লছমনঝোলা থেকে ২ কিমি দূরের স্বর্গাশ্রমে পৌঁছান। স্বর্গাশ্রমে সাধু-সন্তের বাস, গীতাভবনে ছবিতে পৌরাণিক কাহিনী আর মূর্তিতে পৌরাণিক কাহিনী দেখুন পরমার্থ নিকেতনে। ঘণ্টা চারেকে ১২ কিমি ট্রেক করে স্বর্গাশ্রমের শিরে ১৬৭৫ মি উঁচু পাহাড় চূড়োয় নীলকণ্ঠ মহাদেব—সাগর মন্থনকালে এখানেই গরল পান করে নীলকণ্ঠ হন শিব ঠাকুর। জাগ্রত দেবতা। পায়ে পায়ে বা গাড়িতে ঘুরপথে (২১ কিমি) শ'তিনেক টাকার যাতায়াত চুক্তিতে চলা যায় নীলকণ্ঠ দর্শনে। শেয়ারেও (৬০) গাড়ি মেলে এপথে। ষাট দশকের জনপ্রিয় মহর্ষি মহেশ যোগীর আশ্রম, যোগ শিক্ষার আশ্রম ভেদ নিকেতন, ছাইবাবার আশ্রম, তপোবন, ভরত মন্দির, শঙ্করাচার্য নগর, শিবানন্দ আশ্রম দেখে নিন একে একে। কিংবদন্তী, লক্ষ্মণও পেরিয়েছিলেন রজ্জু দিয়ে পুল করে গঙ্গা লছমনঝোলায়। ১৯২৯এ রজ্জু থেকে ইস্পাতে রূপান্তর ঘটে পুলের। নতুন করেও ঝোলাপুল হয়েছে শিবানন্দঝোলা (রামঝোলা) গীতাভবনের সামনে স্বর্গাশ্রমে। উচিতও হবে লছমনঝোলায় নেমে ২ কিমি পরিক্রমা সেরে গাড়ি বা পায়ে পায়ে গীতা-ভবন অর্থাৎ স্বর্গাশ্রমে ভটভটি বা শিবানন্দঝোলায় তথা রামঝোলায় গঙ্গা পেরিয়ে হৃষীকেশ ফেরা। আর ধ্যানমূলক শিক্ষায় আগ্রহীদের উচিত হবে স্বামী শিবানন্দের Divine Society Ashram, Ved Niketan, Maharshi Mahesh Yogi Ashram, Yoga Niketan —Rishikesh-249201-কে যোগাযোগ করা। নানানধর্মী কোর্স, থাকা ও আহার্য নিয়ে ব্যবস্থা এদের। হোটেলও হয়েছে গীতাভবনের কাছে GMVN-এর *H Neelam*. আর আছে *PWD IB* ও লক্ষ্মণঝোলার মুখে *কৈলাশানন্দ মিশন ধরমশালা*। তবে, অতীতের ভাব-গম্ভীর পরিবেশ আধুনিকতার জয়-যাত্রায় লোপ পেতে বসেছে লছমনঝোলায়। বীরভদ্রে দেখুন অ্যান্টিবায়োটিক প্রোজেক্ট। পরদিন বাস স্ট্যান্ডে যাবার অটো/টাঙা ঠিক করে রাখুন।

পঞ্চপ্রয়াগ

ভোর চারটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন। টর্চটা হাতে রাখুন। বাস স্ট্যান্ডে পর্যাপ্ত আলোর অভাব। ৪০ কিমি যেতে কীর্তিনগর। হৃষীকেশ থেকে আসা মূল পথ পৃথক হয়েছে এখানে। পথ চলেছে বাঁয়ে যমুনোত্রী/গঙ্গোত্রী ও ডাইনে বদরী/কেদার। সেতুতে গঙ্গা পেরিয়ে আরও যেতে সতোপন্থ থেকে আসা মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত ধারায় গোমুখ থেকে আসা ভাগীরথীর মিলন ঘটেছে হৃষীকেশ থেকে ৬৯ কিমি দূরে ১৭০০ ফুট উঁচু দেবপ্রয়াগ-এ। প্রয়াগের পবিত্র জলে স্নানে পুণ্য হয়। মাহাত্ম্যে এলাহাবাদ প্রয়াগের পরেই এর স্থান। গঙ্গা নামের উৎপত্তিও ত্রি-ধারার এই মিলন থেকে দেবপ্রয়াগে। আর আছে কারুকার্যময় মন্দির রঘুনাথজীর। প্রবাদ, রাবণ বধের পর শ্রীরাম পাপস্খালনের তপস্যা করেন এখানে। ব্রহ্মারও তপস্যাক্ষেত্র এই দেবপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগ নামকরণ সাধক দেবশর্মা থেকে। তেহরি গাড়োয়াল ও পাউরি গাড়োয়ালের সীমান্তও টেনেছে এই দেবপ্রয়াগ।

উৎসাহীরা দেবপ্রয়াগ থেকে ২৭ কিমি দূরে শ্বেত মর্মরে খুবই জাগ্রতা চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দুর্গারই এক রূপ দেবী চন্দ্রবদনী দেখে নিতে পারেন। মূল দেবী শিলাময়ী। সকাল ৭-০০ ও ৮-০০টার বাসে ১৮ কিমি গিয়ে জিপে ৭ কিমি পৌঁছে শেষ ১½ কিমি পায়ে চলা পথ। তবে, দেবপ্রয়াগ থেকে সরাসরি জিপে সাঙ্গ করা যায় চন্দ্রবদনী দর্শন।

দেবপ্রয়াগ থেকে আরও ৭০ কিমি গিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে মিলন ঘটেছে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর। দেবতা রয়েছেন রুদ্রনাথ ও চামুণ্ডাদেবী রুদ্রপ্রয়াগে। আজ আর দর্শন না মিললেও করবেট সাহেব চিতা মেরেছিলেন এই রুদ্রপ্রয়াগে। বাস চলবে পঞ্চপ্রয়াগ অর্থাৎ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে অলকানন্দা ও পিণ্ডার নদীর সঙ্গমে ১৭১ কিমি দূরের কর্ণপ্রয়াগ। মহাভারতের বীর যোদ্ধা কর্ণের শেষকৃত্য করেন এখানে শ্রীকৃষ্ণ—নামটিও সেই থেকে। মন্দিরও হয়েছে উমা ও কর্ণের কর্ণপ্রয়াগে। আর আছে সূর্যকুণ্ড ও কর্ণকুণ্ড মন্দিরের কাছেই। সূর্যদেব এখানেই কবচ ও কুণ্ডল দান করেন কর্ণকে। কর্ণপ্রয়াগ থেকেই পথ গিয়েছে আদি-বদরী, গোয়ালদাম, কৌশানির। অলকানন্দা ও নন্দাকিনীর সঙ্গমে ১৯২ কিমি দূরে গোপালজীর মন্দির নন্দপ্রয়াগ-এ, ২৬১ কিমি পেরিয়ে অলকানন্দা ও ধৌলী নদীর সঙ্গমে ৪৫০০ ফুট উঁচুতে বিষ্ণুপ্রয়াগ। কথিত আছে, মহর্ষি নারদ বিষ্ণুর তপস্যা করেন এখানে—আর সেই থেকে নাম। মন্দির, কুণ্ড-ও আছে নানান বিষ্ণুপ্রয়াগে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে প্রতিটি প্রয়াগে—*মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস, PWD RH* ছাড়াও নানান *ধরমশালা* আছে প্রতিটি প্রয়াগতীর্থে। আর আছে GMVN-র *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস—দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ* ছাড়াও এপথের *শোনপ্রয়াগ* ও *শ্রীনগরে। এদের চার্জ* D ২০০—৩৫০ টাকা।

ল্যান্সডাউন

শ্রীনগর-পাউরি-কোটদ্বার পথে এক নয়ন-লোভন প্রকৃতির মাঝে ১৯২০ মি উঁচুতে মনোরম পাহাড়ী শহর ল্যান্সডাউন। ১৮৬৫তে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের নামে নামান্তর ঘটে অতীতের কালদণ্ড হয় ল্যান্সডাউন। শহরও ২টি ভাগে গড়ে উঠেছে। বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে সিভিল আর এদের শিরে ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস ছাড়িয়ে গাড়োয়াল রাইফেলস অঞ্চল। আর পাঁচটা পাহাড়ী শহরের মতো আধুনিকতা না পৌঁছালেও নৈসর্গিক শোভা সুন্দর। ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস থেকে ১ কিমি দূরের টিপ-ইন-টপ থেকে দেখে নেওয়া যায় মরালের মতো মাথা তুলে পাহাড় দাঁড়িয়ে—অসংখ্য গিরিশিরা। দূরে আরও দূরে নন্দাদেবী, ত্রিশূল, চৌখাম্বা দৃশ্যমান। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই রমণীয়। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। ল্যান্সডাউনের জলের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে হজমে। গাড়োয়াল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরও বসেছে ছবির শহর ব্রিটিশের ক্যান্টনমেন্ট নগরী ল্যান্সডাউনে। চলতে-ফিরতে দেখে নেওয়া যায় চার্চ, কালেশ্বর শিব মন্দির, শাকম্ভরী মন্দির, রাইফেলস বাহিনীর মিউজিয়ম ল্যান্সডাউনে।

Delhi-Meerut-Mussoorie-Hardwar-Rishikesh

0	Km	Delhi	
65	"	Meerut	
116	"	Muzaffarnagar	
168	"	Roorkee	
		To Laksar	18 km
		" Dehra Dun	67 km
		" Mussoorie	101 km
		" Pipli	134 km
199	"	Hardwar	
224	"	Rishikesh	
		To Dehra Dun	42 km
		" Mussoorie	34 km
229	"	Lachmanjhula	
293	"	Devprayag	
327	"	Road Jn	
		To Lansdowne	114 km
		" Pauri	29 km
		" Kotdwara	140 km
363	"	Rudraprayag	
		To Gourikund	73 km
		" Kedarnath	87 km
395	"	Karnaprayag	
		To Adi Badri	19 km
		" Kausani	106 km
		" Ranikhet	136 km
416	"	Nandaprayag	
426	"	Chamoli	
		To Gopeshwar	11 km
		" Mondal	32 km
		" Ukhimath	72 km
		" Kund	80 km
444	"	Pipalkoti	
476	"	Joshimath	
		To Vabisya Badri	22 km
495	"	Govind Ghat	
		To Ghangaria	14 km
		" Hemkund	18 km
		" Valley of Flowers	19 km
497	"	Pandukeshwar	
508	"	Hanuman Chatti	
518	"	Badrinath	

থাকার জন্য আছে বাস থেকে ½ কিমি দূরে GMVN-এর *Tourist Rest House*, DAB ১৮০, ২৫০, ডর্মি বেড ৪৮, করে। বিপরীতে PWD-র *IB*. আর আছে বাস স্ট্যান্ডে সাধারণ অতি সাধারণ সাজে *New Star Tourist H, H Mayur, Lansdowne*-246155এ।

নিকটতম রেল স্টেশন নজিবাবাদ-কোটদ্বার শাখা রেলের কোটদ্বার। কোটদ্বার থেকে বাস ও জিপ যাচ্ছে ৪২ কিমি দূরের ল্যান্সডাউনে। ঘন্টা দেড়েকের পথ। হরিদ্বার ৮০, নাজিবাবাদ ৬৭, মোরাদাবাদ ১৩০, দিল্লী ২০১ কিমি থেকেও বাসে কোটদ্বার পৌঁছে চলা যেতে পারে ল্যান্সডাউন পাহাড়ে। GMVN-এর *Tourist*

Rest House, H Ambey, Sevak, Shiva ছাড়াও নানান হোটেল আছে কোটদ্বারে। কোটদ্বারের আর এক প্রসিদ্ধি ১৪ কিমি দূরের প্রাচীন Karnav Ashram. শকুন্তলার ভরত নামে পুত্রের জন্ম এই আশ্রমে। আর এই ভরত থেকেই নাম হয়েছে দেশের ভারতবর্ষ। তবে, দ্বিমতও আছে নানান ভারত নামকরণে।

তেমনই অত্যুৎসাহীরা কোটদ্বার থেকে ৫৪ কিমি দূরে পালেন নদী তীরে করবেট লাগোয়া পাহাড় ও অরণ্যময় হলুদপুরাও বেড়িয়ে নিতে পারেন। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ২ ঘরের *ফরেস্ট বাংলোয়*। বুকিং : Tourist Reception Officer, Corbett Tiger Reserve, Kotdwar, UP থেকে।

বাস যাচ্ছে পাউরি ৮৫, শ্রীনগর ১১৯ কিমি ল্যান্সডাউন থেকে। ৩০৪ কিমি দূরের নৈনীতালও বাস যাচ্ছে সকাল ৬-০০টায় ছেড়ে ১১ ঘণ্টায় ল্যান্সডাউন থেকে। সরাসরি যাত্রায় কোটদ্বার হয়ে বা গাড়োয়ালের পথে শ্রীনগর থেকে পাউরি বেড়িয়ে চলা যায় ল্যান্সডাউন পাহাড়ে। সরাসরি বাসের অমিলে গুমখাল বদল করেও চলা যেতে পারে।

পাউরি

গাড়োয়াল হিমালয় নৈসর্গিক শোভার খনি। পাউরি ও ল্যান্সডাউন সেই খনিরই দুই মণি। দেবপ্রয়াগ-রুদ্রপ্রয়াগ পথে কীর্তিনগর পেরুতেই ডানহাতি কোটদ্বার সড়কে ৩০ কিমি যেতে ১৮১৪ মি উঁচুতে ওক-দেওদার-পাইনে ছাওয়া ছোট্ট পাহাড়ী শহর পাউরি। পথ এসেছে শ্রীনগর, ল্যান্সডাউন ও কোটদ্বার থেকেও। পাউরি থেকে দূরত্ব—দেবপ্রয়াগ ৬৩, শ্রীনগর ৩৩, ল্যান্সডাউন ৮৬, কোটদ্বার ১৩৪ কিমি। নিয়মিত বাসও চলে এপথে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স থেকে ত্রিশূল, হাতিপর্বত, নীলকণ্ঠ, কামলিং, চৌখাম্বা, সুমেরু পর্বত, খর্চাকুণ্ড, কেদারনাথ, ভৃগুপন্থ, জৌনলি, গঙ্গোত্রী গ্রুপ, ভাগীরথী ভ্যালি, বন্দরপুঞ্ছ, স্বর্গারোহিণী ছাড়াও নামহীন তুষারে মোড়া হিমালয়ের নানান শিখররাজির দৃশ্য নয়নাভিরাম। উদয়কালে সূর্য ফাগ ছড়ায় শৈল-শিখরে—সূর্য যেন ঘুরছে চক্রাকারে অবিবাম।

তেমনই ফরেস্ট অফিসের পাশ দিয়ে মিলিটারি ব্যারাকের মাঝের সানসেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্তও দেখে নেওয়া যায়। দূরবীনও বসেছে চারপাশের নৈসর্গিক শোভার সাথে হিমালয়ের শিখররাজি দেখাতে। কাণ্ডোলিয়া শিব মন্দির ২২, নাগদেবতা ৩ কিমিও দেখে নেওয়া যায় পাউরি থেকে।

খিরসু: পাউরি থেকে ১৯ কিমি দূরে ১৭০০ মি উঁচু খিরসু (Khirsu) থেকে হিমালয়ের দিগন্তবিস্তৃত শিখররাজি আরও কাছ থেকে দৃশ্যমান। বার্চ, ওক, পাইন, কাফল, খরসু, তুর, দেবদারুতে ছাওয়া নির্জন খিরসুতে দেখে নেওয়া যায় চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, ত্রিশূলের শিরা-উপশিরা। তবে, বেলা বাড়তেই মেঘেদের দরবার বসে হিমালয়ের শিখর থেকে শিখরে। চেনা-অচেনা নানান ফুল ও ফলবাগিচা খিরসুর প্রকৃতিকে মায়াবী রূপ দিয়েছে। আর আছে ঘণ্টাকর্ণ মন্দির—বিশাল বিশাল ঘণ্টা দ্রষ্টব্য। তেমনই পাউরিমুখী ২ কিমি দূরের চৌপাট্টা বাজার থেকেও দেখে নেওয়া যায় নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল ছাড়াও নানান তুষারশৃঙ্গ। প্যারাগ্লাইডিং-এরও মনোরম পরিবেশ খিরসু। খিরসুতে কোনো প্রাইভেট হোটেল নেই। GMVN-এর *Tourist RH*-এ D ১৫০-২৫০, ডর্মি বেড ৩৫/৪৮ টাকায় মেলে। বাস যাচ্ছে প্রতিদিন সকালে পাউরি থেকে খিরসু। জিপও মেলে শেয়ারে পাউরি থেকে খিরসু যাতায়াতে।

FRH, PWD IH, CH, Municipal RH, District Council Bungalow, GMVN-এর *Pauri Tourist Complex*, DAB ১৫০, ২৫০, ৩০০, ডর্মি বেড ৪৮, আছে। আর আছে বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে প্রাইভেট হোটেল—*H Himalaya*, Luxmi Narayan Marg, Pauri-246001, DAB ২০০-৩৫০; *Frontier H*, SAB ৮০, DAB ১৫০; *H Sun & Snow*, SAB ৮০-১২৫, DAB ১৫০-২৫০; *Bisht H*, DCB ১০০, ডর্মি ৪০; *H Shivalik, H Uttarachal, Subidha L, Suman H, H Choukhamba* পাউরিতে।

হৃষীকেশ থেকে ১০৬ কিমি দূরে গাড়োয়ালের বড় বাণিজ্যিক শহর শ্রীনগর। ৪ কিমি আগে দৌরাতা-য় পৃথক হয়েছে হৃষীকেশ-গঙ্গোত্রী ও হৃষীকেশ-শ্রীনগরের পথ। অতীতে রাজ্যপাটও বসে গাড়োয়ালের শ্রীনগরে। তবে, গাড়োয়াল-রাজ গোর্খা তাড়ানোর পুরস্কার স্বরূপ রাজ্যের আধা ভেট দেয় ব্রিটিশকে। রাজধানীও স্থানান্তরিত হয় শ্রীনগর থেকে তেহরিতে। গাড়োয়ালও তাই দ্বিখণ্ডিত হয়ে নামাঙ্কিত হয় তেহরি গাড়োয়াল ও পাউরি (ব্রিটিশ) গাড়োয়ালে। ঘিঞ্জি পাহাড়ী উপত্যকা তেহরি। তেহরি আজ সমধিক খ্যাত তেহরি ড্যাম তথা বিশ্বের অন্যতম জলাধার ও চিপকো আন্দোলনের নেতা সুন্দরলাল বহুগুণার জন্য। তবে, গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান শ্রীনগরে। আর আছে কমলেশ্বর ও কল্যাণেশ্বর মন্দির, শঙ্করাচার্য মঠ শ্রীনগরে। কমলেশ্বর মন্দিরেই শ্রীরামচন্দ্র সহস্র পদ্মের অর্ঘ্য দেন শিবঠাকুরকে।

থাকার জন্য GMVN-এর *Tourist Rest Complex*, DAB ২০০, ৩০০, ৪০০, আছে; আর আছে *H Prachi, H Rajhans* ছাড়াও নানান হোটেল শ্রীনগরে। ধরমশালা আছে *কালীকমলী* ছাড়াও নানান শ্রীনগরে। আহারও মেলে বাস স্ট্যান্ডে *তৃপ্তি* ছাড়াও নানান হোটেলে।

যোশীমঠ

তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর প্রকৃতির মাঝে যোশীমঠ। ৮ শতকের আদিগুরু শঙ্করাচার্যর গড়া চার জ্যোতির্মঠের এক যোশীমঠে। জ্যোতির্মঠ থেকেই জায়গার নাম। হৃষীকেশ থেকে দূরত্ব ২৫৭, বদরী ৪২ কিমি ; উচ্চতা ৬২৬০ ফুট। হৃষীকেশ-বদরী বাস ৯ ঘণ্টায় যোশীমঠে পৌঁছে বদরী যাচ্ছে। সারা পথেই সঙ্গ নেয় অলকানন্দা। মিষ্টি-মধুর তানে নিনাদ শোনায়। ইন্দো-মঙ্গোলিয়ান সম্প্রদায়ের ভুটিয়াদের বাস

যোশীমঠে। যাযাবরী জীবন এদের। ইয়াক এদের সাথী। জীবিকারও মাধ্যম ইয়াকের দুধ-ঘি-মাংস। বদরীর বাস ৬—১৬-০০টার মধ্যে যোশীমঠ না পেরুলে রাত কাটাতে হয় এই যোশীমঠে। গেট খোলে ৬-০০, ৯-০০, ১১-০০, ১৪-০০, ১৬-০০টায় যোশীমঠ থেকে বদরী যেতে।

থাকার জন্য *PWD IB, FRH, মন্দির কমিটির রেস্ট হাউস, বিড়লা রেস্ট হাউস* ছাড়াও নানান *ধরমশালা* আছে। আর আছে GMVN-এর ২টি *Tourist RH,* DAB ২০০, ৩০০, ৩৫০, ডর্মি বেড ৬০, প্রাইভেট হোটেল—*নন্দাদেবী, কামেত, নীলকণ্ঠ, শৈব, কৈলাশ, আনন্দ, জ্যোতির্লিঙ্গ, শিবালিক* ছাড়াও বেশ কয়েকটি হোটেল আছে বাসস্ট্যান্ডে।

বাসস্ট্যান্ডের নিচে বিষ্ণুর ৪র্থ অবতাররূপী দেবতা নৃসিংহ-র মন্দির। শীতে বদরীর দেবপূজাও হয় এই মন্দির থেকে। নবদুর্গা ও অষ্টভুজ গণেশও রয়েছেন মন্দিরে। আর বাসস্ট্যান্ডের শিরে শঙ্করাচার্য গুম্ফা অর্থাৎ জ্যোতির্মঠে মূর্তি হয়েছে শঙ্করাচার্য ও তদীয় শিষ্য টোটকানন্দজীর। আর আছে কৈলাস থেকে আনা স্ফটিক শিবলিঙ্গ। ২৪০০ বছরের কল্পবৃক্ষটি দর্শনীয়। ৭৮১৮ মি উঁচু নন্দাদেবীও দৃশ্যমান যোশীমঠে। ৪২৬৮ মি উঁচু কুয়ারী পাস-এর পথ যাচ্ছে যোশীমঠ থেকে। তিব্বতে যাবার একটি পথও গিয়েছে এই যোশীমঠ থেকে।

আউলি

হরিদ্বার/হৃষীকেশ-বদরী পথের যোশীমঠ থেকে ১৬, হৃষীকেশের ২৬৮ কিমি দূরে আউলি। জিপ মেলে ২৫০ টাকায়। তবে পথকে সংক্ষিপ্ত করে (৪½ কিমি) পাকদণ্ডী পথে চলা যায় ঘণ্টা আড়াইয়ে ট্রেক করে যোশীমঠ থেকে আউলি। এশিয়ার বৃহত্তম আর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ৩.৯ কিমি দীর্ঘ রোপওয়েও বসেছে ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে যোশীমঠ-আউলি-গড়সন-এর মাঝে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীত থেকে ১১০০ মি খাড়া এই রোপওয়ে ২৫ যাত্রী নিয়ে চলছে ৯—১৬-৩০টায়। ১৫ মিনিটের যাত্রাপথ, টিকিট ১৫০, যাতায়াত। ২৫১৯-৩০৪৯ মি উঁচুতে ১৯৭৮এ ইতালীয় Alberto Re ও Ezio Laboria-র নেতৃত্বে গড়া হিমালয়ের ঢালে ৩ কিমি ব্যাপ্ত ২-৩ মি পুরু বরফের পাতে ডিসেম্বর থেকে মার্চে GMOU-এর ব্যবস্থাপনায় স্কি শিক্ষার জন্য আউলির প্রশস্তি। ৭ ও ১৫ দিনের কোর্স চালু। পর্যটক বিনোদনের ব্যবস্থাও আছে ১৫ টাকায় ৪০ মিনিটে, ছাত্রদের ১০টাকায়। তেমনই দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়ের নানান শৃঙ্গ—বেথুয়াটলি, নন্দাদেবী, দুনাগিরি, বারমান, হাতি, ঘোড়িচ, মানা, নর, কামেট, নীলকণ্ঠ, একে একে দৃশ্যমান। তাপমান ০° সেন্টিগ্রেডের নিচে অহরহ। দেওদারে ছাওয়া আউলির পাহাড়ী ঢালে দূরে-দূরান্তরে বসতি—জুম চাষ হচ্ছে। চাঁদিনী রাতে আউলির মায়াবী রূপ সত্যই রমণীয়।

থাকার ব্যবস্থা মেলে GMVN-এর *Tourist Complex*-এ স্যুইট ৬৫০, ৭৩০, ৮৫০, হাট ৪৮, আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। উৎসাহীরা সরাসরি যোগাযোগ করুন : GMVN, 74/1 Rajpur Rd, Dehra Dun, UP, ✆ 26817 বা UP Tourism, 12-A, N S Rd, Calcutta-1, ✆ 2207855 বা দিল্লী/মুম্বাই/চেন্নাই-এ।

সপ্ত বদরী

আদিবদরী : কর্ণপ্রয়াগ থেকে সিমলি হয়ে ১৯ কিমি দূরে কর্ণপ্রয়াগ-রানীক্ষেত বাস পথে ৩২০০ ফুট উঁচুতে মন্দির হয়েছে আদিবদরীর। জিপও মেলে শেয়ারে এপথে। ১৬টি ছোট ছোট মন্দির নিয়ে টেম্পল কমপ্লেক্স। ৭টি তার গুপ্ত যুগে তৈরি। মূল মন্দিরে দেবতা কালো পাথরের বদ্রীনারায়ণ। অতীতে বদরীনাথ যখন অগম্য ছিল তখন এই আদিবদরী থেকেই প্রণাম জানাতেন ভক্তের দল দেব উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে মন্দির, আর বিগ্রহ স্থাপন করেন শঙ্করাচার্য। চলার পথে সিমলিতেও দেখে নেওয়া যায় জয়চণ্ডীর মন্দির।

চারধাম: স্বর্গের নদী গঙ্গা মর্ত্যে নামছেন। গতি তার বিপুলা। আশঙ্কা—তোড়ে ধ্বংস পাবে পৃথিবী। শিব এলেন জটাজালে গতি রোধ করতে। তবুও শঙ্কা কাটে না। গঙ্গা তাই ১২টি ধারায় বিভক্ত হয়ে মর্ত্যে চললেন। ধারা ১২ হলেও উল্লেখ্য এদের মধ্যে চার— অলকানন্দা, মন্দাকিনী, ভাগীরথী ও যমুনা। অলকানন্দার তীরে বদরীবিশালে দেবতা বিষ্ণু তথা নারায়ণ; আর মন্দাকিনীর তীরে কেদারনাথে শিবঠাকুরের বাস। তেমনই দুই দেবী রয়েছেন গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীতে। গঙ্গোত্রী অর্থাৎ গঙ্গা যেখানে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন সেই পুণ্যভূমে স্বর্গের দেবী গঙ্গার মন্দির। আর যমুনার উৎস মুখে সূর্য-তনয়া তথা যমরাজের বোন যমুনার বাস। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু পুরাণের এই চার পুণ্যধাম চারধাম নামে খ্যাত। এদের প্রত্যেকটিরই অবস্থান ৩০০০ মিটারের উর্ধ্বে। মরসুম—মে থেকে নভেম্বরের প্রথম। শীতেরও আধিক্য আছে চারধামের দিকে দিকে। পৌরাণিক আখ্যান, নৈসর্গিক শোভা, প্রকৃতির দৃশ্য, দুর্গমতাকে জয় করার নেশা, সবকিছু মিলে-মিশে চারধাম আজ ভারত রাষ্ট্রের অনন্য তীর্থ।

থাকারও ব্যবস্থা আছে *ধরমশালা, মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস, PWD RH, FRH,* ছাড়াও হোটেল—*Khalsa, New Alka, Govind, Saurav, Alakananda* ও GMVN-এর *Tourist Complex,* D ২০০, ২৫০, ৩০০, ডর্মি বেড ৫০ টাকা হারে। বাসও চলে কর্ণপ্রয়াগ থেকে গোয়ালদাম, চৌকোরির। ১৩৬ কিমি দূরের রানীক্ষেতেরও পথ গিয়েছে কৌশানি ১০৬ হয়ে কর্ণপ্রয়াগ থেকে। বাসও চলে এপথে।

বৃদ্ধবদরী: যোশীমঠ থেকে হেলাংয়ের বাস-পথে ৫ কিমি গিয়ে প্যায়নি। পাহাড়ী গাঁও এই প্যায়নি। নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ী গাঁয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট মন্দির—বৃদ্ধবদরীর। স্থানীয়দের মুখে বুঢ়া বদরী। স্বয়ং নারদ এর প্রতিষ্ঠাতা।

শঙ্করাচার্যও পূজা করেছেন কিছুকাল। জনশ্রুতি, দেবর্ষি নারদের তপস্যায় তুষ্ট ভগবান বিষ্ণু লোলচর্ম এক বৃদ্ধের বেশে দর্শন দেন। দৈববাণীতে সম্বিত পেয়ে নারদই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর দেখা বৃদ্ধরূপী বিষ্ণু।

ধ্যানবদরী : এবার হেলাং পৌঁছে যোশীমঠে ফেরার দিনের শেষ বাসের সময় জেনে এগিয়ে চলুন ৬½ কিমি দূরের উর্গমে। পাণ্ডববংশীয় পুরঞ্জয়ের পুত্র উর্বঋষির তপস্যাক্ষেত্র —নামও তাই উর্গম। জনশ্রুতি, শঙ্করাচার্য এখানেই কেদার-নাথের প্রথম মন্দির গড়েন। মন্দির আজও রয়েছে। আর হয়েছে ধ্যানবদরীর মন্দির ৬৩০০ ফুট উঁচু উর্গমে। মূল দেবতা বিষ্ণু; আর আছেন গণেশ, নারদ, কুবের ছাড়াও নানান। থাকার জন্য দেবগ্রামে *কল্পেশ্বর হোটেলও* আছে। পথ নির্জন, পথশোভা মনোরম। এপথ গিয়েছে আরও এগিয়ে তিব্বত সীমান্তে। এবার হেলাং হয়ে যোশীমঠ ফিরুন। তবে, উর্গম থেকে মাইল খানেকের দূরত্বে রয়েছে পঞ্চকেদারের অন্যতম কল্পেশ্বর। উৎসাহীদের কল্পেশ্বরের পথেই এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে। চলার পথে পিপল-কোটিতে *ধরমশালা, মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস,* GMVN-এর *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস,* D ২৫০, ৪০০, ডর্মি ৬০, ; *PWD IH* ও নানান প্রাইভেট হোটেলে রাতের বিশ্রাম নেওয়া চলে।

আধবদরী: যোশীমঠ থেকে ডানহাতি ১৫ কিমির বাস দূরত্বে তপোবন। তপোবন থেকে সকাল ৯-০০ ও ১৫-৩০টায় বাস যাচ্ছে আরও ৫ কিমি এগিয়ে সুবায়েনে। এ-পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে নিতিপাস পেরিয়ে কৈলাস ও মানস সরোবরে। তবে যাত্রীদের কাছে এ-পথ রুদ্ধ আজ। বাস স্বল্পতায় তপোবন থেকেই পায়ে হাঁটুন। ঋষিগঙ্গা আর ধৌলীগঙ্গার প্রয়াগ—রেনীর আগেই গরম জলের প্রস্রবণ পেরুতেই পাকদণ্ডী পথ উঠেছে সুবায়েন গ্রামের। প্রাণান্তকর চড়াই এপথে। দূরত্ব ৭ কিমি, উচ্চতা ৩০৪৮ মি। ছোট্ট মন্দির, দেবতা বিষ্ণু নারায়ণের বিগ্রহটি আরও ছোট সুবায়েনে। ইনিই হলেন আধবদরী। আধবদরী থেকে আরও ২.৪ কিমি চড়াই বেয়ে ৩৫০৬ মি উঁচুতে **ভবিষ্যবদরী**। মূর্তি রূপ নিচ্ছে পাথরের গায়। প্রবাদ—কলির শেষে বদরী-বিশাল যেদিন চাপা পড়বে নর আর নারায়ণ পর্বতে তখন দেব-পূজা হবে এখানে। যেমন দুরূহ তেমনই দুর্গম এপথ। থাকারও কোনো ব্যবস্থা নেই সারা পথে। তপোবনে সরকারি *নিরীক্ষণ ভবন* আর স্থানীয়দের দোকানপাট যাত্রীদের ভরসা। তাই সঙ্গে তাঁবু থাকলে রাত্রিবাসে সুবিধা এপথে।

যোগবদরী: যোশীমঠ-বদরী পথে ১৯ কিমি গিয়ে গোবিন্দঘাট, আরও ২ কিমি যেতে বদরীমুখী পথে পড়ে পাণ্ডুকেশ্বর। বদরীর বাসে যাওয়া চলে। বাসপথ থেকে ½ কিমি গাঁয়ের মধ্যে নেমে মন্দির হয়েছে যোগবদরীর। দেববিগ্রহটি খুবই সুন্দর। কারও কারও মতে শাপগ্রস্ত রাজা পাণ্ডু বিষ্ণুর উপাসনা করেন এখানে। তাঁরই নামে নাম। দ্বিমতে, পঞ্চপাণ্ডবদের নামে নাম হয়েছে পাণ্ডুকেশ্বর। মন্দিরটিও পাণ্ডবদের গড়া। আর দেবতা ইন্দ্রকে ব্রহ্মার দেওয়া নারায়ণ মূর্তি। আর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে মূর্তি দেন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এবার বাসে চলুন বদরীবিশাল। *মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস, PWD IB* ও ধরমশালায় থাকারও ব্যবস্থা মেলে।

বদরীবিশাল :

Bahuni santi tirthani devi bhumo rasasu cha!
Badari sadrisya tirth na bhuta na bhavisyati....

যোশীমঠ থেকে ৪২ কিমি দূরে বদরী আর হৃষীকেশ থেকে বদরীর দূরত্ব ২৯৪ কিমি। দিল্লীর দূরত্ব ৫১৮, কর্ণপ্রয়াগ ১২৩, রুদ্রপ্রয়াগ ১৫৫, দেবপ্রয়াগ ২২৫, হরিদ্বার ৩১৯, কোটদ্বার ৩৪৩ কিমি। বাসও আসছে নিয়মিত হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কোটদ্বার, কর্ণপ্রয়াগ, দিল্লী থেকে বদরী। নিকটতম বিমান ৩১৫ কিমি দূরে দেরাদুনের জলি গ্রান্ট। যোশীমঠ ছেড়ে পাণ্ডুকেশ্বর, পাণ্ডুকেশ্বর থেকে হনুমানচটি মাঝের এই পথটুকু সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে —পথটুকুও একমুখী। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপাবলী (মে-নভেম্বর) দেবতা থাকেন মন্দিরে। বাকি সময় যোশীমঠে পূজিত হন দেবতা। মন্দিরও রুদ্ধ, বরফে ছাওয়া থাকে বদরী। তাপমান গ্রীষ্মে ১৭.৯—৫.৬ আর শীতে ০° সেন্টিগ্রেডের নিচে অহরহ। বেড়াবার মনোরম সময় জুলাই-আগস্টের বৃষ্টি এড়িয়ে মে, জুন ও অক্টোবর মাস।

৩১৫৫ মি উঁচুতে বদরীনাথ। বাসও পৌছায় ৬৫৯৬ মি উঁচু নীলকণ্ঠ পাহাড়ের পাদদেশে ঋষিগঙ্গা ও অলকা-নন্দা নদীর সঙ্গম বদরীনাথে। ছোট্ট শহর, পায়ে পায়েই পৌঁছে যান হোটেল বা ধরমশালায়—কুলিও মেলে বদরীতে। সামনেই শ্বেত-শুভ্র কিরীট শিরে নীলকণ্ঠ পাহাড় —সূর্যোদয়ে এদৃশ্য নয়নাভিরাম। মন্দিরের দু'পাশে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে নর ও নারায়ণ দুই পর্বত। তারই মাঝে বদরীবিশাল। প্রবাদ—মহাভারতের কৃষ্ণ ও অর্জুন পূর্বজন্মে নারায়ণ ও নর ঋষিরূপে তপস্যা করেন। সঙ্গী তাদের নারদ। দ্বিমতে, ধর্মের দুই পুত্র এই নর ও নারায়ণ।

৮ শতকে শঙ্করাচার্য বদরী আসেন। প্রাচীন দেবমূর্তি নারদ কুণ্ড থেকে উদ্ধার করে তপ্তকুণ্ডের কাছে গরুড় গুম্ফায় প্রতিষ্ঠা করেন আচার্যদেব। আরও পরে গাড়ো-য়ালের রাজা বর্তমান মন্দিরটি গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন দেবতা। আর ১৩ শতকে মন্দিরের শিখরটি সোনায় মুড়ে দেন ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ। পাথরের কারুকার্যময় মন্দিরের জাফরির নকশা ও পাথরের বাতায়নগুলি সুন্দর। তবে বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীর আদল মেলে মন্দিরে। মন্দির-সংলগ্ন গরম জলের প্রস্রবণ তপ্তকুণ্ডে দেবতা অগ্নির অবস্থান। স্নানে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। স্নানান্তে পূজা দিন বদরীবিশাল অর্থাৎ বিষ্ণুর। ২১ থেকে ১০০১ টাকায় বিশেষ পূজার প্রথা। চত্বরে নামতেই গরুড় করজোড়ে সম্ভাষণ জানাতে ব্যস্ত। উঁচু বেদীতে, মণিমুক্তা ও অলঙ্কারে ভূষিত পদ্মাসনে কষ্টিপাথরে চতুর্ভুজ দেবতা—একহাতে সুদর্শন চক্র, দ্বিতীয় হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, তৃতীয় হাতে কৌমদকী গদা, চতুর্থ

হাতে পদ্ম; মস্তকে রত্নখচিত কিরীট, শিরোপরি স্বর্ণছাতা। ভক্তের বিপদভঞ্জনে ধরাধামে বার বার (১০) আবির্ভাব ঘটেছে দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর। এর শয্যা-অনন্ত, স্ত্রী-লক্ষ্মী, পুত্র-কামদেব, ধাম-বৈকুণ্ঠ, বাহন-গরুড়। প্রলয়কালে মনুষ্যদেহ ধারণ করে নারায়ণরূপে শেষনাগের উপর শায়িত। তার নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব। দর্শনে মোক্ষ লাভ হয়। আর রয়েছেন বামে নর ও নারায়ণ, ডাইনে কুবের; সামনে রূপার গরুড়। প্রাঙ্গণে দেবী লক্ষ্মীও রয়েছেন নিজ মন্দিরে। পূজারী এসেছেন কেরল থেকে *রওয়াল নাম্বুদ্রি* সম্প্রদায়ের। মন্দিরের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। মন্দির থেকে নামতেই ডান-হাতি পথ—দু'পাশে দোকানপাট, বাজার। পুজোর সাজসরঞ্জাম থেকে সবই মেলে। জিনিসপত্রের দাম হৃষীকেশের মতোই। পি এন বি ও স্টেট ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে বদরীনাথে।

নানান কিংবদন্তী আছে বদরীবিশালকে ঘিরে। স্কন্দপুরাণে মেলে মুনি-ঋষিদের বাস ছিল অতীতকালে—নামও তাই বিশাল। তারও পরে নাম হয় এর কেশবপ্রয়াগ। কালে কালে বদরীবিশাল। বদরী অর্থাৎ কুল। দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং *বদরী* অর্থাৎ কুল গাছ হয়ে ছত্রাকারে ছায়া দেন নারায়ণকে। নামের বিবর্তন সেই থেকে। আর আছে পঞ্চশিলা অর্থাৎ নারদ, নৃসিংহ, বরাহ, গরুড়, মার্কণ্ডেয়; তীর্থযাত্রীদের অবশ্যই দ্রষ্টব্য। তেমনই মূল মন্দিরকে ঘিরে পঞ্চতীর্থ ঋষিগঙ্গা, কূর্মধারা, নারদকুণ্ড, প্রহ্লাদধারা ও তপ্তকুণ্ডে স্নান বিধেয়। ৩ কিমি দূরের চরণ শিলাও অভিযান
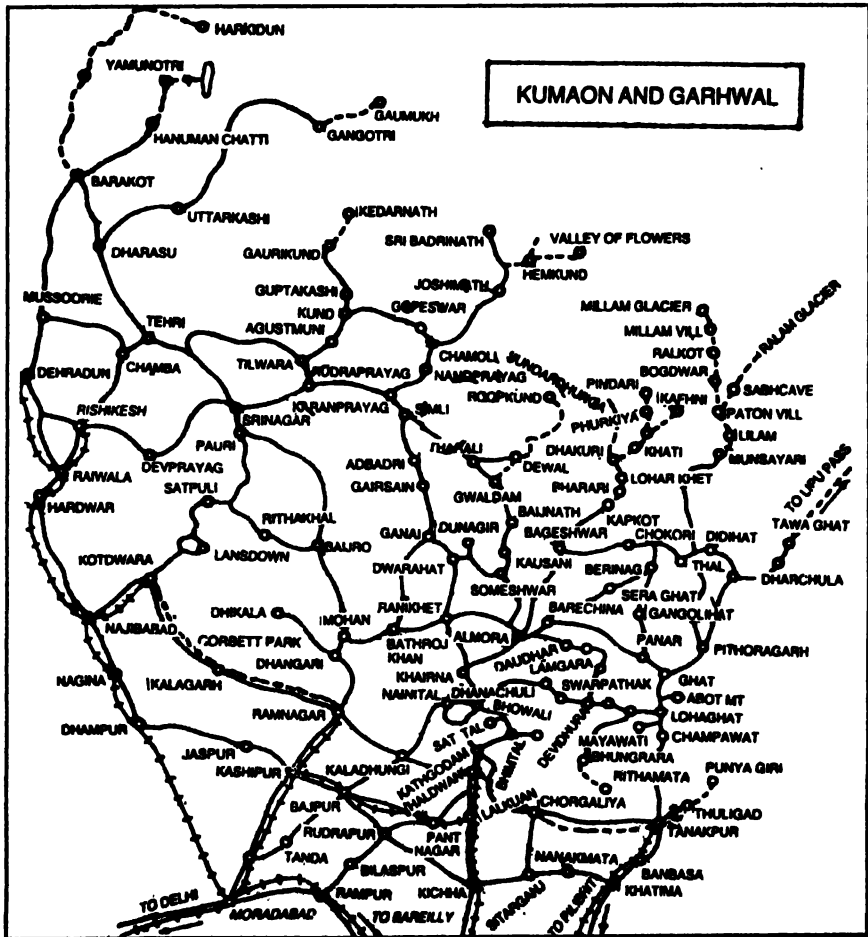
করে ফেরা যায়। বাঙালি নাগা বাবা সোমনাথজী আশ্রম গড়েছেন তপ্তকুণ্ডের পাড়ে বদরীতীর্থে। মন্দিরের উত্তরে ব্রহ্মকপাল—পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

পরদিন সকালে পায়ে, ঘোড়া, গাড়ি বা জিপে বেরিয়ে পড়ুন বদরী থেকেও ১০০০ ফু উঁচু বসুধারা জলপ্রপাত দর্শনে। বদরী থেকে ৮ কিমি দূরে ধর্মশিলায় ধারা নামছে পাহাড় থেকে। জলোচ্ছ্বাসে রামধনুর সাতরঙ খেলে; আর রয়েছে গ্লেসিয়ার। বিষ্ণু-গঙ্গারও জন্ম বসুধারার জলপ্রপাতে —গিয়ে মিলেছে অলকানন্দায়। প্রবাদ, বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপ মোচনের তরে দক্ষকন্যা বসুর আটপুত্র—অষ্টবসু ৩০ হাজার বছর তপস্যা করেন এখানে। তপস্যায় তুষ্ট গঙ্গা বসুধারা রূপে নেমে আসেন। কথিত আছে, পাপীদের গায়ে বসুধারার জল পড়ে না। তবে, এপথ যথেষ্ট দুর্গম। পাহাড় কেটে পায়ে চলা সরু পথ। তবে কেদারের পথ এ-দৃশ্যের স্বাদ মেটায়। মাঝপথে মহাভারতের মানা গ্রাম। ইন্দো-মঙ্গোলিয়ান সম্প্রদায়ের বাস। তিব্বতের পথে শেষ ভারতীয় বসতিও এই মানায়। সমগ্র বেদ ৪ খণ্ডে সম্পাদনা করেন ব্যাসদেব মানার ব্যাস-গুহায়। মূর্তি হয়েছে ব্যাসদেবের। পাশেই গণেশ গুহা, অদূরে পাষাণদেবীর মাতা মন্দির, মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর সরস্বতী নদী পেরুবার জন্য ভীমের গড়া ভীম পুলও দেখে নেওয়া যায়। আর রয়েছে অলকানন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গম—কেশবপ্রয়াগ।

সতোপন্থ তাল: বদরীনাথ থেকে পাণ্ডবদের মহা-প্রস্থানের পথ ধরে সতোপন্থ তাল অর্থাৎ স্বর্গের পথও অভিযান করে নেওয়া যায়। মানা গ্রাম থেকে বসুধারাকে ডাইনে রেখে নীলকণ্ঠের পাশ দিয়ে পথ চলে চামতোলী উপত্যকায়। তারপর লক্ষ্মীবন হয়ে ১৩ কিমি গিয়ে বাণধারে প্রথম রাতের বিশ্রাম। অর্জুন বাণ মেরে জল তুলে তৃষ্ণা নিবারণ করেন ১৩০০০ ফু উঁচু বাণধারে। বাণধার থেকে ৮ কিমি দূরে চক্রাকার উপত্যকা চক্রতীর্থে ২য় রাতের বিশ্রাম। আরও ৫ কিমি গিয়ে সতোপন্থ তাল। খুবই দুর্গম এপথ। চড়াই-এর আধিক্য—তেমনই আছে চলতে-ফিরতে মরণ ফাটল অর্থাৎ ক্রিভাস। অ্যাভালাঞ্চও এপথে যখন-তখন ঘটে চলে। ৩০ কিমিতে ৫০০০ ফু উঠতে হয় বদরী থেকে সতোপন্থে। ৩য় দিনে ১৮ কিমি পরিক্রমায় চক্রতীর্থ থেকে গিয়ে সতোপন্থ দেখে রাতের বিশ্রাম বাণধার ফিরে। ৪র্থ দিনে মানা হয়ে বদরীনাথ ফেরা যেতে পারে। ৫ থেকে ৭ দিনের রেশন, তাঁবু, গাইড ও কুলি সঙ্গে নিতে হয়। ভারতীয়দের অনুমতি না লাগলেও ভারতীয় নাগরিকত্বের নিদর্শনপত্র সঙ্গে রাখা ভাল। তাল থেকে ১৫ কিমি দূরে ভারত-চীন সীমান্ত।

১৬০০০ ফু উঁচুতে ১½ কিমি ব্যাপ্ত সতোপন্থ তাল। পুরাণ বলে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অবস্থান করেন ▲ ধর্মী ত্রিকোণা লেকের তিন কোণে। বালাকুল, চৌখাম্বা, সতোপন্থ, স্বর্গারোহিণী, নীলকণ্ঠ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরপর দাঁড়িয়ে। বেড়াবার মরসুম মে মধ্য থেকে জুনের মধ্য ভাগ, আবার সেপ্টেম্বরের মধ্য থেকে অক্টোবরের মধ্য ভাগ।

তুষারধবল নীলকণ্ঠ পাহাড় আর মন্দির দেখে আরও এক দিন থাকুন বদরীতে। আবার ১৬ কিমি দূরের সতোপন্থ লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন ট্রেক করে। পথেই পড়ে সতোপন্থ ও ভগীরথ হিমবাহ থেকে সৃষ্ট অলকানন্দার উৎস। ব্যস্ততা থাকলে সকাল ৮-০০টায় ভুখ হরতাল বা নানান বাসে যোশীমঠ/চামোলী/গোপেশ্বর/ কুণ্ড/গুপ্তকাশী হয়ে ১০ ঘণ্টায় ৯১ টাকায় গৌরীকুণ্ড পৌঁছান; বা ১০-৩০টার বাসে রুদ্রপ্রয়াগ ফিরুন; বা ৬-৩০টার বাসে দিনে দিনে হরিদ্বার পৌঁছে যান। পরের বাসগুলি পথে রাত কাটিয়ে হরিদ্বার পৌঁছায় দ্বিতীয় দিনে।

GMVN-এর *H Deolok*, DAB ২৫০, ৩৫০, স্যুইট ৬০০, পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে এদেরই *Tourist Rest House*-এ ১৫০ টাকায় ডাবল বেডের ঘর। এছাড়াও *রেস্ট হাউস* আর *ধরমশালা* রয়েছে নানান বদরীতে—*বিড়লা মঙ্গল নিকেতন, তলকা, ভেঙ্কটেশ্বর সদন, চাঁদ, বেঙ্গলি, ঝুনঝুনওয়ালা, কালীকমলী, বাজোরিয়া, ভজন আশ্রম, মোদী ভবন, মানবকল্যাণ, গীতা মন্দির, মহারাষ্ট্র ধরমশালা, তানপুরিয়া, পরমার্থলোক, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণ নিবাস, মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস—বদরী সদন, PWD IB;* নতুন বাস স্ট্যান্ডে —*ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ;* পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে—*ভোলা গিরি, বাঙ্গুর, পাঞ্জাব সিন্ধ;* পাণ্ডা ঠাকুরদের বাড়িতেও আতিথ্য মেলে। বাঙালির পাণ্ডাঠাকুর হীরালাল ভট্ট (ধীরেন ভট্টের ভাই ও পুত্রেরা) বা পঞ্চভাই সুবোধচন্দ্র— এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পূজার ব্যবস্থা করা যায়। শ্রীভট্টদের *ধরমশালাও* আছে—*শ্রীকৃষ্ণ নিবাস।* বাথ সংলগ্ন ঘর এঁদের। আয়োজন ভালই। বাঙালি যাত্রীদের অবস্থানও বেশি *শ্রীকৃষ্ণ নিবাস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বালানন্দ ও ভোলাগিরিতে।* তেমনই হয়েছে *মুখার্জী হোটেল, সারদেশ্বরী হোটেল* বদরীতে। আর বাঙালি খাবারের ব্যবস্থা করেছে বালানন্দের বিপরীতে কলকাতার *সুপ্রিয়া ট্যুর* হোটেল করে। বাসস্ট্যান্ড ও ভোলাগিরির বিপরীতে *সারদেশ্বরী*তেও আহার্যে বাঙালিয়ানা মেলে।

রুদ্রপ্রয়াগ: হৃষীকেশ থেকে ১৩৯ কিমি দূরে—হৃষীকেশ-কেদার আর হৃষীকেশ-বদরীর পথে ৬১০ মি উঁচুতে জমজমাট গঞ্জ রুদ্রপ্রয়াগ। বদরীর দূরত্ব ১৫৫, গৌরী-কুণ্ড ৭৩, টেহরি ১১০, দেবপ্রয়াগ ৭০ কিমি। পথও পৃথক হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগ পেরুতেই—বদরী যাচ্ছে কর্ণপ্রয়াগ/নন্দপ্রয়াগ/চামোলী/পিপলকোটি/যোশীমঠ হয়ে; আর কেদারের পথ গিয়েছে অগস্ত্যমুনি/ কুণ্ড/ গুপ্তকাশী/ নালা/ সীতাপুর/শোনপ্রয়াগ হয়ে। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীও মিলেছে এই রুদ্রপ্রয়াগে এসে। সঙ্গমে দেখুন জগদম্বা মন্দির আর সঙ্গম শিরে টিলার টঙে প্রাচীন রুদ্রনাথ। আর আছে নারদ শীলা—লোকশ্রুতি, নারদ এই শিলায় বসে বীণা বাজাতেন। নারদের দর্প ভাঙতে রুদ্রের আগমন। পরদিন সকাল ৭-০০টার বাসে গৌরীকুণ্ড চলুন। ১ ঘণ্টা আগে বুকিং কাউন্টার খোলে বাসের, অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা নেই; তাই

আগেভাগেই হাজির হতে হয় বুকিং কাউন্টারে। মন্দাকিনী পেরুতেই চেকপোস্ট—কেদার যাত্রীদের কলেরার সার্টিফিকেট দেখানো বিধি।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চোপড়ার বাসে ৫ কিমি দূরের কোটিশ্বর শিব মন্দিরটিও বেড়িয়ে ফেরা যায়। জিপও যাচ্ছে এপথে। আবার ট্রেক করেও এক ঘণ্টায় চলা যেতে পারে কোটিশ্বর দর্শনে। পাহাড়ে ঘেরা শান্ত-সুনিবিড় আরণ্যক পরিবেশে বিশাল চত্বরে মন্দির হয়েছে কোটিশ্বর শিবের। ধরমশালাও আছে মন্দির লাগোয়া। মন্দির থেকে আরও নেমে গিরিগুহায় রঙবেরঙের নানান শিবলিঙ্গও দেখে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। তেমনই রুদ্রপ্রয়াগের ৩ কিমি আগেই পথে পড়ে গুলাবরায় চটি। এই গুলাবরায় ১৯২৬এর ২রা মে ১২৬ জনকে হত্যাকারী নরখাদক বাঘটি বধ করেন জিম করবেট। মেলা বসে বাঘ হত্যার স্মরণে আজও। স্মৃতিফলক স্মরণ করায় সে আখ্যান।

GMVN-এর *Mandakini Tourist Lodge* এবং *Tourist Complex* ৪৮/৬০ টাকায় বেড, স্যুইট ৬০০, A/c ৭০০; ছাড়াও রয়েছে *PWD IB* ও *ফরেস্ট বাংলো*। এ-ছাড়া *মন্দির কমিটির ধরমশালা, কালীকমলী, বদরীনাথ ধরমশালা, বিড়লা গেস্ট হাউস;* প্রাইভেট হোটেল—*হোটেল সঙ্গম, মন্দাকিনী ট্যুরিস্ট লজ, পুষ্প দ্বীপ* আছে রুদ্রপ্রয়াগে। আমিষ আহার্যও মেলে বাস স্ট্যান্ডের *ট্যুরিস্ট হোটেলে।*

হেমকুণ্ড সাহিব ও ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স

যোশীমঠ-বদরী পথে যোশীমঠ থেকে ১৯ কিমি যেতে ১৮২৯ মি উঁচুতে ১০ম শিখ গুরুর নামাঙ্কিত গোবিন্দঘাট। বদরীর দূরত্ব ২৩ কিমি গোবিন্দঘাট থেকে। বাস পথ থেকে ½ কিমি গিয়ে *গুরদ্বারা*। থাকা ও আহার্যের ব্যাপক ব্যবস্থা। কম্বলও মেলে সাথে। আর আছে অতিরিক্ত জিনিস রাখার ক্লোকরুম ব্যবস্থা গুরদ্বারায়। *FRH* অবু: DFO, Gopeswar আছে অদূরে। গুরদ্বারাকে ঘিরে প্রাইভেট হোটেল—*Bharat GH, Hem Tourist RH, Sapt Sringa Tourist RH;* আর দোকানপাটও হয়েছে গোবিন্দঘাটে। গোবিন্দঘাট থেকেই হাঁটাপথের শুরু হেমকুণ্ড সাহিব ও ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের। ঘোড়া, কুলি, ডাণ্ডিও মেলে যাতায়াতে। মিলনও ঘটেছে অলকানন্দার সাথে ভুইন্দার গঙ্গার গোবিন্দঘাটে।

গোবিন্দঘাট থেকে ঘণ্টা সাতেকে ১২½ কিমি গিয়ে ৩০৪৯ মি উঁচুতে পাইনে ছাওয়া ঘাংঘারিয়া। চড়াই ও উতরাই দুইয়েরই সমন্বয় ঘটেছে এ-পথে। গুরদ্বারার সামনে সেতুতে অলকানন্দা পেরিয়ে লক্ষ্মণ (ভুইন্দর) গঙ্গার পাড় ধরে পথ—আরণ্যক শোভা মুগ্ধ করে সারাপথে। ৯ কিমি যেতে ভুইন্দর ভ্যালি থেকে কাকভুশণ্ডির পথ গিয়েছে। আরও ৩½ কিমি চড়াই বেয়ে ঘাংঘারিয়া।

Ghanghariya-তেও *গুরদ্বারা* আছে। আর আছে GMVN-এর *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস* D ৩০০, ৪৫০, ডর্মি ৯০; *ফরেস্ট বাংলো* ও চটির হোটেল—*Krishna L, Hemkunt Travellers L, H Valley View, H Nanda Devi, H Kuber, H Devibhumi, H Meheta* আছে। বিজলীও পৌঁছেছে ঘাংঘারিয়ায়। কম্বল, আহার ও শোবার ঢালাও ব্যবস্থা মেলে বিশাল গুরদ্বারায়।

গোবিন্দঘাট থেকে রওনা হয়ে ১ম দিন ঘাংঘারিয়ায় পৌঁছে বিশ্রাম, ২য় দিন হেমকুণ্ড বেড়িয়ে রাতের বিশ্রাম ঘাংঘারিয়ায়; ৩য় দিন নন্দনকানন বেড়িয়ে দিনে দিনে গোবিন্দঘাট পৌঁছে রাতের বিশ্রাম নিন গুরদ্বারায়। অর্থাৎ ৩ দিনে অভিযান করে আসুন হেমকুণ্ড সাহিব ও নন্দনকানন। GMVN-ও প্যাকেজ ট্যুরে আসছে হৃষীকেশ থেকে জুলাই-আগস্টে। তবে, পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে অনুমতি লাগে নন্দনকানন দর্শনের। টিকিটও লাগে ২ টাকার। ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে। সবই মেলে প্রবেশ ফটকে।

পরদিন সাত সকালে চলুন **হেমকুণ্ড সাহিব**-এ। এপথের দূরত্ব ৫½ কিমি। তবে, দুরূহ চড়াই সারা পথে। অনেকেই হাঁটুর বলে ভরসা না পেয়ে ঘোড়ায় চাপেন, হেমকুণ্ড যাতায়াতের ভাড়া ১০০। ডাণ্ডি, কাণ্ডিও মেলে। অত্যধিক শীত ও উচ্চতা হেতু যাত্রীদের সাবধানতাও পালনীয়। শিখদের ধর্মগ্রন্থ *গ্রন্থ সাহিবে* উল্লেখিত হয়েছে, ১০ম গুরু গোবিন্দ সিংজী পূর্বজন্মে মেধস মুনি নামে বরফাবৃত সপ্তশৃঙ্গে ঘেরা নীল-সবুজ জলের সরোবরের তীরে তপস্যা করেন। দৈবাদেশ শোনেন খালসা ধর্ম প্রচারের। সে নাকি এই হেমকুণ্ডে। ১৯৩৬এ হাবিলদার সোহন সিং আবিষ্কার করেন মেধস মুনির তপস্যা তীর্থ আজকের হেমকুণ্ড। কুটিরও গড়ে ওঠে—প্রতিষ্ঠা পায় *গ্রন্থ সাহিব* ১৯৩৭এ। শিখদের পবিত্র তীর্থ। গুরদ্বারা হয়েছে ৪৩২০ মি উঁচু হেমকুণ্ডে অর্থাৎ বরফ লেকের পাড়ে। অতীব নয়নাভিরাম প্রকৃতিদত্ত এই লেক। সারা বছরই বরফ ভাসে লেকের জলে। স্নানে পুণ্য মেলে। এপথ চলার মনোরম সময় জুলাই থেকে অক্টোবরের ১৫। থাকার ব্যবস্থা মেলে গুরদ্বারায়। চা ও প্রসাদও মেলে। তবুও যেন উচিত হবে দর্শন সেরে ঘাংঘারিয়ায় ফিরে চলা। পাশেই এক হিন্দু তীর্থ **লোকপাল** অর্থাৎ লক্ষ্মণ মন্দির। রাবণ বধের পাপস্খালনে শ্রীরামের ভাই লক্ষ্মণ তপস্যা করেন এখানে। লক্ষ্মণ-গঙ্গা নদীর উৎসও এই হেমকুণ্ডে। গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ডের সারা পথেই চায়ের দোকান মেলে স্বল্প ব্যবধানে। আর মেলে ব্রহ্মকমল হেমকুণ্ডের পথে। প্রকৃতিও সুন্দর পথপাশের।

প্রকৃতি রানীর আর এক অদ্ভুত খেয়াল ঘাংঘারিয়া থেকে ৩½ কিমি দূরে ৩৫২৫ মি উঁচুতে ৫×২ কিমি প্রশস্ত ভুইন্দর উপত্যকায় অ্যালপাইনস ফুলের সমারোহ। উত্তরে নীলগিরি, দক্ষিণে সপ্তশৃঙ্গ আর পশ্চিমে রত্নাবন—বরফে মোড়া পাহাড়শ্রেণী প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। শোনা যায় ৩০০ রকমের ফুল ফোটে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস অর্থাৎ **নন্দনকাননে**। রঙবেরঙের পটেনটিলা, অ্যাস্টার, জেরোনিয়াম, বাটার কাপ ছাড়াও নানানধর্মী ফুলের বর্ণালীর বাহার সত্যই যেন মর্ত্যধামে স্বর্গের নন্দনকানন সম। ১৫ই জুলাই থেকে ১৫ই আগস্ট সবুজের গালচে পেতে আলপনা আঁকে নানান বর্ণের

নানান ধর্মের চেনা-অচেনা ফুল। তবুও যেন ১ মাস আগে-পিছে চলা যেতে পারে ফুলের এই জলসাঘরে। তবে, বরফ ও বৃষ্টি এই দুইয়ের উপর ফুলের ফোটা অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুষ্পবতী পাহাড়ী নদী ভুইন্দর বয়ে চলেছে উপত্যকার মাঝ দিয়ে। জন্ম এর নন্দনকাননের শিরে রতাবন তথা ঘোরা ধুঙ্গি গ্লেসিয়ারে। তেমনই গ্লেসিয়ারের শিরে টোপর হয়ে দাঁড়িয়ে শিবলিঙ্গের মতো সুমেরু শিখর। আর আছে উপত্যকার ডাইনে জুলাই ৪,১৯৩৯ পা পিছলে মৃত লন্ডন থেকে আসা পুষ্প প্রেমিকা ইংরেজ তরুণী জোয়ান মার্গারেট লেগির সমাধি। ঘাংঘারিয়া থেকে ½ কিমি গিয়ে লক্ষ্মণ-গঙ্গার পুল পেরুতেই ভুগিয়াল থেকে বামহাতি পথ গিয়েছে নন্দন-কানন— স্থানীয়দের মুখে *ফুলোঁ কী ঘাঁটি*। বামে নন্দনকানন আর ডাইনে হেমকুণ্ড—অনেকটা ইংরেজি *Y* হরফের মতো দ্বিমুখী হয়েছে পথ ভুগিয়ালে। পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে অনুমতি তথা টিকিট লাগে ২ টাকার নন্দনকানন দর্শনে। ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে। স্বল্প যেতে পথ চলে গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে—পাতালস্পর্শী মরণখাদ ক্রিভাস ডাইনে-বাঁয়ে। সতর্কতার সাথে গ্লেসিয়ার পেরিয়ে পাহাড় ঘুরে *গেট অব হেভেন* অর্থাৎ ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের প্রবেশতোরণ। ১৯৩১এ কামেত অভিযান করে ফিরতি পথে গাড়োয়াল পর্বতমালার পথ হারিয়ে Frank Smythe-এর আবিষ্কার এই ফুলোঁ কি ঘাঁটি।

***বদরী থেকে কেদারের বিকল্প পথ** : অনেক সময় মালবাহী ট্রাক হেমকুণ্ড-নন্দনকাননের যাত্রীদের গোবিন্দঘাট থেকে নিয়ে আসে যোশীমঠে। অন্যথায় বদরী থেকে আসা বাসের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার বদরী বা যোশীমঠে যথেষ্ট যাত্রী হলে কেদারগামী বাসগুলি রুদ্রপ্রয়াগ না গিয়ে বদরী থেকে এসে সরাসরি যোশীমঠ ৪২—চামোলী ৫৩—গোপেশ্বর ১০—গুপ্তকাশী ৩৯ কিমি হয়ে গৌরীকুণ্ড পৌঁছায়। নিয়মিত সার্ভিস বাস ভুখ হরতাল ছাড়াও চলছে নানান এপথে। বদরী থেকে চামোলী/কুণ্ড হয়ে গৌরীকুণ্ডের দূরত্ব ১৮০ কিমি। ভাড়া ৯১/। আর রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে দূরত্ব ২৩৬ কিমি। কেদার থেকেও বদরীর যাত্রীরা গৌরীকুণ্ড হয়ে অনুরূপভাবে যেতে পারেন।*

আবার হৃষীকেশ না গিয়েও বদরীনাথ চলা যায়। হাওড়া থেকে ট্রেনে লক্ষ্মৌ/বেরিলি/কাঠগোদাম পৌঁছে, কাঠগোদাম থেকে রানীক্ষেত ৮৪, রানীক্ষেত থেকে কৌশানি হয়ে কর্ণপ্রয়াগ ৮৫, আর কর্ণপ্রয়াগ থেকে ১২৩ কিমি দূরের বদরী পৌঁছান বাসে বাসে। এছাড়া দুন এক্সে হরিদ্বারের আগেই পড়ে নাজিবাবাদ রেলস্টেশন। গভীর রাতে দুন পৌঁছায় নাজিবাবাদে। নাজিবাবাদ নেমে ট্রেন বা বাসে কোটদ্বার পৌঁছে আবার বাসে বদরীনাথ। শ্রীনগর হয়ে পথ গিয়েছে, দূরত্ব ৩২৮ কিমি। তবে, দু'টি পথের কোনোটাই ভ্রমণার্থীদের পছন্দ নয়। উচিতও হবে হৃষীকেশ হয়ে বদরী যাওয়া।

১৯৮১তে জাতীয় উদ্যান-এর শিরোপা পরেছে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস্। ৮৭.৫ বর্গ কিমি জুড়ে নানান জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখির বাস। বরফচিতা ও কস্তুরী মৃগ এদের মধ্যে উল্লেখ্য। মে থেকে নভেম্বর মাসে চলা যেতে পারে জাতীয় উদ্যান দর্শনে। রাতে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই জাতীয় উদ্যানে।

পঞ্চকেদার

শিবের বয়স যত কেদার প্রাচীন তত। ভগবান নর-নারায়ণ মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে পূজা করেন শিবের। দর্শন দেন শিবঠাকুর। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণে কেদারখণ্ডে বাসের অনুরোধ রাখেন শিব সকাশে নর-নারায়ণ। সেই থেকে শিবের বাস কেদারে।

চাঁদেও যেমন কলঙ্ক আছে তেমনই কলঙ্কিত হয়ে পড়েন পঞ্চপাণ্ডব—কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে আত্মীয়-পরিজন নিধনে স্পর্শ করে পাপ। মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে পাপস্খালনে হিমালয়ে গেলেন দেবাদিদেব মহাদেব দর্শনে পঞ্চপাণ্ডব। দর্শন দিতে অনিচ্ছুক শিব পালিয়ে বেড়ান। নাছোড়বান্দা পঞ্চপাণ্ডবও পিছু নেন শিবের। শিব তখন মহিষরূপ ধারণ করেন। জাপ্টে ধরেন ভীম মহিষরূপী শিবের পশ্চাদভাগ কেদারে। টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে মহিষরূপী শিবের অঙ্গ। কেদারে—পশ্চাদভাগ, মদমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ, কল্পেশ্বরে জটা। গাড়োয়াল হিমালয়ের এই পাঁচ পুণ্যভূমি পবিত্র হিন্দুতীর্থ—পঞ্চকেদার নামে পূজিত। অনেক তীর্থযাত্রীর ধারণা পঞ্চকেদার অদর্শনে কেদার দর্শনের পুণ্য অপূর্ণ থাকে। লোকশ্রুতি, পাণ্ডবরাই নাকি এই পাঁচ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭০-১৮০ কিমি ট্রেক করে দেখে নেওয়া যায়। তবে, চারপাশের মায়াবী প্রকৃতি পথশ্রান্তির ক্লান্তি দূর করে। আর, মহিষরূপী শিবের সম্মুখভাগ ছিটকে গিয়ে পড়ে নেপালের পশুপতিনাথে।

কেদারনাথ : রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সকাল ৭-০০টার বাস গৌরীকুণ্ডে পৌঁছায় ১৩-৩০টায়, দূরত্ব ৭৩ কিমি, ভাড়া ৩৮ ; উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। দুপুরের আহার সারুন *চটির হোটেলে।* খাবার তৈরি না পেলে চটির হোটেলে অর্ডার দিন—বানিয়ে দেবে। আর হৃষীকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড ২১২ কিমি; বাসের ভাড়া ৯৫। গঙ্গোত্রী থেকে ৩৪৯ কিমি, ভাড়া ১৬০ ; বদরীনাথ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড ২২৮ কিমি, ভাড়া ৯৯। আর চামোলী ১৩৮—গোপেশ্বর ১২৮—কুণ্ড ৫৪ হয়ে বদরী ১৮০ কিমি। *ভুখ হরতাল* ছাড়াও নানান বাস চলছে এ-পথে বদরীনাথ থেকে ১০ ঘণ্টায় গৌরীকুণ্ডে। ভাড়া ৯১।

বাস যাচ্ছে কেদার যাত্রী নিয়ে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। কেদারের হাঁটাপথেরও শুরু কেদারের সিংহদ্বার গৌরীকুণ্ড থেকে। তবে ডাণ্ডি, কাণ্ডিতেও যাওয়া চলে, আর মেলে ঘোড়া এপথে। ঘোড়ার সঙ্গে সহিস থাকে। মালপত্র বেশি হলে খচ্চর বা কুলি নিতে হবে। ভাড়া যাতায়াতে ২০ কেজি মালবহনের কুলি ১৭০ আধিক্যে ২২৫, ঘোড়া ৪৫০ / ৫০০, খচ্চর ৩৫০, ডাণ্ডি ১২৫০-১৬০০ ; আর লাগে শুল্ক ১৭ হারে।

রাতের অবস্থানে কুলি ২৫ ঘোড়া ৪৪ খচ্চর ৬৩ ডাণ্ডি ১০০ ১৫০ ২০০ অতিরিক্ত। আবার যাওয়া ও আসার চুক্তিতেও যাচ্ছে এরা। অতিরিক্ত লাগেজ রেলের লেফট লাগেজের মতো রেখে যান চটির *হোটেলে*। রসিদ দেবে—লাগেজ প্রতি ভাড়া ২ করে। এদের সরলতাকে বিশ্বাস করে তালা ছাড়াই রেখে চলা যেতে পারে। সরকারি ব্যবস্থাও আছে। আর আছে বাস স্ট্যান্ডের মাথার উপর GMVN-এর ২৪ বেডের *ট্রাভেলার্স লজ।* কম্বল বিছানা সহ ডর্মি প্রথায় বেড ৭৫; আহার্যও মেলে। এদেরই *ট্যুরিস্ট লজে* DAB ৩৫০ ৪০০। স্নান সারুন গরম জলের কুণ্ডে। কুণ্ডের পাড়ে গৌরীদেবীর মন্দির দেখে লজে ফিরুন। পুরাণে মেলে, হিমালয়-দুহিতা দেবী গৌরী শিবকে পতিরূপে পেতে এখানে তপস্যা করেন। *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও মন্দির কমিটির ধরমশালাও* আছে কুণ্ডের পাড়ে। এদেরও ক্লোকরুম ব্যবস্থা আছে। আর আছে বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য কলকাতার *সুপ্রিয়া ট্যুরের* খাবারের *হোটেল* গৌরীকুণ্ডে।

আরাম হারাম হ্যায়—পরদিন সাত সকালে বেরিয়ে সকালের চা খান আরাম চটি টপকে ৪ কিমি এগিয়ে জঙ্গল-চটিতে। চায়ের সঙ্গে পাকৌড়া মেলে। আবার চলার শুরু। আরও ৪ কিমি গিয়ে রামওয়াড়া চটি। সকালের জলাহার রামওয়াড়াতে সারুন। রামওয়াড়ায় চটির সংখ্যাও বেশি। অদূর ভবিষ্যতে পাহাড় কেটে পথ এগিয়ে আসছে রামওয়াড়া পর্যন্ত। সেইসঙ্গে এগিয়ে আসছে বাসের চাকা কেদারযাত্রীদের নিয়ে। তখন রামওয়াড়া থেকেই পায়ে হাঁটা শুরু হবে কেদারের। রামওয়াড়া থেকে কেদারের দূরত্ব মাত্র ৬ কিমি। গরুড় চটি পেরুতে হয় মাঝামাঝি দূরত্বে। চড়াই-এরও আধিক্য এপথে। তবে, পথ চলার ক্লান্তি দূর করতে চায়ের গ্লাস মেলে গরুড়ে।

গরুড় পেরুতেই স্বর্ণকলস শিরে মন্দিরের চুড়ো দৃশ্যমান। তার পিছে তুষারধবল কেদারনাথ পাহাড়। স্বল্প যেতে বাঁয়ে GMVN-এর *ট্রাভেলার্স লজ* ও *হোটেল হিমলোক,* থাকার পক্ষে ভালই; তবে মন্দির থেকে দূরত্ব বেশি। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমটি হিমলোকের সন্নিকটে। কাঠের সেতু পেরিয়ে বাজারঘাট, দোকানপাট সবই মন্দির লাগোয়া। একাধিক *ধরমশালাও* আছে মন্দিরকে ঘিরে কেদারে। আর আছে *বিড়লা মঙ্গল নিকেতন, মোদিভবন, মন্দির কমিটির রেস্ট হাউস, চাঁদ ভবন, আরতি ভবন, ডাবল স্টোরি।* বিড়লা ছাড়া বাকিদের বুকিং মন্দির কমিটি করে। এছাড়াও রয়েছে—*ভজন আশ্রম, নেপাল ভবন, জে কে ভবন, যুগীলাল কমলপৎ, মুন্দ্রাভবন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, যোগমায়া আশ্রম।* বদরী ও কেদারনাথের সুসজ্জিত *বিড়লা মঙ্গল নিকেতনে* থাকার অগ্রিম বুকিং: Jayashree Charity Trust, 9/1 R N Mukherjee Rd, Cal-1. খাবারের হোটেলও আছে নানান। লেপ কম্বলও ভাড়ায় মেলে প্রায় সর্বত্র।

কলকাতা থেকে হৃষীকেশ ট্রেনে ১৪৯৬ কিমি, হৃষীকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড ২১২ কিমি বাসপথ আর গৌরীকুণ্ড থেকে ১৪ কিমি পায়ে হাঁটা পথে কেদারনাথ। অর্থাৎ কলকাতা থেকে ১৭২২ কিমি দূরে ৩৫৮৪ মি উঁচুতে হিমালয়ের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক শোভার মাঝে ২×১/২ কিমি ব্যাপ্ত উপত্যকায় বিরাজ করছেন কেদারনাথজী। গঠনশৈলী, স্বাতন্ত্র্য ও মাধুর্যে অনবদ্য কালো গ্রানাইট পাথরের মন্দিরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের (১১শ) অন্যতম কালো মর্মরের কেদারনাথ। কেদারনাথ পাহাড়ের পাদদেশে মন্দাকিনী উপত্যকায় পাণ্ডবদের হাতে তৈরি মন্দির। মন্দিরময় ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে এর গঠনশৈলী স্বতন্ত্র। ভেতরের দেওয়ালে নানান দেব-দেবী মূর্ত হয়েছেন। মন্দিরের চত্বর বেশ উঁচু। প্রশান্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশ সারা মন্দিরময়। দুধগঙ্গা, মধুগঙ্গা, স্বর্গদুয়ারী ও সরস্বতী—স্বর্গের এই চার নদী এসে মিলেছে মন্দাকিনীর সলিলে। মন্দিরের পিছন থেকে নেমে আসছে এরা—দেখে মনে হয় উপবীত পরেছে পাহাড়। উচ্ছল তাদের চলার ছন্দ। আওয়াজে শঙ্খ নিনাদ মেলে—মন্দির চত্বর ধুয়ে এগিয়ে চলেছে মর্ত্যভূমে। সাধারণত দীপাবলীতে দরজা বন্ধ হয় মন্দিরের, খোলে অক্ষয় তৃতীয়ায়। বছরের বাকি সময়টা বরফে ঢাকা থাকে কেদার, মন্দিরও বন্ধ। শীতের দিনগুলিতে দেবপূজা হয় উখীমঠ থেকে। কেদার থেকে ৫৩ কিমি দূরে মন্দাকিনী পেরুতেই কুণ্ড হয়ে পথ গিয়েছে উখীমঠের। কেদার দর্শনের মরসুম মে-জুন আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস। গ্রীষ্মে ১৭.৯-৫.৬° আর শীতে ০° সেন্টিগ্রেডে তাপমান থাকে।

মন্দিরের পিছনে দেখুন ৮ শতকে হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে হিন্দুধর্মকে সনাতন বৈদিক আদর্শে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যিনি সেই জগৎগুরু শঙ্করাচার্যর সমাধি। আর মন্দিরের সামনে—ডাইনে সরস্বতী পেরুতেই হংসকুণ্ড, পাশেই ফলাহারী বাবার সমাধি। এদেরই কাঁধে পাহাড়চুড়োয় ভর করেছেন শীতের কেদার প্রহরী বীরভদ্র ভৈরব মন্দিরে। চারটি কুণ্ডও রয়েছে কেদারে—রেতঃ, উদক, রুদ্র আর ঋষি। রেতঃ কুণ্ডে শিব, হাততালি দিলে জলের বুদবুদে বৈচিত্র্য আসে। প্রবাদ, মন্দিরের সামনের উদকের জলপানে পুনর্জন্ম হয় না। সকালে নির্বাণ পূজা আর সন্ধ্যায় শৃঙ্গার পূজা ও আরতি দেখুন মন্দিরে। বিশেষ পূজারও প্রথা আছে ২৫ থেকে ৭০১ টাকায় কেদারনাথের। পরদিন সকালে চলুন ৩ কিমি দূরে মন্দাকিনীর উৎস গান্ধী সরোবর। পথ দুর্গম না হলেও বরফ মাড়িয়ে গ্লেসিয়ার পেরিয়ে গগনভেদী পর্বতে ঘেরা ১৪০০০ ফুট উঁচুতে অপার্থিব সৌন্দর্যের লীলাভূমি শ্বেতশুভ্র বরফের সরোবর গান্ধী সরোবর। অ্যাডভেঞ্চার যারা ভালবাসেন ৮ কিমি পশ্চিমে ৪১৩৫ মি উঁচু বাসুকি তাল ও চোরাবালি তাল বেড়িয়ে নিতে পারেন। চৌখাম্বাও দৃশ্যমান বাসুকি তালে। তবে এপথও দুর্গম। বোল্ডার ডিঙিয়ে পথ চলা, স্রোতস্বিনী

মন্দাকিনীও পেরুতে হয়। সঙ্গে গাইড নেওয়া ভাল। মহাভারতের যুধিষ্ঠির এপথেই নাকি স্বর্গে যান। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা ভৈরো ঝম্প বা ভৃগুপন্থও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। স্বর্গের পানে না ধেয়ে এবার ঘরে ফেরার পালা গৌরীকুণ্ড ফিরে বাসে। আর বদরী যাত্রীরা গৌরীকুণ্ড থেকে সকাল ৬-০০টায় ভুখ হরতাল বাসে গোপেশ্বর হয়ে ১০ ঘণ্টায় বদরী বা রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে বদরী বা গঙ্গোত্রী যেতে পারেন।

ত্রিযুগীনারায়ণ

কেদার থেকে গৌরীকুণ্ড ফিরে আরও ৫ কিমি নেমে রাত কাটান ১৭০১ মি উঁচু শোনপ্রয়াগের *চটির হোটেলে।* GMVN-এর *Tourist Rest House,* D৩০০,৩৫০,৫০০,ডর্মি বেড ৬০,৮০,ছাড়াও PWD-র *IH* আছে শোনপ্রয়াগে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। শোনগঙ্গা এসে মিলেছে মন্দাকিনীর সঙ্গে এই শোনপ্রয়াগে। পরের দিন আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়ুন ৫ কিমি দূরের ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শনে। খাড়া পথ, চড়াইয়ের আধিক্য। ঘোড়া মেলে—যাতায়াত ১০০,। আবার বাস পথের সীতাপুর নেমেও ৫ কিমি গিয়ে ত্রিযুগী বেড়িয়ে শোনপ্রয়াগে যাওয়া চলে। তবে সীতাপুরে কুলি বা ঘোড়ার অভাব, বাসও অনিয়মিত এপথে। পুরাণ বলে, নারায়ণকে সাক্ষী রেখে এই অগ্নিকুণ্ডে বিয়ে হয়েছিল হর-পার্বতীর। বিয়ের যজ্ঞের ধুনি ৩ যুগ ধরে আজও জ্বলছে। আর সেই থেকে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর তিন যুগ ধরে নারায়ণের অবস্থান এখানে। নামও তাই জায়গার ত্রিযুগীনারায়ণ। অষ্টধাতুর চতুর্ভুজ মূর্তি হয়েছে নারায়ণের; আর আছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শিব মন্দিরে। ব্রহ্মকুণ্ডে ও রুদ্রকুণ্ডে স্নানের বিধি, বিষ্ণুকুণ্ডে মার্জন, সরস্বতীতে পিণ্ড দান ও ধরমশিলা অর্থাৎ বিবাহ বেদিতে পূজার প্রথা ত্রিযুগীতে। উত্তম তপস্যাক্ষেত্র ত্রিযুগী। *কালীকমলীর ধরমশালা* আছে ৭৮০০ ফুট উঁচু ত্রিযুগীনারায়ণে। তবে, থাকার দরকার হয় না।

মদমহেশ্বর : কেদার দেখে ফেরার পথে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে বাস পথের নালা (২৯ কিমি) বা জুরানী বা গুপ্তকাশী (৩১কিমি) থেকে পায়ে হাঁটা ত্রিমুখী তিন পথ গিয়েছে মদমহেশ্বরের। কুলি মেলে এপথে। ৫ কিমি গিয়ে মন্দাকিনীতে মিলন ঘটেছে তিন পথের। অতীতে ৪৮৫০ ফুট উঁচু গুপ্তকাশী থেকে কেদারের পায়ে হাঁটা শুরু হত। মন্দিরও আছে চন্দ্রশেখর মহাদেব, অর্ধনারীশ্বর, ষণ্ড পৃষ্ঠে শ্বেত পার্বতী ছাড়াও নানান। কেদার শিখর, চৌখাম্বা, মদমহেশ্বর গিরিশিখর সুন্দর দৃশ্যমান পাহাড়ে ঘেরা গুপ্তকাশীতে। থাকারও নানান ব্যবস্থা *PWD-র IH,* GMVN-র *Tourist RH*-এ D৩০০,৩৫০,ডর্মি বেড ৯০,ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল—*মন্দাকিনী ট্যুরিস্ট বাংলো, নীলকণ্ঠ ট্যুরিস্ট লজ, বিশ্বনাথ পর্যটক বিশ্রাম গৃহ* আছে গুপ্তকাশীতে। পঞ্চকেদার পরিক্রমায় গুপ্তকাশী থেকে চলা যেতে পারে মদমহেশ্বর, রুদ্রনাথ ও তুঙ্গনাথ। মন্দাকিনীর অপর পারে আর এক পাহাড়ে পুণ্যতীর্থ উখীমঠ। শীতে কেদার ও মদমহেশ্বর থেকে দেবতারাও নেমে আসেন উখীমঠে। গুপ্তকাশী থেকেও বাস মেলে হৃষীকেশের। ৯৩ কিমি দূরের চামোলী হয়ে বদরীও যাচ্ছে বাস গুপ্তকাশী থেকে। তবুও যেন মদমহেশ্বর যাত্রায় উচিত হবে নালা বা জুরানী থেকে হাঁটা পথে মন্দাকিনী পেরিয়ে ৪ কিমি দূরের কালীমঠে যোনীপীঠ, মহাকালী, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, ভৈরবনাথ শিব মন্দির দেখে আরও ৫ কিমি পেরিয়ে লেখতে রাতের বিশ্রাম নেওয়া। এপথের বড় গ্রামও এই লেখ। ৪০০০ ফুট উঁচু লেখ-এ স্কুলবাড়ি ও অতিথি নিবাস আছে। লেখ থেকে আরও ৫ কিমিতে ২৪৬০ ফুট উঠে রাঁশু বা ৭ কিমি গিয়ে বানতোলীতেও প্রথম রাতের বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। উচিতও হবে চলার পথে রাঁশু বা বানতোলী আর ফেরার পথে লেখ-এ রাতের বিশ্রাম নিয়ে চলা। রাকেশ্বরীর মন্দির রয়েছে রাঁশু-তে। থাকা ও আহার মেলে মন্দিরে। আর আছে জনার্দন ভাটের অতিথিশালা রাঁশুতে।

রাঁশু থেকে আরও ১৫ কিমি গিয়ে চৌখাম্বা পাহাড়ের নিচে ৩৫৮১ মি উঁচুতে মদমহেশ্বর মন্দির। আশ্চর্য সবুজের দেশ মদমহেশ্বরের তিনদিকে রুপোলি পাহাড়, অদূরে প্রশান্ত চৌখাম্বা শিখর। কেদারের মন্দিরের মতোই ছিমছাম নিরাভরণ—সহজ-সুন্দর মদমহেশ্বর মন্দির। দেবতা কালো শিবলিঙ্গ, ঈষৎ হেলানো, দ্বিখণ্ডিত— মহিষরূপী শিবের নাভি। মূল মন্দিরের পিছনে আরও ২টি মন্দির একটিতে শিব ও পার্বতীর যুগল মূর্তি, দ্বিতীয়টিতে পার্বতী। আর আছে ২ কিমিতে ৮০০ ফু চড়াই উঠে বুড়া মদমহেশ্বর। মদমহেশ্বর নদীও নামছে এই পাহাড় থেকে। মন্দিরও আছে ক্ষেত্রপালের ৩ কিমি দূরে খাডারা গ্রামে। খাডারা থেকে ৯ কিমিতে ৪৫০০ ফু দুরন্ত চড়াই বেয়ে পাহাড় পেঁচানো পথ পেরিয়ে মদমহেশ্বর। সারাপথে সাহস যোগায়—*চড়াইসে নিরাশ না হো। অনুপম দৃশ্য আপকি প্রতীক্ষামে হ্যায়।* চলার পথে অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা যাত্রীদের ক্লান্তি ভোলায়। থাকার ব্যবস্থা আছে মন্দিরের ধরমশালায়। এছাড়াও থাকার ব্যবস্থা মেলে সারা পথে মদমহেশ্বরের। কালীমঠে *টেম্পল কমিটির ধরমশালা,* গোণ্ডারে *স্কুল বাড়ি* আর বানতোলীতে হিমালয় প্রেমিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *ধরমশালাটি* আজ দীর্ণ। বান-তোলী থেকে জলাভাবও দেখা দেয়। তাই প্রয়োজনীয় পানীয় জল সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে। যেতে ২ দিন আর ফিরুন ১½ দিনে উতরাই নেমে উখীমঠে। চামোলী জেলার মহকুমা শহর, নিরালা নির্জন পাহাড়ী জনপদ উখীমঠ থেকে বাসে মনসুনা হয়ে যোগাসু পৌঁছেও মদমহেশ্বরের পায়ে হাঁটা শুরু করা যায়। উৎসাহীরা দেওরীতাল লেকটিও দেখে নিতে পারেন উখীর পথে।
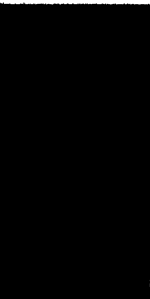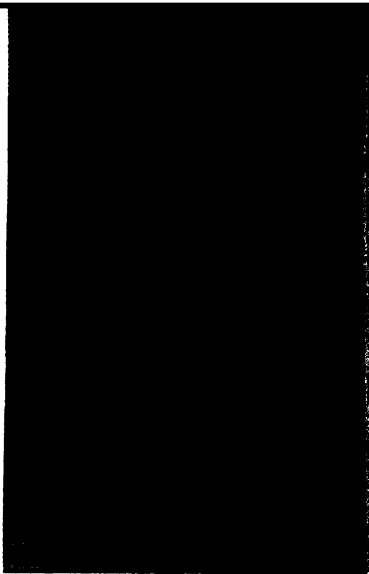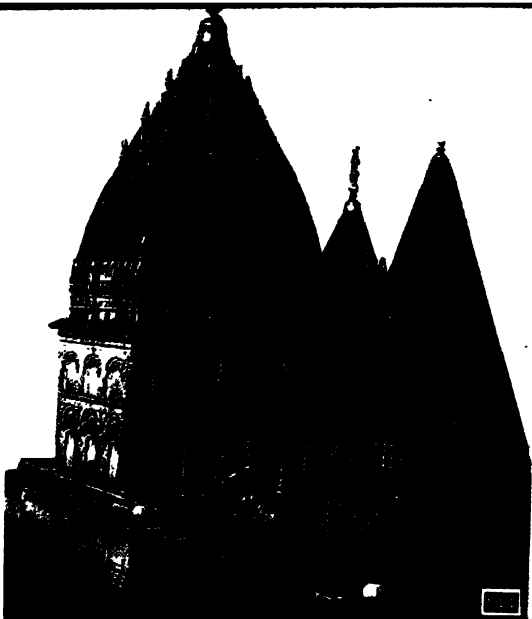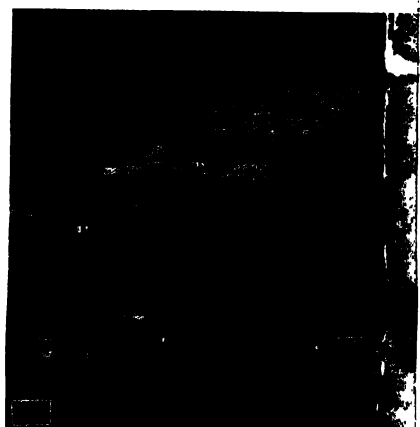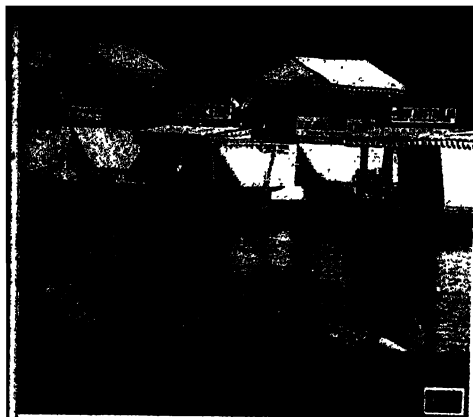
অত্যুৎসাহীরা চলার পথে উখীমঠ থেকে যোশীমঠ পর্যন্ত বিস্তৃত Kedarnath Musk Deer Sanctuaryটিও বেড়িয়ে চলতে পারেন। ১৯৭২এ অভয়ারণ্যের শিরোপা চেপেছে কেদারনাথের শিরে। পঞ্চকেদারের তিন—তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও মদমহেশ্বরের অবস্থানও বৈচিত্র্যময় কেদারনাথ জঙ্গলে। দপ্তর বসেছে চামোলীর জেলাসদর গোপেশ্বরে। গুপ্তকাশী, ফাস্টা বা উখীমঠ থেকে চলা যেতে পারে বাসে। ৯৬৭ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত স্যাঙ্কচুয়ারিতে চিতা, বরফচিতা, কস্তুরীমৃগ ছাড়াও নানান প্রজাতির বন্যজন্তুর বাস। তবুও যেন আকর্ষণে অনন্য হিমালয়ের রঙবেরঙের পাখি।

তুঙ্গনাথ: মদমহেশ্বর দেখে লেখ হয়ে উতরাই নেমে উখীমঠ পৌছান। উখীমঠের উচ্চতা ১৩১১ মি। সরাসরি যাত্রায় নালা থেকে ৫ কিমি ট্রেক করে চলা যেতে পারে। আবার কুণ্ড হয়ে বাসও যাচ্ছে উখীমঠে। বাণাসুরের কন্যা উষার নাম থেকে উষা মঠ—কালে কালে উখীমঠ। মন্দিরও আছে দেবী উষা ছাড়াও অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা,গঙ্গা, মান্ধাতা, নবদুর্গার। তবে মূল মন্দিবে ওঙ্কাবেশ্বর শিবেব অধিষ্ঠান। শীতে কেদার ও মদমহেশ্বব থেকে দেবতারা নেমে আসেন উখীমঠে। বয়ে চলেছে মন্দাকিনী—অপরপারে গুপ্তকাশী। তুষাবশুভ্র কেদারশৃঙ্গও সুন্দর দৃশ্যমান উখীমঠে। GMVN-এর *Tourist R H,* D ১৮০, ২২০, ডর্মি ৪৮, আছে গোপেশ্বর ও উখীমঠে। ৮ কিমি উত্তর-পুবে ৮০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে ১ কিমি দীর্ঘ দেওরীতাল অর্থাৎ লেক। লেকের জলে রজত শুভ্র তুষারচুড়ো দোলে। তুঙ্গনাথেরও পথ গিয়েছে এই উখীমঠ থেকে। পথের দূরত্ব ৩০ কিমি। তবে উখীমঠ থেকে কুণ্ড-উখীমঠ-গোপেশ্বব-চামোলী বাসপথের যাত্রী বাস বা লরি চেপে ৩০ কিমি দূরেব চোপতায় পৌছে চোপতা থেকে ৩ ৪ কিমি পায়ে হাঁটা পথে তুঙ্গনাথ চলা যেতে পারে। তুঙ্গনাথের গেটওয়ে ৯৬০০ ফুট উঁচু চোপতার প্রকৃতিও অনবদ্য। বরফে ঢাকা চৌখাম্বা, সুমেরু, কেদারনাথ, ডোম, যোগীন, বন্দরপুঞ্ছ, গঙ্গোত্রী ছাড়াও নানান শিখর সুন্দর দৃশ্যমান। চোপতার ৬ কিমি দূরে পাঙ্গের বাসায় কস্তুরী মৃগ প্রজনন কেন্দ্রটিও আর এক দ্রষ্টব্য। গৌরীকুণ্ড থেকেও বাসে চোপতা পৌছে যাওয়া চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি তুঙ্গনাথ। ঘণ্টা তিনেকে ৪ কিমিতে হাজার পাঁচেক ফুট উঠে চন্দ্রশিলা পর্বতে মন্দির। দেওদার, রডোডেনড্রন আর পাইনে ছাওয়া পথ। ৩৬৮১ মি উঁচুতে ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির তুঙ্গনাথ। দেবতা এখানে মহিষরূপী শিবের বাহু। তবে, দক্ষিণার্ধ শিব আর বামার্ধ বিষ্ণুরূপে পূজিত হন দেবতা। লিঙ্গমূর্তির পিছে শঙ্করাচার্য ও ব্যাসদেবের বিগ্রহ। সামনে নিচে সোনার তৈরি তুঙ্গনাথের মুখ, কেদারনাথ-রুদ্রনাথ-মদমহেশ্বর-কল্পেশ্বর ও পার্বতী হয়েছেন রুপোয়। পঞ্চপাণ্ডব ও ভৈরব মন্দিরও রয়েছে প্রাঙ্গণে। পাশ দিয়ে ঝিলিক মেরে পাহাড় বেয়ে ঝরনা নামছে আকাশগঙ্গা, চেনা-অচেনা নানান পাখির কূজন; পরিবেশ সুন্দর—সার্থক তপোভূমি দেবাদিদেব মহাদেবের। এমনকি রজতশুভ্র পঞ্চচুলী, নন্দাদেবী, ধূলাগিরি, নীলকণ্ঠ, কেদারনাথ, বন্দরপুঞ্ছও দৃশ্যমান তুঙ্গনাথ থেকে। *কালী-কমলীর ধরমশালা ও মন্দির কমিটির রেস্ট হাউসে* থাকারও ব্যবস্থা মেলে তুঙ্গনাথে। তেমনই অত্যুৎসাহীরা তুঙ্গনাথ থেকে ১ কিমিতে হাজার ফুট চড়াই বেয়ে চন্দ্রশিলাও দেখে নিতে পারেন। শ্রীরামের তপস্যা স্থল চন্দ্রশিলা। নয়নাভিরাম হিমালয়ের সাথে অ্যালপাইন ফুলের শোভা চন্দ্রশিলার আকর্ষণ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই মোহিত করে। দর্শন সেরে চোপতায় ফিরে রাতের বিশ্রাম। ছোট্ট গঞ্জ চোপতা। দোকানপাট আছে—GMVNএর *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস,* চটির হোটেলও আছে চোপতায়। গঙ্গোত্রী, বন্দরপুঞ্ছ, গৌরীশঙ্কর, কেদার, ত্রিশূল ছাড়াও নানান শিখররাজিও দৃশ্যমান রেস্ট হাউস থেকে। এপথে চামোলীতে *Darpan H* ছাড়াও নানান হোটেল মেলে।

চিত্রসূচী: বারো
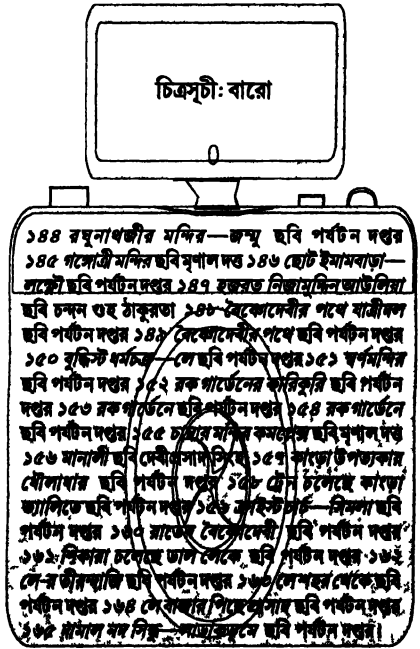
রুদ্রনাথ : তুঙ্গনাথ থেকে চোপতায় বা ৬.৫ কিমি দূরে বালখিল্য নদীর পাড়ে মণ্ডল চটি পৌছে *ধরমশালায়* বা *চটির হোটেলে* রাতের বিশ্রাম। গাড়োয়াল হিমালয়ের অন্তঃপুরে ৫৫০০ ফুট উচ্চে সুন্দর বর্ধিষ্ণু গ্রাম মণ্ডল। বাস ও জিপ মেলে চোপতা থেকে মণ্ডল যেতে। বাস আসছে হরিদ্বার থেকেও ৬-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় মণ্ডল-এ। মণ্ডল থেকে

২২ কিমি পাহাড়ী পথ রুদ্রনাথের। খুবই দুর্গম এই পথ। সেতুতে অমর গঙ্গা পেরিয়ে ৩টি পাহাড় ডিঙিয়ে পথ উঠেছে ৪৪২১ মি উঁচুতে। গহীন বনের মাঝ দিয়ে পথ—নাওলা পাসও পেরুতে হয় এপথে। তাঁবু ছাড়া মেষপালকদের ঝোপড়িতে রাত কাটানো দরকার হয়ে পড়ে এপথে। সঙ্গে কুলি বা গাইড নেওয়া উচিত। তবে, চামোলী বাস পথে ১১ কিমি দূরের গোপেশ্বর হয়ে যাওয়ায় সুবিধা। গোপেশ্বরেও মন্দির আছে শিবের। ত্রিশূলের সূর্যমূর্তি ও নানান প্রাচীন লিপি দ্রষ্টব্য। থাকার জন্য *PWD IB* আছে গোপেশ্বরে। গোপেশ্বর হয়ে পথের দূরত্ব ২৭ কিমি। এ-পথে একমাত্র মন্দিরে রাত্রিবাসের নামমাত্র ব্যবস্থা। ৩৫৫৮ মি উঁচুতে রুদ্রনাথ গুহামন্দির। দেবতা এখানে মহিষরূপী শিবের মুখ। নিচে বৈতরণী তাল।

রুদ্রনাথ থেকে ফেরার পথে মণ্ডলচটির ৫ কিমি দূরে ৬৫০০ ফুট উঁচুতে সাইপ্রাস গাছের নিচে দুর্বাসার মাতা অনসূয়া অর্থাৎ অত্রিমুনির পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী সতী অনসূয়ার মন্দিরটিও উচিত হবে দেখে চলা। কিংবদন্তী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সতীত্বের পরীক্ষায় বার বার আসেন অনসূয়া সকাশে। ললনার কাছে ছলনায় হেরে দেবতাদের স্বর্গেও স্বীকৃতি পায় অনসূয়ার সতীত্বের মহিমা। *যাত্রীনিবাস*ও আছে মন্দিরে। *বাঙালি ভবন* বা *তেওয়ারি লজে*ও ঠাঁই মেলে যাত্রীর। আর আছে মন্দির থেকে ২ কিমি দূরে আরণ্যক পরিবেশে অত্রিমুনির সাধনক্ষেত্র অত্রিপাহাড় তথা গুহা। আরও উপরে, দুর্গমতা জয় করে পাহাড় চড়ে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গপথে অত্রিমুনির সাধনবেদিও দেখে নেওয়া যায়। রোমাঞ্চে ভরা, নৈসর্গিক শোভা অনবদ্য। তেমনই মণ্ডলের আধাপথে পাথরের এক চাতালে পাথররূপী পঞ্চপাণ্ডব সহ দ্রৌপদীও দেখে চলা যায়। সরাসরি যাত্রায় চামোলী থেকে লোকাল বাসে গোপেশ্বর হয়ে মণ্ডলচটি পৌঁছে ৫ কিমি পায়ে গিয়ে অনসূয়া মন্দির। অনসূয়া দেখে গোপেশ্বর হয়ে চামোলীতে পৌঁছে যোশীমঠের বাসে চলুন কল্পেশ্বর। ১ম রাত পথে, ২য় রাত রুদ্রনাথে আর ৩য় রাত অনসূয়া মন্দিরে কাটিয়ে ৩ দিনে সাঙ্গ করা যায় এ সফর।

কল্পেশ্বর : চামোলী-যোশীমঠের বাস পথে গোপেশ্বর থেকে ৪৮ কিমি যেতে হেলাং। হেলাং থেকে ৯ কিমি পায়ে হাঁটা পাহাড়ী পথে কল্পেশ্বর। ৮০০০ ফুট উঁচুতে গুহা-মন্দির। মন্দিরে রয়েছেন মহিষরূপী শিবের জটা। তাই জটেশ্বরও বলে থাকে লোকে কল্পেশ্বরকে। পথ নির্জন। থাকার দরকার হয় না। মন্দির দেখে বদরীর পথে হেলাং বা যোশীমঠে পৌঁছে রাত্রিবাস করাই শ্রেয়। তবে মন্দিরেও থাকা ও আহার মেলে।

গঙ্গোত্রী

হৃষীকেশ পৌঁছে গঙ্গোত্রী যাবার বাসের অগ্রিম টিকিট কেটে রাখুন। সরাসরি বাস চলে হৃষীকেশ থেকে ধরাসু-উত্তরকাশী-গাঙনানী-লঙ্কা-ভৈরবঘাঁটি হয়ে ২৪৯ কিমি দূরের গঙ্গোত্রীর। ঘণ্টা বারোর পথ, ভাড়া ১০৫৲। গঙ্গোত্রীর ৪৫ কিমি আগেই গাঙনানীতে উষ্ণ গন্ধক জলের কুণ্ডটিও আর এক ক্লান্তিহর। গঙ্গোত্রীর ১০ কিমি আগে সেতুও হয়েছে লঙ্কা ও ভৈরবঘাঁটির মাঝে গঙ্গা অর্থাৎ জাহ্নবী নদীতে। দিনের প্রথম বাসে রওনা হয়ে দিনান্তে গঙ্গোত্রী পৌঁছান। বাসও যাচ্ছে জাহ্নবী নদী পেরিয়ে গঙ্গোত্রী। তাই আজ আর থাকার দরকার হয় না লঙ্কা বা ভৈরবঘাঁটিতে। ভৈরবঘাঁটিতে ভৈরবনাথ মন্দির ছাড়াও থাকার জন্য *ট্রাভেলার্স লজ, PWD IB* ও *চটির হোটেল* আছে, ব্যবস্থাপনা ভালই। ১৯৯১-এর ভূমিকম্পের ভয়াবহতাও মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিকতা পেয়েছে।

হৃষীকেশ থেকে রওনা হতে দেরি হলে ১২০ কিমি দূরের ধরাসু পেরিয়ে আরও ২৮ কিমি গিয়ে অর্থাৎ হৃষীকেশের ১৪৮ কিমি দূরে ১১৫৮ মি উঁচু উত্তরকাশীতে রাত কাটিয়ে আসুন। গঙ্গোত্রীর দূরত্ব ১০১ কিমি উত্তরকাশী থেকে। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই GMVN-এর ৫৪ বেডের *Tourist RH*, D ২০০৲ ২২৫৲ ৪০০৲ ডর্মি ৭৫৲ করে। আর আছে *বিড়লা, পাঞ্জাব সিন্ধ ক্ষেত্র, কালীকমলী* ছাড়াও নানান *ধরমশালা; আর হোটেল বিজয়রাজ,* বিলাসবহুল *ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল। তবে, সোমবার বন্ধ থাকে উত্তরকাশীর দোকানপাট। তবুও যেন গঙ্গার ধারে GMVN-এর *Travellers L*-এ D ২২৫৲ ৪০০৲ ৪৫০৲ ৫০০৲ ৬০০৲ থাকার পক্ষে রমণীয়।

উত্তর প্রদেশের নতুন জেলা উত্তরকাশীর সদরও উত্তরকাশী। ভাগীরথীর কূলে হিমালয়ের বুকে শেষ আধুনিক শহরও এই উত্তরকাশী। ভাগীরথী এখানে কিছুটা পথ উত্তর-বাহিনী—নামও তাই উত্তরকাশী। স্কন্দপুরাণে বারণাবত নামে উল্লেখিত হলেও হিউ-এন-সাঙের বিবরণীতে ব্রহ্মপুর নামোল্লেখ মেলে উত্তরকাশীর। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে শৈলশিখরে নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (NIM)। দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বরুণ আর অসী নদী। কালী, একাদশ রুদ্র, বিশ্বনাথ ও পরশুরামের মন্দির রয়েছে পাশাপাশি। ১ কিমি দূরে সাধু উপনিবেশ উজালিও বেড়িয়ে নিন পায়ে পায়ে। কথিত আছে, শিবরূপী কিরাত আর অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটেছিল এই উত্তরকাশীতে। এমনকি মহাভারতের জতুগৃহও তৈরি হয়েছিল নাকি উত্তরকাশীতে। ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামী নানা ফড়নবিশের স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে মিউজিয়াম করে। তেমনই শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে মানেরী বাঁধ প্রকল্পটিও উত্তরকাশীর আর এক দ্রষ্টব্য।

উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর বাস পথে ৫ কিমি যেতে ভাগীরথী ও অসী নদীর সঙ্গমে ৩৬৫০ ফুট উঁচুতে গাঙ্গোরী। ছোট্ট জনপদ, অতি সাধারণ *রিভার ভিউ গেস্ট হাউস* আছে গাঙ্গোরীতে। গাঙ্গোরী থেকে অসী নদীর পাড় ধরে পথ পৌঁছায় ১১ কিমি দূরের কল্যাণী। কল্যাণীও ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ। কল্যাণী ছাড়িয়ে আরও ১ কিমি যেতে সঙ্গমচটি। সরাসরি বাস যাচ্ছে উত্তরকাশী থেকে ৬-০০, ৯-০০ ও ১২-০০টায়। জিপও চলে উত্তরকাশী-সঙ্গম চটি। বাসের অমিলে ট্রাকেও চলা যায় এপথে। সঙ্গম চটি থেকে ৭ কিমি চড়াই পথে ২২৮৬ মি উঁচুতে আগোড়া। আগোড়ায় *FRH* ছাড়াও

সাধারণের বাড়িতে ঠাঁই মেলে যাত্রীর। আর, *Bewarul, Annapurna L* আছে স্বল্পদূরে ভেওড়া গ্রামে। আগোড়া থেকে ওক, পাইন ও দেবদারুতে ছাওয়া ১৭ কিমি পাহাড়ী পথ ঘণ্টা ছয়েকে ট্রেক করে ৪০২৪ মি উঁচুতে *ডোডিতাল FRH.* মাঝপথে মাঞ্জিতেও এক রাতের বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে নিজস্ব তাঁবু বা গুর্জরদের বাড়ি-ঘরে। তবে, পিসু পোকার উপদ্রব আছে মাঞ্জিতে। মনোরম আরণ্যক পরিবেশে ডোডিতাল। তুষারাবৃত পাহাড় থেকে নির্গত বরফ গলা জলে পুষ্ট ৬৫০ মি ব্যাপ্ত ডোডিতালের ১০০ ফুট গভীর স্ফটিক স্বচ্ছ জলে সোনালী ট্রাউট মাছ হচ্ছে। রডোডেনড্রনে ছাওয়া লেকের পাড়ে চারচালা প্যাগোডাধর্মী দারুর মন্দিরে দেবতা গণেশ। মরসুমে—এপ্রিল-মে ও মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বরে আহার মেলে এপথে। তবুও, উচিত হবে রেশন সঙ্গী করা। তাঁবু, গাইড, কুলি, খচ্চর সঙ্গে নেওয়া উচিত। আবার ডোডিতাল থেকে ৩০ কিমি ট্রেক করে কানসার বুগিয়াল, দারওয়া গিরিবর্ত্ম, সীমা বুগিয়াল, কান্ডোলা ও নিশান গ্রাম হয়ে হনুমান চটি অর্থাৎ ভাগীরথী উপত্যকা থেকে যমুনা উপত্যকায় চলা যেতে পারে। তবে, সাধারণ ট্রেকারদের জন্য নয় এপথ। অসি নদীর উৎসও এই ডোডিতাল অর্থাৎ লেক থেকে। চারপাশের নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়। ২টি *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*-ও আছে ডোডিতালে। রেস্ট হাউসের বুকিং : DFO, Uttarkashi.

যমুনা উপত্যকা যাত্রীদের বুকের ভর আর পায়ের বলকে সম্বল করে উচিত হবে ডোডিতালের ৪ কিমি পুবে ৩৯৫৩ মি উঁচু Sonpara Pass ফ্লাওয়ার বেডে তাঁবুতে রাত কাটিয়ে তৃতীয় দিনে হনুমান চটি বা কানসার বুগিয়ালে তৃতীয় রাত কাটিয়ে চলা। বন্দরপুঞ্ছ সুন্দর দৃশ্যমান বুগিয়াল থেকে। তেমনই সুন্দর ফ্লাওয়ার বেডের ফুলের জলসা।

ভ্রমণার্থীদের কাছে উত্তরকাশীর গুরুত্ব নানান। এই উত্তরকাশী হয়েই গঙ্গোত্রীর বাস যাচ্ছে। যমুনোত্রীও যাওয়া চলে উত্তরকাশী থেকে ধরাসু/বারকোট হয়ে। কেদার বা বদরীনাথ থেকে যাঁরা গঙ্গোত্রী যেতে চান তাঁদেরও এই উত্তরকাশী হয়ে যেতে হয়। কেদার বা বদরী থেকে হৃষীকেশ ফেরার পথে পড়ে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাস মেলে উত্তরকাশীর। সকাল ৭-০০টার বাসে রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে ১৬-৩০টায় পৌঁছান উত্তরকাশী। অবশ্য রুদ্রপ্রয়াগ পেরিয়ে হৃষীকেশের দিকে আরও এগিয়ে শ্রীনগর থেকেও কেদার ও বদরী ফেরত যাত্রীরা উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী যেতে পারেন। এক রাত উত্তরকাশীতে কাটিয়ে পরদিন সকাল ৫-০০টায় প্রথম ছেড়ে আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়া বাসে রওনা হয়ে হরসিল/জঙ্গলচটি/লঙ্কা/ভৈরবঘাঁটি হয়ে ৩০৪৮ মি উঁচু গঙ্গোত্রী পৌঁছান ৬½ ঘণ্টায়, দূরত্ব ১০১ কিমি। গৌরীকুণ্ড থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব ৩৪৯ কিমি, ভাড়া ১৬০্। যমুনোত্রীর দূরত্ব ২৩২, মুসৌরী ২৫০ কিমি।

বরফাবৃত সুদর্শন, মাতৃ পর্বতশিখরে গড়া ব্যূহের মাঝে পাইন ও দেওদারে ছাওয়া গঙ্গোত্রী। নীলাকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো ভেসে বেড়ায় স্বর্গরাজ্যের ভেলা সম। প্রথম দর্শনেই আধাত্মিক পরিমণ্ডলে দেহ-মন গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। গঙ্গোত্রী পৌঁছেই ঘর ঠিক করুন *পাঞ্জাব সিন্ধ, মণিবাবা, যোগনিকেতন, ডাণ্ডীবাবা, কালীকমলী* বা যেকোনও ধরমশালায়। মন্দিরকে বামে রেখে পুল পেরিয়ে ডাইনে বাঁক নিতেই সামনে ডাণ্ডীবাবার আশ্রম। ডাণ্ডীবাবার আশ্রমের আয়োজন ব্যাপক। দুপুর ও রাতে খিচুড়ি, চা পাবেন সকাল ও বিকালে; কম্বলও মেলে। তবে, দানের প্রতি নির্ভরতা হারিয়ে নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে ব্যবস্থা এদের। বাঁকের মুখেই *FRH* ও *PWD IB.* আর আছে মন্দিরের বাঁ-হাতি টিলার টঙে GMVN-এর *ট্রাভেলার্স লজ,* D ২০০-৪৫০্; আর এদেরই *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসে,* ডর্মি প্রথায় বেড ৬০্ করে। জেনারেটর চালিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হচ্ছে গঙ্গোত্রীতে। সরকারি বিশ্রামগৃহে বিজলী পৌঁছালেও ধরমশালাগুলিতে হ্যারিকেন জ্বলে আজও।

স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্ধি লোক, ভাগীরথী গঙ্গার উৎস লোক গঙ্গোত্রী। পাহাড় ভেঙে আকাশ কাঁপিয়ে বাঁধন ছেঁড়া গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিরাট শিলাখণ্ডের উপর স্বর্গ থেকে মর্ত্য ধামে। কলকল ছলছল রবে বয়ে চলেছে গঙ্গা অর্থাৎ ভাগীরথী। এই গঙ্গাকে নিয়েই গঙ্গোত্রী। শ্বেত-শুভ্র মন্দির হয়েছে গঙ্গা মায়ের—শিবের জটাবদ্ধ গঙ্গাজলে পার্বতী যেখানে স্নান করেন। মন্দিরের চত্বরটি প্রশস্ত ও সমতল। ১৮ শতকে নেপালের সেনাধ্যক্ষ অমর সিং থাপার তৈরি মন্দিরে সন্ধ্যায় পূজা-অর্চনা দেখুন গঙ্গা মায়ের। উত্তরকালে জয়পুর মহারাজার হাতেও সংস্কার হয়েছে মন্দির। মূল দেবী মূর্তি পাথরের—লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা ও শঙ্কর মূর্তিও স্থান পেয়েছে মন্দিরে। আর হয়েছে রুপোয় দেবীর প্রতিমূর্তি। মন্দিরের পাশেই ভৈরব বা ভগীরথ শিলায় রাজর্ষি ভগীরথ আরাধনা করেন গঙ্গা মায়ের। আর আছে গৌরীকুণ্ড। কথিত আছে, সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের নশ্বর দেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে পশ্চিমবাংলার সাগর দ্বীপে কপিল মুনির আশ্রম পর্যন্ত পথ দেখিয়ে সঙ্গে আনেন। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে উদ্দেশ্য সাধন করে গঙ্গা নিজেকে বিলীন করে সাগরে। এমনকি পাণ্ডবরাও এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয় নিধনের পাপ-স্খালনের পূজা দিতে গঙ্গোত্রীতে। নিদর্শন মেলে ট্যুরিস্ট লজ ছাড়িয়ে চিরবনের মাঝ দিয়ে গিয়ে পাণ্ডবগুহায়। ১৫/১৬টি দোকান নিয়ে মন্দির লাগোয়া গঙ্গোত্রীর বাজার। ভ্রমণার্থী আর শ'খানেক কুলি নিয়ে গঙ্গোত্রীর রোজনামচা। গঙ্গোত্রীর জলের মাহাত্ম্যও অবর্ণনীয়। দর্শনে ১০০ জন্মের, এক ফোঁটা জল পানে ২০০ জন্মের পাপ ক্ষয় হয়; আর এক ডুবে ১০০০ জন্মের সর্বপাপ ক্ষয় পায়। এমনকি সুদূর রামেশ্বরমের দেব পূজায় যাচ্ছে গঙ্গোত্রীর জল। আর আছে বাজার থেকে ১½ কিমি গোমুখমুখী গঙ্গার পাড়ে ফলাহারীবাবা গঙ্গাদাসজীর কুটির। পায়ে পায়ে

বেড়িয়ে নেওয়া যায়। গঙ্গোত্রীতেও অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপাবলী খোলা থাকে মন্দির। বন্ধকালীন সময়ে ২৫ কিমি নেমে মুখাওয়া গ্রামে অধিষ্ঠিত হন দেবী গঙ্গেমাতা। গ্রীষ্মের দিনগুলিতেও ভারি উলেন দরকার গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ভ্রমণে।

গোমুখ

গঙ্গোত্রী থেকে যাত্রা শুরু গোমুখীর, দূরত্ব ১৯ কিমি। ভাগীরথী পাহাড়ের পাদদেশে ৪২৫৫ মি উঁচুতে গোমুখী। পুরো পথটাই পা-কে সম্বল করে চলা যেতে পারে। ঘোড়াও মেলে—যাতায়াত ৩৫০৲। আর মেলে কুলি ও গাইড। পথ দুস্তর না হলেও বন্ধুর। ১৯৬২তে তৈরি পথ প্রশস্ত হয়েছে। বেড়াবার মরসুম জুন, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস। তবে, গঙ্গার জন্মদিন গঙ্গা দশেরায় যাত্রী সমাগমে আধিক্য ঘটে। তবুও যেন উচিত হবে জুন বা অক্টোবরে গোমুখ চলা। পথপাশের নৈসর্গিক শোভা রমণীয়। সুদর্শন শিখর সঙ্গী হয় সারা পথে। পায়ের নিচে বরফ, বরফ আশেপাশে—চারপাশে। সারা ভুবনটাই যেন মুড়ে দেওয়া হয়েছে বরফে। পিছু তাকাবার সময় নয়—থামবার উপায় নেই, থামতে গেলেই পা ভারি হয়ে পড়বে। চলার পথে পানীয় জলের অভাব। সঙ্গে নিতে হয় গঙ্গোত্রী থেকে। শুকনো খাবার সঙ্গে নিন। বিশেষ করে কিসমিস, হরিতকী, আমলকী সঙ্গে নেবেন জলের পরিবর্ত রূপে। কিছু হালুয়া-পুরিও সঙ্গী করুন গঙ্গোত্রীর বাজার থেকে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের শিখররাজি:

শিখর	উচ্চতা	
চৌখাম্বা	২৩৪২০	ফুট
কেদাবনাথ	২২৭৭০	"
সতপন্থ	২৩২১৩	"
শ্রীকৈলাস	২২৭৪২	"
বাসুকি	২২২৪৫	"
ভৃগুপন্থ	২২২১৮	"
চন্দ্রপর্বত	২২০৭৩	"
মেরুপর্বত	২১৫৫২	"
শিবলিঙ্গ	২১৪৬৬	"
কীর্তিস্তম্ভ	২০৫১০	"
মন্দানী	২০৩২০	"

১০ কিমি যেতে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়িয়ে—তারই পাশে বসে বিশ্রাম নিন ১১৮৩০ ফু উঁচু চিরবাসায়। চির অর্থাৎ পাইন ছিল অতীতে। দোকান-পাটও বসছে চিরবাসায়। চায়ের সঙ্গে টা মেলে। আর আছে চলার পথের বেশ কিছুটা নিচে ২ ঘরের *FIB* চিরবাসায়। অগ্রিম অনুমতিতে থাকার ব্যবস্থা মেলে। তবে, দরকার হয় না চিরবাসায় থাকার।

আবার পথ চলা শুরু—৬ কিমি গিয়ে ভূজবাসা। সুদর্শন সঙ্গ ছেড়ে সঙ্গী হয় মিশরীয় পিরামিডের ধাঁচে ভাগীরথী পর্বতমালার তিন শিখর। বাঙালি গুরু বিষ্ণুদাস বাবাজী আজ লোকান্তরিত। তাঁরই শিষ্য লালবিহারী বাবার আশ্রমে আজকের যাত্রা বিরতি ভূজবাসায়। দুপুর দু'টোর মধ্যে পৌঁছালে খিচুড়ি মিলবে আশ্রমে। রুটি মেলে আরও দেরিতে গেলে। বিকেলে চা, রাতে আবার খিচুড়ি, সঙ্গে সবজি। ৩১৲ হারে প্রতি জনা। পাশেই হয়েছে GMVN-এর ২০ বেডের *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস,* D ২০০৲ ডর্মি বেড ৭৫৲ করে। আহার্যও মেলে ক্যান্টিনে। থাকার পক্ষে ভালই।

ভূর্জবৃক্ষ আজ আর দৃশ্যমান না হলেও ৩৭৮০ মি উঁচুতে 'U' ধর্মী উপত্যকায় ১২ ঘর নিয়ে লালবাবার দ্বিতল আশ্রম। হিমালয়প্রেমিক নানান সুধীজনের অবদান এর প্রতিটি পাথরে। চুল্লি জ্বলছে ৬—২১-০০টায় আশ্রমের। রাতের খাবার শেষ হতে ২টি করে কম্বল মেলে ভাড়ার ঘরে—একটি পাতুন অপরটি গায়ে চাপান, সঙ্গে নিজের-গুলি। বাইরে প্রচণ্ড শীত, ঘরে কিন্তু তত নয়। বিচিত্র গঠনশৈলী এই ঘরগুলির। পরদিন উনুন জ্বালবার আগে জল মিলবে না ভূজবাসায়। আগের রাতের জল বরফ হয়ে গিয়েছে। তবে কাঞ্চনে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন অতীত খ্যাত লালবিহারী বাবা। তাই অসন্তোষ নিয়ে ফিরছেন নানান যাত্রী আশ্রম থেকে আজ।

৭-০০টার মধ্যে চায়ের গ্লাস শেষ করে এগিয়ে চলুন গোমুখীর পথে। ঘণ্টা দেড়েকের পথ ভূজবাসা থেকে গোমুখ; দূরত্ব ৩ কিমি। শেষ ১½ কিমিতে পথের অভাব—মোরামের উঁচু-নিচু বোল্ডার। গঙ্গোত্রী থেকে পুরো পথটাই কলিচুনের নিশান দেওয়া। তবুও মাঝে মাঝে পথ ভুলের সম্ভাবনা প্রবল। তাই একা চলবেন না এ-পথে। গাইডও মেলে গঙ্গোত্রীতে—চার্জ ১৫০৲।

গাড়োয়াল হিমালয়ের বৃহত্তম হিমবাহ ২৪ কিমি দীর্ঘ, ২ থেকে ৪ কিমি প্রশস্ত গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার। চৌখাম্বা পর্বতের পশ্চিম ঢাল বেয়ে নেমে শেষ হয়েছে গোমুখে এসে। বরফের বিরাট চত্বর—হাজার খানেক ফুট নিচে নামতে হবে। ওঠার চেয়ে নামায় বিপদ বেশি। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে পাথুরে-মাটি। *গিলা*(ধসা) পাহাড়ে হাতের স্পাইক লাগানো লাঠিটা ঠুকে ঠুকে চলুন। সামনেই গ্লেসিয়ার পয়েন্ট গোমুখ। High Altitude Sickness যাত্রীভেদে দেখা দিতে পারে এপথে।

বরফ শুধু বরফ— চারপাশে বরফের পাহাড়। যেন বরফের প্রলেপ দেওয়া পাহাড়ী গোলাবাড়ি। বরফের রাজ্যে বিচরণ করুন ঘণ্টাখানেক। স্নানও করে নিতে পারেন। গঙ্গা এখানে প্রচণ্ড বেগবতী— নাম তার ভাগীরথী। বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়িয়ে রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলুন পাথরের উপর দিয়ে। তবে, বেশি এগুবেন না পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। যেকোনও মুহূর্তে পাথর গড়িয়ে পড়তে পারে। অবিরাম পড়েও চলেছে কুড়মুড় শব্দে গিলা পাথুরে নুড়ি।

সামনেই সেই গুহামুখ—কল্প-চোখে মিলিয়ে নিন গো-মুখের সঙ্গে। বা—

'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?'

'মহাদেবের জটা হইতে।'

দ্বিমতে, গো অর্থাৎ পৃথিবীমুখী হয়েছে গঙ্গা—সেই থেকে গোমুখী কালে কালে গোমুখ।

ভয় আর চমক দুই থেকে সাবধান রাখুন নিজেকে। বেশি এগুবেন না গুহার দিকে। এই গুহা থেকেই গঙ্গার মর্ত্যে গমন। এমনকি এই হিমবাহের ৩ দিকে ৩ তীর্থ— ব্রহ্মতীর্থ গঙ্গোত্রী, বিষ্ণুতীর্থ বদরীবিশাল ও মহেশ্বর তীর্থ কেদারনাথ-এর অবস্থান। কেদারে মন্দাকিনী আর বদরীতে অলকানন্দার উৎসও এই হিমবাহ থেকে।

তপোবন : গোমুখ থেকে দেখা যায় ভৃগুপন্থ পাহাড়। আর তারই সোজা পূবে শিবলিঙ্গ বা মহাদেও কা লিঙ্গ। প্রকৃতই যেন লিঙ্গরূপী শিব এই শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গের পাদদেশে ৪৩৫৪ মিটারেরও অধিক উচ্চে প্রকৃতির আর এক খেয়াল, হিমালয়ের পরম বিস্ময়—সবুজে ছাওয়া বরফ-রাজ্যে সাধু-সন্তের তপোভূমি তপোবন। আর রয়েছে ভাগীরথী ১, ২, ৩ ও কেদারডোম পাহাড়চুড়ো তপোবনের শিরে ছাতা হয়ে। আরও দূরে বাসুকি পর্বত। শিবলিঙ্গের বাঁয়ে উঁকি মারে মেরু পর্বত। গোমুখ থেকে ৪ কিমি পায়ে হাঁটা পথ, পথ বিপদসঙ্কুল। অজস্র মৃত্যু-গহ্বর অর্থাৎ *ক্রিভাস* এড়িয়ে চলতে হয়। সঙ্গে গাইড নেওয়া উচিত। সাধারণ ভ্রমণার্থীদের জন্য নয় তপোবন। তবে, রঙবেরঙের পাথর, পাহাড়ী ফুল আর গিরিরাজ হিমালয়ের মোহিনী রূপ পাগলপারা করে তোলে যাত্রীদের। তপোবনেও থাকা ও আহার্য মেলে মাতাজী ও সিমলাইবাবার আশ্রমে। এদের আতিথেয়তা—সেও আজ কিংবদন্তী। গ্লেসিয়ারের অপর-দিকে আরও ৪ কিমি যেতে ১৪২৩০ ফু উচ্চে নয়নলোভন ফুলের উপত্যকা তথা নন্দনবন। এরই কাছে চতুরঙ্গী গ্লেসিয়ার মিলেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে।

যমুনোত্রী

ফেরার পথে ভূজবাসায় রেখে যাওয়া জিনিসপত্র নিন। দুপুরের আহারও সাঙ্গ করুন। তবে, ১২-০০টার মধ্যে ভূজবাসা ছেড়ে নামতে শুরু করুন গঙ্গোত্রীর পথে। সূর্যাস্তের আগেই গঙ্গোত্রী পৌঁছান। তবে বুকে বল আর পায়ে ভর থাকলে দিনে দিনেও গোমুখ পরিক্রমা সাঙ্গ করা অসম্ভব নয়। রাত গঙ্গোত্রীতে কাটিয়ে পরদিন বাসে উত্তরকাশী। গঙ্গোত্রীতে সমস্যা হতে পারে বাসের টিকিট পেতে। সিন্ডিকেটের একটা কালাকানুন চালু আছে—আগে স্থানীয়, তারপর যাত্রী। যাত্রী অর্থে ভ্রমণার্থী। অনেক সময় বাসের টিকিট না পেয়ে মাঝপথে রাত কাটাতে বাধ্য হন ভ্রমণার্থীরা। প্রতিবাদে কাজ হয় না। গাড়ির অপ্রতুলতাই নাকি এর জন্য দায়ী।

গঙ্গোত্রী থেকে বেলা ১২-০০টায় উত্তরকাশীর শেষ বাস। পরের বাসগুলি মাঝপথে রাত কাটায়। যমুনোত্রীর যাত্রীরা বাসের অফিসে খোঁজ নিন হনুমান চটির কোনো বাস যাচ্ছে কিনা। যাত্রীর আধিক্যে সরাসরি বাসও মেলে। সরাসরি বাসের অমিলে ১১২ কিমি দূরের উত্তরকাশী পৌঁছান ৬½ ঘণ্টায় নানান বাসে।

পরদিন উত্তরকাশীতে হনুমান চটির বাস না মিললে উত্তরকাশী-হৃষীকেশ পথে ৩০ কিমি গিয়ে ১০৩৭ মি উঁচু ধরাসু থেকেও চলা যেতে পারে হনুমান চটি। ৬-১৫ ও ৭-১৫য় হৃষীকেশ ছেড়ে হনুমান চটির বাসও যাচ্ছে ধরাসু হয়ে। ধরাসু থেকে যমুনোত্রীর দূরত্ব ১০৭ কিমি। হৃষীকেশ-গঙ্গোত্রী পথও পৃথক হয়েছে এই ধরাসু থেকে। বা বারকোট চলুন সকাল ৬-০০টায় দেরাদুনের বাসে। বারকোট থেকে বাস যাচ্ছে ৩৬ কিমি দূরের হনুমান চটি। এপথে হনুমান চটির দূরত্ব ২২২ কিমি। থাকারও নানান ব্যবস্থা বারকোটে মেলে। GMVN-এর *ট্রাভেলার্স লজে* D ২৫০-৪৫০; বাস স্ট্যান্ডের অদূরে এদেরই *ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসে* DAB ২০০; আর আছে *রাওয়াত হোটেল, রানা হোটেল, রাতুড়ি হোটেল, তারা যাত্রী নিবাস* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল। তেমনই ধরাসুতে অবস্থান এড়িয়ে তেহরিতেও থাকা যেতে পারে। হোটেলও আছে নানান তেহরিতে। আর নানানধর্মী প্রাইভেট হোটেল আছে বারকোটে।

স্যানাচটি-তেও GMVN-এর *ট্রাভেলার্স রেস্ট হাউস* আছে। আর আছে চটির হোটেল। লজে স্থানাভাব ঘটলে *চটির হোটেলে* থাকুন। খাবারও মেলে এই সব চটিতে। পুরির সঙ্গে হালুয়া বা সবজি আর পাবেন ভাত সঙ্গে ডাল ও সবজি। আপনার নির্দেশ পেলে আলু সেদ্ধ করে দেবে। ঘিয়ের সঙ্গে আলু সেদ্ধ—অনেক উপাদেয় লাগবে সবজির থেকে। পরদিন যমুনোত্রী যাবার ব্যবস্থা করে রাখুন। কেদারের মতো ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও কুলি মেলে। পায়ে গেলে ২ দিন আর ঘোড়ায় ১½ দিন লাগে যাতায়াতে। তবে বাসপথ আরও ৪ কিমি এগিয়ে হনুমানচটি পৌঁছালেও বেশিরভাগ সময় পথ খারাপ থাকায় স্যানাচটিতে যাত্রায় বিরতি টানে বাস। স্যানাচটির মতো হনুমানচটিও চটির শহর। GMVN-এর *ট্রাভেলার্স রেস্ট হাউস* ছাড়াও সাধারণ মানের নানান হোটেলে—ঘর ও আহার্য মেলে হনুমান-চটিতে। ডাইনে হনুমানগঙ্গা ও বাম ধরে আসা যমুনার মিলনও ঘটেছে ২১৬৫ মি উঁচু হনুমানচটিতে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও গড়তে চলেছে হনুমানচটিতে। ব্রিজ দিয়ে হনুমানগঙ্গা পেরিয়ে স্বল্প যেতে দ্বিমুখী হয়েছে পথ—সিধে পথে দোধিতাল আর বামহাতি পথ চলেছে যমুনোত্রী। যমুনার কাঁধে ভর দিয়ে ৩ কিমি যেতে নারদচটি, আরও ২ কিমি দূরে ফুলচটি। ২৪৫০ মি উঁচু ফুলচটি রেখে ১ কিমি যেতে পুলে যমুনার কাঁধ বদল করে পথ পৌঁছায় ২ কিমি দূরের জানকীচটি। অদূর ভবিষ্যতে গাড়িও পৌঁছাবে ২৫৯৫ মি উঁচু জানকীচটিতে। জানকীচটি থেকে পথও ওঠে চড়াই বেয়ে। গহন জঙ্গলে ছাওয়া, দু'পাশ দিয়ে প্রাচীর গড়েছে সুউচ্চ পাহাড়। আর নিচে সঙ্কীর্ণ গিরিখাদে বয়ে চলেছে যমুনা।

থাকারও নানান ব্যবস্থা মেলে যমুনোত্রীর সারাপথে। স্যানাচটিতে: GMVN-এর ১৮ বেডের *Tourist RH*-এ D ১৫০; *H Shiv Kailas, H Himalaya, H Kalindi Tourist Lodge;* স্নানাচটিতে: *H Krishnaloke;* হনুমানচটিতে: GMVN-এর ৩০ বেডের *Tour-*

ist RH, D ৩৫০, ডর্মি বেড ৮০; *FRH*, D ২৫০; *PWD-র Bungalow*, DAB ১৫০; ছাড়াও *Power L, Chowhan L* (উপরে ও নিচে ২টি ইউনিট এদের), *Ananda Bhawan, Rawat H, Kali Kamli Dharamshala*, ছাড়াও নানান। **জানকীচটিতে:** থাকার পক্ষে অনবদ্য GMVN-এর ৫৮ বেডের *Tourist RH*, DAB ২৫০, ৩৫০, ডর্মি বেড ৮০; *Birla Mangal Niketan*, DAB ১০০, অবু: Jayashree Charity Trust, 9/1 R N Mukherjee Rd, Cal-1; *Kali Kamli Dharamshala, Yamuna Nabin Ashram, Kalindi Mangal Niketan, H Ganga Yamuna, Yamuna View H, H Himalaya, Shova Ashraya, Santosh H, Aurobinda Ashram, Bhagirathi Mangal Niketan, Anju H, Ajoy Tourist L, Rowat H*, ছাড়াও নানান। **যমুনোত্রীতে:** মন্দিরের কাছে *Yamuna Ashram*, নিজস্ব জেনারেটরে বাতিও জ্বলে, থাকার পক্ষেও অন্যতম যমুনা। GMVN-এর ডর্মি প্রথায় *Tourist RH*-এ বেড ৬০; *Kali Kamli Dharamshala, Sind Hanuman Temple Dharamshala, New Marowari Dhaba*. জানকীচটিতে জেনারেটরে আলো জ্বললেও যমুনোত্রীতে বাতি ভরসা। তাই উচিত হবে যমুনোত্রী চলার পথে জানকী-বাঈতে ঘর বুক করে ফেরার পথে জানকীবাঈ-এ রাতের অবস্থান করা। মে-জুন মাস চারধামের পীক সিজন—ঘরের ভাড়াও লাগাম ছাড়া (২৫০-৬৫০); সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সিজন—ভাড়া নামে আধায়। জুলাই-আগস্টের অফ-সিজনে আবার আধায় নেমে যায় ভাড়া।

হৃষীকেশ থেকে যারা প্রথমে যমুনোত্রী যেতে চান সরাসরি বাসে আসুন নরেন্দ্রনগর/টেহরি/ধরাসু/বারকোট/ স্যানাচটি হয়ে হনুমানচটি। এ-পথের দূরত্ব ২২০ কিমি, সময় নেয় ঘণ্টা নয়েক, ভাড়া ৯৫ টাকা। হনুমানচটি থেকে পায়ে হেঁটে ফিরেও আসা যায় যমুনোত্রী বেড়িয়ে দিনে দিনে। ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি, কুলিও মেলে হনুমানচটি থেকে। যাতায়াত ভাড়া—ঘোড়া ২৫০, খচ্চর ৩৫০, কাণ্ডি ৪৫০, ডাণ্ডি ১২০০। কুলি মেলে ৩০ কেজি পর্যন্ত বহনে ১২০। রাতের অবস্থানে অতিরিক্ত লাগে। পথের দূরত্ব ১৩ কিমি—যাতায়াতে ২৬ কিমি। চড়াই ও উতরাই দুইয়েরই সমন্বয় ঘটেছে সারা পথে। শেষ পর্যায়ে ক্লান্তিকর চড়াইও পেরুতে হয়।

মন্দির দর্শনের সাথে যমুনোত্রীতে ৩ রাতের বাসে সব পাপ জ্বলেপুড়ে খাক হয়। তেমনই যমুনাজীতে স্নানে যমলোকে গমন থেকে অব্যাহতি মেলে। তবে পিসু পোকার উপদ্রব আছে ৩৩২২ মি উঁচু যমুনোত্রীতে।

স্নান করুন গরমজলের কুণ্ডে, পাশেই দিব্যশিলা। স্নানান্তে পূজা দিন দিব্যশিলায়। দিব্যশিলার পূজান্তে যমুনা মায়ের পূজার বিধি। ৬৩৫১ মি উঁচু বন্দরপুঞ্ছের পাদদেশে ছোট্ট মন্দির। ১৯ শতকে তৈরি করেন জয়পুরের মহারানী গুলারিয়া। বার বার ২ বার সেটি বিধ্বস্ত হতে নবরূপে পাথরের ওপর পাথর দাঁড়িয়ে রূপ নিয়েছে মন্দিরের। ভেতরে সূর্য-তনয়া যমের বোন যমুনার কল্পিত মূর্তি। ১৯৯১-এর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত দেবীমূর্তি ১৯৯৪-এর ১৩ই মে নতুন রূপে কালো পাথরে তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি তিনটি কুণ্ড যমুনোত্রীতে। একটার জল খুব বেশি গরম (190°F)—নাম তার সূর্য কুণ্ড, টগবগ করে ফুটছে— পূজারীর দেওয়া প্রসাদি চাল কাপড়ে বেঁধে চুবিয়ে রাখুন প্রসাদ হয়ে যাবে। রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসুন যমুনামায়ের প্রসাদ। দ্বিতীয়টা মাঝারি গরম। তৃতীয়টা স্নানের উপযুক্ত। উচিতও হবে শীতের দেশে তপ্ত কুণ্ডে স্নান সেরে দেহ-মনকে সতেজ করে নেওয়া। স্নানে স্বর্গলোকের পারমিটও মেলে। তেমনই যমুনার জলে স্নানে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা যমুনা। উৎস তার আরও ১১ কিমি উপরে ৪৪২১ মি উঁচু কলিন্দা পর্বতের বরফ লেকে। প্রবাদ, ঋষি দেবলের আশ্রম ছিল অতীতকালে এখানে। গঙ্গা ও যমুনায় স্নান করতেন ঋষি প্রতিদিন। বার্ধক্যে গঙ্গোত্রী যাবার অক্ষমতায় গঙ্গারই একটি ধারা সরে এসে সাধ পূরণ করে ঋষি দেবলের।

এবার ঘরে ফেরার পালা। মন্দির দেখে ৫ কিমি নেমে ২৫৯৫ মি উচ্চে জানকীবাঈ চটিতে রাতের বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। প্রাকৃতিক শোভাও সুন্দর জানকীচটির।

যমুনোত্রী থেকে যারা গঙ্গোত্রী যেতে চান বাসস্ট্যান্ডে খোঁজ নিন গঙ্গোত্রীর সরাসরি বাস যাচ্ছে কিনা। যাত্রী বেশি হলে বাসের ব্যবস্থা করে সিন্ডিকেট। বারকোট/ উত্তরকাশী/ ধরাসু/লঙ্কা হয়ে গঙ্গোত্রী যাচ্ছে বাস। দূরত্ব ২৩০ কিমি, ভাড়া ৯৫। নতুবা বারকোট ও উত্তরকাশী বদল করে যেতে হবে গঙ্গোত্রী। ৮১ কিমি দূরের মুসৌরী, হৃষীকেশও যাচ্ছে বাস হনুমানচটি থেকে। মে-জুন, আবার অক্টোবর মাস এ-পথ পরিক্রমার মাহেন্দ্রক্ষণ। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে বর্ষা আর বাকি সময়টা বরফে মোড়া থাকে চারধাম। মরসুমের দিনগুলিতেও যথেষ্ট শীত—পাহাড় ভ্রমণের প্রস্তুতি সঙ্গে থাকা দরকার।

শাকম্ভরী সতীপীঠ

সাহারানপুর থেকে ৪২ কিমি দূরে বেহট। ছুটমলপুর/ কালসিয়া/ বীরক্ষেত হয়ে ঘণ্টা দুয়েকে বাস যাচ্ছে শাকম্ভরী তীর্থে। ট্রেনও আসছে নানান সাহারানপুরে। হাওড়া থেকে অমৃতসর মেল, এক্স, হিমগিরি ও শিয়ালদহ থেকে জম্মু তাওয়াই এক্স যাচ্ছে ১৫৯৪ কিমি দূরের সাহারানপুর হয়ে। ট্রেন যাচ্ছে মুম্বাই-দেরাদুন, উজ্জয়িন-দেরাদুন, মুম্বাই-অমৃতসর, দেরাদুন-লক্ষ্ণৌ, দিল্লী-লুধিয়ানা, বিলাসপুর-অমৃতসর, দিল্লী-জম্মু, দিল্লী-সাহারানপুর এক্স, এলাহাবাদ-সাহারানপুর এক্স, লক্ষ্ণৌ-সাহারানপুর এক্স ছাড়াও নানান সাহারানপুর হয়ে। সাহারানপুর থেকে দূরত্ব—দিল্লী ১৬৬, লক্সার ৫৩, হরিদ্বার ৮১, দেরাদুন ১৪০, বেরিলি ২৮৪, মোরাদাবাদ ১৯৩, অমৃতসর ৩৩৩, লক্ষ্ণৌ ৫১৯, বারাণসী ৮২০ কিমি। আর বাস মেলে হরিদ্বার থেকে শাকম্ভরী তীর্থের। এছাড়াও বাস আসছে উত্তর ভারতের দিগ্বিদিক থেকে বীরক্ষেতে।

শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে গিরি নদীর পাড়ে আরণ্যক পরিবেশে দেবী শাকম্ভরী মন্দির। ত্রিশূলা তীর্থ

নামেও খ্যাতি আছে এর। যাত্রী আসেন আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীর মুখ্য যোগে দূর-দূরান্ত থেকে। এছাড়াও যাত্রী আসেন ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় ও চৈত্রের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সারা উত্তর ভারত থেকে। বছরভর যাত্রী এলেও মেলা বসে উৎসবের দিনগুলিতে, যাত্রীও আসেন লাখো লাখো একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ শাকম্ভরী তীর্থে। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর মস্তক পড়ে এখানে।

কিংবদন্তী—মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও আসেন দেবী সকাশে। মন্দিরও গড়েন চন্দ্রগুপ্ত। তবে সে আজ অতীত। আর ১৫১৫ সংবতে জঙ্গল কেটে তীর্থক্ষেত্রে রূপ দেন শাকম্ভরীর রানা সাহেব। বর্তমান মন্দিরটি আরও পরে তৈরি। স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া সুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে ছোট্ট মন্দির। নীলাভা দেবী সিন্দুরে চর্চিত, পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা। এক হাতে কমল, অন্য হাতে বাণ ও নানান ফুলাদি। দেবতা রয়েছেন আরও নানান—ডাইনে ভীমা অর্থাৎ দেবী মহামায়া। আর বামে শতচক্ষুর দেবী শতাক্ষী বা শীতলা। সম্মুখে দেবশ্রেষ্ঠ গণপতি। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা খুবই জাগ্রতা এই দেবী। দেবীর মাহাত্ম্যও অপরিসীম —অপুত্রের পুত্র হয়, সর্বকাজ সিদ্ধ হয় শাকম্ভরী তুষ্ট হলে। তেমনই ব্রহ্মহত্যার পাপও ক্ষয় হয় ভীমা দর্শনে। তবে, দেবী দুর্গাই ভিন্নরূপে বিরাজমানা শাকম্ভরী দেবী রূপে। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান দুর্গম ঋষির ছল-চাতুরিতে সৃষ্টি যখন রসাতলে যেতে বসেছে তখন দেবতাদের আহ্বানে দেবী শতচক্ষু ধারণ করে অশ্রুধারায় সজীব করে তোলেন ধরিত্রীকে। তেমনই শরীর থেকে শাক উৎপন্ন করে দেবতা তথা জীবের জীবনরক্ষা করেন দেবী। তাই শাকম্ভরী নামে খ্যাত এই দেবী।

এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান সারা বীরক্ষেত-এ। অদূরে ছোট্ট পাহাড় শিরে দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির। তেমনই রয়েছে বীরক্ষেতে দেবতা ভূরাদেব অর্থাৎ শিবের মন্দির। প্রথাও চালু ভূরাদেব দর্শন সেরে শাকম্ভরী চলা। আর আছে পতির চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া রানী ফুলনদেবীর সতী বেদিকা শাকম্ভরী তীর্থে। খাদ্যের অনটন থাকলেও নানান *আশ্রম* ও *ধরমশালা* হয়েছে বীরক্ষেতে। *শঙ্করাচার্যর আশ্রমটি* এদের মধ্যে ভাল।

হর-কি-দুন বা টনস ভ্যালি

হর-কি-দুন অর্থাৎ শিবের উপত্যকা। স্বর্গেরও পথ গিয়েছে ৩৫৬৬মি উঁচু হর-কি-দুন হয়ে। বামে হর-কি-দুন ডাইনে রুইসারা মাঝে তার ৬২৫৬ মি উঁচু স্বর্গারোহিণী গিরিশ্রেণী, বিস্তার এর পশ্চিম থেকে পুবে। আরও ডাইনে ধুমাধার। তমসা অর্থাৎ টনস-এরও জন্ম স্বর্গারোহিণীর উত্তর গাত্রের পাদদেশে যমদ্বার হিমবাহের হর-কি-দুন নালা থেকে। তেমনই তমসার আর এক শাখা সৃষ্ট হয়েছে হর-কি-দুন বাংলোর সামনে উত্তরী বন্দরপুঞ্ছ হিমবাহ থেকে নিঃসৃত রুইসারা থেকে। প্রবাদ, পঞ্চপাণ্ডবরা এই পথ ধরেই স্বর্গারোহণ করেন। প্রকৃতিরানী তার সৌন্দর্যের ভাঁড়ার উজাড় করে সাজিয়ে তুলেছেন এই উপত্যকাকে। জুলাই-আগস্টে ফুলদল মধুময় করে তোলে এপথ। ভূর্জ-বার্চ-দেওদার-রডোডেনড্রনের মিষ্টি ছায়া ক্লান্তি ভোলায়। নৈসর্গিক শোভার তুলনা হয় না। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জে টি এম গিবসন প্রথম অভিযান করেন এই হর-কি-দুন।

দেরাদুন থেকে মুসৌরী বা যমুনাব্রিজ দু'টি পৃথক পথ ধরে নিয়মিত বাস যাচ্ছে বারকোট পথের নওগাঁ হয়ে ১৬৭৭ মি উঁচু পুরৌলায়। নওগাঁ থেকে পথও বেরিয়েছে বারকোট-যমুনোত্রীর। দেরাদুনের Highway Motor Transport, 69 Gandhi Rd থেকে বাস যাচ্ছে ৭-০০টায় ছেড়ে ৮ ঘণ্টায় পুরৌলা। দূরত্ব ১৩৭ কিমি, ভাড়া ৬০্। আর ৬-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় যাচ্ছে আরও ৪০ কিমি এগিয়ে সাক্রীতে বাস। হরিদ্বার থেকেও বাস মেলে পুরৌলায়। আর সাক্রী আসছে বাস উত্তরকাশী থেকে। পুরৌলা থেকে লোকাল বাস যাচ্ছে সাক্রী। সাক্রী থেকে পাহাড়ী ট্র্যাক মেলে তালুকায়। অর্থাৎ তালুকা থেকে পায়ে হাঁটা শুরু—১ম রাত সীমা (ওসলার ২কিমি নিচে), ২য় রাত হর-কি-দুনের *FIB*-তে অবস্থান। তবুও যেন উচিত হবে ৭-০০টার বাসে দেরাদুন ছেড়ে ৮ঘণ্টায় পুরৌলা পৌঁছে ১ম রাত GMVN-এর *Tourist R H*, D ১৫০্ ডর্মি ৩৫্, *PWD RH, FIB* বা সাধারণ হোটেলে কাটিয়ে দ্বিতীয় সকালে পুরৌলা-সাক্রী লোকাল বাসে ঘণ্টা তিনেকে সাক্রী চলা। কুলি ও গাইড মেলে সাক্রী-হর-কি-দুন-সাক্রী ৪৫০ টাকায়। এপথে যমুনোত্রী যাত্রায় উচিত হবে সাক্রী থেকে বাসে নওগাঁ গিয়ে আবার বাসে বারকোট হয়ে হনুমানচটি চলা।

পুরৌলা থেকে বাস/জিপ/মালবাহী ট্রাকে ১৬ কিমি যেতে জারমোলা, ১০ কিমি দূরে মৌরী, আরও ৯ কিমি গিয়ে নৈটয়ার পৌঁছান। মৌরী থেকে সামান্য এগুতেই যমুনার শাখা তমসা সঙ্গ নেয় এপথে। হিমাচল প্রদেশের সিমলাতেও বাস যাচ্ছে ৪৬০০ ফুট উঁচু নৈটয়ার থেকে দিনে দিনে। তবে, বড়ুতে বাস বদল করতে হয় সিমলা যাত্রায়। নৈটয়ার সমৃদ্ধ এলাকা। সুপিন ও রূপিন দুই নদীর মিলনও ঘটেছে নৈটয়ারে—নাম হয়েছে মিলিত ধারার তমসা। পোখু দেবতার মন্দিরও রয়েছে সঙ্গমে। আর মাথার উপর *FRH.*

সরাসরি বাস চলায় বাস যাত্রীদের উচিত হবে সাক্রীতে ১ম রাত অবস্থান করা। সাক্রী থেকে ট্রেক করে ১৯ কিমি দূরের ১৬৭৭ মি উঁচু তালুকায় পৌঁছে *FRH*-এ ২য় রাতের অবস্থান। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে সুপিন নদী। পথও চলে সাক্রী পেরুতেই গোবিন্দ বন্য জন্তু স্যাঙ্কচুয়ারির মাঝ দিয়ে। ১৩০০-৬৩১৫ মি উঁচুতে ৯৫৩ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত স্যাঙ্কচুয়ারির আখরোটের গাছে গাছে বাঁদর, বেবুন, কাঠবিড়ালিরা লাফিয়ে চলে। শজারুর দল ঝুম ঝুম পায়েল বাজায়। স্নো লেপার্ড, হিমালয়ের কালো ভালুকের দর্শনও অসম্ভব নয় এপথে। আরণ্যক পথ, তাই উচিতও হবে দলবদ্ধ হয়ে এপথ চলা। তালুকাতেও দোকানপাট আছে; তবুও কেনাকাটার জন্য নৈটয়ার বা পুরৌলাই সুবিধার। তালুকা থেকে ২২ কিমি পায়ে হাঁটা দূরত্বে হর-কি-দুন। উচ্চতার তুলনায় শীতের আধিক্য। ৩য় দিনে তালুকা থেকে ১৩ কিমি পায়ে হেঁটে ২৫৬১ মি উঁচু ওসলায়

২ কিমি নিচে সীমা *FRH*-এ ৩য় রাতের বিশ্রাম। গঙ্গৌর থেকে নদীর ডাইনের পথ ধরে সীমা আর বামের পথে ওসলা। এপথের বসতিও ওসলায় শেষ। মহাভারতের কৌরবদের উত্তরসূরীদের বাস। দুর্যোধন উপাস্য দেবতা উপত্যকা জুড়ে। মন্দিরও আছে নানান—দারু ও পাথরে তৈরি ওসলার মন্দিরটি উল্লেখ্য। কর্ণও পূজিত হচ্ছেন এলাকায়। ওসলা থেকে পথ হয়েছে দ্বিমুখী—পুলে তমসা পেরিয়ে ডানহাতি পথ গিয়েছে হর-কি-দুনে। দূরত্ব ৯ কিমি। প্রাণান্তকর চড়াই এপথে। ৪র্থ রাতের বিশ্রাম ৩৪১৫ মি উঁচু হর-কি-দুন *FRH*-এ। এটির কর্তৃত্ব ওসলার চৌকিদারের হেপাজতে। ঘরে বসে দেখা স্বর্গারোহিণীর নৈসর্গিক শোভা পথের ক্লান্তি ভোলায়। ৫ম রাতও হর-কি-দুনে কাটিয়ে ৬ষ্ঠ সকালে ঘর পানে ফেরার পালা।

আবার ওসলা থেকে বামহাতি যামদার হিমবাহও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। দূরত্ব ৩ কিমি হলেও প্রাণান্তকর চড়াই সারা পথে। আর রয়েছে অসংখ্য মৃত্যু গহ্বর অর্থাৎ *ক্রিভাস*। গাইড একান্তই দরকার এপথে।

তেমনই ওসলা থেকে যমুনোত্রীও চলা যেতে পারে ৪-৫ দিনে। দুরূহ পথ—Majhakanda Pass-ও পেরুতে হয় এপথে। গাইড একান্তই দরকার এপথ চলতে।

FRH-এ যাত্রীদের ঘর মেলে থাকার। আর মেলে তৈজসপত্র ও বাসন। এপথ পরিক্রমায় দিন পাঁচেকের আহার্য সঙ্গে আনা উচিত নৈটয়ার বা পুরৌলা থেকে। ফরেস্ট রেস্ট হাউসের অগ্রিম বুকিং-এর জন্য The Divisional Forest Officer, Tons Forest Division, P O-Purola, Dist-Uttar Kashi, U P-কে লিখুন। প্রাইভেট হোটেলও মেলে পুরৌলা, মৌরী, নৈটয়ারে। বেড়াবার মরসুম মে, জুন আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস। এবার মৌরী থেকে বারকোট পৌঁছে যমুনোত্রী বা মুসৌরী চলুন বাসে।

মুসৌরী

২০০৫.৫ মি উঁচুতে পাহাড়ের রানী মুসৌরী। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৫৫৯ কিমি। ৩৪ কিমি দূরের দেরাদুনের সঙ্গে সুন্দর সড়ক সংযোগ রয়েছে মুসৌরীর। UP Roadways-এর ৬-৩০-এ প্রথম, আর ১৬-০০টায় শেষ বাসটি দেরাদুন ছেড়ে মুসৌরী আসছে। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। ট্যাক্সিও যাচ্ছে শেয়ারে। বাস আসছে ৮ ঘণ্টায় ২৭৮ কিমি দূরের দিল্লী থেকেও মুসৌরী পাহাড়ে। দিল্লী যাচ্ছে সকালে কুলরী, সন্ধ্যায় লাইব্রেরি আর হোটেল বিষ্ণু প্যালেস থেকে DTC-র বাস।

আর ট্রেন, জগসন প্রাইভেট বিমান ও বাস আসছে ভারতের দিগ্বিদিক থেকে মুসৌরীর যাত্রী নিয়ে সংযোগকারী স্টেশন দেরাদুনে। তেহরি যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায় নানান বাস—গঙ্গোত্রী, উত্তরকাশীও চলা যেতে পারে তেহরিতে বাস বদল করে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রেল যাত্রীরা সাহারানপুর পৌঁছে বাসে বাসে দেরাদুন হয়ে যেতে পারেন মুসৌরী। চলার পথে সাহারানপুরে দেখে নেওয়া যায় কোম্পানির বাগান অর্থাৎ ১৫০ বছরের প্রাচীন বোটানিক্যাল গার্ডেন। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রীরা বারকোট হয়ে বাসে যেতে পারেন মুসৌরী। বেলা ১৫-০০টায় মুসৌরীর শেষ বাসটি ছেড়ে আসে ৯৫ কিমি দূরের বারকোট থেকে। মিউনিসিপ্যাল টোল লাগে মুসৌরীতে। রেল না পৌঁছালেও রেলের সিটি বুকিং বসেছে মুসৌরী পাহাড়ে।

ভ্রমণার্থীদের জন্য মুসৌরী পাহাড়। হোটেলও হয়েছে নানান বিবিধ মানের বিভিন্ন দামের Mussoorie-248179, STD-0135এ। মূলত লাইব্রেরি বাজার আর কুলরী বাজারকে ভর করেই রূপ পেয়েছে মুসৌরীর হোটেলরাজি। সিজন ও অফ সিজনের হোটেল রেটে তারতম্যও আছে। পীক সিজন: মে ২২ থেকে জুন ৩০; সিজন: মে ১—২১, জুলাই ১—১৫, অক্টোবর ১—১৫; বছরের বাকি সময়টা অফ সিজন মুসৌরীতে—রেটও নামে আধারও নিচে। *Connaught Castle*, The Mall-248179, মে-জুনে কিচেন সহ চার বেডের ঘর ৮০০-১৫০০ দু'বেডের ৪৫০-৮৫০; **Hakmans Grand H*, The Mall, SAB ৫৫০-৭৫০ DAB ৮০০-১২৫০; *Roselynn Estate H*, The Mall, Library Bzr, ✆ 632201, S ৮৫০ D ১০০০ স্যুইট ১২৫০; *H Howard International*, The Mall, A/c S ৭৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১২৫০-২০০০; *H Midtown*, The Mall, ✆ 632649, DAB ৮০০-১২৫০ স্যুইট ১৫০০-২০০০; *Sun View*, The Mall, ✆ 632766, D ৩২৫-৬০০; **Savoy H*, The Mall-9, ✆ 632010, AP-S ১০৯৫ D ১৮৯৫ স্যুইট ২২৯৫; *Garhwal Terrace*, Mall Rd, D ৮৫০-১২৫০; **H Shiva Continental*, ✆ 632980, D ১০৯৫-১৭৯৫ স্যুইট ২২৯৫; *H Kasmanda*, The Mall, ✆ 632424, D ১২০০-১৭৫০ স্যুইট ২৫০০; **H Solitaire Plaza*, Picture Place, D ১৪৫০ ১৬৫০ স্যুইট ২৭৫০; *Valley View H*, The Mall-9, ✆ 632211 D ৬৫০- ১২৫০; অতীতের মহারাজার ভিলাধর্মী প্রাসাদে *H Padmini Niwas*, D ৮৫০-১২৫০; *Honeymoon Inn*, ✆ 632378, DAB ৮৫০-১২৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209 বা Diamond ✆ 276714; **H Roan-Oke*, S ৩২৫-৪৫০ D ৪২৫-৬৫০; *H Nishima*, B1, SCB ১৫০ SAB ২০০-৩৫০ DAB ৩২৫-৬০০; *H Darpan*, Mall, DAB ২৭৫-৪৫০; *Nabha Resort Claridges*, Barlowganj Rd, ✆ 631425, সকাল ও রাতের আহার সহ পীক সিজনে D ২৯৫০-৩৫০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Shining Star*, The Mall, opp Vasu Theatre-79, ✆ 632468, S ১২৫০ D ১৭৫০ স্যুইট ২২৫০-২৭৫০; *Carltons Plaisance H*, Happy Valley Rd, DAB ৬৫০-৮০০ স্যুইট ৮৫০-১২৫০; *Naveen H*, Kulri, SCB ১২৫-১৫০ SAB ২২৫-৩২৫ DAB ৩০০-৬০০; *Shilton H*, Gandhi Chowk, ✆ 632983, SAB ৭০০-৮৫০ DAB ১০৪৫-১৫৪৫ স্যুইট ২৫৯৫-৩৫৯৫; *H Nandvilla*, The Mall, B½, DAB ৪২৫-৬৭৫; *Khayyam H*, DAB ৩২৫ স্যুইট ৬০০; *Roxy H*, Kulri, DCB ২২৫ DAB ৩৫০-৪৫০; *Raj H*, Bus Stand, DAB ২৫০-৪০০; *H Rock Wood*, SAB ১২৫-২০০ DAB ২২৫-৪০০; **H Dunsvirk Court*, Baroda Estate, ✆ 631669, A/c D ২০০০-২৭৫০ স্যুইট ৪০০০; *H Apsara*, Mall, ✆ 632066, D ৩৫০-৬৫০; *H Ashirwad*,

DAB ৪০০, ৬৫০, চার বেডের স্যুইট ৮৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; *Vikram H*, Kulri, SAB ৩০০, DAB ৪৫০। *H Wild Flower House*, Kempty Rd, D ৮৫০, স্যুইট ১০৫০-১৫০০; *H Brook Hill Resort*, Kings Creig, ✆ 631190, কটেজ ১২৫০-১৭৫০; *H Classic Heights*, Library Chowk, ✆ 632514,D৮৫০-১৫৯৫; *Miltons*, near Kulri Stand, D ৩৫০-৬০০; *Sylverton H*, D ১০০০, স্যুইট ১৭৫০; **Residency Manor*, Barlowganj, ✆ 631800, AP প্রথায় Standard ৩৫০০-৪৫০০, Executive ৪০০০-৪৮৫০, Suite ৬০০০-৭৭৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Country Inn*, Kincretg, ✆ 631190, D ৮৫০-১২০০, দুয়েরই কল বুকিং: Span ✆ 2801209.

কুলরি বাজারে—Brent Wood, DAB ২৭৫-৪২৫; *Amar H*, D ২০০-৩২৫; *The Claridges Connaught Castle*, D ১২৫০-২০০০, T ২৭৫০; *Heaven's Club*, S ২৭৫, D ৪২৫; *Doon View H*, Mall, D ৩২৫-৬০০; *H Deep and Mountain View*, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, ডিলাক্স ৬০০; *H Shipra*, D ৮০০; *H Broadway, Everest, Glen Villa, Hill View, Mansarover, Minerva, Moti Palace, New Grand, Naaz, New Bharat, Priya, Rama H*, D ৩২৫-৪৫০; *Regal*, DAB ৩০০-৫৫০; *H Mitson's*, near Kulri Stand, ✆ 632907, D ৪০০-৮৫০; *Ritu Kunj, Roop, Tourist, Vikas, H Walnut Grove*, DAB ৩২৫-৬০০, কল বুকিং : ডায়মন্ড ট্যুরস, ✆ 276714; **H Mussoorie International*, Kulri, ✆ 632143, D ৬৫০-৯৫০, স্যুইট ১৫৫০; কল বুকিং: ডায়মন্ড ট্যুরস, ৩০ যদুনাথ দে রোড, কল-১২ ✆ 276714.

লাইব্রেরি বাজারে—H Adarsh, SAB ২২৫, DAB ৩২৫, FR ৪২৫; প্রকৃতির আকর্ষণে *H India*, ✆ 632359, DAB ২২৫-৪২৫; স্বল্প দূরে *H Eagle, Imperial, Library Club, Prino*, DCB ১৭৫-৩২৫, DAB ৩০০-৪৫০; *Kashmir H, Prince H, Snow View.*

ক্যামেলস ব্যাক রোডে—Ajoya, Broadway, Uday, ✆ 631016; *Mountain View, Naveen H, H Peak View*, ✆ 632257, DAB ৮৫০-১৫৫০; **H Filigree*, ✆ 632360, DAB অক্টোবরে ৬৫০-৮০০, মে-জুলাই ৯৫০-১৫০০; *H Shaheen*, DCB ২৭৫, DAB ৩৭৫; *Tourist Hostel.*

ল্যান্ডোর বাজারে—Anupam, ✆ 632296; *Ganesh H*, SCB ১০০, SAB ১৫০, DAB ২৫০-৩৭৫; *Himalaya Club*, ✆ 632762; *Mullingar H*, ছাড়াও S ১৫০-২২৫, D ২০০-৪২৫ টাকায় হোটেল আছে আরও নানান মুসৌরীতে।

আর আছে GMVN-এর *Tourist Complex*, ✆ 632682, D ৬৫০, ৮০০, ডর্মি বেড ১০০; *Mussoorie Club*, Kulri-248179, DAB ২৫০-৪৫০; হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Horn-Bill*, D ৩২৫, স্যুইট ৬০০; YWCA-র *Mount Rose Tourist Home; YWCA*, Mall-এ ফ্যামিলি নিয়ে থাকা বার, ডর্মিতে কেবল মহিলা; অগ্রিম পাঠিয়ে বুকিং-এর প্রথা এদের। *PWD IH*, Charlevile Rd; *CPWD IH*, Landour-এও ঘর মেলে যাত্রীর। ধরমশালাও আছে মুসৌরী পাহাড়ে। লাইব্রেরি বাজারে : *লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গুরুদ্বারা;* ল্যান্ডোর বাজারে : *জৈন, আর্য সমাজ, মুসাফিরখানা, সনাতন ধরম মন্দির।*

হলিডে হোম গড়েছে মুসৌরী পাহাড়ে কলকাতার *Canara Bank Staff Recreation Club*, 2 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 275306 হোটেল মুসৌরী ইন্টারন্যাশানাল, ম্যাল-এ; তবে রান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই এদের। *Standard Chartered Bank*, 4 N S Rd-1, ✆ 2206902; *Grindlays Bank Employees Union*, 19 N S Rd-1; *Syndicate Bank Staff Recreation Club-W B* ম্যালের বাটা বিল্ডিং-এ, এদের বুকিং : 3B Lalbazar St (2nd floor), Cal-1, ✆ 2486055 থেকে।

আহার্যেরও নানান হোটেল মুসৌরীতে। কুলরীতে ভেজ মিলে *Madras Cafe* ও *The Green* দুইয়েরই খ্যাতি শহর জুড়ে। আর নন ভেজ মিলের জন্য ম্যালে *President's Sanzi* (11—23-00), *Windsor's Whispering Windows, Kwality Restaurant* (9—23-00) Kulri, প্রতিটারই যথেষ্ট সুনাম। তেমনই মিষ্টির সাথে স্ন্যাকস পরিবেষায় যথেষ্ট খ্যাত *Luxmi Misthanna Bhandar* মুসৌরী পাহাড়ে। দামে আধিক্য ঘটলেও প্রতি ৯ মিনিটে এক পাক ঘোরার সাথে দুন ভ্যালির শোভা দেখা ও খানা-পিনা সাঙ্গ করা যায় *Howard Revolving Restaurant*-এ।

পিকচার প্যালেস ও গান্ধীদ্বার—২টি প্রবেশ ফটক মুসৌরী পাহাড়ের। বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে পিকচার প্যালেস থেকে হরিদ্বার ও দেরাদুনে আর গান্ধীদ্বার থেকে দিল্লী। পিকচার প্যালেস থেকে শুরু করে ক্যামেলস ব্যাক রোড-গান হিলস রোড-লাইব্রেরি রোড-গান্ধী ফটক পেরিয়ে ম্যাল ধরে ঘণ্টা পাঁচেকে শহরটা দেখে নেওয়া যায় পায়ে হেঁটে। আবার গান্ধী ফটক থেকেও শুরু করা যায় এ পরিক্রমা। রিকশাও মেলে এ সফরে। তবে ক্যামেলস ব্যাক রোড-এ দুর্গা মন্দির বা পাবলিক স্কুলের পাশ থেকে আকাশ পানে তাকাতেই নামের তাৎপর্য মুগ্ধ করে। পাহাড়টা হুবহু উটের আকার নিয়েছে। খুবই সুন্দর এ দৃশ্য। চলতে চলতে হাওয়া ঘরে বিশ্রাম আর সূর্যাস্তে চোখ ভরে দেখে নিন তুষারাচ্ছাদিত মোহিনী হিমালয়। কেনাকাটা করুন ২ কিমি দীর্ঘ ম্যাল রোডের দু'প্রান্তে—কুলরী বাজার (পিকচার প্যালেস) বা লাইব্রেরি বাজার (গান্ধী চক)এ। আর আছে ল্যান্ডোর অর্থাৎ শিবাজী বাজার মুসৌরীতে। UP Tourism-এর অফিস Tourist Bureau, Near Jhulaghar, Mussoori, ✆ 632863-তে। Tourist Office থেকে GMVN মরসুমে কেমটি দেখাতে যাচ্ছে ৯-০০, ১২-০০ ও ১৫-০০টায়। আর মুসৌরী-ধানোলটি-সুরখণ্ডাদেবী-লেক বেড়িয়ে আনে ১০০ টাকায়।

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। ব্রিটিশ ভারতের সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন ইয়ং প্রকৃতপক্ষে মুসৌরী পাহাড়ের স্থপতি। ছুটি কাটাতে প্রথম ঘর তোলেন সাহেব—*The Mulingar*. আজ হোটেল বসেছে। সাহেবের দেখাদেখি সমতলের গরম এড়াতে পাহাড়ে আসেন নানান সঙ্গী-সাথী—গড়ে তোলে গ্রীষ্মাবাস মুসৌরীতে। ১৮২৬এ স্যানাটোরিয়াম আর ১৮৭৩এ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডও গড়ে ওঠে মুসৌরীতে। তবে, সেদিনের *মসুরী* গাছ সাহেবী মুখে *মুসৌরী*—আজ আবার হয়েছে মসুরী।

বৈচিত্র্যে ভরা শহর মুসৌরী। সবুজ তরঙ্গের মতো পর্বতশ্রেণী, অজস্র রঙিন ফুলের সমারোহ, চেনা-অচেনা জীবজন্তু—সব মিলিয়ে পরীর দেশের শৈলাবাস মুসৌরী। আয়তন ৬৪.২৫ বর্গ কিমি। লাল টালির কটেজ ধর্মী বাড়ি-ঘর—তারই মাঝে তিব্বতীয় প্রেয়ার-ফ্ল্যাগ, মনাস্ট্রি, চোর্তেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মুসৌরী ছাড়া অন্য কোনো পাহাড়ী শহরে এত কাছে তুষারচুড়ো নেই। মুসৌরীর উত্তর খোলা, নানান তুষারশৃঙ্গও সুন্দর দৃশ্যমান। শীতও বেশি মুসৌরীতে। তাপমান গ্রীষ্মে ২৯—৯° আর শীতে ৭—১° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। বৃষ্টির গড় ১৭৭—২৮৮ সেমি। বেড়াবার মরসুম মে থেকে জুলাই আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস। মরসুমে সাধারণ উলেন চললেও এপ্রিল ও অক্টোবরে শীতের দাপট আছে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে বরফও পড়ে মুসৌরী পাহাড়ে।

সিটি বোর্ড আয়োজিত ঝাউয়াঘর (ম্যাল) থেকে ৪০০ মি দীর্ঘ রোপওয়ে চেপে গান হিল বেড়িয়ে আসুন ১০—১৭-০০টায়, যাতায়াত ৩০্। অস্তগামী সূর্যের আলোয় বদরীনাথ, বন্দরপুঞ্ছ ছাড়াও নানান তুষারশৃঙ্গ সুন্দর দৃশ্যমান। আবার মুসৌরী শহর ও দুন ভ্যালিও দেখে নেওয়া যায় গান হিল থেকে। অতীতে ব্রিটিশরাজ প্রতি দুপুরে সময় নির্দেশ করত পাহাড় থেকে কামান দেগে।

মুসৌরী পাহাড়ের আর এক আকর্ষণ তার কেমটি জলপ্রপাত। শহর থেকে ১৪ কিমি দূরে চক্রাতা-বারকোট পথে ১৩৭২ মি উঁচুতে এই জলপ্রপাত। উপর থেকে জলের ধারা নামছে কয়েক হাজার ফুট নিচে। বর্ষাকালে এই ধারা নয়নাভিরাম। ভ্রমণার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য পার্কও হয়েছে পথ থেকে ১০০০ ফু নিচে। GMVN-এর প্যাকেজ ট্যুর, বাস বা ট্যাক্সিতে যাওয়া চলে কেমটি জলপ্রপাত, শেয়ার ট্যাক্সিও যাচ্ছে শহরের লাইব্রেরি চক থেকে। যমুনোত্রী থেকে মুসৌরী আসার পথেও দেখে চলা যায় কেমটি জলপ্রপাত।

শহরের তিব্বতীয় উপনিবেশ পাইনে ছাওয়া হ্যাপি ভ্যালিও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। নানান চোর্তেন, প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, দোকানপাটে তিব্বতীয় অ্যান্টিক কেনার সাথে তিব্বতীয় খানা—মোমো, নুডলস-এর স্বাদ নেওয়া যেতে পারে। শহর থেকে ৪.৮ কিমি দূরে মুসৌরী পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া লালটিব্বা, উচ্চতা এর ২৬১০ মি। এই চুড়ো থেকে হিমালয়ের অনিন্দ্য শোভা দেখে নেওয়া যায়। একে একে বন্দরপুঞ্ছ, নীলাঙ্গ, শ্রীকান্ত, সতোপন্থ, কেদারনাথ, কামেত, বদরীনাথ—প্রায় প্রতিটি শৃঙ্গই চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। নির্মেঘ আকাশে আরও দূরে পুব দিগন্তের নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরিও দৃশ্যমান হয়। লালটিব্বার কাছেই কাঠগোদাম টিব্বা, বরফে মোড়া হিমালয়ের শোভা দেখার জন্য এরও আকর্ষণ। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়— গাড়িও যাচ্ছে, আর যাচ্ছে টানা রিকশা এপথ পরিক্রমায়। ৬ কিমি দূরে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসুন মোসি জলপ্রপাত। চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। আর এক সকালে পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নিন ভাট্টা জলপ্রপাত। এরও দূরত্ব ৬ কিমি। প্যাকেট লাঞ্চ সঙ্গে নিতে পারেন। চড়ুইভাতির আদর্শ জায়গা ভাট্টা। পায়ে বা ঘোড়ায় ২ কিমি আর ওয়েভারলি কনভেন্ট রোড ধরে গাড়িতে ৪ কিমি দূরের মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনও চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ। বাগিচার মাঝে কৃত্রিম লেক—বোটিংও করা যায় ১৮২৭-এ গড়া এই পার্কে। ৮ কিমি দূরের ২৩৪২ মি উঁচু বেনং হিল থেকেও প্যানোরামিক ভিউ দেখে নিতে পারেন পায়ে পায়ে ট্রেক করে। তেমনই শহর থেকে বাস বা গাড়িতে ৭ কিমি দূরের ঝারিপানি পৌঁছে আরও ১½ কিমি পায়ে গিয়ে ঝারিপানি প্রপাতটিও দেখে ফেরা যায়। আবার কার্ট ম্যাকেঞ্জি রোডে গাড়ি পথে ৬ কিমি দূরের নাগদেবতার মন্দিরটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া। দুন উপত্যকা ও মুসৌরী শহর সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। দেরাদুন পথে ৬ কিমি যেতে মুসৌরী লেক। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে।

মুসৌরী থেকে ২৫ কিমি দূরে তেহরি রোডে ২২৮৬ মি উঁচুতে পাইন ও দেবদারুতে ছাওয়া সবুজে মোড়া ধানোলটিরও প্রশস্তি তার হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য। পাহাড়ী ঢালে সূর্যাস্ত নয়নাভিরাম। চড়াই বেয়ে ভিউ টাওয়ার থেকে গাড়োয়াল হিমালয়ের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। থাকারও ব্যবস্থা মেলে প্রাইভেট হোটেল—*H Breeze, Flame Heritage, H Sher-e-Punjab, H Hermitage* ছাড়াও *FRH* ও GMVN-এর *Tourist R H, D* ৫৫০ টাকায়। ধানোলটি থেকে বাসে বা ঘোড়ায় ৫ কিমি দূরের কাড্ডুখাল পৌঁছে আরও ২ কিমি পাহাড় চড়ে চলা যায় ৩০৪৯ মি উঁচু আর এক শৈলশিখরে সুরখণ্ডাদেবীর মন্দির-এ। মন্দির থেকে হিমালয়ের দৃশ্য নয়নাভিরাম।

ধানোলটি থেকে ৩১, মুসৌরীর ৫৬ কিমি দূরে ৭০০০ ফুট উঁচুতে আপেল ক্ষেত আর রডোডেনড্রন ফুলের জলসাঘর বসেছে ছাম্বায়। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা—অপরূপ নৈসর্গিক শোভার জন্য ছাম্বার প্রশস্তি। বসন্তে আপেলের রঙে লাল-সোনালী রুজ পরে সারা ছাম্বা। ছাম্বা ভ্রমণের স্মারকরূপে রডোডেনড্রন ফুলের স্কোয়াশ সঙ্গী করুন। দূরে-দূরান্তরে তুষারে ছাওয়া হিমালয়ের শিখররাজি। *ট্যুরিস্ট বাংলো*ও আছে ছাম্বায়। আর হয়েছে শহর থেকে ৩ কিমি দূরে শৈলশিখরে *H Trishul Breeze,* Arakot, Chhamba, Tehri Garhwal, D ৬৫০-৮০০্ ছয় বেডের ডর্মিতে বেড ১০০্ করে; অবু : Manager বা 71 Masjid Rd, Jangpura, New Delhi, ✆ 697754. মুসৌরী-তেহরি বাস যাচ্ছে ধানোলটি/ছাম্বা হয়ে। হৃষীকেশও যাচ্ছে বাস ছাম্বা থেকে।

আবার চক্রাতা-বারকোট পথে ২৭ কিমি দূরের যমুনা সেতুও বেড়িয়ে নেওয়া যায় বাসে মুসৌরী থেকেই। DFO-র অনুমতিতে মাছ ধরার আদর্শ জায়গা।

দেরাদুন

রাত ২০-১৫য় 3009 দুন এক্সে হাওড়া ছেড়ে দ্বিতীয় সকাল ৭-১৫য় দেরাদুন পৌঁছান। দেরাদুনেই দুন এক্সের চলায় বিরতি। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৫২৪ কিমি। সকাল ৮-৫৫য় বারাণসী ছেড়ে 4265 বারাণসী-দেরাদুন এক্স যাচ্ছে পরদিন ৮-৫০এ। ৬-২৫এ নিউ দিল্লী, ৭-৪০এ দিল্লী জং ছেড়ে মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে আসা 9019 মুম্বাই-দেরাদুন এক্স ১৬-৪৫এ দেরাদুন আসছে। উজ্জয়িন-দেরাদুন এক্সও ১৩-০৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ৩১৮ কিমি দূরের দেরাদুন পৌঁছায় ১৮-৩০এ। আর সোম ও শুক্রবার ১৩-০৫এ নতুন দিল্লী থেকেই দেরাদুন যাচ্ছে উজ্জয়িন এক্স। আর ২২-২০এ দিল্লী জং ছেড়ে পরদিন ৭-৪৫এ দেরাদুন যাচ্ছে 4041 মুসৌরী এক্স। বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন ৭-১০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ১২-২৫এ দেরাদুন যাচ্ছে 2017 শতাব্দী এক্স; শতাব্দী ফেরে ১৭-০০টায় দেরাদুন থেকে। 4113 এলাহাবাদ-আলিগড়-দেরাদুন লিঙ্ক এক্সও নিয়মিত দেরাদুন যাচ্ছে। দিল্লী, আগ্রা, অমৃতসর থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনও আসছে দেরাদুনে।

তেমনই পূর্ব ভারত থেকে জম্মু, অমৃতসর, লুধিয়ানাগামী নানান ট্রেনে লক্সারে নেমে ৪-৪০, ৫-২০, ৬-৩০, ৭-৪৫, ১০-৫৭, ১৩-৩৫, ১৬-১৫, ১৬-৪৫এর ট্রেনে ৩ ঘণ্টায় চলা যেতে পারে ৭০ কিমি দূরের হরিদ্বার হয়ে দেরাদুনে।

ত্রিমুখী তিন রাজপথ গিয়েছে দেরাদুন রেল স্টেশন থেকে—উত্তরমুখী পথ রাজপুর হয়ে মুসৌরী পাহাড়ে, পুবমুখী পথ হৃষীকেশ/ হরিদ্বারে আর পশ্চিম যাচ্ছে চক্রাতা হয়ে যমুনোত্রী/ সিমলা পাহাড়ে। রেল ও বাস স্টেশন দুইয়েরই অবস্থান কাছাকাছি দেরাদুনে। রেল স্টেশন লাগোয়া পাহাড়ী বাসের আর আধ কিমিরও কম দূরত্বে ক্লক টাওয়ারকে ঘিরে সমতলমুখী বাসের স্ট্যান্ড গান্ধী রোডে। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে। বাস টার্মিনাস এনকোয়ারি: দিল্লী ✆ 624787; সিটি বাস ✆ 624237; মুসৌরী স্ট্যান্ড ✆ 623435. বাস যাচ্ছে UPSRT ছাড়াও নানান প্রতিবেশী রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ও প্রাইভেট। বাস যাচ্ছে—নৈনীতাল ১১ ঘ, উত্তরকাশী ৭ ঘ, তেহরি ৪ ঘ, লক্ষ্ণৌ ৬ ঘ, সিমলা ৯ ঘ, পুরৌলা ৮ ঘ, সাক্রী ১০ ঘণ্টায় ছাড়াও আগ্রা, মথুরা, কুলু, মানালি, অমৃতসর, আম্বালা, চণ্ডীগড়, নৈটয়ার, বারকোট, মোরী, নাহান, শোনপ্রয়াগ, গোপেশ্বর, ছাম্বা, মোরাদাবাদ, মিরাট, হালদুয়ানি, রামনগর, টনকপুর তথা উত্তর ভারতের দিকে দিকে দেরাদুন থেকে। এমনকি রাজধানী দিল্লীর সঙ্গেও বাস সংযোগ রয়েছে। ভোর ৫-০০টা থেকে গভীর রাতে বাস আসছে দিল্লীর কাশ্মীরি গেট থেকে ঘণ্টা ছয়েকে দেরাদুনে। হরিদ্বার থেকে বাস আসছে ভোর থেকে গভীররাতে ½ ঘণ্টা অন্তর দেরাদুনে। ট্রেন যাত্রা আরামপ্রদ হলেও বাসে সময় ও ভাড়ায় সাশ্রয় মেলে।

আর প্রাইভেট বিমান জগসন সংযোগ গড়েছে দিল্লী থেকে ৫০ মিনিটে দেরাদুনের। দেরাদুন-হৃষীকেশ পথে দেরাদুন থেকে ২৪, আর হৃষীকেশের ১৮ কিমি দূরে জলি গ্রান্ট বিমান বন্দর। সিটি বাস, মিটারহীন ট্যাক্সি, অটো ও রিকশা চলছে শহরে।

যথেষ্ট যাত্রী হলে রেল ও বাসের সন্নিকটে UPSTDC, Hotel Drona, 66 Gandhi Rd, ✆ 26894 থেকে সকাল ৯-৩০টায় গিয়ে Malsi Deer Park, Shahanshashi Ashram, Tapkeswar, FRI, Sahasradhara দেখিয়ে ১৬-৩০টায় ফেরে বাস। উচিতও হবে এদের ট্যুরে অংশ নিয়ে দিনে দিনে শহর বেড়িয়ে নেওয়া। আবার শ দু'য়েক টাকায় অটো বা শ তিনেক টাকার চুক্তিতে ট্যাক্সি নিয়ে ৬/৫ ঘণ্টায় শহরটা দেখে নেওয়া যায়। Garhwal Mandal Vikash Nigam তথা GMVN-এর মূল দপ্তর বসেছে 74/1 Rajpur Rd, Dehradun, ✆ 26817এ। মরসুমে (May-October) নানান প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে GMVN Garhwal Himalaya-র দিকে দিকে। আর District Information Centre বসেছে 9 Ashtley Hall, ✆ 26508-এ।

আবার দেরাদুনে অবস্থান করে মুসৌরী পাহাড়ও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের ব্যবধানে বাস যাচ্ছে দেরাদুন থেকে ১½ ঘণ্টায় মুসৌরী। ট্যাক্সিও যাচ্ছে শেয়ারে ৪০ হারে। ঠিক তেমনই হরিদ্বার/হৃষীকেশও বেড়িয়ে নেওয়া যায় দেরাদুন থেকে। ট্রেন-বাস-ট্যাক্সি চলে মুহুর্মুহু ত্রয়ীর মাঝে। ঘণ্টা দেড়েকের পথ।

রেল স্টেশনের পাশে একাধিক *ধরমশালা* আছে Dehradun-248001, STD-0135এ। Gandhi Rd-এ *আগরওয়ালা ধরমশালাটি* ঘরের জন্য দেখতে পারেন। পাশেই *জৈন ধরমশালা;* গান্ধী রোডে *শ্রীঅগ্রবাল ধরমশালা;* কৌলিন্যে সেরা রাজপুর রোডে *কালুমল ধরমশালা;* সাহারানপুর রোডে *শিবাজী ধরমশালা।* হোটেলও আছে নানান রেল ও বাসের মাঝে—S ৪০-১২৫ D ৮০-২২৫ টাকায়। রাজপুরে *শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমেও* ভক্তজনদের থাকার ব্যবস্থা মেলে।

দেরাদুন থেকে সড়ক দূরত্ব :

দিল্লী	২৫৫ কিমি
হরিদ্বার	৫২ "
হৃষীকেশ	৪৩ "
আগ্রা	৩৮২ "
সিমলা	২২১ "
যমুনোত্রী	২৩৯ "
গৌরীকুণ্ড	২৫৭ "
নৈনীতাল	২৯৭ "
মুসৌরী	৩৪ "
পুরৌলা	১৩৭ "

রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড ও ক্লক টাওয়ারের মাঝে সাধারণ হোটেল : *Victoria H,* opp Rly Stn, SCB ৬০-৮৫ DCB ৮০-১২৫ SAB ৮৫-১২৫ DAB ১৫০-২০০; *H Nishima,* near Rly Stn, SCB ৮০ SAB ১০০ DCB ১৫০ DAB ১৭৫-২৫০ ডর্মি ৫০; *Central L,* Clock Tower, SCB ৬০-৮৫ DCB ৮০-১৫০। Clock Tower-এর উত্তরে *Vikash Tourist L,* S ৬৫-১০০ D ১৫০-২২৫; *H Meedo,* SAB ১২৫-১৭৫ DAB ২০০-২৭৫; বিপরীতে *National H; Oriental H,* 4 Darshani Gate, SCB ৬৫ SAB ১০০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫; *H Rangmahal,* Gandhi Rd, ✆ 652702, DAB ২০০-৩০০।

পাশ্চাত্যপ্রথায় : **Motel Kwality,* 19 Rajpur Rd, ✆ 657001, S ৩১০ D ৫২০ A/c S ৩৪০ ৪১০ D ৫৮০, কল বুকিং: ডায়মন্ড ট্যুরস, ✆ 276714; **H Madhuban,* 97 Rajpur Rd-1, ✆ 654094, A26R3B1, A/c S ৪৫ D ৬৫ US$; **H Meedo's Grand,* 28 Rajpur Rd-1, ✆ 657171, S ৪০০ D ৫৫০ A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ১২৫০; **H President,* 6 Astely Hall, Rajpur Rd-1, ✆ 27386, A/c S ৬০০ D ৮৫০ স্যুইট ১৫৫০; *H Inderlok,* 29 Rajpur Rd, ✆ 659256, S ৪০০ D ৫৫০ A/c S ৬৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১২৫০; **H Relax,* 7 Court Rd-1, ✆ 656608, R1B½, S ৩৫০ D ৬০০ A/c S ৫৫০ D ৭৫০ স্যুইট ১০০০, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ট্রাভেল, ৭৬-

বি, নেতাজী সুভাষ রোড-১, ✆ 2388678;একই মানে একই দামে *H Himashri.*

ভারতীয় প্রথায় Rajpur Road-248001-এ: **H Majestic*, S ১২৫ D ২০০; *Doon View H*, S ৮৫-১২৫ D ১৫০-২৭৫; *Park View H*, S ৬৫-১০০ D ১২৫-১৭৫; *H Priya*, S ৬৫-১০০ D ১৭৫-২২৫; *Metro H, Doon GH, Pasha H, India H, H Aketa*, 113/1-2 Rajpur Rd-1, ✆ 24302, R4B1, S ৫৫০ D ৭০০ A/c S ৭৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১২৫০, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ট্রাভেল, ✆ 2388678; *H Nidhi, H Ajanta Continental*, 101 Rajpur Rd-1, ✆ 29595, A/c S ৭৫০ D ১২০০ স্যুইট ১৫০০; *Inderlok H*, 29 Rajpur Rd, ✆ 28113, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১৪৫০; *H Deep Siksha*. Gandhi Rd-এ: *H Tourist*, R1B½, SCB ৮০ DCB ১২৫ DAB ১৭৫-২২৫; *H Dinex*, S ১০০ D ১৭৫; *Vishal Bharat L*, S ৮০ D ১৫০; *Royal H. Moti Mahal H. Sukhsadan.*

Hardwar Rd-এ: **H Prince*, near Rly Stn, ✆ 627070, S ১৭৫ D ৩০০; *H Hilton*, A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১০০০-১২৫০।

H Adarsh, Library Bazar, SAB ৮০-১৫০ DAB ১২৫-২২৫; *H Aroma*, 12 New Rd, SCB ৮০ SAB ১২৫ DCB ১৫০ DAB ১৭৫ ডর্মি ৪৫; **H White House*, 15-A, Lytton Rd-1, SAB ৮০-১৭৫ DAB ১২৫-২৫০; *H Niresh*, Chakrata Rd, A/c S ৪৫০ D ৬৫০ স্যুইট ৯৫০; *H Akashdeep*, Tyagi Rd, R¼B¼, SCB ৭৫ SAB ১২৫-১৭৫ DAB ২০০-৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৫৫০ ডর্মি ৫০; *H Shahensha*, 74-C, Rajpur Rd-1, ✆ 28508, A/c S ৮০০ D ১০০০ স্যুইট ১৭৫০; একই বাড়িতে *Shipra H*, ✆ 25086; *H Ajanta Continental*, 101 Rajpur Rd, A25R4B2, A/c S ৭৫০ D ৯৫০ স্যুইট ১৫৫০; *H Regent*, E C Rd; *Connaught H*, Chakrata Rd, SCB ১২৫ DCB ২২৫।

আর আছে *PWD IH*, Rajpur Rd; *FRH*, Chakrata Rd; *CH*, New Cantt Rd; *YWCA*, 4 Cantt Rd ও GMVN-এর *Tourist Complex Drona*, 45 Gandhi Rd-1, ✆ 652794, DAB ৩০০-৪৫০ A/c ৪০০-৮০০ ডর্মি ৬০ করে। এমনকি রেল দপ্তরেরও *গেস্ট হাউস* আছে দেরাদুনে।

আহার :আহার্যও মেলে নানান হোটেলে। তবুও যেন লোকাল বাস স্ট্যান্ডের পিছে *মতিমহল রেস্টুরেন্ট* বা লাগোয়া *সিন্ধ-হায়দ্রাবাদ রেস্টুরেন্টের* সুনাম বেশি আহার্যে। তেমনই চীনা ডিশের স্বাদ নিন হোটেল মধুবনের কাছে *ইয়েতি রেস্টুরেন্টে*এ। জৈন ধরমশালার বিপরীতে *বৈষ্ণো রেস্টুরেন্টটি*রও যথেষ্ট প্রশস্তি আহার্য পরিবেবায়। আর স্টেশন চত্বরে *Sammaan Veg Restaurant, Vishal, Kasturbi* ইকোনমিক থালি মিলে যথেষ্ট খ্যাত। তবুও যেন *Kumar*-এর খ্যাতি সারা দেরাদুন জুড়ে ভেজ মিল পরিবেশনে। এদের গাজর হালুয়া—সেও আর এক সুস্বাদু মিঠাই।

দুন অর্থ ভ্যালি অর্থাৎ উপত্যকা, আর *দেরা* হচ্ছে সেনোট্যাফ। ছবির মতো উপত্যকা—এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তমও এই দুন উপত্যকা। পুব ধরে বয়ে চলেছে গঙ্গা আর পশ্চিমে যমুনা। দূরে-দূরান্তরে পাহাড় চারপাশ ঘিরে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। উত্তর জুড়ে হিমালয় আর দক্ষিণে শিবালিক পর্বত। প্রকৃতি এর মূল সম্পদ। নিবিড় অরণ্যানী—সুমধুর তানে ঝরনা নামছে পাহাড় বেয়ে। অতীতে গাড়োয়ালের অংশ ছিল দুন। ১৮ শতকে গোর্খারা দখল করে। আর ১৮১৪য় নালাপানির যুদ্ধে গোর্খাদের হঠিয়ে ব্রিটিশ দখল করে দুন উপত্যকা। আর ১৯০৩এ অমর সিং থাপার নেতৃত্বে গোর্খারা তেহরির সুদর্শন শাহকে হারিয়ে দখল করে দুন। দ্বাপর যুগে আচার্য দ্রোণ শিবালিক পর্বতমালা পেরিয়ে উদয়গিরি ও বহির্গিরির মাঝে দেওদার পর্বতের ঢালে *দেরা* অর্থাৎ অস্ত্রশিক্ষা শিবির গড়েন। কালে কালে আশ্রম—দ্রোণাশ্রম; আরও পরে দুইয়ে মিলে দেরাদুন। আজও ক্যান্টনমেন্ট নগরী দেরাদুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি তৈরির সাথে শিক্ষাও মিলছে প্রতিরক্ষার নানান পাঠের ন্যাশানাল অ্যাকাডেমিতে। আর আধুনিকতা পায় ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত উদাসী শিখ গুরু রাম রায়ের হাতে ১৭ শতকে। রেল স্টেশনের অদূরে তৈরি করেন গুরু দরবার সাহিব অর্থাৎ গুরদ্বারা ১৬৯৯এ। আজও প্রতিবছর হোলির ৫ দিন পর (মার্চে) শিখ উৎসব *ঝাণ্ডা* মেলা দেরাদুনের বরণীয় উৎসব। স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে গড়ে ওঠে আধুনিক শহর ৬৪০ মি উঁচু দেরাদুনে। তাপমান গ্রীষ্মে ৩৬.৬— ১৬.৭° আর শীতে ২৩.৪—৫.২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। বৃষ্টির গড় ১৭৭.৮—২২৮.৬ সেমি। বছরভর চলা যেতে পারে দেরাদুনে।

শহর থেকে ৫ কিমি দূরে চক্রাতা রোডে বিশ্বের অন্যতম, এশিয়ায় একমাত্র দেরাদুনের **ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট**-টিও আর এক দ্রষ্টব্য। নানাজাতীয় বৃক্ষে শোভিত, ব্রিটিশের গড়া অতীতের হাসপাতালে বসেছে বিশ্বের অন্যতম ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টার। গবেষণা চলছে অরণ্য নিয়ে। আর আছে সেন্টার মিউজিয়মের ৬টি গ্যালারিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নানান সংগ্রহ—নানানধর্মী বৃক্ষের সাথে অরণ্যচররাও আকর্ষণ বাড়িয়েছে মিউজিয়মের। সোম থেকে শুক্রবার ১০—১৭-০০টায় দেখে নেওয়া যায়। তেমনই দেরাদুনের আর এক আকর্ষণ শহর থেকে ৫ কিমি দূরে Gen Mahadev Singh Rd-এ একক সংগ্রহের **ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অব জিওলজি**। মিউজিয়ম বসেছে। নানানধর্মী প্রস্তর শিলা ও ফসিল সোম থেকে শুক্রবার ১০—১৭-০০টায় দেখে নেওয়া যায়। গবেষণাও চলছে ভূবিদ্যা বিষয়ে। সামরিক শহর হিসাবেও দেরাদুন খ্যাত। তেমনই খ্যাত দুন স্কুলের জন্য দেরাদুন। শহর থেকে ৮ কিমি দূরে প্রেমনগরে সেরি কালচার সেন্টারে রেশমগুটির চাষও দেখা যেতে পারে। বাঙালির মিষ্টির দোকানও বসেছে ক্লক টাওয়ারের কাছে। *কেশর কা হালুয়ার* স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে দেরাদুনে। তেমনই ভারত খ্যাত বাসমতি চাল, সোয়েটার, বালাপোশ, উলজাত বসনের যথেষ্ট প্রশস্তি—দামেও সস্তা

মেলে দেরাদুনে। ব্রাসের নানান জিনিসও মিলছে দেরাদুনের দোকানপাটে। মরসুমে লিচুরও যথেষ্ট প্রশস্তি দেরাদুনে। তেমনই উত্তরকাশী ও গাড়োয়াল তেহরি থেকে আসা আপেল-জাত নানান কিছুর বাণিজ্যিক কেন্দ্রও এই দেরাদুন। **Paltan Bazar, Rajpur Rd, Astely Hall, Connaught Place** আদরণীয় হবে কেনাকাটায়।

শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে **সহস্রধারা**। গন্ধক জলের প্রস্রবণ আর ঝরনার জন্য প্রসিদ্ধি। সহস্রটি মুখ—ধারাও নামছে অবিরাম প্রতিটি মুখ থেকে, নাম তাই সহস্রধারা। চারিদিকে অজস্র লতাগুল্মের ভিড়, ঋতুর মরসুমে নানান ফুলের সমারোহ। শরতে ও বসন্তে নীড় বাঁধে হিমালয়ের নাম-না-জানা রঙবেরঙের নানান পাখি। নামতেই ডাইনে নল দিয়ে পড়ছে গন্ধক জল—উদরাময়ে ওষুধের কাজ করে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ সহস্রধারা। স্নানের সুব্যবস্থা, রেস্তোরাঁও হয়েছে সহস্রধারায়। শোনা যায়, জওহরলাল নেহরু সময় পেলেই বেড়িয়ে যেতেন সহস্রধারায়। রেল স্টেশনের কাছ থেকে যাত্রী বাস যাচ্ছে। থাকার জন্য *PWD IH* ও *Tourist RH* আছে সহস্রধারায়।

অতীতের শুভদ্রা কালে কালে তাপস আজ হয়েছে টনস। এই টনস (বিন্দাল) নদীর পাড়েই শহর থেকে ৫ কিমি দূরে **তপকেশ্বর** শিব খুবই আকর্ষণীয়। সম্ভবত আচার্য দ্রোণ এই গুহাতেই তপস্যা করেন। স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের মাথায় টপ টপ করে জল পড়ছে—নামটিও তাই টপকেশ্বর বা তপকেশ্বর। দ্বিমতে, দ্রোণাচার্যের তপস্যা থেকে তপকেশ্বর হয়ে থাকবে। শিবের জন্মদিন শিবরাত্রিতে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন। প্রবেশ দ্বারে দুর্গা মন্দির হয়েছে। আর আছে বাল্মীকি গুহা। সিটি বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে গরহি পৌঁছে ½ কিমি পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

শহর থেকে ৮ কিমি দূরে টনস নদীর কাছে **রবার্স কেভ**। *Guchu Pani*-ও বলে থাকে লোকে একে। ডাকাতের দল নেই বটে, তবে নিরালা-নিভৃতে শির-শির ভাব খেলিয়ে তোলে দেহ-মনে। এখানে জলপ্রবাহ লুকোচুরি খেলছে—হঠাৎ নুড়ি পাথরের নিচু দিয়ে অদৃশ্য হয়ে বেশ কিছুটা দূরে আবার দৃশ্যমান হয়ে। শহর থেকে ৭ কিমি দূরের আনারওয়ালা গ্রাম পর্যন্ত বাসে গিয়ে ১ কিমি পায়ে চলা যেতে পারে। তবে গাড়ি পাড়ি দেয় এপথ।

মনীষী এস আর দাস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারায় বালকদের সু-শিক্ষা দেওয়ার জন্য গড়ে তোলেন বছর ত্রিশ আগে **সামরিক বিদ্যালয়**। মেয়েদের জন্যও বিদ্যালয় আছে পৃথক এক—তার নাম কন্যা গুরুকুল। রাজপুরের পথে ৯১৫ মি উঁচুতে সুন্দর পরিবেশে এই বিদ্যালয়। শীতের দিনে প্রবল শীত, আর গ্রীষ্মকাল স্নিগ্ধ। চারদিকের পার্বত্য শোভা মনোরম। সারা ভারত জুড়ে এর প্রশস্তি আজ।

শহর থেকে ৬ কিমি দূরে **তপোবন**—রামের অনুজ লক্ষ্মণ রাবণ বধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন এখানে। মহাভারতের দ্রোণাচার্যও প্রায়শ্চিত্ত করেন তপোবনে। দেরাদুন-হৃষীকেশ পথে ১২ কিমি যেতে **লকসমন সিধ**—সাধু-সন্তের বাস ছিল অতীতে। স্মারকরূপে গড়া সন্ত লকসমন সিধ-এর মন্দিরে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে প্রতি রবিবার।

চক্রাতা : উৎসাহীরা দেরাদুন রেল স্টেশন লাগোয়া মুসৌরী বাস স্ট্যান্ডের কাছ থেকে বাসে ঘণ্টা চারেকে সিমলামুখী ৯১ কিমি দূরে কৈলানা পর্বতমালায় ২১৫৩ মি উঁচুতে ফারে ছাওয়া চক্রাতা বেড়িয়ে নিতে পারেন। গহন বনে নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে নির্জন শৈলাবাস চক্রাতা। ১৮৬৬তে জলবায়ুর আকর্ষণে ব্রিটিশের ক্যান্টনমেন্ট তথা সামরিক গ্রীষ্মাবাস বসে চক্রাতায়। নানান ভিউ পয়েন্ট, জিপ বা পায়ে ২ কিমি দূরে চিরিমিরি লেক, আরও ১ কিমি চড়াই উঠে থানাডাণ্ডা, ৬ কিমি দূরে রামতাল গার্ডেন, ১৮ কিমি দূরের চুরানি থেকেও সুন্দর নৈসর্গিক শোভা দৃশ্যমান। এমনকি ২৮৬৫ মি উঁচু রিজ থেকে অরণ্যচরদের দর্শনও অস্বাভাবিক নয়। ৫ কিমি দূরে টাইগারস ফলস, ১০ কিমি দূরের দেওবন থেকেও তুষারমৌলী হিম-সৌন্দর্যের সাথে দুন উপত্যকার দৃশ্য চক্রাতার আর এক আকর্ষণ। চক্রাতা থেকে ৮২ কিমি দূরের টিউনি হয়ে ২১৪ কিমি দূরের সিমলাতেও চলা যায় বাসে। টিউনির পথে চির, পাইন, ফার, ওক, দেওদার, সাইপ্রাসে ছাওয়া বনভূমি—অজস্র পাখির কলকাকলিতে মুখরিত অনন্যা সুন্দরী ৭০০০ ফুট উঁচু **কাথিয়ান** থেকেও দিগন্ত-বিস্তৃত (১৮০ কিমি) হিমালয়ের তুষারশুভ্র শিখররাজি দেখে নেওয়া যায়। ৩ দিনে ট্রেক করেও চলা যায় চক্রাতা থেকে কাথিয়ান। তেমনই চক্রাতা পথে ৪৫ কিমি যেতে **ডাকপাথার**-এর প্রশস্তি যমুনা হাইডেল প্রোজেক্ট তথা বাঁধের নিচের মনোরম বাগিচার জন্য। মিলনও ঘটেছে যমুনার সঙ্গে তমসার এই ডাকপাথারে। চড়ুইভাতিরও আদর্শ পরিবেশ। আর দেরাদুন থেকে ৫৬ কিমি যেতে **হরিপুর**-এর প্রশস্তি হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য। হিমালয় ছেড়ে মর্ত্যে নামছেন যমুনা এই হরিপুরেই।

আর আছে ৩৫ কিমি দূরে **লাখামণ্ডল প্রাসাদ**। চক্রাতা থেকে দূরত্ব ৬৫, মুসৌরীর দূরত্ব ৭৮ কিমি। মন্দির আছে নানান—শিব, পঞ্চপাণ্ডব, পরশুরাম উপাস্য দেবতা। জনশ্রুতি, পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার জন্য কৌরবরা লাক্ষার জতুগৃহ তৈরি করে এখানেই। দেরাদুন থেকে ৫১ কিমি যেতে হরিপুরের প্রান্তে **কলসিতে** প্রাসাদ ও অশোকের শিলালিপি দেখে নেওয়া যেতে পারে। মিউজিয়মও হয়েছে পুরাতত্ত্বের নানান নিদর্শন নিয়ে লাখামণ্ডলে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে বার্নি নদী—মিলেছে গিয়ে যমুনার সঙ্গে। সরাসরি বাসের অমিলে চক্রাতা থেকে কুঁয়াসি/গোরাঘাটি হয়ে চলা যেতে পারে। বাস যাত্রায় এক রাত পথে অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। আবার মুসৌরী-যমুনোত্রী পথের বার্নিগাড থেকে দুপুরের

একমাত্র বাসে লাখামণ্ডল চলা যেতে পারে। আবার কেমটি থেকে ১৫ কিমি দূরের যমুনাপুল পৌঁছেও ধরা যেতে পারে বিকাশনগর-বার্নিগাড-লাখামণ্ডল বাস। তবুও যেন মুসৌরী থেকে ৮৫০ টাকায় জিপে ঘণ্টা আটেকে লাখামণ্ডল-যমুনাপুল-কেমটি বেড়িয়ে ফেরায় সুবিধা।

থাকার জন্য *FIB, PWD IB, DB* আছে চক্রাতায়। আর আছে *Hotel Holiday Home*, Sadar Bazar, DAB ২৫০-৩৫০; *H Uttarayan*, Sadar Bazar ; *H Sher-e-Punjab*, Sadar Bazar ; *H Snow View Guest House, H Himalayan Paradise*, DAB ৩০০-৬৫০; *Agarwala L* ছাড়াও নানান হোটেল চক্রাতায়। দেওবনে আছে *FIB* ও *PWD IB*; কাথিয়ানে আছে *FRH*; ডাকপাথারে *Tourist Lodge*; লাখামণ্ডলে *Raja Tourist H*, D ৮৫-১৭৫।

আগ্রা

যমুনার পশ্চিম পুলিনে মোগল বাদশাদের আকবরাবাদ উত্তর কালের আগ্রা আজ তাজের জন্য খ্যাত। শুধু আগ্রাই বা কেন—বলা যায় ভারত রাষ্ট্রের পর্যটন মানচিত্রে তাজমহল অন্যতম। বিশ্বে সবচেয়ে অধিকবার ছবিও উঠেছে তাজের। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য—১. ইজিপ্টের পিরামিড, ২. ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান, ৩. এপিসাসে আর্থেমিসের (ডায়না) মন্দির, ৪. হ্যালিকারনেসাসে মৌসোলাসের সমাধি, ৫. রৌডস নগরদ্বারে গ্রীক দেবতা সূর্যদেবের মন্দির, ৬. অলিম্পিয়ায় জিউস (রোমান দেবরাজ জুপিটার) মূর্তি, ৭. আলেকজান্দ্রিয়ায় ফেয়্যারস (লাইট-হাউস)-এর পরই ভারতের তাজ জায়গা করে নিয়েছে আপন মহিমায়। সাহিত্যের দরবারে তাজের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন সাহিত্যরথীরা বার বার। শুধু তাজই বা কেন—মোগল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের লীলাক্ষেত্র এই আগ্রাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল সেদিন। প্রথম রাজধানী স্থাপন ১৫০১এ আফগান নায়ক সিকান্দার লোদীর হাতে আজকের সিকান্দ্রায়। তবে নগরীর গোড়াপত্তন তারও আগে ১৪৭৫এ রাজা বাদল সিং-এর হাতে। দুর্গও গড়েন রাজা আগ্রা দুর্গের কাছে বাদলগড়। আর বাবর জয় করেন ১৫২৬এ আগ্রাকে। আগ্রার প্রসিদ্ধি সেই থেকে। তাঁরই পৌত্র আকবরের হাতে আগ্রার প্রগতি। শিখরেও ওঠে আগ্রার অগ্রগতি ১৫৫৬ থেকে ১৬৫৮য় আকবর-জাহাঙ্গীর-শাজাহানের হাতে। গড়ে ওঠে মোগলি কৃষ্টি নির্ভর আগ্রার সংস্কৃতি। এমনকি তামাক খাওয়ার হুকোটিও মোগলি দান।

১৫৫৬তে ২৪ বছরের আকবর লাল বেলেপাথরে দুর্গ গড়েন যমুনার পাড়ে। ১৫৭০এ রাজ্যপাট নিয়ে ফতেপুর সিক্রি গেলেও ১৫৮৫তে আবার স্থানান্তর করেন ফতেপুর থেকে লাহোরে (পাকিস্তান) আকবর তাঁর রাজধানী। আর ১৫৯৯এ লাহোর থেকে রাজ্যপাট নিয়ে ঘরে (আগ্রায়) ফেরেন আকবর। আমৃত্যু (১৬০৫) রাজ্যও চালান আগ্রা থেকে আকবর। আকবরের পৌত্র শাজাহান রাজ্যপাট নিয়ে দিল্লী গেলেও বিশ্ববন্দিত করে তোলেন প্রেমের সৌধ তাজ গড়ে আগ্রাকে। দুর্গেও গড়ে তোলেন একের পর এক প্রাসাদ। মণি-মাণিক্য খচিত হারেম মহলটিও অনবদ্য। ৫০০০ পুরনারীর বাস ছিল মহলে। শাজাহানের আর এক কীর্তি নয়নাভিরাম মোতি মসজিদ সৃষ্টি। ১৬৪৮এ রাজধানী দিল্লী গেলেও পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়ে ১৬৫৮য় শাজাহান ফেরেন আগ্রায়।

১৭৬১তে জাঠদের দখলে যায় আগ্রা। অবাধে লুঠতরাজের সাথে ধ্বংসও পায় আগ্রার নানান কিছু। মারাঠাদের দখলে যায় ১৭৭০এ। নামান্তরও ঘটে—আকবরাবাদ হয় আগ্রা। আর ব্রিটিশ আসে ১৮০৩এ আগ্রায়। তবে, মহাভারতে সংস্কৃতের পীঠস্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরের দ্বাদশ লীলাক্ষেত্রের অন্যতম হিন্দু রাজাদের *অগ্রবন* অর্থাৎ আগ্রা। তারও আগে আর্য গৃহ নাম ছিল আগ্রার। এমনকি আলেকজান্ডারের বিশ্ব-মানচিত্রেও স্থান পেয়েছে Agara নামে। পার্সি ও উর্দু কবি মির্জা আসা-দুল্লা খান গালিব (১৭৯৭-১৮৭০) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আগ্রা ঘরানার জনক ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের জন্মও এই আগ্রায়। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তকমাও লেগেছে আগ্রার তাজ, দুর্গ ও ফতেপুর সিক্রীর ভালে।

দুর্গের উত্তরে সঙ্কীর্ণ গলিপথে অতীতের ঘিঞ্জি শহর কিনারী বাজার, আর দক্ষিণে আধুনিক শহর ক্যান্টনমেন্ট নগরী।

আগ্রা ক্যান্টের বিপরীতে ম্যাল রোডকে ভর করে পর্যটকদের শহর আগ্রা। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর, জিপিও, হোটেল-রেস্তোরাঁ, দোকানপাট সবেরই অবস্থান এই ম্যালে। তবে তাজের দক্ষিণ লাগোয়া তাজগঞ্জেও হোটেল হয়েছে সাধারণ মানের নানান। ফোর্টের সন্নিকটে ছিপিটোলাতে ফোর্ট বাসস্ট্যান্ডকে ঘিরে সাধারণ মানের নানান হোটেল গড়ে উঠেছে। তাজ থেকে দূরে রাজা কি মাণ্ডি রেল স্টেশনকে ঘিরেও গড়ে উঠেছে সাধারণ হোটেল। ট্যুরিস্ট বাংলোটিও এই রাজা কি মাণ্ডিতে। তবুও উচিত হবে তাজ-প্রেমিকদের তাজগঞ্জেই হোটেল নির্বাচন করা। ব্যস্ততম আগ্রায় আধুনিকতার পরশ লাগলেও ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামী সিপাহীদের প্রতি ব্রিটিশের নৃশংসতা আজও ভারাক্রান্ত করে রেখেছে ব্রিটিশের ক্যান্টনমেন্ট নগরীর বাতাস।

কেনাকাটা :চামড়া জাত নানান কিছু, মার্বেল, আইভরি, সফট স্টোন ও নানান ধাতুর হস্তজাত পণ্য বিকোচ্ছে আগ্রার দোকানপাটে। মানে যেমন উন্নত তেমনই ভারতে ন্যূনতম দামে কিনতে মেলে আগ্রার দোকানপাটে। মোগলি শৈলীর নিদর্শনরূপে সংগ্রহ করা যেতে পারে।—তবে, কেনাকাটায় মান ও দামে সতর্কতা পালনীয়। কমিশন প্রথাও চালু আছে যানচালকদের সাথে দোকানপাটের। নানান কল্প কথার গল্প শুনিয়ে দালালও সঙ্গ নেয় চলতে ফিরতে আগ্রার পথেঘাটে।

উচিত হবে দক্ষিণের ক্যান্টনমেন্ট নগরী তথা শহরের সদর বাজার, দুর্গের উত্তরে পুরাতন শহরের কিনারী বাজার বা তাজ কমপ্লেক্সের দোকানপাটে চলা। UP Govt-এর গঙ্গোত্রী, Rajasthan Govt-এর রাজস্থালী, হরিয়ানা, কাশ্মীর ও কেরল সরকারও দোকান খুলেছে তাজ কমপ্লেক্সে। তেমনই তাজের পূর্ব গেটের ১ কিমি দূরে শিল্পগ্রামে নীল আকাশের নিচে এম্পোরিয়ামে সারা ভারতের শিল্প বিকোচ্ছে। এদের দাম কিছুটা চড়া হলেও মান যথেষ্ট ভাল। আগ্রার নবতম আকর্ষণ ফেব্রুয়ারি-মার্চের ১০দিন ব্যাপী তাজ মহোৎসব তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবুও যেন আগ্রার গর্ব—ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তালিকায় আগ্রার তাজমহল, দুর্গ ও ফতেপুর সিক্রির স্থান লাভ। উৎসব-অনুষ্ঠানে ঈদোৎসব, মহরমের তাজিয়া মিছিল উল্লেখ্য। তেমনই দীপাবলীর রাতে সারা আকাশ রাঙিয়ে আতশবাজি পোড়ে।

দিল্লী-মুম্বাই ব্রডগেজ রেলপথে আগ্রা ক্যান্ট। ট্রেন যাচ্ছে নানান দিন-রাত্রি জুড়ে এপথে। সকাল ৭-১৫য় 2180 তাজ এক্স হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে ৯-৪৫এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে ১১-৫৫য় গোয়ালিয়র যাচ্ছে। তাজ ফেরে ১৬-৫৫য় গোয়ালিয়র ছেড়ে ১৮-২৫এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে ২১-৪৫এ হজরত নিজামুদ্দিন। আর সুপার ফাস্ট শীতাতপ 2002 শতাব্দী এক্স ৬-১৫য় নিউ দিল্লী ছেড়ে আগ্রা ক্যান্ট ৮-১০, গোয়ালিয়র ৯-৩০, ঝাঁসী ১০-৩৯এ পৌঁছে ভূপাল যাচ্ছে ১৪-০০টায়। শতাব্দী ফেরে ১৪-৪০এ ভূপাল ছেড়ে ২০-১০এ আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে ২২-২৫এ নতুন দিল্লী। আর যাচ্ছে ১৯-৩৫এ 4004 হজরত নিজামুদ্দিন-আগ্রা ক্যান্ট ইন্টারসিটি এক্স ফরিদাবাদ/মথুরা/রাজা-কি-মাণ্ডি হয়ে ২২-৪০এ আগ্রায়; 4003 ইন্টারসিটি আসছে ৬-০০টায় আগ্রা ক্যান্ট ছেড়ে ৯-২২এ হজরত নিজামুদ্দিন। দূরত্ব ১৯৫ কিমি। এ-ছাড়াও দিন-রাত্রি জুড়ে দূরান্তের নানান ট্রেন যাচ্ছে দিল্লী/নিউ দিল্লী/হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আগ্রায়।

পূর্ব ভারতের যাত্রীরা 3007 তুফান উদ্যান আভা এক্সে সকাল ৯-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে ২৯ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ১২৬৪ কিমি দূরের আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছান। মধুপুর/ পাটনা/মোগলসরাই/ এলাহাবাদ/ কানপুর/ তুণ্ডলা/আগ্রা/মথুরা/নতুন দিল্লী হয়ে শ্রীগঙ্গা নগর যাচ্ছে তুফান। 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স ২৩-৩০এ হাওড়া ছেড়ে তুন্ডলা/ আগ্রা ফোর্ট/ সওয়াই মাধোপুর/জয়পুর হয়ে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে 1181 চম্বল এক্স প্রতি শুক্রবার ১৫-১৫য় হাওড়া ছেড়ে ধানবাদ/এলাহাবাদ/ঝাঁসী হয়ে পরদিন ২০-৪০এ আগ্রা ক্যান্ট। ফেরে সোমবার ৩-৪০এ আগ্রা ক্যান্ট থেকে চম্বল। এছাড়া শিয়ালদহ-দিল্লী লালকেল্লা এক্স, হাওড়া-দিল্লী জনতা এক্স, কালকা মেল, পূর্বা এক্সেও আগ্রা যাওয়া চলে পথে তুণ্ডলা জংশনে গাড়ি বদল করে। তুণ্ডলা থেকে ২ ঘণ্টায় বেল যাচ্ছে ৩১ কিমি দূরের আগ্রা ক্যান্টে ৩-৫৫, ৪-১০, ৫-৪৫, ৮-২৫, ১৩-১৫, ১৪-৫৫, ১৮-৫৫য়। ৩ কিমি দূরের বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে তুন্ডলা থেকে আগ্রায়।

আর যাচ্ছে ফিরোজপুর-মুম্বাই মেল, অমৃতসর-দাদার এক্স; হজরত নিজামুদ্দিন-ম্যাঙ্গালোর-কোচি জয়ন্তী জনতা; চেন্নাই-নিউ দিল্লী জি টি এক্স; হজরত নিজামুদ্দিন-হায়দ্রাবাদ এক্স; জম্মু-চেন্নাই জনতা এক্স; প্রতিটা ট্রেনই আগ্রা/ঝাঁসী/ভূপাল/ইটারসি হয়ে চলাচল করে। ছত্তিশগড় এক্স যাচ্ছে আগ্রা/ গোয়ালিয়র/ চিত্রকূটধাম/সাতনা হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন থেকে বিলাসপুর। উৎকল এক্স ও কলিঙ্গ এক্স পুরী যাচ্ছে হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আগ্রা/ ঝাঁসী/ অনুপপুর/ বিলাসপুর/ টাটা/ খড়্গপুর হয়ে। মহাকোশল এক্স যাচ্ছে আগ্রা/ ঝাঁসী/ চিত্রকূট/ সাতনা হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন থেকে জব্বলপুর। ঝিলাম যাচ্ছে জম্মু থেকে নয়াদিল্লী/ আগ্রা ক্যান্ট/ ভূপাল হয়ে পুনে। 2480 গোয়া এক্স ব্রডগেজে ভাস্কো যাচ্ছে হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আগ্রা ক্যান্ট/ ঝাঁসী/ ভূপাল/ ইটারসি/ ভুসওয়াল/ মানমাদ/ পুনে/ মিরাজ/ লোণ্ডা হয়ে। কুমায়ুন এক্স যাচ্ছে আগ্রা ফোর্ট থেকে বেরিলি হয়ে কাঠগোদাম; আয়ুধ এক্স যাচ্ছে ফোর্ট হয়ে কোটা-লক্ষ্ণৌ; সপ্তাহে চারদিন বারাণসী-যোধপুর মরুদ্বার এক্স; ত্রিসাপ্তাহিক গঙ্গা-যমুনা বারাণসী যাচ্ছে মথুরা থেকে আগ্রা ক্যান্ট হয়ে; আগ্রা ফোর্ট থেকে যাচ্ছে ভরতপুর/জয়পুর হয়ে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, আমেদাবাদ এক্স, যোধপুর এক্স ও জয়পুর এক্স। কানপুর যাচ্ছে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ফোর্ট থেকে। হৃষীকেশ, কাশগঞ্জ, বেরিলিও যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। এ-ছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে ভারতের দিকে দিকে আগ্রা ফোর্ট, সিটি ও ক্যান্ট হয়ে।

তবুও যেন উচিত হবে একক যাত্রায় তাজ বা শতাব্দীর যাত্রী হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন/নতুন দিল্লী থেকে আগ্রা ক্যান্ট চলা। ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও দিল্লী থেকে দিনে দিনে আগ্রা বেড়াতে শতাব্দী এক্স আদরণীয় হবে। আর এক পপুলার ট্রেন হজরত নিজামুদ্দিন-আগ্রা ক্যান্ট ইন্টারসিটি এক্স। আগ্রা বেড়ান প্যাকেজ ট্যুরে বা দিনভর চুক্তিতে ট্যাক্সি ৫৫০, অটো ৩০০, রিকশা ৭৫ টাকায়। তেমনই আগ্রা থেকেই বাসে ফতেপুর সিক্রি-মথুরা-বৃন্দাবন-ভরতপুর বা চলা যেতে পারে রাজস্থানের অন্তপুরে।

NH-2, 3, 11 সংযোগ গড়েছে সারা উত্তর ভারতের সঙ্গে আগ্রার। দিল্লী থেকে বাসেও আগ্রা যাওয়া চলে NH-2 ধরে। দিল্লীর কাশ্মীরি গেট থেকে ডিলাক্স ও সাধারণ বাস যাচ্ছে প্রতি ½ ঘণ্টায়। ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। ফরিদাবাদ-বৃন্দাবন-মথুরা হয়ে পথ গিয়েছে। আর আগ্রার ঈদগা বাস স্ট্যান্ড, ✆ 66132 থেকে বাস মেলে দিল্লী তথা দূরপাল্লার নানান দিকের। উৎসাহীরা মাঝ পথে Hodal-এ হরিয়ানা ট্যুরিজমের *আর্কিটেক্ট ফ্যানটাসি Dabchick*-এ DAB ২৫০, ২৭৫, স্যুইট ৩০০, হাট ১৫০, ক্যাম্পার হাট ২৪০ টাকায় একটা রাত বিশ্রাম নিয়েও যেতে পারেন। সুন্দর পরিবেশে এই *ডাবচিক রিসর্ট*। কল্পনায় রঙ লেগেছে এর স্থাপত্যে।

২১২ কিমি দূরের দিল্লী যাচ্ছে ঈদগা বাস স্ট্যান্ড থেকে UPSRTC-র ২৫টি বাস ৫-৫০ থেকে ১৯-৫০এ ছেড়ে ৫ ঘণ্টায়; ২৩৬ কিমি দূরের জয়পুর যাচ্ছে ভরতপুর হয়ে ১১টি বাস ৫-৩০— ২২-৩০এ ছেড়ে ৬ ঘণ্টায়। আর যাচ্ছে অদূরে আজমের রোডের শীতল লজের কাছ থেকে ½ ঘণ্টা অন্তর ডিলাক্স বাস; জয়পুর হয়ে আজমের যাচ্ছে ৮-৩০, ৯-০০, ২০-৪৫এ; বিকানীর যাচ্ছে ১১-০০টায় ছেড়ে ১২ ঘণ্টায়; ৫৫ কিমি দূরের ভরতপুর যাচ্ছে ৫-৩০—২০-৩০এ প্রতি ½ ঘণ্টা অন্তর ছেড়ে ১ ঘণ্টায়; ৩৬ কিমি দূরের ফতেপুর সিক্রি যাচ্ছে ৬-৩০টা থেকে প্রতি ½ ঘণ্টায়; আলোয়ার যাচ্ছে ৬-৩০, ৭-৩০, ৮-৩০, ১১-৩০, ১৪-৩০, ১৬-১৫য়; ৬০৪ কিমি দূরের ইন্দোর যাচ্ছে ৬-০০টায়; ১১৮ কিমি দূরের গোয়ালিয়র যাচ্ছে ১৪টি বাস ৮-১৫—১৮-০০টায়; উজ্জয়িন যাচ্ছে ৭-৪৫এ। আর ফোর্ট বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫৪ কিমি

দূরের মথুরা যাচ্ছে মুহুর্মুহু; ৩৭৩ কিমি দূরের হৃষীকেশ যাচ্ছে ৬-৩০, ৮-৩০, ১০-০০, ১১-৩০, ১৯-৩০এ ছেড়ে হরিদ্বার হয়ে; ৩৬৯ কিমি দূরের লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ১৮-৩০ ও ১৯-৩০এ; ২৯০ কিমি দূরের কানপুর যাচ্ছে ৫-০০, ৫-৩০, ৭-০০, ৮-০০, ১১-০০, ১২-৩০এ; দেরাদুন যাচ্ছে ৫-৪৫, ৯-১৫, ১৬-১৫, ২০-০০টায়; দিল্লীও যাচ্ছে ফোর্ট থেকে ৫-৩০, ৬-৪৫, ৮-০০, ৯-০০, ১২-০০, ১৪-০০টায়। বাস যাচ্ছে বৃন্দাবন ৬৩, এলাহাবাদ ৪৮৩, বারাণসী ৬০৫, ঝাঁসী ২২১, শিবপুরী ১১২, ৫-০০টায় ছেড়ে ১২ ঘণ্টায় ৪৪০ কিমি দূরের খাজুরাহো। এছাড়াও বাস যাচ্ছে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে আগ্রা থেকে। বাস যাচ্ছে রাজস্থান রোডওয়েজ, হরিয়ানা রোডওয়েজ, মধ্য প্রদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট ছাড়াও নানান প্রাইভেট ডিলাক্স আগ্রা থেকে। আর ITDC-র ডিলাক্স বাস ৭-০০টায় আগ্রা ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় জয়পুর যাচ্ছে। ফেরেও এরা নিয়মিত। এমনকি ট্যুরিস্ট অফিসের চারপাশ থেকে নানান প্রাইভেট ডিলাক্স বাস যাচ্ছে দিল্লী ও জয়পুরে।

IAC-র বিমান প্রতিদিন ৯-২০এ দিল্লী ছেড়ে ১০-০০টায় আগ্রা, খাজুরাহো ১১-১৫, বারাণসী ১২-৩০এ পৌঁছে, ফেরে ১৩-১০এ বারাণসী ছেড়ে খাজুরাহো ১৩-৫৫, আগ্রা ১৫-১০এ পৌঁছে ১৬-২০এ দিল্লী। শহর থেকে ৮ কিমি দূরে খেরিয়া বিমানবন্দর আগ্রায়। আর শহরে চলছে রিকশা, টাঙা, অটো, ট্যাক্সি ও সিটিবাস।

পর্যটকদের শহর আগ্রা। তাই হোটেলও আছে বিবিধ মানের বিভিন্ন দামের Agra-282001, STD-0562এ। সাধারণ মানের হোটেল আগ্রা ক্যান্টথেকে ½, ফোর্ট রেল স্টেশনের ১ কিমি দূরে আগ্রা ফোর্ট লাগোয়া ছিপিটোলায়; আবার ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের অদূরে সদর এলাকাতেও যথেষ্ট সাধারণ হোটেলের অবস্থান। তাজ রোড ও ম্যাল সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে সদর দিয়ে। পাশেই বালুগঞ্জেও বেশ কিছু সাধারণ হোটেল হয়েছে। আর উচ্চ মানের তারকাখচিত হোটেলের অবস্থান তাজ রোড ও ফতেহাবাদ রোডে। মূলতঃ তাজ থেকে ৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে গড়ে উঠেছে আগ্রার হোটেলরাজি। যান চালকদের সাথে কমিশন প্রথার চলও আছে আগ্রার সাধারণ হোটেলে।

পাশ্চাত্য প্রথায়—ITDC-র **H Agra Ashok*, Fatehabad Rd-282001, R6B4Taj 1, ✆ 361223, A/c S ১১৯৫, D ২৩০০, স্যুইট ২৩৯৫, এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে রিবেট মেলে; **H Mumtaz*, Fatehabad Rd-1, ✆ 361771, A/c S ১২০০-১৬৫০, D ২০০০-২২৫০; **H Galaxy*, Fatehabad Rd-3, A/c S ৬৫০, D ৯৫০, স্যুইট ১৬০০; *H Ganga Ratan*, Fatehabad Rd-1, A6R4B2 Taj 0.5, ✆ 330329, A/c S ৬৩০, D ৭৩৫, ১০৫০, কল বুকিং: ডায়মন্ড ✆ 276714; **H Clarks Shiraz*, 54 Taj Rd-1, ✆ 361421, A/cS৮৫-১১০ D ৯৫-১১৫ স্যুইট ২১০ US$; Oberoi Group's **Navotel Agra*, near Taj, ✆ 368282, A/cS৪৫ D ৮৫ US$, অবু: Delhi ✆ 4363030, Calcutta ✆ 2492323, Mumbai ✆ 2025757; *H Agra Deluxe*, Fatehabad Rd-1, Tourist Complex Area, ✆ 360110, S ৫০০, D ৬৭৫, A/c S ৮২৫, D ৮২৫, স্যুইট ১০০০; *H Sunrise*, Sector B1, Vibhavnagar-1, ✆ 360616, A8R4B2, S ৬০০-৭৫০, D ৭০০-৮৫০, স্যুইট ৮৫০-১২০০; *Colonel Bakshi's G H*, 5 Lakshman Nagar, near Airport, SAB ৫০০, DAB ৭০০, থাকা ও খাবার দুইয়েরই সুনাম আছে; *H Shahanshah*, Fatehabad, ✆ 360110, S ৩৫০, D ৫০০, A/c S ৫০০, D ৬৫০, স্যুইট ১০০০; Welcomgroup-এর **Mughal Sheraton*, Fatehabad Rd-1, ✆ 361701, A/c S ১৭৫-২৬৫ D ২৩৫-২৮৫ স্যুইট ৭২৫ US$; **H Sourabh*, Fatehabad Rd-1, A/c S ৬৫০, D ৮৫০; **H Mansingh*, Fatehabad Rd-1, ✆ 361771, A/c D ২০০০-২৭৫০; **Mayur Tourist Complex*, Fatehabad Rd-1, ✆ 360302, SAB ৪৫০, DAB ৭৫০, A/c S ৬৫০, D ৯৫০, স্যুইট ১২৫০; **Lauries H*, M G Rd-1, ✆ 364536, SAB ৫২৫, DAB ৬৫০; *Upadhyaya Tourist GH*, Vibhab Nagar, Taj 1, S ২৫০-৩৭৫, D ৩৫০-৪৭৫, পরিবেশ ভালই; **Jaiwal H*, 3 Taj Rd, ✆ 363716, A-c S ২৫০-৩৫০, D ৩৫০-৪৫০, A/c S ৪৫০-৬০০, D ৫৫০-৮০০; **Taj View H*, Fatehabad Rd, ✆ 361171, A/c S ১২৫-১৪৫ D ১৪০-১৬০ স্যুইট ২৩৫-২৮৫ US$; **H Atithi*, Fatehabad Rd-1, ✆ 361474, A/c S ৮০০, D ৯৫০, স্যুইট ২০০০; **Grand H*, 137 Stn Rd-1, near Cantt, ✆ 364014, R1B1, SAB ৫৫০, DAB ৭৫০, A/c S ৭৫০, D ৯৫০, স্যুইট ১২৫০, কল বুকিং : ত্রিমূর্তি ট্রাভেল, ৭৬বি, এন এস রোড-৭, ✆ 2388678; **H Amar*, Fatehabad Rd-1, ✆ 360695, Taj-2 R4B3, A/c S ৯০০-১১০০, D ১১০০-১৪০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; কাছেই *H Ratnadeep*.

আগ্রায় :

Govt of India Tourist Office, 190 Mall, ✆ 363377/363959.
ITDC, Hotel Agra Ashok, ✆ 361223.
Govt of UP Tourist Office, 64 Taj Road, ✆ 360517.
Govt of UP Tourism, Cantt Rail Station, PF No 1, ✆ 364439.
UP State Road Transport (UPSRTC)
6 Gwalior Rd, ✆ 72206.
Uttar Pradesh State Tourism Development Corpn (UPSTDC).
Taj Khema, ✆ 360140.
Indian Airlines, 54 Taj Road, ✆ 360948/361421.
Agra Cantt. Rail Station,
Enquiries ✆ 72515/131.
Reservations ✆ 63787.
Agra Fort Rail Station, Enquiries ✆ 76161.
Agra Fort Bus Stand ✆ 364557.
Idgah Bus Stand ✆ 66124.

ভারতীয় প্রথায়—আগ্রা ফোর্ট রেল স্টেশন থেকে ১, ক্যান্ট থেকে ½, ঈদগা বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে দুর্গের বিপরীতে বিজলী ঘরকে পিছে রেখে পথ চলেছে ছিপিটোলা। ঢুকতেই বিজলী ঘর তথা ফোর্ট বাস স্ট্যান্ড। সাধারণ সাজের হোটেলও হয়েছে নানান ছিপিটোলায়। বামে *Tourist Inn*, DCB ১০০, DAB ১৫০; আর ডাইনে *Tourist R H*. ছিপিটোলায় চলতে ডাইনে *H Shalimar, H Prince, H Kohinoor, Prabhat H, H Varun, H Indraprastha*; এদের রেট D ১২৫-২২৫।

বিপরীতে বাঙালির ব্যবস্থাপনায় *Devika H,* ✆ 364328, SCB ৭০ DCB ১২৫ DAB ১৫০-২২৫ FAB ১৭৫-২৫০; স্বল্প যেতে ঐতিহ্যবাহী বাঙালির *Calcutta H,* ✆ 364347, DAB ১২৫-১৭৫ TAB ২০০ FAB ২৫০, ঘরোয়া পরিবেশে থাকা ও আহার্যে আজও রমণীয়; রিকশাকে কমিশন দেয় না এরা—তাই ক্যালকাটায় যেতে আপত্তি রিকশার। ডানহাতি গলিপথে জলের ট্যাঙ্কের বিপরীতে আর এক বাঙালি হোটেল *Bengali Tourist H,* ✆ 65202, S ৬০-৮৫ D ৮০-১০০ T ১২৫ FAB ১৫০।

Agra H, 165 FM Cariappa Rd-1, ✆ 363331, D ২৫০ T ৩৫০ F ৩৭৫ স্যুইট ৩৫০ A/c D ৪৫০, থাকা ও আহার্যে প্রশস্তি আছে, তাজও দৃশ্যমান এদের নানান ঘর থেকে; কল বুকিং: ডায়মন্ড ট্যুরস, ৩০ যদুনাথ দে রোড-১২, ✆ 276714. **Ashoka H,* Delhi Gate, R$\frac{1}{4}$B$\frac{1}{2}$, DAB ১৭৫ A/c D ৩০০; *Gobardhan H,* R5B7, DAB ১০০-১৭৫; *H Ranjit,* 263 Station Rd, Agra Cantt-1, ✆ 364446, S ৩০০ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫৫০, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ট্রাভেল, ✆ 2388678; *H Savera,* 633 Sadar Bazar, Cantt 1, Idgah Bus Std 1, ✆ 361594, SAB ১৫০ DAB ২০০; *H Akbar Inn,* 21 The Mall; *Major Bakshi's G H,* 33/83 Ajmer Rd, মূলতঃ অভারতীয়দের জন্য; *H Basera,* Ajmer Rd, DAB ৩৫০-৬৫০; *H Tourist,* The Mall-1, SAB ৮০ DAB ১৫০ A-c S ১৫০ D ২০০; *Jai Hind H,* Naulakha Rd, Sadar; *Imperial H,* M G Rd-1, ✆ 364500, SAB ৩৫০ DAB ৪৫০ A/c S ৫০০ D ৬৫০; *H Girnar,* near Royli Shiva Temple, M G Rd; *Tourist R H,* Baluganj, near Tourist Office, SAB ১২৫ DAB ২০০ ডর্মি ৪০, ব্যবস্থাপনা ভালই। পাশেই হয়েছে অলঙ্কার জুড়ে *New Tourist R H,* উচিত হবে এড়িয়ে চলা; *Colonel Duggal's G H,* 155 Partabpura, near Tourist Office, DAB ২০০; অদূরে *H Ajoy,* S ১২৫ D ২২৫; *H Khanna,* 19 Ajmer Rd, SAB ৮৫ DAB ১৫০-২০০; *H Supriya,* Gwalior Rd, Baluganj-1, ✆ 363598, Cantt Rail Stn $2\frac{1}{4}$ Fort $1\frac{1}{2}$ Idgah Bus 2 Taj 4, SAB ১০০ DAB ১৭৫-৩৫০, বাঙালি ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে আহার্যেও বাঙালিয়ানা মেলে *সুপ্রিম*-তে; *H Sarang,* ✆ 63894, D ২০০-৩২৫। *H Rose,* 21 Old Idgah Colony-
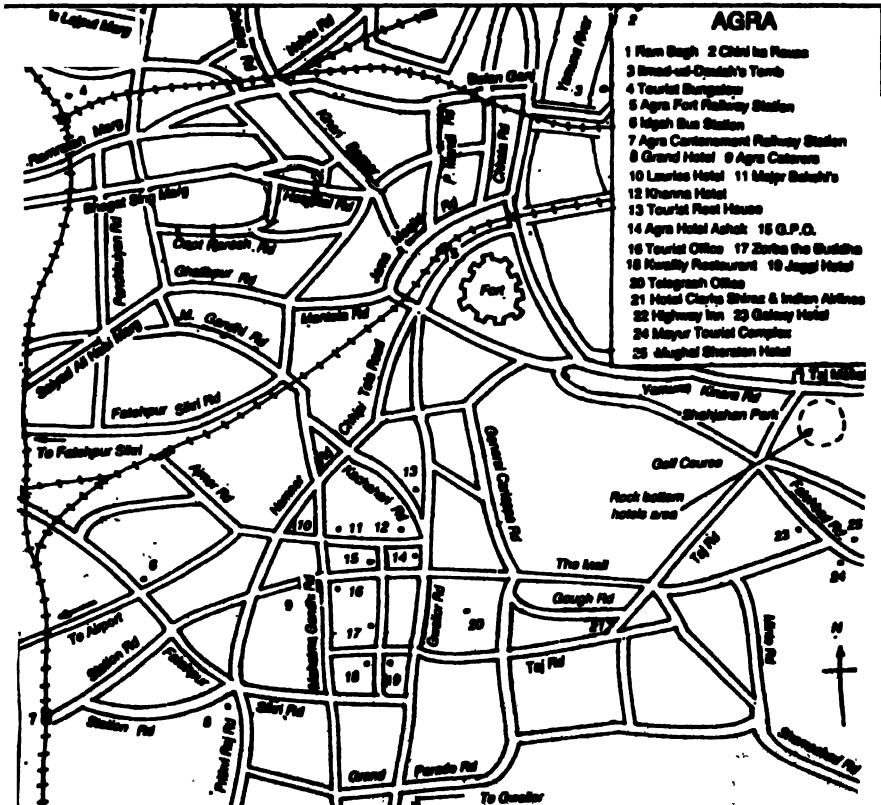
1, behind Idgah Bus Std, ✆ 67049, SAB ১৫০-২৫০, DAB ২৫০-৪২৫, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *Sheetal L*, S ৮০-১২৫, D ১৫০-২০০; *Dinesh L*, Cantt; *Sind Punjub H, Maharaja H* ছাড়াও হোটেল আছে নানান আগ্রাতে।

UPSTDC-র *ট্যুরিস্ট বাংলো*, ✆ 77035, opp Raja-ki-Mandi Rly Stn, DAB ৪৫০, A-c D ৬০০, A/c D ৭০০; এদেরই *H Tajkhema*, Eastern Gate of Tajganj, ✆ 330140, SAB ১৫০, DAB ২০০, A-c D ৩০০, A/c D ৫৫০, অবু : Manager, ৩৩% টাকা ৭দিন আগে পাঠিয়ে অগ্রিম বুক করা যায়। তবে, থাকার পক্ষে রমণীয় হলেও *ট্যুরিস্ট বাংলোর* অবস্থান তাজ-দুর্গ-ইতমদদৌল্লা ত্রয়ী থেকেই যথেষ্ট দূরে বলে সময় স্বল্পতায় উচিত হবে ছিপিটোলা বা বালুগঞ্জ বা ফতেহাবাদ বা তাজের বিপরীতে হোটেল নির্বাচন করা।

বেশ কিছু সাধারণ হোটেলও আছে তাজ থেকে বেরুতেই সঙ্কীর্ণ গলি পথে। এদের মধ্যে—*Shanti L, H Shah Jahan, H Siddartha, Taj View L, Jehangir L, H Mumtaz Mahal, India G H, Gulshan L, New Taj H*—স্বল্প ব্যবধানে অবস্থান এদের। ঘর মেলে S ১০০-১৭৫, D ১২৫-২৫০ টাকায়। আর আছে যথেষ্ট পপুলার *Safari H*, Shamsabad Rd, S ১২০-১৭৫, D ২০০-২৭৫, T ২৫০-৩০০, F ৩৫০, তাজও দৃশ্যমান এদের ছাদ থেকে। অদূরে মান ও দামে একই *Paradise GH*, Fatehabad Rd. *Youth Hostel*ও হয়েছে Sanjoy Place, M G Rd, ✆ 65812-এ। *রেলের রিটায়ারিং রুম*ও আছে আগ্রা ফোর্ট ও আগ্রা ক্যান্ট স্টেশনে।

*ধরমশালা*ও আছে আগ্রাতে। আগ্রা ক্যান্ট রেল স্টেশনের বিপরীতে—*গয়াপ্রসাদ বিহারীলাল*; সিটি স্টেশনে—*গয়াপ্রসাদ, বিশ্বম্ভর*; ফোর্ট স্টেশনের কাছে—*জৈন*; রাজা কি মাণ্ডি স্টেশনের কাছে—*আগরওয়ালা, প্রতাপ চাঁদ, সুন্দরলাল জৈন ধরমশালা* দেখা যেতে পারে।

মোগলি শহর আগ্রা। আহারেও মোগলাই মেনুর প্রতিপত্তি। কাবাবের সঙ্গে নান, তন্দুরী রুটি, পরোটা, তন্দুরী চিকেন, সিক কাবাব, বিরিয়ানি যথেষ্ট খ্যাত। তবে, চলতে-ফিরতে আগ্রার নিজস্ব সৃষ্টি অনন্য মিষ্টি *পেঠা*-র স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে। আগ্রার *ডালমুট*-এরও যথেষ্ট প্রশস্তি। খাবার হোটেল যত্রতত্র মিললেও রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস তথা GPO-র কাছে তাজ রোডে *H Joi Hind* ও *H Jaiwal* ভালই। তেমনই দক্ষিণ ভারতীয় আহার্যের জন্য *Laxmi Vilas*, তাজ রোডে আরও যেতে *Prakash Restaurant* বা *Kwality Restaurant* দু'টির চার্জ একটু বেশি হলেও আহার্যে সুনাম আছে। স্বল্প যেতে *Chung Wah*—চীনা ডিশের জন্য যথেষ্ট খ্যাত। বিপরীতে *Sabitri Restaurant*—Barbecue Kebab ও Chiken Tikka-র জন্য খ্যাত। তাজ রোড ও ম্যালের মাঝে সদর বাজারে *Zorba the Buddha* রেস্তোরাঁটিরও আহার্যে যথেষ্ট সুনাম। আর বসেছে তাজের প্রবেশদ্বারে ITDC-র *Cafeteria & Restaurant* দেশী-বিদেশী আহার্যের ব্যবস্থা নিয়ে। তেমনই আছে নানান *খাবার হোটেল* ফতেহাবাদ রোডে। পরিবেশ সুখকর না হলেও স্বল্প মূল্যে আহার্য মেলে। তাজগঞ্জে *Sikander Restaurant*টির স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেষণায় সুনাম আছে।

কনডাকটেড ট্যুর : UPSTDC ও UPSRTC আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুর প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা দুর্গ ও তাজ দেখে নেওয়া যায়। নতুন দিল্লী রেল স্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, আর A/c ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা Northern Railway Reservation Office, Connaught Place, ND-1 থেকে কনডাকটেড ট্যুরের অগ্রিম টিকিট কাটতে পারেন। আবার Agra Cantt Rly Stn, Platform 1, ✆ 66438বা UPSTDC-র Hotel Taj Khema, Eastern Gate-Taj Mahal, ✆ 360140 বা UP Tourism, 64 Taj Rd, ✆ 360517থেকেও টিকিট মেলে। আগ্রা ক্যান্ট থেকে ১০-১৫য় গিয়ে ১৮-৩০টায় ফেরে বাস। আর UPSTDC-র গাড়ি সকাল ৯-০০টায় ট্যুরিস্ট বাংলো ছেড়ে ১০-১৫য় আগ্রা ক্যান্ট পৌঁছে একইভাবে যাচ্ছে। আর শতাব্দী এক্সের যাত্রী নিয়ে বাস যাচ্ছে ৮-৩০এ। ভাড়া ডিলাক্স বাসে ৮৫, শিশু ৬৫, কেবল ফতেপুর সিক্রি বেড়িয়ে আনে ৬৫ টাকায় এরা। শুক্রবার দর্শনী লাগে না তাজ, ফোর্ট ও ফতেপুর সিক্রি দর্শনে। তবে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিনই ফ্রি দর্শন। রাজ্য পর্যটনের দপ্তর বসেছে—UP Govt Tourist Bureau, 64 Taj Rd, ✆ 360517; Govt of India Tourist Office, 191 The Mall, ✆ 72377;আর ITDC, Hotel Agra Ashok, ✆ 361223-এরও ব্যবস্থা আছে এই ট্যুরের। দিল্লীর চাঁদনী চক তথা ফতেপুরী থেকেও নানান প্রাইভেট কোম্পানি একদিনে আগ্রা; দুই দিনের প্যাকেজে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, মথুরা, বৃন্দাবন দেখিয়ে ফেরে। শীত ও গরম দুইয়েরই আধিক্য থাকলেও বেড়াবার উপযুক্ত সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। তবুও যেন পর্যটক আসছেন গ্রীষ্ম এড়িয়ে বছরভর ৬২বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ১৬৯ মি উঁচু আগ্রায়। তাপমান ৫০° সেন্টিগ্রেডে চড়ে বসা অস্বাভাবিক নয় গ্রীষ্মের দিনে আগ্রায়। তেমনই শীতের দিনে ভারি উলেনও দরকার আগ্রা ভ্রমণে। আর একক যাত্রায় আগ্রা থেকে মথুরা-বৃন্দাবন বেড়িয়ে ফতেপুর সিক্রি-ভরতপুর-জয়পুরও চলা যেতে পারে।

তাজমহল: মোগল সম্রাট শাজাহানের অমর কীর্তি তাজ সৃষ্টি। সম্রাট তাঁর প্রধানা বেগম মমতাজের সমাধির উপর তৈরি করান প্রেমের এই সৌধ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যে গড়া শ্বেতমর্মরের এই সৌধটি আজ ভুবন বিখ্যাত। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক আসেন তাজ দেখতে বছর জুড়ে। কোজাগরী (শারদ/অক্টোবর) পূর্ণিমাতে তাজ যেন সজীব হয়ে ওঠে, দর্শনার্থীদের ভিড়ও উপচে পড়ে তাজ দেখার জন্য পূর্ণিমার রাতে। নক্ষত্র আলোকিত রাতে বা উষাকালে তাজের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে দর্শকদের। ক্ষণে ক্ষণে রঙেরও বদল ঘটে উষাকালে। দুগ্ধধবল রূপালি রঙ নেয় উষায়, রূপালি থেকে গোলাপি-লালে। চাঁদের আলোয় মনে হবে পরীর দেশের জাহাজ ভাসছে যমুনার জলে, আর বিদায়ী চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় তাজকে মনে হবে চলমান। সোনা রঙ ধরে তাজ সূর্যাস্তে। স্বর্গ সম তাজের এই সুষমা মোহিত করে দর্শককে। পূবের লাল বেলে পাথরের গেস্ট প্যাভিলিয়ন থেকে সূর্যোদয়ে আর পশ্চিমের মসজিদ থেকে সূর্যাস্তে তাজকে সুন্দর দেখায়। তেমনই মনসুনেও তাজের যেন রূপ বাড়ে।

বাংলোর মেয়ে আরজুমান বানু উত্তরকালে ভারত সম্রাট শাজাহানের দ্বিতীয় বেগম মমতাজ মহল ১৭ বছরের বিবাহিত জীবনে ১৪তম সন্তানের জননী হতে গিয়ে ৩৮

বছর বয়সে (১৭ই জুন, ১৬৩১) মারা যান। মৃত্যুর ৬ মাস পরে স্থানান্তরিত হন বেগম সাহেবা বুরহানপুরের সাময়িক সমাধি থেকে আগ্রায়। জনশ্রুতি, শাজাহানের নিজ পরিকল্পিত যমুনার অপরপারে গড়া কালো পাথরের সমাধির বদলে উত্তরকালে (১৬৬৫) পুত্র ঔরঙ্গজেব পিতাকেও সমাধিস্থ করেন মায়ের পাশে এই তাজে। কালো বাড়িঘরও দৃশ্যমান যমুনার পারে। তবে এগুলি তৈরি নাকি বাবরের কালে। মমতাজের মৃত্যুর এক বছর পর তাজমহল নির্মাণের কাজ শুরু করান শাজাহান। শেষ হতে লাগে ১৮ (১৬৩১-৪৮) বছর। কর্মীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার, খরচ পড়ে ৪০ লক্ষ পাউন্ড। টিটানস নামে এক স্থপতির নকশায় পারস্য থেকে আসা ওস্তাদ ইশা তৈরি করেন এই তাজ। বিশেষজ্ঞ এসেছেন বাগদাদ, ইতালি, ফ্রান্স থেকেও তাজ তৈরিতে। জনশ্রুতি, দ্বিতীয়টি গড়ার ভয়ে নির্মাতার হাত দু'টি কেটে চোখও অন্ধ করে দেন শাজাহান।

২১১×৩৬ ফুটের লাল বেলেপাথরের তোরণে তাজের প্রবেশ। উৎকীর্ণ হয়েছে আরবিতে কোরান থেকে তোরণে। অতীতের রুপোর দরজা জাঠেরা খুলে নিতে দরজা হয়েছে পিতলে। আটকোণা ঘররূপী প্রবেশ দ্বারের শিরে ২২টি মিনার হয়েছে তাজ তৈরির ২২ বছরের দ্যোতক রূপে। ক্যান্ট তথা শহরমুখী এই পশ্চিমদ্বারের বাইরে শাজাহানের আর এক বেগমের স্মারকরূপী ফতেপুরী মসজিদ। তেমনই পুবের প্রবেশদ্বারের কাছে বেগম শিরহিন্দির সমাধি সৌধ, দক্ষিণ দ্বারে মমতাজের সহচরীর স্মারক সৌধ। প্রতিটি প্রবেশদ্বারই মোগলি স্থাপত্যে অনবদ্য। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বাঁয়ে তাজ মিউজিয়ম। প্রশস্ত বাগিচায় ফোয়ারার সারি বেয়ে দেবদারু ও সাইপ্রাসের ছায়ায় পথ চলে এগিয়ে। চলতে চলতে ফোয়ারার জলাধারে তাজকেও দেখে নেওয়া যায় প্রতিবিম্বে। বসন্তে বর্ণালী বাড়ে নানানধর্মী মরসুমি ফুলে। অলিন্দ দিয়ে ঢুকতেই সামনে যমুনা। মাঝের ৬০ ফুট ব্যাসের ৮০ ফুট উঁচু কেন্দ্রীয় ডোমটির চারপাশে হয়েছে চারটি ছোট ডোম। কেন্দ্রীয় ডোমের মাঝে ছিল কারুকার্যখচিত ঝাড় লণ্ঠন। জাঠেদের হাতে লুঠ হতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রোঞ্জের লণ্ঠন ঝোলান লর্ড কার্জন। ২২ ফুট উঁচু ভিতের উপরে ১৩০ ফুট উঁচু ৩১৩ বর্গ ফুটের এই সৌধের দেওয়াল হয়েছে দাবার ছকে সাদা আর কালো মার্বেলে। পুরো কোরানটাই উৎকীর্ণ হয়েছে এর দেওয়াল গাত্রে। রঙবেরঙের ৩৫ রকমের দামি পাথর ব্যবহৃত হয়েছে এর কারুকার্যে। দেওয়ালের পপি, গোলাপফুলে বর্ণালী বাড়াতে রঙবেরঙের ৬৪ টুকরো পাথর জোড় লেগেছে। সহস্রাধিক হাতির পিঠে পাথর এসেছে রাজস্থানের মাকরানা থেকে। *Pietrudura* শৈলীর স্থাপত্য এতই নিখুঁত যে জোড় খুঁজে পাওয়া ভার। গঠনশৈলীও এমনই জ্যামিতিক ছকে যে শ্বেতপাথরের জালি পর্দার মাঝ দিয়ে আলো এসে পড়ে পাশাপাশি শায়িত সম্রাট শাজাহান ও বেগম মমতাজের কবরে বেসমেন্টে। তবুও আলো আঁধারি পরিবেশের জন্য বেসমেন্ট দর্শনে টর্চ সঙ্গে থাকা ভাল। ওপরেও অষ্টকোণী সেনাট্যাফ চেম্বারে কৃত্রিম কফিন হয়েছে মর্মরে। যে কোনও ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ওপরের কক্ষে। আজকের শ্বেতপাথরের জালির বদলে অতীতে ছিল মণি-মাণিক্যখচিত সোনার ঝালর। পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতেই এই রূপান্তর। ১৯৮৪তে আততায়ীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী শহীদ হতে সেই থেকে সূর্যোদয় থেকে ১৯-৩০টায় খোলা থাকে তাজের দরজা। তাজ দেখতে দর্শনী লাগে ৬—৮-০০ ও ১৬—১৭-৩০টায় ১০০, ৮—১৬-০০টায় ১০, শুক্রবার ফ্রি; ভিড়ের আধিক্য ঘটে শুক্রবারে। তবে, রাতে তাজ দর্শনের প্রস্তুতি চলছে নতুন করে।

আর, পরিতাপের বিষয়—বৈজ্ঞানিকদের আশঙ্কা জেগেছে মথুরায় কেমিক্যাল প্রোজেক্টের দূষণে ভারতের তাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে। বিবর্ণও হতে শুরু করেছে শ্বেত-শুভ্র তাজ।

আগ্রা দুর্গ: *শহরের কেন্দ্রস্থলে তাজ থেকে ৩ কিমি উত্তর-*পশ্চিমে যমুনা কিনারে ১৫৬৫-৭৩এ লাল বেলে পাথরে আকবরের হাতে তৈরি দুর্গ বা কিল্লা। প্রতিরক্ষার দিক থেকে খুবই সুরক্ষিত। তিনদিকে ২½ কিমি দীর্ঘ ২০ মি উঁচু প্রাচীর পেরুতেই ১০ মি ব্যাপ্ত পরিখা। আবার প্রাচীর ২০ মিটারের। বয়ে যেত খরস্রোতা যমুনা অপরদিকে। প্রবেশ-পথ যদিও ৩টি, তবে আজকের দর্শকের জন্য একমাত্র দরজা দক্ষিণের **অমর সিং গেট**। ১৬৪৪এ গেটের পাশেই যোধপুরের মহারাজার মৃত্যু ঘটায় স্মারকরূপে নাম। মূর্তিও হয়েছে ঘোড়ার পিঠে মহারাজার। পরবর্তীকালেও নতুন নতুন সংযোজন ঘটেছে উত্তর-পুরুষদের হাতে দুর্গে। আকবর-জাহাঙ্গীর-শাজাহান—তিন পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত দুর্গ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ে খোলা থাকে। দর্শনী ১০, শুক্রবার ফ্রি।

দুর্গের প্রবেশ-পথে হিন্দু ও মধ্য এশীয় স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়া **জাহাঙ্গীর মহল**। দুর্গের বৃহত্তম (২৫০×৩০০ ফুটের) এই মহল অর্থাৎ প্রাসাদ পুত্রের জন্য তৈরি করেন আকবর। অদূরে নূরজাহানের গোলাপ জলে স্নানের পাথরের কুণ্ড। পাশেই আকবরের রাজপুত-মহিষী জাহাঙ্গীর মাতা যোধাবাঈয়ের মহল। উত্তরকালে এরই উত্তর অংশে গড়ে ওঠে শাজাহান মহল।

আর দুর্গের মধ্যমণি অতীতের দারু নির্মিত **দেওয়ানি আম** আমূল সংস্কার হয়ে নবরূপ পায় শাজাহানের হাতে ১৬২৭এ। এটি সাধারণের সঙ্গে সম্রাটের মিটিং হল্। লাল পাথরে তৈরি এর মেঝে—মর্মর খচিত দেওয়াল, ছাদটিও লাল পাথরের; অভিনবত্ব আছে এর খিলানেও। ৪০ পিলারে ভর করা প্যাভিলিয়নে সম্রাট বসতেন প্রজাদের কথা শুনতে। ১৬০৯এ এই দেওয়ানি আমেই কিং জেমস ১ম-এর প্রতিনিধি ক্যাপটেন উইলিয়াম হকিন্স জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগসূত্র গড়েন। আর ব্যক্তিগত অ্যাপয়েন্টমেন্ট

রাখতেন সম্রাট ১৬৩৬-৩৭এ তৈরি দেওয়ানি খাসে। জাহাঙ্গীরের পাথরের সিংহাসনটি ১৮৫৭য় ব্রিটিশের গোলায় চিড় ধরে। বিশ্বখ্যাত ময়ূর সিংহাসনটিও ছিল সেকালে দেওয়ানি খাসে। উত্তরকালে ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে স্থানান্তর ঘটান। আরও পরে পারস্যে যায় নাদির শাহর লুঠের পণ্য হয়ে। দেওয়ানী খাসের ঝরোখা ও লতার কাজও সুন্দর। দক্ষিণে সিঁড়ি নেমেছে তেহখানার যেখানে গ্রীষ্মে মাটির নিচে ঠাণ্ডা ঘরে থাকতেন সম্রাট। বিপরীতে অঙ্গুরী বাগ অর্থাৎ আঙুর বাগিচা। অঙ্গনের উত্তর-পুবে শিশমহল অর্থাৎ বেগমদের গোসল ঘর। তুর্কিশ শৈলীতে তৈরি মহলের দেওয়াল ও ছাদ এমনভাবে কাচে মোড়া যে একটি বাতি সহস্র বাতি হয়ে দেখা দেয়।

দেওয়ানি খাস লাগোয়া বেগম মমতাজের জন্য শাজাহানের তৈরি মণি-মাণিক্যখচিত দ্বিতল মুসম্মন বুর্জ বা অষ্টকোণী টাওয়ার। পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী-পিতা শাজাহানের জীবনের শেষ ৮ বছর (মৃত্যু ১৬৬৬) এই ঘরে বসানো আয়নায় তাজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে কাটে। তাই প্রিজনার্স টাওয়ারও বলে থাকে লোকে একে। কারুকার্যমণ্ডিত বুর্জের মোজাইক ও জাফরির কাজও অনবদ্য। তবে, টাওয়ারটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অদূরেই মোগল দরবারের মহিলাদের জন্য তৈরি আকারে ছোট শ্বেত মর্মরের নাগিনা মসজিদ। নাগিনার দক্ষিণ-পুবে রঙিন মাছের মচ্ছি ভবন। মীনা বাজার বসত সেকালে দুর্গের মেয়েদের জন্য। আর আছে হিন্দু মন্দির মুসলিম দুর্গে। ১৬৪৬-৫৩য় শাজাহানের তৈরি মার্বেল পাথরের মোতি মসজিদ-এর শিল্পনৈপুণ্যও সুন্দর। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি পথে উঠে ছাদ থেকে দেখে নেওয়া যায় দুর্গ। দুর্গের অদূরে ফোর্ট স্টেশনের বিপরীতে ১৬৪৮এ বেগম জাহানারার তৈরি জামি মসজিদটিও সুন্দর।

ইৎমদ-উদ-দৌলা: তাজ থেকে ৬.২, দুর্গের ১ কিমি উত্তর-পশ্চিমে যমুনার পরপারে মির্জা গিয়াসুদ্দিন বেগ ও বেগমের সমাধি। পারস্যে জাত জাহাঙ্গীরের ইৎমদ-উদ-দৌলা উজীর *(wazir)* অর্থাৎ বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী মির্জা বেগের রূপসী কন্যা জাহাঙ্গীরপত্নী নূরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো বাবা ও মায়ের স্মারক রূপে মকবারা গড়েন। ১৬২২এ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৬২৮এ। তাজের পূর্বসূরী এটি। আর মোগল বাদশাহদের হাতে শ্বেতমর্মরে তৈরি সৌধ এটিই প্রথম। *Pietradura* শৈলীর দ্বিতল এই সৌধ আকারে ছোট হলেও কারুকার্যে অনুপম। চারকোণে অষ্টকোণাকৃতি চারমিনার—সিঁড়িও আছে উপরে ওঠার। ধনুকাকৃতি খিলান ও জানালার সূক্ষ্ম জাফরির কাজ অতুলনীয়। পাথরে *ইনলে* শিল্পও সুন্দর। পার্সিয়ান ছাপ রয়েছে এর ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যে। হয়তো-বা তাজকেও ম্লান করে দেয় ইৎমদ-উদ-দৌলা। শাজাহান অনুপ্রাণিত হন তাজ তৈরিতে ইৎমদ-উদ-দৌলা থেকেই। এরই রেপ্লিকা হয়ে রূপ পায় নূরজাহান-এর হাতে জাহাঙ্গীরের সমাধি সৌধ পাকিস্তানের লাহোরে। বেবী তাজও বলে থাকে লোকে ইৎমদ-উদ-দৌলাকে। দর্শনী প্রথায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে দেখে নেওয়া যায়।

চিনি-কা রৌজা : ইৎমদ-উদ-দৌলা থেকে ১ কিমি উত্তরে চিনি-কা রৌজায় শাজাহানের প্রধানমন্ত্রী-কবি আফজল খাঁ ও তাঁর বেগমের সমাধিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ১৬৩৯এ লাহোরে মৃত্যুর আগে আফজল নিজেই তৈরি করান বর্গাকার এই সৌধ। পার্সিয়ান শৈলীতে এনামেল করা রঙবেরঙের টালিতে দেওয়াল মণ্ডিত। তবে, অযত্ন আর অবহেলায় পর্যটন মানচিত্রে অবহেলিত।

রামবাগ: চিনি-কা-রৌজা থেকে আরও ২ কিমি উত্তরে মোগল উদ্যানের পথিকৃৎ রামবাগ অর্থাৎ উদ্যান। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবরের হাতে রূপ পায় রামবাগ। নাম ছিল তার আরামবাগ। জনশ্রুতি, কাবুলে স্থানান্তরের আগে সাময়িক সমাধিও হয় মোগল সম্রাট বাবরের আরামবাগে। স্থানীয় ও পর্যটকদের আরাম বর্ধনে মনোরম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা।

জামি মসজিদ: আগ্রা ফোর্টের অদূরে কিনারী বাজারের পথে ১৬৪৮এ শাজাহানের গড়া জামি মসজিদ। তবে, গেটের লিখনে নির্মাতা বলে শাজাহান-দুহিতা জাহানারার নাম মেলে। নির্মাতা যেই হন—পিতা ও কন্যার বন্দীজীবন কাটে ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়ে আগ্রা দুর্গে।

দয়ালবাগ : তাজ থেকে ৮ কিমি উত্তরে দয়ালবাগে স্বামী (সোয়ামী) বাগ মন্দির অর্থাৎ *the Garden of the Supreme Lord* বা পরম প্রভুর উদ্যান। ১৯০৪এ শুরু হয়ে আজও অসম্পূর্ণ। সাদা ও গোলাপি মর্মরে তৈরি মন্দিরের *Pietradura* শৈলীর অলঙ্করণ ইতিমধ্যেই পর্যটক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সবুজ, হলুদ ও নানান রঙের মোজাইক করা পাথরও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, কেমন যেন কৃত্রিমতার সঙ্গে জবরজং দোষে দুষ্ট। দিলওয়ারা দর্শনের পর আরও যেন বিস্বাদ লাগে। ১৮৬১তে জন্ম রাধাগোবিন্দ সৎসঙ্গ সম্প্রদায়ের সদর দপ্তরও বসেছে দয়ালবাগে। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীস্বামী মহারাজের সমাধিও হয়েছে মন্দিরে। ৮—১৭-০০টায় খোলা।

সিকান্দ্রা : তাজ থেকে ১০ কিমি উত্তরে দিল্লী-আগ্রা সড়কের সিকান্দ্রাতে শায়িত রয়েছেন মোগল বাদশাহ আকবর। লাল-গৈরিক বেলে পাথরের চার প্রবেশ তোরণ। একটি তার হিন্দু, একটি মুসলিম, একটি খ্রিস্টীয় আর চতুর্থটি আকবরের সৃষ্ট বিশ্বজনীন শৈলীতে তৈরি। বাগিচা পেরুতেই ফতেপুর সিক্রির পাঁচমহলের আদলে ১০০ ফুট উচ্চ চারতলা সৌধ হয়েছে সমাধির উপর। চারপাশে ৯৩ ধাপের চারমিনার। ভূগর্ভে মূল সমাধি। উপরে তারই প্রতিরূপ হয়েছে ৩০ ফুট উঁচু বেদিতে। *আল্লা হো আকবর* (God is Great) ছাড়াও ৯৯ ধর্মমতের দেবতাদের নাম উৎকীর্ণ হয়েছে সমাধিগাত্রে। আকবরের হাতে এর নির্মাণ শুরু—সম্পূর্ণতা

পায় পুত্র জাহাঙ্গীরের হাতে ১৬১৩য়। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয়ে ১৫০০০০০ টাকা ব্যয়ে রূপ পেয়েছে সৌধ। কারুকার্য সুন্দর।

সিকান্দ্রা নামটি অবশ্য আরও অতীতের। ১৪৯২এ আফগান নায়ক সিকান্দার লোধী আসেন আগ্রায়। গড়ে তোলেন দুর্গ, আর হয় শহর দুর্গকে ঘিরে। তারই নামে নাম হয় শহরের। সমাধি বাগিচার Baradi Palaceটি সিকান্দারের তৈরি। তবে ইতিহাসের সে অধ্যায় আজ বিস্মৃত। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা থাকে সিকান্দ্রা। টিকিটও লাগে দেখতে। পর্যটকদের তাজ কেনার ভিড় পড়ে সিকান্দ্রার সামনের দোকানগুলিতে। বাস, ট্যাক্সি ও অটো যাচ্ছে শহর থেকে সিকান্দ্রায়।

মরিয়মের সমাধি : আগ্রা-দিল্লী NH-2এ ১৩ কিমি দূরে আকবরের গোয়ানিজ বেগম মরিয়মের সমাধি। সুন্দর বাগিচার মাঝে লাল বেলেপাথরে ১৬১১য় তৈরি সমাধি সৌধের কার্ভিং-এর কাজ সুন্দর।

ফতেপুর সিক্রি

রাজপুতদের হারিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অর্থাৎ *Shukriya* থেকে Sikri নামকরণ বাবরের। নামটি আজ থাকলেও বাবরের গড়া প্যাভিলিয়ন, বাগিচা সবই লুপ্ত সিক্রি থেকে। আর দীর্ঘ পরে গুজরাট জয়ের স্মারক রূপে *Fatehpur* জুড়ে ফতেপুর সিক্রি নামকরণের সাথে রাজধানী গড়েন (১৫৭০-৮৬) আকবর। তবে অশান্ত উত্তর-পশ্চিমকে শায়েস্তা করতে ১৫৮৫তে লাহোরে গিয়ে ১৫৯৯এ আগ্রায় ফেরেন সম্রাট আবার।

আগ্রা থেকে ৩৬ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ফতেপুর সিক্রি। নানান বেগম, ৮০০ পুরনারী—নিঃসন্তান আকবর। অবশেষে মুসলিম ফকির শেখ সেলিম চিস্তির *দোয়ায়* পুত্রলাভের পর ফকিরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে তাঁরই গ্রাম ফতেপুরের শিরে রাজধানী স্থানান্তর করেন আকবর। গড়ে ওঠে দুর্গ তথা রাজধানী শহর ১৫৬৯এ বাদশাহ্ আকবরের হাতে। তবে, জলাভাব হেতু ১৬ বছর পরে আবার স্থানান্তর ঘটে রাজধানীর। পুত্রের নামও রাখেন সেলিম—উত্তরকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর।

মাইল দুয়েক লম্বা আর মাইল খানেক চওড়া এক শৈলশিখরে রূপ পায় প্রাসাদ। তিন পাশ দেওয়ালে ঘেরা, আর চতুর্থ পাশ কুড়ি মাইল ব্যাপ্ত কৃত্রিম লেকে ঘেরা ছিল সেকালে। খুবই আড়ম্বরপূর্ণ, হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যে লাল বেলে পাথরের এই রাজধানী শহর আজ ভূতুড়ে নগরী।

পুবে শাহী দরওয়াজায় প্রবেশ। নহবতখানার নিচু দিয়ে ঢুকতে আস্তাবল, টাঁকশাল, কোষাগার রেখে এগুতেই বাদশার বিচারসভা অর্থাৎ দেওয়ানি-আম। আয়তাকার উদ্যান বেয়ে প্রতি প্রাতে শাহেনশা দর্শন দিতেন প্রজাদের। কথিত আছে, ক্রীতদাসী মেয়েদের ঘুঁটি করে উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে *Pachisi Courtyard*—বৃহদাকারের বোর্ডে দাবা খেলতেন আকবর। অদূরে ইবাদতখানা অর্থাৎ ধর্মসভা। আকবরের নিজস্ব সৃষ্টি *দীন-ই-ইলাহী* ধর্মের প্রবর্তন এই ইবাদতখানা থেকে। এর অলঙ্করণে হিন্দুয়ানা প্রকট। স্থাপত্যে অনন্য সম্রাটের মন্ত্রণাসভা—দ্বিতল দেওয়ানি খাস-এর কারুকার্যমণ্ডিত পাথর-স্তম্ভ দু'টিরও অভিনবত্ব আছে। উত্তরে দুর্গের বাইরে হিরণ মিনার বা হস্তী টাওয়ার—আকবরের প্রিয় হাতি হিরণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের পিষে মারত। আবার কেউ কেউ মুক্তিও পেত হিরণের মর্জিতে। সেই হিরণের সমাধিতে স্মারকরূপে মিনার হয়েছে। ২১ মি উঁচু এই মিনার চড়ে হরিণ ও অন্যান্য জন্তু শিকার করতেন সম্রাট।

মসজিদের উত্তর-পুবে সোনায় গিলটি করা আকবর-জননীর সুনহারা মহল বা *গোল্ডেন হাউস,* লাগোয়া আকবরের প্রিয় মহল হিন্দু মহিষী জাহাঙ্গীর-জননী যোধা-বাঈয়ের প্রাসাদ, লাগোয়া গোয়া থেকে আসা আকবরের খ্রিস্টান বেগম মরিয়মের গোল্ডেন প্যালেস, রুমি সুলতানা বা তুরস্কের বিবি সুলতানা বেগম কোঠি, আকবরের রাজসভায় নবরত্নের অন্যতম রসজ্ঞ পণ্ডিত বীরবলের বাড়ি, হিন্দু স্থাপত্যের স্তম্ভ ও মুসলিম শৈলীর গম্বুজের সমন্বয়ে তৈরি হাওয়া মহল—দেওয়াল হয়েছে পাথুরে জাফরির; প্রতিটাই দর্শনীয়। দেওয়ানি খাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে *আঁখ মিচৌলী* যেখানে বাদশা-বেগমরা লুকোচুরি খেলতেন। তবে, ট্রেজারি প্যাভিলিয়নও বলা হয় একে। সম্ভবত সম্রাটের রেকর্ড রুমও ছিল এই ভবনে। বৌদ্ধ বিহারধর্মী পারসীয় শৈলীর *Badgir* বা পাঁচমহল অর্থাৎ পাঁচতলা অভিনব এই বাড়ির আকর্ষণও কম নয়। গরম থেকে ত্রাণ পেতে হাওয়া আনতে প্রতিটি তলা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়েছে। নিচু তলায় পিলারের সংখ্যা ৮৪, তারপর কমে কমে ৫৬, ২০, ১২ আর উপরে মাত্র ৪—শিরে গম্বুজ। পিলারগুলিও একটি আর একটি থেকে স্বতন্ত্র। অতীতে দেওয়াল ছিল জাফরিময়। সম্ভবত বাদশার মজলিশী সভা বসত সেকালে। কষ্টসাধ্য অসম সিঁড়িতে উপরে উঠে পুরো দুর্গটাই দেখে নেওয়া যায়। সম্রাটের নিজস্ব মহল খাস মহলও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অনবদ্য।

এরই পশ্চিমে শৈলশিরায় মক্কার প্রতিরূপ হিন্দু ও পারসীয় শৈলীতে তৈরি জামি মসজিদ। বুলন্দ দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ। সম্রাটের গুজরাট জয়ের স্মারক রূপে ১৫৭৩এ তৈরি সিঁড়ি বেয়ে ৩৪ ফুট উঠে ভাস্কর্যে অনন্য ১৭৭ ফুটের বিশ্বখ্যাত বৃহত্তম *বুলন্দ দরওয়াজাটি* আজকের পর্যটকদের মূল আকর্ষণ। কোরান থেকে আয়াত :

> *The World is a bridge : pass over it, but build no house upon it. He who hopes for an hour may hope for eternity*—খোদিত হয়েছে বুলন্দ দরওয়াজায়।

১০০০০ ধর্মার্থী একত্রে নামাজ পড়তে পারেন জামি মসজিদে। মসজিদের অন্দরে সেলিম চিস্তির দরগা তথা মসজিদ। ১৫৭১এ ৯২ বছর বয়সে ফকির সাহেবের মৃত্যু

হতে আকবরের নির্দেশ মতো বেলে পাথরে তৈরি হয় এটি। ফকিরের দোয়ায় জন্ম জাহাঙ্গীর উত্তরকালে সংস্কারের সাথে মুড়ে দেন মর্মরে। এর অপরূপ নির্মাণ-শৈলী অনন্য করে রেখেছে। পাথরের জালি অর্থাৎ জাফরি খুবই সুন্দর। আজও সন্তান-হীনা মহিলারা দরগায় আসেন সন্তান কামনায়। *উরস* (মৃত্যুবার্ষিকী) উদযাপিত হয় প্রতি শীতে। এরই বামে গভীর কূপে আজও ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পয়সা কুড়ায় ছেলের দল। অদূরে আকবরের সভাসদ নবম রত্নের আর এক রত্ন আবুল ফজলের বাড়ি।

কনডাকটেড ট্যুরে UPSTDC, ITDC ছাড়াও নানান প্রাইভেট সংস্থার বাস আসছে আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রি। তবে, কনডাকটেড ট্যুরের এক ঘণ্টায় ফতেপুর সিক্রি দেখে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ট্রেনও চলে এ-পথে। আর চলছে সার্ভিস বাস আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রি। উচিত হবে ক্যান্ট থেকে ১ কিমি দূরে দুর্গের উত্তর-পশ্চিমে ঈদগা বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে গিয়ে দেখে ফেরা। ঘণ্টা খানেকের পথ। বাস যাচ্ছে ৬-৩০টায় প্রথম ছেড়ে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর। ১৮-৩০টায় ফতেপুর সিক্রি ছেড়ে আগ্রায় ফেরে শেষ বাসটি। এককভাবে দেখার পক্ষে সার্ভিস বাসে গিয়ে দেখে ফেরাই সুবিধা। রেল ও বাস দুইয়েরই উত্তরে পাহাড় চুড়োয় দুর্গ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা, টিকিট ১৫্ করে। রেজিস্টার্ড গাইডও মেলে দুর্গ দেখার। দুর্গ দেখা সেরে আগ্রায় ফিরে চুক্তিতে রিকশা, টাঙা, অটো, ট্যাক্সি করে শহরের দ্রষ্টব্য দেখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আবার ফতেপুর সিক্রি দেখে ১৭ কিমি দূরের ভরতপুর বা জয়পুরও চলা যেতে পারে বাসে।

খাবার হোটেল বাস স্ট্যান্ডে নানান। তেমনই ২৪ ঘরের হোটেল গড়েছে UPSTDC—*H Gulistan Tourist Complex*, ✆ 882490, D ৪৫০্ A/c D ৮৫০্ ডর্মি ৬০্, আহারও মেলে ক্যান্টিনে। আর আছে *Archaeological Survey RH*, অবু: Archaeological Survey of India, 22 The Mall, Agra. আর গ্রামে আছে *Tourist GH, S* ১০০-১৫০্ D ১৫০-২৭৫্।

মথুরা

অযোধ্যা, মথুরা, গয়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

দিল্লী-আগ্রা NH-2-এ দিল্লী থেকে ১৪৭ কিমি দক্ষিণে আর আগ্রার ৫৪ কিমি উত্তরে যমুনার পশ্চিম কিনারে ভারতের অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থ মথুরা। ভরতপুরের দূরত্ব ৩৪ কিমি। মুহুর্মুহু বাসও চলে ত্রয়ীর মাঝে। আগ্রা বিজলীঘর (ফোর্ট) বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস আসছে মথুরার। বাস আসছে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, তুণ্ডলা, কানপুর, ঝাঁসী, আজমের, জয়পুর, হাওড়া-দিল্লী রেলপথের হাথরাস ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিগ্বিদিক থেকে মথুরায়। আর শতাব্দী এক্স মথুরায় না থামলেও তাজ ও ইন্টারসিটি এক্স যাচ্ছে ২½ ঘণ্টায় হজরত নিজামুদ্দিন থেকে মথুরায়। ট্রেন যাচ্ছে দিন-রাত্রি জুড়ে দিল্লী-আগ্রা শাখার নানান মথুরা হয়ে। কলকাতা থেকে তুফান এক্স মথুরা হয়ে দিল্লী যাচ্ছে। আর মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছে ৬-৩০, ১৫-৪০, ১৮-৫৫য় প্যাসেঞ্জার ট্রেন। প্যাকেজ ট্যুরেও পর্যটক আসছে আগ্রা ও দিল্লী
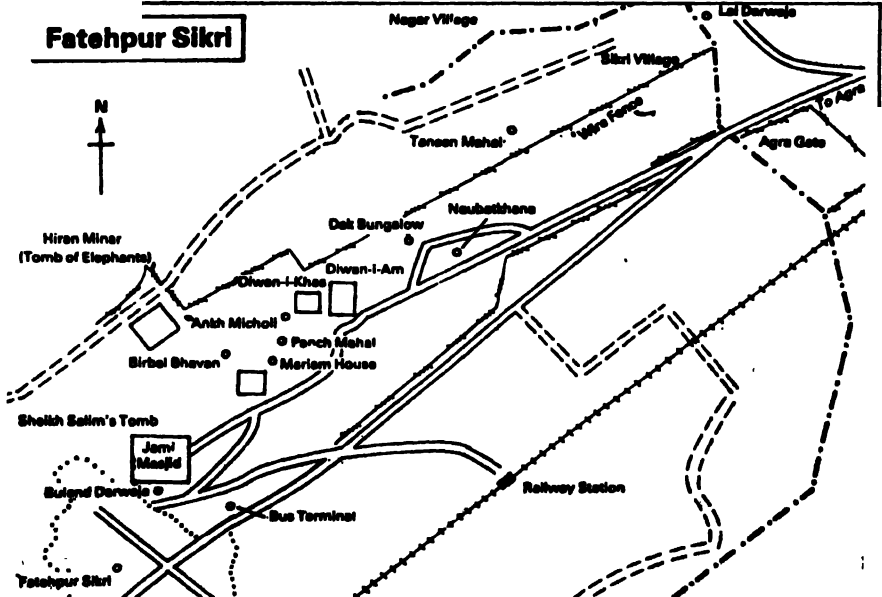
থেকে মথুরা দর্শনে। নিকটতম বিমান আগ্রায়। একক যাত্রায় উচিত হবে অটোয় ৬০-৬৫ টাকায় বা টাঙায় মথুরাপুরী দেখে নেওয়া।

পুরাণ বলে, লবণাসুরকে বধ করে রামের অনুজ মধুরার পত্তন করেন। যাদব রাজধানী মধুরাপুরীই রূপান্তরিত হয়েছে মথুরামণ্ডলে—কালে কালে মথুরায়। ২ ও ৩ শতকে বৌদ্ধ কেন্দ্ররূপেও এর প্রসিদ্ধির কথা টলেমি ও ভারত পর্যটক ফা-হিয়েনের (401-410 AD) লেখায় মেলে। ২০টি বৌদ্ধ মনাস্ট্রিতে হাজার তিনেক বৌদ্ধের বাস ছিল সেকালে। তেমনই ১৯তম ও ২১তম জৈন তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও নেমিনাথের জন্ম ও কর্ম এই মথুরায়। তাই জৈনতীর্থ রূপেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল অতীতকালে। তবে, বার বার তিন বার আঘাত এসেছে মথুরায়। ১০১৭য় গজনীর সুলতান মামুদ লুণ্ঠন করে জ্বালিয়ে দেয় মথুরানগরী। ধ্বংস পায় নানান হিন্দু ও বৌদ্ধ অতীত। আবার ধ্বংস সিকান্দার লোধীর হাতে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রলেপ লাগান ধ্বংসস্তূপে মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর। সবশেষে ১৬৬৯এ ঔরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলার শিকার হয় হিন্দু তীর্থ ব্রজভূমি মথুরা।

সপ্ততীর্থের অন্যতম মথুরা নগরীতে খ্রিস্ট জন্মেরও ১৫০০ বছর আগে মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের বন্দী-জীবন কালে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার রূপী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে। দ্বিমতে, ২০০ মি দূরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় পোতারা কুণ্ডের কাছে। বাল্য ও কৈশোর কাটে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাতে। আর সেই স্মৃতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সহস্রাধিক মন্দির মথুরাতে। মথুরার কেন্দ্রমণি কেশব দেব মন্দিরটি এদের মধ্যে অন্যতম। অতীতের বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রির ধ্বংসস্তূপের উপর উত্তরকালের কংস কেল্লায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমে শাক্যরাজদের কালে গড়ে ওঠে ১ম কৃষ্ণ মন্দির। ২য় গড়েন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য —যেটি গজনীর সুলতান মামুদ ১০১৭য় ধ্বংস করে। ১২৫০এ মহারাজ বিজয় পালের গড়া৩য় মন্দিরটি ধ্বংস পায় সিকান্দার লোধীর হাতে। ১৬১৩য় ওর্চার রাজা বীর সিং দেও-এর গড়া ৪র্থ মন্দিরটি ১৬৬৯এ ধ্বংস করে ঔরঙ্গজেব। অতীতের ধ্বংসস্তূপে তথা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমে গড়া মকবারা অর্থাৎ লাল পাথরের জুম্মা মসজিদটি ঔরঙ্গজেবের সৃষ্টি। তবে, ১৯৮২তে অতীতের মকবারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে জন্মভূমের সামনে বিশালাকার মন্দির হয়েছে। কারুকার্যময় মন্দিরের আকার যেমন বিশাল—বৈভবও তেমনি উল্লেখ্য। সিলিং ও দেওয়ালে হিন্দু পুরাণের নানান আখ্যান মূর্ত হয়েছে। পূজাও পাচ্ছেন নানান দেবতা মন্দিরময়। নতুন মন্দিরের পিছে কংস কেল্লায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমেও অতীতচারণ হচ্ছে। নতুন মন্দিরে সচল পুতুলে পুরাণ আখ্যানও উচিত হবে দেখে নেওয়া। Lift-ও বসেছে মন্দিরে। শীতে ৬—১২-০০ ও ১৫—২০-০০টায়, গ্রীষ্মে ৬—১২-০০ ও ১৬—২১-০০টায় মন্দির খোলা।

আর বিশ্রান্তি ঘাটের স্বল্প দূরে ১৮১৪য় গোয়ালিয়রের শেঠ গোকুলদাসের হাতে নতুন করে মন্দির হয়েছে দ্বারকাধীশ-এর। নানান মণিমুক্তায় সুশোভিত দ্বারকাধীশের বৈভবও উল্লেখ্য। দেবতা রয়েছেন দ্বারকাধীশ ছাড়াও মথুরানাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, মুরলী মনোহর একই মন্দিরে। আর হয়েছে ভাগবত ভবন মথুরায়। ১৬৬১তে তৈরি শহরের জুম্মা মসজিদটিও দর্শনীয়।

মথুরার নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা। সারি দিয়ে একের পর এক স্নানের ঘাট—সংখ্যায় পঁচিশ। মধ্যমণি তার বিশ্রান্তি ঘাট। এই বিশ্রান্তি ঘাটে কংসকে বধ করে বিশ্রাম নেন শ্রীকৃষ্ণ। স্নানে বিষ্ণুলোকের পারমিট মেলে। তেমনই আছে দ্বাদশতীর্থ মথুরার ঘাটকে ঘিরে। অদূরে যমুনা কিনারে মায়ের স্মারক রূপে ১৫৭০এ জয়পুরের বিহারী মলের তৈরি ১৭মি উঁচু ৪তলা সতী বুরুজটি মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া জয়পুরের রানীর কাহিনী স্মরণ করায়। সকাল-সন্ধ্যায় আরতি দর্শনীয়, মন্দিরও বিশ্রান্তি ঘাটে।

যমুনার উত্তর সীমায় কংস কেল্লাটিও সংস্কার করেন অম্বরের রাজা মান সিংহ। তবে, অতীতকালের দুর্গ আজ টিলায় রূপ নিয়েছে। জয়পুররাজ জয় সিংহ দ্বিতীয়র তৈরি যন্তর-মন্তরটিও ধ্বংস পেয়েছে।

মথুরার রাসলীলারও প্রশস্তি আছে তীর্থযাত্রী তথা পর্যটক-মহলে। মথুরার পাণ্ডাদেরও যথেষ্ট খ্যাতি যাত্রী উৎপীড়নে। তবে রাবড়ি, দই, প্যাঁড়া, খাজা ও পেঠার স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে মথুরার দোকানপাটে।

ড্যামপিয়ার পার্কে মথুরার মিউজিয়মটিরও প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তথা খ্রিপূ দিনগুলির নানান সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে। দাঁড়ানো বুদ্ধ মূর্তিটিতে অভিনবত্ব আছে। সোম ও ছুটি ছাড়া জুলাই ১ থেকে এপ্রিল ১৫-য় ১০-৩০—১৬-৩০, এপ্রিল ১৬—জুন ৩০-এ ৭-৩০—১২-৩০টায় খোলা। ইস্কনও মন্দির গড়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতা বলরামের লীলাক্ষেত্র ১৮৭মি উঁচু বৃন্দাবনে। ৩৭৮০ বর্গকিমি ব্যাপ্ত মথুরায় ২.৩৩ লক্ষ লোকের বাস। তাপমান গ্রীষ্মে ৪৫—২১.৯° আর শীতে ৩১.৭—৪.২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে।

Mathura-281004, STD-0565-এ—*H Madhuvan*, Krishnanagar-4, ✆ 404064, R3B2, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০, স্যুইট ৯৫০; *H Geet Bhawan Tourist Complex*, Mathura-Vrindavan Rd, D ৪০০-৬৫০; *H Surjya International*, near Bus Std, S ১৫০, D ২৫০; *Mangaldam Tourist L*, near Bus Std, S ৮০-১২৫, D ১৫০-২২৫, F ২০০-২৫০; *Gaurav G H*, Dampier Nagar, near Bus Std, D ১২৫-২০০, A/c D ৩৫০; *H Nepal*, Delhi Rd, S ৮০-১৫০, D ১২৫-২০০, A-c S ২৭৫, D ৪০০; *H Satyam*, S ৮০-১২৫, D ১২৫-১৭৫; *H Sanjoy Palace*, S ৮০-১৫০, D ১২৫-২০০, T ১৭৫-২৫০; *H Kwality*, near Bus Std, S ৬০-১০০, D ১২৫-২০০; *H Modern*, near Rly & Old Bus Std, ✆ 404747, S৮৫-১২৫,

D ১৫০-২০০৲; *Mohan H,* Chatta Bazar-1, R2$\frac{1}{2}$B$\frac{1}{2}$, S ৬০-১০০৲ D ১২০-১৫০৲ স্যুইট ২০০-৩০০৲; *Kaveri H,* near Bus Std, S ৬০-৮৫৲ D ১০০-১৫০৲; *Mayur Tourist L,* Dampier Ngr, S ৬৫৲ D ১২০৲ T ১৫০৲; *Kishan Bhawan,* Dampier Ngr; *International G H,* near Janambhumi; *Brajabasi G H,* opp Old Bus Std; *H Brij Bihar,* Yamuna Mkt, R1B$\frac{1}{2}$, SCB ৬০৲ SAB ১০০৲ DCB ১০০৲ DAB ১৭৫৲ FAB ২০০৲ A-c ২২৫-৩০০৲; *Agra H,* Bengali Ghat-1, R4B1, ✆ 403318, SAB ১২৫-২০০৲ DAB ২২৫-৩৫০৲ A/c D ৪০০৲, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ট্রাভেল, ✆ 2388678; *Navanit Atithi Griha,* near Bengali Ghat Police Chowki, D ১০০-১৭৫৲; *H Rajmahal, Prem* ছাড়াও রয়েছে নানান হোটেল মথুরায়। আর আছে মথুরা জংশনে *রেলের রিটায়ারিং রুম;* UPSTDC-র *পর্যটক আবাস গৃহ,* near Collectorate, ✆ 407822, S ১২৫৲ D ১৫০৲ A-c S ২২৫৲ D ২৫০৲ ডর্মি বেড ৪০৲; *FRH, PWD IB* মথুরায়। তেমনই বেঙ্গলি ঘাট থেকে বিশ্রাম ঘাট ½ কিমি দীর্ঘ যমুনা পুলিনে সারি দিয়ে বাড়ি—শতাধিক *ধরমশালা* আগ্রা হোটেলের ডাইনে-বাঁয়ে।

বৃন্দাবন

মথুরা থেকে ১০ কিমি উত্তরে বৃন্দাবন। রেল যাচ্ছে মিটার গেজে ৬-৩০, ১৫-৩৫, ১৮-৪৫এ ¾ ঘণ্টায়। বাস, অটো, রিকশা, টাঙাও যাচ্ছে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে। বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরুতেই অটো স্ট্যান্ড—শেয়ারেও অটো যাচ্ছে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে। বাসও যাচ্ছে দিনভর মথুরা থেকে বৃন্দাবন। তবুও যেন যাতায়াতে অটোই সুবিধার। এমনকি হরিদ্বার, দিল্লী, আগ্রার সরাসরি বাস মেলে বৃন্দাবন থেকে।

গোবিন্দের মুখমণ্ডল, গোপীনাথের বক্ষ আর মদন-মোহনের শ্রীচরণ দর্শনে গোবিন্দ দর্শনের পূর্ণতা লাভ হয় বৃন্দাবনে। এমনকি গোবিন্দ জীউ-এর পূজান্তে গোপীনাথ, মদনমোহন ও অন্যান্য দেবতার পূজার বিধি। পুরাণে বর্ণিত আছে, অসুরদের বিনাশ করে পৃথিবীতে প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। যদিও তাঁর মনুষ্যরূপ আর সেই রূপে তিনি আবদ্ধ, তবুও প্রকৃতপক্ষে তিনি অসীম ও সর্ববিরাজমান। তিনিই সৎ, চিৎ এবং আনন্দ অর্থাৎ পরমাপ্রকৃতি, পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মানন্দ। বৃন্দাবনও শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিহার স্থল—বৃন্দাবন। বাঁশির সুরে মোহিত গোপিনীদের সঙ্গে লীলা করছেন শ্রীকৃষ্ণ, এমনকি যমুনায় নাইতে নামা গোপিনীদের বস্ত্রও হরণ করেন শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে। ৪০০০এরও অধিক মন্দির হয়েছে কৃষ্ণ প্রেমের গাথা নিয়ে বৃন্দাবনে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, সত্যযুগের রাজা কেদারের কন্যা কমলার অংশস্বরূপা, তপস্বিনী, যোগশাস্ত্রে বিশারদ বৃন্দার তপস্যাক্ষেত্র—নামটিও তাই বৃন্দাবন। দ্বিমতে, *বৃন্দা* অর্থাৎ তুলসী বন থেকে নামকরণ।

মথুরা-বৃন্দাবন পথে ৫ কিমি যেতে বিড়লা অর্থাৎ গীতা মন্দির। মন্দির স্থাপত্য ও শিল্পকলা সুন্দর। সমগ্র ভাগবৎ গীতাভাষ্য উৎকীর্ণ হয়েছে গীতা মন্দিরের স্তম্ভে।

বৃন্দাবনে ঢুকতেই বামে ১৫৯০এ অম্বরাধীশ মান সিংহ-র তৈরি ৭ তলা লাল বেলে পাথরের গোবিন্দ দেব জী-কা পুরাতন মন্দির। মন্দিরটি কারুকার্যময়, মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন। গ্রিক ক্রসের আকারে তৈরি মন্দিরের দেওয়াল গড়ে ১০ ফুট পুরু। ধনুকাকৃতি ছাদ হয়েছে ক্যাথিড্রালধর্মী মন্দিরে। ঔরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলায় ৪টি তলা ভাঙতে মূল দেবতা জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। আরও পরে মূর্তি হয়েছে নতুন করে গোবিন্দ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধার। তবে, মন্দিরটি আজ ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। এরই পিছে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জীউ-এর মন্দিরে দেবতা গোবিন্দ জীউ। অগ্রিম টিকিটে অন্নপ্রসাদ মেলে।

বাজারের ডাইনে সুউচ্চ গোপুরম শিরে ১৮৫১য় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শেঠ গোবিন্দ দাসের তৈরি শ্রীরঙ্গনাথ জী অর্থাৎ অনন্তশয়নে দেবতা বিষ্ণু। দেবী লক্ষ্মী, সৃষ্টির কর্তা ব্রহ্মাও রয়েছেন দক্ষিণী শৈলীতে তৈরি মন্দিরে। তবে, মূল প্রবেশ তোরণটি রাজস্থানী শৈলীর। আর আছেন স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত রৌপ্য সিংহাসনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। গৌড় ধ্বজ স্তম্ভ অর্থাৎ ১৬মি উঁচু সোনার পাতে মোড়া তালগাছ, শিশমহল, মিউজিয়মও আছে মন্দিরে। পৌষ মাসের ১ম একাদশীতে ৭ দিনের উৎসবও বরণীয়।

সামনের গলিপথে স্বল্প যেতে ভজন অশ্রম। ২০০০ অনাথ মহিলা ভজন করছেন সকাল-সাঁঝে আহার্যের বিনিময়ে। কিংবদন্তীতে ঘেরা মুক্তলতায় ছাওয়া শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি নিধিবন। লীলা শেষে আজও নাকি প্রতি রাতে বিশ্রাম নেন যুগলে। স্বামী হরিদাস মহারাজ শ্রীকৃষ্ণর দর্শনও পান এখানে। সমাধিও রয়েছে সাধকের। হরিদাস জয়ন্তীতে দূর-দূরান্ত থেকে গায়করা আসেন—আসর বসে গানের মহারাজ স্মরণে।

সুন্দর অলঙ্কৃত ইতালিয়ান পাথরে ১৮৭৬এ তৈরি শাহজী মন্দির-এ সোনার রাধারমণ মূর্তিটিও সুন্দর। ঝুলন ও রাস উৎসবে ঝাড় লণ্ঠনগুলি আলোকিত হয়। ফোয়ারাও চালু হয় উৎসবকালে। আরও যেতে যমুনায় বস্ত্রহরণ ঘাট। যমুনা সরে গেলেও কদম্ববৃক্ষটি রয়েছে আজও। লাগোয়া কালীয় মর্দন মন্দির। স্বল্প যেতে পিতা-মাতা সহ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত হয়েছেন নন্দ ভবনে। আর গোপীনাথ জীউ-এর মন্দিরে শ্রীরাধিকা, সখী ললিতা ও বিশাখা রয়েছেন। মীরাবাঈ মন্দিরে করতাল হাতে সাধিকা মীরাবাঈ, শ্রীজীব গোস্বামীর রাধা দামোদর জী মহারাজ মন্দিরে শ্রীরাধা দামোদর, রাধামাধব, বৃন্দাবন চন্দ্র ছাড়াও নানান মন্দির নানান দেবতা। ২ টাকায় গোবর্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণের ডান পায়ের ছাপ, গরুর ক্ষুর, বাঁশি ও লাঠি দেখে নেওয়া যায়। আর আছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি রাধা দামোদর চত্বরে।

নিকুঞ্জবন বা সেবা কুঞ্জে আজও রাতে লীলা বসে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণর। মন্দির হয়েছে সখী-সখা সহ রাধা-কৃষ্ণর। কুণ্ডও

আছে—বাঁশী দিয়ে ঘোঁড়া ললিতা কুণ্ড। সাঁঝের পরে প্রবেশ মানা। রেমন রেতিতে ইস্কনের শ্রীশ্যাম আশ্রম—ঝলমলে সাজে মন্দির, দেবতা শ্রীরাধা-কৃষ্ণ। তেমনই জাঁকাল সমাধি হচ্ছে ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা ১৯৭৭এ প্রয়াত স্বামী প্রভুপাদের। মহাপ্রসাদ কিনতে মেলে মন্দিরে। কালীঘাটের কাছে মদনমোহনজী মহারাজ মন্দিরের মূল দেবতা কারায়ুনিতে স্থানান্তরিত।

বঙ্কুবিহারী মন্দিরে ঝাঁকি প্রথায় দেবদর্শনের প্রথা। ১৯২১এ তৈরি মন্দিরে হরিদাস স্বামীর নিধিবনে পাওয়া বঙ্কুবিহারী দেবতা। ১৬২৬এ তৈরি রাধাবল্লভ, ১০২৭এ তৈরি যুগলকিশোর, অপূর্ব শৈলীমণ্ডিত কাচের মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, শ্যামসুন্দর মন্দির, অষ্টসখীর মন্দির, গোপীনাথ মন্দির চলতে-ফিরতে দেখে নেওয়া যায়। অবস্থানও এদের ৩ কিমির মধ্যে বৃন্দাবনে। আর আছে বাঁদরের বাদরামি বৃন্দাবনের পথে ঘাটে। উচিতও হবে পায়ে পায়ে বা রিকশা-অটো-টাঙায় বৃন্দাবন দেখে নেওয়া। এমনকি বৃন্দাবনে অবস্থান করেও অটো বা টাঙায় ১০০ টাকায় মথুরাও বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

বৃন্দাবনে থাকারও নানান ব্যবস্থা। রিফাইন্ড/ডাবল রিফাইন্ড ধরমশালা অর্থাৎ গেস্ট হাউস গড়েছেন নানান বাণিজ্যিক সংস্থা। সুসজ্জিত, ডাবল বেডের বাথ সংলগ্ন ঘর ৫০ থেকে ১২৫ টাকায় মেলে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য: *Jaipuria GH, Iskcons International GH, Bhattar Smriti Bhawan, Baladev Das Smriti Bhawan, Nandavan (near Iskcon), Radhakrishna Seva Sangha*-Gurukul Rd, *Sree Krishna Dham, Maheswari Seva Sadan, Phogla Ashram, Manorama Goenka GH, Marwari Sevashram.* তেমনই অতিথিশালা গড়েছে নানান ধর্মীয় সংস্থা বৃন্দাবনে: *শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অতিথিশালা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গৌড়ীয় মঠ আশ্রম অতিথিশালা, শ্রীহরি নিকুঞ্জ আশ্রম, ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির গেস্ট হাউস* উল্লেখ্য। শতাধিক সাধারণ ধরমশালাও আছে বৃন্দাবনে: *পাঁচাশিয়া, মির্জাপুর, গোবিন্দ আশ্রম, পলিয়াওয়ালী, দিল্লীওয়ালী, অসমওয়ালী, অগ্রবাল, যুগলবিহার, রামযাত্রী নিবাস ছাড়াও নানান।* তেমনই হয়েছে ITDC-র নবোদ্যোগ *যাত্রীকা নিবাস,* Near Police Stn, Vrindavan Kotowali-তে।

মথুরা থেকে রেল সেতুতে বা নৌকায় যমুনা পেরিয়ে যমুনা ব্রিজ থেকে বাস বা টেম্পোয় ১০ কিমি দক্ষিণে মহাবন পৌঁছে পায়ে ৩ কিমি পরিক্রমায় দেখে নেওয়া যায় মহাবন তথা গোকুল। প্রাচীনকাল থেকেই এই বনভূমি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা-নিকেতন রূপে পূজিত হয়ে আসছে। কালের আবর্তে অতীত ধ্বংসে পেতে ২ কিমি দূরে যমুনা-পুলিনে নতুন করে গড়ে ওঠে পুরাণ-খ্যাত গোকুল। ১৪৭৯তে বল্লভাচার্যের কালে গোকুলের সমৃদ্ধি। জন্মাষ্টমী, অন্নকূট, কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে ত্রিনবত মেলায় যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে গোকুলে। নন্দদ্বারে প্রবেশ—½ কিমি যেতে গোকুল পুরানী মহাবনে রয়েছে শ্রীনন্দ (কিল্লা) ভবন। কংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পালক পিতা নন্দ ও মাতা যশোদার হাতে প্রতিপালিত হন এখানে। তেমনই আছে চৌরাশিখাম্বা, বলরাম ও যোগমায়ার জন্মস্থান, তৃণাবৃত বধ, উখল বন্ধন, পুতনা বধ স্থল গোকুলে। ১½ কিমি ডানহাতি পথে নতুন গোকুল তথা রমনরেতিতে শ্রী উদাসীন কার্ষ্ণি আশ্রমে আছেন রমন বিহারী জী অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ।

মথুরা বাস স্ট্যান্ড থেকে UP Road Transport-এর বাস প্রতিদিন ৭-০০টায় ১৬০ কিমি পরিক্রমায় ৪৫ টাকায় ব্রজ দর্শনে যাচ্ছে। পথে গীতা মন্দির দেখিয়ে ৮-০০টায় বৃন্দাবন পৌঁছে ৮-৩০টায় বৃন্দাবন ছেড়ে ৫৬ কিমি দূরের নন্দগাঁও যাচ্ছে। টিলার টঙে ১২ শতকের শ্রীনন্দবাবার মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ ঘোষ ছাড়াও মা যশোদা, কৃষ্ণ-বলরাম মূর্তি রয়েছে। আর রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিকেতনের নানান স্মৃতি গ্রামময় ছড়িয়ে। অদূরে পান সরোবর—মন্দিরের ছাদ থেকে দেখে নেওয়া যায়। স্বল্প যেতে সংকেত বন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সংকেত লেনদেন স্থল। মন্দির হয়েছে, দেবতা—শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ। অদূরে অতীতের ব্রহ্মসারিন আজ হয়েছে বরসানা—শ্রীরাধিকার জন্মভূমি। ২৫২ সিঁড়ি উঠে টিলার টঙের মন্দিরে—শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দর কারুকার্যময় মন্দির। পাহাড়ের চারদিক ব্রহ্মার চতুর্মুখের প্রতীক। অদূরে প্রেম সরোবর—শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনস্থল। চারপাশের প্রকৃতিও সুন্দর। দূরে বিলাসঘর, ডাইনে মাধো সিং-এর তৈরি আর এক মন্দির। ২০ কিমি দূরে গিরি গোবর্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রের রোষানলে অতি বৃষ্টি থেকে সৃষ্টি বাঁচাতে ৭ দিন ৭ রাত শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি উৎপাটন করে এক আঙুলে ছাতার মতো তুলে জীবন বাঁচান ব্রজবাসীদের। মন্দিরও হয়েছে ১৫২০এ পাহাড়চুড়োয় আর ৪ কিমি দূরে বাজারের মাঝেও মন্দির হয়েছে বাস পথেই। চলার পথে কুসুম সরোবর। আরও যেতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। পাশাপাশি দুই কুণ্ড—স্নানে পুণ্য হয়।

U P Tourism-এর *পর্যটক আবাস গৃহ* হয়েছে রাধাকুণ্ড, বরসানা, গোকুল গাঁয়ে।

তেমনই জন্মাষ্টমীর পরের একাদশীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রী সনাতন গোস্বামীর প্রচলিত মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, বরসানা, গোবর্ধন, বলদেও, নন্দগাঁও দর্শন অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ বন পরিক্রমায় (২৬৯ কিমি) পায়ে হেঁটে ২২ দিনে টেম্পোয় ৯ দিনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় চলা যেতে পারে। কার্তিক মাসেও পরিক্রমার ব্যবস্থা করে গৌড়ীয় মঠ ও মদনমোহন মন্দির (পুরাতন) থেকে। আর ঝুলনকালে নানান ব্রজবাসী ৮৪ ক্রোশ বন পরিক্রমায় যাচ্ছেন ২১ দিনে পায়ে হাঁটায় ১২০০ টাকায়। ১০ দিনে ঘোড়ার গাড়ি ২৫০০, ৫ দিনে গাড়িতে ৩০০০ টাকায় সাঙ্গ করা যেতে পারে এ সফর। ডুলিও মেলে অতিরিক্ত খরচায়। প্রয়োজনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ,

বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ বা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ব্রজবাসী, পুরাতন গোবিন্দ মন্দির পাড়া, বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ, PC-281121, ✆ 442015কে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও মন্দির রয়েছে সহস্রাধিক বৃন্দাবনে। সকাল ৭—১১-০০ আবার ১৬—১৯-০০টায় খোলা থাকে বৃন্দাবনের মন্দির।

অগ্রহায়ণের শুক্লাদশমীতে **কংসবধ লীলা** আর এক বরণীয় উৎসব। বাল-বৃদ্ধ-যুবা মল্লের বেশে *শুরসে শুরসে* ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মথিত করে বীরদর্পে কংসের ডামি বধ করে। কতই না তাদের লম্ফঝম্ফ, কতই না হাঁক-ডাক —*কংস মারো মায়াপুরী আয়ো*। নৃত্যের তালে তালে কৃষ্ণ-বলরামকে কাঁধে নিয়ে মিছিল চলে। বিশ্রান্তি ঘাটে উৎসবের সমাপ্তি। *হিন্দোল* অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত দোলন যন্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর দোলনরূপ ঝুলন, হোলি, জন্মাষ্টমী চমকপ্রদ উৎসব মথুরা-বৃন্দাবনে।

সংকাস্য

শ্রাবস্তীতে অলৌকিকত্ব দর্শনের পর তেত্রিশ কোটি দেবতার স্বর্গে যান বুদ্ধ মাকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য। স্বর্গে অভিধর্ম প্রচারের পর গৌতম বুদ্ধ সংকাস্যেই অবতরণ করেন স্বর্গ থেকে—সেই স্মৃতিতে স্মারক-স্তূপ হয়েছে। সেই থেকে বৌদ্ধতীর্থও এই সংকাস্য।

আগ্রা থেকে রেলে সিকোহাবাদ পৌঁছে শাখা লাইনে ৭-২০ ও ১৬-০০টার ট্রেনে ৩ ঘণ্টায় পাখনা স্টেশন। পাখনা থেকে ১১.৩ কিমি দূরে সংকাস্যের এই বৌদ্ধতীর্থ। আবার কলকাতা থেকে দিল্লীর পথেও সিকোহাবাদ হয়ে বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। দূরত্ব ১২০১+৮০+১১.৩ অর্থাৎ ১২৯২.৩ কিমি কলকাতা থেকে। থাকার জন্য *PWD IH* ও *ধরমশালা* আছে।

> *মহান বৌদ্ধতীর্থ :*
>
> *বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ অর্থাৎ দেহাবসানের পর নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হতে প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ বুদ্ধের চিতাভস্ম ৮টি স্বর্ণ কলসে ভরে ৮ জন শিষ্যকে দেন ৮ স্থানে ৮টি স্তূপ গড়তে। কুশীনগর থেকে চিতাভস্ম যায় দেশের নানাদিকে। স্তূপও গড়ে ওঠে—রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বেঠদ্বীপ, পাবা এবং কুশীনগরে। যা আজ বৌদ্ধতীর্থ রূপে সর্বজন বিদিত। তবুও যেন মহান চার বৌদ্ধতীর্থ—নেপালের লুম্বিনীতে বুদ্ধের জন্ম; বুদ্ধগয়ায় পিপুল বৃক্ষ তলে সিদ্ধার্থর দিব্যজ্ঞান বা বোধের নবোদয় লাভ; বারাণসীর অদূরে সারনাথএ প্রথম বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ; আর গোরক্ষপুরের কাছে কুশীনগর-এ বুদ্ধর মহাপরিনির্বাণ অর্থাৎ দেহাবসান।*

সংকাস্য থেকে ৫০ কিমি পুবে আর কানপুরের ৮০ কিমি পশ্চিমে কানপুর-কাশগঞ্জ মিটারগেজ রেলে হর্ষবর্ধনের (৭ শতক) রাজধানী কনৌজ বা কাণ্বকুব্জ বেড়িয়ে নেওয়া যায়। গজনীর মামুদ লুণ্ঠন করে ধ্বংস করে অতীতের রাজধানী নগরী। আরও পরে ১৫৪০এ শের শাহর হাতে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটে এই কনৌজে। আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়মে দেখে নেওয়া যায় অতীত। তবে, অতীত বিনষ্ট হলেও আতরের সুবাস দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটক আকর্ষণ করে আজও।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে UP Tourism-এর *পর্যটক আবাস গৃহে* A-c D ২৭৫, A/c D ৩৫০, ডর্মি বেড ৬০ টাকায়।

কাশিয়া

অতীতের **কুশীনগর** আজ হয়েছে কাশিয়া। কাশিয়া বাজার থেকে ২ কিমির ব্যবধানে বৌদ্ধতীর্থ। নেপালে কপিলাবস্তু রাজ্যের লুম্বিনীতে সিদ্ধার্থর জন্ম। পিতা শুদ্ধোধন, মাতা মায়াদেবী। ৩৫ বছর বয়সে কপিলাবস্তু থেকে সত্যান্বেষণের উদ্দেশে তার জয়যাত্রা শুরু। শ্রাবস্তী ও বৈশালী হয়ে বোধিপ্রাপ্ত হন গয়া অর্থাৎ বোধগয়ায়। আর ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে হিরণ্যবতী নদীর পারে শালবীথিতলে মহামতি বুদ্ধর মহাপরিনির্বাণ লাভ। অতীতের পরিনির্বাণ চৈত্যের একটি শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৭৬এ। আর আছে নির্বাণ মন্দির—এক স্তূপকে ঘিরে। মূর্তি হয়েছে মন্দিরে ডানপাশ ফিরে হাতের উপর মাথা রেখে অন্তিম শয়নে শায়িত ভগবান তথাগতের। নানান ধ্বংসাবশেষ আশপাশ চারপাশ জুড়ে। আর আছে পুরাতন আশ্রম, মঠ, মন্দির, কংওয়ার মাতার স্থান, বুদ্ধের শেষকৃত্যের স্মরণে তৈরি অঙ্গার চৈত্য বা রামাভর টিলা লাগোয়া আশ্রম। আর হয়েছে নতুন তৈরি চীন, বার্মিজ ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ মন্দির। মিউজিয়মও হয়েছে অতীত সংগ্রহের। সাঁচীরই আঙ্গিকে স্তূপ গড়েছে জাপান কুশীনগরে।

UPSTDC-র *Travellers' Bungalow—Pathik Niwas,* ✆ 71038, DAB ৫০০, ৮২৫, A/c D ৮৫০, ১১০০, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে রিবেট মেলে; অবু: Manager, Kushinagar, Deoria, U P-274403. আর আছে *PWD IH, Mungadaw Arakanese RH,* ছাড়াও *বিড়লা, বুদ্ধ ও চীনা ধরমশালা*। দোকানপাটের অভাব—২½ কিমি দূরে কাশিয়ায় হোটেল-রেস্তোরাঁ মেলে।

লক্ষ্ণৌর পথে কুশীনগর বেড়িয়ে নেওয়া যায়। পথেই পড়ে গোরক্ষপুর জংশন। কলকাতা থেকে ৮১১, লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ২৭৮ কিমি। আর গোরক্ষপুরের ৫৩ কিমি পুবে কাশিয়া। বাস যাচ্ছে গোরক্ষপুর রেল স্টেশন থেকে ১½ ঘণ্টায় কুশীনগর হয়ে কাশিয়া বাজার। বাস আসছে ৩৫ কিমি দূরের জেলা সদর দেওরিয়া থেকেও কাশিয়ায়।

আবার গোরক্ষপুর থেকে বস্তি হয়ে ১১৬ কিমি দূরে বুদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধার্থের জন্মস্থান নেপালের লুম্বিনীও বেড়িয়ে ফেরা যায়। এছাড়া গোরক্ষপুর-গোণ্ডা শাখা রেলের নওগড় স্টেশনে পৌঁছে ৩৩ কিমির বাস পথে কাকারওয়া হয়ে আরও ১১ কিমি দূরের লুম্বিনী যাওয়া চলে। বর্ষায় দুর্গম হয়ে পড়ে এপথ। বাসও অনিয়মিত এপথে। তাই উৎসাহীদের উচিত হবে গোরক্ষপুর থেকে বাসে ৩ ঘণ্টায়

ভারত সীমান্তের সোনাউলি পৌঁছে ভৈঁরোয়া হয়ে লুম্বিনী বেড়িয়ে নেওয়া। বাসও চলে নিয়মিত গোরক্ষপুর থেকে সোনাউলি, সীমান্ত পেরুতেই ভৈঁরোয়া, ভৈঁরোয়া শহর থেকে লুম্বিনীর বাস মেলে। পথের দূরত্ব (৯০+½+৩½+২২) ১১৬ কিমি। নেপালের প্রোখরা ও কাঠমাণ্ডুও চলা যেতে পারে গোরক্ষপুর, সোনাউলি, ভৈঁরোয়া হয়ে। নিয়মিত বাসও চলে এ-পথে। হোটেলও আছে নানান গোরক্ষপুর ও ভৈঁরোয়ায়।

সম্রাট অশোকের তৈরি ২০০০ বছরেরও প্রাচীন পিলারে খোদিত রয়েছে আজও—এখানেই বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। আর রয়েছে—পুণ্যপুকুর, মায়াদেবীর মন্দির, খ্রিপূ ৩ থেকে ৪ শতকের নানান স্তূপের ধ্বংসাবশেষ, মৌর্যকালের মনাস্ট্রির ভগ্নাবশেষ, গৌতম বুদ্ধর মন্দির, তিব্বতীয় মনাস্ট্রি, ইন্টারন্যাশানাল পীস ফ্রেম ও শ্বেত মর্মরে মহেন্দ্র স্তম্ভ লুম্বিনীতে। অতীতের ধ্বংসাবশেষের জন্য লুম্বিনীর প্রসিদ্ধি। থাকার জন্য *ধরমশালা* ও *Lumbini G H*-এ DAB ভারতীয় ও নেপালীদের ৩০০্ বিদেশীদের ৬০০্ আছে। লুম্বিনীর ২৭ কিমি পশ্চিমে আজকের *Tilaurakot* ছিল অতীতকালের কপিলাবস্তু।

শ্রাবস্তী

৮ বৌদ্ধতীর্থের অন্যতম শ্রাবস্তীও বেড়িয়ে নেওয়া যায় গোরক্ষপুর থেকেই। গোরক্ষপুর-গোণ্ডা শাখা রেলের বলরামপুর পৌঁছে ১৮ কিমির বাস পথে শ্রাবস্তী। নিকটতম রেল স্টেশন Gainjahwa. আর নিকটতম বিমানবন্দর লক্ষ্ণৌ থেকে গোণ্ডা হয়ে বেড়িয়ে ফেরা যায় এই বৌদ্ধতীর্থ। লক্ষ্ণৌ থেকে দূরত্ব ১৯৭, গোরক্ষপুর ২৫৩, অযোধ্যা ১৪৭ কিমি। বাসও সংযোগ গড়েছে ত্রয়ীর সাথে। ইতিহাসখ্যাত কোশলরাজের রাজধানী শহর শ্রাবস্তী। ২৫টি বর্ষা ঋতু বাস করেন বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে। এই শ্রাবস্তীতেই বুদ্ধ নাস্তিক কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিশ্বাস গড়েন হাজার পাপড়ির পদ্মে বসে দিব্যজ্ঞানের অলৌকিকত্ব দেখিয়ে। বুদ্ধর বিশ্বজয়ের যাত্রা শুরুও এই শ্রাবস্তী থেকে। তবে, অতীত আজ লোপ পেতে বসেছে। নামও ছিল সেকালে সাহেথ-মাহেথ। জেতবন বিহারের পূবদ্বারে মহামতী অশোকের তৈরি মিনার দু'টিও লুপ্ত। নতুন করে মন্দির গড়েছে চীন ও বার্মিজ বৌদ্ধ সম্প্রদায় শ্রাবস্তীতে। আবার জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরও বার বার এসেছেন শ্রাবস্তীতে—সেকারণে জৈন তীর্থও শ্রাবস্তী। থাকার জন্য *PWD IH, চীনা ও বার্মিজ টেম্পল রেস্ট হাউস* ছাড়াও *ধরমশালা* আছে শ্রাবস্তীতে। আর বলরামপুরে হোটেল মেলে।

গোরক্ষপুর

রাপ্তী ও রোহিনী নদীর পাড়ে ৭৭ মি উঁচুতে NH-28 ও 29-এ গোরক্ষপুর। অতীতে নাম ছিল এর রামগ্রাম। রাজধানীও ছিল কোলিয়াদের সেকালে। দীর্ঘ পরে যোগী গোরক্ষনাথ থেকে জায়গার নাম হয় গোরক্ষপুর। তাপমান গ্রীষ্মে ৪৩.২—১৭.৬° আর শীতে ৩১.৫—৬.২° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। নিজস্ব আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও উত্তর ও পশ্চিম ভারতথেকে নেপাল যাত্রায় জংশন স্টেশন গোরক্ষপুর। উত্তর-পূর্ব রেলের সদর দপ্তরও বসেছে গোরক্ষপুরে। ট্রেন যাচ্ছে দিল্লী ১৪½ ঘণ্টায় ৭৮৩ কিমি, লক্ষ্ণৌ ৫½ ঘ ২৭৬, মুম্বাই ৩৫ ঘ ১৬৯০, বারাণসী ৫½ ঘ ২৩১। এমনকি কুমায়ুন পাহাড়ের যাত্রী নিয়ে নবতম ব্রডগেজ লাইনে কাঠগোদামও যাচ্ছে ট্রেন—হাওড়া-গোরক্ষপুর-কাঠগোদাম এক্স।

রেল, বিমান ও বাস আসছে ২৭৬ কিমি দূরের লক্ষ্ণৌ থেকে গোরক্ষপুরে। পথে পড়ে অযোধ্যা। অযোধ্যার দূরত্ব ১৩৬ কিমি। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ২৩১ কিমি দূরের বারাণসী থেকেও বাস ও ট্রেন আসছে গোরক্ষপুরে। এলাহাবাদের দূরত্ব ১৩৯, দিল্লী ৭৮৩, আগ্রা ৬২৪ কিমি। তেমনই বাস যাচ্ছে বৌদ্ধতীর্থ শ্রাবস্তী, লুম্বিনী, ১½ ঘণ্টায় কাশিয়ায় রেল স্টেশন থেকে, বারাণসী যাচ্ছে ৬½ ঘণ্টায় কাছারি স্ট্যান্ড থেকে, এছাড়াও উত্তর ও পূর্ব ভারতের নানান দিকে গোরক্ষপুর থেকে।

কলকাতা থেকে 3019 হাওড়া-কাঠগোদাম এক্স প্রতিদিন ২১-৫০এ, 1357 দিন ১৩-০০টায় হাওড়া-গোরক্ষপুর 5047 পূর্বাচল এক্স হাওড়া ছেড়ে ঝাঁঝা/ মধুপুর/ বরায়ুনি/ সমস্তিপুর/ মজঃফরপুর হয়ে ২০ থেকে ২২ ঘণ্টায় গোরক্ষপুর যাচ্ছে। ট্রেন যাচ্ছে হাতিয়া-রাঁচি-গোরক্ষপুর মৌর্য এক্স, গোরক্ষপুর-দ্বারভাঙ্গা-জয়নগর এক্স, গুয়াহাটি-দিল্লী আয়ুধ অসম এক্স, জম্মু-গুয়াহাটি লোহিত এক্স, নিউ দিল্লী-বরায়ুনি বৈশালী এক্স, দিল্লী-দ্বারভাঙ্গা শহীদ এক্স, লক্ষ্ণৌ-বরায়ুনি এক্স, গোয়ালিয়র-ছাপরা মেল, অমৃতসর-বরায়ুনি এক্স, গোরক্ষপুর-দাদার এক্স গোরক্ষপুর হয়ে। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ভাটনি, ছাপরা, সিওয়ান, বাল্মিকীনগর, গোণ্ডা, বরায়ুনি ছাড়াও ভারতের দিকে দিকে গোরক্ষপুর থেকে।

বাস থেকে ১ কিমি দূরে রেল স্টেশন। বিমান বন্দরের দূরত্ব ৯ কিমি। ট্যুরিস্ট অফিস বসেছে রেল স্টেশন ও শহরমুখী পার্ক রোডে গোরক্ষপুরে। রেল স্টেশনের সামনে থেকে (৫—২০-০০টায়) মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে নেপাল সীমান্তে ৯৩ কিমি দূরের ভারতীয় সীমান্ত শহর সোনাউলি। সোনাউলিতে বাস মেলে ৫—১৯-০০টায় প্রতি ½ ঘণ্টা অন্তর ৩ ঘণ্টায় গোরক্ষপুরের, বারাণসী যাচ্ছে সকাল-সাঁঝে ৯ ঘণ্টায়, এলাহাবাদ যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায়, লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ১১ ঘণ্টায়।

সোনাউলিতেও থাকার নানান ব্যবস্থা—সীমান্ত থেকে ৭০০ মি দূরে UP Tourism-এর *H Niranjana,* Sunola, Maharajganj, A-c D ২২৫্ ২৭৫্ A/c D ৩৫০্ ডর্মি ৫০, *Sanju L* আছে। তবুও অবস্থানে ভৈঁরোয়ায় হোটেলের আধিক্য মেলে। উচিতও হবে যাতায়াতের পথে ভৈঁরোয়ায় রাতে অবস্থান করা।

পায়ে পায়ে বা রিকশায় সীমান্ত পেরিয়ে নেপাল সীমান্তের ভৈঁরোয়া থেকে সকাল ৫—৯-০০ ও ১৫-৩০—২০-৩০টায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেড়ে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টায় ৩৮৫ কিমি দূরের কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে প্রাইভেট বাস। যাত্রীর আধিক্যে বিশেষ বাসও চলে। ১৮০ কিমি দূরের পোখরাও যাচ্ছে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টায় সকাল ও সাঁঝে। আর নেপাল গভর্নমেন্টের SAJA বাস যাচ্ছে ভৈঁরোয়া

বাজারের ইয়েতি হোটেলের বিপরীত থেকে ৬-৩০, ৭-৩০, ১৮-৩০, ১৯-৩০এ। গতি এদের দ্রুত, টিকিটের অত্যধিক চাহিদা হেতু অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয়। গোরক্ষপুর থেকে যাত্রায় উচিত হবে সকাল ৫-০০টার বাসে গোরক্ষপুর ছেড়ে ভৈঁরোয়া থেকে সকালের বাস ধরে দিনে দিনে কাঠমাণ্ডু পৌঁছে যাওয়া। পথশোভার আকর্ষণে দিনের বাস আদরণীয় হবে। হোটেলও আছে নানান ভৈঁরোয়ায়। আবার সীমান্ত থেকে ৩½ কিমি দূরে ভৈঁরোয়া শহর থেকেও দিনভর সার্ভিস বাস মেলে পোখরার—ঘণ্টা আটেকের পথ।

আর এক বৌদ্ধতীর্থ ২২ কিমি দূরের লুম্বিনীরও বাস যাচ্ছে ভৈঁরোয়া সিটি থেকে ১ ঘণ্টায়। বিকল্প পথও গিয়েছে লুম্বিনীর ভারতের আর এক সীমান্ত নওগড়/কাকারওয়া হয়ে। এপথের দূরত্ব ১০৮ কিমি। তবে উচিত হবে চলার ফাঁকে গোরক্ষপুর শহর থেকে ৫ কিমি দূরে নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু গোরক্ষনাথের মন্দিরটি দেখে চলা।

গোরক্ষপুর-বস্তি/গোণ্ডা শাখা রেলে গোরক্ষপুর জং থেকে ৭-১০, ১৩-১৫, ১৩-৩০, ১৭-২৫, ১৮-২০এর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ১ ঘণ্টায় ২৭ কিমি দূরের মঘর (Maghar) পৌঁছে রেল স্টেশন থেকে ৫ মিনিটের পায়ে হাঁটা পথে সন্ত কবীরের সমাধিও দেখে নেওয়া যায়। কবীরের মৃতদেহ নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের দাবি নস্যাৎ করে দেহটি ফুলে রূপান্তরিত হতে তিক্ততা ভুলে আধা ভাগ করে হিন্দুরা মন্দির আর মুসলিমরা মকবারা গড়ে সমাধিতে। তবুও প্রাচীর ব্যবধান গড়েছে মন্দির ও মসজিদের মাঝে। পর্যটনে উল্লেখ্য না হলেও ভক্তজনেরা বেড়িয়ে নিতে পারেন। ফেরার ট্রেন মেলে ৮-০০, ১০-০৮, ১৩-১০, ১৮-১০ ছাড়াও নানান মঘর থেকে গোরক্ষপুরে।

থাকারও নানান হোটেল গোরক্ষপুরে। রেল স্টেশনের বিপরীতে *Standard H,* S ১২৫, D ২০০, T ২২৫; *H Raj,* S ১০০, D ১৫০, A/c D ৩০০; *Gupta Tourist L,* D ১২৫-২০০; *H Siddhartha,* S ১০০, D ১৭৫, T ২২৫, A/c S ২২৫, D ৩০০; *Modern H,* D ১৫০-২২৫। রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে Nepal Rd-এ: *H Upvan,* S ১৫০, D ২৫০; লাগোয়া **H Bobina,* Nepal Rd, Gorakhpur-273001, ✆ 338677, S ২৫ D ৪৫ US$. শহরের গোলঘরকে ঘিরে—*H President,* S ১৭৫-২৫০, D ২২৫-৩০০, A/c S ৩২৫, D ৪৫০; *H Marina,* D ২০০-৩৫০, থাকা ও নিরামিষ আহার্যে অনন্য। *H Amber,* S ৮০, D ১৫০; *H Kailash,* D ১২৫-১৭৫; *H York,* D ২০০; *H Ganesh, Punjab H,* রেলের *রিটায়ারিং রুমও* আছে গোরক্ষপুরে।

আলিগড় : আগ্রা ৮২, দিল্লী ১৩৫, কানপুর ২৯২, বেরিলি থেকে ১৭৪ কিমি দূরে আলিগড়। অতীতের কয়েল (Koil) ১৭৭৬এ নামান্তর ঘটে হয়েছে আলিগড় অর্থাৎ High Fort. শহর থেকে ৩ কিমি উত্তরে ১১৯৪এ তৈরি দুর্গ সংস্কার হয়ে আধুনিকতা পায় ১৫২৪এ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আফগান, জাঠ, মারাঠা আর রোহিলদের সংঘর্ষে মালিকানা বদল হয় বার বার। ব্রিটিশের দখলে যায় ১৮০৩এ। তবুও যেন আলিগড়ের সমধিক খ্যাতি তার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে স্যার সৈয়দ আহম্মদ গড়ে তোলেন বিদ্যালয়—কালে কালে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশাল চত্বর জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান শাখা, প্রতিটি শাখার পৃথক পৃথক বাড়ি—মোগলি শৈলীতে গড়া। এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্লু-প্রিন্টও তৈরি হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

**H Ruby,* opp Roadways Bus Stand, G T Rd, Aligarh-202001, ✆ 28443, S ২৫০-৩২৫, D ৩৫০-৪২৫, A/c S ৫৫০, D ৬৫০, ছাড়াও হোটেল আছে নানান আলিগড়ে। বাসও সংযোগ গড়েছে সারা উত্তর ভারতের সাথে আলিগড়ের। দিল্লী ও আগ্রা থেকে বাস মেলে মুহুর্মুহু। ট্রেনও যাচ্ছে দিকে দিকে আলিগড় থেকে।
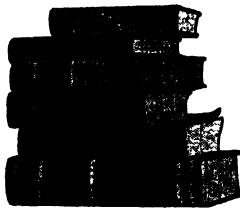
হরিয়ানা

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর পাঞ্জাবের হিন্দিভাষী এলাকাকে নিয়ে নতুন করে রূপ পেয়েছে হরিয়ানা রাজ্য। উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিমে পাঞ্জাব, দক্ষিণে রাজস্থান, পুবে উত্তর প্রদেশ। আর দিল্লীকে ঘিরে রেখেছে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম জুড়ে হরিয়ানা। পর্যটন কেন্দ্র সীমিত হলেও অবস্থান এদের দিল্লীর পশ্চিম জুড়ে সমতল ও আরাবল্লী পর্বতে। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের নানান ব্যবস্থা, গড়েও উঠেছে অতি আধুনিক সাজের নানান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স হরিয়ানায়। দিল্লী-আগ্রা রোডেঃ সূরযকুণ্ড, বাদখাল লেক, হোদাল; দিল্লী-জয়পুর রোডেঃ সুলতানপুর, দমদমা লেক, সোহনা; দিল্লী-অমৃতসর রোডেঃ পাণিপথ, কুরুক্ষেত্র, কারুয়া লেক, কালেশ্বর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, পিঞ্জোর গার্ডেনের অবস্থান। দিল্লী-চণ্ডীগড় রোডেঃ স্কাইলার্ক, পারাকীত, কিং ফিসার, ছাড়াও হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ হয়েছে প্রতিটি রাজপথে। পাখিদের নামে নাম। উড়েও বেড়ায় চেনা-অচেনা দেশী-বিদেশী নানান পাখি হরিয়ানার আকাশ ছেয়ে। এপ্রিলের মধ্যভাগে ঝলমলে *বৈশাখী* জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে হরিয়ানায়। এরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

হরিয়ান অর্থাৎ দেবলোক, এককালে পাঞ্জাবের এই অংশে দেবতারা বাস করতেন। মহাভারতখ্যাত কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধও ঘটেছিল আজকের হরিয়ানায়। আজও এরা যুদ্ধবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী। এমনকি ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামেও হরিয়ানার অবদান উল্লেখ্য। কৃষিতেও বিপ্লব এনেছে হরিয়ানা। জন্ম মুহূর্তের ঘাটতি পুরিয়ে আজ সে যোগান দিচ্ছে সারা ভারতকে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনেও হরিয়ানা আজ ভারত রাষ্ট্রে অন্যতম। জাতীয় আয়ে পাঞ্জাবের পরেই ভারত রাষ্ট্রে হরিয়ানার স্থান। হরিয়ানার আর এক স্মরণীয় ঘটনা—*একটি শিশু একটি গাছ* পরিকল্পনায় বনমহোৎসব। ১৯৮১-৮২তে ৬ কোটি, ৮২-৮৩তে ১২ কোটি বৃক্ষ রোপণ করেছে হরিয়ানা। সরকারি পরিচালনাধীন হরিয়ানা রোডওয়েজের আড়াই সহস্রাধিক বাস সড়ক সংযোগ গড়েছে সারা রাজ্য জুড়ে।

ভৌগোলিক অবস্থান পাঞ্জাবেরই মতো। রাজ্যের সদর দপ্তরও বসেছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার একসাথে চণ্ডীগড় শহরে। তবে, আবার ভাষার ভিত্তিতে রদবদল ঘটতে চলেছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে।

চণ্ডীগড় : পাঞ্জাব অংশে চণ্ডীগড় দেখুন।

কনডাকটেড ট্যুর: হরিয়ানা ট্যুরিজম, 111-113, সেক্টর 17-B, চণ্ডীগড়-160017, ✆ 31022 থেকে কনডাকটেড ট্যুরে ৪০ টাকায় চণ্ডীগড়, ৬৫ টাকায় পিঞ্জোরসহ চণ্ডীগড়, ৪০ টাকায় ছাটবীর দেখিয়ে আনে। শিশুদের রিবেট মেলে ভাড়ায়। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001, ✆ 3324911-তেও দপ্তর বসেছে হরিয়ানা ট্যুরিজমের। প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে হরিয়ানা দেখাতে দিল্লী থেকে এরা।

পিঞ্জোর উদ্যান

চণ্ডীগড় থেকে ২০, আম্বালা ৫৫, কালকার ৪ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে আম্বালা-কালকা NH-22-এ ভারতের প্রাচীনতম যাদবীন্দ্র উদ্যান পিঞ্জোরে। বাস ও ট্যাক্সি যাচ্ছে সেক্টর ১৭ চণ্ডীগড় থেকে আর কালকা থেকে বাস আসছে রেল স্টেশন থেকেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস। আবার হরিয়ানা ট্যুরিজম প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে চণ্ডীগড় থেকে পিঞ্জোর দেখাতে ছুটির দিনগুলিতে।

পাঞ্জাবের গভর্নর ফিডাই খানের (ঔরঙ্গজেবের পালিত ভাই) হাতে ১৭ শতকে ৭ ধাপে রূপ পেয়েছে পিঞ্জোর উদ্যান। প্রসার পেয়েছে উত্তরকালে পাতিয়ালা রাজাদের হাতেও। ধাপের পর ধাপ নিচে নামা, মোগল ও রাজস্থানী শৈলীর শিশমহল, এর নিচে রঙমহল, জলমহল—ভবনের পর ভবন, মনোরঞ্জনের নানান ব্যবস্থা। পিঞ্জোরের ফোয়ারাও (রবিবার চালু) আর এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্রবাদ, বনবাসকালে পাণ্ডবরাও কিছুকাল অবস্থান করেন পিঞ্জোরে। নামটিও পঞ্চপাণ্ডব থেকে পঞ্চপুর বা পাঁচপুরা ছিল সেকালে। কালে কালে পিঞ্জোর হয়ে থাকবে। আর হয়েছে শিশু উদ্যান, মিনি চিড়িয়াখানা, জাপানিজ শৈলীর বাগিচা পিঞ্জোরে। অদূরেই NH 22-এ ৯-১১ শতকের ভীমা দেবী মন্দিরে দেবতা শিব ছাড়াও ছিলেন আরও পাঁচ দেবতা। এরও ভাস্কর্য তথা দেব আকর্ষণ কম নয় পর্যটকদের কাছে।

এমনকি, হরিয়ানার হিসার জেলার কুণাল গ্রামে প্রাক হরপ্পা কালের (৫০০০ বছর আগের) পরপর ৩টি পর্যায়ের হদিশ মিলেছে। পাওয়া গেছে সিলমোহর, ২টি রৌপ্য মুকুট, গলার হার, বালা, বাজু ছাড়াও নানান কিছু। খননে অনুসন্ধান চলছে ভুনা শহর থেকে ১২ কিমি দূরে সরস্বতী নদীর বামপাড়ে ৩৩ একর জায়গা জুড়ে প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের ১৯৮৬ খ্রি থেকে আজও।

বেগম সাহেবাদের প্লেজার রিসর্ট—*রঙমহল, শিশমহল* হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Yadavindra Gardens Budgerigar Motel,* Pinjore, ✆ Kalka 455, DAB ৩০০-৬০০, স্যুইট ৫৫০-৭৫০।

কুরুক্ষেত্র

**পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহুনি বর্ষাণ্য মিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্র মিতীহ পপ্রথে॥**

পর্যটক আকর্ষণ যথেষ্ট উল্লেখ্য না হলেও হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে চারযুগের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এক পবিত্র তীর্থ। ভারতীয় আর্যজাতির সর্বপ্রাচীন ধর্মক্ষেত্রও এই কুরুক্ষেত্র। পুরাকালে রাজা কুরু এখানে তপস্যা করেন—জায়গার নামও তাই কুরুক্ষেত্র। কথিত আছে, মহাভারতের ১৮ দিন ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ ঘটেছিল এই কুরুক্ষেত্রেই। বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধও কুরু ও পাণ্ডবদের এই ধর্মযুদ্ধ। স্বজন নিধনে ব্যাকুল অর্জুন যখন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চান তখন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন জ্যোতিস্মরে শিব সকাশে—যা বাণী হয়ে ভাগবত গীতায় স্থান পেয়েছে। *ভাগবত গীতা* হিন্দুদের কাছে অমৃত-সমান। স্মারকরূপে সুসজ্জিত বাগিচা হয়েছে। সূর্যগ্রহণের সময় এখানে এক বর্ণাঢ্য মেলা বসে। ঐ সময় কুরুক্ষেত্রের সরোবরে স্নানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়। এই বিশ্বাসে সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন সূর্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নান করতে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু হলে আত্মার মোক্ষলাভ হয়।

হরিয়ানা ☐ রাজধানী: চণ্ডীগড়। আয়তন: ৪৪২১২ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ১৬৩১৭৭১৫। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ১.৯৩%। পুরুষ: ৮৭০৫৩৭৯। নারী: ৭৬১২৩৩৬। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৩৩৯৫৫৯৬। বৃদ্ধির হার: ২৬.২৮%। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৭৪। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৩৬৯। সাক্ষরের হার: ৫৫.৩৩%। প্রধান ভাষা: হিন্দী; পাঞ্জাবী ও ইংরেজিরও চল আছে রাজ্য জুড়ে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৮৬৯০.০০ টাকা (১৯৯১)।

১৫ দিনে বেড়িয়ে আসুন দিল্লী, পাঞ্জাব, হিমাচলের সঙ্গে জুড়ে হরিয়ানা। বেড়াবার মরসুম—অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। মে-জুনে গরম, তাপমান ওঠে ৪৬° সেন্টিগ্রেডে। আর মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস বর্ষাকাল। দিল্লীর সাদৃশ্য মেলে হরিয়ানার তাপমানে। বৃষ্টি হয় শীতেও—ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে হরিয়ানায়।

১৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ৩৬৫ হিন্দুতীর্থ রয়েছে কুরুক্ষেত্রে। অতীতকালে ব্রহ্মা ছাড়াও নানান হিন্দু দেবদেবীর বাস ছিল এই কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ থানেশ্বরে। এমনকি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা এখানে বসেই বিশ্বের রূপ দেন। মনুস্মৃতিও লেখেন মনু কুরুক্ষেত্রে। পুণ্যতোয়া সরস্বতীও বয়ে যেত কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়ে সেকালে। সমুদ্র-সদৃশ ব্রহ্মা সরোবরটিও আর এক পুণ্যস্থান। স্নানে পুণ্যি মেলে। শিব মন্দির হয়েছে সরোবরের মাঝে—সেতুতে পারাপার। বিড়লা গীতা মন্দিরও হয়েছে সরোবরের পাড়ে। সরোবরের আর এক আকর্ষণ—শীতে দূর-দূরান্ত থেকে পরিযায়ী পাখিরা এসে নীড় বাঁধে। কুরুক্ষেত্রের আর এক দর্শন কুরুক্ষেত্র ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের শ্রীকৃষ্ণ মিউজিয়ম। পটচিত্র, কাংড়া, মধুবনী, পিছাবনী শৈলীর ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান প্রদর্শিত হয়েছে। তেমনই পল্লব, চোল ও নায়ক রাজাদের কালের ব্রোঞ্জ মূর্তিতেও শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান, হাতির দাঁতের বেণুগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ অনবদ্য। এখানকার কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর ও বাণগঙ্গা (শরশয্যায় শায়িত মৃত্যু-পথযাত্রী ভীষ্মের ইচ্ছাপূরণে বাণ মেরে অর্জুনের গঙ্গা থেকে জল উত্তোলন) সরোবর তিনটিই অতি পবিত্র। আর রয়েছে ভীষ্মকুণ্ড অর্থাৎ কুণ্ডের পাড়ে ভীষ্মের শরশয্যার স্থান, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গীতাভবন, সীতামাঈ, দুর্গামন্দির, জ্যোতিস্মর—তীর্থযাত্রী ও পর্যটক দুয়ের কাছেই সমান আকর্ষণীয়। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়েছে কুরুক্ষেত্রে। আর আছে ছোট্ট লাল মসজিদ ও সুন্দর এক সমাধি কুরুক্ষেত্রে। হরপ্পাকালেরও নানান নিদর্শন মিলেছে কুরুক্ষেত্রে। Huyen Tsang-ও হর্ষের কালে কুরুক্ষেত্রে আসেন—তাঁর ভ্রমণ ডায়েরিতে কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত মেলে।

৩ কিমি দূরের **থানেশ্বরও** আর এক হিন্দুতীর্থ। থানেশ্বরেও মন্দির, মসজিদ, সরোবর, শেখ চিল্লির সমাধি দেখে নেওয়া যায়। ৭ শতকে হর্ষবর্ধনের রাজধানীও ছিল এই থানেশ্বরে। ১০১১য় গজনির সুলতান মামুদ ধ্বংস করে থানেশ্বরের অতীত।

ভাল হোটেল নেই কুরুক্ষেত্রে, দোকানপাটেরও অভাব। অতি সাধারণ দোকানে চায়ের কাপে ক্লান্তি দূর করতে হয় পর্যটকদের। থাকার জন্য *PWD RH*—Pipli, *Thaneswar RH*, *বিড়লা মন্দির* ও *গৌড়ীয় মঠের গেস্ট হাউস* আছে। মঠের গেস্ট হাউসে থাকা ও অন্নপ্রসাদ মেলে। আর আছে *জ্যোতিস্মর ক্যানাল রেস্ট হাউস, পঞ্চায়েত ভবন, আগরওয়ালা, কালী কমলিওয়ালী,* রেল স্টেশনের কাছে *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও ভারত সেবা সরণ ধরমশালা* কুরুক্ষেত্রে। এছাড়াও হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Neelkanthi Krishna Dham Yatri Niwas*, NH 1, ✆ 31615, DAB ১৫০, A/c D ৩২৫, ছয় বেডের ডর্মিটরিতে বেড ৩০, করে আছে। থানেশ্বরেও হোটেল ও ধরমশালা মেলে।

তবে, কুরুক্ষেত্রে থাকার দরকার হয় না। সিমলা থেকে ফেরার পথে চণ্ডীগড় থেকে ৭-৪৫এর প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা বাসে আম্বালা ক্যান্ট হয়ে কুরুক্ষেত্র পৌঁছান। দিনে দিনে কুরুক্ষেত্র দেখে রাতের বাস বা ট্রেনে দিল্লী ফিরুন। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও যাচ্ছে ৫-৩৫, ৭-৪০, ১২-৪৫, ২০-৫৮য় কুরুক্ষেত্র ছেড়ে ৫ ঘণ্টায় দিল্লী জং। আর এক ডজন এক্স ট্রেন যাচ্ছে দিন-রাত্রি জুড়ে কুরুক্ষেত্র থেকে ৩ ঘণ্টায় দিল্লী। শতাব্দীর স্টপেজ নেই কুরুক্ষেত্রে। হাওড়া-দিল্লী-

কালকা, নিউ দিল্লী-ভাতিণ্ডা, নিউ দিল্লী-কালকা হিমালয়ান কুইন, ভিওয়ানি-কালকা একতা এক্স, দিল্লী-জম্মু, নিউ দিল্লী-অমৃতসর এক্স, বরায়ুনি-অমৃতসর এক্স, টাটা-হাতিয়া-পাঠানকোট এক্স, দিল্লী-নাঙ্গাল-উনা হিমাচল এক্স, পুনে-জম্মু-ঝিলাম এক্স, দাদার-অমৃতসর এক্স, মুম্বাই-অমৃতসর, দিল্লী-অমৃতসর ফ্লাইং মেল প্রতিটা ট্রেন কুরুক্ষেত্র/আম্বালা ক্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে দিল্লী জং থেকে ৭-৪৫, ১৫-০০টায়; নিউ দিল্লী থেকে ১৮-৩৭এ কুরুক্ষেত্রে। দিল্লীর দূরত্ব ১৫৬, আম্বালা ৪৭ আর চণ্ডীগড় ৮৮ কিমি। আবার বাসে হরিদ্বারও চলা যেতে পারে কুরুক্ষেত্র থেকে। এছাড়াও বাস সংযোগ গড়েছে রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের নানান শহরের সাথে কুরুক্ষেত্রের। কুরুক্ষেত্রে বাস স্ট্যান্ড দুই—দুইয়ের মাঝে ব্যবধান ৩ কিমি। বাস, অটো, রিকশা চলছে। পিপলি (পুরাতন) স্ট্যান্ড G T Rd থেকে প্রতি ১০ মিনিটের ব্যবধানে বাস মেলে পাঞ্জাব, হিমাচল ও জম্মুর; দিল্লী যাচ্ছে মুহূর্মুহু দূর-দূরান্ত থেকে এসে নানান বাস। আর নতুন স্ট্যান্ড থেকে বাস যাচ্ছে—সিমলা ৭-৩০ঘণ্টায়, কাটরা ৮-০০ ঘ, হরিদ্বার ৮-০০ ঘ, জয়পুর ৮-৩০ ঘ, মথুরা ৪-৪০ ঘ, সুখা (কাংড়া) ৭-৩০ ঘণ্টায়; যমুনানগর যাচ্ছে ১৫ মিনিট অন্তর, দিল্লী যাচ্ছে ৩০ মিনিট অন্তর। এমনকি চণ্ডীগড়-দিল্লী A/c বাসও যাচ্ছে কুরুক্ষেত্র হয়ে।

তবে দিল্লী যাত্রীদের উচিত হবে কুরুক্ষেত্র থেকে ৫ কিমি দূরে NH1-এ পিপলিতে হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Parakeet Motel*, Pipli, ✆ 30250, A/c D৩২৫-৪৫০-তে রাত কাটিয়ে পরদিন শহর বেড়িয়ে পিপলি থেকে বাসে ৬৬ কিমি দূরের পাণিপথ চলা। পাণিপথের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রটিও শিহরন জাগায় দর্শকদের। বার বার তিন বার রক্তস্নাত হয়েছে পাণিপথ। ১ম যুদ্ধে দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোধীকে হারিয়ে বাবর মোগল সাম্রাজ্য পত্তন করেন ১৫২৬এ ভারতে। স্মারকরূপে যুদ্ধের দৃশ্যাবলী খোদিত প্লেট বসেছে। ১৫৫৬য় আকবরের কাছে পাঠান নায়ক হিমুর পরাজয় ঘটে ২য় যুদ্ধে। আর ৩য়— ১৭৬১তে আহম্মদ শাহ দুরানীর হাতে পরাভূত হয় সম্মিলিত মারাঠা শক্তি। তবে ইতিহাস রোমন্থন ছাড়া দেখার নেই কিছু পাণিপথে আজ। নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা মুসলিম ফকিরের সমাধিটি আর এক দ্রষ্টব্য পাণিপথে।

থাকার জন্য *PWD RH* ও হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Sky Lark, Panipat*, A/c D ৪৫০-৬০০, ডর্মি ৫০ আছে পাণিপথে। আর আছে **H Gold*, G T Rd, ✆ 22284, A/c S ৪৫০-৬২৫, D৫০০-৬৫০, স্যুইট ৮০০-৯৫০; *H Mid Town*, G T Rd, ✆ 32676, A/c D ৬৫০, স্যুইট ৯৫০; আম্বালা-কুরুক্ষেত্র-দিল্লী পথের পাণিপথ থেকে ট্রেন বা বাসে পৌঁছে যান ৮৭ কিমি দক্ষিণের দিল্লীতে।

আবার চণ্ডীগড়-দিল্লী NH-1এ পিপলি থেকে৩১ কিমি গিয়ে স্বর্গসুখের স্বাদ নিতে পারেন কার্নাল লেক বেড়িয়ে। পাণিপথের দূরত্ব ৩৫ আর দিল্লী ১২১ কিমি কার্নাল থেকে। মনোরম প্রকৃতির মাঝে ধীর-স্থির জলরাশি, নিথর-নিস্পন্দতা কার্নালের বিশেষত্ব। তারই মাঝে ভেসে চলেছে হংসবলাকা। আপনিও ভেসে পড়ুন বোটে করে লেকের জলে। লেকের পাড়ে গড়ে উঠেছে আর এক স্বর্গ হরিয়ানা ট্যুরিজমের *ডিলাক্স মোটেল*, A/c D ৪৫০-৬০০। বিপরীতে প্রচণ্ড বেগে বহমান ওয়েস্টার্ন যমুনা ক্যানাল। আর হয়েছে **H Jewels*, Kunjpura Rd, Karnal-132001, ✆ 255967, A/c S ৫৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০। কার্নালের আর এক অতীত ১৭৩৯এ মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে হারিয়ে নাদির শা দিল্লী থেকে ময়ূর সিংহাসনটি নিয়ে যান পারস্যে।

দিল্লী-মথুরা-আগ্রা পথে দিল্লী থেকে বাসে ২৫ কিমি গিয়ে ডানহাতি আরও ৪ কিমি যেতে ৭৬০ ফুট উঁচুতে আরাবল্লীর ঢালে ২টি পাহাড়ী টিলাকে সংযোগ ঘটাতে তৈরি হয়েছে ১২৭ একর ব্যপ্ত বাদখাল লেক। ফরিদাবাদ রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব ৫ কিমি। বাস, রিকশা, অটো যাচ্ছে। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে দেশী-বিদেশী নানান প্রজাতির পাখিরা ভেসে বেড়ায় লেকের জলে। মৃদু-মন্দ বাতাস ঢেউ খেলে চলে, সূর্যাস্তে রুজ লাগে সে ঢেউ-এ। লেকের জলে বোটিং, সুইমিং পুল বিমোহিত করে দর্শকদের। নালিও বেরিয়েছে চারপাশে। দেবমন্দিরও হয়েছে—শিব ও হনুমানের। চারপাশে সবুজে ছাওয়া, রঙবেরঙের ফুলের জলসা—উট, হাতি ও ঘোড়া রয়েছে পর্যটক বিনোদনের জন্য।

Camper Hut-এ A-c D ২২৫; *Minivet Hut*-এ A/c D ৪৫০-৮৫০, স্যুইট ৮৫০-১২৫০। আর আছে ৮ কিমি দূরে মথুরা রোডে *হলিডে ইন*। অবু: Manager, ✆ 216901 বা Haryana Tourism, No. 17, Sector 17-B, Chandigarh-160017.

দিল্লী-জয়পুর পথে দিল্লী থেকে ৫৪ কিমি দূরে সোনা পাহাড়ে গড়ে উঠেছে আর এক পর্যটক স্বর্গ। ফিরোজপুরের দূরত্ব ৫৯, গুরগাঁও ২৪, পালওয়াল ২৯, ভরতপুর ২১৫ কিমি। অতীতে সোনাও মিলত নদী চরের বালুবেলায় সারা শহর জুড়ে। চুড়ো থেকে চারপাশের প্যানোরামিক ভিউও সুন্দর দৃশ্যমান। ময়ূরেরা আজও আসে সোনা পাহাড়ে পর্যটকদের মনোরঞ্জন করতে।

থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে পাহাড়চুড়োয় *Sohna*-র *Camper Hut*-এ, ঘর ২২৫; *Barbet Hut*-এ A/c D ৪৫০-৬০০। এমনকি ৩ কিমি দূরের প্রস্রবণ থেকে জলও এসেছে নলে হাটের বাথরুমে। জলে সালফার আছে। নানান চর্মরোগের উপশম মেলে।

সুলতানপুর

দিল্লী-জয়পুর সড়কে নতুন দিল্লী থেকে ৪৬ কিমি দূরে ৪০০ একর জুড়ে লেকের বুকে গড়ে উঠেছে সুলতানপুর পক্ষী আলয়। আর রেলে জলন্ধর-ফিরোজপুর শাখায় সুলতানপুর স্টেশন। প্যাসেঞ্জারে $1\frac{1}{2}$ ঘণ্টার পথ। বাসও যাচ্ছে দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, জলন্ধর ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিক থেকে ১০ কিমি দূরের গুরগাঁও হয়ে

সুলতানপুরে। নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে শতাধিক প্রজাতির দেশী-বিদেশী পাখিরা নীড় বেঁধেছে লেকের পাড়ের বৃক্ষশাখে। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে সুদূর ইউরোপ, সাইবেরিয়া থেকে ফ্লেমিংগো, পেলিক্যান ছাড়াও নানানধর্মী পাখি আসছে বছরের পর বছর প্রতি বছর।

থাকারও ব্যবস্থা মেলে লেকের পাড়ে হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Rosy Pelican Complex*-এ D ২২৫-৩৫০, A/c D ৪৫০, ও *ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউস*-এ। ওয়াচ টাওয়ার বা মোটেলের ভিউ গ্যালারি থেকে চিনে নেওয়া যায়, দেখে নেওয়া যায় পাখিদের রোজনামচা। বাইনোকুলারেরও ব্যবস্থা আছে। আর আছে পাখি সংক্রান্ত লাইব্রেরি ও মিউজিয়ম। দিল্লী-সুলতানপুর পথে ৩২ কিমি দূরে গুরগাঁও-তেও *শ্যামা ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউস*, ✆ 20683, D ৩০০-৪৫০, হয়েছে হরিয়ানা ট্যুরিজমের।

আম্বালা

আম্বালাও ক্যান্টনমেন্ট নগরী—বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। আর আছে গির্জা, রেস কোর্স ও পার্ক। রেল ও বাস সংযোগ গড়েছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে আম্বালার। কুরুক্ষেত্রের প্রতিটা ট্রেনই আম্বালা হয়ে যাচ্ছে। নিউ দিল্লী-চণ্ডীগড় 2011 শতাব্দী এক্স, নিউ দিল্লী-কালকা 2005 শতাব্দী এক্স, চণ্ডীগড়-শ্রী গঙ্গা নগর 4711 ইন্টার সিটি এক্স, টাটা-পাঠানকোট এক্স, নিউ দিল্লী-অমৃতসর 2497 শানে পাঞ্জাব এক্স, পুনে-জম্মু ঝিলাম এক্স, কালকা-যোধপুর এক্স, ধানবাদ-লুধিয়ানা গঙ্গা শতদ্রু এক্সও যাচ্ছে আম্বালা হয়ে। তবে পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ সিমলা পাহাড়ের সংযোগকারী রেল স্টেশন রূপে। কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া হিমগিরি এক্স 3 6 7 দিন ভোর ৫-৩২, হাওড়া-অমৃতসর এক্স ৩-২০, হাওড়া-অমৃতসর মেল ৪-১৫য় আম্বালায় পৌঁছায়। শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই আম্বালায় যাচ্ছে ২২-৫৫য়। আর বাস যাচ্ছে আম্বালা থেকে রেল যাত্রীদের নিয়ে ১৫০ কিমি দূরের সিমলা পাহাড়ে। কলকাতা যাত্রীদের সিমলায় যেতে সময়ের কিছুটা সাশ্রয় মেলে এপথে।

সিসিল, *প্যারিস* ছাড়াও নানানধর্মী হোটেল আছে আম্বালায়। আর আছে হরিয়ানা ট্যুরিজমের *King Fisher*, Ambala, ✆ 58352, D ৪৫০-৮০০,। এছাড়া ৬০ কিমি দূরে পাঞ্জাবের পাতিয়ালাও বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধা আম্বালা ক্যান্টথেকে।

বদ্রীনাথ, হেমকুণ্ড, পঞ্চকেদার, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী, পিণ্ডারী, রূপকুণ্ড, মণিমহেশ, অমরনাথ, কৈলাস ও মানস সরোবর যেতে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে

** কলেরার ইঞ্জেকশন দিয়ে সার্টিফিকেট সঙ্গে নেবেন—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরেশনের হওয়া চাই। প্রাইভেট ডাক্তার বা নার্সিংহোমের সার্টিফিকেট গ্রাহ্য নয়। সঙ্গে সার্টিফিকেট না থাকলে ইঞ্জেকশন নেওয়া থাকলেও চলার পথে আবার নিতে হবে। আইন ও নিজ স্বার্থে এটা করা উচিত। * একটা বা দু'টো পলিথিনের বড় মাপের শিট নিন যাতে দরকার মতো বিছিয়ে বিছানা করা যায় আবার চলার পথে বেডিং জড়িয়ে নিতে পারেন। * দড়ি বা সুতুলি নেবেন। * বর্ষাতি, টর্চ, মোমবাতি, দেশলাই সঙ্গে রাখুন। * পাহাড়ে চলার বিশেষ ধরনের স্পাইক লাগান লাঠি। * একটা সান গ্লাস—সূর্যের কিরণ থেকে চোখ বাঁচান। * ক্রিম সঙ্গে নিন। * জল থেকে হতে পারে এমন অসুখ বা পাহাড়ে চলতে পায়ের ব্যথা কমাবার ওষুধ সঙ্গে নিন। * শুকনো খাবার, কিসমিস, শুকনো আমলকী বিট নুন দেওয়া * খালি পেটে পাহাড়ে হাঁটা উচিত নয়। * কমপক্ষে ২টি কম্বল অথবা স্লিপিং ব্যাগ, হাত মোজা, পায়ের মোজা, মাঙ্কি ক্যাপ, ফুল উলেন ইনার, সোয়েটার, পুরো হাতা জ্যাকেট * উইন্ডচিটার * হকি স্যু, হান্টার বা কেডস * একটি প্লাস্টিকের মগ * অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় নিজেকে সতেজ রাখতে গোল মরিচ, মিছরি ও এক শিশি মধু বা এক শিশি ডক্টর ব্র্যান্ডি সঙ্গে নিন।*

HARYANA
HIMACHAL PRADESH
PUNJAB
Pinjaur
Narayangarh
Bilaspur
Jagadhri
Pehowa
Ladwa
KURUKSHETRA
Kaithal
Nilu Kheri
Pundri
KARNAL
Kalanwali
Bijuwali
Ratiya
Narwana
Asandh
Fatehabad
Agroha
Barwala
JIND
UTTAR PRADESH
Hansi
Gohana
SONIPAT
Tosham
Meham
ROHTAK
Bawani
BHIWANI
Beri
Jhajjar
DELHI
Charkhi Dadri
RAJASTHAN
Pataudi
Sohna
Rewari
Mohana
Nuh

দিল্লী
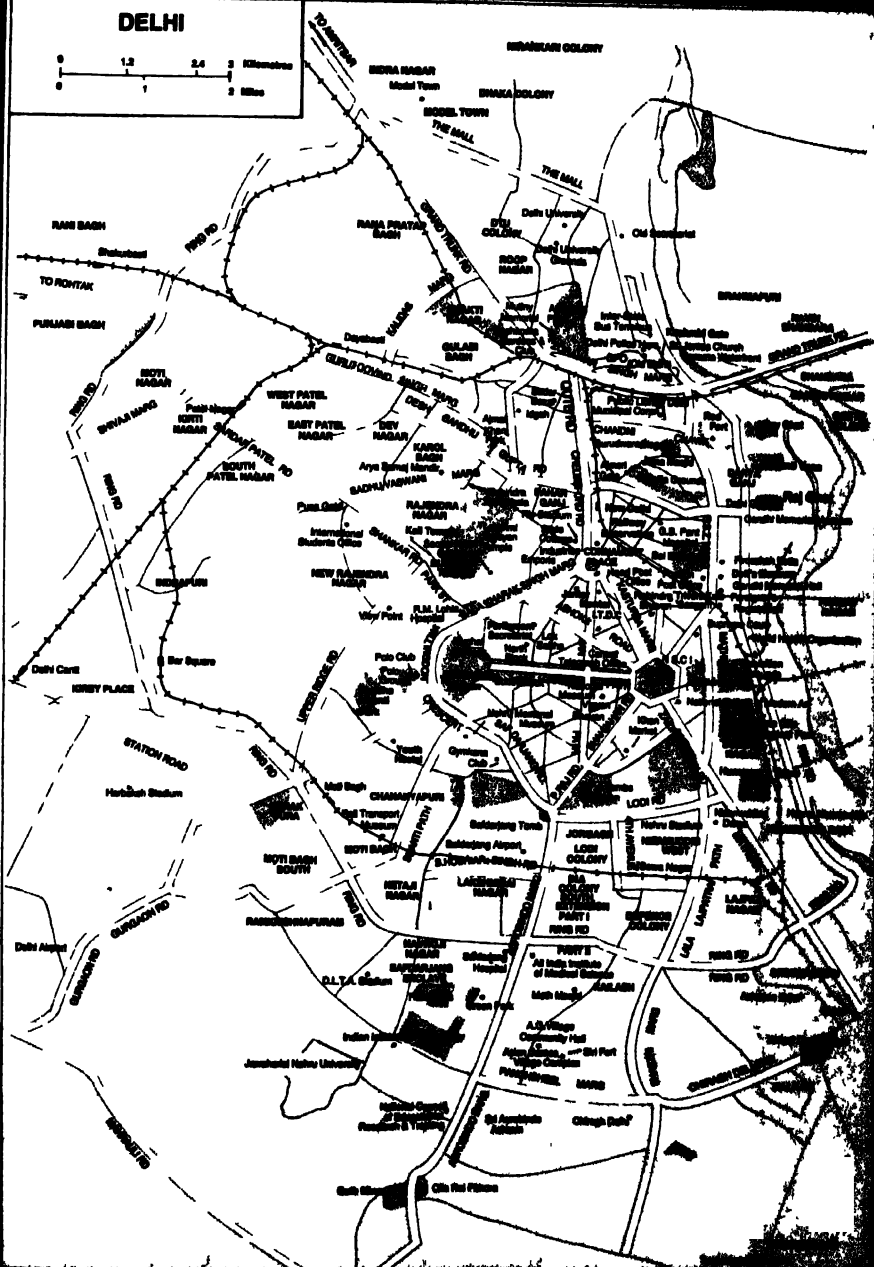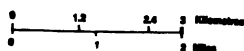
দিল্লী আজকের নয়। হাজার তিনেক বছর বয়স হবে দিল্লীর শরীর। খ্রিস্ট জন্মেরও ১০০০ বছর আগে মহাভারতের পাণ্ডবরা রাজত্ব করে গেছেন আরাবল্লী রেঞ্জের বুকে যমুনা কিনারের এই দিল্লীতে। তখন অবশ্য নাম ছিল এর *ইন্দ্রপ্রস্থ*—অবস্থানও ছিল আজকের পুরনো কেল্লাকে ঘিরে। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে আরাবল্লী পর্বত—পুবে বয়ে যেত খরস্রোতা যমুনা নদী। আর তার আগের কাহিনী ইতিহাসও ব্যর্থ হয়েছে ধরে রাখতে। তবে অতীতে আর্য সভ্যতাও প্রসার লাভ করেছিল এই দিল্লীকে ভর করে। যুগ পালটেছে। যুগ বদলের সাথে সাথে নামেরও বদল ঘটেছে—ইন্দ্রপ্রস্থ হয়েছে আজ নতুন দিল্লী। শুধু নামই-বা কেন, বদলেছে রাজ্যপাট, বদলেছে শাসক—বার বার এই দিল্লীর মসনদে। শাসক এসেছেন দেশ-দেশান্তর থেকে। স্মৃতি রেখে গেছেন তাঁরা ভাবীকালের পর্যটকদের জন্য। দিল্লীর সূর্য কুণ্ডটি (অধুনা হরিয়ানা) রাজপুত রাজাদের স্মারক হয়ে অতীত রোমন্থন করায় আজও।

ইতিহাস বলে ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে *দিল্লীকা* গ্রামে টোমর রাজপুত দলপতি অনঙ্গপাল *লাল কোট* নামে ১ম নগর গড়ে রাজধানীর পত্তন করেন। টোমর থেকে রাজ্য যায় চৌহান রাজপুতদের হাতে ১২ শতকে। এই বংশেরই শেষ শাসক রাজপুতরাজ পৃথ্বীরাজ ৩ প্রাচীরে ঘেরা ২য় নগরী *কিলা রায় পিথোরা* গড়েন কুতবের আশপাশে। ১১৯১এ বিতাড়িত তুর্কি হানাদারদের দ্বিতীয় আক্রমণে প্রাণ দেন পৃথ্বীরাজ পরের বছর। আর যুদ্ধ জয়ের স্মারকরূপে সুলতান কুতব-উদ-দিন গজনির অনুকরণে বিজয়স্তম্ভ গড়ে নিজ নামে নাম রাখেন কুতব মিনার। শুরু হয় দিল্লীতে মুসলমান *(দাস)* শাসন। একে একে দাস বংশ, খিলজি বংশ, তুঘলক বংশের সুলতানেরা রাজত্ব করে যান দিল্লীতে। আর খিলজিদের দখলে যেতে ১২৯০এ আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯০-১৩১৬) রাজ্যপাট গড়েন *সিরি* অর্থাৎ আজকের হজখাসে। তুরস্কের ঘোর থেকে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ৩য় নগরী *তুঘলকাবাদ* গড়েন কুতবের ১০ কিমি দক্ষিণ-পুবে আদিলাবাদে। গিয়াসুদ্দিনের পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলক সাময়িকভাবে দাক্ষিণাত্যে গেলেও দিল্লী ফিরে ৪র্থ নগরী *জাহানপানা* গড়েন কুতবের কাছে। খিরকী গ্রাম লাগোয়া দক্ষিণে কিলা রায় পিথোরা থেকে উত্তরে সিরি পর্যন্ত ব্যাপ্তি তার। ১৩৫১য় ৫ম নগরী *ফিরোজাবাদ* গড়েন ৩য় তুঘলক ফিরোজশাহ (১৩৫১-৮৮) আজকের পুরনো কেল্লায়। তবে ফিরোজশাহ কোটলা নামে সমধিক খ্যাত আজ। আবার রাজ্যপাট গড়ে সৈয়দ (১৪১৪) ও লোধী (১৪৫১) বংশ অতীতের তুঘলকাবাদে। ১৪৯২এ সিকান্দার লোধী দিল্লী থেকে আগ্রায় যান রাজ্যপাট নিয়ে—গড়েন দুর্গ, নিজ নামে নাম হয় তার সিকান্দ্রা। আবার শাসক বদল দিল্লীর মসনদে। বদল হয় রাজ্যপাট গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের হাতে ১৩২১এ কুতবের ১০ কিমি দক্ষিণ-পুবে তুঘলকাবাদে। তুঘলক কালেই (১৩৯৮) মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ঝটিকা সফরে আসে তৈমুরলঙ। যমুনার জলকে লাল করে দিয়ে দেশেও ফেরে তৈমুর। সঙ্গে যায় তার ১২০টি হাতির পিঠে দিল্লীর ঘর-বাড়ি সহ নানান কিছু। স্থপতিও সঙ্গে নেয় তৈমুর—গড়ে তোলে মসজিদ সমরখন্দে।

এর পরেই আসেন বাবর—ধমনীতে তার চিঙ্গীজ ও তৈমুরের রক্ত। ১৫২৬এ পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধীকে হারিয়ে পত্তন করেন দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য। আগ্রাও জয় করেন বাবর। স্থানান্তরিত হয় রাজ্যপাট দিল্লী থেকে আগ্রায় মোগল সম্রাটের। ১৫৩০এ বাবর-পুত্র হুমায়ুন নতুন করে রাজ্যপাট গড়েন *দিন পানাহ* ফিরোজাবাদের দক্ষিণে। আরও পরে আফগান নায়ক শের শাহ সুরীর হাতে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের পরাজয়ে সাময়িকভাবে দিল্লী যায় শের শাহর দখলে। গড়ে তোলেন নতুন রাজ্যপাট শের শাহ সুরী ইন্ডিয়া গেটের অদূরে পুরনো কিল্লায় ৬ষ্ঠ নগরী *শেরগড়*। দখল ফেরে হুমায়ুনের হাতে ১৫৫৫য় আবার। আর আগ্রা থেকে দিল্লী ফেরেন মোগল সম্রাট শাজাহান ১৬৩৯এ। গড়ে তোলেন ৭ম নগরী *শাহজাহানাবাদ* অর্থাৎ আজকের *লালকেল্লা* ফিরোজাবাদের উত্তরে। পিতা শাজাহানকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে মসনদে বসেন ঔরঙ্গজেব। বৈভব বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান ঔরঙ্গজেব ভিনধর্মীদের উপর আঘাত হেনে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে ১৭০৭এ মৃত্যুর সাথে সাথে। উত্তরসূরিদের দুর্বলতার সুযোগে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ১৭৩৯এ দিল্লী দখল করে। তবে, মসনদ ছেড়ে লুঠের মালে তুষ্ট নাদির ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর মণি-সহ নানান ধনদৌলত নিয়ে দেশে ফেরে। সবশেষে বাণিজ্যের *বোরখা* পরে ব্রিটিশ আসে ১৮০৩এ দিল্লীর মসনদে। তবে, রাজ্যপাট চলে ১৮৫৭ পর্যন্ত লাল কেল্লায় মোগল দরবারের। আর, ১৯১১র ডিসেম্বরে কিং জর্জ ৫ম ভারতে এসে দরবারে বসে ঘোষণা করেন—কলকাতা

দিল্লীর মসনদে মোগল শাসক	
বাবর	১৫২৭—১৫৩০
হুমায়ুন	১৫৩০—১৫৩৮
	১৫৫৫—১৫৫৬
আকবর	১৫৫৬—১৬০৫
জাহাঙ্গীর	১৬০৫—১৬২৭
শাজাহান	১৬২৭—১৬৫৮
ঔরঙ্গজেব	১৬৫৮—১৭০৭

থেকে রাজ্যপাট তুলে দিল্লী যাবার। সাময়িকভাবে শাহজাহানাবাদের দক্ষিণে ব্রিটিশ ভাইস রিগ্যালের দপ্তর বসলেও রূপ পায় ব্রিটিশের হাতে পরিকল্পিতভাবে গড়া ৮ম নগরী—নামও হয় তার *নতুন দিল্লী*। তবে, আনুষ্ঠানিকভাবে পত্তন হয় নতুন দিল্লী ১৯৩১এর জানুয়ারি মাসে। আজকের দিল্লী এই পট-বদলের স্মৃতিভারে গর্বিত। দিল্লী ভ্রমণার্থীরাও অভিভূত হয়ে পড়েন ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে পৌছে।

সবশেষে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট জাতীয় পতাকা উড়লো দিল্লীর লালকেল্লায় দীর্ঘ ২০০ বছরের ব্রিটিশ-রাজের ইউনিয়ন জ্যাককে নামিয়ে দিয়ে। আর ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে যায় দিল্লী। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় দপ্তর বসেছে আজ দিল্লী অর্থাৎ ব্রিটিশের গড়া নতুন দিল্লীতে। প্রাক-স্বাধীনতার কালে মুসলিম অধ্যুষিত দিল্লীতে উর্দুর প্রতিপত্তি আজ পাঞ্জাবি দখল নিয়েছে। দিল্লী থেকে মুসলিম আর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাবি পরস্পরে দেশান্তরিত হয়েছে। তাই পাঞ্জাবিয়ানা প্রকট আজকের দিল্লীতে।

২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সঙ্গে সারা দিল্লী নগরীই সেজে ওঠে উৎসবের সাজে। আলোর সাজ পরে সারা শহর। অংশ নেয় শোভাযাত্রায় সারা ভারত থেকে আসা লোকনৃত্যের দল। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক আসেন এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখবার জন্য দিল্লীর ইন্ডিয়া গেটে।

তেমনই শহরের আর এক আকর্ষণ দশেরা বা রামলীলা। ১০দিন ব্যাপী উৎসব চলে অক্টোবরে রামলীলা ময়দানে। আতসবাজি পোড়ে, নানানধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে দিল্লীও সেজে ওঠে আলোকমালায়। রাবণও পোড়ে আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে। মুসলিম উৎসব বকরি ঈদ ও মহরমও জাঁকালো উৎসব দিল্লী নগরীতে। তবে, হোলির উন্মাদনা কালে উচিত হবে দিল্লীর পথ এড়িয়ে চলা।

নতুন দিল্লীর নতুন আকর্ষণ উইলিংডন ক্রিসেন্টে ১৯৮২র ২রা অক্টোবর ৩৩.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি শহীদ স্মৃতি অর্থাৎ *স্বাধীনতার পথে যাত্রা।* শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর শেষ ভাস্কর্য—২৬×৩ মি বেদিতে মিছিলের ধাঁচে ১১টি ব্রোঞ্জ মূর্তিতে রূপ পেয়েছে। পুরোভাগে তার জাতির জনক গান্ধীজী। এমনকি নবম এশিয়াডের রুজ আজও মোছেনি দিল্লী নগরী থেকে।

ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম শহর দিল্লী। আজকের দিল্লী গড়েও উঠেছে দু'টি ভাগে। লালকেল্লার পশ্চিমে প্রাচীরে ঘেরা মোগল বাদশাদের শাহজাহানাবাদে ওল্ড দিল্লী—সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঘিঞ্জি শহর। পুরনো দিল্লী নামে সমধিক খ্যাত হলেও দিল্লীও বলে থাকে লোকে একে। দিল্লী জংশন রেল স্টেশনটিও পুরনো দিল্লীতে। সামান্য উত্তরে কাশ্মীরি গেটে ইন্টার স্টেট বাস টারমিনাসটিও পুরনো দিল্লীতে। বাসও যাচ্ছে সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিগ্বিদিকে কাশ্মীরি গেট থেকে। দিল্লী গেটের অদূরে বামহাতি যমুনা আর ডাইনে অরুণা আসফ আলি রোড শেষ হতেই নতুন ও পুরাতন দুই দিল্লীর সন্ধিস্থলে রামলীলা ময়দান। সীমান্তও গড়েছে কার্যত দেশবন্ধু গুপ্ত ও অরুণা আসফ আলি রোড নতুন ও পুরাতনের মাঝে।

দিল্লী ☐ রাজধানী: নতুন দিল্লী। আয়তন: ৪৯১ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা ৯৩৭০৪৭৫। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ১.১১%। পুরুষ: ৫১২০৭৩৩। নারী: ৪২৪৯৭৪২। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৩০। বৃদ্ধির হার: ৫০.৬৪%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৬১৩৯। সাক্ষরের হার: ৭৬.০৯%। প্রধান ভাষা: হিন্দি। পাঞ্জাবি-উর্দু-ইংরেজিরও চলন আছে। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৫৩১৫.০০ টাকা।

বেড়াবার উপযুক্ত সময়: অক্টোবর, নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস। তবে, শীতের আধিক্য আছে। ব্যাপ্তিও বেশী শীতকালের—নভেম্বর শেষ থেকে মার্চের প্রথম। তাপমান থাকে ২৫.৪ থেকে ১০.৫° সেন্টিগ্রেডে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ০° সেন্টিগ্রেডেও নেমে থাকে তাপমান। সঙ্গে কনকনে হাওয়া দিল্লীর আকাশে। যথেষ্ট উলেন দরকার শীতের দিল্লীতে। আবার ঠিক তেমনই গরমেরও আধিক্য আছে এপ্রিল থেকে জুন মাসে—৪১.৮ থেকে ২৫.৬° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে তাপমান। জুনের রাতে তাপমান ৪১° থেকে বেড়ে ৪৫° সেন্টিগ্রেডে চড়ে বসাও অস্বাভাবিক নয়। আর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ মনসুন বিঘ্ন ঘটায় দিল্লী ভ্রমণে।

৫ দিনে দিল্লী বেড়ান সঙ্গে আগ্রা ও মথুরা জুড়ে। তবে উচিত হবে রাজস্থান বা হিমাচল প্রদেশ বা জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে জুড়ে ১৫ দিনে বেড়িয়ে নেওয়া।

আর ব্রিটিশের গড়া পরিকল্পিত শহর অর্থাৎ নতুন দিল্লীতে রাজধানী বসেছে ভারত রাষ্ট্রের। তবে, ব্রিটিশের গড়া রাজা-রানী-তাত্ত্বিকদের মূর্তি অপসৃত হয়েছে শহর থেকে। পথেরও নামান্তর ঘটেছে—*কুইন ভিক্টোরিয়া রোড* হয়েছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, *কার্জন রোড* হয়েছে কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, *ক্লাইভ রোড* হয়েছে ত্যাগরাজা, *কুইনস ওয়ে* হয়েছে রাজপথ, *সার্কুলার রোড* হয়েছে নেহরু মার্গ, *কনট প্লেস*

হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী, *কনট সার্কাস* হয়েছে রাজীব গান্ধী ছাড়াও নানান। মসৃণ পথঘাট, আধুনিক বাড়ি-ঘর, অফিস-কাছারি সবেরই যেন মাদকতা গুণ আছে পর্যটক আকর্ষণের। নিউ দিল্লী রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই সামনে পাহাড়গঞ্জ আর দক্ষিণে চেমসফোর্ড রোড গিয়ে মিলেছে কনট প্লেসে।

নতুন দিল্লীর অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র দিল্লীর চোখের মণি কনট প্লেস। সওদাগরী অফিস, দোকানপাট, সাধারণ হোটেল, দেশী-বিদেশী বিমান দপ্তর, নানান ব্যাঙ্ক ও ভ্রমণ সংস্থার দপ্তর বসেছে নতুন দিল্লীর কনট প্লেসে। পথও বেরিয়েছে কনট প্লেস থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, নৈঋত, ঊর্ধ্ব ও অধেঃ। বাম থেকে বিবেকানন্দ মার্গ, বরাখাম্বা রোড, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, জনপথ, পার্লামেন্ট স্ট্রিট, খড়ক সিং মার্গ, ভগৎ সিং রোড, পাঞ্চকুইন মার্গ সবেরই প্রস্থান কনট প্লেস থেকে। আর, অধেঃ অর্থাৎ পাতালে বসেছে শীতাতপ পালিকা বাজার। কনট প্লেসের দক্ষিণে রিগ্যাল সিনেমা, উত্তরে প্লাজা সিনেমা —বাস ও মিনি বাস চলছে এই দুই সিনেমাকে ছুঁয়ে নতুন ও পুরনো দিল্লীর দিকে দিকে। আর চলছে ট্যাক্সি ও অটো মিটারে। ২০ কেজির অতিরিক্ত লাগেজে মাশুল লাগে। তেমনই রাত ২৩-০০ থেকে ভোর ৫-০০টায় ভাড়া দেয় দেড়া। যে কোনও সমস্যায় অভিযোগ করুন ✆ 3319334-এ। পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভাড়াতেও ৪ যাত্রীর অটো চলে দিল্লীর রাজপথে। পুরনো দিল্লী অর্থাৎ চাঁদনি চক, কাশ্মীরি গেট এলাকায় রিকশাও চলছে। তবুও যেন কিছুটা বিভ্রান্তি দিল্লীর পথে। ট্যাক্সি চালকের চাতুরীর শিকার হয়ে ঘুরপাক খাবার অভিজ্ঞতা যাত্রীমাত্রই নানান। পায়ে হাঁটতেও সতর্কতা পদে পদে।

চেমসফোর্ড কনট প্লেস পেরিয়ে আরও দক্ষিণে চলেছে জনপথ হয়ে। নতুন দিল্লীর আর এক ব্যস্ততম পথ এই জনপথ। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর বসেছে ৮৮ জনপথে। সোম থেকে শুক্র ৯—১৮-০০, শনিবার ৯—১৩-০০টায় (রবিবার বন্ধ) পর্যটকদের সবরকম সহযোগিতা মেলে। জনপথ আরও দক্ষিণে মিলেছে গিয়ে রাজপথ-এ। রাজপথের পুবে ইন্ডিয়া গেট আর পশ্চিমে ভারত রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ও রাষ্ট্রপতি ভবন। আরও দক্ষিণে নয়া দিল্লীর অভিজাত বসতি এলাকা—ডিফেন্স কলোনি, লোধী কলোনি, গ্রেটার কৈলাশ, বসন্ত বিহারের অবস্থান। ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশানাল বিমান বন্দরটিও রাজপথ থেকে ডালহৌসী রোড/ সর্দার প্যাটেল মার্গ/ প্যারেড রোড হয়ে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে। পথে পড়ে দিল্লীর আর এক গর্ব সারা বিশ্বের বিত্তে গড়া দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রের দূতাবাসপুরী ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ চাণক্যপুরী। তারকাখচিত নানান হোটেল এই চাণক্যপুরীতে গড়ে উঠেছে। তবে ঐতিহাসিক মোগলি স্মারক—লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ, চাঁদনি চক, সবেরই অবস্থান পুরনো দিল্লীকে ভর করে। দিল্লীর আকর্ষণ আজ ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে কম নয়। এমনকি সারা উত্তর ও মধ্য ভারতের ভ্রমণ সূচীও তৈরি করছেন দিল্লীকে ভর করে দেশী-বিদেশী ভ্রমণার্থী আজ।

দিল্লী ভারতের রাজধানী—তাই সারা ভারত থেকেই প্রতিনিধি এসেছেন দিল্লীর নগরজীবনে। যেমন বিচিত্র তাদের সাজসজ্জা, তেমনই বিচিত্র এদের মুখের ভাষা। আহার্যেও রূপান্তর ঘটেছে এই ভিনদেশীদের মুখে। পাঞ্জাবি খাবারের সঙ্গে পাবেন দক্ষিণ ভারতীয় ইডলি-দোসা। পাবেন মুম্বাই-এর ভেলপুরির পাশে পুরো বাঙালিয়ানা। নান আর রুমালি রুটিরও যথেষ্ট প্রশস্তি দিল্লীর হোটেল-রেস্তোরাঁয়। ১৬ শতকে মোগলদের সঙ্গে পারস্য থেকে আসা প্রণালীতে তৈরি মোগলাই খানার স্বাদও নিতে পারেন: *মোতি মহল*— M-30 গ্রেটার কৈলাস বা নেতাজী সুভাষ মার্গ, দরিয়াগঞ্জ; অদূরে গোলচা সিনেমার গলিতে নিরামিষ আহার্যের *সুবিধা শাকাহারী; নিরুলা*— বসন্ত বিহার; *দি হোস্ট*—এফ ব্লক, কনট প্লেস; *এম্ব্যাসী*—১১ডি কনট প্লেস-এ। বিরিয়ানির জন্য *এম্ব্যাসীর* যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। ঠিক তেমনই দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষ আহার্যের স্বাদ নিতে পারেন জনপথের *সোনা রূপায়*। আর চীনা আহার্য পরিবেশনে রিগ্যাল ব্লকের দ্বিতলে *ডিং ডঙ* যথেষ্ট খ্যাত। তেমনই কনট প্লেসের ই-ব্লকে *ইউনাইটেড কফি হাউস, ক্যাভেন্টার্স* দুয়েরই যথেষ্ট প্রশস্তি নানানধর্মী পানীয়ের সাথে আহার্য পরিবেশনে; তবুও যেন কনট সার্কাসের L Block-এ *হোটেল নিরুলা* আকর্ষণে অদ্বিতীয়। দেশী, চীনা ও কন্টিনেন্টাল মিল পরিষেবায় খুবই সুনাম এদের। ফাস্ট ফুড থেকে শুরু করে ঠাণ্ডা পানীয়ও মেলে। সংসদ মার্গের *কোয়ালিটি রেস্টুরেন্ট*-এরও দেশী-বিদেশী আহার্যের জন্য যথেষ্ট সুনাম। আর একান্তই উচিত হবে ২২ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, কনট প্লেস, ✆ 3721616-এর ঘূর্ণমান *পরিক্রমা রেস্টুরেন্ট*-এ আহার্যের স্বাদ নেওয়া। ***Potpourri***, এল ব্লক, কনট সার্কাস; ***Chopsticks***, এশিয়ান গেমস ভিলেজ, সিরি ফোর্ট রোড; চীনা ডিশের জন্য দুইয়েরই প্রশস্তি। আর ফাস্ট ফুডের স্বাদ নিন— ***Nizam's Kathi Kabab***, **Plaza Building** বা ***Wimpy's***, **N-5 Janpath/ Karolbagh/Greater Kailash/ Lajpat Nagar**-এর যে কোনও শাখায়। এছাড়াও হোটেল রেস্তোরাঁ রয়েছে নানান মানের কনট প্লেস তথা দিল্লীর পথেঘাটে। তেমনই আহার্য মেলে দিল্লীর প্রায় প্রতিটি হোটেলে। তারকাভূষিত হোটেলগুলিতে ভারতীয়, মোগলাই ছাড়াও নানান দেশী-বিদেশী ডিশ মেলে।

✈ দিল্লীতে বিমানবন্দর দুই। শহর থেকে ২০ কিমি দূরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইন্দিরা গান্ধী ইন্টার-ন্যাশানাল এয়ারপোর্ট। আর একই চত্বরে শহরমুখী ৪.৫ কিমির ব্যবধানে অন্তর্দেশীয় টার্মিনাল পালাম। দুইয়ের মাঝে শাটল কোচ সার্ভিস চালু। দুই টার্মিনালেই যাত্রী পরিষেবার নানান

ব্যবস্থা। ইন্দিরা গান্ধী থেকে সারা বিশ্বের সঙ্গে বিমান সংযোগ রয়েছে দিল্লীর। বিমান আসছে এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়াও নানান বিদেশী সংস্থার দেশ-দেশান্তর থেকে দিল্লীতে। আর IAC, Alliance Air, Vayudoot ছাড়াও প্রাইভেট বিমান যাচ্ছে পালাম থেকে ভারতের দিকে দিকে। বিমানও এদের—Airbus, Boeing, Dornier ছাড়াও নানানধর্মী। দুই টার্মিনাল থেকেই এক্স সার্ভিস মেন এয়ার লিঙ্ক ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস (EATS)-এর বাস শহরে যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে। চলার পথেও যাত্রী তোলা-নামা করে অনুরোধে। তেমনই দিল্লী ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের বাসও যাচ্ছে এয়ার যাত্রী নিয়ে নিউ দিল্লী, দিল্লী জং ও কাশ্মীরি গেট বাস স্ট্যান্ডে। যাত্রী বাস (780). ট্যাক্সিও মেলে (মিটার প্রিপেড) বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে।

বিমান যাচ্ছে ২ ঘণ্টায় কলকাতা (৩ ফ্লাইট); ২ ঘণ্টায় মুম্বাই (৬ ফ্লাইট); ১¾ ঘণ্টায় আমেদাবাদ (২ ফ্লাইট); ২¾ ঘণ্টায় চেন্নাই (৩ ফ্লাইট); ২ ঘণ্টায় হায়দ্রাবাদ (২ ফ্লাইট); ২¾ ঘণ্টায় ব্যাঙ্গালোর (২ ফ্লাইট); ১⅞ ঘণ্টায় পাটনা; তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে প্রতিদিন মুম্বাই হয়ে ৪¾ ঘণ্টায়; 1 3 5 7 দিন ৪০ মিনিটে জয়পুর পৌঁছে উদয়পুর; 2 4 6 দিন জয়পুর, যোধপুর হয়ে ঔরঙ্গাবাদ। প্রতিদিন ২ ঘণ্টায় পুনে; ২¾ ঘণ্টায় গোয়া পৌঁছে কোচি যাচ্ছে ৪ ঘণ্টায় প্রতিদিন; 1 3 5 দিন বাগডোগরা হয়ে গুয়াহাটি, 2 6 দিন ২⅞ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছে ইম্ফল যাচ্ছে ৩¾ ঘণ্টায়; পাটনা হয়ে রাঁচি যাচ্ছে প্রতিদিন; প্রতিদিন ১⅞ ঘণ্টায় বারাণসী সরাসরি; প্রতিদিন ৩৫ মিনিটে আগ্রা পৌঁছে খাজুরাহো হয়ে বারাণসী; 1 3 5 7 দিন লক্ষ্ণৌ-পাটনা-কলকাতা; প্রতিদিন ভুবনেশ্বর; ১⅞ ঘণ্টায় জম্মু পৌঁছে শ্রীনগর যাচ্ছে ২¾ ঘণ্টায় প্রতিদিন, 1 3 5 দিন শ্রীনগর যাচ্ছে ১⅞ ঘণ্টায় সরাসরি; লে যাচ্ছে 2 4 6 7 দিন ১⅞ ঘণ্টায়, 1 3 5 দিন ১⅞ ঘণ্টায় সরাসরি; 1 3 5 দিন গোয়ালিয়র-ভূপাল-ইন্দোর; 2 4 6 7 দিন দিল্লী-ভূপাল-ইন্দোর; ভাদোদরা যাচ্ছে প্রতিদিন ১½ ঘণ্টায়; 2 4 6 দিন ৪০ মিনিটে চণ্ডীগড় পৌঁছে অমৃতসর; প্রতিদিন দিল্লী-নাগপুর-রায়পুর ছাড়াও বিমান যাচ্ছে IAC-র ভারতের নানান শহরে। আর এয়ার ইন্ডিয়া বা নানান বিদেশী সংস্থার বিমান ইন্টারন্যাশানাল ফ্লাইটে অন্তর্দেশীয় যাত্রীও বহন করে চলার পথে।

বিদেশেও উড়ান যাচ্ছে IAC-র দিল্লী থেকে। প্রতিদিন Kathmandu যাচ্ছে ১⅞ ঘণ্টায়, Muscat যাচ্ছে 2 4 6 দিন, Sharjah যাচ্ছে 1 3 5 দিন, Bangkok যাচ্ছে 4 7 দিন।

IAC-র দপ্তর বসেছে কনট প্লেসের অদূরে Kanchenjunga Building, Barakhamba Rd, ✆ 3312567; Asaf Ali Rd, ✆ 3274609; Ashok Hotel, ✆ 6110101; Connaught Place, ✆ 3310517; Parliament St, ✆ 3719168; Safdarjung Main Booking Office (7-00—21-00 hrs), ✆ 4620566; Flight : ✆ General 141/ Arr 142/ Dep 143.

IAC-র সহযোগী সংস্থা বায়ুদূতও সার্ভিস গড়েছে—রবি ছাড়া প্রতিদিন দিল্লী-লুধিয়ানা-চণ্ডীগড়, চণ্ডীগড়-কুলু, চণ্ডীগড়-সিমলা, 2 4 6 দিন দিল্লী-চণ্ডীগড়-ধরমশালা, 1 2 3 4 5 6 দিন দিল্লী-চণ্ডীগড়-কুলু, রবিবার দিল্লী-কুলু, যোধপুর-জয়সলমীর, কানপুর-লক্ষ্ণৌ, রবি ছাড়া প্রতিদিন দেরাদুন, 1 3 5 দিন পন্থনগরের সাথে দিল্লীর। এদের দপ্তর Malhotra Building, Janpath, ✆ 3312587.

আর যাচ্ছে প্রাইভেট বিমান: Jet Airways ✆ 6853700 Flight Information ✆ 3295404 সার্ভিস গড়েছে—আমেদাবাদ, বাগডোগরা, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা (২ ফ্লাইট), গুয়াহাটি, জম্মু, মুম্বাই (৫ ফ্লাইট), শ্রীনগর, গোয়া, পুনে, ম্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, কোচি, ঔরঙ্গাবাদ ছাড়াও নানান। Sahara India Airlines-ও সার্ভিস গড়েছে দিল্লী থেকে—মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, পাটনা, গুয়াহাটি ছাড়াও নানান। Skyline NEPC প্রতিদিন চেন্নাই, মুম্বাই (২ ফ্লাইট), কোচি, 1 5 দিন আগাত্তি, রবি ছাড়া প্রতিদিন ত্রিচী, শনি ও রবি ছাড়া প্রতিদিন ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে দিল্লী থেকে। Damania Airways প্রতিদিন ১¾ ঘণ্টায় আমেদাবাদ পৌঁছে মুম্বাই যাচ্ছে ৩ ঘণ্টায়, Delhi Reservation ✆ 6881122/ 3322525; Jet Airways যাচ্ছে প্রতিদিন ১¾ ঘণ্টায় আমেদাবাদ, প্রতিদিন ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে ২¾ ঘণ্টায়, প্রতিদিন গোয়া যাচ্ছে ২¾ ঘণ্টায়, প্রতিদিন ১¾ ঘণ্টায় বাগডোগরা পৌঁছে গুয়াহাটি যাচ্ছে ২¾ ঘণ্টায়, Delhi ✆ 3724724; East-West Airlines দৈনিক সার্ভিস গড়েছে দিল্লী থেকে ব্যাঙ্গালোর (২ ফ্লাইট), চেন্নাই, রবি ছাড়া প্রতিদিন কলকাতার, Delhi ✆ 3721510/3755167. এছাড়াও City Link Services, Jagan Airlines, Modi Luft, ✆ 6430689; Jagson Airlines, ✆ 3711069 সার্ভিস গড়েছে ভারতের নানান শহরের সঙ্গে দিল্লীর।

রেল সংযোগও গড়ে উঠেছে দিল্লীর—দুই সংযোগকারী স্টেশন দিল্লী জং ও নিউ দিল্লীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান ৪ কিমি। রেল, বাস (No 6), ট্যাক্সি ও অটো সংযোগ গড়েছে। নিউ দিল্লী থেকে ব্রডগেজ আর দিল্লী জং থেকে ব্রডগেজের চল থাকলেও মিটারগেজও যাচ্ছে। মিটারগেজে ট্রেন যাচ্ছে রাজস্থানের দিকে দিকে ৪ কিমি দূরের আর এক রেল স্টেশন দিল্লী সরাই রোহিলা থেকে। দিল্লীর আর এক রেল সংযোগকারী স্টেশন হজরত নিজামুদ্দিন। রেল যাচ্ছে—আগ্রা, গোয়া, আমেদাবাদ, আজমের, অমৃতসর, গোয়ালিয়র, ব্যাঙ্গালোর, বিলাসপুর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর, মুম্বাই, চণ্ডীগড়, নাঙ্গাল, কোচি, দেরাদুন, ডিব্রুগড়, ডিমাপুর, ফিরোজপুর, গোরক্ষপুর, গুয়াহাটি, সেকেন্দ্রাবাদ, জব্বলপুর, ইন্দোর, জম্মু, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, লামডিং, বারাণসী, এলাহাবাদ, চেন্নাই, মালদহ, ম্যাঙ্গালোর, মজঃফরপুর, নাগপুর, পাটনা, পুনে, পুরী, রায়পুর, রাঁচী, সিমলা, শিলিগুড়ি, টাটানগর, তিরুভনন্তপুরম, উদয়পুর, ওয়ালটেয়ার তথা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা— ভারত রাষ্ট্রের রাজধানী থেকে।

শীতাতপ রাজধানী এক্সও যাচ্ছে নতুন দিল্লী থেকে মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, তিরুভনন্তপুরম, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ, জম্মু, আমেদাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, পাটনা, ডিব্রুগড় ও কলকাতার মাঝে। প্রতিদিন ১৪৪১ কিমি দূরের হাওড়ায় যাচ্ছে ১৭¾ ঘণ্টায়, ১৩৮৪ কিমি দূরের মুম্বাই যাচ্ছে দিনে দুই ১৭ ঘণ্টায়। ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও গতি এদের দ্রুত। আহার-সহ ভাড়া রাজধানী এক্সে।

ভারতের দ্রুততম ট্রেন শতাব্দী এক্স। চলছে বারো জোড়া নতুন দিল্লী থেকে। আর চলে ব্যাঙ্গালোর থেকে হুবলি, মহীশূর-ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই, চেন্নাই-কোয়েম্বাটুর, মুম্বাই-ভাদোদরা-আমেদাবাদ। আর হাওড়া থেকে রাউরকেলা ও হাওড়া থেকে বোকারোর মাঝে। শীতাতপ শতাব্দী এক্সে গতির সঙ্গে ভাড়াতেও বৃদ্ধি ঘটে। আহার-সহ ভাড়া শতাব্দীতেও। 2003/2004 শতাব্দী কানপুর হয়ে ৪৮৭ কিমি দূরের লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ৬-২০এ নিউ দিল্লী ছেড়ে ৬¾ ঘণ্টায়, ফেরে ১৫-২০এ। ৬-১৫য় 2001/2002 শতাব্দী যাচ্ছে আগ্রা-গোয়ালিয়র-ঝাঁসী হয়ে ৭⅞ ঘণ্টায় ৭০৫ কিমি দূরের ভূপাল, ফেরে ১৪-৪০এ। 2015/2016 শতাব্দী এক্স ৬-১৫য় নিউ দিল্লী ছেড়ে ব্রডগেজে আলোয়ার/জয়পুর হয়ে আজমের যাচ্ছে

১২-৪০এ, ফেরে ১৫-৪০এ আজমের থেকে শতাব্দী। 2013/2014 শতাব্দী এক্স ১৬-৩০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে লুধিয়ানা- জলন্ধর হয়ে ৪৪৩ কিমি দূরের অমৃতসর যাচ্ছে ২২-২০এ, ফেরে ৫-১০এ। 2011/2012 শতাব্দী যাচ্ছে ৭-৩০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ১০-৩০এ চণ্ডীগড়ে, ফেরে ১২-২০এ। 2005/2006 শতাব্দী যাচ্ছে ১৭-১৫য় নতুন দিল্লী ছেড়ে আম্বালা ১৯-৩৩, চণ্ডীগড় ২০-১০এ পৌঁছে ২১-০০টায় ২৬৮ কিমি দূরের কালকায়, ফেরে ৬-০০টায়। 2017/2018 শতাব্দী যাচ্ছে বৃহস্পতিবার ছাড়া ৭-১০এ নিউ দিল্লী ছেড়ে ১১-০৯এ হরিদ্বার পৌঁছে ১২-২৫এ দেরাদুন, ফেরে ১৭-০০টায়। তেমনই আর এক ট্যুরিস্ট ট্রেন তাজ এক্স ৭-১৫য় হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে ২½ ঘণ্টায় আগ্রা পৌঁছে গোয়ালিয়র যাচ্ছে ১১-৫৫য়। দিনে দিনে একক যাত্রায় তাজ দর্শনার্থীদের উচিতও হবে শতাব্দী বা তাজ এক্সে আগ্রা চলা। ২০-১৮য় শতাব্দী, ১৮-৩৫এ তাজ এক্স আগ্রা ক্যান্ট ছেড়ে দিল্লী পৌঁছায় ২২-২৫/ ২১-৪৫এ। আর যাচ্ছে দিন-রাত্রি জুড়ে মধ্য-পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতের নানান ট্রেন দিল্লী, নিউ দিল্লী, হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আগ্রা ক্যান্ট/ফোর্ট হয়ে। আর এক পপুলার ট্রেন 4004/4003 ইন্টারসিটি এক্স ১৯-৩৫এ হজরত নিজামুদ্দিন ছেড়ে আগ্রা ক্যান্ট যাচ্ছে ২২-৪০এ; দিল্লী ফেরে আগ্রা ক্যান্ট থেকে ৬-০০টায় ইন্টারসিটি।

রেল রয়েছে দ্রুতগামী, শীতাতপ, মেল ও এক্স নানানধর্মী। কলকাতার সঙ্গে সরাসরি রেল সংযোগ গড়েছে বিহার ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে। দূরত্ব ১৪৪৫ কিমি, সময় নেয় ১৭½ থেকে ৩৮ ঘণ্টা। দ্রুতগামী ট্রেন A/c 2301 রাজধানী এক্স সপ্তাহের 1 2 4 5 6 দিন ১৭-০০টায় হাওড়া ছেড়ে ধানবাদ-গয়া-মোগলসরাই-এলাহাবাদ-কানপুর থেমে পরদিন সকাল ৯-৪০এ পৌঁছায় নতুন দিল্লীতে। কলকাতায় ফেরে নতুন দিল্লী থেকে 2 3 4 6 7 দিন ১৭-১৫-য়। আর 2305 রাজধানী এক্স 3 7 দিন ১৩-৪৫এ হাওড়া ছেড়ে মধুপুর-পাটনা-মোগলসরাই-এলাহাবাদ-কানপুর হয়ে ১০-০০টায় নতুন দিল্লী যাচ্ছে। ফেরে 1 5 দিন ১৭-০০টায় নতুন দিল্লী থেকে। 3 7 দিন 2421 ভুবনেশ্বর-হাওড়া-নতুন দিল্লী রাজধানী এক্সও যাচ্ছে ১৭-০০টায় হাওড়া ছেড়ে পরদিন ৯-৪০এ; ফেরে 1 5 দিন ১৭-১৫য় নতুন দিল্লী থেকে। আর যাচ্ছে 3 4 7 দিন ৯-১৫য় 2381 পূর্বা এক্স, 1 2 5 6 দিন ৯-১৫য় 2303 পূর্বা এক্স, প্রতিদিন যাচ্ছে ১৯-১৫য় 2311 কালকা মেল, ৯-৪৫এ 3007 তুফান উদ্যান আভা এক্স, ২১-০০টায় হাওড়া-দিল্লী 3039 জনতা এক্স, ২০-১৫য় শিয়ালদহ-দিল্লী 3111 লালকেল্লা এক্স। গন্তব্য প্রত্যেকের দিল্লী হলেও পথ এদের ভিন্ন ভিন্ন। ২৬ ঘণ্টায় পূর্বা এক্সে নতুন দিল্লী বা কালকা মেলে ২৪½ ঘণ্টায় দিল্লী জংশন (পুরনো দিল্লী) যাওয়াই সুবিধার।

তেমনই উচিত হবে জয়পুর চলার পথে ৫-৪৫এ দিল্লী সরাই রোহিলা (Delhi Sarai Rohila) ছাড়া 9617 গরিব নওয়াজ এক্সের যাত্রী হওয়া। গরিব নওয়াজ পৌঁছায় ১২-০০টায় জয়পুরে। গরিব নওয়াজ-এর একটা অংশ উদয়পুর যাচ্ছে (রবি ছাড়া) জয়পুর থেকে; আর ১৪-১০এ দিল্লী সরাই রোহিলা ছেড়ে ২২-০০টায় জয়পুর পৌঁছে পরদিন ১০-০৫এ উদয়পুর যাচ্ছে 9615 চেতক এক্স। এছাড়া ২২-১০এ দিল্লী-আমেদাবাদ মেল, ১৫-০৫এ দিল্লী-আমেদাবাদ আশ্রম এক্স, ২৩-১০এ দিল্লী-শেখাবতী এক্স; ২১-১০এ দিল্লী সরাই-আজমের 9621 এক্স। আর নবতম ব্রডগেজে ৬-১৫য় নিউ দিল্লী-আজমের 2015 শতাব্দী এক্স, ৫-১৫য় 2413 দিল্লী জং-জয়পুর এক্স, ১৭-০০টায় দিল্লী জং-জয়পুর 9760 ইন্টারসিটি এক্স, ১২-০০টায় 4311 বেরিলি-দিল্লী জং-আজমের এক্স, ২১-০০টায় দিল্লী জং-যোধপুর মাণ্ডোর এক্স প্রতিটা ট্রেন জয়পুর/আজমের হয়ে যাচ্ছে।

বিকানীর যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায় ৮-৩৫এ 4789 দিল্লী সরাই রোহিলা-বিকানীর এক্স, ২১-২৫এ 4791 বিকানীর মেল, ২৩-১০এ ছাড়া শেখাবতীর অংশও যাচ্ছে লোহারু হয়ে। যোধপুর যাচ্ছে ব্রডগেজে ২১-০০টায় দিল্লী জং ছেড়ে পরদিন ৭-১৫য় 2461 মাণ্ডোর এক্স। 2427 আমেদাবাদ রাজধানী এক্স প্রতি শনিবার ১৯-৪৫, আশ্রম এক্স ১৫-০৫, আমেদাবাদ মেল ২২-১০এ দিল্লী সরাই রোহিলা ছেড়ে মাউন্ট আবুর যাত্রী নিয়ে যথাক্রমে ৭-১৫, ৪-১৫, ১৩-৪৫এ আবু রোড পৌঁছে আমেদাবাদ যাচ্ছে।

সিমলা যাচ্ছে 4096 হিমালয়ান কুইন ৬-০০টায় নতুন দিল্লী ছেড়ে ১০-১০এ চণ্ডীগড়, ১১-০৫এ কালকা পৌঁছে ন্যারোগেজের পাহাড়ী রেলে ১৭-২০এ। আর হাওড়া থেকে আসা কালকা মেল যাচ্ছে ২২-৪৫এ দিল্লী জং ছেড়ে চণ্ডীগড় ৩-৪০, কালকা ৫-০০টায় পৌঁছে ১০-১৫য়। দ্রুততম ট্রেন 2005 শতাব্দী এক্স যাচ্ছে ১৭-১৫য় নিউ দিল্লী ছেড়ে ১৯-৩৩ আম্বালা, ২০-১০ চণ্ডীগড়, ২১-০০টায় কালকা পৌঁছে পরদিন ৪-১০এ কালকা ছেড়ে ৯-২৫এ সিমলায়। চণ্ডীগড় যাচ্ছে আম্বালা ক্যান্ট হয়ে কালকার প্রতিটি ট্রেন ছাড়াও ৭-৩০এ নিউ দিল্লী ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় 2011 শতাব্দী এক্স। আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ১৩-১০এ দিল্লী জং ছেড়ে আম্বালা ১৯-৫০, চণ্ডীগড় ২১-১০এ পৌঁছে কালকায় যাচ্ছে ২২-২৫এ। আর কালকা থেকে ন্যারো গেজে ৫½ ঘণ্টায় ট্রেন যাচ্ছে সিমলায় ৪-০০ প্যা, ৫-৩০ সুপার ফাস্ট, ৬-২০ মেল, ৭-০০ এক্স, ১১-২০ রেল মটর, ১১-৪০ এক্স, ১২-১০এ এক্স। মুসৌরী পাহাড়ের যাত্রী নিয়ে দেরাদুন যাচ্ছে ২২-২০এ দিল্লী জং ছেড়ে লক্সার ৫-১০, হরিদ্বার ৫-৪৫এ পৌঁছে ৭-৪৫এ 4041 মুসৌরী এক্স; ৬-২৫এ নিউ দিল্লী, ৭-৪০এ দিল্লী জং, ৯-২২এ মিরাট, ১৩-৩০এ লক্সার, ১৫-০০টায় হরিদ্বার ছেড়ে ১৬-৪৫এ 9019 মুম্বাই-দেরাদুন এক্স: ১৩-০৫এ নিউ দিল্লী ছেড়ে ১৬-৫০এ হরিদ্বার পৌঁছে ১৮-৩০এ 4309 উজ্জয়িন-দেরাদুন উজ্জয়িন এক্স; বৃহস্পতি ছাড়া প্রতিদিন ৭-১০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ১১-০৯এ হরিদ্বার পৌঁছে দেরাদুন যাচ্ছে ১২-২৫এ 2017 শতাব্দী এক্স। ফেরে যথাক্রমে ২১-৩০, ১১-৪৫, ৬-০০, ১৭-০০টায় দেরাদুন থেকে।

১৬-৩০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে লুধিয়ানা/জলন্ধর হয়ে ২২-১০এ অমৃতসর যাচ্ছে 2013 নিউ দিল্লী-অমৃতসর শতাব্দী এক্স; ৬-৫০এ নিউ দিল্লী ছেড়ে অমৃতসর যাচ্ছে ১৩-৪৫এ 2497 শানে-পাঞ্জাব এক্স; ১৩-১০এ নিউ দিল্লী ছেড়ে ২০-৩৫এ অমৃতসর যাচ্ছে 4659 নিউ দিল্লী-অমৃতসর এক্স; ১২-১০এ দিল্লী জং ছেড়ে ২১-০৫এ অমৃতসর যাচ্ছে 4647 ফ্লাইং মেল; মুম্বাই-অমৃতসর পশ্চিম এক্স, দাদার-অমৃতসর এক্স, মুম্বাই-অমৃতসর গোল্ডেন টেম্পল মেল, বিলাসপুর-অমৃতসর ছত্তিশগড় এক্স, টাটা-হাতিয়া-পাঠানকোট এক্স, উৎকল কলিঙ্গ এক্স, নানডেড-অমৃতসর এক্স, বরায়ুনি-অমৃতসর এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন যাচ্ছে দিল্লী হয়ে।

জম্মু যাচ্ছে প্রতি বৃহস্পতিবার ২০-২০এ হজরত নিজামুদ্দিন, ২০-৫০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে পরদিন ৫-৪৫এ 2425 রাজধানী এক্স, ২১-১০এ দিল্লী জং ছেড়ে 4033 জম্মু মেল, ২২-৩০এ 2403 দিল্লী জং-জম্মু তাওয়াই এক্স, ১৬-১০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে 4645 শালিমার এক্স আম্বালা/ লুধিয়ানা হয়ে পরদিন ১০-৩৫, ৮-১৫, ৬-৩০এ। আর যাচ্ছে পুনে-জম্মু ঝিলাম এক্স, 1 4 5 দিন চেন্নাই-জম্মু এক্স, সাপ্তাহিক হিমসাগর এক্স, 1 2 5 6 দিন মুম্বাই-জম্মু এক্স, ইন্দোর-

জম্মু মালোয়া এক্স, মুম্বাই সেন্ট্রাল-জম্মু স্বরাজ এক্স, সর্বোদয় এক্স নতুন দিল্লী হয়ে। 4553 হিমাচল এক্স যাচ্ছে ২৩-২০এ দিল্লী জং ছেড়ে কুরুক্ষেত্র-আম্বালা হয়ে পরদিন ৬-৫০এ নাঙ্গাল পৌছে ৭-৪০এ উনা।

দিল্লি (কাশ্মীর গেট ISBT) থেকে কয়েকটি জনপ্রিয় বাস :

গন্তব্য	সময়
আগ্রা DTC (P-20)	১১-১০
" UPSRTC	৪-৩০—১৯-৩০এ প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর
" HSRTC	৯-০৫, ১০-২০, ১৪-৩৫, ১৫-৩০
হরিদ্বার DTC (P-28)	৫-৪৫, ৬-৪৫, ৭-৪৫, ৮-১৫, ৯-৪৫, ১০-২৫, ১১-৪৫, ১২-২৫, ১৫-০৫, ১৭-০৫
" UPSRTC	৫-০০ থেকে ২৩-৩০টায় ৩০ মিনিট অন্তর
লক্ষ্ণৌ DTC (P-27)	সুপার ডিলাক্স
" UPSRTC	৬-৪৫, ৯-১৫, ১২-৩০, ১৪-১৫, ১৫-১৫, ১৬-০০, ১৭-০০, ২০-০০, ২১-০০
দেরাদুন DTC (P-28)	৭-১৫, ৯-১৫, ১১-১৫, ১২-৩৫ ১৪-৩৫, ১৯-০০, ২১-৩০
" UPSRTC	৫-০০, ৫-৫৫, ৬-৩৫, ৭-৩৫, ৮-৩৫, ৯-৩৫, ১০-১৫, ১০-৩৫, ১২-০০, ১৩-১৫, ১৫-১৫, ১৫-৩০, ১৬-৪৫, ১৭-৩০, ১৮-১০, ২০-৩০, ২২-৩০ সুপার ডিলাক্স ৭-৫৫, ১১-৫৫, ১২-৩৫, ১৬-১৫, ২০-৩০
মুসৌরী UPSRTC (P-29)	ডিলাক্স ৫-১৫
রানীক্ষেত UPSRTC (P-32)	৫-০০, ১৯-০০, ১৯-৩০, ২০-১৫, ২০-৩০, ২১-০০
নৈনীতাল DTC (P-32)	১১-০০
" UPSRTC	৭-০০, ১৫-৩০, ২০-৩০, ২১-৩০, ২২-০০
আলমোড়া UPSRTC	৬-০০, ২০-০০
হালদুয়ানি DTC (P-32)	৮-০০
" UPSRTC	৬-৪৫, ৭-৪৫, ৯-৪০, ১০-০০, ১১-০০, ১২-০০, ১৪-৩০, ১৫-২০
মোরাদাবাদ DTC (P-26)	৭-২৫, ৮-৪০, ১০-২৫, ১১-৪০, ১৩-৪০
" UPSRTC	৩-৩০, ৯-০০, ৯-৩০, ১০-০০, ১১-০০, ১১-৪৫, ১২-০০, ১২-১৫, ১৩-০০, ১৩-১৫, ১৩-৩০, ১৪-৫০, ১৬-০০, ১৮-০০, ২০-০০, ২২-৪৫, ২৩-৪৫ ছাড়াও কাঠগোদাম, রামনগরের [illegible] বাস
বেরিলি UPSRTC (P-32)	[illegible] ১৫, ৬-৫০, ৭-২০, ৮-১৫, ১০-১৫, ১১-৪৫, ১৩-০০, ১৫-৫০, ১৮-৩০, ১৯-০০, ২০-০০, ২১-৩০
" DTC	৭-২৫
চণ্ডীগড় DTC (P-6)	১০-০৫, ১১-৩০, ১৩-৪০, ১৮-০০
" PSRTC	৪-০০—২৪-০০টায় প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর, A/c বাস ৯-০৫, ১১-৪০, ১৩-৩০, ১৪-১৫, ১৫-৩০, ১৬-৪০, ১৮-৩০ ডিলাক্স ৭-৪৫

গন্তব্য	সময়
" UPSRTC	১৩-০৫
" RSRTC	১৩-০৮
কুরুক্ষেত্র DTC	৮-০৮ ছাড়াও কালকা ও চণ্ডীগড়ের নানান বাস
কালকা HSRTC (P-11)	৩-৩০, ৪-৫০, ৫-৪৩, ১০-৪৫, ১১-১৫, ১২-১২, ১৩-২৫, ১৬-২০, ২২-৩০
সিমলা HPSTC (P-6)	৮-০৫, ৯-২৫, ১৯-১০
" HSRTC	৩-৩০, ৫-৩৫, ৭-৩০, ৯-৫৬, ১০-৫০, ২০-৩০, ২১-৫৫, ২২-০০ ডিলাক্স ৭-৩০, ৯-৩০
নাঙ্গাল PSRTC	৬-২২
" HSRTC	৫-৫০, ৭-২০, ১০-২১
অমৃতসর HSRTC (P-7)	৮-২৫, ১২-১০, ২১-১৫
" PSRTC	৫-০০ ডিলাক্স, ১০-১২, ১২-২০
পাঠানকোট HSRTC (P-7)	১০-৩৫, ১১-৫৫, ১৪-০০, ২৩-০০
" PSRTC	৪-১০, ৬-৩৬, ১৮-৩০, ২২-১৫
জম্মু PSRTC	৫-২০
" HSRTC	৬-১৫, ৭-০৫, ৮-১০, ৯-৪০, ১৮-৪৫, ২১-৪৫
কুলু/মানালী HPSTC	ডিলাক্স ৬-৫০, ১৭-৪০, ১৮-৪০, ২১-১৫
মথুরা HSRTC	৬-০০, ৮-৪৫, ৯-৩০, ১৪-০০, ২০-৩০
বৈজনাথ HPSTC	২১-০৫
জয়পুর DTC	১১-১৫, ১১-৩০, ১৬-২৯
" HSRTC	৪-৪৫, ৫-১৫, ৮-০০, ৮-০০ (ডিলাক্স), ৮-৫০, ৯-০০, ৯-১৫, ১০-০০, ১৩-০০, ১৩-২০, ১৩-৩০, ১৪-০০, ১৫-০০, ১৫-৩০ (ডিলাক্স), ১৬-৪০, ১৭-০০, ১৭-০০ (VCR)
" RSRTC	১-০০, ৪-৩০, ৫-২০, ৬-০০, ৬-২০, ৬-৫০, ৯-১৫, ১০-৩০, ১১-০০, ১৪-০০, ১৪-২০, ১৬-০০, ১৮-০০, ১৮-৩০, ২০-৩০, ২১-০০, ২১-৩০
" " via কাটপুতলী	ডিলাক্স ৬-৩০, ১০-৩০, ১৬-০০, ১৭-৩০, ১৮-৩০, ২০-০০, ২২-৩০, ২৩-০০, ২৪-০০, ০০-৩০
" " বিকানীর হাউস থেকে	৬-৪৫—১২-০০টায় প্রতি ৪৫ মিনিট অন্তর, এরপর ১৩-০০, ১৩-৪৫, ১৫-০০, ১৫-৪৫, ১৬-৩০, ১৭-৩০, ২২-০০, A/c ৭-৩০, ১৬-০০
ভরতপুর DTC	৮-১৫
" RSRTC	১১-৪৫, ১৬-৪৫
" HSRTC	১১-১৫, ১৫-২০ ছাড়াও নানান
আলোয়ার DTC	৬-১০, ৯-৩৫
" RSRTC	১৪-২৮, ১৬-১২, ১৭-৩০
" HSRTC	৮-২৫, ১০-২৫, ১০-৫৬, ১২-০০, ১২-৪০, ১৩-৫৬, ১৫-৩০, ১৮-৩০, ২০-১৫
পাতিয়ালা DTC	১১-৩০, ১৪-৪৫

আর যাচ্ছে : আজমের—DTC: ৭-৪০, ১২-২৫; RSRTC: ২১-৩০; HSRTC: ১৩-১০; যোধপুর—RSRTC: ৬-০০, ২৩-০০; চিতোরগড়—RSRTC: ১৬-০০; উদয়পুর—RSRTC: ১৭-৩০; বিকানীর—DTC: ৬-২০; গোয়ালিয়র—RSRTC: ৭-০০, ৮-০০, ৮-৩০, ১০-০০, ১২-১৫; HSRTC: ১১-৩৫; কাটরা—HSRTC: ২৪-০০; চাম্বা—HPSTC: ২২-৩০; নাহান—HPSTC: ১৪-০০টায়। গাজিয়াবাদ যাচ্ছে DTC ২০—৪০ মিনিট ব্যবধানে; মিরাট যাচ্ছে DTC/UPSTC ৫-০০ থেকে ২২-০০টায় ১০ মিনিট অন্তর; এছাড়াও বাস যাচ্ছে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের দিকে দিকে দিল্লী থেকে।

লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে ৬½ ঘণ্টায় ৬-২০এ 2004 শতাব্দী এক্স,১৪-২০এ 2420 গোমতী এক্স (রবি ছাড়া) ৮ ঘণ্টায়, ২২-০০টায় 4230 লক্ষ্ণৌ মেল ৯ ঘণ্টায় ছাড়াও 5 7 দিন দিল্লী-রক্সৌল এক্স, 1 3 6 দিন ২১-০০টায় দিল্লী-দ্বারভাঙ্গা সরযূ-যমুনা এক্স, 2 4 5 7 দিন ২১-২০এ দিল্লী জং-দ্বারভাঙ্গা শহীদ এক্স, ১৯-৪৫এ 2554 বৈশালী এক্স, ২১-৪৫এ মালদহ-ভিওয়ানি ফারাক্কা এক্স, ১৩-২০এ শ্রমজীবী এক্স, 2 5 7 দিন ১৬-৩৫এ নিউ দিল্লী-পুরী নীলাচল এক্স, 2 4 5 7 দিন সদ্ভাবনা এক্স, 1 6 দিন দিল্লী-সুলতানপুর এক্স, আয়ুধ-অসম এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন। এলাহাবাদ যাচ্ছে ২১-৩০টায় ছেড়ে ৯ ঘণ্টায় নিউ দিল্লী-এলাহাবাদ 2418 প্রয়াগরাজ এক্স, 1 2 5 দিন ১৬-৩০এ পূর্বা এক্স, 1 3 4 6 দিন নিউ দিল্লী-পুরী এক্স, পুরুষোত্তম এক্স, মগধ-বিক্রমশিলা এক্স, পাঠানকোট-হাতিয়া এক্স, আম্বালা-এলাহাবাদ এক্স, কলকাতা রাজধানী এক্স; দিল্লী জং থেকে যাচ্ছে ১৫-৫০এ দিল্লী-মজঃফরপুর এক্স, ৬-৪০এ দিল্লী-কাটিহার মহানন্দা এক্স, ৭-৩০এ কালকা মেল, ২০-০৫ লালকেল্লা এক্স, ২১-০৫এ দিল্লী-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল, 2 5 দিন দিল্লী-রাঁচি এক্স, ১৫-৫০এ দিল্লী-মজঃফরপুর লিচ্ছবি এক্স, সাহারানপুর-এলাহাবাদ নৌচণ্ডী এক্স ছাড়াও পাটনা-হাওড়া-পুরী-গুয়াহাটির নানান ট্রেন। বারাণসী যাচ্ছে ১৬½ ঘণ্টায় ১২-৩০এ 4258 কাশী বিশ্বনাথ এক্স, 1 3 6 দিন ২১-২০এ 4650 সরযূ-যমুনা এক্স, 4 7 দিন নিউ দিল্লী-পাটনা রাজধানী এক্স, ২১-৪৫এ ভিওয়ানি-দিল্লী জং-মালদহ ফারাক্কা এক্স ছাড়াও নানান ট্রেন। কাটিহার/ নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে গুয়াহাটি যাচ্ছে নর্থ ইস্ট এক্স, আয়ুধ-অসম এক্স, ত্রিসাপ্তাহিক রাজধানী এক্স; গুয়াহাটি হয়ে ডিব্রুগড় যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র মেল। বরায়ুনি যাচ্ছে বৈশালী এক্স; মালদহ যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র মেল ও ভিওয়ানি-মালদহ-ফারাক্কা এক্স; নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছে মহানন্দার লিঙ্ক এক্স; কাটিহার যাচ্ছে মহানন্দা এক্স।

হজরত নিজামুদ্দিন থেকে ১৫-০০টায় 2780 গোয়া এক্স আগ্রা ক্যান্ট/ ঝাঁসী/ ভূপাল/ ইটারসি/ পুনে/ মিরাজ/লোণ্ডা হয়ে ৪১½ ঘণ্টায় ভাস্কো যাচ্ছে। রায়পুর/ নাগপুর/ ইটারসি/ আগ্রা ক্যান্ট হয়ে যাচ্ছে হজরত নিজামুদ্দিন-বিশাখাপতনম এক্স। পুরী যাচ্ছে পুরুষোত্তম এক্স, উৎকল-কলিঙ্গ এক্স, 2 5 7 দিন নীলাচল এক্স, 1 3 4 6 দিন নিউ দিল্লী-পুরী এক্স, 1 5 দিন রাজধানী এক্স। চেন্নাই যাচ্ছে তামিলনাড়ু এক্স, জি টি এক্স, জম্মু তাওয়াই-চেন্নাই এক্স, 5 7 দিন চেন্নাই রাজধানী এক্স, মঙ্গলবার তিরুভনন্তপুরম-রাজধানী এক্স। ম্যাঙ্গালোর যাচ্ছে নিজামুদ্দিন-ম্যাঙ্গালোর মঙ্গলা এক্স, নবযুগ এক্স। প্রতি রবিবার কন্যাকুমারিকা যাচ্ছে জম্মু থেকে আসা হিমসাগর। ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছে কর্ণাটক এক্স, 3 6 দিন ব্যাঙ্গালোর রাজধানী এক্স। বিজয়ওয়াড়া হয়ে তিরুভনন্তপুরম যাচ্ছে কেরল এক্স, প্রতি মঙ্গলবার তিরুভনন্তপুরম রাজধানী এক্স, হিমসাগর এক্স, নবযুগ, মঙ্গলা ছাড়াও নানান ট্রেন। আগ্রা ক্যান্ট-গোয়ালিয়র-ঝাঁসী-ভূপাল-উজ্জয়িন হয়ে ইন্দোর যাচ্ছে মালোয়া এক্স, কোটা হয়ে নিজামুদ্দিন-ইন্দোর এক্স; উজ্জয়িন যাচ্ছে দেরাদুন-উজ্জয়িন এক্স; গোয়ালিয়র-ঝাঁসী-ভূপাল-ইটারসী হয়ে যাচ্ছে চেন্নাই ও মুম্বাইগামী প্রতিটা ট্রেন, বিলাসপুর যাচ্ছে অমৃতসর-নিউ দিল্লী-বিলাসপুর ছত্তিশগড় এক্স ও কলিঙ্গ এক্স; জব্বলপুর যাচ্ছে আগ্রা ক্যান্ট/ গোয়ালিয়র/ ঝাঁসী/ চিত্রকূট ধাম কারভী/ মানিকপুর/ সাতনা হয়ে হজরত নিজামুদ্দিন থেকে 1450 মহাকোশল এক্স। খাজুরাহো যেতে ট্রেনটি আদরণীয় হবে। তবুও যেন নানান ট্রেনে ঝাঁসী পৌঁছে খাজুরাহো চলায় সুবিধা। মুম্বাই যাচ্ছে মঙ্গল ছাড়া প্রতিদিন নিউ দিল্লী থেকে মুম্বাই রাজধানী এক্স, বৃহস্পতি ছাড়া প্রতিদিন হজরত নিজামুদ্দিন থেকে অগাস্ট ক্রান্তি রাজধানী এক্স, আর যাচ্ছে অমৃতসর-নিউ দিল্লী-মুম্বাই সেন্ট্রাল পশ্চিমী এক্স, গোল্ডেন টেম্পল মেল, জম্মু-মুম্বাই স্বরাজ এক্স, দেরাদুন-মুম্বাই, ফিরোজপুর-মুম্বাই জনতা এক্স দিল্লী হয়ে। গোরক্ষপুর যাচ্ছে আয়ুধ অসম এক্স, নিউ দিল্লী-বরায়ুনি সুপার ফাস্ট বৈশালী এক্স, দিল্লী-দ্বারভাঙ্গা সরযূ-যমুনা/শহীদ এক্স, অমৃতসর-বরায়ুনি এক্স। কাঠগোদাম যাচ্ছে ২৩-০০টায় দিল্লী ছেড়ে ২-১০এ মোরাদাবাদ পৌঁছে ৬-১০এ 5013 দিল্লী-কাঠগোদাম রানীক্ষেত এক্স; রামনগর যাচ্ছে রানীক্ষেতের সঙ্গে জুড়ে করবেট লিঙ্ক এক্স। ৬ ঘণ্টায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে ৪-০০, ৯-২০, ২৩-২০এ দিল্লী থেকে মোরাদাবাদ। নানান প্যাসেঞ্জার/ লোকাল যাচ্ছে দিল্লী থেকে আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ, রোটক, আলিগড়, ফিরোজপুর, ঝিন্দ, হরিদ্বার, হৃষিকেশ। এছাড়াও দূরান্ত থেকে আসা নানান ট্রেন যাচ্ছে দিল্লী/ নতুন দিল্লী/ হজরত নিজামুদ্দিন হয়ে ভারতের দিকে দিকে।

বাসপথেও দিল্লী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের বৃহত্তম—ইন্টার স্টেট বাস টারমিনাস (ISBT), কাশ্মীরি গেট অর্থাৎ দিল্লী জং-এর উত্তরে অর্থাৎ পুরনো দিল্লীতে। বাসও যাচ্ছে Delhi Transport Corpn (DTC), Rajasthan State Road Transport Corpn (RSRTC), H P State Transport Corpn (HPSTC), Haryana State Road Transport Corpn (HSRTC), U P State Road Transport Corpn (UPSRTC), Punjab State Road Transport Corpn (PSRTC)র —শীতাতপ, সুপার ডিলাক্স, ডিলাক্স, এক্সপ্রেস ও সাধারণ। দপ্তরও এদের কাশ্মীরি গেটে। বাস যাচ্ছে ৫½ ঘণ্টায় কাটপাট্টি হয়ে জয়পুর, আলোয়ার হয়ে জয়পুর যাচ্ছে ৮ ঘণ্টায়, হরিদ্বার ৫½ ঘণ্টায়, দেরাদুন ৬ ঘণ্টায়, আগ্রা ৫½ ঘণ্টায়, বৃন্দাবন ৪ ঘণ্টায়, আজমের ৮ ঘণ্টায়, শ্রীনগর ২৪ ঘণ্টায়, চণ্ডীগড় ৫ ঘণ্টায়, ধরমশালা ১৩½ ঘণ্টায়, সিমলা ১০ ঘণ্টায়, মানালী ১৬ ঘণ্টায় দিল্লী থেকে। আর ইন্ডিয়া গেটের অদূরে বিকানীর হাউস, ✆ 383469 থেকেও RSRTC-র NH 8 ধরে ডিলাক্স বাসের সার্ভিস আছে জয়পুরের। এমনকি Tourist Camp থেকে কাঠমাণ্ডুতেও বাস যাচ্ছে ৩৬ ঘণ্টায় সরাসরি। আর যাচ্ছে সিটি বাস শহরের দিকে দিকে কাশ্মীরি গেট থেকে ✆ 2519083. যাত্রীসেবায় দিবা-রাত্র জুড়ে ক্লোকরুম, ফার্স্ট এইড, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা মেলে, SBI, পোস্ট অফিস, পাবলিক ফোন (Local/STD/ISD)ও বসেছে ISBT-তে।

আরও প্রয়োজনে

Govt of India Tourist Office
88 Janpath, ✆ 3320005-8
(সোম থেকে শুক্র ৯—১৮-০০, শনি ৯—১৪-০০, রবিবার বন্ধ)
নিউ দিল্লী, দিল্লী জং, হজরত নিজামুদ্দিন ও ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টেও দপ্তর বসেছে এদের।

India Tourism Development Corpn (ITDC) :
L-Block, 6 Connaught Place ✆ 3320331
New Delhi Rly Stn ✆ 350574
Delhi Jn Rly Stn ✆ 2511083
Nizamuddin Rly Stn ✆ 611712
Inter State Bus Terminal
✆ 2520290/ 2512181

Delhi Tourism Development Corpn (DTDC) :
Central Reservation Office,
Coffee Home, 1 Baba Kharak Singh Marg, ND-1,
✆ 3365358, Fax 3367322
N-36 Bombay Life Building, Middle Circle,
Connaught Place-1, ✆ 3314229/ 3315322
এদেরও দপ্তর বসেছে—
New Delhi Rail Stn ✆ 3732374
Delhi Jn Rail Stn ✆ 2511083
ISBT ✆ 2962181
International Airport ✆ 3291213
Domestic Airport ✆ 3295609.

Foreigners' Registration Office :
Hans Bhawan, near Tilak Bridge Rly Stn ✆ 3319489.

Students' Travel Information Centre :
Imperial Hotel, ✆ 344789

Indian Airlines :
Kanchenjunga Building
18 Barakhamba Rd ✆ 3310052 / 3313732 / 3312567
Indira Gandhi Airport ✆ 5452434
Main Booking Office at Safdarjung ✆ 141/4620566
Flight Information ✆ 142/143 (7—21-00 hrs)
City Booking
Asaf Ali Rd ✆ 3274609
Ashok Hotel ✆ 606559/600121
Connaught Place ✆ 3310517
Parliament St ✆ 3719168
Airport ✆ 3295166/3295433
142 (Arr) 143 (Dep) 141 (General)

Vayudoot :
Malhotra Building F-Block,
Janpath ✆ 3312779/3315768
Safdarjung Airport Enquiry ✆ 140 Arrival ✆ 142/141
Departure ✆ 143

Air India :
Jeevan Bharati Building
Connaught Circus ✆ 3311225
Jet Airways City ✆ 6853700 Airport ✆ 3295404
Jagson Airlines ✆ 3721593
Sahara India Airlines ✆ 3326851
Damania ✆ 6888951
East West ✆ 3755167
Archana Airways ✆ 6842001

Railway Enquiry :
General Enquiry ✆ 131/3313535
Reservation Enquiry ✆ 3348686
Auto Answering Reservation Enquiry ✆ 3717171
Computerised Auto Answering Information
Northern Railway 1336/1331
Eastern Railway 1337/1332
Western Railway 1338/1333
Southern Railway 1339/1334
New Delhi ✆ 3313535/3717171
Upper Class ✆ 3348686
Second Class ✆ 3348787
Delhi Junction ✆ 2513535
H Nizamuddin ✆ 4623333

Inter State Bus Terminus :
ISBT General Enquiry ✆ 2520290/2523145
Delhi Transport Corpn (DTC) ✆ 2518836
Rajasthan State Road Transport Corpn
ISBT ✆ 2522246
Bikaner House, Pandara Rd, ND-12, ✆ 383469
Himachal Pradesh Road Transport Corpn
ISBT ✆ 2516725
Haryana Roadways, ISBT ✆ 2521262
Punjab State Roadways, ISBT ✆ 2517842
U P State Road Transport Corpn, ISBT ✆ 2518709
Ajmeri Darwaza ✆ 3315367
Jammu & Kashmir Road Transport Corpn
Hotel Kanishka Shopping Plaza
19 Ashok Rd ✆ 3324422/3324511

State Government Tourist Information Centre In Delhi :
Himachal Pradesh
Chanderlok Building, 36 Janpath ✆ 3324764
Madhya Pradesh
204 Hotel Kanishka Shopping Plaza, 2nd floor,
19 Ashok Rd-1, ✆ 3321187 (Ext 277)
Jammu & Kashmir
Chanderlok Bldg, 36 Janpath, ND-1, ✆ 3325373
Uttar Pradesh
Chanderlok Building, 36 Janpath, ND-1,
✆ 3322251/3711296
Garhwal Mandal Vikash Nigam Ltd
102 Indra Prakash Building
21 Barakhamba Rd, ✆ 3326620
36 Janpath ✆ 3322251
Meghalaya ✆ 3014417
Goa ✆ 4629967/9968
Sikkim ✆ 3015346/9640
Rajasthan
Chanderlok Building-1, ✆ 3322332/3712123
Rajasthan Tourism Development Corpn
Bikaner House, near India Gate, Pandara Rd-3
✆ 3383837
Haryana
36 Janpath, Chanderlok Building ✆ 3324910/3324911
Andhra Pradesh
1 Ashok Rd-1, ✆ 3381293
Bihar
216 Kanishka Shpg Plaza, ✆ 3723371
Kerala ✆ 3316541
Chandigarh
K Gandhi Marg-1, ✆ 3353359
Tourism Corpn of Gujarat Ltd
A-6, S E Rd, Kharak Singh Marg-1, ✆ 3734015
Tourist Aids Bureau
Aruna Asaf Ali Rd-2, Delight Cinema, ✆ 3275978
Baba Kharak Singh Marg-1এ :
Punjab (C-6), ✆ 3323055
Maharashtra ✆ 345332/343773
Karnataka ✆ 343862
Assam (B-1), ✆ 343961/345897
West Bengal (A-2), ✆ 3732840

এছাড়াও দপ্তর বসেছে ভারত রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের দিল্লীতে।

আর শহরে চলছে DTC-র City Bus. কনট প্লেস থেকে চাণক্যপুরী যাচ্ছে Bus Route 620; কুতব মিনার যাচ্ছে 505; লালকেল্লা যাচ্ছে 29, 77, 104, 139; নতুন দিল্লী রেল স্টেশন থেকে কুতব মিনার 505; লালকেল্লা 51, 760; কনট প্লেস 10, 110; দিল্লী জং থেকে কালীবাড়ি 215; কুতব মিনার 502; কনট প্লেস 29, 77; ISBT থেকে কুতব মিনার 503, 533; কনট প্লেস 104, 139, 185, 271, 272; লালকেল্লা থেকে কালীবাড়ি 104, 139, 185, 271, 272. তেমনই লাগেজ-সহ রেল যাত্রীদের চলার জন্য নতুন দিল্লী ও দিল্লী জং থেকে বিশেষ বাসও যাচ্ছে শহরের নানানদিকে।

কনডাকটেড ট্যুর : India Tourism Development Corporation, L-Block, 6 Connaught Place, N D-1, ✆ 3320331/3322336 (৬-৩০ থেকে ২২-০০টায় খোলা) বা Govt of India Tourist Office, 88 Janpath, N D-1, ✆ 3320005/8 (৯—১৮-০০) থেকে টিকিট কেটে ITDC-র আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়ে Tour No 1 ও 2 দেখে নিন একই দিনে। গাইডও থাকেন এদের ট্যুরে। শীতাতপ গাড়িও যাচ্ছে ট্যুরে। ব্যবস্থাপনা ভালই।

T No 1 : যন্তর-মন্তর, ইন্ডিয়া গেট, গুরদ্বারা বাংলা সাহিব, বাহাই মন্দির, সফদরজং টুম্ব, প্রগতি ময়দান, হুমায়ুন টুম্ব, কুতব মিনার, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। ৮-৩০—১৩-৪৫ সফরের ভাড়া ৬৫ A/c ৮০।

T No 2 : ফিরোজ শাহ কোটলা, রাজঘাট, শান্তিবন, বিজয়ঘাট, লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, নেহরু প্যাভিলিয়ন ১৪-০০টায় গিয়ে ১৭-১৫য় ফেরে; ভাড়া ৬৫ A/c ৮০। ১ ও ২ নম্বর একত্রে ১১৫/১৪০।

T No 3 : নেহরু মিউজিয়ম, জাতীয় মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, ডলস মিউজিয়ম, গান্ধী মিউজিয়ম দেখিয়ে আনে প্রতি শনি ও রবিবার ৯—১৩-৩০টায়।

T No 4 : কেবল রবিবার গ্রীষ্মে ৭—১৩-৩০টা আর শীতে ১০—১৬-০০টায় বেড়িয়ে আনে ইন্ডিয়া গেট, তুঘলকাবাদ, সুরযকুণ্ড, বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক, মোগল গার্ডেনস (ফেব্রুয়ারিতে সাধারণের জন্য খোলার পর থেকে)।

আর, Delhi Tourism Development Corporation, Central Reservation Office, Coffee Home, 1 Baba Kharak Singh Marg, ND-1, ✆ 3365358, Fax 3367322 (7—21-00 hrs/7 days a week) বা N-36 Bombay Life Building, Connaught Place (Middle Circle), ND-1, ✆ 3314229/3315322 (৭—২১-০০) ও Delhi Transport Corporation, Scindia House, Connaught Place, N D, ৮-১৫—১৩-৪৫ ও ১৪—১৭-০০টায় শহর দর্শনে যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে। এদেরও টিকিট একই হারে। আর রাতে ১৮-১৫—২২-৩০টায় ১০০, শিশু ৮০ টাকায় শহর দেখাবার বিশেষ ব্যবস্থাও আছে DTDC-র। দিল্লী গেট লাগোয়া বাহাদুর শাহ জাফর মার্গের পার্সি আঞ্জুমান হলে ✆ 3317631, ১৮-৩০—১৯-৩০টায় *ডান্সেস অব ইন্ডিয়াও* দেখে নেওয়া যায় রাতের সফরে। বিকেলে লালকেল্লায় *Light and Sound Show* দেখাবার ব্যবস্থা এদের।

DTDC সোম ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৭-০০টায় গিয়ে ২১-০০টায় ফেরে A/c বাসে ৪০০, সাধারণ ৩১৫ টাকায় আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-মথুরা বেড়িয়ে; A/c বাস মেলে মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি-রবিবার। প্রতি বুধ ও শনিবার যাচ্ছে ২ দিনের প্যাকেজে হরিদ্বার-হৃষীকেশ ৫৫০, শিশু ৫০০; প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার ৭-০০টায় যাচ্ছে ৩ দিনের সফরে গোল্ডেন ট্রায়েঙ্গল ট্যুরে জয়পুর, ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা দেখাতে। থাকা-যাতায়াত-গাইড নিয়ে ভাড়া ২২৫০ A/c ২৪৫০। এমনকি মে-জুলাই মাসে DTDC-র A/c বাস প্রতিদিন হরিদ্বার হয়ে হৃষীকেশ; দিল্লী-দেরাদুন; দিল্লী-নৈনীতাল যাচ্ছে; ফেরেও এরা নিয়মিত। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরেও টিকিট মেলে DTDC-র। এমনকি মরসুমে নানান আকর্ষণীয় ট্যুরেও যাচ্ছে DTDC দিল্লী থেকে—৫ দিনে নৈনীতাল, আলমোড়া, কৌশানি ও রানীক্ষেত ২৪০০/২২০০; ৫ দিনে করবেট ২১০০/১৯০০; ৫ দিনে বদ্রীনাথ ১৯০০/১৭০০; ৮ দিনে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ২৮৫০/২৬৫০; ৮ দিনে সিমলা ও মানালী ৩৭৫০/৩৩৫০; ৪ দিনে মুসৌরী-হরিদ্বার-হৃষীকেশ; ১৪ দিনে চারধাম অর্থাৎ যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ; ১০ দিনে আজমের-পুষ্কর-চিতোর-উদয়পুর-যোধপুর-জয়সলমীর ৪১০০/৩৭০০; ১১ দিনে আমেদাবাদ-দ্বারকা-সোমনাথ ৪৭০০/৪৪০০ টাকায়; ৯ দিনে সিমলা-মানালী-ধরমশালা-ডালহৌসী ৪৬০০/৪১০০; ৮ দিনে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস-হেমকুণ্ড-বদ্রীনাথ; ১১ দিনে কাঠমান্ডু যাচ্ছে ৪৯০০/৪৪০০; ৫ দিনে জয়পুর-উদয়পুর ২৫৭৫/২৩৭৫; ৮ দিনে উদয়পুর-মাউন্ট আবু-জয়পুর ৩৪৫০/২৯২৫; মধ্য প্রদেশও যাচ্ছে ৭ দিনের প্যাকেজে DTDC. নানানধর্মী গাড়িও মেলে এদের কাছে ভাড়ায়। কলকাতাতেও দপ্তর বসেছে— DTDC, Regional Tourist Office, 4 Shakespeare Sarani, Calcutta-700071, ✆ 2421402; এদের মুম্বাই দপ্তর—MTDC, Madame Cama Rd, Mumbai, ✆ 2026713. নানান প্রাইভেট সংস্থাও চাঁদনি চক ও দিল্লী জং রেল স্টেশনের পাশে ফতেপুরী থেকে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-মথুরা-বৃন্দাবন ছাড়াও নানান প্যাকেজ ট্যুরে যাচ্ছে।

আর বাঙালি সংস্থা শান্তিনিকেতন ট্র্যাভেলস, ২৪বি/৮ দেশবন্ধু গুপ্তা রোড, দেবনগর, নিউ দিল্লী-১১০০০৫, ✆ 5720742 থেকে ৯-৩০টায় গিয়ে ১৮-০০টায় ফেরে ৬০ টাকায় দিল্লী ও নতুন দিল্লী দেখিয়ে। ৬-০০টায় গিয়ে ২৩-০০টায় ফেরে ১৩০/১৬০ টাকায় একই দিনে আগ্রা মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়ে। আর ২ দিনের প্যাকেজে ২৬০ টাকায় আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-ফতেপুর সিক্রি বেড়িয়ে আনে এরা। প্রতিদিন ৬-০০টায় গিয়ে ২২-০০টায় ফেরে ২৫০ টাকায় জয়পুর বেড়িয়ে। প্রতি শুক্রবার ৩ দিনের প্যাকেজে মুসৌরী-হরিদ্বার-হৃষীকেশ; প্রতি বুধ ও শনিবার ২ দিনের প্যাকেজে হরিদ্বার-হৃষীকেশ যাচ্ছে শান্তিনিকেতন ট্র্যাভেলস। আর এক বাঙালি সংস্থা রিডস ট্র্যাভেলস প্রাঃ লিঃ, ৩-৯১ ভগৎ সিং লেন, গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী—১১০০০১ থেকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে নানানধর্মী প্যাকেজে।

এমনকি ITDC প্রতি বুধবার সকাল ৭-০০টায় ডিলাক্স কোচে ৮ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে দিল্লী থেকে গিয়ে কেদারনাথ ও বদরীনাথ বেড়িয়ে আনে। প্রতি বুধ ও শনিবার যাচ্ছে ৫ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে বদরীনাথ। জয়পুর যাচ্ছে ৬-৩০টায়, দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরে রাত ২২-০০টায়। এক রাত জয়পুরে কাটিয়ে দ্বিতীয় রাতে দিল্লী ফেরার সফরেও যাচ্ছে এরা। আগ্রা যাচ্ছে সকাল ৭-০০টায় —তাজ, ফোর্ট ও সিকান্দ্রা বেড়িয়ে দিল্লী ফেরে ২১-৩০টায়। সকাল ৬-৩০টায় যাচ্ছে হরিদ্বার/হৃষীকেশ—ফেরে ২২-০০টায়।

মুসৌরী যাচ্ছে ITDC সকাল ৭-০০টায় ছেড়ে ১৫-৩০টায়, ফেরেও সকাল ৭-০০টায় মুসৌরী থেকে।

পর্যটন বর্ষে নতুন দিল্লীর নতুন অবদান আকাশবিহার থেকে জলবিহারের ব্যবস্থা নিয়ে রূপ পেয়েছে শহরের বুকে অ্যাডভেঞ্চার পার্ক। প্যারা-সেল ক্যানোপি চড়ে ১০০ মি উঁচুতে রোমাঞ্চকর ভ্রমণের সাথে অনাবিল আনন্দ মেলে আকাশবিহারে। তেমনই জলবিহার করুন ক্যানু চেপে যমুনার জলে। আর হতে চলেছে ফুড অ্যান্ড ক্র্যাফ্‌টস বাজার—বিভিন্ন রাজ্যের দুঃস্থ শিল্পীদের হাতের কাজ দেখা ও কেনার ব্যবস্থা নিয়ে। আঞ্চলিক আহার্যও মেলে এর দোকানপাটে। উৎসাহীদের উচিত হবে দিল্লী ট্যুরিজম ✆ 3314229-কে যোগাযোগ করা।

এছাড়া Chanderlok Building, 36 Janpath, ✆ 3712123 বা Pandara Rd ✆ 383837 থেকে Rajasthan Tourism Development Corpn Ltd ৩ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে সরিস্কা, অম্বর, জয়পুর, ভরতপুর, দীগ বেড়িয়ে আনে প্রতি শুক্রবার সকাল ৭-০০টায় গিয়ে। আহার্য ছাড়া টিকিট ২০০০৲ শিশু ১৫০০৲। প্রতি মঙ্গলবার ৩ দিনের হাওয়া মহল প্যাকেজে আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-ভরতপুর-দীগ-সরিস্কা-জয়পুর বেড়িয়ে আনে একই ভাড়ায়। মেবার যাচ্ছে প্রতি শনিবার ৬ দিনের প্যাকেজে জয়পুর-চিতোর-উদয়পুর-রণকপুর-আজমের-পুষ্কর দেখাতে ৩৫০০/২৫০০ টাকায়।

আবার Chanderlok Building থেকেই U P Tourism, ✆ 3322251, প্রতি রবিবার ২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজে ১৫০০৲ শিশু ১৩০০ টাকায়, ৩ রাত ৪ দিনের প্যাকেজে ১৭০০/১৫০০ টাকায় করবেট বেড়িয়ে আনে। অভারতীয়দের জন্য বিশেষ ট্যুরে যাচ্ছে মঙ্গল ও শুক্রবার ২০০০/২৫০০ টাকায়। শীতে ৭ দিনের কুমায়ুন প্যাকেজে যাচ্ছে করবেট সঙ্গে জুড়ে গাড়িতে ৪৮০০৲ বাসে ৩০০০ টাকায় এরা। এছাড়াও কেদার-বদরী যাচ্ছে ৭ দিনের প্যাকেজে প্রতি বুধবার; কুমায়ুন-করবেট যাচ্ছে ৭ দিনের প্যাকেজে; হরিদ্বার-মুসৌরী-হৃষীকেশ যাচ্ছে ৪ দিনের প্যাকেজে; ১ রাতের অবস্থানে আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি-মথুরা ছাড়াও নানান ট্যুরে যাচ্ছে U P Tourism দিল্লী থেকে।

Himachal Pradesh Tourism Development Corpn-এর দপ্তর বসেছে Himachal Bhavan, Sikandra Rd, ✆ 3717473-তে। এদেরও নানান ব্যবস্থা সিমলা-কুলু-মানালী-লে ভ্রমণের।

এছাড়া সময় আর সুযোগ করে পৃথকভাবে দেখুন—ডলস মিউজিয়ম, পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, আকাশবাণী ভবন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পুরনো কেল্লা। উৎসাহীরা বারখাম্বা রোডের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মে ফসিল, স্টাফড জীবজন্তু, বিশালাকার ডাইনোসর ছাড়াও পাখি চিনে নিতে পারেন; জয়পুর হাউসে ন্যাশানাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট; চাণক্যপুরীতে ভূটান হাউসের পেছনে রেলওয়ে ট্র্যান্সপোর্ট মিউজিয়মটিও দেখে নিতে পারেন। বৈচিত্র্য আছে এর সংগ্রহে। ১৮৫৫র বাষ্পচালিত ইঞ্জিন থেকে ভারতীয় রেলের নানান সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে। এমনকি ১৮৯৪এ মেল ট্রেনকে আঘাত হানা হাতিটির খুলিটিও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। প্রতিটাই সোমবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা, দর্শনী ২৲। আর বসেছে চীনের তিব্বত দখলের পর লাসা থেকে আসা দালাই লামার সঙ্গে আনা হস্তজাত তিব্বতীয় পণ্যের সুন্দর সংগ্রহ নিয়ে ওবেরয় হোটেলের কাছে ১৬ জোরবাগে তিব্বত হাউসে টিবেট মিউজিয়ম। তিব্বতীয় পণ্য কিনতেও মেলে। রবিবার ছাড়া ৯-৩০—১৭-০০টায় খোলা। আর আছে এয়ারফোর্স মিউজিয়ম (মঙ্গল ছাড়া ১০—১৩-৩০) পালাম বিমান বন্দরে; শনি ও রবি ছাড়া ফিলাটেলিক মিউজিয়ম সংসদ মার্গের ডাক ও তার ভবনে।

আর সাঁঝে ইংরেজি বা হিন্দি ধারাভাষ্যে মোগল যুগ থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি *Son-et Lumiere* অর্থাৎ শব্দ ও আলোয় দেখুন লালকেল্লায়। ITDC, L Block, Con Pl, ✆ 3320331 থেকে টিকিট ও তথ্যাদি মেলে। লালকেল্লার সামনে চাঁদনি চক, পার্লামেন্ট স্ট্রিট ও কনট সার্কাস পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নতুন দিল্লীর কর্মজগৎকেও দেখে নিন। নতুন দিল্লী প্রসার পাচ্ছে দিনের পর দিন। আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে গড়ে উঠেছে চাণক্যপুরী। বিদেশী দূতাবাসগুলিও এই চাণক্যপুরী বা ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ-এ রূপ পেয়েছে। বৈচিত্র্যে ভরা এর গঠনশৈলীর পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

লালকেল্লার বিপরীতে *চাঁদনি চক* (রুপোর সড়ক)। ১৬৪৮এ শাজাহান-কন্যা জাহানারা বেগমের হাতে গড়া ইতিহাসখ্যাত চাঁদনি আজ দিল্লীর অন্যতম বাণিজ্যিক এলাকা। কেল্লাকে পেছনে রেখে সামান্য এগোতে বাঁয়ে ১৫২৬এর *দিগম্বর জৈন মন্দির*। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরে দেবতা পার্শ্বনাথস্বামী। জনমুখে পক্ষী হাসপাতাল বলেও এর পরিচিতি আছে। সেবাও চলছে পাখিদের। অদূরে শিশগঞ্জ গুরদ্বারা। দেশবাসীর মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করায় রুষ্ট ঔরঙ্গজেবের বিধানে ১৬৭৫এর ১১ই নভেম্বর ৯ম গুরু তেগবাহাদুরের শিরচ্ছেদ হয় শিশগঞ্জে। স্মারকরূপে গুরদ্বারা। অনন্য শিখতীর্থ। আর মোগল সেনার চোখে ধুলো দিয়ে ছিন্ন শির দাহ হয় ৫০০ কিমি দূরের আনন্দপুরে। দেহ যায় নানান চাতুরী করে শাক-সবজি চাপা দিয়ে গরুর গাড়িতে চেপে রায়সিনা গাঁয়ের পাঞ্জাবি মহল্লায়। দাহও হয় বাড়ি সমেত গুরুর দেহ। কালে কালে মসজিদ গড়ে ওঠে দাহস্থলে। আরও পরে দিল্লী দখল করে মোগল দরবারের ফরমান পেয়ে মসজিদ ভেঙে দুগ্ধধবল শ্বেতমর্মরে গুরদ্বারা রাকাবগঞ্জ গড়েন সর্দার ভাগেল সিং ১৭৮৩তে। আজকের পার্লামেন্ট হাউসের বিপরীতে পন্থ রোডে সুন্দর বাগিচার মাঝে আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর সৌধ, সেও ইতিহাসের আর এক গাথা। আরও যেতে ডাইনে প্রশাসন দপ্তর। এরই বিপরীতে ছিল ব্রিটিশের গড়া ক্লক টাওয়ার। কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন পেরুতেই সুনেরী মসজিদ। ১৭৩৯এ এই মসজিদের ছাদ থেকেই নাদির শাহ সৈন্য পরিচালনা করে। দু'পাশে দোকানপাট, ঘিঞ্জি পথঘাট; রিকশা

চলেছে যাত্রী সরিয়ে— ফুটপাতেও পণ্য সাজাচ্ছেন দোকানী। তেমনই ফুলের দোকানপাট *ফুল-কি-মাণ্ডী*, পোশাক-আশাক তথা শাদির বসন *কিনারী-কি-গলি*, আহার-বিহারে *পরাটাওয়ালী গলি*, সুগন্ধী পারফিউমের *নঈ সড়ক* পেরিয়ে ১ কিমি দীর্ঘ চাঁদনি গিয়ে মিলেছে শাজাহানের বেগমের ১৬০৫এ গড়া ফতেপুরী মসজিদে। ডানহাতি চার্চ মিশন রোড গিয়েছে দিল্লী জং রেল স্টেশনে।

এছাড়াও রয়েছে দিল্লীর পথেঘাটে পর্যটক আকর্ষণীয় নানান-কিছু। অতীত আজ কথা না কইলেও ঐতিহাসিক গুরুত্ব এদের অপরিসীম। নতুন দিল্লীর প্রধান ডাকঘরের কাছে বাংলা সাহিব গুরদ্বারাটি বিশেষভাবে বরণীয়। জয়পুরের মিরজা রাজা জয়সিংহের অতিথিরূপে ৮ম গুরু হরকিষেণ কিছুকাল বাস করেন এখানে। স্মারক রূপে গুরদ্বারা হয়েছে। শিখধর্মীদের পরমতীর্থ। অতীতের ইঁদারাটি আজ পুকুরে রূপ নিলেও এর অমৃত-তুল্য জলে নানান ব্যাধির উপশম মেলে।

তেমনই আছে মোগল দরবারের সাথে ১০ম গুরু গোবিন্দ সিং-এর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের নিদর্শনরূপে হুমায়ুন সমাধির সন্নিকটে যমুনা পুলিনে দমদমা সাহিব গুরদ্বারা।

রিং রোডে মহারানী বাগ কলোনির বিপরীতে গুরদ্বারা বালা সাহিব। মার্চ ৩০, ১৬৮৪তে ৮ম গুরু হরকৃষাণের স্মল পক্সে মৃত্যু হতে দাহ হয় যমুনা পুলিনে। স্মারকরূপে গুরদ্বারা হয়েছে। যমুনা সরে গেলেও গুরদ্বারা রয়েছে দাহস্থলে। নতুন ও পুরাতন দুই সৌধ। গুরু গোবিন্দর দুই স্ত্রী মাতা সুন্দরী ও মাতা সাহিব কাউরও সমাধিস্থ রয়েছেন বালা সাহিব-এ।

রিং রোডে শান্তিপথের অদূরে ১০ম গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রথম দিল্লী সফরের স্মারক—গুরদ্বারা মোতি বাগ; জে পি নায়ক হাসপাতালের পিছে আজমেরী গেটে ১০ম গুরুর দুই স্ত্রী মাতা সুন্দরী ও মাতা সাহিব কাউরের সমাধিতে গড়া গুরদ্বারা মাতা সুন্দরী ছাড়াও রয়েছে নানান গুরদ্বারা দিল্লী নগরীতে। এদেরও পর্যটক আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

তেমনই রয়েছে নতুন দিল্লী গড়ে তোলার আগে আজকের কাশ্মীরি গেটে ব্রিটিশের ক্যান্টনমেন্ট নগরী। ১৮৫৭য় দ্বিতীয় দফায় দিল্লী দখল করে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামীদের নৃশংসভাবে হত্যাও করে ব্রিটিশ। অদূরে ১৮৩২এ ব্রিটিশ সৈনিক জেমস স্কিনারের একক প্রচেষ্টায় তৈরি সেন্ট জেমস চার্চ। পশ্চিমে সবজি মণ্ডিতে রয়েছে ১৮৫৭য় নিহত ব্রিটিশ সৈনিকদের স্মরণে ব্রিটিশের গড়া মিউটিনি মেমোরিয়াল। অদূরে ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রোথিত অশোক পিলার। বাহ্মপুরের কাছে কালকাজির কালী মন্দিরটিও পুরাণখ্যাত। অতীত লুপ্ত হলেও ১৮ শতকে রূপ পেয়েছে বর্তমান মন্দির। তবে দেবীমূর্তি দীর্ঘ অতীতের।

সারা ভারতের পণ্য বিকোচ্ছে দিল্লীর দোকানপাটে। ইলেকট্রনিকস থেকে শুরু করে বেলোয়াড়ি কাচের চুড়ি— দামেও সুবিধা মেলে ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য শহর থেকে। তবে আইভরির নানান জিনিস, চাঁদনির জুতো আর উলেন পণ্যের খ্যাতি আছে পর্যটক মহলে। আর রয়েছে ঝলমল সাজে কনট প্লেসে গভর্নমেন্ট সেলস এম্পোরিয়াম, পাশেই শীতাতপ পালিকা বাজার, অদূরে জনপথে সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়াম ছাড়াও নানান দোকানপাট। তেমনই অপরদিকে বাবা খড়ক সিং মার্গেও এম্পোরিয়াম গড়েছে ভারত রাষ্ট্রের নানান রাজ্য সরকার। দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদ নিন চাঁদনির শিশগঞ্জ গুরদ্বারার পাশে ঘণ্টেবালার দোকানে। আবার কারোল বাগের আফজল খাঁ মার্কেটেও কেনাকাটা করা যেতে পারে। জনপথে তিব্বতীয় মার্কেটেও চলা যেতে পারে আবরণ ও আভরণের জন্য। অ্যান্টিক কিনতে চলা উচিত হবে ড. জাকির হোসেন রোডের সুন্দর-নগর মার্কেটে। তেমনই রিং রোডে লালকেল্লার পিছে দিল্লীর চোরবাজারটিও আজ দিল্লী ভ্রমণে আদরণীয় হয়ে পড়েছে। প্রতি রবিবার দিনভর বিকিকিনি চলছে নামমাত্র মূল্যে সেকেন্ডহ্যান্ড পণ্যের নানান কিছু। ৩ বা ৫ দিনে দিল্লী ও আগ্রা ভ্রমণ সাঙ্গ করে চণ্ডীগড় হয়ে সিমলার পথে এগিয়ে চলুন। আবার আগ্রা বেড়িয়ে রাজস্থানেও চলা যেতে পারে ভরতপুর হয়ে।

তবে, রবিবার বন্ধ থাকে চাঁদনি, সদরবাজার ও কনট সার্কাস; সোমবার বন্ধের তালিকায় কারোল বাগ, পাহাড়-গঞ্জ, সবজি মণ্ডী, গান্ধী মার্কেট; মঙ্গলবার বন্ধ থাকে গ্রেটার কৈলাস; বুধবার তিলকনগর; শুক্রবার বন্ধের তালিকায় করমপুরা, মতিনগর। আর সেলুন বন্ধ থাকে প্রতি মঙ্গলবার সারা দিল্লী জুড়ে।

কুতব মিনার : শহর থেকে ১৪.৪ কিমি দক্ষিণে ৭২.৫ মি উঁচু বিজয়স্তম্ভটি দাস রাজা কুতব-উদ-দিন আইবকের ভারত বিজয়ের স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের বিধ্বস্ত দুর্গ কিলা রায় পিথোরাতেই গজনির অনুকরণে গড়ে উঠেছে এই মিনার। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে কুতব-উদ-দিনের হাতে নির্মাণ শুরু, শেষ হয় ১২৩৬এ কুতবের জামাতা ইলতুৎমিসের হাতে। দ্বিমতে ১৩৫৭-৬৮তে শেষ হয় কুতবের উত্তরপুরুষ ফিরোজশাহ তুঘলকের হাতে। তবে, সংস্কার হয়েছে বার বার আফগান স্থাপত্যে গড়া কুতব। ঘোরানো সিঁড়ি উঠেছে ৩৬৭ ধাপের সামান্য হেলে থাকা কুতবে। আকারেও বৈচিত্র্য আছে—গোড়াতে ব্যাস এর ১৪.৪০ মি, ক্রমশ সরু হয়ে শেষ হয়েছে ২.৪৪ মিটারে। মিনারের নিচুতে ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ।

ভারতে উচ্চতম স্থাপত্যে অনুপম কুতব মিনারটি পাঁচ তলায় গড়ে উঠেছে। প্রথম তলাটি লাল বেলেপাথরে কুতবের হাতে, ২য় ও ৩য় তলা দু'টি লাল বেলেপাথরে ইলতুৎমিসের গড়া। আর ৪র্থ ও ৫ম তলা দু'টি হয়েছে

বেলেপাথর ও মর্মরে ফিরোজশাহ তুঘলকের হাতে। ব্যালকনিও হয়েছে প্রতিটি তলায়। দ্বিমতে, জামাতার গড়া (২-৪) ৪র্থ তলাটি সংস্কারের সাথে ৫ম তলাটির সংযোজন ঘটিয়ে গম্বুজ গড়েন মিনার শিরে ফিরোজশাহ ১৩৬৮তে। তবে ১৮০৩-এর ভূমিকম্পে সেটি বিধ্বস্ত হতে ১৮২৯এ নতুন করে গম্বুজ তোলে ব্রিটিশ। আরও পরে সেটিকেও মিনার থেকে নামিয়ে পাশের বাগিচায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮১র পদদলনে বেশ কিছু ছাত্রের মৃত্যু ঘটায় ৫তলা চড়া মানা হলেও অনধিক ৪ জন করে ১ম তলা পর্যন্ত অভিযান করে নেওয়া যায় কুতব। সম্প্রতি আলোকিত হয়েছে কুতব মিনার।

পাশেই রয়েছে ৪ শতকের চন্দ্রভার্মার তৈরি ৭.২০ মি উঁচু **লৌহ মিনার**। মরচেহীন মিনারের সংস্কৃত উদ্ধৃতিটি আজও অবিকৃত। এর গরুড় মূর্তি থেকে অনুমেয় কোনো বিষ্ণুমন্দির থেকে তুলে এনে পত্তন করা হয়ে থাকবে। সম্ভবত বিষ্ণুপাদ পাহাড়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৫-৪১৩ খ্রি) স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজ এটি। স্থানান্তর দিল্লীকা নগরীর স্রষ্টা টোমররাজ অনঙ্গপালের হাতে। প্রবাদ, পিছন ফিরে দু'হাতের বেড়ে মিনারটি ধরতে পারলে রাজা তিনি হবেনই। হয়তো সুযোগ মেলেনি কারুরই, তাই আজ দেশে রাজার অভাব। সুযোগ নিতে ভুলবেন না।

কুতব সংলগ্নই হয়েছে ভারতের প্রাচীনতম **কুওয়াত-উল ইসলাম মসজিদ**। কুতবের হাতে ১১৯৩এ মহম্মদের মদিনার বাড়ির রেপ্লিকা হয়ে হিন্দু মন্দিরের উপর গড়ে উঠেছে। এর পিলারগুলিও এসেছে ২৭টি হিন্দু ও জৈন মন্দির থেকে। পুবের প্রবেশদ্বারে উল্লিখিতও হয়েছে সেকথা। সংস্কারও হয়েছে বার বার কুওয়াত। ১২১০-২০এ কুতবের জামাতা ইলতুৎমিস চত্বর ঘেরেন দেওয়ালে। আর ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে কুতবের দক্ষিণ-পুবে আলাউদ্দিনের হাতে লাল বেলেপাথরে তৈরি আলাই দরওয়াজা অর্থাৎ প্রবেশ তোরণটিও অনবদ্য। সমাধিস্থও রয়েছেন ইতিহাসের নানান জনা আলাই দরওয়াজার ডাইনে-বাঁয়ে।

আর রয়েছে কুতবের উত্তরে আলাউদ্দিনের অপূর্ণ স্বপ্ন ২৭ মি উঁচু **আলাই মিনার**। বাসনা ছিল যুদ্ধ জয়ের স্মারক রূপে কুতবের ডাবল উঁচু মিনার গড়ার। তবে, মৃত্যু আর উত্তরসূরির অভাবে অপূর্ণ থাকে সে দুঃস্বপ্ন। ইলতুৎমিস ও আলাউদ্দিন সমাধিস্থও রয়েছেন চত্বরে। সম্ভবত সমাধিটি আলাউদ্দিনের নিজেরই গড়া।

কুতব লাগোয়া **মেহেরৌলি** গ্রামে আকবরের পালিত ভাই আদম খাঁর অষ্টভুজ সুরম্য সমাধিটিও আর এক দর্শন। মাণ্ডু দখলের পর রূপমতীর আত্মহত্যায় আকবর আদমের উপর রুষ্ট হতে আত্মহত্যা করেন আদম। ভুলভুলাইয়া নামেও সমধিক খ্যাত। কথিত আছে সেকালে একটি সুড়ঙ্গপথে সংযোগও ছিল লালকেল্লার সাথে।

মামুদের সমাধি : ভারতের প্রাচীনতম কবরটি রয়েছে পালামের পথে কুতব থেকে ৪.০৮ কিমি পশ্চিমে। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে ১২২৯এ তৈরি এটি। ইলতুৎমিসের ছেলে মামুদ শায়িত রয়েছে এখানে। প্রচারের অভাবে যাত্রী কম। অদূরে ৪র্থ দিল্লী নগরী জাহানপানার ধ্বংসাবশেষ লাগোয়া ১৩৮০র **খিরকী মসজিদ**। স্বল্প দূরে বেগমপুর মসজিদ।

তুঘলকাবাদ দুর্গ : শহর থেকে ১৫ আর কুতবের ৮ কিমি পুবে গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের হাতে ১৩২১-২৫এ গড়া ৩য় দিল্লী নগরী তুঘলকাবাদ। বংশের নামে নাম। আকারে যেমন বিরাট, তেমনই মজবুত ছিল ১৩ গেটের প্রাচীরে ঘেরা তুঘলকাবাদ দুর্গ তথা রাজধানী। সম্ভবত জলাভাবে ১৫ বছর পর পরিত্যক্ত হয়। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলকের হাতে নতুন করে গড়ে ওঠে আদিলাবাদ দুর্গ। আবার স্থানান্তরও করেন রাজ্যপাট দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে মহম্মদ। দীর্ঘ ১১২০ কিমি যাতায়াতে নানান ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে জীবনহানি ঘটে বিপুল হারে। তবে লাগোয়া দুই-ই আজ বিধ্বস্ত। ধর্মগুরু নিজামুদ্দিনের সাথে গিয়াসুদ্দিনের মতান্তর সেও এক কিংবদন্তী। গুরুর শ্রাইন গড়ার কর্মী নিয়ে গিয়াসুদ্দিন মিনার গড়ায় নিয়োগ করেন। ব্যথিত গুরু শাপ দেন—*দিল্লী দূর অস্ত!* মৃত্যুও ঘটে আততায়ীর হাতে ১৩২৫এ গিয়াসুদ্দিনের। ধ্বংসও পায় বংশ গুরুরই শাপে। তুঘলকাবাদ আজ ভুতুড়ে শহর—জিপসিদের বাস। তবে, মেহেরৌলি-বদরপুর সড়কে দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে কৃত্রিম জলাশয়ের মাঝে গিয়াসুদ্দিনের সুরম্য সমাধিটি আজও মধ্যযুগীয় সাক্ষ্য হয়ে পর্যটকদের অতীত রোমন্থন করায়।

সুরয কুণ্ড : শহর থেকে ১৭.৭ কিমি দূরে দিল্লী-আগ্রা রোডে কুতব ছাড়িয়ে হরিয়ানা রাজ্যের সুরয কুণ্ড। রাজপুত রাজাদের কীর্তি এটি। সম্ভবত ১১ শতকে টোমররাজ সূরযপাল কুণ্ডটি খনন করান দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লীর জলাভাব মেটাতে। যদিও আজ আর জল নেই কুণ্ডে, তবে সূর্যদেবতার মন্দিরটি রয়েছে আজও। মে-জুনে বনফুলেরা মনোরম শোভায় সাজিয়ে তোলে চারপাশ। মেলা বসে জুন মাসে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *হরিয়ানা ট্যুরিজমের ডিলাক্স মোটেল, ক্যাম্পার হাট ও হোটেল রাজহংস,* Surajkund, Faridabad-121009, ✆ 6810862, A/c D ৮০০, স্যুইট ৩১০০।

যাত্রীবাসে কুতব এসে এগুলি দেখে নেওয়া সুবিধার। কনডাকটেড ট্যুরে সময়-স্বল্পতায় মামুদের কবর, তুঘলকাবাদ ও মেহেরৌলি দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কনট প্লেসের দিল্লী ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের সামনে থেকে ৫০৫, দিল্লী জংশন থেকে ৫০২, ISBT থেকে ৫০৩/ ৫৩৩ রুটের বাস যাচ্ছে কুতবে। আর যাচ্ছে মিনি বাস সুপার বাজারের সামনে থেকে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত খোলা থাকে কুতব, দর্শনী লাগে; শুক্রবার ফ্রি। থাকারও ব্যবস্থা আছে কুতব লাগোয়া

কুতব রেস্ট হাউসে। চলার পথে জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়, আই আই টি, বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

সফদরজং টুম্ব : শহর থেকে ৯ কিমি দূরে কুতবের পথে অরবিন্দ মার্গে হুমায়ুন সমাধির অনুকরণে অযোধ্যার নবাব মির্জা মুকিম আবুল মনসুর খানের স্মৃতিতে ১৭৫৪য় তৈরি করেন সফদর জং-পুত্র নবাব সুজা-উদ্-দৌলা। মোগলি স্থাপত্যে গড়া ৪০ফুট উঁচু শেষ সৌধও এই টুম্ব। চারপাশে চার মর্মর-খচিত আজান মিনার—বাগিচাও হয়েছে চত্বর জুড়ে। পাশেই মিনি এয়ারপোর্ট সফদরজং। ১৯৮০তে এই এয়ারপোর্টেই এক বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু ঘটে। অদূরে ১৫১৮য় লোধী স্থাপত্যে গড়া অষ্টকোণাকৃতি সিকন্দর শাহ লোধীর সমাধিসৌধ। শিরে গম্বুজ হয়েছে ৫৪ ফুটের।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির : কনট প্লেসের পশ্চিমে ওড়িশি শৈলীতে ১৯৩৮এ রাজা বলদেও বিড়লার তৈরি লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির। **বিড়লা মন্দির** নামেও সমধিক খ্যাত। মন্দির মার্গের এই মন্দিরে দেবতা রয়েছেন লক্ষ্মী, নারায়ণ, দুর্গা ও শিব। মন্দিরের জাঁকালো কারুকার্যও সুন্দর। পৌরাণিক আখ্যান চিত্রিত হয়েছে এর দেওয়ালে। সর্বধর্মের সমন্বয়ও ঘটেছে মন্দিরে—বৌদ্ধ ও শিখ ফ্রেস্কো, চীনা বুদ্ধিস্ট বেলও স্থান পেয়েছে।

কালীবাড়ি : লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির লাগোয়া মন্দির মার্গে কালীবাড়ির আকর্ষণ অনস্বীকার্য। দিল্লীবাসীদের কাছে মন্দিরটির প্রশস্তি মুখে মুখে। কালীবাড়ির গেস্ট হাউসটি দিল্লী ভ্রমণার্থীদের খুবই আদরণীয়। আজও এদের ডর্মি প্রথায় ৪৫ টাকায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ভালই।

বাহাই উপাসনা গৃহ : *বিশ্ব এক—এক তার মানব জাত*। একই বৃক্ষের নানান বৃন্তে নানান ফুল, নানান শাখায় নানান পাতা। তবুও যেন ধর্মের অন্ধতা, মানুষে মানুষে হিংসার হানাহানি কলুষিত করছে ধরাধামকে। সুন্দর এই পৃথিবীতে *এক জাতি এক প্রাণ একতা* এই মূলমন্ত্র রূপ দিতে ১৮৪৪এ পারস্যে উন্মেষ ঘটেছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম ধর্ম *বাহাই*-এর। প্রবর্তক—বাহাউল্লাহ। আর ভারতে আগমন ১৮৭২এ ঘটলেও ২১ এপ্রিল ১৯৮০তে শুরু হয়ে ১৯৮৬র ২৪ ডিসেম্বর নতুন দিল্লীর কালকাজির বাহাপুরে হজখাসের উত্তরে এফ সাহাবার নকশায় মন্দির হয়েছে পদ্মাকারে। মনোরম বাগিচার মাঝে নতুন দিল্লীর এই নতুন আকর্ষণ ইতিমধ্যেই পর্যটকদের চিত্ত জয় করেছে। সোমবার ছাড়া দ্বার এর সবার তরে খোলা।

ইন্ডিয়া গেট : টুরিস্ট অফিস থেকে ২.০২ কিমি দূরে রাজপথের পূবপ্রান্তে ১৯২৩-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি Duke of Connaught-এর ভিতে স্যার ল্যুথিয়েনসের নকশায় ১৯৩১এ তৈরি ৪২ মি উঁচু ইন্ডিয়া গেট বা ভারতীয় তোরণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ৯০,০০০ ভারতীয় সেনার স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি ওয়ার মেমোরিয়াল আর্চ। নামও খোদিত হয়েছে ১৩,০০০ সেনার। খাল কেটে জলপথে সংযোগ ঘটেছে মহাকরণ পর্যন্ত। বোটিং-এর ব্যবস্থাও আছে। আলোকোজ্জ্বল এই তোরণটি রাতের বেলায় সুন্দর দেখায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে অমরজ্যোতি অর্থাৎ ৪টি শাশ্বত শিখা অতুলনীয় করে তুলেছে একে। এরই চারপাশ ঘিরে সেক্রেটারিয়েট, পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন।

রাষ্ট্রপতি ভবন : ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসভবন। জন-পথের ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ১.০৬ কিমি দূরে রাজপথের পশ্চিমে ইন্ডিয়া গেটের বিপরীতে রায়সিনা পাহাড়তলীতে ৩৩০ একর জমি জুড়ে ৩৪০ ঘরের এই ভবন। ব্রিটিশের হাতে স্যার এডউইন ল্যুথিয়েনসের নকশায় মোগল ও পাশ্চাত্য ধারায় ব্রিটিশ ভাইস রিগ্যাল-এর বাসভূমি রূপে ১৯২৯এ তৈরি। ধূসর আকাশী রঙা তাম্র নির্মিত মূল গম্বুজটি বৌদ্ধ স্তূপধর্মী, অলিন্দ হয়েছে হিন্দুমন্দিরের ঢঙে। এর দরবার হল্, অশোক হল্ সদাই ব্যস্ত রাষ্ট্রপতির নানান অনুষ্ঠানে।

নিজ বাসভূমের আদলে গড়া কৃত্রিম পাহাড়, বাগিচা, ঝরনা, জলাশয়ে ১৩০ হেক্টর ব্যাপ্ত ভবনের মোগল উদ্যানটিও রমণীয়। শীতে ফুলের বাহার মধুময় করে তোলে। ৪১৮ জন মালি উদ্যান পরিচর্যায় রত। পাখি তাড়াতে রত ৫০ জন তার। রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারির অনুমতিতে দেখার ব্যবস্থা। আর বিদেশীদের অনুমতি মেলে Govt of India Tourist Office থেকে। পর্যটকমাত্রই এই অনুমতি পেতে পারেন। তবে, জান্/ফেব্রুয়ারিতে একমাস সর্বসাধারণের কাছে খোলা থাকে এর দরজা। জাতীয় উৎসবের দিনগুলিতে আলোর সাজও পরে ভবন।

সংসদ ভবন : রাষ্ট্রপতি ভবনের এক পাশে রাজপথের উত্তর লাগোয়া সংসদ মার্গে (পার্লামেন্ট স্ট্রিট) স্যার হার্বট বেকারের নকশায় চক্রাকার পার্লামেন্ট হাউস অর্থাৎ সংসদ ভবন। কাউন্সিল অব স্টেট ও অ্যাসেম্বলি রূপে ব্রিটিশের গড়া ১৭১ মি ব্যাসের ভবনে আজ ভারতীয় পার্লামেন্ট অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভা বসেছে।

যন্তর মন্তর : এটি জয়পুরের মহারাজা সওয়াই জয়-সিংহ দ্বিতীয়ের সৃষ্টি। কনট প্লেসের অদূরে সংসদ মার্গে ১৭২৫এ তৈরি সেকালের পঞ্জিকা অর্থাৎ মানমন্দির— সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও সময় পরিমাপক যন্ত্র। বিশালাকার প্রিন্স ডায়ালটি অনবদ্য। মানমন্দির হিসাবে জয়পুরের পরেই এর স্থান। উজ্জয়িন, বারাণসী, মথুরাতেও যন্তর মন্তর হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে রাত দশটা খোলা থাকে। অদূরে হনুমান মন্দির।

জাতীয় মিউজিয়ম: রাজপথের দক্ষিণে জনপথে জাতীয় মিউজিয়ম অর্থাৎ জাদুঘর। অতীত দিনের নানান সংগ্রহ স্থান পেয়েছে এই মিউজিয়মে। পাঁচ হাজার বছরের অতীত প্রদর্শিত হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতা, ব্রাহ্মাণ্যিক্যাল, জৈন ও বুদ্ধ

স্থাপত্যের নিদর্শনও রয়েছে মিউজিয়মে। ম্যুরাল ও মিনিয়েচার ধর্মী রঙিন চিত্রকলার সংগ্রহও উল্লেখ্য। মোগল, রাজপুত, ডেকান ও পাহাড়ীশৈলীর ছবির সম্ভার দেখবার মতো। এছাড়া *গীতগোবিন্দ*, সুন্দর অলঙ্কৃত মহাভারত, সোনালী হরফের ভাগবতগীতা, অষ্টকোণী ক্ষুদে কোরান, বাবরের হাতে লেখা *বাবরনামা*-র পাণ্ডুলিপি, নানানধর্মী বাদ্যযন্ত্র, নানান উপজাতীয় পোশাক মিউজিয়মকে সমৃদ্ধ করেছে। আর Sir Aurel Stein-এর অ্যান্টিকের সংগ্রহও মর্যাদা বাড়িয়েছে মিউজিয়মের। মিউজিয়মের নবতম সংযোজন প্রাচীনকাল থেকে অধুনা পর্যন্ত অলঙ্কারের ক্রম বিবর্তন গ্যালারি। দিল্লী দর্শকদের কাছে এর আকর্ষণও কম নয়। শনি ও বুধ ১৪-৩০টায় ফিল্ম শো-ও প্রদর্শিত হচ্ছে মিউজিয়মে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা।

নেহরু মিউজিয়ম : রাষ্ট্রপতি ভবনের অদূরে তিনমূর্তি রোডে ব্রিটিশ সেনাপতির বাসভবন রূপে তৈরি বাড়ি ১৯৫৪য় রূপান্তরিত হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সেই থেকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বাসভবন হয় তিনমূর্তি। ১৯৬৪তে মৃত্যুর পর নেহরু-স্মারক মিউজিয়ম বসেছে। ব্যক্তিজীবন ও প্রধান-মন্ত্রীরূপে দেশ-বিদেশ থেকে পাওয়া পুরস্কারের সম্ভার প্রদর্শিত হয়েছে। লাইব্রেরিও বসেছে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় খোলা। প্রবেশ অবারিত। মরসুমে ১১-৩০, ১৩-৩০, ১৫-৩০, ১৬-৩০-এ নেহরুর কর্মজীবন তথা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আখ্যান দেখে নেওয়া যায় Nehru Planetarium অর্থাৎ *Son-et lumiere*-এ তিনমূর্তিতে। টিকিট ১০ ও ৫, ✆ 3014504. গোলাপ বাগিচাটিও সুন্দর তিনমূর্তিতে। অদূরেই জহরজ্যোতি।

ইন্দিরা স্মৃতিসৌধ : ১ নম্বর সফদরজং রোডের বাড়িতে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার স্মৃতিতে আর এক জাতীয় মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে মে ২৭, ১৯৮৫তে। এই বাড়িতেই শ্রীমতী ইন্দিরা শহীদের মৃত্যুবরণ করেন ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪। কাচের আঁধারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে জায়গাটিকে। আর হয়েছে গুলিবিদ্ধ হবার আগের মুহূর্তে হেঁটে আসা বাগিচাপথে চেক সরকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি ইস্পাতের পাতে স্ফটিক দিয়ে গড়া ৩৩×২৫ মিটারের কৃত্রিম এক জলপ্রবাহ। তৈরিও এটি চেক স্থপতি জারোস্লাভ মিরিচের। ৩টি ঘরে বসেছে ইন্দিরার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের প্রদর্শনী। এমনকি রক্তাক্ত বস্ত্রখানিও প্রদর্শিত হয়েছে মিউজিয়মে। আর দেখা যাবে অন্দরমহল—পড়ার ঘর, খাবার ঘর, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস। সোমবার ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

ফিরোজ শা কোটলা : যে কোনও খেলাপ্রিয়র কাছে ফিরোজ শা কোটলা গ্রাউন্ড বিশেষভাবে পরিচিত। ১৩৫৪য় কিল্লার উত্তর-পুবে মথুরা রোডে দিল্লী গেটের দক্ষিণে অতীতের সিরি নগরী তথা আজকের হুজ খাসে রাজ্যপাট গড়েন ফিরোজ শা। জায়গার নামেরও বদল ঘটে—নিজের নামে নাম হয় **ফিরোজাবাদ**। নতুন রাজধানীর আকর্ষণ বাড়াতে ১৩ মি উঁচু (৩ খ্রি পূ) মনোলিথিক অশোক পিলারটিও তুলে এনে পত্তন করেন। যদিও অতীত আজ লুপ্ত—তবে, সেকালের বিরাটাকার সরোবরটি খনন করান ফিরোজ। এরই পাড়ে লোধী স্থাপত্যে ফিরোজের গড়া কলেজের কেন্দ্রস্থলে ছিল ফিরোজ শা-র সমাধি (১৩৯৮)। সুলতানা রিজিয়ার সমাধিটিও এখানে। এমনকি ১৩৯৮এ তৈমুর লঙ এখানেই মহম্মদ শাহকে হারিয়ে দখল নেয় দিল্লীর। তবে সবই আজ অতীত—১৭ শতকে শাজাহানের হাতে শাহজাহানাবাদ গড়ার কালে লোপ পায় ফিরোজাবাদ। শহর থেকে দূরত্ব ৩.২ কিমি।

ডলস মিউজিয়ম : সারা বিশ্ব (৮৫টি দেশ) থেকে ৬০০০-এরও অধিক পুতুলের সংগ্রহ স্থান পেয়েছে শঙ্করস ইন্টারন্যাশানাল ডলস মিউজিয়মে। বিশেষ করে জাপানি পুতুলের সম্ভার চমক লাগায় দর্শকদের। তবে সংখ্যায় ⅓ অংশ ভারতীয়—ভারতীয় সংস্কৃতিও রূপ পেয়েছে পুতুলে। টিকিট ৫০ পয়সা। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১৭-৩০টায় খোলা। দিল্লী গেটের অদূরে বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে I T O অফিসের পাশে নেহরু হাউসে এই মিউজিয়ম।

রাজঘাট : জনপথ থেকে ৪ কিমি দূরে ফিরোজ শা-র উত্তর-পুবে দিল্লী গেটের সন্নিকটে রিং রোডে যমুনা কিনারে গড়ে উঠেছে নবভারতের অবিস্মরণীয় জাতীয় মন্দির। জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর শেষকৃত্য হয় মৃত্যুর পরদিন ১৯৪৮-এর ৩১ জানুয়ারি এখানে। স্মারক-রূপে কালোমর্মরে বর্গাকার সমাধিবেদি। খোদিত হয়েছে গান্ধীজীর শেষ উক্তি—*হে রাম*। সাধারণ-অসাধারণ, দেশী-বিদেশী দিল্লী ভ্রমণার্থীরা শ্রদ্ধা জানাতে আসেন জাতির পিতাকে। প্রতি শুক্রবার (মৃত্যুদিন) উপাসনা বসে। রাজ-ঘাটের আর এক দ্রষ্টব্য ছবি ও ফটোয় গান্ধী দর্শন প্রদর্শন-শালা। পাশেই ব্যক্তি জীবনের সংগ্রহের **গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়**।

আর এক গান্ধী স্মারক—**গান্ধী বলিদান স্থল**, শহরের তিস জানুয়ারি মার্গে। ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি ১৭-০৫এ বিড়লা ভবনে উপাসনায় যাবার পথে আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী যেখানে শহীদ হন তারই স্মারক রূপে তৈরি।

শান্তিবন : রাজঘাটের উত্তর লাগোয়া শান্তিবন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শেষ-কৃত্য হয় এখানে ১৯৬৪র ২৭শে মে। এখানেও গড়ে তোলা হয়েছে সমাধিবেদি। পাশেই ১৯৮০র জুনে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত নাতি (ইন্দিরা-তনয়) সঞ্জয় গান্ধীর স্মৃতিবেদি।

বিজয়ঘাট: এটি ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধিবেদি। ১৯৬৫র ভারত-পাক যুদ্ধ জয়ের পর শান্তি-সম্মেলনে গিয়ে রাশিয়ার তাসখন্দে মৃত্যু ঘটে প্রধানমন্ত্রীর। ১৯৬৬তে এখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শক্তিস্থল : ভারতীয় জাতীয় সংহতির অমলিন প্রতিমা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার স্মৃতিতে আর এক জাতীয় মন্দির গড়ে উঠেছে রাজঘাট ও শান্তিবনের মাঝে। ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪তে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী —আর ৩ নভেম্বর তাঁর নশ্বর দেহ পূতাগ্নিতে বিলীন হয় এই শান্তিবনে।

বীরভূমি : অদূরে মায়ের কাছে তৈরি হয়েছে আর এক জাতীয় মন্দির ইন্দিরা-তনয় রাজীব স্মরণে। চেন্নাই থেকে ৪০ কিমি দূরে শ্রীপেরামবুদুরে ২১শে মে ১৯৯১ রাত দশটা বিশ মিনিটে ঘাতকের হাতে শহীদ হলেন ভারতের নবীনতম বিশ্ববরেণ্য নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। আর ২৪শে মে পূতাগ্নিতে বিলীন হয় তাঁর নশ্বর দেহ এই পুণ্যভূমে। সেই স্মৃতিতে জাতীয় বেদি। এমনকি রাজীব হত্যার ধোঁয়াশায় ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে মন্ত্রীসভা তথা লোকসভার পতনও ঘটেছে ভারত রাষ্ট্রে।

পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এই পাঁচ বরণীয় স্মৃতি-মন্দির। দিল্লী ভ্রমণার্থীদের কাছে এদের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। লাগোয়া পার্ক—বিশ্ববন্দিত নানান VIP-র পোঁতা বৃক্ষরাজিও মাথা নত করে দাঁড়িয়ে। সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষেও পরিবেশ রমণীয়। আর হয়েছে কৃষকনেতা ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংহের স্মরণে **কিষাণঘাট** রাজঘাটের অদূরে যমুনা-কিনারে। মে ৩১, ১৯৮৭তে এখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় চরণ সিংহের। আর হয়েছে রাজঘাটের বিপরীতে রিং রোডে যমুনা কিনারে দলিত নেতা ভারতের আর এক প্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রামের স্মরণে সমাধি মন্দির।

লালকেল্লা: আগ্রা থেকে দিল্লী এলেন ৫ম মোগলি সম্রাট সাহাবুদ্দিন মহম্মদ কিরান শাজাহান। গড়ে তুললেন মোগলি স্থাপত্যে লাল বেলেপাথরে কেল্লা বা দুর্গ। নামটিও তাই লালকেল্লা। ১৬৩৮এ শুরু করে ১৬৪৮এ কেল্লা নির্মাণ শেষ করেন সম্রাট। আর দীর্ঘ ৩০০ বছর পরে নানান ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত লালকেল্লায় ১৯৪৭র ১৫ই আগস্ট নেতাজী সুভাষের *চলো চলো দিল্লী চলো—লালকেল্লা দখল করো* স্বপ্ন রূপ পেল। ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তুললেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ভাষণও দিলেন জাতির উদ্দেশ্যে লালকেল্লা থেকে। সেই থেকে প্রতি ১৫ই আগস্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী।

দুর্গের নির্মাণশৈলীও অভিনব। ২½ কিমি ব্যাপ্ত দুর্গের চারপাশে ছিল ১১ মি গভীর পরিখা আর প্রাচীর ছিল যমুনার দিকে ১৮ মি, শহরমুখী ৩৩ মি উঁচু। সেকালে যমুনার ওপার থেকে কোনো শত্রুসেনার পক্ষে দুর্গ আক্রমণ যেমন সম্ভব ছিল না তেমনই যমুনার খর স্রোত পেরিয়ে আসাও ছিল অসম্ভব। তবে, আজ সরে গিয়ে ১ কিমি পুবে যমুনা। দুর্গের মূল প্রবেশপথ ছিল দক্ষিণে দিল্লী গেট আর পশ্চিমে লাহোর গেট। তেমনই দক্ষিণ-পশ্চিমে কাশ্মীরি গেট—গেটও ছিল মোট চোদ্দ সেকালে। ২টি হস্তীমূর্তিও হয়েছিল দক্ষিণী দিল্লী গেটে। মূর্তিবিরোধী ঔরঙ্গজেবের হাতে ধ্বংস পায় হস্তীযুগল। উত্তরকালে ১৯০৩এ ভাইসরয় লর্ড কার্জন নতুন করে হস্তীমূর্তি গড়ে আকর্ষণ বাড়ান। দক্ষিণের দিল্লী গেট (দরিয়াগঞ্জমুখী) হয়েই পথ গিয়েছে জুম্মা মসজিদের। এই লালকেল্লাকেই ঘিরে গড়ে উঠেছিল সেকালে শাহ্‌জাহানাবাদ অর্থাৎ শাজাহানের রাজ্যপাট আজকের পুরনো দিল্লীতে।

লাহোর (পাকিস্তান)মুখী লাহোরী গেট অর্থাৎ চাঁদনি চকমুখী গেট দিয়ে ঢুকতেই সেকালের বাগদাদী প্রথার *ছত্তচক* বা মীনা বাজারে দোকানপাট বসছে আজও। তবে, আজ আর কেবল মহিলা দোকানি নয়—নানান সম্প্রদায়ের দোকানি বসছে নানানধর্মী অ্যান্টিক সাজিয়ে। প্রবেশদ্বারে অর্ধগোলাকৃতি খিলান ও মার্বেল পাথরের গম্বুজ। ঢুকতেই খোলা চত্বর পেরিয়ে দু'পাশে গ্যালারি ছিল অভ্যাগতদের বসার। তবে, ব্রিটিশ ব্যারাক বসাতে বদল ঘটে অতীতের। দ্বিতল *নৌবৎখানা* বা নহবতখানায়—গান-বাজনার আসর বসত সেকালে।

আটকোণা বিশালাকার কিল্লা-ই-মুবারক। কিল্লা-ই-মুবারকের শিল্প-সৌকর্যে প্রীত শাজাহান পাঁচ হাজারি মনসবদারে উন্নীত করেন মূল স্থপতি মকরমাৎ খানকে। মুবারকের চত্বর পেরুতেই দেওয়ানি আম। প্রজাদের সঙ্গে সম্রাটের মিটিং হল্। প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কাহিনী শুনতেন সম্রাট। দেওয়ালে চোরকুঠুরীর মতো তার আসনটি সেকালে মণিমুক্তায় খচিত ছিল। তবে, মণিমুক্তো লোপ পেয়েছে অতীতেই, আর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেওয়ানি আম সংস্কার করেন লর্ড কার্জন ১৮৯৮-১৯০৫এ। দেওয়ানি আমের পেছনে অতীতের সুরভিত বাগিচা ও ছয় মহলের ধ্বংসস্তূপ—মাঝে তার বেহেস্তের নহর *(Nahr-i-Bihisht)* অর্থাৎ স্বর্গোদ্যানে নদী।

উদ্যানের পেছনে মর্মরে গড়া দেওয়ানি খাস অর্থাৎ বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে মিলন কক্ষ। এর ভাস্কর্য ও কারুকার্য অনবদ্য। রত্নখচিত স্তম্ভে সজ্জিত দেওয়ানি খাসের শ্বেতমর্মরের জালির কাজ নয়নাভিরাম। দেওয়াল ছিল শ্বেতমর্মরে আর সিলিং হয়েছিল রুপোয়। ধনুকাকার খিলানের উপরে উত্তর এবং দক্ষিণের দেওয়ালে পার্সি ভাষায় সোনালি হরফে লেখা:

অগর ফিরদৌস বররুয়ে জমীনস্ত
ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত, ওয়া হমীনস্ত

অর্থাৎ *বেহেস্তের নহর বা স্বর্গোদ্যানে নদী।*
পৃথিবীতে—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে
সে এখানে, সে এখানে, সে এখানে।

দেওয়ানী খাসের আর এক সম্পদ ৩ গজ লম্বা, ২½ গজ চওড়া, ৫ গজ উঁচু ময়ূর সিংহাসন। এটি আজ ভারত-ছাড়া। এর নয়নাভিরাম রূপে পাগলপারা নাদির শাহ ১৭৩৯এ

সঙ্গে নিয়ে যায় লুঠের মাল হিসাবে সমরখন্দে। তবে ভেঙে যেতে ধ্বংস পেয়েছে সেটি আজ। রঙবেরঙের মণি-মুক্তো বসিয়ে পেখম তোলা ২টি ময়ূররূপী সলিড সোনায় তৈরি সিংহাসনে পান্না কেটে পায়রা খোদিত। নয়ন-মুগ্ধ অপরূপ সৌন্দর্যের ময়ূর সিংহাসনের সেকালেই দাম ছিল ১,২০,০০০০০ পাউন্ড। আরও পরে ১৭৬০এ মারাঠারাও খুলে নেয় সিলিং থেকে রুপোর আস্তরণ দেওয়ানি খাসের। এমনকি ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে পর্যুদস্ত ব্রিটিশ নতুন করে নগরী দখল করে আর্মি ব্যারাক গড়ে লালকেল্লায়। ধ্বংস পায় নানান প্রাসাদ, আস্তরণ লাগে মোগলি ফ্রেস্কো চিত্রে। তবে, ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন সংবিৎ ফিরে পেতে বন্ধ হয় ধ্বংসলীলা—ব্যারাক সরে রেস্ট হাউস বসে ব্রিটিশের।

হল্ পেরুতেই মমতাজের মহল—রঙমহল। নয়নাভিরাম রঙমহলের সৌন্দর্যও অতুলনীয়। অতীতে হস্তীদন্তের ফোয়ারা ছিল মেঝেতে। উত্তরকালে পদ্মাকার মর্মরে রূপান্তর ঘটে; সুগন্ধী জলও বইত সেকালে। রঙবেরঙের অলঙ্করণও আজ বিবর্ণ। তবে, একটি মোমবাতি নিদেন-পক্ষে দেশলাই কাঠির আলোর বিচ্ছুরণ দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রত্নতত্ত্বদপ্তরের মিউজিয়মও বসেছে মমতাজ মহলে। সর্বদক্ষিণে কাচে মোড়া মমতাজের শিশমহল। রঙিন কাচে আঁকা ছবি ও অমূল্য রত্নসম্ভারে কারুকার্যময় শিশমহলটিও অনবদ্য। *Pietradura* শৈলীতে গড়া রয়্যাল বাথ তথা হামামটিও অনুপম।

দেওয়ানি খাসের উত্তর-পশ্চিমে ১৬৫৯এ শাজাহান-পুত্র-ঔরঙ্গজেবের (৬ষ্ঠ বাদশাহ আলমগীর) তৈরি শ্বেতমর্মরের মোতি মসজিদ কেল্লার আর এক দর্শন। এটি সম্রাট তার নিজের ও পরিবারের মহিলাদের ৫ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের জন্য তৈরি করান। সাদা ও ছাইরঙা ডোরা-কাটা কন্দররূপী মোতি মসজিদ আকারে ছোট হলেও কারু-কার্যে অনুপম। সারা দুর্গের সঙ্গে সমতা রেখে বহির্ভাগে স্বপ্ন রূপ পেয়েছে। আর অন্দর সাধাসিধে—যেন মক্কারই প্রতিরূপ এই মোতি মসজিদ। এরই পেছনে মোগল উদ্যান। আর আছে উত্তর-পুবে শাজাহানের ব্যক্তিগত অষ্টকোনি ৩ তলা শাহীবুর্জ ও সম্রাটের নিজস্ব মহল খাসমহল।

আজকের দিল্লী পর্যটকদের কাছে চাঁদনির বিপরীতে লালকেল্লার আকর্ষণ যদিও অপরিসীম, তবে প্রাচীরসর্বস্ব লালকেল্লায় অতীত আজ বিস্মৃত। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা, টিকিট ৫্। শুক্রবার ফ্রি দর্শন।

লালকেল্লার আর এক আকর্ষণ সন্ধ্যায় *Son-et lumiere* প্রদর্শনী। শব্দ ও আলোয় মোগল যুগ থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ৩৩০ বছরের ভারত আখ্যান দেখুন হিন্দি বা ইংরেজি ধারাভাষ্যে। টিকিট ৩০্ ও ২০্। ITDC, L Block, Connaught Place ✆ 3320331/600121-Ext 2295 বা লালকেল্লায় ✆ 3274580-তে টিকিট মেলে।

Feb 1 to April 30	English 20-30 to 21-30	Hindi 18-00 to 19-00
May 1 to Aug 31	"21-00 to 22-00	"19-30 to 20-30
Sept 1 to Oct 31	"20-30 to 21-30	"19-00 to 20-00
Nov 1 to Jan 31	"19-30 to 20-30	"18-00 to 19-00

জুম্মা মসজিদ : লালকেল্লার বিপরীতে ১৬৫০ থেকে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ওস্তাদ খলিলের স্থাপত্যে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগ্রার মোতি মসজিদের আদলে তৈরি করেন ভারত সম্রাট শাজাহান। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মর্মকেন্দ্রও এই মসজিদ। ৪ প্রবেশদ্বার—পুবের বাদশাহি দ্বারে সম্রাটের যাতায়াত ছিল সেকালে। আর উত্তর ও দক্ষিণের দ্বার দু'টি সাধারণের জন্য। মঞ্চাকার উঁচু ভিতের উপর অত্যুচ্চ মসজিদের শিরে ৪০ মি উঁচু মিনার হয়েছে ২টি। ২ টাকার টিকিটে ১২২ ধাপ উঠে দক্ষিণের মিনার থেকে লালকেল্লা তথা চারপাশ দেখে নেওয়া যায়। এর চত্বরটি ১০৭৬ বর্গ ফুট প্রশস্ত। একত্রে ২৫,০০০ ধর্মার্থী উপাসনায় বসতে পারেন এর চত্বরে। মূল উপাসনা কক্ষ ২০১×১২০ ফুটের, উচ্চতা এর ১৩৫ ফুট—লাল বেলেপাথর আর সাদা মার্বেলের সমন্বয়ে তৈরি। গম্বুজটি হয়েছে কালো ও সাদা মর্মরে। ৫ বছর ধরে ৫ হাজার শ্রমিকের শ্রমে গড়া শাজাহানের শেষ কীর্তিও সুন্দর অলঙ্কৃত এই জুম্মা মসজিদ। ভারতে অন্যতম আর বৃহত্তমও বটে। তেমনই জুম্মা মসজিদের আর এক সম্পদ সযত্নে রক্ষিত হজরত মহম্মদের—দাড়ির একটি কেশ, পায়ের চটি, কোরাণের একটি অধ্যায়, সমাধি সৌধের চাঁদোয়া, পাথরে পায়ের ছাপ। এমনকি এর ইমাম পদটি অলঙ্কৃত করছেন বংশ পরম্পরায় শাজাহানের নিয়োগ করা ইমাম পরিবার। ১২-৩০—১৪-০০টায় অন্য ধর্মীয়দের প্রবেশ নিষেধ। ছবি তুলতেও টিকিট লাগে।

চিড়িয়াখানা : জীবজন্তু প্রেমিকদের উচিত হবে পুরনো কেল্লার দক্ষিণ লাগোয়া মথুরা রোডে দিল্লীর চিড়িয়াখানাটি দেখে নেওয়া। নানান জন্তু-জানোয়ারের সাথে ভারতে লোপ পেতে বসেছে এমনই কিছু জীবজন্তু আকর্ষণ বাড়িয়েছে। স্যাঙ্গাই কেবল মণিপুরে মেলে, সেই স্যাঙ্গাই রয়েছে এখানে। গণ্ডারকুলের মধ্যে প্রবীণ ৪০ বছর বয়সী মোহন, ভারতের প্রথম সাদা বাঘ-দম্পতি রাজা-রানীর বাসও এখানে। ৪ একর জমি জুড়ে গড়ে তোলা পাখির স্বর্গ—যেমন নাম-না-জানা পাখিদের আকর্ষণ করে তেমনই আনন্দ বর্ধন করে পর্যটকদের। গ্রীষ্মে ৮—১৮-০০, শীতে ৯—১৭-০০টায় খোলা, শুক্রবার বন্ধ। টিকিট ৫্।

পুরনো কিল্লা : ইন্ডিয়া গেটের দক্ষিণ-পুবে ১৫৩০এ হুমায়ুনের হাতে শুরু আর সম্পূর্ণতা পায় হুমায়ুনকে হারিয়ে ১৫৩৮-৪৫-এর মধ্যে আফগান নায়ক শের শাহ সুরীর হাতে মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে এই কিল্লা অর্থাৎ দুর্গ। নাম হয় তার শের গড়। তিনদিকে পরিখা আর পুবে যমুনা বয়ে যেত সেকালে। খ্রিপূ ৩ শতক থেকে প্রাক-মোগলকালে দুর্গও ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে। নতুন করে দুর্গ গড়েন হুমায়ুন। অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থ হয় *দিনপানাহ*। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা দুর্গের

প্রবেশপথ ৩টি। চিড়িয়াখানা অর্থাৎ উত্তরের তালাকি দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে শের মঞ্জিলের লাল বেলেপাথরের অষ্টভুজাকার চুড়ো। ১৫৪৮ এ শের শাহ সুরীর মৃত্যুতে অযোগ্য পুত্র ইসলাম শাহকে হঠিয়ে ১৫৫৫য় হুমায়ুন আবার দিল্লীর বাদশা হন। আর শের মঞ্জিল হয় তাঁর লাইব্রেরি। একদা (১৫৫৬) মসজিদের *মোয়াজ্জেমের আজান* শুনে উপাসনায় যাবার কালে এই পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে আহত হুমায়ুনের মৃত্যু হয় ৩ দিন পরে।

শের মঞ্জিলের পিছনে পুরাতত্ত্বের অমূল্য সম্ভার নিয়ে গড়ে ওঠা মিউজিয়মটিও কম আকর্ষণীয় নয়। খননে পাওয়া মোগল, সুলতান, রাজপুত, গুপ্ত, কুষাণ, সুঙ্গ, মৌর্য, এমনকি খ্রিস্টপূর্ব দিনের সংগ্রহও স্থান পেয়েছে। ইন্দো-আফগান স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়া শের শাহর মসজিদটিও পর্যটকদের মুগ্ধ করে। তবে আজ ধ্বংসের কাল গুনছে কিল্লা। বুক চিরে রাজপথ হয়েছে। এরই ডানদিকে চিড়িয়াখানা। অদূরে হজরত নিজামুদ্দিন রেল স্টেশন।

বামে ভারতীয় প্রগতির প্রদর্শনশালা অর্থাৎ প্রগতি ময়দান। তৈরি ১৯৮২র এশিয়ান গেমস কালে। সারা বছরই জুড়ে থাকে ট্রেড ফেয়ার প্রগতিতে। ভারত রাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যের প্রদর্শনশালাও বসেছে পাকাপোক্ত মণ্ডপ গড়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির স্মারক নিয়ে মিউজিয়মও হয়েছে নানান। নেহরু প্যাভিলিয়ন, ইন্দিরা প্যাভিলিয়ন, এনার্জি ইজ লাইফ, বয়ন-ধাতব-দারু ও মৃৎশিল্পের শিল্প-সুষমার নানান নিদর্শন নিয়ে গড়া ক্রাফ্‌ট মিউজিয়ম ছাড়াও মনো-রঞ্জনের নানান ব্যবস্থা সোমবার ছাড়া ৯-৩০—১৬-৩০টায় এক টাকার টিকিটে দেখতে মেলে প্রগতিতে। তেমনই প্রগতির ৫ নম্বর গেটে শিশুদের মনোরঞ্জনের নানান ব্যবস্থা নিয়ে গড়া Appu Ghar Amusement Park, ☏ 3318681, ১২—২০-০০টায় উচিত হবে দেখে নেওয়া। এদের টিকিট ৪, শিশু ২। ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর মুক্তাঙ্গন থিয়েটারও গড়েছে কিল্লায়। বিপরীতে সুপ্রিম কোর্ট।

১৭৩৯এ মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ দখল করে দিল্লীর মসনদ। অবশেষে, ১৮০৩এ অন্ধকবি বাহাদুর শাহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে পুতুলসম্রাট করে রাখে ব্রিটিশ। আর ১৮৫৭র প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে বিতাড়িত করে নির্বাসনে পাঠায় রেঙ্গুনে। কামানের গোলায় ক্ষত-বিক্ষত করে সেদিনের নগরী। ইংরেজ সেনাপতি লে হডসন বাহাদুর শাহর ছেলে ও অন্যান্য পুরুষ বংশধরদের গুলি করে মেরে ঝুলিয়ে দেয় ফিরোজ শা কোটলার দিক থেকে পুরনো কিল্লার প্রবেশপথের দরজায়। সেই থেকে নাম হয়েছে এর খুনী দরওয়াজা।

হুমায়ুনের সমাধি : পুরনো কিল্লার দক্ষিণে মথুরা রোডের বামে ১৫৬৫তে দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুতে হাজী বেগম স্বামীর মৃত্যুর ৯ বছর পর সমাধিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৩ মি উঁচু অষ্টকোনি সুরম্য সৌধ গড়েন। পরবর্তীকালে বেগমও সমাধিস্থ হন এখানে। মনোরম মোগল উদ্যানের মাঝে পারসীয় ঢঙে কন্দররূপী গম্বুজ শিরে ঈষৎ পীতাভ লাল বেলেপাথরের সাথে বহু রঙা মর্মরে গড়া এই সুন্দর সমাধি সৌধটি পর্যটকদের বিমোহিত করে। খিলানের জাফরির কাজও সুন্দর। বয়স ও স্থাপত্যে তাজের পূর্বসূরি এটি। উত্তরকালে তাজ তথা নানান মোগলসৌধ তৈরিতে প্রেরণাও যোগায় এই সমাধি। উঠতেই বামে—দারা, সুজা ও মুরাদের সমাধি। এমনকি পুত্র ও নাতি-সহ শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহও শায়িত রয়েছেন এখানে। এছাড়া মদিনার অনুকরণে মসজিদও হয়েছে প্রাঙ্গণে ঢুকতে ডাইনে। দিল্লী থেকে আগ্রা যেতে ট্রেন থেকেও দৃশ্যমান। ট্যুরিস্ট অফিস থেকে দূরত্ব ৪.০৮ কিমি, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা—টিকিটও লাগে দেখতে।

পথের বিপরীতে পুলিস স্টেশনের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ গলিপথে লোধী স্থাপত্যে গড়া **হজরত নিজাম-উদ-দিন আউলিয়া** বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। চিস্তি সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু শেখ নিজাম-উদ-দিন ৯২ বছর বয়সে ১৩২৫এ মারা যেতে সমাধিস্থ হন এখানে। প্রতি শুক্রবার কাওয়ালি সঙ্গীতের আসর বসে গুরুর সমাধিতে। আর আছে বিশালাকার জলাশয়, বাইজেন্টিয়ান শৈলীতে গড়া আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, উর্দু কবি মির্জা গালিব, আমির খসরু, স্থপতি ঈশা খান ও শাজাহান-কন্যা জাহানারার সমাধি রাজকীয় সমাধিভূমিতে। অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থর উপর গড়ে উঠেছিল এই পবিত্র মুসলিম তীর্থ। উরস পালিত হয় সাড়ম্বরে। প্রবাদ, আজমেরে দরগা খাজা সাহেব দর্শনান্তে আউলিয়া দরগা দর্শনের বিধি। অদূরে সুফী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হজরৎ ইনায়েৎ খানের সমাধি।

বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক : কারোল বাগ হয়ে পালামগামী রিং রোডে রূপ পেয়েছে সুন্দর সাজানো এই বাগিচা। মনোহারী ফুলের মেলা বসেছে। এর সৌন্দর্য ভ্রমণার্থী ও স্থানীয়দের অবসর বিনোদনে টেনে আনে শহর থেকে। বনভোজনের সুন্দর পরিবেশ।

বিশ্বের দিগ্বিদিক থেকে পর্যটক আসছেন সারা বছর জুড়ে দিল্লীতে। তাই হোটেলও হয়েছে নানান মানের নানান দামের দিল্লীতে। দিল্লী জংশন রেল স্টেশনের বিপরীতে ও নিউ দিল্লী রেল স্টেশনের সামনে পাহাড়গঞ্জে সাধারণ-মানের; শহরের প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেস তথা জনপথ জুড়ে মধ্য-মানের আর বিলাসবহুল তারকাখচিত হোটেল রয়েছে সারা শহরময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল্লীতে। ভারতীয় রেলও হোটেল গড়েছে নতুন দিল্লী রেল স্টেশনে। আর ITDC ৫৫৮ ঘরের ইকোনমিক হোটেল করেছে কনট প্লেসের কাছে ১৯ অশোক রোডে। দু'টি হোটেলই দিল্লী ভ্রমণার্থীদের কাছে আজ আদরণীয়। আর আছে বেশ কিছু গেস্ট হাউস বসতবাড়ির অংশ বিশেষে থাকার ব্যবস্থা

নিয়ে দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসকে ভর করে। ধরমশালাও রয়েছে সারা শহরময় নানান। উচিতও হবে স্বল্পকালীনের দিল্লী ভ্রমণে কনট প্লেসের ধারে-কাছে হোটেল বেছে নেওয়া। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে অফ-সিজন রিবেটও মেলে দিল্লীর হোটেলে।

সড়কপথে দিল্লী থেকে		
আগ্রা	২০৪	কিমি
মথুরা	১৪৭	,,
গোয়ালিয়র	৩২১	,,
ঝাঁসী	৪২০	,,
ভুপাল	৭৪১	,,
ভরতপুর	১৭৭	,,
জয়পুর	২৫৯	,,
উদয়পুর	৬৩৫	,,
যোধপুর	৬০২	,,
সিমলা	৩৬৮	,,
চণ্ডীগড়	২৪৬	,,
অমৃতসর	৪৪৬	,,
জম্মু	৫৮৬	,,
শ্রীনগর	৮৭৬	,,
হরিদ্বার	২০৩	,,
ম্যুসৌরী	২৭২	,,
ভাকরা ড্যাম	৩৬৬	,,
করবেট ন্যাশানাল পার্ক	২৯০	,,
কানপুর	৪৯০	,,
লক্ষ্ণৌ	৪৯৭	,,
নৈনীতাল	৩৩৮	,,
খাজুরাহো	৫৯৬	,,
কুলু	৫০১	,,
মানালী	৫৩৯	,,
মুম্বাই	১৪১৩	,,
বারাণসী	৭৬৫	,,
কলকাতা	১৪৯০	,,

দিল্লী জংশন (ওল্ড দিল্লী) রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই ডাইনে Shyama Prasad Mukherjee Rd-110006, STD 011-এ—*H Regal*, (2) ✆ 2526197, A-c S ৩০০ D ৪০০-৪৫০ A/c D ৬০০-৮৫০; *Amrit H*, S ১২৫ D ১৭৫-২৫০; *New Royal H*, (1643) D ২২৫-৩৫০; *Sharma H*, (894) ✆ 2517875, SCB ১০০ DCB ১৭৫ DAB ২৫০। *Maharaja H*, (1483) ✆ 2519342, S ১০০-১৭৫ D ২২৫-৩০০ A/c D ৬০০; *New Frontier H*, ✆ 2527332, SCB ১০০ SAB ১৫০-২৫০ DCB ২০০ DAB ২৫০-৩৭৫ A/c S ৪০০ D ৫২৫-৬০০। বামহাতি Fatehpuri-6এ—*Prince H*, S ১৫০ D ২৫০, এয়ার কুলার চার্জ ঘর প্রতি ৪৫ অতিরিক্ত; *H Tajmahal*, SCB ১০০ SAB ১৫০ DCB ১৭৫ DAB ২৫০-৩২৫; *H Vikrant*, ✆ 2513121, SAB ১৭৫ DAB ২৫০ A/c D ৪৫০; *H Astoria*, S ৮৫-১৫০ D ১৭৫-৩২৫; *Green H*, DAB ১৫০-২২৫ TAB ২৫০-৩২৫; *Imperial H*, ✆ 2525094, S ১২৫-২০০ D ১৭৫-২৫০ F ২৫০-৩২৫; *H Park View*, ✆ 2516543, S ১৭৫-২৫০ D ২৭৫-৪২৫ A/c D ৪৫০-৬৫০; *Gurdeep G H*, ✆ 2917202, SCB ১২৫ DCB ১৭৫ SAB ১৬৫ DAB ২৫০ A-c S ৩০০ D ৩৫০; *Satish H*, (80) D ১৫০-২৭৫; *Deepak H*, (99) Fatehpuri, S ১০০ D ১৭৫; *Luxmi Bilas Marwari H*, (178-79) S ৮৫ D ১৫০। *Punjab H*, ✆ 2525045, SCB ১৫০ DCB ২৫০ SAB ১৭৫ DAB ৩০০ A-c D ৪০০; বিপরীতে *লালা লক্ষ্মীনারায়ণ ধরমশালা*; *Surti H*, 8 Bagh Deewar, S ১২৫-১৭৫ D ১৭৫-২৫০; *Standard H*, Bagh Deewar, ✆ 2529930, S ১২৫-১৭৫ D ২০০-২৭৫; *H Ambar*, 6477 Katla Baryan, SCB ৮৫ DCB ১৫০ SAB ১৫০ DAB ২৫০; *Sheesh Mahal G H*, 155 Katra Baryan, S ১০০-২২৫ D ১৭৫-২৫০; *Vaishnab H*, Gandhi Gali, ✆ 2528925, SAB ১২৫ DAB ২০০ TAB ২৫০; *New National H*, SAB ১২৫ DAB ১৭৫; *H Malabar*, *Bharat H*, *H India*, opp Delhi Jn Rly Stn, ✆ 2512706, SAB ১৫০ DAB ২৭৫; *Katoria H*, Fatehpuri-6, SCB ১২৫ DCB ২০০ DAB ২৫০; *H Crown*, DAB ২৫০-৩২৫।

New Delhi রেল স্টেশন থেকে বেরুতেই বিপরীতে Paharganj, New Delhi-110055-এর ১ কিমি পশ্চিম জুড়ে বাজার চত্বরে সাধারণ মানের হোটেল হয়েছে নানান। ঘরও মেলে এদের কাছে S ৬৫-১৭৫ D ১৫০-৩২৫ টাকায়। *S B Guest House*, *Shyam GH*, *H Neelam*, *H Prakash*, *Mayur*, *Basanta H*, *Shalimar*, *H Kanishta*, *Kailash GH*, *Kiran GH*, *H Vishal*, *Hare Krishna GH*, *H Pink City*, *H Swapna*, 5/35 Main Bzr; *H Satyam*, *H Vandana*, *H Tourist*, *H Ekta*, *H Paras*, *Delhi GH*, *Sharma GH*, *Bombay L*, *Milan H*, *Khanna GH*, *Tourist Inn*, *H Bright*. ডানহাতি গলিপথে *H Namashkar*, *Camron L*, *H Relax*, *H Anand*, *Upkar H*, *Tourist L*, *Rachna Tourist L*, *Sadar H*, *L Sweet Home*, *Tourist Home*, *Shanti G H*, *H New Payal*, *Apna GH*, *Sonu G H*, *Mukesh G H*, *H Rajan*.

মধ্যমানে Paharganj, New Delhi-110055 এ: **H Air Lines*, opp N D Rly Stn, ✆ 7522677, SAB ২৫০ DAB ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০; **Venus H*, 1566 Main Bzr, SAB ২০০ DAB ৩০০; **H The Nest*, 11 Qutab Rd, Ramnagar-55, ✆ 7528426, R1, S ৫০০ D ৬৫০ A/c S ৮০০ D ১০০০ স্যুইট ১৫০০; **H Natraj*, 1750 Chuna Mandi, ✆ 7522699, A/c S ৩২৫-৪৫০ D ৪২৫-৬০০; **Metropolis Tourist Home*, 1634 Main Bzr, ✆ 7525492, S ৬৫০ D ৯৫০; **H Paramount*, opp N D Rly Stn, SCB ১৫০ DCB ২০০ SAB ২২৫ DAB ৩০০ A/c D ৪৫০; **H P S Palace*, 3416 Hari Mandir Marg, DAB ২৫০-৩২৫; *H Chanakya*, Rajguru Rd, SAB ২২৫ DAB ৩০০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Chetak Palace*, 4390/14 Basant Rd, SAB ২০০ DAB ৩২৫ স্যুইট ৪৫০-৬০০; *H Tourist*, 7361 Ramnagar-55, ✆ 7510334, SAB ৩৭৫ DAB ৫২৫ A/c S ৬৫০ D ৮৫০ স্যুইট ১৫০০।

পাহাড়গঞ্জের Ara Kashan Rd, N D-110055এ নানান হোটেল: *Maharani L* (32), ✆ 7528439, SAB ২০০ DAB ২৫০-৪০০ A/c D ৬০০; *H Soma* (33), DAB ৩০০-৪২৫ A/c D ৬৫০-১০০০; যথেষ্ট পপুলার *H Ajanta* (36), ✆ 7520925, S ৩৫৫ D ৪৫৫ ৫৫৫ FR ১০৪৫ A/c D ৬৯৫, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171/ Span ✆ 2801209/ Diamond ✆ 276714; **H Kabeer* (4), ✆ 7521300, S ৪২৫ D ৫২৫ A/c S ৬০০ D ৮৫০; *Krishna H* (45), SCB ১০০ DCB ১৭৫ SAB ২৫০ DAB ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৫৫০; *H Dream Palace* (44), SAB ২২৫ DAB ৩২৫ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Marco Polo* (8593/1), SAB ২২৫ DAB ৩২৫ A/c D ৫৫০; *Apsara Tourist L* (8126), SAB ২০০ DAB ৩২৫ A/c S ৩৫০ D ৫৫০; *H Vivek*, 1534-50 Main Bzr, ✆ 7523015, S ১৭৫ D ২৫০ A-c S ২৭৫ D ৩৫০ A/c S ৩৫০ D ৫৫০ স্যুইট ৮৫০, ব্যবস্থাপনা ভালোই, আহার্যেও যথেষ্ট সুনাম এদের; *H Crystal* (8501), SAB ২২৫ DAB ৩৫০ A/c S ৩২৫ D ৪৫০; পাশেই *H Syal*, DAB ৩৫০-৬৫০; *Arya*

Tourist L (8526), SCB ১৫০্ DCB ২০০্ SAB ১৭৫্ DAB ৩০০্; *H Atlanta* (7971), SAB ২২৫্ DAB ৩২৫্; *Mallika Tourist Home* (8574), SAB ১৫০্ DAB ২৫০্ A/c D ৪৫০্ ছাড়াও নানান। (বন্ধনীতে বাড়ির নম্বর।)

Karol Bagh, New Delhi-110005-এ : *H Empire*, 8/41 WEA, opp Shastri Park, ✆ 5718750, SAB ২২৫্ DAB ৩৫০্ A/c D ৬০০্; *Gurdev GH*, 13/18 WEA, Ajmal Khan Rd, ✆ 5716634, SAB ১৭৫্ DAB ৩০০্ A/c S ৪০০্ D ৬০০্; *H Qtum Deluxe*, 6/85 WEA, Padam Singh Rd, ✆ 5752058, SAB ২০০্ DAB ৩০০্ A/c S ৩৫০্ D ৬০০্ স্যুইট ৮০০্; *South Indian H*, 102/2 Ajmal Khan Rd, ✆ 5717126, SAB ৩৫০্ DAB ৪৫০্ A/c S ৪৫০্ D ৫৫০-৬৫০্; *First H*, Gurdwara Rd, DAB ৪০০-৫৫০্ A/c ৬০০-৮৫০্; **Sobti H*, 2397/98 Hardyan Singh Rd, ✆ 5729035, A/c S ৬৫০্ D ৮৫০্; *H Rajdeep*, 2632 Bank St, S ৪৫০্ D ৬৫০্ A/c S ৬০০্ D ৯৫০্; *Royal Garden GH*, 15/1-2 WEA; *H Sunshine*, 17-B/21 Devnagar-5, ✆ 5732842; *H Goutam Deluxe*, 2105 D B Gupta Rd, ✆ 5729162, S ৩২৫-৪৫০্ D ৪২৫-৬০০্ A/c S ৬৫০্ D ৮৫০্ স্যুইট ১০০০্।

নতুন দিল্লী রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে কনট সার্কাসকে ঘিরে মধ্য মানের হোটেল হয়েছে নানান। Connaught Circus, New Delhi-110001এ: *H Bright*, M-85 Con Cir, ✆ 3320444, SAB ৩৫০্ DAB ৫৫০্ A/c S ৪৫০্ D ৬৫০-৯৫০্; **H Nirula's*, L Block, Con Cir, ✆ 3322419, A/c S ১৪৫০্ D ২০০০-২৫০০্ স্যুইট ৩০০০্; **H Marina*, G-59 Con Cir-1, ✆ 3324658, A/c S ১৬৫০-২০০০্ D ২২০০-২৫০০্ স্যুইট ২৭৫০-৪৫০০্; *Jukaso Inn*, L-1 Con Cir, ✆ 3324451, A/c S ১২৫০্ D ১৫০০্ স্যুইট ২০০০্; *H Palace Height*, D Block, Con Cir, ✆ 3321419, S ২৫০্ D ৩৫০-৪৫০্ A/c D ৫৫০-৬৫০্; **H Alka*, 16/90 Con Cir, ✆ 4632600, A/c S ১২৫০্ D ১৫৫০্ ডিলাক্স ২০০০্; **H Central Court*, N Block, Con Cir, ✆ 3315013, A/c S ৬৫০্ D ৯৫০্ স্যুইট ১২৫০্; *South India Boarding*, M Block, Con Cir, S ৪৫০্ D ৬৫০্ A/c D ৮৫০্, **H York*, K Block, Con Cir, ✆ 3323769, A/c S ৮৫০-১২০০্ D ১২৫০ ১৭৫০্; **H Metro*, N-49, Con Cir, ✆ 3313856, S ৫৫০্ D ৭৫০্ A/c S ৭৫০্ D ৯৫০্; *Prabhat H*, D-16 Con Cir, S ৪০০্ D ৬০০্; *Madras Cafe*, C-33 Con Cir; *Blue H*, M-126 Con Cir, S ২২৫-৩০০্ D ৩২৫-৪৫০্; **H Fifty Five*, H-55 Con Cir, ✆ 3321244, A/c S ৬৫০-৯৫০্ D ৮৫০-১২৫০্; **Host Inn*, F-33 Con Cir, ✆ 3310431, A/c S ৮৫০্ D ৯৫০-১২৫০্; **New Delhi Hilton*, Barakhamba Avenue, Con Place-1, ✆ 3320101, S ৩০০-৪৫০্ D ৩৫০-৫৫০্ স্যুইট ৬০০-৮৫০্ ছাড়াও নানান।

দিল্লী জং ও নতুন দিল্লী দুই রেল স্টেশনের মাঝ দূরত্বে ৮/১০ টাকার অটোয় দিল্লী গেটের অদূরে Netaji Subhash Marg অর্থাৎ দরিয়াগঞ্জ-110002এর সংযোগে গোলচা সিনেমাকে ঘিরে—বাঙালি মালিকানায় *Agra H*, 16 Daryaganj-2, ✆ 3278041 (2/3), DCB ১৭৫্ DAB ২০০-৩২৫্ TAB ২৫০্ A-c ২৫্ A/c ৩০্ ঘর প্রতি বেশি; লাগোয়া *Castle GH*, 16 Daryaganj-2 A/c S ৩৫০-৫২৫্ D ৪৫০-৬৫০্; বিপরীতে 3819/20 David St, Fng Market-এ—*H Delhi*, SCB ১০০্ SAB ১৫০্ DAB ২২৫্ FAB ২৫০্; *Vikrant GH*; *H Shakahari*, 1 Daryaganj-2, N S Marg-এ—*New Motimahal H*; *Duke H*, 8 NS Rd-2, DCB ২২৫্ DAB ৩০০্; **H Neeru*, 10 N S Rd-2, ✆ 3278522, S ৩০০্ D ৩৭৫-৪৫০্ A/c D ৬৫০্; *5 Star GH*, DAB ২৭৫্; *Priya GH*, 3741 N S Rd-2, SAB ১৫০্ DAB ২৫০্; *Deepashikha GH*; **H Flora*, Dayananda Rd-2, ✆ 3273634, S ৩৫০্ D ৬০০্ A/c S ৫৫০্ D ৭৫০্; *Sudarshan GH*, *H Rex*, 4/5 N S Rd-2, S ১৫০্ D ২৫০্; *Chetan GH*.

কনট প্লেসের অদূরে ভারত সরকারের পর্যটন উন্নয়ন নিগম ITDC-র **Ashok Yatri Niwas*, 19 Ashok Rd-110001, A15R-ND2, ✆ 3324511, S ৫০০্ D ৬৫০্ চার বেডের ঘর ৭০০/৮০০্; **Akbar H*, Chanakyapuri-21, A9R-ND10, **Ashok H*, 50-B, Chanakyapuri-21, ✆ 600412, A/c S ৬৫০০্ D ৭৫০০্ ৮৫০০্ Suite ৯০০০-৩৩০০০্; **H Janpath*, Janpath 1, A15 R-ND2, ✆ 3320070, S ২০০০্ D ২৫০০্, মে-জুলাই মাসে ১৫০০/২২০০্; পাশেই **H Kanishka*, 19 Ashok Rd-1, ✆ 3324422, A15R-ND2, A/c S ৩৫০০্ D ৪০০০্ স্যুইট ৫০০০্, এপ্রিল-আগস্টে ২৭০০/৩২০০্; **Lodhi H*, Lala Rajpat Rai Marg-3, ✆ 4362422, A15R-ND8, S ১৬০০্ D ২১০০্ ২৫০০্; **Qutab H*, off Sri Aurobindo Marg-16, ✆ 660060, A10R-ND15, A/c S ৩০০০্ D ৩৫০০্, এপ্রিল-আগস্টে ২২৫০/২৮০০্; **H Ranjit*, Maharaja Ranjit Singh Rd-2, A21R-ND2 5, ✆ 3311256, S ৯০০্ D ১২০০্ A/c S ১১৯৫্ D ১৭০০্; **H Samrat*, Chanakyapuri-21, ✆ 603030, A/c S ৪০০০্ D ৪৫০০্ স্যুইট ১০০০০্, এপ্রিল-আগস্টে ৩০০০/৪০০০্; *Ashok Country Resort*, S ২০০০্ D ২৫০০্ স্যুইট ৩৫০০্।

আর রয়েছে সারা শহরময় নানানধর্মী : **H Broadway*, 4/15 Aruna Asaf Ali Rd-2, ✆ 3273821, A/c S ৮৫০্ D ১২৫০্; **H President*, 4/23-B, A A Ali Rd-2, ✆ 3277836, A/c S ৫০০-৬৫০্ D ৭৫০-৮৫০্; *H Groves*, 3/17A A Ali Rd-2, S ৩০০-৪২৫্ D ৪০০-৬২৫্ A/c D ৬৫০-৮৫০্; *H Mazdoor*, A A Ali Rd-2; **H Best Western Surya*, Friends Colony-65, ✆ 6835070, A/c S ২২৫ D ৩০০ স্যুইট ৩৫০-৮৫০ US$; Welcomgroup's **Maurya Sheraton*, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri-21, ✆ 3010101, S ২৬৫-৩৮৫ D ৩০০-৪৫০ স্যুইট ৪৫০-১০০০ US $; *H Ambassador*, Sujan Singh Park-3, ✆ 4632600, A12R3B15, A/c S ১৫০০্ D ২৩০০্ স্যুইট ৩৭৫০্ কল বুকিং: ✆ 2801209, *H Asian International*, Janpath Lane-1, ✆ 3321636, A/c S ৮৫০্ D ১৫০০্ স্যুইট ২০০০্; **H Siddhartha*, 3 Rajendra Place-8, ✆ 5712501, A/c S ১৪৫ D ১৭০ স্যুইট ২৬৫ US$; **H Claridge's*, 12 Aurangzeb Rd-11, A12R6B4, ✆ 3010211, A/c S ৪৫০০্ D ৫০০০্ স্যুইট ৬৫০০-১০০০০্, কল বুকিং: ✆ 2801209; *H Continental*, G-74 S S Park-3; **H Diplomat*, 9 Sardar Patel Marg-21,

✆ 3010204, A/c S ২০০০, D ২৫০০, স্যুইট ৩৫০০; *H Rajdoot, Mathura Rd-14, ✆ 4699583, A/c S ১২৫০, D ২০০০, স্যুইট ২৫০০; *H Vasant Continental, Vasant Vihar-57, ✆ 678800, A6R13B10, A/c S ১৬০ D ২০০ স্যুইট ২৬৫-৩৭৫US $; *The Connaught Palace, 37 Shaheed Bhagat Singh Marg, ND-1, ✆ 344225, A20R4 B½, A/c S ২২৫০, D ২৭৫০-৩৫০০, স্যুইট ৪০০০; *The Centaur H, Gurugaon Rd, Indira Gandhi Airport-37, ✆ 5452223, A/c S ৩০০০, D ৩৫০০, স্যুইট ৮৫০০-১২৫০০; *H Sartaj, A-3 Green Park-16, ✆ 667759, A/c S ৮৫০, D ১০০০-১৫০০, স্যুইট ২০০০; *Madhuban Holiday Inn, B-71 Greater Kailash-1, S ৪৭৫, D ৬৫০, A/c S ৮০০, D ১০০০; H Wood Inn, 8 L S C, Kirti Nagar-15, ✆ 5439136, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০; Bright Star Inn, B-3 Greater Kailash Enclave-1, ✆ 6465454, A/c D ১২৫০-২০০০; Kumar Holiday Home, 33 Ring Rd, Lajpat Ngr-4, ✆ 6412535, S ৪০০, D ৫৫০, A/c S ৬০০, D ৮৫০; *H Oasis, H D-8, Pitampura-34, ✆ 7246869, A/c S ৬০০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০; *H Rajhans, Surajkund Tourist Complex, Badarpur-44; Maharani GH, 3 Sundar Nagar-3, A/c S ৬০০, D ৮৫০; Sodhi L, E-2, East of Kailash-48, ✆ 6431160, A/c D ৮৫০-১০০০; *H Hans Plaza, 15 Barakhamba Rd-1, ✆ 3316868, A/c S ৫০০০, D ৬০০০, ৬৫০০, স্যুইট ৮৫০০, কল বুকিং ✆ 2801209; H Haribani, 70 M G Marg-24; *Holiday Inn Crown Plaza, Barakhamba Rd, Parliament St-1, ✆ 3320101, A/c S ২০০-২২৫ D ২৩০-২৭৫ স্যুইট ২৫০-৭৫০ US$; *H Imperial, Janpath-1, ✆ 3325332, A/c D ৫০০০-৬৫০০, স্যুইট ১২৫০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Park H, 15 Parliament St-1, ✆ 3732477, A15R1, A/c S ১৭৫ D ২০০-২৫০ US$; *Le Meridien, 8 Windsor Place, Janpath-1, ✆ 3710101, A/c S ৭৫০০, D ৮০০০, স্যুইট ১২৫০০-২২৫০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *H Oberoi International, Dr Zakir Hsn Marg-3, A/c S ২৮৫ D ৩২০ স্যুইট ৪৬৫-৬৫০ US$; *H Oberoi Maidens, 7 Sham Nath Marg-54, ✆ 2525464, A/c S ৮৫ D ১২০ US$; Jukaso Inn, 50 Sunder Nagar, ND-33, A/c S ৭৫০, D ১০০০, স্যুইট ১৫০০; H Satkar, R-2 Green Park-16, ✆ 664572, S ২৭৫, D ৪৫০, A/c S ৬০০, D ৮৫০; *H Tajmahal, 1 Man Singh Rd-11, ✆ 3016162, A/c S ২৬৫ D ৩০০ স্যুইট ৬২৫-৮৬৫ US$; *Taj Palace Inter Continental, 2 Sardar Patel Marg-21, ✆ 3010404, A/c S ২৪০ D ২৬৫ স্যুইট ৪৩৫-৭২৫ US$; *Hyatt Regency Delhi, Bhikaji Cama Place, Ring Rd-66, ✆ 6881234, A/c S ৮০০০, D ৯২৫০, স্যুইট ১২৫০০-২৭৫০০; *H Vikram, Ring Rd, Laj Ngr-24, ✆ 6436451, A/c S ১২০০, D ১৭৫০, স্যুইট ২২৫০; Eastern Beauty L, B1/12, Saf Enclave-29, SAB ২৫০, DCB ৩০০, DAB ৪০০, TAB ৪৫০; City H, 3990 Ajmeri Gate-6, ✆ 526459, S ২৫০, D ৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *H Bhagirath Palace, Chandni Chowk, opp Red Fort, ✆ 236223, SAB ২৫০, DAB ৪০০, A/c D ৬০০; City L; New India H, Chandni Chowk, D ২২৫-৪৫০; Motel Centre Point, 13 Kasturba Gandhi Marg-1, ✆ 3324805, A/c S ৩৫০০, D ৪০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; Gaiety Palace, 9 Kasturba Gandhi Marg, A/c S ৫২৫, D ৭৫০, FR ১২৫০; Tourist Holiday Home, 7 Link Rd, Jangpura-14, ✆ 4618797, A/c D ৬৫০-১০০০; Woodstock Motel, 11 Golf Links-3, A/c D ৯৫০-১২০০; Janpath GH, 82 Janpath, near Tourist Office, S ২৭৫-৪০০, D ৪০০-৬৫০; International Inn, 9-A, M G Rd, Lajpat Ngr-24, S ৩৫০, D ৬০০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০; *Manor H, 77 Friends Colony-W, Mathura Rd-65, ✆ 6832171, A/c S ৪৫ D ৬৫US$; Laguna GH, 3 Scindia House, Janpath-1, A/c S ৪০০, D ৬৫০; *H Shiela, 9 Qutab Rd-55, ✆ 7516735, S ৩০০-৪২৫, D ৩৫০-৫২৫, A/c S ৫২৫, D ৭৫০; *Tera H, 2802 Bara Bazar, Kashmere Gate-6, ✆ 2521581, R½B0, SAB ২৭৫, DAB ৪০০, A-c S ৩৫০, D ৫৫০, A/c S ৫৫০, D ৬৫০; Travel L, Kashmere Gate, A-c D ৩৫০।

এছাড়া আছে নানান গেস্ট হাউস কনট প্লেসকে ভর করে আশপাশ চারপাশে। Akshay Palace G H, 26/B, Main Pusa Rd-5, ✆ 5737361; Bright Star Inn, B-3, Greater Kailash Enclave-1, ✆ 6465454; Upkar Holiday Home, D-807 New Friends Colony-1, ✆ 6835051; Sheesh Mahal G H, A-28 N D S E-II, ND-49, ✆ 6443670; Maharani G H, 3 Sunder Nagar-3, ✆ 4693128; Royal Garden G H, 15-A/2 Saraswati Marg, W E A Karol Bagh-5, ✆ 5720805; Mohan Continental, S ২১১০, D ২৫১০, কল বুকিং: ✆ 2801209; Park H, S ৬৫০০, D ৭০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; Ringo GH, 17 Scindia House, ✆ 3312909, ব্যবস্থাপনা ভালই। কাছেই Sunny GH, 152 Scindia House; Asia GH, 14 Scindia House, শীতাতপ ঘরও মেলে, তবে মান হারে দামে আধিক্য; Gandhi GH, 80 Tolstoy Lane; Royal GH, 44 Janpath-1; R C Mehta GH, 52 Janpath-1; জনপথের পশ্চিমে Mrs Colaco's GH, 3 Janpath Lane-1; Mrs S C Jain's GH, Janpath Lane-1; Roshan Villa GH, 7 Babar Lane, Near Bengali Market; কনট প্লেসের অদূরে মন্দির মার্গ ও পাঞ্চকুইন রোডের সংযোগে Ekant Boarding House; এদের কাছে S ১৫০-২৭৫, D ২২৫-৪৫০ টাকায় মেলে।

এছাড়া YMCA, Ashok Rd, ✆ 3324511, S ২৫০, D ৪০০, A/c S ৩৫০, D ৫৫০; শহরের কেন্দ্রস্থলে যন্তর মন্তরের বিপরীতে *YMCA Tourist Hostel, Jai Singh Rd, near Regal Cinema, ✆ 3746668, R-ND2 B1, SCB ২৫০, DCB ৩৫০, SAB ৪৬০, DAB ৫৫০; YWCA-রও দু'টি Unit আছে— International GH, 10 Samsad Marg-1, ✆ 311561, S ২৫০, D ৪৫০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০; YWCA Blue Triangle Family Hostel, Ashok Rd-1, ✆ 310133, SAB ২৫০, DAB ২৯০, A/c S ৪৬০, D ৫৫০, ভর্তি ৭০। ১০ টাকায় সাময়িক সদস্য হয়ে ফ্যামিলি নিয়ে থাকারও ব্যবস্থা মেলে YMCA ও YWCA-র প্রতিটি ইউনিটে। এদের চার্জ ব্রেকফাস্ট সহ।

আর আছে India International Centre, 40 Lodhi Es-

tate, South New Delhi, ✆ 4619431, সভ্যদের A/c S ৫৬০, D ৮২৫; সভ্যদের অতিথিরাও থাকতে পারেন সেন্টারে। *Youth Hostel*, 5 Nyaya Marg, Chanakyapuri, ✆ 3016285, ডর্মি প্রথায় ব্রেকফাস্ট সহ সভ্য ২২, সাধারণ ৪০-৫০; *International Youth Centre*, Circular Rd, Chanakyapuri, ✆ 3012631; *Puri Yatri Paying G H*, 3/4 Rani Jhansi Rd, near Connaught Place, ✆ 7525563, অবস্থান ও ব্যবস্থাপনা ভালই, S ৪৫০, D ৬০০, A/c S ৬০০, D ৮০০। *Vishwa Yuvak Kendra*, Teen Murti House, Circular Rd-1, near Chanakyapuri Police Station, ✆ 3013631, SAB ৩২৫, DAB ৪৫০, ডর্মি ৬৫; সাময়িক সদস্য হয়ে থাকার পক্ষে ভালই। *Gandhi Peace Foundation, International Students Hostel*-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে পর্যটকদের।

এছাড়া আছে আরউইন হাসপাতালের অদূরে কনট প্রেসের ২ কিমি দূরে দিল্লী গেটের কাছে অরুণা আসফ আলি ও জওহরলাল নেহরু মার্গ—দুই এর মাঝে জওহরলাল নেহরু গার্ডেনে যথেষ্ট পপুলার *Tourist Camp*, ✆ 3272890; নিজস্ব তাঁবু ফেলে থাকায় ২৫, ঘরও মেলে ক্যাম্পে—S ৮০-১৫০, D ১২৫-২০০। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের চালনায় কাঠমাণ্ডুর সরাসরি বাস মেলে ক্যাম্প থেকে। কাশ্মীরি গেট ইনটার স্টেট বাস টার্মিনাসের (ISBT) বিপরীতে *Qudsia Gardens Tourist Camp*, ✆ 2523121, D ১৫০-২৫০; নিজস্ব তাঁবুতেও থাকার ব্যবস্থা মেলে। গাড়ি রাখারও ব্যবস্থা আছে ক্যাম্পে।

রেলের রিটায়ারিং রুমও আছে দিল্লী জংশন ও নতুন দিল্লী রেল স্টেশনে। আর হয়েছে নতুন দিল্লী রেল স্টেশনে রেল যাত্রীদের জন্য ২৪০ বেডের *Railway Yatri Niwas*, ✆ 3313484, ডর্মি বেড ৭০, DCB ২১০, DAB ২৫০, A/c D ৫০০, ঘর বুকিং-এ রেলের টিকিট লাগে। বিমান যাত্রীদের জন্য *ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশানাল এয়ার পোর্ট* (পালাম)-এও *রিটায়ারিং রুম* আছে।

আবার ২২ কিমি দূরে ফরিদাবাদে হরিয়ানা ট্যুরিজমের ৪০ ঘরের *Holiday Inn*-এ থাকা যেতে পারে। *ট্যুরিস্ট বাংলো Magpie* ছাড়াও *ট্যুরিস্ট হাট* রয়েছে পাশেই বাদখাল লেকে; আর আছে *ডিলাক্স মোটেল, ক্যাম্পার হাট* ও *H Rajhans*, Surajkund-এ, এদের বুকিং: Haryana Tourism, 111-113, Sec-17/B, Chandigarh.

আর বাঙালি মালিকানায় হোটেল রয়েছে—*শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউস*, 24/B-8, D B Gupta Rd, Debnagar, Ananda Parbat Bus Terminal, ND-5, ✆ 5732022, R-ND3 Delhi Jn 4 B 4, SCB ১২৫, DCB ১৫০-২২৫, ৩০ টাকা অতিরিক্তে এয়ার কুলার মেলে, ডর্মিতে ৮৫ / ৯৫ টাকায় থাকা-খাওয়া প্রতি জনা; *মোহন লজ*, 3355 Saraswati Marg, opp Police Stn, Karol Bagh-5; *Basu Boarding House*, 13 Bhagat Singh Marg, Gole Market-1, R-ND2DJn8B8, SCB ৮০, DCB ১২৫, DAB ১৫০-২২৫, FR ২০০, ডর্মিতে ৩৫; *সরোজিনী লজ*, 2707 Lothian Rd, Kashmere Gate, near Minerva Cinema, Delhi Jn-6, SCB ৮০, DCB ১২৫-১৭৫; *মোহিনী নিবাস গেস্ট হাউস*, ১৯৮৬ কাটরা লছু সিং, চাঁদনি চক-৬; *সুশান্ত নিকেতন*, House 6590, Lane-3, Block 9, Debnagar-5, near Khalsa College; *বাঙালি গেস্ট হাউস*, ডলি গুহ, বি-৩২৫ চিত্তরঞ্জন পার্ক, দিল্লী-১৯, ✆ ৬৪১৮০৬৩; *Basu L*, F 1086 Chittaranjan Park, ND-110019, ✆ 6430231; আর রয়েছে দিল্লী জং থেকে ৫ মিনিটের পথে ফ্লোরা ফাউন্টেনের কাছে *অশোকা লজ*। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য ম্যানেজারদের লিখুন। এছাড়াও হোটেল রয়েছে রাজধানীতে আরও নানান।

তেমনই হলিডে হোমও গড়েছে নতুন দিল্লী রেল স্টেশনের সন্নিকটে পাহাড়গঞ্জে কলকাতার *UCO Bank Staff Club*, কল বুকিং: 10 Brabourne Rd, Cal-1, ✆ 2254120-28 Ext 206. আর আছে 8/1/6480 Dev Nagar, Karol Bagh, ND 110005-এ *UCO Bank Officers Congress H H*, কল বুকিং: 16A, Brabourne Rd, 3rd floor, Cal-1, ✆ 251778.

৮০০০ ফুট উঁচুতে পালমোনারি ইডিমা

সমতলবাসীদের পাহাড় বিশেষ করে ৮০০০ ফুট উঁচুতে ওঠবার কালে শারীরিক সুস্থতা ভেবে নেওয়া দরকার। অনেক সময় পাহাড়ে অনভ্যস্ত সমতলবাসীদের হাজার আটেক ফুট উঠতেই শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এমনকি শ্বাসকষ্ট ছাড়াও কাশি, ফেনা ও হাল্কা রক্ত মিশ্রিত থুথুও ওঠে যাত্রীভেদে। হৃদযন্ত্রের গতিও দ্রুততর হয়ে পড়ে। হৃদযন্ত্র ঠিকমতো কাজ না করার জন্য ফুসফুসের ছোট ছোট শিরা-ধমনীতে রক্ত চাপ বেড়ে যায় আর ফুসফুসের বায়ুর থলির ভেতর জল, অনেক সময় রক্তও জমা হয়। এরাই রক্তমিশ্রিত ফেনাযুক্ত থুথুর আকারে কাশির সাথে উঠে আসে। কারণ যদিও অজ্ঞাত তবে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন ফুসফুসের ভিতর অতি ক্ষুদ্র শিরা ও ধমনীর অতি সঙ্কোচনই এর কারণ। ডাক্তারি শাস্ত্রে পালমোনারি ইডিমা (Pulmonary oedema) বলে থাকে একে।

এমনকি, উঁচু পাহাড়ে বসবাসকারীরাও কিছুকাল সমতলে কাটিয়ে উঁচুতে চলারকালে বা কায়িক শ্রমে পালমোনারি ইডিমায় আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, বলা যেতে পারে উচ্চতা হেতু অক্সিজেনের অভাব এর কারণ নয়।

এছাড়াও হৃদযন্ত্রের নানান ব্যাধি যেমন Mitral বা Aortic Stenosis, Congenital Cyanotic Heart Disease, Chronic Congestive Cardiac Failure, Recent Myocardial Infarction, Ischaemic Heart Disease, Cardiomyopathy-তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কোনোমতেই উচিত হবে না ৮০০০ ফুটের উঁচুতে যাওয়া।

৮০০০ ফুট পর্যন্ত বাতাসে অক্সিজেন মেলে—যা আমরা প্রতিনিয়ত প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকি। ৮০০০ ফুটের ওপরে যতই ওঠা যাবে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। তখন রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের অভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে মিশে নীলাভ রঙের হয়। ফলস্বরূপ—নাকের ডগা, ঠোঁট, কান, জিভ, নখ, নীলাভ বা কালচে রঙ নেয়। এমতাবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ও ফুসফুসের প্রসারণ বেড়ে যায়—কিছুটা শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়।

তবে, Emphysema-য় আক্রান্তদের ফুসফুস আগে থেকেই সর্বাধিক আকারে বেড়ে থাকায় নতুন করে পরিসর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সে কারণে এদেরও ৮০০০ ফুটের উর্ধ্বে যাওয়া উচিত হবে না। এছাড়াও Pulmonary Fibrosis রোগীদেরও ৮০০০ ফুটের উর্ধ্বে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ধরমশালা : ধরমশালার মধ্যে বাঙালি তীর্থ *কালীবাড়ি* রয়েছে মন্দির মার্গে। বাথ সংলগ্ন ঘর না থাকলেও ব্যবস্থা মন্দ নয়। ৪৫ টাকায় থাকা ও খাওয়া মেলে আজও কালীবাড়িতে। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য The Secretary, Kali Bari, Mandir Marg, N D 110001, ✆ 3363962-কে লিখুন। তবে ৩ দিনের বেশি থাকার অনুমতি নেই। নতুন দিল্লী রেল স্টেশন থেকে ১ কিমি দূরে গোল মার্কেট হয়ে পথ গিয়েছে। রিকশায় ৭-৮ টাকায় বা অটোয় ১০-১৫ টাকায় আপনিও পৌঁছে যান কালীবাড়ি। তবে যাত্রীর আধিক্যে একই ঘরে নবাগতকে জায়গা দেওয়া রীতি এদের। আর, আয়োজনে ছোট হলেও দিল্লী জং-এর কাছে তিস-হাজারীতেও একটি কালীবাড়ি রয়েছে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে। ১৮৫৭র দেবীমূর্তি নবরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বর্তমান মন্দিরে ১৯১১য়।

এছাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কে কালীবাড়ি সংলগ্ন গড়ে উঠেছে *শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রম যাত্রীনিবাস*, অবু: শ্রীমতী রমা দত্ত, ম্যানেজিং ট্রাস্টি, শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ট্রাস্ট, ৩৮ এলগিন রোড, কলকাতা-২০, ✆ ২৪৭৩৪২২ বা সেক্রেটারি, দেবীনিবাস চ্যারিটি ট্রাস্ট। আর রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির তথা *যাত্রী নিবাস* —থাকা ও খাবার ব্যবস্থা নিয়ে। যাত্রী নিবাস থেকে N D Rly Stn 8, Delhi Jn 9, Hazarat Nizamuddin 4, Okhla 2, Kashmere Gate Bus 10 km দূরে। মথুরা রোড হয়ে পথ গিয়েছে—রিং রোড, পুলিস ফাঁড়ির বিপরীতে শ্রীনিবাসপুরী, ND-110065-এব সঙ্ঘভবন তথা হাতিওয়ালা মন্দিরে। অবু: অধ্যক্ষ। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের সংস্থা—*বঙ্গীয় সংসদ*ও আছে কারোল বাগে। আর Dy Secretary, PWD, Writers Building-এর বিশেষ অনুমতি পেলে ৩ হেইলি রোডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের *বঙ্গভবনে*ও থাকা যায়। তবে, ছাত্র-ইনটারভিয়্যু-চিকিৎসা যাত্রায় অগ্রাধিকার মেলে। তেমনই আছে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের গেস্ট হাউস অশোক হোটেলকে ঘিরে চাণক্যপুরীতে।

এছাড়াও ধরমশালা রয়েছে দিল্লী মহানগরীতে আরও নানান। মন্দির মার্গে দিল্লী কালীবাড়ি লাগোয়া *Birla Mandir Dharamshala*, ✆ 3343637—এদের কাছেও স্পট বুকিং-এ ৩ দিনের থাকার ব্যবস্থা মেলে। পাশেই *আর্য সমাজ মন্দির*ও *হিন্দু মহাসভা ভবন* ✆ 3343105. নতুন দিল্লী রেল স্টেশনের বিপরীতে *Lady Hardinge Sarai;* অদূরে পাহাড়গঞ্জে *Agarwal Panchayati Dharamshala*, 178 Ghee Mandi-55, এদের কাছে বিছানা ছাড়া ঘর ২০ টাকায়। *Marwari Dharamshala*, 5754 Gali Jogi Wara, Nai Sarak-6, ✆ 7273441. এদের কাছে বাথ সংলগ্ন ঘর ৩ দিনের জন্য মেলে; *Sindhi Panchayati Dharamshala*, Church Mission Rd, 199 Fatehpuri-6, ✆ 231223; ৪৪ ঘরের *Gurdwara Sis Ganj*, Main Chandni Chowk Bzr-6, ✆ 3266589, এদের কাছে আহার ও থাকা দুই-ই বিনামূল্যে। *Muslims Musafir Khana*, 5139 Bali Maran, Chandni Chowk-6; *Chimanlal Gadodiya Dharamshala*, 126 Chatta Bhawani Shankar, Fatehpuri-6; *Rai Bahadur Luxmi Narayan*, Church Mission Rd, Fatehpuri-6, ✆ 2515885; *Naval Kishore Khairatilal Dharamshala*, 1237 Mali Wara, Nai Sarak-6; *Jain Dharamshala*, Bhoj Pura Mali Wara-6; *Lala Jhabbanlal Dharamshala*, 2342 Chowk Taliwara-6, ✆ 528044, *Dr C P Chugh Dharamshala*, 8 Udyan Marg, Gole Market -1, ৩৫ টাকায় বিছানা-সহ প্রতি জনা; *Khandelwal Sewa Sadan*, 4323 Basant Road, Paharganj-55, ✆ 7778867, এদের ঘর ৪৫/৬০; *Shri Delhi Gujarati Samaj*, 2 Raj Niwas Marg-54, ✆ 2520369, এদের ঘব S ৫০, D ১০০, আহার থালি প্রথায় ১৫; *Ladakh Buddhist Vihar*, Bela Rd-54, near ISBT, ✆ 2520455, এদের ঘর ২০; *Swami Narayan Atithi Griha*, 13 Bela Rd, Civil Lines-54, ✆ 2524703, তবে এদের ব্যবস্থা কেবল গুজরাটিদের জন্য।

পাঞ্জাব

Wahi Guru Ji Ka Khalsa,
Sri Wahi Guru Ji Ki Jateh
অর্থাৎ Lord's is the Khalsa, Lord's is the victory.

অতীতে উত্তরাখণ্ড ধরে ভারতে প্রবেশের পথ ছিল এই পাঞ্জাব হয়ে। এই পাঞ্জাব দিয়েই শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এসেছিল সেদিনের হিন্দুস্থানে। আর্যরাও আসে হিন্দুকুশ পেরিয়ে এই পাঞ্জাব হয়েই। পাঞ্জাবের সিন্ধু নদের অববাহিকায় বিকাশ লাভ ঘটে তাদের আর্য সভ্যতা। তখন অবশ্য এই ভূখণ্ডের নাম ছিল সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাত সাগরের দেশ। কালে কালে সরস্বতী শুকিয়ে যায়। প্রমাদ গণলেন পাঞ্জাবিরা। সিন্ধুও তাদের পছন্দ নয়। অর্থাৎ রইল বাকি পাঁচ—ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিপাশা আর শতদ্রু; এই পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব। সিং অর্থাৎ সিংহ—৫ সিংহের উপস্থিতির মাঝে গুরুর আবির্ভাব উপলব্ধি করেন এঁরা।

পাঞ্জাব নামটিও এসেছে ২টি ফার্সি শব্দ—*Panj* মানে পাঁচ আর *Aab* অর্থাৎ জল থেকে। খ্রিপূ ৫২২এ পারস্যের দরায়ুসও দখল করে পাঞ্জাব। অংশও হয় পাঞ্জাব পারস্য সাম্রাজ্যের। খ্রিপূ ৩২২এ আলেকজান্ডারও পাঞ্জাবের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেন ভারত অভিযানে। আর মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ম্যাসিডোনিয়ার গভর্নরকে হারিয়ে দখল করে পাঞ্জাব। ১০ শতকে মুসলমান দখলে যায় পাঞ্জাব। তবুও যেন হানাদারদের আগমন ঘটে চলে বার বার—রক্তস্নাতও হয় পাঞ্জাব। গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯) শিখধর্মের প্রবর্তন করে নবজাগরণ ঘটান পাঞ্জাবে। কালে কালে ১৫ ও ১৬ শতকে পাঞ্জাবিরা শিখ রাজ্য গড়তে কৃতসঙ্কল্পবদ্ধ হয়। আর ১৭৯৯এ লাহোর দখল করে পাঞ্জাবে শিখরাজ্য গড়ে তোলেন রণজিৎ সিং। রণজিতের মৃত্যুর পর রণজিৎ-পুত্র দলীপ সিংহের কালে ১৮৪৯এ ব্রিটিশের দখলে যায় পাঞ্জাব। আর স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে গড়ে ওঠে ১৯৩৭এ পাঞ্জাব। ৫ সংখ্যাটি পাঞ্জাবিদের কাছে অতি পবিত্র। *Kesh*—চুল, *Kangha*—দারু বা হাড়ের চিরুনি, *Kachha*—পাগড়ি, *Karu*—স্টিল কঙ্কন, *Kripan*—কৃপাণ; এই ৫ *Kakkars*—পাঞ্জাবি পুরুষদের অবশ্যই ধারণীয়। বসন তাদের লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। আর মেয়েরা পরেন শালোয়ার কামিজ। অর্থাৎ পাজামা ও হাঁটু পর্যন্ত জামা, সঙ্গে ওড়নি।

খ্রিস্টপূর্ব কালে আলেকজান্ডার পঞ্চনীতির ভিত্তিতে ভূখণ্ডের নাম রেখেছিলেন পেন্টোপোটেমিয়া। গুরু গোবিন্দ সিং তাঁর জন্মভূমিকে মদ্রদেশ বললেও পাঞ্জাবিদের সমর্থন মেলেনি খুব একটা। পাঞ্জাব নামটি তাদের খুব প্রিয়, পাঞ্জাব নামে গর্বিত এরা, মুখের ভাষাও পাঞ্জাবি, ধর্মে শিখ। গুরু গোবিন্দ সিংহের (১০ম) নির্দেশিত ১০ জন ধর্ম গুরুর মুখ নিঃসৃত বাণীর গাঁথা *গ্রন্থসাহিব* পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। স্বাজাত্যবোধও মহীয়ান করে তুলেছে এদের।

10 Gurus	birth	installation	death
1. Guru Nanak	15 4.1469	[?]	20 9.1539
2 Guru Angad	31 3.1504	14 6 1539	29 3.1552
3 Guru Amardas	5.5 1479	29 3.1552	1 9 1574
4 Guru Ramdas	24 9.1534	1 9.1574	1 9.1581
5 Guru Arjan	15 4 1563	1.9 1581	30.5.1606
6 Guru Hargobind	14 6 1595	25 5 1606	3 3 1644
7 Guru Har Rai	26 2.1630	8 3 1644	6.10.1661
8. Guru Harkishen	7 7.1656	7.10.1661	30 3 1664
9 Guru Tegh Bahadur	1.4 1621	20.3.1665	11.11.1675
10 Guru Govind Singh	22 12 1666	11 11 1675	7.10 1708

বার বার খণ্ডিত হয়েছে পাঞ্জাব আমাদের বাংলার মতো। তাই আজ আর নদীর সংখ্যা পাঁচ নেই পাঞ্জাবে। দেশ বিভাগে দু'টি কমে তিনে ঠেকেছে। ১৯৪৭এ স্বাধীনোত্তর ভারতে পাঞ্জাব এল নতুন করে খণ্ডিত হয়ে। সেই সঙ্গে এল ১০ লক্ষেরও অধিক শিখ ও হিন্দু পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে। সমসংখ্যক মুসলিমও গেল ভারত থেকে পাকিস্তানে। তদানীন্তন রাজধানী শহর লাহোর গেল পাকিস্তানে। আবার টুকরো হয়েছে পাঞ্জাব ভাষার কৃপাণে। ১৯৪৮এর ১৫ই এপ্রিল পাঞ্জাবের ৩টি পাহাড়ী জেলা সরে গিয়ে গড়ে ওঠে হিমাচল প্রদেশ। সঙ্গে যায় স্বাধীন রাজ্যগুলি। টুকরো হয় আবার ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর। জন্ম নিল পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রাজ্য হরিয়ানা। তবে, একই শহরে বসেছে দুই রাজ্যের সেক্রেটারিয়েট। সীমান্তবর্তী শহর চণ্ডীগড় দুই রাজ্যের রাজধানী।

Holiest 5 Takhts
1. Akal Takht—Amritsar, Punjab
2. Keshgarh Sahib—Anandpur, Punjab
3. Sri Dam Dama Sahib—Bhatinda, Punjab
4. Harmandir Sahib—Patna, Bihar
5. Hazoor Sahib—Nanded, Maharashtra

পাঞ্জাবিদের ধমনীতে বইছে আর্যরক্ত। সারা ভারত থেকে সহজেই পৃথক করা যায় এদের। দীর্ঘাঙ্গী এরা— দীর্ঘায়ুও বটে। ভারতের গড় আয়ু ৫০ হলেও এদের আয়ুর গড় ৬৫ বছর। শৌর্যে বীর্যেও এদের খ্যাতি আছে। তেমনই খ্যাতি আছে এদের কষ্টসহিষ্ণু বলে। অতীতের ধর্মযুদ্ধ ঘটেছিল যেমন অখণ্ড পাঞ্জাব ভূখণ্ডের কুরুক্ষেত্রে তেমনই প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে উৎসাহ ও উদ্যমের সাথে দৈহিক শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ভারতীয় জন সংখ্যার মাত্র ২.৩৯% শিখ সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে ক্ষেতে-খামারে। কৃষিতে বিপ্লব এনেছে পাঞ্জাব। ভারতীয় উৎপাদনের ২২% গম, ১০% চাল হচ্ছে পাঞ্জাবে। আর দুধে রেকর্ড গড়েছে ⅓ অংশ উৎপাদন

করে। তেমনই পাঞ্জাবের আর এক উল্লেখ্য তার হিরো সাইকেল। ১৯৮৯এ সর্বাধিক সাইকেল উৎপাদনে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। সারা ভারত জুড়ে ট্রান্সপোর্ট ও হোটেল ব্যবসাতেও এরা সঁপে দিয়েছে নিজেদের। যন্ত্রশিল্পেও পাঞ্জাবি দক্ষতা অনস্বীকার্য। অটো-ট্যাক্সি-বাস ও বিমান চালনায় খুবই দক্ষ এরা। জাতীয় আয়ে ভারত রাষ্ট্রে পাঞ্জাব আজ অন্যান্য রাজ্যকে আধারও নিচেয় ফেলে অগ্রগণ্য। পাঞ্জাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর প্রাকৃতিক শোভারও তুলনা হয় না। তবু কেন যেন আজ অশুভ বুদ্ধি ভর করেছে পাঞ্জাবের বাতাসে। ক্ষণে ক্ষণে তাই কলুষিত হচ্ছে পাঞ্জাবের আকাশ-বাতাস। ১৯৮৪র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জঙ্গীদের হাত থেকে স্বর্ণমন্দির মুক্ত হলেও খালিস্তান-পন্থীদের অশুভ শক্তি আজও অব্যাহত। পাঁচেরও অধিক নানান পন্থী জঙ্গী সংগঠনও রয়েছে পাঞ্জাবে। ১৯৮২ থেকে জঙ্গী ক্রিয়াকলাপে পাঞ্জাব ভ্রমণও তাই দ্বিধান্বিত করে তুলেছে পর্যটকদের।

পাঞ্জাব ☐ রাজধানী: চণ্ডীগড়। আয়তন: ৫০৩৬২ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ২০১৯০৭৯৫। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ২.৩৯%। পুরুষ: ১০৬৯৫১৩৬। নারী: ৯৪৯৫৬৫৯। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৩৪০১৮৮০। বৃদ্ধির হার: ২০.২৬%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৪০১। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৮৮৮। সাক্ষরের হার: ৫৭.১৪%। প্রধান ভাষা: পাঞ্জাবি। মাথা পিছু বাৎসরিক আয়: ৭০৮১.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

১৫ দিনে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ভ্রমণ—অমৃতসর ১ জলন্ধর ১ লুধিয়ানা ১ পাতিয়ালা ১ চণ্ডীগড় ২ পিঞ্জোর ১ কুরুক্ষেত্র ১ নাঙ্গাল ও ভাকরা ১ পাঠানকোট ১ পথ চলায় ৫ দিন। তবে দিল্লীর পথে বেড়িয়ে নেওয়ায় সুবিধা। আবার সিমলার পথে চণ্ডীগড়, নাঙ্গাল ও কুরুক্ষেত্র; কাশ্মীরের পথে অমৃতসর বেড়িয়ে সাঙ্গ করা যায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ভ্রমণ।

শুধু শৌর্য-বীর্য, সবুজ বিপ্লব, গাড়ি আর মানুষকে সচল রাখতেই এরা সচেষ্ট, তাই নয়—পাঞ্জাবিদের লোকনৃত্য আর লোকসংগীতের সমাদর আজ সারা ভারতে। পাঞ্জাবি ভাঙড়া নাচ ছাড়া নাচের আসরই জমে না আজ আর। পাঞ্জাবি সংস্কৃতির আর এক আকর্ষণ এদের ষাঁড়ের লড়াই। যেমন উত্তেজক তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক এই দুই ষাঁড়ের লড়াই।

চণ্ডীগড়

রাজধানী ছাড়া রাজ্যপাট—পাঞ্জাব। সাময়িকভাবে দপ্তর হিমাচলের সিমলায় বসলেও প্রমাদ গণলেন রাষ্ট্রনায়কেরা। রাজ্য তো হল—রাজধানী কোথায়? ভার পড়ল ফরাসি স্থপতি *Le Corbusier*-এর উপর। ভাই পিয়েরি জিনার্ট, ব্রিটিশ দম্পতি ম্যাক্সওয়েল ফ্রাই, সহযোগী করবু ও জেইন ড্রু; আর সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় স্থপতি নিয়ে গড়ে তুললেন হিমালয়ের সমান্তরাল শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয় রাজ্যের রাজধানী শহর চণ্ডীগড়কে। বিপ্লব ঘটল ইমারত শিল্পের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে। দুই রাজ্যের রাজধানী হলেও কেন্দ্রের শাসনাধীন চণ্ডীগড় শহর—জন্ম ১৯৫০-৫৩য়। শহরও রূপ পেয়েছে যেন মানবদেহের আঙ্গিকে। মাথায় পাগড়ি হয়ে সরকারি ভবন ও বিশ্ববিদ্যালয়, হৃৎপিণ্ড হয়েছে বাণিজ্যিক শহর দিয়ে; আর হাত ও পা রূপ নিয়েছে শিল্পাঞ্চলে। আর ভাষার ভিত্তিতে ১৯৮৬তে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে চণ্ডীগড়ের। ৩৮৩ মি উঁচুতে ১১৪ বর্গ কিমি জুড়ে অতি আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন চণ্ডীগড় শহর। অভাগা ১৩ ছাড়া ৪৭টি সেক্টরে রূপ পেয়েছে শহর। প্রতিটি সেক্টরই স্বয়ংসম্পূর্ণ—রয়েছে বাজারঘাট, দোকানপাট। রাজ্য পরিবহণের বাস, অটো, রিকশা ও ট্যাক্সিতে যোগাযোগ গড়েছে সেক্টর থেকে সেক্টরে। তবুও যেন গাড়িনির্ভর-শহর চণ্ডীগড়। সেক্রেটারিয়েট ভবন, উচ্চ ন্যায়ালয় (মহাকরণ), বিধানসভা, স্টেট লাইব্রেরি, সুপার বাজার, শুকনা লেক, শান্তিকুঞ্জ, মুনলাইট গার্ডেন, বোগেনভিলা গার্ডেন, মিউ-জিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়, রোজ গার্ডেন, উত্তর-পুব থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে শহর জুড়ে ৮ কিমি দীর্ঘ লিনিয়্যার (Linear)পার্ক বা লেজার ভ্যালি, শহীদ স্মারক, জিওমেট্রিক হিল, টাওয়ার অব শ্যাডো—প্রতিটিই আধুনিক ইমারত স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন হয়ে গড়ে উঠেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাষায়—*Let it be the first large expression of our creative genius flowering on our newly earned freedom.*

মানবদেহের মতো চণ্ডীগড় শহরের হার্ট অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড হয়েছে সিটি সেন্টার। জেলা সদর, ISBT বাস টার্মিনাস, শপিং সেন্টার, প্যারেড গ্রাউন্ড, অফিস, ব্যাঙ্ক, জেলা আদালত—সবেরই অবস্থান সিটি সেন্টারে। দিনের থেকে রাতে আলোর সাজে বর্ণালী বাড়ে শহরের। ফোয়ারাগুলিও আলোকিত হয় সাঁঝে। লিভিং অর্থাৎ জীবন ধারণের মাধ্যম অত্যাধুনিক ইমারত শৈলীর নিদর্শন ক্যাপিটল কমপ্লেক্স। সার্কুলেশন অর্থাৎ 7VS প্রথায় দ্রুতগতি ও ধীরগতির যান চলাচলের পথ-প্রণালীতেও অভিনবত্ব মেলে। ভিসেরা অর্থাৎ বক্ষ ও উদরের মধ্যস্থ অংশে হয়েছে সবুজ ঘাসের জাজিম বিছানো মুক্ত বায়ুর আদর্শ স্থান-এ। বিচ্ছেদও

টেনেছে শিল্প ও বসতি এলাকা দুই-এর মাঝে এই ভিসেরা। লাংস অর্থাৎ ফুসফুস হয়েছে চলতে-ফিরতে পথপাশে নানানধর্মী ফুলের বাগিচায় সারা শহরময়। ক্ষণিকের বিশ্রামে সতেজ হয়ে চলা যায়।
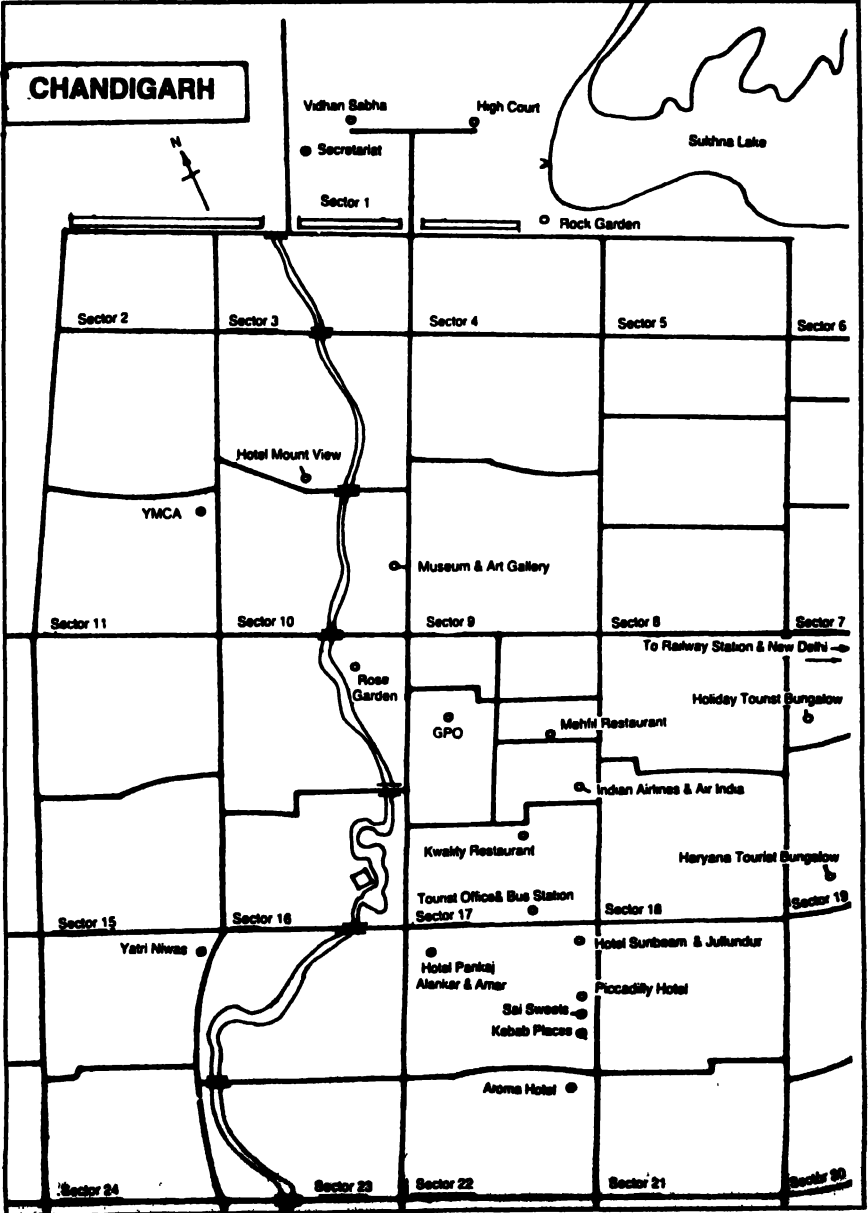
বৈচিত্র্য আর অভিনবত্বে ভরা নেকচাঁদের হাতে গড়া **রক গার্ডেন** চণ্ডীগড় পর্যটনে আজ অনন্য দর্শন। শহর থেকে ফেলা জঞ্জাল, নদী-নালায় পাওয়া নানান কিছুর সাথে শিবালিক পাহাড়ের রঙবেরঙের নুড়ি পাথর সাজিয়ে সেক্টর ১-এ ৬ একর জমিতে নীল আকাশের নিচে সাত (১৯৫৮-৬৫) বছরে গড়ে তোলা হয়েছে এই উদ্ভট যাদুপুরী তথা বিস্ময়কর গোলকধাঁধা। সেক্রেটারিয়েটের অদূরে শহরের উত্তরে সুখনা লেক লাগোয়া মুক্তাঙ্গন থিয়েটার, মুক্তাঙ্গন মিউজিয়ম, কৃত্রিম জলপ্রপাত, দরবার হল্, প্যাভিলিয়নও হয়েছে রক গার্ডেনে। গ্রীষ্মে ৯—১৩-০০ ও ১৫—১৯-০০টায় আর অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে ৯—১৩-০০ ও ১৪—১৮-০০টায় খোলা থাকে রক গার্ডেন। বাইরে থেকে দর্শনে অনীহা জাগলেও গার্ডেনের অন্দর অভিভূত করে।

চণ্ডীগড় ভ্রমণার্থীদের কাছে আর এক আকর্ষণ রক গার্ডেন লাগোয়া সেক্টর ১-এ ৩ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত **শুকনা লেক**। স্থানীয়রা সান্ধ্যভ্রমণে আসেন এই কৃত্রিম লেকের পাড়ে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিনই বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে।

লেক থেকে শহরের উওর-পুবে দুগ্ধধবল **চণ্ডীদেবীর মন্দির**-এর চুড়ো দেখে নেওয়া যায়—পাহাড় ঢালের এই দেবীর নাম থেকেই নাম হয়েছে শহরের চণ্ডীগড়। ৩২ রুটের বাস যাচ্ছে শহর থেকে মন্দিরে।

ফরাসি স্থপতি লা করবুসিয়েরের স্থাপত্য দক্ষতার নিদর্শন হয়ে গড়ে উঠেছে Capitol Complex অর্থাৎ আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয় রাষ্ট্রের **সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট** এবং **লেজিসলেটিভ** অ্যাসেম্বলি ত্রয়ী। চিরাচরিত ধারা থেকে সরে গিয়ে জ্যামিতিক ছকে নানান আঙ্গিকে গ্রানাইট শিলা ও কংক্রিটে নান্দনিক রূপ পেয়েছে। ১০— ১২-০০টায় ১৯৫৩-৫৯এ তৈরি সেক্রেটারিয়েট ভবনের ছাদ থেকে চণ্ডীগড় শহরও সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বোচ্চ (৪২ মি) সেক্রেটারিয়েট ও অ্যাসেম্বলি দেখার অনুমতি মেলে রিসেপশন ডেস্ক থেকে। ৯—১৬-৩০টায় খোলা। এমনকি রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতেও দেখার অনুমতি মেলে। আর ১৯৫১-৫৭য় গড়া হাইকোর্টের দ্বার অবারিত। ১৯ মি উঁচু ২টি থামে ভর করা প্যারাসল-এর মতো ডাবল ছাদে যেমন সূর্যালোক থেকে ত্রাণ মেলে তেমনই বিরাটাকার কচ্ছপের খোল বলে প্রতিভাত হবে দর্শকদের। শহরের উত্তরে শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে সেক্টর ১-এ পাশাপাশি অবস্থান এদের। অদূরে একতার প্রতিচ্ছবি: *ওপেন টু গিভ, ওপেন টু রিসিভ* চণ্ডীগড়ের প্রতীক বিশালাকার ওপেন হ্যান্ড—অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া হাতের তালু হাওয়ায় ঘুরছে। তেমনই **জিওমেট্রিক হিল**, টাওয়ার অব শ্যাডো, সবেতেই অভিনবত্ব আছে।

লা করবুসিয়েরের আর এক কীর্তি মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারি ভবন সৃষ্টি। সেক্টর ১০-এ পাশাপাশি অবস্থান এদের। গান্ধার যুগ থেকে নানান ভাস্কর্য, মডার্ন আর্ট ও মিনিয়েচারধর্মী ছবির সংগ্রহ আকর্ষণ বাড়িয়েছে গ্যালারির। আর, মিউজিয়মে নানান ফসিল চণ্ডীগড় ভ্রমণার্থীদের দেখে নেওয়া উচিত। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১০—১২-৩০ আবার ১৪—১৬-৩০টায় খোলা। তেমনই সেক্টর ১৭য় সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ভবনে ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারিটিও উচিত হবে চলতে-ফিরতে দেখে নেওয়া।

চণ্ডীগড় ভ্রমণার্থীদের কাছে আর এক আকর্ষণ **পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ভবন**। সেক্টর ১৪-তে এই বিশ্ববিদ্যালয়। উঁচু-নিচু পাহাড়ী এলাকা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর। সারা চত্বর জুড়ে পার্ক আর জলাশয় পরিবেশকে আরও রমণীয় করে তুলেছে। এখানকার গান্ধী ভবনটির সৌন্দর্য পর্যটকমাত্রই ক্যামেরায় বন্দী করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভবন ও চক্রাকার স্টুডেন্টস ভবন দু'টির অভিনবত্বও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। স্টুডেন্টস ভবনের উপরতলার চিপ ক্যান্টিনে পর্যটকরাও স্বল্পমূল্যে স্বাদ নিতে পারেন আহার্যের।

সেক্টর ১৬-য় ৩০ একর জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম **জাকির গোলাপবাগ**। শুধু আকারেই নয়, গোলাপও ফোটে ৫০০০০ গাছে ১৬০০ রকমের। প্রস্তুতি চলছে ২০০০ রকমের গোলাপ ফোটানোর জাকির গোলাপবাগে। সকাল থেকে সাঁঝে খোলা থাকে। তবে ফুল দেখুন—তুলবেন না। লাগোয়া স্টেডিয়াম।

সেক্টর ১৭-তে হয়েছে আধুনিক **সুপার বাজার** অর্থাৎ শপিং সেন্টার সিনেমা হল্ নিলমকে ঘিরে। বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি আকাশচুম্বী অট্টালিকা নিয়ে এই সুপার বাজার। কেনাকাটায় অনন্য। কৌলিন্যে অভাব ঘটলেও কাশ্মীরি হাতের কাজের তুল্য যান্ত্রিক বোনা লুধিয়ানার শাল ও সোয়েটার অতুলনীয়। দামেও সস্তা—মেলেও চণ্ডীগড়ের দোকানপাটে সুপার বাজারে। নানান গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়া-ও বসেছে সেক্টর ১৭য়।

Chandigarh-160022, STD-0172-এ নানান হোটেল। পাশ্চাত্য প্রথায়—বাসস্ট্যাণ্ডের বিপরীতে Udyogpath-এ: **H Pankaj*, Sec 22-A, ✆ 709891, A8R6, S ৫০০৲ D ৬৫০৲ A/c S ৬৫০৲ D ৮৫০৲; পাশেই *H Alankar*, Sec-22A, Chandigarh-22, R7B3, SAB ৩০০৲ DAB ৪৫০৲; *Amar H*, Sec-22, R7B3, DAB ৩০০৲ A/c D ৬০০৲; **H Sunbeam*, Udyogpath, Sec-22B, Chandigarh-160022, A10R7B3, A/c D ১০৯৫৲ ১১৯৫৲, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Metro*, DAB ১১৯৫৲ ১৩৯৫৲, কল বুকিং: Span ✆ 2801209. বাস থেকে ১০ মিনিটের পথে বাঁক ঘুরতেই Himalaya Marg-এ: **H Piccadily*, SCO 1078-85, Sec-22B, A8R6B0, ✆ 707571, A/c S ৬০০৲ D ৮৫০৲ স্যুইট ১০৫০৲; *H Divyadweep*, Sec 22-B, SAB ২০০৲ DAB ৩০০৲ A-c S ৩২৫৲ D ৪২৫৲ A/c S ৪৫০৲ D ৬৫০৲; **H Regency*, SCO-329-32, Sec-35/B, ✆ 604972, A/c S ৭৫০৲ D ৯৫০৲ স্যুইট ১৫০০৲; **H Maya Palace*, SCO, 325-328, Sec-35B, ✆ 600547, A/c S ৬৫০-৮৫০৲ D ৮০০-১০৫০৲; **Aroma*

H, Sec-22, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০৫০; বাস থেকে ১০ মিনিটের পথে অবস্থান এদের।

H Jullundur, opp Bus Std, Sec 22-B, S ৩০০, D ৪০০; *Maha-raja Tourist L*, Sec-21, স্যুইট ১৫০০ থেকে; *Holiday Tourist Bungalow*, Kothi 78, Sec-19, SCB ১৭৫, DCB ২৭৫; **H President*, Sec-26, Madhya Marg, R4B1, A/c S ৯৯৫, D ১১৯৫, স্যুইট ১৪৯৫, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; **H Rikhys International*, SCO, 301-302, Sec-35B, ✆ 531733, A/c D ৫৫০-৭৫০; ক্রিকেট তাবকা কপিল দেবেব *H Kapil*, Sec-35B, ✆ 533366, A/c S ৬৫০, D ৮৫০।

ভারতীয় প্রথায় —*H Samrat*, Sec-22D, DAB ২৫০-৩৭৫; *H Tip Top*, Sec 18, DAB ৩০০; বিপরীতে *Tourist L; Sadyadweep*, Sec-22; *Eagle's Nest, Tourist R H*, Sec-2; *Sood Dharamshala*, Sec-22-এ ঘর ও ডর্মি প্রথায় থাকা যায়; ব্যবস্থাপনা ভালই। আর আছে *জৈন, চামান রাম*, সেক্টব ১৫; ছাড়াও নানান *ধরমশালা* চণ্ডীগড়ে।

তবে সরকাবি ব্যবস্থায় *Panchayat Bhawan*, Sec-18B-তে D ৮০-২২৫ ডর্মি ৩০, খাবার পৃথক মূল্যে; ব্যবস্থাপনা ভালই। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য পুরো টাকা M O বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠিয়ে Manager, Panchayat Bhawan, Sec-18B, Chandigarh-কে লিখুন। বাস স্ট্যান্ডেও *Tourist Rest House* আছে। ৫ বেডেব ঘরে ডর্মি প্রথায় থাকা। তবে, যাত্রীর কোলাহল ও যন্ত্র-শকটেব নিনাদ পরিবেশকে ভারাক্রান্ত কবে রেখেছে। বুকিং Tourist Office থেকে। রেল স্টেশনেও *রেলের রিটায়ারিং রুম* আছে চণ্ডীগড়ে।

আর আছে বাস থেকে মিনিট দশেকের পথে সেক্টর ১৫ ও ২৪-এর সংযোগে Chandigarh Industrial & Tourism Development Corpn (CITCO)-এব ৬০০ বেডের ইকোনমিক ট্যুরিস্ট হোটেল—*Chandigarh Yatriniwas*, Sec-24, D ৩০০ A/c D ৪৫০-৬০০, রেস্তোরাঁও আছে যাত্রী নিবাসে। চণ্ডীগড় শহরের কেন্দ্রমণি এদেরই **H Shivalik View*, Sec-17, ✆ 700001, A11R8B0, A/c D ১২৫০-১৭৫০ স্যুইট ২২৫০-২৭৫০; *Chandigarh H*, Sec-22C, ✆ 703690, D ৫৫০, A/c D ৭৫০; **H Mountview*, A14R8B2, Sec 10, ✆ 544544, A/c S ১৪০০-১৬৫০, D ১৭৫০-২২৫০, স্যুইট ২৭৫০, এদের বুকিং: CITCO, 121-122, Sector 22-B, Chandigarh-160022, ✆ 704031. আর আছে হরিয়ানা ট্যুরিজমের *Puffin G H*, ✆ 540321, Kothi No 2, Sec-2, A/c S ৩৫০, D ৫২৫-৭৫০; *Holiday Tourist Bungalow*, Kothi 78, Sec-19, SCB ১২৫, DCB ২০০; *Union Territory G H*, Sec-6; *MLA Hostel*— Punjab, Sec-4; *MLA Hostel—Haryana*, Sec-3-এ; অবু: Reception Officer; *Indira Holiday Home*, Sec-24-এ কেবল ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা; *YMCA*, Sec-11, ৭ দিনের বুকিং-এ ঘর মেলে এদের; *YWCA*, Sec-2, অবু: Secretary এছাড়াও হোটেল রয়েছে আরও নানান ১২৫-২৭৫ টাকায় থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে চণ্ডীগড়ে। *Youth Hostel*-ও আছে চণ্ডীগড় থেকে ১১ কিমি দূরে পিঞ্জোরের পথে Panchkula-য়। বাস যাচ্ছে মুহুর্মুহু। তবুও থাকার জন্য *Panchayat Bhawan, Chandigarh Yatriniwas, Sood Dharamshala* আজও বরেণ্য। বাস স্ট্যান্ডের অদূরে ১০-১২ টাকায় রিকশায় গিয়ে *Maharaja Tourist Lodge*টিও দেখা যেতে পারে।

খাবার হোটেলও নানান চণ্ডীগড়ে—দেশী-বিদেশী নানানধর্মী আহার্য মেলে। তবুও যেন পাঞ্জাবিয়ানাব প্রাধান্য চণ্ডীগড়ের হোটেল-রেস্তোবাঁয়। অবস্থানও এদের মূলত সেক্টর ১৭-য়। তবে, চীনা ডিশের জন্য সেক্টর ১৫য় *Dragon*, চিকেন ডিশের জন্য সেক্টর ১৪য় *Ginza*, সেক্টর ১৭য় *Shangrila*, সেক্টর ২৬এ হোটেল প্রেসিডেন্ট-এর *Shaolin*, সেক্টর ২২-এ হোটেল পঙ্কজ-এর *Noor*, সেক্টর ২২-এ সানবিমের পাশে *ট্রাফিক জ্যাম*-এ মশলা দোসা, সেক্টর ১৭-য় শপিং সেন্টারে *ইন্ডিয়ান কফি হাউস, কোয়ালিটি রেস্টুরেন্ট, Mehfil রেস্টুরেন্ট* আজও অনবদ্য। তেমনই পাঞ্জাবি মেনুর জন্য সেক্টর ১৪-র *Tandoor* যথেষ্ট খ্যাত। আরও সস্তায় নানান রেস্তোরাঁ—*Royal, Vince, Punjab* রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে উদ্যোগ পথে।

চণ্ডীগড় থেকে সড়ক দূরত্ব		
জয়পুর	৫১০	কিমি
আগ্রা	৪৪৯	”
দিল্লী	২৪৬	”
দেরাদুন	২৪৩	”
অমৃতসর	২২৩	”
জম্মু	৩৬৩	”
আম্বালা	৪৭	”
জলন্ধব	৬৫	”
পাতিয়ালা	৬৪	”
কুরুক্ষেত্র	৮৮	”
সিমলা	১১৭	”
মানালী	৩০২	”
কুলু	২৭০	”
নাঙ্গাল	১০৩	”
ভাকরা	১১৬	”
ধরমশালা	২৪৮	”
ডালহৌসী	২৫২	”
হৃষীকেশ	২৭৬	”

চণ্ডীগড় বেড়াবার মনোরম সময় বসন্তকাল। গাছে গাছে ফুলেরা পাপড়ি মেলে শহরের বুক জুড়ে। পরিকল্পিত শহরের পথ-পাশ রাঙিয়ে তোলে নানান ফুল, রাঙিয়ে তোলে চণ্ডীগড়ের আকাশ-বাতাস। পাটল বর্ণের ক্যাসিয়া ফুলের রূপের যেন তুলনা হয় না। চণ্ডীগড় তখন সত্যই রমণীয় হয়ে ওঠে। যথেষ্ট যাত্রী (২০) হলে চণ্ডীগড় ট্যুরিজম দিনে ২ বার শহর দেখাবার ব্যবস্থাও রেখেছে, আর রবিবার পিঞ্জোর যাচ্ছে, প্রতি শুক্রবার ৩দিনের প্যাকেজে বৈষ্ণোদেবী যাচ্ছে Chandigarh Tourism, Tourist Office, ISBT, Sector-17, Chandigarh-17, ✆ 544614/703839 থেকে। Himachal Tourism-এর দপ্তর বসেছে Sec 22, চণ্ডীগড়ে।

সিমলার পথে বা দিল্লী থেকেও চণ্ডীগড় বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। চণ্ডীগড় দেখার জন্য একটা দিনই যথেষ্ট। চুক্তিতে অটো বা ট্যাক্সি নিয়ে শহর দেখে নেওয়াই উচিত হবে পর্যটকদের। তবে, চণ্ডীগড়ে ট্যাক্সি, অটো ও রিকশার হয়রানি থেকে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। রেল স্টেশন শহর থেকে ৮ কিমি দূরে। Chandigarh Transport Undertaking (CTU)-এর বাস যাচ্ছে রেলযাত্রী নিয়ে শহরে। বাস স্ট্যান্ড শহরের প্রাণকেন্দ্রে সেক্টর ১৭-য়। চণ্ডীগড় ট্যুরিজমের ট্যুরিস্ট অফিস ✆ 703839, ডাকঘর, রেস্তোরাঁ, ক্লোক রুম সার্ভিসও মেলে ISBT-র বাসস্ট্যান্ডে। রেলের সিটি বুকিং-ও বসেছে বাসস্ট্যান্ডের দ্বিতলে ও সেক্টর ২২-এ। চণ্ডীগড় যাতায়াতে বাসই সুবিধার।

কলকাতা থেকে সরাসরি রেল সংযোগ রয়েছে ১৭০৯ কিমি দূরের চণ্ডীগড়ের। ১৯-১৫য় হাওড়া ছেড়ে 2311 কালকা মেল পরদিন ১৯-৫০এ দিল্লী জং পৌছে ২২-৪৫-এ দিল্লী জং ছেড়ে তারও পরদিন ৩-৪০এ চণ্ডীগড় গিয়ে ২৪ কিমি দূরের কালকায় যাচ্ছে ৫-০০টায়। আর নতুন দিল্লী ছেড়ে ৬-০০টায় দিল্লী ফেরে কালকা থেকে ১-০০টায় কালকা, ১৭-৪৫এ হিমালয়ান কুইন, ৬-৫০এ কালকা-দিল্লী শতাব্দী, ১২-২০এ চণ্ডীগড়-দিল্লী কালকা শতাব্দী এক্স। ১৭-০৭এ চণ্ডীগড় ছেড়ে ২৩-০০টায় অমৃতসর যাচ্ছে 4535 অমৃতসর এক্স; চণ্ডীগড় ফেরে অমৃতসর থেকে ২৩-৫৫য়। 4096 হিমালয়ান কুইন, ১৭-১৫য় 2005 দিল্লী-কালকা শতাব্দী এক্স, ৭-৩০এ 2011 দিল্লী-চণ্ডীগড় শতাব্দী এক্স ২৪৪ কিমি দূরের চণ্ডীগড় যাচ্ছে ১০-৩০/২০-১০/১০-৩০এ। চণ্ডীগড় থেকে শ্রীগঙ্গানগর যাচ্ছে 4711 ইণ্টারসিটি এক্স, 4887 কালকা-যোধপুর এক্স; ভিওয়ানি-কালকা একতা এক্সও যাচ্ছে চণ্ডীগড় হয়ে। আর ৪৭ কিমি দূরের আম্বালা ক্যাণ্ট হয়েও সংযোগ গড়েছে ভারতের দিগ্বিদিকের সঙ্গে চণ্ডীগড়ের। কালকা-আম্বালা, কালকা-দিল্লী জং প্যাসেঞ্জারও যাচ্ছে চণ্ডীগড় হয়ে। Chandigarh Transport Undertaking (CTU)-এর নানান প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও বাস যাচ্ছে চণ্ডীগড় থেকে আম্বালায়। আর 6, 6A, 6B রুটের বাস, অটো, রিকশা ও ট্যাক্সি যাচ্ছে রেল স্টেশন থেকে ৮ কিমি দূরের শহরে।

Inter State Bus Stand (ISBT) শহরের প্রাণকেন্দ্র সেক্টর ১৭য়, ✆ 544382. মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে হরিয়ানা রোডওয়েজ ✆ 544014, পাঞ্জাব রোডওয়েজ ✆ 544023, হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট ✆ 544015, চণ্ডীগড় ট্রান্সপোর্ট আণ্ডারটেকিং ✆ 544005, দিল্লী ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের চণ্ডীগড় থেকে দিন-রাত্রি জুড়ে। ৫ ঘণ্টায় দিল্লী (কাশ্মীরি গেট)—শীতাতপ, ডিলাক্স ও সাধারণ বাস; ৫ ঘণ্টায় সিমলা, ১২ ঘণ্টায় কুল্লু, ১৪ ঘণ্টায় মানালী, ৬ ঘণ্টায় অমৃতসর, ১০ ঘণ্টায় ধরমশালা, ৭ ঘণ্টায় পাঠানকোট, মুহুর্মুহু নাঙ্গাল, তথা ভাকরা, জয়পুর, আগ্রা, দেরাদুন, হরিদ্বার ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে দিকে। A/c বাসও চলছে দিল্লী-চণ্ডীগড়ের মাঝে। এমনকি রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস চলছে দিল্লী থেকে চণ্ডীগড়ে।

246 দিন দিল্লী-চণ্ডীগড়, 246 দিন অমৃতসর, 246 দিন মুম্বাই, 246 দিন আমেদাবাদ প্রতি মঙ্গলবার লে যাচ্ছে IAC-র বিমান চণ্ডীগড় থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিতএকই দিনগুলিতে। প্রাইভেট বিমানও সার্ভিস গড়েছে চণ্ডীগড় থেকে দিল্লী ছাড়াও নানানদিকের। শহর থেকে ১১ কিমি দূরে বিমানবন্দর। অটো, ট্যাক্সি, IAC-র মিনিবাসও যাচ্ছে সেক্টর ১৭ থেকে। অফিস বসেছে IAC, Sector 17, Reservation ✆ 704539; Flight, ✆ 656029.

নাঙ্গাল

চণ্ডীগড় থেকে বাসে ১০৩ কিমি দূরের নাঙ্গাল চলুন, ২½ ঘণ্টার পথ। মুহুর্মুহু বাস চলে এ-পথে। নাঙ্গাল থেকে ১৩ কিমি দূরে শতদ্রু নদীর উপর বাঁধ পড়েছে হিমাচল প্রদেশের ভাকরায়। ১১০০ ফুট উঁচু নাঙ্গাল ভ্রমণার্থীদের ভাকরাও দেখে নেওয়া উচিত। নাঙ্গাল থেকে নতুন করে বাস যাচ্ছে হিমাচল প্রদেশের ভাকরায়।

শতদ্রু বাঁধের টারবাইনগুলির মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এসে নাঙ্গালের কাছে একটি ধারাকে পৃথকভাবে কংক্রিটের দেওয়াল গড়ে শিবালিক পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ৬৪ কিমি দূরে নিয়ে গিয়ে গাঙ্গুওয়াল ও কোটলায় বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। ভাকরা বাঁধেরই অংশ বিশেষ এই নাঙ্গাল। এখানকার রাসায়নিক সারের কারখানাটিও উল্লেখ্য। শহরও গড়ে উঠেছে এদেরই ভর করে। রূপ পেতে চলেছে নতুন ভারত এই নাঙ্গালে।

নিকটতম বিমানবন্দর চণ্ডীগড়। আর রেল ২৩-২০এ দিল্লী জং ছেড়ে ৩-০৫এ আম্বালা, ৬-৫০এ ৩৫৬ কিমি দূরের নাঙ্গাল পৌছে হিমাচলের উনা যাচ্ছে 4553 হিমাচল এক্স। আর ১৫৮ কিমি দূরের আম্বালা ক্যাণ্ট থেকে ৬-০৫ ও ৯-৫০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাচ্ছে নাঙ্গাল। তবুও নাঙ্গাল যাত্রায় সড়কপথই সুবিধার। চণ্ডীগড় থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে নাঙ্গাল চলা যেতে পারে। এছাড়াও বাস আসছে দিল্লী, আম্বালা, পাতিয়ালা, জলন্ধর, পাঠানকোট, ধরমশালা, মানালী থেকেও নাঙ্গালে।

থাকার জন্য সরকারি ব্যবস্থায় *Tourist Dak Bungalow, Naya Nangal Hostel, VIP RH, GH* আছে; অবু: EE, Nangal Estate Division, Nangal Project. আর আছে *Nazar H* নাঙ্গালে।

ফেরার পথে নাঙ্গাল-চণ্ডীগড় সড়কে নাঙ্গাল থেকে ২৩ কিমি দূরে আনন্দপুর সাহিব বেড়িয়ে ৮০ কিমি দূরের চণ্ডীগড়ে পৌছান ২ ঘণ্টায়। উৎসাহীরা চলার পথেই আনন্দপুর-চণ্ডীগড় সড়কের মাঝ দূরত্বে রূপারও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ১৮৩১এ মহারাজা রণজিৎ সিং ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটেছিল এই রূপারে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে সুন্দর পরিবেশে *ডাকবাংলোয়*। আবার চণ্ডীগড় থেকে আনন্দপুর দেখে ভাকরা বেড়িয়ে নাঙ্গালে রাত কাটিয়ে পরদিন হিমাচল প্রদেশেও চলা যেতে পারে—ধরমশালা বা মানালীর বাসে। নাঙ্গাল থেকেই যাচ্ছে বাস।

আনন্দপুর সাহিব

নাঙ্গাল-আম্বালা রেলপথে নাঙ্গাল থেকে ২১ কিমি দূরে নায়না দেবীর পাদদেশে আনন্দপুর সাহিব। বয়ে চলেছে শতদ্রু। বাসও চলে এপথে। তবুও যেন চণ্ডীগড় থেকে বাসে ভাকরা, নাঙ্গাল, আনন্দপুর একই দিনে বেড়িয়ে ফেরা উচিত হবে। শিখ সম্প্রদায়ের কাছে আনন্দপুর সাহিব অতি পবিত্র তীর্থ। অমর দেবতার ৫টি *তখ্‌ত* অর্থাৎ সিংহাসনের অন্যতমও এই আনন্দপুর। প্রবাদ, বশিষ্ঠও ধ্যান করেছেন; রামায়ণও লেখেন বাল্মীকি মুনি এখানে। ১৬৬৪তে ৯ম গুরু তেগবাহাদুরের আনন্দপুর নামকরণ। গুরদ্বারাও গড়েন তেগবাহাদুর। ১৬৭৫এ গুরু তেগবাহাদুরের শিরচ্ছেদ হয় দিল্লীতে; দাহ হয় *Rengreta Guru Ka beta*-র ছিন্ন শির আনন্দপুর সাহিবে। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১লা বৈশাখ) *Khande-Ki-Pahul* উৎসবে তেগবাহাদুরের পুত্র

১০ম গুরু গোবিন্দ সিং ৫জন শিখকে প্রথম দীক্ষা দেন এবং সিং অর্থাৎ সিংহ (Lion) নামে ভূষিত করে সামরিক সিংহগণের ভ্রাতৃমণ্ডল গঠন করেন এই আনন্দপুরের কেশগড়ে। আর *খালসা* অর্থাৎ পবিত্র বলে অভিহিত করেন এঁদের। গুরদ্বারা রয়েছে আরও নানান আনন্দপুরে। তবুও কেশগড় গুরদ্বারাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এখানেই শিষ্যরা দীক্ষা নিতেন আর শপথ নিতেন গুরুর কাছে—শরীরের কোনো কেশ অর্থাৎ চুল কাটবেন না,...। গুরু গোবিন্দর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রও রক্ষিত রয়েছে এই কেশগড়ে।

দুগ্ধধবল সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত এই গুরদ্বারাটি দূর থেকে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হোলির সময় আনন্দপুর ভ্রমণ আরও আনন্দের হয়ে ওঠে। হোলির একদিন পরেই শিখ *হোল্লা-মহল্লা* উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হোল্লার সময় গুরু কৃত্রিম যুদ্ধানুষ্ঠানের এক ঐতিহ্য স্থাপন করে যান। আজও নিহাং শিখরা সেটি পালন করে চলেছে। যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে এরা। ভাঙড়া নাচও পরিবেশিত হয় এই হোল্লা উৎসবে। থাকারও ব্যবস্থা গুরদ্বারায় মেলে।

নায়না দেবী

নাঙ্গাল-আম্বালা রেলপথে আনন্দপুরের পরের স্টেশন কিরাতপুর সাহিব। আনন্দপুর থেকে দূরত্ব ৮ কিমি। আর কিরাতপুর থেকে বিলাসপুর সড়কে ১৪ কিমি গিয়ে বামহাতি পথে আরও ১৪ কিমি যেতে ৩০০০ ফুট উঁচু ত্রিকোণা এক পাহাড়ী টিলায় নায়না দেবীর মন্দিরটি বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে বাসে। কামনা পূরণের জন্য দেবীর প্রশস্তি। বিলাসপুরের দূরত্ব ৬৪ কিমি। নায়না দেবীর মন্দির থেকে আনন্দপুর সাহিব ও গোবিন্দ সাগরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। থাকার জন্য *RH, FRH, Tourist Inn* ও *ধরমশালা* আছে।

অমৃতসর

পাক সীমান্তবর্তী শহর অমৃতসর। ভারত থেকে পাকিস্তানের একমাত্র সড়ক সংযোগকারী পথও গিয়েছে অমৃতসর হয়ে। ২৫ কিমি দূরের আটারিতে সীমান্ত চেক পোস্ট বসেছে। ট্রেনও যাচ্ছে ঘণ্টা তিনেকে অমৃতসর থেকে পাকিস্তানের লাহোরে। রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড় হলেও শিখ ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান অমৃতসর। শিখধর্মের অন্যতম তীর্থও অমৃতসর। লাখ সাতেক লোকের বাস শহরে। এদের কর্মে উদ্যম ও কঠোর শ্রম বাংলার মতো উদ্বাস্তু সমস্যা কলুষিত করেনি সমাজ জীবনকে। তবে, নতুন সমস্যা আজ পাঞ্জাবে। খালিস্তানের দাবিদার উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপে পাঞ্জাব আজ অশান্ত, জনজীবন শঙ্কিত। যাত্রীও তাই বিধান্বিত পাঞ্জাব ভ্রমণে। ১৯৮০তে মন্দিরেও ঘাঁটি করে শিখ চরমপন্থীরা। ১৯৮৪তে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্ত করে স্বর্ণমন্দির। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর উগ্রপন্থা কিছুটা প্রশমিত হলেও অক্টোবর ৩১, ১৯৮৪ শহীদ হন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজ বাসভূমে। ১৯৮৬তে আবার মন্দির যায় চরমপন্থীদের দখলে। অবশেষে ভারতীয় সংবিধানও সংশোধিত হয়েছে ধর্মস্থানে রাজনীতি রোধে ১৯৮৮তে। সরকারও সচেষ্ট সারা দেশ থেকে উগ্রপন্থা হটিয়ে শান্তির বাতাবরণ গড়ে তুলতে। তবুও উচিত হবে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে অমৃতসর ভ্রমণে চলা।

রেল স্টেশনের দক্ষিণ-পুবে পুরাতন শহর। আর নতুন করে শহর বাড়ছে উত্তর-পুবে। রামবাগ, ম্যাল তথা অমৃতসরের পশ এলাকাও এই নতুন শহরে। তবে, স্বর্ণমন্দিরের অবস্থান পুরাতন শহরে। আর বাস স্ট্যান্ডের অবস্থান রেল থেকে ২ কিমি পুবে দিল্লী রোডে। ট্যুরিস্ট অফিস ✆ 51558 বসেছে বাস থেকে ১ কিমি পুবে Youth Hostel-এ।

স্বর্ণমন্দির : ১৫৭৭এর কথা। আকবরের ফরমানে ৪র্থ শিখ গুরু রামদাসের হাতে গড়ে ওঠে শহর। রেল স্টেশনের দক্ষিণ-পুবে প্রাচীরে ঘেরা শহরে—১৮টি ফটক ছিল যাতায়াতের। সরোবরও খনন করান শহরের কেন্দ্র-স্থলে গুরু রামদাস। তাঁরই নামে জায়গার নাম হয় চক রামদাসপুর। ৫ম গুরু সরোবরের মাঝে হরমন্দির গড়েন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে লাহোর থেকে Muslim Saint Hazrat Mian Mir আসেন গুরু অর্জনের আমন্ত্রণে। আর সরোবরের জল শুদ্ধ করে হয় অমৃত তুল্য। নাম হয় অমৃতের সরোবর অর্থাৎ অমৃতসর। মর্মরে গড়া সেতুতে পারাপার। ১৬০৪এ ৫ম গুরু অর্জনের সঙ্কলিত শিখধর্মের মহান গ্রন্থ হাতে লেখা *Sri Guru Grantha Sahib* হরমন্দিরে স্থাপন করেন। আর ১০ম গুরু গোবিন্দ সিং মৃত্যুর আগে (১৭০৮) এই *গ্রন্থসাহিব*-কে শিখধর্মের চিরন্তন গুরু রূপে বরণ করেন। শিখ জাগরণের ভয়ে ভীত জাহাঙ্গীর ১৬০৬এ মৃত্যুদণ্ড দেন গুরু অর্জনকে। আর অর্জন-পুত্র গুরু হরগোবিন্দ বার বার তিন বার পরাজয়ের পর ৪র্থ যুদ্ধে ১৬২৯এ শাজাহানের মোগল বাহিনীকে পরাজিত করেন। কালে কালে শিখধর্মের পবিত্রতীর্থ হয় অমৃতসর। ১৭৬১তে আহম্মদ শাহ দুরানী জয় করে নেন অমৃতসর। মন্দিরটিও ধ্বংস করেন দুরানী। আবার গড়ে ওঠে মন্দির নতুন করে ১৭৬৪তে। আর ১৮০৩এ রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯) নতুন করে গড়ে তোলেন আজকের তিনতলা হরমন্দির মর্মরে। গম্বুজটি মুড়ে দেন তামার পাতে ৪০০ কেজি সোনা দিয়ে। রুপোর দরজায় সোনার পাতও লাগে—বিশেষ বিশেষ দিনে। সেই থেকে নামেরও বদল ঘটে হরমন্দির হয় স্বর্ণমন্দির। মন্দিরের দেওয়াল হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যে *pietradura* শৈলীতে ফুল ও জীবজন্তুতে অলঙ্কৃত। গম্বুজটি যেন ওল্টানো কমল। দেওয়ালী অমৃতসরের বরণীয় উৎসব। পুরো শহরটাই

আলোর সাজ পরে। মন্দিরের দীপসজ্জা ও আতসবাজি দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটক আসেন। শিখ ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর অতীত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে প্রবেশ দ্বারে **ক্লকটাওয়ারের মিউজিয়মে**। দ্বিতলের তোষাখানায় মহারাজ রণজিৎ সিংকে হায়দ্রাবাদের নিজামের দেওয়া উপহার মণিমাণিক্যখচিত চন্দ্রাতপ, মহারাজার নেকলেস, ১১২০ পাউন্ড চন্দনকাঠে তৈরি *Chouri*, অপূর্ব শিল্প-সুষমার ময়ূর অনন্য সম্পদ। তবে, গুরু রামদাসের জন্মদিনেই কেবল দেখার ব্যবস্থা।

১৭০৮-এর ২রা অক্টোবর পাঞ্জাব থেকে দূরে মহারাষ্ট্রের নানডেডে ১০ম গুরু গোবিন্দ সিং ছুরিকাবিদ্ধ হন শিরহিন্দের নবাব ওয়াজির খাঁর প্রেরিত গুল খাঁর হাতে। শিরও নেমে যায় গুলের গুরুর তরবারিতে। আর ছুরিকাহত গুরুর মৃত্যু ঘটে ৭ই অক্টোবর। ইতিপূর্বেই গুরুর চার পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে মোগলদের সাথে যুদ্ধে। ভক্তদের পরবর্তী গুরুর অভাব পূরণে মৃত্যুপথযাত্রী গুরু গোবিন্দই অতীতের দশজন শিখ গুরুর মুখ নিঃসৃত উপদেশবাণীর গাথা **শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিব**কে চিরন্তন গুরু রূপে অভিষিক্ত করেন। সেই থেকে শিখধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ—হাতে লেখা *গ্রন্থসাহিব* দেবজ্ঞানে পূজিত হচ্ছে স্বর্ণমন্দিরে। অখণ্ড পাঠও চলছে গ্রন্থসাহিব থেকে মন্দিরে। দিনভর স্বর্ণমন্দিরে অবস্থান করে রাত দশটায় শোভাযাত্রা করে আকাল তখতে ফেরে গ্রন্থসাহিব। পরদিন ভোর চারটেয় (শীতে ভোর পাঁচটা) আবার শোভাযাত্রা সহ স্বর্ণমন্দিরে প্রত্যাগমন ঘটে।

স্বর্ণমন্দির লাগোয়া সরোবরের ধারে স্বর্ণগম্বুজ শিরে পাঁচতলার *Akal Takht* অর্থাৎ চিরকালের দেবতার সিংহাসন ভবন। ১৬০৯এ ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের তৈরি আকাল তখতে গুরুদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শিত হয়েছে। শিখধর্মের পার্লামেন্ট হাউস এই আকাল তখত। যে কোনও ধর্মীয় বিধানও দেন শিরোমণি গুরদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি। এরই জাঠেদার শিরোমণির স্পীকার। ১৯৮৪র *অপারেশন ব্লু-স্টারে শিখধর্মের পীঠস্থান* আকাল তখতের ক্ষত করসেবায় স্বাভাবিকতা পেলেও নবরূপে গড়তে চলেছে আকাল তখত।

মন্দিরের উত্তর-পুব কোণে বাগিচার মাঝে ৪৫ মি উঁচু অষ্টকোণাকৃতি ৯ তলা **বাবা অটল সাহিব গুরদ্বারা**। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের ৯ বছরের পুত্র অটলের স্মারকরূপে তৈরি। গুরু নানকের জীবনের নানান ঘটনাও ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। লঙ্গরখানাও বসেছে। নিখরচায় আহার মেলে যাত্রীদের। থাকারও ব্যবস্থা মেলে গুরদ্বারায়। স্বর্ণমন্দিরের চারপাশের ঘিঞ্জিভাব কাটিয়ে পরিবেশকেও কলুষমুক্ত করে তোলা হয়েছে। মন্দিরও আজ পাঞ্জাব সরকারের তত্ত্বাবধানে। ক্লক টাওয়ার দিয়ে মন্দিরের প্রবেশ। মন্দির চত্বরে খালি পায়ে আর মাথা ঢেকে ঢোকা বাধ্যতামূলক। দর্শনার্থীদের কম করে রুমাল দিয়ে মাথা ঢাকার প্রথা। মন্দির চত্বরে ধূমপান নিষেধ। রেল স্টেশন থেকে টাঙা বা রিকশায় স্বর্ণমন্দির পৌছান।

জালিনওয়ালাবাগ : ব্রিটিশ রাজের বুলেটের ক্ষত গায়ে নিয়ে আজও বাকশক্তিরহিত হয়ে বিষাদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে এর দেওয়ালগুলি। তবে ভারতবাসীর কাছে অতি পবিত্র তীর্থ এই জালিনওয়ালাবাগ। চারপাশে বাড়িঘর, উঁচু দেওয়ালে ঘেরা—তারই মাঝে ময়দান। একমাত্র প্রবেশপথটি খুবই সঙ্কীর্ণ। ১৯১৯এ বৈশাখীর দিন (১৩ই এপ্রিল) কয়েক হাজার ভারতীয়র সভা বসেছিল সামরিক আইন রাওলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদ জানাতে এই ময়দানে। কুখ্যাত ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার কোনোরকম সতর্কতা ছাড়াই তার সেনাদল নিয়ে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে নিরস্ত্র জনতার উপর। চলেও শেষ গুলিটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। মৃত্যুও ঘটে দ্বিসহস্রাধিক। আত্মরক্ষার্থে কূপের জলে ঝাঁপিয়ে প্রাণ হারায় সন্ত্রস্ত জনতার তিন শতেরও অধিক। সমগ্র জগৎ হতবাক হয়ে পড়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে। ধিক্কার জানায় সারা বিশ্ব। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব *নাইটহুড* বর্জন করেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সেইসব শহীদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরবর্তীকালে লাল বেলে পাথরের সুন্দর শহীদ স্মারক হয়েছে। কূপটিও দৃশ্যমান আজও। স্বর্ণমন্দির থেকে দূরত্ব ২ ফার্লং।

দুর্গিয়ানা মন্দির : রেল স্টেশন ও স্বর্ণমন্দিরের মাঝে স্বর্ণমন্দির থেকে মিনিট পনেরোর অলিগলি পথে ১৬ শতকের হিন্দু মন্দির দুর্গিয়ানা অর্থাৎ শ্বেত মর্মরে দেবী দুর্গার মন্দির। আজও বাঙালি পুরোহিত বংশ-পরম্পরায় পূজার্চনায় রত। দীপাবলীতে এখানেও দীপসজ্জা ও আতসবাজি পোড়ে। আর সরোবরের মাঝে আর এক মন্দির—হিন্দুর দেবতা লক্ষ্মী ও নারায়ণের।

গোবিন্দগড় দুর্গ : শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে দুর্গিয়ানা রেখে পথ গিয়েছে গোবিন্দগড় দুর্গের। শহরের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম শিখ দুর্গ গোবিন্দগড়। অতীতে ভাঙ্গী সর্দারদের অধীনে ছিল গোবিন্দগড়, ১৮০২এ রণজিৎ সিংহের দখলে আসে; আর আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে।

রামবাগ উদ্যান: রেল স্টেশনের উত্তর-পুবে নতুন শহরের কুলীন এলাকায় রামবাগ উদ্যান। প্রশস্ত উদ্যানে খেলাধুলার নানান সংস্থা, উদ্যানের ফুলের শোভাও মনোরম। উদ্যানের মাঝে মহারাজ রণজিৎ সিংহ-র গ্রীষ্মাবাসে আজ মিউজিয়ম বসেছে। বুধবার বন্ধ। আধুনিকতার সাথে আভিজাত্যের ছাপও মেলে অমৃতসরের রামবাগে। ম্যালেরও অবস্থান রামবাগে।

রেল সরাসরি সংযোগ গড়েছে কলকাতা থেকে অমৃতসরের। 3005 অমৃতসর মেল রাত ১৯-২০এ হাওড়া ছেড়ে দুর্গাপুর-পাটনা-বারাণসী-লক্ষ্ণৌ-মোরাদাবাদ-লক্সার-আম্বালা হয়ে পরের পরদিন সকাল ৯-০৫এ অমৃতসর যাচ্ছে। 3049 হাওড়া-অমৃতসর এক্স যাচ্ছে ১৩-

১০এ হাওড়া ছেড়ে একই পথে পরের পরদিন ৯-৩৫এ। 5209 বরায়ুনি-অমৃতসর জনসেবা এক্স/ 5209 বরায়ুনি-অমৃতসর এক্স যাচ্ছে গোরক্ষপুর-লক্ষ্ণৌ-মোরাদাবাদ হয়ে। মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে ২১-৩০এ 2903 গোল্ডেন টেম্পল মেল, ১১-৩৫এ 2925 পশ্চিম এক্স ভাদোদরা-কোটা-মথুরা হয়ে যথাক্রমে ১৯-০০ ও ১০-৩৫এ নতুন দিল্লী পৌঁছে অমৃতসর যাচ্ছে ৫-৫০/১৯-১০এ। 1457 দাদার-অমৃতসর এক্স যাচ্ছে ভুসুয়াল-ইটারসি-ভূপাল-ঝাঁসী-আগ্রা ক্যান্ট হয়ে ৫-০০টায় নতুন দিল্লী ছেড়ে ৯-০০টায় আম্বালা পৌঁছে ১৬-৩০এ অমৃতসর। 2 4 7 দিন ভূপাল-আগ্রা ক্যান্ট হয়ে ১৩-৩৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ২১-২৫এ অমৃতসর যাচ্ছে 2715 নানডেড-অমৃতসর এক্স।

অমৃতসর থেকে সড়ক দূরত্ব		
পাঠানকোট	১১২	কিমি
জম্মু	২১৯	,,
ডালহৌসী	১৯০	,,
ধরমশালা	২৫০	,,
জলন্ধর	৬৫	,,
চণ্ডীগড়	২৮৪	,,
লুধিয়ানা	১৩৬	,,
ভাতিণ্ডা	১৪৫	,,
কুরুক্ষেত্র	২৯১	,,
আম্বালা	২৫৫	,,
আট্টারি	২৬	,,
ফিরোজপুর	১০৩	,,
পাতিয়ালা	৩৯৩	,,
মাণ্ডী	৩২০	,,
মানালী	৪৩০	,,
সিমলা	৩৮২	,,
হরিদ্বার	৪৬০	,,
দেরাদুন	৪৪০	,,
দিল্লী	৪৪১	,,
আগ্রা	৬৪৬	,,
জয়পুর	৭০৭	,,

আম্বালা ক্যান্ট ও সাহারানপুর দু'টি পৃথক পথে দিল্লী থেকে ট্রেন যাচ্ছে অমৃতসর। ১২-১০এ দিল্লী জং থেকেই যাচ্ছে 4647 ফ্লাইং মেল ১৫-৩০এ আম্বালা ক্যান্ট পৌঁছে ২১-০৫এ অমৃতসর; ৬-৫০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ৯-৪০এ আম্বালা ক্যান্ট পৌঁছে ১৩-৪৫এ অমৃতসর যাচ্ছে 2497 শানে পাঞ্জাব। 2013 শতাব্দী এক্স যাচ্ছে ১৬-৩০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে লুধিয়ানা/ জলন্ধর সিটি হয়ে ২২-১০এ অমৃতসর। ১৪-৩০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে 4681 নিউ দিল্লী-জলন্ধর এক্স যাচ্ছে ৭½ ঘণ্টায়। 8237 ছত্তিশগড় এক্স বিলাসপুর ছেড়ে রায়পুর, নাগপুর, ইটারসি, ভূপাল, গোয়ালিয়র, আগ্রা ক্যান্ট, হজরত নিজামুদ্দিন ২০-১৪, নতুন দিল্লী ২১-০৫এ ছেড়ে ২-৪৫এ আম্বালা পৌঁছে অমৃতসর যাচ্ছে ৮-০৫এ। বরায়ুনি-অমৃতসর এক্স 8-8৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ৭-০৫এ আম্বালা পৌঁছে অমৃতসর যাচ্ছে ১২-৫৫য়। ২০-২০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ৩-৩০এ আম্বালা, ৫-২০এ অমৃতসর পৌঁছে পাঠানকোট যাচ্ছে ৮-২৫এ 8101 টাটা-হাতিয়া-অমৃতসর-পাঠানকোট এক্স। উৎকল-কলিঙ্গ এক্স যাচ্ছে পুরী থেকে খড়্গপুর/ টাটা/ রাউরকেল্লা/ বিলাসপুর/ আগ্রা ক্যান্ট/ হজরত নিজামুদ্দিন হয়ে অমৃতসর। পাঠানকোট যাচ্ছে ৪-৪০, ৬-২০, ১৩-৫০, ১৭-৩৫এ অমৃতসর ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন; আর ৫-৫৫য় টাটা-পাঠানকোট এক্স, ৯-১০এ রাবি এক্স যাচ্ছে যথাক্রমে ৮-২৫ ও ১১-২০এ। ২২-৪০এ অমৃতসর ছেড়ে ১-১০এ পাঠানকোট পৌঁছে জম্মু যাচ্ছে ৪-০০টেয় 4611 এক্স। ২১-০০টায় অমৃতসর ছেড়ে জলন্ধর/ লুধিয়ানা/ আম্বালা/ সাহারানপুর/ লক্সার হয়ে দেরাদুন যাচ্ছে পরদিন ১১-৩০এ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ২৩-৫৫য় অমৃতসর ছেড়ে লুধিয়ানা/আম্বালা হয়ে কালকা যাচ্ছে পরদিন ৮-০০টায় 4536 অমৃতসর-কালকা এক্স। 1 4 দিন অমৃতসর-জয়পুর এক্স, অমৃতসর ফেরে 2 6 দিন জয়পুর থেকে। আর যাচ্ছে ট্রেন জম্মু, কুরুক্ষেত্র, আম্বালা, লুধিয়ানা, ডেরা বাবা নানক, খেমকরণ, বাতালা ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে অমৃতসর থেকে।

এমনকি ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের সংযোগকারী একমাত্র ট্রেন 4607 ইন্ডো-পাক সমঝোতা এক্স ৯-৩০এ অমৃতসর ছেড়ে আট্টারি/ওয়াগা হয়ে অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী পাকিস্তানের লাহোর যাচ্ছে ১৩-৩৫এ। আট্টারি যাচ্ছে ১৮-১৫য় ছেড়ে ১৮-৫৫য় প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ৯—১৬-০০টায় সীমান্ত খোলা পারাপারের। বাসও চলে শহর থেকে সীমান্তে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে Punjab Tourism-এর *Tourist Complex*, Wagh-য়।

2 4 6 দিন চণ্ডীগড় হয়ে দিল্লী, 2 4 6 দিন আমেদাবাদ হয়ে মুম্বাই যাচ্ছে IAC-র বিমান অমৃতসর থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত একই দিনগুলিতে অমৃতসরে। দপ্তর এদের IAC. ✆ 66433/142. 48 The Mall. Amritsar-এ।

আর রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি পুবে দিল্লী রোডের বাস স্ট্যান্ড থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল রাজ্য পরিবহণ ছাড়াও নানান বাস যাচ্ছে রাজ্য ছাড়িয়ে —দিল্লী ১০ ঘণ্টায়, জম্মু ৫ ঘ, কাটরা ৭ ঘ, পাঠানকোট ৩ ঘ, ডালহৌসী ৬ ঘ, মানালী ১০ ঘ, মাণ্ডী ৮ ঘ, ধরমশালা ৬½ ঘ, চণ্ডীগড় ৪ ঘ, সিমলা ১০ ঘ, দেরাদুন ১০ ঘ, কুলু ১১ ঘ, হরিদ্বার ছাড়াও উত্তর ভারতের দিগ্বিদিকে অমৃতসর থেকে। আর মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে পাঠানকোট ৩ ঘ, জম্মু ৫ ঘ, চণ্ডীগড় ৬ ঘণ্টায়; A/c প্রাইভেট বাসও যাচ্ছে অমৃতসর থেকে চণ্ডীগড় ও জম্মু।

Amritsar-143001, STD-0183-তে নানান হোটেল। বাগিচায় সুশোভিত ঘরোয়া পরিবেশে—*Mrs Bhandari's G H*, 10 Cantonment-1, R3B4, A/c D ৬০০-৮৫০; **H Airlines*, Cooper Rd, ✆ 227738, A-c S ৪০০, D ৫৫০, A/c S ৭৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০; রেল স্টেশনের পুবে যথেষ্ট পপুলার *Tourist G H*, S ১৫০, D ২৫০, A/c D ৪৫০। এদের সুনামকে বেসাতি করে *H Tourist Bureau*, near north entrance of Rail Stn, D ২৫০-৪০০; *H Astoria*, 1 Queens Rd-1, ✆ 66046, A10R½B0, S ৩০০-৪২৫, D ৪৫০-৬০০, A/c S ৫৫০, D ৬৫০-৮০০, স্যুইট ৯৫০; **Amritsar International H*, City Centre, ✆ 32234, A13R3B0, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০; *H Blue Moon*, The Mall-1, R1B1, SAB ২৫০, DAB ৪০০, A/c S ৫৫০, D ৬৫০; *Hotel D Deon; Grand H*, Queens Rd-1, opp Rly Stn, ✆ 62977, A-c S ৩০০, D ৫৫০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০, স্যুইট ১২৫০; **Mohan International H*, Albert Rd-1, A13R1, ✆ 227801, A/c S ১২৫০, D ১৭৫০, স্যুইট ২২৫০; **Ritz H*, 45, The Mall-1, R½B½, ✆ 226606, A/c S ১১৫০, D ১৫৫০, স্যুইট ১৭৫০।

রেল স্টেশনের বিপরীতে Station Link Rd-এ—*H Skylark, H Chinar, H Rosh, H I ...ce*, এদের কাছে ১৭৫ থেকে ৩৫০ টাকায় ঘর মেলে দুই বেডে। রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট অফিসটিও বসেছে হোটেল প্যালেসে। ৩ কিমি দূরে দিল্লী রোডে পাঞ্জাব সরকারের *Youth Hostel*, ✆ 48165-এ ডর্মি প্রথায় থাকা।

Delhi-Ambala-Pathankot-Jammu-Srinagar-Leh			
0	Km	Delhi	
86	"	Panipat	
121	"	Karnal	
152	"	Pipli	
		To Kurukshetra	5 km
		" Patiala	80 km
192	"	Ambala	
197	"	Road Jn	
		To Chandigarh	41 km
		" Kalka	56 km
		" Shimla	146 km
222	"	Rajpura	
		To Chandigarh	38 km
		" Patiala	25 km
305	"	Ludhiana	
358	"	Jullundur Cantt	
		To Dharamshala	158 km
		" Kangra	137 km
476	"	Pathankot	
		To Chakki	11 km
		" Dalhousie	78 km
		" Chamba	127 km
		" Varmore	197 km
		" Dharamshala	87 km
		" Mandi	208 km
		" Manali	318 km
503	"	Katua	
583	"	Jammu	
		To Katra	48 km
		" Vaishnodevi	62 km
644	"	Udhampur	
682	"	Kud	
690	"	Patnitop	
701	"	Batote	
		To Bhadarwab	81 km
		" Kishtwar	109 km
770	"	Banihal	
789-91	"	Jawahar Tunnel	
797	"	Road Jn	
		To Verinag	5 km
826	"	Khanabal	
		To Anantanag	2 km
		" Pahalgaon	44 km
		" Amarnath	92 km
876	"	Srinagar	
		To Gulmarg	46 km
		" Sonmarg	81 km
		" Amarnath via Baltal	110 km
		" Leh	434 km
		" Wular Lake	48 km
		" Pahalgaon	94 km

স্বর্ণমন্দিরকে ঘিরে—*H Temple View, Vikas G H, Majestic H,* এদের ডাবল বেডের ঘর ১২৫ থেকে ২২৫ টাকায় মেলে। আর আছে *H Imperial* ছাড়াও নানান হোটেল অমৃতসরে। *CH, PWD RH, Canal RH*-এও থাকার ব্যবস্থা মেলে।

স্বর্ণমন্দিরের গুরুদ্বারা পরিচালিত *Sri Guru Ram Das Niwas* ও *Sri Guru Nanak Niwas*. শ্রীগুরু রাম দাসে কমন বাথের ঘর—নিখরচায় ৩ দিন থাকা যায়; শ্রীগুরু নানকে বাথ সংলগ্ন ঘর মেলে—সবই ডোনেশন প্রথায়। তবে, ফেরৎ যোগ্য ৫০ জমা রাখা কানুন এদের। নিখরচায় আহার মেলে *Guru ka Langar*-এ, পরহিতার্থে ডোনেশন কাম্য। এছাড়াও ধরমশালা আছে *ধনবস্ত কাউর* ছাড়াও নানান অমৃতসরে।

আর আহার্যের জন্য রেল স্টেশনের কাছে *Kundan De Dhawa;* স্বর্ণমন্দিরের কাছে *Keshar Dhaba*য় নিরামিষ-আমিষ দুই-ই মেলে—তন্দুরী, পরোটা, বাটাটা পুরি, টিক্কার সঙ্গে কাবাব, বিরিয়ানির ডিশে যথেষ্ট সুখ্যাতি এদের। আহারের পরিপূরকরূপে ক্রিম লস্যির স্বাদ নেওয়া একান্তই উচিত হবে অমৃতসরের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। *Vaishno Dhawa, Cosy Restaurant;* দুর্গিয়ানার কাছে *Kesar de Dhawa*-র যথেষ্ট প্রশস্তি। রামবাগকে ঘিরেও নানান হোটেল-রেস্তোরাঁ অমৃতসরে। চার্জে কিছুটা আধিক্য লাগলেও নতুন শহরে *Kwality, Napoli, Crystal* রেস্টুরেন্টগুলিতেও স্বাদ নেওয়া যায় আহার্যের।

তবে, অমৃতসরে থাকার খুব একটা দরকার হয় না। রেলের রিটায়ারিং রুম অমিল হলে টিয়ার যাত্রীরা আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম নিয়ে ক্লোকরুমে লাগেজ রেখে দিনে দিনে শহর বেড়িয়ে নিন। বিকালের ১৩-৫০ বা ২২-৪০এর ট্রেনে বা বাসে ঘণ্টা তিনেকে পাঠানকোট পৌছে হিমাচল প্রদেশ; বা ২২-৪০এর 4611এক্সে পাঠানকোট হয়ে জম্মু পৌছান ৪-০০টেয় বা বাসে ঘণ্টা পাঁচেকে জম্মু পৌছে শ্রীনগর চলুন পরদিন। আবার ঘণ্টা পাঁচেকের বাসে চণ্ডীগড় গিয়ে সিমলায়ও চলা যেতে পারে অমৃতসর থেকে। তবে, Taran-Taran ও Dera Baba Nanak দর্শনার্থীদের একদিন থাকতে হবে অমৃতসরে।

শহর থেকে ১০ কিমি দূরে রামতীর্থ। কিংবদন্তী, রামায়ণের নায়ক শ্রীরামের পুত্র লব ও কুশের জন্ম এই রামতীর্থে। নভেম্বরের পূর্ণিমায় ৪ দিন ব্যাপী উৎসবের পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। ২৪ কিমি দক্ষিণ-পূবে গুরু অর্জনের বাস তরণ-তারণও আর এক শিখতীর্থ। ৪র্থ গুরু রাম দাসের স্মারকরূপে মোগলি শৈলীতে তরণ-তারণ সাহিব গুরুদ্বারা গড়েন গুরু অর্জন। আর সরোবরটি খনন করান মহারাজা রণজিৎ সিং। জনশ্রুতি, সাঁতরে সরোবর পেরুতে পারলে কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করে। আর অমৃতসর থেকে ৪৪ কিমি দূরে গুরু নানকের শেষ জীবনের বাস ভারত-পাক সীমান্তের গুরুদাসপুর জেলায় ডেরা বাবা নানক। মৃত্যুও ঘটে গুরুর নদীর অপর পারে কর্তারপুর গুরুদ্বারায়। তবে, আজ পাকিস্তানে। নতুন করে গুরুদ্বারা হয়েছে ভারতভূমের ডেরা বাবা নানকে ১৭৮৬তে। মক্কা ও মদিনা সফরে গুরু নানকের পরিহিত *চোলা*(পোশাক)-টিও রক্ষিত রয়েছে ডেরা বাবা নানকে। ১০-৪৫, ১৬-৫৫র প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ২ ঘণ্টায় বা বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় ডেরা বাবা নানক। ট্রেন ফেরে ৫-৫০, ১৪-৩০এ।

১৫৮৭তে গুরু অর্জনের গড়া হরগোবিন্দপুরের দখল নিয়ে সংঘাত বাধে মোগল আর শিখে। ১৬৩০এ মোগলদের সাথে যুদ্ধ জয়ের স্মারকরূপে গুরুদাসপুর জেলায় বিপাশার

দক্ষিণ পাড়ে গড়ে ওঠে গুরুদ্বারা দম দমা সাহিব। পবিত্র শিখতীর্থ। অমৃতসর, গুরুদাসপুর বা বাতালা থেকে বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধা।

অমৃতসরের কম্বল, উলেন বস্ত্র ও কার্পেটের খ্যাতি আছে সারা ভারতে। দামেও যথেষ্ট সস্তা অমৃতসরে। হিমাচলের ভেড়ার লোম লুধিয়ানায় পশম বুনে কাশ্মীর ও কুলুতে এমব্রয়ডারি হয়ে বিক্রী হচ্ছে অমৃতসরে। তবে লুধিয়ানায় মেশিন-জাত হলেও বিকোচ্ছে থরে-বিথরে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বা স্বর্ণমন্দিরের বাজারের দোকানে কেনা যেতে পারে। শীত ও গ্রীষ্ম দুইয়েরই আধিক্য। অমৃতসর বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

জলন্ধর

আম্বালা-অমৃতসর, আম্বালা-জম্মু রেলপথে অমৃতসর থেকে ৬৫ কিমি দক্ষিণ-পুবে জলন্ধর—রেল ও বাস যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনও চলে এপথে। এছাড়াও রেল ও বাস যাচ্ছে হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, আম্বালা, সাহারানপুর, লুধিয়ানা, পাঠানকোট, জম্মু, কাটরা, চণ্ডীগড় ছাড়াও উত্তর ভারতের দিকে দিকে জলন্ধর থেকে। দিল্লী যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায় নানান ট্রেন জলন্ধর থেকে। ৫ কিমির ব্যবধানে ক্যান্ট ও সিটি দুই রেল স্টেশন জলন্ধরে।

জলন্ধরও প্রাচীন শহর। হিন্দু রাজার রাজধানীও ছিল অতীতকালে। তবে, আজকের জলন্ধরের খ্যাতি তার খেলাধূলার সামগ্রীর জন্য। পাঞ্জাব আর্মড পুলিসের সদর দপ্তরও বসেছে মোগলি শহর জলন্ধরে। পর্যটক আকর্ষণ উল্লেখ্য না হলেও অমৃতসর বা জম্মু যাতায়াতে বেড়িয়ে চলা যায় শিল্পনগরী জলন্ধর। তেমনই আছে জামি মসজিদ, ইমাম নাসিরের সমাধি ও হিন্দুতীর্থ দেবী তলাও অর্থাৎ সরোবর।

পাশ্চাত্য প্রথায়—*H Skylark*, Circuit House Rd, Jullundur-144001, ✆ 221002, R3 B½, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০; **H Plaza*, Civil Lines-1, ✆ 225833, S ৩০০, D ৪০০, A/c S ৪৫০, D ৬৫০, স্যুইট ৬৫০-১০০০; *H Ramji Dass*, Model Town Rd, A/c S ৪০০-৬৫০, D ৬০০-৮৫০; *Surya H*, 7 Cool Rd-1, ✆ 223344, R4, S ৩৭৫, D ৪৭৫, A/c S ৫৫০, D ৭৫০, স্যুইট ১৫০০; **H Kamal Palace*, EH-192 Civil Lines, ✆ 58462, R3B1, A/c S ৯৫০, D ১৫০০, স্যুইট ২০০০; *Green Park H*, 36 Green Park, A/c S ৭৫০, D ৯৫০; *H Jubilee* ছাড়াও নানান।

জলন্ধর থেকে ২১ কিমি উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর-ফিরোজপুর শাখা রেলে ১১ শতকের শহর কাপুরথালা। নওয়াব রানা সিং এটি আবিষ্কার করেন। এখানকার রাজপ্রাসাদ, পাঁচ মন্দির, শালিমার গার্ডেন আর ম্যুরিশ শৈলীতে তৈরি মসজিদটি দর্শনীয়। বাস ও ট্রেন যাচ্ছে জলন্ধর থেকে।

হোসিয়ারপুর

জলন্ধর থেকে সড়কপথে ৬৫ কিমি দূরে হোসিয়ারপুর। এখানকার ঠাকুর দ্বোয়ারাম টিটোয়ালি মন্দিরের সুন্দর ছবিগুলি খুবই দর্শকপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ ও রাসলীলার আখ্যান চিত্রিত হয়েছে। হোসিয়ারপুরের বৈদিক গবেষণা কেন্দ্রটিরও খ্যাতি আছে। অলৌকিক হলেও অতি বাস্তব—নাম, জন্মস্থান ও সাল তিন জানা থাকলে রেল স্টেশনের কাছে ভৃগু মন্দির থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থাৎ তিন জন্মের কর্মবৃত্তান্ত আপনিও পড়ে নিতে পারেন আপনার নিজের। মন্দির রয়েছে এদের আরও দুই হোসিয়ারপুরেই। আর আছে পাশেই আর্ধোথালাতে খাজা দেওয়ান চিস্তির সমাধি। এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে ধরমশালা ও নানান হোটেলে হোসিয়ারপুরে।

লুধিয়ানা

১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে লোধী বংশের দুই শাহজাদার হাতে শহরের পত্তন। গুরু গোবিন্দ সিংহর নানান স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এর গুরদ্বারাগুলিতে। তবে লুধিয়ানার অন্যতম আকর্ষণ তার রেশম, পশম ও সুতিবস্ত্রের পোশাক। হিরো সাইকেল কারখানাটিও এই লুধিয়ানায়। বছরে ৩০ লক্ষেরও অধিক সাইকেল তৈরি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে হিরো। পাঞ্জাবের সবুজ বিপ্লবে লুধিয়ানার কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়টির অবদানও অনস্বীকার্য। পুরনো দুর্গে সরকারি হোসিয়ারি ইনস্টিটিউট ছাড়াও মন্দির রয়েছে পির-ই দস্তগির। তেমনই ভেলোরের মতো Christian Medical Hospitalটিরও যথেষ্ট সুখ্যাতি চিকিৎসা শাস্ত্রে। জলন্ধর থেকে দূরত্ব ৫৭ কিমি আর অমৃতসর থেকে ১৩৬ কিমি। রেল ও বাস যাচ্ছে। রেল ও বাস যাচ্ছে সারা উত্তর ভারতের দিকে দিকে লুধিয়ানা থেকে।

Ludhiana-141008, STD-0161-এ—*H Elite*, near Rly Stn; **H Grewalz*, 148 Ferozepur Rd, ✆ 400465, A12R2B2, A/c S ৯০০, D ১২৫০, স্যুইট ১৫৫০; **H City Heart*, G T Rd, New Clock Tower, R½B0, ✆ 740240, S ৪৫০, D ৬৫০, A/c S ৮৫০, D ১২৫০, স্যুইট ১৫০০-২০৫০; *H Gulmor*, Ferozepur Rd-1, ✆ 401742, A/c S ১২৫০, D ১৫০০; *H Shiraz*, Ferozepur Rd-8, R1B0, A/c S ৬২৫, D ৮৫০; **H San Plaza*, 15 Feroze Gandhi Mkt, ✆ 400568, A/c S ৬৫০, D ৮৫০ স্যুইট ১৫০০; **H Amaltash*, Netaji Ngr-5, R8B7, S ৩২৫, D ৪২৫, A/c S ৬০০, D ৮০০, স্যুইট ১২৫০; *H Nanda*, Bhadaur House Mkt-8, ✆ 742618, R1B½, S ৪৯০, D ৫৯০, A/c S ৬৯০, D ৭৯০, স্যুইট ৮৯০; *H Everest*, *Samrat H* ছাড়াও হোটেল রয়েছে নানান লুধিয়ানায়।

পাতিয়ালা

অতীতের শিখ রাষ্ট্রের রাজধানী পাতিয়ালার প্রশস্তি

তার দুর্গ ও প্রাসাদের জন্য। এ-দুইই আজ সরকারি তত্ত্বাবধানে। পাতিয়ালার মোতিবাগ প্রাসাদটি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। লাহোরের শালিমার গার্ডেনের অনুকরণে মহারাজা নারিন্দর সিং-এর তৈরি এই মোতি-বাগ। এর শিশমহলের কাচের অলঙ্করণ ও ঝাড়-লণ্ঠনগুলি দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রাসাদের আর এক আকর্ষণ তার মিউজিয়ম। হাতে লেখা নানান পুঁথি, রাজস্থান ও কাংড়া থেকে আসা শিল্পীদের আঁকা ছবির সংগ্রহ সমৃদ্ধ করেছে মিউজিয়মকে। ছবির বিষয়বস্তুও মুগ্ধ করে দর্শকদের। মহারাজা ভূপিন্দর সিংহের সংগ্রহ হাজার চারেক পদক অর্থাৎ মেডেলের সম্ভারও স্থান পেয়েছে মিউজিয়মে। এনামেলের সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত তরবারি ও ছোরাগুলিও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতেও পাতিয়ালা ঘরানার অবদান অনস্বীকার্য। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান, বিন্দু খান সমৃদ্ধ করেছেন এর জলসাঘরকে। তেমনই ১৭৫৬য় তৈরি কিলা মুবারক ছাড়াও বারাদারি উদ্যান, মহাকালী ও রাজেশ্বরী মন্দির আর দুঃখ নিবারণ সাহিব গুরুদ্বারাটি পাতিয়ালা ভ্রমণার্থীদের অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। নতুন করেও প্রাসাদ হয়েছে মোতিবাগে ১৯৬২তে। আর স্মারকরূপে সঙ্গী করুন পাতিয়ালার জুতো ও *পারান্দী* অর্থাৎ *টাসেল*। তবে বুধবার বন্ধ থাকে পাতিয়ালার প্রাসাদদ্বার।

আবার উৎসাহীরা ৬ কিমি দূরের বাহাদুরগড় দুর্গটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ১৮৩৭এ মহারাজা করম সিংহের হাতে শুরু হয়ে দীর্ঘ আট বছর লাগে শেষ হতে। ৮৫ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা ২১০০ মি ব্যাপ্ত এই দুর্গ।

******Green's H,* Mall Rd, near Rly Stn, Patiala, ✆ 813070, S ৩৫০ D ৪৫০ A/c D ৬০০; *New Carrer H,* near Rly Stn; *Standard H,* The Mall; ছাড়াও হোটেল আছে নানান পাতিয়ালায়। আর আছে *Baradari Palace G H,* অবু: Controller; *Civil R H,* অবু: DC.

চণ্ডীগড় থেকে সড়ক পথে পাতিয়ালার দূরত্ব ৬৪ কিমি। বাস যাচ্ছে। আর কলকাতা থেকে সরাসরি যাত্রায় অমৃতসর/ জম্মু রেলপথের আম্বালায় নেমে আম্বালা-ভাটিণ্ডা শাখা রেলে পাতিয়ালা যাওয়াই সুবিধার। আম্বালা ক্যান্ট থেকে দূরত্ব ৫৪ কিমি। ৬-২৫, ৭-৩০, ৯-২৫, ১২-৫০, ১৬-০৫, ১৮-১০, ১৮-২০, ২৩-৫০এ ট্রেন যাচ্ছে। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। নিউ দিল্লী-ভাটিণ্ডা এক্স, দাদার-অমৃতসর এক্স, কালকা-চণ্ডীগড় এক্সও যাচ্ছে আম্বালা/ পাতিয়ালা হয়ে। আর বাস সংযোগ গড়েছে অমৃতসর, আম্বালা, চণ্ডীগড় ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিগ্বিদিকের সঙ্গে পাতিয়ালার।

পাঠানকোট

ভ্রমণ-মানচিত্রে ট্যুরিস্ট জংশন পাঠানকোট। কিছুকাল আগেও শ্রীনগরের রেলের এখানেই চলা সাঙ্গ হত। তবে, রেলের চাকা এগিয়ে গেলেও বাসের চল আজও আছে পাঠানকোট থেকে জম্মু। এছাড়া হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের দিগ্বিদিকে বাস যাচ্ছে পাঠানকোট থেকে। ডালহৌসী ৩½ ঘ, চাম্বা ৪ ঘ, ধরমশালা ৩ ঘ, কাংড়া, জ্বালামুখী যাত্রীদের পাঠানকোট থেকে বাসে যাওয়াই সুবিধার। মানালী, কুলুও চলা যেতে পারে পাঠানকোট থেকে বাসে। অমৃতসর ও দিল্লীর সঙ্গেও সরাসরি রেল ও বাস সংযোগ রয়েছে পাঠানকোটের। জম্মুর প্রতিটি ট্রেনই পাঠানকোট হয়ে যাচ্ছে। রেল যাচ্ছে জম্মু-তাওয়াই এক্স শিয়ালদহ থেকে পাঠানকোটে। হিমগিরি এক্স পাঠানকোটে না থামলেও—৩ কিমি আগে চাক্কি নেমে রিকশা, অটো, ট্যাক্সি বা বাসে চলা যেতে পারে পাঠানকোট।

তেমনই টাটা-হাতিয়া-পাঠানকোট এক্স, নিউ দিল্লী-জম্মু শালিমার এক্স, দিল্লী-জম্মু তাওয়াই মেল, পুনে-জম্মু ঝিলাম এক্স, ম্যাঙ্গালোর-জম্মু, চেন্নাই-জম্মু, কন্যাকুমারী-জম্মু হিমসাগর এক্স, ফিরোজপুর-জম্মু তাওয়াই এক্স পাঠানকোট হয়ে যাচ্ছে। আর পাঠানকোট থেকেই ৩ ঘণ্টায় অমৃতসর ২-০৫, ৫-২৫, ৮-৩৫, ১২-০০, ১৫-৪৫, ১৬-৪৫, ১৭-২৫এ; কাংড়া/বৈজনাথ হয়ে যোগীন্দরনগর যাচ্ছে ২-০০, ৯-৪৫এ ছেড়ে ৯ ঘণ্টায়; জ্বালামুখী হয়ে বৈজনাথ যাচ্ছে ৪-৩৫, ৮-৫০, ১৩-০০ ১৬-০০টায় ছেড়ে ৬½ ঘণ্টায়। জ্বালামুখী যাচ্ছে ১৭-৪৫ ছাড়াও বৈজনাথের প্রতিটা ট্রেন। তবুও যেন Chakki Bank হয়ে যাতায়াতে ট্রেনের আধিক্য মেলে।

পাঠানকোট থেকে দূরত্ব	
অমৃতসর	১১২ কিমি
জম্মু	১০৭ "
ডালহৌসী	৭৮ "
চাম্বা	১২৭ "
ধরমশালা	৮৭ "
জ্বালামুখী	১২৩ "
মাণ্ডী	২০৮ "
সিমলা	৩৫৮ "
মানালী	৩১৮ "
আম্বালা	২৮৪ "
চণ্ডীগড়	২৮৪ "
দিল্লী	৪৭৬ "

সামরিক শহর পাঠান-কোট। এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও গড়ে উঠেছে পাঠানকোট থেকে ৫ কিমি দূরে মালিকপুরে। চড়ুই-ভাতির সুন্দর পরিবেশ এই মালিকপুর। পাঠানকোট-জলন্ধর রোডে ৫ কিমি দূরের দামতাল মন্দিরটির পর্যটক আকর্ষণও কম নয়। মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণ ও মহা-ভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে। তেমনই বেড়িয়ে নেওয়া যায় ১৩ কিমি উত্তরে সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ১৬ শতকের দুর্গনগরী সাহাপুরকাণ্ডী।

থাকার জন্য Pathankot, STD-0186, Railway Rd-এ— *Tourist H,* B¼R¼, DAB ২২৫-৩০০; ******Green H,* Near Rail & Bus Std, S ২৫০ D ৩৫০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *H Airlines,* Main Bzr, R¼ B½, SAB ১২৫ DAB ২০০-৩০০ A/c S ৪০০ D ৬০০; *Imperial, Standard, Embassy* ছাড়াও হোটেল আছে নানান পাঠানকোটে। আর আছে রেল ও বাস থেকে ১ কিমি দূরে পাহাড়ী টিলায় Punjab Tourism Development Corpn-এর ******Gulmohar Tourist Bungalow,* অবু: Tourist Officer, ✆ 20292; *Forest RH,* অবু: DFO, Shimla, HP; PWD *RH,* অবু: E E, B & R Gurudaspur; ছাড়াও *রেলের রিটায়ারিং রুম* পাঠানকোটে।

হিমাচল প্রদেশ

পুরাণ বলে মহাহিমবন্ত, আমরা বলি হিমালয়। কবে কিভাবে এই নামান্তর ঘটেছে সেটা তর্কাতীত। হিমালয় আমাদের কাছে হিমালয়। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন—এর বয়স ৬ কোটি বছর। তাঁদের মতে হিমালয়ের ⅓ অংশ আজও ভূগর্ভে। এই মহাহিমবন্তের শাখা-প্রশাখার শুরু ব্রহ্মদেশে। চীন, তিব্বত, অসম, বাংলা, নেপাল, কুমায়ুন, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হিন্দুকুশ, আফগানিস্তান হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের প্রান্ত পর্যন্ত এর বিস্তার। হিমালয় দৈর্ঘ্যে ৫০০০ মাইল, প্রস্থে কোথাও ৫০০ মাইল কোথাও-বা বেশি।

হিমালয় জাদু জানে। সেই জাদুর আকর্ষণে হাজার-হাজার ভ্রমণার্থী আসেন বছরের পর বছর—প্রতি বছর ভারত তথা সারা বিশ্ব থেকে। পাঁচ ছয়-শ' বছর আগের কথা—পাঠান আর মোগল কালে হাজার-হাজার রাজপুত এসে আশ্রয় নেয় হিমালয়ে। কালে কালে তারা স্থানীয়দের হটিয়ে নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য আর সুশাসনের গুণে গড়ে তোলে ছোট ছোট রাজপুত রাজ্য। প্রত্যেকেই তারা স্বাধীন—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। তেমনই ৩০টি পাহাড়ী রাজ্য একীভূত হয়ে পাঞ্জাবের পাহাড়ী অংশের সাথে জুড়ে স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৪৮এর ১৫ই এপ্রিল কেন্দ্রের শাসনাধীনে গড়ে ওঠে হিমাচল প্রদেশ। ১৯৫১য় 'গ' শ্রেণীভুক্ত হয় হিমাচল। ১৯৫৪য় বিলাসপুরও যুক্ত হয় হিমাচলে। ১৯৫৬য় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ—পাঞ্জাবের সঙ্গে হিমাচলের মিলন জনরোষে বাতিল হয়। ১৯৬৬তে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়তে পাঞ্জাব থেকে সিমলা, কাংড়া, কুলু, লাহুল ও স্পিতি জেলা ছাড়াও পাহাড়ী এলাকা এসে আয়তন বাড়ায় হিমাচলের।

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক নানান উত্থান-পতনের মাঝ দিয়ে রাজ্যের পুরো মর্যাদা পায় ১৯৭১-এর ২৫শে জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশ। আয়তনে চতুর্দশ বৃহত্তম রাজ্য হলেও জনসংখ্যায় ভারতের অষ্টাদশ স্থানে হিমাচল। উত্তরে ধৌলাধার পর্বতশ্রেণী আর দক্ষিণে শিবালিক পাহাড় অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে হিমাচল প্রদেশকে। ধৌলাধার পেরুতেই কাশ্মীর, পশ্চিমে পাঞ্জাব আর পুব মিলেছে গিয়ে চীনের দখলীকৃত তিব্বতে। ট্রান্স-হিমালয়ান অঞ্চল লাহুল ও স্পিতি সীমানা গড়েছে ভারত ও তিব্বতে।

বিশ্বে মানবজাতির স্রষ্টা মনু দিব্যতরণীতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন হিমাচলের মানালীতে। অপরূপা মানালীর হিমসৌন্দর্যও পাগলপারা করে তোলে পর্যটকদের। মানালীর নবতম আকর্ষণ বিশ্বের উচ্চতম সড়ক ধরে লে (জুন-অক্টোবর) গমন। তেমনই কুলু ভ্যালির দশেরা দেখতেও পর্যটক আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে। যেমন তার নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য ঠিক তেমনই বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই হিমাচল প্রদেশ। বসন্তে (জুন-সেপ্টেম্বর) হাজারো ফুল ও ফলের সৌরভে আমোদিত হয়ে থাকে কুলু, চাম্বা, কাংড়া উপত্যকা তথা সারা হিমাচল। প্রকৃতির গড়া চিড়িয়াখানা সারা হিমাচলের গিরিকন্দরে। চেনা-অচেনা নানান পাখি কাকলি শোনায়। তেমনই প্যান্থার ও চিতার দর্শন মেলে আরণ্যক হিমাচলে। ব্রাউন বিয়ার, ব্ল্যাক বিয়ার, বরফ চিতার দর্শনও অস্বাভাবিক নয় হিমাচলের বরফ রাজ্যে। আর মৎস্য শিকারীরা ছিপ ফেলে বসে যেতে পারেন ট্রাউট মাছের সন্ধানে। পারমিটের সাথে গাইড লাইনও মেলে মৎস্য শিকারের যে-কোনও Tourist Office থেকে। ইরাবতী, বিপাশা, চন্দ্রভাগা ও শতদ্রুর জন্ম হিমাচলের গিরি-কন্দরে। অতীতে দেবভূমি বলেও সমধিক খ্যাত ছিল আজকের হিমাচল প্রদেশ। আজও শিব, কালী ও বুদ্ধের প্রভাব সারা হিমাচলে বিদ্যমান। ট্রেকারদেরও স্বর্গরাজ্য হিমাচল প্রদেশ। ৫০০০ মিটারেরও অধিক উচ্চের ১৩৬টি গিরিশিখরের উল্লেখ মেলে হিমাচলের পর্যটন দপ্তরে। ক্ষণে ক্ষণে রূপও বদলায় সূর্য ও চন্দ্রালোকে শিখররাজির। মে-র মধ্যভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগে ট্রেকাররাও যাচ্ছেন হিমাচলের দিকে দিকে। এমনকি, Mountaineering Institute-এর শাখাও বসেছে হিমাচলের মানালীতে। তেমনই সরকারি ৪৮টি হোটেলে ১৮০০ বেড মিলে ১১২২টি হোটেলে ২৬৫৪৫ বেডের ব্যবস্থা হিমাচল প্রদেশে।

ধরমশালাতেও শাখা বসেছে মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের। আগ্রহীদের উচিত হবে সরাসরি যোগাযোগ করা। তেমনই শীতকালীন মজার খেলা স্কি করতে যাত্রী আসছেন হিমাচলে। কাশ্মীর উপত্যকা অশান্ত হয়ে পড়ায় গুরুত্ব বেড়েছে সিমলা-মানালী-কুলু ভ্যালির।

দেব-মাহাত্ম্যেও হিমাচল অনন্য। দেবাদিদেব মহাদেব কাশ্মীরের অমরনাথ ছেড়ে আশ্রয় নেন হিমাচলের মণিমহেশে। এমনকি, তুষারের শিবলিঙ্গও আবিষ্কৃত হয়েছে হিমাচলের সোলাং উপত্যকায়। চাম্বায় কার্ভিং-এর কাজে সমৃদ্ধ দারু নির্মিত নানান মন্দির, সতীপীঠের অন্যতম জ্বালামুখী, কুলুর দশেরা উৎসব, রিওয়ালসরের পৌরাণিক আখ্যান মহীয়ান করে তুলেছে হিমাচলকে।

ব্রডগেজ বা মিটারগেজ রেলের অভাবে ন্যারোগেজ রেল পৌঁছেছে হিমাচলের পাহাড়ে। কালকা থেকে সিমলা ও পাঠানকোট থেকে যোগীন্দরনগর যাচ্ছে খেলনা রেল। পাহাড় খুঁড়ে টানেল গলে ট্রেন চলে—গতি তার ধীর, সময়ে আধিক্য লাগে; তবে রোমান্স আছে এই পাহাড়ী রেলে। সাধারণ সার্ভিস বাসেরও চলায় কেমন যেন মন্থর গতি।

যাত্রীর আধিক্যে সদাই দুরূহ ভিড়। তবে, হিমাচল পর্যটনের বাসে ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও যাত্রা সুখকর। আর মেলে ট্যাক্সি রাজ্য জুড়ে সর্বত্র।

হিমাচল প্রদেশ ☐ রাজধানী: সিমলা। আয়তন: ৫৫৬৭৩ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৫১১১০৭৯। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.৬০%। পুরুষ: ২৫৬০৮৯৪। নারী: ২৫৫০১৮৫। ১৯৮১-৯১এ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি: ৮৩০২৬১। বৃদ্ধির হার: ১৯.৩৯%। প্রতি বর্গ কিমিতে বাস: ৯২। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারী: ৯৯৬। সাক্ষরের হার: ৬৩.৫৪%। প্রধান ভাষা: হিন্দি; সঙ্গে চলে পাহাড়ী, পাঞ্জাবি ও ইংরেজি। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৪০০৫.০০ টাকা (১৯৮৯-৯০)।

পুরো রাজ্যটাই পাহাড়ী—এলাকাভেদে ৪৬০ থেকে ৬৬০০ মিটারে অবস্থান। বেড়াবার মরসুম —এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস। আর নভেম্বর থেকে মার্চ মাস জুড়ে শীতকাল। বরফের চাদর মুড়ি দেয় হিমাচল। তাপমান থাকে ১৮.৩৩ থেকে ৫.৫৫° সেন্টিগ্রেডে। তবে সিমলা, মানালী বা আরও উচ্চে তাপমান নামে ০ ডিগ্রিরও অনেক নিচে অহরহ। কুহকী সিমলার মোহিনী রূপ দেখতে ছুটে চলেন পর্যটকরা। তবে, যথেষ্ট গরম বস্ত্র সঙ্গে নেওয়া দরকার। বসন্ত আর গ্রীষ্মে সাধারণ উলেন চললেও শরতে ওভারকোট দরকার হয়ে পড়ে সিমলা ও মানালী পাহাড়ে। গ্রীষ্মে তাপমান থাকে ৩২ থেকে ১১° সেন্টিগ্রেডে।

হিমাচলকেও টুকরো করে বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। উচিত হবে দিল্লী-পাঞ্জাব-চণ্ডীগড়-জম্মু-বৈষ্ণোদেবী মিলে-মিশে ২ ভাগে বেড়িয়ে নেওয়া। তেমনই মণিমহেশ উচিত হবে স্বতন্ত্রভাবে বেড়িয়ে নেওয়া।

প্রথম ট্যুর: দিল্লী ২ চণ্ডীগড় ১ ভাকরা ১ সিমলা ৩ কিন্নর দেশ ৩ কুলু ১ কাতরেইন-নগর ১ মানালী ৩ ধরমশালা ২ পথ চলতে ৪ দিন অর্থাৎ ২১ দিনে বেড়িয়ে আসুন। দ্বিতীয় ট্যুর: অমৃতসর ২ ডালহৌসি ২ চাম্বা ১ পাঠানকোট ১ জম্মু ১ বৈষ্ণোদেবী ২ পথ চলায় ৫ দিন। তেমনই উচিত হবে এঁদের সঙ্গে ৭ দিন জুড়ে নিয়ে ভূস্বর্গ বেড়িয়ে ফেরা।

সিমলা

২২১৩ মি উঁচুতে সুন্দর পাহাড়ী শহর হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা। ভ্রমণার্থীদের কাছে পাহাড়ের রানী সিমলার আকর্ষণ অনস্বীকার্য। শান্ত-সুমধুর শুষ্ক বাতাস এর আকাশে। হিমাচলের উত্তর-পশ্চিমে ১২ কিমি প্রশস্ত অর্ধ-চন্দ্রাকার এক শৈলশিরায় সিমলা শহর। উনবিংশ শতকের প্রথম—নেপালের মহারাজার অধীনে সিমলা তখন। ১৮১৪র গোর্খা যুদ্ধে ব্রিটিশের কাছে নেপালের পরাজয় আর যুদ্ধে সহযোগিতার সুবাদে ভেট পেলেন পাতিয়ালার মহারাজা সিমলা। আর ১৮১৯এ যুদ্ধফেরত ব্রিটিশ সৈনিকদের আবিষ্কার সিমলা পাহাড়। প্রথম বাড়িও তোলেন মেজর কেনেডি ১৮২২এ সিমলা পাহাড়ে। ১৮২৮এ ব্রিটিশেরই হাতে স্যানাটোরিয়াম রূপে শহরের পত্তন। সম্প্রতি সরকারি দপ্তর বসলেও প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩২এ সিমলায় এসে ১টি গ্রীষ্ম কাটান কেনেডি হাউসে। আর সমতলে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে অব্যাহতি পেতে ব্রিটিশও এসেছে সেদিনের *পাঞ্জাব হেড়ে*। সিমলার জলহাওয়ার মাঝে নিজ বাসভূমের আদল খুঁজে পায় ব্রিটিশ। ১৮৬৪তে গ্রীষ্মকালীন রাজধানীও বসে ব্রিটিশ রাজের জুয়েল অব দি ক্রাউন—সিমলায়। ব্রিটিশের অবর্তমানে অতীতের সিমলা পাহাড় আজ যেন বিষাদগ্রস্ত। তবে বাড়িঘরে, রাস্তাঘাটে আজও যেন ব্রিটিশের পরশ মেলে।

অতীতে ব্রিটিশের গড়া টিউডর ও জর্জিয়ান শৈলীর কটেজধর্মী বাড়িগুলির পাশে নতুন করে প্রাসাদোপম অট্টালিকা গড়ে উঠেছে সিমলায়। ফার, ওক, দেবদারু আর পাইনে ছাওয়া সবুজের সমারোহও বেশি সিমলা পাহাড়ে। সিমলার আর এক আকর্ষণ তার লিলি, রডোডেনড্রন ও নাম-না-জানা পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। ডিসেম্বরের শেষে বরফ দেখতেও পর্যটকদের ভিড় পড়ে সিমলায়। সারা বছর ধরে পর্যটক সমাগম ঘটলেও বেড়াবার মরসুম মে থেকে অক্টোবর মাস। তবে, জুলাই-আগস্টের বৃষ্টি এড়িয়ে চলা উচিত হবে সিমলা পাহাড়ে। তবুও যেন দার্জিলিং বা শিলঙের মতো বিঘ্ন ঘটায় না সিমলা পাহাড়ের বৃষ্টি।

হাওড়া থেকে ১৯-১৫য় ছেড়ে 2311 কালকা মেল দিল্লী জং পৌঁছায় পরদিন ১৯-৫০এ। আর, ২২-৪৫এ দিল্লী জং ছেড়ে পরদিন সকাল ৫-০০টায় কালকা যাচ্ছে কালকা মেল। আর কালকা থেকে ন্যারোগেজের পাহাড়ী রেলে ৪-০০ প্যা, ৫-৩০এ সুপার ফাস্ট, ৬-২০এ মেল, ৭-০০টায় এক্স, ১১-২০এ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী নিয়ে রেল মোটর, ১১-৪০এ এক্স, ১২-১০এ এক্স বারোগ/সোলন হয়ে সিমলা পৌঁছায় যথাক্রমে ৯-২০, ১০-২৫, ১১-৩০, ১২-৩০, ১৫-৪৫, ১৬-৫৫, ১৮-৫০এ। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৮০৫ কিমি, সময় নেয় ৪১½ ঘণ্টা। বাস ও ট্যাক্সিও যাচ্ছে ৮৫৮মি উঁচু কালকা থেকে ৯৬ কিমি দূরের সিমলায়। হোটেলও আছে নানান কালকায়। আর
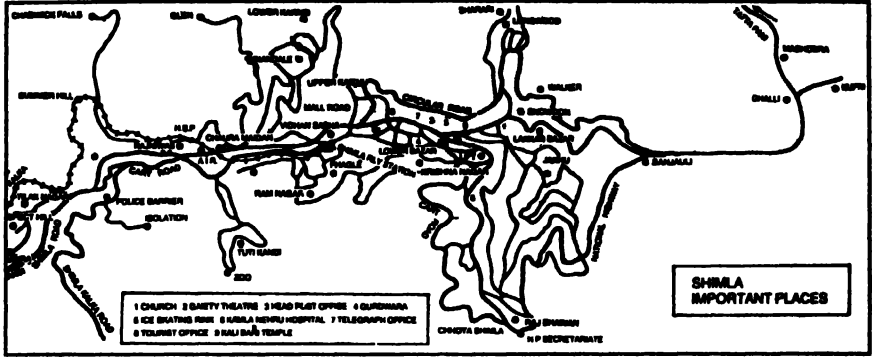
আছে কালকা থেকে ৬, চণ্ডীগড়ের ৩০ কিমি দূরে কালকা-সিমলা পথে পরওয়ানু। অভিযান-প্রিয়দের উচিত হবে ৭৫ টাকার যাতায়াতে কেবল কাব-এ খাড়া পাহাড় চড়ে টিম্বার ট্রেল বেড়িয়ে নেওয়া। ৮ মিনিটের এই রোপওয়েতে চড়া রোমাঞ্চে ভরা। থাকাবও নানান ব্যবস্থা Parwanoo, HP-173220, STD 01792-এ। HPTDC-র *H Shiwalik,* ✆ 32295, DAB ৫৫০, ৬৫০, ৮০০, ১০০০, স্যুইট ১৪০০; **Timber Trail Resort,* DAB ১২৫০, ১৫০০; স্যুইট ১৮০০; *Windmoor,* D ৪৫০, ৫৫০, ৬৫০; **Timber Trail Heights,* মান ও দামে রিসর্ট তুল্য। কালকাতেও রেলের রিটায়ারিং রুম ও হোটেল মেলে থাকার।

১৯০৩র নভেম্বরে তৈরি কালকা থেকে সিমলা ন্যারোগেজ রেল। ৬৫৮মি থেকে ২০৭৫ মিটারে ৯৬ কিমি দীর্ঘ পথে ট্রেন চলছে কালকা থেকে সিমলা পাহাড়ে। ২০টি রেল স্টেশন এপথে। ৮৬৯টি সেতুতে নদী-নালা-ঝোরা পেরুচ্ছে রেল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, পাহাড় কেটে রেল চলেছে—১০৩টি টানেল পেরুতে হয় এপথে। ১৫৩১মি উচ্চে বারোগে ৩৩ নম্বর টানেলটি দীর্ঘতম (1143.61m)। পথশোভা মনোরম। ট্রেনে রোমাঞ্চ থাকলেও সময় ও ভাড়ায় সাশ্রয় মেলে বাসে (৩½ ঘণ্টায়)। বাসও যাচ্ছে রেল স্টেশনকে পিছে রেখে ১½কিমি এগিয়ে কার্ট রোডে।

নতুন দিল্লী থেকে ৬-০০টায় 4096 হিমালয়ান কুইন, ১৭-১৫য় 2005 শতাব্দী এক্স আম্বালা/চণ্ডীগড় হয়ে ২৬৮ কিমি দূরের কালকা আসছে যথাক্রমে ১১-০৫ ও ২১-০০টায়। আবার হাওড়া থেকে 2 5 6 দিন২৩-০০টায় 3073 হিমগিরি সুপার এক্সে পরের পরদিন ৫-৩২এ আম্বালা ক্যান্ট পৌঁছে আম্বালা থেকে বাসে সিমলা পাহাড় চলা যেতে পারে। বাসী/ কালকা হয়ে ৫ ঘণ্টায় নানানধর্মী বাস যাচ্ছে ১৫১ কিমি দূরের সিমলায়। HPTDC-র বাসও সিমলা যাচ্ছে আম্বালা থেকে। আর এ-পথে কলকাতার দূরত্ব ১৫৮৩ +১৫১=১৭৩৪ কিমি, সময় নেয় ৩৫½ ঘণ্টা। এছাড়াও কলকাতা ছাড়া—শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই ২২-৫৫, হাওড়া-অমৃতসর মেল ৪-১৫, হাওড়া-অমৃতসর এক্স ৩-২০এ পৌঁছায় আম্বালায়। এমনকি ট্রেন আসছে সারা ভারত থেকে নতুন দিল্লী হয়ে ১৯৮ কিমি দূরের আম্বালায়। হাতিয়া/টাটা-অমৃতসর এক্স এলাহাবাদ/কানপুর হয়ে, এলাহাবাদ-আম্বালা এক্স, ইন্দোর-জম্মু মালোয়া এক্স, বরাম্বুনি-অমৃতসর এক্স, দাদার-অমৃতসর এক্স, মুম্বাই থেকে আসা পশ্চিম এক্স, মুম্বাই-অমৃতসর গোল্ডেন টেম্পল মেল, পুনে-জম্মু ঝিলাম এক্স, বিলাসপুর থেকে আসা ছত্তিশগড় এক্স, 1 2 5 6 দিন মুম্বাই-জম্মু তাওয়াই এক্স, নিউ দিল্লী-অমৃতসর এক্স, নিউ দিল্লী-লুধিয়ানা এক্স, নিউ দিল্লী-ভাতিণ্ডা এক্স নতুন দিল্লী/আম্বালা ক্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও ট্রেন যাচ্ছে দিল্লী জং থেকে ১২-১০এ ফ্লাইং মেল, ২৩-২০এ হিমাচল এক্স, যথাক্রমে ১৫-৩০ ও ৩-০৫এ আম্বালা ক্যান্ট পৌঁছে অমৃতসর/উনা। দিল্লী জং থেকে ২১-১০এ ছাড়া জম্মু তাওয়াই মেল ০-৪৫এ আম্বালায়; ১৬-১০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ২১-৫০এ আম্বালা পৌঁছে জম্মু যাচ্ছে শালিমার এক্স, ৬-৫০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে ৯-৪০এ আম্বালা পৌঁছে অমৃতসর যাচ্ছে ১৩-৪৫এ শানে পাঞ্জাব। আর যাচ্ছে নতুন দিল্লী থেকে ৭-৩০এ 2011 চণ্ডীগড় শতাব্দী এক্স, ১৭-১৫য় 2005 কালকা শতাব্দী এক্স যথাক্রমে ৯-৫০/১৯-৩৩এ আম্বালা ক্যান্ট পৌঁছে চণ্ডীগড়/কালকায়। আম্বালা থেকে বাসে সিমলায়।

তেমনই ফেরার পথে ৯-৫৫, ১১-০০, ১২-১০, ১৪-৩০, ১৬-০০, ১৭-৪৫, ১৮-০০টায় সিমলা থেকে কালকা যাচ্ছে ট্রেন। কলকাতা যাত্রায় ১৭-৪৫ বা ১৮-০০টার মেলে সিমলা ছেড়ে যথাক্রমে ২২-৪০/২৩-১০এ কালকা পৌঁছে ২৩-৩০এ কালকা-দিল্লী জং-হাওড়া মেলে (৬-২৫এ দিল্লী জং পৌঁছে); দিল্লী যাত্রায় ১১-০০টার এক্স বা ১২-১০এর রেল মোটরে ১৬-১০/১৬-৩০এ কালকা পৌঁছে ১৬-৫৫য় কালকা ছাড়া হিমালয়ান কুইন এক্সে ২২-১৫য় নিউ দিল্লী চলা যেতে পারে। আর শতাব্দী এক্স যাচ্ছে ৬-০০টায় কালকা ছেড়ে ৯-৫০এ নতুন দিল্লী। তবুও যেন বাসে চণ্ডীগড় বা আম্বালা পৌঁছে দিল্লী চলায় ট্রেনের আধিক্য মেলে।

আর বাস যাচ্ছে জম্মু, হরিদ্বার, দেরাদুন, চাম্বা, ডালহৌসি, পাঠানকোট, ধরমশালা, কুলু, মানালী, কেলং, টাপরী ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে-দিকে সিমলা থেকে। সিটি বাসও চলছে কার্ট রোড বাস স্ট্যাণ্ড থেকে শহরে। তবুও যেন ক্লান্তিকর চড়াই থেকে অব্যাহতি পেতে বাস স্ট্যাণ্ডের সামান্য পূব থেকে Tourist Lift চেপে ম্যালে চড়া উচিত হবে।

আর মরসুমে HPTDC-র A/c কোচ দিল্লীর জনপথ থেকে প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় ৪০০ টাকায় ৩৫৪ কিমি দূরের সিমলা যাচ্ছে। মানালী যাচ্ছে প্রতিদিন ১৮-০০টায় ছেড়ে ১৬ ঘণ্টায় A/c Video ৬৫০, Non A/c সাধারণ কোচ প্রতিদিন ৬-৩০টায় ছেড়ে ১৬ ঘণ্টায় ৪৫০ টাকায়। ফেরেও এরা

সিমলা ও মানালী থেকে প্রতিদিন। চণ্ডীগড় হয়ে যাচ্ছে এই বাস। আর চণ্ডীগড় থেকে মানালী যাচ্ছে প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় ২৮০ টাকায়। দিল্লী থেকে চণ্ডীগড় যাচ্ছে ১৭৫ টাকায়; চণ্ডীগড় থেকে সিমলা যাচ্ছে ১০০ টাকায়। মানালী থেকে সিমলা যাচ্ছে প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় ছেড়ে ৯ ঘণ্টায় ২৭৫ টাকায় ; ফেরেও এরা একইভাবে। বুকিং: দিল্লী—HPTDC, Chanderlok, 36 Janpath, ND-1,✆ 3325320; মুম্বাই—World Trade Centre, Cuffe Parade, ✆ 2181123; চেন্নাই—28 Commander-in-Chief Rd, ✆ 8272966; চণ্ডীগড়—SCO 1048-49, Sector 22-B, ✆ 43569; সিমলা—Central Reservation Office, Hotel Holiday Home, ✆ 78302, Fax (0177) 3887; কলকাতা—H P Tourism, 1/1A, Biplabi Anukul Chandra St, Cal-72, ✆ 271792.

সিমলা থেকে বাসে

গন্তব্য	দূরত্ব		সময়	নেয়
দিল্লী	৩৫৪	কিমি	১০	ঘণ্টা
চণ্ডীগড়	১১৭	"	৪½	"
মাণ্ডী	১৫০	"	৭	"
কুলু	২২০	"	১০	"
মানালী	২৬০	"	১১½	"
কালকা	৯০	"	৩½	"
দেরাদুন	২৪৩	"	১১	"
হরিদ্বার	৩১০	"	১২	"
কাসৌলী	৮০	"	৩	"
বিলাসপুর	৮১	"	৩½	"
ধরমশালা	২৯৩	"	১১	"
আম্বালা	১৫১	"	৫	"
টাপরী	১৯৮	"	১০	"

রাত্রিকালীন সার্ভিসেও বাস যাচ্ছে দিল্লী থেকে প্রতিদিন ১৮-০০টায় ছেড়ে ১৬ ঘণ্টায় ৫৫০ টাকায় মানালী; সিমলা যাচ্ছে প্রতিদিন ২১-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় ২৮০ টাকায়; মানালী থেকে সিমলা যাচ্ছে প্রতিদিন ২০-৩০টায় ছেড়ে ৯ ঘণ্টায় ২৮০ টাকায়; ফেরেও এরা নিয়মিত একইভাবে। এছাড়াও বাস যাচ্ছে দিল্লীর কারোলবাগ ও কাশ্মীরি গেট থেকে সিমলায়।

এমনকি লাক্সারি ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও যাচ্ছে দিল্লীর জনপথ থেকে সিমলা (৩০০০) ও মানালী (৪০০০) পাহাড়ে। আর দিল্লীর কাশ্মীরি গেট ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাস থেকে সারা বছর Himachal Road Transport Corpn (HRTC)-র বাস যাচ্ছে মানালী ও সিমলায়। আর ডালহৌসি যাচ্ছে পাঠানকোট থেকে HPTDC-র লাক্সারি বাস সকাল ৭-৩০টায় HRTC-র যাত্রীবাসও চলে এপথ পরিক্রমায়।

আর সিমলার নিকটতম বিমানবন্দর শহর থেকে ২৩ কিমি দূরে Jubbarhati. বায়ুদূত সার্ভিস গড়েছে ১ ঘ. ১০ মিনিটে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন দিল্লী-সিমলার মাঝে। আর 1, 3 5 দিন সিমলা থেকেই বায়ুদূতের বিমান যাচ্ছে ধরমশালা হয়ে কুলু। ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে একইভাবে। তবে সাময়িক সার্ভিস বন্ধ এদের। আর Jagson Airlines, 4 The Mall ত্রিসাপ্তাহিক সার্ভিস গড়েছে সিমলা-দিল্লীর মাঝে। Archana Airways Ltd ✆ 252561-ও সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-সিমলার মাঝে। এদের দিল্লী অফিস : 41A, Friends Colony (E), Mathura Rd, ND, ✆ 6842001-এ। আর IAC-র সার্ভিস মেলে ১০৭ কিমি দূরের চণ্ডীগড় থেকে। ৪ ঘণ্টায় বাস ও ৩½ ঘণ্টায় ট্যাক্সি দুই-ই যাচ্ছে চণ্ডীগড় থেকে সিমলায়। হিমাচল যাতায়াতে চণ্ডীগড় থেকে বাসে চলায় সুবিধাও বটে। বাসও যাচ্ছে চণ্ডীগড় থেকে— সিমলা, মানালী, ধরমশালা ছাড়াও হিমাচলের দিকে দিকে।

কনডাকটেড ট্যুর : হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন ও HPTDC আয়োজিত কনডাকটেড ট্যুরে অংশ নিয়ে সিমলা পাহাড় দেখে নেওয়া যায়। ১০—১৭-০০টায় অগ্রিম বুকিং : Tourist Information Office, The Mall, Shimla, ✆ 78311-এ।

Tour No 1 : প্রতিদিন যাচ্ছে ১০—১৬-০০টায় ১২০ টাকায় ৮৫ কিমি পরিক্রমায় Wild Flower Hall, Kufri, Indira Holiday Home, Fagu, Mashobra, Naldehra ; ৫ যাত্রীর গাড়ি ৭৫০।

T No 2 : প্রতিদিন ১০—১৭-০০টায় ১২৫ টাকায় (১৩০ কিমি) Narkanda, Fagu, Matiana, Theog বেড়িয়ে আনে; গাড়ি ৭৫০।

T No 3 : Chail যাচ্ছে ১২৫টাকায় (১২০ কিমি) মরসুমে প্রতিদিন ১০— ১৭-০০টায় ; গাড়ি ৭৫০।

T No 4 : মরসুমে ১০—১৭-০০টায় ১২৫ টাকায় Naldehra/Taptapani (১১০ কিমি) যাচ্ছে HPTDC. ট্যুরিস্ট অফিসের পিছন থেকে পথ নেমেছে বাস স্ট্যান্ডের। Tourist Lift-ও চলছে ম্যাল থেকে কার্ট রোড বাস স্ট্যান্ডে। Rivoli Cinema-র নিচু থেকে বাস ছাড়ে HRTC-র। তবে, ট্যুরিস্ট অফিস থেকে আধঘণ্টা আগেই টিকিটে বাস নম্বর নিতে ভুলবেন না। আবার, কালকা-সিমলা ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন, সিমলা ✆ 78225, কালকা 2963; হিমাচল ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন; Span Tours & Travels, Mall, ✆ 201360 ছাড়াও নানান সংস্থা মারুতি ভ্যানে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে সিমলা পাহাড় দেখাতে।

সিমলা কালীবাড়ি : সিমলায় পৌঁছে কুলির পিঠে জিনিস চাপিয়ে বাঙালির পীঠস্থান কালীবাড়িতে পৌঁছান। ভরা সিজন না হলে জায়গা পেয়ে যাবেন। তবুও, The Secretary, Kalibari, Shimla, H P, ✆ 72964-কে একদিনের টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে বুক করে যাওয়া উচিত হবে। সর্বাধিক ১০ দিন থাকা যায়। বাঙালিয়ানার স্বাদ পেতে আপনিও কালীবাড়িতেই জায়গা নিন। শ্যামলা দেবীর পূজা হয় মন্দিরে। এই দেবীর নাম থেকেই পাহাড়ের নাম হয়েছে সিমলা। আর আছেন জয়পুর থেকে আনা কালী ও দেবী চণ্ডী। সিমলার একমাত্র দুর্গাপূজাও হয় এই কালীবাড়িতে। লাইব্রেরিও আছে কালীবাড়িতে। বাস স্ট্যান্ডের শিরে ম্যাল লাগোয়া এই কালীবাড়ি। বাথ সংলগ্ন বিছানাসহ ৪ জন থাকার ঘর ৫০, ৩ জন থাকা যায় কমনবাথের বিছানা ছাড়া এমন ঘর অর্থাৎ সেটের ভাড়া ৩০ ; ডর্মিতে ৯। দিনভর আহার্য পৃথক মূল্যে—মিল ৯ হারে। বিছানাও ভাড়ায় মেলে ১২ করে।

সিমলা পাহাড় পর্যটকদের জন্য—হোটেলও হয়েছে তাই বিভিন্ন মানের বিবিধ দামের। মরসুম এদের এপ্রিল থেকে অক্টোবর হলেও তাপমানের সাথে সাথে রেটও ওঠানামা করে। আর জুন থেকে সেপ্টেম্বর পিক সিজন সিমলা পাহাড়ে। রেটও ওঠে পিকের শিরে পিক সিজনে। এমনকি ঘর পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ে পিক সিজনে সিমলা পাহাড়ে। বছরের বাকি সময়টা অফ-সিজন—রিবেট মেলে রেটে। তবুও যেন ম্যালের হোটেলে রেটের আধিক্য ; তাই ম্যাল থেকে সরে হোটেল দেখা যেতে পারে সিমলা পাহাড়ে।

রেল স্টেশন থেকে ২ আর বাস থেকে ১½কিমি দূরে The Mall, Shimla-171004, STD-0177এ—টিউডরি শৈলীর বাড়িতে **H Oberoi Clarkes,* ✆ 212991, AP-D ৩৫০০-৪০০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; **H Oberoi Cecil,* DAB ৩৫০০-৪২৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; শহরান্তে পাইনে ছাওয়া মনোরম পরিবেশে সিমলার অন্যতম *Woodville Palace Resorts,* ✆ 775139, R4B1.5, D ২০০০-৩০০০, স্যুইট ৩০০০-৪৫০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Palace Shimla,* D৩৫০, ৪৫০, ৫৫০, ৬৭৫, ৭৭৫, ৯৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H White,* A20R2, DAB ৪৫০-৬৫০, স্যুইট ৮০০-১০০০; *H Samrat,* ✆ 78572, DAB ৬০০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০-২০০০। ম্যালের উত্তর-পুবে চার্চের সামনে— *H Diplomat,* S ২২৫-৩৫০, D ৩৫০-৫৫০; *H Ghar,* ✆ 201664, DAB ৪০০-৬৫০; *H Ashoka,* Ridge, D ৪৫০, ৫০০, ৬০০, স্যুইট ৭০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Masonic G H,* opp Ritz Cinema ;*H Bridge View; H Dalziel,* Shimla-3, D ৩৫০-৫৫০, চার বেডের স্যুইট ৬০০-৮৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/ Linkage ✆ 2465171; *Classic Inn,* D ২৭৫-৪০০; ম্যালের পুবে *H Shingar,*D ১২৫০-২০০০, কল বুকিং: ডায়মন্ড ✆ 276714; *H Shingar Residency,* D ১০৫০, ১২৫০, ২০০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209, *H Prashant,* D ৩২৫-৪৫০; *H Uphar,* S ১০০-২২৫, D ২০০-৩২৫। ম্যালের উত্তরে Victory Tunnel-এর উপরে *H Tashkent,* SAB ২০০, DAB ৩৫০; *H Mayur,* S ২২৫, D ৩০০-৫৫০; পাশেই *H Ridge View,* DAB ৪০০, ৪৫০, ৫৫০, ; *H Kwality,* opp Lift, D ৩৫০-৬০০; *H Marina,* ✆ 77848, D ৩০০-৪৫০, স্যুইট ৬০০-৮৫০। অশোকার পথে পাহাড় চড়তে *H Dream Land,* D ৪০০-৭০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Doyal, H Cosmos,* D ৩২৫-৫০০; *Green H,* D ২২৫-৩০০; *Balajee's H,* D৩৫০-৪৫০; *Minerva H,* D ৩০০; *Rock Sea H,* S ১৫০, D ২৫০; *Everest H,* D ২০০-৩৫০; *Sangeet H* ✆ 202506, D ৪৫০-৬৫০, স্যুইট ১০০০; *H Honey Moon Inn,* D ৮৫০, ১০৫০, কল বুকিং: Trimurty ✆ 2388678/ Span ✆ 2801209/Linkage ✆ 2465171; *New Bridge View H,* D ৩০০-৪৫০; *Combermere H,*opp Tourism Lift, ✆ 205080, D ১৭০০-২৩৯০; *Pent House* ৪৭৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209/ Diamond ✆ 276714; *Malhotra's, Prestige, Roxy, Continental; H Harsha,* Chouta Maidan-4, R4B4, D ৫৫০-৯৮০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Pineview,* Mythe Estate-3, R1B1, ✆ 201075, D ৬০০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০-১৭৫০; *H East Bourne,* Khalini-2, R5B4, ✆ 201234, D ১৭০০-২০০০, স্যুইট ২৩৯০-৩০০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209/Linkage ✆ 2465171; *Alpine Heritage Inn,* D ১২০০-১৫০০, স্যুইট ২৩০০, কল বুকিং: ✆ 2801209/ 276714.

Cart Rd-এ—*H Vikrant,* SCB ১৫০, DCB ২৫০, DAB ২২৫-৩৫০, FAB ৩৫০-৪৫০, ডর্মিতে ৫০; *H Victory,* ✆ 72600, D ৪৫০-৭৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171/ Diamond ✆ 276714; *H Thakur,* Bus Std, ✆ 77545, S ১৫০-২২৫, D ২৫০-৩২৫, T ৩০০-৪২৫, স্যুইট ৩৫০-৪৫০; *H Malabar, H Basant,* D ২০০-৩০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *H High Way L,* গলিপথে *Dosajh GH,* এদের কাছে DCB ১৭৫-২২৫ টাকায় মেলে।

Circular Rd-1এ—**Himland H West,* ✆ 277312, DAB ৭৫০-১২৫০, স্যুইট ১৫০০; *H Himland East,* ✆ 222901, DAB ৬৫০-১০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *H Surya,* ✆ 78191, DAB ৫০০, ৬০০, ৮০০, ১০৯০, কল বুকিং: ডায়মন্ড, ✆ 276714/ Span ✆ 2801209; *H Crystal Palace,* near Tourism Lift, ✆ 77588, D ৪৫০-৮৫০, স্যুইট ১০০০; *H Willows,* DAB ২২৫; *H Lords Grey,* D ৬০০-৮৫০, স্যুইট ১০০০; *Taraview H,* D ৪২৫; *H Capital,* The Mall-3, D ৪০০-৬৫০, FR ৪৫০-৬৫০, ডর্মি ৫০।

Lakker Bazar-এ—*H Auckland,* S ৩০০, D ৪৫০-৬০০; *H Chanakya,* S ২০০-৩২৫, D ২৭৫-৪২৫, স্যুইট ৪৫০-৬৫০; *Sharada H,* D ৩৫০; *Chapslee H,* AP-D ৮৫০-৩৫০০; *H Flora,* D ৩২৫-৪৫০।

Bus Stand-এ—*H Sun-N-Snow,* D ৩২০, ৩৫০, T ৪২৫, F ৪৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/Linkage ✆ 2465171; *H Nagson,* D ৩২৫, ৩৭৫, ৪৫০, কল বুকিং: Hindusthan ✆ 274893; *H Bright Land,* DAB ৩০০, ৪৫০, ৫০০, ৬০০, স্যুইট ৭০০-৯০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209/ Diamond ✆ 276714/Linkage ✆ 2465171; *H Gulmarg Regency,* The Mall-3, ✆ 253168, DAB ৬৫০, ৮৫০, ৯৫০, স্যুইট ১০৫০-১২৫০, কল বুকিং: ✆ 2801209 বা 276714; *New Gulmarg H,* D ৩০০, ৪৫০, ৫৫০, কল বুকিং: ✆ 276714/ 2801209/2465171; *Apsara H,* D৩২৫; *Anand H, Mathura H, Himachal H, Highway L, H Broadview,* Sanjauli-6, D ৩০০-৪৫০; *Sheel H,* near Kalibari, D৩২৫-৪৫০; **H Asia The Dawn,* Ghora Chowk-1, Tara Devi-10, ✆ 221162, R4B4, D ১১০০-১৭০০, স্যুইট ১৮০০-২২০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209/Diamond ✆ 276714.

Jakhoo-তে—*Palaise H,* D ২২৫-৪৫০; *H Amar Palace,* D ৩৫০-৬০০; *Unique H,* near Revoli Cinema, D ৩২৫-৪৭৫; *Simla G H,* D ২৫০-৩২৫; *H Ganga,* D ৩০০-৪৫০; *H Alakananda,* D৪৫০; *Hilltop H,* D ৩৫০-৭৫০; *Sunny Perch H,* near Ritz Cinema, D ৩০০-৫৫০; *Harbans H,* near Rivoli Cinema, D ৩২৫-৪৫০; *Bawa H,* near A G Office, S ২৫০-৩২৫, D ৪৫০-৬৫০; *City Heart H,* D ৩২৫; *Hill Star H,* D ৩০০; *Brothers H,* D ১৭৫-২৫০; *Puneet H,* below Ridge, D ২০০-২৭৫; *Crystal Pal-*

ace H, Circular Rd, ✆ 72062, near Tourism Lift, DAB ৬০০-৮৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; *New Malook*, Middle Bzr, D ৩২৫-৪৫০।

আর আছে অতি সাধারণ সাজে Lower Bazar-এ—*Pishori, Krishna, Luxmi;* Middle Bzr-এ—*Metro, Rajindra, Vijoy, Poonam, National;* Ram Bzr-এ— *H Amber*, opp UCO Bank, D ৪০০-৬৫০ স্যুইট ৬৫০-৮০০; *Sharma, Phagali, Kumar GH ;* এদের রেট S ৮০-১৭৫ D ১৫০-৩২৫। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য Manager-দের লিখুন।

এছাড়া মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের জন্য হলেও রাজ্য সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্মীদেরও ঘর মেলে ম্যাল থেকে কালীবাড়ির পথে *Grand H*-এ। তবে ঘরের ভাড়ায় তারতম্য ঘটে। বুকিং: State Manager, Grand Hotel, Shimla-171001, ✆ 72587 থেকে। ম্যাল থেকে ১০ মিনিটের পথে HPTDC-র *H Holiday Home*, Cart Rd, ✆ 212890, DAB ৪৫০ ৭০০ ৮৫০ ১৫০০ ১৬৫০ ২৩০০ চার বেডের স্যুইট ৪০০০ (ব্রেক ফাস্ট-সহ); *H Megh Doot*, DAB ৮০০ ৯৫০ স্যুইট ২০০০; *Govt GH*, DAB ২৫০-৪২৫; অবু: Area Manager, Shimla-171001 বা কল বুকিং: Span ✆ 2801209 বা Diamond ✆ 276714. চার্চের শিরে *YMCA*, Ritz Cinema, ✆ 72375, DCB ১৫০ DAB ২৫০ (ব্রেক ফাস্ট সহ); *YMCA*, near Telegraph Office-এর সাময়িক সদস্য হয়ে থাকার পক্ষে ভালই। *YWCA*, Constantia, The Mall, Shimla-171001-এ ৫ টাকায় সদস্যপদ নিয়ে ফ্যামিলি-সহ থাকার ব্যবস্থা মেলে; এদের ভাড়া DCB ৮৫ DAB ১২৫, ভেজ ও নন ভেজ আহারও মেলে, ব্যবস্থাপনা ভালই; অবু: Sumati Mehta, General Secretary. দালালদের কাল্পনিক কাহিনীতে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি চলাই উচিত হবে। তাবকা-খচিত হোটেলগুলির সাথে *কালীবাড়ি, H Mayur, H White, Holiday Home* এদেরও ব্যবস্থাপনা উত্তম। রেলের রিটায়ারিং রুমও আছে সিমলায়।

Himachal Tourism, 1/1A, Biplabi Anukul Chandra St, Cal-72, ✆ 271792 বা Span Tours & Travels, 6/2A, AJC Bose Rd, Cal-17, ✆ 2801209 বা Diamond Tours & Travels, 30 Jadunath Dey Rd, Cal-12, ✆ 276714/Linkage, 124B, Lenin Sarani ✆ 2465171-কে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ধরমশালাও আছে সিমলায়—*রাম মন্দির*, বাস স্ট্যান্ড; *জৈন*, সিওলবাজার ; *পুরণমল, বাটেল*, কার্ট রোড ; *সুদ ও কালীবাড়ি।*

খাবার হোটেলও আছে নানান সিমলা পাহাড়ে। ম্যালে ট্যুরিস্ট অফিসের অদূরে HPTDC-র *H Ashiana*, নিচুতে *Goofa*, আশিয়ানার নিচে *H Himani* বা ম্যাল থেকে নামতে *Alfa Restaurant*, আরও যেতে *Indian Coffee House*-এও স্বাদ নেওয়া যেতে পারে চায়ের সঙ্গে টায়ের। আর কাছেই কুলীনশ্রেষ্ঠ *Balajee*, সিমলার ম্যালে। দামে কিছুটা আধিক্য ঘটলেও চীনা ডিশের জন্য হলিডে হোমের *Golden Dragon*-এর যথেষ্ট সুখ্যাতি। কালীবাড়িতেও বাঙালি আহার্যের ব্যবস্থা মেলে। ম্যালের নিচুতে সিওল বাজারেও নানান রেস্তোরাঁ—চীনা ডিশে *Chung Fa Chinese Food Shop, Kwon Tung Aunty's Chinese Food Shop*-এর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। আর লোয়ার বাজারে ভেজ ও নন ভেজ পৃথক ব্যবস্থায় *Sher-e-Punjab, Brothers, Metro*-তেও চলা যেতে পারে।

ব্রিটিশের অবদান সিমলা পাহাড়। শহরের প্রাণকেন্দ্র মেমসাহেবদের ম্যাল তার বিউটি স্পট। টেলিগ্রাফ অফিস থেকে ক্যামবারমেরে (cambermere) রিজ সকাল-সাঁঝে স্থানীয় তথা পর্যটকদের পায়ে-পায়ে বেড়াবার মনোরম আনন্দ-নিকেতন। দোকানপাট, বাজারঘাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ট্যুরিস্ট অফিস, রেলের সিটি বুকিং তথা পর্যটক বিনোদনের নানান পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে। রাতের আলোকমালায় রূপ বাড়ে ম্যালের। ঘোড়াও চলছে যাত্রী নিয়ে। এমনকি ম্যাল থেকে দূরে-দূরান্তে নানান গিরিশিখরও দৃশ্যমান। তবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না ব্রিটিশের গড়া ম্যালে।

ম্যাল গিয়ে শেষ হয়েছে নিও-গথিক শৈলীতে ১৮৫৭য় গড়া অ্যাঙ্গলিসিয়ান ক্রাইস্ট চার্চে। সুন্দর কারুকার্যময় উত্তর ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন চার্চ এটি। চার্চের রঙবেরঙ-এর কাচের জানালা, ম্যুরাল চিত্র অনবদ্য। এর বেলটি তৈরি হয়েছে শিখদের সাথে যুদ্ধে ব্রিটিশের দখল করা কামানের ব্রাসে। ম্যালের পুবে টিউডরি শৈলীর গেইটি থিয়েটার; ম্যাল ও রিজের সংযোগে লাজপত রায় চক তথা কিপলিঙের স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট; স্কটিশ ও ব্যারনীয় শৈলীর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং অতীত স্মরণ করায়। দেওদার ও পাইনের মাথা ছাড়িয়ে দূরে-দূরান্তরে দিকচক্রবাল ঢেকে তুষারমৌলী হিমালয়ের নানান শিখর। তেমনই চার্চ থেকে ঘণ্টাখানেকের নেমে যাওয়া পথে চৌরা ময়দানে সিমলার মিউজিয়মটির আকর্ষণও অনস্বীকার্য। সারা হিমাচলের মন্দির থেকে আহৃত দারু ও পাথরের ভাস্কর্য, মূর্তির সম্ভার, বসনভূষণ, বাসোলী ও কাংড়া শৈলীর মিনিয়েচার পেইন্টিং আকর্ষণ বাড়িয়েছে মিউজিয়মের। সোম ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা।

রিজের পাশ দিয়ে ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে দিয়ে পথ গিয়েছে সিমলার সর্বোচ্চ চুড়ো জাকু হিলস-এর। রিজ থেকে ২ কিমি পুবে ২৪৫৫ মি উঁচু জাকু থেকে চারপাশের শ্বেতশুভ্র বরফে উদিত সূর্যের চিকমিকানি হাসি নয়নাভিরাম। সিমলা শহরও সুন্দর দৃশ্যমান জাকু থেকে। জাকুর চুড়োয় হনুমান মন্দিরটিও সুন্দর। প্রবাদ, সঞ্জীবনীর সন্ধানে গন্ধমাদন বহনকারী ক্লান্ত হনু বিশ্রাম নেয় এখানে। মন্দির চত্বরে অসংখ্য বানর, সাবধানতা পদে পদে পালনীয়। এমনকি ১৯ শতকের দেবী শ্যামলার বাস্তচ্যুত মূর্তিও আবিষ্কৃত হয় জাকুতে। উত্তরকালে নানান অলৌকিকত্বের মাঝ দিয়ে স্থানান্তরিত হন দেবী বর্তমানের কালীবাড়িতে। এক ঘণ্টায় পায়ে বা ঘোড়ায় বেড়িয়ে নেওয়া যায় ম্যাল থেকে।

শহর থেকে ৪ কিমি দূরে ১৮৩০ মি উঁচুতে চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ গ্লেন। পত্রহীন বন, পত্রল অরণ্য, বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। কেনেডি হাউস/ সিসিল হোটেলের পাশ দিয়ে পায়েহাঁটা পথ গিয়েছে, ঘোড়াও

চলে এপথে। শহরের নিচুতে ৫ কিমি দূরে পাহাড়ে ঘেরা পাইন আর দেওদারে ছাওয়া আনানদেল। রেসকোর্স তথা অতীতের ডুরান্ড ফুটবল গ্রাউন্ডে নানান খেলার আসর বসছে। চিত্তবিনোদনের নানান পসরা নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণেরও রমণীয় জায়গা আনানদেল। তেমনই রয়েছে ৪ কিমি দূরে চিড়িয়াখানা, সমদূরত্বে নববাহার পুষ্প উদ্যান সিমলা পাহাড়ে।

সিমলার শহরতলিতে সিমলা-কালকা রেল পথে সিমলার আগের স্টেশন সামার হিল। দূরত্ব ৫ কিমি, উচ্চতা ১৯৮৩ মি। জাতির জনক গান্ধীজীও সিমলা সফরে এসে অবস্থান করেন সামার হিলে রাজকুমারী অমৃত কাউরের জর্জিয়ান শৈলীর বাড়িতে। হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়টিও এই সামার হিলে। ছোট্ট পাহাড়ী ট্রেনে বা ছায়া ঘেরা পাহাড়ী পথের শোভা দেখে পায়ে পায়ে যাওয়া চলে। আরও ২ কিমি গিয়ে ১৫৮৬ মি উঁচুতে ৬৭ মি উঁচু থেকে নামা চাঁদউইক জলপ্রপাতটিও দেখে ফেরা যায়। মনসুনে এ-দৃশ্য নয়নাভিরাম। তবে চড়াই-এর আধিক্য এ-পথে।

শহর থেকে ৫ কিমি পশ্চিমে ২১৪৫ মি উঁচুতে, বয়লৌগঞ্জ থেকে মিনিট পনেরোর পাহাড়ীপথে মনোরম চড়ুইভাতির স্থান প্রসপেক্ট হিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য এর প্রশস্তি। প্রসপেক্ট হিল থেকে সিমলা পাহাড়ের দৃশ্য, জুটোগ, সামার হিল, তারাদেবীর মন্দির, লোয়ার সহাসু, কামনাদেবীর মন্দিরও সুন্দর দৃশ্যমান। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রসপেক্ট হিল থেকে একই সময়ে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখা যায়; যেমনটি দেখা যায় কন্যাকুমারিকায়। আর পাহাড়-চুড়োয় কামনাদেবী অর্থাৎ ৩০০ বছরের প্রাচীন দুর্গার ছোট্ট মন্দির। পূজা হয় আজও। জনশ্রুতি, কামনা পূরণের প্রার্থনা ফলপ্রসূও হয় দেবী-সকাশে। দূরে, বেশ দূরে বয়ে চলেছে শতদ্রু—রুপোলি রিবনের মতো দৃশ্যমান।

শহর থেকে ৯.৬ কিমি দূরে রেল বা গাড়িতে গিয়ে দেখে নেওয়া যায় ১৮৫১ মি উঁচুতে তারা দেবীর মন্দির। শিব মন্দিরও রয়েছে পাহাড়চুড়োয়। সিমলা পাহাড়ও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। স্কাউট-এর মূল দপ্তরটিও বসেছে এখানে। থাকার জন্য *PWD RH* আছে, অবু: ট্যুরিস্ট অফিস। সিমলার ৭ কিমি দূরে ১৮৭৫ মি উঁচুতে পথেই পড়ে দেবতা হনুর সঙ্কটমোচন মন্দির।

শহরের পশ্চিমে ১ কিমি দূরে রিজ শেষ হতে অবজার-ভেটরি হিলে সুন্দর প্রকৃতিতে ঘেরা এক টিলার টঙে মাসোব্রায় ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়ের প্রাসাদোপম ৬ তলা গার্ডেন হাউস রিট্রিট। মার্বেল পাথরে বাড়ি—বার্মা টিকে সিলিং, সিঁড়ি হয়েছে দারুতে। কারুকার্যময় টিক প্যানেলের হল—বিশাল পুরী বিলাস-ব্যসনে মগ্ন। ১৮৮৪-৮৮তে তৈরি পাইনে ছাওয়া এই রিট্রিটে বসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারত ভাগের সিমলা চুক্তিতে সম্মত হন ১৯৪৭এ। এমনকি উত্তরকালে ভারত-পাকিস্তান শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় এই রিট্রিটে। উত্তরাধিকারসূত্রে স্বাধীনোত্তর ভারতের রাষ্ট্রপতির গ্রীষ্মাবাস হয় রিট্রিট। আরও পরে ভারত ইতিহাসের নানান স্মৃতিবিজড়িত এই ভবন Indian Insitute of Advanced Studies-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এর লাইব্রেরির সংগ্রহও উল্লেখ্য। ১৬—১৭-০০টায় দ্বারও খোলা। কিছুকাল আগে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর ব্যাপক অংশ। টিকিট লাগে ৫ টাকার—গাইডও মেলে দর্শনে। পাশেই বটানিক্যাল গার্ডেন।

Delhi-Ambala-Kalka-Shimla			
0 Km	Delhi		
86 ,,	Panipat		
152 ,,	Pipli		
192 ,,	Ambala		
	To Chandigarh		46 km
	,,	Anandpur Sahib	126 km
	,,	Nangal	149 km
	,,	Hoshiarpur	207 km
224 ,,	Basi		
	To Chandigarh		14 km
	,,	Nahan	68 km
239 ,,	Panchkola		
	To Chandigarh		2 km
247 ,,	Pinjore Garden		
275 ,,	Road Jn		
	To Kasauli		12 km
277 ,,	Dharampur		
	To Nahan		70 km
294 ,,	Solan		
310 ,,	Kandaghat		
	To Chail		27 km
340 ,,	Road Jn		
	To Bilaspur		78 km
	,,	Mandi	147 km
343 ,,	Shimla		
	To Narkanda		64 km
	,,	Tapri	198 km
	,,	Manali	260 km
	,,	Dharamshala	322 km

শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে কুফরীর পথে ২৫৯৩ মি উঁচুতে পাইনে ছাওয়া ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল্। বর্ষার পর চেনা-অচেনা পাহাড়ী ফুল মধুময় করে তোলে। তেমনই কূজন শোনায় নানান পাখি পাইনের সাথে তান মিলিয়ে। এমনকি সিমলা শহর, পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, বদরী গিরিশিখরও দৃশ্যমান ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার থেকে। প্যাকেজ ট্যুরে বা যাত্রীবাসে চলা যায় নিচুর বাস স্ট্যান্ড থেকে।

থাকারও ব্যবস্থা আছে ১৯০৩এ গড়া Commander-in-Chief Lord Kitchener-এর বাসভূমে HPTDC-র *H Wild Flower Hall*, Chharabra, ☏ 280239, DAB ১৭৫ কটেজ (2 DBR) ১০০০, ১২৫০, ২০০০, অবু: The Area Manager, WFH, Chharabra, Shimla-171012.

ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার থেকে ৩ আর শহর থেকে ১৬ কিমি দূরে ২৬৩৩ মি উঁচুতে কুফরী। হিমালয়ের হ্যামলেট

কুফরীর প্রশস্তি তার নৈসর্গিক শোভার জন্য। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে স্কি খেলার আসর বসে। ভাড়ায় স্কি-র সাজ-সরঞ্জামও মেলে। শীতকালীন ক্রীড়া উৎসবের আসরও বসে প্রতি ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে। পার্ক, মিনি জু বসেছে —টিকিট ৫্ করে। প্যাকেজ ট্যুরে বা যাত্রীবাসে বেড়িয়ে ফেরা যায়। ঘোড়া ও ইয়াকের পিঠেও চড়ার ব্যবস্থা আছে কুফরীতে। সকাল ও রাতের আহার সহ থাকারও ব্যবস্থা মেলে *Kufri Holiday Resort*, ✆ 280300, DAB ২৩৯০্ স্যুইট ২৭০০্ দুই ঘরের কটেজ ৪৫০০্। আর আছে *Fortune Park Hotel & Resorts*, Kufri-Chail Rd.

কুফরী থেকে আরও ৩ কিমি যেতে ইন্দিরা হলিডে হোম বা টিনি বাংলো। দেওদারে ছাওয়া নৈসর্গিক শোভার জন্য এরও প্রশস্তি। হিমালয়ান নেচার পার্কটিও উচিত হবে ৫ টাকার টিকিটে দেখে নেওয়া। ক্যামেরারও চার্জ লাগে মান হারে। বুকিং: ট্যুরিস্ট অফিস, সিমলা।

কুফরী থেকে ৬ আর সিমলার ২২ কিমি দূরে ২৫১০ মি উঁচুতে ফাগু। ফাগুরও প্রশস্তি তার নৈসর্গিক শোভার জন্য। আলু নিয়ে গবেষণাও চলছে ফাগুতে। প্যাকেজ ট্যুর যাত্রায় লাঞ্চ ব্রেক মেলে ফাগুতে।

থাকার জন্য এদেরই *H Peach Blossom*, Fagu, ✆ 285522, DAB ২৭৫্ ৩৫০্, অবু: Manager, Wild Flower Hall, Shimla-171012.

শহর থেকে গাড়িতে বা প্যাকেজ ট্যুরে ১৪ কিমি দূরে ২১৪৯ মি উঁচুতে পাইন ও আপেল বাগিচায় ছাওয়া বনভোজনের মনোরম জায়গা মাসোব্রা। জুন মাসের সিপি উৎসবেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি মাসোব্রার।

আরও ৩ কিমি যেতে ২২৭৯ মি উঁচুতে ক্রেগ নানোর (Craignanor)-এ ওক আর পাইনের গহন বনে অ্যামুজমেন্ট পার্কে পর্যটক মনোরঞ্জনের নানান সম্ভারে অভিনবত্ব আছে। HPTDC, সিমলা মিউনিসিপ্যালিটি ও হিমাচল রোপওয়েজের যৌথ উদ্যোগে গড়া ২০ একর ব্যাপ্ত পার্কে পাহাড় চলেছে ঢেউ তুলে। ইয়াক ও পনিও চলছে যাত্রী নিয়ে পার্কে। আর আছে মেরি-গো-রাউন্ড, জায়ান্ট হুইল, ম্যাজিক শো, ডগ শো, আরও কত কী! প্রতিদিনই ১০—১৮-০০টায় খোলা, টিকিট ১০্। মুহুর্মুহু ডিলাক্স মিনি বাস যাচ্ছে শহর থেকে ১৭ কিমি দূরের পার্কে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে HPTDC-র *হলিডে হোমে*, অবু: ট্যুরিস্ট অফিস, সিমলা; টিলার টঙে *Municipal R H* বা *H Black Rock* ক্রেগ নানোরে।

সিমলা থেকে NH 22-এ ৮ কিমি পুবে ঢালি হয়ে আরও ১৫ কিমি যেতে ২০৪৪ মি উঁচুতে চড়ুইভাতির মক্কা নলদেরা। মুহুর্মুহু বাঁক নিয়ে পথ নামে নিচুতে। মনোরম পরিবেশে পাহাড়টা যেন খোদাই করা—রূপ তার মোচার মতো। পথপাশে দেওদারের মিষ্টি ছায়া, নিচুতে গভীর খাদ; বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। বিশ্বের প্রাচীনতম ৯ হোলের গলফ মাঠের জন্যও প্রশস্তি আছে নলদেরার। আর আছে মন্দির—দেবতা মাহুণ্ড বাগ।

থাকার জন্য HPTDC-র *H Golf Glade*, Naldehra, ✆ (0177) 287739, DAB ৫০০্ ৬০০্ ৭০০্ লগ হাট ৮০০্ ১০০০্ ৩০০০্ কিচেন-সহ ডাবল বেডের লগ হাট ৯০০-৩০০০্। *ক্যাফেটেরিয়াও আছে নলদেরায়।* HPTDC প্যাকেজ ট্যুরেও দিনে দিনে বেড়িয়ে আনে নলদেরা-তত্তপানি।

নলদেরা রেখে আরও নেমে ২৩ কিমি দূরে ৬৫৫.৩ মি উঁচুতে তত্তপানি। বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। নদী তীরে গন্ধক জলের উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য তত্তপানির প্রসিদ্ধি। আকাশের নীল আর বনানীর সবুজ—পরস্পরে মাখামাখি। রুপোলি বালিয়াড়িতে রঙবেরঙের নুড়ি পাথর।

থাকার জন্য তত্তপানিতে আছে PWD-র *RH* ও HPTDC-র *Tourist Inn, Tattapani*, ✆ (0177) 286949, DAB ২০০্ ৩০০্ ৩৫০্, ডর্মি বেড ৩০্, বুকিং: Manager, Wild Flower Hall.

২১ দিনে হিমাচল দর্শন

হিমগিরির যাত্রীরা আম্বালা ক্যান্টে নেমে ১ম দিনে চণ্ডীগড় শহর দেখে নিন। ২য় দিন আনন্দপুর সাহিব ও ভাকরা বেড়িয়ে নাঙ্গালে অবস্থান। ৩য় দিন নাঙ্গাল থেকে বাসে ধরমশালা বা চাক্কী নেমে পাঠানকোট হয়ে চাম্বা পৌঁছে যান বাসে। ২য় দিন চাম্বায় কাটিয়ে ৩য় সকাল ৭টার বাসে খাজিয়ারের উপর দিয়ে ডালহৌসি পৌঁছে যান। ৩য় ও ৪র্থ দিনে ডালহৌসি বেড়িয়ে ১৮-৪৫র বাসে ডালহৌসি ছেড়ে মানালী পৌঁছান ৫ম সকালে। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম দিন মানালী বেড়িয়ে ৮ম দিন সকালের বাসে কেলং চলুন রোটাং হয়ে। ৮ম, ৯ম ও ১০ম দিনে কেলং ও উদয়পুর বেড়িয়ে আসতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। ১১শ দিন বিকালের বাসে মানালী থেকে রওনা হয়ে রাতভর জার্নি করে সিমলা পৌঁছান ১২র সকালে। ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ দিনে সিমলা বেড়িয়ে মাণ্ডী পৌঁছান ১৫র বিকালে। ১৬র সকালে রিওয়ালসর বেড়িয়ে মাণ্ডী থেকে বাসে যোগীন্দরনগর পৌঁছে যান ১৬র সন্ধ্যায়। ১৭শ দিনে 'হলওয়েজ ওয়ে ট্রলি' চেপে ব্রোট বেড়িয়ে বিকালের বাসে বৈজনাথ পৌঁছে মন্দির দেখে ধরমশালায় পৌঁছে যান ঐ সন্ধ্যায় পালামপুর হয়ে। ধরমশালাকে বুড়ি করে জ্বালামুখী, কাংড়া বেড়িয়ে আসুন ১৮শ দিনে। ১৯শ দিনে ম্যাকলয়েড গঞ্জ, ভাগসুনাথ, ট্রিউণ্ড বেড়িয়ে নিন। ২০তম দিনে দেবী চামুণ্ডী দর্শনান্তে পায়ে পায়ে ধরমশালা বেড়ান। ২১শ দিনে বাসে আম্বালা, চাক্কী, পাঠানকোট বা জম্মু পৌঁছে ট্রেন ধরুন ঘরপানের।

কালকা ও আম্বালা হয়ে সমতল ভারতের সঙ্গে রেল সংযোগ গড়ে উঠেছে সিমলার। বাসও সংযোগ গড়েছে উত্তর ভারতের নানান শহরের সঙ্গে সিমলা পাহাড়ের। রেল স্টেশনের পাশেই বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়ে এই বাস। অগ্রিম টিকিটও মেলে বাসের। ৩ থেকে ৫ দিনে সিমলা বেড়িয়ে বাসেই চলুন কিন্নর দেশ বা মানালী। ৩টি বাস যাচ্ছে প্রতিদিন সিমলা থেকে মানালী। ৫-০০টার বাসে রওনা হয়ে দিনে দিনে মানালী পৌঁছে যান। টিকিট আগে থেকে কেটে রাখুন, কুলিও ঠিক করে রাখুন বাসস্ট্যান্ডে যাবার। তবে কুলিদের কথার খেলাপ প্রায়ই ঘটে থাকে এত সকালের সিমলায়। দ্বিতীয় বাসটি ছাড়ে ৭-৩০টায়। তৃতীয় যাচ্ছে সন্ধ্যায় রাতভর সার্ভিসে।

চেইল

সিমলা থেকে কুফরী হয়ে ৪৫ কিমি দূরে চেইল। আর সিমলা-কালকা পথের কান্দাহার হয়ে পথের দূরত্ব ৬০ কিমি, কালকা থেকে ৮৪ কিমি। বাসও যাচ্ছে সিমলা ও কালকা থেকে চেইল-এ। সিমলা থেকে বিতাড়িত হয়ে পাতিয়ালার মহারাজা ১৮৯১এ আবাস গড়েন দেবদারু, ওক, রডোডেনড্রন আর পাহাড়ী হেমলককে ছাওয়া ২২৫০ মি উঁচু চেইল-এ। বিক্ষিপ্ত তিন পাহাড়ে চেইল। একটিতে ১৮৯৩এ তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে ক্রিকেট খেলার মাঠ, দ্বিতীয়ে ১৮৯১এ পাথরে গড়া সামার প্যালেস আর তৃতীয়ে শিখ মন্দির। হিমালয়ের প্যানারোমিক ভিউ-এর সঙ্গে রাতের কাসৌলীর দীপাবলীও সুন্দর দৃশ্যমান চেইল থেকে। নিরালা-নির্জনে ছোট্ট পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসও এই চেইল। লিটল মাউনটেনস হেভেনও বলে থাকে লোকে চেইলকে। অবহেলিত হলেও চেইল অভয়ারণ্যটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ১৯৭৬এ রাজাদের অতীতের শিকারভূমি অভয়ারণ্যে রূপ পেয়েছে। শহরের প্রবেশদ্বারে রেঞ্জ অফিসে অনুমতি মেলে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখেও নেওয়া যায় লেপার্ড, মুনজাক, ঘোরাল, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, বন্য শুয়োর, চির ও কালিজ ফেজেন্ট ছাড়াও নানানকিছু।

মহারাজা ভূপিন্দর সিংয়ের তৈরি বিলাসবহুল প্রাসাদপুরীতে HPTDC-র **Palace H* ও *R H* বসেছে। স্যুইট: চার বেডের মহারাজা ৪০০০, ডাবল বেডের প্রিন্সেস ২৩৭৫, প্রিন্স ২৩৭৫, DAB ৮৫০, ১৫০০, ২২০০, ২৩৭৫; *Rajgarh Cottage* (4DBR) ৬০০০, ঘর ১৫০০, কিচেন-সহ *Monal Cottage* (2DBR) ২৫০০, *Wood Rose Cottage* (3DBR) ৩৫০০, *Honeymoon Cottage* ১০০০, *Log Huts* ৭০০, *Himneel H,* DAB ৫০০, অবু: The Manager, Palace H, Chail-173217, ✆ (01792) 48337 বা কলকাতায় Span ✆ 2801209. ৩ টাকার টিকিটে প্রাসাদের বৈভবও দেখে নেওয়া যায়। সাধারণ হোটেলও আছে বাজার ঘিরে চেইল-এ।

কাসৌলী

কালকা-সিমলা ন্যারোগেজ রেলে ধরমপুর স্টেশন। ১৬৩০ মি উঁচু ধরমপুর থেকে নিয়মিত বাস যাচ্ছে ১২ কিমি দূরের কাসৌলীর। ৩৪ কিমি দূরের কালকা থেকেও কাসৌলীর সরাসরি বাস ও ট্যাক্সি মেলে। ৮০ কিমি দূরের সিমলা থেকেও ট্রেন ও বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় কাসৌলী। চণ্ডীগড় (৬১ কিমি) থেকেও বাস সংযোগ গড়েছে কাসৌলীর। আবার কালকা থেকে ১৫ কিমি ট্রেক করে চড়া যেতে পারে কাসৌলী পাহাড়ে।

নিরালা-নিভৃতে গাছগাছালিতে ছাওয়া ১৯২৭ মি উঁচু কাসৌলী থেকে কালকার পাহাড়ী উপত্যকা আর পাঞ্জাবের সমতল সুন্দর দৃশ্যমান। সারা গ্রীষ্মে চেনা-অচেনা পাখির মেলা বসে কাসৌলীতে। জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালও হয়েছে। কেবল মঙ্গলবার পর্যটকদের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার দেখার ব্যবস্থা থাকে। অন্যান্য দিন ডাইরেক্টরের অনুমতিতে দেখার ব্যবস্থা। কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, সাপ ও কুকুরের কামড়ের ওষুধ তৈরি ও গবেষণা হচ্ছে এখানে। ১৮৪৭এ স্যার হেনরি লরেন্স প্রতিষ্ঠিত পাবলিক স্কুলটিও কাসৌলীর আর এক উল্লেখ্য। এছাড়া ৪ কিমি দূরে খাড়া সিঁড়ি উঠে ৭৫০০ ফুট উঁচু মঙ্কি পয়েন্ট থেকে পাহাড় এবং উপত্যকার সবুজ সমতল আর শতদ্রু নদীর দৃশ্য, ৬.৪ কিমি দূরের গিলবার্ট হিল থেকেও পাহাড় ও অরণ্যের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। প্রকৃতি প্রেমিকদের উচিত হবে সিমলার জনারণ্য এড়িয়ে কাসৌলী ও সোলনে ছোট্ট অবকাশ কাটিয়ে যাওয়া।

পাশ্চাত্য প্রথায়—*Alasia H,* Kasauli-173204, ✆ (01793) 72008, D ৫৫০, স্যুইট ৮০০, ও *কাসৌলী ক্লাব আছে ;* সাময়িক সদস্যপদ নিয়ে কাসৌলী ক্লাবে থাকা যায়, সম্পাদককে লিখুন। ভারতীয় প্রথায়—*Mourice H, Kalyan H, Gian H,* এদের কাছে D ১৫০-২৭৫ টাকায় মেলে। আর আছে HPTDC-র *H Ros Common,* Kasauli, ✆ (01793) 72005, DAB ৭০০, ৭৫০, ৮০০, A/c ১০০০, ১৪০০, *Annexe,* D ৯০০, F ৮০০, অবু: Manager বা কল বুকিং: Span ✆ 2801209. PWD *RH, DB* ও *Belmount House-* এও ঘর মেলে যাত্রীর ; অবু: Tourist Office. তেমনই উইক এন্ডে যাত্রী বাড়ে কাসৌলী পাহাড়ে—আর বাড়ে ঘর ভাড়া। তবুও, যেন ঘর অমিলের আশঙ্কা গ্রীষ্মের উইক এন্ডে।

কাসৌলী থেকে ধরমপুর ফিরে কালকা-সিমলা পথে সোলন। কালকা ৪১, সিমলা ৪৯, চণ্ডীগড় ৫৮ আর কাসৌলী থেকে ৩১ কিমি দূরে ১৩৫০ মি উঁচুতে পাইনে ছাওয়া সোলন। সোলনী দেবীর মন্দির আছে—দেবীর নামে শহরের নাম। আর আছে শহর থেকে ৪ কিমি দূরে বাস সড়কে Mohan Meakin Co-র ডিস্টিলারি কারখানা সোলনে। ভারতে একমাত্র উদ্যান বিশ্ববিদ্যালয় Drys Parmar University of Horticulture and Forestry-র অবস্থানও সোলনে। সুস্বাদু এপ্রিকট ফলের সৃষ্টিও এই উদ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

থাকার জন্য HPTDC-র *Tourist Bungalow,* Solan, ✆ (01792) 23733, DAB ১৫০, ২০০, ২৫০, ৩০০, ৩৫০, ডর্মি বেড ৫০; আর Kiarighat-এ আছে *Tourist Inn,* DAB ৫৫০, ৬৫০; *H Mayur,* D ২৫০-৩৫০; *Kumar H,* D ২২৫-৩০০; *New Khalsa H,* D ৩০০; *Raj H,* D ৩২৫; *Royal H,* D ২৫০; *H Himani Resorts,* D ৩৫০, ৫৫০, ৬৫০, ৮০০; *Ambusha Resorts,* D ৪৫০, ৫৭৫, এদের কল বুকিং: Span ✆ 2801209; এছাড়াও নানান সাধারণ হোটেল। PWD-র *RH, DB-* ও আছে সোলনে। আর ধরমপুরে *Rock Rose Resort* DAB ৬৫০, ৮৫০, ৯৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Mazdoor Dhawa*-য় ডর্মি প্রথায় থাকা ও আহার্য মেলে। রেলের *রিটায়ারিং রুমও* আছে সোলন ও ধরমপুরে।

নারকান্দা

সিমলার নিচু দিয়ে চলেছে কার্ট রোড। এই কার্ট রোডই রিজ পেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে হয়েছে হিন্দুস্থান-টিবেট রোড। ঐই পথ ধরে ৬৪ কিমি যেতে ২৭০০ মি উঁচুতে নারকান্দা। অবিরাম বাঁক নিয়েছে এ-পথ। নারকান্দার মূল আকর্ষণ

তার ৩৩০০ মি উঁচু হাঁটু পিক। বাসপথ থেকে ৮ কিমি পায়ে গিয়ে হাঁটু পিক থেকে তুষারমৌলী হিমালয়ের নয়নলোভন শোভা সুন্দর দৃশ্যমান। স্কি খেলার আসরও বসছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে নারকান্দায়। HPTDC ৭/১৫ দিনের কোর্স চালু। সিমলা ভ্রমণার্থীদের বেড়িয়ে নেওয়া উচিত। প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে HPTDC.

থাকার জন্য HPTDC-র *H Hatu*, Narkanda, (01782) 8430, DAB ৯০০, অবু: Tourist Officer, Shimla আব আছে *FRH* ও PWD *IB*.

অত্যুৎসাহীরা নারকান্দা থেকে ১৮ কিমি পুবে ২৬৪৮ মি উঁচু বাগ্গী, আরও ১১ কিমি উত্তর-পুবে ২৯৮৭ মি উঁচু খাদরালাও বেড়িয়ে নিতে পারেন। তেমনই নারকান্দার ১৮ কিমি উত্তরে আপেল ক্ষেতও দেখে নেওয়া যেতে পারে। *রেস্ট হাউসও* আছে ত্রয়ীতে। খাদরালা থেকে আরও ৩৬ কিমি পুবে রোহরুও বেড়িয়ে নিতে পারেন প্রকৃতির পূজারীরা। পাবর নদী বয়ে চলেছে। ১৩ কিমি দূরে চিরগাঁও-এ ট্রাউটের চাষ হচ্ছে। আর আছে ১ মি উঁচু অষ্টভুজা দেবী দুর্গার মন্দির চলার পথে রোহরুর অদূরে হাকটোটিতে। স্বল্প যেতে হিমাচলের সীমান্ত গিয়ে মিলেছে উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায়।

কিন্নরদেশ

ধরাধামে ইন্দ্রকানন—কিন্নরদেশ। দেবতাদের বাস। দেবযোনিসম্ভূত অর্থাৎ দেবতাদের উত্তরপুরুষ আজকের কিন্নরীরা। পাণ্ডবেরাও অজ্ঞাতবাসের বছরটি কিন্নরেই অবস্থান করেন। তবে, ভূসম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার নেই কিন্নরী ছাড়া বহিরাগতদের কিন্নরে। সিমলা থেকে NH 22 হিন্দুস্থান-টিবেট হাইওয়ে ধরে নারকান্দা ছাড়িয়ে কিন্নরমুখী যেতে ১১৬ কিমি দূরে শতদ্রুর পাড়ে রামপুর-বুশাহার। গেটওয়ে অব কিন্নরও বলা চলে অতীতের রাজপুত রাজ্য বুশাহারের রাজধানী ৩৮৬০ ফুট উঁচু রামপুরকে। মহারাজার পদম প্যালেসের স্থাপত্য মুগ্ধ করে রামপুরে। ভারত ও তিব্বতের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল অতীতকালে রামপুর। বর্ধিষ্ণু এলাকা। নভেম্বরের সপ্তাহব্যাপী *লাভী* মেলার সাথে হিন্দু মন্দির ও বুদ্ধিস্ট গুম্ফা দেখে নিতে পারেন যাতায়াতে। PWD *IB, C H, Bhandari H, Bhawani G H, Rama G H, Gopal G H, Ashoka* আছে Rampur-172001-এ। অত্যুৎসাহীরা কিন্নরমুখী না গিয়ে রামপুর থেকে বামহাতি পথে অর্সু, সারাহান (কুলু) হয়ে যাতায়াতে ৩ দিনে বশলাই পাসও অভিযান করে নিতে পারেন ট্রেক করে। PWD *IB* মেলে অর্সু ও সারাহানে।

রামপুর/চৌরা/সারাহান হয়ে শতদ্রুর ঘাড়ে ভর দিয়ে বাস চলে এগিয়ে। কিন্নর জেলার শুরুও চোখ জুড়ানো প্রকৃতির মাঝে বরফাবৃত শ্রীখণ্ড পর্বতমালার পাদদেশে সবুজে ছাওয়া সারাহান-এ। অতীতে রামপুর রাষ্ট্রের রাজধানীও ছিল সারাহান। বৌদ্ধ ও তিব্বতীয় শৈলীতে গড়া ধ্রুপদী ভারতীয় কৃষ্টির ভীমাকালীর মন্দিরটিও সুন্দর সারাহানে। বিশাল চত্বর জুড়ে প্রাচীরে ঘেরা মন্দির। মন্দিরের দারুর ভাস্কর্য অতুলনীয়। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মন্দির কমিটির *Temple GH*-এ। আশপাশ জুড়ে আপেলক্ষেত। ৭৫০০ ফুট উচ্চে মোনাল পাখির প্রজনন কেন্দ্রটি সারাহানের আর এক দ্রষ্টব্য। দূরে চক্রাকারে বরফে মোড়া পাহাড়শ্রেণী।

HPTDC-র *H Sri Khand*, Sarahan-172102, ✆ (01782) 74234, DAB ৫৫০, ৭৫০, ডর্মি বেড ৫০; *Annexe* DAB ৩০০, ৩৫০, ৪৫০, ছাড়াও PWD *IB* আছে সারাহানে। পথে Barog-এও HPTDC-র ট্যুরিস্ট লজ—*H Pinewood*, ✆ (01792) 38825 আছে, D ৪০০, ৬৫০, ৯০০, স্যুইট ১০০০। আর আছে PWD-র *IB* ও *CH* সারাহানে।

সারাহান থেকে ৪৩, রামপুর থেকে ৭৪ আর সিমলার ১৯০ কিমি দূরে বাস পৌঁছায় ৫৩৬১ ফুট উঁচু ওয়াংফু-তে। সেতু পেরুতেই চেক পোস্ট। অতীতের ILP প্রথার বিলোপ ঘটেছে ১৯৯৩এ। তবে, সীমান্তবর্তী এলাকা—পুরো এলাকাটাই সেনা অধ্যুষিত। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিদর্শন-পত্র সঙ্গে থাকা ভাল। ভারতীয় পর্যটকদের কোনো বিধি-নিষেধ নেই কিন্নরে যেতে। বিদেশীদের অনুমতি লাগে Ministry of Foreign Affairs, New Delhi থেকে। PWD *IB*-ও আছে ওয়াংফু-এ। চেকিং-এর পাট চুকতে বাসের চলা শুরু। ৮ কিমি যেতে টাপরী।

সিমলা (লক্কর বাজার) থেকে সকাল ৭-০০টার মধ্যে বাস ধরুন কল্পার। চণ্ডীগড় (ISBT) থেকেও সাঁঝে Himachal Roadways-এর বাস যাচ্ছে সিমলা-নারকান্দা-রামপুর-বুশাহার-কারছাম-রেকং পিও হয়ে কল্পায়। ঘণ্টা দশেকে বাস যাচ্ছে সিমলা থেকে টাপরী। টাপরীর উচ্চতা কম, শীতেরও দাপট নেই। চলার পথে প্রথম রাতের বিশ্রামও নেওয়া যেতে পারে ৪৯০০ ফুট উঁচু টাপরী অর্থাৎ কিন্নরী ভাষায় কুটিরে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে PWD *IB*, অবু: EE, PWD, Kalpa , *FRH* অবু: DFO, Kalpa. আর আছে প্রাইভেট মালিকানায় *H Him View, Standard Attang G H*, Kalpa-172108. UCO ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে টাপরীতে। দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণ টাপরীর উল্লেখ্য না হলেও পথ গিয়েছে উপত্যকার দিকে দিকে টাপরী থেকে। ত্রিমুখী তিন পথের মিলনও ঘটেছে টাপরীতে। মূল পথ যাচ্ছে সিমলা থেকে টাপরী হয়ে কল্পায়। রোগি হয়ে দ্বিতীয় পথটিও কল্পায় যাচ্ছে। তবে নতুন তৈরিতে দ্বিতীয় পথের আবেদন আজ স্তিমিত। আর তৃতীয় পথ যাচ্ছে নদী পেরিয়ে চোলতু, কিলবা হয়ে সাংলো ভ্যালি।

টাপরী থেকে নতুন করে বাস চাপুন সাংলার। শতদ্রুকে ডাইনে রেখে ১০ কিমি যেতে কারছাম পয়েন্ট। শতদ্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তুঁতে রঙা বসপা নদী। হিন্দুস্থান-টিবেট রোড ছেড়ে লৌহ পুলে নদী পেরিয়ে কিন্নরীকাময় পাহাড়ী-খাদের সঙ্কীর্ণ চড়াই বেয়ে বাস ওঠে পাহাড়-শিরে। কারছাম থেকে সাংলো—২২ কিমি পথ সেনা নিয়ন্ত্রিত; একমুখীও

বটে। পথে পড়ে রেকং পিও। সুউচ্চ পর্বত শিখরে ঘেরা আর এক সুন্দর শহর—আধ ঘণ্টায় সাঙ্গ করা যায় রেকং পিও দর্শন। থাকারও ব্যবস্থা আছে *IB, Mayur G H* ছাড়াও ২টি *প্রাইভেট হোটেলে*। টাপরী থেকে ৩ ঘণ্টায় বাস পৌঁছায় সাংলায়। বাস যাচ্ছে আরও এগিয়ে সাংলা হয়ে ৩০৫০ মি উঁচু রকছম-এ। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম রকছম—সুন্দর তার প্রকৃতি। PWD-র *IB* ও সাধারণ হোটেল আছে। তবে, পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে তিব্বত সীমান্তের ছিৎকুলে। ৩৪৫০ মি উঁচু ছিৎকুলেও থাকার ব্যবস্থা মেলে PWD-র *RH* ও *হোটেলে*। শীত ও ঠাণ্ডা বাতাসের দাপটও আছে ছিৎকুলে। তুষারমৌলী নানান শিখর প্রাচীর গড়েছে ছিৎকুলকে ঘিরে। অদূরেই নী-লা গিরিসঙ্কট পেকতেই তিব্বত। নী-লা থেকেই বসপার জন্ম।

কিন্নর দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর ২৬৮০ মি উঁচু উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কোলে মনোরম উপত্যকা—দেবভূমি সাংলা। বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। ছোট ছোট গাঁও নিয়ে বসপা উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র সাংলা। শ্যামল-সুন্দর উপত্যকা বসপা। ছিৎকুল, বরুগ্রাম, আপেল, পিচ, বাদাম বাগিচার ঘেরাটোপে কিন্নরী গ্রাম—তিব্বতীয় স্থাপত্য শৈলীতে গড়া দারুতে তৈরি বাড়িঘর। বাড়ির ছাদে সাদা নিশান, পাহাড়ের ধাপে ধাপে পাইন, ফার, চির গাছের মজলিশ। আর আছে মন্দির ও গুম্ফা। সহজ-সরল, ধর্মভীরু, অতিথিবৎসল সাংলার মানুষজন। দারু ও পাথরে তৈরি—স্বর্ণগম্বুজ শিরে মন্দির হয়েছে বেরী নাগের সাংলায়। ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, হাসপাতালও আছে সাংলায়। দ্বিতীয় কোনো যান নেই— পা-কে সম্বল করে রূপ-রস-মধু উপভোগ করুন সাংলার। সাংলা ভ্যালির কামরুও যথেষ্ট উল্লেখ্য জনপদ। কামরুতে চাষবাস হয়, বসতিও বেশি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরিসীম। রামপুরের রাজার গড়া ৫ তলার এক দুর্গও আছে কামরুতে। বিশেষ বিশেষ দিনে দুর্গের অস্ত্রাগার দেখার ব্যবস্থা আছে। দেবী কামাখ্যার মন্দির হয়েছে কামরু দুর্গে। রূপন ও সিগন অনিন্দ্যসুন্দর দুই পর্বত শৃঙ্গও সুন্দর দৃশ্যমান। এদেরই বিপরীতে কিন্নর কৈলাস আর এক নয়নলোভন শৃঙ্গ। বাস থেকে বেশ কিছুটা নিচুতে বসপানদীর পাশ ঘেঁষে সিমলা থেকে ২২৬ কিমি দূরে সাংলা গ্রাম। সরাসরি বাস আসছে ১২ ঘণ্টায় সিমলা থেকে সাংলায়। PWD *IB, FRH* ছাড়াও *Bospa L, Trekkers L, Forest IB* আছে Sangla-172106এ। খাবারও মেলে বাংলোয়। আবার আহার্যে *কৈলাস হোটেলটি*ও মন্দ নয়।

সাংলো থেকে আবার বাসে কৈলাসের কল্পলোক কল্পা চলুন। দূরত্ব ৫১ কিমি—ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। ১৮৯৯ মি উঁচু কারছাম/ মিলিটারি ছাউনি পোয়ারী হয়ে হিন্দুস্থান-টিবেট রোড ধরে পাঙ্গীনালা/পিউ ছাড়িয়ে পাইন-ফার-দেবদারুর গার্ড অব অনার নিয়ে চড়াই বেয়ে বাস পৌঁছায় কল্পায়। ২২৪ কিমি দূরের সিমলা থেকেও ১২ ঘণ্টায় বাস আসছে টাপরী হয়ে কল্পায়। আর টাপরীর দূরত্ব ২৬ কিমি। রামপুর-বুশাহার, টাপরী থেকেও বাস মেলে কল্পার। ১৯৬০এর ১লা মে গড়া কিন্নর জেলার সদরও বসে ২৭৫৯ মি উঁচু অপরূপ শ্রীমণ্ডিত সুন্দরী কল্পায়। আকাশভরা সূর্য-তারা—তারই মাঝে চেনা-অচেনা নানান পাখি উড়ে বেড়ায় আকাশ চিরে। বৃষ্টি কম, বাতাস শুষ্ক; শীতের আধিক্য আছে। তাই শীত ও উচ্চতা, দুই-ই থেকে পরিত্রাণ পেতে ২২৯০ মি উঁচুতে পাইন, ফার আর দেবদারুর সমন্বয়ে গড়া—থরে থরে আপেল ও আঙুরের খেতি পিউ নামে নতুন এক নগরীর পত্তন হয়েছে সাংলার পথে। কিন্নর জেলার সদর দপ্তরও স্থানান্তরিত হয়েছে কল্পা থেকে পিউ-তে। বাসের চলা কল্পায় শেষ হলেও পথের এখানে শেষ নয়—কুহু, সামধো হয়ে পথ চলেছে আরও এগিয়ে। দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের সেপথ হাতছানি দেয়, নিয়ে যায় শিপ-কি-লা ছাড়িয়ে তিব্বতে। আবার কিন্নরের শেষ সামধো থেকে তাবো, কাজা, বাতাল বা চন্দ্রতাল হ্রদের পাশ দিয়ে স্পিতি (অর্থ মধ্যবর্তী দেশ) উপত্যকার উপর দিয়ে পথ গিয়েছে মানালীতে। তবে, যেমনই দুস্তর তেমনই দুর্গম সেপথ। গত কিছুকাল কাশ্মীর উপত্যকা অশান্ত হয়ে পড়ায় জুন থেকে অক্টোবরে গাড়িও যাচ্ছে মানালী থেকে কেলং হয়ে ৪৭৭.২৭ কিমি দূরের লে।

স্পিতি উপত্যকার সদর দপ্তর কাজা থেকে ৪৬ কিমি দূরে তাবো। ৩০৫০মি উচ্চে পাহাড়ে ঘেরা হিমাচলের শীতলতম উপত্যকা দুর্গম তাবোর অন্যতম আকর্ষণ বৌদ্ধ গুম্ফা। ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে রিন-চেন-জ্যাঙ্গ-পোর মাটির তৈরি গুম্ফা মাহাত্ম্যে তিব্বতের থোলিং(Tholing)-ও লাডাকের হেমিসের পরেই স্থান। তবে, ঢুকতেই সামনে নতুন করে গুম্ফা হয়েছে দারুতে। পথপাশে তোরণদ্বার, মূল গর্ভগৃহে জ্যোতির্ময়ী দেবতা—ধ্যানরত বুদ্ধের বিশালাকার মূর্তি। গুম্ফাটি বর্ণময়—দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনকথা তথা জাতক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ৯টি মন্দির, ২৩টি চোর্তেন, ৩০টি থঙ্কাস গুম্ফার আর এক সম্পদ। আর আছে পালি ও ভোটি লিপির নানান পুথি, প্রাচীনকালের বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও নানান কিছু। তেমনই আছে মঠ, বিহার, অ্যাসেম্বলি হল, ২টি বিদ্যালয় গুম্ফা চত্বরে। ১৯৯৬-এর জুন ২০—জুলাই ১০ গুম্ফার সহস্র বৎসরের পূর্তি উৎসবও যাপিত হয়েছে মহা-সমারোহে। তাবোর আর এক আকর্ষণ তার মানুষজন—নাচ-গান প্রিয়, সংস্কৃতিমনা; সহজ-সরল-অতিথিপরায়ণ। সাবো, বুচেন ও ছাম এদের প্রিয় নাচ। থাকারও ব্যবস্থা মেলে PWD-র *Rest House, Highland GH, Mount Kailash GH* ও সাধারণ হোটেলে তাবোয়।

উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে সিমলা জেলা, পুবে উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল—বয়ে চলেছে স্পিতি নদী। গিয়ে মিলেছে ৪০ কিমি দূরের কারছামে বসপা নদীতে। এদেরই মাঝে হিমালয় ও জাস্কর পর্বতমালার কোলে কিন্নরদেশ। শিব ঠাকুরের আসনদেশ (শীতাবাস) ৬০৫০ মি উঁচু কিন্নর

কৈলাসও সুন্দর দৃশ্যমান। হাত বাড়ালে পরশও মেলে কল্পা থেকে কিন্নর কৈলাসের। কিন্নর কৈলাসের ১৮০০০ ফুট উচ্চে তুষার মুক্ত ৬৫ ফুট উচু এক পাহাড় খণ্ড শিবলিঙ্গ বলে প্রতিভাত হয়। দিনভর চুড়ো থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যচ্ছটায় রঙবেরঙের প্রতিফলন সত্যই নয়নাভিরাম। চলতে-ফিরতে নয়নলোভন এ দৃশ্য অতুলনীয়। ভারত আর তিব্বতের মেলবন্ধনও ঘটেছে এই কিন্নরদেশে।

সাংলা থেকে ২৬ কিমি দূরে ৩৪৫০ মি উঁচুতে ভারত-তিব্বত সীমান্তে শেষ জনবসতি **ছিৎকুল**। এপারে ভারত ওপারে তিব্বত অর্থাৎ চীন। কিন্নর কৈলাসের পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নয়নলোভন সবুজে মোড়া ছিৎকুল মালভূমির শান্ত-সমাহিত-মোহময় রূপ পাগলপারা করে তোলে প্রকৃতি প্রেমিকদের। বিচিত্র বর্ণের প্রিমূলা আর পপির সমারোহ। দেখে মনে হয় শিল্পীর ইজেলে আঁকা বাঙ্ময় চিত্রকলা। থাকারও ব্যবস্থা মেলে PWD-র *IB*তে।

কল্পার দক্ষিণে গহীন বন গহন অরণ্য। নাম-না-জানা বিচিত্র সব পাহাড়ী পাখিরা গান শুনিয়ে যায় অবিরাম। অবাধে খেলে চলে বন্য হরিণের পাল। মাঝে মাঝে তিব্বত থেকে নেমে আসে ধূসর রঙের ভালুকেরা। পাহাড়ী এলাকা —আপেলের জন্য খ্যাত। সোনালি আপেলও হচ্ছে কিন্নরে। তেমনই হচ্ছে আপেল থেকে *মল্টি*, আঙুর থেকে *বেহমি*ও *চুলি*অর্থাৎ কিন্নরী সুরা, এদের প্রিয় পানীয়। আর হচ্ছে চাষবাস—কমলা, আঙুর, আখরোট, আলমণ্ড, এপ্রিকট, *চিলগোজা*, বাদাম ছাড়াও নানান কিছু।

আরও বিচিত্র এদের সমাজজীবন। আগস্টে *ফুলেখ* এদের প্রিয় উৎসব। ঝলমলে বেশভূষার সাথে উৎসবানুষ্ঠানে ১০ কেজি পর্যন্ত সোনা-রুপোর অলঙ্কার পরে দ্রৌপদীর দেশের কিন্নরীরা। নাচ আর গান কিন্নর দেশের আকাশে-বাতাসে। নেচে বেড়ায় কিন্নরীরা পথে পথে—সঙ্গে গেয়ে চলে গান। বাঁশি বাজায় সাথী। সাথী বদল করে নাচের, নাচের সাথী হয় জীবনসাথী। সাথী বদলে কোনো বিধিনিষেধ নেই এদের, নেই কোনো শরম তাদের। এদের বিবাহের সামাজিক প্রথাটিও বৈচিত্র্যে ভরা। এক সতীর একাধিক পতী অর্থাৎ *দ্রৌপদী প্রথা* এখন লোপ পেতে বসলেও রাক্ষস *(খিচাঁ-তানির শাদি)* বিবাহ প্রথার প্রচলন রয়েছে আজও। নভেম্বরের *ফুলাইচ* উৎসবে ছেলেদের মেয়ে পছন্দ হতে জোর করে ঘরে আনলেও মেয়ের আচরণে সম্মতি প্রকাশের সুযোগ মেলে। অসম্মতিতে মেয়ে ফেরে বাপের ঘরে। আর সম্মতিতে মেয়ের বাপকে খরচ-খরচার অর্থ জোগায় ছেলে। কিন্নরীদের হাতের কাজেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে—প্রসিদ্ধি আছে কিন্নরের শালেরও। তেমনই সাক্ষরতার স্বাদ পেয়েছে কিন্নরবাসী। ৩৬.৮৪ শতাংশে সাক্ষরের হার কিন্নর জেলায়। জনশ্রুতি—সাংলা, রকছাম ও ছিৎকুল থেকে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে। ঘর-সংসার, ক্ষেত-খামারের কাজে মেয়েরাও যথেষ্ট পরিশ্রমী। আর পুরুষেরা কিছুটা নেশাপ্রিয়, অলস আর শ্রমবিমুখও বটে। কল্পাকে ঘিরে ছোট ছোট গ্রাম, ৩ কিমি দূরে বোধি।

Shimla to Ship-ki-La Road Route			
0 Km		Shimla	6810'
14	,,	Kufri	8050'
64	,,	Narkanda	8860'
116	,,	Rampur-Busayar	3860'
129	,,	Gaora	6518'
147	,,	Sarahan	6713'
161	,,	Choura	6600'
169	,,	Tarandah	....
185	,,	Nachar	7125'
190	,,	Wangpu	5361'
198	,,	Tapri	4900'
204	,,	Urni	7900'
206	,,	Kilba	....
219	,,	Rogi	9361'
224	,,	Kalpa	9238'
235	,,	Pangi	8950'
246	,,	Rarang (Morang)	7810'
		To Chitkul 80 km	....
		,, Sangla 104 km	11384'
		,, Tapri 130 km	8200'
350	,,	Ship-ki-La	10600'

কল্পাতে আছে HPTDC-র *H Kinner Kailash*, Kalpa, DAB ৫০০ চার বেডের স্যুইট ৫০০; *C H* ও PWD *IB*, অবু: EE, PWD, Kalpa-172108; বাস স্ট্যান্ড থেকে ২ কিমি দূরে *চিনি ফরেস্ট বাংলো*। কিন্নর কৈলাসও সুন্দর দৃশ্যমান বাংলো থেকে। বাংলোর বুকিং: DFO, Kalpa ; *Standard Attang GH, Ganga G H, Abtron G H* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেলও হয়েছে কল্পায়। আর আছে *লাক্সারি তাঁবু* কল্পায়। তাঁবুর বুকিং: Allways Marketing & Trading, 17/46 WEA, Karol Bagh, N D. প্যাকেজ ট্যুরেও যাচ্ছে দিল্লী থেকে এরা।

পরদিন বাসেই চলুন কুহু। কুহুতেও PWD-র *IB* আছে। কুহু থেকে আরও ১৭ কিমি গিয়ে সামধো। পথ চলে এগিয়ে আরও উত্তরে তিব্বত সীমান্তে। চলাও যেতে পারে ১১ কিমি দূরের ৮৯৫০ ফুট উঁচু পাংগি। সমৃদ্ধ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিন্নর কৈলাস আরও সুন্দর দৃশ্যমান পাংগি থেকে। PWD-র *IB*-ও আছে পাংগিতে। পাংগি থেকে আরও ১১ কিমি উত্তরে ৭৮১০ ফুট উচ্চে রারাং। তিব্বত ও কিন্নরের বাণিজ্যকেন্দ্রও এই রারাং। ১০৪ কিমি দূরের সাংলা-র পথ গিয়েছে এই রারাং থেকে। বাসও চলে এপথে। PWD-র *IB, FRH*-ও আছে রারাং-এ। রারাং ছাড়িয়ে আরও যেতে জাঙ্গী ১১ কিমি, লিপি ২১, কানাম ৩১, শিপকী ৪৭, পু ৭২, নামগিয়া ৮৮, টাসিগাঙ্গ ৯৪, শিপ-কি-লা ১০৪ কিমিও বেড়িয়ে নেওয়া চলে নিজস্ব ব্যবস্থায় জিপ করে। চলার পথে ২টি বৌদ্ধ গুম্ফাও দেখে নেওয়া চলে পু-তে। তান্ত্রিক বৌদ্ধযান প্রভাব পু-র জনমানসে। আর পু থেকে ৩২ কিমি দূরে শিপ-কি-লা অর্থাৎ গিরিপথের এ-পাশে ভারত অপরপাশে তিব্বত তথা চীন। তাই পদে পদে নানান বাধা, আর বিপত্তিও যেন ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনতুন।

তেমনই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীরা তুষারাকীর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল যথেষ্ট কষ্টকর কিন্নর-কৈলাস শিখরটিও পরিক্রমা করে নিতে পারেন কল্পা থেকে দিনে দিনে ট্রেক করে। তবে, অজানা বিপদ এপথে পদে পদে। ১৬০০০ ফুট উঁচুতে গ্লেসিয়ারও পেরুতে হয়। ধাপে-ধাপে *ক্রিভাস* (Crevasse) অর্থাৎ পদে পদে মৃত্যুফাঁদ পাতা বরফের ফাটল। তেমনই এপথে হিম-শীতল কনকনে বাতাস। তাপাঙ্ক ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকেও ১০—১৫° সেন্টিগ্রেড নিচে দিনভর। সবশেষে গাইড একান্তই দরকার এপথে চলতে। তাই রারাং থেকেই কল্পা, টাপরী হয়ে সিমলা ফেরা উচিত হবে সাধারণ ভ্রমণার্থীদের।

কুলু উপত্যকা

কাশ্মীর ভারতের ভূ-স্বর্গ, চাম্বা হল *ভ্যালি অব মিল্ক অ্যান্ড হানি* আর কুলু হচ্ছে *ভ্যালি অব গডস*। অতীতকালে দেবতা-দের আনাগোনাও ছিল আজকের কুলু অর্থাৎ সেকালের *কুলুত* উপত্যকায়। রামায়ণ, মহাভারতেও *কুলন্ত-পীঠ* অর্থাৎ বসতির প্রান্তভূমি নামে উল্লেখ মেলে কুলুর। বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, জমদগ্নি, পরাশর, ভৃগু, মনু, ঘোষা ছাড়াও নানান মুনি-ঋষির বাসও ছিল কুলুতে। পাহাড়-পর্বতে ঘেরা, পাইন আর দেবদারুতে ছাওয়া ৭৬০ থেকে ৩৯১৫মি উঁচু কুলু উপ-ত্যকা। ১২×৩ কিমি ব্যাপ্ত কুলু জুড়ে বয়ে চলেছে শতদ্রু, বিয়াস, সেহু, তীর্থন, পার্বতী, সরোবরী, চন্দ্রা, ভাগা সব পাহাড়ী নদী। বিপাশার পাড় ধরে মাণ্ডী থেকে রোটাং জুড়ে উপত্যকা ব্যাপ্ত। আর পীরপাঞ্জাল ও ধৌলাধার পর্বতমালা সমান্তরালভাবে কুলুতে দেওয়াল গড়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় আপেলের জন্ম ছোট্ট সুন্দর এই কুলু ভ্যালিতে। রক্তিম আভার আপেলের সাথে সোনালী আপেল ফলে কুলুতে। বিভিন্ন ঋতুতে কুলু ভ্যালি তার সাজ বদল করে আকর্ষণ বাড়ায় প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রমণার্থী-দের। ছুটে চলেন হাজার হাজার ভ্রমণার্থী ঘর ছেড়ে স্বর্গের দেবতাদের ভ্যালি কুলুতে। বসন্তকালে কুলু ভ্যালিকে থরে থরে সাজিয়ে তোলার ভার পড়ে খুবানী, আপেল, নাশপাতি আর চেরীর উপর। গ্রীষ্মে ডাক পড়ে রক্তিম আভার রডো-ডেনড্রন ফুলের আর শরতে চাষীভায়েরা উপত্যকাকে সাজিয়ে তোলে ধান-গম-যবের সোনালী আভায়। তারই পিছে শ্বেতশুভ্র কিরীট পরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নানান গিরিশিখর। খুবই মনোরম ঋতুবদলের এই রঙ বদল কুলু উপত্যকার। এখানকার প্রকৃতিও রূপে রসে মদির, রামধনুর থেকেও বর্ণময়।

একান্তই কুলু-স্বকীয়তায় তৈরি টুপি মাথায় পরে পুরুষেরা, অঙ্গে পাট্টু। আর মেয়েরা পরে ঘরে তৈরি উলের হাঁটু-খোলা ঝলমলে জামা; সঙ্গে রুপোর নানান আভরণ। কুলু শালেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি পর্যটক মহলে। ভুন্টারমুখী ৮ কিমি দূরে সামসি-তে শাল তৈরি দেখা ও কেনা যেতে পারে। সঙ্গীও কল্লা যেতে পারে কুলুর শাল ও টুপি ভ্রমণের স্মারক-রূপে। ছাং (চালে তৈরি বিয়ার) এদের প্রিয় পানীয়।

তিব্বত চীনের দখলে যেতে তিব্বতীয় উদ্বাস্তুরাও আশ্রয় নিয়েছে কুলু ভ্যালিতে। বেনিয়ার জাত এরা। দোকানপাট সাজিয়ে বসেছে কুলু ভ্যালি তথা মানালীতে এরা। আর রয়েছে গদ্দীদের বাস—ভেড়া/ছাগল চরানো যাদের পেশা; সারা গ্রীষ্মে ভেড়া ও ছাগল নিয়ে চরিয়ে বেড়ায় উঁচু পাহাড়ে। নেমে আসে শীতে উঁচু থেকে নিচে অর্থাৎ কুলু ভ্যালিতে।

অতীতের স্বাধীন রাজ্য কুলু ভারতভুক্তির পর জেলায় রূপ পেয়েছে। সদর দপ্তর বসেছে বিপাশার পশ্চিম পাড়ে ১২১৯ মি উঁচু কুলুতে। পর্যটকদের কাছে কুলুর থেকেও মানালী আকর্ষণীয় হলেও মেলা বসে দশেরার—কুলুর প্রাণ দেওদার গাছের ছায়ায় ঢালপুর ময়দানে। তবে, বৈচিত্র্য আছে কুলুর দশেরায়। রাবণ পোড়ে না—বিজয়া দশমী অর্থাৎ দশেরাতে (অক্টোবর) নেমে আসে দূরের বহুদূরের পাহাড়ী গাঁ থেকে গ্রামবাসীরা তাদের জাতীয় সাজে সজ্জিত হয়ে। বিচিত্র সব বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে আসে এরা। প্রত্যেকটি মিছিলের পুরোগামী হয়ে আসেন রথে চড়ে তাদের উপাস্য দেবতা। মানালী থেকে হিড়িম্বা দেবীও আসেন রথে চেপে উৎসবে। আসা-যাওয়া দুই-ই ঘটে সব দেবতার আগে দেবী হিড়িম্বার। আসেন দেবতা জমলুও মালানা থেকে। তবে, মেলায় নয়—ঠাঁই মেলে জমলুর নদীর অপরপারে ঢালপুর ময়দানে। শোনা যায়, কখনো কখনো এই দেবতার সংখ্যা গিয়ে পৌঁছায় ৬০০-এ। ক্ষণে ক্ষণে পরিক্রমায় বেরোন দেবতারা। পুণ্যার্থীরা রশি টানে দেবরথের। রঘুনাথ এদের মধ্যে কুলীনশ্রেষ্ঠ। মন্দিরও রয়েছে ১ কিমি দূরে শর্বরী ঝরনা পেরিয়ে রঘুনাথজীর। ১৭ শতকে কুলুরাজ জগৎ সিং দেবতা রঘুনাথজীর মূর্তি আনেন অযোধ্যা থেকে। মন্দিরটিও রাজার তৈরি। বিকেল পাঁচটায় মন্দির খোলে।

দেবতারাও অবস্থান করেন মেলাপ্রাঙ্গণে। অবস্থান করে ভক্তের দল দেবতাকে ঘিরে। যেমন সহজ-সরল এদের সমাজ জীবন, ঠিক তেমনই অন্ধবিশ্বাস রয়েছে দেব-দ্বিজে। পেশ করে অভাব-অভিযোগ দেবতার কাছে ভক্তের দল। দেবাসন ছুঁয়ে পুরোহিত মুখ্য ভূমিকা নেয় দেব-বিধানের। মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মোরগ, মাছ ও কাঁকড়া বলি হয় দেব উদ্দেশে। শেষদিন মূর্তিতে নয়—প্রতীকরূপী ঘাসের স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে রাবণ পোড়ে অর্থাৎ দুষ্টের দমন ঘটে নদী-কিনারে। আর বসে দেবতা দরবার শেষের সেদিন মেলাপ্রাঙ্গণে।

১৬ শতকে রাজা জগৎ সিংহের হাতে দশেরা উৎসব শুরু হয়ে মেলা বসে আজও। বিজয়া দশমীতে শুরু হয়ে চলে ১০ দিন। তাঁবু পড়ে, ঝলমলে সাজে সেজে ওঠে ঢাল-পুর ময়দান। বেচাকেনা চলে দিনরাত জুড়ে। নেমে আসেন রাজামশায় কুলু উপত্যকার। মিছিলে অংশ নেন তিনিও। নেচে ওঠে সারা কুলু ভ্যালি—নাচ-গান-বাজনায় মেতে ওঠে মেলাপ্রাঙ্গণ। *কুলু নাটি* অর্থাৎ লোকনৃত্যের আসর বসে। শিল্পীরা আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে। হিমাচলের [illegible]

কুলুর টুইড, শাল ও টুপি মেলার আর এক আকর্ষণ। সারা বিশ্ব জুড়ে দশেরা মেলার প্রশস্তি লোক মুখে মুখে আজ।

৪.৮ কিমি ট্রেক করে আখারা বাজার হয়ে চড়াই বেয়ে ১৬৬০ মি উঁচু ভেকস্নী গ্রামে জগন্নাথী মন্দিরও বেড়িয়ে ফেরা যায়। কুলু শহরও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। কুলু-মানালী পথে ৪ কিমি যেতে ছোট্ট গুহা মন্দিরে বৈষ্ণোদেবী অর্থাৎ মহাদেবী তীর্থও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। অতীতের রাজপ্রাসাদটি আজ জীর্ণ। পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চলুন কুলু শহরের বিপরীতে ৮ কিমি দূরে ২৪৬০ মি উঁচু পাহাড়চুড়োয় বিজলী বা বিজলেশ্বর মহাদেব অর্থাৎ শিব মন্দিরে। আকাশী বিজলী হানায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হন ২ মি উঁচু দেবতা। ছাতু আর মাখন দিয়ে পূজারী জোড়া দেন টুকরোগুলোকে নতুন করে। প্রতি বছরই ঘটে চলে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা। বিপাশা উপত্যকার মনোরম দৃশ্যও মন্দির থেকে দৃশ্যমান। পথ দুর্গম, নির্জনও বটে। পথ ভুলের সম্ভাবনাও পদে পদে, সঙ্গে গাইড নেওয়া ভাল। জিপও চলে ঘুরপথে (১৪ কিমি) মন্দিরে। শহরান্তে ত্রিলোকনাথের মন্দির, অপরপ্রান্তে পরশুরামের মন্দিরও বেড়িয়ে নেওয়া যায় পায়ে পায়ে।

কুলুর প্রাণ ঢালপুর ময়দানেই গড়ে উঠেছে ট্যুরিস্ট অফিস, ট্যুরিস্ট বাংলো, বাসস্ট্যান্ড, হোটেল, সরকারি অফিস অর্থাৎ কুলু শহর। তবে, মূল বাস স্ট্যান্ড ১ কিমি উত্তরে ঢালপুর থেকে। কুলুতে ঢোকার পথে ১১ কিমি আগেই ডানহাতে কলকাতার ইন্দিরা গান্ধী সরণীর (রেড রোড) মতো এক চিলতে রানওয়ে। প্রাইভেট ও বায়ুদূতের বিমান ওঠানামা করে এপ্রিল থেকে জুন আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।

স্বাধীনোত্তর কালে পথঘাট গড়ে গাড়ি চলতে শুরু করে উপত্যকায়। আর আজ দিনরাত জুড়ে ডিলাক্স বাস চলছে উপত্যকার নানান দিকে। বাস আসছে ভোর ৫-০০, ৭-০০ ও ১৯-০০টায় সিমলা ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় ২২০ কিমি দূরের কুলু ; বাস আসছে ১২ ঘণ্টায় ২৭৮ কিমি দূরের পাঠানকোট থেকে ৫-০০, ৭-০০, ৯-০০টায় ; কুলু হয়ে যাচ্ছে মানালী। বাস আসছে ১২ ঘণ্টায় চণ্ডীগড় ২৭০, ১৫ ঘণ্টায় দিল্লী ৫১২, আম্বালা ৩৩০, ধরমশালা ১৭০ কিমি ছাড়াও হরিদ্বার, দেরাদুন, ডালহৌসি, উদয়পুর, কেলং, যোগীন্দরনগর, মাণ্ডী, মানালী থেকেও কুলুর।

সরাসরি যাত্রায় কলকাতার যাত্রীরা কালকা মেলে ৩-৪০এ চণ্ডীগড় বা হিমগিরি এক্সে ৫-৩২এ আম্বালায় পৌঁছে বাস/ট্যাক্সিতে কুলু/মানালী পৌঁছে যান। হাওড়া-অমৃতসর মেল ৪-১৫, হাওড়া-অমৃতসর এক্স ৩-২০, শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্স ২২-৫৫য় আম্বালা হয়ে যাচ্ছে। এপথে কলকাতার দূরত্ব ২০০৪ কিমি। ৭০ কিমি দূরের মাণ্ডী হয়ে পথ গিয়েছে। মাণ্ডী পেরুতেই পথ ওঠে পাহাড় বেয়ে। সংকীর্ণ পথ—গভীর খাদ, বিপাশা বয়ে চলেছে ৩০০ মি নিচু দিয়ে। হিমগিরি ও জম্মু তাওয়াই এক্সের যাত্রীরা যথাক্রমে ১০-৩০এ চাক্কী ব্যাঙ্ক, ৫-০৫এ পাঠানকোট পৌঁছেও সরাসরি বাসে বা পাঠানকোট থেকে ২-১৫, ১১-১৫য় ন্যারোগেজ রেলে যথাক্রমে ১১-২৫/১৯-২৫এ ২৪৬ কিমি দূরের যোগীন্দরনগর গিয়েও বাস/ট্যাক্সিতে চলা যেতে পারে আরও ১৫ কিমি ... কুলু হয়ে মানালী। ... রেল যাচ্ছে দিল্লী, চেন্নাই, মুম্বাই তথা ভারতের দিগ্বিদিকের সংযোগকারী তিন রেল স্টেশন চণ্ডীগড়, আম্বালা ও পাঠানকোট থেকে (সিমলা অংশের যানবাহন দেখুন)।

আর দিল্লী থেকে 1 3 5 7 দিন Douglas Air আসছে সিমলায়। চণ্ডীগড় আসছে দিল্লী থেকে প্রতিদিন বোয়িং, 2 4 6 দিন এয়ার বাস, 2 4 6 দিন Lockheed Tristar, কুলু যাচ্ছে চণ্ডীগড় থেকে প্রতিদিন বোয়িং, 1 3 5 দিন Lockheed Tristar. তবে, যাত্রীর থেকে কুলু ভ্যালির ফল বেশি পাড়ি জমায় এই বিমানে চড়ে দিল্লী ও চণ্ডীগড়ে। আর প্রাইভেট বিমান Jagson Air Lines সার্ভিস গড়েছে রবি ছাড়া প্রতিদিন দিল্লী-কুলু-দিল্লীর। কুলু ও মানালীতে Ambassador Travels-এও টিকিট মেলে জগসনের। Archana Airways-ও দৈনিক সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-কুলু-দিল্লীর মাঝে। Archana Airways Ltd—Delhi ✆ 6842001, Kullu ✆ 65675. Trans Bharat দিল্লী-চণ্ডীগড়-কুলু যাচ্ছে 1 4 6 দিন। কুলু থেকে ২ ঘণ্টায় ৪০ কিমি দূরের মানালী যাচ্ছে নানান বাস দিন-রাত্রি জুড়ে। ট্যাক্সিও যাচ্ছে কুলু থেকে মানালী ৪৫০ টাকায়।

ঢালপুর ময়দানকে ঘিরে Kullu-175101, STD 01902 এ—HPTDC-র *H Sarvari*, ✆ 22471, DAB ৪০০, ৪৫০, চার বেডের ঘর ৫০০, ডর্মি ৫০; শহরান্তে শাস্ত্রীনগরে এদেরই *Silvermoon*, ✆ 22488, DAB ৬৫০, ৮৫০; HPTDC-র *Tourist Hut*, Kasol, D ২০০; *Adventure Resort*, Raison, ✆ (01902) 83516, D ৬০০, অবু: Tourism Development Officer, ✆ 22349, Tourist Information Office, Kullu-1. বা Span, ✆ 2801209.

আখারা বাজার বাসস্ট্যান্ডে—*Central H*, D ২২৫-৩০০, T ২৭৫; *Kailash H*, D ২০০-২৭৫; *Municipal RH; H Surya*, D ২৫০-৪৫০; *Kullu Valley L, Alankar GH, Kangra H*, S ১২৫, D ২০০।

ঢালপুর ময়দানের পাশে—*H Rohtang*, ✆ 22303, D ২৫০-৪০০; ট্যুরিস্ট অফিসের পিছে *Bijleshwar View GH*, D ২০০-৩২৫; *H Daulat*, DAB ২৫০-৩২৫, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; নদীমুখী *Saba GH*, DAB ১৫০-২৭৫; *Fancy GH*, D ২০০; *H Ramneek*, DAB ৩০০-৪৫০, চার বেডের স্যুইট ৪৫০, ডর্মি ৫০, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/Linkage ✆ 2465171; *H Shangrila International*, D ২৭৫-৪৫০; *Empire H*, SAB ১২৫-১৭৫, DAB ২০০-৩২৫; *Naveen GH*, D ২০০; *Himalaya GH*, Bhuntar, D ২৫০; *H Amit*, Bhuntar, D ৪০০, ৫২৫, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Sunbeam H*, Bhuntar, D ৪৫০; *Empire*, ✆ 2559, D ২২৫-৩৫০; *H Baishali*, Gandhi Nagar, ✆ 4225, D ৬৫০, স্যুইট ৮৫০; *Chinar, Classic, River Retreat, Kaondal GH, Mani, Amar, Divine, Garden, Arya Samaj Mandir, Gurudwara Saheb* ছাড়াও হোটেল আছে আরও নানান রাজপথ ধরে ২ কিমি জুড়ে কুলুতে। এদের কাছে ডাবল বেডের ঘর মেলে ১৫০-২৫০ টাকায়। বিপাশামুখী *Aadikya GH*, DAB ৩৫০-৫৫০; *H Blue Diamond*, D ৪৫০-৬০০; *Aroma Classic*, D ৪৫০-৬৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209/Linkage ✆ 2465171; *H Vikrant*, ✆ 22756, D ১৭৫-২৫০; *Greenwood GH*, Shastrinagar, ✆ 23035,

SRINAGAR
0 Kms 1
To Harwan
Shalimar Gardens
Nasim Gardens
Nasim Bagh
Hazratbal
DAL LAKE
Pack Track
Nehru Memorial Park
Cheshma Shahi
Raj Bhavan
Pari Mahal
Oberoi Palace Hotel

D ৩০০-৪২৫; *Fancy GH*, D ২০০-৩২৫; *Sidhartha*, DAB ৪০০, ৫০০, ৬৫০, স্যুইট ৭৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Shobha*, DAB ৫৫০, ৭৭০, ৯৩৫, কল বুকিং: Span ✆ 2801209/Diamond ✆ 276714

আর খাবার হোটেলও নানান কুলুতে। বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে ট্যুরিস্ট অফিস লাগোয়া HPTDC-র *Monal Cafe* বা অদূরে নিচুতে *Prem Dhaba*, বাস স্ট্যান্ডে তিব্বতীয় আহার্যে *Gaki Restaurant*, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে *Marigold Restaurant* ভালই।

বাজায়ুরা

মাণ্ডী থেকে কুলুর পথে, কুলুর ১৫ কিমি আগেই বাসপথ থেকে কিছুটা গিয়ে বিপাশার তীরে বাজায়ুরায় ৮ শতকের মন্দির বশেশ্বর মহাদেবের। গণেশ, বিষ্ণু, অসুরমর্দিনী দুর্গাও রূপ পেয়েছেন দেওয়ালে। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি। ওড়িশি শৈলীতে তৈরি মন্দিরের ভাস্কর্য ও কার্ভিং-এর কাজ সুন্দর। তবে ১৭৬৯-৭০এ কাংড়ার রাজার হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মন্দির। কুলু আসার পথে মাণ্ডী পেরুতেই কন্ডাকটরকে বলে মন্দির দর্শন করে নেওয়া যায়। আবার একটা বাস ছেড়ে পরের বাসেও চলা যেতে পারে কুলু বা মানালী। ফলের খেতির জন্যও বাজায়ুরা খ্যাত। PWD *RH*-এ থাকার ব্যবস্থা মেলে। অবু: Tourist Office, Kullu

মণিকরণ

কুলু থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস। ২½ ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে ভুন্টার-জারি-কাসোল হয়ে ৪৪ কিমি দূরের মণিকরণ। পার্বতী উপত্যকায় পার্বতী নদীর তীরে ১৯০০ মি উঁচুতে মণিকরণ। কুলু-মাণ্ডী সড়কের ভুন্টারে NH 21 ছেড়ে সেতু পেরিয়ে পার্বতী উপত্যকায় খরস্রোতা পার্বতী নদীর বুকে ভর দিয়ে চলেছে। বিয়াস ও পার্বতী নদীর মিলনও ঘটেছে ভুন্টারে। সারাপথের নয়নলোভন নৈসর্গিক শোভা মুগ্ধ করে যাত্রীদের। ৪ কিমি আগেই পার্বতী নদীর পাড়ে কাসোল-এর প্রকৃতিও সুন্দর। কাসোলেও HPTDC-র *Tourist Hut* DAB ২০০ মেলে। পথেই পড়ে পাইনে ছাওয়া পাহাড় টঙে আর এক সুন্দর জারি গ্রাম। দোকানপাট মেলে। পথের আকর্ষণে মানালী ভ্রমণে মণিকরণ বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। ৮৪ কিমি দূরের মানালী থেকে কনডাক্টেড ট্যুরে HPTDC-র মিনিবাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ৩০ টাকায় সার্ভিস বাসও যাচ্ছে মানালী থেকে। ট্যাক্সিতেও চলা যেতে পারে মানালী বা কুলু থেকে মণিকরণে।

পশ্চিমে বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তরে হরেন্দ্রপর্বত, পুবে ব্রহ্মনালা, দক্ষিণে পার্বতীগঙ্গা—এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে মণিকরণ তীর্থ। মূল জনপদ পার্বতীগঙ্গার উত্তর তীরে আর দক্ষিণে বাস স্ট্যান্ড—সেতুতে পারাপার। সাক্ষাৎ ব্রহ্মার স্বরূপ এই মণিকরণ। পুরাণে মেলে স্বর্গের দেব-দেবীদের বিহার স্থল কুলিন্ত পীঠ অর্থাৎ মণিকরণে। মণিকরণকে ঘিরে একটি পৌরাণিক আখ্যানও আছে। শিব আর পার্বতী বেড়াতে বেড়িয়ে হঠাৎ পার্বতীর কানের মণিকুণ্ডল যায় পড়ে। শেষনাগ সেটি নিয়ে পালিয়ে যায় পাতালে। ফিরে পাবার আশায় শিব তপস্যায় বসেন—কঠিন তপস্যা। কেঁপে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড। শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে জন্ম নায়নাদেবী পাতালে যান মণির খোঁজে। পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে শেষনাগ মণি নিয়ে। সঙ্গে আরও নানান—শিবকে তুষ্ট করতে। ওঠে জল, হয় প্রস্রবণ। কলিযুগের প্রতি ঈর্ষান্বিত নির্লোভ শিব নিজেরটি রেখে বাকি মণিগুলিকে পাথর করে চাপা দেন প্রস্রবণ—এরই নাম মণিকরণ। জল যথেষ্ট গরম, জলে সালফার আছে; বিশ্বের সবচেয়ে গরম জলের প্রস্রবণও এই মণিকরণে। স্নানেরও ব্যবস্থা আছে পুরুষ ও মহিলাদের। কুণ্ডের পাড়ে মূল মন্দিরে দেবতা—শিব ও পার্বতী।

আরও পরে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে গুরু নানক আসেন—আবিষ্কার করেন পাথর সরিয়ে প্রস্রবণ নতুন করে। সেই স্মৃতিতে গুরুদ্বারা হয়েছে মন্দির লাগোয়া।

থাকার ও আহার্য মেলে *গুরুদ্বারায়।* আর হয়েছে পার্বতী নদীর পাড়ে HPTDC-র *H Parvati*, ✆ (01902) 73735, DAB ৩৫০, খাবারের ব্যবস্থাসহ মণিকরণে। আর আছে *Padha Family House* ছাড়াও নানান। প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায়। ক্ষীরের স্বাদ নিতে পাবেন রেস্তোরাঁয়। আর মেলে মধু মণিকরণের দোকানপাটে। এছাড়া আছে বিষ্ণু, রঘুনন্দন ও রাম মন্দির মণিকরণে। ২৬ কিমি দূরে ৩৫০০ মি উঁচুতে ক্ষীরগঙ্গা, পিন পার্বতী ও পুলগা গিরিপথের হাঁটাপথও গিয়েছে মণিকরণ থেকে।
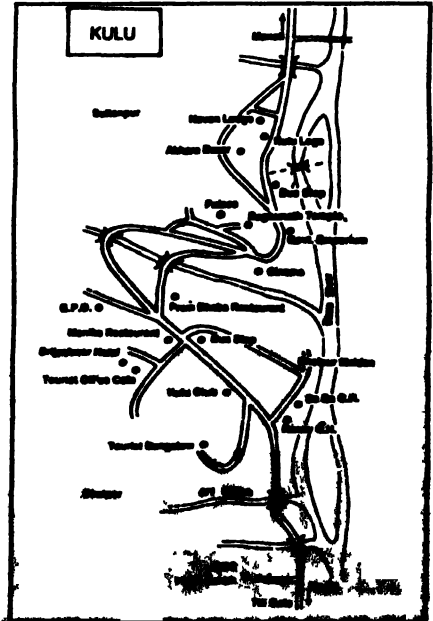
মানালী

কুলু ভ্যালির অন্যতম দর্শনীয় শহর মানালী। মহাপ্রলয়ের পর দিব্য তরণীতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন আদি পিতা মনু এই মানালীতে। বাসও ছিল মানবস্রষ্টা মনুর অর্থাৎ মনুর আলয়, কালে কালে মানালী। মানব জন্মের শুরুও সেই থেকে বিপাশার তীরে মানালীতে। নামও ছিল সেকালে মানালসু। কুলু থেকে দূরত্ব ৪০ কিমি, উচ্চতা ১৯২৮ মি। কুলু ভ্যালিরও শেষ এই মানালীতে। পাইন আর দেবদারুতে ছাওয়া, তুষার-মৌলী পাহাড়ে ঘেরা শান্ত সুনিবিড় পাহাড়ী শহর মানালী। সবুজের সমারোহ বেশি মানালীতে। মানালী শহরের নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে বিপাশা আর অপরদিকে মানালসু নদী। শতবর্ষ আগে ব্রিটিশের হাতে আপেলের প্রথম আবাদ হলেও মানালীর আপেল আজ বিশ্বখ্যাত। রক্তিম আভার সাথে সোনালী রঙের সুস্বাদু আপেল ফলে মানালীতে। এছাড়া পিচ, চেরীও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে গাছ থেকে আপেল পড়ে পড়ে, জমে জমে পাহাড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মাথা তোলে আপেল খেতে। গাছ থেকে পড়ে যাওয়া আপেল নেয় না গাছের মালিক। ঠিক তেমনই গাঁজাও হচ্ছে যত্রতত্র মানালীতে আজ। পুলিসি সতর্কতাও চোখে পড়ে চলতে-ফিরতে। হোটেলে হোটেলেও হানা দেয় গাঁজার সন্ধানে পুলিস। যাত্রীদের উচিত হবে গাঁজা কেনা-বেচা-সেবন থেকে বিরত থাকা।

পূর্ণিমার রাতে বিপাশার পার ধরে এগিয়ে চলুন—দেখবেন চাঁদের আলোয় পুরো মানালী শহর অভিসারিকার সাজে সেজে উঠেছে। অতীব নয়নাভিরাম এ দৃশ্য। মানালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও সারা বিশ্বে আজ তুলনাহীনা। তাই কুলু ভ্যালির ভ্রমণার্থীরা ছুটে আসেন মানালীতে। মানালীকে ভর করে উপভোগ করেন পুরো উপত্যকার রূপ-রস-মধু। এমনকি পাণ্ডবরাও মানালীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বনবাসকালে এসেছিলেন মানালীতে। আপনিও মানালী থেকেই কুলু বেড়িয়ে নিন। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে মানালী আর কুলুর মাঝে।

তবে অতীতের নির্জনতা লোকারণ্যে লোপ পেয়েছে আজ। কাশ্মীর উপত্যকা অশান্ত হয়ে পড়ায় লাডাক যাত্রায় মানালীর গুরুত্ব অপরিসীম। মানালীর মূল জীবিকা আপেল খেতিতেও বাড়ি উঠছে আজ—গড়ে উঠছে হোটেল নিত্য-নতুন। পাইন বৃক্ষরাজিও আজ লুপ্ত শহর থেকে। পাখিরাও কাকলি শোনায় না সকাল-সাঁঝে। বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে বাজারের ঘিঞ্জি পরিবেশ, কলুষিত করেছে বিরক্তিকর নোংরার সাথে যান্ত্রিক শকটের যন্ত্র-নিনাদ। তেমনই বাজারও বসেছে বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে মডেলটাউনে। তিব্বত থেকে আসা দালাই লামার মিশনের তিব্বতীয়রা দেশী-বিদেশী নানান পণ্যের দোকান সাজিয়েছেন। হিপিরাও আস্তানা গেড়েছে মানালীর গ্রামে-গঞ্জে। শহরের মূল সড়ক Mall Rd-এ বাস ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। ট্যুরিস্ট অফিসটিও এই ম্যাল রোডে। পাশেই হিমাচল ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন থেকেও ভ্যালী দর্শনে গাড়ি মেলে ভাড়ায়। নানান হোটেল-রেস্তোরাঁ-দোকানপাটও গড়ে উঠেছে ম্যাল রোডকে ভর করে।

মহাভারতে মেলে হিড়িম্ব রাক্ষসকে মেরে হিড়িম্বাকে বিয়ে করে ভীম। ভীমের পত্নী হিড়িম্বা রাক্ষসী হলেও মানালীতে তিনি দেবী। রিসেপশন সেন্টারের সামনে দিয়ে সার্কিট হাউসের বিপরীতে মানালসু হোটেল ডাইনে রেখে পায়ে হাঁটা পথে শহর থেকে ১½ কিমি দূরে ঢুংরি পাহাড়ে দেবদারুতে ছাওয়া হিড়িম্বা মন্দির। গাড়িও যাচ্ছে বিপাশার তীর ধরে মন্দির-দ্বারে। ১৫৫৩য় মহারাজা বাহাদুর সিং-এর হাতে তৈরি, চার ধাপের প্যাগোডাধর্মী কাঠের মন্দির; ঢুংরি মন্দিরও বলে থাকে লোকে একে। কারুকার্যময় সামনের ফটকে নানান মূর্তি, মন্দিরের পাষাণবেদীতে দেবীর পায়ের ছাপ। মে মাসে উৎসব হয়। একটি করুণ আখ্যান আছে এই মন্দির ঘিরে। যে শিল্পী তৈরি করেন এই মন্দির তার ডান হাতখানি কেটে রাখেন মন্দির কমিটির লোকেরা। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় কোনো মন্দির যাতে না বানাতে পারেন শিল্পী। কিন্তু শিল্প থাকে রক্তে। তাই, শিল্পী বাম হাতেই দক্ষ হয়ে ওঠেন। ডাক পড়ে চাম্বা উপত্যকায়—মন্দির হয় ত্রিলোকনাথের। এই মন্দির যেন কথা বলে, হার মানে ঢুংরি। ভয় পায় ত্রিলোকনাথের লোকেরাও—যদি তৃতীয় মন্দির আরও ভাল করে ফেলেন শিল্পী। তাই, আর বাম হাত নয়, মাথাটাই কাটা গেল শিল্পীর ত্রিলোকনাথে।

গাড়ির পথে বিপাশা পেরুতেই আর এক দর্শনীয় মানালী ক্লাব হাউস। দেবদারুতে ছাওয়া সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে নানান ইনডোর গেমের ব্যবস্থা নিয়ে গড়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান হচ্ছে অডিটোরিয়ামে।৫ টাকার টিকিটে দেখে নেওয়া যায় অন্দর। শহরের আর এক আকর্ষণ তার মডেল টাউনে নবনির্মিত তিব্বতীয় মনাস্ট্রি। তিব্বতীয় ছবির সুন্দর সংগ্রহ আছে। তেমনই তিব্বতীয়দের হস্তজাত নানান সম্ভার কেনার সাথে তৈরি দেখতেও মেলে মনাস্ট্রিতে। মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটও বেড়িয়ে নেওয়া যায় পায়ে পায়ে। ট্যাক্সিও মেলে চুক্তিতে মানালী দর্শনে। রিসেপশন সেন্টারের পিছনে বিপাশা পেরিয়ে বাঁ-হাতি পথ গিয়েছে রোটাং-এর। ৩ কিমি যেতে বশিষ্ঠ বাথ বা আশ্রম তথা মন্দির। পুরাণ বলে, কল্মাষ-পাদ রাক্ষসের হাতে শত পুত্রের মৃত্যুর পর শোকার্ত পিতা প্রাণ বিসর্জনের জন্য পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন, মৃত্যু হয় না তাতে বশিষ্ঠের। তখন নিজেকে রজ্জু অর্থাৎ পাশবদ্ধ করে ঝাঁপ দেন নদীতে বশিষ্ঠ। নদীও তাকে পাশ অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত করে কূলে পৌঁছে দেয়। তাই বশিষ্ঠ নাম দেন নদীর বিপাশা। কালে কালে ব্যাস বা বিয়াস। প্রবাদ, বশিষ্ঠ মুনি তপস্যাও করেছিলেন এখানে। গরম জলের কুণ্ড আছে। কিংবদন্তী, লক্ষ্মণের ছোঁড়া তীরে কুণ্ডের জলের উৎস, জলে সালফার আছে। পাইপে জল এনে পুরুষ ও মহিলাদের স্নানের আধুনিক ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে তুর্কি ঢঙের HPTDC-র *হামামে*/৭—১৩-০০, ১৪—১৬-০০, ১৮—২০-০০টায় স্নানের জন্য খোলা। প্রতি ২০ মিনিটে (ব্যবহৃত জল সরিয়ে নতুন করে ভরা সহ) মাথাপিছু ১৫ Couple ৩০ হারে। এরই মাথার উপর ভৃগুতঙ্গ পর্বতে বশিষ্ঠ গ্রামে মূল লেক—যেখানে ভৃগুমুনি তপস্যা করেন। লেকের জলেও স্নান করা যায়। ঠিক তেমনই ৫ কিমি দূরে গোশাল গ্রামে গৌতম ঋষির বাস ছিল সেকালে। আবার মানালসু নদী পেরিয়ে পায়ে পায়ে অতীতের মানালী গ্রামটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। আজকের শহর গড়ার আগে মানালী ছিল শহর থেকে ২ কিমি দূরে পাহাড় চড়ে সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে। সত্যই সুন্দর মানালীর এই প্রকৃতি। *Dharma, Janata, Sanam, Bhrigu* ছাড়াও নানান রেস্ট হাউস হয়েছে কুণ্ডকে ঘিরে।

কনডাকটেড ট্যুর : এমনকি HPTDC মানালী থেকে মরসুমি পর্যটকদের কনডাকটেড ট্যুরে ভ্যালি দেখাবার ব্যবস্থাও রেখেছে। ৭০ কিমি পরিক্রমায় নগর যাচ্ছে ১০০, ১৮০ কিমি পরিক্রমায় মণিকরণ ১৫০, ১১০ কিমি পরিক্রমায় রোটাং পাস ১০০ টাকায়। নানানধর্মী গাড়িও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। ৫ যাত্রীর গাড়ি—নগর ৩৫০, মণিকরণ ৯৫০, রোটাং ৭৫০। আর রোটাং পাস অগম্য হলে বরফ দেখাতে স্নো পয়েন্ট-ও যাচ্ছে এদের গাড়ি। হিমাচল রোডওয়েজও ৪০ টাকায় স্নো পয়েন্ট দেখিয়ে আনে। হলিডে অ্যাডভেঞ্চার, আইবেক্স, হ্যারিসন ছাড়াও নানান ট্রাভেল এজেন্টও প্যাকেজ ট্যুরে ভ্যালি দর্শনে যাচ্ছে। আর মেলে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি—Tourist Office-এর কাছে-ম্যালে Taxi Operators Association-কে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বেড়াবার মরসুম এপ্রিল থেকে নভেম্বর হলেও মে-জুন আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস রমণীয়। তাপমান ১২ থেকে ২৫° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। আর শীতে তাপমান থাকে ০° সেন্টিগ্রেডে অহরহ। বরফও পড়ে শীতে শহর জুড়ে মানালীতে। এমনকি মার্চের শেষেও বরফ দেখতে মেলে মানালীর পথেঘাটে। জুন-সেপ্টেম্বরে সাধারণ উলেন চললেও অন্যান্য সময় ভারি উলেন দরকার মানালী ভ্রমণে।

কুলু থেকে আরও ৪০ কিমি গিয়ে মানালী। কুলুর প্রতিটা বাসই মানালী গিয়ে যাত্রায় বিরতি টানে। দূরান্ত থেকে কুলুর মতো এসে বাসে মানালী পৌঁছান। বিপাশার পশ্চিম পার ধরে পথ—পথও চলে বিপাশার কাঁধ বদলে—ডাইনে-বাঁয়ে। মুহুর্মুহু বাস—ঘণ্টা দুয়েকের পথ। পুবেও পথ গিয়েছে নগর হয়ে। বাসও চলে ২টি পুব ধরে নগর হয়ে মানালী। তবে সময়ে আধিক্য লাগে বাঁক খাওয়া পুবের পথে। কুলুর মতো মানালীর রেল সংযোগকারী স্টেশন—সিমলা ২৬০, যোগীন্দরনগর ১৩৫, পাঠানকোট ৩১৮, চণ্ডীগড় ৩১০, আম্বালা ক্যান্ট ৩৬৫ কিমি। বাস নিয়মিত সংযোগ গড়েছে প্রতিটি রেল স্টেশন থেকে মানালীর। বাস আসছে ৫১৮ কিমি দূরের দিল্লীর জনপথ থেকে HPTDC ও কাশ্মীরি গেট থেকে HRTC-র মানালীতে।

আর মানালী থেকে হিমাচল ট্যুরিজম ট্যুরিস্ট মরসুমে প্রতিদিন ৬-০০টায় ছেড়ে ২২-০০টায় দিল্লী যাচ্ছে ৬৫০ টাকায় A/c Video লাক্সারি কোচ, non A/c Video যাচ্ছে ৪৫০ টাকায় একই সময়ে; প্রতিদিন ৮-০০টায় ছেড়ে ১৭-০০টায় সিমলা যাচ্ছে ২২৫ টাকায়; ধরমশালা যাচ্ছে ২০০ টাকায়; চণ্ডীগড় যাচ্ছে ৮-০০টায় ছেড়ে ১০ ঘণ্টায় ২৫০ টাকায়। মানালী আসছে একই সময়ে একই-ভাবে দিল্লী/সিমলা/চণ্ডীগড়/ধরমশালা থেকে। আর রাত্রিকালীন সার্ভিসে ১৮-০০ টায় মানালী ছেড়ে দিল্লী যাচ্ছে পরদিন ১০-০০টায় ৪০০ টাকায়; ২০-৩০এ ছেড়ে সিমলা যাচ্ছে ৫-৩০টায় ২৫০ টাকায়; ধরমশালায় যাচ্ছে ২৫০ টাকায়; ফেরেও এরা নিয়মিত একই সময়ে একই ভাড়ায়। এমনকি সকাল ৯-০০টায় মানালী ছেড়ে রিওয়ালসর বেড়িয়ে ১৭-০০টায় ফেরে ১৮০ টাকায়।

আর HRTC-র সাধারণ বাস যাচ্ছে—দিল্লী ১৪-৩০, ১৭-৩০এ; সিমলা যাচ্ছে ১২ ঘণ্টায় ৫-৩০, ৬-৩০, ১৯-৩০এ; চণ্ডীগড় যাচ্ছে ১৪ ঘণ্টায় ৫-০০, ৫-৪০, ৬-১০, ৬-৪০, ৭-১৫-য়; পাঠানকোট যাচ্ছে ৪-৪০, ১৫-৩০-এ; হরিদ্বার ১০-০০টায়; দেরাদুন ১৮-০০টায় ; ধরমশালা যাচ্ছে ৬-০০টায়, কেলং যাচ্ছে ৫-১৫, ৬-০০, ৭-১৫, ৮-০০, ১০-০০, ১৪-০০টায়; উদয়পুর ৬-০০ ও ৭-০০টায় মানালী থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত। বুকিং: HRTC, Manali, ✆ 52323. গ্রীষ্মে বাস টিকিটের প্রচুর চাহিদা—তাই যথেষ্ট আগেভাগে অগ্রিম টিকিট কেটে যাত্রা সুনিশ্চিত করা উচিত হবে। আর কুলু ও মাণ্ডীতে যাচ্ছে নানান বাস দিন-রাত্তির জুড়ে মানালী থেকে। নিকটতম বিমানবন্দর কুলুর ভুন্টারে।

বাসকে ঘিরে হাঁটা দূরত্বে হোটেলের অবস্থান Manali-175131, STD-01902-এ। সংখ্যায় বিশতাধিক হবে। বছরের নানান সময়ে রেটে এদের তারতম্য ঘটে। মে-জুনে পিক সিজন, জুলাই-আগস্টের বর্ষায় রেট নামে নিচে; সেপ্টেম্বরে-অক্টোবর মাসে সিজন। নভেম্বর থেকে এপ্রিলে বরফ পড়ে মানালীতে, তেমনই পড়ে যায় রেট, মানালীর হোটেলে।

মানালী-লে সড়ক

মানালীর নবতম আকর্ষণ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের লে-র বাস সংযোগকারী জংশন রূপে। ১৯৮৯তে জিপের চলন দিয়ে যাত্রী চলা শুরু হলেও গতকিছুকাল কাশ্মীর উপত্যকা অশান্ত হয়ে পড়ায় জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগে মানালী থেকে নিয়মিত যাত্রীবাস যাচ্ছে লাডাকের জেলা সদর লে শহরে। সকাল ৪—৬-০০টায় মানালী ছেড়ে সীমান্ত সড়ক সংস্থা GREF অর্থাৎ General Reserve Engineers' Force-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম ৫৩২৮ মি উঁচু রাজপথ ধরে ২ দিনে ২৫—৩০ ঘণ্টায়। অবশিষ্ট ভারত থেকে লাডাক যাত্রায় মানালী-লে সড়ক আজ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। পথের দূরত্ব ৪৭৭.২৭ কিমি। বাস যাচ্ছে হিমাচল পর্যটন ৮৫০, হিমাচল পরিবহণ ৫৫০, জে কে পরিবহণ ৫৫০; জিপ চলে ৯৫০০—১২000 টাকায় এপথে। যাত্রার ১ দিন আগে সকাল ৯-০০টায় অগ্রিম টিকিট বুকিং-এর প্রথা। তবে, যথেষ্ট চাহিদা হেতু আগেভাগে টিকিট কাউন্টারে পৌঁছে টিকিট পেতে উদ্যোগ নিন। ৪টি পাসও পেরুতে হয়—রোটাং পাস ১৩৫০০ ফুট, বারালাচা ১৬২৫০ ফুট, লাচুলাং লা ১৭৫২৮, বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম টাংলা লা ১৭৫৮২ ফুট। বিপাশার কাঁধে ভর দিয়ে বাস চলে রোটাং, খোকসার, শিশু হয়ে তাণ্ডি ব্রিজে চন্দ্রভাগা পেরিয়ে মরূদ্যান অর্থাৎ ওয়েসিস কেলং, আরও যেতে ৩৩৫০মি উঁচুতে চারপাশ পর্বতশৃঙ্গে ঘেরা এপথের শেষ গ্রাম দরচা; অসময়ের যাত্রী-দের রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও মেলে দরচার ক্যাম্প হোটেলে। পাহাড়ের গতির সঙ্গে প্রকৃতিরও বদল ঘটে—দরচা পেরুতেই রুক্ষ পাহাড়। পথও চলে পাহাড় বেয়ে ৪৮২৯ মি উঁচু পাটসেও উঠে নেমে যায় ৪২৮৭মি উঁচু জিঙ্গিবারে। অদূরে স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফগলা জলের মনোহর হ্রদ সুরয-তাল রেখে বরফাচ্ছাদিত ৪৮৭১মি উঁচু বারালাচা-লা অর্থাৎ পাস পেরিয়ে মানালী থেকে ২২২ কিমি দূরের সারচু-তে তাঁবুর হোটেলে প্রথম রাতের বিশ্রাম। হিমাচল টুরিজমের Tourist Office ও বসেছে সারচুতে। থাকার মামুলি ব্যবস্থা—৭৫ টাকায় ডর্মি বেড, আহার্য ৩০ ভেজ; মানের তুলনায় দামের আধিক্য দুইয়েতেই। বাতাসও হিমশীতল সারচুতে। পথও চলে কখনও পাহাড়ের কোলে কোলে কখনও বা মাথায় চড়ে।
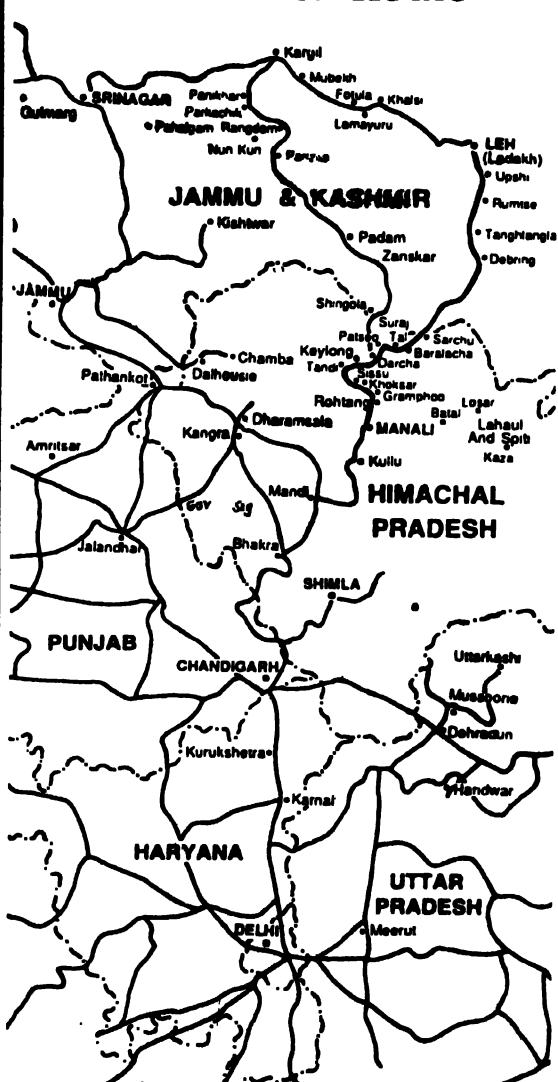
সারচু থেকে লের দূরত্ব ২৫৫.২৭ কিমি। সেতু পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শুরু। ১০০ মি যেতে কাশ্মীর খণ্ডেও তাঁবুর হোটেল মেলে। এদের কাছে আধা-মূল্যে থাকা, বিছানাপত্র, আহার্য মেলে।

দ্বিতীয় দিনে সারচু পেরিয়ে ব্রান্ডিনালা। আবার পথ ওঠে ভয়াবহ চড়াই বেয়ে ৪৬৬৭মি উঁচু গাটালুপ দুরন্তগতির পার্বত্য হরিণ আইবেক্সের চারণভূমির মাঝ দিয়ে। চলার পথে ছোট্ট সমতলে আর এক দর্শন ভারতে অনন্য হিমবাহ বাহিত ড্রামলিন (Drumlin) গঠিত Basket of Eggs relief অর্থাৎ ছোট ছোট টিপির ওপর ঘাসের চাপড়া। পথ চলে হুইস্কিনালা হয়ে পাহাড় চড়ে দি ল্যান্ড অব স্নো টাইগার-এর বাস অর্থাৎ তুষার-মরু পেরিয়ে ৫০৬৫ মি উঁচু লাচুলাং-লা গিরিবর্ত্মে। গিরিপথ ছেড়ে পথ চলে নেমে ৪৮৭৮ মি উঁচু তীক্ষ্ণ সূচালো বর্শাফলক তুল্য অজেয় কাংলাপাল গিরিশিখর রেখে আর এক সুন্দর প্রকৃতি—একপাশে প্রাচীর হয়ে পাহাড় শ্রেণী আর এক পাশে বরফগলা জলধারায় যুগ যুগ ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সৃষ্ট শিলার অসংখ্য ক্ষয়িত মূর্তি। আরও গিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে শিলার অনবদ্য ক্ষয়িষ্ণু রূপ ইন্ডিয়া গেট হয়ে পাং-এর অবস্থান। পাং-এর তাঁবুর হোটেলে দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চ সেরে (রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা মেলে পাং-এ) বাস ওঠে আবার চড়াই বেয়ে। সাড়ে পাঁচ হাজার মিটার উঁচুতে ৫০× ১½ কিমি ব্যাপ্ত গদ্দীদের চারণভূমি জাগচুদঙ্গ-এ পার্বত্য গাধাও দেখতে মেলে। চমরীগাই-ও চরে বেড়ায়—আর আছে বিশাল লেক জাগচুদঙ্গ-এ। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে জাগচুদঙ্গ চারণভূমি পেরুতেই বাস ওঠে পাহাড় চড়ে বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম ১৭৫৮২ ফুট উঁচু টাংলাং লায়। কনকনে বাতাস, শীতের আধিক্য—মন্দিরও আছে টাংলাং লায়। আরও যেতে রূপান্তর ঘটে রুক্ষতা কমে সবুজের আবরণ গড়ে রুমসে থেকেই। স্বল্প যেতে ব্রিজে মহাসিন্ধুর ওপারে উপসি-র চেকপোস্টে অভারতীয়দের প্রচলিত রীতি নথিভুক্ত করাতে হয়। সিন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে আরও ৫০ কিমি গিয়ে বাস পৌঁছায় লাডাক অর্থাৎ গিরিবর্ত্মের দেশের তুষার মরুশহর লে।

পথের আকর্ষণেও মানালী থেকে লে চলা উচিত হবে। আকাশ বিদীর্ণ করে পাহাড় উঠেছে—লাডাক ও কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী। অনুর্বর বর্ণময় পাহাড়, শিরে তার শ্বেতশুভ্র তুষার কিরীট। সূর্যালোকে ক্ষণে ক্ষণে রঙের বর্ণালী—সেও এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। তবে, উচ্চতার আধিক্যে মাউন্টেন সিকনেস এ পথের নিত্যসঙ্গী। তাই উচিত হবে বাসে চড়ার আগের রাতে একটি অ্যাভোমিন খেয়ে নেওয়া। তেমনই অ্যাভোমিন/অ্যাসপিরিন সঙ্গীও করা দরকার এপথে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লে শহরে ✆ 560-কে ফোন করে ডাক্তারি সাহায্য নেওয়া যেতে পারে দিনরাত্রি জুড়ে। সীমান্তবর্তী শহর লে, চলাফেরায় নানান বিধিনিষেধ। তাই উচিত হবে ভারতীয় নাগরিকত্বের নিদর্শনরূপী একটি পরিচয়পত্র সঙ্গী করা। তেমনই ট্রেক করেও চলা যায় মানালী থেকে লে—কেলং, পাদুম ও জাঁসকর উপত্যকা হয়ে।

লে-র নবতম আকর্ষণ হতে চলেছে হাঁটতে বিমুখ ভারতীয়দের দিল্লী-মানালী-লে হয়ে কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রা। এপথটি ভারতীয়দের কাছে যথেষ্ট আদরণীয় হবে। লে থেকে যাত্রা শুরু করে ইতিহাসের কালের ক্যারাভ্যান রুট ধরে বাসে ২০০ কিমি গিয়ে ডেমচকে রাত্রিবাস। পরদিন আবার বাসে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে গারটক হয়ে ২৩০ কিমি দূরের তারচেন অর্থাৎ কৈলাসের ট্রেক পয়েন্টে পৌঁছাবে বাস। আর তারচেন থেকে ৪০ কিমি দূরের হোরে অর্থাৎ মানসের ট্রেক পয়েন্টেও বাস যাচ্ছে। ৪৫৫০ মি উঁচুতে ২ দিনে ৭০ কিমি পরিক্রমায় মানস সরোবর ও সম উচ্চে ৩ দিনে ৫১ কিমি পরিক্রমায় কৈলাস পর্বত পরিক্রমার পৌরাণিক বিধি। তবে, ইয়াক ও ঘোড়া মেলে কৈলাস ও মানস দুই পরিক্রমা পথেই। ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে এ পথটি নিয়ে গবেষণা চলছে জোর কদমে। খুব শীঘ্র এ পথটির উদ্বোধন হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বাস স্ট্যান্ডের ডানহাতি রিসেপশন সেন্টার পেরুতেই আবার ডাইনে দেওদার বনে ঘেরা বিপাশার পাড়ে ৪ বেডের ৩২ ঘরের HPTDC-র *Tourist L-* এ ডর্মিটরি প্রথায় কমন বাথের ঘর; খাবারের ব্যবস্থা পৃথক। লাগোয়া *H Beas*, ✆ 52832, DAB ২০০৲ ২৫০৲ ৪০০৲ ৫০০৲ ৬০০৲; হিড়িম্বামুখী ১০ মিনিটের পথে আপেল খেতের রমণীয় পরিবেশে *H Rohtang Manalsu*, ✆ 52332, DAB ৪০০৲ ৫০০৲ ৬০০৲ চার বেডের ঘর/স্যুইট ৬০০৲; ২ কিমি দূরে কিচেন সহ ২ ঘরের *Log Hut*, ✆ 52407, ২৫০০৲ ৩০০০৲ ৩৫০০৲; *Hadimba Cottage*, ✆ 52334, ১৫০০৲; *Hamta Huts* ১৫০০৲; আর হয়েছে ট্যুরিস্ট অফিস লাগোয়া নবতম *H Kungam*, ✆ 53197, D ৮৫০৲ ১০৫০৲ ১৫০০৲; ট্যুরিস্ট অফিসের শিরে ডর্মিটরি প্রথায় HPTDC-র *Yatri Niwas;* এদের বুকিং: Area Manager, Tourist Information Office, Manali-175131, ✆ 53531. বা কলকাতায়: Span ✆ 2801209/Diamond ✆ 276714/Linkage ✆ 2465171. অফিস সময়ের পর কেয়ারটেকার সে-রাতের মতো বুকিং দিয়ে থাকেন। ITDC-র *H Manali Ashok*, DAB ১৭০০৲ ২১৫০৲ স্যুইট ২৩৫০৲ ২৩৯৫৲ তাঁবু ১২৫০৲; বশিষ্ঠ কুণ্ডের পথে ৪০ বেডের *Youth Hostel*-এ বেড ২০৲ সভ্য ১০৲ করে। শহরে ঢুকতেই *PWD*-র রেস্ট হাউসেও ঘর মেলে যাত্রীর।

আর আছে অজস্র প্রাইভেট হোটেল মানালীতে। বাস স্ট্যান্ড থেকে সামান্য পিছুতেই ডানহাতি Model Town. এই মডেল টাউনে তিব্বতীয় মনাস্ট্রিকে ঘিরে রূপ পেয়েছে নিম্ন ও মধ্যমানের নানান হোটেল—*H Shivalik*, ✆ 52322, D ৩৫০৲ ৪৫০৲ ৫৫০৲, কল বুকিং: Linkage, ✆ 2465171; *H Shangrilla*, D ২০০-৩২৫৲; *Neel Kamal GH*, D ২৫০-৪৫০৲, কল বুকিং: ক্ল্যাসিক ট্রাভেলস, 2-3 Stephen House, Cal-1, ✆ 2483166; *H Ajanta*, D ২০০-৩৫০৲; *H Karma*, D ৩৫০৲; *Central View Tourist H*, D ৩৫০-৬৫০৲; *Lhasa H*, D ৩৫০-৬০০৲; *Sky Lark GH*, D ৩২৫-৪৫০৲; *H Him View*, DAB ৬০০৲ ৮০০৲ ৯০০৲ স্যুইট ১৩৫০৲, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *Sagar H*, D ২৫০-৪৫০৲, কল বুকিং: Tourist Corner, ✆ 2489049; *Mount View GH*, D ২৭৫-৪২৫৲; *H Capital*, D ২৭৫-৪২৫৲; *H Aroma*, D ৩২৫-৫৭৫৲; *H Santiniketan*, D ৩০০-৪৫০৲; *Sun Flower H*, D ২৫০-৪৭৫৲; *H Premier*, D ৫০০৲ ৬০০৲, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Paramount*, D ২৭৫-৪০০৲; *Chaman H*, D ২৫০-৩৭৫৲; *H Sun Flower*, D ৩০০-৬০০৲; *Greenland H*, D ২৭৫-৪৫০৲; *H Bulbul*, *Kiran Paying GH*, *Alpine H*, *Rock Sea*, *Diamond*, *Chelsea*, *Raj Palace*, *H Kilinga*, *H Shingar*, *Anuj GH*, *Monalisa*, *Park View*, *H*

Sidhartha, H Tairul, Kathmandu H, Gompa Rd; সিজনে রেট এদের D ৩০০-৪৫০৲। আর আছে সঞ্জয় সরকারের *H Gitanjali,* DAB ৪০০৲ ৪৫০৲ TAB ৫৫০৲ Suite ৬০০৲, আহারে বাঙালিয়ানা এদের; কল বুকিং: ডায়মন্ড ট্যুরস, 30 Jadunath Dey Rd-12, ✆ 276714. শ্রী সরকারের নবতম হোটেল শহরের প্রবেশ-মুখে বিপাশার পাড়ে *Beas Regency,* DAB ৪৫০-৫০০৲ স্যুইট ৭০০৲, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714.

বাস স্ট্যান্ডের সামনে Mall Rd-175131-এ—*H Samrat,* DAB ৫০০-৭৫০৲, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ✆ 2389476; *H Aashina,* D ৪৫০-৬০০৲; *H Sukiran,* DAB ৩২৫-৪৫০৲; *H Vikrant,* D ৩০০-৪২৫৲; *H Silmog Garden,* D ৮৫০-১২০০৲; *H Cedar,* D ২২৫-৩৫০৲; *H Renuka GH,* D ২৫০-৪০০৲; *H Adarsha, Grass Land H,* DAB ৩৫০-৬০০৲; *Bombay GH,* D ৩০০-৪২৫৲; *New Snow White,* D ৩৫০-৪৫০৲; *H Piccadily,* The Mall, S ৬৫০৲ D ১২৫০৲ ১৫৫০৲ ১৭৫০৲ স্যুইট ২২৫০৲, কল বুকিং: ত্রিমূর্তি ট্রাভেলস, ✆ 2389476; *H Tragopan,* near Log Huts, DAB ১০৫০৲ স্যুইট ১৬৯৫৲;

Samiru H, near Mayur Restaurant, D ৫৫০-৯৫০৲; *H Ibex,* DAB ৫০০৲ ৬৫০৲ ৮৫০৲ FR ১০০০৲, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *H Zarim,* D ৬৫০-১০৫০৲; *H Meadows,* Hadimba Devi Rd, ✆ 2217, DAB ৬৫০-৮৫০৲ স্যুইট ১২৫০৲ ডর্মি বেড ১০০৲, দিল্লী বুকিং: ✆ 7510091.

ম্যালের ডানহাতি হিড়িম্বামুখী—*Blue Heaven,* D ৮৫০-৪২৫৲; *Peak Resort,* DAB ৩২৫-৫৫০৲; *H Anupam,* D ৩০০-৪৫০৲; *H Pine View,* D ২৭৫-৩২৫৲; *H Marble,* DAB ২৫০-৪২৫৲ FAB ৪৫০৲; *H Sun-N Snow,* DAB ২৫০-৪২৫৲; *H High Land,* B1½, D ৩৫০-৬২৫৲; লাগোয়া *H Pankaj* D ৬০০৲; *H Woodlands, New Himland H*; *H Mannu Deluxe,* D ৪৫০-৬০০৲, অবু: দিল্লী ✆ 3329469; *H Snow Lines,* B1, D ৩০০-৪২৫৲; *Circuit House, H Kanishka,* D ৮৫০-১৭৫০৲; *Kapoor Resorts,* D ৬৫০-১২৫০৲; *Zarim Resorts,* মান ও দাম কাপুরতুল্য; *H Montesque,* B1, D ৩৫০৲; *H Rahul,* D ২২৫-৩৫০৲; *Thakur H,* B1¼, DAB ১৭৫-২৫০৲ নতুন ব্লকে ৩০০৲; *H Rajhans,* D ৪৫০-৬০০৲; একই মানের একই দামে *H Chetna* অবস্থানে অনন্য। শহর থেকে ১½ কিমি দূরে বিপাশার বামপাড়ে *H Shingar Regency,* Dhungri Rd, D ১৭৫০৲ T ২০৫০৲, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714; লাগোয়া ITDC-র *H Ashok.*

ক্লাব হাউসমুখী—*John Banon's H,* B1½, AP-S ৭৫০৲ D ১২৫০-১৭৫০৲; *Banon Resort,* AP-D ৩৮৫০৲ ৩৯০০৲ স্যুইট ৮৭৫০৲, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Banon's GH,* D ৫০০-৭৫০৲; *H Holiday Home International,* B 1½, D ৪৫০-৬৫০৲; *May Flower GH,* AP-D ৪২৫-৬৫০৲; *H Pinewood,* DAB ১৫০০-২২৫০৲; *Sun Shine GH,* AP-S ৩০০-৪৫০৲; *H Green Field,* B1½, D ৩২৫-৪৭৫৲।

মানালসু নদী পেরিয়ে ডানহাতি গ্রামমুখী *The Rising Moon, Riverside GH,* ছাড়াও হোটেল রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি। রেট এদের D ২০০-৩২৫৲। আর সেতু পেরিয়ে বামহাতি পথে *H New Bridge View, Beas View Paying GH, H Krishnan, Veer Paying GH,*—এদের রেট D ২২৫-৩৫০৲। শহরের ভিড় এড়িয়ে মানালী গ্রামমুখী *H Tourist,* DAB ৫৫০-৭৫০৲, থাকার পক্ষে ভালই।

বশিষ্ঠ কুণ্ডের পথে—*H President,* D ৭০০-৮৫০৲ F ১২০০৲, কল বুকিং: Diamond ✆ 276714/2801209; *H River View,* D ৬০০৲ F ৮০০৲, কল বুকিং: ✆ 276714; *H Ocean,* D ৩৫০৲ ৪৫০৲ F ৬৫০৲, কল বুকিং: ✆ 276714; *H Rising Star,* ✆ 52381, DAB ২৫০৲ ৩৫০৲ FAB ৬৫০৲, কল বুকিং: Hindusthan Travels ✆ 263753; *Anu GH,* D ৩৫০৲।

এছাড়াও হোটেল আছে নানান মানালীতে—*H Vintage,* DAB ৫০০৲ ৬০০৲; *H Ankit Palace,* DAB ৫৫০৲ ৬৫০৲ TAB ৮০০৲, দু'য়েরই কল বুকিং: ✆ 2465171/276714/2801209; *Hadima Palace,* B2, D ৮৫০-১৫০০৲; *Ram Regency Honeymoon Inn,* B3, D ৪৫০-৭৫০৲; *Luna House,* D ৩০০-৪২৫৲; *H Gangri; H River Bank,* DAB ৬০০৲ ৮০০৲ ৯০০৲ স্যুইট ১২০০৲ ১৩৫০৲, কল বুকিং: Linkage, ✆ 2465171; *H Hena,* D ৪৫০৲ স্যুইট ৬৫০৲, *H Trishul* D ৫৫০৲ ৬০০৲ ৯০০৲ স্যুইট ১২০০৲ ১৫০০৲, কল বুকিং: ✆ 2801209/2465171; *H Devlok,* D ৮৬০৲ ৮৯০৲ ৯৯০৲ ১০৬০৲ স্যুইট ১২৬০৲ ১৩২০৲; *Hema Holi-*

day Home, D ৪৫০-৬৫০; *H Devbhumi*, D ৪৫০, স্যুইট ৬৫০; *Snow Valley Resorts*, near Log Hut, D ৮৯০, ৯৯০, ১০৯০, ১২৯০, ১৭০০, ১৯০০, ২২০০, কল বুকিং: ✆ Span 2801209/ Linkage 2465171; *Honeymoon Inn*, D ৬০০, ১১০০, ১৩০০, ১৫০০, কল বুকিং: ✆ 2388678/2465171/2801209, দিল্লী বুকিং: Travelease, ✆ 3711142; *H Beas View*, D ৭৫০, ৮০০, স্যুইট ১১০০, কল বুকিং : ✆ 276714/2801209; *Evergreen H*, D ৬৫০, ৮৫০, স্যুইট ১২০০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *Manali Castle*, D ৬০০-৮৫০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *H Manali Resorts*, MAP প্রথায় D ৩২০০-৫০০০, স্যুইট ৪৩০০, কল বুকিং: NCS Travels, 225F, AJC Bose Rd-20 ✆ 2474727; *New Hope GH*, DAB ৪০০, স্যুইট ৬৫০; *Awasthi Cottage*, SCB ১২৫, DCB ২০০, পাঁচ বেডের ঘর ৩২৫; *Ambika GH*, SAB ২০০, DAB ৩০০-৪৫০; *White Rose GH*, D ২৫০-৪২৫; *H Gandhara*, School Rd, opp Tourist Office, D ৩৫০-৬৫০, স্যুইট ৮০০; *Him GH*, D ৩৫০, ৪৫০, চার বেডের স্যুইট ৬৫০, ৭৫০, কল বুকিং: ✆ 276714; *H Silver Moon*, D ৪৫০-৬০০, স্যুইট ৮০০, *H Prashant*, D ৬৫০-৮৫০, হোটেল দু'য়েরই কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *Bodh G H*, D ২২৫-৩৫০; *Negi Paldan Cottage*, D ৩০০; *Hill Top H*, D ৩০০-৪২৫; *Brightways H*, DAB ৪৫০, স্যুইট ৮৫০; *Kalpana H*, D ৩০০-৪৫০; *Neelam H*, D ৩০০; *Devi Dyar*, B1½, D ৩৫০-৪০০; *Shaleema Cottage*, B1, D ২০০-৩৭৫; *Shailja H*, B¼, D ২৭৫; *Mid-Land H*, *Pujara Shiraj H*, B½, D ২৭৫-৪৫০; *H Meadows*, D ৩০০-৪৫০; *H Highway*, D ৩৫০-৬০০; *H Hill Queen; Woodlines H*, D ২৭৫-৪৫০; *Ambassador Resort H*, Sunny Side, Mahal-175131, AP-D ৩৮৯৫, ৫২৬৪, ৫৫০০, ৬৫৯৯, কল বুকিং: ✆ 276714/ 2801209/2389476; তবে যাত্রী সমাগমের উপর রেট ওঠানামা করে মানালীর সাধারণ হোটেলে। নলে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থাও মেলে হোটেল বিশেষে। গিজারেরও প্রচলন আছে সাধারণ হোটেলে।

Out Town H, DAB ১১৯৫, ১৪৯৫, ১৯৯৫, স্যুইট ৩৪৯৫, কল বুকিং: Span ✆ 2801209, দিল্লী ✆ 6181263, মানালী ✆ 52375; *Himani Resorts*, Club House Rd, DAB ৬০০-১০০০, স্যুইট ১২৫০, ১৫৫০, অবু: দিল্লী-Himani, ✆ 3323278; *H Varsha*, DAB ৫৫০, ৬৫০, কল বুকিং: ✆ 276714/ 2801209; *Manali Inn*, D ১২০০, ১৪০০, ২২০০, অবু: দিল্লী ✆ 7135171, মুম্বাই ✆ 2006194; *Dee Resorts*, B1, D ২৫০০-৩০০০; *Snow Crest Manor*, D ২৩৯৫, ৩০০০, ৪৭৯০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Sagar Resorts*, ✆ 52555, D ২৪০০, কল বুকিং: ✆ 2801209/294340, দিল্লী (011) 3355400.

নানান বাণিজ্যিক সংস্থা *Holiday Home*-ও গড়েছে মানালী পাহাড়ে। *UCO Bank Officers Congress*, 16-A, Brabourne Rd, 3rd Floor, ✆ 2251778; *Uco Bank Staff Club*, 10 Brabourne Rd, Ground floor, ✆ 2254120 Ext 206/234; *PNB Employees' Union*, 18 Brabourne Rd, Cal-1.

আর খাবার হোটেল নানান থাকলেও *নীলকমলের* আলুভাতে/আলুপোস্ত আজও বাঙালি ভ্রমণার্থীদের রসনা তৃপ্ত করে মানালীতে। মেইন রোডে *আদর্শ রেস্টুরেন্ট, আশিয়ানা, আদর্শ*, HPTDC-র *চন্দ্রতাল রেস্টুরেন্ট*-এরও সুখ্যাতি আছে আহার্য পরিষেবায়। বাস স্ট্যান্ডের পাশে *মোনালিসা*, GPO-র পাশে *চাইনীজ রুম*-এর চীনা ডিশ; *ব্লু ড্রাগন* আকারে ছোট হলেও আহার্য পরিষেবায় সুনামে যথেষ্ট বড় এরা। আর চীনা মিলের জন্য মেইন রোডের *মাউন্ট ভিউ রেস্টুরেন্ট*টির যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। পাশেই গলিপথে *ময়ূর রেস্টুরেন্ট*টিরও যথেষ্ট সুনাম আহার্য পরিষেবায়। তবুও যেন বাঙালির আহার্যে *হোটেল গীতাঞ্জলী* সেরা আজ মানালীতে। তেমনই দামে নরম হলেও যথেষ্ট গরম দেয় মানালীর শাল ও সোয়েটার।

রোটাং পাস

মানালী-কেলং জাতীয় সড়কে মানালী থেকে ৫১ কিমি দূরে ৩৯৭৮ মি উঁচুতে ১ কিমি ব্যাপ্ত রোটাং পাস। এপ্রিল থেকে জুন আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে প্রতিদিন ৯—১৬-০০টায় HPTDC-র লাক্সারি কোচ ১২৫, ৫ যাত্রীর গাড়ি ৮০০ টাকায় রোটাং পাস বেড়িয়ে আনে মানালী থেকে। অগ্রিম টিকিট ট্যুরিস্ট অফিসে মেলে। প্রাইভেট বাস আর ট্যাক্সিও (৭০০-৭৫০) যাচ্ছে এপথ পরিক্রমায়। জুন থেকে অক্টোবরে কেলং-এর বাসও যাচ্ছে রোটাং হয়ে। মানালী ভ্রমণার্থীদের কাছে বরফে ছাওয়া রোটাং অন্যতম আকর্ষণ।

অতীতের ইন্দ্রকিলা আজকের দেওটিব্বা পর্বতে অর্জুন পাশুপাত অস্ত্র লাভের মানসে ইন্দ্রের তপস্যা করেন। বিপাশা পেরিয়ে বশিষ্ঠ ও ব্যাস ঋষির তপস্যাক্ষেত্র ব্যাসকুণ্ড ছাড়িয়ে
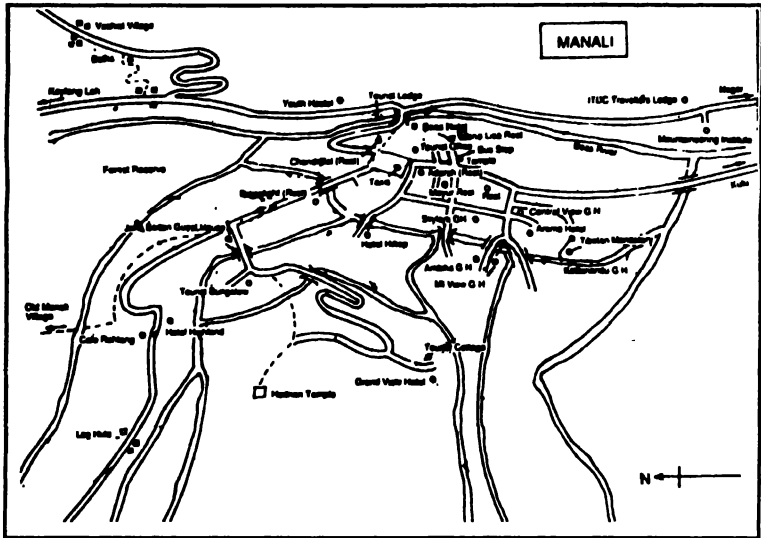
পথ হয়েছে উর্ধ্বমুখী। সুবিশাল পাইন, আর বার্চ প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে এপথে। পথশোভা অতুলনীয়। মানালী থেকে রোটাং-এর পথে ৫ কিমি যেতে অর্জুন গুম্ফা, আরও ১ কিমি গিয়ে ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ—**নেহরুকুণ্ড** তথা নেহরু পার্ক। পাশেই হনুমান মন্দির। আরও ৭ কিমি যেতে **সোলাং ভ্যালি**—চড়ুই-ভাতির সুন্দর পরিবেশ। সোলাং ভ্যালির নবতম আবিষ্কার ৩½ কিমি দূরে সোলাং নালার অপর পারে নীলাকাশের নিচে বৃত্তাকারে জলের ধারা পড়ে পড়ে স্বয়ম্ভু বিশালাকার (২৪ফুট) তুষার লিঙ্গ। অতীতের কষ্টি পাথরের লিঙ্গ উধাও হয়ে রূপ নিচ্ছেন বরফে। চরিত্রে কাশ্মীরের অমরনাথের মতো হলেও সোলাং-এর তুষার লিঙ্গের অগ্রভাগ নিটোল গোল। সোলাং থেকে মানালীর উত্তর-পশ্চিমে বরফে মোড়া গিরিশৃঙ্গও সুন্দর দৃশ্যমান। থাকার জন্য *Friendship H* আছে সোলাং গ্রামে। সোলাং থেকে ২ আর শহর থেকে ১৫ কিমি যেতে ৮০৩৯ ফুট উচ্চে ছোট্ট গ্রাম—**কোটি**। চারপাশ পাহাড় আর গ্লেসিয়ারে ঘেরা। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে সঙ্কীর্ণ গিরিখাদে বিপাশা নদী। PWD *RH* আছে কোটিতে। আর আছে চায়ের দোকানপাট, আহার্যও মেলে। কোটি থেকে আরও ১২ কিমি গিয়ে রোটাং-এর পাদদেশে ৮৫০০ ফুট উঁচুতে পাহাড় গড়িয়ে ঝরনা নামছে—নয়নলোভন **রহালা জলপ্রপাত**। এপথে আরও যেতে বরফের ভুবন মারহি। মারহির মেদুর রমণীয়তা, সুরম্য প্রকৃতি, অপার সৌন্দর্যময়ী মারহিতেও দোকানপাট হয়েছে—আহার মেলে। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে মার-হিতেই যাত্রায় বিরতি টানে প্যাকেজ ট্যুরের গাড়ি। মারহি থেকে ১৬ কিমি দূরে সোনেপানি গ্লেসিয়ারের বিপরীতে লাহুলের গেটওয়ে রোটাং। স্কি করা যেতে পারে—আবার বিহারও করা যায় স্লেজ গাড়িতে বরফ রাজ্যে। ঘোড়াও চলছে যাত্রী বিনোদনে রোটাং-এ। প্রবল বাতাসের সাথে কনকনে শীত এপথে। বিপাশারও জন্ম রোটাং-এর **বিয়াসকুণ্ড** থেকে। প্রান্তরের উত্তর-পুব ঘেঁষে পাহাড়ে ঘেরা কুণ্ড—স্বচ্ছ নীল জল। অলৌকিক হলেও সত্য—জলে নোংরা পড়ে না। জন-শ্রুতি, নালা পেরুলে অন্ধ হয়ে যাবে—তাই স্থানীয়রা কুণ্ডের কাছ ঘেঁষে না। ইগলু-র বাড়ির ধরনে বৃত্তাকার নাগজির মন্দির। বামে **সরকুণ্ড**—স্থানীয়দের বিশ্বাস সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ দিনান্তের স্নানে সবরকম ব্যাধির নিরাময় হয়। রোটাং-এর অনতিদূরে **সোনেপানি গ্লেসিয়ারটিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহীরা। দুপুর থেকে আবহাওয়া-বিভ্রাটও ঘটে চলে ক্ষণে ক্ষণে। মৃদু হিমানী প্রপাতও অস্বাভাবিক নয় রোটাং-এ। তাই দিনের প্রথমার্ধে উচিত হবে রোটাং বেড়িয়ে নেওয়া। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই রোটাং-এ। দিনে দিনে ফিরতেও হয় রোটাং বেড়িয়ে মানালীতে। তবে, মরসুমে চায়ের সঙ্গে টায়ের দোকানপাট বসছে রোটাং-এ।

লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা

লাহুল ও স্পিতির গেটওয়ে রোটাং পাস। অতীত-কালে রোটাং বাণিজ্যপথ গড়ে উঠেছিল রোটাং/কেলং/স্পিতি/লাডাক হয়ে মধ্য এশিয়ায়। পথ বন্ধুর। দুর্গমতা আজও দুস্তর করে রেখেছে পর্যটক থেকে। তবে, নয়নলোভন নৈসর্গিক শোভা দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করে লাহুল/স্পিতি উপত্যকায়। মানালী থেকে রোটাং/খোকসার হয়ে বাস যাচ্ছে লাহুল জেলার জেলাসদর কেলং ও উদয়পুরে। জুন থেকে অক্টোবরে বাসও চলে এ-পথে।

৫-১৫,৬-০০,৭-১৫,৮-০০,১০-০০,১৪-০০টায় মানালী ছেড়ে কেলং যাচ্ছে ৬ ঘণ্টায়। দূরত্ব ১১৭ কিমি মানালী থেকে কেলং-এর। আর কেলং থেকে সাধারণ বাস মেলে ২ দিনের যাত্রায় লে-র। তবে দীর্ঘ পথ, পথও বন্ধুর—উচিত হবে মানালী থেকে আরামপ্রদ বাসে লে চলা। ১৯৭৭ থেকে দ্বারও মুক্ত হয়েছে সাধারণের কাছে লাহাহুল ও স্পিতির। অতীতের পারমিট প্রথাও লোপ পেয়েছে ১৯৯৩এ।

ভারত-তিব্বত সীমান্তে তেরো থেকে চোদ্দ হাজার ফুটের মধ্যে লাহাহুল-এর অবস্থান। উত্তরে লাডাক, দক্ষিণে কুলু উপত্যকা, পশ্চিমে চাম্বা আর উত্তর-পূব জুড়ে তিব্বত। পথে তাণ্ডিতে মিলনও ঘটেছে *চন্দ্রা* আর *ভাগা* দুই নদীর। পথও পৃথক হয়েছে তাণ্ডিতে। লৌহ-সেতুতে চন্দ্রভাগা পেরিয়ে ডানহাতি পথে কেলং আর সোজা ঊর্ধ্বমুখী পথ যাচ্ছে থিরোট হয়ে উদয়পুরে।

লাহাহুল ও স্পিতি উপত্যকার প্রধান শহর ১০৯৮৩ ফুট উঁচু কেলং। মরূদ্যান অর্থাৎ ওয়েসিসও বলে থাকে লোকে কেলংকে। বাসস্ট্যান্ড থেকে নিচুতে নেমে আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি কেলং শহর। হোটেল, ভিডিও হল্, স্টেট ব্যাঙ্ক, দোকানপাট যথেষ্ট মেলে। কেলং থেকে পায়ে-হাঁটা পথ গিয়েছে উপত্যকার দিকে দিকে। বৈচিত্র্যে ভরা লাহাহুল ও স্পিতি উপত্যকা। এখানকার পাহাড়ে বৃষ্টি নেই, গাছপালা কম, ন্যাড়া পাহাড়; উপত্যকা জুড়ে বরফ আর গ্লেসিয়ার। সূর্যের প্রখর কিরণ, কনকনে বাতাস; গ্রীষ্মের দিনগুলিতেও শীতের আধিক্য লাহাহুলে। সেপ্টেম্বর থেকে মে মাসে বরফও পড়ে উপত্যকা জুড়ে। গাড়ি চলাও বন্ধ থাকে শীতে। ১২ হাজার বর্গ কিমি ব্যাপ্ত লাহাহুলে মঙ্গোলিয়ানদের উত্তর-পুরুষদের বাস। তিব্বতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ এরা।

৪৫০০ মি উঁচু কানজাম (Kunzam) পাস সংযোগ গড়েছে লাহাহুল ও স্পিতি দুই উপত্যকার। স্পিতির সদর দপ্তর বসেছে স্পিতি নদীর বাম পাড়ে ১২৭০০ ফুট উঁচু কাজায়। সামান্য উত্তরে যেতে কিবার। বিশ্বের সবেচেয়ে উঁচুতে (৪২০৫মি) গ্রামের শিরোপা এই কিবার-এর শিরে। আর কাজার ২৪ কিমি দূরে সুউচ্চ গিরিশিখরে স্পিতির অতীত রাজধানী ধানখার। বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে নানান মনাস্ট্রি স্পিতির দিকে দিকে। বৃহত্তম মনাস্ট্রি ক্যে (Key)—দেওয়াল চিত্র, পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ। ৩০৫০ মি উঁচুতে টাবো গুম্ফাটি পবিত্রতায় অন্যতম। পাণ্ডুলিপি ও শিল্পকলায় টাবো সমৃদ্ধ। জুন থেকে সেপ্টেম্বরে বাস যাচ্ছে কেলং থেকে। ঘণ্টা আটেকের পথ।

স্পিতিতে বৌদ্ধদের বাস, লাহাহুলে হিন্দু ও বৌদ্ধ আধাআধি। সমাজজীবনও এদের বৈচিত্র্যে ভরা। এদের সমাজে বাড়ির বড়ছেলে বিয়ে করে সংসার করে—সেই হবে উত্তরাধিকারী। বাকি ছেলেরা মঠে যাবে লামা হতে। বড় ভাই-এর মৃত্যু ঘটলে পরের ভাই ঘরে ফেরে মঠ থেকে। তখন সে-ই হয় বড় ভাই-এর বিধবা স্ত্রী, সন্তান ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। অবিবাহিতা মেয়েরা যাবে কনভেন্টে। *চরুর* দুধ, মাখন আর বার্লির ছাতু এদের খাদ্য। স্পিতির মেয়েরা লোকনৃত্যে খুবই পারদর্শিনী। ঝলমলে সাজে নানান মনাস্ট্রি অর্থাৎ গুম্ফাও আছে কেলং-এ। কেলং থেকে ৩.৫ কিমি দূরে লাহাহুলের অতীত রাজধানী খার্দাং। ১২ শতকের খার্দাং মনাস্ট্রিটি কেলং-এর শিরে মুকুট হয়ে দাঁড়িয়ে। নানান অতীত সংগ্রহ যাদুপুরী করে রেখেছে একে। উত্তরকালে Norbu Runpoche-এর হাতে সংস্কারও হয়েছে। ৩ কিমি দূরে শাশুর গুম্ফা, ৬ কিমি দূরে তায়াল গুম্ফা দু'টিও ফ্রেস্কোচিত্রে অলঙ্কৃত। ১৬ কিমি দূরে ৮তলা ঠাকুর ক্যাসেল তথা গোন্ধলা মনাস্ট্রিটিও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে বাসে বা ট্রেক করে। তাণ্ডি হয়ে পথ গিয়েছে।

কেলং-এর নবতম আকর্ষণ ২৩ কিমি দূরে পাথর রূপে গৌতম বুদ্ধের নবজন্ম। রোমাঞ্চে ভরা এক পাথর খণ্ড কিছুতেই পরিকল্পনা মতো স্থানান্তর করা যাচ্ছে না—বার বার আপন খেয়ালে স্থানান্তর ঘটে চলেছে। তেমনই এক রাতে স্বপ্ন দেখেন দালাইলামা—স্বয়ং বুদ্ধদেব বলছেন পাথরে তাঁর নবজন্মের কথা। স্বপ্নমতো গুম্ফাও গড়তে চলেছে, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, গৌতম বুদ্ধের প্রতিভূ রূপে পাথরখণ্ড।

কেলং-এ আছে *PWD IB* ও *HPTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলো* DAB ৩২৫, তাঁবু ১৫০, ডর্মি বেড ৫০; অবু: Manager, Keylong বা Area Manager, HPTDC, Manali বা কল বুকিং: ✆ 2801209/2465171; আর আছে *H Ibex Jispa*, DAB ৪৫০, ৫০০, *Lama Yuru H.* আহার্যে সুনাম আছে লামায়ুরুর। কাজাতেও মে থেকে অক্টোবর মাসে HPTDC-র *Tourist L*-এ D ৩০০ টাকায় থাকার ব্যবস্থা মেলে।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা পট্টন (Pattan) উপত্যকায় চাম্বা জেলার ত্রিলোকনাথও বেড়িয়ে নেওয়া যায় মানালী থেকে ৩ দিনে। চন্দ্রা আর ভাগা এই দুই নদীর মিলিত সলিলে চন্দ্রভাগা অর্থাৎ চেনাবের বুক বেয়ে পথ এসেছে মানালী থেকে। বাস যাচ্ছে ৬-০০ ও ৭-০০টায় মানালী থেকে রোটাং/খোকসার/তাণ্ডি/থিরোট হয়ে উদয়পুর-এ। দূরত্ব ১২৯ কিমি। বাস আসছে কেলং থেকেও উদয়পুরের। আর উদয়পুর থেকে ৮ কিমি পায়ে-হাঁটা পথে শ্লেট পাথরে ছাওয়া দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে দারুতে মন্দির হয়েছে ত্রিলোকনাথের। কারুকার্যময় বৌদ্ধমন্দিরে দেবতা অনাজগুরু বুদ্ধদেব। আর আছেন ষড়ভুজ, শ্বেত মর্মরের নটরাজ শিব। মন্দিরের পূজারীও বৌদ্ধ লামা। মন্দিরটি শিল্পীর বাম হাতে গড়া। তাঁর ডান হাতটি আগেই কাটা পড়ে মানালীর হিড়িম্বা মন্দির গড়ে। তৃতীয় মন্দির আর যাতে না গড়তে পারেন ত্রিলোকনাথের লোকেরা তাই মাথাটিই কেটে রাখে শিল্পীর। জনশ্রুতি, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের তৈরি এই মন্দির। বৌদ্ধ পূর্ণিমার পাউড়ি উৎসবে যাত্রী আসেন দূরদূরান্ত থেকে। উদয়পুরেও মন্দির রয়েছে ১০ শতকের—দারুতে কারুকার্যময় মন্দিরে দেবতা মৃকুলা দেবী। লাহুলীরা কালী রূপে আর তিব্বতীয়রা ব্রজবরাহিরূপে পূজা করেন দেবী মৃকুলার। ১ম দিন মানালী

থেকে উদয়পুর পৌঁছে বিশ্রাম। ২য় দিন সাত সকালে মানালীর বাসে উজান বেয়ে কুকুমসেরি অর্থাৎ আধা পথ এগিয়ে ডানহাত্তি পুলে চন্দ্রভাগা পেরিয়ে বাকি আধা (৩কিমি) পায়ে গিয়ে ত্রিলোকনাথ দর্শন সেরে রাতের বিশ্রাম উদয়পুর PWD-র *রেস্ট হাউসে।* ৩য় দিন মানালী ফিরুন বাসেই। আবার চাম্বা থেকেও পায়ে হাঁটা পথ এসেছে ত্রিলোকনাথের। তবে, দুর্গমতার জন্য চাম্বা-পথ পরিহার করে মানালী থেকে বেড়িয়ে নেওয়াই উচিত হবে।

কাতরেইন : মানালী থেকে ১৯, কুলু থেকে ২১ কিমি অর্থাৎ কুলু-মানালীর মাঝ-পথে NH21-এ ১৪৬০ মি উঁচুতে কটরাঁই বা কাতরেইন। শিরে তার কিরীট হয়ে ৩৩২৫ মি উঁচু বরাগড় শিখর। অদূরে বয়ে চলেছে বিপাশা। কাতরেইনের বাস মেলে, আবার কুলুর বাসেও যাওয়া চলে মানালী থেকে। মরসুমি পর্যটকদের মানালী থেকে HPTDC প্যাকেজ ট্যুরে কাতরেইন, নগর ও জগৎসুখ বেড়িয়েও আনে। ফলের বাগান ও ট্রাউট মাছের চাষের জন্য কাতরেইনের প্রশস্তি। মক্ষিকা চাষও হচ্ছে। চলার পথে বাসে বসেও দেখে নেওয়া যায় কাতরেইন।

Govt *Civil R H* ও HPTDC-র *H Apple Blossom,* Katrain, ✆ (01902) 40136, DAB ২৫০, ৩০০, ডর্মি ৫০, বাংলো থেকে চান্দেরখনি পাসও সুন্দর দৃশ্যমান; এদেরই *Cottage River View,* স্যুইট (2DBR) ৬৫০; অবু: Tourism Development Officer, Kullu. আর আছে মানালীমুখী ৪ কিমি যেতে **Span Resort,* Kullu-Manali NH, ✆ (01902) 83138, AP-D ৩৯৫০; **Apple Valley Resorts,* Mohal, A4B5, NH, Kullu-175126, ✆ 66271, S ১৮০০, D ২৫০০; *Royal H, H River Banks,* AP প্রথায় ৩২০০, ৩৫০০ কাতরেইনে।

নগর: মানালী থেকে বাসে কাতরেইন পৌঁছে পাতালিখুলে নদী পেরিয়ে নগর চলুন। কাতরেইনের শিরে আরও ৩৩০ মি উঁচুতে নগর। দূরত্ব কাতরেইন থেকে ৭ কিমি, বাস যাচ্ছে। তবে চড়াই বেয়ে দূরত্ব কমিয়ে পায়ে *হেঁটেও* চলা যায় চন্দ্রখনি পাহাড়ের গায়ে দেওদার, চীর, পাইনে ছাওয়া কুলু রাজার দুর্গে। মনোরম দুর্গের নির্মাণ-শৈলীও অভিনব। দুর্গের সামনে প্রশস্ত মাঠ, মাঠের শেষে পাথরে তৈরি অতীতের ক্যাসেল-এ HPTDC-র *Castle H* হয়েছে। প্রাসাদের এক অংশে মিউজিয়ম বসেছে। ১৬৬০এ কুলুতে স্থানান্তরের আগে কুলুরাজাদের রাজধানী ছিল নগরে। নাম ছিল তার সুলতানপুর। আধা-ঝুলন্ত পাহাড়চুড়োয় সেকালের রাজপ্রাসাদে সরকারি *রেস্ট হাউস* বসেছে। একটি করুণ কাহিনী আছে প্রাসাদ ঘিরে—একদা রাজামশায় রানীর কাছে জানতে চান রাজ্যে সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ কে? রানী ইঙ্গিতে দেখান এক পালোয়ানকে। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রাজা ফাঁসিতে লটকান পালোয়ানকে আর রানী মৃত্যুদণ্ড এড়াতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিচে প্রাসাদের উপর থেকে। প্রাসাদ ও ট্যুরিস্ট বাংলো Castle Hotel থেকে সারা উপত্যকা সুন্দর দৃশ্যমান।

নগরে একাধিক মন্দিরও আছে—প্রাসাদ অন্দরে ছোট্ট এক মন্দিরে *জগতী-পাট* অর্থাৎ দেবতাদের আসনটিও রয়েছে জগতের কেন্দ্রস্থল এই নগরে। কিংবদন্তী, স্বর্গের দেবতারা মৌমাছি হয়ে বয়ে আনে এই পাথরখণ্ড ইন্দ্রকিলা পাহাড় থেকে। বাজারের নিচুতে ১১ শতকের গৌরীশঙ্কর শিবমন্দির, প্রাসাদের বিপরীতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমন্দির, ঠাবা মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণ, পাহাড় টঙে প্যাগোডাধর্মী মন্দিরে ত্রিপুরা-সুন্দরী ছাড়াও নানান। আর জারি মন্দির থেকে সেকালে সুড়ঙ্গ পথে মণিকরণের সংযোগ ছিল নগরের। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় সে-পথ। নগর থেকে তুষারাচ্ছাদিত রোটাং পাস ও জিফং পিকও সুন্দর দৃশ্যমান। নগরের আর এক দ্রষ্টব্য তার ফলের খেতি।

দুর্গ থেকে ১ কিমি দূরে পাহাড়চুড়োয় প্রকৃতিপ্রেমিক রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিকের (১৯৪৭এ মৃত্যু) বাড়িতে আর্ট মিউজিয়ম বসেছে। নিকোলাসের পুত্র সোয়েৎলভ নিকোলাস (১৯৯৩এ মৃত্যু) ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত শিল্পী ঠাকুরবাড়ির মেয়ে দেবকীরানীর (১৯৯৪এ মৃত্যু) স্বামী। পিতা ও পুত্রের আঁকা ছবির প্রদর্শনী বসেছে মিউজিয়মে। উপত্যকাও সুন্দর দৃশ্যমান।

Naggar-এ আছে PWD *RH, FRH* ও HPTDC-র *Castle H,* ✆ (019020) 47816, DCB ২৫০, ৩০০, DAB ৪০০, ৪৫০, ৮০০, ৮৫০, ডর্মি বেড ৫০, অবু: Tourist Officer, Kullu-175101 ; আর আছে *Poonam Mountain L & Restaurant,* opp Castle নগরে।

নগর-মানালী পথে নগর থেকে ১২ কিমি উত্তরে আর মানালীর ৬ কিমি দক্ষিণে বিপাশার পুবপারে কুলুর অতীত রাজধানী জগৎসুখও বেড়িয়ে নিতে পারেন। জগৎসুখের প্রসিদ্ধি তার ৮ শতকে পাথরে তৈরি শিখরধর্মী গৌরীশঙ্কর ও গায়ত্রী মন্দিরের জন্য। জগৎসুখেও থাকার জন্য *H Woodlines* আছে। অদূরেই শুরু গ্রামে দেবী শার্বলীর প্রাচীন মন্দির।

তেমনই জগৎসুখ থেকে ১ম দিনে খানোল ৮ কিমি, ২য় দিনে খানোল থেকে চিক্কা ৬ কিমি, ৩য় দিনে চিক্কা থেকে শেরি ৫ কিমি, ৪র্থ দিনে শেরি থেকে দেওটিব্বা ১৪ অর্থাৎ ৩৩ কিমি ট্রেক করে জয় করে আসা যায় ৬০০০ মি উঁচুতে বরফের রাজ্য দেওটিব্বা। দেওটিব্বা থেকে আবার ৫ দিনে চলা যেতে পারে চন্দ্রতাল বা চাঁদের হ্রদ-এ।

মালানা: নগর থেকে পায়ে হাঁটা সরু পথ গিয়েছে গুর্জরদের গাঁ চান্দেরখনি, উচ্চতা ২১৩৪ মি। ৩৬০০ মি উঁচু চান্দেরখনি পাস পেরুতেই মালানা গ্রাম। চান্দেরখনি থেকে পুবে স্পিতি লাগোয়া বরফে মোড়া শৃঙ্গরাজিও সুন্দর দৃশ্যমান। তবে, দুর্গম এপথ। মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাসে খোলা থাকে। অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা সারাপথে। উঁচু পাহাড়, গভীর গিরিখাত আর ঘন জঙ্গলে ঘেরা বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম মালানা। এখানকার সমাজজীবন আজও বৈচিত্র্যে ভরা। সম্ভবত খ্রিপূ ৩২৫এ গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের দলছুট সেনার দল বসতি গড়ে। গ্রামের মাঝে স্লেট

পাথরের বেদি অর্থাৎ ১৯ জন প্রতিনিধির *হরচা* (আদালত) আজও গণতান্ত্রিক প্রথায় যাবতীয় বিবাদের মীমাংসা করে। হরচা ব্যর্থ হলে জমলুর উপর দায়িত্ব পড়ে। সেও আর এক বৈচিত্র্যের গাথা। ভাষা এদের সংস্কৃত, কিন্নরী ও তিব্বতী মেশানো *কানাশা*। চলাফেরাতেও নানান বিধি নিষেধ। বাঁধানো পথ ছাড়া গ্রামের মধ্যে যত্রতত্র হাঁটা মানা। তেমনই মানুষজনও ছোঁয়া নিষেধ। দেব মন্দির বা পবিত্র কোনো পাথর ছুঁলে ১০০০্ জরিমানা। বার্লি, জড়িবুটি, মধু ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে চরস হচ্ছে মালানায়। খোলা মাঠের মাঝে হরিণের শিঙে সজ্জিত ছোট্ট মন্দিরে এক পাথরখণ্ড মালানার অধিশ্বর *জমলু*। তবে, মূল দেবতার বাস দুর্গম পাহাড়ে। এদের বিশ্বাস, জমলুর থেকে বড় দেবতা ভূ-ভারতে নেই আর। চুরি ডাকাতি রাহাজানি নেই এদের সমাজে। খোলাঘরে দেবতার নামে রাশি রাশি ধনরত্ন জমছে—না-আছে তালা, না-আছে পাহারা। আদিমযুগের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আধুনিকতা থেকে আজও এরা পিছিয়ে। সমাজ-সংসার এদেরই নিয়মে গড়া। বিবাহও এদের বৈচিত্র্যে ভরা। কোনও *লাড়ো* (ছেলে) বা *লাড়ি* (মেয়ে) পরস্পরকে সঙ্গীরূপে পেতে চাইলে জমলু দেবতাকে টাকা দিলেই পাট চোকে বিয়ের। বারবার বিয়েও করা যায় একইভাবে। মন্দিরে রুপোর হাতির পিঠে সোনার মূর্তিটি বাদশা আকবরের ভেট। ডিসেম্বর থেকে মার্চ ছাড়া নগর, চান্দেরখনি, মালানায় রাত কাটিয়ে দিন পাঁচেকে বেড়িয়ে ফেরা যায় মানালী থেকে মালানা। কাতরেইন থেকে দূরত্ব ৩০ কিমি। আবার মণিকরণ থেকেও ৩১৫০ মি উঁচু রসোই পাস পেরিয়ে পথ এসেছে ২২ কিমি দূরের মালানায়। কুলু থেকেও জিপে জারি পৌঁছে ১২ কিমি ট্রেক করে চলা যেতে পারে মালানায়। উৎসাহীরা নগর থেকে ট্রেক করে —১ম দিনে: নগর-রুমসু-স্টেলিং ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড ৬ ঘণ্টায়, ২য় দিনে: স্টেলিং- শ্বেতপাথর থাচ-নৈটাটাপরু-গুগতি ময়দান ৫ ঘণ্টায়, ৩য় দিনে: গুগতি-চন্দ্রখনি গিরিপথ-মালানা ৬ ঘণ্টায়, ৪র্থ দিনে: ৭ ঘণ্টায় মালানা থেকে মণিকরণ-কুলু বাসপথের জারি (১৫২০ মি) পৌঁছে সাঙ্গ করা যায় এ-সফর। অত্যুৎসাহীরা চান্দেরখনি পাস অভিযান করেও ফিরতে পারেন নগরে। তবে, সাধারণ পর্যটকদের জন্য নয় মালানা।

মাণ্ডী

NH 20 ও 21 এর সংযোগে শিবালিক পাহাড়ে ৮০০ মি উঁচুতে বিপাশার পাড়ে সুন্দর পাহাড়ী শহর মাণ্ডী। অতীতের রাজধানী শহরে জেলা সদর বসেছে। মানালী তথা কুলু উপত্যকার প্রবেশদ্বারও এই *মাণ্ডী* অর্থাৎ বাজার হয়ে। মাণ্ডী পেরুতেই পথও হয়েছে পাহাড়ী। পাঠানকোট-মানালী, সিমলা-মানালী বা চণ্ডীগড়ের যাতায়াত পথে উৎসাহীরা একটা রাত কাটিয়ে যেতে পারেন। হিমাচলের পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রতিটি বাস যাচ্ছে মাণ্ডী হয়ে। মুহুর্মুহু বাসও যাচ্ছে—পাঠানকোট ২০৮, ধরমশালা ১৪৭, যোগীন্দরনগর ৫৬, ভুন্টার বিমান বন্দর ৫৯, মানালী ১০৭, সিমলা ১৫০, রোপার/বিলাসপুর হয়ে চণ্ডীগড় ২০৩, রিওয়ালসর ২৪ কিমি ছাড়াও রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যের দিকে দিকে মাণ্ডী থেকে। আর বাস যাচ্ছে ৪৩৪ কিমি দূরের দিল্লীতে চণ্ডীগড় হয়ে মাণ্ডী থেকে।

বাণিজ্যিক শহর মাণ্ডী। অতীতকালে বণিকেরা যেত মাণ্ডী হয়ে তিব্বতে। ৪০০ বছরের প্রাচীন শহর মাণ্ডীর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আকর্ষণও কম নয়। বাস স্ট্যান্ড থেকে বিপাশা পেরুতেই ৫ মিনিটের পথে পুরনো বাস স্ট্যান্ডের শিরে তরণা পাহাড়ে ১৭ শতকে রাজা শ্যাম সেন-এর গড়া সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত সোনায় অলঙ্কৃত মন্দিরে পাথর কুঁদে তৈরি শ্যামাকালী বা দেবী তরণা। ত্রিলোকনাথে রয়েছেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অধিশ্বর ত্রিভুবনেশ্বর অর্থাৎ শিব। অর্ধনারীশ্বরে সৃষ্টির বিবর্ধনের প্রতীক—ডাইনে পুরুষ বাঁয়ে প্রকৃতি রূপে শিব। এছাড়াও মন্দির রয়েছে আরও নানান—বিপাশার তীর ও কলেজ রোড তথা মাণ্ডী শহরে। অমরনাথ গুহার রেপ্লিকা রূপী মন্দিরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শনের পুণ্য মেলে। শিবরাত্রিতে সপ্তাহব্যাপী উৎসবে যাত্রী আসেন দূর-দূরান্ত থেকে মাণ্ডীতে। উচ্চতার তুলনায় শীতের আধিক্য আছে। শীতে তাপমান নামে ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে। গ্রীষ্মে হালকা বসনই যথেষ্ট মাণ্ডী ভ্রমণে।

তবুও যেন মাণ্ডীর অন্যতম আকর্ষণ ২৪কিমি দক্ষিণ-পুবে রিওয়ালসর লেক। চারপাশে সবুজ পাহাড় ব্যূহ গড়েছে। শান্ত-নির্জন-সুমধুর পরিবেশে লেকের জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব দোল খায়। কিংবদন্তী, লোমশ ঋষি লেকের জলে দাঁড়িয়ে তপস্যা করে ইষ্টসাধন করেন। তাঁরই মানসে স্বর্গ থেকে এসে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হনু, দুর্গা, গণপতি, ধরমধারী অর্থাৎ লোমশ মুনি পর্বত হয়ে ভেসে বেড়ান আজও লেকের জলে। *বেড়া* বলে খ্যাত এঁরা। ভক্তের বাঞ্ছাপূরণে দর্শনও দেন এসে আকাঙ্ক্ষিত ভাসন্ত বেড়া। এমনকি তান্ত্রিক পদ্ম-সম্ভবা (গুরু রিমপোচে) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মানসে তিব্বতে যান এখান থেকেই। সেই স্মৃতিতে মনাস্ট্রি হয়েছে। প্রতি ১২ বছর অন্তর *Tso-Pema* উৎসবে (মার্চ-এপ্রিল) ভক্তের দল আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। আগামী উৎসব ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে। আর ১৭৫৮তে ১০ম শিখগুরু গোবিন্দ সিং ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে হিন্দুরাজাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে একমাস অবস্থান করেন এখানে। আর ১৯৩০এ মাণ্ডীর রাজা যোগীন্দর সেন স্মারকরূপে গুরুদ্বারা গড়েন। তেমনই হয়েছে রিওয়ালসর বাস স্ট্যান্ডের পাশে লেক ঘিরে বৌদ্ধ মনাস্ট্রি, লোমশমন্দির ও শিবমন্দির। লেকের জলে স্নানে পুণ্য মেলে।

থাকা ও আহার্য মেলে *গুরুদ্বারায়* / HPTDC-র *Tourist Inn Rewalsar*, ✆ (01905) 80252, Rewalsar, D ২০০্ ২৫০্ T ৩০০্ F ৪০০্ ডর্মি বেড ৫০্ করে। আর আছে সাধারণ সাজে *Lomush, Lake View, Shimla* রিওয়ালসরে। দিনভর বাস যাচ্ছে মাণ্ডী থেকে, শেষ বাসটি বিকেল ১৬-০০টায় আর ফেরার শেষ বাস ১৭-০০টায়

রিওয়ালসর থেকে। নিজস্ব ব্যবস্থায় NH 21-এ মাণ্ডীর ১৬ কিমি দূরে নরচক থেকেও চলা যায় ১২ কিমি দূরের রিওয়ালসর। আর মরসুমি যাত্রী নিয়ে HPTDC মানালী থেকে এসে রিওয়ালসর দেখিয়ে মানালী ফেরে একই দিনে।

মাণ্ডী বাস স্ট্যান্ডের শিরে টিলার টঙে HPTDC-র *H Mandav*, Mandi, ✆ (01905) 35503, DAB ৪০০, ৫০০, ৭৫০, লাগোয়া *ইকনমিক ট্যুরিস্ট বাংলোয়* DAB ২০০, অবু: Manager, Hotel Mandav, Mandi. তবে কেমন যেন অগোছাল ভাব। সার্ভিসও ধীর-লয়ে। এমনকি প্রবেশ পথটিও সঙ্কীর্ণ, পূতিগন্ধময়। আর আছে বিপাশা পেরিয়ে পুরনো বাস স্ট্যান্ডে প্রাইভেট মালিকানায়—*Koyal H, Grand H, Anand H, Standard H,* অতীতের রাজপ্রাসাদে *H Raj Mahal, Adarsh H, H Sangam, Valley View H* মাণ্ডীতে। এদের কাছে SAB ৬০-১২৫, DAB ১২৫-২৫০ টাকায় মেলে। আর আছে *Munish Resorts*, DAB ৬৬০, ৭৫০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *H Ashoka Holiday Inn*, DAB ৪৫০-৬০০। আহার্যও মেলে নানান হোটেলে। তবে, *রাজমহলের* সুনাম আছে আহার্য পরিবেষায়। রাজ্য পর্যটনও রেস্তোঁরা গড়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্র গান্ধী চকে *Cafe Siraz*.

আবার মাণ্ডী থেকে কুলুমুখী NH 21-এ ১৬ কিমি যেতে Pandoh Damটিও দেখে নেওয়া যায় চলার পথে বাসে বসেই। ঠিক তেমনই মাণ্ডী-সিমলা পথে মাণ্ডী থেকে ২২ কিমি দূরে **সুন্দরনগরও** বেড়িয়ে নেওয়া যায়। পাহাড় চুড়োয় মহামায়া মন্দির ও ৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি বিপাশা-শতদ্রু লিঙ্ক প্রোজেক্টটিও দেখে চলা যায়। সুন্দরনগর থেকে ৪৩ কিমি সিমলামুখী যেতে সিমলার ৯০ কিমি আগেই চণ্ডীগড়-মাণ্ডী সড়কে **বিলাসপুরও** বেড়িয়ে নিতে পারেন চলার পথে। ব্যাস গুম্ফা, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাশ্যাম মন্দির আছে বিলাসপুরে। আর আছে ৪০০০ ফুট উচ্চে নয়নাদেবীর মন্দির। এরিয়াল প্যাসেঞ্জার রোপওয়ে যাচ্ছে নানগাল রোড থেকে মন্দিরে। শ'পাঁচেক সিঁড়ি ভেঙেও চড়া যেতে পারে মন্দিরে। ৬০০মি দীর্ঘ মনোরেল যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে পাহাড় শিরে। এমনকি গোবিন্দসাগরও সুন্দর দৃশ্যমান বিলাসপুর থেকে। সম্প্রতি সোনাও মিলেছে নাকি বিলাসপুরে।

হোটেলও আছে *Sagar View*, D ৩৫০, ৫০০, ৭০০, ৮০০, ৯০০, ১০০০, স্যুইট ১২০০, কল বুকিং: Span ✆ 2801209; *Neelam, Anupam, Kwality, Banyal, Pal, Bias, Kailash* বিলাসপুরে।

যোগীন্দরনগর

মাণ্ডী-পাঠানকোট জাতীয় সড়কে মাণ্ডী থেকে ৫৬, বৈজনাথ ২১, পালামপুর ৩৮, ধরমশালার ৫৯ কিমি দূরে ১২২০ মি উঁচুতে যোগীন্দরনগর। মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে মাণ্ডী থেকে যোগীন্দরনগর হয়ে বৈজনাথ, পালামপুর, ধরমশালায়। বাস যাচ্ছে বৈজনাথ, পালামপুর, কাংড়া, জ্বালামুখী, নূরপুর হয়ে ১৫৪ কিমি দূরের পাঠানকোটে যোগীন্দরনগর থেকে। আর যাচ্ছে ২৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়া এপ্রিল ১৯২৯এ শুরু ন্যারোগেজ পাহাড়ী রেল যোগীন্দরনগর থেকে পাঠানকোট চা বাগানের পাশ কাটিয়ে অনন্যা সুন্দরী কাংড়া উপত্যকার উপর দিয়ে রেল চলে এপথে। তবে ট্রেনের ধীরগতি ও দীর্ঘপথ হেতু উচিত হবে বাসেই চলা।

১৯২৫এ মাণ্ডী রাজা যোগীন্দর সেন হাইডেল পাওয়ার প্রোজেক্ট গড়েন শুকরাহাট্টি গ্রামে। কালে কালে রাজার নামে নাম হয় জায়গার যোগীন্দরনগর। যোগীন্দরনগর তার Haulage ways-এর জন্য খ্যাত। পাহাড়ের একপাশে জলবিদ্যুৎ তৈরির পাওয়ার প্রোজেক্ট অপরপাশে ৮০০০ ফুট উঁচু ব্রোটে উলী নদীকে বশে আনতে তৈরি হয়েছে জলাধার। আর হয়েছে কৃত্রিম জলপ্রপাত লামবাডাগ ও উলীর সঙ্গমে। ১৫০০০ ফুট দীর্ঘ এক টানেল দিয়ে জল যাচ্ছে পাওয়ার হাউসে। ইলেকট্রিক ট্রলি যাচ্ছে বাংলো থেকে ১ কিমি দূরের শানন পাওয়ার হাউস থেকে ৮-০০ ও ১২-০০টায় ১১ কিমি দীর্ঘ চড়াই পথ বেয়ে ১৮৩০মি উঁচু ব্রোটে। ৫ টাকার ইনডেমনিটি বন্ড সই করে Resident Engineer-এর অনুমতিতে ট্রলিতে চেপে অভিনবত্ব আর অনিন্দ্যসুন্দর নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করে নিতে পারেন। যাতায়াতে ঘণ্টাপাঁচেক সময় লাগে। বাসও যাচ্ছে সকাল ৯-০০ টায় যোগীন্দরনগর থেকে ঘণ্টাদুয়েকে ৪০ কিমি সড়ক দূরত্বের ব্রোটে। আর আছে UHL থেকে ৬ কিমি দূরে পবিত্র Macchiyal Lake যোগীন্দরনগরে।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে মাণ্ডীমুখী বাস পথে HPTDC-র *Hotel UHL*, DAB ৩০০, ৫০০, Joginder Nagar, ✆ (01908) 22002 ; আর বাস স্ট্যান্ডে S ৬০-১২৫, D ১০০-১৭৫ টাকায় *Tourist H, H Adarsha* ও *Himalaya H* আছে। আর আছে *বিজলী দপ্তরের রেস্ট হাউস* যোগীন্দরনগর ও ব্রোটে।

বৈজনাথ

হলেজ ওয়ের দর্শনার্থীরা একরাত যোগীন্দরনগরে কাটিয়ে পরদিন ধরমশালা চলুন। চলার পথে যোগীন্দরনগর থেকে ২২ আর পালামপুরের ১৬ কিমি আগেই কাংড়া উপত্যকার শেষপ্রান্তে ১৩৬০ মি উঁচুতে ছোট্ট শহর বৈজনাথ। ৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি মন্দিরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গর অন্যতম বৈদ্যনাথ শিব দর্শন করে চলুন। মন্দির রয়েছে আরও ১৬ একই চত্বরে। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই কারুকার্য-মণ্ডিত মন্দিরে ওড়িশার আদল মেলে। দেবমূর্তিও সুন্দর। মন্দিরের প্রবেশ পথে গঙ্গা, যমুনা ছাড়াও নানান দেবদেবীর মূর্তি। জনশ্রুতি, মন্দিরটি পাণ্ডব ভ্রাতাদের তৈরি। তবে, রাবণও এসেছেন—তপস্যা করেছেন দেবাদিদেবের এখানে। সঙ্গের জিনিসপত্র দোকানপাটে রেখে আধঘণ্টায় মন্দির দেখে বাসেই চলুন ৫৬ কিমি দূরের ধরমশালা। সরাসরি বাসের অমিলে পালামপুর বদল করে ধরমশালায় পৌঁছান। থাকার জন্য আছে—*ধরমশালা, পার্বতী গেস্ট হাউস*ও টিলার টঙে PWD *IH* বৈজনাথে। ধৌলাধারও সুন্দর দৃশ্যমান IH থেকে।

পালামপুর

বৈজনাথ দর্শন সেরে পালামপুর বেড়িয়ে কাংড়া/ পাঠানকোট বা ৪০ কিমি দূরের ধরমশালা পৌঁছান বাসে। মুহুর্মুহু বাস চলে এপথে। রেলও যাচ্ছে ৫৪ কিমি দূরের যোগীন্দর নগর-পাঠানকোট ১৯২ কিমি পালামপুর/কাংড়া ১৪৭ কিমি হয়ে। ট্যাক্সি ও অটো চলছে শহরে। *লটস অব ওয়াটার*—অর্থাৎ Pulum. পাইনে ছাওয়া ১২৬০ মি উঁচু পালামপুরের জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ। পালামপুরে কাংড়া উপত্যকাও মিলেছে খাড়া গিরিচুড়ো ধৌলাধারে। পালামপুরের প্রকৃতিও সুন্দর। চা-বাগিচার জন্যও পালামপুরের প্রশস্তি। আর আছে টি ফ্যাক্টরি, চার্চ অব সেন্ট জন, বুগুলামাতার মন্দির পালামপুরে। নাঙ্গাল খাদ অর্থাৎ জলপ্রবাহ বর্ষাকালে পাহাড়ের উপর থেকে বড় বড় পাথরের নুড়ি জলের তোড়েবয়ে এনে ৩০০ মি নিচুতে ফেলছে। অতীব দৃষ্টিনন্দন ধারার এই পতন দৃশ্য। উৎসাহীরা ৩৫ কিমি দূরের বীর-এ বৌদ্ধ মনাস্ট্রি দর্শন সেরে আরও ১৪ কিমি গিয়ে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর বিল্লিং-এ HPTDC-র ব্যবস্থাপনায় মজার খেলা হ্যাং গ্লাইডিং (Hang Gliding)-এ অংশ নিতে পারেন। তেমনই পালামপুর থেকে ১৪ কিমি দক্ষিণে সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে শিল্পীদের গ্রাম Andretta-ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। পাঞ্জাবি ড্রামার নানী Norah Richards, Sobha Singh, B C Sanyal ছাড়াও নানান চিত্র শিল্পীরা এসে ঘর বাঁধেন। আজও মাটি ও বাঁশে গড়া রিচার্ডের বাড়িটি অতীত রোমন্থন করায়। নানান মিউজিয়মে শিল্পীদের আঁকা ছবির সংগ্রহও উল্লেখ্য।

বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি দূরে HPTDC-র *Hotel T-Bud*, DAB ৫৫০ ৬৫০ ৮০০ চার বেডের স্যুইট ৯০০, অবু: The Manager, Palampur, ✆ (01894) 31298; বাস স্ট্যান্ডে *Pine H, H Sawney, Palace Motel, Palampur G H;* স্ট্যান্ড থেকে ২½ কিমি দূরে *Silver Oaks Motel*, DAB ৮৫০-১৭৫০; *H Yamini*, DAB ৩০০ ৩৫০ ৪০০ ৬০০ স্যুইট ৭৫০; *Green Acre Cottage*, ডাবল বেডের কটেজ ৫৯০ ৬৯০ ৭৯০ ৮৯০, দু'য়েরই কল বুকিং: ✆ 2465171. আর আছে পালামপুর থেকে ১১ কিমি দূরে *Taragarh Palace H*, Taragarh, Kangra-176081, ✆ (018946) 3034, A/c D ১২০০ স্যুইট ১৫০০ জঙ্গল ক্যাম্প ৫৫০।

চামুণ্ডা দেবী

পালামপুর-ধরমশালা পথে পালামপুর থেকে ২৫ আর ধরমশালা থেকে ১৩ কিমি যেতে পথ গিয়েছে আরও ১ কিমি দূরের চামুণ্ডা দেবীর মন্দিরে। তিন দিক ধৌলাধারে ঘেরা পাহাড়ী গ্রাম—মন্দিরের জন্য এর প্রসিদ্ধি। দেবী খুবই জাগ্রতা। মন্দিরের পিছনে নন্দীকেশ্বর শিবের গুহা। ধৌলাধারের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। উৎসাহীরা চলার পথে বা ধরমশালা থেকেও দেখে নিতে পারেন বাসে বাসে। থাকারও ব্যবস্থা হয়েছে HPTDC-র *Yatri Niwas*, Chamundaji, ✆ (01892) 36065, DAB ৪০০ স্যুইট ৫৫০ ডর্মি ৫০ করে।

ধরমশালা

দেওদার, ওক আর পাইনে ছাওয়া কাংড়া ভ্যালির শান্ত, স্নিগ্ধ পাহাড়ী শহর ধরমশালা। কাংড়া জেলার জেলাসদরও এই ধরমশালা। তিন দিক ধৌলাধারে ঘেরা আর সামনে থরে থরে উপত্যকা নেমেছে সমতলে। সিমলা ও মানালীর তুলনায় ধরমশালায় ভ্রমণার্থী কম। তাই বলে আকর্ষণে কম নয় ধরমশালা। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে সূর্যাস্তও মনোরম। বৃষ্টির আধিক্য আছে। মার্চ থেকে মে ও অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে ধরমশালা ভ্রমণের মনোরম সময়।

লোয়ার ও আপার অলঙ্কার জুড়ে ধরমশালা শহরটি ১০ কিমির ব্যবধানে দু'ভাগে গড়ে উঠেছে। ১২৫০মি উঁচু লোয়ার ধরমশালায় কোতোয়ালি বাজার তথা ব্যবসাবাণিজ্য, বসতি, বাস স্ট্যান্ড। ট্যুরিস্ট অফিসটিও বসেছে বাস স্ট্যান্ডের অদূরে হোটেল ধৌলাধার লাগোয়া। লোয়ারে কাংড়া আর্ট মিউজিয়ম—মঙ্গল থেকে শনিবার ১০—১৭-০০টায় বসন-ভূষণের সাথে মিনিয়েচারধর্মী কাংড়া পেন্টিং-এর সম্ভার দেখে নেওয়া যায়। শহরে ঢুকতেই ওয়ার মেমোরিয়াল। দেবী মহাকালীর মন্দিরও হয়েছে অপরপ্রান্তে। আর ১৭৭০ মি উঁচু আপার ধরমশালায় রয়েছে ব্রিটিশ ভারতের স্মৃতিবিজড়িত ম্যাকলয়েড গঞ্জ ও ফরসিথ গঞ্জ। উচ্চতার তারতম্যে তাপমানেও বদল ঘটে লোয়ার ও আপার ধরমশালায়। চীনের তিব্বত দখলের পর ভারতে আশ্রয় প্রাপ্ত লাসা থেকে আসা দালাই লামা ও তাঁর মিশন এখানেই *Gelugpa Monastery* গড়েছেন। বুদ্ধ, পদ্মসম্ভবা ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি হয়েছে। রূপও নিয়েছে ১৯৬০এ 'ভারতে লাসার মিনি সংস্করণ' এই ম্যাকলয়েড গঞ্জ। প্রতি মার্চ মাসে শিক্ষাদান করেন মহামান্য দালাই লামা—দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তের দল আসেন। ধ্যানমূলক ক্লাশেরও ব্যবস্থা আছে এদের। বাড়ি-ঘরে রঙবেরঙের তিব্বতীয় *প্রেয়ার ফ্ল্যাগ*। শান্তির পথে তিব্বতকে মুক্ত করার জন্য তাঁর অনলস ত্যাগ স্বীকার বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমনকি ১৯৮৯এ নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন মহামান্য দলাই লামা। আগ্রহী দর্শনার্থীরা মাসাধিককাল অ Private Secretary to His Holyness the Dalai Lama, McLeod Ganj-কে লিখতে পারেন। আপার ও লোয়ার দুই-এর মাঝপথে স্কুল অব তিব্বতীয় কালচার লাইব্রেরি—সংগ্রহে বিশ্বের অন্যতম। তিব্বতীয় ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির গবেষণা চলছে। প্রতিবছর এপ্রিলের দ্বিতীয় শনিবার ১০ দিনের লোকনাট্যের আসরও বসে। খুমে মনাস্ট্রিও হয়েছে। তবে, প্রেয়ার হুইলটি বিপুলাকার। তিব্বতীয় হ্যান্ডিক্রাফটস সেন্টার ছাড়াও প্রতি রবিবার *ফ্লু মার্কেটের* স্মারকরূপে তিব্বতীয় হ্যান্ডিক্রাফটস সংগ্রহ করা যেতে পারে আপার ধরমশালার দোকানপাটে। Tibetan Charitable Trust হস্তজাত পণ্যের সাথে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের নানান গ্রন্থের দোকান খুলেছে।

তেমনই দেখে নেওয়া যায় চীনের লাসা দখলের নানান চিত্র তিব্বতীয় ইনফরমেশন সেন্টারে। তিব্বতীয় মেডিক্যাল সেন্টারটিও তিব্বতীয় প্রথায় ক্যান্সার ছাড়াও নানান দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম ঘটিয়ে সুনাম অর্জন করেছে। সারা বিশ্ব থেকে এসে হিপি সম্প্রদায়ও আস্তানা গেড়েছে আপার ধরমশালায়। আর রয়েছে ব্রিটিশেরই গড়া লর্ড এলগিনস মেমোরিয়াল ম্যাকলয়েড গঞ্জে। ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড এলগিনসের মৃত্যু ঘটে ১৮৬৩তে এখানে। সেন্ট জন চার্চটি
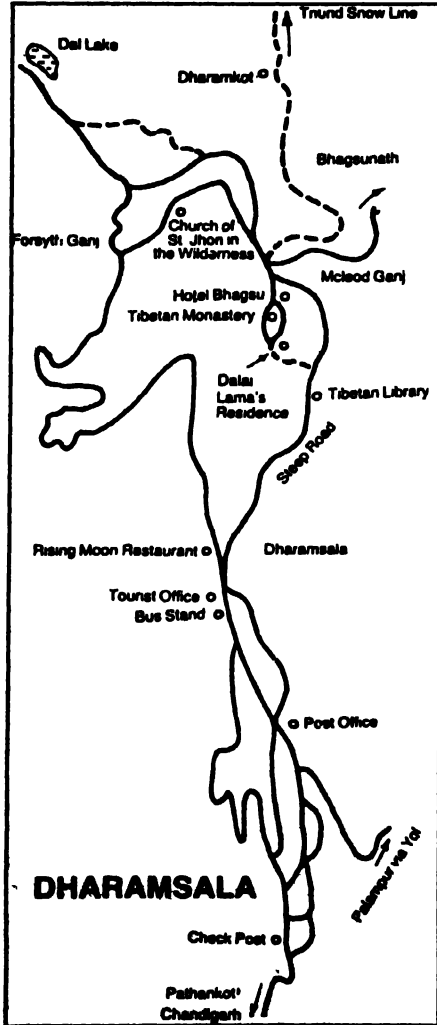
তাঁরই সমাধির উপর রূপ পেয়েছে। চার্চের জানালায় রঙিন কাচের কারুকার্যও সুন্দর। মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের শাখাও বসেছে ম্যাকলয়েড গঞ্জের ½ কিমি উত্তরে।

কনডাকটেড ট্যুর : মরসুমি পর্যটকদের HPTDC প্যাকেজ ট্যুরে ১০০ টাকায় ৬০ কিমি পরিক্রমায় ৯—১৭-০০টায় আপার ও লোয়ার ধরমশালা, পালামপুর, বৈজনাথ; ১০—১৯-০০টায় ১২৫ টাকায় ১৩০ কিমি পরিক্রমায় ধরমশালা, কাংড়া ও জ্বালামুখী বেড়িয়ে আনে। ট্যাক্সিও মেলে ধরমশালা তথা কাংড়া পরিক্রমায়। প্রয়োজনে ধরমশালা ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন, পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, কোতোয়ালি বাজার ✆ 22105-কে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

Dharamshala-176215, STD 01892-এব প্রাণকেন্দ্র কোতোয়ালি বাজাব তথা লোয়াব ধরমশালায় বাস স্ট্যান্ড জুড়ে। হোটেলগুলিও ৫ মিনিটের পথে বাসকে ঘিবে ডাইনে-বাঁযে। বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া PWD-র *রেস্ট হাউস।* পাশেই HPTDC-ব *H Dhauladhar,* ✆ 24926, DAB ৬০০, ৮৫০, স্যুইট ১৩০০, অবু Manager, Dharamshala-176215. ধৌলাধারেব বিপরীতে *H Krishna,* D ২০০-৫০০, চাব বেডেব স্যুইট ৫০০, কল বুকিং Linkage ✆ 2465171, *Hill View H,* D ১৭৫-২৫০, *Simla H,* D ১২৫-২০০। বাজাবাস্তে বামহাতি *B Mehra H,* D ১৭৫-৩০০, ডানহাতি *Rose H,* SCB ১০০, DCB ১৭৫, DAB ২৫০, চাববেডেব ঘব ২৭৫, শহবে ঢুকতেই *Sun-N-Snow H,* DAB ২০০-৩২৫। শহরেব দক্ষিণে এক শৈল শিবায *Natraj Holiday Resort,* DAB ৪৫০, ৬৫০, ৮৫০, কল বুকিং· ✆ 2801209/2465171/276714; লাগোয়া একই মানে একই দামে *H Hill Queen , Udeechee Huts,* কটেজ ৭০০, ৯০০, স্যুইট ১২০০, কল বুকিং Span ✆ 2801209, *H Holiday Home,* D ৩৯৫, ৪৯৫, ৫৯৫, কল বুকিং· ✆ 2801209/276714. *H Himqueen,* DAB ৭৫০, ১০০০, ১২৫০, ১৬০০, কল বুকিং: ✆2801209; *H Himgiri,* DAB ৪০০, হাট ৮০০, ১০০০, ১২০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *H Surya Resort,* D ৮০০, ১০০০, ১২০০, স্যুইট ২০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209/276714/2388678; *H Aakriti,* DAB ৪৫০, কল বুকিং: Linkage, ✆ 2465171.

আর আপার ধরমশালা অর্থাৎ ম্যাকলয়েড গঞ্জে HPTDC-র *H Bhagsu,* ✆ 21114, DAB ৬০০, ৭৫০, ১০০০, ১৩০০, এদেরই *Kashmir House,* ✆ 23101, DAB ৫৫০, ৭০০, স্যুইট (2 DBR) ৮০০, *Yatri Niwas,* ✆ 23163, DAB ৪৫০, ৫০০, ৬০০, অবু: Manager, Dharamshala-176215. আর আছে নানান তিব্বতীয় হোটেল—*Panaah GH,* D ২৫০, কল বুকিং: ✆ 276714/2465171; ***Rising Moon, Tibetan United Association H, Dekyi Palber H, Minoo Cottage, Rainbow H, Tibet H,*** D ৫৫০, ৬০০, ৬৫০, কল বুকিং : ✆ 276714; ***Friends Corner, Tibetan Kailash H, Om H, Teopa H, Himalaya H, Namgayal G H, Kalsang G H, Green H, Kokonoor H, Dhangsur H, Paljor Gakyil G H, ShangriLa G H, Ashoka G H, Drepung Loseling G H,***

এদের কাছে ২০০ থেকে ৩৫০ টাকায় ডবল বেডের ঘর মেলে। ধরমশালায় ভ্রমণার্থী কম আসেন। হোটেলও সংখ্যায় কম। আর সাজগোজও কেমন যেন অগোছালো। তবুও উচিত হবে ধরমশালায় থেকে কাংড়া ও জ্বালামুখী বেড়িয়ে নেওয়া। *ধরমশালাও* আছে পাহাড়ী শহর ধরমশালাতে। ঘরের জন্য—*আর্যসমাজ মন্দির, সিংভাঙা গুরদ্বারা, সেরাই, সনাতন ধরম মন্দির* দেখা যেতে পারে।

আর আছে খাবারের নানান হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ধরমশালার আপার ও লোয়ারে। ভারতীয় ও তিব্বতীয় আহার্য মেলে। লোয়ারে—*রাইজিং মুন, ধৌলাধার* ; আর আপারের হোটেলে মেনুর বৈচিত্র্য উল্লেখ্য। তিব্বতীয় ও চীনা মেনুর রমরমা। *Mello Restaurant, Om, H Tibet, Tashi, Malabar, Shangri La, Green* ভালই।

কোতোয়ালি বাজার থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে ৪৫ মিনিটে বা মারুতি ভ্যান-ট্যাক্সিতে ½ ঘণ্টায় ম্যাকলয়েড গঞ্জ পৌঁছে ১½ কিমি পায়ে হাঁটা পথে ১৮৬০ মি উঁচুতে ভাগসুনাথ। দৈত্যরাজ ভাগসুনাথের নামে নাম। মনোরম পরিবেশে প্রাচীন শিবমন্দির, প্রস্রবণ ও জলপ্রপাত আকর্ষণ বাড়িয়েছে ভাগসুনাথের। চড়ুইভাতির সুন্দর পরিবেশ ভাগসু। ১১ কিমি দূরের ভাগসু বেড়িয়ে ম্যাকলয়েড গঞ্জ ফিরে নতুন করে ৭ কিমি ট্রেক করে ধৌলাধারের পাদদেশে ২৮২৭মি উচ্চে সমতল পাহাড়ে ট্রিউন্ডও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ধরমকোট হয়ে পথ গিয়েছে, পথ বন্ধুর। পথে পড়ে গালুদেবীর মন্দির। ট্রিউন্ড থেকে আরও ৫ কিমি গিয়ে লিয়াকা। লিয়াকা থেকে বরফ রাজ্যের শুরু। এত কাছ থেকে বরফে মোড়া শৃঙ্গ অন্যত্র দেখা যায় না। এমনকি তুষারশৃঙ্গের শ্বাস-প্রশ্বাস দর্শকদের চোখের পাতা কাঁপিয়ে তোলে। থাকার জন্য ৩৩০০মি উচ্চ লিয়ারকায় *FRH* আছে। সাত-সকালে ধরমশালা থেকে বাসে ম্যাকলয়েড গঞ্জ পৌঁছে দিনে দিনে দুই-ই দেখে ফেরা যায়। অত্যুৎসাহীরা দেওদারে ছাওয়া ডাল লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন ৩ কিমি ট্রেক করে। গাড়িও যাচ্ছে শহর থেকে ১১ কিমি দূরে চড়ুইভাতির স্বর্গ ডাল-এ। আর আছে কোতোয়ালি থেকে ৩৫ কিমি দূরে ওক ও পাইনের সবুজ বনানীতে ছাওয়া ৩০৬৫ মি উচ্চে কারেরি লেক।

মানালী থেকে সকালের বাসে কুলু/ মাণ্ডী/ *যোগীন্দরনগর/ বৈজনাথ/ পালামপুর হয়ে বিকালে* পৌঁছান NH 20 থেকে সরে গিয়ে ধরমশালায়। পথের দূরত্ব ২৪৪ কিমি। ভাড়া—সাধারণ বাসে ৯০, ডিলাক্স বাসে ১২৫। ৩২২ কিমি দূরের সিমলা থেকেও বাস আসছে মাণ্ডী হয়ে ধরমশালায়। এপথের ভাড়া—দিনের বাসে ১০৫ রাতের বাসে ১২৫। বাস আসছে দিল্লী ৪৯৫, চণ্ডীগড় ২৪৮, আম্বালা ২৮৫, ডালহৌসি ১৬২, পাঠানকোট ৯২, অমৃতসর ১৯২, নাঙ্গাল ১৪৫, মাণ্ডী ১৪৭, যোগীন্দরনগর ৭৬, দেরাদুন ছাড়াও উত্তর ভারতের দিগ্বিদিক থেকে ধরমশালায়। আর ধরমশালা থেকে দেরাদুন যাচ্ছে ২১-৩০টায় ; দিল্লী যাচ্ছে ১৪ ঘণ্টায় ৫-০০, ১৭-০০ ও ১৮-১৫য়; সিমলা ১০ ঘণ্টায় ৫-০০, ৫-৩০, ৬-৪৫, ৮-০০, ১৮-০০, ১৮-১৫; মানালী ১২½ ঘণ্টায় ৫-১৫, ১০-৪৫এ; চণ্ডীগড় ৯ ঘণ্টায় হিমাচল রোডওয়েজ, পাঞ্জাব রোডওয়েজ ও প্রাইভেট বাস চলছে। মরসুমে HPTDC-এর লাক্সারি কোচ ১৯-৩০এ ধরমশালা ছেড়ে ৯½ ঘণ্টায় সিমলা যাচ্ছে ১৫০ টাকায়; মানালী যাচ্ছে দিনের বাসে ২০০ রাতে ২২৫ টাকায়। ফেরেও এরা একইভাবে সিমলা ও মানালী থেকে।

কলকাতা থেকে সহজতম পথ হিমগিরি এক্সে চাক্কী বা শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্সে পাঠানকোট পৌঁছে বাসে ধরমশালায় যাওয়া। মুহুর্মুহু বাস, ৩½ ঘণ্টার পথ, ট্যাক্সিও মেলে এপথে। আবার পাঠানকোট-যোগীন্দরনগর ন্যারোগেজের রেলে ৪-৫০, ৯-১০, ১১-০০, ১৩-১০, ১৫-৫৫, ২-১৫র ট্রেনে ৪ ঘণ্টায় কাংড়া পৌঁছে বাসে চলা যায় ১৮ কিমি দূরের ধরমশালায়। তবে, সময়ে আধিক্য লাগে ট্রেনে। ধরমশালা থেকেও হিমাচল ভ্রমণ শুরু করা যেতে পারে। দিল্লী জং থেকে ঝিলাম এক্স, জম্মু তাওয়াই মেল, চেন্নাই-জম্মু তাওয়াই এক্স; নতুন দিল্লী থেকে শালিমার এক্স, দিল্লী-জম্মু তাওয়াই এক্স, মুম্বাই-জম্মু তাওয়াই এক্স, মালোয়া এক্সও চাক্কী/পাঠানকোট হয়ে যাচ্ছে। আবার নানান ট্রেনে আম্বালা ক্যান্ট পৌঁছেও সড়কপথে চলা যেতে পারে ধরমশালা। বিশদ সিমলা অংশে যানবাহন দেখুন।

নিকটতম বিমানবন্দর অমৃতসর (১৯২) আর রেল স্টেশন পাঠানকোট (৯২)। তবে ন্যারোগেজ রেল সংযোগকারী ১৩ কিমি দূরের কাংড়ার সঙ্গে নিয়মিত বাস সংযোগ রয়েছে। তেমনই IAC-র বিমান সার্ভিস গড়েছে ধরমশালা (১৩ কিমি দূরে Gaggal)-র 1 3 5 দিন সিমলা-ধরমশালা-কুলু আর 2 4 6 দিন দিল্লী-চণ্ডীগড়-ধরমশালার মাঝে। আর অর্চনা এয়ার লাইনসের বিমান যাচ্ছে কাংড়া, জ্বালামুখী, ধরমশালা, পালামপুর। জ্যাকসন এয়ার লাইনসও সার্ভিস গড়েছে দিল্লী-ধরমশালার মাঝে। রেল না পৌঁছালেও রিজার্ভেশন বুকিং কাউন্টার বসেছে বাস স্ট্যান্ডে।

কাংড়া

মাণ্ডী থেকে উত্তর-পূবে পাঠানকোটের অদূরে শাহাপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছবির মতো সুন্দর নিসর্গের উপত্যকা কাংড়া। সবুজে ছাওয়া ওক পাইন আর ফলের খেতি—তারই মাঝে কোরাস ধরে ঝোরা-নালা-পাহাড়ী নদী। সারা উত্তর জুড়ে ধৌলাধার পর্বতশ্রেণী। পাঠানকোট-মাণ্ডী সড়ক চলেছে উপত্যকা চিরে। রেলও যাচ্ছে ২-০০, ৪-৩৫, ৮-৫০, ৯-৪৫, ১৩-০০, ১৬-০০টায় পাঠানকোট ছেড়ে ৪ ঘণ্টায় কাংড়া পৌঁছে ন্যারোগেজে ১৬৪ কিমি দূরের যোগীন্দরনগর। সময়ে আধিক্য লাগলেও হিমালয়ের অনন্য সুন্দরী প্রকৃতির মাঝে পাহাড়ী রেলে চলায় রোমাঞ্চ আছে। ধরমশালা, জ্বালামুখী, বৈজনাথ, পালামপুর, যোগীন্দরনগর প্রত্যেকেরই অবস্থান কাংড়া উপত্যকায়। বাসও সংযোগ গড়েছে কাংড়া থেকে—ধরমশালা ১৮, পাঠানকোট ৮৬, জ্বালামুখী ৩৬, যোগীন্দরনগর ৭৮, মাণ্ডী ১৩৪ কিমি ছাড়াও উত্তর ভারতের নানান দিকের। বায়ুদূত ও প্রাইভেট বিমান পৌঁছেছে Gaggal অর্থাৎ কাংড়ায়।

তবুও যেন উচিত হবে ১৮ কিমি দূরের ধরমশালা থেকে বাসে দিনে দিনে কাংড়া ও জ্বালামুখী দেখে ফেরা। তবে কাংড়া থেকেও বাস যাচ্ছে রাজ্য তথা উত্তর ভারতের দিকে দিকে।

কাংড়া শব্দটাই স্মরণ করায় পাহাড়ী শৈলীর সাথে মোগলি মিনিয়েচার ধর্মী কাংড়া পেইন্টিং-এর কথা। সারা বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছে কাংড়া পেইন্টিং বিশেষভাবে আদৃত। ১৮ শতকে রাজা সংসারচাঁদ দ্বিতীয় কাটোকের পৃষ্ঠপোষ-কতায় কাংড়া পেন্টিং প্রসার লাভ করে, খ্যাতিও অর্জন করে স্বল্প সময়ে। শহরের পত্তনও সংসারচাঁদের হাতে। ১৪০০ ফুট উঁচু কাংড়ায় মন্দিরও আছে নানান। বজ্রেশ্বরীর মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পাহাড়চুড়োয় চার কোনা মন্দিরের শিরে গম্বুজ। পিছে তার ধৌলাধার। বার বার হানাদারদের কোপ দৃষ্টিতে পড়েছে বজ্রেশ্বরী। সুলতান মামুদ (১০০৮), ফিরোজ তুঘলক (১৩৬০), তৈমুর লঙ (১৩৯৮) লুণ্ঠন করেছে মন্দিরের ধনদৌলত। আর, ১৯০৫এর ভূমিকম্পে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে নতুন করে গড়ে ওঠে বর্তমান মন্দির। এপ্রিল ও অক্টোবরে নবরাত্রির মেলা বসে।

এছাড়া পাহাড়ী-টিলায় ৪ কিমি দীর্ঘ প্রাচীরে ঘেরা কাংড়ারাজদের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষও পর্যটকদের আর এক দ্রষ্টব্য। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে দুর্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর দুর্গের মন্দিরটি ধ্বংস করে সুলতান মামুদ তার ৪র্থ ভারত হানায়। জাহাঙ্গীরের দখলে যায় কাংড়া ১৬২০এ। জাহাঙ্গীরের তৈরি একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে দুর্গে। এমনকি পাথরের গোলাকৃতি দেবী বজ্রেশ্বরীকেও রুপোর পাতে মুড়ে দেন জাহাঙ্গীর। পুষ্প-চন্দন-বসন-ভূষণে মণ্ডিত দেবীর স্বরূপ সন্ধ্যা ও মঙ্গলারতির পর স্নান অভিষেকে দেখে নেওয়া যায়। কাংড়ার আর এক আকর্ষণ উপত্যকার সবুজ চা। বয়ে চলেছে বাণগঙ্গা নদী এরই মাঝ দিয়ে। কাংড়ার ১৫ কিমি দক্ষিণে মসরুর (Masrur)ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। মসরুরের প্রসিদ্ধি পাহাড় কেটে তৈরি ইন্দো-আর্য শৈলীর ১৫টি গুহা মন্দিরের জন্য।

থাকার জন্য হোটেলও আছে বাস স্ট্যান্ডে—*H Mayur* : অদূরে *H Preet, H Ashoka, Raj Bhawan H, Grand H, Jai H, Mount View H* ছাড়াও নানান কাংড়ায়। এদের কাছে ১২৫ থেকে ২০০ টাকায় ঘর মেলে।

জ্বালামুখী

ধরমশালা থেকে বাসেই চলুন জ্বালামুখী। কাংড়া হয়েই মুহুর্মুহু বাস যাচ্ছে, দূরত্ব ৫৪ কিমি, সময় নেয় ২½ ঘণ্টা। আর কাংড়ার দূরত্ব ৩৬ কিমি। পাঠানকোট থেকে কাংড়ার প্রতিটা ট্রেনে ৩ ঘণ্টায় জ্বালামুখী রোড পৌঁছে বাসে চলা যায় জ্বালাজী দর্শনে। বাসও আসছে দিল্লী ৪৭৩, পাঠানকোট ১২৩, মাণ্ডী ১৭১, মানালী ২৮১, সিমলা ৩২১ কিমি, পালামপুর, যোগীন্দরনগর ছাড়াও উত্তর ভারতের দিগ্বিদিক থেকে জ্বালাজী।

পাঠানকোট থেকে ১১ কিমি দূরের চাক্কী, ২৩ কিমি দূরের নূরপুর হয়ে পথ গিয়েছে হিমাচলের দিকে দিকে। নূরপুর পেরুতে বামহাতি পথ গিয়েছে চাম্বা ও ডালহৌসির আর উর্ধ্বমুখী পথ যাচ্ছে ধরমশালায়; জ্বালামুখী হয়ে কাংড়া, পালামপুর, বৈজনাথ, যোগীন্দরনগর, মাণ্ডী। মাণ্ডী থেকে আবার পথ পৃথক হয়েছে সিমলা ও মানালীর। মুহুর্মুহু বাসও চলে এপথে। সংখ্যায় ৪/৫ জন হলে একটি ট্যাক্সি বা জিপ ৭০০-৮০০ টাকায় চুক্তিতে নিতে পারেন ধরমশালায়—একই দিনে জ্বালামুখী, কাংড়া, পালামপুর, বৈজনাথ, যোগীন্দরনগর ও অন্যান্য বেড়িয়ে নিন। তবে একদিনে দেখতে হলে নূরপুর বাদ দেওয়া উচিত হবে দর্শনসূচী থেকে।

মন্দিরকে নিয়ে শহর। উত্তর ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলির মধ্যে বিপাশা উপত্যকায় ৬১০ মি উঁচু জ্বালাজী অন্যতম। কিংবদন্তী, দৈত্যদের অত্যাচারে জর্জরিত স্বর্গের দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর নেতৃত্বে হিমালয়ে এলেন। বিক্রম দেখাতে দেবতাদের রোষানলে সৃষ্ট আলোক বর্তিকা তথা শিখা থেকে আদিশক্তির উদ্ভব। প্রজাপতি দক্ষের ঘরে পালিতা—শিব-জায়া পরমা প্রকৃতি আদিশক্তি তথা পার্বতী পতি নিন্দায় দেহ রাখেন। শিবের ক্রোধ থেকে সৃষ্টি স্থিতি রাখতে বিষ্ণুচক্রে টুকরো হয়ে সতীর জিহ্বার পতন কালীধর পাহাড়ে। শতবর্ষ আগে কোনো এক রাখালের আবিষ্কার এই শিখা নতুন করে। আর মন্দির গড়েন রাজা ভূমিচন্দ্র। আজও সেই জিহ্বা মন্দিরের মাঝের ছোট্ট কুণ্ডে অনির্বাণ নীলাভ শিখায় জ্বলছে। শিখা রয়েছে আরও আট—মন্দির গাত্রের নানানদিকে। দেবীর কোনো মূর্তি নেই জ্বালামুখীতে। শিখাই দেবীর প্রতিভূ। ৫১ পীঠের এক পীঠও জ্বালামুখী। এখানেও এপ্রিল ও অক্টোবরে নবরাত্রির মেলা বসে। বাদশাহ আকবর মন্দিরের চুড়োটি সোনায় মুড়ে দেন। আর রুপোর দরজাটি পাঞ্জাবের শিখ রাজাদের ভেট। তবে নতুন করে দ্বিতল মন্দির হয়েছে মূল মন্দিরকে ঘিরে। সমাবেশও ঘটেছে নানান হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে। শিখাও উঠেছে দ্বিতলে। কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট দ্বিতলটি মূল মন্দিরের অতীত গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। *লঙ্গরখানাও* বসেছে মন্দির লাগোয়া। আর আছে, দেবী মন্দিরের শিরে বাবা গোরক্ষনাথের মন্দির। ৫ কিমি দূরে রঘুনাথজী মন্দিরটিও আর এক দর্শন। জনশ্রুতি, পাণ্ডবদের তৈরি মন্দির। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাও এসেছেন এখানে।

জ্বালাজী থেকে ৩৫ আর পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর থেকে ৪২ কিমি দূরে ৯৪০মি উঁচুতে ছিন্নমস্তা দেবী চিন্তাপুরনি। চরণ পড়ে সতীর—পুণ্য হিন্দুতীর্থ। দূরদূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন —আশিস মাগেন দেবীর। থাকারও ব্যবস্থা মেলে মন্দির থেকে ২ কিমি দূরে HPTDC-র *Yatri Niwas,*

Chintpurni, HP-177109. ☏ (019766) 5234. D ২৫০, ৩০০, ডর্মি বেড ৫০।

গীতাভবন ধরমশালা ও সৈনিক রেস্ট হাউসে থাকার ঘর মেলে—জ্বালামুখীতে। আর হয়েছে *H Mata Shree*, D ৩০০, ৪৫০, A-c ৪৭৫, A/c ৬৫০, বাসস্ট্যান্ডে HPTDC-র *H Jwalaji*. ☏ (01970) 22280. DAB ৪০০, ৫৫০, A/c D ৭৫০, A/c Suite ১১০০, ডর্মি বেড ৫০, হবে; অবু: Manager, H Jwalaji, Jwalamukhi, HP-176031. তবে, উচিত হবে যাতায়াতের পথে কাংড়া বেড়িয়ে ধরমশালায় ফেরা।

নূরপুর

ধরমশালা থেকে পাঠানকোটের বাসে ৬৯ কিমি দূরের নূরপুর চলুন। আর পাঠানকোট থেকে দূরত্ব ২৩ কিমি। ডালহৌসি পাহাড়েরও পথ গিয়েছে নূরপুর হয়ে। যোগীন্দর-নগর-কাংড়া রেলও যাচ্ছে নূরপুর হয়ে। চলার পথে একটা বাস ছেড়ে নূরপুর বেড়িয়ে চলা যেতে পারে পরের বাসে। পথপাশেই পাহাড়চুড়োয় রাজা বসুর তৈরি হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ ও বৈজরাজ মন্দির দেখুন নূরপুরে। দেবতা—কালো মর্মরে শ্রীকৃষ্ণ। জনশ্রুতি, মীরাবাঈ-এর পূজিত এই দেবমূর্তি চিতোর থেকে আনা। নূরপুরের শালেরও প্রশস্তি আছে। নামকরণ ১৬২২এ বেগম নূরজাহান থেকে জাহাঙ্গীরের।

ডালহৌসি

ধৌলাধার ও শিবালিক পর্বতে সবুজে ছাওয়া—Kathlog, Potreyn, Tehra, Bakrota, Balun এই পাঁচ ছোট্ট পাহাড়কে নিয়ে ১৩ বর্গ কিমি জুড়ে ডালহৌসি পাহাড়। বয়ে চলছে তিন খরস্রোতা নদী —চেনাব, রাবি ও বিপাশা ডালহৌসির বুক চিরে। সাহেবদের শহর ডালহৌসি। নিজ বাসভূমের আদল খুঁজে পায় ব্রিটিশ। প্রকৃতিতে স্কটল্যান্ড সম—স্যানাটোরিয়াম গড়ে ব্রিটিশ। চাম্বা-উপত্যকায় ব্রিটিশ-ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসির গড়া ডালহৌসি পাহাড়। ১৮৫৩য় চাম্বারাজের কাছ থেকে কিনে সাহেবরাই স্বাস্থ্যনিবাস আর সেনানিবাস গড়ে ডালহৌসিতে। ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের সাথে সাথে ডালহৌসিও রাজা ছাড়া রাজবাড়ির চেহারা নেয় যেন। ব্রিটিশের বদলে দখল নিয়েছে আজ তিব্বতীয় রিফিউজিরা ডালহৌসি পাহাড়ে। লাসার মিনি সংস্করণও বলে থাকে লোকে ডালহৌসিকে। স্মারকরূপে সংগ্রহও করা যেতে পারে তিব্বতীয়দের নানানধর্মী হাতের কাজ GPO Chowk লাগোয়া Tibetan Refugee Handicrafts Shop থেকে।

ফুল ও ফলে ভরা ওক-পাইন-দেবদারুতে ছাওয়া রূপসী ডালহৌসির নৈসর্গিক শোভাই মূল আকর্ষণ। ১৫২৫ থেকে ২৩৭৮মি উঁচে শান্ত-স্নিগ্ধ ডালহৌসি পাহাড়, কলকোলাহল কম। ডালহৌসির উত্তর জুড়ে তুষারমৌলী পর্বতমালা—একদিকে ধৌলাধার, অপরদিকে কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল; আর দক্ষিণে পাঞ্জাবের সমতল ভূমি। আর পাঁচটা পাহাড়ী শহরের তুলনায় যাত্রী সমাগম কম। বেড়াবার মরসুম মার্চ ১৫ থেকে জুলাই ১৫, আবার সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস। তাপমান গ্রীষ্মে ১৬—২৩° আর শীতে ১—১০° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে।

GPO চকে শহরের শুরু। তবে, বাস পৌঁছায় আরও এগিয়ে শহর পরিক্রমা সাঙ্গ করে বাস স্ট্যান্ডে। বাঁয়ে ট্যুরিস্ট অফিস আর ডাইনে ডালহৌসি ক্লাব। হোটেলও গড়ে উঠেছে থরে বিথরে বাসস্ট্যান্ডের শিরে। বাড়ি-ঘরে ঠাসা ঘিঞ্জি শহর সুভাষ চক; দোকানপাট গান্ধী চকে। চলতে ফিরতে শহরে দেখুন—শিব,বিষ্ণু, নারায়ণ মন্দির,নানান চার্চ ও মিউজিয়ম।

আকর্ষণে উল্লেখ্য না হলেও শহর থেকে পুঞ্জপুল্লার পথে সর্দার অজিত সিং রোড ধরে ৪ কিমি যেতে ২০৩৯ মি উঁচুতে নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা **সাতধারা**। পথপাশে ৭টি নল বেয়ে জল আসছে—তবে একটি আজ ভাঙা। জল যেমন পবিত্র, তেমনই মিষ্টি। আরও ১ কিমি যেতে **পঞ্চপুল্লা** জলপ্রপাত। খুবই নির্জন, শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। শহীদ স্মারক হয়েছে ভগৎ সিং-এর কাকা অজিত সিং-এর স্মরণে। রেস্তোরাঁও গড়েছে হিমাচল ট্যুরিজম। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। গাড়িও মেলে যাতায়াতে। ৬ কিমি দূরের ২০৮৫ মি উঁচু **বাকরোটা** পাহাড় থেকে তুষারমৌলী হিমালয়ের দৃশ্য যেমন মনোরম দেখায় ঠিক তেমনই এর **নেহরু টিব্বা** থেকে শতদ্রু, বিপাশা, রাবি, চেনাবও দৃশ্যমান নির্মেঘ দিনগুলিতে। আর বাকরোটা পাহাড়চুড়োয় ½ কিমি পায়ে হাঁটা দূরত্বে নামগোত্রহীন মূক মুখে দাঁড়িয়ে আছে আজও শিশু রবির (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) স্মৃতি বিজড়িত **স্নো-ডন** বাড়িটি। তবে, মালিকানা বদল হয়েছে—বাড়িটিও আজ অবহেলিত। তবুও বাঙালি পর্যটক-দের কাছে তীর্থবিশেষ। পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার গাড়িও মেলে HPTDC-র শ-দু'য়েক টাকায়। ডা.ধরমবীরার অতিথিরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসেন ডালহৌসিতে। স্মারকরূপে সুভাষ বাউলি অর্থাৎ ঝরনা হয়েছে বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩ কিমি দূরে। খাজিয়ারের পথে ৮½ কিমি যেতে ২৪৪০ মি উঁচু **কালাটপ**ও বেড়িয়ে নিতে পারেন। কালাটপের প্রশস্তি তার তুষারমৌলী হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য। সূর্যাস্ত মনোহর। অনিয়-মিত বাস যাচ্ছে HPTDC-র। নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে কালাটপখাজিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারিটিও দেখে নিতে পারেন। ১৯৪৯এ গড়া ৪৭ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ধৌলাধার পাহাড়ে বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর বাস। পথ চলে দেওদার, পাইন, উইলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে অভয়ারণ্যের মাঝ দিয়ে। থাকার জন্য *FRH* আছে; অবু: DFO, Chamba. ১৫ কিমি দূরে ৩০০০

মি উঁচু লক্কর মাণ্ডী হয়ে পথ। মূল পথ চলে খাজিয়ারে। তেমনই লক্কর মাণ্ডী থেকে পাকদণ্ডি পথে ১০ কিমি দূরে ২৭৪৫ মি উঁচু সবুজে ছাওয়া ডাইনকুণ্ড অভিযান করে ফেরা যায়। লোকশ্রুতি, আজও পরীরা জলকেলি করে কুণ্ডের জলে। বাতাসও তান ধরে গানের—তাই Singing Hill বলে থাকে লোকে ডাইনকুণ্ডকে। অদূরেই ৩৩৩৫ মি উঁচু দেবী পয়েন্ট— ডালহৌসি শহর ও নৈসর্গিক শোভা দেখে নেওয়া যায়।

শিয়ালদহ থেকে জম্মু তাওয়াই এক্সে পাঠানকোট পৌঁছান। হিমগিরির যাত্রীদের চাক্কী ব্যাঙ্ক নেমে পাঠানকোট হয়ে চলাই উচিত হবে। পাঠানকোট থেকেই বাস যাচ্ছে চাক্কী/নূরপুর হয়ে ডালহৌসি ও চাম্বার। ৩½ ঘণ্টার পথ। ডালহৌসির ৮ কিমি আগেই বাণীখেত থেকে পৃথক হয়েছে পথ—ডাইনে ডালহৌসি আর ঊর্ধ্বমুখী পথ যাচ্ছে চাম্বায়। ট্রেন আসছে জম্মুগামী দিল্লী, অমৃতসর, টাটা, মুম্বাই তথা ভারতের দিগ্বিদিক থেকেও পাঠানকোটে। নিকটতম রেল স্টেশন ৮০ কিমি দূরের পাঠানকোট। আর বিমান অমৃতসরে। বাস, ট্যাক্সি যাচ্ছে অমৃতসর ও পাঠানকোট থেকে ডালহৌসি পাহাড়ে।

আর ডালহৌসি থেকে বাস যাচ্ছে পাঠানকোট ৬-৩০, ১২-০০, ১৩-০০, ১৪-২৫, ১৫-১৫, ১৬-৩০, ১৬-৪৫; পাতিয়ালা ৭-০০; জলন্ধর ৭-৪৫; অমৃতসর ৯-১৫, ১০-০০; জম্মু ১০-১০; ধরমশালা ৮-৩০; চাম্বা ৬-৪৫, ৮-৩০, ১২-৩০; মানালী যাচ্ছে রাতভর জার্নিতে ১৮-৪৫এ ছেড়ে ১০ ঘণ্টায়। সিমলায় যাচ্ছে ১৫ ঘণ্টায়। তবে, সিমলা যাত্রায় উচিত হবে পাঠানকোটে বাস বদল করে দ্রুতগামী বাসে চলা। দূরত্ব দিল্লী থেকে ৪৮৫, চণ্ডীগড় ২৫২, অমৃতসর ১৮৮, ধরমশালা ১৬২ আর কলকাতা (১৯৫০+৮০) ২০৩০ কিমি। ভাদরওয়া হয়ে নতুন পথ হয়েছে ডালহৌসি থেকে জম্মুর। বাসও যাচ্ছে সরলতম নতুন পথে পাঠানকোট না গিয়ে ঘণ্টাচারেকে জম্মু।

ডালহৌসি পাহাড়ী শহর। তাপমানের সাথে সাথে রেটও ওঠানামা করে ; আর অফ সিজনে রিবেট মেলে ৩০-৫০% Dalhousie-176304, STD-01899-এর হোটেলে। বাস স্ট্যান্ডে— *Dalhousie Club H* SAB ৪০, DAB ৬৫, শয্যা-সজ্জার পৃথক মূল্যে; *Youth Hostel*- এ বেড ২০, সভ্য ও ছাত্র ১০ করে। বাস স্ট্যান্ডের শিরে HPTDC-র *H Geetanjali*, Dalhousie, ✆ 42155, DAB ৪৫০, ৫৫০, চার বেডের ঘর ৭৫০। বাস স্ট্যান্ডের ডাইনে **Grand View H*, ✆ 21194, D ১১০০, ১৫০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; লাগোয়া *Mount View H*, DAB ৫০০, ৬৫০, স্যুইট ৮৫০, কল বুকিং: ✆ 2465171; *Glory H*, S ১৫০, D ২৫০; *Lal's H*, D ২৫০-৩২৫। ১ কিমি দূরের সুভাষ চকে—*H Shivali*, DAB ৪৫০-৬৫০; *H Super Star*, D ২০০-৩২৫; *H New Metro's*, D ২৭৫-৪৫০; *H Crags*, D ২৫০-৪০০; *H Green*, D ৩৫০-৫২৫। ম্যাল রোডে—**H Aroma-N-Claire*, ✆ 21199, D ৬০০, ৭০০, ৮০০, কটেজ ১০০০, ১২০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Mehar's H*, D ৪২৫, ৫৭৫, ৬৫০, T ৪৭৫, ৭৫০, F ৬৫০, ৯৫০, কল বুকিং: ✆ 276714; *H Jaspreet*, D ৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭০০, ৮০০, কল বুকিং: ✆ 2801209/276714; *H Chanakya*, B1, D ৮৫০-১২০০, স্যুইট ১৫০০; *H Surya*, D ৬৯০-১৫০০, স্যুইট ২০০০, কল বুকিং: 2801209; লাগোয়া *H Him Dhara*, DAB ৩৫০-৪৫০; *Princes H*, DAB ৮০০, ৯০০, ১০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Gohar G H*, D ১৫০-২৫০; *Spring H*, D ২০০-৩২৫; আর আছে *H Shangrila*, G P O Chowk, D ৫০০, ৭০০, ৯০০, স্যুইট ১২০০, কল বুকিং: ✆ 2801209/2465171; *Fair View*, B2, DAB ৬৫০-১২০০; *Kumars G H*, D ৬০০, ৭০০, ৮০০, ৯০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *H Hem Kunt*, D ২০০-৩২৫; *Fair View H*, D ২৫০ থেকে ; *Dalhousie Palace*, D ৬০০, ৭০০, ৮০০, ৯০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Nanak Niwas*, স্যুইট ১০০০, হাট ১৮০০, কল বুকিং: ✆ 2801209; *Bombay Palace*, D ৬৫০, ৭০০, ৮০০, ৯৫০, কল বুকিং: ✆ 2801209/2465171; *Mohan Palace*, D ৭৫০, ৮০০, ৮৫০, কল বুকিং: ✆ 2801209/276714; *Himgiri*, D ৬৫০-১০৫০; *Kings H*, D ৩০০, ৩৫০, ৪০০, ৫৫০, ৬৫০, কিচেন-সহ FAB ৭৫০; *H Kohinoor; H Raviview*, DAB ৩০০, ৪০০, ৫০০, FAB ৮০০, কল বুকিং: ✆ 2465171/276714; *Alps Holiday Resort*, D ১০০০, ১৫০০, স্যুইট ১৮০০, ২০০০, কল বুকিং: ✆ 2801209/276714/2465171; *H Highland*, DAB ৩৫০, ৪৫০, স্যুইট ৬৫০। অগ্রিম বুকিং-এর জন্য: Manager, Dalhousie 176304-কে লিখুন। *সার্কিট হাউস* ও PWD-র *রেস্ট হাউস*ও আছে ডালহৌসিতে। তবে কম খরচে ঘর থেকে হিমালয় দেখতে *ডালহৌসি ক্লাব* ও *ইয়ুথ হোস্টেল* আর কৌলীন্যে *অরোমা-এন-ক্লেয়ার, হোটেল গীতাঞ্জলি ও হোটেল সাংগ্রিলা* আদরণীয় হবে।

আহার্যেরও নানান হোটেল ডালহৌসিতে। জিপিও চকে *পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট*, সুভাষ চকে *শের-ই-পাঞ্জাব ধাবা, ডিলাক্স রেস্টুরেন্ট* সারাবছর খোলা মেলে। গান্ধী চকে *কোয়ালিটি, লাভলি, কাবাব কর্নার রেস্টুরেন্ট*গুলিরও সুনাম যথেষ্ট।

খাজিয়ার

ডালহৌসি থেকে ২২ আর চাম্বা থেকে ২৪ কিমি দূরে খাজিয়ার। আর রেল সংযোগকারী পাঠানকোটের দূরত্ব ১২০ কিমি। খাজিয়ারেরও প্রশস্তি তার নৈসর্গিক শোভার জন্য। লর্ড কার্জন বলেছিলেন এমন সুন্দরটি আর দেখিনি। ১৯৬০ মি উঁচুতে ২ কিমি লম্বা আর ১ কিমি চওড়া রেকাবের মতো ছোট্ট এক উপত্যকা। তারই মাঝে নীল আকাশ, সবুজের বনানী আর ফিকে সবুজ ঘাস। পাইন আর দেওদারে ছাওয়া শান্ত সুনিবিড় গহীন বনের মাঝে ছোট্ট লেকের পাড়ে গলফ মাঠও হয়েছে। লেকের জলে ভাসন্ত দ্বীপ। পরিতাপের বিষয় লেকটি আজ মজতে বসেছে। লাগোয়া ১২ শতকের মন্দির-টিও নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা। দারুর কার্ভিং, সোনায় মোড়া ডোম। আর আছে খাজিয়ানাগের মন্দির—মূর্তি হয়েছে দারুতে পঞ্চপাণ্ডবের। মরসুমি পর্যটকদের HPTDC কন-ডাকটেড ট্যুরে ডালহৌসি থেকে ৯—১৫-০০টায় দেখিয়ে আনে খাজিয়ার। চাম্বা

থেকেও ১৩-৩০ টার সার্ভিস বাসে এসে খাজিয়ার দেখে ১৭-০০টায় ফেরা যেতে পারে। এমনকি চাম্বা থেকে ৭-০০টায় ছাড়া ডালহৌসির বাসটি খাজিয়ার হয়েই যাচ্ছে। চলার পথে বাসে বসেও দেখে নেওয়া যায় খাজিয়ারে প্রকৃতির উজাড় করা সৌন্দর্য।

থাকার জন্য HPTDC-র *H Devdar*, Khajjiar, (018992) 6333, DAB ৬০০ ৭৫০ ডর্মি বেড ৫০; *Youth Hostel*, *CH*, *DB*, PWD *RH* আছে খাজিয়ারে। অবু: Area Manager, HPTDC, Dalhousie. আর আছে *H Amardeep*, D ৬৬০ ৯৯০; *Ghar Resort*, DAB ৭০০ ১৪০০ হাটস ৩০০০, ✆ 2801209; *Mini Swiss*, D ৮৯০ ১১৯০ স্যুইট ২২৯০; ২টিরই কল বুকিং: Span ✆ 2801209; ছাড়াও *সুইস হোটেল*, *সুনীল লজ* খাজিয়ারে।

চাম্বা

নিকটতম রেল স্টেশন পাঠানকোট থেকে চাক্কী/নূরপুর/বাণীখেত হয়ে পথ গিয়েছে চাম্বায়। নিয়মিত বাস চলে এ পথে। দূরত্ব ১২২ কিমি পাঠানকোট থেকে চাম্বা, সময় নেয় ৪½ ঘণ্টা। ৪৯ কিমি দূরের ডালহৌসিরও পথ গিয়েছে বাণীখেত হয়ে। আর বিকল্প পথে খাজিয়ার/কালাটপ স্যাঙ্কচুয়ারি হয়ে দূরত্ব ৪৬ কিমি। উভয় পথে বাস চলে চাম্বা থেকে ডালহৌসির।

আর বাস, ট্যাক্সি ও জিপ যাচ্ছে নিকটতম রেল স্টেশন পাঠানকোট থেকে চাম্বায়। সারা ভারত থেকে উচিতও হবে পাঠানকোট পৌঁছে চাম্বা চলা। বাস আসছে—জম্মু ২৪৫, সিমলা ৪২৬, মাণ্ডী ৩৩৪, মানালী ৪৭০, কাংড়া ১৮০, অমৃতসর ২৩২, দিল্লী ৫৮০, হরিদ্বার ৬১০ কিমি, ডালহৌসি ছাড়াও উত্তর ভারতের দিগ্বিদিক থেকে চাম্বায়।

বাস স্ট্যান্ড থেকে মিনিট দশেকের পথে Chamba-176310, STD-018992-এ চাম্বার হোটেলরাজি। HPTDC-র *H Champak*, Chamba, ✆ 2774, DCB ১৫০ DAB ২০০ ডর্মি ৫০, এদেরই *H Iravati*, ✆ 2672, DAB ৫৫০ ৬০০ ৭০০ | *Municipal R H*, D ১০০; *L Chandra*, DAB ১৫০-২২৫; *H Akhanda Chandi*, College Rd, ✆ 6363, SAB ১৬০ DAB ২৭৫ স্যুইট ৪০০, দিনভর আহার্য প্রতি জনা ১০০। আর আছে *Shiwalik H*, D ২০০ ২৫০, কল বুকিং: Linkage ✆ 2465171; *Super L*; *Krishna L*, *Rama L*, *Green*, *Deluxe*, *Sankar*, *Janata*, *Aziz*, *Himachal*, *Thakur*, *Lal's Rattan*, *Kiran*, *Champak L* এদের কাছে ১০০ থেকে ১৭৫ টাকায় দু' বেডের ঘর মেলে। PWD *IB*, *Youth Hostel*-ও আছে চাম্বায়।

আহার্যেরও নানান হোটেল। তবুও যেন GPO-র কাছে *Gupta Dhaba*-র সুনাম যথেষ্ট।

১০ শতকের কথা—কন্যার ইচ্ছায় ভারমোর থেকে রাজ্যপাট তুলে চাম্বায় এলেন (৯২০) সহিল ভার্মা। নামান্তরও ঘটে কন্যার নামে নতুন রাজধানীর—চম্পা বা চাম্বা। ধৌলাধার পাহাড়ে ৯৯৬ মি উঁচুতে ৩ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত ছোট্ট পাহাড়ী শহর চাম্বা। মাঝে তার ১ কিমি লম্বা-চওড়া *চৌগান* অর্থাৎ মহারাজদের প্রমোদ উদ্যান। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে রাবি, অতীতের ইরাবতী নদী। আর চারপাশ ঘিরে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়শ্রেণী। উচ্চতা কম, গরমেরও আধিক্য। দুধ আর মধুর জন্য চাম্বা উপত্যকার প্রসিদ্ধি ছিল অতীতকালে—তাই *ভ্যালি অব মিল্ক অ্যান্ড হানি*ও বলে থাকে চাম্বাকে। প্রস্রবণ, নদী আর মন্দিরের জন্যও চাম্বা খ্যাত। ঠিক তেমনই খ্যাতি আছে চাম্বার চপ্পল, এমব্রয়ডারি শিল্প জাত চাম্বা রুমাল, শাল ও চর্মজাত নানান পণ্যের। শিব আর বিষ্ণু চাম্বার উপাস্য দেবতা।

শহরে ঢুকতেই বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে পাহাড়চুড়োয় **চামুণ্ডা মন্দির**। কাঠের মন্দির, কারুকার্য সুন্দর। শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান মন্দির থেকে। আর শহরের অপরপ্রান্তে চৌগানকে ঘিরে বাজারঘাট, দোকানপাট মায় চাম্বা শহর। বাজারের ডাইনে **লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির**। ৬টি মন্দিরের কমপ্লেক্স—৩টি তার শিব, ৩টি বিষ্ণুর। ১০—১১ শতকে তৈরি শিখরধর্মী মন্দিরে বিগ্রহ শ্বেত মর্মরে। এছাড়াও দেবতা রয়েছেন আরও নানান—রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত মহাদেব, গৌরীশঙ্কর, ত্র্যম্বকেশ্বর, লক্ষ্মী-দামোদর, মহাকালী, স্ব স্ব মন্দিরে একই চত্বরে। বাজারান্তে হাসপাতালের বিপরীতে **ভুরি সিং মিউজিয়মে** চাম্বার অতীত গরিমা দেখে নেওয়া উচিত হবে। রবি ছাড়া ১০—১৭-০০টায় খোলা। কাংড়া পেইন্টিং ও বাসোলি স্কুল অব আর্টস-এর ছবির ভাল সংগ্রহ আছে। তেমনই চাম্বার আর এক অতীত সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের চাম্বা রুমাল। মিউজিয়মে দেখে নেওয়া যায়। শিল্পীর তুলিতে যমরাজার দরবারও দেখে নিতে ভুলবেন না মিউজিয়মে। স্বর্গারোহণের পথও মেলে *জ্ঞানচৌপড়* অর্থাৎ সাপ লুডোয়। আগস্টে গদ্দীদের উৎসব **মিঞ্জারের** পর্যটক আকর্ষণও অনস্বীকার্য। মিছিল বেরোয় ঝলমলে সাজে। দেবতা রঘুবীর ছাড়াও নানান দেবতা পাল্কী চড়ে অংশ নেন মিছিলে। রামলীলা আর এক বর্ণাঢ্য উৎসব।

লক্ষ্মী-নারায়ণের অদূরে অতীতের অখণ্ড চণ্ডী রাজপ্রাসাদে আজ কলেজ বসেছে। প্রাসাদ থেকে উপরের ধাপে রঙমহল অর্থাৎ জলসাঘর। অতীতের বৈভব আগুনে লোপ পেয়ে আজ সরকারি দপ্তর বসেছে। পথেই পড়ে সুই দেবীর নতুন ও চামুণ্ডা দেবীর পুরাতন মন্দির। আর আছে চম্পাবতীর মন্দির চাম্বায়। সেও আর এক অতীত রোমন্থন করায়। ১০ পুত্রের পর ১ কন্যা—রাজা সহিল ভার্মার। পরম ভক্তিমতি কন্যা শাস্ত্র পাঠে যেতেন গভীর রাতে গুরুগৃহে। রাজামশায় অনুসরণ করেন সন্দেহবশে কন্যাকে। দৈববাণীতে রাজার ভুল ভাঙে—কন্যাও লীন হয়। কালে কালে মন্দির হয়েছে সেই গুরুগৃহে। দেবতা—মহিষমর্দিনী বা চাম্বা বা চম্পা।

দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের কাছেও চাম্বার আকর্ষণ অদম্য। ২ কিমি দূরে সুভাষ বাওলী প্রস্রবণ। পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া যায়। চাম্বা থেকেই পথ গিয়েছে ভারমোর হয়ে মণি-মহেশের। সাত সকালের বাসে চেপে দিনে দিনে

ভারমোর বেড়িয়েও ফেরা যায় চাম্বায়। কাশ্মীরের কিস্তওয়ারেও যাওয়া চলে চাম্বা থেকে ভাদরওয়া হয়ে ট্রেক করে। আবার সচী পাস পেরিয়ে চাম্বার উত্তর-পুবে পোঙ্গী উপত্যকাও অভিযান করে ফেরা যায় চাম্বা থেকে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাথে বরফ-চিতা, নকুল, কাঠবিড়ালি দেখতে মেলে। মানালীও চলা যায় দুর্গম গিরিপথে চেনাবের পাড় ধরে। এক রাত খাজিয়ারে থেকে আরণ্যক পথে ট্রেক করেও যাওয়া চলে চাম্বা থেকে ২ দিনে ডালহৌসি। চাম্বা জেলার আর এক দিগন্তের বুদ্ধ মন্দির ত্রিলোকনাথেরও পথ গিয়েছে চাম্বা থেকে। মণিমহেশের পথে হাড়সার পেরুতেই বামহাতি পথে কগতি পাস হয়ে চন্দ্রভাগা উপত্যকার ত্রিলোকনাথে যাওয়া চলে। তবে, খুবই দুর্গম এপথ। তাই মানালী থেকে বাসে বাসেই বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে **ত্রিলোকনাথ**। আবার ভারমোর হয়ে ৬ দিনে ৭৭ কিমি ট্রেক করে (Bharmaur to Chanota 22 km-Chanota to Kuarsi 13-Kuarsi to Chatta 13-Chatta to Lakagot 10-Lakagot to Triund 6-Triund to Dharamsala-13 km) ধরমশালায়ও চলা যেতে পারে।

মণিমহেশ

৪২৬৭ মি উঁচুতে চাম্বা উপত্যকায় অন্যতম হিন্দুতীর্থ মণিমহেশ। তুষারমৌলী কৈলাস পর্বতের ঢালে নয়ন-লোভন প্রকৃতির মাঝে লিঙ্গমূর্তি, ত্রিশূল ও পতাকাদণ্ডের সমাবেশে মন্দিরহীন মণিমহেশ। ইরাবতী নদীর কাঁধে ভর দিয়ে পথ গিয়েছে। চাম্বা থেকে বাস যাচ্ছে ৫০ কিমি দূরের খাড়ামুখ হয়ে আরও ১৬ কিমি পেরিয়ে **ভারমোর বা ব্রহ্মপুরে**। জিপও মেলে এপথে। অর্থাৎ রেলে পাঠানকোট পৌঁছে বাসে চাম্বা গিয়ে সে-রাতের বিশ্রাম। পরদিন ৪-৩০, ৬-০০, ৮-৩০, ১২-৩০, ১৪-৩০, ১৬-৩০এ চাম্বা থেকে বাসে খাড়ামুখ হয়ে ভারমোর পৌঁছান। তবে, ৬-০০টার বাসটি ভারমোর হয়ে সরাসরি হাড়সার যাচ্ছে ৪½ ঘণ্টায়। খাড়ামুখ থেকেও ১টি বাস আসছে ভারমোর হয়ে হাড়সারে। তবুও যেন কিছুটা অনিশ্চয়তা ভারমোর থেকে হাড়সার বাস চলায়। বাসের অমিলে ভারমোর থেকে ৩৫ কিমি পায়ে-হাঁটাপথে মণিমহেশ। পথ দুর্গম, প্রাণান্তকর চড়াই এপথে। তবে সারা পথের নৈসর্গিক শোভা ক্লান্তি ভোলায় যাত্রীর। কলকাতা থেকে দূরত্ব (১৮৬৬+১২২+৬৬+৩৫) ২০৮৯ কিমি। পথও উঠেছে উঁচুতে খাড়ামুখে। বুড়ঢাল নদীও মিলেছে ইরাবতীতে।

নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা ২১৯৫মি উঁচু ভারমোরের প্রাকৃতিক শোভাও নয়নাভিরাম। ভারতের সুইজারল্যান্ড বলেও প্রসিদ্ধি আছে ভারমোরের। অতীতে স্বাধীন চাম্বা রাজ্যের রাজধানীও ছিল ভারমোরে। গদ্দীদের বাস—চাষ-বাস, আপেল হচ্ছে। চৌরাশিয়ায় মন্দির হয়েছে ৭-১১ শতকে মণিমহেশ, লক্ষ্মণাদেবী, গণেশ, নৃসিংহ, সূর্যমুখ ছাড়াও চুরাশি শিবের। কারুকার্যময় শিখরধর্মী দারুতে তৈরি মন্দির। আর হয়েছে বিংশ শতকের মানবদেবতা নাগাবাবা অর্থাৎ মারাঠি সন্ন্যাসী জয়কৃষ্ণগিরির মর্মরমূর্তি। দেবতা জ্ঞানে পূজা পান গিরি মহারাজ। গিরি মহারাজের উদ্যোগে সংস্কারও হয় চৌরাশিয়ার মন্দিররাজি। তেমনই আছে মায়ের তৃষ্ণা মেটাতে গণেশের ছোড়া বাণে নানান তীর্থবারিতে পুষ্ট অর্ধগয়া কুণ্ড, স্নানে পুণ্য মেলে। দেবীর পছন্দ নয় মন্দিরের ছাদ। বার বার বজ্রাঘাতে ধ্বংস পেতে আজ তাই দেবীরই বিধান মেনে ছাদহীন প্রাচীন মন্দিরে নানান কিংবদন্তীর দেবী ভীষণদর্শনা, উগ্রস্বভাবা ব্রাহ্মণী রয়েছেন শহরান্তে। মণিমহেশ যাত্রীদের ব্রাহ্মণী ধারায় স্নান ও দেবীর পূজা দেওয়া বিধি। তেমনই বিধি আছে চৌরাশিয়ার আশীর্বাদ নিয়ে মণিমহেশ যাত্রা শুরুর। ভেড়াও উৎসর্গ করেন মণিমহেশ যাত্রীরা। চৌরাশিয়ায় থাকারও ব্যবস্থা মেলে প্রাঙ্গণের *পঞ্চায়েত গেস্ট হাউস, ধরমশালা* ও PWD *RH*-এ; অবু: EE, PWD—Chamba. আর আছে মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যালায়েড স্পোর্টস সাব-সেন্টারে ২×১২ বেডের ডর্মিটরি। গদ্দীদের বাড়িঘরেও ঠাঁই মেলে যাত্রীর।

ভারমোর থেকে মণিমহেশের হাঁটা পথেরও শুরু। ৩৫ কিমি দীর্ঘ বন্ধুর পথ। প্রাণান্তকর চড়াইও পেরুতে হয় শেষ পর্যায়ে ৫/৭ কিমি। সবরকম পাহাড়ী প্রস্তুতি সঙ্গে থাকা দরকার। শুকনো খাবার, যথেষ্ট গরম কাপড় ও তাঁবু সঙ্গে নেওয়া ভাল। পূজার অর্ঘ্যও সঙ্গে নেওয়া দরকার। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ভারমোরে রেখে যান। কুলিও মেলে ভারমোরে। দৈনিক ৭০-৮০ হারে।

ভারমোর থেকে ৮ কিমি গিয়ে ক্রুঙ্গলা, আরও ৭ কিমি দূরের মাণ্ডীতে *FRH*-এ রাতের অবস্থান করা যেতে পারে। আর সাণ্ডি থেকে আরও ৩ কিমি যেতে হাড়সার গ্রাম। ২৩১৭মি উঁচুতে এপথের শেষ বসতি, **হাড়সারেই** প্রথম রাত কাটান।

হাড়সার থেকে ৮ কিমি গিয়ে **ধানছো**। পুরো পথটাই চড়াই, যথেষ্ট বন্ধুরও বটে। তবে অতুলনীয় পথশোভা ক্লান্তি ভোলায় পথশ্রান্তির। তেমনই ভক্তিই শক্তি জোগায় এ-পথে। ১২০০০ ফুট উঁচুতে ধানছোতে *সরাই* আছে বনদপ্তরের। দ্বিতীয় রাত সরাইতে বিশ্রাম নিন।

পরদিন ধানছো থেকে মণিমহেশ। এপথের দূরত্ব ৯.৫ কিমি। পথ উঠেছে খাড়া। প্রাণান্তকর ভৈরবঘাটি চড়াই ও গ্লেসিয়ার পেরুতে হয়। ৮ কিমি যেতে ১৩৫০০ ফুট উঁচুতে গৌরীকুণ্ডের লেক। লেকে পূজার প্রথা, স্নানে পুণ্য হয়। আরও ১½ কিমিতে ৫০০ ফুট উঠে পুণ্যতীর্থ মণিমহেশ। কোনো মন্দির নেই মণিমহেশে—কয়েকটি ত্রিশূল আর আছে শিবলিঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে মণিমহেশ লেকের পাড়ে। লেকের জলে বরফ ভাসে। লেকের মাঝে ছোট্ট এক শিব মন্দির। সামনে বরফাবৃত ৫৫৭৫ মি উঁচু কৈলাস শিখর,

শিবজ্ঞানে পূজা পান। অতুলনীয় তাঁর নৈসর্গিক শোভা। যাত্রীদের জন্য *সরাই*ও আছে মাথা গুঁজবার। তবে, নয়ন ভরে সৌন্দর্য উপভোগ করে ঘরে ফেরার পথ ধরাই উচিত হবে যাত্রীদের। শীতেরও আধিক্য আছে মণিমহেশে। তাই ধানছো ফিরে রাতের বিশ্রাম নিয়ে পরদিন ভারমোর পৌঁছে যান। অর্থাৎ ৫ দিনে সাঙ্গ করুন মণিমহেশ দর্শন।

সুন্দর একটি উপকাহিনী আছে মণিমহেশকে ঘিরে। কাশ্মীর উপত্যকা মুসলমানদের অত্যাচারে জর্জরিত। পালিয়ে আসেন শিব অমরনাথ ছেড়ে। আশ্রয় নেন মণিমহেশে। একদা এক গদ্দী ভেড়া চরাতে গিয়ে দর্শন পায় শিবের। গদ্দীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন শিব। শর্ত, শিবের কথা বলবে না কাউকে গদ্দী। দিন যায়—একদা এক পথিক আসে মণিমহেশে যাবার। গদ্দীকে ধরে, পথের সন্ধান বলে দিতে। পৌঁছেও নিয়ে যায় তাকে গদ্দী। আজও এরাই নাকি শিবের শাপে পাথর হয়ে রয়েছে মণিমহেশে। সেই থেকে প্রতি বছর জন্মাষ্টমী থেকে রাধাষ্টমী (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত যাত্রীরা চলেন মণিমহেশে। মিছিল আসে চাম্বার চর্পটনাথ মন্দির থেকে অমরনাথের ছড়ি মিছিলের মতো। গদ্দীরাই মূলত অংশ নেয় এ-মিছিলে। বসে মেলা, আর বসেন পূজারী মণিমহেশ লেকের (৭০x৩০ মি) পুবপাড়ে চতুর্মুখী শিবের মর্মর মূর্তি নিয়ে উৎসবকালে। পূজা হয় দেবতার। সাময়িক তাঁবু পড়ে মেলা কালে—ভারমোর, হাড়সার, ধানছো, মণিমহেশে। প্রয়োজনে : DC, Chamba বা Sub-Divisional Magistrate, Bharmour, HP-কে লিখুন।

ভাকরা বাঁধ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন ভাকরা বাঁধ নয়, জাগ্রত ভারতের মন্দির ভাকরা। চেহারাতেও যেমন এর বৈচিত্র্য আছে তেমনই আকারেও এটি অনন্য। ইংরাজি V হরফের মতো এই বাঁধটির উচ্চতা ২২৫.৫৫ মি, প্রস্থে ৫১৮.১৬ মি। অর্থাৎ কলকাতার শহীদ মিনারের পাঁচ গুণের মতো। ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপ পেয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম এই ভাকরা-নাঙ্গাল প্রোজেক্ট। টাকার অঙ্কে সবকিছু অনুমেয়। এই বাঁধ তৈরিতে যে পরিমাণ সিমেন্ট ও ইট ব্যবহৃত হয়েছে তাতে সারা পৃথিবী জুড়ে ৮ ফুট চওড়া এক রাজপথ তৈরি হতে পারত। তবে, পথ হয়েছে ৩০ ফুট চওড়া—বাঁধের উপর। স্বচ্ছন্দে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। দুই-প্রান্তে দু'টি এলিভেটর বসেছে। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। শতদ্রুকে বশে আনতে তৈরি হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান বিশ্বের উচ্চতম সিমেন্টের এই প্রাচীর। শতদ্রুর জলধারা সঞ্চিত হয়েছে ১৬৬ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত গোবিন্দ-সাগর জলাধারে। ১০ম শিখগুরুর নামে নাম। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে গোবিন্দসাগরে। পরিবেশ মনোহর। জমির প্রান্ত-ভূমিতে কুঁদা ঢুকিয়ে জলের চাপের সহ্যশক্তি বাড়িয়ে তোলা হয়েছে জলাধারের পাড় ধরে।

জল যাচ্ছে কৃষির কাজে, আর হচ্ছে বিদ্যুৎ। এছাড়া বিধ্বংসী বন্যাকেও রোধ করা গেছে ১৭০০ ফুট উঁচুতে ভাকরা বাঁধ গড়ে। দিল্লী, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থানের এক কোটি একর জমিতে সেচের জল যাচ্ছে, আর বিদ্যুৎ হচ্ছে ১০ লক্ষ কিলোওয়াট এই প্রকল্প থেকে।

যদিও ব্রিটিশ ভারতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বাঁধ গড়ে শতদ্রুকে বশে আনার; তবে, স্বাধীনোত্তর ভারতে উত্তর ভারতের স্বার্থে ত্বরান্বিত হল সেদিনের সেই নিষ্ফল প্রস্তাবনা। ১৯৫১য় শুরু হয়ে ১৯৫৬তে রূপ পায় ভাকরা বাঁধ।

ভাকরা যদিও হিমাচল প্রদেশে তবে, প্রবেশপথ এসেছে পাঞ্জাবের উপর দিয়ে নাঙ্গাল হয়ে। নিকটতম রেল স্টেশন নাঙ্গাল ড্যাম। ২৩-২০এ দিল্লী জং ছেড়ে সাহারানপুর/কুরুক্ষেত্র/আম্বালা হয়ে ৬-৫০এ নাঙ্গাল পৌঁছে ৭-৪০এ উনা যাচ্ছে 4553 হিমাচল এক্স। নাঙ্গাল থেকে বাস যাচ্ছে ভাকরা বাঁধের। নাঙ্গাল থেকে ভাকরার দূরত্ব ১৩ কিমি, চণ্ডীগড় ১০৩ কিমি নাঙ্গাল থেকে। তাই চণ্ডীগড় বেড়াবার পথে বাসে বাসে ভাকরা বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। ট্যাক্সিও মেলে শ'দেড়েক টাকায় নাঙ্গাল-ভাকরা-নাঙ্গাল যাতায়াত।

ভাকরা বাঁধ দর্শনার্থীদের দর্শনী ছাড়া অনুমতি লাগে—PRO, Nangal Township, Nangal থেকে। নাঙ্গাল থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে এই অনুমতি (Red Pass) মেলে। আর এলিভেটর ব্যবহার ও প্রোজেক্ট দেখার বিশেষ অনুমতি (White Pass)ও নিতে পারেন PRO-র থেকে। সঙ্গের ক্যামেরা জমা রাখতে হয় চেকপোস্টে। প্রোজেক্টের ছবি তোলা কঠোরভাবে মানা।

থাকারও ব্যবস্থা আছে *Tourist Bungalow*-র কটেজে; অবু: In-Charge, Tourist Bungalow, Nangal.

পাওনটা-নাহান-রেণুকা

হিমাচল ও উত্তর প্রদেশ সীমান্তে রাজ্যের দক্ষিণে দেরাদুনবাসী পথে শিরমুর জেলায় পাশাপাশি অবস্থান ত্রয়ীর। অবস্থান হিমাচলে হলেও দেরাদুন থেকে বেড়িয়ে নেওয়া সুবিধার। বাসও মেলে নাহানের, দূরত্ব দেরাদুন থেকে পাওনটা হয়ে ৯০ কিমি। আর পাওনটা ৪৭, রেণুকা ২২ কিমি নাহান থেকে। বাস যাচ্ছে রাজ্যের রাজধানী ১০০ কিমি দূরের সিমলাতেও নাহান থেকে। এছাড়াও ত্রিমুখী তিন রেলসংযোগকারী স্টেশন—চণ্ডীগড় ৮২, কালকা ৯৭, আম্বালা ১০০ কিমির সঙ্গেও বাস সংযোগ রয়েছে বাসী হয়ে নাহানের। নিকটতম বিমান চণ্ডীগড়ে। শান্ত ও স্নিগ্ধ নাহানের প্রকৃতিও মনোরম। বেড়াবার মরসুম অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

পাওনটা : দেরাদুন-নাহান-বাসী সড়কে দেরাদুন থেকে ৫১ কিমি দূরে পাওনটা সাহিব আর নাহানের দূরত্ব ৪২ কিমি পাওনটা থেকে। পথ এসেছে রেণুকা থেকেও গিরি নদীর পাড় ধরে পাওনটায়। অতীতের রাজপ্রাসাদটি আজ

বিধ্বস্ত। সুন্দর একটি আখ্যান আছে পাওনটাকে ঘিরে। এক নর্তকী নেচে নেচে গিরিখাত পেরুবে দড়ির উপর দিয়ে। রাজা তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন। শর্তধীনে পার হয় নর্তকী। রাজা তখন শঠতার আশ্রয় নেন। আবার পেরুতে পারলে আধা নয় পুরো রাজ্যটাই দেবেন রাজা। নর্তকী রাজি, শুরু হল নাচ। দড়ি দিলেন কেটে রাজামশায়। মারা পড়ল নর্তকী। নর্তকীর শাপে রাজবংশও লুপ্ত।

এছাড়া ১০ম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহর স্মৃতিবিজড়িত পাওনটা পুণ্য শিখতীর্থ। পাওনটা নামটিও বৈচিত্র্যে ভরা। *পাওনটা* মানে পা। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও পাওনটার রূপে মুগ্ধ গুরু অমৃতসর ছেড়ে বাসের জন্য পাওনটায় এলেন। প্রথম যে পুণ্যভূমে ঘোড়া থেকে নেমে পা রাখেন গুরু—সেই স্মৃতিতে নামকরণ; গুরুদ্বারাটিও সেই পুণ্যভূমে। *গ্রন্থ সাহিবের* একটা বড় অংশও গুরু লেখেন পাওনটায়। দ্বিমতে, গুরু *পাওনটা* অর্থাৎ পায়ে অলঙ্কার পরে স্নানে যান যমুনায়। জলের তোড়ে অলঙ্কার যায় ভেসে। মেলেও আবার যমুনার তটে। তারই স্মারকরূপে গুরুদ্বারায় হয়েছে যমুনায়। গুরু গোবিন্দ সিংহর অস্ত্রের প্রদর্শনীও বসেছে ভাঙানীর গুরুদ্বারা-এ। *হোলা মহল্লায়* আজও *কবি দরবার* বসে যমুনার ডান পাড়ে গুরু যেখানে ৫২ কবির সঙ্গে দরবারে বসতেন। আর গড়েন পাওনটা দুর্গ ১০০ একর জমিতে গুরু। তবে ২৩ কিমি দূরে ভাঙানীর যুদ্ধে ২২টি পাহাড়ী রাজ্যের সম্মিলিত শক্তিকেহারিয়েও পাওনটা ছাড়েন বিমর্ষ গুরু। বৈশাখী ও হোলি আকর্ষণীয় উৎসব। হিন্দু মন্দিরও রয়েছে যমুনা, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের। এতসবের মাঝেও পাওনটা আজ শিল্প-নগরীর রূপ পাচ্ছে।

নাহান: পাওনটা থেকে বাসীমুখী ৪৭ কিমি গিয়ে ৯৩২মি উঁচুতে শিবালিক পর্বতের এক পাহাড়ী শিরায় সুন্দর পাহাড়ী শহর নাহান। ৩৬৪৭ মি উঁচু চোরধার শিখর কিরীট হয়ে দাঁড়িয়ে নাহানের ভালে। পায়ে পায়ে অভিযানও করে ফেরা যায় চোরধার। চারপাশের প্রকৃতিও সুন্দর। পথ এসেছে আম্বালা থেকেও। আম্বালা ক্যান্ট-সাহারানপুর রেলের বারারা পৌঁছেও বাসে চলা যেতে পারে নাহানে। লেক, মন্দির আর বাগিচা নিয়ে শহর। রাজা করণপ্রকাশের হাতে ১৬২১এ শহরের জন্ম। রাজধানীও ছিল দেশীয় রাজ্য শিরমুরের সেকালে নাহান। সার্কিট হাউসে আজও তার নিদর্শন মেলে। বর্ষা শেষে বাওয়ান দ্বাদশীর উৎসব হয়। ৫২ দেবতার মূর্তি যায় মিছিল করে ১৬৮১র জগন্নাথ মন্দিরে। এরও পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। শহরের প্রাণকেন্দ্রে রানীতালে ১৫৭৩এ রাজা দীপপ্রকাশের তৈরি মন্দিরটিও সুন্দর। নানান কিংবদন্তীও আছে নাহানকে ঘিরে। *নাহান* অর্থ সিংহ। সিংহকে সঙ্গী করে বাস করতেন মুনি—নামটি নাকি সেই থেকে। ১৪ কিমি দক্ষিণে ***শিবালিক ফসিল পার্ক***টিও বেড়িয়ে নেওয়া যায় নাহান থেকে। এশিয়ার প্রাচীনতম ফসিল পার্কে ফাইবার গ্লাসে তৈরি প্রাগৈতিহাসিক (১৮৫০ লক্ষ বছরের প্রাচীন) জীবজন্তুর মডেলে অভিনবত্ব আছে। ২৩ কিমি দূরের ত্রিলোকপুরে মহামায়া বালাসুন্দরী মন্দিরটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন ভক্তজনেরা।

রেণুকা: নাহান থেকে ৪৫ কিমি দূরে অরণ্যময় সবুজ পাহাড়ের ঢালে রেণুকা। বাজার তথা বাস স্ট্যান্ডকে পিছনে রেখে কাঠের পুলে ঝোরা পেরিয়ে ১ কিমি যেতে ছোট্ট লেক— লেক তো নয় মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছেন মহিলা এক। রেণুকা হলেন পরশুরামের মা, মুনি জমদগ্নির পত্নী। মুনির নির্দেশে পুত্র পরশুরামের কুঠারে ধড় থেকে মাথা নামে মাতা রেণুকার। স্মারকরূপে মন্দির হয়েছে দেবী রেণুকার ১৮১৪য় গোর্খাদের হাতে। আর হয়েছে সেই স্মৃতিচারণে পরশুরামের মন্দির। সপ্তাহব্যাপী মেলাও বসে প্রতি বছর নভেম্বরে। মেলার অন্য-তম আকর্ষণ পাহাড়ীদের হস্তজাত পণ্যের সম্ভার। এছাড়াও মন্দির ও আশ্রম হয়েছে আরও নানান। গায়ত্রী মন্দিরটি এদের মধ্যে উল্লেখ্য। পঞ্চমুখী মূর্তি হয়েছে দেবী গায়ত্রীর। আর রয়েছেন—গণপতি, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সবাই মর্মরে। শুধু-বা তাই কেন, লেককে ঘিরে নদী, পাহাড়, অরণ্য — নানান জন্তু, জলচর পাখিরা উড়ে বেড়ায় আকাশ ছেয়ে। তেমনই গড়ে উঠেছে লায়ন সফারি পার্ক ও চিড়িয়াখানা লেকের পাড়ে ৭ হেক্টর জুড়ে। আর হয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি লেককে বেষ্টন করে। বোটিং-ও করা যেতে পারে লেকের জলে।

পাওনটায় আছে—*SFDA Bhawan*, PWD *Rest House*, HPTDC-র *H Yamuna*, Paonta Sahib-173025, ✆ (01704)2341,DAB ৩০০, ৪৫০, A/c D ৭০০; *Omjees, Citizen, Gupta, Daulat, Ganga* ছাড়াও নানান প্রাইভেট হোটেল। নাহানে আছে— PWD. Municipal, SFDA-এর *রেস্ট হাউস*, অবু: Area Manager, Tourist Information Office, SCO 1048-1049, Sector 22-B, Chandigarh. ***ফরেস্ট বাংলো***, বেসরকারি *হোটেল*ও আছে নাহানে। আর আছে ***ধরমশালা ও গুরুদ্বার*** নাহান ও পাওনটায়। **রেণুকাতে** আছে—HPTDC-র *H Renuka*, Renukaji, ✆ (01702) 8339,DAB ৪৫০, A/c D ৬০০, পুরাতন ব্লকে D ৩০০, ৩৫০, A/c D ৬০০; ***Tourist Inn; Forest*** ও PWD *RH.*

জম্মু ও কাশ্মীর

কাশ্মীর ভারতের ভূস্বর্গ—পর্যটকদের আনন্দ নিকেতন। ১৫৮৫ থেকে ১৮২৯ মি উচ্চতায়, দৈর্ঘ্যে ১২৯ আর প্রস্থে ৪০ কিমির মতো আমাদের ভূস্বর্গ কাশ্মীর। চারপাশে হিমালয়ের তুষারধবল শৃঙ্গরাজি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—নৈসর্গিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। পীরপাঞ্জাল গিরিশ্রেণী সমতল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কাশ্মীরকে। উত্তর-পুবে লাডাককে দেওয়াল করে দাঁড়িয়ে আছে বরফে ঢাকা ৭৯২৫ মি উঁচু নাঙ্গা পর্বত। সত্যই অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি দৃষ্টিনন্দন কাশ্মীর পর্যটকদের কাছে নন্দনকানন সম। পীরপাঞ্জালের শুভ্র বরফকণা দেখে মহারাজ রণজিৎ সিংহর দেওয়ান কৃপারাম বলেছিলেন আকাশ অমৃত দান করেছে কাশ্মীরের মুখে।

নানান কিংবদন্তী আছে এই কাশ্মীরকে ঘিরে। পুরাণ বলে, প্রজাপতি কশ্যপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সাহায্য নিয়ে জলোদ্ভব অসুরকে বধ করে কাশ্মীর রাজ্য গড়ে তোলেন। আবার জানা যায় অতীতে এই কাশ্মীর ছিল জলমগ্ন, নাম ছিল তার সতীসর অর্থাৎ সতীর সরোবর। সতীর নাম থেকেই নাকি এই নামকরণ। সতীসর ছিল দৈত্যপুরী। দৈত্যদের হাতে নিষ্পেষিত মানুষের দুর্দশা মোচনে এগিয়ে এলেন ভগবতীর বরে পুষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচী ও কলার পুত্র মহামুনি কশ্যপ। একে একে দৈত্য মেরে গড়ে তুললেন লোকালয়। আর *কশ্যপ মার* বা *কশ্যপ মীর* থেকেই নাকি কাশ্মীর নামকরণ। মহামুনি কশ্যপ নাগরাজ তক্ষকের হাতে কাশ্মীর সমর্পণ করে ফিরে যান অযোধ্যা-পুরীতে।

সে যাই হোক, কাশ্মীর আজকের নয়। বহু পুরাকাল থেকেই কাশ্মীরের কাহিনী শুনে আসছি আমরা। মহাভারতেও কাশ্মীরের আখ্যান মেলে। রামের অনুজ ভরত আর শত্রুঘ্নও এসেছেন কাশ্মীরে। এ তথ্য মেলে রামায়ণে। কাশ্মীর একদা মৌর্যসম্রাট অশোকেরও করায়ত্ত হয়েছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কও রাজত্ব করে গেছেন কাশ্মীরে। সেকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল কাশ্মীরে। এমনকি তৃতীয় বৌদ্ধ কংগ্রেসও বসে খ্রিস্টের জন্মকালে। কালে কালে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেয়ে ৭ শতকে হিন্দু রাজারা হিন্দুধর্ম ফিরিয়ে আনেন। শঙ্করাচার্যও কাশ্মীরে আসেন এই সময়ে।

১৩ শতকের শেষভাগ—মুসলমানদের দৃষ্টি পড়ে কাশ্মীরের উপর। তিব্বত থেকে এসে রাজ্য গড়েন তিব্বতীয় মুসলিম রাজকুমার। ১৩৩৮এ রাজকুমারের মৃত্যুতে শাহ মীর রাজা হলেন—পত্তন হয় সুলতান বংশের। এই বংশেরই অষ্টম রাজা জৈন-উল-আবেদিন (১৪২০-৭০) বাদশাহ নামে সমধিক খ্যাত। শিল্প ও সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন তিনি। আজকের কাশ্মীরি হস্তশিল্পের জনকও এই আবেদিন। পারস্য ও সমরখন্দ থেকে শিল্পী এনে সূচনা করেন সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের শাল, কার্পেট ছাড়াও দারু ও ধাতুর নানান সম্ভারের। ক্রমে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্থানীয় মুসলমানরা—রাজত্ব আসে তাদেরই হাতে। আরও পরে কাশ্মীর যায় মোগল বাদশাহ আকবরের দখলে ১৫৮৬তে। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান—মোগল বাদশাদের গ্রীষ্মাবাস তথা স্মৃতি বিজড়িত কাশ্মীর আজও ভ্রমণার্থীদের আনন্দ নিকেতন।

মোগল সাম্রাজ্য অস্তমিত হতে কাশ্মীর স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ পায়। এরপর (১৭৫৬-১৮১৯) কাশ্মীর যায় কাবুলের দখলে। তাদের হটিয়ে দখল নেন পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিং ১৮১৯এ। ১৮৪৬এ শিখ রাজাদের পরাজয়ে কাশ্মীর যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। অমৃতসর সন্ধির শর্ত বলে আর শিখদের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধে নিরপেক্ষতার পারিতোষিক রূপে জম্মুর ডোগরা রাজা গুলাব সিংকে মাত্র পঁচাত্তর লাখ টাকায় বিকিয়ে দেয় কোম্পানি। একীভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীর একই রাজ্যে।

আরও পরের কথা—১৯৪৭ খ্রি। ভারত সবে স্বাধীন হয়েছে দ্বিখণ্ডিত হয়ে। জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান নামে নতুন রাষ্ট্র। ভারত আর পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের মাথার মুকুটে মণি হয়ে অবস্থান করছে স্বাধীন রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর। প্রমাদ গনলেন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের হিন্দু মহারাজা হরি সিং। নাস্তানাবুদও তিনি পাক হানাদারদের হাতে। সহযোগিতা চাইলেন ভারত রাষ্ট্রের। যোগ দিলেন ভারত রাষ্ট্রে মহারাজা ১৯৪৭-এর ২৬শে অক্টোবর। ভারত থেকে একমাত্র পথ লাহোর হয়ে, সে আজ অবরুদ্ধ, পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে সে-পথ। অগত্যা ২৭শে অক্টোবর বিমান-পথে পাড়ি জমাল ভারতীয় ফৌজ কাশ্মীরে। এবার পিছু হঠার পালা পাক হানাদারদের। জোর কদমে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় ফৌজ। দিল্লীর নির্দেশে থেমে পড়ল তারা। আর, UNO-র নির্দেশ মতো ১৯৪৯এর ১লা জানুয়ারি cease fire line অর্থাৎ যুদ্ধ বিরতি রেখাই আজ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমারেখা। তাই কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ রয়েছে পাকিস্তানের দখলে, নাম তার আজাদ কাশ্মীর। আর ভারত রাষ্ট্রে দুই-তৃতীয়াংশের অবস্থান। দুই রাষ্ট্রেরই দাবি অবশিষ্টাংশের। নাগরিকদের ৬৮% মুসলিম জম্মু ও কাশ্মীরে। ভারতের প্রতি আনুগত্য যতটা না এদের তার থেকেও পাকিস্তান তথা মধ্য এশিয়ার প্রতি দরদী এরা। এদের শিক্ষা-দীক্ষা-সমাজ জীবন এমনকি আহার-বিহারে ভারতীয় কৃষ্টির থেকেও যেন পাক প্রভাব প্রকট। এমনকি যাতায়াতও সহজতর ভারতের তুলনায় পাকিস্তান থেকে।

সমতল ভারতকে আজও এরা ইন্ডিয়া বলে। অসন্তোষও তাই নিত্য-নতুন, রূপ নেয় সংঘাতে। ভূ-স্বর্গের ভূ পাকিস্তানে আর স্বর্গ ভারত রাষ্ট্রের অংশ হয়েও আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ছিল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। অবশেষে ১৯৫৭য় স্বায়ত্তশাসনের সত্তা হারিয়ে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীর। তবুও ১৯৬৫ ও ১৯৭১এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীরের দাবিতে। তেমনই মুখ্য সংগ্রামী পাক মদতে পুষ্ট Hizb-ul-Mujhadin. আজও পাক রাষ্ট্রের সঙ্গে যেতে আগ্রহী। আর ১৯৯১এ Jammu & Kashmir Liberation Front (JKLF) জেহাদ ঘোষণা করে আজাদী লাভের জন্য। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে গেরিলা প্রথায় আক্রমণ হানে JKLF সারা রাজ্য জুড়ে। সরকারি সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধনের সাথে রক্ত ঝরে সারা উপত্যকায়। আন্দোলন কিছুটা প্রশমিত হলেও আজও অব্যাহত। তাই একান্তই উচিত হবে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে কাশ্মীর ভ্রমণে যাওয়া।

কাশ্মীর উপত্যকায় ঋতু বদলের পালাটিও মনোরম। গ্রীষ্মে উপত্যকা সেজে ওঠে ঝলমলে সাজে। পিঙ্ক ও সাদা রঙের সরষে ফুল ও পপি সাজিয়ে তোলে সারা উপত্যকা। আর জাফরান আগুন লাগায় উপত্যকায় তার স্বভাবসুলভ পীতাভ হাসির ঝলকে। চিনার রঙ বদলায় তার পাতায় ডাল-এর পাড়ে পাড়ে। শীতে বরফের রূপালি শাল মুড়ি দেয় সারা উপত্যকা। শিকারা অবসর নেয়, সাইকেল চলে ডাল-এর বুকে। হাড়কাঁপুনি শীতের মাঝে বরফ রাজ্যের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করার পর্যটক খুঁজে পাওয়া ভার সারা উপত্যকায়। স্থানীয়রা নেমে আসেন বাণিজ্যের পসরা নিয়ে সমতল ভারতে। রাজ্যপাটও স্থানান্তরিত হয় শ্রীনগর থেকে জম্মু শহরে।

তবে অবস্থান, প্রকৃতি আর ভাষাতে ৩টি পৃথক সত্তা খুঁজে মেলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। সমাজজীবনেও পরস্পর বিরোধী এরা। পাঞ্জাবের সীমান্ত জোড়া জম্মু— হিন্দু তথা শিখ ডোগরাদের বাস। কারাকোরাম, জাঁসকর ও পীর-পাঞ্জাল পর্বতে ঘেরা রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র তথা মধ্যাঞ্চল ১৫০০ মি উঁচু ডিম্বাকার উপত্যকায় শ্রীনগর—মোগল বাদশাদের গ্রীষ্মাবাস আজ বিশ্বসেরা পর্যটন কেন্দ্র। কাশ্মীর ভূখণ্ডে মুসলিমদের আধিক্য। আফগানিস্তান, পারস্য, মধ্য প্রাচ্যের প্রভাব মেলে এদের সমাজজীবনে। অতীতের সিল্ক রোডের প্রভাব হয়তো-বা এর মূলে। আর রাজ্যের উত্তরে চীন সীমান্ত দ্বারে ৭০০০ মি উঁচু লাডাক ভূমে তিব্বতীয় বৌদ্ধ প্রভাব। বসতিতেও ভারতীয় থেকে তিব্বতীয়দের সংখ্যাধিক্য। এমনকি মিনি তিব্বতও বলে থাকে লোকে লাডাককে। ১৯৬২র যুদ্ধে চীনের দখল করা লাডাক অংশও মুক্ত হয়েছে। জম্মুর মতো লাডাকও আজ শান্ত। তাই, কাশ্মীর উপত্যকায় আন্দোলন চলতে থাকায় অতীতের জাঁসকর উপত্যকা হয়ে লাডাক যাতায়াতে বিপদের মাত্রা বাড়ায় বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম রাজপথ ধরে ২ দিনে যাত্রী যাচ্ছেন মানালী থেকে লাডাক-ভূমে।

জম্মু ও কাশ্মীর ☐ রাজধানী: শ্রীনগর/জম্মু। আয়তন: ২২২২৩৬ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা: ৭৭১৮৭০০*। ভারতের লোকসংখ্যার হারে: ০.৮৭। ১৯৮১-র সুমারি মতে জম্মু-কাশ্মীরে বিভিন্নধর্মী মানুষের বাস—হিন্দু ১৯৩০৪৪৮, মুসলিম ৩৮৪৩৪৫১, খ্রিস্টান ৮৪৮১, শিখ ১৩৩৬৭৫, বৌদ্ধ ৬৯৭০৬। প্রতি হাজার পুরুষে নারী: ৯৫৩। সাক্ষরের হার: ২৬.১৭%। প্রধান ভাষা: উর্দু। সঙ্গে চলে কাশ্মীরি, লাডাকি, ডোগরি, বালতি, পাঞ্জাবি, হিন্দি ও ইংরেজি। মাথাপিছু বাৎসরিক আয়: ৩৪২০.০০ টাকা (১৯৮৮-৯০)। বেড়াবার মরসুম: মার্চের শেষ থেকে অক্টোবর মাস। তবে এপ্রিল ও মে আবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস মনোরম। তাপমান ১৩.৭ থেকে ২৭° সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করে। আর শীতে তাপমান থাকে ০.৯ থেকে ১২.১ সেন্টিগ্রেডে। মে-জুনে সাধারণ সোয়েটার, মরসুমের অন্যান্য সময় মাঝারি উলেন আর শীতে ভারি উলেনের সঙ্গে ওভার-কোট দরকার ভূস্বর্গ বেড়াতে। বৃষ্টির গড় ১০৭ সেমি। আবার মাসে মাসে রঙ বদলায়—বদলায় আকর্ষণও আমাদের ভূস্বর্গের।

২১ দিনে জম্মু ও কাশ্মীর : জম্মু ১ কাটরা ১ শ্রীনগর ৩ গুলমার্গ ১ পহেলগাঁও ১ লে ২ ডালহৌসি ২ অমৃতসর ১ পথ চলতে ৯ দিন অর্থাৎ ২১ দিনে কাশ্মীর, হিমাচল ও পাঞ্জাব বেড়িয়ে নিন।

*পরিসংখ্যান ১৯৯১-এর প্রোজেকটেড ফিগার।

জম্মু

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী শহর ডোগরাদের দেশ জম্মু। সংস্কৃত, পাঞ্জাবি আর ফার্সির সঙ্করজাত ডোগরি এদের মুখের ভাষা। সমতল আর পাহাড়ের সমন্বয়ও ঘটেছে ৩০০ মি উঁচু জম্মুতে। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরও জম্মু। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এর প্রশস্তি। তবে পর্যটকদের কাছে শ্রীনগরের তোরণদ্বার রূপে জম্মুর প্রসিদ্ধি। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল—গ্রীষ্মে তাপমান থাকে ৪০° সেন্টিগ্রেডে। তেমনই শীতের বহর আরও বেশি রাজ্যের দিকে দিকে। কারগিলে তাপমান নামে –৪০°

সেন্টিগ্রেডে শীতের দিনগুলিতে। জম্মুতে তাপমান ৫°সে শীতের রাতে। বৃষ্টি চলে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। বেড়াবার মনোরম সময় অক্টোবর, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস।

মন্দির আর দুর্গের দেশও বলা যায় জম্মুকে। তাওয়াই ও চন্দ্রভাগা এই দুই নদী জম্মুকে ঘিরে বয়ে চলেছে। শহর থেকে ৪ কিমি দূরে তাওয়াই নদীর বাম পাড়ে শৈলশিখরে ডোগরা রাজা বালুলোচনের তৈরি ৩০০০ বছরের প্রাচীন **বাহু দুর্গ**। সূর্য বংশীয় রাজা ৯ শতকের জম্মুলোচন সংস্কার করেন। আর ১৭৩০এ ডোগরা রাজাদের দখলে যায় জম্মু। বাহু রাজাদের বিধ্বস্ত দুর্গে দেবী রয়েছেন ২০০ বছরের প্রাচীন কালী। আর আছে অজস্র বানর মন্দির চত্বরে। দুর্গের প্রবেশমুখে আকবরের তৈরি মসজিদ, লাগোয়া হিন্দু মন্দির—দেবী মহালক্ষ্মীর। নিচুতে সুন্দর সাজানো বাগিচা বাগ-ই-বাহু। সন্ধ্যায় আলোর সাজ পরে বাগিচা। বয়ে চলেছে তাওয়াই নদী নিচু দিয়ে। বিপরীতে ১৮২৪এ তৈরি মহারাজা হরি সিং-এর মুবারক মাণ্ডী প্রাসাদ। রাজস্থান, মোগল ও ইয়োরোপীয় শৈলীতে তৈরি মুবারক মান্ডি। শহরও সুন্দর দৃশ্যমান। সার্ভিস বাস, অটো, ম্যাটাডোর, ট্যাক্সিতে দেখে ফেরা যায় ত্রয়ী।

আর উত্তরে শ্রীনগরমুখী **রামনগর দুর্গ**। বাসোলী শৈলীর দেওয়াল চিত্রের জন্য এর প্রশস্তি। রাজা কৃষ্ণদেবের তৈরি মসজিদটিও দুর্গের আর এক ঐতিহাসিক কীর্তি। তবে, দুর্গটি আজ বিধ্বস্ত। সেক্রেটারিয়েটের বিপরীতে গান্ধীভবনে ১৯৫৪র **ডোগরা আর্ট মিউজিয়ম**-এ বাসোলী ও ডোগরা (পাহাড়ী) আর্টের ৬০০ ছবির সংগ্রহ, ভাস্কর্য, টেরাকোটা ছাড়াও নানান সম্ভার একান্তই উচিত হবে দেখে নেওয়া। গ্রীষ্মে ৭-৩০—১৩-০০, শীতে ১১—১৭-০০টায় খোলা, সোমবার বন্ধ থাকে মিউজিয়ম। শহরের উত্তরে ১৯০৭এ ফরাসি স্থাপত্যে গড়া **অমরমহল প্রাসাদ**-এর পারিবারিক মিউজিয়মে ছবিতে রাজবংশের পরম্পরা, মিনিয়েচার ছবির সম্ভার, বই-এর সংগ্রহও উল্লেখ্য। মিউজিয়মের পাশে হরি সিং-এর প্রাসাদে আজ হোটেল বসেছে।

আর রয়েছে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে—ট্যুরিস্ট বাংলোর বামে টিলার টঙে শহরের মধ্যমণি **রঘুনাথজীর মন্দির**। দেবতা মর্মরে—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। শহরের মূল আকর্ষণও এই রঘুনাথজী। ১৮৩৫এ আজকের শহরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা গুলাব সিং-এর হাতে শুরু হয়ে ১৮৬০-এ শেষ করেন পুত্র রণবীর। সোনায় মোড়া দেওয়াল, রঙবেরঙের মার্বেল পাথরের কারুকার্য ও দেওয়াল চিত্র রমণীয় করে তুলেছে। সূর্যাস্তে মধুময় হয়ে ওঠে। পিঠে পিঠ মিলিয়ে পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি মন্দির। আর রয়েছে ১৮৮৮তে তৈরি পুরাতন মাণ্ডীতে ফ্রেস্কো চিত্রে সুশোভিত আরও এক মন্দির রঘুনাথজীর, ১৮৮৩তে তৈরি হাজার শিবলিঙ্গের **রামবীরেশ্বর মন্দির** —মূল দেবমূর্তির সামনে এক ডজন স্ফটিকের লিঙ্গমূর্তি, পির খো, গুহা মন্দির, ২ কিমি দূরের রণবীর ক্যানাল, রাজেন্দ্র পার্ক, হরি
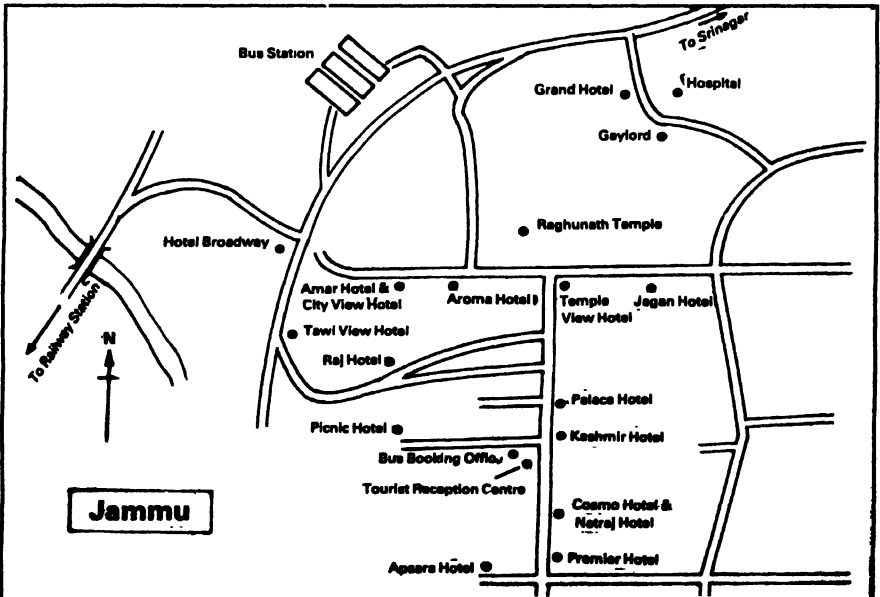
সিং জেনানা পার্ক জম্মুতে। এতসব থাকতেও যাত্রীরা ব্যবহার করেন শ্রীনগরের সংযোগকারী জংশন স্টেশনরূপে জম্মুকে। রাজ্যের রেল তথা একমাত্র সড়কটিও গিয়েছে জম্মু হয়ে সমতল ভারতে।

শিয়ালদহ থেকে ১১-৪৫এ রওনা হয়ে 3151 শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্স পরের পরদিন সকাল ৯-২০এ জম্মু যাচ্ছে। ফেরে ১৯-৩০এ জম্মু থেকে শিয়ালদহে। আর যাচ্ছে 2 5 6 দিন ২৩-০০টায় হাওড়া ছেড়ে 3073 হিমগিরি এক্স ৩৭½ ঘণ্টায় জম্মু। জম্মু ছাড়ে 1 4 7 দিন ২২-২০এ হিমগিরি। বারাণসী/ লক্ষ্ণৌ/ মোরাদাবাদ/ আম্বালা/ পাঠানকোট হয়ে যাচ্ছে ট্রেন। দূরত্ব ১৯৬৭ কিমি। এছাড়াও বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হয় গ্রীষ্মে ও পুজোয় কলকাতা থেকে। জম্মু রেল স্টেশন থেকে অটো, বাস, মিনি, টাঙা বা ট্যাক্সিতে চলুন ১০ কিমি দূরে শৈলশিখরের পুরাতন শহরে। মূল বাস স্ট্যান্ড শহর লাগোয়া হলেও রেল স্টেশন থেকেও সরাসরি বাস ও ট্যাক্সি মেলে শ্রীনগরের। আর, নতুন শহর প্রসার পাচ্ছে তাওয়াই নদীর পার ধরে রেল স্টেশনকে ঘিরে।

When you are at Jammu :

Jammu Tawai Rail Stn ✆ 30047
Rail Reservation ✆ 43836
Bus Stand Enquiries ✆ 47078
J K Roadways ✆ 47475
Punjab Roadways ✆ 42782
J KTDC Office ✆ 546412

আবার কলকাতা থেকে দিল্লী হয়েও কাশ্মীর যাওয়া চলে। ১৭-৩৫এ পুনে ছেড়ে ভুসুয়াল/ ভূপাল/ আগ্রা হয়ে ২১-১৫য় নতুন দিল্লী পৌঁছে আম্বালা হয়ে জম্মু যাচ্ছে পরদিন ১১-১৫য় 1077 ঝিলাম এক্স। পুনে ফেরে ২১-৪০এ জম্মু থেকে। 1 4 5 7 দিন মুম্বাই থেকে আসা 2471 মুম্বাই-জম্মু স্বরাজ এক্স কোটা হয়ে ৪-৩৫এ নতুন দিল্লী ছেড়ে জম্মু পৌঁছায় ১১ ঘণ্টায়। প্রতি শনিবার আমেদাবাদ, মঙ্গলবার হাপা, বুধবার রাজকোট থেকে আসা জম্মু তাওয়াই এক্স কোটা হয়ে ৪-১৫য় নতুন দিল্লী পৌঁছে জম্মু যাচ্ছে। ইন্দোর-জম্মু মালোয়া এক্সও যাচ্ছে ভূপাল/গোয়ালিয়র/আগ্রা ক্যান্টহয়ে ৮-১০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে। ত্রিসাপ্তাহিক 6031 চেন্নাই-জম্মু এক্স আসছে চেন্নাই থেকে নাগপুর/ ভূপাল/ আগ্রা হয়ে 2 5 6 দিন ২৩-০৫এ নতুন দিল্লী, ২৩-৩০এ দিল্লী জং পৌঁছে পরদিন ১৫-০০টায়। ম্যাঙ্গালোর-জম্মু নবযুগ এক্সও যাচ্ছে নতুন দিল্লী হয়ে। আর নতুন দিল্লী থেকে ১৬-১০এ ছেড়ে 4645 শালিমার এক্স, দিল্লী জং থেকে ২১-১০এ ছেড়ে 4033 জম্মু মেল, ২২-৩০এ ছেড়ে সুপার ফাস্ট 2403 দিল্লী-জম্মু এক্স আম্বালা হয়ে ৫৮৫ কিমি দূরের জম্মু পৌঁছায় পরদিন ৬-৩০, ১০-৩৫, ৮-১৫য়। আর প্রতি বৃহস্পতিবার ২০-২০এ হজরত নিজামুদ্দিন, ২০-৫০এ নতুন দিল্লী ছেড়ে লুধিয়ানা থেমে পরদিন ৫-৪৫এ জম্মু যাচ্ছে 2425 জম্মু রাজধানী এক্স। আর যাচ্ছে ভারতের দীর্ঘতম (৩৭২৬ কিমি) রেল পরিক্রমায় জম্মু থেকে প্রতি সোমবার ২২-৩০এ 6318 হিমসাগর এক্স কন্যাকুমারিকায়, কন্যাকুমারিকা থেকে ছাড়ে শুক্রবার ১২-৩০এ হিমসাগর। গুয়াহাটি যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ হয়ে প্রতি বুধবার ২২-১০এ 5652 লোহিত এক্স। গোরক্ষপুর/বরায়ুনি যাচ্ছে জম্মু তাওয়াই এক্স 2 5 6 দিন লক্ষ্ণৌ/গোণ্ডা হয়ে। অমৃতসর যাচ্ছে ২৩-২০এ এক্স, পাঠানকোট যাচ্ছে জম্মুর প্রতিটি ট্রেন, ট্রেন যাচ্ছে ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, জলন্ধর ছাড়াও সমতল ভারতের দিকে দিকে জম্মু থেকে। ফেরেও এরা নিয়মিত জম্মু থেকে।

IAC-র বিমান প্রতিদিন দিল্লী থেকে সরাসরি জম্মু যাচ্ছে ১ ঘ ১০ মিনিটে। জম্মু থেকে শ্রীনগর যাচ্ছে ৩৫ মিনিটে প্রতিদিন। লে যাচ্ছে ১ ঘণ্টায় 4 7 দিন। আর ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে একইভাবে জম্মুতে। শহর থেকে ৭ কিমি দূরে বিমানবন্দর। অটো ও ট্যাক্সি মেলে শহরে যেতে। দপ্তর বসেছে IAC-র Tourist Reception Centre, Veer Marg, ✆ 42735এ। বায়ুদূতের দপ্তর বসেছে Tourist Reception Centre, ✆ 49618-এ। এছাড়া Modiluft, ✆ 32972, Jet Airways, Damania Airways ছাড়াও নানান প্রাইভেট বিমানও সংযোগ গড়েছে কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লী থেকে জম্মুর।

দিল্লী থেকে NH 1 এসে জলন্ধরে NH 1A হয়ে পাঠানকোট-জম্মু-কাটরা-শ্রীনগর-লে যাচ্ছে। আর J K Roadways-এর বাস যাচ্ছে জাতীয় সড়ক ধরে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের দিকে দিকে জম্মু থেকে। বাস যাচ্ছে প্রতি সকালে জম্মু রিসেপশন সেন্টার ছেড়ে ১০/১২ ঘণ্টায় ২৯৩ কিমি দূরের শ্রীনগরে। ভিডিও কোচ, সুপার ডিলাক্স, এ-ক্লাস, বি-ক্লাস, এক্সপ্রেস, মিনি কোচ—নানানধর্মী বাস। ট্যাক্সিও যাচ্ছে শেয়ারে জম্মু থেকে শ্রীনগরে। রেল স্টেশন থেকেও নানানধর্মী বাস মেলে শ্রীনগরের। আর বাসস্ট্যান্ড থেকে সাধারণ যাত্রী বাস যাচ্ছে জম্মু থেকে শ্রীনগর। বৈষ্ণোদেবীর যাত্রী নিয়ে ৪৮ কিমি দূরের কাটরা যাচ্ছে মুহুর্মুহু। তেমনই প্রকৃতি প্রেমিকরা আখনুর, বানিহাল, ভদ্রয়া, ছাম্ব, কাটরা, পুঞ্চ, রিয়াসী, রামনগরও বেড়িয়ে নিতে পারেন বাসে বাসে জম্মু থেকে। হিমাচল, হরিয়ানা, পাঞ্জাব রোডওয়েজ ছাড়াও নানান বাস যাচ্ছে সমতল ভারত তথা হিমাচলের পাহাড়ে। বাস যাচ্ছে জম্মু থেকে পাঠানকোট/ জলন্ধর হয়ে NH-1 ধরে ১৪ ঘণ্টায় ৫৮৩ কিমি দূরের দিল্লী; ৩ ঘণ্টায় ১০৮ কিমি দূরের পাঠানকোট যাচ্ছে মুহুর্মুহু; ৫ ঘণ্টায় অমৃতসর ২৪৩, জলন্ধর ২২৫, আম্বালা ৩৯১, চণ্ডীগড় ৪২৬, দেরাদুন ৫৮০, আগ্রা ৭৮৭, সিমলা ৪৮২, মানালী ৪২৬, ডালহৌসী ১৮৬ কিমি। তবুও যেন উচিত হবে হিমাচল যাত্রায় পাঠানকোট হয়ে চলা। বাসের আধিক্য মেলে পাঠানকোট থেকে হিমাচলের পাহাড়ী শহরের।

রেল স্টেশন থেকে ১০ কিমি দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্র মীর চকে J&KTDC-র ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার লাগোয়া গড়ে উঠেছে ৫০ ঘরের *Tourist Reception Centre H,* Veer Marg, ✆ (0191) 579554, DAB ২০০ ১৭৫ ১৫০ A-c ২৫০ A/c ৪৫০। লাগোয়া ক্যান্টিনে খাবারের ব্যবস্থা, আয়োজন ভালই। আর রেল স্টেশনে এদেরই *Tourist Reception Centre*-এ DAB ১৫০; অবু: Manager, J&KTDC, Tourist Reception Centre, Jammu-180001. আর আছে *রেলের রিটায়ারিং রুম* জম্মু রেল স্টেশনে। জম্মু বাসস্ট্যান্ডেও *রিটায়ারিং রুম* হয়েছে। এছাড়া *সার্কিট হাউসও* আছে জম্মুতে; অবু: Tawaza Officer, Old Secretariat, Jammu.

শহরের প্রাণকেন্দ্র Ramnagar, Jammu-180001, STD 0191-এ অমলমহল প্রাসাদ লাগোয়া ITDC-র **Jammu Ashok,* ✆ 576154, A9R8B3½, S ৭০০ D ১০০০ A/c S ১১৯৫ D ২২০০ স্যুইট ৩০০০; *H K C Residency,* DAB ১০০০ ১২০০ A/c D ১২৫০ ১৫০০ স্যুইট ১৫০০-২৫০০, কল বুকিং: Span

① 2801209; বাস ও রেল স্টেশনের মাঝে Welcomgroup-এর *H Asia Jammu Tawi*, Nehru Mkt-1, ① 535757, A/c S ১৪৫০, D ১৭৫০ স্যুইট ৪২৫০; **H Hari Niwas Palace*, Jammu-1, ① 543303, S ৮৫০-১২৫০, D ১০০০-১৫০০, স্যুইট ২০০০-৩৫০০।

প্রাইভেট হোটেলও আছে নানান জম্মুতে। ট্যুরিস্ট বাংলোর বিপরীতে Veer Marg-এ —*H Cosmopolitan*, A6R5, SAB ৩৫০, DAB ৫০০, A/c S ৬০০, D ৭৫০, দেশী বিদেশী আহার্যও মেলে এদের ক্যান্টিনে; কল বুকিং: Linkage ① 2465171; *H Nataraj*, D ২০০-৩৫০; *H Premier*, A5R5, SAB ৩০০, DAB ৪৫০, A-c S ৪৫০, D ৬০০, A/c S ৬০০, D ৮০০, চীনা ও কাশ্মীরি আহার্য পরিবেশনে এদের প্রসিদ্ধি আছে; *H Tourist Home; H Apsara; H Standard*, S ১২৫-১৭৫, D ১৫০-২৭৫; *Amrit*, D ১৫০-২৫০; *H Kashmir, Narulla L*, S ২০০, D ৩৫০; *New Kwality, Palace H, Rajesh*, এদের কাছে ১৫০-২২৫ টাকায় দু'বেডের ঘর মেলে। লাক্সারি হোটেল *K C Plaza*-র অবস্থানও বীর মার্গে।

বামহাতি মন্দিরের বিপরীতে *Temple View H, H Mansar*, Denis Gate, ① 543030, S ৪৫০, D ৬৫০, A/c S ৬৫০, D ৮৫০, স্যুইট ১০০০। আবার বামে Gumat Chowk-এ—*New H, Surya H, Diamond H*, SAB ১৫০, DAB ২৫০; *H Samrat, H Vardan, H Broadway*, R4B3, D ৩০০-৪৫০, A-c D ৫০০, A/c D ৬৫০, কল বুকিং: Span ① 2801209. Below Gumat, Municipal Mkt-এ—*Town View H, Tawi View H*, SCB ৮০, SAB ১০০, DCB ১৫০, DAB ২০০, A/c S ৩৫০, D ৫৫০; *H Gulmohar*, Sundar Singh Rd, SCB ৮০, SAB ১২৫, DCB ১৫০, DAB ২০০। Chand Ngr, Jewel Chowk-এ—**H Jewel's*, beside Jewel Cinema, ① 547630, S ৪০০, D ৬০০, A/c S ৫৫০, D ৭৫০, স্যুইট ১০০০; *Star H*, D ১৫০-২০০; *Kiran L*, D ১২৫-১৭৫; *Shalimar L; H City Centre; Indira L, H Maharaja, H Prince, Vimal, Green View, H Mohindra*. Upper Gumat-এ—*H Amar, H Raj, City View, Jagan, India Pride*. Canal Rd-এ—*H Air Lines*, DAB ৩৫০-৪৫০; *Priya*. Below Gumat-এ—*Amber L, City Top, Nagina L, New Fort View*, এদের কাছে ১২৫-২২৫ টাকায় দু'বেডের ঘর মেলে।

আর আছে—*Modern H*, B C Rd, ① 43425, S ৩০০, D ৪২৫, A/c S ৪৫০, D ৬০০; *Hotel JDA*, above Bus Std, SAB ১০০, DAB ১৭৫; *Ambassador*, PN Bazar; *H Jehangir*, Shaheedi Chowk; *H Madhuban*, opp Hari Market; *Picnic*, near Idgah Rd; *H Aroma*, R N Bazar; *Plaza*, R N Bazar; *Darpan*, Talab Tilloo; *Gem*, Paj Bakktar Rd; *Grand H*. অগ্রিম বুকিং-এর জন্য Manager-দের লিখুন।

আর মন্দির যেখানে তীর্থযাত্রীও সেখানে, তাঁদের জন্য থাকবে ধরমশালাও। জম্মুতেও রয়েছে *আগরওয়ালা, ব্রাহ্মিণ সভা, ট্যুরিস্ট সরাই*—প্রতিটাই প্যারেড গ্রাউন্ডে। আর রয়েছে *জৈন হল, রঘুনাথ টেম্পল, রাজপুর সভা, সুন্দর সিং গুরুদ্বার, বিনায়ক মিশ্র ধরমশালা* ছাড়াও নানান।

আর আহার্যে *ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার হোটেলটি* মন্দ নয়। তবুও যেন সেন্টারের বিপরীতে বীর মার্গেই চীনা আহার্যে *ড্রাগন*; দেশী বিদেশী আহার্যে *কোয়ালিটি* বা *সিলভার ইন*দুইয়েরই যথেষ্ট প্রশস্তি। একজিবিশন গ্রাউন্ডের *ইন্ডিয়া কফি হাউস*টির কফির সাথে দক্ষিণ ভারতীয় আহার্য পরিবেশনেও যথেষ্ট খ্যাতি। রেল স্টেশনেও আহার্য মেলে *রিফ্রেশমেন্ট রুমে*। কাশ্মীরি ও চীনা মিল পরিবেবায় *প্রিমিয়ারের*ও সুনাম যথেষ্ট। স্বল্পদূরের *কসমো হোটেলটি*রও সুখ্যাতি আছে আহার্যে। তেমনই খ্যাতি আছে *The New Jewel Fast Food Centre*-এর।

তবুও পীক সিজনে জম্মুর হোটেলে ঘরের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। শ্রীনগর যাতায়াতে রাত কাটানো বাধ্যতা-মূলক হয়ে পড়ে জম্মুতে। তাই উচিতও হবে জম্মু পৌঁছেই আগেভাগে ঘরের ব্যবস্থা করে শ্রীনগর বাসের টিকিট কেটে রাখা। সকাল ৮-০০টার পর জম্মু ছেড়ে যাওয়া বাসগুলি পথে রাত কাটিয়ে পরদিন শ্রীনগর পৌঁছায়। তাই পথে অবস্থান পরিহার করতে জম্মুতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালের বাসে রওনা হয়ে দিনে দিনে শ্রীনগর পৌঁছে যাওয়াই উচিত হবে যাত্রীদের।

কেনাকাটা : সিল্ক ও উলেন বসন তথা এমব্রয়ডারি করা ফেরান, উইলো ও ওয়ালনাট কাঠের আসবাবপত্র, আখরোট, বাদাম ছাড়াও নানান শুকনো ফল কেনা যেতে পারে জম্মুর দোকানপাটে।

জম্মু থেকে ১৩২ কিমি পুবে হিমাচল সীমান্তের বাসোলীও বেড়িয়ে নিতে পারেন উৎসাহী পর্যটকরা। মোগলি ধারার সঙ্গে লোকশিল্পের সমন্বয়ে পাহাড়ী শৈলীর বাসোলী চিত্রশিল্পের জন্য বাসোলীর প্রশস্তি। মন্দিরও আছে বেশ কয়েকটি বাসোলীতে। বাস যাচ্ছে পাঠানকোট ও জম্মু থেকে কটুয়া হয়ে বাসোলী।

আবার, জম্মু থেকেই সার্ভিস বাসে বেড়িয়ে নেওয়া যায় নির্জনে অবসর বিনোদনে রমণীয় ৮০ কিমি পুবের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মানস সরোবর অর্থাৎ মানসর। চারপাশ পাইনে ছাওয়া, পাহাড়ে ঘেরা ২ কিমি বিস্তৃত মানসর লেকের প্রাকৃতিক শোভা নয়নাভিরাম। লেকের পাড়ের শেষনাগ, মানসরেশ্বর শিব, নৃসিংহদেব, দুর্গামন্দিরগুলিও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে লেকের জলে। থাকার জন্য *J&KTDC*-র *ট্যুরিস্ট বাংলো, ট্যুরিস্ট হাট* ও *কটেজ* আছে মানসরে। অত্যুৎসাহীরা মানসর থেকে বাসে ১৬ কিমি গিয়ে আর এক প্রকৃতি-দত্ত হ্রদ সুরিনসরও বেড়িয়ে নিতে পারেন। হ্রদের মাঝে দ্বীপ—মনোরম পরিবেশ। জম্মু থেকেও সরাসরি বাস আসছে ৪০ কিমি দূরের সুরিনসর। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *J&KTDC*-র *ট্যুরিস্ট লজ* সুরিনসর-এ।

বৈষ্ণোদেবী

জয় মাতা দী! ৭০০ বছরের অতীত। স্বপ্নাদিষ্ট ভক্ত শ্রীধর আবিষ্কার করেন জম্মু থেকে ৬২ কিমি দূরে ২১১২ মি উঁচুতে গুহা মন্দিরে দেবীর আবাস। দেবী পুরাণের মতে, দেবী এখানে বৈষ্ণোদেবী—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিষ্ঠাত্রী

অর্থাৎ পরাশক্তির এক রূপ। চোখে তাঁর চন্দ্র ও সূর্য, বসন তারকা-খচিত, বসন-প্রান্তে সবুজ পৃথিবী। মহিষাসুর ভৈঁরো বধে অস্ত্র দিয়েছেন দেবতারা দেবীর আট হাতে। আর বাহন অর্থাৎ সিংহটি হিমালয়ের ভেট। দৈত্য বধের পর আবাস গড়েন গুহায়—খুবই জাগ্রতা এই দেবী। আর রয়েছেন গুহামন্দিরে দেবীর তিন ভিন্ন রূপ— ডাইনে মহাকালী, বামে মহাসরস্বতী আর মাঝে মহালক্ষ্মী। সংস্কারও হয়েছে ৪০৫৮২০.১৬ টাকায় ১৯৭৬-৭৭এ দেবমন্দির। ৩৯.৬মি দীর্ঘ, ১.৮২মি প্রস্থের গুহামন্দিরের প্রবেশদ্বার খুবই সঙ্কীর্ণ। চলতে হয় শরীর বাঁচিয়ে সামনে ঝুঁকে। জনা ১০/১২-র অধিক প্রবেশাধিকারও মেলে না গুহামন্দিরে একত্রে। পায়ের পাতা ডোবা হিমশীতল জল সারা মন্দিরময়। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে চরণগঙ্গা। পুণ্যার্থীরা চরণগঙ্গায় স্নান সেরে দেবী দর্শনে যান। পূজার কোনো প্রথা নেই, ভক্তিভরে উৎসর্গ মুখ্য। প্রতি বছর নবরাত্রি থেকে দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন সারা ভারত থেকে। তবে, Tourist Reception Centre, Katra থেকে যাত্রা স্লিপ নিয়ে যেতে হয় যাত্রীদের। কাটরার পথে এনডোর্স আর মন্দির অর্থাৎ দরবারে নতুন করে বদলি স্লিপ ধরে দেবী দর্শনের প্রথা। দিন-রাত্তির দর্শন চললেও সকাল-সন্ধ্যায় আরতিকালে সাময়িক বন্ধ থাকে গুহা মন্দির। লাইনও দীর্ঘ
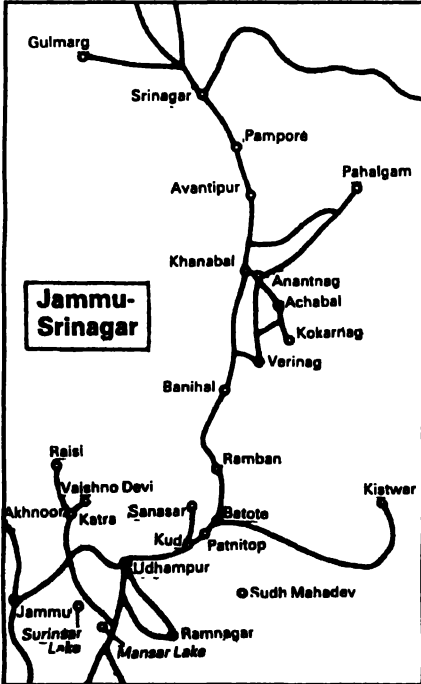
থেকে দীর্ঘতর হয় উৎসব-অনুষ্ঠানের বিশেষ দিনে। থাকার জন্য *Dharmanath Trust, Shri Dhar Sabha, Vaishno Seva Sangha ধরমশালা* আছে মন্দির অঙ্গনে। হাজার তিনেক যাত্রীর থাকার ব্যবস্থা, কম্বলও মেলে সঙ্গে।

এছাড়া দরবার থেকে ২.৫ কিমি আগে ৬৭৫০ ফুট উঁচুতে দুরারোহ সিঁড়িপথের যাত্রীরা ভৈঁরো অর্থাৎ ভৈরবনাথ মন্দিরটিও দেখে নিতে পারেন। দেবী দর্শনের আগে পূজারও প্রথা ভৈরবনাথের।

জম্মু বাসস্ট্যান্ড থেকে শ্রীনগরমুখী NH-1A ধরে ২৮ কিমি গিয়ে বামহাতি পথে আরও ২০ কিমি যেতে ২৮০০ ফুট উঁচুতে কাটরা। দিনভর বাস চলে এপথে। তবে দিনের শেষ বাসটি জম্মু ছেড়ে আসছে ২০-৩০টায়। আর কাটরা ছেড়ে জম্মু যাচ্ছে ২০-০০টায় শেষ বাস। ঘণ্টা দু'য়েকের পথ। জম্মু রেল স্টেশন থেকেও ডিলাক্স বাস যাচ্ছে কাটরায়—ভাড়া ২৫ ৲। ট্যাক্সিও যাচ্ছে জম্মু থেকে কাটরায়। এছাড়াও বাস যাচ্ছে পাঠানকোট, পাতিয়ালা, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, জলন্ধর, দিল্লী ছাড়াও উত্তর ভারতের দিকে দিকে কাটরা থেকে। শ্রীনগর যাচ্ছে—নানান শ্রেণীর বাস কাটরা থেকে। আর কাটরা থেকে ঘোড়া, ডাণ্ডী বা পায়ে হেঁটে ১৪ কিমি গিয়ে বৈষ্ণোদেবী গুহামন্দির অর্থাৎ দরবার। ঘোড়া ৩৫০ ৲ ডাণ্ডী ৮০০ ৲ কুলি ২০০ টাকায় যাতায়াত। পথ দুর্গম না হলেও বন্ধুর। চড়াই ও উৎরাই-এর সমন্বয় ঘটেছে সারা পথে। সিঁড়িও উঠেছে ধাপে ধাপে। রাতের বেলায় পথ চলা যেমন আরামদায়ক তেমনি নিরাপদও। যাত্রী আনাগোনা চলে দিনরাত ধরে এ পথে। সরাই, পানীয় জল, আহার্য, শৌচাগার, আলোরও সুব্যবস্থা সারা পথে। বাস থেকে প্রথম ২ কিমি সমতল গিয়ে, ৯ কিমি চড়াই বেয়ে সাঞ্জীছতে ২৮০০ মি (সবচেয়ে উঁচু) উঠে আবার ২ কিমি সমতল যেতে, শেষ ১ কিমি উৎরাই নেমে মন্দির।

নতুন করে গুহামন্দির হয়েছে আধা-পথে ১৪৬০ মি উঁচু আধকাবরীতে। দেবী এখানে জগদম্বা। তবে গুহাটি কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট যেন। দেবী দর্শনান্তে টেনে-হিঁচড়ে সঙ্কীর্ণ ফোকর গলিয়ে বের করতে হয় নিজেকে। আধকাবরীতে দোকানপাট, খাবার হোটেল, ধরমশালাও আছে।

কাটরা বাসস্ট্যান্ডে JKTDC-র *Tourist Reception Centre H*-এ ঘর ও ডর্মি বেড মেলে। আর আছে *Youth Hostel;* দরবারমুখী ১ কিমি দূরে JKTDC-র *Tourist Bungalow* থাকার পক্ষে ভাল। তাঁবুও ভাড়ায় মেলে। সঙ্গের অতিরিক্ত জিনিস রেখে যাবারও ব্যবস্থা আছে রিসেপশন সেন্টারে। অবু: Asstt Director, J & K Tourism, Katra-182301, JK. আর আছে বাস স্ট্যান্ডেই *Durga H*, DAB ২০০-৩৫০৲; **H Ambica*, Katra, ✆ (01991) 2062, Jammu ✆ 30924, S ৩৫০৲ D ৪৭৫-৭৫০৲ স্যুইট ৯৫০৲ A/c S ৫৫০৲ ৮৫০৲ ১২৫০৲; **H Asia Vaishnodevi*, ✆ 2061, A/c S ১১৫০৲ D ১৫০০-১৮৫০৲; *H Basera*, DAB ৩৭৫৲ A/cD ৬৫০-৮৫০৲; *Atul Regency*, DAB ৭৫০৲; *New Subash*, D ৭০০-১০৫০৲; *Shripati*, D ৭৫০৲ A/c D ৯৫০-১৭৫০৲, হোটেল ৫টির কল বুকিং: Span, ✆ 2801209. *H Trikuta, H Janta, National GH.* বাংলোমুখী বাঁয়ে *Hotel Three W*, near

J K Bank, D ৪০০ T ৫০০। *ধরমশালাও* আছে *Vaishno Seva Sangha* ও *Shri Dhar Bhawan* কাটরায়। প্রাইভেট বাড়িতেও ঘর মেলে ভাড়ায় কাটরায়। *লঙ্গরখানাও* বসেছে বাংলো ছাড়িয়ে দরবারমুখী ১ কিমি যেতে, ঢালাও যাত্রী সেবার ব্যবস্থা। আহার্য মেলে হোটেল রেস্তোরাঁয়ও —নিরামিষাশী এরা। যাত্রীদের উচিত হবে রিসেপশন সেন্টার থেকে যাত্রা স্লিপ করে মন্দিরমুখী ১ কিমি এগিয়ে *ট্যুরিস্ট বাংলোয়* রাত কাটিয়ে কাকভোরে *জয় মাতা দী* নাম নিয়ে সিঁড়ি পথ পরিহার করে মূল পথ ধরে ঘণ্টা পাঁচেকে পৌঁছে যাওয়া। রাতেও চলা যেতে পারে কাটরা থেকে বৈষ্ণোদেবী দর্শনে। দিনান্তে কাটরায় ফিরে রাতের বিশ্রাম নিয়ে তৃতীয় সকালে চলুন নতুনের অভিসারে। বছরভর চলা গেলেও মার্চ, এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস মনোরম সময়। প্রয়োজনে *Shri Mata Vaishnodevi Shrine Board*, Katra বা Vaishnodevi-কে লেখা যেতে পারে।

অত্যুৎসাহীরা কাটরা থেকে ২১ কিমি দূরে **রিয়াসী** পৌঁছে সরল হাইডেল প্রোজেক্টটিও দেখে নিতে পারেন। রিয়াসীতেও বিধ্বস্ত দুর্গ রয়েছে জেনারেল জারোয়ার সিং-এর। থাকার ব্যবস্থা মেলে *রেস্ট হাউসে*। রিয়াসীর গুরুদ্বারায় ছবির সংগ্রহও উল্লেখ্য। কাটরা থেকে রিয়াসীর পথে ৮ কিমি যেতে অঘোর জিট্টো। মাহাত্মো বাবা জিট্টোর পরেই অঘোর জিট্টোর স্থান। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত আসেন সারা উত্তর ভারত থেকে শ্রদ্ধা জানাতে।

আবার কাটরা থেকে ৭৮ আর জম্মুর ৩২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে চেনাব নদীর পাড়ে **আখনুর ফোর্ট**। এই দুর্গেই গুলাব সিং রাজার খেতাব নিয়েছিলেন রণজিৎ সিং-এর কাছ থেকে। সম্প্রতি স্কুল ও সরকারি দপ্তর বসেছে দুর্গে। পথ গিয়েছে আরও উত্তর-পশ্চিমে নৌসেরা, ঝানগড় ও পুঞ্চ—যার আকাশ-বাতাস আজও পাক মদতপুষ্ট হানাদারদের (১৯৪৭) নিষ্ঠুরতার কাহিনী শোনায়। একে একে বারমুলা, কোট, নৌসেরা, ঝানগড় থেকে হানাদার হটিয়ে ভারত-মাতার সুযোগ্য সন্তান ব্রিগেডিয়ার ওসমান এই ঝানগড়ের মাটিতেই ১৯৪৭-এর ৪ঠা নভেম্বর শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। পুঞ্চ থেকে রাওয়ালকোট হয়ে ডোমেল ও মুজফফরাবাদেরও পথ গিয়েছে। ঝিলামের পাড়ে এই দুই শহর। অপর পাড়ে পাকিস্তান।

পুঞ্চ থেকে উরি হয়ে বাস যাচ্ছে বারমুলায়। জম্মু-শ্রীনগর-উরি সড়কে **বারমুলা**। জম্মু থেকেও সরাসরি বাস মেলে বারমুলার। উলার লেকের দক্ষিণ-পশ্চিমের বারমুলা হয়েই অতীতের ভারতীয় সড়ক রাওয়ালপিণ্ডি গিয়েছে। পাক সীমান্তও অদূরে। জওয়ানদের আনাগোনা সারা বারমুলা জুড়ে। বারমুলায় মকবুল শেরোয়ানী ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি—গণ্যমান্য নেতা। এঁকেও শহীদ হতে হয় পাক হানাদারদের নিষ্ঠুরতার কাছে। মিশনারিদের প্রেজেন্টেশন কনভেন্ট হাসপাতালটিও রক্ষা পায়নি পাকহানাদারদের কবল থেকে সেদিন। এমনকি হানাদারদের হাতের বন্দুক কাঁপেনি শুশ্রূষাকারিণী থেকে রোগীর প্রাণ নিতে। ভারতমাতার বীর সন্তান লেফটেন্যান্ট কর্নেল রণজিৎ রায়ও প্রাণ দেন এই বারমুলায়।

বৈষ্ণোদেবী দর্শন সেরে কাটরায় ফিরে কাটরা থেকে বাসে সরাসরি শ্রীনগর চলা যেতে পারে। আবার জম্মু-শ্রীনগর NH-1Aতে কাটরা থেকে ৫৩ আর জম্মুর ৬১ কিমি দূরে ৭১৬ মি উঁচু **উধমপুরও** চলা যেতে পারে বাসে। ক্যান্টনমেন্ট নগরী উধমপুর। জম্মু-শ্রীনগর, কাটরা-শ্রীনগর বাস যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে রেলও পৌঁছাবে জম্মু থেকে উধমপুরে। উধমপুরের ৮ কিমি উত্তর-পশ্চিমে **ক্রিমচিও** বেড়িয়ে নিতে পারেন চলার পথে। বাস, অটো, ট্যাক্সি যাচ্ছে। বাস আসছে ৪০ কিমি দূরের কাটরা থেকেও ক্রিমচি। চারপাশ ঘিরে অনুচ্চ পাহাড়। গুপ্তযুগের বর্ধিষ্ণু নগরী। অতীত আজ লোপ পেলেও বেশ কয়েকটি মন্দিরের জন্য ক্রিমচির প্রশস্তি—খাজুরাহোর প্রতিচ্ছবি এরা। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই ক্রিমচিতে। উচিত হবে কুদ বা উধমপুর বা জম্মুতে ফিরে রাত্রিবাস করা।

তেমনই উধমপুর থেকে শ্রীনগরমুখী ৩৮ কিমি যেতে NH 1A-তে ১৭৩৮ মি উঁচুতে **কুদ**। চড়ুইভাতির মনোরম পরিবেশ। ১½ কিমি দূরে পাহাড়ী ঝরনাটিও আর এক দ্রষ্টব্য। *হোটেল, ইয়ুথ হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ট্যুরিস্ট বাংলো* আছে। আরও ৮ কিমি গিয়ে ২০২৪ মি উঁচুতে **পাটনীটপ**। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে বাস যাচ্ছে জম্মু থেকে। ট্যাক্সিও মেলে যাতায়াতে। পাহাড়ে ঘেরা ঘন সবুজ অরণ্যে ছাওয়া শান্ত-স্নিগ্ধ মনোরম শৈলাবাস। বরফও পড়ে শীতে। JKTDC-র অনবদ্য ২টি *ট্যুরিস্ট বাংলো, রেস্ট হাউস, ইয়ুথ হোস্টেল*, প্রাইভেট *হোটেল গ্রিন টপ, বর্ধন রিসর্ট, ওয়েসিস রিসর্ট* D ৯৫০_১১৫০_১২৫০_১৩৫০_আছে পাটনীটপে। ওয়েসিসের কলকাতা বুকিং: Linkage ✆ 2465171. পাটনীটপ থেকে বাঁহাতি ৮ কিমি যেতে ১২২৫ মি উঁচুতে **সুদ মহাদেব**। একটি ত্রিশূল ও একটি দণ্ড এখানকার উপাস্য দেবতা। প্রবাদ, দণ্ডটি নাকি পাণ্ডবভ্রাতা ভীমের। শ্রাবণী পূর্ণিমায় দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসেন। সুদ মহাদেবের ৫ কিমি দূরে মন তালাই-এ প্রত্নতত্ত্বের নানান নিদর্শনও মিলেছে। তেমনই জাতীয় সড়ক থেকে পাটনীটপের ১৯ কিমি দূরে আর এক নৈসর্গিক শোভার লীলাভূমি **সনাসার** (Sanasar)-ও উচিত হবে বেড়িয়ে নেওয়া। সবুজে মোড়া, পাইন আর ফারে ছাওয়া ৭০০০ ফুট উঁচুতে কাপের মত বৃত্তাকার পশু-চারণক্ষেত্র। চারপাশ ঘিরে দেওয়াল হয়ে ব্যূহ গড়েছে বরফাচ্ছাদিত নানান শিখর। চাষবাস হচ্ছে, *সর* অর্থাৎ লেক আছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *J&KTDC*-র *ট্যুরিস্ট বাংলো, ট্যুরিস্ট হাট*ও প্রাইভেট হোটেলে। প্রচারের অভাবে দর্শক সমাগম উল্লেখ্য না হলেও রূপে গুলমার্গকেও হার মানায় সনাসার। বাস আসছে উধমপুর ও জম্মু থেকেও সনাসারে।

আর পাটনীটপ থেকে ১১ কিমি যেতে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে **বাটোট**। ১৬৫০ মি উঁচু বাটোটেও *হোটেল, ডাক বাংলো, ট্যুরিস্ট বাংলো* আছে। অরণ্যময় বাটোট থেকে ডানহাতি পথে ডোডা ব্রিজ হয়ে ডাইনে ভাদরওয়া, বামে কিস্তওয়ার। দূরত্ব যথাক্রমে ডোডা ৫০, ভাদরওয়া ৮১, কিস্তওয়ার ১০৯ কিমি। সবুজে মোড়া সুন্দর এই উপত্যকার নৈসর্গিক শোভা মনোরম। এখানকার প্রকৃতি বিদেশী পর্যটকদের অতি প্রিয়। ভাদরওয়ার পথে পাহাড়-খাদে ধান, আপেল, পীচও হচ্ছে। সবুজের ওড়না উড়িয়ে ঘন অরণ্যের মাঝ দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ গেছে চেনাবের পাড় ধরে। গাছে গাছে নানান পাখি কাকলি শোনায়। সামনেই আশাপতি গ্লেসিয়ার হাতছানি দেয় প্রকৃতি প্রেমিকদের। মন্দিরও আছে ৫০০০ ফুট উঁচু **ভাদরওয়ায়**। কাঠের তৈরি প্রাচীন মন্দিরে দেবতা কালো পাথরের বাসুকিনাগ। এই ভাদরওয়া মন্দির থেকেই অমরনাথের ছড়ি-যাত্রা শুরু হয়। এমনকি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে শিক্ষার প্রসারও বেশি ভাদরওয়া তথা *ছোটা কাশ্মীরে*। থাকার ব্যবস্থা মেলে *রেস্ট হাউসে*। ডোগরি ভাষায় *ভাদরওয়া* অর্থ সুখের উপত্যকা। ডোডা থেকে দূরত্ব ৩১ কিমি।

অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়রা ভাদরওয়া থেকে আরও ১৭ কিমি গিয়ে **বাসুকি কুণ্ড** বা কৈলাস লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। ১৪৪০০ ফুট উঁচুতে রাখী পূর্ণিমার পরের অমাবস্যায় এই তীর্থদর্শনে পুণ্যলাভ হয়। লোকশ্রুতি, অমাবস্যার ঐ-রাতে সর্পরাজ বাসুকিনাগ কুণ্ডের জলে ভক্তদের দর্শন দেন। জম্মু ও কাশ্মীরি হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।

সঙ্কীর্ণ গিরিপথ—পথ নির্জন। সারাপথেই প্রাণান্তকর চড়াই। যাতায়াতে ঘোড়া মিললেও চড়াই ও উতরাই হেতু ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটাই সুবিধাজনক। তবে উৎসবকালে যাত্রী চলেন নানান। রাত্রিবাসের সাথে লঙ্গরখানাও গড়ে ওঠে ১৩ কিমি দূরের সুয়েজ ধার-এ। বাকি সময়ে নিজস্ব ব্যবস্থায় চলতে হয় এপথ। অসম্ভব হয়ে পড়ে একই দিনে ভাদরওয়া থেকে গিয়ে কুণ্ড দেখে ভাদরওয়ায় ফেরা।

বরফ গলা নীলাভ জল কৈলাস কুণ্ডে। মন্দিরহীন তীর্থে নীলাকাশের নিচে পাথরের উঁচু বেদিতে শিব-বিষ্ণু-বাসুকির প্রস্তর মূর্তি। আর আছে শিবের ত্রিশূল এই দুর্গম তীর্থে। কৈলাস কুণ্ডের জলে তিন ডুব দিয়ে দেবার্চনার বিধি। উচিতও হবে সুয়েজ ধার-এ প্রথম রাত কাটিয়ে দ্বিতীয় সকালে দেবদর্শন সেরে দিনান্তে ভাদরওয়ায় ফেরা।

ভাদরওয়া থেকে ডোডা ফিরে আরও ৫৯ কিমি বাঁহাতি গিয়ে **কিস্তওয়ারও** বেড়িয়ে নেওয়া যায় চলার পথে। সবুজে ছাওয়া স্বাস্থ্যকর পাহাড়ী শহর কিস্তওয়ার। কিস্তওয়ারের জল নানান ব্যাধির উপশম ঘটায়। আর তেমনই জলপ্রপাত-গুলিও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে কিস্তওয়ারের। চেনা-অচেনা পাখির কূজন, সেও আর এক কুহক সম। হাই আলটিচুড পার্কও হয়েছে কিস্তওয়ারে। থাকার জন্য *রেস্ট হাউস*ও আছে। প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাশ্মীর থেকে সময় বাঁচিয়ে চলার পথে এই উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করে যাওয়া উচিত হবে। তেমনই উচিত হবে জম্মু ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে JKTDC-র ট্যুরিস্ট বাংলো, হাট, ইয়ুথ হোস্টেল বুক করে চলা। কিস্তওয়ার থেকে ট্রেক করে শ্রীনগর এমনকি জাঁসকরও চলা যেতে পারে।

বাটোট থেকে ৬৯ কিমি শ্রীনগরমুখী গিয়ে জাতীয় সড়কে **বানিহাল**। আরও ১৯ কিমি যেতে **বানিহাল টানেল** বা **জওহর টানেল**। জম্মুর দূরত্ব ২০৬ আর শ্রীনগর ৮৫ কিমি। অবিভক্ত ভারতে শ্রীনগরের মূল সড়কপথ ছিল লাহোর হয়ে। সে পথ আজ পাকিস্তানে। দ্বিতীয় পথ গিয়েছে পীরপাঞ্জাল পাহাড়ের ১০০০০ ফুট উঁচু দিয়ে। প্রবল হিমঝঞ্ঝা অর্থাৎ কাশ্মীরি ভাষায় *বানিহাল* লেগেই আছে এপথে। সারা বছরই থাকে বরফাচ্ছাদিত। যাওয়া-আসায় বিঘ্ন ঘটে। তাই ৩½ কোটি টাকা ব্যয়ে, ৭২৫০ ফুট উঁচুতে পাহাড় কেটে টানেল হল। তবুও গতি রোধ হয় বার বার এই একমুখী টানেলে। চাহিদা মেটাতে টানেল হয়েছে আজ দ্বিমুখী। নামও হয়েছে এর নতুন করে **জওহর টানেল**। ২ কিমি দীর্ঘ, প্রস্থে ১৬½ আর উচ্চতায় ১৮ ফুটের এই টানেল ২৯ কিমি দুর্গম পথও কমিয়েছে শ্রীনগরের। অতীতে কাশ্মীর উপত্যকার শুরুও ছিল এই বানিহাল থেকে। এই বানিহালেই বন্দী হয়েছিলেন দুই অবিসম্বাদী ভারতীয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সেদিনের কালা-কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। মৃত্যুও ঘটে বন্দী অবস্থায় (১৯৫৩) শ্যামাপ্রসাদের শ্রীনগরের হরিপর্বতে। দেরিতে জম্মু ছাড়া শ্রীনগরের বাস রাতের বিশ্রাম নেয় বানিহালে। থাকার ব্যবস্থা মেলে *হোটেল, ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস*, J&KTDC-র *Tourist Bungalow*-য়।

ভেরিনাগ

জওহর টানেল থেকে শ্রীনগরমুখী ৬ কিমি যেতে NH-1A থেকে ডানহাতি পথ বেরিয়েছে ভেরিনাগের। এপথে ৫ কিমি যেতে ১৮৭৬ মি উঁচুতে ভেরিনাগ কাশ্মীর উপত্যকায় মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। আর আছে ঝরনা। উৎস এর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরি ১৫মি গভীর আটকোনা এক কুণ্ড থেকে, জল খুবই স্বচ্ছ। গ্রীষ্মে কুণ্ডের জল যেমন শুকোয় না—তেমনই উপচে পড়ে না ভরা বর্ষায়। প্রচুর ট্রাউট মাছ আছে এর জলে। ঝিলাম নদীরও উৎস এই কুণ্ড থেকে। জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় ছিল ভেরিনাগ। এই ভেরিনাগ থেকে ফেরার পথে রাজওয়ারী তালুকে মারা যান সম্রাট। এমনকি সাময়িকভাবে সমাধিস্থও হন সম্রাট Chingas-এ। অদূরে শিবমন্দির।

সবুজের সমারোহ ঘটেছে কুণ্ডকে ঘিরে ১৬২০এ শাজাহানের তৈরি মোগল গার্ডেনে। নির্জন শান্ত সুনিবিড় এই বাগিচার শিরে পাহাড়। পাহাড়েরও নাম ভেরিনাগ।

প্রবাদ—বিরাটাকার এক নাগ অর্থাৎ সাপ বাস করত অতীতে। সাপের নামে নাম ছিল এর নীলনাগ। জম্মু থেকে অনেক সময় দেরিতে ছাড়া বাস পথে রাত কাটিয়ে পরদিন ভেরিনাগ দেখিয়ে শ্রীনগরে পৌঁছায়। শ্রীনগর থেকে পামপুর/ অবন্তীপুর/ খানাবল হয়ে দূরত্ব ৮৪ কিমি। কনডাকটেড ট্যুরে বাসও আসছে শ্রীনগর থেকে ভেরিনাগ দেখাতে। থাকারও ব্যবস্থা আছে *রেস্ট হাউস* ও J&KTDC-র *ট্যুরিস্ট বাংলোয়*।

শ্রীনগর

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর রাজ্যের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত। ডাল লেক আর ঝিলাম শ্রীনগরের দু'টি হৃৎপিণ্ড। পর্যটকদের মনোরঞ্জনে সদাই ব্যস্ত এরা। ১৭৬৮ মি উঁচুতে ৩৭.৮ বর্গ কিমি উপত্যকা জুড়ে লেক ও বাগিচায় সুশোভিত অতি আধুনিক শহর শ্রীনগর। ঝিলামের দক্ষিণে প্রসার পাচ্ছে শহর নতুন করে, আর পুরাতন উত্তর-পশ্চিম জুড়ে। ৬½ লাখ লোকের বাস শহরে। রাজতরঙ্গিনীতে মেলে খ্রিপূ ৩য় শতকে কন্যা চারুমতীকে নিয়ে ধর্মযাত্রায় বেরিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলেন ডালের পাড়ে। চারুমতী প্রেমে পড়েন ডালের। মেয়ের ইচ্ছায় বিহার গড়েন সম্রাট। সেই বিহারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে জনপদ। আর এর অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য নাম হয় শ্রীনগর অর্থাৎ *সিটি অব সিন*। দ্বিমতে অতীতের সূর্যনগর থেকেই নাকি শ্রীনগর নামান্তর। তবে, আজকের শহরের প্রতিষ্ঠাতা প্রবরসেন ২ (৭৯-১৩৯)। নামও ছিল তার প্রবরপুরা। বংশ ধ্বংস পায় ১৩৩৯এ। ক্রমে ক্রমে মুসলিম, মোগল ও শিখদের দখলে যায় কাশ্মীর। ভারত পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর (630-643) বিবরণীতে মেলে সে আখ্যান।

কেনাকাটা : পপলারে (লোকমুখে *সফেদা*) ছাওয়া শ্রীনগর কাশ্মীরের শুধু প্রাণকেন্দ্র নয়, মূল বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। পর্যটন শ্রীনগরের মূল ব্যবসা। আর রয়েছে কিংবদন্তীর গাথায় গাঁথা সূচীশিল্পের সুষমামণ্ডিত চর্ম ও পশমজাত নয়নলোভন পশমিনা, শাল, সিল্ক, কার্পেট ও ওক কাঠের আসবাবপত্র। চোখ ধাঁধানো সূক্ষ্ম হাতের কাজ পর্যটক মাত্রেরই মন জয় করে। তেমনই প্রশস্তি আছে শ্রীনগরের মধুর। পদ্ম, জাফরান এমনকি গাঁজা ফুল থেকেও মধু হচ্ছে শ্রীনগরে। সুদূর অতীত কাল থেকে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে কাশ্মীরের বাণিজ্য চলত সিল্ক রোড ধরে। তাসখন্দ, ইয়ারকন্দ, খোটান থেকে হিমালয় পেরিয়ে ব্যবসায়ীরা এসেছে শ্রীনগরে। ঝিলামের সপ্তম ব্রিজে আজও ইয়ারকন্দী সরাইটি তাদের আগমনে মুখর হয়ে ওঠে। আর এক কাশ্মীর সুন্দরী চিনারও এসেছে পারস্য থেকে। এমনকি কাশ্মীরিদের মধ্যে পারসিয়ান টি-এর প্রচলনও সেই থেকে। সমতলের গরম এড়াতে মোগল সম্রাটরাও রিট্রিট গড়েছেন। এসেছেনও বারবার শ্রীনগরের শ্রীতে মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ হতে। মনোহর বাগিচাও গড়েছেন নানান মোগল সম্রাট।

এই শ্রীনগর থেকে বাস যাচ্ছে উপত্যকার দিকে দিকে। তাই শ্রীনগরকে ভর করেই তৈরি হয় ভ্রমণ তালিকা পর্যটকদের। যানবাহন, প্যাকেজ ট্যুর, হোটেল, হাউসবোট সবেরই সুব্যবস্থা রাজ্য পর্যটন থেকে মেলে। আর কেনাকাটা *কাশ্মীর গভর্নমেন্ট এম্পোরিয়াম*, রেসিডেন্সি রোড; *গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল মার্কেট*, একজিবিশন গ্রাউন্ড-এ করা যেতে পারে। এদের দাম সরকার অনুমোদিত। আবার দাম সম্বন্ধে ধারণা গড়ে লালচক বা বুলেভার্ডের দোকানপাটেও সাঙ্গ করা যেতে পারে কেনাকাটা। তবে মান সম্বন্ধে সচেতনতা দরকার। সিল্ক বা উল ক্রয় কালে একটি সুতোয় আগুন জ্বেলে নিরীক্ষা করা যেতে পারে। শিখাহীন জ্বলে যেতে ভালর দিশারী। ১০—১৭-০০টায় দোকানপাট খোলা থাকে শ্রীনগরের।

তবে, গত কিছুকাল পাক মদতে পুষ্ট JKLF ছাড়াও নানান উগ্রপন্থী সংগঠনের হিংসার রাজনীতির শিকার হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা। প্রতিরোধে ভারতীয় জওয়ানও তৎপর সারা উপত্যকা জুড়ে। তাই, চলাফেরায় নানান বিধিনিষেধ—বিপদও পদে পদে আজ কাশ্মীরে। যাত্রীদের একান্তই উচিত হবে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে শ্রীনগর ভ্রমণে চলা।

প্রতিদিন কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে জম্মু পৌঁছে 4½ ঘণ্টায় IAC-র বিমান যাচ্ছে শ্রীনগরে। । 3 5 দিন সরাসরি শ্রীনগর যাচ্ছে IAC-র উড়ান। এ ছাড়া মরসুমে ১½ ঘণ্টায় সরাসরি বিশেষ বিমান চলে দিল্লী আর শ্রীনগরের মাঝে। লে যাচ্ছে শ্রীনগর থেকে IAC-র বিমান প্রতি শনিবার। শহর থেকে ১৩ কিমি দূরে বিমানবন্দর। এয়ার লাইনস-এর বাস ও ট্যাক্সি মেলে বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে। দপ্তর বসেছে IAC-র রিসেপশন সেন্টারে।

আর শ্রীনগরের যাত্রী নিয়ে রেলের চলা জম্মুতেই শেষ। জম্মু-তাওয়াই হয়ে রেল সংযোগ গড়েছে সমতল ভারতের দিগ্বিদিকের সঙ্গে শ্রীনগরের। বিস্তারিত জম্মু অংশের যানবাহন দেখুন।

জম্মু রেল স্টেশন থেকে ১০ কিমি দূরে শহরের বীরমার্গের ট্যুরিস্ট ডাকবাংলো লাগোয়া ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে জে অ্যান্ড কে স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস যাচ্ছে জম্মু থেকে শ্রীনগর। সকাল ৭-০০টা থেকে পরপর নানানধর্মী বাস। দূরত্ব ২৯৩ কিমি। সময় নেয় ১০/১২ ঘণ্টা। ভিডিও কোচ, সুপার ডিলাক্স, এ-ক্লাস, বি-ক্লাস, এক্সপ্রেস, মিনি কোচ, ট্যাক্সিও চলে এপথে। শেয়ারেও ট্যাক্সি মেলে জম্মু থেকে শ্রীনগর যাতায়াতে। ৫০% টাকা এক সপ্তাহ আগে M O করে পাঠিয়ে অগ্রিম বুকিং-এর জন্য Manager, J & K State Road Transport Corpn, Jammu-কে লিখুন। রেল যাত্রীদের জন্য রেল স্টেশন থেকেও নানানধর্মী বাসের ব্যবস্থা থাকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। প্ল্যাটফর্মের বাইরে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল বুকিং-এর পাশেই দপ্তর এদের। তবে, বেলা ৯-০০টার মধ্যে জম্মু না ছাড়লে পথে রাত

কাটানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। চালকরাও চান তাঁদের মনোমতো প্রাইভেট সরাইতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভেরিনাগ দেখিয়ে শ্রীনগর পৌঁছাতে। পথে রাত কাটাবার অনিশ্চয়তার উপর না থেকে উচিত হবে প্রথম রাত জম্মুতে কাটিয়ে দ্বিতীয় সকালে জম্মু ছেড়ে দিনে দিনে শ্রীনগর পৌঁছে যাওয়া। জম্মু বাসস্ট্যান্ড থেকেও সার্ভিস বাস যাচ্ছে শ্রীনগরে। তবে, পরিস্থিতি-জনিত কারণে জম্মু-শ্রীনগর বাস সার্ভিস ভীষণভাবে বিঘ্নিত গত কিছুকাল।

দিল্লীর কনট সার্কাস, এল ব্লক, নিউ দিল্লী থেকে জে অ্যান্ড কে রোড ট্রান্সপোর্টের লাক্সারি Video কোচ আসছে শ্রীনগর। তবে, ৩০ ঘণ্টার বাস চলা বেশ কিছুটা বিরক্তিকর যেন। পথ চলার আনন্দও বিঘ্নিত হয় চলার ক্লান্তিতে। বুকিং: 18 Kanishka Shopping Plaza, Ashok Rd. ND বা Rajpur Rd. Delhi বা Tourist Reception Centre, Sreenagar.

শহরে চলছে অটো, টাঙা, ট্যাক্সি, মিনিবাস ও বাস; জলে ছোট্ট তরী শিকারা। এমনকি দ্বিতল বাসও ছুটে চলেছে শ্রীনগরের রাজপথে। তবে, শ্রীনগরের পথে চুক্তিতেই চলে ট্যাক্সি ও অটো। মিটার থাকলেও ব্যবহারে গররাজি এরা।

আর গাড়ির যাত্রীদের জন্য সারা পথেই রয়েছে রাত্রিবাসের নানান ব্যবস্থা। *ট্যুরিস্ট বাংলো হয়েছে উধমপুর, কুদ, বাটোট, রামবন, বানিহাল, ভেরিনাগ, কাজীকুণ্ড* ও *খানাবল*-এ। খানাবল থেকে পথ হয়েছে দ্বিমুখী। ডাইনে ৪৪ কিমি দূরে পহেলগাঁও আর বামহাতি ৫০ কিমি যেতে শ্রীনগর। বাংলোর বুকিং: Director of Tourism, Sreenagar-190001

জম্মু থেকে যাত্রী নিয়ে সরকারি বাস পৌঁছায় **ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার**-এ আর প্রাইভেট বাস **লালচক**-এ। অর্থাৎ সরকারি গাড়ির যাত্রীদের ভূস্বর্গে প্রথম পদার্পণ ঘটে রিসেপশন সেন্টারে। সারি দিয়ে কাউন্টার, দিন-রাত যাত্রী সেবায় নিয়োজিত এরা। যাত্রীদের চাহিদামতো হোটেল/ হাউসবোট বুক করিয়ে দেয় এরা। মানের সঙ্গে দামে তারতম্য ঘটলেও সরকারি নির্ধারিত দামই ধার্য এ ক্ষেত্রে। কমিশন প্রথার জালেও যেন আবদ্ধ এরা। যোগাযোগ এদের সীমিত সংখ্যার মধ্যে। ব্যস্ততার নামে অধৈর্যও যেন এরা। সরাসরি চুক্তিতে অনেক সময় ভাড়ায় সুবিধা মেলে হোটেলে, বিশেষ করে হাউসবোটে। তেমনই রেশন কার্ড, একাধিক মোটর বাস কোম্পানির কাউন্টার, এয়ার লাইনস, রাজ্য পর্যটন দপ্তর, কাশ্মীর ট্যুরিস্ট বাস, রাধাকিষেণ কোম্পানির রেল-কাম-বাস বুকিং মায় সাইট সিয়িং-এর টিকিট সবই মিলবে এই রিসেপশন সেন্টার থেকে।

পর পর টিকিট কেটে রাখুন প্যাকেজ ট্যুরে উপত্যকা দেখার। ১ম দিন—গুলমার্গ, খিলেনমার্গ; ২য় দিন—মোগল গার্ডেনস (শিকারাতেও সাঙ্গ করা যায় এ সফর); ৩য় দিন—শোনমার্গ; ৪র্থ দিন—উলার লেক; ৫ম দিন—পহেলগাঁও; ৬ষ্ঠ দিনে শহর দেখা ও বিশ্রাম, পায়ে পায়ে লাল মাণ্ডীর পুরাতন প্রাসাদে শ্রী প্রতাপ সিং মিউজিয়মটিও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। সোম ও ছুটি ছাড়া ১০-৩০—১৬-৩০টায় খোলা। রিসেপশন সেন্টারের পেছনে শঙ্করাচার্যের পাদদেশে দুর্গানাগের দুর্গা মন্দিরটিও আর এক দ্রষ্টব্য। ৭ম দিনে জম্মু বা লে চলুন বাস বা প্লেনে শ্রীনগর থেকে আরও ৭ দিনের প্রোগ্রামে।

কাশ্মীরিদের সততা সম্পর্কে যথেষ্ট খ্যাতি থাকলেও *বার্গেন সিস্টেম* এদের রক্তে মিশে রয়েছে। দোকানপাট, হোটেল, হাউসবোট সর্বত্রই এই প্রথা। উচিতও হবে ডাল লেকে পৌঁছে শিকারা চেপে হাউসবোটে গিয়ে দেখে-শুনে নির্বাচন করা। আরও উচিত হবে প্রথমেই এক সঙ্গে অধিককালের টাকা অগ্রিম না দিয়ে বার বার দিনে দিনে পেমেন্ট করে চলা। সর্বোপরি দালাল পরিহার করে চলা একান্তই উচিত হবে শ্রীনগরের পথে ঘাটে। কল্পলোকের গল্প শুনিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে দালালেরা। কমিশনও মেলে এদের। কমিশন পেয়ে দালালের প্রস্থানে গল্পকথার সাথে বাস্তবের সংঘাতে পীড়ন বাড়ে যাত্রীর। এমনকি রিসেপশন সেন্টার থেকে নিখরচায় যাত্রী নিয়ে হাউসবোট বা হোটেল দেখারও ব্যবস্থা করে এরা। সেক্ষেত্রে উচিত হবে গিয়ে দেখে খুঁটিনাটি কথা সেরে নির্বাচন করা। বাধ্য-বাধকতা নেই অপছন্দে ফিরে যেতে। আর অসময়ের যাত্রীদের একান্তই উচিত হবে প্রথম রাত হোটেলে কাটিয়ে দ্বিতীয় দিনে দেখে শুনে হাউসবোট নির্বাচন করা। পরিস্থিতি-জনিত কারণে শ্রীনগরের নানান হোটেল ও হাউসবোট বন্ধ রয়েছে গত কিছুকাল। খোলা থাকা হোটেল/হাউসবোট-এ রেটও তাই নিম্নমুখী।

কনডাকটেড ট্যুর : লালচক থেকে একাধিক প্রাইভেট কোম্পানি কনডাকটেড ট্যুরে উপত্যকা দেখাতে যাচ্ছে। তবে, ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে টিকিট কেটে J & K Govt Transport বা ITDC আয়োজিত ট্যুর প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকা বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধার। ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিও ভাড়ায় মেলে এ-পথ পরিক্রমায়। অভিযানপ্রিয়রা সাইকেলেও সাঙ্গ করতে পারেন শহর তথা মোগল গার্ডেন সফর। তেমনই দিনভর প্রোগ্রামে শ'দুয়েক টাকায় শিকারাও মেলে মোগল গার্ডেন সফরে। আর প্রাইভেট সার্ভিস বাস যাচ্ছে উপত্যকার দিকে দিকে লালচক থেকে। বাস যাচ্ছে পহেলগাঁও, শোনমার্গ Bhatmalu Bus Stand থেকে; মোগল গার্ডেন যাচ্ছে Eastern Bus Stand থেকে; গুলমার্গ, টাংমার্গ, উলার যাচ্ছে Western Bus Stand থেকে; মরসুমে লে যাচ্ছে রিসেপশন সেন্টার থেকে বাস।

Tour No. 1: ৪ ঘণ্টার সফরে সকাল ৮-০০টায় ও বিকাল ১৪-৩০টায় যাচ্ছে—চশমাশাহী, হরওয়ান, শালিমার, হজরতবাল মসজিদ, নাগিন, জুম্মা মসজিদ, নিশাত বাগ।

Tour No. 2: রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮-৩০টায় বাস যাচ্ছে—আচ্ছাবল, কোকরনাগ, ডাকসুম।

Tour No. 3: ৮-৩০এ প্রতিদিন যাচ্ছে—অবন্তীপুর, পহেলগাঁও।

Tour No.4: প্রতিদিন ৯-০০টায় গুলমার্গ ও খিলেনমার্গের যাত্রী নিয়ে বাস যাচ্ছে গুলমার্গে।

Tour No. 5: সোম, বুধ আর শুক্রবার সকাল ৯-০০টায় যাচ্ছে পাত্তান, ওয়াটলব, বন্দীপুর, মানসবল, ক্ষীর ভবানী, গন্ধরবল, উলার লেক।

Tour No. 6: মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরে সকাল ৮-৩০টায় বাস যাচ্ছে শোনমার্গে।

Tour No. 7: মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার যাচ্ছে যুসমার্গ।

Tour No. 8: ভেরিনাগ যাচ্ছে বুধ ও রবিবার সকাল ৯-০০টায়।

আর যাচ্ছে জলবিহারে বুলেভার্ড থেকে J&KTDC-র ৫০ সিটের *Kung Posh* ভাসমান রেস্টুরেন্ট ১২—১৫-০০টায় লাঞ্চ ও ১৯—২২-০০টায় ডিনার প্যাকেজে। অর্থাৎ ডালের জলে ৩ ঘণ্টা ভেসে আহার ও বিহার। বুকিং রিসেপশন সেন্টার/বাদশা/লারারুক/ কাফেটেরিয়া/ নেহরু পার্ক-এ মেলে।

এমনকি Delhi Tourism Dev Corporation-এর সহযোগিতায় ৭ দিনের প্যাকেজে ভূ-স্বর্গ দেখাবার ব্যবস্থাও রেখেছে J&KTDC দিল্লী থেকে। তবে, পরিস্থিতি-জনিত কারণে গত কিছুকাল খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এদের সফরসূচী। তেমনই KMDA (Kashmir Motor Drivers' Association)-ও যাচ্ছে নানান ট্যুরে যাত্রী নিয়ে উপত্যকার দিকে দিকে। এদের সফরসূচীও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

শ্রীনগর থেকে দূরত্ব	
জম্মু শহর	২৯৩কিমি
জম্মু রেল স্টেশন	৩০৩ "
দিল্লী	৮৭৬ "
লে	৪৩৪ "
শোনমার্গ	৮১ "
গুলমার্গ	৪৬ "
পহেলগাঁও	৯৪ "
অমরনাথ	১৪২ "
উলার লেক	৫১ "
আহারবল	৫১ "
যুসমার্গ	৪৭ "
ভেরিনাগ	৮৪ "
কাটরা	২৮৫ "

হাউসবোট: ১০ থেকে ২০ ফুট চওড়া আর ৮০ থেকে ১২৫ ফুট লম্বা এই জলজ আবাসের নাম হাউসবোট। সংখ্যায় হাজার হবে। হাউসবোট শ্রীনগরের একান্তই নিজস্ব। কার্পেটে মোড়া বাথ সংলগ্ন ঘর—লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, চারপাশে বারান্দা। ছাদে বাগিচা—চেয়ার পাতা, সব মিলিয়ে সুব্যবস্থা। তবে, তালাচাবির প্রথা নেই হাউসবোটে। এদের বিশ্বাসকে সম্বল করে চলাও যেতে পারে দরজা খোলা রেখে। স্বাচ্ছন্দ্যের তারতম্যে এর শ্রেণী বিন্যাস—ডিলাক্স, এ, বি, সি, আর ডি (Doonga) ক্লাস। নামেতেও বাহার আছে প্রতিটি হাউসবোটের। বুকিং-এর জন্য লেখাও যেতে পারে : Kashmir House Boat Owners Association, opp Tourist Reception Centre, Sreenagar, J K-190001-কে।

ডিলাক্স : Kashmir View House Boat, Lake Palace, Jeneva, White House, Switzarland, Nancy, New Simla, Floating Palace, New Lake Palace, Dawn Group, Little Sea Flower (দ্বিতল হাউসবোট)।

এ-ক্লাস : Golden Hind, Star of Light, Washington, Green View, Golden Crast, Chinar, Maharaja Palace, Mount View, Moghul-E-Azam, New White House.

বি-ক্লাস : Mother India, Sun Beem, New Iran, Tajmahal, Golden Rod, Suncice, Lady of Life, Queen of Mountain, Golden Apple, Young Raja.

সি-ক্লাস : New Panama, Eden, New Life, Pride of India, Navy, Young May Flower, Ruby Palace, Moghul House, Air Plane, Benaf.

ডি-ক্লাস : Martanda, Morning Star, Hero of the Day, Young Duke-well, New Nancy, Young Narmundi, Bina Palace, New Golden Rod, Cherry's Stone, Ceiko.

বেড-টি থেকে ডিনার পর্যন্ত আহার্য ও বাসস্থান মেলে এদের কাছে। আহার্যে কাশ্মীরি খানার সাথে দেশী বিদেশী মেনু মেলে। আবার পুরো বাঙালিয়ানাও পাবেন হাউসবোটে। ডাল লেক, ঝিলাম আর নাগিনেই অবস্থান এদের। সংখ্যায় ডালে বেশি, তারপর ঝিলাম—আর কৌলিন্যে নাগিন। ঝিলামে সাধারণ হাউস বোট—দামেও সস্তা। *কজ্‌ওয়ে* পৃথক করেছে ডাল থেকে নাগিনকে।

শহর থেকে ৮ কিমি দূরে, ডাল লাগোয়া পশ্চিমে নাগিন লেক। নীল স্বচ্ছ জল, গভীরতা বেশি। নানান বৃক্ষরাজি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। পরিবেশ দূষণ থেকেও মুক্ত নাগিন। বোটগুলিরও অবস্থান পুব তীরে— সূর্যাস্তের দৃশ্য মুগ্ধ করে। লেকের পাড়ে নাগিন ক্লাব—বার বসেছে, চা-ও মেলে। তাই বিদেশী পর্যটকদের ভিড় নাগিনে বেশি। শিকারায় যাতায়াত।

নেহরু পার্ক লাগোয়া বড়া ডালের বোটগুলিও মন্দ নয়। জম্ম এর ব্রিটিশকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য। অতীতে কাশ্মীর ভূখণ্ডে জায়গা ছিল না ব্রিটিশদের। তাই ভূ থেকে সরে গড়ে ওঠে জলে এই আবাস ১৮৮৮তে। পাড়ের সঙ্গে সংযোগ এদের শিকারা নামক জলযানে। ইচ্ছা করলে বিহারেও বেরিয়ে পড়তে পারেন হাউসবোট নিয়ে। তবে সে ব্যয়বহুল। মালিক থাকেন সপরিবারে হাউসবোট লাগোয়া বোটে। শীতপ্রধান দেশ—তাই অপরিচ্ছন্নতা এদের বসন ভূষণে। পরিধানে আলখাল্লা, নিচুতে তার জ্বলন্ত অঙ্গারবাহী *কাঙরী*। পানীয় জলেরও সঙ্কট আছে কোনো কোনো হাউসবোটে। ডালের জলই নিত্যকার ব্যবহার্য এদের। তেমনই বাথরুম থেকে শুরু করে সবরকম নোংরাও সঞ্চিত হচ্ছে ডালের জলে। তবে নলও দেখিয়ে দেয় ভূ-র সঙ্গে সংযোগকারী শোধিত জলের নানান হাউসবোটে। কিছুটা সাবধানতা এ ব্যাপারে অবশ্যই পালনীয়। তবুও যেন কাশ্মীর ভ্রমণে হাউসবোটে বাস বৈচিত্র্যের স্বাদ আনে।

শিকারাতে পসরা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়েন ব্যাপারী। চলন্ত শিকারায় বসে দোকানপাট, হাটবাজার মায় পোস্ট অফিস। ফুলওয়ালী আসে ফুলের পসরা নিয়ে, আসে ফলওয়ালা, শালওয়ালা, কার্পেটওয়ালা ছাড়াও নানান ব্যাপারী। একের প্রস্থানে অন্যের আগমন ঘটে চলে দিনান্তের ক্ষণে ক্ষণে হাউসবোটে। কেনাকাটায় কমিশন মেলে বোট মালিকের। এমনকি দোকানপাটেও এ প্রথার প্রচলন আছে যদি সঙ্গে বোটের লোক থাকে।

AP প্রথায়	Deluxe	'A' Class	'B' Class	'C' Class	'D' Class
Single	৬০০	৪৫০	৩২৫	২২৫	১৫০
Double	৮৫০	৬৫০	৫৫০	৩৫০	২২৫
Children (6-11 yrs)	৩২৫	২২৫	২০০	১২৫	১০০
For every Adl	৪০০	২৫০	২২৫	১৭৫	১২৫

শ্রীনগরের হোটেলে সিজন ও অফ সিজন রেট চালু। এপ্রিল, মে, জুন, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সিজন; বাকি মাসগুলি অফ সিজন। সিজনে রেট পীকে উঠলেও অফ সিজনে রেট নামে নিচে। হোটেলও আছে নানান পর্যটক প্রিয় ভূস্বর্গে। পাশ্চাত্য প্রথায়— JKTDC-র ৩২ ঘরের *ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার হোটেল*; রিসেপশন সেন্টার থেকে ১ কিমি দূরে লাল চকে *Badshah H,* Badshah Rd; লাগোয়া *Lalla Rukh H,* Dala Chowk; *Nageen Tourism Bungalow;* এদের ও চশমাশাহী হাটের জন্য টাকা Manager (Reservation), J&KTDC Ltd, Tourist Reception Centre, Sreenagar-190001-কে J&K Tourism Development Corpn Ltd, Sreenagar-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে বা M O পাঠিয়ে অগ্রিম বুকিং-এর প্রথা। *Youth Hostel*-ও হয়েছে শ্রীনগরে মিউজিয়মের কাছে হজুরিবাগে; অবু: Warden বা Deputy Director-Tourism, Tourist Reception Centre, Sreenagar-1.

রিসেপশন সেন্টার থেকে ডানহাতি ৬/৭ মিনিটের পথে ডালগেট। কলকাতায় বুকিং-এর ব্যবস্থা নিয়ে বাঙালির হোটেলগুলিও এই Dalgate, Sreenagar-190001-এ—*Dal Rim H, Maharaja R H, H Meghdoot, Aroma G H, New Regardon H, H Pacific, H Tourist, H Embassy, H Cathey, H Shabnam, H Claridges GH, H Rooma, H Manali, H Khybar, Metro H, H Ritz, H Apsara,* বাগিচায় সুশোভিত *Hill Skirt H, H Sultan, H Motimahal, Fayaz H, Abi Gazar, Sun Rayo G H, H Dreamland, Nishat.*

১ নম্বর গেট থেকে শিকারায় গিয়ে ডালের দ্বীপে—*H Savoy, H Sundown, Lake Isle Resort, Lake Side H, Sea Face H, Green Hill H,* ডালমুখী ডানহাতি ৫ মিনিটের পথে Durganag-1-এ—*H Rocks.*

ডালগেটের ডাইনে ডালের পাড় ধরে ১০-২০ মিনিটের পথে মালা গেঁথেছে হোটেল *Boulevard*-এ—*H Trambu Continental, H Shahensha Palace, H Parimahal, H Dawn,* বাগিচায় ঘেরা *H Hill Star,* Dalgate, Buchwa Rd; *Rubina G H, H Raj, Lion Star H, H Gulmarg, H Heemal, H Malik, H Sunshine, H Zamrud, Welcome H, Zabarwan H,* বেড ও ব্রেকফাস্ট সহ সুন্দর ব্যবস্থায় *H Pine Grove, Shah Abbas H, H Mazda, *H Boulevard,* এরই পেছনে *Asia Brown Palace,* মধ্যমানে যথেষ্ট পপুলার *Green Acre GH, Basu G H, Maharashtra H, *Nahuru's H,* নয়নলোভন পরিবেশে মহারাজ হরি সিং-এর প্রাসাদপুরীতে **Oberoi Palace,* বাগিচায় বসে ডিনারের যথেষ্ট প্রশস্তি এদের; পর্যটক খ্যাত *H Paradise, *Centour Lake View, New Shalimar H, Ornate Nehrus H, H Rachna.* নেহরু পার্ক ছাড়িয়ে Gagribal Rd-1-এ—*H Kabir, H Madhuban,* আহার্য না মিললেও কেবল থাকার জন্য *Tibetan G H*টি ভালই।

রিসেপশন সেন্টারের ডাইনে ডালের বিপরীতমুখী ৫-১৫ মিনিটের পথে Maulana Azad Rd-1-এ—যুগোপযোগী না হলেও প্রাচীনতম **Nedou's H, *Broadway H, *H Bizone, Green View H, H City Centre.* মৌলানা আজাদ রোড ধরে ২০ মিনিটের পথে লাল চক অর্থাৎ Badshah Chowk-এ—*H Taj, New Mahaluxmi Vegi L, Bombay Gujarat Vegi L, Badshah L, H Kohinoor.* আমির কদল পেরুতেই *H Jehangir,* TR 1½; *H Continental,* Magarmal Bagh, Central Mkt-9.

রিসেপশন সেন্টারের বামহাতি শেরওয়ানি রোড পেরিয়ে Residency Rd-190001-এ—*H Sabeena, H Odeon, Shuraj Palace GH, *H Pamposh, Grand H, Ahboo H, Labella H, Regina H, Surya H.*

রেসিডেন্সি রোড শেষ হতে ১৫ মিনিটের পথে Lal Chowk-1-এ—*H Juniper, H Naya Kashmir, H Gay Lord, H Punjab, H Kashmir Valley, H Majestic, Bharat Hindu H, H Standard, H Kumar, H Kashmir, Khalsa, Amir Kadal, H Neelam, H Orion, H Coronation, H Kapur,* 1st Bridge, Old Hospital Rd-9, *H Ashoka, H Crown.*

শহরে ঢুকতেই রিসেপশনের বামহাতি ৫-১০ মিনিটের পথে Sonawar Bagh-এ—*Shangrila H, H Chanakya, H Shaheen, H Venus, Kardar GH, Horizon H, Himalaya GH, H President.* লাগোয়া Indira Nagar-এ—*International H, Angels, Manoranjan H, Zero Inn, Gani GH.*

আর আছে—*H Ellora,* 15 Nazir Bagh-8; *New River View H,* Nazir Bagh Bund; *H Heaven,* Nagin Rd; *Chinar H,* Lal Den Hospital Rd; *Surti H,* Lambert Lane; *Lake Isle Resort,* Nagin; *Jawahar H,* Lalmandi; *Mayur H,* Old Secretariate Rd ; *H Leeward, Ajanta, Bliss L, Crescent H,* নাগিনের কাছে সুন্দর পরিবেশে *H Dares Olam, H Kahkashan,* Nowpora 3; *Bhat G H.*

এছাড়া আছে অজস্র *গেস্ট হাউস* সারা শহরময়—*কমলকুঞ্জ, ট্যুরিস্ট, হলিউড, নিউ সিরাজ, হেভেন, হীরা, লোটাস, নিউ মেট্রো, যাত্রী, জীবন, কাশীম, রাজ বাগ, ইন্ডিয়ান, লাইট, ফিরদৌস, হ্যাম্পটন, ব্লু-ডায়মন্ড, রাজ, লতিফ, বিক্রম, অর্চনা, গ্রিন, গুলজার, সাইনিং স্টার, শালিমার,* এদের কাছেও ঘর মেলে থাকার। রিসেপশন সেন্টার থেকে লোকেশন জেনে অন্বেষণ করা যেতে পারে। তবুও মধ্যবিত্তের থাকা ও খাবারের জন্য ডাল গেটের বাঙালি হোটেলগুলি আজও শ্রেয়। থাকা ও আহার নিয়ে অর্থাৎ AP প্রথায় রেট এদের। *এমব্যাসি, ক্যাথে, হিল স্টার, মানালীর* প্রশস্তিও যাত্রী মুখে মুখে। ডালের পাড়ে বুলেভার্ডের *পাইন গ্রোভ, ওয়েলকাম, মাজদা, প্যারাডাইস* হোটেলগুলিও ভালই। J&KTDC-র *রিসেপশন সেন্টার হোটেল, লালারুখ, বাদশা হোটেল* প্রতিটাই থাকার পক্ষে রমণীয়।

আর খাবারের হোটেল যত্রতত্র মিললেও রেসিডেন্সি রোডে *Mughal Darbar* কাশ্মীরি ও ভারতীয় আহার্যে ভালই। *Alka Salka*-র চীনা ও ভারতীয় আহার্য পরিবেশনে যথেষ্ট খ্যাতি। তেমনই *Ahdoo*-র প্রসিদ্ধি তার কাশ্মীরি আহার্য পরিবেবায়। আর রয়েছে বুলেভার্ড পেরুতেই তিব্বতীয় *Lhasa Restaurant,* চীনা ও তিব্বতীয় আহার্য পরিবেবায় যথেষ্ট সুনাম এদের। দক্ষিণ ভারতীয় ও গুজরাটি আহার্য পরিবেবায় *প্যারাডাইস* যথেষ্ট খ্যাত। ডালের পাড়ে বুলেভার্ডে *Kashmir Darbar,* ভেজ মিলে *Shamyana Restaurant*-এর সুনাম আছে। ডাল গেটে গুহা-গুহা আঁধারি পরিবেশের *ডাল রকের* চীনা, মোগলাই ও কাশ্মীরি আহার্যে সুনাম যথেষ্ট। তেমনই দোকানপাটে ঠাসা লালচকে পল্লাডিয়াম সিনেমার বিপরীতে *পাঞ্জাব হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট*

তন্দুরী তথা পাঞ্জাবি ডিশ পরিবেশনে যথেষ্ট খ্যাত। J&KTDC-র *বাদশা হোটেলেরও* যথেষ্ট সুনাম নানানধর্মী আহার্যে। *তবে রিসেপশন সেন্টার হোটেলটি* আশানুরূপ নয়। আর রিসেপশন সেন্টারের পেছনে *দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্টটি* সদাই ব্যস্ত স্বল্প মূল্যে আহার্য পরিবেশনে। তবে, মাংসে তৈরি কাশ্মীরি বিশেষ খানা *Gushtaba, Badam Pasand, Wazwan* বা *Rishta* খেতে ভুলবেন না। বিশেষ বিশেষ হোটেলে একদিন অগ্রিম অর্ডারে মেলে। তেমনই কাশ্মীরি গ্রিন টি *Kahwah*-রও স্বাদ নেওয়া উচিত হবে শ্রীনগরের হোটেল-রেস্তোরাঁয়। স্বাদ নিতে পারেন *মোগলাই খানারও* শ্রীনগরের হোটেলে।

ডাল লেক : রিসেপশন সেন্টার থেকে ½ কিমি পুবে কাশ্মীর সুন্দরী ডাল—গাগরিবাল, লাকুতি ডাল, বড়া ডাল এই তিনের সমন্বয়ে ডাল লেক। নাগিনও ডালের অংশ বিশেষ। ভাসমান উদ্যান পৃথক করেছে এদের। এই ডালকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পর্যটক বিনোদনের কাশ্মীরি ব্যবস্থা। দৈর্ঘ্যে ৬ আর প্রস্থে ৩ কিমির মতো। তবে, পুরাতন শহর ডালের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে আর নতুন করে শহর বাড়ছে ঝিলামের দক্ষিণে। ডালের পাড় ধরে Boulevard Rd—ঘাটের পর ঘাট, শিকারা যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে হাউসবোটে। আর ডাইনে সারি দিয়ে মিছিল করে দাঁড়িয়ে নানান হোটেল শ্রীনগরের। ডালের দক্ষিণে শঙ্করাচার্য আর পুবে হরি পর্বত প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে। মোগল গার্ডেনগুলিও গড়ে উঠেছে এই ডালেরই পাড়ে উত্তর জুড়ে। আর পশ্চিমে হজরতবাল মসজিদ। এই ডালের জন্যই নাম হয়েছে কাশ্মীরের *প্রাচ্যের ভেনিস*। পর্যটকদের জন্য রয়েছে জলজ হোটেল—*হাউসবোট* এই ডাল লেকেরই জলে পশ্চিম জুড়ে। জলও এর স্বচ্ছ। তবে, হাউসবোট এবং শহরের জঞ্জালও পড়ছে ডালের জলে। এর আর এক আকর্ষণ ভাসমান উদ্যান। দ্বীপাকার এই উদ্যানে চাষবাস হচ্ছে। বসতিও গড়ে উঠেছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে। স্থানান্তরও ঘটে থাকে এই ভাসন্ত দ্বীপের। জুন-জুলাই মাসে ডালের জলে পদ্মের সাথে ওয়াটার লিলির শোভা মনোহরণ করে পর্যটকদের। সংযোগ ঘটেছে ঘুরে ফিরে ১ কিমি দীর্ঘ খালপথে ঝিলামের সাথে ডালের। আকার যেন দ্বীপের মতো। পসরা সাজিয়ে তর তর করে ছুটে চলেছে শিকারা বেয়ে দোকানি। এ দৃশ্যও ভুলবার নয়। শিকারা চেপে ডালে ভ্রমণ পর্যটকদের অনাবিল আনন্দ দেয়। এমনকি চাঁদের আলোও আগুন ধরায় ডালের জলে— সেও আর এক নয়নাভিরাম দৃশ্য।

নেহরু পার্ক : শঙ্করাচার্য পাহাড়ের পাদদেশে বুলেভার্ড শেষ হতে ডালেরই অংশ গাগরিবাল দ্বীপে জওহরলাল নেহরুর বন্দীবাসের স্মারক রূপে গড়ে তোলা হয়েছে নেহরু পার্ক। সান্ধ্য ভ্রমণের রমণীয় পরিবেশ। রাতের আলোক-সজ্জা দূরান্ত থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে পরিবেশের মাঝে কিছুটা বিসদৃশ যেন আলোর এই রোশনাই।

চার চিনার : ডালের বুকে আরও এক দ্বীপ। চারপাশে জল—মাঝে ৪টি রাজকীয় বৃক্ষ চিনার অর্থাৎ *দরখতে ফজল* গাছ। নাম তাই চার চিনার। রেস্টুরেন্টও হয়েছে দ্বীপে।

কবুতরখানা : পাশেই আর এক দ্বীপে মহারাজাদের গ্রীষ্মাবাসে কবুতর বা পায়রাদের খানা খেতে দেওয়া হত। তাই এই নাম। দূর থেকে দেখতে হয়—পাড়ে ওঠার অনুমতি নেই।

হরি পর্বত : শহর থেকে ৫ কিমি উত্তরে ডালের পশ্চিমে সরিকা পাহাড়ের হরি পর্বতের শিরে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাদশা আকবর দুর্গ গড়েন। দ্বিমতে, দুর্গটি ১৮১২য় কাশ্মীরের পাঠান শাসক আত্রাখানের তৈরি। শহর থেকেও ১২২ মি উঁচুতে ৫ কিমি দীর্ঘ ১০ মি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা, সঙ্কীর্ণ প্রবেশ দ্বার। দেওয়াল চিত্র-বিচিত্র, পারসি ভাষায় উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ, তবে আজ বিধ্বস্ত। বেশ কয়েকটি হিন্দু মন্দিরও ছিল সেকালে। আজ হয়েছে ফলের খেতি—বসন্তে ফুল ফোটে, পরিবেশ মধুময় হয়ে ওঠে চারপাশের। পুরাণ বলে, জলোদ্ভব অসুরকে বধ করতে পার্বতীর ছোড়া পাথরখণ্ডই রূপ পেয়েছে পাহাড়ে। তবে আজ সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে। অনুমতি লাগে রাজ্য পর্যটন থেকে দুর্গ দেখতে।

হরওয়ান : পুরাণ বলে, অতীতে নাম ছিল এর কুণ্ড-লবণ বিহার। সম্রাট অশোকের আয়োজিত দি গ্রেট বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল বসে এখানেই। চারপাশ মহাদেব পাহাড়ে ঘেরা ডালের উত্তরে সুন্দর এক সরোবর। এই সরোবর থেকেই জল যায় নলে ১৮ কিমি দূরের শ্রীনগরে। ট্রাউট মাছের চাষ হয় সরোবরে। সম্প্রতি খননে ৩ শতকের বৌদ্ধ মনাস্ট্রির নানান নিদর্শন মিলেছে হরওয়ানে। বাসও এখানে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম দেয়।

গাগরিবাল পার্ক : ডাল গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই গাগরিবাল—ডালের বুকে ছোট্ট দ্বীপ। সাঁতারের ব্যবস্থা আছে। বিশ্রামেরও মনোরম পরিবেশ গাগরিবালে।

চশমাশাহী : শহর থেকে ৯ কিমি দূরে ডাল লেকের পাড়ে রাজকীয় এই প্রস্রবণ। প্রস্রবণকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তিন ধাপের উদ্যান জওহর বটানিক্যাল গার্ডেন। চিনার, ঝাউ আর নানান ফলের সমারোহ ঘটেছে পর্যটকদের মনোরঞ্জনে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের হাতে শুরু হয়ে শাজাহানের হাতে ১৬৩২এ শেষ হয় এর নির্মাণ। রাতের বেলায় আলোর সাজ পরে চশমাশাহী। চশমাশাহীর জলে নানান দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম মেলে। জনশ্রুতি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিয়মিত এর জল পান করতেন। বাস আধ ঘণ্টা বিশ্রাম দেয় এখানে।

চশমাশাহীর শিরে শাজাহান-পুত্র দারার প্রমোদমহল পরী মহল। অতীতকালের মনাস্ট্রিতে ১৭ শতকে সুফী কলেজ বসলেও আজ জ্যোতিষশাস্ত্রের স্কুল বসছে। বাগিচাও হয়েছে দীর্ঘকালের অনাদর আর অবহেলায়

বিধ্বস্ত পরীমহলে। ডাল লেকও সুন্দর দৃশ্যমান পরী মহল থেকে। পরী মহলের পাদদেশে দেবী পার্বতীর মন্দির। রান্নার ব্যবস্থা সহ থাকার জন্য আছে J&KTDC-র *Cheshmashahi Hut*. আর আছে *The Centaur Lake View* চশমাশাহীতে।

নিশাত বাগ : চশমাশাহী থেকে ৪ আর শহর থেকে ১১ কিমি দূরে পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হয়েছে নিশাত বাগ অর্থাৎ প্রমোদ উদ্যান। মোগল কালের বাড়িঘর, জাফরির কারুকার্য সুন্দর। এটিও ডালের পাড়ের পাহাড় ঢালে ১২ ধাপে একই ধাঁচে গড়ে উঠেছে। ঝরনা, চিনার, সিডার, সাইপ্রাস, ফুল আর ফলের বাগিচা রয়েছে নিশাতে। আগস্টে রঙ ধরে আপেলে। তবে গাছ থেকে আপেল ছেঁড়ার লোভ সম্বরণ করুন। আর জুন/জুলাই মাসে আনারকলি ভ্রমণার্থীদের আকুল করে তোলে। ১৬৩৩এ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই আসফ খানের নকশায় তৈরি বৃহত্তম (৫৪৮×৩৩৮ মি) মোগল বাগিচা এই নিশাত। বাস এখানে ½ ঘণ্টা সময় দেয়।

শালিমার বাগ : Abode of love অর্থাৎ প্রেমের আবাস নিশাত থেকে ৩ কিমি উত্তরে আর শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে ধাপে ধাপে ৪ ধাপে গড়ে ওঠে শালিমার বাগে। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর এটি তৈরি করান *জগতের আলো* বেগম নূরজাহানের জন্য। চারপাশে চিনারের সারি, ঋতুভেদে রকমারি ফুলের মেলা বসে। ১৮২×৫৩৯ মি ব্যাপ্ত বাগিচার মাঝে প্রথম ধাপে শ্বেত মর্মরে গড়া প্যাভিলিয়নে সাধারণ, দ্বিতীয় প্যাভিলিয়নে ব্যক্তিগত, তৃতীয় কালো পাথরের প্যাভিলিয়নে হারেম আর চতুর্থটি সম্রাটের নিজস্ব রূপে গড়ে ওঠে। গ্রীষ্মে বাদশা আসতেন নূরজাহানের হাত ধরে তার শখের প্রেমের আবাসে। সারি দিয়ে ঝরনা— কেবল রবিবার ঝরনাগুলি খোলা হয় শালিমারে। এছাড়া মে থেকে অক্টোবরের সন্ধ্যায় ITDC আয়োজিত *Son et Lumiere* অর্থাৎ আলো ও শব্দে অতীতদিনের মোগল দরবার বসছে শালিমারে। আর বসেছে ক্যান্টিন আজকের শালিমারে। বাস এখানে এক ঘণ্টার বিশ্রাম দেয়।

নাসিম বাগ : শালিমার থেকে ৫ আর শহর থেকে ১০ কিমি দূরে নিশাতের অপর পাড়ে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তৈরি করান নাসিম। এখানে ঝরনা বা ফুল-ফলের গাছ নেই। সে অভাব পূরণ করেছে পারস্য থেকে আনা রাজকীয় বৃক্ষ চিনার। নাসিম থেকে ডালের শোভা খুবই মনোরম লাগে। সকালের দিকে নাসিমে মধুর বাতাস বয়। নামটিও তাই *নাসিম বাগ* অর্থাৎ সকালের বাতাস। প্রাচীনতম মোগল উদ্যান নাসিমে আজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বসেছে।

ডাল গেট থেকে সার্ভিস বাসে বা কনডাকটেড ট্যুরে বা সারাদিনের চুক্তিতে শিকারা নিয়ে মোগল গার্ডেনগুলি দেখে নেওয়া যায়। শিকারা যাত্রায় সঙ্গে প্যাকেট লাঞ্চ ও পানীয় জল নিতে ভুলবেন না। হাউসবোটই তৈরি করে দেয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে খোলা থাকে মোগল গার্ডেন।

হজরতবাল মসজিদ : শহর থেকে ৭ কিমি দূরে নিশাতের বিপরীতে ডালের পশ্চিম পাড়ে মোগল ও কাশ্মীরি স্থাপত্যে ত্রিস্তরের ছাদে সফেদরঙা অটোমান শৈলীর গম্বুজ মাথায় নিয়ে হজরতবাল মসজিদ। ভিতরে কাচের আধারে হজরত মোহম্মদের শ্মশ্রুর একটি কেশ রক্ষিত আছে। ১৬৩০এ মদিনা থেকে ভারতে এলেও ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে খাজা নিরউদ্দিন বিজাপুর থেকে এই কেশ সঙ্গে আনেন কাশ্মীরে। মুসলিম সমাজের কাছে খুবই পবিত্র এই কেশ। ১৯৬৩র ডিসেম্বরে কেশটি অন্তর্হিত হতে অশান্ত হয়ে ওঠে সারা উপত্যকা। তবে ৫ সপ্তাহ পরে অভাবনীয় আবিষ্কারে শান্তি ফেরে। কেশের ঘরে বিধর্মীদের প্রবেশ মানা। আবার সংবাদের শিরোনাম হয় ১৯৯৪র গোড়ায় জঙ্গী বাহিনীর দখলে যেতে হজরতবাল মসজিদ। দখলমুক্ত করে ভারতীয় সেনা জঙ্গীদের কবল থেকে মুসলিম তীর্থ হজরতবাল। অদূরেই কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়।

মিউজিয়ম : ঝিলাম নদীর দক্ষিণে জিরো ব্রিজ ও আমিরা কদলের মাঝে লালমাণ্ডিতে প্রতাপ সিং মিউজিয়মে কাশ্মীরের নানান সংগ্রহ উচিত হবে দেখে নেওয়া। সোম ছাড়া ১০—১৬-০০টায় খোলা।

শাহ হামদান মসজিদ : ডাল গেট থেকে ৬ কিমি দূরে ঝিলামের পাড়ে ১৩৯৫এ দারুতে তৈরি শাহ হামদান মসজিদ। প্রাচীন শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রাচীনতম এই মসজিদ। পারস্যের ফকির শাহ হামদানের স্মারকরূপে নামকরণ। লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন ফকির সাহেব। এমনকি অতীতের হিন্দু মন্দিরের রূপান্তর নাকি এই মসজিদ। দেওয়াল ও সিলিংয়ের কারু-কার্য সে কথাই বলে। লৌহ ও পেরেকের কোনো ব্যবহার নেই। পিরামিডধর্মী বিরাট হল, ৩৮ মি উঁচু মোচাকার চুড়ো। বিধর্মীদের প্রবেশ নিষেধ। বার বার ৫ বার আগুনে পুড়ে যায় শাহ হামদান।

বিপরীতে ঝিলামের পুব পাড়ে সিয়া সম্প্রদায়ের জন্য ১৬২৩এ নূরজাহানের তৈরি **পাথর মসজিদ**। মহিলার তৈরি মসজিদ বলে কাশ্মীরিরা এটি বয়কট করে। নতুন করে নাম হয়েছে পাথর থেকে শাহী মসজিদ।

জুম্মা মসজিদ : শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ইন্দো-সেরাসেনিক শৈলীতে দারুতে তৈরি মসজিদ। ৩ শতাধিক শালবৃক্ষ থাম হয়ে ভর রেখেছে ছাদের। লম্বা ও চওড়ায় ১৭মি, বর্গাকার রূপ। ৪টি বুরুজ হয়েছে শিরে। প্যাগোডা-ধর্মী ৩ মিনার থেকে আজান হয়। কাশ্মীরের বৃহত্তম এই মসজিদ ১৩৮৫তে সুলতান শিকান্দারের হাতে তৈরি। পুত্র জৈন-উল-আবেদিন সংস্কারের সাথে আয়তন বাড়ান ১৪০২এ। বার বার তিন-বার আগুনে ভস্মীভূত হলেও ১৬৭৪এর ধ্বংস, অতীতের ইন্দো-সেরাসেনিক ধারায়

সংস্কার হয় ডোগরা মহারাজা প্রতাপ সিং-এর কালে। ১০০০০ ধর্মার্থী একত্রে অংশ নেয় উপাসনায়। ইদ-উল-ফিতর জাঁকালো উৎসব।

বাদশাহ : শহর থেকে ৪ কিমি দূরে ঝিলামের পুব পাড়ে পারসীয় স্থাপত্যের নিদর্শন ৫টি ডোমের সমাধি সৌধ। সম্ভবত রাজা প্রবরসেন দ্বিতীয়ের তৈরি কোনো মন্দিরের উপর গড়া হয়ে থাকবে। বাদশা নামে সমধিক খ্যাত ১৫ শতকের কাশ্মীর শাসক জৈন-উল-আবেদিনও সমাধিস্থ রয়েছেন, নামও তাই বাদশাহ। তবে আজ দীর্ণ।

শঙ্করাচার্য মন্দির : ডালের বুকে নেহরু পার্ক। আর পার্ক শেষ হতে বুলেভার্ডের পিছনে পথ উঠেছে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের। সম্রাট অশোকের পুত্র ঝালুকা খ্রি পূ ২০০তে শহর থেকেও ৩০৫ মি উঁচুতে পাহাড়ের ঢালে মন্দির গড়েন দেবতা শিবের। Takht-i-Sulaiman অর্থাৎ সলোমনের সিংহাসন নাম ছিল পাহাড়ের সেকালে। আর বর্তমান মন্দিরটি জাহাঙ্গীরের কালে এক উৎসাহী হিন্দুর তৈরি। ৮ বছর বয়সে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস নেন শ্রীমৎ গোবিন্দ পাদাচার্যের কাছে। ভারত পর্যটনে বেরিয়ে কাশ্মীরেও আসেন এই জ্ঞানতাপস। তপস্যায় বসেন তখত-ই-সুলেমানে। সেই থেকে নাম হয় পাহাড়ের শঙ্করাচার্য পাহাড়। পাহাড় থেকে শহর তথা ১৩৪×৪০ কিমি ব্যাপ্ত কাশ্মীর উপত্যকা সুন্দর দৃশ্যমান। সত্যই যেন—*খাপে ঢাকা বাঁকা তরোয়াল* ঝিলাম। এমনকি তুষারাচ্ছাদিত পীরপাঞ্জাল শৃঙ্গও দৃশ্যমান। ভোরের দিকে ডাল গেট থেকে ২৪২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। নতুন করে টিভি টাওয়ার বসেছে শঙ্করাচার্যের শিরে।

গুলমার্গ-খিলেনমার্গ

শ্রীনগর থেকে বারমূলার পথে মাইল দশেক যেতে বাম হাতি পথ গিয়েছে গুলমার্গে। পথও গিয়েছে ধান ও ভুট্টা খেতের মাঝ দিয়ে পীর পাঞ্জালের পাহাড় ঢালে। পপলার দু'পাশে গার্ড অব অনার দিয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে-দূরান্তরে বরফাচ্ছাদিত পাহাড়শ্রেণী। এমন সুন্দর পথশোভা বিশ্বভুবনে দ্বিতীয়টি নেই। বাসপথ গুলমার্গেই শেষ। JKSRTC-র সার্ভিস বাস চলছে শ্রীনগর-গুলমার্গ। নিকটতম বিমানবন্দর শ্রীনগর আর রেল জম্মু। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব ৪৬ কিমি। উচ্চতা ২৭৩০ মি। কিছুকাল আগে গাড়ির চলা শেষ হত ৮ কিমি আগের টাংমার্গে। তবে, শীতে আজও বাসের চলা শেষ হয় ২৫৩০ মি উঁচু টাংমার্গে। *ট্যুরিস্ট বাংলোও* হয়েছে টাংমার্গে।

অতীতে গুলমার্গের নাম ছিল **গৌরীমার্গ**। শিব-জায়া গৌরীর নামে নাম। ১৫৮১তে কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফ শা এর নাম বদলে গুলমার্গ রাখেন। ফার্সিতে *গুল* মানে *ফুল* অর্থাৎ ফুলের উপত্যকা। গ্রীষ্মে ও বসন্তে দেশী-বিদেশী ফুলের সমারোহ ঘটে ৩ কিমি ব্যাপ্ত গুলমার্গে। ঋতুভেদে রঙও বদলায় গুলমার্গের। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে ১৮ পয়েন্টের সেরা গলফ কোর্সও হয়েছে গুলমার্গে। গলফ খেলার আসরও বসে গ্রীষ্মে। সাময়িক সদস্য হয়ে অংশ নেওয়া যায় খেলায়। আর শীতে বসে স্কি খেলার আসর। স্কুলও আছে স্কি শিক্ষার গুলমার্গে। স্কি খেলতে আগ্রহীদের উচিত হবে S D Singh, Hut 209A-কে যোগাযোগ করা। এই খেলার মাঠকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে শান্ত সুনিবিড় ছোট্ট পাহাড়ী শহর গুলমার্গ। পাইন আর দেওদারে ছাওয়া, নৈসর্গিক শোভার তুলনা হয় না। ৫ কিমি দীর্ঘ রোপওয়েও বসেছে পর্যটক বিনোদনের জন্য গুলমার্গ থেকে খিলেনমার্গের। *কেবল কারও* হয়েছে গুলমার্গে। আর ট্যুরিস্ট অফিস বসেছে গলফ কোর্সের বিপরীতে ব্লু-গ্রিন বিল্ডিং কমপ্লেক্সে। শীতেরও আধিক্য আছে গুলমার্গে। বরফ পড়ে নভেম্বর থেকে সারা শীতে। বেড়াবার মরসুম মে ১৫ থেকে অক্টোবর ১৫।

গুলমার্গের হোটেলে কিছুটা সমস্যা আছে। মানের তুলনায় ভাড়ায় আধিক্য—সাধারণ হোটেল অতি নিকৃষ্টমানের। নোংরা ও অপরিচ্ছন্নতা কিছুটা যেন কলুষিত করেছে গুলমার্গের হোটেল-পরিবেশ। উঁচুর দিকের হোটেলগুলিতে খরচ-খরচা যথেষ্ট উঁচু, সেই তুলনায় ব্যবস্থাপনা তুষ্ট হবার নয়। পাশ্চাত্য প্রথায়—**H Highlands Park*, Gulmarg-193403; *H Ornate Woodland*, বয়েসে প্রবীণ কৌলীন্যে সেরা **Nedous H Park, Tourist H, New Panjabi H, Kingsley H, Gulmarg Inn, Green View, Zum-Zum H, Golf View H, Ymberzul, Hill Top, H City View, Mount View, Asia Gulmarg, H Apharwat, Pine Palace* ছাড়াও আরও নানান হোটেল আছে গুলমার্গে। আবার JKTDC-র নতুন ও পুরাতন ২টি *ট্যুরিস্ট বাংলো* ও সুসজ্জিত *হাটেও* থাকা যায়। বুকিং : Manager (Reservation), JKTDC, Sreenagar-190001. প্রকৃতি প্রেমিকদের একটা রাত শ্রীনগর থেকে বাঁচিয়ে গুলমার্গে থেকে যাওয়া উচিত হবে। থাকার জন্য *Tourist Bungalow, Green View* দেখা যেতে পারে। আহার্যেও সঙ্কট আছে গুলমার্গে। খাবারের হোটেল সংখ্যায় কম, মান সাধারণ হলেও দামে অসাধারণ। তবুও যেন বাসস্ট্যান্ডে *Ahdoo's* ভালই।

শ্রীনগর থেকে বাসে গুলমার্গ পৌঁছে গুলমার্গ থেকে পায়ে হেঁটে, ঘোড়া বা ডাণ্ডীতে খিলেনমার্গ অর্থাৎ বরফের রাজ্যে পৌঁছান। খিলেনমার্গ যাওয়ার জন্য গুলমার্গে বরফে চলার জুতো ভাড়ায় মেলে, স্পাইক লাগানো লাঠিও ভাড়াও পাবেন—সঙ্গে নিলে পথ চলায় সুবিধা। কনডাকটেড ট্যুরের বাস অপেক্ষা করবে গুলমার্গে। নির্ধারিত সময়ে গুলমার্গ ও খিলেনমার্গ বেড়িয়ে ফিরতে হয় যাত্রীদের।

গুলমার্গ থেকে ৬ কিমি দূরে ১১০০০ ফুট উঁচুতে **খিলেনমার্গ**। পায়ে-চলা বন্ধুর পথ। ঘোড়াও যাচ্ছে। আর চলছে রোপওয়ে গুলমার্গ থেকে খিলেনমার্গে। বরফ শুধু বরফ; চারপাশে বরফ খিলেনমার্গে। নির্মেঘ দিনগুলিতে বিশ্বের পঞ্চম উচ্চ (৮১৩৭ মি) তুষারাচ্ছাদিত নাঙ্গাপর্বত, হরমুখ, গৌরীশঙ্কর, ত্রিশূল একে একে দৃশ্যমান হয়। এমনকি শ্রীনগরের ডাল, উলার, শঙ্করাচার্য পাহাড় আর ঝিলামও দৃশ্যমান খিলেনমার্গ থেকে। পথশ্রান্তির ক্লান্তি দূর হয় এর

নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে। মরসুমে চা-খাবারের দোকানও বসে নীল আকাশের নিচে।

আলপাথার লেক : খিলেনমার্গ থেকে ৮ কিমিতে আরও চার হাজার ফুট গিয়ে অর্থাৎ ৩৮৪৩ মি উঁচুতে আলপাথার লেক। খুবই নয়নাভিরাম নৈসর্গিক শোভার মাঝে প্রকৃতি-দত্ত আলপাথার লেক। আকারে তিন কোনা, জলের রঙ পান্না সবুজ; লেকের জলে বরফ ভাসে। আফারওয়াট পাহাড়ের নিচুতে নাগদেবতার নামে নাম। প্রাচীরও তুলেছে আফারওয়াট—আলপাথার ও খিলেনমার্গের মাঝে। ঘোড়ায় যাওয়া চলে খিলেনমার্গ থেকে। তবে, আলপাথার যাত্রীদের এক রাত গুলমার্গে থাকতে হয়। গুলমার্গ থেকেও পৃথক পথ গিয়েছে আলপাথারে। এপথের দূরত্ব ১৩ কিমি। ঘোড়াও চলে এপথে। তবে, সাধারণ যাত্রীদের জন্য নয় আলপাথার।

এছাড়া অত্যুৎসাহীরা গুলমার্গ থেকে ৮ কিমি দূরে পাইন বনের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা আফারওয়াট ও আলপাথার পাহাড়ের বরফ গলা জলের প্রবাহ **নিঙ্গেল নালা** বেড়িয়ে নিতে পারেন। সোপুরে গিয়ে মিলেছে ঝিলামের সাথে নিঙ্গেল নালা অর্থাৎ নদী। বেড়িয়ে নেওয়া যায় সেতুতে নিঙ্গেল নালা পেরিয়ে পায়ে হাঁটা পথে গিয়ে সবুজে মোড়া ময়দান **লিয়েন মার্গও**। ১৩ কিমি দূরের গুলমার্গ থেকেও পাইনে ছাওয়া পথ এসেছে। **ফিরোজপুর নালারও** পথ গিয়েছে গুলমার্গ থেকেই। নামে নালা হলেও আসলে বেগবতী পাহাড়ী নদী এক। ট্রাউট মাছের চাষ হয় নালায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। **কন্টারনাগের** পথও এই ফিরোজপুর নালা হয়ে গিয়েছে। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ৪০৩৯ মি উঁচুতে কন্টারনাগ আর এক প্রকৃতিদত্ত হ্রদ। সম্ভবত নীলকান্তনাগ থেকে নাম হয়েছে কন্টারনাগ। গুলমার্গ থেকে ১৬ কিমি দূরে পথ বন্ধুর হলেও রয়েছে সুন্দরী কাশ্মীরের আর এক সুন্দর **তোষ ময়দান**-এর প্রকৃতি। ফিরোজপুর নালা হয়ে পথ গিয়েছে। ঘোড়াও যাচ্ছে এ-পথে। আর গুলমার্গের বাজার থেকেই পথ যাচ্ছে **বাবারেষি**—জৈন-উল-আবেদিন-এর রাজ দরবারের সভাসদ ১৫ শতকের মুসলিম ফকির বাবা পামদিনের *জিয়ারৎ (Ziarat)* অর্থাৎ সমাধির। সমাধিসৌধের কারুকার্য সুন্দর। টাংমার্গ থেকেও পথ এসেছে। গুলমার্গ থেকে ৩ দিনে ৫০ কিমি পরিক্রমায় সাঙ্গ করা যায় এ সফর।

আহারবল

শ্রীনগর থেকে ৫১ কিমি দূরে মোগল বাদশাদের বিশ্রামস্থল **আহারবল**। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে ২৪.৪ মি উঁচু থেকে নামছে জলপ্রপাত বিষভ নদীর আহারবলে। পায়ে পায়ে বা গাড়িতে চলা যায়। সেতু পেরুতেই গভীর খাদ বিষভ নদীর। ৫ কিমি দূরের কাঙ্গওয়াটেন সুন্দর পশুচারণ ক্ষেত্রটিও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। গুর্জরদের বাস। প্রস্রবণের জলে সালফার আছে। আরও ১১ কিমি পায়ে গিয়ে কৌনসারনাগ লেক। জুনের শেষেও বরফ ভাসে লেকের জলে। কনডাকটেড ট্যুরে বাস যাচ্ছে আহারবলে। থাকারও ব্যবস্থা আছে PWD *RH* ও J&KTDC-র *ট্যুরিস্ট বাংলোয়* আহারবলে।

পহেলগাঁও

কাশ্মীর উপত্যকার সুন্দরতম পাহাড়ী শহর পহেলগাঁও। শ্রীনগর থেকে ৯৪ কিমি দূরে ২১৯৫ মি উঁচুতে রূপসী শহর পহেলগাঁও। আর ৪৪ কিমি দূরের খানাবল হয়ে জম্মুর দূরত্ব ২৮৭ কিমি। কনডাকটেড ট্যুরে বাস যাচ্ছে শ্রীনগর থেকে জে কে ট্যুরিজমের। এদের বাসে সিঙ্গল জার্নির টিকিটও মেলে। শ্রীনগরে অগ্রিম মিললেও পহেলগাঁও-এ বাস পৌঁছাতে ফেরার টিকিট মেলে দুপুরে। ঘণ্টা তিনেকের পথ। JKRTC-র নিয়মিত যাত্রী বাসও চলে শ্রীনগর থেকে পহেল-গাঁও-এ। ভাড়া কম হলেও সময় লাগে বেশি যাত্রীবাসে। ট্যাক্সিতেও বেড়িয়ে ফেরা যায় শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও।

পহেলগাঁও-এর পথে প্রথমেই পড়ে **পামপুর**। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব ১৩ কিমি। বিশ্বে মাত্র দু'জায়গায় স্পেন ও পামপুরে জাফরানের চাষ হয়। আশ্বিন-কার্তিকে (অক্টো-বরে) পীতাভ সোনালী আভার ফুল ফোটে জাফরানের। বাস থামে না, চলতে চলতে দেখে নিতে হয় পথপাশের জাফরান খেত। তবে, দাম যথেষ্ট হলেও স্বাদে ও বর্ণে রান্নায় অপরিহার্য। চলার পথে শহর থেকে ৩৫ কিমি যেতে সংগ্রামায় থরে থরে সাজানো ক্রিকেট ব্যাটের পাহাড়ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাত্রীদের। উইলো কাঠের এই লোকাল প্রোডাক্ট দামে সস্তা। আগ্রহীদের কেনারও সুযোগ মেলে বাস থামিয়ে।

পামপুর থেকে আরও ১৬ কিমি গিয়ে **অবন্তীপুর**। ৮৫৫—৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে গড়া ২টি মন্দিরকে ঘিরে জনপদ গড়ে ওঠে সেকালে। আজ বিধ্বস্ত। উৎকল বংশের প্রথম রাজা অবন্তী বর্মা অবন্তীস্বামী বিষ্ণুমন্দির ও অবন্তীশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিমতে, মন্দিরটি নাকি পাণ্ডবদের তৈরি। সুন্দর কারুকার্য ছিল সেকালে। বিষ্ণু মন্দিরের (৫২×৪৫ মি) ধ্বংসস্তূপে আজও তার নিদর্শন মেলে। লাগোয়া শিব মন্দির। এমনকি ৮৫৫—৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের রাজধানীও ছিল অবন্তীপুরে। পরবর্তীকালে রাজা প্রবরসেন অবন্তীপুর থেকে রাজ্যপাট তুলে শ্রীনগরে যান। কনডাকটেড ট্যুরের বাস ১৫ মিনিট সময় দেয় ধ্বংসস্তূপ দেখে নিতে। অদূরেই বিজ বিহারে কাশ্মীরের বৃহত্তম চিনার গাছটিও দেখে চলা যেতে পারে।

অবন্তীপুর থেকে ২১ কিমি দূরে **খানাবল**। জম্মু-পহেলগাঁও পথের মিলনও ঘটেছে খানাবলে। খানাবল থেকে পহেলগাঁওমুখী ১ কিমি গিয়ে ডানহাতি পথে আরও ১ কিমি যেতে **অনন্তনাগ**। পাহাড় থেকে নামছে ঝরনা, দু'পাশে দু'টি কুণ্ড, মাঝে মন্দির; নাগের নামে জায়গার নাম—অনন্তনাগ। লোকশ্রুতি, বৃহত্তমটিতে বিষ্ণুর সজ্জা অনন্তনাগের বাস।

প্রচুর মাছ আছে কুণ্ডের জলে। একটির জল ঠাণ্ডা, অপরটির গরম। মন্দিরে পূজা হয় শিব ও রাধাকৃষ্ণের। বাঙালি পুরোহিত বংশ-পরম্পরায় পূজার্চনায় রত।

ঝরনার জল গন্ধক ও নানান খনিজ পদার্থের মিশ্রণে ঔষধির কাজ করে। ১৭ শতকে ঔরঙ্গজেবের কালে এই অনন্তনাগ হয় ইসলামাবাদ। আর ১৮৫০খ্রিস্টাব্দে মহারাজা গুলাব সিং পুরোনো নামটি ফিরিয়ে আনেন— ইসলামাবাদ আবার হয় অনন্তনাগ। কনডাকটেড ট্যুরে ১৫ মিনিট সময় মেলে অনন্তনাগ দেখে নিতে।

বাদশা জাহাঙ্গীরের তৈরি **আচ্ছাবল** একটি মোগল উদ্যান। অনন্তনাগ থেকে ৮ আর শ্রীনগরের ৬৩ কিমি দূরে ১৬৭৭ মি উঁচুতে ধাপে ধাপে তিন ধাপে গড়ে উঠেছে চিনারে ছাওয়া আচ্ছাবল। আর আছে ঝরনা। নুরজাহানের খুব প্রিয় ছিল আচ্ছাবল। মতান্তরে, শাজাহানের কন্যা জাহানারা নাকি তৈরি করান এটি ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে। আবার কারও কারও মতে, খ্রিপূ ৫ শতকে এটি কাশ্মীররাজ অক্ষবলের তৈরি। আচ্ছাবল নামটিও নাকি অক্ষবলের অপভ্রংশ। সে যাই হোক, বাগিচাটি মনোরম। লাগোয়া ট্রাউট হ্যাচারিটিও দর্শনীয়। *ট্যুরিস্ট হাট ও ট্যুরিস্ট বাংলো* আছে। প্যাকেজ ট্যুরে বাস যাচ্ছে ডাকসুমে।

অনন্তনাগ থেকে ২৬ কিমি দক্ষিণ-পুবে **কোকরনাগ**। *কোকর* অর্থ মুরগি, আর *নাগ* হল সর্প। অসংখ্য মুরগির পায়ের ছাপ রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। আর সেই ছাপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে জলের ধারা। এই ধারার মিশ্রণে ঝরনা। জল মহৌষধির কাজ করে। আর রয়েছে সুন্দর গোলাপ বাগিচা। বাগিচায় রকমারি মরসুমি ফুল মুগ্ধ করে পর্যটক-দের। ২ বেডের *ট্যুরিস্ট হাট* ও *FRH* আছে ২০১২ মি উঁচু কোকরনাগে। প্যাকেজ ট্যুরের বাস ½ ঘণ্টার বিরাম দেয় কোকরনাগে। যাত্রী বাসও যাচ্ছে অনন্তনাগ হয়ে কোকরনাগে। ডাকসুমের বাস যাচ্ছে কোকরনাগ হয়ে।

আর আছে শ্রীনগর থেকে ৯০, কোকরনাগের ১৫ কিমি দূরে ২৪৩৮ মি উঁচুতে কাশ্মীরের শৈলাবাস **ডাকসুম**। সুন্দর প্রকৃতির মাঝে *RH* ও *Tourist Bungalow* আছে। কিস্তওয়ারের ট্রেক পথও যাচ্ছে ডাকসুম হয়ে। ৩৭৪৮ মি উঁচু সিনথন পাসেরও পথ উঠেছে খাড়া চড়াই বেয়ে ডাকসুম থেকে। শ্রীনগর থেকে আচ্ছাবল, কোকরনাগ ও ডাকসুম বেড়িয়ে নেওয়া যায় JKTDC-র প্যাকেজ ট্যুরে।

অনন্তনাগ থেকে ১০ কিমি এসে বাস দাঁড়ায় **ভাবন**-এ। ভাবন থেকেই মার্তণ্ড মন্দিরের হাঁটা পথের শুরু। আবার আচ্ছাবল থেকেও হাঁটা পথ এসেছে ১১ কিমি দূরের মার্তণ্ড মন্দিরে। ভাবনেও মন্দির আছে, আর আছে কুণ্ড, মন্দির লাগোয়া। এই কুণ্ডের জলে স্নান করে শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন স্থানীয়রা। বাস রাস্তা থেকে পায়ে হাঁটা পাহাড়ী পথে ৩ কিমি গিয়ে **মার্তণ্ড মন্দির**। পূজা হয় সূর্যদেবের। ইতিহাস বলে দু'হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির (৬৭x৪৩ মি) এটি। মহারাজা ললিতাদিত্য (৬৯৯-৭৩৬) সংস্কার করেন মন্দিরের। তবে আজ বিধ্বস্ত। চূড়োও ছিল অতীতে ৭৫ ফুটের। ৮৪টি স্তম্ভে ঘেরা চত্বর।

পথ পরিক্রমা সাঙ্গ করে ভাবন থেকে ৩৩ কিমি দূরে বাসের চলা শেষ ফার-এ ছাওয়া তুষারাচ্ছাদিত ১২টি শৈলশিখরে ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ী শহর **পহেলগাঁও**-এ। অপরূপা পহেলগাঁও রূপে অতুলনীয়া। *পহেলগাঁও* অর্থাৎ পয়লা গাঁও। জোজিলা পাস পেরিয়ে লাডাক হয়ে অমরনাথ দিয়ে কাশ্মীর আসার পথে পয়লা গাঁও পড়ে এই পহেলগাঁও। কোলাহাই গ্লেসিয়ার থেকে ইস্ট লিডার আর শেষনাগ ছাড়িয়ে হিমালয়ের অন্দরমহল থেকে আসা ওয়েস্ট লিডার দুই-এরই মিলন ঘটেছে পহেলগাঁও-এ। হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে বড় বড় বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে কলকল ছলছল রবে পহেলগাঁও-এর সবুজ চিরে বয়ে চলেছে লিডার। লিডারের বুক বেয়ে পথ; আর পথের দু'পাশে দোকানপাট, বাড়ি-ঘর, হোটেল, মায় ট্যুরিস্ট অফিস নিয়ে গড়ে উঠেছে পহেলগাঁও শহর। ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে পহেলগাঁও-এ। বরফে মোড়া শৃঙ্গগুলি দূর থেকে হাতছানি দেয় পর্যটকদের। সারা বছরই এরা বরফে ছাওয়া। পহেলগাঁও-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। কাশ্মীর ভ্রমণার্থীদের কাছে পহেলগাঁও শহরের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। একটা রাত পহেলগাঁও কাটিয়ে যাওয়া একান্তই উচিত হবে ভ্রমণার্থীদের। পহেলগাঁও-এর আর এক আকর্ষণ— ট্রাউট মৎস্য শিকার। আগ্রহীরা ৫০ টাকায় অনুমতি +২০ টাকা ভাড়ায় হুইল+২০ টাকায় গাইড নিয়ে ট্রাউট শিকারে বসে পড়তে পারেন। তেমনই আছে ৯ পয়েন্টের গলফ কোর্স পহেলগাঁও-এ।

লিডার পেরিয়ে ১½ কিমি দূরে ১২ শতকেরও আগে রাজা জয় সিংহের পাথরে তৈরি **মমলেশ্বর**—শিবের মন্দির। লাগোয়া প্রকৃতিদত্ত বর্গাকার কুণ্ড ছাড়াও বাগিচা সহ চার পয়েন্ট বেড়িয়ে নেওয়া যায় ঘোড়ায় বা পায়ে পায়ে ঘণ্টা দুয়েকে। মন্দির থেকে শহরের দৃশ্যও সুন্দর দৃশ্যমান। বেড়িয়ে ফেরা যায় আরও ঘোড়ায় বা পায়ে পায়ে দিনে-দিনে। তেমনই পায়ে হাঁটা পথ গিয়েছে হিমালয়ের দিকে দিকে পহেলগাঁও থেকে। অমরনাথ যাত্রার ছড়ি মিছিলেরও যাত্রা শুরু এই পহেলগাঁও থেকেই।

শহর থেকে ৫ কিমি দূরে আরও ১৫০মি উঁচুতে তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর প্রকৃতির **বৈশরণ**। পাইনে ছাওয়া, বরফাচ্ছাদিত শিখররাজি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে। পহেলগাঁও তথা লিডার ভ্যালির দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান বৈশরণ থেকে। পায়ে পায়ে বা টাট্টুতে বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

এপথে আরও ১১ কিমি যেতে ৩৩৫৩ মি উঁচুতে **তুলিয়ান লেক**। যেমন সুন্দর চলার পথ তেমনই সুন্দর এর প্রকৃতি। চারপাশ ঘিরে বরফে মোড়া শিখররাজি। লেকের জলে বরফ ভাসে। দিনে দিনে টাট্টুতে অভিযান করে ফেরাও যায় বৈশরণ ও তুলিয়ান লেক।

বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া রিসেপশন সেন্টার, দুই-ই থেকে ৫-১০ মিনিটের পায়ে হাঁটা দূরত্বে হোটেলগুলি Pahalgaon-192126-এ। রিসেপশন সেন্টারের ডাইনে— *Pahalgaon L, Mount View H, Khalsa Janta H, *Pahalgaon H, Central H, Volga H, *H Woodstock, H Regal, H Plaza, H Woodland,* সুন্দর পরিবেশ ও সুব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট খ্যাত *Aksa L.*

রিসেপশন সেন্টারের বামে—*River View H, Grand View, H Raj, Regent H, H Tajmahal, Hill View H, H Noornahal.* বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে—*Green Land H, H New India, Prince H, Apsara H.*

আর আছে—*H Hill Park, H Heaven, H Mansion, Nataraj H, Pine View H, Volga H, H Ornate Hill Park, H Windrush, Brown Palace, Oswal Huts, Uttam L, Poornima Gujarati H, New Pine View H, *H Senator Pine-N-Peak,* Arun Rd: অগ্রিম বুকিং-এর জন্য ম্যানেজারদের লিখুন।

এছাড়া JKTDC-র *ট্যুরিস্ট বাংলোয়* ট্যুরিস্ট হাট, আবার মরসুমে তাঁবুরও ব্যবস্থা মেলে এদের। ৬০ দিন আগে থেকে বুকিং শুরু। অবু: Director of Tourism, Govt of J & K, Sreenagar। এদেরই শিরে *Yoga Niketan*-এও তাঁবু মেলে হঠযোগ শিক্ষার্থীদের। আর হয়েছে *Kolahai Kobin* দুই নদীর মাঝে পহেলগাঁও-এ। আহার্যে *Lasha Restaurant, Khalsa, Janata, Kolahai* ও *Tabela*-র যথেষ্ট সুনাম পহেলগাঁও-এ।

কোলাহাই হিমবাহ : পহেলগাঁও-এর উত্তরে পুল পেরিয়ে লিডারকে বাঁয়ে রেখে পথ গিয়েছে কোলাহাইয়ের। দূরত্ব ৩৬ কিমি, যাতায়াতে ৪ দিন লাগে কোলাহাই। পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করে ১ম রাত আরুতে বিশ্রাম। ২য় দিনে আরু থেকে লিডারওয়াট পৌঁছে অবস্থান। ৩য় দিনে লিডারওয়াট থেকে হিমবাহ দেখে লিডারওয়াটেই অবস্থান। ৪র্থ দিনে পহেলগাঁও। ঘোড়াও যাচ্ছে এপথে। ঘোড়ায় ৩ দিনে ফেরা যায় হিমবাহ দেখে পহেলগাঁও-এ।

পহেলগাঁও থেকে ১১.৬ কিমি দূরে ২৯৬০ মি উঁচুতে কোলাহাই-এর পথে আরু। পাহাড়ি গাঁ, গুর্জরদের বাস; প্রাকৃতিক শোভা মনোরম। আরুর কাছেই লিডার নদী অদৃশ্য হয়ে আবার ৩০ গজ দূরে গুরুখাম্বেতে দৃশ্যমান হয়েছে। আরুতে সবুজের সমারোহ আর বরফে মোড়া পাহাড় দেখে ফেরা যেতে পারে পায়ে পায়ে বা ঘোড়ায় দিনে দিনে পহেলগাঁও-এ। গাড়িও চলে লিডার নদীর পাড় ধরে এ-পথে। থাকার জন্য *Fimi H, Green View GH, Tourist Hut* ও PWD *RH* আছে আরুতে। বুকে বল আর পায়ে ভর থাকলে আরু থেকে আরও ১১.৩ কিমি এগিয়ে ৩০৪৮ মি উঁচু লিডারওয়াট পৌঁছে যান। তবে চড়াইয়ের আধিক্য আছে এ পর্যায়ে। সবুজ কার্পেটে মোড়া লিডারওয়াট—চক্রাকারে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়শ্রেণী। PWD *RH* ও *Paradise GH* আছে লিডারওয়াটে।

লিডারওয়াট থেকে ১৩ কিমি দূরে ৩৩৫২ মি উঁচুতে দুই পাহাড়ের মাঝে কোলাহাই হিমবাহ। হাল্কা বেগুনি আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। লিডার নদীর উৎসও এই হিমবাহ। কোলাহাই-এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। পথশোভাও নয়নাভিরাম। তবে, হিমবাহ দেখে লিডারওয়াট ফেরা কষ্টকর। কোলাহাই-এ থাকতে হলে সঙ্গে তাঁবু নিতে হয়। ঘোড়াও নেওয়া যেতে পারে কোলাহাই যাতায়াতে লিডারওয়াট থেকে। আবার অত্যুৎসাহীরা লিডারওয়াট থেকে ১৬.৪ কিমি দূরে বরফে মোড়া পাহাড়ে ঘেরা ৩৯৬২ মি উঁচুতে ১.৬×০.৮ কিমি ব্যাপ্ত প্রকৃতিদত্ততারসর লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন। অতুলনীয় এর প্রকৃতি। পথপাশে বন্যফুলের সমারোহও দেখবার মতো। ২৪৩ মি উঁচু শৈলশিরা পেরিয়ে আর এক লেক মারসর। বন্যজন্তু দর্শনে অত্যুৎসাহীরা শিকারগড় ওয়াইল্ডলাইফ রিজার্ভ, ট্রাউট শিকারে কোলাহাইয়ের ৭ কিমি দূরে ফিরিলাসানও পৌঁছে যেতে পারেন।

আবার অভিযানপ্রিয়রা লিডারওয়াট থেকে পহেলগাঁও না ফিরে লিডারওয়াট থেকেই ১০ কিমি দূরে ৩৪৩০ মি উঁচু শেকিবাস পৌঁছে যান ট্রেক করে, শেকিবাস থেকে ১১ কিমি দূরে ৩৬৫৯ মি উঁচু খেমসার পৌঁছান দ্বিতীয় দিনে, তৃতীয় দিনে খেমসার থেকে আরও ১০ কিমি গিয়ে ২৬২৬ মি উঁচু কুলান পৌঁছান। চতুর্থ দিনে কুলান থেকে বাসে বা পায়ে পায়ে ১৬ কিমি দূরের শোনমার্গ অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছে যান। তবে এ পথ পরিক্রমায় সঙ্গে তাঁবু থাকা দরকার।

অমরনাথ

পহেলগাঁও থেকে ৪৮ কিমি দূরে ৩৮৮০ মি উঁচুতে পবিত্র হিন্দুতীর্থ অমরনাথ গুহা। দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূলে পাহাড় কুঁদে তৈরি। দৈর্ঘ্যে ১৬, প্রস্থে ১৫ আর উচ্চতায় ১১ মি। গুহার ডাইনে প্রায় শেষ প্রান্তে দেবতা—বরফে তৈরি শিবলিঙ্গ। সারাবছর ধরে পাহাড়ী ফাটল চুঁইয়ে জল পড়ে পড়ে বরফ জমে রূপ নেয় শিবলিঙ্গের। কখনো কখনো ৮ ফুট উঁচু হয় এই লিঙ্গ মূর্তি। সুকঠিন, উজ্জ্বল বরফের লিঙ্গমূর্তি—রঙ তার ঈষৎ নীলাভ। এছাড়াও রূপ নেয় আরও দুই মূর্তি— শিবঠাকুরের বামে মহাগণেশ আর ডাইনে দেবী পার্বতী। সবাই এখানে বরফে তৈরি। আর আছে ২টি শুকপাখি অমরনাথ গুহায়। যুগ যুগ ধরে নাকি অবস্থান করছে এরা। গুহায় বসে পার্বতীকে শিবের সৃষ্টিকাহিনী তথা অমরত্বের বাণী বলার একমাত্র সাক্ষীও নাকি এই শুকরূপী দুই দেব-অনুচর। শিবের শাপে গোলকধামের লীলাশুকে রূপান্তর।

প্রবাদ, তক্ষকের কালে সত্যযুগে মহর্ষি ভৃগু সর্বপ্রথম এই তুষারলিঙ্গের দর্শন পান। সেই ভৃগুই তক্ষককে পাঠান অমরনাথ দর্শনে—সঙ্গে একটি দণ্ড দিয়ে। দণ্ড থাকলে বিপদ এড়ানো যাবে পথে। দণ্ড যাচ্ছে আজও অমরনাথে প্রতি শ্রাবণী (জুলাই-আগস্ট) পূর্ণিমায়—নাম তার ছড়ি

মিছিল। নামে ছড়ি হলেও আসলে এটি রৌপ্যদণ্ড। পহেলগাঁও থেকে যাত্রা শুরু হয় এই ছড়ি মিছিলের শ্রাবণ মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে। কাশ্মীরের ধর্মার্থ সঙ্ঘের মোহান্ত নেতৃত্ব দেন এই মিছিল যাত্রার। পিছে চলে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর মানব মিছিল সারা ভারত থেকে। জাতি ধর্মের বিধিনিষেধ নেই অমরনাথজী দর্শনে। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য প্রবর্তন করেন অমরনাথ তীর্থযাত্রা। আর তৃতীয় দফায় আবিষ্কৃত হন আক্রামবাট মল্লিক নামে এক মুসলিম মেষপালকের চোখে দেবতা অমরনাথজী।

শ্রাবণী পূর্ণিমার বর্ণাঢ্য ছড়ি মিছিলে ১০ থেকে ২৫ হাজার যাত্রীর সমাগম ঘটলেও যাত্রী চলেন গুরু পূর্ণিমা (আষাঢ়/ জুন-জুলাই) থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা অর্থাৎ দীর্ঘ ১ মাস ধরে অমরনাথে। সরাসরি বাসও চলে এই এক মাস জম্মু থেকে বানিহাল/ খানাবল হয়ে পহেলগাঁও-এর। পথের দূরত্ব ২৯১ কিমি, সময় নেয় ১০-১২ ঘণ্টা। সরাসরি বাসের অমিলে জম্মু থেকে শ্রীনগরের বাসে খানাবল পৌঁছে শ্রীনগর থেকে আসা বাসে চলা যেতে পারে পহেলগাঁও। মাঝ পথে ওঠানামার ধকল থেকে অব্যাহতি পেতে শ্রীনগর হয়ে চলাই উচিত হবে। শ্রীনগর থেকে খানাবল হয়ে দূরত্ব ৯৪ কিমি, ৩ ঘণ্টার পথ পহেলগাঁও-এর।

পহেলগাঁও থেকে **অমরনাথ** চলার পথে ৩ রাত **চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণী** আর ফেরার পথে ২ রাত **পঞ্চতরণী ও শেষনাগে** অবস্থান। তবে, পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়ে অমরনাথ দর্শন সেরে শেষনাগে রাতের বিশ্রাম নিয়ে পরদিন পহেলগাঁও পৌঁছে যাওয়াও অসম্ভব নয়। PWD-র সাধারণ মানের বিশ্রামগৃহ আছে— *চন্দনবাড়ি, যোজীপাল, বায়ুযান, শেষনাগ* ও *পঞ্চতরণীতে*। আর বসে অমরনাথ যাত্রীদের জন্য সাময়িক *যাত্রী কলোনি*। কয়েক হাজার তাঁবু পড়ে। সরকারি ব্যবস্থায় পারমিট প্রথায় রেশন অর্থাৎ চাল, ডাল, তেল থেকে শুরু করে রান্নার কাঠ পর্যন্ত মেলে। সঙ্গে যাঁরা তাঁবু নেন তাঁদের তাঁবু ফেলার জমিনও মেলে। কুলিরাই সহকারীর মুখ্য ভূমিকা নেয় এ-ব্যাপারে। বিজলী বাতিরও ব্যবস্থা হয় এই একমাস প্রতিটি যাত্রী কলোনিতে। আর থাকে সারাপথে রাজ্য সরকার থেকে Medical Assistant, Guide, J K Police—যাত্রী সেবায় সদাই ব্যস্ত এরা।

আবার প্রাইভেট মালিকানায় তাঁবুতে থাকা ও খাবারের ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে গুরু পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা এই একমাস প্রতিটি যাত্রী কলোনিতে। নেয়ারের খাটিয়া, বিছানাও মেলে এদের তাঁবুতে। চন্দনবাড়ি/শেষনাগ/ পঞ্চতরণী প্রতিটি বিশ্রামকেন্দ্রেই মেলে এ-ব্যবস্থা। খাটিয়া-বিছানাসহ থাকা-খাওয়া ২৭৫, মেঝেতে বিছানাসহ থাকা-খাওয়া ২২৫, বিছানা ছাড়া থাকা-খাওয়া ১৭৫ আর তাঁবুর মেঝেতে কেবল থাকা ১২৫ প্রতি রাত প্রতি জনা। বিছানাও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে পৃথকভাবে। সরকার অনুমোদিত নানান প্রাইভেট সংস্থা থেকে এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উচিত হবে চলার পথে পহেলগাঁও থেকে বুক করে চলা। সরাসরি যোগাযোগও করা যেতে পারে: *Indian Camping Agency, Amarnath Travel, Dhwar Camping*—Pahalgaon, J&K, PC-192126-এ।

মিছিল চলে পায়ে পায়ে। যাঁরা নিজের পায়ে ভরসা পান না, তাঁদের জন্য রয়েছে ঘোড়া/ডাণ্ডি/কাণ্ডি। তবে নিজের উপর ভরসা থাকলে ধীরে ধীরে পায়ে চলাই শ্রেয়। আর মেলে মাল বহনের কুলি ও খচ্চর। অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরকারি ব্যবস্থায় রাখারও ব্যবস্থা মেলে পহেলগাঁও-এ। সবেরই ব্যবস্থা *Assistant Director—Tourism*, Pahalgaon-192126 থেকে মেলে। ৫০% টাকা MO বা Bank Draft-এ অগ্রিম পাঠিয়ে বুকিং-এর প্রথা। আবার ব্যক্তিগত মালিকানা থেকেও সঙ্গী করা যায় ঘোড়া/ কুলি/ ডাণ্ডি বা কাণ্ডি। ক্ষেত্রবিশেষে দামে কিছুটা সুবিধা মিললেও সরকারি ব্যবস্থায় স্বস্তি যেন বেশি।

দ্বাদশীর দিন ভোর ৪টেয় ছড়ি মিছিলের যাত্রা শুরু পহেলগাঁও থেকে। যাতায়াতে (৪৮+৪৮) ৯৬ কিমি পায়ে হাঁটা পথ। আবার পহেলগাঁও থেকে শেষনাগ/ পঞ্চতরণী হয়ে গিয়ে সঙ্গম থেকে রাঙ্গা/বালতাল পথে ফিরে ৩৫ কিমি লাঘব করা যায় হাঁটা। সরাসরি বাসও মেলে গুরু-পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমার এক মাস ধরে বালতাল থেকে শ্রীনগরের।

ছড়ি যাত্রা অর্থাৎ মিছিল চলে এগিয়ে। ছড়ি যেতে পিছে চলে সাধুসন্তের দল। নাগাসন্ন্যাসীরাও অংশ নেয় মিছিলে। তারপর তীর্থযাত্রীরা, পর্যটকরা, দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত। *১ম দিনের* চলায় বিরতি ১৬ কিমি গিয়ে চন্দনবাড়িতে। গাড়ি চলার উপযোগী এই পথ। সরকারি গাড়ি চলাচলও করে চন্দনবাড়ি পর্যন্ত। ২৮৯৫ মি উঁচু চন্দনবাড়িতে স্থায়ী দোকানপাট আছে। সাময়িক দোকানপাটও বসে—চা থেকে ভাতের হোটেল পর্যন্ত।

অমরনাথ যাত্রার আনুমানিক খরচ	
ঘোড়া	২২৫০
মাল বহনের খচ্চর (৬০ কেজি)	১৫০০
কুলি (৩০ কেজি)	৯০০
ডাণ্ডি	৫০০০-৬৫০০
কাণ্ডি	১২০০
তাঁবুতে অবস্থান প্রতিজনা	৪৫০

বিছানাও ভাড়ায় মেলে প্রতিটি বিশ্রামকেন্দ্রে: পহেলগাঁও, চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণীতে। পৃথকভাবে তাঁবুও ভাড়ায় মেলে এদের কাছে।

পহেলগাঁও থেকে দূরত্ব	৪৮ কিমি
শ্রীনগর থেকে দূরত্ব	১৪২ কিমি
জম্মু থেকে দূরত্ব	৩৩৯ কিমি

২য় দিনে **চলার পথ ১৩ কিমি, তবে খুবই বন্ধুর এপথ। চন্দনবাড়ি থেকে ৩ কিমি যেতে পিসু চড়াই। ইংরেজি Z**

হরফের মতো পথ উঠেছে। ঘোড়াও অক্ষম হয়ে পড়ে যাত্রী নিয়ে চড়াই উঠতে। পিচ্ছলও এই প্রাণান্তকর চড়াই পথ। তাই হাতের লাঠিতে ভর রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলাই উচিত হবে। পুরাণ বলে, দেবতারা উপর থেকে পাথর গড়িয়ে নিচুতে দৈত্যদের পিষে ফেলত। নামও তাই এর পিসু। চড়াই বেয়ে ১২০০০ ফুট উঁচু পিসু টপে সামান্য বিশ্রাম। যাত্রী সেবারও ব্যবস্থা হয় পিসু টপে। আরও ৯ কিমি গিয়ে শেষনাগ।

শেষনাগ হ্রদের পাড়েই গড়ে ওঠে যাত্রী কলোনি। ৩৭১৮ মি উঁচু শেষনাগে ২য় রাতের বিশ্রাম। হ্রদটি আকারে ছোট, জলের রঙ পান্না সবুজ। প্রবাদ, সুশ্রবসনাগ এটি খনন করান। সেই থেকে হ্রদের জলে বাসও করছেন তিনি। চারপাশের তুষারাচ্ছাদিত চুড়োগুলি পরিবেশকে আরও রমণীয় করে তুলেছে। আবার বায়ুযানের বিশ্রামগৃহে বা কিছু আগে যোজীপালেও কেউ কেউ চলার উপর বিরতি টানেন ২য় দিনের।

৩য় দিনে ৪ কিমি গিয়ে **মহাগুণাস**—উচ্চতা ৪৭১৮ মি। ½ কিমি যেতে ওয়াবযান অর্থাৎ বায়ুযান। বাতাসের তাণ্ডব বেশি, তেমনই আছে শীতের প্রকোপ। সারাবছরই বরফে ঢাকা থাকে ওয়াবযান। শ্বাসকষ্টও দেখা দেয় যাত্রীবিশেষে। এই বায়ুযানেই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়ে সেবারের ছড়ি মিছিল। তুষারঝঞ্ঝায় প্রাণ হারায় সেবারের হাজার হাজার তীর্থযাত্রী। দিন বদলেছে—সাবধানতা আজ পদে পদে। তবুও বিপর্যয় ঘটে নিত্যনতুন নানান। ১৯৯৬-এর প্রকৃতির রোষে আবার ব্যাপক ক্ষয়-খতির সঙ্গে জীবনহানি ঘটেছে বিপুলহারে। তাই নানান বিধিনিষেধ আরোপ হতে চলেছে অমরনাথ যাত্রায়।

মহাগুণাস পাস পেরুতেই উৎরাই শুরু। ৩য় দিনের যাত্রা বিরতি আরও ৮ কিমি গিয়ে ৩৬৫৭ মিটারে নেমে পঞ্চতরণীতে। ৫টি পাহাড়ী নদী মিলেছে—নামও তাই **পঞ্চতরণী**। এরই পাড়ে গড়ে ওঠে যাত্রী কলোনি। স্থায়ী বিশ্রামগৃহও আছে পঞ্চতরণীতে।

৪র্থ দিন ভোর ৪-০০টেয় পায়ে হাঁটা, ৬-০০টায় ঘোড়া আর ৭-০০টায় ডাণ্ডি ও কাণ্ডির যাত্রা শুরু। প্রথমে চড়াই উঠে ৩ কিমি দূরের সাধোসত টপ পৌছে উৎরাই হয়েছে পথ। আরও ৩.৪ কিমি যেতে ৩৮৮০ মি (১৩৫০০ ফুট) উঁচুতে পবিত্র **অমরনাথ গুহায়** পথের শেষ। নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে অমরাবতী নদী, গিয়ে মিলেছে অমরগঙ্গায়। চারপাশে বরফের প্রাচীর। জল তার বরফ ঠাণ্ডা। স্নান করেন বহু যাত্রী অমরাবতীর পবিত্র জলে। তবে অমরাবতীর জল মাথায় নিয়েও চলা যেতে পারে দেব দর্শনে। সার্থক পথ-শ্রম, দূর হয় পথের ক্লান্তি অমরনাথ দর্শনে। এবার ঘরে ফেরার পালা। ফেরার পথেও পঞ্চতরণী/শেষনাগ/ চন্দনবাড়িতে পথ চলায় বিরতি টানা যেতে পারে। তিথিভেদে সময়ের হেরফের হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শোনা যায় স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন এই অমরনাথে।

যাঁরা সরকারি ব্যবস্থা ছাড়াই অমরনাথ যেতে চান তাঁদের জন্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর খোলা থাকে এ পথ। সেক্ষেত্রে ১ম রাত শেষনাগ, ২য় দিনে শেষনাগ থেকে গিয়ে অমরনাথ দর্শন করে পঞ্চতরণীতে বিশ্রাম, ৩য় দিনে পঞ্চতরণী থেকে পহেলগাঁও অর্থাৎ ৩ দিনে সাঙ্গ করা যেতে পারে এ সফর। পথ দুর্গম, বিপদসঙ্কুলও বটে। সহায়ক ছাড়া যাওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। তবে এ পথের নয়নলোভন নৈসর্গিক শোভা হাতছানি দেয় প্রকৃতি-প্রেমিকদের। পায়ের নিচুতে বরফ. দু'পাশে বরফে ছাওয়া পাহাড়শ্রেণী; সারা ভুবনটাই যেন বরফে মোড়া এ পথে।

এছাড়া বিকল্প পথও এসেছে শ্রীনগর থেকে ৮৪ কিমি দূরের শোনমার্গ হয়ে অমরনাথে। শোনমার্গ থেকে লাডাকমুখী ১৩ কিমি উত্তরে **জোজি লা** (Zoji La)-র পাদদেশে উপত্যকার সর্বশেষ গ্রাম ২৭৪৩ মি উঁচু **বালতাল** হয়ে যেতে হয়। বাসপথ থাকলেও যাত্রীবাস শোনমার্গেই শেষ। রিজার্ভ বাস বা ট্যাক্সিতে যাওয়া চলে শ্রীনগর থেকে **শোনমার্গ/ রাঙ্গা/ বালতাল** হয়ে আরও ২ কিমি এগিয়ে **গিরিমার্গ**-এ। আবার লাডাকের বাসে রাঙ্গায় নেমেও ৩½ কিমি পায়ে বা ট্রাকে চলা যেতে পারে বালতাল।

তবে, প্রাইভেট বাস চলে শ্রীনগর থেকে বালতাল গুরুপূর্ণিমা থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমায়। এমনকি ভোর রাতে শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে অমরনাথ দর্শন করে সে-রাতেই শ্রীনগর ফেরাও অসম্ভব নয় এপথে। তবে, উচিত হবে শোনমার্গ বেড়িয়ে বালতাল/ গিরিমার্গে রাত কাটিয়ে পরদিন অমরনাথজী দর্শন করে শ্রীনগর ফেরা। এপথে যাতায়াতে ৪ জনের ট্যাক্সি ৮০০-৮৫০৲, মিনিবাস ১০০০-১২০০৲। আর ঘোড়ায় বালতাল থেকে অমরনাথ দেখে বালতাল ফেরায় ভাড়া ৩৫০৲।

এছাড়া *লালাজীর অমরনাথ যাত্রা* নিখরচায় গাড়িরও ব্যবস্থা করে শোনমার্গ থেকে গিরিমার্গ যাতায়াতের। আয়োজনে ছোট হলেও গুরুপূর্ণিমা থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমায় লালাজী বাবার সাময়িক *লঙ্গরখানা* ও *যাত্রী কলোনি* গড়ে ওঠে গিরিমার্গ ও সঙ্গমে। নিখরচায় থাকা ও আহার্য মেলে। আর বসে JKTDC-র *তাঁবুর কলোনি* নাঙ্গা পর্বতের পাদদেশে বালতালে।

বালতাল থেকে ১৩ আর গিরিমার্গ থেকে ১১ কিমি দূরে পবিত্র গুহা অমরনাথ। গুহার ৪ কিমি আগেই সঙ্গমে মিলেছে গিয়ে পহেলগাঁও-এর পথে এপথ। কুলু কুলু তানে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। অমরগঙ্গার কাঁধে ভর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ, ন্যাড়া পাহাড়—পদে পদে পাথর গড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা, চড়াই-এরও আধিক্য, গভীর খাদ পথপাশে। নৈসর্গিক শোভারও ঘাটতি ঘটে এপথে। তবে সময়ের সাশ্রয় ঘটায় এপথও আজ যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে তীর্থযাত্রী মহলে।

উলার

কনডাকটেড ট্যুরের বাস সকাল ৮-০০টায় গিয়ে উলার লেক বেড়িয়ে আরও নানান জায়গা দেখিয়ে ১৩৭ কিমি পথ পরিক্রমা সেরে সন্ধ্যায় ফেরে শহরে। এ-পরিক্রমায় বাস প্রথমেই এসে দাঁড়ায় ১৫ মিনিটের জন্য শ্রীনগর থেকে ২৭ কিমি দূরের **পাট্টান**-এ। ৯ শতকের রাজা শঙ্কর বর্মা প্রতিষ্ঠিত ২টি বিধ্বস্ত মন্দির রয়েছে পাট্টানে—একটি শিবের, দ্বিতীয়টি সরস্বতীর। রাজধানীও ছিল তাঁর পাট্টান অর্থাৎ সেকালের শঙ্করপুরে। রাজার নামেই নাম। তবে সে আজ বিস্মৃত।

বাস পৌঁছায় বিতস্তার পাড় ধরে পাইন, ফার আর পপলারের ছায়া ঘেরা পথে উলার লেকে। শ্রীনগর থেকে ৫১ কিমি দূরে ভারতে মিষ্টি জলের বৃহত্তম লেক ১৯ কিমি দীর্ঘ ১০ কিমি প্রশস্ত ১৫৮০ মি উঁচুতে উলার। জলের গভীরতা ৩০ ফুট। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, পরিবেশ মনোরম।

লেকের পশ্চিম পাড়ে বাবা শুকরদিন পাহাড়ের চুড়ো থেকে উলারের দৃশ্য সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের নিচুতে হয়েছে *ওয়াটলব বাংলো,* থাকার ঘর মেলে। লেকের জলে বোটিং-এরও ব্যবস্থা আছে। তবে বিকালের দিকে বৃষ্টি ও ঝড় নিত্য সঙ্গী উলারে। তাই, বোটিং না করাই শ্রেয় বিকালে। উলারের পদ্মও পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। লেকের পাড়ে পাড়ে নানান বসতি। বাঁকিপুর নালার মুখে দ্বীপটিও সুন্দর। অতীতের কাশ্মীররাজ জৈন-উল-আবেদিনের প্রাসাদটি আজ বিধ্বস্ত। ভেরিনাগের কুণ্ড থেকে বেরিয়ে শ্রীনগর শহরের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে বাঁকিপুরের কাছে ঝিলাম মিলেছে উলারের সঙ্গে আবার দক্ষিণে সোপুরে উলার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বারমুলার দিকে বয়ে চলেছে ঝিলাম। সোপুরের ৫ কিমি দূরে নিঙ্গেল নালা। বোটিং-এর ব্যবস্থা মেলে লেকের জলে। এমনকি সোপুরের কাছে সংগ্রামা হয়ে অতীতের রাওয়ালপিণ্ডি-শ্রীনগর সড়ক গিয়েছে। বাস আধ ঘণ্টা দাঁড়ায় উলারে।

উলার দেখার পর ঝিলাম উপত্যকার **মানসবল** লেককে গ্রামবাংলার পুকুর মনে হবে। লম্বায় মাইল খানেক আর চওড়ায় তার আধা। এক ছোট্ট পাহাড়ের পাদদেশে, শ্রীনগর থেকে ২৯ কিমি দূরে ১৫৬০ মি উঁচুতে এই লেক। লেকের জল গাঢ় নীল। শাজাহানের কন্যা রোশেনারার খুবই প্রিয় ছিল মানসবল। লেকের উত্তরে রোশেনারার তৈরি দারোগাবাগ বারোখার ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত রোমন্থন করায়। গ্রীষ্মে পদ্মের মেলা বসে লেকের জলে। আর শীতে বসে পাখির মেলা মানসবলে। ১৫ মিনিট সময় দেয় মানসবল দেখে নিতে কনডাকটেড ট্যুরের বাস।

পুরাণ বলে, সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ কাশ্মীরে। আর সে এই তুল্লামুল্লা গ্রামের জাগ্রতা দেবী **ক্ষীর ভবানী**। পুরাণের মতে, সীতা হরণের পর রাবণের আরাধ্যা দেবী পার্বতী লঙ্কা ছেড়ে চলে আসেন ক্ষীরভবানীতে। পাণ্ডারা বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছে এক নারী এসে আহার্য ভিক্ষা মাগেন। ভিখারী নারায়ণ তুল্য। গরুর দুধ ক্ষীর করে দেন নারীকে। সেই নারীই নাকি পার্বতী। চিনার আর আমলকী গাছে ছাওয়া ছোট্ট দ্বীপে গড়ে উঠেছে মন্দির। মন্দিরটিও ছোট, মার্বেল পাথরে তৈরি। মন্দিরের চুড়ো সোনার পাতে মোড়া। মন্দিরের সামনে একটি সপ্তকোনি কুণ্ড, অজস্র প্রস্রবণ, চারদিকে তার নালা—নাম ক্ষীরসাগর। কাঠের পাটাতন পেরিয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ।

শিব ও পার্বতী আরাধ্য দেবতা মন্দিরে। পার্বতী এখানে ভবানীরূপে পূজিতা। দেবীর মূর্তিটি কুণ্ডের জলে পাওয়া। আর মন্দিরটি মহারাজা প্রতাপ সিং-এর তৈরি। তীর্থযাত্রীরা কুণ্ডের জলে দুধ অর্ঘ্য দেন দেবীর উদ্দেশ্যে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য থেকে ফিরে দেবী দর্শনে এসে স্বামী বিবেকানন্দ সেপ্টেম্বর ৩০ থেকে অক্টোবর ৬ এই মন্দিরে থেকে প্রতিদিন কুণ্ডে ২৩মণ দুধের পায়েস ও বাদাম ভোগ নিবেদন করেন। কখনও কখনও কুণ্ডের জলের রঙেরও বদল ঘটে। পাশাপাশি মন্দির রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি— দুর্গা, বুদ্ধ, মহাবীরের। থাকার জন্য ধরমশালা আছে ক্ষীর ভবানীতে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে মেলা বসে। ১৫ মিনিট দাঁড়ায় কনডাকটেড ট্যুরের বাস। সার্ভিস বাসও যাচ্ছে শ্রীনগর থেকে, দূরত্ব ৪০ কিমি।

ক্ষীরভবানী থেকে শ্রীনগরের পথে ৫ কিমি যেতে লে সড়কের অদূরে শ্রীনগর থেকে ২১ কিমি দূরে সিন্ধুতীরে ৫২০০ ফুট উঁচুতে **গন্ধরবল**। গন্ধরবল এক পাহাড়ী গ্রাম। সিন্ধুভ্যালির সদর দপ্তর বসেছে। সিন্ধু নদীও পাহাড় ছেড়ে উপত্যকায় নেমেছে গন্ধরবলে। এখানকার জল হজমির কাজ করে। তাই হাউসবোট নিয়ে স্বাস্থ্যান্বেষীর দল অবস্থান করেন গন্ধরবলে। গন্ধরবল থেকে সিন্ধুভ্যালিও সুন্দর দৃশ্যমান। ১০ মিনিটের জন্য বাস দাঁড়ায়। জলপথে ঝিলাম হয়ে ঘণ্টা ছয়েকে বেড়িয়ে নেওয়া যায় গন্ধরবল।

হরমুখ পাহাড়ের নিচুতে ৫১৪৮ মি উঁচুতে **গঙ্গাবল** লেকটিও বেড়িয়ে নিতে পারেন অত্যুৎসাহীরা। পবিত্র হিন্দু-তীর্থ। শ্রাবণ মাসে ১৯ কিমি পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রীরা আসেন গঙ্গাবলে। আমাদের গঙ্গাপ্রাপ্তির মতো কাশ্মীরি হিন্দুরা অস্থি বিসর্জন করে লেকের জলে। গন্ধরবল থেকে ওয়ানগট হয়ে পথ গিয়েছে। শোনমার্গ হয়েও পথ এসেছে বিসনসর ও কৃষ্ণসর লেক হয়ে গন্ধরবল ও গঙ্গাবলে। আবার ওয়ানগট থেকে ৮ কিমি পুবে নরেন নাগ প্রস্রবণের কাছে অতীতের হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও দেখে নিতে পারেন উৎসাহীরা।

শোনমার্গ

শ্রীনগরের ৮১ কিমি উত্তর-পুবে ২৭৪০ মি উঁচুতে

শোনমার্গ। পুরো পথটাই খরস্রোতা দামাল নদ সিন্ধুর বুকে ভর রেখে ফার আর পাইন গাছের গা বাঁচিয়ে চলেছে এঁকে-বেঁকে। দূরে-দূরান্তরে পাহাড়শ্রেণী, পথশোভা মনোরম। পথের আকর্ষণেও বেড়িয়ে নেওয়া উচিত সিন্ধুর এই উপত্যকা। পথ চলেছে আরও এগিয়ে শোনমার্গ হয়ে জোজি-লা পাস পেরিয়ে লাডাক ভূমে। অমরনাথের যাত্রীও যাচ্ছেন **শোনমার্গ/রাঙ্গা/বালতাল/ গিরিমার্গ** হয়ে। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, সোনালী ঘাসে ঢাকা শোনমার্গ। প্রবাদ—উপত্যকার কোথাও এক কূপ আছে যার জলে সোনালী রঙ ধরে উপত্যকায়। নামও তাই শোনমার্গ অর্থাৎ সোনার বাগিচা। শোনমার্গের প্রকৃতি পর্যটকদের মুগ্ধ করে। জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ। জওহরলাল নেহরুর অতি প্রিয় ছিল শোনমার্গ।

শোনমার্গ থেকে পায়ে পায়ে বা ঘোড়ায় চেপে দেখে নিন **খাজিয়ার হিমবাহ**। ৩ কিমি দক্ষিণে এই হিমবাহ। সিন্ধু নামছে এই হিমবাহ থেকে। জন্ম যদিও তার আরও উত্তরে লাডাক ছাড়িয়ে তিব্বতে। বরফে মোড়া পুল দিয়ে সিন্ধু পেরিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলুন হিমবাহে। পুল পেরুবে না ঘোড়া। এখানেই তার চলা শেষ। বড় বড় বোল্ডারগুলি দেখে চলুন। প্রায়ই নড়ে চড়ে জায়গা বদল করে এরা। খাজিয়ারের হিমবাহ পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। জুন থেকে অক্টোবর মাসে চা-খাবারের দোকানও বসে হিমবাহের পথে নীলাকাশের নিচে।

থাকার জন্য J&KTDC-র *Tented Colony, Tourist RH, Tourist Hut* ও *Tourist Bungalow* আছে। আর হিমবাহের কাছে *Alpine Hut* আছে শোনমার্গে। *FRH*-ও আছে খাজিয়ারের পথে। *International Himalaya Camp H, Sonamarg Glacier H* ছাড়াও প্রাইভেট হোটেল আছে নানান। তবে, ভাড়ার তুলনায় ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়। তাই ট্যুরিস্ট রিসেপশন থেকে JKTDC-র হোটেলগুলি আগে থেকে বুক করে চলা উচিত হবে। শ্রীনগর থেকে কনডাকটেড ট্যুরে বা নিয়মিত যাত্রীবাসেও দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় শোনমার্গ।

শোনমার্গ থেকে ৬ কিমি দূরে বালটিকদের কলোনি **নীলাগ্রাড**-এ একটি পাহাড়ী নদী এসে সিন্ধুতে মিলেছে। জলের রঙ রক্তিম। বালটিকদের ধারণা, নদীর জলে নানানরকম ব্যাধির উপশম ঘটে। প্রতি রবিবার সারা কলোনির লোকেরা আসে নদীর জলে স্নান করতে।

লেক হিমালয়ের দিকে দিকে—লেক রয়েছে শোনমার্গেও। শোনমার্গ থেকে নিচিনাই পাস হয়ে পথ গিয়েছে **বিসনসর লেক**-এর। নিচিনাই পাসের নদী পেরুতেই ৪০৮৪ মি উঁচুতে এই লেক। লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। এরই পাশে **কৃষ্ণসর লেক**। এর উচ্চতা ৩৮১০ মি। ট্রাউট মাছ আছে কৃষ্ণসরের জলে। একই দিনে খাজিয়ার আর কৃষ্ণসর বেড়িয়ে শ্রীনগরও ফেরা যেতে পারে।

ভূস্বর্গের নতুন আকর্ষণ অতীতের মৃগয়াভূমি—**দাচিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি**। শহর থেকে ২২ কিমি উত্তর-পুবে ১৬৯২ থেকে ৪২৮৯ মি উঁচুতে সুন্দর নৈসর্গিক শোভার মাঝে স্যাঙ্কচুয়ারি। সর্পিলাকারে বয়ে চলেছে নদী। হরওয়ান বাসস্ট্যান্ড থেকে মিনিট পাঁচেকের পথে বন্যজন্তু সংগ্রহালয়ের প্রবেশদ্বার। লোকাল বাসস্ট্যান্ড থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে হরওয়ানে। এক ঘণ্টার পথ। তবে, রিসেপশন সেন্টার থেকে ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের অনুমতি লাগে স্যাঙ্কচুয়ারি দর্শনে। ২০ টাকায় সহজেই লভ্য। প্যান্থার, ব্ল্যাক ও ব্রাউন-ভাল্লুক, হরিণ, হাঙ্গুল অর্থাৎ কাশ্মীরি স্ট্যাগ ও লাঙ্গুলদের বাস। জুন-জুলাই দর্শনের মনোরম সময়। রবিবার বন্ধ থাকে স্যাঙ্কচুয়ারি। টিপসের বিনিময়ে গাইডও মেলে। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *ফরেস্ট রেস্ট হাউস*-এ।

যুসমার্গ

সময়াভাব না ঘটলে যুসমার্গও বেড়িয়ে নিন দিনে দিনে। সপ্তাহে ৩ দিন কনডাকটেড ট্যুরে বাস যাচ্ছে যুসমার্গে। শ্রীনগর থেকে ৪৭ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৭০০ মি উঁচুতে পীরপাঞ্জাল পাহাড় ঢালে পাইন আর ফারে ছাওয়া সবুজে মোড়া এই উপত্যকা। সুন্দর পশুচারণ ক্ষেত্র। চড়ুই-ভাতিরও মনোরম পরিবেশ। যুসমার্গ থেকে নীলানাগ লেকও বেড়িয়ে নেওয়া যায়। থাকার জন্য JKTDC-র *Tourist Hut, Tourist Bungalow* ছাড়াও *RH* আছে যুসমার্গে। যুসমার্গের পথেই পড়ে ১০ কিমি আগে চারার-ই-শরিফ।

চারার-ই-শরিফ : শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরে সুফি সন্ত শেখ নুরুদ্দিন ওয়ালির *জিয়ারত* অর্থাৎ সমাধির উপর ১৪৬০এ জৈন-উল-আবেদিনের হাতে দারুতে গড়া মাজার; মুসলিমধর্মীদের কাছে পবিত্র তীর্থ। বার বার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ১৯৯৫-এর ১১ই মে পাক মদত পুষ্ট জঙ্গীদের হাতে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে চারার। লাগোয়া খানখা মসজিদ ও সবুজ মসজিদ-ও ধ্বংস পেয়েছে আগুনে। ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে চারার শহর জুড়ে।
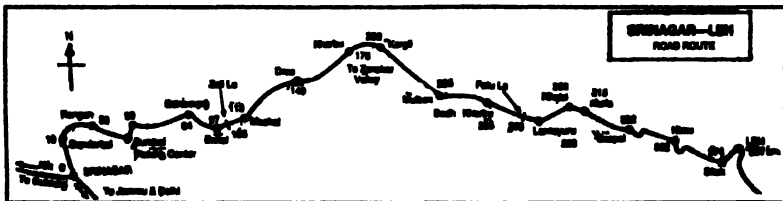
পরিতাপের বিষয় সুফি সাধক শেখ নুরুদ্দিনের ৬১৭তম জন্মদিন তথা পবিত্র ঈদের পুণ্য লগ্নে জঙ্গীদের শিকার হয় চারার শরিফ।

লাডাক

লা অর্থ গিরিবর্ত্ম আর *ডাক* হচ্ছে *দেশ*—অর্থাৎ গিরিবর্ত্মের দেশ লাডাক। হাজার হাজার বছর ধরে যাযাবর সম্প্রদায়ের বাস ছিল লাডাকভূমে। কালে কালে উত্তর ভারতের *মন,* বালতিস্থানের *দর্দ* ও মধ্য এশিয়ার *মঙ্গোলীয়দের* মিশ্রণে গড়ে ওঠে লাডাকি জাতি। নামান্তরও ঘটেছে বারবার লাডাকভূমের। ৭ শতকের চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর ভারত বিবরণীতে *Ma-lo-pho* অর্থাৎ লাল ভূমি বলে উল্লিখিত হয়েছে লাডাক। *Kanchapa* অর্থাৎ বরফের দেশ, *Ripul* বা পাহাড়ের দেশ বলেও উল্লেখ মেলে লাডাকের। আরও পরের Ladwak আজ হয়েছে Ladakh.

তেমনই শাসকেরও বদল ঘটেছে বার বার লাডাকভূমে। *তাই* শাসকদের অধীনে ছিল লাডাক অতীতকালে। ইতিহাসের পাতায় ৮৪২ খ্রিস্টাব্দে স্কিদ লডেডিমাগনের হাতে লা-চেন *(La-Chen)* রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। স্কিদের মৃত্যুতে ৩ পুত্রের মাঝে ৩ টুকরো হয় রাজ্য। এদেরই মধ্যে পালজিমাগন কাশ্মীর ও তিব্বত থেকে স্থপতি এনে গুম্ফা গড়েন নানান। আর ১১৫০এ নাগলুগ ক্ষমতায় বসে নানান প্রাসাদ গড়েন। নাগলুগের পর ১২৩০এ প্রথম বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক তিসিগন ক্ষমতায় বসেন। পরবর্তী শাসক নোরুবগণের (১২৯০) কালে ১০০ খণ্ডের বৌদ্ধ পুঁথি *Kandshur* রচিত হয়। নোরুবের পুত্র গিয়ালপো রিনচেন কাশ্মীর উপত্যকা দখল করেন। মুসলিম-ধর্ম গ্রহণ করে সুলতান সদর-উদ্দিন নামে ১৩২৪-২৭ খ্রি রাজত্ব করেন। কাশ্মীরে মুসলিম শাসনের প্রথম প্রবক্তাও এই ধর্মান্তরিত রাজা। অবশেষে ১৫৩৩এ সোয়াং নামগয়াল ক্ষমতায় বসে লে-তে রাজধানী গড়েন। রূপ পায় প্রাসাদ ও নানান মন্দির লে শহরে। প্রসার পায় রাজ্য, বালতিস্থান ছাড়িয়ে সুদুর লাসা পর্যন্ত সোয়াং-এর। গড়ে ওঠে পথঘাট, সেতুও গড়েন নানান। ১৫৫৫য় সোয়াং-এর মৃত্যুতে তাঁর ভ্রাতা জামইয়াং নামগয়াল ক্ষমতায় বসতেই আক্রান্ত হন স্কার্দুর মুসলিম শাসক রাজা আলি শের-এর হাতে। কন্যা খাতুনও সঙ্গী হয় যুদ্ধে। অসি নয় প্রেমের বন্ধনে খাতুন শাদি করলেন নামগয়ালকে। আর নামগয়ালের কন্যার বিয়ে হল সুলতান আলির সাথে। যুদ্ধের দামামা থেমে গিয়ে লে সেজে উঠল আলোকমালায়। একই রাতে এই বিয়ের জৌলুস ইতিহাসেরও জৌলুস বাড়ায়। খাতুন হলেন আরগিয়াল নামগয়াল। এদেরই পুত্র সিঙ্গে নামগয়াল ১৬১০এ সিংহাসনে বসে বালতিক ও মোগলের যুগ্ম বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। এই সিঙ্গের হাতেই হেমিস ছাড়াও নানান গুম্ফা, চোর্তেন ও মনি ওয়াল গড়ে ওঠে। সুশাসনের জন্য রাজ্যকে টুকরো করে তিন পুত্রকে শাসক করেন সিঙ্গে। ১৬৮৫তে মঙ্গোলিয়ানদের কাছে হেরে যেতে তিব্বতের দখলে যায় লাডাক। তিব্বতীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে কাশ্মীরি সহযোগিতায় দখল ফেরে। প্রতিদানে লাডাক বাৎসরিক বৃত্তির বিনিময়ে অধীনতা মেনে নেয় কাশ্মীরের। জম্মু ও কাশ্মীরে শিখ সাম্রাজ্য গড়তে ১৮৮৪তে নতুন করে ডোগরাদের হাতে আক্রান্ত হয় লাডাক। মূলবেকে প্রতিহত হয়ে শুরুতে ঘাঁটি গাড়ে ডোগরাবাহিনী। শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করে জাস্করের উপর দিয়ে সিন্ধু উপত্যকার স্পিটাক থেকে আক্রমণ হানে লে প্রাসাদে ডোগরা সেনা। আজও গুলির ক্ষত প্রাসাদ গাত্রে দেখতে মেলে।

লাডাক ভ্রমণে পালনীয়

সুবিধামতো সঙ্গে তাঁবু নিন। 'সান বার্ন' থেকে রক্ষা পেতে সান গ্লাস অবশ্যই ব্যবহার করুন। লোশন বা ক্রিম সঙ্গে নিন। দিনের বেলা যেমন সূর্যকরোজ্জ্বল, রাতে তেমনই বেজায় শীত। তবে, দিনের বেলাতেও তাপমানের হেরফের ক্ষণে ক্ষণে ঘটে চলে লাডাকভূমে। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়তেই তাপমান ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বৃষ্টি নেই বললেই চলে লাডাকে। সারা বছরে ৩" থেকে ৪" মাত্র। বিশ্বে এমন দেশটি খুঁজে মেলা ভার।

সুমেরুদেশীয় (arctic) জলবায়ু লাডাকভূমে। যথেষ্ট গরমদায়ক একটি স্লিপিং ব্যাগ সঙ্গে নিন লাডাক ভ্রমণে। শরৎকালে অবশ্যই দরকার। যথেষ্ট গরম কাপড়ও সঙ্গে নেবেন। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে গরমকাল লাডাক-ভূমে। তবুও সোয়েটারের সঙ্গে উইন্ডচিটার সঙ্গে রাখা দরকার। তাপমান সর্বনিম্ন ১০° সেন্টিগ্রেডে নেমে থাকে জুলাই-আগস্টে, জুনে সর্বনিম্ন ৭°; সেপ্টে ম্বরে ৫-৭° সে। শুকনো খাবার সঙ্গে নেওয়া ভাল। ওষুধপত্রও সঙ্গে নেওয়া উচিত। তেমনই উচ্চতা ও গুম্ফার পবিত্রতা রক্ষার্থে ধূমপান সাধ্যমতো বর্জন করুন। আর অত্যধিক উচ্চতা হেতু ফুসফুস সংক্রান্ত ব্যাধি—বিশেষ করে Pulmonary oedema বা Pulmonary রোগীদের একান্তই উচিত হবে লে-যাত্রা পরিহার করা।

লামাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন। কাউকে কিছু দেবার বা নেবার কালে দু'হাত দিয়ে ধরুন। কোনো কিছু নির্দেশ করতে পুরো হাত বাড়িয়ে করুন। ধর্মীয় বই বা ছবি কখনও মেঝেয় রাখবেন না। লাডাক সীমান্ত জেলা। চারপাশে রয়েছে ভারতীয় জওয়ান শিবির। চলাফেরায় নানান বিধি-নিষেধ। প্রতিরক্ষা বিষয়ক ছবি তোলায় মানা। ১০০ বছরের পুরাতন Antique ক্রয়-বিক্রয় দুই-ই আইন-বিরোধী। লঙ্ঘনে জেল ও জরিমানা উভয়রকম সাজা।

আর স্মারকরূপে সংগ্রহ করা যেতে পারে তিব্বতীয়দের হাতের কাজ, নানানধর্মী জুয়েলারি, প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, তঙ্খা, কার্পেট, চায়ের রকমারি বাসন-কোসন ছাড়াও নানানকিছু। তবে, লে-র দোকানপাটে দামে আধিক্য ঘটে। দোকানি আসছেন দিল্লী, শ্রীনগর, ধরমশালা থেকে পণ্য নিয়ে। তাই উচিত হবে মন ভরে স্মৃতি ধরে কেনাকাটা শ্রীনগরে সেরে নেওয়া। প্রয়োজনে Tourist Officer. Sreenagar অথবা Leh-কে লিখুন।

নামগয়ালের পতনে কাশ্মীরের মহারাজা নানান গভর্নরের হাতে স্বায়ত্তশাসন ছেড়ে প্রতিরক্ষা কব্জায় রাখেন নিজের। অবশেষে ভারত স্বাধীন হতে পাকিস্তানও সদা জাগ্রত কাশ্মীর তথা লাডাকের দখল পেতে। ১৯৫৯এ চীনের তিব্বত দখলে চীনও পৌঁছায় লাডাক সীমান্তে। এমনকি ১৯৬২তে দখলও করে চীন লাডাকের অংশ। গড়ে উঠেছে পথঘাট দখলীকৃত চীন থেকে পাকিস্তানে। পথ হচ্ছে নিত্য নতুন তিন দেশের সীমান্ত জুড়ে। নানান ছলে চীন ও পাকিস্তান দাবি তোলে ভারতরাষ্ট্রের লাডাক-ভূমের। সাঁজোয়া গাড়ির ভারি আওয়াজ প্রকৃতিকে বিষণ্ণ করে তুলেছে লাডাকে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, দুর্গমতা ও সেনা অধ্যুষিত লাডাকে চলাফেরায় আজও নানান বিধিনিষেধ।

কাশ্মীর উপত্যকায় যেমন পাক প্রভাব তেমনই ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের উত্তরাংশ লাডাকভূমে তিব্বতীয় প্রভাব বিদ্যমান। এদের সমাজ-জীবন-ধর্ম-প্রকৃতি সবই তিব্বতেরই প্রতিচ্ছবি যেন। এমনকি ১৯৫৯এ চীনের তিব্বত দখলের পর বিপুলহারে তিব্বতীয় দেশ ছেড়ে ভারতের এই লাডাকভূমে এসে বসতি গড়ে। অতীতে স্বাধীন রাজ্য ছিল লাডাক। লাসার গুরু লামা আধ্যাত্মিক তথা ধর্ম বিষয়ের প্রধান ছিলেন লাডাকেও।

অতীতকালে শহর ছিল প্রাচীরে ঘেরা। ৩টি ছিল প্রবেশদ্বার। শহর প্রসার পেতে লোপ পেয়েছে প্রাচীর। বাজার লাগোয়া কিংস গেটটি স্মারক হয়ে অতীত রোমন্থন করায় আজ।

লামাদের দেশ লাডাক। তান্ত্রিক মহাযানপন্থী বৌদ্ধ এরা। সিন্ধু বিধৌত মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থানও এই লাডাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রুদ্ধ লাডাকের ১৯৭৪-এ ভ্রমণার্থীদের কাছে দরজা খুলেছে নতুন করে।

বৈচিত্র্যে ভরা লাডাকের প্রকৃতি। ভারত রাষ্ট্রের উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শিরে তিব্বতীয় অধিত্যকার পশ্চিমে ৯৭.৮৭২ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত লাডাক। জম্মু ও শ্রীনগর রাজ্যের ৭০ ভাগ লাডাকভূমি। সেই অনুপাতে লোকসংখ্যা খুবই কম। প্রতি বর্গ কিমিতে ২.৩ জন মাত্র। ভাষা এদের লাডাকি— তিব্বতী ভাষারই নামান্তর। প্রকৃতিতেও তিব্বতেরই প্রতিচ্ছবি যেন। লিটল তিব্বতও বলে থাকে লোকে লাডাককে। উর্দু ও হিন্দিরও চল আছে। ভূখণ্ডের বিরাট অংশে বন্ধুর পাহাড়। মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত। বৃষ্টি নেই লাডাকভূমে। ঋতুও লাডাকে দুই—জুন থেকে অক্টোবরে গ্রীষ্ম, বাকি বছরটা জুড়ে শীত। পিঙ্ক রঙের গ্রানাইট পাহাড়ের মাথায় গাঢ় নীল আকাশী চাঁদোয়া, চপল সূর্যালোক, কনকনে বাতাস—যখন তখন কাঁপুনি ধরে, আর সবুজে ছাওয়া নদী-উপত্যকা সব মিলিয়ে মনোরম পরিবেশ গড়েছে লাডাক পর্যটকদের জন্য। আর রয়েছে সমান্তরালভাবে বয়ে চলা উত্তরে কারাকোরাম পর্বত ও দক্ষিণে নগাধিরাজ হিমালয়। তেমনই জাঁসকর উপত্যকা ও সিন্ধু উপত্যকাও চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে। অতীব নয়নাভিরাম এর নৈসর্গিক শোভা। মনে হবে বুঝি চন্দ্রলোকে পৌঁছে গেছি।

প্রতিরক্ষার দিক থেকেও লাডাকের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তর-পুবে চীন, আর উত্তর-পশ্চিম জুড়ে পাকিস্তান। দক্ষিণ গিয়ে মিলেছে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে। সুউচ্চ হিমালয় বিচ্ছেদ টেনেছে হিমাচল ও লাডাকভূমের। চলতে-ফিরতে সামরিক ঘাঁটি। তাই চলাফেরাতেও নানান বিধিনিষেধ লাডাকভূমে। অতীতের বৃহত্তম জেলা লাডাক আজ টুকরো হয়েছে—লে ও কারগিল-এ। সিন্ধু উপত্যকার মধ্যভাগ নিয়ে লে, আর সুরু ও জাঁসকর উপত্যকার সঙ্গে সিন্ধুর অংশ জুড়ে কারগিল জেলা।

লে

শ্রীনগর থেকে ৪৩৪ কিমি দূরে কারাকোরাম পর্বতে ৩৫২১ মি উঁচুতে লাডাকের জেলা সদর লে শহর। চিত্ত-বিমোহিত প্রকৃতির মাঝে ঘোড়ার পায়ের মতো ছোট্ট এক *ওয়েসিস* লে। তেমনই প্রকৃতির আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী লে-র মনাস্ট্রি অর্থাৎ গুম্ফা। শহরের চারপাশ ঘিরে ব্যূহ গড়েছে পাহাড়। হাজার ২২ লোকের বাস শহরে। ধর্মে বৌদ্ধ, নাচ-গান-আমোদপ্রিয় এরা। অতি অল্প সংখ্যায় Argoos (ইয়ারখন্ডি ব্যবসায়ীদের উত্তরপুরুষ) ও খ্রিস্ট ধর্মীরও বাস লে শহরে। পাহাড়ের গায়ে ঘননিবদ্ধ মৌচাকের মতোই পাথরে তৈরি ঘর-বাড়ি। মূল রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট, গলি-ঘুপচি, লাডাকি যুবতীরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। বসন-ভূষণেও বৈচিত্র্য আছে লাডাকিদের। পুরুষেরা *গৌচা* পরে অর্থাৎ জোব্বাধর্মী পোশাক , মাথায় রঙিন টুপি আর মেয়েরা পরে *কুনটপ*। মেয়েদের মাথায় কানঢাকা টুপি *পেরাক*। পেরাকের রকমফেরে বংশ গরিমা প্রকাশ পায়। আর বর্ণময় পোশাক-আশাক, সঙ্গে রুপোর রকমারি আভরণ। বেড়াবার মরসুম জুন থেকে অক্টোবরের প্রথম। গ্রীষ্মের এই দিনগুলিতে লাডাকে সূর্য ওঠে সাড়ে পাঁচটার আগে, আর অস্ত যায় সন্ধ্যা আটটারও পরে। তবে, বসন্তে তীরন্দাজী উৎসবের পর্যটক আকর্ষণ কম নয়। সারা লাডাক মেতে ওঠে তীরন্দাজী উৎসবে। সঙ্গে চলে নাচ-গান-বাজনা-আহার ও বিহার। তেমনই ৬ জুলাই চোগলামসারে লাডাকি বৌদ্ধদের মহামান্য দালাই লামার জন্মবার্ষিকী এক বরণীয় উৎসব। নাচ-গান-বাজনার সাথে খানাপিনা চলে দিন-রাতে। আজও যেন মধ্যযুগের কোনো এক শীতল মরু শহর লে।

বাসস্ট্যান্ড থেকে Main Street ধরে বাজার তথা শহর টপকে পথের শেষ ১৬ শতকে সিঙ্গে নামগয়ালের তৈরি লে রাজপ্রাসাদ-এ। লাসা (তিব্বত)-র পোতালা প্রাসাদের রেপ্লিকা এই ৯তলা প্রাসাদ। তবে, ১৯ শতকের ডোগরা অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাসাদ-বাড়ির। পাহাড়চুড়োর
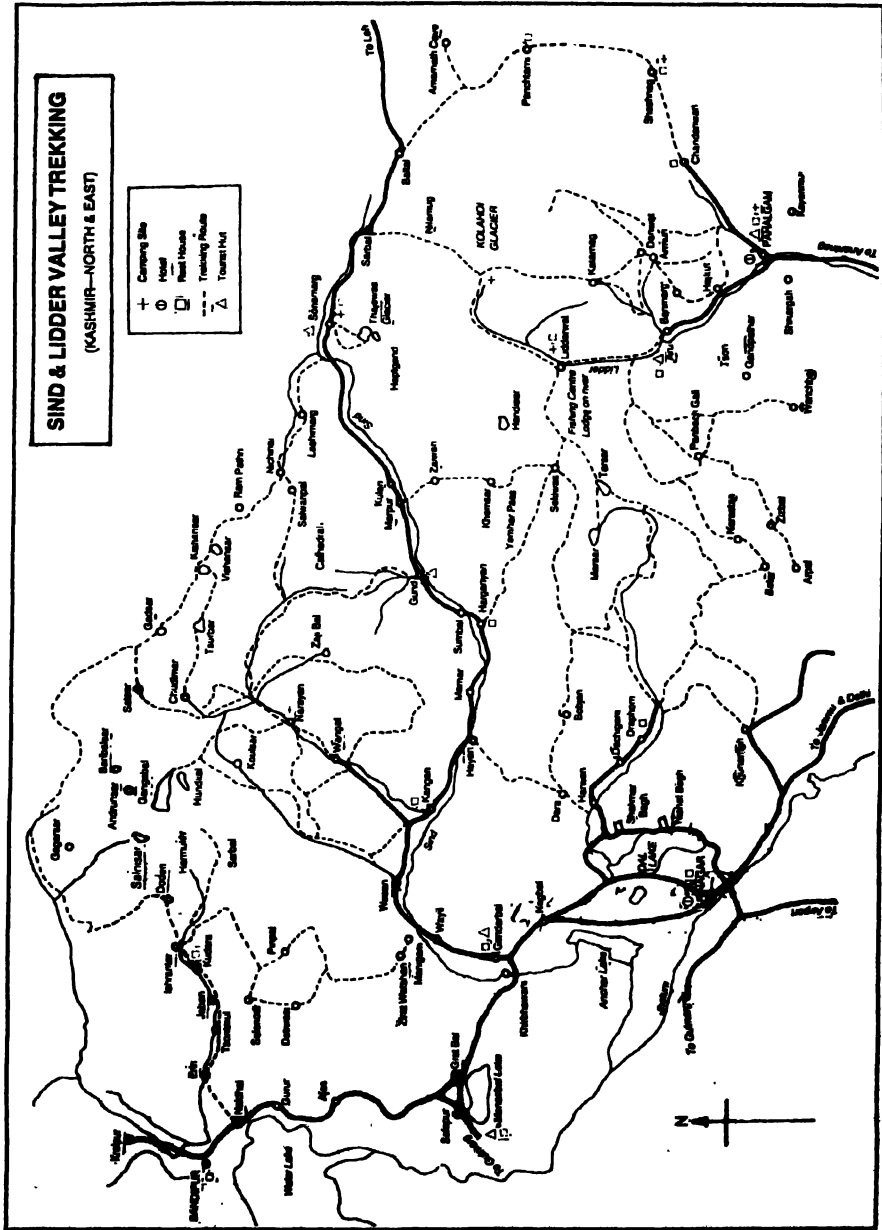
প্রাসাদে চড়ে ছাদ থেকে চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। জাঁসকর পর্বতও যেন স্নান সারতে সিন্ধুর জলে নামছে। তবে, প্রাসাদটি অর্থের বিনিময়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরকে বিক্রয় করেছে রাজ পরিবার। ৬—৯-০০ ও ১৭—১৯-০০টায় প্রাসাদ দেখার ব্যবস্থা। প্রাসাদ শিরে টোপর হয়ে থাকা ১৪৩০এ তৈরি *Tsemo* অর্থাৎ রেড গুম্ফাটিও লে-র আর এক আকর্ষণ। বসা অবস্থায় ত্রিতল উঁচু অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মূর্তিটিও সুন্দর। বাঁয়ে মঞ্জুশ্রী। পাণ্ডুলিপি ও ছবির সংগ্রহও উল্লেখ্য। ৭—৯-০০টায় খোলা। রাজ পরিবার বাস করছেন আর এক প্রাসাদ স্টক-এ।

তেমনই নামগয়ালের মুসলিম মাকে ভেট দেওয়া মেইন বাজারে তুর্কি ও ইরানীয় স্থাপত্যে ১৫৯৪এ তৈরি মসজিদ; সোনার বুদ্ধ মূর্তি-পাণ্ডুলিপি-দেওয়াল চিত্রে শোভিত নিউ মনাস্ট্রি; রেডিও স্টেশনের পাশে ½ কিমি দীর্ঘ মণি ওয়াল-ও উচিত হবে পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া। এয়ারপোর্টের পথে ট্যুরিস্ট অফিস, ব্যাঙ্কও বসেছে লে শহরে।

শ্রীনগর ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে JKRTC-র বাস যাচ্ছে লে। বছরের জুন থেকে অক্টোবর মাস প্রতিদিন সকাল ৮-০০টায় ছাড়ে বাস। বছরের বাকি সময় বরফাচ্ছাদিত থাকে এপথ। যাতায়াতও তাই বন্ধ। তবুও যেন আবহাওয়ার উপর চলা এদের বেশ কিছুটা নির্ভরশীল। ৩-শ্রেণীর বাস যাচ্ছে। আর প্রাইভেট বাস যাচ্ছে লালচক থেকে লে। ধান ও ভুট্টা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে গন্ধরবল, কংগন, শোনমার্গ, রাঙ্গায় কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে শ্রীনগর থেকে ১১০ কিমি দূরে কাশ্মীর-লাডাক সীমান্তের গুমরিতে ফলকে লেখা—*হোল্ড ইয়োর ব্রেথ, ইউ আর এনটারিং লাডাক*। অদূরে ৩৫২৯ মি উঁচুতে জোজি-লা-পাস হয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতমস্থান (শীতলতায় প্রথম সাইবেরিয়ার ভারখায়ানস্কো) ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে –৫৫° সেন্টিগ্রেডেও নেমে থাকে তাপমান। রেস্ট হাউস, হোটেলও আছে দ্রাসে। জোজি-লা-পাস পেরুতেই প্রকৃতিতেও সুমেরুদেশীয় পরিবর্তন মেলে। ৩২৩০ মি উঁচু দ্রাস দার্দভূমি (যাত্রীদের পরিচয়লিপি দেখাতে হয় চেকপোস্টে) পেরিয়ে ২০৪ কিমি দূরের কারগিলে ১ম রাত কাটিয়ে ২য় দিন বিকালে ৪৩৪ কিমি দূরের লে পৌছায় বাস। এপথের আর এক বিশেষত্ব মাটিয়ান —দ্রৌপদী আজও নাকি স্নান করে দ্রৌপদীকুণ্ডে। বিপরীতে নানান কিংবদন্তীতে ঘেরা পাঁচ শৃঙ্গ অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডব শৃঙ্গ। কারগিল থেকে ৪০ কিমি যেতে বৌদ্ধপ্রধান গ্রাম মূলবেক। আরও ১৫ কিমি চড়াই চড়ে ১২২২০ ফুট উঁচুতে মামিকা-লা। লাডাকি ভাষায় *মামি* অর্থ আকাশ, *কা* হচ্ছে সিঁড়ি আর *লা* মানে পাস বা গিরিবর্ত্ম। পথ ওঠে আকাশ ছুঁতে পাহাড় বেয়ে বোধখর্বু ১৫, হেমিসকাট ৯ কিমি পেরিয়ে আরও ১২ কিমি গিয়ে সবচেয়ে উঁচু (১৩৪৭৯ ফু) ফাটু-লায়। এপথের আর এক আকর্ষণ দি গ্র্যান্ড ভিউ অব মুনল্যান্ড অর্থাৎ চাঁদের মতো রূপ নিয়েছে হাল্কা হলদে মাটির উঁচু-উঁচু খোয়াই ভূমি। সারা পথে সিন্ধু নদের কাঁধে ভর দিয়ে ২ দিনে ২৪ ঘন্টায় বাস পৌছায় লে শহরের দক্ষিণে। ভাড়া A-class ১৬৫, B-class ১১৫ সুপার ডিলাক্স ২৫০। এ-ক্লাস বাসে কাচের জানালায় প্রকৃতি উপভোগের সাথে চ[illegible] ও যথেষ্ট আরামদায়ক।

আর যাচ্ছে ট্যাক্সি, জিপ ও জোঙ্গা। ৫ যাত্রীর ট্যাক্সির যাতায়াত ভাড়া ৫৫০০ টাকা। বাড়তি স্বাধীনতাও মেলে চলার পথে পথপাশ দেখে চলার— ট্যাক্সি, জিপ ও জোঙ্গা যাত্রীদের। যথেষ্ট চাহিদা এই সব বাস টিকিটের। অনেক সময় বাস টিকিটের অভাবে দিনের পর দিন লে ভ্রমণ বাতিল করতে হয় যাত্রীদের। ট্যাক্সি, জিপ ও জোঙ্গা একই দিনে পৌছেও যেতে পারে শ্রীনগর থেকে লে। তবে, পথ চলার ক্লান্তিতে ভ্রমণের আনন্দ বিঘ্নিত হয়। চলার পথে এক রাত বিশ্রাম নিয়ে যাওয়াই উচিত হবে। আর উচিত হবে Traffic Police Head Qrs, Maulana Azad Rd, Sreenagar থেকে এপথের সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরে লাডাক বেড়িয়ে নেওয়া। তবে, পরিস্থিতিজনিত কারণে গত কিছুকাল এপথে চলায় নানান বিঘ্ন হেতু সার্ভিস অনিয়মিত। যাত্রীও যাচ্ছেন মানালী থেকে ১৭৫৮২ ফুট উঁচু টাংলা-লা হয়ে ৪৭৭.২৭ কিমি দূরের লে-তে।

শহর থেকে ৯ কিমি দূরে স্পিটাকের কাছে বিমানবন্দর বসেছে লে-তে। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট বিমানবন্দরের লাউঞ্জটি আরও ছোট, রানওয়েটি ৪০০মি লম্বা। বাস, ট্যাক্সি, জিপ সংযোগ গড়েছে বিমানবন্দর থেকে শহরের। ১৯৭৯ থেকে আকাশী বিমান যাচ্ছে শ্রীনগর থেকে প্রতি শনিবার জাঁসকর ও কারাকোরাম পাহাড় ডিঙিয়ে দিগন্তব্যাপ্ত তুষারশুভ্র গিরিমালার সাথে লুকোচুরি খেলে ৪৫ মিনিটে। বিমান আসছে 2 4 6 7 দিন দিল্লী থেকে ১½ ঘণ্টায় লে-তে। বিমান আসছে চণ্ডীগড় থেকেও প্রতি মঙ্গলবার ৫৫ মিনিটে। আর 4 7 দিন দিল্লীর উড়ান জম্মু হয়ে চলছে। ফেরেও এরা একই দিনগুলিতে। টিকিটের প্রচুর চাহিদা এপথে। আবহাওয়ার উপর বিমানের চলা অনেকটা নির্ভরশীল। তবে, এয়ারফোর্স সারা বছরই চণ্ডীগড় থেকে লে যাচ্ছে। সরাসরি দিল্লী বা চণ্ডীগড় থেকে বিমানে লে পৌছে উচ্চতা হেতু আবহাওয়া বদল ও অক্সিজেনের তারতম্যে সাময়িক বিভ্রান্তিতে পড়া অস্বাভাবিক নয়। আর, উড়ে যাবার থেকে গড়িয়ে যাওয়ায় আনন্দের সাথে প্রাপ্তিও বেশি এপথে।

মরসুমে (জুলাই ১৫—অক্টোবর ১৫) Himachal Pradesh Tourism Development Corpn প্যাকেজ ট্যুরে দিল্লী-মানালী-লে-দিল্লী সফরের ব্যবস্থাও রাখে। HRTC-র বাসও চলে জুন থেকে অক্টোবরে। বিদেশীদের কাছেও এপথটি আজ অবারিত। তবে, অনুমতি লাগে। আর ট্রেক রুটে কম করে ৪ জনের দলের (অভারতীয়) অনুমতি মেলে—অনুমোদিত গাইডও সঙ্গে নেওয়া বাধ্যতামূলক।

বিবিধ মানের বিভিন্ন দামের হোটেল হয়েছে, পর্যটক প্রিয় Leh-194101, STD-01982-এ। পাশ্চাত্য প্রথায় থাকা-খাওয়া নিয়ে—এ-ক্লাস: SAB ৬০০-৮৫০, DAB ৮০০-১২৫০, স্যুইট ১২৫০-১৭৫০। A ক্লাসের হোটেল: *H Oberoi Shambha La, Ambassador H, H Khangri, H Dragon,* Chulung; *H Horzy,* Old Rd; *Mandala,* শহরের কেন্দ্রস্থলে *Ga-Lden Continental, Tibet H, H Yak-Tail, H Sadnam.* আর রয়েছে : *Kanglachen,* near Moraviar Church; বাসস্ট্যান্ডের পাশে সাধারণ সাজে *Sia* [illegible] *H; Lha ri Mo; H Tse Mo View, Temela;* হেমিসের [illegible] *Indus.*

B ক্লাসের হোটেল—রেট এদের SAB ২৭৫-৪৫০ DAB ৫০০-৮৫০ টাকায়: *Lung-se-Jung, Re-Rab, H Rockwood, H Rockland*, বিপরীতে *Yasmin GH, Ibex*. C ক্লাসের হোটেল: *H Khardungla, Noor-Mahal, Chesker, H Himalaya, H Sangrila, Firdous H*-Near Stadium ; এদের রেট কেবল থাকা SAB ২২৫-৩০০ DAB ৩২৫-৫৫০ টাকায়। D ক্লাসের হোটেল: শহরের প্রাণকেন্দ্র জেনারেটর হাউসের কাছে *Dreamland, Hills View, Khayul H, Barcha, Kangla, Khababs, Bimla, Indus, Deluxe*, শঙ্করের পথে *H Kailash*, রেট এদের কেবল থাকা D ২০০-৪২৫।

এছাড়া পেয়িং গেস্ট হয়েও থাকা যায় লে শহরে। এদেব কেবল থাকা SCB ৬৫-১২৫ DCB ১৫০-২২৫ DAB ২০০-৩৫০ টাকায়—*New Antelepe GH, Sankar, Kangla, Snowview, Shangrila, Joldan, Moonland, Lasemme, Palace View, Kiddar H, Padankhan, Pampesh, Phuntsegling, Parwana, Paul, Sheldan, Singela, Sabila, Shel-zim Khang, Shalimar, Two Star, Old Ladakh, Sea Ljum Ka-Bazar, Hemis, Rainbow, Tak, Green View, Stream View, Giri, Nazer View, Pyog, Iqbal, Star, Mansoor, Padma*, শহরের কেন্দ্রস্থলে যথেষ্ট পপুলার *Khan Manzil GH* ছাড়াও নানান।

এমনকি বিবাহসূত্রে লাডাকি হলেও বাঙালির *H Sadnam* ও *Model H* রয়েছে—সেনগুপ্ত ও বর্মণমশায়দের। এছাড়াও লে-তে আছে JKTDC-র *Tourist Bungalow, Govt Guest House, CH* ও *DB*। তাঁবুও ভাড়ায় মেলে। অবু: Tourist Officer, J & K Tourism, Leh-194101.

তবুও যেন উচিত হবে আগেভাগে *Tourist Bungalow* বুক করে লে চলা। ট্যুরিস্ট অফিসটিও বাংলো লাগোয়া। *K-Sar Palace, Bimla, Lang-se-Jung, Dragon, Khangri, Jorchung GH, Two Star GH, Khan Manzil GH* থাকার পক্ষে ভালই।

আর খাবারের হোটেল যত্রতত্র মিললেও শহরের প্রাণকেন্দ্রে *ড্রিমল্যান্ড রেস্টুরেন্ট, খাঙ্গরি রেস্টুরেন্ট, ওম রেস্টুরেন্ট, পোতালা, মোল্যান্ড, হিল টপ* আর শ্রীনগরমুখী শহরাস্তে *তিব্বত রেস্টুরেন্ট* ভালই। তেমনই থুকপার স্বাদ নেওয়া যায় ভেজিটেবল মার্কেট ও SBI-এর মাঝের *দেবী রেস্টুরেন্টে*। চীনা ও পাশ্চাত্য মেনুর জন্য *La Montessori*; তিব্বতীয় মিলের জন্য ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে *Tibetan Friends Corner* যথেষ্ট খ্যাত। ঠিক তেমনই লাডাক ভ্রমণে বৈচিত্র্যপূর্ণ নুন-মাখনের *তিব্বতীয় গুটগুট*চায়ের স্বাদ নিতে ভুলবেন না। যব থেকে তৈরি *ছাঙ* পানীয়ের (বিয়ার) স্বাদও নিতে পারেন উৎসাহীরা লে ভ্রমণে। ভাতের সাথে তিব্বতী আহার্য চাওমিন ধর্মী *কোথে*-রও স্বাদ নিতে পারেন লে-র হোটেলে। আর উচিত হবে সন্ধ্যা ২০-৩০টায় লে শহর নিঝুম হবার আগেই হোটেলে পৌঁছে যাওয়া।

লামাদের দেশ লাডাক—গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ তীর্থ-মন্দির তথা গুম্ফা। প্রায় প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে রয়েছে এই গুম্ফা। তাদের মধ্যে ১২টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কোনো কোনোটি দেখতে অনুমতি লাগে। উচিত হবে জিপ-জোঙ্গা বা ট্যাক্সিতে একই দিনে হেমিস, থিকসে ও শ্যে প্যালেস দেখে সন্ধ্যায় দেখুন শঙ্কর গুম্ফা ও দোকানপাট। দ্বিতীয় দিনে বাসে বাসে স্পিটাক দেখে ফিরে দিনভর শহর পরিক্রমা। আরও একটা দিন সুষমা উপভোগ করুন লাডাক ভূমের। চতুর্থ দিন ঘরপানে ফিরুন লে থেকে। লাডাকের আর এক আকর্ষণ তার ঝলমলে উৎসব। জুন-জুলাই মাসে হেমিস ফেস্টিভ্যাল; বুদ্ধিস্ট ক্যালেন্ডারের ১১ মাসে লোসার; আগস্টে লাডাক ফেস্টিভ্যাল বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

HEMIS GOMPA : লে শহর থেকে ৩৫ কিমি দূরে লে-মানালী পথের কারু থেকে হেমিসের পথ গিয়েছে। TCP চেক পয়েন্টের ডানহাতি পথে সিন্ধু পেরিয়ে ৮ কিমি যেতে হেমিস। লাডাকের গুম্ফাগুলির মধ্যে বৃহত্তমও এই হেমিস। নানান মন্দির—নানান মূর্তি। গিলটি করা বেশ কিছু স্বর্ণ মন্দিরও রয়েছে। উপাসনা মন্দির অর্থাৎ *Dukhang*-এ হেমিসের আধ্যাত্মিক গুরু রিমপোচে রয়েছেন। সামান্য উঠতেই *Lakhung* অর্থাৎ প্রথম মন্দিরের দেওয়াল চিত্রে অভিনবত্ব আছে। শাক্যমুনিরূপী বুদ্ধের মূর্তিও আছে, চারপাশে রুপোর চোর্তেন। বহুমূল্য ধাতুতে অলঙ্কৃত। তিব্বতের প্রধান লামার সহস্র হস্তের মূর্তিটিও দেখবার মতো। মূর্তির মুখের সংখ্যাও সহস্র। দণ্ডমুণ্ডের কর্তাও এই লামা মূর্তি। আর এর স্তূপটি নানান ধাতুতে অলঙ্কৃত।

Some useful Ladakhi Phrases

1—*Chig*, 2—*nyis*, 3—*sum*, 4—*dji*, 5—*nga*, 6—*tok*, 7—*dun*, 8—*gyet*, 9—*gu*, 10—*chu*, 11—*chu-chig*, 19—*chu-gu*, 100—*gya*.

hello, welcome, how are you etc	—jullay	Does this bus go to...?	—tje bus po cha nog ga...?
		What time does the bus go?	—bus chuchot cham pey ka chat?
please	—katin chey	Is this the road to...?	—tje lani bo tjenaggah...?
thank you	—thukjechey	How much does this cost?	—tje bey rin cham in nak?
good	—gella	Give me tea.	—nya chha sal.
bread	—tagi	Give me food.	—nya kharji sal.
		Give me hot water.	—nya chu-stante sal.
boy	—nono	Please take tea.	—solja don.
girl	—chocho	Where is the hotel?	—hotel kar wa yot?
brother	—acho	Where is the tea shop?	—cha-hati kar wa yot?
sister	—achay-laiy	Where is the post office?	—dakkhana-kaga yotkyak?
prayer flag	—tarchan	How far is it to...?	—thi na cham shik thak ring yot...?

পাণ্ডুলিপির অমূল্য সংগ্রহও রয়েছে হেমিসের লাইব্রেরিতে। তেমনই রয়েছে স্ক্রোল অর্থাৎ থাঙ্কাসের সম্ভার। বিশ্বের বৃহত্তম থাঙ্কাস (কাপড়ে আঁকা ছবি)-টিও রয়েছে ১৬৩০এ সিঙ্গে নামগয়ালের তৈরি হেমিসে। প্রতি ১২ বছর অন্তর উৎসবকালে এটি দৃশ্যমান হয়। আগামী প্রদর্শন ২০০৪এ। *Setchu* অর্থাৎ মেলা বসে প্রতি জুনের দ্বিতীয়ার্ধে হেমিসে। ২ দিন ধরে চলে এই হেমিস ফেস্টিভ্যাল গুরু পদ্মসম্ভবা বা লোপন রিমপোচের জন্ম তিথিতে। দূর-দূরান্ত থেকে জাতীয় সাজে লামারা আসেন, ভিড় করেন তীর্থযাত্রীরা; আর আসেন পর্যটক দেশ-দেশান্তর থেকে। ঝলমলে মুখোশ নৃত্যোৎসবের আর এক আকর্ষণ। কথিত আছে, যিশু-খ্রিস্টের অকথিত বাল্যকাল এই হেমিস গুম্ফাতেই কাটে।

শ্রীনগর থেকে লে সড়ক

শোনমার্গ	*৮৪*	*কিমি*
সারবাল	*৯২*	”
গুমরি (জোজি লা চূড়া ১১৫৭৮ ফুট)	*১১০*	”
মিনিমার্গ	*১১৯*	”
মাতায়ন	*১২৭*	”
দ্রাস (বিশ্বের শীতলতম স্থান)	*১৪৭*	”
কাসমার্গ	*১৭০*	”
খর্বু	*১৮০*	”
চান্নিগুণ্ড	*১৯৪*	”
কারগিল (রাত যাপন)	*২০৪*	”
মুলবেক	*২৪৪*	”
নামিকা-লা (১২২২০ ফুট)	*২৫৯*	”
বোধখর্বু	*২৭৪*	”
হেমিসকাট	*২৮৩*	”
ফাটু-লা (১৩৪৭৯ ফুট, সবচেয়ে উঁচু)	*২৯৫*	”
লামায়ুরু	*৩১০*	”
খালসে	*৩৩০*	”
সাসপোল	*৩৭২*	”
নিমো	*৪১৮*	”
লে	*৪৩৪*	”

আরও ৩ কিমি দুরারোহ পাহাড় চড়ে ৩০০ মি উঁচুতে Gotsang Gompa. হেমিসেরও আগে ১৩ শতকে Gotsang-Pa-র তৈরি। অদূরে এক গুহায় ধ্যানে বসেন গোৎসঙ-পা, সেই স্মৃতিতে তীর্থমন্দির। হাত ও পায়ের ছাপও রয়েছে গোৎসঙ-পার। এমনকি এই গুম্ফা থেকেই ধর্মশাস্ত্র মুদ্রিত হয়ে লাডাকের অন্যান্য গুম্ফায় যাচ্ছে।

প্রতিদিন সকাল ১০-০০টায় বাস যাচ্ছে লে থেকে হেমিসে, ঘণ্টা দু'য়েকের পথ; ফেরে ১৪-০০টায় হেমিস থেকে শহরে। ঘণ্টা দেড়েক সময় মেলে গুম্ফা দেখার। এত অল্প সময়ে গুম্ফা দেখে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আগ্রহীদের উচিত হবে হেমিসে এক রাত কাটিয়ে দেখে ফেরা। হেমিস বাসস্ট্যান্ডে *Rest House, Parachute* ছাড়াও সাধারণ হোটেল আছে। আহার্যও মেলে। আবার ক্যাম্পিং-এর সুব্যবস্থাও মেলে। তবে, গাড়ি বা জিপে দিনে দিনে বেড়িয়ে ফেরা যায় লে থেকে হেমিস। উৎসবকালে গাড়ি ও রাত্রিবাসের বিশেষ ব্যবস্থাও হয় হেমিসে। মরসুমে বিশেষ ডিলাক্স বাস যাচ্ছে লে থেকে হেমিসে। টিকিট লাগে ১৫ টাকার গুম্ফা দেখতে।

THIKSEY GOMPA : লে থেকে ২০ কিমি দূরে সিন্ধুর বুকে হেমিসের পথে পড়ে ৫০০ বছরের প্রাচীন লাল রঙের থিকসে গুম্ফা। পাহাড় চুড়োয় লাডাকের সুন্দরতম ১২ তলার এই গুম্ফা থেকে উপত্যকার দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান। বসা অবস্থায় বুদ্ধের মূর্তি; ৮টি মন্দিরও হয়েছে নতুন করে। মূর্তি আছে স্বর্ণমণ্ডিত নানান দেবদেবীর। স্তূপ, থাঙ্কাসও রয়েছে; দেওয়ালচিত্রগুলিও সুন্দর। এর লাইব্রেরির পুঁথির সংগ্রহ উল্লেখ্য। আর আছেন হলুদ টুপির ৬০ জন লামা দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের থিকসেয়। সন্ন্যাসিনীদের জন্যও মঠ আছে। সকাল ৬-৩০ ও দুপুর ১২-০০টার ধর্মীয় অনুষ্ঠানও আকর্ষণীয়। সবার উপরে Lamukhang Chapc —কেবল পুরুষদের প্রবেশাধিকার মেলে। ভাগ্যবানেরা নেংটি ইঁদুরের প্রসাদ খাওয়ার দৃশ্যও দেখে নিতে পারেন। তেমনই স্মারকরূপে পোর্টেবল স্ট্যান্ড সঙ্গী করতে পারেন—কিনতে মেলে থিকসেয়। টিকিট লাগে গুম্ফা দেখতে ১৫ টাকার। বাস যাচ্ছে শহর থেকে। থাকারও ব্যবস্থা আছে *Salzang Chamba H* থিকসেয়।

TRAK TOK GOMPA : লে-মানালী সড়কের কারু থেকে ১৫ কিমি দূরে Trak Tok Gompa. পথেই পড়ে Chemre Gompa. ত্রাগথোগ নামেও সমধিক খ্যাত নিঙমা বৌদ্ধদের একমাত্র গুম্ফা এই ত্রাগথোগ। ত্রাগথোগ অর্থাৎ পাথরের সিলিং গড়ে উঠেছে এই গুহাকে ঘিরে। জনশ্রুতি, ৮ শতকের পদ্মসম্ভবা গুরু রিমপোচে এই গুহাতেই ধ্যান ও বাস করেন। তন্ত্রের উপাসক রূপে মূর্তি হয়েছে পদ্মসম্ভবার। শতাধিক দেব-দেবীর মূর্তিও রূপ পেয়েছে দেওয়াল-চিত্রে। গুম্ফার লাখাং অর্থাৎ ভজনালয়টি শতাধিক বছরের প্রাচীন। তবে নতুন করে মন্দির হয়েছে ১৯৬৬তে। গ্রীষ্মে বাস যাচ্ছে কারু হয়ে লে-ত্রাগথোগ। ফেরার বাস পরদিন সকালে। দিনে একমাত্র বাস, ভিড়ও তাই বেশি এ বাসে।

তবে লোকাল বাসে বিড়ম্বনা আছে চলায়। ভাষার দুর্বোধ্যতায় সঠিক বাস খুঁজে মেলা দুষ্কর। বাসে বেজায় ভিড়। ছাড়বার যথেষ্ট আগে ভাগে সিটের দখল নিয়ে বসে পড়ে যাত্রীরা। তাই উচিত হবে আগে থেকেই বাসে গিয়ে সিটের দখল নেওয়া। বাসগুলির উচ্চতা কম। যাত্রী বোঝাই বাসে দাঁড়িয়ে চলা আর এক বিড়ম্বনা। তবে, পর্যটন মরসুমে JK Tourism বিশেষ সার্ভিস চালু রাখে। এ ব্যাপারে আগ্রহীদের উচিত হবে পর্যটন দপ্তরে যোগাযোগ করা।

STOK PALACE : লে থেকে শ্যের পথে চোগ-লামসার-এ সেতু পেরিয়ে সিন্ধুর পশ্চিম পাড়ে ২০০ বছরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। ১৯৭৪এ রাজার মৃত্যুর পর শুভদিনের প্রতীক্ষায় পুত্রসহ রানী আজও বাস করছেন। সাধারণের কাছে প্রাসাদ দ্বার রুদ্ধ হলেও ২০ টাকার টিকিটে মিউজিয়মটি ৭—১৯-০০টায় দেখার ব্যবস্থা মেলে। অদূরে ফার্কা গুম্ফা। স্পিটাক থেকেও পথ এসেছে সিন্ধু পেরিয়ে ফার্কায়।

SHEY PALACE & GOMPA : শহর থেকে হেমিসের পথে ১৫ কিমি যেতে পাহাড় চুড়োয় ১৬৪৫এ

রাজা সিঙ্গে নামগয়ালের হাতে গড়ে ওঠে প্রাসাদ। অতীতে রাজপরিবারের গ্রীষ্মাবাস ছিল। এর বিজয়স্তূপের শীর্ষদেশ সোনায় মোড়া। তবে, প্রাসাদটি আজ বিধ্বস্ত হলেও কারুকার্যময় কাঠের বিশাল দরজা পেরিয়ে প্রাসাদের গুম্ফায় তামার উপর সোনার আস্তরণে লাডাকের বৃহত্তম (১২ মি) মূর্তি হয়েছে বুদ্ধ শাক্যমুনির। বহুমূল্য ধাতু ও নানান রত্ন খচিত মন্দিরের কারুকার্যও সুন্দর। ৭— ৯-০০ ও ১৭— ১৮-০০টায় খোলা, টিকিট ১০্। তবে, লামাদের অনুমতিতে অন্য সময়ও দেখার সুযোগ মেলে। আর আছে শ্যের কাছে নীল আকাশের নিচে শতাধিক স্তূপ ও মণিওয়াল। থিকসেও দৃশ্যমান শ্যে থেকে।

SANKAR GOMPA : শহর থেকে ৩ কিমি উত্তরে হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের শঙ্কর গুম্ফা। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে Dukhang অর্থাৎ উপাসনা হল্। সোনায় তৈরি অসংখ্য মিনিয়েচার মূর্তি, ছবির সংগ্রহও উল্লেখ্য। মুগ্ধ করে এর দেওয়াল চিত্রও। ১১ মাথা, ১০০০ হাতের অবলোকিতেশ্বর ও ১০০০ চক্ষু, ১০০০ হাত, ১০০০ পায়ের বুদ্ধ মূর্তিটি সুন্দর। বিদ্যুৎও পৌঁছেছে শঙ্কর গুম্ফায়। ছাদ থেকে চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দেখে নেওয়া যায়। বাজার ছাড়িয়ে হিমালয় হোটেলের পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে সন্ধ্যার পরও চলা যায় শঙ্কর দর্শনে। টিকিট ১০্ করে। ছুটি ছাড়া ৭—১০-০০ ও ১৭—১৯-০০টায় খোলা।

ইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার : *Tsemo Hotel* লাগোয়া লাডাকি পরিবেশ-সম্পদ-সংস্কৃতির দপ্তর বসেছে। এমনকি সোলার এনার্জি নিয়েও গবেষণা চলছে। লাইব্রেরি বসেছে; রেস্টুরেন্টও আছে। প্রতি সোম-বুধ-শুক্রবার ১৫-০০টায় VDO ফিল্মে *লার্নিং ফ্রম লাডাখ* দেখাবার ব্যবস্থাও আছে এদের। তেমনই Cultural & Traditional Society (CATS) প্রতি সন্ধ্যায় হোটেল ইয়াক টেইল-এর বিপরীতে ৫০ টাকায় লাডাকি সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামটিও উচিত হবে দেখে নেওয়া।

SPITUK GOMPA : শ্রীনগর-লে সড়কে লে-র ৯ কিমি আগেই বিমানবন্দর লাগোয়া অনুচ্চ এক পাহাড়-চুড়োয় ১৫ শতকের এই গুম্ফা। প্রাচীন গুম্ফাটির পাশে নতুন করে গুম্ফা হয়েছে স্পিটাকে। বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় থাঙ্কাসও রয়েছে। এটিও বিদ্যুতে আলোকিত। আর পাহাড়চুড়োয় পালদান লামো মন্দিরে রয়েছেন সহস্র বছরের আকর্ষণীয় তন্ত্রের দেবী অতিকায় কালো পাথরের বজ্রভৈরব ও ছয় হাতের মহাকাল ছাড়াও নানান ভয়াল মূর্তি। তবে, দেবীর মুখ সারা বছরই ঢাকা থাকে। বাৎসরিক মেলা হয় জানুয়ারিতে। তখনই দেবীর মুখের আবরণ উন্মোচিত হয়। এর অতীতকালের মুখোশের সংগ্রহও বিশেষভাবে চমকপ্রদ। মন্দির রয়েছে আরও দুই স্পিটাকে। পথ গিয়েছে আরও এগিয়ে লাল Latho মন্দিরে। এটিও আর এক দ্রষ্টব্য। তেমনই সুন্দর এর দেওয়ালচিত্র। আর আছে থাঙ্কাস, প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, বই-এর সংগ্রহ স্পিটাকে। চারপাশের দৃশ্য সুন্দর দৃশ্যমান স্পিটাক থেকে। দিনে ২টি বাস যাচ্ছে, টিকিট লাগে গুম্ফা দেখতে ১৩্ করে।

PHIYANG GOMPA : শ্রীনগর-লে সড়কে ফিয়াং গুম্ফা। ১৬ শতকে তৈরি লাল টুপি সম্প্রদায়ের ফিয়াঙেও রয়েছে ৫টি গুম্ফা, নানান মূর্তি ও থাঙ্কাসের সম্ভার। ফিয়াং-এর আর এক আকর্ষণ তার মিউজিয়ম। ৯০০ বছরেরও অধিক প্রাচীন এই মিউজিয়মে চীনা, তিব্বতীয়, মঙ্গোলিয়ান ছাড়াও নানান আগ্নেয়াস্ত্রের সংগ্রহ উল্লেখ্য। সংস্কারও হয়েছে সম্প্রতি। অদূরেই ফিয়াং লেক। তেমনই ফিয়াং উৎসবেরও যথেষ্ট প্রশস্তি দেশ-দেশান্তরে। লে থেকে ১৭ কিমি যেতে শ্রীনগর-লে সড়ক থেকে ৬ কিমি গিয়ে পথ গিয়েছে ফিয়াং গুম্ফার। বাস যাচ্ছে, টিকিট লাগে ১০ টাকার গুম্ফা দেখতে।

দূরে-দূরান্তরে থরেবিথরে রঙবেরঙের পাহাড় দাঁড়িয়ে। কখনও রঙ তার পিঙ্ক, কখনওবা ফিকে হয়ে রঙ পেয়েছে চকোলেটে—আবার কোথাও শ্লেটে। তারই মাঝে পাহাড়কে পাক খেয়ে পথ চলে এঁকেবেঁকে। নিচুতে অন্তহীন খাদ নেমেছে পাতালে। হাতছানি দেয় বরফে ছাওয়া পাহাড়-শ্রেণী। যাত্রীও দিশেহারা প্রকৃতির গড়া নিপুণ স্থাপত্যে। সত্যই অপরূপা এ পথের নৈসর্গিক শোভা। কাকভোরে কারগিল ছেড়ে ৪০ কিমি যেতে তিব্বতীয়দের গাঁ মূলবেক। গৈরিক রঙা পাহাড়ের পাদদেশে সবুজে ছাওয়া মূলবেকেও ২টি গুম্ফা আছে। আর আছে পাহাড় কেটে তৈরি ২০০০ বছরের প্রাচীন কুষাণ যুগের নিদর্শন মৈত্রেয় বুদ্ধের চতুর্ভুজ মূর্তি। পাশেই প্রার্থনাচক্র। ৯ মি উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। লে যাত্রীদের চলার পথে এটিও দেখে নেওয়া উচিত হবে। থাকার ব্যবস্থা মেলে মূলবেকে JKTDC-র *ট্যুরিস্ট বাংলো* ও PWD-র *রেস্ট হাউসে। প্রাইভেট Paradise H*-ও আছে মূলবেকে। মূলবেক ছাড়াতেই পথপাশে পাহাড় কেটে মূর্তি হয়েছে ভবিষ্য বুদ্ধের—Chamba statue.

LAMAYURU : লাডাকের প্রাচীনতম গুম্ফাটি রয়েছে ৩৭১৮ মি উঁচু Mamika La ছাড়িয়ে পথ যেখানে সবচেয়ে উঁচুতে (৪০৯৪ মি) উঠেছে সেই ফাটু-লা পেরিয়ে লে থেকে ১২৭ কিমি দূরে চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা লামায়ুরুতে। উচ্চতার তুলনায় শীত বেশি লামায়ুরুতে। শ্রীনগর/কারগিল-লে বাস যাচ্ছে লামায়ুরু হয়ে। চলার পথেও দেখে নেওয়া যায় পাহাড় কেটে লাডাকি স্থাপত্যে গড়া ১০ শতকের এই গুম্ফা। তেমনই বাতাসের গতির সঙ্গে শক্তির নিদর্শন দেখে নেওয়া যায় গুম্ফার চারপাশে ক্ষয়ে যাওয়া পাহাড়ে। লামায়ুরুর অল্প আগে মুনল্যান্ড ভিউ পয়েন্ট থেকে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের চমকপ্রদ দৃশ্যও দেখে নেওয়া যায়। গ্রামের প্রবেশ পথে সারিবদ্ধ চৈত্য ও মণিপ্রাচীর। আরও যেতে খালসে। খালসের আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের ডোগরা রাজা গুলাব সিংহের রণকুশলী সেনাপতি জোরাবার

সিংহের তৈরি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখে নেওয়া যায়। খালসের আর এক প্রসিদ্ধি তার খোবানি। বাসের লাঞ্চ বিরতি খালসেয় মেলে। সিন্ধুও অদৃশ্য হয়েছে খালসে পেরুতেই। থাকারও ব্যবস্থা মেলে *হোটেল সিন্ধু* খালসেয়। তেমনই প্রাচীন আর্য অর্থাৎ হানু উপজাতিদের বাসভূমিরও পথ গিয়েছে খালসে থেকে। খালসের আর এক দর্শন মূল পথ থেকে কয়েক কিমি সরে গিয়ে Rizong-এ nunnery of Julichen আর monastry. থাকারও ব্যবস্থা মেলে মনাস্ট্রিতে।

ট্যুরিস্ট সিজনে লে থেকে বাস সার্ভিস

স্থান	দূরত্ব	বাস সংখ্যা	ভাড়া (টাকা)
Choglamsur	8km	4	1 75
Choshot	25 "	3	5 00
Hemis	45 "	1	12 00
Khalsi	98 "	2	25 00
Matho	27 "	2	5.00
Phyang	22 "	3	7 00
Sabu	9 "	3	2.00
Sakti	51 "	2	12 00
Saspur	62 "	2	14 00
Shey	16 "	5	3.50
Spitak	8 "	5	2 00
Stok	17 "	2	5.00
Tikse	20 "	3	6 00

আরও প্রয়োজনে বাসস্ট্যান্ডে টাইম টেবল বোর্ডটি দেখা যেতে পারে।

ALCHI GOMPA : আর খালসে থেকে ৩৭, লে-র ৬৭ কিমি আগেই পাহাড় ছেড়ে নিচুতে হয়েছে আলচি গুম্ফা। লাডাক যাত্রীদের কাছে এক জাদুপুরী গড়েছে কাঠের তৈরি আলচির ৫ গুম্ফা মন্দির। কারুকার্য মণ্ডিত ২০ ফুট উঁচু সহস্র মাথা ও সহস্র হাতের অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। হাজার বছরের পুরাতন কাশ্মীরি শৈলীর দেওয়াল চিত্র, কাঠের কারুকার্য খুবই আকর্ষণীয়। অদূরে প্রস্তর গৃহের দেওয়ালে বুদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর নানান মূর্তি চিত্রিত হয়েছে। থাকারও ব্যবস্থা আছে আলচি ও সাসপোলের সাধারণ হোটেলে।

LIKIR GOMPA : তেমনই আছে আরও নানান গুম্ফা জাতীয় সড়কে। সাসপোল থেকে স্বল্প যেতে চড়াই পথে লিকির গুম্ফাটিও দেখে নেওয়া যায়। সড়কপথে লে-র সন্নিকটে বাসগো-র খ্যাতি তার বিধ্বস্ত দুর্গের জন্য। ১৬৮০তে নামগয়াল রাজাদের সঙ্গে মোঙ্গলদের যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ ৩বছর অবরোধ করে রাখে দুর্গ। গুম্ফাও হয়েছে— বৈচিত্র্য আছে বুদ্ধ মূর্তিতে। জিপ ও জোঙ্গা যাত্রীরা যাতায়াতের পথে দেখে নিতে পারেন।

আবার উৎসাহীরা লুবরা উপত্যকায় ৫৩০০ মি উঁচুতে খারদুং-লা বেড়িয়ে আসতে পারেন লে থেকে। পথ গিয়েছে বিশ্বের উচ্চতম ব্রিজ পেরিয়ে খারদুং-লা গিরিপথের মধ্য দিয়ে সিয়াচেন হিমবাহের প্রান্তে। চীনা বর্ডার খারদুং-লার মূল আকর্ষণ নৈসর্গিক শোভা। আর আছে শিব অর্থাৎ খারদুং-লা বাবার মন্দির। আপেল, খুবানি, আখরোট, তুঁতের চাষ হচ্ছে খারদুং-লায়। ইয়াক, ভেড়া ও ছাগল চরে বেড়ায়। প্রতি রবিবার বাস যাচ্ছে। দূরত্ব ৪৬ কিমি, ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। তবে, Divisional Commissioner. Leh বা J & K Govt Tourist Office. Leh থেকে অনুমতি লাগে এ পথে যেতে। তেমনই খারদুং-লা তথা লুবরা উপত্যকার আর এক আকর্ষণ বিশ্বের উচ্চতম ৫৬০৬ মি উঁচুতে বেকন হাইওয়ে। পথও খোলা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। তবুও যেন মাঝে মধ্যে বরফের ফসিল পেরুতে হয় এপথে। বিদেশীদের কাছে এপথ রুদ্ধ।

প্যাংগং সো : নয়নলোভন নৈসর্গিক শোভার মাঝে প্যাংগং সো অর্থাৎ সরোবরটি লাডাক ভ্রমণে আর এক দ্রষ্টব্য। দ্বিসাপ্তাহিক সার্ভিসে বাস যাচ্ছে লে থেকে ১১৬ কিমি দূরের তাংসে। তাংসে থেকে জিপসি জিপে ৩৪ কিমি দূরের সরোবর। যাতায়াত ১৫০০্। PWD-র *বাংলো,* হোটেল, দোকানপাট, গুম্ফা আছে তাংসে-য়। চাংপাদের বাস। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত মনোরম। আহারও সঙ্গী করা দরকার। লে থেকে নানান ট্রাভেল এজেন্ট ৭০০ টাকায় প্যাকেজ ট্যুরে প্যাংগং সো দেখিয়ে আনে। আবার ২ দিনে ট্রেক করে তাংসে থেকে লুকুং হয়ে প্যাংগং সো চলা যেতে পারে। প্যাংগং ও চেনমো গিরিমালার মাঝে ১৪২৫৬ ফুট উঁচুতে ১৩৫ কিমি দীর্ঘ সরোবরের ৪৫ কিমি ভারত রাষ্ট্রে বাকি অংশ তিব্বত তথা চীনে। স্বচ্ছ নীল জল—সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে রঙ বদল হয় সরোবরের। জলের তলে রঙবেরঙের নুড়ি পাথর। চেনা-অচেনা পাখিও ভেসে চলে লেকের জলে। সারা আকাশটাও মুখ দেখে লেকের স্বচ্ছ জলে। আর আছে হাড়কাঁপুনি হিমেল হাওয়া লেককে ঘিরে। থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই প্যাংগং সো-য়। লেকে অবস্থানে তাঁবু সঙ্গে নেওয়া দরকার। তবে ২ কিমি দূরের লুকুং-এ আর্মি অফিসারদের *VIP Guest House* আছে। তবুও যেন উচিত হবে প্রথম দিনে লে থেকে তাংসে-য় পৌঁছে অবস্থান করা। দ্বিতীয় দিনে তাংসে থেকে জিপসিতে প্যাংগং সো পৌঁছে দিনভর স্বর্গের হ্রদে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিনান্তে তাংসে ফিরে রাতের অবস্থান। তৃতীয় দিনে বাসেই ফিরুন লে। তবে, লে থেকেও সরাসরি জিপসিতে ৬০০০ টাকায় ২ দিনে সাঙ্গ করা যায় প্যাংগং সো সফর। অনুমতি লাগে ডেপুটি কমি-শনার, লে থেকে প্যাংগং সো যাত্রায়। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিদর্শন পত্র সঙ্গে থাকা ভাল।

তেমনই চলা যায় লে থেকে ১৮০ কিমি দূরের নুমায় *কিয়াং* অর্থাৎ বন্য গাধা দর্শনে। আরও ২০ কিমি যেতে লোমা। লোমা থেকে ৮০ কিমি দূরে তিব্বত সীমান্ত। অনুমতিও লাগে ডিভিশনাল কমিশনার থেকে। ছোট্ট গ্রাম নুমা। সিন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলে। জিপ যাচ্ছে এপথে। পথশোভা মনোরম। শীতের আধিক্য আছে—তাপমান দিনে-রাতে লে-র থেকে নিচুতে থাকে। গুজরাটের মতো বন্য গাধার দর্শন মেলে। দোকানপাটও আছে। বিজলীও জ্বলছে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ে জেনারেটরে। থাকার জন্য

ফরেস্ট বাংলো আছে নুমায়; অবু: Wildlife Warden, Dept of Wildlife Protection, Leh-194101, Ladakh, J & K.

তবুও যেন অর্থে কিছুটা আধিক্য লাগলেও যাতায়াত ভাড়ার চুক্তিতে—১ ঘণ্টায় স্পিটাক, ঘণ্টা ছয়েকে শ্যে-থিকসে-হেমিস বেড়িয়ে ফেরা যায়। মানালী যাচ্ছে এদের গাড়ি ৯২৫০, শ্রীনগর ৪৭৫০, কারগিল ২৫০০ টাকায়। উচিত হবে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে Ladakh Taxi Operators Union থেকে সর্বশেষ ভাড়া জেনে সরাসরি গাড়ির সঙ্গে কথা বলা। তেমনই লাডাকের আর এক যান মালবাহী ট্রাক। গাড়ির অপ্রতুলতা হেতু চলার পথে নারী-পুরুষ-শিশু যাত্রী হতে পাবেন ট্রাকে। আব, নানান সংস্থা সিন্ধুর রুপোলি জলে অভিযান-প্রিয়দের নিয়ে দিনভর প্রোগ্রামে Rafting-এ যাচ্ছে ৮৫০ টাকায় নানান সংস্থা লে থেকে।

কারগিল

শ্রীনগর থেকে ২০৪ আর লে-র ২৩০ কিমি আগে সুরু নদীর পাড়ে ২৬৫০ মি উঁচুতে নতুন গড়া নবতম কারগিল জেলার সদর কারগিল শহর। আয়তন ১৪০৩৬ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৬৫৯৫২ মধ্যযুগীয় আধুনিক শহর কারগিলে। শ্রীনগর-লে বাস যাতায়াতের পথে কারগিলে রাতের বিশ্রাম নেয়। যাত্রীদেরও রাত কাটাতে হয় কারগিলে। প্রত্যূষেই চলতে শুরু করে বাস কারগিল ছেড়ে গন্তব্যের পথে। উইলো আর পপলারে ছাওয়া, ফলবাগিচার জন্যও কারগিলের প্রশস্তি—গম, বার্লি, সবজি হচ্ছে কারগিলে। কারগিলের আর এক আকর্ষণ তুর্কি স্থাপত্যে গড়া ইমাম-বাড়া। মহরম উদযাপিত হচ্ছে মহা সমারোহে। সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের বাস কারগিলে। ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টারও বসেছে কারগিলের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। ট্রেকিং-এর নানান জিনিস ভাড়ায় মেলে এদের কাছে। পোস্ট অফিস, স্টেট ব্যাঙ্ক ও জে কে ব্যাঙ্কের শাখাও বসেছে কারগিলে। ৩ কিমি দূরে সীমান্ত।

অতীতের ইন্ডো-তিব্বত-চীনের বাণিজ্যপথে জংশন ছিল কারগিলে। তবে, স্বাধীনোত্তর কালে কারগিলের গুরুত্ব শ্রীনগর-লে যাত্রীদের যাতায়াতের পথে এক রাতের বিশ্রামস্থল রূপে। নতুন করে আকর্ষণ বেড়েছে কারগিল-পাদুম পথ তৈরিতে জাঁসকর যাত্রীদেরও। দ্বি-সাপ্তাহিক সার্ভিসে বাস যাচ্ছে কারগিল থেকে Padumএ। বাস যাচ্ছে Mulbekh, Drass, Pannikar, Sauku কারগিল থেকে। ট্রেকারদেরও স্বর্গরাজ্য কারগিল। কারগিল থেকে পথ গিয়েছে জাঁসকর ও সুরু উপত্যকার দিকে দিকে নানান ট্রেকপথের। হোটেল ও দোকানপাট হয়েছে। পণ্যও মেলে নানান। বালতিক ও লাডাকির মিশ্রণে জাত *Purig* এদের মুখের ভাষা। উর্দু ও ইংরেজিরও চল আছে। তেমনই আরবিও চলে কারগিলে।

ঘণ্টা খানেকের পথে *Goma Kargil* অর্থাৎ আপার কারগিলও বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে পায়ে পায়ে। প্যানো-রামিক ভিউ তথা কারগিলের গ্রাম্য বসতি দেখে চলা যায়।

সার্কিট হাউস, ডাক বাংলো ও J&KTDC-র ২টি *ট্যুরিস্ট বাংলো* আছে কারগিলে। একটি তার পাহাড়ী টিলায়, দ্বিতীয়টি সুরু নদীর ধারে। অবু: Tourist Officer, Kargil, J & K. আর আছে *H Siachen,* Taxi Std; *Caravan Serai,* Welcomgroup-এর *High Lands H, Hotel D Zojila, H International,* PC-194103; *H Scones,* বাসস্ট্যান্ডের পেছনে *Suru View, H Green Land.* নদীমুখী *Crown H, Nun Kun, H Broadway, Suru View, Evergreen, Lyla, Deluxe, Sushila, Puril, Punjab Janata, Popular Chacha, Yak Tail, Argalia, New Light, Margina Tourist Home, Naktul View* ছাড়াও নানান; এদের রেট S ১৫০, D ২৫০, থেকে। তবে, রেটের তুলনায় হোটেলগুলির ব্যবস্থাপনা অতি নিচু মানের। সাধারণ হোটেলে বার্গেন হতেও দেখা যায় রেট নিয়ে।

থাকার জন্য *ট্যুরিস্ট বাংলো, হোটেল স্কোনস, গ্রীনল্যান্ড, মার্জিনা, নাকটুল ভিউ* ভালই। আর আহার্যে—*নাকটুল, মার্জিনা ট্যুরিস্ট হোটেল* চীনা ডিশ পরিবেশনে যথেষ্ট খ্যাত। তেমনই *বাবু* ও *পপুলার চাচা*ও সদাই ব্যস্ত ভিড় সামলাতে।

এছাড়াও PWD, RH রয়েছে দ্রাস, বোধখর্বু ও খালসে-তে। আর *ট্যুরিস্ট বাংলো* আছে দ্রাস, মুলবেক, পানিক্কার, পাদুম, জাঁসকরে। জিপ বা স্টেশন ওয়াগনের লে যাত্রীরা মুলবেক, বোধখর্বু বা খালসেতে পৌঁছেও রাতের বিশ্রাম নিতে পারেন। তবে, আয়োজন কারগিলেই ব্যাপক।

জাঁসকর উপত্যকা

নতুন করে দরজা খুলেছে জাঁসকর উপত্যকার পর্যটক-দের কাছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য জাঁসকরের বিশ্বপ্রশস্তি আছে। তবুও যেন পর্যটক থেকে ট্রেকারদের স্বর্গরাজ্য এই জাঁসকর উপত্যকা। Nun ও Kun যমজ দুই গিরিশিখর যেন জাঁসকরের আর এক দৃষ্টিনন্দন শোভা। দক্ষিণে কিস্তওয়ার ও মানালী, উত্তরে কারগিল ও লামায়ুরু আর দু'পাশে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে হিমালয় ও জাঁসকর পাহাড়শ্রেণী। বিশ্বের অন্যতম শীতল স্থান ৫০০ বর্গ কিমি ব্যাপ্ত জাঁসকর উপত্যকার সদর দপ্তর পাদুম। মনমাতানো ঘন নীলাকাশের নিচে ধূসর বাদামি রঙের পাহাড়ে ঘেরা ৩৫০০মি উঁচু পাদুমে ১০০০ লোকের বাস—৩০০ তার সুন্নি মুসলিম, বাকি বৌদ্ধ। সারা শীতকালে -২০° সেন্টিগ্রেডে তাপমান থাকে জাঁসকরে। বছরের সাত মাস বরফও পড়ে। ৮ কিমি দূরের সানিগুম্ফার আকর্ষণও কম নয়। আগস্টের পূর্ণিমায় ২ দিনের উৎসবে লামা নৃত্য দেখে নেওয়া যায়। বর্ণাঢ্য জাতীয় সাজে তিব্বতীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতক-আখ্যানে পুষ্ট লামা-নৃত্যে অভিনবত্ব আছে।

১৯৮০তে তৈরি সড়কে জিপ যাচ্ছে কারগিল থেকে পানিক্কার হয়ে পাদুমে। যাতায়াতে ২ দিনের ভাড়া ৬৫০০। আর নির্ভরশীল না হলেও জুলাই থেকে অক্টোবরে দ্বি-সাপ্তাহিক সার্ভিসে বাস মেলে ঢাল বেয়ে কারগিল থেকে ২৪০ কিমি দূরের পাদুমের। আবার মালবাহী ট্রাকেও চলা যেতে পারে শ'খানেক টাকায় কারগিল থেকে পাদুম। পায়ে

পায়ে ট্রেক করেও যাওয়া যেতে পারে দিন সাতেকে কারগিল থেকে পাদুম। পথঘাটের অভাব, ঘোড়া ও ইয়াকের পিঠেও যাত্রী চলে জাঁসকর উপত্যকার পাদুমে। ঘণ্টা দুয়েকে ট্রেক করে Karsha-য় ১৬ শতকের মনাস্ট্রিটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। আকারে কার্সা বৃহত্তম হলেও ১২ কিমি দূরে Burdan মনাস্ট্রির নানানধর্মী সংগ্রহ উল্লেখ্য। তেমনই Phugtal ও Zong-khul-এর মনাস্ট্রি দু'টিও জাঁসকরের আকর্ষণ। দোকানপাট, ট্যুরিস্ট অফিসও বসেছে পাদুমে। J K Tourism-এর *Tourist Bungalow;* প্রাইভেট হোটেল—*Chora La, Haftal View, Ibex, Shapodokla* ছাড়াও প্রাইভেট বাড়িতে ঘর মেলে থাকার পাদুমে।

আবার মানালী-পাদুম-মানালী ভ্রমণ ২টি ভিন্ন পথে সপ্তাহ তিনেকে ট্রেক করে সাঙ্গ করা যেতে পারে। তবে, পথ যথেষ্ট দুর্গম, পথও উঠেছে ৫৫০০ মি উঁচুতে। ঠিক তেমনই পায়ে পায়ে ট্রেক করে রূপসী লাডাকের রূপের খোঁজে পথ গিয়েছে কারগিল থেকে পাদুম, লে, ছাড়াও লাডাকভূমের দিকে দিকে। তবে, জাঁসকরের ট্রেক পথ খুবই দুরূহ। সাধারণ ট্রেকারদের জন্য নয় জাঁসকর। তেমনই উচিত হবে ট্রেকপথের সবরকম প্রস্তুতি শ্রীনগর বা মানালী থেকে সঙ্গী করা।

পথ চলতে সঙ্গে রাখুন

(১) চলার পথে বমি-বমি ভাব দেখা দিলে—Reglan/Perinorm/Jomid/Avomine/Siquil ১টি ট্যাবলেট খেলে ৬ ঘণ্টার অব্যাহতি মেলে। তবে পাহাড়ী পথে আগের দিন রাতে ১টি আর বাসে ওঠার ১ ঘণ্টা আগে ১টি Avomine/Dramamine বেশি ভাল কাজ করে। (২) চোট পাওয়া আঘাত কমাতে—Butaproxivon/Rumaremfort/Oxalgin/Suganril। (৩) গা-হাত-পা ব্যথা বা জ্বরজ্বরভাবে—Capagin/Panalate/Dispirine খাবার পর ১টি করে ট্যাবলেট খেলে উপশম মেলে। (৪) অজীর্ণে—Aremzymel/Digeplex/Fluzyme/Ralcrizyme। (৫) অম্বলে—Diogene/Alludrox/Gellusile/Sodamint। (৬) হঠাৎ ঠাণ্ডায় সর্দি হলে—Cosavil/Vicks। (৭) খুস খুস কাশিতে—Strepsil/Vicks। (৮) জল থেকে বা কোনো কারণে আমাশা হলে—Enteroquinol/Forquinol/Mexaform ২টি করে দিনে ৩ বার। (৯) দাস্ত হলে—Streptomagma/Furoxone/Furalolin ৬ ঘণ্টা পর পর ২টি করে ট্যাবলেট, শিশুদের ১টি করে; বেশিতে Chlorostep/Enterostep। (১০) জ্বরে—Crocin/Calpol ১টি করে। (১১) এলার্জিতে—Phenergon/Avil। (১২) অনিদ্রায়—Calmpose/Paxum। তবুও উচিত হবে পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

—না বলা কথা

ব্যস্ততার মধ্যে ভুলত্রুটি ঘটে থাকলে তার জন্য প্রথমেই অপরাধ স্বীকার করে রাখি। আনুমানিক ধারণা পাওয়ার সুবিধার্থে দূর পাল্লার বাস ও ট্রেনের সময়, ভাড়া, দূরত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে, প্রগতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে এদের অগ্রগতি অস্বাভাবিক নয়। সে কারণে, বিমান, রেল ও বাসের সময় ও ভাড়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করাই যুক্তিযুক্ত। তেমনই টেলিফোন নম্বরেও কিছু বিভ্রান্তি ঘটে থাকা অস্বাভাবিক নয়। সারা ভারত জুড়ে টেলিকম সার্ভিসে নানান প্রগতির সঙ্গে নম্বরেও পরিবর্ধন ও পরিবর্তন ঘটে চলেছে ক্ষণে ক্ষণে। হোটেলের নাম ও খরচ-খরচার ব্যাপারেও একই বক্তব্য। শুধু তাই বা কেন—সাধারণ হোটেলে যাত্রীর আধিক্যে চাহিদার নিরিখে রেট বদলের ঘটনা আশা করব অজানা নয় ভ্রমণার্থীদের। আরও পরিতাপের বিষয় মধ্যমানের হোটেলগুলি একের ব্যবহৃত বিছানা-পত্র নবাগতকে ব্যবহারে বাধ্য করছে। এমনকি নানান-রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট লজেও সংক্রামিত হচ্ছে এ ব্যাধি। *চিহ্নিত হোটেলগুলি ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের অনুমোদিত।

ভারত ভ্রমণে যানবাহন শিরোনামায় যাত্রী সেবায় ভারতীয় রেল ও বিমানের চলতি সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে। আর বাস, সে তো মাকড়সার জাল বুনে চলেছে সারা ভারত জুড়ে প্রতিনিয়ত। তাই ভারত পর্যটনে বাস আজ অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে।

বই-এর মধ্যে বেশ কিছু সংক্ষেপিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে : অবু—অগ্রিম বুকিং, কল বুকিং—কলকাতায় বুকিং, মি—মিটার, কিমি—কিলোমিটার, ✆—Telephone, S—সিঙ্গল, D—ডাবল, SAB—Single bedded attached bath, DCB—Double bedded common bath, DAB—Double bedded attached bath, TAB—Three bedded attached bath, FR—Family Room, A/c S—শীতাতপ সিঙ্গল, A-c—Air Cooled, H—Hotel, L—Lodge, RR—Railway Retiring Room, CH—Circuit House, FRH—Forest Rest House, IB—Inspection Bungalow, GH—Guest House, Ap—American Plan অর্থাৎ (থাকা + খাওয়া-সহ) Full Board, EP—European Plan অর্থাৎ কেবল ঘর ভাড়া, B-B—Bed and Breakfast, EE—Executive Engineer, প্যা—প্যাসেঞ্জার, এক্স—এক্সপ্রেস, ITDC—Indian Tourism Development Corporation, A1—Air Port 1km, R1—Railway Station 1km, B0—Bus Station 0 km, OS—Off Season, Opp—Opposite, ১—১.০০ টাকা, US$—ইউ এস (মার্কিন) ডলার, ৫ ঘ—৫ ঘণ্টা, এ-ছাড়াও আরও এমন কিছু সংক্ষেপিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি প্রতিনিয়ত ব্যবহারে আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। তাই তাদের উল্লেখে দীর্ঘ করে তোলা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি এ-অধ্যায়।

দিনের ক্ষেত্রে বারের বদলে সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ : 1—সোম, 2—মঙ্গল, 3—বুধ, 4—বৃহস্পতি, 5—শুক্র, 6—শনি, 7—রবি। আর সময়—২৪-০০ ঘণ্টা হিসাবে, অর্থাৎ ১৩-০০টার ক্ষেত্রে দুপুর ১-০০টা নির্ণায়ক।

ফুট বা মিটার, কিলোমিটার বা মাইল এই দুই প্রথার ব্যবহারে হয়ত বা কিছুটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তোলা হয়েছে। তবে, সাধারণ পাঠক বন্ধুদের স্বার্থে এটুকু না করলে নয়। বই-এর পরিসংখ্যান ১৯৯১-এর সেনসাস মতে দেওয়া হয়েছে। আর হোটেল, বিমান, বাস, ট্রেনের ভাড়া ও সার্ভিস অক্টোবর ১৯৯৭-এর নির্ঘণ্ট মত উল্লিখিত হয়েছে ১৯৯৮-এর সংস্করণে।

হাল্কা হয়ে পথ চলুন। লাগেজ এমনভাবে নিন—যাতে নিজেরই বহনযোগ্য হয়। একের পর এক ঘটনার ঘন ঘটায় যাত্রীরা যখন বিভ্রান্ত ঠিক তেমনই দিনে ভ্রমণার্থীদের পাশে এগিয়ে এসেছে ন্যাশানাল ইনসিওরেন্স কোং লি. ভ্রমণ দীপ বীমার সুযোগ নিয়ে। ৩০ দিন ব্যাপী ভ্রমণ পথে দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা, মালপত্র এমনকি জীবনহানির ক্ষতিপূরণের সুযোগ পেতে মাত্র ১৫০.০০+৫% সার্ভিস ট্যাক্স দিয়ে পলিসি-র সুযোগ নিতে Information Inc, 17 Justice Dwarakanath Rd, Cal-20, ✆ 4754502কে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পথ চলতে ক্যাশ টাকা সঙ্গে না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আজকাল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা পাবেন প্রায় সর্বত্র। ট্রাভেলার্স চেক (SBI) নিন—এতে হাজারে ৫ কমিশন লাগলেও নিরাপত্তা বেশি। শাখাও এদের ১২২০৩ সারা দেশ জুড়ে। দোকানপাট, হোটেলগুলিও ট্রাভেলার্স চেক গ্রাহ্য করে। নানান ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডও সঙ্গী করতে পারেন ভ্রমণে।

কমপক্ষে ১০ দিনের সফরে বেরিয়ে সাধারণভাবে দৈনিক ২০০ টাকা হারে এককভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে ভারতের যে কোনও প্রান্ত বেড়িয়ে ফেরা অসম্ভব নয়। আর সংখ্যায় তিন হলে দৈনিক খরচা জনাপ্রতি ১৭৫ টাকা হারে যথেষ্ট। তবে, বিলাস ও কেনাকাটা স্বতন্ত্র।

খুবই আনন্দ সংবাদ—সম্প্রতি ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তরের সহযোগী সংস্থা ভারতীয় যাত্রী আবাস বিকাশ সমিতি মধ্যবিত্তের পর্যটকদের জন্য বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছে নানান ধর্মস্থানে যাত্রী আবাস গড়ে। চিত্রকূট, মথুরা, অমরকণ্টকে ইতিমধ্যেই যাত্রী আবাস খুলেছে। কর্মযজ্ঞ চলছে আরও নানান ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তেমনই ITDC-ও ইকোনমিক হোটেল গড়ছে ভারতের নানান শহরে। রেল বোর্ডও হোটেল গড়েছে নতুন দিল্লী ও হাওড়া স্টেশনে রেল যাত্রীদের জন্য।

বই প্রসঙ্গে যে কোন মতামত বা তথ্যগত সংযোজন/সংশোধন সাদরে গৃহীত হবে—যোগাযোগের ঠিকানা :

Gita Dutta ♦ Mrinal Dutta
VRAMAN SANGI
Asia Publishing Company
61 Mahatma Gandhi Rd
Calcutta-700009
✆ 2414608/2412386/5577966

এক মাসে কৈলাস ও মানস সরোবর

ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের মানসপটে আঁকা *অ্যাবোড অব গডস*—কৈলাস ও মানস সরোবর। বিশাল এই সরোবর নাকি পিতামহ ব্রহ্মার মন থেকে সৃষ্টি—নামও তাই মানস সরোবর। কথিত আছে প্রাচীনতম মহাতীর্থ কৈলাসের চুড়োয় শিব ও পার্বতী অনন্তকাল ধরে বিরাজ করছেন। আর বৌদ্ধদের বিশ্বাস বোধিসত্ত্ব বাস করেন কৈলাসে। তেমনই নানান জৈন তীর্থঙ্কর নির্বাণপ্রাপ্তির মোক্ষম জায়গা বলে পছন্দ করেছেন কৈলাসকে। হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ ত্রয়ীরই পরম তীর্থ কৈলাস ও মানস সরোবর। তিব্বতীয় নাম *মাপাম সো* অর্থাৎ মানস আর *কাং রিনপোচে* অর্থ তুষার-রত্ন অর্থাৎ কৈলাস। সৌন্দর্যে এর কোন তুলনা হয় না। দীর্ঘকালের রুদ্ধদ্বার নতুন করে খুলেছে ভারতীয় পর্যটক তথা তীর্থযাত্রীদের কাছে। দীর্ঘ ২০ বছর পর ১৯৮১র সেপ্টেম্বরে একটি ভারতীয় তীর্থযাত্রীদল কৈলাস ও মানস সরোবর বেড়িয়ে এলেন। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে অনধিক ৩০ জন যাত্রী নিয়ে ১৪টি দল যাচ্ছে সেই থেকে তীর্থযাত্রায় প্রতি বছর।

যেহেতু কৈলাস ও মানস আজ চীনা সাম্রাজ্য, সে-কারণে যাতায়াতে বিধিনিষেধ আছে নানান। পাসপোর্ট-ভিসা লাগে, অনুমতিও দেন ভারত সরকারের The Under Secretary (China), Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi-110011 থেকে।

Days	From	To	Distance	Mode of Journey	Altitude
1st Day	Delhi	Kaushani	452 Km	Bus	
2nd "	Kaushani	Dharchula	171 "	"	
3rd "	Dharchula	Tawaghat	19 "	"	
"	Tawaghat	Pangu	7 "	Trek	1009 M
4th "	Pangu	Sirkha	10 "	"	2440 "
5th "	Sirkha	Gala	10 "	"	2378 "
6th "	Gala	Malipa	9 "	"	2018 "
7th "	Malipa	Budhi	9 "	"	2740 "
8th "	Budhi	Gunji	13 "	"	3250 "
9th "	Gunji	Kalapani	10 "	"	3370 "
10th "	Kalapani	Navidang	9 "	"	3962 "
11th "	Navidang	Lipulekh Pass	5 "	"	5334 "

Lipulekh Pass to Kailash-Manas Sarovar in 10 days, and then back to Lipulekh Pass on 21st day. Lipulekh Pass to Delhi in 9 days or on 30th day.

তবে প্রতি বছর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের আবেদনপত্র পৌছানো বিধেয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে স্ব স্ব রাজ্যের Directorate of Health Service-এর মেডিক্যাল সার্টিফিকেট অর্থাৎ জন মানবহীন বরফরাজ্যে ১৮৭০০ ফুট উঁচুতে আরোহণ ও ৩০০ কিমি হাঁটতে পারার সামর্থ্যের অনুকূলে হতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, হাঁপানি, হৃদরোগ, মৃগী রুগীদের এপথ পরিহার করা উচিত। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ছাড়া কোন আবেদনপত্র বিবেচ্য নয়। পুরো নাম, বাবার নাম, পেশা, স্থায়ী ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, জন্ম তারিখ, ধর্ম, জরুরী ভিত্তিতে যোগাযোগের ঠিকানা, আগে কি কোন যাত্রায় যোগ দিয়েছেন, পাসপোর্ট—নম্বর, স্থান ও সময়ের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে খামের উপর 'Pilgrimage to Kailash-Manas Sarovar লিখে পাঠাতে হয়। চলার পথে গুঞ্জীতেও ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় যাত্রীদের।

পথে সবরকম ব্যবস্থাও করে ২৫ কেজি মাল বহন-সহ ভারত ভূখণ্ডে ৭৫০০ টাকার বিনিময়ে উত্তর প্রদেশ সরকারের কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম আর চীনা ভূখণ্ডে ৫৫০ ইউ এস ডলারের বিনিময়ে চীন সরকার। আনুমানিক খরচ ৩৬০০০ টাকা। আর মেলে পৃথক ভাড়ায় প্রতিদিন ১৭০ হারে ঘোড়া, কুলি ৭০ হারে ও ৩৫০ হারে ডাণ্ডি ভারত ভূখণ্ডে। অতিরিক্ত মালের মাশুলও পৃথকভাবে দিতে হয়। চলার পথে ভারত ভূখণ্ডে ছবি তোলার বিশেষ পারমিট লাগে। তোলা ছবির নেগেটিভও রেখে যেতে হয় কালাপানির ভারতীয় চেকপোস্টে। চীন ভূখণ্ডে অবশ্য ছবি তোলায় বিধিনিষেধ নেই।

যাত্রার শুরু ও সমাপ্তি দুই-ই দিল্লী থেকে। নিজ ব্যবস্থায় যাত্রার ৪/৫ দিন আগে দিল্লী পৌছাতেও হয় যাত্রীদের। অতীতকালের পথ ২টি আজ রুদ্ধ—বাস যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে দিল্লী থেকে মোরাদাবাদ/ বেরিলি/ টনকপুর/ লোহাঘাট/ পিথোরাগড়/ কৌশানি/ ধারচুলা হয়ে তাওয়াঘাটে।

লিপুলেখ পাস পেরুতেই চীন (তিব্বত) সীমান্ত শুরু। ১ কিমি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পথ হয়েছে সমতল। ৫ কিমি টাট্টুতে গিয়ে পরিত্যক্ত চীনা গ্রাম পালা—আরও ১৫ কিমি ট্রাক বা বাসে তাকলাকোট পৌছান একই দিনে। তাকলাকোট থেকে বাসে ২টি পৃথক পথে ৯০ কিমি দূরের তারচেন পৌছে কৈলাস; বা ৪০ কিমি দূরের হোরে পৌছে মানস সরোবর পরিক্রমার ব্যবস্থা। তাকলাকোটে আধুনিকতাও পৌছেছে, বিজলীবাতিও জ্বলছে জেনারেটর চালিয়ে। আর চলছে জিপ, ট্রাক ও বাস তাকলাকোটে। ৪৫৫০ মি উঁচুতে মানস সরোবর পরিক্রমায় ৪ দিনে ৭০ কিমি ও সম উঁচুতে কৈলাস পরিক্রমায় ৩ দিনে ৫৫ কিমি পায়ে হাঁটতে

হয। খুবই কষ্টসাধ্য এই পবিক্রমা। তবে, ইয়াক ও ঘোড়া মেলে পৃথক মূল্যে। ৬২০০ মি উঁচুতে দোলমা পাসও পেরুতে হয় কৈলাস পবিক্রমাব দ্বিতীয দিনে। তাকলাকোটে আহাব মিললেও পবিক্রমা পথে আহার নিজ ব্যবস্থায়। তবে, ফুয়েল ও ইউটেনসিল মেলে। তাবচেন থেকে হোবে (কৈলাস থেকে মানসেব ট্রেক পযেন্ট) ৪০ কিমি পথে বাস যাচ্ছে যাত্রী নিয়ে। দিন সাতেকে পবিক্রমা সেবে বাসে তাকলাকোট অর্থাৎ গৃহপানে ফিরুন। সময় কবে খেচবনাথ মনাস্ট্রিটিও দেখে নেওয়া যায় তাকলাকোটে।

তেমনই নানান ট্রাভেল এজেন্ট মে ও সেপ্টেম্বব মাসে কলকাতা থেকে কাঠমাণ্ডু হয়ে প্যাকেজ ট্যুবে কৈলাস ও মানস সবোবব যাচ্ছে যাত্রী নিযে। এপথে হাঁটাব কোন ঝক্কি নেই। কাঠমাণ্ডু থেকে বানেপা-ধুলিখেল-বাবাবিসে-তাতোপানি হযে ১১২ কিমি দূবে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে কোডাবি। ফ্রেণ্ডশিপ ব্রিজে ভোটকোশী নদী পেবিয়ে তিব্বত তথা চীন। গাডিতে নো-ম্যানস ল্যান্ড পেবিযে ৯ কিমি গিযে ঝাংমু থেকে ল্যান্ডক্রুজাবে ৪ দিনে কৈলাস ও মানস। এপথে ১ম বাত ১২৫০০ ফুট উঁচু নিযালমে, ২য বাত সাগায, ৩য বাত পাবিযাং, ৪র্থ বাত ৮১৭ কিমি দূবেব মাযুম লা য। হোটেল মেলে ঝাংমুতে। তবে, এপথে নৈসর্গিক শোভাব ঘাটতি ঘটে—ন্যাডা পাহাড, গাছপালাব অভাব তিব্বতেব পাহাডে। অক্সিজেনেবও তাই ঘাটতি ঘটে। উচ্চতা হেতু—বমি, মাথাব যন্ত্রণা, খিদে বা ঘুম না হওযা অতি সাধাবণ হলেও শ্বাসকষ্ট বক্তচাপ, মুত্রাশযেব ব্যধিতে একান্তই উচিত হবে ডাক্তাবি পবামর্শ মত ঔষধ সঙ্গে নেওযা। তবুও যেন উচিত হবে শেষ ত্রযীতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেব ৭০০০ ফুটেব নিচুতে নেমে চলা। পথও চলে ১২ থেকে ১৭ হাজাব ফুট উঁচু দিযে। আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট লাগে এপথে। বিশেষ পাবমিটও লাগে তিব্বত যেতে। দলবদ্ধ হযে, চীনা লিয়াজঁ অফিসাব সঙ্গে নিযে যাবাব বিশেষ পাবমিট মেলে চীনা দূতাবাস থেকে। ল্যান্ডক্রুজাব, তাঁবু, বান্নাব গ্যাস, অক্সিজেন, মালবাহী ট্রাক, আহার্য সবেবই ব্যবস্থা কবেন লাসা থেকে আসা লিযাজঁ অফিসাব তথা পাহাবাদাব। কম বেশি ৬০ হাজাব টাকা খবচ পডে এপথে। City Line Travels, P 188/1 C CIT Scheme 7m Calcutta 700067, ✆ 377210-কে যোগাযোগ কবা যেতে পাবে এদেব প্যাকেজে যেতে। Delhi-Manali-Leh-Terchen হযেও ভাবত থেকে নবতম পথে কৈলাস ও মানস যাত্রাব প্রস্তুতি চলছে। এপথেও হাঁটায কোন ঝক্কি নেই।
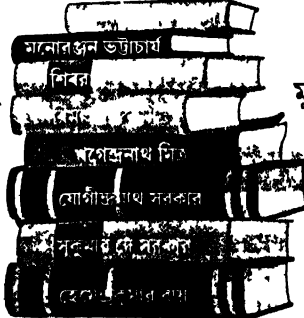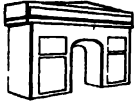
ইয়ুথ হোস্টেল

জন্ম যদিও জার্মানীতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তবে আজ সারা বিশ্বেই প্রসার পেয়েছে ইয়ুথ হোস্টেল অর্থাৎ যুব হোস্টেল। উদ্দেশ্য এর মহৎ—অল্প খরচে দেশকে জানো। নামে ইয়ুথ হলেও সদস্যপদ এর সব বয়সের সবার জন্যে। বয়স যাদের ১৮-র কম, তাদের সদস্য চাঁদা ১০৲। আর ১৮-র উপর যাদের বয়স তাদের সদস্য চাঁদা ৪০৲। আর আজীবন সদস্য চাঁদা ৭৫০৲। যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও সদস্য পদ নিতে পারে ইয়ুথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া-র। সংগঠনের ক্ষেত্রে সদস্য চাঁদা ১০০৲ করে। ৪টি Leader Card মেলে সংগঠন সদস্যের। প্রতি কার্ডে লিডার ছাড়াও ৪ জন করে ছাত্র অর্থাৎ ৫ জনের সুযোগ মেলে সংগঠন সদস্যে।

ভারতে ইয়ুথ হোস্টেলের শাখা হয়েছে—**Port Blair, Naharlagan, New Delhi, Panaji, Vadodara, Gandhinagar, Ambala, Panchkula, Pipli, Dalhousie, Patnitop, Sreenagar, Leh, Jog, Mysore, Kochi, Tiruvananthpuram, Vellanad, Bhopal, Raipur, Aurangabad, Imphal, Shillong, Gopalpur-on-Sea, Puri, Pondicherry, Ropar, Jodhpur, Kankroli, Namchi, Chennai, Agra, Nainital, Darjeeling**-এ। এদের বুকিং-এর জন্য সরাসরি Warden-কে লেখা যেতে পারে। চার্জ অতি সাধারণ—১০ থেকে ২২ টাকার মধ্যে প্রতি জনা।

সদস্যপদের জন্য মূল দপ্তরে লিখুন : **National Secretary, Youth Hostel Association of India, 5 Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.**

এদের পশ্চিমবঙ্গ দপ্তর : **Youth Hostel Association of India, Netaji Indoor Stadium, Room No. 17, Calcutta-700 001**-এ। সোম, বুধ, শুক্রবার ১৭-৩০—১৯-০০টায় দপ্তর খোলা এদের।

আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসেস-এর ইয়ুথ হোস্টেলগুলিতে সদস্য না হয়েও জায়গা মেলে—সমতল ৫৲ পাহাড়ে ১০৲ হারে বেড, বিশেষ বিশেষ আবাসে ঘরেরও ব্যবস্থা মেলে। অবু : যুব কল্যাণ অধিকর্তা, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর, **32/1, B B D Bag, 2nd Flr, opp Telephone Bhawan, Calcutta-700 001, ✆ 248 0626.** এদের হোস্টেল রয়েছে—মুকুটমণিপুর [৩৩], মাইথন [২৪], দুর্গাপুর [২৪], বোলপুর [৮], মসানজোড় [৩২], দীঘা [৫০], শিলিগুড়ি [৩০], কালিম্পং [২৫], দার্জিলিং-স্টেশন [২২], দার্জিলিং-রয়ভিলা [৩০], গঙ্গাসাগর [৫০], বক্রেশ্বর [৭০], লালবাগ [৫০], মালদহ [৫০], রাজ্য যুব কেন্দ্র কলকাতা [৭০], যুবভারতী-বিধাননগর [১৭৪], পুরী [৩০], রাজগীর [২২], চেন্নাই নগরীতে যুব আবাস গড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসেস। শীতাতপ ও সাধারণ ঘর মেলে চেন্নাই ইয়ুথ হোস্টেলে। বেড ১০৲ A/c D ১০০৲ করে। সেন্ট্রাল থেকে ৩ কিমি দূরে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের কাছে এই যুব আবাস। [বন্ধনীর মধ্যে শয্যা সংখ্যা।]

YMCA/YWCA

ইংল্যান্ডে জাত আর এক আন্তর্জাতিক সংস্থা YMCA ও YWCA বিশ্বের ৯৭টি দেশে তার সভ্যদের স্বল্প ব্যয়ে থাকা ও আহার্যের ব্যবস্থা গড়েছে Tourist Hostel করে। ভারত রাষ্ট্রেও এদের বহুমুখী কর্মপ্রণালীর ৪৩০টি সংগঠন সক্রিয়। ৪০টি Tourist Hostel-ও হয়েছে ভারতের নানান শহরে। নামে Young Men/Women Christian Association হলেও সাময়িক সদস্য পদ নিয়ে যে কোনও বর্ণের যে কোনও ধর্মের বিশ্ব-মানবের কাছেই দ্বার এর অবারিত। এমনকি এদের ১৮৬০০ সভ্যের মধ্যে খ্রিস্টান নন তেমন সদস্য ১৬০০০। এদেরও ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এদের যে কোনও ট্যুরিস্ট হোস্টেলেই সাময়িক সদস্য ভুক্তির ব্যবস্থা মেলে।

ভারত ভ্রমণে যানবাহন

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার ইংল্যান্ডে ১৮১৪য় জর্জ স্টিফেনসনের হাতে হলেও ভারতে রেলের সূচনা ১৮৫৩র ১৬ই এপ্রিল অধুনা মুম্বাই থেকে ৩৫ কিমি দূরের থানের মাঝে। আর কলকাতায় রেল চলে ১৮৫৪র ১৫ই আগস্ট হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত।

ভারত রাষ্ট্রে ভারতীয় রেল মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ভ্রমণে আজ। এশিয়ার বৃহত্তম আর বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রেলও ভারতীয় রেল। ১৬২৪১২১ কর্মী নিয়োগে বিশ্বে প্রথম স্থান ভারতীয় রেলের। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, ডিগবয় থেকে ডেলওয়াদা—৬২০০০ কিমি রেলপথে ৭০০০ স্টেশন; ১১০০০ রেলগাড়ি প্রতিদিন ১ কোটি যাত্রী আনা-নেওয়া করে। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ১০টি জোনে বিভক্ত এই ভারতীয় রেল। রেলও যাচ্ছে নানানধর্মী—ব্রডগেজ (1676 mm), মিটারগেজ (1000 mm), ন্যারোগেজ (762 mm)। ট্রেনেরও রকমভেদ উল্লেখ্য : দ্রুততম (ঘণ্টায় ১৪০ কিমি) ট্রেন শতাব্দী এক্স। গতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে ১৯৯২-এ প্রবর্তিত, ইউনিগেজ প্রকল্পে ভারতীয় রেলে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে নানান। সারা দেশ জুড়ে গেজ রূপান্তর অর্থাৎ ব্রডগেজ রুটের মাধ্যমে এক সূত্রে গাঁথার বিপ্লব ঘটে চলেছে। ইতিমধ্যেই ৫০০০ কিমি রেলের রূপান্তরও ঘটেছে মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে।

আরও উল্লেখ্য একক বৃহত্তম রেল ৭৬০ কিমি দীর্ঘ কোঙ্কন রেলওয়ে জানুয়ারির ২৬, ১৯৯৮চালু হতে চলেছে পশ্চিমঘাট পর্বতকে বিদীর্ণ করে ব্রডগেজে গোয়া রাজ্যের মারগাঁও হয়ে ম্যাঙ্গালোর থেকে মুম্বাই। আর শতাব্দী চলছে নিউ দিল্লী-ভূপাল, নিউ দিল্লী-লক্ষ্ণৌ, নিউ দিল্লী-কালকা,মুম্বাই সেন্ট্রাল-আমেদাবাদ, চেন্নাই-মহীশূর, নিউ দিল্লী-চণ্ডীগড়, নিউ দিল্লী-অমৃতসর, নিউ দিল্লী-আজমের, নিউ দিল্লী-দেরাদুন, ব্যাঙ্গালোর-হুবলি, চেন্নাই-কোয়েম্বাটুর, হাওড়া-বোকারো, হাওড়া-রাউরকেলা—১৩ জোড়া পৃথক রুটে।

আর শীতাতপ রাজধানী এক্স সংযোগ গড়েছে নিউ দিল্লীর সাথে—হাওড়া থেকে প্রতিদিন, মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে প্রতিদিন ১ জোড়া, আর জম্মু, তিরুভনন্তপুরম, পাটনা, হায়দ্রাবাদ, ডিব্রুগড়, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই , ব্যাঙ্গালোর ও আমেদাবাদ থেকে সপ্তাহের নানান দিনে। তেমনই ইন্টারসিটি এক্স যাচ্ছে দিল্লী-জয়পুর, জয়পুর-বিকানীর, জয়পুর-যোধপুর, গুয়াহাটি-ডিব্রুগড়, ছাড়াও নানান। ঝাঁকুনিহীন শতাব্দী ও রাজধানী দুইয়েরই ভাড়ায় আধিক্য লাগলেও পুরো যাত্রাপথে আহার্য নিয়ে ভাড়া এদের। আর চলে দৈনিক প্যাসেঞ্জার, মেল, এক্সপ্রেস, সুপার ফাস্ট ছাড়াও নানানধর্মী ট্রেন ভারত জুড়ে। শ্রেণীতেও রকমভেদ আছে—A/c First Class, A/c 2-Tier Sleeper, A/c 3-Tier Sleeper, A/c Chair Car, First Class, Sleeper Class, Second Class. তবুও যেন অক্টোবর থেকে মার্চের প্রতি বুধবার ভারতীয় রেল ও রাজস্থান পর্যটন উন্নয়ন নিগমের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Palace on wheels প্যাকেজ ট্যুরে জয়পুর-চিতোরগড়-উদয়পুর-জয়সলমীর-যোধপুর-ভরতপুর-ফতেপুর সিক্রী-আগ্রা-দিল্লী ভ্রমণ বিলাস ও ব্যসনে অনবদ্য। বিদেশী পর্যটকদের কাছে খুবই আদৃত—ভারতীয়রাও অংশ নিতে পারেন প্যালেস অন হুইল ট্যুরে।

বিদেশী বা বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় রেলের আর এক সুযোগ দান Indrail Pass. ইউ এস ডলার বা ব্রিটিশ পাউন্ডে এক বছর আগে থেকে Dhaka, London, New York ছাড়াও নানান দেশে এজেন্টের মাধ্যমে Indrail Pass কিনতে মেলে। ভারতেও নানান রেল দপ্তরে Indrail Pass কেনার ব্যবস্থা মেলে। Indrail Pass যাত্রীদের যে কোনও ট্রেনে যত্রতত্র ভ্রমণের সুযোগও থাকে—চার্জ লাগে না অতিরিক্ত কোন। এমনকি রাজধানী এক্স ও শতাব্দী এক্সে যাত্রাকালে আহার্যও মেলে।

Period of Validity	Fare in US Dollars per Pass					
	A/c First Class		First Class/ A/c 2 Tier-3 Tier-A/c Chair Car		Sleeper Class Second Class (Non A/c)	
	Adult	Child	Adult	Child	Adult	Child
1 day	86	43	39	20	17	9
7 days	300	150	150	75	80	40
15 days	370	185	185	95	90	45
21 days	440	220	220	110	110	50
30 days	550	275	275	140	125	65
60 days	800	400	400	200	185	95
90 days	1060	530	530	265	235	120

আর ভারতীয় যাত্রীরা রেলবোর্ডের নির্বাচিত চক্রপথের রেলরুট ধরে বা নিজের পছন্দ মত চক্ররুট গড়ে হ্রাস মূল্যে সার্কুলার টিকিট করে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে চিফ কমার্সিয়াল সুপারিনটেনডেন্টকে যোগাযোগ করাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষার্থীদের দেশ ভ্রমণে সিঙ্গল ভাড়ায় ডাবল জার্নির ব্যবস্থা মেলে ভারতীয় রেলে। ১৩ থেকে ৩৩ বছরের কমপক্ষে ১০ জনের দলে ১০০০ কিমির অধিক দূরত্বের ভ্রমণে এই সুযোগ মেলে। সংশ্লিষ্ট প্রধানের মাধ্যমে রেল দপ্তরে আবেদন করতে হয়। শিক্ষকদের জন্যও এই বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তেমনই প্রতিবন্ধী, নানানধর্মী রুগীদের ক্ষেত্রে ৫০—৭৫% ছাড় মেলে কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আর ৬৫ বা তভোধিক বয়সের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ৫০০ কিমির অধিক যাত্রায় ২৫% বয়স্ক-ছাড় পেয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে স্টেশন মাস্টারকে যোগাযোগ করা উচিত হবে।

শতাব্দী এক্সপ্রেসে ভাড়া :

নতুন দিল্লী থেকে	A/c 3-Tier	A/c Chair Car	A/c First Class
আগ্রা ক্যান্ট		৩০৫.০০	৫৮৫.০০
গোয়ালিয়র		৩৮৫.০০	৭৫৫.০০
ঝাঁসী		৪৩৫.০০	৮৭০.০০
ভূপাল		৬৫০.০০	১৩৭০.০০
কানপুর সেন্ট্রাল		৪৫৫.০০	৮৯৫.০০
লক্ষ্মৌ		৪৯৫.০০	৯৯০.০০
অমৃতসর		৪৬৫.০০	৯২৫.০০
জলন্ধর সিটি		৪১০.০০	৮১৫.০০
আম্বালা		২৯৭.০০	৫৯০.০০
চণ্ডীগড়		৩৩০.০০	৬৫৫.০০
কালকা		৩৫৫.০০	৭১৫.০০
দেরাদুন		৩৮৫.০০	৭৫৫.০০
হরিদ্বার		৩৬৫.০০	৬৯৫.০০
জয়পুর		৩৮৫.০০	৭৫৫.০০
আজমের		৪৮০.০০	৯৩৫.০০
মোরাদাবাদ		২৬৫.০০	৫০০.০০
কাঠগোদাম		৩৬৫.০০	৭১০.০০
হালদুয়ানি		৩৬৫.০০	৭১০.০০
নিউ দিল্লী থেকে দিল্লী ক্যান্ট		৩০৫.০০	৫৮৫.০০
হাওড়া থেকে			
খড়্গপুর		২৩৫.০০	৪৪০.০০
বোকারো স্টিল সিটি		৩৮০.০০	
ধানবাদ		৩৪৫.০০	
দুর্গাপুর		২৪০.০০	
রাউরকেলা		৪৬৫.০০	৯১০.০০
টাটানগর		৩৩৫.০০	৬৪৫.০০
চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে			
সালেম		৩৮০.০০	
কোয়েম্বাটুর		৫২০.০০	
ব্যাঙ্গালোর		৪১০.০০	৮১৫.০০
মহীশূর		৪৭৫.০০	৯৫৫.০০
মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে			
আমেদাবাদ		৪৭৫.০০	৯৫৫.০০
ভাদোদরা		৪২০.০০	৮৪০.০০
(ছ শি টা) পুনে		২৭৫.০০	৫৩৫.০০
ব্যাঙ্গালোর থেকে			
মহীশূর		২০৫.০০	৪০৫.০০
চেন্নাই		৪১০.০০	৮১৫.০০
সেকেন্দ্রাবাদ	৮৩০.০০	১২৩৫.০০	২২৭০.০০

রাজধানী এক্সপ্রেসে ভাড়া :

নতুন দিল্লী থেকে	A/c Chair Car	A/c 3-Tier	A/c 2-Tier	A/c First Class
হাওড়া ভায়া পাটনা		১১৪৫.০০	১৯০৫.০০	৩৩১০.০০
হাওড়া ভায়া গয়া		১১২০.০০	১৮২৫.০০	৩১৮৫.০০
মোগলসরাই		৭৮৫.০০	১১৯০.০০	২২১০.০০
এলাহাবাদ		৭২০.০০	১০৭৫.০০	১৯১০.০০
কানপুর		৬২০.০০	৮৬০.০০	১৪৯০.০০
নিউ জলপাইগুড়ি		১২২৫.০০	১৯৭০.০০	৩৪৪০.০০
ভুবনেশ্বর ভায়া ধানবাদ		১২৯০.০০	২২০৫.০০	৩৮৯৫.০০
গুয়াহাটি		১৩৭৫.০০	২৩০০.০০	৪১০০.০০
পাটনা		৯২৫.০০	১৩৯৫.০০	৪১০০.০০
বারাণসী		৭৬৫.০০	১১৭০.০০	২১৮৫.০০
মুম্বাই (ছ শি টা)	৯১০.০০	১১০০.০০	১৫৮০.০০	৩১২০.০০
মুম্বাই থেকে				
কোটা	৭২০.০০	৮৭০.০০	১২৯৫.০০	২৪৮০.০০
ভাদোদরা	৪৬০.০০	৫৭৫.০০	৮১০.০০	১৩৯০.০০
সুরাট	৩৮০.০০	৪৬০.০০	৬৭০.০০	১০৮০.০০
হজরত নিজামুদ্দিন থেকে				
ব্যাঙ্গালোর		১৬০০.০০	২৫১০.০০	৪৬৩৫.০০
ভূপাল	৬১৫.০০	৭৮০.০০	১১৫৫.০০	২০৮০.০০
নাগপুর	৩৮০.০০	৯৫০.০০	১৪৫৫.০০	২৭১০.০০
সেকেন্দ্রাবাদ		১২০০.০০	২০২৫.০০	৩৪৮০.০০
এর্নাকুলম		১৮২৫.০০	২৭৩০.০০	৫৩২০.০০
তিরুভনন্তপুরম		১৯২৫.০০	২৯৩০.০০	৫৭০৫.০০
জম্মু তাওয়াই		৬৯৫.০০	১০০৫.০০	১৭৬০.০০
হাওড়া থেকে				
পাটনা		৬৮৫.০০	৯৮০.০০	১৬৯০.০০
এলাহাবাদ		৮২০.০০	১২৪০.০০	২৩৮০.০০
ধানবাদ		৪৬০.০০	৬৭০.০০	১০৮০.০০
গয়া		৬৩৫.০০	৮৯০.০০	১৫৪০.০০
মধুপুর		৪৮০.০০	৭০০.০০	১১৪৫.০০
মোগলসরাই		৭৪০.০০	১১১০.০০	১৯৬৫.০০
ভুবনেশ্বর থেকে				
হাওড়া		৬২০.০০	৮৬০.০০	১৪৯০.০০
আসানসোল		৮০০.০০	১১৪৫.০০	২০৩৫.০০
নতুন দিল্লী		১২৯০.০০	২২০৫.০০	৩৮৯৫.০০
চেন্নাই থেকে				
হজরত নিজামুদ্দিন		১৪৪০.০০	২৩৭৫.০০	৪২৫৫.০০
নাগপুর	৮১৫.০০	৯৫০.০০	১৪৫৫.০০	২৭১০.০০
ভূপাল	৯৭০.০০	১১৫০.০০	১৮৮০.০০	৩২৩০.০০
এর্নাকুলম		৭২৫.০০	১১০০.০০	১৯৮০.০০
গুয়াহাটি থেকে				
নিউ জলপাইগুড়ি		৫৭০.০০	৮১০.০০	১৪০৫.০০
বরাযুনি		৮৬৫.০০	১২৭৫.০০	২০৯০.০০
পাটনা		১০১০.০০	১৪২০.০০	২৭১৫.০০

দুটি ট্রেনেই চলার পথের আহার্য নিয়ে টিকিট মূল্য।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কম্প্যুটার চালিত রিজার্ভেশন আর ১৯৮৮তে নিউ দিল্লী, ১৯৮৯-এ চেন্নাই, ১৯৯০-এ মুম্বাই-এর সঙ্গে নেটওয়ার্কে সংযোগ গড়ে ওঠে কলকাতার। গত কয়েক বছরে লক্ষ্মৌ, ভূপাল, গোরক্ষপুর, পাটনা, ধানবাদ, ভুবনেশ্বর, নিউ জলপাইগুড়ি, গুয়াহাটি, রানীগঞ্জ, বিশাখাপতনম ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। কলকাতা নেটওয়ার্কের আওতাধীনে ২৭টি কম্প্যুটার-চালিত রিজার্ভেশন অফিস চালু। অর্থাৎ নেটওয়ার্কের আওতাধীন যে কোনও স্টেশন থেকেই ৩০৫টি যাতায়াতকারী ট্রেনের (রিটার্ন ও অনওয়ার্ড) রিজার্ভেশন ৬০ দিন আগেই বুকিং-এর ব্যবস্থা মেলে। তিন শতাধিক কম্প্যুটারাইজড বুকিং কাউন্টার— নিউ কয়লাঘাট (১৪ স্ট্র্যান্ড রোড), ওল্ড কয়লাঘাট (জি পি ও-র পাশে), ফেয়ারলি প্লেস, শিয়ালদহ স্টেশন, হাওড়া

ভারতীয় রেলের যাত্রীভাড়া

দূরত্ব কিলোমিটার	শীতাতপ প্রথম শ্রেণী	শীতাতপ স্লিপার	প্রথম শ্রেণী	শীতাতপ থ্রি টিয়ার	শীতাতপ চেয়াব কার	স্লিপার ক্লাশ	দ্বিতীয় শ্রেণী মেল/এক্স	দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ
১০	১৯৪.০০	১৪৬.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৬৬.০০	১০.০০	২.০০
২৫	১৯৪.০০	১৪৬.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৬৬.০০	১৩.০০	৪.০০
৫০	২২৬.০০	২০৩.০০	১০২.০০	৯৯.০০	৮০.০০	৬৬.০০	১৭.০০	৯.০০
১০০	৩৬২.০০	২৬২.০০	১৫০.০০	১১৮.০০	৯৪.০০	৬৬.০০	২৭.০০	১৪.০০
১৫০	৪৪৪.০০	৩১৭.০০	২০০.০০	১৬৩.০০	১৩০.০০	৬৬.০০	৩৮.০০	২২.০০
২০০	৫৪৫.০০	৩৭০.০০	২৪৬.০০	১৯০.০০	১৫১.০০	৬৬.০০	৪৯.০০	২৬.০০
২৫০	৬৫৮.০০	৪২৯.০০	২৯৩.০০	২৩৫.০০	১৮৭.০০	৮০.০০	৫৭.০০	৩২.০০
৩০০	৭৬৩.০০	৪৮৩.০০	৩৪১.০০	২৬৩.০০	২১১.০০	৯৫.০০	৬৮ ০০	৩৬.০০
৪০০	৯৭৬ ০০	৫৯৩.০০	৪০৫.০০	৩২২.০০	২৫৭.০০	১১৯.০০	৮৫.০০	৪৩.০০
৫০০	১১৫৩.০০	৬৭৪.০০	৫১১.০০	৩৭৯.০০	৩০০.০০	১৪২.০০	১০২.০০	৫০.০০
৬০০	১৩২৩.০০	৭৯২.০০	৫৮১.০০	৪২৮.০০	৩৪৩.০০	১৬৩.০০	১১৭.০০	৫৪.০০
৭০০	১৪৯২.০০	৮৭১.০০	৬৫৭.০০	৪৭৮.০০	৩৮২.০০	১৮১.০০	১৩০.০০	৫৯.০০
১০০০	১৮৮৫.০০	১০৬৭.০০	৮৩২.০০	৫৭৮.০০	৪৬২.০০	২৩০.০০	১৬৬.০০	৭২.০০
১৫০০	২৫৪৮.০০	১৪১০.০০	১১১৬.০০	৭৭৩.০০	৬১৮.০০	২৮৬ ০০	২০৭.০০	৮৯.০০
২০০০	৩১৬৬.০০	১৬৯১.০০	১৩৮৫.০০	৯৩৮.০০	৭৫০.০০	৩২৫.০০	২৩৫.০০	১০৬.০০
২৫০০	৩৭৮৬ ০০	১৯৪০.০০	১৬৫৬.০০	১১০৮.০০	৮৮৬.০০	৩৬৪.০০	২৬৩.০০	১২২.০০
৩০০০	৪৪০৭.০০	২১৮২.০০	১৯২৩.০০	১২৭১.০০	১০১৭.০০	৪০৭.০০	২৯৪.০০	১৩৯.০০
৫০০০	৬৮৮১.০০	৩১৬১.০০	৩০০৫.০০	১৯৪১.০০	১৫৫৩.০০	৫৫৬.০০	৪০২.০০	২০৫.০০

স্টেশন, দমদম জংশন, সল্টলেক, চৌরঙ্গি, শেওড়াফুলি, যাদবপুর, বাগবাজার, মাঝেরহাট, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, বালি থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট তথা রিজার্ভেশন ৬০ দিন আগে থেকে মেলে। ফরেন ট্যুরিস্ট রেলওয়ে বুকিং অফিস বসেছে বি বা দী বাগের অদূরে ৬ ফেয়ারলি প্লেসে। কম্প্যুটারাইজড বুকিং-এ ট্যুরিস্ট কোটা মেলে। এয়ার পোর্টেও এয়ার ট্রাভেলার্স কোটা নিয়ে রেলের রিজার্ভেশন ডেস্ক বসেছে। বুকিং সময় : সোম থেকে শনিবার ৯—১৩-০০, ১৩-৩০—১৬-০০; রবিবার ৯—১৪-০০টায়। বুকিং কম্প্যুটারাইজড হওয়ায় অতীতের কোটা প্রথারও রদ হয়েছে। বুকিং তথ্যের জন্য—কলকাতায় ✆ ১৩৬/মুম্বাই ✆ ১৩১, ১৩৫, ২০৯৫৯৫৯/দিল্লী ✆ ১৩৩০ (Eng). ১৩৩৫ (Hindi). ৩৩৪৮৬৮৬/চেন্নাই ✆ ১৩৬১ (Eng). ১৩৬২ (Hindi); আর ট্রেনের চলাচল—কলকাতায় ✆ ১৩১, ১৩৩১/মুম্বাই ✆ ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ২৬৫৬৫৬৫/ দিল্লী ✆ ১৩১, ১৩৩০ (Eng), ১৩৩৫ (Hindi)/চেন্নাই ✆ ১৩১, ১৩৩। তেমনই বুকিং তথ্য মেলে কলকাতায় ✆ ২২০৩৫৩৫/২২০৩৫৩৮ রাউন্ড দি ক্লক; বা ২৪৮০৩৭০/২৪৮০৩৭১/২৪৮০৩৭২/২৪৮০৩৭৩/২৪৮০৩৭৪/ ২৪৮০৩৭৫/২৪৮০৩৭৬; বা হাওড়া স্টেশনে অটো অ্যানাউন্সিং: ✆ ৬৬০৩৫৪২, ৬৬০২৫৮১, ৬৬০৫৮৮৬/ নিউ কমপ্লেক্স ✆ ৬৬০২২১৭; ব্যক্তিদ্বারা চালিত : ৬৬০৩৫৪৪, ৬৬০৭৪১৪, ৬৬০৭৪১০ ডায়াল করুন।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের বুকিং মেসেজ রিকোয়েস্ট দ্রুততর পদ্ধতিতে পাঠানো হচ্ছে—উত্তরও মেলে যথাসত্বর। এমনকি কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া নানান ট্রেনে ফেরার পথেও সংরক্ষিত আসন বা টিয়ারের কোটা থাকে। ফেরার পথে বুকিং সুযোগও মেলে কম্প্যুটারাইজড বুকিং কাউন্টার থেকে।

রেল যাত্রীরা স্লিপার ক্লাশে টিয়ার বা সংরক্ষিত সিটের জন্য সারা পথের অগ্রিম বুক করতে পারেন। ৬০ দিন আগে থেকেই একই যাত্রায় থ্রু টিকিটের টিয়ার (২১—৬-০০টা) টেলিগ্রাফিক বার্তা পাঠিয়ে বুক করা যেতে পারে। তবে গরীব নওয়াজ, শতাব্দী এক্স, তাজ এক্স, গোমতী এক্স, পিঙ্ক সিটি, শানে পাঞ্জাব, হিমালয়ান কুইন—এদের বুকিং ১৫ দিন আগে থেকে মেলে। আর বিদেশীদের ৩৬০ দিন আগেই বুকিং মেলে। আর উদ্যোগ চলছে বিশেষ বিশেষ ট্রেনে সার-চার্জের বিনিময়ে তাৎক্ষণিক রিজার্ভেশন প্রথার।

বুকিং কম্প্যুটারাইজড হওয়ায় প্রতিটি এক্স ও মেল ট্রেনের নম্বর গাণিতিক-৪ অঙ্কে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন অতীতের A/c 81 UP নম্বরের বদল ঘটে নতুন করে হয়েছে 2381 Purba Exp. তেমনই রিজার্ভেশন স্লিপে ট্রেনের নম্বর লেখা বাধ্যতামূলক।

টিকিট রিফাণ্ড অর্থাৎ যাত্রার ১-এর অধিক দিন আগে পর্যন্ত স্লিপার ক্লাশে ২০, শীতাতপ ১ম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৫০, ১ম শ্রেণী-শীতাতপ 2 Tier-শীতাতপ 3 Tier-শীতাতপ চেয়ার কারে ৩০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী ১০; ১ দিনের কম থেকে ট্রেন ছাড়ার ৪ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত ২৫%; ৪ ঘণ্টার কম থেকে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার ৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০% ছাড় যাবে। প্রতি আগস্টমাসে ট্রেনের সময়েও পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে রেল বোর্ড।

Important Telephone Numbers :

Indian Airlines	
39 Chittaranjan Avenue, Calcutta, PC-700012, Main Booking	✆ 264433, 260870, 2204433
Airport	✆ 5529434, 140
Recorded Information	✆ 5529433
Flight Information	142 Arr/143 Dep
Great Eastern Hotel	✆ 2480073
Hindusthan Hotel	✆ 2476606
Delhi Main Booking	✆ 4620566/141
Airport	✆ 3295166/140/142 Arr/143 Dep
A. Asaf Ali Rd	✆ 3274609
Ashok Hotel	✆ 600121
Connaught Place	✆ 3310517
Parliament Street	✆ 3719168
Mumbai Main Booking	
Nariman Point	✆ 2023031/2023131
Airport	✆ 6112850/140
Tele check-in	✆ 6117983/142 Arr/143 Dep
Kala Ghoda	✆ 2023031
Chennai Main Booking	
Marshalls Road	✆ 8553039/141
Airport	✆ 2343131/140
Tele check-in	✆ 2348483
Flight Information	✆ 8555204/142
Broadway	✆ 583321
Mylapore	✆ 8279799
T. Nagar	✆ 4347555
Bangalore Booking Office	✆ 2211914/141
Airport	✆ 5266233/140/142
Hyderabad Booking Office	✆ 599333
Airport	✆ 140
Jet Airways	
Calcutta, Chitrakoot Bldg, 230/A, A J C Bose Rd, Calcutta-700020	✆ 2408192 / 2408079
Mumbai	✆ 8215080
City Office : B-1, Amarchand Mansion, Madame Cama Rd, Mumbai-400029	✆ 2855788
Delhi	✆ 3724727
Chennai	✆ 8257914
Bagdogra	✆ 26425/21727
Goa	✆ 221472/221476
Guwahati	✆ 540061/540666
NEPC Airlines	
Calcutta	✆ 292471/291004
Mumbai	✆ 6107068
Bangalore	✆ 5585678/5596653
Bhubaneswar	✆ 413612
Chennai	✆ 458650/4344580
Jet Airlines	
Calcutta	✆ 2408192
Airport	✆ 5528836
Mumbai	✆ 8386111
Airport	✆ 2855788
Bagdogra	✆ 431130
Ahmedabad	✆ 467886
Bangalore	✆ 5586977/5261926
Kochi	✆ 369879
Coimbatore	✆ 212034
Delhi	✆ 3739920
Airport	✆ 3295404
Chennai	✆ 8555353
Airport	✆ 2340215
Calicut	✆ 355653
Damania Airways	
Calcutta	✆ 4759652/4757090
Delhi	✆ 3322525/3324510
Guwahati	✆ 560765/566093
Chennai	✆ 4344580/458650
Mumbai	✆ 6102525/6104671
Pune	✆ 637441/442
Bangalore	✆ 5588866
Goa	✆ 229233/229235
East-West Airlines	
Delhi	✆ 3716138-40
Mumbai	✆ 2620646
Chennai	✆ 477007
Calcutta	✆ 7451791/5180
Archana Airways	
41/A. Friends Colony East, Mathura Rd. New Delhi-110005,	✆ 6847760/ 6842001/638197
Delta Airlines	
Calcutta	✆ 2475008/8140
Sahara-India Airlines	
Calcutta	✆ 2477062
Modiluft	
98, Nehru Palace, New Delhi-110019	✆ 6447819
Delhi City	✆ 6449266
Mumbai	✆ 2045141
Jammu	✆ 43674
Calcutta, 2 Russel St,	✆ 298437/8438
Jagson Airlines Ltd	
6 Pearey Lal Building (2nd Floor) 42 Janpath, ND-110001	✆ 3718059

স্লিপার ক্লাশের বার্থ যাত্রীদের রেল স্টেশনে আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুম ব্যবহারের অধিকার মিলেছে। তবে, নানান জংসন স্টেশনে টিয়ার যাত্রীদের পৃথকভাবে ওয়েটিং রুম হয়েছে। আর রয়েছে রেল যাত্রীদের ২৪ ঘণ্টার বিশ্রামের জন্য রিটায়ারিং রুম—ঘর ও ডর্মিটরি প্রথায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রায় ৩৫ কেজি, স্লিপার ক্লাশে ৪০ কেজি, শীতাতপ 3 Tier-শীতাতপ চেয়ার কারে ৪০ কেজি, প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর শীতাতপ টিয়ারে ৫০ কেজি, শীতাতপ প্রথম শ্রেণীতে ৭০ কেজি আর হাফ টিকিটের ক্ষেত্রে আধা পরিমাণ লাগেজ বহণের অধিকারী প্রত্যেক যাত্রী। উল্লিখিত পরিমাণে আধিক্য ঘটলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। তবে সর্বমোট যথাক্রমে ১০৫, ১২০, ১২০, ১৫০, ২২০ কেজি লাগেজ বহন করতে পারেন রেল যাত্রায়।

রেলের ক্লোক রুম অর্থাৎ লেফট লাগেজে লাগেজ রাখতে হলে প্রতিটি লাগেজে তালা লাগানো বাধ্যতামূলক।

সারা ভারতেই রেলে আজ বিপ্লব এসেছে। মিটারগেজ রেল রূপান্তরিত হচ্ছে ব্রডগেজে। কলকাতা থেকে নবপ্রবর্তিত ২টি ট্রেন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হাওড়া থেকে কুমায়ুন পাহাড়ের যাত্রী নিয়ে সরাসরি ট্রেন যাচ্ছে গোরক্ষপুর-লক্ষ্ণৌ-বেরিলি হয়ে 3019 হাওড়া-কাঠগোদাম এক্স। আর হাওড়া থেকেই মধুপুর-পাটনা-মোগলসরাই-এলাহাবাদ-তুণ্ডলা-আগ্রা ফোর্ট-সওয়াই মাধোপুর-জয়পুর হয়ে যাচ্ছে 2307 হাওড়া-যোধপুর এক্স। এমনকি ২টি স্লিপার ক্লাশ বগি যাচ্ছে হাওড়া-যোধপুর

এক্সের সাথে জুড়ে মেরতা রোডে পৃথক হয়ে বিকানীরে। সরাসরি যাত্রায় সময়ে সাশ্রয় না মিললেও ট্রেন বদলের ঝক্কি থেকে অব্যাহতি মেলে। I 448 শক্তিপুঞ্জ এক্সের যাত্রাপথও দীর্ঘায়িত হয়ে হাওড়া থেকে জব্বলপুর যাচ্ছে। নেপাল ভ্রমণার্থীদের নিয়েও রেল যাচ্ছে হাওড়া থেকে রক্সৌল 3021 মিথিলা এক্স। আর নবতম সাপ্তাহিক রাজধানী এক্স সার্ভিস গড়েছে আমেদাবাদ ও নতুন দিল্লীর মাঝে। তেমনই ভারতীয় রেলের ব্যবস্থাপনায় দিল্লী-মুম্বাই-চেন্নাই-কলকাতা এই চার মহানগরী থেকে সপ্তাহান্তিক ভ্রমণের ব্যবস্থা হতে চলেছে। যাতায়াত-থাকা-আহার জুড়ে টিকিট এই সফরসূচীর।

দূরপাল্লার সুপার ফাস্ট ট্রেনে ডাইনিং কার আর অন্যান্য ট্রেনে প্যান্ট্রী কারের ব্যবস্থা থাকে। নির্বাচিত মেনু বা A la Carte অর্থাৎ পছন্দমত মেনুর খাবার মিলবে। প্যান্ট্রী কারবিহীন গাড়িগুলিতেও অর্ডার মত খাবার দেওয়ার প্রথা চালু আছে। জনতা মিল ৪/ ক্যাসারোল ৮, ক্যাসারোল ভেজ মিল ১৬/১৮, স্ট্যান্ডার্ড নন ভেজ মিল ১৮/১৩; ব্রেক ফাস্ট ১০/১২। প্রতিক্ষেত্রেই সার্ভিস চার্জ ৫০ পয়সা। আর দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক খাবারও মেলে ট্রেনে।

যে কোনও যাত্রী জরুরী ডাক্তারী প্রয়োজনে ট্রেনের গার্ড বা কনডাকটরকে বলুন। পরবর্তী জংশন স্টেশনে রেলের ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা মেলে।

১০০০ কিমি পর্যন্ত দূরত্বের যাত্রীরা ৫০০ কিমি পেরিয়ে সারা পথে এক দফায় ২ দিনের যাত্রা বিরতি করতে পারেন। ১০০০ কিমির অধিক দূরত্বের যাত্রায় ২ দিনের ২টি ব্রেক জার্নি গ্রাহ্য। তবে, রিটার্ন টিকিটের যাত্রীরা কেবল ফেরার পথেই এই সুযোগ নিতে পারেন।

আর লাগে সারচার্জ ভারতীয় রেলের বিশেষ বিশেষ সুপার ফাস্ট ট্রেনে—দ্বিতীয় শ্রেণীতে সিট ৫, স্লিপার ক্লাশ ১০, প্রথম শ্রেণী-শীতাতপ স্লিপার ক্লাশ-শীতাতপ চেয়ার কারে ১৫, শীতাতপ প্রথম শ্রেণীতে ২৫ হারে। এছাড়া লাগে রিজার্ভেশন চার্জ : যথাক্রমে—১০ ১৫ ২০ ৩০ (কম্প্যুটারাইজড) হারে। স্লিপার ক্লাশে ২১—৬-০০টায় শয়নের বার্থেও অতিরিক্ত লাগে : ৫০০ কিমি পর্যন্ত ১৫, ৫০১—১০০০ কিমি ২০, ১০০১ কিমির আধিক্যে ২৫ করে। তেমনই বার্থের অভাব ঘটলে R A C অর্থাৎ Reservation Against Cancellation প্রথায় সীমিত যাত্রীর সিটের ব্যবস্থাসহ যখন বাতিল হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্থ পাবার ব্যবস্থা মেলে।

আর দ্রুততম যাত্রায় আকাশী বিমান ভারতরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি শহরকেই গেঁথে ফেলেছে দৈনন্দিন সার্ভিসে। সময়ে সাশ্রয় ঘটলেও ভাড়ায় আধিক্য লাগে আকাশী বিমানে। বিমান চলছে ভারত সরকারের পরিচালনাধীন Air India, Indian Airlines, সহযোগী Alliance Air ও Vayudoot-এর। বিমান চলছে—এয়ারবাস, বোয়িং, ফকার ছাড়াও নানানধর্মী। হেলিকপ্টার সার্ভিসও সংযোগ গড়েছে ভারতের নানানদিকের। আর চলছে প্রাইভেট বিমান ভারতের আকাশপথে—East-West Airlines, N E P C Airlines, Damania Airways, City Link Service, Modiluft, Jetwings, Archana Airways, Jet Airways, Sahara, Jagson Airlines ছাড়াও নানান সংস্থার। সময়ে তারতম্য না ঘটলেও ভাড়ায় কিছুটা সাশ্রয় মেলে প্রাইভেট বিমানে। এ-ব্যাপারে উচিত হবে স্ব স্ব সংস্থা বা অনুমোদিত যে কোনও Travel Agent-কে যোগাযোগ করা।

আর আঞ্চলিক যান রূপে বাস মাকড়সার জাল বুনেছে সারা ভারত জুড়ে। শুধু অঞ্চলই বা কেন—অঞ্চলের বেড়া ভেঙে প্রতিবেশী রাজ্যেও পৌঁছাচ্ছে বাস। ৬৪টি জাতীয় সড়ক ধরে ৩১৩৯৮ কিমি রাজপথে দিনরাত্রি জুড়ে বাসও চলছে কয়েক সহস্র। তেমনই জাতীয় সড়ক ছাড়াও স্টেট হাইওয়ে তথা গ্রামে গঞ্জেও অবাধ এদের গতি। বাসও চলছে নানানধর্মী—ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, শীতাতপ, ভিডিও ও সাধারণ। তবে রাত্রিকালীন সফরে শয়নের ব্যবস্থার অভাবে পুশ ব্যাক প্রথার আসন আছে তেমন বাসই নির্বাচন করা উচিত হবে। উচিত হবে নৈসর্গিক শোভার পূজারীদের চলার পথে ভিডিও বাস বয়কট করে চলা। ভিডিও-র নিনাদে ভ্রমণ বিরক্তিকর হয়ে ওঠে সময় সময়।

আর রয়েছে জলযান। আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, গোয়া ভ্রমণে জাহাজের আবেদন অদম্য। তেমনই কেরল রাজ্যের ব্যাক ওয়াটারে বোট চলছে যাত্রী নিয়ে। কেরল ভ্রমণে একান্তই উচিত হবে ব্যাকওয়াটারে জলযানের স্বাদ নেওয়া।

IAC বিমানের সার্ভিস ও যাত্রীভাড়া :

কলকাতা থেকে— আগরতলা J Class ২০৮৫/ Y Class ১৪৩০ □ বাগডোগরা ৩৫৪৫/২৪০৫ □ আইজল.../ ২৩৭০ □ জোড়হাট.../ ২৭০০ □ গুয়াহাটি ২৮৯৫/১৯৭০ □ ইম্ফল ৩৪৩০/২৩২৫ □ শিলচর.../২০৮৫ □ তেজপুর.../২২৮৫ □ ডিমাপুর.../২৭০০ □ পোর্ট ব্লেয়ার.../৫৮৫০ □ রাঁচি ২৯০০/১৯৭৫ □ পাটনা ৩৭৯৫/২৫৭০ □ দিল্লী ৭৯৫৫/৫৩৪৫ □ মুম্বাই ৯২১০/৮১৮০ □ চেন্নাই ৯০৩৫/৬০৬০ □ ভুবনেশ্বর ৩৩৪৫/২২৭০ □ আমেদাবাদ ৯২১০/৬১৮০ □ ব্যাঙ্গালোর ১০৬৭৫/৭১৫৫ □ ডিব্রুগড় ৪২৩৫/২৮৬০ হায়দ্রাবাদ ৮৫৯০/৫৭৬৫ □ জয়পুর ৯০০৫/৬০৪৫ □ লক্ষ্ণৌ.../৪২২৫ □ নাগপুর ৬৭১৫/৪৫১৫ □ ঢাকা ২৩৮০/১৮৯৫ □ চট্টগ্রাম ৩০৪০/২৪২০ □ কাঠমাণ্ডু ২৭৭০/২১২৫ □

দিল্লী থেকে— আগ্রা.../১৩১৫ □ জম্মু.../৩১০৫ □ শ্রীনগর ৪৮২৫/৩২৫৫ □ চণ্ডীগড়.../১৮২০ □ লে.../৩১৪০ □ অমৃতসর.../২৫৪৫ □ খাজুরাহো.../২৬১৫ □ বারাণসী ৪৯১০/৩৩১৫ □ মুম্বাই ৬৮৫০/৪৫০৫ □ চেন্নাই

১০৩৭০/৬৯৫৫ ☐ কলকাতা ৭৯৫৫/৫৩৪৫ ☐ ভুবনেশ্বর ৮৬৫৫/৫৮১০ ☐ ব্যাঙ্গালোর ১০২৯০/৬৯০০ ☐ বাগডোগরা ৮২৩৫/৫৫৩০ ☐ গুয়াহাটি ৯৫৬০/৬৪২০ ☐ ইম্ফল ১০৮৫০/৭২৭৫ ☐ ভূপাল.../৩০৬০ ☐ ঔরঙ্গাবাদ.../৪৫১৫ ☐ আমেদাবাদ ৫১৫৫/৩৪৭৫ ☐ গোয়া.../৬৩১৫ ☐ হায়দ্রাবাদ ৮১৩৫/৫৪৭০ ☐ জয়পুর.../১৬০০ ☐ উদয়পুর.../২৭৬০ ☐ গোয়ালিয়র.../১৭৪৫ ☐ ইন্দোর.../৩৫৪৫ ☐ ভাদোদরা.../৪০৬০ ☐ রায়পুর..৫২১০ ☐ পাটনা ৫৬২০/৩৭৮৫ ☐ রাঁচি ৭৪৯০/৫০৪০ ☐ পুনে ৮৩১৫/৫৫৮৫ ☐ নাগপুর.../৩৯৭৫ ☐ লক্ষ্ণৌ.../২৩৫০ ☐ কোচি.../৯০২৫ ☐ তিরুভনন্তপুরম ১৪৪৫৫/৯৬৭৫ ☐ যোধপুর.../২৭৬০ ☐ জয়সলমীর.../৩৮০৫ ☐ কাঠমাণ্ডু ৩৪৯৫/২৬৯০ ☐

মুম্বাই থেকে—গোয়া ৩২১০/২১৮০ ☐ ভাদোদরা ৩০১০/২০৫৫ ☐ ইন্দোর.../২৪০৫ ☐ ঔরঙ্গাবাদ.../১৮৭০ ☐ ব্যাঙ্গালোর ৫৪১৫/৩৬৫০ ☐ চেন্নাই ৬৪৭০/৪৩৫০ ☐ ভূজ.../২৯৭০ ☐ ভূপাল.../৩২৯০ ☐ ভাবনগর ২৭৪৫/১৮৭০ ☐ জামনগর.../২৬৭০ ☐ রাজকোট.../২২০৫ ☐ আমেদাবাদ ৩৩৭৫/২২৯০ ☐ জয়পুর ৬১৩৫/৪১৩০ ☐ দিল্লী ৬৮৫০/৪৬০৫ ☐ লক্ষ্ণৌ ১০০২৫/৬৭২৫ ☐ বারাণসী ৯৪২৫/৬৩২০ ☐ কলকাতা ৯২১০/৬১৮০ ☐ উদয়পুর.../৩২৩০ ☐ নাগপুর ৪৯৭০/৩৩৫৫ ☐ পুত্তাপূর্তি ৫৪৮৫/৩৬৯৫ ☐ হায়দ্রাবাদ ৪৬৬৫/৩১৫০ ☐ গোয়ালিয়র.../৪২৯৫ ☐ মাদুরাই.../৫০৪০ ☐ ম্যাঙ্গালোর.../৩২৫৫ ☐ কোচি.../৪৫২৫ ☐ তিরুভনন্তপুরম ৭৭৪০/৫২০০ ☐ কোয়েম্বাটুর ৫৯৩০/৩৯৯৫ ☐ কালিকট ৬১৩৫/৪১৩০ ☐ যোধপুর.../৩৯৭৫ ☐ ভুবনেশ্বর.../৬৫৬০ ☐ বিশাখাপতনম.../৫১৪৫ ☐ করাচি ৪৫০০/৩৪৫৫ ☐

চেন্নাই থেকে— পোর্টব্লেয়ার.../৫৯২০ ☐ ত্রিচি ২৯০০/১৯৭৫ ☐ ম্যাঙ্গালোর.../২৭৩০ ☐ তিরুপতি.../১০১৫ ☐ পুত্তাপূর্তি ২৮০৫/১৯০৫ ☐ মাদুরাই.../২৩৬৫ ☐ কোয়েম্বাটুর ৩৬৬৫/২৪৮০ ☐ তিরুভনন্তপুরম ৪৬৯০/৩১৬০ ☐ কোচি.../৩০৯০ ☐ কালিকট ৩৬৬০/২৪৮০ ☐ ব্যাঙ্গালোর ২৬৬০/১৮২০ ☐ মুম্বাই ৬৪৭০/৪৩৫০ ☐ গোয়া ৫৪৫৫/৩৬৭৫ ☐ হায়দ্রাবাদ ৪০১০/২৭১৫ ☐ বিশাখাপতনম.../৩০৩৫ ☐ ভুবনেশ্বর ৭৯২০/৫৩২০ ☐ কলকাতা ৯০৩৫/৬০৬০ ☐ দিল্লী ১০৩৭০/৬৯৫৫ ☐ আমেদাবাদ ৯৬১৫/৬৪৫০ ☐ পুনে ৬৯৬৫/৪৬৮০ ☐ কলম্বো ৩২৩০/২৪৮৫ ☐

গুয়াহাটি থেকে— আগরতলা ১৮২৫/১২৫৫ ☐ আইজল.../১৭৬০ ☐ ডিমাপুর.../১৬০০ ☐ লীলাবাড়ি.../১৬৮০ ☐ ইম্ফল ২০৮৫/১৪৩০ ☐ কলকাতা ২৮৯৫/১৯৭০ ☐ দিল্লী ৯৫৬০/৬৪২০ ☐

বারাণসী থেকে— আগ্রা.../২৮০৫ ☐ দিল্লী ৪৯১০/৩৩১৫ ☐ খাজুরাহো.../১৯৭৫ ☐ লক্ষ্ণৌ ২৫১০/১৭১০ ☐ মুম্বাই ৯৪২৫/৬৩২৫ ☐ কাঠমাণ্ডু ১৭১৫/১৩১৫ ☐

ব্যাঙ্গালোর থেকে— চেন্নাই ২৬৬০/১৮২০ ☐ কোচি.../২১০০ ☐ কালিকট ২৭৩০/১৮৬০ ☐ হায়দ্রাবাদ ৪০৮০/২৭৬০ ☐ গোয়া ৪০২৫/২৭২৫ ☐ তিরুভনন্তপুরম ৪৪৭৫/৩০২৫ ☐ আমেদাবাদ ৮৮৬৫/৫৯৫০ ☐ পুনে ৫৬০০/৩৭৭৫ ☐ মুম্বাই ৫৪১৫/৩৬৫০ ☐ ম্যাঙ্গালোর.../১৯৭৫ ☐ দিল্লী ১০২৯০/৬৯০০ ☐ কলকাতা ১০৬৭৫/৭১৫৫ ☐

NEPC Airlines, Damania Airways, Jet Airways, East-West Airlines, Modiluft, Archana Airways, Sahara Airlines—ছাড়াও নানান প্রাইভেট বিমান সংস্থাও ভারতের আকাশ ছেয়ে সার্ভিস গড়েছে—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকার।

Important Rail Telephones

Mumbai :	
Chhatrapati Shivaji Terminal-CST (VT)	2043535
Mumbai Central	4933535
Dadar	4224161
General Enquiry	134
Reservation	135
Central Rail	2695959
Western Rail	2095959
Train Arrival Enquiry	136
Train Departure Enquiry	137
Calcutta :	
Howrah Station	6602581
" " New Complex	6602217
Sealdah Station	3503535
Fairlie Place	2203596
Kailaghat St	2480257
Central Enquiry	2203535 to 2203544
Reservation Enquiry	2203500/136
Reservation	2203496/135
General Enquiry	2203545 to 3554/131
Howrah Station (New Complex)	6602217
Incoming Trains (Round the Clock)	2203554
Delhi :	
General Enquiry	3313535/131
Train Arrival Enquiry	1330-34
Train Departure Enquiry	1336-38
Reservation	
Upper Class	E1330/H1335/3348686
Second Class	3348787
Chennai :	
Central Station	563535
Egmore Station	566565
Train Information	567575
General Enquiry	131
Reservation Enquiry	E 1361/H1362
Enquiry : Secunderabad/ Hyderabad/Kacheguda	131
Madurai	131/132
Thiruvananthapuram	131/329246
Ernakulam	131/132
Bangalore	131/253965

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র